THE

HOLY BIBLE,

CONTAINING THE

OLD AND NEW TESTAMENTS

IN THE

BENGALI LANGUAGE.

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES

By the Calcutta Baptist Missionaries, with Native Assistants.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY.

1877.

Sixth Edition.

ধর্ম্মপুস্তক

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ।

ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত

এবং ইংলণ্ডদেশীয় ধর্ম্মসমাজের উপকারদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।

বাং সন ১২৮৩ ইং সন ১৮৭৭।

নির্ঘণ্ট।

পুরাতন নিয়ম।

নূতন নিয়ম।

আদিপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। [২] পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধির উপরে ছিল, ও ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে নিলীয়মান ছিলেন।

[৩] পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। [৪] তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিয়া অন্ধকারহইতে তাহা পৃথক্ করিলেন। [৫] এবং ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস, ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।

[৬] পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হইয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক। [৭] ঈশ্বর এই রূপে বিতান নির্ম্মাণ করিয়া বিতানের ঊর্দ্ধস্থিত জলহইতে অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন; তাহাতে সেই রূপ হইল। [৮] পরে ঈশ্বর ঐ বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

[৯] পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ তাবৎ জল এক স্থানে সঙ্গৃহীত হউক, ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। [১০] তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; এবং ঈশ্বর তাহা উত্তম দেখিলেন।

[১১] অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণকে, সবীজ ওষধিকে ও বীজসম্বলিত স্ব ২ জাত্যনুযায়ি ফলোৎপাদক ফলবৃক্ষকে ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেই রূপ হইল; [১২] অর্থাৎ ভূমিতে তৃণ, স্ব ২ জাত্যনুযায়ি বীজোৎপাদক ওষধি ও স্ব ২ জাত্যনুযায়ি বীজসম্বলিত ফলোৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকল উত্তম দেখিলেন। [১৩] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।

[১৪] অপর ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রিহইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; তাহা চিহ্ন এবং ঋতুর ও দিবসের ও বৎসরের কারণ হউক; [১৫] এবং পৃথিবীতে আলো করণার্থ দীপের ন্যায় আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেই রূপ হইল। [১৬] ফলতঃ ঈশ্বর দিনের কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ, ও রাত্রির কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহজ্জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রগণকে নির্ম্মাণ করিলেন। [১৭] এবং পৃথিবীতে দীপ্তিদানার্থে, এবং দিবসের ও রাত্রির কর্ত্তৃত্ব করণার্থে, [১৮] এবং আলো ও অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন; এবং ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন। [১৯] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

[২০] পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির ঊর্দ্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানের দিগে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। [২১] তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমি প্রভৃতি যে ২ নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল আকীর্ণ আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষি সকলের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর সে সকল উত্তম দেখিলেন। [২২] এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। [২৩] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

[২৪] অপর ঈশ্বর কহিলেন, ভূমিতে নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব ২ জাত্যনুযায়ি গ্রাম্য পশু ও সরীসৃপ জীব ও বনপশু উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। [২৫] এই রূপে ঈশ্বর স্ব ২ জাত্যনুযায়ি বনপশু ও স্ব ২ জাত্যনুযায়ি গ্রাম্য পশু ও স্ব ২ জাত্যনুযায়ি যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ জীবগণকে নির্ম্মাণ করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

[২৬] পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি; তাহারা সমুদ্রচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং পশুগণের এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। [২৭] পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। [২৮] পরে

ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ফলতঃ ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত কর, এবং সমুদ্রের মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।

[২৯] ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি ভূতলে স্থিত যাবতীয় সবীজ ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। [৩০] এবং ভূচর যাবতীয় পশু ও খেচর যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট এই সকল প্রাণির আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেই রূপ হইল। [৩১] পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলই অতি উত্তম দেখিলেন। এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ অধ্যায়।

[১] এই রূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। [২] পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। [৩] এবং ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, যেহেতুক সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করণরূপ আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন।

[৪] সৃষ্টিকালে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই। যে সময়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, [৫] সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, ও ক্ষেত্রের কোন ওষধির প্ররোহণ হইত না; কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করান নাই, ও ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। [৬] পরে পৃথিবীহইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলাভিষিক্ত করিল। [৭] অপর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য জীবময় প্রাণী হইল। [৮] পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্ব্বদিকস্থ এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। [৯] এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমিতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। [১০] এবং উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন্‌হইতে এক নদী নির্গত হইয়া তৎস্থানাবধি ভিন্ন ২ চতুর্ম্মুখ হইল। [১১] প্রথম নদীর নাম পীশোন্; ইহা স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশসমূহ বেষ্টন করে। [১২] ঐ দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং সেই স্থানে গুগ্গুলু ও গোমেদকমণি জন্মে। [১৩] দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; ইহা সমস্ত কূশ্ দেশ বেষ্টন করে। [১৪] তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল; ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া গমন করে। চতুর্থ নদী ফরাৎ।

[১৫] পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া ঐ এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। [১৬] এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; [১৭] কিন্তু সদসৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহার ফল খাইবা, সেই দিনে নিতান্ত মরিবা।

[১৮] অনন্তর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্যে তাহার অনুরূপ দোসর নির্ম্মাণ করি। [১৯] সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকাহইতে তাবৎ বনপশু ও তাবৎ খেচর পক্ষী নির্ম্মাণ করিলে পর আদম্ তাহাদের কি ২ নাম রাখিবে, তাহা জানিতে সেই সকলকে তাহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম্ যে সজীব প্রাণির যে নাম রাখিল, তাহার সেই নাম হইল। [২০] তৎকালে আদম্ যাবতীয় পশুর ও খেচর পক্ষির ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিল, কিন্তু মনুষ্যের জন্যে তাহার অনুরূপ দোসর পাইল না। [২১] অনন্তর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন করিয়া যাবৎ সে নিদ্রিত ছিল, তাবৎ তাহার একটী পঞ্জর লইয়া মাংসদ্বারা সেই ক্ষতস্থান পুরাইলেন। [২২] এবং সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমহইতে নীত সেই পঞ্জরদ্বারা এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। [২৩] তখন আদম্ কহিল, এ বার [হইল]; এ আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী হইবে, কেননা এ নরহইতে গৃহীতা হইয়াছে। [২৪] এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে। [২৫] ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

৩ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত ভূচর প্রাণিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক কহিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? [২] তাহাতে নারী সর্পকে কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; [৩] কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, এবং স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। [৪] তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবা না। [৫] কিন্তু ঈশ্বর জানেন, যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা।

৬ তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক ও কৌশল প্রদানার্থে বাঞ্ছনীয় দেখিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামিকে দিলে সেও ভোজন করিল। ৭ তাহাতে তাহাদের উভয়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উলঙ্গতার বোধ পাইয়া ডুম্বুরবৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন করিল।

৮ পরে তাহারা দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমনকারি সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইল; তাহাতে আদম্ ও তাহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখহইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। ৯ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? ১০ সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে লুকাইলাম। ১১ তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? ১২ তাহাতে আদম কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিল, তাহাতে খাইলাম। ১৩ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল, সর্প আমাকে ভুলাইল, তাহাতে খাইলাম।

১৪ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবা; তুমি বুকে হাঁটিবা, এবং যাবজ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। ১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরভাব উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবা।

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বামির প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। ১৭ অনন্তর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি নিজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিলা, এই জন্যে তোমার নিমিত্তে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহা ভোগ করিবা। ১৮ এবং তাহাতে তোমার জন্যে কন্টক ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবা। ১৯ তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিয়া শেষে মৃত্তিকাতে প্রত্যাগমন করিবা; কেননা তুমি তাহাহইতে গৃহীত হইয়াছ; তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রত্যাগমন করিবা। ২০ পরে আদম্ আপন স্ত্রীর নাম হবা [জীবিত] রাখিল, কেননা সে জীবিত সকলের মাতা হইল। ২১ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের ও তাহার স্ত্রীর নিমিত্তে চর্ম্মের অঙ্গরক্ষিণী প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইলেন।

২২ অনন্তর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করিয়া অনন্তজীবী হয়। ২৩ এই নিমিত্তে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাকে এদনের উদ্যানহইতে দূর করিলেন, এবং সে যাহাহইতে গৃহীত সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ২৪ অতএব তিনি মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিগে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ অপর আদম আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে সে গর্ভবতী হইয়া কয়িন্ [অর্থাৎ লাভ নামক পুত্রকে] প্রসব করিয়া কহিল, সদাপ্রভুর সহকারে আমার নরলাভ হইল। ২ পরে সে হেবল্ নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিল; ঐ হেবল্ মেষপালক, ও কয়িন্ কৃষক ছিল। ৩ অপর কালানুক্রমে কয়িন্ উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূম্যুৎপন্ন ফল উৎসর্গ করিল। ৪ এবং হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কএক পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন। ৫ কিন্তু কয়িন্কে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না; এই নিমিত্তে কয়িন্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণবদন হইল। ৬ তাহাতে সদাপ্রভু কয়িন্কে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা? ও কেন বিষণ্ণবদন হইলা? ৭ যদি সদাচরণ কর, তবে কি প্রসন্নবদন হইবা না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, কিন্তু তুমি তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিও। ৮ অপর কয়িন্ আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কয়িন্ আপন ভ্রাতা হেবলের বিপক্ষে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।

৯ অনন্তর সদাপ্রভু কয়িন্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ভ্রাতা হেবল্ কোথায়? সে উত্তর করিল, আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি? ১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি করিলা? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আমার উদ্দেশে ক্রন্দন করিতেছে। ১১ অতএব যে ভূমি তোমার হস্তহইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত গ্রহণার্থে আপন মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত হইলা। ১২ ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও তাহা আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না; তুমি পৃথি-

বীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইবা। [১৩] তাহাতে কয়িন্ সদাপ্রভুকে কহিল, আমার অপরাধের ভার অসহ্য। [১৪] দেখ, অদ্য তুমি ভূতলহইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলা, তাহাতে তোমার দৃষ্টিহইতে আমাকে লুকাইতে হয়; এই রূপে পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী হইলে যেই আমাকে পাইবে, সেই আমাকে বধ করিবে। [১৫] তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, এই হেতুক কয়িনকে যে বধ করিবে, তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে। অনন্তর সদাপ্রভু কয়িনেতে এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কোন কেহ তাহাকে পাইলে বধ করে।

[১৬] অপর কয়িন্ সদাপ্রভুর সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিগে নোদ্ দেশে বাস করিল। [১৭] পরে কয়িন্ আপন স্ত্রীতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোক্‌কে প্রসব করিল। অপর কয়িন এক নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক্ রাখিল। [১৮] ঐ হনোকের পুত্র ঈরদ্, ও ঈরদের পুত্র মহূয়ায়েল্, ও মহূয়ায়েলের পুত্র মথূশায়েল, ও মথূশায়েলের পুত্র লেমক্। [১৯] ঐ লেমক্ দুই স্ত্রী বিবাহ করিল, এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যার নাম সিল্লা। [২০] ঐ আদার গর্ব্ভে যাবল্ জন্মিল, সে তাম্বুগৃহবাসি পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। [২১] তাহার সহোদরের নাম যূবল; সে বীণা ও বংশীধারী সকলের আদিপুরুষ ছিল। [২২] আর সিল্লার গর্ব্ভে তূবলকয়িন্ জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র গঠিত; ঐ তূবল্‌কয়িনের নয়মা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। [২৩] পরে লেমক আপন স্ত্রীদিগকে কহিল, হে আদে ও হে সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন; হে লেমকের ভার্য্যাগণ, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর; আমি আঘাতের পরিশোধে পুরুষকে, ও প্রহারের পরিশোধে যুবাকে বধ করি। [২৪] যদি কয়িনের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।

[২৫] অনন্তর আদম্ পুনর্ব্বার আপন ভার্য্যা হবাতে উপগত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেথ [বিনিময়] রাখিল। কেননা [সে কহিল,] কয়িন কর্ত্তৃক হত হেবলের বিনিময়ে ঈশ্বর আমাকে আর এক সন্তান দিলেন। [২৬] পরে ঐ শেথেরও পুত্র জন্মিলে সে তাহার নাম ইনোশ্ রাখিল; তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে উচ্চরবে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

[১] অথ আদমের বৃত্তান্তপত্র। যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তাহাকে নির্ম্মাণ করিলেন। [২] পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন; এবং সেই সৃষ্টিদিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদম এই নাম দিলেন। [৩] পরে আদম্ এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে আপন সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্ত্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখিল। [৪] শেথের জন্ম দিলে পর আদম্ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [৫] সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[৬] পরে শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ইনোশের জন্ম দিল। [৭] ইনোশের জন্ম দিলে পর শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [৮] সর্ব্বশুদ্ধ শেথের নয় শত বারো বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[৯] ইনোশ্ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম দিল। [১০] কৈননের জন্ম দিলে পর ইনোশ্ আট শত পোনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [১১] সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয় শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১২] কৈনন্ সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের জন্ম দিল। [১৩] মহললেলের জন্ম দিলে পর কৈনন্ আট শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [১৪] সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয় শত দশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১৫] মহললেল্ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে যেরদের জন্ম দিল। [১৬] যেরদের জন্ম দিলে পর মহললেল্ আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [১৭] সর্ব্বশুদ্ধ মহললেলের আট শত পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[১৮] যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে হনোকের জন্ম দিল। [১৯] হনোকের জন্ম দিলে পর যেরদ আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [২০] সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

[২১] হনোক্ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথূশেলহের জন্ম দিল। [২২] মথূশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক্ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিল, এবং আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [২৩] সর্ব্বশুদ্ধ হনোক্ তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর জীবৎ থাকিল। [২৪] হনোক্ ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত। পরে সে অনুদ্দিষ্ট হইল, কেননা ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিলেন।

[২৫] মথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর বয়সে লেমকের জন্ম দিল। [২৬] লেমকের জন্ম দিলে পর মথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। [২৭] সর্ব্বশুদ্ধ মথূশেলহের নয় শত ঊনসত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

২৮ লেমক্ এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ [বিশ্রাম] রাখিল; ২৯ কেননা সে কহিল, সদাপ্রভু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ভূমিহইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ জন্মে তদ্বিষয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে। ৩০ নোহের জন্ম দিলে পর লেমক্ পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ৩১ সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। ৩২ পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শেম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল।

৬ অধ্যায়।

১ এই রূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক কন্যা জন্মিল, ২ তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। ৩ তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র; অতএব তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে। ৪ তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের কাছে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই প্রাক্কালীন প্রসিদ্ধ বীর।

৫ অপর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সকল কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। ৬ অতএব সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত অনুতাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইয়া কহিলেন, ৭ আমি ভূমণ্ডলহইতে আপনার সৃষ্ট মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং মনুষ্যের সহিত পশু ও সরীসৃপ জীব ও খেচর পক্ষিগণকেও লোপ করিব, কেননা তাহাদের নির্ম্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে। ৮ কিন্তু নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইল।

৯ অথ নোহের বৃত্তান্ত। নোহ তাৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও যাথার্থিক লোক ছিল, এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত। ১০ নোহ শেম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল। ১১ তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্টা এবং দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা ছিল। ১২ এবং ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সে ভ্রষ্টা হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ তাবৎ প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে। ১৩ তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণির অন্তিম কাল উপস্থিত হইল, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা হইয়াছে। অতএব দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। ১৪ তুমি গোফর্ কাষ্ঠদ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ কর; এবং তাহার মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন কর। ১৫ সেই জাহাজ দীর্ঘে তিন শত হস্ত, ও প্রস্থে পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতাতে ত্রিশ হস্ত হইবে; এই প্রকারে তাহা নির্ম্মাণ কর। ১৬ এবং তাহার ছাতের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। ১৭ আর দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে নষ্ট করণার্থে আমি জলপ্লাবন [করিয়া] পৃথিবীর উপরে জল আনিব, পৃথিবীস্থ সকল [প্রাণী] প্রাণত্যাগ করিবে। ১৮ কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিলাম; অতএব তুমি আপন পুত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবা। ১৯ এবং যাবতীয় মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষ যুগ্ম ২ লইয়া প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবা; ২০ সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর সরীসৃপ জীব এক২ যুগ্ম হইয়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে। ২১ এবং তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি তাবৎ প্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবা। ২২ তাহাতে নোহ সেই রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম্ম করিল।

৭ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্ম্মিক দেখিতেছি। ২ তুমি শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত ২ যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক ২ যোড়া, ৩ এবং খেচর পক্ষিগণেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত ২ যোড়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে রাখ। ৪ কেননা সপ্তাহমাত্রের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি করাইয়া আমার নির্ম্মিত তাবৎ প্রাণিকে ভূমণ্ডলহইতে উচ্ছিন্ন করিব। ৫ তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিল। ৬ নোহের ছয় শত বৎসর বয়সের সময়ে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।

৭ পরে জলপ্লাবনের অপেক্ষাতে নোহ ও তাহার স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণ জাহাজে প্রবেশ করিল। ৮ নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি ও অশুচি পশু ও পক্ষি এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের ৯ স্ত্রীপুরুষ যোড়া ২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। ১০ পরে সপ্তাহ গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন

হইতে লাগিল। [১১] নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাবারিধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগনস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল। [১২] তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা-রাত্রি অতিবৃষ্টি হইল। [১৩] সেই দিনে নোহ এবং শেম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে নোহের পুত্রগণ এবং তাহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিল। [১৪] এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় গ্রাম্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও সর্ব্বজাতীয় খেচর পক্ষী, [১৫] অর্থাৎ প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু যুগ্ম ২ হইয়া জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। [১৬] ফলতঃ তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া ২ হইয়া প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাহার পশ্চাৎ দ্বার বন্ধ করিলেন।

[১৭] অনন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। [১৮] পরে জল প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। [১৯] এবং পৃথিবীতে জল অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল। [২০] তাহার উপরে পোনের হাত জল উঠিলে পর্ব্বত সকল মগ্ন হইল। [২১] তাহাতে ভূচর তাবৎ জীব অর্থাৎ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু ও ভূমিতে গমনশীল জীব সকল এবং মনুষ্য সকল মরিল। [২২] স্থলচর যত প্রাণির নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল। [২৩] এই রূপে ভূমণ্ডলনিবাসি তাবৎ প্রাণী, অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষি সকল লুপ্ত হইয়া পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থ প্রাণিরা বাঁচিল। [২৪] এই রূপে পৃথিবীর উপরে জল এক শত পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত প্রবল হইয়া রহিল।

৮ অধ্যায়।

[১] পরে ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গি পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথিবীতে বায়ু বহাইলেন, তাহাতে জল থামিল। [২] এবং বারিধির উনুই ও গগনস্থ দ্বার সকল বন্ধ এবং আকাশের অতিবৃষ্টি নিবৃত্ত হওয়াতে [৩] জল ক্রমশঃ ভূমির উপরহইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। [৪] তাহাতে সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে অরারটের কোন পর্ব্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। [৫] পরে দশম মাস পর্য্যন্ত জল ক্রমশঃ সরিয়া অল্পতর হইল; ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ দৃশ্য হইল।

[৬] তৎপরে চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপন নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা দাঁড়কাককে ছাড়িয়া দিল। [৭] তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওন পর্য্যন্ত ইতস্ততো গতায়াত করিল। [৮] অনন্তর ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে নোহ আপনার নিকটহইতে এক কপোতকে ছাড়িয়া দিল। [৯] তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলাচ্ছাদিত প্রযুক্ত কপোত পদার্পণের স্থান না পাওয়াতে জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন নোহ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জাহাজের ভিতরে আপনার নিকটে রাখিল।

[১০] তদনন্তর সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া জাহাজহইতে সেই কপোতকে পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিলে [১১] কপোতটী সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন দেখ, তাহার চঞ্চুতে জিতবৃক্ষের একটী নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ বুঝিল, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে। [১২] পরে সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া সেই কপোতকে ছাড়িয়া দিল, তখন সে তাহার নিকটে আর ফিরিয়া আইল না। [১৩] [নোহের বয়সের] ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুষ্ক হইয়াছিল; তাহাতে নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া অবলোকন করিয়া ভূতলকে নির্জল দেখিল। [১৪] পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশ দিনে ভূমি শুষ্ক হইল।

[১৫] পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, [১৬] তুমি আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজহইতে নির্গত হও। [১৭] এবং তোমার সঙ্গি পক্ষী ও পশু ও ভূচর সরীসৃপ প্রভৃতি যাবতীয় মাংসবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন; তাহারা পৃথিবীকে আকীর্ণ করুক, এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক। [১৮] তখন নোহ আপন স্ত্রী ও পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া নির্গত হইল। [১৯] এবং স্ব ২ জাত্যনুসারে প্রত্যেক পশু ও সরীসৃপ জীব ও পক্ষী প্রভৃতি ভূচর প্রাণী সকলে জাহাজহইতে নির্গত হইল।

[২০] অনন্তর নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শুচি পশুর ও সর্ব্বপ্রকার শুচি পক্ষির মধ্যে কতকগুলি লইয়া বেদির উপরে হোম করিল। [২১] তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে ২ কহিলেন, আমি মনুষ্যের জন্যে ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম, সেমত আর কখনো সকল প্রাণিকে সংহার করিব না। [২২] ইহার পরে যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ শস্য বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও উত্তাপ, এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ অধ্যায়।

[১] পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। [২] পৃথিবীর তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর জীব ও সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইবে; সে সকল তোমাদের হস্তে সমর্পিত আছে। [৩] প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ্ ওষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। [৪] কিন্তু সপ্রাণ [অর্থাৎ] সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। [৫] এবং তোমাদের রক্ত পাতিত হইলে আমি তোমাদের প্রাণের পক্ষে তাহারই পরিশোধ অবশ্য লইব; পশুর নিকটে হউক, কিম্বা মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে হউক, মনুষ্যের প্রাণের পরিশোধ আমি অবশ্য লইব। [৬] যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্যকর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। [৭] তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীকে আকীর্ণ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও।

[৮] অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্রগণকে কহিলেন, [৯] দেখ, তোমাদের সহিত ও তোমাদের ভাবি বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গি যাবতীয় প্রাণির সহিত, [১০] অর্থাৎ পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু প্রভৃতি পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজহইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করি। [১১] আমি তোমাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করি, জলপ্লাবন দ্বারা তাবৎ প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর হইবে না। [১২] ঈশ্বর আরো কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গি তাবৎ প্রাণির সহিত অনন্তকালীন পুরুষানুক্রমের জন্যে যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। [১৩] আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। [১৪] যৎকালে আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তৎকালে সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে; [১৫] তাহাতে তোমাদের ও যাবতীয় মাংসবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণির সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং সকল প্রাণির বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর হইবে না। [১৬] আর মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে যাবতীয় মাংসবিশিষ্ট যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে অনন্তকালীন নিয়ম আছে, তাহা আমি স্মরণ করিব। [১৭] ঈশ্বর নোহকে আরও কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই চিহ্ন হইবে।

[১৮] নোহের যে পুত্রেরা জাহাজহইতে বহির্গত হইল, তাহাদের নাম শেম্ ও হাম্ ও যেফৎ সেই হাম্ কনানের পিতা। [১৯] এই তিন জন নোহের পুত্র; ইহাদেরই বংশেতে তাবৎ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। [২০] পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। [২১] তাহাতে সে দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হইল, এবং তাম্বুর মধ্যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িল। [২২] তখন কনানের পিতা হাম্ আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। [২৩] তাহাতে শেম ও যেফৎ [পিতার] বস্ত্র লইয়া আপনাদের স্কন্ধে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া পিতার উলঙ্গতাকে আচ্ছাদন করিল; পরাঙ্মুখ হওয়াতে তাহারা পিতার উলঙ্গতা দেখিল না। [২৪] পরে নোহ দ্রাক্ষারসের নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া আপনার প্রতি ছোট পুত্রের আচরণ জানিয়া কহিল, [২৫] কনান্ অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে। [২৬] সে আরো কহিল, শেমের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; কনান্ শেমের দাস হইবে। [২৭] ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করিবেন; তাহাতে সে শেমের তাম্বুতে বাস করিবে, ও কনান্ তাহার দাস হইবে।

[২৮] জলপ্লাবনের পরে নোহ তিন শত পঞ্চাশ বৎসর জীবৎ থাকিল। [২৯] সর্ব্বশুদ্ধ নোহের নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

১০ অধ্যায়।

[১] অথ নোহের পুত্র শেম্ ও হাম্ ও যেফতের বৃত্তান্ত। জলপ্লাবনের পরে তাহাদের [এই সকল] সন্তান সন্ততি হয়। [২] গোমর্ ও মাগোগ্ ও মাদয়্ ও যবন ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্, ইহারা যেফতের সন্তান। [৩] অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম, ইহারা গোমরের সন্তান। [৪] এবং ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীম্ ও দোদানীম, ইহারা যবনের সন্তান। [৫] এই সকলহইতে পরজাতীয়দের দ্বীপনিবাসিরা আপনাদের দেশবিদেশে স্ব২ ভাষানুসারে ব্যাপ্ত হইয়া আপন২ জাতির নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইল।

[৬] এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট্ ও কনান্, ইহারা হামের সন্তান। [৭] সবা ও হবীলা ও সপ্তা ও রয়মা ও সপ্তকা, ইহারা কূশের সন্তান। শিবা ও দদান্ ইহারা রয়মার সন্তান। [৮] নিম্রোদ্ কূশের পুত্র; সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল। [৯] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পারাক্রান্ত ব্যাধ হইল; অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ নিম্রোদের তুল্য। [১০] এবং শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও এরক্ ও অক্কদ্ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার প্রথম রাজ্য হইল। [১১] সেই দেশহইতে অশূর নির্গত হইয়া নীনবী ও রহোবোৎ পুরী ও কেলহ, [১২] এবং নীনবী ও কেলহের মধ্যস্থিত রেষন্

পত্তন করিল; এই রেষন্ মহানগর। ১৩ এবং লূদীয় ও অনামীয় ও লহাবীয় ও নপ্তুহীয় ১৪ ও পথ্রোষীয় ও পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকলে মিসরের সন্তান। ১৫ এবং কনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্, তাহার পর হেৎ ১৬ ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয় ১৭ ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয় ১৮ ও অর্বদীয় ও সমারীয় ও হমাতীয়। পরে কনানীয়দের গোষ্ঠী সকল বিস্তারিত হইলে সীদোনহইতে গরারের দিগে ঘসা পর্য্যন্ত, ১৯ এবং সদোম্ ও ঘমোরা ও অদ্মা ও সবোয়ীমের দিগে লেশা পর্য্যন্ত কনানীয়দের [বসতির] সীমা ছিল। ২০ আপন ২ গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাত্যনুসারে এই সকলে হামের সন্তান।

২১ যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে শেম্ তাহারও সন্তান সন্ততি ছিল, ফলতঃ সে এবরের সকল সন্তানের আদিপুরুষ। ২২ শেমের এই সকল সন্তান, এলম্ ও অশূর্ ও অর্ফক্ষদ ও লূদ্ ও অরাম্। ২৩ ঐ অরামের সন্তান ঊস্ ও হূল্ ও গেথর ও মশ্। ২৪ এবং অর্ফক্ষদের সন্তান শেলহ, ও শেলহের সন্তান এবর্। ২৫ ঐ এবরের দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ [বিভাগ], কেননা তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। ২৬ এবং যক্তনের পুত্র অল্মোদদ্ ও শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ২৭ ও হদোরাম্ ও ঊষল্ ও দিক্ল ২৮ ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা ২৯ ও ওফীর্ ও হবীলা ও যোবব্। এই সকলে যক্তনের সন্তান। ৩০ মেশা অবধি পূর্ব্বদিগের সফার পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল। ৩১ আপন ২ গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাত্যনুসারে এই সকলে শেমের সন্তান। ৩২ আপন ২ বংশাবলি ও জাত্যনুসারে ইহারা নোহের সন্তানদের গোষ্ঠী ছিল; এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ উচ্চারণ ছিল। ২ অপর লোকেরা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ করিতে ২ শিনিয়র দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিয়া পরস্পর কহিল, ৩ আইস, আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক তাহাদের প্রস্তরস্বরূপ ও মেটিয়া তৈল চূণস্বরূপ হইল। ৪ পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, তাহাতে সমস্ত ভূতলে ছিন্নভিন্ন হইব না। ৫ পরে মনুষ্যসন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আইলেন। ৬ ফলতঃ সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও একভাষাবাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহাহইতে নিবারিত হইবে না। ৭ আইস, আমরা নীচে গিয়া তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে, এই জন্যে সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই। ৮ অপর সদাপ্রভু তথাহইতে সমস্ত ভূতলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলে তাহারা নগর পত্তনহইতে নিবৃত্ত হইল। ৯ এই কারণ সেই নগরের নাম বাবিল্ [ভেদ] থাকিল; কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথাহইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূতলে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন।

১০ অথ শেমের বৃত্তান্ত। শেম এক শত বৎসর বয়সে অর্থাৎ জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে অর্ফক্ষদের জন্ম দিল। ১১ অর্ফক্ষদের জন্ম দিলে পর শেম পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ১২ এবং অর্ফক্ষদ্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিল। ১৩ শেলহের জন্ম দিলে পর অর্ফক্ষদ্ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ১৪ এবং শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে এবরের জন্ম দিল। ১৫ এবরের জন্ম দিলে পর শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ১৬ এবং এবর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিল। ১৭ পেলগের জন্ম দিলে পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ১৮ এবং পেলগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম দিল। ১৯ রিয়ূর জন্ম দিলে পর পেলগ্ দুই শত নয় বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ২০ এবং রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সরুগের জন্ম দিল। ২১ সরুগের জন্ম দিলে পর রিয়ূ দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ২২ এবং সরুগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে নাহোরের জন্ম দিল। ২৩ নাহোরের জন্ম দিলে পর সরুগ্ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ২৪ এবং নাহোর ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিল। ২৫ তেরহের জন্ম দিলে পর নাহোর্ এক শত ঊনিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো পুত্রকন্যার জন্ম দিল। ২৬ এবং তেরহ সত্তর বৎসর বয়সে অব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল।

২৭ অথ তেরহের বৃত্তান্ত। তেরহ অব্রামের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল। এবং সেই হারণ লোটের জন্ম দিল; ২৮ কিন্তু হারণ আপন পিতা তেরহের সাক্ষাতে আপন জন্মস্থান কল্দীয়দেশের ঊরে প্রাণত্যাগ করিল। ২৯ পরে অব্রাম্ ও নাহোর্ উভয়েই বিবাহ করিল; অব্রামের স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা। এই স্ত্রী হারণের কন্যা ছিল; সেই হারণ মিল্কার ও যিস্কার পিতা।

৩০ ঐ সারী বন্ধ্যা ছিল, তাহার সন্তান হইল না। ৩১ অনন্তর তেরহ অব্রাম্ পুত্রকে ও হারণের

পুত্র লোট নামক পৌত্রকে এবং অব্রামের ভার্য্যা সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া তাহারা এক সঙ্গে কনান্ দেশে যাইবার নিমিত্তে কল্‌দীয়দেশের ঊর্‌হইতে যাত্রা করিল; কিন্তু হারণ্ নগর পর্য্যন্ত গেলে পর তথায় বসতি করিল। [৩২] পরে তেরহের দুই শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণে তাহার মৃত্যু হইল।

১২ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। [২] আমি তোমাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবা। [৩] যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব; ও যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের তাবৎ গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

[৪] পরে অব্রাম্ সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে যাত্রা করিল; এবং লোটও তাহার সঙ্গে গেল। হারণ্‌হইতে প্রস্থান কালে অব্রামের পঁচাত্তর বৎসর বয়স ছিল। [৫] এই রূপে অব্রাম সারী ভার্য্যাকে ও ভ্রাতৃপুত্র লোটকে এবং হারণে আপনাদের উপার্জ্জিত ধন ও আপনাদের লব্ধ প্রাণিগণকে লইয়া কনান্ দেশে গমনার্থে যাত্রা করিল।

[৬] কনান দেশে উপস্থিত হইলে পর অব্রাম্ দেশ দিয়া যাইতে ২ শিখিম্ স্থানের নিকটস্থ মোরির উদ্যানে উত্তরিল; তৎকালে কনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করিত। [৭] পরে সদাপ্রভু অব্রামকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব; অতএব অব্রাম্ সেই স্থানে আপনার নিকটে দর্শনদাতা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। [৮] পরে সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিগে তাম্বু স্থাপন করিল; তাহার পশ্চিমে বৈথেল্ ও পূর্ব্বদিগে অয় ছিল; এবং সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি করিল, ও সদাপ্রভুর নামে উচ্চরবে প্রার্থনা করিল। [৯] তাহার পরে অব্রাম্ ক্রমে ২ দক্ষিণে গমন করিল।

[১০] অনন্তর দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অব্রাম্ মিসরে প্রবাস করিতে যাত্রা করিল; কেননা [কনান্] দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। [১১] পরে মিসরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে অব্রাম্ নিজ পত্নী সারীকে কহিল, দেখ, আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দরী; [১২] এ কারণ মিস্রীয় লোকেরা তোমাকে দেখিয়া, তুমি আমার ভার্য্যা বলিয়া আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবৎ রাখিবে। [১৩] অতএব বিনয় করি, তুমি আমার ভগিনী, এই কথা কহিও; তাহাতে তোমার অনুরোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমাহেতু আমার প্রাণ বাঁচিবে।

[১৪] পরে অব্রাম্ মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয় লোকেরা ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। [১৫] এবং ফরৌণের অধ্যক্ষগণ তাহাকে দেখিয়া ফরৌণের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিল; তাহাতে সেই স্ত্রী ফরৌণের বাটীতে নীতা হইল। [১৬] এবং তাহার অনুরোধে সে অব্রামকে আদর করিল, তাহাতে সে মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ এবং দাস দাসী ও গর্দ্দভী ও উষ্ট্র পাইল। [১৭] কিন্তু সেই সারী অব্রামের ভার্য্যা, এই জন্যে সদাপ্রভু ফরৌণের ও তাহার পরিবারের নানা মহাক্লেশ ঘটাইলেন। [১৮] অতএব ফরৌণ অব্রামকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? [১৯] উনি তোমার ভার্য্যা, এ কথা আমাকে কেন কহিলা না? তাহাকে আপনার ভগিনী কেন বলিলা? তাহাতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে লইলাম; এখন তোমার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাও। [২০] তখন ফরৌণ লোকদিগকে নিযুক্ত করিলে তাহারা সর্ব্বস্বের সহিত তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে সযত্নে বিদায় করিল।

১৩ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর অব্রাম্ ও তাহার স্ত্রী সকল সম্পত্তি লইয়া লোটের সমভিব্যাহারে মিসরহইতে [কনান্ দেশের] দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিল। [২] ঐ অব্রাম পশুতে ও স্বর্ণ রূপ্যেতে অতিশয় ধনবান্ ছিল। [৩] পরে সে পূর্ব্বযাত্রানুসারে দক্ষিণহইতে বৈথেলের দিগে যাইতে ২ বৈথেলের ও অয়ের মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পূর্ব্বে তাহার তাম্বু স্থাপিত ছিল, [৪] সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞবেদির নিকটে উপস্থিত হইয়া সদাপ্রভুর নামে উচ্চরবে প্রার্থনা করিল। [৫] এবং অব্রামের সহচর যে লোট, তাহারও অনেক ২ মেষ ও গো ও তাম্বু ছিল। [৬] অতএব সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাহারা একত্র বাস করিতে পারিল না। [৭] বিশেষতঃ অব্রামের পশুপালকদের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বিবাদ হইত; তৎকালে সেই দেশে কনানীয় ও পরিষীয় লোকেরা বসতি করিত। [৮] অতএব অব্রাম্ লোটকে কহিল, বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে, এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিবাদ না হউক; কেননা আমরা পরস্পর ভ্রাতা। [৯] তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, আমাহইতে পৃথক্ হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; নয়, তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।

[১০] তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দনের সমস্ত প্রান্তর সোয়র্ পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর দেশের সদৃশ; কেননা

তৎকালে সদোম্ ও ঘমোরা সদাপ্রভুকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় নাই। ১১ অতএব লোট আপনার নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিল; এই রূপে তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল। ১২ অব্রাম্ কনান্ দেশে থাকিল, এবং লোট্ সেই প্রান্তরস্থিত সকল নগরের মধ্যে থাকিয়া সদোমের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লাগিল। ১৩ ঐ সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও সদাপ্রভুর গোচরে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

১৪ অব্রামহইতে লোট্ পৃথক্ হইলে পর সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। ১৫ কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগানুক্রমে তোমার বংশকে দিব। ১৬ এবং পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গনিতে পারে, তবে তোমার বংশ গণ্য হইবে। ১৭ উঠ, এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা আমি তোমাকেই তাহা দিব। ১৮ তখন অব্রাম্ তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণের নিকটবর্ত্তি মম্রি উদ্যানে গিয়া বাস করিল, এবং সেখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল।

১৪ অধ্যায়।

১ শিনিয়রের অম্রাফল্ রাজা ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ রাজা ও এলমের কদর্লায়োমর্ রাজা এবং নানাজাতির তিদিয়ল্ রাজার অধিকার সময়ে, ২ সদোমের রাজা বিরার ও ঘমোরার রাজা বির্শার ও অদ্মার রাজা শিনাবের ও সবোয়িমের রাজা শিমেবরের ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত ঐ রাজগণ যুদ্ধ করিল। ৩ ইহারা সকলে সিদ্দীম্ তলভূমিতে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়াছিল। ৪ ইহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কদর্লায়োমরের দাসত্বে থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে বিদ্রোহী হইয়াছিল। ৫ পরে চতুর্দ্দশ বৎসরে কদর্লায়োমর্ ও তাহার সহায় রাজগণ আসিয়া অস্তরোৎকর্ণয়িমে ফরায়ীয় লোকদিগকে ও হমে সুষীয় লোকদিগকে ও শাবিকিরিয়াথয়িমে এমীয় লোকদিগকে ৬ ও প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি এল্পারণ পর্য্যন্ত সেয়ীর্ পর্ব্বতে তথাকার হোরীয় লোকদিগকে জয় করিল। ৭ পরে তথাহইতে ফিরিয়া ঐণ্মিষ্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমালেকীয় লোকদের সমস্ত দেশকে ও হৎসসোন্-তামর নিবাসি ইমোরীয় লোকদিগকে পরাজয় করিল। ৮ অতএব সদোমের রাজা ও ঘমোরার রাজা ও অদ্মার রাজা ও সবোয়িমের রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা বাহির হইয়া ৯ এলমের কদর্লায়োমর্ রাজার ও নানাজাতির তিদিয়ল রাজার ও শিনিয়রের অম্রাফল্ রাজার ও ইল্লাসরের অরিয়োক্ রাজার সহিত, [সর্ব্বশুদ্ধ] পাঁচ জন রাজা চারি জন রাজার সহিত যুদ্ধ করণার্থে সিদ্দীম্ তলভূমিতে ব্যূহরচনা করিল। ১০ ঐ সিদ্দীম্ তলভূমিতে মেটিয়া তৈলের অনেক খাত ছিল; তাহাতে সদোমের ও ঘমোরার রাজগণ পলাইতে তাহার মধ্যে পতিত হইল, এবং অবশিষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করিল। ১১ অতএব শত্রুরা সদোমের ও ঘমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য দ্রব্য লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ১২ বিশেষতঃ অব্রামের ভ্রাতৃপুত্র লোটকে ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গেল, কেননা সে সদোমে বাস করিতেছিল।

১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় অব্রামকে সমাচার দিল; ঐ সময়ে অব্রাম্ ইষ্কোলের ও আনেরের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির উদ্যানে বাস করিতেছিল, এবং তাহারা অব্রামের সহায় ছিল। ১৪ তখন অব্রাম্ আপন জ্ঞাতিকে ধরিয়া লইয়া যাওনের সমাচার শুনিবামাত্র আপন গৃহজাত তিন শত অষ্টাদশ জন অভ্যস্ত দাসকে সত্বরে প্রস্তুত করিয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া দান্ পর্য্যন্ত গেল। ১৫ পরে রাত্রিকালে আপন দাসদিগকে দুই দল করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক দম্মেশকের উত্তরে স্থিত হোবা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিল। ১৬ এবং সকল সম্পত্তি, বিশেষতঃ আপন জ্ঞাতি লোট্ ও তাহার সম্পত্তি এবং স্ত্রী ও প্রজা সকলকে ফিরাইয়া আনিল।

১৭ অব্রাম্ কদর্লায়োমরকে ও তাহার সহায় রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলে পর, সদোমের রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শাবী তলভূমিতে অর্থাৎ রাজার তলভূমিতে গমন করিল। ১৮ এবং শালেমের রাজা মল্কীষেদক্ রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া আনিলেন; তিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের যাজক। ১৯ তিনি অব্রামকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, অব্রাম্ স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র হউক। ২০ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি তোমার বিপক্ষগণকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন [অব্রাম্] সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাঁহাকে দিল। ২১ অনন্তর সদোমের রাজা অব্রামকে কহিল, তুমি সমস্ত সম্পত্তি লও, কিন্তু মনুষ্য সকল আমাকে দেও। ২২ তাহাতে অব্রাম্ সদোমের রাজাকে উত্তর করিল, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে হস্ত উঠাইয়া কহিতেছি, ২৩ আমি তোমার কিছুই লইব না, এক গাছি সূতা কি জুতার বন্ধনীও লইব না; পাছে তুমি বল, আমি অব্রামকে ধনবান করিয়াছি। ২৪ কেবল [আমার] যুবগণ যাহা খাইয়াছে তাহা লইব, এবং আমার যে সহায়গণ সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অর্থাৎ আনের্ ও ইষ্কোল্ ও মম্রি আপন২ প্রাপ্তব্য অংশ গ্রহণ করুক।

১৫ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে দর্শনদ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, হে অব্রাম্, ভয় করিও না, আমি তোমার ঢাল ও মহাপুরস্কারস্বরূপ। ২ তাহাতে অব্রাম্ উত্তর করিল, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আমাকে কি দিবা? আমি তো নিরপত্য হইয়া প্রয়াণ করিতেছি, এবং এই দম্মেশকীয় ইলীয়েষর্ আমার গৃহের ধনাধিকারী আছে। ৩ ফলতঃ অব্রাম্ কহিল, দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলা না, সুতরাং আমার গৃহজাত লোক আমার উত্তরাধিকারী হইবে। ৪ তখন তাহার প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। ৫ পরে তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার, তবে গণিয়া বল। অনন্তর তিনি তাহাকে কহিলেন, এই রূপ তোমার বংশ হইবে। ৬ তখন সে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার পক্ষে তাহা ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণনা করিলেন। ৭ পরে তাহাকে কহিলেন, যিনি তোমার অধিকারার্থে এই দেশ দিতে কল্দীয়দেশের ঊরহইতে তোমাকে আনিলেন, সেই সদাপ্রভু আমি। ৮ তখন সে কহিল, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমি যে ইহার অধিকারী হইব, তাহা কিসে জানিব? ৯ তিনি কহিলেন, তুমি তিন বৎসরের এক গাভীকে ও তিন বৎসরের এক ছাগীকে ও তিন বৎসরের এক মেষকে এবং এক ঘুঘুকে ও এক কপোতশাবককে আমার নিকটে আন। ১০ তাহাতে সে ঐ সকল [প্রাণী] তাঁহার নিকটে আনিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া এক২ খণ্ডের অগ্রে অন্য ২ খণ্ড রাখিল, কিন্তু পক্ষিগণকে দ্বিখণ্ড করিল না। ১১ পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই মৃত পশুদের উপরে পড়িলে অব্রাম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ১২ পরে সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে অব্রাম্ ঘোর নিদ্রাগত হইল; তাহাতে সে ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইল। ১৩ তখন তিনি অব্রামকে কহিলেন, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী হইয়া চারি শত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিয়া দুঃখ ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিও; ১৪ কিন্তু তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমি তাহার বিচার করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট ধন লইয়া নির্গত হইবে। ১৫ এবং তুমি কুশলে আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে যাইবা, ও শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে কবর প্রাপ্ত হইবা। ১৬ এবং তোমার বংশের চতুর্থ পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা ইমোরীয় লোকদের অপরাধ তদবধি সম্পূর্ণ হইবে না। ১৭ অপর সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হইলে ধূমযুক্ত চুলা ও অগ্নিময় উল্কা দৃশ্য হইয়া ঐ দুই খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ১৮ সেই দিনে সদাপ্রভু অব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়া কহিলেন, আমি মিস্রীয় নদী অবধি ফরাৎ নামক মহানদী পর্য্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম, ১৯ অর্থাৎ কেনীয়দের ও কনিষীয়দের ও কদ্মোনীয়দের ২০ ও হিত্তীয়দের ও পরিষীয়দের ও রফায়ীয়দের ২১ ও ইমোরীয়দের ও কনানীয়দের ও গির্গাশীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশ দিলাম।

১৬ অধ্যায়।

১ অব্রামের ভার্য্যা সারী নিরপত্যা ছিল, এবং মিস্রীয়া হাগার নামে তাহার এক দাসী ছিল। ২ তাহাতে সারী অব্রামকে কহিল, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, তুমি আমার এই দাসীর কাছে গমন কর; কি জানি, ইহাদ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব। তখন অব্রাম্ সারীর বাক্যে সম্মত হইল। ৩ এই রূপে কনান্ দেশে অব্রামের দশ বৎসর বাস করণান্তে অব্রামের ভার্য্যা সারী আপন দাসী মিস্রীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামি অব্রামের সহিত বিবাহ দিল।

৪ অপর অব্রাম্ হাগারের কাছে গমন করিলে সে গর্ব্ভবতী হইল; এবং আপনার গর্ব্ভ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল। ৫ তাহাতে সারী অব্রামকে কহিল, আমার প্রতি এই অন্যায়ের ফল তোমার হউক; আমি আপনার যে দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম, সে এখন আপন গর্ব্ভ জানিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে; সদাপ্রভুই তোমার ও আমার বিচার করুন। ৬ তাহাতে অব্রাম্ সারীকে কহিল, দেখ, সে তোমার দাসী, তোমারই হস্তগতা আছে; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহার প্রতি তাহাই কর। তাহাতে সারী হাগারকে দুঃখ দিলে সে তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিল। ৭ পরে সদাপ্রভুর দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের উনুইর নিকটে, অর্থাৎ শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে তাহাকে পাইয়া কহিলেন, ৮ হে সারীর দাসি হাগার, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারীর নিকটহইতে পলাইতেছি। ৯ তখন সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া নম্র ভাবে তাহার হস্তের বশীভূতা হও। ১০ সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও বলিলেন, আমি তোমার বংশের এমত বৃদ্ধি করিব, যে বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে। ১১ সদাপ্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ব্ভ হইয়াছে; তুমি পুত্র প্রসব করিবা, ও তাহার নাম ইশ্মায়েল্ [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবা, কেননা সদাপ্রভু তোমার দুঃখে অবধান করিলেন। ১২ আর সে বনগর্দ্দভস্বরূপ মনুষ্য হইবে; তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল

হইবে; সে নিজ সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে। [১৩] অপর হাগার আপনার সহিত আলাপকারি সদাপ্রভুর এই নাম রাখিল, তুমি মদ্দর্শক ঈশ্বর; কেননা সে কহিল, আমি এই স্থানে কি মদ্দর্শকের অনুদর্শনও করিয়াছি? [১৪] এই কারণ সেই কূপের নাম বের্-লহয়-রোয়ী [জীবৎ মদ্দর্শকের কূপ] হইল। দেখ, তাহা কাদেশের ও বেরদের মধ্যে আছে। [১৫] পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলে অব্রাম্ হাগারহইতে জাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল্ রাখিল। [১৬] অব্রামের ছেয়াশী বৎসর বয়সের সময়ে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েল্কে প্রসব করিল।

১৭ অধ্যায়।

[১] অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া যাথার্থিক হও। [২] আমিও তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিয়া তোমার অতিশয় বৃদ্ধি করিব। [৩] তখন অব্রাম্ উবুড় হইয়া পড়িলে ঈশ্বর তাহার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, [৪] দেখ, আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আদিপিতা হইবা। [৫] এবং তোমার নাম অব্রাম্ [মহাপিতা] আর থাকিবে না, কিন্তু অব্রাহাম্ [বহুলোকের পিতা] এই নাম হইবে। কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করিলাম। [৬] আমি তোমার অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করিব, এবং তোমাহইতে বহুজাতি জন্মাইব; ও রাজারা তোমাহইতে উৎপন্ন হইবে। [৭] আমি তোমার সহিত ও তোমার ভাবি বংশপরম্পরার সহিত যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহা অনন্ত কালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ও তোমার ভাবিবংশের ঈশ্বর হইব। [৮] এবং তুমি এখন এই যে কনান্ দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে অনন্তকালীন অধিকারার্থে দিব, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [৯] ঈশ্বর অব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নিয়ম পালন করিবা; তুমি ও তোমার ভাবিবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবা। [১০] তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবিবংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবা, তাহা এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হইবে। [১১] তোমরা আপন ২ লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিবা; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। [১২] পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নহে, এমত পরজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্‌ছেদ হইবে। [১৩] তোমার গৃহজাত কিম্বা মূল্যদ্বারা ক্রীত লোকের ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহাতে তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম দৃশ্য হইয়া অনন্ত কালের নিয়ম হইবে। [১৪] কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না হইবে, এমত অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিল।

[১৫] তদনন্তর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী [কুলীনা] বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাজ্ঞী] হইল। [১৬] আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, এবং তাহাহইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, ফলতঃ সে নানা জাতির আদিমাতা হইবে, এবং তাহাহইতে নানাদেশীয় রাজগণ উৎপন্ন হইবে। [১৭] তখন অব্রাহাম্ উবুড় হইয়া পড়িয়া হাসিল, এবং মনে ২ কহিল, শত বর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে? নব্বই বৎসর বয়স্কা সারা বা কি প্রসব করিবে? [১৮] অনন্তর অব্রাহাম্ ঈশ্বরকে কহিল, ইশ্মায়েল্ তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। [১৯] তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্হাক্ [হাস্য] রাখিবা, এবং আমি তাহার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব, তাহা তাহার ভাবিবংশের পক্ষে অনন্তকালীন নিয়ম হইবে। [২০] এবং ইশ্মায়েল্ বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহাহইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। [২১] কিন্তু আগামি বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির করিব। [২২] এই রূপ কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটহইতে ঊর্দ্ধ্বগমন করিলেন।

[২৩] অনন্তর অব্রাহাম্ আপন পুত্র ইশ্মায়েলকে ও আপন গৃহজাত ও মূল্যে ক্রীত সকল দাসদিগকে, অর্থাৎ অব্রাহামের গৃহে যত পুরুষ ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তদ্দিনেই সকলের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিল। [২৪] লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে অব্রাহামের নিরানব্বই বৎসর বয়স ছিল। [২৫] এবং লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তাহার পুত্র ইশ্মায়েলের তের বৎসর বয়স ছিল। [২৬] সেই দিনে অব্রাহামের ও তাহার পুত্র ইশ্মায়েলের উভয়ের ত্বক্‌ছেদ হইল। [২৭] এবং তাহার গৃহজাত কিম্বা পরজাতীয়দের নিকটে মূল্যদ্বারা ক্রীত তাহার গৃহের সকল পুরুষেরও লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদ সেই সময়ে হইল।

১৮ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর সদাপ্রভু মম্রির উদ্যানে অব্রাহামকে

দর্শন দিলেন ; ফলতঃ সে দিনের উত্তাপ সময়ে তাম্বুগৃহের দ্বারে বসিয়াছিল ; [২] ইত্যবসরে আপন চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন পুরুষকে দেখিল ; দেখিবামাত্র তাম্বুদ্বারহইতে তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে দৌড়িয়া গিয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিল, [৩] হে প্রভো, বিনয় করি, যদি আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হই, তবে আপনকার এই দাসের স্থানহইতে অগ্রসর হইবেন না। [৪] বিনয় করি, কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দি, আপনারা পাদপ্রক্ষালন করিয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। [৫] এবং কিছু খাদ্য আনিয়া দি, তাহাদ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করুন, পরে পথে অগ্রসর হইবেন ; কেননা ইহারই নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিলা তাহাই কর। [৬] তাহাতে অব্রাহাম্ ত্বরা করিয়া তাম্বুগৃহে সারার নিকটে গিয়া কহিল, শীঘ্র তিন মান উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক প্রস্তুত কর। [৭] পরে অব্রাহাম্ ত্বরায় বাথানে গিয়া উৎকৃষ্ট কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিলে সে তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। [৮] তখন সে দধি ও দুগ্ধ ও পক্ক গোবৎস লইয়া তাঁহাদের সাক্ষাতে দিল, এবং তাঁহাদের ভোজন সময়ে আপনি বৃক্ষতলে তাঁহাদের পরিচর্য্যার্থে দাঁড়াইল। [৯] তদনন্তর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা কোথায়? সে কহিল, দেখুন, সে তাম্বুতে আছে। [১০] তাহাতে তাঁহাদের এক ব্যক্তি কহিলেন, এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হইলে আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব ; দেখ, তৎকালে তোমার স্ত্রী সারার [কোলে] এক পুত্র হইবে। এই কথা সারা তাম্বুদ্বারে তাঁহার পশ্চাৎ থাকিয়া শুনিল। [১১] সেই সময়ে অব্রাহাম্ ও সারা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিল, এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়াছিল। [১২] অতএব সারা মনে২ হাসিয়া কহিল, আমার এই শীর্ণাবস্থার পরে কি এমত আনন্দ হইবে? বিশেষতঃ আমার প্রভুও বৃদ্ধ। [১৩] তখন সদাপ্রভু অব্রাহামকে কহিলেন, এই বৃদ্ধাবস্থাতে আমার প্রসব হওয়া কি সম্ভব হয়? ইহা ভাবিয়া সারা কেন হাসিল? [১৪] কোন কর্ম্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য? আগামি বৎসরের এই ঋতুতে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সারার [কোলে] পুত্র হইবে। [১৫] তাহাতে সারা মিথ্যা করিয়া কহিল, আমি হাসি নাই ; কেননা সে ভয় পাইল। কিন্তু তিনি কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলা।

[১৬] পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সদোমের দিগে যাত্রা করিলে অব্রাহাম্ আগবাড়ান রাখিতে তাঁহাদের সঙ্গে২ চলিতেছিল। [১৭] তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যাহা করিব তাহা কি অব্রাহামহইতে লুকাইব? [১৮] অব্রাহামহইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। [১৯] কেননা আমি তাহাকে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, যেন সে আপন ভাবিসন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, এবং তাহারা ধার্ম্মিক ও ন্যায্য আচরণ করিতে২ সদাপ্রভুর পথে চলে ; এই রূপে সদাপ্রভু যেন অব্রাহামের বিষয়ে প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করেন। [২০] অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, সদোমের ও ঘমোরার বিরুদ্ধে যে ক্রন্দন তাহা আত্যন্তিক, এবং তাহাদের যে পাপ তাহা অতিশয় ভারী ; [২১] এই জন্যে আমি নীচে দেখিতে গিয়া, আমার নিকটে আগত ক্রন্দনানুসারে তাহারা সর্ব্বতোভাবে করিয়াছে কি না, তাহা জানিব।

[২২] পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে ফিরিয়া সদোমের দিগে গমন করিলেন ; কিন্তু অব্রাহাম্ তখনও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিল। [২৩] পরে অব্রাহাম নিকটে গিয়া কহিল, আপনি কি দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবেন? [২৪] সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে আপনি কি তন্মধ্যবর্ত্তি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি ক্ষমা না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবেন? [২৫] দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম আপনাহইতে দূরে থাকুক ; ও ধার্ম্মিককে দুষ্টের সমান করা আপনাহইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না? [২৬] তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যদি সদোম নগরের মধ্যে পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি ক্ষমা করিব। [২৭] তাহাতে অব্রাহাম্ পত্যুত্তর করিল, দেখুন, ধূলি ও ভস্মমাত্র যে আমি, আমি প্রভুর প্রতি কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। [২৮] কি জানি, পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ জন ন্যূন হইবে ; সেই পাঁচ জনের [অভাব] প্রযুক্ত আপনি কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবেন? তিনি কহিলেন, সেই স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব না। [২৯] সে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, সে স্থানে যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই চল্লিশ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। [৩০] আর বার সে কহিল, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে আরো কহি ; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, ত্রিশ জন পাইলে তাহা করিব না। [৩১] সে কহিল, দেখুন, প্রভুর প্রতি আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার কহি, যদি সেখানে বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই বিংশতি জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। [৩২] সে কহিল, প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক বার কহি ; যদি সেখানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, সেই দশ জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না। [৩৩] তখন সদাপ্রভু অব্রাহামের সহিত কথোপকথন সমাপন

করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং অব্রাহামও স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ অপর সন্ধ্যাকালে ঐ দুই স্বর্গদূত সদোমে প্রবেশ করিলেন। তখন লোট সদোম নগরের দ্বারে উপবিষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে উঠিল, এবং ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, ২ হে আমার প্রভুরা, বিনয় করি, আপনকাদের এই দাসের গৃহে পদার্পণ করিয়া অদ্য রাত্রি বাস করুন ও পাদপ্রক্ষালন করুন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বযাত্রাতে অগ্রসর হইবেন। তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, না, আমরা চকেই রাত্রি যাপন করিব। ৩ কিন্তু লোট্ অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাঁহারা তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে সে তাঁহাদের জন্যে তাড়ীশূন্য রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে তাঁহারা ভোজন করিলেন। ৪ পরে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের পুরুষেরা অর্থাৎ সদোমের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক চতুর্দ্দিগ্‌হইতে আসিয়া তাহার ঘর ঘেরিল, এবং লোটকে ডাকিয়া কহিল, ৫ অদ্য রাত্রিতে যে মনুষ্যেরা তোমার বাটীতে প্রবেশ করিল, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নিকটে আন, আমরা তাহাদিগেতে উপগত হইব। ৬ তখন লোট্ গৃহদ্বারের বাহিরে তাহাদের নিকটে আসিয়া কবাট বন্ধ করিয়া কহিল, ৭ হে ভাই সকল, বিনয় করি, এমত কুব্যবহার করিও না। ৮ দেখ, পুরুষকর্তৃক অস্পৃষ্টা আমার দুই কন্যা আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি, তোমরা তাহাদের সহিত স্বেচ্ছামত ব্যবহার কর, কিন্তু সেই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এই নিমিত্তে তাহারা আমার গৃহের ছায়া আশ্রয় করিল। ৯ তখন তাহারা কহিল, সরিয়া যা; আরও কহিল, এ একাকী প্রবাস করিতে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন তাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরো কুব্যবহার করিব। ইহা বলিয়া তাহারা লোটের প্রতি সযত্নে আক্রমণ করিয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। ১০ তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন, ১১ এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল লোককে অন্ধতাতে আহত করিলেন; তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে ২ পরিশ্রান্ত হইল। ১২ পরে ঐ ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে ২ আছে? তোমার জামাতা ও পুত্র কন্যা যত লোক এই নগরে আছে, সে সকলকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও। ১৩ কেননা আমরা এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিব; কারণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এই লোকদের বিপরীতে মহাক্রন্দন উঠিয়াছে, অতএব সদাপ্রভু তাহা উচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ১৪ তখন লোট্ বাহিরে গিয়া তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে উদ্যত আপন জামাতাদিগকে কহিল, উঠ, এ স্থানহইতে বাহির হও, কেননা সদাপ্রভু এই নগরকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু তাহার জামাতারা তাহাকে উপহাসকারী বলিয়া জ্ঞান করিল।

১৫ অপর প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, তোমার স্ত্রীকে ও এই যে দুই কন্যা এখানে আছে, ইহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে নগরের অপরাধজন্য দণ্ডে বিনষ্ট হও। ১৬ এবং সে বিলম্ব করিলে তাহার প্রতি সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাহার ও তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন। ১৭ এই রূপে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি লোট্‌কে কহিলেন, প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন কর, পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিও না; এই সমস্ত প্রান্তরের মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিও না; পর্ব্বতে পলায়ন কর, পাছে বিনষ্ট হও। ১৮ তাহাতে লোট্ তাঁহাদিগকে কহিল, হে আমার প্রভো, এমন না হউক; ১৯ আপনি এখন এই দাসের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মহাদয়া প্রযুক্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না; কি জানি, বিপদ ঘটিলে মরিব। ২০ দেখুন, পলায়ন করিতে ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, উহা ক্ষুদ্র; তথায় পলাইবার অনুমতি দিউন, তাহাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে; উহা কি ক্ষুদ্র নয়? ২১ তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাল, আমি এ বিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ যে নগরের কথা কহিলা, তাহা উৎপাটন করিব না। ২২ শীঘ্র সে স্থানে পলায়ন কর, কেননা তুমি সে স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে পারি না। এই হেতুক সেই স্থানের নাম সোয়র্ [ক্ষুদ্র] হইল। ২৩ অনন্তর দেশের উপরে সূর্য্য উদিত হইলে লোট্ সোয়রে প্রবেশ করিতেছিল, ২৪ এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকটহইতে [অর্থাৎ] গগণহইতে সদোমের ও ঘমোরার উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষাইয়া ২৫ সেই সমুদয় নগর ও সমস্ত প্রান্তর ও তন্নিবাসি তাবৎ লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তুকে উৎপাটন করিলেন। ২৬ ঐ সময়ে লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইল।

২৭ অপর অব্রাহাম্ প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে স্থানে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিল, তথায় গমন করিয়া ২৮ সদোমের ও ঘমোরার প্রতি ও সেই প্রান্তরের সমস্ত অঞ্চলের প্রতি অবলোকন করিয়া দেখিল, ভাটীর ধূমের ন্যায় সেই দেশের ধূম উঠিতেছে। ২৯ এই রূপে সেই প্রান্তরে স্থিত সমস্ত নগরের বিনাশ কালে ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করিয়া, যে২ নগরে লোট বাস করিত,

সেই ২ নগরের উৎপাটনকালে উৎপাটনের মধ্যহইতে লোটকে সযত্নে বিদায় করিলেন।

[৩০] তদনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত প্রযুক্ত লোট্ ও তাহার দুই কন্যা সোয়রহইতে পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া তথায় থাকিল; ফলতঃ সে ও তাহার দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিল। [৩১] অপর তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই। [৩২] আইস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাহার সহিত শয়ন করি, তাহাতে পিতার বংশ রক্ষা করিব। [৩৩] অতএব তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। [৩৪] অপর পরদিনে সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ, গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন কর, তাহাতে পিতার বংশ রক্ষা করিব। [৩৫] অতএব তাহারা সেই রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। [৩৬] এই রূপে লোটের দুই কন্যাই আপন পিতাহইতে গর্ব্ভবতী হইল। [৩৭] পরে জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম মোয়াব্ রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয় লোকদের আদিপিতা। [৩৮] এবং কনিষ্ঠা কন্যাও পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিন-অম্মি রাখিল, সে এখনকার অম্মোনীয় লোকদের আদিপিতা।

২০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর অব্রাহাম্ তথাহইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশের ও শূরের মধ্যস্থানে থাকিয়া গরারে প্রবাস করিল। [২] আর অব্রাহাম্ আপন ভার্য্যা সারার বিষয়ে কহিল, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক্ লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিল। [৩] কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া কহিলেন, দেখ, ঐ যে স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্যে তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা তাহার স্বামী আছে। [৪] তখন অবীমেলক্ তাহাতে উপগত হয় নাই; অতএব সে কহিল, হে প্রভো, যে জাতি নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি আপনি নিহনন করিবেন? [৫] এ আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই ব্যক্তি আমাকে কহে নাই? এবং এ আমার ভ্রাতা, এমন কথা কি সেই স্ত্রীও কহে নাই? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের সরলতাতে ও হস্তের নির্দ্দোষতাতে করিয়াছি। [৬] তখন ঈশ্বর স্বপ্নযোগে তাহাকে কহিলেন, তুমি অন্তঃকরণের সরলতাতে এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জ্ঞাত হওয়াতে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে বারণ করিলাম; এই জন্যে তাহাকে স্পর্শ করিতে দিলাম না। [৭] অতএব এখন সেই ব্যক্তির ভার্য্যা তাহাকে ফিরিয়া দেও, কেননা সে ভাববাদী; সে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবা; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া না দেও, তবে অবশ্য তুমি সপরিবারে মরিবা, ইহা জ্ঞাত হও। [৮] পরে অবীমেলক্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল দাসকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচর করিল; তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। [৯] পরে অবীমেলক্ অব্রাহামকে ডাকাইয়া কহিল, তুমি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছি, যে তুমি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমত মহাপাপগ্রস্ত করিলা? তুমি আমার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলা। [১০] অবীমেলক্ অব্রাহামকে আরো কহিল, কি দেখিয়া এমত কর্ম্ম করিলা? [১১] তখন অব্রাহাম্ কহিল, আমি ভাবিয়াছিলাম, এই অঞ্চলে ঈশ্বরের প্রতি ভয়মাত্র নাই, অতএব ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করিবে। [১২] আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে, কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, এবং আমার ভার্য্যা হইল। [১৩] যখন ঈশ্বর আমাকে পৈতৃক বাটীহইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই দয়া করিতে হইবে, ফলতঃ আমরা যে ২ স্থানে যাইব, সেই ২ স্থানে তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমার পরিচয় দিও। [১৪] তখন অবীমেলক্ মেষ ও গোরু ও দাস ও দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান করিল, এবং তাহার ভার্য্যা সারাকেও ফিরিয়া দিল। [১৫] পরে অবীমেলক্ কহিল, দেখ, আমার দেশ তোমার সমক্ষে আছে; তোমার যথা ইচ্ছা তথা বসতি কর। [১৬] এবং সারাকে কহিল, দেখ, আমি তোমার ভ্রাতাকে সহস্র থান রূপা দিলাম; তোমার সম্পর্কীয় প্রভৃতি সকলের নিকটে তাহা তোমার চক্ষুর আবরণস্বরূপ; ইহাতে তোমার বিচার নিষ্পত্তি হইল। [১৭] পরে অব্রাহাম্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবীমেলককে ও তাহার ভার্য্যাকে ও তাহার দাসীগণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা প্রসব করিল। [১৮] কেননা অব্রাহামের ভার্য্যা সারার নিমিত্তে সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহস্থিতদের গর্ব্ভ রোধ করিয়াছিলেন।

২১ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার তত্ত্বাবধারণ করিলেন; ফলতঃ সদাপ্রভু যাহা কহিয়াছিলেন, সারার নিমিত্তে তাহা সাধন করিলেন।

২ তাহাতে সারা গর্ব্ভবতী হইয়া ঈশ্বরোক্ত ঋতুতে বৃদ্ধ অব্রাহামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। ৩ তখন অব্রাহাম সারার গর্ব্ভজাত নিজ পুত্রের নাম ইস্‌হাক্ রাখিল। ৪ পরে ঐ পুত্র ইসহাকের আট দিন বয়স হইলে অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিল। ৫ অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম হয়। ৬ অপর সারা কহিল, ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাইলেন; যে কেহ ইহা শুনিবে সে আমার উদ্দেশে হাস্য করিবে। ৭ সে আরো কহিল, সারা বালকদিগকে স্তন পান করাইবে, এমন কথা অব্রাহামকে কে বলিতে পারিত? কেননা আমি এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলাম। ৮ অপর বালকটী বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল; এবং যে দিনে ইস্‌হাক্ স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই দিনে অব্রাহাম্ মহাভোজ প্রস্তুত করিল।

৯ অনন্তর মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের নিমিত্তে যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরিহাস করিতে দেখিয়া অব্রাহামকে কহিল, ১০ তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও; কেননা আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না। ১১ এই কথা শুনিয়া অব্রাহাম্ আপন পুত্রের জন্যে অতি অসন্তুষ্ট হইল। ১২ কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ঐ বালকের জন্যে ও তোমার ঐ দাসীর জন্যে অসন্তুষ্ট হইও না; সারা তোমাকে যাহা কহিতেছে, তাহার সেই বাক্যে সম্মত হও; কেননা ইস্‌হাকে তোমার বংশ তোমার বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ১৩ আর ঐ দাসীপুত্র তোমার সন্তান, এই জন্যে আমি তাহাহইতেও এক জাতি উৎপন্ন করিব। ১৪ অতএব অব্রাহাম্ প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালককে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বেরশেবা প্রান্তরে পথ হারাইল। ১৫ পরে কুপার জল শেষ হইলে হাগার এক ঝোপের নীচে বালকটীকে রাখিয়া ১৬ আপনি তাহার সম্মুখহইতে এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকটীর মৃত্যু আমি দেখিব না। অতএব সে তাহার সম্মুখহইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১৭ তখন ঈশ্বর বালকটীর রব শুনিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের দূত আকাশহইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হে হাগার, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, ঈশ্বর স্বস্থানে থাকিয়া ঐ বালকের রব শুনিলেন। ১৮ তুমি উঠিয়া বালকটীকে তুলিয়া হস্তে ধর; আমি তাহাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব। ১৯ তখন ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে এক সজল কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গিয়া কুপাতে জল পূরিয়া বালকটীকে পান করাইল। ২০ পরে ঈশ্বর সেই বালকের সাহায্য করাতে সে বড় হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। ২১ পারন্ নামক প্রান্তরে তাহার বসতি ছিল। পরে তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর্ দেশহইতে এক কন্যা আনিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক্ এবং ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি অব্রাহামকে কহিল, তুমি যে কিছু কর, সে সকলেতেই ঈশ্বর তোমার সহায় আছেন। ২৩ অতএব তুমি আমার প্রতি ও আমার পুত্র পৌত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবা না; এবং আমি তোমার প্রতি যেরূপ দয়া করিয়াছি, তুমিও আমার প্রতি ও তোমার প্রবাসস্থান এই দেশের প্রতি তদ্রূপ দয়া করিবা, আমার কাছে এখন ঈশ্বরের দিব্য করিয়া এই কথা বল। ২৪ তাহাতে অব্রাহাম্ কহিল, [ভাল,] দিব্য করিব। ২৫ কিন্তু অবীমেলকের দাসগণ অব্রাহামের এক সজল কূপ বলেতে অধিকার করিয়াছিল, এই জন্যে অব্রাহাম অবীমেলককে অনুযোগ করিল। ২৬ তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, এই কর্ম্ম কে করিয়াছে, তাহা আমি জানি না; তুমিও আমাকে জানাও নাই, এবং আমিও কেবল অদ্য এ কথা শুনিলাম। ২৭ পরে অব্রাহাম্ মেষ ও গোরু লইয়া অবীমেলককে দিল, এবং উভয়ে এক নিয়ম স্থির করিল। ২৮ তৎকালে অব্রাহাম্ পালহইতে সাতটা মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া রাখিলে ২৯ অবীমেলক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎসা পৃথক্ করিয়া রাখিলা? ৩০ অব্রাহাম্ কহিল, আমি যে এই কূপ খনন করিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমাহইতে এই সাত মেষবৎসা তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ৩১ অতএব সেই স্থানের নাম বেরশেবা [দিব্যের কূপ] হইল, কেননা সেই স্থানে তাহারা উভয়ে দিব্য করিল। ৩২ এই রূপে তাহারা বেরশেবাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক্ ও ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি গাত্রোত্থান করিয়া পলেষ্টীয়দের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩৩ পরে অব্রাহাম্ বেরশেবার নিকটে উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে অনাদ্যনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে উচ্চরবে প্রার্থনা করিল। ৩৪ এবং অব্রাহাম্ পলেষ্টীয়দের দেশে অনেক দিন প্রবাস করিল।

২২ অধ্যায়।

১ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা লইলেন; ফলতঃ তিনি তাহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম্; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে অর্থাৎ তোমার অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্র ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার বিশেষ যে পর্ব্বত আমি তোমাকে বলিব, সেই পর্ব্বতের উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। ৩ তাহাতে অব্রাহাম্ প্রত্যূষে উঠিয়া

গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও ইস্‌হাক্‌ পুত্রকে সঙ্গে লইল, এবং হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিয়া যাত্রা করিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি গমন করিল। [৪] পরে তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম্‌ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দূরহইতে সেই স্থান দেখিল। [৫] তখন অব্রাহাম্‌ ঐ দাসদিগকে কহিল, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক; আমি ও বালক আমরা দুই জন ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি, পশ্চাৎ তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। [৬] তখন অব্রাহাম্‌ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইস্‌হাকের স্কন্ধে দিয়া নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইল; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। [৭] অপর ইস্‌হাক্‌ আপন পিতা অব্রাহাম্‌কে কহিল, হে আমার পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে বৎস, এই দেখ, আমি উপস্থিত আছি। তখন সে জিজ্ঞাসিল, এই দেখ, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে মেষশাবক কোথায়? [৮] তাহাতে অব্রাহাম্‌ কহিল, হে বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমার্থ মেষশাবক দেখিবেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল।

[৯] অপর ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইয়া ইস্‌হাক্‌ পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কাষ্ঠোপরি রাখিল। [১০] পরে অব্রাহাম্‌ হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিল। [১১] এমন সময়ে আকাশহইতে সদাপ্রভুর দূত তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে অব্রাহাম্‌ ২। তাহাতে সে কহিল, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। [১২] তখন তিনি কহিলেন, ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না; উহার প্রতি কিছুই করিও না; কেননা তুমি ঈশ্বরের ভয়কারী, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নহ, ইহা আমি এখন বুঝিলাম। [১৩] তখন অব্রাহাম্‌ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া আপন পশ্চাদ্দিগে ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক মেষ দেখিল; তাহাতে অব্রাহাম্‌ গিয়া সেই মেষকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে হোমার্থ বলিদান করিল। [১৪] এবং অব্রাহাম্‌ সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি [সদাপ্রভু দেখিবেন] রাখিল। এই জন্যে অদ্যাপি লোকেরা কহে, সদাপ্রভুর পর্ব্বতে দর্শন হইবে।

[১৫] অপর সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশহইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, [১৬] সদাপ্রভু কহিতেছেন, তুমি এমত কর্ম্ম করিলা, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, এই হেতু আমি আপন নামের দিব্য করিয়া কহিতেছি, [১৭] আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের নগর অধিকার করিবে। [১৮] এবং তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে; কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ। [১৯] পরে অব্রাহাম সেই দাসদের নিকটে ফিরিয়া গেলে তাহারা সকলে উঠিয়া একত্র বেরশেবাতে গেল। এবং অব্রাহাম্‌ বেরশেবাতে বসতি করিল।

[২০] ঐ ঘটনার পরে অব্রাহামের নিকটে এই সমাচার আইল, দেখ, তোমার ভ্রাতা নাহোরের জন্যে মিল্‌কাও পুত্রগণকে প্রসব করিয়াছে; [২১] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊষ্‌ ও তাহার ভ্রাতা বূষ্‌ ও অরামের পিতা কমূয়েল্‌, [২২] এবং কেষদ্‌ ও হসো ও পিল্‌দশ্‌ ও যিদ্‌লফ্‌ ও বথূয়েল্‌। [২৩] ঐ বথূয়েলের কন্যা রিবিকা। অব্রাহামের ভ্রাতা নাহোরের জন্যে মিল্‌কা এই আট জনকে প্রসব করিল। [২৪] এবং রূমা নামে তাহার উপপত্নী টেবহ ও গহম্‌ ও তহশ্‌ এবং মাখা এই সকলকে প্রসব করিল।

২৩ অধ্যায়।

[১] সারার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতাইশ বৎসর ছিল; সারার আয়ু এত বৎসর পরিমিত। [২] পরে সারা কনান্‌দেশস্থ কিরিয়থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিল। তাহাতে অব্রাহাম্‌ সারার নিমিত্তে শোক ও রোদন করিতে ভিতরে গেল। [৩] পরে অব্রাহাম্‌ আপন [স্ত্রীর] মৃত দেহের নিকটহইতে উঠিয়া গিয়া হেতের সন্তানদিগকে কহিল, [৪] আমি তোমাদের মধ্যে বিদেশী ও প্রবাসী; তোমাদের মধ্যে আমাকে কবরস্থানের অধিকার দেও; তাহাতে আমি আপন দৃষ্টিগোচরহইতে আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিব। [৫] তখন হেতের সন্তানেরা অব্রাহামকে উত্তর করিল, [৬] হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন; আপনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বর-নিযুক্ত রাজাস্বরূপ; আপনকার [ভার্য্যার] মৃত দেহ আমাদের কবরস্থানের মধ্যে উত্তম কবরে রাখুন, আপনকার [সম্পর্কীয়] মৃত দেহ কবর দেওনার্থে আমাদের কেহ নিজ কবর অস্বীকার করিবে না। [৭] তখন অব্রাহাম্‌ উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিল, [৮] ও সম্ভাষ করিয়া কহিল, আমার দৃষ্টিহইতে আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবরে রাখিতে যদি তোমাদের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা শুন। তোমরা আমার জন্যে সোহরের পুত্র ইফ্রোণের স্থানে নিবেদন কর; [৯] তাঁহার ক্ষেত্রের অন্তে মক্‌পেলা গুহা আছে; তোমাদের মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি আমাকে তাহাই দিউন; তাহার যত মূল্য, তত লইয়া দিউন। [১০] ঐ ইফ্রোণ তখন হেতের সন্তানদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল; অতএব হেতের যত সন্তান তাহার নগরদ্বারে প্রবেশ করিত, তাহাদের কর্ণগোচরে সেই হেতীয় ইফ্রোণ অব্রাহামকে উত্তর করিল, [১১] হে আমার প্রভো, তাহা হইবে না; আপনি আমার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা আপনাকে

দান করিলাম; আমি নিজ জাতির সন্তানদের সাক্ষাতেই আপনাকে তাহা দিলাম, আপনকার [সম্পর্কীয়] মৃত দেহ কবরে দিউন। ১২ তাহাতে অব্রাহাম্ তদ্দেশীয় লোকদের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিল, ১৩ ও তদ্দেশীয় সকলের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিল, আমার বাক্য যদি আপনকার গ্রাহ্য হয়, তবে নিবেদন করি, আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দি, আপনি আমার নিকটে তাহা গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে আমার [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিব। ১৪ তাহাতে ইফ্রোণ অব্রাহামকে উত্তর করিল, ১৫ হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন, সেই ভূমির মূল্য চারি শত শেকল রৌপ্যমাত্র; ইহাতে আপনকার ও আমার কি হইতে পারে? অতএব আপনি নিজ [স্ত্রীর] মৃত দেহ কবর দিউন। ১৬ তখন অব্রাহাম্ ইফ্রোণের বাক্যে অবধান করিয়া হেতের সন্তানদের কর্ণগোচরে ইফ্রোণকর্তৃক উক্ত সংখ্যানুসারে বণিক্‌দের মধ্যে চলিত চারি শত শেকল রৌপ্য তৌল করিয়া ইফ্রোণকে দিল।

১৭ অতএব মম্রির সম্মুখে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র ছিল, সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা ও সেই ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, অর্থাৎ তাহার চতুঃসীমান্তর্গত বৃক্ষসমূহ, ১৮ এই সকলেতে হেতের সন্তানদের সাক্ষাতে অর্থাৎ তাহার নগরদ্বারে প্রবেশকারি সকলের সাক্ষাতে অব্রাহামের স্বত্বাধিকার স্থির করা গেল। ১৯ অনন্তর অব্রাহাম্ মম্রির সম্মুখে মক্‌পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে আপন ভার্য্যা সারার কবর দিল। সেই স্থান কনানদেশস্থ হিব্রোন্। ২০ এই রূপে কবরস্থানের অধিকারার্থে সেই ক্ষেত্রে ও তন্মধ্যস্থিত গুহাতে অব্রাহামের অধিকার হেতের সন্তানগণকর্তৃক স্থিরীকৃত হইল।

২৪ অধ্যায়।

১ তৎকালে অব্রাহাম্ বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিল; এবং সদাপ্রভু অব্রাহামকে সর্ব্ব বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ২ তখন সে আপন গৃহের সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ দাসকে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দেও। ৩ আমি তোমাকে স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করাই, যে কনানীয় লোকদের মধ্যে আমি বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে তাহাদের কোন কন্যা গ্রহণ করিবা না, ৪ কিন্তু আমার দেশে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্যে কন্যা আনিবা। ৫ তখন সেই দাস তাহাকে কহিল, কি জানি আমার সহিত এই দেশে আসিতে কোন কন্যা সম্মতা হইবে না; [যদি না হয়, তবে] তুমি যে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছ, তোমার পুত্রকে কি আর বার সেই দেশে লইয়া যাইব? ৬ তখন অব্রাহাম্ তাহাকে কহিল, সাবধান, কোন ক্রমে আমার পুত্রকে আর বার সেখানে লইয়া যাইও না। ৭ যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও জন্মদেশ মধ্যহইতে আনিয়াছেন, এবং আমার সহিত আলাপ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এমত দিব্য করিয়াছেন, স্বর্গের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু তোমার অগ্রে আপন দূত পাঠাইবেন; তাহাতে তুমি আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তথাহইতে এক কন্যা আনিতে পারিবা। ৮ যদি কোন কন্যা তোমার সহিত আসিতে সম্মতা না হয়, তবে তুমি আমার এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; কিন্তু কোন ক্রমে আমার পুত্রকে আর বার সে দেশে লইয়া যাইও না। ৯ তাহাতে সেই দাস আপন প্রভু অব্রাহামের জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিল।

১০ পরে সেই দাস আপন প্রভুর উষ্ট্রগণের মধ্যহইতে দশটা উষ্ট্র ও আপন প্রভুর সর্ব্ববিধ উত্তম দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিয়া অরাম-নহরয়িম্ দেশের নাহোর্ নগরে যাত্রা করিল। ১১ পরে সন্ধ্যাকালে যে সময়ে যুবতীগণ জল তুলিতে বাহির হয়, তৎকালে সে নগরের বাহিরে কূপের নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া রাখিল, ১২ এবং কহিল, হে আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি বিনয় করি, আমার প্রভু অব্রাহামের প্রতি দয়া করিয়া অদ্য [আমার যাহা লক্ষিত তাহা] আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। ১৩ দেখ, আমি এই কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, এবং এই নগরবাসিদের কন্যাগণ জল তুলিতে বাহিরে আসিতেছে; ১৪ অতএব তুমি আপন কলশ নামাইয়া আমাকে জল পান করাও, এই কথা কোন কন্যাকে কহিলে সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রগণকেও পান করাইব, তবে সে তোমার দাস ইস্‌হাকের জন্যে তোমার নিরূপিত কন্যা হউক, তাহাতে তুমি আমার প্রভুর প্রতি দয়া করিতেছ, তাহা আমি জানিব।

১৫ এই কথা কহিতে২ অব্রাহামের নাহোর নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্‌কার পুত্র যে বথূয়েল্, তাহার কন্যা রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আইল। ১৬ সেই কন্যা পরম সুন্দরী ও অবিবাহিতা ছিল, এবং কোন পুরুষের উপভুক্তা নহে। সে কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া আসিতেছে, ১৭ এমন সময়ে সেই দাস দৌড়িয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। ১৮ তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, পান কর; ইহা বলিয়া সে শীঘ্র কলশ হাতের উপরে নামাইয়া তাহাকে পান করিতে দিল। ১৯ এবং তাহাকে পান করাইবার শেষে কহিল, যাবৎ তোমার উষ্ট্র সকলের পান সমাপ্ত না হয়, তাবৎ আমি তাহাদের জন্যেও জল তুলিব। ২০ তাহাতে সে শীঘ্র নিপানে কলশের জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাহার উষ্ট্র সকলের নিমিত্তে জল তুলিল। ২১ তাহাতে সে পুরুষ তাহার

প্রতি সবিস্ময় দৃষ্টি করিয়া নীরব থাকিয়া, সদাপ্রভু তাহার যাত্রা সফল করেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। ২২ উষ্ট্র সকল জল পান করিলে পর সেই পুরুষ তাহার জন্যে অর্দ্ধ [তোলা] পরিমিত সুবর্ণের নথ, এবং দশ [তোলা] পরিমিত সুবর্ণের দুই হস্তের বালা লইয়া কহিল, ২৩ নিবেদন করি, তুমি কাহার কন্যা? তাহা আমাকে বল। তোমার পিতার বাটীতে কি আমাদের রাত্রি যাপনার্থ স্থান আছে? ২৪ তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরহইতে মিল্‌কাতে জাত যে বথূয়েল্ আমি তাহার কন্যা। ২৫ সে আরো কহিল, পোয়াল ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট আছে, এবং রাত্রি বাসার্থ স্থানও আছে। ২৬ তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিয়া কহিল, ২৭ আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য হউন, কেননা তিনি আমার কর্ত্তার সহিত নিজ দয়া ও সত্য ব্যবহার নিবৃত্ত করেন নাই; এবং সদাপ্রভু আমাকেও পথঘটনাতে আমার কর্ত্তার জ্ঞাতির বাটীতে আনিলেন।

২৮ অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল। ২৯ সেই রিবিকার লাবন্ নামে এক ভ্রাতা ছিল; সেই লাবন্ ঐ মনুষ্যের অন্বেষণে বাহিরে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গেল। ৩০ ফলতঃ সেই ব্যক্তি আমাকে এই২ কথা কহিল, আপন ভগিনী রিবিকার মুখে ইহা শুনিয়া এবং ভগিনীর নথ ও হস্তে বালা দেখিয়া সে সেই পুরুষের নিকটে গিয়া তাহাকে কূপের সমীপে উষ্ট্রদের সহিত দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিল, ৩১ হে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র, আইস, কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছ? আমি তো ঘর এবং উষ্ট্রদের জন্যও স্থান প্রস্তুত করিলাম। ৩২ তাহাতে ঐ মনুষ্য বাটীতে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা খুলিলে সে উষ্ট্রদিগকে পোয়াল ও কলাই দিল, এবং তাহার ও তৎসঙ্গি লোকদের পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিল। ৩৩ পরে তাহার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য স্থাপন করিল, কিন্তু সে কহিল, বক্তব্য কথা না বলিয়া আমি আহার করিব না। তাহাতে [লাবন্] কহিল, বল।

৩৪ তখন সে বলিতে লাগিল, আমি অব্রাহামের দাস; ৩৫ সদাপ্রভু আমার কর্ত্তাকে বিলক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং [সদাপ্রভু] তাঁহাকে মেষ ও গবাদি পাল এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও দাসী এবং উষ্ট্র ও গর্দ্দভ দিয়াছেন। ৩৬ এবং আমার প্রভুর পত্নী সারা বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি আপন সর্ব্বস্ব দিয়াছেন। ৩৭ আর আমার প্রভু আমাকে এই দিব্য করাইয়া কহিলেন, আমি যাহাদের দেশে বাস করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে সেই কনান্ দেশীয়দের কোন কন্যাকে লইও না; ৩৮ কিন্তু আমার পৈতৃক বাটীতে জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া তথাহইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিও। ৩৯ তখন আমি প্রভুকে কহিলাম, কি জানি কোন কন্যা আমার সঙ্গে আসিবে না। ৪০ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি যাঁহার সাক্ষাতে যাতায়াত করি, সেই সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া তোমার যাত্রা সফল করিবেন; তাহাতে তুমি আমার গোষ্ঠী ও আমার পিতৃকুলহইতে আমার পুত্রের জন্যে কন্যা আনিবা। ৪১ তাহা করিলে এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গেলে যদ্যপি তাহারা [কন্যা] না দেয়, তথাপি তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা। ৪২ অতএব অদ্য আমি যখন ঐ কূপের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন এই প্রার্থনা করিলাম, হে আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি যদি আমার কৃত এই যাত্রা সফল কর, ৪৩ তবে দেখ, আমি এখন এই সজল কূপের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি; অতএব যদি আমি জল তুলিবার নিমিত্তে আগত কোন কন্যাকে কহি, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও, ৪৪ এবং সেই কন্যা যদি বলে, তুমিও পান কর, এবং তোমার উষ্ট্রদের জন্যেও আমি জল তুলিয়া দিব; তবে সে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক আমার কর্ত্তার পুত্রের জন্যে নিরূপিত কন্যা হউক। ৪৫ এই কথা আমি মনে২ কহিতেছিলাম, ইতিমধ্যে রিবিকা কলশ স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আইল; পরে সে কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহিলাম, বিনয় করি, আমাকে জল পান করাও। ৪৬ তাহাতে সে শীঘ্র স্কন্ধহইতে কলশ নামাইয়া কহিল, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান করাইব। তখন আমি পান করিলাম; পরে সে উষ্ট্রগণকেও পান করাইল। ৪৭ পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কাহার কন্যা? তাহাতে সে উত্তর করিল, নাহোরহইতে মিল্‌কাতে জাত যে বথূয়েল্, আমি তাহার কন্যা। তখন তাহার নাসিকাতে নথ ও হস্তদ্বয়ে বালা পরাইলাম। ৪৮ এবং মস্তক নমন করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলাম, এবং যিনি আমার কর্ত্তার পুত্রের জন্যে তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে প্রকৃত পথে আনিলেন, আমার কর্ত্তা অব্রাহামের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিলাম। ৪৯ অতএব তোমরা যদি এখন আমার প্রভুর সহিত দয়া ও সত্য ব্যবহার করিতে সম্মত হও, তবে তাহা বল; আর যদি না হও, তাহাও বল; তাহাতে আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিতে পারিব।

৫০ তখন লাবন্ ও বথূয়েল্ উত্তর করিল, সদাপ্রভুহইতে এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারি না। ৫১ ঐ দেখ, রিবিকা তোমার সম্মুখে আছে; উহাকে লইয়া প্রস্থান কর; তাহাতে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সে তোমার প্রভুর

পুত্রের ভার্য্যা হউক। ৫২ তাহাদের বাক্য শুনিবা-মাত্র অব্রাহামের দাস সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমিতে প্রনিপাত করিল। ৫৩ পরে সেই দাস রূপার ও সুবর্ণের অভরণ ও বস্ত্র বাহির করিয়া রিবিকাকে দিল, এবং তাহার ভ্রাতাকে ও মাতাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিল। ৫৪ পরে সে ও তাহার সঙ্গিগন ভোজন পান করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিল।

অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে উঠিলে সেই দাস কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। ৫৫ তাহাতে রিবিকার ভ্রাতা ও মাতা কহিল, এই কন্যা আমাদের নিকটে কিছু দিন থাকুক, ন্যূনকল্পে দশ দিন থাকুক, পরে যাইবে। ৫৬ কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে বিলম্ব করাইও না, কেননা সদাপ্রভু আমার যাত্রা সফল করিলেন; আমাকে বিদায় কর; আমি নিজ কর্ত্তার নিকটে যাই। ৫৭ তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করি। ৫৮ পরে তাহারা রিবিকাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত যাইবা? তাহাতে সে কহিল, যাইব। ৫৯ তখন তাহারা রিবিকা ভগিনীকে ও তাহার ধাত্রীকে ও অব্রাহামের দাসকে ও তাহার লোকদিগকে বিদায় করিল। ৬০ বিশেষতঃ রিবিকাকে এই আশীর্ব্বাদ করিল, তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র২ লোকের জননী হও; তোমার বংশ আপন বৈরিগণের নগর অধিকার করুক। ৬১ পরে রিবিকা ও তাহার দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রা-রোহণ পূর্ব্বক সেই মনুষ্যের পশ্চাৎ গমন করিল। এই রূপে সেই দাস রিবিকাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৬২ তৎকালে ইস্‌হাক দক্ষিণ দেশে বাস করাতে বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। ৬৩ এবং সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে গিয়াছিল, পরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া উষ্ট্রগণকে আসিতে দেখিল। ৬৪ তখন রিবিকা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ইস্‌হাককে দেখিয়া উষ্ট্রহইতে নামিয়া ৬৫ সেই দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছে, ঐ পুরুষ কে? তাহাতে দাস কহিল, উনি আমার প্রভু। অতএব রিবিকা আবরক লইয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিল। ৬৬ পরে সেই দাস ইস্‌হাককে আপন কৃত কর্ম্মের সমস্ত বিবরণ কহিল। ৬৭ তখন ইস্‌হাক্ রিবিকাকে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল, এবং তাহার প্রতি প্রেম করিল। তাহাতে ইস্‌হাক্ মাতৃমরণ-শোকহইতে সান্ত্বনা পাইল।

২৫ অধ্যায়।

১ পরে অব্রাহাম্ কটূরা নাম্নী আর এক স্ত্রীকে বিবাহ করিলে ২ সে তাহার জন্যে সিম্রন্ ও যক্‌ষন্ ও মদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্‌বক্ ও শূহ, এই সকলকে প্রসব করিল। ৩ ঐ যক্‌ষনহইতে শিবা ও দদান্ জন্মিল। অশূরীয় ও লটূশীয় ও লিয়ুম্মীয় লোকেরা দদানের সন্তান। ৪ এবং মিদিয়নের সন্তান ঐফা ও এফর্ ও হনোক্ ও অবীদ ও ইল্‌দায়া; এই সকল কটূরার সন্তান। ৫ পরে অব্রাহাম্ ইস্‌হাককে আপন সর্ব্বস্ব দিল, ৬ কিন্তু আপন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ২ দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই ইস্‌হাকের নিকটহইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বদিক্‌স্থ পূর্ব্বদেশে থাকিতে বিদায় করিল।

৭ অব্রাহামের আয়ুর পরিমাণ এক শত পঁচাত্তর বৎসর; সে এত বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল। ৮ পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সঙ্গৃহীত হইল। ৯ অপর তাহার পুত্র ইস্‌হাক্ ও ইশ্‌মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পেলা গুহাতে তাহার কবর দিল। ১০ কেননা অব্রাহাম্ হেতীয় সন্তানদের কাছে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিল। সেই স্থানে অব্রাহামের ও তাহার ভার্য্যা সারার কবর দেওয়া গেল।

১১ অব্রাহামের মৃত্যু হইলে পর ঈশ্বর তাহার পুত্র ইস্‌হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং ইস্‌হাক বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে বসতি করিল।

১২ অথ অব্রাহামের পুত্র ইশ্‌মায়েলের বৃত্তান্ত। সারার দাসী মিস্রীয়া হাগার অব্রাহামের জন্যে তাহাকে প্রসব করিয়াছিল। ১৩ নাম ও গোষ্ঠ্যনুসারে ইশ্‌মায়েলের সন্তানদের নাম এই। ইশ্‌মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, পরে কেদর্ ও অদ্‌বেল্ ও মিব্‌সম্ ১৪ ও মিশ্‌ম ও দূমা ও মসা ১৫ ও হদদ্ ও তেমা ও যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদমা। ১৬ এই সকল ইশ্‌মায়েলের সন্তান; ও তাহাদের নামানুসারে তাহাদের নগর ও গড় ছিল; এবং তাহারা আপন২ জাত্যনুসারে দ্বাদশ অধ্যক্ষ ছিল। ১৭ ইশ্‌মায়েলের আয়ুর পরিমাণ এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর ছিল; পরে সে প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সঙ্গৃহীত হইল। ১৮ অপর তাহার সন্তানগণ হবীলা ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত শূর্ অবধি অশূরিয়ার দিগে বসতি করিল; এই রূপে সে আপন তাবৎ ভ্রাতৃগণের সম্মুখস্থ বসতিস্থান পাইল।

১৯ অথ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাকের বৃত্তান্ত। অব্রাহাম ইস্‌হাকের জন্ম দিয়াছিল। ২০ ঐ ইস্‌হাক্ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে অরামীয় বথূয়েলের কন্যা অর্থাৎ অরামীয় লাবনের ভগিনী রিবিকাকে পদ্দন-অরামহইতে আনাইয়া বিবাহ করিল। ২১ ইস্‌হাকের সেই ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াতে সে তাহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল। তাহাতে সদাপ্রভু তাহার প্রার্থনা শুনিলে তাহার স্ত্রী রিবিকা গর্ভবতী হইল। ২২ পরে তাহার গর্ভমধ্যে

শিশুরা জড়াজড়ি করিল, তাহাতে আমার এমন কেন হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে? ইহা ভাবিয়া সে সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেল। ২৩ তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমার জঠরে দুই জাতি আছে, ও তোমার উদরহইতে দুই জনবৃন্দ [নিঃসৃত হইয়া] বিভিন্ন হইবে; তাহার এক জনবৃন্দ অন্য জনবৃন্দ অপেক্ষা বলবান হইবে, ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে। ২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তাহার গর্ব্ভহইতে যমজপুত্র জন্মিল। ২৫ তাহার জ্যেষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের ন্যায় ছিল। এই জন্যে তাহার নাম এষৌ [লোমব্যাপ্ত] রাখা গেল। ২৬ পরে তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার হস্ত এষৌর পাদমূল ধরিয়াছিল। অতএব তাহার নাম যাকোব্ [পদগ্রাহী] হইল। ইস্‌হাকের ষষ্টি বৎসর বয়সের সময়ে এই যমজপুত্র হইল।

২৭ পরে সেই বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগয়াতে নিপুণ ও ক্ষেত্রবিহারী হইল। কিন্তু যাকোব্ শান্ত মনুষ্য, সে তাম্বুগৃহে বসিয়া থাকিত। ২৮ ইস্‌হাক্ এষৌকে ভাল বাসিত, কেননা তাহার মুখ মৃগমাংসের উৎসুক; কিন্তু রিবিকা যাকোবকে ভাল বাসিত। ২৯ এক দিন যাকোব দাইল পাক করিয়াছিল, এমন সময়ে এষৌ ক্লান্ত হইয়া ক্ষেত্রহইতে আসিয়া যাকোবকে কহিল, ৩০ আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা [কি?] ঐ রাঙ্গাদ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর। এই জন্যে তাহার নাম ইদোম্ [রাঙ্গা] বিখ্যাত হইল। ৩১ তখন যাকোব কহিল, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে বিক্রয় কর। ৩২ এষৌ উত্তর করিল, দেখ, আমি মরিতে উদ্যত, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি প্রয়োজন? ৩৩ যাকোব্ কহিল, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর। তাহাতে সে তাহার কাছে দিব্য করিল। এই রূপে সে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবকে বিক্রয় করিল। ৩৪ তখন যাকোব্ এষৌকে রুটী ও মসূরের রান্ধা দাইল দিল; তাহাতে সে ভোজন পানানন্তর উঠিয়া চলিয়া গেল। এই রূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার হেয়জ্ঞান করিল।

২৬ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বে অব্রাহামের বর্ত্তমান কালে যদ্রূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সেই দেশে আর বার তদ্রূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইস্‌হাক্ গরারে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেল। ২ তখন সদাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি মিসরদেশে নামিয়া যাইও না, আমি তোমাকে যে দেশ বলিব, তাহাতে থাক। ৩ তুমি এই দেশে প্রবাস কর; তাহাতে আমি তোমার সহবর্ত্তী হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, কেননা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব, এবং তোমার পিতা অব্রাহামের নিকটে আপন কৃত দিব্যের নিয়ম সফল করিব। ৪ আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিয়া তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ৫ কারণ অব্রাহাম্ আমার বাক্য মানিয়া আমার রক্ষণীয় [অর্থাৎ] আমার আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন করিয়াছে।

৬ পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করিল। ৭ তাহাতে সে স্থানের লোকেরা তাহার ভার্য্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, উনি আমার ভগিনী। কারণ সে ভীত হইয়া মনে ২ কহিল, উনি আমার ভার্য্যা, ইহা বলিলে, কি জানি, এই স্থানের লোকেরা রিবিকার নিমিত্তে আমাকে বধ করিবে, কেননা সে পরম সুন্দরী। ৮ কিন্তু সে স্থানে বহুকাল বাস করিলে পর কোন সময়ে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলক্ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ইস্‌হাককে আপন ভার্য্যা রিবিকার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিল। ৯ অতএব অবীমেলক্ ইস্‌হাক্কে ডাকাইয়া কহিল, ঐ স্ত্রী অবশ্য তোমার ভার্য্যা; তবে তুমি ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় কেন দিয়াছিলা? তখন ইস্‌হাক্ উত্তর করিল, আমি ভাবিয়াছিলাম, কি জানি, তাহার জন্যে আমার মৃত্যু হইবে। ১০ তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, তুমি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? কোন লোক তোমার ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতা। ১১ পরে অবীমেলক্ সকল লোকের প্রতি এই আজ্ঞা দিল, যে কেহ ঐ মনুষ্যকে কিম্বা তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

১২ অনন্তর ইস্‌হাক্ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া সেই বৎসরে শত গুণ লভ্য করিল, এবং সদাপ্রভু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১৩ অতএব সে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর ২ বৃদ্ধি পাইয়া অতি মহান্ হইল; ১৪ ফলতঃ তাহার মেষধন ও গোধন এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পলেষ্টীয় লোকেরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। ১৫ এবং তাহার পিতা অব্রাহামের সময়ে তাহার দাসগণ যে ২ কূপ খুদিয়াছিল, পলেষ্টীয় লোকেরা সে সকল বুজাইয়া ফেলিল ও ধূলিতে পরিপূর্ণ করিল। ১৬ পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিল, তুমি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান কর, কেননা তুমি আমাদের হইতে অতি বলবান হইয়াছ।

১৭ পরে ইস্‌হাক্ তথাহইতে যাত্রা করিয়া গরারের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিল। ১৮ এবং তাহার পিতা অব্রাহামের বর্ত্তমান সময়ে খনিত যে ২ জলের কূপ অব্রাহামের মৃত্যুর পরে পলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্‌হাক আর বার খুদিয়া আপন পিতৃদত্ত নাম পুনর্ব্বার রাখিল। ১৯ অপর সেই উপত্যকাতে

ইস্‌হাকের দাসগণ খুদিয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক কূপ পাইল। ২০ তাহাতে গরার্ দেশীয় পশুপালকেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব ইস্‌হাক সেই কূপের নাম এষক্ [বিবাদ] রাখিল, যেহেতুক তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছিল। ২১ পরে তাহার দাসগণ আর এক কূপ খুদিলে তাহারা তন্নিমিত্তেও বিবাদ করিল; তাহাতে ইস্‌হাক্ তাহার নাম সিট্‌না [বিপক্ষতা] রাখিল। ২২ এবং তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিল, তাহার নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে সে তাহার নাম রহোবোৎ [প্রশস্ত স্থান] রাখিয়া কহিল, এখন সদাপ্রভু আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। ২৩ অনন্তর সে তথাহইতে বেরশেবাতে উঠিয়া গেলে ২৪ সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর, ভয় করিও না, কেননা আমি আপন দাস অব্রাহামের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকিব, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। ২৫ পরে ইস্‌হাক সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সদাপ্রভুর নামে উচ্চরবে প্রার্থনা করিল। পরে সে সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিলে তাহার দাসগণ এক কূপ খুদিল।

২৬ অনন্তর অবীমেলক্ অহুষৎ নামক আপন মিত্রকে ও ফীখোল্ নামক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া গরারহইতে ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিল। ২৭ তখন ইস্‌হাক্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্যহইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলা, এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আইলা? ২৮ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী আছেন, ইহা আমরা স্পষ্ট দেখিলাম, এই জন্যে কহিলাম, আমাদের সহিত তোমার এক শপথ হউক, ও আমাদের সহিত তোমার এক নিয়ম হউক। ২৯ আমরা যেমন তোমাকে স্পর্শ করি নাই, ও তোমার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই করি নাই, বরং তোমাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের প্রতি হিংসা করিও না; তুমিই এখন সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র আছ। ৩০ তখন ইস্‌হাক্ তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহারা ভোজন পান করিল। ৩১ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল; তখন ইস্‌হাক্ তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা কুশলে তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৩২ অপর সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপনাদের খনিত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাহাকে কহিল, জল পাইলাম। ৩৩ অতএব সে তাহার নাম শিবিয়া রাখিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানের নগর বেরশেবা নামে বিখ্যাত আছে।

৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। ৩৫ ইহারা ইস্‌হাকের ও রিবিকার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

২৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইস্‌হাক্ বৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ নিস্তেজ হওন প্রযুক্ত আর দেখিতে পাইল না; তখন সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র। সে উত্তর করিল, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন ইস্‌হাক কহিল, দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয়, তাহা জানি না। ৩ এখন বিনয় করি, তুমি তূণ ও ধনুকাদি শস্ত্র লইয়া প্রান্তরে যাইয়া আমার জন্যে মৃগ ধরিয়া আন। ৪ এবং আমি যেরূপ ভাল বাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আনিয়া আমাকে ভোজন করাও; তাহাতে মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্‌হাকের এই কথোপকথন রিবিকা শুনিয়াছিল। অতএব এষৌ মৃগ ধরিয়া আনিবার কারণ ক্ষেত্রে গমন করিলে পর ৬ রিবিকা আপন পুত্র যাকোবকে কহিল, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার পিতার কথোপকথন আমি শুনিলাম; তিনি তাহাকে কহিলেন, ৭ তুমি আমার নিমিত্তে মৃগ ধরিয়া আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ৮ অতএব, হে আমার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, আমার সেই কথা শুন। ৯ তুমি খোঁয়াড়ে গিয়া তথাহইতে উত্তম দুইটী ছাগবৎস আন, তাহাতে তোমার পিতা যেরূপ ভাল বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি পাক করিয়া দি। ১০ পরে তুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া গিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইবা, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১১ তখন যাকোব আপন মাতা রিবিকাকে কহিল, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু আমি নির্লোম; ১২ কি জানি পিতা [হস্ত দিয়া] আমাকে স্পর্শ করিবেন, তাহাতে আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য হইব; তাহা হইলে আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব। ১৩ কিন্তু তাহার মাতা কহিল, হে বৎস, সেই অভিশাপ আমাতে বর্ত্তুক, কেবল আমার কথা মানিয়া [ছাগবৎস] লইয়া আইস।

১৪ তাহাতে যাকোব গিয়া তাহা লইয়া মাতার নিকটে আইলে তাহার পিতা যেরূপ ভাল বাসে, মাতা সেই রূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন করিল। ১৫ অপর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর যে ২ মনোহর বস্ত্র ছিল, রিবিকা তাহা লইয়া কনিষ্ঠ

পুত্র যাকোবকে পরিধান করাইল। [১৬] এবং ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্তে ও গলদেশের নির্লোম স্থানে জড়াইয়া দিল। [১৭] এবং সেই পক্ক সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী আপন পুত্র যাকোবের হস্তে দিল।

[১৮] তখন সে আপন পিতার নিকটে গিয়া কহিল, হে পিতঃ। তাহাতে সে উত্তর করিল, এই দেখ, আমি উপস্থিত আছি; হে বৎস, তুমি কে? [১৯] যাকোব্ আপন পিতাকে কহিল, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিলাম। বিনয় করি, আপনি উঠিয়া বসিয়া আমার মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। [২০] তাহাতে ইস্‌হাক্ আপন পুত্রকে কহিল, হে বৎস, কেমন করিয়া এত শীঘ্র তাহা পাইলা? সে কহিল, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিলেন। [২১] ইস্‌হাক যাকোবকে আরো কহিল, হে বৎস, আমার নিকটে আইস; তুমি নিশ্চয় আমার পুত্র এষৌ কি না, তাহা আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া জানিব। [২২] তখন যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে গেলে সে তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, স্বর তো যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্তটী এষৌর হস্ত। [২৩] এই রূপে সে তাহাকে চিনিতে পারিল না, কারণ এষৌ ভ্রাতার হস্তের ন্যায় তাহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অতএব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। [২৪] ফলতঃ সে কহিল, তুমি কি নিতান্তই আমার এষৌ পুত্র? তাহাতে সে কহিল, আমি সেই বটি। [২৫] তখন ইস্‌হাক কহিল, পরিবেষণ কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করি, তাহাতে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। তখন সে পরিবেষণ করিলে ইস্‌হাক্ ভোজন করিল, এবং দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে তাহাও পান করিল। [২৬] পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ কহিল, হে বৎস, বিনয় করি, নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর। [২৭] তখন সে নিকটে গিয়া চুম্বন করিলে ইস্‌হাক্ তাহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, দেখ, আমার পুত্রের সুগন্ধ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের সুগন্ধের ন্যায়। [২৮] ঈশ্বর আকাশের শিশিরে ও পৃথিবীর পীনতাতে উৎপন্ন [ফল] এবং প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস তোমাকে দিউন। [২৯] নানা বংশ তোমার দাস হউক, ও নানা জনবৃন্দ তোমার কাছে প্রণিপাত করুক; তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্ত্তা হও, এবং তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশপ্ত হউক; এবং যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, সে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হউক।

[৩০] এই রূপে ইস্‌হাকের যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করণ সাঙ্গ হইলে পর যাকোব আপন পিতা ইস্‌হাকের সাক্ষাৎহইতে বহির্গত হইবামাত্র তাহার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে [ঘরে] আইল। [৩১] সেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার নিকটে আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনি উঠিয়া পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করুন, যেন আপনকার প্রাণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। [৩২] তাহাতে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ কহিল, তুমি কে? সে কহিল, আমি আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। [৩৩] তখন ইস্‌হাক্ যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে সে কে যে মৃগয়া করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল? আমি তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; আর সেই আশীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। [৩৪] পিতার এই কথা শুনিবামাত্র এষৌ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তে মহাচীৎকার শব্দ করিতে লাগিল, এবং আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন। [৩৫] তাহাতে ইস্‌হাক্ কহিল, তোমার ভ্রাতা ছলভাবে আসিয়া তোমার [প্রাপ্তব্য] আশীর্ব্বাদ হরণ করিল। [৩৬] তাহাতে এষৌ কহিল, তাহার নাম কি যাকোব নয়? বাস্তবিক সে দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; সে আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছে, এবং দেখ, এখন আমার [প্রাপ্তব্য] আশীর্ব্বাদও হরণ করিল। সে পুনর্ব্বার কহিল, আপনি কি আমার জন্যে কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখেন নাই? [৩৭] তখন ইস্‌হাক্ এষৌকে উত্তর করিল, দেখ, আমি তাহাকে তোমার কর্ত্তা করিলাম, এবং তাহার জ্ঞাতি সকলকে তাহারি দাস করিলাম, এবং তাহাকে সবল করণার্থ শস্য ও দ্রাক্ষারস দিলাম; অতএব, হে বৎস, এখন তোমার জন্যে আর কি করিতে পারি? [৩৮] তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আপনকার কি কেবল ঐ একটি আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। [৩৯] পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ উত্তর করিয়া কহিল, দেখ, তোমার বসতি ভূমির পীনতাবিহীন ও উপরিস্থ আকাশের শিশিরবিহীন হইবে। [৪০] তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবা; কিন্তু যখন আস্পর্দ্ধা করিবা, তখন আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা।

[৪১] এই রূপে যাকোব আপন পিতাহইতে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিল, এই জন্যে এষৌ যাকোবের প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। ফলতঃ এষৌ মনে২ কহিল, আমার পিতৃশোকের কাল প্রায় উপস্থিত, তাহার পরে যাকোব ভ্রাতাকে বধ করিব। [৪২] কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এমত কথা রিবিকার কর্ণগোচর হইলে সে লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকোবকে ডাকাইয়া কহিল, দেখ, তোমার ভ্রাতা এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে। [৪৩] অতএব, হে বৎস, আমার কথা শুন। তুমি পলাইয়া হারণে আমার ভ্রাতা লাবনের নিকটে

যাও; [৪৪] এবং সেখানে কিছু কাল থাক, যে পর্য্যন্ত তোমার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়। [৪৫] পরে তোমার প্রতি ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি তাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে বিস্মৃত হইলে আমি লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তোমাকে আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই জনকেই কেন হারাইব? [৪৬] অনন্তর রিবিকা ইস্‌হাক্‌কে কহিল, এই হিত্তীয়দের কন্যাদের বিষয়ে আমার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকোবও ইহাদের মত কোন হিত্তীয় কন্যাকে অর্থাৎ এতদ্দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করে, তবে আমার প্রাণধারণে কি প্রয়োজন?

২৮ অধ্যায়।

[১] পরে ইস্‌হাক্‌ যাকোবকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং এই আজ্ঞা দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কনান্‌ দেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিও না। [২] উঠ, পদ্দন্‌-অরামে আপন মাতামহ বথূয়েলের বাটীতে গিয়া সে স্থানে আপন মাতুল লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। [৩] সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে জাতিসমাজ করণার্থে ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। [৪] এবং অব্রাহামকে দত্ত আশীর্ব্বাদ তোমাতে ও তোমার বংশেতে সফল করুন; ফলতঃ তোমার প্রবাসস্থান এই যে দেশ ঈশ্বর অব্রাহামকে দিয়াছেন, অধিকারার্থে ইহা তোমাকে দিউন। [৫] পরে ইস্‌হাক্‌ যাকোবকে বিদায় করিলে সে পদ্দন্‌-অরামে অরামীয় বথূয়েলের পুত্র লাবনের নিকটে অর্থাৎ যাকোবের ও এষৌর মাতা রিবিকার ভ্রাতার নিকটে যাত্রা করিল।

[৬] অপর ইস্‌হাক্‌ যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহার্থ কন্যা পাইবার জন্যে পদ্দন্‌-অরামে বিদায় করিয়াছে, এবং আশীর্ব্বাদের সময়ে কনানীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছে, [৭] এবং যাকোব মাতা পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন্‌-অরামে যাত্রা করিয়াছে, [৮] ইহা দেখিয়া এষৌ কনানদেশীয় কন্যাদের প্রতি আপন পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষ বুঝিয়া [৯] তাহার দুই স্ত্রী থাকিলেও ইশ্‌মায়েলের নিকটে গিয়া অব্রাহামের পৌত্রী ইশ্‌মায়েলের পুত্রী নবায়োতের ভগিনী মহলৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল।

[১০] অনন্তর যাকোব বেরশেবাহইতে নির্গত হইয়া হারণের দিগে যাত্রা করিল, [১১] এবং সূর্য্য অস্তগত হইলে এক স্থানে উত্তরিয়া রাত্রি যাপন করিল। তখন সে তথাকার প্রস্তর লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইতে শয়ন করিল। [১২] তাহাতে সে স্বপ্নে এক সোপান দেখিল, তাহার মূল পৃথিবীতে ও মস্তক গগনস্পর্শী, এবং দেখ, তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছে ও নামিতেছে। [১৩] এবং সদাপ্রভু তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর সদাপ্রভু; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। [১৪] তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় [অসংখ্য] হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব্ব ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে বিস্তীর্ণ হইবা, এবং তোমাতে ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। [১৫] এবং দেখ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া যে২ স্থানে তুমি যাইবা, সেই২ স্থানে তোমাকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; কেননা আমি তোমার কাছে যাহা২ কহিলাম, তাহা যাবৎ সফল না করিব, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। [১৬] পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকোব কহিল, অবশ্য এই স্থানে সদাপ্রভু আছেন, এবং আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না। [১৭] অপর ভয়েতে সে আরো কহিল, এ কেমন ভয়ানক স্থান! ইহা নিতান্ত ঈশ্বরের গৃহ, এবং ইহা স্বর্গের দ্বার।

[১৮] পরে যাকোব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্তে যে প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া দিল। [১৯] এবং সেই স্থানের নাম বৈথেল্‌ [ঈশ্বরের গৃহ] রাখিল, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম লূস্‌ ছিল। [২০] এবং যাকোব মানত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ঈশ্বর আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার এই গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবং আহারার্থ অন্ন ও পরিধানার্থ বস্ত্র দেন, [২১] আর আমি যদি কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে পাই, তবে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর হইবেন, [২২] এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে; এবং তুমি আমাকে যে কিছু দিবা, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।

২৯ অধ্যায়।

[১] পরে যাকোব চরণ তুলিয়া পূর্ব্বদিক্‌স্থ বংশীয়দের দেশে গমন করিল। [২] তথায় দেখিল, প্রান্তরের মধ্যে এক কূপ আছে, তাহার নিকটে মেষের তিন পাল শয়ন করিয়া রহিয়াছে; কারণ লোকেরা মেষপাল সকলকে সেই কূপের জল পান করায়; সেই কূপের মুখে এক খান বৃহৎ প্রস্তরাচ্ছাদন থাকে। [৩] সেই স্থানে পাল সকল একত্র হইলে লোকেরা কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া মেষগণকে জল পান করায়, পরে পুনর্ব্বার উচিত মতে কূপের মুখে প্রস্তর দেয়। [৪] অপর যাকোব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে ভাই সকল, তোমরা কোন্‌ স্থানের লোক? তাহারা কহিল, আমরা হারণ্‌নিবাসী লোক। [৫] তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা নাহোরের পৌত্র লাবনকে চিন কি না? তাহারা কহিল, চিনি। [৬] যাকোব জিজ্ঞাসিল, তাহার তো মঙ্গল? তাহারা কহিল, মঙ্গল; ঐ দেখ, তাহার কন্যা রাহেল্‌ মেষপাল লইয়া আসি-

তেছে। ৭ তখন যাকোব বলিল, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে ; মেষাদি পাল একত্র করণের সময় হয় নাই ; তোমরা মেষগণকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার চরাইতে লইয়া যাও। ৮ কিন্তু তাহারা কহিল, তাহা আমরা করিতে পারি না ; পাল সকল একত্র হইবার অপেক্ষা করিতে হয় ; পরে কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাণ যায় ; তখন আমরা মেষদিগকে জল পান করাই।

৯ যাকোব তাহাদের সহিত এই রূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতোমধ্যে রাহেল্ আপন পিতার পশুপাল লইয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে মেষপালিকা ছিল। ১০ তখন যাকোব আপন মাতুল লাবনের কন্যা রাহেলকে ও মাতুলের পশুপালকে দেখিয়া নিকটে গিয়া কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাইয়া লাবন্ মাতুলের পশুপালকে জল পান করাইল। ১১ পরে যাকোব রাহেলকে চুম্বন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ১২ অনন্তর আপনি যে তাহার পিতার কুটুম্ব ও রিবিকার পুত্র, যাকোব্ রাহেল্কে এই পরিচয় দিলে রাহেল শীঘ্র গিয়া আপন পিতাকে সংবাদ দিল। ১৩ তাহাতে লাবন্ আপন ভাগিনেয় যাকোবের সংবাদ পাইয়া ত্বরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেল ; পরে সে লাবনকে উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। ১৪ তাহাতে লাবন্ কহিল, তুমি নিতান্ত আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ। পরে যাকোব্ তাহার গৃহে এক মাস পরিমিত কাল বাস করিল।

১৫ অনন্তর লাবন্ যাকোবকে কহিল, তুমি কুটুম্ব বলিয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম করিবা ? বল দেখি, কি বেতন লইবা ? ১৬ ঐ লাবনের দুই কন্যা ছিল ; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও কনিষ্ঠার নাম রাহেল্। ১৭ লেয়া মৃদুলোচনা, কিন্তু রাহেল্ রূপবতী ও সুন্দরী ছিল। ১৮ এবং যাকোব রাহেলকে প্রেম করিত, এই জন্যে সে উত্তর করিল, তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্যে আমি সাত বৎসর তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব। ১৯ তাহাতে লাবন্ কহিল, অন্য পাত্রকে দান করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে, অতএব আমার নিকটে থাক। ২০ এই রূপে যাকোব রাহেলের জন্যে সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করিল ; রাহেলের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ ছিল, যে এক ২ বৎসর তাহার এক ২ দিন বোধ হইল।

২১ পরে যাকোব লাবনকে কহিল, আমার নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা আমাকে দেও, আমি তাহার কাছে গমন করিব। ২২ তাহাতে লাবন্ ঐ স্থানের সকল লোককে একত্র করিয়া ভোজ প্রস্তুত করিল। ২৩ অনন্তর সন্ধ্যাকালে সে আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার নিকটে আনিয়া দিলে যাকোব তাহার কাছে গমন করিল। ২৪ এবং লাবন্ সিল্পা নাম্নী আপন দাসীকে আপন কন্যা লেয়ার দাসী বলিয়া তাহাকে দিল। ২৫ কিন্তু প্রভাত হইলে সে যে লেয়া, ইহা দেখিয়া যাকোব লাবনকে কহিল, তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা ? আমি কি রাহেলের জন্যে তোমার দাস্যকর্ম্ম করি নাই ? তবে কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলা ? ২৬ তখন লাবন্ কহিল, জ্যেষ্ঠার অগ্রে কনিষ্ঠাকে দান করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য। ২৭ তুমি ইহার সপ্তাহ পূর্ণ কর ; পরে যদি আরো সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম স্বীকার কর, তবে আমরা উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহাতে যাকোব সেই প্রকার করিলে অর্থাৎ তাহার সপ্তাহ পূর্ণ করিলে সে তাহার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিল। ২৯ এবং লাবন্ বিল্হা নাম্নী আপন দাসীকে রাহেলের দাসী বলিয়া তাহাকে দিল। ৩০ তখন সে রাহেলের কাছেও গমন করিল ; এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে অধিক প্রেম করিল। এবং আর সাত বৎসর লাবনের নিকটে দাস্যকর্ম্ম করিল।

৩১ পরে সদাপ্রভু লেয়াকে অবজ্ঞাতা দেখিয়া তাহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু রাহেল্ বন্ধ্যা হইল। ৩২ অতএব লেয়া গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম রূবেন্ [পুত্রকে দেখ] রাখিল ; কেননা সে কহিল, সদাপ্রভু আমার দুঃখ দেখিয়াছেন ; এখন আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসিবে। ৩৩ অপর সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, আমি অবজ্ঞাতা আছি, ইহা শ্রবণ করিয়া সদাপ্রভু আমাকে এই পুত্রও দিলেন ; পরে তাহার নাম শিমিয়োন্ [শ্রবণ] রাখিল। ৩৪ আর বার সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হইবে, কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি ; অতএব তাহার নাম লেবি [আসক্ত] রাখিল। ৩৫ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমি সদাপ্রভুর স্তব গান করি ; অতএব তাহার নাম যিহুদা [সদাপ্রভুর স্তব] রাখিল। তাহার পর তাহার গর্ব্ভনিবৃত্তি হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ অপর আমাতে যাকোবের পুত্র জন্মে না, ইহা দেখিয়া রাহেল্ আপন ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া যাকোবকে কহিল, আমাকে সন্তান দেও, নতুবা আমি মরিব। ২ তাহাতে রাহেলের প্রতি যাকোব ক্রোধে জ্বলিয়া কহিল, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি ? তিনিই তোমাকে গর্ব্ভফল দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ৩ তখন রাহেল্ কহিল, তবে ঐ দেখ, আমার দাসী বিল্হা আছে, তাহার কাছে গমন কর ; সে পুত্র প্রসব করিয়া আমার কোলে দিলে তাহাতে করিয়া আমিও পুত্রবতী হইব।

[৪] ইহা বলিয়া সে তাহার সহিত আপন দাসী বিল্হার বিবাহ দিল। [৫] তখন যাকোব্ তাহার কাছে গমন করিলে বিল্হা গর্ভবতী হইয়া যাকোবের পুত্র প্রসব করিল। [৬] তখন রাহেল্ কহিল, ঈশ্বর আমার বিচার করিলেন, এবং আমার কাকুক্তিও শুনিয়া আমাকে পুত্র দিলেন; অতএব সে তাহার নাম দান্ [বিচার] রাখিল। [৭] অনন্তর রাহেলের বিল্হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া যাকোবের জন্যে দ্বিতীয় পুত্রকে প্রসব করিল। [৮] তখন রাহেল্ কহিল, আমি ভগিনীর সহিত ঈশ্বরসম্বন্ধীয় মল্লযুদ্ধ করিয়া জয় করিলাম। অতএব সে তাহার নাম নপ্তালি [মল্লযুদ্ধ] রাখিল। [৯] অনন্তর লেয়া আপনার গর্ভনিবৃত্তি বুঝিয়া আপনার সিল্পা নামে দাসীকে লইয়া যাকোবের সহিত বিবাহ দিল। [১০] তাহাতে লেয়ার সিল্পা দাসীতে যাকোবের এক পুত্র জন্মিল। [১১] তখন লেয়া কহিল, শুভগতি হইল; অতএব তাহার নাম গাদ্ [শুভ] রাখিল। [১২] পরে লেয়ার দাসী সিল্পা যাকোবের জন্যে দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। [১৩] তাহাতে লেয়া কহিল, আমি আশীর্ব্বিশিষ্টা, যুবতীগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; অতএব সে তাহার নাম আশের্ [আশিষ্] রাখিল।

[১৪] অপর গোম কাটনের সময়ে রুবেন্ বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আপন মাতা লেয়াকে আনিয়া দিল; তাহাতে রাহেল্ লেয়াকে কহিল, তোমার পুত্রের কতকগুলি দূদাফল আমাকে দেও। [১৫] তাহাতে সে কহিল, তুমি আমার স্বামিকে হরণ করিয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বিষয়? আবার আমার পুত্রের দূদাফল কি হরণ করিবা? তখন রাহেল্ কহিল, তবে তোমার পুত্রের দূদাফলের পরিবর্ত্তে সে অদ্য রাত্রিতে তোমার সহিত শয়ন করিবে। [১৬] পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রহইতে যাকোবের আগমন সময়ে লেয়া তাহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে গিয়া কহিল, আমার কাছে আসিতে হইবে, কেননা আমি আপন পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিলাম; অতএব সেই রাত্রিতে সে তাহার সহিত শয়ন করিল। [১৭] তাহাতে ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শ্রবণ করাতে সে গর্ভবতী হইয়া যাকোবের পঞ্চম পুত্র প্রসব করিল। [১৮] তখন লেয়া কহিল, আমি স্বামিকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার বেতন ঈশ্বর আমাকে দিলেন; অতএব সে তাহার নাম ইষাখর্ [বেতন] রাখিল।

[১৯] অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া যাকোবের ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিল। [২০] তখন লেয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন, এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস করিবে, কেননা আমাতে তাহার ছয় পুত্র জন্মিয়াছে; অতএব সে তাহার নাম সবূলূন্ [বাস] রাখিল। [২১] অনন্তর তাহার এক কন্যা জন্মিলে সে তাহার নাম দীণা রাখিল।

[২২] অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তাহার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে গর্ভধারণের শক্তি দিলেন। [২৩] তখন তাহার গর্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া কহিল, এখন ঈশ্বর আমার অপযশ হরণ করিলেন। [২৪] পরে সে তাহার নাম যোষেফ্ [বৃদ্ধি] রাখিয়া কহিল, সদাপ্রভু আমাকে আরো এক পুত্র দিউন।

[২৫] অপর রাহেলের গর্ভে যোষেফ জন্মিলে পর যাকোব লাবনকে কহিল, আমাকে বিদায় কর, আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি। [২৬] এবং আমি যাহাদের জন্যে তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে দেও; কেননা যে রূপ পরিশ্রমে তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। [২৭] তখন লাবন্ তাহাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি এখন আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জানিলাম, তোমার অনুরোধে সদাপ্রভু আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [২৮] সে আরও কহিল, তোমার বেতন আপনি স্থির করিয়া আমাকে বল, আমি তাহাই দিব। [২৯] তখন যাকোব তাহাকে কহিল, আমি যেরূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি, এবং আমার নিকটে তোমার যেরূপ পশুধন হইয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞান। [৩০] কেননা আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার অল্প সম্পত্তি ছিল, এখন বৃদ্ধি পাইয়া প্রচুর হইয়াছে; আমার আগমনাবধি সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করিয়াছেন; কিন্তু আমার নিজ পরিবারের জন্যে কবে সঞ্চয় করিব? [৩১] তাহাতে লাবন্ কহিল, আমি তোমাকে কি দিব? যাকোব কহিল, তুমি আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার প্রতি এক কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার পশুদিগকে পুনর্ব্বার চরাইয়া পালন করিব। [৩২] অদ্য আমি তোমার সকল পশুপালের মধ্যদিয়া গমন করিব; তুমি মেষদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণ পশু সকল এবং ছাগদের মধ্যে চিত্রাঙ্গ ও বিন্দুচিহ্নিত সকলকে পৃথক্ করিও; পরে [তাহা] আমার বেতন হইবে। [৩৩] ইহার পরে যখন তোমার সাক্ষাতে আমার বেতন উপস্থিত হইবে, তখন আমার ধার্ম্মিকতার এক প্রমাণ হইবে, ফলতঃ ছাগদের মধ্যে বিন্দুচিহ্নিত কি চিত্রাঙ্গ ভিন্ন ও মেষদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন যাহা থাকিবে, তাহা আমার চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে। [৩৪] তখন লাবন্ কহিল, ভাল, তোমার বাক্যানুসারেই হউক। [৩৫] অপর সে সেই দিনে রেখাঙ্কিত ও চিত্রাঙ্গ ছাগ সকল ও বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ, অর্থাৎ যাহাতে ২ কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এমত ছাগী সকল এবং কৃষ্ণবর্ণ মেষ সকল পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সমর্পণ করিয়া [৩৬] আপনার ও যাকোবের মধ্যে তিন দিনের পথ অন্তর করিয়া রাখিল; পরে যাকোব্ লাবনের অবশিষ্ট পশুপাল চরাইতে লাগিল।

৩৭ অপর যাকোব লিব্‌নী ও লূস্ ও অর্মোন্ বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিল। ৩৮ পরে যে স্থানে পশুগণ জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে তাহাদের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ ত্বক্‌শূন্য রেখাবিশিষ্ট শাখা সকল উচ্চ করিয়া রাখিতে লাগিল। ৩৯ তাহাতে জল পান করণের সময়ে তাহাদের সঙ্গম হইলে সেই শাখার নিকটে তাহাদের গর্ব্ভধারণ প্রযুক্ত রেখাঙ্কিত ও বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রাঙ্গ বৎস জন্মিত। ৪০ পরে যাকোব্ সেই বৎস সকল পৃথক্ করিত এবং লাবনের রেখাঙ্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ মেষের প্রতি মেষীদের দৃষ্টি রাখিত; এই রূপে সে লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন পালকে পৃথক্ করিত। ৪১ এবং বলবান পশুগণ যেন শাখার নিকটে গর্ব্ভধারণ করে, এই জন্যে নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা রাখিত; কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিত না। ৪২ তাহাতে যত বলবান পশু, প্রায় সকলি যাকোবের হইত, কিন্তু দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের হইত। ৪৩ অতএব যাকোব অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং তাহার পশু ও দাস ও দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ যথেষ্ট হইল।

৩১ অধ্যায়।

১ অপর যাকোব আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, আমাদের পিতার ধনহইতে তাহার এই সকল প্রতাপ হইয়াছে, লাবনের পুত্রদের এই রূপ কথা যাকোবের কর্ণগোচর হইল। ২ এবং লাবন্ তাহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় নহে, ইহাও যাকোব্ তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিল। ৩ এবং সদাপ্রভু যাকোবকে কহিলেন, তুমি আপন পৈতৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব। ৪ অতএব যাকোব লোক পাঠাইয়া প্রান্তরে পশুদের নিকটে রাহেলকে ও লেয়াকে ডাকাইয়া কহিল, ৫ আমি তোমাদের পিতার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, আমার প্রতি তিনি পূর্ব্বকার মত নহেন, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহবর্ত্তী আছেন। ৬ আর তোমরা আপনারা জান, আমি যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি। ৭ তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতন অন্যথা করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে আমার ক্ষতি করিতে দেন নাই। ৮ কেননা বিন্দুচিহ্নিত পশুগণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা যখন তিনি কহিতেন, তখন মেষাদি সকল বিন্দুচিহ্নিত শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাঙ্কিত পশু সকল তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা যখন কহিতেন, তখন মেষাদি সকল রেখাঙ্কিত শাবক প্রসব করিত। ৯ এই রূপে ঈশ্বর তোমাদের পিতার পশুধন লইয়া আমাকে দিয়াছেন। ১০ কেননা পশুদের গর্ব্ভধারণকালে আমি স্বপ্নেতে স্বচক্ষুতে দেখিলাম, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলই রেখাঙ্কিত ও বিন্দুচিহ্নিত ও চিত্রবিচিত্র। ১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে আমাকে যাকোব বলিয়া ডাকিলে আমি কহিলাম, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। ১২ তাহাতে তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলই রেখাঙ্কিত ও চিত্রাঙ্গ ও চিত্রবিচিত্র; কেননা তোমার সহিত লাবন্ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমি দেখিলাম। ১৩ যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈথেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠিয়া এই দেশ ত্যাগ করিয়া আপন জ্ঞাতিদের দেশে ফিরিয়া যাও। ১৪ তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, পিতার বাটীতে আমাদের কি আর কিছু অংশ ও অধিকার আছে? ১৫ আমরা কি তাঁহার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? কেননা তিনি আমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছেন এবং আমাদের রূপা আপনি ভোগ করিয়াছেন। ১৬ অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতাহইতে যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন, সে সকলি আমাদের ও আমাদের সন্তানদের। অতএব ঈশ্বর তোমাকে যাহা কহিলেন, তুমি তাহাই কর।

১৭ তখন যাকোব গাত্রোত্থান করিয়া আপন সন্তানগণ ও স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়া ১৮ আপনার উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল ধন অর্থাৎ পদ্দন্-অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা লইয়া কনান দেশে আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিল। ১৯ তৎকালে লাবন্ মেষলোম ছেদন করিতে গিয়াছিল; এবং রাহেল আপন পিতার ঠাকুরদিগকে হরণ করিয়াছিল। ২০ আর যাকোব আপন পলায়নের কোন সংবাদ না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিল। ২১ ফলতঃ সে আপন সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিল, এবং উঠিয়া [ফরাৎ] নদী পার হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বত সম্মুখে রাখিয়া চলিল।

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন্ যাকোবের পলায়নের সংবাদ পাইয়া ২৩ আপন কুটুম্বদিগকে সঙ্গে লইয়া সপ্ত দিনের পথ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বতে তাহার সঙ্গ ধরিল। ২৪ কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অরামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

২৫ লাবন্ যখন যাকোবের সঙ্গ ধরিল, তখন যাকোবের তাম্বু পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল; তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ্ পর্ব্বতোপরি তাম্বু স্থাপন করিল। ২৬ পরে লাবন্ যাকোবকে কহিল, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলা? আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন খড়্গাধৃত বন্দি লোকদের ন্যায় লইয়া আইলা?

২৭ তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে পলাইলা? কেন আমাকে সংবাদ দিলা না? দিলে আমি তোমাকে আহ্লাদ ও গান এবং তবলের ও বীণার বাদ্য পুরঃসরে বিদায় করিতাম। ২৮ তুমি আমার পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলা না; এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা। ২৯ তোমাদের হিংসা করিতে আমার হস্ত সমর্থ বটে; কিন্তু গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, সাবধান, যাকোবকে ভাল মন্দ কিছুই কহিও না।

৩০ আর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ম্লানবদন হওয়াতে তুমি যাত্রা করিলা; সে যাহা হউক, কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলা? ৩১ তাহাতে যাকোব লাবনকে উত্তর করিল, আমি ভীত ছিলাম; কারণ কি জানি, তুমি আমাহইতে আপন কন্যাগণকে বলেতে কাড়িয়া লও, ইহা ভাবিয়াছিলাম। ৩২ কিন্তু তুমি যাহার স্থানে তোমার দেবতাদিগকে পাইবা, সে বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বেষণ করিয়া আমার স্থানে তোমার যাহা পাও, তাহা লও; কেননা যাকোব রাহেলের ঐ চুরি করণ জ্ঞাত ছিল না। ৩৩ তখন লাবন্ যাকোবের তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। পরে সে লেয়ার তাম্বুহইতে রাহেলের তাম্বুগৃহে প্রবেশ করিল। ৩৪ কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুরদিগকে লইয়া উষ্ট্রের গদীর ভিতরে রাখিয়া তাহাদের উপরে বসিয়াছিল; তাহাতে লাবন্ তাহার তাম্বুর সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহাদিগকে পাইল না। ৩৫ তখন রাহেল পিতাকে কহিল, হে প্রভো, আপনকার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম না, ইহাতে বিরক্ত হইবেন না, কেননা আমি স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি। এই রূপে সে অন্বেষণ করিলেও ঠাকুরদিগকে পাইল না।

৩৬ তখন যাকোব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যাকোব লাবনকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিল, আমার অধর্ম্ম কি, ও আমার পাপ কি, যে তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ ২ দৌড়িয়া আইলা? ৩৭ তুমি আমার সকল সামগ্রী হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্ দ্রব্য পাইলা? আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের সাক্ষাতে তাহা রাখ, ইহারা উভয় পক্ষের বিচার করুক। ৩৮ এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার নিকটে আছি; তাহাতে তোমার মেষীদের কি ছাগীদের গর্ভপাত হয় নাই, এবং আমি তোমার পালের মেষদিগকে খাই নাই; ৩৯ এবং বিদীর্ণ মেষও তোমার নিকটে আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করিতাম; দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহা চুরি হইত, তাহার পরিবর্ত্ত আমাহইতে লইতা। ৪০ আমি দিবাতে উত্তাপের ও রাত্রিতে শীতের গ্রাসে পতিত হইতাম; নিদ্রা আমার চক্ষুহইতে দূরে পলায়ন করিত। ৪১ এই বিংশতি বৎসর আমি তোমার গৃহে দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি; তোমার দুই কন্যার জন্যে চৌদ্দ বৎসর, ও তোমার পশুদের জন্যে ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করিয়াছি; ইহার মধ্যে তুমি দশ বার আমার বেতন অন্যথা করিয়াছ। ৪২ আমার পৈতৃক ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ভয়স্থান যদি আমার পক্ষ না হইতেন, তবে অবশ্য এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতা। ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের পরিশ্রম দেখিয়াছেন, এই জন্যে গত রাত্রিতে [তোমাকে] ধম্কাইলেন।

৪৩ তখন লাবন্ উত্তর করিয়া যাকোবকে কহিল, এই কন্যাগণ আমারই কন্যা, ও এই বালকেরা আমারই বালক, ও এই পশুপাল আমারই পশুপাল; যাহা ২ দেখিতেছ, এ সকলই আমার। অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহাদের প্রসূত এই বালকদিগকে আমি এখন কি করিব? ৪৪ আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির করি, তাহা তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিবে। ৪৫ তখন যাকোব্ এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিল। ৪৬ এবং যাকোব আপন কুটুম্বদিগকে কহিল, তোমরাও প্রস্তর সংগ্রহ কর; তাহাতে তাহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিলে সকলে সেই স্থানে ঐ রাশির উপরে ভোজন করিল। ৪৭ অনন্তর লাবন্ তাহার নাম যিগর্ সাহদূথা [সাক্ষির রাশি] রাখিল, কিন্তু যাকোব্ তাহার নাম গল-এদ্ [সাক্ষির রাশি] রাখিল। ৪৮ তখন লাবন্ কহিল, এই রাশি অদ্য তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিল; ৪৯ এই জন্যে তাহার নাম গিলিয়দ্ এবং মিস্পা [প্রহরিস্থান] রাখিল; কেননা সে কহিল, আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে সদাপ্রভু আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন। ৫০ তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে দুঃখ দেও, কিম্বা আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ কর, তবে কোন মনুষ্য আমাদের নিকটে থাকিবে না, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন। ৫১ লাবন্ যাকোবকে আরো কহিল, এই রাশি দেখ, এবং এই স্তম্ভ দেখ, আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তি [সীমা] বলিয়া আমি ইহা স্থাপন করিলাম। ৫২ হিংসাভাবে আমিও এই রাশি পার হইয়া তোমার নিকটে যাইব না, এবং তুমিও এই রাশি ও এই স্তম্ভ পার হইয়া আমার নিকটে আসিবা না, ইহার সাক্ষী এই রাশি ও ইহার সাক্ষী এই স্তম্ভ; ৫৩ ইহাতে অব্রাহামের ঈশ্বর ও নাহোরের ঈশ্বর ও তাহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার করিবেন; তখন যাকোব্ আপন পিতা ইস্হাকের ভয়স্থানের দিব্য করিল। ৫৪ পরে যাকোব সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে আপন কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিল, তাহাতে তাহারা ভো-

জন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিল। ⁵⁵ পরে লাবন্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিল। এই রূপে লাবন্ স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

৩২ অধ্যায়।

¹ তদনন্তর যাকোব যাত্রা করিলে ঈশ্বরের দূতগণ তাহার সঙ্গে মিলিল। ² তখন যাকোব তাহাদিগকে দেখিয়া কহিল, ইহারা ঈশ্বরের শিবির, অতএব সেই স্থানের নাম মহনয়িম্ [শিবিরদ্বয়] রাখিল। ³ তাহার পর যাকোব্ আপনার অগ্রে সেয়ীর দেশের ইদোম অঞ্চলে এষৌ ভ্রাতার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল। ⁴ সে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা আমার প্রভু এষৌকে কহিবা, তোমার দাস যাকোব তোমাকে জানাইল, লাবনের নিকটে প্রবাস করিতে ২ অদ্য পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব হইল। ⁵ আমার গরু ও গর্দ্দভ ও মেষপাল ও দাস দাসী আছে, তাহাতে আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার জন্যে তোমাকে সংবাদ পাঠাইলাম।

⁶ অপর দূতগণ যাকোবের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, আমরা তোমার ভ্রাতা এষৌর কাছে গিয়াছিলাম; আর তিনি চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। ⁷ তাহাতে যাকোব্ অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল, এবং সঙ্গি লোকদিগকে ও গোমেষাদির সমস্ত পালকে ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই শিবির করিয়া কহিল, ⁸ এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক শিবির প্রহার করে, তথাপি অন্য শিবির অবশিষ্ট থাকিয়া রক্ষা পাইবে। ⁹ তখন যাকোব্ কহিল, হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমি সদাপ্রভু আপনি আমাকে কহিয়াছিলা, তোমার দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে আমি তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব। ¹⁰ তুমি এই দাসের সহিত যে সমস্ত দয়া ও যে সমস্ত সত্য ব্যবহার করিয়াছ, আমি তাহার অযোগ্য ক্ষুদ্র লোক; কেননা আমি নিজ যষ্টিমাত্র লইয়া এই যর্দ্দন্ পার হইয়াছিলাম, এখন দুই শিবির হইয়াছি। ¹¹ বিনয় করি, আমার ভ্রাতা এষৌর হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা আমি তাহাহইতে ভীত আছি, পাছে সে আসিয়া আমাকে ও মাতা শুদ্ধ বালকগণকে বধ করে। ¹² তুমিই তো কহিয়াছ, আমি অবশ্য তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব, এবং সমুদ্রতীরস্থ যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনাতীত, তাহার ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব।

¹³ অপর যাকোব্ সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া আপনার হস্তগত পশুগণহইতে কতক ২ লইয়া এষৌ ভ্রাতার জন্যে উপঢৌকন প্রস্তুত করিল, ¹⁴ অর্থাৎ দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ, এবং দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, ¹⁵ এবং সবৎসা দুগ্ধবতী ত্রিশ উষ্ট্রী, ও চল্লিশ গাভী ও দশ বৃষ, এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ প্রস্তুত করিল।

¹⁶ পরে আপনার এক ২ দাসের হস্তে এক ২ পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা আমার অগ্রে ২ যাও, এবং মধ্যে ২ স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পালকে পৃথক্ কর। ¹⁷ পরে সে প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা দিল, আমার ভ্রাতা এষৌর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইলে সে যখন জিজ্ঞাসিবে, তুমি কাহার দাস? কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার অগ্রস্থিত এই সকল কাহার? ¹⁸ তখন তুমি উত্তর করিবা, এই সকল আপনকার দাস যাকোবের; তিনি উপঢৌকনরূপে এই সকল আমার প্রভু এষৌর জন্যে প্রেরণ করিলেন; ঐ দেখুন, তিনি আমাদের পশ্চাৎ ২ আসিতেছেন। ¹⁹ পরে সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের পশ্চাদ্গামি দাস সকলকেও আজ্ঞা দিয়া কহিল, এষৌর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই ২ প্রকার কথা কহিও। ²⁰ আরো কহিও, দেখুন, আপনকার দাস যাকোব্ও আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছেন। কেননা সে মনে করিল, আমি অগ্রে উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারে। ²¹ অতএব তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু আপনি সেই রাত্রিতে শিবির মধ্যে থাকিল। ²² পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী ও দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে তরণস্থানে যব্বোক্ নদী পার করিতে সঙ্গে লইল। ²³ এবং তাহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য পারে পাঠাইয়া দিল।

²⁴ তখন যাকোব্ তথায় একাকী থাকিলে এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; ²⁵ কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন না, ইহা দেখিয়া তিনি যাকোবের শ্রোণীফলকেতে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এই রূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের শ্রোণীফলক স্থানচ্যুত হইল। ²⁶ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। তখন [যাকোব্] কহিল, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না। ²⁷ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, যাকোব্। ²⁸ তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব্ নামে আর বিখ্যাত হইবা না, কিন্তু ইস্রায়েল্ [ঈশ্বরজয়ী] নামে বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। ²⁹ তখন যাকোব্ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, আমি প্রার্থনা করি, আপনকার কি নাম? বলুন। তিনি কহিলেন,

তুমি কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩০ তখন যাকোব্ সেই স্থানের নাম পনূয়েল্ [ঈশ্বরের মুখ] রাখিল; কেননা সে কহিল, আমি ঈশ্বরের মুখ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।

৩১ পরে সে পনূয়েল্ পার হইলে সূর্য্যোদয় হইল; কিন্তু সে উরুতে খঞ্জ ছিল। ৩২ এই কারণ ইস্রায়েলের সন্তানেরা অদ্যাপি শ্রোণীফলকের উপরিস্থ উরুসন্ধির শিরা ভোজন করে না, কেননা তিনি যাকোবের শ্রোণীফলক অর্থাৎ উরুসন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ অনন্তর যাকোব্ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি শত লোকের সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল; তাহাতে সে বালকদিগকে বিভাগ করিয়া লেয়াকে ও রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ করিল। ২ ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের সন্তানদিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাহার সন্তানদিগকে, সর্ব্বশেষে রাহেল ও যোষেফকে রাখিল। ৩ পরে আপনি সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিতে প্রণিপাত করিতে২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত হইল। ৪ তখন এষৌ তাহার প্রত্যুদ্গমন করিতে দ্রুতগমনে আসিয়া যাকোবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল, এবং উভয়েই রোদন করিল। ৫ পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা তোমার কে? তাহাতে সে কহিল, ঈশ্বর কৃপা করিয়া আপনকার দাসকে এই সকল সন্তান দিয়াছেন। ৬ তখন দাসীরা ও তাহাদের সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল। ৭ পরে লেয়া ও তাহার সন্তানগণও নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল; সর্ব্বশেষে যোষেফ্ ও রাহেল্ নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিল। ৮ অপর এষৌ জিজ্ঞাসিল, আমি যে সকল সমারোহের সহিত মিলিলাম, তাহা কিসের নিমিত্তে? সে কহিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্যে। ৯ তখন এষৌ কহিল, হে ভাই, আমার যথেষ্ট আছে, তোমার যাহা তাহা তোমার থাকুক। ১০ যাকোব্ কহিল, এমন নয়, নিবেদন করি, যদি আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আমার হস্তহইতে সেই উপঢৌকন গ্রহণ করুন; কেননা আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায় আপনকার মুখ দর্শন করিলাম, আপনিও আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১১ অতএব বিনয় করি, আপনকার জন্যে যে উপঢৌকন আনীত হইল, তাহা গ্রহণ করুন; কেননা ঈশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিলেন, এবং আমার সকলই আছে। এই রূপ সাধ্যসাধনা করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিল। ১২ পরে এষৌ কহিল, আইস, আমরা যাই; আমি তোমার অগ্রে২ গমন করি। ১৩ তাহাতে সে কহিল, আমার প্রভু জানেন, এই বালকগণ কোমল, এবং দুগ্ধবতী মেষী ও গাভী আমার সঙ্গে আছে; এক দিন মাত্র বেগে চালাইলে সকল পালই মরিবে। ১৪ অতএব নিবেদন করি, হে আমার প্রভো, আপনি আপন দাসের অগ্রে গমন করুন; আর আমি যাবৎ সেয়ীরে আমার প্রভুর নিকটে উপস্থিত না হই, তাবৎ আমার অগ্রবর্ত্তি পশুগণের গমনশক্ত্যনুসারে এবং এই বালকগণের গমনশক্ত্যনুসারে ধীরে২ চালাই। ১৫ এষৌ কহিল, তবে আমার সঙ্গি কতক লোক তোমার নিকটে রাখিয়া যাই। সে কহিল, তাহাতে বা প্রয়োজন কি? আমার প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ হইলেই হয়।

১৬ অনন্তর এষৌ সেই দিনে আপনার গন্তব্য সেয়ীরের পথে প্রত্যাগমন করিল। ১৭ কিন্তু যাকোব্ সুক্কোতে গমন করিয়া আপনার জন্যে গৃহ ও পশুদের জন্যে কএকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিল; এই জন্যে সেই স্থান সুক্কোৎ [কুটীর] নামে বিখ্যাত আছে।

১৮ পরে যাকোব্ পদ্দন-অরামহইতে প্রত্যাগমন কালে কুশলে কনান্ দেশস্থ শিখিমের নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে তাম্বু স্থাপন করিল। ১৯ পরে শিখিমের পিতা যে হমোর, তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত কসীতা [নামে মুদ্রা] দিয়া সেই তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করিল, ২০ এবং তথায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম এল্-ইলোহে-ইস্রায়েল্ [ইস্রায়েলের শক্তিমান ঈশ্বর] রাখিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ অপর লেয়াতে জাতা দীণা নাম্নী যাকোবের কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গমন করিল। ২ তাহাতে হিব্বীয় হমোর্ নামক দেশাধিপতির পুত্র শিখিম্ তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং তাহাকে হরণ করিয়া তাহার সহিত শয়ন করত তাহাকে ভ্রষ্টা করিল। ৩ এবং যাকোবের ঐ কন্যা দীণাতে তাহার প্রাণ অনুরক্ত হওয়াতে সে সেই যুবতীর সহিত প্রেম ও মিষ্টালাপ করিল। ৪ পরে শিখিম্ আপন পিতা হমোরকে কহিল, তুমি আমার সহিত বিবাহ দেওনার্থে এই কন্যাকে গ্রহণ কর। ৫ অনন্তর শিখিম্ আমার কন্যা দীণাকে ভ্রষ্টা করিল, এই কথা যাকোব শুনিল। ঐ সময়ে তাহার পুত্রগণ প্রান্তরে পশুপালের সঙ্গে ছিল; অতএব যাকোব্ তাহাদের আগমন পর্য্যন্ত মৌনী থাকিল। ৬ অপর শিখিমের পিতা হমোর্ যাকোবের সহিত কথোপকথন করিতে গেল। ৭ যাকোবের পুত্রগণও ঐ সংবাদ পাইয়া প্রান্তরহইতে আসিয়াছিল; পরন্তু যাকোবের কন্যার সহিত শয়ন করাতে শিখিম ইস্রায়েলের মধ্যে যে মূঢ়তার ক্রিয়া ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া-

ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহারা মনস্তাপিত ও অতি ক্রোধান্বিত হইয়াছিল। [৮] তখন হমোর্ তাহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, তোমাদের সেই কন্যাতে আমার পুত্র শিখিমের প্রাণ আসক্ত হইল; অতএব নিবেদন করি, আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেও, [৯] এবং আমাদের সহিত কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ আমাদিগকে দান কর, এবং আমাদের কন্যাদিগকে তোমরাও গ্রহণ কর। [১০] এবং আমাদের সহিত বাস কর; এই দেশ তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা তাহার মধ্যে বসতি ও বাণিজ্য ও অধিকার কর। [১১] এবং শিখিম্ দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক; তাহাতে যাহা কহিবা, তাহাই দিব। [১২] যৌতুক ও দান যত অধিক চাহিবা, তোমাদের বাক্যানুসারে তাহাই দিব; কোন মতে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেও। [১৩] কিন্তু সে তাহাদের দীণা ভগিনীকে ভ্রষ্টা করিয়াছিল, এই হেতুক যাকোবের পুত্রগণ ছলভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া শিখিমকে ও তাহার পিতা হমোরকে উত্তর দিল; [১৪] ফলতঃ তাহাদিগকে কহিল, অচ্ছিন্নত্বক্ লোককে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আমরা করিতে পারি না; কেননা তাহাতে আমাদের দুর্নাম হইবে। [১৫] কেবল এক কর্ম্ম করিলে আমরা সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্ হও, [১৬] তবে আমরা তোমাদিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমাদের সহিত বাস করিয়া এক জাতি হইব। [১৭] কিন্তু যদি ত্বক্ছেদ বিষয়ে আমাদের কথা না শুন, তবে আমরা আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যাইব। [১৮] তখন তাহাদের এই কথাতে হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট হইল। [১৯] এবং সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে যাকোবের কন্যাতে প্রীত এবং আপন পিতৃকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্তও ছিল।

[২০] পরে হমোর্ ও তাহার পুত্র শিখিম্ আপন নগরের দ্বারে আসিয়া নগরনিবাসিদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, [২১] সেই লোকেরা আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধী; অতএব আইস আমরা তাহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য করিতে দি; কেননা দেখ, তাহাদের সম্মুখে দেশ সুপ্রশস্ত; আমরা তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ তাহাদিগকে দিব। [২২] কিন্তু তাহাদের এই এক পণ আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তাহাদের মত ত্বক্ছেদী হয়, তবে তাহারা আমাদের সহিত বাস করিয়া এক জাতি হইতে সম্মত আছে। [২৩] আর তাহাদের ধন ও সম্পত্তি ও পশু সকল কি আমাদের হইবে না? আমরা তাহাদের কথা স্বীকার করিলেই তাহারা আমাদের সহিত বাস করিবে। [২৪] তখন হমোরের ও তাহার পুত্র শিখিমের ঐ কথাতে তাহার নগরের দ্বার দিয়া বহির্গমনকারি লোক সকল সম্মত হইল, তাহাতে তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারি সকল পুরুষেরই ত্বক্ছেদ করা গেল।

[২৫] অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন্ ও লেবি, যাকোবের এই দুই পুত্র আপন ২ খড়্গ গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে নগর আক্রমণ করত সকল পুরুষকে বধ করিল। [২৬] এবং হমোরকে ও তাহার পুত্র শিখিমকে খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের গৃহহইতে দীণাকে লইয়া গেল। [২৭] তাহারা তাহাদের ভগিনীকে ভ্রষ্টা করিয়াছিল, এই জন্যে যাকোবের পুত্রগণ হত লোকদের নিকটে আসিয়া নগর লুট করিল। [২৮] এবং তাহাদের মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ সকল, এবং নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ যাবতীয় দ্রব্য হরণ করিল। [২৯] এবং তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া তাহাদের সমস্ত ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল। [৩০] তখন যাকোব শিমিয়োনকে ও লেবিকে কহিল, তোমরা এতদ্দেশনিবাসি কনানীয় ও পরিষীয় লোকদের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া ব্যাকুল করিলা; আমার লোক অল্প, অতএব তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইলে আমাকে পরাজয় করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে বিনষ্ট হইব। [৩১] তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত, তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যবহার করা কি তাহার কর্ত্তব্য?

৩৫ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ঈশ্বর যাকোবকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তোমার ভ্রাতা এষৌর সাক্ষাৎহইতে পলায়নকালে যে ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। [২] তাহাতে যাকোব আপন পরিজন ও সঙ্গি লোক সকলকে কহিল, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দূর কর, এবং শুচি হইয়া বস্ত্রান্তর পরিধান কর। [৩] এবং আইস, আমরা উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর আমার ক্লেশের দিনে প্রার্থনার উত্তর দিয়া আমার গমনপথে সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। [৪] তাহাতে তাহারা আপনাদের নিকটস্থিত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল লইয়া যাকোবকে দিল, এবং সে ঐ সকল লইয়া শিখিমের নিকটবর্ত্তি এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিল। [৫] পরে তাহারা [তথাহইতে] যাত্রা করিল। তখন চতুর্দ্দিক্স্থিত নগরে ঈশ্বরহইতে ভয় উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা যাকোবের পুত্রদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল না।

[৬] পরে যাকোব ও তাহার সঙ্গিসমূহ কনান্ দে-

শম্ব লূসে অর্থাৎ বৈথেলে উপস্থিত হইল। [৭] তথায় সে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম এল-বৈথেল্ [বৈথেলের ঈশ্বর] রাখিল; কারণ ভ্রাতার সাক্ষাৎহইতে যাকোবের পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। [৮] অপর রিবিকার দবোরা নাম্নী ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈথেলের অধঃস্থিত অলোন্ বৃক্ষের তলে তাহার কবর হইল, এবং সেই স্থানের নাম অলোন্-বাখুৎ [রোদনবৃক্ষ] হইল।

[৯] পদ্দন্-অরামহইতে যাকোবের প্রত্যাগমনকালে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। [১০] ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার যাকোব নাম আছে, কিন্তু সেই যাকোব নাম আর থাকিবে না; তোমার নাম ইস্রায়েল্ হইবে; অনন্তর তিনি তাহার নাম ইস্রায়েল্ রাখিলেন। [১১] ঈশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন, আমিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান ও বহুবংশ হও; তোমাহইতে এক জাতি, বরং জাতিসমাজ উৎপন্ন হইবে, এবং তোমার কটিহইতে রাজগণ উৎপন্ন হইবে। [১২] এবং আমি অব্রাহামকে ও ইস্হাককে যে দেশ দান করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবিবংশকে দিব। [১৩] সেই স্থানে তাহার সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া ঈশ্বর তাহার নিকটহইতে ঊর্দ্ধ্বগমন করিলেন। [১৪] তাহাতে যাকোব সেই কথোপকথনস্থানে এক স্তম্ভ অর্থাৎ প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার উপরে পানীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল ও তৈল ঢালিল। [১৫] এবং যাকোব ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনস্থানের নাম বৈথেল্ রাখিল।

[১৬] অনন্তর তাহারা বৈথেলহইতে প্রস্থান করিল, কিন্তু ইফ্রাথায় উপস্থিত হওনের অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসববেদনা হইল; এবং তাহার প্রসব করণে অতি কষ্ট হইল। [১৭] এবং প্রসবব্যথা অতিশয় হইলে ধাত্রী তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, এ বারও পুত্র প্রসব করিবা। [১৮] তথাপি সে মরিল, এবং প্রাণবিয়োগ সময়ে পুত্রের নাম বিনোনী [কষ্টজাত পুত্র] রাখিল, কিন্তু তাহার পিতা তাহার নাম বিন্যামীন্ [দক্ষিণ হস্ত পুত্র] রাখিল। [১৯] এই রূপে রাহেলের মৃত্যু হইলে ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলেহমে যাওন পথের নিকটে তাহার কবর হইল। [২০] পরে যাকোব্ তাহার কবরের উপরে এক স্তম্ভ স্থাপন করিল; রাহেল্কবরস্থ সেই স্তম্ভ অদ্যাপি আছে।

[২১] পরে ইস্রায়েল্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া মিগ্দল্-এদর পার হইয়া তাহার নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। [২২] সেই দেশে ইস্রায়েলের বাস করণ কালে রূবেন্ গিয়া আপন পিতার বিল্হা নাম্নী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল্ তাহা শুনিল।

[২৩] যাকোবের দ্বাদশ পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রূবেন্, সে এবং শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সবূলূন্, ইহারা লেয়ার সন্তান; [২৪] এবং যোষেফ্ ও বিন্যামীন্ রাহেলের সন্তান; [২৫] এবং দান্ ও নপ্তালি রাহেলের দাসী বিল্হার সন্তান; [২৬] এবং গাদ্ ও আশের্ লেয়ার দাসী সিল্পার সন্তান ছিল। যাকোবের এই সকল পুত্র পদ্দন্-অরামে জন্মিয়াছিল।

[২৭] পরে কিরিয়থর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ নগরের নিকটবর্ত্তি মম্রি নামক যে স্থানে অব্রাহাম ও ইস্হাক্ প্রবাস করিয়াছিল, সেই স্থানে যাকোব আপন পিতা ইস্হাকের নিকটে উপস্থিত হইল।

[২৮] ইস্হাকের আয়ুর পরিমাণ এক শত আশী বৎসর ছিল। [২৯] পরে ইস্হাক্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইল; এবং তাহার পুত্র এষৌ ও যাকোব তাহার কবর দিল।

৩৬ অধ্যায়।

[১] অথ এষৌর বৃত্তান্ত। তাহার অন্যতর নাম ইদোম্। [২] এষৌ কনানীয়দের দুই কন্যাকে অর্থাৎ হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয় সিবিয়োনের দৌহিত্রী অনার কন্যা অহলীবামাকে, [৩] তদ্ভিন্ন নবায়োতের ভগিনীকে অর্থাৎ ইশ্মায়েলের বাসমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। [৪] অনন্তর এষৌর জন্যে আদা ইলীফস্কে, ও বাসমৎ রূয়েলকে প্রসব করিল। [৫] এবং অহলীবামা যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহকে প্রসব করিল; এষৌর এই সকল সন্তান কনানদেশে জন্মিল।

[৬] পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ ও পুত্র কন্যাগণ ও গৃহস্থিত অন্য২ সকল প্রাণিকে, এবং আপন পশ্বাদি সমস্ত ধন এবং কনান্দেশে উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি লইয়া যাকোব ভ্রাতার সাক্ষাৎহইতে [অন্য] দেশে প্রস্থান করিল। [৭] কেননা তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য থাকাতে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, এবং পশুধন প্রযুক্ত তাহাদের সেই প্রবাসস্থানে কুলান হইল না। [৮] এই রূপে এষৌ সেয়ীর্ পর্ব্বতে বাস করিল; ঐ এষৌর অন্যতর নাম ইদোম।

[৯] অথ সেয়ীর্ পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্বপুরুষ এষৌর বৃত্তান্ত। [১০] এষৌর সন্তানদের নাম এই২। এষৌর আদা নাম্নী স্ত্রীর পুত্র ইলীফস্, ও বাসমৎ নাম্নী স্ত্রীর পুত্র রূয়েল্। [১১] এবং ইলীফসের পুত্র তৈমন্ ও ওমার্ ও সফো ও গয়িতম্ ও কনস্। [১২] এবং এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী এক উপপত্নী ছিল, সে ইলীফসের জন্যে অমালেককে প্রসব করিল। এই সকলে এষৌর আদা পত্নীর সন্তান। [১৩] এবং রূয়েলের পুত্র নহৎ ও সেরহ ও শম্ম ও মিসা; ইহারা এষৌর ভার্য্যা বাসমতের সন্তান। [১৪] এবং সিবিয়োনের দৌহিত্রী অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, তাহার সন্তান যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ।

[15] এষৌর সন্তানদের রাজাবলি এই। এষৌর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস্, তাহার পুত্র রাজা তৈমন্ ও রাজা ওমার্ ও রাজা সফো ও রাজা কনস্ [16] ও রাজা কোরহ ও রাজা গয়িতম ও রাজা অমালেক্; ইদোম দেশের ইলীফস্ বংশীয় এই রাজগন আদার সন্তান ছিল। [17] এষৌর পুত্র রূয়েলের সন্তান রাজা নহৎ ও রাজা সেরহ ও রাজা শম্ম ও রাজা মিসা; ইদোম্ দেশের রূয়েল্ বংশীয় এই রাজগন এষৌর ভার্য্যা বাসমতের সন্তান ছিল। [18] এবং এষৌর ভার্য্যা অহলীবামার সন্তান রাজা যিয়ূশ ও রাজা যালম্ ও রাজা কোরহ; অনার কন্যা যে অহলীবামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, ইহারা তাহার সন্তান। [19] ইহারা এষৌর অর্থাৎ ইদোমের সন্তান, ও ইহারা তাহাদের রাজা।

[20] [পূর্ব্বকালের] তদ্দেশনিবাসি হোরীয় সেয়ীরের সন্তান লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা [21] ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্; সেয়ীরের এই পুত্রগন ইদোম্ দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল। [22] লোটনের পুত্র হোরি ও হেমম্, এবং লোটনের তিম্না নামে ভগিনী ছিল। [23] এবং শোবলের পুত্র অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল্ ও শফো ও ওনম্। [24] এবং সিবিয়োনের পুত্র অয়া ও অনা; এই অনা আপন পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাওন সময়ে প্রান্তরে উষ্ণ জলের উনুই আবিষ্কার করিল। [25] ঐ অনার পুত্র দিশোন্ ও কন্যা অহলীবামা। [26] এবং দিশোনের পুত্র হিম্দন্ ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও করান্। [27] এবং এৎসরের পুত্র বিল্হন ও সাবন্ ও যাকন্। [28] এবং দীশনের পুত্র উষ্ ও অরান্। [29] হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা এই২; রাজা লোটন্ ও রাজা শোবল্ ও রাজা সিবিয়োন্ ও রাজা অনা [30] ও রাজা দিশোন্ ও রাজা এৎসর ও রাজা দীশন্। ইহারা সেয়ীর দেশের হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল।

[31] অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে ইহারা ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। [32] বিয়োরের বেলা নামে পুত্র ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিল, তাহার রাজধানীর নাম দিন্হাবা। [33] এবং বেলা মরিলে পর তাহার পদে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্ রাজত্ব করিল। [34] এবং যোবব্ মরিলে পর তৈমন্ দেশীয় হুশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [35] এবং হুশম্ মরিলে পর বদদের পুত্র যে হদদ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিল, সে তাহার পদে রাজত্ব করিল; তাহার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। [36] এবং হদদ্ মরিলে পর মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজত্ব করিল। [37] এবং সম্ল মরিলে পর [ফরাৎ] নদীর নিকটবর্ত্তি রহোবোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [38] এবং শৌল মরিলে পর অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। [39] এবং অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ মরিলে পর হদর্ তাহার পদে রাজত্ব করিল; তাহার রাজধানীর নাম পায়ু, ও ভার্য্যার নাম মহেটবেল্ ছিল, সে মট্রেদের পুত্রী ও মেষাহবের দৌহিত্রী ছিল।

[40] গোষ্ঠী ও স্থান ও নাম ভেদে এষৌহইতে উৎপন্ন যে২ রাজা ছিল, তাহাদের নাম। রাজা তিম্ন ও রাজা অল্বা ও রাজা যিথেৎ [41] ও রাজা অহলীবামা ও রাজা এলা ও রাজা পীনোন্ [42] ও রাজা কনস্ ও রাজা তৈমন্ ও রাজা মিব্সর্ [43] ও রাজা মগ্দীয়েল্ ও রাজা ঈরম। ইহারা আপন২ অধিকার ও বসতিস্থান ভেদে ইদোমের রাজা ছিল। ইদোমীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বৃত্তান্ত সমাপ্ত।

৩৭ অধ্যায়।

[1] তৎকালে যাকোব আপন পিতার প্রবাসস্থান কনান্ দেশে বাস করিতেছিল।

[2] অথ যাকোবের বৃত্তান্ত। যোষেফ সতের বৎসর বয়সের সময়ে আপন ভ্রাতৃগনের সহিত পশুপাল চরাইতে লাগিল; সে অল্প বয়সে আপন পিতৃভার্য্যা বিল্হার ও সিল্পার পুত্রগণের অনুচর ছিল, এবং ঐ ভ্রাতৃগনের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকটে উপস্থিত করিত। [3] ঐ যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ সকল পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিত, এবং তাহাকে আপাদহস্তাবরক এক খান অঙ্গরক্ষক বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। [4] কিন্তু পিতা তাহার সকল ভ্রাতা অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসে, ইহা দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃগন তাহাকে ঘৃণা করিত, তাহার প্রতি প্রণয়ের কথা কহিতে পারিত না।

[5] অপর যোষেফ্ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতাদিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি আরো অধিক ঘৃণা করিল। [6] ফলতঃ সে তাহাদিগকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা নিবেদন করি, শুন। [7] দেখ, আমরা ক্ষেত্রে আটি বান্ধিতেছিলাম, তাহাতে আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া তাহার কাছে প্রনিপাত করিল। [8] ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি আমাদের রাজা হবি? আমাদের উপরে কি কর্তৃত্ব করিবি? পরে তাহারা তাহার সকল স্বপ্ন ও বাক্য প্রযুক্ত তাহার প্রতি আরো ঘৃণা করিল।

[9] অনন্তর সে আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে তাহার বৃত্তান্ত কহিল। সে বলিল, দেখ, আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ, সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমার কাছে প্রনিপাত করিল। [10] কিন্তু যোষেফ্ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে তাহার পিতা তাহাকে ধম্কাইয়া কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলা? আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আমরা কি তোমার কাছে ভূমিতে প্রনিপাত করিতে আসিব?

১১ তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি মাৎসর্য্য করিল, কিন্তু তাহার পিতা সেই কথা মনে রাখিল।

১২ তদনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল চরাইতে শিখিমে গেলে পর ১৩ ইস্রায়েল্ যোষেফ্কে কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল চরায় না? আইস, আমি তাহাদের কাছে তোমাকে পাঠাই; তাহাতে সে কহিল, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। ১৪ তখন ইস্রায়েল্ তাহাকে কহিল, তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল ভাল আছে কি না, তাহা দেখিয়া আমাকে সংবাদ দেও। এই রূপে সে হিব্রোণের তলভূমিহইতে যোষেফ্কে বিদায় করিলে সে শিখিমে উপস্থিত হইল।

১৫ তখন এক মনুষ্য তাহাকে প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি অন্বেষণ করিতেছ? ১৬ সে কহিল, আমার ভ্রাতৃগণের অন্বেষণ করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বল, তাহারা কোথায় পশুপাল চরাইতেছে? ১৭ সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এ স্থানহইতে উঠিয়া গিয়াছে, কেননা আমরা দোথনে যাইব, তাহাদের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব যোষেফ্ আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ২ গিয়া দোথনে তাহাদের উদ্দেশ পাইল।

১৮ তখন তাহারা দূরহইতে তাহাকে দেখিতে পাইল, এবং আপনাদের নিকটে তাহার উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল, ১৯ এবং পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, সেই স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসিতেছে। ২০ এখন আইস, আমরা উহাকে বধ করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি; পরে কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, এই কথা কহিব; তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, তাহা দেখিব। ২১ ইহা শুনিয়া রূবেন্ তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে উদ্ধার করত কহিল, না, আমরা উহাকে প্রাণে মারিব না। ২২ ফলতঃ রূবেন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত করিও না, বরং উহাকে প্রান্তরের ঐ গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও, কিন্তু উহার প্রতি হস্ত তুলিও না। ইহাতে রূবেন্ তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া পিতার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিল।

২৩ পরে যোষেফ্ আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে আইলে তাহারা তাহার গাত্রহইতে সেই অঙ্গরক্ষক বস্ত্র অর্থাৎ সেই আপাদহস্তাবরক বস্ত্রখানি খুলিয়া লইয়া ২৪ তাহাকে ধরিয়া গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দিল; সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে জল ছিল না।

২৫ পরে তাহারা আহার করিতে বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ্হইতে এক দল ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ি লোক আসিতেছে; তাহারা উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি দ্রব্য ও রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস ও গন্ধরস লইয়া মিসর্দেশে যাইতেছে। ২৬ তখন যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমাদের ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে আমাদের কি লাভ? ২৭ আইস, আমরা ঐ ইশ্মায়েলীয়দের হস্তে তাহাকে বিক্রয় করি, আপনারা তাহাকে করাঘাত করিব না; কেননা সে আমাদের ভ্রাতা ও আমাদের মাংসস্বরূপ। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল। ২৮ অপর সেই মিদিয়নীয় বণিকেরা নিকট পর্য্যন্ত আইলে তাহারা যোষেফ্কে গর্ত্তহইতে টানিয়া তুলিল; এবং বিংশতি রৌপ্যমুদ্রা লইয়া সেই ইশ্মায়েলীয়দের হস্তে যোষেফ্কে বিক্রয় করিল; তাহাতে তাহারা যোষেফ্কে মিসর দেশে লইয়া গেল।

২৯ পরে রূবেন্ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গেলে যোষেফ্ গর্ত্তে নাই, ইহা দেখিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। ৩০ এবং ভ্রাতাদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বালকটী নাই, এখন আমি কোথায় যাই?

৩১ পরে তাহারা যোষেফের অঙ্গরক্ষিণী লইয়া একটা ছাগ মারিয়া তাহার রক্তে তাহা ডুবাইল। ৩২ পরে লোক পাঠাইয়া সেই আপাদহস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী পিতার নিকটে উপস্থিত করিয়া কহিল, আমরা এই মাত্র পাইলাম, নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, ইহা তোমার পুত্রের অঙ্গরক্ষিণী কি না? ৩৩ তাহাতে সে তাহা চিনিয়া কহিল, ইহা আমার পুত্রের অঙ্গরক্ষক বস্ত্র বটে; কোন হিংস্রক জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, যোষেফ্ অবশ্য খণ্ডে২ বিদীর্ণ হইয়াছে। ৩৪ তখন যাকোব আপন বস্ত্র চিরিয়া কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ৩৫ এবং তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ উঠিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেও সে প্রবোধ না মানিয়া কহিল, না, আমি শোকে পুত্রের নিকটে পাতালে নামিব। এই রূপে তাহার পিতা তাহার জন্যে রোদন করিল। ৩৬ ইতিমধ্যে ঐ মিদিয়নীয়েরা মিসরে ফরৌণের পোটীফর্ নামা ভৃত্যের অর্থাৎ রক্ষকসেনাধিপতির নিকটে যোষেফ্কে বিক্রয় করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদুল্লমীয় হীরা নামে এক মনুষ্যের নিকটে গেল। ২ সে স্থানে শূয় নামে কোন কনানীয় পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া বিবাহ করিয়া তাহার কাছে গমন করিল। ৩ অতএব সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে সে তাহার নাম এর রাখিল। ৪ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম ওনন্ রাখিল। ৫ পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্মকালে যিহূদা কষীবে ছিল। ৬ পরে যিহূদা তামর্ নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। ৭ কিন্তু যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।

৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর, ও তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন্ ভ্রাতৃভার্য্যার কাছে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন করণের অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল। ১০ তাহার এমত কর্ম্মেতে সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিলেন। ১১ তখন যিহূদা ঐ তামর্ নাম্নী পুত্রবধূকে কহিল, যে পর্য্যন্ত আমার শেলা পুত্র বড় না হয়, তাবৎ তুমি বিধবা হইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া থাক। কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় শেলাও মরে। অতএব তামর্ পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিল।

১২ অপর বহুদিবসানন্তর শূয়ের কন্যা যিহূদার ভার্য্যা মরিলে পর যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তিম্নাথায় আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে চলিল। ১৩ তখন তোমার শ্বশুর আপন মেষগণের লোম কাটিতে তিম্নাথায় যাইতেছে, এক জন তামরকে এই সমাচার দিল। ১৪ তাহাতে তামর্ বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া একখান আবরক বস্ত্র পরিধান করত আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তিম্নাথার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনমের প্রবেশস্থানে বসিয়া রহিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড় হইলেও তাহার সহিত আপনার বিবাহ হইল না।

১৫ তখন যিহূদা তামরকে দেখিয়া বেশ্যা জ্ঞান করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। ১৬ অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তাহাতে তামর্ কহিল, আমার কাছে আসিবার কারণ আমাকে কি দিবা? ১৭ সে কহিল, পালহইতে একটী ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর্ কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও, তাবৎ আমাকে কি কোন বন্ধক দিবা? ১৮ যিহূদা কহিল, কি বন্ধক দিব? তামর্ কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও হস্তের যষ্টি। তখন যিহূদা তাহাকে সেই সকল দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহাহইতে গর্ব্ভবতী হইল। ১৯ অনন্তর তামর্ উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং সেই আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আপনার বৈধব্য বস্ত্র পরিধান করিল। ২০ অপর যিহূদা ঐ স্ত্রীহইতে বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন অদুল্লমীয় বন্ধুদ্বারা ছাগবৎসটী পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার দেখা পাইল না। ২১ অতএব সে তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে যে বেশ্যা থাকে, সে কোথায়? তাহারা কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। ২২ পরে সে যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি তাহার দেখা পাইলাম না, এবং তথাকার লোকেরাও বলিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। ২৩ তখন যিহূদা কহিল, তাহার কাছে যাহা আছে, সে তাহা রাখুক, আমরা কেন তুচ্ছনীয় হইব? দেখ, আমি ছাগবৎসটী পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার দেখা পাইলা না।

২৪ অপর প্রায় তিন মাসের পরে কেহ যিহূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর ব্যভিচারিণী হইয়াছে, এবং ব্যভিচারক্রমে তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে। তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ কর। ২৫ পরে বাহিরে আনীত হইবার সময়ে সে শ্বশুরকে বলিয়া পাঠাইল, যাহার এই সকল বস্তু, সেই পুরুষহইতে আমার গর্ব্ভ হইয়াছে। আরো কহিল, এই মোহর ও সূত্র ও যষ্টি কাহার? তাহা চিনিয়া দেখ। ২৬ তখন যিহূদা সেই সকল বস্তু আপনার স্বীকার করত কহিল, সে আমাহইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা, কেননা আমি তাহাকে আপন শেলা পুত্রকে দিলাম না। যাহা হউক, যিহূদা তাহাতে আর উপগত হইল না।

২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাহার উদরে যমজ সন্তান আছে, ইহা দেখা গেল। ২৮ আর তাহার প্রসবকালে এক বালকের হস্ত নির্গত হইল; তাহাতে ধাত্রী তাহার সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এই জ্যেষ্ঠ। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল, তুমি কি প্রকারে আপনার জন্যে ভেদ করিয়া আইলা? অতএব তাহার নাম পেরস [ভেদ] হইল। ৩০ পরে হস্তে রক্তবর্ণসূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার নাম সেরহ হইল।

৩৯ অধ্যায়।

১ যোষেফ্ মিসরদেশে আনীত হইলে পর ফরৌণের এক জন ভৃত্য অর্থাৎ মিস্রীয় পোটীফর নামে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তথায় আনয়নকারি ইশ্মায়েলীয় লোকদের হইতে তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল। ২ কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং সে কার্য্যদক্ষ লোক হইল, ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিল। ৩ তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং সে যে কিছু করে, সদাপ্রভু তাহার হস্তে তাহা সিদ্ধ করিতেছেন, ইহা তাহার কর্ত্তা দেখিল। ৪ অতএব যোষেফ্ তাহার অনুগ্রহের পাত্র হইয়া তাহারই পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইল, এবং সে যোষেফকে আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। ৫ যদবধি সে যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিল, তদবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। ৬ অতএব সে যোষেফের হস্তে আপন সর্ব্বস্বের

এমত ভার দিল, যে আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইত না।

যোষেফ্ রূপেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মনোহর ছিল। [৭] অপর উক্ত ঘটনার পর তাহার প্রভুর ভার্য্যা যোষেফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে কহিল, আমার সহিত শয়ন কর। [৮] কিন্তু যোষেফ্ অস্বীকার করত প্রভুর ভার্য্যাকে কহিল, দেখুন, আমার প্রভু আমাকেই ভার দিয়া এই বাটীতে যাহা আছে, তাহার কিছুরই তত্ত্ব লন না; আমারই হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছেন। [৯] এই বাটীতে আমা অপেক্ষা বড় কেহই নাই; তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীনী করেন নাই, কারণ আপনি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব আমি কি রূপে এই মহৎ অপকর্ম্ম করিতে, ও ঈশ্বরের প্রতিকূলে পাপ করিতে পারি? [১০] তথাপি সে স্ত্রী দিন২ যোষেফকে [তদ্রূপ] কথা কহে, কিন্তু সে তাহার সহিত শয়ন করিতে [কিম্বা] সঙ্গে থাকিতে তাহার বাক্যে সম্মত হয় না। [১১] পরে এক দিন যোষেফ্ নিজ কার্য্য করিতে গৃহের অভ্যন্তরে গেলে, বাটীর ভৃত্যদের মধ্যে অন্য কেহ তথায় না থাকাতে [১২] সে স্ত্রী যোষেফের বস্ত্র ধরিয়া, আমার সহিত শয়ন কর, ইহা বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল; কিন্তু যোষেফ্ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। [১৩] তখন যোষেফ্ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া বাহিরে পলাইল, [১৪] ইহা দেখিয়া সে স্ত্রী নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তিনি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতে এক জন ইব্রীয় পুরুষকে আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিতে আমার নিকটে আসিয়াছিল; তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। [১৫] আমার চীৎকার শ্রবণমাত্র সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলায়ন করিল। [১৬] পরে সে স্ত্রী ঐ বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিয়া তাহার কর্ত্তার গৃহাগমন অপেক্ষা করিয়া [১৭] সেই বাক্যানুসারে তাহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আমাদের কাছে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা করিতে নিকটে আসিয়াছিল; [১৮] পরে আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে এই বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।

[১৯] তখন তোমার দাস আমার প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিয়াছে, ভার্য্যার মুখে এমত কথা শুনিয়া যোষেফের প্রভু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া [২০] যোষেফকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান কারাগারে রাখিল; তাহাতে যোষেফ সেই কারাগারে থাকিল। [২১] কিন্তু সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রতি দয়া বর্ত্তাইয়া তাহাকে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন। [২২] তাহাতে সেই কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দি লোকের ভার যোষেফের হস্তে সমর্পণ করিলে তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম্ম যোষেফের আজ্ঞানুসারে চলিতে লাগিল। [২৩] কারারক্ষক তাহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিত না, কেননা সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হইয়া তাহার কৃত সকল কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেন।

৪০ অধ্যায়।

[১] ঐ সকল ঘটনার পরে মিস্রীয় রাজার পানপাত্রবাহক ও মোদক আপনাদের প্রভু মিস্রীয় রাজার প্রতিকূলে পাপ করিল। [২] তাহাতে ফরৌণ আপনার সেই দুই ভৃত্যের প্রতি অর্থাৎ ঐ প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া [৩] তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে অর্থাৎ যোষেফ যে স্থানে বদ্ধ ছিল, সেই স্থানে রাখিল। [৪] তাহাতে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তাহাদের নিকটে যোষেফকে নিযুক্ত করিলে সে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা কিছু দিন কারাগারে রহিল।

[৫] অপর মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পানপাত্রবাহক ও মোদক দুই জনে এক রাত্রিতে দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। [৬] তাহাতে যোষেফ্ প্রত্যূষে তাহাদের নিকটে আগমন কালে তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিল। [৭] তখন ফরৌণের ঐ যে দুই ভৃত্য তাহার সহিত প্রভুর কারাগারে ছিল, তাহাদিগকে সে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ কেন? [৮] তাহারা উত্তর করিল, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার অর্থকারক কেহ নাই। তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিল, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বরহইতে হয় না? বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে বল।

[৯] তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে আপন স্বপ্নের বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিল, আমি স্বপ্নে সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম। [১০] সেই দ্রাক্ষালতার তিন শাখা ছিল; পরে তাহা পল্লবিত হইলে তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে২ তাহার ফল হইয়া পক্ক হইল। [১১] তখন আমার হস্তে ফরৌণের পানপাত্র থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষাফল লইয়া রাজার পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া ফরৌণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। [১২] তাহাতে যোষেফ্ তাহাকে কহিল, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন শাখাতে তিন দিন বুঝায়। [১৩] তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ তোমার মস্তক উঠাইয়া তোমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিবেন; তাহাতে তুমি পূর্ব্বরীত্যনুসারে পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্ব্বার ফরৌণের হস্তে পানপাত্র দিবা। [১৪] কিন্তু যখন তোমার মঙ্গল হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও, এবং আমার প্রতি দয়া করিয়া ফরৌণের গোচরে আমার কথা কহিয়া আমাকে এই কারাগারহইতে উদ্ধার করিও। [১৫] কেননা লোকেরা ইব্রীয়দের দেশহইতে আমাকে নিতান্ত চুরি করিয়া আনিয়াছে; আর এ স্থানেও আমি কিছুই করি নাই, তথাপি এই কারাকূপে বদ্ধ হইয়াছি।

১৬ অপর সে শুভ অর্থ করিল, ইহা জানিয়া প্রধান মোদক যোষেফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; আমার মস্তকোপরি শুক্ল পিষ্টকের তিনটী ডালী ছিল। ১৭ তাহার উপরের ডালীতে ফরৌণের ভোজনার্থ নানা প্রকার পক্বান্ন ছিল; তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ ডালীহইতে তাহা লইয়া খাইল। ১৮ তখন যোষেফ উত্তর করিল, ইহার অর্থ এই, সেই তিন ডালীতে তিন দিন বুঝায়। ১৯ তিন দিনের মধ্যে ফরৌণ তোমার গাত্রহইতে মস্তক উঠাইয়া তোমাকে বৃক্ষোপরি উদ্বন্ধন করিবেন, এবং পক্ষিগণ আসিয়া গাত্রহইতে তোমার মাংস ভক্ষণ করিবে।

২০ অপর তৃতীয় দিনে ফরৌণের জন্মদিন হওয়াতে সে আপন সকল দাসদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল, এবং আপন সকল দাসের মধ্যে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান মোদকের মস্তক উঠাইল। ২১ পরে যোষেফের অর্থকথনানুসারে সে প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজ পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিল; তাহাতে সে ফরৌণের হস্তে পানপাত্র দিতে লাগিল। ২২ কিন্তু [রাজা] প্রধান মোদককে উদ্বন্ধন করিল। ২৩ তথাপি প্রধান পানপাত্রবাহক যোষেফকে স্মরণ করিল না, কিন্তু বিস্মৃত হইল।

৪১ অধ্যায়।

১ অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফরৌণ এই স্বপ্ন দেখিল। সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া আছে, ২ এমন সময়ে নদীহইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। ৩ তাহাদের পরে আর সাতটা কৃশ ও কুৎসিত গাভী নদীহইতে উঠিয়া নদীর তীরে ঐ গাভীদের নিকটে দাঁড়াইল। ৪ পরে সেই কৃশ কুৎসিত গাভীরা ঐ সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভীকে খাইয়া ফেলিল। তখন ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ৫ তাহার পরে সে নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিল; এক বোঁটাতে সাত স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। ৬ তাহাদের পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত অন্য সাত ক্ষীণ শীষ উঠিল। ৭ এবং এই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ সাত স্থূলাকার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে ফরৌণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্নমাত্র জ্ঞান হইল।

৮ পরে প্রাতঃকালে তাহার মন অস্থির হইল, অতএব সে লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের মন্ত্রবেত্তা ও জ্ঞানী সকলকে ডাকাইল; কিন্তু ফরৌণ তাহাদের কাছে সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলে তাহাদের মধ্যে কেহই ফরৌণকে তাহার অর্থ কহিতে পারিল না।

৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক ফরৌণকে নিবেদন করিল, অদ্য আমার পাপ মনে পড়িতেছে। ১০ ফরৌণ আপন দুই দাসের প্রতি, অর্থাৎ আমার ও প্রধান মোদকের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১ তাহাতে সে এবং আমি এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম; এবং দুই জনের স্বপ্নের দুই প্রকার অর্থ হইল। ১২ তখন সে স্থানে আমাদের সহিত রক্ষকসৈন্যাধিপতির দাস এক জন ইব্রীয় যুবা ছিল; তাহাকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহিলে সে আমাদিগকে তাহার অর্থ কহিল; প্রত্যেক জনের স্বপ্নের অর্থ কহিল। ১৩ তাহাতে সে আমাদিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল; ফলতঃ [মহারাজ] আমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহাকে উদ্বন্ধন করিলেন।

১৪ তখন ফরৌণ যোষেফকে ডাকিয়া পাঠাইলে লোকেরা কারাকূপহইতে তাহাকে শীঘ্র আনিল। পরে সে ক্ষৌরকর্ম্ম পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া ফরৌণের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৫ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থকারক কেহ নাই। কিন্তু তোমার বিষয়ে আমি শুনিয়াছি, তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিয়া থাক। ১৬ তাহাতে যোষেফ্ ফরৌণকে উত্তর করিল, তাহা আমার অসাধ্য, কিন্তু ঈশ্বর ফরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন। ১৭ তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিল, আমি স্বপ্নে নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। ১৮ তাহাতে নদীহইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গাভী উঠিয়া তৃণমধ্যে চরিতে লাগিল। ১৯ তাহাদের পরে কৃশ ও অতিশয় কুৎসিত ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাতটা গাভী উঠিল; আমি সমস্ত মিসরদেশে তাদৃশ কুৎসিত গাভী কখন দেখি নাই। ২০ এবং এই কৃশ কুৎসিত গাভীরা সেই পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভীকে খাইয়া ফেলিল। ২১ কিন্তু তাহারা ইহাদের উদরের অন্তর্গত হইলে পর যে অন্তর্গত হইয়াছে, এমত বোধ হইল না, কেননা ইহারা পূর্ব্বকার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২২ পরে আমি পুনর্ব্বার এক স্বপ্ন দেখিলাম; এক বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম সাত শীষ উঠিল। ২৩ তাহাদের পরে ম্লান ও ক্ষীণ ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত সপ্ত শীষ উঠিল। ২৪ এবং এই ক্ষীণ সাত শীষ সেই উত্তম সাত শীষকে গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মন্ত্রবেত্তাদিগকে কহিলাম, কিন্তু কেহ ইহার অর্থ আমাকে কহিতে পারিল না।

২৫ তখন যোষেফ্ ফরৌণকে উত্তর করিল, ফরৌণের স্বপ্ন একই; ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহাই ফরৌণকে জ্ঞাত করিলেন। ২৬ ঐ সপ্ত উত্তম গাভী সপ্ত বৎসরস্বরূপ, এবং ঐ সপ্ত উত্তম শীষও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; স্বপ্ন একই। ২৭ এবং তাহার পশ্চাৎ যে সপ্ত কৃশ ও কুৎসিত গাভী উঠিল, তাহারাও সপ্ত বৎসরস্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শোষিত যে সপ্ত কৃশ শীষ, তাহা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসর হইবে। ২৮ আমি ফরৌণকে তাহা কহিয়াছি, ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন,

তাহা ফরৌণকে দেখাইলেন। [২৯] দেখুন, [অগ্রে] সমস্ত মিসরদেশে সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে। [৩০] তৎপশ্চাৎ সপ্ত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে, যে মিসরদেশে সমস্ত সুভক্ষ্যের বিস্মৃতি হইবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে। [৩১] এবং সেই পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত দেশে [পূর্ব্বকার] সুভক্ষ্যের অনুভব হইবে না; আর তাহা অতি ভারী হইবে। [৩২] আর ফরৌণের নিকটে দুই বার স্বপ্ন প্রদর্শনের ভাব এই; ঈশ্বর ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন। [৩৩] অতএব এখন ফরৌণ এক জন ধীমান্ জ্ঞানি পুরুষের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসর-দেশের উপরে নিযুক্ত করুন। [৩৪] আর ফরৌণ এই কর্ম্ম করুন; দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সপ্ত বৎসর সুভক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে মিসর-দেশহইতে শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। [৩৫] ফলতঃ তাহারা সেই আগামি উত্তম বৎসরের শস্য সংগ্রহ করিয়া ফরৌণের অধীনে সঞ্চয় ক-রিয়া প্রতি নগরে খাদ্যের জন্যে রক্ষা করুক। [৩৬] এই রূপে মিসরদেশে ভাবি দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের নিমিত্তে দেশের নির্ব্বাহার্থে সেই ভক্ষ্য সঞ্চিত থাকিলে দুর্ভিক্ষে দেশ উচ্ছিন্ন হইবে না।

[৩৭] তখন ফরৌণের ও তাহার সকল দাসের দৃ-ষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল। [৩৮] তাহাতে ফরৌণ আপন দাসদিগকে কহিল, ইহাঁর তুল্য পুরুষ, যাহার অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা আছেন, এমত আর কাহাকে পাইব? [৩৯] তখন ফরৌণ যোষেফকে কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত করিয়া-ছেন, অতএব তোমার তুল্য ধীমান্ ও জ্ঞানী কেহই নাই। [৪০] তুমিই আমার বাটীর অধ্যক্ষ হও; আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমাহইতে বড় থাকিব। [৪১] ফরৌণ যোষেফকে আরো কহিল, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। [৪২] পরে ফরৌণ আপন হস্ত-হইতে নিজ অঙ্গুরীয় খুলিয়া যোষেফের হস্তে দিয়া তাহাকে কার্পাসের শুভ্র বসন পরিধান করাইয়া তাহার কণ্ঠদেশে সুবর্ণহার দিল। [৪৩] এবং তাহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইল, এবং লোকেরা তাহার অগ্রে ২ অব্রেক ২ [হাঁটু পাত ২] বলিয়া ঘোষণা করিল। এই রূপে সে সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল। [৪৪] পরে ফরৌণ যোষেফকে কহিল, আমি যদি ফরৌণ হই, তবে তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পারিবে না। [৪৫] এবং ফরৌণ যোষেফের নাম সাফনৎ-পানেহ [জগৎপাতা] রাখিল। এবং তাহার সহিত ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ নামক যাজকের আসনৎ নাম্নী কন্যার বিবাহ দিল। পরে যোষেফ্ সমুদয় মিসরদেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

[৪৬] যোষেফ্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে মিস্রীয় ফরৌণরাজের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; পরে যোষেফ্ ফরৌণের নিকটহইতে প্রস্থান করিয়া মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল।

[৪৭] অতঃপর সেই সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে ভূরি ২ শস্য জন্মিল। [৪৮] মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত বৎসরে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া সে প্রতি নগরে সঞ্চয় করিল; ফলতঃ যে নগরের চতুঃসীমাতে যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয় করিল। [৪৯] এই রূপে যোষেফ্ সমুদ্রের বালুকার ন্যায় এমন প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিল, যে তাহা মাপিতে নিবৃত্ত হইল, কেননা তাহা অপরিমেয় ছিল।

[৫০] অপর দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যোষেফের দুই পুত্র জন্মিল; ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ যাজ-কের আসনৎ নাম্নী পুত্রী তাহাদিগকে প্রসব করিল। [৫১] তাহাতে যোষেফ্ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম মনঃশি [বিস্মৃতি] রাখিল, কেননা সে কহিল, ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্লেশের ও আমার সমস্ত পিতৃ-কুলের বিস্মৃতি জন্মাইয়াছেন। [৫২] এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রয়িম [ফলবান্] রাখিল, কেননা সে কহিল, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান্ করিয়াছেন।

[৫৩] পরে মিসরদেশে ঘটিত সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎ-সর শেষ হইলে [৫৪] যোষেফের বাক্যানুসারে দুর্ভি-ক্ষের সপ্ত বৎসরের আরম্ভ হইল। তাহাতে অন্য সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু সমস্ত মিসরদেশে ভক্ষ্য ছিল। [৫৫] পরে সমস্ত মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ বোধ হইলে প্রজারা ফরৌণের নিকটে ভক্ষ্যের জন্যে ক্রন্দন করিল, তাহাতে ফরৌণ সকল মিস্রীয়-দিগকে কহিল, তোমরা যোষেফের নিকটে যাও; সে যাহা কহে, তাহাই কর। [৫৬] তখন সমস্ত দে-শেই দুর্ভিক্ষ হইলে যোষেফ্ সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রীয়দিগকে শস্য বিক্রয় করিতে লা-গিল; তথাপি মিসরদেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল। [৫৭] এবং সর্ব্বদেশীয় লোকেরা মিসরদেশে যোষে-ফের নিকটে শস্য ক্রয় করিতে আইল, কেননা সর্ব্ব দেশেই প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল।

৪২ অধ্যায়।

[১] অপর মিসরদেশে শস্য আছে, ইহা জানিয়া যাকোব্ আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা পর-স্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন? [২] সে আরো কহিল, দেখ, আমি শুনিলাম, মিসরে শস্য আছে, অতএব তোমরা তথায় নামিয়া গিয়া আমাদের জন্যে শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে আমরা বাঁচিব, মরিব না। [৩] পরে যোষেফের দশ জন ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে নামিয়া গেল। [৪] কিন্তু যাকোব্ যোষেফের সহোদর বিন্যামীনকে ভ্রাতৃ-গণের সঙ্গে পাঠাইল না, কেননা সে কহিল, পাছে ইহার বিপদ ঘটে।

[৫] তখন তথায় আগত লোকদের মধ্যে ইস্রায়েলের পুত্রগণও শস্য ক্রয়ার্থে আগমন করিল; কেননা কনান্ দেশেও দুর্ভিক্ষ ছিল। [৬] তৎকালে যোষেফ্ ঐ দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে দেশীয় লোক সকলের স্থানে শস্য বিক্রয় করিতেছিল; তাহাতে যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাহার কাছে ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিল। [৭] তখন যোষেফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া কর্কশ কথাতে কহিল, তোরা কোথাহইতে আসিয়াছিস? তাহারা কহিল, কনান্ দেশহইতে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছি। [৮] কিন্তু যোষেফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে চিনিলেও তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

[৯] তখন যোষেফ্ তাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোরা চার লোক, এই দেশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিস্। [১০] তাহারা কহিল, হে প্রভো, তাহা নয়, আপনকার এই দাসেরা খাদ্য দ্রব্য কিনিতে আসিয়াছে। [১১] আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা বিশ্বাস্য লোক, আপনকার এই দাসেরা চার নহে। [১২] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে আসিয়াছিস। [১৩] তাহারা কহিল, আপনকার এই দাসেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কনান্ দেশ নিবাসি এক জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অদ্যাপি পিতার কাছে আছে, এবং এক জন নাই। [১৪] তখন যোষেফ্ তাহাদিগকে কহিল, আমি তোদিগকে যে চারের কথা কহিলাম, তোরা তাহাই বটিস। [১৫] ইহাতে তোদের পরীক্ষা করা যাইবে; আমি ফরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না আইলে তোরা এ স্থানহইতে বাহির হইতে পারিবি না। [১৬] তোদের এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতাকে আন্. তোরা বদ্ধ থাক্; ইহাতে তোদের কথার পরীক্ষা হইলে তোরা সত্যবাদী কি না, তাহা জানা যাইবে; নতুবা আমি ফরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোমরা অবশ্য চার বটিস। [১৭] অনন্তর সে তাহাদিগকে তিন দিন কারাগারে বদ্ধ রাখিল।

[১৮] পরে তৃতীয় দিনে যোষেফ তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয় আছে; এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবা। [১৯] তোমরা যদি বিশ্বাস্য লোক হও, তবে তোমাদের এক জন ভ্রাতা তোমাদের এই কারাগারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা আপন ২ গৃহে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ শস্য লইয়া যাও; [২০] পরে তোমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; তাহাতে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তামরা মরিবা না। তখন তাহারা তাহাই করিল।

[২১] আর তাহারা পরস্পর কহিল, আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী আছি, কেননা সে আমাদের কাছে বিনতি করিলে আমরা তাহার প্রাণের কষ্ট দেখিয়াও তাহা শুনি নাই; এই নিমিত্তে আমাদের এই কষ্ট ঘটিল। [২২] তখন রূবেন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা বালকটীর বিষয়ে পাপ করিও না, এই কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই? কিন্তু তোমরা তাহা শুন নাই - দেখ, এখন তাহার রক্তের নিকাশ লওয়া যাইতেছে। [২৩] কিন্তু যোষেফ্ যে তাহাদের এই কথোপকথন বুঝিল, ইহা তাহারা জানিতে পারিল না, কেননা সে দ্বিভাষিদ্বারা তাহাদের সহিত কথা কহিতেছিল। [২৪] তখন সে তাহাদের নিকটহইতে গিয়া রোদন করিল; পরে পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে শিমিয়োনকে ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বন্ধন করিল।

[২৫] পরে যোষেফ্ তাহাদের সকল ছালাতে শস্য ভরিয়া প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া দিতে এবং তাহাদিগকে পাথেয় দ্রব্য দিতে আজ্ঞা দিল; তাহাতে [দাসেরা] তদ্রূপ করিল। [২৬] পরে তাহারা আপন ২ গর্দ্দভের উপরে শস্য চাপাইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল। [২৭] কিন্তু উত্তরণ স্থানে যখন এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে ছালা খুলিল, তখন আপন টাকা দেখিল, কেননা ছালার মুখেই টাকা ছিল। [২৮] তাহাতে সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা ফিরিয়াছে; এই দেখ, তাহা আমার ছালাতে আছে। তাহাতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল, ও সকলে ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি এ কি করিলেন?

[২৯] পরে তাহারা কনান্‌দেশে আপন পিতা যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইলে আপনাদের প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, [৩০] যে ব্যক্তি সেই দেশের অধ্যক্ষ সে আমাদিগকে দেশানুসন্ধানকারি চার জ্ঞান করিয়া কর্কশ কথা কহিল। [৩১] তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম, আমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহি; [৩২] আমরা দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার সন্তান; আমাদের মধ্যে এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি কনান্‌দেশে পিতার কাছে আছে। [৩৩] তখন সে দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, ইহাতে আমি তোমাদিগকে বিশ্বাস্য লোক জ্ঞান করিব; তোমরা আপনাদের এক জন ভ্রাতাকে আমার নিকটে রাখিয়া আপন ২ গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া যাও। [৩৪] পরে যদি আপনাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন, তবে তোমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহ, তাহা বুঝিব; তাহাতে আমি তোমাদের ভ্রাতাকে তোমাদের স্থানে দিব, এবং তোমরা দেশে বাণিজ্য করিতে পারিবা।

[৩৫] পরে তাহারা ছালাহইতে শস্য ঢালিলে প্রত্যেক জন আপন ২ ছালাতে আপন ২ টাকার গ্রন্থি

পাইল। তখন সেই সকল টাকার গ্রন্থি দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা ভীত হইল। [৩৬] তাহাতে তাহাদের পিতা যাকোব্ কহিল, তোমরা আমাকে পুত্রহীন করিতেছ; যোষেফ্ নাই, ও শিমিয়োন্ নাই, আবার বিন্যামীনকেও লইয়া যাইতে চাহিতেছ; সকলই আমার প্রতিকূল হইতেছে। [৩৭] তাহাতে রূবেন্ আপন পিতাকে কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও; আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর; আমি তোমার স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিব। [৩৮] তখন সে কহিল, আমার পুত্র তোমাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহোদরের মরণেতে সে একা জীবৎ আছে; তোমরা যে পথে যাইবা, তাহাতে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে অবরোহণ করাইবা।

৪৩ অধ্যায়।

[১] তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল। [২] অতএব তাহারা মিসরহইতে যে শস্য আনিয়াছিল, সে সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার যাইয়া আমাদের জন্যে কিছু ভক্ষ্য ক্রয় কর। [৩] তাহাতে যিহূদা তাহাকে কহিল, সেই ব্যক্তি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কহিয়াছে, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। [৪] অতএব যদি তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আমরা যাইয়া তোমার জন্যে ভক্ষ্য কিনিয়া আনিব। [৫] কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কেননা সেই ব্যক্তি আমাদিগকে কহিয়াছিল, তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। [৬] তাহাতে ইস্রায়েল্ কহিল, তোমাদের আর এক ভ্রাতা আছে, ইহা ঐ ব্যক্তির কাছে কহিয়াছ, আমার প্রতি এমন কুব্যবহার কেন করিলা? [৭] তাহারা কহিল, সে আমাদের বিষয়ে ও আমাদের জ্ঞাতির বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছিল, তোমাদের পিতা কি অদ্যাবধি জীবৎ আছেন? তোমাদের কি আরো ভ্রাতা আছে? তাহাতে আমরা তদ্বাক্যানুসারে উত্তর করিয়াছিলাম। তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে আন, এমন কথা সে কহিবে, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? [৮] যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে আরও কহিল, বালকটীকে আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা ও তুমি ও বালকেরা সকলেই মরিব। [৯] আমিই তাহার প্রতিভূ হইলাম, আমারই হস্তহইতে তাহাকে লইবা; আমি যদি তাহাকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না রাখি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে অপরাধী থাকিব। [১০] এত বিলম্ব না করিলে আমরা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিতে পারিতাম। [১১] তখন তাহাদের পিতা ইস্রায়েল্ তাহাদিগকে কহিল, যদি এমত হয়, তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা আপন ২ পাত্রে এই দেশোৎপন্ন কীর্ত্তিত দ্রব্য অর্থাৎ রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস ও মধু ও সুগন্ধি দ্রব্য ও গন্ধরস ও পেস্তা ও বাদাম কিঞ্চিৎ২ লইয়া সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দেও। [১২] এবং আপন ২ হস্তে দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমাদের ছালার মুখে যে টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও হস্তে করিয়া পুনরায় লইয়া যাও; কি জানি, তাহাতে বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। [১৩] এবং আপনাদের ভ্রাতাকে লইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তির নিকটে যাও। [১৪] সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই ব্যক্তির কাছে এমত করুণার পাত্র করুন, যে সে তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু যদি আমাকে পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।

[১৫] তখন তাহারা সেই উপঢৌকন দ্রব্য ও দ্বিগুণ টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিয়া মিসরে গিয়া যোষেফের সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৬] তখন যোষেফ্ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দেখিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, এই মনুষ্যদিগকে বাটীমধ্যে লইয়া যাও, এবং পশু মারিয়া খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত কর; কেননা ইহারা মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে। [১৭] তাহাতে সেই ব্যক্তি যোষেফের আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করত তাহাদিগকে যোষেফের বাটীমধ্যে লইয়া গেল। [১৮] কিন্তু যোষেফের বাটীমধ্যে নীত হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল, পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারি জন্যে আমাদিগকে এখানে আনিতেছে; এখন আমাদের উপরে পড়িয়া আক্রমণ করিয়া আমাদের গর্দ্দভও লইয়া আমাদিগকে দাসের ন্যায় রাখিবে।

[১৯] অতএব তাহারা যোষেফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বাটীর প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া কহিল, [২০] হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে ভক্ষ্য কিনিতে আসিয়াছিলাম; [২১] পরে উত্তরিবার স্থানে গিয়া আপন ২ ছালা খুলিলে দেখিলাম, প্রত্যেক জনের ছালার মুখে তাহার টাকা অর্থাৎ যথাতৌল আমাদের টাকা আছে; তাহা আমরা হস্তে করিয়া পুনরায় আনিয়াছি, [২২] এবং ভক্ষ্য কিনিবার নিমিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি; কিন্তু সেই টাকা আমাদের ছালাতে কে রাখিয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। [২৩] তাহাতে সেই [গৃহাধ্যক্ষ] কহিল, তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না; তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তোমাদের ছালাতে তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়াছেন; আমি তোমাদের টাকা পাইয়াছি। পরে সে শিমিয়োনকে তাহাদের নিকটে আনিয়া [২৪] তাহাদিগকে যোষেফের বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থ

জল দিল, এবং তাহাদের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।

[২৫] অপর মধ্যাহ্নে যোষেফ্ আসিবেন বলিয়া তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এখানে আমাদিগকে আহার করিতে হইবে, এই কথা তাহারা শুনিয়াছিল। [২৬] পরে যোষেফ গৃহে আইলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে তাহার কাছে আনিয়া তাহার সাক্ষাতে ভূমিতে প্রণিপাত করিল। [২৭] তখন যোষেফ্ মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের যে বৃদ্ধ পিতার কথা কহিয়াছিলা তাঁহার মঙ্গল? তিনি কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? [২৮] তাহারা কহিল, মঙ্গল; আপনকার দাস আমাদের পিতা অদ্যাপি জীবৎ আছেন। পরে তাহারা মস্তক নমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল। [২৯] তখন যোষেফ্ চাহিয়া আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া কহিল, তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা আমাকে কহিয়াছিলা, সে কি এই? অপর সে কহিল, হে বৎস, ঈশ্বর তোমাকে কৃপা করুন। [৩০] তখন যোষেফের অন্তঃকরণ স্নেহে উত্তপ্ত হওয়াতে সে রোদন করিবার স্থান অন্বেষণ করত শীঘ্র আপন কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে রোদন করিল। [৩১] পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা করিল। [৩২] তাহাতে [ভৃত্যগণ] যোষেফের জন্যে ও তাহার ভ্রাতৃগণের জন্যে এবং তাহার সঙ্গে ভোজনকারি মিস্রীয়দের জন্যে পৃথক্ ২ পরিবেষণ করিল, কেননা ইব্রীয়দের সহিত মিস্রীয়েরা আহার ব্যবহার করে না; তাহা মিস্রীয়দের ঘৃণিত কর্ম্ম। [৩৩] এবং যোষেফের সম্মুখে তাহাদের জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে বসিল; তাহাতে তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। [৩৪] এবং সে আপনার সম্মুখহইতে ভক্ষ্যের অংশ তুলিয়া তাহাদিগকে পরিবেষণ করাইল; কিন্তু সকলের অংশহইতে বিন্যামীনের অংশ পঞ্চগুণ অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করিয়া তাহার সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অধ্যায়।

[১] অনন্তর যোষেফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল, এই লোকদের ছালাতে যত শস্য ধরে, তত ভরিয়া দেও, এবং প্রতি জনের টাকা তাহার ছালার মুখে রাখ। [২] এবং কনিষ্ঠের ছালার মুখে তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আমার বাটি অর্থাৎ রুপার বাটি রাখ। তাহাতে সে যোষেফের উক্ত আজ্ঞানুসারে করিল। [৩] অপর প্রভাত হইবামাত্র তাহারা গর্দ্দভদিগের সহিত বিদায় পাইল। [৪] তাহারা নগরহইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে না যাইতে যোষেফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, তুমি উঠিয়া ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগের সঙ্গ ধরিয়া বল, তোমরা উপকারের পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলা? [৫] আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্দ্বারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা তোমরা দোষ করিয়াছ।

[৬] পরে সে তাহাদিগের লাগাইল পাইয়া ঐ রুপ বাক্য কহিলে তাহারা উত্তর করিল, [৭] আমার প্রভু কেন এমন কথা বলেন? তোমার দাসদের এমত কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। [৮] দেখ, আমরা আপন ২ ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা কনান্দেশহইতে পুনর্ব্বার তোমার কাছে আনিয়াছি; তবে আমরা কোন মতে কি তোমার প্রভুর গৃহহইতে রুপা কি স্বর্ণ চুরি করিব? [৯] তোমার দাসদের মধ্যে যাহার নিকটে তাহা পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং আমরাও প্রভুর দাস হইব। [১০] তাহাতে সে কহিল, ভাল, এই ক্ষণে তোমাদের কথানুসারেই হউক; যাহার কাছে তাহা পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু অন্যেরা নির্দ্দোষ হইবে। [১১] তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাদের ছালা সকল ভূমিতে নামাইয়া প্রত্যেকে আপন ২ ছালা খুলিলে [১২] সে জ্যেষ্ঠাবধি আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; তাহাতে বিন্যামীনের ছালাতে সেই বাটি পাওয়া গেল। [১৩] তখন তাহারা আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া আপন ২ গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

[১৪] অপর যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যোষেফের বাটীতে প্রবেশ করিল; এবং সে তদবধি ঘরে থাকাতে তাহার অগ্রে ভূতলে পড়িল। [১৫] তখন যোষেফ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এ কেমন কার্য্য করিলা? এমন পুরুষ যে আমি, আমি অবশ্য গণনা করিতে পারি, ইহা কি তোমরা জান না? [১৬] তাহাতে যিহূদা কহিল, আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? ও কি কথা কহিব? ও কিসে বা আপনাদের নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন করিব? ঈশ্বর আপনকার দাসদের অপরাধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন; দেখুন, আমরা ও যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই প্রভুর দাস হইলাম। [১৭] তাহাতে যোষেফ কহিল, এমন কর্ম্ম আমাহইতে দূরে থাকুক; যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে, কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে প্রস্থান কর।

[১৮] তাহাতে যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি ফরৌণের তুল্য; এই দাসের প্রতি যদি ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, তবে আপনকার দাস আমি প্রভুর কর্ণগোচরে কিছু নিবেদন করি। [১৯] তোমাদের পিতা কি ভ্রাতা আছে? ইহা প্রভু এই দাসদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; [২০] তাহাতে আমরা প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ পুত্র আছে; তাহার সহোদর মরিয়াছে; সেই মাত্র তাহার মাতার অবশিষ্ট পুত্র;

এবং পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। ২১ পরে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার কাছে তাহাকে আন, আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। ২২ তখন আমরা প্রভুকে কহিয়াছিলাম, সেই বালক পিতাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, সে পিতাকে ছাড়িয়া আইলে পিতা মরিবেন। ২৩ তাহাতে আপনি এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আর আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না। ২৪ অপর আমরা আপনকার দাস আমার পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রভুর সেই সকল কথা কহিলাম। ২৫ পরে আমাদের পিতা কহিলেন, তোমরা পুনর্ব্বার গিয়া আমাদের জন্যে কিছু ভক্ষ্য ক্রয় কর। ২৬ তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পারিব না; যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে থাকে, তবে যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে না থাকিলে আমরা সেই ব্যক্তির মুখদর্শনও পাইতে পারিব না। ২৭ তাহাতে আপনকার দাস আমার পিতা কহিলেন, আমার [সেই] ভার্য্যাতে দুইমাত্র সন্তান হয়, তাহা তোমরা জান। ২৮ তাহাদের মধ্যে এক জন আমার নিকটহইতে প্রস্থান করাতে আমি কহিলাম, সে খণ্ড২ হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছে, এবং তদবধি আমি তাহাকে আর দেখিতে পাই নাই। ২৯ এখন আমার নিকটহইতে ইহাকেও লইয়া গেলে যদি ইহার কোন বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে এই পাকা চুলে আমাকে পাতালে অবরোহণ করাইবা। ৩০ অতএব আপনকার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই বালক না থাকে, ৩১ তবে বালকটী নাই, ইহা দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মরিবেন, কেননা ইহার প্রাণেতে তাঁহার প্রাণ বাঁধা আছে; তাহাতে আপনকার এই দাসেরা শোকেতে পাকা চুলে আপনকার দাস সেই আমাদের পিতাকে পাতালে অবরোহণ করাইবে। ৩২ অধিকন্তু আপনকার দাস আমি পিতার নিকটে এই বালকটীর প্রতিভূ হইয়া কহিয়াছি, আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে না আনি, তবে যাবজ্জীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকিব। ৩৩ অতএব নিবেদন করি, প্রভুর নিকটে এই বালকটীর পরিবর্ত্তে আপনকার দাস আমি আপনকার দাস হইয়া থাকি, কিন্তু এই বালককে আপনি ভ্রাতাদের সহিত বিদায় করুন। ৩৪ কেননা এই বালকটী আমার সহিত না থাকিলে আমি কি প্রকারে পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে পিতাকে যে আপদ ঘটিবে, তাহা বা কি প্রকারে দেখিতে পারি?

৪৫ অধ্যায়।

১ তখন যোষেফ আপনার নিকটে দণ্ডায়মান লোকদের সাক্ষাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমার সম্মুখহইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির কর। তাহাতে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকিলে যোষেফ্ ভ্রাতাদের সাক্ষাতে আপন পরিচয় দিতে লাগিল। ২ সে উচ্চৈঃস্বরে এমত রোদন করিল, যে মিস্রীয়েরা ও ফরৌণের গৃহস্থিত লোকেরা তাহা শুনিতে পাইল। ৩ পরে যোষেফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি যোষেফ্; আমার পিতা কি অদ্যাপি জীবৎ আছেন? ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সাক্ষাতে বিহ্বল হওয়াতে উত্তর করিতে পারিল না। ৪ পরে যোষেফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে আইস। তাহাতে তাহারা নিকটে গেলে সে কহিল, আমি তোমাদের সেই যোষেফ্ ভ্রাতা, যাহাকে তোমরা মিসরগামিদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলা। ৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্যে এখন মনস্তাপিত কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৬ দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; আরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাস কি শস্যচ্ছেদন হইবে না। ৭ অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশরক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের উপলক্ষ্যে তোমাদিগকে প্রাণে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৮ অতএব তোমরা আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়, ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফরৌণের পিতা ও তাহার সমস্ত বাটীর প্রভু ও সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা করিয়াছেন। ৯ তোমরা শীঘ্র করিয়া আমার পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহ, তোমার পুত্র যোষেফ্ এই রূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে সমস্ত মিসরদেশের কর্ত্তা করিয়াছেন; তুমি আমার নিকটে নামিয়া আইস, বিলম্ব করিও না। ১০ তুমি পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের সহিত গোশন্ প্রদেশে বাস করিবা; তাহাতে আমার নিকটবর্ত্তী হইবা। ১১ সে স্থানে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব, কেননা আর পাঁচ বৎসর দুর্ভিক্ষ থাকিবে; পাছে তোমার ও তোমার কুলের ও তোমার সকল লোকের দৈন্যদশা ঘটে। ১২ দেখ, আমি নিজ মুখে তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, ইহা তোমরা ও আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ দেখিতেছ। ১৩ অতএব এই মিসরদেশে আমার প্রতাপ প্রভৃতি যাহা২ দেখিতেছ, সে সকল আমার পিতাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে আন। ১৪ পরে যোষেফ্ আপন সহোদর বিন্যামীনের গলা ধরিয়া রোদন করিল, এবং বিন্যামীনও তাহার গলা ধরিয়া রোদন করিল। ১৫ এবং যোষেফ্ অন্য সকল ভ্রাতাকেও চুম্বন করিয়া তাহাদের গলা ধরিয়া রোদন করিল; তদনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

১৬ অপর যোষেফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই জনরব ফরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফরৌণ ও তাহার দাসগণ সকলে সন্তুষ্ট হইল। ১৭ এবং ফরৌণ যোষেফকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতৃগণকে বল, তোমরা এই কর্ম্ম কর; আপন ২ পশুগণের পৃষ্ঠে শস্য দিয়া কনান্দেশে গমন কর, ১৮ এবং পিতাকে ও আপন ২ পরিবারকে আমার নিকটে লইয়া আইস; আমি তোমাদিগকে মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিয়া দেশের উত্তম বিষয় ভোগ করাইব। ১৯ এখন আমার আজ্ঞানুসারে এই কর্ম্ম কর, তোমরা আপন ২ বালকদের ও স্ত্রীলোকদের নিমিত্তে মিসরহইতে শকট লইয়া গিয়া তাহাদিগকে ও আপনাদের পিতাকে লইয়া আইস। ২০ আপন ২ দ্রব্য সামগ্রীর মমতা করিও না, কেননা সমুদয় মিসরদেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তোমাদের আছে। ২১ তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্রগণ তাহাই করিল; এবং যোষেফ্ ফরৌণের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে শকট ও পাথেয় দ্রব্য এবং প্রত্যেক জনকে এক ২ যোড়া বস্ত্র দিল, ২২ কিন্তু বিন্যামীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র দিল। ২৩ এবং পিতার জন্যে মিসরের উৎকৃষ্ট দ্রব্যে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভ এবং পিতার পাথেয়ের জন্যে শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্যে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভী পাঠাইল। ২৪ এই রূপে সে আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিয়া প্রস্থানকালে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বিবাদ করিও না।

২৫ অনন্তর তাহারা মিসরহইতে যাত্রা করিয়া কনান্দেশে আপন পিতা যাকোবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিল, ২৬ যোষেফ্ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এবং সে সমস্ত মিসরদেশের কর্তৃত্ব করিতেছে। তথাপি যাকোবের হৃদয় জড়ীভূত থাকিল, কারণ তাহাদের বাক্যে তাহার বিশ্বাস জন্মিল না। ২৭ কিন্তু যোষেফ্ তাহাদিগকে যে ২ কথা কহিয়াছিল, সে সকল যখন তাহারা তাহাকে কহিল, এবং তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে যোষেফ্ যে ২ শকট পাঠাইয়াছিল, তাহাও যখন সে দেখিল, তখন তাহাদের পিতা যাকোবের আত্মা পুনর্জীবিত হইতে লাগিল। ২৮ শেষে ইস্রায়েল কহিল, আমার পুত্র যোষেফ্ অদ্যাবধি জীবৎ আছে, ইহা যথেষ্ট; আমি গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইস্রায়েল্ আপন সকল লোকের সহিত যাত্রা করণ পূর্ব্বক বেরশেবাতে উত্তরিয়া তথায় আপন পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিল। ২ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রায়েলকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকোব্ ২; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই দেখ, আমি উপস্থিত আছি। ৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে নামিয়া যাইতে ভয় করিও না, কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করিব। ৪ আমিই তোমার সঙ্গে মিসরে যাইব; এবং আমিই তথাহইতে তোমাকে প্রত্যাগমনও করাইব, এবং যোষেফ্ আপন হস্তে তোমার চক্ষু নিমীলন করিবে।

৫ পরে যাকোব বেরশেবাহইতে যাত্রা করিল। ইস্রায়েলের পুত্রগণ আপনাদের পিতা যাকোবকে এবং আপন ২ বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের বহনার্থে ফরৌণের প্রেরিত শকটে লইয়া গেল। ৬ পরে তাহারা অর্থাৎ যাকোব ও তাহার সমস্ত বংশ আপনাদের পশুগণ ও কনান্দেশে উপার্জ্জিত সকল সম্পত্তি লইয়া মিসরদেশে উত্তরিল। ৭ এই রূপে যাকোব আপন পুত্র পৌত্র পুত্রী পৌত্রী প্রভৃতি সমস্ত বংশকে মিসরে লইয়া গেল।

৮ মিসরে আগত ইস্রায়েলের সন্তানদের, অর্থাৎ যাকোব ও তাহার সন্তানদের নাম। যাকোবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেন্।

৯ এবং রুবেণের পুত্র হনোক্ ও পল্লূ ও হিষ্রোন্ ও কর্ম্মি।

১০ এবং শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল্ ও যামীন্ ও ওহদ ও যাখীন্ ও সোহর্ ও তাহার কনানীয়া স্ত্রীজাত পুত্র শৌল।

১১ এবং লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কহাৎ ও মরারি।

১২ এবং যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলা ও পেরস্ ও সেরহ। কিন্তু এর্ ও ওনন্ কনান্দেশে মরিয়াছিল। এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোন্ ও হামূল্।

১৩ এবং ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয় ও যোব ও শিম্রোন্।

১৪ এবং সবূলূনের পুত্র সেরদ ও এলোন্ ও যহলেল্। ১৫ ইহারা এবং দীণা কন্যা পদ্দন্-অরামে যাকোবহইতে জাত লেয়ার সন্তান। ইহারা পুত্র কন্যাতে তেত্রিশ প্রাণী ছিল।

১৬ এবং গাদের পুত্র সিফোন্ ও হগি ও শূনী ও ইষ্বোন্ ও এরি ও অরোদী ও অরেলী।

১৭ এবং আশেরের পুত্র যিম্না ও যিশ্বা ও যিশ্বি ও বরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। এবং বরিয়ের পুত্র হেবর্ ও মল্কীয়েল্। ১৮ ইহারা সেই সিল্পার সন্তান, যাহাকে লাবন্ আপন কন্যা লেয়াকে দিয়াছিল; সে যাকোবের জন্যে ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল। ইহারা ষোলো প্রাণী।

১৯ এবং যাকোবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যোষেফ্ ও বিন্যামীন। ২০ যোষেফের পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িম্ মিসরদেশে জন্মিল; ওন্ নগরের পোটীফেরঃ যাজকের আসনৎ নাম্নী কন্যা তাহার জন্যে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল।

২১ এবং বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর ও অস্বেল্ ও গেরা ও নামন্ ও এহী ও রোশ্ ও মুপ্-

পীম্ ও হুপ্পীম্ ও অর্দ। ২২ এই চৌদ্দ প্রাণী যাকোবহইতে জাত রাহেলের সন্তান।

২৩ এবং দানের পুত্র হূশীম্।

২৪ এবং নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর্ ও শিল্লেম্। ২৫ ইহারা সেই বিল্হার সন্তান, যাহাকে লাবন্ আপন কন্যা রাহেলকে দিয়াছিল। সে যাকোবের জন্যে ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছিল; ইহারা সর্ব্বশুদ্ধ সপ্ত প্রাণী।

২৬ যাকোবের কটিহইতে উৎপন্ন যে প্রাণিগণ তাহার সঙ্গে মিসরে উপস্থিত হইল, যাকোবের পুত্রবধূরা ছাড়া তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ ছেষট্টি প্রাণী ছিল। ২৭ মিসরে যোষেফের যে পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা দুই প্রাণী। মিসরে আগত যাকোবের কুলে সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর প্রাণী ছিল।

২৮ পরে গোশন্প্রদেশে গমন বিষয়ক আদেশ অগ্রে পাইবার নিমিত্তে যাকোব আপনার অগ্রে যিহূদাকে যোষেফের নিকটে পাঠাইল; অনন্তর তাহারা গোশন্ প্রদেশে উত্তরিলে ২৯ যোষেফ্ আপন রথ সাজাইয়া গোশন্ প্রদেশে আপন পিতা ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পরে তাহাকে দেখা দিয়া তাহার গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিল। ৩০ তখন ইস্রায়েল্ যোষেফকে কহিল, এখন স্বচ্ছন্দে মরিব, কেননা তোমার মুখ দেখিয়া জানিলাম, তুমি অদ্যাপি জীবৎ আছ। ৩১ পরে যোষেফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিবারকে কহিল, আমি গিয়া ফরৌণকে সমাচার দিয়া কহিব, আমার ভ্রাতৃগণ ও পিতার সমস্ত পরিবার কনান্ দেশহইতে আমার নিকটে আসিয়াছে; ৩২ তাহারা পশুপালক ও পশুব্যবসায়ী, এ কারণ আপনাদের গোমেষাদি পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। ৩৩ তাহাতে ফরৌণ তোমাদিগকে ডাকিয়া, তোমাদের কি ব্যবসায়? এ কথা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, ৩৪ তখন তোমরা কহিবা, আপনকার এই দাসগণ বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে পশুব্যবসায়ী; তাহাতে তোমরা গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে পাইবা; কেননা পশুপালক সকল মিস্রীয়দের কাছে ঘৃণাস্পদ।

৪৭ অধ্যায়।

১ পরে যোষেফ্ গিয়া ফরৌণকে সমাচার দিয়া কহিল, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কনান্ দেশহইতে আপন গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে; দেখুন, তাহারা গোশন্ প্রদেশে আছে। ২ এবং যোষেফ্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া ফরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাইল। ৩ তাহাতে ফরৌণ যোষেফের ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ব্যবসায় কি? তাহারা ফরৌণকে কহিল, আপনকার এই দাসগণ পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে পশুপালক। ৪ তাহারা ফরৌণকে আরো কহিল, আমরা এই দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছি, কেননা কনান্ দেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে আপনকার এই দাসদের পশুপালের চরাণী হয় না; অতএব নিবেদন করি, আপনকার এই দাসদিগকে গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে দিউন। ৫ তাহাতে ফরৌণ যোষেফকে আজ্ঞা করিল, তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে আসিয়াছে; ৬ দেখ, মিসরদেশ তোমার সম্মুখে আছে; দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে বাস করাও; তাহারা গোশন্ প্রদেশে বাস করুক; এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে ২ নিপুণ লোক বোধ হয়, তাহাদিগকে আমার পশুপালের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত কর। ৭ পরে যোষেফ্ আপন পিতা যাকোবকে আনাইয়া ফরৌণের সাক্ষাতে উপস্থিত করিল; তাহাতে যাকোব ফরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিল। ৮ তখন ফরৌণ যাকোবকে জিজ্ঞাসিল, কত বৎসর তোমার বয়স হইয়াছে? ৯ যাকোব ফরৌণকে কহিল, আমার প্রবাসকালের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে; আমার আয়ুর দিন অল্প ও কষ্টকর হইয়াছে, এবং আমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য হয় নাই। ১০ পরে যাকোব ফরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার সাক্ষাৎহইতে বিদায় হইল। ১১ তখন যোষেফ্ ফরৌণের আজ্ঞানুসারে মিসরদেশের উত্তম অঞ্চলে অর্থাৎ রামিষেষ্ প্রদেশে অধিকার দিয়া আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে বসতি করাইল। ১২ এবং যোষেফ্ আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃকুলকে প্রত্যেকের পরিবারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিল।

১৩ তৎকালে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হওয়াতে সর্ব্বদেশে খাদ্য বস্তুর অভাব হইল, তাহাতে মিসর দেশীয় ও কনানীয় লোকেরা দুর্ভিক্ষ জন্য মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইতে লাগিল। ১৪ অপর মিসরদেশে ও কনানদেশে যত রৌপ্য ছিল, লোকেরা তাহা দিয়া শস্য ক্রয় করাতে যোষেফ্ সেই সমস্ত রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ফরৌণের ভাণ্ডারে আনিল। ১৫ মিসরদেশে ও কনানদেশে রূপার অভাব হইলে সকল মিস্রীয় লোক তখন যোষেফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দেও, আমাদের রূপার শেষ হওয়াতে আমরা কি আপনকার সম্মুখে মরিব? ১৬ তাহাতে যোষেফ্ কহিল, তোমাদের পশু দেও; যদি রূপার শেষ হইয়া থাকে, তবে তোমাদের পশুর পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে ভক্ষ্য দিব। ১৭ তখন তাহারা যোষেফের কাছে আপন ২ পশু আনিলে যোষেফ্ অশ্ব ও মেষপাল ও গোপাল ও গর্দ্দভদিগকে পরিবর্ত্ত লইয়া তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতে লাগিল; এই রূপে যোষেফ্ তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই বৎসর ভক্ষ্য দিয়া তাহাদের নির্ব্বাহ করাইল।

১৮ এবং সেই বৎসর অতীত হইলে দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল,

আমরা প্রভুহইতে কিছু গোপন করিব না; আমাদের সমস্ত রৌপ্য শেষ হইয়াছে, এবং পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে; এখন প্রভুর সাক্ষাতে আমাদের শরীর ও ভূমি ব্যতিরেকে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। [১৯] কিন্তু আমরা আপন ২ ভূমির সহিত আপনকার গোচরে কেন বিনষ্ট হইব? আপনি বরং ভক্ষ্য দিয়া আমাদিগকে ও আমাদের ভূমি সকল ক্রয় করিয়া লউন; আমরা আপন ২ ভূমির সহিত ফরৌণের দাস হইব; পরে আমাদিগকে বীজ দিউন, তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা মরিব, এবং ভূমিও নষ্ট হইবে। [২০] তখন যোষেফ্ মিসরদেশের সমস্ত ভূমি ফরৌণের নিমিত্তে ক্রয় করিল, কেননা দুর্ভিক্ষ তাহাদের অসহ্য হওয়াতে মিস্রীয়েরা প্রত্যেকে আপন ২ ভূমি বিক্রয় করিল। অতএব ভূমিতে ফরৌণের অধিকার হইল। [২১] তাহাতে সে মিসরের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে ২ প্রবাস করাইল। [২২] সে কেবল যাজকদের ভূমি ক্রয় করিল না, কারণ ফরৌণ যাজকদিগকে বৃত্তি দিত, অতএব ফরৌণের দত্ত বৃত্তিতে তাহাদের নির্ব্বাহ হওয়াতে তাহারা আপন ২ ভূমি বিক্রয় করিল না।

[২৩] পরে যোষেফ্ প্রজাগণকে কহিল, দেখ, আমি অদ্য তোমাদিগকে ও তোমাদের ভূমি সকল ফরৌণের নিমিত্তে ক্রয় করিলাম। এখন এই বীজ লইয়া ভূমিতে বপন কর; [২৪] তাহাতে যাহা ২ উৎপন্ন হইবে তাহার পঞ্চমাংশ ফরৌণকে দিও, অন্য চারি অংশ ভূমির বীজ ও আপনাদের ও পরিজনদের ও বালকগণের খাদ্যের নিমিত্তে তোমাদেরই থাকিবে। [২৫] তাহাতে তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন; আপনকার কৃপাদৃষ্টি হইলে আমরা ফরৌণের দাস হইব। [২৬] পঞ্চমাংশ ফরৌণ পাইবে, মিসরের সমস্ত ভূমির জন্যে যোষেফের স্থাপিত এই ব্যবস্থা অদ্যাবধি চলিতেছে। কেবল যাজকদের ভূমিতে ফরৌণের অধিকার হয় নাই।

[২৭] তৎকালে ইস্রায়েল্ মিসরদেশের গোশন অঞ্চলে বাস করিল, এবং তথায় অধিকার পাইয়া বর্দ্ধিষ্ণু ও অতি বহুগোষ্ঠীক হইল।

[২৮] মিসরদেশে যাকোব সতের বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিল; তাহাতে তাহার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। [২৯] পরে ইস্রায়েলের মরণদিন সন্নিকট হইলে সে আপন পুত্র যোষেফকে ডাকাইয়া কহিল, আমি যদি তোমার সাক্ষাতে অনুগৃহীত হইলাম, তবে বিনয় করি, তুমি আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া আমার প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার কর, এই মিসরদেশে আমাকে কবর দিও না। [৩০] আমি আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে শয়ন করিব; অতএব তুমি আমাকে এই মিসরহইতে লইয়া গিয়া তাহাদের কবরস্থানে কবরশায়ী করিও। তাহাতে যোষেফ্ কহিল, তোমার আজ্ঞানুসারেই করিব। [৩১] তখন যাকোব তাহাকে দিব্য করিতে কহিলে সে তাহার নিকটে দিব্য করিল, এবং ইস্রায়েল্ শয্যার শিয়রের দিগে প্রণিপাত করিল।

৪৮ অধ্যায়।

[১] ঐ সকল ঘটনা হইলে পর, কেহ যোষেফকে এই সংবাদ দিল, দেখ, তোমার পিতা পীড়িত আছেন; তাহাতে সে আপনার দুই পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িমকে সঙ্গে লইয়া গেল। [২] তখন কেহ যাকোবকে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যোষেফ্ আইল; তাহাতে ইস্রায়েল্ আপনাকে সবল করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। [৩] অনন্তর সে যোষেফকে কহিল, কনানদেশের লূস্ নামক স্থানে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহা কহিয়াছিলেন, [৪] দেখ, আমি তোমাকে ফলবান্ ও বহুগোষ্ঠীক করিব, ও তোমাহইতে জাতিসমাজ উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবিবংশকে অনন্তকালীন অধিকারার্থে এই দেশ দিব। [৫] অতএব মিসরে তোমার কাছে আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার যে দুই পুত্র মিসরদেশে জন্মিয়াছিল, তাহারা আমার হইবে, অর্থাৎ রূবেণের ও শিমিয়োনের ন্যায় ইফ্রয়িম ও মনঃশি আমারি হইবে; [৬] কিন্তু তুমি ইহাদের পরে যাহাদের জন্ম দিয়াছ, তোমার সেই সন্তানেরা তোমার হইবে, এবং এই ভ্রাতৃদ্বয়ের নামে ইহাদেরই অধিকারে বিখ্যাত হইবে। [৭] আর পদ্দন্-অরামহইতে আমার আগমন সময়ে কনানদেশে রাহেল্ ইফ্রাথায় আসিতে অল্প পথ থাকিতে পথিমধ্যে আমার কাছে মরিল; তাহাতে আমি তথায় ইফ্রাথার অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের পার্শ্বে তাহার কবর দিলাম।

[৮] পরে ইস্রায়েল্ যোষেফের পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা কে? [৯] তাহাতে যোষেফ্ পিতাকে কহিল, ইহারা আমার পুত্রদ্বয়, যাহাদিগকে ঈশ্বর এই দেশে আমাকে দিয়াছেন। তখন ইস্রায়েল্ কহিল, বিনয় করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। [১০] তখন ইস্রায়েল্ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইল না; যাহা হউক, তাহারা নিকটে আনীত হইলে সে তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিল। [১১] এবং ইস্রায়েল্ যোষেফকে কহিল, আমি তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, ইহা ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশও দেখাইলেন। [১২] তখন যোষেফ্ জানুদ্বয়ের মধ্যহইতে তাহাদিগকে লইয়া ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিল। [১৩] পরে যোষেফ্ দুই জনকে পিতার নিকটে লইয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা ইফ্রয়িমকে ধরিয়া ইস্রায়েলের বামদিগে, ও বাম হস্তদ্বারা মনঃশিকে ধরিয়া ইস্রায়েলের দক্ষিণদিগে উপস্থিত করিল। [১৪] তাহাতে

ইস্রায়েল দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকোপরি দিল, এবং জ্যেষ্ঠ মনঃশির মস্তকোপরি বাম হস্ত রাখিল। এ তাহার বিবেচনাসিদ্ধ বাহুচালন, কারণ মনঃশি প্রথমজাত ছিল।

[১৫] পরে সে যোষেফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, আমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ ও ইস্‌হাক্ যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে গমনাগমন করিতেন, যে ঈশ্বর অদ্যাবধি যাবজ্জীবন আমার পালক আছেন, [১৬] এবং যে দূত আমাকে সমস্ত আপদহইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইহাদের দ্বারা আমার নাম ও আমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের নাম থাকুক, এবং ইহারা দেশের মধ্যে বহুগোষ্ঠীক হউক। [১৭] তখন ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতার দক্ষিণ হস্ত দেখিয়া যোষেফ্ অসন্তুষ্ট হইল, অতএব সে ইফ্রয়িমের মস্তকহইতে মনঃশির মস্তকে স্থাপনার্থে পিতার হস্ত তুলিয়া কহিল, [১৮] হে পিতঃ, এমন নয়, এ জ্যেষ্ঠ, ইহারই মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিউন। [১৯] কিন্তু তাহার পিতা অসম্মত হইয়া কহিল, হে পুত্র, তাহা আমি জানি, আমি জানি; এও এক জাতি হইবে, এবং মহান্‌ও হইবে, তথাপি ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহা অপেক্ষাও মহান্ হইবে, ও তাহার বংশ জাতিসমূহ হইবে। [২০] সেই দিনে সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ [লোকেরা] আশীর্ব্বাদ করণের সময়ে তোমাদের নাম করিয়া কহিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের ও মনঃশির তুল্য করুন। এই রূপে সে মনঃশিহইতে ইফ্রয়িমকে অগ্রগণ্য করিল। [২১] অপর ইস্রায়েল্ যোষেফকে কহিল, দেখ, আমি মরিতেছি; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তোমাদিগকে পুনর্ব্বার পৈতৃক দেশে লইয়া যাইবেন। [২২] আর আমি আপন খড়্গ ও ধনুর দ্বারা ইমোরীয়দের হস্তহইতে যে অংশ লইয়াছি, তোমার ভ্রাতৃগণহইতে সেই অধিক অংশ তোমাকে দিলাম।

৪৯ অধ্যায়।

[১] অনন্তর যাকোব আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা একত্র হও, শেষকালে তোমাদের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে কহিতেছি। [২] হে যাকোবের পুত্রগণ, একত্র হইয়া শুন, ও তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের বাক্যে মনোযোগ কর।

[৩] হে রূবেন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ [পুত্র], আমার বল এবং আমার শক্তির অগ্রিম ফল, এবং মহিমার ও পরাক্রমের প্রাধান্য বিশিষ্ট। [৪] তুমি উচ্চণ্ড জলস্বরূপ, তোমার প্রাধান্য থাকিবে না; কেননা তুমি আপন পিতার শয্যাতে গিয়াছিলা; তৎকালে আমার শয্যায় যাওয়াতে তুমি অপবিত্র কর্ম্ম করিলা।

[৫] শিমিয়োন্ ও লেবি দুই সহোদর; তাহাদের খড়্গ দৌর্জন্যের অস্ত্র। [৬] আমার প্রাণ তাহাদের গূঢ় মন্ত্রণাতে প্রবেশ না করুক; তাহাদের সভার সহিত আমার শ্রীর মিলন না হউক; কেননা তাহারা ক্রোধেতে নরহত্যা, এবং স্বৈরিতাতে বৃষভের শিরা ছেদন করিল। [৭] তাহাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা প্রচণ্ড; এবং তাহাদের কোপ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা নিষ্ঠুর ছিল; আমি যাকোবের মধ্যে তাহাদিগকে বিভাগ করিব, ও ইস্রায়েলের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব।

[৮] হে যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই স্তব করিবে; তোমার হস্ত তোমার শত্রুগণের গ্রীবা ধরিবে; তোমার পিতৃসন্তানগণ তোমার সম্মুখে প্রণিপাত করিবে। [৯] যিহূদা সিংহশাবকের তুল্য; হে বৎস, তুমি মৃগবিদারণহইতে উঠিয়া আইলা। কেশরির কিম্বা সিংহীর ন্যায় সে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিলে কে তাহাকে জাগাইবে? [১০] যাঁহার নিকটে লোকদের সমাগম হইবে, সেই শীলোর [শান্তিকর্ত্তার] আগমন যাবৎ না হয়, তাবৎ যিহূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার চরণের অন্তরালহইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না। [১১] সে দ্রাক্ষালতার নিকটে আপন গর্দ্দভকে, ও উত্তম দ্রাক্ষালতার নিকটে আপন খরশাবককে বাঁধিবে; সে দ্রাক্ষারসে আপন পরিচ্ছদ ও দ্রাক্ষার রক্তে আপন বস্ত্র কাচিবে। [১২] তাহার চক্ষু দ্রাক্ষারসে রক্তবর্ণ, এবং দন্ত দুগ্ধেতে শ্বেতবর্ণ হইবে।

[১৩] সবূলূন সমুদ্রের বক্ষে বাস করিবে, এবং তাহা জাহাজের আশ্রিত বক্ষ হইবে, এবং সীদোন্ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারের সীমা হইবে।

[১৪] ইষাখর বলবান গর্দ্দভের সদৃশ, সে খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়ন করে। [১৫] সে বিশ্রামস্থান উত্তম ও দেশ রম্য বুঝিয়া ভার বহিতে স্কন্ধ নমন করত করাধীন দাস হইবে।

[১৬] দান ইস্রায়েলের অন্য বংশদের তুল্য হইয়া আপন লোকদের বিচার করিবে। [১৭] দান পথে স্থিত সর্পস্বরূপ; সে মার্গে লুক্কায়িত এমত ফণিস্বরূপ, যে ঘোটকের পদে দংশন করিলে তদারূঢ় ব্যক্তি পশ্চাতে পতিত হয়।

[১৮] হে সদাপ্রভো, আমি তোমাদ্বারা পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি।

[১৯] সৈন্যদল গাদকে ব্যাকুল করিবে; কিন্তু সে পশ্চাৎ তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবে।

[২০] আশেরহইতে অতি উত্তম খাদ্য জন্মিবে; সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যোগাইয়া দিবে।

[২১] নপ্তালি দীর্ঘাঙ্গী হরিণীস্বরূপ, সে মনোহর বাক্য কহিবে।

[২২] যোষেফ্ ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; সে জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে। [২৩] ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে ক্লেশ দিয়া বাণাঘাত করিয়া তাহার বিদ্রোহ করিয়াছিল; [২৪] কিন্তু যিনি ইস্রা-

য়েলের পালক ও শৈলস্বরূপ এবং যাকোবের বলদাতা, তাঁহার হস্তদ্বারা তাহার ধনুক দৃঢ় থাকিল, ও তাহার বাহু ও কর বলবান্ রহিল। [২৫] তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের সাহায্যে ও সর্ব্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদে উপরিস্থ আকাশহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং অধঃস্থানে বিস্তীর্ণ বারিধিহইতে যে মঙ্গল হয়, এবং স্তন ও গর্ব্ভাশয়হইতে যে মঙ্গল হয়, সে সকলি তোমাতে বর্ত্তিবে। [২৬] আমার পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ উৎকৃষ্ট এবং চিরন্তন পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে; তাহা যোষেফের মস্তকে, অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃগণহইতে পৃথক্কৃত ব্যক্তির মস্তকাগ্রেই বর্ত্তিবে।

[২৭] বিন্যামীন বিদারক নেকড়িয়ার তুল্য; প্রাতঃকালে সে মৃগ ভক্ষণ ও সন্ধ্যাতে শিকার বণ্টন করিবে।

[২৮] ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ; ইহাদের পিতা আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই কথা কহিয়া ইহাদের প্রত্যেক জনকে বিশেষ ২ আশীর্ব্বাদ করিল।

[২৯] পরে যাকোব তাহাদিগকে আদেশ দিয়া কহিল, আমি আপন লোকদের সহিত সঙ্গৃহীত হইতে উদ্যত। [৩০] অতএব অব্রাহাম্ কবরস্থানের অধিকারার্থে কনানদেশে মম্রির সম্মুখে স্থিত যে মক্পেলা ক্ষেত্র হেত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কিনিয়াছিল, সেই হেত্তীয় ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে আমার পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে আমার কবর দিও। [৩১] সেই স্থানে অব্রাহামের ও তাহার ভার্য্যা সারার এবং সেই স্থানে ইস্হাকের ও তাহার ভার্য্যা রিবিকার কবর হইয়াছে, এবং সেই স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি; [৩২] [কেননা] সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হেত্তের সন্তানদের কাছে ক্রীত হইয়াছে। [৩৩] এই রূপে আপন পুত্রদিগকে আজ্ঞা করণের সমাপ্তি করিলে পর যাকোব শয্যাতে দুই চরণ একত্র করত প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সঙ্গৃহীত হইল।

৫০ অধ্যায়।

[১] তখন যোষেফ্ আপন পিতার মুখে মুখ দিয়া রোদন করিয়া চুম্বন করিল। [২] এবং যোষেফ্ আপন পিতার দেহ পূতিঘ্ন দ্রব্যেতে অক্ষয় করিতে আপন দাস চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা করিল, তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহ পূতিঘ্ন দ্রব্যযুক্ত করিল। [৩] সেই অক্ষয় করণ কর্ম্মে চল্লিশ দিবস লাগিত, অতএব তাহারা তাহাতে চল্লিশ দিন যাপন করিল; পরন্তু মিস্রীয় লোকেরা তাহার নিমিত্তে সত্তর দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। [৪] সেই শোকের দিন অতীত হইলে যোষেফ্ ফরৌণের পরিজনকে কহিল, যদি আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ থাকে, তবে ফরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা কহ, [৫] আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া কহিয়াছেন, দেখ, আমি মরিলে কনানদেশে আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে রাখিও; অতএব এখন আমাকে যাইতে দিউন; আমি পিতাকে কবর দিয়া পুনর্ব্বার আসিব। [৬] তাহাতে ফরৌণ কহিল, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে দিব্য করাইয়াছেন, তুমি তদনুসারে তাহার কবর দেও।

[৭] তখন যোষেফ্ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা করিল; তাহাতে ফরৌণের দাস গৃহাধ্যক্ষগণ ও মিসর দেশের অধ্যক্ষগণ [৮] এবং যোষেফের সকল পরিবার ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাহার পিতৃকুল তাহার সঙ্গে গমন করিল; গোশন প্রদেশে কেবল তাহাদের বালকগণ ও মেষপাল ও গোপাল থাকিল। [৯] তাহার সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন করিল; তাহাতে অতিশয় সমারোহ হইল। [১০] পরে তাহারা যর্দ্দনের পারস্থ আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে উপস্থিত হইলে তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন করিল; যোষেফ্ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। [১১] আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে তাহাদের তাদৃশ শোক দেখিয়া সেই দেশনিবাসি কনানীয় লোকেরা কহিল, মিস্রীয়দের এ অতি দারুণ শোক; এই নিমিত্তে যর্দ্দনপারস্থ সেই স্থান আবেল্-মিসর [মিস্রীয়দের শোক] নামে বিখ্যাত হইল। [১২] পরে যাকোব্ আপন পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহারা তদনুসারে তাহার সংকার করিল। [১৩] ফলতঃ তাহার পুত্রগণ তাহাকে কনানদেশে লইয়া গেল, এবং হেত্তীয় ইফ্রোণের কাছে কবরস্থানার্থে অব্রাহামের ক্রীত মম্রির পূর্ব্বস্থ যে ক্ষেত্র, সেই মক্পেলা ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তি গুহাতে তাহার কবর দিল। [১৪] তাহার পিতার কবর হইলে পর যোষেফ্ও তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি যত লোক তাহার পিতার কবর দিতে তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সকলে মিসরে প্রত্যাগমন করিল।

[১৫] অপর আপনাদের পিতা মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া যোষেফের ভ্রাতৃগণ কহিল, কি জানি যোষেফ্ আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, এবং আমরা তাহার যে সকল অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিফল আমাদিগকে দিবে। [১৬] অতএব তাহারা যোষেফের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, [১৭] তোমরা যোষেফকে এই কথা কহিও, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার অপকার করিয়াছে; কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা করিও; অতএব আমরা বিনয় করি, তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের এই দাসদের অধর্ম্ম ক্ষমা কর। তাহাদের এই কথা কথনেতে যোষেফ্ রোদন করিতে লাগিল। [১৮] পরে তাহার ভ্রাতৃগণ আপনারা তাহার অগ্রে গিয়া প্রণিপাত

করিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার দাস। [১৯] তাহাতে যোষেফ্ তাহাদিগকে কহিল, ভয় করিও না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? [২০] তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করিয়াছিলা বটে, কিন্তু ঈশ্বর তাহা মঙ্গলের কল্পনা করিলেন; ফলতঃ এখন যেরূপ দেখিতেছ, এই রূপে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। [২১] তোমরা এখন ভীত হইও না, আমিই তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে প্রতিপালন করিব। এই রূপে চিত্তপ্রবোধক কথা কহিয়া সে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিল।

[২২] পরে যোষেফ্ ও তাহার পিতৃকুল মিসরে বাস করিতে থাকিল; এবং যোষেফ্ এক শত দশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া [২৩] ইফ্রয়িমের পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিল; এবং মনঃশির মাখীর্ নামক পুত্রের শিশুসন্তানেরাও যোষেফের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইল। [২৪] পরে যোষেফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি মরিতেছি, কিন্তু ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া অব্রাহামের ও ইস্হাকের ও যাকোবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদিগাকে এই দেশহইতে লইয়া যাইবেন। [২৫] অধিকন্তু যোষেফ্ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই দিব্য করাইয়া কহিল, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তৎকালে তোমরা এ স্থানহইতে আমার অস্থি লইয়া যাইবা। [২৬] অপর যোষেফ্ এক শত দশ বৎসর বয়সে মরিল; তাহাতে লোকেরা তাহার দেহ পূতিঘ্ন দ্রব্যেতে অক্ষয় করিয়া মিসরদেশে এক শবাধারের মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েলের যে পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন ২ পরিজন লইয়া যাকোবের সহিত মিসরদেশে আসিয়াছিল, তাহাদের নাম [২] রূবেন্ ও শিমিয়োন ও লেবি ও যিহূদা, [৩] ও ইষাখর্ ও সবূলূন্ ও বিন্যামীন, [৪] ও দান ও নপ্তালি ও গাদ্ ও আশের। [৫] সর্ব্বশুদ্ধ যাকোবের কটিহইতে উৎপন্ন বংশ সত্তর প্রাণী ছিল; কিন্তু যোষেফ্ পূর্ব্বেই মিসরে ছিল। [৬] পরে যোষেফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত লোক মরিল। [৭] তথাপি ইস্রায়েলের সন্তানেরা বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুপ্রজ ও বহুগোষ্ঠীক হইয়া অতিশয় প্রবল হইল, এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।

[৮] পরে যোষেফকে জ্ঞাত ছিল না, এমত এক নূতন রাজা মিসরদেশের রাজত্ব পাইল। [৯] সে আপন লোকদিগকে কহিল, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েলের সন্তানদের জাতি অধিক বলবান ও বহুসংখ্যক। [১০] আইস, আমরা তাহাদের সহিত সাবধানে ব্যবহার করি, পাছে তাহারা আরো বর্দ্ধিষ্ণু হয়, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনারাও বৈরিপক্ষ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এ দেশহইতে প্রস্থান করে। [১১] পরে তাহারা ভার বহনদ্বারা তাহাদিগকে দুঃখ দিতে তাহাদের উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল, এবং তাহাদের দ্বারা ফরৌণের নিমিত্তে ভাণ্ডারের নগর অর্থাৎ পিথোম্ ও রামিষেষ্ গাঁথাইল। [১২] কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, তত বৃদ্ধি ও উন্নতি পাইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েলের সন্তানদের জন্যে তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। [১৩] এবং মিস্রীয় লোকেরা নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়া [১৪] কর্দ্দম ও ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্ম প্রভৃতি কঠিন দাস্যকর্ম্মদ্বারা তাহাদের প্রাণ বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহারা তাহাদের দ্বারা যে ২ দাস্যকর্ম্ম করাইত, সে সমস্ত নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক করাইত।

[১৫] পরে মিস্রীয় রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া নামে ইব্রীয়া ধাত্রীদ্বয়কে [ডাকাইয়া] এই কথা কহিল, [১৬] যে সময়ে তোমরা ইব্রীয়া স্ত্রীদের ধাত্রীকার্য্য করিবা, তৎকালে লিঙ্গ দেখিবা; যদি পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহাকে বধ করিবা; আর যদি কন্যা হয়, তবে তাহাকে জীবৎ রাখিবা। [১৭] কিন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করাতে মিস্রীয় রাজার আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানদিগকে জীবৎ রাখিত। [১৮] অতএব মিসরের রাজা সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিল, এমত কর্ম্ম কেন করিতেছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবৎ রাখিতেছ? [১৯] তাহাতে ধাত্রীরা ফরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয় স্ত্রীগণ মিস্রীয়া স্ত্রীদের ন্যায় নহে; তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রীর আগমনের পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব হয়। [২০] অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন; এবং লোকেরা বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান হইল। [২১] সেই ধাত্রীদিগের ঈশ্ব-

রেতে ভয় করণ প্রযুক্ত তিনি তাহাদের কুল বৃদ্ধি করিলেন।

২২ পরে ফরৌণ আপনার সকল প্রজাকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা নবজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবা, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবৎ রাখিবা।

২ অধ্যায়।

১ অনন্তর লেবির কুলের এক মনুষ্য যাইয়া লেবির কুলোদ্ভবা এক কন্যাকে বিবাহ করিলে ২ সে স্ত্রী গর্ত্ত ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিল, এবং বালককে সুন্দর দেখিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাকে গোপনে রাখিল। ৩ পরে আর গোপন করিতে না পারাতে সে এক নলনির্ম্মিত পেটরা লইয়া মেটিয়া তৈল ও আলকাতারা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালককে রাখিয়া নদীতীরস্থ নলবনে স্থাপন করিল। ৪ এবং তাহার কি দশা ঘটে, তাহা দেখিতে তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

৫ পরে ফরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আইলে তাহার সহচরীগণ নদীতীরে বেড়াইতেছিল; ইত্যবসরে সে নলবনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে পাঠাইয়া তাহা আনাইল। ৬ পরে পেটরা খুলিয়া সেই বালককে দেখিল; আর দেখ, বালকটী ক্রন্দন করিতে লাগিল; তাহাতে সে দয়ান্বিতা হইয়া কহিল, এ ইব্রীয়দের এক বালক। ৭ তখন তাহার ভগিনী ফরৌণের কন্যাকে কহিল, আমি যাইয়া কি আপনকার নিমিত্তে এই বালকটীকে দুগ্ধ দিবার জন্যে এক জন দুগ্ধবতী ইব্রীয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া আপনকার নিকটে আনিব? ৮ তাহাতে ফরৌণের কন্যা কহিল, যাও। তখন সেই বালিকা যাইয়া ঐ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিলে ৯ ফরৌণের কন্যা তাহাকে কহিল, তুমি এই বালককে লইয়া আমার নিমিত্তে দুগ্ধ পান করাও; আমি তোমার বেতন দিব। তাহাতে সে স্ত্রী বালকটীকে লইয়া দুগ্ধ পান করাইল। ১০ পরে বালকটী বড় হইলে সে তাহাকে লইয়া ফরৌণের কন্যাকে দিল; তাহাতে সেই বালক তাহারই পুত্র হইল; তখন সে তাহার নাম মোশি [আকর্ষিত] রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি তাহাকে জলহইতে আকর্ষণ করিলাম।

১১ কালক্রমে বড় হইলে পর মোশি এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগের ভার বহন দেখিল; বিশেষতঃ এক জন মিস্রীয় তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ইব্রিকে মারিতেছে, ইহা দেখিল। ১২ অতএব সে এ দিগে ও দিগে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালুকামধ্যে পুঁতিয়া রাখিল। ১৩ অপর দ্বিতীয় দিবসে বাহিরে গেলে সে দুই জন ইব্রিকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া দোষি ব্যক্তিকে কহিল, তোমার ভ্রাতাকে কেন মারিতেছ? ১৪ তাহাতে সে কহিল, তোকে শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুই যেমন সেই মিস্রীয় লোককে বধ করিলি, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে চাহিস? তাহাতে মোশি ভীত হইয়া কহিল, ঐ কথা অবশ্য প্রকাশ হইয়াছে।

১৫ পরে ফরৌণ ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। অতএব মোশি ফরৌণের সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া মিদিয়নদেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসিল। ১৬ আর মিদিয়নস্থ যাজকের সাত কন্যা ছিল; তাহারা সেই স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে জল পান করাইতে জল তুলিয়া নিপান পরিপূর্ণ করিলে ১৭ মেষপালকেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিল, তাহাতে মোশি উঠিয়া তাহাদের সাহায্য করত তাহাদের মেষপালকে জল পান করাইল। ১৮ পরে তাহারা আপন পিতা রুয়েলের কাছে গেলে সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমরা কি প্রকারে এত শীঘ্র আইলা? ১৯ তাহাতে তাহারা কহিল, এক জন মিস্রীয় আমাদিগকে মেষপালকদের হস্তহইতে উদ্ধার করিল, এবং আমাদের নিমিত্তে যথেষ্ট জল তুলিয়া মেষপালকে জল পান করাইল। ২০ তখন সে আপন কন্যাদিগকে কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? তোমরা তাহাকে কেন ছাড়িয়া আইলা? তাহাকে ডাক; সে আমাদের সহিত আহার করুক। ২১ পরে মোশি ঐ মনুষ্যের সহিত বাস করিতে সম্মত হইল; তাহাতে সে অবশেষে মোশির সহিত আপন সিপ্পোরা কন্যার বিবাহ দিল। ২২ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিলে মোশি তাহার নাম গের্শোম্ [এই স্থানে প্রবাসী] রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।

২৩ দীর্ঘকাল পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু হইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ দাস্যকর্ম্ম প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিলে দাস্যকর্ম্ম জন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল। ২৪ তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের বিলাপ শুনিয়া অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিয়া ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ২৫ ফলতঃ ঈশ্বর তাহাদের অবস্থা জানিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ তৎকালাবধি মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক মিদিয়নীয় যাজকের মেষপাল চরাইত। এক দিন সে প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল লইয়া গিয়া হোরেব্ নামে ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, ২ ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর দূত তাহাকে দর্শন দিলেন; ফলতঃ সে দৃষ্টিপাত করিয়া

দেখিল, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে, তথাপি ঝোপ নষ্ট হয় না। [৩] অতএব মোশি কহিল, আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, ঝোপ কেন দগ্ধ হয় না, তাহা জানিব। [৪] কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিবার জন্যে তাহাকে এক পার্শ্বে যাইতে দেখিলেন, তখন ঝোপের মধ্যহইতে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে মোশি, হে মোশি; তাহাতে সে কহিল, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। [৫] তখন তিনি কহিলেন, এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদহইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি। [৬] তিনি আরো কহিলেন, আমি তোমার পৈতৃক ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তাহাতে মোশি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিল।

[৭] পরে সদাপ্রভু কহিলেন, আমি মিসরে স্থিত আপন প্রজাদের দুঃখ দেখিয়াছি, এবং কার্য্যশাসকদের সমক্ষে তাহাদের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; আমি তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত আছি। [৮] অতএব মিস্রীয়দের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে, এবং সেই দেশহইতে উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ কনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে নামিলাম। [৯] এখন দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানগণের ক্রন্দন আমার কর্ণগোচর হইল, এবং মিস্রীয়েরা তাহাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করে, তাহা আমি দেখিলাম। [১০] অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফরৌণের নিকটে প্রেরণ করি, তুমি মিসরহইতে আমার প্রজা ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বাহির করিবা।

[১১] তাহাতে মোশি ঈশ্বরকে কহিল, আমি কে, যে ফরৌণের নিকটে যাই, ও মিসরহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বাহির করি? [১২] তখন তিনি কহিলেন, আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব; এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তাহার এই অভিজ্ঞান জানিবা, তুমি মিসরহইতে লোকসমূহকে বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের আরাধনা করিবা। [১৩] পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিল, দেখ, আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের নিকটে যাইয়া কহিব, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব? [১৪] তাহাতে ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, আমি যে আছি সেই আছি; আরো কহিলেন, ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ইহা কহিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন। [১৫] ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে এই কথা কহিও, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর যে যিহোবাঃ [সদাপ্রভু], তিনি তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইলেন; আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং ইহাতে আমি পুরুষানুক্রমে স্মরণীয় হইব। [১৬] তুমি যাইয়া ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র করিয়া এই কথা কহ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগের তত্ত্ব, এবং মিসরে তোমাদের প্রতি যাহা করা যাইতেছে তাহার তত্ত্ব লইলাম। [১৭] এবং আমি মিসরের দুঃখহইতে তোমাদিগকে [উদ্ধার করিয়া] কনানীয়দের ও হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও পরিষীয়দের ও হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে, অর্থাৎ দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে লইয়া যাইব, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। [১৮] তাহাতে তাহারা তোমার রবে অবধান করিবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার নিকটে যাইয়া এই কথা কহিবা, ইব্রিদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইবার অনুমতি দিউন। [১৯] কিন্তু আমি জানি, মিসরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবে না, বাহুবল দেখাইলেও দিবে না। [২০] পরন্তু আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দেশের মধ্যে আমার কর্ত্তব্য সকল আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মিসরদেশকে আঘাত করিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে যাইতে দিবে। [২১] আর আমি মিস্রীয়দের সাক্ষাতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবা না; [২২] কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন ২ প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র যাচ্ঞা করিবে; এবং তোমরা তাহা আপন ২ পুত্ত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবা, এই রূপে মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

[১] অপর মোশি উত্তর করিল, দেখ, তাহারা আমাকে প্রত্যয় করিবে না, ও আমার বাক্যে মনোযোগ করিবে না, কিন্তু কহিবে, সদাপ্রভু তোমাকে দর্শন দেন নাই। [২] তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমার হস্তে ও কি? সে বলিল, যষ্টি। [৩] তখন তিনি কহিলেন, তাহা ভূমিতে ফেল। অতএব সে তাহা ভূমিতে ফেলিলে তাহা সর্প হইল; তাহাতে মোশি তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [৪] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হস্ত বিস্তার করিয়া উহার লাঙ্গূল ধর; তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিলে সে তাহার হস্তে যষ্টি হইল।

৫ ইহাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অর্থাৎ অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহা তাহারা প্রত্যয় করিবে।

৬ অপর সদাপ্রভু তাহাকে আরো কহিলেন, তুমি আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে সে বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া আর বার বাহির করিলে তাহার হস্ত কুষ্ঠযুক্ত ও হিমবর্ণের ন্যায় হইল। ৭ পরে তিনি কহিলেন, তোমার হস্ত পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে সে পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বাহির করিলে তাহা পুনরায় প্রকৃত মাংস হইল। ৮ তাহারা যদি তোমাকে প্রত্যয় না করে, এবং তোমার ঐ প্রথম অভিজ্ঞানেও মনোযোগ না করে, তবে দ্বিতীয় অভিজ্ঞানে প্রত্যয় করিবে। ৯ এবং এই দুই অভিজ্ঞানেও যদি প্রত্যয় না করে, ও তোমার বাক্যে মনোযোগ না করে, তবে তুমি নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢাল; তাহাতে তুমি নদীহইতে যে জল তুলিবা, তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইবে।

১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, হে আমার প্রভো, এ সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা আপন দাসের সহিত আপনকার আলাপ করণের পরেও আমি বাকপটু নহি, বরং জড়মুখ ও মন্দজিহ্ব আছি। ১১ তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, মানব মুখের নির্ম্মাণকারী কে? এবং বোবা ও বধিরকে কিম্বা চক্ষুবিশিষ্ট ও অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি সদাপ্রভু কি তাহা করি না? ১২ অতএব তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য কথা তোমাকে জানাইব। ১৩ তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, বিনয় করি, যাহাদ্বারা পাঠাইবার তাহাদ্বারা পাঠাউন। ১৪ তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি কহিলেন, লেবীয় হারোণ কি তোমার ভ্রাতা নহে? আমি জানি, সে সুবক্তা; আর দেখ, সে তোমার সহিত মিলিতে আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে। ১৫ তুমি তাহাকে কহিবা, ও তাহার মুখে বাক্য দিবা; এবং আমি তোমার মুখের ও তাহার মুখের সহবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমাদিগকে জানাইব। ১৬ তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কাছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে, ও তুমি তাহার ঈশ্বরস্বরূপ হইবা। ১৭ আর তুমি এই যষ্টি হস্তে কর, কেননা ইহাদ্বারা এই সকল অভিজ্ঞান দেখাইবা।

১৮ পরে মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, মিসরে স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া যাইতে, এবং তাহারা অদ্যাবধি জীবৎ আছে কি না, তাহা দেখিতে আমাকে বিদায় কর। তাহাতে যিথ্রো মোশিকে কহিল, কুশলে যাও। ১৯ অপিচ সদাপ্রভু মিদিয়নে মোশিকে কহিয়াছিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া যাও; কেননা যে লোকেরা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তাহারা সকলে মরিয়াছে। ২০ তখন মোশি আপন স্ত্রী ও পুত্রদিগকে গর্দ্দভারোহণ করাইয়া মিসরদেশে ফিরিয়া গেল, এবং সে আপন হস্তে ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইল।

২১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া যাইতে যাত্রা করিতেছ; অতএব সাবধান, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দিয়াছি, তাহা ফরৌণের সাক্ষাতে করিবা; কিন্তু আমি তাহার হৃদয় কঠিন করিব, তাহাতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে না। ২২ এবং তুমি ফরৌণকে কহিবা, সদাপ্রভু কহেন, ইস্রায়েল্ আমার পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ২৩ অতএব আমি তোমাকে কহিতেছি, আমার আরাধনা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; যদি তাহাকে ছাড়িতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি তোমার পুত্রকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বধ করিব।

২৪ পরে পথে উত্তরণীয় গৃহে সদাপ্রভু তাহাকে পাইয়া বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। ২৫ তখন সিপ্পোরা এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্‌ছেদ করিয়া তাহার চরণের নিকটে তাহা ফেলিয়া কহিল, আমার পক্ষে তুমি রক্তপ্রিয় বর। ২৬ ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে স্ত্রী ত্বক্‌ছেদ প্রযুক্ত কহিল, তুমি রক্তপ্রিয় বর।

২৭ অপিচ সদাপ্রভু হারোণকে কহিয়াছিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে সে গিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাহাকে পাইয়া চুম্বন করিল। ২৮ তখন মোশি আপন প্রেরণকর্ত্তা সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত অভিজ্ঞান সকল হারোণকে জ্ঞাত করিল।

২৯ পরে মোশি ও হারোণ যাইয়া ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রাচীনবর্গকে একত্র করিল। ৩০ অনন্তর হারোণ তাহাদিগকে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্য সকল জ্ঞাত করিল, এবং লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল অভিজ্ঞানরূপ ক্রিয়া করিল। ৩১ তাহাতে লোকেরা প্রত্যয় করিল, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ করিয়া তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তাহারা মস্তক নমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল।

৫ অধ্যায়।

১ পরে মোশি ও হারোণ প্রবেশ করিয়া ফরৌণকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ তাহাতে ফরৌণ কহিল, সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার বাক্য মানিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি সদাপ্রভুকে জানি না, এবং ইস্রায়েল্‌কে ছাড়িয়া দিব না।

৩ তাহারা কহিল, ইব্রিদের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিলেন; অতএব আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, পাছে তিনি মহামারী কি খড়্গদ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেন। ৪ তাহাতে মিসরের রাজা তাহাদিগকে কহিল, হে মোশি ও হারোণ, তোমরা লোকদিগকে কেন তাহাদের কার্য্যহইতে নিবৃত্ত কর? তোমাদের ভার বহন কর্ম্মে যাও। ৫ ফরৌণ আরো কহিল, দেখ, দেশের লোক এখন অনেক এবং তোমরা তাহাদিগকে ভারবহনহইতে নিবৃত্ত করিতেছ।

৬ অপর ফরৌণ সেই দিনে লোকদের কার্য্যশাসক ও অধ্যক্ষগণকে এই আজ্ঞা দিল, ৭ তোমরা ইষ্টকাদি নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এই লোকদিগকে পলাল আর দিও না; তাহারা যাইয়া আপনাদের জন্যে আপনারা পলাল সংগ্রহ করুক। ৮ কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখনও সেই ভার দেও; তাহার কিছুই ন্যূন করিও না; কেননা তাহারা অলস, এই জন্যে ক্রন্দন করত কহিতেছে, আমরা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে যাইব। ৯ অতএব ইহারা কার্য্য ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাহাতেই ব্যস্ত থাকুক, মিথ্যা কথাতে অবধান না করুক।

১০ অনন্তর লোকদের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ফরৌণ এই কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে পলাল দিব না। ১১ আপনারা যে স্থানে পাও, সেই স্থানে গিয়া পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু তোমাদের কার্য্য কিছুই ন্যূন হইবে না। ১২ তাহাতে লোকেরা পলালের চেষ্টাতে নাড়া সংগ্রহ করিতে সমস্ত মিসরদেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ১৩ তথাপি কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলালপ্রাপ্তির সময়ে যেমন তোমরা কর্ম্ম করিতা, তদ্রূপ এখনও নিরূপিত দৈবসিক কর্ম্ম প্রতিদিন সম্পূর্ণ কর। ১৪ এবং ফরৌণের কার্য্যশাসকেরা ইস্রায়েল্ বংশীয় যে কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে রাখিয়াছিল, তাহারাও প্রহারিত হইল, ও এই কথা জিজ্ঞাসিত হইল, তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম আজি কাল কেন সম্পূর্ণ কর না? ১৫ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশীয় সেই অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফরৌণের নিকটে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আপনকার দাসদের সহিত আপনি এমত ব্যবহার কেন করিতেছেন? ১৬ লোকেরা আপনকার দাসদিগকে পলাল দেয় না, তথাপি কহে, ইষ্টক নির্ম্মাণ কর; এবং আপনকার এই দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনকারই লোকদের দোষ। ১৭ তাহাতে সে কহিল, তোমরা অলস, তোমরা অলস, এই জন্যে কহিতেছ, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিতে যাইব। ১৮ এখন যাও, কর্ম্ম কর, তোমাদিগকে পলাল দত্ত হইবে না, তথাপি ইষ্টকের সম্পূর্ণ সংখ্যা দিতে হইবে। ১৯ তাহাতে তোমাদের দৈবসিক নিরূপিত ইষ্টকের কিছু ন্যূন হইবে না। এই কথাতে ইস্রায়েল বংশীয় অধ্যক্ষেরা দেখিল, আপনারা বিপাকে পড়িয়াছে।

২০ পরে ফরৌণের নিকটহইতে নির্গমনকালে তাহারা আপনাদের অপেক্ষাতে দণ্ডায়মান মোশির ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ২১ সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন, কেননা তোমরা ফরৌণের ও তাহার দাসগণের সাক্ষাতে আমাদিগকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া আমাদের বধার্থে তাহাদের হস্তে খড়্গ দিলা। ২২ পরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, তুমি এই লোকদিগের অমঙ্গল কেন করিলা? এবং আমাকে কেন পাঠাইলা? ২৩ কেননা যদবধি আমি তোমার নামে কথা কহিতে ফরৌণের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, তদবধি সে এই লোকদিগের অমঙ্গল করিতেছে, এবং তুমি আপন প্রজাদের উদ্ধার কিছুই কর নাই।

৬ অধ্যায়।

১ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি ফরৌণের প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি এখন দেখিবা; কেননা বাহুবল প্রকাশিত হইলে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, ও বাহুবল প্রকাশিত হইলে আপন দেশহইতে তাহাদিগকে দূর করিবে।

২ ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরো কহিলেন, আমি যিহোবাঃ [সদাপ্রভু], ৩ আমি অব্রাহামকে ও ইস্‌হাককে ও যাকোবকে যিহোবাঃ নামে আমার পরিচয় না দিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া দর্শন দিতাম, ৪ এবং আমি তাহাদিগকে কনানদেশ দিব, অর্থাৎ যাহার মধ্যে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের সেই প্রবাসদেশ দিব, এই নিয়ম তাহাদের সহিত স্থির করিয়াছিলাম। ৫ এই ক্ষণে মিস্রীয়দের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত ইস্রায়েলের সন্তানদের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার সেই নিয়ম স্মরণ করিলাম। ৬ অতএব ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে কহ, আমি সদাপ্রভু, আমি মিস্রীয়দের ভার বহনহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিব, ও তাহাদের দাসত্বহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিব, এবং বিস্তীর্ণ বাহু ও মহৎ শাসনদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার করিব। ৭ আমি তোমাদিগকে আপন প্রজারূপে গ্রাহ্য করিয়া তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে মিস্রীয়দের ভার বহনহইতে তোমাদের নিস্তারকারী আমি যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাহা জ্ঞাত হইবা। ৮ আর আমি অব্রাহামকে ও ইস্‌হাককে ও যাকোবকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইয়া তোমাদের অধিকারার্থে তাহা দিব; আমিই সদা-

প্রভু। ৯ পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে তদনুসারে কহিল বটে, কিন্তু তাহারা মনের অধৈর্য্য ও কঠিন দাস্যকর্ম্ম হেতুক মোশির বাক্যে মনোযোগ করিল না।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১১ তুমি যাইয়া মিসরের রাজা ফরৌণকে কহ, তোমার দেশহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দেও। ১২ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিল, দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানেরা আমার বাক্যে মনোযোগ করিল না; তবে অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ যে আমি, আমার বাক্য ফরৌণ কি প্রকারে শুনিবে? ১৩ এই রূপে সদাপ্রভু মোশির ও হারোণের সহিত আলাপ করিলেন, এবং ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে মিসরদেশহইতে নিস্তার করণার্থে ইস্রায়েলের সন্তানদিগের নিকটে এবং মিসরের রাজা ফরৌণের নিকটে বক্তব্য কথা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।

১৪ এই সকল লোক আপন ২ পিতৃকুলের পতি ছিল। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান হনোক ও পল্লূ ও হিষ্রোন্ ও কর্ম্মি; ইহারা রূবেণের সকল গোষ্ঠী।

১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল ও যামীন্ ও ওহদ্ ও যাখীন ও সোহর্ ও কনানীয়া স্ত্রীর পুত্র শৌল; ইহারা শিমিয়োনের সকল গোষ্ঠী।

১৬ বংশাবলি অনুসারে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন্ ও কহাৎ ও মরারি; লেবির আয়ু এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ১৭ এবং আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গের্শোনের সন্তান লিব্‌নি ও শিমিয়ি। ১৮ এবং কহাতের সন্তান অম্রম্ ও যিষ্‌হর ও হিব্রোণ ও উষীয়েল্; ঐ কহাতের আয়ু এক শত তেত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ১৯ ও মরারির সন্তান মহলি ও মূশি; ইহারা বংশাবলি অনুসারে লেবির সকল গোষ্ঠী। ২০ এবং অম্রম্ আপন পিষী যোকেবদ্‌কে বিবাহ করিলে সে তাহাহইতে হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিল; ঐ অম্রমের আয়ু এক শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ২১ ও যিষ্‌হরের সন্তান কোরহ ও নেফগ্ ও সিখ্রি। ২২ এবং উষীয়েলের সন্তান মীশায়েল্ ও ইলীষাফন্ ও সিথ্রি। ২৩ এবং হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা নহশোনের ভগিনী ইলীশেবাকে বিবাহ করিল; তাহাতে সে স্ত্রী তাহাহইতে নাদবকে ও অবীহূকে ও ইলিয়াসরকে ও ঈথামরকে প্রসব করিল। ২৪ এবং কোরহের সন্তান অসীর্ ও ইল্‌কানা ও অবীয়াসফ্; ইহারা কোরহের সকল গোষ্ঠী। ২৫ এবং হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে সে তাহাহইতে পীনহসকে প্রসব করিল; ইহারা লেবীয়দের গোষ্ঠীভেদানুসারে তাহাদের পিতৃকুলপতি ছিল। ২৬ এই যে হারোণ ও মোশি, ইহাদিগকেই সদাপ্রভু কহিলেন, তোমরা সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে মিসরদেশহইতে নিস্তার কর। ২৭ ইহারাই মিসরহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নিস্তার করণার্থে মিসরদেশীয় ফরৌণ রাজার সহিত আলাপ করিল। ইহারা সেই মোশি ও হারোণ।

২৮ মিসরদেশে মোশির সহিত সদাপ্রভুর আলাপ করণকালে ২৯ সদাপ্রভু মোশিকে কহিয়াছিলেন, আমি সদাপ্রভু, আমি তোমাকে যাহা ২ কহি, তাহা সকলই তুমি মিস্রীয়রাজ ফরৌণকে কহ। ৩০ এবং মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিয়াছিল, অচ্ছিন্নত্বগোষ্ঠ যে আমি, আমার বাক্য ফরৌণ কি প্রকারে শুনিবে?

৭ অধ্যায়।

১ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বরস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম, ও তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে। ২ আমি তোমাকে যাহা ২ আদেশ করি, তাহা সকলই তুমি কহিবা; এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ ফরৌণকে তাহা কহিয়া ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে দেশহইতে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি দিবে। ৩ কিন্তু আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, এবং মিসরদেশে আমার অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ বহুসংখ্যক করিব। ৪ তথাপি ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না; অতএব আমি মিসরদেশে হস্তার্পণ করিয়া মহাশাসনদ্বারা মিসরহইতে আপন সৈন্যসামন্ত অর্থাৎ আপন প্রজা ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বাহির করিব। ৫ আমি মিসরদেশের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিলে আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা মিস্রীয় লোকেরা জানিবে; এবং আমি তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বাহির করিয়া আনিব। ৬ পরে মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল। ৭ ফরৌণের সহিত আলাপ হওনের সময়ে মোশির অশীতি ও হারোণের তিরাশী বৎসর বয়স ছিল।

৮ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, ৯ তোমরা আপনাদের কোন অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, এমত কথা যদি ফরৌণ তোমাদিগকে কহে, তবে হারোণকে কহিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে সেই যষ্টি সর্প হইবে। ১০ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল; বিশেষতঃ হারোণ ফরৌণের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে তাহা সর্প হইল। ১১ তখন ফরৌণও বিদ্বানদিগকে ও গুনিগণকে ডাকিল; তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল। ১২ ফলতঃ তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকলি সর্প হইল, কিন্তু হারোণের যষ্টি তাহা-

দের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল। [১৩] তাহাতে সদাপ্রভু যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, ও সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না।

[১৪] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইয়াছে; সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করে। [১৫] অতএব তুমি প্রাতঃকালে ফরৌণের নিকটে যাও; দেখ, সে জলের দিগে গেলে তুমি তাহার অপেক্ষাতে নদীতীরে দাঁড়াও; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া গিয়াছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ কর। [১৬] এবং ফরৌণকে কহ, তুমি প্রান্তরে আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও, এই কথা কহিতে ইব্রিদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার নিকটে আমাকে পাঠাইলেন; কিন্তু দেখ, তুমি অদ্যাপি ইহাতে মনোযোগ কর না। [১৭] সদাপ্রভু এই রূপ কহিতেছেন, আমি যে সদাপ্রভু তাহা তুমি ইহাদ্বারা জ্ঞাত হইবা; দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা নদীর জলে প্রহার করিব, তাহাতে তাহা রক্ত হইয়া যাইবে; [১৮] এবং নদীতে যে সকল মৎস্য আছে, তাহারা মরিবে, ও নদী দুর্গন্ধ হইবে; তাহাতে নদীর জল পান করিতে মিস্রীয় লোকদের ঘৃণা জন্মিবে।

[১৯] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে এই কথা কহ, তুমি আপন যষ্টি লইয়া মিসরদেশীয় জলের উপরে অর্থাৎ তাহার নদী ও খাল ও বিল ও অন্যান্য জলাশয়, এই সকলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে সকল জল রক্ত হইবে, এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পাত্রেও রক্ত হইবে। [২০] তখন মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিল, অর্থাৎ যষ্টি তুলিয়া ফরৌণের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিল; তাহাতে নদীর সমস্ত জল রক্ত হইল। [২১] এবং নদীর মৎস্য সকল মরিল, ও নদী দুর্গন্ধ হইল; তাহাতে মিস্রীয়েরা নদীর জল পান করিতে পারিল না, এবং মিসরদেশের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। [২২] তখন মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল; তাহাতে সদাপ্রভুর বচনানুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, এবং সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না। [২৩] পরে ফরৌণ আপন গৃহে ফিরিয়া গেল, ইহাতেও মনোযোগ করিল না। [২৪] কিন্তু মিস্রীয় লোক সকল নদীর জল পান করিতে না পারাতে পানীয় জলের চেষ্টাতে নদীর [পার্শ্বে] সর্ব্বদিগে খনন করিল।

৮ অধ্যায়।

[১] নদীতে সদাপ্রভুর আঘাত করণের পর সাত দিন গত হইলে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাইয়া তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। [২] যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি ভেকদ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে দণ্ড দিব। [৩] নদী ভেকেতে আকীর্ণ হইবে; সে সকল ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে ও শয়নাগারে ও শয্যাতে, এবং তোমার দাসগণের গৃহে, ও তোমার প্রজাদের [গৃহে,] ও তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটা মর্দ্দনের পাত্রে প্রবেশ করিবে; [৪] তাহাতে তোমার ও তোমার প্রজাদের ও দাসগণের অঙ্গে ভেক উঠিবে। [৫] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি নদী ও খাল ও বিল সকলের উপরে যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেকের আগমন করাও। [৬] তাহাতে হারোণ মিসরের সকল জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ভেকগণ উঠিয়া মিসরদেশ ব্যাপিল। [৭] তখন মন্ত্রবেত্তারাও আপন মায়াতে সেই রূপ করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেক আনিল।

[৮] পরে ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাহইতে ও আমার প্রজাদিগের হইতে এই সকল ভেক দূর করিয়া দেন, তাহাতে আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করণার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব। [৯] তখন মোশি ফরৌণকে কহিল, আমার উপরে দর্প কর; ভেক সকল যেন তোমাহইতে ও তোমার গৃহহইতে উচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নদীতে থাকে, তোমার ও তোমার দাসগণের ও প্রজা সকলের নিমিত্তে কোন্ সময়ের জন্যে এমত প্রার্থনা করিব? সে কহিল, কল্যের জন্যে। [১০] তখন মোশি কহিল, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও, এই জন্যে তোমার বাক্যানুসারেই হউক। [১১] ভেকগণ তোমাহইতে ও তোমার গৃহ ও দাস ও প্রজা সকলহইতে দূর হইয়া কেবল নদীতেই থাকিবে। [১২] পরে মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল, এবং মোশি ফরৌণের বিরুদ্ধে উৎপাদিত ভেকগণের বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল। [১৩] তাহাতে সদাপ্রভু মোশির বাক্য সিদ্ধ করাতে গৃহে ও গ্রামে ও ক্ষেত্রে সকল ভেক মরিল। [১৪] তখন লোকেরা সে সকল একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল। [১৫] কিন্তু ফরৌণ বিপদের নিবৃত্তি দেখিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে আপন হৃদয় কঠিন করিল, তাহাদের বাক্যে মনোযোগ করিল না।

[১৬] তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি আপন যষ্টি বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার কর, তাহাতে সমুদয় মিসরদেশে পিশু হইবে। [১৭] তখন তাহারা সেই রূপ করিল; ফলতঃ হারোণ আপন যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলে মনুষ্য-

গণেতে ও পশুগণেতে পিশু হইল, এবং মিসর-দেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি পিশু হইয়া গেল। ১৮ তখন মন্ত্রবেত্তারা আপনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিয়া পিশু উৎপন্ন করিতে যত্ন করিল বটে, কিন্তু পারিল না। ১৯ এবং মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে পিশু হওয়াতে মন্ত্রবেত্তারা ফরৌণকে কহিল, এ ঈশ্বরের অঙ্গুলি; তথাপি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, এবং সে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না।

২০ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ, সে জলের নিকটে আসিবে; তুমি তাহাকে এই কথা কহ, সদাপ্রভু কহেন, আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২১ যদি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া না দেও, তবে আমি তোমাতে ও তোমার দাসগণেতে ও প্রজাদিগেতে ও গৃহে এমন দংশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব, যে মিস্রীয়দের গৃহ ও বাসভূমি দংশকেতে পরিপূর্ণ হইবে। ২২ কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আমিই সদাপ্রভু আছি, ইহা তোমাকে জ্ঞাত করণার্থে সে দিনে আমার প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন্ প্রদেশ ভিন্ন করিব; সে স্থানে দংশক হইবে না। ২৩ আমি আপন প্রজাদের ও তোমার প্রজাদের মধ্যে প্রভেদ করিব; কল্য এই অভিজ্ঞান হইবে। ২৪ পরে সদাপ্রভু সেই রূপ করিলেন, তাহাতে ফরৌণের ও তাহার দাসগণের গৃহে দংশকের বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল; মিসরদেশের সর্ব্বত্র দংশক জন্য উৎপাত হইল।

২৫ তখন ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা যাইয়া দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান কর। ২৬ তাহাতে মোশি কহিল, তাহা করা আমাদের বিধি নয়, কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে মিস্রীয়দের ঘৃণাজনক বলিদান করিতে হয়, কিন্তু মিস্রীয়দের সাক্ষাতে তাহাদের ঘৃণাজনক বলিদান করিলে তাহারা কি আমাদিগকে প্রস্তর মারিয়া বধ করিবে না? ২৭ অতএব আমরা তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আজ্ঞা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিব। ২৮ পরে ফরৌণ কহিল, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান কর; কিন্তু বহুদূর যাইও না; তোমরা আমার জন্যে প্রার্থনা কর। ২৯ তখন মোশি কহিল, দেখ, আমি তোমার নিকটহইতে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, তাহাতে তোমার ও তোমার দাসগণের ও তোমার প্রজাদের নিকটহইতে কল্য সকল দংশকের ঝাঁক দূরে যাইবে; কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করণার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দেওন বিষয়ে ফরৌণ পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না করুক। ৩০ পরে মোশি ফরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল। ৩১ তাহাতে সদাপ্রভু মোশির প্রার্থনানুসারে ফরৌণ ও তাহার দাসগণ ও প্রজা সকলহইতে দংশকের সমস্ত ঝাঁক দূর করিলেন; একটিও অবশিষ্ট রহিল না। ৩২ সে বারেও ফরৌণ আপন হৃদয় কঠিন করিয়া লোকদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে বল, ইব্রিদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার আরাধনা করণার্থে তুমি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ কিন্তু যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইয়া এখনও বাধা দেও, ৩ তবে দেখ, তোমার ক্ষেত্রস্থ অশ্ব ও গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ও গো ও মেষ প্রভৃতি পশুদের উপরে সদাপ্রভু হস্তার্পণ করিবেন; তাহাতে তাহার মধ্যে অতিশয় মহামারী হইবে। ৪ কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের পশুতে ও মিস্রীয়দের পশুতে প্রভেদ করিবেন; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানদের কোন পশু মরিবে না। ৫ আর সদাপ্রভু সময় নিরূপণ করত কহিতেছেন, কল্য সদাপ্রভু দেশে এই কর্ম্ম করিবেন। ৬ পরদিনে সদাপ্রভু সেই রূপ করিলেন, তাহাতে মিস্রীয়দের সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটাও মরিল না। ৭ তখন ফরৌণ লোক প্রেরণ করিয়া ইস্রায়েলের একটা পশুও মরে নাই, ইহা দেখিল; তথাপি ফরৌণের হৃদয় ভারী হইল, এবং সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৮ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া ভাটির ভস্ম লও, পরে মোশি ফরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিগে ছড়াউক। ৯ তাহাতে তাহা সমস্ত মিসরদেশব্যাপি সূক্ষ্ম ধূলি হইয়া মিসরদেশের সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাইবে। ১০ তখন তাহারা ভাটীর ভস্ম লইয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে মোশি আকাশের দিগে তাহা ছড়াইয়া দিলে মনুষ্যদের ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। ১১ সেই স্ফোটক প্রযুক্ত মন্ত্রবেত্তারা মোশির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, কারণ মন্ত্রবেত্তা প্রভৃতি সকল মিস্রীয় লোকের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। ১২ তথাপি সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, এবং সে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিল না।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে উঠিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে এই কথা কহ, ইব্রিদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে

ছাড়িয়া দেও; [১৪] নতুবা এই বার আমি তোমার প্রাণের বিরুদ্ধে এবং তোমার দাসগণের ও প্রজাদের মধ্যে আমার সর্ব্বপ্রকার দণ্ডাঘাত প্রেরণ করিব; তাহাতে সমস্ত পৃথিবীতে আমার তুল্য কেহ নাই, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। [১৫] কেননা এত দিনে আমি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মহামারীদ্বারা তোমাকে ও তোমার প্রজাদিগকে হনন করিতে পারিতাম; তাহা করিলে তুমি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইতা। [১৬] কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি, তোমাতে আমার প্রভাব দেখাইব ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন নাম কীর্ত্তিত করিব বলিয়া তন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন করিয়া রাখিলাম। [১৭] এখনও তুমি আমার প্রজাগণের প্রতি অভিমান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত আছ। [১৮] দেখ, মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাদৃশ কখনো হয় নাই, এমত অতিশয় ভারি শিলাবৃষ্টি আমি কল্য এই সময়ে বর্ষাইব। [১৯] অতএব তুমি এখন লোক প্রেরণ করিয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু প্রভৃতি যাহা২ আছে, তাহা একত্র কর; কেননা যে মনুষ্য ও পশু গৃহমধ্যে আনীত না হইয়া ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হইলে তাহারা মরিবে। [২০] তখন ফরৌণের দাসগণের মধ্যে যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে ভীত ছিল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুগণকে গৃহমধ্যে আনিল। [২১] কিন্তু যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে অমনোযোগী, সে আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে ত্যাগ করিল।

[২২] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিগে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে মিসরদেশের সর্ব্বত্র ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু ও তৃণ সকলের উপরে শিলাবৃষ্টি হইবে। [২৩] পরে মোশি আপন যষ্টি আকাশের দিগে বিস্তার করিলে সদাপ্রভু মেঘগর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি করিলেন, এবং অগ্নি ভূমির উপরে বেগে গমন করিল; এই রূপে সদাপ্রভু মিসরদেশে শিলাবৃষ্টি করিলেন। [২৪] তাহাতে শিলার সহিত মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হওয়াতে তাহা অতি দুঃসহ হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসরদেশে রাজ্য স্থাপনাবধি কখনো হয় নাই। [২৫] তাহাতে সমস্ত মিসরদেশের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলেই শিলাদ্বারা হত হইল, ও ক্ষেত্রের সকল তৃণ শিলাবৃষ্টিদ্বারা নষ্ট হইল, ও ক্ষেত্রের সকল বৃক্ষ ভগ্ন হইল। [২৬] কেবল ইস্রায়েলের সন্তানদের বাসস্থান গোশন্ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।

[২৭] পরে ফরৌণ লোক প্রেরণ করিয়া মোশিকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, এই বার আমি পাপ করিলাম; সদাপ্রভু ধার্ম্মিক, কিন্তু আমি ও আমার প্রজারা দোষী। [২৮] তোমরা সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। অধিক দেবগর্জ্জনে ও শিলাবৃষ্টিতে কি প্রয়োজন? আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব, তোমাদের আর বিলম্ব হইবে না। [২৯] তখন মোশি তাহাকে কহিল, আমি নগরহইতে নির্গমনকালে সদাপ্রভুর প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে না; এবং পৃথিবী যে সদাপ্রভুর তাহা তুমি জ্ঞাত হইবা। [৩০] কিন্তু আমি জানি, তুমি ও তোমার দাসগণ তোমরা এখনও সদাপ্রভু ঈশ্বরহইতে ভীত নও। [৩১] তৎকালে মসিনা ও যব সকলি নষ্ট হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মসিনা পুষ্পিত ছিল। [৩২] কিন্তু গোম ও জনরা বড় না হওয়াতে নষ্ট হইল না। [৩৩] পরে মোশি ফরৌণের নিকটহইতে নগরের বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে মেঘগর্জ্জন ও শিলাপতন নিবৃত্ত হইল, এবং ভূমিতে আর জলধারা বর্ষিল না। [৩৪] তখন বৃষ্টি ও শিলাপাত ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফরৌণ আরো পাপ করিল, ফলতঃ সে ও তাহার দাসগণ আপন২ হৃদয় কঠিন করিল। [৩৫] এবং মোশিদ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হওয়াতে সে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে যাইতে দিল না।

১০ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাও; কেননা আমি ফরৌণের ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী করিলাম; [ইহার আশয় এই] যে আমি এই [লোকদের] মধ্যে আপনার এই সকল অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিব, [২] এবং আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা২ করিয়াছি, ও তাহাদের মধ্যে আমার অভিজ্ঞানরূপে যে২ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত যে তুমি আপন পুত্রের ও পৌত্রের কর্ণগোচরে কহিবা, এবং আমি যে সদাপ্রভু, ইহা জ্ঞাত হইবা। [৩] তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া কহিল, ইব্রিদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, তুমি আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অসম্মত থাকিবা? আমার আরাধনা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। [৪] কিন্তু যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য তোমার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। [৫] তাহারা ভূমির পৃষ্ঠ এমত আচ্ছন্ন করিবে যে কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না; এবং শিলাবৃষ্টিহইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা তাহারা খাইবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন তোমাদের বৃক্ষ সকলও খাইবে। [৬] এবং তাহাদ্বারা তোমার গৃহ ও তোমার দাসগণের গৃহ ও সকল মিস্রীয় লোকের গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; এই দেশে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখন তদ্রূপ দেখা যায় নাই। তখন মোশি মুখ ফিরাইয়া ফরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।

[৭] পরে ফরৌণের দাসগণ তাহাকে কহিল, এ ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদস্বরূপ থাকিবে?

এই লোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করণার্থে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও; মিসরদেশ নষ্ট হইল, হহা কি আপনি এখনও বুঝেন না? [৮] তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হইলে সে তাহাদিগকে কহিল, যাও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা কর; কিন্তু কে ২ যাইবা? [৯] তাহাতে মোশি কহিল, আমরা আবাল বৃদ্ধ সকলে যাইব, আপন ২ পুত্র কন্যাগণ এবং গোমেষাদি পালকেও সঙ্গে লইয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আমাদের উৎসব করিতে হইবে। [১০] তখন ফরৌণ তাহাদিগকে কহিল, হাঁ, সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হউন! আমি না কি তোমাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে ছাড়িয়া দিব? দেখ, অনিষ্ট [কর্ম্ম করা] তোমাদের অভিপ্রায়। [১১] তাহা হইবে না; তোমাদের পুরুষেরা গিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা করুক; কারণ তোমরা ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলা। পরে তাহারা ফরৌণের সম্মুখহইতে দূরীকৃত হইল।

[১২] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মিসরদেশের উপরে পঙ্গপালার্থে আপন হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা মিসরদেশে আসিয়া শিলাবৃষ্টিহইতে অবশিষ্ট ভূমির তৃণাদি সকল খাইবে। [১৩] তখন মোশি মিসরদেশের উপরে আপন যষ্টি বিস্তার করিলে ঐ সমস্ত দিবারাত্রি সদাপ্রভু দেশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন; পরে প্রাতঃকাল হইলে পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা পঙ্গপাল উপনীত হইল। [১৪] তাহাতে সমুদয় মিসরদেশের উপরে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত হইল; মিসরের সমস্ত সীমাতে পঙ্গপাল পড়িল। তাহা অত্যন্ত ভয়ানক ছিল; তদ্রূপ পঙ্গপাল পূর্ব্বে কখনো হয় নাই, এবং পরেও কখনো হইবে না। [১৫] তাহারা সমস্ত ভূমির পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিল, ও তাহাদের দ্বারা দেশ অন্ধকারাবৃত হইল, এবং ভূমির যে তৃণ ও বৃক্ষাদির যে ফল শিলাবৃষ্টিহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা খাইয়া ফেলিল; তাহাতে সমস্ত মিসরদেশে বৃক্ষ ও ক্ষেত্রের তৃণ প্রভৃতি হরিদ্বর্ণ কিছুই রহিল না।

[১৬] তখন ফরৌণ সত্বরে মোশিকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। [১৭] বিনয় করি, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা করিয়া আমাহইতে এই কালস্বরূপকে দূর করিতে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। [১৮] তাহাতে সে ফরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিলে [১৯] সদাপ্রভু অতি প্রবল পশ্চিম বায়ু আনাইলেন; তাহা দেশহইতে পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া লইয়া সূফ্ সাগরে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে মিসরের সমস্ত সীমাতে একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। [২০] কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, এবং সে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

[২১] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মিসরদেশে অন্ধকার হইবে, ও সেই অন্ধকার স্পর্শনীয় হইবে। [২২] পরে মোশি আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত মিসরদেশের সর্ব্বত্র এমত গাঢ় অন্ধকার হইল, যে এক জন অন্য জনকে দেখিতে পাইল না, [২৩] ও তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ আপন স্থানহইতে উঠিল না; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তান সকলের নিমিত্তে তাহাদের সকল বাসস্থানে আলো ছিল।

[২৪] তখন ফরৌণ মোশিকে ডাকাইয়া কহিল, যাও, সদাপ্রভুর আরাধনা কর; কেবল তোমাদের মেষগবাদি পাল রাখা যাউক; তোমাদের বালকগণও তোমাদের সঙ্গে যাউক। [২৫] তাহাতে মোশি কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে বলি ও হোমদ্রব্য উৎসর্গ করিব, তাহাও আমাদের হস্তে সমর্পণ করা তোমার উচিত। [২৬] আমাদের সহিত আমাদের পশুগণও যাইবে, এক খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনার্থে তাহাদের মধ্যহইতে বলি লইতে হইবে, এবং কি ২ দিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা করিব, তাহা সে স্থানে উপস্থিত না হইলে আমরা জানিতে পারি না। [২৭] কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, এবং সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। [২৮] অতএব ফরৌণ তাহাকে কহিল, আমার সম্মুখহইতে দূর হও; সাবধান, আমার মুখ আর কখনো দেখিও না; কেননা যে দিনে আমার মুখ দেখিবা, সেই দিনে মরিবা। [২৯] তাহাতে মোশি কহিল, ভাল কহিলা, আমি তোমার মুখ আর কখন দেখিব না।

১১ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু মোশিকে কহিয়াছিলেন, আমি ফরৌণের ও মিসরের উপরে আর এক উৎপাত আনিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে এ স্থানহইতে ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দেওন সময়ে তোমাদিগকে নিতান্ত তাড়াইয়া দিবে। [২] অতএব এখন লোকদের কর্ণগোচরে কহ, প্রত্যেক পুরুষ আপন ২ প্রতিবাসিহইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন ২ প্রতিবাসিনীহইতে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার চাহুক। [৩] আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন, এবং মিসরদেশে মোশি ফরৌণের দাসদের ও প্রজাদের দৃষ্টিতে অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিল।

[৪] অপর মোশি কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মিসরের মধ্য দিয়া গমন করিব। [৫] তাহাতে সিংহাসনাসীন

ফরৌণের প্রথমজাত অবধি যাঁতা পেষনকারিনী দাসীর প্রথমজাত পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থিত সকল প্রথমজাত মরিবে, এবং পশুদেরও সকল প্রথমজাত মরিবে। [৬] এবং যাদৃশ কখন হয় নাই ও হইবে না, সমস্ত মিসরদেশে এমত মহাক্রন্দন হইবে। [৭] কিন্তু সদাপ্রভু মিস্রীয় লোকেতে ও ইস্রায়েল্ লোকেতে প্রভেদ করেন, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে সমস্ত ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে মনুষ্যের কিম্বা পশুর প্রতি এক কুক্কুরও জিহ্বা দোলাইবে না। [৮] তাহাতে তোমার এই সকল দাসেরা আমার নিকটে নামিয়া আসিবে, ও প্রণিপাত করিয়া আমাকে কহিবে, তুমি ও তোমার অনুগত সকল প্রজা বাহির হও; পরে আমি বাহির হইব। তাহার পর সে মহাক্রুদ্ধ ফরৌণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।

[৯] সদাপ্রভু মোশিকে কহিয়াছিলেন, আমি যেন মিসরদেশে আপনার অদ্ভুত লক্ষণ বহুসংখ্যক করি, তজ্জন্য ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না। [১০] অতএব মোশি ও হারোণ ফরৌণের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিল; তথাপি সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করাতে সে আপন দেশহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

১২ অধ্যায়।

[১] অপর মিসরদেশে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] এই মাস তোমাদের প্রধান মাস ও বৎসরের সকল মাসের মধ্যে প্রথম হইবে।

[৩] তোমরা ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীকে এই কথা কহ, এই মাসের দশম দিনে তোমাদের পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ এক ২ বাটীর কারণ এক ২ মেষশাবক লইবে। [৪] আর মেষ ভোজন করিতে যদি কাহারো পরিজন অল্প হয়, তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তি প্রতিবাসী প্রাণিগণের সংখ্যানুসারে এক মেষশাবককে লইবে; তোমরা এক ২ জনের ভোজনশক্ত্যনুসারে মেষশাবকের বিষয়ে গণনা করিবা। [৫] তোমরা মেষপালের কিম্বা ছাগপালের মধ্যহইতে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ পুংশাবক লইয়া [৬] এই মাসের চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিবা। পরে ইস্রায়েলের মণ্ডলীর সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালে সেই শাবককে হনন করিবে। [৭] এবং [লোকেরা] তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইবে, এবং যে ২ গৃহমধ্যে মেষ ভোজন করিবে, সেই ২ গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও কপালীতে লেপিয়া দিবে। [৮] অপর সেই রাত্রিতে তাহার মাংস ভোজন করিবে; অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত তাহা ভোজন করিবে। [৯] তোমরা তাহার মাংস অপক্ক কিম্বা জলে সিদ্ধ ভোজন করিও না, কিন্তু তাহার মুণ্ড ও জংঘা ও শরীর সর্ব্বশুদ্ধ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভোজন করিও। [১০] এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই রাখিও না; যদি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিও।

[১১] আর তোমরা এই রূপে তাহা ভোজন করিবা, ফলতঃ কটিবন্ধন করিয়া চরণে পাদুকা দিয়া হস্তে যষ্টি লইয়া ত্বরান্বিত হইয়া তাহা ভোজন করিবা; ইহা সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব। [১২] কেননা অদ্য রাত্রিতে আমি মিসরদেশের মধ্য দিয়া যাইয়া মিসরদেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর যাবতীয় প্রথমজাতকে নিহনন করিব, এবং মিস্রীয় তাবৎ দেবের বিচার করিয়া দণ্ড করিব; আমিই সদাপ্রভু। [১৩] অতএব তোমরা যে ২ গৃহে থাক, ঐ রক্ত অভিজ্ঞানস্বরূপে সেই ২ গৃহের উপরে থাকিবে; তাহাতে আমি যে সময়ে মিসরদেশের দণ্ড করিব, তৎকালে সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারক আঘাত তোমাদের প্রতি ঘটিবে না। [১৪] আর এই দিবস তোমাদের স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা এই দিনকে সদাপ্রভুর উৎসব বলিয়া পালন করিবা; পুরুষানুক্রমে অনন্তকালীন বিধিমতে এই উৎসব পালন করিবা। [১৫] তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা, বিশেষতঃ প্রথম দিনে আপন ২ গৃহহইতে তাড়ী দূর করিবা, কেননা যে জন প্রথম দিনাবধি সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য খাইবে, সে ইস্রায়েল্‌হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [১৬] আর প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সেই দুই দিনে প্রত্যেক প্রাণির খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম করিবা না, কেবল সেই কর্ম্ম করিতে পারিবা। [১৭] এই রূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব পালন করিবা, কেননা এই দিনে আমি তোমাদের বাহিনীদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে অনন্তকালীন বিধিমতে এই দিন পালন করিও।

[১৮] তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালাবধি একবিংশ দিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও। [১৯] সপ্তাহ পর্য্যন্ত তোমাদের গৃহে তাড়ীর লেশ না থাকুক; কেননা কি বিদেশী কি স্বদেশী যে কোন প্রাণী ইহাতে তাড়ীমিশ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েলের মণ্ডলীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [২০] তোমরা তাড়ীযুক্ত কোন দ্রব্য খাইও না, তোমরা আপন২ সমস্ত বাসস্থানে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও।

[২১] তখন মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে এক ২ মেষশাবক বাহির করিয়া লইয়া নিস্তারপর্ব্বীয় বলি হনন কর। [২২] এবং এক আটি এসোব্ লইয়া ডাবরে স্থিত রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে ডাবরে স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লেপিয়া দেও, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা

কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইও না। [২৩] কেননা সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিতে তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তাহাতে দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে ঐ রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না। [২৪] এবং তোমরা ও যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানেরা বিধি বলিয়া এই রীতি পালন করিবা। [২৫] এবং সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সে দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবা, তৎকালেও এই উপাসনা পালন করিবা। [২৬] এবং তোমাদের এই উপাসনার তাৎপর্য্য কি? তোমাদের সন্তানগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কহিবা, [২৭] ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্বীয় বলিদান, কেননা মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিসরে প্রবাসি ইস্রায়েলের সন্তানদের গৃহ সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়া আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন লোকেরা মস্তক নমন পূর্ব্বক প্রণিপাত করিল। [২৮] পরে ইস্রায়েলের সন্তানেরা যাইয়া মোশির ও হারোণের প্রতি সদাপ্রভুর আদেশানুসারে কর্ম্ম করিল।

[২৯] অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে সদাপ্রভু সিংহাসনাসীন ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থিত যাবতীয় প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন। [৩০] তাহাতে ফরৌণ ও তাহার দাসগণ প্রভৃতি সমস্ত মিস্রীয় লোক রাত্রিতে উঠিল, এবং মিসরে মহাক্রন্দন হইল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই, এমত ঘরই ছিল না।

[৩১] তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশিকে ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা উঠিয়া ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্যহইতে বাহির হও, তোমাদের বাক্যানুসারে সদাপ্রভুর আরাধনা করিতে যাত্রা কর। [৩২] এবং তোমাদের বাক্যানুসারে মেষপাল ও গবাদি পাল সকলকে সঙ্গে লইয়া চল, এবং আমাকেও আশীর্ব্বাদ কর। [৩৩] তখন লোকদিগকে শীঘ্র দেশহইতে বিদায় করণার্থে মিস্রীয়েরা ব্যগ্র হইল, কেননা তাহারা কহিল, আমরা সকলে মৃত্যুর পাত্র। [৩৪] তাহাতে ময়দার তাল মাতিয়া উঠিবার পূর্ব্বে লোকেরা তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন ২ বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে করিল। [৩৫] এবং ইস্রায়েলের সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে মিস্রীয়দের কাছে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিলে [৩৬] সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করাতে তাহারা তাহাদের যাচ্ঞানুসারে তাহাদিগকে দিল। এই রূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।

[৩৭] তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা বালক ছাড়া ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ্‌হইতে সুক্কোতে যাত্রা করিল। [৩৮] এবং তাহাদের সহিত মিশ্রিত লোকদের মহাজনতা ও মেষগবাদি অনেক ২ পশু প্রস্থান করিল। [৩৯] পরে তাহারা মিসরহইতে আনীত ছানা ময়দার তালেতে তেজঃশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিল, কেননা তাহা মাতে নাই, কারণ তাহারা মিসরহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সুতরাং বিলম্ব করিতে না পারাতে আপনাদের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করা তাহাদের সাধ্য ছিল না।

[৪০] ইস্রায়েলের সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মিসর দেশে বসতি করিয়াছিল। [৪১] সেই চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে ঐ দিনে সদাপ্রভুর বাহিনী সকল মিসরহইতে বাহির হইল। [৪২] ইহা মিসরদেশহইতে তাহাদের বাহির করণ হেতু সদাপ্রভুর রক্ষারাত্রি; ইস্রায়েলের সকল সন্তানদের পুরুষানুক্রমে এই রাত্রি রক্ষা বলিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের পালনীয়।

[৪৩] অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, নিস্তারপর্ব্বীয় [বলির] এই বিধি; অন্যবংশীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না। [৪৪] কিন্তু রূপ্যদ্বারা ক্রীত প্রত্যেক পুরুষদাস যদি ছিন্নত্বক্‌ হয়, তবে খাইতে পারে; [৪৫] নতুবা বিদেশী কিম্বা বেতনজীবী তাহা খাইতে পারিবে না। [৪৬] তোমরা এক গৃহমধ্যে তাহা ভোজন করিও; সেই মাংসের কিঞ্চিৎও গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না; ও তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও না। [৪৭] ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী এই পর্ব্ব করিবে। [৪৮] এবং তোমার সহিত প্রবাসি কোন বিদেশি লোক যদি সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজ পুরুষ পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক্‌ হইয়া পর্ব্ব করণার্থে আগমন করুক, তাহাতে সে দেশজাত লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্‌ কোন লোক তাহা ভোজন না করুক। [৪৯] দেশজাত লোকের প্রতি ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশীয় লোকের প্রতি একই বিধি হইবে। [৫০] তাহাতে ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান সেই রূপ করিল, অর্থাৎ মোশির ও হারোণের প্রতি সদাপ্রভুর যে আজ্ঞা ছিল, তদনুসারেই করিল। [৫১] এই রূপে সদাপ্রভু সেই দিনে সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, যাবতীয় গর্ভাশয়ের উদ্ঘাটক প্রথমজাত গর্ভফল সকল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; তাহা আমারই।

[৩] অনন্তর মোশি লোকদিগকে কহিল, এই দিন

স্মরণে রাখিও, যেহেতুক এই দিনে তোমরা দাসগৃহস্বরূপ মিসরহইতে বহির্গত হইলা, আর সদাপ্রভু বাহুবলদ্বারা তথাহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন; ইহাতে তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য খাওয়া যাইবে না। ৪ আবীব্ মাসের এই দিনে তোমরা বাহির হইলা। ৫ আর কনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদের যে দেশ তোমাকে দিতে সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে যখন তিনি তোমাকে আনিবেন, তখনও তুমি এই মাসে এই আরাধনার কার্য্য অনুষ্ঠান করিবা। ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী খাইও ও সপ্তম দিনে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব করিও। ৭ সেই সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটীর ভোজন হউক, এবং তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য দৃষ্ট না হউক, তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট না হউক। ৮ সেই দিনে তুমি আপন পুত্রকে ইহা জ্ঞাত করিও, মিসরহইতে আমার বাহির হওন সময়ে সদাপ্রভু আমার প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহার স্মরণার্থে ইহা হয়। ৯ এবং ইহা অভিজ্ঞানস্বরূপে তোমার হস্তে ও স্মরণের উপায়স্বরূপে তোমার নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানে থাকিবে; তাহাতে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকিবে, কেননা সদাপ্রভু পরাক্রমি হস্তদ্বারা মিসরহইতে তোমাকে বাহির করিলেন। ১০ অতএব তুমি প্রতিবৎসর তাহার ঋতুতে এই বিধি পালন করিবা।

১১ সদাপ্রভু তোমার কাছে ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে যখন কনানীয়দের দেশে প্রবেশ করাইয়া তোমাকে তাহা দিবেন, ১২ তৎকালে তুমি গর্ব্ভাশয়ের উদ্ঘাটক যাবতীয় গর্ব্ভফল সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিবা; এবং তোমার পশুগণেরও গর্ব্ভাশয়োদ্ঘাটক সকল গর্ভফলের মধ্যে পুংসন্তান সদাপ্রভুর হইবে। ১৩ এবং গর্ব্ভাশয়োদ্ঘাটক গর্দ্দভ সকলের নিষ্ক্রয়ার্থে তাহার পরিবর্ত্তে মেষশাবক দিবা; যদি নিষ্ক্রয় না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা; কিন্তু মনুষ্য হইলে তোমার পুংসন্তান সকলের নিষ্ক্রয় করিতে হইবে।

১৪ পরে তোমার পুত্র ভাবিকালে, এ কি? ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কহিবা, সদাপ্রভু বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে দাসগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে বাহির করিলেন। ১৫ তৎকালে ফরৌণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার [অনিচ্ছাতে] নিষ্ঠুর হইলে সদাপ্রভু মিসরদেশে যাবতীয় প্রথমজাত সন্তানকে অর্থাৎ মনুষ্যের ও পশুর প্রথমজাত সন্তান সকলকে বধ করিলেন, এই নিমিত্তে আমি গর্ব্ভাশয়োদ্ঘাটক পুংসন্তান সকলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে নিষ্ক্রয় করি। ১৬ ইহা অভিজ্ঞানস্বরূপে তোমার হস্তে ও ভূষণস্বরূপে তোমার নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানে থাকিবে, কেননা সদাপ্রভু বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৭ অপর ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে পলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া যে সোজা পথ, ঈশ্বর সেই পথে তাহাদিগকে গমন করাইলেন না, কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়। ১৮ অতএব ঈশ্বর লোকদিগকে সূফসাগরের প্রান্তরগামি বক্র পথে গমন করাইলেন; আর ইস্রায়েলের সন্তানেরা সুশৃঙ্খলমতে মিসরহইতে যাত্রা করিল। ১৯ অপিচ মোশি যোষেফের অস্থি আপন সঙ্গে লইল, কেননা সে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে শক্ত দিব্য করাইয়া কহিয়াছিল, ঈশ্বর অবশ্য তোমাদের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তৎকালে তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থানহইতে লইয়া যাইবা।

২০ পরে তাহারা সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের ধারে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। ২১ এবং সদাপ্রভু দিবাতে পথ প্রদর্শনার্থ মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থ অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে ২ গমন করিতে লাগিলেন; এই রূপে তিনি দিবারাত্রি তাহাদিগকে গমন করাইতেন। ২২ তিনি লোকদের সম্মুখহইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর করিতেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে কহ, তোমরা ফিরিয়া পীহহীরোতের অগ্রে মিগ্দোলের ও সমুদ্রের মধ্যে শিবির স্থাপন কর; তোমরা বাল্সফোনের অগ্রে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে সমুদ্রের নিকটে শিবির স্থাপন কর। ৩ তাহাতে ফরৌণ ইস্রায়েলের সন্তানদের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের মধ্যে বদ্ধ হইল, প্রান্তর তাহাদের পথ রুদ্ধ করিল। ৪ এবং আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, তাহাতে সে তোমাদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইবে, এবং আমি ফরৌণ ও তাহার সকল সৈন্যদ্বারা সম্ভ্রম পাইব; আর আমিই সদাপ্রভু, ইহা মিস্রীয়েরা জ্ঞাত হইবে। তখন তাহারা সেই রূপ করিল।

৫ পরে লোকেরা পলাইয়াছে, এই সংবাদ মিস্রীয় রাজাকে জ্ঞাত করিলে লোকদের বিষয়ে ফরৌণ ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ বিকারপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা এ কেমন কর্ম্ম করিলাম? আমাদের দাসত্বহইতে ইস্রায়েল্কে কেন ছাড়িয়া দিলাম? ৬ তখন রাজা আপন রথ প্রস্তুত করাইল, ও আপন প্রজাদিগকে সঙ্গে লইল। ৭ এবং মনোনীত ছয় শত রথ প্রভৃতি মিসরের সমস্ত রথ ও প্রত্যেক রথে যোদ্ধৃগণ লইল। ৮ এবং সদাপ্রভু মিস্রীয় রাজা ফরৌণের

হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েলের সন্তানদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল ; তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা ঊর্দ্ধহস্তে নিষ্ক্রমণ করিতেছিল। ৯ এবং মিস্রীয়েরা অর্থাৎ ফরৌণের সকল অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ় প্রভৃতি সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইতেছিল ; পরে উহারা বাল্‌সফোনের সম্মুখে পীহহীরোতের নিকটে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করিলে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।

১০ ফরৌণ নিকটবর্ত্তী হইলে যখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা চক্ষু তুলিয়া আপনাদের পশ্চাৎ২ আগমনকারি মিস্রীয়দিগকে দেখিল, তখন অতিশয় ভীত হইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানেরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল। ১১ এবং মোশিকে কহিল, মিসরে কবর নাই বলিয়া তুমি কি প্রান্তরমধ্যে প্রাণত্যাগ করাইতে আমাদিগকে লইয়া আইলা ? তুমি আমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আমাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করিলা ? ১২ আমরা কি মিসরদেশে তোমাকে এই কথা কহি নাই, আমাদিগকে থাকিতে দেও, আমরা মিস্রীয়দের দাস্যকর্ম্ম করি, কেননা প্রান্তরে মরণাপেক্ষা মিস্রীয়দের দাস হওয়া আমাদের মঙ্গল ?

১৩ পরে মোশি লোকদিগকে কহিল, ভয় করিও না, সকলে ব্যবস্থিত হও ; সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন তাহা দেখ। কেননা এই যে মিস্রীয়দিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে অনন্তকালেও আর কখনো দেখিবা না। ১৪ সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা মৌনী রহিবা।

১৫ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আমার কাছে কেন ক্রন্দন করিতেছ ? ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে অগ্রসর হইতে বল। ১৬ এবং তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা দুই ভাগ কর ; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে। ১৭ এবং দেখ, আমিই মিস্রীয়দের হৃদয় কঠিন করিব, তাহাতে তাহারা ইহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে, এবং আমি ফরৌণের ও তাহার সকল সৈন্যের ও রথের ও অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইব। ১৮ এবং ফরৌণ ও তাহার রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণদ্বারা আমার সম্ভ্রমপ্রাপ্তি হইলে আমিই যে সদাপ্রভু, ইহা মিস্রীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

১৯ তখন ইস্রায়েলীয় সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের দূত স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্রহইতে স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া ২০ মিস্রীয় ও ইস্রায়েলীয় উভয় সৈন্যের মধ্যে থাকিয়া একের প্রতি মেঘ ও অন্ধকারস্বরূপ হইল, কিন্তু অন্যের প্রতি রাত্রিকে আলোকময় করিল ; এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রি এক দল অন্য দলের নিকটে আসিতে পারিল না।

২১ পরে মোশি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা সমুদ্রের ক্ষোভ জন্মাইয়া তাহা শুষ্ক করিলেন, তাহাতে জল দুই ভাগ হইল। ২২ এবং ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল।

২৩ পরে মিস্রীয়েরা অর্থাৎ ফরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গণ সকলে ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। ২৪ কিন্তু রাত্রির শেষপ্রহরে সদাপ্রভু অগ্নি ও মেঘস্তম্ভে থাকিয়া মিস্রীয়দের সৈন্য অবলোকন করিলেন, ও মিস্রীয়দের সৈন্যকে অস্তব্যস্ত করিলেন, ২৫ এবং তাহাদের রথের চক্র সরাইলেন ; তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল ; তখন মিস্রীয় লোকেরা কহিল, আইস আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে পলায়ন করি, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের পক্ষ হইয়া মিস্রীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।

২৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর ; তাহাতে মিস্রীয়দের উপরে ও তাহাদের রথের উপরে ও অশ্বারূঢ়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। ২৭ তখন মোশি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করাতে প্রাতঃকাল হইলে সমুদ্র পুনরায় সমান হইল ; তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার অভিমুখে পলায়ন করিলে সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিলেন। ২৮ এবং জল পরাবৃত্ত হইয়া তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। ২৯ কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। ৩০ এই রূপে সেই দিনে সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল্‌কে নিস্তার করিলেন, ও ইস্রায়েল্ মিস্রীয়দিগকে সমুদ্রের ধারে মৃত দেখিল। ৩১ এবং সদাপ্রভুর হস্ত মিস্রীয়দের প্রতি এই যে মহৎকর্ম্ম করিল, ইস্রায়েল্ তাহা দেখিল ; তাহাতে লোকেরা সদাপ্রভুর প্রতি ভয় করিয়া সদাপ্রভুতে ও তাঁহার দাস মোশিতে বিশ্বাস করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ তখন মোশি ও ইস্রায়েলের সন্তানেরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীত গান করিল ; যথা, আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করি ; কেননা তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, তিনি অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। ২ সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ, এবং তিনি আমার পরিত্রাতা হইলেন ; তিনিই আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা করিব ; তিনি আমার পৈতৃক

ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব। [৩] সদাপ্রভু যুদ্ধবীর; যিহোবাঃ এই তাঁহার নাম। [৪] তিনি ফরৌণের রথ ও সৈন্যগণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; এবং তাহার মনোনীত রথিগণ সূফ্সাগরে নিমগ্ন হইল। [৫] বারিরাশি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; প্রস্তরের ন্যায় তাহারা অগাধ জলে তলাইয়া গেল। [৬] হে সদাপ্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলেতে গৌরবান্বিত; হে সদাপ্রভো, তোমার দক্ষিণ হস্ত শত্রুচূর্ণকারী। [৭] তুমি আপন উৎকৃষ্ট মহিমাতে আপনার প্রতিরোধিদিগকে নিপাত করিয়া থাক; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। [৮] তোমার নাসিকার নিশ্বাসদ্বারা জল রাশীকৃত হইল; স্রোত সকল সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল; সমুদ্রের মধ্যস্থলে বারিরাশি গাঢ় হইয়া গেল। [৯] শত্রু কহিয়াছিল, আমি পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া উহাদিগকে ধরিব; লুটিত দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইব; উহাদিগেতে আমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। আমি খড়্গ নিষ্কোষ করিব, আমার হস্ত উহাদিগকে অকিঞ্চন করিবে। [১০] তুমি আপন নিশ্বাসদ্বারা ফূৎকার করিলা, তাহাতে সমুদ্র তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; তাহারা ভয়ার্হ জলে সীসার ন্যায় তলাইয়া গেল। [১১] হে সদাপ্রভো, দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য এবং কে বা তোমার ন্যায় পবিত্রতাতে আদরণীয়, প্রশংসাতে ভয়ার্হ, ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী? [১২] তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলা, তাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে গ্রাস করিল। [১৩] তুমি আপনার মোচিত প্রজাগণকে নিজ দয়াতে গমন করাইতেছ, নিজ পরাক্রমেতে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ। [১৪] ইহা শুনিয়া জাতি সকল কম্পান্বিত হইবে, ও পলেষ্টীয়ানিবাসিগন ব্যথাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। [১৫] তখন ইদোমের রাজগণ বিহ্বল থাকিবে; মোয়াবের বলবান্ লোকেরা কম্পগ্রস্ত হইবে; কনান্ নিবাসি সকলে গলিয়া যাইবে। [১৬] ত্রাস ও আশঙ্কা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে; তোমার বাহুবলদ্বারা তাহারা প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিবে। তাহাতে, হে সদাপ্রভো, তোমার প্রজাগন উত্তীর্ণ হইবে, তোমার ক্রীত প্রজাগন উত্তীর্ণ হইবে। [১৭] তুমি তাহাদিগকে আপন অধিকার পর্ব্বতে লইয়া গিয়া রোপণ করিবা; হে সদাপ্রভো, তথায় তুমি আপন নিবাসার্থ স্থান প্রস্তুত করিয়াছ; হে প্রভো, তথায় তোমার হস্ত ধর্ম্মধাম স্থাপন করিয়াছে। [১৮] সদাপ্রভু যুগানুক্রমে অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন। [১৯] কেননা ফরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গন সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে সদাপ্রভু সমুদ্রের জল তাহাদের উপরে ফিরাইয়া আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল।

[২০] পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম্ ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইল, এবং তাহার পশ্চাৎ ২ অন্য স্ত্রী সকল মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে ২ বাহির হইল। [২১] তখন মরিয়ম্ লোকদিগকে এই গান করিতে কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর; কেননা তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, তিনি অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

[২২] অনন্তর মোশি ইস্রায়েল্কে সূফ্সাগরহইতে যাত্রা করাইল, তাহাতে তাহারা শূর প্রান্তরের দিগে গমন করিল; তিন দিন প্রান্তরে যাইতে ২ জল পাইল না।

[২৩] পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু তিক্ততা প্রযুক্ত মারার জল পান করিতে পারিল না; এই জন্যে তাহার নাম মারা [তিক্ততা] রাখিল। [২৪] তখন লোকেরা মোশির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব? [২৫] তাহাতে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলে সদাপ্রভু তাহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ দেখাইলেন; সে তাহা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট হইল। সেই স্থানে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্তে বিধি ও শাসন নিরূপণ করিলেন, এবং তাহার পরীক্ষা লইয়া কহিলেন, [২৬] তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, ও তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর, ও তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিস্রীয় লোকদিগকে যে সকল রোগেতে আক্রান্ত করিলাম, তাহা তোমাকে আক্রমণ করিতে দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।

[২৭] পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত হইল; সে স্থানে জলের বারো উনুই ও সত্তর খর্জ্জূরবৃক্ষ ছিল, তাহাতে তাহারা সেই স্থানে জলের নিকটে শিবির স্থাপন করিল।

১৬ অধ্যায়।

[১] অপর তাহারা এলীমহইতে যাত্রা করিল; তাহাতে মিসরদেশ ত্যাগ করণের পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী এলীমের ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তি সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত হইল। [২] তখন ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে প্রান্তরে বচসা করিল। [৩] ফলতঃ ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাহাদিগকে কহিল, হায় ২, আমরা মিসরদেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের স্থালীর নিকটে বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিতাম, কিন্তু তোমরা ক্ষুধাদ্বারা এই সমস্ত সমাজকে বধ করণার্থে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিলা।

[৪] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্তে স্বর্গহইতে খাদ্য দ্রব্য

বর্ষণ করিব, তাহাতে লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের নিরূপিত পরিমাণানুসারে খাদ্য কুড়াইবে; তাহারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কি না, আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লইব। [৫] ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা প্রস্তুত করিলে দিন ২ যাহা কুড়ায়, তাহার দ্বিগুণ হইবে। [৬] পরে মোশি ও হারোণ ইস্রায়েলের সকল সন্তানগণকে কহিল, সদাপ্রভু যে তোমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিলেন, ইহা তোমরা সায়ংকালে জ্ঞাত হইবা। [৭] এবং প্রাতঃকালে তোমরা সদাপ্রভুর প্রতাপ দেখিতে পাইবা, কেননা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন। আমরা কে, যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বচসা কর? [৮] পরে মোশি কহিল, সদাপ্রভু সায়ংকালে ভোজনার্থে তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন দিবেন; সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমাদের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন; আমরাই কে? আমাদের বিপরীতে নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর বিপরীতে তোমাদের বচসা হয়।

[৯] অপর মোশি হারোণকে কহিল, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে বল, তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হও; কেননা তিনি তোমাদের বচসা শুনিলেন। [১০] অনন্তর হারোণ ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে ইহা কহিতেছিল, ইত্যবসরে তাহারা প্রান্তরের দিগে মুখ ফিরাইলে মেঘস্তম্ভের মধ্যে সদাপ্রভুর প্রতাপ দৃষ্ট হইল।

[১১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১২] আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের বচসা শুনিলাম। তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা সায়ংকালে মাংস ভোজন করিবা, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবা, তাহাতে আমি যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাহা জ্ঞাত হইবা। [১৩] পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষিগণ উড়িয়া আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চতুর্দ্দিগে শিশির পড়িল। [১৪] পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল।

[১৫] তাহা দেখিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ পরস্পর কহিল, মান্ হু? [উহা কি?] কেননা তাহা কি, তাহা তাহারা জানিল না। তখন মোশি কহিল, উহা তোমাদের আহারার্থে সদাপ্রভু কর্তৃক দত্ত অন্ন। [১৬] উহারই উপলক্ষ্যে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন; তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ ভোজনশক্তি বুঝিয়া তাহা কুড়াও; তোমাদের প্রত্যেক জন আপন ২ তাম্বুতে স্থিত প্রাণিদের সংখ্যানুসারে এক ২ জনের নিমিত্তে এক ২ ওমর পরিমাণে তাহা কুড়াউক। [১৭] তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানেরা সেই রূপ করিল; কেহ অধিক, ও কেহ অল্প কুড়াইল। [১৮] পরে ওমরেতে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত হইল না, এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অভাব হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ ভোজনশক্ত্যনুসারে কুড়াইয়াছিল। [১৯] পরে মোশি কহিল, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্যে ইহার কিছু রাখিও না। [২০] তথাপি কেহ ২ মোশির কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু ২ রাখিল; তাহাতে তন্মধ্যে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল, এবং মোশি তাহাদের উপরে ক্রোধ করিল। [২১] এই রূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন ২ ভোজনশক্ত্যনুসারে তাহা কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।

[২২] পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি জনের নিমিত্তে দুই ২ ওমর্ অন্ন কুড়াইল, তাহাতে মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিল। [২৩] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তাহাই কহিয়াছিলেন; কল্য বিশ্রামবার অর্থাৎ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রাম হইবে; তোমাদের যাহা ভাজিতে হয় তাহা ভাজ, ও যাহা পাক করিতে হয় তাহা পাক কর; এবং যাহা অতিরিক্ত তাহা প্রাতঃকালের জন্যে তুলিয়া রাখ। [২৪] তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না এবং কীটও জন্মিল না। [২৫] পরে মোশি কহিল, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার; অদ্য মাঠে তাহা পাইবা না। [২৬] তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবা, কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ বিশ্রামবারে তাহা মিলিবে না।

[২৭] তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ ২ তাহা কুড়াইতে বাহিরে গেল; কিন্তু কিছুই পাইল না। [২৮] তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবা? [২৯] দেখ, সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামদিন দিয়াছেন, এই হেতুক তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন; তোমরা প্রতি জন স্ব ২ স্থানে থাক; সপ্তম দিনে কেহ আপন স্থানহইতে বাহিরে না যাউক। [৩০] তখন লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। [৩১] এবং ইস্রায়েলের কুল ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল; তাহা ধন্যাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।

[৩২] পরে মোশি কহিল, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আপন পুরুষপরম্পরার জন্যে তাহার এক ওমর পরিমাণ তুলিয়া রাখিও, তাহাতে আমি তোমাদিগকে মিসরদেশহইতে আনয়নকালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন করাইলাম, তাহারা তাহা দেখিবে। [৩৩] তখন মোশি হারোণকে কহিল,

তুমি একটা পাত্র লইয়া পূর্ণ এক ওমর্ পরিমাণ মান্না সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখ; তাহা তোমাদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্তে রাখা যাইবে। ৩৪ তখন মোশিদ্বারা দত্ত সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সাক্ষ্য-সিন্দুকের নিকটে থাকিবার জন্যে হারোণ তাহা তুলিয়া রাখিল। ৩৫ ইস্রায়েলের সন্তানেরা যাবৎ নিবাসদেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই মান্না ভোজন করিত; কনান্ দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত তাহারা মান্না খাইত। ৩৬ এক ওমর্ ঐফার দশমাংশ।

১৭ অধ্যায়।

১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সকল উত্তরণস্থান দিয়া রফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু সে স্থানে লোকদের পানার্থ জল ছিল না। ২ অতএব লোকেরা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান করিব। তাহাতে মোশি তাহাদিগকে কহিল, কেন আমার সহিত বচসা কর? কেন সদাপ্রভুর পরীক্ষা লও? ৩ তখন লোকেরা সেই স্থানে জলপিপাসাতে ব্যাকুল হওয়াতে বচসা করিয়া মোশিকে কহিল, তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে তৃষ্ণাদ্বারা বধ করিতে মিসরহইতে কেন আনিলা? ৪ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমি এই লোকদের নিমিত্তে কি করিব? ক্ষণকালের মধ্যে ইহারা আমাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। ৫ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাহাদ্বারা নদীতে আঘাত করিয়াছিলা, তোমার সেই যষ্টি হস্তে লইয়া ইস্রায়েলের কতক প্রাচীনগণকে সঙ্গে করিয়া লোকদের অগ্রে যাও। ৬ দেখ, আমি হোরেবে ঐ শৈলের উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইব; তুমি ঐ শৈলে আঘাত করিলে তাহাহইতে জল নির্গত হইবে, তাহাতে লোকেরা তাহা পান করিবে। তখন মোশি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের দৃষ্টিতে সেই রূপ করিল। ৭ এবং সেই স্থানে ইস্রায়েলের সন্তানগণ বিবাদ করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে আছেন কি না? এই বাক্যদ্বারা সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিয়াছিল, বলিয়া সে সেই স্থানের নাম মঃসা ও মিরীবা [পরীক্ষা ও বিবাদ] রাখিল।

৮ ঐ সময়ে অমালেক্ আসিয়া রফীদীমে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৯ তাহাতে মোশি যিহোশূয়কে কহিল, তুমি আমাদের জন্যে লোক মনোনীত করিয়া লইয়া অমালেকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাও; কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। ১০ পরে যিহোশূয় অমালেকের সহিত যুদ্ধ করণ বিষয়ে মোশির আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল, এবং মোশি, হারোণ ও হূর্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিল। ১১ তাহাতে মোশি যত ক্ষণ আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া রাখে, তত ক্ষণ ইস্রায়েল্ জয়ী হয়, কিন্তু মোশি আপন হস্ত নামাইলে অমালেক্ জয়ী হয়। ১২ অতএব মোশির হস্ত ভারী হইলে উহারা এক প্রস্তর আনিয়া তাহার নীচে রাখিল, তখন মোশি তাহার উপরে বসিল, এবং হারোণ ও হূর্ এক জন এক দিগে ও অন্য জন অন্য দিগে তাহার হস্ত তুলিয়া ধরিল; তাহাতে সূর্য্য অস্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহার হস্ত স্থির থাকিল। ১৩ অতএব যিহোশূয় অমালেককে ও তাহার লোকদিগকে খড়্গদ্বারা ভূমিসাৎ করিল।

১৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লেখ, এবং যিহোশূয়ের কর্ণগোচর কর; ফলতঃ আমি আকাশের অধোহইতে অমালেকের স্মরণ লোপ করিব। ১৫ পরে মোশি এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার ধ্বজা] রাখিল। ১৬ এবং কহিল, সদাপ্রভুর ধ্বজাতে হস্ত [দিলাম,] পুরুষানুক্রমে অমালেকের সহিত সদাপ্রভুর যুদ্ধ হইবে।

১৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর ঈশ্বর মোশির পক্ষে ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পক্ষে এই ২ কর্ম্ম সকল করিয়াছেন, বিশেষতঃ সদাপ্রভু ইস্রায়েল্‌কে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এই ২ কথা মোশির শ্বশুর মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রো শুনিতে পাইল। ২ তখন মোশির শ্বশুর সেই যিথ্রো আপন গৃহে প্রেরিতা মোশির ভার্য্যা সিপ্পোরাকে ও তাহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইল। ৩ ঐ দুই পুত্রের মধ্যে একের নাম গের্শোম্ [এই স্থানে প্রবাসী], কেননা সে কহিয়াছিল, আমি পরদেশে প্রবাসী হইলাম। ৪ এবং অন্যের নাম ইলীয়েষর্ [ঈশ্বর সহকারী], কেননা সে কহিয়াছিল, আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহকারী হইয়া ফরৌণের খড়্গহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। ৫ পরে মোশির শ্বশুর যিথ্রো তাহার দুই পুত্র ও ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে মোশির নিকটে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে সে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে আইল। ৬ এবং মোশিকে জানাইল, তোমার শ্বশুর যিথ্রো আমি, এবং তোমার ভার্য্যা ও তাহার সহিত তাহার দুই পুত্র, আমরা তোমার নিকটে আইলাম।

৭ তখন মোশি আপন শ্বশুরের প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে গিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহাকে চুম্বন করিল, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে পর তাহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিল। ৮ পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের অনুরোধে ফরৌণের প্রতি ও

মিস্রীয়দের প্রতি যাহা২ করিয়াছিলেন, এবং পথে তাহাদের প্রতি যে২ ক্লেশ ঘটিয়াছিল, ও সদাপ্রভু যে প্রকারে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত মোশি আপন শ্বশুরকে কহিল। [৯] তাহাতে সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে যিথ্রো আহ্লাদিত হইল। [১০] এবং যিথ্রো কহিল, যিনি মিস্রীয়দের ও ফরৌণের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু ধন্য। তিনি মিস্রীয়দের অধীনতাহইতে [এই] লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। [১১] এখন আমি জানি, সকল দেবহইতে সদাপ্রভু মহান্; হাঁ, [মিস্রীয়েরা] যে বিষয়ে ইহাদের বিপক্ষে গর্ব্ব করিত, [সেই বিষয়ে তিনি মহান্]। [১২] পরে মোশির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম ও নৈবেদ্য করিল, এবং হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ আসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে মোশির শ্বশুরের সহিত আহার করিল।

[১৩] পরদিনে মোশি লোকদের বিচার করিতে বসিলে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত লোকেরা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৪] তখন লোকদের বিষয়ে মোশি যাহা২ করিতেছে, তাহার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিল, তুমি লোকদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? তুমি কেন একাকী বসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান লোক সকলকে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তোমাকে ঘেরিতে দিতেছ? [১৫] তাহাতে মোশি আপন শ্বশুরকে কহিল, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে আইসে। [১৬] তাহাদের কোন বিবাদ হইলে তাহা আমার কাছে উপস্থিত হয়; তাহাতে আমি বাদি প্রতিবাদির মধ্যে বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যবস্থা সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করি। [১৭] তখন মোশির শ্বশুর কহিল, তোমার এই কর্ম্ম ভাল নয়। [১৮] ইহাতে তুমি ও তোমার সঙ্গি এই লোকেরা উভয়ই ক্ষীণ হইবা, কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতাহইতে গুরুতর; ইহা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। [১৯] অতএব আমার কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরামর্শ দি, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহায় হউন; তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে লোকদের পক্ষ হইয়া তাহাদের কথা ঈশ্বরের কাছে জানাও, [২০] এবং তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, ও তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখাও। [২১] অপিচ তুমি এই লোকসমূহের মধ্যহইতে কর্ম্মক্ষম পুরুষদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভয়কারি ও সত্যবাদি ও লোভ ঘৃণাকারি ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর। [২২] তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিবে; কোন মহাবিচার হইলে তোমার নিকটে তাহা আনিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাহারা করিবে; তাহাতে তাহারা তোমার সহিত ভার বহিলে তোমার কর্ম্ম লঘু হইবে। [২৩] তুমি যদি এমত কর, এবং ঈশ্বর যদি এমত করিতে আজ্ঞা করেন, তবে তুমি সহিতে পারিবা, এবং এই সকল লোকেরাও কুশলে আপনাদের স্থানে গমন করিবে। [২৪] তাহাতে মোশি আপন শ্বশুরের কথায় মনোযোগ করিয়া তাহার বাক্যানুসারে সকল কর্ম্ম করিল। [২৫] ফলতঃ মোশি সমস্ত ইস্রায়েল্‌হইতে কর্ম্মক্ষম পুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের মধ্যে প্রধান অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিল। [২৬] তাহারা সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিত; কঠিন বিচার সকল তাহারা মোশির কাছে আনিত, কিন্তু ক্ষুদ্র কথা সকলের বিচার আপনারা করিত।

[২৭] পরে মোশি আপন শ্বশুরকে বিদায় করিলে সে স্বদেশে প্রস্থান করিল।

১৯ অধ্যায়।

[১] মিসরদেশহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদের নির্গমনের পর তৃতীয় মাসের [প্রথম] দিনেই তাহারা সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইল। [২] তাহারা রফীদীমহইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; ইস্রায়েল্ সেই স্থানে পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। [৩] পরে মোশি ঈশ্বরের নিকটে আরোহণ করিলে সদাপ্রভু পর্ব্বতহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি যাকোবের কুলকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণকে ইহা জ্ঞাত কর। [৪] আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন উৎক্রোশ পক্ষির পক্ষদ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। [৫] এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর, ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে সমস্ত পৃথিবী আমার হইলেও তোমরা সকল লোক অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবা, [৬] এবং আমার নিমিত্তে তোমরা যাজকদের এক রাজবংশ ও পবিত্র এক জাতি হইবা; এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে কহ।

[৭] তখন মোশি আসিয়া লোকদের প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সেই সকল কথা তাহাদের সম্মুখে প্রস্তাব করিল। [৮] তাহাতে লোকেরা এক সঙ্গে সকলেই স্বীকার করিয়া কহিল, সদাপ্রভু যে সকল কহিলেন, আমরা তাহা করিব। তখন মোশি সদাপ্রভুর কাছে লোকদের কথা নিবেদন করিলে [৯] সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিকটে আসিব, তাহাতে লোকেরা তোমার সহিত আমার আলাপ শুনিতে পাইয়া তোমাতেও নিত্য বি-

শ্বাস করিবে। পরে মোশি লোকদের কথা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত করিল।

[১০] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের নিকটে যাইয়া অদ্য ও কল্য তাহাদিগকে পবিত্র কর, এবং তাহারা আপন ২ বস্ত্র ধৌত করুক, [১১] এবং তৃতীয় দিনের জন্যে সকলে প্রস্তুত হউক; কেননা তৃতীয় দিনে সদাপ্রভু সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে নামিয়া আসিবেন। [১২] অতএব তুমি লোকদের চতুর্দ্দিগে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা কহ, তোমরা পর্ব্বতারোহণে কিম্বা তাহার সীমা স্পর্শ করণে সাবধান হও; যে কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৩] কেহ হস্তে তাহা স্পর্শ করিবে না, করিলে সে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত, কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে। পশু হউক কি মনুষ্য হউক, কদাচ বাঁচিবে না; দীর্ঘ তূরীবাদ্য হইলে তাহারা পর্ব্বতে উঠিবে।

[১৪] পরে মোশি পর্ব্বতহইতে নামিয়া লোকদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিল, এবং তাহারা আপন ২ বস্ত্র ধৌত করিল। [১৫] পরে সে লোকদিগকে কহিল, তোমরা তৃতীয় দিনের জন্যে প্রস্তুত হও; আপন ২ ভার্য্যার কাছে যাইও না। [১৬] পরে তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল হইলে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ ও অতিশয় উচ্চৈঃশব্দে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ তাবৎ লোক কম্পান্বিত হইল। [১৭] পরে মোশি ঈশ্বরের প্রত্যুদ্গমনার্থে লোকদিগকে শিবিরহইতে বাহির করিলে তাহারা পর্ব্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। [১৮] তখন সমস্ত সীনয় পর্ব্বত ধূমময় ছিল; কেননা সদাপ্রভু অগ্নিবাহনে তাহার শিখরে অবরোহণ করিলেন, তাহাতে ভাটীর ধূমের ন্যায় তাহাহইতে ধূম উঠিতেছিল, এবং সমস্ত পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতেছিল। [১৯] এবং তূরীর শব্দ ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছিল; তখন মোশি কথা কহিলে ঈশ্বর [উচ্চ] বাণীতে তাহাকে উত্তর দিলেন। [২০] ফলতঃ সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্বতের শিখরে নামিয়া আইলে পর মোশিকেও সেই পর্ব্বতশিখরে ডাকিলেন; তাহাতে মোশি আরোহণ করিল। [২১] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে দৃঢ় আদেশ কর, পাছে সদাপ্রভুকে দেখিতে সীমা লঙ্ঘন করিলে তাহাদের অনেকে পতিত হয়। [২২] আর যে যাজকগণ সদাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহারাও আপনাদিগকে পবিত্র করুক, পাছে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। [২৩] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না, কেননা তুমি দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া আমাদিগকে কহিয়াছ, পর্ব্বতের সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র কর। [২৪] তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, যাও, নাম; পরে তুমি হারোণকে সঙ্গে করিয়া আরোহণ করিও, কিন্তু যাজকগণ ও লোকেরা সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আসিতে সীমা লঙ্ঘন না করুক, পাছে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। [২৫] তখন মোশি লোকদের কাছে নামিয়া গিয়া তাহাদিগকে সেই রূপ আজ্ঞা করিল।

২০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, যথা, [২] আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি দাসগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।

[৩] আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।

[৪] তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা [নির্ম্মাণ করিও না]; উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যাহা ২ আছে, তাহাদের কোনই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। [৫] তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, ও তাহাদের আরাধনা করিও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফলদাতা; [৬] কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়াকারী।

[৭] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অলীক ভাবে লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অলীক ভাবে লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না।

[৮] তুমি বিশ্রামদিনকে স্মরণ করিয়া পবিত্র কর। [৯] ছয় দিন পরিশ্রম কর, ও আপনার সমস্ত কার্য্য কর। [১০] কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিশ্রাম[দিন], তাহাতে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি তোমার দাস কি দাসী কি তোমার পশু কি তোমার পুরদ্বারান্তর্ব্বাসি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না। [১১] কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই কারণ সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিয়াছেন।

[১২] তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে মান্য কর, তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।

[১৩] নরহত্যা করিও না। [১৪] ব্যভিচার করিও না। [১৫] চুরি করিও না। [১৬] আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

[১৭] তুমি আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসির ভার্য্যাতে কিম্বা তাহার দাসে কি

দাসীতে কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

[১৮] তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও তূরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল; তাহার দর্শনে লোকেরা পলাইয়া দূরে দাঁড়াইল; [১৯] এবং মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা কহ, আমরা তাহা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না কহুন, পাছে আমরা মরি। [২০] তাহাতে মোশি লোকদিগকে কহিল, ভয় করিও না; কেননা তোমাদের পরীক্ষা করণার্থে, এবং তোমরা যেন পাপ না কর, এই নিমিত্তে আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুর্গোচর করণার্থে ঈশ্বর আইলেন। [২১] তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন, মোশি সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিল।

[২২] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই কথা কহ, আমি আকাশমণ্ডলে থাকিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিলাম, ইহা আপনারা দেখিলা। [২৩] তোমরা আমার প্রতিযোগি রূপ্যময় দেবতা করিও না, এবং আপনাদের নিমিত্তে স্বর্ণময় দেবতাও করিও না।

[২৪] তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ কর, এবং তাহার উপরে তোমার মেষগবাদি হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ কর। আমি যে ২ স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই ২ স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। [২৫] যদিস্যাৎ আমার নিমিত্তে প্রস্তরের বেদি নির্ম্মাণ কর, তবে খোদিত প্রস্তরেতে তাহা নির্ম্মাণ করিও না, কেননা তাহার উপরে অস্ত্র তুলিলে তুমি তাহা অপবিত্র করিবা। [২৬] আর আমার বেদির উপরে সোপান দিয়া উঠিও না, পাছে তাহার উপরে তোমার নগ্নতা অনাবৃত হয়।

২১ অধ্যায়।

[১] অপর তুমি এই সকল শাসন তাহাদের জ্ঞানগোচর কর। [২] তুমি ইব্রীয় দাসকে ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্বে থাকিবে, পরে সপ্তম বৎসরে বিনামূল্যে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিবে। [৩] সে যদি একাকী আসিয়া থাকে, তবে একাকী যাইবে; আর যদি বিবাহিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত যাইবে। [৪] যদি তাহার প্রভু তাহার বিবাহ দিয়া থাকে, এবং সেই স্ত্রী তাহার জন্যে পুত্ত্র কি কন্যা প্রসব করিয়া থাকে, তবে সেই স্ত্রীতে ও তাহার সন্তানগণেতে তাহার প্রভুর অধিকার থাকিবে, ও সে একাকী চলিয়া যাইবে। [৫] কিন্তু আমি আপন প্রভুকে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তানগণকে ভাল বাসি, মুক্ত হইয়া যাইব না, এমত কথা যদি ঐ দাস স্পষ্টরূপে বলে, [৬] তবে তাহার প্রভু তাহাকে বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া যাইবে, এবং তাহাকে কপাটের কিম্বা বাজুর নিকটে উপস্থিত করিবে, তথায় তাহার প্রভু গুঁজিদ্বারা তাহার কর্ণ বিদ্ধ করিবে; তাহাতে সে নিত্য সেই প্রভুর দাস থাকিবে। [৭] আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসীরূপে বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তা হইয়া যাওন দাসগণের নিয়মানুসারে হইবে না। [৮] তাহার প্রভু তাহাকে আপনার জন্যে নিরূপণ করিলেও যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে; তাহার প্রতি প্রবঞ্চনা করাতে সে তাহাকে অন্যজাতিদের কাছে বিক্রয় করণের অধিকারী হইবে না। [৯] কিম্বা সেই প্রভু যদি আপন পুত্ত্রের জন্যে তাহাকে নিরূপণ করিয়া থাকে, তবে সে তাহার প্রতি কন্যাবিষয়ক রীতিমতে ব্যবহার করিবে। [১০] যদি সে অন্য স্ত্রীর সহিতও তাহার বিবাহ দেয়, তবে উহার অন্ন ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারের ত্রুটি করিতে পারিবে না। [১১] যদ্যপি এই তিনের ত্রুটি করে, তবে সে স্ত্রী বিনামূল্যে মুক্তা হইয়া যাইবে।

[১২] কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এমত আঘাত করে যে তাহার মৃত্যু হয়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৩] কিন্তু যে যাহাকে মারিতে চেষ্টা করে নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তাহার হস্তদ্বারা যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে, এমত স্থান তোমার নিমিত্তে আমি নিরূপণ করিব। [১৪] কিন্তু যদি কেহ ছলপূর্ব্বক আপন প্রতিবাসিকে বধ করিতে দুঃসাহস করে, তবে এমন লোকের প্রাণদণ্ড করিতে তাহাকে আমার বেদির নিকটহইতেও লইয়া যাইবা। [১৫] আর যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে প্রহার করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[১৬] আর কেহ মনুষ্যকে চুরি করিয়া যদি বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার অধিকারে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[১৭] আর যে কেহ আপন পিতাকে কি মাতাকে শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[১৮] আর মনুষ্যদের বিবাদ করণ কালে এক জন অন্যকে প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে, সে যদি না মরিয়া শয্যাগত হইয়া [১৯] পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অবলম্বন করত বাহিরে বেড়ায়, তবে সেই প্রহারক নির্দ্দোষ হইবে; কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষতির ও চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।

[২০] আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে, তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে। [২১] কিন্তু সে যদি দুই এক দিন বাঁচে, তবে [তাহার স্বামী] দণ্ডার্হ হইবে না, কেনন্না সে তাহার রূপাস্বরূপ।

[২২] আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ব্ভবতী

স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে, তবে সে ঐ স্ত্রীর স্বামির নিরূপণানুসারে দণ্ডিত হইয়া বিচারকর্ত্তাদের সাক্ষাতে দণ্ডের টাকা দিবে। [২৩] কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, [২৪] চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, [২৫] দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা দণ্ড হইবে।

[২৬] আর কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষুনাশের জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। [২৭] এবং আঘাতদ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভগ্ন করিলে পর ঐ দন্তের জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

[২৮] আর গোরু কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে ঐ গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে, এবং তাহার মাংস অখাদ্য হইবে; কিন্তু গোরুর স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না। [২৯] পরন্তু ঐ গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে না রাখাতে যদি সে কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে; এবং তাহার স্বামিরও প্রাণদণ্ড হইবে। [৩০] যদিস্যাৎ তাহার [প্রাণের] নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্তে নিরূপিত সমস্ত মূল্য দিবে। [৩১] তাহার গোরু যদি কাহারো পুত্রকে কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে ঐ শাসনানুসারে তাহার দণ্ড হইবে। [৩২] আর তাহার গোরু যদি কাহারো দাস কিম্বা দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহার প্রভুকে ত্রিশ শেকল্ রূপা দিবে; এবং গোরু প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে।

[৩৩] আর কেহ যদি কোন কূপ অনাবৃত করে, কিম্বা কূপ খনন করিয়া তাহা আবৃত না করে, তবে তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা গর্দ্দভ পড়িলে [৩৪] সেই কূপের স্বামী তাহার স্বামিকে রূপ্যমূল্য দিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু তাহার হইবে।

[৩৫] আর এক জনের গোরু অন্য জনের গোরুকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে তাহারা জীবিত গোরুকে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত গোরুকেও দুই অংশ করিয়া লইবে। [৩৬] কিন্তু গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও যদি তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে না রাখিয়া থাকে, তবে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্তু মৃত গোরু তাহার হইবে।

২২ অধ্যায়।

[১] যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করে কিম্বা বিক্রয় করে, তাহাকে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু ও এক মেষের পরিশোধে চারি মেষ দিতে হইবে। [২] আর চোর সিঁধ কাটিয়া ধরা পড়িলে কেহ যদি তাহাকে মারিয়া বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে না। [৩] কিন্তু যদি সূর্য্যোদয়ের পরে তাহাকে বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে। আর চুরিদ্রব্য পরিশোধ করা চোরের কর্ত্তব্য; যদিস্যাৎ তাহার কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে। [৪] গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষাদি চৌর্য্য বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবৎ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

[৫] আর কেহ যদি [অন্যের] শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গোরু চরায়, কিম্বা আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি তাহা অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে জন তাহার পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে।

[৬] আর অগ্নি উৎপন্ন হইয়া কণ্টকবনে লাগিলে যদি কাহারো শস্যরাশি কিম্বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য তাহার মূল্য দিবে।

[৭] আর কেহ মুদ্রা কিম্বা অলঙ্কার আপন প্রতিবাসির স্থানে গচ্ছিত করিয়া রাখিলে যদি তাহার গৃহহইতে কেহ তাহা চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। [৮] যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসির দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিতে সে বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে আনীত হইবে।

[৯] সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ কিম্বা বস্ত্রাদি যে কোন হারাণ বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ কহে, উহা সেই দ্রব্য, তবে উভয়ের কথা বিচারকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইবে; বিচারকর্ত্তা যাহাকে দোষী করিবে, সে আপন প্রতিবাসিকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

[১০] আর কেহ আপন গর্দ্দভ কিম্বা গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু প্রতিবাসির স্থানে প্রতিপালনার্থে রাখিলে যদি সকলের অসাক্ষাতে সে পশু মরে, কিম্বা ভগ্নাঙ্গ হয়, কিম্বা অপহৃত হয়, [১১] তবে আমি প্রতিবাসির দ্রব্যে হস্তার্পণ করি নাই, ইহা বলিয়া এক জন অন্য জনের কাছে সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিবে; তাহাতে পশুর স্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, পরিশোধ পাইবে না। [১২] কিন্তু যদি তাহার সাক্ষাতে কেহ চুরি করে, তবে সে তাহার স্বামিকে তাহার মূল্য দিবে। [১৩] কিম্বা যদি পশু বিদীর্ণ হয়, তবে সে তাহার প্রমাণার্থে তাহা উপস্থিত করিয়া সেই বিদীর্ণ পশুর মূল্য দিবে না।

[১৪] আর কেহ যদি আপন প্রতিবাসির পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকিলে

সে ভগ্নাঙ্গ হয় কিম্বা মরে, তবে সে নিতান্ত তাহার মূল্য দিবে। [১৫] কিন্তু যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে তাহার মূল্য দিবে না; আর তাহা যদি ভাড়াটিয়া পশু হয়, তবে তাহার ভাড়া দিতে হইবে।

[১৬] আর কেহ যদি অবাগ্দত্তা কন্যাকে ভোগা দিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহাকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হইবে। [১৭] যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রূপ্য দিতে হইবে।

[১৮] আর তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না।

[১৯] পশুর সহিত শৃঙ্গারকারি ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[২০] যে জন কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট হইবে।

[২১] তুমি বিদেশিকে ক্লেশ দিও না ও তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিসরদেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। [২২] আর তুমি বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীন বালককে দুঃখ দিও না। [২৩] তাহাকে কোন মতে দুঃখ দিলে সে যদি আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য তাহার ক্রন্দন শুনিব। [২৪] এবং আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে আমি তোমাদিগকে খড়্গদ্বারা মারিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যা সকল বিধবা হইবে ও সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।

[২৫] আর তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার প্রতিবাসি কোন দুঃখি লোককে টাকা ধার দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহকের ন্যায় হইও না; তুমি তাহার কাছে সুদ লইবা না। [২৬] আর যদি তুমি আপন প্রতিবাসির বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া দেও। [২৭] কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন ও নগ্নতাবরক বস্ত্র; সে কিসেতে শয়ন করিবে? এবং সে যদি আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব, কেননা আমি কৃপাবান।

[২৮] তুমি বিচারকর্ত্তাকে ধিক্কার দিও না, এবং স্বজাতীয় লোকদের অধ্যক্ষকে শাপ দিও না।

[২৯] আর তোমার [প্রথম] পক্ক শস্য ও দ্রাক্ষারস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না; তোমার প্রথমজাত পুত্রগণ আমাকে দেও। [৩০] এবং আপন গো ও মেষবৎসের প্রতি তদ্রূপ কর; সে সাত দিন আপন মাতার সহিত থাকিবে, অষ্টম দিনে তুমি তাহা আমাকে দেও।

[৩১] আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র লোক হইবা; ক্ষেত্রে বিদীর্ণ মাংস খাইও না; কুক্কুরদের কাছে তাহা ফেলিয়া দেও।

২৩ অধ্যায়।

[১] তুমি অলীক জনশ্রুতি উত্থাপন করিও না, ও অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জনের সহায়তা করিও না।

[২] তুমি দুষ্কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না। [৩] দরিদ্রের বিচারে তাহারও আদর করিও না।

[৪] তোমার শত্রুর গোরু কিম্বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে তুমি অবশ্য তাহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবা। [৫] আর তুমি আপন বৈরির গর্দ্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে যদ্যপি তাহাকে ভারমুক্ত করিতে অনিচ্ছুক হও, তথাপি অবশ্য উহার সঙ্গে তাহাকে ভারমুক্ত করিবা।

[৬] দরিদ্র প্রতিবাসির বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। [৭] মিথ্যা কথাহইতে দূরে থাক, এবং নির্দ্দোষের কি ধার্ম্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না।

[৮] তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ দূরদর্শিদিগকে অন্ধ করে, এবং ধার্ম্মিকদের কথা সকল উল্টায়।

[৯] তুমি বিদেশির প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা তোমরা মিসরদেশে বিদেশী ছিলা, সুতরাং বিদেশির প্রাণ জ্ঞাত আছ।

[১০] তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বীজ বপন কর ও তদুৎপন্ন শস্যাদি সংগ্রহ কর। [১১] কিন্তু সপ্তম বৎসরে তাহাকে বিশ্রাম দেও ও ক্ষান্ত রাখ; তাহাতে তোমার স্বজাতীয় দরিদ্রগণ খাইতে পাইবে, ও তাহাদের ভোজনাবশিষ্ট বস্তু বনপশুরা খাইবে; এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষের প্রতিও সেই রূপ কর।

[১২] তুমি ছয় দিন আপন কর্ম্ম কর, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম কর; তাহাতে তোমার গোরু ও গর্দ্দভ সকলে বিশ্রাম পাইবে, এবং তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশি লোক প্রাণ জুড়াইবে।

[১৩] আমি তোমাদিগকে যাহা২ কহিলাম, তদ্বিষয়ে সাবধান হও; ইতর দেবগণের নাম স্মরণ করাইও না, তোমাদের মুখহইতেও তাহার উচ্চারণ না হউক।

[১৪] তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার উদ্দেশে উৎসব করিও। [১৫] তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিও; আমার আজ্ঞানুসারে নিরূপিত ঋতুতে অর্থাৎ আবীব্ মাসে সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও, কেননা সেই মাসে তুমি মিসরদেশহইতে মুক্তি পাইয়াছ। এবং কেহ রিক্ত হস্তে আমার নিকটে উপস্থিত না হউক। [১৬] আর তুমি শস্যচ্ছেদনের উৎসব, অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহা২ বুনিয়াছ, তাহার আশুপক্ক ফলের উৎসব পালন করিও। এবং বৎসরের শেষে ক্ষেত্রহইতে ফল

সংগ্রহ করণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। ১৭ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার সমস্ত পুংজাতি প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে।

১৮ তুমি আমার প্রতি তাড়ীযুক্ত দ্রব্যের সহিত বলির রক্ত নিবেদন করিও না; এবং আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত না থাকুক। ১৯ তোমার ভূমির আশুপক্ব ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না।

২০ দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং আমার প্রস্তুত স্থানে তোমাকে আনয়ন করিতে তোমার অগ্রে২ এক দূতকে প্রেরণ করিতেছি। ২১ তাঁহাহইতে সাবধান হও, এবং তাঁহার রবে অবধান কর, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না; কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম্ম ক্ষমা করিবেন না, কারণ তাঁহার অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে। ২২ কিন্তু তুমি যদি নিতান্ত তাঁহার রবে অবধান কর, এবং আমি যাহা২ কহি, তাহা২ কর, তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু ও তোমার বৈরিদের বৈরী হইব। ২৩ কেননা আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইয়া ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পরিষীয় ও কনানীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, এবং আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের আরাধনা করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তাহাদিগকে নির্মূলে উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিও। ২৫ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা কর; তাহাতে তিনি তোমার অন্ন জলের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং আমি তোমার মধ্যহইতে রোগ দূর করিব।

২৬ তোমার দেশে কাহারো গর্ভপাত হইবে না, এবং কেহ বন্ধ্যা হইবে না; আমি তোমার আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ করিব; ২৭ এবং তোমার অগ্রে২ আমাবিষয়ক ভয় প্রেরণ করিব; এবং তুমি যে সকল জাতির নিকটে উপস্থিত হইবা, তাহাদিগকে ব্যাকুল করিব, ও তোমার শত্রুগণকে পরাঙ্মুখ করিব। ২৮ আমি তোমার অগ্রে২ ভিমরুলগণকে পাঠাইব; তাহারা হিব্বীয় ও কনানীয় ও হিত্তীয়দিগকে তোমার সম্মুখহইতে খেদাইয়া দিবে। ২৯ কিন্তু দেশ যেন শূন্য না হয়, ও তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, এই জন্যে আমি এক বৎসরে তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিব না। ৩০ তুমি যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দেশ অধিকার না কর, তাবৎ তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে ক্রমে২ খেদাইয়া দিব। ৩১ আর সূফ্‌সাগর অবধি পলেষ্টীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং প্রান্তর অবধি [ফরাৎ] নদী পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব; কেননা আমি সেই দেশনিবাসিদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, এবং তুমি আপন সম্মুখহইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবা। ৩২ তাহাদের সহিত কিম্বা তাহাদের দেবগণের সহিত কোন নিয়ম স্থির করিবা না। ৩৩ তাহারা তোমার দেশে বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে পাপ করায়; কেননা তুমি যদি তাহাদের দেবগণের পূজা কর, তবে তাহা অবশ্য তোমার ফাঁদস্বরূপ হইবে।

২৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি মোশিকে কহিলেন, তুমি ও হারোণ ও নাদব্ ও অবীহূ ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন, তোমরা সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আসিয়া দূরে থাকিয়া প্রণিপাত কর। ২ কেবল মোশি সদাপ্রভুর নিকটে আসিবে, কিন্তু উহারা নিকটে আসিবে না; এবং লোকেরা তাহার সহিত পর্ব্বতারোহণ করিবে না।

৩ তখন মোশি আসিয়া লোকদিগকে সদাপ্রভুর সকল বাক্য ও শাসনের বৃত্তান্ত কহিলে সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া উত্তর করিল, সদাপ্রভু যে সকল কথা কহিলেন, আমরা তাহা পালন করিব। ৪ পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিল, এবং প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল। ৫ অপর সে ইস্রায়েলের সন্তানগণের যুবগণকে পাঠাইলে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে ও মঙ্গলার্থে বৃষদিগকে বলিদান করিল। ৬ তখন মোশি তাহার রক্ত লইয়া অর্দ্ধেক কতিপয় থালে রাখিল, এবং অর্দ্ধেক বেদির উপরে ছিটাইল। ৭ এবং নিয়মপুস্তকখানি লইয়া লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ করিল; তাহাতে তাহারা কহিল, সদাপ্রভু যাহা২ কহিলেন, আমরা তাহা পালন করিব ও আজ্ঞাগ্রাহী হইব। ৮ পরে মোশি সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে ছিটাইয়া কহিল, দেখ, সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বলিত যে নিয়ম করিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।

৯ তখন মোশি ও হারোণ ও নাদব্ ও অবীহূ ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জন উঠিয়া গিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিল। ১০ তাঁহার চরণতলের স্থান নীলকান্ত মণিনির্ম্মিত শিলাস্তরের কার্য্যবৎ এবং নির্ম্মলতাতে স্বয়ং আকাশের তুল্য প্রতীয়মান হইল। ১১ আর তিনি ইস্রায়েলের সন্তানদের অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিলেন না, বরং তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিল।

১২ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে আরোহণ করিয়া এই স্থানে থাক, তাহাতে আমি লোকদের শিক্ষার্থে যে লিপি

করিয়াছি, তাহা অর্থাৎ ব্যবস্থা ও আজ্ঞা সম্বলিত দুই খান প্রস্তরফলক তোমাকে দিব। ১৩ পরে মোশি ও তাহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিল, এবং মোশি ঈশ্বরের পর্ব্বতে আরোহণ করিল। ১৪ এবং প্রাচীনগণকে কহিল, আমরা যদবধি তোমাদের নিকটে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে থাক; দেখ, হারোণ ও হূর তোমাদের কাছে রহিয়াছে; কাহারো কোন বিবাদের কথা উপস্থিত হইলে সে তাহাদের কাছে যাউক। ১৫ পরে মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিল, তখন মেঘদ্বারা পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল। ১৬ এবং সীনয় পর্ব্বতের উপরে সদাপ্রভুর প্রতাপ অবস্থিতি করিতেছিল; তাহা ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন রহিল; পরে সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্যহইতে মোশিকে ডাকিলেন। ১৭ তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের দৃষ্টিতে পর্ব্বতশৃঙ্গে গ্রাসকারি অগ্নির ন্যায় সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশিত হইল। ১৮ এবং মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে আমার নিমিত্তে উপহার সংগ্রহ করিতে বল; যে জন হৃদয়ের প্রবৃত্তি বশতঃ যাহা নিবেদন করে, তাহাহইতে আমার সেই উপহার গ্রহণ করিও। ৩ ফলতঃ স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ৪ এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও সিন্দূরবর্ণ ও শুভ্র ক্ষৌম সূত্র ও ছাগলোম ৫ ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশ জন্তুর চর্ম্ম ও শিটীম্ কাষ্ঠ ৬ ও দীপার্থ তৈল, এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, ৭ এবং এফোদের ও বুকপাটার কারণ গোমেদক মণি প্রভৃতি খচনীয় প্রস্তর, এই সকল উপহার তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবা। ৮ আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করুক; তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। ৯ আবাসের আকার ও তাহার সকল পাত্রের আকারাদির যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবা।

১০ আর তাহারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্ কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিবে। ১১ পরে তুমি নির্ম্মল সুবর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইবা; তাহার ভিতর ও বাহিরও মুড়াইবা, এবং তাহার উপরে চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ১২ এবং তাহার কারণ সুবর্ণের চারি কড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাহার চারি কোণে দিবা; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া, ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া থাকিবে। ১৩ আর তুমি শিটীম্ কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িবা। ১৪ এবং সিন্দুক বহনার্থে ঐ সাইঙ্গ সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে প্রবেশ করাইবা। ১৫ সেই সাইঙ্গ সিন্দুকের কড়াতে থাকিবে, তাহাহইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ১৬ এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবা।

১৭ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ নির্ম্মাণ করিবা। ১৮ ও স্বর্ণ পিটাইয়া দুই করূব্ প্রস্তুত করিয়া সেই পাপাবরণের দুই মুড়াতে দিবা। ১৯ এক করূব্ এক মুড়াতে ও অন্য করূব্ অন্য মুড়াতে রাখিবা, দুই করূবকে পাপাবরণের সহিত সংলগ্ন ও তাহার দুই প্রান্তে [দণ্ডায়মান] করিবা। ২০ এবং করূব্দের পক্ষ ঊর্দ্ধে বিস্তারিত হইয়া পাপাবরণকে আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহাদের মুখ পরস্পর সম্মুখ থাকিবে, কিন্তু করূবদের দৃষ্টি পাপাবরণের প্রতি থাকিবে। ২১ তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবা, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবা। ২২ আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পাপাবরণের উপরিভাগহইতে অর্থাৎ সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ দুই করূবের মধ্যহইতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ বিষয়ক আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জ্ঞাত করিব।

২৩ অপর তুমি দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্কাষ্ঠের এক মেজ নির্ম্মাণ করিয়া ২৪ নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা মুড়িবা, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ২৫ এবং তাহার চতুর্দ্দিগে চতুরঙ্গুলি পরিমিত এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিবা, এবং ঐ পার্শ্বকাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণনিকাল করিবা। ২৬ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত চারি কড়া করিয়া তাহার চারি পদের চারি কোণে রাখিবা। ২৭ মেজ বহনার্থ সাইঙ্গের ঘর হইবার নিমিত্তে ঐ কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে থাকিবে। ২৮ এবং ঐ মেজ বহনার্থে শিটীম্কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা। ২৯ এবং তাহার থাল ও চমস ও স্রুব ও ঢালিবার জন্যে সেকপাত্র নির্ম্মাণ করিবা, এই সকল নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবা। ৩০ এবং তুমি সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিত্য২ দর্শনীয় রুটী রাখিবা।

৩১ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া এক দীপবৃক্ষ প্রস্তুত কর; কাণ্ড ও শাখা ও গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প তাহাতে সংলগ্ন হইবে। ৩২ ফলতঃ তাহার এক পার্শ্বহইতে তিন দীপশাখা ও অন্য পার্শ্বহইতে তিন দীপশাখা, এই রূপে দুই পার্শ্বহইতে ছয় শাখা নির্গত হইবে। ৩৩ তাহার এক শাখাতে বাদাম্পুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে, এবং অন্য শাখাতে বাদামপুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে; ঐ দীপবৃক্ষহইতে নির্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইবে। ৩৪ ঐ দীপবৃক্ষেতে বাদামপুষ্পাকৃতি চারি গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প

থাকিবে। ৩৫ এবং ঐ দীপবৃক্ষের যে ছয় শাখা নির্গত হয়, তাহাদের এক শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা, ও অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা, ও অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা থাকিবে। ৩৬ এবং কলিকা ও শাখা তাহার অংশ হইবে, এবং সকলি পিটান নির্ম্মল স্বর্ণের একই [বৃক্ষ] হইবে। ৩৭ আর তাহার সাত প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবা; তাহাতে লোকেরা সেই প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার সম্মুখে আলো হইবে। ৩৮ এবং নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা তাহার চিমটা ও অঙ্গারধানী নির্ম্মাণ করিবা। ৩৯ এই দীপবৃক্ষ ও তাহার সামগ্রী সর্ব্বশুদ্ধ এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ৪০ সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে তাহার যে ২ আদর্শ দেখান গেল, সেই রূপ সকলি কর।

২৬ অধ্যায়।

১ পরে তুমি পাকান শুভ্র ক্ষোম এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত দশ যবনিকাদ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবা; সেই যবনিকাতে শিল্পিত করূবগণের আকৃতি থাকিবে। ২ ঐ প্রত্যেক যবনিকা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ, সমস্ত যবনিকার এক পরিমাণ হইবে। ৩ এবং একত্র পাঁচ যবনিকার পরস্পর যোগ থাকিবে, এবং অন্য পাঁচ যবনিকার পরস্পর যোগ থাকিবে। ৪ এবং যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলসূত্রের ঘুন্টিঘরা করিবা, এবং যোড়স্থানে দ্বিতীয় অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও তদ্রূপ করিবা। ৫ অর্থাৎ প্রথম যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিবা, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিবা; সেই দুই ঘুন্টিঘরাশ্রেণী পরস্পর সম্মুখ হইবে। ৬ এবং পঞ্চাশ স্বর্ণঘুন্টি করিয়া ঘুন্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ করিবা; তাহাতে তাহা একই আবাস হইবে।

৭ আর ঐ আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থ তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমজাত একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিবা। ৮ তাহার প্রত্যেকের দীর্ঘতা ত্রিশ হস্ত ও প্রস্থতা চারি হস্ত; এই একাদশ যবনিকার এক পরিমাণ হইবে। ৯ পরে পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোড়া দিয়া পৃথক্ রাখিবা; এবং অন্য ছয় যবনিকা পৃথক্ রাখিবা, এবং ইহাদের ষষ্ঠ যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবা। ১০ এবং যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিবা, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিবা। ১১ পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুন্টি করিয়া সেই ঘুন্টিঘরাতে তাহা প্রবেশ করাইয়া তাম্বু সংযুক্ত করিবা; তাহাতে তাহা একই তাম্বু হইবে। ১২ ঐ তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্দ্ধযবনিকা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আবাসের পশ্চাৎপার্শ্বে লম্বমান থাকিবে। ১৩ এবং তাম্বুর যবনিকার দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত, ওপার্শ্বে এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আচ্ছাদনার্থে আবাসের উপরে এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। ১৪ পরে তুমি রক্তীকৃত মেষচর্ম্মেতে তাম্বুর এক ছাদ করিবা, আবার তাহার উপরে তহশের চর্ম্মেতে এক ছাদ করিবা।

১৫ পরে তুমি আবাসের নিমিত্তে শিটীম্কাষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৬ এক ২ তক্তা দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ হইবে। ১৭ তাহার পরস্পর অনুরূপ দুই পদ করিবা; এই রূপে আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৮ এবং আবাসের নিমিত্তে যে তক্তা করিবা, তাহার মধ্যে দক্ষিণ দিগে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা। ১৯ এবং সেই বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রূপার চুঙ্গি করিবা; এক তক্তার নীচে তাহার দুই পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং অন্য ২ তক্তার নীচেও তাহাদের দুই ২ পদের নিমিত্তে দুই ২ চুঙ্গি হইবে। ২০ এবং আবাসের অন্য পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর দিগে বিংশতি তক্তা হইবে। ২১ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য ২ তক্তার নীচেও দুই ২ চুঙ্গি; তাহাতে রূপার চল্লিশ চুঙ্গি হইবে। ২২ এবং আবাসের পশ্চিমদিক্স্থ পশ্চাৎপার্শ্বের নিমিত্তে ছয় খান তক্তা দিবা। ২৩ এবং আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণে দুই খান তক্তা দিবা। ২৪ এবং তাহার নীচে যোড় হইবে, এবং সেই রূপ তাহার মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হইবে; এই রূপ উভয়েতে হইবে। তাহা দুই কোণের নিমিত্তে হইবে। ২৫ তাহাতে তাহার তক্তা আটখান হইবে, ও তাহার রূপার চুঙ্গি ষোলখান হইবে; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য ২ তক্তার নীচে দুই ২ চুঙ্গি হইবে।

২৬ আর তুমি শিটীম্কাষ্ঠের দীর্ঘ ২ অর্গল প্রস্তুত করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, ২৭ ও আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিমদিক্স্থ পশ্চাৎপার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিবা। ২৮ এবং মধ্যস্থ অর্গল তক্তার এক মুড়া অবধি অন্য মুড়া পর্য্যন্ত যাইবে। ২৯ এবং ঐ তক্তা সকল স্বর্ণেতে মুড়িবা, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্যে স্বর্ণকড়া করিবা, এবং অর্গল সকল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবা। ৩০ এই রূপে আবাসের যে আদর্শ পর্ব্বতে তোমাকে দেখান গেল, তদনুসারে তাহা স্থাপন করিবা।

৩১ আর তুমি নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিবা; তাহা শিল্পকারের কর্ম্ম হইবে, তাহাতে শিল্পিত করূবগণের আকৃতি থাকিবে। ৩২ তুমি তাহা স্বর্ণে মুড়ান শিটীম্কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে খাটাইবা; তাহাদের আঁকড়া স্বর্ণময় হইবে, এবং তাহারা রূপার চারি চুঙ্গির উপরে বসিবে। ৩৩ এবং ঘুন্টি সকলের নীচে তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া তথায় তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুক আ-

দিবা; তাহাতে সেই তিরস্করিণী পবিত্র স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে ভেদক হইবে। [৩৪] এবং অতি পবিত্র স্থানে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরে পাপাবরণ রাখিবা। [৩৫] এবং তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবা, ও মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ দিগে দীপবৃক্ষ রাখিবা; এবং উত্তর দিগে মেজ রাখিবা। [৩৬] এবং আবাসের দ্বারের নিমিত্তে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিবা। [৩৭] ঐ আচ্ছাদনবস্ত্রের নিমিত্তে শিটীম্‌কাষ্ঠের পাঁচ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা, এবং স্বর্ণদ্বারা তাহার আঁকড়া করিবা, এবং তাহার নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি ঢালিবা।

২৭ অধ্যায়।

[১] অপর তুমি শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। তাহা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ, এবং তিন হস্ত উচ্চ হইবে। [২] এবং তাহার চারি কোণের উপরে চূড়া করিবা, এবং সেই চূড়া বেদির একাংশ হইবে, এবং তাহা পিত্তলেতে মুড়িবা। [৩] এবং তাহার ভস্ম রাখিবার নিমিত্তে স্থালী করিবা. এবং তাহার হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী করিবা; তাহার সমস্ত পাত্র পিত্তলদ্বারা করিবা। [৪] এবং জালের ন্যায় পিত্তলের এক ঝাঁঝরী করিবা, এবং তাহার উপরে চারি কোণে পিত্তলের চারি কড়া প্রস্তুত করিবা। [৫] এই ঝাঁঝরী নিম্নভাগে বেদির বেড়ের নীচে রাখিবা, এবং ঝাঁঝরী বেদির মধ্য পর্য্যন্ত থাকিবে। [৬] আর বেদির নিমিত্তে শিটীম্ কাষ্ঠের সাইঙ্গ করিবা, এবং তাহা পিত্তলে মুড়িবা। [৭] এবং কড়ার মধ্যে ঐ সাইঙ্গ দিবা; বেদি বহনকালে তাহার দুই পার্শ্বে সেই সাইঙ্গ থাকিবে। [৮] তুমি ফাঁপা রাখিয়া তক্তাদ্বারা তাহা করিবা; পর্ব্বতে তোমাকে যেরূপ দেখান গেল, লোকেরা সেই রূপে করিবে।

[৯] অপর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ করিবা; সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিগে পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা থাকিবে; তাহার এক পার্শ্বের দীর্ঘতা এক শত হস্ত হইবে। [১০] তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার হইবে। [১১] তদ্রূপ উত্তরপার্শ্বে এক শত হস্ত দীর্ঘ যবনিকা হইবে, এবং তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে; এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপ্যেতে হইবে। [১২] আর প্রাঙ্গণের প্রস্থতার নিমিত্তে পশ্চিম দিগে পঞ্চাশ হস্ত যবনিকা ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি করিবা। [১৩] এবং প্রাঙ্গণের প্রস্থতা পূর্ব্বদিগে পঞ্চাশ হস্ত হইবে। [১৪] ফলতঃ এক পার্শ্বে পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। [১৫] এবং অন্য পার্শ্বেও পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। [১৬] আর প্রাঙ্গণের দ্বারের নিমিত্তে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে শিল্পকর্ম্মবিশিষ্ট বিংশতি হস্ত এক আচ্ছাদনবস্ত্র, ও তাহার চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে। [১৭] এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল রৌপ্য শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও তাহার আঁকড়া রূপ্যময়, ও চুঙ্গি পিত্তলময় হইবে।

[১৮] প্রাঙ্গণ এক শত হস্ত দীর্ঘ ও সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও পাঁচ হস্ত উচ্চ, এবং সকলই পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে কৃত, ও তাহার পিত্তলের চুঙ্গি হইবে। [১৯] এবং আবাসের যাবতীয় কার্য্য বিষয়ক সমস্ত পাত্র ও গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের সকল গোঁজ পিত্তলময় হইবে।

[২০] আর নিত্য ২ প্রদীপ জ্বালিয়া আলো করণার্থে উখ্‌লিতে প্রস্তুত নির্ম্মল জিততৈল তোমার নিকটে আনিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আজ্ঞা করিবা। [২১] এবং সমাগমের তাম্বুতে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে স্থিত তিরস্করিণীর বাহিরে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা স্থাপন করিবে; ইহার দান ইস্রায়েলের সন্তানদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি।

২৮ অধ্যায়।

[১] পরে তুমি আমার যাজনকর্ম্ম করাইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে আপন ভ্রাতা হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্রগণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবা। তাহাদের নাম হারোণ, এবং হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ ও ইলীয়াসর্ ও ঈথামর্।

[২] তোমার ভ্রাতা হারোণের শ্রীর ও শোভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবা। [৩] আর আমি যাহাদিগকে বিজ্ঞানদায়ক আত্মাতে পূর্ণ করিলাম, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোকদিগকে আদেশ কর; আমার যাজনার্থে হারোণকে পবিত্র করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। [৪] অর্থাৎ বুকপাটা ও এফোদ্ ও প্রাবার ও চিত্রিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও উষ্ণীষ্ ও কটিবন্ধন, এই সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে; আমার যাজনার্থে তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের নিমিত্তে পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। [৫] তাহারা স্বর্ণ এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্র লইবে।

[৬] এবং তাহারা ঐ স্বর্ণ এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে শিল্পকর্ম্মদ্বারা এফোদ্ বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। [৭] তাহার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থাকিবে; এই রূপে তাহা যুক্ত হইবে; [৮] এবং এফোদের যে বিচিত্র পটুকা তাহার উপরে থাকিবে, তাহার চিত্রিত কর্ম্ম তদ্‌বস্ত্রানুসারেই হইবে; অর্থাৎ

স্বর্ণেতে এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে হইবে। ৯ পরে তুমি দুই গোমেদক মণি লইয়া তাহার উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবা। ১০ ফলতঃ তাহাদের বংশাবল্যনুসারে ছয় নাম এক মণির উপরে, ও অবশিষ্ট ছয় নাম অন্য মণির উপরে খুদিবা। ১১ শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায় সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবা, এবং তাহা দুই স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ করিবা। ১২ এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের স্মরণ করাইবার জন্যে তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দিবা; তাহাতে হারোণ স্মরণ করাইবার নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে তাহাদের নাম বহিবে। ১৩ এবং তুমি দুই স্বর্ণস্থালী করিবা, ১৪ এবং নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পাকান দুই শৃঙ্খল করিয়া সেই পাকান শৃঙ্খল সেই দুই স্থালীতে বদ্ধ করিবা।

১৫ এবং শিল্পকর্ম্মেতে বিচারার্থক বুকপাটা করিবা, অর্থাৎ এফোদের কর্ম্মানুসারে স্বর্ণ এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রের শিল্পকর্ম্মদ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবা। ১৬ তাহা চতুষ্কোণ ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা এক বিঘত ও প্রস্থতা এক বিঘত হইবে। ১৭ এবং তাহা চারি পংক্তি মণিতে খচিত করিবা; তাহার প্রথম পংক্তিতে চুণী ও পীতমণি ও মরকত; ১৮ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে পদ্মরাগ ও নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ এবং তৃতীয় পংক্তিতে পেরোজ ও যিম্ম ও কটাহেলা; ২০ এবং চতুর্থ পংক্তিতে বৈদূর্য্য ও গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল স্বর্ণেতে স্ব ২ পংক্তিতে বদ্ধ হইবে। ২১ এই মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামের নিমিত্তে তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশ হইবে; মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক মণিতে ঐ দ্বাদশ বংশের জন্যে এক ২ পুত্রের নাম হইবে। ২২ তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার জন্যে মালাবৎ পাকান দুই শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিবা। ২৩ এবং বুকপাটার উপরে স্বর্ণদ্বারা দুই কড়া করিবা, এবং বুকপাটার দুই প্রান্তে ঐ দুই কড়া বাঁধিবা। ২৪ এবং বুকপাটার দুই প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ঐ দুই শৃঙ্খল রাখিবা। ২৫ এবং পাকান সৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিবা। ২৬ তুমি স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখস্থ ভিতরভাগে রাখিবা। ২৭ এবং আরো দুই স্বর্ণকড়া করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে যোড়স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে তাহা রাখিবা। ২৮ তাহাতে বুকপাটা যেন এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকিয়া এফোদহইতে খসিয়া না পড়ে, এই জন্যে তাহারা বুকপাটাকে স্বীয় কড়াতে নীলসূত্রদ্বারা এফোদের কড়ার সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিবে। ২৯ যে সময়ে হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তৎকালে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য স্মরণ করাইবার জন্যে সে বিচারার্থক বুকপাটাতে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম সকল আপন হৃদয়ের উপরে বহন করিবে।

৩০ সেই বিচারার্থক বুকপাটাতে তুমি ঊরীম্ ও তুম্মীম্ [দীপ্তি ও যাথার্থ্য] দিবা; তাহাতে হারোণ যে সময়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রবেশ করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে তাহা থাকিবে, এবং হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে ইস্রায়েলের সন্তানদের বিচার নিত্য ২ আপন হৃদয়ের উপরে বহিবে।

৩১ তুমি এফোদের সমুদয় প্রাবার নীলবর্ণ করিবা। ৩২ তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে এক ছিদ্র থাকিবে; বর্ম্মের গলার ন্যায় সেই ছিদ্রের ধার চারি দিগে তন্তুবায়ের কর্ম্মদ্বারা করিবা, তাহাতে তাহা ছিঁড়িবে না। ৩৩ এবং তুমি তাহার আঁচলাতে চারি দিগে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ দাড়িম করিবা, এবং চারি দিগে তাহার মধ্যে ২ স্বর্ণের কিঙ্কিণী থাকিবে। ৩৪ ঐ প্রাবারের আঁচলাতে চতুর্দ্দিগে এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম এবং এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম থাকিবে। ৩৫ এবং হারোণ [ঈশ্বরের] পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্তে তাহা পরিধান করিবে; তাহাতে সে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, ও সেখানহইতে যখন বাহির হইবে, তখন তাহার শব্দ শুনা যাইবে; তাহাতে সে মরিবে না।

৩৬ অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পত্র প্রস্তুত করিয়া, মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র" এই কথা খুদিবা। ৩৭ এবং উষ্ণীষের উপরে থাকিতে তাহা নীলসূত্রেতে বদ্ধ করিয়া উষ্ণীষের অগ্রভাগে রাখিবা। ৩৮ এবং তাহা হারোণের কপালের উপরে থাকিবে, তাহাতে হারোণ পবিত্র দ্রব্য ঘটিত অপরাধ অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণকর্ত্তৃক পবিত্রীকৃত পবিত্র দানাদি সকল দ্রব্য সম্বন্ধীয় অপরাধ বহিবে, ও সদাপ্রভুর কাছে যেন তাহারা গ্রাহ্য হয়, এই জন্যে নিত্য ২ তাহা কপালে রাখিবে।

৩৯ তুমি অঙ্গরক্ষিণীকে চিত্রিত শুভ্র ক্ষোম বস্ত্রদ্বারা, এবং উষ্ণীষকে শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা প্রস্তুত করিবা; এবং কটিবন্ধন সূচীদ্বারা চিত্রবিচিত্র করিবা।

৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্যে অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও তাহার কটিবন্ধন করিবা, ও তাহাদের শ্রী ও শোভার্থে শিরোভূষণ করিবা। ৪১ এবং তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের গাত্রে সে সকল পরিধান করাইবা, এবং তাহাদের অভিষেক ও হস্তপূরণ করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিবা, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে। ৪২ তুমি তাহাদের উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি অবধি

জঙ্ঘা পর্য্যন্ত শুক্ল জাঙ্গিয়া পরাইবা। [৪৩] এবং যখন হারোণ ও তাহার পুত্ত্রগণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, কিম্বা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থে বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে, তৎকালে যেন অপরাধ করিয়া না মরে, এই জন্যে তাহারা এই বস্ত্র পরিধান করিবে; ইহা হারোণ ও তাহার ভাবি বংশের পালনীয় অনন্তকালীন বিধি।

২৯ অধ্যায়।

[১] অপর আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে তাহাদিগকে পবিত্র করিবার জন্যে তুমি তাহাদের প্রতি এই সকল কর্ম্ম করিবা; নির্দ্দোষ এক পুংগোবৎস ও দুই মেষ লইবা। [২] এবং তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী গোমের ময়দাদ্বারা প্রস্তুত করিবা, [৩] এবং এক ডালীতে রাখিয়া তাহা এবং ঐ গোবৎস ও দুই মেষ সঙ্গে করিয়া আনিবা। [৪] এবং হারোণকে ও তাহার পুত্ত্রগণকে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আনিয়া জলে স্নান করাইবা। [৫] এবং সেই সকল বস্ত্র লইয়া হারোণকে অঙ্গরক্ষিণী ও এফোদের প্রাবার ও এফোদ্ ও বুকপাটা পরিধান করাইবা, ও এফোদের বিচিত্র পটুকা তাহাতে আবন্ধ করিবা। [৬] এবং তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিয়া তাহার উপরে পবিত্র মুকুট দিবা। [৭] পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তকের উপরে ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবা। [৮] অনন্তর তুমি তাহার পুত্ত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরিধান করাইবা। [৯] এবং হারোণকে ও তাহার পুত্ত্রগণকে কটিবন্ধন পরিধান করাইবা, ও তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিবা; তাহাতে যাজকত্বপদে তাহাদের অনন্তকালীন অধিকার থাকিবে। এই রূপে তুমি হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের হস্তপূরণ করিবা। [১০] পরে তুমি সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে ঐ গোবৎসকে আনাইবা, এবং হারোণ ও তাহার পুত্ত্রগণ গোবৎসটীর মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। [১১] তখন তুমি সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে ঐ গোবৎসকে হনন করিবা। [১২] পরে গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেদির চূড়ার উপরে দিবা, এবং বেদির মূলে সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিবা। [১৩] এবং তাহার অন্ত্রোপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবা। [১৪] তদ্ভিন্ন গোবৎসটীর মাংস ও তাহার চর্ম্ম ও গোময় শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; তাহা পাপার্থক বলি।

[১৫] অনন্তর তুমি প্রথম মেষটী আনিবা, এবং হারোণ ও তাহার পুত্ত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। [১৬] পরে তুমি সেই মেষকে হনন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া বেদির উপরে চারি দিগে ছিটাইয়া দিবা। [১৭] পরে মেষকে খণ্ড ২ করিয়া তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া ঐ খণ্ড সকলের ও মস্তকের উপরে রাখিবা। [১৮] পরে সমস্ত মেষকে বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবা; তাহা সদাপ্রভুর হোমবলি, এবং সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

[১৯] পরে তুমি দ্বিতীয় মেষটী লইবা, এবং হারোণ ও তাহার পুত্ত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে; [২০] পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার পুত্ত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবা, এবং বেদির উপরে চতুর্দ্দিগে রক্ত ছিটাইয়া দিবা। [২১] পরে বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং তাহার সহিত তাহার পুত্ত্রদের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিবা; তাহাতে সে ও তাহার বস্ত্র এবং তাহার পুত্ত্রগণ ও তাহাদের বস্ত্র পবিত্র হইবে। [২২] পরে তুমি সেই মেষের মেদ ও লাঙ্গূল ও অন্ত্রের উপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ লইবা, কেননা সে হস্তপূরণার্থক মেষ। [২৩] পরে সদাপ্রভুর সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালীহইতে এক রুটী ও তৈলমিশ্রিত এক পিষ্টক ও এক সরুচাকলী লইয়া [২৪] হারোণের হস্তে ও তাহার পুত্ত্রগণের হস্তে দিয়া দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা দোলাইবা। [২৫] পরে তুমি তাহাদের হস্তহইতে তাহা লইয়া সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে বেদিতে হোমার্থক বলির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিবা; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

[২৬] পরে তুমি হারোণের হস্তপূরণার্থক মেষের বক্ষঃস্থল লইয়া দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবা; সেই খণ্ড তোমার অংশ হইবে। [২৭] পরে হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের হস্তপূরণার্থক মেষের যে বুকরূপ দোলনীয় নৈবেদ্য দোলায়িত ও যে স্কন্ধরূপ উত্তোলনীয় উপহার উত্তোলিত হইল, তাহা তুমি পবিত্র করিবা। [২৮] তাহাতে অনন্তকালীন বিধিদ্বারা ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে তাহা হারোণের ও তাহার সন্তানগণের অধিকার হইবে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় উপহার; ইস্রায়েলের সন্তানগণের এই উত্তোলনীয় উপহার তাহাদের মঙ্গলার্থক বলিহইতে দেয় হইবে; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয় উপহার।

[২৯] আর হারোণের [মৃত্যুর] পর তাহার পবিত্র বস্ত্র সকল তাহার পুত্ত্রগণের হইবে; অভিষেক ও হস্তপূরণ সময়ে তাহারা তাহা পরিধান করিবে। [৩০] তাহার পুত্ত্রদের মধ্যে যে জন তাহার পদে যাজক হইয়া পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করিতে সমা-

গমের তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র সাত দিন পরিবে।

৩১ পরে তুমি সেই হস্তপূরণার্থক মেষের মাংস লইয়া কোন পবিত্র স্থানে পাক করিবা, ৩২ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুর দ্বারে সেই মেষমাংস ও ডালীতে স্থিত সেই রুটী ভোজন করিবে। ৩৩ এবং হস্তপূরণদ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র করণার্থে যাহাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু অন্যজাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না, কারণ সে সকল পবিত্র বস্তু। ৩৪ আর ঐ হস্তপূরণার্থক মাংস ও রুটীহইতে যদি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অংশ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিবা, কেহ তাহা ভোজন করিবে না; কারণ তাহা পবিত্র বস্তু। ৩৫ আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে হারোণের প্রতি ও তাহার পুত্রগণের প্রতি করিবা; তাহাদের হস্তপূরণে সপ্ত দিবস ব্যস্ত থাকিবা। ৩৬ অপিচ তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ প্রতিদিন পাপার্থক বলিরূপে এক পুং-গোবৎসকে হোম করিবা, এবং বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা মুক্তপাপ করিবা, এবং তাহা পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিবা। ৩৭ তুমি বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র করিবা; তাহাতে বেদি অতি পবিত্র হইবে, এবং যে কেহ বেদি স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া উচিত।

৩৮ সেই বেদির উপরে তুমি এই২ বলি উৎসর্গ করিবা; তুমি নিত্য দিন২ একবর্ষীয় দুই মেষশাবককে [উৎসর্গ করিবা]; ৩৯ তাহার এক মেষশাবককে প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা, ও অন্যকে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা। ৪০ এবং প্রথম মেষশাবকের সহিত হিন্ পাত্রের চতুর্থাংশ উখলিতে প্রস্তুত তৈলে মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবা। ৪১ পরে দ্বিতীয় মেষশাবককে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা, এবং প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবা। ৪২ ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য [কর্ত্তব্য] হোম; সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে যে স্থানে আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]। ৪৩ কেননা সেই স্থানে আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং আমার প্রতাপে তাহা পবিত্রীকৃত হইবে। ৪৪ আর আমি সমাগমের তাম্বু ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিব। ৪৫ এবং আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৪৬ তাহাতে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসরদেশহইতে তাহাদিগে বাহির করিয়া আনিয়াছি, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

৩০ অধ্যায়।

১ আর তুমি ধূপদাহের স্থানার্থে শিটীম্ কাষ্ঠের এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। ২ তাহা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে, এবং দুই হস্ত উচ্চ হইবে, এবং তাহার চূড়া সকল তাহার অংশ হইবে। ৩ এবং তুমি তাহার পৃষ্ঠ ও চারি পার্শ্ব ও চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়িবা, এবং তাহার চারি দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ৪ এবং তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই২ কড়া করিবা; তাহা তদ্বহনার্থ সাইঙ্গের ঘর হইবে। ৫ এবং ঐ সাইঙ্গ শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ দিয়া মুড়িবা। ৬ এবং আমি যে স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই স্থানে, অর্থাৎ সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণের সম্মুখে সাক্ষ্যসিন্দুকের অগ্রস্থিত তিরস্করিণীর অগ্রদিগে তাহা রাখিবা। ৭ এবং হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করণ সময়ে সে ঐ ধূপ জ্বালাইবে। ৮ এবং সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালাইবার সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে, তাহাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য২ ধূপদাহ হইবে। ৯ তোমরা তাহার উপরে ইতর ধূপ কিম্বা হোমবলি কিম্বা ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও না, ও তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য ঢালিও না। ১০ এবং বৎসরের মধ্যে এক বার হারোণ প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির রক্ত দিয়া তাহার চূড়ার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে বৎসরের মধ্যে এক বার তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এই বেদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র।

১১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহিলেন, ১২ তুমি যখন ইস্রায়েলের সন্তানদের সংখ্যা করিতে তাহাদিগকে গণনা করিবা, তখন তাহারা প্রত্যেকে সদাপ্রভুর কাছে আপন২ প্রাণার্থে গণনাজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, নতুবা তাহাদের মধ্যে গণনাজন্য আঘাত হইবে। ১৩ ইহাই তাহাদের দাতব্য; যে কেহ গণনীয়ের মধ্যে আসিবে, সে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে অর্দ্ধশেকল্ দিবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়; সেই অর্দ্ধশেকল সদাপ্রভুর [প্রাপ্য] উপহার হইবে। ১৪ বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার অধিক বয়স্ক যে কেহ গণনীয়ের মধ্যে আসিবে, সে সদাপ্রভুকে ঐ উপহার দিবে। ১৫ তোমাদের প্রাণের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুকে সেই উপহার দে-

ওন সময়ে ধনবান্ অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং দরিদ্র তাহাহইতে ন্যূন দিবে না। ১৬ আর তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের রূপা লইয়া সমাগমের তাম্বুর কার্য্যার্থে দিবা, তাহা তোমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে ইস্রায়েলের সন্তানদের স্মরণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে থাকিবে।

১৭ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৮ তুমি প্রক্ষালন করিতে পিত্তলময় এক প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পিত্তলময় পায়া প্রস্তুত করিবা; এবং সমাগমের তাম্বুর ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিবা। ১৯ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহাতে আপন২ হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে। ২০ যে সময়ে তাহারা সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করে, তৎকালে যেন না মরে, এই জন্যে জলেতে আপনাদিগকে ধৌত করিবে। কিম্বা যে সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করণার্থে অর্থাৎ অগ্নিকৃত উপহার ধূপবৎ দগ্ধ করণার্থে বেদির নিকটে আইসে, ২১ তৎকালে যেন না মরে, এই জন্যে আপন২ হস্ত ও পদ ধৌত করিবে; ইহা তাহার ও তাহার বংশের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি আপনার নিকটে উত্তম২ সুগন্ধি দ্রব্য, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে পাঁচ শত শেকল্ নির্মল গন্ধরস, ও তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত শেকল্ সুগন্ধি দারুচিনি ও আড়াই শত শেকল্ সুগন্ধি বচ, ২৪ ও পাঁচ শত শেকল্ কিদ্দা ও এক হিন জিতৈতল প্রস্তুত করিবা। ২৫ এই সকলের দ্বারা তুমি অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল অর্থাৎ গন্ধবণিকের কর্ম্মে কৃত তৈল করিবা, তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। ২৬ তাহাতে তুমি সমাগমের তাম্বু ও সাক্ষ্যসিন্দুক ২৭ এবং মেজ ও তাহার সকল পাত্র, ও দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি, ২৮ ও হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভিষেক করিবা। ২৯ এবং এই সকল বস্তু পবিত্র করিবা, তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হইবে, এবং যে কেহ তাহা স্পর্শ করে তাহার পবিত্র হওয়া উচিত। ৩০ এবং তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা। ৩১ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিবা, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। ৩২ মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আর কোন তৈল হইবে না; তাহা পবিত্র, তোমরা তাহা পবিত্র জানিবা। ৩৩ যে কেহ তাহার মত প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদিগহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩৪ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আপনার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লও, অর্থাৎ গুগ্গুলু ও নখী ও কুন্দুরু ও নির্ম্মল লবান, এই প্রত্যেক সুগন্ধি দ্রব্য সমভাগ করিয়া লও। ৩৫ এবং তাহাদ্বারা গন্ধবণিকের কর্ম্মে কৃত ও লবণমিশ্রিত এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত কর। ৩৬ তাহার কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া যে সমাগমের তাম্বুতে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা; তাহাই তোমাদের জ্ঞানে অতি পবিত্র হইবে। ৩৭ এবং তুমি যে সুগন্ধি ধূপ করিবা, তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আপনাদের জন্যে করিও না, তাহা তোমাদের জ্ঞানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। ৩৮ যে কেহ আপন ঘ্রাণের কারণ তাহার সদৃশ সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোকদিগহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহিলেন, ২ দেখ, আমি যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল্‌কে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ৩ এবং শিল্পকর্ম্ম করণ অর্থাৎ সুবর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তলেতে খুদন ৪ ও খচনার্থক মণি কাটন ও কাষ্ঠেতে খুদন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিতে ৫ তাহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা এবং কর্ম্মকুশলতাদায়ক ঈশ্বরের আত্মাতে পরিপূর্ণ করিলাম। ৬ এবং দেখ, আমি দান্ বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার সহকারী হইতে দিলাম, এবং অন্যান্য বিজ্ঞমনা লোকের হৃদয়ে বিজ্ঞান দিলাম; অতএব আমি তোমাকে যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তাহা তাহারা নির্ম্মাণ করিবে। ৭ ফলতঃ সমাগমের তাম্বু ও সাক্ষ্যসিন্দুক, ও তাহার উপরিস্থ পাপাবরণ, ও তাম্বুর সমস্ত পাত্র, ৮ ও মেজ ও তাহার সকল পাত্র, ও নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি, ৯ ও হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, ১০ এবং শোভার্থক বস্ত্র, এবং যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণ যাজকের বর্ম্মাকার বস্ত্র, ও তাহার পুত্রদের বস্ত্র, ১১ এবং অভিষেকার্থ তৈল, ও পবিত্র স্থানের জন্যে সুগন্ধি ধূপ, এই যে সকল আজ্ঞা আমি তোমাকে দিলাম, তাহা তাহারা নির্ম্মাণ করিবে।

১২ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৩ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবা; কেননা আমিই তোমাদের পবিত্রকারি সদাপ্রভু, ইহার জ্ঞানার্থে তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে তাহা এক অভিজ্ঞান হইবে। ১৪ অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবা, কেননা তোমাদের নিমিত্তে তাহা পবিত্র; যে জন তাহা অপবিত্র করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; এবং যে কোন প্রাণী ঐ দিনে

কার্য্য করিবে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [১৫] ছয় দিন কার্য্য করা যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামার্থক পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৬] ইস্রায়েলের সন্তানগণ অনন্তকালের নিয়ম বলিয়া পুরুষানুক্রমে মান্য করণের জন্যে বিশ্রামদিন পালন করিবে। [১৭] আমার ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে তাহা অনন্তকালীন অভিজ্ঞান হইবে, কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।

[১৮] পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া সাক্ষ্যরূপ দুই ফলক, অর্থাৎ ঈশ্বরের অঙ্গুলিদ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক তাহাকে দিলেন।

৩২ অধ্যায়।

[১] অনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠ, আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা যে ব্যক্তি মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল, সেই মোশির প্রতি কি ঘটিল, তাহা আমরা জানি না। [২] তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিল, তবে তোমরা আপন ২ স্ত্রী ও পুত্র কন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। [৩] তাহাতে সমস্ত লোক আপন ২ কর্ণহইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের নিকটে আনিলে [৪] সে তাহাদের হস্তহইতে তাহা গ্রহণ করিয়া থলীতে বদ্ধ করিল, পরে তাহা ঢালিয়া এক বাছুর নির্ম্মাণ করিল; তখন লোকেরা কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্, ইনি তোমার ঈশ্বর যিনি মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। [৫] এবং হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে, ইহা ঘোষণা করাইল। [৬] তাহাতে লোকেরা পরদিনে প্রত্যূষে উঠিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল, এবং লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল; পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল।

[৭] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে তুমি মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। [৮] আমি তাহাদিগকে যে পথের বিষয়ে আজ্ঞা দিলাম, তাহারা শীঘ্র তাহাহইতে ভ্রষ্ট হইল, ফলতঃ তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা বাছুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিল, এবং তাহার উদ্দেশে বলিদান করিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল্, ইনি তোমার ঈশ্বর যিনি মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। [৯] অপর সদাপ্রভু মোশিকে আরো কহিলেন, আমি সেই লোকদিগকে দেখিলাম; দেখ, তাহারা অতিশয় শক্তগ্রীব জাতি। [১০] অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, আমি তাহাদের প্রতিকূলে ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে সংহার করি, কিন্তু তোমাকে বড় জাতির মূল করি। [১১] তাহাতে মোশি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করণার্থে কহিল, হে সদাপ্রভো, আপনার যে প্রজাদিগকে আপনি মহাপরাক্রম ও বাহুবলেতে মিসরদেশহইতে বাহির করিলেন, তাহাদের প্রতিকূলে আপনার কোপ কেন প্রজ্বলিত হইবে? [১২] অনিষ্টের নিমিত্তে অর্থাৎ পর্ব্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া পৃথিবীহইতে লোপ করিবার নিমিত্তে তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, এমত কথা মিস্রীয়েরা গল্প করিয়া কেন কহিবে? আপনি নিজ প্রচণ্ড ক্রোধহইতে ফিরুন, ও আপন প্রজাদের এমন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। [১৩] আপনি নিজ দাস অব্রাহাম ও ইস্হাক্ ও যাকোবের অনুরোধে সেই কথা স্মরণ করুন, যাহা আপনি নিজ নামেরই দিব্য করত তাহাদের কাছে [অঙ্গীকার করিয়াছেন]। আপনি তো তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমাদের বংশবৃদ্ধি করিব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা কহিলাম, ইহা তোমাদের বংশকে দিব, তাহারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা অধিকার করিবে। [১৪] তখন সদাপ্রভু আপন প্রজাদের যে অনিষ্ট করিবার কথা কহিয়াছিলেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইলেন।

[১৫] অনন্তর মোশি মুখ ফিরাইয়া সাক্ষ্য সম্বলিত সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে নামিল; সেই প্রস্তরফলকের এ পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠে দুই পৃষ্ঠেই লেখা ছিল। [১৬] সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্ম্মিত, এবং তাহাতে খোদিত লিখনও ঈশ্বরের লিখন। [১৭] পরে যিহোশূয় কোলাহলকারি লোকদের রব শুনিয়া মোশিকে কহিল, শিবিরে যুদ্ধের শব্দ হইতেছে। [১৮] তাহাতে সে কহিল, ইহা জয়ধ্বনির শব্দ নয়, এবং পরাজয়ধ্বনিরও শব্দ নয়, কিন্তু আমি গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছি।

[১৯] পরে সে শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ বাছুর এবং নৃত্য দেখিল; তাহাতে মোশি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে আপন হস্তহইতে সেই দুই খান প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [২০] এবং তাহাদের নির্ম্মিত বাছুর লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল, এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলের উপরে ঝাড়িয়া দিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণকে পান করাইল।

[২১] পরে মোশি হারোণকে কহিল, ঐ লোকেরা তোমার প্রতি কি করিয়াছিল, যে তুমি উহাদের উপরে এমত মহাপাপ বর্ত্তাইলা? [২২] তাহাতে

হারোণ কহিল, হে প্রভো, ক্রোধ প্রজ্বলিত করিবেন না। আপনি লোকদিগকে জানেন, যে তাহারা দুষ্টতাতে আসক্ত। ২৩ তাহারাই আমাকে কহিল, আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা যে ব্যক্তি মিসরদেশ-হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল, সেই মোশির প্রতি কি ঘটিল তাহা আমরা জানি না। ২৪ তখন আমি কহিলাম, তোমাদের মধ্যে যাহার যে স্বর্ণাভরণ থাকে সে তাহা উন্মোচন করিয়া দিউক; তাহাতে তাহারা আমাকে তাহা দিল; পরে আমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা-হইতে ঐ বৎসটী নির্গত হইল।

২৫ পরে মোশি দেখিল, লোকেরা নিরঙ্কুশ হইয়াছে, কেননা হারোণ প্রতিরোধিদের মধ্যে বিদ্রূপাস্পদ হইবার জন্যে তাহাদিগকে নিরঙ্কুশ করিয়াছিল। ২৬ তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিল, সদাপ্রভুর পক্ষ কে? সে আমার নিকটে আইসুক; তাহাতে লেবির সন্তান সকল তাহার নিকটে একত্র হইল। ২৭ পরে সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২ ঊরুতে খড়্গ বাঁধিয়া শিবিরের মধ্য দিয়া এক দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত গতায়াত কর, ও প্রতি জন আপন ২ ভ্রাতা ও মিত্র ও প্রতিবাসিকে বধ কর। ২৮ তাহাতে লেবির সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিলে সেই দিনে লোকদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোক মারা পড়িল। ২৯ কেননা মোশি কহিয়াছিল, অদ্য প্রত্যেক জন আপন ২ পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের হস্তপূরণ কর, তাহাতে তিনি এই দিনে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৩০ পরদিনে মোশি লোকদিগকে কহিল, তোমরা মহাপাপ করিলা, এখন আমি সদাপ্রভুর নিকটে আরোহণ করিতেছি; যদি হয়, তবে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ৩১ পরে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, হায়২, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়া আপনাদের জন্যে স্বর্ণদেবতা নির্ম্মাণ করিল। ৩২ এখন যদি হয়, তবে ইহাদের পাপ ক্ষমা কর; কিন্তু যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তোমার লিখিত পুস্তক-হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল। ৩৩ তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যে জন আমার প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহারই নাম আমি আপন পুস্তকহইতে কাটিয়া ফেলিব। ৩৪ এখন যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে কহিয়াছি, সেই দেশে লোকদিগকে লইয়া যাও; দেখ, আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইবেন, কিন্তু আমি প্রতিফল দেওনের দিনে তাহাদের পাপের প্রতিফল দিব। ৩৫ লোকেরা হারোণকে বাছুর নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, এই জন্যে সদাপ্রভু লোকদিগকে আঘাত করিলেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের কাছে দিব্য করিয়া যে দেশ তাহাদের বংশকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশে যাইতে তুমি মিসরদেশ-হইতে তোমার আনীত লোকদের সহিত এস্থান-হইতে প্রস্থান কর। ২ আমি তোমার অগ্রে এক দূতকে পাঠাইয়া কনানীয় ও ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোক-দিগকে দূর করিব। ৩ অতএব সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; তাহাতে কি জানি, পথের মধ্যে তোমাকে সংহার করি।

৪ অপর লোকেরা এই অশুভ বাক্য শুনিয়া শোক করিল, কেহ আপন গাত্রে অভরণ পরিধান করিল না। ৫ কারণ সদাপ্রভু মোশিকে কহিয়াছিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা শক্তগ্রীব জাতি, এক নিমিষ তোমাদের মধ্যে গেলে আমি তোমাদিগকে সংহার করিতে পারি; তোমরা এখন আপন ২ গাত্রহইতে অভরণ দূর কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিব। ৬ তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ হোরেব্ পর্ব্বতের নিকটস্থ হওন অবধি আপন২ সমস্ত অভরণ দূর করিল।

৭ পরে মোশি তাম্বুটা লইয়া শিবিরের বাহিরে ও শিবিরহইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপন করিল, এবং তাহার নাম সমাগমের তাম্বু রাখিল; তদবধি সদাপ্রভুর অন্বেষণকারি প্রত্যেক জন শিবিরের বাহিরে স্থিত সেই সমাগমের তাম্বুর নিকটে গমন করিত। ৮ এবং মোশি যখন বাহির হইয়া সেই তাম্বুর নিকটে যাইত, তখন সমস্ত লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন২ তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইত, এবং যে পর্য্যন্ত মোশি ঐ তাম্বুতে প্রবেশ না করিত, তাবৎ তাহার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে থাকিত। ৯ এবং মোশি তাম্বুতে প্রবেশ করিলে পর মেঘস্তম্ভ নামিয়া তাম্বুর দ্বারে অবস্থিতি করিত, তাহাতে তিনি মোশির সহিত আলাপ করিতেন। ১০ তাম্বুর দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ দেখিলে সমস্ত লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন২ তাম্বুর দ্বারে থাকিয়া প্রণিপাত করিত। ১১ এবং মনুষ্য যেমন মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করিতেন; পরে মোশি শিবিরে ফিরিয়া আসিত, কিন্তু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে তাহার যুব পরিচারক তাম্বুর মধ্যহইতে অন্যত্র যাইত না।

১২ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, দেখ, তুমি এই লোকদিগকে লইয়া যাইতে আমাকে কহিতেছ, কিন্তু আমার সঙ্গী করিয়া যাঁহাকে প্রেরণ করিবা,

তাঁহার পরিচয় আমাকে দেও নাই, তথাপি কহিতেছ, আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি, এবং তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্রও হইয়াছ। [১৩] ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্যে আমাকে আপন পথ জ্ঞাত কর; এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা ইহা বিবেচনা কর। [১৪] তখন তিনি কহিলেন, আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব। [১৫] তাহাতে সে তাঁহাকে কহিল, যদিস্যাৎ তোমার শ্রীমুখ আমাদের সহিত গমন না করেন, তবে এখানহইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না। [১৬] কেননা আমি ও তোমার এই প্রজাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, ইহা কিসে জানা যায়? কি আমাদের সহিত তোমার গমনদ্বারা নয়? তদ্দারাতেই আমি ও তোমার প্রজাগণ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতিহইতে বিশিষ্ট হই। [১৭] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই যে কথা তুমি কহিলা, তাহাও আমি করিব, কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, এবং আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি।

[১৮] তাহাতে সে কহিল, বিনয় করি, তুমি আমাকে আপনার প্রতাপ দেখিতে দেও। [১৯] সদাপ্রভু কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপন সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব। [২০] আরও কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবা না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিতে পাইয়া বাঁচে, এমত হয় না। [২১] সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ শৈলের উপরে দাঁড়াও। [২২] তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার প্রতাপের গমন সময়ে আমি তোমাকে শৈলের ঐ ছিদ্রে রাখিব, ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব। [২৩] পরে আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবা, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যায় না।

৩৪ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খোদ, তোমাকর্তৃক ভগ্ন দুই প্রস্তরে যাহা২ লিখিত ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দুই প্রস্তরে লিখিব। [২] আর তুমি প্রাতঃকালে প্রস্তুত হও, ও প্রভাতে সীনয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিয়া তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গে আমার নিকটে উপস্থিত হও। [৩] কিন্তু তোমার সহিত আর কেহ উপরে না আইসুক, এবং এই সমুদয় পর্ব্বতে কেহ দৃষ্ট না হউক, এবং গোমেষাদি পালও এ পর্ব্বতের সম্মুখে না চরুক।

[৪] পরে মোশি প্রথম প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালে উঠিয়া সীনয় পর্ব্বতের উপরে গেল, ও সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে করিয়া লইল। [৫] তখন সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া সে স্থানে তাহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিলেন। [৬] ফলতঃ সদাপ্রভু তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করত ইহা ঘোষণা করিলেন, "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু. ঈশ্বর, স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্; [৭] সহস্র২ পুরুষ পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ও পাপের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য তাহার দণ্ডদাতা, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রদের উপরে পিতাদের অপরাধের ফলদাতা।"

[৮] তখন মোশি শীঘ্র ভূমিতে নতমস্তক হইয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, [৯] হে প্রভো, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, হে আমার প্রভো, আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করুন, এবং ইহারা শক্তগ্রীব জাতি হইলেও আমাদের অপরাধ ও পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে আপন অধিকারার্থে গ্রহণ করুন।

[১০] তখন তিনি কহিলেন, দেখ, আমি এক নিয়ম করি; সমস্ত পৃথিবীতে ও যাবতীয় জাতির মধ্যে যাদৃশ কখনো করা যায় নাই, এমত আশ্চর্য্য কার্য্য আমি তোমার সমস্ত লোকের সাক্ষাতে করিব; তাহাতে যে সকল লোকের মধ্যে তুমি আছ, তাহারা সদাপ্রভুর সেই কর্ম্ম দেখিবে, কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব, তাহা ভয়ঙ্কর। [১১] অদ্য আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে মনোযোগ কর; দেখ, আমি ইমোরীয় ও কনানীয় ও হিত্তীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে তোমার সম্মুখহইতে খেদাইয়া দিব। [১২] সাবধান, যে দেশের বিরুদ্ধে তুমি যাইতেছ, সেই দেশনিবাসিদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তি ফাঁদস্বরূপ হয়। [১৩] কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভগ্ন করিবা, ও তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবা, ও আশেরার মূর্ত্তি সকল কাটিয়া ফেলিবা। [১৪] তুমি কোন ইতর দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগী নাম ধারণ করেন; তিনি [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর। [১৫] [নতুবা] কি জানি, তুমি তদ্দেশনিবাসি লোকদের সহিত নিয়ম করিবা; করিলে যে সময়ে তাহারা নিজ দেবগণের অনুগামী হইয়া ব্যভিচার করে, ও নিজ দেবগণের কাছে বলিদান করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে তুমি তাহার বলিদ্রব্য খাইবা; [১৬] কিম্বা তুমি আপন পুত্রদের কারণ তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিলে তাহাদের

কন্যারা নিজ দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া তোমার পুত্রদিগকে আপনাদের দেবগণের অনুগামী করিয়া ব্যভিচার করাইবে। [১৭] তুমি আপনার নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা কোন দেবতা করিও না।

[১৮] তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিবা। আবীব্ মাসের যে সময়ে যেরূপ করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, সেই রূপে তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা, কেননা সেই আবীব্ মাসে তুমি মিসরদেশহইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলা। [১৯] গর্ভাশয়োদ্ঘাটক সমস্ত গর্ভফল এবং গোমেষাদি পালের মধ্যে গর্ভাশয়োদ্ঘাটক পুংপশু সকল আমার। [২০] গর্ভাশয়োদ্ঘাটক গর্দ্দভের পরিবর্ত্তে তুমি মেষের বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত করিবা; যদ্যপি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবা; কিন্তু তোমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে তুমি মুক্ত করিবা। আর কেহ রিক্ত হস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।

[২১] তুমি ছয় দিন পরিশ্রম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবা; চাসের ও শস্যচ্ছেদনের সময়েও বিশ্রাম করিবা।

[২২] তুমি সপ্তাহের উৎসব অর্থাৎ কাটা গোমের আশুপক্ক ফলের উৎসব, এবং বৎসরের শেষভাগে ফল সংগ্রহ করণের উৎসব করিবা।

[২৩] বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। [২৪] কেননা আমি তোমার সম্মুখহইতে পরজাতিদিগকে দূর করিব, ও তোমার সীমা বিস্তার করিব, এবং তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে গমন করিলে তোমার ভূমির প্রতি কেহ লোভ করিবে না।

[২৫] তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীর সহিত উৎসর্গ করিও না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের বলিদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না। [২৬] তুমি নিজ ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে সিদ্ধ করিও না।

[২৭] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই সকল বাক্য লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি এই বাক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম। [২৮] সেই সময়ে মোশি চল্লিশ দিবারাত্রি অন্ন ভোজন ও জল পান না করিয়া সেই স্থানে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলে তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মবাক্য অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।

[২৯] পরে মোশি সীনয় পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে সাক্ষ্যরূপ দুইখান প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে নামিল, কিন্তু সদাপ্রভুর সহিত আলাপ করণ সময়ে আপন মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা মোশি জানিল না। [৩০] পরে যখন হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণ মোশিকে দেখিল, তখন তাহার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল ছিল; অতএব তাহারা তাহার নিকটে যাইতে ভীত হইল। [৩১] কিন্তু মোশি তাহাদিগকে ডাকিলে হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল তাহার নিকটে ফিরিয়া গেল, তাহাতে মোশি তাহাদের সহিত আলাপ করিল। [৩২] তৎপরে ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণ তাহার নিকটে গেল; তাহাতে সে সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভুর উক্ত আজ্ঞা সকল তাহাদিগকে জানাইল। [৩৩] পরে তাহাদের সহিত মোশির কথোপকথন সমাপন হইলে সে আপন মুখে আবরণ দিল। [৩৪] কিন্তু সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে ভিতরে তাঁহার সাক্ষাতে গেলে মোশি যাবৎ বহিরাগমন না করিত, তাবৎ সেই আবরণ খুলিয়া রাখিত; পরে যে সকল আজ্ঞা পাইত, বাহির হইয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণকে তাহা কহিত। [৩৫] তাহাতে মোশির মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, ইহা ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিত; পরে মোশি সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত ভিতরে না যাইত, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিত।

৩৫ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই সকল বাক্য পালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। [২] ছয় দিন কার্য্য করা যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের নিকটে পবিত্র দিন হইবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে; যে কেহ সেই দিনে কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। [৩] তোমরা বিশ্রামদিনে আপনাদের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিও না।

[৪] অপর মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে আরো কহিল, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিলেন। [৫] তোমরা সদাপ্রভুর নিমিত্তে আপনাদের নিকটহইতে উপহার লও; যে কেহ প্রবৃত্তমনা, সে সদাপ্রভুর উপহারস্বরূপ স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল, [৬] এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্র ও ছাগের লোম, [৭] এবং রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশ্চর্ম্ম ও শিটীম্ কাষ্ঠ, এবং দীপার্থ তৈল, [৮] এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, [৯] এবং এফোদের ও বুকপাটার কারণ গোমেদকাদি খচনার্থক মণি, এই সকল দ্রব্য আনিবে। [১০] এবং তোমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞমনা লোক আসিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সকল বস্তু নির্ম্মাণ করুক, [১১] অর্থাৎ আবাস ও তাহার তাম্বু ও ছাদ ও ঘুণ্টী ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, [১২] এবং সিন্দুক ও তাহার সাঙ্গ ও পাপাবরণ ও বিচ্ছেদবস্ত্ররূপ তিরস্করিণী,

[১৩] এবং মেজ ও তাহার সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, [১৪] এবং দীপ্তির জন্যে দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র ও প্রদীপ ও দীপার্থ তৈল, এবং ধূপের বেদি ও তাহার সাইঙ্গ; [১৫] ও অভিষেকার্থ তৈল ও সুগন্ধি ধূপ, ও আবাসের প্রবেশদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [১৬] এবং হোমবেদি ও তাহার পিত্তলের জাল ও সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, [১৭] এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা ও তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [১৮] এবং আবাসের গোঁজ ও প্রাঙ্গণের গোঁজ ও উভয়ের রজ্জু, [১৯] এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণের নিমিত্তে বর্ম্মাকার বস্ত্র, অর্থাৎ হারোণ যাজকের জন্যে পবিত্র বস্ত্র, ও যাজন কর্ম্ম করণার্থে তাহার পুত্রদের বস্ত্র, এই সকল প্রস্তুত করিবে।

[২০] অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির সম্মুখহইতে প্রস্থান করিল। [২১] পরে যাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও আত্মাতে বাঞ্ছা হইল, তাহারা সমাগমের তাম্বু নির্ম্মাণার্থে এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের ও পবিত্র বস্ত্রের জন্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিল। [২২] এবং পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক প্রবৃত্তমনা ছিল, তাহারা সকলে আসিয়া বলয় ও কুণ্ডল ও অঙ্গুরীয়ক ও হার প্রভৃতি স্বর্ণময় অলঙ্কার সকল আনিল। সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় স্বর্ণময় উপহারার্থে যে যাহা দোলাইল, [২৩] এবং যাহাদের নিকটে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্র ও ছাগলোম ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম ছিল, তাহারা প্রত্যেকে তাহা আনিল। [২৪] এবং যে কেহ রূপ্য ও পিত্তলের উত্তোলনীয় উপহার উত্তোলন করিল, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার বলিয়া তাহা আনিল; এবং যাহার নিকটে শিটীম্ কাষ্ঠ ছিল, সে কার্য্যের কোন প্রয়োগের নিমিত্তে তাহা আনিল। [২৫] এবং বিজ্ঞমনা স্ত্রীরা আপন ২ হস্তে সূতা কাটিয়া নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্র আনিল। [২৬] এবং বিজ্ঞানে প্রবৃত্তমনা স্ত্রী সকল ছাগলোমের সূতা কাটিল। [২৭] এবং অধ্যক্ষগণ এফোদের ও বুকপাটার কারণ গোমেদকাদি খচনার্থক মণি, [২৮] এবং দীপের ও অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য ও তৈল আনিল। [২৯] ইস্রায়েলের সন্তানগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল, ফলতঃ সদাপ্রভু মোশিদ্বারা যাহা ২ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম করণার্থে যে ২ পুরুষ ও স্ত্রীদিগের হৃদয়ে প্রবৃত্তি হইল, তাহারা প্রত্যেকে নৈবেদ্য আনিল।

[৩০] পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আরো কহিল, দেখ, সদাপ্রভু যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল্কে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। [৩১] এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি ও বিদ্যা ও সর্ব্বপ্রকার শিল্পকৌশলদায়ক ঈশ্বরীয় আত্মাতে পরিপূর্ণ করিয়া [৩২] চিত্রকর্ম্ম ও স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল খুদন, [৩৩] ও খচনার্থক মণি খুদন, ও নানা শিল্পকর্ম্মার্থে কাষ্ঠ খুদন, এই সকল শিল্পকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিপুণ করিলেন। [৩৪] এবং এই সকলের শিক্ষা দিতে তাহার ও দান্ বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের হৃদয়ে প্রবৃত্তি দিলেন। [৩৫] এবং খুদিতে ও শিল্পকর্ম্ম করিতে এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও তাঁতির কর্ম্ম করিতে, অর্থাৎ যাবতীয় শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে তাহাদের হৃদয় বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ অধ্যায়।

[১] অতএব সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানের কার্য্য সকল রচনা করিতে সদাপ্রভু বৎসলেল্ ও অহলীয়াব্ প্রভৃতি যাহাদিগকে বিজ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়াছেন, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোক কর্ম্ম করুক।

[২] পরে মোশি সেই বৎসলেল্কে ও অহলীয়াব্কে এবং সদাপ্রভুহইতে হৃদয়ে বিজ্ঞানপ্রাপ্ত অন্য সকল বিজ্ঞমনা লোককে ডাকিল, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করণের নিমিত্তে উপস্থিত হইতে যাহাদের মনে প্রবৃত্তি জন্মিল, তাহাদিগকে ডাকিল। [৩] তাহাতে তাহারা পবিত্র স্থানের কার্য্যের রচনা সম্পন্ন করণার্থে ইস্রায়েলের সন্তানগণের আনীত উপহার সকল মোশির সাক্ষাৎহইতে গ্রহণ করিল, তথাপি লোকেরা তখনও প্রতি প্রভাতে তাহার নিকটে স্বেচ্ছাতে আরো দ্রব্য আনিতেছিল।

[৪] তখন পবিত্র স্থানের সমস্ত কার্য্য করণে নিযুক্ত বিজ্ঞ লোক সকল আপন ২ কর্ম্মহইতে আসিয়া [৫] মোশিকে কহিল, সদাপ্রভু যাহা ২ রচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, লোকেরা সেই রচনার কার্য্যাতিরিক্ত অধিক বস্তু আনিতেছে। [৬] তাহাতে মোশি আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র ইহা ঘোষণা করাইল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পবিত্র স্থানের জন্যে আর উপহার প্রস্তুত না করুক; অতএব লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। [৭] কেননা সকল কর্ম্ম করিতে তাহাদের যথেষ্ট ও প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ছিল।

[৮] পরে কর্ম্মকারি বিজ্ঞমনা লোক সকল পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্র এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা আবাসের দশ যবনিকা প্রস্তুত করিল; এবং তাহার মধ্যে করূবাকৃতি শিল্পকর্ম্ম করিল। [৯] তাহার প্রত্যেক যবনিকা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলের একই পরিমাণ ছিল। [১০] পরে সে তাহার পাঁচ যবনিকা একত্র যোগ করিল, এবং অন্য পাঁচ যবনিকাও একত্র যোগ করিল। [১১] এবং যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলবর্ণ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় অন্ত্য

যবনিকার মুড়াতেও তদ্রূপ করিল। [১২] প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা করিল, এবং যোড়-স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা করিল; সেই ঘুন্টীঘরা সকল এক অন্যের সহিত মিলিল। [১৩] পরে সে স্বর্ণের পঞ্চাশ ঘুন্টী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদ্বারা এক যবনিকা অন্যের সহিত যোড়া দিল; তাহাতে একই আবাস হইল।

[১৪] পরে সে আবাসের আচ্ছাদনার্থক তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমের একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিল। [১৫] তাহার প্রত্যেক যবনিকা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ; ঐ একাদশ যবনিকার একই পরিমাণ ছিল। [১৬] পরে সে পাঁচ যবনিকা পৃথক্ রূপে, ও ছয় যবনিকা পৃথক্ রূপে যোড়া দিল। [১৭] এবং যোড়স্থানের অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাপ ঘুন্টীঘরা করিল। [১৮] এবং যোড়া দিয়া একই তাম্বু করণার্থে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুন্টী করিল। [১৯] পরে রক্তীকৃত মেষচর্ম্মেতে তাম্বুর এক ছাদ, আর বার তাহার উপরে তহশ্‌চর্ম্মের এক ছাদ প্রস্তুত করিল।

[২০] পরে সে আবাসের জন্যে শিটীম্ কাষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা নির্ম্মাণ করিল। [২১] ঐ প্রত্যেক তক্তা দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ছিল। [২২] এবং প্রত্যেক তক্তাতে পরস্পর অনুরূপ দুই ২ পদ ছিল; এই রূপে সে আবাসের সকল তক্তাতে [পদ] নির্ম্মাণ করিল। [২৩] আবাসের সেই সকল তক্তার মধ্যে সে দক্ষিণদিক্‌স্থ দক্ষিণ পার্শ্বের জন্যে বিংশতি তক্তা প্রস্তুত করিল। [২৪] এবং ঐ বিংশতি তক্তার নীচে রূপার চল্লিশ চুঙ্গি করিল, ফলতঃ এক তক্তার নীচে দুই পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, ও অন্য ২ তক্তার নীচে দুই ২ পদের নিমিত্তে দুই ২ চুঙ্গি করিল। [২৫] এবং আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের অর্থাৎ উত্তর পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা নির্ম্মাণ করিল। [২৬] এবং তাহাদের [নীচে] রূপার চল্লিশ চুঙ্গি, অর্থাৎ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য ২ তক্তার নীচে দুই ২ চুঙ্গি করিল। [২৭] এবং আবাসের পশ্চিম দিক্‌স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয় তক্তা করিল। [২৮] এবং আবাসের পশ্চাৎ পার্শ্বের দুই কোণের নিমিত্তে দুই ২ তক্তা করিল। [২৯] সেই দুই তক্তার নীচে যোড় ছিল, এবং সেই রূপ মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় ছিল; এই রূপে সে দুই কোণের তক্তা বদ্ধ করিল। [৩০] তাহাতে আট তক্তা, এবং এক ২ তক্তার নীচে দুই ২ চুঙ্গি, রূপার ষোল চুঙ্গি ছিল।

[৩১] পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দীর্ঘ অর্গল নির্ম্মাণ করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, [৩২] ও অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিম দিক্‌স্থ পশ্চাৎপার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিল। [৩৩] এবং মধ্যবর্ত্তি অর্গলকে তক্তার মধ্যদেশে এক অন্তহইতে অন্য অন্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিল। [৩৪] পরে সে সকল তক্তা স্বর্ণে মণ্ডিত করিল, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্যে স্বর্ণের কড়া নির্ম্মাণ করিয়া অর্গলও স্বর্ণে মুড়িল।

[৩৫] অনন্তর সে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্র নির্ম্মিত ও করুবাকৃতিতে বিচিত্রিত এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিল। [৩৬] এবং তাহার নিমিত্তে শিটীম্ কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়াইল, এবং তাহাদের আঁকড়াও স্বর্ণের করিল, এবং তাহার জন্যে রূপার চারি চুঙ্গি ঢালিল।

[৩৭] পরে সে তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা সূচিক্রিয়া বিশিষ্ট এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিল। [৩৮] ও তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও তাহাদের আঁকড়া করিল, এবং ঐ সকলের মাথলা ও শলাকা স্বর্ণেতে মুড়াইল, কিন্তু তাহার পাঁচ চুঙ্গি পিত্তলদ্বারা করিল।

৩৭ অধ্যায়।

[১] অনন্তর বৎসলেল্ শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া ভিতর ও বাহির নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইল, [২] এবং তাহার চারি দিগে স্বর্ণের নিকাল নির্ম্মাণ করিল। [৩] ও তাহার চারি কোণের জন্যে চারি স্বর্ণকড়া ঢালিল; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া দিল। [৪] এবং সে শিটীম্ কাষ্ঠের সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল, [৫] এবং সিন্দুক বহনার্থে সিন্দুকের পার্শ্বে স্থিত কড়াতে সেই সাইঙ্গ প্রবেশ করাইল।

[৬] পরে সে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত করিল। [৭] এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা দুই করুব নির্ম্মাণ করিয়া পাপাবরণের দুই মুড়াতে দিল। [৮] তাহার এক মুড়াতে এক করুব্ ও অন্য মুড়াতে অন্য করুব্, পাপাবরণের দুই মুড়াতে তাহার অংশ করিয়া দুই করুব্ দিল। [৯] সেই দুই করুব ঊর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষদ্বারা পাপাবরণের উপরে ছায়া করে, ও পরস্পর সম্মুখ হইয়া পাপাবরণের প্রতি দৃষ্টি রাখে।

[১০] পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ এক মেজ নির্ম্মাণ করিল। [১১] এবং তাহা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা মুড়িল, ও তাহার চারি দিগে স্বর্ণময় নিকাল করিল। [১২] তদ্ভিন্ন সে তাহার নিমিত্তে চারি অঙ্গুলি পরিমিত চতুর্দ্দিগে এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিল, ও পার্শ্বকাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল প্রস্তুত করিল। [১৩] ও তাহার কারণ স্বর্ণের চারি কড়া ঢালিয়া তাহার চারি পায়ার চারি কোণে বদ্ধ করিল। [১৪] সেই কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের সন্নিকট, এবং মেজ বহনার্থ সাইঙ্গের ঘর ছিল। [১৫] অপর সে মেজ বহনার্থে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল।

[১৬] এবং মেজের উপরিস্থিত পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিল, অর্থাৎ তাহার থাল ও চমস ও সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্যে স্রুব সকল নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল।

[১৭] পরে সে নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিল, তাহার কাণ্ড ও শাখা ও গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প তাহার অংশ হইল। [১৮] সেই দীপবৃক্ষের এক দিগহইতে তিন শাখা, ও দীপবৃক্ষের অন্য দিগহইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্বহইতে নির্গত হইল। [১৯] এবং এক শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষহইতে নির্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইল। [২০] এবং দীপবৃক্ষে বাদাম পুষ্পের ন্যায় চারি কলিকা, ও তাহার গোলাধার ও পুষ্প ছিল। [২১] এবং তাহাহইতে যে ছয় শাখা নির্গত হইল, তদনুসারে তাহার এক শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা, ও অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা, ও অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে এক কলিকা ছিল। [২২] এই কলিকা ও শাখা তাহার অংশ ছিল, এবং সকলই নির্ম্মল সুবর্ণের পিটান একই বস্তু ছিল। [২৩] এবং সে তাহার সাত প্রদীপ ও চিম্‌টা ও অঙ্গারধানী নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। [২৪] সে এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা তাহা ও তাহার সমস্ত পাত্র নির্ম্মাণ করিল।

[২৫] পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ ধূপবেদি নির্ম্মাণ করিল, তাহার চূড়া সকল তাহার অংশ ছিল। [২৬] পরে তাহা ও তাহার পৃষ্ঠ ও তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার চূড়া সকল নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণনিকাল করিল। [২৭] এবং তদ্বহনার্থ সাইঙ্গের ঘর হইবার জন্যে তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণে স্বর্ণের দুই ২ কড়া নির্ম্মাণ করিল। [২৮] এবং শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিল ও তাহা স্বর্ণেতে মুড়িল।

[২৯] পরে সে অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল ও ধূপের জন্যে গন্ধবণিকের কর্ম্মানুসারে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিল।

৩৮ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ এক হোমবেদি নির্ম্মাণ করিল। [২] এবং তাহার চারি কোণে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল; সেই চূড়া সকল তাহার অংশ ছিল। [৩] পরে সে বেদির সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ স্থালী ও হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী, এই সকল পাত্র পিত্তলদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। [৪] এবং বেদির বেড়ের নীচে অধো অবধি মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ কর্ম্মেতে পিত্তলের ঝাঁঝরী নির্ম্মাণ করিল। [৫] এবং সাইঙ্গের ঘর হইবার জন্যে সেই পিত্তলময় ঝাঁঝরীর চারি কোণে চারি কড়া ঢালিল। [৬] পরে সে শিটীম কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল। [৭] এবং বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বের উপরে ঐ সাইঙ্গ কড়াতে পরাইল, এবং ফাঁপা রাখিয়া তক্তাদ্বারা বেদি করিল।

[৮] অপর যে স্ত্রীগণ সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে শ্রেণীভূত হইত, সেই শ্রেণীভূত স্ত্রীগণের পিত্তলনির্ম্মিত দর্পণদ্বারা সে প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া নির্ম্মাণ করিল।

[৯] অপর সে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিল, ফলতঃ দক্ষিণদিগে প্রাঙ্গণের দক্ষিণপার্শ্বে পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে এক শত হস্ত পরিমিত যবনিকা করিল। [১০] তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি, এবং সেই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার ছিল। [১১] এবং উত্তরদিগের যবনিকা এক শত হস্ত, ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার ছিল। [১২] এবং পশ্চিম পার্শ্বের যবনিকা পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার ছিল। [১৩] এবং পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বপার্শ্বের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল। [১৪] প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে এক দিগের নিমিত্তে পোনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি, [১৫] এবং অন্য দিগের নিমিত্তে পোনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি ছিল। [১৬] প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের সকল যবনিকা পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে নির্ম্মিত, এবং স্তম্ভের চুঙ্গি পিত্তলময়, [১৭] এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপ্যময়, এবং তাহার মাথলা রূপ্যমণ্ডিত, এবং রূপার শলাকাতে প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ সংযুক্ত ছিল। [১৮] এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রের সূচিকর্ম্মে প্রস্তুত, এবং প্রাঙ্গণের যবনিকার ন্যায় তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, এবং উচ্চতা অর্থাৎ প্রস্থতা পঞ্চ হস্ত। [১৯] এবং তাহার চারি স্তম্ভ ও পিত্তলের চারি চুঙ্গি ও রূপার আঁকড়া, এবং তাহার মাথলা রূপ্যমণ্ডিত ও শলাকা রূপ্যময় ছিল। [২০] এবং আবাসের ও প্রাঙ্গণের চারি দিগের গোঁজ সকল পিত্তলময় ছিল।

[২১] মোশির আজ্ঞানুসারে আবাসের অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ আবাসের গণনীয় বস্তু সকলের এই গণনা করা গেল; লেবীয় লোকদের কার্য্য বলিয়া তাহা হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের দ্বারা করা গেল। [২২] কেননা সদাপ্রভু মোশিদ্বারা যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদা বংশজাত হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল্ সকলই নির্ম্মাণ করিয়াছিল। [২৩] এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রেতে শিল্পকারি এবং

খোদক ও বিজ্ঞ তন্তুবায় দান্‌বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব তাহার সহকারী ছিল। [২৪] পবিত্র আবাস নির্ম্মাণের সমস্ত কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল, অর্থাৎ দোলনীয় নৈবেদ্যের সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে ঊনত্রিশ মণ সাত শত ত্রিশ শেকল্ ছিল। [২৫] এবং মণ্ডলীর গণিত লোকদের রূপা পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত মণ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল্ ছিল। [২৬] গণিত প্রত্যেক লোকের জন্যে, অর্থাৎ যাহারা বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক জনের জন্যে এক ২ বেকা, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে অর্দ্ধ ২ শেকল দিতে হইয়াছিল। [২৭] অতএব সেই এক শত মণ রূপাতে পবিত্র স্থানের ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গিয়াছিল; এক শত চুঙ্গির কারণ এক শত মণ, অর্থাৎ এক ২ চুঙ্গির কারণ এক ২ মণ ব্যয় হইয়াছিল। [২৮] এবং ঐ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল্ রূপাতে সে স্তম্ভের কারণ আঁকড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ও তাহার মাথলা মণ্ডিত ও তাহা শলাকাতে সংযুক্ত করিয়াছিল। [২৯] এবং দোলনীয় নৈবেদ্যের পিত্তল সত্তরি মণ দুই সহস্র চারি শত শেকল্ ছিল। [৩০] অতএব তাহাদ্বারা সে সমাগমের তাম্বুর দ্বারের চুঙ্গি ও পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী ও বেদির সকল পাত্র, [৩১] এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের চুঙ্গি ও আবাসের সকল গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের গোঁজ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

৩৯ অধ্যায়।

[১] পরে লোকেরা মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ বর্ম্মাকার বস্ত্র প্রস্তুত করিল, বিশেষতঃ হারোণের কারণ পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিল। [২] এবং সে স্বর্ণদ্বারা এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা এফোদ্ নির্ম্মাণ করিল। [৩] ফলতঃ তাহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত করিয়া বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্রের মধ্যে বুনিবার জন্যে তাহা কাটিয়া তার করিল। [৪] এবং মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা যোড়া দিবার জন্যে তাহার দুই স্কন্ধপটি করিল; তাহাতে দুই মুড়াতে পরস্পর যোড়া দেওয়া গেল। [৫] এবং এফোদের উপরিস্থিত যে বিচিত্র পটুকা তাহার অংশ ছিল, তাহাও তৎকর্ম্মানুসারে স্বর্ণদ্বারা এবং নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইল। [৬] পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা খোদিত মুদ্রার ন্যায় ইস্রায়েলের পুত্রদের নামে খোদিত স্বর্ণময় স্থালীতে খচিত দুই গোমেদক মণি খুদিল। [৭] এবং এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের স্মরণার্থক মণিরূপে তাহা বসাইল।

[৮] পরে এফোদের কর্ম্মের ন্যায় সে স্বর্ণদ্বারা ও নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা বিচিত্র কর্ম্মেতে বুকপাটা নির্ম্মাণ করিল। [৯] তাহা চতুষ্কোণ ছিল, ফলতঃ তাহারা সেই বুকপাটা দোহারা করিয়া এক বিঘত দীর্ঘ ও এক বিঘত প্রস্থ করিল। [১০] এবং তাহা চারি পঙ্ক্তি মণিতে খচিত করিল; তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতে চুণী ও পীতমণি ও মরকত, [১১] এবং দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে পদ্মরাগ ও নীলকান্ত ও হীরক, [১২] এবং তৃতীয় পঙ্ক্তিতে পেরোজ ও যিষ্ম ও কটাহেলা, [১৩] এবং চতুর্থ পঙ্ক্তিতে বৈদূর্য্য ও গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত ছিল; এই সকল মণিতে স্বর্ণস্থালী খচিত হইল। [১৪] ইস্রায়েলের পুত্রদের নামসম্বলিত এই ২ মণি তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশ হইল, এবং মুদ্রার ন্যায় এক ২ মণিতে দ্বাদশ বংশের এক ২ নাম হইল। [১৫] পরে তাহারা বুকপাটাতে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা মালাবৎ পাকান শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিল। [১৬] এবং স্বর্ণের দুই স্থালী ও স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে ঐ দুই কড়া বদ্ধ করিল। [১৭] এবং বুকপাটার প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের সেই দুই শৃঙ্খল রাখিল। [১৮] এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিল। [১৯] এবং স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের সম্মুখস্থ মুড়াতে রাখিল। [২০] এবং স্বর্ণের আর দুই কড়া করিয়া এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে অধোদিগে সম্মুখভাগে তাহার সংযোগের স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে রাখিল। [২১] এবং বুকপাটা যেন এফোদ্‌হইতে না খসিয়া এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকে, এই জন্যে তাহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে [সকলই করিল]।

[২২] পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে এফোদের প্রাবার বুনিল; তাহা তন্তুবায়ের কৃত ও সমুদয় নীলবর্ণ। [২৩] এবং সেই প্রাবারের গলা তাহার মধ্যস্থানে ছিল; তাহা বর্ম্মের গলার সদৃশ; তাহা যেন না ছিঁড়ে, এই জন্যে সেই গলার চারি দিগে আমাটী ছিল। [২৪] এবং তাহারা ঐ প্রাবারের আঁচলাতে নীল ও ধূম্র ও রক্তবৎ পাকান সূত্রেতে দাড়িম নির্ম্মাণ করিল। [২৫] পরে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা কিঙ্কিণী করিয়া দাড়িমের মধ্যে ২ প্রাবারের অঞ্চলের চারি দিগে দাড়িমের মধ্যে দিল। [২৬] অর্থাৎ পরিচর্য্যা করণার্থক প্রাবারের অঞ্চলের চারি দিগে এক কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক দাড়িম, ও তাহার পরে এক কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক দাড়িম, এই রূপ করিল।

২৭ অপর মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের জন্যে শুভ্র ক্ষোম সূত্রদ্বারা তন্তুবায়ের নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, ২৮ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ ও শুভ্র ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত শিরোভূষণ ও পাকান শুভ্র ক্ষোম সূত্রনির্ম্মিত শুক্ল জাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিল। ২৯ এবং পাকান শুভ্র ক্ষোম ও নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ সূত্রেতে সূচিকর্ম্মদ্বারা এক কটিবন্ধন প্রস্তুত করিল।

৩০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পবিত্র মুকুটের পত্র নির্ম্মাণ করিয়া খোদিত মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র," ইহা লিখিল। ৩১ পরে ঊর্দ্ধে উষ্ণীষের উপরে রাখিবার জন্যে তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিল।

৩২ এই প্রকারে সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সমস্ত কর্ম্ম করিল। ৩৩ পরে তাহারা মোশির নিকটে ঐ আবাস আনিল, অর্থাৎ তাহার তাম্বু ও সকল পাত্র ও ঘুণ্টী ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ৩৪ ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ ও তহশ্‌চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ ও আচ্ছাদনার্থক তিরস্করিণী, ৩৫ এবং সাক্ষ্যসিন্দুক ও তাহার সাইঙ্গ ও পাপাবরণ, ৩৬ এবং মেজ ও তাহার সকল পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, ৩৭ ও নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার প্রদীপ অর্থাৎ প্রদীপাবলী ও তাহার সকল পাত্র ও দীপার্থ তৈল, ৩৮ এবং স্বর্ণময় বেদি ও অভিষেকার্থ তৈল ও ধূপার্থ সুগন্ধি দ্রব্য ও তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, ৩৯ এবং পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী ও তাহার সাইঙ্গ ও সকল পাত্র এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া, ৪০ এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা ও তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাহার রজ্জু ও গোঁজ ও সমাগমের তাম্বুর জন্যে আবাসের কার্য্যের সকল পাত্র, ৪১ এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ বর্ম্মাকার বস্ত্র অর্থাৎ হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র ও তাহার পুত্রদের যাজনকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বস্ত্র, ৪২ ইত্যাদি যে ২ কার্য্য করিতে মোশির প্রতি সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহা সকলি সম্পন্ন করিল। ৪৩ পরে মোশি ঐ সকল ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাহারা তাহা করিয়াছে, সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই সকলি করিয়াছে, ইহা দেখিল; পরে মোশি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

৪০ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি প্রথম মাসের প্রথম দিনে সমাগমের তাম্বুরূপ আবাস স্থাপন করিবা। ৩ এবং তাহার মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই সিন্দুক আচ্ছাদন করিবা। ৪ পরে মেজ ভিতরে আনিয়া তাহার উপরে পরিবেষণীয় দ্রব্য পরিবেষণ করিবা, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া তাহার প্রদীপ সকল জ্বালিয়া দিবা। ৫ এবং স্বর্ণময় ধূপবেদি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা, এবং আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবা। ৬ এবং সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারসম্মুখে হোমবেদি রাখিবা। ৭ এবং সমাগমের তাম্বু ও বেদির মধ্যে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিবা। ৮ এবং চতুর্দ্দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবা ও প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবা। ৯ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তন্মধ্যবর্ত্তি সকল বস্তু অভিষেক করিয়া তাহা ও তাহার সকল পাত্র পবিত্র করিবা; তাহাতে সে সকল পবিত্র হইবে। ১০ এবং তুমি হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা; তাহাতে সেই বেদি অতি পবিত্র হইবে। ১১ এবং তুমি প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা।

১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আনিয়া জলেতে স্নান করাইবা। ১৩ এবং আমার যাজনকর্ম্ম করিতে হারোণকে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা। ১৪ এবং তাহার পুত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরিধান করাইবা। ১৫ এবং তাহাদের পিতাকে যেমন অভিষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অভিষেক করিবা, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে; সেই অভিষেক তাহাদের পুরুষানুক্রমে অনন্তকালীন যাজকতার মূল হইবে। ১৬ মোশি এই রূপ করিল; সে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সকলই করিল।

১৭ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস স্থাপিত হইল। ১৮ এবং মোশি আবাস স্থাপন করিতে তাহার চুঙ্গি দিয়া তক্তা বসাইয়া অর্গল প্রবেশ করাইয়া তাহার স্তম্ভ তুলিল। ১৯ পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু বিস্তার করিল, এবং তাম্বুর উপরে ছাদ দিল।

২০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে সাক্ষ্যলিপি লইয়া সিন্দুকের কাছে রাখিল, এবং সিন্দুকে সাইঙ্গ দিয়া সিন্দুকের উপরে পাপাবরণ রাখিল, ২১ এবং আবাসের মধ্যে সিন্দুক আনিল, এবং আচ্ছাদনার্থক তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্যসিন্দুক আচ্ছাদন করিল।

২২ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর বাহিরে সমাগমের তাম্বুতে মেজ রাখিল, ২৩ এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে রুটী পরিবেষণ করিল।

২৪ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ পার্শ্বে সমা-

গমের তাম্বুতে দীপবৃক্ষ রাখিল, ২৫ এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিল।

২৬ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে সমাগমের তাম্বুতে তিরস্করিণীর সম্মুখে স্বর্ণবেদি রাখিল, ২৭ এবং তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইল।

২৮ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে আবাসের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইল, ২৯ এবং সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের দ্বারসমীপে হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে হোমবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল।

৩০ পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে সমাগমের তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে প্রক্ষালনার্থ জল দিল। ৩১ তাহাতে মোশি ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণ আপন ২ হস্ত পদ ধৌত করে। ৩২ যে কোন সময়ে তাহারা সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করে কিম্বা বেদির নিকটবর্ত্তী হয়, তৎকালে ধৌত করে। ৩৩ পরে সে আবাসের ও বেদির চারি দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিল, এবং প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইল; এই রূপে মোশি ঐ কার্য্য সমাপ্ত করিল।

৩৪ অনন্তর মেঘ ঐ সমাগমের তাম্বু আচ্ছাদন করিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল। ৩৫ তাহাতে মোশি সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিতে পারিল না, কারণ মেঘ তাহার উপরে অবস্থিতি করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬ পরে আবাসের উপরহইতে যখন মেঘ নীত হইত, তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের প্রত্যেক যাত্রাতে অগ্রসর হইত। ৩৭ কিন্তু মেঘ যখন ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তখন যাবৎ ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তাবৎ তাহারা যাত্রা করিত না। ৩৮ কেননা সমস্ত ইস্রায়েল্‌কুলের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রাতে দিবাতে সদাপ্রভুর মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত।

লেবীয় পুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত তৃতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ডাকিয়া সমাগমের তাম্বুতে থাকিয়া এই কথা কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত কথা কহিয়া তাহাদিগকে বল, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে, তবে সে গোরু কিম্বা মেষপালহইতে আপন বলি লইয়া উৎসর্গ করুক।

৩ সে যদি গোপালহইতে হোমার্থক বলি দেয়, তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে গ্রাহ্য হওনার্থে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আনয়ন করিবে। ৪ পরে হোমবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সেই বলি তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে তাহার পক্ষে গ্রাহ্য হইবে। ৫ পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে ঐ গোবৎসকে হনন করিলে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত বেদির উপরে চতুর্দ্দিগে ছিটাইবে। ৬ এবং সে ঐ বলির চর্ম্ম খুলিয়া তাহাকে খণ্ড ২ করিবে। ৭ পরে হারোণ যাজকের পুত্রগণ বেদির উপরে অগ্নি রাখিবে, ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে। ৮ এবং হারোণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহার খণ্ড সকল ও মস্তক ও মেদ রাখিবে। ৯ কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা হোমবলি অথচ সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

১০ আর যদি সে মেষের কিম্বা ছাগের পালহইতে হোমার্থক বলি দেয়, ১১ তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া বেদির পার্শ্বে উত্তর দিগে সদাপ্রভুর সম্মুখে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্র যাজকগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। ১২ পরে সে তাহা খণ্ড ২ করিলে যাজক মস্তক ও মেদশুদ্ধ তাহা বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে সাজাইবে। ১৩ কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে যাজক সে সমস্ত উৎসর্গ করিয়া বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা হোমবলি অথচ সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

১৪ আর যদি সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পক্ষিগণহইতে হোমার্থক বলি দেয়, তবে ঘুঘুদের কিম্বা কপোতশাবকদের মধ্যহইতে আপন বলি লইবে।

[১৫] পরে যাজক তাহা বেদির নিকটে আনিয়া তাহার মস্তক মুচড়াইয়া তাহাকে বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে, এবং তাহার রক্ত বেদির পার্শ্বে নিষ্পীড়ন করিবে। [১৬] পরে সে তাহার মলের সহিত আমাশয় লইয়া বেদির পূর্ব্বপার্শ্বে ভস্মের স্থানে নিক্ষেপ করিবে। [১৭] পরে পক্ষের মূল ভাঙ্গিবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে না; এবং যাজক বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহাকে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা হোমবলি অথচ সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

২ অধ্যায়।

[১] আর কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভক্ষ্য নৈবেদ্য দেয়, তবে সূক্ষ্ম সূজি তাহার নৈবেদ্য হইবে, এবং সে তাহার উপরে তৈল ঢালিয়া কুন্দুরু দিয়া হারোণের পুত্র যাজকদের নিকটে তাহা আনিবে, [২] এবং [যাজক] তাহাহইতে এক মুষ্টি সূক্ষ্ম সূজি ও তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু লইবে; পরে যাজক তৎস্মরণার্থক অংশ বলিয়া তাহা বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার। [৩] এই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ইহা অতি পবিত্র।

[৪] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে তুন্দুরে পক্ক দ্রব্য দেও, তবে তৈলমিশ্রিত ও তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সূজির পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী দিতে হইবে।

[৫] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে ভর্জ্জনপাত্রে ভর্জ্জিত দ্রব্য দেও, তবে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক দিতে হইবে। [৬] তুমি তাহা খণ্ড ২ করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিবা; তাহা ভক্ষ্য নৈবেদ্য।

[৭] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে কটাহে পক্ক দ্রব্য দেও, তবে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজি দিতে হইবে। [৮] এই দ্রব্যের যে নৈবেদ্য তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে দিবা, তাহা আনিয়া যাজককে দিও, পরে সে তাহা বেদির নিকটে আনিবে। [৯] এবং যাজক সেই নৈবেদ্যের স্মরণার্থক অংশ লইয়া বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার। [১০] এবং নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া তাহা অতি পবিত্র।

[১১] তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে কোন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনয়ন কর, তাহা তাড়ীযুক্ত হইবে না, কেননা তাড়ী কিম্বা মধু ইহার কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ধূপবৎ দগ্ধ করা তোমাদের অকর্ত্তব্য। [১২] তোমরা অগ্রিমাংশরূপ নৈবেদ্য বলিয়া তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিতে পার, কিন্তু সৌরভের আঘ্রাণার্থে বেদির উপরে উৎসর্গ করিও না। [১৩] আর তুমি আপন ভক্ষ্য নৈবেদ্যের প্রত্যেক দ্রব্য লবণাক্ত করিবা; তুমি আপন ভক্ষ্য নৈবেদ্যে আপন ঈশ্বরের নিয়মসূচক লবণদানে ত্রুটি না করিয়া সকল নৈবেদ্যের সহিত লবণ নিবেদন করিবা। [১৪] এবং যদি তুমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে আশুপক্ক শস্যের নৈবেদ্য নিবেদন কর, তবে তোমার আশুপক্ক শস্যের নৈবেদ্যরূপে অগ্নিতে ভর্জ্জিত শীষ অর্থাৎ মর্দ্দিত কোমল শীষ নিবেদন করিবা। [১৫] এবং তাহার উপরে তৈল দিবা ও কুন্দুরু রাখিবা; তাহা ভক্ষ্য নৈবেদ্য। [১৬] পরে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে কিছু মর্দ্দিত শস্য ও কিছু তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

৩ অধ্যায়।

[১] অপর কোন ব্যক্তির উপহার যদি মঙ্গলার্থক বলিদান হয়, এবং সে পালহইতে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী গোরু দেয়, তবে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্দ্দোষ পশু আনিয়া [২] সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে আপন বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে হনন করিবে; পরে হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত বেদির উপরে চারি দিগে ছিটাইবে। [৩] পরে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঐ মঙ্গলার্থক বলি সম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ তাহার নাড়ীঢাকা মেদ ও অন্ত্রোপরিস্থিত মেদ, [৪] ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [৫] পরে হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের ও হব্যের উপরে তাহা ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

[৬] আর যদি কেহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে মেষাদিপালহইতে মঙ্গলার্থক বলি দেয়, তবে সে নির্দ্দোষ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পশু উৎসর্গ করিবে। [৭] ফলতঃ কেহ যদি মেষশাবক বলিদান করে, তবে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা আনিয়া [৮] সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে আপন বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। [৯] এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলিসম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে; ফলতঃ তাহার মেদ, বিশেষতঃ সমস্ত লাঙ্গূল মেরুদণ্ডের নিকটহইতে ছড়িয়া লইবে, ও নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থ সমস্ত মেদ, [১০] ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [১১] পরে যাজক তাহা বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপ ভক্ষ্য।

[১২] আর যদি কেহ ছাগল বলিদান করে, তবে সে তাহা সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিয়া [১৩] সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে হনন করিবে, এবং হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত ছিটাইবে। [১৪] পরে সে তাহাহইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার নৈবেদ্য বলিয়া অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবে, অর্থাৎ নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থ সকল মেদ [১৫] ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [১৬] পরে যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহাররূপ ভক্ষ্য; সমস্ত মেদ সদাপ্রভুর। [১৭] ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল নিবাসে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি; তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন করিবা না।

৪ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, কেহ যদি প্রমাদ বশতঃ পাপ করে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে [নিষিদ্ধ] অকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে যদি কোন এক কর্ম্ম করে; [৩] বিশেষতঃ অভিষিক্ত যাজক যদি লোকদের দোষজনক পাপ করে, তবে সে আপনার কৃত পাপের জন্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নির্দ্দোষ এক গোবৎস পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে। [৪] পরে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎস আনিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে। [৫] এবং অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর মধ্যে আনিবে। [৬] এবং যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া পবিত্র স্থানের তিরস্করিণীর অগ্রভাগে সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত ছিটাইবে। [৭] পরে যাজক সেই রক্তের কিছু লইয়া সমাগমের তাম্বুর মধ্যস্থিত সুগন্ধি ধূপের বেদির চূড়াতে সদাপ্রভুর সম্মুখে দিবে, পরে গোবৎসের সমস্ত রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারে স্থিত হোমবেদির মূলে ঢালিবে। [৮] আর পাপার্থক বলিরূপ গোবৎসের সমস্ত মেদ অর্থাৎ নাড়ীঢাকা মেদ ও অন্ত্রের উপরিস্থিত মেদ, [৯] ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লইবে। [১০] মঙ্গলার্থক বলিরূপ গোবৎস হইলে যেমন করিতে হয়, তদ্রূপ করিবে; এবং যাজক হোমবেদির উপরে তাহা ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। [১১] পরে ঐ গোবৎসের চর্ম্ম ও সমস্ত মাংস ও মস্তক ও পদ ও অন্ত্র ও গোময়, [১২] সর্ব্বশুদ্ধ বৎসকে লইয়া শিবিরের বাহিরে শুচি স্থানে, অর্থাৎ ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানে আনিয়া কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; ভস্ম ফেলিয়া দিবার স্থানেই তাহা দগ্ধ করিতে হইবে।

[১৩] আর ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী যদি প্রমাদ বশতঃ পাপ করে, এবং তাহা সমাজের গোচর না হয়, এবং সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যদি তাহারা দোষী হয়, [১৪] তবে সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, ইহা যখন জ্ঞাত হইবে, তৎকালে সমাজ পাপার্থক বলিরূপে এক গোবৎসকে উৎসর্গ করিবে; লোকেরা সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে তাহাকে আনিবে। [১৫] পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করা যাইবে। [১৬] পরে অভিষিক্ত যাজক সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত সমাগমের তাম্বুমধ্যে আনিবে। [১৭] এবং যাজক সেই রক্তে আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ তিরস্করিণীর অগ্রভাগে সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত বার ছিটাইবে। [১৮] এবং সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া সমাগমের তাম্বুর মধ্যে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত বেদির চূড়ার উপরে দিবে; পরে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে স্থিত হোমবেদির মূলে অন্য সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিবে। [১৯] এবং বলিহইতে তাহার সমস্ত মেদ লইয়া বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। [২০] এবং সে ঐ পাপার্থক বলিরূপ বৎসকে যেরূপ করে, ইহাকেও তদ্রূপ করিবে; এই রূপে যাজক তাহাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহাদের পাপের ক্ষমা হইবে। [২১] পরে সে গোবৎসকে শিবিরের বাহিরে লইয়া প্রথম বৎসের ন্যায় তাহাকেও দগ্ধ করিবে; ইহা সমাজের পাপার্থক বলিদান।

২২ আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া দোষী হয়, [২৩] তবে সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, ইহা যখন সে জ্ঞাত হইবে, তৎকালে আপনার উপহার বলিয়া এক নির্দ্দোষ পুংছাগ আনিবে। [২৪] পরে ঐ ছাগের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ইহা পাপার্থক বলিদান। [২৫] পরে যাজক আপন অঙ্গুলিদ্বারা সেই পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত হোমবেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [২৬] এবং মঙ্গলার্থক বলিদানের মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ লইয়া বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার পাপমোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।

[২৭] আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেহ প্রমাদ বশতঃ সদাপ্রভুর কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা পাপ করিয়া দোষী হয়, [২৮] তবে সে যখন আপনার কৃত পাপ জ্ঞাত হইবে, তৎকালে

আপনার কৃত সেই পাপের জন্যে আপনার উপহার বলিয়া পালের মধ্যহইতে এক নির্দ্দোষ ছাগী আনিবে। [২৯] পরে ঐ পাপার্থক বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে সেই পাপার্থক বলি হনন করিবে। [৩০] পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। [৩১] এবং মঙ্গলার্থক বলিহইতে নীত মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছড়িয়া লইবে; পরে যাজক সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বেদির উপরে তাহা ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

[৩২] যদি কেহ পাপার্থক বলিদানার্থে মেষশাবক আনে, তবে এক নির্দ্দোষ মেষবৎসাকে আনিবে। [৩৩] এবং সেই পাপার্থক বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলি হননের স্থানে পাপার্থক বলিকে হনন করিবে। [৩৪] পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা সেই পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে, ও সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিবে। [৩৫] পরে মঙ্গলার্থক বলি যে মেষশাবক, তাহার মেদের ন্যায় ইহার সকল মেদ ছড়িয়া লইবে, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের বিধিমতে যাজক তাহা বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে পাপের ক্ষমা পাইবে।

৫ অধ্যায়।

[১] অপর যদি কেহ সাক্ষী হইয়া দিব্য করাওনের কথা শুনিলেও, যাহা দেখিয়াছে কিম্বা জানে, তাহা প্রকাশ না করিয়া পাপ করে, তবে সে আপন অপরাধ বহন করিবে। [২] কিম্বা যদি কেহ কোন অশুচি দ্রব্য, অর্থাৎ অশুচি জন্তুর শব, কিম্বা অশুচি গোমেষাদির শব, কিম্বা অশুচি সরীসৃপের শব অসাবধানে স্পর্শ করে, তবে সে অশুচি ও দোষী হইবে। [৩] কিম্বা মনুষ্যের কোন অশৌচকারি দ্রব্য, অর্থাৎ যাহাদ্বারা মনুষ্য অশুচি হয়, এমত কিছু যদি অসাবধানে স্পর্শ করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে দোষী হইবে। [৪] আর যেরূপ বাচালতা পূর্ব্বক দিব্য করা লোকদের সম্ভব হয়, সেই রূপ বাচালতার কথা কহিয়া, সৎক্রিয়া কি অসৎক্রিয়া হউক, আমি অমুক কর্ম্ম করিব, এই প্রকার দিব্য যদি কেহ অসাবধানে করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে তদ্বিষয়ে দোষী হইবে। [৫] এবং তদ্রূপ কোন বিষয়ে দোষী হইলে নিজ পাপ স্বীকার করা তাহার কর্ত্তব্য। [৬] পরে সে পাপার্থক বলিদানের নিমিত্তে পালহইতে মেষবৎসা কিম্বা ছাগবৎসা লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন কৃত পাপের উপযুক্ত দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে; তাহাতে যাজক তাহার পাপমোচনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

[৭] আর সে যদি মেষবৎসা আনিতে অক্ষম হয়, তবে আপন কৃত দোষের জন্যে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক লইয়া তাহার একটী পাপার্থে, অন্যটী হোমার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। [৮] সে তাহাদিগকে যাজকের নিকটে আনিলে যাজক অগ্রে পাপার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া তাহার গলা মুচ্ড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে না। [৯] পরে পাপার্থক বলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির গাত্রে ছিটাইবে, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে; তাহা পাপার্থক বলিদান। [১০] পরে সে বিধিমতে দ্বিতীয়কে হোমার্থে উৎসর্গ করিবে; এই রূপে যাজক তাহার কৃত পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

[১১] আর সে যদি দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক আনিতেও অসমর্থ হয়, তবে সে আপন কৃত পাপের জন্যে আপনার উপহার বলিয়া ঐফার দশমাংশ সূজি পাপার্থক নৈবেদ্যরূপে আনিবে; তাহার উপরে তৈল দিবে না, ও কুন্দুরু রাখিবে না, কেননা তাহা পাপার্থক নৈবেদ্য। [১২] পরে সে তাহা যাজকের নিকটে আনিলে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশ বলিয়া তাহাহইতে এক মুষ্টি লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের ন্যায় বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে; ইহা পাপার্থক নৈবেদ্য। [১৩] যাজক তাহার কৃত পাপের জন্যে ইহার একেতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষ্য নৈবেদ্যের মত যাজকের হইবে।

[১৪] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৫] যদি কেহ প্রমাদ বশতঃ ঔচিত্য লঙ্ঘন করিয়া সদাপ্রভুর পবিত্র বস্তু বিষয়ে ত্রুটি করে, তবে সে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে তোমার নিরূপিত পরিমাণের রূপা দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষকে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। [১৬] এবং পবিত্র বস্তুর বিষয়ে যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার পরিশোধ করিবে, তদ্ভিন্ন পঞ্চাংশের একাংশও দিবে; এবং যাজকের নিকটে তাহা আনিবে, পরে যাজক সেই দোষার্থক মেষবলিদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।

[১৭] আর যদি কেহ সদাপ্রভুর আজ্ঞার মধ্যে কোন আজ্ঞাতে নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া পাপ করে, তবে সে তাহা না জানিলেও দোষী হইয়া আপন অপরাধ বহন করিবে। [১৮] সে তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষকে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে যাজকের নিকটে উপস্থিত করিবে, এবং সে প্রমাদ বশতঃ অজ্ঞাতসারে যে দোষ করিয়াছে, যাজক তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। [১৯] ইহাই দোষার্থক বলি, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দোষ করাতে ইহাই তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক।

৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ কেহ যদি পাপ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্য লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ গচ্ছিত অথবা হস্তে সমর্পিত কিম্বা অপহৃত বস্তুর বিষয়ে আপন সজাতীয়ের কাছে মিথ্যাকথা কহে, কিম্বা আপন সজাতীয়ের প্রতি অন্যায় করে, ৩ কিম্বা হারাণ দ্রব্য পাইয়া রাখে, ও তদ্বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে ও মিথ্যা দিব্য করে, এই প্রকার যে ২ কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য পাপী হয়, ইহার কোন কর্ম্মদ্বারা পাপ করাতে যদি কেহ দোষী হইয়া থাকে, ৪ তবে সে যাহা বলেতে হরণ করিয়াছে, অথবা অন্যায়েতে পাইয়াছে, কিম্বা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, কিম্বা সে যে হারাণ বস্তু পাইয়া রাখিয়াছে, ৫ কিম্বা যে কোন বিষয়ে সে মিথ্যা দিব্য করিয়াছে, সেই সকল বস্তু ফিরিয়া দিবে; তাহার দোষার্থ বলিদানের দিবসে সে দ্রব্যস্বামিকে মূলবস্তু এবং তাহার পঞ্চাংশের একাংশ অধিক ফিরিয়া দিবে। ৬ এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষবলি দোষার্থে যাজকের নিকটে আনিবে। ৭ পরে যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে যে কোন কর্ম্মদ্বারা সে দোষী হইয়াছে, তাহাহইতে ক্ষমা পাইবে।

৮ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৯ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আজ্ঞা কর। হোমের এই ব্যবস্থা; হবনীয় দ্রব্য সমস্ত রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত বেদির অগ্নিকুণ্ডের উপরে থাকিবে, এবং বেদির অগ্নি তাহাতে প্রজ্বলিত থাকিবে। ১০ এবং যাজক নিজ শুক্ল গাত্রীয় বস্ত্র ও শুক্ল জাঙ্গিয়া শরীরে পরিধান করিবে, এবং বেদির উপরে অগ্নিকৃত হোমের যে ভস্ম আছে, তাহা তুলিয়া বেদির পার্শ্বে রাখিবে। ১১ পরে সে আপনার ঐ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে ভস্ম লইয়া যাইবে। ১২ কিন্তু বেদির উপরিস্থিত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে, নির্ব্বাণ হইবে না; যাজক প্রতি প্রাতঃকালে তাহার উপরে কাষ্ঠ দিয়া প্রজ্বলিত করিবে, এবং তাহার উপরে নিরূপিত হোমবলি রচনা করিবে, ও মঙ্গলার্থক বলির মেদ তাহাতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। ১৩ বেদির উপরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বলিবে, কখনো নির্ব্বাণ হইবে না।

১৪ আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা; হারোণের পুত্রগণ বেদির অগ্রে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা আনিবে। ১৫ পরে যাজক তাহাহইতে আপন মুষ্টি পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ সূজি ও কিঞ্চিৎ তৈল ও নৈবেদ্যের উপরিস্থ সমস্ত কুন্দুরু লইয়া তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। ১৬ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে, তাড়ীশূন্য রুটী করিয়া কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তাহারা সমাগমের তাম্বুর প্রাঙ্গণে তাহা ভোজন করিবে। ১৭ তাড়ীর সহিত তাহার পাক হইবে না; আমি আপন অগ্নিকৃত উপহারহইতে তাহাদের অংশের কারণ তাহা দিলাম; পাপার্থক বলির ও দোষার্থক বলির ন্যায় তাহা অতি পবিত্র। ১৮ হারোণের সন্তানগণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিবে; সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহারহইতে ইহার গ্রহণ পুরুষানুক্রমে তোমাদের অনন্তকালীন অধিকার। যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে, তাহার পবিত্র হওয়া উচিত।

১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২০ অভিষেক দিনে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে উপহার উৎসর্গ করিবে, তাহার এই বিধি; তাহারা নিত্য ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূজি লইয়া প্রাতঃকালে অর্দ্ধেক ও সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধেক উৎসর্গ করিবে। ২১ তাহারা ভর্জ্জনকপাত্রে তৈল দিয়া তাহা ভাজিবে; ভর্জ্জিত হইলে তুমি তাহা আনিয়া ঐ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের খণ্ড ২ পক্বান্ন সকল সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। ২২ পরে হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে জন তাহার পদে অভিষিক্ত যাজক হইবে, সে তাহা উৎসর্গ করিবে; ইহা প্রাপ্ত হওন সদাপ্রভুর অনন্তকালীন অধিকার; তৎসমুদয় ধূপবৎ দগ্ধ হইবে। ২৩ ফলতঃ যাজকের প্রত্যেক ভক্ষ্য নৈবেদ্য সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইবে, তাহার কিছু খাওয়া যাইবে না।

২৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে বল, পাপার্থক বলিদানের এই ব্যবস্থা; যে স্থানে হোমবলির হনন হয়, সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে পাপার্থক বলিরও হনন হইবে; তাহা অতি পবিত্র। ২৬ যে যাজক পাপার্থে তাহা উৎসর্গ করে, সেই তাহা ভোজন করিবে; সমাগমের তাম্বুর প্রাঙ্গণে কোন পবিত্র স্থানে তাহা খাইতে হইবে। ২৭ যে কেহ তাহার মাংস স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া উচিত; এবং তাহার রক্ত যদি কোন বস্ত্রে লাগে, তবে তুমি ঐ রক্তম্রক্ষিত বস্ত্র পবিত্র স্থানে ধৌত করিবা। ২৮ এবং যে মৃৎপাত্রে তাহার পাক হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; যদি পিত্তলের পাত্রে তাহার পাক হয়, তবে তাহা মার্জ্জন করিয়া জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। ২৯ যাজকদের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিতে পারিবে; তাহা অতি পবিত্র। ৩০ কিন্তু পবিত্র স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে কোন পাপার্থক বলির রক্ত সমাগমের তাম্বুর ভিতরে আনীত হইবে, তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ আর দোষার্থক বলির এই ব্যবস্থা; তাহা অতি পবিত্র। ২ যে স্থানে লোকেরা হোমবলি হনন করে, সেই স্থানে দোষার্থক বলি হনন করিবে, এবং [যাজক] বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত প্রোক্ষণ করিবে। ৩ আর তাহার সমস্ত মেদ, বিশেষতঃ লাঙ্গূল ও নাড়ীঢাকা মেদ, ৪ ও দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও দুই মেটিয়ার সহিত যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ছড়িয়া লইয়া উৎসর্গ করিবে। ৫ এবং যাজক সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারার্থে বেদির উপরে এই সকল ধূপবৎ দগ্ধ করিবে, ইহা দোষার্থক বলি। ৬ যাজকগণের মধ্যে সমস্ত পুরুষ তাহা ভোজন করিবে, কিন্তু কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তাহা অতি পবিত্র। ৭ পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি সমান; উভয়ের এক ব্যবস্থা; যে যাজক তাহাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা তাহার হইবে। ৮ এবং যে যাজক যাহার হোমবলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তাহার উৎসৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে। ৯ এবং তুন্দুরে কিম্বা কটাহে কিম্বা ভর্জ্জনকপাত্রে পক্ব যত ভক্ষ্য নৈবেদ্য, সে সকল উৎসর্গকারি যাজকের হইবে। ১০ কিন্তু তৈলমিশ্রিত কিম্বা শুষ্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য সকল সমানরূপে হারোণের সমস্ত পুত্রের হইবে।

১১ আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির এই ব্যবস্থা। ১২ কেহ যদি স্তবযুক্ত বলি আনে, তবে সে স্তববলির সহিত তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী ও তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি ও তৈলাক্ত পিষ্টক নিবেদন করিবে। ১৩ সেই পিষ্টক ভিন্ন সে মঙ্গলার্থক স্তববলির সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী নিবেদন করিবে। ১৪ পরে সে তাহাহইতে অর্থাৎ প্রত্যেক উপহারহইতে এক ২ পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয় উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে; যে যাজক মঙ্গলার্থক বলির রক্ত প্রক্ষেপ করে, সে তাহা পাইবে। ১৫ এবং মঙ্গলার্থক স্তববলির মাংস তাহার উৎসর্গদিনেই ভোজন করা কর্ত্তব্য; তাহার কিছুই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে না।

১৬ কিন্তু তাহার উৎসর্জ্জনীয় বলি যদি মানত হয় কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত হয়, তবে বলির উৎসর্গের দিনে তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য, এবং পরদিনেও তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করা যাইতে পারে। ১৭ কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির অবশিষ্ট মাংস অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিতে হইবে। ১৮ যদ্যপি কেহ তৃতীয় দিনে তাহার মঙ্গলার্থক বলির কিঞ্চিৎ মাংস ভোজন করে, তবে তাহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেই বলি তাহার পক্ষে গণ্য হইবে না, তাহা ঘৃণার্হ হইবে; এবং যে জন তাহা ভোজন করিয়াছে, সে আপন অপরাধ বহন করিবে। ১৯ আর কোন অশুচি বস্তুতে যদি সেই মাংসের স্পর্শ হয়, তবে তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা যাইবে। অন্য মাংস সমস্ত শুচি লোকের খাদ্য। ২০ কিন্তু যে কেহ অশুচি থাকিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২১ এবং যদি কেহ কোন অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যের অশুচি বস্তু কিম্বা অশুচি পশু কিম্বা কোন অশুচি ঘৃণার্হ বস্তু স্পর্শ করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, তোমরা গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মেদ ভোজন করিও না। ২৪ এবং স্বয়ংমৃত কিম্বা পশুদ্বারা বিদীর্ণ পশুর মেদ অন্যান্য কর্ম্মে প্রয়োগ করিবা; কিন্তু কোন মতে তাহা ভোজন করিবা না; ২৫ কেননা যে কোন পশুহইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করা যায়, সেই পশুর মেদ যে কেহ ভোজন করিবে, সেই ভোক্তা আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২৬ এবং তোমাদের কোন বাসস্থানে তোমরা কোন পশুর কিম্বা পক্ষির রক্ত ভোজন করিও না। ২৭ যে কেহ কোন প্রকারের রক্ত ভোজন করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

২৮ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৯ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, যে ব্যক্তি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, সেই ব্যক্তি আপন মঙ্গলার্থক বলিহইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন নৈবেদ্য আনিবে। ৩০ ফলতঃ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার অর্থাৎ বক্ষের সহিত মেদ স্বহস্তে আনিবে; তাহাতে সেই বক্ষ দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলিত হইবে। ৩১ এবং যাজক বেদির উপরে সেই মেদ ধূপবৎ দগ্ধ করিবে, কিন্তু সে বক্ষ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে। ৩২ এবং তোমরা আপন ২ মঙ্গলার্থক বলির দক্ষিণ স্কন্ধকে উত্তোলনীয় উপহাররূপে যাজককে দিবা। ৩৩ হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মঙ্গলার্থক বলির রক্ত ও মেদ উৎসর্গ করে, সে আপন অংশরূপে তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ পাইবে। ৩৪ কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে আমি মঙ্গলার্থক বলির দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে বক্ষ ও উত্তোলনীয় উপহারার্থে স্কন্ধ লইয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের দেয় বলিয়া অনন্তকালীন অধিকাররূপে তাহা হারোণ যাজককে ও তাহার পুত্রগণকে দিলাম।

৩৫ যে দিনে তাহারা সদাপ্রভুর যাজন কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হয়, সেই দিনাবধি সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহারহইতে ইহাই হারোণের ও তাহার

পুত্রগণের অভিষেকজন্য অধিকার। ৩৬ সদাপ্রভু তাহার অভিষেকদিনে পুরুষানুক্রমে ইস্রায়েলের সন্তানগণের দেয় বলিয়া অনন্তকালীন অধিকাররূপে ইহা তাহাদিগকে দিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৭ হোমের ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও পাপার্থক বলির ও দোষার্থক বলির ও হস্তপূরণের ও মঙ্গলার্থক বলির এই ব্যবস্থা [সমাপ্ত]। ৩৮ সদাপ্রভু যে দিনে সীনয় প্রান্তরে স্থিত ইস্রায়েলের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন ২ উপহার উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই দিনে সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে ইহার আজ্ঞা দিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে ও তাহার সহিত তাহার পুত্রগণকে এবং বস্ত্র সকল ও অভিষেকার্থক তৈল ও পাপার্থক বলিদানের গোবৎস ও মেষদ্বয় ও তাড়ীশূন্য রুটীর ডালীটী সঙ্গে লও, ৩ এবং সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর। ৪ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিলে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইল। ৫ তখন মোশি মণ্ডলীকে কহিল, সদাপ্রভু এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন। ৬ পরে মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে নিকটে আনিয়া জলেতে স্নান করাইল। ৭ এবং হারোণকে তাহার অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরিধান করাইয়া কটিবন্ধন বদ্ধ করিয়া গাত্রে প্রাবার দিল, ও তাহার উপরে এফোদ্ দিল, এবং এফোদের বিচিত্র পটুকাতে গাত্র বেষ্টন করিয়া তাহার উপরে এফোদ খানি বদ্ধ করিল। ৮ আর তাহার গাত্রে বুকপাটা দিল, এবং বুকপাটাতে ঊরীম্ ও তুম্মীম্ বদ্ধ করিল। ৯ এবং তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিল, ও তাহার কপালে উষ্ণীষের উপরে স্বর্ণপত্রের পবিত্র মুকুট দিল। ১০ পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অভিষেক করিয়া পবিত্র করিল। ১১ এবং তাহার কিছু লইয়া বেদির উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিল, এবং বেদি ও তাহার সকল পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিল। ১২ পরে অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ হারোণের মস্তকোপরি ঢালিয়া তাহাকে পবিত্র করণার্থে অভিষেক করিল। ১৩ পরে মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে হারোণের পুত্রগণকে নিকটে আনিয়া তাহাদিগকেও অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরিধান করাইল, ও কটি বন্ধন করাইল, ও শিরোভূষণে বিভূষিত করিল।

১৪ অপর মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে পাপার্থক গোবৎস নিকটে আনিলে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সেই পাপার্থক গোবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ করিল। ১৫ তখন মোশি তাহাকে হনন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেদির চারি দিগের চূড়াতে দিয়া বেদিকে মুক্তপাপ করিল, এবং বেদির মূলে রক্ত ঢালিয়া দিল, ও তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা পবিত্র করিল। ১৬ পরে মোশি অন্ত্রোপরিস্থিত সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল। ১৭ এবং চর্ম্ম ও মাংস ও গোময়শুদ্ধ গোবৎসকে লইয়া শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

১৮ পরে মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে হোমার্থক মেষটী আনিল; তাহাতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে ১৯ মোশি তাহাকে হনন করিয়া বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিল। ২০ এবং মেষকে খণ্ড২ করিয়া তাহার মস্তক ও মাংসখণ্ড ও মেদ ধূপবৎ দগ্ধ করিল। ২১ আর তাহার অন্ত্র ও পদ জলে ধৌত করিয়া সমস্ত মেষকে বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল; ইহা সৌরভের আঘ্রাণার্থ হোমবলি; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।

২২ অপর মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে দ্বিতীয় মেষকে অর্থাৎ হস্তপূরণার্থক মেষকে আনিল; তাহাতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে ২৩ মোশি তাহাকে হনন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল। ২৪ পরে মোশি হারোণের পুত্রগণকে নিকটে আনিয়া সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া তাহাদের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির উপরে চারি দিগে প্রক্ষেপ করিল। ২৫ পরে সে মেদ ও লাঙ্গূল ও অন্ত্রোপরিস্থিত সকল মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ লইল। ২৬ পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালীহইতে এক তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলপক্ক রুটীর এক পিষ্টক ও এক সরুচাকলী লইয়া ঐ মেদের ও দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে রাখিল। ২৭ এবং হারোণের ও তাহার পুত্রগণের অঞ্জলিতে সে সকল দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দোলাইল। ২৮ পরে মোশি তাহাদের অঞ্জলিহইতে সে সকল লইয়া বেদিতে হোমবলির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল; এই যে হস্তপূরণার্থক নৈবেদ্য তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইল। ২৯ অপর মোশি বক্ষ লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দোলাইল, এবং হস্তপূরণার্থক মেষের বক্ষ মোশির অংশ হইল। ৩০ পরে মোশি অভিষেকার্থ তৈলহইতে ও বেদির উপরিস্থিত রক্তহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া

হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং এক সঙ্গে তাহার পুত্রগণের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া হারোণকে ও তাহার বস্ত্র সকল এবং এক সঙ্গে তাহার পুত্রগণকে ও তাহাদের বস্ত্র সকল পবিত্র করিল।

৩১ পরে মোশি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহিল, তোমরা সমাগমের তাম্বুদ্বারে [বলির] মাংস সিদ্ধ কর; এবং "হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহা ভোজন করিবে," আমার এই আজ্ঞানুসারে তোমরা সেই স্থানে তাহা এবং হস্তপূরণার্থক ডালীতে স্থিত রুটী ভোজন কর। ৩২ পরে অবশিষ্ট মাংস ও রুটী লইয়া অগ্নিতে ভস্মসাৎ কর। ৩৩ এবং তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তোমাদের হস্তপূরণের সমাপ্তিদিন পর্য্যন্ত সমাগমের তাম্বুর দ্বারহইতে বাহির হইও না; কারণ তোমাদের হস্তপূরণে সাত দিন লাগিবে। ৩৪ অদ্য যে রূপ করা গিয়াছে, তোমাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তদ্রূপ করিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু করিলেন। ৩৫ অতএব তোমরা যেন না মর, এই জন্যে সাত দিন পর্য্যন্ত সমাগমের তাম্বুর দ্বারে দিবারাত্রি থাকিবা, এবং সদাপ্রভুর রক্ষনীয় রক্ষা করিবা; কেননা আমি এই রূপ আজ্ঞা পাইলাম। ৩৬ অতএব সদাপ্রভু মোশিদ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সে সকলি পালন করিল।

৯ অধ্যায়।

১ অপর অষ্টম দিনে মোশি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গকে ডাকিল। ২ পরে সে হারোণকে কহিল, তুমি পাপার্থক বলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক গোবৎস, ও হোমবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক মেষ লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত কর। ৩ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে বলিদানার্থে পাপার্থক বলির নিমিত্তে এক ছাগ, ও হোমবলির নিমিত্তে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক গোবৎস ও এক মেষবৎস, ৪ এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে এক বৃষ ও এক মেষ, এবং তৈলমিশ্রিত ভক্ষ্য নৈবেদ্য লইবা; কেননা অদ্য সদাপ্রভু তোমাদিগকে দর্শন দিবেন। ৫ তখন তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে এই সকল লইয়া সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে আইল, এবং সমস্ত মণ্ডলী নিকটবর্ত্তী হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ৬ পরে মোশি কহিল, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই২ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন, ইহা করিলে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে।

৭ তখন মোশি হারোণকে কহিল, তুমি বেদির নিকটে যাইয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে আপনার পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কর, পরে লোকদের উপহার নিবেদন করিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর। ৮ তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে হারোণ বেদির নিকটে যাইয়া আপনার পাপার্থক গোবৎস বলি হনন করিল। ৯ পরে হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে সেই বলির রক্ত আনিলে সে আপন অঙ্গুলি রক্তে ডুবাইয়া বেদির চূড়ার উপরে দিল, এবং অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিল। ১০ এবং পাপার্থক বলির মেদ ও মেটিয়া ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল। ১১ কিন্তু তাহার মাংস ও চর্ম্ম শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ১২ পরে সে হোমার্থক বলি হনন করিল, এবং হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে তাহার রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে চারি দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। ১৩ পরে তাহারা হোমবলির মাংসখণ্ড সকল ও মস্তক তাহার নিকটে আনিলে সে সেই সকল বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল। ১৪ পরে তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া হোমদ্রব্যের সহিত বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল।

১৫ পরে সে লোকদের উপহার নিকটে আনিল, এবং লোকদের পাপার্থক ছাগ লইয়া প্রথমের ন্যায় হনন করিয়া পাপ প্রযুক্ত উৎসর্গ করিল। ১৬ পরে সে হোমবলি আনিয়া রীতিমতে উৎসর্গ করিল। ১৭ এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিয়া তাহার এক মুষ্টি লইয়া বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিল। তদ্ভিন্ন সে প্রাতঃকালীয় হোমবলি দান করিল। ১৮ পরে সে লোকদের মঙ্গলার্থক বলি ঐ বৃষ ও মেষ হনন করিল, এবং হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে বলির রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে চারি দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। ১৯ পরে বৃষের মেদ ও মেষের লাঙ্গূল ও অন্ত্রের ও মেটিয়ার উপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক, ২০ এই সমস্ত মেদ লইয়া দুই বক্ষের উপরে রাখিল, ও বেদির উপরে সেই মেদ ধূপবৎ দগ্ধ করিল। ২১ এবং মোশির আজ্ঞানুসারে হারোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দুই বক্ষ ও দুই দক্ষিণ স্কন্ধ দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে দোলাইল। ২২ পরে হারোণ লোকদের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; এই রূপে পাপার্থক বলি ও হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া নামিয়া আইল।

২৩ অনন্তর মোশি ও হারোণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিল, পরে বাহির হইয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; তখন সমস্ত লোকদের প্রতি সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইল। ২৪ এবং সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বেদির উপরিস্থিত হোমবলি ও মেদ ভস্ম করিল; তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক আনন্দরব করিয়া উবুড় হইয়া পড়িল।

১০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ আপন ২ অঙ্গারধানী লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিয়া তদুপরে ধূপ দিয়া অবৈধ ইতর অগ্নি সদাপ্রভুর সম্মুখে উৎসর্গ করিল। [২] তাহাতে সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল, এবং তাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল। [৩] তখন মোশি হারোণকে কহিল, ইহাতে সদাপ্রভুর এই বাক্য সফল হইল, যথা, আমি আপন নিকটবর্ত্তি লোকদের মধ্যে অবশ্য পবিত্র রূপে মান্য হইব, ও সকল লোকের প্রত্যক্ষে গৌরবান্বিত হইব; তাহাতে হারোণ নীরব হইয়া রহিল। [৪] পরে মোশি হারোণের পিতৃব্য উষীয়েলের পুত্র মীশায়েলকে ও ইলীষাফনকে ডাকিয়া কহিল, নিকটে আসিয়া তোমাদের ঐ দুই ভ্রাতাকে তুলিয়া পবিত্র স্থানের সম্মুখহইতে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও। [৫] তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে নিকটে যাইয়া অঙ্গরক্ষক বস্ত্রবিশিষ্ট তাহাদিগকে তুলিয়া শিবিরের বাহিরে লইয়া গেল। [৬] পরে মোশি হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলীয়াসরকে ও ঈথামরকে কহিল, তোমরা যেন না মর, ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, এই জন্যে তোমরা আপন ২ মস্তক অনাবৃত করিও না, ও আপন ২ বস্ত্র চিরিও না, কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত কুল সদাপ্রভুর কৃত দাহ প্রযুক্ত রোদন করুক। [৭] আর তোমরা যেন না মর, এই জন্যে সমাগমের তাম্বুর দ্বারহইতে বাহির হইও না, কেননা তোমাদের গাত্রে সদাপ্রভুর অভিষেকের তৈল আছে; তাহাতে তাহারা মোশির বাক্যানুসারে সেই রূপ করিল।

[৮] অপর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, [৯] তোমরা যেন না মর, এই জন্যে যে সময়ে তুমি কিম্বা তোমার সঙ্গি পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিবা, তৎকালে দ্রাক্ষারস কি মদ্য পান করিও না; ইহা পুরুষানুক্রমে তোমাদের পালনীয় অনন্তকালীন বিধি। [১০] তাহাতে তোমরা পবিত্রাপবিত্র বিষয়ের এবং শুচ্যশুচি বিষয়ের প্রভেদ করিতে, [১১] এবং সদাপ্রভু মোশিদ্বারা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবা।

[১২] পরে মোশি হারোণকে ও তাহার অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলিয়াসরকে ও ঈথামরকে কহিল, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের অবশিষ্ট যে ভক্ষ্য নৈবেদ্য আছে, তাহা তোমরা বেদির পার্শ্বে লইয়া তাড়ী ব্যতিরেকে ভোজন কর, কেননা তাহা অতি পবিত্র। [১৩] অতএব কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন কর; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহাই তোমার ও তোমার পুত্রগণের প্রাপ্তব্য অংশ; কারণ আমি এই আজ্ঞা পাইয়াছি। [১৪] এবং দোলনীয় নৈবেদ্য যে বক্ষ ও উত্তোলনীয় উপহার যে স্কন্ধ, তাহা তুমি ও তোমার পুত্র কন্যাগণ কোন শুচি স্থানে ভোজন করিবা, কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মঙ্গলার্থক বলির মধ্যে তাহা তোমার ও তোমার সন্তানগণের প্রাপ্তব্য অংশ। [১৫] তাহারা হবনীয় মেদের সহিত উত্তোলনীয় উপহারস্বরূপ স্কন্ধ ও দোলনীয় নৈবেদ্যস্বরূপ বক্ষ দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবার জন্যে আনিবে; এবং তাহা সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার ও তোমার সন্তানগণের অনন্তকালীন অধিকার হইবে।

[১৬] অপর মোশি যত্ন পূর্ব্বক পাপার্থক ছাগের অন্বেষণ করিল, কিন্তু দেখ, তাহা দগ্ধ হইয়াছিল; অতএব সে হারোণের অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলীয়াসরের ও ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, [১৭] সেই পাপার্থক বলি তোমরা পবিত্র স্থানে ভোজন করিলা না কেন? তাহা তো অতি পবিত্র, এবং মণ্ডলীর অপরাধ বহন করত সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহা তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। [১৮] দেখ, পবিত্র স্থানের অভ্যন্তরে তাহার রক্ত আনীত হয় নাই, অতএব আমার আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করা তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। [১৯] তখন হারোণ মোশিকে কহিল, দেখ, উহারা অদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন ২ পাপার্থক বলি ও আপন ২ হোমবলি উৎসর্গ করিল, তথাপি আমার প্রতি এমত ঘটিল; যদিস্যাৎ আমি অদ্য পাপার্থক বলি ভোজন করিতাম, তবে তাহা কি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইত? [২০] তখন মোশি তাহা শুনিয়া ক্ষান্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, ভূচর পশু সকলের মধ্যে এই সকল জীব তোমাদের খাদ্য হইবে। [৩] পশুগণের মধ্যে যাহারা সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহাদিগকেই ভোজন করিবা। [৪] কিন্তু যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে তোমরা এই ২ পশু কোন ক্রমে ভোজন করিবা না; ফলতঃ উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৫] এবং শাফন্ পশু তোমাদিগের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৬] এবং শশক তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়। [৭] এবং শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না। [৮] তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

৯ আর জলজন্তুদের মধ্যে তোমরা এই সকল ভোজন করিবা; সমুদ্রে কি নদীতে কি অন্য জলে স্থিত জন্তুর মধ্যে ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট জন্তু তোমাদের খাদ্য হয়। ১০ কিন্তু সমুদ্রে কি নদীতে কি অন্য জলে স্থিত জলচর প্রাণির মধ্যে যাহারা ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। ১১ তাহারা তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে, তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহাদের শবকেও ঘৃণা করিও। ১২ জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, সে সকলি তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে।

১৩ আর পক্ষিগণের মধ্যে এই সকল তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে; তোমাদের খাদ্য নয়, ঘৃণাস্পদ হইবে। উৎক্রোশ ও হাড়গিলা ও কুরল, ১৪ ও গৃধ্র ও আপন ২ জাতি অনুসারে চিল, ১৫ এবং আপন ২ জাতি অনুসারে সকল কাক, ১৬ ও উষ্ট্রপক্ষী ও রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল ও আপন ২ জাতি অনুসারে শ্যেন, ১৭ ও পেচক ও মাছরাঙ্গা ও মহাপেচক, ১৮ ও দীর্ঘগল হংস ও পানিভেলা ও শকুনী, ১৯ ও সারস এবং আপন ২ জাতি অনুসারে বক ও টিট্টিভ ও চামচিকা। ২০ এবং চারি চরণে গমনশীল পক্ষবান্‌ জন্তু সকল তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। ২১ তথাপি চারি চরণে গমনশীল পক্ষবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে ভূমিতে উল্লম্ফনের নিমিত্তে যাহাদের পদের নলী দীর্ঘ হয়, তাহারা তোমাদের খাদ্য হইবে। ২২ ফলতঃ আপন ২ জাতি অনুসারে পঙ্গপাল, ও আপন ২ জাতি অনুসারে বাঘাফড়িঙ্গ, ও আপন ২ জাতি অনুসারে ঝিঁঝি, এবং আপন ২ জাতি অনুসারে অন্য ফড়িঙ্গ, এই সকল তোমাদের খাদ্য হইবে। ২৩ কিন্তু এতদ্ভিন্ন চতুষ্পদ উড্ডীয়মান পতঙ্গ তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। ২৪ আর তাহাদের দ্বারা তোমরা অশুচি হইবা; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ২৫ এবং যে কেহ তাহাদের শবের কোন অংশ বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে।

২৬ আর যে সকল জন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট না হইয়া কেবল অন্তর ২ খুরবিশিষ্ট হয়, এবং যে ২ জন্তু জাওর কাটে না, তাহারা তোমাদের নিকটে অশুচি; যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করে, সে অশুচি হইবে। ২৭ এবং চতুষ্পদ বনজন্তুদের মধ্যে হস্ততলে গমনকারি জন্তু তোমাদের পক্ষে অশুচি; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ২৮ এবং যে কেহ তাহাদের শব বহন করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; তাহারা তোমাদের নিকটে অশুচি।

২৯ আর ভূচর সরীসৃপের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; আপন ২ জাতি অনুসারে বেজি ও ক্ষেত্রের উন্দুরু ও টিকটিকী, ৩০ ও গোসর্প ও নীল টিকটিকী ও মেটে গিড়গিড়ী ও হরিৎ টিকটিকী ও কাঁকলাশ। ৩১ সরীসৃপের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; এই সকল মরিলে যে কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; ৩২ এবং তাহাদের মধ্যে কোন শব যে দ্রব্যের উপরে পড়িবে তাহাও অশুচি হইবে; কাষ্ঠের পাত্র কিম্বা বস্ত্র কিম্বা চর্ম্ম কিম্বা ছালা, যে কোন কর্ম্মযোগ্য পাত্র হউক, তাহা জলে ডুবান যাইবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি হইবে। ৩৩ এবং কোন মৃৎপাত্রের মধ্যে তাহাদের শব পড়িলে তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অশুচি হইবে, ও তোমরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা। ৩৪ যে কোন খাদ্য সামগ্রীর উপরে জল দেওয়া যায় তাহা অশুচি হইবে; এবং সর্ব্ব প্রকার পাত্রেতে সর্ব্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য অশুচি হইবে। ৩৫ যে কোন দ্রব্যের উপরে তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ পড়ে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যদি তুন্দুরে কিম্বা চুলাতে পড়ে, তবে তাহা ভাঙ্গা যাইবে; কেননা তাহা অশুচি, তোমাদের পক্ষে অশুচি থাকিবে। ৩৬ কেবল উনুই কিম্বা যে কূপে অনেক জল থাকে, তাহা শুচি হইবে; কিন্তু যাহাতে তাহাদের শবের স্পর্শ হইবে, তাহাই অশুচি হইবে। ৩৭ এবং তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ যদি কোন বপনীয় বীজেতে পড়ে, তবে তাহা শুচি থাকিবে। ৩৮ কিন্তু বীজের উপরে জল থাকিলে যদি তাহাদের শবের কিঞ্চিৎ তাহার উপরে পড়ে, তবে তাহা তোমাদের নিকটে অশুচি হইবে। ৩৯ এবং তোমাদের খাদ্য কোন পশু মরিলে, যে কেহ তাহার শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৪০ এবং যে কেহ তাহার শবের মাংস ভক্ষণ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; আর যে কেহ সেই শব বহন করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৪১ আর ভূমিতে গমনকারি কীট সকল তোমাদের ঘৃণার্হ ও অখাদ্য হইবে। ৪২ উরোগামী হউক কিম্বা চারি পদে কিম্বা ততোধিক পদে গমনকারী হউক, যে কোন ভূচর কীট হউক, তোমরা তাহা ভোজন করিও না, তাহা ঘৃণার্হ। ৪৩ এই সকল কীটাদি জীবদ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঘৃণার্হ করিও না, ও তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না, পাছে তদ্দ্বারা অশুচি হও। ৪৪ আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, অতএব তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে গমনকারি কীটাদি কোন জীবদ্বারা আপনাদিগকে অপবিত্র করিও না। ৪৫ কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি; অতএব তোমরা পবিত্র

হও, কারণ আমি পবিত্র। [৪৬] শুচ্যশুচি দ্রব্যের এবং খাদ্যাখাদ্য প্রাণির প্রভেদ জানাইবার জন্যে [৪৭] পশু ও পক্ষী ও জলচর জীব ও উরোগামি ভূচর প্রাণী সকলের বিষয়ে এই ব্যবস্থা।

১২ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, যে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করে, সে যেমন রজস্বলার অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালে, তেমনি সাত দিন অশুচি থাকিবে। [৩] পরে অষ্টম দিনে বালকের পুরুষাঙ্গের ত্বক্‌ছেদ হইবে। [৪] এবং সে স্ত্রী তেত্রিশ দিন পর্য্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে থাকিবে; এবং যাবৎ শৌচার্থ দিবস পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে না। [৫] আর যদি সে কন্যা প্রসব করে, তবে যেমন অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালে, তেমনি দুই সপ্তাহ অশুচি থাকিবে; পরে সে ছেষট্টি দিবস আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে থাকিবে। [৬] পরে পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের শৌচার্থ দিন সম্পূর্ণ হইলে সে হোমবলির কারণ একবর্ষীয় এক মেষবৎস, এবং পাপার্থক বলির কারণ এক কপোতশাবক কিম্বা এক ঘুঘু সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে। [৭] এবং সে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা উৎসর্গ করিয়া সেই স্ত্রীর নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে আপন রক্তস্রাবহইতে শুচি হইবে; পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবকারিণীর এই ব্যবস্থা। [৮] যদিস্যাৎ সে মেষবৎস আনিতে অক্ষম হয়, তবে সে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক লইয়া তাহার এককে হোমার্থে, ও অন্যকে পাপার্থে দিবে, এবং যাজক তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে শুচি হইবে।

১৩ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] যদি কোন মনুষ্যের শরীরের চর্ম্মে শোথ কিম্বা পামা কিম্বা চিক্কণ চিহ্ন হয়, এবং তাহা শরীরের চর্ম্মেতে কুষ্ঠরোগের ঘায়ের ন্যায় হয়, তবে সে হারোণ যাজকের নিকটে কিম্বা তাহার পুত্র যাজকগণের মধ্যে কাহারো নিকটে আনীত হইবে। [৩] পরে যাজক তাহার শরীরের চর্ম্মস্থিত ঘা দেখিবে; তাহাতে যদি ঘায়ের লোম শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, এবং ঘা যদি দৃষ্টিতে শরীরের চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা বটে, তাহা দেখিয়া যাজক তাহাকে অশুচি করিবে। [৪] আর চিক্কণ চিহ্ন যদি তাহার শরীরের চর্ম্মে শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, এবং তাহার লোম শুক্লবর্ণ না হইয়া থাকে, তবে যাহার ঘা হইয়াছে যাজক তাহাকে সাত দিবস রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৫] পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে ঘা সেই রূপ থাকে, চর্ম্মেতে ঘা না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে আরো সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৬] এবং সপ্তম দিবসে যাজক তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; তাহাতে যদি সেই ঘা মলিন হইয়া থাকে, ও চর্ম্মে না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে; সে পামা; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে। [৭] কিন্তু তাহার শৌচার্থে যাজক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে যদি তাহার পামা চর্ম্মেতে ব্যাপিয়া থাকে, তবে সে যাজক কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইবে। [৮] তাহাতে তাহার পামা চর্ম্মেতে ব্যাপিল, যাজক যদি এমত দেখে, তবে সে তাহাকে অশুচি কহিবে, তাহা কুষ্ঠরোগ।

[৯] কোন মনুষ্যেতে কুষ্ঠরোগের ঘা হইলে সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে। [১০] পরে যাজক তাহাকে দেখিবে; তাহাতে যদি তাহার চর্ম্মে শুক্লবর্ণ শোথ হয়, ও তাহার লোম শুক্লবর্ণ হয়, ও শোথে কাঁচা মাংস হয়, [১১] তবে তাহার শরীরের চর্ম্মে পুরাতন কুষ্ঠ জানিয়া যাজক তাহাকে রুদ্ধ করিবে না, কিন্তু অশুচি কহিবে; কেননা সে অশুচি। [১২] আর চর্ম্মের সর্ব্বত্র কুষ্ঠরোগ [শুক্ল হইয়া] ব্যাপিলে যদি যাজকের দৃষ্টিগোচরে ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত চর্ম্ম কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, [১৩] তবে যাজক বিবেচনা করিবে; যদি সর্ব্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে সে তাহাকে শুচি কহিবে; কেননা যাহার সর্ব্বাঙ্গ শুক্ল হইল, সেই শুচি। [১৪] কিন্তু যখন তাহার শরীরে কাঁচা মাংস প্রকাশ পায়, তখন সে অশুচি হইবে। [১৫] যাজক তাহার কাঁচা মাংস দেখিয়া তাহাকে অশুচি কহিবে, সেই কাঁচা মাংস অশুচি, তাহাই কুষ্ঠ। [১৬] আর সে কাঁচা মাংস যদি পুনর্ব্বার শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে যাজকের কাছে যাইবে। [১৭] তাহাতে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার ঘা শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে সে ঐ ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুচি কহিবে; সে শুচি।

[১৮] আর শরীরের চর্ম্মে স্ফোটক হইয়া ভাল হইলে পর [১৯] যদি সেই স্ফোটকের স্থানে শ্বেতবর্ণ শোথ কিম্বা শ্বেত ও ঈষদ্ রক্তবর্ণ চিক্কণতা বিশিষ্ট চিহ্ন হয়, তবে সে যাজকের নিকটে উপস্থিত হইবে। [২০] তাহাতে যাজক তাহা দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও তাহার লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; তাহা স্ফোটকে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগের ঘা। [২১] কিন্তু যদি যাজক তাহাতে শ্বেতবর্ণ লোম না দেখে, ও তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না হয়, ও ঈষৎ মলিন হয়, তবে যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [২২] পরে

তাহা যদি চর্ম্মে ব্যাপে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে, তাহা ঘা। [২৩] কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, ও না বাড়ে, তবে তাহা ব্রণের দাগ; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।

[২৪] আর যদি মাংসে কিম্বা তদুপরিস্থ চর্ম্মে অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের কাঁচা স্থানে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ কিম্বা কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, [২৫] এবং যাজক তাহা দেখিলে যদি চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ হয়, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা অগ্নিদাহে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ; অতএব যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে, তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা। [২৬] কিন্তু চিক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ নয়, ও চিহ্ন চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, ইহা দেখিলে যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [২৭] পরে সপ্তম দিনে যাজক তাহাকে দেখিবে; তাহাতে যদি চর্ম্মেতে ঐ রোগ ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; তাহা কুষ্ঠরোগের ঘা। [২৮] আর যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে, ও চর্ম্মে বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু ঈষৎ মলিন হয়, তবে তাহা দগ্ধ স্থানের শোথ; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে, কেননা তাহা অগ্নিকৃত ক্ষতের চিহ্ন।

[২৯] আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মস্তকে কিম্বা দাড়িতে ঘা হইলে যাজক সেই ঘা দেখিবে; [৩০] তাহাতে যদি দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ও হরিদ্রাবর্ণ সূক্ষ্ম লোম থাকে, তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; তাহা ছলি, অর্থাৎ মস্তকস্থিত কিম্বা দাড়িস্থিত কুষ্ঠ। [৩১] আর যাজক ছলির ঘা দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে তাহা চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, ও তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ লোম না থাকে, তবে যাজক সেই ছলির ঘা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৩২] পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহা দেখিলে তাহার দৃষ্টিতে যদি সেই ছলি না বাড়িয়া থাকে, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ লোম না হইয়া থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা ছলি নিম্ন বোধ না হয়, [৩৩] তবে সে মুণ্ডিত হইবে, কিন্তু ছলির স্থান মুণ্ডন করিবে না; পরে যাজক ঐ ছলিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আর সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৩৪] এবং সপ্তম দিবসে যাজক সেই ছলি দেখিবে; তাহাতে যদি সেই ছলি চর্ম্মে না বাড়িয়া থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হইয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে।

[৩৫] আর তাহার শুচি হওনের পর যদি চর্ম্মেতে সেই ছলি স্পষ্ট রূপে বাড়ে, [৩৬] এবং যাজক তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে যদি তাহার চর্ম্মে ছলির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে যাজক হরিদ্রাবর্ণ লোমের অন্বেষণ করিবে না; সে অশুচি। [৩৭] কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে যদি ছলি না বাড়িয়া থাকে, ও কৃষ্ণবর্ণ লোম উঠিয়া থাকে, তবে সে রোগের উপশম হইয়াছে, ও সে শুচি হইয়াছে; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।

[৩৮] আর যদি কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর শরীরের চর্ম্মে স্থানে ২ চিক্কণ চিহ্ন অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, [৩৯] তবে যাজক তাহা দেখিবে; যদি তাহার চর্ম্মনির্গত চিক্কণ চিহ্ন ঈষৎ মলিন শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা চর্ম্মেতে উৎপন্ন নির্দ্দোষ স্ফোটক; সে শুচি থাকিবে। [৪০] আর যে মনুষ্যের কেশ মস্তকহইতে খসিয়া পড়ে, সে নেড়া, সুতরাং শুচি। [৪১] আর যাহার কেশ মস্তকের প্রান্তহইতে খসিয়া পড়ে, সে কপালে নেড়া, সেও শুচি। [৪২] কিন্তু যদি নেড়া মাথায় কি নেড়া কপালে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হয়, তবে তাহা তাহার নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ। [৪৩] যাজক তাহা দেখিলে যদি শরীরের চর্ম্মস্থিত কুষ্ঠের ন্যায় নেড়া মাথায় কিম্বা নেড়া কপালে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ঘা হইয়া থাকে, [৪৪] তবে সে কুষ্ঠী, সুতরাং অশুচি; যাজক তাহাকে অবশ্য অশুচি কহিবে; তাহার ঘা তাহার মস্তকেই আছে।

[৪৫] আর যে কুষ্ঠির ঘা হইয়াছে তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তাহার মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকিবে, ও সে আপনার চিবুক বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া "অশুচি ২" এই শব্দ করিবে। [৪৬] যত দিন তাহার গাত্রে ঘা থাকিবে, তত দিন সে অশুচি থাকিবে, এবং অশুচি থাকাতে একাকী বাস করিবে, ও শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।

[৪৭] আর লোমের কিম্বা মসিনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক হয়, [৪৮] অর্থাৎ লোমের কিম্বা মসিনার তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্ম্মে কি চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যেতে যদি হয়; [৪৯] এবং বস্ত্রে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি অল্প শ্যামবর্ণ কিম্বা অল্প লোহিতবর্ণ কলঙ্ক হয়, তবে তাহা কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক। [৫০] তাহা যাজকের নিকটে দেখান যাইবে; পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত বস্তু সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। [৫১] পরে সপ্তম দিবসে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিলে, যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা সংহারক কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। [৫২] অতএব বস্ত্রে কিম্বা লোমকৃত কি মসিনাকৃত তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে, যে কিছুতে সেই কলঙ্ক হয়, তাহা দগ্ধ হইবে; তাহাই সংহারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [৫৩] কিন্তু যাজক দেখিলে যদি সেই কলঙ্ক বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মের কোন দ্রব্যে বর্দ্ধমান না হয়, [৫৪] তবে যাজক সেই কলঙ্কবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে, এবং আর সাত দিবস

তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫৫ ধৌত হইলে পর যাজক সেই কলঙ্ক দেখিবে; তাহাতে সেই কলঙ্ক যদি অন্যবর্ণ না হইয়া থাকে ও না বাড়িয়া থাকে, তবে তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; তাহা ভিতরে কিম্বা বাহিরে উৎপন্ন গলন। ৫৬ কিন্তু ধৌত করণের পরে যাজকের দৃষ্টিতে যদি সেই কলঙ্ক মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্রহইতে কিম্বা চর্ম্মহইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ানহইতে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ৫৭ তথাপি যদি সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে তাহা পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে তাহাই বর্দ্ধিষ্ণু কুষ্ঠ; যাহাতে সেই কলঙ্ক থাকে, তাহা তুমি অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। ৫৮ এবং যে বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা চর্ম্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবা, তাহাহইতে যদি সেই কলঙ্কের উপশম দেখ, তবে দ্বিতীয় বার তাহা ধৌত করিবা; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। ৫৯ লোম কিম্বা মসিনা-কৃত বস্ত্রের কিম্বা তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠজন্য কলঙ্কের এই ব্যবস্থা।

১৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ কুষ্ঠরোগির শুচি হওন দিবসে তাহার এই ব্যবস্থা; সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে। ৩ যাজক শিবিরের বাহিরে যাইয়া দেখিবে; যদি কুষ্ঠির কুষ্ঠরোগের ঘায়ের উপশম হইয়া থাকে, ৪ তবে যাজক সেই শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে দুই জীবৎ শুচি পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ এই সকল লইতে আজ্ঞা করিবে। ৫ এবং যাজক মৃৎপাত্রস্থিত স্রোতোজলের উপরে এক পক্ষিকে হনন করিতে আজ্ঞা করিবে। ৬ পরে সে ঐ জীবৎ পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া ঐ স্রোতোজলের উপরে হত পক্ষির রক্তে জীবৎ পক্ষির সহিত সে সকল ডুবাইয়া ৭ কুষ্ঠহইতে শোধনীয় ব্যক্তির উপরে সাত বার প্রোক্ষণ করিয়া তাহাকে শুচি করিবে, এবং ঐ জীবৎ পক্ষিকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। ৮ তখন সেই শোধ্যমান ব্যক্তি আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া ও সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া জলে স্নান করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে; তৎপরে সে শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে, কিন্তু সাত দিবস আপন তাম্বুর বাহিরে থাকিবে। ৯ পরে সপ্তম দিবসে সে আপন মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু ও ভ্রূ ও সর্ব্বাঙ্গের লোম মুণ্ডন করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনি জলে স্নান করিয়া শুচি হইবে। ১০ অপর অষ্টম দিবসে সে নির্দ্দোষ দুই মেষশাবক ও একবর্ষীয়া নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের তিন অংশ ও এক লোগ্ তৈল লইবে। ১১ পরে শুচিকারি যাজক ঐ শোধ্যমান মনুষ্যকে ও ঐ সকল বস্তু লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থাপন করিবে। ১২ পরে যাজক প্রথম মেষশাবক ও উক্ত এক লোগ্ তৈল লইয়া দোষবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবে। ১৩ এবং যে স্থানে পাপার্থক ও হোমার্থক বলি হনন করা যায়, সেই পবিত্র স্থানে ঐ মেষশাবককে হনন করিবে, কেননা সেই দোষার্থক বলি পাপার্থক বলির সমান, তাহা যাজকের অংশ; তাহা অতি পবিত্র। ১৪ পরে যাজক ঐ দোষবলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দিবে। ১৫ এবং যাজক সেই এক লোগ্ তৈলের কিয়দংশ লইয়া আপন বাম হস্তের তালুতে ঢালিবে। ১৬ পরে যাজক সেই বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলে আপন দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই তৈলহইতে কিঞ্চিৎ২ সাত বার সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। ১৭ এবং আপন হস্তের তালুস্থিত অবশিষ্ট তৈলের কিয়দংশ লইয়া যাজক ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির রক্তের উপরে দিবে। ১৮ পরে যাজক আপন হস্তের তালুস্থিত অবশিষ্ট তৈল লইয়া ঐ শোধ্যমান ব্যক্তির মস্তকোপরি দিবে, এবং যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১৯ ও যাজক পাপার্থক বলিদান করিবে, এবং সেই শোধ্যমান ব্যক্তির অশৌচহইতে শুচি হওনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ও তৎপরে হোমবলি হনন করিবে। ২০ এবং যাজক হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য বেদিতে আনিয়া উৎসর্গ করিবে, ও তাহার কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে।

২১ আর সে কুষ্ঠী যদি দরিদ্র হয়, এত আনিতে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তবে সে আপনার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া দোষবলির নিমিত্তে এক মেষবৎস, ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য বলিয়া তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের একাংশ ও এক লোগ্ তৈল; ২২ এবং আপন সঙ্গত্যনুসারে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক আনিবে; তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলি হইবে। ২৩ অপর অষ্টম দিনে সে আপনার শৌচার্থে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে যাজকের কাছে তাহাদিগকে আনিবে। ২৪ পরে যাজক দোষবলির মেষশাবক ও উক্ত এক লোগ্ তৈল লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে তাহা দোলাইবে। ২৫ পরে সে ঐ দোষার্থক বলি মেষশাবককে হনন করিবে, এবং যাজক ঐ দোষার্থ বলিহইতে কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে দিবে। ২৬ পরে যাজক সেই তৈলহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আপন বাম হস্তের

তাল্লুতে ঢালিবে। ২৭ এবং যাজক দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি দিয়া ঐ বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলহইতে কিঞ্চিৎ ২ সাত বার সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে। ২৮ এবং যাজক আপন হস্তস্থিত তৈলহইতে কিঞ্চিৎ লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির রক্তের স্থানোপরি দিবে। ২৯ এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আপন হস্তস্থিত অবশিষ্ট তৈল তাহার মস্তকে দিবে। ৩০ পরে সে সঙ্গত্যনুসারে দুই ঘুঘুর কিম্বা দুই কপোতশাবকের মধ্যে এককে উৎসর্গ করিবে। ৩১ অর্থাৎ তাহার সঙ্গত্যনুসারে ভক্ষ্য নৈবেদ্যের সহিত একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৩২ কুষ্ঠরোগের ঘা বিশিষ্ট যে ব্যক্তি আপন শুদ্ধির সময়ে সঙ্গতিহীন, তাহার এই ব্যবস্থা।

৩৩ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, ৩৪ আমি যে দেশ অধিকারার্থে তোমাদিগকে দিব, সেই কনান্দেশে তোমাদের প্রবেশ করণানন্তর যদি আমি তোমাদের অধিকৃত দেশের কোন গৃহে কুষ্ঠরোগের কলঙ্ক উৎপন্ন করি, ৩৫ তবে সে গৃহের স্বামী আসিয়া, আমার দৃষ্টিতে গৃহে কলঙ্কের মত দেখা দিতেছে, এ কথা যাজককে জানাইবে। ৩৬ তৎপরে গৃহের সকল বস্তু যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ঐ কলঙ্ক দেখিতে যাজকের প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহ শূন্য করিতে যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখিতে প্রবেশ করিবে। ৩৭ অনন্তর সে সেই কলঙ্ক দেখিলে যদি গৃহের ভিত্তিতে কলঙ্ক নিম্ন ও ঈষদ্ হরিদ্বর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়, এবং তাহার দৃষ্টিতে ভিত্তি অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, ৩৮ তবে যাজক গৃহহইতে বাহির হইয়া গৃহদ্বারে [গিয়া] সাত দিন ঐ গৃহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৩৯ সপ্তম দিনে যাজক পুনর্ব্বার আসিয়া দৃষ্টি করিবে; তাহাতে গৃহের ভিত্তিতে সেই কলঙ্ক বাড়িয়াছে, এমন যদি দেখা যায়, ৪০ তবে যাজকের আজ্ঞাতে লোকদিগকে কলঙ্কবিশিষ্ট প্রস্তর সকল উৎপাটন করিয়া নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ৪১ পরে ঐ গৃহের ভিতরের চারি দিগ ঘর্ষণ করিবে, ও সেই ঘর্ষণের ধূলা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে ফেলিয়া দিবে। ৪২ এবং তাহারা অন্য প্রস্তর লইয়া সেই প্রস্তরের স্থানে বসাইবে, ও অন্য লেপ লইয়া গৃহ লেপন করিবে। ৪৩ এই রূপে প্রস্তর উৎপাটন ও গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পর যদি পুনর্ব্বার কলঙ্ক জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়, ৪৪ তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক কুষ্ঠ আছে, সেই গৃহ অশুচি। ৪৫ তাহাতে লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং তাহার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও ধূলি সকল নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। ৪৬ আর ঐ গৃহ যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভিতরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৪৭ ও যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে কেহ সেই গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে।

৪৮ আর সেই গৃহলেপনের পর কলঙ্ক আর বাড়ে নাই, ইহা যদি যাজক প্রবেশ করিয়া দেখে, তবে যাজক সে গৃহকে শুচি কহিবে; কেননা কলঙ্ক উপশম হইল। ৪৯ পরে সে ঐ গৃহ মুক্তপাপ করণার্থে দুই পক্ষী ও এরস্‌কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া ৫০ মৃৎপাত্রস্থিত স্রোতোজলের উপরে এক পক্ষিকে হনন করিবে। ৫১ পরে সে ঐ এরস্‌কাষ্ঠ ও এসোব্ ও রক্তবর্ণ লোম ও জীবৎ পক্ষী, এই সকল লইয়া ঐ হত পক্ষির রক্তে ও স্রোতোজলে ডুবাইয়া সাত বার গৃহ প্রোক্ষণ করিবে। ৫২ এই রূপে পক্ষির রক্ত ও স্রোতোজল ও জীবৎ পক্ষী ও এরস্‌কাষ্ঠ ও এসোব্ ও রক্তবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সেই গৃহ মুক্তপাপ করিবে। ৫৩ পরে নগরের বাহিরে প্রান্তরে ঐ জীবৎ পক্ষিকে ছাড়িয়া দিবে, ও গৃহের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে। ৫৪ কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ কুষ্ঠরোগজন্য সর্ব্ব প্রকার ঘা, ৫৫ এবং শ্বিত্ররোগ, ও বস্ত্রস্থিত ও গৃহস্থিত কুষ্ঠ, ৫৬ এবং শোথ ও পামা ও চিক্কণ চিহ্ন, ৫৭ এই সকল কোন্ দিনে শুচি ও কোন্ দিনে অশুচি, তাহা জানাইতে এই ব্যবস্থা।

১৫ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, ২ তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে প্রমেহরোগ হইলে সেই প্রমেহে সে অশুচি হইবে। ৩ তাহার প্রমেহজন্য অশৌচের বিধি এই; যদি তাহার শরীরহইতে প্রমেহ ক্ষরে, কিম্বা শরীরে বদ্ধ হয়, এ উভয়েতেই তাহার অশৌচ হইবে। ৪ এবং প্রমেহি লোক যে শয্যাতে শয়ন করে, এমত প্রত্যেক শয্যা অশুচি; ও যাহার উপরে বৈসে, এমত প্রত্যেক আসন অশুচি হইবে। ৫ এবং যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৬ এবং যে কোন বস্তুর উপরে প্রমেহী বৈসে, তাহার উপরে যদি কেহ বৈসে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৭ এবং যে কেহ প্রমেহির গাত্র স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। ৮ আর প্রমেহী যদি শুচি ব্যক্তির গাত্রে থুথু ফেলে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত

করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [৯] এবং প্রমেহী যে কোন যানের উপরে আরোহণ করে, তাহা অশুচি হইবে। [১০] এবং যদি কেহ তাহার নীচস্থ কোন বস্তু স্পর্শ করে, তবে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; এবং যে কেহ তাহা তুলে, সে জলেতে বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [১১] এবং প্রমেহী আপন হস্ত জলে ধৌত না করিয়া যাহাকে স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [১২] এবং প্রমেহী যে কোন মৃৎপাত্র স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গা যাইবে, ও সকল কাষ্ঠপাত্র জলে ধৌত হইবে। [১৩] অনন্তর প্রমেহী যখন আপন প্রমেহহইতে শুচি হয়, তৎকালে সে আপনার শুচি হওনের নিমিত্তে আর সাত দিন গণনা করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও স্রোতোজলে স্নান করিবে; পরে শুচি হইবে। [১৪] অনন্তর অষ্টম দিবসে সে আপনার নিমিত্তে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে আসিয়া যাজকের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। [১৫] তাহাতে যাজক তাহার একটী পাপার্থক বলি, অন্যটী হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এই রূপে যাজক তাহার প্রমেহ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [১৬] আর যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপন সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [১৭] এবং যে প্রত্যেক বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত হয়, সে সকলি জলে ধৌত করিতে হইবে; এবং তাহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [১৮] এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষের রেতঃশুদ্ধ শয়ন হইলে তাহারা জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে।

[১৯] আর যে স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচ হইবে, এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২০] এবং অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালে সে যে কোন শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহা অশুচি হইবে; ও যাহার উপরে বসিবে, তাহা অশুচি হইবে। [২১] এবং যে কেহ তাহার শয্যা স্পর্শ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২২] এবং যে কেহ তাহার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২৩] এবং তাহার শয্যার কিম্বা আসনের উপরে কোন কিছু থাকিলে যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২৪] আর তাহার অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহার রজস্ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে; এবং যে কোন শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহাও অশুচি হইবে। [২৫] এবং অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকাল ব্যতিরেকে যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয়, কিম্বা অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালের পর যদি অনেক দিন রক্ত ক্ষরে, তবে সে অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালের ন্যায় সেই অশুচি রক্তস্রাবের সকল দিন অশুচি থাকিবে। [২৬] সেই রক্তস্রাবের সমস্ত কাল যে কোন শয্যাতে সে শয়ন করিবে, তাহা অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালের শয্যার ন্যায় অশুচি হইবে; এবং যে কোন আসনের উপরে সে বসিবে, তাহা অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচকালের মত অশুচি হইবে। [২৭] এবং যে কেহ সেই সকল স্পর্শ করিবে, সে অশুচি হইবে, ও বস্ত্র ধৌত করিয়া জলে স্নান করিবে, ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২৮] পরে সেই স্ত্রীর রক্তস্রাব রহিত হইলে সে আপনার নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিবে, তৎপরে সে শুচি হইবে। [২৯] পরে অষ্টম দিবসে সে আপনার জন্যে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের নিকটে আসিবে। [৩০] তাহাতে যাজক তাহার একটী পাপার্থক বলি ও অন্যটী হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এই রূপে তাহার রক্তস্রাবের অশৌচ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৩১] এই প্রকারে তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে তাহাদের অশৌচহইতে পৃথক করিবা, পাছে আপনাদের মধ্যবর্ত্তি আমার আবাস অশুচি করিলে তাহারা আপন২ অশৌচ প্রযুক্ত মরে। [৩২] প্রমেহরোগী ও শুক্রক্ষরণে অশুচি ব্যক্তি, [৩৩] এবং অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচার্ত্তা স্ত্রী ও প্রমেহবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং অশুচি স্ত্রীর সহিত সংসর্গকারি পুরুষ, এই সকলের এই ব্যবস্থা।

১৬ অধ্যায়।

[১] অপর হারোণের দুই পুত্র সদাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী হওন সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পর, সদাপ্রভু মোশির সহিত আলাপ করিলেন। [২] সদাপ্রভু মোশিকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতা হারোণকে বল, তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে সিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাবরণের সম্মুখে অতি পবিত্র স্থানে তুমি সর্ব্ব সময়ে প্রবেশ করিও না, পাছে তোমার মৃত্যু হয়; কেননা আমি পাপাবরণের উপরে মেঘে দর্শন দিব। [৩] হারোণ পাপার্থে এক গোবৎস ও হোমার্থে এক মেষ সঙ্গে লইয়া, এই রূপে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে। [৪] সে পবিত্র শুক্ল অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরিধান করিবে, ও শুক্ল জাঙ্গিয়া পরিধান করিবে, ও শুক্ল কটিবন্ধন পরিবে, ও শুক্ল উষ্ণীষেতে বিভূষিত হইবে; এ সকল পবিত্র বস্ত্র, অতএব সে জলে আপন শরীর ধৌত করিয়া এই সকল পরিধান করিবে। [৫] পরে সে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মণ্ডলীর নিকটে পাপার্থে দুই ছাগ ও হোমার্থে এক মেষ লইবে। [৬] এবং হারোণ আপনার কারণ পাপার্থক বলি যে গোবৎস,

তাহাকে আনয়ন করিয়া আপনার ও নিজ কুলের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৭] পরে সেই দুই ছাগ লইয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিবে। [৮] পরে হারোণ ঐ দুই ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে; তাহার একটী সদাপ্রভুর নিমিত্তে, ও অন্যটী ত্যাগের নিমিত্তে হইবে। [৯] পরে যে ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা সদাপ্রভুর নিমিত্তে হইবে, হারোণ তাহাকে লইয়া পাপার্থে বলিদান করিবে। [১০] কিন্তু যে ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা ত্যাগের নিমিত্তে হইবে, সে যেন ত্যাগের নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরিত হইতে পারে, তন্নিমিত্তে তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে জীবৎ উপস্থিত করিতে হইবে।

[১১] পরে হারোণ আপনার পাপার্থক বলি যে গোবৎস, তাহাকে আনিয়া আপনার ও নিজ কুলের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ফলতঃ সে আপনার পাপার্থক বলি সেই গোবৎসকে হনন করিবে। [১২] এবং সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ বেদিহইতে প্রজ্বলিত অঙ্গারেতে পূর্ণ অঙ্গারধানী ও এক মুষ্টি চূর্ণীকৃত সুগন্ধি ধূপ লইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে যাইবে। [১৩] এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে অগ্নিতে ঐ সুগন্ধি ধূপ দিবে; তাহাতে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাবরণ ধূপের ধূমমেঘে আচ্ছন্ন হইলে সে মরিবে না। [১৪] পরে সে ঐ গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া পাপাবরণের পূর্ব্বপার্শ্বে অঙ্গুলিদ্বারা প্রক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলিদ্বারা পাপাবরণের সম্মুখে ঐ রক্ত সাত বার প্রক্ষেপ করিবে।

[১৫] পরে সে লোকদের পাপার্থক বলি ছাগকে হনন করিয়া তাহার রক্ত তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে আনিয়া যেমন গোবৎসের রক্ত প্রক্ষেপ করিয়াছিল, সেই রূপ তাহারও রক্ত লইয়া করিবে, অর্থাৎ পাপাবরণের উপরে ও পাপাবরণের সম্মুখে তাহা প্রক্ষেপ করিবে। [১৬] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের অশুচিতা ও সর্ব্ববিধ পাপঘটিত অধর্ম্ম প্রযুক্ত সে পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যে সমাগমের তাম্বু তাহাদের অশৌচের মধ্যবর্ত্তী, তাহার নিমিত্তে সে তদ্রূপ করিবে। [১৭] এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণ অবধি যে পর্য্যন্ত সে বাহির না হয়, সেই পর্য্যন্ত সমাগমের তাম্বুতে কোন মনুষ্য থাকিবে না। পরে আপনার ও নিজ কুলের ও ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে [১৮] সে নির্গত হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখবর্ত্তি বেদির নিকটে যাইয়া তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত ও ছাগের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির চূড়ার উপরে চারি দিগে দিবে। [১৯] এবং সে রক্তের কিয়দংশ লইয়া আপন অঙ্গুলিদ্বারা তাহার উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিয়া তাহা শুচি করিবে, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের অশৌচহইতে তাহা পবিত্র করিবে।

[২০] এই রূপে পবিত্র স্থানের ও সমাগমের তাম্বুর ও বেদির জন্যে প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া সমাপ্ত করিলে পর [২১] হারোণ সেই জীবৎ ছাগকে আনিয়া সেই জীবৎ ছাগের মস্তকে আপন হস্তদ্বয় সমর্পণ করিবে, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত অপরাধ এবং পাপঘটিত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম তাহার উপরে স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে অর্পণ করিবে; পরে সময়োপযুক্ত মনুষ্যের হস্তদ্বারা তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। [২২] তাহাতে ঐ ছাগ নিজ মস্তকে তাহাদের সমস্ত অপরাধ ব্যবচ্ছিন্ন ভূমিতে বহিবে; তথায় প্রান্তরে সে ঐ ছাগকে ছাড়িয়া দিবে। [২৩] অপর হারোণ সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, ও পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণ সময়ে যে শুক্ল বস্ত্র সকল পরিধান করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে রাখিবে। [২৪] পরে সে কোন পবিত্র স্থানে আপন শরীর জলে ধৌত করিয়া নিজ বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্গত হইবে, এবং আপনার হোমবলি ও লোকদের হোমবলি উৎসর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [২৫] এবং ঐ পাপার্থক বলির মেদ বেদিতে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। [২৬] এবং যে জন ত্যাগের ছাগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সে আপন বস্ত্র ও শরীর জলে ধৌত করিবে, পরে শিবিরে আসিবে। [২৭] এবং পাপার্থক বলি যে গোবৎস, ও পাপার্থক বলি যে ছাগ, যাহাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পবিত্র স্থানে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা তাহাদিগকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাদের চর্ম্ম ও মাংস ও বিষ্ঠা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। [২৮] এবং যে জন তাহা দগ্ধ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও আপন গাত্র জলে ধৌত করিবে, পরে শিবিরমধ্যে আসিবে।

[২৯] তোমাদের নিমিত্তে ইহা অনন্তকালীন বিধি হইবে; সপ্তম মাসের দশম দিবসে স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা ও কোন ব্যবসায় কর্ম্ম করিবা না। [৩০] কেননা সে দিবসে যাজক তোমাদিগকে শুচি করণার্থে তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনাদের সকল পাপহইতে পরিষ্কৃত হইবা। [৩১] তাহা তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন; তাহাতে তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা; ইহা অনন্তকালীন বিধি। [৩২] ফলতঃ পিতার স্থানে যাজনকর্ম্ম করিতে যাহাকে অভিষেক ও হস্তপূরণদ্বারা যাজকত্বপদে নিযুক্ত করা যাইবে, সেই যাজক প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং শুক্ল বস্ত্র অর্থাৎ পবিত্র বস্ত্র সকল পরিধান করিবে। [৩৩] এবং সে অতি পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং সমাগমের তাম্বুর ও বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং যাজকগণের ও সমাজের সমস্ত লোকের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। [৩৪] ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিমিত্তে তাহা-

দের সমস্ত পাপ প্রযুক্ত বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা তোমাদের জন্যে অনন্তকালীন বিধি হইবে। তখন [হারোণ] মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করেন। ৩ ইস্রায়েল্‌কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ হনন করে, ৪ কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার প্রতি রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ৫ কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের যে২ বলি প্রান্তরে লইয়া যায়, অদ্যাবধি সে সমস্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের নিকটে আনিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। ৬ এবং যাজক সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রক্ষেপ করিবে, এবং সৌরভের আঘ্রাণার্থে মেদ সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধূপবৎ দগ্ধ করিবে। ৭ তাহাতে তাহারা যে দেবগণের অনুগমনে ব্যভিচার করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উদ্দেশে আর বলিদান করিবে না; ইহা তাহাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি হইবে।

৮ আর তুমি তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের কুলজাত কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি হোম কিম্বা বলিদান করে, ৯ কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে তাহা সমাগমের তাম্বুর দ্বারে না আনে, তবে সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

১০ আর ইস্রায়েলের কুলজাত কোন ব্যক্তি, কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি কোন প্রকার রক্ত ভোজন করে, তবে আমি সেই রক্তভোক্তার প্রতিকূলে স্থির দৃষ্টি করিব, ও তাহার লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। ১১ কেননা রক্তের মধ্যে প্রাণির প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিলাম; প্রাণের গুণে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত হয়। ১২ অতএব আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমাদের মধ্যে কেহ রক্ত ভোজন করিবে না, ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসি কোন বিদেশীও রক্ত ভোজন করিবে না। ১৩ অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি মৃগয়াতে কোন খাদ্য পশুকে কিম্বা পক্ষিকে বধ করে, তবে সে তাহার রক্ত ঢালিয়া দিয়া ধূলাতে আচ্ছাদন করিবে। ১৪ কেননা সর্ব্বপ্রাণির রক্তই প্রাণ, তাহাই তাহার প্রাণস্বরূপ; অতএব আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা কোন প্রাণির রক্ত ভোজন করিবা না, কেননা সকল প্রাণির রক্তই তাহার প্রাণ; যে কেহ তাহা ভোজন করিবে, সে উচ্ছিন্ন হইবে।

১৫ আর স্বদেশি কি বিদেশির মধ্যে যে কেহ স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশু ভোজন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; পরে শুচি হইবে। ১৬ কিন্তু যদি [বস্ত্র] ধৌত না করে ও স্নান না করে, তবে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ৩ তোমরা যে মিসর্‌দেশে বাস করিয়াছ, তাহার দেশাচারানুযায়ি আচরণ করিও না; এবং যে কনান্‌দেশে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি, তাহারও দেশাচারানুযায়ি আচরণ করিও না, ও তাহাদের বিধ্যনুসারে চলিও না। ৪ তোমরা আমারই শাসন মান্য কর, ও আমার বিধি পালন কর, ও তদনুযায়ি আচরণ কর; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ৫ অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন পালন করিও; তাহা পালন করিলে মনুষ্য তদ্দ্বারা বাঁচে। আমিই সদাপ্রভু।

৬ তোমরা কেহ আপন গোত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তির আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না; আমিই সদাপ্রভু। ৭ তুমি আপন পিতার আবরণীয় কিম্বা আপন মাতার আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার মাতা; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ৮ তোমার পিতৃভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা তাহা তোমার পিতার আবরণীয়। ৯ তোমার ভগিনী অর্থাৎ তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা মাতৃকন্যা, সে গৃহজাতা হউক কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ১০ তোমার পৌত্রীর কিম্বা দৌহিত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা তাহা তোমার আবরণীয়। ১১ তোমার বিমাতৃকন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পিতাহইতে জন্মিয়াছে, সুতরাং তোমার ভগিনী; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। ১২ তোমার পিতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পিতৃগোত্রজা। ১৩ তোমার মাতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার মাতৃগোত্রজা। ১৪ তোমার পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করিও

না, ও তাহার পত্নীতে উপগত হইও না, কেননা সে তোমার জেঠাই। [১৫] তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পুত্রবধূ, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। [১৬] তোমার ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা তাহা তোমার ভ্রাতার আবরণীয়। [১৭] কোন স্ত্রীর ও তাহার কন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, এবং আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার পৌত্রীকে কিম্বা দৌহিত্রীকে লইও না; কেননা সে তাহার গোত্রজা; ইহা কুকর্ম্ম।

[১৮] আর আপন স্ত্রীকে দুঃখ দিতে তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না। [১৯] এবং কোন স্ত্রীর অস্পৃশ্যাশৌচকালে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাও না। [২০] এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে আপন সজাতীয়ের স্ত্রীতে গমন করিও না। [২১] এবং তোমার বংশজাত কাহাকেও মোলক্ দেবের উদ্দেশে অগ্নির মধ্যদিয়া গমন করাইও না, এবং তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিও না; আমিই সদাপ্রভু। [২২] এবং স্ত্রীর ন্যায় পুরুষের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ কর্ম্ম। [২৩] এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে কোন পশুতে উপগত হইও না; এবং কোন স্ত্রী আপনার সহিত সংসর্গ করাইতে কোন পশুর সম্মুখে দাঁড়াইবে না, কেননা তাহা বিপরীত কর্ম্ম। [২৪] তোমরা এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন ক্রিয়াদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; কেননা যে ২ পরজাতিকে আমি তোমাদের সম্মুখহইতে দূর করিব, তাহারা এই সকল ক্রিয়াদ্বারা অশুচি হইয়াছে; [২৫] এবং দেশও অশুচি হইয়াছে, অতএব আমি তাহার অপরাধ তাহাকে ভোগ করাইব, এবং সেই দেশ আপন নিবাসিদিগকে উদ্গীরণ করিবে। [২৬] অতএব তোমরা আমার বিধি ও আমার শাসন পালন কর; স্বদেশীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয় হউক, তোমরা ঐ সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়ার মধ্যে কোন কর্ম্ম করিও না। [২৭] কেননা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি দেশনিবাসিরা এরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দেশ অশুচি হইয়াছে। [২৮] অতএব সাবধান হও, সেই দেশ যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি জাতিকে উদ্গীরণ করে, তদ্রূপ যেন তোমাদের কর্তৃক অশুচি হইয়া তোমাদিগকেও উদ্গীরণ না করে। [২৯] কেননা যদি কেহ ঐ সকলের মধ্যে কোন ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে, তবে সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৩০] অতএব তোমরা আমার রক্ষণীয় রক্ষা কর; সাবধান, তোমাদের পূর্ব্বে যে সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়া চলিত ছিল, তাহার মধ্যে তোমরা কিছুই করিও না, এবং তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

১৯ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আমি, আমিই পবিত্র।

[৩] তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ মাতাকে ও আপন ২ পিতাকে ভয় কর, এবং আমার বিশ্রামদিন পালন কর; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [৪] তোমরা প্রতিমাগণের অনুগামী হইও না, ও আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্ম্মাণ করিও না; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[৫] আর যদি তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলিদান কর, তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে বলিদান করিও। [৬] তোমাদের বলিদানের দিবসে ও তাহার পরদিবসে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। [৭] তৃতীয় দিবসে যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করে, তবে তাহা ঘৃণার্হ ও অগ্রাহ্য হইবে। [৮] এবং ভোক্তাকে নিজ অপরাধ বহন করিতে হইবে; কেননা সে সদাপ্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করিল, অতএব সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

[৯] আর তোমরা আপন ২ ভূম্যুৎপন্ন শস্য কাটিবার সময়ে ক্ষেত্রের কোণে নিঃশেষ রূপে কাটিও না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও না। [১০] এবং আপন ২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন করিও না, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পতিত দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না; তোমরা দুঃখি ও বিদেশিদের জন্যে তাহা ত্যাগ কর; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[১১] তোমরা চুরি করিও না, এবং আপন ২ সজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না, ও মিথ্যা কথা কহিও না।

[১২] আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, কারণ তাহা করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; আমি সদাপ্রভু।

[১৩] তুমি আপন প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করিও না ও অপহরণ করিও না। বেতনজীবির বেতন রাত্রি অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না।

[১৪] তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে বাধক সামগ্রী রাখিও না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় কর; আমিই সদাপ্রভু।

[১৫] তোমরা বিচারে অন্যায় করিও না। তুমি দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সম্ভ্রম করিও না; তুমি ধর্ম্মেতে আপন সজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন কর।

[১৬] তুমি কর্ণেজপ হইয়া আপন লোকদের মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিও না, এবং তোমার প্রতিবা-

সির রক্তপাতার্থে উঠিয়া দাঁড়াইও না; আমিই সদাপ্রভু।

[১৭] তুমি আপন ভ্রাতাকে হৃদয়মধ্যে ঘৃণা করিও না, তুমি নিতান্ত আপন সজাতীয়কে অনুযোগ করিবা, তাহাতে তাহার কারণ পাপ বহন করিবা না।

[১৮] তুমি আপন জাতির সন্তানদিগকে প্রতিহিংসা কি দ্বেষ করিও না, বরং প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করিবা; আমিই সদাপ্রভু।

[১৯] তোমরা আমার বিধি সকল পালন কর; তুমি অন্য প্রকার পশুর সহিত আপন পশুদিগকে শৃঙ্গার করিতে দিও না, ও তোমার এক ক্ষেত্রে নানা প্রকার বীজ বুনিও না; এবং দুই প্রকার সূত্রের মিশ্রিত বস্ত্র গাত্রে দিও না।

[২০] আর মূল্যদ্বারা কিম্বা অন্য রূপে মুক্তা নহে, এমত যে বাগ্দত্তা দাসী, তাহার সহিত যদি কেহ সংসর্গ করে, তবে তাহারা দণ্ড্য হইবে; তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা সে মুক্তা নহে। [২১] এবং সে পুরুষ সমাগমের তাম্বুর দ্বারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনার দোষার্থক বলি অর্থাৎ দোষার্থক মেষ আনিবে। [২২] এবং যাজক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে সেই দোষার্থক মেষদ্বারা তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার কৃত পাপ ক্ষমা হইবে।

[২৩] আর তোমরা দেশে প্রবেশ করিলে ফল ভক্ষণার্থ যে২ প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবা, তাহার ত্বক্‌ছেদ করিও, অর্থাৎ ফল ফেলিয়া দিও; তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা তোমাদের জ্ঞানে অচ্ছিন্নত্বক্ হইবে, তাহা ভোজন করিও না। [২৪] অপর চতুর্থ বৎসরে তাহার সমস্ত ফল সদাপ্রভুর প্রশংসার্থক উপহাররূপে পবিত্র হইবে। [২৫] এবং পঞ্চম বৎসরে তোমরা তাহার ফল ভোজন করিবা; ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে প্রচুর ফল উৎপন্ন হইবে; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[২৬] তোমরা রক্তের সহিত কোন বস্তু ভোজন করিও না; মোহকের কিম্বা গণকের বিদ্যা ব্যবহার করিও না।

[২৭] তোমরা আপন২ মস্তকপ্রান্তের কেশ মণ্ডলাকার করিও না, ও আপন২ দাড়ির কোণ মুণ্ডন করিও না। [২৮] এবং মৃত লোকের জন্যে আপন২ অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না, ও শরীরে গোদানী দিও না; আমি সদাপ্রভু।

[২৯] তুমি আপন কন্যাকে বেশ্যা হইতে দিয়া অপবিত্র করিও না; দিলে দেশকে ব্যভিচারী করিবা, ও দেশ কুকর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।

[৩০] তোমরা আমার বিশ্রামদিন পালন কর, ও আমার পবিত্র স্থানকে সমাদর কর; আমিই সদাপ্রভু।

[৩১] তোমরা আপনাদিগকে অশুচি করিতে ভূতড়িয়াদিগকে মানিও না, ও গুণিদের কাছে কিছু অন্বেষণ করিও না; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[৩২] তুমি পক্ককেশ প্রাচীনের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবা, ও বৃদ্ধ লোককে সমাদর করিবা, ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবা; আমিই সদাপ্রভু।

[৩৩] আর কোন বিদেশি লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে, তবে তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না। [৩৪] যেমন তোমাদের স্বদেশীয় লোক, তেমনি তোমাদের সহবাসকারি বিদেশি লোক তোমাদের নিকটে মান্য হইবে; তুমি তাহাকে আত্মতুল্য প্রেম করিও, কেননা মিসর্‌দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[৩৫] তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা তৌল কিম্বা কাঠা বিষয়ে অন্যায় করিও না। [৩৬] ন্যায্য দাঁড়ি ও ন্যায্য বাটখারা ও ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য হিন্ তোমাদের হইবে; যিনি মিসর্‌দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, তোমাদের সেই ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি। [৩৭] অতএব তোমরা আমার সকল বিধি ও আমার সকল শাসন মান্য করিয়া পালন কর; আমিই সদাপ্রভু।

২০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আরও কহ, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি আপন বংশের কাহাকেও মোলক্ দেবের উদ্দেশে প্রদান করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, দেশীয় লোকেরা তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। [৩] এবং আমিও সেই মনুষ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; কেননা মোলক্ দেবের উদ্দেশে আপন বংশজকে দেওয়াতে সে আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করে, ও আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করে। [৪] আর যে সময়ে সেই মনুষ্য আপন সন্তানকে মোলক্ দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে, তৎকালে যদি দেশীয় লোকেরা চক্ষু মুদ্রিত করে ও তাহাকে বধ না করে, [৫] তবে আমিই সেই ব্যক্তির প্রতি ও তাহার গোষ্ঠীর প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাকে ও মোলক্ দেবের সহিত ব্যভিচার করণার্থে তাহার অনুগামি ব্যভিচারি সকলকে তাহাদের লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব।

[৬] আর যে কোন প্রাণী ভূতড়িয়া কিম্বা গুণি লোকের সহিত ব্যভিচার করিতে তাহাদের অনুগামী হয়, আমি সেই প্রাণির প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।

[৭] তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র

হও; কেননা আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ৮ এবং তোমরা আমার বিধি মান্য করিয়া পালন কর; আমি তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু।

৯ যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; পিতামাতাকে শাপ দেওয়াতে তাহার রক্তপাত তাহার উপরে বর্ত্তিবে।

১০ আর যদি কেহ পরের ভার্য্যাতে ব্যভিচার করে, তবে যে জন প্রতিবাসির যে ভার্য্যাতে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১১ এবং যদি কেহ আপন পিতৃভার্য্যাতে উপগত হয়, তবে সে আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করে; তাহাদের দুই জনেরই প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্তপাত তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১২ এবং যদি কেহ নিজ পুত্রবধূর সহিত শয়ন করে, তবে তাহাদেরও দুই জনের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; অতি মন্দ কর্ম্ম করাতে তাহাদের রক্তপাত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৩ এবং পুরুষ যদি পুরুষে স্ত্রীর ন্যায় উপগত হয়, তবে তাহারা দুই জনে ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে; তাহাদের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; তাহাদের রক্তপাত তাহাদের উপরে বর্ত্তিবে। ১৪ আর যদি কেহ কোন স্ত্রীকে ও তাহার মাতাকে রাখে, তবে তাহা কুকর্ম্ম; তোমাদের মধ্যে যেন এমত কুকর্ম্ম না হয়, এই জন্যে তাহারা তিন জনই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ১৫ এবং যে কেহ কোন পশুতে উপগত হয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; এবং তোমরা সেই পশুকেও বধ করিবা। ১৬ এবং কোন স্ত্রী যদি পশুর সহিত সংসর্গ করিতে নিকটে গিয়া তাহার সম্মুখে শয়ন করে, তবে তুমি সেই স্ত্রীকে ও সেই পশুকে বধ করিবা; তাহাদের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, তাহাদের রক্তপাত তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৭ আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে অর্থাৎ পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আবরণীয় দেখে, তবে তাহা বড় পাপ; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের দৃষ্টিতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে। ১৮ এবং যদি কেহ রজস্বলা স্ত্রীর সহিত শয়ন করে ও তাহার আবরণীয় অনাবৃত করে, তবে সেই পুরুষ তাহার রক্তাকর প্রকাশ করাতে, ও সেই স্ত্রী আপন রক্তাকর অনাবৃত করাতে তাহারা উভয়ে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ১৯ এবং তুমি আপন মাসীর কিম্বা পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; তাহা করিলে আপনার নিকটবর্ত্তি কুটুম্বের আবরণীয় অনাবৃত করা হয়, তাহারা উভয়েই আপন ২ অপরাধ বহন করিবে। ২০ আর যদি কেহ আপন খুড়ীর সহিত শয়ন করে, তবে আপন পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা আপন ২ পাপ বহন করিবে, ও নিঃসন্তান হইয়া মরিবে। ২১ এবং যদি কেহ আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করে, তবে তাহা অশুচি কর্ম্ম; আপন ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা নিঃসন্তান থাকিবে।

২২ তোমরা আমার সকল বিধি ও আমার সকল শাসন মান্য করিয়া পালন কর; নতুবা আমি বাসার্থে তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সেই দেশ তোমাদিগকে উদ্গীরণ করিবে। ২৩ এবং আমি তোমাদের সম্মুখহইতে যে পরজাতিকে দূর করিব, তাহার আচারানুযায়ি আচার করিও না; কেননা তাহারা ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, এই কারণ আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিলাম। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি, তোমরাই তাহাদের দেশ অধিকার করিবা, আমি তোমাদিগকে অধিকারার্থে সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ দিব; আমি অন্য লোকহইতে তোমাদিগকে পৃথক্কারী তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। ২৫ অতএব তোমরা শুচ্যশুচি পশু ও শুচ্যশুচি পক্ষী পৃথক্ ২ করিবা; আমি যে ২ পশু ও পক্ষি ও ভূচর কীটাদি জন্তুকে অশুচি কহিয়া তোমাদিগহইতে পৃথক্ করিলাম, তাহাদ্বারা তোমরা আপন ২ প্রাণকে ঘৃণার্হ করিও না। ২৬ এবং তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র; এবং আমি আপন নিজস্ব করণার্থে তোমাদিগকে অন্য লোকদের হইতে পৃথক্ করিয়াছি।

২৭ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণী হয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; লোকেরা তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে ও তাহার রক্তপাত তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

২১ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি হারোণের পুত্র যাজকগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, স্বজাতীয়দের মধ্যে কেহ মরিলে [কোন যাজক] অশুচি হইবে না। ২ কেবল আপনার নিকটবর্ত্তি গোত্র অর্থাৎ আপন মাতা কি পিতা কি পুত্র কি কন্যা কি ভ্রাতা মরিলে অশুচি হইবে। ৩ এবং যে নিকটস্থ ভগিনীর স্বামী হয় নাই, এমন অবিবাহিতা ভগিনী মরিলে অশুচি হইবে। ৪ আপন লোকদের মধ্যে কৃতদার বলিয়া সে আপনাকে অপবিত্র করণার্থে অশুচি হইবে না। ৫ তাহারা আপন ২ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও আপন ২ দাড়ির কোণও মুণ্ডন করিবে না, ও আপন ২ শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবে না। ৬ তাহারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে, ও আপন ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিবে না; কেননা তাহারা আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য অর্থাৎ সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করে, অতএব তাহারা পবিত্র হইবে। ৭ এবং যাজক বেশ্যাকে কিম্বা কলঙ্কিনীকে বিবাহ

করিবে না, এবং স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকেও বিবাহ করিবে না, কেননা সে আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র। [৮] অতএব তুমি [যাজককে] পবিত্র রাখিবা; সে তোমার ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করে, এই জন্যে তোমার নিকটে পবিত্র হইবে; কেননা তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু যে আমি, আমি পবিত্র। [৯] আর কোন যাজকের কন্যা যদি ব্যভিচার ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে অপবিত্রা করে, তবে সে আপন পিতাকে অপবিত্র করে; সে অগ্নিতে দগ্ধা হইবে।

[১০] এবং আপন ভ্রাতাদের মধ্যে প্রধান যে যাজকের মস্তকে অভিষেকার্থ তৈল ঢালা গিয়াছে, অর্থাৎ যে জন হস্তপূরণদ্বারা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করণের অধিকারী হইয়াছে, সে আপন মস্তক মুক্তকেশ করিবে না ও আপন বস্ত্র চিরিবে না। [১১] ও সে কোন শবের নিকটে গৃহমধ্যে যাইবে না; আপন পিতার কি আপন মাতার মরণেও সে অশুচি হইবে না, [১২] এবং পবিত্র স্থানহইতে নির্গত হইবে না, এবং আপন ঈশ্বরের পবিত্র স্থান অপবিত্র করিবে না, কেননা তাহার ঈশ্বরের অভিষেকার্থক তৈলের সংস্কার তাহার উপরে আছে; আমিই সদাপ্রভু। [১৩] এবং সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ করিবে। [১৪] কিন্তু বিধবা কি ত্যক্তা কি কলঙ্কিনী কি বেশ্যাকে বিবাহ করিবে না; সে আপন লোকদের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করিবে। [১৫] সে আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র করিবে না, কেননা আমিই তাহার পবিত্রকারী সদাপ্রভু।

[১৬] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৭] তুমি হারোণকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের মধ্যে যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটে যাইবে না। [১৮] যে কোন লোকের দোষ আছে, সে নিকটবর্ত্তী হইবে না; বিশেষতঃ অন্ধ কি খঞ্জ কি খাঁদা কি অধিকাঙ্গ [১৯] কি ভগ্নপদ কি ভগ্নহস্ত, [২০] কি কুব্জ কি বামন কি ছানিপড়া কি শ্বিত্ররোগী কি পামাবিশিষ্ট কি ভগ্নমুষ্ক ইত্যাদি কোন দোষবিশিষ্ট যে পুরুষ হারোণ যাজকের বংশের মধ্যে আছে, [২১] সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকটে যাইবে না; তাহার দোষ আছে, এই জন্যে সে আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটবর্ত্তী হইবে না। [২২] সে ঈশ্বরীয় ভক্ষ্য অর্থাৎ অতি পবিত্র বস্তু ও পবিত্র বস্তু ভোজন করিতে পারিবে। [২৩] কিন্তু তিরস্করিণীর নিকটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে না, কেননা তাহার দোষ আছে; সে আমার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করিবে না, কেননা আমিই সে সকলের পবিত্রকারী সদাপ্রভু। [২৪] এই রূপে মোশি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণকে এই কথা কহিল।

২২ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে বল, তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণের পবিত্রীকৃত দ্রব্য বিষয়ে সাবধান হও, তাহারা আমার উদ্দেশে যাহা পবিত্র করে, তদ্দ্বারা আমার পবিত্র নামকে অপবিত্র করিও না, আমিই সদাপ্রভু। [৩] তুমি তাহাদিগকে বল, পুরুষানুক্রমে তোমাদের বংশের মধ্যে যে কেহ অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণ কর্ত্তৃক সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সে আমার সম্মুখহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; আমিই সদাপ্রভু। [৪] হারোণ বংশের যে কেহ কুষ্ঠী কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওন পর্য্যন্ত পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। আর যে কেহ মৃত দেহ ঘটিত অশুচি বস্তু স্পর্শ করে, কিম্বা যাহার রেতঃপাত হয়, [৫] কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচজনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অশৌচবিশিষ্ট মনুষ্যকে স্পর্শ করে, [৬] সেই স্পর্শকারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে, এবং জলেতে আপন গাত্র ধৌত না করিলে পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। [৭] পরে সূর্য্য অস্তগত হইলে সে শুচি হইয়া পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে, কেননা তাহা তাহার আহারীয় দ্রব্য। [৮] আপনাকে অশুচি করণার্থে [যাজক] স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর মাংস ভোজন করিবে না, আমিই সদাপ্রভু। [৯] অতএব তাহারা আমার রক্ষণীয় রক্ষা করুক; নতুবা আপনাদিগকে অপবিত্র করিলে তাহারা তৎপ্রযুক্ত পাপ বহন করিবে ও মরিবে; আমিই তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু।

[১০] আর অন্যবংশীয় কোন লোক পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না, ফলতঃ যাজকের গৃহপ্রবাসী কিম্বা বেতনজীবী পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। [১১] কিন্তু যাজক রূপা দিয়া যে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় করে, সে তাহা ভোজন করিবে; এবং তাহার গৃহজাত লোকেরাও তাহার অন্ন ভোজন করিবে। [১২] আর যাজকের কন্যা যদি অন্যবংশীয় লোকের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সে পবিত্র দ্রব্যাদিরূপ উপহার ভোজন করিবে না। [১৩] আর যাজকের যে কন্যা বিধবা কিম্বা ত্যক্তা হয়, সে যদি নিঃসন্তানা হইয়া থাকে, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস করিয়া পিতার অন্ন ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অন্যবংশীয় লোক তাহা ভোজন করিবে না।

[১৪] আর যদি কেহ প্রমাদ বশতঃ পবিত্র বস্তু ভোজন করে, তবে সে সেই রূপ পবিত্র বস্তু ও তাহার পঞ্চমাংশ অধিক করিয়া যাজককে দিবে। [১৫] এই রূপে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের যে ২ পবিত্র বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে,

[যাজকেরা কাহাকেও] তাহা অপবিত্র করিতে দিবে না; [১৬] এবং কাহাকেও উহাদের পবিত্র বস্তু ভক্ষণদ্বারা দোষজন্য অপরাধরূপ ভারে ভারগ্রস্ত করিবে না; কেননা আমিই তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু।

[১৭] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৮] তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েল্কুলের কোন ব্যক্তি কিম্বা ইস্রায়েলের মধ্যে প্রবাসকারি কোন লোক যখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানতপূর্ব্বক কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন উপহার আনে, তখন যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করে, [১৯] তবে সে গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে গোরুর কিম্বা মেষের কিম্বা ছাগের মধ্যহইতে নির্দ্দোষ পুংপশু উৎসর্গ করিবে। [২০] তোমরা সদোষ কিছু নিবেদন করিও না, কেননা তাহা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। [২১] এবং কোন লোক যদি মানতসিদ্ধ্যর্থে কিম্বা স্বেচ্ছাদত্ত উপহারার্থে গোমেষাদি পালহইতে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, তবে তাহা গ্রাহ্য হওনের জন্যে নির্দ্দোষ হইবে; তাহাতে কোন দোষ থাকিবে না। [২২] অন্ধ কি ভগ্ন কি ছিন্ন কি আবযুক্ত কি শ্বিত্রযুক্ত কি পামাযুক্ত হইলে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিও না, এবং তাহার কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে বেদিতে স্থাপন করিও না। [২৩] এবং অধিকাঙ্গ কি হীনাঙ্গ গোরু কিম্বা মেষ তুমি স্বেচ্ছাতে উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের কারণ তাহা গ্রাহ্য হইবে না। [২৪] আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত কিম্বা ভগ্ন কিম্বা ছিন্নমুষ্ক কিছুই সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিও না; এবং তোমাদের দেশে এ প্রকার হইবে না। [২৫] আর বিদেশির হস্তহইতেও এ সকলের মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে নিবেদন করিও না, কেননা তাহার অঙ্গের নাশ আছে, সুতরাং তাহার মধ্যে দোষ আছে; তাহা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না।

[২৬] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৭] গোরু কি মেষ কি ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন পর্য্যন্ত মাতার সহিত থাকিবে, পরে অষ্টম দিবসাবধি তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। [২৮] গাভী কিম্বা মেষী হউক, তাহাকে ও তাহার বৎসকে এক দিনে হনন করিও না।

[২৯] তোমরা যে সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করিবা, তৎকালে গ্রাহ্য হওনের জন্যে তাহা উৎসর্গ করিও। [৩০] সেই দিনে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তোমরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না; আমিই সদাপ্রভু। [৩১] অতএব তোমরা আমার আজ্ঞা সকল মান্য করিয়া পালন করিবা; আমিই সদাপ্রভু। [৩২] এবং তোমরা আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিও না, কিন্তু আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইব; আমিই তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু। [৩৩] আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিলাম; আমিই সদাপ্রভু।

২৩ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা সদাপ্রভুর যে সকল পর্ব্ব পবিত্র সভা বলিয়া ঘোষণা করিবা, আমার সেই সকল পর্ব্ব এই।

[৩] তুমি ছয় দিন আপন কার্য্য করিবা, কিন্তু সপ্তম দিবস পবিত্র সভা বলিয়া বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে, সেই দিনে তোমরা কোন কার্য্য করিবা না; তাহা তোমাদের সকল নিবাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন হইবে।

[৪] আর তোমরা আপন ২ নিরূপিত সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র সভা প্রচার করিয়া এই সকল পর্ব্ব করিবা। [৫] প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সন্ধ্যাসময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব হইবে। [৬] এবং সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব হইবে; তাহাতে তোমরা সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবা। [৭] প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৮] কিন্তু সপ্তাহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবা; সপ্তম দিবসে পবিত্র সভা হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিও না।

[৯] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সে দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তোমরা যখন শস্য ছেদন করিবা, তৎকালে তোমাদের কাটা শস্যের অগ্রিমাংশ বলিয়া এক আটি যাজকের নিকটে আনিবা। [১১] তোমাদের গ্রাহ্য হওনের জন্যে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, অর্থাৎ বিশ্রামবারের পরদিবসে যাজক তাহা দোলাইবে। [১২] আর যে দিবসে তোমরা ঐ আটি দোলাইবা, সে দিনে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে প্রথমবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষশাবক উৎসর্গ করিবা। [১৩] তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজি; তাহা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে; ও তাহার পেয় নৈবেদ্য এক হিন্ দ্রাক্ষারসের চতুর্থাংশ হইবে। [১৪] এবং তোমরা যাবৎ আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে এই উপহার না আন, সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী কি ভাজা শস্য কি ছিন্ন শীষ ভোজন করিবা না; তোমাদের সকল

নিবাসে ইহা পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি।

[১৫] অনন্তর সেই বিশ্রামবারের পরদিবসাবধি অর্থাৎ দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ আটি আনয়নের দিবসাবধি তোমরা পূর্ণ সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। [১৬] এই রূপে সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিবস পর্য্যন্ত তোমরা পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিবা। [১৭] ফলতঃ তোমরা আপন ২ নিবাসহইতে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে দুই দশমাংশের দুই খান রুটী আনিবা; সূক্ষ্ম সূজিদ্বারা তাহা প্রস্তুত করিও, ও তাড়ীতে পাক করিও; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আশুপক্কাংশ হইবে। [১৮] এবং তোমরা সেই দুই রুটীর সহিত প্রথমবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষশাবক ও এক যুব বৃষ ও দুই মেষ বলিদান করিবা; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি হইবে, এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে। [১৯] পরে তোমরা পাপার্থক বলির জন্যে এক ছাগবৎস, ও মঙ্গলার্থক বলির জন্যে একবর্ষীয় দুই মেষশাবক বলিদান করিবা। [২০] এবং যাজক ঐ আশুপক্কাংশের রুটীর সহিত ও দুই মেষশাবকের সহিত সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে তাহাদিগকেও দোলাইবে; সে সকল যাজকের জন্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। [২১] এবং সেই দিনে তোমরা [সভার] ঘোষণা করিবা, তাহা তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; ইহা তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি।

[২২] আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে তোমরা আপন ২ ক্ষেত্রের কোণ নিঃশেষরূপে ছেদন করিবা না, ও আপন ২ শস্য ছেদনের পরে পতিত শস্য সংগ্রহ করিবা না; তাহা দুঃখি ও বিদেশিদের জন্যে ত্যাগ করিবা; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[২৩] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৪] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তোমাদের বিশ্রামার্থক দিন এবং জয়ধ্বনিদ্বারা স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে। [২৫] তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না, কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা।

[২৬] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৭] ঐ সপ্তম মাসের দশম দিন অবশ্য প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে; সেই দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, এবং তোমরা আপন ২ প্রাণকে দুঃখ দিবা, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা। [২৮] ও সেই দিবসে তোমরা কোন কার্য্য করিবা না; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহা প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে। [২৯] সেই দিবসে যে কেহ আপন প্রাণকে দুঃখ না দেয়, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। [৩০] এবং সেই দিবসে যে কোন প্রাণী কোন কার্য্য করে, তাহাকে আমি তাহার লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব। [৩১] তোমরা কোন কার্য্য করিও না; ইহা তোমাদের সমস্ত নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি। [৩২] সেই দিন তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে; তোমরা আপন ২ প্রাণকে দুঃখ দিও; মাসের নবম দিনে সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি অপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিও।

[৩৩] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৩৪] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসাবধি সাত দিবস পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে কুটীরের উৎসব হইবে। [৩৫] প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৩৬] সাত দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা; পরে অষ্টম দিনে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা; তাহা পর্ব্বদিন হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৩৭] এই সকল সদাপ্রভুর পর্ব্ব। এই সকল পর্ব্বে তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করিবা, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য, তদনুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার ও হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বলি ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা। [৩৮] সদাপ্রভুর বিশ্রামদিনহইতে ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে দাতব্য তোমাদের দানহইতে ও তোমাদের সকল মানতহইতে ও তোমাদের স্বেচ্ছাদত্ত সকল নৈবেদ্যহইতে ইহা ভিন্ন। [৩৯] সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করণ সময়ে তোমরা অবশ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে সাত দিবস উৎসব পালন করিবা; তাহার মধ্যে প্রথম দিবস বিশ্রামার্থক দিন ও অষ্টম দিবস বিশ্রামার্থক দিন হইবে। [৪০] এবং প্রথম দিবসে তোমরা শোভাদায়ি বৃক্ষের ফল এবং খর্জ্জূরপত্র ও ঘন বৃক্ষের শাখা ও নদীতীরস্থ বাইসী বৃক্ষ লইয়া তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে সাত দিন আনন্দ করিবা। [৪১] এবং তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত দিবস সদাপ্রভুর উদ্দেশে সেই উৎসব পালন করিবা; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি। সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব পালন করিবা; [৪২] তোমরা সাত দিবস কুটীরে বাস করিও; ইস্রায়েল্ বংশজাত সকলে কুটীরে বাস করিবে। [৪৩] তাহাতে আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিসর্দেশহইতে বাহির করণ সময়ে কুটীরে বাস করাইয়াছিলাম, ইহা তোমাদের ভাবিপুরুষেরা জ্ঞাত

হইবে; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [৪৪] তখন মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের কাছে সদাপ্রভুর সমস্ত পর্ব্বের কথা কহিল।

২৪ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর। তাহারা দীপার্থে তোমার নিকটে উখলিতে প্রস্তুত নির্ম্মল জিত তৈল আনিবে, তাহাতে নিত্য ২ প্রদীপ জ্বালান যাইবে। [৩] হারোণ সমাগমের তাম্বুর মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুকের তিরস্করিণীর বাহিরে সন্ধ্যাবধি প্রভাত পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য ২ তাহা স্থাপন করিবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি। [৪] সে নির্ম্মল দীপবৃক্ষের উপরে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিত্য ২ ঐ প্রদীপ সকল স্থাপন করিবে।

[৫] আর তুমি সূক্ষ্ম সূজি লইয়া দ্বাদশ পিষ্টক পাক করিবা; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক [ঐফার] দুই দশমাংশ হইবে। [৬] পরে তুমি এক ২ পংক্তিতে ছয় ২, এমত দুই পংক্তি করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে নির্ম্মল মেজটীর উপরে তাহা রাখিবা। [৭] ও প্রত্যেক পংক্তির উপরে সূক্ষ্ম কুন্দুরু দিবা; তাহা সেই রুটীর স্মরণার্থক অংশ বলিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে। [৮] এবং যাজক প্রতি বিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা নিত্য স্থাপন করিবে, তাহা ইস্রায়েলের সন্তানগণের দেয় হইবে; ইহা অনন্তকালীন নিয়ম। [৯] এবং তাহা হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে, কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার জন্যে অতি পবিত্র; ইহা অনন্তকালীন বিধি।

[১০] অপর ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর, কিন্তু মিস্রীয় পুরুষের এক পুত্ত্র বাহির হইয়া ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে গেল; তাহাতে শিবিরমধ্যে সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্ত্রেতে এবং ইস্রায়েলের কোন পুরুষেতে বিবাদ হইল। [১১] তখন সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্ত্র [সদাপ্রভুর] নামের নিন্দা করিয়া শাপ দিলে লোকেরা তাহাকে মোশির নিকটে লইয়া গেল। তাহার মাতার নাম শলোমীৎ, সে দান্‌-বংশীয় দিব্রির কন্যা। [১২] অপর লোকেরা সদাপ্রভুর মুখে স্পষ্ট আদেশ পাইবার অপেক্ষাতে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল। [১৩] তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৪] তুমি ঐ শাপদায়িকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও; পরে শ্রোতা সকল তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক, এবং সমস্ত মণ্ডলী প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করুক। [১৫] এবং তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, যে কেহ আপন ঈশ্বরকে ধিক্কার দেয়, সে আপন পাপ বহন করিবে। [১৬] এবং সদাপ্রভুর নামের নিন্দাকারি লোকের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে; বিদেশী হউক বা স্বদেশীয় হউক, সেই নামের নিন্দাকারি লোকের প্রাণদণ্ড হইবে।

[১৭] আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

[১৮] আর যে কেহ পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে; প্রাণির পরিশোধ প্রাণী। [১৯] এবং যদি কেহ আপন সজাতীয়ের গাত্রে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করিয়াছে তাহার প্রতি তেমনি করা যাইবে। [২০] অঙ্গভঙ্গের পরিশোধ অঙ্গভঙ্গ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ দন্ত; মনুষ্যের যে যেমন ক্ষত করে, তাহার প্রতি তেমনি করা যাইবে। [২১] যে জন পশু বধ করে, সে তাহার শোধ দিবে; কিন্তু যে জন মানুষকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। [২২] তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয়েরই জন্যে একরূপ শাসন হইবে; কেননা আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[২৩] পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতি এই আজ্ঞা জ্ঞাত করিলে তাহারা সেই শাপদায়ি লোককে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ কর্ম্ম করিল।

২৫ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিলে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমি বিশ্রাম ভোগ করিবে; [৩] ফলতঃ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবা, ও ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িবা, ও তাহার ফল সংগ্রহ করিবা। [৪] কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রামার্থক বিশ্রামকাল হইবে, সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম করিবে; তাহাতে তুমি আপন ক্ষেত্রে বীজ বপন করিও না, ও আপন দ্রাক্ষালতা ঝুড়িও না; [৫] তুমি আপন ক্ষেত্রের স্বয়ং বর্দ্ধমান শস্য কাটিবা না, ও অপরিষ্কৃত দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবা না; তাহা ভূমির বিশ্রামার্থক বৎসর হইবে। [৬] তাহাতে ভূমির বিশ্রাম তোমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে, ফলতঃ তোমার ক্ষেত্রোৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যই তোমার আহারার্থে ও তোমার দাসের ও দাসীর ও বেতনজীবি ভৃত্যের ও তোমার সহবাসি বিদেশির [৭] এবং তোমার পশুর ও দেশীয় বনপশুর আহারার্থে হইবে।

[৮] অপর তুমি আপনার জন্যে সাত বিশ্রামবৎসর, অর্থাৎ সাত গুণ সাত বৎসর গণনা করিবা; তাহাতে তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। [৯] তখন সপ্তম

মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তূরীবাদ্য করিবা, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তদিবসে তোমাদের সমস্ত দেশে তূরী বাজাইবা। [১০] এবং তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র করিবা, এবং সমস্ত দেশে তাহার সমস্ত নিবাসিদের প্রতি মুক্তি ঘোষণা করিবা; তাহা তোমাদের জন্যে যোবেল্ [দূরব্যাপি ঘোষণার মহোৎসব] হইবে; এবং তোমরা প্রতি জন আপন ২ অধিকারে ফিরিয়া যাইবা, ও প্রতি জন আপন ২ গোষ্ঠীর নিকটে ফিরিয়া যাইবা। [১১] তোমাদের নিমিত্তে পঞ্চাশত্তম বৎসর ব্যাপিয়া মহোৎসব হইবে; তাহাতে তোমরা বীজ বুনিও না, স্বয়ং বর্দ্ধমান শস্য ছেদন করিও না, ও অপরিষ্কৃত দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিও না। [১২] কেননা তাহাই মহোৎসব ও তোমাদের প্রতি পবিত্র হইবে; তথাপি তোমরা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিবা। [১৩] ঐ মহোৎসববৎসরে তোমরা প্রতি জন আপন ২ অধিকারে ফিরিয়া যাইবা।

[১৪] যদি তুমি আপন সজাতীয়ের নিকটে কোন ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন সজাতীয়ের হস্তহইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পরস্পর অন্যায় করিও না। [১৫] তুমি মহোৎসবের পরবৎসরের সংখ্যানুসারে আপন সজাতীয়হইতে ক্রয় করিবা, এবং ফলোৎপত্তির বৎসরের সংখ্যানুসারে তোমার স্থানে সে বিক্রয় করিবে। [১৬] তুমি বৎসরের আধিক্যানুসারে তাহার মূল্য অধিক করিবা, ও বৎসরের ন্যূনতানুসারে মূল্য ন্যূন করিবা; কেননা সে তোমার স্থানে বৎসরের সংখ্যানুসারে ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে। [১৭] অতএব তোমরা আপন ২ সজাতীয়ের অন্যায় করিও না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও, কেননা আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[১৮] আর তোমরা আমার বিধ্যনুসারে আচরণ করিবা, ও আমার শাসন সকল মানিবা, ও তাহা পালন করিবা; তাহাতে দেশে নির্ভয়ে বাস করিবা। [১৯] এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিবে, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত ভোজন করিবা, ও দেশে নির্ভয়ে বাস করিবা। [২০] আর দেখ, ক্ষেত্রে বপন না করিলে ও তাহার উৎপন্ন ফল সংগ্রহ না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? এমত কথা যদি বল, [২১] তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে। [২২] পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন করিবা, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবা; যাবৎ তাহার ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবা।

[২৩] আর দেশের ভূমি সদাকালের নিমিত্তে বিক্রীত হইবে না, কেননা তাহা আমারই ভূমি; তোমরা আমার সহিত অতিথি ও প্রবাসী আছ। [২৪] এবং তোমরা আপনাদের অধিকৃত দেশের সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিও। [২৫] তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধিকারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তিকর্ত্তা নিকটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার বিক্রীত ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। [২৬] এবং যাহার মুক্তিকর্ত্তা নাই, সে যদি আপনি তাহা মুক্ত করণে সমর্থ হয়, [২৭] তবে সে তাহার বিক্রয়ের বৎসর গণনা করিয়া তদনুসারে অতিরিক্ত মূল্য ক্রেতাকে ফিরিয়া দিবে; তাহাতে তাহা পুনর্ব্বার আপনার অধিকৃত হইবে। [২৮] কিন্তু যদি সে তাহাকে ফিরিয়া দেওনে অসমর্থ হয়; তবে সেই বিক্রীত অধিকার মহোৎসবের বৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে; মহোৎসবে তাহা মুক্ত হইবে, এবং পুনর্ব্বার তাহার অধিকৃত হইবে।

[২৯] আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করণের অধিকারী থাকিবে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত করিতে পারিবে। [৩০] কিন্তু যদি সম্পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষপরম্পরাতে ক্রয়কর্ত্তার সদাকালীন অধিকার হইবে; তাহা মহোৎসবে মুক্ত হইবে না। [৩১] কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত যে গৃহ, তাহা ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত হইতে পারে, এবং মহোৎসবে তাহা মুক্ত হইবে। [৩২] কিন্তু লেবীয়দের যে ২ নগর ও তাহাদের অধিকৃত নগরের যে ২ গৃহ, তাহা মুক্ত করণের অধিকার লেবীয়দের পক্ষে অনন্তকালস্থায়ী হইবে। [৩৩] যদি কেহ লেবীয়দের হইতে ক্রয় করে, তবে সেই বিক্রীত গৃহ তাহার অধিকারস্থ নগরের [অংশ বলিয়া] মহোৎসবে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে লেবীয়দের নগরস্থ গৃহ সকল তাহাদের অধিকার। [৩৪] আর তাহাদের নগরের প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই তাহাদের অনন্তকালীন অধিকার।

[৩৫] আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, কিম্বা তোমার নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে সে বিদেশী কিম্বা প্রবাসী হইলেও তুমি তাহার উপকার করিবা; তাহাতে সে তোমার সহিত জীবন ধারণ করিবে। [৩৬] তুমি তাহাহইতে সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত জীবন ধারণ করিতে দিবা। [৩৭] তুমি সুদ বিনা আপন টাকা তাহাকে দিবা, ও বৃদ্ধি বিনা আপন অন্ন তাহাকে ধার দিবা। [৩৮] যিনি তোমাদিগকে কনান্‌দেশ দেওনার্থে ও তোমাদের ঈশ্বর হওনার্থে তোমাদিগকে মিসর্‌দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন, তোমাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু আমি।

[৩৯] আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া তোমার

নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে দাসের ন্যায় পরিশ্রম করাইও না। [৪০] সে বেতনজীবি ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসির ন্যায় তোমার সঙ্গে বাস করিয়া মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিবে। [৪১] পরে সে আপন সন্তানগণের সহিত তোমার নিকটহইতে মুক্ত হইয়া আপন গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়া যাইবে, ও আপন পৈতৃকাধিকারে ফিরিয়া যাইবে। [৪২] কেননা তাহারা মিসরদেশহইতে আমাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত আমার দাস; তাহারা দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে না। [৪৩] তুমি তাহার উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিও না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিও। [৪৪] তোমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরজাতিদিগের মধ্যহইতে তোমার দাস ও দাসী হইবে, তাহাদেরই হইতে আপনার দাস ও দাসী ক্রয় করিও। [৪৫] এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসি বিদেশীয় সন্তানদের হইতে, এবং তোমাদের দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তাহাদের যে ২ গোষ্ঠী তোমাদের সহবর্ত্তী আছে, তাহাদের হইতেও ক্রয় করিও, এবং তাহারা তোমাদের অধিকার হইবে। [৪৬] এবং তোমরা আপন ২ ভাবি সন্তানদের অধিকারের নিমিত্তে দায়ভাগদ্বারা তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য আপনাদের দাস্যকর্ম্ম তাহাদিগকে করাইতে পার; কিন্তু আপন ভ্রাতা ইস্রায়েলের সন্তানদিগের উপরে কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিবা না।

[৪৭] আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন প্রবাসি কিম্বা বিদেশি লোক ধনবান হয়, এবং নিকটবর্ত্তি তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া সেই প্রবাসি কিম্বা বিদেশির কিম্বা বিদেশি গোষ্ঠ্যুৎপন্ন পৌরের কাছে বিক্রীত হয়; [৪৮] তবে সেই বিক্রয়ের পরে তাহার মোচন হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে। [৪৯] অর্থাৎ তাহার পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র তাহাকে মুক্ত করিবে, কিম্বা তাহার গোষ্ঠীভুক্ত নিকটবর্ত্তি কোন জ্ঞাতি তাহাকে মুক্ত করিবে; কিম্বা যদি সে আপনি সমর্থ হয়, তবে আপনাকে মুক্ত করিবে। [৫০] তাহাতে তাহার বিক্রয়বৎসরাবধি মহোৎসববৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার সহিত গণনা হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে তাহার মূল্য হইবে; বেতনজীবির দিনের ন্যায় তাহার দাসত্বকাল হইবে। [৫১] যদি অনেক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনুসারে সে ক্রয়মূল্যহইতে আপনার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া দিবে। [৫২] আর যদি মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত অল্প বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার সহিত গণনা করিয়া সেই ২ বৎসরানুসারে আপনার মোচনের মূল্য ফিরাইয়া দিবে। [৫৩] বৎসরবৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থাকিবে; তোমার সাক্ষাতে তাহার উপরে কেহ কঠিন কর্ত্তৃত্ব করিবে না। [৫৪] আর যদি সে ঐ সকল বৎসরে মুক্ত না হয়, তবে মহোৎসববৎসরে আপন সন্তানগণের সহিত মুক্ত হইয়া যাইবে। [৫৫] কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণ আমারই দাস; তাহারা আমাকর্ত্তৃক মিসর্‌দেশহইতে উদ্ধৃত আমারই দাস; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

২৬ অধ্যায়।

[১] তোমরা আপনাদের জন্যে দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা স্তম্ভ স্থাপন করিও না, ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন খোদিত প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

[২] তোমরা আমার বিশ্রামবার পালন কর, ও আমার পবিত্র স্থানহইতে ভীত হও, আমিই সদাপ্রভু।

[৩] যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, ও আমার আজ্ঞা সকল মান ও তাহা পালন কর, [৪] তবে আমি উপযুক্ত কালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান করিব; তাহাতে ভূমি আপনার উৎপাদ্য শস্য দিবে, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষগণ আপন২ ফলে ফলবান হইবে। [৫] এবং তোমাদের শস্যমর্দ্দনকাল দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত লাগিবে, ও দ্রাক্ষাচয়নকাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত লাগিবে; এবং তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবা, ও নির্ভয়ে নিজ দেশে বাস করিবা। [৬] এবং আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং আমি তোমাদের দেশহইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর করিয়া দিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ করিবে না। [৭] এবং তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিবা, ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। [৮] এবং তোমাদের পাঁচ জন তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে, ও তোমাদের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে, এবং তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। [৯] এবং আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নবদন হইব, ও বৃদ্ধি করিয়া তোমাদিগকে বহুগোষ্ঠীক করিব, ও তোমাদের সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব। [১০] এবং তোমরা সঞ্চিত পুরাতন শস্য ভোজন করিবা, ও নূতনের স্থাপনার্থে পুরাতন শস্য বাহির করিবা। [১১] এবং আমি তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব, তোমাদিগকে ঘৃণার্হ বোধ করিব না। [১২] এবং তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিয়া তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার প্রজা হইবা। [১৩] আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমি মিস্রীয়দের দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম, তোমাদিগকে আর তাহাদের দাস হইতে দিব না; আমি তোমাদের যোঁয়ালিবন্ধন ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে তোমাদিগকে গমন করাইলাম।

[১৪] কিন্তু যদি তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ না করিয়া আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, [১৫] ও আমার বিধি অবজ্ঞা কর, ও আমার শাসন সকল ঘৃণার্হ বোধ কর, এই রূপে আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমার নিয়ম লঙ্ঘন কর, [১৬] তবে আমিও তোমাদের প্রতি এই ২ ব্যবহার করিব; ফলতঃ তোমাদের প্রতি নেত্রক্ষীণতাজনক ও প্রাণ-ব্যথাদায়ক বিহ্বলতা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর নিরূপণ করিব; এবং তোমাদের বীজ বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমাদের শত্রুগণ তাহা ভক্ষণ করিবে। [১৭] এবং আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা আপন শত্রুগণের অগ্রে নিহত হইবা, ও তোমাদের বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, এবং কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলায়ন করিবা। [১৮] এবং যদি তোমরা ইহাতেও আমার বাক্যে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি ইহার সাত গুণ অধিক দণ্ড দিব। [১৯] এবং তোমাদের বলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, ও তোমাদের আকাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের মত করিব। [২০] তাহাতে তোমাদের পরিশ্রম বিফল হইবে, কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে না, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ আপন ২ ফলে ফলবান হইবে না। [২১] আর যদি তোমরা আমার বিপরীত আচরণ কর, ও আমার বাক্য শুনিতে অসম্মত হও, তবে আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের প্রতি আরো সাত গুণ ক্লেশ দিব। [২২] এবং তোমাদের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব; তাহাতে তাহারা তোমাদিগকে সন্তানহীন ও তোমাদের পশু বিনষ্ট করিবে, ও তোমাদিগকে ন্যূন করিবে, এবং তোমাদের রাজপথ সকল ধ্বংসিত হইবে। [২৩] ইহাতেও যদি আমার দ্বারা শাসিত না হও, কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ কর, [২৪] তবে আমিও তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত আমিই তোমাদিগকে সাত গুণ দণ্ড দিব। [২৫] এবং আমার নিয়মলঙ্ঘনের প্রতিফল দিতে তোমাদের প্রতি খড়্গ আনিব, এবং তোমরা নগর-মধ্যে একত্র হইলে তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইব, এবং তোমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইবা। [২৬] আমি তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ জন স্ত্রী এক চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে, ও তৌল করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা তাহা খাইয়া তৃপ্ত হইবা না। [২৭] আর ইহাতেও যদি তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপরীত আচরণ কর, [২৮] তবে আমি ক্রোধ করিয়া তোমাদের বিপরীত আচরণ করিব, ও আমিই তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে সাত গুণ শাস্তি দিব; [২৯] এবং তোমরা আপন ২ পুত্রকন্যাগণের মাংস ভোজন করিবা; [৩০] এবং আমি তোমাদের উচ্চস্থল সকল ভগ্ন করিব, ও তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল নষ্ট করিব, ও তোমাদের প্রতিমার দেহের উপরে তোমাদের মৃত দেহ ফেলিয়া দিব, ও তোমাদিগকে ঘৃণার্হ বোধ করিব; [৩১] এবং তোমাদের নগর সকল শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান সকল অরণ্য করিব, ও তোমাদের সৌরভের আঘ্রাণ অগ্রাহ্য করিব; [৩২] এবং আমিই তোমাদের দেশ মরুভূমি করিব, ও তদ্দেশবাসি তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে; [৩৩] এবং আমি পরজাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে বিকীর্ণ করিব, ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব, তাহাতে তোমাদের দেশ মরুভূমি ও তোমাদের নগর সকল শূন্য হইবে। [৩৪] তখন যাবৎ দেশ মরুভূমি হইয়া থাকিবে ও তোমরা শত্রুগণের দেশে বাস করিবা, তাবৎ ভূমি [স্বচ্ছন্দে] আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে; [হাঁ,] তৎকালে ভূমি বিশ্রাম পাইয়া [স্বচ্ছন্দে] আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে। [৩৫] যত কাল তাহা মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তত কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তন্মধ্যে তোমাদের বসতিকালে তাহা তোমাদের বিশ্রামবারে বিশ্রাম ভোগ করিত না। [৩৬] এবং আমি শত্রুদেশে তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট লোকদের হৃদয়ে বিষণ্ণতা প্রেরণ করিব, এবং চালিত পত্রের শব্দ তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইবে; যেমন খড়্গের মুখহইতে পলায়, তাহারা তদ্রূপ পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও পতিত হইবে। [৩৭] কেহ তাহাদিগকে না তাড়াইলেও তাহারা যেমন খড়্গের সম্মুখে, তেমনি এক জন অন্যের উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের সম্মুখে দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। [৩৮] এবং তোমরা পরজাতীয়দের মধ্যে বিনষ্ট হইবা, ও তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস করিবে। [৩৯] এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আপন ২ অপরাধ প্রযুক্ত শত্রুদেশে ক্ষয় পাইবে, এবং তদ্ব্যতিরেকে সহভাগিরূপে পূর্ব্বপুরুষদেরও অপরাধ প্রযুক্ত ক্ষয় পাইবে।

[৪০] আর আমার কাছে ঔচিত্য লঙ্ঘন এবং আমার বিপরীত আচরণও করাতে তাহাদের যে অপরাধ ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; [৪১] আমিও তাহাদের বিপরীত আচরণ করিব, ও তাহাদিগকে শত্রুদেশে আনাইব। তখন যদিস্যাৎ তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় নম্র হয়, ও তাহারা আপন ২ অপরাধের দণ্ড গ্রাহ্য করে; [৪২] তবে যাকোবের সহিত আমার যে নিয়ম তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং ইস্‌হাকের ও অব্রাহামের সহিত আমার যে নিয়ম তাহা স্মরণ করিব, এবং দেশকেও স্মরণ করিব। [৪৩] ফলতঃ দেশ তাহাদের কর্তৃক ত্যক্ত হইয়া রহিবে, ও তাহাদের অবর্ত্তমানে মরুভূমি হইয়া স্বচ্ছন্দে আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে, এবং তাহাদিগকে আপন অপরাধের দণ্ড

গ্রাহ্য করিতে হইবে; কারণ তাহারা আমার শাসন তুচ্ছ বোধ করিত ও আমার বিধি ঘৃণা করিত। [৪৪] তথাপি তাহারা শত্রুদের দেশে থাকিলে আমি নিঃশেষ রূপে বিনাশার্থে কিম্বা তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঞ্জনার্থে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া নিরাকরণ করিব না; কেননা আমিই তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [৪৫] এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হওনার্থে যাহাদিগকে পরজাতীয়দের সাক্ষাতে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের মঙ্গলার্থে স্মরণ করিব; আমিই সদাপ্রভু।

[৪৬] সীনয় পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশিদ্বারা আপনার ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে এই সকল বিধি ও শাসন ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

২৭ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্যানুসারে প্রাণী সকল সদাপ্রভুর হইবে। [৩] ফলতঃ এই২ তোমার নিরূপণীয় মূল্য। বিংশতি বৎসর বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুরুষ হইলে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা। [৪] কিন্তু যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য ত্রিশ শেকল্। [৫] এবং যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের প্রতি বিংশতি শেকল্ ও স্ত্রীর প্রতি দশ শেকল্। [৬] এবং যদি এক মাস বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের প্রতি পাঁচ শেকল্ ও স্ত্রীর প্রতি তিন শেকল্ রূপা। [৭] এবং যদি ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স হয়, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্য পুরুষের প্রতি পোনের শেকল্ ও স্ত্রীর প্রতি দশ শেকল্। [৮] কিন্তু যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত তোমার নিরূপণীয় মূল্য দিতে সে অক্ষম হয়, তবে যাজকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; মানতকারি ব্যক্তির সংস্থানানুসারে যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে। [৯] আর যদি সদাপ্রভুর কাছে লোকদের উৎসর্জ্জনীয় পশু দত্ত হয়, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত এমত পশু সকল পবিত্র বস্তু হইবে। [১০] সে তাহার অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করিবে না, অর্থাৎ মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল, কিম্বা ভালোর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না; যদিস্যাৎ সে কোন প্রকারে পশুর পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা এবং তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র হইবে। [১১] আর যাহার দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ হয় না, এমন কোন অশুচি পশু যদি দত্ত হয়, তবে সে ঐ পশুকে যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। [১২] ঐ পশু ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; তোমার অর্থাৎ যাজকের নিরূপণানুসারেই মূল্য হইবে। [১৩] তাহাতে যদি সে কোন প্রকারে তাহা মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।

[১৪] আর যদি কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নিরূপণ করিবে; যাজক তাহার যে মূল্য নিরূপণ করিবে, তাহাই স্থির হইবে। [১৫] আর তৎপবিত্রকারি লোক যদি আপন গৃহ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে; তাহা করিলে গৃহ তাহার হইবে। [১৬] আর যদি কেহ আপনার অধিকৃত ক্ষেত্রের কোন অংশ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানুসারে এক২ হোমর পরিমিত যবের বীজের প্রতি পঞ্চাশ২ শেকল্ রূপা করিয়া তাহার মূল্য তোমার নিরূপণীয় হইবে। [১৭] যদি সে মহোৎসব বৎসরাবধি আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে তোমার নিরূপণীয় সেই মূল্যানুসারে তাহা স্থির হইবে। [১৮] কিন্তু যদি সে মহোৎসবের পরে আপন ক্ষেত্র পবিত্র করে, তবে যাজক আগামি মহোৎসব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের সংখ্যানুসারে তাহার দেয় রূপা গণনা করিবে, এবং তদনুসারে তোমার নিরূপণীয় মূল্য ন্যূন করা যাইবে। [১৯] আর তৎপবিত্রকারি লোক যদি কোন প্রকারে আপন ক্ষেত্র মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তোমার নিরূপণীয় রূপার পঞ্চমাংশ অধিক দিলে তাহা তাহার হইবে। [২০] কিন্তু যদি সে সেই ক্ষেত্র মুক্ত না করে, কিম্বা যদি অন্য কাহারো কাছে সেই ক্ষেত্র বিক্রয় করে, তবে তাহা আর কখনো মুক্ত হইবে না। [২১] সেই ক্ষেত্র মহোৎসব বৎসরে ক্রেতার হস্তহইতে গিয়া বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, এবং তাহাতে যাজকের অধিকার হইবে। [২২] আর যদি কেহ আপন পৈতৃক ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আপনার ক্রীত ক্ষেত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করে, [২৩] তবে যাজক তোমার নিরূপণীয় মূল্যানুসারে মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেয় রূপা গণনা করিলে সে তদ্দিবসে তোমার নিরূপিত মূল্য দিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। [২৪] মহোৎসব বৎসরে সেই ক্ষেত্র বিক্রেতার হস্তে অর্থাৎ ভূম্যধিকারির হস্তে পুনর্দ্দত্ত হইবে। [২৫] এবং তোমার নিরূপণীয় সমস্ত মূল্য পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে হইবে; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়।

[২৬] পরন্তু প্রথমজাত পশুবৎস সকল প্রথমজাত প্রযুক্ত সদাপ্রভুকে দাতব্য, অতএব কেহই তাহা পবিত্র করিতে পারিবে না; গোরু হউক, কিম্বা মেষ হউক, তাহা সদাপ্রভুর। [২৭] যদি তাহা অশুচি

পশু হয়, তবে সে তোমার নিরূপণীয় মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারে, মুক্ত না হইলে তাহা তোমার নিরূপণীয় মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

[২৮] আর কোন ব্যক্তি আপন সর্ব্বস্বহইতে, অর্থাৎ মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ক্ষেত্রহইতে যে কিছু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জন করে, তাহা বিক্রীত কিম্বা মুক্ত হইবে না; কেননা প্রত্যেক বর্জ্জিত বস্তু অতি পবিত্র; তাহা সদাপ্রভুর। [২৯] মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ বর্জ্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে না; সে নিতান্ত বধ্য হইবে।

[৩০] এবং ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক, ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ সদাপ্রভুর হইবে; তাহাই সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। [৩১] এবং যদি কেহ আপন দশমাংশহইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে তাহার মূল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে। [৩২] আর গোমেষপালের দশমাংশ, অর্থাৎ পাঁচনির নীচে দিয়া যাহা২ যায়, তাহার মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে। [৩৩] তাহা ভাল কি মন্দ, ইহার অনুসন্ধান করিবে না, ও তাহার পরিবর্ত্ত করিবে না; কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে তাহার পরিবর্ত্ত করে, তবে তাহা ও তাহার বিনিময় উভয় পবিত্র হইবে, তাহা মুক্ত করা যাইবে না।

[৩৪] সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েলের সন্তানদের জন্যে মোশিকে এই সকল আজ্ঞা দিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মোশিলিখিত চতুর্থ পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] অপর মিসরদেশহইতে লোকদের বহিরাগমনের দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভু সীনয় প্রান্তরে সমাগমের তাম্বুতে মোশিকে কহিলেন, [২] তোমরা লোকদের গোষ্ঠ্যনুসারে ও পিতৃকুলানুসারে ও নামসংখ্যানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা কর। [৩] বিংশতি বর্ষ বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক যত পুরুষ ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য হয়, তাহাদের সৈন্যানুসারে তুমি ও হারোণ তাহাদের সংখ্যা কর। [৪] এবং প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন অর্থাৎ আপন২ পিতৃকুলের পতি তোমাদের সহকারী হইবে।

[৫] আর যে ব্যক্তিরা তোমাদের সহকারী হইবে, তাহাদের এই২ নাম। রূবেণের পক্ষে শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। [৬] শিমিয়োনের পক্ষে সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলমীয়েল্। [৭] যিহূদার পক্ষে অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্। [৮] ইষাখরের পক্ষে সূয়ারের পুত্র নথনেল্। [৯] সবূলূনের পক্ষে হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্। [১০] যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের পক্ষে অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা, মনঃশির পক্ষে পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল্। [১১] বিন্যামীনের পক্ষে গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্। [১২] দানের পক্ষে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর্। [১৩] আশেরের পক্ষে অক্রণের পুত্র পগীয়েল্। [১৪] গাদের পক্ষে দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্। [১৫] নপ্তালির পক্ষে ঐননের পুত্র অহীর্। [১৬] ইহারা মণ্ডলীর সমাহূত লোক ও আপন২ পৈতৃক বংশের অধ্যক্ষ এবং ইস্রায়েলের সহস্রপতি ছিল।

[১৭] তখন মোশি ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইল। [১৮] এবং দ্বিতীয় মাসের প্রথমে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া মস্তকগণনাতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক লোকদের নামসংখ্যানুসারে বিশেষ করিয়া সকলের গোষ্ঠী ও পিতৃকুল লিখিল। [১৯] এই রূপে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহাদিগকে গণনা করিল।

[২০] ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রূবেন্, তাহার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম গণনাতে [২১] রূবেন্ বংশের গণিত লোকেরা ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[২২] আর শিমিয়োনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম গণনাতে [২৩] শিমিয়োন বংশের গণিত লোকেরা উনষষ্টি সহস্র তিন শত জন হইল।

[২৪] আর গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [২৫] গাদ্ বংশের গণিত লোকেরা পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন হইল।

[২৬] আর যিহূদার সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [২৭] যিহূদা বংশের গণিত লোকেরা চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন হইল।

[২৮] আর ইষাখরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [২৯] ইষাখর বংশের গণিত লোকেরা চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩০] আর সবূলূনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৩১] সবূলূন বংশের গণিত লোকেরা সাতান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩২] আর যোষেফের পুত্রদের মধ্যে ইফ্রয়িমের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৩৩] ইফ্রয়িম বংশের গণিত লোকেরা চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[৩৪] আর মনঃশির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৩৫] মনঃশি বংশের গণিত লোকেরা বত্রিশ সহস্র দুই শত জন হইল।

[৩৬] আর বিন্যামীনের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৩৭] বিন্যামীন্ বংশের গণিত লোকেরা পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত জন হইল।

[৩৮] আর দানের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৩৯] দান্ বংশের গণিত লোকেরা বাষট্টি সহস্র সাত শত জন হইল।

[৪০] আর আশেরের সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৪১] আশের বংশের গণিত লোকেরা একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।

[৪২] আর নপ্তালির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে [৪৩] নপ্তালি বংশের গণিত লোকেরা তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।

[৪৪] এই সকল লোকেরা মোশি ও হারোণকর্তৃক, এবং ইস্রায়েলের বারো জন অধ্যক্ষ অর্থাৎ এক ২ পিতৃকুলের এক ২ জন অধ্যক্ষ কর্তৃক গণিত হইল। [৪৫] স্ব ২ পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ অর্থাৎ বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে [৪৬] গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ ছিল।

[৪৭] লেবীয়েরা আপন পৈতৃক বংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না। [৪৮] কেননা সদাপ্রভু মোশিকে কহিয়াছিলেন, [৪৯] তুমি কেবল লেবি বংশের গণনা করিও না, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লইও না। [৫০] কিন্তু সাক্ষ্যের আবাস ও তাহার সকল পাত্র ও তাহার সমস্ত দ্রব্য বিষয়ে লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিও; তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত পাত্র বহিবে ও তাহার পরিচর্য্যা করিবে, ও আবাসের চারি দিগে সন্নিবেশিত হইবে। [৫১] এবং আবাস তুলিবার সময়ে লেবীয়েরা তাহা ভাঙ্গিবে; ও আবাস স্থাপনের সময়ে লেবীয়েরা তাহা স্থাপন করিবে, এবং অন্যবংশীয় লোক তাহার নিকটে গেলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। [৫২] ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন২ সৈন্যানুসারে আপন২ শিবিরে আপন২ ধ্বজার সমীপে সন্নিবেশিত হইবে। [৫৩] কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণের মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না ঘটে, এই নিমিত্তে সাক্ষ্যের আবাসের চতুর্দ্দিগে লেবীয়েরা সন্নিবেশিত হইবে, এবং লেবীয় লোকেরা সাক্ষ্যের আবাস রক্ষা করিবে।

[৫৪] পরে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সমস্ত কর্ম্ম করিল; সকলি সেই রূপ করিল।

২ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে স্ব ২ পিতৃকুলের অভিজ্ঞানস্বরূপ ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত হইবে; তাহারা সমাগমের তাম্বুর অভিমুখে চতুর্দ্দিগে সন্নিবেশিত হইবে।

[৩] পূর্ব্ব দিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়দিগে আপন২ সৈন্যানুসারে যিহূদার শিবিরের ধ্বজা সন্নিবেশিত হইবে; এবং অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন যিহূদার সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। [৪] তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন। [৫] তাহাদের পার্শ্বে ইষাখর বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূয়ারের পুত্র নথনেল্ ইষাখরের সন্তানগনের অধ্যক্ষ হইবে। [৬] তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন। [৭] এবং সবূলূনের বংশও তথায় থাকিবে; হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ সবূলূনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। [৮] তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক সাতান্ন সহস্র চারি শত জন। [৯] অতএব যিহূদার শিবিরের গণিত লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ ছেয়াশী সহস্র চারি শত জন; তাহারা প্রথমে অগ্রসর হইবে।

১০ আর দক্ষিণ দিগে আপন২ সৈন্যানুসারে রূবেণের শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর রূবেণের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ১১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ গণিত লোক ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। ১২ তাহাদের পার্শ্বে শিমিয়োন বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল শিমিয়োনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ১৩ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহার গণিত লোক ঊনষষ্টি সহস্র তিন শত জন। ১৪ এবং গাদ বংশও তথায় থাকিবে, এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ১৫ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন। ১৬ অতএব রূবেণের শিবিরের গণিত লোকেরা আপন২ সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ একান্ন সহস্র চারি শত পঞ্চাশ জন; তাহারা দ্বিতীয় পংক্তিতে অগ্রসর হইবে।

১৭ পরে সমাগমের তাম্বু প্রভৃতি লেবীয়দের শিবির সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর হইবে; প্রত্যেক জন যেমন সন্নিবেশিত হয় তেমনি আপন২ শ্রেণীতে আপন২ ধ্বজার নিকটে গমন করিবে।

১৮ আর পশ্চিম দিগে আপন২ সৈন্যানুসারে ইফ্রয়িমের শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা ইফ্রয়িমের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ১৯ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। ২০ তাহাদের পার্শ্বে মনঃশি বংশ থাকিবে, এবং পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল্ মনঃশির সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ২১ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে বত্রিশ সহস্র দুই শত জন। ২২ এবং বিন্যামীন বংশও তথায় থাকিবে, এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীনের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ২৩ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত জন। ২৪ অতএব ইফ্রয়িমের শিবিরের গণিত লোকেরা আপন২ সৈন্যানুসারে সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ আট সহস্র এক শত জন; তাহারা তৃতীয় পঙ্ক্তিতে অগ্রসর হইবে।

২৫ আর উত্তর দিগে আপন২ সৈন্যানুসারে দানের শিবিরের ধ্বজা থাকিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর দানের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ২৬ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে বাষট্টি সহস্র সাত শত জন। ২৭ তাহাদের পার্শ্বে আশের বংশ সন্নিবেশিত হইবে, এবং অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ আশেরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ২৮ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন। ২৯ এবং নপ্তালি বংশও তথায় থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালির সন্তানগণের অধ্যক্ষ হইবে। ৩০ তাহার সৈন্য অর্থাৎ তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন। ৩১ অতএব দানের শিবিরের গণিত লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন; তাহারা আপন২ ধ্বজা লইয়া শেষে অগ্রসর হইবে।

৩২ ইস্রায়েলের সন্তানগণের পিতৃকুলানুসারে গণিত লোকেরা অর্থাৎ সৈন্যানুসারে গণিত শিবিরের লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত। ৩৩ কিন্তু মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে লেবীয়েরা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে গণিত হইল না। ৩৪ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিত, বিশেষতঃ আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে আপন২ ধ্বজার নিকটে সন্নিবেশিত হইত ও যাত্রা করিত।

৩ অধ্যায়।

১ সীনয় পর্ব্বতে যে দিবসে সদাপ্রভু মোশির সঙ্গে কথা কহিলেন, সেই দিবসে হারোণের ও মোশির বংশাবলি এই। ২ হারোণের পুত্রগণের এই নাম; প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ ও ইলিয়াসর ও ঈথামর। ৩ হারোণের যে পুত্রেরা অভিষিক্ত যাজক এবং হস্তপূরণদ্বারা যাজনকর্ম্মে নিযুক্ত হইল, তাহাদের এই ২ নাম ছিল। ৪ কিন্তু নাদব্ ও অবীহূ সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ইতর অগ্নি নিবেদন করিলে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাদের সন্তান ছিল না; অতএব ইলিয়াসর্ ও ঈথামর্ আপন পিতা হারোণের সাক্ষাতে যাজন কর্ম্ম করিত।

৫ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৬ তুমি লেবি বংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে উপস্থিত কর; তাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে। ৭ এবং আবাসের দাস্যকর্ম্ম করিতে সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। ৮ এবং আবাসের দাস্যকর্ম্ম করিতে সমাগমের তাম্বুর সমস্ত পাত্র ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। ৯ এবং তুমি লেবীয়দিগকে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান করিবা; তাহারা দত্ত লোক, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে তাহার প্রতি দত্ত লোক। ১০ এবং তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে নিযুক্ত করিবা, ও তাহারা আপনাদের যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে। অন্যবংশীয় যে কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

১১ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১২ দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে গর্ভাশয়োদ্ঘাটক সমস্ত প্রথমজাত গর্ভফলের পরিবর্ত্তে আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম; অতএব লেবীয়েরা আমার হইল। ১৩ কেননা প্রথমজাত সকল আমার; যে দিনে আমি মিসর্দেশে সমস্ত প্রথমজাতকে নিহনন করিলাম, সেই দিনে মনুষ্যাবধি পশু পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত

প্রথমজাতকে আমার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম; তাহারা আমারই হইল; আমিই সদাপ্রভু।

[১৪] পরে সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৫] তুমি আপন ২ পিতৃকুলানুসারে ও গোষ্ঠ্যনুসারে লেবির সন্তানগণকে গণনা কর; এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই গণনা কর। [১৬] তাহাতে মোশি যেমন আদেশ পাইল, তেমন সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে গণনা করিল। [১৭] লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন্ ও কহাৎ ও মরারি। [১৮] এবং আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গের্শোনের সন্তানদের নাম লিব্নি ও শিমিয়ি। [১৯] এবং আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে কহাতের সন্তানদের নাম অম্রাম্ ও যিষ্হর ও হিব্রোণ ও উষীয়েল। [২০] এবং আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে মরারির সন্তানদের নাম মহলি ও মূশি; এই সকল স্ব২ পিতৃকুলানুসারে লেবীয়দের গোষ্ঠী।

[২১] ঐ গের্শোন্হইতে লিব্নির গোষ্ঠী ও শিমিয়ির গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা গের্শোনীয়দের গোষ্ঠী। [২২] তখন এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে গণনা করিলে তাহাদের গণিত লোক সংখ্যাতে সাত সহস্র পাঁচ শত জন হইল। [২৩] এবং গের্শোনীয় গোষ্ঠী সকল পশ্চিম দিগে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত হইত। [২৪] এবং লায়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গের্শোনীয়দের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিল। [২৫] এবং সমাগমের তাম্বুর এই সকল বস্তু গের্শোনের সন্তানগণের রক্ষণীয় হইল, অর্থাৎ আবাস ও তাম্বু ও তাহার ছাদ ও সমাগমের তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, [২৬] ও প্রাঙ্গনের দ্বারাচ্ছাদক বস্ত্র শুদ্ধ আবাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্স্থিত প্রাঙ্গনের যবনিকা সকল ও তাহার সমস্ত রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত দাস্যকর্ম্ম।

[২৭] আর কহাৎহইতে অম্রামীয় গোষ্ঠী ও যিষ্হরীয় গোষ্ঠী ও হিব্রোণীয় গোষ্ঠী ও উষীয়েলীয় গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা কহাতীয়দের গোষ্ঠী। [২৮] ইহাদের মধ্যে এক মাসের অধিক বয়স্ক আট সহস্র ছয় শত পুরুষ পবিত্র স্থানের রক্ষক হইল। [২৯] এই কহাতের সন্তানগণের গোষ্ঠী সকল দক্ষিণ দিগে আবাসের পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইত। [৩০] এবং উষীয়েলের পুত্র ইলীষাফন্ কহাতীয় গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিল। [৩১] এবং এই সকল তাহাদের রক্ষণীয় হইল, অর্থাৎ সিন্দুক ও মেজ ও দীপবৃক্ষ ও দুই বেদি ও পবিত্র স্থানের পরিচর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র ও তিরস্করিণী ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত দাস্যকর্ম্ম। [৩২] এবং হারোণ যাজকের পুত্র ইলিয়াসর্ লেবীয়দের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষকদের উপরে নিযুক্ত ছিল।

[৩৩] আর মরারিহইতে মহলীয় গোষ্ঠী ও মূশীয় গোষ্ঠী উৎপন্ন হইল; ইহারা মরারীয়দের গোষ্ঠী। [৩৪] ইহাদের মধ্যে এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে সংখ্যাতে ছয় সহস্র দুই শত জন হইল। [৩৫] এবং অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল্ মরারির গোষ্ঠী সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিল, ও তাহারা আবাসের উত্তর পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইত। [৩৬] এবং মরারির সন্তানগণ এই সকলের রক্ষাতে নিযুক্ত হইল, অর্থাৎ আবাসের তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত পাত্র ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত দাস্যকর্ম্ম, [৩৭] ও প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিক্স্থিত স্তম্ভ ও তাহার চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু। [৩৮] পরন্তু মোশি ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে পূর্ব্ব পার্শ্বে সন্নিবেশিত ছিল; তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানগণের রক্ষণীয় বলিয়া পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষা করিত, কিন্তু অন্যবংশীয় যে কোন লোক তাহার নিকটবর্ত্তী হইত, সে বধ্য হইত।

[৩৯] মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে স্ব২ গোষ্ঠ্যনুসারে লেবীয়দের গণনা করিলে তাহাদের গণিত লোকেরা অর্থাৎ এক মাসের অধিক বয়স্ক পুরুষ লোক সর্ব্বশুদ্ধ সংখ্যাতে বাইশ সহস্র জন হইল। [৪০] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে এক মাসের অধিক বয়স্ক প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে গণনা কর, ও তাহাদের নামসংখ্যা কর। [৪১] এবং সদাপ্রভু যে আমি, আমারই অধিকারার্থে তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত লোকের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত পশুর পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুগণকে গ্রহণ কর। [৪২] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত লোককে গণনা করিলে [৪৩] তাহাদের এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত প্রথমজাত পুরুষ নামসংখ্যাতে বাইশ সহস্র দুই শত তেহাত্তর জন গণিত হইল। [৪৪] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৪৫] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত লোকের পরিবর্ত্তে লেবীয়দিগকে, ও তাহাদের পশুর পরিবর্ত্তে লেবীয়দের পশুগণকে গ্রহণ কর; লেবীয়েরা আমারই হইবে; আমি সদাপ্রভু। [৪৬] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রথমজাতদের মধ্যে লেবীয়দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেহাত্তর মোক্তব্য লোক, [৪৭] তাহাদের এক ২ জনের পরিবর্ত্তে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে পাঁচ২ শেকল্ লইবা; বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়। [৪৮] এবং তুমি সেই সংখ্যাতিরিক্ত মোক্তব্য লোকদের রৌপ্য মূল্য হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে দিবা। [৪৯] তাহাতে লেবীয়দের দ্বারা মুক্ত লোক ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের মুক্তির মূল্য রূপা মোশি লইল। [৫০] অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রথমজাত লোকহইতে পবিত্র স্থানের শেকলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত পঁয়ষট্টি শেকল্ রূপা লইল। [৫১] এবং মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই মুক্ত লোকদের রূপা লইয়া হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে দিল।

৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, ২ তোমরা লেবির সন্তানগণের মধ্যে আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে কহাতের সন্তানগণকে, ৩ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক সমাগমের তাম্বুতে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর।

৪ সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের দাস্য-কর্ম্ম অতি পবিত্র স্থানের [রক্ষা]। ৫ যখন শিবির অগ্রসর হইবে, তখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে গমন পূর্ব্বক তিরস্করিণীরূপ আবরণ নামাইয়া তাহাদ্বারা সাক্ষ্যসিন্দুক ঢাকিবে, ৬ ও তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে সম্পূর্ণ নীলবর্ণ এক বস্ত্র দিবে, পরে তাহার সাইঙ্গ পরাইবে। ৭ অপর দর্শনীয় রুটীর মেজের উপরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে থাল ও চমস ও সেকপাত্র ও ঢালিবার জন্য স্রুব সকল রাখিবে, এবং নিত্য রুটী তাহার উপরে থাকিবে। ৮ সেই সকলের উপরে তাহারা এক রক্তবর্ণ বস্ত্র বিস্তার করিবে, এবং তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, পরে তাহার সাইঙ্গ পরাইবে। ৯ আর এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া দীপ-বৃক্ষ ও তাহার দীপ ও চিমটা ও অঙ্গারধানী ও তাহার পরিচর্য্যার্থক সমস্ত তৈলপাত্র আচ্ছাদন করিবে। ১০ এবং তাহা ও তাহার সমস্ত পাত্র তহশচর্ম্মের এক আচ্ছাদনেতে রাখিয়া সাইঙ্গের উপরে দিবে। ১১ পরে তাহারা স্বর্ণময় বেদির উপরে নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে তহশ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দিবে, পরে তাহার সাইঙ্গ পরাইবে। ১২ অপর তাহারা পবিত্র স্থানের পরি-চর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং তহশচর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া সাইঙ্গের উপরে রাখিবে। ১৩ এবং বেদিহইতে ভস্ম ফেলিয়া তাহার উপরে বাগুনীয় রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে। ১৪ এবং তাহার উপরে তাহার পরি-চর্য্যার্থক সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ অঙ্গারধানী ও ত্রিশূল ও হাতা ও বাটি প্রভৃতি বেদির সমস্ত পাত্র রাখিবে; পরে তাহারা তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন দিয়া তাহার সাইঙ্গ পরাইবে। ১৫ এই রূপে শিবি-রের অগ্রসরণ সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্রগণদ্বারা পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্র আচ্ছাদন সাঙ্গ হইলে পর কহাতের সন্তানগণ তাহা বহন করিতে ভিতরে আসিবে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তাহারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। ইহাই সমাগমের তাম্বুতে কহাতের সন্তানগণের ভার হইবে।

১৬ আর সমস্ত আবাস এবং পবিত্র বস্তু ও তাহার পাত্র প্রভৃতি যে কিছু তাহার মধ্যে আছে, তাহার তত্ত্বাবধারণ, বিশেষতঃ দীপার্থক তৈল ও ধূপার্থক সুগন্ধি দ্রব্য ও নিত্য নৈবেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈল এই সকলের তত্ত্বাবধারণ হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ যাজকের কার্য্য হইবে।

১৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহি-লেন, ১৮ তোমরা লেবীয়দের মধ্যহইতে কহাতীয় বংশকে অর্থাৎ তাহার গোষ্ঠী সকল উচ্ছিন্ন হইতে দিও না। ১৯ কিন্তু তাহারা যেন না মরে, বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্তে যখন তাহারা অতি পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তোমরা তাহাদের প্রতি এমত করিও, হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া উহাদের প্রত্যেক জনকে আপন২ দাস্যকর্ম্মে ও ভারে নিযুক্ত করিবে। ২০ কিন্তু উহারা যেন না মরে, এই জন্যে এক নিমিষও পবিত্র বস্তু দেখিতে ভিতরে যাইবে না।

২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২২ তুমি গের্শোনের সন্তানগণের পিতৃকুল ও গোষ্ঠ্যনু-সারে তাহাদের সংখ্যাও গণনা কর। ২৩ ফলতঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্ম কর-ণার্থে শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। ২৪ দাস্যকর্ম্মের ও ভার বহনের মধ্যে গের্শোনীয় গোষ্ঠীদের দাস্যকর্ম্ম এই। ২৫ তাহারা আবাসের যবনিকা সকল ও তাহার আচ্ছাদন অর্থাৎ সমা-গমের তাম্বু ও তদুপরিস্থিত তহশচর্ম্মের ছাদ ও সমাগমের তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র; ২৬ ও প্রাঙ্গ-ণের যবনিকা সকল, এবং আবাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র, ও তাহার রজ্জু ও তাহার কার্য্যার্থক সমস্ত পাত্র বহিবে; এবং এই সকলেতে যে২ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। ২৭ হারোণের ও তদীয় পুত্র-গণের আজ্ঞানুসারে গের্শোনের সন্তানগণ আপন২ ভার ও দাস্যকর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্ম করিবে; তোমরা রক্ষণীয় বলিয়া তাহাদের সমস্ত ভারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবা। ২৮ সমাগমের তাম্বুতে ইহাই গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের দাস্যকর্ম্ম, এবং তাহাদের রক্ষণীয় হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

২৯ পরে তুমি মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে তাহাদিগকে গণনা কর। ৩০ ফলতঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্ম কর-ণার্থে শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। ৩১ এবং সমাগমের তাম্বুতে তাহাদের সমস্ত দাস্য-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই২ ভার তাহাদের রক্ষণীয় হইবে; আবাসের তক্তা ও তাহাদের অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি সকল, ৩২ ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্স্থিত স্তম্ভ ও তাহাদের চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পাত্র ও কার্য্য। তোমরা নাম করণ পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষণীয় ভারের সমস্ত দ্রব্য গণনা করিবা। ৩৩ সমাগমের তাম্বুতে ইহা মরারির সন্তানদের গোষ্ঠীদের সমস্ত

দাস্যকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য; ইহা হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।

৩৪ পরে মোশি ও হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ কহাতীয় সন্তানগণের গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে তাহাদের মধ্যে ৩৫ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মার্থ শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহাদিগকে গণনা করিল। ৩৬ তাহাতে তাহাদের গোষ্ঠ্যনুসারে গণিত লোক দুই সহস্র সাত শত পঞ্চাশ জন হইল। ৩৭ ইহারা কহাতীয় গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত লোক; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিল।

৩৮ আর গের্শোনের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, ৩৯ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, ৪০ তাহারা আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল। ৪১ ইহারা গের্শোনের সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত এবং সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত লোক। মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে গণনা করিল।

৪২ আর মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের মধ্যে যাহারা আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, ৪৩ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মার্থে শ্রেণীভুক্ত হইল, ৪৪ তাহারা আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইলে সংখ্যাতে তিন সহস্র দুই শত জন ছিল। ৪৫ ইহারা মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠীদের গণিত লোক। মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও হারোণ ইহাদিগকে গণনা করিল।

৪৬ এই রূপে মোশি ও হারোণ ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক যে লেবীয় লোকেরা আপন২ গোষ্ঠী ও পিতৃকুলানুসারে গণিত হইল, ৪৭ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্ম করণ ও ভার বহনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইল, ৪৮ তাহারা গণিত হইলে আট সহস্র পাঁচ শত আশী জন হইল। ৪৯ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন মোশিকর্ত্তৃক আপন২ দাস্যকর্ম্মে ও ভারে নিযুক্ত হইল। [ইহারা] মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহার গণিত লোক।

৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি প্রত্যেক কুষ্ঠিকে ও প্রত্যেক প্রমেহিকে ও শবস্পর্শে অশুচি প্রত্যেক প্রাণিকে শিবিরহইতে বাহির করিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর। ৩ তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীকে বাহির কর; তাহাদিগকে শিবিরহইতে বাহির কর। উহাদের যে শিবিরের মধ্যে আমি বাস করি, তাহারা তাহা অশুচি না করুক। ৪ তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ সেই রূপ কর্ম্ম করিল, অর্থাৎ তাহাদিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ এই কর্ম্ম করিল।

৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৬ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক, যে কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্য লঙ্ঘন করে, সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। ৭ তাহাতে সে আত্মকৃত পাপ স্বীকার করিবে, ও আপন দোষ প্রযুক্ত তাহার মূলদ্রব্য ও তাহার পঞ্চাংশের এক অংশ অধিক দিয়া যাহার প্রতিকূলে দোষ করিয়াছে, তাহাকে দিবে। ৮ কিন্তু যাহাকে দোষের পরিশোধ দেওয়া যাইতে পারে, এমত জ্ঞাতি যদি সেই ব্যক্তির না থাকে, তবে দোষের পরিশোধ সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাজককে দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন যাহাদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক মেষবলিও দিতে হইবে। ৯ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের পবিত্র বস্তুর মধ্যে যত উত্তোলনীয় উপহার যাজকের কাছে আনে, সেই সকল তাহার হইবে। ১০ অর্থাৎ যে পবিত্র বস্তু যাহাকর্ত্তৃক নিবেদিত হয়, তাহা তাহারই হইবে; এবং মনুষ্য যে কোন বস্তু যে যাজককে দেয়, তাহা তাহার হইবে।

১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি অত্যাচার করিয়া তাহার কাছে ঔচিত্য লঙ্ঘন করে, ১৩ অর্থাৎ সে যদি স্বামির দৃষ্টির অগোচরে পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া গোপনে অশুচি হয়, ও তাহার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, ও সে ধরা না পড়ে; ১৪ এবং ভার্য্যা অশুচি হইলে স্বামী যদি ঈর্ষ্যাজনক আত্মাবিষ্ট হইয়া তাহার প্রতি জ্বলে; অথবা ভার্য্যা অশুচি না হইলেও যদি ঈর্ষ্যাজনক আত্মার আবেশে তাহার প্রতি জ্বলে; ১৫ তবে সে স্বামী আপন ভার্য্যাকে যাজকের কাছে আনিবে এবং তাহার নিমিত্তে তাহার উপহার অর্থাৎ ঐফার; দশমাংশ যবের সূজি আনিবে, কিন্তু তাহার উপরে তৈল ঢালিবে না ও কুন্দুরু দিবে না, কেননা তাহা ঈর্ষ্যার নৈবেদ্য, অর্থাৎ অপরাধস্মারক স্মরণার্থক নৈবেদ্য। ১৬ পরে যাজক সেই স্ত্রীকে লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ১৭ এবং যাজক মৃৎপাত্রে পবিত্র জল রাখিয়া আবাসের মাঝিয়ার কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া সেই জলে দিবে। ১৮ পরে যাজক ঐ স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহার মস্তক অনাবৃত করিয়া ঐ স্মরণার্থক নৈবেদ্য অর্থাৎ ঈর্ষ্যার নৈবেদ্য তাহার অঞ্জলিতে দিবে, এবং যাজকের হস্তে শাপসম্বলিত

তিক্ত জল থাকিবে। [১৯] এবং যাজক দিব্য করাইয়া ঐ স্ত্রীকে কহিবে, কোন পুরুষ যদি তোমাতে উপগত না হইয়া থাকে, এবং তুমি আপন স্বামির বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়া অশুচি ক্রিয়া না করিয়া থাক, তবে এই শাপসম্বলিত তিক্ত জল তোমাতে নিষ্ফল হউক। [২০] কিন্তু তুমি আপন স্বামির অধীনা হইয়াও যদি অত্যাচার ও অশুচি ক্রিয়া করিয়া থাক, ও তোমার স্বামি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ যদি তোমাতে উপগত হইয়া থাকে, [২১] তবে সদাপ্রভু তোমার ঊরু অবশ ও তোমার উদর স্ফীত করিয়া তোমার লোকদের মধ্যে তোমাকে শাপের ও দিব্যের ফল ভোগ করাউন; [২২] তাহাতে এই শাপসম্বলিত জল তোমার উদর স্ফীত ও ঊরু অবশ করিতে তোমার উদরে প্রবেশ করুক; এই সকল কথা কহিয়া যাজক শাপসম্বলিত দিব্যেতে সেই স্ত্রীকে দিব্য করাইবে; তাহাতে সে স্ত্রী "আমেন, আমেন" কহিবে। [২৩] এবং যাজক সেই শাপের কথা পুস্তকে লিখিয়া ঐ তিক্ত জলে মুছিয়া ফেলিবে। [২৪] পরে সেই শাপসম্বলিত তিক্ত জল ঐ স্ত্রীকে পান করাইবে; তাহাতে সেই শাপসম্বলিত জল তিক্তরূপে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইবে। [২৫] ফলতঃ যাজক ঐ স্ত্রীর হস্তহইতে সেই ঈর্ষ্যার নৈবেদ্য লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে আন্দোলন করিয়া বেদির উপরে নিবেদন করিবে। [২৬] এবং যাজক সেই নৈবেদ্যের এক মুষ্টি অর্থাৎ তৎস্মরণার্থক অংশ গ্রহণ করিয়া বেদির উপরে ধূপবৎ দগ্ধ করিয়া ঐ স্ত্রীকে সেই জল পান করাইবে। [২৭] অপর স্ত্রীকে জল পান করাইলে সে যদি আপন স্বামির কাছে ঔচিত্য লঙ্ঘন করিয়া অশুচি হইয়া থাকে, তবে সেই শাপসম্বলিত জল তাহার মধ্যে তিক্তরূপে প্রবিষ্ট হইবে, এবং তাহার উদর স্ফীত ও ঊরু অবশ হইয়া পড়িবে; এই রূপে সে স্ত্রী আপন লোকদের মধ্যে শাপের আস্পদ হইবে। [২৮] আর যদি সে স্ত্রী অশুচি না হইয়া শুচি হইয়া থাকে, তবে সে মুক্তা হইবে, ও গর্ব্ভধারণ করিবে। [২৯] ইহা ঈর্ষ্যা বিষয়ক ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক স্বামির বিরুদ্ধে অত্যাচার করিয়া অশুচি হইলে, [৩০] কিম্বা স্বামী ঈর্ষ্যাজনক আত্মার আবেশে আপন ভার্য্যার প্রতি জ্বলিলে যদি সেই স্ত্রীকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করে, তবে যাজক তদ্বিষয়ে এই সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিবে; [৩১] তাহাতে স্বামী অপরাধহইতে মুক্ত হইবে, এবং সে স্ত্রী আপন অপরাধ বহন করিবে।

৬ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌কৃত হইবার জন্যে যদি নাসরীয় ব্রত করিতে মনস্থ করে, [৩] তবে সে দ্রাক্ষারস ও সুরাহইতে পৃথক্ থাকিবে, অর্থাৎ দ্রাক্ষারস ও সুরা প্রভৃতি কোন মাদক দ্রব্য পান করিবে না, এবং দ্রাক্ষাফলোৎপন্ন কোন পেয় পান করিবে না, এবং কাঁচা কি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল খাইবে না। [৪] তাহার পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল সে দ্রাক্ষাফলে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভোগ করিবে না, তাহার বীজাবধি ত্বক্ পর্য্যন্ত কিছুই খাইবে না। [৫] এবং তাহার ব্রতানুযায়ি পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল তাহার মস্তকে ক্ষুরস্পর্শ হইবে না; সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্‌স্থিতির দিনসংখ্যা যাবৎ সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে পবিত্র থাকিবে ও আপন কেশগুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে দিবে। [৬] এবং সে যাবৎ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্ থাকে, তাবৎ কোন শবের নিকটে যাইবে না। [৭] তাহার পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী যদি মরে, তথাপি সে তাহাদের জন্যে আপনাকে অশুচি করিবে না; কেননা তাহার মস্তকে তাহার ঈশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্‌স্থিতির চিহ্ন আছে। [৮] তাহার পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত কাল সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র লোক। [৯] আর যদিস্যাৎ কোন মনুষ্য হঠাৎ তাহার নিকটে মরাতে সে পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নবিশিষ্ট আপনার মস্তক অশুচি করে, তবে সে শুচি হওন দিবসে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে, অর্থাৎ সপ্তম দিবসে তাহা মুণ্ডন করিবে। [১০] এবং অষ্টম দিবসে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশাবক সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাজকের কাছে আনিবে। [১১] এবং যাজক তাহাদের এককে পাপার্থে ও অন্যকে হোমার্থে নিবেদন করিয়া শবজন্য তাহার পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; পরে সেই দিনে সে আপন মস্তক পবিত্র করিবে। [১২] এবং [পুনরায়] আপন পৃথক্‌স্থিতির সমস্ত দিবস সদাপ্রভুর উদ্দেশে পৃথক্ হইবে; এবং দোষার্থক বলিরূপে একবর্ষীয় এক মেষবৎস আনিবে, এবং পৃথক্‌স্থিতির অশৌচ প্রযুক্ত তাহার পূর্ব্বগত সকল দিন বৃথা হইবে।

[১৩] আর নাসরীয় ব্রতের এই ব্যবস্থা; তাহার পৃথক্‌স্থিতির দিবস সম্পূর্ণ হইলে পর ব্রতকারী সমাগমের তাম্বুর দ্বারে আনীত হইবে। [১৪] পরে সে হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎস ও পাপার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও মঙ্গলার্থে নির্দ্দোষ এক মেষ; [১৫] ও এক ডালী সূক্ষ্ম সূজির তাড়ীশূন্য রুটীরূপ তৈলমিশ্রিত পিষ্টক ও তাড়ীশূন্য তৈলাক্ত সরুচাকলী ও তাহার উপযুক্ত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। [১৬] এবং যাজক সদাপ্রভুর সম্মুখে এই সকল আনিয়া তাহার পাপার্থক বলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিবে। [১৭] পরে তাড়ীশূন্য রুটীর ডালীর সহিত মঙ্গলার্থক মেষবলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে; এবং যাজক তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। [১৮] পরে নাসরীয় লোক সমাগমের তাম্বুর দ্বারে আপন পৃথক্‌স্থিতির চিহ্নস্বরূপ মস্তক মুণ্ডন করিয়া

পৃথক্স্থিতির চিহ্ন যে মস্তকের কেশ, তাহা লইয়া মঙ্গলার্থক বলির অধঃস্থিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ১৯ এবং নাসরীয় লোকের পৃথক্স্থিতির মস্তক মুণ্ডনের পরে যাজক ঐ মেষের জলসিদ্ধ স্কন্ধ ও ডালীহইতে তাড়ীশূন্য রুটীরূপ একখান পিষ্টক ও একখান তাড়ীশূন্য সরুচাকলী লইয়া তাহার অঞ্জলিতে দিবে। ২০ এবং যাজক সে সকল দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোলাইবে; তাহাতে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থক বক্ষ ও উত্তোলনীয় উপহারার্থক স্কন্ধ শুদ্ধ তাহা যাজকের উদ্দেশে পবিত্র হইবে; পরে নাসরীয় লোক দ্রাক্ষারস পান করিতে পারিবে। ২১ নাসরীয় ব্রতকারি মনুষ্যের এবং পৃথক্স্থিতিজন্য সদাপ্রভুকে দাতব্য তাহার নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা: এতদ্ব্যতিরেকে সে আপন সংস্থানানুসারে যে কিছু দিতে মানত করিয়াছে তাহাও দিবে, এবং পৃথক্স্থিতির এই ব্যবস্থাও মানিবে।

২২ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৩ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে বল; তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই রূপ কহিবা, ২৪ সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও রক্ষা করুন। ২৫ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন। ২৬ সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ তুলুন, ও তোমাকে শান্তি দিউন। ২৭ এই রূপে তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানগণের উপরে আমার নামের অবস্থিতি করাইবে, তাহাতে আমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

৭ অধ্যায়।

১ পরে যে দিবসে মোশি আবাস স্থাপন সমাপ্ত করিয়া তাহা ও তাহার সকল পাত্র এবং বেদি ও তাহার সকল পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র করিল, সেই দিবসে তাহার অভিষেকের ও পবিত্রীকৃত হওনের পরে ২ ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ যে পিতৃকুলপতিগণ বংশদের অধ্যক্ষ এবং গণিতদের উপরে নিযুক্ত ছিল, তাহারা নৈবেদ্য আনিল। ৩ ফলতঃ তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্যার্থে ছয়টা আচ্ছাদিত শকট ও দ্বাদশ বলদ, অর্থাৎ দুই ২ অধ্যক্ষ এক ২ শকট ও এক ২ জন এক ২ বলদ আনিয়া আবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৫ তুমি তাহাদের হইতে তাহা গ্রহণ কর, সে সকল সমাগমের তাম্বুর দাস্যকর্ম্ম করিবার জন্যে হইবে, ও তুমি সে সকল লেবীয়দিগকে দিবা; অর্থাৎ এক ২ দলকে আপন ২ দাস্যকর্ম্মানুসারে দিবা। ৬ পরে মোশি সেই সমস্ত শকট ও বলদ গ্রহণ করিয়া লেবীয়দিগকে দিল। ৭ ফলতঃ গের্শোনের সন্তানগণকে তাহাদের দাস্যকর্ম্মানুসারে দুই শকট ও চারি বলদ, ৮ এবং মরারির সন্তানগণকে তাহাদের দাস্যকর্ম্মানুসারে অবশিষ্ট চারি শকট ও আট বলদ দিয়া হারোণ যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তে সমর্পণ করিল। ৯ কিন্তু কহাতের সন্তানগণকে কিছুই দিল না, কেননা তাহাদের [কর্ম্ম] পবিত্র স্থানের দাস্যকর্ম্ম ছিল, তাহারা স্কন্ধে করিয়া ভার বহন করিত।

১০ অপর বেদির অভিষেকদিবসে অধ্যক্ষগণ তাহার প্রতিষ্ঠার্থক উপহার আনিল; ফলতঃ সেই অধ্যক্ষগণ বেদির সম্মুখে আপন ২ উপহার আনিতেছিল। ১১ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এক ২ অধ্যক্ষ এক ২ দিবসে বেদিপ্রতিষ্ঠার্থক আপন ২ উপহার আনয়ন করুক।

১২ তাহাতে প্রথম দিবসে যিহুদা বংশজাত অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ আপন উপহার আনয়ন করিল। ১৩ তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ১৪ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; ১৫ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ১৬ ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; ১৭ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীনাদবের পুত্র নহশোনের উপহার।

১৮ দ্বিতীয় দিবসে ইষাখরের অধ্যক্ষ সূয়ারের পুত্র নথনেল্ আনিয়া আপনার এই উপহার আনয়ন করিল, ১৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ২০ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; ২১ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ২২ ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; ২৩ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা সূয়ারের পুত্র নথনেলের উপহার।

২৪ তৃতীয় দিবসে সবূলূনের সন্তানদের অধ্যক্ষ হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ [আইল]। ২৫ তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ২৬ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; ২৭ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ২৮ ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক

ছাগ; [২৯] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাচ মেষবৎস; ইহা হেলোনের পুত্র ইলীয়াবের উপহার।

[৩০] চতুর্থ দিবসে রুবেণের সন্তানদের অধ্যক্ষ শদেয়ুরের পুত্র ইলীষূর আইল। [৩১] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৩২] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৩৩] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৩৪] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৩৫] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা শদেয়ুরের পুত্র ইলীষূরের উপহার।

[৩৬] পঞ্চম দিবসে শিমিয়োনের সন্তানদের অধ্যক্ষ সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল্ আইল। [৩৭] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৩৮] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৩৯] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৪০] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৪১] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েলের উপহার।

[৪২] ষষ্ঠ দিবসে গাদের সন্তানগণের অধ্যক্ষ দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ আইল। [৪৩] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৪৪] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৪৫] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৪৬] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৪৭] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফের উপহার।

[৪৮] সপ্তম দিবসে ইফ্রয়িমের সন্তানগণের অধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা আইল। [৪৯] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৫০] ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৫১] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৫২] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৫৩] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামার উপহার।

[৫৪] অষ্টম দিবসে মনঃশির সন্তানগণের অধ্যক্ষ পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল্ আইল। [৫৫] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৫৬] ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৫৭] এবং হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৫৮] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৫৯] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েলের উপহার।

[৬০] নবম দিবসে বিন্যামীনের সন্তানদের অধ্যক্ষ গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্ আইল। [৬১] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৬২] ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৬৩] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৬৪] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৬৫] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাচ মেষবৎস; ইহা গিদিয়োনির পুত্র অবীদানের উপহার।

[৬৬] দশম দিবসে দানের সন্তানগণের অধ্যক্ষ অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর আইল। [৬৭] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৬৮] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৬৯] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৭০] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৭১] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষরের উপহার।

[৭২] একাদশ দিবসে আশেরের সন্তানগণের অধ্যক্ষ অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ আইল। [৭৩] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল. ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই পাত্র

ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৭৪] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস। [৭৫] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৭৬] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৭৭] ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা অক্রণের পুত্র পগীয়েলের উপহার।

[৭৮] দ্বাদশ দিবসে নপ্তালির সন্তানদের অধ্যক্ষ ঐননের পুত্র অহীর আইল। [৭৯] তাহার উপহার পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রুপার এক থাল, ও সত্তর শেকল্ পরিমাণে রুপার এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; [৮০] এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক চমস; [৮১] ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; [৮২] ও পাপার্থক বলিদানের কারণ এক ছাগ; [৮৩] এবং মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; ইহা ঐননের পুত্র অহীরের উপহার।

[৮৪] বেদির অভিষেকদিবসে তৎপ্রতিষ্ঠার্থক এই উপহার ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক দত্ত হইল, রুপার দ্বাদশ থাল, ও রুপার দ্বাদশ বাটি, ও স্বর্ণের দ্বাদশ চমস। [৮৫] তাহার প্রত্যেক থাল এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমিত, এবং প্রত্যেক বাটি সত্তর শেকল্ পরিমিত; সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত পাত্রের রুপ্য পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দুই সহস্র চারি শত শেকল্ পরিমিত ছিল। [৮৬] ও ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণের দ্বাদশ চমস, প্রত্যেক চমস পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দশ শেকল্ পরিমিত; সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত চমসের স্বর্ণ এক শত বিংশতি শেকল্ পরিমিত ছিল। [৮৭] এবং হোমার্থে সাকল্যে দ্বাদশ গোরু ও দ্বাদশ মেষ ও একবর্ষীয় দ্বাদশ মেষবৎস, ও তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য; এবং পাপার্থক বলিদানের নিমিত্তে দ্বাদশ ছাগ। [৮৮] এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে সাকল্যে চব্বিশ গোরু ও ষাইট মেষ ও ষাইট ছাগ এবং একবর্ষীয় ষাইট মেষবৎস; ইহা বেদির অভিষেকের পরে দত্ত তৎপ্রতিষ্ঠার্থক উপহার।

[৮৯] পরে মোশি যখন ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতে সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিত, তখন সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাবরণহইতে অর্থাৎ করুবদ্বয়ের মধ্যহইতে আপনার সহিত বাক্যবাদি [ঈশ্বরের] বাণী শুনিত; এই রুপে তিনি তাহার সহিত কথা কহিতেন।

৮ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি হারোণকে কহ ও তাহাকে এই কথা বল; তুমি প্রদীপ জ্বালিলে সেই সাত প্রদীপ দীপবৃক্ষের অগ্রে সম্মুখদিগে আলো করুক। [৩] তাহাতে হারোণ সেই রুপ করিল, অর্থাৎ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে দীপবৃক্ষের অগ্রে সম্মুখদিগে সেই সকল প্রদীপ জ্বালিল। [৪] ঐ দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণে নির্ম্মিত; সদাপ্রভু মোশিকে যে আকার দেখাইয়াছিলেন, তদনুসারে কাণ্ড অবধি পুষ্প পর্য্যন্ত ঐ দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণেতে নির্ম্মিত ছিল।

[৫] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৬] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে লেবীয়দিগকে লইয়া এই রুপে শুচি কর। [৭] তাহাদিগকে শুচি করণার্থে তাহাদের উপরে পাপঘ্ন জল প্রক্ষেপ কর, ও তাহারা আপন২ সমস্ত গাত্র ক্ষৌর করণ পূর্ব্বক বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে শুচি করুক। [৮] পরে তাহারা এক গোবৎস ও তৎসম্বন্ধীয় তৈলমিশ্রিত সূক্ষ্ম সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনয়ন করুক, এবং তুমি পাপার্থক বলিদানার্থ আর এক গোবৎস গ্রহণ কর। [৯] এবং লেবীয়দিগকে সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে আন, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র কর। [১০] এবং লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করুক। [১১] পরে হারোণ ইস্রায়েলের সন্তানগণের দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিবেদন করিবে, তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। [১২] পরে লেবীয়েরা ঐ দুই গোবৎসের মস্তকোপরি হস্তার্পণ করিলে তুমি লেবীয়দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক গোবৎসকে পাপার্থক বলিরুপে, এবং অন্যকে হোমার্থক বলিরুপে উৎসর্গ করিবা। [১৩] এবং হারোণের ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে লেবীয়দিগকে দণ্ডায়মান করিয়া দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া তাহাদিগকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবা। [১৪] এই রুপে তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে লেবীয়দিগকে পৃথক্ করিও; তাহাতে লেবীয়েরা আমার হইবে। [১৫] তাহার পরে লেবীয়েরা সমাগমের তাম্বুর দাস্যকর্ম্ম করিতে প্রবেশ করিতে পারিবে; এই রুপে তুমি তাহাদিগকে শুচি করিয়া দোলনীয় নৈবেদ্য বলিয়া নিবেদন করিবা। [১৬] কেননা তাহারা দত্ত লোক, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে তাহারা আমার উদ্দেশে দত্ত; আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে যাবতীয় গর্ভাশয়োদ্ঘাটক প্রথমজাত সকলের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আপনার জন্যে গ্রহণ করিলাম। [১৭] কেননা মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত আমার; যে দিবসে আমি মিসরদেশের সমস্ত প্রথমজাতকে নিহনন করিয়াছিলাম, সেই দিবসে আপনার নিমিত্তে তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিলাম। [১৮] অতএব ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাতেরই পরি-

বর্ত্তে লেবীয়দিগকে গ্রহণ করিলাম। [১৯] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের পরিবর্ত্তে সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্ম করিতে ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে লেবীয়দিগকে হারোণ ও তাহার পুত্রগণের প্রতি দানরূপে দিলাম; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হওন জন্য মারী ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে হইবে না।

[২০] পরে মোশি ও হারোণ ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী লেবীয়দের প্রতি তদনুসারে করিল; সদাপ্রভু লেবীয়দের বিষয়ে মোশিকে যে ২ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদের প্রতি করিল। [২১] ফলতঃ লেবীয় লোকেরা আপনাদিগকে মুক্তপাপ করিল, ও আপন ২ বস্ত্র ধৌত করিল, এবং হারোণ তাহাদিগকে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দোলনীয় নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিল, ও তাহাদের শুচি করণার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিল। [২২] তাহার পর লেবীয়েরা হারোণের সম্মুখে ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে আপন ২ দাস্যকর্ম্ম করণার্থে সমাগমের তাম্বুতে প্রবেশ করিতে লাগিল। লেবীয়দের বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাদের প্রতি করা গেল।

[২৩] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৪] লেবীয়দের বিষয়ে এই ব্যবস্থা। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অবধি লেবীয়েরা সমাগমের তাম্বুতে দাস্যকর্ম্মকারি লোকদের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবে। [২৫] এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর সেই দাস্যকর্ম্মকারিদের শ্রেণীহইতে বহির্গত হইবে, আর দাস্যকর্ম্ম করিবে না। [২৬] রক্ষণীয় রক্ষা করণে তাহারা সমাগমের তাম্বুতে আপন ২ ভ্রাতাদের সঙ্গে পরিচর্য্যা করিবে, কিন্তু দাস্যকর্ম্ম আর করিবে না; লেবীয়দের রক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের প্রতি তুমি এই রূপ করিবা।

৯ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েল মিসরদেশহইতে বহির্গমন করিলে পর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে সীনয় প্রান্তরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] ইস্রায়েলের সন্তানগণ স্বসময়ে নিস্তারপর্ব্ব পালন করুক। [৩] এই মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে স্বসময়ে তোমরা তাহা পালন করিও, তাহার সমস্ত বিধি ও শাসনানুসারে তাহা পালন করিবা। [৪] তখন মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত আলাপ করিয়া নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে আজ্ঞা করিল। [৫] তাহাতে তাহারা প্রথম মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাসময়ে সীনয় প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল; সদাপ্রভু মোশিকে যাহা২ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ইস্রায়েলের সন্তানগণ কর্ম্ম করিল।

[৬] কিন্তু কতক লোক মনুষ্যের শবস্পর্শে অশুচি প্রযুক্ত সেই দিবসে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে পারিল না; অতএব তাহারা সেই দিনে মোশির ও হারোণের নিকটে গেল। [৭] সেই লোকেরা তাহাকে কহিল, আমরা মনুষ্যশব স্পর্শ করাতে অশুচি হইলাম, ইহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে স্বসময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার নিবেদন করিতে কেন নিবারিত হইব? [৮] তাহাতে মোশি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে সদাপ্রভু কি আজ্ঞা করেন, তাহা শুনি।

[৯] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, তোমাদের মধ্যে কিম্বা তোমাদের ভাবিসন্তানদের মধ্যে যদ্যপি কেহ শব স্পর্শ করিয়া অশুচি হয়, কিম্বা দূরদেশীয় পথিক হয়, তথাপি সে সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবে। [১১] দ্বিতীয় মাসে চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহারা তাহা পালন করিবে; এবং তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত [মেষশাবক] ভক্ষণ করিবে। [১২] কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না, ও তাহার কোন অস্থি ভাঙ্গিবে না; তাহারা নিস্তারপর্ব্বের সমস্ত বিধ্যনুসারে তাহা পালন করিবে। [১৩] কিন্তু যে কেহ শুচি থাকে, ও পথিক নয়, সে যদি নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে ত্রুটি করে, তবে সে প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কারণ স্বসময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার না আনাতে সে আপনার পাপ আপনি বহন করিবে। [১৪] আর যদি কোন বিদেশীয় লোক তোমাদের মধ্যে প্রবাস করে, তবে সেও সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবে; সে নিস্তারপর্ব্বের বিধিমতে ও তাহার শাসনানুসারে তাহা পালন করিবে; স্বদেশজাত কি বিদেশজাত উভয়েরই জন্যে তোমাদের একই বিধি হইবে।

[১৫] অপর যে দিবসে আবাস স্থাপিত হইল, সেই দিবসে মেঘ ঐ সাক্ষ্যতাম্বুরূপ আবাস আচ্ছাদন করিতে লাগিল; এবং সন্ধ্যাকালে ঐ আবাসের উপরে অগ্নিবৎ আকার উৎপন্ন হইয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রহিল। [১৬] এই রূপ নিত্য ২ হইত; দিবসে মেঘ ও রাত্রিতে অগ্নিবৎ আকার [আবাসকে] আচ্ছন্ন করিত। [১৭] পরে তাম্বুর উপরহইতে ঐ মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হইলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করিত; এবং ঐ মেঘ যে স্থানে অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েলের সন্তানগণ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিত। [১৮] সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করিত, ও সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই শিবির স্থাপন করিত; ঐ মেঘ যাবৎ আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত, তাবৎ তাহারা শিবিরে থাকিত। [১৯] এবং ঐ মেঘ যখন আবাসের উপরে বহুদিন বিলম্ব করিত, তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা না করিয়া সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিত। [২০] এবং ঐ মেঘ যখন

আবাসের উপরে অল্প দিবস থাকিত, [তখনও তদ্রূপ করিত]; সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই তাহারা শিবিরে থাকিত, ও সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই যাত্রা করিত। ২১ এবং মেঘ সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রাতঃকালে ঊর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত; কিম্বা দিবারাত্রির পরে হউক, মেঘ ঊর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। ২২ দুই দিবস কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর হউক, আবাসের উপর মেঘ যত দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েলের সন্তানগণও তত কাল যাত্রা না করিয়া শিবিরে বাস করিত, কিন্তু তাহা ঊর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা প্রস্থান করিত। ২৩ সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই তাহারা শিবিরে থাকিত, ও সদাপ্রভুর আজ্ঞাতেই যাত্রা করিত। এই রূপে মোশির দ্বারা সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিত।

১০ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি দুই রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ কর, পিটান রূপাতে তাহা নির্ম্মাণ কর; তদ্দ্বারা মণ্ডলীর সমাগম ও শিবিরস্থ সকলের প্রস্থানার্থ আজ্ঞা প্রচার করাইবা। ৩ সেই দুই তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে তোমার নিকটে একত্র হইবে। ৪ কিন্তু একটা তূরী বাজিলে অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ তোমার নিকটে একত্র হইবে। ৫ এবং রণবাদ্য বাজিলে পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে। ৬ ও দ্বিতীয় বার রণবাদ্য বাজিলে দক্ষিণ দিক্‌স্থিত শিবিরের লোকেরা শিবির উঠাইবে; এই ক্রমে তাহাদের প্রস্থানার্থ রণবাদ্য বাজাইতে হইবে। ৭ কিন্তু সমাজের সমাগমার্থে তূরীধ্বনি করণ কালে তোমরা রণবাদ্য করিও না। ৮ হারোণের সন্তান যাজকেরা এই দুই তূরী বাজাইবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে অনন্তকালীন বিধির নিমিত্তে তোমরা তাহা রাখিবা। ৯ আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে ক্লেশদায়ি বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবা, তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাইবা; তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে স্মৃত হইয়া তোমরা আপনাদের শত্রুগণহইতে নিস্তার পাইবা। ১০ এবং আমোদের দিনে ও পর্ব্বদিনে ও মাসারম্ভে তোমাদের হোমবলির ও মঙ্গলার্থক বলির উপলক্ষ্যে তোমরা এই তূরী বাজাইবা, তাহাতে তাহা তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের স্মৃত হইবার উপায় হইবে। আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

১১ অপর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের বিংশতিতম দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের উপরহইতে নীত হইল, ১২ তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করণের নিয়মানুসারে সীনয় প্রান্তরহইতে যাত্রা করিল, পরে সেই মেঘ পারণ প্রান্তরে অবস্থিতি করিল। ১৩ মোশিদ্বারা সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা এই প্রথম বার যাত্রা করিল।

১৪ প্রথমে আপন ২ সৈন্যগণের সহিত যিহূদার সন্তানগণের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ তাহাদের সেনাপতি ছিল। ১৫ এবং সূয়ারের পুত্র নথনেল্ ইষাখরের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল। ১৬ এবং হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ সবূলূনের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল।

১৭ পরে আবাস ভাঙ্গা গেল, এবং গের্শোনের সন্তানগণ ও মরারির সন্তানগণ ঐ আবাস বহন করিয়া অগ্রসর হইল।

১৮ তাহার পশ্চাতে আপন ২ সৈন্যগণের সহিত রূবেণের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং শদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাহাদের সেনাপতি ছিল। ১৯ এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শলুমীয়েল্ শিমিয়োনের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল। ২০ এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল।

২১ পরে পবিত্র স্থানের ভারবাহক কহাতীয় লোকেরা যাত্রা করিল; এবং গন্তব্য স্থানে তাহাদের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে আবাস স্থাপিত হইল।

২২ পরে আপন ২ সৈন্যগণের সহিত ইফ্রয়িমের সন্তানগণের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা তাহাদের সেনাপতি ছিল। ২৩ এবং পদাহসূরের পুত্র গমলীয়েল্ মনঃশির সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল। ২৪ এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্ বিন্যামীনের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল।

২৫ পরে সমস্ত শিবিরের পশ্চাতে আপন ২ সৈন্যের সহিত দানের সন্তানগণের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর তাহাদের সেনাপতি ছিল। ২৬ এবং অক্রনের পুত্র পগীয়েল্ আশেরের সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল। ২৭ এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালির সন্তানগণের বংশে সেনাপতি ছিল। ২৮ অগ্রসরণ সময়ে ইস্রায়েলের সন্তানদের সৈন্যগণের এই যে নিয়ম ছিল, তদনুসারে তাহারা যাত্রা করিত।

২৯ পরে মোশি আপন শ্বশুর রূয়েলের পুত্র মিদিয়নদেশীয় হোববকে কহিল, সদাপ্রভু আমাদিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও আমাদের সহিত আইস, তাহাতে আমরা তোমার মঙ্গল করিব, কেননা সদাপ্রভু ইস্রায়েলের প্রতি মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ৩০ তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি যাইব না, আমি আপন দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের নিকটে যাইব। ৩১ পুনশ্চ মোশি কহিল,

বিনয় করি, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না, কেননা প্রান্তরের মধ্যে কি প্রকারে আমাদের শিবির স্থাপন করিতে হইবে, তাহা তুমি জান; অতএব তুমি আমাদের চক্ষুস্বরূপ হইবা। [৩২] আর যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যাও, তবে সদাপ্রভু আমাদিগকে যে মঙ্গল ভোগ করাইবেন, তাহা সফল হইলে আমরা তোমাকেও সেই মঙ্গল ভোগ করাইব।

[৩৩] পরে তাহারা সদাপ্রভুর পর্ব্বতহইতে তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক তাহাদের বিশ্রামস্থান অন্বেষণ করিতে২ তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল। [৩৪] এবং শিবিরহইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সদাপ্রভুর মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে থাকিত। [৩৫] এবং সিন্দুকের অগ্রসর হওন সময়ে মোশি কহিত, হে সদাপ্রভো, উঠ, তাহাতে তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হইবে, ও তোমার ঘৃণাকারিগণ তোমার সম্মুখহইতে পলায়ন করিবে। [৩৬] এবং বিশ্রামকালে সে কহিত, হে সদাপ্রভো, তুমি ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের প্রতি ফিরিয়া আইস।

১১ অধ্যায়।

[১] পরে লোকেরা সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে কষ্টজন্য বচসার মত কথা কহিলে সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিবিরের প্রান্তভাগ গ্রাস করিতে লাগিল। [২] অতএব লোকেরা মোশির নিকটে ক্রন্দন করিল; তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। [৩] তখন সে ঐ স্থানের নাম তবিয়েরা [দাহ] রাখিল, কেননা সদাপ্রভুর অগ্নি তাহাদের মধ্যে দাহ করিয়াছিল।

[৪] অনন্তর তাহাদের মধ্যবর্ত্তি অপর লোকেরা লোভাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণও পুনর্ব্বার রোদন করিয়া কহিল, আমাদিগকে মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে? [৫] আমরা মিসর্‌দেশে বিনামূল্যে যে২ মৎস্য ভোজন করিতাম, তাহা এবং শসা ও খরবুজ ও পরু ও পলাণ্ডু ও লশুন মনে পড়ে। [৬] আর এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতীত আর কিছুই নাই। [৭] ঐ মান্নার ধন্যার ন্যায় আকৃতি ও গুগ্‌গুলুর ন্যায় বর্ণ ছিল। [৮] লোকেরা ভ্রমণ করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতাতে পেষণ কিম্বা উখ্‌লিতে চূর্ণ করণ পূর্ব্বক বহুগুণাতে সিদ্ধ করিত, ও তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত; তৈলপক্ব পিষ্টকের ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। [৯] রাত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িলে ঐ মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।

[১০] পরে মোশি লোকদের রোদন অর্থাৎ গোষ্ঠ্যনুসারে আপন২ তাম্বুদ্বারের নিকটে প্রত্যেকের রোদন শুনিলে সদাপ্রভুর ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল; মোশিও অসন্তুষ্ট হইল। [১১] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, তুমি কি নিমিত্তে আপন দাসকে এত ক্লেশ দিতেছ? ও কি নিমিত্তে আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই নাই, যে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার উপরে দিতেছ? [১২] আমিই কি এই সমস্ত লোককে গর্ভে ধারণ করিয়াছি? বা আমিই কি ইহাদিগকে প্রসব করিয়াছি? তন্নিমিত্তে তুমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলা, সেই দেশ পর্য্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু বহনকারি পালকের ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষঃস্থলে বহন করিতে আজ্ঞা দিতেছ? [১৩] এই সমস্ত লোককে দিবার জন্যে আমি কোথায় মাংস পাইব? কেননা ইহারা সকলে আমার কাছে রোদন করত বলিতেছে, আমাদিগকে মাংস দেও, আমরা মাংস খাইব। [১৪] এতো লোকের ভার সহ্য করা একাকী আমার অসাধ্য; কেননা তাহা আমার শক্তির অতিরিক্ত। [১৫] তুমি যদি আমার প্রতি এমত ব্যবহার করিতেছ, তবে বরং অনুগ্রহ করিয়া একেবারে আমাকে বধ কর; তাহা করিলে আপন দুর্গতি দেখিতে হইবে না।

[১৬] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাহাদিগকে লোকদের প্রাচীন ও অধ্যক্ষরূপে জান, ইস্রায়েলের এমত সত্তর জন প্রাচীন লোককে সংগ্রহ করিয়া সমাগমের তাম্বুর দ্বারে আন; তাহারা তোমার সহিত সেই স্থানে দাঁড়াইবে। [১৭] পরে আমি সেই স্থানে অবরোহণ করিয়া তোমার সহিত কথা কহিব, এবং তোমাতে যে আত্মা অবস্থিতি করেন, তাঁহার কিয়দংশ লইয়া তাহাদিগেতে অবস্থিতি করাইব; তাহাতে তুমি যেন একাকী লোকদের ভার বহন না কর, এই জন্যে তাহারা তোমার সহিত লোকদের ভার বহিবে। [১৮] এবং তুমি লোকদিগকে বল, তোমরা কল্যের জন্যে আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে মাংস ভক্ষণ করিতে পাইবা; কেননা "আমাদিগকে মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে? বরং মিসর্‌দেশে আমাদের মঙ্গল ছিল," ইহা বলিয়া তোমরা যে রোদন করিয়াছ, তাহা সদাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল; অতএব সদাপ্রভু তোমাদিগকে মাংস দিবেন, তোমরা তাহা খাইবা। [১৯] এক দিন কি দুই দিন কি পাঁচ দিন কি দশ দিন কি বিংশতি দিন তাহা খাইবা, এমত নয়; [২০] সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত, বরং যাবৎ তাহা তোমাদের নাসিকাহইতে নির্গত না হয় ও তোমাদের ঘৃণিত না হয়, তাবৎ তাহা খাইবা; কেননা তোমরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি সদাপ্রভুকে নিরাকরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রোদন করত এই কথা কহিলা, আমরা কেন মিসর্‌হইতে বাহির হইয়া আইলাম?

[২১] তখন মোশি কহিল, আমি যে লোকদের

মধ্যে আছি, তাহারা ছয় লক্ষ পদাতিক; তথাপি তুমি কহিতেছ, আমি সম্পূর্ণ এক মাস খাইবার মাংস তাহাদিগকে দিব। [২২] তাহাদের জন্যে কত মেষ ও গোরু হনন করিলে তাহাদের কুলাইতে পারে? কিম্বা সমুদ্রের যাবতীয় মৎস্য সংগ্রহ করিলে কি তাহাদের কুলাইবে? [২৩] তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সদাপ্রভুর হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে? তোমার কাছে আমার বাক্য ফলিবে কি না, তাহা এখন দেখিবা।

[২৪] তখন মোশি বাহিরে যাইয়া সদাপ্রভুর বাক্য লোকদিগকে কহিল; এবং লোকদের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জনকে একত্র করিয়া তাম্বুর চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত করিল। [২৫] তাহাতে সদাপ্রভু মেঘে নামিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন, এবং যে আত্মা মোশিতে অবস্থিতি করিতেন, তাহার কিয়দংশ লইয়া সেই সত্তর প্রাচীন লোকেতে অবস্থিতি করাইলেন; তাহাতে আত্মা তাহাদিগেতে অবস্থিতি করিলে তাহারা ভাবোক্তি প্রচার করিল, কিন্তু তৎপশ্চাৎ আর করিল না। [২৬] অধিকন্তু শিবিরমধ্যে অবশিষ্ট ইল্‌দদ ও মেদদ নামক দুই জনেতেও আত্মার অবস্থিতি. হইল; তাহারা ঐ লিখিত লোকদের মধ্যে ছিল বটে, কিন্তু বাহিরে তাম্বুর নিকটে যায় নাই; তাহারা শিবিরমধ্যে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। [২৭] তাহাতে এক যুবা দৌড়িয়া মোশিকে কহিল, ইল্‌দদ ও মেদদ্ শিবিরে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে। [২৮] তখন নূনের পুত্র যে যিহোশূয় যুবকালাবধি মোশির পরিচর্য্যা করিত, সে মোশিকে কহিল, হে আমার প্রভো মোশি, তাহাদিগকে নিষেধ করুন। [২৯] মোশি কহিল, তুমি কি আমার পক্ষে ঈর্ষ্যা করিতেছ? সদাপ্রভুর যাবতীয় লোক ভাববাদী হউক, ও সদাপ্রভু তাহাদিগেতে আপন আত্মা অবস্থিতি করাউন। [৩০] পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

[৩১] অপর সদাপ্রভুর নিকটহইতে বায়ু নির্গত হইয়া সমুদ্রহইতে এন্তো ভারুই পক্ষী আনিয়া শিবিরের উপরে ফেলিল, যে শিবিরের চতুর্দ্দিগে এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত তাহা ভূমির উপরে দুই হস্ত ঊর্দ্ধ হইয়া রহিল। [৩২] তাহাতে লোকেরা উঠিয়া সেই সমস্ত দিবারাত্রি ও পরদিন সমস্ত দিবস ঐ পক্ষিগণকে সংগ্রহ করিল; তাহাদের মধ্যে কেহ দশ হোমরের ন্যূন সংগ্রহ করিল না; পরে আপনাদের নিমিত্তে শিবিরের চারি দিগে তাহা ছড়াইয়া রাখিল। [৩৩] কিন্তু মাংস তাহাদের দন্তের মধ্যে থাকিলে কাটিবার পূর্ব্বেই লোকদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তাহাতে সদাপ্রভু লোকদিগকে আত্যন্তিক মহামারীদ্বারা নিহনন করিলেন। [৩৪] এবং মোশি সেই স্থানের নাম কিব্রোৎ-হত্তাবা [লোভজন্য কবর] রাখিল, কেননা সেই স্থানে তাহারা লোভিদিগকে কবর দিল। [৩৫] পরে লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবাহইতে হৎসেরোতে যাত্রা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিল।

১২ অধ্যায়।

[১] মোশি যে স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল, সে কূশদেশীয়া ছিল, অতএব তাহার সেই কূশীয়া স্ত্রীর নিমিত্তে মরিয়ম্ ও হারোণ মোশির বিপরীতে কথা কহিতে লাগিল। [২] তাহারা কহিল, সদাপ্রভু কি কেবল মোশিদ্বারা কথা কহেন? আমাদের দ্বারাও কি কহেন না? [৩] কিন্তু এ কথা সদাপ্রভু শুনিলেন। আর ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মোশি অতিশয় নম্র লোক ছিল।

[৪] পরে সদাপ্রভু অকস্মাৎ মোশিকে ও হারোণকে ও মরিয়মকে কহিলেন, তোমরা তিন জন বাহির হইয়া সমাগমের তাম্বুর নিকটে আইস; তাহাতে তাহারা তিন জন বাহির হইল। [৫] তখন সদাপ্রভু মেঘস্তম্ভে নামিয়া তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইয়া হারোণকে ও মরিয়মকে ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা উভয়ে বাহির হইলে [৬] তিনি কহিলেন, তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাববাদী হয়, তবে আমিই সদাপ্রভু তাহার নিকটে কোন দর্শনদ্বারা আপনার পরিচয় দি, কিম্বা স্বপ্নেতে তাহার সহিত কথা কহি। [৭] আমার দাস মোশি তদ্রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। [৮] তাহার সহিত আমি গূঢ় বাক্যদ্বারা নয়, কিন্তু মুখামুখি হইয়া ব্যক্তরূপে কথা কহি, ও সে সদাপ্রভুর মূর্ত্তি দর্শন করে; অতএব আমার দাস মোশির প্রতিকূলে কথা কহিতে তোমরা কেন ভীত হইলা না?

[৯] এই রূপে তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; [১০] পরে তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং তাম্বুর উপরহইতে মেঘ প্রস্থান করিল। তখন দেখ, মরিয়মের হিমবৎ কুষ্ঠ হইয়াছিল; তাহাতে হারোণ মরিয়মের প্রতি মুখ ফিরাইয়া তাহাকে কুষ্ঠগ্রস্তা দেখিল। [১১] এবং হারোণ মোশিকে কহিল, হায় ২, হে আমার প্রভো, এ বিষয়ে আমরা উন্মত্তের কর্ম্ম করিয়া যে পাপ করিলাম, বিনয় করি, সেই পাপের ফল আমাদিগকে দিও না। [১২] মাতার গর্ভাশয়হইতে নিঃসরণ কালে যাহার মাংস অর্দ্ধনষ্ট, এমত মৃত গর্ভের ন্যায় এ না হউক। [১৩] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর, বিনয় করি, ইহাকে সুস্থা কর।

[১৪] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যদি ইহার পিতা ইহার মুখে থুথু দিত, তাহা হইলে এ কি সাত দিবস বিষণ্ণা হইত না? অতএব এ সাত দিবস পর্য্যন্ত শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হউক; পরে পুনর্ব্বার গ্রাহ্যা হইবে। [১৫] তাহাতে মরিয়ম সাত দিবস শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হইল, এবং

যাবৎ মরিয়ম্ ভিতরে আনীত না হইল, তাবৎ লোকেরা যাত্রা করিল না। [১৬] পরে লোকেরা হৎসেরোৎহইতে যাত্রা করিয়া পারণ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

১৩ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে কনান্‌দেশ দিব, তুমি গোপনে তাহা দেখিতে কএক ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, ফলতঃ তাহাদের স্ব২ পিতৃকুল সম্পর্কীয় এক২ বংশের মধ্যে এক২ জন অধ্যক্ষকে প্রেরণ কর। [৩] তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি পারণ প্রান্তরহইতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিল। তাহারা সকলে ইস্রায়েলের সন্তানগণের অধ্যক্ষ ছিল। [৪] তাহাদের প্রত্যেকের নাম ; রূবেণ বংশের মধ্যে সক্কূরের পুত্র শম্মূয় ; [৫] শিমিয়োন্ বংশের মধ্যে হোরির পুত্র শাফট্ ; [৬] যিহুদা বংশের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ; [৭] ইষাখর্ বংশের মধ্যে যোষেফের পুত্র যিগাল্ ; [৮] ইফ্রয়িম্ বংশের মধ্যে নূনের পুত্র হোশেয় ; [৯] বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে রাফূর পুত্র পল্‌টি ; [১০] সবূলূন্ বংশের মধ্যে সোদির পুত্র গদ্দীয়েল্ ; [১১] যোষেফ্ বংশের অর্থাৎ মনঃশি বংশের মধ্যে সূষির পুত্র গদ্দি ; [১২] দান্ বংশের মধ্যে গমল্লির পুত্র অম্মীয়েল্ ; [১৩] আশের্ বংশের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সথুর ; [১৪] নপ্তালি বংশের মধ্যে বপ্সির পুত্র নহবি ; [১৫] গাদ্ বংশের মধ্যে মাখির পুত্র গূয়েল্। [১৬] এই২ নামবিশিষ্ট লোকদিগকে মোশি গোপনে দেশ দেখিতে প্রেরণ করিল ; এবং মোশি নূনের পুত্র হোশেয়ের নাম যিহোশূয় রাখিল।

[১৭] কনান্‌দেশ নিরীক্ষণ করিতে প্রেরণ সময়ে মোশি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া পর্ব্বত আরোহণ কর। [১৮] এবং সে দেশ কেমন, ও তাহাতে বাসকারি লোকেরা বলবান কি দুর্ব্বল, ও অল্প কি অনেক ; [১৯] এবং তাহারা যে দেশে বাস করে তাহা কেমন, ভাল কি মন্দ ; ও যে২ নগরে বাস করে, তাহা কি প্রকার ; তাহারা তাম্বুতে কি গড়েতে কিসে বাস করে ; [২০] ও তাহাদের ভূমি কি প্রকার, উর্ব্বরা কি মরু ; তাহার মধ্যে বৃক্ষ আছে কি না, তাহা দেখ ; এবং তোমরা সাহসী হইয়া সেই দেশের কোন২ ফল সঙ্গে করিয়া আন। তখন আশুপক্ক দ্রাক্ষাফলের সময় ছিল।

[২১] তাহাতে তাহারা যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্তরাবধি হমাতের প্রবেশস্থানস্থিত রহোব্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ গোপনে দেখিল। [২২] বিশেষতঃ দক্ষিণ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া হিব্রোণে উপস্থিত হইল ; সেই স্থানে অহীমান্ ও শেশয় ও তল্ময়, অনাকের এই তিন সন্তান ছিল। মিসরস্থ সোয়নের পত্তনের সাত বৎসর পূর্ব্বে হিব্রোণের পত্তন হইয়াছিল। [২৩] পরে তাহারা ইষ্কোল উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে এক থলুয়া ফলযুক্ত দ্রাক্ষালতার এক শাখা কাটিয়া তাহা সাইঙ্গদ্বারা দুই জন বহিল, এবং তাহারা কতক দাড়িম ও ডুম্বুরফলও সঙ্গে লইল। [২৪] ইস্রায়েলের সন্তানেরা ঐ স্থানে সেই দ্রাক্ষার [থলুয়া] কাটিয়াছিল, এই জন্যে সেই উপত্যকা ইষ্কোল্ [থলুয়া] নামে প্রসিদ্ধ হইল। [২৫] চল্লিশ দিবসানন্তর তাহারা দেশ নিরীক্ষণহইতে ফিরিয়া আইল।

[২৬] পরে তাহারা আসিয়া পারণ্ প্রান্তরস্থ কাদেশ্ নামক স্থানে মোশির ও হারোণের এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ দিল ; এবং সেই দেশের ফল তাহাদিগকে দেখাইল। [২৭] এবং তাহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত কহিয়া বলিল, তুমি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলা, আমরা তথায় গিয়াছিলাম ; আর তাহা দুগ্ধমধুপ্রবাহী বটে ; এই দেখ তাহার ফল। [২৮] আপত্তি এইমাত্র যে তদ্দেশনিবাসি লোকেরা বলবান্, ও তথাকার নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও অতি বৃহৎ ; এবং সে স্থানে আমরা অনাকের সন্তানগণকেও দেখিয়াছি। [২৯] দক্ষিণদেশে অমালেক বাস করে ; এবং পর্ব্বতে হিত্তীয় ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় লোকেরা বাস করে ; এবং সমুদ্রের নিকটে ও যর্দ্দনের তীরে কনানীয় লোকেরা বাস করে। [৩০] পরে কালেব্ মোশির পক্ষে লোকদিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিল, আইস আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া তাহা অধিকার করি ; তাহা পরাস্ত করিতে আমাদের যথেষ্ট শক্তি আছে। [৩১] কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাহার সহিত গিয়াছিল, তাহারা কহিল, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে পারি না, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান্। [৩২] এই রূপে তাহারা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিল, ইস্রায়েলের সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করিয়া কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে স্থানে২ গিয়াছিলাম, তাহা স্বনিবাসিদিগকে গ্রাসকারী দেশ ; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখিয়াছি, তাহারা সকলে দীর্ঘকায়। [৩৩] বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় হইলাম, এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রূপ ছিলাম।

১৪ অধ্যায়।

[১] পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বর করিয়া কলরব করিল, ও লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল। [২] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ সকলে মোশির ও হারোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী তাহাদের সাক্ষাতে কহিল, হায়২, আমরা কেন মিসরদেশে মরি নাই ? কিম্বা এই প্রান্তরে কেন আমাদের মৃত্যু হইল না ? [৩] সদাপ্রভু আমাদিগকে খড়্গের

ধারে নিপাত করাইতে, ও আমাদের স্ত্রী ও বালকগণকে লুট করাইতে এ দেশের নিকটে আমাদিগকে কেন আনিলেন? মিসরে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের ভাল নয়? পরে তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল, [৪] আইস, আমরা এক জনকে প্রধান করিয়া মিসরদেশে ফিরিয়া যাই। [৫] তাহাতে মোশি ও হারোণ ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত সমাজের সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল।

[৬] আর দেশভ্রমণকারিদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ আপন ২ বস্ত্র চিরিল, [৭] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা যৎপরোনাস্তি উত্তম দেশ। [৮] সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ করাইবেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ আমাদিগকে দিবেন। [৯] কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না; কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ; তাহাদের আশ্রয় গেল, এবং সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন; অতএব ভয় করিও না। [১০] এই কথাতে সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে কহিল; কিন্তু সমাগমের তাম্বুতে সদাপ্রভুর প্রতাপ ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণের প্রত্যক্ষ হইল।

[১১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে? এবং আমি ইহাদের মধ্যে যে সকল অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা [দেখিয়াও] ইহারা কত কাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকিবে? [১২] আমি মহামারীদ্বারা ইহাদিগকে নিহনন করিয়া অধিকারচ্যুত করিব, এবং ইহাদের অপেক্ষা তোমাকেই বৃহৎ ও বলবান জাতি করিব।

[১৩] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, তাহা করিলে মিস্রীয়েরা তাহা শুনিবে, কেননা তাহাদেরই মধ্যহইতে তুমি আপন শক্তিদ্বারা এই লোকদিগকে আনিয়াছ; [১৪] এবং তাহারা এই দেশনিবাসি লোকদিগকেও তাহার সংবাদ দিবে। তাহারা শুনিয়াছে যে তুমি সদাপ্রভু এই লোকদের মধ্যবর্ত্তী আছ, এবং তুমি সদাপ্রভু ইহাদিগকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিয়া থাক, এবং তোমার মেঘ ইহাদের উপরে স্থিতি করিতেছে, ও তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইহাদের অগ্রে২ গমন করিতেছ। [১৫] এখন যদি তুমি এই লোকদিগকে এক ব্যক্তির ন্যায় বিনষ্ট কর, তবে ঐ যে পরজাতীয়েরা তোমার কীর্ত্তির কথা শুনিয়াছে, তাহারা কহিবে, [১৬] সদাপ্রভু এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলেন, সেই দেশে তাহাদিগকে প্রবেশ করাইতে অপারক হইলেন; এই জন্যে প্রান্তরে তাহাদিগকে নিহনন করিলেন। [১৭] এখন আমি এই নিবেদন করি, সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অপরাধের ও অধর্ম্মের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য তাহার দণ্ডদাতা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের প্রতি পিতাদের অপরাধের ফলদাতা; [১৮] এই যে কথা তুমি কহিয়াছ, তদনুসারে প্রভুর প্রভাব মহিমান্বিত হউক। [১৯] বিনয় করি, তুমি মিসরদেশাবধি এপর্য্যন্ত এই লোকদের প্রতি যেমন ক্ষমা করিয়াছ, তেমনি আপন দয়ার মহত্ত্বানুসারে ইহাদের এই অপরাধ ক্ষমা কর। [২০] তখন সদাপ্রভু কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। [২১] কিন্তু যদি আমি জীবৎ হই, এবং সমস্ত পৃথিবীকে সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইতে হয়, [২২] তবে ইহাদের মধ্যে যত লোক আমার প্রতাপ এবং মিসরে ও প্রান্তরে কৃত আমার অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম দেখিয়াও দশ বার আমার পরীক্ষা করিয়াছে ও আমার রবে অমনোযোগী হইয়াছে, [২৩] ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আমি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, ইহারা কেহ সেই দেশ দেখিতে পাইবে না; আমার নিরাকারিদিগের মধ্যে কেহ তাহা দেখিবে না। [২৪] কিন্তু আমার দাস কালেবের অন্তরে অন্য আত্মা আছে, এবং সে সম্পূর্ণ রূপে আমার অনুগত, এই নিমিত্তে সে যে দেশে গিয়াছিল, সে দেশে আমি তাহাকে প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ তাহা অধিকার করিবে। [২৫] পরন্তু অমালেকীয় ও কনানীয় লোকেরা তলভূমিতে রহিয়াছে, অতএব কল্য তোমরা ফিরিয়া সূফার্ণবগামি প্রান্তরে গমন কর।

[২৬] পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২৭] আমার প্রতিকূলে বচসাকারি এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার আমি কত কাল সহ্য করিব? ইস্রায়েলের সন্তানগণ আমার প্রতিকূলে যে ২ বচসা করিল, তাহা আমি শুনিলাম। [২৮] তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবৎ হই, তবে আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব। [২৯] হে আমার বিপরীতে বচসাকারিগণ, তোমাদের মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে তোমরা যত লোক গণিত হইয়াছ, তোমাদের সকলের শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [৩০] আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইতে শপথ করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করিবা না, কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় প্রবেশ করিবে। [৩১] কিন্তু তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে কহিয়াছিলা, ইহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি তথায় প্রবেশ করাইব; ও তোমরা যে দেশ তুচ্ছ করিয়াছ, তাহারা তাহার পরিচয় পাইবে। [৩২] কিন্তু তোমাদেরই শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [৩৩] এবং তোমাদের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে পশু চরাইবে, এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত

তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে। ৩৪ তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে চল্লিশ বৎসর, অর্থাৎ এক২ দিনের জন্যে এক২ বৎসর তোমরা আপন২ অপরাধ বহন করিবা, ও আমার বিপক্ষতা কেমন, তাহা জ্ঞাত হইবা। ৩৫ আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম, আমার বিপরীতে কুচক্রী এই সমস্ত দুষ্ট মণ্ডলীর প্রতি আমি তাহা অবশ্য করিব; এই প্রান্তরে তাহারা নিঃশেষিত হইবে, ও এই স্থানে তাহারা মরিবে।

৩৬ পরে দেশনিরীক্ষণার্থে মোশির প্রেরিত যে ব্যক্তিরা ফিরিয়া আসিয়া ঐ দেশের অখ্যাতি উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে বচসা করাইয়াছিল, ৩৭ দেশের অখ্যাতিকারি সেই ব্যক্তিরা সদাপ্রভুর সম্মুখে মহামারীতে মরিল। ৩৮ ঐ যে ব্যক্তিরা দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ জীবিত থাকিল। ৩৯ তখন মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণকে সেই কথা কহিলে লোকেরা অতিশয় শোক করিল।

৪০ পরে তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দেখ, সদাপ্রভু যে স্থানের কথা কহিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাই; কেননা আমরা পাপ করিলাম। ৪১ তাহাতে মোশি কহিল, এখন সদাপ্রভুর আজ্ঞালঙ্ঘন কেন করিতেছ? তোমাদের এই কর্ম্ম সফল হইবে না। ৪২ তোমরা উঠিয়া যাইও না, কারণ সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে নাই, গেলে শত্রুসম্মুখে পরাস্ত হইবা। ৪৩ কেননা অমালেকীয় ও কনানীয় লোকেরা সে স্থানে তোমাদের সম্মুখে আছে; তোমরা খড়্গে পতিত হইবা, এবং সদাপ্রভুহইতে পরাবৃত্ত হওয়াতে সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন না। ৪৪ তথাপি তাহারা দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া গেল; কিন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক ও মোশি শিবিরহইতে সরিল না। ৪৫ তখন ঐ পর্ব্বতবাসি অমালেকীয় ও কনানীয় লোকেরা নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল, ও হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, তোমাদের সেই নিবাসদেশে প্রবেশ করিলে পর ৩ যখন তোমরা মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নৈবেদ্যার্থে কিম্বা তোমাদের পর্ব্বে গোমেষাদিপালহইতে সদাপ্রভুর নিমিত্তে সৌরভের আঘ্রাণ যোগাইবার জন্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে হোম কিম্বা বলি উৎসর্গ করিবা; ৪ তখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি হোমাদিবলিদানার্থক এক মেষশাবকের সহিত এক হিনের চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত এক দশমাংশ সূজির নৈবেদ্য আনিবে, ৫ এবং এক হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারসের পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে। ৬ এবং এক মেষের সহিত তুমি সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈলে মিশ্রিত সূজির দুই দশমাংশ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবা, ৭ এবং পেয় নৈবেদ্যের জন্যে এক হিনের তৃতীয়াংশ দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করিবা। ৮ এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে যখন তুমি হোমাদিবলিরূপে গোবৎস উৎসর্গ করিবা, ৯ তৎকালে এক গোবৎসের সহিত সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের জন্যে অর্দ্ধহিন তৈলে মিশ্রিত তিন দশমাংশ সূজির নৈবেদ্য আনিবা; ১০ এবং পেয় নৈবেদ্যার্থে অর্দ্ধহিন দ্রাক্ষারস আনিবা। ১১ তোমরা এক২ গোবৎস ও মেষ ও মেষবৎস ও ছাগবৎসের প্রতি এই রূপ করিবা। ১২ তোমরা যত পশু উৎসর্গ করিবা, তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেকের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিবা। ১৩ দেশীয় লোক সকল সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবার জন্যে এই ব্যবস্থানুসারে এই সকল প্রস্তুত করিবে।

১৪ আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক কিম্বা তোমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাসকারি কোন ব্যক্তি যদি সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিতে চাহে, তবে তোমরা যেরূপ সেও তদ্রূপ করিবে। ১৫ সমাজোপলক্ষ্যে তোমরা এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশি লোক, উভয়ের একই ব্যবস্থা হইবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় অনন্তকালীন বিধি; সদাপ্রভুর সমক্ষে তোমরা ও প্রবাসিগণ উভয়ে সমান। ১৬ তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।

১৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৮ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সে দেশে প্রবিষ্ট হইলে পর তোমরা এই রূপ করিবা। ১৯ তোমরা সেই দেশের অন্ন ভক্ষণ কালে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা। ২০ তোমরা উত্তোলনীয় উপহারের জন্যে আপন২ ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ বলিয়া এক পিষ্টক নিবেদন করিবা; যেমন শস্যমর্দ্দনস্থানের উত্তোলনীয় উপহার, ইহাও সেই রূপ করিবা। ২১ তোমরা পুরুষানুক্রমে আপন২ ছানা ময়দার অগ্রিমাংশহইতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা।

২২ আর মোশির নিকটে সদাপ্রভুর প্রকাশিত এই সকল বিধি পালন করিতে যদি তোমরা প্রমাদ-

বশতঃ ত্রুটি কর, ২৩ অর্থাৎ সদাপ্রভু যে দিনে তোমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তদবধি তোমাদের পুরুষপরম্পরার জন্যে যাহা২ সদাপ্রভু মোশিদ্বারা তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই সকল পালন করিতে যদি ত্রুটি কর, ২৪ এবং তাহা যদি মণ্ডলীর অগোচরে প্রমাদবশতঃ হইয়া থাকে, তবে সমস্ত মণ্ডলী সৌরভের আঘ্রানার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমের কারণ এক গোবৎস ও বিধিমতে তাহার সহিত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এবং পাপার্থক বলির কারণ এক ছাগ নিবেদন করিবে। ২৫ এবং যাজক ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহাদের প্রতি ক্ষমা হইবে, কেননা তাহা প্রমাদ, এবং তাহারা সেই প্রমাদ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের উপহার অর্থাৎ অগ্নিকৃত উপহার ও পাপার্থক বলি সদাপ্রভুর সম্মুখে আনিল। ২৬ তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের প্রতি তাহার ক্ষমা হইবে; কেননা সকল লোক প্রমাদের কর্ম্ম করিল।

২৭ আর যদি কোন এক প্রাণী প্রমাদে পাপ করে, তবে সে পাপার্থক বলিরূপে একবর্ষীয়া এক ছাগবৎসা আনিবে। ২৮ এবং যাজক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ প্রমাদকারি লোকের জন্যে তাহার প্রমাদকৃত পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ২৯ ইস্রায়েলের সন্তানগণের স্বজাতীয় ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসি লোকদের জন্যে প্রমাদকারির একই ব্যবস্থা হইবে।

৩০ আর স্বদেশীয় কি বিদেশীয় যে প্রাণী ঊর্দ্ধহস্তে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর অপমান করে, সেই প্রাণী আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ৩১ কেননা সে সদাপ্রভুর বাক্য অবজ্ঞা করিল ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল; সেই প্রাণী নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইবে, ও তাহার অপরাধ তাহারি উপরে বর্ত্তিবে।

৩২ অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণ যখন প্রান্তরে ছিল, তখন বিশ্রামদিনে এক জনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিল। ৩৩ এবং যাহারা তাহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা মোশি ও হারোণ ও সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে তাহাকে আনিল। ৩৪ আর তাহারা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিল; কেননা তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা ব্যক্ত হয় নাই। ৩৫ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। ৩৬ অপর মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে সে মরিল।

৩৭ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৩৮ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তাহারা পুরুষানুক্রমে আপন২ বস্ত্রের কোণে থোপ দিউক, ও কোণস্থ থোপেতে নীল সূত্র বন্ধ করুক। ৩৯ তোমরা যেন সেই থোপ দেখিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং আপনাদের যে হৃদয় ও চক্ষুর অনুগমনদ্বারা তোমরা ব্যভিচারী হইয়া থাক, তাহাদের অনুগমনে যেন ভ্রমণ না কর, ৪০ বরং আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক পালন করিয়া আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে যেন পবিত্র হও, এই জন্যে সেই থোপ হইবে। ৪১ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে লেবির প্রপৌত্র কহাতের পৌত্র যিষ্হরের পুত্র কোরহ, এবং রুবেণের সন্তানগণের মধ্যে ইলীয়াবের পুত্র দাথন্ ও অবীরাম, ও পেলতের পুত্র ওন্ দল করিল; ২ এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও সমাগমে সমাহূত ও নামলব্ধ দুই শত পঞ্চাশ জন মোশির সমক্ষে উঠিল। ৩ এবং মোশি ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা মহাভিমানী; কেননা সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী; তবে তোমরা কেন সদাপ্রভুর সমাজের উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?

৪ তখন মোশি তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। ৫ এবং সে কোরহকে ও তাহার সমস্ত মণ্ডলীকে কহিল, কে সদাপ্রভুর লোক, ও কে এমত পবিত্র যে তাহাকে আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা সদাপ্রভু কল্য জানাইবেন; তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার নিকটবর্ত্তী করিবেন। ৬ হে কোরহ ও তাহার সমস্ত মণ্ডলী, এক কর্ম্ম কর, তোমরা অঙ্গারধানী লইয়া ৭ তাহাতে অগ্নি দিয়া কল্য সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহার উপরে ধূপ দেও; তাহাতে সদাপ্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, সেই ব্যক্তি পবিত্র হইবে; হে লেবির সন্তানগণ, তোমরা মহাভিমানী। ৮ পরে মোশি কোরহকে কহিল, হে লেবির সন্তানগণ, বিনয় করি, আমার কথা শুন। ৯ ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদিগকে ইস্রায়েলের মণ্ডলীহইতে পৃথক্ করিয়া সদাপ্রভুর আবাসের দাস্যকর্ম্ম করণার্থে ও মণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পরিচর্য্যা করণার্থে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন, ইহা কি তোমাদের বোধে ক্ষুদ্র বিষয়? ১০ তিনি তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার সমস্ত ভ্রাতাকে অর্থাৎ লেবির সন্তানগণকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; তথাপি তোমরা কি যাজকত্বেরও চেষ্টা করিতেছ? ১১ ইহাতে তুমি ও তোমার সমস্ত মণ্ডলী সদাপ্রভুরই প্রতিকূলে কুচক্রী হইলা; যেহেতুক হারোণ কে, যে তোমরা তাহার প্রতিকূলে বচসা কর?

[১২] পরে মোশি ইলীয়াবের পুত্র দাথন্‌কে ও অবীরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইল; কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা যাইব না। [১৩] তুমি আমাদিগকে প্রান্তরে মারিতে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশহইতে আনিয়াছ, ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয়? তুমি কি আমাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্বও করিবা? [১৪] কই তুমি আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে আনিয়াছ, ও শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিকার দিয়াছ? তুমি কি এই লোকদের চক্ষু উৎপাটন করিবা? আমরা যাইব না। [১৫] তাহাতে মোশি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সদাপ্রভুকে কহিল, উহাদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিও না; আমি উহাদের হইতে এক গর্দ্দভও লই নাই, ও উহাদের এক জনেরও হিংসা করি নাই।

[১৬] পরে মোশি কোরহকে কহিল, তুমি ও তোমার সমস্ত মণ্ডলী তোমরা সকলে কল্য হারোণের সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া [১৭] প্রত্যেক জন অঙ্গারধানী লইয়া তাহার উপরে ধূপ দিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে আপন ২ অঙ্গারধানী উপস্থিত করিও; দুই শত পঞ্চাশ অঙ্গারধানী উপস্থিত করিও; এবং তুমি ও হারোণ আপন ২ অঙ্গারধানী লইও। [১৮] পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ অঙ্গারধানী লইয়া তাহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূপ দিয়া মোশির ও হারোণের সহিত সমাগমের তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইল। [১৯] এবং কোরহ সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে তাহাদের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিল। তখন সদাপ্রভুর প্রতাপ সমস্ত মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ হইল।

[২০] পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২১] তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে পৃথক্ হও; আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে সংহার করি। [২২] তাহাতে তাহারা উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, হে ঈশ্বর, হে যাবতীয় শরীরস্থ আত্মার ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে তুমি কি সমস্ত মণ্ডলীর উপরে কোপান্বিত হইবা?

[২৩] তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৪] তুমি মণ্ডলীকে বল, তোমরা কোরহের ও দাথনের ও অবীরামের আবাসের চতুর্দ্দিগ্‌হইতে উঠিয়া যাও। [২৫] তাহাতে মোশি উঠিয়া দাথনের ও অবীরামের নিকটে গেল, এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ তাহার পশ্চাৎ গেল। [২৬] পরে সে মণ্ডলীকে কহিল, বিনয় করি, তোমরা এই দুষ্ট লোকদের তাম্বুর নিকটহইতে উঠিয়া যাও ও ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না, পাছে ইহাদের সমূহ পাপে বিনষ্ট হও। [২৭] তাহাতে তাহারা কোরহের ও দাথনের ও অবীরামের আবাসের চতুর্দ্দিগ্‌হইতে উঠিয়া গেল, কিন্তু দাথন্ ও অবীরাম্ বাহির হইয়া আপন ২ স্ত্রী ও পুত্র ও বালকগণের সহিত আপন ২ তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

[২৮] পরে মোশি কহিল, এই সমস্ত কার্য্য করিতে আমি সদাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, স্বেচ্ছানুসারে তাহা করি না, তাহা ইহাতেই জানিতে পারিবা। [২৯] সাধারণ লোকদের মরণের ন্যায় যদি এই মনুষ্যেরা মরে, কিম্বা সাধারণ লোকদের শাস্তির ন্যায় যদি ইহাদের শাস্তি হয়, তবে আমি সদাপ্রভু কর্তৃক প্রেরিত নহি। [৩০] কিন্তু সদাপ্রভু যদি অপূর্ব্ব কর্ম্ম করেন, এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহাদিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্বকে গ্রাস করে, ও ইহারা জীবৎ থাকিতে পাতালে নামে, তবে ইহারা যে সদাপ্রভুকে নিরাকরণ করিয়াছে, তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।

[৩১] পরে মোশির এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল, [৩২] এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিজনগণকে ও কোরহের সপক্ষ সমস্ত লোককে ও তাহাদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করিল। [৩৩] তাহাতে তাহারা ও তাহাদের সমস্ত পরিজন জীবিত থাকিতে পাতালে নামিল, ও পৃথিবী তাহাদের উপরে চাপিয়া পড়িল; এই রূপে তাহারা সমাজের মধ্যহইতে লুপ্ত হইল। [৩৪] এবং তাহাদের রবেতে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত ইস্রায়েল্ পলায়ন করিল, কেননা তাহারা কহিল, পাছে পৃথিবী আমাদিগকে গ্রাস করে। [৩৫] পরে সদাপ্রভুহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ধূপ নিবেদনকারি ঐ দুই শত পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করিল।

[৩৬] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৩৭] তুমি হারোণের পুত্র ইলীয়াসর্ যাজককে কহ, সে দাহস্থানহইতে ঐ সকল অঙ্গারধানী উদ্ধার করুক, এবং তাহার অগ্নি দূরে ঝাড়িয়া ফেলুক, কেননা সেই সকল অঙ্গারধানী পবিত্র। [৩৮] এবং ঐ যে পাপি লোকেরা আপন ২ প্রাণের প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহাদের অঙ্গারধানী সকল পিটাইয়া লোকেরা যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত করুক, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে সে সকল নিবেদন করিয়াছিল; অতএব সে সকল পবিত্র, এবং তাহা ইস্রায়েলের সন্তানগণের অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবে। [৩৯] তাহাতে ঐ দগ্ধ লোকেরা পিত্তলের যে ২ অঙ্গারধানী নিবেদন করিয়াছিল, ইলীয়াসর্ যাজক সেই সকল লইয়া, [৪০] মোশিদ্বারা সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণের স্মরণার্থে, অর্থাৎ হারোণ বংশ ভিন্ন অন্য বংশীয় কোন মনুষ্য সদাপ্রভুর সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে যেন নিকটে না যায়, এবং কোরহের ও তাহার মণ্ডলীর মত না হয়, এই নিমিত্তে তাহা পিটাইয়া যজ্ঞবেদির আচ্ছাদনার্থ পাত করিল।

[৪১] তথাপি পরদিনে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা করিয়া কহিল, তোমরাই সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে বধ করিলা। [৪২] পরে মণ্ডলী মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইলে তাহারা সমাগমের তাম্বুর প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেঘ তাহা আচ্ছাদন

করিয়াছে, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে। [৪৩] তখন মোশি ও হারোণ সমাগমের তাম্বুর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

[৪৪] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৪৫] তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া যাও, আমি এক নিমিষে ইহাদিগকে সংহার করিব; তখন তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল।

[৪৬] অপর মোশি হারোণকে কহিল, তোমার অঙ্গারধানী লও, এবং যজ্ঞবেদির উপরহইতে অগ্নি লইয়া তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূপ দিয়া শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে ক্রোধ নির্গত হওয়াতে মহামারীর উপক্রম হইল। [৪৭] তাহাতে হারোণ মোশির আজ্ঞানুসারে [অঙ্গারধানী] লইয়া সমাজের মধ্যে দৌড়িয়া গেল; তখন দেখ, লোকদের মধ্যে মহামারীর উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সে ধূপ দিয়া লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল, [৪৮] এবং মৃত ও জীবিত লোকদের মধ্যে দাঁড়াইল; তাহাতে মহামারী নিবৃত্ত হইল। [৪৯] যাহারা কোরহের সহিত মরিয়াছিল, তদ্ভিন্ন চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক ঐ মহামারীতে মরিল। [৫০] পরে মহামারী নিবৃত্ত হইলে হারোণ সমাগমের তাম্বুর দ্বারে মোশির নিকটে ফিরিয়া আইল।

১৭ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কথা কহিয়া, তাহাদের পিতৃকুলাধ্যক্ষগণহইতে এক২ পিতৃকুলের জন্যে এক২ যষ্টি, এই রূপে বারো যষ্টি গ্রহণ কর; এবং প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহার নাম লেখ। [৩] এবং লেবির যষ্টিতে হারোণের নাম লেখ; কেননা তাহাদের এক২ পিতৃকুলাধ্যক্ষের নিমিত্তে এক২ যষ্টি হইবে। [৪] এবং সমাগমের তাম্বুতে যে স্থানে আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই স্থানে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে সে সকল রাখিবা। [৫] পরে যে ব্যক্তি আমার মনোনীত, তাহার যষ্টি পুষ্পিত হইবে, তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তোমাদের প্রতিকূলে যে২ বচসা করে, তাহা আমি আপন নিকটহইতে নিবৃত্ত করিব।

[৬] পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই সকল কহিলে তাহাদের এক২ পিতৃকুলাধ্যক্ষের নিমিত্তে বংশাধ্যক্ষগণ এক২ যষ্টি, এই রূপে বারো যষ্টি তাহাকে দিল; এবং হারোণের যষ্টি তাহাদের যষ্টি সকলের মধ্যস্থানে ছিল। [৭] তাহাতে মোশি ঐ সকল যষ্টি লইয়া সাক্ষ্যের তাম্বুতে সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখিল। [৮] অপর পরদিবসে মোশি সাক্ষ্যের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, লেবি বংশ সম্পর্কীয় হারোণের যষ্টি অঙ্কুরিত হইয়া মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাদাম ফল ধরিয়াছে। [৯] তখন মোশি সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে ঐ সকল যষ্টি বাহির করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণের সাক্ষাতে আনিল; এবং তাহারা তাহা দেখিয়া প্রত্যেকে আপন২ যষ্টি গ্রহণ করিল।

[১০] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই আজ্ঞালঙ্ঘনকারি লোকদের বচসা যেন আমাহইতে নিবৃত্ত হয়, ও তাহাদের মৃত্যু না হয়, এই নিমিত্তে তাহাদের বিষয়ক অভিজ্ঞান থাকিবার জন্যে তুমি হারোণের যষ্টি পুনর্ব্বার সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখ। [১১] তাহাতে মোশি তাহা করিল; সে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই করিল। [১২] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশিকে কহিল, দেখ, আমরা মরি ও বিনষ্ট হই, সকলেই বিনষ্ট হই। [১৩] যে কেহ সদাপ্রভুর আবাসের নিকটেই যায়, সে মরে; তবে আমরা কি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইব?

১৮ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ ও তোমার পিতৃকুল, তোমরা পবিত্র স্থানঘটিত অপরাধ বহন করিবা, এবং তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ যাজকত্বপদঘটিত অপরাধ বহন করিবা। [২] এবং তুমি লেবি বংশীয় তোমার ভ্রাতৃগণকে অর্থাৎ তোমার পিতৃবংশীয়দিগকেও সঙ্গে আনিবা, তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া তোমার পরিচর্য্যা করিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ, তোমরা সাক্ষ্যের তাম্বুর সম্মুখে থাকিবা। [৩] এবং তাহারা তোমার রক্ষনীয় ও সমস্ত তাম্বুর রক্ষনীয় রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহাদের ও তোমাদের যেন মৃত্যু না হয়, এই জন্যে তাহারা পবিত্র স্থানের পাত্রের ও বেদির নিকটে যাইবে না। [৪] তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া তাম্বুর সমস্ত দাস্যকর্ম্মানুসারে সমাগমের তাম্বুর রক্ষনীয় রক্ষা করিবে, এবং অন্যবংশীয় কেহ তোমাদের নিকটে যাইবে না। [৫] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত না হয়, এই জন্যে তোমরা পবিত্র স্থানের রক্ষনীয় ও বেদির রক্ষনীয় রক্ষা করিবা। [৬] আর দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যহইতে আমি তোমাদের ভ্রাতা লেবীয়দিগকে, যাহারা সমাগমের তাম্বুর দাস্যকর্ম্ম করণার্থে সদাপ্রভুকে প্রদত্ত লোক, তাহাদিগকে তোমাদের জন্যে দান বলিয়া গ্রহণ করিলাম। [৭] অতএব তুমি ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ তোমরা বেদিসম্পর্কীয় সকল বিষয়ে ও তিরস্করিণীর ভিতরে নিজ যাজকত্ব পালন করিবা ও কর্ম্ম করিবা; আমি দানরূপে যাজকত্বপদ তোমাদিগকে দিলাম, কিন্তু যে অন্যবংশীয় লোক নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

[৮] অপর সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্যহইতে নীত আমার উত্তোলনীয় উপহারের ভার আমি তোমাকে দিলাম; এবং তোমার অভিষেক প্রযুক্ত

তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে অনন্তকালীন অধিকারার্থে সে সমস্ত দিলাম। [৯] অগ্নিকৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে এই২ সকল তোমার হইবে, অর্থাৎ আমার উদ্দেশে তাহাদের আনীত প্রত্যেক ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও প্রত্যেক পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলিরূপ তাহাদের উপহার সকল অতি পবিত্র বলিয়া তোমার ও তোমার পুত্রগণের হইবে। [১০] তুমি তাহা অতি পবিত্র স্থানে ভক্ষণ করিবা, প্রত্যেক পুরুষ তাহা ভক্ষন করিবে, ও তাহা তোমার প্রতি পবিত্র হইবে। [১১] এই সমস্তও তোমার হইবে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ দানের মধ্যে উত্তোলনীয় উপহার; আমি অনন্তকালীন অধিকারার্থে সে সমস্ত তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে দিলাম; তোমার কুলের প্রত্যেক শুচি লোক তাহা ভক্ষণ করিবে। [১২] তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের সকল উত্তম তৈল ও উত্তম দ্রাক্ষারস ও গোম ইত্যাদি যে২ অগ্রিমাংশ উৎসর্গ করে, তাহা আমি তোমাকে দিলাম। [১৩] তাহাদের ভূম্যুৎপন্ন ফলাদি সকলের যে আশুপক্কাংশ তাহাদের দ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সে সমস্ত তোমার হইবে, তোমার কুলের সমস্ত শুচি লোক তাহা ভক্ষণ করিবে। [১৪] ইস্রায়েলের মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু সকল তোমার হইবে। [১৫] মনুষ্য হউক, কিম্বা পশু হউক, যাবতীয় প্রানির মধ্যে গর্ব্ভাশয়োদ্‌ঘাটক যে অপত্য সকল তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিবে, সে সকলই তোমার হইবে; কিন্তু মনুষ্যের প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করিবা, এবং অশুচি পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত করিবা। [১৬] ফলতঃ এক মাস বয়স্ক অবধি মোচনীয় সকলকে তোমার নিরূপনীয় মূল্যেতে পবিত্র স্থানের বিংশতি গেরা পরিমিত শেকলনুসারে পাঁচ শেকল রূপাতে মুক্ত করিবা। [১৭] কিন্তু গোরুর প্রথমজাতকে কিম্বা মেষের প্রথমজাতকে কিম্বা ছাগলের প্রথমজাতকে তুমি মুক্ত করিবা না, তাহারা পবিত্র; তুমি বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্রোক্ষণ করিবা, এবং সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের নিমিত্তে তাহাদের মেদ ধূপবৎ দগ্ধ করিবা। [১৮] পরে দোলনীয় নৈবেদ্যার্থক বক্ষ ও দক্ষিণ স্কন্ধ যেমন তোমার, তেমনি তাহাদের মাংস তোমার হইবে। [১৯] ইস্রায়েলের সন্তানগণ যে সমস্ত বস্তু পবিত্র করিয়া উত্তোলনীয় উপহাররূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করে, সে সকল আমি অনন্তকালীন অধিকারার্থে তোমাকে ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে দিলাম; তোমার ও তোমার বংশের পক্ষে ইহা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অনন্তকালীন লবণের নিয়ম।

[২০] পরে সদাপ্রভু হারোণকে কহিলেন, তাহাদের ভূমিতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না, ও তাহাদের মধ্যে তোমার কোন অংশ থাকিবে না; ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে আমিই তোমার অংশ ও অধিকার।

[২১] এবং দেখ, লেবির সন্তানগণ যে দাস্যকর্ম্ম করিতেছে, সমাগমের তাম্বুসম্বন্ধীয় তাহাদের সেই দাস্যকর্ম্মের বেতনরূপে আমি তাহাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত দশমাংশ দিলাম। [২২] আর ইস্রায়েলের সন্তানগণ পাপ বহন করত যেন না মরে, এই জন্যে এই অবধি তাহারা সমাগমের তাম্বুর নিকটবর্ত্তী না হউক। [২৩] কিন্তু লেবীয় লোকেরাই সমাগমের তাম্বুর দাস্যকর্ম্ম করিবে, এবং তাহারা আপন২ অপরাধ বহন করিবে, ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে স্থায়ি অনন্তকালীন বিধি। আর ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে তাহারা কোন অধিকার পাইবে না; [২৪] কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহাররূপে যে দশমাংশ উৎসর্গ করিবে, তাহ আমি লেবীয়দিগকে অধিকারার্থে দিলাম; এই জন্যে তাহাদের উদ্দেশে কহিলাম, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে তাহারা কোন অধিকার পাইবে না।

[২৫] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২৬] তুমি লেবীয়দিগকে কহিবা, ও তাহাদিগকে এই কথা বলিবা, আমি তোমাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে যে দশমাংশ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা যখন তোমরা তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবা, তৎকালে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহাররূপে সেই দশমাংশের দশমাংশ নিবেদন করিবা। [২৭] তোমাদের এই উপহার মর্দ্দনস্থানের শস্যের ন্যায় ও দ্রাক্ষাকুণ্ডপূরক [দ্রাক্ষারসের] ন্যায় তোমাদের পক্ষে গণিত হইবে। [২৮] এই রূপে তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে যে দশমাংশ গ্রহন করিবা, তাহাহইতে তোমরাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা, এবং তাহাহইতে সদাপ্রভুর লভ্য সেই উত্তোলনীয় উপহার হারোণ যাজককে দিবা। [২৯] তোমাদের প্রাপ্ত সমস্ত দানহইতে তোমরা সদাপ্রভুর লভ্য সেই উত্তোলনীয় উপহার অর্থাৎ তাহার সমস্ত উত্তম বস্তুহইতে তাহার পবিত্র অংশ নিবেদন করিবা। [৩০] অতএব তুমি তাহাদিগকে কহিবা, তোমরা যখন তাহাহইতে উত্তম বস্তু উত্তোলনীয় উপহাররূপে নিবেদন করিবা, তৎকালে তাহা লেবীয়দের পক্ষে মর্দ্দনস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য ও দ্রাক্ষাকুণ্ডের উৎপন্ন দ্রব্য বলিয়া গণিত হইবে। [৩১] এবং তোমরা ও তোমাদের পরিজনগণ যে কোন স্থানে তাহা ভক্ষন করিবা; কেননা তাহা সমাগমের তাম্বুতে কৃত কর্ম্ম নিমিত্তক তোমাদের বেতনস্বরূপ। [৩২] এবং তাহাহইতে সেই উত্তম বস্তু উপহাররূপে নিবেদন করিলে তোমরা তদ্‌ঘটিত পাপ বহন করিবা না; এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের পবিত্র বস্তু অপবিত্র না করাতে মরিবা না।

১৯ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, [২] সদাপ্রভু এই শাস্ত্রীয় বিধি আজ্ঞা করিলেন, যথা, ইস্রায়েলের সন্তানগণকে বল, নির্দ্দোষা ও নিষ্কলঙ্কা ও যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমত এক রক্তবর্ণা গাভীকে তাহারা তোমার নিকটে আনুক। [৩] পরে তোমরা সেই গাভী ইলিয়াসর্ যাজককে দিবা, এবং সে তাহাকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাইবে, এবং আপনার সম্মুখে হনন করাইবে। [৪] পরে ইলিয়াসর যাজক আপন অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া সমাগমের তাম্বুর সম্মুখেই সাত বার রক্তপ্রোক্ষণ করিবে। [৫] এবং তাহার দৃষ্টি-গোচরে সেই গাভী দগ্ধ হইবে, অর্থাৎ তাহার গোময়ের সহিত চর্ম্ম ও মাংস ও রক্ত দগ্ধ হইবে। [৬] পরে যাজক এরস্কাষ্ঠ ও এসোব্ তৃণ ও সিন্দূরবর্ণ লোম লইয়া ঐ গোদাহের অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিবে। [৭] পরে যাজক আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও শরীর জলেতে প্রক্ষালন করিবে; পরে শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে; তথাপি যাজক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [৮] এবং যে জন সেই গাভীকে দগ্ধ করিবে, সেও আপন বস্ত্র জলে ধৌত করিবে ও শরীর জলেতে প্রক্ষালন করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [৯] পরে কোন শুচি লোক ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করিয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে রাখিবে; তাহা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মণ্ডলীর কারণ অশৌচঘ্ন জলের নিমিত্তে রাখা যাইবে; তাহা পাপার্থক বলিস্বরূপ। [১০] এবং যে ব্যক্তি ঐ গাভীর ভস্ম সংগ্রহ করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে; ইহা ইস্রায়েলের সন্তানগণের এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশির পালনীয় অনন্তকালীন বিধি হইবে।

[১১] যে কেহ কোনই মৃত মনুষ্যের শব স্পর্শ করে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে। [১২] সে তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে ঐ জলদ্বারা আপনাকে মুক্তপাপ করিবে, পরে শুচি হইবে; কিন্তু যদি তৃতীয় দিনে ও সপ্তম দিনে আপনাকে মুক্তপাপ না করে, তবে শুচি হইবে না। [১৩] যে কেহ কোন মৃত মনুষ্যের শব স্পর্শ করিয়া আপনাকে মুক্তপাপ না করে, সে সদাপ্রভুর আবাস অশুচি করে, সেই প্রাণী ইস্রায়েলের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কেননা তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এই নিমিত্তে সে অশুচি হইবে; তাহার অশুচিতা তাহাতে লগ্ন রহিয়াছে। [১৪] ব্যবস্থা এই; কোন মনুষ্য যদি তাম্বুর মধ্যে মরে, তবে সেই তাম্বুতে প্রবেশকারি সমস্ত লোক এবং সেই তাম্বুর মধ্যস্থিত সমস্ত লোক সাত দিবস অশুচি হইবে। [১৫] এবং যাবতীয় খোলা পাত্র অর্থাৎ সূত্রাবদ্ধ ঢাকনীরহিত পাত্র অশুচি হইবে। [১৬] এবং যে কেহ ক্ষেত্রে খড়্গাহত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা মনুষ্যের অস্থি কিম্বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে। [১৭] এবং লোকেরা সেই অশুচি ব্যক্তির জন্যে পাপার্থক বলিরূপে দগ্ধ ঐ গাভীর কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া পাত্রে রাখিয়া তাহার উপরে উনুইর জল দিবে। [১৮] পরে কোন শুচি মনুষ্য এসোব্ তৃণ লইয়া সেই জলে মগ্ন করিয়া ঐ তাম্বুর উপরে, ও সেই স্থানের সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত প্রাণির উপরে, এবং অস্থি কিম্বা হত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা কবর স্পর্শকারি ব্যক্তির উপরে তাহা প্রক্ষেপ করিবে। [১৯] এবং ঐ শুচি লোক তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে অশুচির উপরে সেই জল প্রক্ষেপ করিবে; পরে সপ্তম দিবসে সে আপনাকে মুক্তপাপ করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে; পরে সন্ধ্যাকালে শুচি হইবে। [২০] কিন্তু যে মনুষ্য অশুচি হইয়া আপনাকে মুক্তপাপ না করে, সে সমাজের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা সে সদাপ্রভুর পবিত্র স্থান অশুচি করিল; তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, অতএব সে অশুচি। [২১] ইহা তাহাদের পালনীয় অনন্তকালীন বিধি হইবে; এবং যে কেহ সেই অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষেপ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে জন সেই অশৌচঘ্ন জল স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে। [২২] এবং সেই অশুচি লোক যে কিছু স্পর্শ করে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যে প্রাণী তাহা স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি হইবে।

২০ অধ্যায়।

[১] অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী প্রথম মাসে সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত হইল, ও লোকেরা কাদেশে বাস করিল, এবং সেই স্থানে মরিয়ম মরিল ও তাহার কবর দেওয়া গেল।

[২] সেই স্থানে মণ্ডলীর কারণ জল ছিল না; তাহাতে লোকেরা মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইল। [৩] এবং মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল, তখন কেন আমাদের প্রাণত্যাগ হইল না? [৪] তোমরা আমাদের ও আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্যে সদাপ্রভুর সমাজকে কেন এই প্রান্তরে আনিলা? [৫] এই কুৎসিত স্থানে আনিবার জন্যে আমাদিগকে মিসর্হইতে কেন বাহির করিয়া আনিলা? এই স্থানে চাস কি ডুম্বুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না, এবং পান করিবার জলও নাই। [৬] পরে মোশি ও হারোণ সমাজের সাক্ষাৎহইতে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে যাইয়া উবুড় হইয়া পড়িল; তাহাতে সদাপ্রভুর প্রতাপ তাহাদের প্রত্যক্ষ হইল।

[৭] অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [৮] তুমি

[আপন] যষ্টি গ্রহণ কর, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা হারোণ মণ্ডলীকে একত্র করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে ঐ শৈলকে আজ্ঞা কর, তাহাতে সে নিজ জল প্রদান করিবে; এই রূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে শৈলহইতে জল নিঃসরণ করাইয়া মণ্ডলীকে ও তাহাদের পশুগণকে পান করাইবা। ৯ তখন মোশি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে ঐ যষ্টি গ্রহণ করিল। ১০ এবং মোশি ও হারোণ সেই শৈলের সম্মুখে সমস্ত সমাজকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে বিদ্রোহিগণ, মনোযোগ কর; আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি এই শৈলহইতে জল নিঃসরণ করাইব? ১১ পরে মোশি আপন হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টিদ্বারা শৈলে দুই বার আঘাত করিল, তাহাতে প্রচুর জল নির্গত হইল, এবং মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ পান করিল।

১২ অপর সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমক্ষে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিতে আমার বাক্যে প্রত্যয় করিলা না; এই হেতুক আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিব, সেই দেশে তোমরা এই মণ্ডলীকে প্রবেশ করাইবা না। ১৩ সেই জলস্থানের নাম মরীবা [বিবাদ]; যেহেতুক ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সহিত বিবাদ করিল, ও তিনি তাহাদের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইলেন।

১৪ পরে মোশি কাদেশহইতে ইদোমীয় রাজার নিকটে দূতদ্বারা কহিয়া পাঠাইল, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল্ এই কথা কহে, আমাদের প্রতি যে সমস্ত আয়াস ঘটিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ১৫ ফলতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মিসরে নামিয়া গিয়াছিল, সেই মিসরে আমরা অনেক দিন বাস করিতেছিলাম; এবং মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কুব্যবহার করিত। ১৬ তখন আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলাম, তাহাতে তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং দূত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মিসর্হইতে বাহির করিয়া আনিলেন; এখন দেখ, আমরা তোমার দেশের প্রান্তস্থিত কাদেশ নগরে আছি। ১৭ বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও; আমরা শস্যক্ষেত্র কি দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া যাইব না, এবং কূপের জলও পান করিব না; কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; যে পর্য্যন্ত তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ দক্ষিণে কি বামে ফিরিব না। ১৮ তাহাতে ইদোম তাহাকে কহিল, তুমি আমার [দেশের] মধ্য দিয়া যাইতে পাইবা না, গেলে আমি খড়্গ লইয়া তোমার বিরুদ্ধে বাহির হইব। ১৯ তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাকে কহিল, আমরা কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; যদি আমরা কিম্বা আমাদের পশুগণ কেহ তোমার জল পান করি, তবে তাহার মূল্য দিব; আমরা কেবল পথিকেরই ন্যায় যাত্রা করিব, ইহাতে তো কিছু আইসে যায় না। ২০ তাহাতে সে উত্তর করিল, তুমি যাইতে পাইবা না; পরে ইদোম্ অনেক লোককে সঙ্গে লইয়া মহাবলেতে তাহাদের প্রতিকূলে বাহির হইল। ২১ এই রূপে ইদোম্ ইস্রায়েল্‌কে আপন সীমা দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ তাহার নিকটহইতে পথান্তরে গমন করিল।

২২ অনন্তর ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী কাদেশ্‌হইতে প্রস্থান করিয়া হোর্ পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। ২৩ তখন ইদোম্ দেশের সীমার নিকটস্থিত হোর্ পর্ব্বতে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে কহিলেন, ২৪ হারোণ আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবে; কেননা আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে দেশ দিব, সে দেশে সে প্রবেশ করিবে না; কারণ মরীবা জলের নিকটে তোমরা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলা। ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে হোর্ পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও। ২৬ এবং হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলিয়াসর্‌কে তাহা পরিধান করাও; হারোণ সে স্থানে মরিয়া [আপন লোকদের সহিত] সংগৃহীত হইবে। ২৭ তখন মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল, ফলতঃ তাহারা সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর্ পর্ব্বতে উঠিয়া গেল। ২৮ পরে মোশি হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া তাহার পুত্র ইলিয়াসর্‌কে তাহা পরিধান করাইল, এবং হারোণ সেস্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গে মরিল; পরে মোশি ও ইলিয়াসর্ পর্ব্বতহইতে নামিয়া আইল। ২৯ অনন্তর হারোণ মরিয়াছে, ইহা সমস্ত মণ্ডলী দেখিল, এবং ইস্রায়েলের সমস্ত কুল হারোণের জন্যে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত শোক করিল।

২১ অধ্যায়।

১ অপর ইস্রায়েল্ অথারীমের পথ দিয়া আসিতেছে, এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ প্রদেশনিবাসি কনান্‌বংশীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েলের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল, ও তাহার কতক লোককে ধরিয়া বন্দি করিল। ২ তাহাতে ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, যদি তুমি এই লোকদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে আমি তাহাদের নগর সকল বর্জ্জিত স্থান করিব। ৩ তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রবে কর্ণপাত করিয়া সেই কনানীয়দিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে [ইস্রায়েল্] তাহাদিগকে ও তাহাদের সমস্ত নগরকে বর্জ্জিত করিল, এবং সেই স্থানের নাম হর্মা [বর্জ্জিত] রাখিল।

৪ পরে তাহারা হোর্ পর্ব্বতহইতে প্রস্থান করিয়া ইদোম্ দেশ প্রদক্ষিণার্থে সূফার্ণবের দিগে যাত্রা করিলে পথের মধ্যে লোকদের প্রাণ বিরক্ত হইল। ৫ ফলতঃ লোকেরা ঈশ্বরের ও মোশির প্রতিকূলে

কহিতে লাগিল, তুমি আমাদিগকে প্রান্তরে বধ করিতে মিসর্হইতে কেন বাহির করিয়া আনিলা ? দেখ, এই স্থানে রুটী নাই ও জল নাই ; এবং আমাদের প্রাণ এই লঘু অন্নকে ঘৃণা করে। ৬ তখন সদাপ্রভু লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ি সর্প প্রেরণ করিলেন ; তাহারা লোকদিগকে দংশন করাতে ইস্রায়েলের অনেক লোক মরিল।

৭ অতএব লোকেরা মোশির নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা সদাপ্রভুর ও তোমার প্রতিকূলে কথা কহিয়া পাপ করিলাম ; তুমি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের নিকটহইতে এই সর্পদিগকে দূর করেন। তাহাতে মোশি লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিল। ৮ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এক জ্বালাদায়ি সর্প নির্ম্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্দ্ধে রাখ ; তাহাতে সর্পদষ্ট যে কোন জন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে সে বাঁচিবে। ৯ তখন মোশি পিত্তলের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্দ্ধে রাখিল ; তাহাতে সর্প কোন মনুষ্যকে দংশন করিলে যখন সে ঐ পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিল, তখন বাঁচিল।

১০ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। ১১ পরে ওবোৎহইতে যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয় দিগে মোয়াবের সম্মুখস্থিত প্রান্তরে ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন করিল। ১২ পরে তথাহইতে যাত্রা করিয়া সেরদ্ উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৩ পরে তথাহইতে যাত্রা করিয়া ইমোরীয়দের সীমাহইতে নির্গত অর্ণোনের অন্য পারে প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল ; কেননা মোয়াবের ও ইমোরীয়দের মধ্যবর্ত্তি অর্ণোন্ মোয়াবের সীমা ছিল। ১৪ তাহাতে সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তকে কথিত আছে, যথা, "ঘূর্ণবায়ুতে বাহেব্কে ও অর্ণোন্ স্রোতস্বতীকে ১৫ এবং আর্ নামক লোকালয়গামি ও মোয়াবের সীমার পার্শ্বস্থিত জলস্রোতের নিম্নভূমিকে [তিনি জয় করিলেন]।" ১৬ তথাহইতে তাহারা বের্ [কূপ] নামক স্থানে আইল। যে স্থানে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদিগকে একত্র কর, আমি তাহাদিগকে জল দিব, এ সেই বের্। ১৭ তৎকালে ইস্রায়েল্ এই গীত গান করিল, "হে কূপ, উত্থিত হও, তোমরা তাহার জন্যে গান কর ; ১৮ এ অধ্যক্ষগণের খনিত কূপ ; লোকদের কুলীনেরা রাজদণ্ড এবং আপন২ যষ্টি লইয়া ইহা খনন করিয়াছে।" ১৯ পরে তাহারা প্রান্তরহইতে মত্তানায়, ও মত্তানাহইতে নহলীয়েলে, ও নহলীয়েলহইতে বামোতে ; ২০ ও বামোৎহইতে মোয়াব্ দেশান্তঃপাতি উপত্যকা দিয়া যিশীমোনের অভিমুখে [উদগ্র] পিস্গা পর্ব্বতের শৃঙ্গে গমন করিল।

২১ পরে ইস্রায়েল্ দূতদ্বারা ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইল ; ২২ তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও ; আমরা শস্যক্ষেত্রে কি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না, ও কূপের জল পান করিব না ; যাবৎ তোমার সীমা উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ রাজপথ দিয়া যাইব। ২৩ তথাপি সীহোন্ আপন সীমা দিয়া ইস্রায়েলকে যাইতে দিল না, কিন্তু সীহোন আপনার সমস্ত প্রজা লোককে একত্র করিয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে প্রান্তরে বাহির হইল, এবং যহসে উপস্থিত হইয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিল। ২৪ তাহাতে ইস্রায়েল্ খড়্গের ধারে তাহাকে আঘাত করিয়া অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অম্মোনের সন্তানদের সীমা পর্য্যন্ত তাহার দেশ অধিকার করিল ; কারণ অম্মোনের সন্তানদের সীমা দৃঢ় ছিল। ২৫ এই রূপে ইস্রায়েল্ ঐ সমস্ত নগর হস্তগত করিয়া ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে অর্থাৎ হিষ্বোনে ও তাহার সমস্ত নগরে বাস করিতে লাগিল। ২৬ কেননা হিষ্বোন্ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের নগর ছিল ; ঐ সীহোন্ মোয়াবের পূর্ব্ব রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাহার হস্তহইতে অর্ণোন্ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ লইয়াছিল। ২৭ এই জন্যে কবিগণ কহে, "হিষ্বোনে আইস, সীহোনের নগর নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হউক। ২৮ কেননা হিষ্বোন্হইতে অগ্নি ও সীহোনের নগরহইতে বহ্নিশিখা নির্গত হইল, তাহা মোয়াবের আর্ নগর ও অর্ণোনস্থ উচ্চস্থলীর দেবগণকে গ্রাস করিল। ২৯ হে মোয়াব্, তোমার সন্তাপ হইল ; ও হে কমোশের প্রজা লোক, তোমরা বিনষ্ট হইলা ; সে আপন পুত্রগণকে পলাতকরূপে ও আপন কন্যাগণকে বন্দিরূপে ইমোরীয় রাজা সীহোনের হস্তে সমর্পণ করিল ; ৩০ এবং আমরা বাণদ্বারা তাহাদিগকে মারিলে হিষ্বোন্ দীবোন্ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল, ও আমরা নোফহ পর্য্যন্ত সকলের ধ্বংস করিলাম, তাহা মেদবা পর্য্যন্ত ব্যাপিল।"

৩১ এই রূপে ইস্রায়েল্ ইমোরীয়দের দেশে বাস করিতে লাগিল। ৩২ পরে মোশি যাসের অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলে তাহারা তাহার নগর সকল হস্তগত করিয়া তথাকার ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল।

৩৩ পরে তাহারা ফিরিয়া বাশনের পথ দিয়া উঠিয়া গেল ; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ্ ও তাহার সমস্ত প্রজা লোক বাহির হইয়া তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে ইদ্রিয়ীতে গমন করিল। ৩৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইহাহইতে ভীত হইও না, কেননা আমি ইহাকে ও ইহার সমস্ত প্রজা লোককে ও ইহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম ; তুমি হিষ্বোন্বাসি ইমোরীয় রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিলা, ইহার প্রতিও তদ্রূপ করিবা। ৩৫ পরে যে পর্য্যন্ত তাহার কেহ অবশিষ্ট না থাকিল, তাবৎ তাহারা তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে ও তাহার সমস্ত লোককে আঘাত করিয়া তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইল।

২২ অধ্যায়।

[১] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করিয়া যিরীহোর নিকটস্থিত যর্দ্দনের [পূর্ব্ব] পারে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল।

[২] তখন ইস্রায়েল্ ইমোরীয়দের প্রতি যে ২ ব্যবহার করিল, তাহা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ দেখিয়াছিল। [৩] এবং লোকদের বহুত্ব প্রযুক্ত মোয়াব্ অতিশয় ভীত ও ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। [৪] পরে মোয়াব্ মিদিয়নের প্রাচীনগণকে কহিল, গোরু যেমন মাঠের নবীন তৃণ চাটিয়া খায়, তেমনি এই জনসমাজ আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থ সকলই চাটিয়া খাইবে। তৎকালে সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ মোয়াবের রাজা ছিল। [৫] অতএব সে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে আহ্বান করিতে তাহার স্বজাতীয় লোকদের দেশে [ফরাৎ] নদীর তীরে স্থিত পথোর নগরে দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, দেখুন, মিসর্হইতে এক জাতি বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারা ভূতল আচ্ছন্ন করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থিত আছে। [৬] আমি নিবেদন করি, আপনি আসিয়া আমার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন ; কেননা আমাহইতে তাহারা বলবান ; কি জানি, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া দেশহইতে দূর করা আমার সাধ্য হইবে ; কেননা আমি জানি, আপনি যাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন সে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত, ও যাহাকে শাপ দেন সে শাপগ্রস্ত।

[৭] পরে মোয়াবের প্রাচীনবর্গ ও মিদিয়নের প্রাচীনবর্গ মন্ত্রের পুরস্কার হস্তে লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালাকের কথা তাহাকে কহিল। [৮] তাহাতে সে তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন কর ; পরে সদাপ্রভু আমাকে যাহা কহিবেন, তদনুযায়ি উত্তর আমি তোমাদিগকে দিব ; তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ বিলিয়মের সহিত রাত্রিবাস করিল। [৯] অপর ঈশ্বর বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার সঙ্গে এই লোকেরা কে ? [১০] তাহাতে বিলিয়ম্ ঈশ্বরকে কহিল, মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক আমার নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইয়াছে ; [১১] দেখ, মিসরহইতে বহির্গত অমুক জাতি ভূতল আচ্ছন্ন করিয়াছে ; এখন তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও, কি জানি, আমি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া দূর করিতে পারিব। [১২] তাহাতে ঈশ্বর বিলিয়মকে কহিলেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে যাইও না, ও সেই জাতিকে শাপ দিও না, কেননা তাহা আশীর্ব্বাদের পাত্র। [১৩] পরে বিলিয়ম্ প্রাতঃকালে উঠিয়া বালাকের অধ্যক্ষগণকে কহিল, তোমরা স্বদেশে চলিয়া যাও, কেননা তোমাদের সহিত আমার গমনেতে সদাপ্রভু অসম্মত হইলেন। [১৪] তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ উঠিয়া বালাকের নিকটে যাইয়া কহিল, আমাদের সহিত আসিতে বিলিয়ম্ অসম্মত হইল।

[১৫] পরে বালাক্ তাহাদের অপেক্ষা বহুসংখ্যক ও সম্ভ্রান্ত অন্য অধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করিল। [১৬] তাহাতে তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ এই কথা কহেন, আমি নিবেদন করি, আমার নিকটে আসিতে আপনি নিবারিত হইবেন না। [১৭] কেননা আমি আপনাকে অতিশয় সম্মানবিশিষ্ট করিব ; এবং যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব ; অতএব বিনয় করি, আপনি আসিয়া আমার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দিউন। [১৮] তাহাতে বিলিয়ম্ বালাকের দাসদিগকে উত্তর করিল, যদ্যপি বালাক্ রূপা ও স্বর্ণেতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দেয়, তথাপি আমি ক্ষুদ্র কি মহৎ কর্ম্ম করণার্থে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। [১৯] এই ক্ষণে নিবেদন করি, তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, সদাপ্রভু আমাকে আর যাহা কহিবেন, তাহা আমি জানিব। [২০] পরে ঈশ্বর রাত্রিতে বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ লোকেরা যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে, তবে তুমি উঠিয়া তাহাদের সহিত যাইতে পার ; কিন্তু আমি তোমাকে যাহা কহিব, তাহাই তুমি করিবা। [২১] তাহাতে বিলিয়ম্ প্রাতঃকালে উঠিয়া আপন গর্দ্দভী সাজাইয়া মোয়াবের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

[২২] অপর তাহার গমন করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং সদাপ্রভুর দূত তাহার শত্রুরূপে পথের মধ্যে দাঁড়াইলেন ; তখন সে আপন গর্দ্দভীতে চড়িয়া আপনার দুই দাসের সমভিব্যাহারে যাইতেছিল। [২৩] অপর সেই গর্দ্দভী নিস্কোষ খড়্গধারি সদাপ্রভুর দূতকে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল ; অতএব গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল ; তাহাতে বিলিয়ম্ গর্দ্দভীকে পথে আনিবার জন্যে প্রহার করিল। [২৪] পরে সদাপ্রভুর দূত উভয় দিগে প্রাচীরবিশিষ্ট দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গলিপথে দাঁড়াইলেন। [২৫] তখন গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া প্রাচীরে গাত্র ঘেঁষিয়া যাওয়াতে প্রাচীরেতে বিলিয়মের পদঘর্ষণ হইল ; তাহাতে সে আর বার তাহাকে প্রহার করিল। [২৬] পরে সদাপ্রভুর দূত আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার পথ নাই, এমত এক সঙ্কুচিত স্থানে দাঁড়াইলেন। [২৭] তখন গর্দ্দভী সদাপ্রভুর দূতকে দেখিয়া বিলিয়মের নীচে ভূমিতে বসিয়া পড়িল ; তাহাতে বিলিয়মের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে গর্দ্দভীকে যষ্টিতে প্রহার করিতে লাগিল। [২৮] তখন সদাপ্রভু গর্দ্দভীকে বাক্শক্তি দিলে গর্দ্দভী বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম, যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার

করিলা? [২৯] বিলিয়ম্ গর্দ্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ; আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত, তবে আমি এই ক্ষণে তোমাকে বধ করিতাম। [৩০] পরে গর্দ্দভী বিলিয়ম্‌কে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহার উপরে চড়িয়া থাক, আমি কি তোমার সেই গর্দ্দভী নহি? আমি কি তোমার প্রতি এমত কুব্যবহার করিয়া থাকি? তাহাতে সে কহিল, না। [৩১] তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে নিষ্কোষ খড়্গধারি সদাপ্রভুর দূতকে পথের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল, তাহাতে সে মস্তক নমন পূর্ব্বক উবুড় হইয়া প্রণিপাত করিল। [৩২] তখন সদাপ্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি এই তিন বার আপন গর্দ্দভীকে কেন প্রহার করিলা? দেখ, আমি তোমার শত্রুরূপে বাহির হইয়াছি, কেননা আমার সাক্ষাতে তোমার বিপথে যাত্রা হইতেছে। [৩৩] এবং গর্দ্দভী আমাকে দেখিয়া এই তিন বার আমার সম্মুখহইতে ফিরিল; সে যদি আমার সম্মুখহইতে না ফিরিত, তবে আমি অবশ্য তোমাকেই বধ করিতাম, কিন্তু উহাকে জীবিত রাখিতাম। [৩৪] তাহাতে বিলিয়ম্ সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আমি পাপ করিলাম, কেননা তুমি আমার বিপরীতে পথে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা আমি জানি নাই; কিন্তু এই ক্ষণে যদি ইহাতে তোমার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই। [৩৫] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত বিলিয়ম্‌কে কহিলেন, সেই লোকদের সহিত গমন কর, কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে কহিব, কেবল তাহাই কহিবা; তাহাতে বিলিয়ম্ বালাকের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

[৩৬] পরে বিলিয়মের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বালাক্ তাহার প্রত্যুদ্গমনার্থে দেশসীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের সীমাস্থ মোয়াবের নগরে গমন করিল। [৩৭] পরে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, আমি আপনাকে ডাকিতে কি অতি যত্ন পূর্ব্বক লোক পাঠাই নাই? আপনি আমার নিকটে কেন আইসেন নাই? আপনাকে সম্মানিত করিতে আমি কি নিতান্ত অসমর্থ? [৩৮] তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, এই দেখ, আমি তোমার নিকটে আইলাম, কিন্তু এখনো কোন কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে? ঈশ্বর আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই কহিব। [৩৯] পরে বিলিয়ম্ বালাকের সহিত গমন করিয়া কিরিয়ৎ-হুষোতে উপস্থিত হইল। [৪০] এবং বালাক্ গোরু ও মেষ বলিদান করিয়া বিলিয়মের ও তাহার সঙ্গি অধ্যক্ষদের নিকটে [মাংস] পাঠাইল।

২৩ অধ্যায়।

[১] অপর প্রত্যূষে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে লইয়া গিয়া বালের উচ্চস্থলীতে আরোহণ করাইল; তথাহইতে সে [ইস্রায়েল] জাতির প্রান্তভাগ দেখিতে পাইল। তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি নির্ম্মাণ কর, এবং এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত গোবৎস ও সাত মেষ আয়োজন কর। [২] তাহাতে বালাক্ বিলিয়মের বাক্যানুসারে সেই রূপ করিল; তখন বালাক্ ও বিলিয়ম্ এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। [৩] পরে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, তুমি আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও; আমি যাই, হয় তো সদাপ্রভু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তাহা হইলে তিনি আমাকে যাহা জ্ঞাত করিবেন, তাহা আমি তোমাকে কহিব। পরে সে পর্ব্বতাগ্রে গমন করিল। [৪] তখন ঈশ্বর বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে তাঁহাকে কহিল, আমি সাত বেদি প্রস্তুত করিলাম, এবং এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিলাম। [৫] তখন সদাপ্রভু বিলিয়মের মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে এই কথা বল। [৬] তাহাতে সে তাহার নিকটে ফিরিয়া গেল; তখন মোয়াবের অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক্ আপন হোমের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। [৭] পরে বিলিয়ম্ আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, মোয়াবের বালাক্ রাজা এই কথা কহিয়া অরামহইতে ও পূর্ব্বদিক্‌স্থিত পর্ব্বত-হইতে আমাকে আনাইল, আইস, আমার নিমিত্তে যাকোব্‌কে শাপ দেও; ও আইস, ইস্রায়েলকে অভিসম্পাত দেও। [৮] কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই, তাহাকে আমি কি রূপে শাপ দিব? ও সদাপ্রভু যাহাকে অভিসম্পাত দেন নাই, তাহাকে আমি কি প্রকারে অভিসম্পাত দিব? [৯] আমি শৈলের শৃঙ্গহইতে উহাকে দেখিতে পাই, ও গিরিহইতে উহার দর্শন পাই; দেখ, ঐ লোকসমূহ স্বতন্ত্র বাস করিবে, জাতিগণের মধ্যে গণিত হইবে না। [১০] যাকোবের ধূলি কে গণনা করিতে পারে? ও ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের সংখ্যা [কে বলিতে পারে?] ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, ও তাহার শেষগতির তুল্য আমার শেষগতি হউক। [১১] পরে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, আপনি আমার প্রতি এই কি করিলেন? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে আপনাকে আনাইলাম; কিন্তু দেখুন, আপনি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [১২] তাহাতে সে উত্তর করিল, সদাপ্রভু আমার মুখে যে কথা দেন, সাবধান হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে? [১৩] পরে বালাক্ কহিল, আমি নিবেদন করি, আপনি যে স্থানহইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, এমত অন্য স্থানে আমার সহিত আগমন করুন; আপনি তাহাদের সকলই দেখিতে না পাইয়া প্রান্তভাগমাত্র দেখিতে পাইতেছেন; ঐ স্থানে থাকিয়া আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দিউন।

[১৪] তখন বালাক্ তাহাকে পিস্গার পৃষ্ঠস্থিত

প্রহরিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সেই স্থানে সাত বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং প্রত্যেক বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। [১৫] পরে সে বালাক্‌কে কহিল, আমি যাবৎ ঐ স্থানে [ঈশ্বরের সহিত] সাক্ষাৎ করি, তাবৎ তুমি এই স্থানে আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও। [১৬] পরে সদাপ্রভু বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া এই কথা বল। তাহাতে সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল; [১৭] তৎকালে মোয়াবের অধ্যক্ষগণের সহিত বালাক্ আপন হোমবলির নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। তখন বালাক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, সদাপ্রভু কি কহিলেন? [১৮] তাহাতে বিলিয়ম্ আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, হে বালাক্, উঠিয়া শ্রবণ কর, ও হে সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায় কর্ণপাত কর। [১৯] ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, যে মিথ্যা কহিবেন; এবং তিনি মনুষ্যের সন্তান নহেন, যে অনুতাপ করিবেন; তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না? [২০] দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ করণের আজ্ঞা পাইলাম; তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আমি তাহা অন্যথা করিতে পারি না। [২১] তিনি যাকোবে অধর্ম্ম পান না, ও ইস্রায়েলে উপদ্রব দেখেন না; উহার ঈশ্বর সদাপ্রভু উহার সহকারী, এবং রাজার রাজজয়ধ্বনি উহার মধ্যবর্ত্তী। [২২] ঈশ্বর মিসরহইতে উহার আনয়নকারী; সে গবয়ের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট। [২৩] বস্তুতঃ যাকোবের মায়াশক্তি নাই, এবং ইস্রায়েলের মন্ত্র নাই; ঈশ্বর যাহা করেন, তাহা যাকোবকে ও ইস্রায়েলকে তৎকালেই কহা যায়। [২৪] দেখ, ঐ লোকসমূহ সিংহীর ন্যায় উঠিবে, ও মৃগরাজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিবে; এবং যে পর্য্যন্ত সে বিদীর্ণ পশুকে ভোজন না করে, ও হত লোকদের রক্ত পান না করে, তাবৎ শয়ন করিবে না।

[২৫] পরে বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, আপনি উহাদিগকে শাপ দিবেন না, এবং আশীর্ব্বাদও করিবেন না। [২৬] তাহাতে বিলিয়ম্ উত্তর করিয়া বালাককে কহিল, সদাপ্রভু আমাকে যে কিছু কহিবেন, তাহাই করিব, এ কথা কি আমি তোমাকে বলি নাই?

[২৭] তথাপি বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, বিনয় করিয়া কহি, আইসুন, আমি আপনাকে অন্য স্থানে লইয়া যাই; তাহাতে সে স্থানে হয় তো আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দিতে ঈশ্বরের সন্তোষ হইতে পারে। [২৮] পরে বালাক্ যিশীমোনের অভিমুখে উদগ্র পিয়োরের শৃঙ্গে বিলিয়ম্‌কে লইয়া গেল। [২৯] তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে কহিল, এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি নির্ম্মাণ কর, ও এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত গোবৎস ও সাত মেষ আয়োজন কর। [৩০] তখন বালাক্ বিলিয়মের বাক্যানুযায়ি কর্ম্ম করিয়া প্রত্যেক বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল।

২৪ অধ্যায়।

[১] পরে ইস্রায়েল্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভুর তুষ্টি আছে, ইহা দেখিয়া বিলিয়ম্ পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র পাইবার জন্যে গমন না করিয়া প্রান্তরের দিগে মুখ করিল। [২] তাহাতে বিলিয়ম্ আপন চক্ষু তুলিয়া বংশশ্রেণীক্রমে বাসকারি ইস্রায়েল্‌কে দেখিল; এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে আবিষ্ট হইলেন। [৩] তখন সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার চক্ষু মুদ্রিত, সেই পুরুষ কহিতেছে; [৪] এবং যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়, সে অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে। [৫] হে যাকোব, তোমার তাম্বু সকল, ও হে ইস্রায়েল, তোমার আবাস সকল কেমন মনোহর! [৬] তাহা উপত্যকার ন্যায় বিস্তারিত, ও নদীতীরস্থ উদ্যানের তুল্য, ও সদাপ্রভুর রোপিত অগুরুবৃক্ষের সদৃশ, ও জলনিকটস্থ এরসবৃক্ষের ন্যায়। [৭] উহার কলসহইতে জল উথলিবে, এবং উহার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে, ও উহার রাজা অগাগ্ অপেক্ষাও উচ্চ হইবেন, ও উহার রাজ্য উন্নতি পাইবে। [৮] ঈশ্বর মিসরহইতে উহার আনয়নকারী; সে গবয়ের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট, সে আপনার বিপক্ষ জাতিগণকে গ্রাস করিবে, ও তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিবে, ও আপন বাণদ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে। [৯] সে কেশরির ন্যায় কিম্বা সিংহীর ন্যায় নত হইয়া শয়ন করিলে কে তাহাকে উঠাইবে? যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহারা আশীর্ব্বাদ পাইবে; ও যাহারা তোমাকে শাপ দিবে, তাহারা শাপগ্রস্ত হইবে।

[১০] তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে আপন হস্তে হস্তের আঘাত করিল; এবং বালাক্ বিলিয়ম্‌কে কহিল, আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে আমি আপনাকে আনাইলাম, আর দেখুন, এই তিন বার আপনি সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [১১] এখন স্বস্থানে পলায়ন করুন; আমি আপনাকে অতিশয় গৌরবান্বিত করিব, ইহা কহিয়াছিলাম, কিন্তু দেখুন, সদাপ্রভু আপনকার গৌরবে বাধা দিলেন। [১২] তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্‌কে উত্তর করিল, আমি কি তোমার প্রেরিত দূতগণের সাক্ষাতেই কহি নাই, [১৩] বালাক্ স্বর্ণ ও রূপাতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল কি মন্দ করিতে সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; সদাপ্রভু যাহা কহিবেন, আমি তাহাই কহিব? [১৪] এখন দেখ, আমি স্বজাতীয়দের নিকটে যাই; আইস, এই জাতি উত্তরকালে তোমার

প্রজা লোকদের প্রতি কি করিবে, তাহা তোমাকে জ্ঞাত করি।

১৫ পরে সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার চক্ষু মুদ্রিত, সেই পুরুষ কহিতেছে, ১৬ এবং যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, ও পরাৎপরের তত্ব জানে, ও সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায়, সে অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে। ১৭ আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান নন; ও তাঁহার দর্শন পাইতেছি, কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তী নন। যাকোব্হইতে এক তারা উদিত হইবে, ও ইস্রায়েলহইতে এক রাজদণ্ড উত্থিত হইবে; তাহা মোয়াবের পার্শ্ব ভগ্ন করিবে, ও কলহের সন্তান সকলকে সংহার করিবে। ১৮ এবং ইদোম্ তাহার অধিকার হইবে, ও তাহার শত্রু সেয়ীর্ তাহার অধিকার হইবে, এবং ইস্রায়েল্ বীরের কর্ম্ম করিবে। ১৯ এবং যাকোব্হইতে উৎপন্ন এক জন কর্ত্তৃত্ব করিবেন, ও নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট করিবেন।

২০ পরে সে অমালেকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, এই অমালেক্ পরজাতীয়দের অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু নিত্য বিনাশ ইহার শেষদশা হইবে। ২১ পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, তোমার নিবাস অতি দৃঢ়, এবং তোমার বাসা শৈলে স্থাপিত। ২২ কেমন? কেনীয় বংশ কি বিনষ্ট হইবে? দীর্ঘকাল গতে অশূর্ তোমাকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইবে। ২৩ পরে সে আপন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিল, হায় ২! যখন ঈশ্বর ইহা করিবেন, তখন কে বাঁচিবে? ২৪ ও কিত্তীমের তীরহইতে জাহাজ আসিয়া অশূর্কে দুঃখ দিবে ও এবরকে দুঃখ দিবে, কিন্তু তাহারাও নিত্য বিনাশের পাত্র হইবে। ২৫ পরে বিলিয়ম উঠিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং বালাক্ও আপন পথে চলিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

১ পরে ইস্রায়েল্ শিটীমে বাস করিলে লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত ব্যভিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ২ এবং সেই কন্যারা তাহাদিগকে আপনাদের দেবপ্রসাদ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে লোকেরা ভোজন করিয়া তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিল। ৩ বিশেষতঃ বাল্পিয়োর্ [দেবের] প্রতি ইস্রায়েল আসক্ত হইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। ৪ এবং সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের সমস্ত অধ্যক্ষগণকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে সূর্য্যের সম্মুখে উহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও; তাহাতে ইস্রায়েল্হইতে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। ৫ তখন মোশি ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তৃগণকে কহিল, তোমরা প্রত্যেকে বাল্পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন ২ লোকদিগকে বধ কর।

৬ পরে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে রোদনকারি ইস্রায়েলের সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীর ও মোশির সাক্ষাতে ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে এক পুরুষ আপন জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়নীয়া স্ত্রীকে আনিল। ৭ তাহা দেখিয়া হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস্ মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া হস্তে বড়শা লইয়া ৮ সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষের পশ্চাৎ২ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ দুই জনের অর্থাৎ সেই ইস্রায়েলীয় পুরুষের ও সেই স্ত্রীর গুহ্য স্থান বিন্ধিয়া [তাহাদিগকে] বধ করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে মারী নিবৃত্ত হইল। ৯ কিন্তু যাহারা ঐ মারীতে মরিয়াছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১১ লোকদের মধ্যে আমার পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করাতে হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস্ ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে আমার ক্রোধ নিবৃত্ত করিল; তাহাতে আমি অন্তর্জ্বালা প্রযুক্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণকে নিঃশেষে সংহার করিলাম না। ১২ অতএব তুমি এই কথা কহ, দেখ, আমি তাহাকে আপন শান্তিকর নিয়ম দিলাম। ১৩ তাহাতে তাহার পক্ষে ও তাহার ভাবি বংশের পক্ষে অনন্তকালীন যাজকতার নিয়ম স্থির হইবে; কেননা সে আপন ঈশ্বরের পক্ষে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিল, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

১৪ ইস্রায়েলীয় যে পুরুষ ঐ মিদিয়নীয়া স্ত্রীর সহিত হত হইয়াছিল, তাহার নাম সালূর পুত্র সিম্রি; সে শিমিয়োনীয়দের এক জন পিতৃকুলাধ্যক্ষ ছিল। ১৫ এবং ঐ হত মিদিয়নীয়া স্ত্রীর নাম সূরের কন্যা কস্বী; ঐ সূর মিদিয়নের মধ্যে জনপদাধ্যক্ষ পিতৃকুলপতি ছিল।

১৬ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১৭ তুমি মিদিয়নীয় লোকদিগকে ক্লেশ দেও ও নিহনন কর। ১৮ কেননা পিয়োর্ দেবতাবিষয়ক ছলেতে এবং সেই পিয়োরজন্য মারীর দিবসে হতা তাহাদের আত্মীয়া কস্বী নাম্নী মিদিয়নীয় রাজকুমারী বিষয়ক ছলেতে তাহারা তোমাদিগকে ছল করিয়া ক্লেশ দিল।

২৬ অধ্যায়।

১ ঐ মারীর পরে সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ যাজককে কহিলেন, ২ তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে আপন ২ পিতৃকুলানুসারে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক লোকদের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত সমস্ত লোকদের গণনা কর। ৩ তাহাতে মোশি ও ইলিয়াসর যাজক যিরীহোর নিকট-

স্থিত যর্দ্দন্ সমীপে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে তাহাদিগকে কহিল, [৪] মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি সমস্ত লোকের [গণনা করা কর্ত্তব্য]। মিসর্‌দেশহইতে নির্গত ইস্রায়েলের সন্তানগণ এই ২।

[৫] রুবেন্ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল; ইহারা রুবেণের সন্তান; হনোকহইতে হনোকীয় গোষ্ঠী, পল্লূহইতে পল্লূয়ীয় গোষ্ঠী; [৬] হিষ্রোণ্‌হইতে হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী, কর্ম্মিহইতে কর্ম্মীয় গোষ্ঠী। [৭] ইহারা রুবেণের সকল গোষ্ঠী; তাহাদের মধ্যে গণিত লোক তেতাল্লিশ সহস্র সাত শত ত্রিশ জন। [৮] এবং পল্লূর সন্তান ইলীয়াব্। [৯] ঐ ইলীয়াবের সন্তান নমূয়েল্ ও দাথন্ ও অবীরাম্; কোরহের মণ্ডলী যখন সদাপ্রভুর প্রতিকূলে বিবাদ করিল, তৎকালে তাহার মধ্যে মণ্ডলীর সমাহূত লোক যে দাথন্ ও অবীরাম্ মোশির ও হারোণের সহিত বিবাদ করিয়াছিল, তাহারা এই দুই জন। [১০] সেই সময়ে পৃথিবী মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে ও কোরহকে গ্রাস করিল, তাহাতে সেই মণ্ডলী নষ্ট হইল, এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে দগ্ধ করিল, তাহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। [১১] কিন্তু কোরহের সন্তানেরা মরে নাই।

[১২] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা শিমিয়োনের সন্তান; নমূয়েল্‌হইতে নমূয়েলীয় গোষ্ঠী, যামীন্‌হইতে যামীনীয় গোষ্ঠী, যাখীন্‌হইতে যাখীনীয় গোষ্ঠী; [১৩] সেরহহইতে সেরহীয় গোষ্ঠী, শৌল্‌হইতে শৌলীয় গোষ্ঠী। [১৪] শিমিয়োনীয় এই সকল গোষ্ঠী বাইশ সহস্র দুই শত লোক ছিল।

[১৫] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা গাদের সন্তান; সিফোন্‌হইতে সিফোনীয় গোষ্ঠী, হগিহইতে হগীয় গোষ্ঠী, শূনিহইতে শূনীয় গোষ্ঠী; [১৬] ওষ্ণিহইতে ওষ্ণীয় গোষ্ঠী, এরিহইতে এরীয় গোষ্ঠী; [১৭] অরোদিহইতে অরোদীয় গোষ্ঠী, অরেলিহইতে অরেলীয় গোষ্ঠী। [১৮] গাদের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[১৯] যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্; ঐ এর্ ও ওনন্ কনান্‌দেশে মরিয়াছিল। [২০] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা যিহূদার সন্তান; শেলাহইতে শেলায়ীয় গোষ্ঠী, পেরস্‌হইতে পেরসীয় গোষ্ঠী, সেরহহইতে সেরহীয় গোষ্ঠী। [২১] এবং পেরসের এই সকল সন্তান; হিষ্রোণহইতে হিষ্রোণীয় গোষ্ঠী, হামূল্‌হইতে হামূলীয় গোষ্ঠী। [২২] যিহূদার এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে ছেয়াত্তর সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[২৩] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা ইষাখরের সন্তান; তোলয়হইতে তোলয়ীয় গোষ্ঠী, পূয়হইতে পূয়ীয় গোষ্ঠী; [২৪] যাশূব্‌হইতে যাশূবীয় গোষ্ঠী, শিম্রোণ্‌হইতে শিম্রোণীয় গোষ্ঠী। [২৫] ইষাখরের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র তিন শত লোক হইল।

[২৬] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা সবূলূনের সন্তান; সেরদ্‌হইতে সেরদীয় গোষ্ঠী, এলোন্‌হইতে এলোনীয় গোষ্ঠী, যহলেল্‌হইতে যহলেলীয় গোষ্ঠী। [২৭] সবূলূনের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে ষষ্টি সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[২৮] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা যোষেফের পুত্র, মনঃশি ও ইফ্রয়িম্। [২৯] ইহারা মনঃশির সন্তান; মাখীর্‌হইতে মাখীরীয় গোষ্ঠী; ঐ মাখীরের পুত্র গিলিয়দ্; ঐ গিলিয়দ্‌হইতে গিলিয়দীয় গোষ্ঠী। [৩০] ইহারা গিলিয়দের সন্তান; ঈয়েষর্‌হইতে ঈয়েষ্রীয় গোষ্ঠী, হেলক্‌হইতে হেলকীয় গোষ্ঠী; [৩১] ও অস্রীয়েলহইতে অস্রীয়েলীয় গোষ্ঠী; ও শেখম্‌হইতে শেখমীয় গোষ্ঠী; [৩২] ও শিমীদাহইতে শিমীদায়ীয় গোষ্ঠী, ও হেফর্‌হইতে হেফরীয় গোষ্ঠী। [৩৩] ঐ হেফরের পুত্র যে সলফাদ, তাহার পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল; সেই সলফাদের কন্যাদের নাম মহলা, নোয়া, হগ্‌লা, মিল্‌কা, ও তির্সা। [৩৪] ইহারা মনঃশির গোষ্ঠী, ইহাদের গণিত লোক বাওয়ান্ন সহস্র সাত শত জন।

[৩৫] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা ইফ্রয়িমের সন্তান। শূথলহইতে শূথলহীয় গোষ্ঠী, বেখর্‌হইতে বেখ্রীয় গোষ্ঠী, তহন্‌হইতে তহনীয় গোষ্ঠী। [৩৬] এবং ইহারা শূথলহের সন্তান; এরণ্‌হইতে এরণীয় গোষ্ঠী। [৩৭] ইফ্রয়িমের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে বত্রিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল, আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা যোষেফের সন্তান।

[৩৮] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান; বেলাহইতে বেলায়ীয় গোষ্ঠী, অস্‌বেল্‌হইতে অস্‌বেলীয় গোষ্ঠী, অহীরাম্‌হইতে অহীরামীয় গোষ্ঠী; [৩৯] শূফম্‌হইতে শূফমীয় গোষ্ঠী, হূফমহইতে হূফমীয় গোষ্ঠী। [৪০] এবং বেলার সন্তান অর্দ ও নামান; [অর্দহইতে] অর্দীয় গোষ্ঠী, নামান্‌হইতে নামানীয় গোষ্ঠী। [৪১] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান। ইহাদের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত জন।

[৪২] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা দানের সন্তান। শূহম্‌হইতে শূহমীয় গোষ্ঠী; ইহারা আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দানের গোষ্ঠী। [৪৩] শূহমীয় সমস্ত গোষ্ঠী গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৪] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা আশেরের সন্তান; যিম্নহইতে যিম্নীয় গোষ্ঠী, যিস্‌বিহইতে যিস্‌বীয় গোষ্ঠী, বরিয়হইতে বরিয়ীয় গোষ্ঠী। [৪৫] ইহারা বরিয়ের সন্তান; হেবর্‌হইতে হেবরীয় গোষ্ঠী, মল্কীয়েল্‌হইতে মল্কীয়েলীয় গোষ্ঠী। [৪৬] আশেরের কন্যার নাম সারহ। [৪৭] আশেরের সন্তানদের এই সকল গোষ্ঠী গণিত হইলে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৮] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইহারা নপ্তালির

সন্তান; যহসীয়েল্‌হইতে যহসীয়েলীয় গোষ্ঠী, গূনিহইতে গূনীয় গোষ্ঠী; ৪৯ যেৎসর্‌হইতে যেৎসরীয় গোষ্ঠী, শিল্লেম্‌হইতে শিল্লেমীয় গোষ্ঠী। ৫০ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে এই সকল নপ্তালির গোষ্ঠী। ইহাদের গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র চারি শত জন।

৫১ ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ এক সহস্র সাত শত ত্রিশ ছিল।

৫২ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৫৩ নামসংখ্যানুসারে অধিকারার্থে ইহাদের মধ্যে দেশ বিভক্ত হইবে। ৫৪ ফলতঃ যাহার লোক অধিক, তাহাকে অধিক অধিকার দিবা; ও যাহার লোক অল্প, তাহাকে অল্প অধিকার দিবা; যাহার যত গণিত লোক, তাহাকে তত অধিকার দিবা। ৫৫ কিন্তু গুলিবাঁটদ্বারা দেশ বিভক্ত হইবে; তাহারা আপন ২ পিতৃবংশের নামানুসারে অধিকার পাইবে। ৫৬ অধিক কিম্বা অল্প অধিকার হউক, গুলিবাঁটদ্বারাতেই অধিকার বিভক্ত হইবে।

৫৭ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে লেবীয় [বংশের] মধ্যে ইহারা গণিত হইল; গের্শোনহইতে গের্শোনীয় গোষ্ঠী, কহাৎহইতে কহাতীয় গোষ্ঠী, মরারিহইতে মরারীয় গোষ্ঠী। ৫৮ লেবীয় গোষ্ঠী এই ২, লিব্‌নীয় গোষ্ঠী, হিব্রোণীয় গোষ্ঠী, মহলীয় গোষ্ঠী, মূশীয় গোষ্ঠী, কোরহীয় গোষ্ঠী। ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম্‌; ৫৯ সেই অম্রামের যোখেবদ্‌ নাম্নী ভার্য্যা মিসর্‌দেশে জাতা লেবির সন্ততি ছিল। সে অম্রামের জন্যে হারোণ ও মোশি ও তাহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিল। ৬০ হারোণহইতে নাদব্‌ ও অবীহূ এবং ইলিয়াসর্‌ ও ঈথামর্‌ জন্মিল। ৬১ কিন্তু নাদব্‌ ও অবীহূ সদাপ্রভুর সম্মুখে ইতর অগ্নি নিবেদন করিলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। ৬২ এই সকলের মধ্যে এক মাস বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ গণিত হইলে তেইশ সহস্র জন হইল; কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার দত্ত না হওয়াতে তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে গণিত হইল না।

৬৩ যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন সমীপে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের গণনাকারি মোশি ও ইলিয়াসর্‌ যাজক কর্ত্তৃক এই সকল লোক গণিত হইল। ৬৪ কিন্তু সীনয়্‌ প্রান্তরে ইস্রায়েলের সন্তানগণের গণনাকারি মোশি ও হারোণ যাজক কর্ত্তৃক যাহারা গণিত হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও ইহাদের মধ্যে ছিল না। ৬৫ কারণ সদাপ্রভু তাহাদের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, তাহারা অবশ্য এই প্রান্তরে মরিবে; অতএব তাহাদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে এক জনও অবশিষ্ট রহিল না।

২৭ অধ্যায়।

১ পরে যোষেফের পুত্র মনঃশির গোষ্ঠীদের মধ্যে মনঃশির বৃদ্ধপ্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র যে সলফাদ, তাহার কন্যাগণ, অর্থাৎ মহলা ও নোয়া ও হগ্‌লা ও মিল্কা ও তির্সা নামে কন্যাগণ আসিয়া ২ মোশির ও ইলিয়াসর্‌ যাজকের ও অধ্যক্ষগণের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে সমাগমের তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিল; ৩ আমাদের পিতা প্রান্তরে মরিয়াছেন; তিনি কোরহের মণ্ডলীর মধ্যে অর্থাৎ সদাপ্রভুর প্রতিকূলে চক্রান্তকারিদের মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন না; তিনি আপন পাপেতে মরিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র হয় নাই। ৪ কিন্তু আমাদের পিতার পুত্র নাই, এই জন্যে তাঁহার গোষ্ঠীহইতে তাঁহার নাম কেন লোপ পাইবে? আমাদের পিতৃকুলের ভ্রাতাদের মধ্যে আমাদিগকে অধিকার দেও। ৫ তখন মোশি সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদের বিচার উপস্থিত করিল।

৬ তাহাতে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, সলফাদের কন্যাগণ যথার্থ কহিতেছে; ৭ তুমি তাহাদের পিতৃকুলের ভ্রাতাদিগের মধ্যে অবশ্য তাহাদিগকে ভূম্যধিকার দিবা, ও তাহাদের পিতার অধিকার তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা। ৮ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে সমর্পণ করিবা। ৯ যদি তাহার কন্যা না থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবা। ১০ যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবা। ১১ যদি তাহার পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবা, সে তাহা অধিকার করিবে। মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইহা ইস্রায়েলের সন্তানগণের বিচারের বিধি হইবে।

১২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি এই অবারীম্‌ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, যে দেশ আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে দিলাম, তাহা নিরীক্ষণ কর। ১৩ তাহা নিরীক্ষণ করিলে পর তোমার ভ্রাতা হারোণের ন্যায় তুমিও আপন পিতৃগণের নিকটে সংগৃহীত হইবা। ১৪ কেননা সিন্‌ প্রান্তরে মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা আমার আজ্ঞা, অর্থাৎ জলের বিষয়ে লোকদের সাক্ষাতে আমাকে পবিত্র রূপে মান্য করিবার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়াছিলা। সেই জল সিন্‌ প্রান্তরের কাদেশস্থ মরীবার জল।

১৫ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুকে কহিল, ১৬ হে সর্ব্বশরীরস্থ আত্মাদিগের ঈশ্বর সদাপ্রভো, মণ্ডলীর উপরে এমত এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন, ১৭ যে বহির্গমনে ও অভ্যন্তরাগমনে তাহার অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে বহির্গমন ও অভ্যন্তরাগমন

করায়; তাহা করিলে সদাপ্রভুর মণ্ডলী অরক্ষক মেষপালের ন্যায় হইবে না।

১৮ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, নূনের পুত্র যিহোশূয় আত্মাবিশিষ্ট লোক; তুমি তাহাকে লইয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ কর, ১৯ এবং ইলিয়াসর্ যাজকের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে তাহাকে উপদেশ দেও। ২০ এবং তাহাকে আপন তেজের ভাগী কর; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাবহ হইবে। ২১ এবং সে ইলিয়াসর যাজকের সম্মুখে দাঁড়াইবে, এবং ইলিয়াসর তাহার জন্যে ঊরীমের বিচারদ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবে, এবং সে ও তাহার সহিত ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণ এবং সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাতে বাহিরে যাইবে, ও তাহার আজ্ঞাতে ভিতরে আসিবে। ২২ পরে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল, ফলতঃ সে যিহোশূয়কে লইয়া ইলিয়াসর্ যাজকের সম্মুখে ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিল; ২৩ এবং তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মোশির দ্বারা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাকে উপদেশ দিল।

২৮ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আজ্ঞা কর, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, সৌরভের আঘ্রাণার্থে আমার উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার যে আমার ভক্ষ্যরূপ নৈবেদ্য, তাহা স্ব ২ সময়ে আমার উদ্দেশে নিবেদন করিতে হইবে।

৩ অতএব তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া এই সকল নিবেদন করিবা। প্রতি দিবস নিত্য হোমার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই মেষবৎস; ৪ তাহার এক মেষবৎস প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা, ও দ্বিতীয় মেষবৎস সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা। ৫ এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ উখলিতে প্রস্তুত তৈলে মিশ্রিত ঐফার দশমাংশ সূজি দিবা। ৬ ইহা নিত্য হোমবলি; সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া ইহা সীনয় পর্ব্বতে নিরূপিত হইয়াছিল। ৭ এবং তাহার এক ২ মেষবৎসের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ পেয় নৈবেদ্য হইবে; তুমি পবিত্র স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্যরূপে সেই মদিরা ঢালিয়া দিবা। ৮ এবং দ্বিতীয় মেষবৎসকে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা, প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবা।

৯ আর বিশ্রামদিনে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই মেষবৎস ও তৈলমিশ্রিত দুই দশমাংশ সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও তৎসম্বন্ধীয় পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবা। ১০ নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে প্রতি বিশ্রামবারে এই হোম হইবে।

১১ আর প্রতি মাসের আরম্ভে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমের জন্যে দুই পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু উৎসর্গ করিবা। ১২ এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি ভক্ষ্য নৈবেদ্য, এবং এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি ভক্ষ্য নৈবেদ্য, ১৩ এবং এক ২ মেষবৎসের জন্যে এক ২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি ভক্ষ্য নৈবেদ্য হইবে; তাহাতে সেই হোমবলি সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে। ১৪ এবং এক গোবৎসের জন্যে হিনের অর্দ্ধেক, ও এক মেষের জন্যে হিনের তৃতীয়াংশ, ও এক মেষবৎসের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস তাহার পেয় নৈবেদ্য হইবে। ইহা সম্বৎসরের প্রতিমাসের অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য মাসিক হোম। ১৫ এবং পাপার্থক বলিরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক ছাগ উৎসর্গ করিতে হইবে; নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে এই সকল হইবে।

১৬ অপর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব্ব হইবে। ১৭ এবং সেই মাসের পঞ্চদশ দিনে উৎসব হইবে, সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিতে হইবে। ১৮ প্রথম দিবসে পবিত্র সভা হইবে; সেই দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়-কর্ম্ম করিবা না। ১৯ কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া হোমার্থে দুই পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ২০ এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ, ও এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ, ২১ এবং সাত মেষবৎসের মধ্যে এক ২ বৎসের জন্যে এক ২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য, ২২ এবং তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্তে পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, ২৩ এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোমের প্রাতঃকালীন হোম ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা। ২৪ এই বিধি অনুসারে তোমরা সাত দিবস ব্যাপিয়া প্রতিদিন সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত ভক্ষ্যরূপ উপহার নিবেদন করিবা; নিত্য হোম ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে ইহা নিবেদিত হইবে। ২৫ এবং সপ্তম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সেই দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়-কর্ম্ম করিবা না।

২৬ আর আশুপক্বাংশের দিবসে, অর্থাৎ [সপ্ত] সপ্তাহের পরে যে সময়ে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবা, তৎকালে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সেই দিনে কোন ব্যবসায়কর্ম্ম

করিবা না। ২৭ কিন্তু সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলিরূপে দুই পুংগোবৎস, এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস; ২৮ এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন দশমাংশ, এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ, ২৯ এবং সাত মেষবৎসের মধ্যে এক২ বৎসের জন্যে এক২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য; ৩০ এবং তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে এক ছাগ, ৩১ এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার উপযুক্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে নিবেদন করিবা; এই সকল নির্দ্দোষ এবং পেয় নৈবেদ্যযুক্ত হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ আর সপ্তম মাসের প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সেই দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; সেই দিন তোমাদের জয়ধ্বনির দিন হইবে। ২ এবং [সেই দিনে] তোমরা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলিরূপে এক পুংগোবৎস, এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ৩ এবং এক গোবৎসের কারণ তিন দশমাংশ, এক মেষের কারণ দুই দশমাংশ, ৪ ও সাত মেষবৎসের মধ্যে এক২ বৎসের কারণ এক২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজির নৈবেদ্য; ৫ এবং আপনাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণের নিমিত্তে পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত উৎসর্গ করিবা। ৬ অমাবস্যার হোম ও তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বিধিমতে উভয়ের পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে তোমরা সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া এই সমস্ত উৎসর্গ করিবা।

৭ আর সেই সপ্তম মাসের দশম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা, ও কোন কার্য্য করিবা না। ৮ কিন্তু সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলিরূপে এক পুংগোবৎস, এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু; ৯ এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য অর্থাৎ এক গোবৎসের কারণ তিন দশমাংশ, এক মেষের কারণ দুই দশমাংশ, ১০ ও সাত মেষবৎসের মধ্যে এক২ বৎসের কারণ এক২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি; ১১ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা প্রায়শ্চিত্তদিনের পাপার্থক বলি এবং নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

১২ আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; এবং তদবধি সাত দিবস সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব পালন করিবা। ১৩ এবং সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত হোমবলিরূপে তেরো পুংগোবৎস, দুই মেষ, ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ১৪ এবং তাহাদের ভক্ষ্য নৈবেদ্য অর্থাৎ তেরো পুংগোবৎসের মধ্যে প্রত্যেক বৎসের কারণ তিন২ দশমাংশ, দুই মেষের মধ্যে এক২ মেষের কারণ দুই২ দশমাংশ, ১৫ এবং চৌদ্দ মেষবৎসের মধ্যে এক২ বৎসের কারণ এক২ দশমাংশ তৈলমিশ্রিত সূজি; ১৬ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

১৭ আর দ্বিতীয় দিবসে বারো পুংগোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ১৮ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ১৯ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২০ আর তৃতীয় দিবসে এগার গোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ২১ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ২২ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৩ আর চতুর্থ দিবসে দশ গোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ২৪ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ২৫ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৬ আর পঞ্চম দিবসে নয় গোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ২৭ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ২৮ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৯ আর ষষ্ঠ দিবসে অষ্ট গোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ৩০ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ৩১ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

৩২ আর সপ্তম দিবসে সাত গোবৎস, দুই মেষ ও একবর্ষীয় চৌদ্দ মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, ৩৩ এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, ৩৪ এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ,

এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

[৩৫] আর অষ্টম দিবসে তোমাদের পর্ব্বদিন হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। [৩৬] কিন্তু সৌরভের আঘ্রাণার্থে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত হোমবলিরূপে এক গোবৎস, এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষবৎস, এই সকল নির্দ্দোষ পশু, [৩৭] এবং গোবৎসের, মেষের ও মেষবৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহাদের ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, [৩৮] এবং পাপার্থক বলিরূপে এক ছাগ, এই সমস্ত তোমরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা। [৩৯] এই সমস্ত তোমরা আপনাদের সকল পর্ব্বে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। তোমাদের হোম এবং ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ও মঙ্গলার্থক বলিদানযুক্ত যে মানত ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, তাহাহইতে ইহা ভিন্ন। [৪০] পরে মোশি সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই সকল কথা কহিল।

৩০ অধ্যায়।

[১] পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশাধ্যক্ষগণকে কহিল, সদাপ্রভু এই সকল আজ্ঞা করিলেন। [২] কোন পুরুষ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করে, কিম্বা ব্রতদ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিতে দিব্য করে, তবে সে আপন বাক্য ব্যর্থ না করিয়া আপন মুখহইতে নির্গত সমস্ত বাক্য সফল করিবে।

[৩] আর কোন স্ত্রী যদি কুমারী অবস্থাতে আপন পিতৃগৃহে বাস করন সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করে ও [ব্রতদ্বারা] আপনাকে বদ্ধা করে, [৪] এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত, ও যাহাদ্বারা সে আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য শুনিয়া তাহাকে কিছু না বলে, তবে তাহার সকল মানত স্থির হইল, এবং যাহাদ্বারা সে আপনাকে বদ্ধা করে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির থাকিবে। [৫] কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তাহার পিতা তাহাকে নিষেধ করে, তবে তাহার মানত, ও যাহাদ্বারা সে আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির থাকিবে না; এবং তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

[৬] আর এমত স্ত্রী কোন পুরুষের ভার্য্যা হইয়া মানতের অধীনা, কিম্বা যাহাদ্বারা সে আপনাকে বদ্ধা করে, মুখনিঃসৃত এমত চপল বাক্যের অধীনা হইলে, [৭] যদি তাহার স্বামী তাহা শুনিলেও আপনার শ্রবণদিনে কিছু না বলে, তবে তাহার মানত স্থির হইল, এবং যাহাদ্বারা সে আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির থাকিবে। [৮] কিন্তু শ্রবণ দিবসে যদি তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে, ও আপন মুখহইতে নির্গত যে বাক্যদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, [স্বামী] তাহা ব্যর্থ করিবে, তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

[৯] কিন্তু বিধবা কিম্বা স্বামিত্যক্তা স্ত্রী যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের সমস্ত বাক্য তাহার নিমিত্তে স্থির থাকিবে। [১০] আর সে যদি স্বামির গৃহে থাকিবার সময়ে মানত করিয়া থাকে, কিম্বা ব্রত বিষয়ে দিব্যদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়া থাকে, [১১] এবং তাহার স্বামী তাহা শুনিয়া তাহাকে নিষেধ না করিয়া নীরব হইয়া থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত স্থির হইল; এবং সে যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের সমস্ত বাক্য স্থির থাকিবে। [১২] কিন্তু শ্রবণদিবসে তাহার স্বামী যদি সে সকল ব্যর্থ করিয়া থাকে, তবে তাহার মানত বিষয়ে ও তাহার বন্ধন বিষয়ে তাহার মুখহইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা স্থির থাকিবে না; তাহার স্বামী তাহা ব্যর্থ করিয়াছে, এবং সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করিবেন।

[১৩] স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও আপনাকে দুঃখ দিবার প্রতিজ্ঞাযুক্ত প্রত্যেক দিব্য তাহার স্বামী স্থির করিতে পারে ও ব্যর্থ করিতে পারে। [১৪] তাহার স্বামী যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে নীরব থাকে, তবে তাহার সমস্ত মানত কিম্বা সমস্ত ব্রত স্থির করে। শ্রবণদিবসে নীরব থাকাতে সে তাহা স্থির করে। [১৫] কিন্তু তাহা শুনিলে পর যদি কোন প্রকারে সে তাহা ব্যর্থ করে, তবে স্বামী তাহার অপরাধ বহন করিবে। [১৬] পতি ও পত্নীর বিষয়ে এবং পিতা ও কুমারী অবস্থাতে পিতৃগৃহস্থিত কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এই সকল আজ্ঞা করিলেন।

৩১ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের জন্যে মিদিয়নীয়দিগকে প্রতিফল দেও; পরে তুমি আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবা। [৩] তাহাতে মোশি লোকদিগকে কহিল, তোমাদের কতক লোক যুদ্ধযাত্রার্থে সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর জন্যে মিদিয়নীয় লোকদিগকে প্রতিফল দিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুক। [৪] তোমরা ইস্রায়েলের বংশদের প্রত্যেক বংশহইতে এক ২ সহস্র লোককে যুদ্ধযাত্রায় প্রেরণ করিবা। [৫] তাহাতে ইস্রায়েলের সহস্র সকলের মধ্যে এক ২ বংশহইতে এক ২ সহস্র মনোনীত হইলে যুদ্ধযাত্রার্থে বারো সহস্র লোক সজ্জিত হইল। [৬] এইরূপে মোশি এক২ বংশের এক ২ সহস্র লোককে এবং ইলিয়াসর্ যাজকের পুত্র পীনহসকে যুদ্ধযাত্রাতে প্রেরণ করিল; এবং পবিত্র পাত্র ও রণবাদ্যার্থক তূরী ঐ পীনহসের হস্তগত ছিল। [৭] তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহারা মিদিয়নীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সমস্ত পুরুষকে বধ করিল। [৮] বিশেষতঃ অন্যান্য

হত লোক ব্যতিরেকে মিদিয়নের রাজগণকে অর্থাৎ ইবি ও রেকম্ ও সূর ও হূর্ ও রেবা, এই ২ নাম-বিশিষ্ট মিদিয়নীয় পাঁচ রাজাকে বধ করিল; এবং বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্‌কেও খড়্গদ্বারা বধ করিল। ৯ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের পশু ও মেষপাল ও সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইল। ১০ এবং তাহাদের নিবাসনগর ও স্কন্ধাবার সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ১১ এবং তাহারা সমস্ত লুটিত দ্রব্য, এবং মনুষ্য কি পশু হউক, ধৃত জীব সকলকে সঙ্গে করিয়া চলিল। ১২ ফলতঃ যিরীহোর নিকটবর্ত্তি যর্দ্দনতীরস্থ মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে মোশির ও ইলিয়াসর যাজকের ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে ঐ বন্দিগণকে এবং যুদ্ধে ধৃত জীবগণকে ও লুটিত দ্রব্য সকল শিবিরে লইয়া গেল।

১৩ তাহাতে মোশি ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ডলীর সমস্ত অধ্যক্ষগণ তাহাদের প্রত্যুদ্গমন করিতে শিবিরের বাহিরে গেল। ১৪ তখন যুদ্ধহইতে প্রত্যাগত সেনাপতিদের প্রতি অর্থাৎ সহস্রপতিদের ও শতপতিদের প্রতি মোশি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিল, ১৫ তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোককে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ? ১৬ দেখ, বিলিয়মের পরামর্শে তাহারাই পিয়োর্ দেবের বিষয়ে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করাইয়াছিল, তন্নিমিত্তেই সদাপ্রভুর মণ্ডলীতে মহামারী হইয়াছিল। ১৭ অতএব তোমরা এখন বালকগণের মধ্যে সমস্ত পুংবালককে বধ কর, এবং পুরুষোপভুক্ত সমস্ত স্ত্রীলোককেও বধ কর; ১৮ কিন্তু যে বালিকারা পুরুষেতে উপভুক্তা হয় নাই, তাহাদিগকে আপনাদের জন্যে বাঁচাইয়া রাখ; ১৯ এবং তোমরা সাত দিবস শিবিরের বাহিরে সন্নিবেশিত থাক; তোমরা যত লোক মনুষ্যহত্যা করিয়াছ ও হত লোককে স্পর্শ করিয়াছ, সকলে তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে আপনাদিগকে ও আপন ২ বন্দিগণকে মুক্তপাপ কর; ২০ এবং যাবতীয় বস্ত্র ও চর্ম্মনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু ও ছাগলোমনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যাবতীয় বস্তু মুক্তপাপ কর।

২১ পরে ইলিয়াসর্ যাজক যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু কর্তৃক মোশিকে দত্ত ব্যবস্থার এই এক বিধি। ২২ কেবল স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও রাঙ্গ ও সীসা ইত্যাদি ২৩ যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে সকল অগ্নির মধ্য দিয়া চালাইলে শুচি হইবে, তথাপি তাহা অশৌচঘ্ন জলেতে মুক্তপাপ করিতে হইবে; কিন্তু যে ২ দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয়, তাহা তোমরা জলের মধ্য দিয়া চালাইবা। ২৪ এবং সপ্তম দিবসে তোমরা আপন ২ বস্ত্র ধৌত করিবা; তাহাতে শুচি হইবা; পরে শিবিরে প্রবেশ করিবা।

২৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২৬ তুমি ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ডলীর পিতৃকুলপতিগণ যুদ্ধে ধৃত জীবগণের অর্থাৎ বন্দি মনুষ্যদের ও পশুদের সংখ্যা কর। ২৭ এবং যুদ্ধে ধৃত সেই জীবগণকে দুই অংশ করিয়া যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদিগের ও সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ কর। ২৮ এবং যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদের হইতে সদাপ্রভুর নিমিত্তে কর গ্রহণ কর, অর্থাৎ তহাদের লভ্য অর্দ্ধাংশহইতে মনুষ্য ও গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষ, ২৯ এই সকলের মধ্যে পাঁচ শত জীবের প্রতি এক জীব লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহারার্থে ইলিয়াসর যাজককে দেও। ৩০ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের লভ্য অর্দ্ধাংশহইতে, অর্থাৎ মনুষ্য এবং গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি পশুর মধ্যহইতে পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক জীব লইয়া সদাপ্রভুর আবাসের রক্ষণীয় রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে দেও। ৩১ তাহাতে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে মোশি ও ইলিয়াসর্ যাজক সেই কর্ম্ম করিল। ৩২ যোদ্ধৃগণ কর্তৃক লুটিত সম্পত্তির মধ্যে অবশিষ্ট ঐ ধৃত জীবসমূহ ৩৩ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র মেষ, ৩৪ ও বাহাত্তর সহস্র গোরু, ও একষট্টি সহস্র গর্দ্দভ; ৩৫ এবং বত্রিশ সহস্র মনুষ্য, অর্থাৎ পুরুষে অনুপভুক্ত স্ত্রীলোক ছিল। ৩৬ তাহাতে যুদ্ধে গমনকারিদের লভ্য অর্দ্ধাংশের সংখ্যা তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ, ৩৭ সেই মেষহইতে সদাপ্রভুর লভ্য কর ছয় শত পঁচাত্তর মেষ ছিল। ৩৮ এবং গোরু ছত্রিশ সহস্র, তাহাদের মধ্যে বাহাত্তর সদাপ্রভুর করস্বরূপ ছিল। ৩৯ এবং গর্দ্দভ ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত, তাহাদের মধ্যে একষট্টি সদাপ্রভুর করস্বরূপ ছিল। ৪০ এবং মনুষ্য ষোল সহস্র, তাহাদের মধ্যে বত্রিশ প্রাণী সদাপ্রভুর করস্বরূপ ছিল। ৪১ তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর সেই কর অর্থাৎ উত্তোলনীয় উপহার ইলিয়াসর্ যাজককে দিল। ৪২ এবং যোদ্ধৃগণের অংশ ভিন্ন যে অর্দ্ধাংশ মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে দিয়াছিল, ৪৩ মণ্ডলীর লভ্য সেই অর্দ্ধাংশ সংখ্যাতে তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ, ৪৪ ও ছত্রিশ সহস্র গোরু, ৪৫ ও ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত গর্দ্দভ; ৪৬ ও ষোল সহস্র মনুষ্য ছিল। ৪৭ পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সেই অর্দ্ধাংশহইতে লভ্য কর অর্থাৎ মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে পঞ্চাশ জীবের প্রতি এক জীব লইয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর আবাসে রক্ষণীয় রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে দিল।

৪৮ পরে সৈন্যসহস্রদিগের কর্তৃত্বকারি সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মোশির নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, ৪৯ তোমার এই দাসগণ আপনাদের হস্তগত যোদ্ধাদের সংখ্যা লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও ন্যূন হয় নাই। ৫০ অতএব আমরা প্রতিজন স্বর্ণপাত্র ও নূপুর ও বলয় ও অঙ্গুরীয়ক ও কুণ্ডল ও হার, এই যে সকল পাইয়াছি, তাহাহইতে

সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনাদের প্রাণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিলাম। ৫১ তখন মোশি ও ইলিয়াসর্ যাজক তাহাদের হইতে সেই স্বর্ণ অর্থাৎ শিল্পিকৃত অভরণ লইল। ৫২ আর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সহস্রপতিদের ও শতপতিদের উপহারের নিবেদিত সমস্ত স্বর্ণ ষোল সহস্র সাত শত পঞ্চাশ শেকল্ পরিমিত ছিল। ৫৩ কেননা যোদ্ধারা প্রত্যেকে আপনাদের নিমিত্তে লুটিত দ্রব্য লইয়াছিল। ৫৪ পরে মোশি ও ইলিয়াসর যাজক সহস্রপতিদের ও শতপতিদের হইতে সেই স্বর্ণ গ্রহণ করিল, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে ইস্রায়েলের সন্তানগণের স্মরণার্থক চিহ্নরূপে তাহা সমাগমের তাম্বুতে রাখিল।

৩২ অধ্যায়।

১ রুবেণের সন্তানগণের ও গাদের সন্তানগণের অনেক২ পশুপাল ছিল; অতএব তাহারা যাসের্ দেশকে ও গিলিয়দ্ দেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, তাহা পশুপালনের উপযুক্ত স্থান। ২ পরে গাদের সন্তানগণ ও রুবেণের সন্তানগণ আসিয়া মোশিকে ও ইলিয়াসর্ যাজককে ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণকে কহিল; ৩ অটারোৎ ও দীবোন্ ও যাসের্ ও নিম্রা ও হিষ্বোন্ ও ইলিয়ালী ও সিব্মা ও নবো ও বিয়োন্, ৪ এই যে দেশকে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মণ্ডলীর সম্মুখে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা পশুপালনের উপযুক্ত দেশ, এবং তোমার এই দাসগণের পশু আছে। ৫ তাহারা আরও বলিল, আমরা যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে তোমার দাসদিগকে অধিকারার্থে এই দেশ দিতে আজ্ঞা হউক, আমাদিগকে যর্দ্দনের পারে লইয়া যাইও না।

৬ তাহাতে মোশি গাদের সন্তানগণকে ও রুবেণের সন্তানগণকে কহিল, তোমাদের ভ্রাতৃগণ কি যুদ্ধ করিতে যাইবে, ও তোমরা কি এই স্থানে বসিয়া থাকিবা? ৭ সদাপ্রভুর দত্ত দেশে পার হইয়া যাইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মনকে কেন নিরাশ করিতেছ? ৮ তোমাদের পিতারা তাহাই করিয়াছিল; ফলতঃ যখন আমি দেশানুসন্ধান করিতে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, ৯ তখন তাহারা ইষ্কোলের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেশ দেখিয়া সদাপ্রভুর দত্ত দেশে যাইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মন নিরাশ করিল। ১০ এই জন্যে সেই দিনে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি শপথ করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন, ১১ আমি অব্রাহাম্কে ও ইস্হাক্কে ও যাকোব্কে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, মিসরহইতে আগত লোকদের মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক কেহই সেই দেশ দেখিতে পাইবে না; কেননা তাহারা আমার সম্পূর্ণ অনুগত হয় নাই। ১২ কেবল কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় তাহা দেখিবে, কারণ তাহারাই সদাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুগত হইয়াছে। ১৩ এই রূপে ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তিনি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কুকর্ম্মকারি সমস্ত বংশের নিঃশেষ না হওন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রান্তরে ভ্রমণ করাইলেন। ১৪ এখন দেখ, তোমাদের পিতাদের পদে তোমরা উঠিয়া পাপিষ্ঠ লোকদের সন্তান হইয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ আরও বাড়াইতে চাহ। ১৫ কেননা যদি তোমরা এই রূপে তাঁহার পশ্চাদ্গমনহইতে পরাবৃত্ত হও, তবে তিনি পুনর্ব্বার ইস্রায়েলকে প্রান্তরে পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে তোমরা এই সকল লোককে বিনষ্ট করাইবা।

১৬ অপর তাহারা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা এই স্থানে আপন পশুগণের জন্যে মেষবাথান ও আপন ২ বালকদের জন্যে নগর নির্ম্মাণ করিব। ১৭ আর আমরা যাবৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে স্বস্থান প্রাপ্ত না করি, তাবৎ সসজ্জ হইয়া তাহাদের অগ্রে২ গমন করিব, কেবল আমাদের বালকেরা দেশনিবাসিদের ভয়ে প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করিবে। ১৮ ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে যাবৎ আপন২ অধিকার না পায়, তাবৎ আমরা আপন২ পরিবারের নিকটে ফিরিয়া আসিব না। ১৯ কিন্তু আমরা যর্দ্দনের পারে উহাদের সহিত অধিকার গ্রহণ করিব না, কারণ যর্দ্দনের এই পূর্ব্বপারে আমাদের অধিকার মিলিল।

২০ পরে মোশি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যদি এই কর্ম্ম কর, যদি সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে যুদ্ধার্থে গমন কর; ২১ এবং তিনি যাবৎ আপন শত্রুগণকে আপন সম্মুখহইতে অধিকারচ্যুত না করেন, তাবৎ যদি তোমরা প্রত্যেকে সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে যর্দ্দন পার হও; ২২ পরে দেশ সদাপ্রভুর বশীভূত হইলে যদি ফিরিয়া আইস, তবে সদাপ্রভুর ও ইস্রায়েলের নিকটে নির্দ্দোষ হইবা, এবং সদাপ্রভুর সমক্ষে এই দেশ তোমাদের অধিকার হইবে। ২৩ কিন্তু যদি তদ্রূপ না কর, তবে, দেখ, তোমরা সদাপ্রভুর কাছে পাপী হইবা, এবং তোমাদের পাপ তোমাদিগকে ধরিবে, ইহা নিশ্চয় জান। ২৪ তোমরা আপন২ বালকদের জন্যে নগর, ও পশুদের জন্যে বাথান নির্ম্মাণ কর, এবং আপনাদের মুখহইতে নির্গত বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। ২৫ তখন গাদের সন্তানগণ ও রুবেণের সন্তানগণ মোশিকে কহিল, আমাদের প্রভু যে আজ্ঞা করিলেন, আপনকার দাস আমরা তাহাই করিব। ২৬ আমাদের বালক ও স্ত্রীলোক ও পাল ও পশু সকল এই স্থানে গিলিয়দের সকল নগরে থাকিবে। ২৭ এবং আমাদের প্রভুর বাক্যানুসারে আপনকার এই দাসেরা প্রত্যেক জন সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে পার হইয়া যাইবে।

২৮ তখন মোশি তাহাদের বিষয়ে ইলিয়াসর্ যাজককে ও নূনের পুত্র যিহোশূয়কে ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলাধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিল। ২৯ ফলতঃ মোশি তাহাদিগকে কহিল, গাদের সন্তানগন ও রূবেণের সন্তানগণ, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে যুদ্ধের নিমিত্তে সসজ্জ সকল লোক যদি তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর সম্মুখে যর্দ্দন্ পার হয়, তবে তোমাদের সম্মুখে দেশ বশীভূত হইলে পর তোমরা অধিকারার্থে তাহাদিগকে গিলিয়দ দেশ দিবা। ৩০ কিন্তু যদি তাহারা সসজ্জ হইয়া তোমাদের সহিত পার না হয়, তবে তাহারা তোমাদের মধ্যে কনান্দেশে অধিকার পাইবে। ৩১ পরে গাদের সন্তানগণ ও রূবেণের সন্তানগণ উত্তর করিল, সদাপ্রভু আপনকার এই দাসদিগকে যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাই আমরা করিব। ৩২ আমরা সসজ্জ হইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে পার হইয়া কনান্দেশে যাইব; অতএব যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আমাদের অধিকারে আমাদের স্বত্ব স্থির রহিল। ৩৩ পরে মোশি তাহাদিগকে, অর্থাৎ গাদের সন্তানগণকে ও রূবেণের সন্তানগণকে ও যোষেফের পুত্র মনঃশির বংশের অর্দ্ধেককে ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের রাজ্য ও বাশনের রাজা ওগের রাজ্য, অর্থাৎ স্ব২ পরিসীমাশুদ্ধ নানা নগরবিশিষ্ট দেশ, এই রূপে চতুর্দ্দিক্স্থ জনপদের সমস্ত নগর দিল।

৩৪ তাহাতে গাদের সন্তানগণ দীবোন্ ও অটারোৎ ও অরোয়ের্; ৩৫ ও অট্রোৎ-শোফন্ ও যাসের্ ও যগ্‌বিহ; ৩৬ এবং বৈৎনিম্রা ও বৈথারন্ নামে প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও মেষবাথান নির্ম্মাণ করিল। ৩৭ এবং রূবেণের সন্তানগণ হিষ্‌বোন্ ও ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম্, ৩৮ এবং নামপরিবর্ত্ত নবো ও বাল্মিয়োন্ এবং সিব্মা, এই সকল নগর নির্ম্মাণ করিয়া আপন নির্ম্মিত নগরের নাম রাখিল। ৩৯ এবং মনঃশির পুত্র মাখীরের সন্তানগণ গিলিয়দে গিয়া তাহা আক্রমণ করিল, এবং সেই স্থাননিবাসি ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল। ৪০ এবং মোশি মনঃশির পুত্র মাখীর্কে গিলিয়দ্ দিলে সে তাহার মধ্যে বাস করিল। ৪১ এবং মনঃশির পুত্র যায়ীর্ যাইয়া তাহাদের গ্রাম সকল হস্তগত করিয়া তাহাদের নাম হবোৎ-যাইর্ [যায়ীরের গ্রাম] রাখিল। ৪২ এবং নোবহ যাইয়া কনাৎ ও তাহার নগর হস্তগত করিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম নোবহ রাখিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ যে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশির ও হারোণের অধীন হইয়া আপন ২ সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর্দেশহইতে বাহির হইয়া আইল, তাহাদের উত্তরণস্থান সকলের বিবরণ। ২ মোশি সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে তাহাদের যাত্রানুসারে সেই উত্তরণস্থানের বিবরণ লিখিল। তাহাদের যাত্রানুসারে উত্তরণস্থান সকলের এই বিবরণ। ৩ ফলতঃ প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তাহারা রামিষেষ্হইতে প্রস্থান করিল; নিস্তার পর্ব্বের পরদিন প্রাতঃকালেই ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিস্রীয় সকল লোকের সাক্ষাতে উর্দ্ধহস্তে নিষ্ক্রমণ করিল। ৪ তখন মিস্রীয়েরা [মৃতদের] কবর দিতেছিল, যেহেতুক সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে প্রথমজাত সকলকে নিহনন করিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু তাহাদের দেবগণকেও দণ্ড দিয়াছিলেন। ৫ রামিষেষ্হইতে প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ সুক্কোতে শিবির স্থাপন করিল। ৬ এবং সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের সীমাতে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। ৭ এবং এথম্হইতে যাত্রা করিয়া বাল্সফোনের সম্মুখস্থিত পীহহীরোতে ফিরিয়া আসিয়া মিগ্দোলের পূর্ব্বদিগে শিবির স্থাপন করিল। ৮ পরে পীহহীরোতের সম্মুখহইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিল, এবং এথম্ প্রান্তরে তিন দিবসের পথ যাইয়া মারাতে শিবির স্থাপন করিল। ৯ এবং মারাহইতে যাত্রা করিয়া এলীমে উপস্থিত হইল; ঐ এলীমে জলের বারো উনুই ও সত্তর খর্জ্জুর বৃক্ষ ছিল, অতএব তাহারা সে স্থানে শিবির স্থাপন করিল; ১০ পরে এলীম্হইতে প্রস্থান করিয়া সূফার্ণবের সমীপে শিবির স্থাপন করিল। ১১ এবং সূফার্ণবহইতে যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ১২ পরে সীন্ প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া দপ্কাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৩ ও দপ্কাহইতে যাত্রা করিয়া আলূশে শিবির স্থাপন করিল। ১৪ এবং আলূশ্হইতে যাত্রা করিয়া রফীদীমে শিবির স্থাপন করিল; সে স্থানে লোকদের পানার্থে জল ছিল না। ১৫ পরে তাহারা রফীদীম্হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ১৬ ও সীনয় প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া কিব্রোৎ-হত্তাবাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৭ এবং কিব্রোৎ-হত্তাবাহইতে যাত্রা করিয়া হৎসেরোতে শিবির স্থাপন করিল। ১৮ ও হৎসেরোৎহইতে যাত্রা করিয়া রিৎমাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৯ এবং রিৎমাহইতে যাত্রা করিয়া রিম্মোন্-পেরসে শিবির স্থাপন করিল। ২০ ও রিম্মোন্-পেরস্হইতে যাত্রা করিয়া লিব্নাতে শিবির স্থাপন করিল। ২১ এবং লিব্নাহইতে যাত্রা করিয়া রিস্সাতে শিবির স্থাপন করিল। ২২ এবং রিস্সাহইতে যাত্রা করিয়া কহেলাতে শিবির স্থাপন করিল। ২৩ ও কহেলাহইতে যাত্রা করিয়া শেফর পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। ২৪ পরে তাহারা শেফর পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া হরাদাতে শিবির স্থাপন করিল। ২৫ ও হরাদাহইতে যাত্রা করিয়া মখেলোতে শিবির স্থাপন করিল। ২৬ ও মখেলোৎহইতে যাত্রা করিয়া তহতে শিবির স্থাপন করিল। ২৭ ও তহৎহইতে যাত্রা করিয়া তেরহে শিবির স্থাপন করিল। ২৮ ও তেরহহইতে যাত্রা করিয়া

মিৎকাতে শিবির স্থাপন করিল। [২৯] ও মিৎকা-হইতে যাত্রা করিয়া হশ্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। [৩০] ও হশ্‌মোনাহইতে যাত্রা করিয়া মোষে-রোতে শিবির স্থাপন করিল। [৩১] ও মোষেরোৎ-হইতে যাত্রা করিয়া বনেয়াকনে শিবির স্থাপন করিল। [৩২] ও বনেয়াকন্‌হইতে যাত্রা করিয়া হোর্হ-গিদ্‌গদে শিবির স্থাপন করিল। [৩৩] ও হোর্হগিদ্‌-গদ্‌হইতে যাত্রা করিয়া যট্‌বাথাতে শিবির স্থাপন করিল। [৩৪] ও যট্‌বাথাহইতে যাত্রা করিয়া অব্রো-ণাতে শিবির স্থাপন করিল। [৩৫] এবং অব্রোণাহইতে যাত্রা করিয়া ইৎসিয়োন্‌-গেবরে শিবির স্থাপন করিল। [৩৬] এবং ইৎসিয়োন্‌-গেবরহইতে যাত্রা করিয়া সিন্‌ প্রান্তরস্থ কাদেশে শিবির স্থাপন করিল। [৩৭] ও কাদেশ্‌হইতে যাত্রা করিয়া ইদোম্‌ দেশের প্রান্তস্থিত হোর্‌ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। [৩৮] ঐ সময়ে হারোণ যাজক সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে হোর্‌ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মিসরহইতে ইস্রা-য়েলের সন্তানগণের বহিরাগমনের চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে সে স্থানে মরিল। [৩৯] হোর্‌ পর্ব্বতে হারোণের মৃত্যুকালে তাহার এক শত তেইশ বৎসর বয়স্‌ ছিল। [৪০] অপর কনানের দক্ষিণ প্রদেশনিবাসি কনানীয় অরাদের রাজা ইস্রায়েলের সন্তানগণের আগমন সম্বাদ শুনিল। [৪১] অপর তাহারা হোর পর্ব্বতহইতে যাত্রা করি-য়া সল্‌মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। [৪২] ও সল্‌মোনাহইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে শিবির স্থাপন করিল। [৪৩] ও পূনোন্‌হইতে যাত্রা করিয়া ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। [৪৪] এবং ওবোৎ-হইতে যাত্রা করিয়া মোয়াবের প্রান্তস্থিত ইয়ী-অবা-রীমে শিবির স্থাপন করিল। [৪৫] ও ইয়ী-অবারীম্‌-হইতে যাত্রা করিয়া দীবোন-গাদে শিবির স্থাপন করিল। [৪৬] ও দীবোন্‌-গাদহইতে যাত্রা করিয়া অল্‌মোন্‌-দিব্লাথয়িমে শিবির স্থাপন করিল। [৪৭] ও অল্‌মোন্‌-দিব্লাথয়িম্‌হইতে যাত্রা করিয়া নবোর সম্মুখস্থিত অবারীম্‌ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। [৪৮] ও অবারীম্‌ পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া যিরীহোর সম্মুখস্থিত যর্দ্দন সমীপস্থ মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। [৪৯] এবং তথায় যর্দ্দনের নিকটে বৈৎযিশীমোৎ অবধি আবেল্‌-শিটীম্‌ পর্য্যন্ত মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।

[৫০] তখন যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্‌ সমীপে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে সদাপ্রভু মোশিকে কহি-লেন, [৫১] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা যখন যর্দ্দন্‌ পার হইয়া কনান্‌ দেশে উপস্থিত হইবা, [৫২] তখন আপনাদের সম্মুখহইতে সেই দেশনিবাসি সকলকে অধিকারচ্যুত করিবা, এবং তাহাদের সমস্ত প্রতিমা ভগ্ন করিবা, ও সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ বিনষ্ট করিবা, ও তাহাদের সকল উচ্চস্থলী উচ্ছিন্ন করিবা। [৫৩] এবং সেই দেশ অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিবা; কেননা আমি অধিকারার্থে সেই দেশ তোমাদিগকে দিলাম। [৫৪] এবং তোমরা গুলি-বাঁটদ্বারা আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দেশাধিকার বিভাগ করিয়া লইবা; তাহাতে অধিক লোককে অধিক অংশ, ও অল্প লোককে অল্প অংশ দিবা; এবং যাহার অংশ যে স্থানে পড়ে, তাহার অংশ সেই স্থানে হইবে; এই রূপে তোমরা আপন ২ পিতৃ-বংশানুসারে তাহা বিভাগ করিবা। [৫৫] কিন্তু যদি তোমরা আপনাদের সম্মুখহইতে সেই দেশনিবাসি-দিগকে অধিকারচ্যুত না কর, তবে তোমরা যাহা-দিগকে অবশিষ্ট রাখিবা, তাহারা তোমাদের চক্ষুতে কণ্টক ও তোমাদের কোঁকেতে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং তোমাদের সেই নিবাসদেশে তোমাদিগকে ক্লেশ দিবে। [৫৬] এবং আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাদের প্রতি করিব।

৩৪ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [২] তুমি ইস্রায়ে-লের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা কর ও তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা কনান্‌ দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত আছ; অতএব তোমরা অধিকারার্থে যে দেশ পাইবা, তাহার অর্থাৎ চতুঃসীমানুসারে কনান্‌ দে-শের নির্ণয় এই। [৩] ইদোমের নিকটস্থিত সিন্‌ প্রান্তর অবধি তোমাদের দক্ষিণ কোণ হইবে, ও পূর্ব্বদিগে লবণ সমুদ্রের কোণ তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। [৪] এবং তোমাদের সীমা দক্ষিণদিগহইতে ফিরিয়া অক্রব্বীম ঘাট দিয়া সিন্‌ পর্য্যন্ত যাইবে, ও তথা-হইতে কাদেশ্‌-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিয়া হৎসর্‌-অদ্দরে আসিয়া অস্‌মোন্‌ পর্য্যন্ত যাইবে। [৫] পরে ঐ সীমা অস্‌মোন্‌হইতে মিসর্‌ নদী পর্য্যন্ত বেড়িয়া আসিবে, এবং মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত এই [দক্ষিণ] সীমার শেষ হইবে। [৬] আর মহাসমুদ্র তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে, ইহাই তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে। [৭] এবং তোমাদের উত্তর সীমা এই; তোমরা মহা-সমুদ্রহইতে হোর্‌ পর্ব্বত লক্ষ্য করিবা। [৮] পরে হোর পর্ব্বতহইতে হমাতের প্রবেশস্থান লক্ষ্য করিবা, পরে তথাহইতে সেই সীমা সদাদ্‌ পর্য্যন্ত যাইবে। [৯] এবং সে সীমা সিফ্রোণ্‌ পর্য্যন্ত যাইবে, ও হৎসর্‌-ঐননে তাহার শেষ হইবে; এই তোমাদের উত্তর-সীমা হইবে। [১০] এবং পূর্ব্বসীমার নিমিত্তে তোমরা হৎসর্‌-ঐনন্‌হইতে শফাম্‌ লক্ষ্য করিবা। [১১] পরে সে সীমা শফাম্‌হইতে ঐনের পূর্ব্বদিক্‌ হইয়া রিব্লা পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে, পরে সে সীমা আরো না-মিয়া কিন্নেরৎ হ্রদের পূর্ব্বধার দিয়া যাইবে। [১২] পরে সে সীমা যর্দ্দন্‌ দিয়া যাইবে, এবং লবণসমুদ্র তাহার শেষ হইবে; এই চতুঃসীমানুসারে তোমাদের দেশ হইবে। [১৩] পুনশ্চ মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা করিল, সদাপ্রভু সাড়ে নয় বংশকে যে

দেশ দিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, অর্থাৎ যে দেশ তোমরা গুলিবাঁট দ্বারা অধিকার করিবা, এ সেই দেশ। [১৪] কেননা আপন২ পিতৃকুলানুসারে রূবেনের সন্তানদের বংশ ও আপন২ পিতৃকুলানুসারে গাদের সন্তানদের বংশ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ আপন২ অধিকার পাইয়াছে। [১৫] যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিগে সেই আড়াই বংশ আপন২ অধিকার পাইয়াছে।

[১৬] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১৭] যাহারা দেশ বিভাগ করিয়া তোমাদিগকে দিবে, তাহাদের এই২ নাম, ইলিয়াসর্ যাজক, ও নূনের পুত্র যিহোশূয়, [১৮] এবং প্রত্যেক বংশহইতে এক২ অধ্যক্ষ, ইহাদিগকে তোমরা দেশ বিভাগ করণার্থে গ্রহণ করিবা। [১৯] সেই অধ্যক্ষগণের নাম, যিহূদা বংশের যিফুন্নির পুত্র কালেব্, [২০] ও শিমিয়োনের সন্তানদের বংশের অম্মীহূদের পুত্র শমূয়েল্। [২১] ও বিন্যামীন বংশের কিশ্লোনের পুত্র ইলীদদ্। [২২] ও দানের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ যগ্লির পুত্র বুক্কি। [২৩] এবং যোষেফের পুত্রদের মধ্যে মনঃশির সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ এফোদের পুত্র হন্নীয়েল। [২৪] ও ইফ্রয়িমের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শিপ্তনের পুত্র কমূয়েল্, [২৫] এবং সবূলূনের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ পর্ণকের পুত্র ইলীষাফন্। [২৬] এবং ইষাখরের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ অস্সনের পুত্র পল্টিয়েল্। [২৭] ও আশেরের সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ শলোমির পুত্র অহীহূদ্। [২৮] এবং নপ্তালির সন্তানদের বংশাধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র পদহেল্। [২৯] কনান দেশে ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিমিত্তে অধিকার বিভাগ করিয়া দিতে সদাপ্রভু এই সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

৩৫ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন নদীর সমীপে মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা দেও; তাহারা আপন২ অধিকৃত অংশহইতে কতকগুলি বসতিনগর, এবং সেই নগরের সহিত চতুর্দ্দিক্স্থ পরিসরভূমি লেবীয়দিগকে দিউক। [৩] তাহাতে সে সকল নগর তাহাদের নিবাসের জন্যে হইবে, ও সেই পরিসরভূমি তাহাদের পশুগণ ও সম্পত্তি ও জীব সকলের নিমিত্তে হইবে। [৪] আর তোমরা যে২ নগর লেবীয়দিগকে দিবা, তাহার পরিসর নগরপ্রাচীরের বাহিরে চতুর্দ্দিগে সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত হইবে। [৫] এবং তোমরা নগরের বাহিরে তাহার পূর্ব্বসীমা দুই সহস্র হস্ত ও দক্ষিণসীমা দুই সহস্র হস্ত ও পশ্চিমসীমা দুই সহস্র হস্ত ও উত্তরসীমা দুই সহস্র হস্ত পরিমিত করিবা; তাহার মধ্যস্থলে নগর থাকিবে, এবং উহা তাহাদের নগরের পরিসর হইবে। [৬] বধকারিদের পলায়নার্থে যে ছয় আশ্রয়নগর তোমরা দিবা, সেই সকল এবং তদ্ব্যতিরেকে আরো বেয়াল্লিশ নগর তোমরা লেবীয়দিগকে দিবা। [৭] সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ নগর ও তাহাদের পরিসর লেবীয়দিগকে দিবা। [৮] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের অধিকারহইতে সেই সকল নগর দিতে তোমরা অধিকহইতে অধিক ও অল্পহইতে অল্প লইবা, প্রত্যেক [বংশ] আপনার প্রাপ্ত অধিকারানুসারে কতক২ নগর লেবীয়দিগকে দিবে।

[৯] পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, [১০] তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, যখন তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া কনান্ দেশে উপস্থিত হইবা, তখন আপনাদের জন্যে কতকগুলি নগর নিরূপণ করিবা। [১১] যে জন প্রমাদ বশতঃ কাহারো প্রাণ নষ্ট করে, এমত বধকারী যেন তথায় পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহা তোমাদের আশ্রয়নগর হইবে। [১২] তাহাতে বধকারী বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে যেন না মরে, এই জন্যে সেই নগর প্রতিহন্তার হস্তহইতে তোমাদের আশ্রয়স্থান হইবে। [১৩] এবং তোমরা এমত যে২ আশ্রয়নগর দিবা, তাহা সংখ্যাতে ছয় হইবে। [১৪] তাহার মধ্যে তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তিন নগর, ও কনান্ দেশে তিন নগর দিবা; তাহা আশ্রয়নগর হইবে। [১৫] ইস্রায়েলের কোন সন্তান কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী কি বিদেশী হউক, যে কেহ প্রমাদ বশতঃ মনুষ্যকে বধ করে, সে যেন সেই স্থানে পলাইতে পারে, এই জন্যে এই ছয় নগর আশ্রয়স্বরূপ হইবে।

[১৬] পরন্তু যদি কেহ লৌহাস্ত্রদ্বারা কাহাকে এমত আঘাত করে, যে তাহাতে সে মরে, তবে সেই ব্যক্তি নরঘাতক; এমত নরঘাতকের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৭] কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে, ও তাহাতে সে মরে, তবে সে নরঘাতক; এমত নরঘাতকের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৮] কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত কোন কাষ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে নরঘাতক; এমত নরঘাতকের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [১৯] প্রতিহন্তা ঐ নরঘাতককে বধ করিবে; তাহার দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিবে। [২০] আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে মরে; [২১] কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকে আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে; তবে যে তাহাকে আঘাত করিল, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, সে নরঘাতক; প্রতিহন্তা তাহার দেখা পাইলেই সেই নরঘাতককে বধ করিবে।

[২২] কিন্তু যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করণ ব্যতি-

ন্নেকে তাহার গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করে, কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, [২৩] এমত প্রস্তর কাহারো উপরে না দেখিয়া ফেলে ও তাহাতে সে মরে, তথাপি সে তাহার শত্রু ও অনিষ্ট চেষ্টাকারী না হয়, [২৪] তবে মণ্ডলী ঐ বধকারির এবং ঐ প্রতিহন্তার বিষয়ে এই শাসনানুসারে বিচার করিবে। [২৫] এবং মণ্ডলী প্রতিহন্তার হস্তহইতে সেই বধকারিকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যে স্থানে পলাইয়াছিল, সেই আশ্রয়নগরে মণ্ডলী তাহাকে পুনর্ব্বার পঁহুছাইয়া দিবে; এবং যে পর্য্যন্ত পবিত্র তৈলেতে অভিষিক্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই নগরে থাকিবে। [২৬] কিন্তু ঐ বধকারী যে আশ্রয়নগরে পলাইয়াছে, কোন কালে যদি তাহার সীমার বহির্ভূত হয়, [২৭] তবে প্রতিহন্তা আশ্রয়নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পাইয়া বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে না। [২৮] কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আশ্রয়নগরে থাকা তাহার উচিত ছিল। কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হইলে পর সে বধকারী আপন অধিকারভূমিতে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

[২৯] আর তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে ইহা তোমাদের বিচারের বিধি হইবে। [৩০] যে ব্যক্তি কোন লোককে বধ করে, সেই নরঘাতক সাক্ষিদের বাক্যদ্বারা হত হইবে; কিন্তু কোন লোকের প্রতিকূলে এক সাক্ষির সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডার্থে গ্রাহ্য হইবে না। [৩১] আর প্রাণদণ্ডার্হ নরঘাতকের প্রাণের জন্যে তোমরা কোন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবা না; তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। [৩২] এবং কেহ যেন আপন আশ্রয়নগরে পলাইয়া পুনর্ব্বার দেশে আসিয়া বাস করে, এই জন্যে যাজকের মরণের পূর্ব্বে তাহাহইতে কোন প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবা না। [৩৩] এই রূপে তোমরা আপনাদের নিবাস দেশ অপবিত্র করিবা না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে, এবং তথায় যে রক্তপাত হয়, তাহার জন্যে রক্তপাতির রক্তপাত ব্যতিরেকে দেশের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। [৩৪] অতএব তোমরা যে দেশ অধিকার করিবা, তাহার মধ্যে আমিই বাস করি, তোমরা তাহা অশুচি করিও না; কেননা আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে বাসকারী সদাপ্রভু।

৩৬ অধ্যায়।

[১] পরে যোষেফের সন্তানদের গোষ্ঠীদের মধ্যে মনঃশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দের গোষ্ঠীর পিতৃকুলপতিগণ মোশির ও অধ্যক্ষগণের সম্মুখে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানদের পিতৃকুলপতিগণের সম্মুখে আসিয়া এক নিবেদন করিল। [২] তাহারা এই কথা কহিল, সদাপ্রভু গুলিবাটের দ্বারা অধিকারার্থে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে দেশ দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করিলেন, এবং আপনি আমাদের ভ্রাতা সলফাদের অধিকার তাহার কন্যাদিগকে দিবার আজ্ঞা সদাপ্রভুহইতে পাইলেন। [৩] কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশসমূহের সন্তানদের মধ্যে যে কাহারো সহিত যদি তাহাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পৈতৃক অধিকারহইতে তাহাদের অধিকার কাটা যাইবে; ও তাহারা যে বংশে গৃহীতা হইবে, সেই বংশের অধিকারে তাহা যুক্ত হইবে; এই রূপে তাহা আমাদের অধিকারের অংশহইতে কাটা যাইবে। [৪] আর যখন ইস্রায়েলের সন্তানগণের মহোৎসব উপস্থিত হইবে, তৎকালে তাহারা যাহাদের মধ্যে গৃহীতা, সেই বংশের অধিকারে তাহাদের অধিকার যুক্ত হইবে; এই রূপে আমাদের পৈতৃক বংশহইতে তাহাদের অধিকার কাটা যাইবে।

[৫] তাহাতে মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই আজ্ঞা করিল, যোষেফের সন্তানদের বংশ যথার্থ কহিতেছে। [৬] সদাপ্রভু সলফাদের কন্যাগণের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিতেছেন, তাহারা যাহাকে মনোনীত করিবে, তাহার ভার্য্যা হইতে পারিবে; কিন্তু কেবল আপন পিতৃবংশের কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করিবে। [৭] ইস্রায়েলের সন্তানগণের অধিকার এক বংশহইতে অন্য বংশে যাইবে না; ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন ২ পৈতৃক বংশের অধিকারভুক্ত থাকিবে। [৮] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে যেন আপন ২ পৈতৃক অধিকার ভোগ করে, এই জন্যে ইস্রায়েলের সন্তানগণের কোন বংশের মধ্যে অধিকারিণী প্রত্যেক কন্যা আপন পিতৃবংশীয় গোষ্ঠীর মধ্যে কোন এক পুরুষের ভার্য্যা হইবে। [৯] তাহাতে এক বংশহইতে অন্য বংশে অধিকার যাইবে না, কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রত্যেক বংশ আপন ২ পৈতৃক অধিকারভুক্ত থাকিবে।

[১০] পরে সলফাদের কন্যাগণ মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল। [১১] ফলতঃ মহলা ও তির্সা ও হগ্‌লা ও মিল্কা ও নোয়া, সলফাদের এই কন্যাগণ আপন ২ পিতৃব্যপুত্রদের সহিত বিবাহিতা হইল। [১২] যোষেফের পুত্র মনঃশির সন্তানদের গোষ্ঠীর মধ্যে তাহাদের বিবাহ হইল; তাহাতে তাহাদের অধিকার তাহাদের পিতার গোষ্ঠী সম্পর্কীয় বংশেই রহিল।

[১৩] সদাপ্রভু যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের সমীপে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে মোশিদ্বারা ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতি এই সমস্ত আজ্ঞা ও শাসন আদেশ করিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ

অর্থাৎ

মোশিলিখিত পঞ্চম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ পরে পারণ্ ও তোফল্ ও লাবন্ ও হৎসেরোৎ ও দীষাহবের মধ্যস্থানে সূফের সম্মুখস্থিত জঙ্গল-ভূমিতে অর্থাৎ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত প্রান্তরে মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে এই সকল কথা কহিল। ২ সেয়ীর্ পর্ব্বত দিয়া হোরেব্ অবধি কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত যাইতে এগার দিন লাগে। ৩ বস্তুতঃ সদাপ্রভু যে ২ কথা ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিতে মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে মোশি চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিল। ৪ অর্থাৎ হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে [যহসে] এবং অষ্টারোৎ নিবাসি বাশনের রাজা ওগকে ইদ্রিয়ীতে নিহনন করিলে পর, ৫ যর্দ্দনের পূর্ব্ব-পারে মোয়াব্ দেশে মোশি এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

৬ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে আমা-দিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা এই পর্ব্বতে যথেষ্ট কাল রহিয়াছ; ৭ এখন ফিরিয়া ইমোরীয়দের পর্ব্বতময় দেশ এবং তন্নিকটবর্ত্তি জঙ্গলভূমি ও পর্ব্বত ও নিম্নভূমি ও দক্ষিণ প্রদেশ ও সমুদ্রতীর [ইত্যাদি স্থানে], মহানদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত [বিস্তীর্ণ] কনানীয়দের সমস্ত দেশে ও লিবা-নোনে প্রবেশ করিতে যাত্রা কর। ৮ দেখ, আমি সেই দেশ তোমাদের অগ্রে ত্যাগ করিলাম; অত-এব তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্‌কে ও ইস্-হাক্‌কে ও যাকোব্‌কে ও তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে সদাপ্রভু দিব্য করিয়া-ছিলেন, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার কর।

৯ তৎকালে আমি তোমাদিগকে এই কথা কহি-য়াছিলাম, তোমাদের ভার বহন করা একা আমার অসাধ্য। ১০ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বৃদ্ধি করাতে তোমরা অদ্য আকাশের তারাগণের ন্যায় বহুসংখ্যক হইয়াছ; ১১ তোমা-দের পৈতৃক ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের আরো সহস্র গুণ বৃদ্ধি করুন, ও তিনি তোমাদিগকে যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্রূপ আশীর্ব্বাদ করুন; ১২ আমি কেমন করিয়া একা তোমাদের এতো বোঝা ও ভার ও বিবাদ সহ্য করিতে পারি? ১৩ তোমরা আপন ২ বংশের মধ্যে জ্ঞানি ও বুদ্ধিমান ও বিখ্যাত লোকদিগকে মনোনীত কর, আমি তাহাদিগকে তোমাদের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিব। ১৪ আমার এই বাক্যে তোমরা উত্তর করিলা, তুমি যাহা করিতে বলিতেছ, তাহা উত্তম। ১৫ পরে আমি তোমাদের বংশদের প্রধান জ্ঞানি ও বিখ্যাত লোকদিগকে গ্রহন করিয়া তোমাদের উপরে প্রধান অর্থাৎ তোমাদের সকল বংশানুসারে সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি ও অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলাম। ১৬ এবং তৎকালে তোমাদের বিচারকর্ত্তাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমরা আপন ২ ভ্রাতাদের কথা শু-নিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে, অর্থাৎ বাদির ও তাহার ভ্রাতার কি সহবাসি বিদেশির মধ্যে ন্যায্য বিচার করিও। ১৭ তোমরা বিচারে কাহারো মুখাপেক্ষা করিও না, ক্ষুদ্র ও মহান্‌কে সমান জানিয়া উভ-য়ের কথা শুনিও; ও মনুষ্যের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, কেননা বিচার ঈশ্বরের; এবং যে কথা বিচার করিতে তোমাদের দুষ্কর হয়, তাহা আমার কাছে আনিও, আমি তাহা শুনিব। ১৮ সেই সময়ে তোমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম।

১৯ পরে আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা-নুসারে হোরেব্‌হইতে প্রস্থান করিলাম, এবং ইমোরীয়দের পর্ব্বতে যাইবার পথে তোমরা সেই যে বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর দেখিয়াছ, তাহার মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া কাদেশ্-বর্ণেয়ে পঁহুছিলাম। ২০ পরে আমি তোমাদিগকে কহিলাম, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যাহা দিবেন, সেই ইমোরীয় পর্ব্বতে তোমরা উপস্থিত হইলা। ২১ দেখ, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অগ্রে সেই দেশ ত্যাগ করিলেন; অতএব তুমি আপন পৈতৃক ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে যাইয়া তাহা অধি-কার কর; ভীত ও নিরাশ হইও না।

২২ তখন তোমরা সকলে আমার নিকটে আ-সিয়া কহিলা, অগ্রে আমরা সে স্থানে লোক পা-ঠাই; তাহারা আমাদের জন্যে দেশ অনুসন্ধান

করিয়া, আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, ও কোন্ ২ নগরে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া আইসুক। [২৩] তখন আমি এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্রত্যেক বংশহইতে এক ২ জন লইয়া বারো জনকে গ্রহণ করিলাম। [২৪] পরে তাহারা প্রস্থান পূর্ব্বক পর্ব্বতারোহণ করিয়া ইষ্কোল্ উপত্যকাতে উপস্থিত হইয়া [দেশের] অনুসন্ধান করিল। [২৫] এবং হস্তে সেই দেশের কিছু২ ফল লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া এই সংবাদ দিয়া কহিল, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিবেন, সে উত্তম দেশ। [২৬] তথাপি তোমরা সেই স্থানে যাইতে অসম্মত হইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলা। [২৭] এবং আপন ২ তাম্বুতে বচসা করিয়া কহিলা, সদাপ্রভু আমাদিগকে দ্বেষ করিতেছেন, এই কারণ বিনাশার্থে ইমোরীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে আমাদিগকে মিসর্‌দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন। [২৮] আমরা কোথায় যাইতেছি? আমাদের অপেক্ষা সেই জাতি মহৎ ও দীর্ঘকায়, ও নগর সকল অতি বৃহৎ এবং গগনস্পর্শি প্রাচীরে বেষ্টিত আছে; এবং সে স্থানে আমরা অনাকীয়দের সন্তানদিগকেও দেখিলাম; এই২ কথাতে আমাদের ভ্রাতৃগণ আমাদের মনোভঙ্গ করিল। [২৯] তখন আমি তোমাদিগকে কহিলাম, উদ্বিগ্ন হইও না, ও তাহাদের হইতে ভীত হইও না। [৩০] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের অগ্রগামী, তিনি মিসর্‌দেশে তোমাদের চক্ষুর্গোচরে তোমাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। [৩১] এই প্রান্তরেও তুমি তদ্রূপ দেখিয়াছ; যেহেতুক পিতা যেমন আপন পুত্রকে বহন করে, তেমনি এই স্থানে তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত যে পথে তোমরা আসিয়াছ, সেই সমস্ত পথে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বহন করিয়াছেন। [৩২] তথাপি এই কথাতে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলা না, [৩৩] যিনি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান অনুসন্ধান করণার্থে যাত্রাকালে তোমাদের অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নিদ্বারা ও দিবসে মেঘদ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিতেন।

[৩৪] পরে সদাপ্রভু তোমাদের বাক্যের রব শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিলেন, [৩৫] আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছি, এই দুষ্ট বংশীয় মনুষ্যদের মধ্যে অন্য কেহ সেই উত্তম দেশ দেখিতে পাইবে না, [৩৬] কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব্ তাহা দেখিবে, এবং সে যে ভূমিতে পদার্পণ করিয়া গমন করিয়াছে, সেই ভূমি আমি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে দিব; কেননা সে সদাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুগত লোক। [৩৭] এবং সদাপ্রভু তোমাদের নিমিত্তে আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমিও সে স্থানে প্রবেশ করিবা না। [৩৮] তোমার পরিচারক নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই দেশে প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাকেই আশ্বাস দেও, কেননা সে ইস্রায়েল্‌কে তাহা অধিকার করাইবে। [৩৯] এবং ইহারা লুটিত হইবে, এই কথা তোমরা আপনাদের যে বালকগণের বিষয়ে কহিলা, এবং তোমাদের যে সন্তানগণের ভাল মন্দ জ্ঞান অদ্যাপি হয় নাই, তাহারাই সেই স্থানে প্রবেশ করিবে; তাহাদিগকেই আমি সেই দেশ দিব, ও তাহারাই তাহা অধিকার করিবে। [৪০] এখন তোমরা ফিরিয়া সূফার্ণবগামি প্রান্তরে গমন কর। [৪১] তাহাতে তোমরা আমাকে উত্তর করিলা, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিলাম; আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে উঠিয়া যাইয়া যুদ্ধ করিব; পরে তোমরা প্রত্যেক জন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে দুঃসাহস করিলা। [৪২] তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী নহি, অতএব তোমরা আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিও না, পাছে শত্রুদের সম্মুখে আহত হও। [৪৩] তাহাতে আমি তোমাদিগকে সেই কথা কহিলাম, কিন্তু তোমরা তাহা না শুনিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ও দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলা। [৪৪] এই জন্যে সেই পর্ব্বতবাসি ইমোরীয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া, মধুমক্ষিকা যেমন করে, তেমনি তোমাদিগকে তাড়না করিল, এবং সেয়ীরে হর্ম্মা পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিল। [৪৫] তখন তোমরা পরাবৃত্ত হইয়া সদাপ্রভুর কাছে রোদন করিলা; কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের রবে মনোযোগ করিলেন না, ও তোমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। [৪৬] তাহাতে তোমরা কাদেশে বাস করিয়া সে স্থানে বহুকাল অবস্থিতি করিলা।

২ অধ্যায়।

[১] পরে আমার প্রতি কথিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে আমরা ফিরিয়া সূফার্ণবগামি প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিয়া সেয়ীর্ পর্ব্বত ঘূরিয়া আসিতে বহু দিবস যাপন করিলাম। [২] পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, [৩] তোমরা যথেষ্ট কাল এই পর্ব্বত ঘূরিতেছ, এখন উত্তরদিগে ফির। [৪] তুমি লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর্ নিবাসি তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ এষৌর সন্তানদের সীমার নিকট দিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে তাহারা তোমাদের হইতে ভীত হইবে; অতএব তোমরা অতি সাবধান হইবা। [৫] তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে তাহাদের দেশের কিছুই দিব না, এক পাদ পরিমিত ভূমিও দিব না; এই সেয়ীর্ পর্ব্বত অধিকারার্থে আমি এষৌকে দিয়াছি। [৬] তোমরা তাহাদের নিকটে রূপা দিয়া

অন্ন ক্রয় করিয়া ভোজন করিবা; ও রূপা দিয়া জল ক্রয় করিয়া পান করিবা। ৭ কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, এবং এই মহাপ্রান্তরে তোমার গমনের তত্ত্ব লইয়াছেন; এই চল্লিশ বৎসরাবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী আছেন; তোমার কিছুরই অভাব হয় নাই।

৮ পরে আমরা জঙ্গলভূমির পথ অর্থাৎ এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবরহইতে সেয়ীর্ নিবাসি আপন ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ এষৌর সন্তানদের সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া মোয়াবের প্রান্তরের পথে ফিরিয়া যাত্রা করিলাম। ৯ তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি মোয়াবীয়দিগকে ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধদ্বারা তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; আমি অধিকারার্থে তাহাদের দেশের কোন অংশ তোমাকে দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে আর্ নগর অধিকার করিতে দিয়াছি। ১০ পূর্ব্বে ঐ স্থানে এমীয় লোকেরা বাস করিত, তাহারা মহান্ ও পরাক্রমী এবং অনাকীয় লোকদের ন্যায় দীর্ঘকায় জাতি ছিল। ১১ অনাকীয়দের ন্যায় তাহারাও রফায়ীয়দের মধ্যে গণিত ছিল, কিন্তু মোয়াবীয় লোকেরা তাহাদিগকে এমীয় কহিত। ১২ এবং পূর্ব্বে হোরীয় লোকেরা সেয়ীরে বাস করিত, কিন্তু এষৌর সন্তানগণ তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও আপনাদের সম্মুখহইতে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে বাস করিল। ফলতঃ ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর দত্ত আপন অধিকারভূমিতে যেরূপ করিল, তদ্রূপ। ১৩ এই ক্ষণে তোমরা উঠ ও সেরদ্ নদী পার হও। তখন আমরা সেরদ্ নদী পার হইলাম।

১৪ কাদেশ্-বর্ণেয় অবধি সেরদ্ নদী পার হওন পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রার আটত্রিশ বৎসর হইল; সেই সময়ের মধ্যে সদাপ্রভুর শপথানুসারে শিবিরের মধ্যহইতে তৎকালীন সমস্ত যোদ্ধৃগণ উচ্ছিন্ন হইল। ১৫ বস্তুতঃ শিবিরের মধ্যহইতে তাহাদিগকে নিঃশেষ রূপে লোপ করণার্থে তাহাদের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর হস্ত বিস্তারিত ছিল। ১৬ সেই সমস্ত যোদ্ধা মরিয়া লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইলে পর ১৭ সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ১৮ অদ্য তুমি মোয়াবের সীমা অর্থাৎ আর্ পশ্চাৎ ফেলিয়া ১৯ অম্মোনের সন্তানগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলা; তুমি তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, ও তাহাদের সহিত বিরোধ করিও না; আমি তোমাকে অধিকারার্থে অম্মোনের সন্তানদের কোনই দেশ দিব না, কেননা আমি লোটের সন্তানগণকে তাহা অধিকার করিতে দিয়াছি। ২০ সেই দেশও রফায়ীয়দের দেশ বলিয়া গণিত ছিল; কেননা অম্মোনীয় লোকেরা যাহাদিগকে সম্‌সুম্মীয় কহিত, সেই রফায়ীয় লোক পূর্ব্বকালে সে স্থানে বাস করিত। ২১ তাহারা মহান্ ও পরাক্রমী ও অনাকীয় লোকদের ন্যায় দীর্ঘকায় এক জাতি ছিল, কিন্তু সদাপ্রভু উহাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন, এবং উহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের স্থানে বসতি করিল। ২২ তিনি সেয়ীর্ নিবাসি এষৌর সন্তানগণের নিমিত্তে তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন, ফলতঃ তাহাদের সম্মুখহইতে হোরীয়দিগকে বিনষ্ট করিলেন, তাহাতে উহারা তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া অদ্যাপি তাহাদের স্থানে বাস করিতেছে। ২৩ এবং ঘসা পর্য্যন্ত হৎসেরীমে বাসকারি অব্বীয়দের প্রতিও [তাহাই ঘটিয়াছিল, ফলতঃ] কপ্তোর্হইতে আগত কপ্তোরীয় লোকেরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে বাস করিল।

২৪ [সদাপ্রভু কহিলেন,] তোমরা উঠ, ও যাত্রা করিয়া অর্ণোন নদী পার হও; দেখ, আমি হিষ্বোনের রাজা ইমোরীয় সীহোনকে ও তাহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি তাহার সহিত যুদ্ধদ্বারা বিরোধ করিয়া নিজ অধিকার লইতে আরম্ভ কর। ২৫ অদ্যাবধি আমি সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত জাতিগণের মনেতে তোমার বিষয়ক আশঙ্কা ও ভয় জন্মাইতে আরম্ভ করিব, তোমার কথা শুনিবামাত্র তাহারা তোমার সাক্ষাতে কম্পবান ও ব্যথিত হইবে। ২৬ পরে আমি কদেমোৎ প্রান্তরহইতে হিষ্বোনের রাজা সীহোনের নিকটে দূতদ্বারা এই প্রণয়বাক্য কহিয়া পাঠাইলাম, ২৭ তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও, আমি দক্ষিণে কি বামে না ফিরিয়া কেবল রাজপথ দিয়া যাইব। ২৮ সেয়ীর্ নিবাসি এষৌর সন্তানগণ ও আর্ নিবাসি মোয়াবীয় লোকেরা আমার প্রতি যেমন করিল, তদ্রূপ তুমিও কর; ২৯ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, আমরা যর্দ্দন পার হইয়া যাবৎ সেই দেশে উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমিও রূপা লইয়া আমাকে ভোজনের অন্ন দিও, ও রূপা লইয়া পানার্থক জল দিও; আমি কেবল আপন পদ দিয়া পার হইয়া যাইব। ৩০ কিন্তু হিষ্বোনের রাজা সীহোন্ আপন দেশের মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি আমাদিগকে দিল না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে অদ্যকার ন্যায় তাহাকে সমর্পণ করিতে তাহার মন কঠিন করিলেন ও তাহার হৃদয় শক্ত করিলেন। ৩১ এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সীহোন্‌কে ও তাহার দেশকে তোমার অগ্রে ত্যাগ করিলাম; তুমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দেশ অধিকারার্থে হস্তগত কর। ৩২ তখন সীহোন্ ও তাহার সমস্ত প্রজা লোক আমাদের প্রতিকূলে বাহির হইয়া যহসে যুদ্ধ করিতে আইলে, ৩৩ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের অগ্রে তাহাকে ত্যাগ করিলেন, তাহাতে আমরা তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকেও সমস্ত প্রজা লোককে বধ করিলাম। ৩৪ এবং সেই সময়ে তাহার সমস্ত নগর হস্তগত করিয়া পুরুষ ও স্ত্রী ও বালকগণ

শুদ্ধ প্রতিনগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলাম; কাহাকেও বাঁচাইয়া রাখিলাম না। [৩৫] কেবল পশুগণকে ও যে২ নগর হস্তগত করিয়াছিলাম, তাহার লুটিত বস্তু সকল আমরা আপনাদের জন্যে গ্রহণ করিলাম। [৩৬] অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি ও নদীর মধ্যস্থিত নগর অবধি গিলিয়দ্ পর্য্যন্ত এক নগরও আমাদের অজেয় হইল না; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সে সমস্ত আমাদের অগ্রে ত্যাগ করিলেন। [৩৭] কেবল অম্মোনের সন্তানদের দেশ, অর্থাৎ যব্বোক্ নদীর পার্শ্বস্থ প্রদেশ ও পর্ব্বতস্থ সকল নগর প্রভৃতি যে দেশের বিষয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে তুমি উপস্থিত হইলা না।

৩ অধ্যায়।

[১] পরে আমরা উঠিয়া বাশনের পথ দিয়া গমন করিলাম; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ্ এবং তাহার সমস্ত প্রজালোক আমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে বাহির হইয়া ইদ্রিয়ীতে আইল। [২] তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি উহাকে ভয় করিও না, কেননা আমি উহাকে ও উহার সমস্ত প্রজালোককে ও উহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি যেমন হিষ্বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের প্রতি করিয়াছ, তেমনি উহার প্রতিও করিবা। [৩] এই রূপে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু বাশনের রাজা ওগ্কে ও তাহার সমস্ত প্রজালোককে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে আমরা তাহাকে এমত পরাজয় করিলাম, যে তাহার কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। [৪] সেই সময়ে আমরা তাহার সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম; তাহাদের হইতে যাহা হরণ করিলাম না, তাহার এমত এক নগরও থাকিল না; ফলতঃ ষষ্টি নগর, অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল অর্থাৎ বাশনস্থ ওগের রাজ্য লইলাম; [৫] সেই সমস্ত নগর উচ্চ প্রাচীরেতে ও দ্বারেতে ও অর্গলেতে সুরক্ষিত ছিল; তদ্ব্যতিরেকে প্রাচীরহীন অনেক নগরও ছিল। [৬] আমরা হিষ্বোনের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন করিয়াছিলাম, সেই রূপ তাহাদিগকে বর্জ্জিত [বলিয়া বিনষ্ট] করিলাম, পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক শুদ্ধ তাহাদের সমস্ত নগর বর্জ্জিত [বলিয়া বিনষ্ট] করিলাম। [৭] কিন্তু তাহাদের সমস্ত পশু ও নগরের দ্রব্যাদি লুট করিয়া আপনাদের নিমিত্তে গ্রহণ করিলাম। [৮] সেই সময়ে আমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ ইমোরীয়দের দুই রাজার হস্তহইতে অর্ণোন্ নদী অবধি হর্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশকে হস্তগত করিলাম। [৯] সীদোনীয়েরা ঐ হর্মোণকে সিরিয়োন্ কহে এবং ইমোরীয়েরা তাহাকে সনীর্ কহে। [১০] আমরা সমভূমির সমস্ত নগর এবং সল্খা ও ইদ্রিয়ী পর্য্যন্ত সমস্ত গিলিয়দ্ ও সমস্ত বাশন্ অর্থাৎ বাশন্স্থিত ওগ্ রাজ্যের সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম। [১১] ফলতঃ অবশিষ্ট রফায়ীয়দের মধ্যে বাশনের রাজা ওগ্মাত্র অবশিষ্ট ছিল; দেখ, তাহার খট্টা লৌহময়, তাহা কি অম্মোনের সন্তানগণের রব্বাতে নাই? মনুষ্যের হস্তের পরিমাণানুসারে তাহা দীর্ঘে নয় হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত।

[১২] ঐ সময়ে আমরা অর্ণোন্নদীস্থিত অরোয়ের্ অবধি সেই সমস্ত দেশ অধিকার করিলাম; তাহাতে আমি গিলিয়দ্ পর্ব্বতের অর্দ্ধেক ও তত্রত্য নগর সকল রুবেন্ বংশকে ও গাদ বংশকে দিলাম। [১৩] এবং গিলিয়দের অবশিষ্ট অংশ ও সমস্ত বাশন্ অর্থাৎ ওগের রাজ্য, বিশেষতঃ সমস্ত বাশনের সহিত অর্গোবের তাবৎ অঞ্চল আমি মনঃশির অর্দ্ধবংশকে দিলাম। তাহাই রফায়ীয় দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। [১৪] মনঃশির পুত্র যায়ীর গশূরীয় ও মাথাথীয় সীমা পর্য্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল পাইয়া আপন নামানুসারে অদ্য পর্য্যন্ত বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবোৎ-যায়ীর্ রাখিল। [১৫] আমি মাখীর্কে গিলিয়দ দিলাম। [১৬] এবং গিলিয়দ্হইতে অর্ণোন্ নদী অর্থাৎ নদীর মধ্যস্থান ও অঞ্চল শুদ্ধ, এবং তদবধি অম্মোনের সন্তানগণের সীমা যব্বোক নদী পর্য্যন্ত; [১৭] এবং কিন্নেরৎ অবধি জঙ্গলভূমিস্থ সমুদ্র অর্থাৎ অস্দোৎ-পিস্গার অধঃস্থিত লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক্স্থিত জঙ্গলভূমি এবং যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল রুবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে দিলাম। [১৮] এবং সেই সময়ে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে এই দেশ তোমাদিগকে দিলেন, কিন্তু তোমাদের সমস্ত যোদ্ধা সসজ্জ হইয়া তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে পার হইয়া যাইবে। [১৯] আমি তোমাদিগকে যে২ নগর দিলাম, সেই সকল নগরে কেবল তোমাদের স্ত্রীলোক ও বালকগণ ও পশুগণ বাস করিবে, কেননা আমি জানি, তোমাদের অনেক পশু আছে। [২০] পরে সদাপ্রভু তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বিশ্রাম দিলে, অর্থাৎ যর্দ্দনের ওপারে যে দেশ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে দিবেন, তাহারা সেই দেশ অধিকার করিলে, তোমরা প্রত্যেকে আমার দত্ত আপন২ অধিকারে ফিরিয়া আসিবা।

[২১] আর সেই সময়ে আমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা করিলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই দুই রাজার প্রতি যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ; তুমি পার হইয়া যে২ রাজ্যের বিরুদ্ধে যাইবা, সে সমস্ত রাজ্যের প্রতি সদাপ্রভু তদ্রূপ করিবেন। [২২] তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবেন।

[২৩] সেই সময়ে আমি সদাপ্রভুর কাছে সাধ্যসাধনা করিলাম, [২৪] হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের কাছে আপন মহিমা ও বলবান হস্ত

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলা; তোমার ক্রিয়ার ন্যায় ও তোমার বিক্রমের ন্যায় করিতে পারে, স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে এমত ঈশ্বর [আর] কে আছে? [২৫] বিনয় করি, যর্দ্দনের ওপারে স্থিত সেই উত্তম দেশ ও সেই রমনীয় গিরি ও লিবানোন্ [পর্ব্বত] দেখিতে আমাকে পারে যাইতে দেও। [২৬] কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদের জন্যে আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা না শুনিয়া আমাকে কহিলেন, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, ইহার কথা আমাকে আর বলিও না। [২৭] পিস্‌গার শৃঙ্গে উঠিয়া যাও, এবং পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে দৃষ্টিপাত কর; আপন চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ কর, কেননা তুমি এই যর্দ্দন পার হইতে পাইবা না। [২৮] কিন্তু তুমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা কর, ও তাহাকে আশ্বাস দেও, ও তাহাকে বীর্য্যবান কর, কেননা সে এই লোকদের অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবে; যে দেশ তুমি দেখিবা, তাহা সে তাহাদিগকে অধিকার করাইবে। [২৯] এই রূপে আমরা বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থিত উপত্যকাতে বাস করিলাম।

৪ অধ্যায়।

[১] এখন হে ইস্রায়েল্, আমি যে২ বিধি ও শাসন পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দি, তাহাতে অবধান কর; তাহা হইলে তোমরা বাঁচিবা, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা। [২] আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিও না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিও না; আমি তোমাদিগকে যাহা২ জানাইতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করিও। [৩] বাল্‌পিয়োরের বিষয়ে সদাপ্রভু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; ফলতঃ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বাল্‌পিয়োরের অনুগামি প্রত্যেক জনকে তোমার মধ্যহইতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; [৪] কিন্তু তোমরা যত লোক আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আসক্ত ছিলা, সকলেই অদ্যাপি জীবৎ আছ। [৫] দেখ, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, আমি তোমাদিগকে সেই রূপ বিধি ও শাসন শিক্ষা দিয়াছি; তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশের মধ্যে তদনুসারে ব্যবহার করিতে হইবে। [৬] অতএব তোমরা সাবধান হইয়া তাহা পালন করিও; কেননা জাতি সকলের সমক্ষে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিস্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা কহিবে, এই মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান লোক বটে। [৭] আর তাঁহার উদ্দেশে আমাদের সমস্ত প্রার্থনা কালে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন আমাদের নিকটবর্ত্তী হন, কোন্ বড় জাতির তেমন নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছে? [৮] এবং আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তাহার মত যথার্থ বিধি ও শাসন কোন্ বড় জাতির আছে? [৯] কিন্তু সাবধান, তোমার প্রাণেরই বিষয়ে অতি সাবধান হও; তুমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কোন ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইও না; জীবন থাকিতে তোমার হৃদয়হইতে তাহা লুপ্ত না হউক; তুমি আপন পুত্র পৌত্রদিগকে তাহা শিক্ষা করাও। [১০] বিশেষতঃ যে দিনে তুমি হোরেবে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলা [সেই দিন স্মরণ কর]; তৎকালে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার নিকটে লোকদিগকে একত্র কর, আমি আপন বাক্য তাহাদিগকে শুনাইব; ভূতলে তাহাদের জীবনের সমস্ত দিন পর্য্যন্ত যেন তাহারা আমাকে ভয় করে, এই নিমিত্তে তাহারা সেই কথা শিখিবে এবং আপন সন্তানগণকেও শিখাইবে। [১১] তাহাতে তোমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইয়াছিলা; এবং সেই পর্ব্বত গগণের অভ্যন্তরস্পর্শি অগ্নিতে প্রজ্বলিত এবং অন্ধকারে ও মেঘে ও ঘোর তিমিরে ব্যাপ্ত ছিল। [১২] তখন অগ্নির মধ্যহইতে সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি কথা কহিলেন; তোমরা তাঁহার বাক্যের ধ্বনি শুনিতেছিলা, কিন্তু কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলা না, কেবল বাণী হইল। [১৩] এবং তিনি আপনার যে নিয়ম পালন করিতে তোমাদিগকে আদেশ করিলেন, সেই নিয়মের দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে জানাইয়া দুইখান প্রস্তরফলকে লিখিলেন।

[১৪] তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের পালনীয় বিধি ও শাসন সকল তোমাদিগকে শিক্ষা করাইতে সদাপ্রভু সেই সময়ে আমাকে আজ্ঞা করিলেন। [১৫] যে দিবসে সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির মধ্যহইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সে দিবসে তোমরা কোন মূর্ত্তি দেখ নাই। অতএব আপন২ প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও, [১৬] পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের জন্যে কোন আকারের মূর্ত্তি করিয়া খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ কর; [১৭] অর্থাৎ পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর প্রতিকৃতি, কিম্বা পৃথিবীস্থ কোন পশুর প্রতিকৃতি, কিম্বা আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষির প্রতিকৃতি. [১৮] কিম্বা ভূচর কোন সরীসৃপের প্রতিকৃতি, কিম্বা ভূমির নীচস্থ জলচর কোন জন্তুর প্রতিকৃতি পাছে কর; [১৯] কিম্বা আকাশের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারা প্রভৃতি আকাশের সমস্ত বাহিনী দেখিলে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহাদিগকে সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত জাতিদের জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাছে ভ্রান্ত হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর ও তাহাদের পূজা কর। [২০] কেননা তোমরা যেন অদ্যকার মত সদাপ্রভুর

প্রজারূপ অধিকার হও, এই জন্যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে লৌহকুণ্ডস্বরূপ মিসর্হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। [২১] এবং তোমাদের জন্যে সদাপ্রভু আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিয়াছেন, তুমি যর্দ্দন্ পার হইতে পাইবা না। অতএব তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ অধিকার করিতে দিবেন, সেই উত্তম দেশে আমি প্রবেশ করিতে পারিব না। [২২] এই দেশে আমাকে মরিতে হইবে; আমি যর্দ্দন্ পার হইয়া যাইব না; কিন্তু তোমরা পার হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবা। [২৩] সাবধান হও, তোমাদের সহিত স্থিরীকৃত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম বিস্মৃত হইও না, ও তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার [বিপরীতে] কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না। [২৪] কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ; তিনি [স্বগৌরবরক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর।

[২৫] সেই দেশে পুত্র পৌত্রগণের জন্ম দিয়া বহুকাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিরক্ত করণার্থে তাঁহার সমক্ষে দুক্রিয়া কর; [২৬] তবে আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন্ পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশহইতে শীঘ্র নিঃশেষে বিনষ্ট হইবা, তাহার মধ্যে বহুকাল অবস্থিতি করিবা না, কিন্তু নির্ম্মূলে উচ্ছিন্ন হইবা। [২৭] এবং সদাপ্রভু জাতিগণের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবেন; যে স্থানে সদাপ্রভু তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেই পরজাতীয় লোকদের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক হইয়া অবশিষ্ট থাকিবা। [২৮] এবং সেই স্থানে মনুষ্যের হস্তকৃত দেবগণের, অর্থাৎ দর্শনে ও শ্রবণে ও ভোজনে ও আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডের পূজা করিবা। [২৯] কিন্তু সে স্থানে থাকিয়া তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ পাইবা; কেননা তুমি সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করিবা। [৩০] যখন তোমার সঙ্কট উপস্থিত হইবে, ও এই সমস্ত তোমার প্রতি ঘটিবে, তখন সেই ভাবি কালে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবা, ও তাঁহার রবে অবধান করিবা। [৩১] যেহেতুক তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্নেহশীল ঈশ্বর; তিনি তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, ও তোমার বিনাশ করিবেন না, এবং দিব্যদ্বারা তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না। [৩২] দেখ, পৃথিবীতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টিদিনাবধি তোমার পূর্ব্বে বিগত পুরাতন কালকে এবং আকাশমণ্ডলের আদ্যোপান্তকে ইহা জিজ্ঞাসা কর, এই মহাকার্য্যের তুল্য কার্য্য কি আর কখনো হইয়াছে? কিম্বা এমত কি শুনা গিয়াছে? [৩৩] আর কোন জাতি কি তোমার মত অগ্নির মধ্যে বাক্যবাদি ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? [৩৪] কিম্বা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসরে তোমাদের সাক্ষাতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, কোন দেবতা কি তদনুসারে আসিয়া পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ও অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ ও যুদ্ধ ও বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্মদ্বারা অন্য জাতির মধ্যহইতে আপনার জন্যে এক জাতি গ্রহণ করিতে উপক্রম করিয়াছে? [৩৫] সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, ইহা যেন জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্তে ঐ সকল তোমাকেই প্রদর্শিত হইল। [৩৬] তিনি উপদেশ দেওনার্থে স্বর্গহইতে তোমাকে আপন রব শুনাইলেন, ও পৃথিবীতে আপন মহাবহ্নি দেখাইলেন, এবং তুমি অগ্নির মধ্যহইতে তাঁহার বাক্য শুনিতে পাইলা। [৩৭] তিনি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্নেহ করিতেন, এবং তাহাদের পরে তাহাদের বংশকেও মনোনীত করিলেন, তজ্জন্য আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রমদ্বারা তোমাকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন। [৩৮] কেননা তোমাহইতে বলবান ও বহুসংখ্যক পরজাতিদিগকে তোমার অগ্রহইতে দূর করণ পূর্ব্বক তাহাদের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইয়া অদ্যকার মত অধিকারার্থে তোমাকে তাহা দিতে তাঁহার মনস্থ ছিল। [৩৯] অতএব ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তুমি অদ্য জ্ঞাত হও, ও আপন হৃদয়ে ইহা বিবেচনা কর। [৪০] এবং তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবি সন্তানগণের মঙ্গল যেন হয়, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে ভূমি সর্ব্বকালের জন্যে দেন তাহার উপরে যেন তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এই জন্যে আমি তাঁহার যে২ বিধি ও আজ্ঞা অদ্য তোমাকে আদেশ করিলাম, তাহা পালন কর।

[৪১] তৎকালে মোশি বধকারির আশ্রয়ার্থে যর্দ্দনের সূর্য্যোদয়দিক্স্থ পারে তিন নগর নিশ্চয় করিল; [৪২] ফলতঃ যদি কেহ আপন প্রতিবাসিকে পূর্ব্বে দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ বধ করে, তবে সে যেন তাহার মধ্যে কোন নগরে পলাইয়া বাঁচিতে পারে। [৪৩] তাহা এই ২, রূবেণীয়দের জন্যে সমভূমিতে প্রান্তরস্থ বেৎসর, এবং গাদীয়দের জন্যে গিলিয়দ্স্থিত রামোৎ, এবং মনঃশীয়দের জন্যে বাশন্স্থিত গোলন্।

[৪৪] পরে মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে এই ব্যবস্থা স্থাপন করিল; [৪৫] অর্থাৎ মিসরহইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে মোশি যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে হিষ্‌বোন নিবাসি ইমোরীয় রাজা সীহোনের দেশে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই সকল প্রমাণবাক্য ও বিধি ও শাসন দিল। [৪৬] কেননা মিসরহইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে মোশি ও ইস্রায়ে-

লের সন্তানগণ সেই রাজাকে বধ করিয়া [৪৭] তাহার এবং বাশনের রাজা ওগের, যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকস্থ ইমোরীয়দের এই দুই রাজার দেশ, [৪৮] অর্থাৎ অর্ণোন নদীতীরস্থ আরোয়ের অবধি সিয়োন অর্থাৎ হর্মোণ নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, [৪৯] এবং অস্‌দোদ-পিস্‌গার অধঃস্থিত জঙ্গলভূমির সমুদ্র পর্য্যন্ত যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে স্থিত সমস্ত জঙ্গলভূমি অধিকার করিয়াছিল।

৫ অধ্যায়।

[১] তখন মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল্, আমি শিক্ষার্থে ও রক্ষণার্থে ও পালনার্থে তোমাদের কর্ণগোচরে অদ্য যে সকল বিধি ও শাসন কহি, তাহাতে মনোযোগ কর। [২] আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু হোরেবে আমাদের সহিত এক নিয়ম করিলেন। [৩] সদাপ্রভু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত সেই নিয়ম করেন নাই, কিন্তু অদ্য এই স্থানে সকলে জীবিত আছি যে আমরা, আমাদের সহিত তাহা করিলেন। [৪] সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির মধ্যহইতে তোমাদের সহিত মুখামুখি হইয়া কথা কহিলেন। [৫] সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর বাক্য জ্ঞাত করিতে সেই স্থানে সদাপ্রভুর ও তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম; কেননা অগ্নিহইতে ভীত হওয়াতে তোমরা পর্ব্বতে আরোহণ করিলা না। তাঁহার বাক্য এই২।

[৬] আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি দাসগৃহস্বরূপ মিসর্‌দেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। [৭] আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। [৮] উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যাহা২ আছে, তুমি আপনার নিমিত্তে তাহাদের কোন মূর্ত্তিবিশিষ্ট খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না। [৯] তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, ও তাহাদের আরাধনা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি [স্বগৌরবরক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা করে, আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফলদাতা; [১০] কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়াকারী। [১১] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অলীক ভাবে লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অলীক ভাবে লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না। [১২] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে বিশ্রামদিনকে পালন করিয়া পবিত্র কর। [১৩] ছয় দিন পরিশ্রম কর, ও আপনার সমস্ত কার্য্য কর; [১৪] কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিশ্রামদিন; সেই দিনে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি তোমার দাস কি দাসী কি তোমার গোরু কি গর্দ্দভ কি অন্য কোন পশু কি তোমার পুরদ্বারান্তর্বাসি বিদেশী কেহ কোন কার্য্য করিও না; তোমার দাস ও দাসী যেন তোমার ন্যায় বিশ্রাম পায়। [১৫] স্মরণ কর, মিসর্‌দেশে তুমি দাস ছিলা, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা তথাহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন; এই নিমিত্তে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। [১৬] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে আপন পিতামাতাকে মান্য কর; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু ও মঙ্গল হইবে। [১৭] তুমি নরহত্যা করিও না। [১৮] ও ব্যভিচার করিও না। [১৯] ও চুরি করিও না। [২০] ও আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে অলীক সাক্ষ্য দিও না। [২১] ও আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাতে লোভ করিও না; ও প্রতিবাসির গৃহে কি ক্ষেত্রে, কি দাসে কি দাসীতে, কি গোরুতে কি গর্দ্দভেতে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।

[২২] সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির ও মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্যহইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের প্রতি এই সমস্ত বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, আর কিছুই কহেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুই খান প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে সমর্পণ করিলেন। [২৩] কিন্তু যখন তোমরা অন্ধকারের মধ্যহইতে সেই রব শুনিতে পাইলা, এবং পর্ব্বতকে অগ্নিতে জ্বলিতে দেখিলা, তখন তোমরা কহিলা, অর্থৎ তোমাদের বংশাধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনগণ সকলে আমার নিকটে আসিয়া কহিল, [২৪] দেখ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের কাছে আপন প্রতাপ ও মহিমা প্রদর্শন করিলেন, এবং আমরা অগ্নির মধ্যহইতে তাঁহার রব শুনিতে পাইলাম; তাহাতে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও সে বাঁচিতে পারে ইহা আমরা অদ্য দেখিলাম। [২৫] কিন্তু আমরা এখন কেন মরিব? ঐ মহাবহ্নি আমাদিগকে গ্রাস করিবে; আমরা যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব আর বার শুনি, তবেই মরিব। [২৬] কেননা প্রাণিদের মধ্যে আমাদের মত এমন কে আছে, যে অগ্নির মধ্যহইতে বাক্যবাদি জীবৎ ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? [২৭] তুমিই নিকটে গিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে সমস্ত কথা কহেন, তাহা শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা কহিবেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদিগকে কহিও; আমরা তাহা শুনিয়া পালন করিব।

[২৮] তোমরা যখন আমাকে এই কথা কহিলা, তখন সদাপ্রভু তোমাদের সেই বাক্যের রব শুনিয়া আমাকে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার প্রতি যাহা২ কহিল, সেই বাক্যের রব আমি শুনিলাম;

তাহারা যাহা ২ বলিল তাহা ভাল বলিল। [২৯] হায় ২, সর্ব্বদা আমাকে ভয় করিতে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে যদি তাহাদের এই রূপ হৃদয় থাকে, তবে তাহাদের ও তাহাদের সন্তানদের অনন্তকালস্থায়ি মঙ্গল হয়। [৩০] তুমি যাইয়া তাহাদিগকে আপন ২ তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে বল। [৩১] কিন্তু তুমি আমার নিকটে এই স্থানে দাঁড়াও, তুমি তাহাদিগকে যাহা ২ শিখাইয়া দিবা, আমি তোমাকে সেই সকল আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন কহি; পরে আমি যে দেশ অধিকারার্থে তাহাদিগকে দিব, সেই দেশে তাহারা তাহা পালন করিবে। [৩২] অতএব তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা করিলেন, তদনুযায়ি আচরণ করিতে তাহা পালন কর, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না। [৩৩] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে ২ পথে চলিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চল; তাহাতে তোমরা বাঁচিবা ও তোমাদের মঙ্গল হইবে, এবং যে দেশ তোমরা অধিকার করিবা, তাহাতে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।

৬ অধ্যায়।

[১] তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে এই ২ আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন জানাইলেন; তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তাহা পালন করিতে হইবে। [২] যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যাবজ্জীবন আমার বক্তব্য তাঁহার এই আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন কর, তবে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। [৩] অতএব হে ইস্রায়েল্, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিতে যত্ন কর, তাহাতে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে রূপ কহিয়াছেন, তদনুসারেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তোমার মঙ্গল হইবে ও তোমরা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইবা।

[৪] হে ইস্রায়েল্, শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু। [৫] অতএব তুমি আপন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর। [৬] এবং এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। [৭] অতএব তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ সন্তানগণকে যত্নপূর্ব্বক তাহা শিক্ষা দেও, এবং গৃহে বসিবার কিম্বা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন কর। [৮] এবং আপন হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপে তাহা বদ্ধ কর, ও তাহা তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে ভূষণস্বরূপ হউক। [৯] এবং তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বহির্দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখ। [১০] তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ ও ইস্‌হাক্ ও যাকোবের কাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাকে উপস্থিত করিলে পর, তুমি যাহা গাঁথ নাই, এমত বৃহৎ ও সুন্দর নগর [১১] এবং যাহাতে কিছুই সঞ্চয় কর নাই, এমত সকল উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, ও যাহা খুদ নাই, এমত খনিত কূপ, এবং যাহা প্রস্তুত কর নাই, এমত দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র পাইয়া যখন তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা, [১২] তৎকালে সাবধান, যিনি দাসগৃহস্বরূপ মিসর্দেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না। [১৩] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, এবং তাঁহার আরাধনা কর, ও তাঁহার নাম লইয়া দিব্য কর। [১৪] তোমরা ইতর দেবগণের অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্স্থিত জাতিদের দেবতাদের অনুগামী হইও না; [১৫] কেননা তোমার মধ্যবর্ত্তী তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু [স্বগৌরবরক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর। তোমার ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্বলিত হইলে তিনি ভূমণ্ডলহইতে তোমাকে বিনষ্ট করিবেন।

[১৬] তোমরা মঃসাতে যেমন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরীক্ষা লইয়াছিলা, তেমনি তাঁহার পরীক্ষা লইও না। [১৭] তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আদিষ্ট সমস্ত আজ্ঞা ও প্রমাণবাক্য ও বিধি যত্নপূর্ব্বক পালন কর। [১৮] এবং সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য ও উত্তম, তাহাই কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে; এবং সদাপ্রভু যে দেশের বিষয়ে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, তুমি সেই উত্তম দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিলে, [১৯] সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তোমার সম্মুখহইতে সকল শত্রু দূরীকৃত হইবে।

[২০] আর ভাবিকালে যখন তোমার সন্তান জিজ্ঞাসা করিবে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে সকল প্রমাণবাক্য ও বিধি ও শাসন দিয়াছেন, তাহা কি? [২১] তখন তুমি আপন সন্তানকে কহিবা, আমরা মিসরদেশে ফরৌণের দাস ছিলাম, তাহাতে সদাপ্রভু বলবান্ হস্তদ্বারা মিসরহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন; [২২] এবং আমাদের সাক্ষাতে মিসরের প্রতি ও ফরৌণের প্রতি ও তাহার সমস্ত কুলের প্রতি সদাপ্রভু মহৎ ও ক্লেশদায়ক অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইলেন। [২৩] কিন্তু যে দেশের বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, তাহা দিবার আশয়ে আমাদিগকে [তথায়] পহুঁছাইবার নিমিত্তে তিনি ঐ মিসরহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; [২৪] এবং আমাদের নিত্য মঙ্গলার্থে ও অদ্যকার মত প্রাণরক্ষা করণার্থে আমরা যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করি, এই জন্যে সদাপ্রভু এই সকল বিধি পালন করিতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। [২৫] আর আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁ-

হার সম্মুখে এই সমস্ত বিধি পালন করিলে আমাদের ধার্ম্মিকতা হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, ও তোমার সাক্ষাৎহইতে নানা বৃহৎ জাতিকে, অর্থাৎ হিত্তীয় ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয় ও কনানীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমাহইতে বৃহৎ ও বলবান এই সাত জাতিকে দূর করিবেন; ২ এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে যখন তুমি তাহাদিগকে পরাজয় করিবা, তখন তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা; তাহাদের সহিত কোন নিয়ম করিবা না, ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবা না। ৩ এবং তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ করিবা না, তুমি তাহাদের পুত্রকে আপনার কন্যা দিবা না, ও আপন পুত্রের জন্যে তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিবা না। ৪ কেননা তাহারা তোমার পুত্রকে আমার অনুগমনহইতে ফিরাইয়া ইতর দেবের আরাধনা করাইবে: তাহা হইলে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া তোমাকে শীঘ্র বিনষ্ট করিবে। ৫ অতএব তোমরা তাহাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার কর; তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন কর, ও স্তম্ভ সকল ভগ্ন কর, ও আশেরার মূর্ত্তি সকল ছেদন কর, ও তাহাদের খোদিত প্রতিমা সকল অগ্নিতে দগ্ধ কর। ৬ কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির মধ্যে আপনার নিজস্ব প্রজালোক করণার্থে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন। ৭ অন্য সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এ কারণ সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক। ৮ কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে প্রেম করেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করেন, তন্নিমিত্তে সদাপ্রভু বলবান হস্তদ্বারা তোমাদিগকে দাসগৃহহইতে ও মিসরের রাজা ফরৌণের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া মুক্ত করিয়াছেন। ৯ ইহাতে তুমি জানিতে পাইতেছ, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, আপন প্রেমকারিদের ও আজ্ঞাপালনকারিদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন। ১০ কিন্তু আপন বৈরিগণকে সংহার করিতে প্রকাশরূপে প্রতিফল দেন; তিনি আপন বৈরির বিষয়ে বিলম্ব করেন না, প্রকাশরূপে তাহাকে প্রতিফল দেন। ১১ অতএব আমি অদ্য তোমাকে যে ২ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহা পালন করিতে যত্ন কর।

১২ তোমরা যদি এই সকল শাসনে মনোযোগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তোমার পক্ষে তাহা রক্ষা করিবেন। ১৩ এবং তোমাকে প্রেম করিবেন, ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; এবং যে দেশ তোমাকে দিতে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তোমার গর্ত্তফল ও ভূমির ফল ও শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও তোমার গোরুদের বৎস ও মেষীদের শাবক, এই সকলেতে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ১৪ সকল জাতি অপেক্ষা তুমি আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবা, এবং তোমার পশুগণের মধ্যে কিম্বা তোমার মধ্যে কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না। ১৫ এবং সদাপ্রভু তোমাহইতে সমস্ত রোগ দূর করিবেন, এবং মিস্রীয়দের যে সকল মহাব্যাধি তুমি জ্ঞাত আছ, তাহা তোমাকে দিবেন না, কিন্তু তোমার বৈরি সকলকে দিবেন। ১৬ এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তে যে জাতীয়দিগকে সমর্পণ করিবেন, তুমি তাহাদিগকে গ্রাস করিবা; তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না, ও তাহাদের দেবগণের পূজা করিও না, কেননা তাহা তোমার ফাঁদস্বরূপ। ১৭ আর এই পরজাতীয়েরা আমাহইতেও বহুসংখ্যক, আমি কেমন করিয়া ইহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব? মনে ২ এমত ভাবিয়া তাহাদের হইতে ভীত হইও না। ১৮ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু ফরৌণের ও সমস্ত মিসরের প্রতি যে ২ কর্ম্ম করিয়াছেন; ১৯ এবং পরীক্ষাসিদ্ধ যে ২ প্রমাণ তুমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, ও যে ২ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ ও বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল স্মরণ করিও। তুমি যাহাদিগকে ভয় করিতেছ, সেই সমস্ত জাতির প্রতি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তদ্রূপ করিবেন। ২০ তদ্ভিন্ন যাহারা অবশিষ্ট থাকিয়া তোমাহইতে আপনাদিগকে গোপন করিবে, যাবৎ তাহাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে ভিমরুল প্রেরণ করিবেন। ২১ তুমি তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী, তিনি মহান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। ২২ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখহইতে ঐ পরজাতীয়দিগকে অল্পে ২ দূর করিবেন, কেননা তোমার প্রতিকূলে যেন বনপশুগণ বর্দ্ধিত না হয়, এই জন্যে তুমি ত্বরায় তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারিবা না। ২৩ কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অগ্রে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা সমূলে বিনষ্ট না হয়, তাবৎ মহাব্যাকুলতাতে তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবেন। ২৪ ও তাহাদের রাজগণকে তোমার হস্তগত করিবেন,

তাহাতে তুমি আকাশমণ্ডলের অধোহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা; ও যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিবা, তাবৎ তোমার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না।

[২৫] তোমরা তাহাদের খোদিত দেবপ্রতিমাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; এবং তুমি যেন ফাঁদগ্রস্ত না হও, এই জন্যে তাহাদের গাত্রীয় রৌপ্য কি স্বর্ণের প্রতি লোভ করিবা না, ও আপনার জন্যে তাহা গ্রহন করিবা না, কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু। [২৬] আর তুমি সেই ঘৃণিত বস্তু আপন ২ গৃহে আনিও না, পাছে তাহার মত বর্জ্জিত হও; কিন্তু তাহা অতিশয় ঘৃণা করিবা, ও অতিশয় তুচ্ছ করিবা, যেহেতুক তাহা বর্জ্জনীয়।

৮ অধ্যায়।

[১] অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দি, তোমরা যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তাহাতে বাঁচিবা ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং সদাপ্রভু যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা। [২] এবং তোমার পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, অর্থাৎ তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা কি না, এই বিষয়ে তোমার মনোরথ জানিবার নিমিত্তে তোমাকে নত করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এই চল্লিশ বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত যাত্রা করাইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। [৩] ফলতঃ মনুষ্য যে কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু সদাপ্রভুর মুখহইতে যাহা ২ নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচে, ইহা তোমাকে জ্ঞাত করিতে তিনি তোমাকে নত ও ক্ষুধিত করিয়া তোমার অবিদিত ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অবিদিত মান্না দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। [৪] এই চল্লিশ বৎসরে তোমার গাত্রে তোমার বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমার পা ফুলে নাই। [৫] এবং মনুষ্য যেমন আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তদ্রূপ শাসন করেন, ইহা হৃদয়ে জ্ঞাত হও। [৬] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহার পথে গমন কর ও তাঁহাকে ভয় কর। [৭] কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে এক উত্তম দেশে লইয়া যাইতেছেন; সেই দেশে সমস্থলী ও পর্ব্বতহইতে নির্গত জলস্রোত ও উনুই ও বারিধি আছে; [৮] এবং সেই দেশে গোধূম ও যব ও দ্রাক্ষা ও ডুমুর ও দাড়িম্ব ও জিতৈতল ও মধু উৎপন্ন হয়; [৯] এবং সেই দেশে তুমি আহার বিষয়ে ব্যয়কুণ্ঠ হইবা না, ও তোমার কোন বস্তুর অভাব হইবে না; সেই দেশের প্রস্তর লৌহ, ও তাহার পর্ব্বতহইতে তুমি পিত্তল খুদিবা। [১০] সেই স্থানে তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত দেশের উত্তমতা প্রযুক্ত তাঁহার ধন্যবাদ করিবা। [১১] কিন্তু সাবধান, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য তাঁহার যে ২ আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন তোমাকে দি, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিও না। [১২] তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, ও উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, [১৩] এবং তোমার গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে, ও তোমার স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রচুর হইলে, ও তোমার সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে [১৪] তোমার চিত্ত উদ্ধত না হউক; এবং যিনি মিসর্‌দেশরূপ দাসগৃহহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন, [১৫] এবং তোমার ভাবিমঙ্গলার্থে তোমাকে নত করিতে ও তোমার পরীক্ষা লইতে এই ভয়ানক মহাপ্রান্তর দিয়া অর্থাৎ জ্বালাদায়ি বিষধর ও বৃশ্চিককেতে পরিপূর্ণ নির্জ্জল মরুভূমি দিয়া তোমাকে গমন করাইলেন, এবং অগ্নিপ্রস্তরময় শৈলহইতে তোমার নিমিত্তে জল নির্গত করিলেন; [১৬] এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অবিদিত মান্নাদ্বারা প্রান্তরে তোমাকে প্রতিপালন করিলেন, এমত যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। [১৭] এবং আমার পরাক্রম ও বাহুবলেতে আমি এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইলাম, এমত কথা মনে ২ কহিও না। [১৮] কিন্তু আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণ করিও, কেননা তিনি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করণার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য্য পাইবার সামর্থ্য দিলেন। [১৯] পরন্তু যদি তুমি কোন প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইয়া ইতর দেবগনের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া তাহাদের আরাধনা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিতান্ত বিনষ্ট হইবা; [২০] তোমাদের সম্মুখে সদাপ্রভু যে পরজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিতেছেন, তাহাদের ন্যায় তোমরা বিনষ্ট হইবা; আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য না মানিলে তোমরা এই ফল পাইবা।

৯ অধ্যায়।

[১] হে ইস্রায়েল্, মনোযোগ কর; যে ২ পরজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করণার্থে তুমি অদ্য যর্দ্দন পার হইতে যাইতেছ, তাহারা তোমাহইতে বৃহৎ ও বলবান, এবং তাহাদের নগর সকল বৃহৎ ও গগণস্পর্শি প্রাচীরেতে বেষ্টিত; [২] সেই জাতি বৃহৎ ও দীর্ঘকায়, তোমার বিদিত অনাকীয়দের সন্তান; অনাকের সন্তানদের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? এমত কথা তুমি তো শুনিয়াছ। [৩] কিন্তু অদ্য তুমি ইহা জ্ঞাত হও, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ হইয়া তোমার অগ্রগামী হইবেন, তিনি তাহাদিগকে সংহার করিবেন, ও তোমার সম্মুখে নত করিবেন;

তাহাতে তুমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ত্বরায় তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত ও বিনষ্ট করিবা। [৪] কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, তখন আমার ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত সদাপ্রভু আমাকে এই দেশ অধিকার করাইতে আনিয়াছেন, মনে২ এমত ভাবিও না; বাস্তবিক সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার সম্মুখে অধিকারচ্যুত করিবেন। [৫] তোমার ধার্ম্মিকতা কিম্বা হৃদয়ের সারল্য প্রযুক্ত তুমি তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত, এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ ও ইস্হাক ও যাকোবের কাছে দিব্যদ্বারা প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য সফল করণের অভিপ্রায় প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন। [৬] অতএব তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে এই উত্তম দেশ দিবেন, তাহা তোমার ধার্ম্মিকতার ফল নহে, ইহা জ্ঞাত হও, কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি।

[৭] আর তুমি প্রান্তরের মধ্যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে যেরূপ ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ কর, বিস্মৃত হইও না; মিসর্দেশহইতে নির্গমনের দিবসাবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। [৮] এবং হোরেবেও সদাপ্রভুকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা; তাহাতে সদাপ্রভু কোপ করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। [৯] তৎকালে আমি প্রস্তরদ্বয় অর্থাৎ তোমাদের সহিত সদাপ্রভুর কৃত নিয়মের দুই প্রস্তরফলক গ্রহণার্থে পর্ব্বতে উঠিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি অন্নভক্ষণ ও জলপান বিনা পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলাম, [১০] এবং সদাপ্রভু আমাকে ঈশ্বরীয় অঙ্গুলিদ্বারা লিখিত সেই দুই প্রস্তরফলক দিলেন; পর্ব্বতে সমাজের দিবসে অগ্নির মধ্যহইতে সদাপ্রভু তোমাদিগকে যাহা২ কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বাক্য ঐ দুই প্রস্তরে লিখিত ছিল। [১১] সেই চল্লিশ দিবারাত্রির শেষে সদাপ্রভু ঐ দুই প্রস্তরফলক অর্থাৎ নিয়মের প্রস্তরফলক আমাকে দিয়া কহিলেন, [১২] উঠ, এ স্থানহইতে শীঘ্র নামিয়া যাও; কেননা তোমার যে প্রজাদিগকে তুমি মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়া আমার আজ্ঞাপিত পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা এক প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। [১৩] সদাপ্রভু আমাকে আরো কহিলেন, আমি এই লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ইহারা শক্তগ্রীব জাতি। [১৪] তুমি আমাহইতে সর, আমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আকাশমণ্ডলের অধোহইতে ইহাদের নাম লোপ করি, কিন্তু তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা বলবান ও বৃহৎ জাতি করিব। [১৫] তাহাতে আমি ফিরিয়া দুই হস্তে নিয়মের দুই প্রস্তরফলক লইয়া অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বতহইতে নামিয়া [১৬] দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইয়াছ। [১৭] তাহাতে আমি সেই দুই প্রস্তরফলক ধরিয়া আপন হস্তহইতে ফেলিয়া তোমাদের সাক্ষাতে ভাঙ্গিলাম। [১৮] এবং তোমরা সদাপ্রভুকে বিরক্ত করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া যে পাপ করিয়াছিলা, তোমাদের সেই সমস্ত পাপের জন্যে আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি অন্ন ভক্ষণ ও জল পান বিনা সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম। [১৯] কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে কোপাবিষ্ট হওয়াতে আমি তাঁহার ক্রোধে ও প্রচণ্ডতাতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম; কিন্তু সেই বারেও সদাপ্রভু আমার নিবেদন শুনিলেন। [২০] এবং সদাপ্রভু হারোণকে বিনষ্ট করণার্থে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে আমি সেই সময়ে হারোণের জন্যেও প্রার্থনা করিলাম। [২১] এবং তোমাদের পাপ, অর্থাৎ সেই যে গোবৎস তোমরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলা, তাহা লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম, ও যে পর্য্যন্ত তাহা ধূলিবৎ সূক্ষ্ম না হইল, তাবৎ পিষিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিলাম; পরে পর্ব্বতহইতে প্রবাহি জলস্রোতে তাহার ধূলি নিক্ষেপ করিলাম। [২২] পরে তোমরা তবিয়েরাতে ও মঃসাতে ও কিব্রোৎ-হত্তাবাতে সদাপ্রভুকে ক্রুদ্ধ করিলা। [২৩] তাহার পর সদাপ্রভু যে সময়ে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা উঠিয়া যাও, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দি, তাহা অধিকার কর; তৎকালেও তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যয় করিলা না, ও তাঁহার রবে অবধান করিলা না। [২৪] তোমাদের সহিত আমার পরিচয়দিনাবধি তোমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। [২৫] যাহা হউক, আমার উবুড় হওনের ঐ চল্লিশ দিবারাত্রি আমি সদাপ্রভুর সম্মুখে উবুড় হইয়া রহিলাম; কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিনষ্ট করিবার কথা কহিয়াছিলেন। [২৬] এবং আমি সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আপনার অধিকারস্বরূপ যে প্রজালোকদিগকে আপন মহিমাতে মুক্ত করিলা, ও বলবান হস্তদ্বারা মিসর্হইতে বাহির করিয়া আনিলা, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিও না। [২৭] তোমার দাস যে অব্রাহাম্ ও ইস্হাক ও যাকোব্, তাহাদিগকে স্মরণ কর; এই লোকদের অবাধ্যতার ও দুষ্টতার ও পাপের প্রতি দৃষ্টি করিও না। [২৮] কি জানি, তুমি আমাদিগকে যে দেশহইতে বাহির করিয়া আনিলা, সেই দেশীয় লোকেরা এমত কথা কহিবে, সদাপ্রভু উহাদিগকে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেশে লইয়া যাইতে

না পারাতে এবং তাহাদিগকে ঘৃণা করাতে তিনি প্রান্তরে বধ করিবার নিমিত্তে তাহাদিগকে বাহির করিলেন। [২৯] ইহারাই তো তোমার প্রজা ও অধিকার; ইহাদিগকে তুমি আপন মহাশক্তি ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা বাহির করিয়া আনিয়াছ।

১০ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি প্রথমের মত দুই প্রস্তরফলক খুঁদিয়া আমার নিকটে পর্ব্বতে আরোহণ কর, এবং কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ কর। [২] তোমাকর্ত্তৃক ভগ্ন প্রথম প্রস্তরফলকদ্বয়ে যে২ বাক্য ছিল, তাহা আমি এই প্রস্তরফলকে লিখিব, পরে তুমি তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিও। [৩] তাহাতে আমি শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলাম, এবং প্রথমের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদিয়া ঐ দুই প্রস্তরফলক হস্তে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলাম। [৪] অপর সদাপ্রভু সমাজের দিবসে পর্ব্বতে অগ্নিমধ্যহইতে যে দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে কহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম লিখনানুসারে ঐ দুই প্রস্তরে লিখিয়া আমাকে দিলেন। [৫] পরে আমি মুখ ফিরাইয়া পর্ব্বতহইতে নামিয়া আমার প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সেই দুই প্রস্তরফলক আপন নির্ম্মিত সিন্দুকে রাখিলাম, তদবধি তাহা সেই স্থানে রহিয়াছে।

[৬] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ বেরোৎ-বেনেয়াকন্‌হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে সে স্থানে হারোণ মরিল, এবং সেই স্থানে তাহার কবর হইল; কিন্তু তাহার পুত্র ইলিয়াসর্ তাহার পদ প্রাপ্ত হইয়া যাজনকর্ম্ম করিল। [৭] সে স্থানহইতে তাহারা গুদ্‌গোদাতে যাত্রা করিল, এবং গুদ্‌গোদাহইতে সজল স্রোতোবিশিষ্ট যট্‌বাথা দেশে প্রস্থান করিল।

[৮] সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়মের সিন্দুক বহন করিতে ও সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্যে তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে ও তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে অর্থাৎ অদ্যাপি প্রচলিত কর্ম্ম করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক্ করিলেন। [৯] এই জন্যে আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ কিম্বা অধিকার হয় নাই; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে সদাপ্রভুই তাহাদের অধিকার।

[১০] ভাল, আমি [তখন] পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি পর্ব্বতে থাকিলাম; এবং সেই বারেও সদাপ্রভু আমার নিবেদন শুনিয়া তোমাদিগকে বিনষ্ট না করিতে সম্মত হইলেন। [১১] অপর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উঠ, তুমি যাত্রার নিমিত্তে লোকদের অগ্রগামী হও, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, তাহারা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করুক।

[১২] এখন হে ইস্রায়েল্, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করণ, ও তাঁহার সকল পথে গমন ও তাঁহাকে প্রেম করণ, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করণ, [১৩] এবং অদ্য আমি তোমার হিতার্থে সদাপ্রভুর যে২ আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি সেই সকলের পালন, ইহা ব্যতিরেকে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কি চাহেন? [১৪] দেখ, আকাশমণ্ডল ও তদুপরিস্থ স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর। [১৫] [তথাপি] কেবল তোমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি স্নেহ করিতে সদাপ্রভুর মঙ্গলাভিমত ছিল, এই কারণ তিনি তাহাদের পরে তাহাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মত সর্ব্বজাতির মধ্যে তোমাদিগকে মনোনীত করিলেন। [১৬] অতএব তোমরা আপন২ হৃদয়ের ত্বক্ ছেদন কর, আর শক্তগ্রীব হইও না। [১৭] কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, তিনিই মহান্ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; তিনি কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ করেন না। [১৮] তিনি পিতৃহীনের ও বিধবার বিচার নিষ্পন্ন করেন, এবং বিদেশিকে প্রেম করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। [১৯] অতএব তোমরা বিদেশিকে প্রেম কর, কেননা মিসর্দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। [২০] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও তাঁহারই আরাধনা কর, ও তাঁহাতেই আসক্ত হও, ও তাঁহারই নামে দিব্য কর। [২১] তিনি তোমার প্রশংসাভূমি, এবং তিনি তোমার ঈশ্বর। তুমি স্বচক্ষে যাহা২ দেখিয়াছ, সেই সকল ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্ম তিনিই তোমার জন্যে করিয়াছেন। [২২] তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল সত্তর প্রাণী মিসরে নামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আকাশমণ্ডলের তারাগণের মত বহুসংখ্যক করিলেন।

১১ অধ্যায়।

[১] অতএব তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিয়া তাঁহার রক্ষণীয় ও বিধি ও শাসন ও আজ্ঞা সকল নিত্য২ পালন কর। [২] এবং অদ্যাবধি জ্ঞানবান হও, যেহেতুক তোমাদের বালকগণের প্রতি আমার কথা হইতেছে না; তাহারা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কৃত শাস্তি জানে নাই ও দেখে নাই; কিন্তু তাঁহার মহিমা ও বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু [৩] ও তাঁহার অভিজ্ঞান সকল ও মিসরের মধ্যে মিসর্দেশীয় ফরৌণরাজের প্রতি ও তাহার সমস্ত দেশের প্রতি কৃত তাঁহার কার্য্য; [৪] এবং মিস্রীয় সৈন্যের ও অশ্বের ও রথের প্রতি কৃত তাঁহার কার্য্য, অর্থাৎ তোমাদের পশ্চাৎ তাহাদের তাড়না করণ কালে তিনি যে রূপে সূফার্ণবের জল তাহাদের অভিমুখে বহাইলেন, এবং সদাপ্রভু তাহাদিগকে

অদ্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন; [৫] এবং এ স্থানে তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি প্রান্তরে যাহা২ করিয়াছেন; [৬] এবং রুবেনের পুত্র ইলীয়াবের সন্তান দাথন্ ও অবীরামের প্রতি যাহা২ করিয়াছেন, ফলতঃ পৃথিবী যে রূপে আপন মুখ বিস্তার করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিজনগণকে ও তাহাদের তাম্বু ও তাহাদের অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিল, [৭] সদাপ্রভুর কৃত এই যে সকল মহাকর্ম্ম, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ। [৮] অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দি, তোমরা সেই সকল আজ্ঞা পালন কর, তাহাতে তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পারে যাইতেছ, বলবান হইয়া সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা; [৯] এবং সদাপ্রভু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ও তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল অবস্থিতি হইবে।

[১০] তোমরা যে মিসরদেশহইতে বাহির হইয়া আইলা, সেই দেশে বীজ বুনিয়া শাকের উদ্যানের ন্যায় পদদ্বারা জল সেচন করিতা; কিন্তু [এখন] যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহা তদ্রূপ নয়। [১১] তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পারে যাইতেছ, সে পর্ব্বত ও সমস্থলী বিশিষ্ট দেশ, এবং আকাশের বৃষ্টির জল পান করে। [১২] সেই দেশের প্রতি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোযোগ আছে, এবং তাহার প্রতি বৎসরের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টি থাকে।

[১৩] আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া আপন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম ও আরাধনা কর, [১৪] তবে আমি উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষাতে তোমাদের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তুমি আপন শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ করিতে পারিবা; [১৫] এবং তোমার পশুগণের জন্যে ক্ষেত্রে তৃণ দিব, তাহাতে তুমি ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইবা। [১৬] সাবধান, তোমাদের হৃদয় ভ্রান্ত না হউক, তোমরা পথ ছাড়িয়া ইতর দেবগণের আরাধনা করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না; [১৭] করিলে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ রোধ করিবেন, তাহাতে বৃষ্টি হইবে না, ও ভূমি নিজ ফল প্রদান করিবে না, এবং সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, সেই উত্তম দেশহইতে তোমরা ত্বরায় উচ্ছিন্ন হইবা।

[১৮] অতএব তোমরা আমার এই সকল বাক্য আপন২ হৃদয়ে ও মনে রাখ, ও অভিজ্ঞানরূপে আপন২ হস্তে বন্ধ কর, এবং সে সকল ভূষণরূপে তোমাদের চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে থাকুক। [১৯] আর তোমরা গৃহে উপবেশন ও পথে গমন কালে এবং শয়ন ও গাত্রোত্থান কালে ঐ সকল কথার প্রসঙ্গ করিয়া আপন২ সন্তানদিগকে শিক্ষা দেও। [২০] এবং আপন২ গৃহদ্বারের পার্শ্বকাষ্ঠে ও আপন২ নগরদ্বারে তাহা লিখিয়া রাখ। [২১] তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে ভূমি দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই ভূমিতে তোমাদের অবস্থিতিকাল ও তোমাদের সন্তানদের অবস্থিতিকাল ভূমণ্ডলের উপরে আকাশমণ্ডলের অবস্থিতিকালের ন্যায় চিরস্থায়ী হইবে।

[২২] আর এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে চল, ও দৃঢ়রূপে তাঁহাতে আসক্ত হও; [২৩] তবে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখহইতে এই সকল পরজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন; এবং তোমরা আপনাদের হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদের উত্তরাধিকারী হইবা। [২৪] তোমাদের চরণ যে২ স্থানে পড়িবে, সেই২ স্থান তোমাদের হইবে; প্রান্তর ও লিবানোন্ এবং নদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে। [২৫] তোমাদের সম্মুখে কেহই দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না, তোমরা যে দেশে পাদবিক্ষেপ করিবা, সেই দেশের সর্ব্বত্র তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে তোমাদের হইতে লোকদের ভয় ও ত্রাস উপস্থিত করিবেন।

[২৬] দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম। [২৭] অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা জানাইলাম, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞাতে যদি অবধান কর, তবে তোমরা আশীর্ব্বাদ পাইবা। [২৮] আর যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে অবধান না কর, ও আমি অদ্য তোমাদিগকে যে পথ বিষয়ে আজ্ঞা করিলাম, যদি সেই পথ ছাড়িয়া আপনাদের অবিদিত ইতর দেবগণের পশ্চাৎ গমন কর, তবে অভিশাপ পাইবা। [২৯] আর তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তুমি গরিষীম্ পর্ব্বতে ঐ আশীর্ব্বাদ, ও এবল্ পর্ব্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন করিবা। [৩০] সেই দুই পর্ব্বত যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যাস্তপথের প্রান্তে গিল্গলের সম্মুখস্থ জঙ্গলভূমিনিবাসি কনানীয়দের দেশে মোরি উদ্যানের নিকটে কি নয়? [৩১] কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহা অধিকার করণার্থে তোমরা তাহাতে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন পার হইয়া যাইবা, ও তাহা অধিকার করিবা, ও তাহাতে বাস করিবা। [৩২] অতএব আমি অদ্য তোমাদের সম্মুখে যে২ বিধি ও শাসন রাখিলাম, সে সকল পালন করিতে মনোযোগ করিও।

১২ অধ্যায়।

[১] তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ অধিকারার্থে দেন, সেই দেশে যে সকল বিধি ও শাসন তোমাদের ভূতলে জীবিতাবস্থার কাল পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পালন করিতে হইবে, তাহা এই ২। [২] তোমরা যে ২ পরজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা, তাহারা উচ্চ পর্ব্বতোপরি ও উপপর্ব্বতোপরি ও প্রত্যেক সতেজ বৃক্ষের তলে যে ২ স্থানে আপন ২ দেবতাদের পূজা করিত, সেই সকল স্থান তোমরা সমূলে বিনষ্ট করিবা। [৩] তোমরা তাহাদের যজ্ঞবেদি উৎপাটন করিবা, ও তাহাদের স্তম্ভ ভগ্ন করিবা, ও তাহাদের [পূজিত] আশেরার মূর্ত্তি অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, ও তাহাদের খোদিত দেবপ্রতিমা সকলকে ছেদন করিবা, ও সেই স্থানহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা।

[৪] আর তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তদ্রূপ করিবা না। [৫] কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবা; [৬] এবং সে স্থানে উপস্থিত হইয়া আপন ২ হোমাদি বলি ও দশমাংশ ও হস্তের উত্তোলনীয় উপহার ও মানত দ্রব্য ও স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ও গোমেষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে আনয়ন করিবা; [৭] ও সেই স্থানে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিবা; এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবা, তাহাতেই সপরিবারে আমোদ করিবা। [৮] এই স্থানে আমরা এখন প্রত্যেকে আপন ২ দৃষ্টির অভিলাষানুসারে যেমন করিতেছি, তোমরা তদ্রূপ করিবা না। [৯] কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার দিবেন, তাহাতে তোমরা এখনও উপস্থিত হও নাই। [১০] কিন্তু যখন তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দাতব্য অধিকার দেশে বাস করিবা, এবং চতুর্দ্দিগের সমস্ত শত্রুহইতে তিনি বিশ্রাম দিলে যখন তোমরা নির্ভয়ে বাস করিবা; [১১] তৎকালে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অর্থাৎ আপন ২ হোমাদি বলি ও দশমাংশ ও হস্তের উত্তোলনীয় উপহার ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রতিশ্রুত মানতরূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল আনিবা। [১২] এবং তোমরা ও তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ও তোমাদের দাস দাসীগণ, এবং তোমাদের মধ্যে যাহার অংশ ও অধিকার নাই, এমত তোমাদের নগরদ্বারান্তর্বাসি লেবীয় লোক, তোমরা সকলে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে আমোদ করিবা। [১৩] সাবধান, আপনার দৃষ্ট সমস্ত স্থানে আপন হোমবলি দান করিও না। [১৪] কিন্তু তোমার কোন এক বংশের মধ্যে যে স্থান সদাপ্রভু মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে আপন হোমবলিদান প্রভৃতি আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম করিবা। [১৫] তথাপি যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হইবে, তখনি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে আপনার সমস্ত নগরদ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারিবা; শুচি কি অশুচি লোক সকলেই কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংসের মত তাহা ভোজন করিতে পারিবে। [১৬] কিন্তু তোমরা কোন ক্রমে রক্ত ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবা।

[১৭] তোমার শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ, ও গোমেষাদির প্রথমজাত, এবং যাহা মানত করিবা সেই মানত দ্রব্য ও স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ও তোমার হস্তের উত্তোলনীয় উপহার, এই সকল তুমি আপন নগরদ্বারমধ্যে খাইতে পারিবা না। [১৮] কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যাগণ ও তোমার দাস দাসীগণ ও তোমার নগরদ্বারান্তর্বাসি লেবীয় লোক, সকলে তাহা ভোজন করিবা, এবং তুমি যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবা, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাতেই আমোদ করিবা। [১৯] সাবধান, দেশে তোমার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লেবীয় লোককে ত্যাগ করিও না।

[২০] আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমার সীমা বিস্তার করিলে পর মাংস ভক্ষণে তোমার প্রাণের অভিলাষ হইলে যখন কহিবা, মাংস ভক্ষণ করিব, তৎকালে তুমি প্রাণের অভিলাষানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবা। [২১] আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা যদি তোমাহইতে বহু দূর হয়, তবে তুমি সদাপ্রভুর দত্ত গোমেষাদিপালহইতে পশু লইয়া আমার আজ্ঞামতে বধ করিয়া আপন প্রাণের অভিলাষানুসারে নগরদ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবা। [২২] কিন্তু যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, কেবল তেমনি তাহা ভক্ষণ করিবা; শুচি কি অশুচি লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে। [২৩] কেবল রক্তভোজনহইতে অতি সাবধান হও, কেননা রক্তই প্রাণস্বরূপ; অতএব মাংসের সহিত প্রাণ ভোজন করিবা না। [২৪] তুমি তাহা ভোজন না করিয়া জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবা। [২৫] তুমি তাহা ভোজন করিও না; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে গ্রাহ্য কর্ম্ম করিলে যেন তোমার মঙ্গল ও তোমার ভাবিসন্তানদের মঙ্গল হয়। [২৬] কিন্তু তোমার যত পবিত্র বস্তু ও মানত বস্তু, তুমি কোন ক্রমে সে সকল লইয়া সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে যাইবা। [২৭] এবং তোমার

ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে মাংস ও রক্ত শুদ্ধ আপন হোমবলি উৎসর্গ করিবা, কিন্তু তোমার অন্যান্য বলির রক্তই আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে ঢালিবা, পরে তাহার মাংস খাইতে পারিবা। [২৮] সাবধান হইয়া আমার আদিষ্ট এই সমস্ত বাক্য মান্য কর, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গোচরে উত্তম ও গ্রাহ্য কর্ম্ম করিলে তোমার ও যুগানুক্রমে তোমার ভাবিসন্তানদের মঙ্গল হয়।

[২৯] তুমি যে পরজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে যাইতেছ, তাহাদিগকে যখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখহইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, ও তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের দেশে বাস করিবা ; [৩০] তৎকালে সাবধান হইও, পাছে তোমার সমক্ষে তাহাদের বিনাশ হইলে পর তুমি তাহাদের অনুগামী হইয়া ফাঁদে পড় ; এবং এই জাতিরা আপন ২ দেবগণের পূজা কিরূপে করিত ? আমিও সেই রূপ করিব, ইহা বলিয়া পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ কর। [৩১] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তদ্রূপ করিবা না, কেননা তাহারা আপন ২ দেবগণের উদ্দেশে সদাপ্রভুর ঘৃণিত যাবতীয় ক্রিয়া করিত, বিশেষতঃ সেই দেবগণের উদ্দেশে আপন ২ পুত্ত্রকন্যাগণকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিত। [৩২] আমি যে সমস্ত কথা তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, তোমরা তাহাই পালন করিতে যত্ন করিবা; তুমি তাহাতে আর কিছু যোগ করিও না, এবং তাহাহইতে কিছু হ্রাস করিও না।

১৩ অধ্যায়।

[১] যদি তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নার্থকারী উঠিয়া তোমার জন্যে অভিজ্ঞান কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে ; [২] এবং তোমরা যে ২ ইতর দেবগণকে জান না, যদি তাহাদের উদ্দেশে বলে, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হইয়া তাহাদের পূজা করি, তবে তাহার উক্ত অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সকল হইলেও [৩] তুমি সেই ভাববাদির কিম্বা স্বপ্নার্থকারির বাক্যে অবধান করিও না; কিন্তু তোমরা আপন ২ সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না, তাহার নিশ্চয়ার্থে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা লইতেছেন, [ইহা জানিও]। [৪] তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগামী হও, ও তাঁহাকেই ভয় কর, ও তাঁহারই আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহারই রবে অবধান কর, ও তাঁহারই আরাধনা কর, ও তাঁহাতেই আসক্ত হও। [৫] সেই ভাববাদির কিম্বা স্বপ্নার্থকারির প্রাণদণ্ড করিতে হইবে ; কেননা মিসরদেশহইতে তোমাদের আনয়নকারী ও দাসগৃহহইতে তোমাদের মুক্তিদাতা যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহার বিপরীতে সে অপক্রমণের কথা কহে ; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে পথে গমন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাহইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করা তাহার অভিপ্রায় ; অতএব তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিও।

[৬] আর তোমার অবিদিত ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অবিদিত কোন দেবতা, অর্থাৎ তোমার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত নিকটবর্ত্তী কিম্বা তোমাহইতে দূরবর্ত্তী, পৃথিবীর আদ্যন্তের মধ্যে যে কোন জাতির যে কোন দেবতা হউক, [৭] তাহার বিষয়ে তোমাকে ভুলাইয়া যদি তোমার সহোদর ভ্রাতা কিম্বা তোমার পুত্ত্র কি কন্যা কিম্বা তোমার বক্ষঃস্থায়িনী ভার্য্যা কিম্বা তোমার প্রাণতুল্য মিত্র গোপনে বলে, আইস, আমরা যাইয়া ইতর দেবতার পূজা করি, [৮] তবে তুমি সেই ব্যক্তির কথায় সম্মত হইও না, ও তাহার বাক্যে অবধান করিও না, ও তাহার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না, ও তাহাকে কৃপা করিও না ও লুক্কাইয়া রাখিও না। [৯] কিন্তু অবশ্য তুমি তাহাকে বধ করিবা ; তাহাকে বধ করিতে প্রথমে তুমি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিবা, পরে সমস্ত লোক হস্তার্পণ করিবে। [১০] তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবা, কেননা মিসর্‌দেশরূপ দাসগৃহহইতে তোমার আনয়নকারী যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহার অনুগমনহইতে তোমাকে ভ্রষ্ট করিতে সে চেষ্টা করিল। [১১] তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্‌ তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে, এবং তোমার মধ্যে এমত দুষ্কর্ম্ম আর কেহ করিবে না।

[১২] আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে ২ নিবাসনগর দিবেন, তাহার কোন নগরে যদি শুনিতে পাও [১৩] যে পাপাধমের সন্তান কতক জন তোমার মধ্যহইতে নির্গত হইয়া তোমাদের অবিদিত কোন দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া, আইস, আমরা যাইয়া ইতর দেবতার পূজা করি, এই কথা বলিয়া আপন নগরনিবাসিদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, তবে তুমি জিজ্ঞাসা কর, [১৪] ও অনুসন্ধান কর, ও যত্নপূর্ব্বক প্রশ্ন কর ; তাহাতে তোমার মধ্যে এমত ঘৃণার্হ দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে, ইহা যদি সত্য ও নিশ্চিত হয় ; [১৫] তবে তুমি খড়্গের ধারেতে সেই নগরের নিবাসিদিগকে আঘাত কর, এবং তাহা ও তাহার মধ্যস্থিত পশু শুদ্ধ সকলকে বর্জ্জিতরূপে খড়্গদ্বারা বিনষ্ট কর ; [১৬] এবং তাহার লুটিত দ্রব্য তাহার চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই সকল দ্রব্য আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিতে দগ্ধ কর ; ও সেই নগর অনন্তকালীন ঢিবি হইয়া থাকুক, তাহা পুনর্নির্ম্মিত না হউক ; [১৭] এবং ঐ বর্জ্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমাদের হস্তে লগ্ন না থাকুক। তাহাতে সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধহইতে ফিরিয়া তোমার প্রতি করুণা করিবেন ; [১৮] এবং আমি অদ্য তোমার

ঈশ্বর সদাপ্রভুর যে ২ আজ্ঞা তোমাকে কহিতেছি, তুমি যদি তাঁহার বাক্যে অবধান করিয়া সেই সকল আজ্ঞা পালন কর, ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ কর, তবে তিনি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে শপথ করিয়াছেন, তদনুসারে তোমার প্রতি করুণা করিয়া তোমার বৃদ্ধি করিবেন।

১৪ অধ্যায়।

[১] তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সন্তান, অতএব মৃত লোকদের জন্যে আপন ২ শরীর কাটকুট করিও না, এবং ভ্রূমধ্যস্থল ক্ষৌর করিও না। [২] কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতির মধ্যহইতে সদাপ্রভু আপনার নিজস্ব প্রজা করণার্থে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।

[৩] তুমি কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিও না। [৪] এই সকল পশু ভোজন করিতে পার, [৫] গোরু ও মেষ ও ছাগল ও হরিণ ও কৃষ্ণসার ও বনগোরু ও বনছাগল ও বাতপ্রমী ও পৃষত ও সম্বর প্রভৃতি [৬] পশুগণের মধ্যে যত পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকলকে তোমরা ভোজন করিতে পার। [৭] কিন্তু যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে ইহাদিগকে কোন মতে ভোজন করিবা না, উষ্ট্র ও শশক ও শাফন্; কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি; [৮] এবং শূকর দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবা না, ও তাহাদের শব স্পর্শ করিবা না।

[৯] আর জলচর সকলের মধ্যে এই সকল তোমাদের খাদ্য; যাহাদের ডেনা ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিতে পার। [১০] কিন্তু যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, তাহাদিগকে ভোজন করিও না, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।

[১১] আর তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষিকে ভোজন করিতে পার। [১২] কিন্তু এই ২ ভোজন করিবা না; উৎক্রোশ ও হাড়গিলা ও কুরল, [১৩] ও গৃধ্র ও চিল ও আপন ২ জাত্যনুসারে শঙ্করচিল, [১৪] ও আপন ২ জাত্যনুসারে সকল প্রকার কাক, [১৫] ও উষ্ট্রপক্ষী ও রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল ও আপন ২ জাত্যনুসারে শ্যেন, [১৬] ও পেচক ও মহাপেচক ও দীর্ঘগলহংস; [১৭] ও পানিভেলা ও শকুনী ও মাছরাঙ্গা, [১৮] ও সারস ও আপন ২ জাত্যনুসারে বক ও টিট্টিভ ও চামচিকা। [১৯] এবং পক্ষবিশিষ্ট যাবতীয় পোকাও তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদিগকে ভোজন করিও না। [২০] তোমরা সমস্ত শুচি পক্ষিকে ভোজন করিতে পার।

[২১] তুমি স্বয়ংমৃত কোন প্রাণির মাংস ভোজন করিও না; তোমার নগরদ্বারবর্ত্তি কোন বিদেশিকে ভোজনার্থে তাহা দিতে পার, কিম্বা কোন বিদেশির কাছে বিক্রয় করিতে পার; কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না।

[২২] তুমি বৎসর ২ ক্ষেত্রে বীজোৎপন্ন যাবতীয় শস্যের দশমাংশ পৃথক্ করিবা। [২৩] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সে স্থানে তুমি আপন শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ও গোমেষাদিপালের প্রথমজাতদিগকে তাঁহার সম্মুখে ভোজন করিবা, এই রূপে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে সর্ব্বদা ভয় করিতে শিক্ষা করিবা। [২৪] সেই যাত্রা যদি তোমার দুষ্কর হয়, অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহার দূরত্ব প্রযুক্ত যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত দ্রব্য তথায় লইয়া যাইতে না পার, [২৫] তবে সেই দ্রব্যেতে টাকা করিয়া সেই টাকা বাঁধিয়া হস্তে লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে যাইবা। [২৬] পরে সেই টাকা দিয়া তোমার প্রাণের অভিলষিত গোরু কিম্বা মেষাদি কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা মদ্য, যে কোন দ্রব্যেতে তোমার প্রাণের বাঞ্ছা হয়, তাহা ক্রয় করিয়া সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে ভোজন করিয়া সপরিবারে আমোদ করিবা। [২৭] আর তোমার নগরদ্বারান্তর্বাসি লেবীয় লোককে ত্যাগ করিবা না, কেননা তোমার সহিত তাহার কোন অধিকার ও অংশ নাই।

[২৮] তৃতীয় বৎসরের শেষে তুমি সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন শস্যাদির যাবতীয় দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া আপন নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখ; [২৯] তাহাতে তোমার সহিত যাহার কোন অধিকার ও অংশ নাই, সেই লেবীয় লোক এবং বিদেশী ও পিতৃহীন [বালক] ও বিধবা, তোমার নগরদ্বারান্তর্বাসি এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে। তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মেতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৫ অধ্যায়।

[১] তুমি সাত বৎসরের পর ঋণ মোচন করিবা। [২] সেই ঋণমোচনের এই ব্যবস্থা; যে মহাজন আপন প্রতিবাসিকে ঋণ দিয়াছে, সে আপনার দত্ত সেই ঋণের মোচন করিবে, আপন প্রতিবাসিহইতে কিম্বা ভ্রাতাহইতে ঋণ আদায় করিবে না; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঋণমোচনের ঘোষণা হইবে। [৩] তুমি বিদেশির কাছে আদায় করিতে পার, কিন্তু তোমার ভ্রাতার নিকটে তোমার যাহা

আছে, তাহা মোচন করিবা। [৪] বাস্তবিক তোমার মধ্যে কাহারো দরিদ্র হওয়া অনুপযুক্ত; যেহেতুক তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অধিকারার্থে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমাকে বিলক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিবেন। [৫] কিন্তু আমি অদ্য তোমাকে এই যে সমস্ত আজ্ঞা দিতেছি, ইহা পালনার্থে সাবধান হইয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে নিতান্ত মনোযোগ করিতে হইবে। [৬] কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহাতে তুমি পরজাতীয় অনেক লোককে ঋণ দিবা, কিন্তু আপনি ঋণ লইবা না; এবং পরজাতীয় অনেক লোকের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবা, কিন্তু তাহারা তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

[৭] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, তাহার কোন নগরদ্বারাভ্যন্তরে যদি তোমার কোন ভ্রাতা তোমার কাছে দরিদ্র হয়, তবে তুমি তাহার প্রতি আপন হৃদয় কঠিন করিও না, ও দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিও না; [৮] কিন্তু তাহার প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার দুর্গতিজন্য প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিও। [৯] সাবধান, সপ্তম বৎসর অর্থাৎ মোচনবৎসর নিকটবর্ত্তী, ইহা কহিয়া আপন পাপাধম হৃদয়ের সহিত কুমন্ত্রণা করিও না; যেহেতুক তুমি যদি আপন দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিছু না দেও, তবে সে তোমার প্রতিকূলে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে তোমার অপরাধ হইবে। [১০] তুমি তাহাকে অবশ্য দিবা, দান করণ সময়ে হৃদয়ে দুঃখিত হইবা না; কেননা ঐ কর্ম্ম প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সমস্ত কর্ম্মে, এবং তুমি যাহাতে ২ হস্তক্ষেপ করিবা, সেই সকলেতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [১১] কেননা তোমার দেশে দরিদ্রের অভাব হইবে না, এই জন্যে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি; তুমি আপন দেশস্থ দুঃখি দীনহীন ভ্রাতার প্রতি মুক্তহস্ত হইবা।

[১২] যদিস্যাৎ তোমার ভ্রাতা অর্থাৎ ইব্রীয় কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, তবে সে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিবে; সপ্তম বৎসরে তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া আপনার নিকটহইতে বিদায় করিবা। [১৩] কিন্তু মুক্ত করিয়া বিদায় করণ সময়ে তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিবা না। [১৪] তুমি আপন পাল ও শস্য ও দ্রাক্ষারসহইতে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবা; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদানুসারে তাহাকে দিবা। [১৫] স্মরণ কর, তুমি মিসরদেশে দাস ছিলা, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন, এই জন্যে আমি অদ্য তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি। [১৬] পরন্তু তোমার নিকটে সুখে থাকাতে সে যদি তোমাকে ও তোমার পরিজনগণকে ভাল বাসিয়া বলে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না; [১৭] তবে তুমি এক গুঁজি লইয়া কপাটের সহিত তাহার কর্ণ বিন্ধিবা, তাহাতে সে নিত্য তোমার দাস হইয়া থাকিবে; আর দাসীর প্রতিও তদ্রূপ করিবা। [১৮] ছয় বৎসর পর্য্যন্ত সে তোমার কাছে বেতনজীবির বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ [লাভজনক] দাস্যকর্ম্ম করিয়াছে, এই কারণ তাহাকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিতে কঠিন বোধ করিও না; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল কার্য্যেতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

[১৯] তুমি আপন গোমেষাদি পশুপালহইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুংপশুকে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিবা; তুমি গোরুর প্রথমজাতদ্বারা কোন কর্ম্ম করিবা না, এবং তোমার প্রথমজাত মেষের লোম ছেদন করিবা না। [২০] সদাপ্রভু যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি সপরিবারে প্রতি বৎসর তাহা ভোজন করিবা। [২১] যদিস্যাৎ তাহাতে কোন দোষ থাকে, অর্থাৎ সে যদি খঞ্জ কিম্বা অন্ধ কিম্বা অন্য কোন প্রকার দোষী হয়, তবে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা বলিদান করিও না, [২২] কিন্তু আপন নগরদ্বারের ভিতরে তাহা ভোজন করিও; শুচি কি অশুচি, উভয় লোকই কৃষ্ণসারের কিম্বা হরিণের ন্যায় তাহা ভোজন করিতে পারে। [২৩] তুমি কেবল তাহার রক্ত ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায় ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবা।

১৬ অধ্যায়।

[১] তুমি আবীব্ মাসকে মান্য করিবা, ও তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিবা; কেননা আবীব্ মাসে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে রাত্রিকালে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। [২] এবং সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে গোমেষাদি পালহইতে পশু লইয়া নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবা। [৩] তাহার সহিত তাড়ীযুক্ত কিছুই খাইও না; কেননা তুমি ত্বরান্বিত হইয়া মিসরদেশহইতে বাহির হইয়াছিলা; তজ্জন্য সাত দিবস সেই বলির সহিত দুঃখাবস্থার তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিবা; মিসরদেশহইতে তোমার নির্গমনের দিন যেন যাবজ্জীবন তোমার স্মরণে থাকে। [৪] এবং সাত দিন তোমার সমস্ত সীমাতে তাড়ামিশ্রিত ময়দা দৃষ্ট না হউক; এবং প্রথম দিবসের সন্ধ্যাকালে হত যে বলি, তাহার কিছুই মাংস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অবশিষ্ট না থাকুক। [৫] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে ২ নগরদ্বার দিবেন, তাহার যে কোন দ্বারে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিও না; [৬] কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন

নামের বাসার্থে সে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে মিসর্দেশহইতে তোমার বহির্গমনের ঋতুতে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত সময়ে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিও। [৭] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাহা পাক করিয়া ভোজন করিও; পরে প্রাতঃকালে আপন তাম্বুতে ফিরিয়া যাইবা। [৮] তুমি ছয় দিবস তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা, এবং সপ্তম দিবসে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পর্ব্বদিন হইবে; তাহাতে কোন কার্য্য করিবা না।

[৯] পরে তুমি সাত সপ্তাহ গণনা করিবা, অর্থাৎ ক্ষেত্রস্থ শস্যেতে প্রথম কাস্ত্যা দেওন অবধি সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। [১০] পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদানুযায়ি সঙ্গতিহইতে স্বেচ্ছা-দত্ত উপহারদ্বারা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সপ্তাহসমূহের উৎসব পালন করিবা। [১১] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যা ও তোমার দাস দাসী ও তোমার নগরদ্বারান্তর্বাসি লেবীয় লোক ও তোমার মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আমোদ করিবা। [১২] এবং তুমি মিসর্দেশে দাস ছিলা, তাহা স্মরণ করিবা, ও এই সকল বিধি মানিয়া পালন করিবা।

[১৩] পরে তোমার শস্যমর্দ্দনস্থান ও দ্রাক্ষাকুণ্ড-হইতে যাহা সংগ্রহ করিবার তাহা সংগ্রহ করিলে পর তুমি সাত দিবস কুটীরের উৎসব পালন করিবা। [১৪] এবং সেই উৎসবে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যা ও তোমার দাস দাসী ও তোমার নগর-দ্বারান্তর্বাসি লেবীয় লোক ও বিদেশীয় ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আমোদ করিবা। [১৫] সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সাত দিবস উৎসব পালন করিবা; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার ভূম্যুৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যে ও হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে এমত আশী-র্ব্বাদ করিবেন, যে তুমি নিতান্ত আনন্দিত হইবা।

[১৬] তোমার প্রত্যেক পুরুষ বৎসরের মধ্যে তিন বার, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে ও সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে দেখা দিবে; কিন্তু সদাপ্রভুর সম্মুখে রিক্ত হস্তে মুখ দেখাইবে না। [১৭] তোমার মধ্যে প্রত্যেক জন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্ব্বাদানুসারে আপন সঙ্গত্য-নুযায়ি উপহার [আনিবে]।

[১৮] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশা-নুসারে তোমাকে যে সমস্ত নগর দিবেন, তাহার দ্বারের মধ্যে তুমি আপনার জন্যে বিচারকর্তৃগণকে ও শাসনকর্তৃকগণকে নিযুক্ত করিবা, তাহারা ন্যায়-বিচার করত প্রজা লোকদের বিচার করিবে। [১৯] তুমি অন্যায়বিচার করিও না, ও কাহারো মুখাপেক্ষা করিও না, ও উৎকোচ লইও না; কেননা উৎকোচ জ্ঞানিদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকদের বাক্য বিপরীত করে। [২০] অতএব সর্ব্বতোভাবে যাহা ন্যায্য তাহারি অনুগামী হও, তাহাতে তুমি জীবিত থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদা-প্রভুর দত্ত দেশ অধিকার করিবা।

[২১] আর তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিবা, তাহার কাছে আশে-রার মূর্ত্তি বলিয়া কোন প্রকার কাষ্ঠ স্থাপন করিবা না, [২২] ও কোন স্তম্ভ উত্থাপন করিবা না, কেননা তাহা সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ।

১৭ অধ্যায়।

[১] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে কোন প্রকার দোষের কলঙ্কবিশিষ্ট গোরুকে কিম্বা মেষকে বলিদান করিও না; কেননা তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু।

[২] আর তোমার মধ্যে অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে ২ নগর দিবেন, তাহার কোন নগরদ্বারের ভিতরে যদি এমত কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে পাওয়া যায়, যে তোমার ঈশ্বর সদা-প্রভুর সাক্ষাতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; [৩] অর্থাৎ সে যাইয়া যদি ইতর দেবতার পূজা করিয়া থাকে, কিম্বা যদি আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি আকাশীয় বাহিনীর কাছে প্রণিপাত করিয়া থাকে; [৪] তবে তাহার সংবাদ পাইবামাত্র তুমি সাক্ষ্য শুনিয়া যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবা। তাহাতে সে কথা সত্য ও নি-শ্চিত, ইস্রায়েলের মধ্যে সেই ঘৃণার্হ কার্য্য হইয়াছে, এমত যদি দেখ, [৫] তবে তুমি সেই দুষ্কর্ম্মকারি পুরু-ষকে কিম্বা স্ত্রীকে বাহির করিয়া আপন নগর-দ্বারসমীপে আনিবা; পুরুষ হউক কিম্বা স্ত্রী হউক, তোমরা প্রস্তরাঘাতদ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবা। [৬] প্রাণদণ্ডের যোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণে হইবে; একমাত্র সাক্ষির প্রমাণে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না। [৭] তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষি লোকেরা, পশ্চাৎ সমস্ত প্রজালোক তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে; এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা।

[৮] আর রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা আঘা-তের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ তোমার কোন নগর-দ্বারে উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার অতি দুর্জ্ঞেয় হয়, তবে তুমি উঠিয়া আপন ঈশ্বর সদা-প্রভুর মনোনীত স্থানে যাইয়া [৯] লেবীয় যাজকদের ও তাৎকালিক বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবা, তাহাতে তাহারা তোমাকে বিচারের নি-ষ্পত্তি কহিবে। [১০] পরে সদাপ্রভুর মনোনীত সেই স্থানে তাহারা যে নিষ্পত্তি তোমাকে জ্ঞাত করিবে, তুমি তদনুসারে কর্ম্ম করিবা; সাবধান, তাহারা তোমাকে যাহা কহিবে, তাহাই করিতে হইবে। [১১] তাহারা তোমার কাছে যে ব্যবস্থা কহিবে ও যে

বিচারনিষ্পত্তি করিবে, তুমি তদনুসারে করিও; তাহাদের আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না। [১২] কিন্তু যে লোক দুঃসাহস পূর্ব্বক আচরণ করিয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকের কিম্বা বিচারকর্ত্তার বাক্যে মনোযোগ না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে, এবং তুমি ইস্রায়েলের মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা। [১৩] তাহাতে সমস্ত প্রজালোক তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে, এবং দুঃসাহস পূর্ব্বক আর আচরণ করিবে না।

[১৪] আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, তুমি যখন সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিবা, তখন আমার চতুর্দ্দিক্স্থিত পরজাতীয় সকল লোকের ন্যায় আমিও আপনার উপরে এক রাজাকে নিযুক্ত করিব, এই কথা যদি তুমি বল; [১৫] তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপনার উপরে রাজা করিবা। তুমি আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে রাজা লইয়া আপনার উপরে নিযুক্ত করিবা; তোমার ভ্রাতা যে নয় এমত অন্যজাতীয় ব্যক্তিকে আপনার উপরে রাজা করিতে পারিবা না। [১৬] আর সেই রাজা কোন ক্রমে আপনার জন্যে অনেক অশ্ব রাখিবে না, বিশেষতঃ অনেক অশ্বের চেষ্টাতে প্রজা লোকদিগকে পুনর্ব্বার মিসরদেশে গমন করাইবে না; কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে কহিয়াছেন, ইহার পরে তোমরা সেই পথে আর যাইবা না। [১৭] আর সে অনেক স্ত্রী বিবাহ করিবে না, পাছে তাহার হৃদয় বিপথগামী হয়; এবং সে আপনার জন্যে রূপা কিম্বা স্বর্ণ অতিশয় বৃদ্ধি করিবে না। [১৮] এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন কালে সে আপনার নিমিত্তে একখান পুস্তকে লেবীয় যাজকদের সম্মুখস্থিত এই ব্যবস্থার অনুলিপি করিবে। [১৯] তাহা তাহার নিকটে থাকিবে, এবং সে যাবজ্জীবন [প্রতিদিন] তাহা পাঠ করিবে; তাহাতে সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে ও এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও বিধি পালন করিতে শিখিয়া [২০] আপন ভ্রাতাদের উপরে চিত্ত উদ্ধত করিবে না, এবং আজ্ঞার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবে না। এই রূপে ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার ও তাহার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে।

১৮ অধ্যায়।

[১] লেবীয় যাজকগণ প্রভৃতি লেবির সমস্ত বংশ ইস্রায়েলের সহিত কোন অংশ কিম্বা অধিকার পাইবে না, তাহারা অগ্নিকৃত উপহার প্রভৃতি সদাপ্রভুর অধিকৃত বস্তু ভোগ করিবে। [২] সেই বংশ আপন ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অধিকার পাইবে না, তাহার প্রতি কথিত আপন বাক্যানুসারে সদাপ্রভুই তাহার অধিকার।

[৩] আর প্রজা লোকদের হইতে যাজকগণের প্রাপ্তব্য বিষয়ের এই বিধি, গোমেষাদি বলিদানকারি লোকেরা বলির স্কন্ধ ও দুই গাল ও ভুঁড়ি যাজককে দিবে। [৪] তুমি আপন শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের ও মেষলোমের অগ্রিমাংশ তাহাকে দিবা। [৫] কেননা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিতে নিত্য দণ্ডায়মান হইবার জন্যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশের মধ্যহইতে তাহাকে ও তাহার ভাবি সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন।

[৬] আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার কোন নগরদ্বারে যে লেবীয় লোক প্রবাস করে, সে যদি আপনার সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছাতে তথাহইতে সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে আসিয়া [৭] সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন লেবীয় ভ্রাতৃদের ন্যায় আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করে, [৮] তবে সে ভোজনার্থে তাহাদের সমান অংশ পাইবে, তদ্ব্যতিরেকে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও ভোগ করিবে।

[৯] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলে তুমি তথাকার পরজাতীয়দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিতে শিখিও না। [১০] বিশেষতঃ পুত্রকন্যাহোমকারী ও মন্ত্রজ্ঞ ও গণক ও মোহক ও মায়াবী ও ঐন্দ্রজালিক ও ভূতুড়িয়া [১১] ও গুণী ও ভৌতিকপরামর্শার্থী তোমার মধ্যে যেন না পাওয়া যায়। [১২] কেননা সদাপ্রভু এই সকল ক্রিয়াকারিদিগকে ঘৃণা করেন; এবং সেই ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন। [১৩] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি অনন্য ভক্তি কর। [১৪] কেননা তুমি যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিবা, তাহারা গণক ও মন্ত্রজ্ঞদের কথাতে মনোযোগ করে; কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে তাহা করিতে দেন না।

[১৫] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যহইতে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই বাক্যে তোমরা অবধান করিবা। [১৬] কেননা হোরেবে থাকিয়া সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলা, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্ব্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই ও না মরি। [১৭] তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা উত্তম কহিতেছে। [১৮] আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদিকে উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; তাহাতে আমি তাঁহাকে যে২ আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন। [১৯] আমার নামে তিনি আমার যে২ বাক্য কহিবেন,

তাহাতে যে জন অবধান না করিবে, তাহার কাছে আমি শোধ লইব।

[20] পরন্তু আমি যাহা কহিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে তাহা কহিতে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস করে, কিম্বা ইতর দেবতার নামে যে কহে, এমত ভাববাদিকে মরিতে হইবে। [21] কিন্তু সদাপ্রভু যে বাক্য কহেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তুমি যদি মনে২ এমন ভাব, [তবে শুন;] [22] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ ন হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে তাহাই সেই বাক্য যাহা সদাপ্রভু কহেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা কহিয়াছে, তুমি তাহাহইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

১৯ অধ্যায়।

[1] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে পরজাতীয়দের দেশ তোমাকে দিবেন, তাহাদিগকে তিনি উচ্ছিন্ন করিলে পর যখন তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের সকল নগরে ও গৃহে বাস করিবা, [2] তৎকালে যে দেশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে তুমি আপনার জন্যে তিন নগর পৃথক্ করিবা, [3] ও আপনার জন্যে পথ প্রস্তুত করিবা, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে দেশের অধিকার তোমাকে দেন, তোমার সেই দেশের ভূমি তিন ভাগ করিবা; তাহাতে প্রত্যেক বধকারি লোক সেই নগরে আশ্রয় লইতে পারিবে।

[4] যে বধকারী সেই স্থানে পলাইয়া বাঁচিতে পারে, তাহার নির্ণয় এই। কেহ যদি পূর্ব্বে প্রতিবাসির প্রতি দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞানতঃ তাহাকে বধ করে; [5] তাহার উদাহরণ, কেহ আপন প্রতিবাসির সহিত কাষ্ঠ কাটিতে বনে গিয়া বৃক্ষ ছেদনার্থে কুঠার তুলিলে যদি ঐ কুঠার বাঁটহইতে খসিয়া প্রতিবাসির গাত্রে এমন লাগে, যে তাহাদ্বারা সে মরে, তবে সে ঐ তিনের মধ্যে কোন এক নগরে পলাইয়া বাঁচিতে পারিবে; [6] পাছে রক্তপাতের প্রতিহন্তা তপ্তচিত্ত হইয়া বধকারির পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বহু দূর পথ প্রযুক্ত তাহাকে ধরিয়া বধ করে। এমন লোক তো প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কারণ সে পূর্ব্বে উহাকে দ্বেষ করে নাই। [7] এই হেতুক আমি তোমাকে আপনার জন্যে তিন নগর পৃথক্ করিতে আজ্ঞা করিতেছি। [8] আর আমি অদ্য তোমাকে যে২ আজ্ঞা দিতেছি, তুমি তাহা পালন করিয়া যাবজ্জীবন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিলে ও তাঁহার পথে চলিলে [9] যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আপন দিব্যানুসারে তোমার সীমা বৃদ্ধি করেন, ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেশ তোমাকে দেন; তবে তুমি সেই তিন নগর ভিন্ন আরো তিন নগর [নিরূপণ] করিবা; [10] পাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্তৃক তোমার অধিকারার্থে দত্ত তোমার দেশের মধ্যে নির্দ্দোষের রক্তপাত হইলে তোমার উপরে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তে।

[11] কিন্তু যদি কেহ আপন প্রতিবাসির প্রতি দ্বেষ করিয়া ঘাঁটি বসাইয়া তাহার প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, এবং তাহাদ্বারা সে মরে, পরে ঐ বধকারী যদি উক্ত কএক নগরের মধ্যে কোন এক নগরে পলায়ন করে; [12] তবে তাহার নিবাসনগরের প্রাচীনবর্গ লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তাহাকে আনাইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রতিহন্তার হস্তে সমর্পণ করিবে। [13] তুমি তাহার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবা না, কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যহইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ উচ্ছিন্ন করিবা; তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

[14] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিবেন, সেই দেশে প্রত্যেক জনের প্রাপ্তব্য ভূমিতে পূর্ব্বকালীন লোকেরা প্রতিবাসির যে সীমার চিহ্ন নিরূপণ করিয়াছে, তাহা তুমি স্থানান্তর করিবা না।

[15] কোন প্রকার অপরাধ কিম্বা পাপ কিম্বা দোষ করণ প্রযুক্ত কাহারো প্রতিকূলে একমাত্র সাক্ষী উঠিলে হয় না; দুই কিম্বা তিন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

[16] কোন দুর্বৃত্ত সাক্ষী যদি কাহারো বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় সাক্ষ্য দেয়, [17] তবে সেই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে অর্থাৎ তাৎকালিক যাজকদের ও বিচারকর্ত্তাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। [18] তাহাতে বিচারকর্ত্তারা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয়, ও আপন ভ্রাতার প্রতিকূলে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; [19] তবে সে আপন ভ্রাতার প্রতি যেরূপ করিতে কল্পনা করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবা; এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা। [20] তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া তোমার মধ্যে সে রূপ দুষ্কর্ম্ম আর করিবে না। [21] তুমি চক্ষুর্লজ্জা করিও না; প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধ চক্ষু, দন্তের পরিশোধ দন্ত, হস্তের পরিশোধ হস্ত, পদের পরিশোধ পদ [হইবে]।

২০ অধ্যায়।

[1] তুমি আপন শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলে যদি আপনার অপেক্ষা অধিক অশ্ব ও রথ ও জনতা দেখ, তবে সেই সকলেতে ভয় করিও না, কেননা যিনি মিসরদেশহইতে তোমাকে আনিয়াছেন, তোমার ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু তোমার সহিত থাকিবেন। [2] এবং তোমরা যুদ্ধার্থে নিকট-

বর্ত্তী হইলে যাজক আসিয়া লোকদের কাছে কথা কহিবে ও তাহাদিগকে বলিবে, ৩ হে ইস্রায়েল্, শুন, তোমরা অদ্য আপন শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছ, কিন্তু তোমাদের হৃদয় দুর্ব্বল না হউক; ভয় করিও না, ও কম্পবান হইও না, ও উহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না। ৪ কেননা তোমাদিগকে জয়ী করণার্থে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষে শত্রুগণের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে তোমাদের সঙ্গে ২ যাইতেছেন।

৫ পরে অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে এই কথা কহিবে, তোমাদের মধ্যে কে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৬ আর কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রথম ফল ভোগ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রথম ফল ভোগ করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৭ এবং বাগ্‌দান হইলেও কে বিবাহ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক সেই কন্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৮ অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে আরো কহিবে, ভীত ও দুর্ব্বলহৃদয় লোক কে আছে? তাহার হৃদয়ের ন্যায় পাছে তাহার ভ্রাতাদের হৃদয় গলিয়া যায়, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৯ অপর অধ্যক্ষগণ লোকদের সহিত কথা সাঙ্গ করিলে পর তাহারা সৈন্যের উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিবে।

১০ যখন তুমি কোন নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা, তখন অগ্রে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবা। ১১ তাহাতে যদি সে সন্ধিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্যে দ্বার খুলে, তবে সেই নগরে যে সকল লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে, ও তোমার দাস হইবে। ১২ কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবা। ১৩ পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গের ধারে বধ করিবা। ১৪ কিন্তু স্ত্রীগণ ও বালকগণ ও পশুগণ ইত্যাদি নগরের সর্ব্বস্ব আপনার জন্যে লুটস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কর্ত্তৃক দত্ত শত্রুদের লুট ভোগ করিবা। ১৫ এই নিকটবর্ত্তি জাতিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমাহইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি এই রূপ করিবা।

১৬ কিন্তু এই [নিকটবর্ত্তি] জাতিদের যে ২ নগর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, তাহার মধ্যে কোন প্রাণিকে জীবৎ রাখিবা না। ১৭ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে অর্থাৎ হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও কনানীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা। ১৮ নতুবা কি জানি, তাহারা আপন ২ দেবতাদের উদ্দেশে যে ২ ঘৃণার্হ কর্ম্ম করে, তাহা করিতে তোমাদিগকেও শিখাইবে, তাহাতে তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিকূলে অপরাধী হইবা।

১৯ যখন তুমি কোন নগর হস্তগত করণার্থে যুদ্ধ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ কর, তখন কুঠারাঘাতদ্বারা তথাকার বৃক্ষ ছেদন করিও না; তুমি তাহার ফল খাইতে পার, কিন্তু তাহা কাটিও না; কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষও কি মানুষ, যে তাহাও তোমার সাক্ষাতে অবরোধের যোগ্য হইবে? ২০ কিন্তু এই বৃক্ষহইতে খাদ্য জন্মে না, ইহা যে ২ বৃক্ষের বিষয়ে জ্ঞাত আছ, সে সকল তুমি নষ্ট করিতে ও কাটিতে পারিবা; এবং তোমার সহিত যুদ্ধকারি নগর যাবৎ পরাজিত না হয়, তাবৎ সেই নগরের প্রতিকূলে তাহাদ্বারা অবরোধার্থক জাঙ্গাল নির্ম্মাণ করিতে পারিবা।

২১ অধ্যায়।

১ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিবেন, তাহার মধ্যে যদি ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না যায়; ২ তবে তোমার প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তৃগণ বাহিরে গিয়া সেই শবের চতুষ্পার্শ্বের কোন্ নগর কত দূর, তাহা মাপিবে। ৩ তাহাতে যে নগর ঐ হত লোকের নিকটস্থ হইবে, তাহার প্রাচীনবর্গ এমন এক গোবৎসাকে লইবে, যাহাদ্বারা যোঁয়ালি বহনাদি কোন কর্ম্ম কখন করা যায় নাই। ৪ পরে সেই নগরের প্রাচীনবর্গ নিত্য জলস্রোতোবাহি, অথচ চাসের কিম্বা বীজবপনের অযোগ্য কোন নিম্ন ভূমিতে সেই গোবৎসাকে আনিয়া তাহার গ্রীবা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ৫ পরে লেবির সন্তান যাজকেরা তাহার নিকটে আসিবে, কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার পরিচর্য্যার্থে ও সদাপ্রভুর নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; এবং তাহাদের বাক্যানুসারে প্রত্যেক বিবাদের ও আঘাতের বিচার হইবে। ৬ পরে শবের নিকটস্থ ঐ নগরের সমস্ত প্রাচীনবর্গ ঐ নিম্নভূমিতে ভগ্নগ্রীবা গোবৎসার উপরে আপন ২ হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ৭ এবং বলিবে, আমাদের হস্ত এই রক্তপাত করে নাই, ও আমাদের চক্ষু ইহা দেখে নাই; ৮ হে সদাপ্রভো, তুমি আপনার প্রজা যে ইস্রায়েল্‌কে মুক্ত করিলা, তাহার প্রতি ক্ষমা কর; আপনার প্রজা ইস্রায়েলের মধ্যে নিরপরাধের রক্তপাতজন্য দোষ [থাকিতে] দিও না। ইহা করিলে তাহাদের প্রতি সেই রক্তপাতের দোষ ক্ষমা হইবে; ৯ এবং তুমিও আপনার মধ্যহইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর করিবা; কেননা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা যথার্থ তাহাই তুমি করিবা।

[১০] তুমি আপন শত্রুগণের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে গমন করিলে যদি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমার হস্তগত করেন, ও তুমি তাহাদিগকে বন্দি কর; [১১] এবং সেই বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া প্রেমাসক্ত হইলে যদি তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহ; [১২] তবে তাহাকে আপন গৃহমধ্যে আনিবা, এবং সে আপন মস্তক মুণ্ডন করিয়া নখ কাটিয়া [১৩] আপনার বন্দিত্বাবস্থার বস্ত্র ত্যাগ করিবে; পরে তোমার গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্যে সম্পূর্ণ এক মাস বিলাপ করিবে; তাহার পরে তুমি তাহার স্বামী হইয়া তাহার কাছে গমন করিতে পারিবা, ও সে তোমার ভার্য্যা হইবে। [১৪] আর যদি তাহাতে তোমার প্রীতি না হয়, তবে যে স্থানে তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবা; কিন্তু কোন প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করিবা না। তাহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, কেননা তুমি তাহাকে মানভ্রষ্টা করিলা।

[১৫] যদি কোন পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে তাহার জন্যে পুত্র প্রসব করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র অপ্রিয়ার সন্তান হয়; [১৬] তবে আপন পুত্রদিগকে সর্ব্বস্বের অধিকার দেওন সময়ে অপ্রিয়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে সে প্রিয়াজাত পুত্রকে জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। [১৭] কিন্তু সে অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠরূপে স্বীকার করিয়া আপন সর্ব্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে; কারণ সে তাহার সামর্থ্যের অগ্রিম ফল, জ্যেষ্ঠাধিকার তাহারই প্রাপ্তব্য।

[১৮] যদি কাহারো পুত্র নিরঙ্কুশ ও বিরোধী হয়, পিতামাতার কথা না শুনে, এবং শাসন করিলেও তাহাদিগকে অমান্য করে; [১৯] তবে তাহার পিতামাতা তাহাকে ধরিয়া নগরীয় প্রাচীনবর্গের নিকটে ও তাহার নিবাসস্থানের পুরদ্বারসমীপে লইয়া গিয়া [২০] নগরীয় প্রাচীনবর্গকে কহিবে, আমাদের এই পুত্র নিরঙ্কুশ ও বিরোধী, আমাদের কথা মানে না, এবং অতিশয় ভোক্তা ও মদ্যপায়ী। [২১] তাহাতে সেই নগরের সমস্ত পুরুষ তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া বধ করিবে; এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা, তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্ তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে।

[২২] আর কোন মনুষ্য প্রাণদণ্ডার্হ পাপ করিলে যদি তাহার প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, এবং তুমি তাহাকে বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া থাক, [২৩] তবে তাহার শব রাত্রিতে বৃক্ষের উপরে থাকিতে দিবা না, কিন্তু কোন প্রকারে সেই দিনে তাহাকে কবর দিবা; কেননা যে জনকে টাঙ্গান গিয়াছে, সে ঈশ্বরের শাপাস্পদ। এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে ভূমি তোমাকে দেন, আপনার সেই ভূমিকে অশুচি করা তোমার অকর্ত্তব্য।

২২ অধ্যায়।

[১] তোমার কোন ভ্রাতার বলদ কিম্বা মেষকে পথহারা হইতে দেখিলে তুমি তাহাতে অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য আপন ভ্রাতার নিকটে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবা। [২] যদিস্যাৎ তোমার সেই ভ্রাতা তোমার নিকটস্থ কিম্বা পরিচিত না হয়, তবে তুমি সেই পশুকে আপন বাটীমধ্যে আনিয়া, যাবৎ সেই ভ্রাতা তাহার অন্বেষণ না করে তাবৎ আপনার নিকটে রাখিবা, পরে তাহাকে ফিরাইয়া দিবা। [৩] তুমি তাহার গর্দ্দভের প্রতি তদ্রূপ করিবা, এবং তাহার বস্ত্রের প্রতিও তদ্রূপ করিবা; তোমার ভ্রাতার হারাণ যে কোন দ্রব্য তুমি পাও, সেই সকলের বিষয়ে তদ্রূপ করিবা; তাহাতে অমনোযোগ করা তোমার অকর্ত্তব্য।

[৪] তোমার ভ্রাতার গর্দ্দভকে কিম্বা বলদকে পথে পড়িতে দেখিলে তুমি তাহার প্রতি অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য তাহাদিগকে তুলিতে তাহার সাহায্য করিবা।

[৫] স্ত্রীলোক পুরুষের বস্ত্র, কিম্বা পুরুষ স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে না; কেননা যে কেহ তাহা করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার্হ।

[৬] পথের পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষে কিম্বা ভূমির উপরে তোমার সম্মুখে যদি কোন পক্ষির বাসাতে শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে, এবং সেই শাবকের কিম্বা ডিম্বের উপরে পক্ষিণী বসিয়া রহিয়াছে, তবে তুমি শাবকগণের সহিত পক্ষিণীকে ধরিও না। [৭] তুমি আপনার জন্যে শাবকগণকে লইতে পার, কিন্তু কোন প্রকারে পক্ষিণীকে ছাড়িয়া দিবা, তাহাতে তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।

[৮] নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহার ছাতের আলিসিয়া নির্ম্মাণ করিও, পাছে তাহার উপরহইতে কোন মনুষ্য পড়িলে তুমি আপন গৃহে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তাও।

[৯] তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন করিও না; করিলে তোমার উপ্ত বীজের ফল ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল পবিত্র হইবে।

[১০] বলদে ও গর্দ্দভে একত্র যুড়িয়া চাস করিও না।

[১১] লোম ও মসিনা মিশ্রিত সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিও না।

[১২] আপনার আবরণার্থক গাত্রীয় বস্ত্রের চারি কোণে থোপ দিও।

[১৩] কোন পুরুষ বিবাহ করিয়া স্ত্রীর কাছে গমন করিলে পর যদি তাহাকে ঘৃণা করে, [১৪] এবং তাহার প্রতিকূলে অপবাদ দেয়, ও তাহার দুর্নাম করিয়া, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গকালে ইহার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাইলাম না, এই কথা কহে; [১৫] তবে সেই কন্যার পিতামাতা তাহার কৌমার্য্যের চিহ্ন লইয়া গমন করিয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকটে নগরদ্বারে আনিবে। [১৬] এবং

কন্যার পিতা প্রাচীনবর্গকে কহিবে, আমি এই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু এ তাহাকে ঘৃণা করে। [১৭] এবং দেখ, আমি তোমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাই নাই, এই কথা কহিয়া অপবাদ দেয়, কিন্তু আমার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন এই দেখ; তাহাতে তাহারা নগরের প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে সেই বস্ত্র বিস্তার করিবে। [১৮] পরে নগরের প্রাচীনবর্গ সেই পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি দিবে। [১৯] এবং তাহার এক শত শেকল্ রূপা দণ্ড করিয়া কন্যার পিতাকে দিবে, কেননা সে ব্যক্তি ইস্রায়েলীয় কন্যার প্রতিকূলে দুর্নাম করিল; পরে সে তাহার ভার্য্যা হইবে, এবং ঐ পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। [২০] কিন্তু সেই কথা যদি সত্য হয়, কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন না পাওয়া যায়; [২১] তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির করিয়া তাহার পিতৃগৃহের দ্বারসমীপে আনিবে, এবং নগরীয় পুরুষেরা প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ করিবে; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার করাতে সে ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কর্ম্ম করিল; এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা।

[২২] আর কোন পুরুষ যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়ন কালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে। এই রূপে তুমি ইস্রায়েলের মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা।

[২৩] যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে; [২৪] তবে তোমরা সেই দুই জনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবা; কেননা নগরমধ্যে থাকিলেও সেই কন্যা চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরুষ আপন প্রতিবাসির ভার্য্যাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে। এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা।

[২৫] যদি কোন পুরুষ বাগ্দত্তা কন্যাকে প্রান্তরে পাইয়া বলাৎকারে তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষমাত্র হত হইবে; [২৬] কিন্তু কন্যার প্রতি তুমি কিছুই করিবা না; সে প্রাণদণ্ডের যোগ্যা নহে; কেননা যেমন কোন মনুষ্য আপন প্রতিবাসির প্রতিকূলে উঠিয়া তাহাকে বধ করে, ইহাও তদ্রূপ হয়। [২৭] কেননা সেই পুরুষ প্রান্তরে তাহাকে পাইল, তাহাতে ঐ বাগ্দত্তা কন্যা চীৎকার করিলেও তাহার নিস্তারকর্ত্তা কেহ ছিল না।

[২৮] যদি কেহ অবাগ্দত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, ও তাহারা ধরা পড়ে, [২৯] তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা দিবে, এবং তাহাকে মানভ্রষ্টা করণ প্রযুক্ত সে তাহার ভার্য্যা হইবে; সেই পুরুষ তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।

[৩০] কোন পুরুষ আপন পিতৃভার্য্যাকে গ্রহণ করিবে না, ও আপন পিতার আবরণীয় অনাবৃত করিবে না।

২৩ অধ্যায়।

[১] চূর্ণাণ্ড কিম্বা ছিন্নলিঙ্গ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না। [২] জারজ ব্যক্তিও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [৩] অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; দশ পুরুষ পর্য্যন্ত, [বরং] অনন্তকালেও তাহারা সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [৪] কেননা মিসর্হইতে তোমাদের আগমন সময়ে তাহারা পথে অন্ন জল লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, কিন্তু তোমাকে শাপ দিতে তোমার প্রতিকূলে অরাম্-নহরয়িমস্থ পথোর্নিবাসি বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে বেতন দিল। [৫] তথাপি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিলিয়মের কথায় মনোযোগ করিতে অসম্মত ছিলেন। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার পক্ষে সেই অভিশাপকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে প্রেম করেন। [৬] তুমি যাবজ্জীবন [বরং] অনন্তকালেও তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল অন্বেষণ করিবা না।

[৭] তুমি ইদোমীয় লোককে ঘৃণা করিও না, কেননা সে তোমার ভ্রাতা; মিস্রীয় লোককেও ঘৃণা করিও না, কেননা তুমি তাহার দেশে প্রবাসী ছিলা। [৮] তাহাদের হইতে যে সন্তানগণ উৎপন্ন হইবে, তাহারা তৃতীয় পুরুষে সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে।

[৯] তোমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করণ সময়ে যাবতীয় অশ্লীলতার বিষয়ে সাবধান হইও। [১০] তোমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতাতে অশুচি হয়, তবে সে শিবিরহইতে বাহির হইবে, শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে না। [১১] কিন্তু দিবাবসান সন্নিকট হইলে সে জলে স্নান করিবে, ও সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে। [১২] আর তুমি শিবিরের বাহিরে এক স্থান নিরূপণ করিয়া বহির্দ্দেশ বলিয়া সেই স্থানে যাইবা। [১৩] এবং তোমার সামগ্রীর মধ্যে এক প্রকার খুন্তি থাকিবে; বহির্দ্দেশে গমন সময়ে তুমি তদ্দারা গর্ত্ত করিয়া আপনার নির্গত মল ঢাকিতে আর বার পূর্ণ করিবা। [১৪] কেননা তোমাকে রক্ষা করিতে ও তোমার শত্রুগণকে তোমার অগ্রে ত্যাগ করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার শিবিরের মধ্যে যাতায়াত করেন; অতএব তোমার শিবির পবিত্র হউক; পাছে তো-

মাতে কোন কলুষতা দেখিলে তিনি তোমাহইতে পরাঙ্মুখ হন।

[১৫] যে দাস আপন স্বামির নিকটহইতে পলাইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি তাহাকে সেই স্বামির হস্তে সমর্পণ করিবা না। [১৬] সে তোমার কোন এক নগরদ্বারে আপনার অভিলাষানুসারে মনোনীত স্থানে তোমার মধ্যে বাস করিবে, তুমি তাহার প্রতি উপদ্রব করিবা না।

[১৭] ইস্রায়েলবংশীয়া কোন কন্যা বেশ্যা না হউক, ও ইস্রায়েলবংশীয় কোন পুরুষ পুঙ্গামী না হউক। [১৮] কোন মানতের জন্যে বেশ্যার বেতন কিম্বা কুক্কুরের মূল্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও না, কেননা সে উভয়ই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণার্হ।

[১৯] তুমি সুদের জন্যে অর্থাৎ রূপার কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের সুদ পাইবার জন্যে আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবা না। [২০] সুদের জন্যে বিদেশিকে ঋণ দিতে পার, কিন্তু আপন ভ্রাতাকে দিবা না; তাহাতে তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে দেশে তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

[২১] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা মানত করিবা, তাহা দিতে বিলম্ব করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অবশ্য তাহা তোমাহইতে আদায় করিবেন; না দিলে তোমার পাপ হইবে। [২২] কিন্তু যদি মানত না কর, তবে তাহাতে পাপ হইবে না। [২৩] তুমি আপন ওষ্ঠনির্গত বাক্য পালন করিবা, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমার মুখহইতে যেমন স্বেচ্ছাদত্ত মানতের কথা নির্গত হয়, তদনুসারে করিবা।

[২৪] প্রতিবাসির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফল ভোজন করিতে পারিবা, কিন্তু পাত্রে করিয়া কিছু লইবা না। [২৫] প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে গেলে তুমি আপন হস্তে শিষ ছিঁড়িতে পারিবা, কিন্তু আপন প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে কাস্ত্যা দিবা না।

২৪ অধ্যায়।

[১] কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া পরিজন করিলে পর যদি তাহাতে কোন কলুষতা পাওয়াতে সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ না পায়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্যে এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটীহইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারে। [২] এবং সে স্ত্রী তাহার বাটীহইতে বাহির হইলে পর অন্য পুরুষের ভার্য্যা হইতে পারে। [৩] কিন্তু ঐ পশ্চাতের স্বামীও যদি তাহাকে ঘৃণা করে, এবং তাহার জন্যে ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটীহইতে তাহাকে বিদায় করে, কিম্বা বিবাহকারী ঐ পশ্চাতের স্বামী যদি মরে; [৪] তবে যে প্রথম স্বামী তাহাকে বিদায় করিয়াছিল, সে তাহার অশুচি হওনের পরে তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে না, কেননা তাহা সদাপ্রভুর সম্মুখে ঘৃণার্হ কর্ম্ম; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকার্থে যে দেশ তোমাকে দেন, তুমি তাহা পাপেতে লিপ্ত করিবা না।

[৫] যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে, সে যুদ্ধযাত্রাতে গমন করিবে না, এবং তাহাকে কোন কর্ম্মের ভার দেওয়া যাইবে না; সে এক বৎসর পর্য্যন্ত আপন গৃহের উদ্দেশে নিষ্কর্ম্মে থাকিয়া নূতন ভার্য্যার মনোরঞ্জন করিবে।

[৬] কেহ কাহারো যাঁতা কিম্বা তাহার ঊর্দ্ধস্থ পাট বন্ধক রাখিবে না; তাহা করিলে প্রাণ বন্ধক রাখা হয়।

[৭] কোন মনুষ্য যদি আপন ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে কোন প্রাণিকে চুরি করিয়া মানভ্রষ্ট করত বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর হত হইবে; এই রূপে তুমি আপনার মধ্যহইতে দুষ্টতাকে উচ্ছিন্ন করিবা।

[৮] তুমি কুষ্ঠরোগের ঘার বিষয়ে সাবধান হইয়া লেবীয় যাজকেরা যে সকল উপদেশ দিবে, অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিও; আমি তাহাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি, তাহা পালন করিতে যত্ন করিও। [৯] মিসরহইতে তোমাদের আগমন সময়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পথে মরিয়মের প্রতি যাহা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিও।

[১০] তোমার প্রতিবাসিকে কোন কিছু ঋণ দিলে তুমি বন্ধকী দ্রব্য লইবার জন্যে তাহার গৃহে প্রবেশ করিবা না। [১১] তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবা, এবং ঋণি ব্যক্তি বন্ধকী দ্রব্য বাহির করিয়া তোমার নিকটে আনিবে। [১২] আর সে যদি দুঃখি লোক হয়, তবে তুমি তাহার বন্ধকী দ্রব্য রাখিয়া নিদ্রা যাইবা না। [১৩] সূর্য্যাস্তকালে তাহার বন্ধকী দ্রব্য তাহাকে অবশ্য ফিরিয়া দিবা; তাহাতে সে আপন বস্ত্রে শয়ন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমার ধার্ম্মিকতা লাভ হইবে।

[১৪] তোমার ভ্রাতা হউক, কিম্বা তোমার দেশের নগরদ্বারান্তর্বাসি বিদেশী হউক, দুঃখি দীনহীন [দৈনিক] বেতনজীবির প্রতি উপদ্রব করিও না। [১৫] সেই দিবসে তাহার বেতন তাহাকে দিও; সূর্য্য অস্তগত হওন পর্য্যন্ত তাহা রাখিও না; কেননা সে দুঃখী, এবং সেই বেতনের প্রতি তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকে; পাছে সে তোমার প্রতিকূলে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে তোমার পাপ হয়।

[১৬] সন্তানের পরিবর্ত্তে পিতার, কিম্বা পিতার পরিবর্ত্তে সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না

প্রতি জন আপন২ পাপ প্রযুক্ত প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে। [১৭] বিদেশির কিম্বা পিতৃহীনের বিচারে অন্যায় করিও না, এবং বিধবার বস্ত্র বন্ধক রাখিতে লইও না। [১৮] আর স্মরণ কর, তুমি মিসর্দেশে দাস ছিলা, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তথাহইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন, এই জন্যে আমি তোমাকে এই সকল কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতেছি।

[১৯] তুমি ক্ষেত্রে আপন শস্য ছেদন কালে যদি এক আটি ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়া থাক, তবে তাহা লইতে ফিরিয়া যাইও না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [২০] যখন তোমার জিতবৃক্ষের ফল পাড়, তখন আপনার পরে শাখাতে অবশিষ্টের অন্বেষণ করাইও না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে। [২১] যখন তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল চয়ন কর, তখন আপনার পরে অবশিষ্টের চয়ন করাইও না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে। [২২] আর স্মরণ কর, তুমি মিসর্দেশে দাস ছিলা, এই কারণ আমি তোমাকে এই কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিতেছি।

২৫ অধ্যায়।

[১] মনুষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা যদি বিচারার্থে বিচারকর্ত্তাদের নিকটে যায়, তবে তাহারা নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ ও দোষিকে দোষী করিবে। [২] তাহাতে যদি দোষি লোক প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারকর্ত্তা তাহাকে উবুড় করাইয়া তাহার অপরাধানুসারে আঘাতের সংখ্যা নিশ্চয় করিয়া আপনার সাক্ষাতে তাহাকে প্রহার করাইবে। [৩] সে চল্লিশ আঘাত করিতে পারে, তাহার অধিক নয়; পাছে অধিক আঘাত পূর্ব্বক ভারি প্রহার করিলে তোমার ভ্রাতা তোমার সাক্ষাতে তুচ্ছ হয়।

[৪] শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখে জাল্তি বান্ধিও না।

[৫] যদি ভ্রাতৃগণ একত্র হইয়া বাস করে, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য পুরুষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার কাছে গমন করিবে, এবং তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে। [৬] পরে সেই স্ত্রী যে জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রসব করিবে, সে তাহার ঐ মৃত ভ্রাতার উত্তরাধিকারী হইবে; তাহাতে ইস্রায়েলহইতে তাহার নাম লুপ্ত হইবে না। [৭] আর সেই পুরুষ যদি আপন ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে সম্মত না হয়, তবে সে স্ত্রী নগরদ্বারে প্রাচীনবর্গের কাছে যাইয়া, আমার দেবর ইস্রায়েলের মধ্যে আপন ভ্রাতার নাম রক্ষা করিতে অসম্মত, সে আমার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চাহে না, এই কথা কহিবে। [৮] তখন তাহার নগরের প্রাচীনবর্গ তাহাকে ডাকিয়া বলিবে; তাহাতে যদি সে অটল থাকিয়া, উহাকে গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, এমত কথা কহে; [৯] তবে তাহার ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহার নিকটে আসিয়া তাহার পাহইতে পাদুকা খুলিবে, ও তাহার মুখে থুথু দিয়া প্রত্যুত্তররূপে এই কথা কহিবে, যে কেহ আপন ভ্রাতার কুল প্রতিষ্ঠিত না করে, তাহার প্রতি এই রূপ করা যায়। [১০] এবং ইস্রায়েলের মধ্যে সে মুক্তপাদুককুল নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

[১১] পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করিলে তাহাদের এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হস্তহইতে আপন স্বামিকে মুক্ত করিতে আসিয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, [১২] তবে তুমি তাহার হস্ত কাটিয়া ফেলিবা; তাহাতে চক্ষুর্লজ্জা করিবা না।

[১৩] তোমার থলিয়াতে ছোট বড় দুই প্রকার বাট্খারা না থাকুক। [১৪] তোমার গৃহে ছোট বড় দুই প্রকার ঐফার পরিমাণ না থাকুক। [১৫] তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাট্খারা রাখিও, এবং যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণপাত্র রাখিও; তাহাতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে। [১৬] কারণ যে কেহ ঐ প্রকার করিয়া কোন অন্যায় করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত।

[১৭] মিসর্হইতে তোমাদের বহিরাগমন কালে পথে তোমার প্রতি অমালেক্ যাহা২ করিল, [১৮] অর্থাৎ তোমার শ্রান্তি ক্লান্তি সময়ে সে ঈশ্বরকে ভয় না করিয়া যে প্রকারে তোমার সহিত পথে মিলিয়া তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ব্বল লোক সকলকে আক্রমণ করিল, তাহা স্মরণ করিও। [১৯] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে দেশ অধিকারার্থে তোমাকে দিবেন, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চতুর্দ্দিক্স্থিত সকল শত্রুহইতে তোমাকে বিশ্রাম দিলে তুমি আকাশমণ্ডলের অধোহইতে অমালেকের সমস্ত স্মরণের চিহ্ন লোপ করিও; ইহা বিস্মৃত হইও না।

২৬ অধ্যায়।

[১] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে যে দেশ তোমাকে দিবেন, তুমি যখন সেই দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করিবা; [২] তৎকালে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আপনার সেই দেশের ভূম্যুৎপন্ন যাবতীয় ফলের অগ্রিমাংশহইতে কিছু২ লইয়া চুপড়িতে করিয়া, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে গমন করিবা। [৩] এবং তাৎকালিক যাজকের কাছে যাইয়া তাহাকে

কহিবা, সদাপ্রভু আমাদিগকে যে দেশ দিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে আমি প্রবিষ্ট হইলাম; ইহা অদ্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে নিবেদন করিতেছি। ৪ তাহাতে যাজক তোমার হস্তহইতে সেই চুপড়ি লইয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে রাখিবে। ৫ এবং তুমি স্বীকার করিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই কথা কহিবা, এক জন নষ্টকল্প অরামীয় লোক আমার পূর্ব্বপুরুষ ছিল; সে অল্প পরিজনের সঙ্গে মিসরে নামিয়া গিয়া প্রবাস করিল; এবং সে স্থানে মহৎ ও পরাক্রান্ত ও বহুপ্রজ এক জাতি হইয়া উঠিল। ৬ পরে মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে এবং দুঃখ দিলে ও কঠিন দাসত্ব করাইলে, ৭ আমরা আপন পৈতৃক ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলাম; তাহাতে সদাপ্রভু আমাদের রব শুনিয়া আমাদের দীনতা ও শ্রম ও উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ৮ এবং সদাপ্রভু বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও মহাভয়ঙ্করতা এবং নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণদ্বারা মিসরহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন। ৯ এবং এই স্থানে আনিয়া দুগ্ধমধু প্রবাহি এই দেশ আমাদিগকে দিলেন। ১০ এখন, হে সদাপ্রভো, দেখ, তুমি আমাকে যে ভূমি দিয়াছ তাহার ফলের অগ্রিমাংশ আমি আনিলাম। ইহা বলিয়া তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা রাখিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রনিপাত করিবা। ১১ এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার প্রতি ও তোমার পরিবারের প্রতি যে২ মঙ্গল করিয়াছেন, সেই সকলেতে তুমি ও তোমার মধ্যবর্ত্তি লেবীয় ও বিদেশীয় লোক তোমরা সকলে আমোদ করিবা।

১২ তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ দশমাংশের বৎসরে আপনার উৎপন্ন শস্যাদির দশমাংশ পৃথক্ করণ সমাপ্ত করিলে পর তুমি লেবীয়কে ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বিধবাকে তাহা দিবা, তাহাতে তাহারা তোমার নগরদ্বারমধ্যে খাইয়া তৃপ্ত হইবে। ১৩ পরে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে এই কথা কহিবা, তোমার আজ্ঞাপিত সমস্ত বাক্যানুসারে আমি আপন গৃহহইতে পবিত্র বস্তু বাহির করিয়া লেবীয়কে ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বিধবাকে দিলাম; তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই ও বিস্মৃত হই নাই; ১৪ আমার শোক কালে আমি তাহার কিছুই ভোজন করি নাই, এবং অশুচি লোকদ্বারা তাহার কিছুই বাহির করি নাই, এবং মৃত লোকের উদ্দেশে তাহার কিছুই দি নাই; আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিলাম; তোমার আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম করিলাম। ১৫ তুমি আপন পবিত্র নিবাস স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত কর, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কৃত আপনার দিব্যানুসারে যে ভূমি আমাদিগকে দিয়াছ তাহা অর্থাৎ এই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশকে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল্কে আশীর্ব্বাদ কর।

১৬ এই যে সকল বিধি ও শাসন পালন করিতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি যত্নপূর্ব্বক আপন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহা পালন কর। ১৭ অদ্য তুমি সদাপ্রভুর কাছে এই অঙ্গীকার করিলা, যে সদাপ্রভুই তোমার ঈশ্বর হইবেন, এবং তুমি তাঁহার পথে চলিবা ও তাঁহার বিধি ও আজ্ঞা ও শাসন পালন করিবা ও তাঁহার বাক্যে অবধান করিবা। ১৮ এবং অদ্য সদাপ্রভুও তোমার কাছে এই অঙ্গীকার করিলেন, যে তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে তুমি সদাপ্রভুর নিজস্ব প্রজা ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবা; ১৯ এবং তিনি আপনার সৃষ্ট সমস্ত পরজাতি অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া প্রশংসা ও কীর্ত্তি ও ভূষাস্বরূপ করিবেন, এবং তাঁহার বাক্যানুসারে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র প্রজা হইবা।

২৭ অধ্যায়।

১ পরে মোশি ও ইস্রায়েলের প্রচীনবর্গ লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল, অদ্য আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দি, তোমরা সে সমস্ত পালন কর। ২ এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দেন, তুমি যখন যর্দ্দন্ পার হইয়া সেই দেশে উপস্থিত হইবা, তখন আপনার জন্যে কতকগুলিন বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন কর, ও তাহা চূণ দিয়া লেপন কর। ৩ এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করণার্থে পার হওন সময়ে তুমি সেই প্রস্তরগুলির উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা লিখ। ৪ ফলতঃ আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তোমরা যর্দ্দন্ পার হইলে পর এবল্ পর্ব্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন কর, ও তাহা চূণ দিয়া লেপন কর। ৫ এবং সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি অর্থাৎ প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবা, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র তুলিবা না। ৬ তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই বেদি অতক্ষিত প্রস্তরদ্বারা গাঁথিবা, ও তাহার উপরে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিবা ও মঙ্গলার্থক বলি দান করিবা; ৭ এবং সেই স্থানে ভোজন করিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে আমোদ করিবা। ৮ এবং সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবা।

৯ পরে মোশি ও লেবীয় যাজকগণ সমস্ত ইস্রায়েলকে আরো কহিল, হে ইস্রায়েল্, মৌনী হইয়া

শুন, অদ্য তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রজা হইলা; ১০ অতএব আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর, অবং অদ্য আমার আদিষ্ট তাঁহার এই সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি পালন কর।

১১ সেই দিবসে মোশি লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল, ১২ তোমরা যর্দ্দন্ পার হইলে পর শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও যোষেফ্ ও বিন্যামীন্, এই সকল [বংশ] লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গরিষীম্ পর্ব্বতে দাঁড়াইবে। ১৩ এবং রূবেন্ ও গাদ্ ও আশের্ ও সবূলূন্ ও দান্ ও নপ্তালি, এই সকল [বংশ] শাপ দিতে এবল্ পর্ব্বতে দাঁড়াইবে।

১৪ তাহার পরে লেবীয়গন কথা আরম্ভ করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিবে, যথা, ১৫ যে মনুষ্য সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু অর্থাৎ শিল্পকরের হস্তনির্ম্মিত কোন খোদিত কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক সায় দিয়া বলিবে, আমেন্। ১৬ যে কেহ আপন পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ১৭ যে কেহ আপন প্রতিবাসির ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ১৮ যে কেহ অন্ধকে পথভ্রষ্ট করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ১৯ যে কেহ বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার বিচারে অন্যায় করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২০ যে কেহ পিতৃভার্য্যার সহিত শয়ন করে, আপন পিতার আবরণীয় অনাচ্ছাদন করণ প্রযুক্ত সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২১ যে কেহ কোন পশুর সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২২ যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২৩ যে কেহ আপন শ্বশ্রূর সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২৪ যে কেহ আপন প্রতিবাসিকে গোপনে বধ করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২৫ যে কেহ নিরপরাধের প্রাণ হত্যা করিতে উৎকোচ গ্রহণ করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্। ২৬ যে কেহ এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিতে তাহাতে আস্থা না করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক বলিবে, আমেন্।

২৮ অধ্যায়।

১ আমি তোমাকে অদ্য যে ২ আজ্ঞা জ্ঞাপন করি, সেই সকল পালন করণে যত্নবান হইতে যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত পরজাতি অপেক্ষা তোমাকে শ্রেষ্ঠ করিবেন। ২ এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করাতে এই সকল আশীর্ব্বাদ তোমার প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাতে আশ্রয় করিবে। ৩ তুমি নগরে আশীর্ব্বাদযুক্ত, ও ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৪ তোমার শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও পশুর ফল অর্থাৎ গোরুর বৎস ও মেষীদের শাবক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৫ তোমার টুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৬ তোমার গৃহে আগমন সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা, ও বাহিরে গমন সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৭ সদাপ্রভু তোমার প্রতিকূলে উত্থিত শত্রুগণকে তোমার অগ্রে ২ তাড়াইয়া দিবেন; তাহারা এক পথ দিয়া তোমার প্রতিকূলে আসিবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তোমার সম্মুখহইতে পলায়ন করিবে। ৮ সদাপ্রভু তোমার গোলাঘরে ও তোমার হস্তক্ষেপের সকল কর্ম্মেতে আশীর্ব্বাদকে আজ্ঞা করিয়া তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, তাহাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৯ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন করাতে সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপনার পবিত্র প্রজা করিয়া স্থাপন করিবেন। ১০ এবং তুমি সদাপ্রভুর নামে প্রসিদ্ধ আছ, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ইহা দেখিবে, ও তোমাহইতে ভীত হইবে। ১১ এবং সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থে তোমার শরীরের ফলে ও পশুর ফলে ও ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিবেন। ১২ উপযুক্ত কালে তোমার ভূমিসেচক বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্ম আশীর্ব্বাদযুক্ত করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গলভাণ্ডার খুলিবেন; এবং তুমি পরজাতীয় অনেক লোককে ঋন দিবা, কিন্তু আপনি ঋণ লইবা না। ১৩ এবং সদাপ্রভু তোমাকে উত্তমাঙ্গস্বরূপ করিবেন, লাঙ্গূলস্বরূপ করিবেন না; তুমি নীচ না হইয়া কেবল উন্নত হইবা। কিন্তু ইহার নিমিত্তে আবশ্যক, যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, তুমি তাহাতে অবধান কর, ১৪ এবং অদ্য আমি তোমাকে যে ২ আজ্ঞা দিতেছি, তুমি ইতর দেবগণের পূজা করণার্থে তাহাদের অনুগামী হইতে সেই সকল আজ্ঞার দক্ষিণে কি বামে না ফির।

১৫ কিন্তু আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করি, যত্নপূর্ব্বক সেই সকল পালনার্থে যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান না কর, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাতে আশ্রয় করিবে। ১৬ তুমি নগরে শাপগ্রস্ত ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবা। ১৭ তো-

মার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া শাপগ্রস্ত হইবে। [১৮] তোমার শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও তোমার গোরুর বৎস ও মেষীদের শাবক শাপগ্রস্ত হইবে। [১৯] তোমার গৃহে আগমন সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবা, ও বাহিরে গমন সময়ে তুমি শাপগ্রস্ত হইবা। [২০] আমাকে ত্যাগ করণরূপ দুষ্টতার ক্রিয়া প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত তোমার সংহার ও শীঘ্র বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমার হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে সদাপ্রভু তোমার প্রতি অভিশাপ ও উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। [২১] তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশহইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ সদাপ্রভু তোমাকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন। [২২] সদাপ্রভু যক্ষ্মা ও জ্বর ও জ্বালা ও অতিদাহ ও খড়্গ এবং [শস্যের] শোষ ও ম্লানিদ্বারা তোমাকে আঘাত করিবেন; তোমার বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত সে সকল তোমাকে তাড়না করিবে। [২৩] এবং তোমার মস্তকোপরিস্থিত আকাশ পিত্তলস্বরূপ, ও অধঃস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। [২৪] সদাপ্রভু তোমার দেশে জলের পরিবর্ত্তে ধূলি ও বালি বর্ষণ করিবেন; যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহা আকাশহইতে নামিয়া তোমার উপরে পড়িবে। [২৫] সদাপ্রভু তোমার শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে তাড়াইয়া দিবেন; তুমি এক পথ দিয়া তাহাদের প্রতিকূলে যাইবা, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিবা; এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের সম্মুখে বিক্ষেপাস্পদ হইবা। [২৬] এবং তোমার শব খেচর পক্ষিগণের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে; কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। [২৭] সদাপ্রভু তোমাকে মিস্রীয় নাড়ীব্রণ ও অর্শ ও পামা ও খুজলি, এই সকল অপ্রতীকার্য্য রোগদ্বারা প্রহার করিবেন। [২৮] সদাপ্রভু উন্মাদ ও অন্ধতা ও চিত্তের স্তব্ধতাদ্বারা তোমাকে আঘাত করিবেন। [২৯] যেমন অন্ধ লোক অন্ধকারে হাঁতড়িয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তুমি মধ্যাহ্নকালে হাঁতড়িয়া বেড়াইবা; ও আপন পথে অকৃতকার্য্য হইবা, এবং সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও অপহৃত হইবা, কেহ তোমাকে নিস্তার করিবে না। [৩০] তোমার প্রতি কন্যার বাগ্‌দান হইলে অন্য পুরুষ তাহাতে উপগত হইবে; গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তুমি তাহাতে বাস করিতে পাইবা না; দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তাহার ফল চয়ন করিবা না। [৩১] তোমার গোরু তোমারই সম্মুখে হত হইবে, কিন্তু তুমি তাহার মাংস ভোজন করিতে পাইবা না; তোমার গর্দ্দভ তোমার সাক্ষাতে বলদ্বারা অপহৃত হইবে, কেহ তোমাকে তাহা ফিরাইয়া দিবে না; তোমার মেষপাল তোমার শত্রুগণকে দত্ত হইবে, তোমার পক্ষ নিস্তারকর্ত্তা কেহ থাকিবে না। [৩২] তোমার পুত্ত্রকন্যাগণ অন্যজাতীয়দিগকে দত্ত হইবে, ও সমস্ত দিবস তাহাদের অপেক্ষায় চাহিতে ২ তোমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইবে, এবং তোমার হস্ত সামর্থ্যহীন হইবে। [৩৩] তোমার অবিদিত এক জাতি তোমার ভূমির ফল ও তোমার শ্রমের সমস্ত ফল ভোগ করিবে; তুমি সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও ক্লিষ্ট হইবা। [৩৪] এবং তোমার চক্ষু যাহা দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত উন্মত্ত হইবা। [৩৫] সদাপ্রভু তোমার জানু ও জংঘা ও পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত অপ্রতীকার্য্য দুষ্ট নাড়ীব্রণদ্বারা প্রহার করিবেন। [৩৬] সদাপ্রভু তোমাকে এবং যে রাজাকে তুমি আপনার উপরে নিযুক্ত করিবা, তাহাকেও তোমার অবিদিত ও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অবিদিত এক পরজাতির স্থানে লইয়া যাইবেন; সেই স্থানে তুমি প্রস্তরময় ও কাষ্ঠময় ইতর দেবগণের পূজা করিবা। [৩৭] এবং সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল জাতির মধ্যে লইয়া যাইবেন, তাহাদের কাছে তুমি আশঙ্কার ও গল্পের ও উপহাসের আস্পদ হইবা। [৩৮] তুমি বহু বীজ বহিয়া ক্ষেত্রে লইয়া যাইবা, কিন্তু অল্প সংগ্রহ করিবা; কেননা পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ তাহা বিনষ্ট করিবে। [৩৯] তুমি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার কৃষিকর্ম্ম করিবা, কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করিতে কি দ্রাক্ষাফল চয়ন করিতে পাইবা না; কেননা কীট সকল তাহা খাইয়া ফেলিবে। [৪০] তোমার সকল অঞ্চলে জিতবৃক্ষ হইবে, কিন্তু তুমি তৈল মর্দ্দন করিতে পাইবা না; কেননা তাহার সমস্ত ফল ঝরিয়া পড়িবে। [৪১] তুমি পুত্ত্র কন্যাগণের জন্ম দিবা, কিন্তু তাহাদের প্রতি তোমার স্বত্ব থাকিবে না; কেননা তাহারা বন্দি হইয়া দূরে যাইবে। [৪২] পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ তোমার সমস্ত বৃক্ষ ও ভূম্যুৎপন্ন ফল ভক্ষণ করিবে। [৪৩] তোমার মধ্যবর্ত্তি বিদেশী লোক তোমাহইতে উত্তর ২ উন্নত হইবে, ও তুমি উত্তর ২ নীচ হইবা। [৪৪] সে তোমাকে ঋণ দিবে, কিন্তু তুমি তাহাকে ঋণ দিতে পারিবা না; সে উত্তমাঙ্গস্বরূপ হইবে, ও তুমি লাঙ্গূলস্বরূপ হইবা। [৪৫] আর এই সমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতিকূলে আসিয়া তোমাকে তাড়না করিয়া তোমার বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাতে আশ্রয় করিবে; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে সকল আজ্ঞা ও বিধি দিলেন, তুমি তাহা পালন করিতে তাঁহার বাক্যে অবধান করিলা না। [৪৬] অতএব সে সমস্ত শাপ তোমার ও যুগানুক্রমে তোমার বংশের উপরে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ থাকিবে। [৪৭] সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির বাহুল্যকালে তুমি আনন্দপূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্তে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিলা না; [৪৮] এই হেতুক সদাপ্রভু তোমার প্রতিকূলে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তুমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উলঙ্গতা, ও সকলের অভাব ভোগ করিতে ২ তাহাদের দাস্যকর্ম্ম করিবা; এবং তোমার বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তাহারা তোমার গ্রীবাতে লৌহ যোঁয়ালি দিবে। [৪৯] সদাপ্রভু তোমার প্রতিকূলে অতি দূর-

হইতে অর্থাৎ পৃথিবীর সীমাহইতে উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় [দ্রুতগামি] এক পরজাতিকে আনিবেন, তাহার ভাষা তুমি বুঝিতে পারিবা না [৫০] সেই জাতি ভয়ঙ্করবদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে না, ও বালকের প্রতি কৃপা করিবে না। [৫১] এবং যে পর্য্যন্ত তোমার বিনাশ না হইবে, তাবৎ সে তোমার পশুর ফল ও ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্য ভোজন করিবে; তোমার বিনাশ না সাধন পর্য্যন্ত তোমার জন্যে শস্য কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল কিম্বা গোরুর বৎস কিম্বা মেষীর শাবক অবশিষ্ট রাখিবে না। [৫২] এবং তোমার সমস্ত দেশের যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরেতে তুমি বিশ্বাস করিতা, তাহা যাবৎ পতিত না হইবে, তাবৎ সে তোমার সমস্ত নগরদ্বারে তোমাকে অবরোধ করিবে; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত সমস্ত দেশের সমস্ত নগরদ্বারে সে তোমাকে অবরোধ করিবে। [৫৩] এই রূপে তোমার অবরোধসময়ে তোমার শত্রুগণ তোমাকে ক্লেশ দিলে তুমি আপন শরীরের ফল অর্থাৎ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত নিজ পুত্র কন্যাদিগের মাংস ভোজন করিবা। [৫৪] যখন যাবতীয় নগরদ্বারে শত্রুগণকর্ত্তৃক তোমার ক্লেশ ও অবরোধ হইবে, তখন তোমার মধ্যে যে পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখভোগী, তাহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট না থাকা প্রযুক্ত সে আপন সন্তানদের মাংস খাইবে; [৫৫] কিন্তু আপন ভ্রাতার ও বক্ষঃস্থিত ভার্য্যার ও অবশিষ্ট সন্তানদের প্রতি এমত কুদৃষ্টি করিবে, যে সে তাহাদের কাহাকেও ঐ মাংসের কিছুই দিবে না। [৫৬] যখন যাবতীয় নগরদ্বারে শত্রুগণকর্ত্তৃক তোমার ক্লেশ ও অবরোধ হইবে, তখন যে স্ত্রী কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল ভূমিতে রাখিতে সাহস করিত না, তোমার মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী মহিলা আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে, [৫৭] অর্থাৎ আপনার দুই পায়ের মধ্যহইতে নির্গত গর্ব্ভপুষ্পের ও আপনার প্রসবিত শিশুদের জন্যে [কুদৃষ্টি করিবে], কারণ সমস্তের অভাব প্রযুক্ত সে ইহাদিগকে গোপনে খাইবে। [৫৮] শ্রীযুক্ত ও ভয়ানক নাম [বিশিষ্ট] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে যদি তুমি এই পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত কথা মনোযোগ পূর্ব্বক পালন না কর; [৫৯] তবে সদাপ্রভু তোমাকে ও তোমার বংশকে আশ্চর্য্য আঘাত করিবেন; ফলতঃ বহুকালস্থায়ি মহাঘাত ও বহুকালস্থায়ি ব্যথাজনক রোগ; [৬০] এবং তুমি যাহাতে উদ্বিগ্ন হইতা, সেই মিস্রীয় মহাব্যাধি সকল তোমার মধ্যে আনিবেন; সে সকল তোমাতে আশ্রয় করিবে। [৬১] তদ্ভিন্ন যাহা এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নাই, এমত প্রত্যেক রোগ ও আঘাত সদাপ্রভু তোমার বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তোমার প্রতি আনিবেন। [৬২] তাহাতে তোমরা আকাশস্থ তারার ন্যায় বহুসংখ্যক হইলেও অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবা; কেননা তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিতা না। [৬৩] আর তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি করিতে যেমন সদাপ্রভু তোমাদিগেতে আহ্লাদ করিতেন, সেই রূপ তোমাদের বিনাশ ও লোপ করিতে সদাপ্রভু তোমাদিগেতে আহ্লাদ করিবেন; এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাহইতে উন্মূলিত হইবা। [৬৪] এবং সদাপ্রভু তোমাকে পৃথিবীর আদ্যোপান্তস্থিত সমস্ত জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন; সেই স্থানে তুমি আপনার ও আপন পূর্ব্বপুরুষদের অবিদিত কাষ্ঠময় ও পাষাণময় ইতর দেবগণের পূজা করিবা। [৬৫] এবং সেই পরজাতীয়দের মধ্যে কোন সুখ পাইবা না, ও তোমার পদতলের বিশ্রামস্থান থাকিবে না; কিন্তু সদাপ্রভু সেই স্থানে তোমাকে হৃৎকম্প ও চক্ষুঃক্ষীণতা ও প্রাণব্যথা দিবেন। [৬৬] এবং তোমার প্রাণ তোমার সাক্ষাতে [সংশয়দোলে] দোলায়মান হইবে, এবং তুমি দিবারাত্রি শঙ্কা করিবা, ও আপন প্রাণরক্ষাতে তোমার বিশ্বাস জন্মিবে না। [৬৭] তুমি হৃদয়ে যে শঙ্কা করিবা ও চক্ষুতে যে ভয়ঙ্কর দর্শন করিবা, তৎপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে বলিবা, হায়২, কখন্ সন্ধ্যা হইবে? এবং সন্ধ্যাকালে বলিবা, হায়২, কখন্ প্রাতঃকাল হইবে? [৬৮] আর তুমি এই পথ আর দেখিবা না, ইহা যে পথের বিষয়ে আমি তোমাকে কহিয়াছি, সদাপ্রভু সেই মিসর্দেশের পথে জাহাজদ্বারা তোমাকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন, এবং সেই স্থানে তোমরা দাস দাসীরূপে আপন শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে যাইবা; কিন্তু কেহ তোমাদিগকে ক্রয় করিবে না।

২৯ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু হোরেবে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন মোয়াব্ দেশে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিতে মোশিকে আজ্ঞা করিলেন, সেই নিয়মের বৃত্তান্ত এই।

[২] মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে ডাকিয়া কহিল, সদাপ্রভু মিসর্দেশে ফরৌণের ও তাহার সমস্ত দাসগণের ও সমস্ত দেশের প্রতি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; [৩] অর্থাৎ পরীক্ষাসিদ্ধ সেই মহৎ প্রমাণ ও সেই মহৎ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ সকল তোমরা আপন২ চক্ষুতে দেখিয়াছ; [৪] তথাচ সদাপ্রভু অদ্যাপি তোমাদিগকে জ্ঞানে প্রবৃত্ত হৃদয় ও দর্শনে প্রবৃত্ত চক্ষু ও শ্রবণে প্রবৃত্ত কর্ণ দেন নাই। [৫] আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তোমাদিগকে গমন করাইয়াছি; তাহাতে তোমাদের গাত্রে তোমাদের বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমাদের পায়ের জুতা পুরাতন হয় নাই; [৬] তোমরা রুটী ভোজন কর নাই, এবং দ্রাক্ষারস ও সুরা পান করিতে পাও নাই। [৭] এই রূপে তোমরা এই স্থানে উপস্থিত হইলা। পরে হিষ্বোনের সীহোন্ রাজা ও বাশনের

ওগ্ রাজা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে আমরা তাহাদিগকে নিহনন করিলাম; [৮] এবং তাহাদের দেশ লইয়া অধিকারার্থে রুবেণীয় ও গাদীয় লোকদিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধবংশকে দিলাম। [৯] অতএব তোমরা যাহা২ করিবা, সেই সকলেতে যেন কুশলপ্রাপ্ত হও, এই নিমিত্তে এই নিয়মের কথা পালন করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম কর।

[১০] সদাপ্রভু তোমাকে যেমন কহিয়াছেন, এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ ও ইস্হাক্ ও যাকোবের প্রতি যেমন দিব্য করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি যেন অদ্য তোমাকে আপন প্রজারূপে স্থাপন করেন ও তোমার ঈশ্বর হন; [১১] এই নিমিত্তে যে নিয়ম ও যে দিব্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু অদ্য তোমার সঙ্গে স্থির করিবেন, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সহিত তাহা স্থির করিতে [১২] তোমরা সকলে, অর্থাৎ তোমাদের বংশাধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনগণ ও শাসকগণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষ ও তোমাদের বালক ও ভার্য্যাগণ, [১৩] ও তোমার শিবিরমধ্যে প্রবাসি তোমার কাষ্ঠচ্ছেদক অবধি জলবাহক পর্য্যন্ত বিদেশিগণ, সকলে অদ্য আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছ। [১৪] আর আমি এই নিয়ম ও দিব্য কেবল তোমাদেরই সহিত স্থির করি তাহা নয়; [১৫] বরং আমাদের সঙ্গে অদ্য এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে যে২ দাঁড়াইয়া আছে, ও আমাদের সঙ্গে অদ্য যে২ দাঁড়াইয়া নহে, সেই সকলের সহিত এই নিয়ম স্থির করি।

[১৬] ফলতঃ আমরা মিসর্দেশে যেরূপে বাস করিয়াছি, এবং নানা জাতিদের মধ্য দিয়া যেরূপে আসিয়াছি, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ; [১৭] এবং তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু অর্থাৎ কাষ্ঠময় ও পাষাণময় ও স্বর্ণময় প্রতিমা সকল দেখিয়াছ। [১৮] অতএব সাবধান, এই পরজাতীয়দের দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদের পূজা করিতে অদ্য আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুহইতে পরাঙ্মুখ হৃদয় বিশিষ্ট কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কিম্বা গোষ্ঠী কিম্বা বংশ তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে, এবং বিষবৃক্ষের কি নাগদানার মূল তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে; [১৯] এবং এই শাপের কথা শ্রবণকালে [কেহ] যেন মনে২ আপনার ধন্যবাদ করত না বলে, আমি আপন হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে চলিয়া সিক্ত ও শুষ্ক সমস্তেরই ধ্বংস করাইলেও আমার মঙ্গল হইবে। [২০] সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন না, কিন্তু সেই মনুষ্যের প্রতি সদাপ্রভুর সধূম ক্রোধাগ্নি ও চণ্ডতা বর্ত্তিবে, এবং এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ [শয়ান সিংহবৎ] তাহার অপেক্ষা করিবে, এবং সদাপ্রভু আকাশমণ্ডলের অধোহইতে তাহার নাম লোপ করিবেন। [২১] এবং এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত নিয়মের সমস্ত শাপানুসারে সদাপ্রভু তাহাকে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশহইতে অমঙ্গলার্থে পৃথক্ করিবেন। [২২] তাহাতে সদাপ্রভু এ দেশের উপরে যে সকল আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা যখন তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের ভাবি সন্তানদের বংশ এবং দূরদেশহইতে আগত পরজাতীয় লোক দেখিবে; [২৩] ফলতঃ সদাপ্রভু আপন ক্রোধে ও রোষে যে সদোম্ ও ঘমোরা ও অদ্মা ও সবোয়িম্ নগর উৎপাটন করিয়াছিলেন, তাহার মত এই দেশের সমস্ত ভূমি গন্ধক ও লবণ ও দহনেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কিছুই বুনা যায় না, ও তাহা ফলোৎপত্তি করে না, ও তাহাতে কোন তৃণ হয় না, এ সকল যখন দেখিবে; [২৪] তখন পরজাতীয় সকল লোক বলিবে, সদাপ্রভু এ দেশের প্রতি কেন এমত করিলেন? এতদ্রূপ মহাক্রোধ প্রজ্বলিত হওনের কারণ কি? [২৫] তাহাতে লোকে কহিবে, তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু মিসর্দেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন সময়ে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়ম তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; [২৬] এবং যাইয়া ইতর দেবগণের পূজা করিয়াছে, এবং আপনাদের অবিদিত ও আপনাদের জন্যে অনিরূপিত দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, [২৭] এই হেতু এই পুস্তকে লিখিত সমস্ত শাপ সেই দেশে আশ্রয় করাইতে তাহার প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, [২৮] এবং সদাপ্রভু ক্রোধে ও রোষে ও মহাকোপে তাহাদের দেশহইতে উৎপাটন পূর্ব্বক অদ্যকার ন্যায় অন্য দেশে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। [২৯] নিগূঢ় বিষয় সকল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগানুক্রমে আমাদের সন্তানদের অধিকার, এই জন্যে এই ব্যবস্থার সমস্ত বচনানুসারে কর্ম্ম করা আমাদের মঙ্গল।

৩০ অধ্যায়।

[১] আমি তোমার সম্মুখে এই যে আশীর্ব্বাদ ও শাপ স্থাপন করিলাম, ইহার সমস্ত বাক্য যখন তোমাতে ফলিবে, তখন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে২ পরজাতীয় লোকদের মধ্যে তোমাকে দূর করিবেন, সেই২ স্থানে যদি তোমরা মনে চেতনা পাও, [২] এবং তুমি ও তোমার সন্তানগণ যদি সমস্ত হৃদয়ের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফির, এবং অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিতেছি, তদনুসারে যদি তাঁহার বাক্যে অবধান কর; [৩] তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিবেন, ও তোমার প্রতি করুণাবিষ্ট হইবেন, ও যে সকল জাতির মধ্যে তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, তথাহইতে আর বার তোমাকে সংগ্রহ করিবেন। [৪] যদ্যপি তুমি আকাশমণ্ডলের প্রান্ত পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইয়া থাক, তথাপি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তথাহইতেও তোমাকে সংগ্রহ করিবেন, ও তথাহইতে লইয়া আসিবেন। [৫] এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেশ অধিকার করিয়াছিল, তোমার

ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই দেশে তোমাকে আনিবেন, ও তুমি তাহা অধিকার করিবা; এবং তিনি তোমার মঙ্গল করিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষাও তোমার বৃদ্ধি করিবেন। [৬] আর তুমি যেন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিয়া জীবন লাভ কর, এই জন্যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার হৃদয় ও তোমার বংশের হৃদয়কে ছিন্নত্বক্ করিবেন। [৭] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার শত্রুগণের ও তাড়নাকারি বৈরিগণের উপরে এই সমস্ত শাপ বর্ত্তাইবেন। [৮] এবং তুমি ফিরিয়া সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিবা, এবং আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা কহিতেছি, তাহা পালন করিবা। [৯] এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু মঙ্গলভাবে তোমার হস্তকৃত সকল কর্ম্মে ও শরীরের ফলে ও পশুর ফলে ও ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিবেন; যেহেতুক সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগেতে যেমন আনন্দ করিয়াছিলেন, মঙ্গলভাবে ফিরিয়া তোমাতেও তদ্রূপ আনন্দ করিবেন। [১০] কেননা তুমি এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত তাঁহার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালনার্থে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিবা, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবা।

[১১] বস্তুতঃ আমি অদ্য তোমাকে যে আজ্ঞা দিতেছি, তাহা তোমার বোধের অগম্য নহে, এবং তাহা দূরবর্ত্তীও নহে। [১২] তাহা স্বর্গে নহে; আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে আমাদের নিমিত্তে স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? ইহা কহা অনাবশ্যক। [১৩] এবং তাহা সমুদ্রপারেও নহে; আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে আমাদের নিমিত্তে সমুদ্র পার হইয়া তাহা আনিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? ইহাও কহা অনাবশ্যক। [১৪] কিন্তু সেই বাক্য তোমার নিতান্ত নিকটবর্ত্তী, পালন করণার্থে তাহা তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে আছে।

[১৫] দেখ, আমি অদ্য তোমার সম্মুখে জীবন ও মঙ্গল, এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল রাখিলাম। [১৬] ফলতঃ আমি অদ্য তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি যে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিতে, তাঁহার পথে চলিতে এবং তাঁহার আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন পালন করিতে হয়; তাহা করিলে তুমি জীবন লাভ করিবা ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [১৭] কিন্তু যদি তোমার হৃদয় পরাঙ্মুখ হয়, ও তুমি কথা না শুনিয়া ভ্রষ্ট হইয়া ইতর দেবগণের কাছে প্রণিপাত কর ও তাহাদের পূজা কর; [১৮] তবে অদ্য আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি, তোমরা নিতান্ত বিনষ্ট হইবা, এবং তোমরা অধিকারার্থে যে দেশে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন্ পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের অবস্থিতির কাল দীর্ঘ হইবে না। [১৯] আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিলাম; আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, এবং আশীর্ব্বাদ ও শাপ রাখিলাম। [২০] অতএব তুমি সবংশে যেন জীবন লাভ কর, এই নিমিত্তে জীবন মনোনীত কর, অর্থাৎ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, ও তাঁহার বাক্যে অবধান কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও; কেননা তিনিই তোমার জীবন ও তোমার দীর্ঘ পরমায়ুর আকর; তাহা করিলে সদাপ্রভু তোমার পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামকে ও ইস্হাককে ও যাকোবকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তুমি বাস করিতে পাইবা।

৩১ অধ্যায়।

[১] পরে মোশি যাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল্কে এই কথা কহিল ও তাহাদিগকে বলিল, [২] অদ্য আমার এক শত বিংশতি বৎসর বয়স হইল, আমি আর বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আগমন করিতে পারি না; এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিয়াছেন, তুমি ঐ যর্দ্দন্ পার হইবা না। [৩] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবেন, তিনিই তোমার সম্মুখে সেই পরজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিবেন; তাহাতে তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে যিহোশূয়ই তোমার অগ্রগামী হইয়া পার হইবে। [৪] এবং সদাপ্রভু ইমোরীয়দের সীহোন্ ও ওগ্ নামক দুই রাজাকে বিনাশ করিয়া তাহাদের প্রতি ও তাহাদের দেশের প্রতি যেমন করিয়াছেন, উহাদের প্রতিও তদ্রূপ করিবেন, [৫] অতএব যখন সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমাদের অগ্রে ত্যাগ করিবেন, তখন তোমরা আমার আদিষ্ট সমস্ত আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিবা। [৬] তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, ভয় করিও না, ও তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

[৭] পরে মোশি যিহোশূয়কে ডাকিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিল, তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, কেননা সদাপ্রভু ইহাদিগকে যে দেশ দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সে দেশে এই লোকদের সহিত তোমাকে যাইতে হইবে, ও ইহাদিগকে সেই দেশ অধিকার করাইতে হইবে। [৮] আর সদাপ্রভু আপনি তোমার অগ্রগামী; তিনিই তোমার সঙ্গী হইবেন; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, অতএব ভয় করিও না ও নিরাশ হইও না।

৯ পরে মোশি এই ব্যবস্থা লিখিয়া সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহক লেবিবংশজাত যাজকগণকে ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে সমর্পণ করিল। ১০ এবং মোশি তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল, সাত ২ বৎসরের পরে মোচনবৎসর নামক বৎসরের পর্ব্বে অর্থাৎ কুটীরোৎসব সময়ে, ১১ যখন সমস্ত ইস্রায়েল্ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবা। ১২ এবং তাহারা যেন তাহা শুনিয়া শিক্ষা পায়, ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিয়া এই ব্যবস্থার সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে যত্নবান হয়, এই জন্যে তোমরা লোকদিগকে অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক ও আপন নগরদ্বারের অভ্যন্তরস্থ বিদেশিগণ সকলকে সমাজে একত্র করিবা। ১৩ তাহাতে তোমাদের যে সন্তানগণ এই সকল জানে না, তাহারা তাহা শুনিবে, এবং যে দেশ অধিকার করিতে তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে যত কাল প্রাণধারণ করিবা, তত কাল তাহারা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে শিক্ষা করিবে।

১৪ অপর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তোমার মরণদিন উপস্থিত, তুমি যিহোশূয়কে ডাক, এবং তোমরা উভয়ে সমাগমের তাম্বুতে দণ্ডায়মান হও, আমি তাহাকে আজ্ঞা দিব। ১৫ তাহাতে মোশি ও যিহোশূয় যাইয়া সমাগমের তাম্বুতে দণ্ডায়মান হইলে সদাপ্রভু সেই তাম্বুতে মেঘস্তম্ভমধ্যে দর্শন দিলেন; সেই মেঘস্তম্ভ তাম্বুর দ্বারের উপরে স্থির থাকিল।

১৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত শয়ন করিলে এই লোকেরা উঠিবে, এবং যে দেশে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, সেই দেশের বিজাতীয় দেবগণের অনুগামী হইয়া ব্যভিচার করিবে, এবং আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনাদের সহিত কৃত আমার নিয়ম ভঞ্জন করিবে। ১৭ সেই সময়ে তাহাদের প্রতিকূলে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব ও তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব; তাহাতে তাহারা মৃগস্বরূপ হইয়া বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কটরূপ [বাণেতে] আহত হইবে; সেই সময়ে তাহারা কহিবে, আমি এই সমস্ত অমঙ্গলাক্রান্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি এ নয়, যে আমার ঈশ্বর আমার মধ্যবর্ত্তী নহেন? ১৮ কিন্তু তাহারা ইতর দেবগণের প্রতি ফিরিয়া যে ২ অপকর্ম্ম করিবে, তন্নিমিত্তে সেই সময়ে আমি অবশ্য তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব। ১৯ এখন তোমরা আপনাদের জন্যে এই গীত লিপিবদ্ধ কর, এবং তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে তাহা শিক্ষা দেও, ও তাহাদিগকে মুখস্থ করাও; তাহাতে এই গীত ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতিকূলে আমার সাক্ষিস্বরূপ হইবে। ২০ আমি যে দেশ দিতে তাহার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে তাহাকে লইয়া গেলে পর যখন সে ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, তখন ইতর দেবগণের প্রতি ফিরিবে, এবং লোকেরা তাহাদের পূজা করিয়া আমাকে অগ্রাহ্য করিবে, এই রূপে সে আমার নিয়ম ভঞ্জন করিবে। ২১ তাহাতে যখন তাহার প্রতি বহুবিধ অমঙ্গল ও সঙ্কট ঘটিবে, তৎকালে এই গীত সাক্ষিস্বরূপ হইয়া তাহার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে; কেননা তাহার বংশ মুখের এই গান বিস্মৃত হইবে না। আমি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তাহাকে আনয়ন করণের পূর্ব্বে এই ক্ষণে সে যে মনস্কল্পনা করিতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ২২ পরে মোশি সেই দিবসে ঐ গীত লিপিবদ্ধ করিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণকে শিখাইল।

২৩ অনন্তর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; কেননা আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবা, এবং আমিও তোমার সঙ্গী হইব।

২৪ পরে মোশি সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার কথা সকল পুস্তকে লিখিয়া ২৫ সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিল, ২৬ তোমরা এই ব্যবস্থাগ্রন্থ লইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে রাখ; তাহা তোমাদের প্রতিকূলে সাক্ষিস্বরূপ সেই স্থানে থাকিবে। ২৭ কেননা তোমাদের বিরুদ্ধাচারিতা ও শক্তগ্রীবতা আমি জানি; দেখ, তোমাদের সহিত আমি জীবৎ থাকিতেই অদ্য তোমরা যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হও, তবে আমার মরণের পরে কি না করিবা?

২৮ তোমরা আপন ২ বংশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ও শাসকগণকে আমার নিকটে একত্র কর; আমি তাহাদের প্রতিকূলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া তাহাদের কর্ণে এই সকল কথা কহিব। ২৯ কেননা আমি জানি, আমার মরণের পরে তোমরা সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট হইবা, এবং আমার আদিষ্ট পথহইতে পরাঙ্মুখ হইবা। তোমরা আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে দুষ্ক্রিয়া করিবা; এই নিমিত্তে শেষকালে তোমাদের অমঙ্গল ঘটিবে। ৩০ পরে মোশি সমাপন পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের কর্ণে পশ্চাৎ লিখিত গীতবাক্য কহিতে লাগিল।

৩২ অধ্যায়।

১ হে আকাশমণ্ডল, কর্ণ দেও, আমি কহি; এবং পৃথিবীও আমার মুখের কথা শুনুক। ২ আমার উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে, ও আমার কথা শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে; তাহা তৃণের উপরে মন্দ ২

পতিত বৃষ্টির ন্যায়, এবং শাকসেচনকারি জলধারার ন্যায় হইবে। ৩ বস্তুতঃ আমি সদাপ্রভুর নাম প্রচার করিব; তোমরা আমাদের ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার কর। ৪ তিনি ধরস্বরূপ, তাঁহার কর্ম্ম যথার্থ, কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, এবং তাঁহাতে কোন অন্যায় নাই; তিনি ধার্ম্মিক ও সরল। ৫ [ইহারা] তাঁহার উদ্দেশে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান নয়, আপনারা আপনাদের কলঙ্ক, এবং বিপথগামি ও কুটিল বংশ। ৬ সদাপ্রভুর প্রতি তোমরা কি এই রূপ ব্যবহার করিতেছ? হে মূঢ় ও অজ্ঞান জাতি, তিনি কি তোমার ক্রয়কারী পিতা নহেন? তিনিই তোমার সৃষ্টি ও স্থিতিকর্ত্তা।

৭ প্রাক্কালের দিন সকল স্মরণ কর, ও বিগত বহুপুরুষের বৎসর আলোচনা কর; তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে সুগোচর করিবে; তোমার প্রাচীনগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিবে। ৮ নরজাতি সকলের অধিকার নিরূপণ কালে ও আদমের সন্তানগণকে পৃথক্ করণ কালে সেই পরাৎপর ইস্রায়েলের পুত্রদের সংখ্যানুসারে প্রজা সকলের সীমা নিরূপণ করিলেন। ৯ কেননা সদাপ্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশস্বরূপ; যাকোবই তাঁহার রিক্থাধিকারস্বরূপ। ১০ তিনি প্রান্তরদেশে ও পশুরোদনবিশিষ্ট ঘোর মরুভূমিতে তাহাকে পাইলেন, ও তাহাকে আবরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, ও আপন চক্ষুর তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। ১১ যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বাসাকে উন্নিদ্র করে, ও আপন শাবকগণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে তুলে, ও আপন পালখের উপরে তাহাদিগকে বহন করে; ১২ তদ্রূপ সদাপ্রভু একাকী তাহাদিগকে লইয়া গেলেন; তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না। ১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলীর উপরে তাহাদিগকে অশ্বারোহণের ন্যায় গমন করাইলেন, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যদ্বারা পোষণ করিলেন, এবং পাষাণহইতে মধু ও চক্মকি প্রস্তরময় শৈলহইতে তৈল স্তন্যবৎ পান করাইলেন; ১৪ তিনি গোরুর নবনীত ও মেষীর দুগ্ধ ও মেষশাবকের মেদ ও বাশন্ দেশীয় মেষের ও ছাগলের মাংস ও উত্তম গোমের সার তাহাদিগকে দিলেন, ও দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রস পান করাইলেন।

১৫ কিন্তু যিশুরূন্ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত করিল, এবং হৃষ্টপুষ্ট ও তৃপ্ত ও স্থূল হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল, ও আপন ত্রাণস্বরূপ ধরকে লঘু জ্ঞান করিল। ১৬ তাহারা অন্য দেবগণদ্বারা তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মাইল, ঘৃণার্হ পুত্তলিকাদ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিল। ১৭ যে ভূতেরা ঈশ্বর নহে, এবং যে দেবগণকে তাহারা জানিত না, ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে ভয় করিত না, এমত নূতন আগন্তুক স্থানীয় দেবগণের উদ্দেশে তাহারা হোম করিল। ১৮ তুমি আপন জন্মদাতা ধরকে ত্যাগ করিলা, আপন সৃষ্টিকারি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলা। ১৯ এমত দেখিয়া সদাপ্রভু আপন পুত্রকন্যাদের বিরক্তিজনক ক্রিয়া প্রযুক্ত ঘৃণা বোধ করিয়া কহিলেন, ২০ আমি উহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিব; উহাদের শেষদশা কি হয়, তাহা দেখিব; কেননা উহারা বিপরীতাচারি বংশ, ও বিশ্বাসবিহীন সন্তান। ২১ তাহারা অনীশ্বরদ্বারা আমার ঈর্ষ্যা জন্মাইল, ও আপন২ অসার বস্তুদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিল; অতএব আমিও অগণ্য বংশদ্বারা তাহাদিগকে ঈর্ষ্যাযুক্ত করিব, ও মূঢ় জাতিদ্বারা তাহাদিগকে বিরক্ত করিব। ২২ কেননা আমার ক্রোধের তাপে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সে অধঃস্থ পাতাল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে, এবং পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুকে গ্রাস করিবে, ও পর্ব্বতের মূল উদ্দীপিত করিবে। ২৩ আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গলের রাশি সঞ্চয় করিব, ও তাহাদের প্রতি আমার বাণ নিঃশেষে ত্যাগ করিব। ২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ এবং মারীর জ্বালাতে ও উগ্র সংহারেতে চর্ব্বিত হইবে, পরে আমি তাহাদের প্রতি জন্তুদের দন্ত ও ধূলিগ সর্পের বিষ প্রেরণ করিব। ২৫ বাহিরে খড়্গ ও গৃহমধ্যে ত্রাস উৎপাত করিবে; যুবা ও যুবতী ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধ সকলে [বিনষ্ট হইবে]। ২৬ আমি তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব, ও মনুষ্যের মধ্যহইতে তাহাদের নাম লোপ করিব, এই কথা কহিতাম। ২৭ কিন্তু শত্রুর ধৃষ্টতাতে উদ্বিগ্ন হই, পাছে বিপক্ষগণ বিপরীত বিচার করিয়া বলে, আমাদেরই হস্ত উন্নত, এই সকল কর্ম্ম সদাপ্রভুর কৃত নহে।

২৮ বস্তুতঃ তাহারা যুক্তিহীন জাতি, তাহাদের বিবেচনা নাই। ২৯ আহা! কেন তাহারা জ্ঞানবান হইয়া এই কথা বুঝে না? কেন আপনাদের শেষদশা বিবেচনা করে না? ৩০ এক জন যে তাহাদের সহস্র লোককে তাড়াইয়া দেয়, ও দুই জন যে দশ সহস্রকে পরাঙ্মুখ করে, ইহার কারণ কি? না, তাহাদের ধর তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, ও সদাপ্রভু তাহাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। ৩১ নতুবা আমাদের ধরের তুল্য আপনাদের ধর নাই, আমাদের শত্রুরাও এমত বিচার করে। ৩২ বস্তুতঃ তাহারা সদোমের লতাহইতে জাত ও ঘমোরার ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রাক্ষালতাস্বরূপ; তাহার ফল বিষময়, ও তাহার গুচ্ছ তিক্ত; ৩৩ ও তাহার রস সর্পের গরলতুল্য ও কালসর্পের দুর্জয় হালাহলতুল্য। ৩৪ এই সকল কি আমার কাছে সঞ্চিত নহে? ও আমার ধনাগারে রক্ষিত নহে? ৩৫ বৈরনির্য্যাতন ও প্রতিফলদান আমারই কর্ম্ম, উপযুক্ত সময়ে তাহাদের পদ উছোট খাইবে; বস্তুতঃ তাহাদের বিনাশের দিবস নিকটবর্ত্তী, ও তাহাদের জন্যে যাহা নিরূপিত তাহা শীঘ্র আসিবে। ৩৬ যে-

হেতুক সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার করিবেন, ও আপন দাসদের প্রতি সদয় হইবেন, কেননা তাহারা যে শক্তিহীন, এবং বদ্ধ কি অবদ্ধ সকলে গত, ইহা তিনি দেখিবেন। ৩৭ এবং এই কথা কহিবেন, কোথায় তোমাদের দেবগণ? কোথায় সেই ধর যাহার শরণাপন্ন ছিলা? ৩৮ যাহারা তোমাদের বলি সকলের মেদ ভোজন করিত ও তোমাদের পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান করিত [তাহারা কোথায়]? তাহারাই উঠিয়া তোমাদের সাহায্য করুক, [সেই ধর] তোমাদের আশ্রয় হউক। ৩৯ এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি; আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমি বধ করি, ও জীবন দান করি; আমি ক্ষত করি, ও সেই আমি সুস্থ করি; আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ কেহই নাই। ৪০ বস্তুতঃ আমি আকাশের দিগে হস্ত উঠাইয়া এই দিব্য করি, আমি যদি অনন্তজীবী হই, ৪১ তবে আপন বজ্রতুল্য খড়্গে শাণ দিব, এবং বিচারসাধনে হস্তক্ষেপ করিব, আমি বৈরনির্য্যাতনে আপন বিপক্ষগণের প্রতিকার করিব, ও আপন ঘৃণাকারিদিগকে প্রতিফল দিব। ৪২ আমি আপনার সমস্ত বাণকে রক্তপানে মত্ত করিব, ও আমার খড়্গ মাংস ভক্ষণ করিবে; ফলতঃ হত ও বন্দি লোকদের রক্ত এবং শত্রু রাজগণের মস্তক [খাইবে]। ৪৩ হে পরজাতীয় সকল, তোমরা তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষনাদ কর; কেননা তিনি আপন দাসদের রক্তপাতের প্রতীকার করিবেন, ও আপন বিপক্ষগণকে বৈরনির্য্যাতনের প্রতিফল দিবেন, কিন্তু আপনার দেশ ও প্রজাগণকে ক্ষমা করিবেন।

৪৪ অপর মোশি ও নূনের পুত্র যিহোশূয় আসিয়া লোকদের কর্ণে এই গীতের সমস্ত কথা কহিল। ৪৫ মোশি সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে এই সকল কথা সমাপ্ত করিলে পর তাহাদিগকে কহিল, ৪৬ আমি অদ্য তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যরূপে যে সকল কথা কহিলাম, তোমরা তাহাতে মনোযোগ কর, কেননা তোমাদের সন্তানগণ যেন এই ব্যবস্থার কথা সকল পালন করিতে যত্নবান হয়, এই জন্যে তাহাদিগকে তাহা আদেশ করিতে হইবে। ৪৭ বস্তুতঃ ইহা তোমাদের পক্ষে নিরর্থক বাক্য নহে, কিন্তু ইহাতেই তোমাদের জীবন আছে, ও তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন্ পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে এই বাক্যদ্বারা দীর্ঘায়ু হইবা।

৪৮ সেই দিবসে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ৪৯ তুমি এই অবারীম্ পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখে স্থিত মোয়াব্ দেশস্থ নবো পর্ব্বতে আরোহণ কর, এবং আমি অধিকারার্থে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে দেশ দিব, সেই কনান্ দেশ দর্শন কর। ৫০ এবং যেমন তোমার ভ্রাতা হারোণ হোর্ পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্ব্বতে আরোহণ করিবা, তোমাকে সেই পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইতে হইবে। ৫১ কেননা সিন্ প্রান্তরে কাদেশস্থ মরীবা জলের নিকটে তোমরা ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে আমার কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছ, ফলতঃ ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে আমাকে পবিত্র বলিয়া মান্য কর নাই। ৫২ তথাপি আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই যে দেশ দিব, তাহা তুমি সম্মুখে দেখিতে পাইবা, কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

৩৩ অধ্যায়।

১ অথ ঈশ্বরের লোক মোশি আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যে আশীর্ব্বাদ করিল, তাহা এই। ২ সে কহিল,—

সদাপ্রভু সীনয়হইতে আইলেন, ও সেয়ীর্‌হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; তিনি পারণ পর্ব্বতহইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, ও অযুত ২ পুণ্যবানের সভাহইতে আইলেন; ও তাহাদের জন্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তহইতে ব্যবস্থারূপ অগ্নি উৎপন্ন হইল। ৩ আপনি নিতান্ত প্রজাপ্রিয়; আপনকার সমস্ত পবিত্র লোক আপনকার হস্তগত, তাহারা আপনকার চরণসমীপে বসিয়া প্রত্যেকে আপনকার বাক্য শিরোধার্য্য করে। ৪ [ও বলে,] মোশি আমাদিগকে যে ব্যবস্থা আদেশ করিল, তাহা যাকোবের সমাজের অধিকার। ৫ জনাধ্যক্ষদের সমাগমকালে ও ইস্রায়েল্ বংশদের একত্র হওন সময়ে আপনি যিশুরূণের মধ্যে রাজা হইলেন।

৬ রূবেন্ চিরজীবী হইবে, তাহার মৃত্যু হইবে না, তথাপি তাহার লোক অল্পসংখ্যক হইবে।

৭ যিহূদার প্রতি আশীর্ব্বাদ। সে কহিল, হে সদাপ্রভো, যিহূদার রব শুন, ও তাহার প্রজাগণের নিকটে তাহাকে আনয়ন কর। সে স্বহস্তে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিবে, আপনি শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহার সহকারী হইবেন।

৮ পরে সে লেবির বিষয়ে কহিল, তুমি মঃসাতে যাহার পরীক্ষা করিলা, ও মরীবার জলসমীপে যাহার সহিত বিবাদ করিলা, তোমার সেই সাধু ব্যক্তির সহিত তোমার তুম্মীম্ ও ঊরীম্ থাকুক। ৯ সে আপন পিতার ও আপন মাতার বিষয়ে বলে, আমি তাহাকে দেখি না; এবং সে আপন ভ্রাতাকে স্বীকার করে না, ও আপন সন্তানগণকে মানে না; বস্তুতঃ তাহারা তোমার বাক্য রক্ষা করে ও তোমার নিয়ম পালন করে। ১০ তাহারা যাকোব্‌কে তোমার শাসন ও ইস্রায়েল্‌কে তোমার ব্যবস্থা শিক্ষা করাইবে, ও তোমার সম্মুখে ধূপ ও তোমার বেদির উপরে হোমবলি রাখিবে। ১১ হে সদাপ্রভো, তাহার সম্পত্তিতে আশীর্ব্বাদ কর, ও তাহার হস্তের কর্ম্ম গ্রাহ্য কর, তাহার

প্রতিরোধিদের কটিদেশ ভগ্ন কর, ও তাহার ঘৃণাকারিদিগকে উঠিতে দিও না।

[১২] অপর সে বিন্যামীনের বিষয়ে কহিল, সদাপ্রভুর [এই] প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে নির্ভয়ে বাস করিবে; তিনি সমস্ত দিন তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন, ও [সে] তাঁহার বগলে বাস করিবে।

[১৩] পরে সে যোষেফের বিষয়ে কহিল, আকাশের উত্তম দ্রব্য ও শিশির ও অধঃস্থানে বিস্তীর্ণ বারিধি, [১৪] ও সূর্য্যপক্ক উত্তম ফল, ও চন্দ্রকলার পক্ক উত্তম ফল, [১৫] ও চিরন্তন পর্ব্বতশিখরের উত্তম দ্রব্য, ও নিত্যস্থায়ি গিরির উত্তম দ্রব্য, [১৬] এবং পৃথিবীর ও তৎপূরক বস্তুর উত্তম দ্রব্য, এই সকলেতে তাহার দেশ সদাপ্রভুকর্ত্তৃক আশীঃপ্রাপ্ত হইবে; [এ সকল] এবং ঝোপবাসি [ঈশ্বরের] অনুগ্রহ যোষেফের মস্তকে, অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃগণহইতে পৃথক্‌কৃত ব্যক্তির মস্তকাগ্রেই বর্ত্তিবে। [১৭] তাহার প্রথমজাত পুত্ত্রবৃষভ শোভাযুক্ত, এবং গবয়ের শৃঙ্গের তুল্য তাহার শৃঙ্গদ্বয় আছে; তদ্দ্বারা সে পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত জাতিগণকে গুঁতাইবে। ফলতঃ ইফ্রয়িমের অযুত ২ লোক এবং মনঃশির সহস্র ২ লোক সেই দুই শৃঙ্গ।

[১৮] অপর সে সবূলূনের বিষয়ে কহিল, হে সবূলূন্, তুমি আপন যাত্রাতে, ও হে ইষাখর্, তুমি আপন তাম্বুতে আনন্দ কর। [১৯] ইহারা লোকদিগকে পর্ব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া সে স্থানে ধর্ম্মবলি উৎসর্গ করিবে, কেননা ইহারা সমুদ্রের বহুল দ্রব্য ও বালুকার গুপ্ত ধন স্তন্যবৎ ভোগ করিবে।

[২০] পরে সে গাদের বিষয়ে কহিল, গাদের বিস্তারকর্ত্তা ধন্য; গাদ্ সিংহীর ন্যায় শয়ন করিবে, এবং বাহু ও মস্তক বিদীর্ণ করিবে। [২১] সে [দেশের] অগ্রিমাংশ আপনার বলিয়া নিরীক্ষণ করিল; কেননা সে স্থানে অধিপতির [নির্দ্দিষ্ট] অধিকার রক্ষিত হইল; তথাপি সে লোকদের অধ্যক্ষগণের সহগামী হইল; সে সদাপ্রভুর [আদিষ্ট] ধর্ম্মকর্ম্ম ও ইস্রায়েলের সঙ্গে তাঁহার শাসন সিদ্ধ করিল।

[২২] অপর সে দানের বিষয়ে কহিল, দান্ শিশুসিংহস্বরূপ; সে বাশন্‌হইতে লম্ফ দিবে।

[২৩] পরে সে নপ্তালির বিষয়ে কহিল, হে নপ্তালি, তুমি অনুগ্রহেতে তৃপ্ত ও সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে পরিপূর্ণ, তুমি সমুদ্র ও দক্ষিণাভিমুখ দেশ অধিকার কর।

[২৪] অপর সে আশেরের বিষয়ে কহিল, পুত্ত্রগণের গুণে আশের্ আশীঃপ্রাপ্ত; সে আপন ভ্রাতাদের মধ্যে অনুগৃহীত হইবে, ও আপন চরন তৈলে মগ্ন করিবে। [২৫] তোমার অর্গল লৌহ ও পিত্তলময় হইবে, এবং তোমার যেমন দিন তেমন শক্তি হইবে।

[২৬] হে যিশুরূন, [তোমার] ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই; তোমার সাহায্যার্থে তিনি আকাশমণ্ডলকে ও নিজ গৌরবে গগণকে আপন রথ করিয়া যাতায়াত করেন। [২৭] অনাদি ঈশ্বর শরণ্য, ও অনন্তস্থায়ি বাহুদ্বয় অবলম্বস্বরূপ; তিনি তোমার সম্মুখে শত্রুগণকে দূর করিলেন, এবং বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিলেন। [২৮] তাহাতে ইস্রায়েল্ নির্ভয়ে বাস করিল, যাকোবের [বংশরূপ] প্রবাহ একাকী হইয়া শস্যাঢ্য ও দ্রাক্ষারসাঢ্য দেশে [ব্যাপিল], তাহার আকাশহইতেও শিশির ক্ষরে। [২৯] হে ইস্রায়েল, তুমি ধন্য, তোমার তুল্য কে? তুমি সদাপ্রভুকর্ত্তৃক নিস্তারিত এক জাতি, তিনি তোমার সহকারি ঢাল ও মাহাত্ম্যদায়ি খড়্গ; তোমার শত্রুগণ তোমার স্তবস্তুতি করিবে, ও তিতু তাহাদের উচ্চস্থলী দিয়া গতায়াত করিবা।

৩৪ অধ্যায়।

[১] পরে মোশি মোয়াবের জঙ্গলভূমিহইতে নবো পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখস্থিত পিস্‌গা শৃঙ্গে আরোহন করিল। তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে সমস্ত দেশ, অর্থাৎ দান অবধি গিলিয়দ দেশ, [২] এবং সমস্ত নপ্তালি এবং ইফ্রয়িমের ও মনঃশির দেশ ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার সমস্ত দেশ, [৩] এবং দক্ষিণদেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত খর্জ্জূরপুরের অর্থাৎ যিরীহোর মণ্ডল ও সমস্থলী দেখাইলেন। [৪] এবং সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এই কথা যে দেশের বিষয়ে অব্রাহাম্ ও ইস্‌হাক্ ও যাকোবকে কহিয়াছিলাম, এ সেই দেশ; আমি তাহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু তুমি পার হইয়া সে স্থানে যাইবা না।

[৫] অনন্তর সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব্ দেশে মরিল। [৬] এবং তিনি মোয়াব্ দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহাকে কবর দিলেন; অতএব তাহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। [৭] মরণকালে মোশি এক শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিল; [তথাপি] তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তেজের হ্রাস হয় নাই। [৮] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশির নিমিত্তে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে ত্রিশ দিবস রোদন করিল; ইহাতে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিবস সম্পূর্ন হইল।

[৯] মোশি নূনের পুত্ত্র যিহোশূয়ের মস্তকে হস্তার্পন করিয়াছিল, এই জন্যে যিহোশূয় জ্ঞানদায়ক আত্মাতে পরিপূর্ণ ছিল; এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার কথাতে মনোযোগ করিয়া মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।

[১০] কিন্তু মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হইল না; [১১] কেননা মিসরদেশে ফরৌণের ও তাহার সমস্ত দাসদের ও তাহার সমস্ত দেশের প্রতি যাহা করিতে সদাপ্রভু মোশিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল অভিজ্ঞানের ও অদ্ভুত লক্ষণের উদ্দেশে, [১২] এবং সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে প্রদর্শিত সমস্ত বাহুবলের ও মহা ভয়ঙ্করতার উদ্দেশে সদাপ্রভু সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মোশির পরিচারককে কহিলেন, [২] আমার দাস মোশি মরিল: এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত লোকের সহিত এই যর্দ্দন্‌ নদী পার হও, এবং তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আমি যে দেশ দিতে উদ্যত আছি, সেই দেশে যাত্রা কর। [৩] যে২ স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবা, আমি সেই সকল স্থান মোশির প্রতি আপন বাক্যানুসারে তোমাদিগকে দিব। [৪] প্রান্তর অবধি ঐ লিবানোন্‌ পর্য্যন্ত এবং মহানদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি সূর্য্যাস্তগমনের দিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ তোমাদের সীমা হইবে। [৫] তোমার যাবজ্জীবন কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না; আমি যেমন মোশির সহিত ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহিত থাকিব; আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না। [৬] সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; কেননা যে দেশ দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আমি দিব্য করিয়াছি, তাহা তুমি এই লোকদিগকে অধিকার করাইবা। [৭] কিন্তু আমার দাস মোশি তোমাকে যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছেন, তুমি সেই সমস্ত ব্যবস্থা যত্ন পূর্ব্বক পালন করণার্থ সাহস কর ও অতিশয় বীর্য্যবান হও; তাহাহইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না; তাহাতে যে কিছু করিতে যাইবা, সেই সকলেতে কুশলপ্রাপ্ত হইবা। [৮] তোমার মুখহইতে এই ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা২ লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক তদনুযায়ি কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্রি তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ গতি হইবে ও তুমি কুশলপ্রাপ্ত হইবা। [৯] আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দি নাই? তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; ত্রাসযুক্ত কি নিরাশ হইও না; কেননা তুমি যে কিছু করিতে যাইবা, সেই সকলেতে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

[১০] অনন্তর যিহোশূয় লোকদের শাসকগণকে আজ্ঞা করিল, [১১] তোমরা শিবিরের মধ্য দিয়া যাইয়া লোকদিগকে এই কথা কহ, তোমরা আপনাদের জন্যে পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাদিগকে যে দেশ দিতে উদ্যত আছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবার জন্যে তিন দিনের মধ্যে তোমাদিগকে এই যর্দ্দন্‌ পার হইয়া যাইতে হইবে। [১২] অপর যিহোশূয় রুবেণীয়দিগকে ও গাদীয়দিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে কহিল, [১৩] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে বিশ্রামযুক্ত করিয়া এই দেশ দিলেন, ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। [১৪] তোমাদের স্ত্রীলোক ও বালক ও পশুগণ মোশির দত্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত তোমাদের এই দেশে থাকুক; কিন্তু তোমরা অর্থাৎ যুদ্ধবীর সমস্ত লোক সুসজ্জ হইয়া আপন ভ্রাতৃগণের অগ্রে২ গমন করিয়া তাহাদের সাহায্য কর। [১৫] পরে যখন সদাপ্রভু তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রামযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে যে দেশ দিতে উদ্যত আছেন, তাহারাও যখন সেই দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিগে সদাপ্রভুর দাস মোশির দত্ত আপনাদের অধিকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহা ভোগ করিবা।

[১৬] তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, তুমি আমাদিগকে যাহা২ আজ্ঞা করিতেছ, সেই সকল আমরা করিব। তুমি আমাদিগকে যে কিছু করিতে প্রেরণ করিবা, তাহাই করিতে যাইব। [১৭] আমরা যেমন মোশির বাক্যে মনোযোগ করিতাম, তদ্রূপই তোমার বাক্যে মনোযোগ করিব; কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন মোশির সহবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি তোমারও সহবর্ত্তী হউন। [১৮] যে কেহ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তোমার আজ্ঞাপিত কোন কথাতে অমনোযোগ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; তুমি কেবল সাহস কর ও বীর্য্যবান হও।

২ অধ্যায়।

[১] অনন্তর নূনের পুত্র যিহোশূয় দেশ নিরীক্ষণ করিতে শিটীম্‌হইতে দুই চরকে গোপনে এই কথা কহিয়া প্রেরণ করিল, তোমরা যাইয়া ঐ দেশ ও যিরীহো নগর নিরীক্ষণ কর; তাহাতে তাহারা যাইয়া রাহব্‌ নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিতে উদ্যত হইল। [২] কিন্তু লোকে যিরীহোর রাজাকে কহিল, দেখ, দেশ অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণহইতে কোন২ লোক রাত্রিতে এই স্থানে আইল। [৩] তাহাতে যিরীহোর রাজা রাহবের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, যে লোকেরা তোমার নিকটে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন, কেননা সমস্ত দেশ অনুসন্ধান করিতে তাহারা

আইল। ⁴ তাহাতে সে স্ত্রী ঐ দুই জনকে লইয়া গোপনে রাখিয়া উত্তর করিল, সত্য, সেই লোকেরা আমার নিকটে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না। ⁵ এবং অন্ধকার হইলে নগরদ্বার বন্ধ করণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই লোকেরা চলিয়া গেল; কিন্তু কোথায় গেল, তাহা আমি জানি না; তোমরা শীঘ্র করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ২ যাও, তাহাতে তাহাদের সঙ্গ ধরিবা। ⁶ কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে ছাতের উপরে আনিয়া ছাতের উপরে আপনার সাজান মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ⁷ তাহাতে ঐ লোকেরা তাহাদের অন্বেষণার্থে যর্দ্দনের পথে পারঘাটা পর্য্যন্ত ধাবমান হইল; এবং তাহাদের অনুধাবনকারি সেই লোকেরা নির্গত হইবামাত্র নগরদ্বার রুদ্ধ হইল।

⁸ পরে সেই চরদ্বয় শয়ন না করিতে ঐ স্ত্রী ছাতের উপরে তাহাদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে কহিল, ⁹ আমি জানি, ঈশ্বর তোমাদিগকে এই দেশ দিলেন, ও তোমাদের হইতে আমাদের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল, ও তোমাদের জন্যে এই দেশনিবাসি সমস্ত লোক দ্রবীভূত হইল। ¹⁰ কেননা মিসর্‌হইতে তোমাদের বহিরাগমন সময়ে সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে কি প্রকারে সূফ সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যর্দ্দনের ওপারে স্থিত সীহোন্ ও ওগ্ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা আমরা শুনিলাম; ¹¹ এবং শুনিবামাত্র আমাদের হৃদয় গলিত হইল; তোমাদের সমক্ষে কাহারো মনে সাহসের উদয় হয় না, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর। ¹² অতএব এখন তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার পক্ষে সদাপ্রভুর নামে এক দিব্য কর; কেননা আমি তোমাদের প্রতি দয়া করিলাম, অতএব তোমরাও আমার পিতৃকুলের প্রতি দয়া কর, এবং এক সত্য অভিজ্ঞান আমাকে দেও। ¹³ ফলতঃ তোমরা আমার পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনীগণকে ও তাহাদের সমস্ত পরিজনকে বাঁচাইবা, ও মরণহইতে আমাদের প্রাণ উদ্ধার করিবা।

¹⁴ তাহাতে সেই দুই জন উত্তর করিল, তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ যাইবে; তোমরা যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ না কর, তবে যে সময়ে সদাপ্রভু আমাদিগকে এই দেশ দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করিব। ¹⁵ পরে সে বাতায়নদ্বার দিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে নামাইল, কেননা তাহার গৃহ [নগরের] প্রাচীরের গাত্রে ছিল, সে প্রাচীরের উপরে বাস করিত। ¹⁶ এবং সে তাহাদিগকে কহিল, অনুধাবনকারি লোকেরা যেন তোমাদের সঙ্গ না ধরে, এই জন্যে তোমরা পর্ব্বতে যাইয়া তিন দিন সে স্থানে লুকাইয়া থাক, তাহার পর অনুধাবনকারি লোকেরা ফিরিয়া আইলে তোমরা আপন পথে চলিয়া যাইও। ¹⁷ তাহাতে সেই লোকেরা তাহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তদ্বিষয়ে আমরা নিরপরাধ হইব। ¹⁸ দেখ, তুমি যে বাতায়ন দিয়া আমাদিগকে নামাইলা, আমাদের এই দেশে আগমন সময়ে সেই বাতায়নে এই সিন্দূরবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত রজ্জু বান্ধিয়া রাখিবা, এবং তোমার পিতা মাতা ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃকুলকে আপন গৃহে একত্র করিবা। ¹⁹ তাহাতে যে কেহ তোমার গৃহদ্বারহইতে পথে নির্গত হইবে, তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহার মস্তকোপরি বর্ত্তিবে, এবং আমরা নির্দ্দোষ হইব; কিন্তু যে কেহ তোমার সহিত গৃহমধ্যে থাকে, তাহার উপরে যদি কেহ হস্তার্পণ করে, তবে তাহার রক্তপাতের অপরাধ আমাদের মস্তকোপরি বর্ত্তিবে। ²⁰ কিন্তু তুমি যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ কর, তবে তুমি আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তাহাহইতে আমরা মুক্ত হইব। ²¹ তাহাতে সে কহিল, তোমরা যেমন কহিলা, তেমনি হউক; পরে সে তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা প্রস্থান করিল, এবং সে ঐ সিন্দূরবর্ণ রজ্জু বাতায়নে বাঁধিয়া রাখিল। ²² পরে তাহারা যাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া অনুধাবনকারিদের পুনরাগমন পর্য্যন্ত তিন দিন তথায় রহিল; তাহাতে অনুধাবনকারি লোকেরা সমস্ত পথে অন্বেষণ করিলেও তাহাদের উদ্দেশ পাইল না।

²³ পরে ঐ দুই চর ফিরিয়া পর্ব্বতহইতে নামিয়া আসিয়া পার হইয়া নূনের পুত্র যিহোশূয়ের নিকটে গেল, এবং আপনাদের প্রতি যাহা ২ ঘটিয়াছিল, তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে কহিল। ²⁴ বিশেষতঃ যিহোশূয়কে এই কথা কহিল, সত্য, সদাপ্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং দেশের সমস্ত লোক আমাদের সমক্ষে দ্রবীভূতও হইয়াছে।

৩ অধ্যায়।

¹ অনন্তর যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণের সহিত শিটীম্‌হইতে যাত্রা করিয়া যর্দ্দনসমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন পার না হইয়া সে স্থানে রাত্রি যাপন করিল। ² তিন দিনের পর শাসকগণ শিবিরের মধ্য দিয়া যাইয়া ³ লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল; যে সময়ে তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক [দেখিবা] ও লেবীয় যাজকগণকে তাহা বহন করিতে দেখিবা, তৎকালে আপন ২ স্থানহইতে যাত্রা করিয়া তাহার পশ্চাৎ ২ গমন করিবা; ⁴ তথাপি তাহার ও তোমাদের মধ্যে দুই সহস্র হাত ভূমি ব্যবধান থাকিবে; তাহার আর নিকটবর্ত্তী হইবা না। ইহাতে তোমরা আপনাদের গন্তব্য পথ জানিতে পারিবা, কেননা ইতিপূর্ব্বে তোমরা

সেই পথ দিয়া যাও নাই। ৫ পরে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, কেননা কল্য সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবেন। ৬ পরে যিহোশূয় যাজকদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রগামী হইয়া চল; তাহাতে তাহারা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের অগ্রে ২ গমন করিতে লাগিল।

৭ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, আমি যেরূপ মোশির সহিত ছিলাম, তোমার সহিতও তদ্রূপ আছি, ইহা যেন সমস্ত ইস্রায়েল্ জানিতে পায়, এই জন্যে আমি অদ্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাকে গৌরবান্বিত করিতে আরম্ভ করিব। ৮ অতএব তুমি নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণকে এই আজ্ঞা কর, যর্দ্দনের জলের ধারে উপস্থিত হইলে তোমরা সেই স্থানে যর্দ্দনতীরে স্থগিত হও।

৯ তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিল, তোমরা নিকটে আসিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ১০ যিহোশূয় আরো কহিল, জীবৎ ঈশ্বর যে তোমাদের মধ্যে আছেন, এবং কনানীয় ও হিত্তীয় ও হিব্বীয় ও পরিষীয় ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে তোমাদের সম্মুখহইতে নিতান্ত অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহা তোমরা ইহাদ্বারা জানিতে পারিবা। ১১ দেখ, সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতির নিয়মসিন্দুক তোমাদের অগ্রে ২ যর্দ্দনে যাইতেছে। ১২ অতএব তোমরা ইস্রায়েলের এক ২ বংশহইতে এক ২ জন, এই রূপে বারো বংশহইতে বারো জনকে গ্রহণ কর। ১৩ সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকদের পদতল যর্দ্দনের জলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ যর্দ্দনের জল অর্থাৎ ঊর্দ্ধ স্থানহইতে যে জল বহিয়া আসিতেছে, তাহা ছিন্ন হইবে, এবং এক সেতু হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে।

১৪ তখন লোকেরা যর্দ্দন পার হওনার্থে আপন ২ তাম্বুহইতে যাত্রা করিলে যাজকগণ নিয়মসিন্দুক বহন করত লোকদের অগ্রসর হইল। ১৫ পরে যদ্যপি শস্যচ্ছেদনের তাবৎ সময় যর্দ্দনের জল সমস্ত তীরের উপরে উঠে, তথাপি সিন্দুকবাহিগণ যখন যর্দ্দনসমীপে উপস্থিত হইল, তখন জলের ধারে সিন্দুকবাহি যাজকগণের পাদ স্পর্শ হইবামাত্র ১৬ ঊর্দ্ধহইতে আগামি সমস্ত জল স্থগিত হইয়া সর্ত্তনের নিকটবর্ত্তি আদম্ নগর অবধি অতিদূরে এক সেতু হইয়া উঠিয়া রহিল, এবং জঙ্গলভূমির সমুদ্র অর্থাৎ লবণসমুদ্রগামি ভাটির জল ছিন্ন হইয়া বহিয়া শেষ হইল; তাহাতে লোকেরা যিরীহোর সম্মুখে পার হইল। ১৭ আর যদবধি সমস্ত লোক নিঃশেষে যর্দ্দন পার না হইল, তদবধি সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণ যর্দ্দনের মধ্যে শুষ্ক ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্থির হইয়া থাকিল; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্ শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

১ এই রূপে সমস্ত লোক নিঃশেষে যর্দ্দন্ পার হইলে পর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, ২ তোমরা লোকদের এক ২ বংশের মধ্যহইতে এক ২ জন, এমত বারো জন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে এই আজ্ঞা কর, ৩ তোমরা ঐ স্থানহইতে, অর্থাৎ যর্দ্দনমধ্যে যে স্থানে যাজকদের চরণ স্থির ছিল, তথাহইতে বারো প্রস্তর গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া যাও, এবং অদ্য যে স্থানে রাত্রি যাপন করিবা, সেই স্থানে তাহা রাখিও। ৪ তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রত্যেক বংশহইতে এক ২ জন করিয়া যে বারো জন নিরূপণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা করিল, ৫ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনমধ্যে যাইয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশসংখ্যানুসারে প্রত্যেক জন এক ২ প্রস্তর তুলিয়া স্কন্ধে কর। ৬ তাহাতে তাহা অভিজ্ঞানরূপে তোমাদের মধ্যে থাকিবে; অর্থাৎ ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ, এই সকল প্রস্তরের তাৎপর্য্য কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ৭ তোমরা তাহাদিগকে উত্তর করিবা, সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার যর্দ্দন্ পার হওন সময়ে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইল, যুগানুক্রমে ইহার স্মরণার্থে এই প্রস্তরগুলিন ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে রহিয়াছে। ৮ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যিহোশূয়ের আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল, অর্থাৎ সদাপ্রভু যিহোশূয়কে যেমন কহিয়াছিলেন, তেমনি ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশসংখ্যানুসারে যর্দ্দনের মধ্যহইতে বারো প্রস্তর তুলিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া গিয়া রাত্রি যাপনের স্থানে রাখিল। ৯ এবং যে স্থানে নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণের পদ স্থির ছিল, সেই স্থানে যর্দ্দনমধ্যে যিহোশূয় বারো প্রস্তর স্থাপন করিল; সে সকল অদ্যাপি সে স্থানে আছে। ১০ এবং যিহোশূয়ের প্রতি মোশির আদেশানুযায়ি যে সমস্ত কথা লোকদিগকে কহিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু যিহোশূয়কে দিয়াছিলেন, তাহার সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত সিন্দুকবাহি যাজকগণ যর্দ্দনমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং লোকেরা শীঘ্র করিয়া পার হইয়া গেল। ১১ এই রূপে সমস্ত লোক নিঃশেষে পার হইলে পর সদাপ্রভুর সিন্দুক ও যাজকগণ লোকদের সাক্ষাতে পার হইয়া গেল। ১২ তৎকালে রূবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ আপনাদের প্রতি মোশির বাক্যানুসারে সুসজ্জ হইয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে পার হইয়া গেল। ১৩ অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রার্থে প্রস্তুত ন্যূনাধিক চল্লিশ সহস্র জন যু-

স্বার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে যিরীহোর জঙ্গলভূমিতে পার হইয়া গেল।

[14] ঐ দিবসে সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে যিহোশূয়কে গৌরবান্বিত করিলেন; তাহাতে লোকেরা যাবজ্জীবন যেমন মোশিকে মান্য করিত, তদ্রূপ যিহোশূয়কেও মান্য করিতে লাগিল। [15] সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিয়াছিলেন, [16] তুমি সাক্ষ্যসিন্দুকবাহি যাজকগণকে যর্দ্দনহইতে উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা কর। [17] তাহাতে তোমরা যর্দ্দনহইতে উঠিয়া আইস, এই কথা যিহোশূয় যাজকগণকে আজ্ঞা করিল। [18] পরে যর্দ্দনের মধ্যহইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণের উঠিয়া আসিবার সময়ে যখন যাজকদের পদতল শুষ্কভূমি স্পর্শ করিল, তখনই যর্দ্দনের জল স্ব ২ স্থানে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত তীরের উপরে উঠিল।

[19] এই রূপে লোকেরা প্রথম মাসের দশম দিবসে যর্দ্দন্‌হইতে উঠিয়া আসিয়া যিরীহোর পূর্ব্বসীমাতে গিল্‌গলে শিবির স্থাপন করিল।

[20] আর যিহোশূয় যর্দ্দন্‌হইতে তাহাদের আনীত ঐ দ্বাদশ প্রস্তর গিল্‌গলে স্থাপন করিল। [21] এবং সে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিল, ভাবি সময়ে তোমাদের সন্তানগণ আপন ২ পিতৃগণকে এই প্রস্তরগুলির তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে, [22] তোমরা আপন ২ সন্তানগণকে কহিবা, ইস্রায়েল্ শুষ্ক ভূমি দিয়া ঐ যর্দ্দন্ পার হইয়া আইল। [23] বস্তুতঃ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু সূফ্ সাগরের প্রতি যেমন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত যেমন তাহা শুষ্ক করিয়াছিলেন, তেমনি তোমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখে যর্দ্দনের জল শুষ্ক করিলেন। [24] [ইহার অভিপ্রায় এই,] সদাপ্রভুর হস্ত বলবান্, ইহা পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি যেন জানিতে পায়, এবং তোমরা যেন সর্ব্বদা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর।

৫ অধ্যায়।

[1] অপর আমরা যাবৎ পার না হইলাম, তাবৎ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে যর্দ্দনের জল শুষ্ক করিলেন, এই কথা যখন যর্দ্দনের পশ্চিম পারস্থিত ইমোরীয়দের রাজগণ ও সমুদ্রনিকটস্থ কনানীয়দের রাজগণ শুনিল, তখন তাহাদের হৃদয় গলিত হইল, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে তাহাদের আর সাহস রহিল না।

[2] সেই সময়ে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তীক্ষ্ন ২ ছুরী নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিতীয় বার ইস্রায়েলের সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাও। [3] তাহাতে যিহোশূয় তীক্ষ্ন ২ ছুরী নির্ম্মাণ করিয়া ত্বক্‌পর্ব্বতের সমীপে ইস্রায়েলের সন্তানগণের ত্বক্‌ছেদ করাইল। [4] যিহোশূয়ের সেই ত্বক্‌ছেদ করাইবার কারণ এই; মিসর্‌হইতে নির্গত সমস্ত লোকদের মধ্যে যত যোদ্ধা পুরুষ ছিল, তাহারা মিসর্‌হইতে নির্গমন কালে পথের মধ্যে অর্থাৎ প্রান্তরে মরিয়াছিল। [5] নির্গত লোকেরা সকলে ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু মিসর্‌হইতে নির্গমনের পর যে সকল লোক পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়াছিল, তাহাদের ত্বক্‌ছেদ হয় নাই। [6] এবং মিসর্‌হইতে নির্গত ঐ যোদ্ধারা সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিত না, তজ্জন্য তাহাদের সকলের সংহার না হওন পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণ চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল; কেননা আমাদিগকে যে দেশ দিবার বিষয়ে সদাপ্রভু উহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সদাপ্রভু উহাদিগকে সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশ দেখিতে দিবেন না, এমন দিব্য উহাদের বিপক্ষে করিয়াছিলেন। [7] অপর উহাদের পরিবর্ত্তে উহাদের যে সন্তানদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, যিহোশূয় তাহাদেরই ত্বক্‌ছেদ করাইল; কেননা তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ ছিল: কারণ পথের মধ্যে তাহাদের ত্বক্‌ছেদ করা যায় নাই। [8] সেই সমস্ত লোকের ত্বক্‌ছেদ সমাপ্ত হইলে পর তাহারা যাবৎ সুস্থ না হইল, তাবৎ শিবিরমধ্যে আপন ২ স্থানে থাকিল। [9] পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি তোমাদের হইতে মিসরের দুর্নাম অপসারণ করিলাম; অতএব অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম গিল্‌গল্ [অপসারণ] দেওয়া গেল।

[10] ইস্রায়েলের সন্তানগণ গিল্‌গলে শিবির স্থাপন করিয়া সেই মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সায়ংকালে যিরীহোর জঙ্গলভূমিতে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল। [11] সেই নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দেশোৎপন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, অর্থাৎ সেই দিনে তাড়ীশূন্য রুটী ও ভর্জ্জিত শস্য ভোজন করিল।

[12] সেই পরদিবসে অর্থাৎ তাহাদের দেশোৎপন্ন শস্য ভোজনের দিবসে মান্না নিবৃত্ত হইল; তদবধি ইস্রায়েলের সন্তানগণ আর মান্না পাইল না, কিন্তু সেই বৎসরাবধি তাহারা কনান্ দেশের ফল ভোজন করিল।

[13] যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি করণ কালে যিহোশূয় চক্ষু তুলিয়া নিষ্কোষ খড়্গহস্ত এক পুরুষকে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিল; তাহাতে যিহোশূয় তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাদের পক্ষ, কি আমাদের বিপক্ষদের পক্ষ? [14] তাহাতে তিনি কহিলেন, না; কিন্তু আমি সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতি, এখনই আইলাম। তখন যিহোশূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রনিপাত করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার এ দাসের প্রতি আজ্ঞা কি? [15] তাহাতে সদাপ্রভুর সেনাপতি যিহোশূয়কে কহিলেন, তোমার পদহইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল, কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র। তখন যিহোশূয় তাহা করিল।

৬ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে ইস্রায়েলের সন্তানগণের ভয়ে যিরীহো নগর রুদ্ধ ও সংরুদ্ধ ছিল, অন্তরে বাহিরে কেহ গমনাগমন করিত না।

২ অপর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, দেখ, আমি এই যিরীহো নগর ও ইহার রাজাকে ও বলবান যোদ্ধৃগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি। ৩ তোমরা সমস্ত যোদ্ধা লোক এই নগর বেষ্টন করিয়া প্রতিদিন এক ২ বার প্রদক্ষিণ করিবা; এই রূপে ছয় দিবস করিবা। ৪ এবং সাত জন যাজক সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করিবে; পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিবা, এবং যাজকগণ তূরী বাজাইবে। ৫ এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারি শিঙ্গা বাজাইলে যখন তোমরা সেই তূরীধ্বনি শুনিবা, তখন সমস্ত লোক মহাসিংহনাদ করিবে; তাহাতে নগরের প্রাচীর পড়িয়া সমভূমি হইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেকে আপন ২ সম্মুখস্থ পথ দিয়া উঠিয়া যাইবে।

৬ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজকগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুল, এবং সাত জন যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করুক। ৭ অপর সে লোকদিগকে কহিল, তোমরা অগ্রসর হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং সুসজ্জ সৈন্য সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রসর হইয়া গমন করুক। ৮ অপর লোকদের প্রতি যিহোশূয়ের বাক্য সাঙ্গ হইলে সাত জন যাজক সদাপ্রভুর অগ্রে মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করত তূরী বাজাইতে ২ চলিতে লাগিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক তাহাদের পশ্চাৎ ২ চলিল। ৯ এবং সুসজ্জ সৈন্য তূরীবাদক যাজকদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং [যাজকগণ] যাইতে ২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্গামি লোকেরা সিন্দুকের পশ্চাৎ ২ গমন করিল। ১০ কিন্তু যিহোশূয় লোকদিগকে কহিয়াছিল, তোমরা সিংহনাদ করিও না, ও আপন ২ রব শুনাইও না, তোমাদের মুখহইতে বাক্য নির্গত না হউক; পরে আমি যে দিবসে সিংহনাদ করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিব, সে দিবসে তোমরা সিংহনাদ করিবা। ১১ অনন্তর তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুক নগরের চতুর্দ্দিগে এক বার প্রদক্ষিণ করাইয়া শিবিরে আসিয়া শিবিরে রাত্রি যাপন করিল।

১২ পরদিনে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিল, এবং যাজকগণ সদাপ্রভুর সিন্দুক তুলিল। ১৩ এবং মহাশব্দকারি সাত তূরীধারি সাত যাজক সদাপ্রভুর সিন্দুকের অগ্রগামী হইয়া অনবরত তূরী বাজাইল, এবং সুসজ্জ সৈন্য তাহাদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং [যাজকগণ] যাইতে ২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্গামি লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুকের পশ্চাৎ ২ গমন করিল। ১৪ এই রূপে তাহারা দ্বিতীয় দিবসেও এক বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া আইল; তাহারা ছয় দিবস এই রূপ করিল। ১৫ পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে অরুণোদয় সময়ে উঠিয়া সাত বার ঐ রীতিমতে নগর প্রদক্ষিণ করিল; কেবল সেই দিবসে সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিল।

১৬ অপর যাজকগণ সপ্তম বারে তূরী বাজাইলে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা সদাপ্রভু তোমাদিগকে নগরটী দিলেন। ১৭ কিন্তু নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে বর্জ্জিত হইবে; কেবল রাহব্ বেশ্যা ও তাহার গৃহে স্থিত সমস্ত সঙ্গি লোক বাঁচিবে, কেননা সে আমাদের প্রেরিত দূতগণকে সঙ্গোপন করিয়াছিল। ১৮ আর তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যহইতে আপনাদিগকে নিতান্ত রক্ষা করিবা, নতুবা বর্জ্জিত করণানন্তর বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তোমরা ইস্রায়েলের শিবির বর্জ্জিত করিয়া ব্যাকুল করিবা। ১৯ সমুদয় রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহা সদাপ্রভুর ভাণ্ডারে আনীত হইবে।

২০ পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল, অর্থাৎ তূরী বাজিলে লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল, তাহাতে নগরের প্রাচীর পড়িয়া সমভূমি হইল; পরে লোকেরা প্রত্যেকে আপন ২ সম্মুখস্থ পথ দিয়া উঠিয়া গিয়া নগর হস্তগত করিল; ২১ এবং খড়্গের ধারেতে নগরের স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ ও গো মেষ গর্দ্দভাদি সকলকে বর্জ্জিতরূপে বিনাশ করিল। ২২ কিন্তু যে দুই ব্যক্তি দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহোশূয় আজ্ঞা করিল, তোমরা সেই বেশ্যার গৃহে গমন কর, এবং তাহার কাছে যে দিব্য করিয়াছ তদনুসারে সেই স্ত্রীকে ও তৎসম্পর্কীয় সকলকে বাহির করিয়া আন। ২৩ তাহাতে সেই দুই যুবচর প্রবেশ করিয়া রাহব্কে ও তাহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সকলকে বাহির করিয়া আনিল; কিন্তু তাহার সমস্ত গোষ্ঠীকে বাহির করিয়া আনিলে পর ইস্রায়েলের শিবিরের বাহিরে রাখিল। ২৪ পরন্তু লোকেরা নগর ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল, কিন্তু রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌহের সমস্ত পাত্র সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে রাখিল। ২৫ তৎকালে যিহোশূয় রাহব্ বেশ্যাকে ও তাহার পিতৃকুলকে ও তাহার সম্পর্কীয় সকলকে রক্ষা করিল; তাহাতে সে অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বসতি করিতেছে; কারণ যিরীহোর নিরীক্ষণার্থে যিহোশূয়ের প্রেরিত দূতগণকে সে সঙ্গোপন করিয়াছিল।

২৬ ঐ সময়ে যিহোশূয় দিব্য করিয়া কহিল, যে কেহ উঠিয়া পুনর্ব্বার এই যিরীহো নগর পত্তন করিবে, সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শাপগ্রস্ত হইবে; নগরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডরূপে সে আপন

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, ও তাহার কপাট স্থাপনের দণ্ডরূপে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। ২৭ পরন্তু সদাপ্রভু যিহোশূয়ের সহিত ছিলেন, ও তাহার কীর্ত্তি সমুদয় দেশ ব্যাপিল।

৭ অধ্যায়।

১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণ বর্জ্জিত বস্তুতে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিল, ফলতঃ যিহূদাবংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন্ বর্জ্জিত বস্তুর কিঞ্চিৎ হরণ করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। ২ ইতিমধ্যে যিহোশূয় যিরীহোহইতে বৈথেলের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বৈথাবনের পার্শ্বস্থ অয়েতে লোক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা উঠিয়া যাইয়া দেশ নিরীক্ষণ কর; তাহাতে তাহারা যাইয়া অয়্ নগর নিরীক্ষণ করিল। ৩ পরে যিহোশূয়ের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, সে স্থানে সকল লোকের যাওয়া অনাবশ্যক, দুই কিম্বা তিন সহস্র জন যাইয়া অয়কে পরাজয় করুক; সে স্থানে সকল লোকের পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা তথাকার লোক অল্প। ৪ অতএব লোকদের মধ্যহইতে প্রায় তিন সহস্র জন সে স্থানে যাত্রা করিল, কিন্তু তাহারা অয়ের লোকদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। ৫ এবং অয়ের লোকেরা তাহাদের মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল; অর্থাৎ নগরদ্বারহইতে শবারীম্ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিয়া অবরোহনের পথে আঘাত করিল, তাহাতে লোকদের হৃদয় জলের ন্যায় দ্রব হইল।

৬ তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে অধোমুখ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিল, এবং আপন ২ মস্তকে ধূলা ছড়াইল। ৭ এবং যিহোশূয় কহিল, হায় ২, হে প্রভো সদাপ্রভো, বিনাশার্থে ইমোরীয়দের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার জন্যে তুমি কেন এই লোকদিগকে যর্দ্দন্ পার করিয়া আনিলা? হায় ২, আমরা কেন ক্ষান্ত হইয়া যর্দ্দনের ওপারে থাকি নাই! ৮ হে প্রভো, ইস্রায়েল্ আপন শত্রুগণের সম্মুখে পরাঙ্মুখ হইলে পর আমি কি কহিব? ৯ এই কথা শুনিয়া এতদ্দেশনিবাসি কনানীয় প্রভৃতি সমস্ত লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবীহইতে আমাদের নাম উচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে আপন মহানামের নিমিত্তে তুমি কি করিবা?

১০ তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, গাত্রোত্থান কর, তুমি অধোমুখ হইয়া কেন পড়িয়া আছ? ১১ ইস্রায়েল্ আমার আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছে; তাহারা সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ লইয়াছে, ও চুরি করিয়াছে, ও তদ্বিষয়ে প্রতারণা করিয়াছে, ও আপনাদের সামগ্রীমধ্যে তাহা রাখিয়াছে। ১২ এই জন্যে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন শত্রুগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া শত্রুহইতে পরাঙ্মুখ হইল, কেননা তাহারা বর্জ্জিত হইল; তোমাদের মধ্যহইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু উৎপাটন না করিলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না। ১৩ উঠ, লোকদিগকে পবিত্র করণার্থে কহ, তোমরা কল্যের জন্যে পবিত্র হও, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল্, তোমার মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু আছে; আপনার মধ্যহইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু দূর না করিলে তুমি আপন শত্রুদের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবা না। ১৪ অতএব তোমরা প্রাতঃকালে আপন ২ বংশানুসারে সকলে নিকটবর্ত্তী হও; তাহাতে সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে বংশ নির্ণীত হইবে, সেই বংশের এক ২ গোষ্ঠী আসিবে; ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে গোষ্ঠী নির্ণীত হইবে, তাহার এক ২ কুল আসিবে; ও সদাপ্রভু কর্ত্তৃক যে কুল নির্ণীত হইবে, তাহার এক ২ পুরুষ আসিবে। ১৫ তাহাতে বর্জ্জিত দ্রব্য হরণকারি যে জন নির্ণীত হইবে, সে ও তাহার সম্পর্কীয় সকলই অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কেননা সে সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ও ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কর্ম্ম করিল।

১৬ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েলকে আপন ২ বংশানুসারে আনাইল; তাহাতে যিহূদা বংশ নির্ণীত হইল। ১৭ পরে সে যিহূদার [এক ২] গোষ্ঠী আনাইলে সেরহের গোষ্ঠী নির্ণীত হইল; পরে সে সেরহের গোষ্ঠীকে পুরুষানুসারে আনাইলে সব্দি নির্ণীত হইল। ১৮ পরে সে তাহার কুলকে পুরুষানুসারে আনাইলে যিহূদাবংশীয় সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন্ নির্ণীত হইল। ১৯ তখন যিহোশূয় আখন্‌কে কহিল, হে বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহিমা স্বীকার করিয়া তাঁহার স্তব কর, এবং কি করিয়াছ তাহা আমাকে বল; আমাহইতে তাহা গোপন করিও না। ২০ তাহাতে আখন্ উত্তর করত যিহোশূয়কে কহিল, সত্য, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিকূলে পাপ করিয়াছি, আমি অমুক ২ কার্য্য করিয়াছি, ২১ অর্থাৎ লুটিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম একখানি বাবিলীয় শাল ও দুই শত শেকল্ রূপা ও পঞ্চাশ শেকল্ পরিমিত এক থান স্বর্ণ দেখিয়া লোভেতে হরণ করিলাম; দেখ, সে সকল আমার তাম্বুর মধ্যে ভূমিতে গুপ্ত আছে, ও সকলের নীচে রূপা আছে।

২২ তাহাতে যিহোশূয় দূত প্রেরণ করিলে তাহারা তাহার তাম্বুতে দৌড়িয়া গিয়া তাম্বুর মধ্যে গুপ্ত সেই সকল ও তাহার নীচে স্থিত রূপা পাইল। ২৩ তখন তাহারা তাম্বুর মধ্যহইতে সে সকল লইয়া যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানগণের কাছে আনিল, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ২৪ পরে যিহোশূয় ও সমস্ত

ইস্রায়েল্ সেরহের সন্তান সেই আখন্‌কে ও সেই রূপা ও শাল ও স্বর্ণের থান ও তাহার পুত্র কন্যাগণ এবং তাহার গো ও গর্দ্দভ ও মেষ ও তাম্বু, সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আখোর তলভূমিতে আনিল। [২৫] পরে যিহোশূয় তাহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে কেন ব্যাকুল করিলা? এই দিনে সদাপ্রভু তোমাকে ব্যাকুল করিবেন; পরে সমস্ত ইস্রায়েল্ প্রস্তরাঘাতে তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া প্রস্তরেতে আচ্ছন্ন করিল। [২৬] পরে তাহার উপরে প্রস্তরের রাশি করিল, সেই বৃহৎ প্রস্তররাশি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই রূপে সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনাপ্রযুক্ত সেই স্থান অদ্যাপি আখোর [ব্যাকুলতা] তলভূমি নামে বিখ্যাত আছে।

৮ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি ত্রাসযুক্ত ও নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া অয়েতে যুদ্ধযাত্রা কর; দেখ, আমি অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে এবং তাহার নগর ও দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। [২] তুমি যিরীহোর ও তাহার রাজার প্রতি যেরূপ করিলা, অয়ের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিবা, কেবল তাহার লুট দ্রব্য ও পশু তোমরা আপনাদের জন্যে লইবা। তুমি নগরের পশ্চাতে আপনার এক দল সৈন্য গোপন করিয়া রাখ।

[৩] তখন যিহোশূয় ও সমস্ত সৈন্য উঠিয়া অয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, ফলতঃ যিহোশূয় ত্রিশ সহস্র বলবান লোকদিগকে মনোনীত করিল, এবং [এক দলকে] রাত্রিতে বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা করিল, [৪] দেখ, তোমরা নগরের পশ্চাতে নগরের প্রতিকূলে গোপনে থাকিবা; নগরহইতে অতি দূরে যাইবা না, কিন্তু সকলেই প্রস্তুত থাকিবা। [৫] পরে আমি ও আমার সঙ্গি সমস্ত লোক নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা যখন পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া আসিবে, তখন আমরা তাহাদের অগ্রে পলায়ন করিব। [৬] তাহাতে তাহারা বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাৎ ২ আসিবে, এবং শেষে আমরা তাহাদিগকে নগরহইতে দূরে আকর্ষণ করিব; কেননা তাহারা কহিবে, ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের হইতে পলায়ন করিতেছে। এই রূপে আমরা যখন তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিব, [৭] তখন তোমরা গোপন স্থানহইতে উঠিয়া নগর আত্মসাৎ করিবা; এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা তোমাদের হস্তগত করিবেন। [৮] নগর হস্তগত করিবামাত্র তোমরা নগরে অগ্নি দিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা; দেখ, ইহা আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলাম।

[৯] এই রূপে যিহোশূয় তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে তাহারা যাইয়া অয়ের পশ্চিমে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে গোপনে থাকিল, কিন্তু যিহোশূয় লোকদের মধ্যে সে রাত্রি যাপন করিল। [১০] পরদিবসে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া লোকদিগকে গণনা করিল, পরে সে ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ তাহাদের অগ্রে ২ অয়েতে যাত্রা করিল। [১১] এবং তাহার সঙ্গি সমস্ত সৈন্য যাইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া অয়ের উত্তরদিগে শিবির স্থাপন করিল; তাহাদের ও অয়ের মধ্যস্থানে এক উপত্যকা ছিল। [১২] আর সে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক লইয়া নগরের পশ্চিম দিগে বৈথেলের ও অয়ের মধ্যস্থানে গোপনে রাখিয়াছিল। [১৩] এই রূপে লোকেরা নগরের উত্তরদিক্স্থ সমস্ত শিবিরকে ও নগরের পশ্চিমদিগে আপনাদের নিভৃত দলকে স্থাপন করিলে যিহোশূয় ঐ রাত্রিতে তলভূমির মধ্যে গমন করিল।

[১৪] তখন অয়ের রাজা তাহা দেখিলে নগরস্থ লোকেরা অর্থাৎ রাজা ও তাহার সকল লোক প্রত্যূষে শীঘ্র উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়া নিরূপিত স্থানে জঙ্গলভূমির সম্মুখে গেল; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য নগরের পশ্চাতে গুপ্ত আছে, ইহা সে জানিল না। [১৫] পরে যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রায়েল্ তাহাদের সম্মুখে আপনাদিগকে পরাস্তের ন্যায় দেখাইয়া প্রান্তরের পথ দিয়া পলায়ন করিল। [১৬] তাহাতে নগরে অবস্থিত সকল লোক সমাহূত হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল, ও যিহোশূয়ের পশ্চাৎ ২ গমন করিয়া নগরহইতে দূরে আকর্ষিত হইল। [১৭] এবং ইস্রায়েলের পশ্চাদ্গামী না হইল, এমত এক জনও অয়েতে ও বৈথেলে অবশিষ্ট থাকিল না; সকলে নগর মুক্তদ্বার রাখিয়া ইস্রায়েলের পশ্চাৎ ২ গেল। [১৮] তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আপন হস্তস্থিত শল্য অয় নগরের দিগে বিস্তার কর; কেননা আমি সে নগর তোমার হস্তগত করিব; পরে যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত শল্য নগরের দিগে বিস্তার করিল। [১৯] সে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র গোপনে স্থিত সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ আপন ২ স্থানহইতে উঠিয়া বেগে গমন করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং শীঘ্র করিয়া অগ্নিদ্বারা নগর প্রজ্বলিত করিল। [২০] পরে অয়ের লোকেরা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া দেখিল, নগরের ধূম আকাশে উঠিতেছে, কিন্তু এ দিগে ওদিগে কোন দিগে পলাইবার কোন উপায় পাইল না; কেননা প্রান্তরে পলায়নকারি [ইস্রায়েল] লোকেরা তাড়নাকারিদের প্রতি ফিরিয়া আক্রমণ করিতেছিল। [২১] ফলতঃ গোপনে স্থিত সৈন্যদল নগর হস্তগত করিয়াছে ও নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রা-

য়েল ফিরিয়া অয়ের লোকদিগকে সংহার করিতেছিল; ২২ এবং অন্য দিগেও লোকেরা নগরহইতে তাহাদের প্রতিকূলে আসিতেছিল; সুতরাং তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে পড়িল, এ পার্শ্বে এক দল এবং অন্য পার্শ্বে অন্য দল ছিল; এবং উভয় দলে তাহাদিগকে এমত আঘাত করিল, যে তাহাদের কেহ অবশিষ্ট বা জীবিত থাকিল না। ২৩ কিন্তু তাহারা অয়ের রাজাকে জীবৎ ধরিয়া যিহোশূয়ের নিকটে আনিল। ২৪ এই রূপে যে প্রান্তরে অয়নিবাসি লোকেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিল, সেই প্রান্তরে ইস্রায়েল তাহাদের সকলকে নিঃশেষে বধ করিল; তাহাতে তাহারা সকলে খড়্গাধারে হত হইল। পরে সমস্ত ইস্রায়েল ফিরিয়া অয়েতে আসিয়া খড়্গদ্বারা তথাকার লোকদিগকেও আঘাত করিল। ২৫ সেই দিবসে অয়নিবাসি সমস্ত লোক অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র লোক হত হইল। ২৬ কেননা অয়নিবাসি সকলে যাবৎ বর্জ্জিত লোকরূপে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ যিহোশূয় আপনার বিস্তৃত শল্যধারি হস্ত সংকুচিত করিল না। ২৭ অপর যিহোশূয়ের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল [লোকেরা] ঐ নগরের পশু ও লুটদ্রব্য সকল আপনাদের জন্যে গ্রহণ করিল; ২৮ এবং যিহোশূয় অয় নগরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অনন্তকালীন ঢিবি এবং অদ্য পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন স্থান করিল। ২৯ পরে সে অয়ের রাজাকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইয়া রাখিল, কিন্তু সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাহার শব বৃক্ষহইতে নামাইয়া নগরের দ্বারপ্রবেশের স্থানে ফেলিয়া তাহার উপরে প্রস্তরের এক বৃহৎ ঢিবি করিল; তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে।

৩০ পরে যিহোশূয় এবল্ পর্ব্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ৩১ সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরেতে, অর্থাৎ যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমত প্রস্তরেতে ঐ যজ্ঞবেদি নির্ম্মান করিল, এবং তাহার উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ৩২ এবং তথাকার প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে সে মোশির ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিল। ৩৩ এবং ইস্রায়েল লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে সদাপ্রভুর দাস মোশি পূর্ব্বে যেরূপ আদেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ সমস্ত ইস্রায়েল অর্থাৎ তাহার প্রাচীনগণ ও শাসকগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ প্রভৃতি স্বজাতীয় কি প্রবাসী সমস্ত লোক সিন্দুকের এদিগে ওদিগে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকবাহি লেবীয় যাজকগণের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহাদের অর্দ্ধাংশ গরিষীম পর্ব্বতের দিগে, অর্দ্ধাংশ এবল পর্ব্বতের দিগে ছিল। ৩৪ পরে ব্যবস্থাগ্রন্থে যাহা ২ লিখিত ছিল, তদনুসারে সে ব্যবস্থার সমস্ত কথা অর্থাৎ আশীর্ব্বাদের ও শাপের কথা পাঠ করিল। ৩৫ মোশি যে সকল আদেশ করিয়াছিল, ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের ও স্ত্রীগণের ও বালকগণের ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তি প্রবাসিগণের সম্মুখে সেই সমস্ত পাঠ করিতে যিহোশূয় এক বাক্যেরও ত্রুটি করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ অপর যর্দ্দনের এপারস্থ সমুদয় রাজগন অর্থাৎ পর্ব্বত ও নিম্নভূমি নিবাসি ও লিবানোন্ সম্মুখস্থ মহাসমুদ্রের সমস্ত তীর নিবাসি হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও কনানীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় রাজগণ এই কথা শুনিয়া ২ এক মনে যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সকলে একত্র হইল।

৩ কিন্তু যিরীহোর প্রতি ও অয়ের প্রতি যিহোশূয় যে ২ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা যখন গিবিয়োন্ নিবাসি লোকেরা শুনিল, ৪ তখন তাহারাও ছলের কর্ম্ম করিল; ফলতঃ তাহারা যাইয়া রাজদূতের বেশ ধারন করিয়া আপন ২ গর্দ্দভগণের উপরে পুরাতন ছালা এবং দ্রাক্ষারসের পুরাতন ও জীর্ণ ও তালীযুক্ত কুপা চাপাইল। ৫ এবং পায়ে পুরাতন ও তালীযুক্ত জুতা ও গাত্রে পুরাতন বস্ত্র দিল, এবং সকলি শুষ্ক ও ছাতাপড়া রুটী পাথেয় লইল। ৬ পরে তাহারা গিল্গলস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে যাইয়া তাহাকে ও ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিল, আমরা দূরদেশহইতে আইলাম, অতএব এখন তোমরা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির কর। ৭ তাহাতে ইস্রায়েল্ লোকেরা সেই হিব্বীয়দিগকে উত্তর করিল, কি জানি তোমরা আমাদের মধ্যে বাস করিতেছ; তাহা হইলে আমরা তোমাদের সহিত কি প্রকারে নিয়ম স্থির করিতে পারি? ৮ তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনকার দাস। তখন যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? কোথাহইতে আইলা? ৯ তাহারা কহিল, আপনকার দাস আমরা আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম শুনিয়া অত্যন্ত দূরদেশহইতে আইলাম, কেননা তাঁহার কীর্ত্তি, এবং তিনি মিসরদেশে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং যর্দ্দনের ওপারস্থ দুই ইমোরীয় রাজার প্রতি, ১০ অর্থাৎ হিষ্বোনের রাজা সীহোনের ও বাশনের রাজা অষ্টারোৎ নিবাসি ওগের প্রতি যে ২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। ১১ অতএব আমাদের প্রাচীনবর্গ ও দেশনিবাসি লোক সকল আমাদিগকে কহিল, তোমরা হস্তে পাথেয় দ্রব্য লইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহ, আমরা তোমাদের দাস; অতএব এখন তোমরা আমাদের সহিত

নিয়ম কর। [১২] তোমাদের নিকটে আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করণ দিনে আমরা গৃহহইতে যে তপ্ত রুটী পাথেয় লইয়াছিলাম, এই দেখ, আমাদের সেই রুটী এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া হইয়াছে। [১৩] এবং যে ২ নূতন কুপাতে দ্রাক্ষারস পূর্ণ করিয়াছিলাম, এই দেখ, সে সকলই ছিন্ন হইয়াছে। এবং আমাদের এই বস্ত্র ও জুতা সকল পুরাতন হইয়াছে, কেননা পথ অতি দূর। [১৪] তাহাতে [ইস্রায়েল] লোকেরা সদাপ্রভুর অভিমত জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাদের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিল। [১৫] এবং যিহোশূয় তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমত নিয়ম করিল, ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের প্রতি শপথ করিল।

[১৬] এই রূপে তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করণের পরে তিন দিন গত হইলে, তাহারা শুনিতে পাইল, ইহারা আমাদের নিকটস্থ এবং আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে। [১৭] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাত্রা করিয়া তৃতীয় দিবসে তাহাদের সকল নগরের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই ২ নগরের নাম গিবিয়োন্ ও কফীরা ও বেরোৎ ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্। [১৮] মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে তাহাদের প্রতি দিব্য করাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদিগকে আঘাত করিল না, কিন্তু সমস্ত মণ্ডলী অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে বচসা করিতে লাগিল। [১৯] তাহাতে অধ্যক্ষগণ সমস্ত মণ্ডলীকে কহিল, আমরা উহাদের প্রতি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিয়াছি, অতএব এখন উহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারি না। [২০] আমরা উহাদের প্রতি ইহাই করিব, উহাদিগকে জীবৎ রাখিব, নতুবা উহাদের প্রতি যে দিব্য করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমাদের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইবে। [২১] অতএব অধ্যক্ষগণ তাহাদিগকে কহিল, উহারা জীবৎ থাকুক। কিন্তু অধ্যক্ষগণের বাক্যানুসারে তাহারা সমস্ত মণ্ডলীর নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদক ও জলবাহক হইল।

[২২] পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আছ; অতএব আমরা তোমাদের হইতে অতি দূরস্থ, এই কথা কহিয়া কেন আমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিলা? [২৩] এই নিমিত্তে তোমরা শাপগ্রস্ত হইলা; আমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহনাদি দাস্য কর্ম্মহইতে তোমরা কখনো মুক্তি পাইবা না। [২৪] তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, তোমাদিগকে এই সমস্ত দেশ দেওনার্থে ও তোমাদের সম্মুখহইতে এই দেশনিবাসি যাবতীয় লোককে বিনাশ করণার্থে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস মোশিকে যে সকল আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য তোমার দাস আমরা তোমাদের হইতে প্রাণভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া এই কার্য্য করিলাম। [২৫] এখন দেখ, আমরা তোমার হস্তগত আছি, আমাদের প্রতি যাহা করিতে তোমার ভাল ও ন্যায্য বোধ হয়, তাহাই কর। [২৬] পরে সে তাহাদের প্রতি তাহাই করিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের হস্তহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল, তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল না। [২৭] কিন্তু সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির নিমিত্তে অদ্যাপি [যে কর্ম্ম তাহাদের কর্ত্তব্য সেই] কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহন কর্ম্মে যিহোশূয় সেই দিবসে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল।

১০ অধ্যায়।

[১] পরে যিহোশূয় অয়কে হস্তগত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছে, এবং যিরীহো ও তাহার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিল, অয়ের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিয়াছে, এবং গিবিয়োন্ নিবাসি লোকেরা ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে, এই সকল কথা শুনিয়া যিরুশালেমের অদোনীষেদক রাজা অতিশয় ভীত হইল, [২] কেননা গিবিয়োন নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয় অপেক্ষাও বড়, এবং তাহার লোক সকল বলবান ছিল। [৩] অতএব যিরুশালেমের অদোনীষেদক্ রাজা হিব্রোণের হোহম্ রাজার ও যর্মূতের পিরাম্ রাজার ও লাখীশের যাফিয় রাজার ও ইগ্লোনের দবীর্ রাজার নিকটে লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল; [৪] আইস, আমার সাহায্য কর, আমরা গিবিয়োনীয় লোকদিগকে আঘাত করি; কেননা তাহারা যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত সন্ধি করিয়াছে। [৫] অতএব ইমোরীয়দের ঐ পাঁচ রাজা, অর্থাৎ যিরুশালেমের রাজা, হিব্রোণের রাজা, যর্মূতের রাজা, লাখীশের রাজা ও ইগ্লোনের রাজা আপন ২ সমস্ত সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া উঠিয়া যাইয়া গিবিয়োনের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল।

[৬] তাহাতে গিবিয়োনীয় লোকেরা গিল্‌গলস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি আপনার এই দাসদের প্রতি শৈথিল্য না করিয়া ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিস্তার ও সাহায্য কর, কেননা পর্ব্বতনিবাসি ইমোরীয়দের সমস্ত রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হইল। [৭] তাহাতে যিহোশূয় সমস্ত যোদ্ধা ও বলবান্ লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলহইতে যাত্রা করিল।

[৮] অপর সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে ভয় করিও না; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাদের কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। [৯] পরে যিহোশূয় অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল; সে সমস্ত রাত্রি গিল্‌গলহইতে

ঊর্দ্ধগমন করিল। [১০] তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিলেন, তাহাতে সে গিবিয়োনে মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিয়া বৈৎহোরোণ ঘাটের পথ দিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিল, এবং অসেকা ও মক্কেদা পর্য্যন্ত আঘাত করিল। [১১] ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে পলায়নকালে যখন তাহারা বৈৎহোরোণের অবরোহণপথে উপস্থিত হইল, তখন সদাপ্রভু অসেকা পর্য্যন্ত আকাশহইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মরিল; ইস্রায়েলের সন্তানগণ কর্তৃক খড়্গদ্বারা তাহাদের যত লোক হত হইল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাতে মরিল।

[১২] তৎকালে যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিল, ফলতঃ সদাপ্রভু কর্তৃক ইস্রায়েলের সন্তানগণের হস্তে ইমোরীয়দের সমর্পিত হওন দিনে সে ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিল, হে সূর্য্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে; ও হে চন্দ্র, তুমি অয়ালোন্ তলভূমিতে স্থগিত হও। [১৩] তাহাতে যে পর্য্যন্ত সেই বিপক্ষ পরজাতীয়দের বৈরনির্য্যাতন না হইল, তাবৎ সূর্য্য স্থগিত ও চন্দ্র স্থির থাকিল;—এই কথা কি যাশর্ গ্রন্থে লিখিত নাই?—এবং আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য্য স্থির থাকিল, অস্তগমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস ত্বরা করিল না। [১৪] তাহার পূর্ব্বে কি পরে সদাপ্রভু যাহাতে মনুষ্যের বাক্যে এই রূপ কর্ণ দিলেন, এমত আর কোন দিবস হয় নাই; যেহেতুক সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন। [১৫] অবশেষে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলস্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

[১৬] ইতিমধ্যে ঐ পাঁচ রাজা পলায়ন করিয়া মক্কেদার গুহাতে আপনাদিগকে লুকাইয়াছিল। [১৭] পরে সেই পাঁচ রাজা মক্কেদার গুহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে, এই সংবাদ যিহোশূয়ের গোচর হইলে সে কহিল, [১৮] তোমরা সেই গুহার মুখে কতক গুলিন বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে লোক নিযুক্ত কর, [১৯] কিন্তু আপনারা অবিলম্বে শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাতের লোকদিগকে উচ্ছিন্ন কর, আপন ২ নগরে প্রবেশ করিতে দিও না; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে তোমাদের হস্তগত করিলেন। [২০] অপর যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিল, তথাপি কতিপয় অবশিষ্ট লোক পলাইয়া প্রাচীরবেষ্টিত কোন ২ নগরে প্রবেশ করিল। [২১] পরে সমস্ত লোক মক্কেদাতে যিহোশূয়ের নিকটে শিবিরে কুশলে প্রত্যাগমন করিল; ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কাহারো প্রতিকূলে কেহ জিহ্বা নাড়িল না।

[২২] পরে যিহোশূয় আজ্ঞা করিল, তোমরা ঐ গুহার মুখ অনাবৃত করিয়া তথাহইতে সেই পাঁচ রাজাকে বাহির করিয়া আমার নিকটে আন। [২৩] তাহা করিলে তাহারা যিরূশালেমের রাজাকে, হিব্রোণের রাজাকে, যর্মূতের রাজাকে, লাখীশের রাজাকে ও ইগ্লোনের রাজাকে, এই পাঁচ রাজাকে সেই গুহাহইতে বাহির করিয়া তাহার নিকটে আনিল। [২৪] এই রূপে তাহারা ঐ রাজগণকে যিহোশূয়ের নিকটে আনিলে পর যিহোশূয় ইস্রায়েলের সমস্ত পুরুষকে ডাকিয়া আপন সঙ্গে গমনকারি যোদ্ধৃগণের অধিপতিদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা নিকটে আসিয়া এই রাজগণের গ্রীবাতে পা দেও; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া তাহাদের গ্রীবাতে পা দিল। [২৫] অপর যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, ভীত ও নিরাশ হইও না, সাহস কর ও বীর্য্যবান্ হও; কেননা তোমরা যে ২ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবা, তাহাদের সকলের প্রতি সদাপ্রভু এই রূপ করিবেন। [২৬] পরে যিহোশূয় আঘাতদ্বারা সেই পাঁচ রাজাকে বধ করিয়া পাঁচ বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইল; তাহাতে তাহারা সায়ংকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষেতে উদ্বদ্ধ থাকিল। [২৭] অপর সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাহাদিগকে বৃক্ষহইতে নামাইয়া, যে গুহাতে তাহারা লুকাইয়াছিল, সেই গুহাতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মুখে বৃহৎ ২ প্রস্তর স্থাপন করিল; তাহা অদ্যাপি আছে।

[২৮] অনন্তর ঐ দিবসে যিহোশূয় মক্কেদা হস্তগত করিয়া খড়্গাঘাতে তাহার রাজাকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, মক্কেদার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[২৯] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে করিয়া মক্কেদাহইতে লিব্‌নাতে যাইয়া লিব্‌নার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩০] তাহাতে সদাপ্রভু লিব্‌না ও তাহার রাজাকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিলে সে তাহা ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল, তাহার মধ্যে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[৩১] অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া লিব্‌নাহইতে লাখীশে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিল। [৩২] তাহাতে সদাপ্রভু লাখীশকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিলে তাহারা দ্বিতীয় দিবসে লাখীশ আক্রমণ করিয়া যেমন লিব্‌নার প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহা ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল।

[৩৩] তৎকালে গেষরের হোরম্ রাজা লাখীশের সহায়তা করিতে আগমন করিয়াছিল, অতএব যিহোশূয় তাহাকে ও তাহার লোকদিগকে আঘাত করিল; তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

[৩৪] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া লাখীশহইতে ইগ্লোনে যাত্রা করিলে তাহারা তা-

হার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৫] এবং সেই দিবসে তাহা হস্তগত করিয়া, যেমন লাখীশের প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ খড়্গদ্বারা তাহা আঘাত করিয়া সেই দিবসে তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[৩৬] অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া ইগ্লোন্‌হইতে হিব্রোণে যাত্রা করিলে তাহারা তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৭] এবং তাহা হস্তগত করিয়া তাহা ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল; যেমন ইগ্লোনের প্রতি করিয়াছিল, সেই রূপ তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহা ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[৩৮] পরে যিহোশূয় ফিরিয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া দবীরে আসিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। [৩৯] এবং তাহা ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া তন্মধ্যস্থ যাবতীয় প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন হিব্রোণের প্রতি এবং লিব্‌নার ও তাহার রাজার প্রতি করিয়াছিল, দবীরের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

[৪০] এই রূপে যিহোশূয় পর্ব্বতময় দেশ ও দক্ষিণ অঞ্চল ও নিম্নভূমি ও অধিত্যকা প্রভৃতি সকল দেশ পরাস্ত করিয়া তাহার সমস্ত রাজাকে বধ করিল, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; সে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [৪১] এই রূপে যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় অবধি ঘসা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এবং গিবিয়োন্ পর্য্যন্ত গোশনের সমস্ত দেশকে পরাজয় করিল। [৪২] যিহোশূয় এই সমস্ত দেশ ও রাজগনকে এক কালেই হস্তগত করিল, কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন। [৪৩] পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েলকে সঙ্গে লইয়া গিল্‌গলস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

১১ অধ্যায়।

[১] অপর যখন হাৎসোরের রাজা যাবীন্ সেই সমস্তের সংবাদ পাইল, তখন সে মাদোনের যোবব্ রাজার ও শিম্রোণের রাজার ও অক্‌ষফের রাজার নিকটে, [২] এবং উত্তরদেশীয় পর্ব্বতে ও কিন্নেরতের দক্ষিণস্থ জঙ্গলভূমিতে ও নিম্নভূমিতে ও পশ্চিমস্থ দোর্ নামক উপগিরিতে স্থিত রাজগণের নিকটে; [৩] অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় কনানীয়দের ও ইমোরীয়দের ও হিত্তীয়দের ও পরিষীয়দের ও পর্ব্বতস্থ যিবূষীয়দের ও হর্ম্মোণের অধঃস্থিত মিস্পীদেশীয় হিব্বীয়দের রাজগণের নিকটে লোক প্রেরণ করিল। [৪] তাহাতে তাহারা সকলে সসৈন্য হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক এবং অতিশয় প্রচুর অশ্ব ও রথ সঙ্গে লইয়া বাহির হইল। [৫] এবং এই সকল রাজা নিরূপণানুসারে একত্র হইয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে মেরোম নামক জলাশয়ের নিকটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল।

[৬] পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কেননা কল্য এমন সময়ে আমি ইস্রায়েলের সম্মুখে নিহত তাহাদের সকলকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তুমি তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিবা ও রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। [৭] অনন্তর যিহোশূয় সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া মেরোম্ জলাশয়ের নিকটে তাহাদের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। [৮] তাহাতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করাতে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল, এবং মহাসীদোন্ ও মিস্রফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদিগে মিস্পীর সমস্থলী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়না করিল, এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না। [৯] পরে যিহোশূয় তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল, বিশেষতঃ তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিল ও তাহাদের রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

[১০] ঐ সময়ে যিহোশূয় প্রত্যাগমন করিয়া হাৎসোর হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার রাজাকে আঘাত করিল, কেননা পূর্ব্বাবধি হাৎসোর সেই সকল রাজ্যের মাথা ছিল। [১১] এবং লোকেরা তথায় বাসকারি সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে কোন প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না; পরে সে হাৎসোরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১২] অপর যিহোশূয় ঐ রাজগণের সমস্ত নগর ও তাহাদের সমস্ত রাজাকে হস্তগত করিয়া সদাপ্রভুর দাস মোশির আজ্ঞানুসারে খড়্গদ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [১৩] কিন্তু স্ব ২ টিকরোপরি স্থাপিত নগর সকল ইস্রায়েল কর্ত্তৃক দগ্ধ হইল না, কেবল হাৎসোর্ যিহোশূয় কর্ত্তৃক দগ্ধ হইল। [১৪] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগন সে সকল নগরের দ্রব্যাদি ও পশুগণকে আপনাদের নিমিত্তে লুট করিয়া লইল, কিন্তু খড়্গদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে নিঃশেষে বধ করিল; তাহাদের মধ্যে কোন প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না। [১৫] সদাপ্রভু আপন দাস মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, মোশি যিহোশূয়কে তদ্রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল, আবার যিহোশূয় তদ্রূপ কর্ম্ম করিল, মোশির প্রতি উক্ত সদাপ্রভুর সমস্ত আদেশের একটি কথাও অন্যথা করিল না।

[১৬] এই রূপে যিহোশূয় সেই সমস্ত প্রদেশ ও তথাকার পর্ব্বত ও সমস্ত দক্ষিণ দেশ ও গোশনের সমস্ত দেশ ও নিম্নভূমি ও জঙ্গলভূমি ও ইস্রায়েলের পর্ব্বত ও তাহার নিম্নভূমি; [১৭] অর্থাৎ সেয়ীরগামি

হালক্ পর্ব্বত অবধি হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের নীচস্থ লিবানোনের সমস্থলীতে স্থিত বাল্গাদ্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ হস্তগত করিয়া তাহাদের যাবতীয় রাজাকে ধরিয়া আঘাত পূর্ব্বক বধ করিল। [১৮] যিহোশূয় সেই রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিল। [১৯] গিবিয়োন্ নিবাসি হিব্বীয় লোক ব্যতীত আর কোন নগরীয় লোক ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত সন্ধি করিল না; তাহারা অন্য সমস্তকেই যুদ্ধেতে হস্তগত করিল। [২০] কেননা তাহারা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া যেন বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট হইয়া দয়া না পায়, কিন্তু মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যে তাহাদের হৃদয় কঠিন করিতে সদাপ্রভুর মতি ছিল।

[২১] অপর সেই সময়ে যিহোশূয় আসিয়া পর্ব্বত ও হিব্রোণ্ ও দবীর্ ও অনাবহইতে ও যিহূদার সমস্ত পর্ব্বতহইতে ও ইস্রায়েলের সমস্ত পর্ব্বতহইতে অনাকীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিল; যিহোশূয় তাহাদের নগর শুদ্ধ তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [২২] ইস্রায়েলের সন্তানগণের দেশে অনাকীয়দের কেহ অবশিষ্ট থাকিল না; কেবল ঘসাতে ও গাদে ও অস্দোদে অবশিষ্ট থাকিল। [২৩] এই রূপে মোশির প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে যিহোশূয় সে সমস্ত দেশ হস্তগত করিয়া প্রত্যেক বংশের বিভাগানুসারে অধিকার করিতে ইস্রায়েলকে দিল; পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

১২ অধ্যায়।

[১] অথ যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যোদয়ের দিগে অর্ণোন্ নদী অবধি হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বদিক্স্থিত সমস্ত জঙ্গলভূমির মধ্যে ইস্রায়েলের সন্তানগণ দেশীয় যে দুই রাজাকে বধ করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিল, সেই দুই রাজা এই। [২] হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজা। সে অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি ও নদীর গর্ভাবধি এবং অর্দ্ধগিলিয়দ দেশে অম্মোনের সন্তানদের সীমাস্থ যব্বোক্ নদী পর্য্যন্ত, [৩] এবং জঙ্গলভূমিতে কিন্নেরৎ হ্রদের পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত, ও বৈৎযিশীমোতের পথে জঙ্গলভূমিস্থ লবনসমুদ্রের পূর্ব্ব তীর পর্য্যন্ত, এবং অস্দোৎপিস্গার অধঃস্থিত দক্ষিণ দেশে কর্তৃত্বকারী ছিল। [৪] এবং বাশনীয় ওগ রাজার অঞ্চলও তাহাদের হস্তগত হইল; সে অবশিষ্ট রফায়ীয় বংশোদ্ভব ছিল, এবং অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে বাস করিত। [৫] সে হর্ম্মোণ পর্ব্বতে ও সল্খাতে ও গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় বাশন দেশে এবং হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার সীমা পর্য্যন্ত অর্দ্ধগিলিয়দ্ দেশে কর্তৃত্বকারী ছিল। [৬] সদাপ্রভুর দাস মোশি ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ এই দুই রাজাকে নিহত করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভুর দাস মোশি সেই দেশ অধিকারার্থে রূবেণীয় ও গাদীয় লোকদিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধবংশকে দিয়াছিল।

[৭] অথ যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিগে লিবানোনের সমস্থলীতে স্থিত বাল্গাদ্ অবধি সেয়ীরগামি হালক্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ দেশীয় যে২ রাজাকে বধ করিল, ও যিহোশূয় যাহাদের দেশ অধিকারার্থে স্ব২ বিভাগানুসারে ইস্রায়েলের বংশদিগকে দিল, সেই সকল রাজা, [৮] অর্থাৎ পর্ব্বত ও নিম্নভূমি ও জঙ্গলভূমি ও অধিত্যকা ও প্রান্তর ও দক্ষিণাঞ্চল নিবাসি হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও কনানীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় [সকল রাজা] এই২। [৯] যিরীহোর এক রাজা, বৈথেলের নিকটস্থ অয়ের এক রাজা, [১০] যিরূশালেমের এক রাজা, হিব্রোণের এক রাজা, [১১] যর্মূতের এক রাজা, লাখীশের এক রাজা, [১২] ইগ্লোনের এক রাজা, গেষরের এক রাজা, [১৩] দবীরের এক রাজা, গেদরের এক রাজা, [১৪] হর্মার এক রাজা, অরাদের এক রাজা, [১৫] লিব্নার এক রাজা, অদুল্লমের এক রাজা, [১৬] মক্কেদার এক রাজা, বৈথেলের এক রাজা, [১৭] তপূহের এক রাজা, হেফরের এক রাজা, [১৮] অফেকের এক রাজা, লশারোণের এক রাজা, [১৯] মাদোনের এক রাজা, হাৎসোরের এক রাজা, [২০] শিম্রোণ-মরোনের এক রাজা, অক্ষফের এক রাজা, [২১] তানকের এক রাজা, মগিদ্দোর এক রাজা, [২২] কেদশের এক রাজা, কর্ম্মিলস্থ যগ্নিয়ামের এক রাজা, [২৩] দোর্ উপগিরিতে স্থিত দোরের এক রাজা, গিল্গলস্থ গোয়ীমের এক রাজা, [২৪] তির্সার এক রাজা; সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ রাজা।

১৩ অধ্যায়।

[১] অপর যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলা; কিন্তু এখনো অধিকার করিতে বিস্তর দেশ অবশিষ্ট আছে। [২] সেই অবশিষ্ট দেশের নির্ণয়। পলেষ্টীয়দের সমস্ত মণ্ডল, এবং গশূরীয় নামক সমস্ত অঞ্চল; [৩] ফলতঃ মিসরের সম্মুখস্থ কালোনদী অবধি ইক্রোণের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত ঘসাতীয় ও অস্দোদীয় ও অস্কিলোনীয় ও গাতীয় ও ইক্রোণীয়, পলেষ্টীয়দের এই পাঁচ অধ্যক্ষের দেশ ও দক্ষিণ দিক্স্থ অব্বীয় দেশ কনানীয়দের অধিকাররূপে গননীয়। [৪] কনানীয়দের সমস্ত দেশ, ও ইমোরীয়দের সীমাস্থিত অফেক পর্য্যন্ত সীদোনীয়দের অধীন মিয়ারা। [৫] এবং গিব্লীয়দের দেশ ও হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের তলস্থিত বাল্গাদ্ অবধি হমাতে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় দিক্স্থ সমস্ত লিবানোন্। [৬] লিবানোন্ অবধি মিস্রফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত পর্ব্বত নিবাসি সমস্ত সীদোনীয় লোকদের দেশ। আমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব; আমি যেমন

তোমাকে আজ্ঞা করিলাম, তদ্রূপ তুমি কোন মতে তাহা অধিকারার্থে ইস্রায়েলকে অংশ করিয়া দেও। [৭] এই ক্ষণে অধিকারার্থে নয় বংশকে ও মনঃশির অর্দ্ধবংশকে এই দেশ অংশ করিয়া দেও। [৮] [অন্য অর্দ্ধ বংশ] ও রূবেণীয় ও গাদীয় লোকেরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোশির দত্ত আপন ২ অধিকার পাইয়াছে, যেহেতুক সদাপ্রভুর দাস মোশি তাহাদিগকে [৯] অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি এবং নদীগর্ত্তস্থ নগর ও দীবোন্ পর্য্যন্ত মেদবার সমস্ত সমভূমি; [১০] এবং অম্মোনের সন্তানগণের সীমা পর্য্যন্ত হিষ্‌বোনে কর্ত্তৃত্বকারি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার সমস্ত নগর; [১১] এবং গিলিয়দ্ ও গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের অঞ্চল ও সমস্ত হর্মোণ পর্ব্বত এবং সল্‌খা পর্য্যন্ত সমস্ত বাশন্, [১২] অর্থাৎ অষ্টারোতে ও ইদ্রিয়ীতে রাজত্বকারি রফায়ীয়দের মধ্যে অবশিষ্ট ওগের বাশন্ রাজ্য দিয়াছিল; কেননা মোশি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া অধিকারচ্যুত করিয়াছিল। [১৩] তথাপি ইস্রায়েলের সন্তানগণ গশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই; সেই গশূরীয়েরা ও মাখাথীয়েরা অদ্যাপি ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করিতেছে।

[১৪] কেবল লেবি বংশকে [মোশি] কিছু অধিকার দিল না; তাহার প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার তাহার অধিকার হইল।

[১৫] মোশি রূবেণের সন্তানদের বংশকে তাহাদের গোষ্ঠ্যনুসারে অধিকার দিল। [১৬] অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি তাহাদের সীমা ছিল, এবং নদীগর্ত্তস্থ নগর ও মেদবার নিকটস্থ সমস্ত সমভূমি; [১৭] এবং হিষ্‌বোন্ ও সমভূমিস্থ তাহার সমস্ত নগর, অর্থাৎ দীবোন্ ও বামোৎ-বাল্ ও বৈৎবাল্‌মিয়োন্, [১৮] ও যহস্ ও কদেমোৎ ও মেফাৎ, ও [১৯] কিরিয়াথয়িম্ ও সিব্‌মা ও তলভূমির পর্ব্বতস্থ সেরৎশহর, [২০] ও বৈৎপিয়োর্ ও অস্‌দোৎ-পিস্‌গা ও বৈৎযিশীমোৎ; [২১] এবং সমভূমিস্থ সমস্ত নগর প্রভৃতি হিষ্‌বোনে রাজত্বকারি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার সমুদয় রাজ্য; কেননা মোশি তাহাকে এবং মিদিয়নের অধ্যক্ষগণকে অর্থাৎ তদ্দেশনিবাসি ইবি ও রেকম্ ও সূর্ ও হূর্ ও রেবা নামে সীহোনের অগ্রণীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল। [২২] ইস্রায়েলের সন্তানগণ খড়্গাধারে যাহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বিলিয়মকেও বধ করিয়াছিল। [২৩] আর যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল রূবেণের সন্তানদের সীমা ছিল; রূবেণের সন্তানদের গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

[২৪] আর মোশি গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠ্যনুসারে গাদ বংশকে অধিকার দিল। [২৫] যাসের্ ও গিলিয়দের সমস্ত নগর, ও রব্বার সম্মুখস্থ অরোয়ের্ পর্য্যন্ত অম্মোনের সন্তানগণের অর্দ্ধদেশ তাহাদের সীমা হইল। [২৬] এবং হিষ্‌বোন্ অবধি রামৎ-মিস্‌পী ও বটোনীম্ পর্য্যন্ত ও মহনয়িম্ অবধি দবীরের সীমা পর্য্যন্ত; [২৭] ও তলভূমিতে বৈথারম্ ও বৈৎনিম্রা ও সুক্কোৎ ও সাফোন্ ও হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার অবশিষ্ট রাজ্য, এবং যর্দ্দনের পূর্ব্বতীর অর্থাৎ কিন্নেরৎ হ্রদের প্রান্ত পর্য্যন্ত যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল। [২৮] গাদের সন্তানগণের গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রামের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধিকার হইল।

[২৯] আর মোশি মনঃশির সন্তানগণের অর্দ্ধবংশের গোষ্ঠ্যনুসারে মনঃশির অর্দ্ধবংশকে অধিকার দিল। [৩০] তাহাদের সীমা মহনয়িম্ অবধি সমস্ত বাশন্ দেশ অর্থাৎ বাশনস্থ ওগ রাজার সমস্ত রাজ্য ও বাশনস্থ যায়ীরের সমস্ত নগর অর্থাৎ ষাইট নগর; [৩১] এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ্ ও অষ্টারোৎ ও ইদ্রিয়ী নগর, ওগের বাশনস্থ রাজ্যস্থিত এই সকল নগর মনঃশির পুত্র মাখীরের সন্তানগণের অর্থাৎ গোষ্ঠ্যনুসারে মাখীরের সন্তানগণের অর্দ্ধবংশের অধিকার হইল। [৩২] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে যিরীহোর সমীপে মোয়াবের জঙ্গলভূমিতে মোশি এই সকল দেশ অধিকারার্থে অংশ করিয়া লোকদিগকে দিয়াছিল। [৩৩] কিন্তু লেবির বংশকে মোশি কোন দেশাধিকার দিল না; তাহাদের প্রতি আপন বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদের অধিকারস্বরূপ হইলেন।

১৪ অধ্যায়।

[১] অপর কনান্‌দেশে ইস্রায়েলের সন্তানগণ এই ২ অংশ নিরূপণ করিল; ফলতঃ ইলিয়াসর যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের যাবতীয় বংশের পিতৃকুলপতিগণ এই সকল অংশ নিরূপণ করিল। [২] সদাপ্রভু মোশিদ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা গুলিবাঁটদ্বারা সাড়ে নয় বংশের অংশ নিরূপণ করিল। [৩] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোশি তাহাদের আড়াই বংশকে অধিকার দিয়াছিল, কিন্তু লেবীয়দিগকে অধিকার দেয় নাই। [৪] বস্তুতঃ যোষেফের সন্তানগণ মনঃশি ও ইফ্রয়িম এই দুই বংশ হইয়াছিল; তাহাতে লেবীয়দিগকে কতকগুলি বাসনগর এবং পশ্বাদি সংস্থানার্থে তাহার পরিসরভূমি ব্যতিরেকে দেশের মধ্যে আর কোন অংশ দেওয়া গেল না। [৫] সদাপ্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া আপনাদের মধ্যে দেশ বিভাগ করিয়া লইল।

[৬] ঐ সময়ে যিহূদার সন্তানগণ গিল্‌গলে যিহোশূয়ের নিকটে আইলে কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব্ তাহাকে কহিল, সদাপ্রভু তোমার ও আমার বিষয়ে কাদেশ্-বর্ণেয়ে ঈশ্বরের লোক মোশিকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।

৭ আমার চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে সদাপ্রভুর দাস মোশি দেশ নিরীক্ষণ করিতে কাদেশ্-বর্ণেয়-হইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহাতে আমি সরল অন্তঃকরণে তাহার নিকটে সংবাদ আনিয়া দিলাম। ৮ ফলতঃ আমার যে ভ্রাতৃগণ আমার সহিত গিয়াছিল, তাহারা লোকদের হৃদয় গলিত করিল; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ রূপে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগত থাকিলাম। ৯ এই জন্যে মোশি ঐ দিবসে দিব্য করিয়া কহিল, যে ভূমির উপরে তোমার পদার্পণ হইল, সেই ভূমি তোমার ও যুগানুক্রমে তোমার সন্তানগণের অধিকার হইবে; কেননা তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগত হইয়াছ। ১০ এখন দেখ, প্রান্তরে ইস্রায়েলের ভ্রমণ কালে যে সময়ে সদাপ্রভু মোশিকে সেই কথা কহিয়াছিলেন, তদবধি সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর আমাকে জীবৎ রাখিয়াছেন; অতএব দেখ, অদ্য আমি পঞ্চাশীতি বৎসর বয়স্ক হইলাম। ১১ মোশি যে দিবসে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই দিবসে আমি যেমন বলবান্ ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ আছি; যুদ্ধ করণার্থে ও গমনাগমন করণার্থে আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনও সেই রূপ আছে। ১২ অতএব সে দিবসে সদাপ্রভু যে পর্ব্বতের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এই সেই পর্ব্বত আমাকে দেও; কেননা অনাকীয়েরা সেখানে থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীরবেষ্টিত, ইহা তুমি সে দিবসে শুনিয়াছিলা; কিন্তু যদিস্যাৎ সদাপ্রভু আমার সহিত থাকেন, তবে বোধ হয়, সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে আমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিব। ১৩ তাহাতে যিহোশূয় তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যিফুন্নির পুত্র কালেব্কে অধিকারার্থে হিব্রোণ্ দিল। ১৪ এই রূপে অদ্য পর্য্যন্ত হিব্রোণ্ কনিসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেবের অধিকার রহিয়াছে; কেননা সে সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুগত ছিল। ১৫ পূর্ব্বকালে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়থর্ব [অর্ব-পুর] ছিল; ঐ অর্ব অনাকীয়দের মধ্যে মহল্লোক ছিল। পরে দেশে যুদ্ধবিরাম হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ অপর গুলিবাঁটক্রমে আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদার সন্তানগণের বংশের অংশ নিরূপিত হইল; ইদোমের সীমার পার্শ্বস্থ সিন্ প্রান্তর দক্ষিণদিগে তাহার দক্ষিণ প্রান্ত ছিল। ২ এবং তাহার দক্ষিণ সীমা লবণ সমুদ্রের প্রান্ত অর্থাৎ দক্ষিণদিগভিমুখ খাড়ী অবধি ৩ দক্ষিণদিগে অক্রব্বীম ঘাট দিয়া সিন্ পর্য্যন্ত গেল, এবং দক্ষিণে কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগামী হইল; পরে হিষ্রোণে যাইয়া অদ্দরের প্রতি ঊর্দ্ধগামী হইয়া কর্কা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল। ৪ পরে অস্মোন হইয়া মিসরনদী পর্য্যন্ত নির্গমন করিল, ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল; এই তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। ৫ এবং পূর্ব্বসীমা যর্দ্দনের মুহানা পর্য্যন্ত লবণসমুদ্র; এবং উত্তর দিগের সীমা যর্দ্দনের মুহানা অর্থাৎ ঐ সমুদ্রের খাড়ী অবধি ৬ বৈথ-গ্লায় ঊর্দ্ধগমন করিয়া বৈথরাবার উত্তরদিগ্ হইয়া গেল, পরে সে সীমা রুবেন্ বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া গেল। ৭ পরে সে সীমা আখোর তলভূমিহইতে দবীরের দিগে গেল; পরে নদীর দক্ষিণ পারস্থ অদুম্মীম্ ঘাটের সম্মুখস্থ গিল্গলের প্রতি মুখ করিয়া উত্তরদিগে গেল, ও ঐন্-শেমশ্ নামক জলাশয়ের প্রতি চলিয়া গেল, ও তাহার অন্তভাগ ঐন্-রোগেলে ছিল। ৮ সে সীমা বিন্-হিন্নোম্ নামে উপত্যকা দিয়া উঠিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালেমের দক্ষিণ পার্শ্বে গেল; পরে ঐ সীমা পশ্চিমে হিন্নোম্ নামে উপত্যকার সম্মুখে অর্থাৎ রফায়িম্ নামে তলভূমির উত্তরপ্রান্তে স্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত গেল। ৯ পরে ঐ সীমা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবধি নিপ্তোহের জলের উনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং ইফ্রোণ পর্ব্বতস্থ নগরে তাহার অন্তভাগ ছিল। এবং সে সীমা বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ নগরের প্রতি ফিরিল; ১০ পরে সে সীমা বালাহইতে সেয়ীর্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত পশ্চিম দিগে ঘুরিয়া যিয়ারীম্ পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ব অর্থাৎ কসালোন পর্য্যন্ত গেল; পরে বৈৎশেমশে অধোগামী হইয়া তিম্না পর্য্যন্ত গেল। ১১ এবং সে সীমা ইক্রোণের উত্তরপার্শ্ব পর্য্যন্ত গমন করিল; পরে সে সীমা শিক্করোন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং বালা পর্ব্বত হইয়া যব্নিয়েলে তাহার অন্তভাগ ছিল; ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। ১২ এবং পশ্চিম সীমা মহাসমুদ্র ও তাহার অঞ্চল পর্য্যন্ত; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদার সন্তানগণের চতুর্দ্দিক্স্থিত সীমা এই সকল জানিবা।

১৩ অপর [যিহোশূয়] সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেবের অংশার্থে অনাকের পিতা অর্বের নামে বিখ্যাত কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ দিল। ১৪ এবং কালেব্ তথাহইতে অনাকের বংশ শেশয় ও অহীমান্ ও তল্ময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে অধিকারচ্যুত করিল। ১৫ পরে তথাহইতে দবীর্নিবাসিদের নিকটে গমন করিল; পূর্ব্বকালে ঐ দবীর কিরিয়ৎ-সেফর্ নামে বিখ্যাত ছিল।

১৬ সেই সময়ে কালেব্ কহিল, যে জন কিরিয়ৎ-সেফর্ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি আপন কন্যা অক্ষার বিবাহ দিব। ১৭ তাহাতে কালেবের ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে সে তাহার সহিত আপন কন্যা অক্ষার বিবাহ দিল। ১৮ অপর ঐ কন্যা আগমন কালে আপন পিতার নিকটে এক ক্ষেত্র চাহিতে [স্বামির] সম্মতি লইয়া গর্দ্দভহইতে না-

মিল; তাহাতে কালেব্ তাহাকে কহিল, তুমি কি চাহ? [19] সে উত্তর করিল, আপনি আমাকে এক বর দিউন, কেননা দক্ষিণাভিমুখ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুই আমাকে দিউন। তাহাতে সে উপরিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।

[20] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদার সন্তানদের বংশের এই সকল অধিকার। [21] দক্ষিণাঞ্চলে ইদোমের সীমার নিকটে যিহূদার সন্তানদের বংশের প্রান্তস্থিত নগর কব্সেল্ ও এদর্ ও যাগুর, [22] ও কীনা ও দীমোনা ও অদাদা, [23] ও কেদশ্ ও হাৎসোর ও যিৎনন্; [24] সীফ্ ও টেলম্ ও বালোৎ, [25] ও হাৎসোর্-হদত্তা ও করিয়োৎ-হিষ্রোণ্ কিম্বা হাৎসোর্; [26] অমাম্ ও শমা ও মোলাদা, [27] ও হৎসর-গদ্দা ও হিষ্মোন্ ও বৈৎপেলট, [28] ও হৎসর্-শিয়াল্ ও বের্শেবা ও বিষিয়োথিয়া; [29] বালা ও ইয়ীম্ ও এৎসম্, [30] ও ইল্তোলদ্ ও কসীল্ ও হর্মা, [31] ও সিক্লগ্ ও মদ্মন্না ও সন্সন্না, [32] ও লবায়োৎ ও শিল্হীম্ ও ঐন্ ও রিম্মোন্, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ সকলে ঊনত্রিশ নগর ছিল।

[33] এবং নিম্নভূমিতে ইষ্টায়োল্ ও সরিয় ও অস্না, [34] ও সানোহ ও ঐন্গন্নীম্; তপূহ ও ঐনম্, [35] যর্মূৎ ও অদুল্লম্, সোখো ও অসেকা, [36] ও শারয়িম ও অদীথয়িম্ ও গদেরা ও গদেরোথয়িম্, তাহাদেয় গ্রামশুদ্ধ চৌদ্দ নগর ছিল। [37] সনান্ ও হদাশা ও মিগ্দল্গাদ, [38] ও দিলিয়ন্ ও মিস্পী ও যক্তেল্; [39] লাখীশ্ ও বস্কৎ ও ইগ্লোন্ [40] ও কব্বোন্ ও লহমস্ ও কিৎলীশ্, [41] ও গদেরোৎ; বৈৎদাগোন্, ও নয়মা ও মক্কেদা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ষোল নগর ছিল। [42] লিব্না ও এথর্ ও আশন্, [43] ও যিপ্তহ ও অস্না ও নৎসীব্, [44] ও কিয়ীলা ও অক্ষীব্ ও মারেশা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল। [45] ইক্রোণ্ ও তাহার উপনগর ও গ্রাম; [46] ইক্রোণ্ অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত অসদোদের নিকটস্থ সমস্ত স্থান ও গ্রাম, [47] [অর্থাৎ] অস্দোদ্ ও তাহার উপনগর ও গ্রাম; ঘসা ও মিসরনদী পর্য্যন্ত তাহার উপনগর ও গ্রাম; এবং মহাসমুদ্র তাহার সীমা ছিল।

[48] অপিচ পর্ব্বতে শামীর্ ও যত্তীর্ ও সোখো, [49] ও দন্না ও কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দবীর্, [50] ও অনাব্ ও ইষ্টিমোয় ও আনীম্, [51] ও গোশন্ ও হোলোন্ ও গীলো, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ এগার নগর ছিল। [52] অরাব্ ও দূমা ও ইশিয়ন্ ও [53] যানূম ও বৈত্তপূহ ও অফেকা, [54] ও হুম্টা ও কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ ও সীয়োর, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল। [55] এবং মায়োন্, কর্ম্মিল্ ও সীফ্ ও যুটা, [56] ও যিষ্রিয়েল্ ও যগ্দিয়াম্ ও সানোহ, [57] হক্কয়িন্ ও গিবিয়া ও তিম্না, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ দশ নগর ছিল। [58] হল্হূল্ ও বৈৎসূর ও গদোর, [59] ও মারৎ ও বৈথনোৎ ও ইল্তকোন্, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। [60] কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম ও রব্বা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ দুই নগর ছিল।

[61] প্রান্তরে বৈৎরাবাও মিদ্দীন্ ও সকাখা, [62] ও নিব্শন ও লবণনগর ও ঐন্গদী, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। [63] পরন্তু যিহূদার সন্তানগণ যিরূশালেম্নিবাসি যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না; তাহাতে যিবূষীয়েরা অদ্যাবধি যিহূদার সন্তানগণের সহিত যিরূশালেমে বাস করিতেছে।

১৬ অধ্যায়।

[1] অপর গুলিবাঁটক্রমে যোষেফের সন্তানদের অংশ নিরূপিত হইল। যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্স্থিত যিরীহোর জল অবধি যিরীহোহইতে বৈথেল্ পর্ব্বতে উর্দ্ধগামি প্রান্তরে আরম্ভ করিয়া [2] [তাহার সীমা] বৈথেলহইতে লূসে গমন করিল, ও অর্কীয় সীমাস্থ অটারোতে গমন করিল। [3] এবং পশ্চিমদিগে যফ্লেটীয় সীমার প্রতি নিম্নতর বৈথোরোণের সীমা ও গেষর্ পর্য্যন্ত গমন করিল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। [4] এই রূপে যোষেফের সন্তান মনঃশি ও ইফ্রয়িম্ আপন ২ অধিকার গ্রহণ করিল।

[5] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িমের সন্তানগণের সীমা এই; পূর্ব্বদিগে উচ্চতর বৈথোরোণ্ পর্য্যন্ত অটারোৎ-অদ্দর্ তাহাদের অধিকারের সীমা হইল: [6] পরে ঐ সীমা পশ্চিমদিগে মিক্মথতের উত্তরে নির্গত হইল; পরে সে সীমা পূর্ব্বদিগে ঘুরিয়া তানৎশীলো পর্য্যন্ত যাইয়া তাহার নিকট হইয়া পূর্ব্বদিগে যানোহে গেল। [7] পরে যানোহহইতে অটারোৎ ও নারৎ হইয়া যিরীহো পর্য্যন্ত গিয়া যর্দ্দনে নির্গত হইল। [8] পরে সে সীমা তপূহহইতে পশ্চিমদিগ্ হইয়া কান্না নদী দিয়া গেল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িমের সন্তানগণের বংশের এই অধিকার। [9] এতদ্ভিন্ন মনঃশির সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে ইফ্রয়িমের সন্তানগণের পৃথক্স্থিত নানা নগর ও তাহার গ্রাম ছিল। [10] পরন্তু তাহারা গেষর্বাসি কনানীয়দিগকে অধিকারচ্যুত না করাতে কনানীয়েরা অদ্য পর্য্যন্ত ইফ্রয়িমের মধ্যে বাস করত তাহাদের করাধীন দাস হইয়া রহিয়াছে।

১৭ অধ্যায়।

[1] পরে গুলিবাঁটক্রমে মনঃশি বংশের অংশ নিরূপিত হইল, কেননা সে যোষেফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলিয়দের কর্ত্তা অর্থাৎ মনঃশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মাখীর যোদ্ধা হওন প্রযুক্ত গিলিয়দ ও বাশন্ পাইয়াছিল। [2] অতএব [ঐ অংশ] আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে মনঃশির অন্য ২ সন্তানদের হইল, অর্থাৎ অবীয়েষরের সন্তানগণ ও হেলকের সন্তান

গণ ও অস্রীয়েলের সন্তানগণ ও শেখমের সন্তানগণ ও হেফরের সন্তানগণ ও শমীদার সন্তানগণ, ইহাদের অংশ হইল; এই সকলে আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যোষেফের পুত্র মনঃশির পুত্রসন্তান ছিল। ৩ পরন্তু মনঃশির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র সলফাদের পুত্রসন্তান ছিল না; কেবল কতিপয় কন্যা ছিল; তাহার কন্যাদের নাম মহলা ও নোয়া ও হগ্‌লা ও মিল্কা ও তির্সা। ৪ ইহারা ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও অধ্যক্ষগণের সাক্ষাতে আসিয়া কহিল, আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে এক অধিকার দিতে সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সে তাহাদের পিতার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে এক অধিকার দিল। ৫ অতএব যর্দ্দনের ওপারস্থিত গিলিয়দ্ ও বাশন্ ভিন্ন মনঃশির দশ অংশ হইল; ৬ কেননা মনঃশির পুত্রদের মধ্যে কন্যাদেরও অধিকার ছিল; এবং মনঃশির অবশিষ্ট পুত্রগণ গিলিয়দ্ দেশ পাইল।

৭ মনঃশির সীমা আশেরহইতে শিখিমের সম্মুখস্থিত মিক্‌মথৎ পর্য্যন্ত ছিল; পরে ঐ সীমা দক্ষিণদিগ্ হইয়া ঐন্তপূহনিবাসিদের নিকট পর্য্যন্ত গেল। ৮ মনঃশি তপূহ দেশ পাইল, কিন্তু মনঃশির সীমান্তঃপাতি তপূহ [নগর] ইফ্রয়িমের সন্তানগণের অধিকার হইল; ৯ ঐ সীমা কান্না নদীর দক্ষিণ তীরে নামিয়া গেল; মনঃশির সকল নগরের মধ্যে স্থিত এই সকল নগর ইফ্রয়িমের ছিল; মনঃশির সীমা নদীর উত্তরদিগে ছিল, এবং তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল। ১০ দক্ষিণ দিগে ইফ্রয়িমের ও উত্তর দিগে মনঃশির অধিকার ছিল, এবং সমুদ্র তাহার সীমা ছিল; এবং তাহারা উত্তরদিগে আশেরের ও পূর্ব্বদিগে ইষাখরের পার্শ্ববর্ত্তী ছিল। ১১ এবং ইষাখরের ও আশেরের মধ্যে উপনগরের সহিত বৈৎশান্ ও উপনগরের সহিত যিব্লিয়ম্ ও উপনগরের সহিত দোর্ এবং উপনগরের সহিত ঐন্‌দোর্ ও উপনগরের সহিত তানক্ ও উপনগরের সহিত মগিদ্দো, এই তিন উপগিরি মনশিঃ পাইল। ১২ তথাপি মনঃশির সন্তানগণ সেই নগরস্থদিগকে অধিকারচ্যুত করিতে পারিল না; কনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করিতে সাহস করিল। ১৩ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ পরাক্রান্ত হইয়া কনানীয়দিগকে করাধীন করিল, কিন্তু নিঃশেষে অধিকারচ্যুত করিল না।

১৪ পরে যোষেফের সন্তানগণ যিহোশূয়ের কাছে নিবেদন করিয়া কহিল, তুমি অধিকারার্থে আমাকে কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন দিলা? এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাকে এতাবৎ আশীর্ব্বাদ করাতে আমি বহুপ্রজ হইয়াছি। ১৫ তাহাতে যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, যদি তুমি বহুপ্রজ হইয়া থাক, তবে ঐ অরণ্যে উঠিয়া যাও; এই ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত যদি সঙ্কীর্ণ বোধ হয়, তবে ঐ স্থানে পরিষীয়দের ও রফায়ীয়দের দেশে আপনার জন্যে বন কাটিয়া ফেল। ১৬ তাহাতে যোষেফের সন্তানগণ কহিল, এই পর্ব্বতে আমাদের সম্পোষ্য হয় না, এবং তলভূমিতে, বিশেষতঃ বৈৎশানে ও তাহার উপনগরে এবং যিষ্রিয়েলের তলভূমিতে যে সকল কনানীয় লোক বাস করে, তাহাদের লৌহ রথ আছে। ১৭ পরে যিহোশূয় যোষেফের কুলকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম্ ও মনঃশিকে কহিল, তুমি বহুপ্রজ ও মহাপরাক্রমবিশিষ্ট; তোমার কেবল একাংশ হইবে না। ১৮ কিন্তু পর্ব্বত তোমার হইবে; তাহাতে তো বন আছে, সেই বন কাটিয়া ফেলিলে তাহার অধোভাগ তোমার হইবে; কেননা কনানীয়দের লৌহ রথ থাকিলেও এবং তাহারা পরাক্রান্ত হইলেও তুমি তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা।

১৮ অধ্যায়।

১ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী শীলোতে সমাগত হইয়া সেই স্থানে সমাগমের তাম্বু স্থাপন করিল; দেশ তাহাদের সম্মুখে পরাজিত ছিল।

২ ঐ সময়ে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে অধিকার অপ্রাপ্ত সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল। ৩ তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিল, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিলেন, সেই দেশে যাইয়া তাহা অধিকার করিতে তোমরা আর কত কাল শৈথিল্য করিবা? ৪ তোমরা আপনাদের এক ২ বংশের মধ্যহইতে তিন ২ জনকে দেও; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেকের অধিকারানুসারে তাহা নির্ণয় করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসিবে। ৫ এবং তোমরা তাহা সাত অংশ করিবা; দক্ষিণদিগে আপন সীমাতে যিহূদা থাকিবে, এবং উত্তরদিগে আপন সীমাতে যোষেফের কুল থাকিবে। ৬ এই রূপে তোমরা দেশকে সাত অংশ করিয়া তাহার নির্ণয় লিখিয়া আমার কাছে আনিবা; আমি এই স্থানে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিব। ৭ কিন্তু তোমাদের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ নাই, কেননা সদাপ্রভুর যাজকত্বপদ তাহাদের অধিকার; আর গাদ্ ও রূবেন্ [বংশ] ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে সদাপ্রভুর দাস মোশির দত্ত আপনাদের অধিকার পাইয়াছে। ৮ পরে সেই লোকেরা উঠিয়া যাত্রা করিল; আর যিহোশূয় সেই দেশনির্ণয়কারিদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেশ নির্ণয় করিলে পর আমার নিকটে ফিরিয়া আইস; তাহাতে আমি এই শীলোতে সদা-

প্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের জন্যে গুলিবাঁট করিব। [৯] পরে ঐ লোকেরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল, এবং নগরানুসারে সাত অংশ করিয়া পত্রেতে তাহার নির্ণয় লিখিল; পরে শীলোস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে ফিরিয়া আইল।

[১০] পরে যিহোশূয় শীলোতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের জন্যে গুলিবাঁট করিল; এই রূপে যিহোশূয় সেই স্থানে ইস্রায়েলের সন্তানগণের বিভাগানুসারে দেশ অংশ করিয়া তাহাদিগকে দিল।

[১১] অনন্তর গুলিবাঁটক্রমে এক অংশ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল। গুলিবাঁটে নির্দ্দিষ্ট তাহাদের সীমা যিহূদার সন্তানগণের ও যোষেফের সন্তানগণের মধ্যে হইল। [১২] তাহাদের উত্তর সীমা যর্দ্দন্ অবধি যিরীহোর উত্তরপার্শ্ব দিয়া গেল, পরে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিগে প্রান্তর পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈথাবনে গেল। [১৩] তথাহইতে ঐ সীমা লূসে, বরং লূসের দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল, তাহাই বৈথেল; এবং নিম্নতর বৈথোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত দিয়া অটারোৎ-অদ্দরের প্রতি নামিয়া গেল। [১৪] তথাহইতে ঐ সীমা ফিরিয়া পশ্চিমদিগভিমুখ হইয়া বৈথোরোণের দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত অবধি দক্ষিণদিগে গিয়া যিহূদার সন্তানগণের কিরিয়ৎ-বাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নামক নগর পর্য্যন্ত গেল; ইহা পশ্চিম সীমা। [১৫] এবং দক্ষিণ সীমা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্তাবধি গেল, এবং সে সীমা পশ্চিম দিগে নির্গত হইয়া নিপ্তোহের উনুই পর্য্যন্ত গমন করিল। [১৬] এবং ঐ সীমা রফায়ীম্ তলভূমির উত্তরদিক্স্থিত ও বিন-হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখস্থ পর্ব্বতের প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোম উপত্যকা দিয়া যিবূষের দক্ষিণ পার্শ্বে নামিয়া আসিয়া ঐন্-রোগেলে গেল। [১৭] অপর উত্তরদিগে ফিরিয়া ঐন্শেমশে গমন করিল, এবং অদুম্মীম্ ঘাটের সম্মুখস্থ গলীলোতের প্রতি নির্গত হইয়া রূবেন্ বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। [১৮] এবং উত্তরদিগে জঙ্গলভূমির সম্মুখস্থ পার্শ্বে গিয়া জঙ্গলভূমিতে নামিয়া গেল। [১৯] এবং ঐ সীমা বৈথহগ্লার উত্তর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল; যর্দ্দনের দক্ষিণ প্রান্তস্থ লবণসমুদ্রের উত্তর খাড়ী সেই সীমার প্রান্ত ছিল, ইহা দক্ষিণ সীমা। [২০] এবং পূর্ব্বদিগে যর্দ্দন্ তাহার সীমা ছিল; আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের চতুর্দ্দিক্স্থিত এই অধিকার ছিল। [২১] আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের বংশের নগর যিরীহো ও বৈথহগ্লা ও এমক-কৎসিশ্ [২২] ও বৈথরাবা ও সিমারয়িম্ ও বৈথেল, [২৩] ও অব্বীম্ ও পারা ও অফ্রা, [২৪] ও কফর-ম্মোনী ও অফ্নি ও গেবা; গ্রামশুদ্ধ এই দ্বাদশ নগর ছিল। [২৫] গিবিয়োন্ ও রামৎ ও বেরোৎ, [২৬] ও মিস্পী ও কফীরা ও মোৎসা, [২৭] ও রেকম্ ও যির্পেল্ ও তরলা, [২৮] ও সেলা ও এলফ ও যিবূষ্ অর্থাৎ যিরূশালেম্, গিবিয়া ও কিরিয়ৎ; গ্রামশুদ্ধ এই চৌদ্দ নগর আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীনের সন্তানগণের অধিকার হইল।

১৯ অধ্যায়।

[১] পরে গুলিবাঁটক্রমে দ্বিতীয় অংশ শিমিয়োনের অর্থাৎ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োনের সন্তানদের বংশের নামে উঠিল; তাহাদের অধিকার যিহূদার সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে হইল। [২] তাহাদের অধিকারের মধ্যে বেরশেবা ও শেবা ও মোলাদা; [৩] ও হৎসর্শিয়াল্ ও বালা ও এৎসম্, [৪] ও ইল্তোলদ্ ও বথূল্ ও হর্মা, [৫] ও সিক্লগ্ ও বৈৎমর্কাবোৎ ও হৎসর্-সূষীম্, [৬] ও বৈৎলবায়োৎ ও শারূহন্; আপন২ গ্রামশুদ্ধ তেরো নগর ছিল। [৭] ঐন্ ও রিম্মোন্ ও এথর্ ও আশন্, আপন২ গ্রামশুদ্ধ চারি নগর ছিল। [৮] এবং বালৎ-বের ও দক্ষিণ দেশস্থ রামৎ পর্য্যন্ত ঐ২ নগরের চতুর্দ্দিক্স্থিত সমস্ত গ্রাম। ইহাই আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োনের সন্তানদের বংশের অধিকার হইল। [৯] শিমিয়োনের সন্তানগণের এই অধিকার যিহূদার সন্তানগণের অধিকারের এক ভাগ ছিল, কেননা যিহূদার সন্তানগণের অংশ আপনাদের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ছিল, অতএব শিমিয়োনের সন্তানগণ তাহাদের অধিকারের মধ্যে অধিকার পাইল।

[১০] অপর গুলিবাঁটক্রমে তৃতীয় অংশ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে সবূলূনের সন্তানদের নামে উঠিল; সারীদ্ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারের সীমা হইল। [১১] তাহাদের সীমা পশ্চিমে অর্থাৎ মরিয়লার দিগে উঠিয়া গেল, এবং দব্বেশৎ পর্য্যন্ত যাইয়া যগ্নিয়ামের সম্মুখস্থ নদী পর্য্যন্ত গেল। [১২] এবং সারীদ্ হইতে পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় দিগে ফিরিয়া কিশ্লোৎ-তাবোরের সীমা পর্য্যন্ত গেল; পরে দাবরৎ পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া যাফিয়ে উঠিয়া গেল। [১৩] এবং তথাহইতে পূর্ব্বদিগ অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের দিগ হইয়া গাৎ-হেফর্ দিয়া এৎকাৎসীন্ পর্য্যন্ত হইয়া নেয়ের দিগে পরাবর্ত্তিত রিম্মোনে গেল। [১৪] এবং ঐ সীমা হন্নাথোনের উত্তরদিগে তাহা বেষ্টন করিয়া যিপ্তহেল্ উপত্যকা পর্য্যন্ত গেল। [১৫] এবং কটৎ ও নহলোল্ ও শিম্রোণ ও যিদালা ও বৈৎলেহম্; গ্রামশুদ্ধ সকলে দ্বাদশ নগর ছিল। [১৬] আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে সবূলূনের সন্তানদের অধিকার এই সকল নগর ও তাহাদের গ্রাম।

[১৭] পরে গুলিবাঁটক্রমে চতুর্থ অংশ ইষাখরের নামে অর্থাৎ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখরের সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল। [১৮] যিষ্রিয়েল ও কসুল্লোৎ ও শূনেম্, [১৯] ও হফারয়িম্ ও শীয়োন ও অনহরৎ, [২০] ও হারব্বীৎ ও কিশিয়োন্ ও এবস্, [২১] ও রেমৎ ও ঐন্-গন্নীম ও ঐন্-হদ্দা ও বৈৎপৎসেস্ তাহাদের অধিকার হইল। [২২] এবং সে সীমা তাবোর্ ও শহৎসীম্ ও বৈৎশেমশ্ পর্য্যন্ত গেল,

ও যর্দ্দন্ তাহাদের সীমার প্রান্ত হইল; আপন ২ গ্রামের সহিত তাহাদের ষোল নগর ছিল। ২৩ গ্রামের সহিত এই সকল নগর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখরের সন্তানগণের বংশের অধিকার।

২৪ পরে গুলিবাঁটক্রমে পঞ্চম অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে আশেরের সন্তানগণের বংশের নামে উঠিল। ২৫ তাহাদের সীমা হিল্কৎ ও হলী ও বেটন্ ও অক্ষফ্, ২৬ ও অলম্মেলক্ ও অমিয়াদ্ ও মিশাল্ এবং পশ্চিমদিগে কর্ম্মিল্ ও লিব্নতের কালোনদী পর্য্যন্ত গেল। ২৭ এবং সূর্য্যোদয় দিগে বৈৎদাগোনের প্রতি ঘুরিয়া বৈথেমকের ও ন্যীয়েলের উত্তরদিগে সবূলুন্স্থিত যিপ্তহেল্ উপত্যকা পর্য্যন্ত যাইয়া বামদিগে কাবূলে, ২৮ এবং ইব্রোণে ও রহোবে ও হম্মোনে ও কান্নাতে ও মহাসীদোন্ পর্য্যন্ত গেল। ২৯ পরে সে সীমা ঘুরিয়া রামায় ও সোর্ নামক দুরাক্রম নগরে গেল, পরে ঘুরিয়া হোষাতে গেল, এবং অক্ষীব্ দেশস্থ সমুদ্রতীর, ও ৩০ উম্মা ও অফেক্ ও রহোব্ তাহার প্রান্ত হইল; তাহাদের গ্রামশুদ্ধ বাইশ নগর ছিল। ৩১ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে আশেরের সন্তানগণের বংশের অধিকার এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম।

৩২ পরে গুলিবাঁটক্রমে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালির সন্তানগণের নামে অর্থাৎ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালির সন্তানগণের নামে উঠিল। ৩৩ তাহাদের সীমা হেলফ্ অবধি অর্থাৎ সানন্নীমের নিকটস্থ অলোন্ [বন] অবধি অদামীনেকব্ ও যব্নিয়েল্ দিয়া লক্কুম্ পর্য্যন্ত গেল, ও তাহার অন্তভাগ যর্দ্দনেতে ছিল। ৩৪ এবং ঐ সীমা পশ্চিম দিগে ফিরিয়া অস্নোৎতাবোর্ পর্য্যন্ত গেল, এবং তথাহইতে হুক্কোকা পর্য্যন্ত যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সবূলূন পর্য্যন্ত, ও পশ্চিম পার্শ্বে আশের্ পর্য্যন্ত, ও সূর্য্যোদয় দিগে যর্দ্দন নিকটস্থ যিহূদা পর্য্যন্ত গেল। ৩৫ এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর সিদ্দীম্ ও সের্ ও হম্মৎ ও রক্কৎ ও কিন্নেরৎ, ৩৬ ও অদামা ও রামা ও হাৎসোর, ৩৭ ও কেদশ্ ও ইদ্রিয়ী ও ঐন্হাৎসোর, ৩৮ ও যিরোণ ও মিগদলেল্ ও হোরেম্ ও বৈথনাৎ ও বৈৎশেমশ্; আপন ২ গ্রামের সহিত উনিশ নগর ছিল। ৩৯ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালির সন্তানগণের বংশের অধিকার এই সকল নগর ও তাহাদের গ্রাম।

৪০ পরে গুলিবাঁটক্রমে সপ্তম অংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দানের সন্তানদের বংশের নামে উঠিল। ৪১ তাহাদের অধিকারের সীমা সরিয় ও ইষ্টায়োল ও ঈর্-শেমশ্, ৪২ ও শাল্বীম্ ও অয়ালোন্ ও যিৎলা, ৪৩ ও এলোন্ ও তিম্নাথা ও ইক্রোণ, ৪৪ ইল্তকী ও গিব্বথোন্ ও বালৎ, ৪৫ ও যিহূদ্ ও বনেবরক্ ও গাৎ-রিম্মোন্, ৪৬ ও মেয়র্কোন্ ও রক্কোন্ ও যাফোর সম্মুখস্থ অঞ্চল। ৪৭ পরন্তু দানের সন্তানগণের সীমা সেই সকল স্থান অতিক্রম করিল, ফলতঃ দানের সন্তানগণ লেশম নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিল, এবং তাহা হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া অধিকার করণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে বাস করিল, এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ দানের নামানুসারে লেশমের নাম দান্ রাখিল। ৪৮ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে দানের সন্তানদের বংশের অধিকার এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম।

৪৯ এই রূপে আপন ২ সীমানুসারে অধিকার করিতে তাহারা দেশ বিভাগ করণ সমাপ্ত করিলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের মধ্যে নূনের পুত্র যিহোশূয়কে এক অধিকার দিল। ৫০ তাহারা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহার যাচিত নগর অর্থাৎ ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহ তাহাকে দিল; তাহাতে সে ঐ নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। ৫১ ইলিয়াসর্ যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলপতিগণ শীলোতে সদাপ্রভুর সম্মুখে সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে গুলিবাঁটদ্বারা এই সকল অধিকার নিরূপণ করিল। এই মতে তাহারা দেশের বিভাগ করণ সমাপ্ত করিল।

২০ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহ; আমি মোশিদ্বারা তোমাদের প্রতি যাহার কথা বলিয়াছি, তোমরা আপনাদের জন্যে সেই সকল আশ্রয়নগর নিরূপণ কর। ৩ তাহাতে যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ অজ্ঞাতসারে কাহাকে বধ করে, সেই হত্যাকারী তথায় পলাইতে পারিবে, এবং সেই ২ নগর রক্তপাতের প্রতিহন্তাহইতে তোমাদের রক্ষার স্থান হইবে। ৪ আর যে কেহ তাহার মধ্যে কোন নগরে পলায়ন করিবে, সে নগরদ্বারের প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীনবর্গের কর্ণগোচরে আপনার কথা বলিবে, পরে তাহারা নগরমধ্যে আপনাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া আপনাদের মধ্যে বাস করিতে স্থান দিবে। ৫ এবং রক্তের প্রতিহন্তা তাড়না করিয়া তাহার পশ্চাৎ আইলে তাহারা তাহার হস্তে সেই হত্যাকারিকে সমর্পণ করিবে না; কেননা সে অজ্ঞাতসারে আপন প্রতিবাসিকে বধ করিয়াছে, সে পূর্ব্বে তাহার প্রতি দ্বেষ করে নাই। ৬ অতএব যাবৎ সে বিচারার্থে মণ্ডলীর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান না হয়, এবং তাৎকালিক মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে ঐ নগরে বাস করিবে; পরে সেই হত্যাকারী আপন নগরে ও আপন বাটীতে অর্থাৎ যে নগরহইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া যাইবে।

৭ তাহাতে তাহারা নপ্তালি পর্ব্বতস্থ গালীলের কেদশ্, ও ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শিখিম্, ও যিহূদা পর্ব্বতস্থ কিরিয়থর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ পবিত্র করিল। ৮ এবং যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে

তাহারা রুবেন্ বংশের [সীমান্তঃপাতি] সমভূমির প্রান্তরে স্থিত বেৎসর্, ও গাদ্ বংশের [সীমান্তঃপাতি] গিলিয়দ্স্থিত রামোৎ, ও মনঃশি বংশের [সীমান্তঃপাতি] বাশন্স্থ গোলন্ নিরূপণ করিল। ৯ কেহ প্রমাদবশতঃ নরহত্যা করিলে যাবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে না দাঁড়ায়, তাবৎ সেই স্থানে পলাইয়া যেন রক্তপ্রতিহন্তার হস্তে না মরে, এই জন্যে ইস্রায়েলের সন্তান সকলের নিমিত্তে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশি লোকের নিমিত্তে এই সকল নগর নিরূপিত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ পরে কনান্ দেশের শীলোতে লেবীয়দের পিতৃকুলপতিগণ ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের পুত্র যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের বংশ সকলের পিতৃকুলপতিগণের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে কহিল; ২ আমাদের বাসার্থ নগর ও পশুগণের জন্যে পরিসরভূমি দিবার আজ্ঞা সদাপ্রভু মোশিদ্বারা দিয়াছিলেন। ৩ তাহাতে সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন ২ অধিকারহইতে লেবীয় লোকদিগকে এই ২ নগর ও তাহাদের পরিসরভূমি দিল। ৪ কহাতীয় গোষ্ঠীদের নামে গুলিবাঁট উঠিলে লেবীয়দের মধ্যে হারোণ্ যাজকের সন্তানগণ গুলিবাঁটদ্বারা যিহুদা বংশ ও শিমিয়োন্ বংশ ও বিন্যামীন্ বংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। ৫ এবং কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ গুলিবাঁটদ্বারা ইফ্রয়িম্ বংশের গোষ্ঠীসমূহ এবং দান্ বংশ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশহইতে দশ নগর পাইল। ৬ এবং গের্শোনের সন্তানগণ গুলিবাঁটদ্বারা ইষাখর্ বংশের গোষ্ঠীসমূহ এবং আশের্ বংশ ও নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মনঃশির অর্দ্ধবংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। ৭ এবং মরারির সন্তানগণ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে রুবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও সবূলূন্ বংশহইতে দ্বাদশ নগর পাইল। ৮ এই রূপে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশিদ্বারা সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞানুসারে গুলিবাঁট করিয়া লেবীয় লোকদিগকে এই সকল নগর ও তাহাদের পরিসরভূমি দিল।

৯ বিশেষতঃ তাহারা যিহুদার সন্তানগণের বংশের ও শিমিয়োনের সন্তানগণের বংশের [অধিকার]হইতে এই ২ নামবিশিষ্ট নগর দিল। ১০ লেবির সন্তান কহাতীয় গোষ্ঠীদের মধ্যবর্ত্তি হারোণের সন্তানদের সে সকল হইল; কেননা তাহাদের নামে প্রথম গুলিবাঁট উঠিল। ১১ ফলতঃ তাহারা অনাকের পিতা অর্ব্বের নগর, অর্থাৎ যিহুদা পর্ব্বতস্থ হিব্রোণ্ ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ পরিসর তাহাদিগকে দিল। ১২ কিন্তু ঐ নগরের ক্ষেত্র ও তাহার গ্রাম সকল তাহারা অধিকারার্থে যিফুন্নির পুত্র কালেব্কে দিল।

১৩ অতএব তাহারা হারোণ যাজকের সন্তানগণকে পরিসরের সহিত নরহত্যাকারির আশ্রয়নগর হিব্রোণ্ দিল; এবং পরিসরের সহিত লিব্না, ১৪ ও পরিসরের সহিত যত্তীর, ও পরিসরের সহিত ইষ্টমোয়, ১৫ ও পরিসরের সহিত হোলোন্, ও পরিসরের সহিত দবীর্, ১৬ ও পরিসরের সহিত ঐন্, ও পরিসরের সহিত যুটা, ও পরিসরের সহিত বৈৎশেমশ, ঐ দুই বংশের [অধিকার]হইতে এই নয় নগর দিল। ১৭ এবং বিন্যামীন বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত গিবিয়োন, পরিসরের সহিত গেবা, ১৮ পরিসরের সহিত অনাথোৎ, ও পরিসরের সহিত অল্মোন, এই চারি নগর দিল। ১৯ সাকল্যে স্ব ২ পরিসর যুক্ত ত্রয়োদশ নগর হারোণের সন্তান যাজকদের অধিকার হইল।

২০ আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণ অর্থাৎ কহাতের সন্তান লেবীয়দের গোষ্ঠী সকল ইফ্রয়িম্ বংশের [অধিকার]হইতে আপনাদের অধিকার-নগর পাইল। ২১ ফলতঃ হত্যাকারির আশ্রয়নগর ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শিখিম ও তাহার পরিসর, এবং পরিসরের সহিত গেষর; ২২ ও পরিসরের সহিত কিব্সয়িম, ও পরিসরের সহিত বৈথোরোণ; এই চারি নগর তাহারা তাহাদিগকে দিল। ২৩ এবং দান্ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত ইল্তকী, পরিসরের সহিত গিব্বথোন্, ২৪ পরিসরের সহিত অয়ালোন, ও পরিসরের সহিত গাৎরিম্মোন, এই চারি নগর দিল; ২৫ এবং মনঃশির অর্দ্ধবংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত তানক্, ও পরিসরের সহিত গাৎরিম্মোন, এই দুই নগর দিল। ২৬ কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণের গোষ্ঠীদের নিমিত্তে তাহারা সাকল্যে স্ব ২ পরিসরের সহিত এই দশ নগর দিল।

২৭ পরে তাহারা লেবীয়দের গোষ্ঠীদের মধ্যে গের্শোনের সন্তানগণকে মনঃশির অর্দ্ধ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত হত্যাকারির আশ্রয়নগর বাশনস্থ গোলন্, এবং পরিসরের সহিত বীষ্টরা, এই দুই নগর দিল। ২৮ এবং ইষাখর্ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত কিশিয়োন্, পরিসরের সহিত দাবরৎ, ২৯ পরিসরের সহিত যর্মূৎ, ও পরিসরের সহিত ঐন্গন্নীম্; এই চারি নগর দিল। ৩০ এবং আশের্ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত মিশাল্, পরিসরের সহিত অব্দোন, ৩১ পরিসরের সহিত হিল্কৎ, ও পরিসরের সহিত রহোব্; এই চারি নগর দিল। ৩২ এবং নপ্তালি বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত হত্যাকারির আশ্রয়নগর গালীলস্থ কেদশ্, ও পরিসরের সহিত হমোৎদোর, ও পরিসরের সহিত কর্তন্, এই তিন নগর দিল। ৩৩ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গের্শোনীয় লোকেরা সাকল্যে স্ব ২ পরিসরের সহিত এই ত্রয়োদশ নগর পাইল।

৩৪ পরে তাহারা মরারির সন্তানগণের গোষ্ঠী-

দিগকে অর্থাৎ অবশিষ্ট লেবীয় লোকদিগকে সবূলূন্ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত যগ্নিয়াম্, পরিসরের সহিত কার্তা, [৩৫] পরিসরের সহিত দিম্না, ও পরিসরের সহিত নহলোল, এই চারি নগর দিল। [৩৬] এবং রূবেন্ বংশের [অধিকার] হইতে পরিসরের সহিত বেৎসর্, ও পরিসরের সহিত যহস, [৩৭] পরিসরের সহিত কদেমোৎ, ও পরিসরের সহিত মেফাৎ, এই চারি নগর দিল। [৩৮] এবং গাদ্ বংশের [অধিকার]হইতে পরিসরের সহিত হত্যাকারির আশ্রয়নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ, ও পরিসরের সহিত মহনয়িম্, [৩৯] পরিসরের সহিত হিষ্বোন্, ও পরিসরের সহিত যাসের্; সাকল্যে এই চারি নগর দিল। [৪০] এই রূপে লেবীয়দের অবশিষ্ট গোষ্ঠী সকল, অর্থাৎ মরারির সন্তানগণ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গুলিবাঁটদ্বারা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ নগর পাইল। [৪১] ইস্রায়েলের সন্তানগণের অধিকারের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ পরিসরের সহিত আটচল্লিশ নগর লেবীয়দের [অধিকার] হইল। [৪২] সেই সকল নগরের মধ্যে প্রত্যেক নগর আপন ২ চতুর্দ্দিক্স্থ পরিসরবিশিষ্ট ছিল।

[৪৩] সদাপ্রভু ইস্রায়েল লোকদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যে ২ দেশ বিষয়ে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেশ তিনি তাহাদিগকে দিলেন, এবং তাহারা তাহা অধিকার করিয়া তন্মধ্যে বাস করিল। [৪৪] সদাপ্রভু তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে কৃত আপনার সমস্ত দিব্যানুসারে চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের শত্রুগণের মধ্যে কেহ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না; সদাপ্রভু তাহাদের সমস্ত শত্রুগণকে তাহাদের হস্তগত করিলেন। [৪৫] সদাপ্রভু ইস্রায়েল্ কুলের প্রতি যে ২ মঙ্গল বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বাক্য নিষ্ফল হইল না, সকলি সফল হইল।

২২ অধ্যায়।

[১] তৎকালে যিহোশূয় রূবেণীয় ও গাদীয় লোকদিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধবংশকে ডাকিয়া কহিল; [২] সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহা তোমরা পালন করিয়াছ; এবং আমি তোমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে আমার বাক্যেও মনোযোগ করিয়াছ। [৩] বহুদিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমরা আপন ২ ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ না করিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছ। [৪] সম্প্রতি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্রাম দিলেন; অতএব এখন তোমরা আপন ২ তাম্বুতে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশি যর্দ্দনের ওপারে যে দেশ তোমাদিগকে দিয়াছে, আপনাদের সেই অধিকারদেশে ফিরিয়া যাও। [৫] কিন্তু সদাপ্রভুর দাস মোশি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহা পালন করিতে অতিশয় যত্নবান্ হও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে গমন কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও, এবং সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আরাধনা কর। [৬] পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলে তাহারা আপন ২ তাম্বুতে প্রস্থান করিল। [৭] মোশি মনঃশির অর্দ্ধবংশকে বাশনে অধিকার দিয়াছিল, এবং যিহোশূয় তাহার অন্য অর্দ্ধবংশকে যর্দ্দনের পশ্চিম পারে আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধিকার দিয়াছিল। তখন আপন ২ তাম্বুতে বিদায় করণ সময়ে যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, [৮] তোমরা প্রচুর সম্পত্তি, অর্থাৎ পাল ২ পশু এবং রূপ্য ও স্বর্ণ ও পিত্তল ও লৌহ ও বস্ত্রের বাহুল্য সঙ্গে লইয়া আপন ২ তাম্বুতে ফিরিয়া যাও, এবং শত্রুহইতে লুটিত সেই দ্রব্য আপন ২ ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কর।

[৯] তাহাতে রূবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ কনান্ দেশস্থ শীলোতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিকটহইতে বিদায় হইয়া মোশিদ্বারা [কথিত] সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে লব্ধ আপনাদের অধিকারদেশের অর্থাৎ গিলিয়দ্ দেশের দিগে গমনার্থে যাত্রা করিল। [১০] কিন্তু যর্দ্দনের কনান্ দেশস্থ মণ্ডলে উপস্থিত হইলে রূবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, সেই বেদি দেখিতে বৃহৎ।

[১১] অপর দেখ, রূবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ যর্দ্দনের মণ্ডলে ইস্রায়েলের সন্তানগণের পার হওন স্থানে কনান্ দেশের সম্মুখে ঐ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই কথা ইস্রায়েলের সন্তানগণ শুনিতে পাইল। [১২] শুনিলে পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধে গমন করিতে শীলোতে একত্র হইল। [১৩] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ রূবেণের ও গাদের সন্তানগণের ও মনঃশির অর্দ্ধবংশের নিকটে ইলিয়াসর্ যাজকের পুত্র পীনহসকে, [১৪] এবং ইস্রায়েলের প্রত্যেক বংশহইতে এক ২ জন পিতৃকুলাধ্যক্ষ, এই রূপে দশ অধ্যক্ষকে গিলিয়দ্ দেশে প্রেরণ করিল; ঐ অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের সহস্রপতি ও আপন ২ পিতৃকুলের পতি ছিল। [১৫] পরে তাহারা গিলিয়দ্ দেশে রূবেণের ও গাদের সন্তানগণের ও মনঃশির অর্দ্ধবংশের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে এই কথা কহিল, [১৬] সদাপ্রভুর সমস্ত মণ্ডলী এই কথা কহে, অদ্য সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইবার জন্যে আপনাদের নিমিত্তে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাতে তোমরা সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নিকটে এই যে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিলা, এ কি? [১৭] যে অপরাধ প্রযুক্ত সদাপ্রভুর

মণ্ডলীর মধ্যে মহামারী হইয়াছিল, এবং যাহাহইতে আমরা অদ্যাপি পরিষ্কৃত হই নাই, পিয়োর [দেব] বিষয়ক সেই অপরাধ কি তোমাদের ক্ষুদ্র বোধ হয়? [১৮] এই কারণ কি অদ্য সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হইতে চাহ? তোমরা অদ্য সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইলে তিনি কল্য ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। [১৯] তোমাদের অধিকারদেশ যদিস্যাৎ অশুচি হয়, তবে পার হইয়া সদাপ্রভুর আবাসবিশিষ্ট সদাপ্রভুর এই অধিকারদেশে আসিয়া আমাদেরই মধ্যে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি ভিন্ন আপনাদের জন্যে অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করণদ্বারা সদাপ্রভুর বিদ্রোহী ও আমাদের বিদ্রোহী হইও না। [২০] দেখ, বর্জ্জিত বস্তু বিষয়ে সেরহের পুত্র আখন্ ঔচিত্যলঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের ক্রোধ কি ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি উপস্থিত হইল না? সে ব্যক্তি তো আপন অপরাধে একাকী বিনষ্ট হইল না।

[২১] তাহাতে রুবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ ও মনঃশির অর্দ্ধবংশ ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিদিগকে এই উত্তর দিল; [২২] ঈশ্বরদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ঈশ্বরদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা জানেন, এবং ইস্রায়েলও তাহা জানিবে; যদি আমরা সদাপ্রভুর বিদ্রোহ ভাবে কিম্বা তাঁহার কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘনের আশয়ে তাহা করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাদিগকে নিস্তার করিও না। [২৩] আমরা আপনাদের জন্যে যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা যদি সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হওনার্থে, কিম্বা তাহার উপরে হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, তবে সদাপ্রভু স্বয়ং তাহার প্রতিফল দিবেন। [২৪] আমরা বিশেষ কথার আশঙ্কাতে তাহা করিয়াছি, ফলতঃ কি জানি, ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে এই কথা কহিবে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সহিত তোমাদের সম্পর্ক কি? [২৫] হে রুবেণের সন্তানগণ, ও হে গাদের সন্তানগণ, তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে সদাপ্রভু যর্দ্দনকে সীমা করিয়া রাখিয়াছেন, সদাপ্রভুতে তোমাদের কোন অংশ নাই, এই কথা কহিয়া পাছে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর ভীতি ত্যাগ করায়; [২৬] এই আশঙ্কাতে আমরা কহিলাম, আইস আমরা এই বেদি নির্ম্মাণ করিতে উদ্‌যোগ করি, তাহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি হইবে না। [২৭] কিন্তু আমাদের হোম ও বলি ও মঙ্গলার্থক উপহারদ্বারা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাঁহার আরাধনা করণে আমাদের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে তাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এবং আমাদের পরে আমাদের ভাবিবংশের মধ্যে সাক্ষী হইবে; তাহাতে সদাপ্রভুতে তোমাদের কোন অংশ নাই, এমত কথা ভাবিকালে তোমাদের সন্তানগণ আমাদের সন্তানগণকে কহিতে পারিবে না। [২৮] আর আমরা কহিলাম, তাহারা যদি ভাবিকালে আমাদিগকে কিম্বা আমাদের বংশকে এই কথা কহে, তবে আমরা উত্তর করিব, তোমরা সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির প্রতিরূপ ঐ বেদি দেখ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছে; উহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি নহে, কিন্তু উহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী আছে। [২৯] আমরা যে হোম কিম্বা নৈবেদ্য কিম্বা বলি দানার্থে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখস্থিত তাঁহার যজ্ঞবেদি ব্যতীত অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করণদ্বারা সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হই, কিম্বা সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে অদ্য পরাবৃত্ত হই, এমন না হউক।

[৩০] তখন পীনহস্ যাজক ও তাহার সহবর্ত্তি মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের সহস্রপতিগণ রুবেণের ও গাদের ও মনঃশির সন্তানগণোক্ত এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল। [৩১] এবং ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহস্ রুবেণের ও গাদের ও মনঃশির সন্তানগণকে কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর প্রতি সেই ঔচিত্যলঙ্ঘন কর নাই, ইহাতে সদাপ্রভু যে আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা আমরা অদ্য জানিলাম, এবং তোমরা এখন ইস্রায়েলের সন্তানগণকে সদাপ্রভুর হস্তহইতে উদ্ধার করিলা।

[৩২] পরে ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনহস্ ও অধ্যক্ষগণ রুবেণের ও গাদের সন্তানগণের নিকটে বিদায় হইয়া গিলিয়দ্ দেশহইতে কনান্ দেশে ইস্রায়েলের সন্তানগণের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া উহাদের উত্তরের সংবাদ দিল। [৩৩] তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইল; এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং রুবেণের ও গাদের সন্তানগণের নিবাসদেশ বিনাশার্থে যুদ্ধে গমনের বিষয়ে আর কিছু কহিল না। [৩৪] পরে রুবেণের সন্তানগণ ও গাদের সন্তানগণ সেই বেদির নাম [এদ্] রাখিল, কেননা সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তাহা আমাদের মধ্যে ইহার সাক্ষী [এদ্] হইবে।

২৩ অধ্যায়।

[১] এই রূপে সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত শত্রুহইতে বিশ্রাম দিলে বহুকালের পরে যখন যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইল, [২] তখন সে সমস্ত ইস্রায়েলকে অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীনবর্গ ও অধ্যক্ষগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসকগণকে ডাকাইয়া কহিল, আমি বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলাম। [৩] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সাক্ষাতে এই সকল পরজাতির প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তোমরা দেখিয়াছ; বস্তুতঃ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। [৪] দেখ, যর্দ্দন অবধি পশ্চিম-

দিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত যে ২ পরজাতিকে আমি উচ্ছিন্ন করিয়াছি, এবং যে ২ জাতি অবশিষ্ট আছে, তাহাদের দেশ আমি তোমাদের বংশানুসারে গুলিবাঁটদ্বারা বিভাগ করিলাম। [৫] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, ও তোমাদের দৃষ্টিগোচরহইতে অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহাতে তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহাদের দেশ অধিকার করিবা। [৬] অতএব তোমরা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত বাক্য পালনে যত্নবান্ হইতে সাহস কর; তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিও না। [৭] এবং এই পরজাতিদের যে অবশিষ্ট লোক তোমাদের মধ্যে বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিও না, ও তাহাদের দেবতাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্মরণ করাইও না, ও দিব্য করিও না, ও তাহাদের আরাধনা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না। [৮] কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আসিতেছ, তদ্রূপ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আসক্ত থাক। [৯] কেননা সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখহইতে বৃহৎ ও বলবান পরজাতিদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন; অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারে নাই। [১০] তোমাদের এক জন সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয়; কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে তিনি আপনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। [১১] অতএব তোমরা আপন ২ প্রাণের বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর। [১২] নতুবা যদি কোন প্রকারে পরাবৃত্ত হও, এবং এই পরজাতীয়দের শেষ যে লোক তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগেতে আসক্ত হও, বিশেষতঃ বিবাহসম্বন্ধদ্বারা তাহাদের নিকটে তোমাদের ও তোমাদের নিকটে তাহাদের সমাগম যদি হয়; [১৩] তবে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সম্মুখহইতে এই পরজাতীয়দিগকে আর অধিকারচ্যুত করিবেন না, কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই যে উত্তম ভূমি দিয়াছেন, ইহাহইতে যাবৎ তোমরা বিনষ্ট না হও, তাবৎ তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও পাশ এবং কটিতে কশাঘাত ও চক্ষুর কন্টকস্বরূপ হইবে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [১৪] দেখ, মর্ত্ত্যমাত্রের যে পথ [গন্তব্য], অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি, অতএব তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত বুদ্ধিতে ইহা জ্ঞাত হও, যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাক্য কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটিও বিফল হয় নাই; তোমাদের পক্ষে সকলি সফল হইয়াছে, একটিও বিফল হয় নাই। [১৫] কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি যে সকল মঙ্গলবাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা যেমন তোমাদের পক্ষে সফল হইল, সেই রূপ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত এই উত্তম ভূমিহইতে যাবৎ তিনি তোমাদিগকে বিনষ্ট না করেন, তাবৎ তোমাদের প্রতি অমঙ্গলবাক্যও সফল করিবেন। [১৬] ফলতঃ তোমরা যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন কর, ও যাইয়া ইতর দেবগণের আরাধনা কর ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে তোমাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং তাঁহার দত্ত এই উত্তম দেশহইতে তোমরা ত্বরায় বিনষ্ট হইবা।

২৪ অধ্যায়।

[১] পরে যিহোশূয় ইস্রায়েলের বংশ সকলকে শিখিমে একত্র করিয়া তাহাদের প্রাচীনবর্গ ও অধ্যক্ষগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসকগণকে ডাকাইল; তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল।

[২] তখন যিহোশূয় সকল লোককে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রাক্কালে অব্রাহামের ও নাহোরের পিতা তেরহ প্রভৃতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা [ফরাৎ] নদীর ওপারে বাস করিয়া ইতর দেবগণের আরাধনা করিত। [৩] পরে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামকে সেই নদীর ওপারহইতে লইয়া কনান্ দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইলাম, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিলাম, বিশেষতঃ ইস্হাককে দিলাম। [৪] এবং ইসহাককে যাকোব ও এষৌকে দিলাম; সেই এষৌর অধিকারার্থে আমি তাহাকে সেয়ীর পর্ব্বত দিলাম, কিন্তু যাকোব ও তাহার সন্তানগণ মিসরে নামিয়া গেল। [৫] পরে আমি মোশিকে ও হারোণকে প্রেরণ করিলাম, এবং মিসরের মধ্যে যে কার্য্য করিলাম, তদ্দ্বারা তাহাকে দণ্ড দিলাম; পরে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম। [৬] আমি মিসরহইতে তোমাদের পিতৃলোকদিগকে বাহির করিলে পর তোমরা সমুদ্রে উপস্থিত হইলা; তখন মিস্রীয় লোক রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া সূফ্‌সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের পিতৃলোকদের পশ্চাৎ তাড়না করিয়া আইল। [৭] তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলে তিনি মিস্রীয়দের ও তোমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থাপন করিলেন, এবং তাহাদের উপরে সমুদ্রকে আনিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন; আমি মিস্রীয়দের প্রতি সেই যে কর্ম্ম করিলাম, তাহা তোমরা স্বচক্ষে দেখিলা; পরে বহুকাল প্রান্তরে বাস করিলা। [৮] তাহার পর আমি তোমাদিগকে যর্দ্দনের ওপার নিবাসি ইমোরীয়দের দেশে আনিলাম; এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহাতে তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিলা; এই রূপে আমি তোমাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলাম। [৯] পরে মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ উঠিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত

হইল, এবং লোক পাঠাইয়া তোমাদিগকে শাপ দিতে বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইল। [১০] কিন্তু আমি বিলিয়মের কথাতে মনোযোগ করিতে অসম্মত হইলাম, তাহাতে সে তোমাদিগকে কেবল আশীর্ব্বাদ করিল, এই রূপে আমি তাহার হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। [১১] পরে তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া যিরীহোতে উপস্থিত হইলা, তাহাতে যিরীহোর গৃহস্থগণ [প্রভৃতি] ইমোরীয় ও পরিষয় ও কনানীয় ও হিত্তীয় ও গির্গাশীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা তোমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিলে আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম। [১২] এবং ভিমরুলগণকে তোমাদের অগ্রে ২ প্রেরণ করিলাম; তদ্দ্বারা তোমাদের সম্মুখহইতে ইমোরীয়দের দুই রাজা প্রভৃতি সেই জনগণ দূরীকৃত হইল; তোমাদের খড়্গ ও ধনুতে দূরীকৃত হইল না। [১৩] আর তোমরা যাহার কারণ শ্রম কর নাই এমত এক দেশ, ও যাহার পত্তন কর নাই এমত অনেক নগর আমি তোমাদিগকে দিলাম; তোমরা তাহার মধ্যে বাস করিতেছ, এবং যে দ্রাক্ষালতা ও জিতবৃক্ষ রোপণ কর নাই, তাহার ফল ভোগ করিতেছ।

[১৪] অতএব এখন তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় কর, এবং যাথার্থ্যে ও সত্যে তাঁহার আরাধনা কর, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহানদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের আরাধনা করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা কর। [১৫] যদিস্যাৎ সদাপ্রভুর আরাধনা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে নদীর ওপারস্থিত তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আরাধিত দেবগণ হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হউক, যাহার আরাধনা করিবা, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর আরাধনা করিব।

[১৬] তাহাতে লোকেরা উত্তর করিল, আমরা যে সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের আরাধনা করি, এমত না হউক। [১৭] কেননা সদাপ্রভুই আমাদের ঈশ্বর; তিনিই আমাদিগকে ও আমাদের পিতৃলোকদিগকে দাসগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে আনিয়াছেন, ও আমাদের দৃষ্টিগোচরে সেই সকল মহৎ অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত পথ ও যে জাতিগণের মধ্য দিয়া আমরা আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। [১৮] সেই সদাপ্রভু এতদ্দেশনিবাসি ইমোরীয় প্রভৃতি যাবতীয় পরজাতিকে আমাদের সম্মুখহইতে দূর করিয়া দিয়াছেন, অতএব আমরাও সদাপ্রভুর আরাধনা করিব; কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর।

[১৯] তাহাতে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, বুঝি তোমরা সদাপ্রভুর আরাধনা করিতে পারিবা না, কেননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর ও [স্বগৌরব রক্ষণে] উদ্‌যোগি ঈশ্বর; তিনি তোমাদের অধর্ম্ম ও পাপ ক্ষমা করিবেন না। [২০] তোমরা যদি সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় দেবগণের আরাধনা কর, তবে তিনি অগ্রে তোমাদের মঙ্গল করিয়া পশ্চাৎ পরাবৃত্ত হইয়া তোমাদিগকে ক্লেশ দিবেন, ও তোমাদিগকে সংহার করিবেন। [২১] পরে লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল,না,আমরা অবশ্য সদাপ্রভুর আরাধনা করিব। [২২] যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর আরাধনা করণার্থে তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছ, এ বিষয়ে তোমরা আপনাদের প্রতিকূলে আপনারা সাক্ষী হইলা। তাহারা বলিল, হাঁ, সাক্ষী হইলাম। [২৩] [সে কহিল,] তবে এখন আপনাদের মধ্যস্থিত বিজাতীয় দেবগণকে দূর কর, ও আপন ২ হৃদয়কে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আয়ত্ত কর। [২৪] পরে লোকেরা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করিব, ও তাঁহার কথা মানিব। [২৫] তাহাতে যিহোশূয় সেই দিনে লোকদের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া শিখিমে তাহাদের জন্যে বিধি ও শাসন স্থাপন করিল।

[২৬] পরে যিহোশূয় ঐ সকল কথা ঈশ্বরের ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিল, এবং এক বৃহৎ প্রস্তর লইয়া সদাপ্রভুর পবিত্র আবাসের নিকটবর্ত্তি এলা বৃক্ষের তলে স্থাপন করিল। [২৭] পরে যিহোশূয় সমস্ত লোককে কহিল, দেখ, এই প্রস্তর আমাদের সাক্ষী হইবে; কেননা সদাপ্রভু আমাদিগকে যে ২ কথা কহিলেন, সেই সকল কথা এ শুনিল। অতএব এ তোমাদের সাক্ষী হইবে, পাছে তোমরা আপনাদের ঈশ্বরকে অস্বীকার কর। [২৮] পরে যিহোশূয় লোকদিগকে আপন ২ অধিকারে যাইতে বিদায় করিল।

[২৯] এই সকল ঘটনার পরে নূনের পুত্র সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিল। [৩০] তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহে তাহার অধিকারের সীমামধ্যে তাহার কবর দিল। [৩১] যিহোশূয়ের যাবজ্জীবন, এবং যে প্রাচীনবর্গ ইস্রায়েলের জন্যে সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত কার্য্য জ্ঞাত ছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা যিহোশূয়ের মরণের পরে জীবিত থাকিল, তাহাদেরও যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর আরাধনা করিল।

[৩২] আর ইস্রায়েলের সন্তানগণ যোষেফের যে অস্থি মিসরহইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে তাহার ভূমিখণ্ডে পুঁতিল। যাকোব এক শত রৌপ্য মুদ্রাতে শিখিমের পিতা হমোরের সন্তানগণের কাছে সেই ভূমি ক্রয় করিয়াছিল, আর তাহা যোষেফের সন্তানগণের অধিকার হইয়াছিল। [৩৩] পরে হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ মরিল; তাহাতে লোকেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে তাহার পুত্র পীনহসকে দত্ত গিবিয়াতে তাহাকে কবর দিল।

বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ।

১ অধ্যায়।

[১] যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কনানীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে প্রথমে আমাদের কে যাইবে? [২] তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, যিহূদা যাইবে; দেখ, আমি তাহার হস্তে ঐ দেশ সমর্পণ করিলাম। [৩] পরে যিহূদা আপন ভ্রাতা শিমিয়োন্‌কে কহিল, তুমি গুলিবাঁটদ্বারা নিরূপিত আমার অংশে আমার সহিত আইস, আমরা কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করি; পরে আমিও তোমার অংশে তোমার সহিত যাইব; তাহাতে শিমিয়োন্ তাহার সঙ্গে গেল। [৪] পরে যিহূদা যাত্রা করিলে সদাপ্রভু তাহাদের হস্তে কনানীয় ও পরিষীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা বেষকেতে তাহাদের দশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৫] ফলতঃ বেষকে অদোনীবেষক্‌কে পাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কনানীয় ও পরিষীয় লোকদিগকে বধ করিল। [৬] তখন অদোনীবেষক্ পলায়ন করিল; কিন্তু তাহারা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার হস্তপাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল। [৭] ইহাতে অদোনীবেষক্ কহিল, যাহাদের হস্তপাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছিন্ন ছিল, এমত সত্তর জন রাজা আমার মেজের নীচে খাদ্য কুড়াইত; আমি যেমন করিয়াছি, ঈশ্বর আমাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিলেন। পরে লোকেরা তাহাকে যিরূশালেমে আনিলে সে সেই স্থানে মরিল। [৮] পরে যিহূদার সন্তানগণ যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিয়া খড়্গধারে সকলকে আঘাত করিল, এবং অগ্নিদ্বারা নগর দগ্ধ করিল।

[৯] পরে যিহূদার সন্তানগণ পর্ব্বত ও দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমি নিবাসি কনানীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে নামিয়া গেল। [১০] এবং যিহূদা হিব্রোণবাসি কনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া শেশয়্‌কে ও অহীমান্‌কে ও তল্‌ময়কে বধ করিল; পূর্ব্বে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়থর্ব ছিল। [১১] তথাহইতে তাহারা দবীর নিবাসিদের প্রতিকূলে যাত্রা করিল; পূর্ব্বে দবীরের নাম কিরিয়ৎ-সেফর ছিল। [১২] এবং কালেব্ কহিয়াছিল, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফর্‌কে আঘাত করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি আপন কন্যা অক্‌ষার বিবাহ দিব। [১৩] অনন্তর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে সে তাহার সহিত আপন কন্যা অক্‌ষার বিবাহ দিল। [১৪] অপর ঐ কন্যা আগমন কালে আপন পিতার নিকটে এক ক্ষেত্র চাহিতে [স্বামির] সম্মতি লইয়া আপন গর্দ্দভহইতে নামিল; তাহাতে কালেব্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি চাহ? [১৫] সে উত্তর করিল, আপনি আমাকে এক বর দিউন; কেননা দক্ষিণাভিমুখ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুই আমাকে দিউন; তাহাতে কালেব্ উপরিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।

[১৬] পরে মোশির শ্বশুর কেনীয় [হোববের] সন্তানগণ যিহূদার সন্তানগণের সহিত খর্জ্জূরপুরহইতে অরাদের দক্ষিণদিক্‌স্থিত যিহূদা প্রান্তরে উঠিয়া চলিল; এবং সেই স্থানে যাইয়া লোকদের মধ্যে বসতি করিল। [১৭] পরে যিহূদা আপন ভ্রাতা শিমিয়োনের সহিত গমন করিলে তাহারা সফাৎবাসি কনানীয়দিগকে আঘাত করিয়া ঐ নগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার নাম হর্মা [বর্জ্জিত] রাখিল। [১৮] অপর যিহূদা ঘসা ও তাহার অঞ্চল, এবং অস্কিলোন্ ও তাহার অঞ্চল, এবং ইক্রোণ ও তাহার অঞ্চল হস্তগত করিল। [১৯] সদাপ্রভু যিহূদার সাহায্য করাতে সে ঐ পর্ব্বতময় দেশ অধিকার করিল; কিন্তু তলভূমি নিবাসিদিগকে অধিকারচ্যুত করিবার উপায় ছিল না, কেননা তাহাদের লৌহ রথ ছিল। [২০] পরে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে কালেব্‌কে হিব্রোণ দিল, এবং সে তথাহইতে অনাকের তিন পুত্রকে অধিকারচ্যুত করিল।

[২১] পরন্তু বিন্যামীনের সন্তানগণ যিরূশালেম্‌নিবাসি যিবূষীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না, তাহাতে যিবূষীয় লোক অদ্যাপি যিরূশালেমে বিন্যামীনের সন্তানদের সহিত বাস করিতেছে।

[২২] পরে যোষেফের কুলও বৈথেলের প্রতিকূলে যাত্রা করিল; এবং সদাপ্রভু তাহাদের সঙ্গে ২ ছিলেন। [২৩] তখন যোষেফের কুল বৈথেল্ নিরীক্ষণ করিতে লোক প্রেরণ করিল; পূর্ব্বে ঐ নগরের নাম লূস ছিল। [২৪] তাহাতে চরগণ ঐ নগরহইতে এক জনকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহাকে কহিল, বিনয় করি, ঐ নগরে প্রবেশের পথ আমাদিগকে দেখাও; তাহা করিলে আমরা তোমার প্রতি দয়া করিব। [২৫] তাহাতে সে তাহাদিগকে নগরে প্রবেশের পথ দেখাইলে তাহারা খড়্গের ধারেতে সেই নগর আঘাত করিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ও তাহার সমস্ত গোষ্ঠী ছাড়িয়া দিল। [২৬] পরে ঐ ব্যক্তি হিত্তীয়দের দেশে যাইয়া এক নগর পত্তন করিয়া তাহার নাম লূস রাখিল; তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই নামে বিখ্যাত আছে।

২৭ আর মনঃশি উপনগরের সহিত বৈৎশান্, ও উপনগরের সহিত তানক্, ও উপনগরের সহিত দোর, ও উপনগরের সহিত যিব্লিয়ম্, ও উপনগরের সহিত মগিদ্দো, এই সকল স্থান নিবাসি লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না, এবং কনানীয়েরা সেই দেশে বাস করিতে সাহস করিল। ২৮ পরে ইস্রায়েল্ যখন প্রবল হইল, তখন সেই কনানীয়দিগকে করাধীন করিল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অধিকারচ্যুত করিল না।

২৯ আর ইফ্রয়িম্ গেষর্ নিবাসি কনানীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; তাহাতে কনানীয়েরা গেষরে তাহার মধ্যে বাস করিল।

৩০ সবূলূন্ কিট্রোণ ও নহলোল্ নিবাসিদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না; তাহাতে কনানীয়েরা তাহার মধ্যে বাস করিল, তথাপি করাধীন হইল।

৩১ আশের অক্কো ও সীদোন্ ও অহলব্ ও অক্ষীব্ ও হিল্বা ও অফীক্ ও রহোব নিবাসিদিগকে অধিকারচ্যুত করিল না। ৩২ তাহাতে আশের ঐ দেশনিবাসি কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, কেননা সে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করে নাই।

৩৩ নপ্তালি বৈৎশেমশের ও বৈথনাতের নিবাসিদিগকে অধিকারচ্যুত না করিয়া দেশনিবাসি কনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, তথাপি বৈৎশেমশের ও বৈথনাতের নিবাসিরা তাহাদের করাধীন হইল।

৩৪ আর ইমোরীয় লোকেরা দানের সন্তানগণকে তলভূমিতে নামিতে না দিয়া পর্ব্বতে রোধ করিল; ৩৫ তাহাতে ইমোরীয়েরা হেরস পর্ব্বতে ও অয়ালোনে ও শাল্বীমে বাস করিতে সাহস করিল; পরে যোষেফের কুল পরাক্রমী হইলে তাহারা করাধীন হইল। ৩৬ অক্রব্বীম ঘাট এবং সেলা অবধি উত্তরদিগে ঐ ইমোরীয়দের অঞ্চল ছিল।

২ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভুর দূত গিল্গল্হইতে বোখীমে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে মিসর্হইতে আনিয়াছি, এবং যে দেশ দিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলাম, সেই দেশে তোমাদিগকে আনিয়াছি, এবং এই কথা কহিয়াছি, আমি তোমাদের সহিত আপন নিয়ম অনন্ত কালেও কখন ভঙ্গ করিব না; ২ এবং তোমরাও এই দেশনিবাসিদের সহিত নিয়ম স্থির করিবা না, বরং তাহাদের সমস্ত যজ্ঞবেদি ভগ্ন করিবা। কিন্তু তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর নাই; এ কেমন কর্ম্ম করিয়াছ? ৩ এই জন্যে আমিও কহিলাম, তোমাদের সম্মুখহইতে আমি এই লোকদিগকে দূর করিব না; তাহারা তোমাদের পার্শ্বে কন্টকস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ তোমাদের ফাঁদস্বরূপ হইবে। ৪ তখন সদাপ্রভুর দূত ইস্রায়েলের সন্তান সকলকে এই কথা কহিলে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৫ এই জন্যে তাহারা সেই স্থানের নাম বোখীম্ [রোদনকারিদের স্থান] রাখিল, পরে তাহারা সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল।

৬ যিহোশূয়ের নিকটহইতে বিদায় পাইলে পর ইস্রায়েলের সন্তানগণ দেশ অধিকার করণার্থে প্রত্যেকে আপন ২ অধিকারে গেল। ৭ তদবধি যিহোশূয়ের যাবজ্জীবন, এবং যে প্রাচীনবর্গ ইস্রায়েলের জন্যে সদাপ্রভুর কৃত সমস্ত মহাক্রিয়া দেখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা যিহোশূয়ের মরণের পর জীবিত থাকিল, তাহাদেরও যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লোকেরা সদাপ্রভুর আরাধনা করিল। ৮ অপর নূনের পুত্র সদাপ্রভুর দাস যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিল। ৯ তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-হেরসে তাহার অধিকারের সীমামধ্যে তাহার কবর দিল। ১০ অপর সেই কালের অন্য সকল লোকও আপন ২ পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল, এবং তাহাদের পরে নূতন [কালের] লোক উৎপন্ন হইল, ইহারা সদাপ্রভুকে এবং ইস্রায়েলের জন্যে তাঁহার কৃত ক্রিয়া অজ্ঞাত ছিল। ১১ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচারী হইয়া বাল্দেবগণের পূজা করিতে লাগিল। ১২ এবং যিনি তাহাদিগকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের সেই পৈতৃক ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এই রূপে সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিল।

১৩ তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল্দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের পূজা করিত। ১৪ তাহাতে ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহাদিগকে লুটকারিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহারা তাহাদের দ্রব্য লুট করিল; এবং তিনি তাহাদের চতুর্দ্দিক্স্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না। ১৫ এবং সদাপ্রভু যেমন কহিয়াছিলেন ও তাহাদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা যে কিছু করিতে যাইত, সেই সকলেতে তাহাদের অমঙ্গলার্থে সদাপ্রভুর হস্ত প্রতিকূল ছিল; এই রূপে তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইত। ১৬ তখন সদাপ্রভু বিচারকর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিয়া লুটকারিগণের হস্তহইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন; ১৭ তথাপি তাহারা আপনাদের বিচারকর্ত্তাদের বাক্যেও মনোযোগ করিত না, কিন্তু ইতর দেবগণের অনুগমনরূপ ব্যভিচার করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিত; এই রূপে তাহা-

দের পিতৃলোকেরা সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া যে পথে গমন করিত, তাহারা তদনুসারে না করিয়া সেই পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইল। ১৮ আর সদাপ্রভু যখন তাহাদের জন্যে কোন বিচারকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিতেন, তখন সেই বিচারকর্ত্তার যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে ২ থাকিয়া শত্রুদের হস্তহইতে তাহাদিগকে নিস্তার করিতেন, কারণ উপদ্রব ও তাড়নাকারিগণের সমক্ষে তাহাদের কাতরোক্তি করণে সদাপ্রভু করুণাবিষ্ট হইতেন। ১৯ কিন্তু সেই বিচারকর্ত্তা মরিলেই তাহারা আর বার পিতৃলোকদের অপেক্ষাও ভ্রষ্ট হইয়া ইতর দেবগণের পূজা করিত, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়া তাহাদের অনুগামী হইত ; আপন ২ ক্রিয়া ও নিরঙ্কুশ আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎও ন্যূন করিত না।

২০ তাহাতে ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তিনি কহিলেন, আমি ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে নিয়ম পালনের আজ্ঞা দিয়াছি, এই জাতি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে, আমার বাক্যে অবধান করে নাই। ২১ অতএব যিহোশূয় মরণকালে যে ২ পরজাতিকে অবশিষ্ট রাখিয়াছে, আমিও ইহাদের সম্মুখহইতে তাহাদের মধ্যে আর কাহাকেও অধিকারচ্যুত করিব না। ২২ ঐ জাতিগণদ্বারা ইস্রায়েলের পরীক্ষা লওয়া, অর্থাৎ তাহাদের পিতৃলোকেরা যেমন সদাপ্রভুর পথে গমন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, তাহারাও তদ্রূপ করিবে কি না, ইহা [ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল]। ২৩ অতএব সদাপ্রভু সেই জাতিদিগকে শীঘ্র অধিকারচ্যুত না করিয়া ও যিহোশূয়ের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা কনানদেশীয় যুদ্ধ সকল জ্ঞাত ছিল না, সেই লোকদের পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে, ২ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের পুরুষপরম্পরাকে শিক্ষা দানার্থে, অর্থাৎ যাহারা অগ্রে যুদ্ধ জানিত না, তাহাদিগকে তাহা শিখাইবার নিমিত্তে সদাপ্রভু নিম্নলিখিত পরজাতি সকলকে অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ৩ পলেষ্টীয়দের পাঁচ অধ্যক্ষ, এবং বাল্‌হর্ম্মোন্ পর্ব্বত অবধি হমাতে প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত লিবানোন পর্ব্বত নিবাসি সমস্ত কনানীয় ও সীদোনীয় ও হিব্বীয় লোক। ৪ ইহারা ইস্রায়েলের পরীক্ষার্থে, অর্থাৎ সদাপ্রভু তাহাদের পিতৃলোকদিগকে মোশিদ্বারা যে ২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই ২ আজ্ঞাতে তাহারা মনোযোগ করিবে কি না, ইহা জানিবার জন্যে অবশিষ্ট রহিল। ৫ অনন্তর ইস্রায়েলের সন্তানগণ কনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদের মধ্যে বসতি করিল, ৬ এবং তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন ২ কন্যাদের বিবাহ দিতে ও তাহাদের দেবগণের পূজা করিতে লাগিল।

৭ এই রূপে যখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইয়া বাল দেবগণের ও আশেরা দেবীদের পূজা করিত, ৮ তখন ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তিনি অরাম্-নহরয়িমের রাজা কূশন্-রিশিয়াথয়িমের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কূশন্-রিশিয়াথয়িমের দাসত্বে থাকিল। ৯ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল। তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের জন্যে কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনসের পুত্র অৎনীয়েল্‌কে নিস্তারকর্ত্তৃরূপে উৎপন্ন করিলেন। ১০ এবং সদাপ্রভুর আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে সে ইস্রায়েলের বিচার করিতে লাগিল, এবং সে যুদ্ধার্থে নির্গত হইলে সদাপ্রভু সেই অরামীয় রাজা কূশন্-রিশিয়াথয়িম্‌কে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন ; এবং কূশন্ রিশিয়াথয়িমের উপরে তাহার হস্ত প্রবল থাকিল। ১১ তাহাতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে ছিল, পরে কনসের পুত্র অৎনীয়েল্ মরিল।

১২ অনন্তর ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল ; অতএব সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাহাদের কদাচরণ প্রযুক্ত সদাপ্রভু ইস্রায়েলের প্রতিকূলে মোয়াবের রাজা ইগ্লোন্‌কে সবল করিলেন। ১৩ সে অম্মোনের সন্তানগণকে ও অমালেককে আপনার নিকটে একত্র করিয়া যাত্রা করণ পূর্ব্বক ইস্রায়েলকে জয় করিয়া খর্জ্জূরপুর অধিকার করিল। ১৪ তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আঠার বৎসর পর্য্যন্ত মোয়াবীয় ইগ্লোন্ রাজার দাস থাকিল। ১৫ অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল ; তাহাতে সদাপ্রভু তাহাদের জন্যে নিস্তারকর্ত্তৃরূপে বিন্যামীন্ বংশীয় গেরার পুত্র এহূদ্‌কে উৎপন্ন করিলেন ; সেই ব্যক্তি নেটা ছিল। ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদ্বারা মোয়াবের ইগ্লোন্ রাজার নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিল। ১৬ তাহাতে এহূদ্ আপনার জন্যে এক হস্ত দীর্ঘ দ্বিধার খড়্গ নির্ম্মাণ করাইয়া আপন দক্ষিণ ঊরুতে বস্ত্রের ভিতরে বদ্ধ করিল। ১৭ পরে মোয়াবের ইগ্লোন্ রাজার নিকটে উপঢৌকন লইয়া গেল ; ঐ ইগ্লোন অতি স্থূলকায় মনুষ্য ছিল। ১৮ পরে উপঢৌকন দান সমাপ্ত হইলে সে ঐ উপঢৌকনবাহক লোকদিগকে বিদায় করিল। ১৯ কিন্তু আপনি গিল্‌গল্‌স্থ প্রস্তরাকরহইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, হে মহারাজ, আপনকার নিকটে গোপনীয় এক কথা আমার বক্তব্য ; পরে রাজা চুপ চুপ বলিলে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা

তাহার সাক্ষাৎহইতে বাহিরে গেল। [২০] তৎকালে রাজা কেবল আপনার জন্যে নির্ম্মিত উপরের তালার এক শীতল বাটিকাতে বসিয়াছিল; তাহাতে এহূদ্ তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আপনকার প্রতি ঈশ্বরের এক বাক্য আমার বক্তব্য; তাহাতে সে আপন আসনহইতে উঠিল। [২১] পরে এহূদ্ আপন বাম হস্ত বাড়াইয়া দক্ষিণ উরুহইতে ঐ খড়্গ লইয়া তাহার উদর এমত বিদ্ধ করিল, [২২] যে খড়্গের সহিত বাঁটও উদরে প্রবিষ্ট হইল, ও খড়্গ মেদেতে রুদ্ধ হইল, কেননা সে উদরহইতে তাহা বাহির করিল না; আর তাহা গুহ্যদেশে বাহির হইল। [২৩] পরে এহূদ্ তাহাকে রুদ্ধ করণার্থে ঐ শীতল বাটিকার কবাট বন্ধ করিয়া অর্গল লাগাইয়া বারাণ্ডা দিয়া নির্গত হইল। [২৪] অপর সে বাহির হইলে রাজার দাসগণ উপস্থিত হইয়া ঐ শীতল বাটিকার কবাট অর্গলবদ্ধ দেখিয়া কহিল, রাজা অবশ্য শীতল বাটিকার অভ্যন্তরের কুঠরীতে পা ঢাকিতেছেন। [২৫] পরে তাহারা লজ্জিত হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিল; শেষে সে শীতল বাটিকার কবাট না খুলিলে তাহারা চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া আপনাদের প্রভুকে মৃত ও ভূমিতে পতিত দেখিল। [২৬] তাহারা বিলম্ব করিতেছিল, এই অবকাশে এহূদ্ পলাইয়া সেই প্রস্তরাকর পশ্চাৎ ফেলিয়া সিয়ারাতে উপস্থিত হইয়াছিল। [২৭] সে স্থানে উপস্থিত হইয়া ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে তূরী বাজাইল; পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার সহিত পর্ব্বতহইতে নামিলে সে তাহাদের অগ্রগামী হইয়া চলিল। [২৮] এবং তাহাদিগকে কহিল, আমার পশ্চাৎ ২ আইস, কেননা সদাপ্রভু তোমাদের শত্রুদিগকে অর্থাৎ মোয়াবকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তখন তাহারা তাহার পশ্চাৎ ২ নামিয়া মোয়াবের অগ্রে যর্দ্দনের ঘাট সকল হস্তগত করিয়া এক প্রাণিকেও পার হইতে দিল না।

[২৯] ঐ সময়ে তাহারা মোয়াবের প্রায় দশ সহস্র লোককে বধ করিল; তাহারা বৃহৎকায় ও বলবান্ হইলেও তাহাদের কেহ নিস্তার পাইল না। [৩০] এই প্রকারে মোয়াব সেই দিনে ইস্রায়েলের হস্তের বশীভূত হইল; পরে আশী বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

[৩১] তাহার পর গোচারণের পাঁচনীদ্বারা পলেষ্টীয়দের ছয় শত লোককে বধ করিল যে অনাতের পুত্র শম্গর্, সেও ইস্রায়েলের এক নিস্তারকর্ত্তা হইল।

৪ অধ্যায়।

[১] অনন্তর এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল। [২] তাহাতে সদাপ্রভু হাৎসোর নিবাসি কনানীয় রাজা যাবীনের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। হরোশৎ-গোয়ীম্ নিবাসি সীষরা ঐ রাজার সেনাপতি ছিল। [৩] আর তাহার নয় শত লৌহরথ ছিল; সে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের প্রতি শক্ত দৌরাত্ম্য করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।

[৪] ঐ সময়ে লপ্পীদোতের ভার্য্যা দবোরা নামে ভাববাদিনী ইস্রায়েলের বিচার করিত। [৫] সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে রামতের ও বৈথেলের মধ্যে স্থিত দবোরার খর্জ্জূর নামক বৃক্ষের তলে বসিত, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ বিচারার্থে তাহার নিকটে উঠিয়া যাইত। [৬] অপর সে লোক প্রেরণ করিয়া নপ্তালির কেদশ্নিবাসি অবীনোয়মের পুত্র বারক্কে ডাকাইয়া কহিল, দেখ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলেন, চল, নপ্তালির সন্তানগণের ও সবূলূনের সন্তানগণের দশ সহস্র লোককে আপনার সঙ্গে লইয়া তাবোর্ পর্ব্বতে গমন কর; [৭] তাহাতে আমি যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে ও তাহার রথ ও লোকারণ্যকে কীশোন্ নদীর সমীপে তোমার নিকটে আকর্ষণ করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। [৮] তখন বারক্ তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমি যাইব; কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি যাইব না। [৯] সে কহিল, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু তোমার এই যুদ্ধযাত্রাতে তোমারই যশ হইবে না; কেননা সদাপ্রভু সীষরাকে এক স্ত্রীর হস্তে বিক্রয় করিবেন। পরে দবোরা উঠিয়া বারকের সহিত কেদশে গমন করিল।

[১০] পরে বারক্ কেদশে সবূলূনকে ও নপ্তালিকে ডাকাইয়া দশ সহস্র পদাতি সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং দবোরাও তাহার সহিত গেল। [১১] ঐ সময়ে মোশির শ্বশুর হোববের সন্তান অন্য কেনীয়দের হইতে কেনীয় হেবর্ পৃথক্ হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তি সানন্নীমস্থ উদ্যানে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিল। [১২] পরে অবীনোয়মের পুত্র বারক্ তাবোর্ পর্ব্বতে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে, [১৩] এই সংবাদ পাইয়া সীষরা আপন সমস্ত রথ অর্থাৎ নয় শত লৌহরথ এবং আপন সঙ্গি লোক সকলকে একত্র ডাকাইয়া হরোশৎ-গোয়ীমহইতে কীশোন্ নদীর সমীপে গমন করিল। [১৪] তখন দবোরা বারক্কে কহিল, উঠ, কেননা অদ্যই সদাপ্রভু তোমার হস্তে সীষরাকে সমর্পণ করিলেন; সদাপ্রভু কি তোমার অগ্রগামী নহেন? তাহাতে বারক্ ও তাহার অনুগামি দশ সহস্র সৈন্য তাবোর পর্ব্বতহইতে নামিল। [১৫] পরে সদাপ্রভু বারকের সম্মুখে সীষরাকে ও তাহার সমস্ত রথ ও সৈন্যগণকে খড়্গাধারে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন; তাহাতে সীষরা রথহইতে নামিয়া পদব্রজে পলায়ন করিল। [১৬] এবং বারক্ হরোশৎ-গোয়ীম্ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত রথের ও সৈন্যগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইলে সীষরার সমস্ত সৈন্য খড়্গাধারে পতিত হইল; এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না। [১৭] কিন্তু

সীষরা পদব্রজে পলাইয়া ঐ কেনীয় হেবরের ভার্য্যা যায়েলের তাম্বুর দিগে গেল; কেননা হাৎসোরের যাবীন্ রাজাতে ও কেনীয় হেবরের কুলে তখন ঐক্য ছিল।

১৮ তাহাতে যায়েল্ সীষরার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহির হইয়া তাহাকে কহিল, হে আমার প্রভো, ভিতরে আইসুন, আমার নিকটে আইসুন, ভীত হইবেন না; তাহাতে সে তাহার প্রতি ফিরিয়া তাম্বুমধ্যে গেলে ঐ স্ত্রী এক কম্বল দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল। ১৯ তখন সীষরা তাহাকে কহিল, বিনয় করি, পান করিতে আমাকে কিছু জল দেও; আমি পিপাসিত হইয়াছি। তাহাতে সে দুগ্ধের কুপা খুলিয়া পান করিতে দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল। ২০ পরে সীষরা তাহাকে কহিল, তুমি তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া থাক; যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, এস্থানে কোন মানুষ আছে কি না? তবে বল, কেহ নাই। ২১ অনন্তর হেবরের ভার্য্যা যায়েল্ তাম্বুর এক গোঁজ লইয়া মুদ্গরটা হস্তে করিয়া ধীরে ২ তাহার নিকটে যাইয়া তাহার কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করাইল; কারণ সে শ্রান্ত ও নিদ্রিত ছিল; এই রূপে সে মরিল। ২২ তখন বারক সীষরার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছিল; অতএব যায়েল্ তাহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, আইস, তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, সেই মানুষকে আমি তোমাকে দেখাই; তাহাতে সে তাহার তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সীষরা মৃত পড়িয়া আছে, ও তাহার কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ রহিয়াছে। ২৩ এই রূপে সদাপ্রভু সেই দিনে কনানীয় যাবীন রাজাকে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সাক্ষাতে নত করিলেন। ২৪ পরে কনানীয় যাবীন্ রাজার সংহার না হওন পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণ সেই কনানীয় যাবীন রাজার বিরুদ্ধে উত্তর ২ প্রবল হইল।

৫ অধ্যায়।

১ সেই দিবসে দবোরা ও অবীনোয়মের পুত্র বারক্ এই গান করিল। ২ ইস্রায়েলের পরাক্রমিগণ পরাক্রান্ত হইল, ও প্রজাগণ আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল, এই জন্যে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। ৩ হে রাজগণ, শ্রবণ কর; হে অধ্যক্ষগণ, কর্ণ দেও; আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করি, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত করি। ৪ হে সদাপ্রভো, সেয়ীরহইতে তোমার নির্গমনকালে, ইদোমের দেশহইতে তোমার নিষ্ক্রমণকালে ভূমি কাঁপিল, ও আকাশ বৃষ্টিময় হইল, ও মেঘগণ বিন্দু ২ জল বর্ষিল। ৫ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ সীনয় কম্পবান হইল।

৬ অনাতের পুত্র শম্গরের কালে ও যায়েলের সময়ে সমস্ত রাজপথ নিঃশব্দ ছিল, ও পথিকেরা বক্র উপপথ দিয়া গমন করিত। ৭ পল্লীগ্রাম সকল নিঃশব্দ ছিল, ইস্রায়েলের মধ্যে সে সকল নিঃশব্দ ছিল; শেষে আমি দবোরা উৎপন্ন হইলাম, ইস্রায়েলের মধ্যে মাতৃস্বরূপ হইয়া উৎপন্না হইলাম। ৮ [ইস্রায়েল্] নূতন দেবতা মনোনীত করিয়াছিল; তৎকালে নগরের দ্বারে যুদ্ধ হইত; ইস্রায়েলের কুত্রাপি চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে কি এক খান ঢাল বা শল্য দৃষ্ট হইত?

৯ ইস্রায়েলের যে অধ্যক্ষগণ ও প্রজাদের মধ্যে যে ব্যক্তিরা আপনাদিগকে উৎসর্গ করিল, আমার হৃদয় তাহাদের প্রতি [আকর্ষিত হইতেছে]; তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। ১০ শুভ্র গর্দ্দভীতে চড়িতেছ, কিম্বা দুলিচার উপরে বসিয়া আছ, কিম্বা পথে ভ্রমণ করিতেছ যে তোমরা, তোমরা অনুমোদন কর। ১১ নিপানে২ ধনুর্দ্ধরদের হর্ষনাদ শ্রবণে লোকে তথায় সদাপ্রভুর ধর্ম্মক্রিয়ার এবং ইস্রায়েল [দেশস্থ] আপনার [সকল] পল্লীগ্রামের জন্যে কৃত ধর্ম্মক্রিয়ার সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে; তখন সদাপ্রভুর প্রজাগণ নগরদ্বারে নামিয়া গেল।

১২ হে দবোরে, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও; সচেতন হও, সচেতন হও, গীত গান কর; হে বারক, গাত্রোত্থান কর; হে অবীনোয়মের পুত্র, আপন বন্দিগণকে বন্দিস্থানে লইয়া যাও। ১৩ তখন নরেন্দ্রদের মধ্যে অবশিষ্ট জনগণ [সৈনিক] লোক হইয়া অবরোহণ করিল; সদাপ্রভু আমার পক্ষ হইয়া সেই বীরদের মধ্যে অবরোহণ করিলেন। ১৪ তাহাদের মধ্যে অমালেকের দেশ নিবাসি ইফ্রয়িমের লোক ছিল, তোমার সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিন্যামীন্ পশ্চাদ্গামী ছিল; মাখীরহইতে অধ্যক্ষগণ, ও সবূলূনহইতে গণনাকারির রাজদণ্ডের সহচরগণ অবরোহণ করিল। ১৫ এবং ইষাখরের অধ্যক্ষগণ দবোরার সহিত ছিল, এবং বারকের মত ইষাখর্ তাহার চরণের বেগে তলভূমিতে চালিত হইল।

১৬ রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনস্কল্পনা হইল। [হে রূবেন্,] তুমি কেন মেষবাথানের মধ্যে রহিলা? কি মেষপালক সকলের বংশীবাদ্য শ্রবণার্থে? রূবেণের স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনঃপরীক্ষা হইল। ১৭ গিলিয়দ্ যর্দ্দনের ওপারে ঘরে থাকিল, এবং দান কেন জাহাজে রহিল? আশের্ সমুদ্রের বক্ষে বসিয়া থাকিল, ও তাহার তীরস্থ ছিদ্রে রহিল। ১৮ সবূলূন সৈন্য হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিল, এবং নপ্তালি রণস্থলের উচ্চস্থানে [মরিতে প্রস্তুত হইল]।

১৯ রাজগণ আসিয়া যুদ্ধ করিল, কনানের রাজগণ মগিদ্দোর জলতীরস্থ তানকে যুদ্ধ করিল; তাহারা এক খণ্ড রূপাও পাইল না। ২০ নভোমণ্ডলহইতে যুদ্ধ হইল, আপন ২ অয়নে তারাগণ সীষরার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। ২১ কীশোন্ নদী

তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; কীশোন্ নদী সংঘটনের নদী। হে আমার প্রাণ, তুমি সতেজে অগ্রসর হও। [২২] তখন সত্বরে ২ পলায়মান বীরগণের অশ্বদের খুর ভূমি পেষণ করিল। [২৩] সদাপ্রভুর দূত কহিতেছেন, তোমরা মেরোস্‌কে শাপ দেও; তন্নিবাসিদিগকে দারুন শাপ দেও; কেননা সদাপ্রভুর সাহায্য করিতে, সদাপ্রভুরই সাহায্য করিতে বিক্রমিবর্গের মধ্যে তাহারা আইল না।

[২৪] স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেনীয় হেবরের পত্নী যায়েল্ ধন্যা; তাম্বুবাসিনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে সে ধন্যা। [২৫] তাহার কাছে জল চাহিলে সে দুগ্ধ দিল, ও রাজোপযুক্ত পাত্রে ক্ষীর আনিয়া দিল। [২৬] সে গোঁজ ধরিতে আপন হস্ত, ও কর্ম্মকারের মুদ্গর তুলিতে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইল; এবং সীষরাকে আঘাত করিল, তাহার মস্তক বিদ্ধ করিল, ও তাহার কপোল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিল। [২৭] সে তাহার চরণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া লম্বমান হইল; তাহারই চরণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; সঙ্কুচিত হইবামাত্র তথায় হত হইয়া পড়িল।

[২৮] সীষরার মাতা গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া আছে; সীষরার জননী বাতায়নহইতে ডাকিয়া কহিতেছে; তাহার রথ আসিতে কেন বিলম্ব করে? তাহার রথচক্র কেন মন্দগামী হয়? [২৯] তাহার জ্ঞানবতী সহচরীগণ উত্তর করিতেছে, এবং সে আপনিও আপনার কথার উত্তর করিয়া বলিতেছে, [৩০] তাহারা কি লুট দ্রব্য পাইয়া অংশ করিয়া লয় না? প্রত্যেক পুরুষ কি দুই এক কামিনী পায় না? এবং সীষরাকে কি চিত্রিত বস্ত্র, হাঁ, চিত্রিত সূচি কার্য্যের দুই এক বস্ত্র লুটকারির কণ্ঠভূষারূপে দেয় না? [৩১] হে সদাপ্রভো, তোমার যাবতীয় শত্রু তদ্রূপ বিনষ্ট হউক, কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে উদিত সূর্য্যের সদৃশ হউক।

পরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

৬ অধ্যায়।

[১] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিলে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সাত বৎসর পর্য্যন্ত মিদিয়ন্ [লোকদের] হস্তে সমর্পণ করিলেন। [২] তাহাতে ইস্রায়েলের উপরে মিদিয়নের হস্ত প্রবল হইলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিদিয়নের ভয়ে পর্ব্বতস্থ স্রোতোমার্গে ও গুহাতে ও দুর্গম স্থানে বসতি করিল। [৩] আর ইস্রায়েল [লোকেরা] বীজ বপন করিলে পর মিদিয়ন্ ও অমালেক্ ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা তাহাদের প্রতিকূলে আগমন করিত, [৪] এবং তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া ঘসার নিকট পর্য্যন্ত ভূম্যুৎপন্ন শস্যাদি বিনষ্ট করিত, এবং ইস্রায়েলের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিম্বা মেষ গোরু গর্দ্দভাদি কিছুই রাখিত না। [৫] কারণ তাহারা আপন ২ পশু এবং পঙ্গপালের ন্যায় বহুসংখ্যক তাম্বু সঙ্গে লইয়া আসিত; তাহারা ও তাহাদের উষ্ট্র গণনাতীত ছিল; আর তাহারা উচ্ছিন্ন করণার্থে দেশে প্রবেশ করিত। [৬] তাহাতে ইস্রায়েল মিদিয়নের সম্মুখে অতি ক্ষীণ হইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল।

[৭] এই রূপে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিদিয়নের কারণ সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে সদাপ্রভু [৮] ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতি এক জন ভাববাদিকে প্রেরণ করিলেন। সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে মিসর্‌হইতে আনিয়াছি, ও দাসগৃহহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি, [৯] এবং মিস্রীয় প্রভৃতি তোমাদের সমস্ত উপদ্রবকারিগণহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, এবং তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি। [১০] আর তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম, আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; তোমরা যে ইমোরীয়দের দেশে বাস করিতেছ, তাহাদের দেবগণকে ভয় করিও না; কিন্তু তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর নাই।

[১১] পরে সদাপ্রভুর দূত আসিয়া অবীয়েস্রীয় যোয়াশের অধিকারস্থিত অফ্রাতে এক এলাবৃক্ষের তলে বসিলেন; তৎকালে তাহার পুত্র গিদিয়োন্ মিদিয়নহইতে [শস্য] রক্ষা করণার্থে দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ডে গোম মাড়িতেছিল। [১২] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে মহাবীর, সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে আছেন। [১৩] গিদিয়োন্ উত্তর করিল, হায় ২, হে আমার প্রভো, যদি সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন, তবে আমাদের প্রতি এ সমস্ত কেন ঘটিল? এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার যে সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বৃত্তান্ত আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা কোথায়? তাহারা কহিত, সদাপ্রভু কি আমাদিগকে মিসর্‌হইতে আনয়ন করেন নাই? কিন্তু সম্প্রতি সদাপ্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া মিদিয়নের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। [১৪] তখন সদাপ্রভু তাহার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, তুমি আপনার এই বলেতে গমন করিয়া মিদিয়নের হস্তহইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার কর; আমি কি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি না? [১৫] তাহাতে সে তাঁহাকে কহিল, হায় ২, হে আমার প্রভো, ইস্রায়েলকে কিসে উদ্ধার করিব? দেখুন, মনঃশির মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং আমার পিতৃকুলে আমি কনিষ্ঠ। [১৬] তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, যাহা হউক, আমি তোমার সঙ্গী হইব; তাহাতে তুমি মিদিয়নকে এক মানুষের ন্যায় নিহনন করিবা।

[১৭] অপর সে কহিল, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনিই যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার কোন

অভিজ্ঞান আমাকে দিউন। ১৮ বিনয় করি, আমি যাবৎ আপন নৈবেদ্য লইয়া আপনকার সাক্ষাতে উৎসর্গ করিতে না আসি, তাবৎ আপনি স্থানান্তরে যাইবেন না। তাহাতে তিনি কহিলেন, যাবৎ না আসিবা, তাবৎ আমি বিলম্ব করিব। ১৯ তখন গিদিয়োন্ অন্তরে যাইয়া এক ছাগবৎস ও এক ঐফা পরিমিত সূজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ঐ মাংসাদি ডালীতে রাখিয়া ঝোল বহুগুণাতে করিয়া নির্গত হইয়া সেই এলা বৃক্ষের তলে তাঁহার কাছে আনয়ন করিল। ২০ তাহাতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, এই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক সকল লইয়া ঐ শৈলের উপরে রাখ, এবং ঝোল তাহাতে ঢালিয়া দেও; তখন সে তদ্রূপ করিল। ২১ পরে সদাপ্রভুর দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্র প্রসারণ করিয়া সেই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক সকল স্পর্শ করিলেন; তখন ঐ শৈলহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া সেই মাংস ও পিষ্টক দগ্ধ করিল; পরে সদাপ্রভুর দূত তাহার দৃষ্টিগোচরহইতে প্রস্থান করিলেন। ২২ তাহাতে তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, গিদিয়োন্ ইহা বুঝিল। পরে গিদিয়োন কহিল, হায় ২, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমি সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সদাপ্রভুর দূতকে দেখিলাম। ২৩ তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমার শান্তি হউক, ভয় নাই; তুমি মরিবা না। ২৪ পরে গিদিয়োন্ সে স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবাশালোম্ [সদাপ্রভু শান্তিদাতা] রাখিল; তাহা অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে অদ্যাপি আছে।

২৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন পিতার যুব বৃষকে অর্থাৎ সাত বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বৃষকে গ্রহণ কর, এবং বাল দেবের যে যজ্ঞবেদি তোমার পিতার আছে, তাহা ভগ্ন কর, ও তদুপরিস্থ আশেরার মূর্ত্তি ছেদন কর; ২৬ এবং এই দৃঢ় শৈলের শৃঙ্গে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পরিপাটি এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর, পরে সেই দ্বিতীয় বৃষ লইয়া আশেরার যে মূর্ত্তি ছেদন করিবা, তাহার কাষ্ঠদ্বারা হোম কর। ২৭ তাহাতে গিদিয়োন্ আপন দাসগণের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাই করিল; কিন্তু আপন পিতৃকুল ও নগরস্থ লোকদিগকে ভয় করণ প্রযুক্ত সে দিবাভাগে তাহা করিতে না পারাতে রাত্রিতে করিল।

২৮ অপর প্রত্যূষে নগরস্থ লোকেরা উঠিয়া দেখিল, বালের যজ্ঞবেদি ভগ্ন ও তদুপরিস্থ আশেরার মূর্ত্তি ছিন্ন হইয়াছে, এবং নূতন যজ্ঞবেদির উপরে দ্বিতীয় বৃষ উৎসর্গ হইয়াছে। ২৯ তখন তাহারা পরস্পর কহিল, এমত কর্ম্ম কে করিল? পরে যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে লোকেরা কহিল, যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ ইহা করিল। ৩০ তাহাতে নগরস্থ লোকেরা যোয়াশ্‌কে কহিল, তোমার পুত্রকে বাহির করিয়া আন; সে হত হউক, কেননা সে বালের যজ্ঞবেদি ভগ্ন করিল, ও তাহার উপরিস্থ আশেরার মূর্ত্তি ছেদন করিল। ৩১ তখন যোয়াশ আপনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান লোক সকলকে কহিল, বালের পক্ষে কি তোমরাই বিবাদ করিবা? তোমরাই বা কি তাহাকে নিস্তার করিবা? যে জন তাহার পক্ষে বিবাদ করে, তাহার প্রাণদণ্ড হউক; প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত [ক্ষান্ত হও]; বাল যদি দেবতা হয়, তবে সে আপনার বিবাদ আপনি করুক; যেহেতুক তাহারই যজ্ঞবেদি ভগ্ন হইল। ৩২ অতএব এ যাহার বেদি ভগ্ন করিল, ইহার সহিত সেই বাল্ বিবাদ করুক, এই কথাপ্রযুক্ত সেই দিবস অবধি তাহার নাম যিরুব্বাল্ [বাল্ বিবাদ করুক] হইল।

৩৩ ঐ সময়ে সমস্ত মিদিয়ন ও অমালেক ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা একত্র হইয়া পার হইয়া যিস্রিয়েলের তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। ৩৪ কিন্তু সদাপ্রভুর আত্মা গিদিয়োনের সজ্জাস্বরূপ হইলে সে তূরী বাজাইল; তাহাতে অবীয়েষ্রীয় [গোষ্ঠী] তাহার অনুগমনার্থে সমাহূত হইল। ৩৫ এবং সে মনঃশি [দেশের] সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে তাহারাও তাহার অনুগমনার্থে সমাহূত হইল; পরে সে আশের ও সবূলূন্ ও নপ্তালি [দেশে] দূত প্রেরণ করিলে তাহারা উহাদের অভিমুখে আইল।

৩৬ পরে গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপনকার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন, ইহা কি সত্য? ৩৭ দেখুন, আমি শস্যমর্দ্দনস্থানে ছিন্ন মেষলোম রাখিব, তাহাতে কেবল সেই লোমের উপরে যদি শিশির পড়ে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে, তবে আপনকার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্তদ্বারা ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন, ইহা জ্ঞাত হইব। ৩৮ পরে সেই রূপ ঘটিল, ফলতঃ পরদিবসে সে প্রত্যূষে উঠিয়া সেই লোম চাপিয়া তাহাহইতে পূর্ণ এক বাটি শিশির নিঙ্গড়িয়া ফেলিল। ৩৯ তখন গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপনি আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি কেবল আর এক কথা কহি; বিনয় করি, আমি লোমদ্বারা আর এক বার পরীক্ষা লইব; এখন কেবল লোমের উপরে শুষ্কতা হউক, ও সকল ভূমির উপরে শিশির পড়ুক। ৪০ পরে ঈশ্বর সে রাত্রিতে সেই রূপ করিলেন; তাহাতে কেবল লোমের উপর শুষ্কতা হইল, এবং সকল ভূমিতে শিশির পড়িল।

৭ অধ্যায়।

১ পরে যিরুব্বাল্ অর্থাৎ গিদিয়োন্ ও তাহার সমস্ত সঙ্গি লোক প্রত্যূষে উঠিয়া হারোদ নামক উনুইর ঊর্দ্ধে শিবির স্থাপন করিল; তখন মিদিয়নের শিবির তাহার উত্তরদিগে মোরি পর্ব্বতের নিকটস্থ

তলভূমিতে ছিল। ২ পরে সদাপ্রভু গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, তোমার সঙ্গি লোকদের সংখ্যা এত বড়, যে আমি মিদিয়নকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব না; পাছে ইস্রায়েল্ আমার প্রতিকূলে গর্ব্ব করত বলে, আমি আপন বাহুবলেতে নিস্তার পাইলাম। ৩ অতএব তুমি লোকদের কর্ণে এই কথা ঘোষণা কর, ভীত ও ত্রাসযুক্ত কে? সে প্রত্যূষে গিলিয়দ্ পর্ব্বতহইতে ফিরিয়া যাউক; তাহাতে লোকদের মধ্যহইতে বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল, এবং দশ সহস্র অবশিষ্ট থাকিল। ৪ পরে সদাপ্রভু গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, লোকেরা এখনও অধিক আছে; তুমি তাহাদিগকে লইয়া ঐ জলের নিকটে নামিয়া যাও; সেখানে আমি তোমার জন্যে তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি তোমার সহিত যাইবে, সেই তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি তোমার সহিত যাইবে না, সে যাইবে না। ৫ তাহাতে সে লোকদিগকে জলের নিকটে লইয়া গেলে সদাপ্রভু গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, যাহারা কুক্কুরের ন্যায় জিহ্বাদ্বারা জল চাটিয়া খায় তাহাদিগকে, ও যাহারা পান করিতে হাঁটুর উপরে উবুড় হয়, তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখ। ৬ তাহাতে তিন শতসংখ্য লোক মুখে অঞ্জলি তুলিয়া জল চাটিয়া খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান করিতে হাঁটুর উপরে উবুড় হইল। ৭ পরে সদাপ্রভু গিদিয়োনকে কহিলেন, চাটিয়া জল পানকারি এই তিন শত লোকদ্বারা আমি তোমাদিগকে নিস্তার করিব, ও মিদিয়নকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; অন্য সমস্ত লোক আপন ২ স্থানে গমন করুক। ৮ পরে উহারা আপন ২ হস্তে লোকদের খাদ্য দ্রব্য ও তূরী সকল গ্রহণ করিল, ফলতঃ সে ইস্রায়েলের লোকসমূকে স্ব ২ তাম্বুতে বিদায় করিয়া ঐ তিন শত মনুষ্যকে রাখিল; তৎকালে মিদিয়নের শিবির তাহার নীচে তলভূমিতে ছিল।

৯ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, উঠ, ঐ শিবিরের বিরুদ্ধে নামিয়া যাও; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিলাম। ১০ আর যদি তুমি যাইতে ভীত হও, তবে তোমার ভৃত্য ফুরাকে সঙ্গে লইয়া শিবিরের সমীপে নামিয়া যাও, ১১ এবং উহারা যাহা কহে, তাহা শুন; শুনিলে তোমার হস্ত বলবান হইবে, তাহাতে তুমি ঐ শিবিরের বিরুদ্ধে নামিয়া যাইবা। তখন সে আপন ভৃত্য ফুরার সহিত শিবিরস্থ সুসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। ১২ ঐ মিদিয়ন ও অমালেক ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা বহুত্ব প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় তলভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছিল, এবং উষ্ট্রও বহুত্ব প্রযুক্ত সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য ছিল। ১৩ পরে গিদিয়োন্ [নিকটে] আইলে তাহাদের মধ্যে এক জন আপন বন্ধুকে এই স্বপ্নকথা কহিতেছিল, দেখ, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন যবের এক খান রুটী মিদিয়নের শিবিরের মধ্য দিয়া গড়িয়া গেল, এবং এক তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বু উল্টিয়া দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ১৪ তখন তাহার বন্ধু উত্তর করিল, তাহা ইস্রায়েলীয় যোয়াশের পুত্র গিদিয়োনের খড়্গ ব্যতীত আর কি বুঝায়? ঈশ্বর মিদিয়নকে ও সমস্ত শিবিরকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

১৫ তখন গিদিয়োন্ ঐ স্বপ্নের কথা ও তাহার অর্থ শুনিয়া প্রণিপাত করিল, পরে ইস্রায়েলের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, উঠ, কেননা সদাপ্রভু তোমাদের হস্তে মিদিয়নের শিবির সমর্পণ করিলেন। ১৬ পরে সে ঐ তিন শত লোককে তিন দলে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক ২ তূরী, এবং এক ২ শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল দিল। ১৭ এবং তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মত কর্ম্ম কর; দেখ, আমি শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে যেরূপ করিব, তোমরাও তদ্রূপ করিবা। ১৮ আমি ও আমার সঙ্গিগণ তূরী বাজাইলে তোমরাও সমস্ত শিবিরের চারি পার্শ্বে থাকিয়া তূরী বাজাইয়া, "সদাপ্রভুর ও গিদিয়োনের [জয়]," এই কথা কহিবা।

১৯ পরে মধ্যপ্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত হইবামাত্র গিদিয়োন্ ও তাহার সঙ্গি এক শত লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া তূরী বাজাইল, এবং আপন ২ হস্তস্থিত ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ২০ এই রূপে তিন দলের লোকেরা তূরী বাজাইল ও ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার তূরী ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, "সদাপ্রভুর ও গিদিয়োনের খড়্গ।" ২১ এবং শিবিরের চারি দিগে প্রত্যেকে আপন ২ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহাতে শিবিরস্থ যাবতীয় লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ২২ তখন ঐ তিন শত লোক [সকলে] তূরী বাজাইলে সদাপ্রভু শিবিরস্থ প্রত্যেক খড়্গধারিকে আপন ২ নিকটস্থ লোকের ও সমস্ত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ সরোদাস্থ বৈৎশিটাতে ও টব্বতের নিকটবর্ত্তি আবেল্-মহোলার নদীতীর পর্য্যন্ত পলায়ন করিল। ২৩ পরে নপ্তালি ও আশের ও সমস্ত মনঃশি দেশহইতে ইস্রায়েল লোকেরা সমাহূত হইয়া মিদিয়নের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গেল।

২৪ পরে গিদিয়োন্ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, তোমরা মিদিয়নের প্রতিকূলে নামিয়া যাও, এবং তাহাদের অগ্রে বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জল সকল ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত কর; তাহাতে ইফ্রয়িমের সমস্ত লোক সমাহূত হইয়া বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জল সকল ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত করিল। ২৫ এবং ওরেব্

ও সেব্ নামে মিদিয়নের দুই রাজাকে ধরিয়া ওরেব্ নামক শৈলে ওরেব্কে বধ করিল, এবং সেব্ নামক দ্রাক্ষাকুণ্ডের নিকটে সেব্কে বধ করিল। পরে তাহারা মিদিয়নের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গেল, এবং ওরেবের ও সেবের মস্তক যর্দ্দনের ওপারে গিদিয়োনের নিকটে লইয়া গেল।

৮ অধ্যায়।

১ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা তাহাকে কহিল, তুমি মিদিয়নের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন সময়ে আমাদিগকে যে আহ্বান কর নাই, আমাদের প্রতি এ কেমন কর্ম্ম করিলা? ইহা বলিয়া তাহারা তাহার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিল। ২ তখন সে তাহাদিগকে কহিল, এখন তোমাদের কর্ম্মের তুল্য কোন্ কর্ম্ম আমি করিলাম? অবীয়েষরের সমস্ত দ্রাক্ষাফলের চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের ত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন কি শ্রেষ্ঠ নয়? ৩ তোমাদেরই হস্তে তো ঈশ্বর ওরেব্ ও সেব্ নামে মিদিয়নের দুই রাজাকে সমর্পণ করিলেন, তোমাদের এই কর্ম্মের তুল্য কোন্ কর্ম্ম আমার সাধ্য হইল? তখন তাহার এই কথা কহনেতে তাহার প্রতি তাহাদের রাগ নিবৃত্ত হইল।

৪ গিদিয়োন্ ও তাহার সঙ্গি তিন শত লোক [নদী] পার হইতে শ্রান্ত, তথাপি অনুধাবনে উৎসাহবান্ হইয়া যর্দ্দনে আসিয়াছিল। ৫ পরে সে সুক্কোতের লোকদিগকে কহিল, বিনয় করি, তোমরা আমার অনুগামি লোক সকলকে রুটী দেও, কেননা তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; আর আমি সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নের দুই রাজার পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া যাইতেছি। ৬ তাহাতে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণ কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের থাবা না কি এখন তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার সৈন্যগণকে রুটী দিব? ৭ তাহাতে গিদিয়োন্ কহিল, ভাল, যখন সদাপ্রভু সেবহকে ও সল্মুন্নকে আমার হস্তগত করিবেন, তখন আমি প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টকদ্বারা তোমাদের মাংস ছিঁড়িব। ৮ পরে সে তথাহইতে পনূয়েলে উঠিয়া গিয়া তথাকার লোকদের প্রতিও সেই রূপ কহিল, তাহাতে সুক্কোতের লোকেরা যেরূপ উত্তর করিয়াছিল, পনূয়েলের লোকেরাও তাহাকে তদ্রূপ উত্তর দিল। ৯ তখন সে ঐ পনূয়েলের লোকদিগকেও কহিল, কুশলে প্রত্যাগমন কালে আমি [তোমাদের] এই দুর্গ ভগ্ন করিব।

১০ ঐ সময়ে সেবহ ও সল্মুন্ন কর্কোরে ছিল, এবং তাহাদের সমভিব্যাহারি সৈন্য প্রায় পঞ্চদশ সহস্র লোক ছিল; পূর্ব্বদেশীয় লোকদের সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ইহারা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, আর খড়্গধারি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক হত হইয়াছিল। ১১ পরে গিদিয়োন্ নোবহের ও যগ্বিহের পূর্ব্বদিগে তাম্বুনিবাসিদের পথ দিয়া উঠিয়া যাইয়া সেই সৈন্যগণকে আঘাত করিল, যেহেতুক সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত ছিল। ১২ তখন সেবহ ও সল্মুন্ন পলায়ন করিল, কিন্তু সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নের দুই রাজাকে ধরিল; বস্তুতঃ সে সমস্ত সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল।

১৩ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ হেরসের ঘাট দিয়া যুদ্ধহইতে প্রত্যাগমন সময়ে ১৪ সুক্কোৎ নিবাসিদের এক যুবকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে সে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণের ও তাহার প্রাচীনদের সাতাত্তর জনের নাম লেখাইয়া দিল। ১৫ পরে সে সুক্কোতের লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের থাবা না কি এখন তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার শ্রান্ত লোকদিগকে রুটী দিব? এই কথা কহিয়া তোমরা যাহাদের নাম লইয়া আমাকে ধিক্কার করিয়াছিলা, এই সেই সেবহকে ও সল্মুন্নকে দেখ। ১৬ অপর সে ঐ নগরের প্রাচীনগণকে ধরিয়া প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টক লইয়া তাহাদ্বারা ঐ সুক্কোতীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিল। ১৭ পরে সে পনূয়েলের দুর্গ ভগ্ন করিল ও নগরের লোকদিগকে বধ করিল।

১৮ পরে সে সেবহকে ও সল্মুন্নকে কহিল, তোমরা তাবোরে যে পুরুষদিগকে বধ করিয়াছিলা, তাহারা কি প্রকার লোক? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আপনি যেমন, তাহারাও সেই রূপ, প্রত্যেকে রাজপুত্রাকার ছিল। ১৯ তাহাতে সে কহিল, তাহারা আমার সহোদর; আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নাম লইয়া কহি, তোমরা যদি তাহাদিগকে বাঁচাইতা, তবে আমি তোমাদিগকে বধ করিতাম না। ২০ পরে সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথর্কে কহিল, তুমি উঠিয়া ইহাদিগকে বধ কর; কিন্তু সেই বালক আপন খড়্গ বাহির করিল না, কারণ তখনও সে বালক, তজ্জন্য ভীত ছিল। ২১ তাহাতে সেবহ ও সল্মুন্ন কহিল, আপনি উঠিয়া আমাদিগকে আঘাত করুন, কেননা যে যেমন পুরুষ, তাহার তেমনি বীরত্ব। পরে গিদিয়োন্ উঠিয়া সেবহকে ও সল্মুন্নকে বধ করিল; এবং তাহাদের উষ্ট্রের গলার সমস্ত চন্দ্রহার লইল।

২২ পরে ইস্রায়েলের লোকেরা গিদিয়োন্কে কহিল, তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব কর, কেননা তুমি আমাদিগকে মিদিয়নের হস্তহইতে নিস্তার করিলা। ২৩ তখন গিদিয়োন্ কহিল, আমি তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিব না, এবং আমার পুত্রও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না, সদাপ্রভুই তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ২৪ পরে গিদিয়োন্ কহিল, আমি তোমাদের কাছে এক নিবেদন করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ লুটিত কর্ণকুণ্ডল আমাকে দেও; কেননা [শত্রুরা] ইশ্মায়েলীয় লোক, এই জন্যে

তাহাদের সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল ছিল। ২৫ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, অবশ্য দিব; পরে তাহারা এক বস্ত্র পাতিয়া প্রত্যেকে তন্মধ্যে আপন ২ লুটিত কর্ণকুণ্ডল ফেলিল। ২৬ তাহাতে তাহার প্রার্থিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ এক সহস্র সাত শত শেকল্ সুবর্ণ হইল। ইহা চন্দ্রহার ও ঝুমকা ও মিদিয়নীয় রাজাদের পরিধেয় বাগুনি রঙ্গের বস্ত্র ও তাহাদের উষ্ট্রের গলার অভরণহইতে ভিন্ন। ২৭ পরে গিদিয়োন্ তাহা লইয়া এক এফোদ্ নির্ম্মাণ করিয়া আপন বসতিনগর অফ্রাতে রাখিল; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্ সে স্থানে তাহার পশ্চাৎ ব্যভিচারী হইল। ইহা গিদিয়োনের ও তাহার কুলের ফাঁদস্বরূপ হইল।

২৮ এই রূপে মিদিয়ন ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখে নত হইয়া আর মস্তক তুলিতে পারিল না; পরে গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে ছিল।

২৯ পরে যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল আপন বাটীতে যাইয়া বাস করিল। ৩০ ঐ গিদিয়োনের কটিহইতে উৎপন্ন সত্তর পুত্র ছিল, কেননা তাহার অনেক ভার্য্যা ছিল। ৩১ এবং শিখিমে তাহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও তাহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে সে তাহার নাম অবীমেলক্ রাখিল।

৩২ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে মরিলে অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তাহার পিতা যোয়াশের কবরে তাহার কবর হইল। ৩৩ গিদিয়োনের মরণানন্তর ইস্রায়েলের সন্তানগণ পুনর্ব্বার বাল্ দেবগণের পশ্চাৎ যাইয়া ব্যভিচারী হইয়া বাল্-বরীৎকে [সন্ধিনাথ বাল্কে] আপনাদের ইষ্ট দেবতা করিল। ৩৪ বস্তুতঃ যিনি চতুর্দ্দিক্স্থ শত্রুগণের হস্তহইতে তাহাদের উদ্ধারকারী, ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইল। ৩৫ আর যিরুব্বাল্-গিদিয়োন্ ইস্রায়েলের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছিল, তাহারা তদনুসারে তাহার কুলের প্রতি সাধু ব্যবহার করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ পরে যিরুব্বালের পুত্র অবীমেলক্ শিখিমে আপন মাতুলদের নিকটে যাইয়া তাহাদের সহিত এবং নিজ মাতার পিতৃকুলের সমস্ত গোষ্ঠীর সহিত এই পরামর্শের কথা কহিল; ২ নিবেদন করি, তোমরা শিখিমের গৃহস্থ সকলের কর্ণগোচরে এই কথা কহ, তোমাদের পক্ষে ভাল কি? তোমাদের উপরে সত্তর জনের অর্থাৎ যিরুব্বালের সমুদয় পুত্রের কর্ত্তৃত্ব কি ভাল? কিম্বা একের কর্ত্তৃত্ব ভাল? আর আমি তোমাদের অস্থি ও মাংসস্বরূপ, ইহাও স্মরণ কর। ৩ তাহাতে তাহার মাতুলগণ তাহার পক্ষে শিখিমের গৃহস্থ সকলের কর্ণগোচরে ঐ কথা কহিলে তাহারা অবীমেলকের অনুগামী হইতে প্রবৃত্তমনা হইল; কেননা তাহারা বলিল, উনি আমাদের ভ্রাতা। ৪ অপর তাহারা বাল্-বরীতের মন্দিরহইতে তাহাকে সত্তর থান রূপা দিল; তাহাতে অবীমেলক্ অসারচিত্ত দুঃসাহসি লোকদিগকে ঐ রূপা বেতন দিলে তাহারা তাহার অনুগামী হইল। ৫ পরে সে অফ্রাতে পিতার বাটীতে যাইয়া আপন ভ্রাতৃগণকে অর্থৎ যিরুব্বালের সত্তর জন পুত্রকে এক প্রস্তরোপরি বধ করিল; কেবল যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র যোথম্ লুকাইয়া থাকাতে অবশিষ্ট রহিল। ৬ পরে শিখিমের গৃহস্থ সকল এবং বৈৎমিল্লোর [সমস্ত লোক] একত্র হইয়া শিখিমে স্তম্ভের [সমীপস্থ] এলোন্ বৃক্ষের কাছে যাইয়া অবীমেলক্কে রাজা করিল।

৭ পরে লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে সে যাইয়া গরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে শিখিমের গৃহস্থ সকল, আমার বাক্যে মনোযোগ কর, তাহাতে ঈশ্বর তোমাদের বাক্যে মনোযোগ করিবেন। ৮ বৃক্ষগণ আপনাদের রাজ্যে অভিষেক করণার্থে রাজার অন্বেষণে গমন করিল। তাহারা জিতবৃক্ষকে কহিল, তুমি আমাদের রাজা হও। ৯ কিন্তু জিতবৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমার যে তৈলের নিমিত্তে দেবগণ ও মনুষ্যগণ আমার মর্য্যাদা করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? ১০ পরে বৃক্ষগণ ডুম্বুরবৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। ১১ কিন্তু ডুম্বুরবৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? ১২ পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। ১৩ কিন্তু দ্রাক্ষালতা তাহাদিগকে কহিল, আমার যে রস দেবগণ ও মনুষ্যগণকে প্রসন্ন করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? ১৪ পরে সমস্ত বৃক্ষগণ কণ্টকবৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও। ১৫ তাহাতে কণ্টকবৃক্ষ অন্য বৃক্ষগণকে কহিল, তোমরা যদি আপনাদের উপরে বাস্তবিক আমাকে রাজা করিতে অভিষেক কর, তবে আসিয়া আমার ছায়ার শরণ লও; নতুবা এই কণ্টকবৃক্ষহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া লিবানোনের এরস বৃক্ষগণকে গ্রাস করিবে। ১৬ দেখ, এখন অবীমেলক্কে রাজা করাতে তোমরা যদি সত্য ও যথার্থ আচরণ করিয়া থাক, এবং যদি যিরুব্বালের ও তাহার কুলের প্রতি সদাচরণ করিয়া থাক, ও তাহার হস্তকৃত উপকারানুসারে তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাক, [তবে ভাল]। ১৭ আমার পিতা তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন, ও আপন প্রাণ সংশয়স্থলে নিক্ষেপ করিয়া মিদিয়নের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন;

১৮ কিন্তু তোমরা অদ্য আমার পিতৃকুলের প্রতিকূলে উঠিয়া এক প্রস্তরোপরি তাঁহার সত্তর জন পুত্রকে বধ করিয়া তাঁহার দাসীপুত্র অবীমেলক্‌কে আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া শিখিমের গৃহস্থদের উপরে রাজা করিলা। ১৯ ভাল, অদ্য যদি তোমরা যিরুব্বালের ও তাহার কুলের প্রতি সত্য ও যথার্থ আচরণ করিয়া থাক, তবে অবীমেলকেতে আনন্দ কর, এবং সেও তোমাদিগেতে আনন্দ করুক। ২০ কিন্তু তাহা যদি না হয়, তবে অবীমেলক্‌হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া শিখিমের গৃহস্থদিগকে ও বৈৎমিল্লোর লোকদিগকে গ্রাস করিবে; আবার শিখিমের গৃহস্থগণহইতে ও বৈৎমিল্লোর লোকহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া অবীমেলক্‌কে গ্রাস করিবে। ২১ পরে যোথম্ পলাইয়া স্থানান্তরে অর্থাৎ বেরে গেল, এবং সেই স্থানে আপন ভ্রাতা অবীমেলক্‌হইতে দূরে বাস করিল।

২২ পরে অবীমেলক্ ইস্রায়েলের উপরে তিন বৎসর কর্ত্তৃত্ব করিল। ২৩ তাহার পর যিরুব্বালের সত্তর পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতিফল যেন ঘটে, এবং তাহাদিগকে বধ করিয়াছিল যে তাহাদের ভ্রাতা অবীমেলক, তাহার উপরে, এবং ভ্রাতৃবধে তাহার সাহায্যকারি শিখিমস্থ গৃহস্থদের উপরে ঐ রক্তপাতের অপরাধ যেন বর্ত্তে, ২৪ এই জন্যে ঈশ্বর অবীমেলকের ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে দ্বেষজনক এক আত্মাকে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেলকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ২৫ আর শিখিমের গৃহস্থেরা তাহার নিমিত্তে পর্ব্বতশৃঙ্গে গোপনে লোকদিগকে বসাইল, তাহাতে যত লোক তাহাদের নিকটস্থ পথ দিয়া যায়, সকলেরি দ্রব্যাদি তাহারা লুটিয়া লয়; অপর অবীমেলক তাহার সংবাদ পাইল। ২৬ পরে এবদের পুত্র গাল্ আপন ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া শিখিমে আইল; তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা তাহাকে বিশ্বাস করিল। ২৭ পরে বাহির হইয়া আপন২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ফল চয়ন ও মর্দ্দন করিয়া প্রশংসার্থক উপহার আনিল, এবং আপন দেবতার মন্দিরে যাইয়া ভোজন পান করিয়া অবীমেলক্‌কে শাপ দিল। ২৮ বিশেষতঃ এবদের পুত্র গাল্ কহিল, শিখিমের কাছে ঐ অবীমেলক্ কে, যে আমরা তাহার দাস হই? সে কি যিরুব্বালের পুত্র নহে? এবং সবূল্ কি তাহার সেনাপতি নহে? তোমরা বরং শিখিমের পিতা হমোরের লোকদের দাস হও; আমরা ঐ ব্যক্তির দাসত্ব কেন স্বীকার করি? ২৯ হায় ২, এই সকল লোক আমার হস্তগত হইলে আমি অবীমেলক্‌কে দূর করিয়া দিব। পরে সে অবীমেলকের উদ্দেশে কহিল, তুমি অধিক সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া আইস।

৩০ এবদের পুত্র গালের সেই বাক্য নগরের কর্ত্তা সবূলের কর্ণগোচর হইলে সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ৩১ কোন ছলে অবীমেলকের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, দেখ, এবদের পুত্র গাল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ শিখিমে আইল; এবং দেখ, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নগরে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে। ৩২ অতএব তুমি আপন সঙ্গি লোকদের সহিত রাত্রিতে উঠিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাক। ৩৩ পরে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উঠিয়া নগর আক্রমণ কর; তাহাতে দেখ, সে ও তাহার সঙ্গি লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নির্গত হইবে, তখন তুমি যাহা করিতে পারিবা তাহা করিও।

৩৪ পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা রাত্রিতে উঠিয়া চারি দল হইয়া শিখিমের বিরুদ্ধে আড়ালে রহিল। ৩৫ এবং এবদের পুত্র গাল্ বাহিরে যাইয়া নগরদ্বারপ্রবেশের স্থানে দাঁড়াইল; পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা আড়ালহইতে উঠিলে ৩৬ গাল্ সেই লোকদিগকে দেখিয়া সবূল্‌কে কহিল, ঐ দেখ, পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে। তাহাতে সবূল তাহাকে কহিল, তুমি মনুষ্যভ্রমে পর্ব্বতের ছায়া দেখিতেছ। ৩৭ পরে গাল্ পুনর্ব্বার কহিল, দেখ, উচ্চ দেশহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে, এবং গণকদের এলোন্ বৃক্ষের পথ দিয়া আর এক দল আসিতেছে। ৩৮ তাহাতে সবূল্ কহিল, কোথায় এখন তোমার সেই মুখ, যাহাতে বলিয়াছিলা, অবীমেলক্ কে যে আমরা তাহার দাসত্ব স্বীকার করি? তুমি যে লোকদিগকে তুচ্ছ করিয়াছিলা, উহারা কি সেই লোক নয়? এখন যাও, বাহির হইয়া উহার সহিত যুদ্ধ কর। ৩৯ পরে গাল্ শিখিমের গৃহস্থদের অগ্রগামী হইয়া বাহিরে যাইয়া অবীমেলকের সহিত যুদ্ধ করিল। ৪০ তাহাতে অবীমেলক্ তাহাকে তাড়না করিলে সে তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, এবং দ্বারপ্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত অনেক লোক হত হইয়া পড়িল। ৪১ পরে অবীমেলক্ অরুমায় রহিল, এবং সবূল্ গাল্‌কে ও তাহার ভ্রাতৃগণকে তাড়াইয়া দিয়া আর শিখিমে বাস করিতে দিল না। ৪২ পরদিন প্রাতে লোকেরা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাইতেছিল, কিন্তু অবীমেলক্ তাহার সংবাদ পাইয়া ৪৩ লোকদিগকে লইয়া তিন দল করিয়া ক্ষেত্রমধ্যে আড়ালে রহিল; পরে লোকেরা নগরহইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সে তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল। ৪৪ এবং অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিদল ত্বরায় আক্রমণ করিয়া নগরদ্বারপ্রবেশের স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং অন্য দুই দল ক্ষেত্রস্থ সকল লোককে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। ৪৫ অনন্তর অবীমেলক্ সেই সমস্ত দিন ঐ নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, শেষে নগর হস্তগত করিয়া তন্মধ্যস্থিত লোকদিগকে বধ করিল, এবং নগর সমভূমি করিয়া তাহার উপরে লবণ ছড়াইল।

৪৬ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত গৃহস্থ সকল এই

কথা শুনিয়া বরীৎ দেবের মন্দিরস্থ এক দৃঢ় গৃহে প্রবেশ করিল। [৪৭] পরে শিখিমের দুর্গস্থিত গৃহস্থ লোক সকল একত্র হইয়াছে, এই কথা অবীমেলকের কর্ণগোচর হইলে [৪৮] অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিগন সকলে সল্মোন্ পর্ব্বতে উঠিয়া গেল। আর অবীমেলক্ কুঠার হস্তে লইয়াছিল; পরে সে বৃক্ষহইতে এক শাখা কাটিয়া লইয়া আপন স্কন্ধে রাখিল, এবং আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল, তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিলা তদনুসারে শীঘ্র কর। [৪৯] তাহাতে সৈন্যগনও প্রত্যেক জন এক ২ শাখা কাটিয়া লইয়া অবীমেলকের পশ্চাৎ ২ চলিল; পরে সেই সকল শাখা ঐ দৃঢ় গৃহের গাত্রে দিয়া তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া মনুষ্যশুদ্ধ গৃহ দগ্ধ করিল; এই রূপে শিখিমের দুর্গনিবাসি সকল লোকও মরিল; তাহারা স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় এক সহস্র লোক ছিল।

[৫০] পরে অবীমেলক্ তেবেসে গমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা হস্তগত করিল। [৫১] কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে দুরাক্রম এক দুর্গ ছিল, অতএব পুরুষ ও স্ত্রী নগরের সকল গৃহস্থ লোক পলাইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুর্গের ছাতের উপরে উঠিল। [৫২] পরে অবীমেলক্ সেই দুর্গনিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করণার্থে দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গেল। [৫৩] তাহাতে এক জন স্ত্রীলোক যাঁতার এক পাট লইয়া অবীমেলকের মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তকের খুলি ভগ্ন করিল। [৫৪] তাহাতে সে শীঘ্র আপন অস্ত্রবাহক যুবকে ডাকিয়া কহিল, তুমি খড়্গ খুলিয়া আমাকে বধ কর; পাছে লোকে আমার উদ্দেশে বলে, এক স্ত্রী উহাকে বধ করিল। তাহাতে সে যুবা তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে মরিল। [৫৫] পরে অবীমেলক্ মরিল, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েলের লোকেরা প্রত্যেকে আপন ২ স্থানে প্রস্থান করিল।

[৫৬] এই রূপে অবীমেলক্ আপনার সত্তর জন ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড তাহাকে দিলেন; [৫৭] আবার শিখিমের লোকদিগের মস্তকে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল বর্ত্তাইলেন; তাহাতে যিরুব্বালের পুত্র যোথমের শাপ তাহাদিগেতে সফল হইল।

১০ অধ্যায়।

[১] অবীমেলকের পরে ইষাখরবংশীয় দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র তোলয় ইস্রায়েলের নিস্তার করণার্থে উৎপন্ন হইল; সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শামীরে বাস করিত। [২] সে তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল; পরে সে মরিল, এবং শামীরে তাহার কবর হইল।

[৩] তাহার পরে গিলিয়দীয় যায়ীর্ উৎপন্ন হইয়া বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল। [৪] তাহার ত্রিশ পুত্র ত্রিশ গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; এবং তাহাদের ত্রিশ নগর ছিল; গিলিয়দ দেশস্থ সেই সকল নগরকে অদ্যাপি হবোৎ-যায়ীর বলা যায়। [৫] পরে যায়ীর্ মরিল, এবং কামোনে তাহার কবর হইল।

[৬] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল, এবং বাল্ দেবগণের ও অষ্টারোৎ দেবীদের ও অরামের দেবগণের ও সীদোনের দেবগণের ও মোয়াবের দেবগণের ও অম্মোনের সন্তানদের দেবগণের ও পলেষ্টীয়দের দেবগণের পূজা করিতে লাগিল; কিন্তু সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিত না। [৭] অতএব ইস্রায়েলের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি পলেষ্টীয়দের ও অম্মোনের সন্তানদের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। [৮] তাহাতে তাহারা ঐ বৎসরাবধি আঠার বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগনকে, বিশেষতঃ যর্দ্দনপারস্থ গিলিয়দের অন্তঃপাতি ইমোরীয় দেশনিবাসি ইস্রায়েলের সন্তান সকলকে উৎপীড়ন পূর্ব্বক চূর্ণ করিত। [৯] তদ্ভিন্ন অম্মোনের সন্তানগন যিহূদার ও বিন্যামীনের ও ইফ্রয়িম্ কুলের সহিত যুদ্ধ করিতে যর্দ্দন্ পার হইত; তাহাতে ইস্রায়েল অতিশয় ক্লেশ পাইত।

[১০] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগন সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়াছি, এবং বাল্ দেবগণের পূজাও করিয়াছি, এই কর্ম্মদ্বারা তোমার প্রতিকূলে পাপ করিলাম। [১১] তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগনকে কহিলেন, মিস্রীয় ও ইমোরীয় ও অম্মোনবংশীয় ও পলেষ্টীয় লোকহইতে আমি কি তোমাদিগকে [নিস্তার করি] নাই? [১২] এবং সীদোনীয় লোকেরা ও অমালেক ও মায়োন যখন তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তোমরা আমার কাছে ক্রন্দন করিলে আমি তাহাদের হস্তহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিলাম। [১৩] তথাপি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের পূজা করিলা; অতএব আমি আর তোমাদের নিস্তার করিব না; [১৪] তোমরা যাইয়া আপনাদের মনোনীত ঐ দেবগণের কাছে ক্রন্দন কর; সঙ্কটের সময়ে তাহারাই তোমাদিগকে নিস্তার করুক।

[১৫] তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুকে কহিল, আমরা পাপ করিলাম; এখন তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই আমাদের প্রতি কর; কিন্তু কোন প্রকারে অদ্য আমাদিগকে উদ্ধার কর। [১৬] অপর তাহারা আপনাদের মধ্যহইতে বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া সদাপ্রভুর আরাধনা করিল; তাহাতে ইস্রায়েলের দুঃখে তাঁহার প্রাণ দুঃখিত হইল।

[১৭] ঐ সময়ে অম্মোনের সন্তানগণ সমাহূত হইয়া

গিলিয়দে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ একত্র হইয়া মিস্পীতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। ১৮ তাহাতে গিলিয়দের লোকেরা, বিশেষতঃ তাহাদের অধ্যক্ষগণ পরস্পর কহিল, অম্মোনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কে আরম্ভ করিবে? সে গিলিয়দ নিবাসি সমস্ত লোকের প্রধান হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ নামে এক মহাবীর ছিল; সে এক বেশ্যার পুত্র; গিলিয়দ তাহার জন্ম দিয়াছিল। ২ কিন্তু গিলিয়দের ভার্য্যাও তাহার জন্যে কএকটী পুত্র প্রসব করিল; পরে ভার্য্যাজাত সেই পুত্রেরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন যিপ্তহকে তাড়াইয়া দিয়া কহিল, আমাদের পিতৃকুলের মধ্যে তুমি অধিকার পাইবা না, কেননা তুমি ইতর স্ত্রীর পুত্র। ৩ তাহাতে যিপ্তহ আপন ভ্রাতৃগণের সম্মুখহইতে পলাইয়া টোব্ দেশে প্রবাস করিল; এবং কতকগুলিন অসারচিত্ত লোক যিপ্তহের সহিত মিলিয়া তাহার সহচর যোদ্ধা হইল।

৪ কিছু কাল পরে অম্মোনের সন্তানগণ ইস্রায়েলের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৫ তখন ইস্রায়েলের সহিত অম্মোনের সন্তানগণ যুদ্ধ করাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে টোব্ দেশহইতে আনিতে গেল। ৬ তাহারা যিপ্তহকে কহিল, আমরা অম্মোনের সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিব; তুমি আসিয়া আমাদের শাসনকর্ত্তা হও। ৭ তাহাতে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিল, তোমরাই কি আমাকে ঘৃণা করিয়া আমার পিতৃকুলহইতে আমাকে তাড়াইয়া দেও নাই? এখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ [বলিয়া] আমারই কাছে কেন আইলা? ৮ তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে কহিল, ভাল, এখন আমরা পুনর্ব্বার তোমার নিকটে আইলাম; তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়া অম্মোনের সন্তানদের সহিত যুদ্ধ কর, এবং আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ্ নিবাসি সমস্ত লোকের প্রধান হও। ৯ তখন যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গকে কহিল, তোমরা কি অম্মোনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে আমাকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া যাইতেছ? ভাল, সদাপ্রভু যদি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করেন, তবে আমিই তোমাদের প্রধান হইব। ১০ তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনবর্গ যিপ্তহকে কহিল, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে সাক্ষী; আমরা অবশ্য তোমার বাক্যানুসারে করিব। ১১ পরে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনবর্গের সহিত গেল; তাহাতে লোকেরা তাহাকে আপনাদের প্রধান ও শাসনকর্ত্তা করিল; অপর যিপ্তহ মিস্পীতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনার সমস্ত কথা কহিল।

১২ পরে যিপ্তহ অম্মোনের সন্তানদের রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমার সহিত তোমার বিষয় কি, যে তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আমার দেশে আইলা? ১৩ তাহাতে অম্মোনের সন্তানগণের রাজা যিপ্তহের দূতগণকে কহিল, কারণ এই, ইস্রায়েল যখন মিসরহইতে বাহির হইয়া আইল, তখন অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ ও যর্দ্দন পর্য্যন্ত আমার ভূমি হরণ করিল; অতএব এখন নির্ব্বিরোধে তাহা ফিরাইয়া দেও। ১৪ তাহাতে যিপ্তহ অম্মোনের সন্তানদের রাজার নিকটে পুনর্ব্বার দূত পাঠাইয়া ১৫ তাহাকে কহিল, যিপ্তহ এই কথা কহে, মোয়াবের ভূমি কিম্বা অম্মোনের সন্তানগণের ভূমি ইস্রায়েল হরণ করে নাই। ১৬ কিন্তু মিসরহইতে আগমন সময়ে ইস্রায়েল সূফ্‌সাগর পর্য্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণ করিলে পর যখন কাদেশে উপস্থিত হইল, ১৭ তখন ইদোমের রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে দেও, কিন্তু ইদোমের রাজা সে কথা মানিল না; এবং সেই রূপে মোয়াবের রাজার নিকটে কহিয়া পাঠাইলে সেও সম্মত হইল না; অতএব ইস্রায়েল কাদেশে রহিল। ১৮ পরে তাহারা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইয়া ইদোম্ দেশ ও মোয়াব দেশ প্রদক্ষিণ করণ পূর্ব্বক মোয়াব দেশের পূর্ব্বদিগ্ দিয়া আসিয়া অর্ণোনের ওপারে শিবির স্থাপন করিল, মোয়াবের সীমামধ্যে প্রবেশ করিল না, কেননা অর্ণোন্ মোয়াবের সীমা। ১৯ অপর ইস্রায়েল হিষ্‌বোনের ইমোরীয় রাজা সীহোনের নিকটে দূত পাঠাইয়া এই কথা কহিল, বিনয় করি, তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে যাইতে দেও। ২০ তাহাতে সীহোন্‌ও আপন সীমার মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে ইস্রায়েলকে বিশ্বাস না করিয়া আপন সমস্ত লোক একত্র করিয়া যহসে শিবির স্থাপন করিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিল। ২১ তাহাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু সীহোন্‌কে ও তাহার সমস্ত লোককে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল; এই রূপে ইস্রায়েল্ তদ্দেশনিবাসি ইমোরীয়দের সমস্ত দেশ অধিকার করিল। ২২ তাহারা অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ পর্য্যন্ত ও প্রান্তর অবধি যর্দ্দন্ পর্য্যন্ত ইমোরীয়দের সমস্ত অঞ্চল অধিকার করিল। ২৩ সুতরাং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজা ইস্রায়েলের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিলেন; এখন তুমি কি তাহাদের দেশ অধিকার করিবা? ২৪ তোমার কমোশ্ দেব অধিকারার্থে তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তুমি কি তাহার অধিকারী নহ? কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সম্মুখে যাহা অধিকারিহীন করিয়াছেন, সে সমস্তের অধিকারী আমরা আছি। ২৫ বল দেখি, মোয়াবের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্‌হইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে কি ইস্রায়েলের প্রতিকূলে বিবাদ করিয়াছিল?

কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল? [২৬] হিষ্বোনে ও তাহার উপনগরে এবং আরোয়েরে ও তাহার উপনগরে এবং অর্নোন্ তটসমীপস্থ সমস্ত নগরে তিন শত বৎসরাবধি ইস্রায়েল বাস করিতেছে; এত দিনের মধ্যে তোমরা কেন তাহা ফিরাইয়া লও নাই? [২৭] আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দোষ করি নাই; কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ করাতে তুমি আমার অন্যায় করিতেছ; বিচারকর্ত্তা সদাপ্রভু অদ্য ইস্রায়েলের সন্তানগণের ও অম্মোনের সন্তানগণের মধ্যে বিচার করুন। [২৮] তথাপি যিপ্তহের প্রেরিত এই সকল বাক্যে অম্মোনের সন্তানগণের রাজা মনোযোগ করিল না।

[২৯] তাহাতে সদাপ্রভুর আত্মা যিপ্তহের উপরে অবরোহণ করিলে সে গিলিয়দ্ ও মনঃশি প্রদেশ দিয়া গিলিয়দের মিস্পীতে গমন করিল; এবং গিলিয়দের মিস্পীহইতে অম্মোনের সন্তানগণের নিকটে গেল। [৩০] সেই সময়ে যিপ্তহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, তুমি যদি অম্মোনের সন্তানগণকে নিতান্ত আমার হস্তে সমর্পণ কর, [৩১] তবে অম্মোনের সন্তানগণহইতে আমার কুশলে প্রত্যাগমন কালে আমার প্রত্যুদ্গমনার্থে যে আমার গৃহের কবাটহইতে নির্গত হইবে, সে নিশ্চয় সদাপ্রভুর হইবে, আমি তাহাকে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব।

[৩২] পরে যিপ্তহ অম্মোনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে তাহাদের নিকটে পার হইয়া গেলে সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাহার হস্তগত করিলেন। [৩৩] তাহাতে সে অরোয়ের অবধি মিন্নীতের নিকট পর্য্যন্ত বিংশতি নগরে এবং আবেল্-করামীম্ পর্য্যন্ত অতিশয় মহাহননেতে তাহাদিগকে আঘাত করিল; এই রূপে অম্মোনের সন্তানগণ ইস্রায়েলের সন্তানগণের সাক্ষাতে নত হইল।

[৩৪] অপর যিপ্তহ মিস্পীতে আপন বাটীতে আইলে, দেখ, তাহার প্রত্যুদ্গমনার্থে তাহার কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে ২ বাহিরে আসিতেছিল। সে তাহার একমাত্র সন্ততি ছিল, তদ্ভিন্ন তাহার পুত্র কি কন্যা ছিল না। [৩৫] তখন আপন কন্যার দেখা পাইবামাত্র সে আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, হায় ২, আমার বৎসে, তুমি আমাকে বড় ব্যাকুল করিলা; আমার কন্টকদের মধ্যে তুমি এক জন হইলা; কেননা আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানতের কথা কহিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে আর পারিব না। [৩৬] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, হে আমার পিতঃ, তুমি যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া থাক, তবে আপন মুখহইতে নির্গত বাক্যানুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর, কেননা সদাপ্রভু তোমার জন্যে তোমার শত্রুগণের অর্থাৎ অম্মোনের সন্তানগণের উপরে বৈরনির্য্যাতন করিলেন। [৩৭] পরে সে আপন পিতাকে কহিল, আমার অনুরোধে এক কর্ম্ম করা যাউক, দুই মাসের জন্যে আমাকে বিদায় কর; আমি পর্ব্বতময় স্থানে গমনাগমন করিয়া আপন অনূঢ়াত্ব বিষয়ে সখীগণের সঙ্গে বিলাপ করি। [৩৮] তাহাতে সে যাও বলিয়া তাহাকে দুই মাসের বিদায় দিল; তখন সে আপন সখীগণের সহিত পর্ব্বতোপরি যাইয়া আপন অনূঢ়াত্ব বিষয়ে বিলাপ করিল। [৩৯] অপর দুই মাস গত হইলে সে পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিল; তাহাতে তাহার পিতা আপন কৃত মানত অনুসারে তাহার প্রতি করিল; সে পুরুষের পরিচয় পায় নাই। তদবধি ইস্রায়েলের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত হইল, [৪০] বৎসরে ২ গিলিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার গুণ কীর্ত্তন করিতে ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ বৎসরের মধ্যে চারি দিবস গমন করে।

১২ অধ্যায়।

[১] পরে ইফ্রয়িম্ লোকেরা সমাহূত হইয়া সাফোনে গমন করিয়া যিপ্তহকে কহিল, তোমার সহিত গমন করিতে আমাদিগকে না ডাকিয়া তুমি অম্মোনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন পার হইয়া গিয়াছিলা? অতএব আমরা তোমাকে শুদ্ধ তোমার বাটী অগ্নিতে দগ্ধ করিব। [২] তাহাতে যিপ্তহ তাহাদিগকে কহিল, অম্মোনের সন্তানগণের সহিত আমার ও আমার লোকদের বড় বিরোধ ছিল, তাহাতে আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাদের হস্তহইতে আমাকে নিস্তার কর নাই। [৩] পরে তোমরা আমাকে নিস্তার করিলা না, ইহা দেখিয়া আমি আপন প্রাণ অঞ্জলিতে করিয়া অম্মোনের সন্তানগণের প্রতিকূলে পার হইয়া গেলাম, তাহাতে সদাপ্রভু আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন; অতএব তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অদ্য কেন আমার নিকটে আইলা? [৪] পরে যিপ্তহ গিলিয়দের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া ইফ্রয়িমের সহিত যুদ্ধ করিল, তাহাতে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্ লোকদিগকে পরাজয় করিল; কেননা তাহারা কহিয়াছিল, রে গিলিয়দীয়েরা, তোমরা পলাতক ইফ্রয়িম্ লোক, ইফ্রয়িমের ও মনঃশির মধ্যে আগন্তুক। [৫] পরে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্ লোকদের অগ্রে যাইয়া যর্দ্দনের ঘাট সকল হস্তগত করিল; তাহাতে ইফ্রয়িমের পলায়নকারি কোন লোক যখন বলিত, আমাকে পার হইতে দেও, তখন গিলিয়দের লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কি ইফ্রয়িমীয় লোক? তাহাতে সে যখন কহিত, না, [৬] তখন তাহারা কহিত, এক বার "শিব্বোলৎ" বল; তাহাতে সে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে যত্ন না করাতে "সিব্বোলৎ" কহিলে তাহারা তাহাকে লইয়া যর্দ্দনের ঘাটে নিহনন করিত। সেই সময়ে ইফ্রয়িমের বেয়াল্লিশ সহস্র লোক হত হইল।

[৭] যিপ্তহ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার

করিল। পরে গিলিয়দীয় যিপ্তহ মরিল, এবং গিলিয়দের কোন নগরে তাহার কবর হইল।

[৮] তাহার পরে বৈৎলেহমীয় ইব্‌সন ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইল। [৯] তাহার ত্রিশ পুত্র ছিল, এবং সে ত্রিশ কন্যা বাহিরে দিল, ও নিজ পুত্রগণের জন্যে বাহিরহইতে ত্রিশ কন্যা আনিল; সে সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল। [১০] পরে ইব্‌সন্ মরিল, এবং বৈৎলেহমে তাহার কবর হইল।

[১১] তাহার পরে সবূলূনীয় এলোন্ ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইল; সে দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল। [১২] পরে সবূলূনীয় এলোন্ মরিল, এবং সবূলূন্ দেশস্থ অয়ালোনে তাহার কবর হইল।

[১৩] তাহার পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন্ ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তা হইল। [১৪] তাহার চল্লিশ পুত্র ও ত্রিশ পৌত্র সত্তর গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; সে আট বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল। [১৫] পরে পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র অব্দোন্ মরিল, এবং অমালেকীয়দের পর্ব্বতে ইফ্রয়িম্ দেশস্থ পিরিয়াথোনে তাহার কবর হইল।

১৩ অধ্যায়।

[১] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; তাহাতে সদাপ্রভু চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

[২] তৎকালে দানীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সরিয় নিবাসি মানোহ নামে এক মনুষ্য ছিল, তাহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে নিঃসন্তানা ছিল। [৩] পরে সদাপ্রভুর দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি বন্ধ্যা ও নিঃসন্তানা, তথাপি গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা। [৪] অতএব সাবধানা হও, দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। [৫] কারণ দেখ, তুমি গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা; আর তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না, কেননা সে বালক গর্ভস্থ হওনাবধি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে, এবং পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করণের আরম্ভ সেই করিবে। [৬] পরে ঐ স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামিকে কহিল, ঈশ্বরের এক লোক আমার নিকটে আইলেন, তাঁহার রূপ ঈশ্বরীয় দূতের রূপের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর; কিন্তু তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, এবং তিনিও আপন নাম আমাকে বলেন নাই। [৭] আর তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা; অতএব দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না, কেননা সে বালক গর্ভস্থ হওনাবধি মরণদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে।

[৮] তাহাতে মানোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিনতি করিয়া কহিল, হে প্রভো, ঈশ্বরের যে লোককে আপনি আমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার আমাদের কাছে আসিতে দিউন, এবং যে বালক জন্মিবে, তাহার প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। [৯] তখন ঈশ্বর মানোহের বাক্যে অবধান করাতে ঈশ্বরের দূত পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীর কাছে আইলেন; তৎকালে সে ক্ষেত্রে বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বামী মানোহ তাহার সঙ্গে ছিল না। [১০] তাহাতে সে স্ত্রী শীঘ্র দৌড়িয়া যাইয়া আপন স্বামিকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখ, ঐ দিন যে লোক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে দর্শন দিলেন। [১১] তাহাতে মনোহ উঠিয়া আপন স্ত্রীর পশ্চাৎ ২ যাইয়া সেই লোকের কাছে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি কথা কহিয়াছিলেন, আপনি কি সেই লোক? তিনি কহিলেন, আমিই বটি। [১২] পরে মানোহ কহিল, তবে আপনকার বাক্য যখন সফল হইবে, তখন সেই বালকের প্রতি কি বিধি ও কি কর্ত্তব্য? [১৩] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত মানা করিয়াছি, তাহার বিষয়ে সে সাবধানা থাকুক। [১৪] সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে না, ও কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যে সকল আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।

[১৫] পরে মনোহ সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আপনি আমাদের বিনতি গ্রাহ্য করিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, আমরা আপনকার সমক্ষে একটী ছাগবৎস [পরিবেষণ] করি। [১৬] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত মানোহকে কহিলেন, তুমি আমাকে বিলম্ব করাইলেও আমি তোমার খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিব না; কিন্তু তুমি যদি হোমবলি উৎসর্গ কর, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা কর। বস্তুতঃ তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, তাহা মানোহ জ্ঞাত ছিল না। [১৭] পরে মানোহ সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আপনকার নাম কি? আপনকার বাক্য সফল হইলে আমরা আপনকার গৌরব করিব। [১৮] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহা তো আশ্চর্য্য। [১৯] পরে মানোহ ঐ ছাগবৎস ও তদুপযুক্ত নৈবেদ্য লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে পাষাণের উপরে উৎসর্গ করিল; তাহাতে ঐ দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আশ্চর্য্য ব্যাপার করিলেন। [২০] ফলতঃ যখন অগ্নিশিখা যজ্ঞবেদিহইতে আকাশের দিগে ঊর্দ্ধগত হইল, তখন মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে সদাপ্রভুর দূত ঐ যজ্ঞবেদির শিখাতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন; তাহাতে তাহারা ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িল। [২১] তৎপরে সদাপ্রভুর দূত মানোহকে ও তাহার স্ত্রীকে আর দর্শন দিলেন না; তখন

তিনি যে সদাপ্রভুর দূত, ইহা মানোহ জ্ঞাত হইল। [২২] পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহিল, আমরা অবশ্য মরিব, কারণ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছি। [২৩] কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, আমাদিগকে বধ করা যদি সদাপ্রভুর অভিরুচি হইত, তবে তিনি আমাদের হস্তহইতে হোম ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেন না, এবং এই সকল আমাদিগকে দেখাইতেন না, এবং এই সময়ে আমাদিগকে এমত কথাও শুনাইতেন না।

[২৪] পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম শিম্‌শোন্‌ [বলিষ্ঠ] রাখিল। অনন্তর ঐ বালক বাড়িল, ও সদাপ্রভু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [২৫] এবং সদাপ্রভুর আত্মা প্রথমে সরিয়ের ও ইষ্টায়োলের মধ্যবর্ত্তি দানের শিবিরে তাহাকে চালাইতে লাগিলেন।

১৪ অধ্যায়।

[১] পরে শিমশোন্‌ তিম্নাথায় নামিয়া গিয়া সে স্থানে পলেষ্টীয়দের কন্যাদের মধ্যে এক রমণীকে দেখিতে পাইল। [২] এবং ফিরিয়া আসিয়া আপন পিতামাতাকে সংবাদ দিয়া কহিল, আমি তিম্নাথায় পলেষ্টীয়দের কন্যাদের মধ্যে অমুক রমণীকে দেখিয়াছি; তোমরা তাহাকে আনিয়া আমার সহিত তাহার বিবাহ দেও। [৩] তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত স্বজাতীয়দের মধ্যে কি কন্যা নাই, যে তুমি সেই অচ্ছিন্নত্বক্‌ পলেষ্টীয়দের কন্যাকে বিবাহ করিতে যাইবা? শিম্‌শোন্‌ আপন পিতাকে কহিল, তুমি আমার জন্যে তাহাকেই আনাও, কেননা আমার দৃষ্টিতে সেই মনোহরা। [৪] কিন্তু পলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে ছিদ্র পাইবার সেই চেষ্টা যে সদাপ্রভুহইতে হইয়াছে, তাহা তাহার পিতামাতা জানিল না। তৎকালে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত।

[৫] পরে শিম্‌শোন্‌ ও তাহার পিতামাতা তিম্নাথায় নামিয়া যাইতে তিম্নাথাস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আইলে এক যুব সিংহ শিম্‌শোনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গর্জ্জন করিল। [৬] তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহাতে আবেশ করিলেন, তাহাতে তাহার হস্তে কিছু না থাকিলেও সে ছাগবৎসকে ছিঁড়িবার ন্যায় ঐ সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু সেই কর্ম্মের কথা আপন পিতামাতাকে কহিল না। [৭] পরে শিম্‌শোন্‌ যাইয়া সেই কন্যার সহিত আলাপ করিলে সে তাহার দৃষ্টিতে মনোহরা হইল।

[৮] কিছু কাল পরে যখন সে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করিল, তখন ঐ সিংহের শব দেখিতে পথ ছাড়িয়া গিয়া দেখিল, সিংহের শবে এক ঝাঁক মধুমক্ষিকা ও মধুর চাক আছে। [৯] অতএব সে তাহা লইয়া হস্তে করিয়া ভোজন করিতে ২ চলিল, এবং পিতামাতার নিকটে আসিয়া তাহাদিগকেও কিছু দিলে তাহারাও ভোজন করিল; কিন্তু সেই মধু সিংহের শবহইতে নীত হইল, ইহা সে তাহাদিগকে কহিল না।

[১০] পরে তাহার পিতা সেই রমণীর নিকটে গেলে শিম্‌শোন্‌ সে স্থানে ভোজ প্রস্তুত করিল, কেননা যুবলোকদের তদ্রূপ ব্যবহার ছিল। [১১] অপর তাহাকে দেখিয়া পলেষ্টীয় লোকেরা তাহার নিকটে থাকিতে ত্রিশ জন সহচরকে আনিল। [১২] পরে শিম্‌শোন্‌ তাহাদিগকে কহিল, আমি তোমাদের কাছে এক প্রহেলিকা কহি, তোমরা যদি এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে তাহার অর্থ বুঝিয়া নিশ্চিত আমাকে কহিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে ত্রিশ চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিব। [১৩] কিন্তু যদি আমাকে তাহার অর্থ বলিতে না পার, তবে তোমরা আমাকে ত্রিশ চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিবা। তাহাতে তাহারা কহিল, তোমার প্রহেলিকা বল, আমরা তাহা শুনি। [১৪] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, "খাদকহইতে খাদ্য ও বলবান্‌হইতে মিষ্টতা নির্গত হইল।" তাহাতে তাহারা তিন দিনে সেই প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারিল না। [১৫] পরে সপ্তম দিবস হইলে তাহারা শিম্‌শোনের স্ত্রীকে কহিল, তুমি প্রিয় বাক্যদ্বারা আপন স্বামিকে বশ করিয়া, যাহাতে সে ঐ প্রহেলিকার অর্থ আমাদিগকে কহে, তাহাই কর; নতুবা আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব। তোমরা আমাদিগকে দরিদ্র করণার্থে এ স্থানে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, এমন কি নয়? [১৬] পরন্তু শিম্‌শোনের স্ত্রী স্বামির কাছে রোদন করিয়া কহিয়াছিল, তুমি আমাকে কেবল ঘৃণা করিতেছ, কিছুই প্রেম কর না; আমার স্বজাতীয়দিগকে এক প্রহেলিকা কহিলা, কিন্তু আমাকে তাহা বুঝাও নাই। তাহাতে সে তাহাকে কহিল, দেখ, আমার পিতামাতাকেও তাহা বুঝাই নাই, তবে তোমাকে কেন বুঝাইব? [১৭] তথাপি তাহার স্ত্রী উৎসবের সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাছে রোদন করিলে সে তাহাদ্বারা ব্যাকুল হইয়া সপ্তম দিবসে তাহাকে বলিল; তাহাতে ঐ স্ত্রী আপন স্বজাতীয়দিগকে প্রহেলিকার অর্থ কহিয়া দিল। [১৮] পরে সপ্তম দিবসে সূর্য্য অস্তগত হওনের পূর্ব্বে ঐ নগরস্থ লোকেরা তাহাকে কহিল, মধু অপেক্ষা মিষ্ট কি? ও সিংহ অপেক্ষা বলবান্‌ কি? তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যদি আমার গাভীদ্বারা চাস না করিতা, তবে আমার প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারিতা না।

[১৯] পরে সদাপ্রভুর আত্মা তাহাতে আবেশ করাতে সে অস্কিলোনে নামিয়া গিয়া তথাকার ত্রিশ জনকে বধ করিয়া তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া প্রহেলিকার অর্থকারিদিগকে ঐ এক ২ যোড়া বস্ত্র দিল, পরে ক্রোধে জ্বলিয়া আপন পিতৃবাটীতে উঠিয়া গেল। [২০] পরে শিম্‌শোনের যে বন্ধু তাহার নিযুক্ত মিত্র ছিল, তাহাকে তাহার স্ত্রী দত্তা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ কিছু কাল পরে গোমশস্যচ্ছেদনের সময়ে শিম্শোন্ এক ছাগবৎস সঙ্গে লইয়া আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিল, আমি আপন স্ত্রীর নিকটে অন্তঃপুরে যাইব ; কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাকে অন্তরে যাইতে দিল না। ২ এবং তাহার শ্বশুর কহিল, তুমি তাহাকে নিতান্ত ঘৃণা করিলা, ইহা নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাকে তোমার মিত্রকে দিলাম ; তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কি তাহাহইতে সুন্দরী নয় ? আমি নিবেদন করি, ইহার পরিবর্ত্তে সে তোমার ভার্য্যা হউক। ৩ তাহাতে শিম্শোন্ কহিল, এ বার আমি পলেষ্টীয়দের প্রতি অনিষ্ট ব্যবহার করিলেও তাহাদের কাছে নির্দ্দোষ হইব। ৪ পরে শিম্শোন্ যাইয়া তিন শত শৃগাল ধরিয়া মশাল লইয়া তাহাদের লেজে ২ যোগ করিয়া দুই ২ লেজেতে এক ২ মশাল বাঁধিল। ৫ পরে সেই মশালে অগ্নি দিয়া পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল ; তাহাতে বাঁধা আটি ও অচ্ছিন্ন শস্য ও জিতবৃক্ষের উদ্যান সকলি দগ্ধ হইল।

৬ তখন পলেষ্টীয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এমত কর্ম্ম কে করিল ? লোকেরা কহিল, তিম্নাথীয়ের জামাতা শিম্শোন্ এই কর্ম্ম করিল ; যেহেতুক তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার মিত্রকে দিল। তাহাতে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই স্ত্রীকে ও তাহার পিতাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ৭ পরে শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কি এমত কর্ম্ম করিতেছ ? ভাল, আমি তোমাদিগেতে বৈরনির্য্যাতন না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। ৮ ইহা কহিয়া সে মহাহননে তাহাদের জঙ্ঘা ও কটিদেশ আঘাত করিল ; পরে ঐটম্ শৈলের ছিদ্রে যাইয়া বাস করিল।

৯ ঐ সময়ে পলেষ্টীয়েরা উঠিয়া গিয়া যিহূদা [দেশে] শিবির স্থাপন করিয়া লিহীতে ব্যাপিয়া রহিল। ১০ তাহাতে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা আমাদের প্রতিকূলে কেন আইলা ? তাহারা কহিল, শিম্শোন্কে বাঁধিতে আইলাম ; সে আমাদের প্রতি যেমন করিল, আমরা তাহার প্রতি তদ্রূপ করিব। ১১ তখন যিহূদার তিন সহস্র লোক ঐটম্ শৈলের ছিদ্রে নামিয়া গিয়া শিম্শোনকে কহিল, পলেষ্টীয়েরা যে আমাদের কর্ত্তা, তাহা তুমি কি জান না ? আমাদের প্রতি এ কি করিলা ? সে কহিল, তাহারা আমার প্রতি যে রূপ করিল, আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ করিলাম। ১২ তাহারা তাহাকে কহিল, এখন আমরা পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণার্থে তোমাকে বাঁধিতে আইলাম। শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, আমাকে তোমরা বধ করিবা না, ইহা আমার কাছে দিব্য কর। ১৩ তাহারা কহিল, না, কেবল তোমাকে দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব ; কিন্তু আমরা যে তোমাকে বধ করিব, তাহা নহে। পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জুদ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া ঐ শৈলহইতে লইয়া গেল।

১৪ পরে সে লিহীতে উপস্থিত হইলে পলেষ্টীয়েরা তাহার প্রতিকূলে জয়ধ্বনি করিল। তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহাতে আবেশ করাতে তাহার দুই বাহুস্থিত দুই রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং তাহার দুই হস্তহইতে বেড়ী খসিয়া পড়িল। ১৫ পরে সে এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ পাইয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহা লইয়া তাহাদ্বারা এক সহস্র লোককে বধ করিল। ১৬ তখন শিম্শোন্ কহিল, রাসভের হনূদ্বারা আমি রাশি ২ করিলাম, গর্দ্দভের হনূদ্বারা সহস্র লোককে হনন করিলাম। ১৭ পরে কথা সমাপ্ত করিয়া হস্তহইতে ঐ হনূ নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানের নাম রামৎ-লিহী [হনূগিরি] রাখিল।

১৮ পরে সে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হওয়াতে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করত কহিল, তুমি আপন দাসের হস্তদ্বারা এই মহানিস্তার করিয়াছ, এখন আমি কি তৃষ্ণাতে মরিয়া সেই অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের হস্তগত হইব ? ১৯ তাহাতে সদাপ্রভু লিহীস্থিত কুণ্ডাকার ছিদ্র সৃষ্টি করিলে তাহাহইতে জল নির্গত হইল: তখন সে জল পান করিয়া প্রাণ পাইয়া সচেতন হইল ; অতএব সে তাহার নাম ঐন্-হক্কোরী [আহ্বানকারির উনুই] রাখিল ; তাহা অদ্যাপি লিহীতে আছে।

২০ পলেষ্টীয়দের সময়ে শিম্শোন্ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বিচার করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে শিম্শোন্ ঘসাতে যাইয়া সেখানে এক বেশ্যা স্ত্রীকে দেখিয়া তাহার কাছে গমন করিল। ২ তাহাতে শিম্শোন্ এই স্থানে আসিয়াছে, এই কথা শুনিয়া ঘসাতীয়েরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহার জন্যে নগরদ্বারে আড়ালে থাকিল, তথাপি প্রাতঃকালে দিন হইলে আমরা তাহাকে বধ করিব, এই কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি ক্ষান্ত হইয়া রহিল। ৩ কিন্তু শিম্শোন্ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া অর্দ্ধরাত্রিতে উঠিয়া নগরদ্বারের অর্গলশুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাজু ধরিয়া উপড়াইল, এবং স্কন্ধে করিয়া হিব্রোণ সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লইয়া গেল।

৪ তৎপরে সে সোরেক্ তলভূমিবাসিনী দলীলা নামে এক রমণীর প্রেমে মগ্ন হইল। ৫ তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ সেই স্ত্রীর নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি প্রিয় বাক্যদ্বারা তাহাকে বশ করিয়া, কিসে তাহার এমন মহাবল হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে বলভ্রষ্ট করিবার জন্যে জয় করিয়া বাঁধিতে পারি, ইহা জান ; তাহাতে আমরা প্রত্যেকে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিব। ৬ পরে দলীলা শিম্শোন্কে কহিল, বিনয় করি,

কিসে তোমার এমন মহাবল হয়? ও বলভ্রষ্ট করিবার জন্যে কিসে তোমাকে বাঁধিতে হয়? তাহা আমাকে বল। ৭ তাহাতে শিম্শোন্ তাহাকে কহিল, শুষ্ক হয় নাই, এমত সাত গাছা কাঁচা তাঁইত দিয়া যদি আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য মনুষ্যের সমান হইব। ৮ পরে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ অশুষ্ক সাত গাছা কাঁচা তাঁইত আনিয়া সেই স্ত্রীকে দিল; তাহাতে সে তাহাদ্বারা তাহাকে বাঁধিল। ৯ তৎকালে তাহার অন্তরাগারে ধরণেচ্ছুক লোক বসিয়াছিল; পরে দলীলা তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন্, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তাহাতে অগ্নিস্পৃষ্ট শণসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তদ্রূপ সে ঐ তাঁইত সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; এই রূপে তাহার বলের তত্ত্ব জানা গেল না। ১০ পরে দলীলা শিম্শোনকে কহিল, দেখ, তুমি আমাকে উপহাস করিলা ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা; এই ক্ষণে বিনয় করি, কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়? তাহা আমাকে কহ। ১১ তাহাতে সে তাহাকে কহিল, যে রজ্জুতে কোন কর্ম্ম করা যায় নাই, এমত কএক গাছ নূতন রজ্জুদ্বারা যদি তাহারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য মনুষ্যের সমান হইব। ১২ তাহাতে দলীলা নূতন রজ্জু লইয়া তাহাদ্বারা তাহাকে বাঁধিল; তখন অন্তরাগারে ধরণেচ্ছুক লোক বসিয়াছিল। পরে দলীলা তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তাহাতে সে আপন বাহুহইতে সূত্রের ন্যায় ঐ সকল ছিঁড়িল। ১৩ পরে দলীলা শিম্শোন্কে কহিল, তুমি এখনও আমাকে উপহাস করিলা, ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা; কিসে তোমাকে বাঁধিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বল। সে কহিল, তুমি যদি আমার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ টানার সহিত বুন, তবে তাহা হইতে পারে। ১৪ তাহাতে সে তাঁতের গোঁজের সহিত তাহা বদ্ধ করিয়া তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন্, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া টানা শুদ্ধ তাঁতের গোঁজ উপড়াইল।

১৫ পরে দলীলা তাহাকে কহিল, আমার প্রতি তোমার মন নাই; তবে আমি তোমাকে প্রেম করি, এমত কথা কি প্রকারে বলিতে পার? দেখ, এই তিন বার তুমি আমাকে উপহাস করিলা; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলা না। ১৬ এই রূপে সে নিত্য ২ বাক্যদ্বারা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া এমত ব্যস্ত করিল, যে তাহার মন নিজ প্রাণে বিরক্ত হইল। ১৭ তাহাতে সে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া তাহাকে কহিল, আমার মস্তকে কখনো ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ব্ভস্থ হওনাবধি আমি ঈশ্বরের নাসরীয় লোক; ক্ষৌরী হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য সকল মনুষ্যের সমান হইব। ১৮ তখন সে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল, দলীলা ইহা বুঝিয়া লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া কহিল, এ বার আইস, কেননা সে আমাকে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ টাকা হস্তে করিয়া তাহার নিকটে আইল। ১৯ পরে সে আপন কোলে তাহাকে নিদ্রিত করিয়া এক জনকে ডাকাইয়া তাহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌর করাইল; এই রূপে তাহাকে বলভ্রষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেই তাহার সমস্ত বল তাহাকে ছাড়িয়া গেল। ২০ পরে সে কহিল, হে শিম্শোন্, পলেষ্টীয়েরা তোমাকে ধরিল; তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া মনে ২ কহিল, অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে যাইয়া গা ঝাড়িব; কিন্তু সদাপ্রভু যে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সে জানিল না।

২১ পরে পলেষ্টীয়েরা তাহাকে ধরিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া তাহাকে ঘসাতে আনিয়া পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; পরে সে কারাগারে যাঁতা পেষণে নিযুক্ত হইল। ২২ তথাপি ক্ষৌরী হওনের পর তাহার মস্তকের কেশ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৩ অপর পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ আপনাদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহাযজ্ঞ ও আমোদ প্রমোদ করিতে একত্র হইল, এবং কহিল, আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু শিম্শোন্কে আমাদের হস্তগত করিলেন। ২৪ এবং তাহাকে দেখিয়া লোকেরা আপনাদের দেবতার প্রশংসা করিল, কেননা তাহারা কহিল, এই যে ব্যক্তি আমাদের শত্রু ও আমাদের দেশনাশক ও আমাদের অনেক লোকের হত্যাকারী, ইহাকে আমাদের দেবতা আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২৫ পরে তাহাদের অন্তঃকরণ হর্ষমদে মত্ত হইলে তাহারা কহিল, শিম্শোন্কে ডাক, সে আমাদের সাক্ষাতে কৌতুক করুক। তাহাতে লোকেরা কারাগৃহহইতে শিম্শোন্কে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহারা স্তম্ভের মধ্যে তাহাকে দাঁড় করাইলে সে তাহাদের সাক্ষাতে কৌতুক করিল। ২৬ পরে শিম্শোন্ আপন হস্তধারি বালককে কহিল, আমাকে ছাড়িয়া দেও; যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও; আমি তাহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইব। ২৭ ঐ সময়ে স্ত্রীলোকেতে ও পুরুষেতে সেই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ পলেষ্টীয়দের সমস্ত অধ্যক্ষ সেখানে ছিল, এবং ছাতের উপরে স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় তিন সহস্র লোক শিম্শোনের কৌতুক নিরীক্ষণ করিতেছিল। ২৮ তখন শিম্শোন্ সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করত কহিল, হে প্রভো সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই এক বার আমাকে বলবান করিয়া পলেষ্টীয়দের উপরে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্তে

বৈরনির্য্যাতন একেবারে করিতে দিউন। [২৯] অপর মধ্যস্থিত যে দুই স্তম্ভের উপরে গৃহের ভার ছিল, শিম্‌শোন্‌ নত হইয়া তাহার একের উপরে দক্ষিণ বাহু ও অন্যের উপরে বাম বাহু রাখিয়া আপনার ভার দিল। [৩০] পরে পলেষ্টীয়দের সহিত আমার প্রাণ যাউক, ইহা বলিয়া শিম্‌শোন্‌ আপন সমস্ত বলেতে নির্ভর দিল; তাহাতে ঐ গৃহ তন্মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি সমস্ত লোকের উপরে পড়িল; এই রূপে তাহার জীবনকালের হত লোক অপেক্ষা তাহার মরণকালের হত লোক অধিক হইল।[৩১] পরে তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃকুল নামিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া সরিয়ের ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাহার পিতা মানোহের কবরস্থানে তাহার কবর দিল; সে বিংশতি বৎসরাবধি ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিল।

১৭ অধ্যায়।

[১] ইফ্রয়িম পর্ব্বতে মীখা নামে এক ব্যক্তি ছিল। [২] সে আপন মাতাকে কহিল, তোমাহইতে চুরীকৃত যে এগার শত শেকল্‌ রূপার বিষয়ে তুমি শাপ দিয়াছিলা ও আমার কর্ণে তাহা শুনাইয়াছিলা, দেখ, সেই রূপা আমি লইয়াছি, তাহা আমার কাছে আছে। তাহাতে তাহার মাতা কহিল, বৎস, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র। [৩] পরে সে ঐ এগার শত শেকল্‌ রূপা আপন মাতাকে ফিরাইয়া দিলে তাহার মাতা কহিল, আমি সেই রূপা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম; এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণার্থে তাহা আমার হস্তহইতে আমার পুত্রের হস্তগত হউক; অতএব এখন তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম। [৪] তথাপি সে আপন মাতাকে ঐ রূপা ফিরাইয়া দিল। পরে তাহার মাতা দুই শত শেকল্‌ রূপা লইয়া স্বর্ণকারকে দিল; তাহাতে সে এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে সেই প্রতিমা মীখার গৃহে থাকিল। [৫] ঐ মীখার এক দেবালয় ছিল; অপর সে এক এফোদ্‌ ও কতিপয় ঠাকুর নির্ম্মাণ করিল, এবং আপনার এক পুত্রের হস্তপূরণ করিলে সে তাহার পুরোহিত হইল। [৬] ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না, যাহার যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত।

[৭] তৎকালে যিহূদা গোষ্ঠীর বৈৎলেহম্‌-যিহূদাহইতে এক লেবীয় যুবা উপস্থিত হইয়া সে স্থানে প্রবাস করিল। [৮] সেই ব্যক্তি যেখানে সেখানে প্রবাস করিবার জন্যে বৈৎলেহম্‌-যিহূদা নগরহইতে নির্গত হইয়া গমন করিতে ২ ইফ্রয়িম্‌ পর্ব্বতে ঐ মীখার বাটীতে আসিয়াছিল। [৯] তাহাতে মীখা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে উত্তর করিল, আমি বৈৎলেহম্‌-যিহূদার এক জন লেবীয়; যেখানে সেখানে প্রবাস করিতে যাইতেছি। [১০] তখন মীখা তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত থাকিয়া আমার পিতা ও পুরোহিত হও, আমি সম্বৎসরে তোমাকে দশ শেকল্‌ রূপা ও এক যোড়া বস্ত্র ও তোমার খাদ্য দ্রব্য দিব। [১১] তাহাতে সে লেবীয় তাহার গৃহে গিয়া তাহার সহিত থাকিতে সম্মত হইল। তদবধি সে যুবা তাহার এক পুত্রের ন্যায় হইল। [১২] পরে মীখা সেই লেবীয়ের হস্তপূরণ করিল, ও সে যুবা তাহার পুরোহিত হইয়া মীখার বাটীতে থাকিল। [১৩] তাহাতে মীখা কহিল, সদাপ্রভু আমার মঙ্গল করিবেন, ইহা আমি এখন জানিলাম, যেহেতুক এই লেবীয় লোক আমার পুরোহিত হইল।

১৮ অধ্যায়।

[১] ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; আর তৎকালে দান্‌ বংশ আপনার বাসার্থ অধিকার চেষ্টা করিতেছিল, কেননা সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের বংশদের মধ্যে তাহার চিরস্থায়ি অধিকার গুলিবাঁটদ্বারা নিরূপিত হয় নাই। [২] তখন দানের সন্তানগণ আপনাদের সমাজহইতে [মনোনীত] আপন গোষ্ঠীর পাঁচ জন বীরকে দেশ দর্শন ও অনুসন্ধান করিতে সরিয় ও ইষ্টায়োল্‌হইতে প্রেরণ করিল, ও তাহাদিগকে বলিল, তোমরা যাইয়া দেশের অনুসন্ধান কর; তাহাতে তাহারা ইফ্রয়িম্‌ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ঐ মীখার বাটী পর্য্যন্ত আসিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিল। [৩] তাহারা যখন মীখার বাটীর কাছে ছিল, তখন সেই লেবীয় যুবার উচ্চারণেতে তাহাকে চিনিয়া নিকটে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, এ স্থানে তোমাকে কে আনিল? এবং এ স্থানে তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? এবং এ স্থানে তোমার কি ২ আছে? [৪] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, মীখা আমার প্রতি এই ২ প্রকার ব্যবহার করিল, সে আমাকে বেতন দিতে স্বীকৃত হইলে আমি তাহার পুরোহিত হইলাম। [৫] তখন তাহারা কহিল, আমরা বিনয় করি, ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর; আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কি না, তাহা আমরা জানিতে চাহি। [৬] তাহাতে সেই পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, কুশলে যাও, তোমাদের গন্তব্য পথ সদাপ্রভুর গোচরে আছে।

[৭] অনন্তর সেই পাঁচ জন যাত্রা করিয়া লয়িশে উপস্থিত হইলে দেখিল, তথাকার লোকেরা সীদোনীয় লোকদের রীত্যনুসারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতেছে, এবং সে দেশে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কেহ নাই, এবং সীদোন্‌হইতে তাহারা দূরস্থ, এবং অন্য কাহারো সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। [৮] অতএব উহারা সরিয় ও ইষ্টায়োলে আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসিল, সমাচার কি? [৯] তাহাতে তাহারা কহিল, চল, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাই; আমরা সেই দেশ দেখিয়াছি; দেখ, তাহা অতি

উত্তম, তোমরা কেন নিষ্কর্ম্মে আছ ? সেই দেশে যাইতে ও তাহা অধিকার করিবার জন্যে প্রবেশ করিতে আলস্য করিও না। [১০] গেলেই তোমরা নিশ্চিন্ত লোকদিগকে ও বিস্তারিত দেশ পাইবা; বস্তুতঃ ঈশ্বর তোমাদের হস্তে সেই দেশ সমর্পণ করিলেন; এবং তথায় পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অভাব নাই।

[১১] তাহাতে দান্ গোষ্ঠীর ছয় শত লোক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ হইয়া তথাহইতে অর্থাৎ সরিয় ও ইষ্টায়োল্হইতে যাত্রা করিল। [১২] এবং যিহূদার কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে উঠিয়া আসিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিল। এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম মহনী-দান্ [দানের শিবির] কহে, তাহা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পশ্চাৎ আছে।

[১৩] অপর তাহারা তথাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে যাইয়া যখন মীখার বাটী পর্য্যন্ত আইল, [১৪] তখন ঐ যে পাঁচ জন লয়িশ দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহারা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, তোমরা জান কি ? এই বাটীতে এক এফোদ ও ঠাকুরগণ ও এক খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা এক প্রতিমা আছে, অতএব এখন তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা কর। [১৫] অনন্তর তাহারা সেই দিগে ফিরিয়া মীখার বাটীতে ঐ লেবীয় যুবার গৃহে আসিয়া তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল; [১৬] এবং দানের সন্তানগণের মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত ছয় শত পুরুষ দ্বারপ্রবেশস্থানে দণ্ডায়মান রহিল; [১৭] এই অবসরে দেশানুসন্ধানার্থে যাহারা পূর্ব্বে গিয়াছিল, সেই পাঁচ জন উঠিয়া গেল। তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়া ঐ খোদিত প্রতিমা ও এফোদ্ ও ঠাকুরগণ ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া লইল। ফলতঃ ঐ পুরোহিত এবং যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ ঐ ছয় শত পুরুষ যাবৎ দ্বারপ্রবেশস্থানে দণ্ডায়মান ছিল, [১৮] তাবৎ উহারা মীখার বাটীতে প্রবেশ করিয়া এফোদ্ সম্বন্ধীয় সেই খোদিত প্রতিমা ও ঠাকুরগণ ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া লইয়াছিল। পরে ঐ পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কি করিতেছ ? [১৯] তাহারা উত্তর করিল, চুপ কর, মুখে হাত দিয়া আমাদের সঙ্গে চল, এবং আমাদের পিতা ও পুরোহিত হও। একের কুলের পুরোহিত হওয়া তোমার ভাল ? কিম্বা ইস্রায়েলের এক বংশের ও গোষ্ঠীর পুরোহিত হওয়া ভাল ? [২০] তাহাতে পুরোহিতের মন প্রফুল্ল হইল, এবং সে ঐ এফোদ ও ঠাকুরগণ ও খোদিত প্রতিমা লইয়া সেই লোকদের মধ্যে গেল। [২১] অনন্তর তাহারা মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল, এবং বালক ও পশু ও মূল্যবান দ্রব্য সকল আপনাদের অগ্রসর করিল।

[২২] তাহারা মীখার বাটীহইতে কিঞ্চিৎ দূরে গেলে পর মীখার বাটীর নিকটস্থ গৃহসমূহের লোকেরা সমাহূত হইয়া দানের সন্তানগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, [২৩] এবং দানের সন্তানদিগকে ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া মীখাকে কহিল, তোমার কি হইল ? তুমি সমূহলোক ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া কেন আসিতেছ ? [২৪] সে উত্তর করিল, তোমরা আমার নির্ম্মিত দেবগণকে ও পুরোহিতকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছ, এখন আমার আর কি আছে ? অতএব "তোমার কি হইল ?" ইহা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? [২৫] তাহাতে দানের সন্তানগণ তাহাকে কহিল, আমাদের মধ্যে যেন তোমার রব শুনা না যায়; কি জানি ক্রোধি লোকেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে সপরিবারে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। [২৬] পরে দানের সন্তানগণ আপন পথে গমন করিল, এবং মীখা তাহাদিগকে আপনাহইতে অধিক বলবান দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

[২৭] অপর তাহারা মীখার নির্ম্মিত বস্তু সকল ও তাহার পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া লয়িশে সেই শান্ত ও নিশ্চিন্ত লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া খড়্গের ধারে লোকদিগকে বধ করিল, এবং নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [২৮] তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা কেহ ছিল না, কেননা সেই নগর সীদোন্হইতে দূর ছিল, এবং অন্য কাহারো সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল না, এবং তাহা বৈৎরহোবের নিকটস্থ তলভূমিতে ছিল। পরে তাহারা ঐ নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। [২৯] এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ যে ইস্রায়েলের পুত্র দান্, তাহার নামানুসারে সেই নগরের নাম দান্ রাখিল; কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরের নাম লয়িশ্ ছিল।

[৩০] পরে দানের সন্তানগণ আপনাদের জন্যে সেই খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিল, তাহাতে তদ্দেশীয় লোকদের বন্দিরূপে দেশান্তরে নীত হওন পর্য্যন্ত মনঃশির পৌত্র গের্শোমের পুত্র যোনাথন্ এবং তাহার সন্তানগণ দান্ বংশের পুরোহিত হইল। [৩১] যাবৎ শীলোতে ঈশ্বরের গৃহে থাকিল, তাবৎ তাহারা আপনাদের জন্যে মীখার নির্ম্মিত ঐ খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিল।

১৯ অধ্যায়।

[১] ঐ সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না। আর তৎকালে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের অন্তঃপ্রদেশে এক জন লেবীয় প্রবাস করিত; সে বৈৎলেহম্-যিহূদাহইতে এক উপপত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিল। [২] পরে সেই উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে বেশ্যাচার করিল, এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহম্-যিহূদাতে আপন পিতার বাটীতে যাইয়া গোটা চারি মাস সে স্থানে থাকিল। [৩] পরে তাহার উপপতি তাহাকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহিতে ও পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনিতে আপনি উঠিয়া তাহার নিকটে গেল, এবং তাহার সঙ্গে এক জন ভৃত্য ও দুই গর্দ্দভ ছিল। তাহাতে তাহার উপপত্নী তাহাকে পিতার বাটীমধ্যে আনিলে সেই যুবতীর পিতা ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আনন্দিত হইল। [৪] অতএব

তাহার শ্বশুর অর্থাৎ ঐ যুবতির পিতা আগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে রাখিলে সে তাহার সহিত তিন দিন বাস করিল; এবং তাহারা সেই স্থানে ভোজন পান ও রাত্রিবাস করিল। [৫] অপর চতুর্থ দিবসে তাহারা প্রত্যূষে প্রস্তুত হইল, কিন্তু যখন সে গমনার্থে উঠিল, তখন সেই যুবতীর পিতা জামাতাকে কহিল, তুমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া অন্তঃকরণ সুস্থির কর, পরে আপন পথে যাইও। [৬] তাহাতে তাহারা দুই জন একত্র বসিয়া ভোজন পান করিল; পরে ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে কহিল, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিলম্ব করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হও। [৭] তথাপি সেই ব্যক্তি যাইবার জন্যে উঠিল; কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাকে সাধ্যসাধনা করিলে সে সেই রাত্রিও যাপন করিল। [৮] অপর পঞ্চম দিনে সে যাইবার জন্যে প্রত্যূষে উঠিলে যুবতীর পিতা তাহাকে কহিল, নিবেদন করি, আপন অন্তঃকরণ সুস্থির কর; তাহাতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত তাহাদের বিলম্ব হওয়াতে ঐ দুই জন ভোজন পান করিল। [৯] পরে সেই পুরুষ ও তাহার উপপত্নী ও ভৃত্য গমনার্থে উঠিলে তাহার শ্বশুর ঐ যুবতীর পিতা তাহাকে কহিল, দেখ, প্রায় দিবাবসান হইল, বিনয় করি, তোমরা এই স্থানে রাত্রি বাস কর; দেখ, বেলা শেষ হইল; তুমি এই স্থানে রাত্রি বাস করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হও; কল্য তোমরা গৃহে গমনার্থে প্রত্যূষে উঠিলে তুমি স্বতাম্বুতে যাইতে পারিবা। [১০] কিন্তু ঐ ব্যক্তি সেই রাত্রি বিলম্ব করিতে অসম্মত হওয়াতে উঠিয়া যাত্রা করিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালেমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার সঙ্গে সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ ও তাহার উপপত্নী ছিল। [১১] যিবূষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে নিতান্ত দিবাবসান হইল; তাহাতে তাহার ভৃত্য আপন কর্ত্তাকে কহিল, নিবেদন করি, আইস, আমরা যিবূষীয়দের এই নগরে প্রবেশ করিয়া রাত্রিবাস করি। [১২] কিন্তু তাহার কর্ত্তা কহিল, যেখানে ইস্রায়েলের সন্তান কেহ নাই, এমত বিজাতীয়দের নগরে আমরা প্রবেশ করিব না; আমরা বরং অগ্রসর হইয়া গিবিয়াতে যাইব। [১৩] সে আপন ভৃত্যকে আরো কহিল, আইস, আমরা এই অঞ্চলের কোন স্থানে যাইয়া গিবিয়াতে কিম্বা রামতে রাত্রি যাপন করি। [১৪] অতএব তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল; পরে বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়ার সমীপে উপস্থিত হইলে সূর্য্য অস্তগত হইল। [১৫] তখন তাহারা গিবিয়াতে প্রবেশ ও রাত্রিবাস করনার্থে পথ ছাড়িয়া তথায় গেল; কিন্তু সে প্রবেশ করিয়া ঐ নগরের চকে বসিলে কেহ তাহাদিগকে আপন বাটীতে রাত্রিবাসার্থ স্থান দিতে গ্রহণ করিল না।

[১৬] তখন এক জন বৃদ্ধ সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রের কর্ম্ম হইতে আসিতেছিল; সেই ব্যক্তি ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতীয় লোক ছিল; আর সে গিবিয়াতে প্রবাসী, কিন্তু নগরের লোকেরা বিন্যামীনীয় লোক ছিল। [১৭] সেই ব্যক্তি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া নগরের চকে ঐ পথিককে দেখিল; তাহাতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? এবং কোথাহইতে আইলা? [১৮] সে কহিল, আমরা বৈৎলেহম্-যিহূদাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের অন্তঃপ্রদেশে যাইতেছি; আমি সেই স্থানের লোক; বৈৎলেহম্-যিহূদা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম; আমি সদাপ্রভুর বাটীর পরিচারক, তথাপি কেহ আমাকে বাটীতে স্থান দেয় না। [১৯] আমাদের সঙ্গে গর্দ্দভদের জন্যে পোয়াল ও কলাই, এবং আমার জন্যে ও আপনকার ঐ দাসীর ও আমাদের সমভিব্যাহারি ঐ ভৃত্যের জন্যে রুটী ও দ্রাক্ষারস আছে, কোন দ্রব্যের অভাব নাই। [২০] তাহাতে সে বৃদ্ধ কহিল, তোমার শান্তি হউক, তোমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আমার ভার; তুমি কোন ক্রমে এই চকে রাত্রি যাপন করিও না। [২১] পরে সে বৃদ্ধ তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া তাহাদের গর্দ্দভদিগকে তৃণ দিল, এবং তাহারা পাদ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন পান করিল।

[২২] এই রূপে তাহারা আপন ২ অন্তঃকরণ আপ্যায়িত করিতেছিল, এমত সময়ে পাপাধমের সন্তান নগরীয় লোকেরা তাহার বাটীর চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া কবাটে আঘাত করিয়া বাটীর কর্ত্তা ঐ বৃদ্ধকে কহিল, তোমার বাটীতে যে পুরুষ আসিয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া আন; আমরা তাহার পরিচয় লইব। [২৩] তাহাতে বাটীর কর্ত্তা বাহির হইয়া তাহাদের নিকটে যাইয়া কহিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, না, না; আমি বিনয় করি, এমত দুষ্কর্ম্ম করিও না; ঐ পুরুষ আমার বাটীতে অতিথি হইল, অতএব তাহার প্রতি এমত মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। [২৪] দেখ, আমার অনূঢ়া কন্যাকে এবং তাহার উপপত্নীকে বাহির করিয়া আনি; তোমরা তাহাদিগকে মানভ্রষ্ট কর, ও তাহাদের প্রতি তোমাদের যাহা অভিরুচি তাহাই কর; কিন্তু সেই পুরুষের প্রতি এমত মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। [২৫] তথাপি তাহারা তাহার কথা শুনিতে অস্বীকার করিল; তখন ঐ পুরুষ আপন উপপত্নীকে লইয়া তাহাদের নিকটে বাহির করিয়া দিল; তাহাতে তাহারা তাহার পরিচয় লইল, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তাহার প্রতি অত্যাচার করিল; পরে অরুণোদয়কালে তাহাকে ছাড়িয়া গেল। [২৬] অতএব রাত্রি পোহাইলে ঐ স্ত্রী পতির আতিথ্যকারি বৃদ্ধের বাটীর দ্বারে আসিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল। [২৭] পরে প্রাতঃকাল হইলে তাহার পতি যখন পথে যাইতে উঠিয়া গৃহের কবাট খুলিয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, তাহার উপপত্নী গৃহের দ্বারে গোবরাটের উপরে হস্ত রাখিয়া পতিতা রহিয়াছে। [২৮] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, গা তুল, আমরা যাই; কিন্তু সে কোনই উত্তর দিল

না। পরে ঐ পুরুষ গর্দ্দভের উপরে তাহাকে তুলিয়া যাত্রা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

[২৯] অনন্তর সে আপন বাটীতে আসিয়া আপন ছুরী লইয়া ঐ উপপত্নীকে ধরিয়া অস্থিশুদ্ধ দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে পাঠাইয়া দিল। [৩০] তাহাতে তাহা দেখিয়া লোক সকল কহিল, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মিসরদেশহইতে বহির্গমনের দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এমত কখন হয় নাই এবং দেখা যায় নাই; এ বিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহা বল।

২০ অধ্যায়।

[১] পরে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ও গিলিয়দ্ দেশ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণ সকলে বাহির হইল, এবং সমস্ত মণ্ডলী এক মানুষের ন্যায় মিস্পীতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে সমাগত হইল। [২] ঈশ্বরের প্রজাদের সেই সমাজে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের যাবতীয় জনাধ্যক্ষ ও চারি লক্ষ খড়্গধারি পদাতিক উপস্থিত হইল। [৩] অনন্তর ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিস্পীতে উঠিয়া গেল, এই কথা বিন্যামীনের সন্তানগণ শুনিল। পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ জিজ্ঞাসা করিল, এই দুষ্টতা কি প্রকারে হইল? তাহা বল। [৪] তাহাতে সেই হতা স্ত্রীর উপপতি লেবীয় পুরুষ উত্তর করিয়া কহিল, আমি ও আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করিতে বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়াতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। [৫] তাহাতে গিবিয়ার গৃহস্থেরা আমার প্রতিকূলে উঠিয়া রাত্রিকালে আমার জন্যে গৃহের চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিল; তাহারা আমাকে বধ করিতে কল্পনা করিল, এবং আমার উপপত্নীকে এমত বলাৎকার করিল যে সে মরিল। [৬] পরে আমি নিজ উপপত্নীকে লইয়া খণ্ড ২ করিয়া ইস্রায়েলের অধিকারস্থ প্রদেশের সর্ব্বত্র পাঠাইলাম, কেননা তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে কুকর্ম্ম ও মূঢ়তার ক্রিয়া করিল। [৭] দেখ, তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের সন্তান; অতএব এ স্থলে আপন ২ মত বলিয়া মন্ত্রণা স্থির কর।

[৮] তাহাতে সকল লোক এক মানুষের ন্যায় উঠিয়া কহিল, আমরা কেহ আপন তাম্বুতে যাইব না ও আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিব না; [৯] কিন্তু এখন গিবিয়ার প্রতি এই কর্ম্ম করিব, গুলিবাঁটদ্বারা [বিভাগার্থে] তাহার প্রতিকূলে যাইব। [১০] আমরা লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য আনয়নার্থে ইস্রায়েলীয় বংশ সকলের মধ্যে এক শত লোকের প্রতি দশ, ও সহস্রের প্রতি এক শত, ও দশ সহস্রের প্রতি এক সহস্র লোককে গ্রহণ করিব; তাহারা আইলে আমরা বিন্যামীনের গিবিয়াকে ইস্রায়েলের মধ্যে কৃত সমস্ত মূঢ়তার কর্ম্মানুযায়ি প্রতিফল দিব। [১১] এই রূপে সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক এক মানুষের ন্যায় ঐক্য হইয়া ঐ নগরের প্রতিকূলে একত্র হইল।

[১২] পরে ইস্রায়েলের বংশগণ বিন্যামীন্ বংশের সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, তোমাদের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে? [১৩] তোমরা এখন ঐ পাপাধমের সন্তান গিবিয়ানিবাসি লোকদিগকে সমর্পণ কর, আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ইস্রায়েল্‌হইতে দুষ্টতা উচ্ছিন্ন করিব। কিন্তু বিন্যামীনের সন্তানগণ আপন ভ্রাতাদের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের কথা মানিতে সম্মত হইল না। [১৪] বরং ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধার্থে বিন্যামীনের সন্তানগণ নগর সকলহইতে গিবিয়াতে গিয়া একত্র হইল। [১৫] ঐ সময়ে সকল নগরহইতে [আগত] বিন্যামীনের সন্তানদের ছাব্বিশ সহস্র খড়্গধারি লোক গণিত হইল; এই গণিত লোকেরা গিবিয়া নিবাসিগণহইতে ভিন্ন; ইহারাও সাত শত মনোনীত লোক ছিল। [১৬] আবার ঐ সকল সৈন্যের মধ্যে সাত শত মনোনীত লোক নেটা ছিল; তাহাদের প্রত্যেক জন কেশ লক্ষ্য করিয়া ফিঙ্গার প্রস্তর মারিত, লক্ষ্যচ্যুত হইত না।

[১৭] বিন্যামীন ভিন্ন ইস্রায়েলের খড়্গধারি চারি লক্ষ লোক গণিত হইল; ইহারা সকলেই যোদ্ধা ছিল। [১৮] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ উঠিয়া বৈথেলে গিয়া ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, বিন্যামীনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের মধ্যে প্রথমে কে যাইবে? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, প্রথমে যিহুদা যাইবে। [১৯] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গিবিয়ার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিল। [২০] পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা বিন্যামীনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া গেল; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ গিবিয়ার সমীপে সৈন্য রচনা করিলে [২১] বিন্যামীনের সন্তানগণ গিবিয়াহইতে বাহির হইয়া ঐ দিবসে ইস্রায়েলের মধ্যে বাইশ সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূমিতে নিপাত করিল।

[২২] পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা আপনাদিগকে আশ্বাস দিয়া, প্রথম দিবসে যে স্থানে সৈন্য রচনা করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই স্থানে সৈন্য রচনা করিল। [২৩] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ উঠিয়া যাইয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সাক্ষাতে রোদন করিল, এবং সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীনের সন্তানদের সহিত যুদ্ধ করিতে কি পুনর্ব্বার যাইব? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, তাহার প্রতিকূলে যাও। [২৪] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ দ্বিতীয় দিবসে বিন্যামীনের সন্তানগণের প্রতিকূলে উপস্থিত হইলে [২৫] বিন্যামীন সেই দ্বিতীয় দিবসে তাহাদের প্রতিকূলে গিবিয়াহইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে খড়্গধারি আঠার সহস্র লোককে সংহার করিয়া ভূমিতে নিপাত করিল।

[২৬] পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় সন্তান ও সমস্ত সৈন্য যাইয়া বৈথেলে উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে সদাপ্রভুর সম্মুখে রোদন করত বসিয়া রহিল,

এবং সে দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ২৭ সেই সময়ে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক ঐ স্থানে ছিল, এবং হারোণের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস্ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; ২৮ অতএব ইস্রায়েলের সন্তানগণ সদাপ্রভুকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীনের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে এখনও কি পুনর্ব্বার যাইব? কি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, যাও, কেননা কল্য আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব। ২৯ পরে ইস্রায়েল্ গিবিয়ার চতুর্দ্দিগে ঘাঁটি বসাইল।

৩০ অনন্তর তৃতীয় দিবসে ইস্রায়েলের সন্তানগণ বিন্যামীনের সন্তানগণের প্রতিকূলে উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বরীতিক্রমে গিবিয়ার সমীপে সৈন্য রচনা করিলে ৩১ বিন্যামীনের সন্তানগণ লোকদের বিরুদ্ধে বাহির হইল, এবং নগরহইতে দূরে আকর্ষিত হইয়া পূর্ব্বমত লোকদিগকে আঘাত ও বধ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ বৈথেলে গমনকারি ও প্রান্তর দিয়া গিবিয়াতে গমনকারি দুই রাজপথে তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে ন্যূনাধিক ত্রিশ জনকে বধ করিল। ৩২ তাহাতে বিন্যামীনের সন্তানগণ কহিল, উহারা আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বমত পরাজিত হইতেছে। কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণ কহিয়াছিল, আইস, আমরা পলাইয়া উহাদিগকে নগরহইতে রাজপথদ্বয়ে আকর্ষণ করি। ৩৩ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত লোক আপন ২ স্থানহইতে উঠিয়া [গিয়া] বাল্-তামরে সৈন্য রচনা করিল, ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের লুক্কায়িত লোকেরা আপন ২ স্থানহইতে অর্থাৎ গিবিয়ার মাঠহইতে নির্গত হইল। ৩৪ অনন্তর সমস্ত ইস্রায়েলহইতে মনোনীত সেই দশ সহস্র লোক গিবিয়ার সম্মুখহইতে আইল, তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু অমঙ্গল আপনাদের অব্যবহিত আসন্ন, তাহা উহারা জ্ঞাত ছিল না। ৩৫ তখন সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখে বিন্যামীন্কে আঘাত করাতে সেই দিনে ইস্রায়েলের সন্তানগণ বিন্যামীনের মধ্যে পঁচিশ সহস্র এক শত খড়্গধারি লোককে বধ করিল।

৩৬ ফলতঃ উহারা পরাজিত হইল, বিন্যামীনের সন্তানগণ এমত দেখিয়াছিল, এবং ইস্রায়েল্ লোকেরা বিন্যামীনের নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল, কারণ তাহারা যাহাদিগকে গিবিয়ার বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছিল, সেই লুক্কায়িত লোকদের উপরে নির্ভর করিতেছিল। ৩৭ ইতিমধ্যে ঐ লুক্কায়িত লোকেরা সত্বরে গিবিয়া আক্রমণ পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া খড়্গধারে সমস্ত নগর আঘাত করিল। ৩৮ সেই লুক্কায়িত লোকেরা যেন নগরহইতে ধূমের বৃহৎ মেঘ উদ্গত করিয়া চিহ্ন দেখায়, ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত তাহাদের এই সঙ্কেত স্থির হইয়াছিল। ৩৯ অতএব ইস্রায়েল্ লোকেরা সংগ্রাম করত মুখ ফিরাইল। তখন বিন্যামীন্ তাহাদের প্রায় ত্রিশ জনকে আঘাত ও বধ করিয়াছিল, বস্তুতঃ প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এ বারও উহারা আমাদের সম্মুখে পরাজিত হইল, তাহাদের এমত বোধ হইয়াছিল। ৪০ কিন্তু যখন নগরহইতে স্তম্ভাকার ধূমময় মেঘ উঠিতে লাগিল, তখন বিন্যামীন্ পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখিল, সমস্ত নগর অগ্নিময় হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। ৪১ এবং ইস্রায়েল্ লোকেরাও মুখ ফিরাইয়াছিল; তাহাতে অমঙ্গল আমাদের অব্যবহিত আসন্ন, ইহা দেখিয়া বিন্যামীন্ লোকেরা বিহ্বল হইল, ৪২ এবং ইস্রায়েল্ লোকদের সম্মুখে প্রান্তরের পথের দিগে ফিরিল; কিন্তু সেই স্থানেও সংগ্রাম তাহাদের এবং নগর সকলহইতে আগত লোকদের অনুবর্ত্তী হইল; উহারা [সেই পথের] মধ্যে তাহাদিগকে সংহার করিল, ৪৩ ফলতঃ চারি দিগে বিন্যামীন্কে ঘেরিয়া তাড়না করিয়া মনূহাতে সূর্য্যোদয় দিগে গিবিয়ার সম্মুখস্থ স্থান পর্য্যন্ত ভূমিতে দলিত করিল। ৪৪ তাহাতে বিন্যামীনের আঠার সহস্র যোদ্ধা বীর হত হইল। ৪৫ পরে প্রান্তরের দিগে ফিরিয়া রিম্মোন্ শৈলে তাহাদের পলায়ন কালে উহারা রাজপথে তাহাদের যুদ্ধাবশিষ্ট অন্য পাঁচ সহস্র লোককে বধ করিল; পরে বেগে তাহাদের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গিদিয়োম্ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাদের দুই সহস্র লোককে বধ করিল। ৪৬ অতএব সেই দিনে বিন্যামীনের মধ্যে খড়্গধারি পঁচিশ সহস্র লোক হত হইল; তাহারা সকলেই বীর ছিল। ৪৭ কিন্তু ছয় শত লোক প্রান্তরের দিগে ফিরিয়া রিম্মোন্ শৈলে পলায়ন করিয়া সেই রিম্মোন্ শৈলে চারি মাস বাস করিল। ৪৮ অনন্তর ইস্রায়েল্ লোকেরা বিন্যামীনের সন্তানগণের প্রতিকূলে ফিরিয়া নগরস্থ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি যাহা ২ পাওয়া গেল, সে সকলকে খড়্গধারে আঘাত করিল; যত নগর পাওয়া গেল, সে সকলকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

২১ অধ্যায়।

১ মিস্পীতে ইস্রায়েল্ লোকেরা এই দিব্য করিয়াছিল, আমরা কেহ বিন্যামীনের [মধ্যে কাহারো] সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিব না। ২ পরে লোকেরা বৈথেলে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে ঈশ্বরের সম্মুখে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ৩ কহিল, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, ইস্রায়েলের মধ্যে অদ্য এক বংশের লোপ হইল, ইস্রায়েলের মধ্যে কেন এমত ঘটিল? ৪ পরদিবসে লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ৫ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ কহিল, ঐ সমাজে সদাপ্রভুর নিকটে আইসে নাই, ইস্রায়েলের বংশ সকলের মধ্যে এমন কে আছে? কেননা মিস্পীতে সদাপ্রভুর নিকটে যে না আ-

সিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে, এই মহাদিব্য তাহারা করিয়াছিল। [৬] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন ভ্রাতা বিন্যামীনের জন্যে অনুতাপ করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যহইতে অদ্য এক বংশ উচ্ছিন্ন হইল। [৭] এই ক্ষণে তাহার অবশিষ্ট লোকদের বিবাহ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? যেহেতুক আমরা তাহাদের সহিত আপন২ কন্যাদের বিবাহ দিব না, ইহা কহিয়া সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিয়াছি।

[৮] অতএব তাহারা কহিল, মিস্‌পীতে সদাপ্রভুর নিকটে আইসে নাই, ইস্রায়েলের এমত কোন বংশ কি আছে? তখন দেখ, যাবেশ্‌-গিলিয়দ্‌হইতে কেহ শিবিরস্থ ঐ সমাজে আইসে নাই; [৯] কেননা লোক সকল গণিত হইলে যাবেশ-গিলিয়দ্‌ নিবাসিদের এক জনও সে স্থানে ছিল না। [১০] তাহাতে মণ্ডলী বলবান্‌দের মধ্যহইতে দ্বাদশ সহস্র লোককে সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা করিল, তোমরা যাইয়া যাবেশ্‌-গিলিয়দ নিবাসিদিগকে ও তাহাদের আবাল বনিতাদিগকে খড়্গাধারে আঘাত কর। [১১] আর এই কর্ম্ম কর; প্রত্যেক পুরুষকে এবং পুরুষের সহিত শয়নজ্ঞাতা প্রত্যেক স্ত্রীকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর। [১২] পরে পুরুষের পরিচয় যাহারা পায় নাই, এমত চারি শত অনূঢ়া যুবতিকে যাবেশ্‌-গিলিয়দের মধ্যে পাইয়া তাহারা কনান্‌ দেশস্থ শীলোর শিবিরে তাহাদিগকে আনিল। [১৩] পরে সমস্ত মণ্ডলী দূতদ্বারা রিম্মোন্‌ শৈলে অবস্থিত বিন্যামীনের সন্তানদের সহিত আলাপ করিল ও তাহাদের প্রতি সন্ধির ঘোষণা করিল। [১৪] সেই সময়ে বিন্যামীনের লোকেরা ফিরিয়া আইলে তাহারা যাবেশ্‌-গিলিয়দস্থ যে কন্যাদিগকে বাঁচাইয়াছিল, উহাদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিল; তথাপি উহাদের অকুলান হইল। [১৫] আর সদাপ্রভু ইস্রায়েল্‌ বংশদের মধ্যে ছিদ্র করিয়াছিলেন, এই জন্যে লোকেরা বিন্যামীনের বিষয়ে অনুতাপ করিল।

[১৬] পরে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ কহিল, বিন্যামীন্‌হইতে স্ত্রীজাতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে, অতএব অবশিষ্টদের বিবাহার্থে আমাদের কি কর্ত্তব্য? [১৭] আরো কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এক বংশের লোপ যেন না হয়, তজ্জন্য ঐ অবশিষ্ট লোকদের অধিকার বিন্যামীনের হউক। [১৮] কিন্তু আমরা উহাদের সহিত আমাদের কন্যাদের বিবাহ দিতে পারি না; কেননা যে কেহ বিন্যামীন্‌কে কন্যা দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে, ইহা কহিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ দিব্য করিয়াছে। [১৯] শেষে তাহারা কহিল, দেখ, শীলোতে প্রতিবৎসর বৈথেলের উত্তরদিগে, বৈথেল্‌হইতে যে রাজপথ শিখিমের দিগে গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিগে এবং লবোনার দক্ষিণদিগে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক উৎসব হইয়া থাকে। [২০] তাহাতে তাহারা বিন্যামীনের সন্তানগণকে আজ্ঞা করিল, তোমরা যাইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লুক্কায়িত থাকিয়া অবলোকন কর; [২১] পরে শীলোর কন্যাগণ দলের মধ্যে নৃত্য করিতে২ বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহা দেখিলে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রহইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকে শীলোর কন্যাদের মধ্যহইতে আপন২ ভার্য্যা ধরিয়া লইয়া বিন্যামীন্‌ দেশে প্রস্থান কর। [২২] আর তাহাদের পিতা কিম্বা ভ্রাতৃগণ যদি বিবাদার্থে আমাদের নিকটে আইসে, তবে আমরা তাহাদিগকে বলিব, তোমরা আমাদের অনুরোধে তাহাদিগকে দান কর; কেননা যুদ্ধ সময়ে আমরা প্রত্যেকের জন্যে ভার্য্যা পাই নাই; বস্তুতঃ এই সময়ে তোমরা তাহাদিগকে দিলা তাহা নয়; দিলে অপরাধী হইতা। [২৩] তাহাতে বিন্যামীনের সন্তানগণ তদ্রূপ করিয়া আপনাদের সংখ্যানুসারে নৃত্যকারিণী কন্যাদের মধ্যহইতে ভার্য্যা ধরিয়া গ্রহণ করিল; পরে আপন২ অধিকারে ফিরিয়া যাইয়া পুনর্ব্বার সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। [২৪] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তথাহইতে পৃথক্‌ হইয়া প্রত্যেকে আপন২ বংশের ও গোষ্ঠীর কাছে প্রস্থান করিল, এবং আপন২ অধিকারে গেল। [২৫] তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার যাহা অভিরুচি, সে তাহাই করিত।

রূতের উপাখ্যান।

---

১ অধ্যায়।

[১] বিচারকর্ত্তৃগণের কর্ত্তৃত্বকালে একদা দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে বৈৎলেহম্‌-যিহূদার এক পুরুষ ও তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র তথাহইতে মোয়াব্‌ দেশে প্রবাস করিতে গেল। [২] সেই ব্যক্তির নাম ইলীমেলক্‌, ও তাহার স্ত্রীর নাম নয়মী, ও তাহার দুই পুত্রের নাম মহলোন ও কিলিয়োন্‌; ইহারা সকলে বৈৎলেহম-যিহূদা নিবাসি ইফ্রাথীয় লোক। ইহারা মোয়াব্‌ দেশে উপস্থিত হওনানন্তর সেখানে প্রবাস করিল। [৩] পরে নয়মীর স্বামী ইলীমেলক্‌ মরিল, তাহাতে সে ও তাহার দুই পুত্র অবশিষ্ট থাকিল। [৪] পরে তাহারা অর্পা ও রূৎ নামে দুই মোয়াবীয় কন্যাকে বিবাহ করিয়া ন্যূনাধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত

সেই স্থানে বাস করিল। ৫ পরে মহলোন্ ও কিলি-য়োন্ এই দুই জনও মরিল, তাহাতে নয়মী পতি ও দুই পুত্রবিহীনা হইয়া অবশিষ্টা রহিল।

৬ অপর সদাপ্রভু আপন প্রজা লোকদের তত্ত্বা-বধারণ করিয়া তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন, এই কথা মোয়াব্ দেশে শুনিয়া সে আপন দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া মোয়াব্ দেশহইতে প্রত্যাগমন করণার্থে যাত্রা করিল। ৭ সে ও তাহার দুই পুত্রবধূ আপন বাসস্থানহইতে নির্গতা হইয়া যখন যিহূদাদেশে প্র-ত্যাগমনের পথে যাইতেছিল, ৮ তখন নয়মী দুই পুত্রবধূকে কহিল, তোমরা আপন ২ মাতার বাটীতে ফিরিয়া যাও; মৃতদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেরূপ দয়া করিয়াছ, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি তদ্রূপ দয়া করুন। ৯ তোমরা উভয়ে যেন আপন২ স্বামির বাটীতে বিশ্রাম পাও, সদাপ্রভু তোমাদিগ-কে এই বর দিউন; পরে সে তাহাদিগকে চুম্বন করিল। ১০ তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া তাহাকে কহিল, না, আমরা তোমারই সহিত তোমার লোকদের নিকটে ফিরিয়া যাইব। ১১ ন-য়মী কহিল, হে আমার বৎসারা, ফিরিয়া যাও; তোমরা আমার সহিত কেন যাইবা? তোমাদের স্বামী হইবার জন্যে এখনও কি আমার গর্ব্ভে সন্তান আছে? ১২ হে আমার বৎসারা, ফিরিয়া যাও, কে-ননা আমি বৃদ্ধা, পুনরায় বিবাহ করিতে পারি না; আর আমার প্রত্যাশা আছে, ইহা বলিয়া যদিস্যাৎ আমি অদ্য রাত্রিতে বিবাহ করিয়া পুত্র প্রসব করি, ১৩ তবে তোমরা কি তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবা? তোমরা কি তজ্জন্যে বিবাহ করিতে নিবৃত্তা হইবা? হে আমার বৎসারা, তাহা নয়, আমার মহাদুঃখ হইয়াছে, তাহা তোমা-দের অসহ্য; কেননা সদাপ্রভুর হস্ত আমার বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছে।

১৪ পরে তাহারা পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং অর্পা আপন শ্বশ্রূকে চুম্বন করিয়া বিদায় হইল, কিন্তু রুৎ তাহাতে আসক্তা রহিল। ১৫ তখন সে কহিল, ঐ দেখ, তোমার যা আপন লোকদের ও আপন দেবগণের নিকটে ফিরিয়া গেল, তুমিও আপন যার পাছে২ ফিরিয়া যাও। ১৬ কিন্তু রুৎ কহিল, তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার অনুগমনহইতে ফিরিয়া যাইতে আমাকে প্রবৃত্তি দিও না; তুমি যথা যাইবা, আমিও তথা যাইব; এবং তুমি যথা থাকিবা, আমিও তথা থাকিব; তোমার লোকই আমার লোক, এবং তোমার ঈশ্ব-রই আমার ঈশ্বর। ১৭ তুমি যে স্থানে মরিবা, আ-মিও সেই স্থানে মরিব ও সেই স্থানে কবরপ্রাপ্তা হইব; কেবল মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই যদি আমাকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, তবে সদাপ্রভু আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১৮ পরে তাহার সহিত যাইতে রুতের দৃঢ় মনস্থ আছে, ইহা দেখিয়া সে তাহাকে কথা কহিতে ক্ষান্তা হইল।

১৯ অপর তাহারা দুই জন যাইতে ২ শেষে বৈৎ-লেহমে উপস্থিত হইল। যখন বৈৎলেহমে উপ-স্থিত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে সমস্ত নগরে জনরব হইলে স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞাসিল, উনি কি নয়মী? ২০ তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, আ-মাকে নয়মী [রুচিরা] কহিও না, বরং মারা [কটূ] কহিয়া ডাক, কেননা সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রতি অতিশয় কটু ব্যবহার করিয়াছেন। ২১ আমি পরিপূর্ণা হইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, এখন সদাপ্রভু আমাকে শূন্যা করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। তো-মরা কেন আমাকে রুচিরা বলিয়া ডাকিতেছ? সদা-প্রভু তো আমার বিপক্ষে প্রমাণ দিলেন, ও সর্ব্ব-শক্তিমান আমাকে নিগ্রহ করিলেন।

২২ এই রূপে নয়মী এবং মোয়াব্ দেশহইতে পরাবৃত্তা তাহার পুত্রবধূ ঐ মোয়াবীয়া রুৎ ফিরিয়া আইল; যবশস্যচ্ছেদনের আরম্ভকালেই তাহারা বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ নয়মীর স্বামি ইলীমেলকের গোষ্ঠীভুক্ত বোয়স্ নামে এক জন ভদ্র ধনবান্ জ্ঞাতি ছিল।

২ পরে মোয়াবীয়া রুৎ নয়মীকে কহিল, নিবেদন করি, আমি ক্ষেত্রে যাইয়া যাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, তাহার পশ্চাৎ ২ শস্যের পতিত শিষ সংগ্রহ করি। তাহাতে সে কহিল, হে বৎসে, যাও। ৩ পরে সে গিয়া কোন ক্ষেত্রে উপস্থিতা হইয়া শস্যচ্ছেদক-দের পশ্চাৎ২ পতিত শিষ সংগ্রহ করিতে লাগিল; আর ঘটনাক্রমে তাহা ইলীমেলকের গোষ্ঠীভুক্ত ঐ বোয়সের ভূমিখণ্ড ছিল।

৪ পরে দেখ, বোয়স্ বৈৎলেহম্হইতে আসিয়া শস্যচ্ছেদকদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গী হউন। তাহারা উত্তর করিল, সদাপ্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন। ৫ অপর বোয়স্ শস্যচ্ছেদকদের উপরে নিযুক্ত আপন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ যুবতী কাহার লোক? ৬ তখন শস্যচ্ছেদকদের উপরে নিযুক্ত ভৃত্য কহিল, ও সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়মীর সহিত মোয়াব্ দেশহইতে আসি-য়াছে। ৭ সে আমাকে কহিল, অনুগ্রহ করিয়া আ-মাকে শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ২ আটির মধ্যে ২ শিষ কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে দেও; অতএব সে আসিয়া প্রাতঃকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত রহিয়াছে; উহার ঘরে বসিয়া থাকা অল্প। ৮ পরে বোয়স্ রুৎকে কহিল, হে বৎসে, শুন না? তুমি কুড়াইতে অন্য ক্ষেত্রে যাইও না, ও এই স্থানহইতে যাইও না, কিন্তু এখানে আমার দাসীদের সঙ্গে ২ থাক। ৯ শস্য-চ্ছেদকেরা যে ক্ষেত্রের শস্য কাটিবে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তুমি দাসীদের পশ্চাৎ যাইও; তো-মাকে স্পর্শ করিতে আমি কি যুবদিগকে নিষেধ করি নাই? আর পিপাসা হইলে তুমি পাত্রের নিকটে যাইয়া, যুবগণ যাহাহইতে তুলিয়া পান করে, তাহা-

হইতে পান করিও। ১০ তাহাতে সে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া তাহাকে কহিল, আমি বিদেশিনী, আপনি আমার পরিচয় লইতেছেন, আপনকার দৃষ্টিতে এত অনুগ্রহ আমি কিসে পাইলাম? ১১ বোয়স্ উত্তর করিল, তোমার স্বামির মৃত্যুর পর তুমি শ্বশ্রূর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, এবং আপন পিতা মাতা ও জন্মদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে যাহাদিগকে জানিতা না, এমন লোকদের নিকটে আসিয়াছ, এ সকল কথা আমার শুনা হইয়াছে। ১২ সদাপ্রভু তোমার কর্ম্মের প্রতিফল দিউন; তুমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর যে সদাপ্রভুর পক্ষযুগ্মের নীচে শরণ লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার দিউন। ১৩ তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলে আমার হয়; আপনি আমাকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং আপনকার এই দাসীর প্রতি চিত্তপ্রবোধক কথা কহিলেন; আমি তো আপনকার এক দাসীর তুল্যাও নহি। ১৪ পরে ভোজন সময়ে বোয়স্ তাহাকে কহিল, তুমি এই স্থানে আসিয়া রুটী ভোজন কর এবং আপন রুটীখণ্ড অম্লরসে ডুবাও। তখন সে শস্যচ্ছেদকদের পার্শ্বে বসিলে [বোয়স] তাহাকে মুষ্টি২ ভাজা শস্য দিল; তাহাতে সে ভোজন করিয়া তৃপ্তা হইল, এবং অবশিষ্ট কিছু রাখিল। ১৫ পরে সে কুড়াইতে উঠিলে বোয়স্ আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিল, উহাকে আটির মধ্যেও কুড়াইতে দেও, এবং উহাকে তিরস্কার করিও না। ১৬ এবং উহার জন্যে বন্ধ আটিহইতে কতক টানিয়া উহার কুড়াইবার জন্যে ত্যাগ কর, ও উহাকে ধম্‌কাইও না। ১৭ তাহাতে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে কুড়াইল; পরে আপনার উঞ্ছিত শস্য মাড়িলে প্রায় এক ঐফা যব হইল।

১৮ অনন্তর সে তাহা তুলিয়া লইয়া নগরে গিয়া শ্বশ্রূকে আপনার উঞ্ছিত শস্য দেখাইল, এবং [আহারকালে] তৃপ্ত হইলে পর যাহা রাখিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া তাহাকে দিল। ১৯ তখন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কহিল, তুমি অদ্য কোথায় কুড়াইলা? ও কোথায় [ইহা] উপার্জন করিলা? যে ব্যক্তি তোমার পরিচয় লইল, সে ধন্য হউক। তখন সে কাহার নিকটে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শ্বশ্রূকে জানাইয়া কহিল, যে ব্যক্তির নিকটে অদ্য কর্ম্ম করিলাম, তাহার নাম বোয়স্। ২০ তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূকে কহিল, যিনি জীবিত ও মৃত লোকদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন নাই, সে সেই সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র। নয়মী আরো কহিল, সেই মনুষ্য আমাদের নিকটসম্বন্ধীয়, সে আমাদের মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতিদের মধ্যে এক জন। ২১ পরে মোয়াবীয়া রূৎ কহিল, সে আমাকে ইহাও কহিল, আমার সমস্ত শস্যচ্ছেদন সাঙ্গ না হওন পর্য্যন্ত তুমি আমারই ভৃত্যদের সঙ্গ ছাড়িও না। ২২ তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূ রূৎকে কহিল, হে বৎসে, তুমি তাহার দাসীদের সহিত যাও, ইহা ভাল; তাহা হইলে অন্য কোন ক্ষেত্রে কেহ তোমার অপমান করিবে না। ২৩ অতএব যব ও গোমশস্যচ্ছেদন সমাপ্তি পর্য্যন্ত সে কুড়াইতে ২ বোয়সের দাসীদের সঙ্গে২ থাকিল, এবং আপন শ্বশ্রূর সহিত বাস করিল।

৩ অধ্যায়।

১ অপর তাহার শ্বশ্রূ নয়মী তাহাকে কহিল, হে বৎসে, তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এমত বিশ্রামস্থান আমি কি তোমার জন্যে চেষ্টা করিব না? ২ শুন, যে বোয়সের দাসীদের সহিত তুমি ছিলা, সে কি আমাদের জ্ঞাতি নহে? দেখ, সে অদ্য রাত্রিতে শস্যমর্দ্দনস্থানে যব ঝাড়িতে উদ্যত আছে। ৩ অতএব তুমি এখন স্নান কর, ও তৈল মর্দ্দন কর, ও আপন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই শস্যমর্দ্দনস্থানে নামিয়া যাও; কিন্তু সেই ব্যক্তি ভোজন পান সমাপ্ত না করিলে তাহাকে আপনার পরিচয় দিও না। ৪ সে যখন শয়ন করিবে, তখন তুমি তাহার শয়নস্থান দেখিয়া নিশ্চয় করিও; পরে সেই স্থানে যাইয়া তাহার চরণসমীপস্থ স্থান অনাবৃত করিয়া শয়ন করিও; তাহাতে সে আপনি তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে কহিবে। ৫ সে উত্তর করিল, তুমি যাহা কহিতেছ, সে সমস্তই আমি করিব। ৬ পরে সে ঐ শস্যমর্দ্দনস্থানে নামিয়া গিয়া আপন শ্বশ্রূর সমস্ত আদেশানুসারে করিল। ৭ ফলতঃ বোয়স ভোজন পান পূর্ব্বক নিজ প্রাণ আপ্যায়িত করিয়া শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করিতে গেলে রূৎ ধীরে ২ আসিয়া তাহার চরণসমীপস্থ স্থান অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল।

৮ পরে মধ্যরাত্রি সময়ে ঐ পুরুষ অস্থির হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাতে আপনার চরণসমীপে এক স্ত্রী শয়ন করিয়াছে, ইহা টের পাইল। ৯ তখন সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি আপনকার দাসী রূৎ; আপনকার এই দাসীর উপরে আপনি নিজ পক্ষ বিস্তার করুন, কারণ আপনি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি। ১০ তাহাতে সে কহিল, হে বৎসে, তুমি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র, কেননা ধনবান কি দরিদ্র কোন যুবপুরুষের অনুগামিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে অধিক সাধুতা দেখাইলা। ১১ অতএব হে বৎসে, ভয় করিও না, তুমি যাহা বলিলা, আমি তোমার জন্যে সে সমস্ত করিব; কেননা তুমি যে সাধ্বী, ইহা আমার স্বজাতীয়দের নগরদ্বারে সর্ব্ববিদিত। ১২ এখন শুন, আমি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি, ইহা সত্য; কিন্তু আমাহইতেও নিকট সম্পর্কীয় আর এক ব্যক্তি মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি আছে। ১৩ অদ্য রাত্রি থাক; প্রাতঃকালে সে যদি তোমাকে মুক্ত করে, তবে ভাল, সে মুক্ত করুক; কিন্তু তোমাকে মুক্ত করিতে যদি তাহার অভিরুচি না হয়, তবে জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, আমিই তোমাকে মুক্ত করিব; তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শয়ন কর।

১৪ তাহাতে রুৎ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার চরণসমীপে শুইয়া রহিল, পরে কেহ কাহাকে চিনিতে পারে, এমন সময় না হইতে উঠিল ; কারণ বোয়স কহিল, শস্যমর্দ্দনস্থানে এ আসিয়াছে, ইহা লোকে জ্ঞাত না হউক। ১৫ সে আরো কহিল, তোমার আবরণীয় বস্ত্র পাতিয়া ধর; তাহাতে রুৎ তাহা ধরিয়া পাতিলে সে ছয় পাত্র যব মাপিয়া তাহার মস্তকে দিয়া নগরে চলিয়া গেল। ১৬ অপর রুৎ আপন শ্বশ্রূর নিকটে আইলে তাহার শ্বশ্রূ কহিল, হে বৎসে, কি হইল? তাহাতে সে আপনার প্রতি সেই ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করিল। ১৭ আরও কহিল, শ্বশ্রূর কাছে রিক্ত হস্তে যাইও না, ইহা বলিয়া সে আমাকে এই ছয় পাত্র যব দিল। ১৮ পরে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কহিল, হে বৎসে, এ বিষয়ে কি হয়, তাহা যাবৎ জানিতে না পার, তাবৎ বসিয়া থাক; কেননা সেই ব্যক্তি অদ্য এ কর্ম্ম সাঙ্গ না করিয়া বিশ্রাম করিবে না।

৪ অধ্যায়।

১ পরে বোয়স্ নগরদ্বারে উঠিয়া গিয়া সেই স্থানে বসিল। অনন্তর দেখ, যে মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতির কথা সে কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তি পথ দিয়া আসিতেছিল; তাহাতে বোয়স্ তাহাকে ডাকিল, ওহে অমুক, পথহইতে এই স্থানে আসিয়া বৈস; তাহাতে সে পথহইতে আসিয়া বসিল। ২ পরে বোয়স্ নগরের দশ জন প্রাচীনকে ডাকিয়া কহিল, তোমরাও এই স্থানে বৈস; তাহাতে তাহারা বসিল। ৩ তখন বোয়স্ ঐ মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতিকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা ইলীমেলকের যে ভূমিখণ্ড ছিল, তাহা মোয়াব্ দেশহইতে আগতা নয়মী বিক্রয় করিতেছে। ৪ অতএব আমি তোমাকে এই কথা জানাইতে মনস্থ করিলাম, তুমি এই সমাসীন লোকদের সাক্ষাতে ও আমার স্বজাতীয়দের প্রাচীনবর্গের সাক্ষাতে তাহা ক্রয় কর। যদি তুমি মুক্ত কর, তবে কর; কিন্তু যদি না কর, তবে আমাকে বল; আমি জানিতে চাহি, কেননা তুমি মুক্ত করিলে আর কেহ করিতে পারে না; কিন্তু তোমার পরে আমিই করিতে পারি। তাহাতে সে কহিল, আমি মুক্ত করিব। ৫ বোয়স্ কহিল, তুমি যে দিবসে নয়মীর হস্তহইতে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবা, সেই দিবসে মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার নাম রক্ষা করণার্থে তাহার স্ত্রী মোয়াবীয়া রুৎহইতেও তাহা ক্রয় করিতে হইবে। ৬ তাহাতে ঐ মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি কহিল, আমি আপনার জন্যে তাহা মুক্ত করিতে পারি না, করিলে নিজ অধিকার নষ্ট করিব; আমার মোক্তব্য বস্তু তুমি মুক্ত কর, কেননা আমি মুক্ত করিতে পারি না। ৭ মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সকল কথা স্থির করিতে পূর্ব্বকালে ইস্রায়েলের মধ্যে এই রূপ রীতি ছিল; লোক আপন পাদুকা খুলিয়া প্রতিবাসিকে দিত; ইহা ইস্রায়েলের মধ্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হইত। ৮ অতএব ঐ মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতি যখন বোয়সকে কহিল, তুমি আপনি তাহা ক্রয় কর, তখন আপন পাদুকা খুলিয়া দিল। ৯ পরে বোয়স্ প্রাচীনবর্গকে ও লোক সকলকে কহিল, ইলীমেলকের যাহা ২ ছিল, এবং কিলিয়োনের ও মহলোনের যাহা ২ ছিল, তাহা আমি নয়মীর হস্তহইতে ক্রয় করিলাম, অদ্য তোমরা ইহার সাক্ষী হইলা। ১০ এবং আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আপন বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন লুপ্ত না হয়, এই জন্যে সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার নাম রক্ষা করণার্থে আমি আপনার ভার্য্যারূপে মহলোনের ভার্য্যা মোয়াবীয়া রুৎকেও ক্রয় করিলাম; অদ্য তোমরা ইহারও সাক্ষী হইলা। ১১ তাহাতে নগরদ্বারবর্ত্তি সমস্ত লোক ও প্রাচীনবর্গ কহিল, আমরা সাক্ষী হইলাম। যে স্ত্রী তোমার কুলে প্রবিষ্টা হইল, সদাপ্রভু তাহাকে ইস্রায়েলের কুলপ্রতিষ্ঠাকারিণী যে রাহেল্ ও লেয়া, তাহাদের তুল্যা করুন; এবং ইফ্রাথায় তোমার ঐশ্বর্য্য ও বৈৎলেহমে তোমার সুখ্যাতি হউক। ১২ সদাপ্রভু সেই যুবতির গর্ভহইতে যে সন্তান তোমাকে দিবেন, তাহাদ্বারা তামরের গর্ভে যিহূদার জনিত পেরসের কুলের ন্যায় তোমার কুল হউক।

১৩ পরে বোয়স্ রুৎকে বিবাহ করিলে সে তাহার ভার্য্যা হইল, এবং বোয়স্ তাহার কাছে গমন করিলে সে সদাপ্রভুহইতে গর্ভধারণশক্তি পাইয়া পুত্র প্রসব করিল। ১৪ পরে স্ত্রীগণ নয়মীকে কহিল, ধন্য সদাপ্রভু, তিনি অদ্য তোমাকে মুক্তিকর্ত্তা জ্ঞাতিবিহীনা রাখেন নাই; তাহারও নাম ইস্রায়েলের মধ্যে বিখ্যাত হউক। ১৫ [এই বালক] তোমার প্রাণের শান্তিদাতা ও বৃদ্ধাবস্থাতে তোমার প্রতিপালক হইবে; কেননা তোমাকে প্রেমকারিণী ও সাত পুত্রহইতেও উত্তমা তোমার পুত্রবধূই ইহাকে প্রসব করিল। ১৬ তখন নয়মী বালকটী লইয়া আপন কোলে রাখিল, ও তাহার ধাত্রীস্বরূপ হইল। ১৭ পরে নয়মীর এক পুত্র জন্মিল, এই কথা কহিয়া তাহার প্রতিবাসিনীগণ তাহার নামকরণ করিল; তাহারা তাহার নাম ওবেদ [সেবক] রাখিল। সে দায়ূদের পিতামহ অর্থাৎ যিশয়ের পিতা।

১৮ অথ পেরসের বংশাবলি। পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; ১৯ ও হিষ্রোণের পুত্র অরাম্; ও অরামের পুত্র অম্মীনাদব্; ২০ ও অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্; ও নহশোনের পুত্র সল্মোন্; ২১ ও সল্মোনের পুত্র বোয়স্; ও বোয়সের পুত্র ওবেদ্; ২২ ও ওবেদের পুত্র যিশয়; ও যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্।

শমূয়েলের প্রথম পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ রামাথয়িম্-সূফীম্ নিবাসি ইল্কানা নামে এক ইফ্রয়িমীয় লোক ছিল; সে সুফের বৃদ্ধ প্রপৌত্র তোহের প্রপৌত্র ইলীহূর পৌত্র যিরোহমের পুত্র। [২] তাহার দুই স্ত্রী ছিল; একের নাম হান্না, অন্যের নাম পনিন্না; পনিন্নার সন্তান হইল, কিন্তু হান্না নিঃসন্তানা ছিল। [৩] সেই ব্যক্তি প্রতিবৎসর আপন নগরহইতে শীলোতে যাইয়া বাহিনীগণের সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত ও বলিদান করিত। সেই স্থানে এলির দুই পুত্র হফ্নি ও পীনহস্ সদাপ্রভুর যাজক ছিল।

[৪] আর যজ্ঞ করণ দিনে ইল্কানা আপন ভার্য্যা পনিন্নাকে ও তাহার সমস্ত পুত্রকন্যাকে অংশ দিত; [৫] কিন্তু হান্নাকে দ্বিগুণ অংশ দিত; কেননা সদাপ্রভু হান্নার গর্ব্ভাশয় বন্ধ করিলেও সে তাহাকেই ভাল বাসিত। [৬] কিন্তু সদাপ্রভু তাহার গর্ব্ভাশয় বন্ধ করাতে সপত্নী তাহার মনস্তাপ জন্মাইতে চেষ্টাপূর্ব্বক তাহাকে বিরক্ত করিত। [৭] বৎসরে২ সদাপ্রভুর গৃহে [হান্নার] গমনকালে তাহার স্বামী ঐ রূপ কর্ম্ম করিত, এবং পনিন্নাও ঐ প্রকারে তাহাকে বিরক্ত করিত; অতএব সে ভোজন না করিয়া ক্রন্দন করিত। [৮] তাহাতে তাহার স্বামী ইল্কানা তাহাকে কহিত, হান্না, কেন কাঁদিতেছ? কেন ভোজন কর না? তোমার মন শোকাকুল কেন? তোমার কাছে দশ পুত্রহইতেও কি আমি উত্তম নহি?

[৯] একদা শীলোতে ভোজন পান সাঙ্গ হইলে হান্না গাত্রোত্থান করিল। তৎকালে সদাপ্রভুর প্রাসাদদ্বারের পার্শ্বকাষ্ঠসমীপে এলি যাজক আসনোপরি বসিয়াছিল। [১০] অনন্তর হান্না তিক্তমনা হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করত অনেক রোদন করিতে লাগিল। [১১] এবং মানত করিয়া কহিল, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, যদি তুমি আপনার এই দাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে স্মরণ কর, ও বিস্মৃত না হইয়া আপন দাসীকে পুংসন্তান দেও, তবে আমি তাহার যাবজ্জীবন তাহাকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করিব; তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না।

[১২] যাবৎ হান্না সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দীর্ঘ প্রার্থনা করিল, তাবৎ এলি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। [১৩] কেননা হান্না মনে২ কথা কহিতেছিল, কেবল তাহার ওষ্ঠাধর নড়িতেছিল, কিন্তু তাহার স্বর শুনা গেল না; এই জন্যে এলি তাহাকে মত্তা জ্ঞান করিল। [১৪] অতএব এলি তাহাকে কহিল, তুমি কত ক্ষণ মত্তা হইয়া থাকিবা? তোমার দ্রাক্ষারস তোমাহইতে দূর কর। [১৫] তাহাতে হান্না উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, তাহা নয়, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করি নাই, কিন্তু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আমার মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম। [১৬] আপনকার এই দাসীকে আপনি পাপাধমের সন্তান জ্ঞান করিবেন না; বস্তুতঃ আমার চিন্তার ও মনস্তাপের বাহুল্য প্রযুক্ত আমি সেই অবধি কথা কহিতেছিলাম। [১৭] তাহাতে এলি উত্তর করিল, তুমি কুশলে যাও; এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা প্রার্থনা করিলা, তাহা তিনি তোমাকে দিউন। [১৮] পরে সে কহিল, আপনকার দৃষ্টিতে আপনকার এই দাসী অনুগ্রহের পাত্র হউক। অনন্তর সে স্ত্রী আপন পথে যাইয়া ভোজন করিল; তাহার মুখ আর বিষণ্ণ হইল না।

[১৯] অপর তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিলে পর ফিরিয়া রামতে আপন বাটীতে আইল। অনন্তর ইল্কানা আপন ভার্য্যা হান্নার পরিচয় লইলে সদাপ্রভু তাহাকে স্মরণ করিলেন। [২০] তাহাতে সংবৎসরের মধ্যে হান্না গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিল; আর আমি সদাপ্রভুর কাছে ইহাকে যাচ্ঞা করিয়াছি বলিয়া তাহার নাম শমূয়েল্ [ঈশ্বরযাচিত] রাখিল। [২১] পরে তাহার স্বামী ইল্কানা ও তাহার [অন্য] সমস্ত পরিবার সদাপ্রভুর উদ্দেশে বার্ষিক বলিদান ও মানত নিবেদন করিতে গেল; [২২] কিন্তু হান্না গেল না, কারণ সে আপন স্বামিকে কহিল, বালকটীর স্তনপান ত্যাগ হইলেই আমি তাহাকে লইয়া যাইব, তাহাতে সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রদর্শিত হইয়া নিত্য সে স্থানে থাকিবে। [২৩] এবং তাহার স্বামী ইল্কানা তাহাকে বলিল, তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই কর; তাহার স্তনপান ত্যাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব কর। সদাপ্রভু কেবল আপন বাক্য স্থির করুন। অতএব সে স্ত্রী গৃহে রহিল, এবং বালকটী যাবৎ স্তনপান ত্যাগ না করিল, তাবৎ তাহাকে স্তনপান করাইল।

[২৪] পরে তাহার স্তনপান ত্যাগ হইলে সে তিন বৃষ ও এক ঐফা সূজী ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের সহিত তাহাকে শীলোতে সদাপ্রভুর গৃহে লইয়া গেল; তখন বালকটী অল্পবয়স্ক ছিল। [২৫] পরে তাহারা বৃষ বলিদান করিয়া বালককে এলির কাছে আনিল। [২৬] এবং হান্না কহিল, হে আমার প্রভো, শুনুন; আমি আপনকার প্রাণের দিব্য করিয়া কহি, হে আমার প্রভো, যে স্ত্রী সদাপ্রভুর উদ্দেশে

প্রার্থনা করিতে২ এই স্থানে আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, আমি সেই। ২৭ এই বালকের জন্যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; আর সদাপ্রভুর কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা তিনি আমাকে দিয়াছেন। ২৮ এই জন্যে আমিও ইহাকে যাবজ্জীবন ঋণরূপে সদাপ্রভুকে দিলাম; এ সদাপ্রভুকে দত্ত ঋণস্বরূপ। পরে বালকটী সেই স্থানে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল।

২ অধ্যায়।

১ পরে হান্না প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত হইল; সদাপ্রভুতে আমার শৃঙ্গ উচ্চ হইল, আমার শত্রুগণের কাছে আমার মুখ বিকসিত হইল; কারণ তোমার পরিত্রাণে আমি আনন্দিতা হইলাম। ২ সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেহ নাই; তুমি ব্যতীত আর [ঈশ্বর] কেহ নাই, এবং আমাদের ঈশ্বরের তুল্য ধর নাই। ৩ তোমরা অতিশয় শ্লাঘার কথা আর কহিও না, তোমাদের মুখহইতে দর্পের কথা নির্গত [না] হউক; কেননা সদাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, এবং তাঁহাকর্ত্তৃক কর্ম্ম সকল তুলাতে পরিমিত হয়। ৪ ধনুর্দ্ধারি বীরগণ ভগ্নাশ হইল, ও স্খলিত লোকেরা পরাক্রমে বদ্ধকটি হইল। ৫ পরিতৃপ্ত লোকদিগকে খাদ্যের জন্যে বেতনজীবী হইতে হইল, ও ক্ষুধিতেরা বিশ্রামপ্রাপ্ত হইল; বন্ধ্যা স্ত্রীও সপ্ত পুত্র প্রসব করিল, ও বহুপুত্রা ক্ষীণা হইল। ৬ সদাপ্রভু মৃত্যু ঘটান ও জীবন দেন, তিনি পাতালে নামান ও ঊর্দ্ধে তুলেন। ৭ সদাপ্রভু দরিদ্র করেন ও ধনী করেন, তিনি নত করেন ও উন্নত করেন। ৮ তিনি ধূলিহইতে দীনকে ও সারের ঢিবিহইতে দরিদ্রকে উঠাইয়া অধ্যক্ষদের মধ্যে বসান, ও প্রতাপের সিংহাসনের অধিকারী করেন। কেননা পৃথিবীর স্তম্ভ সকল সদাপ্রভুর; তিনি তাহার উপরে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন। ৯ তিনি আপন সাধু লোকদের চরণ রক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্টগণ অন্ধকারে স্তব্ধীকৃত হয়; কেননা কোন মনুষ্য বলেতে জয়ী হইতে পারে না। ১০ সদাপ্রভুর সহিত বিবাদকারি জনগণ ভগ্ন হইবে; তিনি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে গর্জ্জন করাইবেন; সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত শাসন করিবেন, ও আপন রাজাকে বল দিবেন, ও আপন অভিষিক্তের শৃঙ্গ উচ্চ করিবেন।

১১ পরে ইল্‌কানা রামতে আপন বাটীতে গেল, কিন্তু বালকটী এলি যাজকের সম্মুখে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

১২ এলির পুত্রদ্বয় পাপাধমের সন্তান ছিল, সদাপ্রভুকে মানিত না। ১৩ ফলতঃ ঐ যাজকেরা লোকদের সহিত এই রূপ ব্যবহার করিত; কেহ বলিদান করিলে যখন তাহার মাংস সিদ্ধ করা যাইত, তখন যাজকের যুব ভৃত্য তিন কণ্টকবিশিষ্ট শূল হস্তে করিয়া আসিত; ১৪ এবং ডাবরে কিম্বা হাঁড়িতে কিম্বা কটাহে কিম্বা বহুগুণাতে তাহা মারিত; এবং সেই শূলে যাহা উঠিত, তাহা সকলই যাজক তৎসহকারে লইয়া যাইত; ইস্রায়েলের যত লোক শীলোতে আসিত, সেই সকলের প্রতি তাহারা এই রূপ ব্যবহার করিত। ১৫ অধিকন্তু মেদ ধূপবৎ দগ্ধ না হইতে যাজকের ভৃত্য আসিয়া যজমানকে কহিত, যাজককে শূল্য মাংস দেও; সে তোমাহইতে সিদ্ধ মাংস লইবে না, কাঁচাই লইবে। ১৬ তাহাতে ঐ ব্যক্তি যখন বলিত, এই ক্ষণে তো মেদ ধূপবৎ দগ্ধ করিতে হয়, হইলে পর তোমার প্রাণের অভিলাষানুসারে গ্রহণ করিও, তখন সে উত্তর করিয়া বলিত, না, এই ক্ষণে দে, নতুবা বল করিয়া লইব। ১৭ ইহাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঐ যুবাদের পাপ অতিশয় ভারী হইল, কেননা ঐ লোকেরা সদাপ্রভুর নৈবেদ্য তুচ্ছনীয় করিত।

১৮ তৎকালে শমূয়েল্ বালক একখান শুক্ল এফোদ্ পরিহিত হইয়া সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিত। ১৯ আর তাহার মাতা প্রতি বৎসর এক২ খান ক্ষুদ্র প্রাবার প্রস্তুত করিয়া স্বামির সহিত বার্ষিক বলিদানার্থে আসিবার সময়ে আনিয়া তাহাকে দিত।

২০ পরন্তু এলি ইল্‌কানাকে ও তাহার স্ত্রীকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল, ঋণরূপে সদাপ্রভুকে দত্ত এই বালকের পরিবর্ত্তে তিনি এই স্ত্রীহইতে তোমাকে আরো সন্তান দিউন। পরে তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিল। ২১ বস্তুতঃ সদাপ্রভু হান্নার তত্ত্বাবধারণ করিলেন; তাহাতে সে গর্ব্ভবতী হইয়া [ক্রমে২] তিন পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করিল। ইতিমধ্যে শমূয়েল্ বালক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

২২ এলি অতিশয় বৃদ্ধ ছিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের প্রতি তাহার পুত্রেরা যাহা২ করে তাহার কথা, এবং সমাগমের তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে শ্রেণীভুক্তা স্ত্রীদিগের সহিত তাহারা শয়ন করে, এই কথা যখন সে শুনিত, ২৩ তখন তাহাদিগকে কহিত, তোমরা কেন এমত ব্যবহার করিতেছ? কেননা এই সমস্ত লোকের নিকটে আমি তোমাদের মন্দ ক্রিয়ার জনরব শুনিতেছি। ২৪ হে আমার পুত্রগণ, না২, আমি যে জনরব শুনিতে পাইতেছি, তাহা ভাল নয়; তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন করাইতেছ। ২৫ মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু মনুষ্য যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে তাহার পক্ষে কে প্রার্থনা করিবে? তথাপি তাহারা আপন পিতার বাক্যে অবধান করিত না, কেননা তাহাদিগকে বধ করা সদাপ্রভুর অভিরুচি ছিল। ২৬ কিন্তু শমূয়েল্ বালক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সদাপ্রভুর ও মনুষ্যদের সাক্ষাতে অনুগ্রহের পাত্র হইল।

২৭ অপর ঈশ্বরের এক লোক এলির নিকটে আ-

সিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে সময়ে তোমার পিতার কুল মিসরে ফরৌণের অধীন ছিল, তখন আমি প্রত্যক্ষরূপে তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলাম, এমন কি নয়? [২৮] পরে আমার যাজন কর্ম্ম করিতে, অর্থাৎ আমার যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিতে ও ধূপ জ্বালাইতে ও আমার সাক্ষাতে এফোদ্ পরিধান করিতে আমি ইস্রায়েলের সমস্ত বংশহইতে তাহাকে মনোনীত করিলাম; এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের অগ্নিকৃত যাবতীয় উপহার তোমার পিতৃকুলকে দিলাম। [২৯] অতএব আমি আপন আবাসে যাহা২ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই সকল বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত করিতেছ? ভাল, আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের যাবতীয় নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশদ্বারা যাহাতে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশয়ে তুমি আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত করিতেছ, [৩০] তজ্জন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগানুক্রমে আমার সম্মুখে পরিচর্য্যা করিবে, এই কথা আমি নিশ্চয় কহিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সদাপ্রভু কহেন, তাহা আমাহইতে দূরে থাকুক। কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব: কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে, তাহারা লঘু জ্ঞান হইবে। [৩১] দেখ, আমি যে সময়ে তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু ছেদন করিব, ও তোমার কুলে এক বৃদ্ধ থাকিবে না, এমত সময় আসিতেছে। [৩২] তাহাতে ইস্রায়েল্কে দত্ত সমস্ত মঙ্গলে তুমি [এই] আবাসে কণ্টক দেখিবা, এবং তোমার কুলে কেহ কখনো বৃদ্ধ হইবে না। [৩৩] আর আমি আপন যজ্ঞবেদিহইতে তোমার যে মনুষ্যকে ছেদন না করিব, সে তোমার চক্ষুর ক্ষয় ও প্রাণের ব্যথা জন্মাইতে থাকিবে, এবং তোমার কুলে উৎপন্ন সমস্ত লোক যৌবনাবস্থায় মরিবে। [৩৪] এবং হফ্নি ও পীনহস্ নামে তোমার দুই পুত্রের প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমার জন্যে অভিজ্ঞান হইবে; তাহারা দুই জন এক দিবসে মরিবে। [৩৫] আর আমি আপনার নিমিত্তে এক বিশ্বাস্য যাজককে উৎপন্ন করিব, সে আমার মনের ও আমার অভিলাষের মত কর্ম্ম করিবে; আর আমি তাহার এক চিরস্থায়ি কুল প্রতিষ্ঠিত করিব; সে সর্ব্বদা আমার অভিষিক্তের সম্মুখে পরিচর্য্যা করিবে। [৩৬] এবং তোমার কুলের মধ্যে অবশিষ্ট প্রত্যেক জন এক রৌপ্যমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তে তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে আসিয়া বলিবে, বিনয় করি, আমি যাহাতে এক খণ্ড রুটী খাইতে পাই, তন্নিমিত্তে কোন যাজকত্বপদে আমাকে ভুক্ত করুন।

৩ অধ্যায়।

[১] ইতিমধ্যে শমূয়েল্ বালক এলির সমক্ষে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিত। আর তৎকালে সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন প্রচুররূপে হইত না। [২] আর ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে এলি আর দেখিতে পাইত না। এক দিন এলি আপন স্থানে শয়ন করিয়াছিল, [৩] এবং ঈশ্বরীয় সিন্দুক যে স্থানে ছিল, শমূয়েল সেই স্থানে অর্থাৎ সদাপ্রভুর প্রাসাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে শয়নে ছিল; [৪] এমন সময়ে সদাপ্রভু শমূয়েল্কে ডাকিলেন; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই আমি। [৫] পরে সে এলির নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, এই আমি; আপনি তো আমাকে ডাকিলেন। তাহাতে সে কহিল, আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া গিয়া শয়ন কর। তখন সে যাইয়া শয়ন করিল। [৬] পরে সদাপ্রভু পুনর্ব্বার ডাকিলেন, হে শমূয়েল্; তাহাতে শমূয়েল্ উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি তো আমাকে ডাকিলেন। সে কহিল, বৎস, আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া গিয়া শয়ন কর। [৭] সেই সময়ে শমূয়েল্ সদাপ্রভুর পরিচয় পায় নাই, এবং তাহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্যও প্রকাশিত হয় নাই। [৮] পরে সদাপ্রভু তৃতীয় বার শমূয়েল্কে ডাকিলেন; তাহাতে সে উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি তো আমাকে ডাকিলেন। তখন সদাপ্রভুই ঐ বালককে ডাকিতেছেন, ইহা বুঝিয়া [৯] এলি শমূয়েল্কে কহিল, তুমি গিয়া শয়ন কর; যদি তিনি আর বার তোমাকে ডাকেন, তবে বলিও, হে সদাপ্রভো, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে। তাহাতে শমূয়েল্ যাইয়া আপন স্থানে শয়ন করিল। [১০] পরে সদাপ্রভু আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অন্য সময়ের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, শমূয়েল্, শমূয়েল্; তাহাতে শমূয়েল্ উত্তর করিল, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।

[১১] তখন সদাপ্রভু শমূয়েল্কে কহিলেন, দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক কর্ম্ম করিব, তাহা যে২ শুনিবে, তাহার কর্ণদ্বয় শিহরিয়া উঠিবে। [১২] আমি এলির কুলের বিষয়ে যাহা২ কহিয়াছি, সে সমস্ত প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সেই দিনে সফল করিব। [১৩] তাহার পুত্রেরা আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেছে, তথাপি সে তাহাদিগকে ক্ষান্ত করে নাই, এই যে অপরাধ সে জানে, তজ্জন্যে আমি যুগানুক্রমে তাহার কুলকে দণ্ড দিব, এই কথা তাহাকে কহিলাম। [১৪] এলির কুলের যে অপরাধ তাহা বলিদান কি নৈবেদ্যদ্বারা অনন্তকালেও কখন পরিষ্কৃত হইবে না, এলির কুলের বিষয়ে আমি এই শপথ করিলাম।

[১৫] অপর শমূয়েল্ প্রভাত পর্য্যন্ত শুইয়া রহিল; পরে সদাপ্রভুর গৃহের কপাট মুক্ত করিল; কিন্তু শমূয়েল্ এলিকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাইতে ভীত হইল। [১৬] পরে এলি শমূয়েল্কে ডাকিয়া কহিল, হে আমার বৎস শমূয়েল্; তাহাতে সে উত্তর

করিল, এই আমি। [১৭] তখন এলি জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তোমাকে কি কথা কহিলেন? বিনয় করি, আমাহইতে তাহা গোপন করিও না; ঈশ্বর যে২ কথা তোমাকে কহিলেন, তাহার কোন কথা যদি আমাহইতে গোপন কর, তবে তিনি তোমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [১৮] তখন শমূয়েল্ তাহাকে সেই সমস্ত কথা কহিল, কিছুই গোপন করিল না। তাহাতে সে কহিল, তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করুন।

[১৯] পরে শমূয়েলের বয়স বৃদ্ধি পাইলে সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহার কোন বাক্য মৃত্তিকাতে পতিত হইতে দিলেন না। [২০] তাহাতে শমূয়েল্ সদাপ্রভুর ভাববাদী হওনার্থে বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে, ইহা দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল জ্ঞাত হইল। [২১] তদবধি সদাপ্রভু শীলোতে পুনঃ২ দর্শন দিতেন, ফলতঃ সদাপ্রভু শীলোতে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিতেন; এবং সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে শমূয়েলের বাক্য উপস্থিত হইত।

৪ অধ্যায়।

[১] অপর ইস্রায়েল্ যুদ্ধার্থে পলেষ্টীয়দের বিপরীতে নির্গত হইয়া এবন্-এষরে শিবির স্থাপন করিল, এবং পলেষ্টীয়েরা অফেকে শিবির স্থাপন করিল। [২] পরে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিলে যুদ্ধ ব্যাপ্ত হইল, তাহাতে ইস্রায়েল্ পলেষ্টীয়দের সম্মুখে এমত পরাজিত হইল, যে তাহারা ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর প্রায় চারি সহস্র লোককে নিহনন করিল।

[৩] পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ কহিল; সদাপ্রভু অদ্য পলেষ্টীয়দের সম্মুখে আমাদিগকে কেন পরাজিত করিলেন? আইস, আমরা শীলোহইতে আপনাদের নিকটে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনাই, তাহাতে তাহা আমাদের মধ্যে আসিয়া শত্রুগণের হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার করিবে। [৪] অতএব লোকেরা শীলোতে দূত পাঠাইয়া করুবদ্বয়ে অধ্যাসীন বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক তথাহইতে আনাইল। তখন হফ্নি ও পীনহস্ নামে এলির দুই পুত্র সে স্থানে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সহিত ছিল, [৫] পরে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক শিবিরে উপস্থিত হইলে সমস্ত ইস্রায়েল্ এমত মহাসিংহনাদ করিল, যে তাহাতে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। [৬] তখন পলেষ্টীয়েরা ঐ সিংহনাদের ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইব্রীয়দের শিবিরে মহাসিংহনাদের ঐ ধ্বনি কেন হইতেছে? পরে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক শিবিরে আসিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া [৭] পলেষ্টীয়েরা ভীত হইয়া কহিল, শিবিরে ঈশ্বর আসিয়াছেন। আরো কহিল, আমাদের সন্তাপ হইবে, কেননা ইহার পূর্ব্বে কখনো এমত হয় নাই। [৮] আমাদের সন্তাপ হইবে; সেই পরাক্রমি ঈশ্বরের হস্তহইতে আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? উনি সেই ঈশ্বর, যিনি প্রান্তরে সর্ব্ব প্রকার আঘাতদ্বারা মিস্রীয়দিগকে বধ করিলেন। [৯] হে পলেষ্টীয়েরা, আপনাদিগকে বলবান্ করিয়া পুরুষত্ব দেখাও; নতুবা ঐ ইব্রীয লোকেরা যেমন তোমাদের দাস হইল, তদ্রূপ তোমরা উহাদের দাস হইবা; অতএব পুরুষত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ কর।

[১০] তাহাতে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ পরাজিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ তাম্বুতে পলায়ন করিল। তখন এমত মহাসংহার হইল, যে ইস্রায়েলের মধ্যে ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা পড়িল। [১১] এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল, এবং এলির দুই পুত্র হফ্নি ও পীনহস্ মারা পড়িল।

[১২] তখন এক জন বিন্যামীনীয় লোক সৈন্যশ্রেণীহইতে দৌড়িয়া গিয়া সেই দিবসে শীলোতে উপস্থিত হইল; তাহার বস্ত্র বিদীর্ণ ও মস্তকে মৃত্তিকা ছিল। [১৩] তাহার আগমন সময়ে সে স্থানে পথের পার্শ্বে এলি [আপন] আসনে বসিয়া কি ঘটিবে, ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিল; কেননা তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে থরথর করিতেছিল। পরে সেই লোক উপস্থিত হইয়া নগরে ঐ সংবাদ দিলে নগরস্থ সকল লোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। [১৪] তাহাতে এলি সেই ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই কলরবের কারণ কি? তখন সে লোক শীঘ্র আসিয়া এলিকে সংবাদ দিল। [১৫] ঐ সময়ে এলি আটানব্বই বৎসর বয়স্ক ছিল, এবং ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইত না। [১৬] সেই মনুষ্য এলিকে বলিল, আমিই সৈন্যশ্রেণীহইতে আগত লোক, অদ্যই সৈন্যশ্রেণীহইতে পলাইয়া আইলাম। তাহাতে এলি জিজ্ঞাসিল, বৎস, সমাচার কি? [১৭] সেই বার্ত্তাবাহক উত্তর করিল, ইস্রায়েল্ পলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, ও লোকদের মধ্যে মহাহনন হইল; বিশেষতঃ তোমার দুই পুত্র হফ্নি ও পীনহস্ও মরিল, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল। [১৮] তখন ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র এলি দ্বারের পার্শ্বে আসনহইতে পশ্চাৎ পতিত হইল, এবং গ্রীবা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মরিল, কেননা সে বৃদ্ধ ও ভারী ছিল। সে চল্লিশ বৎসরাবধি ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিল।

[১৯] সেই সময়ে তাহার পুত্রবধূ পীনহসের স্ত্রী গর্ব্ভবতী ও তাহার প্রসবকাল সন্নিকট ছিল; অপর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে, এবং আপনার শ্বশুর ও স্বামী মরিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া সে নত হইয়া প্রসব করিল; কারণ তাহার প্রসববেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইল। [২০] তখন তাহার মরণ সময়ে নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রী সকল তাহাকে কহিল, ভয় নাই, তুমি তো পুত্র প্রসব করিলা।

কিন্তু সে কিছুই উত্তর দিল না, ও কিছুই মনোযোগ করিল না। [21] পরে বালকটীর নাম ঈখাবোদ্ [হীনপ্রতাপ] রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল্‌হইতে প্রতাপ গেল। [22] কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত, এবং তাহার শ্বশুরের ও স্বামির মৃত্যু হইয়াছিল; অতএব সে কহিল, ইস্রায়েল্‌হইতে প্রতাপ গেল, কারণ ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল।

৫ অধ্যায়।

[1] ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া এবন্‌-এষরহইতে অস্‌দোদে গিয়াছিল। [2] পরে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক দাগোনের [মৎস্য-দেবের] মন্দিরে লইয়া গিয়া দাগোনের পার্শ্বে স্থাপন করিল।

[3] তাহার পরদিবসে যখন অস্‌দোদের লোকেরা প্রত্যূষে উঠিল, তখন দেখিল, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন্‌ মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পতিত আছে; তাহাতে তাহারা দাগোন্‌কে তুলিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করিল। [4] এবং তাহার পরদিবসেও লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন্‌ মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পতিত, এবং গোবরাটে দাগোনের ছিন্ন মস্তক ও দুই কর আছে, কেবল তাহার মৎস্যাকার অবশিষ্ট আছে। [5] এই নিমিত্তে দাগোনের পুরোহিত প্রভৃতি যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ অস্‌দোদে স্থিত দাগোনের গোবরাটে পা দেয় না।

[6] অপর অস্‌দোদীয় লোকদের উপরে সদাপ্রভুর হস্ত ভারী ছিল, এবং তিনি তাহাদিগকে সংহার করিলেন, অর্থাৎ অস্‌দোদের ও তাহার সীমার অনেক লোককে অর্শরোগদ্বারা আঘাত করিলেন। [7] পরে অস্‌দোদীয় লোকেরা এই রূপ দেখিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে থাকিবে না, কেননা আমাদের উপরে ও আমাদের দেবতা দাগোনের উপরে তাঁহার হস্ত ক্লেশদায়ক হইয়াছে। [8] অতএব তাহারা লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে আপনাদের নিকটে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? অধ্যক্ষগণ কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক গাতে নীত হউক। তাহাতে তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক তথায় লইয়া গেল। [9] লইয়া গেলে পর ঐ নগরে সদাপ্রভুর হস্ত আত্যন্তিক উদ্বিগ্নতাজনক হইল, এবং তিনি নগরের ক্ষুদ্র কি মহান্‌ সকলকেই আঘাত করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের অর্শরোগ হইল।

[10] পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে প্রেরণ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে উপস্থিত হইলে ইক্রোণের লোকেরা ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ করণার্থে তাহারা আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আনিল। [11] অপর তাহারা লোক পাঠাইয়া পলেষ্টীয়দের সমস্ত অধ্যক্ষকে একত্র করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক ছাড়িয়া দেও, তাহা স্বস্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ না করুক; বস্তুতঃ নগরের সর্ব্বত্র মারীভয় হইয়াছিল; সেই স্থানে ঈশ্বরের হস্ত অতিশয় ভারী ছিল। [12] এবং যে লোকেরা বাঁচিল, তাহারা অর্শরোগেতে পীড়িত হইল; অতএব নগরীয় লোকদের আর্ত্তনাদ গগণ পর্য্যন্ত উঠিল।

৬ অধ্যায়।

[1] সদাপ্রভুর সিন্দুক পলেষ্টীয়দের দেশে সাত মাস পর্য্যন্ত থাকিল। [2] অপর পলেষ্টীয়েরা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া কহিল, সদাপ্রভুর সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য? বল দেখি, আমরা কি দিয়া তাহা স্বস্থানে পাঠাইয়া দিব? [3] তাহারা কহিল, তোমরা যদি এখানহইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দেও, তবে শূন্য পাঠাইও না, কোন প্রকারে দোষের শোধার্থক উপহার তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; তাহাতে সুস্থ হইতে পারিবা, এবং তোমাদের হইতে তাঁহার হস্ত কেন দূর হইতেছে না, তাহা জানিতে পারিবা। [4] তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে কি পাঠাইয়া দিব? তাহারা কহিল, পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণের সংখ্যানুসারে স্বর্ণময় পাঁচ অর্শ ও স্বর্ণময় পাঁচ মূষিক দেও, কেননা সর্ব্বসাধারণের ও তোমাদের অধ্যক্ষগণের একরূপ উৎপাত ঘটিয়াছে। [5] অতএব তোমরা আপনাদের অর্শের ও দেশনাশকারি মূষিকদের ঐ সকল প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার কর; তাহাতে হইতে পারে তিনি তোমাদের উপরহইতে ও তোমাদের দেবগণের ও দেশের উপরহইতে আপনার হস্ত লঘু করিবেন। [6] আর তোমরা কেন আপন২ হৃদয় কঠিন করিবা? মিস্রীয় লোকেরা এবং ফরৌণ তদ্রূপ আপন২ হৃদয় কঠিন করিয়াছিল; তিনি কি এই মত তাহাদের মধ্যে আপন শক্তি প্রকাশ করিলেন না? তখন তাহারা লোকদিগকে বিদায় করিয়া যাইতে দিল। [7] অতএব সম্প্রতি [কাষ্ঠ] লইয়া এক নূতন শকট নির্ম্মাণ কর, এবং কখন যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমত দুই দুগ্ধবতী গাভী লইয়া সেই শকটে যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস তাহাদের নিকটহইতে লইয়া ঘরে আন। [8] এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক লইয়া সেই শকটের উপরে রাখ, এবং ঐ যে স্বর্ণময় বস্তু দোষশোধার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে দিবা, তাহা তাহার পার্শ্বে অন্য সিন্দুকে রাখ, [9] পরে তাহাকে যাইতে বিদায় করিয়া নিরীক্ষণ কর; সেই শকট যদি তাঁহার দেশের পথ দিয়া বৈৎশেমশে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই মহৎ

অমঙ্গল ঘটাইয়াছেন; নতুবা আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিল, সে তাঁহার নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা হইল, ইহা জ্ঞাত হইব।

[১০] পরে লোকেরা সেই রূপ করিল; অর্থাৎ দুগ্ধবতী দুই গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহাদের বৎসদিগকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। [১১] পরে সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় মূষিক ও অর্শ-প্রতিমাধারি [দ্বিতীয়] সিন্দুক লইয়া শকটোপরি দিল। [১২] পরে সেই দুই গাভী বৈৎশেমশের সোজা পথ ধরিয়া হম্বারব করিতে২ ক্রমাগত রাজমার্গ দিয়া চলিল, দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না; এবং পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বৈৎশেমশের অঞ্চল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ২ গেল। [১৩] ঐ সময়ে বৈৎশেমশ্ নিবাসিরা তলভূমিতে গোম ছেদন করিতেছিল; তাহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সিন্দুকটী দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। [১৪] অপর ঐ শকট বৈৎশেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্থগিত হইল; সেই স্থানে একটা বৃহৎ প্রস্তর ছিল; পরে তাহারা শকটের কাষ্ঠ চিরিয়া ঐ গাভীদিগকে হোমরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল। [১৫] এবং লেবীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক এবং ঐ স্বর্ণময় বস্তু সম্বলিত তাহার নিকটস্থ সিন্দুক নামাইয়া ঐ মহাপ্রস্তরোপরি রাখিল, এবং বৈৎশেমশের লোকেরা সেই দিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক প্রভৃতি বলিদান করিল। [১৬] তখন পলেষ্টীয়দের পাঁচ অধ্যক্ষ তাহা দেখিয়া সেই দিবসে ইক্রোণে ফিরিয়া গেল। [১৭] তৎকালে পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোষার্থক উপহার বলিয়া এই২ স্বর্ণময় অর্শ উৎসর্গ করিল, অস্‌দোদের জন্যে এক, ঘসার জন্যে এক, অস্কিলোনের জন্যে এক, গাতের জন্যে এক, ও ইক্রোণের জন্যে এক [অর্শ]; [১৮] এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর হউক, কিম্বা জনপদস্থ পল্লীগ্রাম হউক, পাঁচ অধ্যক্ষের অধীন পলেষ্টীয়দের যত নগর ছিল, তত স্বর্ণমূষিক। আর সদাপ্রভুর সিন্দুক যাহার উপরে স্থাপিত হইয়াছিল, মহাবিলাপ [নামক সেই মহাপ্রস্তর] ইহার সাক্ষী; বৈৎশেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

[১৯] পরে তিনি বৈৎশেমশের লোকদের মধ্যে [কাহাকে২] নিহনন করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলতঃ তিনি লোকদের মধ্যে [অর্থাৎ] পঞ্চাশ সহস্র [জনের মধ্যে] সত্তর জনকে নিহনন করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু এই মহাহননদ্বারা লোকদিগকে আঘাত করাতে তাহারা বিলাপ করিল। [২০] এবং বৈৎশেমশের লোকেরা কহিল, এই পবিত্র ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে? তিনি আমাদের হইতে কাহার কাছে যাইবেন?

[২১] পরে তাহারা কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ নিবাসিদের কাছে দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল, পলেষ্টীয়েরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ফিরাইয়া আনিয়াছে, তোমরা নামিয়া আসিয়া আপনাদের নিকটে তাহা লইয়া যাও।

৭ অধ্যায়।

[১] পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর সিন্দুক লইয়া গিয়া পর্ব্বতস্থিত অবীনাদবের বাটীতে রাখিল, এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক রক্ষার্থে তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে পবিত্র করিল।

[২] সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে স্থাপনের দিবসাবধি দীর্ঘকাল অর্থাৎ বিংশতি বৎসর গত হইতে২ ইস্রায়েলের সমস্ত কুল সদাপ্রভুর অনুগমনেচ্ছাতে বিলাপ করিতে লাগিল। [৩] তাহাতে শমূয়েল্ ইস্রায়েলের সমস্ত কুলকে কহিল, তোমরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিতে উদ্যত হও, তবে আপনাদের মধ্য-হইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপন২ অন্তঃকরণ একাগ্র করিয়া কেবল তাঁহার আরাধনা কর; তাহাতে তিনি পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [৪] তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ বাল্ দেবগণকে ও অষ্টারোৎ দেবীগণকে দূর করিয়া কেবল সদাপ্রভুর আরাধনা করিতে লাগিল। [৫] অপর শমূয়েল্ কহিল, তোমরা সমস্ত ইস্রায়েলকে মিস্‌পীতে একত্র কর; আমি তোমাদের জন্যে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব। [৬] তাহাতে তাহারা মিস্‌পীতে একত্র হইয়া জল তুলিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ঢালিল, এবং সেই দিবস উপবাস করিয়া সে স্থানে কহিল, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। পরে শমূয়েল্ মিস্‌পীতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের বিচার করিল।

[৭] অপর ইস্রায়েলের সন্তানগণ মিস্‌পীতে একত্র হইয়াছে, পলেষ্টীয়েরা এই সংবাদ পাইলে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে উঠিয়া আইল; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহা শুনিয়া পলেষ্টীয়দের হইতে ভীত হইল। [৮] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ শমূয়েল্‌কে কহিল, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে যেন আমাদিগকে নিস্তার করেন, এই জন্যে তুমি তাঁহার কাছে আমাদের নিমিত্তে ক্রন্দন করিতে বিরত হইও না।

[৯] তখন শমূয়েল্ দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আস্ত হোমবলি উৎসর্গ করিল, এবং শমূয়েল্ ইস্রায়েলের জন্যে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল; তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে উত্তর দিলেন। [১০] যে সময়ে শমূয়েল্ ঐ হোমবলি উৎসর্গ করিতেছিল, তৎকালে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু ঐ দিবসে সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের প্রতি ভারি মেঘনাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন; তা-

হাতে তাহারা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইল। ¹¹ তখন ইস্রায়েল্ লোকেরা মিস্‌পীহইতে বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া বৈৎ-করের নামো পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল। ¹² তাহাতে শমূয়েল্ একটা প্রস্তর লইয়া মিস্‌পীর ও শেনের মধ্যস্থানে স্থাপন করিল, এবং "এই পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিলেন," ইহা বলিয়া তাহার নাম এবন্-এষর্, [সাহায্য স্মরণার্থক প্রস্তর] রাখিল।

¹³ এই প্রকারে নত হইয়া পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের অঞ্চলে আর আইল না। এবং শমূয়েলের যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর হস্ত পলেষ্টীয়দের প্রতিকূল ছিল। ¹⁴ এবং পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্‌হইতে যে সমস্ত নগরকে হরণ করিয়াছিল, সেই সকল পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের বশ হইল। ইস্রায়েল্ ইক্রোণ অবধি গাৎ পর্য্যন্ত তৎসমুদয় ও তাহাদের অঞ্চল পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে উদ্ধার করিল। পরে ইমোরীয়দের সহিত ইস্রায়েলের সন্ধি হইল।

¹⁵ শমূয়েল যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিচার করিল। ¹⁶ সে প্রতিবৎসর বৈথেলে ও গিল্‌গলে ও মিস্‌পীতে পরিভ্রমণ করত সেই সকল স্থানে ইস্রায়েলের বিচার করিত। ¹⁷ পরে রামতে প্রত্যাগমন করিত, কেননা সেই স্থানে তাহার বাটী ছিল, এবং সেই স্থানে সে ইস্রায়েলের বিচার করিত; এবং সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

৮ অধ্যায়।

¹ পরে শমূয়েল্ যখন বৃদ্ধ হইল, তখন আপন পুত্রদিগকে বিচারকর্ত্তা করিয়া ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত করিল। ² তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যোয়েল্, ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয়; তাহারা বেরশেবাতে বিচার করিত। ³ কিন্তু তাহার পুত্রেরা পিতার পথে না চলিয়া লোভানুগামী ছিল, ও উৎকোচ লইয়া বিচার বিপরীত করিত। ⁴ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া রামতে শমূয়েলের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, ⁵ দেখ, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং তোমার পুত্রেরা তোমার পথে চলে না; অতএব পরজাতীয় সকল লোকের ন্যায় আমাদের বিচার করিতে তুমি আমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর।

⁶ আমাদের বিচার করিতে আমাদিগকে এক জন রাজা দেও, তাহাদের এই কথা শমূয়েলের দৃষ্টিতে মন্দ বোধ হইল; তাহাতে শমূয়েল্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। ⁷ তখন সদাপ্রভু শমূয়েল্‌কে কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা২ কহে, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্য গ্রাহ্য কর; কেননা তাহারা যে তোমাকে নিরাকরণ করিল তাহা নহে, বরং আমি যেন তাহাদের উপরে রাজত্ব না করি, এই আশয়ে আমাকেই নিরাকরণ করিল ⁸ মিসরহইতে আমাদ্বারা তাহাদের আনয়ন দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা [আমার প্রতি] যে রূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ইতর দেবগণের পূজা করণার্থে আমাকে ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ব্যবহার তোমার প্রতিও করিতেছে। ⁹ তথাপি এখন তাহাদের বাক্য গ্রাহ্য কর; কিন্তু তাহাদের বিপক্ষে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেও, এবং তাহাদের উপরে যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার রীতি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর।

¹⁰ পরে যে লোকেরা শমূয়েলের কাছে রাজা যাচ্ঞা করিয়াছিল, তাহাদিগকে সে সদাপ্রভুর ঐ সকল কথা কহিল। ¹¹ আরো কহিল, তোমাদের উপরে রাজত্বকারি রাজার এই রূপ রীতি হইবে; সে তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপনার রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় সৈন্য করিবে, এবং কাহাকে২ তাহার রথের অগ্রে২ দৌড়িতে হইবে। ¹² এবং সে তাহাদিগকে আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশৎপতি নিরূপণ করিবে, এবং আপন ভূমি চাস ও শস্য ছেদনার্থে এবং যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করণার্থে নিরূপণ করিবে। ¹³ এবং সে তোমাদের কন্যাগণকে লইয়া গন্ধদ্রব্যমর্দ্দিকা ও পাচিকা ও ভর্জ্জিকা করিবে। ¹⁴ এবং তোমাদের উত্তম শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ সকল লইয়া আপন দাসদিগকে দিবে। ¹⁵ এবং তোমাদের বীজোৎপন্ন দ্রব্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ লইয়া আপন গৃহাধ্যক্ষ ও দাসদিগকে দিবে। ¹⁶ এবং সে তোমাদের দাস দাসী ও সর্ব্বোত্তম যুব পুরুষদিগকে ও তোমাদের গর্দ্দভ সকল লইয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ¹⁷ সে তোমাদের মেষগণের দশমাংশ লইবে, ও তোমরা তাহার দাস হইবা। ¹⁸ সেই সময়ে তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজা প্রযুক্ত ক্রন্দন করিবা; কিন্তু সদাপ্রভু সেই সময়ে তোমাদিগকে উত্তর দিবেন না।

¹⁹ তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্য গ্রাহ্য করিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না২, আমাদের এক জন রাজা হউক; ²⁰ তাহাতে আমরাও পরজাতীয় সকল লোকের সমান হইব, এবং আমাদের রাজা আমাদের বিচার করিবে ও আমাদের অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিবে। ²¹ তখন শমূয়েল্ লোকদের সমস্ত কথা শুনিয়া সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে নিবেদন করিল। ²² তাহাতে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের বাক্য গ্রাহ্য করিয়া তাহাদের নিমিত্তে এক জন রাজা স্থির কর। পরে শমূয়েল্ ইস্রায়েল লোকদিগকে কহিল, তোমরা প্রত্যেকে আপন২ নগরে যাও।

৯ অধ্যায়।

¹ ঐ সময়ে বিন্যামীন বংশীয় অফীহের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বখোরতের প্রপৌত্র সরোরের পৌত্র অবীয়েলের পুত্র কীশ্ নামে এক জন ভদ্র ধনবান বিন্যামীনীয় লোক ছিল; ² এবং শৌল নামে তাহার এক পরম সুন্দর

যুব পুত্র ছিল; ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে তদপেক্ষা সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না, এবং সে অন্য সমস্ত লোকহইতে এক মস্তক দীর্ঘ ছিল। [৩] একদা ঐ শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভী সকল হারান গেল, তাহাতে কীশ্ আপন পুত্র শৌলকে কহিল, তুমি এক জন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া উঠিয়া গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করিতে যাও। [৪] তাহাতে সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত দিয়া ভ্রমণ করিয়া শালিশা প্রদেশ দিয়া গমন করিল; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ পাইল না। পরে তাহারা শালীম্ প্রদেশ দিয়া গমন করিল; সেখানেও নাই। পরে সে বিন্যামীন্ দেশ দিয়া গমন করিল, কিন্তু সেখানেও পাইল না। [৫] অনন্তর সূফ প্রদেশে উপস্থিত হইলে শৌল আপন সঙ্গি ভৃত্যকে কহিল, আইস, আমরা ফিরিয়া যাই; কি জানি আমার পিতা গর্দ্দভীদের জন্যে আর ভাবিত না হইয়া আমাদের জন্যে ভাবিত হন। [৬] তাহাতে সে কহিল, দেখ, এই নগরে ঈশ্বরের এক লোক আছেন; তিনি অতি মান্য, এবং যাহা২ কহেন, সকলি সিদ্ধ হয়; অতএব আইস, আমরা এখন সেই স্থানে যাই; হয় তো তিনি আমাদের গন্তব্য পথ জানাইতে পারিবেন। [৭] তখন শৌল আপন ভৃত্যকে কহিল, দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সেই মানুষের কাছে কি লইয়া যাইব? আমাদের সামগ্রীমধ্যে খাদ্যের শেষ হইয়াছে; ঈশ্বরের লোকের কাছে লইয়া যাইতে আমাদের দর্শনীয় নাই; আমাদের কাছে কি আছে? [৮] তাহাতে সেই ভৃত্য শৌলকে প্রত্যুত্তর করিল, এই দেখ, আমার হস্তে শেকলের চতুর্থাংশ রূপা আছে; আমাদিগকে পথ জানাইবার জন্যে আমি ঈশ্বরের লোককে ইহাই দিব। [৯] পূর্ব্বকালে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করণার্থে যাইতে হইলে লোকেরা এই রূপ কহিত, আইস, আমরা দর্শকের নিকটে যাই; কেননা সম্প্রতি যাহাকে ভাববাদী বলা যায়, পূর্ব্বকালে তাহাকে দর্শক বলা যাইত। [১০] অতএব শৌল আপন ভৃত্যকে কহিল, উত্তম বলিলা; আইস, আমরা যাই। তাহাতে ঈশ্বরের লোক যেখানে ছিল, সেই নগরে তাহারা গমন করিল।

[১১] যখন তাহারা নগরে যাইতে ঊর্দ্ধগামি পথে গমন করিতেছিল, তখন জল তোলনার্থে বহির্গামিনী কএক যুবতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দর্শক কি এই স্থানে আছেন? [১২] তাহারা কহিল, আছেন; দেখ, তিনি তোমার অগ্রে আছেন; শীঘ্র গমন কর; এখনই যাও, ঐ উচ্চস্থলীতে অদ্য লোকদের এক যজ্ঞ হইবে, এই জন্যে তিনি অদ্য নগরে আইলেন। [১৩] নগরমধ্যে তোমাদের প্রবেশ করিবামাত্র উচ্চস্থলীতে ভোজনার্থে তাঁহার গমনের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে; কেননা তিনি যাবৎ উপস্থিত না হইবেন, তাবৎ লোকেরা ভোজন করিবে না, কারণ তিনি যজ্ঞদ্রব্যেতে আশীর্ব্বাদ করিলে পর নিমন্ত্রিতেরা ভোজন করিবে; অতএব তোমরা এই ক্ষণে উঠিয়া যাও; এই সময়ে তাঁহাকে একাকী পাইবা। [১৪] তখন তাহারা নগরে উঠিয়া যাইয়া নগরমধ্যে উপস্থিত হইলে শমূয়েল্ উচ্চস্থলীতে গমনার্থে বাহির হইয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইল।

[১৫] পরন্তু শৌলের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বদিবসে সদাপ্রভু শমূয়েলের কর্ণগোচরে কহিয়াছিলেন, [১৬] কল্য এমত সময়ে আমি বিন্যামীন্ প্রদেশহইতে এক লোককে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব; তুমি তাহাকে আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ করিয়া অভিষিক্ত করিবা; তাহাতে সে পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমার প্রজাদিগকে নিস্তার করিবে; কেননা আমার প্রজাদের ক্রন্দন আমার কর্ণগোচর হওয়াতে আমি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। [১৭] পরে শমূয়েল্ শৌলকে দেখিলে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, এই দেখ সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে আমি তোমার কাছে কহিয়াছিলাম, সে আমার প্রজাদের উপরে শাসন করিবে। [১৮] তখন শৌল্ দ্বারমধ্যে শমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিনয় করি, দর্শকের গৃহ কোথায়? তাহা আমাকে বল। [১৯] তাহাতে শমূয়েল্ শৌলকে উত্তর করিল, আমিই দর্শক, আমার অগ্রে২ উচ্চস্থলীতে চল; অদ্য তোমরা আমার সহিত ভোজন কর; কল্য প্রত্যূষে আমি তোমাকে বিদায় করিব, এবং তোমার মনের সমস্ত কথা তোমাকে জ্ঞাত করিব। [২০] আর অদ্য তিন দিন হইল তোমার যে২ গর্দ্দভী হারাইয়াছে, তাহাদের জন্যে মনে ভাবিত হইও না; সে সকল পাওয়া গিয়াছে। আর ইস্রায়েলের সমস্ত রত্ন কাহার? তাহা কি তোমার এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলের নয়? [২১] তাহাতে শৌল উত্তর করিল, এ কেমন? আমি বিন্যামীনীয় লোক; ইস্রায়েলের বংশদের মধ্যে সেই বংশ ক্ষুদ্র, আবার বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; তবে আপনি আমাকে কেন এই প্রকার কথা কহেন? [২২] পরে শমূয়েল্ শৌলকে ও তাহার ভৃত্যকে লইয়া ভোজনশালায় গেল, এবং প্রায় ত্রিশ জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাহাদিগকে উত্তম স্থানে বসাইল। [২৩] পরে শমূয়েল্ পাচককে কহিল, আমি তোমাকে যে অংশ দিয়া আপনার নিকটে রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আন। [২৪] তাহাতে পাচক স্কন্ধটী ও তাহার উপরে যাহা ছিল, তাহা আনিয়া শৌলের সম্মুখে স্থাপন করিলে শমূয়েল্ কহিল, দেখ, ইহা রাখা গিয়াছিল; তুমি ইহা আপন সম্মুখে রাখিয়া ভোজন কর; কেননা আমি লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি বলিয়া এই সমাগমের অপেক্ষাতে ইহা তোমার জন্যে রাখা গিয়াছে। তাহাতে সে দিবসে শৌল শমূয়েলের সহিত আহার করিল।

[২৫] পরে তাহারা উচ্চস্থলীহইতে নগরে নামিয়া গেলে শমূয়েল্ ঘরের ছাতের উপরে শৌলের সহিত কথোপকথন করিল। [২৬] পরে তাহারা প্রভাতে

উঠিলে শমূয়েল্ অরুণোদয় সময়ে ঘরের ছাতের উপরে শৌলকে ডাকিয়া কহিল, উঠ, আমি তোমাকে বিদায় করি; তাহাতে শৌল উঠিলে সে ও শমূয়েল দুই জন বাহিরে গেল। ২৭ পরে তাহারা নামিয়া নগরের প্রান্তভাগ দিয়া গমন করিতেছিল, এমত সময়ে শমূয়েল্ শৌলকে কহিল, তোমার ভৃত্যকে আমাদের অগ্রে ২ যাইতে বল; কিন্তু তুমি কিছু কাল দাঁড়াও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাই। তাহাতে সেই ভৃত্য অগ্রে ২ চলিল।

১০ অধ্যায়।

১ অনন্তর শমূয়েল্ তৈলের শিশি লইয়া তাহার মস্তকোপরি তৈল ঢালিল, এবং তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিল, সদাপ্রভু কি তোমাকে আপন অধিকারের অধ্যক্ষ করিয়া অভিষেক করিলেন না? ২ অদ্য তুমি যখন আমার নিকটহইতে গমন করিবা, তখন বিন্যামীনের সীমাস্থিত সেল্সহে রাহেলের কবরের নিকটে দুই পুরুষের সাক্ষাৎ পাইবা; তাহারা তোমাকে বলিবে, তুমি যে ২ গর্দ্দভীর অন্বেষণে গিয়াছিলা, সে সকল পাওয়া গিয়াছে; এবং দেখ, তোমার পিতা গর্দ্দভী বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, আমার পুত্রের জন্যে কি করিব? ইহা বলিয়া তোমাদের জন্যে শোক করিতেছেন। ৩ পরে তুমি তথাহইতে অগ্রসর হইয়া তাবোরের এলোন্ বৃক্ষের নিকটে আসিবা, সে স্থানে যাহারা বৈথেলে ঈশ্বরের নিকটে গমন করে, এমন তিন পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়া দেখিবা, তাহাদের মধ্যে এক জন তিনটী ছাগবৎস, আর এক জন তিনখান রুটী, আর এক জন এক কুপা দ্রাক্ষারস বহন করিতেছে। ৪ তাহারা তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে ও দুই খান রুটী তোমাকে দিবে, এবং তুমি তাহাদের হস্তহইতে তাহা গ্রহণ করিবা। ৫ পরে পলেষ্টীয়দের প্রহরি সৈন্যদল যেখানে আছে, ঈশ্বরের গিবিয়া [নামক সেই স্থানে] উপস্থিত হইবা, এবং তথায় নগরপ্রবেশস্থানে আইলে নেবল ও তবল ও বাঁশী ও বীণা পুরঃসর উচ্চস্থলীহইতে আগমনকারি এক দল ভাববাদির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা ভাবোক্তি প্রচার করিবে। ৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা তোমাতে আবেশ করিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিবা, এবং পরিণত হইয়া অন্য প্রকার মনুষ্য হইবা। ৭ এই সকল অভিজ্ঞান তোমার প্রতি ঘটিলে পর তুমি উপস্থিত প্রয়োজনানুযায়ি কর্ম্ম করিবা, কেননা ঈশ্বর তোমার সঙ্গী হইবেন। ৮ কিন্তু যখন তুমি হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিতে আমার অগ্রে ২ গিল্গলে নামিয়া যাইবা, তখন দেখ, আমি তোমার নিকটে যাইব; আর আমি যাবৎ তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে জ্ঞাত না করি, তাবৎ সপ্ত দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবা।

৯ পরে সে শমূয়েলের নিকটহইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইলে ঈশ্বর তাহার অন্য অন্তঃকরণ করিয়া দিলেন, এবং সেই দিনে ঐ সমস্ত অভিজ্ঞান ঘটিল। ১০ বিশেষতঃ তাহারা সেখানে গিবিয়াতে উপস্থিত হইলে, দেখ, এক দল ভাববাদী তাহার সহিত মিলিল; এবং ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে আবেশ করাতে তাহাদের মধ্যে সেও ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। ১১ তখন সে ভাববাদিদের মধ্যে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে, ইহা দেখিয়া, যাহারা পূর্ব্বাবধি তাহাকে জানিত তাহারা প্রভৃতি সমস্ত লোক পরস্পর কহিল, কীশের পুত্রের কি হইল? শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন? ১২ তাহাতে তথাকার এক জন উত্তর করিল, ভাল, উহাদের পিতা কে? এই রূপে, শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন? এই কথা প্রবাদ হইয়া উঠিল। ১৩ পরে সে ভাবোক্তি প্রচার করণ সাঙ্গ করিয়া উচ্চস্থলীতে গেল।

১৪ অনন্তর শৌলের পিতৃব্য তাহাকে ও তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় গিয়াছিলা? সে কহিল, গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করিতে; কিন্তু গর্দ্দভী কোন স্থানে নাই, ইহা দেখিয়া আমরা শমূয়েলের নিকটে গমন করিলাম। ১৫ শৌলের পিতৃব্য কহিল, বল দেখি, শমূয়েল্ তোমাদিগকে কি কহিল? ১৬ তাহাতে শৌল আপন পিতৃব্যকে কহিল, সে আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কহিল, গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজত্ব বিষয়ের যে কথা শমূয়েল্ কহিয়াছিল, তাহা সে তাহাকে বলিল না।

১৭ পরে শমূয়েল্ লোকদিগকে মিস্পীতে সদাপ্রভুর নিকটে ডাকাইয়া ১৮ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, আমি ইস্রায়েল্কে মিসরহইতে আনিয়াছি, এবং মিসর প্রভৃতি নানা রাজ্যের যে সকল লোক তোমাদের উপদ্রব করিত, তাহাদের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি। ১৯ কিন্তু তোমাদের সমস্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটহইতে নিস্তারকারী যে তোমাদের ঈশ্বর, তোমরা তাঁহাকে অদ্য নিরাকরণ করিলা, এবং তাঁহাকে কহিলা, যাহা হউক, আমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা এখন আপন ২ বংশানুসারে ও সহস্র ২ অনুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হও। ২০ পরে শমূয়েল্ ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে নিকটে আনাইলে বিন্যামীন্ বংশ নিশ্চিত হইল। ২১ এবং এক ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বংশকে নিকটে আনাইলে মট্রির গোষ্ঠী নিশ্চিত হইল, এবং তাহার মধ্যে কীশের পুত্র শৌল নিশ্চিত হইল; কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। ২২ অতএব তাহারা পুনরায় সদাপ্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসিল, আর কেহ কি এই স্থানে আসিয়াছে? তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, সেই ব্যক্তি সামগ্রীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে। ২৩ পরে তাহারা দৌড়িয়া

তথাহইতে তাহাকে আনিল। তাহাতে সে লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলে অন্য সকল লোক অপেক্ষা এক মস্তক দীর্ঘ হইল। ২৪ পরে শমূয়েল্ সমস্ত লোককে কহিল, এই দেখ, সদাপ্রভুর মনোনীত ব্যক্তি; সমস্ত লোকের মধ্যে ইহার তুল্য কেহ নাই। তাহাতে সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিয়া কহিল, রাজা চিরজীবী হউন। ২৫ পরে শমূয়েল্ লোকদিগকে রাজনীতি কহিল, এবং তাহা পুস্তকখানিতে লিখিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে রাখিল; পরে শমূয়েল্ সমস্ত লোককে আপন২ বাটীতে বিদায় করিল। ২৬ এবং শৌলও গিবিয়াতে আপন বাটীতে গেল; আর ঈশ্বর যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিলেন, এমন এক দল সৈন্য তাহার সহিত গমন করিল। ২৭ কিন্তু এই ব্যক্তি আমাদিগের কেমন নিস্তার করিবে? ইহা বলিয়া পাপাধমের সন্তানেরা তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দর্শনীয় দিল না; তথাপি সে বধিরের ন্যায় থাকিল।

১১ অধ্যায়।

১ পরে অম্মোনীয় নাহশ্ আসিয়া যাবেশ-গিলিয়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; তাহাতে যাবেশের সমস্ত লোক নাহশ্‌কে কহিল, তুমি আমাদের সহিত নিয়ম স্থির কর; আমরা তোমার দাস হইব। ২ কিন্তু অম্মোনীয় নাহশ্ তাহাদিগকে এই উত্তর দিল, আমি এই পণে তোমাদের সহিত নিয়ম স্থির করিব, তোমাদের সকলের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিব, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত ইস্রায়েলে কলঙ্ক লাগাইব। ৩ তখন যাবেশের প্রাচীনবর্গ কহিল, তুমি সাত দিবস আমাদের প্রতি ক্ষান্ত থাক; আমরা ইস্রায়েল্ দেশের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি; তাহাতে কেহ যদি আমাদিগকে নিস্তার না করে, তবে আমরা বাহির হইয়া তোমার নিকটে যাইব।

৪ অপর দূতগণ শৌলের বাসস্থান গিবিয়াতে উপস্থিত হইয়া লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সংবাদ কহিল, তাহাতে সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ৫ অপর শৌল ক্ষেত্রহইতে বলদের পশ্চাৎ২ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকদের কি হইল? তাহারা কেন রোদন করিতেছে? তাহাতে লোকেরা যাবেশের লোকদের ঐ সংবাদ তাহাকে কহিল। ৬ তখন ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র ঈশ্বরের আত্মা শৌলেতে আবেশ করাতে তাহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হইল। ৭ এবং সে দুই বলদ লইয়া খণ্ড২ করিয়া ঐ দূতগণদ্বারা ইস্রায়েল্ দেশের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া কহিল, যে কেহ শৌলের ও শমূয়েলের পশ্চাৎ বাহিরে না আসিবে, এই বলদের ন্যায় তাহার বলদের প্রতি করা যাইবে; তাহাতে সদাপ্রভুহইতে লোকদের ত্রাস উপস্থিত হওয়াতে তাহারা এক মানুষের ন্যায় বাহির হইল। ৮ পরে সে বেষকেতে তাহাদিগকে গণনা করিলে ইস্রায়েলের সন্তানগণের তিন লক্ষ ও যিহূদার ত্রিশ সহস্র লোক হইল।

৯ পরে তাহারা ঐ আগত দূতগণকে কহিল, তোমরা যাইয়া যাবেশ্-গিলিয়দের লোকদিগকে বল, কল্য প্রখর রৌদ্র হওন সময়ে তোমরা নিস্তার পাইবা; তাহাতে দূতগণ আসিয়া যাবেশের লোকদিগকে ঐ সমাচার দিলে তাহারা আনন্দিত হইল। ১০ পরে যাবেশের লোকেরা [নাহশকে] কহিল, কল্য আমরা তোমাদের নিকটে বাহির হইয়া যাইব; তাহাতে তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, আমাদের প্রতি তাহাই করিবা। ১১ পরদিবসে শৌল আপন লোকদিগকে তিন দল করিয়া প্রভাতীয় প্রহরের সময়ে [শত্রুদের] শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র হওন পর্য্যন্ত অম্মোনীয়দিগকে সংহার করিল; তাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমত ছিন্নভিন্ন হইল, যে তাহাদের দুই জন এক স্থানে থাকিল না।

১২ পরে লোকেরা শমূয়েল্‌কে কহিল, কে২ বলিয়াছে, শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হইবে? সেই মনুষ্যদিগকে আন, আমরা তাহাদিগকে বধ করি। ১৩ কিন্তু শৌল কহিল, অদ্য কাহারো প্রাণদণ্ড হইবে না, কেননা অদ্য সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করিলেন। ১৪ পরে শমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, আইস, আমরা গিল্‌গলে যাইয়া সেখানে রাজত্ব পুনর্ব্বার স্থির করি। ১৫ তাহাতে সমস্ত লোক গিল্‌গলে গিয়া সেই গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শৌলকে রাজা করিল, এবং সে স্থানে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, এবং সে স্থানে শৌল ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক মহা আনন্দ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ পরে শমূয়েল সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিল, দেখ, তোমরা আমাকে যাহা২ কহিলা, আমি তোমাদের সেই সমস্ত বাক্যে অবধান করিয়া তোমাদের উপরে এক জনকে রাজা করিলাম। ২ অতএব এখন দেখ, রাজা তোমাদের অগ্রে২ গমনাগমন করিবেন; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইলাম; আর দেখ, আমার পুত্রগণ তোমাদের সহিত আছে, এবং আমি বালককালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের অগ্রে২ গমনাগমন করিয়া আসিতেছি। ৩ দেখ, আমি এই স্থানে আছি; তোমরা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এবং তাঁহার অভিষিক্তের সাক্ষাতে আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বল, আমি কাহার গোরু লইয়াছি? কাহার বা গর্দ্দভ লইয়াছি? কাহার প্রতি বা দৌরাত্ম্য করিয়াছি? কাহার বা উৎপীড়ন করিয়াছি? কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিতে কাহার হস্তহইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি? আমি তোমাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব। ৪ তাহারা কহিল, আপনি আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও আমাদের উৎপীড়ন করেন নাই, ও কাহারো হস্তহইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। ৫ পরে সে তাহাদিগকে কহিল·

তোমরা আমার হস্তে কোন দ্রব্য পাও নাই, ইহাতে অদ্য তোমাদের বিপক্ষে সদাপ্রভু সাক্ষী আছেন, এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তি সাক্ষী আছেন। তাহারা উত্তর করিল, সাক্ষী আছেন।

[৬] পরে শমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, সেই সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণ্‌কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। [৭] তোমরা এখন দাঁড়াও; তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি সদাপ্রভু যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তোমাদের সহিত বিবেচনা করিব। [৮] যাকোব্ মিসরে আইলে পর যখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, তখন সদাপ্রভু মোশিকে ও হারোণকে প্রেরণ করিলেন; তাহাতে তাহারা মিসরহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিল, এবং এই স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইল। [৯] পরে লোকেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইলে তিনি হাৎসোরের সেনাপতি সীষরার ও পলেষ্টীয়দের ও মোয়াবীয় রাজার হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, এবং তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। [১০] তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিল, আমরা পাপ করিলাম, আমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল্ দেবগনের ও অষ্টারোৎ দেবীগণের পূজা করিলাম; কিন্তু এখন তুমি শত্রুহস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমরা তোমার আরাধনা করিব। [১১] অনন্তর সদাপ্রভু যিরুব্বাল্‌কে ও বদান্‌কে ও যিপ্তহকে ও শমূয়েল্‌কে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ শত্রুদের হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; তাহাতে তোমরা নির্ভয়ে বাস করিলা। [১২] পরে অম্মোনের সন্তানদের রাজা নাহশ্ তোমাদের প্রতিকূলে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন দেখিলা, তখন তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের রাজা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে কহিলা, না, না, কিন্তু কোন রাজা আমাদের উপরে রাজত্ব করুক। [১৩] অতএব এই দেখ, তোমাদের মনোনীত ও প্রার্থিত রাজা; দেখ, সদাপ্রভু তোমাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিলেন। [১৪] যদি তোমরা সদাপ্রভুকে ভয় করিয়া তাঁহার আরাধনা কর, ও তাঁহারি বাক্যে অবধান কর, ও সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, এবং তোমরা ও তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত রাজা, উভয়ে যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অনুবর্ত্তী হও, [তবে ভাল]। [১৫] কিন্তু যদি সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান না কর, ও সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সদাপ্রভুর হস্ত যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের [প্রতিকূল ছিল], তদ্রূপ তোমাদেরও প্রতিকূল হইবে।

[১৬] তোমরা বরং এখনই দাঁড়াও; সদাপ্রভু তোমাদের সাক্ষাতে যে মহৎকর্ম্ম করিবেন, তাহা দেখ। [১৭] অদ্য কি গোমশস্য ছেদনের সময় নয়? আমি সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিব; তাহাতে যদি তিনি মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি করেন, তবে তোমরা আপনাদের জন্যে রাজা যাচ্ঞা করাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভারি দুষ্টতা করিয়াছ, বিবেচনা করিয়া ইহা বুঝিবা। [১৮] পরে শমূয়েল্ সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে সদাপ্রভু ঐ দিবসে মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি করিলেন; তাহাতে সমস্ত লোক সদাপ্রভুহইতে ও শমূয়েল্‌হইতে অতিশয় ভীত হইল। [১৯] এবং সমস্ত লোক শমূয়েল্‌কে কহিল, আমরা যেন না মরি, এই জন্যে তুমি আপন দাসদের নিমিত্তে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; কেননা আপনাদের জন্যে রাজা যাচ্ঞা করাতে আমরা পাপের উপরে পাপ করিয়াছি।

[২০] পরে শমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, ভয় করিও না; তোমরা এই সমস্ত দুষ্টতা করিয়াছ বটে, কিন্তু কোন মতে সদাপ্রভুর পশ্চাদ্গমনরূপ পথ ত্যাগ না করিয়া আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর আরাধনা কর। [২১] কোন ক্রমে বিপথগামী হইও না, হইলে সেই সকল অবস্তুর অনুগামী হইবা, যাহারা অবস্তু বলিয়া উপকার ও রক্ষা করিতে পারে না। [২২] সদাপ্রভু তো আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিরুচি আছে। [২৩] আমিই বা যে তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করিতে বিরত হওনদ্বারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করি, এমত না হউক; আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা করাইব। [২৪] তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সত্য ভাবে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার আরাধনা কর; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের উপর কেমন মহৎকর্ম্ম করিলেন। [২৫] কিন্তু যদি তোমরা মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবা।

১৩ অধ্যায়।

[১] শৌল [অনিশ্চিত] বৎসর বয়ঃক্রমে রাজা হইয়া দ্বা[চত্বারিংশৎ] বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল।

[২] আর শৌল আপনার জন্যে ইস্রায়েলের মধ্যে তিন সহস্র সৈন্য মনোনীত করিল; তাহার দুই সহস্র মিক্‌মসে ও বৈথেল্ পর্ব্বতে শৌলের সহিত থাকিল; এবং এক সহস্র বিন্যামীন্ প্রদেশস্থ গিবিয়াতে যোনাথনের সহিত থাকিল; এবং অন্য সকল লোককে সে আপন ২ তাম্বুতে বিদায় করিল। [৩] পরে যোনাথন্ গেবাতে পলেষ্টীয়দের স্থাপিত প্রহরি সৈন্যদল জয় করিলে পলেষ্টীয়েরা তাহা শুনিল; তখন শৌল দেশের সর্ব্বত্র তূরী ঘোষণা করাইয়া কহিল, ইব্রীয় লোকেরা শুনুক। [৪] তাহাতে পলেষ্টীয়দের সেই প্রহরি সৈন্যদল শৌল-

দ্বারা পরাজিত হওয়াতে ইস্রায়েল্ পলেষ্টীয়রে নিকটে ঘৃণাস্পদ হইল, এই কথা সমস্ত ইস্রায়েল্ শুনিল; পরে লোকেরা শৌলের অনুগমনার্থে গিল্‌গলে সমাহূত হইল।

৫ অপর পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে একত্র হইল; তাহাদের (ত্রিশ) সহস্র রথ ও ছয় সহস্র অশ্বারূঢ় ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসঙ্খ্য [পদাতিক] সৈন্য ছিল; তাহারা আসিয়া মিক্‌মসে বৈথাবনের অগ্রে শিবির স্থাপন করিল। ৬ তাহাতে ইস্রায়েল্ লোকেরা আপনাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিল, কেননা প্রজাগণ উপদ্রব সহ্য করিত; অতএব লোকেরা গুহাতে ও ঝোপে ও শৈলে ও দৃঢ় গৃহে ও গর্ত্তে আপনাদিগকে লুকাইল। ৭ এবং [অনেক] ইব্রীয় লোক যর্দ্দন্ পার হইয়া গাদ ও গিলিয়দ্ দেশে গেল। তৎকালেও শৌল গিল্‌গলে ছিল; কিন্তু তাহার পশ্চাদ্‌গামি লোক সকল কম্পান্বিত হইতে লাগিল।

৮ পরে শৌল শমূয়েলের নিরূপিত সময়ানুসারে সাত দিবস প্রতীক্ষা করিল; কিন্তু শমূয়েল্ গিল্‌গলে আগমন না করাতে লোকেরা তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। ৯ তাহাতে শৌল কহিল, এই স্থানে আমার নিকটে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি আন। পরে সে হোমবলি উৎসর্গ করিল। ১০ হোমবলির উৎসর্গ সমাপ্ত করিবামাত্র শমূয়েল্ উপস্থিত হইল; তাহাতে শৌল তাহাকে মঙ্গলবাদ করণার্থে তাহার প্রত্যুদ্‌গমন করিল।

১১ পরে শমূয়েল্ কহিল, তুমি কি করিলা? শৌল উত্তর করিল, লোকেরা আমার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, এবং নিরূপিত দিবসের মধ্যে তুমিও আইস নাই, এবং পলেষ্টীয়েরা মিক্‌মসে একত্রীভূত আছে, ইহা দেখিয়া ১২ আমি মনে২ কহিলাম, পলেষ্টীয়েরা এখনি আমার বিরুদ্ধে গিল্‌গলে নামিয়া আসিবে, আর আমি সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করি নাই; এই জন্যে আমি সাহস বাঁধিয়া হোমবলি উৎসর্গ করিলাম। ১৩ তাহাতে শমূয়েল্ শৌলকে কহিল, তুমি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন করিলা না; করিলে সদাপ্রভু এখন ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব যুগানুক্রমে স্থায়ী করিতেন। ১৪ এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকিবে না; সদাপ্রভু আপন মনের মত এক জনের অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই আপন প্রজা লোকদের অধ্যক্ষপদে নিরূপণ করিলেন; কেননা সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা পালন কর নাই। ১৫ পরে শমূয়েল্ উঠিয়া গিল্‌গল্‌হইতে বিন্যামীনের গিবিয়াতে প্রস্থান করিল; তখন শৌল গণনা করিয়া ছয় শত লোক আপনার নিকটে বর্ত্তমান পাইল। ১৬ শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ ও তাহাদের নিকটে বর্ত্তমান লোকেরা বিন্যামীনের গেবাতে থাকিল, এবং পলেষ্টীয়েরা মিক্‌মসে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।

১৭ পরে পলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে তিন দল বিনাশক সৈন্য নির্গত হইল, তাহার এক দল অফ্রার পথে গমন করিয়া শূয়াল্ প্রদেশে গেল। ১৮ এবং অন্য দল বৈথোরোণের পথের দিগে ফিরিল; এবং আর এক দল প্রান্তরের দিগে সিবোয়িম্ উপত্যকার অভিমুখে উদগ্র অঞ্চলের পথ দিয়া গমন করিল।

১৯ ঐ সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল্ দেশে কর্ম্মকার ছিল না; কারণ পলেষ্টীয়েরা কহিত, পাছে ইব্রীয় লোকেরা আপনাদের জন্যে খড়্গ কি বড়শা নির্ম্মাণ করে। ২০ অতএব আপন২ ফাল বা ছুরিকা বা কুড়ালি বা কোদালি শাণ দিবার জন্যে ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে পলেষ্টীয়দের নিকটে নামিয়া যাইতে হইত। ২১ সুতরাং সকলের ফাল ও ছুরিকা ও বিদা ও কুড়ালির ধার এবং শস্ত্রের কাঁটা ভোঁতা ছিল; ২২ এবং যুদ্ধসময়ে শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গি সৈন্যের হস্তে খড়্গ বা বড়শা ছিল না, কেবল শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের হস্তে ছিল।

২৩ পরে পলেষ্টীয়দের এক দল প্রহরি সৈন্য বাহির হইয়া মিক্‌মসের ঘাটে আইল।

১৪ অধ্যায়।

১ এক দিবস শৌলের পুত্র যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস, আমরা চলিয়া ওদিগে স্থিত পলেষ্টীয়দের প্রহরি সৈন্যদলের নিকটে যাই; কিন্তু সে এই কথা আপন পিতাকে জ্ঞাত করিল না। ২ তৎকালে শৌল গিবিয়ার প্রান্তভাগে মিগ্রোণস্থ দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট ছিল, এবং তাহার সঙ্গি সৈন্যদল প্রায় ছয় শত লোক ছিল। ৩ এবং [পূর্ব্বে] যে এলি শীলোতে সদাপ্রভুর যাজক ছিল, তাহার প্রপৌত্র পীনহসের পৌত্র ঈখাবোদের ভ্রাতা অহীটূবের পুত্র যে অহিয় সে এফোদ্ বস্ত্রধারী ছিল, এবং যোনাথন্ যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কথা লোকেরা অবগত ছিল না।

৪ অতএব যোনাথন যে ঘাট দিয়া পলেষ্টীয়দের প্রহরি সৈন্যদলের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিল, সেই ঘাটের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে দন্তাকার এক শৈল, এবং অন্য পার্শ্বে দন্তাকার অন্য শৈল ছিল; তাহার একের নাম বোৎসেস্ ও অন্যের নাম সেনি। ৫ তাহার মধ্যে এক স্তম্ভাকৃতি দন্ত উত্তর দিগে মিক্‌মসের অভিমুখে, ও দ্বিতীয় দক্ষিণ দিগে গেবার অভিমুখে ছিল। ৬ অতএব যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস, আমরা পার হইয়া ঐ অচ্ছিন্নত্বক্‌দের প্রহরিদলের নিকটে যাই; হইতে পারে সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিবেন; কেননা অনেকের দ্বারা হউক কিম্বা অল্পের দ্বারা হউক, নিস্তার করণে সদাপ্রভুর কোন প্রতিবন্ধক নাই। ৭ তাহাতে তাহার অস্ত্রবাহক কহিল,

তোমার মনে যাহা লয়, তাহাই কর; সেই দিগে ফির, তোমার মনের বাঞ্ছানুসারে আমি তোমার সহিত আছি। ৮ তাহাতে যোনাথন্ কহিল, দেখ, আমরা ঐ লোকদের দিগে অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকটে আপনাদিগকে দেখাই। ৯ যদি তাহারা আমাদিগকে বলে, চুপ কর, আমরা তোমাদের নিকটে আসিব; তবে আমরা আপনাদের স্থানে থাকিব, তাহাদের কাছে উঠিয়া যাইব না। ১০ কিন্তু আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, এমত কথা যদি বলে, তবে আমরা উঠিয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভু আমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন; অতএব ইহা আমাদের চিহ্ন। ১১ পরে তাহারা দুই জন পলেষ্টীয়দের প্রহরিদলের নিকটে আপনাদিগকে দেখাইলে পলেষ্টীয়েরা কহিল, ঐ দেখ, ইব্রীয় লোকেরা যে ২ রন্ধ্রে লুক্কায়িত ছিল, তাহাহইতে এখন বাহির হইতেছে। ১২ অপর সেই প্রহরিদলের লোকেরা যোনাথন্‌কে ও তাহার অস্ত্রবাহককে কহিল, আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, আমরা তোমাদিগকে কিছু জানাইব। তাহাতে যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, চল, আমার পশ্চাৎ ২ উঠিয়া আইস, সদাপ্রভু উহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তগত করিলেন। ১৩ পরে যোনাথন্ হস্তপাদ সহকারে উঠিয়া গেল, এবং তাহার অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ গেল; তাহাতে সেই লোকেরা যোনাথনের অগ্রে ২ পতিত হইতে লাগিল, এবং তাহার অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ বধ করিতে লাগিল। ১৪ যোনাথনের ও তাহার অস্ত্রবাহকের কৃত এই প্রথম হত্যাতে এক যোড়া বলদের চাসযোগ্য এক বিঘার প্রায় অর্দ্ধ হালখাত পরিমিত ভূমিতে ন্যূনাধিক বিংশতি জন হত হইল। ১৫ তাহাতে ক্ষেত্রস্থ শিবিরমধ্যে ও সমস্ত সৈন্যের মধ্যে কম্প হইল, প্রহরি ও বিনাশক উভয় দলই কম্পান্বিত হইল, ও ভূমিকম্প হইল, এই রূপে ঈশ্বরকৃত মহাত্রাস জন্মিল। ১৬ তখন বিন্যামীনের গিবিয়াতে স্থিত শৌলের প্রহরিগণ দেখিল, লোকারণ্য ক্ষয় পাইয়া ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে। ১৭ তাহাতে শৌল আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল, এক বার লোক গণনা করিয়া দেখ, আমাদের মধ্যহইতে কে গিয়াছে? পরে তাহারা লোকদিগকে গণনা করিলে যোনাথন্ ও তাহার অস্ত্রবাহক নাই, ইহা দেখা গেল। ১৮ তখন শৌল অহিয়কে কহিল, ঈশ্বরের সিন্দুক এই স্থানে আন; কেননা সেই দিনে ঈশ্বরের সিন্দুক ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে ছিল।

১৯ অনন্তর যাবৎ শৌল যাজকের সহিত কথা কহিতেছিল, তাবৎ পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্যে উত্তরোত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তাহাতে শৌল যাজককে কহিল, ক্ষান্ত হও। ২০ পরে শৌল ও তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক সমাহূত হইয়া রণস্থল পর্য্যন্ত গমন করিল; তখন দেখ, সেই লোকেরা পরস্পর খড়্গাঘাত করাতে মহাকোলাহল হইতেছিল। ২১ বিশেষতঃ অনেক দিনাবধি পলেষ্টীয়দের [বশীভূত] যে ইব্রীয় লোকেরা তাহাদের সহিত আসিয়া চারি দিগে শিবিরের মধ্যে ছিল, তাহারাও শৌলের ও যোনাথনের সমভিব্যাহারি ইস্রায়েলের পক্ষ হইয়াছিল। ২২ এবং যে ইস্রায়েল লোকেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে লুক্কায়িত ছিল, তাহারাও পলেষ্টীয়দের পলায়ন সংবাদ শুনিয়া রণস্থলে উহাদের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। ২৩ এই প্রকারে সদাপ্রভু ঐ দিবসে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন, এবং বৈৎআবনের পার পর্য্যন্ত যুদ্ধ ব্যাপিয়া গেল।

২৪ তথাপি ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকদিগকে কঠিন ব্যবহার সহিতে হইল, ফলতঃ শৌল লোকদিগকে এই দিব্য করাইল, সায়ংকালের পূর্ব্বে যে কেহ খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে; আমি [এবার] আপন শত্রুগণের উপরে বৈরনির্য্যাতন করিব। এই জন্যে সমস্ত লোক খাদ্য দ্রব্য স্পর্শও করিল না। ২৫ পরে সকলে বনমধ্যে গেলে মৃত্তিকার উপরে মধু দেখিল। ২৬ সেই মধুপ্রবাহ দেখিলেও বনে প্রবিষ্ট লোকেরা কেহ মুখে হস্ত তুলিল না, কারণ সকলে ঐ দিব্যে ভীত ছিল; ২৭ কিন্তু তাহার পিতা লোকদিগকে যে দিব্য করাইয়াছিল, যোনাথন্ তাহা শুনে নাই, অতএব সে আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্র প্রসারণ করিয়া এক মধুর চাকে ঢুকাইয়া মুখের দিগে হস্ত ফিরাইল; তাহাতে তাহার চক্ষু সতেজ হইল। ২৮ তখন লোকদের মধ্যে এক জন কহিল, তোমার পিতা শপথদ্বারা লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে জন অদ্য খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে; কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত হইয়াছে। ২৯ তাহাতে যোনাথন্ কহিল, আমার পিতা লোকদিগকে ব্যাকুল করিয়াছেন; বিনয় করি, দেখ, এই যৎকিঞ্চিৎ মধু আস্বাদ করাতে আমার চক্ষু কেমন সতেজ হইল। ৩০ অতএব লোকেরা অদ্য যদি শত্রুদের স্থানে প্রাপ্ত লুটদ্রব্যহইতে যথেষ্ট আহার করিতে পাইত, তবে ভাল হইত; কেননা এখন পলেষ্টীয়দের মহাহত্যা হয় নাই।

৩১ ঐ দিবসে তাহারা মিক্মস্ অবধি অয়ালোন্ পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে হত্যা করিল; তাহাতে লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হইল। ৩২ পরে লোকেরা লুটদ্রব্যের প্রতি দৌড়িয়া মেষ ও গোরু ও বাছুর ধরিয়া মৃত্তিকাতে বধ করিয়া রক্তশুদ্ধ মাংস খাইতে লাগিল। ৩৩ তাহাতে কেহ ২ শৌলকে বলিল, দেখুন, লোকেরা রক্তশুদ্ধ মাংস ভোজনদ্বারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিতেছে। তাহাতে সে কহিল, তোমরা সত্যলঙ্ঘন করিলা; আমার নিকটে একেবারে একটা বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া আন। ৩৪ শৌল আরো কহিল, তোমরা লোকদের মধ্যে ২ যাইয়া তাহাদিগকে বল, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ গোরু ও মেষ আমার নিকটে আনিয়া এই

স্থানে বধ করিয়া ভোজন কর; রক্তের সহিত মাংস ভোজনদ্বারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিও না; তাহাতে সমস্ত লোক প্রত্যেকে আপন ২ গোরু সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রিতে আনিয়া সেই স্থানে বধ করিল। [৩৫] এবং শৌল সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহার নির্ম্মিত প্রথম বেদি হইল।

[৩৬] পরে শৌল কহিল, আইস, আমরা এই রাত্রিতে পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ যাইয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রব্য লুট করি, ও তাহাদের এক জনকেও অবশিষ্ট না রাখি। তাহাতে তাহারা কহিল, আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহাই করুন্। পরে যাজক কহিল, আইস, আমরা এই স্থানে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। [৩৭] অনন্তর শৌল ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন করিব? তুমি কি তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিবা? কিন্তু সেই দিবসে তিনি তাহাকে উত্তর দিলেন না। [৩৮] তখন শৌল কহিল, হে লোকদের অধ্যক্ষ সকল, তোমরা নিকটে আইস, এবং অদ্যকার এই পাপ কিসে হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। [৩৯] আমি ইস্রায়েলের নিস্তারকারি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, যদিস্যাৎ আমার পুত্র যোনাথনেরই দোষে তাহা হইয়া থাকে, তবে সে অবশ্য মরিবে। ইহাতে সমস্ত লোকের মধ্যে কেহ তাহাকে উত্তর দিল না। [৪০] পরে সে সমস্ত ইস্রায়েলকে কহিল, তোমরা এক দিগে থাক, এবং আমি ও আমার পুত্র যোনাথন্ অন্য দিগে থাকি। তাহাতে লোকেরা শৌলকে কহিল, আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। [৪১] পরে শৌল সদাপ্রভুকে কহিল, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, যথার্থ [জ্ঞান] দিউন; তাহাতে যোনাথন্ ও শৌল নির্ণীত হইল, কিন্তু লোকেরা মুক্ত হইল। [৪২] পরে শৌল কহিল, আমার ও আমার পুত্র যোনাথনের মধ্যে গুলিবাঁট কর; তাহাতে যোনাথন্ নির্ণীত হইল। [৪৩] তখন শৌল যোনাথন্কে কহিল, তুমি কি করিয়াছ? তাহা আমাকে বল। তাহাতে যোনাথন্ তাহাকে সকলই জানাইয়া কহিল, আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডাগ্র সহকারে যৎকিঞ্চিৎ মধু লইয়া আস্বাদ করিয়াছিলাম; দেখুন, আমি মরিতে প্রস্তুত আছি। [৪৪] শৌল কহিল, ঈশ্বর অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; হে যোনাথন্, তুমি অবশ্য মরিবা। [৪৫] কিন্তু লোকেরা শৌলকে কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে যিনি এমত মহানিস্তার সাধন করিয়াছেন, সেই যোনাথন্ কি মরিবেন? এমত না হউক, সদাপ্রভু যদি জীবৎ হন, তবে উহাঁর মস্তকের এক কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না, কেননা উনি অদ্য ঈশ্বরেরই সহিত কর্ম্ম করিলেন। এই রূপে লোকেরা যোনাথন্কে রক্ষা করাতে তাহার মৃত্যু হইল না। [৪৬] পরে শৌল পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া আইল, এবং পলেষ্টীয়েরা আপন ২ স্থানে গমন করিল।

[৪৭] এই রূপে ইস্রায়েলের রাজত্ব পরিগ্রহণ করিলে পর শৌল আপন চতুর্দ্দিক্স্থিত সমস্ত শত্রুগণের অর্থাৎ মোয়াবের এবং অম্মোনের সন্তানগণের ও ইদোমের ও সোবার রাজগণের ও পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং সে যাহার প্রতিকূলে ফিরিত, তাহাকে দণ্ড দিত। [৪৮] সে পরাক্রম সাধন করিল, এবং অমালেককে পরাজয় করিল, এবং লুটকারিদের হস্তহইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিল।

[৪৯] যোনাথন্ ও যিশ্বি ও মল্কীশূয় নামে শৌলের তিন পুত্র ছিল; এবং তাহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম মেরব্, ও কনিষ্ঠার নাম মীখল্ ছিল। [৫০] এবং শৌলের ভার্য্যার নাম অহীমাসের কন্যা অহীনোয়ম্; এবং তাহার সেনাপতির নাম শৌলের পিতৃব্য নেরের পুত্র অব্নের। [৫১] আর শৌলের পিতা কীশ্ ও অব্নেরের পিতা নের, এই উভয়ে অবীয়েলের পুত্র ছিল। [৫২] শৌলের যাবজ্জীবন পলেষ্টীয়দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এই জন্যে শৌল যাবতীয় বলবান্ পুরুষকে ও যাবতীয় বিক্রমি পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া আপনার নিকটে গ্রহণ করিত।

১৫ অধ্যায়।

[১] অপর শমূয়েল্ শৌলকে কহিল, সদাপ্রভু আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে তোমাকে রাজত্বপদে অভিষেক করিতে আমাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্যের রবে অবধান কর। [২] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের প্রতি অমালেক যাহা করিয়াছিল, অর্থাৎ মিসরহইতে উহার আগমন কালে সে পথের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান আমি করিলাম। [৩] এখন তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত কর ও তাহার সাকল্য বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তনপায়ি শিশু, গোরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর। [৪] পরে শৌল লোকদিগকে ডাকাইয়া টলায়ীমে তাহাদের গণনা করিল; তাহাতে দুই লক্ষ পদাতিক ও যিহূদার দশ সহস্র লোক হইল। [৫] পরে শৌল অমালেকের নগর পর্য্যন্ত গিয়া নিম্ন ভূমিতে লুক্কায়িত থাকিল।

[৬] তখন শৌল কেনীয় কুলকে কহিল, উঠিয়া স্থানান্তরে যাও, অমালেকীয় কুলের মধ্যহইতে প্রস্থান কর, নতুবা আমি তাহার সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করিব; কিন্তু মিসরহইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের আগমন কালে তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছ; অতএব কেনীয় কুল অমালেকের মধ্যহইতে প্রস্থান করিল।

[৭] পরে শৌল হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ

শূরের নিকট পর্য্যন্ত অমালেককে পরাজয় করিল। [৮] সে অমালেকের রাজা অগাগ্‌কে জীবৎ ধরিল, এবং সমস্ত প্রজাকেই খড়্গের ধারেতে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। [৯] কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম২ মেষ ও গোরুর প্রতি ও শ্রেষ্ঠ বাছুর এবং মেষশাবক সকলের প্রতি ও যাবতীয় উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করাতে সেই সকল বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে সম্মত হইল না; কিন্তু যে কিছু তুচ্ছ ও রোগা, তাহাই বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

[১০] পরে শমূয়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [১১] যথা, আমি শৌলকে রাজা করিয়াছি, তন্নিমিত্তে আমার অনুতাপ হইতেছে, যেহেতুক সে আমাহইতে পরাঙ্মুখ হইল, আমার বাক্য সফল করিল না। তাহাতে শমূয়েল্ ক্রুদ্ধ হইল, তথাপি সমস্ত রাত্রি সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল। [১২] অপর শমূয়েল্ শৌলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যূষে উঠিলে শমূয়েল্‌কে এই সংবাদ দত্ত হইল, দেখ, শৌল কর্ম্মিলে আসিয়া জয়স্তম্ভ প্রস্তুত করাইল, পরে তথাহইতে ফিরিয়া গিল্‌গলে নামিয়া গেল। [১৩] পরে শমূয়েল্ শৌলের নিকটে আইলে শৌল তাহাকে কহিল, আপনি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র; আমি সদাপ্রভুর বাক্য সফল করিয়াছি। [১৪] তাহাতে শমূয়েল্ কহিল, তবে আমার কর্ণগোচরে এই মেষের রব কেন? ও এই যে গোরুর ডাক আমি শুনিতেছি তাহা কেন? [১৫] শৌল কহিল, সে সকল অমালেকীয়দের হইতে আনীত হইয়াছে; ফলতঃ আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিবার নিমিত্তে লোকেরা উত্তম২ মেষের ও গোরুর প্রতি দয়া করিয়াছে; কিন্তু আমরা অবশিষ্ট সকলকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। [১৬] তখন শমূয়েল্ শৌলকে কহিল, ক্ষান্ত হও; গত রাত্রিতে সদাপ্রভু আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে বলি। সে কহিল, বলুন। [১৭] পরে শমূয়েল্ কহিল, বল দেখি, যে সময়ে তুমি আপন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলা, তখন কি ইস্রায়েল্ বংশদের মস্তক হইলা না? এবং সদাপ্রভু কি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন না? [১৮] পরে সদাপ্রভু তোমাকে যুদ্ধযাত্রাতে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যাও, সেই পাপিষ্ঠ অমালেকীয়দিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর; এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। [১৯] অতএব তুমি সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান না করিয়া কেন লুটের উপরে পড়িয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়াছ? [২০] শৌল সমূয়েল্‌কে কহিল, আমি তো সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিয়াছি, এবং যে যাত্রা করিতে সদাপ্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন সেই যাত্রা করিয়াছি, এবং অমালেকের রাজা অগাগ্‌কে আনিয়াছি, ও অমালেককে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। [২১] কিন্তু গিল্‌গলে আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদানার্থে লোকেরা বর্জ্জিত দ্রব্যের অগ্রিমাংশ বলিয়া লুটের মধ্যে কতকগুলিন মেষ ও গোরু আনিয়াছে। [২২] তাহাতে শমূয়েল্ কহিল, যেমন সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করণে, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগ করণ উত্তম। [২৩] বস্তুতঃ আজ্ঞালঙ্ঘন করা মন্ত্রপাঠজন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা অবস্তুর ও ঠাকুরদের [পূজার] সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য নিরস্ত করিয়াছ, এই জন্যে তিনি রাজত্বহইতে তোমাকে নিরস্ত করিলেন।

[২৪] পরে শৌল শমূয়েল্‌কে কহিল, আমি পাপ করিলাম; সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও আপনকার বাক্য লঙ্ঘন করিলাম; কারণ আমি লোকদের হইতে ভীত হইয়া তাহাদের বাক্যে অবধান করিলাম। [২৫] এখন বিনয় করি, আমার পাপ ক্ষমা করুন, ও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসুন; আমি সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিব। [২৬] তাহাতে শমূয়েল্ শৌলকে কহিল, আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইব না; কেননা তুমি সদাপ্রভুর বাক্য নিরস্ত করিয়াছ, আর সদাপ্রভু তোমাকে ইস্রায়েলের রাজত্বহইতে নিরস্ত করিয়াছেন। [২৭] তখন সমূয়েল্ চলিয়া যাইতে মুখ ফিরাইলে শৌল তাহার প্রাবারের অঞ্চল ধরিয়া টানিলে তাহা চিরিয়া গেল। [২৮] তাহাতে শমূয়েল তাহাকে কহিল, সদাপ্রভু অদ্য তোমাহইতে ইস্রায়েলের রাজত্ব টানিয়া চিরিলেন, এবং তোমাহইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসিকে দিলেন। [২৯] ইস্রায়েলের বিশ্বাসভূমি মিথ্যাকথা কহেন না ও অনুতাপ করেন না; কেননা তিনি মনুষ্য নহেন, যে অনুতাপ করিবেন। [৩০] তাহাতে সে কহিল, আমি পাপ করিলাম; এখন বিনয় করি, আমার প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও ইস্রায়েলের সম্মুখে আমার সম্মান রাখুন, ও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসুন। আমি আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিব। [৩১] তাহাতে শমূয়েল্ শৌলের পশ্চাৎ ফিরিয়া গেলে শৌল সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল।

[৩২] পরে শমূয়েল্ কহিল, তোমরা অমালেকের রাজা অগাগ্‌কে এই স্থানে আমার নিকটে আন। তাহাতে অগাগ্ পুলকিত মনে তাহার নিকটে আইল, কারণ সে ভাবিল, মৃত্যুর তিক্ততা অতীত হইল। [৩৩] কিন্তু শমূয়েল্ কহিল, তোমার খড়্গদ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানহীন হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের মধ্যে তোমার মাতাও সন্তানহীনা হইবে; পরে শমূয়েল্ গিল্‌গলে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অগাগ্‌কে খণ্ড২ করিল।

[৩৪] পরে শমূয়েল্ রামাতে গেল, এবং শৌল গিবিয়া-শৌলে স্থিত আপন বাটীতে গেল। [৩৫] কিন্তু তদবধি শৌলের মরণ দিন পর্য্যন্ত শমূয়েল্ তাহার

সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না; তথাপি শমূয়েল্ শৌলের জন্যে শোক করিত; এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে শৌলকে রাজা করাতে অনুতাপ করিলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি কত কাল শৌলের জন্যে শোক করিবা? আমি তো তাহাকে ইস্রায়েলের রাজত্বহইতে নিরস্ত করিয়াছি। তুমি আপন শৃঙ্গ তৈলেতে পূর্ণ করিয়া চল, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশয়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্রগণের মধ্যে আমি আপনার জন্যে এক জনকে রাজা করণার্থে অবধারণ করিলাম। ২ তাহাতে শমূয়েল্ কহিল, আমি কি প্রকারে যাইতে পারি? শৌল যদি এ কথা শুনে, তবে আমাকে বধ করিবে। সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি এক গোবৎসা সঙ্গে লইয়া, সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইলাম, এই কথা কহ। ৩ এবং যিশয়কে সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ কর, পরে তোমার কর্ত্তব্য আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব; এবং আমি তোমার কাছে যাহাকে নির্দ্দিষ্ট করিব, তুমি আমার জন্যে তাহাকে অভিষিক্ত করিবা। ৪ পরে শমূয়েল্ সদাপ্রভুর সেই বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিয়া যখন বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল, তখন নগরের প্রাচীনবর্গ সকম্পে তাহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার আগমনের কুশল? ৫ সে কহিল, কুশল; আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইলাম; তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া আমার সহিত যজ্ঞেতে আইস। পরে সে যিশয়কে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিল।

৬ পরে তাহারা আইলে সে ইলীয়াবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে২ কহিল, সদাপ্রভুর গোচরে উপস্থিত এই ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার অভিষিক্ত। ৭ কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েল্কে কহিলেন, তুমি উহার রূপের ও দীর্ঘকায়ের প্রতি দৃষ্টি করিও না; আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতুক মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। ৮ পরে যিশয় অবীনাদব্কে ডাকিয়া শমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইল; তাহাতে শমূয়েল্ কহিল, সদাপ্রভু ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। ৯ পরে যিশয় শম্মকে তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করাইল; তাহাতে সে কহিল, সদাপ্রভু ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। ১০ এই রূপে যিশয় আপনার সাত পুত্রকে শমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করাইলে শমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, সদাপ্রভু ইহাদিগকে মনোনীত করেন নাই। ১১ পরে শমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, যুবলোকদের কি শেষ হইল? সে কহিল, কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখ, সে মেষ চরাইতেছে। তাহাতে শমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাও; সে না আইলে আমরা ভোজনে বসিব না। ১২ পরে সে লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল। সে ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সুনয়ন ও দেখিতে সুন্দর ছিল। তখন সদাপ্রভু কহিলেন, উঠ, ইহাকে অভিষেক কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি। ১৩ অতএব শমূয়েল্ তৈলশৃঙ্গ লইয়া তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাকে অভিষেক করিল, তাহাতে সেই দিবসাবধি সদাপ্রভুর আত্মা দায়ূদে আবেশ করিলেন। পরে শমূয়েল্ উঠিয়া রামতে চলিয়া গেল।

১৪ কিন্তু সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর অনুমতিতে এক দুষ্ট আত্মা তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। ১৫ পরে শৌলের দাসগণ তাহাকে কহিল, দেখুন, ঈশ্বরের অনুমতিতে এক দুষ্ট আত্মা আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতেছে; ১৬ অতএব, হে আমাদের প্রভো, আপনি আজ্ঞা করুন, তাহাতে আপনকার সম্মুখস্থ এই দাসেরা এক জন নিপুণ বীণাবাদককে অন্বেষণ করিবে; পরে যে সময়ে ঈশ্বরের অনুমতিতে সেই দুষ্ট আত্মা আপনাকে আক্রমণ করিবে, তৎকালে সেই ব্যক্তি হস্তদ্বারা বাজাইলে আপনি উপশম পাইবেন। ১৭ তাহাতে শৌল আপন দাসদিগকে আজ্ঞা করিল, ভাল, তোমরা এক নিপুণ বাদ্যকরের অন্বেষণ করিয়া আমার নিকটে তাহাকে আন। ১৮ তাহাতে ভৃত্যদের এক জন কহিল, দেখুন, আমি বৈৎলেহমীয় যিশয়ের এক পুত্রকে দেখিয়াছি; সে বীণা বাজাইতে নিপুণ এবং বিক্রমশালী ও যোদ্ধা ও কথনে বিবেচক ও রূপবান, এবং সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে২ আছেন।

১৯ পরে শৌল যিশয়ের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, দায়ূদ্ নামে তোমার যে পুত্র মেষ চরায়, তাহাকে আমার নিকটে প্রেরণ কর। ২০ তাহাতে যিশয় রুটী ও এক কুপা দ্রাক্ষারস [বহনকারি] এক গর্দ্দভ ও এক ছাগবৎস লইয়া আপন পুত্র দায়ূদের হস্তে [দিয়া] শৌলের নিকটে প্রেরণ করিল। ২১ পরে দায়ূদ্ শৌলের নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে সে তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিল, তাহাতে সে তাহার অস্ত্রবাহক হইল। ২২ অপর শৌল যিশয়কে কহিয়া পাঠাইল, আমি বিনয় করি, দায়ূদ্কে আমার সম্মুখে থাকিতে দেও; কেননা সে আমার অনুগ্রহের পাত্র হইল। ২৩ অপর ঈশ্বরের অনুমতিতে যখন সেই দুষ্ট আত্মা শৌলে আবেশ করিত, তখন দায়ূদ্ বীণা লইয়া আপন হস্তদ্বারা বাজাইত; তাহাতে শৌল স্নিগ্ধ হইয়া উপশম পাইত, এবং সেই দুষ্ট আত্মা তাহাকে ছাড়িয়া যাইত।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে পলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিতে আপনাদের

সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধিকারস্থ সোখোতে একত্র হইয়া সোখোর ও অসেকার মধ্যে এফস্-দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল। ২ এবং শৌল ও ইস্রায়েল্ লোকেরা একত্র হইয়া এলা তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পলেষ্টীয়দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিল। ৩ তাহাতে পলেষ্টীয়েরা এক দিগে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রায়েল্ অন্য দিগে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া থাকিল; আর উভয়ের মধ্যে উপত্যকা ছিল।

৪ পরে গাতনিবাসী গলিয়াথ নামে এক ব্যক্তি মধ্যস্থরূপে পলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে বাহির হইল। সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ, ৫ এবং তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ছিল, এবং সে আঁইশের বর্ম্মেতে সজ্জিত ছিল, সেই বর্ম্ম পিত্তলময়, তাহার পরিমাণ পাঁচ সহস্র শেকল; ৬ এবং তাহার পা পিত্তলের পত্রে আবৃত, ও তাহার স্কন্ধে পিত্তলের শল্য ছিল। ৭ তাহার বড়শার দণ্ড তন্তুবায়ের নরাজের সমান, ও বড়শার ফলা ছয় শত শেকল্ লৌহময় ছিল, এবং তাহার অগ্রে ২ এক জন ঢালী চলিত। ৮পরে সে দাঁড়াইয়া ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীর দিগে ডাকিয়া কহিল, যুদ্ধার্থে তোমাদের সৈন্যরচনা করিতে বাহিরে আসিবার প্রয়োজন কি? আমি কি সেই পলেষ্টীয় লোক নহি? আর তোমরা কি শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের জন্যে এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নিকটে নামিয়া আইসুক। ৯ সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করণে জয়ী হইয়া আমাকে বধ করে, তবে আমরা তোমাদের দাস হইব; কিন্তু যদি আমি তাহাকে পরাজয় করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হইয়া আমাদের দাস্যকর্ম্ম করিবা। ১০ সেই পলেষ্টীয় আরো কহিল, অদ্য আমি ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীগণকে ধিক্কার দিলাম; তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি। ১১ তখন শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল্ সেই পলেষ্টীয়ের এই সকল কথা শুনিয়া নিরাশ ও অতিশয় ভীত হইল।

১২ তখন দায়ূদ [উপস্থিত হইল; সে] বৈৎ-লেহম্-যিহূদা নিবাসি যিশয় নামক ঐ ইফ্রাথীয় পুরুষের পুত্র ছিল; সেই ব্যক্তির অষ্ট পুত্র, এবং শৌলের সময়ে সে বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ লোকদের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। ১৩ সেই যিশয়ের তিন বড় পুত্র শৌলের পশ্চাৎ যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। যুদ্ধে গত তাহার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ইলীয়াব্; ও দ্বিতীয়ের নাম অবীনাদব, ও তৃতীয়ের নাম শম্ম, ১৪ এবং দায়ূদ্ কনিষ্ঠ ছিল; কেবল বড় তিন জন শৌলের অনুগামী হইয়াছিল। ১৫ কিন্তু দায়ূদ্ শৌলের নিকটহইতে বৈৎলেহমে আপন পিতার মেষ চরাইবার জন্যে গমনাগমন করিত। ১৬ এবং সেই পলেষ্টীয় লোক চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিকটে আসিয়া আপনাকে দেখাইত। ১৭ ঐ সময়ে যিশয় আপন পুত্র দায়ূদকে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদের জন্যে এই এক ঐফা ভাজা শস্য ও দশখান রুটী লইয়া শিবিরে ভ্রাতাদের নিকটে দৌড়িয়া যাও। ১৮ এবং এই দশ তাল ছেনা তাহাদের সহস্রপতির নিকটে লইয়া যাও; এবং তোমার ভ্রাতাদের মঙ্গল জ্ঞাত হও, ও তাহাদের হইতে কোন চিহ্ন আন। ১৯ শৌল ও তাহারা ও সমস্ত ইস্রায়েল্ পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া এলা তলভূমিতে আছে।

২০ পরে দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিয়া মেষগণকে অন্য রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যিশয়ের আজ্ঞানুসারে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গমন করিল। সে যে সময়ে শকটব্যূহের নিকটে উপস্থিত হইল, সেই সময়ে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনার্থে বাহির হইতেছিল এবং সংগ্রামের জন্যে সিংহনাদ করিতেছিল। ২১ পরে ইস্রায়েল্ এবং পলেষ্টীয়েরা পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সৈন্যশ্রেণী রচনা করিল। ২২ অনন্তর দায়ূদ্ সামগ্রীরক্ষকের হস্তে আপনার ঐ দ্রব্য সকল রাখিয়া সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। ২৩ সে তাহাদের সহিত কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে দেখ, গাতনিবাসী পলেষ্টীয় গলিয়াথ নামক ঐ মধ্যস্থ পলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীহইতে উঠিয়া আসিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিল; তখন দায়ূদ তাহা শুনিল। ২৪ কিন্তু ইস্রায়েলের সমস্ত লোক সেই ব্যক্তির দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া তাহার সম্মুখহইতে পলাইল। ২৫ পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা পরস্পর কহিল, ঐ যে ব্যক্তি উঠিয়া আইল, উহাকে কি তোমরা দেখ না? ও ইস্রায়েল্‌কে ধিক্কার দিতে আইল। উহাকে যে জন বধ করিবে, রাজা তাহাকে প্রচুর ধনেতে ধনবান করিবে, ও তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবে, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তাহার পিতৃকুলকে নিষ্কর করিবে। ২৬ তখন দায়ূদ্ আপনার সমীপে দণ্ডায়মান লোকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া যে জন ইস্রায়েলের কলঙ্ক খণ্ডন করিবে, তাহার প্রতি কি করা যাইবে? ঐ অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয় লোক বা কে, যে জীবৎ ঈশ্বরের সৈন্যগণকে ধিক্কার দিবে? ২৭ তাহাতে লোকেরা ঐ বাক্যানুসারে তাহাকে বলিল, উহার বধকারী অমুক প্রকার পুরস্কার পাইবে।

২৮ সেই লোকদের সহিত তাহার কথোপকথন কালে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব্ সকলই শুনিল; তাহাতে সেই ইলীয়াব্ দায়ূদের উপরে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল, তুই কেন এখানে নামিয়া আইলি? মাঠের মধ্যে সেই মেষগুলিন কার ঠাঁই রাখিয়া আইলি? তোর দুঃসাহস ও মনের দুষ্টতা আমি জানি; তুই যুদ্ধ দেখিতে আইলি। ২৯ দায়ূদ্ কহিল, ইহাতে আমার কি অপরাধ? এ কি বাক্যমাত্র নহে?

৩০ পরে সে তাহার নিকটহইতে অন্য কাহারো অভিমুখে ফিরিয়া সেই রূপ জিজ্ঞাসা করিল;

তাহাতে সেই লোকেরাও ঐ বাক্যের মত কহিল। [৩১] তখন দায়ূদ যাহা ২ কহিয়াছিল, তাহা সকলের শুনা হইল, তাহাতে শৌলের সাক্ষাতে তাহার সংবাদ উপস্থিত হইলে সে আপনার নিকটে তাহাকে আনাইল।

[৩২] অপর দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, উহার জন্যে কাহারো অন্তঃকরণ বিষণ্ণ না হউক; আপনকার এই দাস যাইয়া ঐ পলেষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে। [৩৩] তাহাতে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, তুমি যুদ্ধার্থে ঐ পলেষ্টীয়ের প্রতিকূলে যাইতে সমর্থ নও, কেননা তুমি বালক, এবং সে বাল্যকালাবধি যোদ্ধা। [৩৪] দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, আপনকার এই দাস পিতার মেষ রক্ষা করিতেছিল, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লূক আসিয়া পালের মধ্যহইতে মেষ ধরিয়া লইল। [৩৫] তাহাতে আমি তাহার পশ্চাৎ ২ যাইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার মুখহইতে তাহা উদ্ধার করিলাম; পরে সে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহার দাড়ি ধরিয়া প্রহার করিয়া তাহাকে বধ করিলাম। [৩৬] আপনকার এই দাস সেই সিংহকে ও সেই ভল্লূককে বধ করিয়াছে, এবং ঐ অচ্ছিন্নত্বক্ পলেষ্টীয় লোক সেই দুইয়ের মধ্যে একের মত হইবে, কারণ সে জীবৎ ঈশ্বরের সৈন্যকে ধিক্কার দিয়াছে। [৩৭] দায়ূদ্ আরো কহিল, যিনি সিংহের ও ভল্লূকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু ঐ পলেষ্টীয়ের হস্তহইতেও আমাকে উদ্ধার করিবেন। তাহাতে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, যাও, সদাপ্রভু তোমার সঙ্গী হউন।

[৩৮] পরে শৌল আপনার সজ্জাদ্বারা দায়ূদ্কে সাজাইয়া তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ও গাত্রে বর্ম্ম দিল। [৩৯] তখন দায়ূদ্ সজ্জার উপরে তাহার খড়্গ বাঁধিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিল; কেননা পূর্ব্বে তাহা অভ্যাস করে নাই। অনন্তর দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, এই বেশে আমি যাইতে পারিব না, কেননা ইহার অভ্যাস করি নাই; অতএব দায়ূদ তাহা খুলিয়া রাখিল। [৪০] পরে সে আপন যষ্টি হস্তে লইল, এবং স্রোতোমার্গহইতে পাঁচটী চিক্কণ প্রস্তর বাছিয়া লইয়া আপনার যে মেষপালকের পাত্র অর্থাৎ ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিল, এবং ফিঙ্গাটী হস্তে লইয়া ঐ পলেষ্টীয়ের নিকটে গমন করিল। [৪১] তাহাতে সেই পলেষ্টীয় অগ্রসর হইয়া দায়ূদের সন্নিকট হইল, এবং তাহার অগ্রে২ তাহার ঢালী চলিল। [৪২] পরে পলেষ্টীয় চারি দিগে চাহিয়া দায়ূদ্কে দেখিতে পাইয়া তুচ্ছজ্ঞান করিল, কেননা সে বালক ও ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সুন্দরবদন ছিল। [৪৩] পরে ঐ পলেষ্টীয় দায়ূদ্কে কহিল, আমি কি কুক্কুর, যে তুই দণ্ড লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস? অপর সেই পলেষ্টীয় আপন দেবগণের নাম লইয়া দায়ূদ্কে শাপ দিল। [৪৪] পলেষ্টীয় দায়ূদ্কে আরো কহিল, তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস শূন্যের পক্ষিগণকে ও প্রান্তরের পশুদিগকে দি। [৪৫] তাহাতে দায়ূদ্ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিল, তুমি খড়্গ ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীদের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নামে, অর্থাৎ তুমি যাঁহাকে ধিক্কার দিয়াছ, তাঁহারই নামে তোমার নিকটে আসিতেছি। [৪৬] অদ্য সদাপ্রভু তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন; তাহাতে আমি তোমাকে আঘাত করিয়া তোমার শিরশ্ছেদন করিব, এবং পলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য শূন্যের পক্ষিগণকে ও ভূতলের পশুদিগকে দিব; তাহাতে ইস্রায়েলের এক ঈশ্বর আছেন, ইহা সমস্ত পৃথিবী জ্ঞাত হইবে। [৪৭] এবং সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়শাদ্বারা নিস্তার করেন না, ইহাও এই সমস্ত সমাজ জানিবে; কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর, এবং তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

[৪৮] পরে ঐ পলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সহিত মিলিতে নিকটে গমন করিলে দায়ূদ্ শীঘ্র করিয়া পলেষ্টীয়ের সহিত মিলিবার জন্যে সৈন্যশ্রেণীর দিগে দৌড়িল। [৪৯] পরে দায়ূদ্ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া একটী প্রস্তর বাহির করিয়া ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে এমত আঘাত করিল, যে সেই প্রস্তর তাহার কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল। [৫০] এই প্রকারে দায়ূদ্ ফিঙ্গা ও প্রস্তর সহকারে ঐ পলেষ্টীয়কে পরাজয় করিল, পরে তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করিল; ফলতঃ দায়ূদের হস্তে খড়্গ ছিল না। [৫১] অতএব দায়ূদ্ দৌড়িয়া ঐ পলেষ্টীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার খড়্গ লইয়া খাপ খুলিয়া তাহাকে বধ করিল, ও তদ্দ্বারা তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলিল। তখন পলেষ্টীয়েরা আপনাদের সেই বীরের মৃত্যু দেখিয়া পলায়ন করিল।

[৫২] অনন্তর ইস্রায়েলের ও যিহূদার লোকেরা উঠিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উপত্যকার সন্নিকট ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গেল; তাহাতে পলেষ্টীয়দের হত লোকেরা শারয়িমের পথে গাৎ ও ইক্রোণ্ পর্য্যন্ত পড়িল। [৫৩] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ পলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ ২ তাড়না করণহইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের শিবির লুট করিল। [৫৪] পরে দায়ূদ্ সেই পলেষ্টীয়ের মস্তক যিরূশালেমে লইয়া গেল, কিন্তু তাহার সজ্জা আপন তাম্বুতে রাখিল।

[৫৫] ঐ পলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে দায়ূদের নির্গমন দেখিয়া শৌল আপনার সেনাপতি অব্নেরকে কহিল, অব্নের্, ঐ যুবা কাহার পুত্র? অব্নের্ কহিল, মহারাজের জীবনের দিব্য করি, আমি তাহা বলিতে পারি না। [৫৬] পরে রাজা কহিল, তুমি জিজ্ঞাসা কর, ঐ বালক কাহার পুত্র? [৫৭] পরে দায়ূদ্ যখন পলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন অব্নের্ তাহাকে ধরিয়া শৌলের নিকটে লইয়া গেল; তৎকালে তাহার হস্তে ঐ পলেষ্টীয়ের মস্তক

ছিল। [৫৮] শৌল তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে যুব, তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ্ উত্তর করিল, আমি আপনকার দাস বৈৎলেহমীয় যিশয়ের পুত্র।

১৮ অধ্যায়।

[১] অপর শৌলের সহিত তাহার কথা সাঙ্গ হইলে যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংসক্ত হইল, এবং যোনাথন্ আপন প্রাণের মত তাহাকে প্রেম করিতে লাগিল। [২] আর শৌল ঐ দিবসে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার বাটীতে ফিরিয়া যাইতে দিল না। [৩] এবং যোনাথন্ দায়ূদ্কে আপন প্রাণতুল্য প্রেম করাতে তাহার সঙ্গে এক নিয়ম করিল। [৪] এবং যোনাথন্ আপন গাত্রস্থ প্রাবার ও খড়্গ ও ধনুক ও কটিবন্ধন পর্য্যন্ত সজ্জা খুলিয়া দায়ূদ্কে দিল। [৫] পরে শৌল দায়ূদ্কে যে কোন কার্য্যে প্রেরণ করে, দায়ূদ যাইয়া তাহাতে কুশলপ্রাপ্ত হয়, এই জন্যে শৌল যোদ্ধাদের উপরে কর্তৃত্বপদে তাহাকে নিযুক্ত করিল, এবং সে সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও শৌলের দাসদের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইল।

[৬] কিন্তু [সৈন্যের] প্রত্যাগমন কালে যখন দায়ূদ্ পলেষ্টীয়কে বধ করণহইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শৌল রাজার প্রত্যুদ্গমনার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত নগরহইতে স্ত্রীলোকেরা তবলধ্বনি ও আমোদ ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য পুরঃসর নৃত্য ও গান করিতে ২ বাহির হইয়া আইল। [৭] সেই লীলাকারিণীগণ উত্তর প্রত্যুত্তরক্রমে কহিল, শৌল সহস্র ২ লোককে, ও দায়ূদ্ অযুত ২ লোককে বধ করিয়াছে। [৮] তাহাতে শৌল অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, বিশেষতঃ ঐ বাক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, উহারা দায়ূদ্কে অযুতের ও আমাকে সহস্রের জয়ী বলিল; ইহাতে রাজত্ব ব্যতীত আর কি তাহার অলব্ধ রহিল? [৯] সেই দিবসাবধি শৌল দায়ূদের প্রতি কুদৃষ্টি রাখিল।

[১০] পরদিবসে ঈশ্বরের অনুমতিতে ঐ দুষ্ট আত্মা শৌলেতে আবেশ করাতে সে গৃহমধ্যে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল, এবং দায়ূদ্ অন্য সময়ের মত হস্তদ্বারা বাদ্য করিল। [১১] তখন শৌলের হস্তে এক বড়শা থাকাতে শৌল সেই বড়শা নিক্ষেপ করিতে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি দায়ূদ্কে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিব; কিন্তু দায়ূদ্ দুই বার তাহার নিকটহইতে সরিয়া গেল।

[১২] অপর সদাপ্রভু শৌলকে ত্যাগ করিয়া দায়ূদের সঙ্গে থাকাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে ভীত হইল। [১৩] অতএব শৌল আপনার নিকটহইতে তাহাকে দূর করিয়া সহস্রপতিপদে নিযুক্ত করিল; তাহাতে সে লোকদের অগ্রে ২ গমনাগমন করিতে লাগিল। [১৪] অনন্তর দায়ূদ্ আপন সমস্ত যাত্রাতে কুশলপ্রাপ্ত হইল, এবং সদাপ্রভু তাহার সহিত থাকিলেন। [১৫] তাহাতে সে অতিশয় কুশলপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা দেখিয়া শৌল তাহার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইল। [১৬] কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল্ ও যিহূদা দায়ূদ্কে ভাল বাসিত, কেননা সে তাহাদের অগ্রে ২ গমনাগমন করিত।

[১৭] পরে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, মেরব্ নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখ, আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিব, তুমি কোন ক্রমে আমার পক্ষে বিক্রমী হইয়া সদাপ্রভুর জন্যে সংগ্রাম কর। ইহাতে শৌল মনে ২ কহিল, আমারই হস্ত তাহার প্রতিকূল না হউক, কিন্তু পলেষ্টীয়দের হস্ত তাহার প্রতিকূল হউক। [১৮] তাহাতে দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, আমি কে, এবং আমার পদ কি, ও ইস্রায়েলের মধ্যে আমার পিতার গোষ্ঠী কি, যে আমি মহারাজের জামাতা হই? [১৯] কিন্তু শৌলের কন্যা মেরব্কে দায়ূদের প্রতি দেওনের সময় উপস্থিত হইলে সে মহোলাতীয় অদ্রীয়েলকে দত্তা হইল।

[২০] পরে শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদ্কে প্রেম করিতে লাগিল; তখন লোকেরা শৌলকে তাহা জানাইলে সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। [২১] ফলতঃ শৌল মনে ২ কহিল, আমি তাহাকে সেই কন্যা দিব; সে তাহার ফাঁদস্বরূপ হউক, ও পলেষ্টীয়দের হস্ত তাহার প্রতিকূল হউক। অতএব শৌল দায়ূদ্কে কহিল, তুমি অদ্য দ্বিতীয়ার দ্বারা আমার জামাতা হও। [২২] পরে শৌল আপন দাসগণকে আজ্ঞা দিল, তোমরা গুপ্তরূপে দায়ূদের সহিত আলাপ করিয়া এই কথা বল, দেখ, তোমার প্রতি রাজা প্রীত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সমস্ত দাস তোমাকে ভাল বাসে; অতএব এখন তুমি রাজার জামাতা হও। [২৩] তাহাতে শৌলের দাসগণ দায়ূদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিলে দায়ূদ্ কহিল, রাজার জামাতা হওয়া কি তোমাদের লঘু বিষয় বোধ হয়? আমি তো দরিদ্র লোক, অল্পমান্য। [২৪] পরে শৌলের দাসগণ তাহাকে সমাচার দিয়া কহিল, দায়ূদ্ এই ২ প্রকার কথা বলে। [২৫] শৌল কহিল, তোমরা দায়ূদ্কে বল, রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল রাজার শত্রুদের উপরে বৈরনির্য্যাতনার্থে পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্ চাহেন। ইহাতে পলেষ্টীয়দের হস্তদ্বারা দায়ূদ্কে নিপাত করাইতে শৌলের সঙ্কল্প ছিল। [২৬] পরে তাহার দাসগণ দায়ূদ্কে সেই কথা জানাইলে দায়ূদ্ রাজার জামাতা হইতে তুষ্ট হইল। [২৭] অনন্তর [নিরূপিত] কাল সম্পূর্ণ না হইতে দায়ূদ্ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া যাইয়া পলেষ্টীয়দের দুই শত জনকে বধ করিল, এবং রাজার জামাতা হইবার জন্যে দায়ূদ্ পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্ আনিয়া রাজাকে দিল; তাহাতে শৌল তাহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিল।

[২৮] পরে সদাপ্রভু দায়ূদের সহিত আছেন, এবং শৌলের কন্যা মীখল্ তাহাকে প্রেম করে, শৌল ইহা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইল। [২৯] তাহাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে আরো ভীত হওয়াতে যাবজ্জীবন দায়ূদের শত্রু হইয়া থাকিল। [৩০] পরে

পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বাহির হইতে লাগিল; কিন্তু যত বার বাহির হইল, তত বার শৌলের দাসগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দায়ূদ কৃতকার্য্য হইল; তাহাতে তাহার নাম অতিশয় মান্য হইল।

১৯ অধ্যায়।

[১] পরে শৌল আপন পুত্র যোনাথনের ও আপন সমস্ত দাসের নিকটে দায়ূদকে বধ করণের কথা কহিল। [২] কিন্তু শৌলের পুত্র যোনাথন দায়ূদের অতিশয় অনুরক্ত ছিল, অতএব যোনাথন দায়ূদকে সুগোচর করিয়া কহিল, আমার পিতা শৌল তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; অতএব আমি বিনয় করি, তুমি প্রাতঃকালে সাবধান হইয়া কোন গুপ্ত স্থান আশ্রয় করিয়া লুকাইয়া থাক। [৩] তুমি যে ক্ষেত্রে থাকিবা, সেই স্থানে আমি যাইয়া আপন পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার বিষয়ে পিতার সহিত কথোপকথন করিব, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া তোমাকে বলিয়া দিব।

[৪] অনন্তর যোনাথন্ আপন পিতা শৌলের কাছে দায়ূদের পক্ষে ভাল কথা কহিল, অর্থাৎ বলিল, মহারাজ আপন দাস দায়ূদের বিষয়ে পাপ না করুন, কেননা সে আপনকার প্রতিকূলে পাপ করে নাই, বরং তাহার সকল কর্ম্ম আপনকার অতি মঙ্গলজনক। [৫] আর সে প্রাণ হাতে করিয়া ঐ পলেষ্টীয়কে বধ করিল, তাহাতে সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের মহানিস্তার করিলেন; তাহা দেখিয়া আপনি আনন্দ করিয়াছিলেন; অতএব এখন অকারণে দায়ূদকে বধ করণদ্বারা নির্দ্দোষের রক্তপাতরূপ পাপ কেন করিবেন? [৬] তাহাতে শৌল যোনাথনের বাক্যে অবধান করিয়া দিব্য পূর্ব্বক কহিল, সদাপ্রভু যদি জীবৎ হন, তবে সে হত হইবে না। [৭] পরে যোনাথন দায়ূদকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত কথা তাহাকে জ্ঞাত করিল, এবং যোনাথন দায়ূদকে শৌলের কাছে আনিল, তাহাতে সে পূর্ব্বের মত তাহার সাক্ষাতে থাকিল।

[৮] অনন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ বাহির হইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে মহাহনন করিলে তাহারা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [৯] পরে সদাপ্রভুর অনুমতিতে ঐ দুষ্ট আত্মা শৌলেতে আবেশ করিল; ফলতঃ শৌল বড়শাহস্তে আপন গৃহে বসিলে দায়ূদ্ হস্তদ্বারা বাদ্য করিতেছিল, [১০] এমন সময়ে শৌল বড়শা দিয়া দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে যত্ন করিল; কিন্তু সে শৌলের সম্মুখহইতে সরিয়া যাওয়াতে তাহার বড়শা ভিত্তিতে ঢুকিয়া গেল, এবং দায়ূদ্ সে রাত্রিতে পলাইয়া রক্ষা পাইল। [১১] পরে শৌল দায়ূদের গৃহের নিকটে দূতগণকে পাঠাইল, যেন তাহারা তাহার জন্যে চৌকা রাখিয়া প্রাতঃকালে তাহাকে বধ করে। কিন্তু দায়ূদের ভার্য্যা মীখল্ তাহাকে সংবাদ দিয়া কহিল, তুমি যদি এই রাত্রিতে আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কল্য হত হইবা।

[১২] পরে মীখল্ এক বাতায়নদ্বার দিয়া দায়ূদকে নামাইয়া দিল; তাহাতে সে যাইয়া পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। [১৩] এবং মীখল্ ঠাকুরপ্রতিমাকে লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইল, এবং ছাগলোমনির্ম্মিত টুপিটী মস্তকে দিয়া বস্ত্রখানিতে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিল। [১৪] পরে শৌল দায়ূদকে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইলে মীখল্ কহিল, তিনি পীড়িত আছেন। [১৫] তাহাতে শৌল দায়ূদকে দেখিতে সেই দূতগণকে পাঠাইয়া তাহাকে বধ করণের আশয়ে কহিল, তাহাকে খট্টাতে করিয়া আমার কাছে আন। [১৬] পরে দূতগণ ভিতরে গিয়া খট্টাতে সেই ঠাকুরের প্রতিমা ও তাহার মস্তকে ছাগলোমনির্ম্মিত টুপি দেখিল। [১৭] অতএব শৌল মীখল্কে কহিল, তুমি আমাকে কেন এই রূপ প্রবঞ্চনা করিলা? তুমি আমার শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সে পলায়ন করিল। তাহাতে মীখল্ শৌলকে উত্তর করিল, তিনি কহিয়াছিলেন, আমাকে যাইতে দেও, আমি তোমাকে কেন বধ করিব?

[১৮] ইতিমধ্যে দায়ূদ্ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়া রামাতে শমূয়েলের কাছে গিয়া আপনার প্রতি শৌলের কৃত সমস্ত ব্যবহার জানাইল; অনন্তর সে ও শমূয়েল্ যাইয়া মঠে বাস করিল। [১৯] পরে দেখ, দায়ূদ্ রামাস্থিত মঠে আছে, এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে [২০] শৌল দায়ূদকে ধরিতে দূতদিগকে পাঠাইল; তাহাতে যখন দূতগণ ভাবোক্তি প্রচারকারি ভাববাদিশ্রেণীকে ও তাহাদের অধ্যাপকরূপে দণ্ডায়মান শমূয়েল্কে দেখিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা শৌলের দূতগণেতে আবেশ করিলেন, তাহাতে তাহারাও ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। [২১] পরে ইহার সংবাদ শৌলের গোচর হইলে সে অন্য দূতদিগকে প্রেরণ করিল, কিন্তু তাহারাও ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। পরে শৌল তৃতীয় বার দূতদিগকে প্রেরণ করিলে তাহারাও ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। [২২] অতএব শৌল আপনি রামাতে গমন করিয়া সেখূস্থ বৃহৎ কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, শমূয়েল্ও দায়ূদ কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে দেখুন, তাহারা রামাস্থিত মঠে আছে, লোকে ইহা কহিলে শৌল রামাস্থিত মঠে গেল; [২৩] তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহাতেও আবেশ করাতে রামাস্থিত মঠে উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত যাইতে ২ সেও ভাবোক্তি প্রচার করিল। [২৪] অনন্তর সেও আপন বস্ত্র খুলিয়া শমূয়েলের সম্মুখে ভাবোক্তি প্রচার করিল, এবং সমস্ত দিবারাত্রি বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়া রহিল; এই কারণ লোকেরা বলে, শৌলও কি ভাববাদিদের মধ্যে এক জন?

২০ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ রামাস্থিত মঠহইতে পলাইয়া যোনা-

থনের নিকটে আসিয়া কহিল, আমি কি করিলাম? তোমার পিতার কাছে আমার অপরাধ কি, ও আমার পাপ কি, যে তিনি আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করেন? [২] তাহাতে সে তাহাকে কহিল, এমন না হউক, তুমি মরিবা না; দেখ, আমার পিতা আমার কর্ণগোচর না করিয়া মহৎ কি ক্ষুদ্র কোন কর্ম্ম করেন না; তবে আমার পিতা এই কর্ম্ম আমাকে গোপন করিয়া কেন করিবেন? তাহা কিছু নয়। [৩] তাহাতে দায়ূদ্ দিব্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়াছি, ইহা তোমার পিতা বিলক্ষণ জানেন; এই জন্যে কহিলেন, যোনাথন্ এ বিষয় জ্ঞাত না হউক, পাছে দুঃখিত হয়। কিন্তু আমি জীবৎ সদাপ্রভুকে ও তোমার জীবৎ প্রাণকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, আমার ও মৃত্যুর মধ্যে নিতান্ত এক পাদমাত্র অন্তর আছে। [৪] যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তোমার মনে যাহা লয়, আমি তোমার জন্যে তাহাই করিব। [৫] তখন দায়ূদ্ যোনাথন্‌কে কহিল, দেখ, কল্য অমাবস্যা, তাহাতে আমাকেই রাজার সহিত ভোজনে বসিতে হয়; কিন্তু তুমি আমাকে যাইতে দেও, আমি তৃতীয় দিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকি। [৬] তাহাতে যদি আমার অনুপস্থিতিতে তোমার পিতার মনোযোগ হয়, তবে তুমি বলিবা, দায়ূদ্ আপন নগর বৈৎলেহমে শীঘ্র যাইবার জন্যে আমার অনুমতি যাচ্ঞা করিল, কেননা সে স্থানে সমস্ত গোষ্ঠীর জন্যে বার্ষিক যজ্ঞ হইতেছে। [৭] ইহাতে তিনি যদি বলেন, ভাল, তবে তোমার এই দাসের শান্তি বটে; নতুবা যদি বাস্তবিক তিনি ক্রুদ্ধ হন, তবে তাঁহাদ্বারা নিতান্ত অমঙ্গল স্থির হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া ইহা বুঝিবা। [৮] অতএব তুমি আপনার এই দাসের প্রতি দয়া করিবা, কেননা তুমি আপনার সহিত আপনার এই দাসকে সদাপ্রভুর এক নিয়মেতে বদ্ধ করিয়াছ। কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ থাকে, তবে তুমিই আমাকে বধ কর; তোমার পিতার নিকটে আমাকে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন? [৯] তাহাতে যোনাথন্ কহিল, তোমার এমত ভয় না হউক; আমার পিতা তোমার প্রতি অমঙ্গল ঘটাইতে স্থির করিয়াছেন, ইহা যদি আমি নিশ্চয় জানিতে পারি, তবে কি তোমাকে বলিয়া দিব না? [১০] দায়ূদ্ যোনাথন্‌কে কহিল, কে আমাকে জানাইবে? অথবা তোমার পিতা তোমাকে কেমন কর্কশ উত্তর দিবেন!

[১১] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, আইস, আমরা ক্ষেত্রে যাই; তাহাতে তাহারা দুই জন বাহির হইয়া ক্ষেত্রে গেল। [১২] পরে যোনাথন্ দায়ূদকে কহিল, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিতেছি, কাল পরশ্বর মধ্যে আমার পিতার মনের অনুসন্ধান পাইব, তাহাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহের প্রমাণ পাইলে আমি কি তখনই তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া তাহা তোমার কর্ণগোচর করিব না? [১৩] [যদি না করি], তবে সদাপ্রভু যোনাথন্‌কে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন; কিন্তু যদি তোমার অমঙ্গল করিতে আমার পিতার মনস্থ থাকে, তবে আমি তাহাও তোমার কর্ণগোচর করিব ও তোমাকে ছাড়িয়া দিব; তাহাতে তুমি কুশলে যাইবা; এবং সদাপ্রভু যেমন আমার পিতার সঙ্গে২ ছিলেন, তদ্রূপ তোমারও সঙ্গে২ হউন। [১৪] কিন্তু বল না; আমি যেন না মরি, এই জন্যে আমার যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর অনুরোধে তুমি আমার প্রতি দয়া করিবা, এমন কি নয়? [১৫] এবং আমার কুলেরও প্রতি দয়ার ত্রুটি চিরকালেও কখন করিবা না; যখন সদাপ্রভু দায়ূদের প্রত্যেক শত্রুকে ভূতলহইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখনও করিবা না। [১৬] এই রূপে যোনাথন্ দায়ূদের কুলের সহিত নিয়ম করিল; আর সদাপ্রভু দায়ূদের শত্রুগণের হস্তে পরিশোধ লইয়াছেন।

[১৭] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে প্রেম করণ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার তাহাকে শপথ করাইল, কেননা সে আপন প্রাণের মত তাহাকে প্রেম করিত। [১৮] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, কল্য অমাবস্যা হইবে; তাহাতে তোমার আসন শূন্য থাকিলে তোমার অনুপস্থিতি প্রকাশ পাইবে; [১৯] তুমি পরশ্ব অতি ত্বরায় নামিয়া আসিয়া পূর্ব্ব কার্য্যের দিনে যে স্থানে গোপনে ছিলা, সেই স্থানে এষল্ নামক প্রস্তরের নিকটে থাকিবা। [২০] আমি লক্ষ্য মারিবার ছলে তিন তীর তাহার পার্শ্বে ক্ষেপণ করিব। [২১] পরে আমার সঙ্গি বালককে বলিব, তুমি যাইয়া তীর কুড়াইয়া আন; তাহাতে দেখ, তোমার এদিগে তীর আছে, তাহা তুলিয়া লও, এমত কথা যদি আমি সে বালককে বলি, তবে তুমি আসিও; জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, তোমার মঙ্গল, কোন ভয় নাই। [২২] কিন্তু দেখ, তোমার ওদিগে তীর আছে, ইহা যদি সেই বালককে বলি, তবে তুমি আপন পথে চলিয়া যাইও, কেননা সদাপ্রভু তোমাকে বিদায় করিলেন। [২৩] আর দেখ, তোমার ও আমার এই কথোপকথনের বিষয়ে সদাপ্রভু যুগানুক্রমে আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হউন।

[২৪] অপর দায়ূদ্ ক্ষেত্রে লুকাইল, ইতিমধ্যে অমাবস্যা উপস্থিত হইলে রাজা ভোজনে বসিল। [২৫] রাজা অন্য সময়ের ন্যায় আপন আসনে অর্থাৎ ভিত্তিনিকটস্থ আসনে বসিল; পরে যোনাথন্ দণ্ডায়মান থাকিল, এবং অব্নের্ শৌলের পার্শ্বে বসিল; কিন্তু দায়ূদের স্থান শূন্য থাকিল। [২৬] সেই দিনে শৌল কিছুই বলিল না, কেননা মনে২ ভাবিল, এ দৈবঘটনা, সে শুচি নয়, সে অবশ্য অশুচি হইয়া থাকিবে। [২৭] কিন্তু পরদিবসে অর্থাৎ মাসের দ্বিতীয় দিবসে দায়ূদের স্থান শূন্য থাকাতে শৌল আপন পুত্র যোনাথন্‌কে জিজ্ঞাসিল, যিশয়ের পুত্র কল্য ও অদ্য ভোজনে কেন আইসে না? [২৮] যোনাথন্ উত্তর করিয়া শৌলকে কহিল, দায়ূদ্

বৈৎলেহমে যাইবার জন্যে আমার কাছে অনেক বিনতি করিয়া কহিল, [২৯] অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বিদায় করুন; কেননা নগরে আমাদের গোষ্ঠীর জন্যে এক যজ্ঞ হইবে, এবং আমার ভ্রাতাই আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করেন, তবে আমি দৌড়িয়া যাইয়া আপন জ্ঞাতিদিগকে দেখি; এই কারণ সে মহারাজের মেজে আইসে নাই। [৩০] তাহাতে যোনাথনের প্রতি শৌলের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে তাহাকে কহিল, অরে বক্রশীলা বিদ্রোহিণী স্ত্রীর পুত্র, তুই আপনার লজ্জা ও মাতার আবরণীয়ের লজ্জা জন্মাইতে যিশয়ের পুত্রকে মনোনীত করিয়াছিস, তাহা আমি কি জানি না? [৩১] কিন্তু যিশয়ের পুত্র ভূতলে যাবৎ বাঁচিয়া থাকিবে, তাবৎ তুই কিম্বা তোর রাজ্য স্থির হইবে না; অতএব এখন লোক পাঠাইয়া তাহাকে আমার কাছে আনা, কেননা তাহাকে মরিতে হইবে। [৩২] তাহাতে যোনাথন্ উত্তর করিয়া আপন পিতা শৌলকে কহিল, সে কেন হত হইবে? কি করিয়াছে? [৩৩] কিন্তু শৌল তাহাকে আঘাত করণার্থে আপন বড়শা নিক্ষেপ করিতে লক্ষ্য করিল। তাহাতে তাহার পিতা শৌল দায়ূদ্কে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছে, ইহা যোনাথন্ জ্ঞাত হইল। [৩৪] তখন যোনাথন্ মহাক্রুদ্ধ হইয়া মেজহইতে উঠিল, মাসের দ্বিতীয় দিবসে আহার করিল না, কেননা দায়ূদের জন্যে তাহার মনস্তাপ হইল, কারণ তাহার পিতা তাহার অপকার করিয়াছিল।

[৩৫] পরে প্রাতঃকালে যোনাথন্ এক ক্ষুদ্র বালককে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দায়ূদের সহিত নিরূপিত স্থানে আইল। [৩৬] পরে সে আপন বালককে কহিল, আমি যে ২ তীর নিক্ষেপ করিব, তুমি দৌড়িয়া যাইয়া তাহা কুড়াইয়া আন। তাহাতে বালকটী দৌড়িলে সে তাহার ওদিগে পড়িবার মত তীর নিক্ষেপ করিল। [৩৭] এবং বালকটী যোনাথনের নিক্ষিপ্ত তীরের কাছে উপস্থিত হইলে যোনাথন্ বালকটীকে ডাকিয়া কহিল, তোমার ওদিগে কি তীর নাই? [৩৮] যোনাথন্ আর বার বালককে ডাকিয়া কহিল, শীঘ্র দৌড়িয়া আইস, বিলম্ব করিও না, তাহাতে যোনাথনের সেই বালক তীর সকল কুড়াইয়া আপন কর্ত্তার কাছে আইল। [৩৯] কিন্তু ঐ বালক কিছুই জানিল না, কেবল যোনাথন্ ও দায়ূদ্ সেই বিষয় জ্ঞাত ছিল। [৪০] পরে যোনাথন্ আপন তীর ধনুকাদি সেই সঙ্গি বালককে দিয়া কহিল, ইহা নগরে লইয়া যাও।

[৪১] বালকটী যাইবামাত্র দায়ূদ্ দক্ষিণদিকস্থ কোন স্থানহইতে উঠিয়া আসিয়া তিন বার উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিল, এবং তাহারা দুই জনে পরস্পর চুম্বন ও রোদন করিল, কিন্তু দায়ূদ অধিক রোদন করিল। [৪২] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্কে কহিল, তুমি কুশলে যাও, আমরা তো দুই জন সদাপ্রভুর নামে এই দিব্য করিয়াছি, সদাপ্রভু যুগানুক্রমে আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তী এবং আমার বংশের ও তোমার বংশের মধ্যবর্ত্তী হউন। পরে সে উঠিয়া প্রস্থান করিল, এবং যোনাথন্ নগরে গেল।

২১ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ নোবে অহীমেলক্ যাজকের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাতে অহীমেলক্ কম্পবান হইয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গে কেহ নাই কেন? [২] তাহাতে দায়ূদ্ অহীমেলক্ যাজককে কহিল, রাজা কোন কর্ম্মের ভার দিয়া আমাকে কহিয়াছেন, আমি তোমাকে যে কার্য্যের নিমিত্তে প্রেরণ করিলাম ও যাহা আদেশ করিলাম, তাহার কিছু যেন কেহ না জানে; আর আমি আপন সঙ্গি যুবগণকে অমুক স্থানে আসিতে বলিয়াছি। [৩] এখন তোমার কাছে কি আছে? পাঁচখান রুটী হউক, কিম্বা যাহা হউক, তাহা আমার হাতে দেও। [৪] তাহাতে যাজক দায়ূদ্কে উত্তর করিল, আমার কাছে সাধারণ রুটী নাই, কেবল পবিত্র রুটী আছে; যদিস্যাৎ সেই যুবগণ স্ত্রীহইতেই পৃথক্ হইয়া থাকে, [তবে তাহা দিতে পারি]। [৫] দায়ূদ্ যাজককে উত্তর দিল, কএক দিনাবধি আমাদের হইতে স্ত্রীলোক পৃথক্কৃত হইয়াছে; আমার যাত্রা করণ কালে যুব লোকদের সামগ্রী সকল পবিত্র ছিল; এবং এই যাত্রা করা সাধারণ কর্ম্ম হউক, তথাপি সেই সামগ্রীর গুণে তাহাও অবশ্য অদ্য পবিত্র হয়। [৬] তাহাতে যাজক তাহাকে পবিত্র রুটী দিল; কেননা সেই স্থানে অন্য রুটী ছিল না, কেবল উহা তুলিয়া লইবার দিনে তপ্ত রুটী রাখিবার জন্যে যে দর্শনীয় রুটী সদাপ্রভুর সাক্ষাৎহইতে স্থানান্তরীকৃত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র ছিল।

[৭] ঐ দিনে শৌলের দাসগণের মধ্যে এক জন অর্থাৎ ইদোমীয় দোয়েগ নামে শৌলের প্রধান পশুপালক সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পৃথক্কৃত হইয়া সেই স্থানে ছিল।

[৮] পরে দায়ূদ অহীমেলক্কে কহিল, এই স্থানে তোমার কাছে বড়শা বা খড়্গ কি কিছুই নাই? কেননা রাজার কার্য্যে ত্বরা হওয়াতে আমি আপন খড়্গ বা অস্ত্র সঙ্গে আনি নাই। [৯] তাহাতে যাজক কহিল, এলা তলভূমিতে তুমি যাহাকে বধ করিয়াছিলা, সেই পলেষ্টীয় গলিয়াথের খড়্গ আছে; দেখ, তাহা এফোদের পশ্চাদ্দিগে বস্ত্রে জড়ান আছে; তাহা যদি লইতে চাহ, তবে লও, কেননা তাহা ছাড়া অন্য খড়্গ এ স্থানে নাই। তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, তাহার তুল্য আর নাই; তাহা আমাকে দেও।

[১০] অনন্তর দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের সম্মুখহইতে পলাইয়া সেই দিনে গাতের রাজা আখীশের কাছে গেল। [১১] তাহাতে আখীশের দাসগণ তাহাকে কহিল, ঐ ব্যক্তি কি দেশের রাজা দায়ূদ্ নয়? এবং "শৌল সহস্র সহস্রকে বধ করিল, কিন্তু দায়ূদ্ অযুত অযুতকে বধ করিল," ইহা

কহিয়া লোকেরা নৃত্য করিয়া কি উহার বিষয়ে গান করে না? [12] তখন দায়ূদ্ ঐ কথা মনে রাখিল, এবং গাতের রাজা আখীশ্‌হইতে অতিশয় ভীত হইল, [13] এবং উহাদের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য দেখাইল; সে তাহাদের কাছে থাকিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করত দ্বারের কবাটে আঁচড়িত, ও আপন দাড়ির উপরে লাল ক্ষরিতে দিত। [14] তাহাতে আখীশ্ আপন দাসগণকে কহিল, দেখ, এ ক্ষিপ্ত, ইহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ; ইহাকে আমার নিকটে কেন আনিলা? [15] আমার কি ক্ষিপ্ত লোকদের অভাব আছে, যে তোমরা আমার কাছে ক্ষিপ্তের ব্যবহার করিতে ইহাকে আনিয়াছ? এ ব্যক্তি কি আমার গৃহে আসিবে?

২২ অধ্যায়।

[1] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লম্ গুহাতে আশ্রয় লইল, তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি সমস্ত পিতৃকুল তাহা শুনিয়া সেই স্থানে তাহার নিকটে গেল। [2] এবং ক্লিষ্ট ও ঋণী ও অসন্তুষ্ট লোক সকল তাহার নিকটে একত্র হইল, তাহাতে সে তাহাদের সেনাপতি হইল; এই রূপে প্রায় চারি শত লোক তাহার সঙ্গী হইল।

[3] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে মোয়াব্ দেশস্থ মিস্পীতে যাইয়া মোয়াবের রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, ঈশ্বর আমার প্রতি কি করিবেন, তাহা যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত না হই, তাবৎ আমার পিতামাতাকে তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিতে দিউন। [4] পরে সে তাহাদিগকে মোয়াবের রাজার সাক্ষাতে আনিল; তাহাতে যে পর্য্যন্ত দায়ূদ্ সেই দুর্গম স্থানে থাকিল, তাবৎ তাহারা ঐ রাজার সহিত বাস করিল।

[5] পরে গাদ্ [নামক] ভাববাদী দায়ূদকে কহিল, তুমি আর এই দুর্গম স্থানে থাকিও না, প্রস্থান করিয়া যিহূদা দেশে যাও; তাহাতে দায়ূদ যাত্রা করিয়া হেরৎ বনে উপস্থিত হইল।

[6] অপর দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, ইহা শৌল শুনিতে পাইল। সেই সময়ে শৌল শল্যহস্তে গিবিয়ার গিরিস্থিত এশল বৃক্ষের তলে বসিয়াছিল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে তাহার সমস্ত দাস দণ্ডায়মান ছিল। [7] তাহাতে শৌল চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান আপন দাসগণকে কহিল, হে বিন্যামীনীয় লোকেরা, মনোযোগ কর। যিশয়ের পুত্র কি তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষার উদ্যান দিবে? এবং তোমাদের সকলকে সহস্রপতি ও শতপতি করিবে? [8] এই কারণ তোমরা সকলে কি আমার প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়াছ? এবং যিশয়ের পুত্রের সহিত আমার পুত্র যে নিয়ম করিয়াছে, তাহা [তোমাদের মধ্যে] কেহ আমার কর্ণগোচর করে নাই; এবং আমার পুত্র অদ্যকার মত আমার প্রতিকূলে ঘাঁটি বসাইবার কর্ম্মে আমার দাসকে নিযুক্ত করিয়াছে, ইহাতেও তোমাদের মধ্যে কেহ আমার জন্যে দুঃখিত হইয়া আমাকে তাহা জ্ঞাত করে নাই।

[9] পরে শৌলের দাসগণের অধ্যক্ষরূপে দণ্ডায়মান ঐ ইদোমীয় দোয়েগ্ উত্তর করিল, আমি নোবে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের নিকটে যিশয়ের পুত্রকে যাইতে দেখিয়াছি। [10] সেই ব্যক্তি তাহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, ও তাহাকে খাদ্য দ্রব্য দিল, এবং পলেষ্টীয় গলিয়াথের খড়্গ তাহাকে দিল।

[11] তাহাতে রাজা লোক পাঠাইয়া অহীটূবের পুত্র অহীমেলক্ যাজককে ও তাহার সমস্ত পিতৃকুলকে অর্থাৎ নোবনিবাসি যাজকদিগকে ডাকাইল; পরে তাহারা সকলে রাজার নিকটে আইলে শৌল কহিল, [12] হে অহীটূবের পুত্র, শুন। সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমি উপস্থিত আছি। [13] অনন্তর শৌল তাহাকে কহিল, তুমি ও যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন চক্রান্ত করিলা? তুমি তো অদ্যকার মত আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া ঘাঁটি বসাইবার জন্যে তাহাকে রুটী ও খড়্গ দিলা, এবং তাহার জন্যে ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিলা। [14] তাহাতে অহীমেলক্ রাজাকে উত্তর করিল, আপনকার সমস্ত দাসের মধ্যে কে দায়ূদের তুল্য বিশ্বাস্য? সে তো মহারাজের জামাতা, ও আপনকার গুপ্ত মন্ত্রণা জানিবার অধিকারী, ও আপনকার বাটীতে সম্ভ্রান্ত। [15] আমি কি এই প্রথম বার তাহার জন্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম? তাহা আমাহইতে দূর হউক; মহারাজ আপনকার এই দাসকে ও আমার সমস্ত পিতৃকুলকে এ দোষ দিবেন না, কেননা আপনকার দাস এ বিষয়ের অল্প কি অধিক কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিল না। [16] কিন্তু রাজা কহিল, হে অহীমেলক, তোমাকে ও তোমার সমস্ত পিতৃকুলকে মরিতে হইবে।

[17] পরে রাজা আপন চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান পদাতিকগণকে কহিল, তোমরা ফিরিয়া সদাপ্রভুর এই যাজকগণকে বধ কর; কেননা ইহারাও দায়ূদের সহায় আছে, এবং তাহার পলায়নের কথা জানিয়াও আমার কর্ণগোচর করে নাই। কিন্তু সদাপ্রভুর যাজকদের আক্রমণার্থে হস্ত বিস্তার করিতে রাজার দাসগণ সম্মত হইল না। [18] পরে রাজা দোয়েগ্‌কে কহিল, তুমি ফিরিয়া এই যাজকগণকে আক্রমণ কর। তাহাতে ইদোমীয় দোয়েগ ফিরিয়া যাজকগণকে আক্রমণ করিয়া সেই দিবসে শুক্ল এফোদ্ পরিধায়ি পঁচাশী জনকে বধ করিল। [19] পরে সে খড়্গাধারে যাজকদের নোব্ নামক নগর আঘাত করিল; সে স্ত্রী ও পুরুষ ও বালকও স্তনপায়ি শিশু এবং গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি খড়্গাধারেতে নিহনন করিল।

[20] ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের এক পুত্রমাত্র রক্ষা পাইল; তাহার নাম অবিয়াথর; সে দায়ূদের সমীপে পলাইল। [21] ঐ অবিয়াথর্

দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দিল, শৌল সদাপ্রভুর যাজকগণকে বধ করাইয়াছে। [২২] তাহাতে দায়ূদ্ অবিয়াথরকে কহিল, ইদোমীয় দোয়েগ্ সে স্থানে থাকাতে আমি সেই দিনে বুঝিয়াছিলাম, যে সে অবশ্য শৌলকে সংবাদ দিবে। আমিই তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণির বধের কারন। [২৩] তুমি আমার সহিত থাক, ভীত হইও না; কেননা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা যে করে, সেই তোমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি সুরক্ষিত হইবা।

২৩ অধ্যায়।

[১] পরে পলেষ্টীয়েরা কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সকল মর্দ্দনস্থানের শস্য লুটিতেছে, লোকেরা দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দিল। [২] তখন দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি ঐ পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিতে যাইব? তাহাতে সদাপ্রভু দায়ূদ্‌কে কহিলেন, যাও, সেই পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া কিয়ীলাকে নিস্তার কর। [৩] তাহাতে দায়ূদের লোকেরা তাহাকে কহিল, দেখ, আমাদের এই যিহুদা দেশে থাকা ভয়ের কর্ম্ম, তবে আর বার কি কিয়ীলাতে পলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীদের প্রতিকূলে যাইব? [৪] তখন দায়ূদ্ পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে সদাপ্রভু উত্তর করিলেন, তুমি উঠিয়া কিয়ীলাতে যাও, কেননা আমি পলেষ্টীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পন করিব। [৫] অতএব দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা কিয়ীলাতে যাইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পশুগণকে লইয়া গেল, এবং তাহাদের মধ্যেও মহাহনন করিল; এই রূপে দায়ূদ্ কিয়ীলা নিবাসিদিগকে নিস্তার করিল।

[৬] অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর্ যখন কিয়ীলাতে দায়ূদের নিকটে পলাইয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার হস্তে এক এফোদ ছিল।

[৭] পরে দায়ূদ্ কিয়ীলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া শৌল কহিল, তবে ঈশ্বর তাহাকে নিগ্রহ করিয়া আমার হস্তগত করিলেন, কেননা দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে প্রবেশ করাতে সে অবরুদ্ধ হইল। [৮] পরে দায়ূদ্‌কে ও তাহার লোকদিগকে অবরোধ করিবার জন্যে শৌল যুদ্ধার্থে কিয়ীলাতে যাইতে সমস্ত লোককে ডাকিল।

[৯] পরে শৌল আমার বিরুদ্ধে হিংসার পরামর্শ করিতেছে, ইহা দায়ূদ্ জ্ঞাত হইয়া অবিয়াথর্ যাজককে কহিল, এই স্থানে এফোদ্ আন। [১০] পরে দায়ূদ্ কহিল, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, শৌল কিয়ীলাত আসিয়া আমার নিমিত্তে এই নগর উচ্ছিন্ন করিতে যত্ন করিতেছে, আপনকার দাস আমি ইহা শুনিলাম। [১১] অতএব কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি তাহার হস্তে আমাকে সমপণ করিবে? আপনকার দাস আমি যে রূপ শুনিলাম, সেই রূপ শৌল কি সত্য আসিবে? হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনয় করি, আপন দাসকে তাহা জ্ঞাত করুন। সদাপ্রভু কহিলেন, সে আসিবে। [১২] দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার লোকদিগকে শৌলের হস্তে সমর্পন করিবে; তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, করিবে।

[১৩] তখন দায়ূদ্ ও তাহার প্রায় ছয় শত সঙ্গি লোক উঠিয়া কিয়ীলাহইতে বাহির হইয়া যেখানে সেখানে গেল; পরে দায়ূদ্ কিয়ীলাহইতে স্থানান্তরে গিয়াছে, এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে সে যাইতে নিবৃত্ত হইল। [১৪] অনন্তর দায়ূদ্ প্রান্তরে স্থিত নানা দুরাক্রম স্থানে, বিশেষতঃ সীফ্ প্রান্তরস্থ পর্ব্বতে বাস করিল; তাহাতে শৌল দিন ২ তাহার অন্বেষণ করিল, কিন্তু ঈশ্বর তাহার হস্তে তাহাকে সমর্পন করিলেন না। [১৫] তথাপি শৌল আমার প্রাণনাশের চেষ্টায় বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা দায়ূদ্ বুঝিল। [১৬] তৎকালে দায়ূদ্ সীফ প্রান্তরস্থ বনে থাকাতে শৌলের পুত্র যোনাথন্ উঠিয়া বনে দায়ূদের নিকটে গিয়া ঈশ্বরেতে তাহার হস্ত সবল করিল। [১৭] এবং তাহাকে কহিল, ভয় করিও না, আমার পিতা শৌলের হস্ত তোমাকে [ধরিতে] পাইবে না, এবং তুমি ইস্রায়েলের রাজা হইবা, এবং আমি তোমার দ্বিতীয় হইব, ইহা আমার পিতা শৌলও অবগত আছেন। [১৮] পরে তাহারা দুই জন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিল। অনন্তর দায়ূদ্ বনে থাকিল; কিন্তু যোনাথন্ ঘরে গেল।

[১৯] অপর সীফীয় লোকেরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ কি আমাদের সমীপে যিশীমোনের দক্ষিণদিক্‌স্থ হখীলা পর্ব্বতের বনস্থ নানা দুরাক্রম স্থানে লুকাইয়া থাকে না? [২০] অতএব নামিয়া আসিবার সমস্ত মনোবাঞ্ছানুসারে মহারাজ নামিয়া আইসুন, মহারাজের হস্তে তাহাকে সমর্পন করা আমাদের ভার। [২১] শৌল কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র, কেননা আমার প্রতি কৃপা করিলা। [২২] আমি বিনয় করি, তোমরা যাইয়া আরো অনুসন্ধান কর। তাহার পা রাখিবার স্থান কোথায়? ও সে স্থানে তাহাকে কে দেখিয়াছে? ইহা পরিদর্শন করিয়া বুঝ; কেননা দেখ, লোকে আমাকে বলে, সে অতিশয় চাতুরী জানে। [২৩] অতএব সমস্ত গুপ্ত স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে সে আপনাকে লুকাইতেছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া বুঝ; পরে আমার নিকটে নিশ্চয় সমাচার লইয়া আইস, তাহা করিলে আমি তোমাদের সহিত যাইব; সে যদি দেশে থাকে, তবে আমি যিহুদার যাবতীয় সহস্রের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিব। [২৪] তাহাতে তাহারা উঠিয়া শৌলের অগ্রে সীফে গেল; কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যিশীমোনের দক্ষিণে জঙ্গলভূমিস্থ মায়োন্ প্রান্তরে ছিল। [২৫] পরে শৌল ও তাহার লোকেরা তাহার অন্বেষণে গেল, কিন্তু লোকেরা দায়ূদ্‌কে তাহার সংবাদ দিলে সে শৈল দিয়া নামিয়া মায়োন্

প্রান্তরে রহিল। পরে শৌল তাহা শুনিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ তাড়না করত মায়োন্ প্রান্তরে গমন করিল। [২৬] এবং শৌল পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গেলে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে গেল। অপর দায়ূদ্ শৌলের সম্মুখহইতে স্থানান্তরে যাইতে উৎকণ্ঠিত আছে, এবং তাহাকে ও তাহার লোকদিগকে ধরিবার জন্যে শৌল আপন লোকদের সহকারে তাহাকে বেষ্টন করিতেছে, [২৭] এমন সময়ে এক দূত শৌলের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি শীঘ্র আগমন করুন, কেননা পলেষ্টীয়েরা দেশ আক্রমণ করিল। [২৮] তখন শৌল দায়ূদের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; এই নিমিত্তে সেই স্থানের নাম সেলা-হম্মহলিকোৎ [বিসর্পণের শৈল] হইল। [২৯] পরে দায়ূদ্ তথাহইতে উঠিয়া গিয়া ঐন্গদীস্থ দুরাক্রম স্থানে বাস করিল।

২৪ অধ্যায়।

[১] অপর শৌল পলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে প্রত্যাগমন করিলে লোকে তাহাকে এই সংবাদ দিল, দেখ, দায়ূদ্ ঐন্গদীর প্রান্তরে আছে। [২] তাহাতে শৌল সমস্ত ইস্রায়েল্হইতে মনোনীত তিন সহস্র লোক লইয়া বনচ্ছাগের শৈলোপরি দায়ূদের ও তাহার লোকদের অন্বেষণে গমন করিল। [৩] পথের মধ্যে সে মেষবাথানে উপস্থিত হইল। তথায় এক গুহা থাকাতে শৌল পা ঢাকিবার জন্যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সেই গুহার অন্তর্ভাগে বসিয়াছিল। [৪] অপর দায়ূদের লোকেরা তাহাকে কহিল, দেখ, এ সেই দিবস যাহার বিষয়ে সদাপ্রভু তোমাকে কহিয়াছেন, দেখ, আমিই তোমার শত্রুকে তোমার হস্তগত করিব, তখন তুমি তাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবা। তাহাতে দায়ূদ্ উঠিয়া গুপ্তরূপে শৌলের প্রাবারের অগ্রভাগ কাটিয়া লইল। [৫] কিন্তু শৌলের বস্ত্রাগ্র ছেদন করাতে তৎপরে দায়ূদের অন্তঃকরণ ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল; [৬] তাহাতে সে আপন লোকদিগকে কহিল, সদাপ্রভুর অভিষিক্ত আমার প্রভুর প্রতি এমত কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে হস্ত তুলিতে সদাপ্রভু আমাকে না দিউন্; কেননা সে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত লোক। [৭] এই রূপ কথাদ্বারা দায়ূদ্ আপন লোকদিগকে তর্জ্জন করিল, শৌলের প্রতিকূলে আক্রমণ করিতে দিল না। পরে শৌল গুহাহইতে নির্গত হইয়া আপন পথে গমন করিল।

[৮] কিঞ্চিৎ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া গুহাহইতে নির্গত হইয়া, হে আমার প্রভো মহারাজ, ইহা বলিয়া শৌলকে ডাকিল; তাহাতে শৌল পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলে দায়ূদ্ মস্তক নমন পূর্ব্বক ভূমিতে প্রণিপাত করিল। [৯] এবং দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, দেখুন, দায়ূদ্ আপনকার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, মনুষ্যদের এমত কথা আপনি কেন শুনেন? [১০] দেখুন, আপনি অদ্য চাক্ষুষ দেখিতেছেন, অদ্য এই গুহার মধ্যে সদাপ্রভু আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং কেহ আপনাকে বধ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, কিন্তু আমি আপনকার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিয়া কহিলাম, আপন প্রভুর প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিব না, কেননা তিনি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত লোক। [১১] হে আমার পিতঃ, দেখুন; হাঁ, আমার হস্তে আপনকার প্রাবারের এই অঞ্চলখানি দেখুন; কেননা আমি আপনকার প্রাবারের অগ্রভাগ কাটিয়া লইয়াছি, তথাপি আপনাকে বধ করি নাই; ইহাতে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমি হিংসাতে কি অধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই, এবং আপনকার প্রতিকূলে পাপ করি নাই; তথাপি আপনি আমার প্রাণ হরণ করিবার জন্যে মৃগয়া করিতেছেন। [১২] সদাপ্রভু আমার ও আপনকার মধ্যে বিচার করিয়া আপনকার কৃত অন্যায়হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু আমার হস্ত আপনকার প্রতিকূল হইবে না। [১৩] প্রাচীনদের প্রবাদে বলে, যথা, "দুষ্টদেরই হইতে দুষ্টতা জন্মে," সুতরাং আমার হস্ত আপনকার প্রতিকূল হইবে না। [১৪] ইস্রায়েলের রাজা কাহার পশ্চাৎ বাহির হইয়া আসিয়াছেন? আপনি কাহার পশ্চাৎ তাড়না করিতেছেন? কি মৃত কুক্কুরের? বা একটী পিশুর? [১৫] কিন্তু সদাপ্রভু বিচারকর্ত্তা হইবেন, তিনি আমার ও আপনকার মধ্যে বিচার করিবেন; অতএব তিনি দৃষ্টিপাত করণ পূর্ব্বক আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করুন, এবং আপনকার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা করুন।

[১৬] দায়ূদ্ শৌলের প্রতি এই সকল কথা সাঙ্গ করিলে শৌল জিজ্ঞাসা করিল, হে আমার বৎস দায়ূদ, এ কি তোমার স্বর? ইহা কহিয়া শৌল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। [১৭] পরে দায়ূদকে কহিল, আমা অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক, কেননা তুমি আমার মঙ্গল করিলা, কিন্তু আমি তোমার অমঙ্গল করিলাম। [১৮] সদাপ্রভু আমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলেও তুমি আমাকে বধ কর নাই; ইহাতে তুমি আমার প্রতি মঙ্গল ব্যবহার করিতেছ, তাহা অদ্য আমাকে দেখাইলা। [১৯] কেননা মনুষ্য আপন শত্রুকে পাইলে কি তাহাকে মঙ্গলের পথে যাইতে দেয়? অদ্য তুমি আমার প্রতি যাহা করিলা, তাহার প্রতিফলার্থে সদাপ্রভু তোমার মঙ্গল করুন। [২০] এখন দেখ, আমি জানি, তুমি অবশ্য রাজা হইবা, ও ইস্রায়েলের রাজ্য তোমার হস্তে স্থির থাকিবে। [২১] অতএব এখন সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিয়া আমার কাছে [এই প্রতিজ্ঞা কর], যে তুমি আমার পরে আমার বংশ উচ্ছিন্ন করিবা না, ও আমার পিতৃকুলহইতে আমার নাম লোপ করিবা না। [২২] তাহাতে দায়ূদ্ শৌলের নিকটে দিব্য করিল; পরে শৌল আপন বাটীতে গেল, এবং

দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে আরোহণ করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ পরে শমূয়েল্ মরিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল একত্র হইয়া তাহার জন্যে শোক করিল, এবং রামাস্থিত তাহার বাটীতে তাহার কবর দিল। পরে দায়ূদ্ উঠিয়া পারণ প্রান্তরে গমন করিল।

২ তৎকালে কর্ম্মিলে সংস্থান বিশিষ্ট এক ব্যক্তি মায়োনে ছিল; সে অতি বড় মানুষ; তাহার তিন সহস্র মেষ ও এক সহস্র ছাগী ছিল। সেই ব্যক্তি আপন মেষাদির লোমচ্ছেদন কালে কর্ম্মিলে ছিল। ৩ সেই পুরুষের নাম নাবল্ ও তাহার স্ত্রীর নাম অবীগল্; ঐ স্ত্রী উত্তম বুদ্ধিমতী ও সুবদনা, কিন্তু ঐ পুরুষ কঠিন ও দুর্বৃত্ত এবং কালেবের বংশজাত ছিল।

৪ অপর নাবল্ আপন মেষের লোমচ্ছেদন করাইতেছে, এই কথা প্রান্তরমধ্যে শুনিয়া ৫ দায়ূদ্ দশ জন যুবাকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কর্ম্মিলে উঠিয়া নাবলের নিকটে গমন কর, এবং আমার নাম করিয়া তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ৬ তাহাকে এই কথা কহ, চিরজীবী হউন; আপনকার মঙ্গল, ও আপনকার বাটীর মঙ্গল, ও আপনকার সর্ব্বস্বের মঙ্গল হউক। ৭ আমি শুনিলাম আপনকার ঐ স্থানে লোমচ্ছেদক হইয়াছে; এখন নিবেদন এই; আপনকার মেষপালকগণ আমাদের সহিত ছিল, আমরা তাহাদের অপকার করি নাই; এবং যাবৎ তাহারা কর্ম্মিলে ছিল, তাবৎ তাহাদের কিছু হারায় নাই। ৮ আপনকার যুবদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা আপনাকে বলিবে; অতএব এই যুবগণের প্রতি আপনকার অনুগ্রহদৃষ্টি হউক, কেননা আমরা শুভ দিবসে আইলাম। আমরা বিনয় করি, আপন দাসদিগকে ও আপন পুত্র দায়ূদ্কে আপনকার সঙ্গত্যনুযায়ি দান করুন।

৯ তখন দায়ূদের যুবগণ যাইয়া দায়ূদের নাম করিয়া নাবল্কে সেই সকল কথা কহিল। ১০ তাহারা ক্ষান্ত হইলে পর নাবল্ উত্তর করিয়া দায়ূদের দাসদিগকে কহিল, দায়ূদ্ কে? ও যিশয়ের পুত্র কে? এই সময়ে অনেক দাস আপন ২ প্রভু হইতে পৃথক্ হইয়া বেড়াইতেছে। ১১ আমি কি আপনার রুটী ও জল ও আপন লোমচ্ছেদকদের জন্যে হত পশুদের মাংস লইয়া অজ্ঞাত কোথাকার লোকদিগকে দিব? ১২ তাহাতে দায়ূদের যুবগণ মুখ ফিরাইয়া আপনাদের পথে চলিয়া গেল, এবং তাহার নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ সমস্ত কথার সংবাদ তাহাকে দিল। ১৩ তখন দায়ূদ্ আপন লোকদিগকে কহিল, প্রত্যেক জন খড়্গ বাঁধ। তাহাতে তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ খড়্গ বাঁধিল, এবং দায়ূদ্ও আপন খড়্গ বাঁধিল। পরে দায়ূদের সহিত প্রায় চারি শত লোক গেল, এবং সামগ্রী রক্ষার্থে দুই শত লোক রহিল।

১৪ ইতিমধ্যে যুবদাসদের এক জন নাবলের ভার্য্যা অবীগল্কে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখুন, দায়ূদ্ আমাদের কর্ত্তাকে মঙ্গলবাদ করিতে প্রান্তর হইতে দূতগণকে পাঠাইল, তাহাতে আমাদের কর্ত্তা রাগে তাহাদিগকে তাড়না করিল। ১৫ কিন্তু সেই লোকেরা আমাদের বড় উপকারী ছিল; যখন আমরা প্রান্তরে ছিলাম, তখন যাবৎ কাল তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম, তাবৎ আমাদের অপকার হয় নাই ও কিছু হারায় নাই। ১৬ আমরা যত কাল তাহাদের সমীপে থাকিয়া মেষ রক্ষা করিতেছিলাম, তাবৎ তাহারা দিবারাত্রি আমাদের চতুর্দ্দিগে প্রাচীরস্বরূপ ছিল। ১৭ অতএব এখন আপনকার কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিয়া বুঝুন, কেননা আমাদের কর্ত্তার ও তাহার সমস্ত কুলের অমঙ্গল স্থির হইয়াছে; কিন্তু সে এমত পাপাধমের সন্তান, যে তাহাকেই কোন কথা কহিতে পারা যায় না।

১৮ তাহাতে অবীগল্ শীঘ্র দুই শত রুটী ও দুই কুপা দ্রাক্ষারস ও পাঁচটা প্রস্তুত মেষ ও পাঁচ কাঠা ভাজা শস্য ও এক শত গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল ও দুই শত ডুমুরচাক লইয়া গর্দ্দভদের উপরে চাপাইল। ১৯ এবং আপন ভৃত্যদিগকে কহিল, তোমরা আমার অগ্রে ২ চল, দেখ, আমি তোমাদের পশ্চাৎ ২ যাইতেছি। কিন্তু ইহা সে আপন স্বামি নাবল্কে জ্ঞাত করিল না। ২০ পরে সে গর্দ্দভারূঢ়া হইয়া পর্ব্বতের অন্তরালে নামিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে দেখ, দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সম্মুখে নামিয়া আইল, তাহাতে সে তাহাদের সহিত মিলিল। ২১ পূর্ব্বে দায়ূদ্ কহিয়াছিল, উহার প্রান্তরস্থিত সমস্ত বস্তু আমি রক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার যাবতীয় দ্রব্যের কিছু হারায় নাই, এই কর্ম্ম নিতান্ত বৃথা হইল; সে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিল। ২২ যদি আমি তাহার পুরুষদের মধ্যে এক জনকেও রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রাখি, তবে ঈশ্বর দায়ূদের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ২৩ পরে অবীগল্ দায়ূদ্কে দেখিবামাত্র গর্দ্দভহইতে শীঘ্র নামিয়া দায়ূদের সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিল। ২৪ এবং তাহার চরণে পড়িয়া কহিল, হে আমার প্রভো, আমার উপরে, আমারই উপরে এই অপরাধ বর্ত্তুক। আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীকে আপনকার কর্ণগোচরে কথা কহিবার অনুমতি দিউন; আপনকার দাসীর বাক্যে অবধান করুন। ২৫ আমি বিনয় করি, আপনি সেই পাপাধম লোককে অর্থাৎ নাবল্কে মনে ২ গণ্য করিবেন না; বস্তুতঃ যেমন তাহার নাম, তেমনি সে। নাবল্ [মূর্খ] তাহার নাম, ও মূর্খতা তাহার অন্তরে। কিন্তু আপনকার এই দাসী মৎপ্রভুর প্রেরিত যুবদিগকে দেখে নাই। ২৬ তথাপি, হে আমার প্রভো, আমি

জীবৎ সদাপ্রভুকে ও আপনকার জীবৎ প্রাণকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, সদাপ্রভুই আপনাকে বারণ করিলেন, রক্তপাতে লিপ্ত হইতে ও নিজ হস্তদ্বারা আত্মপ্রতীকার করিতে [দিলেন না]; কিন্তু আপনকার শত্রুগণ ও মৎপ্রভুর অনিষ্ট চেষ্টাকারিগণ নাবলের তুল্য হউক। ২৭ এখন আপনকার দাসী এই যে আশীর্ব্বাদি দান আপনকার নিমিত্তে আনিল, ইহা আপনকার পশ্চাদ্গামি যুবদিগকে বিতরণ করা যাউক। ২৮ আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীর অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা সদাপ্রভু আমার প্রভুর কুল স্থির করিবেন; কারণ সদাপ্রভুরই জন্যে আমার প্রভু সংগ্রাম করিতেছেন, এবং যাবজ্জীবন আপনাতে কোন অনিষ্ট দেখা যাইবে না। ২৯ মনুষ্য উঠিয়া আপনকার তাড়না ও প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেও আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আমার প্রভুর প্রাণ জীবনরূপ বোচকাতে বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আপনকার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙ্গার জালে দিয়া নিক্ষেপ করিবেন। ৩০ সদাপ্রভু আমার প্রভুর বিষয়ে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহা যখন সফল করিয়া আপনাকে ইস্রায়েলের রাজত্বে নিযুক্ত করিবেন, ৩১ তখন অকারণে রক্তপাত করণ কিম্বা আপনি আত্মপ্রতীকার করণহইতে আমার প্রভুর বিঘ্ন কি হৃদয়ের ব্যাহতি জন্মিবে না। কিন্তু যখন সদাপ্রভু আমার প্রভুর মঙ্গল করিবেন, তখন আপনকার এই দাসীকে স্মরণ করিবেন।

৩২ পরে দায়ূদ্ অবীগল্কে কহিল, অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু ধন্য। ৩৩ এবং তোমার সুবিচার ধন্য, এবং তুমিও ধন্যা; কারণ তুমি রক্তপাতে লিপ্ত হওন ও নিজ হস্তদ্বারা আত্মপ্রতীকার করণহইতে আমাকে নিবৃত্ত করিলা। ৩৪ তোমার হিংসা করিতে যিনি আমাকে বারণ করিয়াছেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, আমার প্রত্যুদ্গমন করিতে যদি তুমি শীঘ্র না আসিতা, তবে নাবলের সম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে এক জনও প্রভাত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিত না। ৩৫ পরে দায়ূদ্ আপনার জন্যে আনীত ঐ সকল দ্রব্য তাহার হস্তহইতে গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কুশলে ঘরে যাও; দেখ, আমি তোমার বাক্যে অবধান করিয়া তোমাকে গ্রাহ্য করিলাম।

৩৬ পরে যখন অবীগল্ নাবলের নিকটে আইল, তখন দেখ, রাজভোজের মত তাহার গৃহে ভোজ হইতেছিল, এবং নাবল্ প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অতিশয় মত্ত ছিল: অতএব অবীগল রাত্রিপ্রভাতের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের অল্প কি অধিক কিছুই তাহাকে কহিল না। ৩৭ পরে প্রাতঃকালে নাবলের মত্ততা ঘুচিলে তাহার ভার্য্যা তাহাকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল; তখন অন্তরে তাহার হৃদয় মরিয়া গেল, এবং সে প্রস্তরবৎ হইল। ৩৮ এবং তাহার ন্যূনাধিক দশ দিন পরে সদাপ্রভু নাবলকে আঘাত করিলে সে মরিল।

৩৯ পরে নাবল্ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া দায়ূদ্ কহিল, ধন্য সদাপ্রভু, যেহেতুক তিনি নাবল্হইতে আমার কলঙ্ক বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করিলেন, এবং আপন দাসকে দুষ্ক্রিয়াহইতে রক্ষা করিলেন; এবং নাবলের যে দুষ্টতা ছিল, সদাপ্রভুই তাহার প্রতিফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইলেন। পরে দায়ূদ্ লোক পাঠাইয়া অবীগল্কে বিবাহ করণের প্রস্তাব তাহাকে জানাইল। ৪০ ফলতঃ দায়ূদের দাসগণ কর্ম্মিলে অবীগলের নিকটে যাইয়া তাহাকে কহিল, দায়ূদ্ আপনাকে বিবাহ করণার্থে লইতে আপনকার নিকটে আমাদিগকে পাঠাইলেন। ৪১ তাহাতে সে উঠিয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেখুন, আপনকার এই দাসী আমার প্রভুর দাসদের পাদপ্রক্ষালিকা দাসীও হউক। ৪২ পরে অবীগল্ শীঘ্র উঠিয়া গর্দ্দভারোহণ করিয়া আপন পাঁচ জন অনুচারিণীর সহিত দায়ূদের দূতগণের পশ্চাৎ গেল, এবং দায়ূদের ভার্য্যা হইল। ৪৩ আর দায়ূদ্ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্কেও বিবাহ করিল; তাহাতে এই উভয় জনই তাহার ভার্য্যা হইল। ৪৪ কিন্তু শৌল মীখল্ নামে আপন কন্যা দায়ূদের ভার্য্যাকে [লইয়া] গল্লীম্নিবাসি লয়িশের পুত্র পল্টিকে দিয়াছিল।

২৬ অধ্যায়।

১ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে গিয়া কহিল, দায়ূদ্ কি যিশীমোনের সম্মুখে হখীলা পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকে না? ২ তাহাতে সীফ প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণার্থে শৌল উঠিয়া ইস্রায়েলের তিন সহস্র মনোনীত লোককে সঙ্গে লইয়া সীফ প্রান্তরে গেল। ৩ পরে শৌল পথের পার্শ্বে যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। ঐ সময়ে দায়ূদ্ প্রান্তরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; কিন্তু শৌল আমার পশ্চাৎ প্রান্তরে আসিতেছে, ৪ ইহা টের পাওয়াতে দায়ূদ্ চরগণকে প্রেরণ করিয়া, শৌল নিশ্চয় আসিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইল।

৫ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের শিবিরস্থানের নিকটে আসিয়া শৌলের ও তাহার সেনাপতি নেরের পুত্র অব্নেরের শয়নস্থান নিরীক্ষণ করিল; শৌল শকটব্যূহমধ্যে শয়নে ছিল, এবং সৈন্যেরা তাহার চতুর্দ্দিগে সন্নিবেশিত ছিল। ৬ পরে দায়ূদ্ কথা আরম্ভ করিয়া হিত্তীয় অহীমেলক্কে ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয়কে বলিল, ঐ শিবিরে শৌলের নিকটে আমার সঙ্গে কে নামিয়া যাইবে? তাহাতে অবীশয় কহিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। ৭ পরে রাত্রিকালে দায়ূদ্ ও অবীশয় লোকদের নিকটে আসিয়া দেখিল, শৌল শকটব্যূহের মধ্যে নিদ্রিত ও তাহার শিয়রের নিকটে তাহার বড়শা ভূমিতে পোঁতা, এবং চতুর্দ্দিগে অব্নের ও

সমস্ত সৈন্য শয়নে আছে। [৮] তখন অবীশয় দায়ূদ্‌কে কহিল, অদ্য ঈশ্বর আপনকার শত্রুকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব এখন বড়শাদ্বারা উহাকে একেবারে ভূমির সহিত গাঁথিবার অনুমতি দিউন, আমি উহাকে দুই বার আঘাত করিব না। [৯] কিন্তু দায়ূদ্‌ অবীশয়কে কহিল, উহাকে বিনষ্ট করিও না; কেননা সদাপ্রভুর অভিষিক্তের প্রতিকূলে কে হস্ত বিস্তার করিয়া নির্দ্দোষ হইতে পারে? [১০] দায়ূদ্‌ আরো কহিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, সদাপ্রভু তাহাকে আঘাত করিবেন, কিম্বা তাহার অন্তিম দিন উপস্থিত হইলে সে মরিবে, কিম্বা সে সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া হত হইবে। [১১] কিন্তু আমি যে সদাপ্রভুর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করি, সদাপ্রভু এমত না করুন; অতএব তুমি এক বার গিয়া উহার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের ভাণ্ড তুলিয়া লইয়া আইস; পরে আমরা চলিয়া যাইব। [১২] অনন্তর দায়ূদ্‌ শৌলের শিয়রহইতে তাহার বড়শা ও জলের ভাণ্ড লইল; পরে তাহারা চলিয়া গেল; কিন্তু কেহ তাহা দেখিল না ও জানিল না, ও কেহ জাগ্রৎ হইল না, কেননা সকলে নিদ্রিত ছিল; কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগাধ নিদ্রাতে মগ্ন করিয়াছিলেন।

[১৩] পরে দায়ূদ্‌ ওপারে গিয়া অন্য পর্ব্বতের শৃঙ্গে দূরে দাঁড়াইল; তাহাদের মধ্যে অনেক স্থান ব্যবধান ছিল। [১৪] তখন দায়ূদ্‌ সৈন্যদিগকে ও নেরের পুত্র অব্‌নেরকে ডাকিয়া কহিল, হে অব্‌নের্‌, তুমি কি উত্তর দিবা না? তাহাতে অব্‌নের্‌ উত্তর করিল, রাজার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছ তুমি কে? [১৫] পরে দায়ূদ্‌ অব্‌নেরকে কহিল, তুমি কি বীর নহ? এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তোমার তুল্য কে? তবে তুমি আপন প্রভু রাজাকে কেন রক্ষা করিলা না? দেখ, তোমার প্রভু রাজাকে বিনষ্ট করিতে লোকদের মধ্যে এক জন প্রবিষ্ট হইল। [১৬] ইহাতে তুমি ভাল কর্ম্ম কর নাই। আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, তোমরা প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র, কেননা সদাপ্রভুর অভিষিক্ত তোমাদের প্রভুকে রক্ষা কর নাই। তুমি এক বার দেখ, রাজার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা ও জলের ভাণ্ড কোথায়? [১৭] তখন শৌল দায়ূদের স্বর বুঝিয়া কহিল, হে আমার বৎস দায়ূদ্‌, এ কি তোমার স্বর? তাহাতে দায়ূদ্‌ কহিল, হাঁ প্রভো মহারাজ, আমার স্বর বটে। [১৮] সে আরো কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার দাসের পশ্চাৎ ২ কেন ধাবমান হন? আমি কি করিলাম? ও আমার হস্তে বা অনিষ্ট কি? [১৯] বিনয় করি, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপন দাসের কথা শুনুন; যদি সদাপ্রভু আমার বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি নৈবেদ্যের সৌরভ গ্রহণ করুন; কিন্তু যদি মনুষ্যসন্তানেরা করিয়া থাকে, তবে তাহারা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অভিশপ্ত হউক; কেননা অদ্য আমাকে তাড়াইয়া দিয়া সদাপ্রভুর অধিকারভুক্ত হইতে বারণ করাতে তাহারা বলিতেছে, তুমি যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা কর। [২০] অতএব এখন আমার রক্ত সদাপ্রভুর অসাক্ষাতে মৃত্তিকাতে পতিত না হউক। বস্তুতঃ পর্ব্বতে তিতির পক্ষির পশ্চাৎ ধাবমান [ব্যাধের] ন্যায় ইস্রায়েলের রাজা একটী পিশুর অন্বেষণে বাহিরে আসিয়াছেন।

[২১] তাহাতে শৌল কহিল, আমি পাপ করিলাম; হে আমার বৎস দায়ূদ্‌, ফিরিয়া আইস; আমি তোমার হিংসা আর করিব না, কেননা অদ্য আমার প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে মহামূল্য ছিল। দেখ, আমি বাতুলের কর্ম্ম করিলাম, ও বড় ভ্রান্ত হইলাম। [২২] অনন্তর দায়ূদ্‌ উত্তর করিল, এই দেখ রাজার বড়শা; কোন যুবা পার হইয়া আসিয়া ইহা লইয়া যাউক। [২৩] সদাপ্রভু প্রত্যেক জনকে তাহার ধার্ম্মিকতা ও বিশ্বস্ততানুযায়ি ফল দিউন; সদাপ্রভু অদ্য আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সদাপ্রভুর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিতে সম্মত হইলাম না। [২৪] অতএব দেখুন, অদ্য যেমন আমার সাক্ষাতে আপনকার প্রাণ মহামূল্য হইল, তেমনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আমার প্রাণ মহামূল্য; এবং তিনি সমস্ত সঙ্কটহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। [২৫] পরে শৌল দায়ূদকে কহিল, হে আমার বৎস দায়ূদ্‌, তুমি ধন্য; তুমি অবশ্য মহৎ কর্ম্ম করিবা, এবং কৃতকার্য্যও হইবা। পরে দায়ূদ্‌ আপন পথে চলিয়া গেল, এবং শৌল স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

২৭ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্‌ মনে ২ কহিল, ইহার মধ্যে কোন দিন আমি শৌলের হস্তে বিনষ্ট হইব। পলেষ্টীয়দের দেশে পলায়ন ব্যতিরেকে আমার আর গতি নাই; তথায় গেলে শৌল ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে আমার অন্বেষণ করিতে ক্ষান্ত হইবে, এবং আমি তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইব। [২] অতএব দায়ূদ্‌ উঠিয়া আপনার ছয় শত সঙ্গি লোককে লইয়া মায়োকের পুত্র আখীশ নামক গাতের রাজার নিকটে গেল। [৩] এবং দায়ূদ্‌ ও তাহার লোকেরা আপন ২ পরিবারশুদ্ধ গাতে আখীশের নিকটে বাস করিল, বিশেষতঃ দায়ূদ ও তাহার দুই ভার্য্যা, অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্‌ ও মৃত নাবলের ভার্য্যা কর্ম্মিলীয়া অবীগল তথায় বাস করিল। [৪] পরে দায়ূদ্‌ পলাইয়া গাতে গিয়াছে, এই সংবাদ শৌলের কর্ণগোচর হইলে সে আর তাহার অন্বেষণ করিল না।

[৫] অনন্তর দায়ূদ্‌ আখীশ্‌কে কহিল, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে জনপদের কোন নগরে আমাকে স্থান দিউন, আমি তথায় বাস করিব; আপনকার এই দাস আপনকার সহিত রাজধানীতে কেন বসতি করিবে?

৬ তাহাতে আখীশ্ ঐ দিনে সিক্লগ্ নগর তাহাকে দিল; এই কারণ অদ্যাপি সিক্লগ্ যিহূদার রাজাদের নিজস্ব আছে।

৭ পলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের অবস্থিতিকালের সংখ্যা এক বৎসর চারি মাস। ৮ ঐ সময়ে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যাইয়া গশূরীয় ও গিষরীয় ও অমালেকীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিত, কেননা শূরের সন্নিকট ও মিসর্ পর্য্যন্ত যে দেশ তন্মধ্যে প্রাক্কালে সেই লোকেরা বাস করিত। ৯ আর দায়ূদ্ সেই দেশস্থদিগকে বধ করিত, তাহাদের পুরুষ কি স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিত না, মেষ গোরু গর্দ্দভ উষ্ট্র বস্ত্রাদি লুট করিত, পরে আখীশের নিকটে ফিরিয়া আসিত। ১০ আর অদ্য তোমরা কি কোথায় চড়াউ হইলা? আখীশ্ ইহা জিজ্ঞাসিলে দায়ূদ্ কহিত, যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলে, কিম্বা যিরহমেলীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে, কিম্বা কেনীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে। ১১ কিন্তু দায়ূদ্ এই প্রকার কর্ম্ম করে, আমাদের বিপক্ষে এমত সংবাদ কেহ না দিউক বলিয়া দায়ূদ্ কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে গাতে আনীত হওনার্থে জীবিত রাখিত না। সে যাবৎ পলেষ্টীয়দের দেশে বাস করিল, তাবৎ ঐ প্রকার ব্যবহার করিল। ১২ তথাপি দায়ূদ্ নিজ জাতি ইস্রায়েলের নিকটে আপনাকে ঘৃণাস্পদ করিয়াছে, অতএব সে নিত্য আমার দাস থাকিবে, ইহা বলিয়া আখীশ্ দায়ূদে বিশ্বাস করিত।

২৮ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে পলেষ্টীয় লোকেরা ইস্রায়েলের সহিত সঙ্গ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদের সৈন্যসামন্ত যুদ্ধযাত্রার্থে সংগ্রহ করিল। অতএব আখীশ্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তোমাকে ও তোমার লোকদিগকে সৈন্যসামন্তভুক্ত হইয়া আমার সহিত যাইতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জান। ২ তাহাতে দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, ভাল, আপনকার এই দাস কি করিতে পারে, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন। আখীশ দায়ূদকে কহিল, ভাল, আমি তোমাকে যাবজ্জীবন আমার মস্তকরক্ষক করিয়া নিযুক্ত করিব।

৩ তখন শমূয়েল মরিয়া গিয়াছিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ তাহার জন্যে শোক করিয়াছিল, ও রামৎ নামে তাহার আপন নগরে তাহাকে কবর দিয়াছিল। এবং শৌল ভূতুড়িয়া ও গুণি লোকদিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছিল।

৪ পরে পলেষ্টীয়েরা একত্র হইয়া আসিয়া শূনেমে শিবির স্থাপন করিল, এবং শৌল সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে একত্র করিয়া গিল্‌বোয়ে শিবির স্থাপন করিল। ৫ কিন্তু শৌল পলেষ্টীয়দের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইল, ও তাহার অতিশয় হৃৎকম্প হইল। ৬ তাহাতে শৌল সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সদাপ্রভু তাহাকে উত্তর দিলেন না; তিনি না স্বপ্নদ্বারা, না ঊরীমদ্বারা, না ভাববাদিগণ দ্বারা [উত্তর দিলেন]।

৭ তখন শৌল আপন দাসগণকে কহিল, তোমরা আমার জন্যে কোন ভূতুড়িয়া স্ত্রীর অন্বেষণ কর; আমি তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব। পরে তাহার দাসগণ কহিল, দেখুন, ঐন্‌দোরে এক ভূতুড়িয়া স্ত্রী আছে। ৮ তাহাতে শৌল অন্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দুই জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি এক বার আমার জন্যে ভৌতিক বিদ্যাদ্বারা মন্ত্র পড়িয়া, যাহার নাম আমি তোমাকে বলিব, তাহাকে উঠাইয়া আন। ৯ তাহাতে সে স্ত্রী তাহাকে কহিল, দেখ, শৌল যাহা করিয়াছে, অর্থাৎ সে যে ভূতুড়িয়াদিগকে ও গুণিদিগকে দেশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; অতএব আমাকে বধ করিতে আমার প্রাণের বিরুদ্ধে কেন ফাঁদ পাতিতেছ? ১০ তাহাতে শৌল সদাপ্রভুর নাম লইয়া তাহার কাছে দিব্য করিয়া কহিল, সদাপ্রভু যদি জীবৎ হন, তবে ইহাতে তোমার প্রতি দোষ বর্ত্তিবে না। ১১ তখন সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আমি তোমার কাছে কাহাকে উঠাইয়া আনিব? তাহাতে সে কহিল, শমূয়েল্‌কে উঠাইয়া আন। ১২ পরে সে স্ত্রী শমূয়েল্‌কে দেখিতে পাইল; [দেখিয়া] উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত শৌলকে কহিল, আপনি কেন আমাকে প্রতারণা করিলেন? আপনি শৌল। ১৩ রাজা তাহাকে কহিল, ভয় নাই; কিন্তু তুমি কি দেখিলা? সে স্ত্রী শৌলকে কহিল, অমরকে ভূমিহইতে উঠিতে দেখিলাম। ১৪ শৌল জিজ্ঞাসিল, তাঁহার রূপ কেমন? সে কহিল, এক জন বৃদ্ধ উঠিতেছেন, তিনি প্রাবারে আচ্ছন্ন। তাহাতে তিনি শমূয়েল্, ইহা বুঝিয়া শৌল মস্তক নমন পূর্ব্বক ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণিপাত করিল।

১৫ অপর শমূয়েল্ শৌলকে জিজ্ঞাসিল, কি জন্যে আমাকে উঠাইয়া ব্যামোহ দিলা? তাহাতে শৌল কহিল, আমার মহাসঙ্কট হইল, একে পলেষ্টীয়েরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে ঈশ্বরও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, কি ভাববাদিগণদ্বারা, কি স্বপ্নদ্বারা আমাকে আর উত্তর দেন না; অতএব আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে জানাইবার নিমিত্তে আপনাকে ডাকাইলাম। ১৬ শমূয়েল্ কহিল, যদি সদাপ্রভু তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার অরি হইয়া থাকেন, তবে আবার আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? ১৭ সদাপ্রভু তো আমাদ্বারা যে রূপ কহিয়াছিলেন, সেই রূপ করিলেন; ফলতঃ সদাপ্রভু তোমার হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমার প্রতিবাসি দায়ূদ্‌কে দিলেন। ১৮ যেহেতুক তুমি সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর নাই, এবং অমালেকের প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড কোপ সফল কর নাই, এই হেতু অদ্য সদাপ্রভু তোমার প্রতি এ কর্ম্ম করিলেন। ১৯ এবং সদাপ্রভু তোমার সহিত ইস্রা-

য়েলকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন; পরন্তু কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী হইবা; এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সৈন্যসামন্তকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ২০ তাহাতে শৌল তৎক্ষণাৎ মৃত্তিকাতে লম্বমান হইয়া পড়িল; কেননা শমূয়েলের বাক্যে সে বড় ভীত হইল, এবং গত সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকাতে সে নিঃশক্তি হইয়াছিল। ২১ পরে ঐ স্ত্রী শৌলের নিকটে আসিয়া তাহাকে অতিশয় বিহ্বল দেখিয়া কহিল, দেখুন, আপনকার দাসী এই আমি আপনকার বাক্য মানিয়া প্রাণ হাতে করিয়া আপনকার বাক্যে অবধান করিলাম। ২২ অতএব বিনয় করি, এখন আপনিও এই দাসীর বাক্যে কর্ণ দিউন; আমি আপনকার সম্মুখে কিঞ্চিৎ খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন, তাহাতে পথগমন সময়ে কিঞ্চিৎ শক্তি পাইবেন। ২৩ কিন্তু সে অসম্মত হইয়া কহিল, আমি ভোজন করিব না; তথাচ তাহার দাসগণ ও ঐ স্ত্রী আগ্রহ পূর্ব্বক বিনয় করিলে সে তাহাদের বাক্য মানিয়া ভূমিহইতে উঠিয়া খট্টায় বসিল। ২৪ তখন সে স্ত্রীর গৃহে একটা পুষ্ট গোবৎস থাকাতে সে তাহা শীঘ্র মারিল, এবং সূজী লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাড়ীশূন্য রুটী প্রস্তুত করিল। ২৫ পরে শৌলের ও তাহার দাসগণের সম্মুখে তাহা আনিল, তাহাতে তাহারা ভোজন করিল; পরে সেই রাত্রিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

২৯ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে পলেষ্টীয়েরা আপনাদের সৈন্যসামন্ত অফেকে একত্র করিল, এবং ইস্রায়েল্ লোকেরা যিষ্রিয়েলস্থ উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিল। ২ পরে যখন পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষেরা শতসংখ্য ও সহস্রসংখ্য সৈন্য লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল, তখন সকলের শেষে আখীশের সহিত দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা অগ্রসর হইল। ৩ তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ জিজ্ঞাসা করিল, এই ইব্রি লোকেরা [এই স্থানে] কি [করে]? আখীশ্ পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে উত্তর করিল, সেই ব্যক্তি কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের দাস দায়ূদ্ নয়? সে কত দিন ও কত বৎসর আমার সঙ্গে বাস করিতেছে; এবং যে দিবসাবধি আমার পক্ষ হইয়াছে, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন ত্রুটি দেখি নাই। ৪ তাহাতে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইল; এবং পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহাকে কহিল, তুমি উহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেও; সে তোমার নিরূপিত আপন স্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদের সহিত যুদ্ধে না আইসুক, পাছে সে যুদ্ধে আমাদের শত্রু হয়; কেননা এই মনুষ্যদের মুণ্ড ছাড়া আর কিসেতে সে আপন কর্ত্তাকে প্রসন্ন করিবে? ৫ ও কি সেই দায়ূদ্ নয়, যাহার বিষয়ে লোকেরা নৃত্য করত এই রূপ গান করে, শৌল সহস্র সহস্রকে, কিন্তু দায়ূদ্ অযুত অযুতকে বধ করিল? ৬ তখন আখীশ্ দায়ূদ্‌কে ডাকাইয়া কহিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, তুমি সরল লোক, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সহিত তোমার গমনাগমন আমার দৃষ্টিতে ভাল, কেননা তোমার আগমন দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার কোন দোষ পাই নাই, তথাচ অধ্যক্ষগণের দৃষ্টিতে তুমি ভাল নহ। ৭ অতএব এখন কুশলে ফিরিয়া যাও, পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহা করিও না। ৮ তখন দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, কিন্তু আমি কি করিলাম? যদবধি আপনকার সমক্ষে আছি, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপনি এই দাসেতে কি দোষ পাইলেন? আমি আপন প্রভু মহারাজের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন যাইতে পারি না? ৯ তাহাতে আখীশ্ দায়ূদ্‌কে উত্তর করিল, আমি জানি; ঈশ্বরীয় দূতের ন্যায় তুমি আমার দৃষ্টিতে উত্তম, কিন্তু পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বলিতেছে, সেই ব্যক্তি আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে পাইবে না। ১০ অতএব প্রত্যূষে প্রস্তুত হও; তুমি ও তোমার সহিত আগত তোমার প্রভুর দাসগণ প্রত্যূষে প্রস্তুত হইয়া আলো হইলে প্রস্থান করিও। ১১ তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া পলেষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু পলেষ্টীয়েরা যিষ্রিয়েলে গমন করিল।

৩০ অধ্যায়।

১ অপর দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা তৃতীয় দিবসে সিক্লগ নগরে উপস্থিত হইল। সেই অবসরে অমালেকীয় লোকেরা দক্ষিণ অঞ্চলে ও সিক্লগে চড়াউ হইয়াছিল, এবং সিক্লগ্ আঘাত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল। ২ এবং তন্মধ্যস্থিত স্ত্রীলোক [প্রভৃতি] ছোট বড় সকলকে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিল; তাহারা কাহাকে বধ না করিয়া সকলকে লইয়া আপন পথে চলিয়া গিয়াছিল।

৩ অতএব দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যখন সেই নগরে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল, নগর অগ্নিতে দগ্ধ ও আপনাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সকল বন্দিরূপে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। ৪ তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এমন যে শেষে রোদন করিতে তাহাদের আর শক্তি রহিল না। ৫ ঐ সময়ে দায়ূদের দুই ভার্য্যা অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের স্ত্রী অবীগল্ বন্দি হইয়াছিল। ৬ তখন দায়ূদ অতিশয় ব্যাকুল হইল, কারণ প্রত্যেক জনের মন আপন ২ পুত্র কন্যার জন্যে প্রকুপিত হওয়াতে লোকেরা দায়ূদ্‌কে প্রস্তরাঘাত করণের কথা কহিতে লাগিল; তথাপি দায়ূদ্ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আপনাকে আশ্বাস দিল। ৭ পরে দায়ূদ্ অহীমে-

লকের পুত্র অবিয়াথর যাজককে কহিল, এক বার এফোদটী আমার কাছে আন; তাহাতে অবিয়াথর দায়ূদের নিকটে এফোদ্ আনিল। [৮] তখন দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে এই জিজ্ঞাসা করিল, ঐ সৈন্যদলের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলে আমি কি তাহাদের লাগাইল পাইব? তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, তাহাদের পশ্চাৎ২ যাও, অবশ্য তাহাদের লাগাইল পাইবা, ও সকলকে উদ্ধার করিবা।

[৯] পরে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি ছয় শত লোক যাইয়া বিষোর্ স্রোতোমার্গে উপস্থিত হইলে কতক লোক পরিত্যক্ত হইয়া রহিল; [১০] ফলতঃ দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি চারি শত লোক শত্রুদের পশ্চাৎ২ গেল; কিন্তু দুই শত লোক ক্লান্তি প্রযুক্ত বিষোর্ স্রোতোমার্গ পার হইতে না পারাতে সেই স্থানে রহিল। [১১] অপর লোকেরা মাঠের মধ্যে এক জন মিস্রীয় লোককে পাইয়া দায়ূদের নিকটে আনিয়া আহার দিল ও জল পান করাইল। [১২] ফলতঃ তাহারা উডুম্বরচাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষা তাহাকে দিল; তাহা খাইয়া সে চেতনা পাইল, কেননা তিন দিবারাত্রি সে আহার কি জল পান করে নাই। [১৩] পরে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাহার লোক? ও কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি এক জন অমালেকীয়ের দাস মিস্রীয় যুব লোক; অদ্য তিন দিন হইল, আমি পীড়িত হইলে আমার কর্ত্তা আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। [১৪] আমরা করেথীয়দের দক্ষিণাঞ্চলে ও যিহূদার অধিকারে ও কালেবের অধিকারের দক্ষিণাঞ্চলে চড়াউ হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ সিক্লগ্ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলাম। [১৫] পরে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই দলের নিকটে কি আমাকে পঁহুছাইয়া দিতে পার? সে কহিল, তুমি আমাকে বধ করিবা না ও আমার কর্ত্তার হস্তগত করিবা না, ইহা যদি ঈশ্বরের নামে দিব্য কর, তবে আমি সেই দলের নিকটে তোমাকে পঁহুছাইয়া দিব।

[১৬] পরে সে তাহাদের নিকটে তাহাকে পহুঁছাইয়া দিল; তাহাতে দেখ, পলেষ্টীয়দের ও যিহূদার দেশহইতে প্রচুর লুট দ্রব্য আনয়ন প্রযুক্ত তাহারা সমস্ত ভূতল ব্যাপিয়া ভোজন পান ও নৃত্য করিতেছিল। [১৭] অতএব দায়ূদ্ সন্ধ্যাকালাবধি পরদিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল; তাহাতে তাহাদের মধ্যে আর কেহ রক্ষা পাইল না, কেবল চারি শত যুব লোক উষ্ট্রারোহণে পলায়ন করিল। [১৮] আর অমালেকীয়েরা যে কিছু লইয়া গিয়াছিল, দায়ূদ্ সে সমস্ত উদ্ধার করিল, বিশেষতঃ দায়ূদ্ আপন দুই স্ত্রীকেও মুক্ত করিল। [১৯] তাহাদের ছোট বড় ও পুত্র কন্যা ও সামগ্রী প্রভৃতি যে কিছু উহারা লইয়া গিয়াছিল, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল না; দায়ূদ্ সমস্তই উদ্ধার করিল। [২০] আর দায়ূদ্ উহাদের মেষ গোরু সকল আপনার জন্যে লইল; এবং লোকেরা তাহা [উদ্ধৃত] পশুপালের অগ্রে২ গমন করাইয়া কহিল, ইহা দায়ূদের লুটদ্রব্য।

[২১] পরে ক্লান্তি প্রযুক্ত দায়ূদের পশ্চাদ্গমনে অক্ষম যে দুই শত লোককে তাহারা বিষোর্ স্রোতোমার্গে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে দায়ূদ্ উপস্থিত হইলে তাহারা দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকদের প্রত্যুদ্গমন করিল; তাহাতে দায়ূদ্ লোকদের সহিত নিকটে আসিয়া উহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। [২২] কিন্তু দায়ূদের সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুষ্ট পাপাধম লোক সকল কহিল, উহারা আমাদের সহিত গমন করে নাই; অতএব আমরা উহাদিগকে উদ্ধৃত লুটদ্রব্যহইতে কিছুই দিব না, উহারা প্রত্যেকে কেবল আপন২ ভার্য্যা ও সন্তানগণকে লইয়া চলিয়া যাউক। [২৩] তাহাতে দায়ূদ্ উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে সদাপ্রভু আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আমাদের প্রতিকূলে আগত সৈন্যদল আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে যাহা দিলেন, তাহা লইয়া তোমরা এরূপ করিতে পার না। [২৪] কে বা এ বিষয়ে তোমাদের কথা শুনিবে? যুদ্ধে গমনকারি লোক যেমন অংশ পাইবে, সামগ্রীর নিকটে অবস্থানকারি লোকও তদ্রূপ অংশ পাইবে; উভয়ের সমান অংশ হইবে। [২৫] সেই দিনাবধি দায়ূদ ইস্রায়েলের জন্যে এই বিধি ও শাসন স্থির করিল, ইহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।

[২৬] পরে দায়ূদ্ যখন সিক্লগে উপস্থিত হইল, তখন আপনার প্রণয়ি যিহূদার প্রাচীনগণের নিকটে লুটিত দ্রব্যের কিছু২ পাঠাইয়া কহিল, দেখ, সদাপ্রভুর শত্রুগণহইতে লুটিত দ্রব্যের মধ্যে ইহা তোমাদের আশীর্ব্বাদি অংশ। [২৭] [ফলতঃ] বৈথেল ও দক্ষিণাঞ্চলস্থ রামোৎ ও যত্তীর [২৮] ও অরোয়ের ও শিফ্‌মোৎ ও ইষ্টিমোয় [২৯] ও রাখল ও যিরহমেলীয়দের নগর ও কেনীয়দের নগর [৩০] ও হর্ম্মা ও কোরাশন ও অথাক্ [৩১] ও হিব্রোণ প্রভৃতি যে২ স্থানে দায়ূদের ও তাহার লোকদের গমনাগমন হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের লোকদের কাছে [সে তাহা পাঠাইল]।

৩১ অধ্যায়।

[১] ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ লোকেরা পলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, এবং [অনেকে] গিল্‌বোয় পর্ব্বতে হত হইয়া পড়িল। [২] অনন্তর পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাহার পুত্রগণের পশ্চাৎ২ তাড়না করিল, তাহাতে পলেষ্টীয়েরা শৌলের পুত্রদিগকে অর্থাৎ যোনাথন্‌কে ও অবীনাদব্‌কে ও মল্‌কীশূয়কে বধ করিল। [৩] পরে শৌলের সমীপে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধরেরা তাহার উদ্দেশ পাইল; সেই ধনুর্বাণধারিগণহইতে শৌল অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। [৪] তাহাতে শৌল আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া

তদ্দ্বারা আমাকে বধ কর; নতুবা কি জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমাকে বধ করিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রবাহক অতিশয় ভীত হওন প্রযুক্ত সম্মত হইল না; অতএব শৌল খড়্গ লইয়া আপনি তাহার উপরে পড়িল। ৫ তাহাতে শৌল মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের উপরে পড়িয়া তাহার সহিত মরিল। ৬ এই প্রকারে ঐ দিনে শৌল ও তাহার তিন পুত্র ও অস্ত্রবাহক ও তাহার [সঙ্গী] সমস্ত পুরুষ এক কালে মরিল।

৭ অপর ইস্রায়েল্ লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণ মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তলভূমির ধারে ও যর্দ্দনের ধারে স্থিত ইস্রায়েল্ লোকেরা নগর সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিল।

৮ পরদিবসে পলেষ্টীয়েরা হত লোকদের সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্‌বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাহার তিন পুত্রকে পাইল; ৯ তখন তাহারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সজ্জাদি খুলিয়া লইল, এবং আপনাদের দেবপ্রতিমা সকলের গৃহে ও লোকদের মধ্যে শুভ বার্ত্তা জ্ঞাত করণার্থে পলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র [তাহা] প্রেরণ করিল। ১০ পরে তাহার সজ্জা অষ্টারোৎ দেবীর মন্দিরে রাখিল, এবং তাহার শরীর বৈৎশানের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিল।

১১ পরে যখন যাবেশ্-গিলিয়দ্ নিবাসি লোকেরা শৌলের প্রতি পলেষ্টীয়দের কৃত সেই কর্ম্মের সংবাদ পাইল, ১২ তখন তাহাদের সমস্ত বিক্রমশালি লোক উঠিয়া ঐ সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া শৌলের ও তাহার পুত্রগণের শরীর বৈৎশানের প্রাচীরহইতে নামাইয়া যাবেশে লইয়া গিয়া তথায় দগ্ধ করিল। ১৩ পরে তাহাদের অস্থি লইয়া যাবেশস্থ এশল বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিল; পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ শৌলের মৃত্যুর সময়ে দায়ূদ্ অমালেকীয়দের বধ করণহইতে প্রত্যাগমনানন্তর সিক্লগে দুই দিবস থাকিল। ২ পরে তৃতীয় দিবসে শৌলের সমীপস্থ সৈন্যসামন্তহইতে বিদীর্ণবস্ত্র ও মস্তকে মৃত্তিকাযুক্ত এক জন উপস্থিত হইল। দায়ূদের নিকটে আইলে পর সে ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিল। ৩ তাহাতে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের সৈন্যসামন্তহইতে পলাইয়া আইলাম। ৪ দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, সমাচার কি? তাহা আমাকে বল। তাহাতে সে কহিল, লোকেরা যুদ্ধহইতে পলায়ন করিয়াছে; অধিকন্তু লোকদের মধ্যেও অনেকে পতিত হইয়া মরিয়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ও মরিয়াছে। ৫ পরে দায়ূদ্ সেই সমাচারদায়ি যুবকে জিজ্ঞাসিল, শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ মরিয়াছে, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলা? ৬ তাহাতে সে সমাচারদায়ি যুবা তাহাকে কহিল, আমি ঘটনাক্রমে গিল্‌বোয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহাতে দেখ, শৌল বড়শার উপরে নির্ভর দিতেছিল, এবং রথ ও অশ্বারূঢ়গণ চাপাচাপি করিয়া তাহার সন্নিকট হইতেছিল। ৭ ইতিমধ্যে সে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিয়া ডাকিল। তখন আমি, যে আজ্ঞা, বলিলে ৮ সে আমাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি অমালেকীয় লোক। ৯ পরে সে আমাকে কহিল, বিনয় করি, আমার নিকটে দাঁড়াইয়া আমাকে বধ কর, কেননা অঙ্গগ্রহ আমাকে আড়ষ্ট করিয়াছে, তথাপি এখনও প্রাণ আমাতে সম্পূর্ণ রহিয়াছে। ১০ তাহাতে আমি নিকটে [গিয়া] দাঁড়াইয়া তাহাকে বধ করিলাম; কেননা পতনের পরে সে যে জীবিত থাকিবে না, ইহা জানিলাম; পরে তাহার মস্তকের মুকুট ও হস্তের বলয় লইয়া এই স্থানে আমার প্রভুর নিকটে আইলাম। ১১ তখন দায়ূদ্ আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরাও সকলে তদ্রূপ করিল, ১২ এবং শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ এবং সদাপ্রভুর প্রজাগণ ও ইস্রায়েলের কুল খড়্গে পতিত হওয়াতে তাহাদের বিষয়ে শোক ও বিলাপ এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিল। ১৩ পরে দায়ূদ্ ঐ সংবাদ আনয়নকারি যুবকে কহিল, তুমি কোথাকার লোক? সে কহিল, আমি এক জন অমালেকীয় প্রবাসি লোকের পুত্র। ১৪ দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, সদাপ্রভুর অভিষিক্তকে নষ্ট করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিতে তুমি ভীত হইলা না, এ কেমন? ১৫ পরে দায়ূদ্ যুবগণের এক জনকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিল, তুমি ইহাকে আক্রমণ কর। তাহাতে সে তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল। ১৬ আর দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, তোমার রক্তপাতের অপরাধ তোমারই মস্তকে বর্ত্তুক; কেননা আমিই সদাপ্রভুর অভিষিক্তকে বধ করিলাম, তোমারই মুখ তোমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল।

১৭ পরে দায়ূদ্ শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের বিষয়ে এই বিলাপ রচনা করিল, ১৮ এবং যিহূদার সন্তানদিগকে এই ধনুর্গীত শিখাইতে আজ্ঞা দিল; দেখ, তাহা যাশের্ পুস্তকে লিখিত আছে। ১৯ হে ইস্রায়েল, তোমার উচ্চস্থলীতে নররত্ন হত হইল। হায়! বীরগণ পতিত হইল। ২০ গাতে সংবাদ দিও না, অস্কিলোনের সড়কে বার্ত্তা জ্ঞাত করিও না; নতুবা পলেষ্টীয়দের কন্যাগণ আনন্দ করিবে, সেই অচ্ছিন্নত্বক্দের কন্যাগণ উল্লাস করিবে। ২১ হে গিল্বোয়ের পর্ব্বতগণ, তোমাদের উপরে শিশিরের কি বৃষ্টির পতন কিম্বা উপহারোৎপাদক ক্ষেত্র আর না হউক; কেননা সেই স্থানে বীরদের ঢাল মলিনীভূত হইল, শৌলের ঢাল তৈলে অনভিষিক্ত রহিয়াছে। ২২ হত লোকদের রক্ত ও বীরদের মেদ না পাইলে যোনাথনের ধনুক পরাঙ্মুখ হইত না, শৌলের খড়্গও রিক্ত থাকিয়া ফিরিয়া আসিত না। ২৩ শৌল ও যোনাথন্ জীবদ্দশাতে পরস্পর প্রিয় ও মনোহর ছিল, মরণেও বিচ্ছিন্ন হইল না; তাহারা উৎক্রোশ পক্ষী অপেক্ষা বেগবান, ও সিংহ অপেক্ষা বলবান ছিল। ২৪ হে ইস্রায়েলের কন্যাগণ, তোমরা শৌলের জন্যে রোদন কর, কেননা সে কৃমিজ বর্ণের রমণীয় পরিচ্ছদে তোমাদিগকে ভূষিত করিত, ও পরিচ্ছদোপরি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করাইত। ২৫ হায়! যুদ্ধের মধ্যে বীরগণ পতিত হইল; হায়! তোমার উচ্চস্থলীতে যোনাথন্ হত হইল। ২৬ হা হা, আমার ভ্রাতঃ যোনাথন্! তোমার জন্যে আমি ব্যাকুল হইলাম; তুমি আমার অতিশয় হর্ষজনক ছিলা, নারীগণের প্রেম অপেক্ষা তোমার প্রেম আমার পক্ষে চমৎকার ছিল। ২৭ হায়! বীরগণ পতিত হইল, ও যুদ্ধযোগ্য পাত্রেরা বিনষ্ট হইল।

২ অধ্যায়।

১ তৎপরে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে উঠিয়া যাইব? সদাপ্রভু কহিলেন, যাও। পরে দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, কোথায় যাইব? তিনি কহিলেন, হিব্রোণে। ২ অতএব দায়ূদ ও তাহার দুই ভার্য্যা অর্থাৎ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের ভার্য্যা অবীগল সেই স্থানে গমন করিল। ৩ এবং দায়ূদ্ প্রত্যেকের পরিবারশুদ্ধ আপন সঙ্গিগণকেও লইয়া গেল, তাহাতে তাহারা হিব্রোণের সকল নগরে বাস করিল। ৪ পরে যিহূদার লোকেরা আসিয়া সেই স্থানে দায়ূদ্‌কে যিহূদার কুলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

৫ পরে যাবেশ্-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের কবর দিয়াছে, লোকে দায়ূদকে এই সংবাদ দিল; তাহাতে দায়ূদ্ যাবেশ-গিলিয়দের লোকদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদের পাত্র, কেননা তোমরা আপন প্রভু শৌলের প্রতি এই দয়া করিয়া তাহার কবর দিয়াছ। ৬ অতএব সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দয়া ও সত্য ব্যবহার করুন; এবং তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে আমিও তোমাদের প্রতি মঙ্গলাচরণ করিলাম। ৭ এখন তোমাদের হস্ত সবল হউক, ও তোমরা বিক্রমশালী হও, কেননা তোমাদের প্রভু শৌল মরিয়াছেন; আর যিহূদার কুল আপনাদের উপরে আমাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

৮ ইতিমধ্যে নেরের পুত্র যে অব্নের্ শৌলের সেনাপতি ছিল, সে শৌলের পুত্র ঈশ্বোশৎকে মহনয়িমে লইয়া গিয়া ৯ গিলিয়দের ও অশূরির ও যিষ্রিয়েলের ও ইফ্রয়িমের ও বিন্যামীনের ও সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল। ১০ শৌলের পুত্র ঈশ্বোশৎ চল্লিশ বৎসর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎসর রাজত্ব করিল, কেবল যিহূদার কুল দায়ূদের পশ্চাদ্গামী ছিল। ১১ আর দায়ূদ্ সাত বৎসর ছয় মাস পরিমিত কাল হিব্রোণে যিহূদার কুলের উপরে রাজত্ব করিল।

১২ একদা নেরের পুত্র অব্নের্ এবং শৌলের পুত্র ঈশ্বোশতের দাসগণ মহনয়িম্‌হইতে গিবিয়োনে গমন করিল। ১৩ তখন সরুয়ার পুত্র যোয়াব্ ও দায়ূদের দাসগণও বাহির হইল, তাহাতে গিবিয়োনের পুষ্করিণীর নিকটে তাহারা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইলে এক দল পুষ্করিণীর এপারে, ও অন্য দল পুষ্করিণীর ওপারে বসিল। ১৪ পরে অব্নের্ যোয়াব্‌কে কহিল, বিনয় করি, যুবগণ উঠিয়া আমাদের সম্মুখে যুদ্ধক্রীড়া করুক। তাহাতে যোয়াব্ কহিল, তাহারা উঠুক। ১৫ অতএব [নিরূপিত] সংখ্যানুসারে শৌলের পুত্র ঈশ্বোশতের ও বিন্যামীনের পক্ষ বারো জন, এবং দায়ূদের দাসগণের মধ্যে বারো জন উঠিয়া অগ্রসর হইল; ১৬ অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিযোদ্ধার মস্তক ধরিয়া কোঁকে খড়্গ বিদ্ধ করত সকলে একত্র পতিত হইল। অতএব ঐ স্থান হিল্কৎ-হৎসূরীম্ [খড়্গভূমি] নামে প্রসিদ্ধ হইল; তাহা গিবিয়োনে আছে। ১৭ পরে সেই দিবসে অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইলে অব্নের্ ও ইস্রায়েল্ লোকেরা দায়ূদের দাসগণের সম্মুখে পরাজিত হইল।

১৮ ঐ স্থানে যোয়াব্ ও অবীশয় ও অসাহেল্ নামে সরুয়ার তিন পুত্র ছিল, সেই অসাহেল্ মাঠে [ধাবমান] মৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ছিল। ১৯ সেই অসাহেল্ অব্নেরের পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল, অব্নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না। ২০ পরে অব্নের্ পশ্চাৎ দিগে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি অসাহেল্? সে উত্তর করিল, আমি বটি। ২১ তাহাতে অব্নের্ তাহাকে কহিল, তুমি দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিয়া এই যুবগণের কোন এক জনকে ধরিয়া তাহার সজ্জা লুট কর। কিন্তু অসাহেল্ তাহার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিতে সম্মত হইল না। ২২ পরে অব্নের্ অসা-

হেল্‌কে পুনর্ব্বার কহিল, আমার পশ্চাদ্গমনহইতে ফির; আমি কেন তোমাকে আঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিব? তাহা করিলে তোমার ভ্রাতা যোয়াবের সাক্ষাতে কি রূপে মুখ দেখাইব? ২৩ তথাপি সে ফিরিতে সম্মত হইল না; অতএব অব্‌নের্ বড়শার গোড়া তাহার উদরে এমত বিদ্ধ করিল, যে বড়শা তাহার পৃষ্ঠ দিয়া বাহির হইল; তাহাতে সে সেই স্থানে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মরিল, এবং যত লোক অসাহেলের পতন ও মরণস্থানে উপস্থিত হইল, সকলেই দাঁড়াইয়া রহিল। ২৪ পরে যোয়াব্ ও অবীশয় অব্‌নেরের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া সূর্য্যাস্ত কালে গিবিয়োন্ প্রান্তরের পথনিকটবর্ত্তি গীহের সম্মুখস্থ অম্মা গিরির কাছে উপস্থিত হইল। ২৫ ইতিমধ্যে বিন্যামীনের সন্তানগণ অব্‌নেরের অনুগমন পূর্ব্বক মিলিয়া এক দল হইয়া এক গিরির শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিল।

২৬ তখন অব্‌নের্ যোয়াব্‌কে ডাকিয়া কহিল, খড়্গ কি নিত্যই গ্রাস করিবে? শেষে তিক্ততা হইবে, ইহা কি জান না? অতএব তুমি আপন ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিতে আপন লোকদিগকে কত কাল আজ্ঞা দিবা না? ২৭ তাহাতে যোয়াব্ কহিল, আমি জীবৎ ঈশ্বরের নামে সত্য কহিতেছি, তুমি যদি [সেই প্রস্তাব] না করিতা, তবে তো প্রাতঃকালাবধি লোকেরা আপন ২ ভ্রাতার পশ্চাদ্গমনহইতে নিবৃত্ত হইত। ২৮ পরে যোয়াব্ তূরী বাজাইল; তাহাতে সমস্ত লোক স্থগিত হইল, আর কেহ ইস্রায়েলের পশ্চাৎ তাড়না করিয়া গেল না, এবং যুদ্ধও আর করিল না। ২৯ অনন্তর অব্‌নের্ ও তাহার লোকেরা জঙ্গলভূমি দিয়া সেই সমস্ত রাত্রি যাইয়া যর্দ্দন্ পার হইয়া সমুদয় বিথ্রোণ দিয়া মহনয়িমে উপস্থিত হইল। ৩০ এবং যোয়াব্ অব্‌নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া সমস্ত লোককে একত্র করিল; তাহাতে দায়ূদের দাসগণের মধ্যে ঊনিশ জনের ও অসাহেলের অভাব হইল। ৩১ কিন্তু দায়ূদের দাসগণের আঘাতে বিন্যামীনের ও অব্‌নেরের লোকদের তিন শত ষাইট জন মরিয়াছিল।

৩২ অনন্তর লোকেরা অসাহেল্‌কে তুলিয়া লইয়া বৈৎলেহমে তাহার পিতার কবরে কবর দিল, পরে যোয়াব্ ও তাহার লোকেরা সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া প্রভাতকালে হিব্রোণে উপস্থিত হইল।

৩ অধ্যায়।

১ পরে শৌলের কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর বহুকাল যুদ্ধ হইল; তাহাতে দায়ূদ উত্তরোত্তর বলবান হইল, কিন্তু শৌলের কুল উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইল।

২ অপর হিব্রোণে দায়ূদের কএকটী পুত্র জন্মিল; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন, সে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের সন্তান; ৩ এবং তাহার দ্বিতীয় পুত্র কিলাব্, সে কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের ভার্য্যা অবীগলের সন্তান; এবং তৃতীয় অবশালোম্, সে গশূরের তল্‌ময় রাজার কন্যা মাখার সন্তান; ৪ এবং চতুর্থ আদোনিয়, সে হগীতের সন্তান; এবং পঞ্চম শফটিয়, সে অবীটলের সন্তান; ৫ এবং ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে দায়ূদের ভার্য্যা ইগ্লার সন্তান; দায়ূদের এই সকল পুত্রের জন্ম হিব্রোণে হইল।

৬ যে সময়ে শৌলের কুলে ও দায়ূদের কুলে পরস্পর যুদ্ধ হইল, সেই সময়ে অব্‌নের্ শৌলের কুলের পক্ষে বীরত্ব দেখাইল। ৭ কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্‌পা নাম্নী এক স্ত্রী শৌলের উপপত্নী ছিল, তাহার বিষয়ে [ঈশ্‌বোশৎ] অব্‌নের্‌কে কহিল, তুমি আমার পিতার উপপত্নীর কাছে কেন গমন করিলা? ৮ ঈশ্‌বোশতের এই বাক্যে অব্‌নের্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, আমি কি কুক্কুরের মুণ্ড? আমি কি যিহূদার পক্ষ? অদ্যাবধি আমি তোমার পিতা শৌলের কুলের ভক্তিতে তাহার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের প্রতি দয়া করিতেছি, এবং তোমাকে দায়ূদের হস্তগত হইতে দি নাই; তবু তুমি কি অদ্য ঐ স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমাকে অপরাধী করিতেছ? ৯ দায়ূদের বিষয়ে সদাপ্রভু যে দিব্য করিয়াছেন, আমি যদি তদনুসারে কর্ম্ম না করি, ১০ অর্থাৎ শৌলের কুলহইতে রাজ্য লইয়া দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে ও যিহূদার উপরে দায়ূদের সিংহাসন স্থাপনের চেষ্টা না করি, তবে ঈশ্বর অব্‌নেরকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১১ তাহাতে সে অব্‌নের্‌কে আর এক কথাও কহিতে পারিল না, কারণ সে তাহাকে ভয় করিল।

১২ পরে অব্‌নের তৎক্ষণাৎ দায়ূদের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, এই দেশ কাহার? আপনি যদি আমার সহিত নিয়ম করেন, তবে দেখুন, আমি সমস্ত ইস্রায়েলকে আপনকার পক্ষে আনিতে আপনকার সহকারী হই।

১৩ তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, উত্তম; আমি তোমার সহিত নিয়ম করিব; কেবল একটী বিষয় আমি তোমার কাছে চাহি; যখন তুমি আমার মুখ দেখিতে আসিবা, তখন শৌলের কন্যা মীখল্‌কে না আনিলে আমার দর্শন পাইবা না। ১৪ অনন্তর দায়ূদ্ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমি পলেষ্টীয়দের এক শত লিঙ্গাগ্রত্বক্ পণ দিয়া যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, আমার ভার্য্যা সেই মীখলকে দেও। ১৫ তাহাতে ঈশ্‌বোশৎ লোক পাঠাইয়া লয়িশের পুত্র পল্‌টিয়েল্ নামে তাহার স্বামির নিকটহইতে মীখল্‌কে লইল। ১৬ তাহাতে তাহার স্বামী তাহার পশ্চাৎ ২ রোদন করত বহুরীম্ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে চলিল। পরে অব্‌নের্ তাহাকে কহিল, যাও, ফিরিয়া যাও; তাহাতে সে ফিরিয়া গেল।

১৭ পরে অব্‌নের্ ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিল, আপনাদের উপরে রাজা করিবার জন্যে দায়ূদের প্রতি পূর্ব্বাবধি তোমাদের প্রয়াস আছে। ১৮ এখন তাহাই

কর, কেননা সদাপ্রভু দায়ূদের বিষয়ে কহিয়াছেন, আমি আপন দাস দায়ূদের হস্তদ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে ও সকল শত্রুগণের হস্তহইতে নিস্তার করিব। [১৯] এবং অব্নের্ বিন্যামীন্ বংশের কর্ণগোচরেও সেই কথা কহিল। পরে ইস্রায়েলের ও বিন্যামীনের সমস্ত কুলের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইল, অব্নের সেই সকল কথা দায়ূদের কর্ণগোচরে কহিতে হিব্রোণে যাত্রা করিল। [২০] তখন অব্নের্ বিংশতি জনকে সঙ্গে লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ অব্নেরের ও তাহার সঙ্গি লোকদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল। [২১] পরে অব্নের্ দায়ূদ্কে কহিল, আমি উঠিয়া যাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে আমার প্রভু মহারাজের নিকটে সংগ্রহ করি; তাহাতে তাহারা আপনকার সহিত নিয়ম করিলে আপনি আপন প্রাণের ইচ্ছামত সকলের উপরে রাজত্ব করুন। পরে দায়ূদ্ অব্নের্কে বিদায় করিলে সে কুশলে প্রস্থান করিল।

[২২] অনন্তর, দেখ, দায়ূদের দাসগণ ও যোয়াব্ চড়াউহইতে ফিরিয়া প্রচুর লুটদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আইল। তখন অব্নের্ আর হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে ছিল না, কারণ দায়ূদ্ তাহাকে বিদায় করাতে সে কুশলে গমন করিয়াছিল। [২৩] অপর যোয়াব্ ও তাহার সঙ্গি সমস্ত সৈন্য আইলে লোকেরা যোয়াব্কে জ্ঞাত করিল, নেরের পুত্র অব্নের্ রাজার নিকটে আসিয়াছিল, এবং রাজা তাহাকে বিদায় করাতে সে কুশলে চলিয়া গিয়াছে। [২৪] তখন যোয়াব্ রাজার নিকটে যাইয়া কহিল, তুমি কি করিলা? দেখ, অব্নের্ তোমার নিকটে আসিয়াছিল, তুমি কেন তাহাকে বিদায় করিয়া কুশলে যাইতে দিয়াছ? [২৫] তুমি তো নেরের পুত্র অব্নের্কে জান; বস্তুতঃ তোমাকে ভুলাইতে এবং তোমার গমনাগমন জানিতে এবং তুমি যাহা২ করিতেছ, সে সমস্ত অবগত হইতে সে আসিয়াছিল। [২৬] পরে যোয়াব্ দায়ূদের নিকটহইতে বহির্গত হইয়া অব্নেরের পশ্চাৎ দূত প্রেরণ করিল; তাহারা [গিয়া] সিরা কূপের নিকটহইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল; কিন্তু দায়ূদ্ ইহা জ্ঞাত হইল না। [২৭] অপর অব্নের্ হিব্রোণে ফিরিয়া আইলে যোয়াব্ তাহার সহিত স্বচ্ছন্দে আলাপ করিবার ছলে নগরদ্বারের ভিতরে তাহাকে লইয়া গেল, পরে আপন ভ্রাতা অসাহেলের বধ প্রযুক্ত সেই স্থানে তাহার উদরে আঘাত করিল, তাহাতে সে মরিল।

[২৮] তৎপশ্চাৎ যখন দায়ূদ্ সেই কথা শুনিল, তখন সে কহিল, নেরের পুত্র অব্নেরের রক্তপাত বিষয়ে আমি ও আমার রাজ্য সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যুগানুক্রমে নির্দ্দোষ। [২৯] সেই রক্ত যোয়াবের ও তাহার সমস্ত পিতৃকুলের উপরে বর্ত্তুক, এবং যোয়াবের কুলে প্রমেহী কিম্বা কুষ্ঠী কিম্বা যষ্টিতে নির্ভরদায়ী কিম্বা খড়্গে পতনকারী কিম্বা ভক্ষ্যহীন, এই২ প্রকার লোকের অভাব না হউক। [৩০] এই রূপে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা অবীশয় গিবিয়োনের যুদ্ধে আপনাদের ভ্রাতা অসাহেলের বধ প্রযুক্ত অব্নের্কে বধ করিল।

[৩১] পরে দায়ূদ্ যোয়াব্কে ও তাহার সঙ্গি সকল লোককে কহিল, তোমরা আপন২ বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান কর, এবং শোক করত অব্নেরের অগ্রে২ চল। অপর দায়ূদ্ রাজাও শবের খট্টার পশ্চাৎ২ চলিল। [৩২] আর হিব্রোণে অব্নের্কে কবর দেওন সময়ে রাজা অব্নেরের কবরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং সমস্ত লোকও রোদন করিল। [৩৩] পরে রাজা অব্নেরের বিষয়ে বিলাপ করিয়া কহিল, হায় অব্নের্, তোমাকে কি মূঢ়ের মত মরিতে হইল? [৩৪] তোমার হস্ত বদ্ধ ছিল না, ও তোমার পা বেড়িতে বদ্ধ ছিল না; যেমন অন্যায়কারি লোকদের সম্মুখে কেহ পতিত হয়, তেমনি তুমি পড়িলা। তাহাতে সমস্ত লোক তাহার বিষয়ে আর বার রোদন করিল। [৩৫] পরে কিছু বেলা থাকিতে সমস্ত লোক দায়ূদ্কে আহার করাইবার জন্যে আইলে দায়ূদ্ এই শপথ করিল, সূর্য্য অস্তগত না হইতে আমি যদি রুটী কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য আস্বাদ করি, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [৩৬] তখন সমস্ত লোক তাহার সরলতা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইল; রাজা যাহা২ করিল, তাহাতেই সকল লোক সন্তুষ্ট হইল। [৩৭] এবং নেরের পুত্র অব্নেরের বধ রাজার অনুমতিতে হয় নাই, ইহা সমস্ত লোক ও সমস্ত ইস্রায়েল্ সেই দিবসে অবগত হইল। [৩৮] পরন্তু রাজা আপন দাসগণকে কহিল, অদ্য ইস্রায়েলের মধ্যে প্রধান ও মহান্ এক জন পতিত হইল, ইহা কি তোমরা জান না? [৩৯] আর আমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও অদ্যাপি দুর্ব্বল আছি। ঐ পুরুষেরা, অর্থাৎ সরুয়ার পুত্রেরা, আমার অবাধ্য; সদাপ্রভু দুষ্ক্রিয়াকারিকে তাহার দুষ্ক্রিয়ানুরূপ প্রতিফল দিউন।

৪ অধ্যায়।

[১] পরে অব্নের্ হিব্রোণে মরিয়াছে, এই সংবাদ যখন শৌলের পুত্র শুনিল, তখন তাহার হস্ত দুর্ব্বল হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ বিহ্বল হইল।

[২] এই শৌলের পুত্রের দুই জন দলপতি ছিল, প্রথমের নাম বানা ও দ্বিতীয়ের নাম রেখব্; তাহারা বিন্যামীন্ বংশজাত বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র। বস্তুতঃ বেরোৎও বিন্যামীনের অধিকারের মধ্যে গণিত বটে, [৩] কিন্তু বেরোতীয়েরা গিত্তয়িমে পলায়ন করিয়া সে স্থানে অদ্য পর্য্যন্ত প্রবাস করে। [৪] এবং শৌলের পুত্র যোনাথনের উভয় চরণে খঞ্জ এক পুত্র ছিল; যিষ্রিয়েল্হইতে যখন শৌলের ও যোনাথনের মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছিল, তখন তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, এবং তাহার ধাত্রী তাহাকে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু

তাহার পলায়নের শীঘ্রগতিতে সে পতিত হইয়া খঞ্জ হইয়াছিল; তাহার নাম মফীবোশৎ।

৫ পরে বেরোতীয় রিম্মোনের পুত্র ঐ রেখব্ ও বানা যাইয়া দিবসের উত্তাপকালে ঈশ্‌বোশতের বাটীতে আইল। তখন সে মধ্যাহ্ন সময়ে খট্টার উপরে শয়নে ছিল, ৬ তথাপি উহারা প্রবেশ করিয়া গোম লইবার ছলে বাটীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত [গিয়া] তথায় তাহার উদরে আঘাত করিল; পরে রেখব্ ও তাহার ভ্রাতা বানা দুই জন পলায়ন করিল। ৭ ফলতঃ সে যে সময়ে শয়নাগারে আপন খট্টাতে শয়নে ছিল, এমত সময়ে তাহারা ভিতরে যাইয়া আঘাত পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিল; পরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তক লইয়া জঙ্গলভূমির পথ ধরিয়া সমস্ত রাত্রি গমন করিল। ৮ পরে ঈশ্‌বোশতের মস্তক হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আনিয়া রাজাকে কহিল, দেখুন, আপনকার প্রাণনাশের চেষ্টাকারি শত্রু যে শৌল, তাহার পুত্র ঈশ্‌বোশতের এই মস্তক; সদাপ্রভু অদ্য আমাদের প্রভু মহারাজের পক্ষে শৌলকে ও তাহার বংশকে অন্যায়ের প্রতিফল দিলেন।

৯ কিন্তু দায়ূদ্ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব ও তাহার ভ্রাতা বানাকে এই উত্তর করিল, যিনি সর্ব্ব সঙ্কটহইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, ১০ যে জন আমাকে কহিয়াছিল, দেখ, শৌল মরিয়াছে, সে আপনাকে শুভবার্ত্তাবাহক জ্ঞান করিলেও আমি তাহাকে ধরিয়া বার্ত্তাবহনের বেতন দিব বলিয়া সিক্লগে বধ করিয়াছিলাম। ১১ এখন যাহারা ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে তাহার গৃহমধ্যে তাহার খট্টার উপরে মারিয়া ফেলিয়াছে, এমত দুষ্ট লোকদিগকে কি করিব? অতএব এখন [শুন], আমি তাহার রক্তের পরিশোধ কি তোমাদের হইতে লইব না? ও পৃথিবীহইতে কি তোমাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব না? ১২ পরে দায়ূদ্ আপন যুবদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল, এবং তাহাদের হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া হিব্রোণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গাইয়া দিল; কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া হিব্রোণে অব্‌নেরের কবরে পুঁতিল।

৫ অধ্যায়।

১ পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশ হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার অস্থি ও মাংস। ২ আর পূর্ব্বে যখন শৌল আমাদের রাজা ছিল, তখনও তুমি ইস্রায়েলকে বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতা। এবং সদাপ্রভু তোমাকে কহিয়াছেন, তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে চরাইবা ও ইস্রায়েলের অগ্রগামী হইবা। ৩ এই রূপে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন লোক হিব্রোণে রাজার নিকটে আইল; তাহাতে দায়ূদ্ রাজা হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের সহিত নিয়ম করিল, এবং তাহারা ইস্রায়েলের উপরে দায়ূদ্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ৪ দায়ূদ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিল। ৫ সে হিব্রোণে যিহূদার উপরে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল; পরে যিরূশালেমে সমস্ত ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল।

৬ পরে রাজা ও তাহার লোকেরা দেশোৎপন্ন যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যিরূশালেমে যাত্রা করিল; তাহাতে তাহারা দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবা না, কেননা অন্ধেরা ও খঞ্জেরাই তোমাকে তাড়াইয়া দিবে। তাহারা ভাবিয়াছিল, দায়ূদ্ এই স্থানে প্রবেশ করিবে না। ৭ কিন্তু দায়ূদ্ সিয়োনের দুর্গ হস্তগত করিল; তাহাই দায়ূদ্-নগর। ৮ ঐ দিবসে দায়ূদ কহিল, যে কেহ যিবূষীয়দিগকে আঘাত করে, সে দায়ূদের ঘৃণিত ঐ খঞ্জ ও অন্ধদিগকে জলপ্রণালীভুক্ত করুক। এই কারণ লোকে বলে, অন্ধ ও খঞ্জ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে না। ৯ অনন্তর দায়ূদ সেই দুর্গে বসতি করিয়া তাহার নাম দায়ূদ-নগর রাখিল, এবং দায়ূদ মিল্লো অবধি অভ্যন্তর পর্য্যন্ত চারি দিগে তাহা দৃঢ় করিল। ১০ পরে দায়ূদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মহান্ হইল, এবং বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে২ ছিলেন।

১১ পরে সোরের রাজা হীরম দায়ূদের নিকটে দূতদ্বারা এরস্ কাষ্ঠ ও সূত্রধর ও রাজদিগকে প্রেরণ করিল, এবং তাহারা দায়ূদের কারণ এক বাটী নির্ম্মাণ করিল। ১২ তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজত্বপদে আমাকে স্থির করিলেন, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের নিমিত্তে আমার রাজ্যের উন্নতি করিলেন, দায়ূদ্ ইহা বুঝিল।

১৩ অপর দায়ূদ হিব্রোণহইতে আইলে পর যিরূশালেমে অন্য ভার্য্যা ও উপপত্নী গ্রহণ করিল, তাহাতে দায়ূদের আরো পুত্র কন্যা জন্মিল। ১৪ যিরূশালেমে তাহার যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম শম্মূয় ও শোবব ও নাথন্ ও শলোমন্ ১৫ ও যিভর্ ও ইলীশূয় ও নেফগ্ ও যাফিয় ১৬ ও ইলীশামা ও ইলিয়াদা ও ইলীফেলট।

১৭ পরে দায়ূদ ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত হইল, এই কথা পলেষ্টীয় লোকেরা শুনিল; অনন্তর সমস্ত পলেষ্টীয় লোক দায়ূদের অন্বেষণে আইল; এবং দায়ূদ তাহা শুনিয়া দুর্গে নামিয়া গেল। ১৮ কিন্তু পলেষ্টীয়েরা আসিয়া রফায়ীম্ তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইলে ১৯ দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাইব? তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা? তাহাতে সদাপ্রভু দায়ূদকে কহিলেন, যাও, আমি অবশ্য তোমার হস্তে পলেষ্টীয়দিগকে সমর্পণ করিব। ২০ অপর দায়ূদ্ বাল্‌পরাসীমে আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিয়া কহিল,

সদাপ্রভু আমার সম্মুখে আমার শত্রুগণকে বন্যাকৃত সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্যে সেই স্থানের নাম বাল্-পরাসীম্ [ভঙ্গনাথ] রাখিল। ২১ সেই স্থানে তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা সে সকল তুলিয়া লইয়া গেল।

২২ পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া রফায়ীম্ তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। ২৩ তাহাতে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, তুমি উঠিয়া যাইও না, কিন্তু উহাদের পশ্চাৎ ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষের [উপবনের] সম্মুখে উহাদিগকে আক্রমণ কর। ২৪ সেই সকল বাকাবৃক্ষের মস্তকে সৈন্যগমনের মত শব্দ শুনিলে তুমি উদ্‌যোগ করিবা; কেননা তখনই সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দের সৈন্য বধ করণার্থে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। ২৫ পরে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া গেবাহইতে গেষরের সন্নিকট পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয় করিল।

৬ অধ্যায়।

১ পরে দায়ূদ্ পুনরায় ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোককে অর্থাৎ ত্রিশ সহস্র জনকে একত্র করিল। ২ অনন্তর দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক উঠিয়া [ঈশ্বরের] নাম অর্থাৎ করূবদ্বয়ে অধ্যাসীন বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নাম যাহার উপরে কীর্ত্তিত হয়, সেই ঈশ্বরীয় সিন্দুক বালি-যিহূদাহইতে আনিতে যাত্রা করিল। ৩ পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের বাটীহইতে বাহির করিল, এবং অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো ঐ নূতন শকট চালাইল। ৪ তাহারা পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের বাটীহইতে তাহা আনিলে [উষ] ঈশ্বরের সিন্দুকের পার্শ্বে ২, এবং অহিয়ো সিন্দুকটীর অগ্রে ২ চলিল। ৫ এবং দায়ূদ্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত কুল সদাপ্রভুর সম্মুখে দেবদারু কাষ্ঠনির্ম্মিত বীণা ও নেবল ও তবল ও জয়শৃঙ্গ ও করতাল ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইল।

৬ পরে তাহারা নাখোন [আঘাত] নামক শস্যমর্দ্দন স্থান পর্য্যন্ত গেলে উষ হস্ত বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক ধরিল, কেননা বলদযুগল পিছলিয়া পড়িয়াছিল। ৭ তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তাহার ভ্রম প্রযুক্ত ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে তথায় ঈশ্বরের সিন্দুকের পার্শ্বে মরিল। ৮ সদাপ্রভু উষেতে আঘাত করিলেন, এই জন্যে দায়ূদ্ অসন্তুষ্ট হইল, পরে সেই স্থানের নাম পেরস্-উষ [উষের আঘাত] রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। ৯ এবং দায়ূদ ঐ দিবসে সদাপ্রভুহইতে ভীত হইয়া কহিল, সদাপ্রভুর সিন্দুক কি প্রকারে আমার নিকটে আসিবে? ১০ পরে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর সিন্দুক দায়ূদ্‌নগরে আপনার নিকটে আনিতে অনিচ্ছুক হইয়া পথের পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিল। ১১ অনন্তর সদাপ্রভুর সিন্দুক গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে তিন মাস থাকিল; তাহাতে সদাপ্রভু ওবেদ্-ইদোমকে ও তাহার সমস্ত বাটী আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।

১২ পরে দায়ূদ্ রাজার প্রতি উক্ত হইল, ঈশ্বরীয় সিন্দুকের জন্যে সদাপ্রভু ওবেদ-ইদোমের বাটী ও তাহার সর্ব্বস্ব আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন। তাহাতে দায়ূদ্ যাইয়া ওবেদ্-ইদোমের বাটীহইতে আনন্দপূর্ব্বক ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ্-নগরে আনিল। ১৩ এবং সদাপ্রভুর সিন্দুকবাহকেরা ছয় ২ পদ গমন করিলে সে গোরু ও পুষ্ট পশু হোম করিল। ১৪ এবং দায়ূদ্ একখান শুক্ল এফোদ পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে যথাশক্তি নৃত্য করিল। ১৫ এই রূপে দায়ূদ্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত কুল জয়ধ্বনি ও তূরীধ্বনি পুরঃসর সদাপ্রভুর সিন্দুক আনিল। ১৬ তখন দায়ূদ্-নগরে সদাপ্রভুর সিন্দুকের প্রবেশ সময়ে শৌলের কন্যা মীখল্ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করত' সদাপ্রভুর সম্মুখে দায়ূদ্ রাজাকে লম্ফ দিতে ও নৃত্য করিতে দেখিয়া মনে ২ তুচ্ছ করিল।

১৭ পরে লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ভিতরে আনিয়া আপন স্থানে, অর্থাৎ তাহার জন্যে দায়ূদ্ যে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং দায়ূদ্ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ১৮ এবং হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল। ১৯ এবং সকল লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকারণ্যের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক ২ খান রুটী ও এক ২ পাত্র দ্রাক্ষারস ও এক ২ খান উড়ুম্বর চাক পরিবেষণ করিল; পরে সকল লোক আপন ২ গৃহে প্রস্থান করিল।

২০ পরে দায়ূদ্ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া আইলে শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদের প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে আসিয়া কহিল, অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন মহিমান্বিত হইলেন। কোন অসারচিত্ত লোক যেমন প্রকাশরূপে বিবস্ত্র হয়, তদ্রূপ তিনি অদ্য আপন দাসগণের দাসীদিগের সাক্ষাতে বিবস্ত্র হইলেন। ২১ তখন দায়ূদ্ মীখল্‌কে কহিল, সদাপ্রভুর প্রজা ইস্রায়েল লোকের অধ্যক্ষপদে আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্যে যিনি তোমার পিতা ও তাহার সমস্ত কুল অপেক্ষা আমাকে মনোনীত করিলেন, সেই সদাপ্রভুর সাক্ষাতে [তাহা করিলাম]। আমি সদাপ্রভুরই সাক্ষাতে আমোদ করিলাম; ২২ এবং ইহা অপেক্ষা আরো লঘু হইব, ও আপন দৃষ্টিতে আরো নীচ হইব; এবং তুমি যে দাসীদের কথা কহিলা, তাহাদের সঙ্গে আদৃত হইব। ২৩ অতএব শৌলের কন্যা মীখলের মরণ পর্য্যন্ত সন্তান হইল না।

৭ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় শত্রুহইতে রাজাকে বিশ্রাম দিলে যখন সে আপন গৃহে বাস করিল, ২ তখন রাজা নাথন্ ভাববাদিকে কহিল, এখন দেখ, আমি এরস্ কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে বাস করে। ৩ তাহাতে নাথন্ রাজাকে কহিল, ভাল, যাহা কিছু আপনকার হৃদ্গত, তাহাই করুন; কেননা সদাপ্রভু আপনকার সঙ্গে আছেন।

৪ অপর ঐ রাত্রিতে সদাপ্রভুর বাক্য নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ যথা, তুমি যাইয়া আমার দাস দায়ূদ্কে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমিই কি আমার বসতিগৃহ নির্ম্মান করিবা? ৬ ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি তো কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি। ৭ তথাপি ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানের মধ্যে আমার যাতায়াত কালে আমি যাহাকে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে পালন করণের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমত কোন বংশকে কি কখন এই কথা কহিয়াছি, তোমরা কেন আমার জন্যে এরস্ কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মান কর না? ৮ অতএব এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে অধ্যক্ষ করিবার জন্যে আমি তোমাকে মেষবাথানহইতে ও মেষের পশ্চাদ্গমনহইতে গ্রহণ করিয়াছি। ৯ এবং তুমি যাহা২ করিতে গমন করিতা, সেই সকলেতে তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সম্মুখহইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি; এবং পৃথিবীস্থ মহল্লোকদের নামের মত তোমার মহানাম করিয়াছি। ১০ তদ্ভিন্ন আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছি; আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করিতেছে, আর চালিত হইবে না। ১১ পূর্ব্বকালের মত, এবং যদবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তদবধি যেমত হইত, তন্মত অন্যায়ের সন্তানগণ তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না। আর আমি যাবতীয় শত্রুহইতে তোমাকে বিশ্রাম দিলাম; আরও সদাপ্রভু কহেন, তোমার জন্যে সদাপ্রভু এক কুল প্রতিষ্ঠাপন করিবেন।

১২ তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইলে আমি তোমার কটিহইতে উৎপন্ন তোমার ভাবি বংশকে স্থাপন করিব, এবং তাহার রাজ্য স্থির করিব। ১৩ আমার নামের নিমিত্তে সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন যুগানুক্রমে স্থায়ী করিব। ১৪ আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধী হইলে আমি মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্যসন্তানদের প্রহারদ্বারা তাহাকে শাস্তি দিব। ১৫ কিন্তু আমার দয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে না; এবং আমি তোমার সাক্ষাৎহইতে দূরীকৃত শৌলের ন্যায় তাহাকে আপন দয়াবর্জ্জিত করিব না। ১৬ কিন্তু তোমার কুল ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে যুগানুক্রমে স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন যুগানুক্রমে ব্যবস্থিত হইবে। ১৭ পরে নাথন্ দায়ূদ্কে এই সমস্ত বাক্য ও দর্শনানুযায়ি কথা কহিল।

১৮ তখন দায়ূদ্ রাজা অভ্যন্তরে যাইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে বসিয়া কহিল, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমি কে, ও আমার কুল বা কি, যে তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? ১৯ তথাপি, হে প্রভো সদাপ্রভো, তোমার দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় বোধ হইল; তুমি আপন দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের উদ্দেশে কথা কহিলা; হে প্রভো সদাপ্রভো, ইহা তো সেই আদমের ব্যবস্থা। ২০ ইহার পরে দায়ূদ্ তোমাকে আর কি বলিবে? হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি তো আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। ২১ তুমি আপন বাক্যের নিমিত্তে ও আপন হৃদয়ের মত এই সমস্ত মহিমা প্রস্তুত করিয়া আপন দাসকে জ্ঞাত করিয়াছ। ২২ অতএব, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি মহান্; বস্তুতঃ তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা২ শুনিয়াছি, তাহা ইহার প্রমাণ। ২৩ এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকের তুল্য কে? তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সেই এক জাতি, যাহাকে ঈশ্বর আপনার জন্যে মুক্ত করিয়া নিজ প্রজা করিতে ও আপনার নাম কীর্ত্তিত করিতে আপনি আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ আমাদের এই মহিমা এবং আপন দেশের পক্ষে নানা ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সাধনার্থে তুমি মিসরহইতে আপনার জন্যে মুক্ত আপন প্রজাদের সম্মুখহইতে পরজাতিগণকে ও তাহাদের দেবগণকে [উচ্ছিন্ন করিয়াছ]। ২৪ এবং আপনার জন্যে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে স্থাপন করিয়া যুগানুক্রমের নিমিত্তে আপনার প্রজা করিয়াছ; আর হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। ২৫ এখন হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের ও তাহার কুলের বিষয়ে যে বাক্য কহিলা, তাহা যুগানুক্রমে স্থির কর; ও যেমন কহিলা, তদনুসারে কর। ২৬ তাহাতে তোমার নাম যুগানুক্রমে মহিমান্বিত হইবে; লোকে বলিবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইস্রায়েলের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, এবং তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার সাক্ষাতে ব্যবস্থিত। ২৭ হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো, আমি তোমার জন্যে এক কুল প্রতিষ্ঠাপন করিব, এই কথা তুমিই আপন দাসের কর্ণগোচর করিলা; এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল। ২৮ আর এখন, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমিই ঈশ্বর,

ও তোমারই বাক্য সত্য, তুমি আপন দাসের প্রতি এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলা। [২৯] অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ কর; তাহা যেন তোমার সম্মুখে অনন্ত কাল থাকে; কেননা হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; আর তোমার আশীর্ব্বাদের গুণে তোমার এই দাসের কুল অনন্ত কাল আশীঃপ্রাপ্ত থাকিবে।

৮ অধ্যায়।

[১] তৎপরে দায়ূদ্ পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয়দ্বারা নত করিয়া তাহাদের হস্তহইতে প্রধান নগরের কর্ত্তৃত্ব হরণ করিল। [২] এবং সে মোয়াবীয়দিগকে পরাজয় করিয়া রজ্জুতে মাপিল, অর্থাৎ ভূমিতে শয়ন করাইয়া বধ করণার্থে দুই রজ্জু এবং জীবিত রাখিতে সম্পূর্ণ এক রজ্জু মাপিল; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল।

[৩] পরে যে সময়ে সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্ত্তৃত্ব পুনরায় স্থাপন করিতে গমন করে, তৎকালে দায়ূদ্ তাহাকে পরাজয় করিয়া [৪] তাহার এক সহস্র [রথ], সাত সহস্র অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিল, ও তাহার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথের অশ্ব রাখিল। [৫] পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর রাজার সাহায্য করিতে আইলে দায়ূদ্ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৬] অনন্তর দায়ূদ্ দম্মেশকের অরাম্ দেশে সৈন্যদল স্থাপন করিল; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। এই প্রকারে দায়ূদ্ যাহা২ করিতে যাইত, সেই সকলেতে সদাপ্রভু তাহার সাহায্য করিতেন। [৭] এবং দায়ূদ্ হদদেষরের দাসদের স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে লইয়া গেল। [৮] এবং দায়ূদ্ রাজা হদদেষরের অধিকারস্থ বেটহ ও বেরোথা নগরহইতে অতি প্রচুর পিত্তল আনিল।

[৯] তখন দায়ূদ্ হদদেষরের সমস্ত সৈন্যবল নিহনন করিয়াছে, [১০] ইহা শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি দায়ূদ্ রাজার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে, এবং যুদ্ধে হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার ধন্যবাদ করিতে আপন পুত্র যোরাম্‌কে তাহার কাছে প্রেরণ করিল; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও যুদ্ধ ছিল। পরে যোরাম রূপার ও স্বর্ণের ও পিত্তলের পাত্র সঙ্গে লইয়া আইল। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ রাজা তাহাও সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিল; ফলতঃ অরাম্ও মোয়াব ও অম্মোনের সন্তানগণ ও পলেষ্টীয় লোক ও অমালেক্ প্রভৃতি যে সমস্ত পরজাতিকে সে বশীভূত করিয়াছিল, তাহাদের হইতে লব্ধ দ্রব্যের মধ্যে, [১২] এবং সোবার রাজা রহোবের পুত্র হদদেষর্‌হইতে অপহৃত লুট দ্রব্যের মধ্যে সে যে সকল রূপা ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিল, তৎসহিত [উহাও উৎসর্গ করিল]। [১৩] এবং দায়ূদ্ অরামকে পরাজয় করণহইতে প্রত্যাগমন কালে লবণাখ্য তলভূমিতে অষ্টাদশ সহস্র জন [ইদোমীয় লোককে বধ করিয়া] অতিশয় নামলব্ধ হইল।

[১৪] পরে দায়ূদ্ ইদোমে সৈন্যদল স্থাপন করিল, অর্থাৎ ইদোমের সর্ব্বত্র সৈন্যদল স্থাপন করিল, এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ্ যাহা২ করিতে যাইত, সেই সকলেতে সদাপ্রভু তাহার সাহায্য করিতেন।

[১৫] এই রূপে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করত দায়ূদ্ আপন সমস্ত প্রজা লোকের জন্যে বিচার ও ধর্ম্মনিষ্পত্তি করিত। [১৬] আর সরুয়ার পুত্র যোয়াব্ প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল; [১৭] এবং অহীটূবের পুত্র সাদোক্ ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক্ যাজক ছিল; এবং সরায় রাজলেখক ছিল; [১৮] এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয় লোকদের উপরে নিযুক্ত ছিল; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজসভাসদ্ ছিল।

৯ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ জিজ্ঞাসা করিল, আমি যোনাথনের নিমিত্তে যাহার প্রতি দয়া ব্যবহার করিতে পারি, এমত কেহ কি শৌলের কুলে অবশিষ্ট আছে? [২] তাহাতে সীবঃ নামে শৌলের কুলের যে এক দাস ছিল, সে দায়ূদের নিকটে আহূত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি সীবঃ? সে কহিল, আপনকার সেই দাস বটি। [৩] পরে রাজা জিজ্ঞাসিল, আমি যাহার প্রতি ঈশ্বরের নামে দয়া করিতে পারি, শৌলের কুলে এমত কেহই কি অবশিষ্ট নাই? তাহাতে সীবঃ রাজাকে কহিল, যোনাথনের এক পুত্র অবশিষ্ট আছে, সে উভয় চরণে খঞ্জ। [৪] রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, সে কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখুন, সে লোদবারে অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীতে আছে।

[৫] পরে দায়ূদ্ রাজা লোদবারে লোক প্রেরণ করিয়া অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীহইতে তাহাকে আনাইল। [৬] তখন শৌলের পৌত্র যোনাথনের পুত্র ঐ মফীবোশৎ দায়ূদের নিকটে আসিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণিপাত করিল। তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে মফীবোশৎ। সে উত্তর করিল, দেখুন, আপনকার এই দাস উপস্থিত আছে।

[৭] পরে দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, ভীত হইও না, আমি তোমার পিতা যোনাথনের নিমিত্তে অবশ্য তোমার প্রতি দয়া করিব, ফলতঃ আমি তোমার পিতামহ শৌলের সমস্ত ভূমি তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম, অধিকন্তু তুমি নিত্য আমার মেজে ভোজন করিবা। [৮] তাহাতে সে প্রণিপাত করিয়া কহিল, আপনকার দাস আমি কে? আপনি মৎসদৃশ মৃত কুক্কুরের প্রতি কেন সুদৃষ্টি করিতেছেন?

৯ পরে রাজা শৌলের ভৃত্য ঐ সীবকে ডাকাইয়া কহিল, আমি তোমার কর্ত্তার পুত্রকে শৌলের ও তাহার সমস্ত কুলের সর্ব্বস্ব দিলাম। ১০ অতএব তুমি ও তোমার পুত্রগণ ও দাসগণ তাহার ভূমির কৃষিকর্ম্ম করিবা, এবং তোমার কর্ত্তার পুত্রের খাদ্যের জন্যে তদুৎপন্ন দ্রব্য আনিয়া দিবা; কিন্তু তোমার কর্ত্তার পুত্র মফীবোশৎ নিত্য আমার মেজে ভোজন করিবে। ঐ সীবের পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস ছিল। ১১ পরে সীবঃ রাজাকে কহিল, আমার প্রভু মহারাজ আপন দাসকে যে আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে আপনকার এই দাস সমস্তই করিবে। তদবধি মফীবোশৎ রাজপুত্রদের এক জনের মত রাজার মেজে ভোজন করিত। ১২ ঐ মফীবোশতের মীখা নামে এক শিশু পুত্র ছিল। এবং সীবের গৃহে বাসকারি সমস্ত লোক মফীবোশতের দাস হইল। ১৩ কিন্তু মফীবোশৎ যিরূশালেমে বাস করিল, কেননা সে নিত্য ২ রাজার মেজে ভোজন করিত; সে উভয় চরণে খঞ্জ ছিল।

১০ অধ্যায়।

১ তৎপরে অম্মোনের সন্তানদের রাজা মরিলে তাহার পুত্র হানূন্ তাহার পদে রাজা হইল। ২তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হানূনের পিতা নাহশ্ আমার প্রতি যেমন সাধু ব্যবহার করিত, আমিও হানূনের প্রতি তেমনি সাধু ব্যবহার করিব। পরে দায়ূদ্ তাহাকে পিতৃশোক সান্ত্বনা করিতে আপনার কএক জন দাসকে প্রেরণ করিল। কিন্তু দায়ূদের দাসগণ অম্মোনের সন্তানদের দেশে উপস্থিত হইলে ৩ অম্মোনের সন্তানদের অধ্যক্ষগণ আপনাদের প্রভু হানূন্‌কে কহিল, দায়ূদ্ আপনকার পিতার সম্মান করে, এই কারণ আপনকার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে পাঠাইল, আপনকার কি এমন বোধ হয়? বরং দায়ূদ্ কি নগর নিরীক্ষণ ও তদন্ত করণ পূর্ব্বক নষ্ট করণের অভিপ্রায়ে আপন দাসগণকে পাঠাইল না? ৪ তাহাতে হানূন্ দায়ূদের দাসগণকে ধরিয়া তাহাদের শ্মশ্রুর অর্দ্ধেক ক্ষৌর করাইল, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। ৫ পরে তাহারা দায়ূদ্‌কে এই কথা জ্ঞাত করিলে তাহাদের অতিশয় অপকার বোধ হওয়া প্রযুক্ত রাজা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রুর বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ তোমরা যিরীহোতে থাক, পরে ফিরিয়া আইস।

৬ অনন্তর আমরা দায়ূদের সম্মুখে ঘৃণিত হইলাম, ইহা দেখিয়া অম্মোনের সন্তানেরা লোক প্রেরণ করিয়া বৈৎরহোবস্থ ও সোবাস্থিত অরামীয় বিংশতি সহস্র পদাতিককে, ও মাখার রাজাকে [ও তাহার] এক সহস্র লোককে, ও টোবের দ্বাদশ সহস্র লোককে বেতন দিয়া আনাইল। ৭ অপর দায়ূদ্ এই সংবাদ পাইয়া যোয়াব্‌কে ও বিক্রমশালী সমস্ত সৈন্যকে তথায় প্রেরণ করিল। ৮ তাহাতে অম্মোনের সন্তানেরা বাহিরে আসিয়া নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে যুদ্ধার্থ সৈন্য রচনা করিল, এবং সোবার ও রহোবের অরামীয় লোকেরা ও টোবের ও মাখার লোকেরা মাঠে স্বতন্ত্র থাকিল। ৯ এই রূপে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিগে যুদ্ধ হইবে দেখিয়া যোয়াব ইস্রায়েলের সমস্ত মনোনীত লোকের মধ্যে লোক বাছিয়া লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিল। ১০ এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিল; তাহাতে সে অম্মোনের সন্তানদের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিল। ১১ এবং [যোয়াব্] কহিল, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্য করিবা; এবং যদি অম্মোনের সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি যাইয়া তোমার সাহায্য করিব। ১২ সাহস কর; স্বজাতীয় লোকদের ও আমাদের ঈশ্বরের সকল নগরের জন্যে আমরা আপনাদিগকে বলবান করিব; তাহাতে সদাপ্রভু আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ করেন, তাহাই করুন। ১৩ পরে যোয়াব্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা অরামীয়দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। ১৪ এবং অরামীয়েরা পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া অম্মোনের সন্তানগণও অবীশয়ের সম্মুখহইতে পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল; তখন যোয়াব্ অম্মোনের সন্তানদের নিকটহইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া আইল।

১৫ পরে আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা একত্র হইল। ১৬ এবং হদদেষর লোক প্রেরণ করিয়া [ফরাৎ] নদীর সমীপস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া আনিলে তাহারা হেলমে আইল; ঐ হদদেষরের সেনাপতি শোবক তাহাদের অগ্রগামী ছিল। ১৭ পরে দায়ূদকে এই সংবাদ দত্ত হইলে সে সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিয়া যর্দ্দন্ পার হইয়া হেলমে উপস্থিত হইল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা দায়ূদের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। ১৮ কিন্তু অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয়দের সাত শত রথারূঢ় ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য বধ করিল, এবং তাহাদের সেনাপতি শোবকও সেই স্থানে আহত হইয়া মরিল। ১৯ পরে আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইলাম, ইহা দেখিয়া হদদেষরের অধীন সমস্ত রাজা ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদের দাস হইল; তদবধি অরামীয়েরা ভীত হওয়াতে অম্মোনের সন্তানদের সাহায্য আর করিল না।

১১ অধ্যায়।

১ অপর সম্বৎসরের পরিবর্ত্তন ক্রমে রাজবর্গের যুদ্ধে গমনের সময় হইলে দায়ূদ্ যোয়াব্‌কে ও তাহার

সহিত আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে প্রেরণ করিল; তাহারা গিয়া অম্মোনের সন্তানদিগকে সংহার করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দায়ূদ যিরূশালেমে থাকিল।

২ অপর এক দিবস সন্ধ্যাকালে দায়ূদ্ শয্যাহইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাতে বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে পরমসুন্দরী এক স্ত্রী স্নান করিতেছে, ছাতহইতে ইহা দেখিয়া ৩ দায়ূদ্ তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইল। তাহাতে কেহ কহিল, সে ইলিয়ামের কন্যা হিত্তীয় উরিয়ের ভার্য্যা বৎশেবা কি নয়? ৪ তখন দায়ূদ্ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল, এবং সে তাহার নিকটে আইলে দায়ূদ্ তাহার সহিত শয়ন করিল; ফলতঃ [ঐ সময়ে] সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছিল। পরে সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল। ৫ অনন্তর সে গর্ভবতী হওয়াতে লোক পাঠাইয়া, আমার গর্ভ হইল, দায়ূদ্‌কে এই সমাচার দিল।

৬ পরে দায়ূদ্ যোয়াবের নিকটে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, হিত্তীয় উরিয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব্ দায়ূদের নিকটে উরিয়কে পাঠাইল। ৭ অপর উরিয় তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ্ তাহাকে যোয়াবের মঙ্গল ও লোকদের মঙ্গল ও যুদ্ধের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। ৮ পরে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, তুমি আপন বাটীতে নামিয়া গিয়া আপন পা ধৌত কর। তাহাতে উরিয় রাজবাটীহইতে বাহির হইল, এবং রাজার নিকটহইতে ভেট তাহার পশ্চাৎ গেল। ৯ কিন্তু উরিয় আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাটীর দ্বারে শয়ন করিল, আপন গৃহে গেল না। ১০ পরে উরিয় আপন গৃহে যায় নাই, এই কথা লোকেরা দায়ূদ্‌কে জ্ঞাত করিলে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, তুমি কি পথশ্রান্ত নহ? তবে আপন বাটীতে গেলা না কেন? ১১ উরিয় দায়ূদ্‌কে কহিল, সিন্দুকটী ও ইস্রায়েল্ ও যিহূদা কুটীরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব্ ও আমার প্রভুর দাসগণ শিবির করিয়া ভূতলে আছে; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও ভার্য্যার সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনকার জীবন ও আপনকার প্রাণের জীবন সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, আমি এমত কর্ম্ম করিব না। ১২ তাহাতে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে উরিয় সে দিবস ও পরদিবস যিরূশালেমে রহিল। ১৩ আর দায়ূদ্ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন সাক্ষাতে ভোজন পান করাইয়া মত্ত করিল, তথাপি সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিতে বাহিরে গেল, আপন গৃহে নামিয়া গেল না।

১৪ অপর প্রাতঃকালে দায়ূদ্ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের হস্তদ্বারা পাঠাইল। ১৫ পত্রখানিতে সে ইহা লিখিয়াছিল, যথা, তোমরা এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাৎহইতে সরিয়া যাও, তাহাতে এ আহত হইয়া মরিবে। ১৬ পরে কোন্ স্থানে বিক্রমশালি লোক আছে, তাহা যোয়াব নগর বেষ্টন সময়ে জানিয়া সেই স্থানে উরিয়কে নিযুক্ত করিল। ১৭ পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে দায়ূদের দাসদের মধ্যে কতক জন পতিত হইল, বিশেষতঃ ঐ হিত্তীয় উরিয়ও হত হইল।

১৮ পরে যোয়াব্ সেই যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত দায়ূদকে জ্ঞাত করিতে লোক প্রেরণ করিল, ১৯ এবং দূতকে কহিল, তুমি রাজার সাক্ষাতে যুদ্ধের সমস্ত বার্ত্তা সমাপ্ত করিলে যদি রাজার ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়, ২০ এবং তোমরা যুদ্ধ করিতে নগরের নিকটে কেন গিয়াছিলা? তাহারা প্রাচীরহইতে বাণ মারিবে, ইহা কি জানিলা না? ২১ দেখ, যিরুব্বেশতের পুত্র অবীমেলক্‌কে কে মারিয়াছিল? তেবেষে কোন স্ত্রী যাঁতার এক পাটি প্রাচীরহইতে তাহার উপরে ফেলিলে সে কি তাহাতে মরিল না? অতএব তোমরা কেন প্রাচীরের নিকটে গিয়াছিলা? এই কথা যদি তিনি তোমাকে কহেন, তবে তুমি বলিবা, আপনকার দাস হিত্তীয় উরিয়ও হত হইয়াছে।

২২ অপর সেই দূত প্রস্থান করিয়া যোয়াবের প্রেরিত সমস্ত কথা দায়ূদ্‌কে জ্ঞাত করিল। ২৩ সেই দূত দায়ূদ্‌কে কহিল, ঐ লোকেরা আমাদের বিপক্ষে প্রবল হইয়া মাঠে আমাদের নিকটে বাহিরে আসিয়াছিল; তখন আমরা দ্বারের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিলে ২৪ ধনুর্দ্ধরেরা প্রাচীরহইতে আপনকার দাসদের উপরে বাণ ক্ষেপণ করিল; তাহাতে মহারাজের কতক দাস মরিল; বিশেষতঃ আপনকার দাস হিত্তীয় উরিয়ও মরিল। ২৫ তখন দায়ূদ্ ঐ দূতকে কহিল, যোয়াব্‌কে বলিও, তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না, কেননা এই ২ প্রকারে খড়্গ গ্রাস করে; তুমি নগরের প্রতিকূলে আরো দৃঢ় যুদ্ধ করিয়া তাহা উচ্ছিন্ন কর; এই রূপে তাহাকে আশ্বাস দিবা।

২৬ অপর উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামি উরিয়ের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া স্বামির জন্যে শোক করিল। ২৭ পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনাইল, তাহাতে সে তাহার ভার্য্যা হইয়া তাহার জন্যে পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই কর্ম্ম সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হইল।

১২ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের নিকটে নাথন্‌কে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে সে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, এক নগরে দুই লোক ছিল; তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান, এক জন দরিদ্র। ২ ঐ ধনবানের অতি প্রচুর গোমেষাদি পাল ছিল।

৩ কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটী ক্ষুদ্র মেষবৎসা ছিল, সে তাহাকে ক্রয় করিয়া পুষিতেছিল, এবং ঐ মেষী তাহার সঙ্গে ও তাহার বালকদের সঙ্গে বাস করত বৃদ্ধি পাইতেছিল; সে তাহার নিজ খাদ্য দ্রব্য খাইত, ও তাহার পাত্রে পান করিত, ও তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত, ও তাহার কন্যার মত ছিল। ৪ অপর ঐ ধনবানের গৃহে এক জন পথিক আইল, তাহাতে আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে পাক করণার্থে সে আপন গোমেষাদি পালহইতে কিছু লইতে কাতর হওয়াতে ঐ দরিদ্রের মেষবৎসাটীকে লইয়া আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে তাহাই পাক করিল। ৫ তাহাতে দায়ূদ ঐ ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নাথন্‌কে কহিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য করিয়া কহিতেছি, যে ব্যক্তি সেই কর্ম্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর যোগ্য। ৬ আর সে কিছু দয়া না করিয়া এমত কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্যে ঐ মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবে।

৭ পরে নাথন্ দায়ূদকে কহিল, তুমিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি, ও শৌলের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়াছি; ৮ এবং তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি, ও তাহার ভার্য্যাগণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার কুল তোমাকে দিয়াছি; এবং তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরো অমুক ২ বস্তু দিতাম। ৯ তুমি কেন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে কদাচরণ করিলা? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়্গদ্বারা বধ করাইয়াছ, তাহার ভার্য্যাকে লইয়া আপনার ভার্য্যা করিয়াছ, ও অম্মোনের সন্তানদের খড়্গদ্বারা উরিয়কে মারিয়া ফেলিয়াছ। ১০ অতএব খড়্গ কখনো তোমার কুল ছাড়িয়া যাইবে না; কেননা তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ। ১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার কুলহইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যাগণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব; তাহাতে সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যাগণের সহিত শয়ন করিবে। ১২ বস্তুতঃ তুমি গোপনে এই কর্ম্ম করিলা, কিন্তু আমি সমস্ত ইস্রায়েলের ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কার্য্য করাইব।

১৩ তখন দায়ূদ নাথন্‌কে কহিল, আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। তাহাতে নাথন্ দায়ূদকে কহিল, সদাপ্রভুও তোমার পাপ দূর করিলেন, ইহাতে তুমি মরিবা না। ১৪ কিন্তু এই কর্ম্মদ্বারা তুমি সদাপ্রভুর শত্রুগণকে নিন্দাতে উদযুক্ত করিয়াছ, এই জন্যে তোমার নবজাত পুত্রটী অবশ্য মরিবে। পরে নাথন্ আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

১৫ অনন্তর সদাপ্রভু উরিয়ের ভার্য্যাতে জাত দায়ূদের পুত্রটীকে আঘাত করিলে সে অতিশয় পীড়িত হইল। ১৬ তাহাতে দায়ূদ্ বালকটীর জন্যে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করিল; ফলতঃ দায়ূদ্ উপবাস করিল, ও অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত রাত্রি ভূমিতে পড়িয়া রহিল। ১৭ তখন তাহার গৃহের প্রাচীনগণ উঠিয়া তাহাকে ভূমিহইতে তুলিতে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে সম্মত হইল না, এবং তাহাদের সহিত ভোজনও করিল না। ১৮ পরে সপ্তম দিবসে বালকটী মরিল; তাহাতে বালকটী মরিয়াছে, এই কথা দায়ূদ্‌কে কহিতে তাহার দাসগণ ভয় করিল, কেননা তাহারা কহিল, দেখ, বালকটী জীবৎ থাকিতে আমরা অনেক কহিলেও সে আমাদের বাক্যেতে মনোযোগ করে নাই; এখন বালকটী মরিয়াছে, ইহা কেমন করিয়া তাহাকে বলিব? বলিলে সে অনিষ্ট কর্ম্ম করিবে। ১৯ কিন্তু দাসেরা পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে, দায়ূদ্ ইহা দেখিয়া, বালকটী মরিয়াছে এমন অনুমান করিয়া আপন দাসগণকে জিজ্ঞাসিল, বালকটী কি মরিল? তাহারা কহিল, মরিল। ২০ তখন দায়ূদ্ ভূমিহইতে উঠিয়া স্নান ও গাত্রমার্জ্জন ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত করিল; পরে আপন গৃহে গিয়া আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য রাখিল, তাহাতে সে ভোজন করিল। ২১ ইহাতে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, আপনি এ কেমন আচার করিতেছেন? বালকটী জীবৎ থাকিতে আপনি তাহার জন্যে উপবাস ও রোদন করিতেছিলেন, কিন্তু বালকটী মরিলেই উঠিয়া ভোজন পান করিলেন। ২২ তাহাতে সে কহিল, বালকটী জীবৎ থাকিতে আমি উপবাস ও রোদন করিতেছিলাম; কারণ ভাবিয়াছিলাম, কি জানি, সদাপ্রভু আমার প্রতি কৃপা করিলে বালকটী বাঁচিতে পারে। ২৩ কিন্তু এখন সে মরিয়াছে, অতএব আমি কি জন্যে উপবাস করিব? আমি কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি? আমি তাহার কাছে যাইব, কিন্তু সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

২৪ পরে দায়ূদ্ আপন ভার্য্যা বৎশেবাকে সান্ত্বনা করিয়া তাহার কাছে গমন করিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল; এবং সে পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম শলোমন [শান্তিদায়ক] রাখিল, এবং সদাপ্রভু তাহাকে প্রেম করিলেন। ২৫ পরে নাথন্ ভাববাদিকে প্রেরণ করিলে সে সদাপ্রভুর প্রেম প্রযুক্ত তাহার নাম যিদীদিয় [সদাপ্রভুর প্রিয়] রাখিল।

২৬ ইতিমধ্যে যোয়াব্ অম্মোনের সন্তানদের রব্বা নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া যখন রাজপুরী হস্তগত করিতে উদ্যত হইল, ২৭ তখন দায়ূদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিল, আমি রব্বার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জলনগর হস্তগত করিলাম। ২৮ এখন আপনি অবশিষ্ট লোকদিগকে একত্র করিয়া নগরের নিকটে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা

হস্তগত করুন, নতুবা কি জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত করিলে তাহার উপরে আমারই নাম কীর্ত্তিত হইবে। ২৯ তাহাতে দায়ূদ্ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া রব্বাতে গমন পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাহা হস্তগত করিল। ৩০ এবং রত্নশুদ্ধ এক মণ পরিমাণে স্বর্ণময় রাজমুকুট তাহার রাজার মস্তকহইতে নীত হইলে তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল; এবং সে ঐ নগরহইতে প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিল। ৩১ পরে দায়ূদ্ তন্মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাত ও লৌহময় ময়ি ও কুড়ালিদ্বারা দণ্ড দিল, এবং ইটপাঁজার মধ্য দিয়া গমন করাইল। সে অম্মোনের সন্তানদের যাবতীয় নগরের প্রতি এই রূপ করিল। পরে দায়ূদ্ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল।

১৩ অধ্যায়।

১ তৎপরে এই ঘটনা হইল; দায়ূদের পুত্র অবশালোমের তামর্ নামে পরমসুন্দরী এক সহোদরা ছিল; তাহার প্রতি দায়ূদের পুত্র অম্নোন্ কামাসক্ত হইল। ২ সে আপন ভগিনী তামরের জন্যে এমত ব্যাকুল হইল, যে পীড়িত হইল; কেননা সে অনূঢ়া ছিল, এবং অম্নোন্ তাহার প্রতি কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ করিল। ৩ তৎকালে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাদব নামে অম্নোনের এক বন্ধু ছিল; সেই যোনাদব্ অতি চতুর। ৪ সে অম্নোন্‌কে জিজ্ঞাসিল, তুমি রাজপুত্র হইয়া দিন ২ এমত কৃশ হইতেছ কেন, তাহা আমাকে কি বলিবা না? তাহাতে অম্নোন্ তাহাকে কহিল, আমি আপন ভ্রাতা অবশালোমের সহোদরা তামরের প্রতি প্রেমাসক্ত আছি। ৫ তাহাতে যোনাদব্ কহিল, তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন করিয়া পীড়ার ছল কর; পরে তোমার পিতা তোমাকে দেখিতে আইলে তাহাকে বলিও, অনুগ্রহ করিয়া আমার ভগিনী তামরকে আমার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করুন, সে আমাকে অন্ন দিউক, এবং আমি দেখিয়া যেন তাহার হস্তে ভোজন করি, এই জন্যে আমার সাক্ষাতে অন্ন পাক করুক।

৬ পরে অম্নোন্ পীড়ার ছল করিয়া পড়িয়া রহিল; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আইলে অম্নোন্ রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, আমার ভগিনী তামর্ আসিয়া আমার সাক্ষাতে খান দুই পিষ্টক প্রস্তুত করুক, তাহাতে আমি তাহার হস্তে ভোজন করিব। ৭ তখন দায়ূদ্ তামরের গৃহে লোক পাঠাইয়া কহিল, তুমি এক বার আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু আহার প্রস্তুত করিয়া দেও। ৮ অতএব তামর্ আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে গেল। তখন সে শয়নে ছিল; পরে তামর্ সূজী লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল; ৯ ও তাওয়াশুদ্ধ লইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিল, কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল। পরে অম্নোন্ কহিল, আমার নিকটহইতে লোক সকল বাহির হউক। তাহাতে সকলে তথাহইতে বাহিরে গেল। ১০ তখন অম্নোন্ তামরকে কহিল, খাদ্য সামগ্রী এই অন্তর্গৃহে আন; আমি তোমার হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর্ আপনার কৃত ঐ পিষ্টক লইয়া অন্তর্গৃহে আপন ভ্রাতা অম্নোনের কাছে গেল। ১১ পরে সে তাহাকে ভোজন করাইতে তাহার নিকটে তাহা আনিলে অম্নোন্ তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে আমার ভগিনি, আইস, আমার সহিত শয়ন কর। ১২ তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার ভ্রাতঃ, না, না, আমাকে মানভ্রষ্ট করিও না, ইস্রায়েলের মধ্যে এমত কর্ত্তব্য নয়; তুমি এমত মূঢ়তার কর্ম্ম করিও না। ১৩ আমি কোথায় গিয়া আপন কলঙ্ক ঢাকিব? এবং তুমিও ইস্রায়েলের মধ্যে এক জন মূঢ়ের সমান হইবা। আমি বিনয় করি, বরং রাজার সহিত কথাবার্ত্তা কহ, তিনি তোমার প্রতি আমাকে দিতে অসম্মত হইবেন না। ১৪ কিন্তু অম্নোন্ তাহার বাক্যে অবধান করিতে অসম্মত হইয়া আপনি তাহা অপেক্ষা বলবান প্রযুক্ত তাহাকে মানভ্রষ্ট করিল, অর্থাৎ তাহার সহিত শয়ন করিল।

১৫ পরে অম্নোন্ তাহাকে অতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল; বস্তুতঃ সে তাহার প্রতি যে রূপ প্রেম করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতে লাগিল; অতএব অম্নোন্ তাহাকে কহিল, গা তুল, যাও। ১৬ তাহাতে সে কহিল, এমত মহাদোষের কারণ হইও না; আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষ অপেক্ষা আমাকে বাহির করা আরও মন্দ। কিন্তু অম্নোন্ তাহার বাক্যে অবধান করিতে অসম্মত হইয়া ১৭ আপন পরিচারক যুবকে ডাকিয়া কহিল, ইহাকে আমার নিকটহইতে বাহির করিয়া দেও, পরে দ্বারে অর্গল দেও। ১৮ ঐ কন্যার গাত্রে আপাদহস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজপুত্রীরা ঐ প্রকার প্রাবার পরিধান করিত। পরে অম্নোনের পরিচারক তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দ্বারে অর্গল দিল। ১৯ তখন তামর্ আপন মস্তকে ভস্ম দিল, এবং আপনার গাত্রস্থ ঐ আপাদহস্তাবরক অঙ্গরক্ষিণী চিরিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া ক্রন্দন করিতে ২ চলিয়া গেল। ২০ অনন্তর তাহার সহোদর অবশালোম্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার ভ্রাতা অম্নোন্ কি তোমার সহিত সংসর্গ করিল? এখন, হে আমার ভগিনি, ক্ষান্তা হও, সে তোমার ভ্রাতা; তুমি এ বিষয়ে বিমনা হইও না। তদবধি তামর্ ম্লানা হইয়া আপন সহোদর অবশালোমের গৃহে থাকিল।

২১ পরে দায়ূদ্ রাজা এই সকল শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ২২ এবং অবশালোম্ আপন ভ্রাতা অম্নোনের সহিত ভাল মন্দ কিছুই আলাপ করিল না, কেননা তাহার সহোদরা তামর্‌কে অম্নোনের মানভ্রষ্টা করণ প্রযুক্ত অবশালোম্ তাহাকে ঘৃণা করিল।

২৩ সম্পূর্ণ দুই বৎসরের পরে ইফ্রয়িমের নিকটস্থ বাল্-হাৎসোরে অবশালোমের মেষলোমচ্ছেদন হইল; তাহাতে অবশালোম্ সমস্ত রাজপুত্ত্রকে নিমন্ত্রণ করিল। ২৪ ফলতঃ অবশালোম্ রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, দেখুন, আপনকার এই দাসের মেষলোমচ্ছেদন হইতেছে, অতএব মহারাজ ও রাজার দাসগণ আপনকার দাসের সঙ্গে আগমন করুন। ২৫ তাহাতে রাজা অবশালোম্কে কহিল, হে আমার পুত্ত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে গেলে তোমার অধিক ভার হইবে। তথাপি সে অনেক আগ্রহ করিল, কিন্তু রাজা যাইতে সম্মত না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ২৬ তখন অবশালোম কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে আমার ভ্রাতা অম্নোন্কে আমাদের সঙ্গে যাইতে দিউন; তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল, সে কেন তোমার সঙ্গে যাইবে? ২৭ কিন্তু অবশালোম্ অনেক আগ্রহ করিলে রাজা অম্নোন্কে ও সমস্ত রাজপুত্ত্রকে তাহার সহিত যাইতে দিল।

২৮ অপর অবশালোম্ আপন ভৃত্যগণকে এই আজ্ঞা দিল, দেখ, দ্রাক্ষারসে অম্নোনের চিত্ত প্রফুল্ল হইলে যখন আমি তোমাদিগকে কহিব, অম্নোন্কে মার, তখন তোমরা তাহাকে বধ করিও, ভীত হইও না। আমি কি তোমাদিগকে আজ্ঞা দি নাই? তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও। ২৯ পরে অবশালোমের ভৃত্যগণ অম্নোনের প্রতি অবশালোমের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল। তাহাতে রাজপুত্ত্রগণ সকলে উঠিয়া আপন ২ খচরে চড়িয়া পলায়ন করিল।

৩০ তাহারা পথে ছিল, এমত সময়ে দায়ূদের নিকটে এই জনরব আইল, অবশালোম্ সমস্ত রাজপুত্ত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট নাই। ৩১ তাহাতে রাজা উঠিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া ভূমিতে লম্বমান হইয়া পড়িল, এবং তাহার দাস সকল আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইল। ৩২ তখন দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্ত্র ঐ যোনাদব্ কহিল, সমস্ত রাজকুমার হত হইয়াছে, আমার প্রভু এমত বোধ করিবেন না, কেবল অম্নোন্ মরিয়াছে, কেননা অবশালোমের সহোদরা তামর্কে অম্নোনের মানভ্রষ্টা করণ দিবসাবধি অবশালোমের মানতক্রমে ইহা স্থির হইয়াছিল। ৩৩ অতএব সমস্ত রাজপুত্ত্র মরিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমার প্রভু মহারাজ শোক করিবেন না; কেবল অম্নোন্ মরিয়াছে। ৩৪ ইতিমধ্যে অবশালোম্ পলায়ন করিয়াছিল। পরে [তথায় উপস্থিত] যুব প্রহরী চক্ষু তুলিলে পর্ব্বতের পার্শ্বহইতে আপনার পশ্চাদ্দিক্স্থ পথ দিয়া অনেক লোক আসিতেছে, ইহা অবলোকন করিয়া দেখিল। ৩৫ তাহাতে যোনাদব্ রাজাকে কহিল, ঐ দেখুন, রাজপুত্ত্রগণ আসিতেছে, আপনকার দাসের বাক্যানুসারে তাহাই ঘটিল। ৩৬ ইহা কহিবামাত্র রাজপুত্ত্রগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং রাজা ও তাহার সমস্ত দাসগণও অতিশয় রোদন করিল।

৩৭ ইতিমধ্যে অবশালোম্ পলাইয়া গশূরের রাজা অম্মীহূদের পুত্ত্র তল্ময়ের নিকটে গেল, এবং দায়ূদ্ দিন ২ আপন পুত্ত্রের জন্যে শোক করিল। ৩৮ এবং অবশালোম্ পলাইয়া গশূরে গিয়া সে স্থানে তিন বৎসর প্রবাস করিল। ৩৯ তাহাই অবশালোমের বিপক্ষে যাত্রা করণে দায়ূদ্ রাজার বাধা হইল; পরে সে অম্নোন্কে মৃত জানিয়া তাহার বিষয়ে সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইল।

১৪ অধ্যায়।

১ পরে সরূয়ার পুত্ত্র যোয়াব্ রাজার অন্তঃকরণ অবশালোমের বিষয়ে ব্যগ্র দেখিয়া, ২ তকোয়ে দূত পাঠাইয়া তথাহইতে জ্ঞানবতী এক স্ত্রীকে আনাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি এক বার ছল করিয়া শোকান্বিতা হইয়া শোকসূচক বস্ত্র পরিধান কর; গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিও না, এবং মৃতের জন্যে বহুকাল শোককারিণী স্ত্রীর ন্যায় হও। ৩ এবং রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে অমুক কথা কহ। পরে যোয়াব্ বক্তব্য কথা তাহাকে শিখাইল।

৪ অপর তকোয়ের ঐ স্ত্রী রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক এই নিবেদন করিল, হে মহারাজ, সাহায্য করুন। ৫ রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি হইল? তাহাতে সে কহিল, সত্য বলিতেছি, আমি বিধবা; আমার স্বামী মরিয়াছে। ৬ এবং আপনকার দাসীর দুই পুত্ত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধ করিল; তখন তাহাদিগকে পৃথক্ ২ করিতে কেহ না থাকাতে এক জন অন্য জনকে মারিয়া ফেলিল। ৭ এখন সমুদয় গোষ্ঠী আপনকার দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া কহিতেছে, তুমি সেই ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর, আমরা তাহার হত ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ লইব, আমরা উত্তরাধিকারিকেও উচ্ছিন্ন করিব। এই প্রকারে তাহারা আমার অবশিষ্ট অঙ্গারটী নির্ব্বাণ করিতে, ও ভূমণ্ডলে আমার স্বামির নামাদি কিছু অবশিষ্ট না রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

৮ তখন রাজা ঐ স্ত্রীকে কহিল, ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিব। ৯ পরে ঐ তকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, [ভাল,] আমারই প্রতি ও আমার পিতৃকুলের প্রতি এই অপরাধ বর্ত্তুক; মহারাজ ও আপনকার সিংহাসন তো নির্দ্দোষ হইবেন। ১০ পরে রাজা কহিল, যে কেহ তোমাকে কিছু বলে, তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে আর স্পর্শ করিবে না। ১১ পরে সে স্ত্রী কহিল, আমি নিবেদন করি, মহারাজ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণ করিয়া আরও নরহত্যা করিতে রক্তের প্রতিহন্তাকে বারণ করুন; নতুবা তাহারা আমার পুত্ত্রকে বিনষ্ট করিবে। রাজা কহিল, জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, তোমার পুত্ত্রের এক কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না।

১২ তখন সে স্ত্রী কহিল, আমি বিনয় করি,

আপনকার দাসীকে আমার প্রভু মহারাজের কাছে এক কথা কহিতে দিউন। তাহাতে রাজা কহিল, বল। ১৩ পরে ঐ স্ত্রী কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজার বিপক্ষে আপনি কেন সেই রূপ সঙ্কল্প করিতেছেন? ঐ কথা কহাতে মহারাজ এক প্রকার দোষী হইয়া উঠিলেন, যেহেতুক মহারাজ আপনার নির্ব্বাসিত [পরিজনকে] ফিরাইয়া আনেন নাই। ১৪ আমরা তো নিতান্ত মরিব, এবং ভূমিতে ঢালিলে পর যাহা সংগ্রহ করা যায় না, এমত জলের ন্যায় হইব; পরন্তু ঈশ্বরও মমতা করিয়া আপনাহইতে নির্ব্বাসিত লোক যাহাতে নির্ব্বাসিত না থাকে, তাহার উপায় চিন্তা করেন, এমন কি নয়? ১৫ এখন আমি যে আপন প্রভু মহারাজের কাছে নিবেদন করিতে আইলাম, তাহার কারণ এই; লোকেরা আমার ভয় জন্মাইলে আপনকার দাসী কহিল, আমি মহারাজের কাছে নিবেদন করিব, হইতে পারে, মহারাজ আপন দাসীর নিবেদনানুসারে করিবেন। ১৬ আমার পুত্রশুদ্ধ আমাকে ঈশ্বরের অধিকারহইতে উচ্ছিন্ন করিতে যে চেষ্টা করে, তাহার হস্তহইতে আপনকার দাসীকে উদ্ধার করণে মহারাজ অবশ্য মনোযোগ করিবেন। ১৭ আপনকার দাসী আরও কহিল, আমার প্রভু মহারাজের বাক্য অবশ্য শান্তিকর হইবে, কেননা ভাল মন্দ বিবেচনা করণে আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বরের দূতের তুল্য; আর আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনকার সহিত থাকিবেন।

১৮ পরে রাজা উত্তর করিয়া ঐ স্ত্রীকে কহিল, আমি বিনয় করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আমাকে গোপন করিও না; তাহাতে সে কহিল, আমার প্রভু মহারাজ কহুন। ১৯ রাজা কহিল, এই সমস্ত ব্যাপারে তোমার সহিত কি যোয়াবের যোগ নাই? তাহাতে সে স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনকার প্রাণ সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, আমার প্রভু মহারাজ যাহা কহেন, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার যো নাই; আপনকার দাস যোয়াবই আমাকে আদেশ করিয়া এই সমস্ত কথা আপনকার দাসীকে শিখাইয়াছেন। ২০ এই বিষয়ের নূতন আকার দেখাইতে আপনকার দাস যোয়াব্ এই কর্ম্ম করিয়াছেন; যাহা হউক, আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয় জানিতে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় প্রজ্ঞাবান্।

২১ পরে রাজা যোয়াব্‌কে কহিল, এখন দেখ, আমি সেই কর্ম্ম করিব; অতএব যাও, সেই যুব অবশালোম্‌কে পুনর্ব্বার আন। ২২ তাহাতে যোয়াব উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া রাজার ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনি আপনকার দাসের নিবেদন সিদ্ধ করিলেন, ইহাতে আমি যে আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তাহা অদ্য আপনকার এই দাস জ্ঞাত হইল। ২৩ পরে যোয়াব্ উঠিয়া গশূরে যাইয়া অবশালোম্‌কে যিরূশালেমে আনিল। ২৪ পরে রাজা কহিল, সে ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, আমার মুখদর্শন পাইবে না। তাহাতে অবশালোম্ আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল, রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।

২৫ সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে অবশালোমের তুল্য সুন্দর পুরুষ কেহ ছিল না; সে অতি প্রশংসনীয়, তাহার পদতলাবধি মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত [সর্ব্বাঙ্গ] নির্দ্দোষ ছিল। ২৬ এবং তাহার মস্তকের কেশ ভারী বোধ হইলে সে তাহা ছেদন করিত; অর্থাৎ বৎসরান্তর মস্তক মুণ্ডন করিত; মুণ্ডন সময়ে মস্তকের কেশ তৌল করিত; তাহাতে রাজপরিমাণানুসারে তাহা দুই শত শেকল্ পরিমিত হইত। ২৭ ঐ অব্‌শালোমের তিন পুত্র ও তামর্ নামে পরম সুন্দরী এক কন্যা ছিল।

২৮ পরে অবশালোম্ সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূশালেমে বাস করত রাজার মুখ দেখিতে পাইল না। ২৯ অনন্তর সে রাজার নিকটে পাঠাইবার জন্যে যোয়াব্‌কে ডাকাইল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আসিতে সম্মত হইল না; পরে দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তখনও সে আসিতে সম্মত হইল না। ৩০ অতএব অবশালোম্ আপন দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার ভূমির পার্শ্বে যোয়াবের এক ক্ষেত্র আছে; সে স্থানে তাহার যে যব আছে, তোমরা যাইয়া তাহাতে অগ্নি দেও। তাহাতে অবশালোমের দাসগণ সে ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইল। ৩১ তখন যোয়াব্ উঠিয়া অবশালোমের নিকটে গৃহে আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার দাসগণ আমার ক্ষেত্রে কেন অগ্নি দিয়াছে? ৩২ তাহাতে অবশালোম যোয়াব্‌কে কহিল, দেখ, আমি তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম, ফলতঃ আমি গশূরহইতে কেন আইলাম? সেই স্থানে থাকিলে আমার আরও ভাল হইত। এখন আমাকে রাজার মুখ দেখিতে দিউন, নতুবা যদি আমাতে অপরাধ থাকে, তবে আমাকে বধ করুন; এই কথা রাজার কাছে নিবেদন করিবার জন্যে তোমাকে পাঠাইব, বলিয়াছিলাম। ৩৩ পরে যোয়াব রাজার নিকটে গিয়া তাহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিলে রাজা অবশালোম্‌কে ডাকাইল; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিল, এবং রাজা অবশালোম্‌কে চুম্বন করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ সেই সময়াবধি অবশালোম্ আপনার নিমিত্তে রথ ও অশ্বসমূহ ও আপনার অগ্রে ২ দৌড়িবার জন্যে পঞ্চাশ জনকে রাখিল। ২ আর অবশালোম প্রত্যূষে উঠিয়া রাজদ্বারের পথপার্শ্বে দাঁড়াইত; এবং যে কেহ বিচারার্থে রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত করিতে উদ্যত, অবশালোম্ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কোন্ নগরের লোক? তাহাতে আপনকার দাস আমি ইস্রায়েলের অমুক

বংশের লোক, ইহা সে উত্তর করিলে ৩ অবশালোম্ তাহাকে বলিত, দেখ, তোমার বিবাদের কথা ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার কথা শ্রবণ করিতে রাজার কোন লোক নাই। ৪ অবশালোম্ আরো কহিত, হায়, আমাকে কেন দেশের বিচারকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করে না? তাহা করিলে যে সকল লোকের বিবাদ প্রভৃতি বিচারের কোন কথা থাকে, তাহারা আমার নিকটে আইলে আমি তাহাদের বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম। ৫ এবং যে কেহ তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে তাহার নিকটে আসিত, তাহাকে সে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ধরিয়া চুম্বন করিত। ৬ ইস্রায়েলের যত লোক বিচারার্থে রাজার নিকটে যাইত, সকলের প্রতি অবশালোম্ এই রূপ ব্যবহার করিত। এই প্রকারে অবশালোম্ ইস্রায়েল লোকদের মন হরণ করিল।

৭ অপর চারি বৎসর অতীত হইলে অবশালোম্ রাজাকে কহিল, আপনকার অনুমতি হইলে আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যাহা২ মানত করিয়াছি, তাহা শোধ করণার্থে হিব্রোণে যাই। ৮ কেননা আপনকার দাস আমি যখন অরাম্‌দেশস্থ গশূরে প্রবাস করিতেছিলাম, তখন মানত করিয়া কহিয়াছিলাম, যদি সদাপ্রভু আমাকে যিরূশালেমে ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি সদাপ্রভুর আরাধনা করিব। ৯ তাহাতে রাজা কহিল, কুশলে যাও। অতএব সে উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।

১০ কিন্তু অবশালোম্ ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের কাছে চর পাঠাইয়া কহিয়াছিল, তূরীধ্বনি শুনিবামাত্র তোমরা কহিবা, অবশালোম্ হিব্রোণে রাজা হইলেন। ১১ আর যিরূশালেমহইতে দুই শত লোক অবশালোমের সহিত গেল; ইহারা নিমন্ত্রিত ছিল, এবং সরল মনে গেল, কিছুই অবগত ছিল না। ১২ পরে অবশালোম্ বলিদান কালে লোক প্রেরণ করিয়া গীলো নগরহইতে দায়ূদের মন্ত্রি গীলোনীয় অহীথোফল্‌কে ডাকাইল; তাহাতে চক্রান্তটী দৃঢ় হইল, এবং অব্‌শালোমের পক্ষীয় লোক উত্তর২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৩ পরে এক জন দায়ূদের কাছে আসিয়া এই সংবাদ দিল, ইস্রায়েল্ লোকদের অন্তঃকরণ অবশালোমের অনুগামী হইল। ১৪ তাহাতে দায়ূদের যে সকল দাস যিরূশালেমে তাহার নিকটে ছিল, তাহাদিগকে সে কহিল, আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, কেননা অবশালোমের সাক্ষাৎহইতে এড়াইবার যো হইবে না; অতএব শীঘ্র করিয়া চল, নতুবা সে সত্বর হইয়া আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবে, ও খড়্গের ধারে নগর আঘাত করিবে। ১৫ তাহাতে রাজার দাসগণ রাজাকে কহিল, দেখুন, আমাদের প্রভু মহারাজের আজ্ঞামত সকলই করিতে আপনকার দাসেরা প্রস্তুত আছে। ১৬ পরে রাজা প্রস্থান করিল; এবং তাহার সমস্ত পরিজন তাহার পশ্চাৎ২ [চলিল]; তথাপি রাজা বাটী রক্ষার্থে দশ জন উপপত্নীকে রাখিয়া গেল। ১৭ অপর রাজা ও তাহার সমভিব্যাহারি ঐ সমস্ত লোক চলিয়া বৈৎ-হম্মির্হকে স্থগিত হইল। ১৮ অনন্তর তাহার পার্শ্বস্থ দাসগণ এবং করেথীয় ও পলেথীয় সমস্ত লোক অগ্রসর হইল, এবং গাতীয় সমস্ত লোক অর্থাৎ তাহার সমভিব্যাহারে গাৎহইতে আগত ছয় শত লোক রাজার সম্মুখে অগ্রসর হইল।

১৯ পরে রাজা গাতীয় ইত্তয়কে কহিল, আমাদের সঙ্গে তুমিও কেন যাইবা? তুমি ফিরিয়া যাইয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি বিদেশী এবং স্বস্থানহইতে নির্ব্বাসিত লোক। ২০ কল্যমাত্র আইলা, অদ্য আমি কি তোমাকে আমাদের সহিত ভ্রমণ করাইব? আমি যেখানে সেখানে যাইব; তুমি ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া যাও; দয়া ও সত্য তোমার সহবর্ত্তী হউক। ২১ তাহাতে ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুকে এবং আপন প্রভু মহারাজের প্রাণ সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, জীবনার্থে হউক, কিম্বা মরণার্থে হউক, আমার প্রভু মহারাজ যে স্থানে থাকিবেন, আপনকার দাসও সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে। ২২ পরে দায়ূদ্ ইত্তয়কে কহিল, তবে যাইয়া অগ্রসর হও। তাহাতে গাতীয় ইত্তয় ও তাহার সমস্ত লোক ও সমভিব্যাহারি সমস্ত বালক অগ্রসর হইয়া গেল। ২৩ পরে যাবৎ দেশীয় সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, তাবৎ সমস্ত সৈন্য অগ্রসর হইল। অপর রাজা কিদ্রোণ স্রোতোমার্গ পার হইলে সমস্ত সৈন্যও প্রান্তরগামি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

২৪ আর দেখ, সাদোক্ ও তাহার সঙ্গে লেবীয় লোকেরাও ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক বহন করত অগ্রসর হইল; পরে নগরহইতে সমস্ত লোকের নিঃশেষে অগ্রসর না হওন পর্য্যন্ত তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক নামাইল, এবং অবিয়াথর্ উপরে আইল। ২৫ পরে রাজা সাদোক্‌কে কহিল, তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও; যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে তিনি আমাকে পুনর্ব্বার আনিয়া তাহা ও আপনার নিবাস দেখাইবেন। ২৬ কিন্তু যদি তিনি কহেন, তোমাতে আমার প্রীতি নাই, তবে দেখ, আমি উপস্থিত আছি; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, আমার প্রতি তাহাই করুন। ২৭ রাজা সাদোক্ যাজককে আরো কহিল, ওহে দর্শক, তুমি কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন্, তোমাদের এই দুই পুত্র তোমাদের নিকটে থাকিবে। ২৮ দেখ, যাবৎ তোমাদের নিকটহইতে নিশ্চয় সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি প্রান্তরস্থ তরণস্থানে থাকিয়া বিলম্ব করিব। ২৯ অতএব সাদোক্ ও অবিয়াথর্ ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় যিরূশালেমে লইয়া গিয়া সেই স্থানে রহিল।

৩০ পরে দায়ূদ্ জৈতুন পর্ব্বতের পথ দিয়া আরোহণ করিল; সে ঊর্দ্ধগমন সময়ে ক্রন্দন করিতে ২ চলিল; তাহার মুখ আচ্ছাদিত ও পদ অনাবৃত ছিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা প্রত্যেকে আপন ২ মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং ঊর্দ্ধগমন সময়ে রোদন করিতে ২ গেল। ৩১ অপর কেহ দায়ূদ্কে কহিল, অবশালোমের সঙ্গে চক্রান্তকারিদের মধ্যে অহীথোফলও আছে; তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া অহীথোফলের মন্ত্রণাকে মূর্খতা কর। ৩২ অপর যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত করে, দায়ূদ্ পর্ব্বতের সেই চূড়াতে উপস্থিত হইলে অর্কীয় হূশয় ছিন্ন অঙ্গরক্ষিণী পরিহিত হইয়া মস্তকে মৃত্তিকা দিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল। ৩৩ তাহাতে দায়ূদ তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার সহিত অগ্রসর হও, তবে আমাকে ভারগ্রস্ত করিবা। ৩৪ কিন্তু যদি নগরে ফিরিয়া যাইয়া অবশালোমকে বল, হে মহারাজ, আমি আপনকার দাস হইব, আমি আপনকার পিতার পুরাতন দাস, এবং এখন আপনকার দাস; তাহা হইলে তুমি আমার জন্যে অহীথোফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিতে পারিবা। ৩৫ সে স্থানে সাদোক্ ও অবিয়াথর নামে দুই যাজক কি তোমার সহিত থাকিবে না? অতএব তুমি রাজবাটীর যে কোন কথা শুনিবা, তাহা সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজককে কহিবা। ৩৬ দেখ, সে স্থানে তাহাদের সহিত তাহাদের দুই পুত্র, অর্থাৎ সাদোকের পুত্র অহীমাস্ ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন্ আছে; তোমরা যে কোন কথা শুনিবা, তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার সমাচার পাঠাইয়া দিবা। ৩৭ অতএব দায়ূদের বন্ধু হূশয় নগরে গেল; তখন অবশালোম যিরূশালেমে প্রবেশ করিতে উদ্যত ছিল।

১৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর দায়ূদ্ পর্ব্বতশৃঙ্গ পশ্চাৎ ফেলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে মফীবোশতের দাস সীবঃ সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভদের উপরে দুই শত রুটী ও এক শত থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও এক শত চাপ [খর্জ্জূরাদি] ফল ও এক কুপা দ্রাক্ষারস ছিল। ২ পরে রাজা সীবকে কহিল, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? তাহাতে সীবঃ কহিল, এই গর্দ্দভদ্বয় রাজপরিজন বহনার্থে, এবং এই রুটী ও ফল যুবদের আহারার্থে, এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে ক্লান্ত লোকদের পানার্থে হইবে। ৩ পরে রাজা কহিল, তোমার কর্ত্তার পুত্র কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, দেখুন, সে যিরূশালেমে বসিয়া আছে, কেননা সে কহিল, ইস্রায়েলের কুল অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য আমাকে ফিরাইয়া দিবে। ৪ তাহাতে রাজা সীবকে কহিল, দেখ, মফীবোশতের সর্ব্বস্ব তোমার। সীবঃ কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় করি, যেন আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই। ৫ পরে দায়ূদ্ রাজা বহুরীমে উপস্থিত হইলে শৌলকুলের গোষ্ঠীভুক্ত গেরার পুত্র শিমিয়ি নামে এক ব্যক্তি তথাহইতে নির্গত হইয়া আসিতে ২ শাপ দিল। ৬ এবং দায়ূদকে ও দায়ূদ্ রাজার সমস্ত দাসকে প্রস্তর মারিল; তখন সমস্ত লোক ও সমস্ত বীর তাহার দক্ষিণে ও বামে ছিল। ৭ শিমিয়ি শাপ দিতে ২ কহিল, রে রক্তপাতি মানুষ, রে পাপাধমের লোক, যা, যা। ৮ তুই যাহার পদে রাজা হইয়াছিস্, সেই শৌলের কুলের সমস্ত রক্তপাতের প্রতিফল সদাপ্রভু তোকে দিতেছেন, এবং সদাপ্রভু তোর পুত্র অবশালোমের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন; দেখ, তুই নিজ দুষ্টতাতে আট্‌কাইয়াছিস, কেননা তুই রক্তপাতি মানুষ।

৯ তাহাতে সরুয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে কহিল, ঐ মৃত কুক্কুর কেন আমার প্রভু মহারাজকে শাপ দেয়? আপনি অনুমতি করিলে আমি পার হইয়া উহার মস্তক কাটিয়া ফেলি। ১০ কিন্তু রাজা কহিল, হে সরুয়ার পুত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার সম্পর্ক কি? ও যদিস্যাৎ শাপ দেয়, এবং সদাপ্রভু যদিস্যাৎ উহাকে কহিয়া থাকেন, দায়ূদ্কে শাপ দেও, তাহা হইলে কে বলিবে, এমন কর্ম্ম কেন করিতেছ? ১১ দায়ূদ্ অবীশয়কে ও আপনার সমস্ত দাসকে আরও কহিল, দেখ, আমার কটিহইতে উৎপন্ন আমার পুত্র আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, তবে ঐ বিন্যামীনীয় লোক কি না করিবে? উহাকে থাকিতে দেও; ও শাপ দিউক, কেননা সদাপ্রভু উহাকে অনুমতি দিয়াছেন। ১২ হইতে পারে, আমার অপরাধ হইলেও সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিবেন, ও অদ্য আমাকে দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে সদাপ্রভু আমার মঙ্গল করিবেন। ১৩ পরে দায়ূদ ও তাহার লোকেরা যাবৎ পথ দিয়া যাইতেছিল, তাবৎ ঐ শিমিয়ি তাহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্বে দিয়া চলিতে ২ শাপ দিল ও আড়পারহইতে প্রস্তর মারিল ও ধূলা ছড়াইল। ১৪ পরে রাজা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা অয়েফীমে [শ্রান্তদের স্থানে] আসিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম করিল।

১৫ ইতিমধ্যে অবশালোম্ ও তাহার সঙ্গি অহীথোফল্ ও ইস্রায়েলের লোক সকল যিরূশালেমে প্রবেশ করিল। ১৬ তখন দায়ূদের বন্ধু অর্কীয় হূশয় অবশালোমের নিকটে আইল। হূশয় অবশালোমকে কহিল, মহারাজ চিরজীবী হউন, মহারাজ চিরজীবী হউন্। ১৭ তাহাতে অবশালোম্ হূশয়কে কহিল, এ কি মিত্রের প্রতি তোমার দয়া? তুমি আপন মিত্রের সহিত কেন গমন করিলা না? ১৮ হূশয় অবশালোম্কে কহিল, তাহা নয়; কিন্তু সদাপ্রভু এবং এই জাতি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক যাহাকে মনোনীত করেন, আমি তাহার পক্ষ হই, ও তাহার সহিত থাকি। ১৯ আর তাহার পরে কাহার সেবা-

কারী হইব? তাহার পুত্রের সাক্ষাতে কি নয়? যেমন আপনকার পিতার সাক্ষাতে সেবকের কর্ম্ম করিয়াছি, তেমনি আপনকার সাক্ষাতেও করিব।

২০ পরে অবশালোম্ অহীথোফল্‌কে কহিল, এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? তদ্বিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা দেও। ২১ তখন অহীথোফল্ অবশালোম্‌কে কহিল, তোমার পিতা বাটী রক্ষার্থে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তুমি আপন পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে গমন কর, তাহাতে তুমি পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্ শুনিবে, এবং তোমার সঙ্গি সমস্ত লোকের হস্ত সবল হইবে। ২২ অনন্তর লোকেরা অবশালোমের নিমিত্তে প্রাসাদের ছাতে রাজতাম্বু স্থাপন করিল, তাহাতে অবশালোম্ সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদের কাছে গমন করিল। ২৩ ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা দিত, তাহা ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা উত্তরলাভের তুল্য ছিল; দায়ূদের ও অবশালোমের, উভয়ের বোধে অহীথোফলের যাবতীয় মন্ত্রণা তাদৃশ ছিল।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে অহীথোফল্ অবশালোম্‌কে আরও কহিল, তোমার অনুমতি হইলে আমি দ্বাদশ সহস্র লোককে মনোনীত করিয়া অদ্য রাত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হই, ২ এবং তাহার শ্রান্তি ও শৈথিল্য সময়ে হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভয় দেখাই; তাহাতে তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক পলায়ন করিবে, এবং আমি কেবল রাজাকে আঘাত করিব। ৩ এই রূপে সমস্ত লোককে তোমার পক্ষে আনিব; তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, তাহারই মরণ এবং সকলের প্রত্যাগমন দুই সমান; সমস্ত লোক ক্ষান্ত থাকিবে। ৪ তখন এই মন্ত্রণা অবশালোমের ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গের তুষ্টিকর হইল। ৫ তথাপি অবশালোম্ কহিল, এক বার অর্কীয় হূশয়কেও ডাক; সে কি বলে, আমরা তাহাও শুনি। ৬ পরে হূশয় অবশালোমের নিকটে আইলে অবশালোম্ তাহাকে কহিল, অহীথোফল্ অমুক পরামর্শ দিল, এখন তাহার পরামর্শানুসারে করা আমাদের কর্ত্তব্য কি না? তাহা তুমি বল। ৭ তাহাতে হূশয় অবশালোমকে কহিল, এই বার অহীথোফল্ ভাল পরামর্শ দেয় নাই। ৮ হূশয় আরও কহিল, আপনি আপন পিতাকে ও তাহার লোকদিগকে জানেন, তাহারা বীর ও উগ্রমনা এবং মাঠের হৃতবৎসা ভল্লূকীর তুল্য, এবং আপনকার পিতা বড় যোদ্ধা; সে লোকদের সহিত রাত্রি যাপন করে, ইহা অসম্ভব। ৯ দেখুন, ইহার মধ্যে সে কোন গর্ত্তে কিম্বা কোন [দৃঢ়] স্থানে গিয়া লুক্কায়িত আছে; আর প্রথমে সে ঐ লোকদিগকে আক্রমণ করিলে যদি কেহ জনশ্রুতি শুনিয়া বলে, অবশালোমের অনুগামি লোকদের মধ্যে সংহার হইতেছে, ১০ তাহা হইলে যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সিংহের ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট, সেও একান্ত গলিয়া যাইবে; কারণ তোমার পিতা বিক্রমশালী, ও তাহার সঙ্গিগণ বীর্য্যবান লোক, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্ জ্ঞাত আছে। ১১ বরং আমার পরামর্শ এই; দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ বালির ন্যায় অসংখ্য সমস্ত ইস্রায়েল্ আপনকার নিকটে সঙ্গৃহীত হউক, পরে আপনি স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিবেন। ১২ তাহাতে যে কোন [দৃঢ়] স্থানে তাহাকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে আমরা তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে শিশির পতনের ন্যায় তাহার উপরে চাপিয়া পড়িব; তাহাতে তাহার [পক্ষ] কিম্বা তাহার সঙ্গিসমূহের মধ্যে এক জনও অবশিষ্ট থাকিবে না। ১৩ আর যদিস্যাৎ সে কোন নগরে আশ্রয় লয়, তবে সমস্ত ইস্রায়েল্ সেই নগরে রজ্জু বান্ধিয়া স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত তাহা টানিয়া লইয়া যাইবে, তথাকার একটী কঙ্করও আর পাওয়া যাইবে না। ১৪ পরে অবশালোম্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক কহিল, অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয় হূশয়ের মন্ত্রণা উত্তম। বস্তুতঃ সদাপ্রভু যেন অবশালোমের প্রতি অমঙ্গল ঘটান, তজ্জন্য অহীথোফলের উত্তম মন্ত্রণা ব্যর্থ করণার্থে সদাপ্রভু ইহা স্থির করিয়াছিলেন।

১৫ পরে হূশয় সাদোক্ ও অবিয়াথর্ নামে দুই যাজককে কহিল, অহীথোফল্ অবশালোমকে ও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক মন্ত্রণা দিয়াছিল, কিন্তু আমি অমুক মন্ত্রণা দিলাম। ১৬ অতএব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাকে বল, আপনি প্রান্তরস্থ তরণস্থানে রাত্রি যাপন করিবেন না, শীঘ্রই পার হইয়া যাইবেন; নতুবা মহারাজের ও আপনকার সঙ্গি সমস্ত লোকের সংহার হইবে। ১৭ তৎকালে যোনাথন্ ও অহীমাস্ ঐন্-রোগেলে রহিয়াছিল; কেননা তাহারা নগরে আসিয়া মুখ দেখাইতে পারিল না; অতএব [তাহাদের] এক দাসী যাইয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল, পরে তাহারা দায়ূদ্ রাজাকে সংবাদ দিতে গমন করিল। ১৮ তথাচ এক যুবা তাহাদিগকে দেখিয়া অবশালোমকে জ্ঞাত করিল; কিন্তু তাহারা দুই জন শীঘ্র যাইয়া বহূরীমে এক লোকের বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে এক কূপ থাকাতে সেই কূপে নামিল। ১৯ পরে গৃহিণী কূপটীর মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে নিস্তুক্ শস্য বিস্তৃত করিল, তাহাতে কেহ কিছু জানিতে পারিল না। ২০ পরে অবশালোমের দাসগণ সেই স্ত্রীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, অহীমাস্ ও যোনাথন্ কোথায়? সে স্ত্রী তাহাদিগকে কহিল, তাহারা ঐ জলস্রোত পার হইয়া গেল। পরে উহারা অন্বেষণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ না পাওয়াতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। ২১ উহারা চলিয়া গেলে পর ঐ দুই জন কূপহইতে উঠিয়া গিয়া দায়ূদ্ রাজাকে সংবাদ

দিয়া কহিল, উঠুন, শীঘ্র নদী পার হইয়া যাউন, কেননা অহীথোফল্ আপনকার বিরুদ্ধে অমুক মন্ত্রণা দিল। [২২] তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক উঠিয়া যর্দ্দন পার হইল; যর্দ্দন পার হয় নাই, তাহাদের এমত এক জনও প্রভাতে অবশিষ্ট থাকিল না।

[২৩] অপর আপন মন্ত্রণার মত কর্ম্ম করা গেল না, ইহা দেখিয়া অহীথোফল্ গর্দ্দভ সাজাইয়া গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বাটীতে, অর্থাৎ আপন নগরে গেল, এবং আপন বাটীর বিষয়ে [চরম] আজ্ঞা দিয়া আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল, পরে পৈতৃক কবরে তাহার কবর দেওয়া গেল।

[২৪] ইতিমধ্যে দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের সহিত অবশালোম্ যর্দ্দন্ পার হইল। [২৫] এবং অবশালোম যোয়াবের পদে অমাসাকে প্রধান সেনাপতি করিয়াছিল। ঐ অমাসা ইশ্‌মায়েলীয় যেথর নামক এক ব্যক্তির পুত্র; সেই ব্যক্তি নাহশের কন্যা অবীগলের কাছে গমন করিয়াছিল; উক্ত স্ত্রী যোয়াবের মাসী অর্থাৎ সরুয়ার ভগিনী। [২৬] পরে ইস্রায়েল ও অবশালোম গিলিয়দ্ দেশে শিবির স্থাপন করিল।

[২৭] অপর দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে অম্মোনের সন্তানদিগের রব্বানিবাসি নাহশের পুত্র শোবি, ও লোদবার নিবাসি অম্মীয়েলের পুত্র মাখীর্, এবং রোগলীমনিবাসি গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের জন্যে [২৮] শয্যা ও ডাবর ও মৃৎপাত্র এবং আহারার্থে গোম ও যব ও সূজী ও ভাজা শস্য ও শিম ও মসূর ও ভাজা কলাই [২৯] ও মধু ও দধি এবং মেষপাল ও গোদুগ্ধের পনীর আনিল; কেননা তাহারা ভাবিয়াছিল, লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত ও পিপাসিত ও শ্রান্ত হইয়া থাকিবে।

১৮ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ আপন সঙ্গি লোকদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতিগণকে নিযুক্ত করিল। [২] এবং দায়ূদ্ যোয়াবের হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের ভ্রাতা সরুয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ, এবং গাতীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ সমর্পণ করিয়া প্রেরণ করিল। এবং রাজা লোকদিগকে কহিল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইব। [৩] কিন্তু লোকেরা কহিল, আপনি যুদ্ধে যাইবেন না; কেননা যদি আমরা পলাই, তবে আমাদের জন্যে তাহারা মন দিবে না, আমাদের অর্দ্ধেক লোক মরিলেও আমাদের জন্যে মন দিবে না; কিন্তু আপনি আমাদের দশ সহস্রের সমান; অতএব নগরহইতে আমাদের সাহায্য করণার্থে আপনি [প্রস্তুত] থাকিলে ভাল হয়। [৪] তাহাতে রাজা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যাহা ভাল বুঝ, তাহাই করিব; পরে রাজা নগরদ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং লোক সকল শত২ ও সহস্র ২ হইয়া বহির্গমন করিল। [৫] তখন রাজা যোয়াবকে ও অবীশয়কে ও ইত্তয়কে আজ্ঞা দিয়া কহিল, তোমরা আমার অনুরোধে সেই যুব অবশালোমের প্রতি কোমল ব্যবহার কর। অবশালোমের বিষয়ে সেনাপতিগণকে রাজার এই আজ্ঞা দেওন সময়ে সমস্ত লোকই তাহা শুনিল।

[৬] পরে লোকেরা ইস্রায়েলের প্রতিকূলে রণস্থলে বাহির হইয়া গেলে ইফ্রয়িম অরণ্যে যুদ্ধ হইল। [৭] সে স্থানে ইস্রায়েল লোকেরা দায়ূদের দাসদের সম্মুখে পরাজিত হইল, তাহাতে সেই দিনে তথায় মহাহনন হইল, অর্থাৎ বিংশতি সহস্র লোক হত হইল। [৮] ফলতঃ যুদ্ধ তথাকার সমস্ত ভূতলে ব্যাপ্ত হইল; এবং সেই দিনে খড়্গ যত লোককে গ্রাস করিল, অরণ্য তদপেক্ষা অধিক লোককে গ্রাস করিল।

[৯] অপর দৈবাৎ অবশালোম দায়ূদের দাসগণের দৃষ্টিগোচর হইল; ফলতঃ অবশালোম যে খচরে আরূঢ় ছিল, সেই খচর তথাকার বড় এলাবৃক্ষের শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই এলাবৃক্ষে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইয়াছিল: তাহাতে সে গগণের ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিয়া রহিল, এবং খচরটী তাহার নীচহইতে প্রস্থান করিল। [১০] পরে এক পুরুষ তাহা দেখিয়া যোয়াবকে কহিল, আমি অবশালোমকে ঐ এলাবৃক্ষে ঝুলান দেখিলাম। [১১] তখন যোয়াব সেই বার্ত্তাদায়ি লোককে কহিল, যদি এমত দেখিলা, তবে কেন সে স্থানে তাহাকে মারিয়া ভূমিতে ফেলিলা না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ শেকল রূপা ও একটা কটিবন্ধন দিতাম। [১২] ইহাতে সেই পুরুষ যোয়াবকে কহিল, আমি যদ্যপি সহস্র শেকল রূপা এই করতলে তৌল করিতে পাইতাম, তথাপি সেই রাজপুত্রের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিতাম না; কেননা আমাদেরই কর্ণগোচরে রাজা তোমাকে ও অবীশয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা যে হও, সেই যুব অবশালোমের বিষয়ে সাবধান হও। [১৩] আর যদিস্যাৎ আমি উহাঁর প্রাণের বিপরীতে বিশ্বাসঘাতকতা করিতাম, তবে কি হইত? একে তো রাজাহইতে কোন কর্ম্ম গুপ্ত থাকে না, তাহাতে তুমিও আমার প্রতিকূল হইতা। [১৪] তখন যোয়াব কহিল, তোমার সম্মুখে আমার এমন বিলম্ব করা অনুচিত। পরে সে হস্তে তিনটী খোঁচা লইয়া অবশালোমের হৃদয়ে ঢুকাইয়া দিল। [১৫] তখনও এলাবৃক্ষের মধ্যে অবশালোম জীবিত থাকাতে যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ জন যুবা অবশালোমকে বেষ্টন পূর্ব্বক আঘাত করিয়া বধ করিল। [১৬] পরে যোয়াব তূরী বাজাইল, তাহাতে লোকেরা ইস্রায়েলের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিল; কেননা যোয়াব লোকদিগকে দয়া করিল। [১৭] আর তাহারা অবশালোমকে নামাইয়া অরণ্যস্থ এক বৃহৎ গর্ত্তে ফেলিয়া তাহার উপরে অতি প্রকাণ্ড

প্রস্তররাশি করিল। ইতিমধ্যে সমস্ত ইস্রায়েল আপন ২ তাম্বুতে পলায়ন করিল।

১৮ রাজার তলভূমিতে অবশালোমের যে স্তম্ভ আছে, তাহা সে জীবৎ সময়ে নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার জন্যে স্থাপন করিয়াছিল, কেননা সে ভাবিয়াছিল, আমার নাম রাখিতে আমার পুত্র নাই; এই জন্যে সে আপন নামানুসারে ঐ স্তম্ভের নাম রাখিল; অদ্যাপি তাহা অবশালোমের স্তম্ভ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

১৯ অপর সাদোকের পুত্র অহীমাস কহিল, যদি অনুমতি হয়, তবে আমি দৌড়িয়া গিয়া, সদাপ্রভু কি রূপে রাজার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া শত্রুগণহইতে তাহার [উদ্ধার করিয়াছেন], ইহার সুসমাচার রাজাকে দিই। ২০ কিন্তু যোয়াব তাহাকে কহিল, অদ্য তুমি সুসমাচারদায়ক হইবা না, অন্য দিন সুসমাচার দিবা; রাজপুত্র মরিয়াছে, এই প্রযুক্ত অদ্য তুমি সুসমাচার দিবা না। ২১ পরে যোয়াব কূশিকে কহিল, যাও, যাহা দেখিলা, তাহা রাজাকে জানাও। তাহাতে কূশি যোয়াবের কাছে প্রনিপাত করিয়া দৌড়িয়া চলিল। ২২ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আর বার যোয়াবকে কহিল, যাহা হউক, অনুগ্রহ করিয়া কূশির পশ্চাৎ আমাকেও দৌড়িতে দিউন। তাহাতে যোয়াব কহিল, বৎস, তুমি কেন দৌড়িবা? তোমার দেয় সমাচার তো মিলে না। ২৩ [সে বলিল,] যাহা হউক, আমাকে দৌড়িতে দিউন। তাহাতে যোয়াব কহিল, দৌড়। তখন অহীমাস কিক্কর [নামক অঞ্চলের] পথ দিয়া দৌড়িতে ২ কূশিকে পশ্চাৎ ফেলিল। ২৪ সেই সময়ে দায়ূদ্ নগরদ্বারদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বসিয়াছিল। অনন্তর প্রহরী নগরদ্বারের ও প্রাচীরের পৃষ্ঠে গমনাগমন করিতে ২ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে। ২৫ পরে প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে তাহা জানাইলে রাজা কহিল, সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে সুসমাচার আছে। অপর সে আসিতে ২ নিকটবর্ত্তী হইলে ২৬ প্রহরী আর এক জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে দ্বারিকে বলিল, দেখ, আর এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে; তাহাতে রাজা কহিল, সেও সুসমাচার আনিতেছে। ২৭ পরে প্রহরী কহিল, প্রথম ব্যক্তির দৌড়ন সাদোকের পুত্র অহীমাসের দৌড়ন বোধ হয়। রাজা কহিল, সে ভাল মানুষ, ভাল সমাচার আনিতেছে। ২৮ তখন অহীমাস উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিয়া কহিল, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক আমার প্রভু মহারাজের বিরুদ্ধে যাহারা হস্ত তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি রোধ করিয়াছেন। ২৯ পরে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, যুবপুরুষ অবশালোমের কি মঙ্গল? তাহাতে অহীমাস কহিল, যে সময়ে যোয়াব মহারাজের দাসকে ও আমাকে পাঠাইল, সেই সময়ে বড় লোকারণ্য দেখিলাম, কিন্তু কি হইয়াছিল, তাহা জানি না। ৩০ রাজা কহিল, এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। ৩১ তখন দেখ, কূশি আসিয়া কহিল, আমার প্রভু মহারাজ সুসমাচার গ্রাহ্য করুন; সদাপ্রভু অদ্য আপনকার বিচার নিষ্পত্তি করিয়া আপনকার প্রতিকূলে যাহারা উঠিয়াছিল সেই সকলের হস্তহইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ৩২ রাজা কূশিকে জিজ্ঞাসিল, যুবপুরুষ অবশালোমের কি মঙ্গল? তাহাতে কূশি কহিল, আমার প্রভু মহারাজের শত্রুগণ, ও যাহারা আপনকার অমঙ্গলার্থে আপনকার বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে সেই যুব পুরুষের মত হউক।

৩৩ তাহাতে রাজা অধৈর্য্য হইয়া নগরদ্বারের ছাতে স্থিত কুঠরীতে উঠিয়া রোদন করিতে লাগিল; এবং গমন করিতে ২ কহিল, হায়! আমার পুত্র অবশালোম! হায়! আমার পুত্র, আমার পুত্র অবশালোম! কেন তোমার পরিবর্ত্তে আমি মরি নাই! হায় অবশালোম! হায়! আমার পুত্র, আমার পুত্র!

১৯ অধ্যায়।

১ পরে কেহ যোয়াবকে কহিল, দেখ, রাজা অবশালোমের জন্যে রোদন ও শোক করিতেছে। ২ আর সেই দিবসের জয় সমস্ত লোকের শোক হইয়া পড়িল, কারণ রাজা আপন পুত্রের বিষয়ে ব্যথিত হইতেছে, ইহা লোকে সেই দিনে শুনিল। ৩ এবং রণস্থলহইতে পলায়িত লোকেরা যেমন বিষণ্ণ হইয়া চোরের ন্যায় চলে, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে চোরের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিল। ৪ এবং রাজা আপন মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত কহিতেছিল, হায়! আমার পুত্র অবশালোম! হায়! আমার পুত্র অবশালোম! হায়! আমার পুত্র!

৫ পরে যোয়াব অভ্যন্তরে রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, যাহারা তোমার প্রাণ ও তোমার পুত্র কন্যাদের প্রাণ ও তোমার ভার্য্যাদের প্রাণ ও উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তোমার সেই দাসগণকে তুমি অদ্য বিষণ্ণবদন করিলা। ৬ বস্তুতঃ তুমি আপন বৈরিগণকে প্রেম ও আপন মিত্রগণকে ঘৃণা করিতেছ; এবং তোমার অধ্যক্ষগণ ও দাসগণ যেন নাই, ইহা অদ্য জ্ঞাপন করিলা; কেননা অদ্য আমি দেখিতে পাইতেছি, অবশালোম্ বাঁচিলে যদি আমরা সকলে অদ্য মরিতাম, তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হইতা। ৭ অতএব তুমি এখন উঠিয়া বাহিরে যাইয়া আপন দাসগণকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহ। আমি সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিতেছি, যদি তুমি বাহিরে না যাও, তবে এই রাত্রি তোমার সহিত এক জনও থাকিবে না; এবং তোমার যৌবনকালাবধি এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল তোমাতে ঘটিয়াছে, সে সকলহইতেও তোমার এই

অমঙ্গল অধিক হইবে। ৮ তাহাতে রাজা উঠিয়া নগরদ্বারে বসিল; তখন সমস্ত লোককে বলা গেল, দেখ,রাজা দ্বারে বসিয়া আছেন; তাহাতে সমস্ত লোক রাজার সম্মুখে আইল। ইতিমধ্যে ইস্রায়েল্ লোক প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুতে পলায়ন করিয়াছিল।

৯ পরে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে লোক সকল পরস্পর কলহ করিয়া বলিতে লাগিল, যে রাজা শত্রুগণের হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়াছেন, ও পলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি অবশালোমের ভয়ে সম্প্রতি দেশহইতে পলায়ন করিলেন। ১০ আর আমরা যে অবশালোম্কে আপনাদের উপরে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, সে যুদ্ধে মরিল; অতএব তোমরা এখন রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার বিষয়ে কেন তূষ্ণীভূত হও?

১১ অপর দায়ূদ্ রাজা সাদোক্ ও অবিয়াথর যাজকের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, তোমরা যিহূদার প্রাচীনবর্গকে বল, সমস্ত ইস্রায়েলের নিবেদন রাজার নিকটে গৃহে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব রাজাকে আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনিতে তোমরা কেন সকলের পশ্চাৎ হইতেছ? ১২ তোমরাই আমার ভ্রাতা ও আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ; অতএব রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন সকলের পশ্চাৎ হইতেছ? ১৩ তোমরা অমাসাকেও বল, তুমি কি আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ নও? যদি তুমি নিত্য আমার সাক্ষাতে যোয়াবের পদে [প্রধান] সেনাপতি না হও, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১৪ এইরূপে সে যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে এক জনের হৃদয়ের ন্যায় নত করিল, তাহাতে তাহারা লোক প্রেরণদ্বারা রাজাকে কহিল, আপনি ও আপনকার দাস সকল পুনরাগমন করুন। ১৫ পরে রাজা প্রত্যাগমন করিতে যর্দ্দন পর্য্যন্ত গেল, ইতিমধ্যে যিহূদার লোকেরা রাজার প্রত্যুদ্গমন করিতে ও তাহাকে যর্দ্দন পার করিতে গিল্গলে আইল।

১৬ তখন দায়ূদ্ রাজার প্রত্যুদ্গমনার্থে বহূরীমনিবাসী গেরার পুত্র বিন্যামীনীয় শিমিয়ি ত্বরা করিয়া যিহূদার লোকদের সহিত আইল। ১৭ এবং বিন্যামীনীয় এক সহস্র লোক তাহার সহিত ছিল, এবং শৌলের কুলের ভৃত্য সীবঃ ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি দাস তাহার সহিত ছিল, তাহারা রাজার সাক্ষাতে জল ভাঙ্গিয়া যর্দ্দন্ পার হইল। ১৮ তখন খেয়া নৌকাখানি রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাহার বাসনামত কর্ম্ম করিতে অন্য পারে গিয়াছিল। অতএব রাজার যর্দ্দন্ পার হওন কালেই গেরার পুত্র ঐ শিমিয়ি রাজার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িয়া ১৯ রাজাকে কহিল, আমার প্রভু আমার অপরাধ গণনা করিবেন না; যে দিবসে আমার প্রভু মহারাজ যিরূশালেম্হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসে আপনকার দাস আমি যে ২ অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা আপনকার স্মরণহইতে দূর করুন, মহারাজ তাহা মনে রাখিবেন না। ২০ আপনকার দাস আমি পাপ করিয়াছি, ইহা জ্ঞাত হইলাম, এই জন্যে দেখুন, যোষেফের সমস্ত কুলের মধ্যে প্রথমে আমিই অদ্য আমার প্রভু মহারাজের প্রত্যুদ্গমনার্থে নামিয়া আইলাম। ২১ তাহাতে সরূয়ার পুত্র অবীশয় উত্তর করিল, সেই হেতুক শিমিয়ির প্রাণদণ্ড কি হইবে না? সে তো সদাপ্রভুর অভিষিক্তকে শাপ দিয়াছিল। ২২ কিন্তু দায়ূদ্ কহিল, হে সরূয়ার পুত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি? তোমরা অদ্য কেন আমার বিপক্ষ হইতেছ? অদ্য ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারো প্রাণদণ্ড কি হইতে পারে? অদ্যই আমি ইস্রায়েলের উপরে রাজা হইলাম, ইহা কি জানি না? ২৩ পরে রাজা শিমিয়িকে কহিল, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে না; ফলতঃ রাজা শপথ পূর্ব্বক তাহা কহিল।

২৪ অপর শৌলের পৌত্র মফীবোশৎ রাজার প্রত্যুদ্গমনার্থে নামিয়া আইল; রাজার নির্গমনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত সে আপন পায়ের যত্ন করে নাই, ও শ্মশ্রু পরিষ্কার করে নাই, ও বস্ত্র ধৌত করায় নাই। ২৫ অতএব যখন যিরূশালেমের [লোকেরা] রাজার প্রত্যুদ্গমন করিতে আইল, তখন রাজা তাহাকে কহিল, হে মফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত যাও নাই? ২৬ তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনকার দাস আমি খঞ্জ, এই জন্যে গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার উপরে চড়িয়া মহারাজের সহিত গমন করা আপনকার এই দাসের মনস্থ ছিল, কিন্তু আমার দাস আমাকে বঞ্চনা করিল। ২৭ সে আমার প্রভু মহারাজের নিকটে আপনকার এই দাসের অপবাদ করিল; কিন্তু আমার প্রভু মহারাজ ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; অতএব আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন। ২৮ আমার প্রভু মহারাজের সাক্ষাতে আমার সমস্ত পিতৃকুল নিতান্ত মৃত্যুর যোগ্য পাত্র ছিল, তথাপি আপনি আপনকার মেজে ভোজনকারিদের সহিত বসিতে আপনকার এই দাসকে স্থান দিয়াছেন; অতএব আমার আর কি পুণ্য আছে? এবং মহারাজের কাছে পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতে আমার অধিকার কি? ২৯ তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল, তোমার অধিক নিবেদনে কি প্রয়োজন? আমি কহিয়াছি, তুমি ও সীবঃ উভয়ে সেই ভূমি অংশ করিয়া লও। ৩০ তখন মফীবোশৎ রাজাকে কহিল, এখন আমার প্রভু মহারাজ কুশলে আপন বাটীতে ফিরিয়া আইলেন, অতএব সে বরং সমস্তই গ্রহণ করুক।

৩১ অপর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগল্লীম্হইতে আসিয়া যর্দ্দনের নিকটে আগবাড়ান রাখিবার আশয়ে রাজার সহিত যর্দ্দন পার হইল। ৩২ সেই বর্সিল্লয় অতি বৃদ্ধ অর্থাৎ আশী বৎসর বয়স্ক ছিল; আর মহনয়িমে রাজার অবস্থিতি কালে সেই ব্যক্তি তাহাকে খাদ্য যোগাইয়াছিল, কারণ সে অতিশয় বড়

মানুষ ছিল। [৩৩] পরে রাজা বর্সিল্লয়কে কহিল, তুমি আমার সহিত অগ্রসর হইয়া আইস, আমি তোমাকে যিরুশালেমে আপনার সঙ্গে প্রতিপালন করিব। [৩৪] কিন্তু বর্সিল্লয় রাজাকে কহিল, আমার আর কত আয়ু আছে, যে আমি মহারাজের সহিত যিরুশালেমে উঠিয়া যাই? [৩৫] অদ্য আমার আশী বৎসর বয়স হইল; এখন কি ভাল মন্দ বিশেষ বুঝিতে পারি? অথবা যাহা ভোজন করি ও যাহা পান করি, আপনকার দাস আমি কি তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারি? কিম্বা এখনও কি গায়ক ও গায়িকাদের গানের শব্দ শুনিতে পাই? অতএব আপনকার এই দাস আমার প্রভু মহারাজের উপরে কেন আর ভার দিবে? [৩৬] আপনকার এই দাস যর্দ্দন্ পার হইয়া মহারাজের সহিত [গেলে] অল্প কালমাত্র [বাঁচিবে]; অতএব মহারাজ আমার এমত পুরস্কার কেন করিবেন? [৩৭] অনুগ্রহ করিয়া আপনকার এই দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন; আমি আপন নগরে আপন পিতামাতার কবরের নিকটে মরিব। কিন্তু দেখুন, আপনকার দাস এই কিম্‌হম আমার প্রভু মহারাজের সহিত অগ্রসর হইয়া যাইবে; আপনকার যাহা ভাল বোধ হয়, ইহার প্রতি তাহাই করুন। [৩৮] রাজা উত্তর করিল, কিম্‌হম্ আমার সহিত অগ্রসর হইয়া যাইবে; তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি তাহাই করিব; এবং তুমি আমাহইতে যাহা মনোনীত করিবা, তোমার নিমিত্তে তাহাই করিব। [৩৯] পরে সমস্ত লোক যর্দ্দন্ পার হইলে, রাজাও পার হইয়া বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল; পরে সে স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। [৪০] অপর রাজা অগ্রসর হইয়া গিল্‌গলে গেল: এবং কিম্‌হম্ তাহার সহিত গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের অর্দ্ধ লোক রাজাকে আগবাড়ান লইয়া আইল।

[৪১] পরে দেখ, ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা যিহূদার লোকেরা আপনাকে চুরি করিয়া মহারাজকে ও আপনকার পরিজনদিগকে যর্দ্দন্ পার করিয়া কেন আনিল? তখন দায়ূদের সমস্ত লোক তাহার সঙ্গে ছিল। [৪২] অতএব যিহূদার সমস্ত লোক ইস্রায়েল্ লোকদিগকে উত্তর করিল, রাজা তো আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ বিষয়ে কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা কি রাজার কিছু খাইয়াছি? তিনি বা কি আমাদিগকে কিছু ভেট দিয়াছেন? [৪৩] পরে ইস্রায়েল্ লোক প্রত্যুত্তর করিয়া যিহূদার লোকদিগকে কহিল, রাজাতে আমাদের দশাংশ অধিকার আছে, এবং দায়ূদেও তোমাদের অপেক্ষা আমাদের অধিকার অধিক; অতএব আমাদিগকে কেন তুচ্ছবোধ করিলা? আর আমাদের রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার প্রস্তাব কি প্রথমে আমাদের হয় নাই? তাহাতে ইস্রায়েল্ লোকদের বাক্য অপেক্ষা যিহূদা লোকদের বাক্য অধিক কঠিন হইল।

২০ অধ্যায়।

[১] ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্যামীনীয় বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে এক জন পাপাধম লোক ছিল; সে তূরী বাজাইয়া কহিল, দায়ূদে আমাদের কোন অংশ নাই, ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল্, তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুতে যাও। [২] তাহাতে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক দায়ূদের পশ্চাৎহইতে ফিরিয়া বিখ্রির পুত্র ঐ শেবের অনুগামী হইল; কিন্তু যিহূদার লোকেরা যর্দ্দন্ অবধি যিরুশালেম্ পর্য্যন্ত আপনাদের রাজাতে আসক্ত থাকিল।

[৩] পরে দায়ূদ্ যিরুশালেমে আপন গৃহে আইল, এবং রাজা বাটী রক্ষার্থে আপনার যে দশ জন উপপত্নীকে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া আসেধগৃহে রুদ্ধ করিয়া প্রতিপালন করিল, তাহাদের কাছে আর গমন করিল না; অতএব তাহারা মরণ দিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া বৈধব্যদশায় থাকিল।

[৪] পরে রাজা অমাসাকে কহিল, তুমি তিন দিনের মধ্যে যিহূদার লোকদিগকে ডাকাইয়া আমার জন্যে একত্র কর, পরে আপনি এই স্থানে উপস্থিত হও। [৫] তাহাতে অমাসা যিহূদার লোকদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিতে গেল, কিন্তু নিরূপিত কালহইতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল। [৬] তাহাতে দায়ূদ্ অবীশয়কে কহিল, এখন অবশালোম অপেক্ষা বিখ্রির পুত্র শেবঃ আমাদের অধিক অনিষ্ট করিবে; তুমি আপন প্রভুর দাসদিগকে লইয়া তাহার পশ্চাৎ ২ তাড়না কর, নতুবা সে প্রাচীরবেষ্টিত কোন ২ নগর পাইয়া আমাদের দৃষ্টি এড়াইবে। [৭] তাহাতে যোয়াবের লোক ও করেথীয় ও পলেথীয় লোক ও সমস্ত বীর লোক তাহার সহিত বাহির হইয়া বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ২ তাড়না করণার্থে যিরুশালেম্‌হইতে প্রস্থান করিল। [৮] পরে তাহারা গিবিয়োনস্থ মহাপ্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইলে অমাসা তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন যোয়াব বস্ত্রস্বরূপ যে সৈনিক বেশ কটিবন্ধন পূর্ব্বক পরিধান করিয়াছিল, তাহার উপরে খড়্গের কটিবন্ধন ছিল; এবং সকোষ খড়্গটী তাহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল, পরে বাহিরে আসিতে ২ সে খড়্গটী খুলিয়া পড়িতে দিল। [৯] অনন্তর যোয়াব্ অমাসাকে কহিল, হে আমার ভ্রাতঃ, তোমার কি মঙ্গল? পরে যোয়াব্ তাহাকে চুম্বন করিতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া অমাসার দাড়ি ধরিল। [১০] কিন্তু যোয়াবের হস্তস্থিত খড়্গে অমাসার মনোযোগ না হওয়াতে সে তদ্দ্বারা তাহার উদর এমত বিদীর্ণ করিল, যে তাহার ভুঁড়ি বাহির হইয়া ভূমিতে পড়িল; সে দ্বিতীয় বার তাহাকে আঘাত করিল না, তদ্দ্বারাই সে মরিল। পরে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা অবীশয় বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল। [১১] ইতিমধ্যে শবের নিকটে যোয়াবের এক

জন ভৃত্য দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, যে জন যোয়াব্‌কে ভাল বাসে ও দায়ূদের পক্ষ হয়, সে যোয়াবের পশ্চাৎ যাউক। [১২] তখনও অমাসা রাজমার্গের মধ্যে আপন রক্তে গড়াগড়ি দিতেছিল; অতএব সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি অমাসাকে পথহইতে ক্ষেত্রে সরাইয়া দিয়া তাহার উপরে একখান বস্ত্র ফেলিয়া দিল; কেননা সে দেখিল, যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া থাকে। [১৩] তখন অমাসা রাজমার্গহইতে নীত হইলে সমস্ত লোক বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ২ তাড়না করণার্থে যোয়াবের অনুগামী হইল।

[১৪] পরে শেবঃ ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্য দিয়া আবেল্ ও বৈৎমাখা প্রভৃতি সমস্ত বেরীম্ অঞ্চল পর্য্যন্ত গমন করিল, তাহাতে লোকেরা একত্র হইয়া শেবের পশ্চাৎ২ গেল। [১৫] পরে আবেল্-বৈৎমাখাতে আসিয়া তাহাকে রুদ্ধ করিয়া নগরের নিকটে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিল, এবং তাহা [বহিঃস্থ] প্রাকারের সমান হইলে যোয়াবের সঙ্গি লোকেরা প্রাচীর ভূমিসাৎ করিতে তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল।

[১৬] পরে নগরের মধ্যহইতে এক বুদ্ধিমতী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন ২, অনুগ্রহ করিয়া যোয়াবকে এই স্থান পর্য্যন্ত আসিতে বল, আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব। [১৭] পরে যোয়াব তাহার নিকটে গেলে সে স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আপনি কি যোয়াব্? সে উত্তর করিল, আমি যোয়াব্। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, আপনকার দাসীর কথা শুনুন; সে উত্তর করিল, শুনি। [১৮] পরে সে স্ত্রী এই কথা কহিল, অগ্রে কথাবার্ত্তা হউক, অর্থাৎ আবেলে জিজ্ঞাসা করা যাউক, এই রূপে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। [১৯] আমি ইস্রায়েলের অবিরোধি ও বিশ্বস্ত লোকদের [পুরী], কিন্তু আপনি ইস্রায়েলের মাতৃস্বরূপ এক নগর বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন; আপনি কেন সদাপ্রভুর অধিকার গ্রাস করিবেন? [২০] তাহাতে যোয়াব্ উত্তর করিল, গ্রাস করা কিম্বা বিনাশ করা আমাহইতে দূরে থাকুক, দূরে থাকুক। [২১] সেই প্রকার কথা হইতেছে না। কিন্তু বিখির পুত্র শেবঃ নামে এক জন ইফ্রয়িম্-পর্ব্বতীয় লোক দায়ূদ্ রাজার প্রতিকূলে হস্ত তুলিয়াছে, তোমরা কেবল তাহাকে সমর্পণ কর, তাহাতে আমি এই নগরহইতে প্রস্থান করিব। তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে কহিল, দেখুন, প্রাচীরের উপর দিয়া তাহার মুণ্ড আপনকার নিকটে নিক্ষেপ করা যাইবে। [২২] পরে সে স্ত্রী আপন বুদ্ধিতে সকল লোকের নিকটে গেলে লোকেরা বিখ্রির পুত্র শেবের মস্তক ছেদন করিয়া যোয়াবের নিকটে বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহাতে সে তূরী বাজাইলে লোকেরা নগরহইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আপন ২ তাম্বুতে গেল, এবং যোয়াব্ যিরূশালেমে রাজার নিকটে প্রত্যাগমন করিল।

[২৩] ঐ সময়ে যোয়াব্ সমস্ত ইস্রায়েলের সেনাপতি ছিল; এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয় লোকদের কর্ত্তা ছিল; [২৪] এবং অদোরাম্ অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ, এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা, [২৫] এবং সরায় লেখক ছিল; এবং সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক ছিল; [২৬] এবং যায়ীরীয় ঈরাও দায়ূদের সভাসদ্ ছিল।

২১ অধ্যায়।

[১] দায়ূদের অধিকার সময়ে ক্রমাগত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হইল; তাহাতে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে, সদাপ্রভু উত্তর করিলেন, শৌলে ও [তাহার] কুলে রক্তপাতের দোষ রহিয়াছে, কেননা সে গিবিয়োনীয় লোকদিগকে বধ করিল। [২] তাহাতে রাজা গিবিয়োনীয়দিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিল। এই গিবিয়োনীয় লোক ইস্রায়েলের সন্তান নয়, ইহারা ইমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ছিল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাদিগকে রক্ষা করণের দিব্য করিয়াছিল, কিন্তু শৌল ইস্রায়েলের ও যিহূদার পক্ষে উদ্‌যোগী হওয়াতে তাহাদিগকে বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। [৩] অতএব দায়ূদ্ গিবিয়োনীয়দিগকে কহিল, আমি তোমাদের জন্যে কি করিব? তোমরা যেন সদাপ্রভুর অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর, এই জন্যে কি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব? [৪] গিবিয়োনীয় লোকেরা উত্তর করিল, শৌলের সহিত কিম্বা তাহার কুলের সহিত আমাদের রূপা কি স্বর্ণ [বিষয়ক বিবাদ] নাই, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে আমরাই যাহাকে বধ করিতে ক্ষমতাপন্ন এমন কেহ নাই। পরে সে কহিল, তবে তোমরা কি বল? আমি তোমাদের জন্যে কি করিব? [৫] তাহারা রাজাকে কহিল, যে মনুষ্য আমাদের সংহার করিয়াছে, ও আমরা যেন ইস্রায়েলের সীমার মধ্যে কুত্রাপি তিষ্ঠিতে না পারি, এই জন্যে আমাদিগকে নষ্ট করিতে কুমন্ত্রণা করিয়াছে, [৬] তাহার সন্তানদের মধ্যে সাত জন পুরুষ আমাদের কাছে সমর্পিত হউক; আমরা সদাপ্রভুর মনোনীত শৌলের গিবিয়াতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদিগকে শূলে দিব। তাহাতে রাজা কহিল, সমর্পণ করিব। [৭] তথাপি দায়ূদের ও শৌলের পুত্র যোনাথনের মধ্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে শপথ হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রাজা শৌলের পৌত্র যোনাথনের পুত্র মফীবোশতের প্রতি করুণা করিল। [৮] কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের জন্যে অর্ম্মোণি ও মফীবোশৎ নামে যে দুই পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এবং মহোলাতীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের জন্যে শৌলের কন্যা মীখলের [ভগিনী] যে পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজা লইয়া গিবিয়োনীয়দের হস্তে সমর্পণ করিল; [৯] তাহাতে তাহারা ঐ পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদিগকে শূলে দিল। উক্ত সাত জন এক কালে মারা পড়িল; তাহারা প্রথম

শস্য কাটিবার সময়ে অর্থাৎ যবচ্ছেদনের আরম্ভকালে হত হইল।

[১০] পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট লইয়া শস্যচ্ছেদনের আরম্ভাবধি যে পর্য্যন্ত আকাশহইতে তাহাদের উপরে জল না বর্ষিল, তাবৎ পাষাণের উপরে আপনার শয্যারূপে ঐ চটখানি পাতিয়া দিবসে শূন্যের পক্ষিগণকে তাহাদের উপরে বসিতে ও রাত্রিতে বনপশুগণকে [নিকটে আসিতে] দিল না। [১১] অপর অয়ার কন্যা রিস্পা নাম্নী শৌলের উপপত্নী সেই যে কর্ম্ম করিল, তাহা দায়ূদ্ রাজাকে জ্ঞাত করা গেল। [১২] তখন দায়ূদ্ গমন করিয়া যাবেশ-গিলিয়দের গৃহস্থগণের নিকটহইতে শৌলের অস্থি ও তাহার পুত্র যোনাথনের অস্থি গ্রহণ করিল; কেননা গিল্‌বোয়ে পলেষ্টীয়দের কর্তৃক শৌলের হত হওন সময়ে তাহাদের দুই জনের শব পলেষ্টীয়দের দ্বারা বৈৎশানের চকে টাঙ্গান গেলে পর উহারা সেই স্থানহইতে তাহা চুরি করিয়াছিল। [১৩] অতএব সে তথাহইতে শৌলের অস্থি ও তাহার পুত্র যোনাথনের অস্থি আনাইল, এবং লোকেরা [তাহার সহিত] ঐ শূলার্পিত লোকদের অস্থিও সংগ্রহ করিল। [১৪] পরে তাহারা শৌলের ও তাহার পুত্র যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন্ দেশের সেলাতে তাহার পিতা কীশের কবরের মধ্যে রাখিল; তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল। তাহার পরে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া দেশের প্রতি অনুকূল হইলেন।

[১৫] আর এক বার পলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েলের যুদ্ধ হইলে দায়ূদ্ আপন দাসগণের সঙ্গে যাইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল; তাহাতে দায়ূদ্ ক্লান্ত হইলে [১৬] তিন শত শেকল্ পরিমিত পিত্তলময় বড়শাধারি যিশ্‌বীবনোব্ নামে রফার এক সন্তান চন্দ্রহাসে সুসজ্জিত হইয়া দায়ূদ্‌কে আঘাত করিতে মনস্থ করিল। [১৭] কিন্তু সরূয়ার পুত্র অবীশয় তাহার সাহায্য করিয়া আঘাতদ্বারা সেই পলেষ্টীয়কে বধ করিল। তখন দায়ূদের লোকেরা তাহার নিকটে দিব্য করিয়া কহিল, আমরা তোমাকে আর আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে, ও ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিতে দিব না। [১৮] তৎপরে আর এক বার গোবে পলেষ্টীয়দের সহিত সংগ্রাম হইলে হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান সফ্‌কে বধ করিল। [১৯] পুনর্ব্বার পলেষ্টীয়দের সহিত গোবে যুদ্ধ হইলে যারে-ওরগীমের পুত্র বৈৎলেহমীয় ইল্‌হানন্ তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারি গাতীয় গলিয়াথের [ভ্রাতাকে] বধ করিল। [২০] আর এক বার গাতে যুদ্ধ হইলে অতি দীর্ঘকায় এবং প্রতি হস্তে ও পদে ছয় ২ অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট এক জন রফার সন্তান উপস্থিত ছিল। [২১] সে ইস্রায়েলকে ধিক্কার দিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন্ তাহাকে বধ করিল। [২২] রফার এই যে চারি সন্তান গাতে জন্মিয়াছিল, ইহারা দায়ূদ্ ও তাহার দাসগণ কর্তৃক হত হইল।

২২ অধ্যায়।

[১] যৎকালে সদাপ্রভু যাবতীয় শত্রুর হস্তহইতে ও শৌলের হস্তহইতে দায়ূদ্‌কে উদ্ধার করিলেন, তৎকালে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন করিল।

[২] সে কহিল, সদাপ্রভুই আমার শৈল ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, [৩] আমার ধরস্বরূপ ঈশ্বর, আমি তাঁহার শরণ লই; [তিনি] আমার ঢাল ও আমার ত্রাণদায়ক শৃঙ্গ, আমার উচ্চ দুর্গ ও আশ্রয়স্থান, আমার ত্রাণকর্ত্তা [এবং] উপদ্রবহইতে আমার নিস্তারকর্ত্তা। [৪]আমি কীর্ত্তনীয় বলিয়া সদাপ্রভুকে আহ্বান করি, তাহাতে আমার শত্রুগণহইতে নিস্তার পাই। [৫] কেননা আমি মৃত্যুর লহরীতে পরিবীত ও পাপাধমের বন্যাতে আশঙ্কিত, [৬] ও পাতালের যন্ত্রণে বেষ্টিত ও মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম। [৭] সেই সঙ্কটের সময়ে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম, ও আপন ঈশ্বরকে আহ্বান করিলাম; তাহাতে তিনি নিজ প্রাসাদে থাকিয়া আমার রব শুনিলেন, এবং আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

[৮] তখন পৃথিবী টলিল ও কম্পিত হইল, গগণমণ্ডলের মূল সকল উদ্বিগ্ন হইয়া টলটলায়মান হইল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। [৯] তাঁহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম উদ্গত হইল, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অগ্নি সকলই গ্রাস করিল; তাঁহার নিক্ষিপ্ত অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল। [১০] পরে তিনি গগণকে পাতিয়া নামিলেন, এবং অন্ধকার তাঁহার পদতলস্থ [পথ] হইল; [১১] এবং তিনি করূবে আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, এবং বায়ুর পক্ষযুগ্মের উপরে দর্শন দিলেন; [১২] এবং কুটীরের মত আপনার চতুর্দ্দিগে অন্ধকার, জলরাশি ও আকাশের ঘন মেঘ স্থাপন করিলেন। [১৩] তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি তেজহইতে জ্বলন্ত অঙ্গার নির্গত হইল। [১৪] সদাপ্রভু আকাশে গর্জ্জন করিলেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থ যিনি তিনি আপন রব শুনাইলেন। [১৫] এবং আপন বাণ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিলেন, ও বজ্রদ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন। [১৬] তখন সদাপ্রভুর তর্জ্জনে ও নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে সমুদ্রের গর্ত্ত প্রকাশ পাইল, ও ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল।

[১৭] তিনি ঊর্দ্ধহইতে [হস্ত] বিস্তার করিয়া আমাকে ধরিলেন, ও জলসমূহহইতে আমাকে তুলিয়া লইলেন। [১৮] তিনি আমার বলবান শত্রুহইতে ও আমার বৈরিগণহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান্ ছিল। [১৯] আমার ত্রাসের দিনে তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছিল, কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ হইলেন। [২০] এবং আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন, ও আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে প্রীত ছিলেন। [২১] সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুযায়ি

উপকার করিলেন, ও আমার হস্তের শুচিতানুযায়ি ফল দিলেন। [22] কেননা আমি সযত্নে সদাপ্রভুর পথে চলিতাম, ও আপন ঈশ্বরের প্রতিকূল দুষ্ক্রিয়া করি নাই। [23] বরঞ্চ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল, এবং আমি তাঁহার বিধি আপনাহইতে দূর করি নাই। [24] আর আমি তাঁহার উদ্দেশে যাথার্থিক ছিলাম, ও নিজ অপরাধহইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। [25] তাহাতে সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুযায়ি ও আপনার সাক্ষাতে আমার শুচিতানুযায়ি ফল আমাকে দিলেন। [26] তুমি দয়াবানের সহিত দয়া, ও যাথার্থিকের সহিত যাথার্থ্য ব্যবহার করিয়া থাক। [27] তুমি শুচির সহিত শুচি, ও কুটিলস্বভাবের সহিত চতুরের ব্যবহার করিয়া থাক। [28] এবং দুঃখি লোকদিগকে নিস্তার করিয়া থাক, কিন্তু উদ্ধতদের উপরে দৃষ্টি করত তাহাদিগকে অবনত করিয়া থাক। [29] বস্তুতঃ, হে সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রদীপস্বরূপ; সদাপ্রভুই আমার অন্ধকার আলোকময় করেন। [30] কেননা তোমার সহকারে আমি সৈন্যদলের মধ্য দিয়া দৌড়িতে পারি, আমার ঈশ্বরের সহকারে আমি প্রাচীর উল্লংঘন করিতে পারি। [31] তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ যথার্থ; সদাপ্রভুর বাক্য সুপরীক্ষিত, তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢালস্বরূপ। [32] কেননা সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে? এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর ধর কে আছে? [33] সেই ঈশ্বর আমার দৃঢ় আশ্রয়; তিনি যাথার্থিক লোককে আপন পথে লইয়া যান। [34] তিনি তাহার চরণ হরিণীর চরণের সদৃশ করেন, ও আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন। [35] তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন, তাহাতে আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দিল। [36] আর তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণরূপ ঢাল দিলা, এবং প্রার্থনাতে তোমার মনোযোগ আমাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিল। [37] তুমি আমার নীচে পাদসঞ্চারের স্থান প্রশস্ত করিয়া থাক, তাহাতে আমার গুল্ফ বিচলিত হয় না। [38] আমি আপন শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব, ও তাহাদিগকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন করিব না। [39] আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়া এমত চূর্ণ করিব যে তাহারা উঠিতে পারিবে না, কিন্তু আমার পদতলে পতিত হইবে। [40] আর তুমি আমাকে যুদ্ধার্থে বলরূপ কটিবন্ধন দিলা, ও আমার প্রতিরোধিগণকে আমার পদতলে নত করিলা। [41] এবং আমার শত্রুগণকে আমাহইতে পরাঙ্মুখ করিলা; তাহাতে আমি আপন ঘৃণাকারিদিগকে সংহার করিলাম। [42] তাহারা পরিদর্শন করিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ ছিল না; তাহারা সদাপ্রভুর প্রতি চাহিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন না। [43] তাহাতে আমি ভূমিস্থ ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে চূর্ণ করিলাম, এবং সড়কের কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে দলিত ও মর্দ্দিত করিলাম। [44] তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহহইতে উদ্ধার করিলা, এবং পরজাতীয়দের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিলা, আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে। [45] বিজাতীয়দের সন্তানেরা আমার স্তবস্তুতি করিবে, আমার বাক্য শ্রবণমাত্র তাহারা আমার আজ্ঞাগ্রাহী হইবে। [46] বিজাতীয়দের সন্তানেরা ম্লান হইবে, ও থরথর করত আপন ২ গোপনীয় স্থানহইতে বাহিরে আসিবে।

[47] সদাপ্রভু নিত্যজীবী, ও আমার ধর ধন্য; এবং আমার ত্রাণের ধরস্বরূপ ঈশ্বর উচ্চপদান্বিত। [48] হে ঈশ্বর, আপনি আমার পক্ষে বৈরনির্য্যাতন করিলেন, ও জাতিগণকে আমার পদতলে নত করিলেন। [49] এবং আমার শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন; আপনি আমার প্রতিরোধিগণের উপরেও আমাকে উন্নত করিবেন; আপনি দুর্ব্বৃত্ত লোকহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। [50] অতএব, হে সদাপ্রভো, আমি পরজাতীয়দের নিকটে তোমার স্তবগান করিব, ও তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। [51] আপনি স্বকৃত রাজাকে মহাপরিত্রাণ দিয়া আপনকার অভিষিক্ত ব্যক্তির সহিত, অর্থাৎ দায়ূদের ও যুগানুক্রমে তাহার বংশের সহিত দয়া ব্যবহার করিবেন।

২৩ অধ্যায়।

[1] আর ইহা দায়ূদের অন্তিমকালীন বাক্য। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ কহে; যে ব্যক্তি উচ্চীকৃত ও যাকোবের ঈশ্বরকর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও ইস্রায়েলের মধুর গায়ক, সেই কহে। [2] আমাদ্বারা সদাপ্রভুর আত্মা কহিতেছেন, এবং তাঁহারই বাণী আমার জিহ্বাগ্রে আছে। [3] ইস্রায়েলের ঈশ্বর কহিয়াছেন, ইস্রায়েলের ধর আমাকে বলিয়াছেন, যথা, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি মনুষ্যদের মধ্যে রাজত্ব করিবেন, তিনি ঈশ্বরের ভীতিতে রাজত্ব করিবেন। [4] তিনি প্রাতঃকালীন প্রভার [কিম্বা] উদয়কারি সূর্য্যের সদৃশ; সেই প্রাতঃকালে [আকাশ] মেঘরহিত ও পৃথিবী বৃষ্টিজাত তেজে তৃণভূষিত। [5] বস্তুতঃ ঈশ্বরের নিকটে আমার কুল কি তাদৃশ নয়? তিনি আমার সহিত এক নিত্য নিয়ম করিয়াছেন; তাহা সর্ব্ববিষয়ে সুসম্পন্ন ও সুরক্ষিত; ইহা তো আমার পরম ত্রাণ ও পরম অভীষ্ট; অতএব তিনি কি তাহা প্ররোহণ করাইবেন না? [6] কিন্তু পাপাধমেরা সকলে উৎপাটনীয় কণ্টকস্বরূপ; বস্তুতঃ তাহাদিগকে হস্তে ধরা যায় না। [7] এক পুরুষ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে; প্রেক ও বড়শার দণ্ডদ্বারা তাহার হস্তপূরণ হইবে; পরে তাহারা বাসস্থানে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

[8] অথ দায়ূদের বীরগণের নামাবলি। যে তখ্‌মোনীয় যোশেব্-বশেবৎ সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ ছিল, সে এক কালে হত আট শত লোকের উপরে বড়শা চালাইল। [9] এবং অহোহীয় দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর্ দ্বিতীয় ছিল; সে দায়ূদের সঙ্গি বীরত্রয়ের এক জন; তাহারা পলেষ্টীয়দিগকে ধিক্কার দিলে পলে-

ষ্টীয়েরা যুদ্ধার্থে তথায় একত্র হইল, এবং ইস্রায়েল লোকেরা নিকটে আসিতেছিল, ১০ ইতিমধ্যে সে দাঁড়াইয়া যে পর্য্যন্ত তাহার হস্ত শ্রান্ত না হইল, তাবৎ পলেষ্টীয়দিগকে মারিল; শেষে খড়্গো তাহার হস্ত যুড়িয়া গেল; কিন্তু সদাপ্রভু সেই দিবসে মহানিস্তার করিলেন, এবং লোকেরা কেবল লুট করিতে উহার পশ্চাৎ২ গেল। ১১ এবং হরারীয় আগির পুত্র শম্ম তৃতীয় ছিল; পলেষ্টীয়েরা কোন মসুরক্ষেত্রের নিকটে একত্র হইয়া দল বাঁধিলে যখন লোকেরা পলেষ্টীয়দের হইতে পলায়ন করিল, ১২ তখন শম্ম সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা উদ্ধার করিল, এবং পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিল, তাহাতে সদাপ্রভু মহানিস্তার করিলেন। ১৩ আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন শস্যচ্ছেদনসময়ে অদুল্লম্ গুহাতে দায়ূদের নিকটে আইল; তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্য রফায়ীম্ তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, ১৪ এবং দায়ূদ্ দুরাক্রম স্থানে ছিল; পরন্তু বৈৎলেহমেও পলেষ্টীয়দের প্রহরি সৈন্যদল ছিল। ১৫ অপর দায়ূদ্ পিপাসাযুক্ত হইয়া কহিল, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপেরই জল আনিয়া পান করিতে দিবে? ১৬ তাহাতে ঐ বীরত্রয় পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আইল, কিন্তু সে তাহা পান করিতে সম্মত না হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিল; ১৭ এবং কহিল, হে সদাপ্রভো, এমত কর্ম্ম যেন আমি না করি; ইহা কি প্রাণপণে গমনকারি মনুষ্যদের রক্ত নয়? অতএব সে তাহা পান করিতে সম্মত হইল না। [যাহা হউক,] ঐ বীরত্রয় এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিল।

১৮ আর সরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় [অন্য] সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ ছিল, সে তিন শত হত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া নরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ হইল। ১৯ সে ত্রিংশৎ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন, এবং তাহাদের সেনাপতি হইল, তথাচ ঐ নরত্রয়ের তুল্য ছিল না। ২০ এবং অনেক কার্য্যকারি কব্সেলীয় এক বীর্য্যবানের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়, সে সিংহতুল্য দুই মোয়াবীয় লোককে বধ করিল; তদ্ভিন্ন সে হিমানীর সময়ে যাইয়া গর্ত্তের মধ্যে এক সিংহকে মারিল। ২১ এবং সে এক জন রূপবান্ মিস্রীয়কে বধ করিল। ঐ মিস্রীয়ের হস্তে এক বড়শা, এবং ইহার হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে এ যাইয়া সেই মিস্রীয়ের হস্তহইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া তাহারই বড়শাদ্বারা তাহাকে বধ করিল। ২২ যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই সকল কর্ম্ম করিল, তাহাতে সে বীরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ হইল। ২৩ সে ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন, কিন্তু ঐ নরত্রয়ের তুল্য ছিল না; এবং দায়ূদ্ তাহাকে আপন মন্ত্রিসভার অংশী করিল।

২৪ যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল্ উক্ত ত্রিশের মধ্যে [প্রথম] জন ছিল; [পরে] বৈৎলেহমস্থ দোদয়ের পুত্র ইল্হানন্, ২৫ হরোদীয় শম্ম, হরোদীয় ইলীকা, ২৬ পল্টীয় হেলস্, তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, ২৭ অনাথোতীয় অবীয়েষর্, হূশাতীয় মবুন্নয়, ২৮ অহোহীয় সল্মোন্, নটোফাতীয় মহরয়, ২৯ নটোফাতীয় বানার পুত্র হেলদ, বিন্যামীনবংশীয় গিবিয়ানিবাসি রীবয়ের পুত্র ইত্তয়, ৩০ পিরিয়াথোনীয় বনায়, গাশের উপত্যকা নিবাসি হিদ্দয়, ৩১ অর্বতীয় অবিয়ল্বোন্, বরহূমীয় অস্মাবৎ, ৩২ শালবোনীয় ইলিয়হবা, যাশেনের পুত্র যোনাথন, ৩৩ হরারীয় শম্ম, হরারীয় সাখরের পুত্র অহীয়াম, ৩৪ মাখাতীয়ের পৌত্র অহস্বয়ের পুত্র ইলীফেলট, গীলোনীয় অহীথোফলের পুত্র ইলীয়াম, ৩৫ কর্ম্মিলীয় হিস্রয়, অর্বীয় পারয়, ৩৬ সোবা নিবাসি নাথনের পুত্র যিগাল্, গাদীয় বানী, ৩৭ অম্মোনীয় সেলক্, সরূয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়, ৩৮ যিত্রীয় ঈরা, যিত্রীয় গারেব্, ৩৯ হিত্তীয় ঊরিয়; সর্ব্বশুদ্ধ সাঁইত্রিশ জন।

২৪ অধ্যায়।

১ পরে ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে দায়ূদকে উত্তেজনা করাতে সে কহিল, যাও, ইস্রায়েল্কে ও যিহূদাকে গণনা কর। ২ ফলতঃ রাজা আপন নিকটস্থ সেনাপতি যোয়াব্কে আজ্ঞা করিল, তুমি দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশ পর্য্যটন করিয়া লোকদের গণনা করাও, আমি লোকদের সংখ্যা জানিব। ৩ তাহাতে যোয়াব্ রাজাকে কহিল, এখন যত লোক আছে, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার শত গুণ বৃদ্ধি করুন, এবং আমার প্রভু মহারাজ তাহা স্বচক্ষুতে দেখুন; কিন্তু এই কর্ম্মে আমার প্রভু মহারাজের প্রীতি কেন হইল? ৪ তথাপি যোয়াবের কাছে ও সেনাপতিদের কাছে রাজার বাক্য প্রবল হইল, তাহাতে যোয়াব্ ও সেনাপতিগণ লোকদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল্কে গণনা করিতে রাজার সাক্ষাৎহইতে গমন করিল।

৫ পরে তাহারা যর্দ্দন পার হইয়া অরোয়েরে স্রোতোমার্গের মধ্যস্থিত নগরের দক্ষিণে গাদ দেশে ও তৎপরে যাসেরে শিবির স্থাপন করিল। ৬ পরে গিলিয়দে ও তহতীম্-হদ্শি দেশে আইল; তাহার পর দান্-যানে গিয়া ঘুরিয়া সীদোনে উপস্থিত হইল। ৭ পরে সোরের দৃঢ় দুর্গে এবং হিব্বীয়দের ও কনানীয়দের সমস্ত নগরে গমন করিল, এবং শেষে যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ বেরশেবাতে উপস্থিত হইল। ৮ এই প্রকারে সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিলে পর তাহারা নয় মাস বিংশতি দিনের শেষে যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিল। ৯ পরে যোয়াব্ গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার নিকটে সমর্পণ করিল, ফলতঃ ইস্রায়েলের খড়্গধারী আট লক্ষ বলবান লোক ও যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।

[১০] এই রূপে লোকদের গণনা করাইলে পর দায়ূদ্ আপন হৃদয়ে আঘাত পাইল ; তাহাতে দায়ূদ্ সদাপ্রভুকে কহিল, এই কার্য্য করাতে আমি মহাপাপ করিলাম ; এখন, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা আমি অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলাম। [১১] পরে দায়ূদ্ প্রত্যূষে উঠিলে দায়ূদের দর্শক গাদ্ নামে ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [১২] তুমি যাইয়া দায়ূদ্‌কে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিন [দণ্ড] রাখি, তাহার মধ্যে একটা মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। [১৩] তাহাতে গাদ্ দায়ূদের নিকটে যাইয়া তাহাকে জ্ঞাত করিয়া কহিল, তোমার দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? কিম্বা তোমার বিপক্ষগণ যাবৎ তোমার পশ্চাৎ ২ তাড়না করে, তাবৎ তুমি কি তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রে ২ পলায়ন করিবা? কিম্বা তিন দিবস পর্য্যন্ত কি তোমার দেশে মহামারী হইবে? ইহাতে যিনি আমাকে পাঠাইলেন, তাঁহাকে কি উত্তর দিব? তাহা এখন বিবেচনা করিয়া দেখ। [১৪] তাহাতে দায়ূদ্ গাদ্‌কে কহিল, আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম; আইস, আমরা সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার করুণা প্রচুর ; কিন্তু আমি মনুষ্যের হস্তে পড়িতে চাহি না। [১৫] পরে প্রাতঃকাল অবধি নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ইস্রায়েলের প্রতি মহামারী পাঠাইলেন ; তাহাতে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে সত্তর সহস্র জন মরিল।

[১৬] পরে যখন দূত যিরূশালেম্ বিনষ্ট করিতে তাহার প্রতি হস্ত বিস্তার করিল, তখন সদাপ্রভু সেই বিপদের জন্যে অনুতাপ করিয়া ঐ লোকবিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইল, এখন তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর ঐ দূত যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানের নিকটে ছিল। [১৭] পরে দায়ূদ্ ঐ লোকহননকারি দূতকে দেখিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, দেখ, আমিই পাপ করিলাম, ও আমিই অপরাধী হইলাম, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? আমি বিনয় করি, আমারই বিরুদ্ধে ও আমার পিতৃকুলেরই বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর।

[১৮] সেই দিনে গাদ্ দায়ূদের কাছে যাইয়া তাহাকে কহিয়াছিল, তুমি উঠিয়া গিয়া যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি স্থাপন কর। [১৯] অতএব দায়ূদ্ সদাপ্রভুর আজ্ঞামতে গাদের বাক্যানুসারে উঠিয়া গেল। [২০] তখন অরৌণা দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার অভিমুখে আগমনকারি রাজাকে ও তাহার দাসগণকে দেখিতে পাইল ; তাহাতে অরৌণা বাহিরে আসিয়া রাজার কাছে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিল। [২১] এবং অরৌণা জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু মহারাজ আপন দাসের নিকটে কি কারণ আইলেন? দায়ূদ্ কহিল, লোকদের মধ্যে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিব বলিয়া আমি তোমার কাছে এই শস্যমর্দ্দনস্থান ক্রয় করিতে আইলাম। [২২] তাহাতে অরৌণা দায়ূদ্‌কে কহিল, আমার প্রভু মহারাজের দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই লইয়া উৎসর্গ করুন ; দেখুন, হোমবলির নিমিত্তে এই বৃষগুলি এবং কাষ্ঠের নিমিত্তে এই মর্দ্দনযন্ত্র ও বৃষদের সজ্জা আছে ; [২৩] অরৌণারাজ মহারাজকে এই সমস্ত দিল। অরৌণা রাজাকে আরো কহিল, আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনাকে গ্রাহ্য করুন। [২৪] কিন্তু রাজা অরৌণাকে কহিল, তাহা নয়, আমি অবশ্য মূল্য দিয়া তোমার কাছে এই সমস্ত ক্রয় করিব ; আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিনামূল্যের হোমবলি উৎসর্গ করিব না। পরে দায়ূদ্ পঞ্চাশ শেকল্ রূপাতে সেই শস্যমর্দ্দনস্থান ও বৃষগুলি ক্রয় করিয়া লইল। [২৫] এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। তাহাতে সদাপ্রভু প্রার্থনা শুনিয়া দেশের প্রতি অনুকূল হইলেন, এবং ইস্রায়েল্‌হইতে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

রাজাবলির প্রথম খণ্ড।

---

১ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ রাজা বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক হইলে লোকেরা তাহার গাত্রে অনেক বস্ত্র দিলেও তাহা উষ্ণ হইত না। [২] এই জন্যে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, আমাদের প্রভু মহারাজের নিমিত্তে এক যুবতি কন্যার অন্বেষণ করা যাউক, সে মহারাজের সম্মুখে থাকিয়া মহারাজের শুশ্রূষা করিবে, এবং আমাদের প্রভু মহারাজের গাত্র যেন উষ্ণ হয়, তজ্জন্য আপনকার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিবে। [৩] পরে লোকেরা ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সুন্দরী কন্যার অন্বেষণ করিয়া শূনেমীয়া অবীশগকে পাইয়া রাজার নিকটে আনিল। [৪] ঐ যুবতি অতি সুন্দরী ছিল, অতএব সে রাজার শুশ্রূষা করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিত, তথাপি রাজা তাহার পরিচয় লইল না।

[৫] ঐ সময়ে হগীতের গর্ব্ভজাত আদোনিয়, আ-

মিই রাজা হইব, বলিয়া অভিমান করিত, এবং আপনার নিমিত্তে রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে ও আপনার অগ্রে২ দৌড়িবার জন্যে পঞ্চাশ জনকে রাখিত। [৬] আর তুমি কেন ইহা কর? এমত কথাদ্বারা তাহার পিতা পূর্ব্বে কখনো তাহাকে মনোদুঃখ দেয় নাই। সেও পরম সুন্দর পুরুষ, এবং অবশালোমের অনুজ ছিল। [৭] আর সে সরুয়ার পুত্র যোয়াবের ও অবিয়াথর যাজকের সহিত পরামর্শ করিয়াছিল; অতএব তাহারা আদোনিয়ের অনুগত হইয়া তাহার সাহায্য করিল। [৮] কিন্তু সাদোক্ যাজক ও যিহোয়াদার পুত্র বনায় ও নাথন্ ভাববাদী ও শিমিয়ি ও রেয়ি ও দায়ূদের নিকটস্থ বীরগণ আদোনিয়ের অনুগত হইল না। [৯] পরে আদোনিয় ঐন্-রোগেলের পার্শ্বস্থ সোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে মেষ বৃষ প্রভৃতি পুষ্ট পশুদিগকে বলিদান করিল, এবং আপন ভ্রাতা সমস্ত রাজপুত্রদিগকে ও রাজার দাস যিহুদার লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। [১০] কিন্তু নাথন্ ভাববাদিকে ও বনায়কে ও বীরগণকে ও আপন ভ্রাতা শলোমনকে নিমন্ত্রণ করিল না।

[১১] অতএব নাথন্ শলোমনের মাতা বৎশেবাকে কহিল, আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজার অজ্ঞাতসারে হগীতের পুত্র আদোনিয় রাজত্ব লইল, ইহা কি তুমি শুন নাই? [১২] অতএব আইস, আমি এখন তোমাকে মন্ত্রণা দি; তাহাতে তুমি আপন প্রাণ ও আপন পুত্র শলোমনের প্রাণ বাঁচাইবা। [১৩] চল, দায়ূদ্ রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে বল, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনি কি শপথ পূর্ব্বক আপন দাসীকে কহেন নাই, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনে সে উপবিষ্ট হইবে; তবে আদোনীয় রাজা হইল কেন? [১৪] আর দেখ, সেই স্থানে রাজার কাছে তোমার কথার শেষ না হইতে আমিও তোমার পশ্চাৎ আসিয়া তোমার কথার পোষকতা করিব।

[১৫] পরে বৎশেবা অন্তরাগারে রাজার নিকটে গেল; তৎকালে রাজা অতি বৃদ্ধ ছিল, এবং শূনেমীয়া অবীশগ রাজার পরিচর্য্যা করিতেছিল। [১৬] তখন বৎশেবা মস্তক নমন করিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিল; তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি হইল? [১৭] তাহাতে সে কহিল, হে আমার প্রভো, আপনি কি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে শপথ করিয়া আপন দাসীকে কহেন নাই, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনে সে উপবিষ্ট হইবে? [১৮] কিন্তু এখন, হে আমার প্রভো মহারাজ, দেখুন, এখন আপনকার অজ্ঞাতসারে আদোনিয় রাজা হইল; [১৯] এবং অনেক বৃষ ও পুষ্ট পশু ও মেষ বলিদান করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে ও অবিয়াথর্ যাজককে ও যোয়াব্ সেনাপতিকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আপনকার দাস শলোমন্কে নিমন্ত্রণ করিল না। [২০] হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনকার পরে আমার প্রভু মহারাজের সিংহাসনে কে উপবিষ্ট হইবে, তাহা আপনি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিবেন বলিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টি আপনকারই প্রতি আছে। [২১] [আপনি যদি তাহা জ্ঞাত না করেন, তবে] আমার প্রভু মহারাজ পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইলে আমি ও আমার পুত্র শলোমন্ দোষী হইব।

[২২] রাজার সহিত তাহার এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে নাথন্ ভাববাদী আইল। [২৩] তাহাতে কেহ রাজাকে কহিল, দেখুন, নাথন্ ভাববাদী উপস্থিত আছে। পরে নাথন্ রাজার সম্মুখে আসিয়া উবুড় হইয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিয়া কহিল, [২৪] হে আমার প্রভো মহারাজ, আমার পরে আদোনিয় রাজত্ব পাইবে, ও আমার সিংহাসনে সে উপবিষ্ট হইবে, আপনি কি এমত কথা কহিলেন? [২৫] কেননা সে অদ্যই যাইয়া বিস্তর গবাদি পুষ্ট পশু ও মেষ বলিদান করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে ও সেনাপতিগণকে ও অবিয়াথর্ যাজককে নিমন্ত্রণ করিল; এবং দেখুন, তাহারা তাহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিতেছে, এবং কহিতেছে, আদোনিয় রাজা চিরজীবী হউন। [২৬] কিন্তু আপনকার দাস যে আমি, আমাকে ও সাদোক যাজককে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে ও আপনকার দাস শলোমন্কে সে নিমন্ত্রণ করিল না। [২৭] এই কর্ম্ম কি আমার প্রভু মহারাজের অনুমতিতে হইল? তবে আমার প্রভু মহারাজের পরে কে আপনকার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, তাহা আপনকার এই দাসকে কেন জ্ঞাত করেন নাই?

[২৮] তাহাতে দায়ূদ রাজা উত্তর করিল, বৎশেবাকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন। পরে সে রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে, [২৯] রাজা শপথ পূর্ব্বক কহিল, যিনি সর্ব্বসঙ্কটহইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, [৩০] আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন রাজত্ব পাইবে, ও আমার পদে আমার সিংহাসনে সে উপবিষ্ট হইবে, তোমার নিকটে আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম লইয়া এই যে দিব্য করিয়াছি, অদ্যই তদনুরূপ কর্ম্ম করিব। [৩১] তখন বৎশেবা মস্তক নমন পূর্ব্বক ভূমিতে মুখ দিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিয়া কহিল, আমার প্রভু দায়ূদ্ রাজা নিত্যজীবী হউন।

[৩২] পরে দায়ূদ রাজা কহিল, সাদোক্ যাজককে ও নাথন্ ভাববাদিকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন; পরে তাহারা রাজার সাক্ষাতে আইলে রাজা তাহাদিগকে কহিল, [৩৩] তোমরা আপন প্রভুর দাসগণকে সঙ্গে লইয়া আমার পুত্র শলোমন্কে আমার নিজ অশ্বতরে আরোহণ করিয়া গীহোনে হইয়া যাও। [৩৪] সেই স্থানে সাদোক্ যাজক ও নাথন ভাববাদী তাহাকে

ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করুক, এবং তোমরা সকলে তূরী বাজাইয়া বল, শলোমন্ রাজা চিরজীবী হউন; [৩৫] পরে তাহার পশ্চাৎ ২ উঠিয়া আইস। সে আসিয়া আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, এবং সে আমার পদে রাজত্ব করিবে; ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে সে কর্ত্তা হইবে, ইহা আমি নিরূপণ করিলাম। [৩৬] তাহাতে যিহোয়াদার পুত্র বনায় উত্তর করিয়া রাজাকে কহিল, আমেন্, আমার প্রভু মহারাজের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাই কহুন। [৩৭] সদাপ্রভু যেমন আমার প্রভু মহারাজের সঙ্গে ২ ছিলেন, তেমনি শলোমনের সঙ্গে ২ থাকুন, এবং আমার প্রভু দায়ূদ্ রাজার সিংহাসনহইতে তাঁহার সিংহাসন বড় করুন।

[৩৮] অপর সাদোক্ যাজক ও নাথন্ ভাববাদী ও যিহোয়াদার পুত্র বনায় ও করেথীয় ও পলেথীয় লোকেরা যাইয়া দায়ূদ্ রাজার অশ্বতরের উপরে শলোমন্‌কে আরোহণ করাইয়া গীহোনে লইয়া গেল। [৩৯] পরে সাদোক্ যাজক [পবিত্র] তাম্বুর মধ্যহইতে তৈলপূর্ণ শৃঙ্গটী লইয়া শলোমনের অভিষেক করিল; পরে তূরী বাজাইলে সমস্ত লোক কহিল, শলোমন্ রাজা চিরজীবী হউন। [৪০] অনন্তর সমস্ত লোক তাহার পশ্চাৎ ২ উঠিয়া আইল, এবং জনসমূহ এমত বংশীবাদ্য ও মহাহর্ষনাদ করিল, যে তাহার শব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল।

[৪১] তখন আদোনিয় ও তাহার সঙ্গি নিমন্ত্রিত লোকেরা ভোজন পান সাঙ্গ করিবামাত্র সেই ধ্বনি শুনিল, এবং যোয়াব্ তূরীধ্বনি শুনিয়া কহিল, নগরে এত কলরব কেন হইতেছে? [৪২] সে এই কথা কহিতেছে, এমত সময়ে অবিয়াথর যাজকের পুত্র যোনাথন্ উপস্থিত হইল। আদোনিয় তাহাকে কহিল, আইস, কেননা তুমি ভদ্র লোক, সুসমাচার আনিয়া থাকিবা। [৪৩] তখন যোনাথন্ আদোনিয়কে কহিল, বরং আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজা শলোমন্‌কে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। [৪৪] রাজা সাদোক্ যাজককে ও নাথন্ ভাববাদিকে ও যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে এবং করেথীয় ও পলেথীয় লোকদিগকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন; তাহারা তাহাকে রাজার অশ্বতরে আরোহণ করাইল; [৪৫] এবং সাদোক্ যাজক ও নাথন্ ভাববাদী তাহাকে গীহোনে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; এবং তাহারা তথাহইতে এমত আনন্দ করিতে ২ আইল, যে তাহার ধ্বনিতে সমস্ত নগর কোলাহলযুক্ত হইল; তোমরা যে ধ্বনি শুনিলা, তাহা সেই ধ্বনি। [৪৬] আর শলোমন্ রাজকীয় সিংহাসনে বসিল। [৪৭] অধিকন্তু রাজার দাসগণ উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজাকে এই কথা কহিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, আপনকার ঈশ্বর শলোমনের নাম আপনকার নামহইতেও মহৎ করুন, ও তাঁহার সিংহাসন আপনকার সিংহাসনহইতেও মহৎ করুন; তাহাতে রাজা শয্যাতে থাকিয়া প্রণিপাত করিলেন। [৪৮] আরও রাজা এই কথা কহিলেন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক তিনি অদ্য আমার সিংহাসনোপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে যোগাইয়া দিলেন, এবং আমার নেত্রযুগল তাহা দেখিল। [৪৯] তাহাতে আদোনিয়ের সঙ্গি নিমন্ত্রিত লোকেরা কম্পান্বিত হইয়া প্রত্যেক জন উঠিয়া আপন ২ পথে চলিয়া গেল।

[৫০] আর আদোনিয় শলোমন্‌হইতে ভীত হইয়া উঠিয়া যাইয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করিল। [৫১] পরে শলোমনের নিকটে কেহ এই কথা কহিল, দেখুন, শলোমন্ রাজার ভয়ে আদোনিয় যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করিল, এবং কহিল, শলোমন্ রাজা আপনার দাসকে খড়্গদ্বারা বধ করিবেন না, আমার নিকটে অদ্য এই দিব্য করুন। [৫২] তাহাতে শলোমন্ কহিল, যদি সে আপনাকে ভদ্র লোক দেখায়, তবে তাহার এক কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না; কিন্তু যদি তাহার মধ্যে দুষ্টতা আবিষ্কৃত হয়, তবে সে মৃত্যুর পাত্র। [৫৩] পরে শলোমন্ রাজা লোক প্রেরণ করিলে তাহারা তাহাকে বেদিহইতে নামাইয়া আনিল; তাহাতে সে আসিয়া শলোমন্ রাজার কাছে প্রণিপাত করিল, এবং শলোমন্ তাহাকে কহিল, ঘরে যাও।

২ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদের মরণকাল সন্নিকট হইলে সে আপন পুত্র শলোমন্‌কে আদেশ দিয়া কহিল, [২] মর্ত্ত্যমাত্রের যে পথ গন্তব্য আমি সেই পথে গমন করিতেছি; তুমি সাহস কর ও পুরুষত্ব প্রকাশ কর। [৩] এবং আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করত তাঁহার পথে চল, মোশির ব্যবস্থাতে লিখিত তাঁহার বিধি ও আজ্ঞা ও শাসন ও প্রমাণবাক্য সকল পালন কর। [৪] [এই রূপে চেষ্টা কর,] যে কিছু করিবা ও যে কিছুতে প্রবৃত্ত হইবা, সেই সকলেতে যেন কুশলপ্রাপ্ত হও, এবং সদাপ্রভু আমার উদ্দেশে প্রতিজ্ঞাত আপনার এই বাক্য যেন সফল করেন, যথা, তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে সাবধান হয়, তবে—তিনি কহেন,—ইস্রায়েলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে তোমার সম্বন্ধীয় লোকের অভাব হইবে না।

[৫] আর সরুয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি যাহা করিয়াছে, ফলতঃ ইস্রায়েলের দুই সেনাপতির প্রতি অর্থাৎ নেরের পুত্র অব্‌নেরের ও যেথরের পুত্র অমাসার প্রতি যাহা করিয়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; সে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া যুদ্ধসময়ের ন্যায় সন্ধিসময়ে রক্তপাত করিল, এবং যুদ্ধের যোগ্য সেই রক্ত তাহার কটিবন্ধনে ও পাদস্থিত পাদুকাতে লাগিল। [৬] অতএব তুমি আপন জ্ঞানানুসারে তাহার প্রতি ব্যবহার করিবা; তাহার পক্ক কেশ শান্তিপূর্ব্বক পাতালে নামিতে দিও না। [৭] কিন্তু

গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্রগণের প্রতি দয়া ব্যবহার কর, এবং তোমার মেজে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহাদিগকে স্থান দেও; কেননা তোমার ভ্রাতা অবশালোমের ভয়ে আমার পলায়ন কালে তাহারা তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া আমার সহভাবী হইয়াছিল।

৮ আর দেখ, তোমার কাছে বিন্যামীনীয় গেরার পুত্র বহুরীমনিবাসি শিমিয়ি আছে; মহনয়িমে আমার গমন দিবসে সেই ব্যক্তি আমাকে দারুণ শাপ দিয়াছিল; কিন্তু [পশ্চাৎ] আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দনে আইল, তাহাতে আমি সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিয়া তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমি তোমাকে খড়্গদ্বারা বধ করিব না। ৯ কিন্তু তুমি এখন তাহাকে নিরপরাধ জ্ঞান করিবা না; তুমি জ্ঞানবান, অতএব তাহার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝ; তাহার পক্কেশ রক্তের সহিত পাতালে অবরোহণ করাইবা।

১০ পরে দায়ূদ্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইয়া দায়ূদ্ নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল। ১১ দায়ূদ্ ইস্রায়েলের উপরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, অর্থাৎ হিব্রোণে সাত বৎসর ও যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ১২ পরে শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল, এবং তাহার রাজ্য অতিশয় দৃঢ় হইল।

১৩ পরে হগীতের পুত্র আদোনিয় শলোমনের মাতা বৎশেবার নিকটে গেল। তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তোমার আগমনের কুশল? সে উত্তর করিল, কুশল। ১৪ আরো কহিল, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ১৫ বৎশেবা কহিল, বল। পরে সে কহিল, তুমি জান, রাজ্য আমার ছিল, এবং আমি রাজা হইব বলিয়া সমস্ত ইস্রায়েল আমার মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিত; কিন্তু রাজত্ব পরিবৃত্ত হইয়া আমার ভ্রাতার হইল; কেননা সদাপ্রভুর অনুমতিতে তাহা তাঁহারই হইল। ১৬ অতএব এখন আমি তোমার কাছে একটী বিষয় যাচ্ঞা করি, তুমি আমাকে পরাঙ্মুখ করিও না। তাহাতে সে কহিল, বল। ১৭ পরে আদোনিয় কহিল, অনুগ্রহ করিয়া শলোমন্ রাজাকে কহ—তিনি তো তোমাকে পরাঙ্মুখ করিবেন না,—তিনি যেন আমার সহিত শূনেমীয়া অবীশগের বিবাহ দেন। ১৮ তাহাতে বৎশেবা কহিল, ভাল, আমি তোমার নিমিত্তে রাজাকে কহিব। ১৯ পরে বৎশেবা আদোনিয়ের জন্যে কহিতে শলোমন্ রাজার নিকটে গেল; তাহাতে রাজা তাহার প্রত্যুদ্গমনার্থ উঠিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিল। পরে সে আপন সিংহাসনে বসিল, এবং রাজমাতার কারণ আসন স্থাপন করাইলে সে তাহার দক্ষিণ দিগে বসিল। ২০ এবং কহিল, আমি তোমার কাছে একটী ক্ষুদ্র বিষয় যাচ্ঞা করি, আমাকে পরাঙ্মুখ করিও না। তাহাতে রাজা কহিল, মাতঃ, যাচ্ঞা কর, আমি তোমাকে পরাঙ্মুখ করিব না। ২১ তখন সে কহিল, তোমার ভ্রাতা আদোনিয়ের সহিত শূনেমীয়া অবীশগের বিবাহ দিতে হইবে। ২২ তাহাতে শলোমন রাজা উত্তর করিয়া আপন মাতাকে কহিল, তুমি আদোনিয়ের নিমিত্তে শূনেমীয়া অবীশগের দান কেন যাচ্ঞা কর? বরং সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহার নিমিত্তে রাজ্যের দান, অর্থাৎ তাহার ও অবিয়াথর যাজকের ও সরূয়ার পুত্র যোয়াবের নিমিত্তে [রাজ্য] যাচ্ঞা কর। ২৩ পরে শলোমন রাজা সদাপ্রভুর নাম লইয়া দিব্য করিয়া কহিল, এই কথা কহাতে যদি আদোনিয়ের প্রাণ না যায়, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ২৪ আর এখন যিনি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে সুস্থির করিয়া আমার পিতা দায়ূদের সিংহাসনে আমাকে উপবিষ্ট করিয়াছেন ও আমার কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, অদ্যই আদোনিয়ের প্রাণদণ্ড হইবে। ২৫ তখন শলোমন্ রাজা যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে প্রেরণ করিলে সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল।

২৬ পরে রাজা অবিয়াথর যাজককে কহিল, তুমি অনাথোতে আপন ভূম্যধিকারে যাও, কেননা তুমিও মৃত্যুর যোগ্য; তথাপি আমি অদ্য তোমার প্রাণদণ্ড করিলাম না, কারণ তুমি আমার পিতা দায়ূদের সম্মুখে প্রভু সদাপ্রভুর সিন্দুক বহন করিয়াছিলা, এবং আমার পিতার সমস্ত দুঃখভোগে দুঃখ ভোগ করিয়াছিলা। ২৭ অতএব শলোমন্ অবিয়াথর্ যাজককে সদাপ্রভুর যাজন কার্য্যহইতে দূর করিয়া দিল; ইহাতে সদাপ্রভুর বাক্য অর্থাৎ শীলোতে এলির কুলের বিপক্ষে তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

২৮ অনন্তর সেই ঘটনার বার্ত্তা যোয়াবের কাছে উপস্থিত হইল। যোয়াব্ যদ্যপি অবশালোমের অনুগামী হইতে বিপথগামী হয় নাই, তথাপি আদোনিয়ের অনুগামী হইয়া বিপথগামী হইয়াছিল; তজ্জন্য সে সদাপ্রভুর তাম্বুতে পলায়ন করিয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করিল। ২৯ পরে যোয়াব্ সদাপ্রভুর তাম্বুতে পলায়ন করিয়া বেদির পার্শ্বে আছে, এই কথা কেহ শলোমন্ রাজাকে কহিলে সে যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে প্রেরণ করিয়া কহিল, যাও, তাহাকে আক্রমণ কর। ৩০ তাহাতে বনায় সদাপ্রভুর তাম্বুতে গমন করিয়া তাহাকে কহিল, রাজা কহিলেন, তুমি বাহিরে আইস। তাহাতে সে কহিল, তাহা হইবে না, আমি এই স্থানে মরিব। তখন বনায় তাহার উত্তর রাজাকে জানাইয়া কহিল, যোয়াব্ অমুক কথা বলিল, ও আমাকে অমুক উত্তর দিল। ৩১ তখন রাজা কহিল, তাহার বাক্যানুসারেই কর্ম্ম কর, তাহাকে আঘাত কর, পরে তাহার কবর দেও; তাহা হইলে যোয়াব্ নিরপরাধির যে রক্তপাত করিয়াছে, তজ্জন্য অপরাধ তুমি আমাহইতে ও আমার পিতৃকুলহইতে অপসারণ করিবা। ৩২ এবং সদাপ্রভু তাহার রক্তপাতজন্য অপরাধ

তাহারই মস্তকে বর্ত্তাইবেন; কেননা সে আমার পিতা দায়ূদের অজ্ঞাতসারে আপনাহইতে ধার্ম্মিক ও উত্তম দুই ব্যক্তিকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের পুত্র অব্নেরকে, ও যিহূদার সেনাপতি যেথরের পুত্র অমাসাকে আক্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা বধ করিয়াছিল। ৩৩ তাহাদের রক্তপাতজন্য অপরাধ যোয়াবের মস্তকে ও যুগানুক্রমে তাহার বংশের মস্তকে বর্ত্তিবে, কিন্তু সদাপ্রভুহইতে দায়ূদের ও তাহার বংশের ও তাহার কুলের ও তাহার সিংহাসনের প্রতি যুগানুক্রমে শান্তি বর্ত্তিবে। ৩৪ অনন্তর যিহোয়াদার পুত্র বনায় উঠিয়া গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল, পরে প্রান্তরে তাহার বাটীতে তাহার কবর দেওয়া গেল।

৩৫ পরে রাজা তাহার পদে যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে সেনাপতি করিল, এবং অবিয়াথরের পদে রাজা সাদোক্‌কে যাজক করিল।

৩৬ তাহার পরে রাজা লোক পাঠাইয়া শিমিয়িকে ডাকাইয়া কহিল, তুমি যিরূশালেমে আপনার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে বাস কর, তথাহইতে অন্য কোন স্থানে যাইও না। ৩৭ তুমি যে দিবসে বাহির হইয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইবা, সেই দিবসে অবশ্য হত হইবা; ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। তোমার রক্তপাতজন্য অপরাধ তোমারই মস্তকে বর্ত্তিবে। ৩৮ তাহাতে শিমিয়ি রাজাকে কহিল, এই কথা উত্তম; আমার প্রভু মহারাজ যেমন কহিলেন, আপনকার এই দাস তদনুসারেই করিবে। পরে শিমিয়ি অনেক দিন পর্য্যন্ত যিরূশালেমে বাস করিল। ৩৯ কিন্তু তিন বৎসরের পরে শিমিয়ির দুই দাস পলায়ন করিয়া মাখার পুত্র আখীশ্ নামে গাতীয় রাজার নিকটে গেল। তাহাতে কেহ শিমিয়িকে বলিল, দেখ, তোমার দাসেরা গাতে আছে। ৪০ তখন শিমিয়ি উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া আপন দাসদের অন্বেষণে গাতে আখীশের নিকটে গেল, এবং শিমিয়ি যাইয়া গাৎহইতে আপন দাসদিগকে আনিল। ৪১ পরে শিমিয়ি যিরূশালেমহইতে গাতে গিয়াছিল, এখন ফিরিয়া আইল, এই কথা কেহ শলোমনকে জানাইলে, ৪২ রাজা লোক প্রেরণ করিয়া শিমিয়িকে ডাকাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি যে দিবসে বাহিরে যাইয়া স্থানান্তরে ভ্রমণ করিবা, সেই দিবসে অবশ্য হত হইবা, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও, আমি সদাপ্রভুর নামে তোমাকে শপথ করাইয়া তোমার বিপক্ষে এই সাক্ষ্য কি দিই নাই? তাহাতে তুমি কহিয়াছিলা, আমার শ্রুত যে কথা তাহাই উত্তম। ৪৩ তবে তুমি সদাপ্রভুর দিব্য ও তোমাকে দত্ত আমার আজ্ঞা কেন পালন কর নাই? ৪৪ রাজা শিমিয়িকে আরো কহিল, আমার পিতা দায়ূদের প্রতি তোমার কৃত যে দুষ্টতার বিষয়ে তোমার মন প্রমাণ দেয়, তাহা তুমি জান; এখন সদাপ্রভু তোমার দুষ্টতার ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তাইলেন। ৪৫ কিন্তু শলোমন রাজা আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবে, ও সদাপ্রভুর সম্মুখে দায়ূদের সিংহাসন যুগানুক্রমে স্থির থাকিবে। ৪৬ পরে রাজা যিহোয়াদার পুত্র বনায়কে আজ্ঞা করিলে সে যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল। এই রূপে শলোমনের হস্তে রাজ্য দৃঢ় হইল।

৩ অধ্যায়।

১ পরে শলোমন্ মিসরের ফরৌণ্ রাজার সহিত কুটুম্বতা করিয়া ফরৌণের কন্যাকে বিবাহ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত আপন গৃহ ও সদাপ্রভুর গৃহ ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রাচীরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হইল, তাবৎ তাহাকে দায়ূদ্-নগরে আনিয়া রাখিল।

২ আর সেই কাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, এই জন্যে লোকেরা নানা উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত। ৩ শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের বিধ্যনুসারে আচরণ করিতে ২ সদাপ্রভুকে প্রেম করিত বটে, তথাপি উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। ৪ একদা রাজা বলিদান করণার্থে গিবিয়োনে যাইয়া তথাকার যজ্ঞবেদিতে এক সহস্র হোমবলি দান করিল, কেননা তাহাই প্রধান উচ্চস্থলী ছিল।

৫ গিবিয়োনে সদাপ্রভু রাত্রিকালীন স্বপ্নযোগে শলোমন্‌কে দর্শন দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন, আমার দাতব্য বর প্রার্থনা কর। ৬ তাহাতে শলোমন্ কহিল, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদ্ সত্য ও ধার্ম্মিকতা ও তোমার উদ্দেশে হৃদয়ের সারল্যরূপ পথে তোমার গোচরে যেমন চলিতেন, তুমি তাঁহার প্রতি তদনুরূপ মহাদয়া ব্যবহার করিয়াছ, বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি এই মহাদয়া করিয়াছ, যে অদ্য তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট এক পুত্র তাঁহাকে দিয়াছ। ৭ এখন, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমার পিতা দায়ূদের পদে আপনার এই দাসকে রাজা করিলা; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালক, বহির্গমন করিতে ও ভিতরে আসিতে জানি না। ৮ পরন্তু তোমার এই দাস যাহাদের মধ্যে আছে, তোমার মনোনীত সেই প্রজারা মহৎ এবং বাহুল্য প্রযুক্ত অপরিমেয় ও অসংখ্য এক জাতি। ৯ অতএব তোমার প্রজাদের বিচার করিতে ও ভাল মন্দ বিশেষ জানিতে তোমার এই দাসকে জ্ঞানি মন দেও; নতুবা তোমার এত প্রজার বিচার করা কাহার সাধ্য? ১০ তখন প্রভুর দৃষ্টিতে এই নিবেদন, অর্থাৎ এই বিষয়ের নিমিত্তে শলোমনের প্রার্থনা তুষ্টিকর হইল। ১১ অতএব ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি ইহা প্রার্থনা করিয়াছ, আপনার জন্যে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা কর নাই, এবং আপনার জন্যে ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা কর নাই, এবং আপন শত্রুগণের প্রাণনাশ প্রার্থনা কর নাই; কিন্তু বিচারের বিবেচনা করণার্থে আপনার জন্যে বুদ্ধিমত্তা প্রার্থনা করিয়াছ; ১২ এই কারণ দেখ, আমি তোমার বাক্যানুসারেই করিলাম। দেখ, তোমাকে এমত জ্ঞানি ও বুদ্ধিমৎ মন দিলাম, যে

তোমার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ উৎপন্ন হইবে না। ১৩ তদ্ভিন্ন তুমি যাহা প্রার্থনা কর নাই, তাহাও তোমাকে দিলাম, অর্থাৎ এমন ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপ দিলাম, যে তোমার যাবজ্জীবন রাজবর্গের মধ্যে কেহ তোমার তুল্য হইবে না। ১৪ এবং তোমার পিতা দায়ূদ্ যেমন চলিত, তেমনি তুমি যদি আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিতে আমার সকল পথে চল, তবে আমি তোমার আয়ু সুদীর্ঘ করিব। ১৫ পরে শলোমন্ জাগ্রৎ হইলে স্বপ্ন বোধ হইল। পরে সে যিরূশালেমে যাইয়া সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, এবং আপন সমস্ত দাসগণের জন্যে এক ভোজ করিল।

১৬ সেই সময়ে দুই বেশ্যা স্ত্রী রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ১৭ প্রথম স্ত্রী কহিল, হে আমার প্রভো, শুনুন। আমি ও ঐ স্ত্রী উভয়ে এক গৃহে থাকি; এবং আমি উহার সহিত গৃহে থাকিয়া প্রসব হইলাম। ১৮ আমার প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে ঐ স্ত্রীও প্রসব হইল; তখন আমরা একত্র ছিলাম, সেই গৃহে আমাদের সঙ্গে কোন উপরি লোক ছিল না, কেবল আমরা দুই জন গৃহে ছিলাম। ১৯ পরে রাত্রিতে উহার বালক মরিল, কারণ সে তাহার উপরে শয়ন করিয়াছিল। ২০ তাহাতে সে রাত্রিযোগে উঠিয়া, আপনকার দাসী আমি নিদ্রিতা ছিলাম, বলিয়া আমার পার্শ্বহইতে আমার বালককে লইয়া আপন কোলে শয়ন করাইল, এবং আপন মৃত বালককে আমার কোলে শয়ন করাইল। ২১ প্রাতঃকালে আমি আপন বালককে দুগ্ধ দিতে উঠিলে মৃত দেহ দেখিলাম; কিন্তু সকালে তাহার প্রতি সযত্নে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিলাম, সে আমার প্রসূত বালক নয়। ২২ দ্বিতীয়া স্ত্রী কহিল, না, জীবিত বালক আমার, মৃত বালক তোমার। তাহাতে প্রথম স্ত্রী কহিল, না ২, মৃত বালক তোমার, জীবিত বালক আমার। এই রূপে তাহারা দুই জনে রাজার কাছে নিবেদন করিল। ২৩ তখন রাজা কহিল, এক জন বলিতেছে, জীবিত বালক আমার, মৃত বালক তোমার; এবং অন্য জন বলিতেছে, না ২, মৃত বালক তোমার, জীবিত বালক আমার। ২৪ পরে রাজা আজ্ঞা করিল, আমার কাছে একখান খড়্গ আন। তাহাতে তাহারা রাজার কাছে খড়্গ আনিলে ২৫ রাজা কহিল, এই জীবিত বালককে দ্বিখণ্ড করিয়া এক জনকে অর্দ্ধেক, অন্য জনকেও অর্দ্ধেক দেও। ২৬ তখন জীবিত বালকটী যাহার সন্তান ছিল, সেই স্ত্রীর অন্তঃকরণ স্নেহেতে উত্তপ্ত হওয়াতে সে রাজাকে নিবেদন করিল, হে আমার প্রভো, বিনতি করি, জীবিত বালক উহাকে দিউন, বালকটীকে বধ করিবেন না। কিন্তু অন্য স্ত্রী কহিল, সে আমারও না হউক, তোমারও না হউক, দুই খণ্ড কর। ২৭ তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, জীবিত বালকটী উহাকে দেও, কোন মতে বধ করিও না; ঐ তাহার মাতা। ২৮ রাজা বিচারের এই যে নিষ্পত্তি করিল, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল্ রাজাহইতে ভীত হইল; কেননা তাহারা দেখিতে পাইল, বিচার করণার্থে তাহার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে।

৪ অধ্যায়।

১ শলোমন রাজা সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিত। ২ তাহার অমাত্যগণের নাম। সাদোকের পুত্র অসরিয় [প্রধান] সভাসদ্ ছিল। ৩ সরায়ের পুত্র ইলীহোরফ ও অহিয় লেখক ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা; ৪ এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায় সেনাপতি, এবং সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক ছিল; ৫ এবং নাথনের পুত্র অসরিয় দেশাধ্যক্ষদের প্রধান, ও নাথনের পুত্র সাবূদ্ সভাসদ ও রাজার সুহৃদ ছিল। ৬ এবং অহীশার্ রাজগৃহাধ্যক্ষ, ও অব্দের পুত্র অদোনীরাম্ অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিল।

৭ আর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের নিযুক্ত দ্বাদশ জন দেশাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা রাজার ও রাজবাটীর জন্যে খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিত; বৎসরের মধ্যে এক ২ মাসের দ্রব্যাদি আয়োজন করা এক ২ জনের ভার ছিল। ৮ তাহাদের নাম; ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে বিন্-হূর্। ৯ মাকস্ ও শালবীম্ ও বৈৎশেমশ ও এলোন-বৈথাননে বিন্-দেকর। ১০ অরুবোতে বিন্-হেষদ্; সোখো ও সমুদয় হেফর প্রদেশ তাহার অধীন ছিল। ১১ সমুদয় দোর্ উপগিরিতে বিন-অবীনাদব্; সে শলোমনের কন্যা টাফৎকে বিবাহ করিল। ১২ তানক্ ও মগিদ্দো এবং সর্ত্তনের নিকটে যিষ্রিয়েলের তলে স্থিত সমস্ত বৈৎশান, অর্থাৎ বৈৎশান্ অবধি আবেল্‌মহোলা ও যগ্‌মিয়ামের পার পর্য্যন্ত অহীলূদের পুত্র বানার অধিকার ছিল। ১৩ রামোৎ-গিলিয়দে বিন-গেবর; গিলিয়দস্থ মনঃশির পুত্র যায়ীরের সমস্ত গ্রাম, এবং বাশনস্থ অর্গোব্ নামক অঞ্চল, সর্ব্বশুদ্ধ প্রাচীর-বেষ্টিত ও পিত্তলের অর্গল বিশিষ্ট ষাইট বৃহৎ নগর তাহার অধীন ছিল। ১৪ মহনয়িমে ইদ্দোর পুত্র অহীনাদব্। ১৫ নপ্তালিতে অহীমাস্; সে শলোমনের কন্যা বাসমৎকে বিবাহ করিল। ১৬ আশেরে ও বালোতে হূশয়ের পুত্র বানা। ১৭ ইষাখরে পারুহের পুত্র যিহোশাফট্। ১৮ বিন্যামীনে এলার পুত্র শিমিয়ি। ১৯ গিলিয়দ্ দেশে অর্থাৎ ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার ও বাশনের ওগ্ রাজার দেশে উরির পুত্র গেবর্। উক্ত দেশে [সে] একমাত্র দেশাধ্যক্ষ ছিল।

২০ তখন যিহূদা ও ইস্রায়েল্ সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক ছিল, এবং ভোজন পান ও আমোদ করিত। ২১ এবং [ফরাৎ] নদী অবধি পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যের উপরে শলোমন রাজত্ব করিত; শলো-

মনের যাবজ্জীবন তাহারা তাহাকে উপঢৌকন দিত, ও তাহার দাসত্ব স্বীকার করিত।

[২২] শলোমনের প্রাত্যহিক আয়োজনীয় দ্রব্য ত্রিশ মণ সূক্ষ্ম সূজী ও ষাইট মণ ময়দা, [২৩] এবং দশ পুষ্ট গোরু, ও মাঠহইতে আনীত বিংশতি গোরু, ও এক শত মেষ, এবং ইহা ছাড়া হরিণ ও মৃগী ও কালসার ও পুষ্ট পক্ষী। [২৪] এবং সে তিপ্‌সহ অবধি ঘসা পর্য্যন্ত [ফরাৎ] নদীর [পশ্চিম] পারস্থিত সমস্ত দেশের যাবতীয় রাজার উপরে কর্তৃত্ব করিত। এবং তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত দাস নির্ব্বিরোধ থাকাতে [২৫] শলোমনের সমস্ত অধিকারসময়ে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যিহূদা ও ইস্রায়েল প্রত্যেক জন আপন ২ দ্রাক্ষালতার ও আপন ২ ডুম্বুরবৃক্ষের তলে নির্ভয়ে বাস করিত।

[২৬] শলোমনের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল। [২৭] এবং শলোমন্ রাজার নিমিত্তে ও শলোমন্ রাজার মেজে ভোজনকারিদের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত দেশাধ্যক্ষেরা প্রত্যেক জন আপন ২ নিরূপিত মাসে খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিত, কিছুই ত্রুটি করিত না। [২৮] তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ নিরূপিত কর্ম্মানুসারে অশ্ব ও দ্রুতগামি বাহন সকলের জন্যে উপযুক্ত স্থানে যব ও তৃণ আনিত।

[২৯] আর ঈশ্বর শলোমন্‌কে অতিশয় প্রচুর বিজ্ঞান ও বুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় মনের বিস্তীর্ণতা দিলেন। [৩০] পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত লোকের বিজ্ঞান ও মিস্রীয় লোকদের যাবতীয় বিজ্ঞানহইতেও শলোমনের অধিক বিজ্ঞান হইল। [৩১] এবং সে সকলহইতে বিদ্বান্, অর্থাৎ ইষ্রাহীয় এথন্, এবং মাহোলের পুত্র হেমন্ ও কল্‌কোল্ ও দর্দা, ইহাদের হইতেও অধিক জ্ঞানবান্ হইল; এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থ যাবতীয় পরজাতির মধ্যে তাহার কীর্ত্তি ব্যাপিল। [৩২] সে তিন সহস্র নীতিকথা কহিত, ও তাহার গীত এক সহস্র পাঁচ ছিল। [৩৩] এবং সে লিবানোনের এরস্‌বৃক্ষাবধি প্রাচীরের গাত্রে প্ররূঢ় এসোব্ তৃণ পর্য্যন্ত বৃক্ষগণের বর্ণনা করিত, এবং পশু ও পক্ষী ও উরোগামী ও মৎস্যের বর্ণনা করিত। [৩৪] এবং পৃথিবীস্থ যে২ রাজা শলোমনের বিজ্ঞানের সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহাদের নিকটহইতে সর্ব্বদেশীয় লোক শলোমনের বিজ্ঞানোক্তি শুনিতে আসিত।

৫ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সোরের রাজা হীরম্ শলোমনের নিকটে আপন দাসগণকে পাঠাইল, কেননা লোকেরা তাহার পিতার পরিবর্ত্তে তাহাকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছে, সে এই কথা শুনিয়াছিল; আর দায়ূদের প্রতি সতত হীরমের প্রণয় ছিল। [২] তাহাতে শলোমন্ হীরম্‌কে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, [৩] আপনি জানেন, আমার পিতা দায়ূদ্ আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করণে অসমর্থ ছিলেন, কেননা [শত্রুগণ] যুদ্ধদ্বারা তাঁহাকে ঘেরিত; কিন্তু শেষে সদাপ্রভু তাহাদিগকে তাঁহার পদতলস্থ করিলেন। [৪] আর এখন আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু চতুর্দ্দিগে আমাকে বিশ্রাম দিয়াছেন; বিপক্ষ কেহ নাই, বিপদঘটনাও কিছুই নাই। [৫] অতএব দেখুন, আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ভাবিতেছি, কেননা সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে আমার পিতা দায়ূদ্‌কে কহিয়াছিলেন, যথা, আমি তোমার পদে তোমার যে পুত্রকে তোমার সিংহাসনোপবিষ্ট করিব, সেই আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। [৬] অতএব আপনি এখন আপন লোকদিগকে আমার নিমিত্তে লিবানোনে যাইয়া এরস্ বৃক্ষ ছেদন করিতে আজ্ঞা করুন, ও আমার দাসগণ আপনকার দাসগণের সহিত থাকুক; আপনি যাহা বলিবেন, তদনুসারেই আমি আপনকার দাসদিগকে বেতন দিব; কেননা আপনি জানেন, কাষ্ঠ ছেদন করিতে সীদোনীয়দের ন্যায় বিজ্ঞ লোক আমাদের মধ্যে কেহ নাই।

[৭] তখন হীরম্ শলোমনের কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইয়া কহিল, অদ্য সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক তিনি দায়ূদ্‌কে জ্ঞানি পুত্র দিয়া এই মহতী জাতির অধ্যক্ষ করিয়াছেন। [৮] পরে হীরম্ শলোমনের কাছে লোক পাঠাইয়া কহিল, আপনি আমার কাছে যে কথা কহিয়া পাঠাইলেন, তাহা আমি শুনিলাম; আমি এরস্ ও দেবদারু কাষ্ঠদ্বারা আপনকার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ করিব। [৯] আমার দাসগণ লিবানোন্‌হইতে তাহা নামাইয়া সমুদ্রে আনিবে, পরে আমি মাঁড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে আপনকার নিরূপিত স্থানে প্রেরণ করিব, ও সেই স্থানে খুলিলে আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন; এবং আমার বাটীর জন্যে খাদ্য দ্রব্য যোগাইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন।

[১০] এই রূপে হীরম্ শলোমনের সমস্ত অভীষ্টানুসারে এরস্‌কাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠ দিতে লাগিল। [১১] এবং শলোমন্ হীরমের বাটীর ভক্ষ্যের জন্যে তাহাকে বিংশতি সহস্র মণ গোম ও উখলিতে প্রস্তুত বিংশতি মণ তৈল দিত; এই রূপে শলোমন্ বৎসর২ হীরম্‌কে দিত। [১২] এবং সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে শলোমন্‌কে জ্ঞান দিলেন। আর হীরমের ও শলোমনের পরস্পর সন্ধি ছিল, এবং তাহারা দুই জনে নিয়ম করিল।

[১৩] পরে শলোমন্ রাজা সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যহইতে অবৈতনিক কর্ম্মকারি লোক সংগ্রহ করিল; সেই কার্য্যার্থে ত্রিশ সহস্র লোক সংগৃহীত হইল। [১৪] পরে সে মাসিক পালাক্রমে তাহাদের দশ সহস্র জনকে লিবানোনে প্রেরণ করিত; তাহারা এক২ মাস লিবানোনে থাকিত, ও দুই২ মাস বাটীতে থাকিত; এবং অদোনীরাম্ সেই অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিল। [১৫] এবং শলোমনের সত্তর সহস্র ভারবাহক, ও পর্ব্বতে আশী সহস্র প্রস্তরচ্ছেদক ছিল। [১৬] তদ্ভিন্ন শলোমনের কর্ম্মকারি

লোকদের উপরে নিযুক্ত তিন সহস্র তিন শত প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। ১৭ এবং তক্ষিত প্রস্তরদ্বারা গৃহের ভিত্তিমূল করণার্থে তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে বৃহৎ প্রস্তর ও বহুমূল্য প্রস্তর খনন করিল। ১৮ পরে শলোমনের ও হীরমের রাজলোকেরা, বিশেষতঃ গিব্লীয় লোকেরা, তাহা তক্ষন করিল; এই রূপে তাহারা গৃহনির্ম্মান করিতে কাষ্ঠ ও প্রস্তর সকল প্রস্তুত করিল।

৬ অধ্যায়।

১ মিসরদেশহইতে ইস্রায়েলের সন্তানদের নির্গমনের পর চারি শত আশী বৎসরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের উপরে শলোমনের রাজত্ব করণের চতুর্থ বৎসরের সিব নামক দ্বিতীয় মাসে শলোমন্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মান করিতে আরম্ভ করিল। ২ শলোমন রাজা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে গৃহ নির্ম্মান করিল, তাহা দীর্ঘে ষাইট হস্ত, ও প্রস্থে বিংশতি হস্ত, ও উচ্চে ত্রিশ হস্ত। ৩ এবং সেই গৃহরূপ প্রাসাদের অগ্রে এক বারাণ্ডা ছিল, তাহা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও দশ হস্ত প্রস্থ, তাহা গৃহের অগ্রে ছিল। ৪ এবং গৃহের নিমিত্তে সে বাতাযুক্ত জালবদ্ধ বাতায়ন করিল। ৫ এবং সে গৃহের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিগে অর্থাৎ প্রাসাদের ও গর্ভাগারের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিগে থাক করিয়া চতুর্দ্দিগে কুঠরী নির্ম্মান করিল। ৬ তাহার অধঃস্থ থাক পাঁচ হস্ত প্রস্থ, ও মধ্য থাক ছয় হস্ত প্রস্থ, এবং তৃতীয় থাক সাত হস্ত প্রস্থ করিল; কেননা [কড়িকাষ্ঠ] যেন ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ না হয়, এই জন্যে সে গৃহের চতুর্দ্দিগে ভিত্তির বহির্ভাগ সোপানাকার করিল। ৭ আর গৃহের নির্ম্মাণার্থে প্রস্তর সকল প্রস্তরাকরে প্রস্তুত হইয়া আনীত হইত; তাহাদ্বারা তাহা নির্ম্মিত হইল; এ কারণ নির্ম্মানকালে গৃহের মধ্যে হাতুড়ি কিম্বা বাটালি কোন লৌলাস্ত্রের শব্দ শুনা গেল না। ৮ এবং মধ্য থাকের প্রবেশস্থান গৃহের দক্ষিন দিগে ছিল, এবং লোকেরা ঘোর সিঁড়ী দিয়া মধ্য তালাতে, ও মধ্য তালাহইতে তৃতীয় তালাতে উঠিত। ৯ এই রূপে সে গৃহের নির্ম্মাণ সমাপ্তি করিল, এবং এরস্‌কাষ্ঠের কড়ি ও সারি ২ [ফলক]দ্বারা গৃহ আচ্ছাদন করিল। ১০ এবং গৃহের সর্ব্বগাত্রে পাঁচ ২ হস্ত উচ্চ কুঠরীর থাক করিল, তাহা এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা গৃহের সহিত সংযুক্ত ছিল।

১১ পরে শলোমনের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ১২ তুমি এই গৃহ নির্ম্মান করিতেছ; ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধ্যনুসারে চল, ও আমার শাসন সকল পালন কর, ও আমার সমস্ত আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চল, তবে আমি তোমার পিতা দায়ূদ্‌কে যাহা কহিয়াছি, আমার সেই বাক্য তোমার পক্ষে সফল করিব। ১৩ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিব, ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে ত্যাগ করিব না।

১৪ পরে শলোমন গৃহের নির্ম্মান সাঙ্গ করিল। ১৫ ফলতঃ সে ভিতরে গৃহের ভিত্তি সকলের গাত্রে এরস্‌কাষ্ঠের ফলক দিল; সে ভিতরে গৃহের মেঝিয়া অবধি ভিত্তির [থামল] অর্থাৎ ছাত পর্য্যন্ত ঐ কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল, এবং গৃহের মেঝিয়া দেবদারুকাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল। ১৬ কিন্তু বিংশতি হস্ত পরিমিত গৃহের যে পশ্চাদ্ভাগ তাহা মেঝিয়া অবধি ভিত্তির [থামল] পর্য্যন্ত এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল, এবং ভিতরে গর্ভাগার অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থান হওনার্থে তাহা প্রস্তুত করিল। ১৭ তাহাতে চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ যে গৃহ অবশিষ্ট রহিল, তাহাই অগ্রস্থিত প্রাসাদ হইল। ১৮ এবং গৃহমধ্যে এরস্‌কাষ্ঠে বার্ত্তাকী ও বিকসিত পুষ্প খুদিল; সকলি এরস্‌কাষ্ঠময় হইল, কিছুমাত্র প্রস্তর দৃষ্ট হইল না। ১৯ আর ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক স্থাপনার্থে অন্তঃস্থ গৃহের মধ্যে গর্ভাগার প্রস্তুত করিল। ২০ সে গর্ভাগারটী অগ্রভাগে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত প্রস্থ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়াইল, এবং ধূপবেদি এরস্‌কাষ্ঠে মুড়াইল। ২১ এবং শলোমন্ নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা গৃহের অন্তর্ভাগ মুড়াইল, এবং গর্ভাগারের সম্মুখে স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বারা [তিরস্করিণী] বদ্ধ করিল, এবং উহা স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল। ২২ যে পর্য্যন্ত গৃহ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সে সমস্ত গৃহ স্বর্ণেতে মুড়াইল, এবং গর্ভাগারের নিকটস্থ ধূপবেদিও সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণেতে মুড়াইল।

২৩ আর সে গর্ভাগারের মধ্যে দশ হস্ত উচ্চ জিতকাষ্ঠের দুই করূব্ নির্ম্মান করিল। ২৪ এক করূবের এক পক্ষ পাঁচ হস্ত, ও অন্য পক্ষও পাঁচ হস্ত করিল; তাহাতে এক পক্ষের অগ্রভাগহইতে অন্য পক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দশ হস্ত হইল। ২৫ এবং দ্বিতীয় করূব্‌ও দশ হস্ত; দুই করূবের সম পরিমান ও সম আকার ছিল। ২৬ প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই করূব দশ হস্ত উচ্চ ছিল। ২৭ পরে সে সেই করূবদ্বয়কে ভিতরের কুঠরীতে স্থাপন করিল, এবং করূবদের পক্ষ এমত বিস্তীর্ণ করিল, যে একের পক্ষ এক ভিত্তি ও অন্যের পক্ষ অন্য ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং তাহাদের পক্ষ গৃহমধ্যে পরস্পর স্পর্শ করিল। ২৮ পরে সে করূব্‌দিগকে স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল। ২৯ এবং করূবের ও খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের মূর্ত্তিতে গৃহের সমস্ত ভিত্তির গাত্র ভিতরে বাহিরে চতুর্দ্দিগে খোদিত করিল; ৩০ এবং গৃহের মেঝিয়া ভিতরে বাহিরে স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল।

৩১ আর সে গর্ভাগারপ্রবেশের দ্বারে জিতকাষ্ঠের কপাট নির্ম্মান করিল, এবং [ভিত্তির] পঞ্চমাংশ কপালি ও বাজু করিল। ৩২ এবং ঐ জিতকাষ্ঠময় দুই কপাটে করূবের ও খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের আকৃতি খোদিত করিয়া স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইল, করূব ও খর্জ্জূরবৃক্ষশুদ্ধ তাহা স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল। ৩৩ তদ্রূপ সে প্রাসাদের দ্বারের নিমিত্তে [ভিত্তির] চতুর্থাংশ জিতকাষ্ঠের চৌকাঠ করিল। ৩৪ এবং দেবদারুকাষ্ঠের দুই কপাট করিল, এবং এক কপাটের দুই বাইল যেমন কব্‌জাতে খেলিত, অন্য কপা-

টের দুই বাইলও তদ্রূপ কব্জাতে খেলিত। [৩৫] এবং তাহার উপরে করূব্ ও খর্জ্জূরবৃক্ষ ও বিকসিত পুষ্প খুদিয়া সেই খোদিত কর্ম্মশুদ্ধ তাহা স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল।

[৩৬] পরে সে তিন পংক্তি তক্ষিত প্রস্তর ও এক পংক্তি এরস্কাষ্ঠের কড়িদ্বারা ভিতর প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিল। [৩৭] চতুর্থ বৎসরের সিব্ নামক মাসে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। [৩৮] এবং একাদশ বৎসরের বূল্ নামক অষ্টম মাসে নিরূপিত আকারানুসারে যাবতীয় অংশেতেই গৃহের নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল; অতএব লোকে তাহার নির্ম্মাণে সাত বৎসর ব্যস্ত ছিল।

৭ অধ্যায়।

[১] পরে শলোমন ত্রয়োদশ বৎসর আপন বাটী নির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকিল; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপন করিল।

[২] ফলতঃ সে লিবানোন্ অরণ্য নামে বাটী নির্ম্মাণ করিল; তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত ও প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত করিল, এবং চারি শ্রেণী এরস্কাষ্ঠের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্তম্ভের উপরে এরস্কাষ্ঠের কড়ি দিয়া তাহা নির্ম্মাণ করিল। [৩] স্তম্ভের উপরে প্রত্যেক শ্রেণীতে পঞ্চদশ, সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ কুঠরী স্থাপিত হইল, তাহার উপরে এরস্কাষ্ঠের ছাত দিল। [৪] এবং বাতায়ুক্ত [চৌকাঠের] তিন শ্রেণী ছিল, এবং পরস্পর অনুরূপ বাতায়নের তিন পংক্তি ছিল। [৫] এবং যাবতীয় দ্বার ও চৌকাঠ চতুষ্কোণ ও বাতায়ুক্ত, এবং পরস্পর অভিমুখ বাতায়নের তিন পংক্তি ছিল। [৬] আর স্তম্ভশ্রেণীর এক বারাণ্ডা করিল, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থতা ত্রিশ হস্ত; এবং সম্মুখস্থ আর এক বারাণ্ডা করিল, তাহাতেও স্তম্ভশ্রেণী ও তাহার সম্মুখে [লতাকৃতি] তিরস্করিণী ছিল। [৭] এবং যে সিংহাসনের বারাণ্ডাতে সে বিচার করিবে, তাহা বিচারবারাণ্ডা করিল, এবং মেঝিয়ার এক দিগ্ অবধি অন্য দিক্ পর্য্যন্ত এরস্কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদিত করিল। [৮] আর আপন বাসগৃহের নিমিত্তে সেই বারাণ্ডার পশ্চাতে তদ্রূপ আর এক প্রাঙ্গণ করিল; এবং শলোমন্ আপন ভার্য্যা ফরৌণের কন্যার নিমিত্তে ঐ বারাণ্ডার ন্যায় এক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। [৯] এই সকল সে ভিত্তিমূল অবধি আলিশা পর্য্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণানুসারে করাতদ্বারা ছিন্ন বহুমূল্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করিল, এবং বাহিরে মহাপ্রাঙ্গণের দিগেও তদ্রূপ করিল। [১০] এবং বহুমূল্য প্রস্তর, অর্থাৎ দশ হস্ত পরিমিত ও অষ্ট হস্ত পরিমিত বৃহৎ২ প্রস্তরদ্বারা ভিত্তিমূল করিল। [১১] ও তাহার উপরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণানুসারে বহুমূল্য প্রস্তর ও এরস্কাষ্ঠ দিল। [১২] এবং যেমন সদাপ্রভুর গৃহের মধ্যপ্রাঙ্গণে ও গৃহের বারাণ্ডাতে, তদ্রূপ মহাপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগে তিন শ্রেণী তক্ষিত প্রস্তর ও এক শ্রেণী এরস্কাষ্ঠ দিল।

[১৩] পরে শলোমন্ রাজা লোক প্রেরণ করিয়া সোরহইতে হূরম্‌কে আনাইল। [১৪] ঐ হূরম্ নপ্তালি বংশীয় এক বিধবার গর্ভজাত, ও সোর্ নগরস্থ এক কাংস্যকারের পুত্র ছিল; পিত্তলের সমস্ত কর্ম্ম করিতে সে জ্ঞান ও বুদ্ধি ও বিদ্যাতে পরিপূর্ণ ছিল; পরে সে শলোমন্ রাজার কাছে আসিয়া তাহার সমস্ত কার্য্য করিল।

[১৫] সে পিত্তলের দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক স্তম্ভ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ, এবং দ্বাদশ হস্ত পরিমিত সূত্র দ্বিতীয় স্তম্ভের পরিধি ছিল। [১৬] এবং দুই স্তম্ভের মস্তকে স্থাপনার্থে সে পিত্তলের দুই মাথলা ছাঁচে ঢালিল, এক মাথলার উচ্চতা যেমন পাঁচ হস্ত, অন্য মাথলার উচ্চতাও তদ্রূপ পাঁচ হস্ত করিল। [১৭] এবং স্তম্ভের উপরিস্থ সেই মাথলার জন্যে জালকার্য্যে জাল ও শৃঙ্খলের কার্য্যে পাকান রজ্জু নির্ম্মাণ করিল; তাহার এক মাথলার জন্যে যেমন সাতটা, অন্য মাথলার জন্যেও তদ্রূপ সাতটা করিল। [১৮] এবং স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা আচ্ছাদনার্থে জালরূপ কার্য্যের উপরে বেষ্টন করিতে দুই শ্রেণী দাড়িম্ব নির্ম্মাণ করিল; এবং অন্য মাথলার জন্যেও তদ্রূপ করিল। [১৯] এবং বারাণ্ডাতে দুই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা চারি হস্ত পর্য্যন্ত শোষণ পুষ্পের আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। [২০] এই জালরূপ কার্য্যের নিকটে দুই স্তম্ভের মাথলার প্রধান ভাগের উপরে চতুর্দ্দিগে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব ছিল, প্রত্যেক মাথলার উপরে দুই শত ছিল। [২১] পরে সে ঐ দুই স্তম্ভ প্রাসাদের বারাণ্ডাতে স্থাপন করিল, এবং দক্ষিণ দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম যাখীন্ [তিনি স্থির করেন] রাখিল, এবং বাম দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম বোয়স্ [তাঁহাতেই বল] রাখিল। [২২] ঐ দুই স্তম্ভের উপরে শোষণ পুষ্পাকৃতি ছিল; এই রূপে স্তম্ভের কার্য্য সমাপ্ত হইল।

[২৩] পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্ররূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিংশৎ হস্ত ছিল। [২৪] এবং চতুর্দ্দিগে কাণার নীচে সমুদ্ররূপ পাত্র বেষ্টনকারি বার্ত্তাকীর শ্রেণী ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ২ বার্ত্তাকী; পাত্রটা ঢালিবার সময়ে সেই বার্ত্তাকীর দুই শ্রেণী ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। [২৫] ঐ সমুদ্ররূপ পাত্র দ্বাদশ গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল; তাহাদের তিন উত্তরমুখ, ও তিন পশ্চিমমুখ, ও তিন দক্ষিণমুখ, ও তিন পূর্ব্বমুখ ছিল; এবং সমুদ্ররূপ পাত্র তাহাদের উপরে রহিল; তাহাদের সকলের পশ্চাদ্‌ভাগ অন্তরে থাকিল। [২৬] ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা শোষণপুষ্পাকার বাটির কাণার সদৃশ ছিল; তাহাতে দুই সহস্র মণ ধরিত।

[২৭] পরে সে চারি হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল। [২৮] সেই সকল পীঠের গঠন এই রূপ; তাহাদের মধ্যদেশ ছিল, সেই সকল মধ্যদেশ বিটের মধ্যে

ছিল। ২৯ এবং বিটের মধ্যদেশে সিংহ ও গোরু ও করূব্ ছিল, এবং উপরিভাগে বিট সকলের উপরে বৈটক ছিল, এবং সিংহ ও গোরু সকলের নীচে সূক্ষ্ম কার্য্যের মালা ছিল। ৩০ প্রত্যেক পীঠের পিত্তলময় চারি চক্র ও পিত্তলময় আল ছিল, এবং চারি কোণে স্থাপিত অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন প্রক্ষালনপাত্রের নীচে ঢালা ছিল, ও প্রত্যেকের নিকটে মালা ছিল। ৩১ এবং মাথলার মধ্যে ও তদুপরি তাহার মুখ এক হস্ত, কিন্তু তাহার মুখ বৈটকের আকৃতির ন্যায় গোল ও দেড় হস্ত পরিমিত; এবং তাহার মুখের উপরেও শিল্পকার্য্য ছিল; এবং তাহার মধ্যদেশ সকল গোল নয়, চতুষ্কোণ ছিল। ৩২ এবং মধ্যদেশের নীচে চারি চক্র; ঐ চক্রের আল পীঠের সহিত সংযুক্ত ছিল; তাহার প্রত্যেক চক্র দেড় হস্ত উচ্চ। ৩৩ এবং চক্র সকলের গঠন রথচক্রের গঠনের ন্যায়, এবং আল ও নেমি ও নাভি ও আরা সকল ছাঁচে ঢালা ছিল। ৩৪ এবং প্রত্যেক পীঠের চারি কোণে স্থাপিত চারি অবলম্বন ছিল; সেই অবলম্বন স্বয়ং পীঠের সহিত নির্ম্মিত ছিল। ৩৫ ঐ পীঠের উপরিস্থ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ বর্ত্তুলাকার হাতল এবং পীঠের উপরিস্থ অবলম্বন ও মধ্যদেশ তাহার সহিত নির্ম্মিত ছিল। ৩৬ আর সে তাহার অবলম্বনের প্রদেশে ও তাহার মধ্যদেশে প্রত্যেকের পরিমাণানুসারে করূব্ ও সিংহ ও খর্জ্জুরবৃক্ষদিগকে খুদিল ও চতুর্দ্দিগে মালা দিল। ৩৭ এই রূপে সে এক ছাঁচে ও এক পরিমাণে ও এক আকারে পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ করিল।

৩৮ পরে সে পিত্তলময় দশ প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহার প্রত্যেক পাত্র চারি হস্ত পরিমিত ছিল; এবং প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ মণ ধরত, এবং ঐ দশ পীঠের মধ্যে এক২ পীঠের উপরে এক২ প্রক্ষালনপাত্র থাকিত। ৩৯ সে গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচ পীঠ ও বাম পার্শ্বে পাঁচ পীঠ রাখিল; এবং গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে [কিঞ্চিৎ] পূর্ব্বদিগে দক্ষিণদিগের সম্মুখে সমুদ্ররূপ পাত্র স্থাপন করিল।

৪০ হূরম ঐ সকল প্রক্ষালনপাত্র ও হাতা ও বাটি নির্ম্মাণ করিল; এই রূপে হূরম্ শলোমন্ রাজার জন্যে সদাপ্রভুর গৃহের উদ্দেশে যে২ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সকল সমাপ্ত করিল। ৪১ দুই স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার, ও সেই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক জালবৎ দুই আচ্ছাদন; ৪২ এবং জালবৎ দুই কার্য্যের জন্যে চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক২ জালবৎ কার্য্যার্থে দুই শ্রেণী দাড়িম্বাকার; ৪৩ এবং দশ পীঠ ও পীঠের উপরে দশ প্রক্ষালনপাত্র; ৪৪ এবং এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও সমুদ্রপাত্রের নীচে দ্বাদশ গোরু; ৪৫ এবং স্থালী ও হাতা ও বাটি, এই যে সকল পাত্র হূরম্ শলোমন রাজার জন্যে সদাপ্রভুর গৃহের উদ্দেশে প্রস্তুত করিল, সকলি তেজোময় পিত্তলদ্বারা সাঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিল। ৪৬ রাজা যর্দ্দনের প্রান্তরে সুক্কোৎ ও সর্ত্তনের মধ্যস্থিত চিক্কন ভূমিতে তাহা ঢালাইল। ৪৭ এবং শলোমন্ অতি বাহুল্য প্রযুক্ত ঐ সকল পাত্র তৌল করিল না; অতএব তাহার পিত্তলের কত পরিমাণ, তাহা জানা গেল না। ৪৮ পরন্তু শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে সমস্ত সামগ্রী নির্ম্মাণ করাইল, অর্থাৎ স্বর্ণবেদি, ও দর্শনীয় রুটী স্থাপনার্থে স্বর্ণমেজ; ৪৯ এবং গর্ব্ভাগারের সম্মুখে দক্ষিণে পাঁচ ও বামে পাঁচ নির্ম্মল স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ, এবং স্বর্ণময় পুষ্প ও প্রদীপ ও চিমটা; ৫০ এবং নির্ম্মল স্বর্ণময় ডাবর ও কর্ত্তরী ও বাটি ও চমস ও অঙ্গারপাত্র, এবং অন্তর্গৃহের অর্থাৎ মহাপবিত্রস্থানের কপাটের জন্যে এবং গৃহের অর্থাৎ প্রাসাদের কপাটের জন্যে স্বর্ণময় কব্জা করিল।

৫১ এই রূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে শলোমন রাজার কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। পরে শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল আনাইয়া সদাপ্রভুর গৃহস্থিত ধনাগারে রাখিল।

৮ অধ্যায়।

১ অপর শলোমন্ দায়ূদ্-নগর অর্থাৎ সিয়োনহইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও বংশপতি সকলকে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে যিরূশালেমে শলোমন্ রাজার নিকটে একত্র করিল। ২ তাহাতে এথানীম্ নামক সপ্তম মাসের উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শলোমন্ রাজার নিকটে একত্র হইল। ৩ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে যাজকগণ সিন্দুকটী উঠাইল। ৪ এবং যাজকগণ ও লেবীয় লোকেরা সদাপ্রভুর সিন্দুক ও সমাগমের তাম্বু ও তাম্বুর মধ্যস্থ সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল। ৫ তাহাতে শলোমন্ রাজা সমাগত ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর সহিত সিন্দুকের সম্মুখে [যাইয়া] মেষ গবাদি বলিদান করিল; তাহা বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অপরিমেয় ছিল। ৬ পরে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া স্বস্থানে, অর্থাৎ গৃহের গর্ব্ভাগারে [বা] মহাপবিত্র স্থানে করূবদ্বয়ের পক্ষের নীচে [স্থাপন করিল]। ৭ সেই করূবেরা সিন্দুকের স্থানের প্রতি বিস্তীর্ণপক্ষ ছিল, এবং করূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই সাইঙ্গ আচ্ছাদন করিত। ৮ সেই দুই সাইঙ্গ এমত লম্বা ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ গর্ব্ভাগারের সম্মুখে পবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইত, তথাপি তাহা বাহিরে দৃষ্ট হইত না; অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সেই স্থানে আছে। ৯ সেই সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল হোরেবে মোশি যে দুই খান প্রস্তরফলক তন্মধ্যে রাখিয়াছিল তাহাই মাত্র, অর্থাৎ মিসর্ হইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের নির্গমন কালে

তাহাদের সহিত সদাপ্রভুর দ্বারা কৃত নিয়মের পত্র ছিল। [১০] অপর পবিত্র স্থানের মধ্যহইতে যাজকদের নির্গমন কালে সদাপ্রভুর গৃহ মেঘেতে এমত পরিপূর্ণ হইল, [১১] যে পরিচর্য্যার্থে দণ্ডায়মান থাকা মেঘ প্রযুক্ত যাজকগণের অসাধ্য হইল, কেননা সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল।

[১২] তখন শলোমন্ কহিল, সদাপ্রভু ঘোর অন্ধকারে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। [১৩] আমি যত্নপূর্ব্বক তোমার এক বসতিগৃহ নির্ম্মাণ করাইলাম; ইহা যুগে ২ তোমার নিবাসস্থান। [১৪] অপর ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজ দণ্ডায়মান হইলে রাজা মুখ ফিরাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিল। [১৫] সে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; তিনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপন মুখে এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং আপন হস্তদ্বারা ইহা সফল করিলেন, যথা, [১৬] আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম স্থাপন করিতে গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; কিন্তু আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে দায়ূদ্কে মনোনীত করিলাম। [১৭] এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ ছিল। [১৮] কিন্তু সদাপ্রভু আমার পিতা দায়ূদ্কে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ আছে; তোমার এই রূপ মনস্থ করা ভাল বটে। [১৯] তথাপি সেই গৃহ নির্ম্মাণ তুমি করিবা না, কিন্তু তোমার কটিহইতে উৎপন্ন তোমার পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। [২০] সদাপ্রভু এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সফল করিলেন; সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইলাম। [২১] আর সদাপ্রভু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করণ কালে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়মের আধার যে সিন্দুক, তাহার জন্যে আমি ইহার মধ্যে এক স্থান প্রস্তুত করিলাম।

[২২] পরে শলোমন্ ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিগে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কহিল, [২৩] হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার সম্মুখে আচরণকারি আপন দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক, [২৪] বিশেষতঃ তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য পালন করিয়াছ, এবং যাহা আপন মুখে কহিয়াছিলা, তাহা অদ্য আপন হস্তদ্বারা সিদ্ধ করিলা।

[২৫] এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা রক্ষা কর। তুমি তাহাকে কহিয়াছিলা, আমার সম্মুখে তুমি যেমন চলিলা, তোমার সন্তানগণ যদিস্যাৎ আমার সম্মুখে তদ্রূপ চলিতে আপন ২ পথে সাবধান থাকে, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের অভাব হইবে না। [২৬] এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যে কথা তুমি কহিয়াছ, তাহা দৃঢ় হউক। [২৭] কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে বাস করিবেন, ইহা কি সত্য বটে? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে? [২৮] হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের প্রার্থনাতে ও বিনতিতে মনোযোগ কর, ও তোমার দাস অদ্য তোমার নিকটে যে কাকুক্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে, তাহা শুন। [২৯] এবং যে স্থানের বিষয়ে তুমি কহিয়াছ, আমার নাম সেই স্থানে থাকিবে, সে স্থান অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্রি উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের দিগে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা শুন। [৩০] এবং এই স্থানের অভিমুখে প্রার্থনাকারি আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বিনতিতে মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুন ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

[৩১] কেহ আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে পাপ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্যে এক দিব্য নিশ্চিত হয়, ও সেই দিব্য এই গৃহে তোমার যজ্ঞবেদির সম্মুখে উপস্থিত হয়, [৩২] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও, অর্থাৎ দোষিকে দোষী করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও; ও ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধার্ম্মিকতানুযায়ি ফল দিও।

[৩৩] আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে পরাভূত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার প্রতি ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি করে; [৩৪] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তাহাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

[৩৫] আর তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ করণ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হওয়াতে বৃষ্টি না হয়, আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার নামের স্তব করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমাহইতে দুঃখ পাইয়া আপন ২ পাপহইতে

ফিরে, [৩৬] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ তাহাদিগকে দেখাইও, এবং অধিকারার্থে আপন প্রজাদিগকে দত্ত তোমার দেশে বৃষ্টি করিও।

[৩৭] আর দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়, যদি শস্যের শোষ কি গ্লানি কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, যদি তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের দেশস্থ সকল নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করে, যদি কোন মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; [৩৮] পরে আপন ২ মনঃপীড়া জানিয়া তোমার প্রজা সমস্ত ইস্রায়েল লোকের মধ্যে কোন ২ জন যদি এই গৃহের দিগে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কোন প্রার্থনা কি বিনতি করে; [৩৯] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিও ও সিদ্ধ করিও, এবং প্রত্যেক জনের অন্তঃকরণ জানিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণানুযায়ি প্রতিফল দিও; কেননা একমাত্র তুমি যাবতীয় মনুষ্যসন্তানের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ। [৪০] তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার প্রদত্ত দেশে তাহারা যত দিন সজীব থাকিবে, তাবৎ তোমাকে ভয় করিবে।

[৪১] আর বিদেশিরা তোমার মহানাম ও বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুর কথা শ্রবণ করিবে; [৪২] অতএব তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বহির্ভূত কোন বিদেশি লোক যদি তোমার নামের গুণে দূরদেশহইতে আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে প্রার্থনা করে, [৪৩] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমার নিকটে যে প্রার্থনা করিবে, তাহার প্রতিও তদনুসারে করিও। তাহাতে তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকের ন্যায় তোমাকে ভয় করণার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি তোমার নাম জ্ঞাত হইবে, ও আমার নির্ম্মিত এই গৃহের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হয়, ইহা জানিতে পাইবে।

[৪৪] আর তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন যাত্রা করিতে প্রেরণ করিলে যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইয়া তোমার মনোনীত নগরের দিগে ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত গৃহের দিগে অভিমুখ হইয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করে; [৪৫] তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। [৪৬] আর তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে,—কেননা পাপ না করে এমত কোন মনুষ্য নাই,—এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর সম্মুখে তাহাদিগকে ত্যাগ কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ শত্রুদেশে লইয়া যায়, [৪৭] এবং সেই বন্দিরা দেশান্তরে নীত হইয়া সেই স্থানে মনে ২ বিবেচনা করে, এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, তাহাদের দেশে তোমার প্রতি ফিরিয়া বিনতি করিয়া যদি বলে, আমরা পাপ করিলাম ও অপরাধী হইলাম ও দুষ্টতা করিলাম; [৪৮] এবং যে শত্রুগণ তাহাদিগকে লইয়া গেল, তাহাদের দেশে থাকিয়া যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার প্রতি ফিরে, এবং তুমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের দিগে, ও তোমার মনোনীত নগরের দিগে, ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত গৃহের দিগে অভিমুখ হইয়া যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে; [৪৯] তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও; [৫০] এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপকারি আপন প্রজাদিগকে ক্ষমা করিও, ও তোমার বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অধর্ম্ম মার্জ্জনা করিও; এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, তাহাদের করুণার পাত্র করিয়া তাহাদের প্রতি শত্রুদের করুণা বর্ত্তাইও। [৫১] কেননা তাহারা তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার; তুমিই তাহাদিগকে মিসরহইতে অর্থাৎ লৌহকুণ্ডের মধ্যহইতে আনিয়াছ। [৫২] তোমার এই দাসের বিনয়ে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বিনয়ে প্রসন্নচক্ষু হইও, এবং তাহারা তোমাকে ডাকিয়া যখন যে প্রার্থনা করিবে, তখন তাহা শুনিও। [৫৩] কেননা, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে আনয়ন কালে তুমি আপন দাস মোশিদ্বারা যেমন কহিয়াছিলা, তদ্রূপ তুমিই আপনার অধিকার বলিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতিহইতে পৃথক্ করিয়াছ।

[৫৪] সদাপ্রভুর নিকটে এই সমস্ত প্রার্থনার ও বিনতির নিবেদন সাঙ্গ করিলে পর শলোমন্ সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে হাঁটু পাতন ও স্বর্গের দিগে অঞ্জলি বিস্তার করণহইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, [৫৫] এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিল; [৫৬] ধন্য সদাপ্রভু, যেহেতুক তিনি আপন সকল প্রতিজ্ঞানুসারে আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তিনি আপন দাস মোশির প্রমুখাৎ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার এক কথাও পতিত হয় নাই। [৫৭] আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে ২ ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে ২ থাকুন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী না হউন। [৫৮] এবং আপনার প্রতি আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সমস্ত পথে চলিতে ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন পালন করিতে প্রবৃত্ত করুন। [৫৯] আর এই যে কথাদ্বারা আমি সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করিলাম, আমার এই কথা দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গোচরে থাকুক; এবং দিন ২ যেমন প্রয়োজন, তেমনি তিনি আপন দাসের ও আপন প্রজা

ইস্রায়েল্ লোকদের বিচার সিদ্ধ করুন। [৬০] তাহাতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, দ্বিতীয় নাই, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি জ্ঞাত হইবে। [৬১] অতএব অদ্যকার ন্যায় তাঁহার বিধিমতে আচরণ করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে তোমাদের অন্তঃকরণ একাগ্র থাকুক।

[৬২] পরে রাজা ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর সম্মুখে বলিদান করিতে লাগিল। [৬৩] তাহাতে শলোমন্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র গোরু ও এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিল; এই রূপে রাজা ও ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তান সদাপ্রভুর গৃহ প্রতিষ্ঠা করিল। [৬৪] সেই দিনে রাজা সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিল, অর্থাৎ সে স্থানে হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ উৎসর্গ করিল; যেহেতুক হোমবলি ও নৈবেদ্য সকল এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ ধরিতে সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ পিত্তলময় যজ্ঞবেদি ছোট ছিল। [৬৫] এবং ঐ সময়ে শলোমন্ ও তাহার সঙ্গি মহাসমাজ অর্থাৎ হমাতের প্রবেশস্থান অবধি মিসরের সীমানদী পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রয়েল্ দুই সপ্তাহ অর্থাৎ চৌদ্দ দিন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে [কুটীরবাসের] উৎসব করিল। [৬৬] পরে অষ্টম দিনে সে লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা রাজাকে ধন্যবাদ করিল, এবং সদাপ্রভু আপন দাস দায়ূদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন ২ তাম্বুতে গেল।

৯ অধ্যায়।

[১] শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী ও আপন ইচ্ছামত যে সকল কর্ম্ম করিতে স্থির করিয়াছিল, তাহা সমাপ্ত করিলে, [২] সদাপ্রভু যেমন গিবিয়োনে দর্শন দিয়াছিলেন, তদ্রূপ শলোমন্‌কে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন। [৩] সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার সাক্ষাতে যে প্রার্থনা ও বিনতি করিয়া অনুরোধ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম; এবং এই যে গৃহ তুমি নির্ম্মাণ করাইয়াছ, ইহার মধ্যে যুগানুক্রমে আমার নাম স্থাপন করিবার জন্যে তাহা পবিত্র করিলাম, এবং এই স্থানের প্রতি নিত্য আমার চক্ষু ও মন থাকিবে। [৪] এবং তোমার পিতা দায়ূদের ন্যায় তুমিও যদি অন্তঃকরণের একাগ্রতাতে ও সরল ভাবে আমার সাক্ষাতে চল, এবং আমাহইতে প্রাপ্ত সমস্ত আদেশানুযায়ি কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালন কর; [৫] তবে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার সন্তানীয় মনুষ্যের অভাব হইবে না; এই যে কথা কহিয়া তোমার পিতা দায়ূদের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে আমি ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজসিংহাসন অনন্তকালের নিমিত্তে স্থির করিব। [৬] কিন্তু যদি তোমরা কি তোমাদের সন্তানগণ কোন ক্রমে আমার পশ্চাৎহইতে ফির, ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন না কর, কিন্তু চলিয়া গিয়া ইতর দেবগণের আরাধনা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, [৭] তবে আমি ইস্রায়েল্‌কে যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং আপন নামের জন্যে এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম, ইহা আপন দৃষ্টিপথহইতে দূর করিব, এবং যাবতীয় জাতির মধ্যে ইস্রায়েল গল্পের ও উপহাসের আস্পদ হইবে। [৮] এবং এই গৃহ উচ্চ হইলেও যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমৎকৃত হইয়া ও শিশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটাইলেন? [৯] তাহাতে লোকে বলিবে, যিনি এই লোকদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিল, এবং ইতর দেবগণকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিল ও তাহাদের পূজা করিল, এই জন্যে সদাপ্রভু তাহাদের উপরে এই সকল অমঙ্গল বর্ত্তাইলেন।

[১০] সদাপ্রভুর মন্দির ও রাজবাটী এই দুই গৃহ শলোমনের নির্ম্মাণ করণে বিংশতি বৎসর লাগিল। [১১] তাহা অতীত হইলে পর সোরের রাজা যে হীরম শলোমনের সমস্ত অভীষ্টানুসারে এরস্ কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠ ও স্বর্ণ যোগাইয়া দিয়াছিল, সেই হীরম্‌কে শলোমন্ রাজা গালীল্ দেশস্থ বিংশতি নগর দিল। [১২] কিন্তু হীরম্ শলোমনের দত্ত সেই সকল নগর দেখিতে সোর্হইতে আইলে তাহা তাহার দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক হইল না। [১৩] তাহাতে সে কহিল, হে আমার ভ্রাতঃ, এ কেমন নগর আমাকে দিলা? এ কারণ সে তাহাদের নাম কাবূল [শুষ্ক] দেশ রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। [১৪] হীরম্ এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

[১৫] আর শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহ ও আপনার বাটী ও মিল্লো ও যিরুশালেমের প্রাচীর ও হাৎসোর ও মগিদ্দো ও গেষর নির্ম্মাণ করিবার কারণ অবৈতনিক কার্য্যকারি লোককে সংগ্রহ করিয়াছিল। [১৬] মিসরের রাজা ফরৌণ আসিয়া উক্ত গেষর্ হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তন্নগরনিবাসি কনানীয়দিগকে বধ করিয়াছিল, পরে তাহা যৌতুকরূপে আপন কন্যা শলোমনের ভার্য্যাকে দিয়াছিল। [১৭] অতএব শলোমন্ গেষর্ ও অধঃস্থিত বৈথোরোণ, [১৮] এবং বালৎ, ও মরুভূমিস্থ তদ্মোর, [১৯] এবং দেশে শলোমনের যে সকল কোষনগর ছিল, তাহা এবং রথের ও অশ্বারূঢ়দের নগর সকল নির্ম্মাণ করিল। এবং যিরুশালেমে ও লিবানোনে ও আপন অধিকারদেশের সর্ব্বত্র যাহা ২ নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের ইচ্ছা ছিল, তাহা সে [নির্ম্মাণ করিল]।

২০ ইস্রায়েলের সন্তানগণ ভিন্ন যে সকল ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোক অবশিষ্ট রহিয়াছিল, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাহাদিগকে বর্জ্জন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে অসমর্থ ছিল, ২১ দেশে অবশিষ্ট সেই লোকদের উত্তরাধিকারি সন্তানদিগকে শলোমন অদ্যকার ন্যায় অবৈতনিক দাস্যকর্ম্মকারি লোক করিয়া সংগ্রহ করিল; ২২ কিন্তু শলোমন্ ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিল না; তাহারা যোদ্ধা ও তাহার মন্ত্রী ও জনাধ্যক্ষ ও সেনানী ও রথী ও অশ্বারূঢ় হইল। ২৩ তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত পঞ্চাশ জন শলোমনের কর্ম্মে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তাহারা কর্ম্মকারি লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিত।

২৪ আর ফরৌণের কন্যা দায়ূদ-নগরহইতে শলোমনের নির্ম্মিত আপন বাটীতে আসিবামাত্র শলোমন্ মিল্লো দৃঢ় করিল।

২৫ আর শলোমন সদাপ্রভুর জন্যে যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার উপরে বৎসরের মধ্যে তিন বার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিত, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ সেই বেদিতে বলিদাহ করিত; এই রূপে সে গৃহটীর নির্ম্মাণ সফল করিল।

২৬ আর শলোমন্ রাজা ইদোম দেশে সূফসমুদ্রের তীরস্থ এলতের নিকটবর্ত্তি ইৎসিয়োন্-গেবরে জাহাজ নির্ম্মাণ করিল। ২৭ পরে হীরম্ শলোমনের দাসদের সহিত সামুদ্রিক কার্য্যে নিপুণ আপন নাবিক দাসদিগকে সেই জাহাজে প্রেরণ করিতে লাগিল। ২৮ তাহারা ওফীরে যাইয়া তথাহইতে চারি শত বিংশতি মণ স্বর্ণ লইয়া শলোমন্ রাজার নিকটে আইল।

১০ অধ্যায়।

১ অপর শিবা দেশের রাণী সদাপ্রভুর নামের পক্ষে শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া নিগূঢ় বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে আইল। ২ সে অতিশয় প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া অতি ভারি সমারোহপূর্ব্বক যিরূশালেমে প্রবেশ করিল; এবং শলোমনের নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। ৩ তাহাতে শলোমন্ তাহার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর করিল; রাজার বোধাগম্য কিছুই ছিল না, সে তাহাকে সকলই কহিল। ৪ এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের সমস্ত বিজ্ঞান ও তাহার নির্ম্মিত গৃহ, ৫ ও তাহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও [সমাসীন] মন্ত্রিদের সভা ও [দণ্ডায়মান] পরিচারকদের শ্রেণী ও পরিচ্ছদ ও পানপাত্রবাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে আরোহণার্থে তাহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইল। ৬ পরে সে রাজাকে কহিল, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনকার বাক্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য ছিল। ৭ কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথাতে আমার প্রত্যয় হইল না; তথাপি দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, তাহাহইতে আপনকার বিজ্ঞান ও মঙ্গল অধিক। ৮ আপনকার এই লোকেরা ধন্য, এবং আপনকার এই দাসেরা ধন্য, যেহেতুক ইহারা নিত্য আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনকার বিজ্ঞানোক্তি শুনে। ৯ এবং আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক তিনি আপনকাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে আপনকার প্রতি প্রীত হইলেন; সদাপ্রভু ইস্রায়েল্কে অনন্তকালার্থ প্রেম করেন, এই জন্যে বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে আপনকাকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। ১০ পরে সে রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও অতিশয় প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিল। শিবার রাণী শলোমন্ রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিল, তত প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য [দেশে] আর কখনো আইসে নাই।

১১ অপর হীরমের যে জাহাজ ওফীর্হইতে স্বর্ণ আনিত, সেই জাহাজদ্বারা ওফীর্হইতে বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আসিত। ১২ ঐ চন্দনকাষ্ঠদ্বারা রাজা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর নিমিত্তে গরাদিয়া ও গায়কদের জন্যে বীণা ও নেবল নির্ম্মাণ করাইল; তদ্রূপ চন্দনকাষ্ঠ অদ্যাপি আর আইসে নাই ও কেহ দেখে নাই। ১৩ পরে শলোমন্ রাজা শিবার রাণীর যাচ্ঞানুসারে তাহার যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ করিল, তদ্ভিন্ন আপন দাতৃত্বানুসারে তাহাকে আরো দিল; পরে সে ও তাহার দাসগণ ফিরিয়া আপন দেশে গেল।

১৪ এক বৎসরে শলোমনের কাছে ছয় শত ছেষট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ আসিয়াছিল। ১৫ ইহা ছাড়া বণিক্দের ও ব্যবসায়িগণের ও অধীন সমস্ত রাজার ও দেশাধিপতিগণের স্থানে [স্বর্ণের আগম হইত]। ১৬ তাহাতে শলোমন্ রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল্ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। ১৭ এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা আর তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন সের স্বর্ণ ছিল; পরে রাজা লিবানোন্ অরণ্য নামক বাটীতে তাহা রাখিল।

১৮ এবং রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া উত্তম স্বর্ণেতে মুড়াইল। ১৯ ঐ সিংহাসনের ছয় সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরিস্থ ভাগ পশ্চাতে গোলাকার ছিল, ও আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। ২০ এবং সেই ছয় সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এই রূপ সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই। ২১ শলোমন্ রাজার যাবতীয় পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও লিবানোন্-অরণ্য গৃহের যাবতীয় পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; রূপ্য কিছুই ছিল না; শলোমনের অধিকারে তাহা কিছুর

মধ্যে গণ্য ছিল না। [২২] কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত রাজারও তর্শীশ্‌গামি জাহাজ ছিল; সেই তর্শীশের জাহাজ তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ ও রূপা ও হস্তিদন্ত ও বানর ও ময়ূর লইয়া আসিত। [২৩] এই রূপে ঐশ্বর্য্য ও বিজ্ঞানে শলোমন্‌ রাজা পৃথিবীস্থ যাবত্তীয় রাজার মধ্যে প্রধান হইল।

[২৪] ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে বিজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহার সেই বিজ্ঞানের উক্তি শ্রবণ করিতে সর্ব্বদেশীয় লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত। [২৫] এবং প্রত্যেক জন আপন ২ উপঢৌকন অর্থাৎ রূপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য ও অশ্ব ও অশ্বতর আনিত; প্রতি বৎসর এই রূপ হইত।

[২৬] আর শলোমন্‌ রথ ও অশ্বারূঢ় লোকদিগকে সংগ্রহ করিল; তাহার এক সহস্র চারি শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, এবং সে তাহাদিগকে নানা রথ-নগরে, বিশেষতঃ যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিত। [২৭] রাজা যিরূশালেমে রূপ্যকে প্রস্তরের ন্যায়, ও এরসকাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুম্বুরকাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিল। [২৮] আর শলোমনের জন্যে অশ্বগণের আগম মিসরহইতে হইত; ফলতঃ রাজকীয় বণিক্‌যুথ বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বযুথ পাইত। [২৯] এবং মিসরহইতে ক্রীত ও আনীত এক ২ রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্যমুদ্রা, ও এক ২ অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা ছিল। এই প্রকারে উহাদের দ্বারা হিত্তীয় ও অরামীয় সমস্ত রাজার জন্যেও তাহার আগম হইত।

১১ অধ্যায়।

[১] শলোমন্‌ রাজা ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে আরও অনেক বিদেশীয় স্ত্রীকে, অর্থাৎ মোয়াবীয়া, অম্মোনীয়া, ইদোমীয়া, সীদোনীয়া ও হিত্তীয়া স্ত্রীদিগকে প্রেম করিত। [২] যে পরজাতীয় লোকদের বিষয়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিয়াছিলেন, তোমরা তাহাদের কাছে গমন করিও না, এবং তাহাদিগকে আপনাদের কাছে গমন করিতে দিও না, কেননা তাহারা অবশ্য তোমাদের হৃদয়কে আপনাদের দেবগণের অনুরক্ত করিয়া বিপথগামী করিবে, শলোমন্‌ তাহাদের সহিত প্রেমাসক্ত হইল। [৩] সাত শত স্ত্রী তাহার পত্নী, ও তিন শত তাহার উপপত্নী ছিল; সেই স্ত্রীগণ তাহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। [৪] বিশেষতঃ শলোমনের বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার স্ত্রীগণ তাহার হৃদয়কে ইতর দেবগণের অনুরক্ত করিয়া বিপথগামী করিল; অতএব তাহার পিতা দায়ূদের অন্তঃকরণ যেমন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল, তাহার তদ্রূপ ছিল না। [৫] কিন্তু শলোমন্‌ সীদোনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের বিভীষিকা মিল্‌কমের পশ্চাদ্গামী হইল। [৬] এই রূপে শলোমন সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে কদাচরণ করিল; আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সদাপ্রভুর অনুগত হইল না। [৭] সেই সময়ে শলোমন্‌ যিরূশালেমের সম্মুখস্থ পর্ব্বতে মোয়াবের বিভীষিকা কমোশের জন্যে ও অম্মোনের সন্তানদের বিভীষিকা মোলকের জন্যে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিল। [৮] তাহার যত বিদেশীয়া স্ত্রী আপন ২ দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান করিত, সেই সকলের জন্যেই সে তদ্রূপ করিল।

[৯] অতএব সদাপ্রভু শলোমনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেননা তাহার অন্তঃকরণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তি ছাড়িয়া বিপথগামী হইয়াছিল। তিনি দুই বার তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, [১০] এবং সেই বিষয়ে আজ্ঞা দিয়া ইতর দেবগণের অনুগামী হইতে বারণ করিয়াছিলেন, তথাপি সে সদাপ্রভুর দত্ত আজ্ঞা পালন করিল না। [১১] অনন্তর সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার এই মনোরথ হইয়াছে, এবং তুমি আমার নিয়ম ও তোমার জন্যে আজ্ঞাপিত আমার বিধি সকল পালন কর নাই; এই কারণ আমি অবশ্য তোমাহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব। [১২] কিন্তু তোমার পিতা দায়ূদের অনুরোধে তোমার বর্ত্তমান কালে তাহা করিব না; তোমার পুত্রেরই হস্তহইতে তাহা কাড়িয়া লইব। [১৩] তথাপি সমুদয় রাজ্য কাড়িয়া লইব না; আপন দাস দায়ূদের জন্যে ও আপন মনোনীত যিরূশালেমের জন্যে তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব।

[১৪] পরে সদাপ্রভু শলোমনের এক জন বিপক্ষকে অর্থাৎ ইদোমীয় হদদ্‌কে উৎপন্ন করিলেন; সেই ব্যক্তি ইদোম দেশীয় রাজবংশে জন্মিয়াছিল। [১৫] দায়ূদ্‌ যখন ইদোমে ব্যস্ত ছিল, অর্থাৎ যখন যোয়াব্‌ সেনাপতি হত লোকদিগকে কবর দিতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ইদোমের সকল পুরুষদিগকে আঘাত করিয়াছিল, [১৬] তখন যাবৎ ইদোমের সমস্ত পুরুষ উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ কাল অর্থাৎ ছয় মাস পর্য্যন্ত যোয়াব্‌ ও সমস্ত ইস্রায়েল্‌ ইদোমে রহিয়াছিল। [১৭] তৎকালে ঐ হদদ্‌ ও তাহার সহিত তাহার পিতার দাস কএক জন ইদোমীয় পুরুষ মিসরে পলায়ন করিয়াছিল; তখন হদদ্‌ ক্ষুদ্র বালক ছিল। [১৮] তাহারা মিদিয়ন্‌হইতে যাত্রা করিয়া পারণে গিয়াছিল; পরে পারণহইতে লোক সঙ্গে লইয়া মিসরে [গিয়া] মিসরের ফরৌণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইল; সে তাহাকে এক বাটী দিল, এবং তাহার আহারার্থ বৃত্তি নিরূপণ ও ভূমি দান করিল। [১৯] অনন্তর হদদ্‌ ফরৌণের সাক্ষাতে অতিশয় অনুগ্রহ পাইল; এবং ফরৌণ তাহার সহিত আপন শালীর অর্থাৎ তহপনেষ্‌ মহিষীর ভগিনীর বিবাহ দিল। [২০] অপর তহপনেষের ভগিনা তাহার জন্যে গনুবৎ নামে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে তহপনেষ্‌ ফরৌণের বাটীতে তাহার স্তন্যপান ত্যাগ করাইল, এবং গনুবৎ ফরৌণের বাটীতে ফরৌণের পুত্রদের মধ্যে থাকিল। [২১] পরে দায়ূদ্‌ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়াছে ও

যোয়াব্ সেনাপতি মরিয়াছে, এই সমাচার হদদ্ মিসরে শুনিয়া ফরৌনকে কহিল, আমাকে বিদায় করুন, আমি স্বদেশে যাই। ২২ তাহাতে ফরৌন তাহাকে কহিল, আমার এখানে তোমার কিসের অভাব আছে যে তুমি স্বদেশে যাইতে বাঞ্ছা কর? সে কহিল, অভাব নাই, তথাপি কোন প্রকারে আমাকে বিদায় করুন।

২৩ ঈশ্বর শলোমনের আর এক বিপক্ষকে অর্থাৎ ইলিয়াদার পুত্র রষোণকে উৎপন্ন করিলেন; সেই ব্যক্তি সোবার রাজা হদদেষর নামক আপন প্রভুর নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল। ২৪ এবং যে সময়ে দায়ূদ্ উহার লোকদিগকে আঘাত করিল, তৎকালে সে আপনার নিকটে [সৈনিক] লোকদিগকে একত্র করিয়া দলপতি হইয়াছিল; পরে তাহারা দম্মেশকে যাইয়া সেখানে বাস করিয়া দম্মেশকে রাজ্য করিল। ২৫ এই রূপে সে শলোমনের যাবজ্জীবন ইস্রায়েলের বিপক্ষ ছিল, এবং হদদের কৃত উৎপাতে যোগ দিত; এবং ইস্রায়েল্‌কে ঘৃণা করিয়া অরামের উপরে রাজত্ব করিল।

২৬ আর সরেদা নিবাসি ইফ্রয়িমীয় নবাটের এবং সরুয়া নাম্নী কোন বিধবা স্ত্রীর পুত্র যে যারবিয়াম শলোমনের দাস ছিল, সেও রাজার বিরুদ্ধে হস্ত তুলিল। ২৭ রাজার বিরুদ্ধে তাহার হস্ত তুলিবার বৃত্তান্ত এই; শলোমন্ মিল্লো দৃঢ় করিতেছিল, ও আপন পিতা দায়ূদের নগরে বিদীর্ণ ভূমির উপরে সেতু বাঁধিতেছিল। ২৮ তখন যারবিয়াম্ বীর্য্যবান পুরুষ ছিল, অতএব শলোমন্ তাহাকে কর্ম্মঠ যুবা দেখিয়া যোষেফের কুলোদ্ভব ভারবাহক সকলের অধ্যক্ষ করিল। ২৯ ঘটনাক্রমে তৎকালে যারবিয়াম্ যিরুশালেমের বাহিরে গেলে শীলোনীয় অহিয় নামক ভাববাদী পথে তাহার সহিত মিলিল; সে নূতন বস্ত্র পরিহিত ছিল, এবং মাঠে কেবল তাহারা দুই জন ছিল। ৩০ তাহাতে অহিয় আপন গাত্রীয় নূতন বস্ত্রখানি ধরিয়া চিরিয়া দ্বাদশ খণ্ড করিয়া যারবিয়াম্‌কে কহিল, ৩১ ইহার দশ খণ্ড তুমি লও, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি শলোমনের হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইব, ও তাহার মধ্যে দশ বংশ তোমাকে দিব। ৩২ কিন্তু আমার দাস দায়ূদের জন্যে এবং ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যহইতে আমার মনোনীত যিরুশালেম্ নগরের জন্যে অবশিষ্ট এক বংশ তাহার থাকিবে। ৩৩ কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সীদোনীয়দের অষ্টোরৎ দেবীর ও মোয়াবের কমোশ্ দেবের ও অম্মোনের সন্তানদের মিল্‌কম্ দেবের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে; আপন পিতা দায়ূদের ন্যায় আমার সাক্ষাতে সৎক্রিয়া [করিতে] ও আমার বিধি ও শাসন সকল পালন কারতে তাহারা আমার পথে আর চলে না। ৩৪ তথাচ আমি শলোমনের হস্তহইতে সমস্ত রাজ্য লইব না, কিন্তু আমার মনোনীত দাস যে দায়ূদ্ আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন করিত, তাহার অনুরোধে উহাকে যাবজ্জীবন অধ্যক্ষপদে রাখিব। ৩৫ কিন্তু উহার পুত্রের হস্তহইতে রাজ্য হরণ করিব, এবং তোমাকে দশ বংশ দিব। ৩৬ এবং আমার নাম স্থাপনার্থে আমার মনোনীত যে যিরুশালেম্ নগর, তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন আমার দাস দায়ূদের প্রদীপ নিত্য জ্বলে, এই নিমিত্তে উহার পুত্রকে এক বংশ দিব। ৩৭ এবং আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, তাহাতে তুমি আপন প্রাণের অভিলষিত সমস্ত [দেশের] রাজা হইয়া ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিবা। ৩৮ আর যদি তুমি আমার দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত আদেশে মনোযোগ কর, এবং আমার বিধি ও আজ্ঞা পালন করিতে আমার পথে চল, ও আমার সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিব, এবং যেমন দায়ূদের জন্যে করিয়াছি, তেমনি তোমার জন্যেও এক দৃঢ় কুল প্রতিষ্ঠাপন করিব, ও ইস্রায়েল্ [দেশ] তোমাকে দিব। ৩৯ পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি দায়ূদের বংশকে অবনত করিব, কিন্তু সর্ব্বদা করিব না।

৪০ অপর শলোমন্ যারবিয়াম্‌কে বধ করিতে চেষ্টা করিলে যারবিয়াম্ উঠিয়া মিসরে পলায়ন করিয়া মিসর দেশের রাজা শীশকের নিকটে গেল, এবং যে পর্য্যন্ত শলোমনের মৃত্যু না হইল, তাবৎ মিসরে থাকিল।

৪১ শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও বিজ্ঞান কি শলোমনের চরিত্রপুস্তকে লিখিত নাই? ৪২ শলোমন্ যিরুশালেমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ৪৩ পরে শলোমন্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবর প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র রহবিয়াম তাহার পদে রাজা হইল।

১২ অধ্যায়।

১ অনন্তর রহবিয়াম শিখিমে গেল; কেননা তাহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েল্ শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। ২ ইতিমধ্যে নবাটের পুত্র ঐ যে যারবিয়াম্ শলোমন্ রাজার সম্মুখহইতে পলায়নকালাবধি মিসরে ছিল, সে [তাহার মৃত্যুর সংবাদ] শুনিয়াছিল; এবং সেই যারবিয়াম্ মিসরে বাস করিতে২ ৩ লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল। পরে যারবিয়াম্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজ রহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা কহিল, ৪ আপনকার পিতা আমাদের উপর দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন; অতএব আপনকার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও ভারি যোঁয়ালি দিয়াছেন, আপনি তাহা কিঞ্চিৎ লঘু করুন, তাহাতে আমরা আপনকার দাস হইব। ৫ সে তাহাদিগকে কহিল, এখন যাও, তিন দিনের পর আমার নিকটে আইস। তাহাতে লোকেরা প্রস্থান করিল।

৬ পরে রহবিয়াম্ রাজা আপন পিতা শলোমনের জীবন কালে যে বৃদ্ধগণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিল, আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ৭ তখন তাহারা তাহাকে কহিল, যদি তুমি অদ্য ঐ লোকদের সেবক হইয়া উহাদের সেবা কর ও প্রিয় বাক্যদ্বারা ইহাদিগকে উত্তর দেও, তবে উহারা সর্ব্বদা তোমার দাস থাকিবে। ৮ কিন্তু সে ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া আপন সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনার বয়স্য যুবদের সহিত মন্ত্রণা করিল। ৯ সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ লোকেরা কহিতেছে, তোমার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ লঘু কর; এখন আমরা উহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ১০ তাহাতে তাহার বয়স্য যুবগণ উত্তর করিল, তোমার পিতা আমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তুমি তাহা কিঞ্চিৎ লঘু কর, এই কথা যে লোকেরা তোমাকে কহিতেছে, তাহাদিগকে বল, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার কটিদেশহইতে স্থূল। ১১ অতএব শুন, আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমাদের যোঁয়ালি আরো ভারি করিব; আমার পিতা কশাদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিকদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিব। ১২ পরে তৃতীয় দিনে আমার নিকটে ফিরিয়া আইস, রাজার উক্ত এই কথানুসারে যারবিয়াম্ প্রভৃতি সমস্ত লোক তৃতীয় দিবসে রহবিয়ামের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৩ তাহাতে রাজা লোকদিগকে কঠিন উত্তর দিল; ফলতঃ বৃদ্ধ মন্ত্রিরা তাহাকে যে মন্ত্রণা দিয়াছিল, সে তাহা ত্যাগ করিয়া ১৪ ঐ যুবদের মন্ত্রণানুযায়ি কথা কহিয়া তাহাদিগকে বলিল, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারি করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা আরো ভারি করিব; আমার পিতা কশাদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিকদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিব। ১৫ এই রূপে রাজা লোকদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, কেননা শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যারবিয়াম্‌কে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করণার্থে সদাপ্রভুহইতে এই ঘটনা হইল।

১৬ অতএব সমস্ত ইস্রায়েল দেখিল, রাজা আমাদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না। তখন লোকেরা রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল্, আপন তাম্বুতে যাও; হে দায়ূদ, এখন তুমি আপনার কুল দেখ। পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন ২ তাম্বুতে গেল। ১৭ তথাপি ইস্রায়েলের যে সন্তানগণ যিহূদার সকল নগরে বাস করিত, রহবিয়াম্ তাহাদের উপরে রাজা থাকিল। ১৮ পরে রহবিয়াম্ রাজা লোকদের নিকটে অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ অদোরাম্‌কে পাঠাইল; কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল্ তাহাকে প্রস্তর মারিল; তাহাতে সে মরিল, এবং রহবিয়াম্ রাজা শীঘ্র যিরূশালেমে পলাইতে রথারোহণ করিল। ১৯ এই রূপে ইস্রায়েল্ অদ্য পর্য্যন্ত দায়ূদের কুলের অধীনতা ত্যাগ করিল। ২০ পরে যারবিয়াম্ ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্ শুনিয়া দূতদ্বারা তাহাকে মণ্ডলীর নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল; তাহাতে কেবল যিহূদা বংশ ব্যতিরেকে আর কোন [বংশ] দায়ূদের কুলের অনুগত থাকিল না।

২১ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম যিহূদার সমস্ত কুল ও বিন্যামীন বংশকে, অর্থাৎ এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধাকে ইস্রায়েল্ কুলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র করিল; ফলতঃ শলোমনের পুত্র রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরিয়া আনিবার [সঙ্কল্প হইল]; ২২ কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইল, ২৩ যথা, তুমি যিহূদার রাজা শলোমনের পুত্র রহবিয়াম্‌কে এবং যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত কুলকে ও অবশিষ্ট লোকদিগকে বল; ২৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাত্রা করিও না, ও আপন ভ্রাতা ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা আমার অনুমতিতেই এই ঘটনা হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে যাত্রা করণহইতে নিবৃত্ত হইল।

২৫ পরে যারবিয়াম্ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শিখিম দৃঢ় করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিল, এবং তথাহইতে যাত্রা করিয়া পনূয়েল্ দৃঢ় করিল। ২৬ পরে যারবিয়াম্ মনে ২ বলিতে লাগিল, এখন রাজ্য পুনর্ব্বার দায়ূদের কুলের বশ হইবে। ২৭ এই লোকেরা যদি যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে বলিদান করিতে যায়, তবে অবশ্য ইহাদের মন আপনাদের প্রভু যিহূদার রাজা রহবিয়ামের প্রতি ফিরিবে; তাহাতে ইহারা আমাকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার যিহূদার রহবিয়াম্ রাজার পক্ষ হইবে। ২৮ অতএব রাজা মন্ত্রণা করিয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়া লোকদিগকে কহিল, যিরূশালেমে যাওয়া তোমাদের বাহুল্যমাত্র; হে ইস্রায়েল্, দেখ, ইনি তোমার ঈশ্বর, যিনি মিসরহইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন। ২৯ পরে সে তাহাদের একটা বৈথেলে ও অন্যটা দানে স্থাপন করিল। ৩০ এই ব্যাপার পাপের কারণ হইল, কেননা তাহার একটার সম্মুখে লোকেরা দান পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে লাগিল। ৩১ পরে সে উচ্চস্থলীবিশিষ্ট এক গৃহ নির্ম্মাণ করিল, এবং যাহারা লেবির সন্তান নয়, এমত অন্ত্যজ লোকদিগকে যাজক করিল। ৩২ এবং যারবিয়াম্ অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে যিহূদার উৎসবের সদৃশ এক উৎসব নিরূপণ করিয়া যজ্ঞবেদিতে বলি উৎসর্গ করিতে লাগিল; বিশেষতঃ বৈথেলে এই রূপে আপনকৃত বৎসপ্রতি-

মার উদ্দেশে বলিদান করিল, এবং আপনকৃত উচ্চস্থলীর যাজকদিগকে বৈথেলে স্থাপন করিল। ৩৩ অতএব অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে, অর্থাৎ যে মাসের যে দিন সে আপন মনস্কল্পনাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের উৎসবার্থে নিরূপণ করিয়াছিল, সেই দিনে সে বৈথেলে আপনকৃত যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিল, ফলতঃ বলিদাহ করণার্থে ঐ বেদিতে বলি উৎসর্গ করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ তখন যারবিয়াম্ বলিদাহ করিতে যজ্ঞবেদির নিকটে দাঁড়াইলে, দেখ, ঈশ্বরের এক লোক সদাপ্রভুর বাক্যের প্রভাবে যিহূদাহইতে বৈথেলে উপস্থিত হইল; ২ এবং বেদির প্রতিকূলে সদাপ্রভুর বাক্যের প্রভাবে এই কথা ঘোষণা করিল, হে বেদি, হে বেদি, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, দায়ূদের কুলে যোশিয় নামে এক বালক জন্মিবে; উচ্চস্থলীর যে যাজকেরা তোমার উপরে বলিদাহ করে, তাহাদিগকে সে তোমার উপরে বলিদান করিবে, ও তোমার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করা যাইবে। ৩ এবং ঐ দিবসে সে এক লক্ষণ নিরূপণ করিয়া বলিল, সদাপ্রভু ইহা কহিলেন, তাহার লক্ষণ এই; দেখ, এই বেদি ফাটিয়া যাইবে, ও ইহার উপরিস্থ ভস্ম ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। ৪ পরে ঈশ্বরের লোক বৈথেলস্থ বেদির বিরুদ্ধে যে কথা ঘোষণা করিল, তাহা শুনিয়া যারবিয়াম রাজা বেদিহইতে হস্ত বিস্তার করিয়া কহিল, উহাকে ধর। কিন্তু সে তাহার বিরুদ্ধে যে হস্ত বিস্তার করিল, তাহা শুষ্ক হইল, সে তাহা আর সংকোচ করিতে পারিল না। ৫ পরে ঈশ্বরের লোককর্ত্তৃক সদাপ্রভুর বাক্যের প্রভাবে যে লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছিল, তদনুসারে বেদি ফাটিয়া গেল, ও বেদিহইতে ভস্ম ভূমিতে পড়িল। ৬ তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিল, আমার হস্ত যেন পূর্ব্বমত হয়, এই জন্যে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করিয়া আমার নিমিত্তে প্রার্থনা কর; তাহাতে ঈশ্বরের লোক সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করিলে রাজার হস্ত সুস্থ হইয়া পূর্ব্বমত হইল। ৭ তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিল, তুমি আমার সহিত গৃহে আসিয়া প্রাণ যুড়াও, আর আমি তোমাকে উপহার দিব। ৮ কিন্তু ঈশ্বরের লোক রাজাকে কহিল, যদি তুমি আমাকে আপন বাটীর অর্দ্ধেক দেও, তথাপি তোমার সহিত প্রবেশ করিব না, পরন্তু আমি এই স্থানে অন্ন ভোজন কিম্বা জল পান করিব না। ৯ কেননা সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না। ১০ পরে সে যে পথ দিয়া বৈথেলে আসিয়াছিল, সেই পথে না যাইয়া অন্য পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল।

১১ বৈথেলে এক জন প্রাচীন ভাববাদী বাস করিত; তাহার পুত্র আসিয়া বৈথেলে ঐ দিবসে ঈশ্বরের লোকের কৃত কর্ম্মের বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করিল, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি রাজাকে যে ২ কথা কহিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত পুত্রেরা পিতাকে কহিল। ১২ তাহাতে তাহাদের পিতা জিজ্ঞাসিল, সে কোন্ পথে গেল? যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোক যে পথ ধরিয়া গিয়াছিল, তাহা উহার পুত্রগণ দেখিয়াছিল। ১৩ পরে সে আপন পুত্রদিগকে গর্দ্দভ সাজাইতে কহিল; অনন্তর তাহারা তাহার জন্যে গর্দ্দভ সাজাইলে, সে তাহাতে আরোহণ করিয়া ১৪ ঐ ঈশ্বরের লোকের পশ্চাদ্গমন করিল, এবং এক এলা বৃক্ষের তলে তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোক? সে কহিল, আমি সেই। ১৫ তখন সে তাহাকে কহিল, আমার সহিত চল, গৃহে [আসিয়া] আহার কর। ১৬ তাহাতে সে কহিল, আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইতে ও তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না; এবং এখানে তোমার সঙ্গে অন্ন ভোজন ও জল পান করিব না। ১৭ কেননা সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে, তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না। ১৮ পরে সে তাহাকে কহিল, তোমার মত আমিও ভাববাদী; এক দূত আমাকে সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা এই কথা কহিয়াছেন, তুমি উহাকে অন্ন ভোজন ও জল পান করাইতে ফিরাইয়া আপন গৃহে আন। কিন্তু সে তাহাকে মিথ্যা কথা কহিল। ১৯ অতএব সে তাহার সহিত ফিরিয়া যাইয়া তাহার গৃহে অন্ন ভোজন ও জল পান করিল।

২০ তাহারা মেজে বসিয়া আছে, এমত সময়ে যে ভাববাদী উহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, তাহার প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল। ২১ তাহাতে সে যিহূদাহইতে আগত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিলা; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি পালন করিলা না। ২২ তিনি যে স্থানের বিষয়ে কহিলেন, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান করিও না, তুমি সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়া অন্ন ভোজন ও জল পান করিলা, এই কারণ তোমার শব তোমার পৈতৃক কবরে প্রবিষ্ট হইবে না।

২৩ অপর তাহার অন্ন ভোজন ও জল পান সাঙ্গ হইলে সে তাহার জন্যে অর্থাৎ যাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সেই ভাববাদির জন্যে গর্দ্দভ সাজাইল; তাহাতে সে যাত্রা করিল। ২৪ কিন্তু পথিমধ্যে এক সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল, এবং তাহার শব পথে নিপাতিত থাকিল, এবং তাহার পার্শ্বে গর্দ্দভ দণ্ডায়মান, ও শবের পার্শ্বে সিংহ দণ্ডায়মান রহিল। ২৫ পরে কোন ২ লোক ঐ পথ দিয়া গমন করিতে ২ পথে নিপাতিত শব ও শবের

পার্শ্বে দণ্ডায়মান সিংহকে দেখিয়া ঐ প্রাচীন ভাববাদির নিবাসনগরে আসিয়া সংবাদ দিল। [২৬]অপর যে ভাববাদী তাহাকে পথহইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সে ঐ সংবাদ শুনিয়া কহিল, এ সদাপ্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী সেই ঈশ্বরের লোক; তাহার প্রতি সদাপ্রভুর কথিত বাক্যানুসারে সদাপ্রভু তাহাকে সিংহের হস্তগত করিলেন, তাহাতে সিংহ তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বধ করিল। [২৭] পরে সে আপন পুত্রগণকে কহিল, আমার নিমিত্তে গর্দ্দভ সাজাও; [২৮] অনন্তর তাহারা তাহা সাজাইলে, সে যাইয়া পথে নিপাতিত ঐ শব, এবং শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান গর্দ্দভ ও সিংহকে দেখিল; সিংহ শব খায় নাই, এবং গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে নাই। [২৯] পরে সেই ভাববাদী ঈশ্বরের লোকের শব তুলিয়া লইয়া গর্দ্দভোপরি দিয়া ফিরিয়া আইল, ফলতঃ সেই প্রাচীন ভাববাদী তাহার বিষয়ে বিলাপ করিতে ও তাহাকে কবর দিতে আপন বাসনগরমধ্যে আইল। [৩০] পরে সে আপন কবরে ঐ শব রাখিল, এবং লোকে, হায়, আমার ভ্রাতঃ ২! বলিয়া তাহার জন্যে বিলাপ করিল। [৩১] এই রূপে তাহাকে কবর দিলে পর সে আপন পুত্রগণকে কহিল, আমি যখন মরিব, তখন এই যে কবরে ঈশ্বরের এই লোক কবরপ্রাপ্ত হইল, ইহার মধ্যে আমাকে কবর দিও, ও ইহার অস্থির পার্শ্বে আমার অস্থি রাখিও। [৩২] কেননা বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির ও শমরিয়ার নানা নগরে স্থিত উচ্চস্থলীর গৃহের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা এ যে কথা ঘোষণা করিয়াছে, তাহা অবশ্য সফল হইবে।

[৩৩] এই ঘটনার পরেও যারবিয়াম্ আপন কুপথহইতে পরাঙ্মুখ হইল না, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রজাদের মধ্যে অন্ত্যজ লোকদিগকে উচ্চস্থলীর যাজক করিয়া নিযুক্ত করিল; যাহার ইচ্ছা হইত, তাহারই হস্তপূরণ করিত, এবং সে উচ্চস্থলীর যাজক হইত। [৩৪] কিন্তু এই ব্যাপার যারবিয়ামের কুলের জন্যে পাপের কারণ এবং উচ্ছিন্ন ও পৃথিবীহইতে লুপ্ত হইবার কারণ হইল।

১৪ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় পীড়িত হইল, তাহাতে যারবিয়াম্ আপন স্ত্রীকে কহিল, [২] ও গো, উঠ, তুমি যে যারবিয়ামের ভার্য্যা, ইহা যাহাতে বোধ না হয়, এমত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া শীলোতে যাও; দেখ, অহিয় নামক যে ভাববাদী এই জাতির উপরে আমার রাজত্বলাভের কথা কহিয়াছিল, সে সেই স্থানে আছে। [৩] তুমি আপন হস্তে দশখান রুটী ও কতকগুলিন তিলুয়া ও এক ভাণ্ড মধু লইয়া তাহার কাছে যাও; বালকটীর কি হইবে, তাহা সে তোমাকে জানাইবে। [৪] পরে যারবিয়ামের স্ত্রী সেই রূপ করিয়া উঠিয়া শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে উপস্থিতা হইল। ঐ সময়ে অহিয় দেখিতে পাইত না, কেননা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাহার চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছিল।

[৫] ইতিমধ্যে সদাপ্রভু অহিয়কে কহিলেন, দেখ, যারবিয়ামের ভার্য্যা তোমার কাছে আপন পুত্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছে, কেননা সে পীড়িত আছে; অতএব তুমি তাহাকে অমুক ২ কথা কহিবা; পরন্তু আসিবার সময়ে সে ছদ্মবেশ পরিহিতা হইবে। [৬] পরে দ্বারে তাহার প্রবেশ করণ সময়ে অহিয় তাহার পদের শব্দ শুনিবামাত্র কহিল, হে যারবিয়ামের ভার্য্যে, ভিতরে আইস; তুমি কেন ছদ্মবেশ ধরিলা? আমিই তো কঠিন সংবাদ দিতে তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম। [৭] যাও, যারবিয়াম্কে বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি প্রজাদের মধ্যহইতে তোমাকে উচ্চ করিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ করিয়াছি। [৮] এবং দায়ূদের কুলহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমাকে দিয়াছি; তথাপি আমার দাস যে দায়ূদ্ আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য কেবল তাহা করিতে আপন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার অনুগত ছিল, তুমি তাহার সদৃশ হও নাই। [৯] কিন্তু তোমার পূর্ব্বে যে সকল [শাসনকর্ত্তা] ছিল, তাহাদের অপেক্ষাও দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ; বিশেষতঃ যাইয়া আমাকে বিরক্ত করণার্থে আপনার জন্যে ইতর দেবগণ ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া আমাকে পীছে ফেলিয়াছ। [১০] দেখ, এই কারণ আমি যারবিয়ামের কুলের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব; যারবিয়ামের সম্বন্ধীয় প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও অবদ্ধ লোককে উচ্ছিন্ন করিব, এবং লোকে যেমন ঝাঁটি দিয়া নিঃশেষ পর্য্যন্ত মল দূর করে, তদ্রূপ আমি যারবিয়ামের কুলের পশ্চাতে ঝাঁটি দিব। [১১] যারবিয়ামের যে জন নগরে মরিবে, তাহাকে কুক্কুরেরা খাইবে; ও যে জন মাঠে মরিবে, তাহাকে শূন্যের পক্ষিগণ খাইবে, কারণ ইহা সদাপ্রভুর বাক্য। [১২] অতএব তুমি উঠিয়া ঘরে যাও; কিন্তু নগরে তোমার পদার্পণমাত্র বালকটী মরিবে। [১৩] এবং তাহার জন্যে সমস্ত ইস্রায়েল বিলাপ করিয়া তাহাকে কবর দিবে, বস্তুতঃ যারবিয়াম সম্বন্ধীয় কেবল সেই কবর পাইবে; কেননা যারবিয়ামের কুলের মধ্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তাহারই কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া গেল। [১৪] আর সদাপ্রভু আপনার জন্যে ইস্রায়েলের উপরে এক রাজাকে উৎপন্ন করিবেন; সে যারবিয়ামের কুল এক দিনে উচ্ছিন্ন করিবে; হাঁ, বরং এখনই [এই বচন ফলিবে]। [১৫] এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে আঘাত করিয়া জলজ চপল নলের সমান করিবেন, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই যে উত্তম দেশ দিয়াছেন, ইহাহইতে ইস্রায়েল্কে উৎপাটন করিয়া [ফরাৎ] নদীর ওপারে বিকীর্ণ করিবেন, কারণ তাহারা আপনাদের কৃত আশেরার মূর্ত্তি সকলদ্বারা

সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিয়াছে। [১৬] যারবিয়াম্ যে ২ পাপ করিয়াছে, এবং যদ্দ্বারা ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তিনি ইস্রায়েলকে ত্যাগ করিবেন।

[১৭] পরে যারবিয়ামের ভার্য্যা উঠিয়া যাইয়া তির্সাতে উপস্থিত হইল. কিন্তু বাটীর দ্বারের গোবরাটে তাহার পদার্পণমাত্রে বালকটী মরিল। [১৮] পরে সদাপ্রভু আপন দাস অহিয় ভাববাদির প্রমুখাৎ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে কবর দিয়া তাহার জন্যে বিলাপ করিল।

[১৯] যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, অর্থাৎ সে কি রূপে যুদ্ধ করিল, ও কি প্রকারে রাজত্ব করিল, দেখ, তাহার বিবরণ ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [২০] যারবিয়াম্ বাইশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইল; অনন্তর তাহার পুত্র নাদব্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২১] শলোমনের পুত্র রহবিয়াম্ যিহূদা দেশের রাজা ছিল। রহবিয়াম্ একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজা হইল, এবং সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে যে নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালেমে সে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা। [২২] কিন্তু যিহূদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা ২ করিয়াছিল, সেই সকল অপেক্ষা তাহারা আপনাদের পাপকর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অধিক ক্রুদ্ধ করিত। [২৩] তাহারাও প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক হরিৎ বৃক্ষের তলে আপনাদের জন্যে উচ্চস্থলী ও স্তম্ভ ও আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিত; [২৪] এবং দেশে পুংগামি লোকও ছিল। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের যাবতীয় ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে তাহারা কর্ম্ম করিত।

[২৫] অপর রহবিয়ামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে মিসরের শীশক্ রাজা যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে সঞ্চিত ধন ও রাজবাটীতে সঞ্চিত ধন লইয়া গেল; [২৬] সে সমস্তই লইয়া গেল, বিশেষতঃ শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকলও লইয়া গেল। [২৭] পরে রহবিয়াম্ রাজা তৎপরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল নির্ম্মাণ করাইয়া রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকগণের যে অধ্যক্ষগণ, তাহাদের কাছে সমর্পণ করিল। [২৮] তাহাতে সদাপ্রভুর গৃহে রাজার প্রবেশ করণ সময়ে ঐ পদাতিকগণ সেই সকল ঢাল বাঁধিত; পরে পদাতিক সৈন্যের শালাতে ফিরিয়া লইয়া যাইত।

[২৯] রহবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩০] রহবিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ চলিল। [৩১] পরে রহবিয়াম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদ্-নগরে কবর প্রাপ্ত হইল। তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা। পরে তাহার পুত্র অবিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

[১] নবাটের পুত্র যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদার রাজা হইল। [২] সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম মাখা; সে অবশালোমের কন্যা ছিল। [৩] তাহার পূর্ব্বে তাহার পিতা যে সকল পাপ করিয়াছিল, তদনুসারে সেও পাপাচরণ করিত; তাহার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের অন্তঃকরণ যেমন ছিল, তাহার অন্তঃকরণ তেমনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল না। [৪] তথাপি দায়ূদের অনুরোধে অর্থাৎ তাহার পরে তাহার সন্তানকে উন্নত ও যিরূশালেম স্থির করণার্থে তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু যিরূশালেমে তাহাকে এক প্রদীপ দিলেন। [৫] কেননা সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, দায়ূদ্ তাহাই করিয়াছিল; হিত্তীয় উরিয়ের ব্যাপার ছাড়া সে তাঁহার আজ্ঞাহইতে যাবজ্জীবন পরাঙ্মুখ হয় নাই। [৬] পরন্তু রহবিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে যে যুদ্ধ তাহা উহার যাবজ্জীবন চলিল।

[৭] অবিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? এবং অবিয়ের ও যারবিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ চলিত। [৮] পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাহাকে দায়ূদ্-নগরে কবর দিল; অপর তাহার পুত্র আসা তাহার পদে রাজা হইল।

[৯] ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের অধিকারের বিংশতি বৎসরে আসা যিহূদার রাজা হইল। [১০] সে একচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার পিতামহীর নাম মাখা, সে অবশালোমের কন্যা ছিল। [১১] আসা আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিত। [১২] সে দেশহইতে পুংগামি লোকদিগকে তাড়াইয়া দিল, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষদের স্থাপিত পুত্তলি সকল দূর করিল। [১৩] এবং তাহার পিতামহী মাখা আশেরা দেবীর এক ভীষণ প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, এই জন্যে আসা তাহাকে মহিষীপদচ্যুতা করিল, এবং তাহার ঐ বিভীষিকা উৎপাটন করিয়া কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে দগ্ধ করিল। [১৪] কিন্তু উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না; তথাপি আসার অন্তঃকরণ যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর ভক্তিতে একাগ্র ছিল। [১৫] এবং সে আপন পিতার পবিত্রীকৃত ও আপনার পবিত্রীকৃত রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল সদাপ্রভুর গৃহে আনিল।

[১৬] আসার এবং ইস্রায়েলের রাজা বাশার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ চলিল। [১৭] এবং যিহূদার রাজা

আসার পক্ষে কোন কাহাকে গমনাগমন করিতে না দিবার আশয়ে ইস্রায়েলের বাশা রাজা যিহূদার প্রতিকূলে যাত্রা করিয়া রামৎ দৃঢ় করাইতে লাগিল। [১৮] তাহাতে আসা রাজা সদাপ্রভুর গৃহস্থিত ভাণ্ডারে অবশিষ্ট সমস্ত রূপা ও স্বর্ণ, ও রাজবাটীর সমস্ত ধন লইয়া আপন দাসদের হস্তে সমর্পণ করিল; এবং আসা রাজা হিষিয়োনের পৌত্র টব্রিম্মোনের পুত্র বিন্‌হদদ্ নামক দম্মেশক নিবাসি অরামীয় রাজার কাছে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, [১৯] আমাতে ও আপনকাতে, এবং আমার পিতাতে ও আপনকার পিতাতে নিয়ম আছে: দেখুন, আমি উপহারার্থে রূপা ও স্বর্ণ পাঠাইলাম, চলুন, ইস্রায়েলের বাশা রাজার সহিত আপনকার যে নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গ করুন, তাহা হইলে সে আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবে। [২০] তাহাতে বিন্‌হদদ্ আসা রাজার বাক্যে মনোযোগ করিয়া ইস্রায়েলের নানা নগরের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া ইয়োন্ ও দান্ ও আবেল্-বৈৎ-মাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ এবং নপ্তালির সমস্ত দেশ পরাজয় করিল। [২১] তখন বাশা এই সমাচার পাইয়া রামৎ দৃঢ় করণহইতে নিবৃত্ত হইয়া তির্সাতে রহিল। [২২] পরে আসা রাজা সমস্ত যিহূদাকে আহ্বান করিল, কাহাকেও ছাড়িল না; তাহারা রামতে বাশার গ্রথিত প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল লইয়া গেল। পরে আসা রাজা তদ্দ্বারা বিন্যামীনের গেবা ও মিস্পা নগর দৃঢ় করিল।

[২৩] আসার অবশিষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত ও তাহার সকল পরাক্রম ও সকল ক্রিয়া, এবং সে যে ২ নগর দৃঢ় করিল, এই সকলের কথা কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? কিন্তু বৃদ্ধাবস্থাতে তাহার পাদরোগ হইল। [২৪] অপর আসা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগ হইয়া আপন পিতা দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইল। পরে তাহার পুত্র যিহোশাফট্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২৫] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র নাদব্ ইস্রায়েলের রাজা হইল; সে দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [২৬] এবং সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিল; সে আপন পিতার পথে, বিশেষতঃ তাহার পিতা যদ্দ্বারা ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, সেই পাপে চলিল। [২৭] পরে নাদব্ ও সমস্ত ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সীমান্তঃপাতি গিব্বথোন নগর অবরোধ করিতেছিল, এমত সময়ে ইষাখরের কুলোদ্ভব অহিয়ের পুত্র বাশা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া গিব্বথোনে তাহাকে বধ করিল। [২৮] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বাশা নাদবকে বধ করিয়া তাহার পদে রাজা হইল। [২৯] রাজা হইয়া বাশা যারবিয়ামের সমস্ত কুল উচ্ছিন্ন করিল। সদাপ্রভু আপন দাস শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে বাশা যারবিয়ামের এক প্রাণিকেও অবশিষ্ট রাখিল না, সকলকে সংহার করিল। [৩০] ইহার কারণ যারবিয়ামের পাপ, কেননা আপন বিরক্তিজনক কর্ম্মদ্বারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিতে ২ সে আপনি পাপ করিয়াছিল এবং ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছিল।

[৩১] নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩২] পরন্তু আসার ও ইস্রায়েলের বাশা রাজার যাবজ্জীবন পরস্পর যুদ্ধ চলিল।

[৩৩] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরাবধি অহিয়ের পুত্র বাশা চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে তির্সাতে রাজত্ব করিল। [৩৪] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং যারবিয়ামের পথে ও যদ্দ্বারা সে ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার সেই পাপে চলিল।

১৬ অধ্যায়।

[১] পরে হনানির পুত্র যেহূর নিকটে বাশার বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [২] আমি তোমাকে ধূলির মধ্যহইতে উঠাইয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে রাজা করিয়াছি, কিন্তু তুমি যারবিয়ামের পথে চলিয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিতে তাহাদিগকে পাপ করাইয়াছ। [৩] অতএব দেখ, আমি বাশার পশ্চাতে ও তাহার কুলের পশ্চাতে ঝাঁটি দিব; এবং তোমার কুল নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের সমান করিব। [৪] বাশার যে জন নগরে মরিবে, কুক্কুরেরা তাহাকে খাইবে; এবং যে জন মাঠে মরিবে, শূন্যের পক্ষিগণ তাহাকে খাইবে।

[৫] বাশার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও পরাক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৬] পরে বাশা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগ হইয়া তির্সাতে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র এলা তাহার পদে রাজা হইল। [৭] পরন্তু বাশা আপন হস্তকৃত বস্তুদ্বারা সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিতে তাঁহার সাক্ষাতে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিত তাহাদ্বারা যারবিয়ামের কুলের সমান হইয়াছিল, আবার তাহা উচ্ছিন্ন করিয়াছিল, এই দুই কারণ প্রযুক্ত হনানির পুত্র যেহূ ভাববাদিদ্বারা বাশার ও তাহার কুলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ঐ বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল।

[৮] অপর যিহূদার আসা রাজার ষড়বিংশ বৎসরাবধি বাশার পুত্র এলা দুই বৎসর পর্য্যন্ত তির্সাতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৯] পরে তাহার রথারোহি অর্দ্ধেক সৈন্যের অধ্যক্ষ সিম্রি নামে তাহার দাস তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল। ফলতঃ এলা তির্সাতে আপনার তত্রস্থ বাটীর অধ্যক্ষ অর্সার

গৃহে মত্ত হইলে সিম্রি তথায় প্রবেশ করিয়া [১০] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্তবিংশ বৎসরে তাহাকে মারিয়া ফেলিল, ও তাহার পদে রাজা হইল।

[১১] রাজা হইয়া আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবামাত্র সে বাশার সমস্ত কুল নিহনন করিল; তাহার সম্বন্ধীয় কোন পুরুষকে, কিম্বা তাহার জ্ঞাতি মিত্র কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না। [১২] ফলতঃ সদাপ্রভু যেহূ ভাববাদির প্রমুখাৎ বাশার উদ্দেশে যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সিম্রি বাশার সমস্ত কুল উচ্ছিন্ন করিল। [১৩] ইহার কারণ বাশার সমস্ত পাপ ও তাহার পুত্র এলার সমস্ত পাপ, কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে তাহাদের অসার প্রতিমাদ্বারা বিরক্ত করিতে তাহারা আপনারা পাপ করিয়াছিল, এবং ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছিল। [১৪] এলার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

[১৫] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্তবিংশ বৎসরে সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব করিল: সেই সময়ে লোকেরা পলেষ্টীয়দের সীমান্তঃপাতি গিব্বথোনের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। [১৬] কিন্তু সিম্রি চক্রান্ত করিয়াছে ও রাজাকে বধ করিয়াছে; এই সংবাদ যখন ঐ শিবিরস্থ লোক সকল শুনিল, তখন সমস্ত ইস্রায়েল ঐ দিনে শিবিরমধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল। [১৭] পরে অম্রি ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল গিব্বথোন্‌হইতে যাত্রা করিয়া তির্সা অবরোধ করিল। [১৮] তাহাতে নগর হস্তগত হইল, ইহা দেখিয়া সিম্রি রাজবাটীর হর্ম্ম্যে যাইয়া আপনার চতুর্দ্দিকস্থ রাজবাটীতে অগ্নি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। [১৯] ইহার কারণ তাহার পাপ, কেননা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে ২ এবং যারবিয়ামের পথে, ও যাহা করিয়া সে ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার সেই পাপে চলিয়া সে পাপ করিত। [২০] সিম্রির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত চক্রান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

[২১] তৎকালে ইস্রায়েল্‌লোকেরা দুই দল হইল; ফলতঃ অর্দ্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্‌নিকে রাজা করিতে তাহার অনুগামী হইল, এবং অন্য অর্দ্ধেক লোক অম্রির অনুগামী হইল। [২২] কিন্তু শেষে অম্রির অনুগামি লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্‌নির অনুগামিদিগকে পরাজয় করিল; তাহাতে তিব্‌নি মরিল, এবং অম্রি রাজা হইল।

[২৩] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের একত্রিংশ বৎসরাবধি অম্রি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল; সে ছয় বৎসর তির্সাতে রাজত্ব করিল। [২৪] পরে দুই মন রূপ্য মূল্য দিয়া শেমরের কাছে শমরোণ্ পর্ব্বত ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক নগর পত্তন করিল; পরে ঐ পর্ব্বতের অধিকারি শেমরের নামানুসারে সেই স্বকৃত নগরের নাম শমরিয়া রাখিল। [২৫] অম্রি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; ও তাহার পূর্ব্বে যে সকল [রাজা] ছিল, তাহাদের হইতেও অধিক দুরাচারী হইল। [২৬] নবাটের পুত্র যারবিয়ামের সমস্ত পথে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে তাহাদের অসার প্রতিমাদ্বারা বিরক্ত করিতে যদ্দ্বারা সে ইস্রায়েল্‌কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার সেই পাপে অম্রি চলিত।

[২৭] অম্রির অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত ও তাহার সম্পন্ন পরাক্রম ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [২৮] পরে অম্রি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া শমরিয়াতে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র আহাব্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২৯] যিহূদার আসা রাজার অধিকারের অষ্টত্রিংশ বৎসরে অম্রির পুত্র আহাব্ ইস্রায়েলের রাজা হইল; অম্রির পুত্র আহাব্ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৩০] তাহার পূর্ব্বে যে সকল [রাজা] ছিল, তাহাদের হইতে অম্রির পুত্র আহাব্ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে অধিক কদাচরণ করিত। [৩১] নবাটের পুত্র যারবিয়ামের পাপপথে গমন করা কি তাহার লঘু পাপ ছিল? যাহা হউক, সে সীদোনীয়দের ইৎবাল্ রাজার কন্যা ঈষেবল্‌কে বিবাহ করিল, এবং যাইয়া বালের পূজা ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল। [৩২] এবং শমরিয়াতে আপনার নির্ম্মিত বাল্‌মন্দিরে বালের জন্যে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। [৩৩] এবং আহাব্ [তথাকার] আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিল। এই রূপে তাহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলে যত রাজা ছিল, সেই সকল অপেক্ষা আহাব্ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিতে অধিক যত্ন করিল।

[৩৪] তাহার অধিকারের সময়ে বৈথেলীয় হীয়েল্ পুনর্ব্বার যিরীহো নগর পত্তন করিল; তাহাতে সদাপ্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয়ের প্রমুখাৎ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাকে ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরাম্‌কে, এবং কপাট স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ আপন কনিষ্ঠ পুত্র সগূব্‌কে দিতে হইল।

১৭ অধ্যায়।

[১] পরে গিলিয়দ্ নিবাসি তিশ্‌বীয় এলিয় আহাব্‌কে কহিল, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হই, সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, এই কএক বৎসর পর্য্যন্ত শিশির কি বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার বাক্যক্রমে পড়িবে। [২] পরে তাহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [৩] যথা, তুমি এই স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বদিগে যাইয়া যর্দ্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতো

মার্গে লুকাইয়া থাক। [৪] সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে পাইবা, এবং আমি কাকদিগকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগাইতে আজ্ঞা করিলাম। [৫] তাহাতে সে যাইয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিল, অর্থাৎ যর্দ্দনের সম্মুখস্থ করীৎ স্রোতোমার্গে গিয়া অবস্থিতি করিল। [৬] তথায় কাকেরা তাহার জন্যে প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস আনিয়া দিত; এবং সে স্রোতের জল পান করিত। [৭] কিছু কাল পরে দেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত ঐ স্রোতোমার্গ শুষ্ক হইয়া গেল।

[৮] পরে তাহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [৯] যথা, তুমি উঠিয়া সীদোনের অন্তঃপাতি সারিফতে যাইয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি তথাকার এক বিধবাকে তোমার খাদ্য দ্রব্য যোগাইতে আজ্ঞা করিলাম। [১০] অতএব সে উঠিয়া সারিফতে যাত্রা করিল; পরে সেই নগরের প্রবেশস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই স্থানে এক বিধবা কাষ্ঠ কুড়াইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও গো, তুমি এক পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আন, আমি পান করিব। [১১] তখন সে স্ত্রী তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে সে আর বার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও গো, হস্তে করিয়া আমার জন্যে এক খণ্ড রুটীও আন। [১২] সে কহিল, আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমার গৃহে একটি পিষ্টকও নাই; কেবল জালাতে এক মুষ্টি ময়দা ও ভাণ্ডে কিঞ্চিৎ তৈল আছে; দেখ, আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াইতেছি, তাহা লইয়া গিয়া আমার ও পুত্রটীর জন্যে উহা পাক করিব; পরে আমরা তাহা খাইয়া মরিব। [১৩] এলিয় তাহাকে কহিল, ভয় করিও না; যাহা বলিলা, তাহা কর গিয়া, কিন্তু প্রথমে সেখানে আমার জন্যে একটী ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক করিয়া আন; পরে আপনার ও পুত্রটীর জন্যে পাক কর। [১৪] কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হইবে না, ও তৈলের ভাণ্ড শুকিয়া যাইবে না। [১৫] তাহাতে সে যাইয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে করিল; তদবধি এলিয় ও সে স্ত্রী ও তাহার পরিজন অনেক দিন পর্য্যন্ত খাইতে পাইল। [১৬] সদাপ্রভু এলিয়ের প্রমুখাৎ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ ময়দার জালা শূন্য হইল না, ও তৈলের ভাণ্ড শুকিয়া গেল না।

[১৭] ঐ ঘটনার পরে সেই গৃহিণীর পুত্র পীড়িত হইল, এবং তাহার পীড়া অতিশয় শক্ত হইল, এমন যে তাহার শরীরে আর শ্বাসবায়ু রহিল না। [১৮] তাহাতে সেই স্ত্রী এলিয়কে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি আমার অপরাধ স্মরণ করাইতে ও আমার পুত্রকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছ? [১৯] তাহাতে এলিয় তাহাকে কহিল, তোমার পুত্র আমাকে দেও। পরে সে তাহার ক্রোড়হইতে বালকটীকে লইয়া ছাতের উপরিস্থ আপন বাসাতে গিয়া আপন শয্যাতে শয়ন করাইল। [২০] এবং সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি, তুমি কি তাহার পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকেও বিপদ্গ্রস্তা করিলা? [২১] পরে সে বালকটীর উপরে তিন বার আপন শরীর বিস্তার করিয়া সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি বিনয় করি, এই বালকের অন্তরে প্রাণ প্রত্যাগমন করুক। [২২] তখন সদাপ্রভু এলিয়ের রবে অবধান করিলেন, তাহাতে বালকটীর প্রাণ তাহার অন্তরে প্রত্যাগমন করিল, এবং সে পুনর্জীবিত হইল। [২৩] পরে এলিয় বালকটীকে লইয়া উপরিস্থ কুঠরীহইতে গৃহমধ্যে নামিয়া গিয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ করিল। এলিয় কহিল, এই দেখ, তোমার পুত্র জীবিত হইল। [২৪] তাহাতে সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, এখন আমি জানিতে পারিলাম, আপনি ঈশ্বরের লোক, এবং সদাপ্রভুর যে বাক্য আপনকার মুখাগ্রে আছে তাহা সত্য।

১৮ অধ্যায়।

[১] বহুদিনের পর, অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে, এলিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, তুমি যাইয়া আহাবকে দর্শন দেও; পরে আমি ভূতলে বৃষ্টি দান করিব। [২] তাহাতে এলিয় আহাবকে দর্শন দিতে গমন করিল। তৎকালে শমরিয়াতে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, [৩] এই কারণ আহাব্ রাজবাটীর অধ্যক্ষ ওবদিয়কে ডাকিল। সেই ওবদিয় সদাপ্রভুর অতিশয় ভয়কারী লোক। [৪] এবং যে সময়ে ঈষেবল্ সদাপ্রভুর ভাববাদিগণকে উচ্ছিন্ন করিতেছিল, সেই সময়ে ওবদিয় এক শত ভাববাদিকে লইয়া পঞ্চাশ ২ জন করিয়া গহ্বরের মধ্যে গোপন করিয়া অন্ন জল দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল। [৫] আহাব্ সেই ওবদিয়কে কহিল, দেশে যত জলের উনুই ও স্রোতোমার্গ আছে, তুমি তাহার নিকটে যাও; হইতে পারে আমরা কিছু তৃণ পাইয়া অশ্ব ও অশ্বতর সকলের প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমাদিগকে পশু বধ করিতে হইবে। [৬] পরে তাহারা স্থানে ২ ভ্রমণ করণার্থে দেশ দুই ভাগ করিয়া আহাব্ স্বতন্ত্র এক পথে, ও ওবদিয় স্বতন্ত্র অন্য পথে যাত্রা করিল।

[৭] অপর ওবদিয় পথে যাইতেছিল, এমন সময়ে, দেখ, এলিয় তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল; তখন ওবদিয় তাহাকে চিনিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, আপনি কি আমার প্রভু এলিয়? [৮] তাহাতে সে কহিল, আমি সেই; যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে। [৯] সে উত্তর করিল, আমি কি পাপ করিলাম, যে আপনি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে আহাবের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন?

১০ আমি আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমার প্রভু রাজা আপনকার অন্বেষণে যাহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন নাই, এমত কোন জাতি কি রাজ্য নাই; তাহারা বলিয়াছে, সেই ব্যক্তি নাই; তথাপি তাহারা আপনাকে পাইতে পারে না, ইহা [নিশ্চয় করণার্থে রাজা] সেই সকল রাজ্যের ও জাতির লোকদিগকে শপথও করাইয়াছেন। ১১ এখন আপনি কহিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে। ১২ কিন্তু আমি আপনকার নিকটহইতে গেলে সদাপ্রভুর আত্মা আমার অবিদিত কোন স্থানে আপনকাকে লইয়া যাইবেন, তাহাতে আমি যাইয়া আহাব্‌কে সংবাদ দিলে যদি তিনি আপনকার উদ্দেশ না পান, তবে আমাকে বধ করিবেন; কিন্তু আপনকার দাস আমি বাল্যকালাবধি সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক আছি। ১৩ ঈষেবল্‌ যখন সদাপ্রভুর ভাববাদিগণকে বধ করিতেছিল, তখন আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা কি আপনাকে জ্ঞাত করা যায় নাই? আমি সদাপ্রভুর এক শত ভাববাদিকে পঞ্চাশ ২ জন করিয়া গহ্বরে গোপনে রাখিয়া অন্ন জল দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলাম। ১৪ তথাপি এখন আপনি কহিতেছেন, যাও, তোমার প্রভুকে বল, দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে; ইহাতে তিনি আমাকে মারিয়া ফেলিবেন। ১৫ এলিয় কহিল, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হই, সেই বাহিনীগণের সদাপ্রভুর জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমি অদ্য অবশ্য তাহাকে দর্শন দিব। ১৬ পরে ওবদিয় আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল; তাহাতে আহাব্‌ এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল।

১৭ পরে এলিয়ের দেখা পাইবামাত্র আহাব্‌ তাহাকে কহিল, হে ইস্রায়েলের কণ্টক, তুমি কি আইলা? ১৮ এলিয় কহিল, আমি ইস্রায়েলের কণ্টক নহি, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃকুল [তাহার কণ্টক হইয়াছ], কেননা তোমরা সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছ, এবং তুমি বাল দেবগণের অনুগামী হইয়াছ। ১৯ এখন লোক পাঠাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে আমার নিকটে একত্র কর, এবং ঈষেবলের মেজে ভোজনকারি [ভাববাদিগণকে, অর্থাৎ] বালের ভাববাদী চারি শত পঞ্চাশ জনকে, ও আশেরার ভাববাদী চারি শত জনকেও [উপস্থিত কর]। ২০ তাহাতে আহাব্‌ ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানের কাছে লোক পাঠাইয়া ঐ ভাববাদিগণকে কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্র করিল।

২১ পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, তোমরা কত কাল দুই নৌকাতে পা দিয়া থাকিবা? সদাপ্রভু যদি ঈশ্বর হন, তবে তাঁহার অনুগামী হও; কিন্তু বাল্‌ যদি ঈশ্বর হয়, তবে তাহার অনুগামী হও। ইহাতে লোকেরা তাহাকে কোন উত্তর দিল না। ২২ অনন্তর এলিয় লোকদিগকে কহিল, সদাপ্রভুর একমাত্র ভাববাদী আমিই অবশিষ্ট আছি; কিন্তু বালের ভাববাদিগণ চারি শত পঞ্চাশ জন আছে। ২৩ আমাদিগকে দুই বৃষ দত্ত হউক; পরে উহারা আপনাদের জন্যে এক বৃষ মনোনীত করণ পূর্ব্বক খণ্ড২ করিয়া কাষ্ঠোপরি রাখুক, কিন্তু তাহাতে অগ্নি না দিউক; এবং আমি দ্বিতীয় বৃষ প্রস্তুত করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু তাহাতে অগ্নি দিব না। ২৪ পরে তোমরা আপনাদের দেবতার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিও, এবং আমি সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিব; তাহাতে যে দেবতা অগ্নিদ্বারা উত্তর দিবেন, তিনিই ঈশ্বর হউন। তখন সকল লোক উত্তর করিল, এ কথা উত্তম। ২৫ পরে এলিয় বালের ভাববাদিগণকে কহিল, তোমরা অনেকে আছ, অতএব অগ্রে তোমরা আপনাদের জন্যে এক বৃষ মনোনীত করিয়া প্রস্তুত কর, এবং আপনাদের দেবতার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা কর, কিন্তু অগ্নি দিও না। ২৬ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল, তাহা লইয়া তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত, হে বাল্‌, আমাদিগকে উত্তর দেও, ইহা কহিয়া বালের নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিল; কিন্তু কোন বাণী হইল না, এবং উত্তরদায়ী কেহ ছিল না; তাহাতে তাহারা তথায় কৃত যজ্ঞবেদির কাছে খোঁড়ার ন্যায় নাচিতে লাগিল। ২৭ পরে মধ্যাহ্নকালে এলিয় তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা সে দেবতা; সে ধ্যান কিম্বা বিহার কিম্বা যাত্রা করিতেছে, কিম্বা হইতে পারে নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে জাগাইতে হয়। ২৮ পরে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, এবং আপনাদের ব্যবহারানুসারে গাত্রে রক্তের ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও শলাকাদ্বারা আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল। ২৯ এবং মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে প্রায় [সন্ধ্যাকালীন] বলিদান পর্য্যন্ত ভাবোক্তি প্রচার করিল, তথাপি কোন বাণী হইল না, এবং উত্তরদায়ী কিম্বা অবধানকারী কেহ ছিল না।

৩০ পরে এলিয় সমস্ত লোককে কহিল, আমার নিকটে আইস; তাহাতে সমস্ত লোক তাহার নিকটে গেলে সে সদাপ্রভুর ভগ্ন যজ্ঞবেদি সারাইল। ৩১ ফলতঃ তোমার নাম ইস্রায়েল্‌ হইবে, ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর বাক্য যে যাকোবের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সন্তানদের বংশসংখ্যানুসারে এলিয় দ্বাদশ প্রস্তর গ্রহণ করিল। ৩২ পরে ঐ প্রস্তরগুলিতে সদাপ্রভুর নামে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং বেদির চতুর্দ্দিগে দুই মণ বীজের যোগ্য ক্ষেত্রের [সীমার] মত এক প্রণালী খুঁদিল। ৩৩ পরে সে কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষকে খণ্ড২ করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিয়া কহিল, চারি জালা জল ভরিয়া এই হোমীয় বলির উপরে ও এই সকল কাষ্ঠের উপরে ঢালিয়া দেও। ৩৪ পরে এলিয় কহিল, দ্বিতীয় বার তাহা কর; তাহাতে তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা করিল। পরে

সে কহিল, তৃতীয় বার কর ; তাহাতে তাহারা তৃতীয় বার তাহা করিল। [৩৫] তখন বেদির চতুর্দ্দিগে জল গেল, এবং সে ঐ প্রণালীও জলেতে পরিপূর্ণ করিল।

[৩৬] অপর সন্ধ্যাকালের বলিদান সময়ে এলিয় ভাববাদী নিকটে আসিয়া কহিল, হে অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, ইস্রায়েলের মধ্যে তুমিই ঈশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, ও তোমার বাক্যের প্রভাবে এই সকল কর্ম্ম করিলাম, ইহা অদ্য সকলে জ্ঞাত হউক। [৩৭] হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও, আমাকে উত্তর দেও ; হে সদাপ্রভো, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই ইহাদের হৃদয় পশ্চাত্তাপে পরিবর্ত্তন করিলা, ইহা এই লোকেরা জ্ঞাত হউক। [৩৮] তখন সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইয়া ঐ হোমীয় বলি ও কাষ্ঠ ও প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং প্রণালীস্থিত জলও চাটিয়া খাইল। [৩৯] তাহা দেখিয়া সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর। [৪০] পরে এলিয় তাহাদিগকে কহিল, তোমরা বালের ভাববাদিগণকে ধর, তাহাদের এক জনকেও পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইতে দিও না। অনন্তর তাহারা তাহাদিগকে ধরিলে এলিয় তাহাদিগকে লইয়া কীশোন্ স্রোতোমার্গে নামিয়া গিয়া সেখানে তাহাদিগকে নিহনন করিল।

[৪১] পরে এলিয় আহাবকে কহিল, তুমি উঠিয়া গিয়া ভোজন পান কর, কেননা অতিশয় বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। [৪২] তাহাতে আহাব্ ভোজন পান করিতে উঠিয়া গেল, কিন্তু এলিয় কর্ম্মিলের শৃঙ্গে যাইয়া ভূমির অভিমুখে ন্যুব্জ হইয়া আপন মুখ জানুদ্বয়ের মধ্যে রাখিল ; [৪৩] এবং আপন ভৃত্যকে কহিল, এক বার উঠিয়া গিয়া সমুদ্রের দিগে দৃষ্টিপাত কর। তাহাতে সে যাইয়া দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিছুই নাই। এলিয় কহিল, আর বার যাও ; সাত বার এই রূপ হইল। [৪৪] অপর সপ্তম বারে সে কহিল, দেখুন, মনুষ্যহস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি মেঘ সমুদ্রহইতে উঠিতেছে। তখন এলিয় কহিল, উঠিয়া গিয়া আহাবকে বল, [রথে অশ্ব] যোজনা করিয়া নামিয়া যাউন, পাছে বৃষ্টিতে আপনকার ব্যাঘাত হয়। [৪৫] ইতিমধ্যে অকস্মাৎ মেঘে ও বায়ুতে আকাশ অঙ্গারবর্ণ হইলে অতিশয় বৃষ্টি হইল ; তাহাতে আহাব্ যানারোহন করিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল। [৪৬] এবং সদাপ্রভু এলিয়েতে হস্তার্পন করাতে সে কটি বাঁধিয়া যিষ্রিয়েলের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত আহাবের অগ্রে ২ দৌড়িয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

[১] পরে আহাব্ এলিয়ের কৃত ঐ সমস্ত কর্ম্মের বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ খড়্গদ্বারা ভাববাদিগণকে বধ করণের বৃত্তান্ত ঈষেবল্‌কে জ্ঞাত করিল। [২] তাহাতে ঈষেবল্ এলিয়ের নিকটে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক এই কথা কহিল, কল্য এমত সময়ে যদি আমি তোমার প্রাণকে তাহাদের একের প্রাণের সমান না করি, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [৩] তাহাতে এলিয় তাহা দেখিয়া উঠিয়া আপন জীবাত্মার রক্ষার্থে স্থানান্তরে গমন করিল, এবং যিহূদার অন্তঃপাতি বের্‌শেবাতে উপস্থিত হইয়া সেখানে আপন ভৃত্যকে রাখিল।

[৪] অনন্তর সে আপনি এক দিনের পথ প্রান্তরে অগ্রসর হইয়া এক রোতম্ বৃক্ষের কাছে আসিয়া তাহার তলে বসিল, এবং আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিল ; ফলতঃ সে কহিল, এই প্রচুর ; হে সদাপ্রভো, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আপন পূর্ব্বপুরুষদের হইতে আমি উত্তম নহি। [৫] পরে সে কোন রোতম বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলে [সদাপ্রভুর] এক দূত আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, আহার কর। [৬] তাহাতে সে দৃষ্টি করিলে আপন শিয়রে অঙ্গারে পক্ক একখান পিষ্টক ও এক ভাণ্ড জল দেখিল ; পরে সে ভোজন পান করিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। [৭] অপর সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, আহার কর, কেননা তোমার শক্তিহইতেও এই পথ অধিক। [৮] তাহাতে সে উঠিয়া ভোজন পান করিল, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশ দিবারাত্রি গমন করিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবে উপস্থিত হইল।

[৯] পরে সে তথাকার গহ্বরেতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিল। তখন তাহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? [১০] তাহাতে সে কহিল, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্‌যোগী হইলাম ; কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগন তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিল, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; তাহাতে একমাত্র আমি অবশিষ্ট রহিলাম ; আবার তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। [১১] পরে তিনি কহিলেন, তুমি বাহির হইয়া এই পর্ব্বতে সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াও। অনন্তর দেখ, সদাপ্রভু সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন ; তাহাতে সদাপ্রভুর অগ্রগামি প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্ব্বতগণকে বিদীর্ণ করিল, ও শৈলগণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু সেই বায়ুতে সদাপ্রভু ছিলেন না। বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, সেই ভূমিকম্পেতেও সদাপ্রভু ছিলেন না। [১২] ভূমিকম্পের পরে অগ্নি হইল, সেই অগ্নিতেও সদাপ্রভু ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারি ক্ষুদ্র এক স্বর হইল ; [১৩] তাহা শুনিবামাত্র এলিয় শালখানিতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে গিয়া গহ্বরের মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাতে তাহার প্রতি এই বাণী হইল, হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? [১৪] সে কহিল, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্‌যোগী হইলাম, কেননা ইস্রায়েলের

সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিল, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; তাহাতে একমাত্র আমি অবশিষ্ট রহিলাম; আবার তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। ১৫ তখন সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি আপন পথে ফিরিয়া দম্মেশকের প্রান্তরে গমন কর, পরে গিয়া অরামের উপরে হসায়েল্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত কর, এবং ইস্রায়েলের উপরে নিম্‌শির পুত্র যেহূকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, ১৬ এবং আপনার পদে ভাববাদী হইবার জন্যে আবেল্‌-মহোলা নিবাসি শাফটের পুত্র ইলীশায়কে অভিষিক্ত কর। ১৭ তাহাতে যে জন হসায়েলের খড়্গ এড়াইবে, যেহূ তাহাকে বধ করিবে; ও যে জন যেহূর খড়্গ এড়াইবে, ইলীশায় তাহাকে বধ করিবে। ১৮ কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আমি আপনার জন্যে সাত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিলাম, সেই সকলের জানু বালের সম্মুখে পাতিত হয় নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন করে নাই।

১৯ পরে সে তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া শাফটের পুত্র ইলীশায়ের উদ্দেশ পাইল; তৎকালে সে হাল বহন করাইতেছিল; দ্বাদশ যোড়া বলদ তাহার অগ্রে ছিল, এবং শেষ যোড়ার সহিত সে আপনি ছিল। তাহাতে এলিয় তাহার নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আপন শাল তাহার গাত্রে ফেলিয়া দিল। ২০ তাহাতে সে বলদগণকে ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া তাহাকে কহিল, আপনকার অনুমতি হইলে আমি আপন মাতাপিতাকে চুম্বন করিয়া আসি, পরে আপনকার অনুগামী হই। তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া ফিরিয়া আইস; বল দেখি, আমি তোমার কি করিলাম? ২১ পরে সে তাহার নিকটহইতে ফিরিয়া গেল, এবং এক যোড়া বলদ লইয়া বলিদান করিয়া তাহার যোঁয়ালি কাষ্ঠদ্বারা তাহার মাংস পাক করিল, পরে লোকদিগকে পরিবেষণ করিলে তাহারা ভোজন করিল। অনন্তর সে উঠিয়া এলিয়ের অনুগামী হইয়া তাহার পরিচারক হইল।

২০ অধ্যায়।

১ পরে অরামের বিন্‌হদদ্‌ রাজা বত্রিশ জন রাজাকে সঙ্গে লইয়া আপন সমস্ত সৈন্য ও অশ্ব ও রথ একত্র করিয়া যাত্রা করিল, এবং শমরিয়া অবরোধ করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। ২ এবং নগরে ইস্রায়েলের আহাব্‌ রাজার নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, বিন্‌হদদ্‌ এই কথা কহেন; ৩ তোমার রূপ্য ও স্বর্ণ আমার, এবং তোমার ভার্য্যা ও সন্তান সকলের মধ্যে যাহারা উত্তম, তাহারা আমার। ৪ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, আপনকার কথা যথার্থ, আমি আপনকার, এবং আমার সর্ব্বস্বই আপনকার। ৫ পরে দূতগণ আর বার আসিয়া কহিল, বিন্‌হদদ্‌ এই কথা কহেন, তুমি আপন রূপ্য ও স্বর্ণ এবং ভার্য্যা ও সন্তান সকলকে আমার কাছে সমর্পণ কর, ইহা কহিতে তোমার কাছে দূত পাঠাইয়াছিলাম। ৬ অতএব কল্য এই সময়ে আমি আপন দাসদিগকে তোমার নিকটে পাঠাইব, তাহারা তোমার গৃহে ও তোমার দাসদের গৃহে অনুসন্ধান করিয়া তোমার মনোরম্য যত দ্রব্য, সেই সকল হস্তগত করিয়া লইয়া আসিবে। ৭ তখন ইস্রায়েলের রাজা দেশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ডাকিয়া কহিল, বিনয় করি, বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ ব্যক্তি কেবল হিংসার চেষ্টা করিতেছে, কেননা সে আমার ভার্য্যা ও সন্তান সকলের জন্যে এবং আমার রূপ্য ও স্বর্ণের জন্যে আদেশ পাঠাইলে আমি অস্বীকার করি নাই। ৮ পরে সমস্ত প্রাচীনগণ ও সমস্ত প্রজা কহিল, আপনি উহাকে মানিবেন না ও সম্মত হইবেন না। ৯ তাহাতে সে বিন্‌হদদের দূতগণকে কহিল, আমার প্রভু মহারাজকে বল, আপনি প্রথমে আপন দাসের নিকটে যাহা কহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে সকল আমি করিব; কিন্তু এই কার্য্য করিতে পারি না। পরে দূতগণ যাইয়া তাহাকে সমাচার দিল। ১০ পরে বিন্‌হদদ্‌ তাহার কাছে লোক পাঠাইয়া কহিল, এই শমরিয়ার ধূলি যদি আমার পশ্চাদ্‌গামি লোকদের প্রত্যেকের মুষ্টিপূরণে কুলায়, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১১ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা উত্তর করিল, তোমরা তাহাকে কহ, যে ব্যক্তি সজ্জা পরিধান করে, সে সজ্জাত্যাগির ন্যায় শ্লাঘা না করুক। ১২ এই উত্তর শ্রবণকালে বিন্‌হদদ্‌ ও তাহার সহায় রাজগণ কুটীরে পান করিতেছিল; অনন্তর সে আপন দাসদিগকে কহিল, ব্যূহরচনা কর। তাহাতে তাহারা নগরের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিতে লাগিল।

১৩ ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের আহাব্‌ রাজার নিকটে এক ভাববাদী আসিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কি ঐ সমস্ত মহালোকারণ্য দেখিলা? অদ্য আমি উহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে আমিই যে সদাপ্রভু, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। ১৪ আহাব্‌ কহিল, কাহাদ্বারা করিবেন? ভাববাদী কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণদ্বারা। রাজা জিজ্ঞাসিল, যুদ্ধের আরম্ভ কে করিবে? সে কহিল, তুমি। ১৫ পরে সে প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণকে গণনা করিলে সংখ্যাতে দুই শত বত্রিশ জন হইল; এবং তাহাদের পশ্চাৎ সমস্ত [সৈনিক] লোককে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত সন্তানকে গণনা করিলে সাত সহস্র জন হইল। ১৬ পরে তাহারা মধ্যাহ্নকালে বাহিরে গেল। ঐ সময়ে বিন্‌হদদ্‌ ও তাহার সহায় বত্রিশ জন রাজা কুটীরে পান করিয়া মত্ত হইয়াছিল। ১৭ অপর ঐ প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবগণ যখন অগ্রগামী হইয়া নির্গমন করিল, তখন বিন্‌হদদ্‌ লোক পাঠাইলে

তাহারা আসিয়া এই সমাচার দিল, শমরিয়াহইতে কএক লোক নির্গত হইল। [১৮] তাহাতে সে আজ্ঞা করিল, তাহারা যদি সন্ধির নিমিত্তে নির্গত হইয়া থাকে, তবে তোমরা তাহাদিগকে সজীব ধর; এবং যদি যুদ্ধের নিমিত্তে নির্গত হইয়া থাকে, তবেও সজীব ধর। [১৯] ইতিমধ্যে উহারা, অর্থাৎ প্রদেশাধ্যক্ষদের ঐ যুবগণ ও তাহাদের পশ্চাদ্গামি সৈন্যগণ নগরহইতে বাহির হইয়া [২০] প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিযোদ্ধাকে বধ করিল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা পলায়ন করিলে ইস্রায়েল্ লোক তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং অরামের বিন্‌হদদ্ রাজা কএক জন অশ্বারোহি সৈন্যের সহিত অশ্বারোহণে পলাইয়া রক্ষা পাইল। [২১] পরে ইস্রায়েলের রাজা নির্গত হইয়া তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিল, এবং অরামের মধ্যে মহাহত্যা করিল।

[২২] পরে সেই ভাববাদী ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি যাইয়া আপনাকে বলবান কর, এবং সাবধান হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, কেননা আগামি বৎসরে অরামের রাজা তোমার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার আসিবে। [২৩] পরে অরামের রাজার দাসগণ তাহাকে কহিল, উহাদের ঈশ্বর পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, এই কারণ আমাদের হইতে উহারা বলবান হইল; কিন্তু আমরা যদি সমভূমিতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করি, তবে অবশ্য উহাদের হইতে বলবান হইব। [২৪] অতএব আপনি এই কর্ম্ম করুন, রাজাদিগকে অপদস্থ করিয়া তাহাদের পদে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করুন। [২৫] এবং আপনকার পক্ষীয় যত সৈন্য ও যত অশ্ব ও রথ পতিত হইল, তত সৈন্য ও তত অশ্ব ও রথ সংগ্রহ করুন; পরে আমরা সমভূমিতে উহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহাতে অবশ্য উহাদের হইতে বলবান হইব। অনন্তর বিন্‌হদদ্ তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে করিল।

[২৬] পরবৎসর উপস্থিত হইলে বিন্‌হদদ্ অরামীয়দিগকে গণনা করিয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে অফেকে গেল। [২৭] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ গণিত হইয়া খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; কিন্তু তাহাদের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ছাগদের দুই ক্ষুদ্র পালের ন্যায় বোধ হইল, এবং অরামীয়েরা দেশ ব্যাপিয়াছিল।

[২৮] পরে ঈশ্বরের ঐ লোক আসিয়া ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অরামীয়েরা বলে, সদাপ্রভু পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, তলভূমির ঈশ্বর নন্; এই জন্যে আমি ঐ সমস্ত মহালোকারণ্য তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমিই সদাপ্রভু, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [২৯] অনন্তর তাহারা সাত দিন পর্য্যন্ত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে রহিল, পরে সপ্তম দিনে যুদ্ধের সংঘটন হইল; তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ এক দিনে অরামের এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিহনন করিল। [৩০] এবং অবশিষ্ট সকলে অফেকে পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাচীর সেই অবশিষ্ট সাতাইশ সহস্র লোকের উপরে পতিত হইল। সেই দিনে বিন্‌হদদ্ পলাইয়া নগরস্থ অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল।

[৩১] পরে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল, দেখুন, আমরা শুনিয়াছি, ইস্রায়েল্ কুলের রাজগণ দয়ালু, অতএব বিনয় করি, আমরা কটিতে চট পরিয়া গলায় রজ্জু দিয়া বাহিরে ইস্রায়েলের রাজার কাছে যাই; হইতে পারে তিনি আপনকার প্রাণ রক্ষা করিবেন। [৩২] পরে তাহারা কটিতে চট পরিয়া গলায় রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে আসিয়া কহিল, আপনকার দাস বিন্‌হদদ্ কহিতেছেন, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ বাঁচাউন। তাহাতে সে কহিল, তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তিনি আমার ভ্রাতা। [৩৩] সেই লোকেরা ইহা শুভ লক্ষণ বুঝিয়া শীঘ্র তাহাকে মনের ভাব স্পষ্ট করিতে লওয়াইয়া কহিল, আপনকার ভ্রাতা বিন্‌হদদ্ আছেন। পরে সে কহিল, তোমরা যাইয়া তাঁহাকে আন। তাহাতে বিন্‌হদদ্ বাহির হইয়া তাহার নিকটে আইলে সে তাহাকে রথে আরোহণ করাইল। [৩৪] তখন বিন্‌হদদ্ তাহাকে কহিল, আপনকার পিতাহইতে আমার পিতা যে ২ নগর হরণ করিয়াছেন, তাহা আমি ফিরাইয়া দিব; এবং আমার পিতা যেমন শমরিয়াতে আপনার জন্যে পল্লী করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও দম্মেশকে আপনার জন্যে পল্লী করুন। [তাহাতে আহাব্ কহিল,] আমি এই নিয়ম করিয়া আপনকাকে বিদায় করিব। পরে সে তাহার সহিত নিয়ম করিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

[৩৫] পরে শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন সদাপ্রভুর বাক্যের নামে আপন সহশিষ্যকে কহিল, ওহে, আমাকে মার। কিন্তু সে তাহাকে মারিতে সম্মত হইল না। [৩৬] তখন সে তাহাকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য মানিলা না, অতএব আমার নিকটহইতে যাইবামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করিবে। পরে তাহার নিকটহইতে তাহার গমনমাত্র এক সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল। [৩৭] পরে সে আর এক জনকে পাইয়া কহিল, ওহে, আমাকে মার। এই ব্যক্তি তাহাকে এমত আঘাত করিল, যে আঘাতে ক্ষত হইল। [৩৮] পরে ঐ ভাববাদী যাইয়া গূঢ়বেশার্থে চক্ষুর উর্দ্ধে পাগড়ী বাঁধিয়া পথে রাজার অপেক্ষাতে দাঁড়াইয়া রহিল। [৩৯] অপর রাজা যখন নিকট দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, তখন সে রাজার কাছে কাঁদিয়া কহিল, আপনকার দাস আমি যুদ্ধে গেলে, দেখুন, এক ব্যক্তি পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে এক পুরুষকে আনিয়া কহিল, এই পুরুষকে রক্ষা কর; ইহাকে যদি কোন ক্রমে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তুমি এক মন রূপা দিবা।

[৪০] কিন্তু আপনকার দাস আমি ইতস্ততো ব্যস্ত হইলে সে গেল। তখন ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে কহিল, ঐ তোমার দণ্ড; আপনি তাহা নিশ্চয় করিলা। [৪১] পরে সে শীঘ্র আপন চক্ষুর ঊর্দ্ধহইতে পাগড়ীটী দূর করিল, তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে চিনিল, অর্থাৎ সে যে ভাববাদী ইহা দেখিল। [৪২] পরে সে রাজাকে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে পুরুষকে বর্জনীয় করিয়াছিলাম, তাহাকে তুমি আপন হস্তহইতে ছাড়িয়া দিলা; এই জন্যে তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ, ও তাহার প্রজাদের পরিবর্ত্তে তোমার প্রজাগণ যাইবে। [৪৩] তখন ইস্রায়েলের রাজা রুষ্ট ও বিষণ্ন হইয়া ঘরে যাত্রা করত শমরিয়াতে উপস্থিত হইল।

২১ অধ্যায়।

[১] তৎপরে এই রূপ ঘটনা হইল। যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, তাহা যিষ্রিয়েলে শমরিয়ার রাজা আহাবের প্রাসাদের পার্শ্বে থাকাতে [২] আহাব্ নাবোতকে কহিল, তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও; আমি তাহা শাকের ক্ষেত্র করিব, কারণ তাহা আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম আর এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিব; কিম্বা যদি তোমার মনে লয়, তবে তাহার মূল্য রূপার মুদ্রা তোমাকে দিব। [৩] তাহাতে নাবোত আহাব্কে কহিল, আমি যে আপন পৈতৃক অধিকার আপনকাকে দি, সদাপ্রভু এমন না করুন। [৪] তখন আমি পৈতৃক অধিকার আপনকাকে দিব না, যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের কথিত এই বাক্যে আহাব রুষ্ট ও বিষণ্ন হইয়া আপন গৃহে আইল, এবং শয্যাতে পড়িয়া মুখ ফিরাইয়া অনাহারে থাকিল।

[৫] পরে তাহার স্ত্রী ঈষেবল্ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার মন এমন রুষ্ট কেন, যে তুমি আহার কর না? [৬] তখন সে তাহাকে কহিল, আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতকে কহিয়াছিলাম, টাকা লইয়া তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও; কিম্বা যদি মনে লয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে আর এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব; তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব না। [৭] তখন তাহার স্ত্রী ঈষেবল্ কহিল, এখন তুমিই কি ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতেছ? উঠ, আহার কর; তোমার মন হৃষ্ট হউক; আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে যোগাইয়া দিব। [৮] পরে সে আহাবের নাম করিয়া পত্র লিখিয়া তাহার মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া নাবোতের প্রতিবাসিগণের অর্থাৎ তাহার বসতিনগরের প্রাচীন ও প্রধান লোকদের নিকটে পত্রখানি প্রেরণ করিল। [৯] পত্রখানিতে সে এই কথা লিখিয়াছিল, তোমরা উপবাসের ঘোষণা কর, ও লোকদের মধ্যে নাবোতকে উচ্চস্থানে বসাও। [১০] পরে তুমি ঈশ্বরেতে ও রাজাতে জলাঞ্জলি দিয়াছ, তাহার বিপরীতে এই সাক্ষ্য দিতে পাপাধমের সন্তান দুই জন পুরুষকে তাহার সম্মুখে বসাও; পরে তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ কর।

[১১] পরে তাহার নগরের লোকেরা অর্থাৎ তন্নগরনিবাসি প্রাচীন ও প্রধানবর্গ ঈষেবলের প্রেরিত আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল। [১২] তাহার প্রেরিত পত্রের লিখনানুসারে তাহারা উপবাসের ঘোষণা করিল, ও লোকদের মধ্যে নাবোতকে উচ্চস্থানে বসাইল। [১৩] পরে পাপাধমের সন্তান দুই জন পুরুষ আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিল; সেই পাপাধম পুরুষদ্বয় লোকদের সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই কথা কহিয়া সাক্ষ্য দিল, নাবোত ঈশ্বরেতে ও রাজাতে জলাঞ্জলি দিয়াছে। তাহাতে লোকেরা তাহাকে নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ করিল। [১৪] পরে ঈষেবলের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইল, নাবোত প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে। [১৫] অপর নাবোত প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে, এই কথা শুনিবামাত্র ঈষেবল্ আহাব্কে কহিল, উঠ, যিষ্রিয়েলীয় নাবোত টাকাতে যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিতে অসম্মত ছিল, তাহা অধিকার কর; কেননা নাবোত জীবিত নাই, সে মরিয়াছে। [১৬] তখন নাবোত মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আহাব্ উঠিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গেল।

[১৭] পরে তিশ্বীয় এলিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [১৮] যথা, উঠ, শমরিয়ানিবাসি ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও; দেখ, সে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আছে, সে তাহা অধিকার করিতে গিয়াছে। [১৯] অতএব তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি না কি নরহত্যা করিয়াছ, এবং পরের অধিকারও হরণ করিয়াছ? আরও তাহাকে বল, সদাপ্রভু কহেন, যে স্থানে কুক্কুরেরা নাবোতের রক্ত চাটিয়া পান করিয়াছে, সেই স্থানে কুক্কুরেরা তোমার রক্তও চাটিয়া পান করিবে। [২০] তখন আহাব্ এলিয়কে কহিল, হে আমার শত্রো, তুমি কি আমাকে পাইলা? তাহাতে সে কহিল, পাইলাম; তুমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করণার্থে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছ, এই কারণ [তিনি কহেন], [২১] দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল ঘটাইব, ও তোমার পশ্চাৎ ঝাঁটি দিব; এবং আহাবের সম্বন্ধীয় প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও অবদ্ধ সকলকে উচ্ছিন্ন করিব। [২২] যে বিরক্তিজনক ক্রিয়াদ্বারা তুমি আমাকে বিরক্ত করিয়াছ, এবং ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছ, তাহার জন্যে আমি তোমার কুল নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের সমান ও অহিয়ের পুত্র বাশার কুলের সমান করিব। [২৩] পরন্তু ঈষেবলের বিষয়েও সদাপ্রভু কহিতেছেন, কুক্কুরেরা যিষ্রিয়েলের [বহিঃস্থ] প্রাকারের কাছে ঈষেবল্কে খাইবে। [২৪] আহাবের যে জন নগরে মরিবে, কুক্কু-

রেরা তাহাকে খাইবে; এবং যে জন মাঠে মরিবে, শূন্যের পক্ষিরা তাহাকে খাইবে।

[২৫] আর সেই আহাব আপন ভার্য্যা ঈষেবল্ কর্ত্তৃক প্রচোদিত হওয়াতে যেমন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিল, তদ্রূপ আর কেহ কখন করে নাই। [২৬] ফলতঃ সদাপ্রভু যে ইমোরীয়দিগকে ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সে পুত্তলিদের অনুগত হইয়া অতিশয় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত। [২৭] তথাপি আহাব্ যখন ঐ সকল কথা শুনিল, তখন আপন বস্ত্র চিরিল, এবং গাত্রে চট বাঁধিয়া উপবাস ও চটে শয়ন করিল, এবং ধীরে২ বেড়াইল। [২৮] অপর তিশ্বীয় এলিয়ের কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [২৯] যথা, আহাব্ আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিল, ইহা কি তুমি দেখিতেছ? সে আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিল, এই জন্যে আমি তাহার জীবৎকালে ঐ অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার পুত্রের জীবৎকালে তাহার কুলের বিরুদ্ধে ঐ অমঙ্গল ঘটাইব।

২২ অধ্যায়।

[১] অপর তিন বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ ক্ষান্ত রহিল; অরামের ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হইল না। [২] তৃতীয় বৎসরে যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা ইস্রায়েলের রাজার নিকটে আইলে [৩] ইস্রায়েলের রাজা আপন দাসদিগকে কহিল, রামোৎ-গিলিয়দে আমাদের অধিকার আছে, ইহা কি তোমরা জান না? কিন্তু আমরা অরামের রাজার হস্তহইতে তাহা না লইয়া চুপ করিয়া আছি। [৪] অনন্তর সে যিহোশাফট্কে কহিল, তুমি কি যুদ্ধার্থে আমার সহিত রামোৎ-গিলিয়দে যাইবা? তাহাতে যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি ও তুমি, আমার লোক ও তোমার লোক, এবং আমার অশ্ব ও তোমার অশ্ব, সকলই এক। [৫] পরে যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর বাক্য জিজ্ঞাসা কর। [৬] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা ভাববাদিগণকে, অর্থাৎ প্রায় চারি শত জনকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব, কিম্বা ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন্; প্রভু [তাহা] মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

[৭] পরে যিহোশাফট্ কহিল, আমরা যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সদাপ্রভুর এমত কোন ভাববাদী কি এস্থানে আর নাই? [৮] তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্কে কহিল, আমরা যাহাদ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত আর এক জন আছে; কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার উদ্দেশে সে মঙ্গল বিনা কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে; যিম্লের পুত্র মীখায় তাহার নাম তাহাতে যিহোশাফট্ কহিল, মহারাজ এমত কথা কহিবেন না। [৯] তখন ইস্রায়েলের রাজা আপনার এক গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র এখানে আন। [১০] ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট রাজা আপন ২ রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া শমরিয়ার দ্বারপ্রবেশ স্থানের কুট্টিমে আপন ২ সিংহাসনে বসিয়াছিল, এবং তাহাদের সম্মুখে ভাববাদী সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল। [১১] বিশেষতঃ কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহাদ্বারা আপনি অরামীয়দিগকে সংহার করণ পর্য্যন্ত গুঁতাইবেন। [১২] এবং ভাববাদিরা সকলে তদ্রূপ ভাবোক্তি প্রচার করিল, যথা, আপনি রামোৎগিলিয়দে যাত্রা করুন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, এবং সদাপ্রভু [তাহা] মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [১৩] পরন্তু যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গেল, সে তাহাকে কহিল, দেখ, ভাববাদিগণের বাক্য সকল একস্বরে রাজার পক্ষে মঙ্গলসূচক; আমি বিনয় করি, তোমার বাক্য উহাদের কোন জনের বাক্যের সমানার্থক হউক; তুমিও মঙ্গলসূচক কথা বল। [১৪] তাহাতে মীখায় কহিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, সদাপ্রভু আমাকে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই বলিব।

[১৫] পরে সে রাজার নিকটে আইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মীখায়, আমরা রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব, কিম্বা ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সে তাহাকে কহিল, যাত্রা করুন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, এবং সদাপ্রভু [তাহা] মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [১৬] পরে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাকে সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিবা না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব? [১৭] তখন সে কহিল, আমি সমস্ত ইস্রায়েলকে অরক্ষক মেষপালের ন্যায় পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু কহিলেন, উহাদের স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে কুশলে আপন ২ বাটীতে ফিরিয়া যাইবে। [১৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্কে কহিল, এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গল বিনা কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে, ইহা আমি কি অগ্রে তোমাকে কহি নাই? [১৯] পরে মীখায় কহিল, ভাল, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন; আমি সদাপ্রভুর দর্শন পাইলাম; তিনি আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান ছিল। [২০] অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, আহাব্ যেন যাত্রা করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্যে কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক প্রকারে, আর কেহ অন্য প্রকারে কহিল। [২১] শেষে আত্মা সম্মুখে আসিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি

তাহাকে মুগ্ধ করিব। ২২ সদাপ্রভু কহিলেন, কিসে? সে কহিল, আমি যাইয়া তাহার যাবতীয় ভাববাদির মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে মুগ্ধ করিবা, এবং কৃতকার্য্যও হইবা; যাও, সেই রূপ কর। ২৩ অতএব দেখ, সদাপ্রভু তোমার এই সমস্ত ভাববাদির মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা দিলেন; কিন্তু সদাপ্রভু তোমার উদ্দেশে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।

২৪ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর আত্মা তোকে কহিবার জন্যে আমার নিকটহইতে কোন্ দিগে অগ্রসর হইয়াছিল? ২৫ মীখায় কহিল, দেখ, যে দিনে তুমি লুকাইবার জন্যে অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে যাইবা, সেই দিনে তাহা জানিবা। ২৬ পরে ইস্রায়েলের রাজা আজ্ঞা করিল, মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে লইয়া যাও, ২৭ এবং তাহাদিগকে বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ কর, এবং যাবৎ আমি কুশলে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ ইহাকে আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও কষ্টযুক্ত জল দেও। ২৮ তাহাতে মীখায় কহিল, যদি তুমি কুশলে ফিরিয়া আইস, তবে সদাপ্রভু আমার প্রমুখাৎ কহেন নাই। সে আরো কহিল, হে জাতিগণ, সকলে শ্রবণ কর।

২৯ অনন্তর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিল। ৩০ অপর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করি, তুমি আপন রাজবস্ত্র পরিধান কর। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিল। ৩১ কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজাব্যতিরেকে ক্ষুদ্র কি মহান্ আর কাহারো সহিত যুদ্ধ করিও না। ৩২ অতএব রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফট্‌কে দেখিয়া, উনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, বলিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এক দিগে গেল। তাহাতে যিহোশাফট্ চেঁচাইতে লাগিল। ৩৩ তখন সে ইস্রায়েলের রাজা নহে, ইহা রথাধ্যক্ষগণ জানিয়া তাহার পশ্চাৎ গমনহইতে নিবৃত্ত হইল।

৩৪ কিন্তু এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুর্গুণ টানিয়া ইস্রায়েলের রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে সে আপন সারথিকে কহিল, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যহইতে আমাকে লইয়া যাও, আমি আঘাতী হইলাম। ৩৫ ঐ দিবসে তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহাতে লোকেরা অরামীয়দের সম্মুখে রাজাকে রথে দণ্ডায়মান রাখিল; কিন্তু সায়ংকালে সে মরিল, এবং তাহার ক্ষতের রক্ত রথের গর্ত্তে পড়িল। ৩৬ পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে সৈন্যের সর্ব্বত্র এই আজ্ঞার ঘোষণা হইল, প্রত্যেক জন আপন ২ নগরে ও আপন ২ দেশে প্রস্থান করুক। ৩৭ এই রূপে রাজা মৃত হইয়া শমরিয়াতে [ফিরিয়া] আইল, এবং লোকেরা শমরিয়াতে রাজাকে কবর দিল। ৩৮ পরন্তু শমরিয়ার পুষ্করিণীর ধারে তাহার রথ প্রক্ষালন করিলে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কুক্কুরগণ তাহার রক্ত চাটিয়া পান করিল, এবং বেশ্যা সকল [তথায়] স্নান করিল।

৩৯ আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া এবং সে যে হস্তিদন্তময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইল ও যে ২ নগর দৃঢ় করিল, সে সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৪০ আহাব্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে তাহার পুত্র অহসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

৪১ ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট্ যিহূদাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। ৪২ যিহোশাফট্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম শিল্‌হির কন্যা অসূবা। ৪৩ যিহোশাফট আপন পিতা আসার সমস্ত পথে চলিত, এবং তাহাহইতে না ফিরিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে সদাচরণ করিত, কিন্তু উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না; লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। ৪৪ পরন্তু ইস্রায়েলের রাজার সহিত যিহোশাফটের সন্ধি ছিল।

৪৫ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং সে যে পরাক্রম সম্পন্ন করিল, ও যে যুদ্ধ করিল, সে সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৪৬ তাহার পিতা আসার অধিকারসময়ে যে পুংগামি লোকেরা অবশিষ্ট রহিয়াছিল, তাহাদিগকে সে দেশহইতে দূর করিল। ৪৭ সেই সময়ে ইদোমের রাজা ছিল না, এক প্রতিনিধি রাজত্ব করিত। ৪৮ যিহোশাফট্ স্বর্ণের নিমিত্তে ওফীরে যাইতে তর্শীশের জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, কিন্তু সে সকল জাহাজ গেল না, ইৎসিয়োন্-গেবরে ভগ্ন হইল। ৪৯ তখন আহাবের পুত্র অহসিয় যিহোশাফট্‌কে কহিল, তোমার দাসদের সহিত আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু যিহোশাফট্ সম্মত হইল না। ৫০ পরে যিহোশাফট্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের নগরে পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র যোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল।

৫১ যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার অধিকারের সতের বৎসরে আহাবের পুত্র অহসিয় শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল; সে দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ৫২ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, অর্থাৎ আপন পিতা মাতার পথে, এবং নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহারও পথে চলিত; ৫৩ এবং আপন পিতার সমস্ত ক্রিয়ানুসারে বালের পূজা ও তাহার কাছে প্রণিপাত করিত, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিত।

রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড।

১ অধ্যায়।

[১] আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াব্ ইস্রায়েলের অধীনতা অস্বীকার করিল। [২] অপর অহসিয় শমরিয়াতে স্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ কুঠরীর সিঁড়ির দ্বার দিয়া পতিত হইয়া পীড়িত হইল; তাহাতে সে কএক জন দূত ডাকাইয়া এই কথা কহিল, যাও, এই পীড়াতে আমি বাঁচিব কি না? ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবকে ইহা জিজ্ঞাসা কর। [৩] কিন্তু সদাপ্রভুর দূত তিশ্‌বীয় এলিয়কে কহিলেন, উঠ, শমরীয় রাজার দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই, যে তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? [৪] ভাল, সদাপ্রভু [রাজাকে] এই কথা কহেন, তুমি যে খট্টাতে শয্যাগত হইয়াছ, তাহাহইতে আর নামিবা না, অবশ্য মরিবা। পরে এলিয় চলিয়া গেল।

[৫] অপর সেই দূতগণ রাজার নিকটে ফিরিয়া গেলে সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি? কেন ফিরিয়া আইলা? [৬] তাহারা উত্তর করিল, এক মনুষ্য আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাদিগকে কহিল, যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাইল, তোমরা তাহার কাছে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের মধ্যে কি ঈশ্বর নাই, যে তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইতেছ? ভাল, তুমি যে খট্টাতে শয্যাগত হইয়াছ, তাহাহইতে আর নামিবা না, অবশ্য মরিবা। [৭] রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যে মনুষ্য সেই কথা কহিয়াছিল, সে কি প্রকার লোক? [৮] তাহারা উত্তর করিল, সে লোমশ পুরুষ, এবং তাহার কটিতে চর্ম্মপটুকা বদ্ধ আছে। তাহাতে রাজা কহিল, সে তিশ্‌বীয় এলিয়।

[৯] পরে রাজা পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল; তৎকালে এলিয় এক পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়াছিল। তাহাতে সে তাহার নিকটে উঠিয়া গিয়া কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা আজ্ঞা করিলেন, তুমি নামিয়া আইস। [১০] তাহাতে এলিয় সেই পঞ্চাশৎপতিকে উত্তর করিল, শুন, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করুক। তাহাতে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করিল। [১১] পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ লোকের সহিত আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে তাহার কাছে পাঠাইল। সে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র নামিয়া আইস। [১২] এলিয় উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করুক। তাহাতে আকাশহইতে ঈশ্বরের অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করিল।

[১৩] পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ লোকের সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইল। তাহাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি উঠিয়া গিয়া উপস্থিত হইয়া এলিয়ের অভিমুখে হাঁটু পাতিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং আপনকার এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। [১৪] দেখুন, আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া পূর্ব্বে আগত দুই সেনাপতিকে ও তাহাদের পঞ্চাশ ২ লোককে গ্রাস করিল; কিন্তু এখন আমার প্রাণ আপনকার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। [১৫] তাহাতে সদাপ্রভুর দূত এলিয়কে কহিলেন, ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে ভয় করিও না। পরে এলিয় গাত্রোত্থান করিয়া তাহার সহিত রাজার নিকটে নামিয়া গেল। [১৬] এবং তাহাকে কহিল, সদাপ্রভু কহেন, কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইস্রায়েলের মধ্যে ঈশ্বর নাই, বলিয়া তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্-সবূবের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে দূতগণকে পাঠাইলা; এই কারণ শুন, তুমি যে খট্টাতে শয্যাগত হইয়াছ, তাহাহইতে আর নামিবা না, অবশ্য মরিবা।

[১৭] পরে এলিয়দ্বারা প্রচারিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সে মরিল, এবং তাহার পুত্র না থাকাতে যিহূদার রাজা যিহোশাফটের পুত্র যোরামের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল। [১৮] অহসিয়ের ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

২ অধ্যায়।

[১] অপর যখন সদাপ্রভু এলিয়কে ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহণ করাইতে উদ্যত ছিলেন, তখন এলিয় ও ইলীশায় গিল্‌গল্‌হইতে যাত্রা করিলে [২] এলিয় ইলীশায়কে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে বৈথেল্ পর্য্যন্ত পাঠাইলেন। কিন্তু ইলীশায় উত্তর করিল, আমি সদাপ্রভুর জীবনের নামে এবং আপনকার প্রাণের জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমি আপনাকে

ছাড়িব না। অতএব তাহারা বৈথেলে নামিয়া গেল। ৩ তখন বৈথেলনিবাসি শিষ্য ভাববাদিগণ বাহিরে ইলীশায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনকার উপরহইতে আপনকার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? সে কহিল, আমিও তাহা জানি; তোমরা নীরব হও। ৪ পরে এলিয় তাহাকে কহিল, হে ইলীশায়, বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক; কেননা সদাপ্রভু আমাকে যিরীহোতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে কহিল, আমি সদাপ্রভুর জীবনের নামে এবং আপনকার প্রাণের জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমি আপনাকে ছাড়িব না। অতএব তাহারা যিরীহোতে আইল। ৫ তখন যিরীহোনিবাসি শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশায়ের নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য সদাপ্রভু আপনকার উপরহইতে আপনকার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি আপনি জানেন? সে উত্তর করিল, আমিও তাহা জানি; তোমরা নীরব হও। ৬ পরে এলিয় তাহাকে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক, কেননা সদাপ্রভু আমাকে যর্দ্দনের নিকটে পাঠাইলেন। কিন্তু সে উত্তর করিল, আমি সদাপ্রভুর জীবনের নামে এবং আপনকার প্রাণের জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমি আপনাকে ছাড়িব না। অতএব তাহারা দুই জন অগ্রে গেল। ৭ তখন শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন যাইয়া তাহাদের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইল। পরে যর্দ্দনের ধারে ঐ দুই জন দাঁড়াইল, ৮ এবং এলিয় আপন শাল ধরিয়া জড় করিয়া জলেতে আঘাত করিল; তাহাতে জল এদিগে ওদিগে বিভিন্ন হইল, এবং তাহারা দুই জন শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইল। ৯ পার হইলে পর এলিয় ইলীশায়কে কহিল, তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? তাহা তোমার নিকটহইতে আমার নীত হওনের পূর্ব্বে প্রার্থনা কর। তাহাতে ইলীশায় কহিল, আপনকার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক, এই আমার প্রার্থনা। ১০ সে কহিল, দুঃসাধ্য বর প্রার্থনা করিলা; যদি তোমার নিকটহইতে নীত হওন সময়ে আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি তদ্রূপ বর্ত্তিবে; কিন্তু না দেখিলে বর্ত্তিবে না।

১১ তাহারা যাইতে২ এই রূপ কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহণ করিল। ১২ আর ইলীশায় তাহা দেখিতেছিল, এবং হে আমার পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ, ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল। পরে উহাকে আর দেখিতে না পাওয়াতে সে আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দুই খান করিল। ১৩ অনন্তর সে এলিয়ের গাত্রহইতে পতিত শালখানি তুলিয়া লইল, এবং ফিরিয়া গিয়া যর্দ্দনের ধারে দাঁড়াইল। ১৪ পরে সে এলিয়ের গাত্রহইতে পতিত সেই শাল লইয়া জলেতে আঘাত করিয়া কহিল, এলিয়ের ঈশ্বর যে সদাপ্রভু, তিনি আপনি কোথায়? তাহাতে জলে তাহার আঘাত করাতে জল এদিগে ওদিগে বিভিন্ন হইল, এবং ইলীশায় পার হইয়া গেল। ১৫ তখন যিরীহোনিবাসি শিষ্য ভাববাদিগণ সম্মুখে [থাকাতে] তাহা দেখিয়া কহিল, এলিয়ের আত্মা ইলীশায়েতে অধিষ্ঠিত হইল। পরে তাহারা তাহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাহার কাছে ভূমিতে প্রণিপাত করিল। ১৬ এবং তাহাকে কহিল, দেখুন, আপনকার দাসগণের এখানে পঞ্চাশ জন বলবান লোক আছে; আমরা বিনয় করি, তাহারা আপনকার প্রভুর অন্বেষণে যাউক; কি জানি, সদাপ্রভুর আত্মা তাহাকে উঠাইয়া কোন পর্ব্বতে কিম্বা কোন উপত্যকাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। সে কহিল, পাঠাইও না। ১৭ তথাপি তাহারা আগ্রহ করিলে সে লজ্জিত হইয়া কহিল, পাঠাইয়া দেও। অতএব তাহারা পঞ্চাশ লোককে প্রেরণ করিল; তাহারা তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিল, কিন্তু তাহাকে পাইল না। ১৮ পরে ইলীশায়ের নিকটে ফিরিয়া আইল। তখনও সে যিরীহোতে ছিল। তাহাতে সে কহিল, আমি কি তোমাদিগকে যাইতে বারণ করি নাই?

১৯ পরে নগরস্থ লোকেরা ইলীশায়কে কহিল, বিনয় করি, দেখুন, এই নগরের স্থান রম্য বটে, ইহা আমাদের প্রভু দেখিতেছেন; কিন্তু জল মন্দ ও ভূমি অপত্যনাশক। ২০ তাহাতে সে কহিল, আমার কাছে নূতন এক বাটি আনিয়া তাহাতে লবণ দেও। পরে তাহা তাহার কাছে আনীত হইলে ২১ সে বাহির হইয়া জলের উনুইর নিকটে যাইয়া তাহাতে লবণ ফেলিয়া কহিল, সদাপ্রভু কহেন, আমি এ জল ভাল করিলাম, অদ্যাবধি ইহা আর মৃত্যুজনক কি অপত্যনাশক হইবে না। ২২ ইলীশায়ের উক্ত সেই বাক্যানুসারে সেই জল অদ্য পর্য্যন্ত ভাল হইয়া আছে।

২৩ পরে সে তথাহইতে বৈথেলে উঠিয়া গেল; তখন পথ দিয়া তাহার ঊর্দ্ধে গমন কালে নগরহইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক আসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়; রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়। ২৪ তখন সে পশ্চাদ্দিগে মুখ ফিরাইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সদাপ্রভুর নামে তাহাদিগকে শাপ দিল; তাহাতে বনহইতে দুই ভল্লূকী আসিয়া তাহাদের মধ্যে বেয়াল্লিশ জন বালককে বিদীর্ণ করিল। ২৫ পরে সে তথাহইতে কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে গেল, এবং তথাহইতে শমরিয়াতে প্রত্যাগমন করিল।

৩ অধ্যায়।

১ যিহূদার রাজা যিহোশাফটের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে আহাবের পুত্র যিহোরাম শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া

দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। [২] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; তথাপি আপন পিতা মাতার সমান না হইয়া আপন পিতার নির্ম্মিত বালের স্তম্ভ দূর করিল। [৩] কিন্তু নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপেতে সে আসক্ত থাকিল, তাহা ত্যাগ করিল না।

[৪] মোয়াবের রাজা মেশা মেষাধিকারী ছিল, সে ইস্রায়েলের রাজাকে কররূপে এক লক্ষ মোটা মেষ এবং এক লক্ষ পুংমেষের লোম দিত। [৫] কিন্তু আহাব্ মরিলে মোয়াবের রাজা ইস্রায়েলের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিল।

[৬] অনন্তর যিহোরাম্ রাজা শমরিয়াহইতে নির্গমন পূর্ব্বক সমস্ত ইস্রায়েল্কে গণনা করিল। [৭] পরে যাত্রা করিয়া যিহূদার যিহোশাফট রাজার কাছে দূত পাঠাইয়া কহিল, মোয়াবের রাজা আমার অধীনতা ত্যাগ করিল, তুমি কি আমার সঙ্গে মোয়াবে যুদ্ধযাত্রা করিবা? সে কহিল, করিব; আমি ও তুমি, আমার লোক ও তোমার লোক, আমার অশ্ব ও তোমার অশ্ব, সকলই এক। [৮] সে জিজ্ঞাসিল, আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইব? তাহাতে সে কহিল, ইদোম্ প্রান্তরের পথ দিয়া। [৯] পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার রাজা ও ইদোমের রাজা যাত্রা করিয়া সাত দিনের পথ ঘুরিয়া গেল; তখন তাহাদের পশ্চাদ্গামি সৈন্যের ও পশুদের পানার্থে জল পাওয়া গেল না। [১০] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা কহিল, হায় ২! মোয়াবের হস্তে সমর্পন করিতে সদাপ্রভু এই তিন রাজাকে আহ্বান করিলেন। [১১] কিন্তু যিহোশাফট্ কহিল, আমরা যাহাদ্বারা সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সদাপ্রভুর এমত কোন ভাববাদী কি এখানে নাই? তাহাতে ইস্রায়েলের রাজার দাসগণের মধ্যে এক জন কহিল, শাফটের পুত্র যে ইলীশায় এলিয়ের হস্তের উপরে জল ঢালিত, সে এখানে আছে। [১২] যিহোশাফট্ কহিল, সদাপ্রভুর বাক্য তাহার কাছে আছে। পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহোশাফট্ ও ইদোমের রাজা ইলীশায়ের কাছে চলিল। [১৩] তখন ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি আপন পিতার ভাববাদিদের ও আপন মাতার ভাববাদিদের নিকটে যাও। তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা কহিল, তাহা নয়, কেননা মোয়াবের হস্তে সমর্পন করিতে সদাপ্রভু এই তিন রাজাকে আহ্বান করিলেন। [১৪] ইলীশায় কহিল, আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হই, সেই বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, যদি যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার মুখাপেক্ষা না করিতাম, তবে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম না, ও তোমাকে দেখিতাম না। [১৫] যাহা হউক, এখন আমার নিকটে এক জন বীণাবাদককে আন। পরে বাদ্যকর বীণা বাজাইলে সদাপ্রভু ইলীশায়েতে হস্তার্পণ করিলেন। [১৬] তাহাতে সে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এই স্রোতোমার্গ খাতময় কর। [১৭] কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বায়ু দেখিবা না ও বৃষ্টি দেখিবা না, তথাপি এই স্রোতোমার্গ জলেতে পরিপূর্ণ হইবে; তাহাতে তোমরা ও তোমাদের পশু ও বাহন সকল পান করিবা। [১৮] পরন্তু সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ইহাও অতি ক্ষুদ্র বিষয়; তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হস্তে সমর্পন করিবেন। [১৯] তোমরা প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগর ও প্রত্যেক উত্তম নগর উচ্ছিন্ন করিবা, ও প্রত্যেক উত্তম বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা, ও জলের উনুই সকল বুজাইবা, ও উর্ব্বরা ক্ষেত্র সকল প্রস্তরেতে ধ্বংস করিবা। [২০] পরে প্রাতঃকালীন নৈবেদ্য উৎসর্গ করণ সময়ে ইদোমের পথ দিয়া জল আসিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিল।

[২১] ইতিমধ্যে রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আইল, সমস্ত মোয়াব ইহা শুনিয়াছিল, এবং সর্ব্বস্থানহইতে সজ্জান্বিত ও অন্যান্য লোকেরা সমাহূত হইয়া দেশের সীমাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। [২২] অপর প্রত্যূষে উঠিলে সূর্য্য জলের উপরে চকমক করিতেছিল, তাহাতে মোয়াবীয়েরা সম্মুখে রক্তের ন্যায় রাঙ্গা জল দেখিল। [২৩] তখন তাহারা কহিল, ঐ দেখ, রক্ত; সেই রাজগণ অবশ্য হত হইয়াছে; তাহারা মারামারি করিয়া মরিয়াছে; অতএব হে মোয়াব, লুট করিতে যাও। [২৪] পরে তাহারা ইস্রায়েলের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল্ লোকেরা উঠিয়া মোয়াবীয়দিগকে পরাজয় করিল, এবং উহারা তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিলে ইস্রায়েল উহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া মোয়াবকে [পুনঃ ২] আঘাত করিল। [২৫] তাহারা নগর সকল ভাঙ্গিল, ও প্রত্যেক জন প্রত্যেক উর্ব্বরা ক্ষেত্রে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিল, ও জলের উনুই সকল বুজাইল, ও উত্তম ২ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল; কেবল কীর্হেরসে তাহার প্রস্তরচয় অবশিষ্ট রাখিল, কিন্তু ফিঙ্গাধারিরা তাহার চতুর্দ্দিগে যাইয়া তাহা পরাজয় করিতে উদ্যত হইল।

[২৬] তখন যুদ্ধ আমার অসহ্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া মোয়াবের রাজা ইদোমের রাজার নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্যে সাত শত খড়্গধারিকে আপনার সঙ্গে লইল; কিন্তু তাহারা পারিল না। [২৭] পরে রাজপদে আপনার উত্তরাধিকারি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া প্রাচীরের উপরে হোম করিল, তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল; পরে তাহারা তাহার নিকটহইতে যাত্রা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

একদা শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক জনের স্ত্রী ইলীশায়ের কাছে কাঁদিয়া কহিল, আপনকার

দাস আমার স্বামী মরিল। আপনি জানেন, সে সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক ছিল; এখন মহাজন আমার দুই পুত্রকে লইয়া আপনার দাস করিতে আসিয়াছে। [২] ইলীশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি তোমার নিমিত্তে কি করিতে পারি? বল দেখি, ঘরে তোমার কি আছে? সে কহিল, ঘরে এক বাটি তৈল ব্যতিরেকে আপনকার দাসীর আর কিছুই নাই। [৩] তখন সে কহিল, তবে যাও, বাহির-হইতে পাত্র [আন, অর্থাৎ] আপনার সমস্ত প্রতিবাসির কাছে শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না। [৪] পরে তোমার পুত্রদের সহিত গৃহের ভিতরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে তৈল ঢাল; এক ২ পাত্র পূর্ণ হইলে তাহা এক দিগে রাখ। [৫] অনন্তর সে স্ত্রী তাহার নিকট-হইতে প্রস্থান করিল, পরে আপনার ও পুত্রগণের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহারা পুনঃ ২ তাহাকে পাত্র আনিয়া দিল, ও সে তৈল ঢালিল। [৬] সমস্ত পাত্র পূর্ণ হইলে পর সে আপন পুত্রকে কহিল, আর পাত্র দেও; তাহাতে পুত্র কহিল, আর পাত্র নাই। তখন তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। [৭] পরে সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সংবাদ দিল। তাহাতে সে কহিল, যাও, সেই তৈল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ কর, এবং অবশিষ্টেতে তোমার ও তোমার পুত্রগণের দিনপাত হইবে।

[৮] আর এক দিন ইলীশায় শূনেমে গেল। তথায় এক ধনবতী স্ত্রী ছিল, সে বিনয়পূর্ব্বক তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রন করিল। পরে যত বার সে ঐ পথ দিয়া যাইত, তত বার আহার করণার্থে সেই স্থানে যাইত। [৯] অনন্তর সে স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিল, দেখ, আমি জানি, সেই যে ব্যক্তি আমাদের নিকট দিয়া নিত্য যাতায়াত করেন, তিনি ঈশ্বরের এক পবিত্র লোক। [১০] অতএব আইস, আমরা তাঁহার নিমিত্তে ভিত্তির উপরে এক ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার মধ্যে এক খট্টা ও এক মেজ ও এক আসন ও এক দীপবৃক্ষ রাখি; তিনি আমাদের এখানে আইলে সেই স্থানে থাকিবেন। [১১] এক দিন ইলীশায় সেখানে গিয়া সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিল; [১২] পরে আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিল, তুমি ঐ শূনেমীয়াকে ডাক। তাহাতে সে তাহাকে ডাকিলে সেই স্ত্রী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। [১৩] তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল, উহাকে বল, দেখ, আমাদের নিমিত্তে তুমি এই সকল চিন্তা করিলা, এখন তোমার নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য? রাজার কিম্বা সেনাপতির নিকটে তোমার কি কোন নিবেদন আছে? সে উত্তর করিল, আমি আপন লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি। [১৪] পরে ইলীশায় কহিল, তবে উহার জন্যে কি করা যায়? তাহাতে গেহসি কহিল, তাহার পুত্র নাই, এবং স্বামীও বৃদ্ধ। [১৫] ইলীশায় কহিল, তাহাকে ডাক; অনন্তর তাহাকে ডাকিলে সে দ্বারে দাঁড়াইল। [১৬] তখন ইলীশায় কহিল, এই ঋতুতে [অর্থাৎ] এই কাল পুনরায় উপস্থিত হইলে তুমি পুত্রকে ক্রোড়ে করিবা। কিন্তু সে কহিল, না, না; হে আমার প্রভো, হে ঈশ্বরের লোক, আপন দাসীকে মিথ্যা কথা কহিবেন না। [১৭] পরে ইলীশায়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া সেই ঋতুতে [অর্থাৎ] সেই কাল পুনরায় উপস্থিত হইলে পুত্র প্রসব করিল।

[১৮] বালকটী বৃদ্ধি পাইলে পর সে এক দিন শস্যচ্ছেদকদের কাছে আপন পিতার নিকটে গেল। [১৯] তখন পিতাকে কহিল, আমার মাথা! আমার মাথা! তাহাতে সে এক যুব ভৃত্যকে কহিল, তুমি ইহাকে তুলিয়া ইহার মাতার কাছে লইয়া যাও। [২০] পরে সে তাহাকে তুলিয়া মাতার কাছে আনিলে বালকটী মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাহার ক্রোড়ে বসিয়া থাকিল, পরে মরিল। [২১] তখন মাতা উপরে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের খট্টাতে তাহাকে শয়ন করাইল, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া আপন স্বামিকে কহিয়া পাঠাইল, [২২] আমি বিনয় করি তুমি ভৃত্যদের এক জনকে ও এক গর্দ্দভীকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি ঈশ্বরের লোকের কাছে শীঘ্র যাইয়া ফিরিয়া আসিব। [২৩] তাহাতে সে কহিল, অদ্য তাহার নিকটে কেন যাইবা? [অদ্য] অমাবস্যা নয়, বিশ্রামবারও নয়। সে কহিল, মঙ্গল হইবে। [২৪] পরে সে গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন ভৃত্যকে কহিল, গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না পাইলে আমার গমন শিথিল করিও না। [২৫] অপর সে যাইয়া কর্ম্মিল পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের নিকটে উপস্থিত হইল; তখন ঈশ্বরের লোক সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া আপন ভৃত্য গেহসিকে কহিল, ঐ দেখ, সেই শূনেমীয়া। [২৬] এক বার দৌড়িয়া গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং তোমার মঙ্গল? তোমার স্বামির মঙ্গল? বালকটীর মঙ্গল? ইহা জিজ্ঞাসা কর। সে উত্তর করিল, মঙ্গল। [২৭] কিন্তু পর্ব্বতে ঈশ্বরের লোকের সমীপে উপস্থিত হওন সময়ে সে তাহার চরণ ধরিল: তাহাতে গেহসি তাহাকে ঠেলিয়া দিতে নিকটে আইলে ঈশ্বরের লোক কহিল, উহাকে থাকিতে দেও, উহার প্রাণ শোকাকুল হইয়াছে, কিন্তু সদাপ্রভু আমাহইতে তাহা গোপন করিয়া আমাকে জানান নাই। [২৮] তখন সেই স্ত্রী কহিল, আপন প্রভুর কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়াছিলাম? বরং আমাকে প্রতারণা করিবেন না, এ কথা কি বলি নাই? [২৯] তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল, কটিবন্ধন করিয়া আমার এই যষ্টি হস্তে লইয়া প্রস্থান কর; কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিও না, ও কেহ মঙ্গলবাদ করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে বালকটীর মুখের উপরে আমার এই যষ্টি রাখ। [৩০] তাহাতে বালকের মাতা কহিল, আমি সদাপ্রভুর জীবনের নামে ও

আপনকার প্রাণের জীবনের নামে সত্য কহিতেছি, আমি আপনকাকে ছাড়িব না। তখন ইলীশায় উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিল। [৩১] ইতিমধ্যে গেহসি তাহাদের অগ্রে যাইয়া বালকটীর মুখে ঐ যষ্টি রাখিল, তথাপি কোন বাণী কিম্বা অবধানের কোন লক্ষণ হইল না। অতএব গেহসি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে কহিল, বালকটী জাগে নাই। [৩২] পরে ইলীশায় সেই গৃহে আসিয়া আপনার শয্যাতে শয়ান মৃত বালকটীকে দেখিল। [৩৩] তখন সে একাকী তাহার নিকটে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল। [৩৪] এবং [খট্টায়] উঠিয়া বালকটীর উপরে শয়ন করিল; সে তাহার মুখের উপরে আপন মুখ ও চক্ষুর উপরে চক্ষু ও করতলের উপরে করতল দিয়া তাহার উপরে আপনি লম্বমান হইল; তাহাতে বালকটীর গাত্রে তাপ পাইতে লাগিল। [৩৫] অনন্তর সে নামিয়া গৃহমধ্যে এক বার এদিক ওদিক করিল, পরে পুনর্ব্বার উঠিয়া তাহার উপরে লম্বমান হইল; তাহাতে বালকটী সাত বার হাঁচিল ও চক্ষু উন্মীলন করিল। [৩৬] তখন সে গেহসিকে ডাকিয়া কহিল, সেই শূনেমীয়াকে ডাক। সে তাহাকে ডাকিলে ঐ স্ত্রী তাহার নিকটে আইল। তাহাতে সে কহিল, তোমার পুত্রকে লইয়া যাও। [৩৭] তখন সে স্ত্রী ভিতরে যাইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিল, এবং আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল।

[৩৮] পরে ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্গলে উপস্থিত হইল; সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন শিষ্য ভাববাদিগণ তাহার সম্মুখে বসিলে সে আপন ভৃত্যকে আজ্ঞা দিল, বড় স্থালী চড়াইয়া এই শিষ্য ভাববাদিগণের জন্যে ব্যঞ্জন পাক কর। [৩৯] তখন তাহাদের এক জন তরকারি সংগ্রহ করিতে মাঠে গেল, এবং বনসশার লতা পাইয়া তাহার ফলেতে বস্ত্র পূর্ণ করিয়া আইল, পরে তাহা কুটিয়া পাকস্থালীতে দিল; কিন্তু তাহা কি, তাহা তাহারা জানিল না। [৪০] পরে লোকদের ভোজনার্থে তাহা ঢালিলে তাহারা সেই ব্যঞ্জন মুখে দিবামাত্র চীৎকার পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, পাকস্থালীতে মৃত্যু আছে; ফলতঃ তাহারা তাহা খাইতে পারিল না। [৪১] তখন সে কহিল, তবে কিছু ময়দা আন। পরে সে পাকস্থালীতে তাহা ফেলিয়া কহিল, লোকদের জন্যে ঢালিয়া দেও, তাহারা ভোজন করুক। তাহাতে পাকস্থালীতে কিছুই মন্দ থাকিল না।

[৪২] অপর বাল-শালিশাহইতে আগত কোন ব্যক্তি ঝুলিতে করিয়া ঈশ্বরের লোকের কাছে আশুপক্ক শস্যের রুটী অর্থাৎ যবের বিংশতি রুটী ও কোমল শীষ আনিল; তাহাতে ইলীশায় কহিল, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা ভোজন করুক। [৪৩] তখন তাহার পরিচারক কহিল, আমি কি এক শত লোককে ইহা পরিবেষণ করিব? সে আর বার কহিল, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা ভোজন করুক; কেননা সদাপ্রভু কহিতেছেন, তাহারা খাইবে ও তাহার উচ্ছিষ্ট রাখিবে। [৪৪] অতএব সে তাহাদের সম্মুখে তাহা স্থাপন করিলে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহারা খাইল, এবং উচ্ছিষ্টও রাখিল।

৫ অধ্যায়।

[১] অরামীয় রাজার নামান্ নামক সেনাপতি আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান্ ও সম্মানিত লোক ছিল, কেননা তাহারই দ্বারা সদাপ্রভু অরামীয়দিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সে বীর্য্যবান লোক, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিল। [২] এক সময়ে অরামীয় লোকেরা দলে২ গমন করিয়া ইস্রায়েল্ দেশহইতে এক ছোট বালিকাকে বন্দি করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের পত্নীর পরিচারিকা হইয়াছিল। [৩] সে আপন কর্ত্রীকে কহিত, আহা! শমরিয়াতে যে ভাববাদী আছেন, তাঁহার সহিত যদি আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে তিনি তাঁহাকে কুষ্ঠহইতে উদ্ধার করিতেন। [৪] পরে নামান যাইয়া আপন প্রভুকে কহিল, ইস্রায়েল্ দেশহইতে আনীতা সেই বালিকা এমন২ কথা কহে। [৫] তাহাতে অরামের রাজা কহিল, তুমি সেখানে চলিয়া যাও, আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্র পাঠাই। তখন সে আপনার হস্তে দশ মন রূপা ও ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ যোড়া বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিল। [৬] এবং ইস্রায়েলের রাজার কাছে পত্রখানি লইয়া গেল, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, এই পত্র যখন তোমার নিকটে পঁহুছিবে, তখন আমি আপন দাস নামানকে তোমার কাছে প্রেরণ করিলাম, ইহা জানিবা, এবং তাহাকে কুষ্ঠহইতে উদ্ধার করিবা। [৭] এই পত্র পাঠ করিবামাত্র ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, মারিতে ও বাঁচাইতে সমর্থ ঈশ্বর কি আমি, যে এই ব্যক্তি এক মনুষ্যকে কুষ্ঠহইতে উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে আজ্ঞা পাঠাইতেছে? বিনয় করি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, সে আমার ছিদ্র পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

[৮] পরে ইস্রায়েলের রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়াছে, ইহা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায় রাজার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তুমি কেন আপন বস্ত্র চিরিলা? সে ব্যক্তি আমার কাছে আইসুক; তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক ভাববাদী আছে, ইহা সে জ্ঞাত হইবে। [৯] অতএব নামান্ আপন অশ্বগণ ও রথের সহিত আসিয়া ইলীশায়ের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। [১০] তখন ইলীশায় এক দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া সাত বার যর্দ্দনে স্নান কর, তাহাতে তোমার নূতন মাংস হইবে, ও তুমি শুচি হইবা। [১১] তখন নামান ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল, এবং কহিল, দেখ, আমি ভাবিয়াছিলাম, সে অবশ্য বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিবে, এবং দণ্ডায়মান হইয়া আপন

ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়া কুষ্ঠ-স্থানে হাত বুলাইয়া কুষ্ঠ ঘুচাইবে। ১২ ইস্রায়েলের যাবতীয় জলহইতে দম্মেশকের অবানা ও পর্প্পর নদী কি উত্তম নয়? আমি কি তাহাতে স্নান করিয়া শুচি হইতে পারিতাম না? অতএব সে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধের আবেশে প্রস্থান করিল। ১৩ কিন্তু তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, হে পিতঃ, ঐ ভাববাদী যদি কোন মহৎ কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা আপনাকে দিতেন, তবে আপনি কি তাহা করিতেন না? অতএব স্নান করিয়া শুচি হউন, তাঁহার এই [ক্ষুদ্র] আজ্ঞা কি মানিবেন না? ১৪ তখন সে ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে নামিয়া গিয়া সাত বার যর্দ্দনে অবগাহন করিল, তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস হইল, ও সে শুচি হইল।

১৫ পরে নামান্ আপন সঙ্গি জনসমূহের সহিত ঈশ্বরের লোকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, দেখুন, আমি এখন জানিতে পারিলাম, পৃথিবীর আর কুত্রাপি ঈশ্বর নাই, কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে আছেন; অতএব বিনয় করি, আপনকার এই দাসের কাছে উপহার গ্রহণ করুন। ১৬ কিন্তু সে কহিল, আমি যাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, সেই জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, আমি কিছু গ্রহণ করিব না। এবং নামান্ আগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেও সে অস্বীকার করিল। ১৭ পরে নামান্ কহিল, তাহা যদি না হয়, তবে বিনয় করি, দুই অশ্বতরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা আপনকার এই দাসকে দেওয়া যাউক; কেননা অদ্যাবধি আপনকার এই দাস সদাপ্রভু ব্যতিরেকে কোন ইতর দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর করিবে না। ১৮ কেবল ইহাতে সদাপ্রভু আপনকার এই দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু প্রণিপাত করণার্থে রিম্মোণের মন্দিরে প্রবেশ করণ সময়ে যখন আমার হস্তে নির্ভর দিবেন, তখন যদি আমি রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে প্রণিপাত করণ বিষয়ে সদাপ্রভু আপনকার এই দাসকে ক্ষমা করিবেন। ১৯ তাহাতে ইলীশায় তাহাকে কহিল, কুশলে যাও। অনন্তর সে তাহার সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিয়া কিছু পথ গমন করিল।

২০ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের ভৃত্য গেহসি মনে ২ কহিল, দেখ, আমার প্রভু সেই অরামীয় নামানকে [অমনি] ছাড়িয়া দিয়া তাহার হস্তহইতে তাহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, আমি তাহার পশ্চাৎ ২ দৌড়িয়া তাহাহইতে কিছু লইব। ২১ পরে গেহসি নামানের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল; তাহাতে নামান্ আপন পশ্চাতে তাহাকে দৌড়িতে দেখিবামাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসিল, কি সকল মঙ্গল? ২২ সে কহিল, মঙ্গল। আমার প্রভু এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইলেন, দেখুন, এই ক্ষণে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতহইতে দুই জন শিষ্য ভাববাদী আইল; আমি বিনয় করি, তাহাদিগকে এক মণ রূপা ও দুই যোড়া বস্ত্র দান করুন। ২৩ তাহাতে নামান্ কহিল, অনুগ্রহ করিয়া দুই মণ লও। পরে সে আগ্রহ করত দুই থৈলীতে দুই মণ রূপা বান্ধিয়া দুই যোড়া বস্ত্রের সহিত আপনার দুই ভৃত্যকে দিলে তাহারা উহার অগ্রে ২ বহিয়া চলিল। ২৪ পরে উপপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্তহইতে সকলই লইয়া গৃহে সাবধানে রাখিল, এবং সেই লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া গেল। ২৫ পরে আপনি ভিতরে যাইয়া আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ইলীশায় তাহাকে কহিল, হে গেহসি, কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আপনকার দাস কোন স্থানে যায় নাই। ২৬ কিন্তু সে তাহাকে কহিল, সেই মানুষ যখন তোমার সহিত মিলিতে রথহইতে নামিল, তখন আমার হৃদয় কি [সঙ্গে] যায় নাই? রূপা লইবার এবং বস্ত্র ও জিতবৃক্ষের [উদ্যান] ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও মেষ ও গোরু ও দাস দাসী লইবার সময় কি এই? ২৭ অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশেতে নিত্য লাগিয়া থাকিবে। তাহাতে গেহসি হিমের ন্যায় কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাহার সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিল।

৬ অধ্যায়।

১ একদা শিষ্য ভাববাদিগণ ইলীশায়কে কহিল, দেখুন, আমরা আপনকার গোচরে এই যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা আমাদের জন্যে সঙ্কীর্ণ। ২ বিনয় করি, আমরা যর্দ্দনের কূলে যাইয়া প্রত্যেক জন তথাহইতে এক ২ কড়িকাষ্ঠ লইয়া আপনাদের জন্যে সেই স্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করি। তাহাতে সে কহিল, যাও। ৩ পরে আর এক জন কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসদের সহিত চলুন। তাহাতে সে কহিল, যাইব। ৪ অতএব সে তাহাদের সহিত গেল; পরে যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে লাগিল। ৫ তখন এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, ইতিমধ্যে কুড়ালির ফলা জলে পড়িল, তাহাতে সে ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিল, হায় ২! হে প্রভো, তাহা ঋণবস্তু। ৬ তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসিল, তাহা কোথায় পড়িল? পরে সে তাহাকে সেই স্থান দেখাইলে ইলীশায় একটা কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইল। ৭ তখন ইলীশায় তাহাকে কহিল, উহা তুলিয়া লও। তাহাতে সে হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা গ্রহণ করিল।

৮ কোন সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু সে যখন আপন দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিত, অমুক ২ স্থানে আমার সন্নিবেশ হইবে, ৯ তখন ঈশ্বরের লোক

ইস্রায়েলের রাজার কাছে কহিয়া পাঠাইত, সাবধান, অমুক স্থানের উপেক্ষা করিও না, কেননা সে স্থানে অরামীয়েরা নামিয়া আসিতেছে। [১০] তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সুগোচর করিত, সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিত। দুই এক বার নয়, [অনেক বার] এমন হইল। [১১] অতএব সেই বিষয়ে অরামের রাজার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইলে সে আপন দাসগণকে ডাকিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার পক্ষীয়, তাহা কি আমাকে বলিবা না? [১২] তখন তাহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, কেহ নাই; কিন্তু আপনি আপন শয়নাগারে যাহা২ বলেন' তাহা ইস্রায়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে জ্ঞাত করে।

[১৩] তখন সে কহিল, তোমরা যাইয়া দেখ, সে কোথায়? আমি লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইব। পরে কেহ তাহাকে এই সংবাদ দিল, দেখুন, সে দোথনে আছে। [১৪] তাহাতে সে অশ্বগণ ও রথ ও ভারি সৈন্যদল সেখানে পাঠাইল। তাহারা রাত্রিতে আসিয়া সেই নগর বেষ্টন করিল। [১৫] পরে ঈশ্বরের লোকের পরিচারক প্রত্যূষে উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, অশ্বগণ ও রথ ও মহাসৈন্যদল নগর বেষ্টন করিয়া আছে; তাহাতে সেই ভৃত্য তাহাকে কহিল, হায়২, প্রভো! আমরা কি করিব? [১৬] সে কহিল, ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গিগণাপেক্ষা আমাদের সঙ্গিগণ অধিক। [১৭] তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, এ যেন দেখিতে পায়, তজ্জন্য ইহার চক্ষু উন্মীলিত কর। তাহাতে সদাপ্রভু সেই ভৃত্যের চক্ষু উন্মীলিত করিলে সে দৃষ্টি পাইয়া দেখিল, ইলীশায়ের চতুর্দ্দিগে অগ্নিময় অশ্বেতে ও রথেতে পর্ব্বত পরিপূর্ণ আছে।

[১৮] পরে ঐ সৈন্যগণ তাহার নিকটে আইলে ইলীশায় সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, বিনয় করি, এই পরজাতিকে অন্ধতাতে আহত কর। তাহাতে তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিগকে অন্ধতাতে আহত করিলেন। [১৯] পরে ইলীশায় তাহাদিগকে কহিল, এ সেই পথ নয়, এবং এ সেই নগর নয়; তোমরা আমার পশ্চাৎ২ চল; যে মনুষ্যের অন্বেষণ করিতেছ, তাহার নিকট আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। কিন্তু সে তাহাদিগকে শমরিয়াতে লইয়া গেল। [২০] তাহারা শমরিয়াতে প্রবিষ্ট হইলে পর ইলীশায় কহিল, হে সদাপ্রভো, এই লোকেরা যেন দেখিতে পায়, তজ্জন্য ইহাদের চক্ষু উন্মীলিত কর। তাহাতে সদাপ্রভু তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিলে তাহারা দৃষ্টি পাইল, এবং আপনারা শমরিয়ার মধ্যে আছে, ইহা দেখিল। [২১] অপর ইস্রায়েলের রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া ইলীশায়কে কহিল, হে পিতঃ, আমি কি মারিব? কি মারিব? [২২] ইলীশায় কহিল, মারিও না। তুমি যাহাদিগকে খড়্গ ও ধনুর্দ্বারা বন্দি কর, তাহাদিগকে কি মারিয়া থাক? উহাদের সম্মুখে রুটী ও জল রাখ; উহারা ভোজন পান করিয়া আপন প্রভুর কাছে যাউক। [২৩] তাহাতে সে তাহাদের জন্যে মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং তাহারা ভোজন পান করিলে তাহাদিগকে বিদায় করিল; অনন্তর তাহারা আপন প্রভুর নিকটে গেল। পরে অরামের সৈন্যদল ইস্রায়েল্ দেশে আর আইল না।

[২৪] তৎপরে এই ঘটনা হইল। অরামের বিন্‌হদদ্ রাজা আপন সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া শমরিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহা অবরোধ করিল। [২৫] তাহাতে শমরিয়াতে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল; তাহারা এমত অবরোধ করিল, যে শেষে একটা গর্দ্দভের মস্তকের মূল্য আশী রৌপ্যমুদ্রা, ও কপোতের মলের এক কাবের চতুর্থাংশের মূল্য পাঁচ রৌপ্য মুদ্রা হইল।

[২৬] পরে ইস্রায়েলের রাজা প্রাচীরের উপরে বেড়াইতেছে, ইতিমধ্যে এক স্ত্রী তাহার কাছে কাঁদিয়া কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, সাহায্য করুন। [২৭] রাজা কহিল, তাহা হইবে না; সদাপ্রভু তোমার সাহায্য করুন; আমি কিসে তোমার সাহায্য করিব? কি শস্যমর্দ্দনস্থানহইতে? কিম্বা দ্রাক্ষাযন্ত্রহইতে? [২৮] রাজা আরো কহিল, তোমার কি হইল? তাহাতে সে উত্তর করিল, এই স্ত্রী আমাকে কহিয়াছিল, তোমার পুত্রকে দেও, অদ্য আমরা তাহাকে খাই; কল্য আমার পুত্রকে খাইব। [২৯] তাহাতে আমরা আমার পুত্রকে পাক করিয়া খাইলাম। পরদিনে যখন আমি ইহাকে কহিলাম, তোমার পুত্রকে দেও, আমরা তাহাকে খাইব, তখন এ আপন পুত্রকে লুকাইয়াছিল।

[৩০] সেই স্ত্রীর এই কথা শ্রবণে রাজা আপন বস্ত্র চিরিল, আর তখন সে প্রাচীরের উপরে বেড়াইতেছিল, অতএব লোকেরা দেখিল, বস্ত্রের নীচে তাহার গাত্রে চট [বদ্ধ] আছে। [৩১] পরে সে কহিল, অদ্য যদি শাফটের পুত্র ইলীশায়ের মস্তক স্কন্ধে থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। [৩২] তৎকালে ইলীশায় আপন গৃহে উপবিষ্ট, এবং তাহার সহিত প্রাচীনবর্গ সমাসীন ছিল; ইতিমধ্যে রাজা আপন নিকটহইতে লোক পাঠাইল। কিন্তু সেই দূতের আগমনের পূর্ব্বে ইলীশায় প্রাচীনবর্গকে কহিল, সেই নরঘাতকের পুত্র আমার মস্তক ছেদনার্থে লোক পাঠাইল, ইহা কি তোমরা দেখিতেছ? অতএব দেখ, সেই দূত আইলে দ্বার রুদ্ধ কর, এবং দ্বারের নিকটহইতে তাহাকে ঠেলিয়া দেও। তাহার প্রভুর পদের শব্দ কি তাহার পশ্চাৎ নাই? [৩৩] সে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতিমধ্যে [দূতের সহিত] রাজা তাহার নিকটে পহুঁছিয়া কহিল, দেখ, এই অমঙ্গল সদাপ্রভুহইতে হইল, আমি কেন আর সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাকিব?

৭ অধ্যায়।

[১] তখন ইলীশায় কহিল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন: সদাপ্রভু এই কথা কহেন, কল্য এই বেলাতে শমরিয়ার দ্বারস্থ [বাজারে] শেকলে এক পসুরী সূজী ও শেকলে দুই পসুরী যব বিক্রয় হইবে। [২] তখন রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিতেছিল, সে ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিল, দেখ, যদ্যপি সদাপ্রভু গগণে দ্বার করেন, তথাপি কি এমত হইতে পারিবে? সে উত্তর করিল, দেখ, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই খাইতে পাইবা না।

[৩] সেই সময়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে চারি জন কুষ্ঠী ছিল। তাহারা পরস্পর কহিল, আমরা কেন মরণ পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া থাকি? [৪] যদি বলি, নগরে প্রবেশ করিব, তবে নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষ আছে, সেখানে মরিব; আর যদি এখানে বসিয়া থাকি, তবেও মরিব। অতএব আইস, আমরা অরামীয়দের শিবিরের শরণ লই; তাহারা আমাদিগকে বাঁচাইলে বাঁচিব, ও মারিয়া ফেলিলে মরিবই। [৫] অতএব তাহারা অরামীয়দের শিবিরে যাইবার আশয়ে সন্ধ্যাকালে উঠিয়া যখন অরামীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল, সেখানে কেহ নাই। [৬] কেননা প্রভু অরামীয়দের সৈন্যগণকে রথের শব্দ ও অশ্বের শব্দ, অর্থাৎ ভারি সৈন্যদলের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে তাহারা এক জন অন্যকে কহিল, দেখ, আমাদিগকে আক্রমণ করাইতে ইস্রায়েলের রাজা হিত্তীয়দের রাজগণকে ও মিস্রীয়দের রাজগণকে মুদ্রা দিয়াছে। [৭] অতএব তাহারা সন্ধ্যাকালে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা আপনাদের শিবির অর্থাৎ তাম্বু ও অশ্ব ও গর্দ্দভ সকল যেমন ছিল, তেমনি ত্যাগ করিয়া আপন ২ প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করিয়াছিল। [৮] অনন্তর ঐ কুষ্ঠি লোকেরা শিবিরের প্রান্তভাগে আসিয়া এক তাম্বুর মধ্যে গিয়া ভোজন পান করিল, এবং তথাহইতে রূপা ও স্বর্ণ ও বস্ত্র লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল; পরে পুনশ্চ আসিয়া আর এক তাম্বুমধ্যে গিয়া তথাহইতেও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল। [৯] পরে তাহারা পরস্পর কহিল, আমাদের এই কর্ম্ম যথার্থ নহে; অদ্য মঙ্গলবার্ত্তার দিন, কিন্তু আমরা চুপ করিয়া আছি; যদি প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করি, তবে অবশ্য অপরাধগ্রস্ত হইব। অতএব আইস, আমরা যাইয়া রাজবাটীতে সংবাদ দি। [১০] পরে তাহারা যাইয়া নগরের দ্বারিকে ডাকিয়া লোকদিগকে সংবাদ দিল, যথা, আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়াছিলাম; দেখ, সেখানে কেহ নাই, মনুষের শব্দও নাই, কেবল বদ্ধ অশ্বগণ ও বদ্ধ গর্দ্দভ ও তাম্বু সকল যেমন ছিল, তেমনি আছে। [১১] তাহাতে সে দ্বারপালদিগকে ডাকিলে তাহারা রাজবাটীর ভিতরে সংবাদ দিল।

[১২] পরে রাজা রাত্রিতে উঠিয়া আপন দাসগণকে কহিল, অরামীয়েরা আমাদের প্রতি যাহা করিল, তাহার ভাব আমি তোমাদিগকে বলি; তাহারা জানে, আমরা ক্ষুধার্ত্ত, অতএব তাহারা মাঠে লুকাইবার জন্যে শিবিরহইতে নির্গত হইয়াছে, এবং মনে ২ কহিতেছে, উহারা অবশ্য নগরহইতে বাহিরে আসিবে, তাহাতে আমরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিব ও নগরমধ্যে প্রবেশ করিব। [১৩] তখন তাহার দাসগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, তবে আমি বিনয় করি, নগরে যাহা অবশিষ্ট আছে, লোকে সেই অবশিষ্ট অশ্বদের মধ্যে গোটা পাঁচ অশ্ব গ্রহণ করুক; দেখুন, তাহারা এবং নগরে অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সমস্ত লোকারণ্য দুই সমান; দেখুন, তাহারা এবং নষ্টকল্প ইস্রায়েলের সমস্ত লোকারণ্য দুই সমান। অতএব আমরা এক বার পাঠাইয়া দেখি। [১৪] পরে লোকে অশ্বযুক্ত দুই রথ লইলে রাজা দেখিতে যাইবার আজ্ঞা দিয়া তাহাদিগকে অরামীয়দের সৈন্যের পশ্চাতে পাঠাইল। [১৫] তাহাতে তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত উহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়া দেখিল, অরামীয়েরা ত্বরা প্রযুক্ত যাহা ২ ফেলিয়াছিল, এমত বস্ত্রাদি সামগ্রীতে সমস্ত পথ পরিপূর্ণ আছে। অতএব ঐ দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। [১৬] তখন লোকেরা বাহিরে গিয়া অরামীয়দের শিবির লুট করিল: তাহাতে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে শেকলে এক পসুরী সূজী, এবং শেকলে দুই পসুরী যব বিক্রয় হইল।

[১৭] তখন রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিয়াছিল, তাহাকে নগরদ্বারস্থ [বাজারের] অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিল; কিন্তু লোকেরা দ্বারে তাহাকে পদতলে দলিত করিল, তাহাতে সে মরিল, এবং ঈশ্বরের লোকের কাছে রাজার গমনকালে ঈশ্বরের লোক যাহা কহিয়াছিল, তাহা সফল হইল। [১৮] অর্থাৎ কল্য এই বেলাতে শমরিয়ার দ্বারে শেকলে দুই পসুরী যব এবং শেকলে এক পসুরী সূজী বিক্রয় হইবে, এই কথা ঈশ্বরের লোক রাজাকে কহিলে, [১৯] ঐ সেনানী ঈশ্বরের লোককে উত্তর করিয়াছিল, দেখ, যদ্যপি সদাপ্রভু গগণে দ্বার করেন, তথাপি কি এমত হইতে পারিবে? তাহাতে সে কহিয়াছিল, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই খাইতে পাইবা না। [২০] অতএব উহার সেই দশা ঘটিল, ফলতঃ লোকেরা দ্বারে তাহাকে পদতলে দলিত করাতে সে মরিল।

৮ অধ্যায়।

[১] পূর্ব্বে ইলীশায় যে নারীর মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়াছিল, তাহাকে কহিয়াছিল, তুমি উঠিয়া পরিবারের সহিত যে স্থানে প্রবাস করিতে পার, সেই স্থানে গিয়া প্রবাস কর; কেননা সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ ডাকিলেন, বস্তুতঃ তাহা আসিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশে থাকিবে। [২] তাহাতে সে স্ত্রী উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যানুযায়ি কর্ম্ম করিয়া-

ছিল, ফলতঃ সে ও তাহার পরিবার যাইয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের দেশে প্রবাস করিয়াছিল। ৩ সাত বৎসর গতে সে স্ত্রী পলেষ্টীয়দের দেশহইতে ফিরিয়া আসিয়া আপন বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে কাঁদিতে গেল। ৪ ঐ সময়ে রাজা ঈশ্বরের লোকের ভৃত্য গেহসির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে২ বলিল, ইলীশায়ের কৃত মহৎকর্ম্ম সকলের বৃত্তান্ত আমাকে কহ। ৫ তাহাতে ইলীশায় কি রূপে মৃত শরীর পুনর্জীবিত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ সে রাজাকে কহিতেছে, ইতিমধ্যে যাহার মৃত পুত্রকে সে পুনর্জীবিত করিয়াছিল, সেই স্ত্রী আপন বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে কাঁদিতে লাগিল। তখন গেহসি কহিল, হে আমার প্রভো মহারাজ, এ সেই স্ত্রী, এবং এ তাহার পুত্র যাহাকে ইলীশায় পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। ৬ তখন রাজা সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলে সে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তাহাতে রাজা তাহার পক্ষে এক জন রাজপুরুষকে নিযুক্ত করিয়া কহিল, ইহার সর্ব্বস্ব এবং এ যে দিনে দেশ ত্যাগ করিল সেই দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্রোৎপন্ন সমস্ত উপস্বত্ব ইহাকে ফিরাইয়া দেও।

৭ একদা ইলীশায় দম্মেশকে উপস্থিত হইল। তখন অরামের রাজা বিন্‌হদদ্ পীড়িত ছিল; তাহাতে ঈশ্বরের লোক এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এই সংবাদ কেহ তাহাকে দিল। ৮ অতএব রাজা হসায়েল্‌কে কহিল, তুমি হস্তে উপহার লইয়া ঈশ্বরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, এবং এই পীড়াতে আমি কি বাঁচিব? এই কথা তাহাদ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর। ৯ পরে হসায়েল্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে গেল; সে দম্মেশকের সর্ব্বপ্রকার উত্তম বস্তু চল্লিশ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে করিয়া উপহারার্থে সঙ্গে লইয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আপনকার পুত্র অরামের রাজা বিন্‌হদদ্ আপনকার কাছে আমাকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই পীড়াতে আমি কি বাঁচিব? ১০ ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া তাহাকে বল, অবশ্য বাঁচিতে পারেন; তথাপি সে অবশ্য মরিবে, ইহা সদাপ্রভু আমাকে জ্ঞাত করিলেন। ১১ অনন্তর সে উহার লজ্জা না হওন পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল; পরে ঈশ্বরের লোক রোদন করিতে লাগিল। ১২ তাহাতে হসায়েল্ জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু কেন রোদন করেন? সে উত্তর করিল, কারণ এই, তুমি ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রতি যে অনিষ্ট করিবা, তাহা আমি জানি; তুমি তাহাদের দৃঢ় দুর্গ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, ও তাহাদের যুবগণকে খড়্গেতে বধ করিবা, ও তাহাদের শিশুগণকে ভূমিতে আছাড়িবা, ও তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীদিগের উদর বিদীর্ণ করিবা। ১৩ হসায়েল্ কহিল, আপনকার এই কুক্কুরতুল্য দাস কে, যে এমন মহৎকর্ম্ম করিবে? ইলীশায় কহিল, সদাপ্রভু অরামের রাজারূপে তোমাকে আমার দৃষ্টিগোচর করিলেন। ১৪ পরে সে ইলীশায়ের নিকটহইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রভুর কাছে গেল; তখন সে তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ইলীশায় তোমাকে কি কহিল? সে উত্তর করিল, সে আমাকে কহিল, আপনি অবশ্য বাঁচিবেন। ১৫ কিন্তু পরদিবসে হসায়েল্ কম্বলখানি জলে ডুবাইয়া রাজার মুখের উপরে বিস্তার করিল, তাহাতে সে মরিল, এবং হসায়েল্ তাহার পদে রাজা হইল।

১৬ আহাবের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যিহোরামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে ও যিহূদার রাজা যিহোশাফটের অধিকারের সময়ে সেই যিহোশাফটের পুত্র যোরাম্ রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। ১৭ সে বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ১৮ সে আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে আহাবের কুল যেমন করিত, সেও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিত, ও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। ১৯ তথাপি আপন দাস দায়ূদের অনুরোধে সদাপ্রভু তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে নিত্য এক প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা তাহার কাছে করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি যিহূদাকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিতে অসম্মত ছিলেন।

২০ তাহার অধিকার সময়ে ইদোমীয় লোকেরা যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিল। ২১ অতএব যোরাম্ আপন সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া সায়ীরে যাত্রা করিল; পরন্তু রাত্রিকালে সে আপনি উঠিয়া আপনার বেষ্টনকারি ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথাধ্যক্ষদিগকে পরাজয় করিল, কিন্তু লোকেরা আপন২ তাম্বুতে পলাইল। ২২ এই রূপে ইদোমীয় লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে। আর ঐ সময়ে লিব্‌নাও তাহার অধীনতা ত্যাগ করিল। ২৩ যোরামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ২৪ পরে যোরাম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া দায়ূদ-নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র অহসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার পুত্র যিহোরামের অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে যোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। ২৬ অহসিয় দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব পাইয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম অথলিয়া, সে ইস্রায়েলের অম্রি রাজার পৌত্রী ছিল। ২৭ অহসিয় আহাবের কুলের পথে চলিয়া সেই কুলের ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, কেননা সে আহাবের কুলসম্বন্ধীয় ছিল।

২৮ পরে সে আহাবের পুত্র যিহোরামের সহায় হইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ কর-

ণার্থে রামোৎ-গিলিয়দে গেল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা যিহোরাম্‌কে ক্ষতবিক্ষত করিল। [২৯] অতএব যিহোরাম্‌ রাজা অরামীয় হসায়েল রাজার সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে রামোৎ-গিলিয়দে অরামীয়দের কর্তৃক যে সকল অস্ত্রাঘাত পাইয়াছিল, তাহাহইতে আরোগ্য পাইবার জন্যে যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গেল, এবং আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূদার যোরাম্‌ রাজার পুত্র অহসিয় তাহাকে দেখিতে যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেল।

৯ অধ্যায়।

[১] তখন ইলীশায় ভাববাদী এক জন শিষ্য ভাববাদিকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কটিবন্ধন করিয়া এই তৈলের শিশি হস্তে লইয়া রামোৎ-গিলিয়দে যাও। [২] সেখানে উপস্থিত হইয়া নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূর অন্বেষণ কর, এবং নিকটে গমন করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তাহাকে গাত্রোত্থান করাইয়া অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে লইয়া যাও। [৩] পরে তৈলের শিশিটী লইয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের জন্যে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। পরে তুমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবা, বিলম্ব করিবা না।

[৪] অনন্তর সে যুবা অর্থাৎ সেই যুব ভাববাদী রামোৎ-গিলিয়দে গেল, [৫] এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া সমাসীন সেনাপতিদিগকে দেখিয়া কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে যেহূ জিজ্ঞাসিল, আমাদের সকলকার মধ্যে কাহার কাছে? সে কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে। [৬] তখন যেহূ উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। তাহাতে সে তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাহাকে বলিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভুর প্রজাগণের অর্থাৎ ইস্রায়েলের জন্যে তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। [৭] তুমি আপন প্রভু আহাবের কুল উচ্ছিন্ন করিবা; এবং আমি আপন দাস ভাববাদিগণের রক্তের শোধ ও সদাপ্রভুর সকল দাসদের রক্তের শোধ ঈষেবলের হস্তহইতে লইব। [৮] তাহাতে আহাবের সমুদয় কুল বিনষ্ট হইবে, এবং আমি আহাবের সম্বন্ধীয় সমস্ত পুরুষকে ও ইস্রায়েলের মধ্যে বদ্ধ ও অবদ্ধ লোককে উচ্ছিন্ন করিব। [৯] এবং আহাবের কুল নবাটের পুত্র যারবিয়ামের কুলের সমান ও অহিয়ের পুত্র বাশার কুলের সমান করিব। [১০] পরন্তু ঈষেবল্‌কে কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে খাইবে, কেহ তাহাকে কবর দিবে না। পরে সেই যুবা দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

[১১] অনন্তর যেহূ আপন প্রভুর দাসদের নিকটে বাহিরে আইলে এক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল মঙ্গল? ঐ ক্ষিপ্ত লোক তোমার নিকটে কেন আইল? সে কহিল, তোমরা সেই মানুষকে ও তাহার প্রলাপ জান। [১২] তাহারা কহিল, এ মিথ্যা কথা; আমাদিগকে সত্য বল। তখন সে কহিল, সে অমুক ২ কথা কহিয়া আমাকে বলিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের জন্যে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম। [১৩] তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া প্রত্যেকে আপন ২ বস্ত্র খুলিয়া অনাবৃত সোপানের উপরে তাহার পদতলে পাতিল, এবং তূরী বাজাইয়া কহিল, যেহূ রাজা হইলেন। [১৪] অনন্তর নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যিহোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল। তৎকালে যিহোরাম্‌ ও সমস্ত ইস্রায়েল্‌ অরামের রাজা হসায়েল্‌হইতে রামোৎ-গিলিয়দ্‌ রক্ষা করিতেছিল; [১৫] কিন্তু অরামীয় রাজা হসায়েলের সহিত যিহোরাম রাজার যুদ্ধ করণ সময়ে অরামীয়েরা তাহার যে সকল ক্ষত করিয়াছিল, তাহাহইতে আরোগ্য পাইবার জন্যে সে যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন যেহূ কহিল, যদি তোমাদের এমন অভিমত হয়, তবে আমরা এই নগরহইতে কোন পলাতককে বাহির হইয়া সংবাদ দিবার জন্যে যিষ্রিয়েলে যাইতে দিব না। [১৬] অতএব যেহূ রথারোহণ করিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল, কেননা সেই স্থানে যিহোরাম্‌ শয্যাগত ছিল, এবং যিহূদার অহসিয় রাজাও যিহোরাম্‌কে দেখিতে নামিয়া গিয়াছিল। [১৭] তখন যিষ্রিয়েলের দুর্গের উপরে এক প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল; যেহূ আসিতে ২ সে সমারোহ দেখিয়া কহিল, আমি সমারোহ দেখিতেছি। তাহাতে যিহোরাম্‌ কহিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে এক জন অশ্বারূঢ়কে পাঠাইয়া দেও। [১৮] পরে এক জন অশ্বারূঢ় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কহিল, রাজা কহিতেছেন, কি সকল মঙ্গল? তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তোমার কি কায? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও। পরে প্রহরী এই সংবাদ দিল, সেই দূত তাহাদের নিকটে গিয়া ফিরিয়া আইল না। [১৯] পরে রাজা দ্বিতীয় অশ্বারূঢ়কে পাঠাইল; সে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, রাজা কহিতেছেন, কি সকল মঙ্গল? তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তোমার কি কায? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও। [২০] পরে প্রহরী সমাচার দিল, এ ব্যক্তিও তাহাদের নিকটে গমন করিয়া ফিরিয়া আইল না; কিন্তু চালনটী নিম্‌শির পুত্র যেহূর চালনের ন্যায় দেখাইতেছে, কেননা সে উন্মত্তের ন্যায় চালায়। [২১] তখন যিহোরাম্‌ কহিল, রথ সাজাও; তখন তাহারা তাহার রথ সাজাইলে ইস্রায়েলের যিহোরাম্‌ রাজা ও যিহূদার অহসিয় রাজা আপন ২ রথে আরোহণ করিয়া যেহূর অভিমুখে গেল, এবং যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ পাইল। [২২] যেহূকে দেখিবামাত্র যিহোরাম্‌ কহিল, হে যেহূ, কি সকল মঙ্গল? সে উত্তর করিল, যাবৎ তোমার মাতা ঈষেবলের এত ব্যভিচার ও মায়াবিত্ব থাকে, তাবৎ মঙ্গল কোথায়? [২৩] তাহাতে যিহো-

রাম্ আপন হস্ত ফিরাইয়া পলায়ন করিল, এবং অহসিয়কে কহিল, হে অহসিয়, শঠতা হইল। ২৪ পরে যেহূ আপন সমস্ত বলেতে ধনুক আকর্ষণ করিয়া যিহোরামের উভয় বাহুমূলের মধ্যে এমত বাণাঘাত করিল; যে বাণ তাহার হৃদয় দিয়া নির্গত হইল, তাহাতে সে আপন রথে নত হইয়া পড়িল। ২৫ তখন যেহূ বিদ্কর নামক আপন সেনানীকে কহিল, তুমি উহাকে তুলিয়া লইয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার স্মরণ করা উচিত, তুমি ও আমি উভয়ে অশ্বারোহণে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া উহার পিতা আহাবের পশ্চাৎ ছিলাম, এমন সময়ে সদাপ্রভু তাহার উপরে এই বচনরূপ ভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন, ২৬ যথা, সদাপ্রভু কহেন গত কল্য আমি নাবোতের রক্ত ও তাহার পুত্রদের রক্ত অবশ্য দেখিলাম; সদাপ্রভু আরো কহেন, এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে প্রতিফল দিব। অতএব এখন তুমি উহাকে তুলিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ঐ ক্ষেত্রে ফেল।

২৭ তখন যিহূদার অহসিয় রাজা তাহা দেখিয়া উদ্যানগৃহের পথে পলায়ন করিল; কিন্তু যেহূ তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া কহিল, উহাকেও রথের মধ্যে বধ কর; তখন তাহারা যিব্লিয়মের নিকটস্থ গূরের ঊর্দ্ধগামি পথে ছিল; পরে সে মগিদ্দোতে পলাইয়া সে স্থানে মরিল। ২৮ অনন্তর তাহার দাসগণ তাহাকে রথে করিয়া যিরূশালেমে লইয়া গিয়া দায়ূদ্‌নগরে তাহার পিতৃলোকদের সহিত তাহার নিজ কবরে তাহাকে কবর দিল। ২৯ সেই অহসিয় আহাবের পুত্র যিহোরামের অধিকারের একাদশ বৎসরে যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

৩০ অপর যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইল; তখন ঈষেবল্ তাহার সংবাদ পাওয়াতে আপন চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া কেশবেশ করিয়া বাতায়ন দিয়া অবলোকন করিতেছিল, ৩১ এবং যেহূ দ্বারে প্রবেশ করিলে তাহাকে কহিল, রে সিম্রি, রে নিজ প্রভুর হত্যাকারি লোক, সকলই কি মঙ্গল? ৩২ তাহাতে যেহূ বাতায়নের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিল, কে আমার পক্ষে? কে? পরে দুই তিন জন নপুংসক তাহাকে মুখ দেখাইলে যেহূ আজ্ঞা করিল, উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও। ৩৩ ইহাতে তাহারা তাহাকে নীচে ফেলিল। তখন তাহার রক্ত ভিত্তিতে ও অশ্বদের গাত্রে ছিট্‌কিয়া পড়িল; অনন্তর সে তাহাকে পদতলে দলিত করাইল। ৩৪ অপর যেহূ ভিতরে গিয়া ভোজন পান করিল; পরে কহিল, তোমরা যাইয়া ঐ শাপগ্রস্তার তত্ত্ব করিয়া তাহাকে কবর দেও, কেননা সে রাজপুত্রী। ৩৫ তাহাতে লোকেরা তাহাকে কবর দিতে গেল, কিন্তু তাহার মাথার খুলি ও পদ ও হস্ততল ব্যতিরেকে আর কিছুই পাইল না। ৩৬ অতএব তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল। তাহাতে সে কহিল, ইহাতে সদাপ্রভুর বাক্য সফল হইল, কেননা তিনি আপন দাস তিশ্‌বীয় এলিয়ের প্রমুখাৎ এই কথা কহিয়াছিলেন, যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে কুক্কুরগণ ঈষেবলের মাংস খাইবে; ৩৭ এবং যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে ঈষেবলের শব সারের মত ভূমিতে পতিত হইবে, তাহাতে "এই ঈষেবল," এমন কথা লোকে বলিতে পারিবে না।

১০ অধ্যায়।

১ শমরিয়াতে আহাবের সত্তর জন পুত্র ছিল; অতএব যেহূ শমরিয়াতে যিষ্রিয়েলের নগরাধ্যক্ষ প্রাচীন লোকদের কাছে ও আহাবের [নিযুক্ত] অভিভাবকদের কাছে এই রূপ পত্র লিখিয়া পাঠাইল, ২ যথা, তোমাদের প্রভুর পুত্রগণ তোমাদের নিকটে আছে, এবং রথ ও অশ্বগণ ও সুদৃঢ় এক নগর ও অস্ত্রশস্ত্র তোমাদের হস্তগত আছে। ৩ অতএব তোমাদের নিকটে এই পত্র উপস্থিত হইবামাত্র তোমাদের প্রভুর পুত্রদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি উত্তম ও সরল, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহার পিতার সিংহাসনে তাহাকে বসাও, এবং আপন প্রভুর কুলের নিমিত্তে যুদ্ধ কর। ৪ ইহাতে তাহারা যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া কহিল, দেখ, যাহার সম্মুখে দুই রাজা দাঁড়াইতে অসমর্থ ছিলেন, তাহার সম্মুখে আমরা কি প্রকারে দাঁড়াইব? ৫ অতএব গৃহাধ্যক্ষ ও নগরাধ্যক্ষ এবং প্রাচীনবর্গ ও অভিভাবকেরা যেহূর নিকটে এই কথা পাঠাইল, আমরা আপনকার দাস, আপনি আমাদিগকে যাহা২ বলিবেন সে সমস্ত করিব, কাহাকেও রাজা করিব না; আপনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করুন। ৬ পরে সে তাহাদের কাছে দ্বিতীয় এক পত্র লিখিল, যথা, তোমরা যদি আমার পক্ষীয় ও আমার বাক্যে অবধানকারি লোক, তবে আপন প্রভুর পুত্রদের মুণ্ড সকল লইয়া কল্য এমত সময়ে যিষ্রিয়েলে আমার নিকটে আইস। সেই রাজকুমারেরা সত্তর জন, এবং আপনাদের প্রতিপালনকারি নগরবাসি শ্রেষ্ঠ লোকদের সঙ্গে ছিল। ৭ অনন্তর পত্রখানি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা সেই সত্তর জন রাজকুমারকে লইয়া বধ করিয়া তাহাদের মুণ্ড সকল ডালাতে করিয়া যিষ্রিয়েলে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল।

৮ পরে এক দূত আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিয়া কহিল, রাজকুমারদের মুণ্ড সকল আনীত হইল। তাহাতে সে কহিল, দ্বারপ্রবেশের স্থানে দুই রাশি করিয়া তাহা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখ। ৯ পরে প্রাতঃকালে সে বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত লোককে কহিল, তোমরা ধার্ম্মিক; দেখ, আমি আপন প্রভুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু এই সকলকে কে বধ করিল? ১০ ইহাতে তোমরা জানিতে পার, সদাপ্রভু আহাবের কুলের বিপরীতে যাহা কহিয়াছেন, সদাপ্রভুর সেই বাক্যের মধ্যে কিছুই ভূমিতে পতিত হইবার নয়; বরঞ্চ সদাপ্রভু আপন দাস এলিয়ের প্রমুখাৎ

যাহা ২ কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিলেন। [১১]পরে যিষ্রিয়েলে আহাবের কুলের যত লোক অবশিষ্ট ছিল, যেহূ তাহাদিগকে ও তাহার সমস্ত মহল্লোককে ও আত্মীয়কে ও যাজককে বধ করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

[১২] অপর সে উঠিয়া [গৃহে] গেল, পরে শমরিয়াতে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বৈথেকদ্-রোয়ীমে উপস্থিত হইলে যিহূদার রাজা অহসিয়ের ভ্রাতাদের সহিত যেহূর সাক্ষাৎ হইল। [১৩] তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তাহারা কহিল, আমরা অহসিয়ের ভ্রাতৃগণ; রাজার ও মহিষীর সন্তানদিগের মঙ্গল জানিতে যাইতেছি। [১৪] তখন সে কহিল, উহাদিগকে জীবৎ ধর। তাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিয়া বৈথেকদস্থ কূপের নিকটে বধ করিল, বেয়াল্লিশ জনের মধ্যে এক জনকেও অবশিষ্ট রাখিল না।

[১৫] পরে যেহূ তথাহইতে প্রস্থান করিলে আপনার অভিমুখে আগমনকারি রেখবের পুত্র যিহোনাদবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে মঙ্গলবাদ করিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমার মন যেমন তেমন কি তোমার মন সরল? যিহোনাদব্ কহিল, সরল বটে। এমত যদি হয়, তবে আমাকে হস্ত দেও। পরে সে তাহাকে হস্ত দিলে যেহূ তাহাকে আপনার কাছে রথে আরোহণ করাইল, [১৬] এবং কহিল, আমার সঙ্গে চল, সদাপ্রভুর নিমিত্তে আমার উদ্যোগ দেখ; এই রূপে রথারূঢ় হইলে তাহারা তাহাকে লইয়া গেল। [১৭] পরে শমরিয়াতে উপস্থিত হইলে সদাপ্রভু এলিয়কে যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যেহূ যাবৎ আহাবের সংহার না করিল, তাবৎ শমরিয়াতে অবশিষ্ট তাহার সকল লোককে বধ করিল।

[১৮] পরে যেহূ সমস্ত লোককে একত্র করিয়া কহিল, আহাব্ বালের অল্প পূজা করিত, কিন্তু যেহূ তাহার অধিক পূজা করিবে। [১৯] অতএব এখন তোমরা বালের যাবতীয় ভাববাদিকে, তাহার যাবতীয় পূজককে ও যাবতীয় যাজককে আমার কাছে আহ্বান কর, কেহ অনুপস্থিত না হউক; কেননা বালের উদ্দেশে আমার মহৎ যজ্ঞ হইবে; যে কেহ অনুপস্থিত হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু যেহূ বালের পূজকদিগকে বিনষ্ট করিবার আশয়ে এই ছল করিল। [২০] পরে যেহূ আজ্ঞা করিল, বালের উদ্দেশে পর্ব্বদিন নিরূপণ কর। তাহাতে তাহারা ঘোষণা করিল। [২১] এবং যেহূ ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে বালের যত পূজক ছিল সকলে আইল, কেহ অনুপস্থিত রহিল না। পরে তাহারা বালের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত বালের মন্দির পরিপূর্ণ হইল। [২২] তখন সে বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে কহিল, বালের সমস্ত পূজকের জন্যে বস্ত্র বাহির করিয়া আন। তাহাতে সে তাহাদের জন্যে বস্ত্র আনিল। [২৩] পরে যেহূ ও রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ বালের মন্দিরে আসিয়া বালের পূজকদিগকে কহিল, তদন্ত করিয়া দেখ, এখানে তোমাদের মধ্যে বালের পূজক ব্যতিরেকে সদাপ্রভুর দাসদের মধ্যে কেহ যেন না থাকে। [২৪] অনন্তর উহারা বলিদান ও হোম করিতে ভিতরে গেলে যেহূ আপনার আশী জনকে বাহিরে স্থাপন করিয়া এই আজ্ঞা দিল, ঐ যে লোকদিগকে আমি তোমাদের হস্তগত করিলাম, উহাদের এক জনকেও পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইতে দিও না; [যে দিবে,] উহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ যাইবে॥ [২৫] পরে উহাদের হোম করণ সাঙ্গ হইলে যেহূ দ্রুতগামি সৈন্যকে ও সেনানীগণকে আজ্ঞা করিল, ভিতরে যাও, উহাদিগকে বধ কর, এক জনকেও বাহিরে আসিতে দিও না। তখন তাহারা খড়্গাধারে তাহাদিগকে বধ করিল, এবং দ্রুতগামি সৈন্য ও সেনানীগণ তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। [২৬] পরে তাহারা বালমন্দিরের পুরীতে গেল, এবং বালের মন্দিরহইতে স্তম্ভ সকল বাহির করিয়া তাহা দগ্ধ করিল; [২৭] এবং বালের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং বালের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে এক মলগৃহ প্রস্তুত করিল, তাহা অদ্যাপি আছে। [২৮] এই রূপে যেহূ ইস্রায়েলের মধ্যহইতে বালকে উচ্ছিন্ন করিল।

[২৯] তথাপি নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপবস্তুর অর্থাৎ বৈথেলস্থ ও দানস্থ স্বর্ণময় বৎসদ্বয়ের অনুগমনহইতে যেহূ নিবৃত্ত হইল না। [৩০] আর সদাপ্রভু যেহূকে কহিলেন, আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিয়া তুমি ভাল কর্ম্ম করিয়াছ, অর্থাৎ আহাবের কুলের প্রতি আমার মনের মত ব্যবহার করিয়াছ, এই নিমিত্তে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনোবিষ্ট হইবে। [৩১]তথাপি যেহূ আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলিতে সতর্ক হইল না; যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপহইতে সে নিবৃত্ত হইল না।

[৩২] ঐ সময়ে সদাপ্রভু ইস্রায়েল্কে খাটো করিতে লাগিলেন; ফলতঃ হসায়েল যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগে ইস্রায়েলের সমস্ত সীমায় তাহাদিগকে আঘাত করিল। [৩৩] সে সমস্ত গিলিয়দ দেশ, অর্থাৎ অর্ণোন্ স্রোতোমার্গের নিকটস্থ অরোয়ের অবধি গাদ্ ও রূবেন্ ও মনঃশি বংশীয় লোকদের দেশ শুদ্ধ গিলিয়দ্ ও বাশন্ [পরাজয় করিল]। [৩৪] যেহূর অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার সমস্ত পরাক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩৫] পরে যেহূ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা শমরিয়াতে তাহাকে কবর দিল; পরে তাহার পুত্র যিহোয়াহস্ তাহার পদে রাজা হইল। [৩৬] যেহূ আটাইশ বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিয়াছিল।

১১ অধ্যায়।

[১] ইতিমধ্যে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন আপন পুত্রকে মৃত দেখিল, তখন সে উঠিয়া সমস্ত রাজবংশ বিনষ্ট করিল। [২] কিন্তু যোরাম্ রাজার কন্যা অহসিয়ের ভগিনী যিহোশেবা অহসিয়ের পুত্র যোয়াশ্‌কে লইয়া, অর্থাৎ হন্তব্য রাজপুত্রদের মধ্যহইতে চুরি করিয়া, ধাত্রীর সহিত খট্টাগারে রাখিল, পরে তাহারা অথলিয়াহইতে তাহাকে লুকাইল, এই জন্যে সে হত হইল না। [৩] অনন্তর সে তাহার সহিত সদাপ্রভুর গৃহে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত লুক্কায়িত রহিল; তখন অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিল।

[৪] পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা লোক প্রেরণ করিয়া রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্যের শতপতিদিগকে লইয়া আপনার নিকটে সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করাইল, ও তাহাদের সহিত নিয়ম করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে তাহাদিগকে শপথ করাইয়া রাজপুত্রকে দেখাইল। [৫] পরে সে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, তোমরা এই কর্ম্ম করিবা; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্রামদিনে প্রবেশ করিবে তাহাদের তৃতীয়াংশ রাজবাটীর রক্ষনীয় রক্ষা করিবে; [৬] অন্য তৃতীয়াংশ সূরের দ্বারে থাকিবে; এবং [শেষ] তৃতীয়াংশ দ্রুতগামি সৈন্যের পশ্চাতে দ্বারে থাকিবে; এবং তোমরা আক্রমন নিবারণার্থে মন্দিরের রক্ষনীয় রক্ষা করিবা। [৭] পরন্তু তোমাদের, অর্থাৎ বিশ্রামবারে বহির্গামি সকলের, দুই অংশ রাজার সমীপে সদাপ্রভুর গৃহের রক্ষনীয় রক্ষা করিবে। [৮] তোমরা প্রত্যেক জন হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন করিবা; আর যে কেহ শ্রেনীর ভিতরে আইসে, সে হত হইবে; এবং রাজা যখন বাহিরে যায় কিম্বা ভিতরে আইসে, তখন তোমরা তাহার সঙ্গে থাকিবা। [৯] পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা ২ আজ্ঞা করিল, শতপতিরা তদনুসারে সকলই করিল; ফলতঃ তাহারা প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে প্রবেশকারি কিম্বা বিশ্রামবারে নির্গমনকারি আপন ২ লোকদিগকে লইয়া যিহোয়াদা যাজকের নিকটে আইল। [১০] এবং দায়ূদ্ রাজার যে ২ বড়শা ও ঢাল সদাপ্রভুর গৃহে ছিল, তাহা যাজক শতপতিদিগকে দিল; [১১] এবং মন্দিরের দক্ষিন পার্শ্ব অবধি মন্দিরের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও মন্দিরের নিকটে দ্রুতগামি সৈন্য হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজার চারি দিগে দাঁড়াইল। [১২] পরে সে রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাহার মস্তকে মুকুট দিয়া তাহার হস্তে সাক্ষ্যপুস্তক দিল, এবং লোকে তাহাকে রাজা করিয়া অভিষেক করিল, পরে করতালী দিয়া কহিল, রাজা চিরজীবী হউন।

[১৩] তখন অথলিয়া দ্রুতগামি সৈন্যের ও লোকদের কোলাহল শুনিয়া সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের নিকটে আইল। [১৪] এবং দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, রাজা বিধ্যনুসারে মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকগন রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সকল লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে। ইহাতে অথলিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া চক্রান্ত ২ কহিয়া ডাকিল। [১৫] কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যে অধিকৃত শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, উহাকে বাহির করিয়া শ্রেণীদ্বয়ের মধ্য দিয়া লইয়া যাও; এবং যে জন উহার পশ্চাৎ যাইবে, তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ কর; কেননা যাজক কহিয়াছিল, সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে তাহার হত্যা না হউক। [১৬] পরে লোকেরা তাহার জন্যে দুই শ্রেণী হইয়া পথ ছাড়িলে সে অশ্বদ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিল; এবং সেই স্থানে সে হতা হইল।

[১৭] ইতিমধ্যে লোকেরা সদাপ্রভুর প্রজা হইবে, এই ভাবে যিহোয়াদা সদাপ্রভুর এবং রাজার ও লোকদের মধ্যে এক নিয়ম করিল; এবং রাজার ও লোকদের মধ্যেও নিয়ম করিল। [১৮] পরে দেশের সমস্ত লোক বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা সকল সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিল, ও বেদি সকলের সম্মুখে বালের যাজক মত্তন্‌কে বধ করিল। পরে যাজক সদাপ্রভুর গৃহের উপরে কর্ম্মকারিদিগকে নিযুক্ত করিল। [১৯] অপর সে শতপতিদিগকে ও রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্যগণকে ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে আনিলে তাহারা সদাপ্রভুর গৃহহইতে রাজাকে লইয়া দ্রুতগামি সৈন্যের দ্বারের পথ দিয়া রাজবাটীতে আনিল; পরে সে রাজসিংহাসনে বসিল। [২০] তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল, এবং নগর সুস্থির হইল; এবং অথলিয়াকে তাহারা রাজবাটীতে খড়্গদ্বারা বধ করিয়াছিল।

[২১] ঐ যোয়াশ্ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল।

১২ অধ্যায়।

[১] যেহূর অধিকারের সপ্তম বৎসরে যোয়াশ্ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম বের-শেবানিবাসিনী সিবিয়া। [২] অনন্তর যত দিন যিহোয়াদা যাজক তাহাকে উপদেশ দিত, তত দিন যোয়াশ্ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিত। [৩] তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৪] পরে যোয়াশ যাজকদিগকে কহিল, যে সকল পবিত্র রৌপ্য সদাপ্রভুর গৃহে আনীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গনিত লোকের রৌপ্য, ও প্রানির মূল্যরূপে নিরূপিত রৌপ্য, ও মনুষ্যের মনোরথানুসারে সদাপ্রভুর গৃহে আনীত রৌপ্য, [৫] এই সমস্ত রৌপ্য যাজকেরা আপন ২ পরিচিত লোকদের হস্তহইতে আপনাদের জন্যে গ্রহণ করুক, এবং সেই গৃহের

যে ২ স্থান ভগ্ন আছে, সেই সকল স্থান আপনারা সারুক। ৬ কিন্তু যোয়াশ্ রাজার অধিকারের তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যাজকেরা মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারে নাই। ৭ তাহাতে যোয়াশ্ রাজা যিহোয়াদা যাজককে ও অন্য যাজকদিগকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা মন্দিরের ভগ্ন স্থান কেন সার না? অতএব অদ্যাবধি তোমরা পরিচিত লোকদের নিকটহইতে আর টাকা লইও না, কিন্তু মন্দিরের ভগ্ন স্থানের জন্যে তাহা দিও। ৮ তাহাতে যাজকেরা লোকদের নিকটহইতে টাকা গ্রহণ না করিতে ও মন্দিরের ভগ্ন স্থান না সারিতে সম্মত হইল। ৯ পরে যিহোয়াদা যাজক এক সিন্দুক লইয়া তাহার ডালাতে এক ছিদ্র করিয়া যজ্ঞবেদির নিকটে সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিল; তাহাতে দ্বাররক্ষক যাজকেরা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সমস্ত টাকা তাহার মধ্যে রাখিত। ১০ পরে সিন্দুকে অনেক টাকা আছে, ইহা যখন তাহারা দেখিত, তখন রাজার লেখক ও প্রধান যাজক আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত ঐ সকল টাকা থৈলীতে করিয়া গণনা করিত। ১১ পরে সেই পরিমিত টাকা কর্ম্মকারকদের হস্তে অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহের অধ্যক্ষদের হস্তে দিলে তাহারা সদাপ্রভুর গৃহের কর্ম্মকারি সূত্রধর ও গাঁথক ও রাজ ও ভাস্করদিগকে তাহা দিত, ১২ এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভগ্ন স্থান সারিবার জন্যে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করণে ও গৃহ সারিবার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে তাহা ব্যয় করিত। ১৩ কিন্তু সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সেই টাকাদ্বারা সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে রৌপ্য ডাবর ও কর্ত্তরী ও বাটি ও তূরী ও স্বর্ণময় পাত্র ও রূপ্যময় পাত্র নির্ম্মিত হইল না। ১৪ তাহারা কর্ম্মকারিদিগকেই টাকা দিত, এবং তাহারা তাহা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহ সারিল। ১৫ কিন্তু উহারা কর্ম্মকারকদের নিমিত্তে যাহাদের হস্তে টাকা দিত, তাহাদের সহিত হিসাব করিত না, কেননা তাহারা বিশ্বাস্য রূপে কর্ম্ম করিত। ১৬ আর দোষার্থক ও পাপার্থক বলি সম্বন্ধীয় যে টাকা, তাহা সদাপ্রভুর গৃহে আনীত হইত না, তাহা যাজকদের হইত।

১৭ ঐ সময়ে অরামের হসায়েল্ রাজা যাত্রা করিয়া গাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিল; পরে হসায়েল্ যিরূশালেমের বিরুদ্ধেও যাত্রা করিতে উন্মুখ হইল। ১৮ তাহাতে যিহূদার যোয়াশ্ রাজা আপন পূর্ব্বপুরুষদের অর্থাৎ যিহূদার যিহোশাফট ও যোরাম্ ও অহসিয় রাজাদের পবিত্রীকৃত বস্তু, ও আপনার পবিত্রীকৃত বস্তু, এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে যত স্বর্ণ ছিল, সে সমস্ত লইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে সে যিরূশালেমহইতে ফিরিয়া গেল।

১৯ যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ২০ পরে তাহার দাসেরা উঠিয়া চক্রান্ত করিয়া সিল্লার পথস্থিত মিল্লো নামক বাটীতে যোয়াশকে বধ করিল। ২১ শিমিয়তের পুত্র যোষাখর্ ও শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ্ নামে তাহার দুই জন দাস তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল; পরে লোকেরা দায়ূদ্-নগরে তাহার পিতৃলোকদের সহিত তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ যিহূদার অহসিয় রাজার পুত্র যোয়াশের অধিকারের ত্রয়োবিংশ বৎসরাবধি যেহূর পুত্র যিহোয়াহস্ সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ২ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, অর্থাৎ নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপের অনুগামী হইল; তাহাহইতে ফিরিল না।

৩ তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি অরামের হসায়েল্ রাজার হস্তে ও হসায়েলের পুত্র বিন্হদদের হস্তে নিত্য তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। ৪ পরে যিহোয়াহস্ সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করিলে সদাপ্রভু তাহার প্রার্থনায় মনোযোগ করিলেন, কেননা অরামের রাজা ইস্রায়েল্কে যে উপদ্রব ভোগ করাইল, তাহা তিনি দেখিলেন। ৫ ফলতঃ অরামের রাজা কেবল পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দশ রথ ও দশ সহস্র পদাতিক ছাড়া যিহোয়াহসের নিমিত্তে অন্য কোন সৈন্য অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল, এবং মর্দ্দনীয় ধূলির সমান করিয়াছিল। ৬ কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েল্কে এক জন উদ্ধারকর্ত্তা দিলেন, তাহাতে তাহারা অরামের হস্তহইতে উদ্ধার পাইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ পূর্ব্ববৎ আপন ২ তাম্বুতে বাস করিল। ৭ তথাপি যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার কুলের পাপ তাহারা ত্যাগ না করিয়া তদনুসারে আচরণ করিত, এবং শমরিয়াতে আশেরার মূর্ত্তি দণ্ডায়মান থাকিল।

৮ যিহোয়াহসের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার পরাক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৯ পরে যিহোয়াহস্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাহাকে শমরিয়াতে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র যোয়াশ্ তাহার পদে রাজা হইল।

১০ যিহূদার যোয়াশ্ রাজার অধিকারের সপ্তত্রিংশ বৎসরাবধি যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ শমরিয়াতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ১১ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার কোন পাপ ত্যাগ না করিয়া তদনুসারে আচরণ করিত। ১২ যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং যে পরাক্রমদ্বারা সে যিহূদার অমৎসিয় রাজার

সহিত যুদ্ধ করিল, সেই সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৩] পরে যোয়াশ্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইল; তাহাতে যারবিয়াম্ তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল, এবং যোয়াশ ইস্রায়েলের রাজাদের সহিত শমরিয়াতে কবরপ্রাপ্ত হইল।

[১৪] ইলীশায় যে পীড়াতে মরিবে, সেই পীড়াতে পীড়িত হইলে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা তাহার নিকটে যাইয়া তাহার মুখের উপরে [হেঁট হইয়া] রোদন করিয়া কহিল, হে আমার পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বারূঢ়গণ। [১৫] তখন ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি ধনুর্ব্বাণ লও; তাহাতে সে ধনুর্ব্বাণ লইল। [১৬] পরে সে ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, ধনুর উপরে হস্ত রাখ; তাহাতে সে তাহা রাখিল। পরে ইলীশায় রাজার হস্তের উপরে আপন হস্ত দিল, [১৭] এবং কহিল, পূর্ব্বদিগের বাতায়ন খোল; তাহাতে সে খলিল। পরে ইলীশায় কহিল, বাণ ক্ষেপণ কর; তাহাতে সে বাণক্ষেপণ করিলে ইলীশায় কহিল, এ সদাপ্রভুর পক্ষীয় জয়কারি বাণ, এ অরামের বিপক্ষ জয়কারি বাণ, কেননা তুমি অফেকে অরামকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিবা। [১৮] পরে সে কহিল, ঐ সকল বাণ লও। তাহাতে রাজা তাহা লইলে সে ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, ভূমির দিগে ছুঁড়। তাহাতে সে তিন বার ভূমির দিগে ছুঁড়িয়া নিবৃত্ত হইল। [১৯] তখন ঈশ্বরের লোক তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়া কহিল, কেন পাঁচ ছয় বার ছুঁড়িলা না? তাহা হইলে অরামকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত আঘাত করিতা, কিন্তু এখন অরামকে তিন বারমাত্র আঘাত করিবা।

[২০] পরে ইলীশায় মরিলে লোকেরা তাহাকে কবর দিল। তখন মোয়াবীয় লুটকারি দলেরা বৎসরের প্রথমে দেশ আক্রমন করিত। [২১] তৎকালে লোকেরা এক মনুষ্যকে কবর দিতেছিল, এমন সময়ে এক লুটকারি দল দেখিয়া সেই শব ইলীশায়ের কবরে ফেলিল; তাহাতে ঐ শব প্রবিষ্ট হইয়া ইলীশায়ের অস্থিতে স্পর্শ হইবামাত্র সজীব হইয়া আপন চরণে দাঁড়াইল।

[২২] যিহোয়াহসের অধিকার সময়ে অরামের হসায়েল্ রাজা ইস্রায়েলের প্রতি নিত্য উপদ্রব করিত। [২৩] তথাপি সদাপ্রভু অব্রাহাম্ ও ইস্হাক্ ও যাকোবের সহিত যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে তাহাদের প্রতি কৃপা ও স্নেহ করিয়া মুখ তুলিলেন, এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে অসম্মত হইলেন, আপাততঃ আপন সাক্ষাৎহইতে নিক্ষেপ করিলেন না। [২৪] পরে অরামের হসায়েল্ রাজা মরিল, এবং তাহার পুত্র বিন্হদদ্ তাহার পদে রাজা হইল। [২৫] যোয়াশের পিতা যিহোয়াহস্হইতে হসায়েল যে ২ নগর যুদ্ধেতে লইয়াছিল, সেই সকল নগর যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ হসায়েলের পুত্র বিন্হদদ্হইতে পুনর্ব্বার লইল। যোয়াশ্ তাহাকে তিন বার পরাজয় করিয়া ইস্রায়েলের ঐ সকল নগর পুনর্ব্বার লইল।

১৪ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র যোয়াশের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [২] সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ঊনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যিরূশালেম্ নিবাসিনী যিহোয়দ্দন্। [৩] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত, তথাপি আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের তুল্য ছিল না; সে আপন পিতা যোয়াশের সমস্ত কর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করিত। [৪] যাহা হউক, উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৫] পরে রাজ্য তাহার হস্তে স্থির হইলে তাহার যে দাসগণ তাহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সে বধ করিল। [৬] কিন্তু সেই হত্যাকারিদের সন্তানদিগকে বধ করিল না; কেননা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে সদাপ্রভুর এই আজ্ঞা লিখিত আছে, "সন্তানের পরিবর্ত্তে পিতার, কিম্বা পিতার পরিবর্ত্তে সন্তানের প্রাণদণ্ড করা যাইবে না; প্রতি জন আপন ২ পাপ প্রযুক্ত মরিবে।" [৭] সে লবণোপত্যকাতে ইদোমের দশ সহস্র লোককে বধ করিল, ও যুদ্ধদ্বারা সেলা [নগর] হস্তগত করিয়া তাহার নাম যক্তেল্ রাখিল; অদ্যাপি তাহা রহিয়াছে।

[৮] তৎকালে অমৎসিয় দূত পাঠাইয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ নামক ইস্রায়েলীয় রাজাকে কহিল, আইস, আমরা পরস্পর মুখ দেখাই। [৯] তাহাতে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যিহূদার অমৎসিয় রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, লিবানোনস্থ শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরস্ বৃক্ষের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তোমার কন্যাকে দেও; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ বন্য পশু নিকটে বেড়াইয়া সেই শিয়ালকাঁটা দলিয়া ফেলিল। [১০] তুমি ইদোমকে পরাজয় করিয়াছ, বলিয়া তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইল; গৌরব সেবন করত আপন গৃহে থাক; অমঙ্গলের সহিত বিরোধ করিতে কেন প্রবৃত্ত হইবা? এবং তুমি ও যিহূদা উভয়ে কেন পতিত হইবা? [১১] কিন্তু অমৎসিয় রাজা কথা শুনিল না; অতএব ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যুদ্ধযাত্রা করিল, তাহাতে যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে সে ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরস্পর মুখ দেখাইল। [১২] তখন ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদার লোকেরা পরাজিত হইয়া প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুতে পলায়ন করিল। [১৩] পরন্তু ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা বৈৎশেমশে অহসিয়ের পৌত্র যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নামক

যিহূদার রাজাকে ধরিয়া লইয়া যিরূশালেমে আইল, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালেমের প্রাচীরের চারি শত হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [১৪] এবং সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রূপ্য ও পাত্র সকল লইল, এবং বন্ধকস্বরূপ কতকগুলি মনুষ্যকে সঙ্গে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া গেল।

[১৫] যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ তাহার ক্রিয়া ও পরাক্রম এবং যিহূদার অমৎসিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করণ, এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৬] পরে যোয়াশ্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া শমরিয়াতে ইস্রায়েলের রাজাদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র যারবিয়াম তাহার পদে রাজা হইল।

[১৭] ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র যোয়াশের মৃত্যুর পরে যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয় আর পোনেরো বৎসর বাঁচিল। [১৮] অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৯] অপর লোকেরা যিরূশালেমে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, তাহাতে সে লাখীশে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ লাখীশে লোক পাঠাইয়া সেখানে তাহাকে বধ করাইল। [২০] পরে অশ্বদের পৃষ্ঠে করিয়া তাহাকে যিরূশালেমে আনিয়া দায়ূদ্-নগরে তাহার পিতৃলোকদের সহিত কবর দিল।

[২১] পরে যিহূদার সমস্ত লোক ষোড়শ বৎসর বয়স্ক অসরিয়কে লইয়া তাহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। [২২] [অমৎসিয়] রাজা পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে পর সে এলৎ নগর দৃঢ়, এবং পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিল।

[২৩] যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয়ের অধিকারের পোনেরো বৎসরাবধি ইস্রায়েলের যোয়াশ রাজার পুত্র যারবিয়াম্ একচল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে রাজত্ব করিল। [২৪] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহার কোন পাপ ত্যাগ করিল না। [২৫] তথাপি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন দাস গাৎহেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যোনাহ ভাববাদির প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই [রাজা] হমাতের প্রবেশস্থান অবধি জঙ্গলভূমির সমুদ্র পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সীমা পুনর্ব্বার হস্তগত করিল। [২৬] কেননা ইস্রায়েলের দুঃখ অতিশয় তীব্র, এবং বদ্ধ কি অবদ্ধ সকলে গত, এবং ইস্রায়েলের সাহায্যকারী কেহ নাই, সদাপ্রভু ইহা দেখিলেন। [২৭] এবং আমি ইস্রায়েলের নাম আকাশমণ্ডলের অধোহইতে লোপ করিব, এমত কথা সদাপ্রভু কহেন নাই; অতএব তিনি যোয়াশের পুত্র যারবিয়ামের হস্তদ্বারা তাহাদিগকে নিস্তার করিলেন।

[২৮] যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং সে যে পরাক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল, এবং যিহূদার [পুরাতন অধিকার] দম্মেশক্ ও হমাৎ পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের হস্তগত করিল, এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২৯] পরে যারবিয়াম্ আপন পূর্ব্বপুরুষ ইস্রায়েলীয় রাজাদের সহিত নিদ্রাগত হইল, এবং তাহার পুত্র সখরিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের সাতাইশ বৎসরে অমৎসিয়ের পুত্র অসরিয় [বা উষিয়] রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [২] সে ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে বাওয়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যিরূশালেম্ নিবাসিনী যিখলিয়া। [৩] সে আপন পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত। [৪] তথাপি উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, তখনও লোকেরা উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৫] অপর সদাপ্রভু রাজাকে আঘাত করিলে সে মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া পৃথক্স্থিতিনিমিত্তক গৃহে বাস করিল; তাহাতে রাজার পুত্র যোথম্ বাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শাসন করিতে লাগিল। [৬] অসরিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৭] পরে অসরিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে দায়ূদ্-নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র যোথম্ তাহার পদে রাজা হইল।

[৮] যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের আটত্রিশ বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র সখরিয় ছয় মাস শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৯] সে আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েলকে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ করিল না। [১০] পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া লোকদের সম্মুখে তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করিল, এবং তাহার পদে আপনি রাজা হইল। [১১] সখরিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [১২] ইহাতে সদাপ্রভুর বাক্য সফল হইল, কেননা তিনি যেহূকে কহিয়াছিলেন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে; অতএব সেই কথানুসারে ঘটিল।

[১৩] যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের ঊনচল্লিশ বৎসরে যাবেশের পুত্র শল্লুম্ রাজা হইয়া এক মাস পরিমিত কাল শমরিয়াতে রাজত্ব করিল। [১৪] কেননা গাদির পুত্র মনহেম্ তির্সাহইতে যাইয়া শমরিয়াতে উপস্থিত হইয়া যাবেশের পুত্র শল্লুম্কে শমরিয়াতে

আঘাত করিয়া বধ করিল, এবং তাহার পদে আপনি রাজা হইল। [১৫] শল্লুমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত চক্রান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

[১৬] অনন্তর মনহেম্ তির্সাহইতে [যাইয়া] তিপ্সহ ও তাহার মধ্যস্থিত সকলকে ও তাহার সীমা আঘাত করিল, কারণ তাহারা তাহার জন্যে দ্বার খুলিয়া দিল না; অতএব সে [তাহাকে] আঘাত করিল ও তথাকার গর্ভবতী স্ত্রী সকলের উদর বিদীর্ণ করিল। [১৭] যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের ঊনচল্লিশ বৎসরাবধি গাদির পুত্র মনহেম্ দশ বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [১৮] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপ সে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিল না। [১৯] পরে অশূরের পূল্ রাজা সে দেশের বিরুদ্ধে আইল; তাহাতে পূলের সাহায্যদ্বারা রাজ্য যেন আপনার হস্তে স্থির থাকে, এই জন্যে মনহেম্ পূল্কে এক সহস্র মণ রূপা দিল। [২০] এবং অশূরের রাজাকে দিবার জন্যে মনহেম্ প্রত্যেক ধনশালি লোকহইতে পঞ্চাশ ২ শেকল লইয়া ইস্রায়েলহইতে ঐ রূপা আদায় করিল; অতএব অশূরের রাজা ফিরিয়া গেল, দেশে রহিল না।

[২১] মনহেমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২২] পরে মনহেম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইল, এবং তাহার পুত্র পকহিয় তাহার পদে রাজা হইল।

[২৩] যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের পঞ্চাশ বৎসরাবধি মনহেমের পুত্র পকহিয় দুই বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [২৪] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ করিল না। [২৫] পরে রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক তাহার সেনানী তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া শমরিয়ার রাজবাটীর হর্ম্ম্যে তাহাকে ও অর্গোব্কে ও অরিয়িকে আঘাত করিল, ফলতঃ পঞ্চাশ জন গিলিয়দীয় লোক তাহার সঙ্গে ছিল; পরে সে তাহাকে বধ করিয়া আপনি তাহার পদে রাজা হইল। [২৬] পকহিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস পুস্তকে লিখিত আছে।

[২৭] যিহূদার অসরিয় রাজার অধিকারের বাওয়ান্ন বৎসরাবধি রমলিয়ের পুত্র পেকহ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [২৮] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রায়েল্কে পাপ করাইয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ করিল না।

[২৯] ইস্রায়েলের পেকহ রাজার অধিকার সময়ে অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষর আসিয়া ইয়োন্ ও আবেল-বৈৎমাখা ও যানোহ ও কেদশ ও হাৎসোর্ ও গিলিয়দ্ ও গালীল্ অর্থাৎ নপ্তালির সমস্ত দেশ হস্তগত করিল, ও লোকদিগকে নিবাসার্থে অশূরে লইয়া গেল।

[৩০] পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের অধিকারের বিংশতি বৎসরে এলার পৌত্র হোশেয় রমলিয়ের পুত্র পেকহের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া বধ করিল, ও তাহার পদে আপনি রাজা হইল। [৩১] পেকহের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

[৩২] রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক ইস্রায়েলীয় রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে উষিয়ের পুত্র যোথম্ রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [৩৩] সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম সাদোকের কন্যা যিরূশা। [৩৪] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত, ও আপন পিতা উষিয়ের কার্য্যানুসারে কার্য্য করিত। [৩৫] কিন্তু উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও উচ্চস্থলীতে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত; সে সদাপ্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার নির্ম্মাণ করিল।

[৩৬] যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [৩৭] ঐ সময়ে সদাপ্রভু অরামের রৎসীন্ রাজাকে ও রমলিয়ের পুত্র পেকহকে যিহূদার বিরুদ্ধে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। [৩৮] পরে যোথম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র আহস্ তাহার পদে রাজা হইল।

১৬ অধ্যায়।

[১] রমলিয়ের পুত্র পেকহের অধিকারের সপ্তদশ বৎসরে যোথমের পুত্র আহস্ রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [২] আহস্ বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে সদাচরণ করিত না। [৩] কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিত, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের ঘৃণার্হ ব্যবহারানুসারে আপন পুত্রকেও অগ্নিতে প্রবেশ করাইল। [৪] এবং নানা উচ্চস্থলীতে ও পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

[৫] তৎকালে অরামের রাজা রৎসীন্ এবং ইস্রায়েলের রমলিয়ের পুত্র পেকহ রাজা যুদ্ধার্থে যিরূশালেমে যাত্রা করিয়া আহস্কে অবরোধ করিল, কিন্তু যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইল না। [৬] তথাপি অরামের রাজা রৎসীন্ সেই সময়ে এলৎ নগর অরামের

বশীভূত করিয়া যিহূদীয়দিগকে এলৎহইতে দূর করিল; তদবধি অরামীয়েরা এলতে আসিয়া অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে।

৭ তখন আহস্ অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর্ রাজার নিকটে এই কথা কহিতে দূত পাঠাইল, আমি আপনকার দাস ও আপনকার পুত্র, আপনি আসিয়া আমার প্রতিরোধি অরামের রাজার ও ইস্রায়েলের রাজার হস্তহইতে আমাকে নিস্তার করুন। ৮ এবং আহস্ সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সমস্ত রূপা ও স্বর্ণ লইয়া অশূরের রাজার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইল। ৯ তাহাতে অশূরের রাজা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, এবং অশূরের রাজা দম্মেশকের বিরুদ্ধে যাইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং তাহার লোকদিগকে নির্ব্বাসার্থে কীরে লইয়া গেল, এবং রৎসীন্‌কে বধ করিল।

১০ অপর আহস্ রাজা অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দম্মেশকে গেল; এবং দম্মেশকস্থ এক যজ্ঞবেদি দেখিয়া আহস্ রাজা সেই বেদির আকৃতি ও তাহাতে যে ২ শিল্পকর্ম্ম ছিল, তাহার আদর্শ লিখিয়া ঊরিয় যাজকের নিকটে পাঠাইল। ১১ তাহাতে ঊরিয় যাজক এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল; ফলতঃ আহস্ রাজা দম্মেশকহইতে যাহা ২ পাঠাইয়াছিল, ঊরিয় যাজক দম্মেশকহইতে আহস্ রাজার আগমনের পূর্ব্বে তদনুসারে সকলই করিল। ১২ পরে রাজা দম্মেশক্‌হইতে উপস্থিত হইয়া সেই বেদি দেখিতে গেল। অপর রাজা সেই বেদির নিকটে যাইয়া তাহার উপরে বলিদান করিতে লাগিল; ১৩ ফলতঃ সে আপন হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য ধূপবৎ দগ্ধ করিল ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিল, এবং সেই বেদির উপরে আপন মঙ্গলার্থক বলি সকলের রক্ত প্রোক্ষণ করিল। ১৪ আর সদাপ্রভুর সম্মুখস্থ যে পিত্তলময় যজ্ঞবেদি, তাহা মন্দিরের সম্মুখহইতে অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহের ও [নূতন] বেদির মধ্যস্থানহইতে সরাইয়া ঐ বেদির উত্তর দিগে স্থাপন করিল। ১৫ পরে আহস্ রাজা ঊরিয় যাজককে এই আজ্ঞা দিল, বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীয় হোমবলি ও সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্য, এবং রাজার হোমবলি ও তাহার নৈবেদ্য, এবং দেশের সমস্ত লোকদের হোমবলি এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ধূপবৎ দগ্ধ করিও, এবং তাহার উপরে হোমবলির সকল রক্ত ও অন্যান্য বলির সকল রক্ত প্রোক্ষণ করিও; কিন্তু পিত্তলময় বেদির বিষয় আমাকে বিবেচনা করিতে হয়। ১৬ তাহাতে ঊরিয় যাজক আহস্ রাজার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ পরে আহস্ রাজা পীঠ সকলের মধ্যদেশ কাটিয়া তাহার উপরহইতে প্রক্ষালনপাত্র সকল স্থানান্তর করিল, এবং সমুদ্ররূপ পাত্রের নীচে যে ২ পিত্তলময় বলদ ছিল, তাহার উপরহইতে তাহা নামাইয়া শিলাস্তরণের উপরে বসাইল। ১৮ এবং তাহারা বিশ্রামদিনের জন্যে মন্দিরমধ্যে যে চন্দ্রাতপ এবং রাজার প্রবেশার্থে যে বহির্দ্বার করিয়াছিল, তাহা অশূরের রাজার ভয়ে সদাপ্রভুর মন্দিরের অন্য স্থানে রাখিল।

১৯ আহসের অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ২০ পরে আহস্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইলে আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদ্ নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র হিষ্কিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ যিহূদার আহস্ রাজার অধিকারের দ্বাদশ বৎসরাবধি এলার পুত্র হোশেয় নয় বৎসর পর্য্যন্ত শমরিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ২ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলের যে রাজগণ ছিল, তাহাদের ন্যায় নহে। ৩ তাহারই বিরুদ্ধে অশূরের রাজা শল্মনেষর্ যুদ্ধযাত্রা করিল; তাহাতে হোশেয় তাহার দাস হইল ও তাহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিল। ৪ পরে অশূরের রাজা হোশেয়ের চক্রান্ত জানিতে পারিল, কেননা সে মিসরের সো রাজার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল, এবং বৎসর ২ যেমন করিত, অশূরের রাজার কাছে তদ্রূপ উপঢৌকন আর পাঠাইল না; অতএব অশূরের রাজা তাহাকে রুদ্ধ ও কারাগারে বদ্ধ করিল।

৫ পরে অশূরের রাজা সমস্ত দেশ আক্রমণ করিল, ও শমরিয়াতে যাইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ করিল। ৬ পরে হোশেয়ের অধিকারের নবম বৎসরে অশূরের রাজা শমরিয়া হস্তগত করিয়া ইস্রায়েল্‌কে নির্ব্বাসার্থে অশূর্ দেশে লইয়া গেল, এবং হলহে ও হাবোরে [ও] গোষণের নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে বাস করাইল। ৭ ইহার কারণ এই; ইস্রায়েলের সন্তানগণের ঈশ্বর যে সদাপ্রভু তাহাদিগকে মিসর্‌দেশহইতে অর্থাৎ মিসরের ফরৌণ্ রাজার হস্তের অধীনতাহইতে আনিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপ করিত ও ইতর দেবগণকে ভয় করিত। ৮ এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহাদের বিধি এবং ইস্রায়েলের রাজগণের স্থাপিত বিধি অনুসারে চলিত। ৯ ইস্রায়েলের সন্তানগণ গোপনে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে অযথার্থ বাক্য আরোপ করিত; এবং প্রহরির উচ্চ কুঁড়িয়া অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত আপনাদের সকল নগরে আপনাদের জন্যে উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিত। ১০ এবং প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে স্তম্ভ ও আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিত। ১১ এবং সদাপ্রভু তাহাদের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় আপনা-

দের তথাকার সকল উচ্চস্থলীতে ধূপ জ্বালাইত, এবং সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিতে দুষ্ক্রিয়া করিত। [১২] এবং সদাপ্রভু যাহার বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এমত কর্ম্ম করিও না, তাহাই অর্থাৎ পুত্তলিদের পূজা করিত। [১৩] তথাপি সদাপ্রভু আপন সমস্ত ভাববাদির ও দর্শকের দ্বারা ইস্রায়েলের ও যিহূদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওনার্থে এই রূপ কথা কহিতেন, তোমরা আপনাদের সকল কুপথহইতে ফির, এবং আমি তোমাদের পিতৃলোকদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার দাস ভাববাদিগণের হস্তদ্বারা তোমাদের নিকটে যাহা পাঠাইয়াছি, তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন কর। [১৪] কিন্তু তাহারা কথা না শুনিয়া আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অশ্রদ্ধাকারি আপন পূর্ব্বপুরুষদের গ্রীবার সমান করিত। [১৫] এবং তাঁহার বিধি সকল ও তাহাদের পিতৃলোকদের সহিত কৃত তাঁহার নিয়ম, ও আপনাদের বিরুদ্ধে দত্ত তাঁহার সাক্ষ্য সকল অগ্রাহ্য করিয়া অসার বস্তুর অনুগামী হইয়া আপনারা অসার হইয়াছিল; এবং সদাপ্রভু যাহাদের ন্যায় কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিক্স্থ পরজাতীয়দের অনুগামী হইয়াছিল। [১৬] তাহারা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে ঢালা দুই বৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ও আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, ও গগনমণ্ডলের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও বালের পূজা করিত। [১৭] এবং আপন ২ পুত্র কন্যাদিগকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইত, এবং মন্ত্র পড়াইত, ও মোহন ব্যবহার করিত, এবং সদাপ্রভুকে বিরক্ত করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে আপনাদিগকে বিক্রয় করিত। [১৮] এই জন্যে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপন সাক্ষাৎহইতে দূর করিলেন; কেবল যিহূদা বংশ ব্যতীত আর কোন বংশ অবশিষ্ট থাকিল না। [১৯] এবং যিহূদার লোকেরাও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়া ইস্রায়েলের স্থাপিত বিধি অনুসারে চলিতে লাগিল। [২০] অতএব সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া অবনত করিলেন, এবং যাবৎ আপন সাক্ষাৎহইতে দূরে ফেলিয়া না দিলেন, তাবৎ তাহাদিগকে লুটকারিদের হস্তগত করিলেন। [২১] কেননা তিনি দায়ূদের কুলহইতে ইস্রায়েল্কে কাড়িয়া লইলে পর তাহারা নবাটের পুত্র যারবিয়াম্কে রাজা করিয়াছিল; সেই যারবিয়াম্ সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে ইস্রায়েল্কে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদিগকে মহাপাপ করাইয়াছিল। [২২] এবং যারবিয়াম্ যে ২ পাপ করিয়াছিল, ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার সেই সকল পাপে চলিত, তাহা ত্যাগ করিল না। [২৩] শেষে সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদিগণের প্রমুখাৎ যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল্কে আপন সম্মুখহইতে দূর করিলেন। এবং ইস্রায়েল্ নির্ব্বাসার্থে আপন দেশহইতে অশূরে নীত হইল; অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে আছে।

[২৪] পরে অশূরের রাজা বাবিল্ ও কূথা ও অব্বা ও হমাৎ ও সফর্ব্বয়িম্হইতে লোকদিগকে আনিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে শমরিয়া দেশের সকল নগরে স্থাপন করিল; তাহাতে তাহারা শমরিয়া অধিকার করিয়া তথাকার সকল নগরে বসতি করিল। [২৫] সেখানে তাহাদের বাসের আরম্ভকালে তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত না, এই জন্যে সদাপ্রভু তাহাদের মধ্যে সিংহগণকে পাঠাইলেন, এবং তাহারা লোকদিগকে বধ করিতে লাগিল। [২৬] অতএব লোকেরা অশূরের রাজাকে কহিল, আপনি যে জাতিদিগকে নির্ব্বাসন করিয়া শমরিয়া দেশের সকল নগরে স্থাপন করিয়াছেন, তাহারা তদ্দেশীয় দেবতার বিধান জানে না; এই জন্যে তিনি তাহাদের মধ্যে সিংহগণকে পাঠাইয়াছেন, এবং দেখুন, সিংহগণ তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, কেননা তাহারা দেশীয় দেবতার বিধান জানে না। [২৭] পরে অশূরের রাজা এই আজ্ঞা করিল, তোমরা তথাহইতে নির্ব্বাসিত যে যাজকদিগকে আনিয়াছ, তাহাদের এক জনকে [সপরিবারে] সেই দেশে [ফিরিয়া] পাঠাও; তাহারা সেখানে যাইয়া বাস করুক, এবং সে লোকদিগকে তদ্দেশীয় দেবতার বিধান শিক্ষা দিউক। [২৮] পরে তাহারা শমরিয়াহইতে নির্ব্বাসিত যে যাজকদিগকে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের এক জন আসিয়া বৈথেলে বাস করিল, এবং যে রূপে সদাপ্রভুকে ভয় করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে শিখাইতে লাগিল। [২৯] তথাপি তাহাদের প্রত্যেক জাতি আপন ২ দেবতা নির্ম্মাণ করিল, এবং শমরীয়েরা উচ্চস্থলীর যে ২ মন্দির করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক ২ জাতি আপন ২ নিবাসনগরে আপন ২ দেবতাকে স্থাপন করিল। [৩০] এই রূপে বাবিলীয় লোকেরা সুক্কোৎবনোৎকে নির্ম্মাণ করিল, ও কূথীয় লোকেরা নের্গল্কে, ও হমাতের লোকেরা অশীমাকে নির্ম্মাণ করিল, [৩১] এবং অব্বীয়েরা নিভস্ ও তর্ত্তক্কে নির্ম্মাণ করিল, ও সফর্ব্বীয়েরা সফর্ব্বয়িমের অদ্রম্মেলক্ ও অনম্মেলক নামক দেবদ্বয়ের উদ্দেশে আপন ২ বালকগণকে দগ্ধ করিত। [৩২] তাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, এবং আপনাদের জন্যে অন্য লোকদের মধ্যহইতে উচ্চস্থলী সকলের যাজকদিগকে নিযুক্ত করিত; তাহারাই তাহাদের জন্যে উচ্চস্থলীর মন্দিরে যজ্ঞ করিত। [৩৩] তাহারা সদাপ্রভুকেও ভয় করিত, এবং নিবাসার্থে যে ২ জাতিহইতে নীত হইয়াছিল, তাহাদের বিধানানুসারে আপন ২ দেবতারও পূজা করিত। [৩৪] তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বকার বিধানানুযায়ি কর্ম্ম করিতেছে, না সদাপ্রভুকে ভয় করে না নিজ ২ বিধি ও শাসনানুযায়ি আচরণ করে, সুতরাং সদাপ্রভু যাহার নাম ইস্রায়েল্ রাখি-

লেন, সেই যাকোবের সন্তানগণকে দত্ত তাঁহার ব্যবস্থা ও আজ্ঞানুসারেও চলে না। [৩৫] কেননা সদাপ্রভু উহাদের সহিত নিয়ম করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা ইতর দেবগণকে ভয় করিও না, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, ও তাহাদের পূজা করিও না, ও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিও না। [৩৬] কিন্তু যিনি মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে ভয় করিও, ও তাঁহারই কাছে প্রণিপাত করিও, ও তাঁহারই উদ্দেশে বলিদান করিও। [৩৭] এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে২ বিধি ও যে২ শাসন এবং যে ব্যবস্থা ও আজ্ঞা লিখিয়া দিয়াছেন, সর্ব্বদা তদনুসারে চলিতে তাহাই পালন করিও, ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। [৩৮] এবং আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম করিলাম, তাহা বিস্মৃত হইও না, ও ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। [৩৯] কিন্তু আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিও, তিনিই তোমাদের যাবতীয় শত্রুর হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [৪০] তথাপি তাহারা কথা না শুনিয়া আপনাদের পূর্ব্বকার বিধানানুসারে চলিতেছে। [৪১] এই রূপে সেই পরজাতীয় লোকেরা সদাপ্রভুকেও ভয় করিয়া এবং আপনাদের স্থাপিত প্রতিমার পূজাও করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ করিত, তাহাদের পুত্র পৌত্রেরাও অদ্য পর্য্যন্ত সেই রূপ করিতেছে।

১৮ অধ্যায়।

[১] এলার পুত্র ইস্রায়েলের রাজা হোশেয়ের অধিকারের তৃতীয় বৎসরে আহসের পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [২] সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম সখরিয়ের কন্যা অবী। [৩] সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত।

[৪] সেই [রাজা] উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন করিল, ও স্তম্ভ সকল ভগ্ন করিল, এবং আশেরার মূর্ত্তি ছেদন করিল; এবং মোশি যে পিত্তলময় সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিল, কেননা সেই সময় পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত; এবং সে তাহার নাম নহুষ্টন্ [তৈজস] রাখিল। [৫] সে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে এমত বিশ্বাস করিত, যে তাহার পরে যিহূদার রাজগণের মধ্যে কেহ তাহার তুল্য হইল না, তাহার পূর্ব্বেও ছিল না। [৬] ফলতঃ সে সদাপ্রভুতে আসক্ত ছিল, তাঁহার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিল না, এবং সদাপ্রভু মোশিকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা পালন করিত। [৭] এবং সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে২ ছিলেন; সে যাহা করিতে যাইত, তাহাতেই কুশলপ্রাপ্ত হইত; সে অশূরের রাজার বিদ্রোহী হইয়া তাহার দাসত্বে আর থাকিল না। [৮] সে ঘসা ও তাহার সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ রক্ষকদের উচ্চ কুঁড়িয়া অবধি প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয় করিল।

[৯] সেই হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে, এবং এলার পুত্র হোশেয় নামক ইস্রায়েলীয় রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরে অশূরের শল্মনেষর রাজা শমরিয়ার বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ করিল, [১০] এবং তিন বৎসরের পরে তাহা হস্তগত করিল; হিষ্কিয় রাজার অধিকারের ষষ্ঠ বৎসরে, ও ইস্রায়েলের হোশেয় রাজার অধিকারের নবম বৎসরে শমরিয়া পরহস্তগত হইল। [১১] পরে অশূরের রাজা ইস্রায়েলকে অশূর্ দেশে নির্ব্বাসন করিয়া হলহে ও হাবোরে [ও] গোষন্ দেশের নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন করিল। [১২] কারণ তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করিত না, এবং তাঁহার নিয়ম অর্থাৎ সদাপ্রভুর দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তাহা শুনিতে কিম্বা পালন করিতে ইচ্ছা করিত না।

[১৩] পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূরের সন্হেরীব্ রাজা যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা হস্তগত করিতে লাগিল। [১৪] তাহাতে যিহূদার হিষ্কিয় রাজা লাখীশে অশূরের রাজার নিকটে এই কথা কহিয়া লোক পাঠাইল, আমি পাপ করিলাম, আমার নিকটহইতে ফিরিয়া যাউন; আপনি আমাকে যে দণ্ড দিবেন, তাহা আমি সহ্য করিব। তাহাতে অশূরের রাজা যিহূদার হিষ্কিয় রাজার তিন শত মণ রূপা ও ত্রিশ মণ স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ করিল। [১৫] অতএব হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সমস্ত রূপা তাহাকে দিল। [১৬] এবং যিহূদার রাজা হিষ্কিয় সদাপ্রভুর প্রাসাদের যে২ কবাট ও যে২ বাজু মণ্ডিত করিয়াছিল, তাহার স্বর্ণ হিষ্কিয় তৎকালে কাটিয়া অশূরের রাজাকে দিল।

[১৭] পরে অশূরীয় রাজা লাখীশহইতে তর্ত্তন্কে ও রব্সারীস্কে ও রব্শাকিকে ভারি সৈন্যসামন্তের সহিত যিরূশালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিল; এবং তাহারা যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে উপস্থিত হইল, এবং উঠিয়া আসিয়া উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে রজকের ভূমির পথে অবস্থিতি করিল। [১৮] পরে তাহারা রাজাকে আহ্বান করিলে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্ন্ লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামা ইতিহাসরচক তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল। [১৯] তাহাতে রব্শাকি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, রাজাধিরাজ অর্থাৎ অশূরের রাজা কহেন, তুমি যে সাহস করিতেছ, সে কেমন সাহস? [২০] তুমি কহিতেছ, সংগ্রাম করিতে আমার মন্ত্রণা ও পরাক্রম আছে, কিন্তু তাহা ওষ্ঠের

ধ্বনিমাত্র; অতএব তুমি কাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া আমার বিদ্রোহী হইলা? [২১] দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর দেয়, সে তাহার হস্তে ঢুকিয়া তাহা বিদ্ধ করে; যত লোক তাহাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের প্রতি মিস্রীয় ফরৌণ রাজা তদ্রূপ। [২২] আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, তবে [আমি বলি], হিষ্কিয় যাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল দূর করিয়া যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে কহিয়াছে, তোমরা যিরূশালেমে এই যজ্ঞবেদির কাছে প্রণিপাত করিও, তিনি কি সে নন্? [২৩] শুন, তুমি এক বার আমার প্রভু অশূরীয় রাজার সহিত পণ কর; আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দি, তুমি কি তদারোহি লোক দিতে পার? [২৪] তবে কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে পরাঙ্মুখ করিবা? কিন্তু তুমি রথ ও অশ্বের জন্যে মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ। [২৫] বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর সম্মতি ব্যতিরেকে এ স্থান ধ্বংস করিতে আইলাম? সদাপ্রভুই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি ঐ দেশে গিয়া তাহা ধ্বংস কর।

[২৬] তখন হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ ও শিব্ন ও যোয়াহ রব্শাকিকে কহিল, বিনয় করি, অরামীয় ভাষাতে আপনকার দাসদিগকে কহুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের প্রতি যিহূদি ভাষাতে না কহুন। [২৭] কিন্তু রব্শাকি উত্তর করিল, আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই নিমিত্তে এবং তোমারই প্রতি এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন২ বিষ্ঠা খাইতে ও আপন ২ মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই নিমিত্তে কি নয়? [২৮] পরে রব্শাকি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষাতে কহিতে লাগিল, তোমরা রাজাধিরাজের অর্থাৎ অশূরীয় রাজার কথা শুন। [২৯] রাজা কহিতেছেন, তোমাদিগকে ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না। বস্তুতঃ তাঁহার হস্তহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে উহার সাধ্য নাই। [৩০] অতএব হিষ্কিয় তোমাদিগকে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস না করাউক। সে বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনো অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না। [৩১] তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা অশূরের রাজা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার কাছে আইস; এবং প্রত্যেক জন আপন ২ দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরফল ভোজন কর ও আপন ২ কূপের জল পান কর; [৩২] পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় গোম ও দ্রাক্ষারস বিশিষ্ট এবং রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিশিষ্ট এবং তৈলোৎপাদক জিতবৃক্ষ ও মধু বিশিষ্ট কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; তাহা করিলে তোমরা বাঁচিবা, মরিবা না। কিন্তু হিষ্কিয়ের বাক্য শুনিও না; কেননা সে তোমাদিগকে ভুলাইয়া বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [৩৩] পরজাতিদের দেবগন কি অশূরীয় রাজার হস্তহইতে আপন ২ দেশ রক্ষা করিয়াছে? [৩৪] হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? এবং সফর্বয়িমের ও হেনার ও অব্বার দেবগন কোথায়? [দেবগণ] কি আমার হস্তহইতে শমরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? [৩৫] দেশীয় সকল দেবগণের মধ্যে কে আমার হস্তহইতে নিজ দেশ উদ্ধার করিয়াছে? তবে সদাপ্রভু আমার হস্তহইতে যিরূশালেম্কে উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব? [৩৬] কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ তাহাকে উত্তর দিও না, রাজার এই আজ্ঞা ছিল। [৩৭] পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ ইতিহাসরচক আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্শাকির কথা জ্ঞাত করিল।

১৯ অধ্যায়।

[১] তাহা শুনিবামাত্র হিষ্কিয় রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গমন করিল। [২] এবং রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম্কে ও শিব্ন লেখককে এবং যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদির নিকটে পাঠাইল। [৩] তাহারা তাহাকে বলিল, হিষ্কিয় কহিলেন, অদ্যকার দিবস সঙ্কটের ও অনুযোগের ও অপমানের দিবস, কেননা বালকগণ প্রসবদ্বারে উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিতে শক্তি নাই। [৪] কি জানি, জীবৎ ঈশ্বরকে ধিক্কার দেওনার্থে আপন প্রভু অশূরীয় রাজার প্রেরিত রব্শাকি যে সকল কথা কহিয়াছে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা শুনিবেন, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই সকল কথা শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ করিবেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে, তুমি তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা উৎসর্গ কর। [৫] এই রূপে হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশায়াহের নিকটে উপস্থিত হইলে [৬] যিশায়াহ তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের কর্ত্তাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহাদ্বারা অশূরীয় রাজার ভৃত্যগণ আমাকে কটুবাক্য কহিয়াছে, সেই সকল কথাতে ভীত হইও না। [৭] দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মার আবেশ করাইব, এবং সে কোন সংবাদ শুনিবে, তাহাতে সে আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গাদ্বারা নিপাত করিব।

[৮] অনন্তর রব্শাকি ফিরিয়া গিয়া অশূরের রাজার সহিত মিলিল; তৎকালে সে লিব্নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; বস্তুতঃ সে লাখীশ্হইতে স্থানান্তরে

গিয়াছে, ইহা রব্‌শাকি শুনিয়াছিল। ৯ অপর সে কূশদেশীয় তির্হক রাজার বিষয়ে এই সংবাদ শুনিল, যথা, সে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে যাত্রা করিয়াছে। অতএব সে পুনর্ব্বার হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, ১০ তোমরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়কে বল, তোমার ঈশ্বর তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন। তুমি তাঁহাতেই বিশ্বাস করত বলিতেছ, যিরূশালেম্ অশূরের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবে না। ১১ দেখ, নানা দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট করিতে অশূরীয় রাজগণ যাহা২ করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি উদ্ধার পাইবা? ১২ আমার পূর্ব্বপুরুষগণদ্বারা বিনষ্ট জাতিদের অর্থাৎ গোষন্ ও হারণ ও রেৎসফের [দেবগণ] এবং তলঃসরনিবাসি এদনের সন্তানদের দেবগণ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে? ১৩ হমাতের রাজা, ও অর্পদের রাজা এবং সিফর্বয়িম্ নগরের, হেনার ও অব্বার রাজা কোথায়?

১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেল; তথায় হিষ্কিয় সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ১৫ এবং হিষ্কিয় সদাপ্রভুর সম্মুখে এই প্রার্থনা করিল, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর করূবদ্বয়ে অধ্যাসীন সদাপ্রভো, কেবল তুমিই পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী রচনা করিয়াছ। ১৬ হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া শুন; হে সদাপ্রভো, আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ। জীবৎ ঈশ্বরকে ধিক্কার দেওনার্থে ঐ সন্‌হেরীব্ যে সকল কথা কহিয়া পাঠাইল, তাহা শুন। ১৭ হে সদাপ্রভো, সত্য বটে, অশূরীয় রাজগণ পরজাতি সকল ও তাহাদের দেশ সকল বিনষ্ট করিয়াছে, ১৮ এবং তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তদ্বারা রচিত কাষ্ঠ ও প্রস্তর; এই জন্যে উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে। ১৯ কিন্তু হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি এই নিবেদন করি, সম্প্রতি তুমি তাহার হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার কর; তাহাতে, হে সদাপ্রভো, কেবল তুমিই ঈশ্বর, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

২০ পরে আমোসের পুত্র যিশায়াহ হিষ্কিয়ের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি অশূরের রাজা সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম। ২১ সদাপ্রভু তাহার বিষয়ে এই কথা কহেন, অনূঢ়া সিয়োনের কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও তোমাকে পরিহাস করিতেছে, ও যিরূশালেমের কন্যা তোমার পশ্চাতে মস্তক লাড়িতেছে। ২২ তুমি কাহাকে ধিক্কার দিয়াছ ও কটুবাক্য কহিয়াছ? ও কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছ? কি ইস্রায়েলের পাবনের বিরুদ্ধে? ২৩ তুমি আপন দূতগণের দ্বারা প্রভুকে ধিক্কার দিয়া এই কথা বলিয়াছ, আমি নিজ রথের বাহুল্যদ্বারা পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, হাঁ, লিবানোনের নিভৃত স্থানে আরোহণ করিয়া তাহার দীর্ঘকায় এরসবৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিতে পারি, এবং তাহার সীমাস্থ রাত্রিবাসস্থান ও উত্তম কানন পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি। ২৪ আমি খনন পূর্ব্বক অসাধারণ জল পান করিয়া আপন পদতলদ্বারা মিসরের সমস্ত খাল শুষ্ক করিতে পারি।

২৫ তুমি কি ইহা শুন নাই? আমি দীর্ঘকালাবধি যাহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, এবং পূর্ব্বকালে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা এখন সিদ্ধ করিলাম, অর্থাৎ তোমাদ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম। ২৬ এই কারণ তন্নিবাসিগণ ক্ষীণহস্ত ও ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল, এবং ক্ষেত্রের শাক ও নবীন তৃণ ও ছাতের উপরিস্থ ঘাস ও অপক্কাবস্থাতে শোষিত শস্যের ন্যায় হইল। ২৭ কিন্তু তোমার উপবেশন ও বাহিরে ভিতরে গমনাগমন ও আমার বিরুদ্ধে রাগ করণ, এ সকলি আমি জানি। ২৮ আমার বিরুদ্ধে তোমার যে রাগ ও দর্প, তাহা আমার কর্ণগোচর হইল; অতএব আমি তোমার নাসিকাতে আপন কড়া ও তোমার ওষ্ঠে আপন বল্গা দিব, এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব। ২৯ আর [হে হিষ্কিয়,] তোমার নিমিত্তে এই এক অভিজ্ঞান থাকিবে, এই বৎসরে স্বয়ং উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসরে তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন করিলে পর, তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিবা, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ করিবা। ৩০ যিহূদা কুলের যে উত্তীর্ণ লোকেরা অবশিষ্ট আছে, তাহারা নীচে মূল বাঁধিবে, ও উপরে ফল ফলিবে। ৩১ কেননা অবশিষ্ট লোকেরা যিরূশালেম্‌হইতে ও উত্তীর্ণ লোকেরা সিয়োন্ পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইবে, (বাহিনীগণের) সদাপ্রভুর স্পর্দ্ধাদ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবে। ৩২ অতএব অশূরীয় রাজার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, ও ইহার মধ্যে বাণ ফেলিবে না, ও সম্মুখে ঢাল দেখাইবে না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বান্ধিবে না। ৩৩ সদাপ্রভু কহেন, সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহা দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না। ৩৪ কিন্তু আমি আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের নিস্তারার্থে তাহার ঢালস্বরূপ হইব।

৩৫ পরে সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে নিহনন করিল; [অবশিষ্টেরা] প্রত্যূষে উঠিলে সমস্ত লোককেই মৃত দেখিল। ৩৬ অতএব অশূরের রাজা সন্‌হেরীব্ প্রস্থান করিয়া নীনবীতে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিল। ৩৭ পরে সে যখন আপনার নিষ্রোক নামক দেবতার গৃহে প্রণিপাত

করিতেছিল, তখন অদ্রম্মেলক্ ও শরেৎসর্ নামক তাহার দুই পুত্র খড়্গদ্বারা তাহাকে হনন করিল; পরে তাহারা অরারট দেশে পলায়ন করিলে এসর্-হদ্দোন্ নামে তাহার আর এক পুত্র তাহার পদে রাজা হইল।

২০ অধ্যায়।

[১] তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, সদাপ্রভু কহেন, তুমি আপন বাটী বিষয়ক আদেশ কর, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবা না। [২] তাহাতে সে ভিত্তির দিগে মুখ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি প্রার্থনা করিয়া কহিল, [৩] হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমি সত্যতাতে ও সরলান্তঃকরণে তোমার সাক্ষাতে চলিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে সদাচরণ করিয়াছি, তাহা তুমি এখন স্মরণ কর। অনন্তর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। [৪] পরে যিশায়াহ নির্গমন করিতে ২ মধ্যপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত যায় নাই, এমন সময়ে তাহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [৫] যথা, তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ও তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইবা। [৬] এবং আমি তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব; এবং অশূরীয় রাজার হস্তহইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব; এবং আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। [৭] পরে যিশায়াহ কহিল, ডুম্বুরফলের এক চাপ আন; পরে লোকে তাহা লইয়া স্ফোটকের উপরে দিলে সে বাঁচিল।

[৮] তৎকালে হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিল, সদাপ্রভু আমাকে সুস্থ করিবেন, ও আমি তৃতীয় দিবসে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইব, ইহার অভিজ্ঞান কি? [৯] তাহাতে যিশায়াহ কহিল, সদাপ্রভু আপনার উক্ত বাক্য সফল করিবেন, ইহার এই অভিজ্ঞান সদাপ্রভুহইতে তোমাকে দেওয়া যাইবে; ছায়াটী কি দশ অংশ অগ্রসর হইবে? কিম্বা দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাইবে? [১০] হিষ্কিয় কহিল, ছায়াটী যে দশ অংশ অগ্রসর হয়, এ ক্ষুদ্র বিষয়; ছায়াটী বরং দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাউক। [১১] পরে যিশায়াহ ভাববাদী সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিল, তাহাতে আহসের সূর্য্যঘটিকাতে ছায়াটী যত অংশ গিয়াছিল, তিনি তাহার দশ অংশ পীছে ফিরাইলেন।

[১২] ঐ সময়ে বলদনের পুত্র মরোদক্-বলদন্ নামে বাবিলের রাজা হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইল, কারণ সে হিষ্কিয়ের পীড়িত হওনের সংবাদ পাইয়াছিল। [১৩] তাহাতে হিষ্কিয় তাহাদিগকে [দর্শন দিয়া নিবেদন] শুনিয়া আপন সমস্ত কোষ অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইল। হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইল, এমত কোন সামগ্রী তাহার বাটীতে ও তাহার সমস্ত রাজ্যে ছিল না।

[১৪] পরে যিশায়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মনুষ্যেরা কি কহিল? এবং কোথাহইতে তোমার নিকটে আইল? তাহাতে হিষ্কিয় কহিল, উহারা দূরদেশ বাবিল্হইতে আসিয়াছে। [১৫] সে জিজ্ঞাসা করিল, উহারা তোমার বাটীতে কি ২ দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিল, আমার বাটীতে যাহা ২ আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে এমত কোন দ্রব্য নাই। [১৬] পরে যিশায়াহ হিষ্কিয়কে কহিল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। [১৭] দেখ, তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা ২ সঞ্চিত হইতেছে, সকলি বাবিলে নীত হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, সদাপ্রভু এই কথা কহেন। [১৮] এবং তোমার কটিহইতে উৎপন্ন তোমার ঔরস সন্তানগণের মধ্যে কএক জন নীত হইয়া বাবিলের রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত নপুংসক হইবে। [১৯] তাহাতে হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলা, তাহা উত্তম। আরো কহিল, যদিস্যাৎ আমার অধিকার সময়ে মঙ্গল ও সত্য হয়, তবে তাহা কি [উত্তম] নয়?

[২০] হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত পরাক্রম এবং পুষ্করিণী ও প্রণালী করিয়া নগরে জল আনয়ন, এই সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [২১] পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইল, এবং তাহার পুত্র মনঃশি তাহার পদে রাজা হইল।

২১ অধ্যায়।

[১] মনঃশি বারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম হিফ্সীবা ছিল। [২] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, সে তাহাদের ন্যায় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত। [৩] ফলতঃ তাহার পিতা হিষ্কিয় যে ২ উচ্চস্থলী বিনষ্ট করিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইল, এবং ইস্রায়েলের আহাব্ রাজা যেমন করিয়াছিল, তেমনি সে বালের কারণ যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করিল, এবং আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিল, এবং গগণের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও তাহাদের পূজা করিত। [৪] এবং সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, আমি যিরূশালেমে আপন নাম স্থাপন করিব, সদাপ্রভুর সেই

গৃহে সে কতকগুলি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল। [৫] এবং সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে গগণের সমস্ত বাহিনীর জন্যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল। [৬] এবং আপন পুত্রকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইল, ও গণকতা ও মোহন ব্যবহার করিত, এবং ভূতুড়িয়ার ও গুণির কর্ম্ম করিত। সে সদাপ্রভুকে বিরক্ত করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে বাহুল্য রূপে কদাচরণ করিত। [৭] আর সে আশেরার এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিল; কিন্তু সেই মন্দিরের বিষয়ে সদাপ্রভু দায়ূদ্‌কে ও তাহার পুত্র শলোমনকে এই কথা কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই যিরূশালেমে ও এই মন্দিরে আমি আপন নাম অনন্ত কালের নিমিত্তে স্থাপন করিব; [৮] আর আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশহইতে ইস্রায়েলের চরণ আর চালিত হইতে দিব না; কিন্তু আমি তাহাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছি, এবং আমার দাস মোশি তাহাদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছে, তদনুসারে কর্ম্ম করণার্থে সতর্ক হওয়া তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। [৯] তথাপি তাহারা শুনিল না, কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিক কদাচরণ করিতে মনঃশি তাহাদিগকে প্ররোচনা করিল।

[১০] অতএব সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদিগণের প্রমুখাৎ এই কথা কহিলেন, [১১] যিহূদার রাজা মনঃশি এই সকল ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিল; তাহার পূর্ব্বে যে ইমোরীয় লোকেরা ছিল, তাহাদের হইতেও সে অধিক পাপ করিল, এবং আপন পুত্তলিগণদ্বারা যিহূদাকেও পাপ করাইল। [১২] এই কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যিরূশালেমের ও যিহূদার প্রতি এমত অমঙ্গল বর্ত্তাইব, যে তাহা শ্রবণকারি সমস্ত লোকের কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। [১৩] এবং আমি যিরূশালেমের উপরে শমরিয়ার সূত্র ও আহাব্‌ কুলের ওলন বিস্তার করিব; যেমন কেহ থাল মুছে, এবং মুছিলে পর তাহা উল্টাইয়া উবুড় করে, তদ্রূপ আমি যিরূশালেমকে মুছিয়া ফেলিব। [১৪] এবং আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশকে ত্যাগ করিব, ও তাহাদের শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিব; তাহারা আপনাদের যাবতীয় শত্রুর লোপ্ত্র ও লুটবস্তুস্বরূপ হইবে। [১৫] কেননা তাহারা আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়াছে; এবং আপন পিতৃলোকদের মিসরহইতে বহিরাগমন দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাকে বিরক্ত করিতেছে। [১৬] আর মনঃশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া যিহূদাকে পাপ করাইয়াছে, এবং আপনার এই পাপ ভিন্ন সে অনেক নির্দ্দোষের রক্তপাতও করিয়া যিরূশালেম্‌কে এক সীমাবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত রক্তেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

[১৭] মনঃশির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার কৃত পাপকর্ম্ম সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [১৮] পরে মনঃশি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে আপন বাটীর উদ্যানে অর্থাৎ উষের উদ্যানে কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র আমোন্‌ তাহার পদে রাজা হইল।

[১৯] আমোন্‌ বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে দুই বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যট্‌বা নিবাসি হারুষের কন্যা মশুল্লেমৎ। [২০] তাহার পিতা মনঃশি যেরূপ করিয়াছিল, সেও তদ্রূপ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [২১] তাহার পিতা যে পথে চলিয়াছিল, সেও সেই সমস্ত পথে চলিত; ও তাহার পিতা যে ২ পুত্তলির পূজা করিয়াছিল, সেও সেই সকলের পূজা করিত ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিত। [২২] সে আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিল; সদাপ্রভুর পথে গমন করিল না।

[২৩] পরে আমোনের দাসগণ তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল; কিন্তু তাহারা রাজাকে তাহার বাটীতে বধ করিলে পর [২৪] দেশীয় লোকেরা আমোন্‌ রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারি সকলকে বধ করিল; পরে দেশীয় লোকেরা উহার পুত্র যোশিয়কে তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। [২৫] আমোনের ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [২৬] লোকে উষের উদ্যানস্থিত তাহার কবরে তাহাকে কবর দিল; এবং তাহার পুত্র যোশিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২২ অধ্যায়।

[১] যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া একত্রিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম বস্কতীয় অদায়ার কন্যা যিদীদা। [২] সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত, ও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের সমস্ত পথে চলিত, তাহার দক্ষিণে কি বামে ফিরিত না।

[৩] যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে এই রূপ ঘটনা হইল। রাজা মশুল্লমের পৌত্র অৎসলিয়ের পুত্র শাফন্‌ লেখককে এই কথা কহিয়া সদাপ্রভুর গৃহে পাঠাইয়াছিল; [৪] যথা, তুমি হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে যাইয়া সদাপ্রভুর গৃহে যে রূপ্য আনীত হইয়াছে, ও দ্বারপালেরা লোকদের স্থানে যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা প্রস্তুত রাখিতে বল। [৫] এবং লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহে নিযুক্ত কার্য্যকারিদের হস্তে তাহা সমর্পণ করুক, এবং তাহারা গৃহের ভগ্ন স্থান সারিবার জন্যে সদাপ্রভুর গৃহের কর্ম্মকারিদের হস্তে তাহা দিউক, [৬] অর্থাৎ সূত্রধর ও গাঁথক ও রাজদিগের [বেতনার্থে] এবং গৃহ সারিবার জন্যে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয় করণার্থে তাহা দিউক। [৭] কিন্তু তাহাদের হস্তে যে টাকা সমর্পিত হইবে, তাহার বিষয়ে তাহাদের সহিত হিসাব করিতে হইবে না, কেননা তাহারা বিশ্বাস্য হইয়া কর্ম্ম করে।

৮ তখন হিল্কিয় মহাযাজক শাফন্ লেখককে কহিল, আমি সদাপ্রভুর গৃহে ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইলাম। পরে হিল্কিয় শাফন্‌কে সেই পুস্তক দিলে সে তাহা পাঠ করিল। ৯ এবং শাফন্ লেখক রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার এই সমাচার দিল, আপনকার দাসগণ মন্দিরে প্রাপ্ত সমস্ত রৌপ্য একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে নিযুক্ত কার্য্যকারকদের হস্তে দিয়াছে। ১০ পরে শাফন্ লেখক রাজাকে এই কথাও জ্ঞাত করিল, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখান পুস্তক দিল। পরে শাফন্ রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ১১ তখন রাজা সেই ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য সকল শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। ১২ এবং রাজা হিল্কিয় যাজককে ও শাফনের পুত্র অহীকাম্‌কে ও মীখায়ের পুত্র অক্‌বোর্‌কে ও শাফন্ লেখককে ও অসায় নামক রাজভৃত্যকে এই আজ্ঞা করিল, ১৩ তোমরা যাইয়া আমার ও লোকদের ও সমস্ত যিহূদার নিমিত্তে ঐ লব্ধ পুস্তকের বাক্য বিষয়ে সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর'; কেননা আমাদের পালনার্থে লিখিত সকল কথানুযায়ি কর্ম্ম করিবার জন্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই পুস্তকের কথাতে মনোযোগ করে নাই, এই হেতুক আমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর অতিশয় ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে। ১৪ অতএব হিল্কিয় যাজক ও অহীকাম্ ও অক্‌বোর্ ও শাফন্ ও অসায় ইহারা বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হর্হসের পৌত্র তিক্‌বের পুত্র শল্লুমের ভার্য্যা হুল্‌দা ভাববাদিনীর নিকটে গেল; সে যিরূশালেমের উপনগরে বাস করিত। পরে তাহারা তাহার সহিত কথোপকথন করিল।

১৫ সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইল, তাহাকে বল, ১৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ যিহূদার রাজা যে পুস্তক পাঠ করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সকল বাক্যের ফল বর্ত্তাইব। ১৭ কারণ স্ব২ হস্তের সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিবার জন্যে তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তাহা নির্ব্বাণ হইবে না। ১৮ কিন্তু সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইল যে যিহূদার রাজা, তাহাকে এই কথা বল, তুমি যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা কহেন, ১৯ এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের বিরুদ্ধে আমি যে ২ বাক্য কহিয়াছি, [তাহা শ্রবণমাত্র] অর্থাৎ তাহারা ধ্বংসের ও শাপের আস্পদ হইবে, ইহা শ্রবণমাত্র তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিলা, ও আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে রোদন করিলা, এই জন্যে সদাপ্রভু কহেন, আমিও শুনিলাম। ২০ এই হেতুক দেখ, আমি তোমার পিতৃলোকদের সহিত তোমাকে সংগৃহীত করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে সমাহিত হইবা, এবং আমি এই স্থানের উপরে যে সকল অমঙ্গল বর্ত্তাইব, তোমার নেত্রযুগল তাহা দেখিবে না। পরে তাহারা পুনর্ব্বার রাজাকে এই কথার সমাচার দিল।

২৩ অধ্যায়।

১ পরে রাজা লোক পাঠাইলে তাহারা যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে তাহার নিকটে একত্র করিল। ২ পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও যিরূশালেম্ নিবাসিগণ ও যাজকগণ ও ভাববাদিগণ এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত প্রজা তাহার সহিত গমন করিল; পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের সমস্ত কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করাইল।

৩ অপর রাজা এক মঞ্চের উপরে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর অনুগামী হইতে, এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা ও সাক্ষ্যকথা ও বিধি পালন করিতে, ও এই পুস্তকে লিখিত নিয়মবাক্য পালন করিতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম করিল, এবং সমস্ত লোক ঐ নিয়মে সায় দিল। ৪ এবং রাজা সদাপ্রভুর প্রাসাদহইতে বালের ও আশেরার নিমিত্তে ও গগণের সমস্ত বাহিনীর নিমিত্তে নির্ম্মিত যাবতীয় সামগ্রী বাহির করিতে হিল্কিয় মহাযাজককে ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাজকগণকে ও দ্বারপালদিগকে আজ্ঞা করিল, পরে সে যিরূশালেমের বাহিরে কিদ্রোণের প্রান্তরে তাহা দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম বৈথেলে লইয়া গেল। ৫ এবং যিহূদার রাজগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত যে পুরোহিতেরা যিহূদাদেশের সকল নগরে ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগে স্থিত উচ্চস্থলীতে ধূপ জ্বালাইত, এবং যাহারা বালের ও সূর্য্যের ও চন্দ্রের ও গ্রহগণের ও গগণের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, তাহাদিগকে সে রহিত করিল। ৬ এবং সে সদাপ্রভুর গৃহহইতে আশেরার মূর্ত্তি বাহির করিয়া যিরূশালেমের বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে আনিয়া কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে দগ্ধ করিল, ও তাহা পিষিয়া ধুলিবৎ চূর্ণ করিয়া তাহার ধুলি সামান্য লোকদের কবরের উপরে নিক্ষেপ করিল। ৭ এবং যেখানে স্ত্রীলোকেরা আশেরার জন্যে পটগৃহ বুনিত, সদাপ্রভুর মন্দিরের নিকটস্থ পুংশৃঙ্গারকারিদের সেই গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ৮ এবং সে যিহূদার সকল নগরহইতে সমস্ত যাজককে আনিল, ও গেবা অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যে ২ স্থানে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইত, সেই সকল উচ্চস্থলী অশুচি করিল; এবং নগরদ্বারের নিকটস্থ উচ্চস্থলী, বিশেষতঃ নগরাধ্যক্ষ যিহোশূয়ের দ্বারপ্রবেশস্থানের নিকটে এবং নগরদ্বারে প্রবেশকারির বাম দিগে স্থিত উচ্চস্থলী

ভগ্ন করিল। [৯] কিন্তু উচ্চস্থলীর যাজকগণ সদাপ্রভুর যিরূশালেমস্থ যজ্ঞবেদিতে বলিদান করিতে পাইত না, তাহারা কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে থাকিয়া তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিত। [১০] আর কেহ যেন মোলকের উদ্দেশে আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে অগ্নিতে প্রবেশ না করায়, এই নিমিত্তে সে হিন্নোমের সন্তানগণের উপত্যকাস্থিত তোফৎ [নামক দাহস্থান] অশুচি করিল। [১১] এবং যিহূদার রাজারা যে অশ্বদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রবেশস্থানের অনতিদূরে উপপুরী নিবাসি নথন-মেলক নামে নপুংসকের বাসাতে রাখিত, তাহাদিগকে সে রহিত করিল, এবং সূর্য্যের রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১২] এবং যিহূদার রাজগণ আহসের উপরিস্থ কুঠরীর ছাতে যে ২ যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং মনঃশি সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে যে যজ্ঞবেদি করিয়াছিল, রাজা সেই সকল বেদি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিল, এবং তাহার ধুলি কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে নিক্ষেপ করিল। [১৩] এবং বিনাশপর্ব্বতের দক্ষিণে যিরূশালেমের সম্মুখে ইস্রায়েলের রাজা শলোমন্ সীদোনীয়দের বিভীষিকা অষ্টোরতের কারণ, এবং মোয়াবীয়দের বিভীষিকা কমোশের কারণ, ও অম্মোনের সন্তানদের বিভীষিকা মিল্‌কমের কারণ যে ২ উচ্চস্থলী করিয়াছিল, তাহা রাজা অশুচি করিল। [১৪] এবং তথাকার স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও আশেরার মূর্ত্তি সকল ছেদন করিয়া তাহার স্থান মনুষ্যের অস্থিতে পরিপূর্ণ করিল।

[১৫] পরন্তু বৈথেলে যে যজ্ঞবেদি ছিল, এবং ইস্রায়েল্‌কে পাপে প্রবৃত্তিদায়ক নবাটের পুত্র যারবিয়াম যে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, যোশিয় সেই যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থলীও ভগ্ন করিল, এবং সেই উচ্চস্থলী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কুটিয়া চূর্ণ করিল, এবং আশেরাকে দগ্ধ করিল। [১৬] তৎকালে যোশিয় মুখ ফিরাইয়া তথাকার পর্ব্বতস্থ কবর সকল দেখিল, এবং লোক পাঠাইয়া সেই কবরহইতে অস্থি সকল আনাইল, এবং ঈশ্বরের যে লোক পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা প্রচার করিয়াছিল, তাহার ঘোষিত সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই যজ্ঞবেদির উপরে অস্থি দগ্ধ করিয়া বেদি অশুচি করিল। [১৭] পরে সে জিজ্ঞাসিল, আমি ঐ কোন্ স্তম্ভ দেখিতেছি? তাহাতে নগরের লোকেরা উত্তর করিল, ঈশ্বরের এক লোক যিহূদাহইতে আসিয়া বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির বিরুদ্ধে আপনকার কৃত এই সকল ক্রিয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছিল; ঐ তাহার কবর। [১৮] তাহাতে রাজা কহিল, তাহাকে থাকিতে দেও; তাহার অস্থি কেহ স্থানান্তর না করুক। অতএব তাহারা তাহার এবং শমরিয়াহইতে আগত ভাববাদির, উভয়ের অস্থি রক্ষা করিল। [১৯] এবং ইস্রায়েলের রাজগণ [সদাপ্রভুকে] বিরক্ত করিবার জন্যে শমরিয়ার নানা নগরে যে ২ উচ্চস্থলীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে সকল যোশিয় দূর করিল, এবং বৈথেলে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, তদনুসারে তাহার প্রতিও করিল। [২০] এবং তথাকার উচ্চস্থলীর সমস্ত যাজককে যজ্ঞবেদিতে বধ করিয়া তাহার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করিল; পরে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল।

[২১] পরন্তু রাজা সমস্ত লোককে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা এই নিয়মপুস্তকের লিখনানুসারে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন কর। [২২] বাস্তবিক ইস্রায়েলের শাসক বিচারকর্ত্তাদের সময়াবধি ইস্রায়েলের রাজগণের ও যিহূদার রাজগণের অধিকারের তাবৎ সময়ে ইহার তুল্য নিস্তারপর্ব্ব পালন হয় নাই। [২৩] কিন্তু যোশিয় রাজার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই নিস্তারপর্ব্ব পালন হইল।

[২৪] আর যোশিয় যেন মন্দিরে হিল্কিয় যাজকের প্রাপ্ত পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য স্থির করে, তজ্জন্য সে যিহূদা দেশে ও যিরূশালেমে প্রাপ্ত ভূতুড়িয়া ও গুণি ও ঠাকুর ও পুত্তলি ও বিভীষিকা সকল দূর করিল। [২৫] তাহার ন্যায় আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা মোশির সকল ব্যবস্থানুসারে সদাপ্রভুর প্রতি যে ফিরিল, এমত কোন রাজা তাহার পূর্ব্বে ছিল না, এবং তাহার পরেও হয় নাই।

[২৬] তথাপি মনঃশি যে সকল বৈরক্তিজনক ক্রিয়াদ্বারা সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যিহূদার প্রতিকূলে সদাপ্রভুর যে প্রচণ্ড ক্রোধ হইয়াছিল, সেই ক্রোধহইতে সদাপ্রভু ফিরিলেন না। [২৭] এবং সদাপ্রভু কহিলেন, আমি আপন দৃষ্টিহইতে যেমন ইস্রায়েল্‌কে দূর করিয়াছি, তেমনি যিহূদাকেও দূর করিব, এবং এই যে যিরূশালেম্ নগর মনোনীত করিয়াছি, এবং এই স্থানে আমার নাম থাকিবে, এমত কথা এই যে মন্দিরের বিষয়ে কহিয়াছি, ইহাও অগ্রাহ্য করিব। [২৮] যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

[২৯] তাহার সময়ে মিস্রীয় ফরৌণ-নখো রাজা অশূরের রাজার বিরুদ্ধে ফরাৎ নদীর দিগে আইলে যোশিয় রাজা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, তাহাতে ফরৌণ-নখো তাহার সাক্ষাৎ পাইবামাত্র মগিদ্দোতে তাহাকে বধ করিল। [৩০] অপর যোশিয়ের দাসগণ তাহার মৃত শরীর রথে করিয়া মগিদ্দোহইতে যিরূশালেমে আনিয়া তাহার নিজ কবরে কবর দিল; পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস্‌কে লইয়া অভিষেক করিয়া পিতার পদে রাজা করিল।

[৩১] যিহোয়াহস্ তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম লিব্‌নানিবাসি যিরমিয়ের কন্যা হমূটল্। [৩২] সে আপন পিতৃলোক-

দের সমস্ত কর্ম্মানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩৩] কিন্তু ফরৌণ-নখো যিরূশালেমে তাহার রাজত্বপ্রাপ্তির পরে হমাৎ দেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাকে বদ্ধ করিল, এবং দেশের এক শত মণ রূপ্য ও এক মণ স্বর্ণ দণ্ড স্থির করিল। [৩৪] পরে ফরৌণ-নখো যোশিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্‌কে তাহার পিতা যোশিয়ের পদে রাজা করিয়া তাহার নাম অন্যথা করিয়া যিহোয়াকীম্ রাখিল, এবং যিহোয়াহস্‌কে লইয়া গেল; তাহাতে সে মিসর্ দেশে যাইয়া সে স্থানে মরিল। [৩৫] পরে যিহোয়াকীম্ ফরৌণকে সেই সকল রূপ্য ও স্বর্ণ দিল, কিন্তু ফরৌণের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ্যাদি দিবার জন্যে সে দেশে কর নিরূপণ করিল; ফরৌণ-নখোকে দিবার জন্যে সে প্রতি জনের নিরূপণানুসারে দেশের লোকদের কাছে ঐ রূপ্য ও স্বর্ণ আদায় করিল।

[৩৬] যিহোয়াকীম্ পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম রূমা নিবাসি পদায়ের কন্যা সবূদা। [৩৭] এবং সে আপন পিতৃলোকদের সমস্ত কর্ম্মানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।

২৪ অধ্যায়।

[১] তাহার অধিকার সময়ে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর আইল; যিহোয়াকীম তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দাস ছিল, পরে সে ফিরিয়া তাহার বিদ্রোহী হইল। [২] তখন সদাপ্রভু তাহার বিরুদ্ধে কল্‌দীয়দের ও অরামীয়দের ও মোয়াবীয়দের ও অম্মোনের সন্তানগণের কতকগুলি লুটকারি সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। সদাপ্রভু আপন দাস ভাববাদিগণের প্রমুখাৎ যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদাকে বিনষ্ট করিতে তাহার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে পাঠাইলেন। [৩] যিহূদা যেন তাঁহার সম্মুখহইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্যে সদাপ্রভুরই আজ্ঞানুসারে তাহার প্রতিকূল ঘটনা ঘটিল; ইহার কারণ মনঃশির কৃত সমস্ত পাপ, [ফলতঃ] সে যাহা২ করিয়াছিল, [৪] এবং নির্দ্দোষ লোকদেরও যে রক্তপাত করিয়াছিল, ও নির্দ্দোষদের রক্তে যিরূশালেম্‌কে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত সদাপ্রভু ক্ষমা করিতে অসম্মত হইলেন।

[৫] যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? [৬] পরে যিহোয়াকীম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইল, এবং তাহার পুত্র যিহোয়াখীন্ তাহার পদে রাজা হইল। [৭] পরে মিসরের রাজা আপন দেশের বাহিরে আর আইল না, কেননা মিসরের নদী অবধি ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত মিস্রীয় রাজার যত অধিকার ছিল, সে সকলই বাবিলের রাজা হরণ করিয়াছিল।

[৮] যিহোয়াখীন্ আঠারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যিরূশালেম নিবাসি ইলনাথনের কন্যা নহুষ্টা। [৯] সে আপন পিতার সমস্ত কর্ম্মের ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।

[১০] ঐ সময়ে বাবিলের রাজা নবখদ্‌নিৎসরের দাসগণ যিরূশালেমে আইলে নগর অবরুদ্ধ হইল। [১১] পরে যখন তাহার দাসগণ নগর অবরোধ করিতেছিল, তখন বাবিলের নবখদ্‌নিৎসর্ রাজা নগরের প্রতিকূলে আইলে [১২] যিহূদার রাজা যিহোয়াখীন্ ও তাহার মাতা ও দাসগণ ও প্রধানবর্গ ও নপুংসকগণ বাবিলের রাজার নিকটে বাহিরে গেল, তাহাতে বাবিলের রাজা আপন অধিকারের অষ্টম বৎসরে তাহাকে ধরিল। [১৩] এবং সদাপ্রভু যেমন কহিয়াছিলেন, তেমনি সে তথাহইতে সদাপ্রভুর গৃহের সমস্ত ধন ও রাজবাটীর সমস্ত ধন লইয়া গেল, এবং ইস্রায়েলের রাজা শলোমন্ সদাপ্রভুর প্রাসাদে যে সকল স্বর্ণময় সামগ্রী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাও কাটিয়া ফেলিল। [১৪] এবং সে যিরূশালেমের সমস্ত লোককে ও সমস্ত প্রধান লোককে ও সমস্ত ধনশালি লোককে অর্থাৎ দশ সহস্র লোককে ও সমস্ত শিল্পকারকে ও কর্ম্মকারকে নির্ব্বাসার্থে লইয়া গেল; দেশের দরিদ্র লোক ব্যতিরেক আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। [১৫] এবং সে যিহোয়াখীন্‌কে ও রাজার মাতাকে ও ভার্য্যাদিগকে ও নপুংসকদিগকে ও দেশের পরাক্রমি লোকদিগকে নির্ব্বাসার্থে যিরূশালেম্‌হইতে বাবিলে লইয়া গেল। [১৬] এবং বাবিলের রাজা সমস্ত ধনশালি লোককে অর্থাৎ সপ্ত সহস্র লোককে, ও শিল্পকার ও কর্ম্মকার এক সহস্রকে নির্ব্বাসার্থে বাবিলে লইয়া গেল; ইহারা সকলে যুদ্ধোপযুক্ত বীর্য্যবান্ লোক ছিল।

[১৭] পরে বাবিলের রাজা যিহোয়াখীনের পিতৃব্য মত্তনিয়কে তাহার পদে রাজা করিল, ও তাহার নাম অন্যথা করিয়া সিদিকিয় রাখিল। [১৮] সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া এগার বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম লিব্‌নানিবাসি যিরমিয়ের কন্যা হমূটল্। [১৯] যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে সেও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [২০] কারণ যিরূশালেম্ ও যিহূদার প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত যাবৎ তিনি তাহাদিগকে আপন সাক্ষাৎহইতে দূরে ফেলিয়া না দিলেন, তাবৎ তাহাদের প্রতিকূল ঘটনা ঘটিল। এবং সিদিকিয় বাবিলের রাজার বিদ্রোহী হইল।

২৫ অধ্যায়।

[১] পরে তাহার অধিকারের নবম বৎসরে দশম মাসের দশম দিনে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর্ ও তাহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে

উচ্চ গৃহ গাঁথিল। ২ সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। ৩ তাহাতে [চতুর্থ] মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল, দেশের লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিছুই থাকিল না।

৪ পরে নগর ভগ্ন হইলে সমস্ত যোদ্ধা রাত্রিতে রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের পথে পলায়ন করিল; কিন্তু কল্‌দীয়েরা নগরের চতুর্দ্দিগে ছিল। ৫ অতএব [রাজা] জঙ্গলভূমির পথে গেলে কল্‌দীয়দের সৈন্য রাজার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া যিরীহোর জঙ্গলভূমিতে তাহার লাগাইল পাইল, তাহাতে তাহার সকল সৈন্য তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইল। ৬ অতএব তাহারা রাজাকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার নিকটে লইয়া গেল; তাহাতে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল। ৭ পরে তাহারা সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে হনন করিল, এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।

৮ অপর পঞ্চম মাসের সপ্তম দিনে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের অধিকারের উনিশ বৎসরে বাবিলের রাজার দাস নবুষরদন্ নামক রক্ষকসনোপতি যিরূশালেমে আসিয়া ৯ সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী ও যিরূশালেমের গৃহ সকল ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ১০ এবং সেই রক্ষকসেনাপতির অনুগামি কল্‌দীয় সৈন্য যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগের প্রাচীর ভগ্ন করিল। ১১ এবং নবুষরদন্ নামে রক্ষকসেনাপতি নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে ও যে পলাতকগণ বাবিলের রাজার পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অবশিষ্ট লোকারণ্যের জনগণকে নির্ব্বাসার্থে লইয়া গেল। ১২ কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে রক্ষকসেনাপতি কতকগুলি দরিদ্র লোককে দেশে রাখিল।

১৩ আর সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও পীঠ সকল ও সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় সমুদ্ররূপ পাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড ২ করিয়া তাহার পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। ১৪ এবং স্থালী ও হাতা ও কর্ত্তরী ও চমস প্রভৃতি পরিচর্য্যার্থক পিত্তলময় পাত্র সকল লইয়া গেল। ১৫ এবং অঙ্গারধানী ও বাটি ও স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রূপ্যময় পাত্রের রূপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেল। ১৬ ঐ যে দুই স্তম্ভ ও এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও পীঠ সকল শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সে সকল পাত্রের পিত্তলের পরিমাণ অসংখ্য ছিল। ১৭ [কেননা] তাহার এক স্তম্ভ আঠারো হস্ত উচ্চ, ও তাহার উপরিস্থিত মাথলা পিত্তলময় ছিল, ও সেই মাথলা তিন হস্ত উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চতুর্দ্দিগে জালরূপ কর্ম্ম ও দাড়িম্বাকৃতি সকলি পিত্তলময়; এবং জালরূপ কর্ম্ম শুদ্ধ দ্বিতীয় স্তম্ভও ইহার তুল্য ছিল।

১৮ পরে রক্ষকসেনাপতি সরায় মহাযাজককে ও দ্বিতীয় যাজক সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে ধরিল। ১৯ এবং নগরনিবাসিদের মধ্যে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন নপুংসককে, এবং নগরে ধৃত পাঁচ জন রাজসভাসদ্‌কে, ও দেশীয় লোকদের সৈন্যের গণনাকারি প্রধান লেখককে, ও নগরে প্রাপ্ত দেশীয় ষাইট জনকে [ধরিল]। ২০ নবুষরদন রক্ষকসেনাপতি তাহাদিগকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার কাছে লইয়া গেল। ২১ পরে বাবিলের রাজা হমাৎদেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাদিগকে আঘাত করাইয়া বধ করিল। এই রূপে যিহূদা আপন দেশহইতে নির্ব্বাসিত হইল।

২২ যিহূদাদেশে যে লোকেরা অবশিষ্ট থাকিল, অর্থাৎ যাহাদিগকে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর সেই স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের উপরে সে শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিল। ২৩ পরে বাবিলের রাজা গদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করিয়াছে, এই কথা শ্রবণে সেনাপতিগণ ও তাহাদের লোকেরা, অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্ ও কারেহের পুত্র যোহানন্ ও তন্‌হূমতের পুত্র সরায় [ও] নটোফাটীয় [কএক জন] ও মাখাতীয়ের পুত্র যাসনিয় ও তাহাদের লোকেরা মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে আইল। ২৪ পরে গদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে দিব্য করিয়া কহিল, তোমরা কল্‌দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না; দেশে বাস করিয়া বাবিলের রাজার দাসত্ব স্বীকার কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। ২৫ কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজ ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্ ও তাহার সঙ্গি আর দশ জন আইল, এবং গদলিয়কে এবং যে যিহূদীয়েরা ও কল্‌দীয়েরা তাহার সহিত মিস্পাতে ছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করিল। ২৬ পরে ছোট বড় সমস্ত লোক ও সেনাপতিগণ উঠিয়া মিসরে গেল, কেননা তাহারা কল্‌দীয়দের হইতে ভীত হইল।

২৭ অপর যিহূদার রাজা যিহোয়াখীনের দাসত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে অর্থাৎ বাবিলের ইবিল্‌-মরোদক্ রাজা যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল, সেই বৎসরে সে যিহূদার রাজা যিহোয়াখীনের মস্তক কারাগারহইতে উঠাইল। ২৮ এবং তাহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া, তাহার সহিত বাবিলে যত রাজা ছিল, সকলের আসনহইতে তাহার আসন উচ্চে স্থাপন করিল। ২৯ এবং তাহার কারাবাসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইল, এবং সে যাবজ্জীবন তাহার সহিত ভোজন পান করিতে লাগিল। ৩০ এবং তাহার দিনপাতের জন্যে রাজার আজ্ঞাতে তাহাকে নিত্য বৃত্তি দেওয়া যাইত, অর্থাৎ তাহার যাবজ্জীবন তাহাকে এক ২ দিনের উপযুক্ত দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

বংশাবলির প্রথম খণ্ড।

১ অধ্যায়।

১ আদম, শেথ, ইনোশ্, ২ কৈনন্, মহললেল্, যেরদ্, ৩ হনোক্, মথূশেলহ, লেমক্, ৪ নোহ, শেম্, হাম, যেফৎ।

৫ যেফতের সন্তান গোমর্ ও মাগোগ ও মাদয় ও যবন ও তূবল্ ও মেশক্ ও তীরস্। ৬ এবং গোমরের সন্তান অস্কিনস্ ও রীফৎ ও তোগর্ম। ৭ এবং যবনের সন্তান ইলীশা ও তর্শীশ্, কিত্তীয় ও দোদানীয় লোক।

৮ হামের সন্তান কূশ্ ও মিসর, পূট্ ও কনান্। ৯ এবং কূশের সন্তান সবা ও হবীলা ও সপ্তা ও রয়মা ও সপ্তখা; এবং রয়মার সন্তান শিবা ও দদান্। ১০ এবং কূশের পুত্র নিম্রোদ্; সে পৃথিবীতে বিক্রান্ত হইতে লাগিল। ১১ এবং মিসরের সন্তান লূদীয় ও অনামীয় ও লহাবীয় ও নপ্তূহীয় ও পথ্রোষীয় লোক, ১২ এবং পলেষ্টীয়দের পূর্ব্বপুরুষ কস্লুহীয় ও কপ্তোরীয় লোক। ১৩ এবং কনানের প্রথমজাত পুত্র সীদোন্, পরে হেৎ, ১৪ এবং যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয়, ১৫ ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয়, ১৬ ও অর্বদীয় ও সমারীয় ও হমাতীয় লোক।

১৭ শেমের সন্তান এলম্ ও অশূর ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও অরাম্ ও ঊস্ ও হূল্ ও গেথর্ ও মশ্। ১৮ অর্ফক্ষদের সন্তান শেলহ, ও শেলহের সন্তান এবর্। ১৯ এবং এবরের দুই পুত্র জন্মিল; একের নাম পেলগ্ [বিভাগ], কারণ তাহার বর্ত্তমান কালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; ও তাহার ভ্রাতার নাম যক্তন্। ২০ এবং যক্তনের সন্তান অল্মোদদ্ ও শেলফ্ ও হৎসর্-মাবৎ ও যেরহ, ২১ ও হদোরাম্ ও উসল্ ও দিক্লা, ২২ ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও শিবা, ২৩ ও ওফীর ও হবীলা ও যোবব্; এই সকল যক্তনের সন্তান।

২৪ শেম্, অর্ফক্ষদ্, শেলহ, ২৫ এবর, পেলগ, রিয়ূ, ২৬ সরূগ্, নাহোর, তেরহ, ২৭ অব্রাম্ অর্থাৎ অব্রাহাম্। ২৮ অব্রাহামের পুত্র ইস্হাক ও ইশ্মায়েল্।

২৯ অথ তাহাদের বংশাবলি। ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়োৎ, অন্য কেদর্ ও অদ্বেল্ ও মিব্সম্, ৩০ মিশ্ম ও দূমা, মসা, হদদ্ ও তেমা, ৩১ যিটূর্, নাফীশ্ ও কেদমা; এই সকল ইশ্মায়েলের সন্তান।

৩২ অব্রাহামের উপপত্নী কটূরার সন্তান সিম্রন্ ও যক্ষন্ ও মদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্বক্ ও শূহ; এবং যক্ষনের সন্তান শিবা ও দদান্; ৩৩ এবং মিদিয়নের সন্তান ঐফা ও এফর ও হনোক ও অবীদ ও ইল্দায়া; এই সকল কটূরার সন্তান। ৩৪ এবং অব্রাহামের পুত্র যে ইস্হাক্, তাহার পুত্র এষৌ ও ইস্রায়েল্।

৩৫ এষৌর পুত্র ইলীফস্ ও রূয়েল্ ও যিয়ূষ্ ও যালম্ ও কোরহ। ৩৬ ইলীফসের পুত্র তৈমন ও ওমার্, সফো ও গয়িতম্, কনস্ ও তিম্ন ও অমালেক্। ৩৭ রূয়েলের পুত্র নহৎ, সেরহ, শম্ম ও মিসা। ৩৮ এবং সেয়ীরের পুত্র লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্ ও অনা ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্। ৩৯ এবং লোটনের সন্তান হোরি ও হেমম্; ও লোটনের ভগিনী তিম্না। ৪০ শোবলের সন্তান অল্বন্ ও মানহৎ ও এবল, শফো ও ওনম্; এবং সিবিয়োনের সন্তান অয়া ও অনা। ৪১ অনার সন্তান দিশোন্, ও দিশোনের সন্তান হিম্দন্ ও ইশ্বন ও যিত্রন্ ও করান। ৪২ এৎসরের সন্তান বিল্হন্ ও সাবন্ ও যাকন্; দীশনের সন্তান উস্ ও অরান।

৪৩ ইস্রায়েলের সন্তানগণের রাজত্ব হওনের পূর্ব্বে এই সকল রাজা ইদোম্ দেশে রাজত্ব করিয়াছিল; বিয়োরের পুত্র বেলা; তাহার রাজধানীর নাম দিন্হাবা ছিল। ৪৪ পরে বেলা মরিলে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্ তাহার পদে রাজা হইল। ৪৫ এবং যোবব্ মরিলে তৈমন্ দেশীয় হূশম্ তাহার পদে রাজা হইল। ৪৬ এবং হূশম্ মরিলে বদদের পুত্র যে হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়ন্‌কে জয় করিয়াছিল, সে তাহার পদে রাজা হইল; তাহার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। ৪৭ এবং হদদ্ মরিলে মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার পদে রাজা হইল। ৪৮ এবং সম্ল মরিলে [ফরাৎ] নদীর নিকটস্থ রহোবোৎ নিবাসি শৌল্ তাহার পদে রাজা হইল। ৪৯ এবং শৌল্ মরিলে অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ তাহার পদে রাজা হইল। ৫০ এবং বাল্হানন্ মরিলে হদর্ তাহার পদে রাজা হইল; তাহার রাজধানীর নাম পায়ূ, ও ভার্য্যার নাম মহেটবেল্; সে মেষাহবের দৌহিত্রী মট্রেদের কন্যা ছিল। ৫১ পরে হদর্ মরিল। ইদোমের [অন্য] রাজাদের নাম; রাজা তিম্ন, রাজা অল্বা, রাজা যিথেৎ, ৫২ রাজা অহলীবামা, রাজা এলা, রাজা পীনোন্, ৫৩ রাজা কনস্, রাজা তৈমন্, রাজা মিব্সর্, ৫৪ রাজা মগ্দীয়েল্, রাজা ঈরম্; ইহারা ইদোমের রাজা ছিল।

২ অধ্যায়।

১ অথ ইস্রায়েলের পুত্রগণ; রূবেন্, শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদা, ইষাখর্ ও সবূলূন, ২ দান, যোষেফ্ ও বিন্যামীন্, নপ্তালি, গাদ্ ও আশের্।

৩ অথ যিহূদার পুত্রগণ। এর্ ও ওনন্ ও শেলা;

তাহার এই তিন পুত্র কনানীয় শূয়ের কন্যার গর্ব্ভে জন্মিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে যিহূদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে তিনি তাহাকে সংহার করিলেন। ৪ পরে যিহূদার পুত্রবধূ তামর তাহার ঔরসে পেরসকে ও সেরহকে প্রসব করিল; যিহূদার এই পাঁচ পুত্র হয়। ৫ পেরসের সন্তান হিষ্রোণ ও হামূল্। ৬ এবং সেরহের সন্তান সিম্রি ও এথন্ ও হেমন্ ও কল্কোল্ ও দেরা, সকলে পাঁচ জন। ৭ কর্ম্মির পুত্র আখর্ বর্জ্জিত দ্রব্যের বিষয়ে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়া ইস্রায়েলের কণ্টক হইয়াছিল। ৮ এবং এথনের পুত্র অসরিয়। ৯ এবং হিষ্রোণের ঔরসজাত পুত্র যিরহমেল্ ও অরাম্ ও কালেব্, ১০ এবং অরামের পুত্র অম্মীনাদব্, ও অম্মীনাদবের পুত্র যিহূদার সন্তানগণের অধ্যক্ষ নহশোন্। ১১ এবং নহশোনের পুত্র সল্মোন্, ও সল্মোনের পুত্র বোয়স্, ১২ ও বোয়সের পুত্র ওবেদ, ও ওবেদের পুত্র যিশয়। ১৩ যিশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলীয়াব্, ও দ্বিতীয় অবীনাদব, ও তৃতীয় শম্ম, ১৪ ও চতুর্থ নথনেল, ও পঞ্চম রদ্দয়, ১৫ ও ষষ্ঠ ওৎসম্, ও সপ্তম দায়ূদ। ১৬ ও তাহাদের ভগিনী সরুয়া ও অবীগল্। এবং সরুয়ার তিন পুত্র, অবীশয় ও যোয়াব্ ও অসাহেল্। ১৭ এবং অবীগলের পুত্র অমাসা; সেই অমাসার পিতা ইশ্মায়েলীয় যেথর্ ছিল।

১৮ আর হিষ্রোণের পুত্র কালেব্ আপন ভার্য্যা অসূবার গর্ব্ভে যিরীয়োৎ [নাম্নী কন্যাকে] জন্ম দিল। অসূবার পুত্রগণ যেশর্ ও শোবব্ ও অর্দোন্। ১৯ এবং অসূবা মরিলে কালেব্ ইফ্রাথাকে বিবাহ করিল, সে তাহার ঔরসে হূরকে প্রসব করিল। ২০ হূরের পুত্র ঊরি, ও ঊরির পুত্র বৎসলেল্।

২১ পরে হিষ্রোণ্ গিলিয়দের পিতা মাখীরের কন্যার কাছে গমন করিল; ষাইট বৎসর বয়সে সে তাহাকে বিবাহ করিল, তাহাতে সে স্ত্রী তাহার ঔরসে সগূবকে প্রসব করিল। ২২ সগূবের পুত্র যায়ীরের গিলিয়দ্ দেশে তেইশ নগর ছিল। ২৩ আর সে গশূরের ও অরামের [অধিকৃত] যায়ীরের গ্রাম সকল তাহাদের হইতে হরণ করিল, অর্থাৎ কনাৎ ও তাহার উপনগর প্রভৃতি ষাইট নগর [লইল]। এই সকলে গিলিয়দের পিতা মাখীরের সন্তান ছিল। ২৪ পরে হিষ্রোণ কালেব্-ইফ্রাথাতে মরিলে হিষ্রোণের ভার্য্যা অবিয়া তাহার ঔরসে তকোয়ের পিতা অস্হূরকে প্রসব করিল।

২৫ হিষ্রোণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে যিরহমেল্, তাহার এই সকল সন্তান ছিল; জ্যেষ্ঠ পুত্র অরাম্, পরে বূনা ও ওরন ও ওৎসম্ ও অহিয়। ২৬ এবং অটারা নামে যিরহমেলের অন্য এক ভার্য্যা ছিল, সে ওনমের মাতা। ২৭ এবং যিরহমেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে অরাম্, তাহার পুত্র মাষ্ ও যামীন্ ও একর্। ২৮ এবং ওনমের পুত্র শম্ময় ও যাদা; এবং শম্ময়ের পুত্র নাদব্ ও অবীশূর। ২৯ এবং অবীশূরের ভার্য্যার নাম অবীহয়িল্; সে তাহার ঔরসে অহবান্ ও মোলীদ্কে প্রসব করিল। ৩০ এবং নাদবের পুত্র সেলদ্ ও অপ্পয়িম্; ঐ সেলদ্ নিঃসন্তান মরিল। ৩১ এবং অপ্পয়িমের পুত্র যিশয়ি, ও যিশয়ির পুত্র শেশন্, ও শেশনের সন্তান অহলয়। ৩২ এবং শম্ময়ের ভ্রাতা যাদার সন্তান যেথর ও যোনাথন্; ঐ যেথর নিঃসন্তান মরিল। ৩৩ এবং যোনাথনের পুত্র পেলৎ ও সাসা, এই সকলে যিরহমেলের সন্তান।

৩৪ শেশনের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল, এবং মিস্রীয় যার্হা নামে শেশনের এক দাস ছিল। ৩৫ পরে শেশন্ আপন দাস যার্হার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলে সে তাহার ঔরসে অত্তয়কে প্রসব করিল। ৩৬ অত্তয়ের পুত্র নাথন, ও নাথনের পুত্র সাবদ্; ৩৭ ও সাবদের পুত্র ইফ্লল্, ও ইফ্ললের পুত্র ওবেদ্; ৩৮ ও ওবেদের পুত্র যেহূ, ও যেহূর পুত্র অসরিয়; ৩৯ ও অসরিয়ের পুত্র হেলস্, ও হেলসের পুত্র ইলীয়াসা; ৪০ ও ইলীয়াসার পুত্র সিস্ময়, ও সিস্ময়ের পুত্র শল্লুম; ৪১ ও শল্লুমের পুত্র যিকমিয়, ও যিকমিয়ের পুত্র ইলীশামা।

৪২ যিরহমেলের ভ্রাতা কালেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেশা; সে সীফের পিতা; এবং মারেশার পুত্রগণ হিব্রোণের পিতা; ৪৩ ও হিব্রোণের পুত্র কোরহ ও তপূহ ও রেকম্ ও শেমা; ৪৪ এবং শেমার পুত্র যর্কিয়মের পিতা রহম। এবং রেকমের পুত্র শম্ময়; ৪৫ ও শম্ময়ের পুত্র মায়োন্, এবং মায়োন বৈৎসূরের পিতা। ৪৬ এবং কালেবের উপপত্নী ঐফা হারণকে ও মোৎসাকে ও গাসেসকে প্রসব করিল, এবং হারণের পুত্র গাসেস্। ৪৭ ও যেহদয়ের পুত্র রেগম্ ও যোথম্ ও গেশন্ ও পেলট্ ও ঐফা ও শাফ্। ৪৮ এবং কালেবের উপপত্নী মাখা শেবরকে ও তির্হনংকে প্রসব করিল। ৪৯ আরও সে মদ্মন্নার পিতা শাফকে ও মগ্বেনার ও গিবিয়ার পিতা শিবাকে, এবং কালেবের কন্যা অক্ষাকে প্রসব করিল।

৫০ কালেবের এই ২ সন্তান; ইফ্রাথার গর্ব্ভজাত বিন-হূর জ্যেষ্ঠ; পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবল্; ৫১ বৈৎলেহমের পিতা শল্ম, বৈৎগাদেরের পিতা হারেফ্; ৫২ এবং কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের পিতা শোবলের পুত্র হরোয়া, হৎসি, হম্মনূখোৎ। ৫৩ আর কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের গোষ্ঠী যিত্রীয় ও পূথীয় ও শূমাথীয় ও মিশ্রায়ীয় লোক, ইহাদের হইতে সরিয়ীয় ও ইষ্টায়োলীয় লোক উৎপন্ন হইল। ৫৪ শল্মের সন্তান বৈৎলেহম্ ও নটোফাতীয় লোক, অট্রোৎ যোয়াবের কুল, ও মনখ্তীয়দের অর্দ্ধাংশ সরিয়ীয় লোক, ৫৫ এবং যাবেষে বাসকারি লেখকদের গোষ্ঠী, তিরিয়াথীয়, শিমিয়তীয় [ও] সূখাথীয় লোক; ইহারা রেখব কুলের পিতা হম্মতের বংশজাত কীনীয় লোক।

৩ অধ্যায়।

১ দায়ূদের যে সকল পুত্র হিব্রোণে জন্মিল, তাহা-

দের নাম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন্, সে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মের সন্তান; দ্বিতীয় দানিয়েল্, সে কর্ম্মিলীয়া অবীগলের সন্তান; ২ তৃতীয় অবশালোম, সে গশূরের তল্‌ময় রাজার কন্যা মাখার সন্তান; চতুর্থ আদোনীয়, সে হগীতের পুত্র; ৩ পঞ্চম শফটিয়, সে অবীটলের সন্তান; ষষ্ঠ যিত্রিয়ম, সে তাহার ভার্য্যা ইগ্লার সন্তান। ৪ হিব্রোণে তাহার এই ছয় পুত্র জন্মিল, এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল, পরে যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল। ৫ আর তাহার এই সকল পুত্র যিরূশালেমে জন্মিল, শিমিয় ও শোবব্ ও নাথন ও শলোমন্, এই চারি জন অম্মীয়েলের কন্যা বৎশেবার সন্তান; ৬ তদ্ভিন্ন যিভর ও ইলীশূয় ও ইলীফেলট্ ৭ ও নোগহ ও নেফগ্ ও যাফিয় ৮ ও ইলীশামা ও ইলীয়াদা ও ইলীফেলট্, এই নয় জন। ৯ এই সকলে দায়ূদের পুত্র; উপপত্নীদের সন্তানগণহইতে, এবং ইহাদের ভগিনী তামরহইতে ইহারা ভিন্ন।

১০ শলোমনের পুত্র রহবিয়াম্; ইহার পুত্র অবিয়; ইহার পুত্র আসা; ইহার পুত্র যিহোশাফট্; ১১ ইহার পুত্র যোরাম্; ইহার পুত্র অহসিয়; ইহার পুত্র যোয়াশ্; ১২ ইহার পুত্র অমৎসিয়; ইহার পুত্র অসরিয়; ইহার পুত্র যোথম্; ১৩ ইহার পুত্র আহস্; ইহার পুত্র হিষ্কিয়; ইহার পুত্র মনঃশি; ১৪ ইহার পুত্র আমোন্; ইহার পুত্র যোশিয়। ১৫ যোশিয়ের পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোহানন্, দ্বিতীয় যিহোয়াকীম্, তৃতীয় সিদিকিয়, চতুর্থ শল্লুম্; ১৬ এবং যিহোয়াকীমের পুত্র যিকনিয়, অপর পুত্র সিদিকিয়।

১৭ বন্দি যিকনিয়ের পুত্র শল্টীয়েল্; ১৮ ও মল্কীরাম্ ও পদায় ও শিনৎসর ও যিকমিয় ও হোশামা ও নদবিয়। ১৯ এবং পদায়ের পুত্র সরুব্বাবিল্ ও শিমিয়ি, এবং সরুব্বাবিলের সন্তান মশুল্লম্ ও হনানিয়, ও শলোমীৎ নাম্নী তাহাদের ভগিনী। ২০ ও হশুবা ও ওহেল্ ও বেরিখিয় ও হসদিয় ও যুশব্-হেষদ্, এই পাঁচ জন। ২১ এবং হনানিয়ের সন্তান প্লটিয় ও যিশায়াহ; রফায়ের পুত্রগণ, অর্ণনের পুত্রগণ, ওবদিয়ের পুত্রগণ, শখনিয়ের পুত্রগণ। ২২ শখনিয়ের পুত্র শময়িয়; ও শময়িয়ের পুত্র হটূশ্ ও যিগাল ও বারীহ ও নিয়রিয় ও শাফট্ [ও অসরিয়] এই ছয় জন। ২৩ এবং নিয়রিয়ের সন্তান ইলীয়ো-ঐনয় ও হিষ্কিয় ও অস্রীকাম, এই তিন জন। ২৪ এবং ইলীয়ো-ঐনয়ের পুত্র হোদবিয় ও ইলীয়াশীব্ ও প্লায় ও অক্কুব্ ও যোহানন্ ও দলায় ও অনানি, এই সাত জন।

৪ অধ্যায়।

১ যিহূদার সন্তান পেরস্, হিষ্রোণ্ ও কর্মী ও হূর ও শোবল্। ২ এবং শোবলের সন্তান রায়া, ও রায়ার পুত্র যহৎ, ও যহতের পুত্র অহূময় ও লহদ্, এই সকল সরিয়ীয় গোষ্ঠী। ৩ এবং ঐটমের পিতার সন্তান যিষ্রিয়েল্ ও যিশ্‌মা ও যিদ্‌বশ্, ও তাহাদের ভগিনীর নাম হৎসলিল্-পোনী। ৪ এবং গদোরের পিতা পনূয়েল্, ও হূশের পিতা এসর্, ইহারা বৈৎলেহমের পিতা ইফ্রাথার জ্যেষ্ঠ পুত্র হূরের সন্তান।

৫ তকোয়ের পিতা অস্‌হূরের হিলা ও নারা নামে দুই ভার্য্যা ছিল। ৬ নারা তাহার ঔরসে অহুষমকে ও হেফরকে ও তৈমিনিকে ও অহষ্টরিকে প্রসব করিল, এই সকলে নারার সন্তান। ৭ এবং হিলার সন্তান সেরৎ, যিৎসোহর্ ও ইৎনন্। ৮ এবং কোসের সন্তান আনূব্ ও সোবেবা, ও হারুমের পুত্র অহর্হেলের গোষ্ঠী। ৯ এবং যাবেষ্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত হইল; তাহার মাতা তাহার নাম যাবেষ্ [দুঃখদায়ক] রাখিয়া বলিয়াছিল, আমি দুঃখেতে প্রসব করিলাম। ১০ কিন্তু যাবেষ্ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে উচ্চরবে প্রার্থনা করিয়া কহিল, তুমিই কোন মতে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, ও আমার অধিকার বৃদ্ধি কর, ও তোমার হস্ত আমার সঙ্গে ২ হউক; আমি যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হই, এই জন্যে মন্দহইতে আমাকে রক্ষা কর। তাহাতে ঈশ্বর তাহার প্রার্থিত বিষয় উপস্থিত করিলেন।

১১ শূহের ভ্রাতা কলূবের পুত্র মহীর, সে ইষ্টোনের পিতা। ১২ ও ইষ্টোনের পুত্র বৈৎরাফা ও পাসেহ, এবং ঈর-নাহসের পিতা তহিন্ন, এই সকলে রেকার সন্তান। ১৩ এবং কনসের পুত্র অৎনীয়েল্ ও সরায়, এবং অৎনীয়েলের পুত্র হথৎ। ১৪ ও মিয়োনোথয়ের পুত্র অফ্রা, ও সরায়ের পুত্র শিল্পকারদের উপত্যকানিবাসি লোকদের পিতা যোয়াব্, কেননা তাহারা শিল্পকার ছিল। ১৫ এবং যিফুন্নির পুত্র যে কালেব, তাহার পুত্র ঈরু, এলা ও নয়ম্, এবং এলার সন্তান কনস্। ১৬ এবং যিহল্লিলেলের পুত্র সীফ ও সীফা ও তীরিয় ও অসারেল্। ১৭ এবং ইষ্রার পুত্র যেথর্ ও মেরদ্ ও এফর্ ও যালোন্, এবং [মেরদের মিস্রীয়া ভার্য্যার] গর্ব্ভে মরিয়ম্ ও শম্ময় ও ইষ্টিমোয়ের পিতা যিশ্‌বহ জন্মিল। ১৮ এবং তাহার যিহূদীয়া ভার্য্যা গদোরের পিতা যেরদ্‌কে ও সোখোর পিতা হেবরকে, ও সানোহের পিতা যিকূথীয়েলকে প্রসব করিল; কিন্তু উহারা ফরৌণের কন্যা বিথিয়ার সন্তান, কেননা মেরদ্ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ১৯ নহমের ভগিনী হোদিয়ের ভার্য্যার সন্তান কিয়ীলার পিতা গর্মি ও মাখাথীয় ইষ্টিমোয়। ২০ এবং শীমোনের সন্তান অম্নোন্ ও রিন্ন, বিন্-হানন্ ও তীলোন্ ও যিশয়ির সন্তান সোহেৎ ও বিন্-সোহেৎ।

২১ যিহূদার পুত্র শেলার সন্তান লেকার পিতা এর্, ও মারেশার পিতা লাদা, এবং অস্‌বেয়ের কুলজাত যে লোকেরা ক্ষৌম বস্ত্র বুনিত তাহাদের সকল গোষ্ঠী; ২২ ও যোকীম্ এবং কোষেবার লোক এবং যোয়াশ্ ও সারফ নামে মোয়াবের দুই শাসনকর্ত্তা, ও যাশূবিলেহম্। এ অতি পুরাতন কথা।

২৩ ইহারা কুম্ভকার ছিল, এবং উদ্যান ও বেড়াবিশিষ্ট স্থানে বাস করিত, অর্থাৎ রাজার কার্য্য করণার্থে তথায় তাহার নিকটে বাস করিত।

২৪ শিমিয়োনের সন্তান নমূয়েল্‌ ও যামীন, যারীব্‌, সেরহ, শৌল্‌। ২৫ ইহার পুত্র শল্লুম্‌, ইহার পুত্র মিব্‌সম্‌, ইহার পুত্র মিশ্‌ম্‌। ২৬ এবং মিশ্‌মের সন্তান হমূয়েল্‌, ইহার পুত্র সক্কূর্‌, ইহার পুত্র শিমিয়ি। ২৭ এবং শিমিয়ির ষোল পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল, কিন্তু তাহার ভ্রাতাদের বিস্তর সন্তান ছিল না, এবং তাহাদের সমস্ত গোষ্ঠী যিহূদার সন্তানদের ন্যায় বৃদ্ধি পাইল না। ২৮ তাহারা বেরশেবাতে ও মোলাদাতে ও হৎসর্‌শিয়ালে ২৯ ও বালাতে ও এৎসমে ও তোলদে ৩০ ও বথূয়েলে ও হর্মাতে ও সিক্লগে ৩১ ও বৈৎমর্কাবোতে ও হৎসরসূষীমে ও বৈৎবিরীতে ও শারয়িমে বাস করিত; দায়ূদের রাজত্ব না হওন পর্য্যন্ত তাহাদের এই সকল নগর ছিল। ৩২ এবং গ্রামশুদ্ধ ঐটম্‌, ঐন্‌, রিম্মোন্‌ ও তোখেন্‌ ও আশন্‌, এই পাঁচ নগর, ৩৩ এবং বাল পর্য্যন্ত এই সকল নগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত গ্রাম তাহাদের ছিল, এই তাহাদের নিবাসস্থান ও তাহাদের নিজ বংশাবলি।

৩৪ এবং মশোবব্‌ ও যম্লেক্‌ ও অমৎসিয়ের পুত্র যোশ, ৩৫ ও যোয়েল্‌, এবং অসীয়েলের প্রপৌত্র সরায়ের পৌত্র যোশিবিয়ের পুত্র যেহূ; ৩৬ এবং ইলিয়ো-ঐনয় ও যাকোবা ও যিশোহায় ও অসায় ও অদীয়েল্‌ ও যিশীমীয়েল্‌ ও বনায়; ৩৭ এবং শময়িয়ের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শিম্রির বৃদ্ধপ্রপৌত্র যিদায়ের প্রপৌত্র আল্লোনের পৌত্র শিফিয়ির পুত্র সীষঃ; ৩৮ স্ব ২ নামে নির্দ্দিষ্ট এই লোকেরা আপন ২ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ ছিল, এবং ইহাদের সকল পিতৃকুল বহুপ্রজ হইল।

৩৯ তাহারা আপনাদের পশুপালের জন্যে চরাণীর অন্বেষণে গদোরের প্রবেশস্থানে উপত্যকার পূর্ব্বপার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল। ৪০ তাহাতে তাহারা বহুতৃণযুক্ত উত্তম চরাণী পাইল, এবং সে দেশ প্রশস্ত ও শান্ত ও নির্ব্বিরোধ ছিল; কারণ হাম্‌ বংশীয় লোকেরা পূর্ব্বে সেই স্থানে বাস করিত। ৪১ যিহূদার হিষ্কিয় রাজার অধিকারের সময়ে পূর্ব্বলিখিত নামবিশিষ্ট ঐ লোকেরা যাইয়া সেই লোকদের তাম্বু ও সেখানে প্রাপ্ত মিয়ূনীয়দিগকে আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল; অদ্যাপি [তাহা নষ্ট রহিয়াছে]; পরে আপনারা সেই স্থানে উহাদের পরিবর্ত্তে বসতি করিল, কেননা সে স্থানে তাহাদের পালের জন্যে চরাণী ছিল। ৪২ এবং তাহাদের কতক লোক, অর্থাৎ শিমিয়োনের সন্তানদের মধ্যে পাঁচ শত জন যিশয়ির সন্তান প্লটিয়কে ও নিয়রিয়কে ও রফায়কে ও উষীয়েল্‌কে সেনাপতি করিয়া সেয়ীর্‌ পর্ব্বতে গেল। ৪৩ এবং অমালেকীয়দের যে লোকেরা পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগকে আঘাত করিয়া সেই স্থানে বসতি করিল; অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে আছে।

৫ অধ্যায়।

১ অথ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তানগণের কথা। রূবেন্‌ জ্যেষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু সে আপন পিতার শয্যা অশুচি করিয়াছিল, এই জন্যে জ্যেষ্ঠাধিকার ইস্রায়েলের পুত্র যোষেফের পুত্রদিগকে দেওয়া গেল, তথাপি বংশাবলিতে জ্যেষ্ঠের শ্রেণীতে তাহাদের উল্লেখ করিতে হয় না। ২ কিন্তু যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরাক্রমী এবং উহার পরিবর্ত্তে অধ্যক্ষ হইল, এবং জ্যেষ্ঠাধিকার যোষেফের হইল। ৩ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান হনোক্‌ ও পল্লূ, হিষ্রোণ্‌ ও কর্ম্মী। ৪ আর যোয়েলের সন্তান, তাহার পুত্র শিময়িয়, ইহার পুত্র গোগ, ইহার পুত্র শিমিয়ি; ৫ ইহার পুত্র মীখা, ইহার পুত্র রায়া, ইহার পুত্র বাল; ৬ ইহার পুত্র বেরা; অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষর্‌ এই বেরাকে নির্ব্বাসার্থে লইয়া গেল; সে রূবেণীয়দের অধ্যক্ষ ছিল। ৭ যখন তাহাদের বংশাবলি লেখা গেল, তখন আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে তাহার এই ভ্রাতৃগণ ছিল; প্রধান যিয়ূয়েল্‌ ও সখরিয়। ৮ ও যোয়েলের প্রপৌত্র শেমার পৌত্র আসসের পুত্র বেলা; সে অরোয়েরে এবং নবো ও বাল্‌-মিয়োন পর্য্যন্ত বাস করিত। ৯ এবং পূর্ব্বদিগে ফরাৎ নদীর তীরস্থ প্রান্তরের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত বাস করিত, কেননা গিলিয়দ্‌ দেশে তাহাদের পশুগণের বাহুল্য হইয়াছিল। ১০ এবং শৌলের অধিকার সময়ে তাহারা হাগরীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং [হাগরীয়েরা] তাহাদের হস্তদ্বারা নিপাতিত হইলে আপনারা উহাদের তাম্বুতে গিলিয়দের পূর্ব্ব দিগের সর্ব্বত্র বসতি করিল।

১১ আর গাদের সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখে সল্‌খা পর্য্যন্ত বাশন্‌ দেশে বাস করিত। ১২ তাহাদের মধ্যে যোয়েল প্রধান, ও শাফম দ্বিতীয় ছিল; পরে যানয় ও শাফট, ইহারা বাশনে থাকিত। ১৩ এবং তাহাদের পিতৃকুলজাত জ্ঞাতি মীখায়েল ও মশুল্লম ও শেবা ও যোরয় ও যাকন্‌ ও সীয় ও এবর, এই সাত জন। ১৪ বূষের পুত্র যহদো, যহদোর পুত্র যিশীশয়, যিশীশয়ের পুত্র মীখায়েল, মীখায়েলের পুত্র গিলিয়দ্‌, গিলিয়দের পুত্র যারোহ, যারোহের পুত্র হূরি, হূরির পুত্র অবীহয়িল, তাহারা সেই অবীহয়িলের সন্তান। ১৫ গূনির পৌত্র অব্দিয়েলের পুত্র অহি তাহাদের পিতৃকুলের পতি ছিল। ১৬ তাহারা গিলিয়দে ও বাশনে ও তাহার সমস্ত উপনগরে এবং তাহাদের সীমাস্থিত শারোণের সমস্ত পরিসরে বাস করিত। ১৭ এবং যিহূদার যোথম রাজার ও ইস্রায়েলের যারবিয়াম রাজার অধিকার সময়ে তাহাদের বংশাবলি লিখিত হইয়াছিল।

১৮ রূবেণের সন্তানগণ ও গাদীয় লোক ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে ঢাল ও খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারি ও যুদ্ধে নিপুণ ও যুদ্ধে গমনকারি চোয়াল্লিশ সহস্র

সাত শত ষাইট জন বিক্রমি পুরুষ ছিল। ১৯ তাহারা হাগরীয়দের ও যিটূরের ও নাফীশের ও নোদবের সহিত যুদ্ধ করিল। ২০ ও তাহাদের বিপরীতে সাহায্য পাইল; তাহাতে হাগরীয়েরা ও তাহাদের সহায় সমস্ত লোক তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইল, কেননা তাহারা সংগ্রামে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদের প্রার্থনা শুনিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ২১ অতএব তাহারা উহাদের পশুধন অর্থাৎ পঞ্চাশ সহস্র উষ্ট্র ও আড়াই লক্ষ মেষ ও দুই সহস্র গর্দ্দভ এবং এক লক্ষ মানবপ্রাণী লইয়া গেল। ২২ ঐ যুদ্ধ ঈশ্বরের অনুমত ছিল, এই জন্যে অনেকে হত হইল; পরে তাহারা নির্ব্বাসনের সময় পর্য্যন্ত উহাদের স্থানে বাস করিল।

২৩ এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশের সন্তানগণ সেই দেশে বাশন্ অবধি বাল-হর্ম্মোণ ও সনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বসতি করিত; তাহারা বহুসংখ্যক ছিল। ২৪ এই সকল লোক তাহাদের পিতৃকুলপতি, এফর্ ও যিশয়ি ও ইলীয়েল ও অস্রীয়েল ও যির্মিয় ও হোদবিয় ও যহদীয়েল, এই সকল ধনশালি ও বিখ্যাত লোক আপন ২ পিতৃকুলের পতি ছিল। ২৫ কিন্তু তাহারা আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিল, এবং ঈশ্বর তদ্দেশীয় যে জাতিদিগকে তাহাদের সম্মুখহইতে নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের দেবগণের অনুগমন করত ব্যভিচারী হইল। ২৬ তাহাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর অশূরের পূল্ ও তিগ্লৎ-পিলেষর নামক দুই রাজার মন উত্তেজনা করিলে তাহারা তাহাদিগকে অর্থাৎ রুবেণীয় ও গাদীয় লোকদিগকে ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশকে নির্ব্বাসন করিয়া হলহে ও হাবোরে ও হারাতে ও গোষন্ নদীতীরে লইয়া গেল, অদ্যাপি তাহারা সেই স্থানে আছে।

৬ অধ্যায়।

১ লেবির পুত্র গের্শোন্, কহাৎ ও মরারি। ২ এবং কহাতের পুত্র অম্রাম্, যিষ্‌হর্ ও হিব্রোণ ও উষীয়েল। ৩ এবং অম্রামের সন্তান হারোণ ও মোশি ও মরিয়ম; এবং হারোণের পুত্র নাদব ও অবীহূ, ইলিয়াসর্ ও ঈথামর।

৪ ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস্, ও পীনহসের পুত্র অবিশূয়; ৫ ও অবিশূয়ের পুত্র বুক্কি, ও বুক্কির পুত্র উষি; ৬ ও উষির পুত্র সরহিয়, ও সরহিয়ের পুত্র মরায়োৎ; ৭ মরায়োতের পুত্র অমরিয়, ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব্; ৮ ও অহীটূবের পুত্র সাদোক, ও সাদোকের পুত্র অহীমাস; ৯ ও অহীমাসের পুত্র অসরিয়, ও অসরিয়ের পুত্র যোহানন্; ১০ ও যোহাননের পুত্র অসরিয়; এই [অসরিয়] যিরূশালেমে শলোমনের নির্ম্মিত মন্দিরে যাজনকর্ম্ম করিত। ১১ এবং অসরিয়ের পুত্র অমরিয়, ও অমরিয়ের পুত্র অহীটূব; ১২ ও অহীটূবের পুত্র সাদোক, ও সাদোকের পুত্র শল্লুম; ১৩ ও শল্লুমের পুত্র হিল্‌কিয়, ও হিল্‌কিয়ের পুত্র অসরিয়; ১৪ ও অসরিয়ের পুত্র সরায়, ও সরায়ের পুত্র যিহোষাদক। ১৫ যে সময়ে সদাপ্রভু নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তদ্বারা যিহূদাকে ও যিরূশালেমকে নির্ব্বাসন করিলেন, তৎকালে এই যিহোষাদক দেশান্তরে গেল।

১৬ লেবির পুত্র গের্শোন্, কহাৎ ও মরারি। ১৭ এবং গের্শোনের পুত্র লিব্‌নি ও শিমিয়ি। ১৮ এবং কহাতের পুত্র অম্রাম ও যিষ্‌হর্ ও হিব্রোণ্ ও উষীয়েল্। ১৯ এবং মরারির পুত্র মহলি ও মূশি; আপন ২ পিতৃকুলানুসারে এই সকল লেবীয়দের গোষ্ঠী। ২০ গের্শোনের [সন্তান], তাহার পুত্র লিব্‌নি, ইহার পুত্র যহৎ, ইহার পুত্র সিম্ম, ২১ ইহার পুত্র যোয়াহ, ইহার পুত্র ইদ্দো, ইহার পুত্র সেরহ, ইহার পুত্র যিয়ত্রয়। ২২ এবং কহাতের সন্তান, তাহার পুত্র অম্মীনাদব্, ইহার পুত্র কোরহ, ইহার পুত্র অসীর্, ২৩ ইহার পুত্র ইল্‌কানা, ইহার পুত্র অবীয়াসফ, ইহার পুত্র অসীর্; ২৪ ইহার পুত্র তহৎ, ইহার পুত্র ঊরীয়েল, ইহার পুত্র উষিয়, ইহার পুত্র শৌল। ২৫ এবং ইল্‌কানার সন্তান অমাসয় ও অহীমোৎ [ও] ইল্‌কানা; ২৬ [এই] ইল্‌কানার সন্তান তাহার পুত্র সূফ, ইহার পুত্র তোহ, ২৭ ইহার পুত্র ইলীয়াব্, ইহার পুত্র যিরোহম্, ইহার পুত্র ইল্‌কানা। ২৮ এবং শমূয়েলের সন্তান; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র [যোয়েল], ও দ্বিতীয় অবিয়। ২৯ মরারির পুত্র মহলি, ইহার পুত্র লিব্‌নি, ইহার পুত্র শিমিয়ি, ইহার পুত্র উষঃ, ৩০ ইহার পুত্র শিমিয়, ইহার পুত্র হগিয়, ইহার পুত্র অসায়।

৩১ অথ [নিয়মের] সিন্দুক বিশ্রামস্থান পাইলে পরে দায়ূদ্ যাহাদিগকে সদাপ্রভুর গৃহসম্বন্ধীয় গানের কর্ম্মে নিযুক্ত করিল, তাহাদের নাম। ৩২ শলোমন্ কর্ত্তৃক যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহের নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা সমাগমের তাম্বুরূপ আবাসের সম্মুখে গান করণরূপ পরিচর্য্যা করিত ও আপন ২ রীত্যনুসারে আপন ২ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ৩৩ আর সেই নিযুক্ত লোক ও তাহাদের সন্তান, কহাতের সন্তানগণের মধ্যে হেমন্ গায়ক, সে যোয়েলের পুত্র; সে শমূয়েলের পুত্র, ৩৪ সে ইল্‌কানার পুত্র, সে যিরোহমের পুত্র, সে ইলীয়েলের পুত্র, সে তোহের পুত্র, ৩৫ সে সূফের পুত্র, সে ইল্‌কানার পুত্র, সে মাহতের পুত্র, সে অমাসয়ের পুত্র, ৩৬ সে ইল্‌কানার পুত্র, সে যোয়েলের পুত্র, সে অসরিয়ের পুত্র, সে সফনিয়ের পুত্র, ৩৭ সে তহতের পুত্র, সে অসীরের পুত্র, সে অবীয়াসফের পত্র, সে কোরহের পুত্র, ৩৮ সে যিষ্‌হরের পুত্র, সে কহাতের পুত্র, সে লেবির পুত্র সে ইস্রায়েলের পুত্র।

৩৯ হেমনের ভ্রাতা যে আসফ্ তাহার দক্ষিণে দাঁড়াইত, সেই আসফ বেরিখিয়ের পুত্র, সে শিমিয়ের পুত্র, ৪০ সে মীখায়েলের পত্র, সে বাসেয়ের

পুত্র, সে মল্কিয়ের পুত্র, [৪১] সে ইৎনির পুত্র, সে সেরহের পুত্র,সে অদায়ার পুত্র, [৪২]সে এথনের পুত্র, সে সিম্মের পুত্র, সে শিমিয়ির পুত্র, [৪৩] সে যহতের পুত্র, সে গের্শোনের পুত্র, সে লেবির পুত্র।

[৪৪] ইহাদের জ্ঞাতি মরারির সন্তানেরা ইহাদের বাম দিগে দাঁড়াইত; অর্থাৎ এথন্; সে কীশির পুত্র, সে অব্দির পুত্র, সে মল্লুকের পুত্র, [৪৫] সে হশবিয়ের পুত্র, সে অমৎসিয়ের পুত্র, সে হিল্কিয়ের পুত্র, [৪৬] সে অম্সির পুত্র, সে বানির পুত্র, সে শেমরের পুত্র, [৪৭] সে মহলির পুত্র, সে মূশির পুত্র, সে মরারির পুত্র, সে লেবির পত্র।

[৪৮] তাহাদের ভ্রাতৃগণ লেবীয়েরা ঈশ্বরের গৃহরূপ আবাসের সমস্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিবেদিত ছিল। [৪৯] কিন্তু হারোণ ও তাহার পুত্রগণ হোমীয় যজ্ঞবেদির ও ধূপবেদির উপরে ধূপদাহ করিত, এবং ঈশ্বরের দাস মোশির সমস্ত আজ্ঞানুসারে মহাপবিত্র স্থানে সমস্ত কার্য্য এবং ইস্রায়েলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নিযুক্ত ছিল।

[৫০] অথ হারোণের সন্তান; তাহার পুত্র ইলিয়াসর্, ইহার পুত্র পীনহস্, ইহার পুত্র অবীশূয়, [৫১] ইহার পুত্র বুক্কি, ইহার পুত্র উষি, ইহার পুত্র সরহিয়, [৫২] ইহার পুত্র মরায়োৎ, ইহার পুত্র অমরিয়, ইহার পুত্র অহীটূব্, [৫৩] ইহার পুত্র সাদোক্, ইহার পুত্র অহীমাস্।

[৫৪] আর তাহাদের স্ব২ সীমান্তঃপাতি দুর্গানুসারে এই সকল তাহাদের বাসস্থান; অর্থাৎ হারোণের সন্তানগণের মধ্যে ইহা কহাতীয় গোষ্ঠীর [অধিকার], কারণ তাহাদের জন্যে [প্রথম] গুলিবাঁট হইল। [৫৫] ফলতঃ [প্রধানগণ] তাহাদিগকে যিহূদাদেশস্থ হিব্রোণ ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থিত পরিসরভূমি দিল। [৫৬] কিন্তু সেই নগরের ক্ষেত্র ও গ্রাম সকল যিফুন্নির পুত্র কালেব্কে দিল। [৫৭] অতএব তাহারা হারোণের সন্তানগণকে হিব্রোণ নামক আশ্রয়নগর, ও পরিসরের সহিত লিব্না, এবং পরিসরের সহিত যত্তীর্ ও ইষ্টিমোয়; [৫৮] ও পরিসরের সহিত হিলেন্, ও পরিসরের সহিত দবীর্, [৫৯] ও পরিসরের সহিত আশন, ও পরিসরের সহিত বৈৎশেমশ্; [৬০] এবং বিন্যামীন্ বংশহইতে পরিসরের সহিত গেবা, ও পরিসরের সহিত আলেমৎ, ও পরিসরের সহিত অনাথোৎ দিল; সাকল্যে তাহাদের গোষ্ঠ্যনুসারে তাহাদের তের নগর হইল।

[৬১] আর কহাতের অবশিষ্ট সন্তানদিগকে [অন্য] বংশের গোষ্ঠীহইতে, [বিশেষতঃ] মনঃশির অর্দ্ধ বংশহইতে গুলিবাঁটদ্বারা দশ নগর দত্ত হইল। [৬২] এবং গের্শোনের সন্তানগণকে স্ব২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখর বংশ ও আশের বংশ ও নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মনঃশি বংশহইতে তের নগর দত্ত হইল। [৬৩] মরারির সন্তানগণকে স্ব২ গোষ্ঠ্যনুসারে রূবেন বংশ ও গাদ বংশ ও সবূলূন বংশহইতে গুলিবাঁটদ্বারা বারো নগর দত্ত হইল; [৬৪] এই রূপে ইস্রায়েলের সন্তানগণ লেবীয়দিগকে এই সকল নগর ও তাহাদের পরিসরভূমি দিল। [৬৫] বিশেষতঃ তাহারা প্রত্যেক নগরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক যিহূদার সন্তানগণের বংশ ও শিমিয়োনের সন্তানগণের বংশ ও বিন্যামীনের সন্তানগণের বংশহইতে গুলিবাঁটদ্বারা এই ২ নগর তাহাদিগকে দিল।

[৬৬] কহাতের সন্তানগণের কোন ২ গোষ্ঠী ইফ্রয়িম্ বংশহইতে আপন ২ অধিকারার্থে নগর পাইল। [৬৭] ফলতঃ তাহারা তাহাদিগকে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম নামক আশ্রয়নগর ও তাহার পরিসর, এবং পরিসরের সহিত গেষর্, [৬৮] ও পরিসরের সহিত যগ্মিয়াম, ও পরিসরের সহিত বৈথোরোণ, [৬৯] ও পরিসরের সহিত অয়ালোন, ও পরিসরের সহিত গাৎ-রিম্মোন্; [৭০] এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশহইতে পরিসরের সহিত আনের্ ও পরিসরের সহিত যিব্লিয়ম, কহাতের অবশিষ্ট সন্তানগণের গোষ্ঠীর জন্যে এই সকল নগর দিল। [৭১] এবং গের্শোনের বংশকে মনঃশির অর্দ্ধবংশের গোষ্ঠীহইতে পরিসরের সহিত বাশনস্থ গোলন্, ও পরিসরের সহিত অষ্টারোৎ; [৭২] এবং ইষাখর্ বংশহইতে পরিসরের সহিত কেদশ, ও পরিসরের সহিত দাবরৎ, [৭৩] ও পরিসরের সহিত রামোৎ, ও পরিসরের সহিত আনেম; [৭৪] এবং আশের্ বংশহইতে পরিসরের সহিত মিশাল, ও পরিসরের সহিত অব্দোন্, ও পরিসরের সহিত হুক্কোক, [৭৫] ও পরিসরের সহিত রহোব; [৭৬] এবং নপ্তালি বংশহইতে পরিসরের সহিত গালীলস্থ কেদশ্, ও পরিসরের সহিত হম্মোন্, ও পরিসরের সহিত কিরিয়াথয়িম্ দত্ত হইল। [৭৭] মরারির অবশিষ্ট সন্তানদিগকে সবূলূন বংশহইতে পরিসরের সহিত রিম্মোন্, ও পরিসরের সহিত তাবোর্; [৭৮] এবং যিরীহোর নিকটে যর্দ্দনের ওপারে, অর্থাৎ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে রূবেণ বংশহইতে পরিসরের সহিত প্রান্তরস্থ বেৎসর্, ও পরিসরের সহিত যহস, [৭৯] ও পরিসরের সহিত কদেমোৎ, ও পরিসরের সহিত মেফাৎ; [৮০] এবং গাদের বংশহইতে পরিসরের সহিত গিলিয়দস্থ রামোৎ, ও পরিসরের সহিত মহনয়িম্, [৮১] ও পরিসরের সহিত হিষ্বোন্ ও পরিসরের সহিত যাসের্ দত্ত হইল।

৭ অধ্যায়।

[১] ইষাখরের পুত্র তোলয় ও পূয়, যাশূব্ ও শিম্রোন, এই চারি জন। [২] এবং তোলয়ের পুত্র উষি ও রফায় ও যিরীয়েল্ ও যহময় ও যিব্সম্ ও শমূয়েল্, ইহারা তোলয়ের [বংশজাত] আপন ২ পিতৃকুলের পতি ও আপন ২ সমকালীন লোকদের মধ্যে পরাক্রান্ত ছিল; দায়ূদের সময়ে তাহারা সংখ্যাতে বাইশ সহস্র ছয় শত জন ছিল। [৩] এবং উষির পুত্র যিষ্রাহিয়, ও যিষ্রাহিয়ের পুত্র মীখায়েল্ ও ওবদিয় ও যোয়েল ও যিশিয়, এই পাঁচ জন, ইহারা

সকলে প্রধান লোক ছিল। ৪ এবং ইহাদের বর্ত্তমান কালে স্ব২ পিতৃকুলানুসারে ইহাদের অধীন কতকগুলি সৈন্যদল ছিল, তাহার জনসংখ্যা ছত্রিস সহস্র, কারণ তাহাদের অনেক স্ত্রী ও সন্তান ছিল। ৫ এবং ইষাখরের সমস্ত গোষ্ঠীভুক্ত তাহাদের ভ্রাতৃগণও পরাক্রমী ছিল, সাকল্যে বংশাবলিতে লিখিত তাহাদের লোক সাতাশী সহস্র ছিল।

৬ আর বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর্ ও যিদীয়েল্, এই তিন জন; ৭ এবং বেলার পুত্র ইষ্‌বোন্ ও উষি ও উষীয়েল্ ও যিরেমোৎ ও ঈর্, এই পাঁচ জন আপন২ পিতৃকুলের পতি ও পরাক্রমী ছিল, এবং বংশাবলিতে লিখিত তাহাদের লোক বাইশ সহস্র চৌত্রিশ ছিল। ৮ এবং বেখরের পুত্র সমীর ও যোয়াশ্ ও ইলীয়েষর্ ও ইলিয়ো-ঐনয় ও অম্রি ও যিরেমোৎ ও অবিয় ও অনাথোৎ ও আলেমৎ, এই সকল বেখরের সন্তান। ৯ বংশাবলিতে লিখিত তাহাদের পিতৃকুলপতিগণ বিংশতি সহস্র দুই শত পরাক্রমি লোক ছিল। ১০ এবং যিদীয়েলের পুত্র বিল্‌হন্, ও বিল্‌হনের পুত্র যিয়ূশ্ ও বিন্যামীন্ ও এহূদ্ ও কনানা ও সেথন্ ও তর্শীশ্ ও অহীশহর; ১১ যিদীয়েলের এই সকল সন্তান আপন২ পিতৃকুলের পতি ও পরাক্রমি লোক ছিল, ও যুদ্ধে গমনযোগ্য তাহাদের সপ্তদশ সহস্র দুই শত লোক ছিল।

১২ এবং ঈরের পুত্র শুপ্পীম্ ও হুপ্পীম্ ও অহেরের সন্তান হূশীম্।

১৩ আর নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎসর ও শল্লুম্, ইহারা বিল্‌হার বংশ।

১৪ মনঃশির পুত্র অস্রীয়েল। তাহার অরামীয়া উপপত্নী ইহাকে প্রসব করিল; [সে] গিলিয়দের পিতা মাখীরকেও প্রসব করিল। ১৫ ঐ মাখীর হুপ্পীম্ ও শুপ্পীমের সম্বন্ধীয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিল। তাহাদের [সেই] ভগিনীর নাম মাখা ছিল; এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সলফাদ্, সেই সলফাদের কেবল কন্যা ছিল। ১৬ মাখীরের ভার্য্যা মাখা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম পেরশ রাখিল, ও তাহার ভ্রাতার নাম শেরশ্, এবং ইহার পুত্রদের নাম ঊলম ও রেকম্। ১৭ এবং ঊলমের পুত্র বদান্, এই সকল মনঃশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দের সন্তান ছিল। ১৮ এবং তাহার ভগিনী হম্মোলেকতের পুত্র ঈশ্‌হোদ্ ও অবীয়েষর্ ও মহলা। ১৯ এবং শমীদার পুত্র অহিয়ন্ ও শেখম ও লিকহি ও অনীয়াম্।

২০ আর ইফ্রয়িমের পুত্র শূথেলহ, ইহার পুত্র বেরদ্, ইহার পুত্র তহৎ, ইহার পুত্র ইলিয়াদা, ইহার পুত্র তহৎ; ২১ ইহার পুত্র সাবদ্, ইহার পুত্র শূথেলহ ও এৎসর ও ইলিয়দ্, কিন্তু দেশজাত গাতের লোকেরা তাহাদিগকে বধ করিল, কেননা তাহারা উহাদের পশু হরণার্থে নামিয়া আসিয়াছিল। ২২ তখন তাহাদের পিতা ইফ্রয়িম অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল, এবং তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আইল।

২৩ পরে সে আপন ভার্য্যার কাছে গমন করিল; তাহাতে তাহার ভার্য্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিলে সে তাহার নাম বরীয় [অমঙ্গল] রাখিল, কেননা তখন তাহার বাটীতে অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ২৪ এবং তাহার কন্যা শীরা উচ্চতর ও নিম্নতর বৈথোরোণ ও উষেন্-শীরা পত্তন করাইল। ২৫ ও [বরীয়ের] পুত্র রেফহ ও রেশফ,ইহার পুত্র তেলহ, ইহার পুত্র তহন, ২৬ ইহার পুত্র লাদন, ইহার পুত্র অম্মীহূদ্, ইহার পুত্র ইলীশামা; ২৭ ইহার পুত্র নূন্, ইহার পুত্র যিহোশূয়।

২৮ ইহাদের অধিকার ও নিবাসস্থান বৈথেল্ ও তাহার সকল উপনগর, এবং পূর্ব্বদিগে নারন্, ও পশ্চিমদিগে গেষর্ ও তাহার উপনগর এবং শিখিম্ ও তাহার উপনগর, অদ্-যসা ও তাহার উপনগর। ২৯ এবং মনঃশির সন্তানগণের সীমার পার্শ্বস্থ বৈৎশান্ ও তাহার উপনগর, এবং তানক্ ও তাহার উপনগর, এবং মগিদ্দো ও তাহার উপনগর, এবং দোর্ ও তাহার উপনগর, এই সকল স্থানে ইস্রায়েলের পুত্র যোষেফের সন্তানগণ বাস করিত।

৩০ আশেরের সন্তান যিম্ন ও যিশ্ব ও যিশ্বি ও বরীয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। ৩১ বরীয়ের পুত্র হেবর্ ও বির্ষোতের পিতা মল্কীয়েল্। ৩২ হেবরের সন্তান যফ্‌লেট্ ও শেমর ও হোথম্ ও ইহাদের ভগিনী শূয়া। ৩৩ যফ্‌লেটের পুত্র পাসক্ ও বিম্‌হল্ ও অশ্বৎ, এই সকল যফ্‌লেটের সন্তান। ৩৪ এবং শেমরের পুত্র অহি ও রোহগ ও যিহুব্ব ও অরাম্। ৩৫ ও তাহার ভ্রাতা হেলমের পুত্র সোফহ ও যিম্ন ও শেলশ্ ও আমল। ৩৬ সোফহের পুত্র সূহ ও হর্ণেফর্ ও শূয়াল্ ও বেরী ও যিম্র; ৩৭ বেৎসর ও হোদ্ ও শম্ম ও শিল্‌শ ও যিত্রন্ ও বেরা। ৩৮ এবং যেথরের পুত্র যিফুন্নি ও পিস্প ও অরা। ৩৯ এবং উল্লের পুত্র আরহ ও হন্নীয়েল ও রিৎসিয়। ৪০ এই সকলে আশেরের সন্তান ও আপন২ পিতৃকুলের পতি, মনোনীত ও বিক্রান্ত ও অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রধান লোক ছিল; যুদ্ধে গমনকারিদের মধ্যে লিখিত ইহাদের জনসংখ্যা ছাব্বিশ সহস্র ছিল।

৮ অধ্যায়।

১ বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল্, ও তৃতীয় অহর্হ, ২ চতুর্থ নোহা, ও পঞ্চম রাফা। ৩ এবং বেলার পুত্র অদ্দর ও গেরা ও অবীহূদ্ ৪ ও অবীশূয় ও নামান্ ও আহোহ ৫ ও গেরা ও শফূফন্ ও হূরম্।

৬ অথ এহূদের পুত্রগণ। ইহারা গেবানিবাসিদের পিতৃকুলপতি ছিল, পরে উহারা তাহাদিগকে নির্ব্বাসার্থে মানহতে লইয়া গেল। ৭ ফলতঃ নামান্ ও অহিয় ও গেরা তাহাদিগকে নির্ব্বাসন করিল; সেই [এহূদের] পুত্র উষঃ ও অহীহূদ্। ৮ এবং সে তাহাদিগকে বিদায় করিলে পর শহরয়িম্ মোয়াব দেশে পুত্রগণকে জন্ম দিল, তাহার ভার্য্যা হূশীম্ ও

বারা। ৯ ফলতঃ তাহার হোদশ নাম্নিকা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র যোবব্ ও সিবিয় ও মেশা ও মল্কম ১০ ও যিয়ূশ্ ও শখিয় ও মির্ম, তাহার এই পুত্রেরা পিতৃকুলপতি ছিল। ১১ এবং হুশীমের গর্ভজাত তাহার পুত্র অবীটূব্ ও ইল্পাল। ১২ এবং ইল্পালের পুত্র এবর্ ও মিশিয়ম, এবং ওনোর ও লোদের ও তাহার উপনগর সকলের পত্তনকারি শেমর, ১৩ ও বরীয় ও শেমা, ইহারা অয়ালোন্ নিবাসিদের পিতৃকুলপতি ছিল, আর ইহারা গাৎ নিবাসিদিগকে দূর করিয়া দিল। ১৪ এবং বরীয়ের পুত্র অহিয়ো ও শাশক্ ও যিরেমোৎ ও ১৫ সবদিয় ও অরাদ্ ও এদর ১৬ ও মীখায়েল ও যিশপা ও যোহ। ১৭ এবং ইল্পালের পুত্র সবদিয় ও মশুল্লম্ ও হিস্কি ও হেবর্ ১৮ ও যিশ্মরয় ও যিষ্লিয় ও যোবব্। ১৯ এবং শিমিয়ির পুত্র যাকীম্ ও সিখি ও সব্দি ২০ ও ইলী-ঐনয় ও সিল্লথয় ও ইলীয়েল্ ২১ ও অদায়া ও বরায়া ও শিম্রৎ। ২২ এবং শাশকের পুত্র যিশ্পন ও এবর্ ও ইলীয়েল্ ২৩ ও অব্দোন্ ও সিখ্রি ও হানন্ ২৪ ও হনানিয় ও এলম ও অন্তোথিয় ২৫ ও যিফদিয় ও পনূয়েল। ২৬ এবং যিরোহমের সন্তান শম্শরয় ও শহরিয় ও অথলিয় ২৭ ও যারিশিয় ও এলিয় ও সিখ্রি। ২৮ ইহারা আপন ২ পিতৃকুলের পতি হওয়াতে আপন ২ বংশাবলিতে প্রথম ছিল; ইহারা যিরূশালেমে বাস করিত। ২৯ এবং গিবিয়োনের পিতা গিবিয়োনে বাস করিত, তাহার ভার্য্যার নাম মাখা। ৩০ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন্, অপর সূর্ ও কীশ্ ও বাল্ ও নাদব্ ৩১ ও গদোর্ ও অহিয়ো ও সখর, ৩২ এবং মিক্লোতের পুত্র শিমিয়; ইহারাও আপন ভ্রাতৃগণের সম্মুখে যিরূশালেমে আপন ভ্রাতাদের নিকটে বাস করিত।

৩৩ নেরের পুত্র কীশ, ও কীশের পুত্র শৌল, ও শৌলের পুত্র যোনাথন্ ও মল্কীশূয় ও অবীনাদব্ ও ইশ্বাল্। ৩৪ এবং যোনাথনের পুত্র মরীব্বাল, ও মরীব্বালের পুত্র মীখা। ৩৫ এবং মীখার পুত্র পিথোন্ ও মেলক ও তহরেয় ও আহস্। ৩৬ ও আহসের পুত্র যিহোয়াদা, ও যিহোয়াদার পুত্র আলেমৎ ও অস্মাবৎ ও সিম্রি; ও সিম্রির পুত্র মোৎসা। ৩৭ এবং মোৎসার পুত্র বিনিয়া, ইহার পুত্র রাফা, ইহার পুত্র ইলীয়াসা, ইহার পুত্র আৎসেল্। ৩৮ ও আৎসেলের ছয় পুত্র; তাহাদের নাম অস্রীকাম, বোখরু ও ইশ্মায়েলও শিয়রিয় ও ওবদীয় ও হানন, এই সকল আৎসেলের সন্তান। ৩৯ এবং তাহার ভ্রাতা এশকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঊলম, দ্বিতীয় যিয়ূশ, ও তৃতীয় এলীফেলট। ৪০ এবং ঊলমের পুত্রগণ অতি বিক্রমশালী ও ধনুর্দ্ধর ও বহুপ্রজ ছিল, এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রেতে এক শত পঞ্চাশ জন ছিল; এই সকল বিন্যামীনের বংশজাত।

৯ অধ্যায়।

১ এই রূপে সমস্ত ইস্রায়েলের বংশাবলি রচিত এবং ইস্রায়েলের রাজগণের পুস্তকে লিখিত হইল। পরে যিহূদার লোকেরা আপনাদের ঔচিত্যলঙ্ঘন প্রযুক্ত নির্ব্বাসার্থে বাবিলে নীত হইল।

২ [তৎপরে] আপনাদের নানা নগরে যাহারা প্রথমে আপন ২ অধিকারে বসতি করিল, ইহারা সেই ইস্রায়েলীয় লোক ও যাজকগণ ও লেবীয় ও নথীনীয় লোক; ৩ ফলতঃ যিহূদার সন্তানগণের ও বিন্যামীনের সন্তানগণের এবং ইফ্রয়িমের ও মনঃশির সন্তানগণের মধ্যে এই লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতে লাগিল। ৪ যিহূদার পুত্র যে পেরস্, তাহার সন্তানদের মধ্যে বানির বৃদ্ধপ্রপৌত্র ইম্রির প্রপৌত্র অম্রির পৌত্র অম্মীহূদের পুত্র ঊথয়। ৫ এবং শীলোনীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অসায় ও তাহার সন্তানগণ। ৬ এবং সেরহের সন্তানদের মধ্যে যূয়েল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ, ইহারা ছয় শত নব্বই জন। ৭ এবং বিন্যামীনের সন্তানগণের মধ্যে হস্নুয়ের প্রপৌত্র হোদবিয়ের পৌত্র মশুল্লমের পুত্র সল্লূ; ৮ এবং যিরোহমের পুত্র যিব্নিয়, ও মিখ্রির পৌত্র উষির পুত্র এলা, এবং যিব্নিয়ের প্রপৌত্র রূয়েলের পৌত্র শফটিয়ের পুত্র মশুল্লম্; ৯ ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ আপন ২ বংশাবলি অনুসারে নয় শত ছাপ্পান্ন জন ছিল। ইহারা সকলে আপন ২ পিতৃকুলের মধ্যে কুলপতি ছিল।

১০ আর যাজকদের মধ্যে যিদয়িয় ও যিহোয়ারীব ও যাখীন্; ১১ এবং ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ যে অহীটূব, তাহার অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মরায়োতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র সাদোকের প্রপৌত্র মশুল্লমের পৌত্র হিল্কিয়ের পুত্র অসরিয়; ১২ এবং মল্কিয়ের প্রপৌত্র পশ্হূরের পৌত্র যিরোহমের পুত্র অদায়া; এবং ইম্মেরের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র মশিল্লেমোতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মশুল্লমের প্রপৌত্র যহসেরার পৌত্র অদীয়েলের পুত্র মাসয়; ১৩ ইহারা ও ইহাদের ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত ষাইট জন; ইহারা আপন ২ পিতৃকুলের পতি এবং ঈশ্বরের গৃহের দাস্যকর্ম্ম সম্পাদনে অতি কর্ম্মঠ লোক। ১৪ আর লেবীয়দের মধ্যে মরারিবংশজাত হশবিয়ের প্রপৌত্র অস্রীকামের পৌত্র হশূবের পুত্র শময়িয়; ১৫ এবং বকবকর ও হেরশ্ ও গালল ও আসফের প্রপৌত্র সিখ্রির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয়; ১৬ ও যিদূথূনের প্রপৌত্র গাললের পৌত্র শময়িয়ের পুত্র ওবদিয়; ও নটোফাতীয়দের পল্লীতে বাসকারি ইল্কানার পৌত্র আসার পুত্র বেরিখিয়। ১৭ এবং দ্বারপাল শল্লূম্ ও অক্কূব্ ও টল্মোন্ ও অহীমান্ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ, কিন্তু শল্লূম তাহাদের প্রধান ছিল। ১৮ ইহারা অদ্যাপি পূর্ব্বদিক্স্থিত রাজদ্বারে থাকে, ইহারাই লেবির সন্তানদের শিবিরের দ্বারপাল। ১৯ আর ঐ শল্লূম কোরহের প্রপৌত্র অবীয়াসফের পৌত্র কোরির পুত্র; সে ও তাহার পিতৃকুলজাত কোরহীয় ভ্রাতৃগণ দাস্যকর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া তাম্বুর দ্বার সকলের রক্ষক।

তন্মত তাহাদের পিতৃলোকেরাও সদাপ্রভুর শিবিরে নিযুক্ত ও প্রবেশস্থানের রক্ষক ছিল। [২০] সেই প্রাক্কালে ইলিয়াসরের পুত্র পীনহস তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে২ ছিলেন। [২১] মশেলিমিয়ের পুত্র সখরিয় সমাগমের তাম্বুর দ্বাররক্ষক। [২২] সর্ব্বশুদ্ধ দ্বারপালের কার্য্যার্থে মনোনীত এই লোকেরা দুই শত বারো জন; তাহাদের নানা গ্রামে তাহাদের বংশাবলি রচিত হইয়াছিল। দায়ূদ্ ও শমূয়েল্ দর্শক তাহাদের সত্যস্কারক্রমে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। [২৩] অতএব তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা সদাপ্রভুর গৃহের অর্থাৎ তাম্বুগৃহের দ্বারপালদের কর্ম্মে প্রহরে২ নিযুক্ত হয়। [২৪] এই দ্বারপালেরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে থাকে। [২৫] এবং তাহাদের গ্রামস্থ ভ্রাতৃগণকে সময়ে২ সপ্তাহের নিমিত্তে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিতে হয়। [২৬] কেননা উহারা, অর্থাৎ ঐ চারি জন প্রধান দ্বারপাল, সত্যস্কারে বদ্ধ; তাহারাই লেবীয়বর্গ, এবং ঈশ্বরের গৃহের কুঠরী ও ভাণ্ডার সকলের অধ্যক্ষ। [২৭] এবং তাহারা ঈশ্বরের গৃহের চতুর্দ্দিগে রাত্রি যাপন করে, কেননা তাহাদের প্রতি রক্ষার ভার আছে; এবং তাহাদিগকেই প্রতি প্রাতে দ্বার খুলিতে হয়। [২৮] এবং তাহাদের কতক লোক দাস্যকর্ম্মার্থক পাত্র সকল রক্ষা করিতে নিযুক্ত, ফলতঃ তাহারা সংখ্যানুসারে তাহা ভিতরে ও বাহিরে আনয়ন করে। [২৯] আর কতক লোক পবিত্র স্থানের সকল পাত্র এবং সূজী ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও কুন্দুরু ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি সকল সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। [৩০] এবং যাজকদের সন্তানদের মধ্যে কএক জন সুগন্ধি দ্রব্যের তৈল প্রস্তুত করে। [৩১] এবং লেবীয়দের মধ্যে কোরহীয় শল্লুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র মত্তথিয় সত্যস্কার পূর্ব্বক পাক কর্ম্মে নিযুক্ত। [৩২] এবং তাহাদের জ্ঞাতি কহাতের সন্তানগণের মধ্যে কতক লোক প্রতি বিশ্রামবারে দর্শনীয় রুটী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত। [৩৩] কিন্তু লেবীয়দের পিতৃকুলপতি যে গায়কগণ, তাহারা কুঠরীর [কর্ম্মহইতে] মুক্ত; কেননা দিবারাত্রি তাহাদের উপরে [নিজ] কর্ম্মের ভার রহিয়াছে। [৩৪] ইহারা লেবীয়দের পিতৃকুলপতি হওয়াতে বংশাবলিতে প্রথম ছিল; ইহারা যিরূশালেমে বসতি করিল।

[৩৫] আর গিবিয়োনের পিতা যিয়ীয়েল্ গিবিয়োনে বাস করিত, তাহার ভার্য্যার নাম মাখা ছিল। [৩৬] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অব্দোন্, অপর পুত্র সূর ও কীশ্ ও বাল্ ও নের ও নাদব্ [৩৭] ও গদোর ও অহিয়ো ও সখরিয় ও মিক্লোৎ। [৩৮] এবং মিক্লোতের পুত্র শিমিয়ান্; ইহারাও আপনাদের ভ্রাতৃগণের সম্মুখে যিরূশালেমে আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে বাস করিত। [৩৯] এবং নেরের পুত্র কীশ, ও কীশের পুত্র শৌল, ও শৌলের পুত্র যোনাথন্ ও মল্কীশূয় ও অবীনাদব্ ও ইশ্বাল্। [৪০] এবং যোনাথনের পুত্র মরীব্বাল, ও মরীব্বালের পুত্র মীখা। [৪১] এবং মীখার পুত্র পিথোন ও মেলক ও তহরেয়। [৪২] এবং আহসের পুত্র যার, ও যারের পুত্র আলেমৎ ও অস্মাবৎ ও সিম্রি, এবং সিম্রির পুত্র মোৎসা। [৪৩] ও মোৎসার পুত্র বিনিয়া, ইহার পুত্র রফায়, ইহার পুত্র ইলীয়াসা, ইহার পুত্র আৎসেল্। [৪৪] এবং আৎসেলের ছয় পুত্র, তাহাদের নাম অস্রীকাম, বোখরু ও ইশ্মায়েল্ ও শিয়রিয় ও ওবদিয় ও হানন; এই সকল আৎসেলের সন্তান।

১০ অধ্যায়।

[১] পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ লোকেরা পলেষ্টীয়দের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, এবং [অনেকে] গিল্বোয় পর্ব্বতে হত হইয়া পড়িল। [২] অনন্তর পলেষ্টীয়েরা শৌলের ও তাহার পুত্রগণের পশ্চাৎ২ তাড়না করিল; তাহাতে পলেষ্টীয়েরা শৌলের পুত্রদিগকে অর্থাৎ যোনাথন্কে ও অবীনাদব্কে ও মল্কীশূয়কে বধ করিল। [৩] পরে শৌলের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধরেরা তাহার উদ্দেশ পাইল; সেই ধনুর্ধারিগণহইতে শৌল ত্রাসযুক্ত হইল। [৪] তাহাতে শৌল আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া তদ্দ্বারা আমাকে বধ কর; নতুবা কি জানি, ঐ অচ্ছিন্নত্বগেরা আসিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাহার অস্ত্রবাহক অতিশয় ভীত হওন প্রযুক্ত সম্মত হইল না; অতএব শৌল খড়্গ লইয়া আপনি তাহার উপরে পড়িল। [৫] তাহাতে শৌল মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহার অস্ত্রবাহকও খড়্গের উপরে পড়িয়া মরিল। [৬] এই রূপে শৌল ও তাহার তিন পুত্র ও সমস্ত পরিজন এক কালে মরিল।

[৭] অপর [লোকেরা] পলায়ন করিয়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণ মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া তলভূমিতে স্থিত ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন২ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তাহাতে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিল।

[৮] পরদিনে পলেষ্টীয়েরা হত লোকদের সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে পতিত শৌলকে ও তাহার পুত্রদিগকে পাইল। [৯] তখন তাহারা তাহার সজ্জা খুলিয়া তাহার মস্তক ও সজ্জাদি লইয়া আপনাদের প্রতিমাগণকে ও লোকদিগকে শুভ বার্ত্তা জ্ঞাত করণার্থে পলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র [তাহা] প্রেরণ করিল। [১০] পরে তাহার সজ্জা আপনাদের দেবতার মন্দিরে রাখিল, এবং তাহার মুণ্ড দাগোনের মন্দিরে টাঙ্গাইয়া দিল।

[১১] পরে যাবেশ্-গিলিয়দের সমস্ত লোক শৌলের প্রতি কৃত পলেষ্টীয়দের সেই সমস্ত কর্ম্মের সংবাদ পাইল। [১২] তখন তাহাদের সমস্ত বিক্রমশালি লোক উঠিয়া শৌলের ও তাহার পুত্রগণের শরীর তুলিয়া যাবেশে লইয়া গিয়া তাহাদের অস্থি সকল যাবেশস্থ এলা বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিল; পরে সাত দিবস উপবাস করিল।

১৩ এই রূপে শৌল সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কৃত আপনার ঔচিত্যলঙ্ঘনহেতু মরিল; ফলতঃ সে একে সদাপ্রভুর এক বচন পালন করে নাই, তাহাতে আবার তত্ত্ব জানিতে ভূতুড়িয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ১৪ সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করে নাই; তজ্জন্য তিনি তাহাকে বধ করিলেন, এবং রাজ্য হস্তান্তর করিয়া যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে দিলেন।

১১ অধ্যায়।

১ পরে সমস্ত ইস্রায়েল হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার অস্থি ও মাংস। ২ আর পূর্ব্বে যখন শৌল রাজা ছিল, তখনও তুমি ইস্রায়েলকে বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতা; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে কহিয়াছেন, তুমি আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে চরাইবা, ও তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অগ্রগামী হইবা। ৩ এই রূপে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন লোক হিব্রোণে রাজার নিকটে আইল; তাহাতে দায়ূদ্ হিব্রোণে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহাদের সহিত নিয়ম করিল, এবং শমূয়েলের প্রমুখাৎ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহারা দায়ূদকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিল।

৪ অপর দায়ূদ্ ও সমস্ত ইস্রায়েল যিরূশালেমে অর্থাৎ যিবূষে গেল; তৎকালে দেশনিবাসি যিবূষীয়েরা সেই স্থানে ছিল। ৫ তাহাতে যিবূষের নিবাসিরা দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবা না; তথাপি দায়ূদ্ সিয়োন দুর্গ হস্তগত করিল; তাহাই দায়ূদ্-নগর। ৬ এবং দায়ূদ্ কহিল, যে কেহ প্রথমে যিবূষীয়দিগকে আঘাত করিবে, সে প্রধান ও সেনাপতি হইবে; তাহাতে সরূয়ার পুত্র যোয়াব্ প্রথমে উঠিয়া যাওয়াতে প্রধান হইল। ৭ অনন্তর দায়ূদ্ সেই দুর্গে বাস করিল, তজ্জন্য লোকেরা তাহার নাম দায়ূদ্-নগর রাখিল। ৮ এবং সে চারি দিগে অর্থাৎ মিল্লো অবধি চারি দিগে নগর সারিল, এবং যোয়াব্ নগরের অবশিষ্ট স্থান সারিল। ৯ পরে দায়ূদ্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া মহান্ হইল, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে২ ছিলেন।

১০ ইস্রায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে দায়ূদ্‌কে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েলের সহিত দায়ূদের এই প্রধান বীরগণ রাজ্যপ্রাপ্তিতে তাহার প্রবল সহকারী হইল। ১১ দায়ূদের বীরগণের নামাবলি। হক্‌মোনির পুত্র যে যাশবিয়াম্ সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ ছিল, সে এক কালে হত তিন শত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইল। ১২ অপর অহোহীয় দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর্, সে বীরত্রয়ের মধ্যে এক জন। ১৩ সে এফস্‌দম্মীমে দায়ূদের সঙ্গে ছিল। ফলতঃ পলেষ্টীয়েরা সেই স্থানে যুদ্ধার্থে একত্র হইয়াছিল; কিন্তু তথাকার ক্ষেত্র যবেতে পরিপূর্ণ ছিল; তাহাতে যাবৎ সৈন্যগণ পলেষ্টীয়দের হইতে পলায়ন করিল, ১৪ তাবৎ [ইহারা] সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা রক্ষা করিয়া পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয় করিল, এবং সদাপ্রভু মহানিস্তার করিলেন।

১৫ আর ত্রিশ জন প্রধানের মধ্যে তিন জন শৈলে অর্থাৎ অদুল্লম্ গুহাতে দায়ূদের নিকটে আইল; তখন পলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রফায়ীম্ তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, ১৬ এবং দায়ূদ্ দুরাক্রম স্থানে ছিল; আর বৈৎলেহমেও পলেষ্টীয়দের এক সৈন্যদল স্থাপিত ছিল। ১৭ অপর দায়ূদ্ পিপাসাযুক্ত হইয়া কহিল, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল আনিয়া পান করিতে দিবে? ১৮ তাহাতে ঐ নরত্রয় পলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বারনিকটস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে আইল, কিন্তু দায়ূদ্ তাহা পান করিতে সম্মত না হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিল। ১৯ এবং কহিল, হে আমার ঈশ্বর, এমত কর্ম্ম যেন আমি না করি। আমি কি এই মনুষ্যদিগকে প্রাণপণ করাইয়া ইহাদের রক্ত পান করিব? ইহারা তো প্রাণপণ পূর্ব্বক এই জল আনিল। অতএব সে তাহা পান করিতে সম্মত হইল না। [যাহা হউক,] ঐ বীরত্রয় এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিল।

২০ আর যোয়াবের ভ্রাতা অবীশয় [অন্য] নরত্রয়ের অধ্যক্ষ ছিল; সে তিন শত হত লোকের উপরে আপন বড়শা চালাইয়া নরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ হইল। ২১ এই নরত্রয়ের মধ্যে অন্য দুইহইতে সে অধিক মর্য্যাদাপন্ন হইয়া তাহাদের সেনাপতি হইল, তথাচ ঐ নরত্রয়ের তুল্য ছিল না। ২২ এবং অনেক কার্য্যকারি কব্‌সেলীয় এক বীর্য্যবানের পৌত্র যিহোয়াদার পুত্র যে বনায়, সে সিংহতুল্য দুই মোয়াবীয় লোককে বধ করিল; তদ্ভিন্ন সে হিমানীর সময়ে যাইয়া গর্ত্তের মধ্যে এক সিংহকে মারিল। ২৩ এবং সে পাঁচ হস্ত দীর্ঘ বৃহৎকায় এক মিস্রীয়কে বধ করিল; ঐ মিস্রীয়ের হস্তে তন্তুবায়ের নরাজের ন্যায় এক বড়শা, এবং ইহার হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে এ যাইয়া সেই মিস্রীয়ের হস্তহইতে বড়শাটী কাড়িয়া লইয়া তাহারই বড়শাদ্বারা তাহাকে বধ করিল। ২৪ যিহোয়াদার পুত্র বনায় এই সকল কর্ম্ম করিল, তাহাতে সে বীরত্রয়ের মধ্যে নামলব্ধ হইল। ২৫ সে ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা মর্য্যাদাপন্ন ছিল, কিন্তু ঐ নরত্রয়ের তুল্য ছিল না; এবং দায়ূদ্ তাহাকে আপন মন্ত্রিসভার উপরে নিযুক্ত করিল।

২৬ অপর অন্য বীর্য্যবান লোকদের নাম। যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল্, বৈৎলেহমস্থ দোদয়ের পুত্র ইল্‌হানন; ২৭ হরোরীয় শম্মোৎ, পলোনীয় হেলস্; ২৮ তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা, অনাথোতীয় অবীয়েষর্; ২৯ হূশাতীয় সিব্বখয়, অহোহীয় ঈলয়; ৩০ নটোফাতীয় মহরয়, নটোফাতীয় বানার পুত্র হেল্দ্; ৩১ বিন্যামীন্ বংশের গিবিয়া নিবাসি রীবয়ের

পুত্র ইত্তয়, পিরিয়াথোনীয় বনায়; [৩২] গাশের উপত্যকা নিবাসি হূরয়, অর্ব্বতীয় অবীয়েল্; [৩৩] বাহরুমীয় অস্মাবৎ, শাল্‌বোনীয় ইলিয়হব; [৩৪] গিষোণীয় বনেহাষেম্, হরারীয় শাগির পুত্র যোনাথন; [৩৫] হরারীয় সাখরের পুত্র অহীয়াম, ঊরের পুত্র ইলীফাল; [৩৬] মখেরাতীয় হেফর্, পলোনীয় অহিয়; [৩৭] কর্ম্মিলীয় হিষ্রয়, ইষ্বয়ের পুত্র নারয়; [৩৮] নাথনের ভ্রাতা যোয়েল, হগ্রির পুত্র মিভর; [৩৯] অম্মোনীয় সেলক, সরুয়ার পুত্র যোয়াবের অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়; [৪০] যিত্রীয় ঈরা, যিত্রীয় গারেব; [৪১] হিত্তীয় ঊরিয়, অহলয়ের পুত্র সাবদ্; [৪২] রুবেণীয় শীষার পুত্র অদীনা; সে রুবেণীয়দের সেনাপতি ছিল, ও তাহার অনুগামী ত্রিশ জন ছিল; [৪৩] মাখার পুত্র হানন্, মিত্নীয় যোশাফট্; [৪৪] অষ্টরোতীয় উষিয়, অরোয়েরীয় হোথমের দুই পুত্র শাম ও যিয়ীয়েল্, [৪৫] শিম্রির পুত্র যিদীয়েল্, ও তাহার ভ্রাতা তীষীয় যোহা; [৪৬] মহবীয় ইলীয়েল, ইল্‌নামের দুই পুত্র যিরীবয় ও যোশবিয়, ও মোয়াবীয় যিৎমা; [৪৭] ইলীয়েল্ ও ওবেদ্ ও মসোবায়ীয় যাসীয়েল।

১২ অধ্যায়।

[১] পরন্তু যে সময়ে দায়ূদ্ কীশের পুত্র শৌলের ভয়ে রুদ্ধ ছিল, তৎকালে এই সকল লোক সিক্লগে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিল; তাহারা যুদ্ধে সহকারি বীরগণের মধ্যে গণিত ছিল। [২] [তাহাদের মধ্যে] কএক জন শৌলের জ্ঞাতি ধনুর্দ্ধারী এবং দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তদ্বারা প্রস্তর ও ধনুর্বাণ ক্ষেপণে নিপুণ বিন্যামীনীয় লোক ছিল। [৩] [তাহাদের মধ্যে] গিবিয়াতীয় শমায়ের পুত্র অহীয়েষর ও যোয়াশ প্রধান; অপর অস্‌মাবতের পুত্র যিষীয়েল ও পেলট এবং অনাথোতীয় বরাখা ও যেহূ; [৪] এবং ত্রিশ জনের মধ্যে গণিত বীর ও ত্রিশের উপরে নিযুক্ত গিবিয়োনীয় যিশ্‌ময়িয় এবং যিরমিয় ও যহসীয়েল্ ও যোহানন্ ও গদেরাথীয় যোষাবদ্; [৫] ইলিয়ূষয় ও যিরেমোৎ ও বালিয়া ও শমরিয় ও হরুফীয় শফটিয়; [৬] ইল্‌কানা ও যিশিয় ও অসরেল ও যোয়েষর্ ও যাশবিয়াম্, এই সকল কোরহীয় লোক; [৭] ও গদোর নিবাসি যিরোহমের পুত্র যোয়েলা ও সবদিয়।

[৮] আর গাদীয়দের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান্ লোক পৃথক্ হইয়া প্রান্তরস্থিত দুরাক্রম স্থানে দায়ূদের নিকটে আসিয়াছিল; তাহারা ঢাল ও বড়শাধারি যুদ্ধযোগ্য পুরুষ; সিংহমুখের ন্যায় তাহাদের মুখ ও পর্ব্বতস্থ হরিণের ন্যায় দ্রুতগামি চরণ ছিল। [৯] প্রথম এষর্, দ্বিতীয় ওবদিয়, তৃতীয় ইলিয়াব্; [১০] চতুর্থ মিশ্‌মন্না, পঞ্চম যিরমিয়; [১১] ষষ্ঠ অত্তয়, সপ্তম ইলীয়েল্; [১২] অষ্টম যোহানন্, নবম ইল্‌সাবদ্, [১৩] দশম যিরমিয়, একাদশ মগ্‌বন্নয়। [১৪] গাদ বংশীয় এই লোকেরা সেনাপতি ছিল, ইহাদের মধ্যে যে জন ক্ষুদ্র সে শত জনের, ও যে মহান্ সে সহস্র জনের সমকক্ষ। [১৫] প্রথম মাসে যে সময়ে যর্দ্দনের জল সমস্ত তীরের উপরে উঠে, এমন সময়ে ইহারা তাহা পার হইয়া পূর্ব্ব দিগে ও পশ্চিম দিগে তলভূমিস্থ সকলকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

[১৬] অপর বিন্যামীনের ও যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে কতক লোক দায়ূদের নিকটে দুরাক্রম স্থানের সন্নিকট পর্য্যন্ত আইলে [১৭] দায়ূদ্ তাহাদের প্রত্যুদ্গমনার্থে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিল, যদি তোমরা আমার সাহায্য করণার্থে প্রণয় ভাবে আমার কাছে আসিয়া থাক, তবে আমার চিত্ত তোমাদের প্রতি একাগ্র হইবে; কিন্তু আমার হস্তে কোন দৌরাত্ম্য না থাকিলেও যদি আমাকে ঠকাইয়া বিপক্ষদের হস্তগত করণার্থে আসিয়া থাক, তবে আমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর তাহা দেখিয়া অনুযোগ করুন। [১৮] তখন সেনানীবর্গের অধ্যক্ষ অমাসয়েতে আত্মা আবেশ করাতে [সে কহিল], হে দায়ূদ্, আমরা তো তোমার পক্ষীয়, ও হে যিশয়ের পুত্র, আমরা তোমার সঙ্গি লোক; মঙ্গল হউক, তোমারই মঙ্গল হউক, ও তোমার সহকারিদের মঙ্গল হউক, কেননা তোমার ঈশ্বর তোমার সাহায্য করেন। তখন দায়ূদ্ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া আপন সৈন্যদলের সেনাপতি করিল।

[১৯] পরে শৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে পলেষ্টীয়দের মধ্যে দায়ূদের আগমন কালে মনঃশিহইতে কতক লোক [গিয়া] দায়ূদের পক্ষ হইল; কিন্তু উহাদের সাহায্য করা তাহাদের হইল না, কেননা পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ মন্ত্রণা করিয়া এই কথা কহিয়া তাহাকে বিদায় করিল, সেই ব্যক্তি আমাদের মুণ্ড লইয়া আপন প্রভু শৌলের পক্ষ হইতে যাইবে। [২০] পরে সিক্লগে দায়ূদের গমনকালে মনঃশিহইতে আগত অদ্‌নহ ও যোষাবদ্ ও যিদীয়েল্ ও মীখায়েল্ ও যোষাবদ্ ও ইলীহূ ও সিল্লথয়, মনঃশি বংশীয় এই সহস্রপতিরা তাহার পক্ষ হইল। [২১] আর তাহারা লুটকারি সৈন্যদলের বিপক্ষে দায়ূদের সাহায্য করিল, কারণ তাহারা সকলে বীর্য্যবান্ লোক ছিল, ও [পশ্চাৎ] সেনাপতি হইল। [২২] সেই সময়ে দায়ূদের সাহায্যার্থে দিন ২ লোক আগমন করাতে ঈশ্বরের সৈন্যের ন্যায় মহাসৈন্য হইল।

[২৩] অথ যে লোকেরা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে শৌলের রাজ্য হস্তান্তর করিয়া দায়ূদ্‌কে দিবার জন্যে যুদ্ধার্থে সসজ্জ হইয়া হিব্রোণে তাহার নিকটে গিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যার বৃত্তান্ত। [২৪] যিহূদার সন্তান ঢাল ও বড়শাধারী যুদ্ধার্থে সসজ্জ ছয় সহস্র আট শত লোক। [২৫] শিমিয়োনের সন্তানদের মধ্যে যুদ্ধে বীর্য্যবান সাত সহস্র এক শত লোক। [২৬] লেবির সন্তানদের মধ্যে চারি সহস্র ছয় শত লোক। [২৭] এবং হারোণ বংশের অধ্যক্ষ যিহোয়াদা, ও তাহার সঙ্গী তিন সহস্র সাত শত লোক।

২৮ এবং বীর্য্যবান যুবা সাদোক্, ও তাহার পিতৃকুলের বাইশ জন প্রধান লোক। ২৯ এবং শৌলের জ্ঞাতি বিন্যামীনের সন্তানদের মধ্যে তিন সহস্র লোক। কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোক শৌলের কুলের রক্ষণীয় রক্ষা করিত। ৩০ এবং ইফ্রয়িমের সন্তানদের মধ্যে বিংশতি সহস্র আট শত বীর্য্যবান লোক, তাহারা আপন ২ পিতৃকুলে বিখ্যাত ছিল। ৩১ এবং মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে আঠার সহস্র লোক, তাহারা আসিয়া যেন দায়ূদকে রাজা করে, তজ্জন্য আপন ২ নামে নির্দ্দিষ্ট হইল। ৩২ এবং ইষাখরের সন্তানদের মধ্যে দুই শত প্রধান লোক, তাহারা কালজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক; ইস্রায়েলের কি কর্ত্তব্য তাহা জানিত, ও তাহাদের ভ্রাতা সকল তাহাদের আজ্ঞাবহ ছিল। ৩৩ সবূলূনের মধ্যে যুদ্ধে গমনকারী ও সর্ব্ববিধ যুদ্ধাস্ত্র লইয়া ব্যূহ রচনা করণে নিপুণ ও সঙ্গ্রামে অনন্যমনা পঞ্চাশ সহস্র লোক। ৩৪ এবং নপ্তালির মধ্যে এক সহস্র সেনাপতি ও তাহাদের সহিত ঢাল ও বড়শাধারি সাঁইত্রিশ সহস্র লোক। ৩৫ এবং দানীয়দের মধ্যে ব্যূহরচনা করণে নিপুণ আটাইশ সহস্র ছয় শত লোক। ৩৬ এবং আশেরের মধ্যে ব্যূহরচনার্থে যুদ্ধে গমনযোগ্য চল্লিশ সহস্র লোক। ৩৭ এবং যর্দ্দনের ওপারস্থ রূবেণীয়দের ও গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের মধ্যে যুদ্ধার্থে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রধারি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক। ৩৮ যুদ্ধে ও ব্যূহ রক্ষণে নিপুণ এই সকল লোক দায়ূদকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করণার্থে সরল অন্তঃকরণের সহিত হিব্রোণে আইল, এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট সকল লোকও দায়ূদকে রাজা করিতে একমনা হইল। ৩৯ এবং তাহারা তিন দিবস সেখানে দায়ূদের সহিত থাকিয়া ভোজন পান করিল, কেননা তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদের জন্যে আয়োজন করিয়াছিল। ৪০ অধিকন্তু ইষাখর্ ও সবূলূন্ ও নপ্তালির সীমাবধি তাহাদের প্রতিবাসি লোকেরা গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ও অশ্বতর ও বলদের পৃষ্ঠে খাদ্য দ্রব্য, অর্থাৎ গোধূমজ দ্রব্য ও ডুমুরের চাপ ও দ্রাক্ষার গুলুয়া ও দ্রাক্ষারস ও তৈল, এবং বলদ ও মেষ বাহুল্যরূপে আনিল, কেননা ইস্রায়েলের মধ্যে আনন্দ ছিল।

১৩ অধ্যায়।

১ পরে দায়ূদ্ সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যক্ষের সহিত মন্ত্রণা করিল। ২ এবং দায়ূদ্ ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজকে কহিল, যদি ইহা তোমাদের তুষ্টিকর ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অভিমত হয়, তবে ইস্রায়েলের যাবতীয় প্রদেশে আমাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ এবং তাহাদের সঙ্গে আপন ২ পরিসর বিশিষ্ট নগরে বাসকারি যাজকগণ ও লেবীয়েরা যেন আমাদের নিকটে একত্র হয়, এই জন্যে আইস, আমরা সর্ব্ব দিগে তাহাদের কাছে লোক পাঠাই, ৩ এবং আপন ঈশ্বরের সিন্দুক আপনাদের কাছে ফিরাইয়া আনি, কেননা শৌলের সময়ে আমরা তাঁহার অন্বেষণ করি নাই। ৪ তাহাতে এই প্রস্তাব সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে উত্তম বোধ হওয়াতে সমস্ত সমাজ তাহা করিতে স্বীকার করিল। ৫ পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্হইতে ঈশ্বরের সিন্দুক আনিবার জন্যে দায়ূদ্ মিসরের কালো নদী অবধি হমাতের প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে একত্র করিল। ৬ অনন্তর করূবদ্বয়ে অধ্যাসীন সদাপ্রভু এই নাম যাহার উদ্দেশে কীর্ত্তিত হয়, সেই ঈশ্বরীয় সিন্দুক যিহূদার অধিকারস্থ বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীমহইতে আনিবার জন্যে দায়ূদ্ ও সমস্ত ইস্রায়েল সেই স্থানে গেল। ৭ পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া অবীনাদবের বাটীহইতে বাহির করিল, এবং উষঃ ও অহিয়ো ঐ শকট চালাইতে লাগিল। ৮ এবং দায়ূদ্ ও সমস্ত ইস্রায়েল্ আপন ২ সমস্ত শক্তিতে গান এবং বীণা ও নেবল ও তবল ও করতাল ও তূরী বাদ্যদ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনন্দ করিল।

৯ পরে তাহারা কীদোন্ [ব্যাঘাত নামক] শস্যমর্দ্দন স্থান পর্য্যন্ত গেলে উষঃ ঐ সিন্দুক ধরিতে হস্ত বিস্তার করিল, কেননা বলদযুগল পিছলিয়া পড়িয়াছিল। ১০ তখন উষের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সিন্দুকের প্রতি তাহার হস্ত বিস্তার করণ প্রযুক্ত তিনি তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে তথায় ঈশ্বরের সাক্ষাতে মরিল। ১১ সদাপ্রভু উষেতে আঘাত করিলেন, এই জন্যে দায়ূদ্ অসন্তুষ্ট হইল, পরে সেই স্থানের নাম পেরস্-উষঃ [উষের আঘাত] রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে। ১২ এবং দায়ূদ্ ঐ দিবসে ঈশ্বরহইতে ভীত হইয়া কহিল, ঈশ্বরের সিন্দুক কি প্রকারে আমার নিকটে আনিব? ১৩ পরে দায়ূদ্ সেই সিন্দুক দায়ূদ্-নগরে আপনার নিকটে না আনিয়া [পথের] পার্শ্বস্থ গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিল। ১৪ অনন্তর ঈশ্বরের সিন্দুক ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে তাহার পরিবারের কাছে তিন মাস থাকিল, তাহাতে সদাপ্রভু ওবেদ্-ইদোমের বাটী ও তাহার সর্ব্বস্ব আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ পরে সোরের রাজা হীরম্ দায়ূদের নিকটে অর্থাৎ তাহার জন্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করণার্থে দূতদ্বারা এরস্ কাষ্ঠ ও রাজ ও সূত্রধর লোককে প্রেরণ করিল। ২ তাহাতে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজত্বপদে আমাকে স্থির করিলেন, কেননা তাঁহার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের নিমিত্তে আমার রাজ্য উন্নতিপ্রাপ্ত হইল, ইহা দায়ূদ্ বুঝিল।

৩ অপর দায়ূদ্ যিরূশালেমে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিল, তাহাতে দায়ূদের আরো পুত্র কন্যা জন্মিল।

[4] যিরূশালেমে তাহার যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম শম্মূয় ও শোবব্ ও নাথন্ ও শলোমন্ [5] ও যিভর্ ও ইলীশূয় ও ইল্পেলট্ [6] ও নোগহ ও নেফগ্ ও যাফিয় [7] ও ইলীশামা ও বীলিয়াদা ও ইলীফেলট।

[8] পরে দায়ূদ্ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত হইল, এই কথা পলেষ্টীয় লোকেরা শুনিল; অনন্তর সমস্ত পলেষ্টীয় লোক দায়ূদের অন্বেষণে আইল, এবং দায়ূদ্ তাহা শুনিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বহির্গমন করিল। [9] তখন পলেষ্টীয়েরা আসিয়া রফায়ীম্ তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইলে [10] দায়ূদ্ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাইব? এবং তুমি কি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা? তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, যাও, আমি তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। [11] অপর তাহারা বাল্পরাসীমে আইলে দায়ূদ্ সেই স্থানে তাহাদিগকে আঘাত করিল। পরে দায়ূদ্ কহিল, ঈশ্বর আমার হস্তদ্বারা আমার শত্রুগণকে বন্যাকৃত সেতুভঙ্গের ন্যায় ভগ্ন করিলেন, এই জন্যে সেই স্থানের নাম বাল্পরাসীম্ [ভঙ্গনাথ] রাখা গেল। [12] সেই স্থানে তাহারা আপনাদের প্রতিমাগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাতে দায়ূদের আজ্ঞানুসারে লোকেরা সে সকলকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

[13] পরে পলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া সেই তলভূমিতে ব্যাপ্ত হইল। [14] তখন দায়ূদ্ পুনর্ব্বার ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি উহাদের পশ্চাতে উঠিয়া যাইও না, কিন্তু উহাদের হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষের [উপবনের] সম্মুখে তাহাদিগকে আক্রমণ কর। [15] বাকা বৃক্ষের মস্তকে সৈন্য গমনের মত শব্দ শুনিলে তুমি যুদ্ধে অগ্রসর হইবা, কেননা ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের সৈন্য বধ করণার্থে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। [16] পরে দায়ূদ্ ঈশ্বরের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলে [তাহার লোকেরা] গিবিয়োন্ অবধি গেষর পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়দের সৈন্য আঘাত করিল। [17] তাহাতে দায়ূদের কীর্ত্তি যাবতীয় দেশে ব্যাপিল, এবং সদাপ্রভু পরজাতীয় সকল লোককে তাহাহইতে ত্রাসাপন্ন করিলেন।

১৫ অধ্যায়।

[1] পরে সে আপনার জন্যে দায়ূদ-নগরে [অনেক] গৃহ নির্ম্মাণ করাইল, এবং ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিল, ও তাহার নিমিত্তে এক তাম্বু বিস্তার করিল।

[2] সেই সময়ে দায়ূদ্ কহিল, ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিতে লেবীয় লোক ব্যতীত আর কাহারো অধিকার নাই; কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক বহিতে ও যুগানুক্রমে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে সদাপ্রভু কেবল তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। [3] পরে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর সিন্দুকের জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই স্থানে তাহা আনিবার নিমিত্তে সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে যিরূশালেমে একত্র করিল। [4] এবং দায়ূদ্ হারোণের সন্তানগণকে ও লেবীয়দিগকে একত্র করিল। [5] কহাতের সন্তানগণের মধ্যে ঊরীয়েল অধ্যক্ষ, ও তাহার এক শত বিংশতি ভ্রাতা; [6] মরারির সন্তানগণের মধ্যে অসায় অধ্যক্ষ, ও তাহার দুই শত বিংশতি ভ্রাতা; [7] গের্শোনের সন্তানগণের মধ্যে যোয়েল অধ্যক্ষ, ও তাহার এক শত ত্রিংশৎ ভ্রাতা; [8] ইলীষাফনের সন্তানগণের মধ্যে শময়িয় অধ্যক্ষ, ও তাহার দুই শত ভ্রাতা; [9] হিব্রোণের সন্তানগণের মধ্যে ইলীয়েল্ অধ্যক্ষ, ও তাহার আশী জন ভ্রাতা; [10] উষীয়েলের সন্তানগণের মধ্যে অম্মীনাদব অধ্যক্ষ, ও তাহার এক শত বারো ভ্রাতা।

[11] পরে দায়ূদ্ সাদোক্ ও অবিয়াথর [নামে দুই] যাজককে ও লেবীয়দিগকে, অর্থাৎ ঐ ঊরীয়েল্‌কে, অসায়কে ও যোয়েল্‌কে, শময়িয়কে ও ইলীয়েল্‌কে ও অম্মীনাদব্‌কে ডাকিয়া তাহাদিগকে কহিল, [12] তোমরা লেবীয়দের পিতৃকুলপতিগণ, [অতএব] তোমরা ও তোমাদের ভ্রাতারা আপনাদিগকে পবিত্র কর, এবং আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুকের জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছি, সে স্থানে তাহা আনয়ন কর। [13] কেননা সেই প্রথম বার তোমরা তাহা কর নাই, এই জন্যে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে ভঙ্গ করিলেন, কারণ আমরা বিধিমতে তাঁহার অন্বেষণ করি নাই। [14] পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সিন্দুক আনিবার নিমিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র করিল। [15] এবং সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে মোশি যেমন আজ্ঞা করিয়াছিল, তদ্রূপ লেবির সন্তানগণ সাইঙ্গদ্বারা আপন স্কন্ধে করিয়া ঈশ্বরের সিন্দুক বহন করিল।

[16] দায়ূদ্ লেবীয়দের অধ্যক্ষদিগকে আরও কহিল, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিতে আপনাদের গায়ক ভ্রাতৃগণকে নেবল ও বীণা ও করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দিয়া নিযুক্ত কর। [17] তাহাতে লেবীয়েরা যোয়েলের পুত্র হেমনকে, ও তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে বেরিখিয়ের পুত্র আসফকে, ও তাহাদের জ্ঞাতি মরারির সন্তানগণের মধ্যে কূশায়ার পুত্র এথন্‌কে নিযুক্ত করিল। [18] এবং তাহাদের দ্বিতীয় পদস্থ ভ্রাতাদিগকে, অর্থাৎ সখরিয় ও বেন্ ও যাসীয়েল্ ও শমীরামোৎ ও যিহীয়েল্ ও উন্নি ও ইলীয়াব্ ও বনায় ও মাসেয় ও মত্তথিয় ও ইলীফলেহু ও মিক্নেয় এবং দ্বারপালদ্বয় ওবেদ্-ইদোম ও যিয়ূয়েল্, এই সকলকে উহাদের সঙ্গী করিল। [19] অতএব হেমন্ ও আসফ ও এথন্ গায়ক পিত্তলের করতালে সুশ্রাব্য ধ্বনি করিতে, [20] এবং সখরিয় ও অসীয়েল্ ও শমীরামোৎ ও যিহীয়েল্ ও উন্নি ও ইলীয়াব্ ও মাসেয় ও বনায় অলামোৎ [নামক স্বরানুসারে] নেবল বাজাইতে, [21] এবং মত্তথিয় ও ইলীফলেহু ও মিক্নেয় ও ওবেদ্-ইদোম্ ও

যিয়ূয়েল্ ও অসসিয় শিমিনীৎ [নামক স্বরানুযায়ি] সঙ্গীতার্থে বীণা বাজাইতে নিযুক্ত হইল। ২২ এবং গান করণে কনানিয় লেবীয়দের অধ্যক্ষ হইল; সে গান শিক্ষা করাইল, কারণ সে নিপুণ ছিল। ২৩ এবং বেরিখিয় ও ইল্কানা সিন্দুকের দ্বাররক্ষক হইল। ২৪ এবং শবনিয় ও যিহোশাফট্ ও নথনেল্ ও অমাসয় ও সখরিয় ও বনায় ও ইলীয়েষর্ এই সকল যাজক ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে তূরী বাজাইল, এবং ওবেদ্-ইদোম ও যিহিয় সিন্দুকের দ্বাররক্ষক হইল।

২৫ পরে দায়ূদ্ ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ ও সহস্রপতিগণ আনন্দ করত ওবেদ্-ইদোমের গৃহহইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনিতে গেল। ২৬ এবং যে লেবীয়েরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক বহন করিল, ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য করাতে তাহারা সাত বলদ ও সাত মেষ উৎসর্গ করিল। ২৭ এবং দায়ূদ্ ও সিন্দুকবাহক লেবীয়েরা ও গায়কেরা ও গায়কদের সহিত গানের অধ্যক্ষ কনানিয় সকলে ক্ষৌম প্রাবার পরিহিত ছিল। এবং দায়ূদের স্কন্ধে শুক্ল বস্ত্রের এক এফোদ্ ছিল। ২৮ এই প্রকারে জয়ধ্বনি করিয়া শৃঙ্গ ও তূরী ও করতাল ও নেবল ও বীণা বাজাইয়া সমস্ত ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়ন করিল।

২৯ পরে দায়ূদ্-নগরে সদাপ্রভুর সিন্দুকের প্রবেশ সময়ে শৌলের কন্যা মীখল্ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষন করত দায়ূদ রাজাকে লক্ষ দিতে ও আনন্দ করিতে দেখিয়া মনে ২ তুচ্ছ করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে লোকেরা ঈশ্বরের সিন্দুক ভিতরে আনিয়া, দায়ূদ্ তাহার জন্যে যে তাম্বু প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে স্থাপন করিল, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ২ এবং হোমবলির ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ্ সদাপ্রভুর নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল। ৩ এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও প্রত্যেক স্ত্রীকে এক ২ খান রুটী ও এক ২ পাত্র দ্রাক্ষারস ও এক ২ খান উডুম্বর চাপ পরিবেষণ করিল।

৪ অপর সে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর স্মরণ ও স্তবগান ও প্রশংসা প্রভৃতি পরিচর্য্যা করিতে লেবীয়দের কএক জনকে সদাপ্রভুর সিন্দুকের সম্মুখে রাখিল। ৫ তাহাদের মধ্যে আসফ্ অধ্যক্ষ, দ্বিতীয় সখরিয়, অপর যিয়ূয়েল্ ও শমীরামোৎ ও যিহীয়েল্ ও মত্তথিয় ও ইলীয়াব্ ও বনায় ও ওবেদ্-ইদোম ছিল; এবং যিয়ূয়েল্ নেবল ও বীণা বাজাইত, এবং আসফ সুশ্রাব্য করতাল বাজাইত। ৬ এবং বনায় ও যহসীয়েল্ যাজক ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে নিত্য তূরী বাজাইত।

৭ আর সেই দিনে দায়ূদ্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তবগানার্থে আসফের ও তাহার ভ্রাতাদের হস্তে প্রথমে এই গীত সমর্পণ করিল, যথা—

৮ সদাপ্রভুর স্তবগান কর, তাঁহার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা কর, জাতিগণের মধ্যে তাঁহার [আশ্চর্য্য] ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর। ৯ তাঁহার উদ্দেশে গান কর, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর, তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল ধ্যান কর। ১০ তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর; সদাপ্রভুর অন্বেষনকারিদের অন্তঃকরণ আনন্দ করুক। ১১ সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর, নিত্য তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর। ১২ তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল, তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখনির্গত শাসন সকল স্মরণ কর। ১৩ তোমরা তাঁহার দাস ইস্রায়েলের বংশ, যাকোবের সন্তানগণ, [ও] তাঁহার মনোনীত লোক। ১৪ তিনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহার শাসন সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত।

১৫ তোমরা তাঁহার নিয়ম, অর্থাৎ সহস্র পুরুষপরম্পরার জন্যে তিনি যে বাক্য আজ্ঞা করিয়াছেন, ১৬ ও অব্রাহামের সহিত যে নিয়ম ও ইস্হাকের প্রতি যে শপথ করিয়াছেন, তাহা নিত্য স্মরণ করিও। ১৭ তিনি যাকোবের জন্যে বিধি, ও ইস্রায়েলের জন্যে অনন্তকালীন নিয়ম বলিয়া তাহা স্থির করিয়া কহিলেন, ১৮ আমি তোমাদের নির্নীত অধিকারার্থে কনান্দেশ তোমাকে দিব। ১৯ তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অনেক নয়, অত্যল্প ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল; ২০ এবং এক জাতিহইতে অন্য জাতির নিকটে ও এক রাজ্যহইতে অন্য বংশের নিকটে ভ্রমণ করিত। ২১ তিনি তাহাদের উপদ্রব করিতে কোন মনুষ্যকে দিতেন না, বরং তাহাদের নিমিত্তে রাজগণকে অনুযোগ করিয়া কহিতেন, ২২ আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না, এবং আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না।

২৩ হে পৃথিবীর সাকল্য, সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর, তাঁহার কৃত পরিত্রাণ দিন ২ জ্ঞাত কর। ২৪ পরজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ, যাবতীয় জাতির নিকটে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রচার কর। ২৫ কেননা সদাপ্রভু মহান্ ও অতি কীর্ত্তনীয়, এবং তিনি যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ। ২৬ কেননা জাতিগণের দেবতা সকল প্রতিচ্ছায়ামাত্র, কিন্তু সদাপ্রভু গগনমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ২৭ প্রভা ও আদরণীয়তা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, তাঁহার বাসস্থানে শক্তি ও আহ্লাদ থাকে। ২৮ হে জাতিগণের গোষ্ঠী সকল, তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, সদাপ্রভুর প্রতাপ ও পরাক্রম স্বীকার কর। ২৯ সদাপ্রভুর নামের মাহাত্ম্য স্বীকার কর, নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হও, পবিত্র শোভাতে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত কর। ৩০ হে পৃথিবীর সাকল্য, তাঁহার সাক্ষাতে কম্পবান্ হও; জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না। ৩১ স্বর্গ আনন্দ করুক, ও পৃথিবী উল্লাসিত হউক; এবং লোকে পরজাতীয়দের মধ্যে বলুক, সদাপ্রভু রাজত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ৩২ সমুদ্র ও তৎপূরক সকলই গর্জ্জন

করিবে, ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থিত সকলই উল্লাসিত হইবে। [৩৩] তখন বনস্থ বৃক্ষগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আনন্দগান করিবে; কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন।

[৩৪] সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কারণ তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৩৫] এবং এই কথা কহ, হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাদিগকে ত্রাণ কর, ও পরজাতীয়দের মধ্যহইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমরা তোমার পবিত্র নামের স্তবগান ও তোমার প্রশংসাতে শ্লাঘা করিব। [৩৬] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন। পরে সকল লোক কহিল, আমেন্, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসা হউক।

[৩৭] আর প্রতি দিনের প্রয়োজনানুসারে সিন্দুকের সম্মুখে নিত্য পরিচর্য্যা করণার্থে সে আসফকে ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে রাখিল। [৩৮] এবং ওবেদ্-ইদোম ও তাহাদের আটষট্টি জন ভ্রাতা [তাহাদের সঙ্গী], এবং যিদূথূনের পুত্র ওবেদ্-ইদোম্ ও হোষা দ্বারপাল হইল। [৩৯] এবং হোমবেদির উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি, বিশেষতঃ প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যাকালীন নিত্য হোমবলি উৎসর্গ করণার্থে, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পালনীয় যে ব্যবস্থা আদেশ করিয়াছিলেন, [৪০] তাহার সমস্ত লিখনানুযায়ি [কর্ম্ম করণার্থে] সে সাদোক্ যাজককে ও তাহার যাজক ভ্রাতৃগণকে গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে রাখিল। [৪১] এবং সদাপ্রভুর দয়া অনন্তকালস্থায়ী, এই জন্যে তাঁহার স্তবগান করণার্থে সে হেমনকে ও যিদূথূনকে এবং অন্যান্য যে মনোনীত লোকদের নাম লিখিত হইল, তাহাদিগকে উহাদের সঙ্গী করিল। [৪২] অতএব উচ্চধ্বনির নিমিত্তে তূরী ও করতাল প্রভৃতি ঈশ্বরীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে হেমন ও যিদূথূন্ উহাদের সঙ্গী, এবং যিদূথূনের পুত্রগণ দ্বারপাল হইল। [৪৩] পরে সমস্ত লোক প্রস্থান করিয়া আপন ২ গৃহে গেল; এবং দায়ূদ্ আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গেল।

১৭ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ যখন আপন গৃহে বাস করিল, তখন সে নাথন্ ভাববাদিকে কহিল, দেখ, আমি এরস্-কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেছি, কিন্তু সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক যবনিকার মধ্যে থাকে। [২] তাহাতে নাথন্ দায়ূদকে কহিল, যাহা কিছু আপনকার হৃদ্গত, তাহা করুন, কেননা ঈশ্বর আপনকার সঙ্গে আছেন।

[৩] অপর ঐ রাত্রিতে নাথনের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [৪] তুমি যাইয়া আমার দাস দায়ূদকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার বসতিগৃহ তুমিই নির্ম্মাণ করিবা না। [৫] ইস্রায়েল্কে এই স্থানে আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি তো কোন গৃহে বাস করি নাই, কিন্তু এক তাম্বুহইতে অন্য তাম্বুতে ও এক আবাসহইতে [অন্য আবাসে] যাইতেছি। [৬] তথাপি সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে আমার যাতায়াত কালে আমি যাহাকে আপন প্রজাদিগকে পালন করণের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের এমত কোন বিচারকর্ত্তাকে কি কখন এই কথা কহিয়াছি, তোমরা কেন আমার জন্যে এরস্ কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর না? [৭] অতএব এখন তুমি আমার দাস দায়ূদকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে অধ্যক্ষ করিবার জন্যে আমি তোমাকে মেষবাথানহইতে ও মেষের পশ্চাদ্গমনহইতে গ্রহণ করিয়াছি। [৮] এবং তুমি যাহা ২ করিতে গমন করিতা, সেই সকলেতে তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমার সম্মুখহইতে তোমার সমস্ত শত্রুকে উচ্ছিন্ন করিয়াছি; এবং পৃথিবীস্থ মহল্লোকদের নামের মত তোমার মহানাম করিয়াছি। [৯] তদ্ভিন্ন আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছি; আপনাদের সেই স্থানে তাহারা বাস করিতেছে, আর চালিত হইবে না; [১০] পূর্ব্বকালের মত, এবং যদবধি আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের উপরে বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তদবধি যেমত হইয়াছিল, তন্মত অন্যায়ের সন্তানগণ তাহাদিগকে আর দুঃখ দিবে না। এবং আমি তোমার যাবতীয় শত্রুকে অবনত করিয়াছি। আরও তোমাকে কহিতেছি, তোমার জন্যে সদাপ্রভু এক কুল প্রতিষ্ঠাপন করিবেন।

[১১] আর তুমি সম্পূর্ণায়ু লইয়া আপন পিতৃলোকদের নিকটে যাইতে উদ্যত হইলে আমি তোমার পরে তোমার বংশকে [অর্থাৎ] তোমার পুত্রগণের মধ্যে এক জনকে স্থাপন করিব ও তাহার রাজ্য স্থির করিব। [১২] আমার নিমিত্তে সে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমি তাহার রাজসিংহাসন যুগানুক্রমে স্থায়ী করিব। [১৩] আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে। এবং তোমার অগ্রগামিহইতে যেমন আপন দয়া অপসারণ করিলাম, তেমনি তাহাহইতে তাহা অপসারণ করিব না। [১৪] কিন্তু আমার গৃহে ও আমার রাজ্যে তাহাকে যুগানুক্রমে স্থির রাখিব, এবং তাহার সিংহাসন যুগানুক্রমে ব্যবস্থিত হইবে। [১৫] পরে নাথন্ দায়ূদ্কে এই সকল বাক্য ও দর্শনানুযায়ি কথা কহিল।

[১৬] তখন দায়ূদ্ রাজা অভ্যন্তরে যাইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে বসিয়া কহিল, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, আমি কে, ও আমার কুল বা কি, যে তুমি আমাকে এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? [১৭] তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার দৃষ্টিতে ইহাও ক্ষুদ্র বিষয় বোধ হইল; তুমি আপন দাসের কুলের বিষয়েও সুদীর্ঘ কালের উদ্দেশে কথা কহিলা, এবং, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, আমাকে সেই উচ্চপদস্থ আদমের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিলা। [১৮] ইহার পরে তোমার দাসের সম্মান করণ বিষয়ে দায়ূদ্ তোমাকে আর কি

বলিবে? তুমি তো আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। [১৯] হে সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের নিমিত্তে ও আপন হৃদয়ের মত এই সমস্ত মহিমা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত মহৎ কর্ম্ম জ্ঞাত করিয়াছ। [২০] হে সদাপ্রভো, তোমার তুল্য কেহই নাই, ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমরা স্বকর্ণে যাহা ২ শুনিয়াছি, তাহা ইহার প্রমাণ। [২১] এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকের তুল্য কে? তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সেই এক জাতি যাহাকে ঈশ্বর আপনার জন্যে মুক্ত করিয়া নিজ প্রজা করিতে আপনি আগমন করিয়াছেন। তুমি আপনার কীর্ত্তি, এবং [বিবিধ] মহৎ ও ভয়ঙ্কর কর্ম্ম সাধনার্থে এবং মিসরহইতে মুক্ত আপন প্রজাদের সম্মুখহইতে পরজাতিগণকে তাড়াইয়া দেওনার্থে [আগমন করিয়াছ]। [২২] এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে যুগানুক্রমে আপন প্রজা করিয়াছ; আর হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদের ঈশ্বর হইয়াছ। [২৩] এখন হে সদাপ্রভো, তুমি আপন দাসের ও তাহার কুলের বিষয়ে যে বাক্য কহিলা, তাহা যুগানুক্রমে স্থিরীকৃত হউক; এবং যেমন কহিলা তদনুসারে কর। [২৪] তাহাতে তোমার কীর্ত্তি যুগানুক্রমে স্থিরীকৃত ও মহিমান্বিত হইবে; লোকে বলিবে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষীয় ঈশ্বর, এবং তোমার দাস দায়ূদের কুল তোমার সাক্ষাতে ব্যবস্থিত। [২৫] হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমার জন্যে এক কুল প্রতিষ্ঠাপন করিবা, এই কথা আপন দাসের কর্ণগোচর করিলা; এই কারণ তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস জন্মিল। [২৬] এখন, হে সদাপ্রভো, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমি আপন দাসের প্রতি এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলা। [২৭] এখন তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিলা, ইহাতে তাহা তোমার সম্মুখে অনন্তকাল থাকিবে; কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি আশীর্ব্বাদের কর্ত্তা, এবং তোমার আশীর্ব্বাদের পাত্র অনন্ত কাল [আশীঃপ্রাপ্ত] থাকিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ পরে দায়ূদ্ পলেষ্টীয়দিগকে পরাজয়দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের হস্তহইতে গাৎ ও তাহার উপনগর সকল হরণ করিল। [২] এবং সে মোয়াবীয়দিগকে পরাজয় করিল; তাহাতে মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল।

[৩] পরে যে সময়ে সোবার রাজা হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে গমন করে, তৎকালে দায়ূদ্ হমাতে তাহাকে পরাজয় করিয়া [৪] তাহার এক সহস্র রথ ও সাত সহস্র অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিল, এবং রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথ রাখিল। [৫] পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদেষর্ রাজার সাহায্য করিতে আইলে দায়ূদ্ সেই অরামীয়দের মধ্যে বাইশ সহস্র লোককে বধ করিল। [৬] অনন্তর দায়ূদ্ দম্মেশকের অরাম্ দেশে [সৈন্যদল] স্থাপন করিল; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল; এই প্রকারে দায়ূদ্ যাহা ২ করিতে যাইত, সেই সকলেতে সদাপ্রভু তাহার সাহায্য করিতেন। [৭] এবং দায়ূদ্ হদদেষরের দাসদের স্বর্ণঢাল সকল খুলিয়া যিরূশালেমে লইয়া গেল। [৮] এবং দায়ূদ্ হদদেষরের অধিকারস্থ টিভৎ ও কূন নগরহইতে অতি প্রচুর পিত্তল আনিল, পরে শলোমন্ তাহাদ্বারা পিত্তলময় সমুদ্র ও দুই স্তম্ভ ও পিত্তলময় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিল।

[৯] অপর দায়ূদ্ সোবার রাজা হদদেষরের সমস্ত সৈন্যবল নিহনন করিয়াছে, ইহা শুনিয়া [১০] হমাতের রাজা তয়ি দায়ূদ্ রাজার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে এবং যুদ্ধে হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার ধন্যবাদ করিতে আপন পুত্র হদোরামকে তাহার কাছে প্রেরণ করিল; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও যুদ্ধ ছিল। পরে [হদোরাম] রূপার ও স্বর্ণের ও পিত্তলের নানা প্রকার পাত্র সঙ্গে লইয়া আইল। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ রাজা ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোনের সন্তানগণ ও পলেষ্টীয় লোক ও অমালেক্ প্রভৃতি সমস্ত জাতিহইতে আনীত রূপার ও স্বর্ণের সহিত সেই সকল দ্রব্যও সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র করিল।

[১২] পরে সরূয়ার পুত্র অবীশয় লবণোপত্যকাতে অষ্টাদশ সহস্র ইদোমীয় লোককে বধ করিল। [১৩] পরে সে ইদোমে সৈন্যদল স্থাপন করিল; এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল। আর দায়ূদ্ যাহা ২ করিতে যাইত, সেই সকলেতে সদাপ্রভু তাহার সাহায্য করিতেন।

[১৪] এই রূপে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করত দায়ূদ্ আপন সমস্ত প্রজা লোকের জন্যে বিচার ও ধর্ম্মনিষ্পত্তি করিত। [১৫] আর সরূয়ার পুত্র যোয়াব্ প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল। [১৬] এবং অহীটূবের পুত্র সাদোক্ ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলক্ যাজক ছিল; এবং সরায় রাজলেখক ছিল। [১৭] এবং যিহোয়াদার পুত্র বনায় করেথীয় ও পলেথীয় লোকদের উপরে নিযুক্ত ছিল; এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজার প্রধান সভাসদ্ ছিল।

১৯ অধ্যায়।

১ তৎপরে অম্মোনের সন্তানদের নাহশ্ রাজা মরিলে তাহার পুত্র তাহার পদে রাজা হইল। [২] তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হানূনের পিতা নাহশ্ আমার সহিত যেরূপ সাধু ব্যবহার করিত, আমিও হানূনের সহিত তদ্রূপ সাধু ব্যবহার করিব। পরে দায়ূদ্ তাহাকে পিতৃশোক সান্ত্বনা করিতে দূত-

গণকে প্রেরণ করিল। কিন্তু দায়ূদের দাসগণ হানূন্‌কে সান্ত্বনা করিতে অম্মোনের সন্তানদের দেশে তাহার কাছে উপস্থিত হইলে [৩] অম্মোনের সন্তানদের অধ্যক্ষগণ হানূন্‌কে কহিল, দায়ূদ্ আপনকার পিতার সম্মান করে, এই কারণ আপনকার নিকটে সান্ত্বনাকারিগণকে পাঠাইল, আপনকার কি এমন বোধ হয়? তাহার দাসগণ কি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিনাশ করণের অভিপ্রায়ে দেশের তদন্ত করিতে তোমার নিকটে আইল না? [৪] তাহাতে হানূন্ দায়ূদের দাসগণকে ধরিয়া তাহাদের [শ্মশ্রু] ক্ষৌর করাইল, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। [৫] পরে কোন লোক যাইয়া সেই ব্যক্তিদের বৃত্তান্ত দায়ূদ্‌কে জ্ঞাত করিলে, তাহাদের অতিশয় অপকার বোধ হওয়া প্রযুক্ত রাজা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিল, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রুর বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ তোমরা যিরীহোতে থাক, পরে ফিরিয়া আইস।

[৬] অনন্তর আমরা দায়ূদের সম্মুখে ঘৃণিত হইলাম, অম্মোনের সন্তানগণ ইহা দেখিল; অতএব হানূন্ ও অম্মোনের সন্তানগণ অরাম্-নহরয়িম্ ও অরাম্-মাখা ও সোবাহইতে রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে বেতন দিয়া আনিবার জন্যে দূতদ্বারা এক সহস্র মণ রূপা পাঠাইল। [৭] এবং বত্রিশ সহস্র রথারূঢ় সৈন্য ও মাখার রাজাকে ও তাহার লোকদিগকে বেতন দিয়া আনাইল; অনন্তর তাহারা আসিয়া মেদবার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; এবং অম্মোনের সন্তানগণও আপন ২ নগরহইতে একত্র হইয়া যুদ্ধেতে আইল। [৮] অপর দায়ূদ্ এই সংবাদ পাইয়া যোয়াব্‌কে ও বিক্রমশালি সমস্ত সৈন্যকে প্রেরণ করিল। [৯] তাহাতে অম্মোনের সন্তানেরা বাহিরে আসিয়া নগরের প্রবেশস্থানে যুদ্ধার্থে সৈন্য রচনা করিল, এবং আগত রাজগণ মাঠে স্বতন্ত্র থাকিল। [১০] এই রূপে আপনার সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিগে যুদ্ধ হইবে দেখিয়া যোয়াব্ ইস্রায়েলের সমস্ত মনোতীত লোকহইতে লোক বাছিয়া লইয়া অরামীয়দের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিল। [১১] এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ করিল; তাহাতে তাহারা অম্মোনের সন্তানদের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিল। [১২] এবং [যোয়াব্] কহিল, যদি অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে তুমি আমার সাহায্য করিবা; এবং যদি অম্মোনের সন্তানগণ তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি তোমার সাহায্য করিব। [১৩] সাহস কর, স্বজাতীয় লোকদের জন্যে ও আমাদের ঈশ্বরের সকল নগরের জন্যে আমরা আপনাদিগকে বলবান্ করিব, তাহাতে সদাপ্রভু আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ করেন, তাহাই করুন। [১৪] পরে যোয়াব ও তাহার সঙ্গি লোকেরা যুদ্ধার্থে অরামীয়দের সম্মুখবর্ত্তী হইলে তাহারা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। [১৫] এবং অরামীয়েরা পলায়ন করিয়াছে, দেখিয়া অম্মোনের সন্তানগণও তাহার ভ্রাতা অবীশয়ের সম্মুখহইতে পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল; পরে যোয়াব যিরূশালেমে গেল।

[১৬] পরে আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা দূত প্রেরণ করিয়া ফরাৎ নদীর সমীপস্থ অরামীয়দিগকে বাহির করিয়া আনিল। হদদেষরের সেনাপতি শোবক তাহাদের অগ্রগামী ছিল। [১৭] পরে দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দত্ত হইলে সে সমস্ত ইস্রায়েলকে একত্র করিয়া যর্দ্দন পার হইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয় লোকদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিলে তাহারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিল। [১৮] কিন্তু অরামীয়েরা ইস্রায়েলের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে দায়ূদ্ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারূঢ় ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট করিল, এবং শোবক সেনাপতিকে বধ করিল। [১৯] পরে আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখে পরাজিত হইলাম, ইহা দেখিয়া হদদেষরের দাসগণ দায়ূদের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার দাস হইল; তদবধি অরামীয়েরা অম্মোনের সন্তানগণের আর সাহায্য করিতে সম্মত হইল না।

২০ অধ্যায়।

[১] অপর সম্বৎসরের পরিবর্ত্তন ক্রমে উপযুক্ত সময় অর্থাৎ রাজবর্গের যুদ্ধে গমনের সময় উপস্থিত হইলে যোয়াব্ সৈন্য লইয়া যাইয়া অম্মোনের সন্তানদের দেশ বিনষ্ট করিল, ও রব্বাতে গিয়া তাহা অবরোধ করিল, কিন্তু দায়ূদ্ যিরূশালেমে থাকিল; পরে যোয়াব্ রব্বাকে আঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিল। [২] পরে দায়ূদ্ তাহাদের রাজার মস্তকহইতে রাজমুকুট লইল। তখন জানা গেল, তাহা এক মণ স্বর্ণ পরিমিত, এবং মণিতে ভূষিত। অনন্তর তাহা দায়ূদের মস্তকে অর্পিত হইল; এবং সে ঐ নগরহইতে অতি প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিল। [৩] পরে দায়ূদ্ তন্মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাত ও লৌহময় ময়ি ও কুড়ালিদ্বারা দণ্ড দিল; দায়ূদ্ অম্মোনের সন্তানদের যাবতীয় নগরের প্রতি এই রূপ করিল। পরে দায়ূদ্ ও সমস্ত লোক যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল।

[৪] তৎপরে গেষরে পলেষ্টীয়দের সহিত সংগ্রাম হইলে হূশাতীয় সিব্বখয় রফার সন্তান সফ্‌কে বধ করিল, তাহাতে তাহারা অবনত হইল। [৫] পুনর্ব্বার পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ হইল, তাহাতে যায়ীরের পুত্র ইল্‌হানন্ তাঁতের নরাজের ন্যায় বড়শাধারি গাতীয় গলিয়াথের ভ্রাতা লহমিকে বধ করিল। [৬] আর এক বার গাতে যুদ্ধ হইলে অতি দীর্ঘকায় এবং প্রতি হস্তে ও পদে ছয় অঙ্গুলি সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ

অঙ্গুলি বিশিষ্ট এক জন রফার সন্তান উপস্থিত ছিল; ৭ সে ইস্রায়েলকে ধিক্কার দিলে দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন্ তাহাকে বধ করিল। ৮ গাতস্থ রফার বংশজাত এই কএক জন দায়ূদ্ ও তাহার দাসগণকর্ত্তৃক হত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ পরে শয়তান্ ইস্রায়েলের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ইস্রায়েলকে গণনা করিতে দায়ূদকে প্ররোচনা করিল। ২ তাহাতে দায়ূদ্ যোয়াব্কে ও জনাধ্যক্ষদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা বেরশেবা অবধি দান্ পর্য্যন্ত যাইয়া ইস্রায়েলের গণনা কর, পরে আমার নিকটে সংবাদ আন, আমি লোকদের সংখ্যা জানিব। ৩ তখন যোয়াব্ কহিল, এখন যত লোক আছে, সদাপ্রভু তাহার শত গুণ অধিক আপন প্রজাদের বৃদ্ধি করুন; হে আমার প্রভো মহারাজ, তাহারা সকলে কি আমার প্রভুর দাস হইবে না? আমার প্রভু ইহার চেষ্টা কেন করেন? আপনি ইস্রায়েলের দোষের কারণ কেন হইবেন? ৪ তথাপি যোয়াবের কাছে রাজার বাক্য প্রবল হইলে যোয়াব্ প্রস্থান করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে পর্য্যটন করিল, পরে যিরূশালেমে আইল। ৫ অপর যোয়াব্ লোকদের সংখ্যা দায়ূদের নিকটে সমর্পণ করিল; ফলতঃ সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারি লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারি লোক ছিল। ৬ কিন্তু তাহাদের মধ্যে সে লেবি ও বিন্যামীন [বংশকে]গণনা করে নাই, কারণ রাজার ঐ আজ্ঞাতে যোয়াবের ঘৃণা হইয়াছিল। ৭ অপর ঈশ্বর এই কার্য্যেতে অসন্তুষ্ট হইয়া ইস্রায়েল্কে আঘাত করিলেন। ৮ পরে দায়ূদ্ ঈশ্বরকে কহিল, এই কার্য্য করাতে আমি মহাপাপ করিলাম; এখন বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর; কেননা আমি অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলাম।

৯ পরে সদাপ্রভু দায়ূদের দর্শক গাদ্কে এই কথা কহিলেন; ১০ তুমি যাইয়া দায়ূদ্কে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার সম্মুখে তিন [দণ্ড] রাখি, তাহার একটা মনোনীত কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। ১১ তাহাতে গাদ্ দায়ূদের নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, [বল]; ১২ তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, কিম্বা তিন মাস পর্য্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত থাকিলে তোমার বিপক্ষগণের সম্মুখে সংহার, কিম্বা তিন দিবস পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর খড়্গ, অর্থাৎ দেশে মহামারী এবং ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে সদাপ্রভুর [প্রেরিত] বিনাশকারি দূতের ভ্রমণ, এই তিনের মধ্যে একটা আপনার জন্যে মনোনীত কর। যিনি আমাকে পাঠাইলেন, তাঁহাকে কি উত্তর দিব? তাহা এখন বিবেচনা কর। ১৩ তাহাতে দায়ূদ্ গাদ্কে কহিল, আমি বড় ব্যাকুল হইলাম; যদি হইতে পারে, তবে আমি সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কেননা তাঁহার করুণা অতি প্রচুর; কিন্তু মনুষ্যের হস্তে পড়িতে চাহি না।

১৪ পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে মহামারী পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সত্তর সহস্র লোক মারা পড়িল। ১৫ অপর ঈশ্বর যিরূশালেম্ বিনষ্ট করিতে দূতকে তথায় প্রেরণ করিলে সে যখন বিনাশ করিতে লাগিল, তখন সদাপ্রভু অবলোকন করিয়া বিপদের জন্যে অনুতাপ করিয়া ঐ বিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইল, এখন তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। তখন সদাপ্রভুর ঐ দূত যিবূষীয় অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। ১৬ পরে দায়ূদ্ ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলে পৃথিবীর ও আকাশের মধ্যপথে দণ্ডায়মান সদাপ্রভুর ঐ দূতকে এবং তাহার হস্তে যিরূশালেমের উপরে প্রসারিত নিষ্কোষ খড়্গ দেখিল, তাহাতে দায়ূদ্ ও প্রাচীন লোকেরা চটপরিহিত হইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। ১৭ এবং দায়ূদ্ ঈশ্বরকে কহিল, লোকদিগকে গণনা করিতে যে আজ্ঞা দিল, সে কি আমি নহি? অতএব আমিই পাপ করিলাম, ও আমিই অপরাধী হইলাম, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমার বিরুদ্ধে ও আমার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর, কিন্তু আপনার প্রজাদিগকে প্রহার করিতে হস্ত বিস্তার করিও না।

১৮ পরে সদাপ্রভুর দূত দায়ূদ্কে বলিবার জন্যে গাদকে কহিল, যিবূষীয় অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি স্থাপনার্থে দায়ূদ্ তথায় উঠিয়া যাউক। ১৯ অতএব সদাপ্রভুর নামে কথিত গাদের সেই বাক্যানুসারে দায়ূদ্ তথায় উঠিয়া গেল। ২০ [সেই দিনে] অরণন্ গোম মাড়িতেছিল; এমন সময়ে মুখ ফিরাইয়া ঐ দূতকে দেখিলে সে ও তাহার চারি পুত্র লুকাইল। ২১ কিন্তু দায়ূদ্ অরণনের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে সে দৃষ্টি করিয়া দায়ূদ্কে দেখিয়া শস্যমর্দ্দন স্থানহইতে বাহিরে আসিয়া দায়ূদের কাছে উবুড় হইয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিল। ২২ তখন দায়ূদ্ অরণন্কে কহিল, তুমি এই শস্যমর্দ্দনস্থানের ভূমি আমাকে দেও, আমি এই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি; তুমি সম্পূর্ণ মূল্য লইয়া তাহা আমাকে দেও; তাহা হইলে লোকদের মধ্যে মহামারী নিবৃত্ত হইবে। ২৩ তখন অরণন্ দায়ূদ্কে কহিল, লউন, আমার প্রভু মহারাজের যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন; দেখুন, আমি হোমবলির নিমিত্তে এই২ বৃষ, ও কাষ্ঠের নিমিত্তে এই২ মর্দ্দনযন্ত্র, ও নৈবেদ্যের নিমিত্তে এই২ গোম দিলাম, সমস্তই দান করিলাম। ২৪ পরে দায়ূদ্ রাজা অরণন্কে কহিল, তাহা নয়, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিব; কেননা তোমার যাহা, আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহা লইব না, ও বিনামূল্যের হোমবলি উৎসর্গ করিব না। ২৫ পরে

দায়ূদ্ সেই স্থানের জন্যে ছয় শত শেকল্ স্বর্ণ তৌল করিয়া অর্নন্‌কে দিল। [২৬] এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল, ও সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি আকাশহইতে হোমবেদিতে পতিত অগ্নিদ্বারা তাহাকে উত্তর দিলেন। [২৭] পরে সদাপ্রভু আপন দূতকে আজ্ঞা করিলে সে আপন খড়্গ কোষে রাখিল।

[২৮] তৎকালে সদাপ্রভু যিবূষীয় অর্ননের শস্যমর্দ্দনস্থানে আমাকে উত্তর দিলেন, ইহা দেখিয়া দায়ূদ্ সেই স্থানে বলিদান করিল। [২৯] সদাপ্রভুর আবাস, অর্থাৎ মোশি প্রান্তরে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই আবাস ও হোমবেদি [তখন] গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে ছিল। [৩০] কিন্তু ঈশ্বরের অন্বেষণার্থে তৎসম্মুখে গমন করা দায়ূদের অসাধ্য ছিল, কারণ সদাপ্রভুর দূতের খড়্গহইতে সে ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল।

২২ অধ্যায়।

[১] অনন্তর দায়ূদ্ কহিল, এই স্থানে সদাপ্রভু ঈশ্বরের গৃহ ও ইস্রায়েলের হোমবেদি [হইবে]। [২] পরে দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ দেশস্থ বিদেশিদিগকে একত্র করিতে আজ্ঞা দিল; এবং ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণার্থে তক্ষিত প্রস্তর প্রস্তুত করিতে ভাস্করদিগকে নিযুক্ত করিল। [৩] এবং দ্বারের কবাটের প্রেকের জন্যে ও কব্জার জন্যে দায়ূদ্ অপরিমিত লৌহ ও অপরিমিত পিত্তল প্রস্তুত করিল। [৪] এবং অসঙ্খ্য এরস্‌কাষ্ঠ [প্রস্তুত করিল], কেননা সীদোনীয় ও সোরীয় লোকেরা দায়ূদের নিকটে অনেক এরস্‌কাষ্ঠ আনিয়াছিল। [৫] আর দায়ূদ্ কহিল, আমার পুত্র শলোমন্ অল্পবয়স্ক ও কোমল, কিন্তু সদাপ্রভুর জন্যে যে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে, তাহা অতিশয় বৃহৎ হইবে, ও তাহার কীর্ত্তি ও যশ যাবতীয় দেশ ব্যাপিবে; আমি এখন তাহার জন্যে আয়োজন করিব। অতএব দায়ূদ্ আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রচুর দ্রব্য আয়োজন করিল।

[৬] পরে সে আপন পুত্র শলোমনকে ডাকিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর জন্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিল। [৭] ফলতঃ দায়ূদ্ শলোমন্‌কে কহিল, হে আমার পুত্র, আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ ছিল; [৮] কিন্তু সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি অনেক রক্তপাত করিয়াছ ও বড় ২ যুদ্ধ করিয়াছ, তুমি আমার উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করিবা না, কেননা আমার সাক্ষাতে তুমি অনেক রক্ত মৃত্তিকাতে ঢালিয়াছ। [৯] কিন্তু দেখ, তোমার এক পুত্র জন্মিবে, সে বিশ্রামের মনুষ্য হইবে; ফলতঃ আমি তাহাকে চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকল শত্রুহইতে বিশ্রাম দিব, তাহার নাম শলোমন্ [শান্ত] হইবে, ও তাহার অধিকারসময়ে আমি ইস্রায়েল্‌কে শান্তি ও নিষ্কণ্টকাবস্থা দিব। [১০] আমার নামের জন্যে সে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; এবং সে আমার পুত্র হইবে, ও আমি তাহার পিতা হইব, এবং ইস্রায়েলের উপরে তাহার রাজসিংহাসন যুগানুক্রমে স্থায়ী করিব। [১১] এখন, হে আমার পুত্র, সদাপ্রভু তোমার সঙ্গী হউন, ও তিনি তোমার বিষয়ে যেমন কহিয়াছেন, তদনুসারে তুমি ভাগ্যবান হও, ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ কর। [১২] কিন্তু এক কথা [অতি গুরুতর]; সদাপ্রভু তোমাকে কৌশল ও বিবেচনা দিয়া ইস্রায়েলের উপরে নিযুক্ত করুন, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পালনে ঔৎসুক্য দিউন। [১৩] তাহা হইলে তুমি ভাগ্যবান্ হইবা; সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্তে মোশিকে যে ২ বিধি ও শাসন দিয়াছেন, সে সমস্ত পালন করিতে সাবধান থাকিলে [ভাগ্যবান হইবা]; তুমি সাহস কর ও বীর্য্যবান্ হও, ভীত কি নিরাশ হইও না। [১৪] আর দেখ, আমি কষ্টসৃষ্টে সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে এক লক্ষ মণ স্বর্ণ ও দশ লক্ষ মণ রূপা এবং প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত অপরিমেয় পিত্তল ও লৌহ প্রস্তুত করিয়াছি; এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিয়াছি; এবং তুমি আরো প্রস্তুত করিতে পারিবা। [১৫] এবং তোমার নিকটে অনেক শিল্পকার আছে, অর্থাৎ ভাস্কর ও সূত্রধর ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে নিপুণ নানা লোক আছে। [১৬] এবং স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ অসংখ্য আছে; উঠ, কর্ম্ম কর, এবং সদাপ্রভু তোমার সঙ্গে থাকুন।

[১৭] পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র শলোমনের সাহায্য করিতে ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, দেখ, [১৮] তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে ২ আছেন, এবং সর্ব্বদিগে তোমাদিগকে বিশ্রাম দিয়াছেন; কেননা তিনি দেশনিবাসি লোকদিগকে আমার হস্তগত করিয়াছেন, এবং সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজা লোকদের সম্মুখে দেশ বশীভূত রহিয়াছে। [১৯] অতএব এখন তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আপন ২ অন্তঃকরণ ও মন দেও, এবং, উঠ সদাপ্রভু ঈশ্বরের পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ কর, তাহাতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক ও ঈশ্বরের পবিত্র পাত্র সকল সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে নির্ম্মিত সেই গৃহে আনীত হইবে।

২৩ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ু হওয়াতে আপন পুত্র শলোমন্‌কে ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল। [২] ফলতঃ সে ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষবর্গকে এবং যাজক ও লেবীয়দিগকে একত্র করিল। [৩] তখন ত্রিংশৎ বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লেবীয়েরা গণিত হইলে মস্তকের গণনাতে তাহারা আটত্রিশ সহস্র পুরুষ ছিল। [৪] [এবং দায়ূদ্ কহিল],

তাহাদের মধ্যে চব্বিশ সহস্র লোক সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্য চালাইতে নিযুক্ত হউক, এবং ছয় সহস্র লোক শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা হউক, [৫] এবং চারি সহস্র লোক দ্বারপাল হউক; ও আমি প্রশংসার্থে যে সকল বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাদ্বারা সদাপ্রভুর প্রশংসাকারী চারি সহস্র লোক হউক। [৬] এবং দায়ূদ্ তাহাদিগকে গের্শোন ও কহাৎ ও মরারি, লেবির এই তিন পুত্রের [বংশানুসারে] নানা পালাতে বিভক্ত করিল।

[৭] গের্শোনীয়দের মধ্যে লাদন্ ও শিমিয়ি। [৮] লাদনের তিন পুত্র; প্রধান যিহীয়েল, ও অপর সেথম্ ও যোয়েল্। [৯] শিমিয়ির তিন পুত্র, শলোমীৎ ও হসীয়েল ও হারণ্; ইহারা লাদনের পিতৃকুলপতি ছিল। [১০] এবং শিমিয়ির পুত্র যহৎ ও সীষ ও যিয়ূশ্ ও বরীয়; শিমিয়ির এই যে চারি পুত্র, [১১] তাহাদের মধ্যে প্রধান যহৎ, ও দ্বিতীয় সীষ ছিল; কিন্তু যিয়ূশের ও বরীয়ের বহু সন্তান ছিল না, এ কারণ তাহারা একত্র গণিত হইয়া [এক] পিতৃকুল হইল।

[১২] কহাতের চারি পুত্র, অম্রাম্, যিষ্‌হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল্। [১৩] অম্রামের পুত্র হারোণ্ ও মোশি; অপর যুগানুক্রমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধূপদাহ, তাঁহার পরিচর্য্যা, এবং তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে হারোণ্‌কে ও তাহার সন্তানগণকে যুগানুক্রমে অতি পবিত্র বলিয়া পবিত্র করিতে পৃথক্ করা গেল। [১৪] কিন্তু ঈশ্বরের লোক যে মোশি, তাহার পুত্রগণ লেবি বংশের মধ্যে উল্লিখিত হইল। [১৫] মোশির পুত্র গের্শোম্ ও ইলীয়েষর্। [১৬] গের্শোমের সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল্ প্রধান। [১৭] এবং ইলীয়েষরের সন্তানদের মধ্যে রহবিয় প্রধান ছিল; এই ইলীয়েষরের আর পুত্র ছিল না, কিন্তু রহবিয়ের সন্তানগণ অতিশয় বহুসংখ্যক হইল। [১৮] যিষ্‌হরের পুত্রদের মধ্যে শলোমীৎ প্রধান ছিল। [১৯] হিব্রোণের পুত্রদের মধ্যে প্রধান যিরিয়, দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয় যহসীয়েল, চতুর্থ যিকমিয়াম্। [২০] উষীয়েলের পুত্রদের মধ্যে প্রধান মীখা, ও দ্বিতীয় যিশিয়।

[২১] মরারির পুত্র মহলি ও মূশি; মহলির পুত্র ইলিয়াসর ও কীশ। [২২] ঐ ইলিয়াসর্ মরিলে, তাহার পুত্র না থাকাতে, কেবল কএকটী কন্যা থাকাতে তাহাদের জ্ঞাতি কীশের পুত্রগণ তাহাদিগকে বিবাহ করিল। [২৩] মূশির তিন পুত্র, মহলি ও এদর্ ও যিরেমোৎ।

[২৪] এই সকলে আপন ২ পিতৃকুলানুসারে লেবির সন্তান। ইহারা আপন ২ শ্রেণীর পিতৃকুলপতি; সদাপ্রভুর গৃহের দাস্যকর্ম্ম সম্পাদনরূপ কার্য্যের যোগ্য অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক সকলের নাম ও মস্তক গণিত হইল। [২৫] কেননা দায়ূদ্ কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বিশ্রাম দিয়াছেন, এবং তিনি যুগানুক্রমের নিমিত্তে যিরূশালেমে বসতি করিলেন। [২৬] এবং লেবীয়দিগকেও অদ্যাবধি পবিত্র আবাস কিম্বা তাহার দাস্যকর্ম্মার্থক পাত্র সকল আর বহিতে হইবে না। [২৭] বস্তুতঃ দায়ূদের শেষ আজ্ঞাতে লেবির সন্তানদের মধ্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক লোকদের ঐ গণনা করা গেল। [২৮] কেননা তাহাদের পদ হারোণের সন্তানদের অধীন এবং ঈশ্বরের গৃহের দাস্যকর্ম্মসম্বন্ধীয়; ফলতঃ প্রাঙ্গন ও কুঠরী সকলের তত্ত্বাবধারণ, ও পবিত্র বস্তু সকলের শুচিত্ব রক্ষা, এবং ঈশ্বরের গৃহের দাস্যকর্ম্ম সম্পাদন, [২৯] এবং দর্শনীয় রুটী [প্রস্তুত করা], ও নৈবেদ্য ও তাড়ীশূন্য সরুচাকলী এবং ভর্জনকপাত্রে ভর্জিত দ্রব্য ও রান্ধা দ্রব্য, এই সকলের নিমিত্তে ময়দা প্রস্তুত করা, এবং সকল পরিমাণের ও তৌলের পরীক্ষা করা, [৩০] এবং সদাপ্রভুর স্তবগান ও প্রশংসার্থে প্রতি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মান হওয়া; [৩১] এবং সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিত্য আপনাদের পালনীয় বিধিমতে প্রতি বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও পর্ব্বে সংখ্যানুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলিদানের সমস্ত কর্ম্ম করা [তাহাদের কর্ত্তব্য]। [৩২] অতএব তাহারা সমাগমের তাম্বুর রক্ষণীয়, ও পবিত্র স্থানের রক্ষণীয়, এবং ঈশ্বরের গৃহের দাস্যকর্ম্মের জন্যে আপনাদের জ্ঞাতি হারোণের সন্তানদের রক্ষণীয় রক্ষা করিবে।

২৪ অধ্যায়।

[১] অথ হারোণের সন্তানদের পালা সকলের বিবরণ। হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ, ইলিয়াসর্ ও ঈথামর। [২] [তাহাদের মধ্যে] নাদব্ ও অবীহূ আপনাদের পিতার অগ্রে মরিল, এবং তাহাদের পুত্র ছিল না; অতএব ইলিয়াসর্ ও ঈথামর্ যাজক হইল। [৩] পরে দায়ূদ্ এবং ইলিয়াসরের বংশজাত সাদোক্ ও ঈথামরের বংশজাত অহীমেলক্ যাজকদিগকে দাস্যকর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপন ২ শ্রেণীতে বিভক্ত করিল। [৪] তাহাতে জানা গেল, পুরুষদের সংখ্যাতে ঈথামরের সন্তানগণ অপেক্ষা ইলিয়াসরের সন্তানগণ অনেক; অতএব তাহারা তাহাদের এই রূপ বিভাগ করিল; ইলিয়াসরের সন্তানগণের মধ্যে তাহারা ষোল জনকে পিতৃকুলপতি, ও ঈথামরের সন্তানগণের মধ্যে আট জনকে পিতৃকুলপতি করিল। [৫] তাহারা নির্ব্বিশেষে গুলিবাঁটদ্বারা তাহাদিগকে বিভক্ত করিল, কেননা পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণ ও ঈশ্বরীয় অধ্যক্ষগণ ইলিয়াসরের ও ঈথামরের, উভয়ের সন্তানগণের মধ্যে [গৃহীত] হইল। [৬] এবং রাজার ও অধ্যক্ষদের ও সাদোক্ যাজকের ও অবিয়াথরের পুত্র অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে লেবির বংশজাত নথনেলের পুত্র শময়িয় লেখক তাহাদের নাম লিখিল; ফলতঃ ইলিয়াসরের

কারণ প্রত্যেক পিতৃকুল এক ২ বার, এবং ঈথামরের কারণ প্রত্যেক পিতৃকুল এক ২ বার গৃহীত হইল।

৭ তখন প্রথম গুলিবাঁট যিহোয়ারীবের নামে উঠিল; দ্বিতীয় যিদয়িয়ের, ৮ তৃতীয় হারীমের, চতুর্থ সিয়োরীমের, ৯ পঞ্চম মল্কিয়ের, ষষ্ঠ মিয়ামীনের, ১০ সপ্তম হক্কোসের, অষ্টম অবিয়ের, ১১ নবম যেশূয়ের, দশম শখনিয়ের, ১২ একাদশ ইলীয়াশীবের, দ্বাদশ যাকীমের, ১৩ ত্রয়োদশ হুপ্পের, চতুর্দ্দশ যেশবাবের, ১৪ পঞ্চদশ বিল্গার, ষোড়শ ইম্মেরের, ১৫ সপ্তদশ হেষীরের, অষ্টাদশ হপ্পিসেসের, ১৬ ঊনবিংশ পথাহিয়ের, বিংশ যিহিস্কেলের, ১৭ একবিংশ যাখীনের, দ্বাবিংশ গামূলের, ১৮ ত্রয়োবিংশ দলায়ের, চতুর্ব্বিংশ মাসিয়ের [নামে উঠিল]। ১৯ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদের পিতা হারোণকর্ত্তৃক নিরূপিত যে তাহাদের বিধান, তদনুসারে সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হওন বিষয়ে তাহাদের দাস্যকর্ম্মের জন্যে এই ২ শ্রেণী হইল।

২০ অথ লেবির অবশিষ্ট সন্তানদের কথা। অম্রামের সন্তানদের মধ্যে শবূয়েল, [সেই] শবূয়েলের সন্তানদের মধ্যে যেহদিয়। ২১ রহবিয়ের কথা; রহবিয়ের প্রধান পুত্র যিশিয়। ২২ যিষ্হরীয়দের মধ্যে শলোমীৎ; শলোমীতের পুত্রদের মধ্যে যহৎ। ২৩ এবং [হিব্রোণের জ্যেষ্ঠ] পুত্র যিরিয়, দ্বিতীয় অমরিয়, তৃতীয় যহসীয়েল, চতুর্থ যিকমিয়াম্। ২৪ উষীয়েলের পুত্র মীখা; মীখার পুত্রদের মধ্যে শামীর্। ২৫ মীখার ভ্রাতা যিশিয়; যিশিয়ের পুত্রদের মধ্যে সখরিয়।

২৬ মরারির পুত্র মহলি ও মূশি; ইহার পুত্র যাসিয়ের সন্তানগণের কথা। ২৭ মরারির এই ২ সন্তান; তাহার পুত্র যাসিয়, [ইহার পুত্র] শোহম ও সক্কূর ও ইব্রি। ২৮ মহলির পুত্র ইলিয়াসর, ইহার পুত্র ছিল না। ২৯ কীশের কথা; কীশের পুত্র যিরহমেল্। ৩০ এবং মূশির পুত্র মহলি ও এদর্ ও যিরেমোৎ, ইহারা আপন ২ পিতৃকুলানুসারে লেবির সন্তান। ৩১ আপনাদের ভ্রাতা হারোণের সন্তানদের ন্যায় ইহারাও দায়ূদ্ রাজার ও সাদোকের ও অহীমেলকের এবং যাজকীয় ও লেবীয় পিতৃকুলপতিদের সাক্ষাতে গুলিবাঁট করিল, অর্থাৎ প্রতি পিতৃকুলের মধ্যে প্রধান লোক ও তাহার ছোট ভ্রাতা এক মত করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ অপর দায়ূদ্ ও সেনাপতিগণ দাস্যকর্ম্মের উপলক্ষ্যে লোক পৃথক্ করিয়া বীণা ও নেবল ও করতালে ভাবোক্তি গান করণের [ভার] আসফের ও হেমনের ও যিদূথূনের সন্তানগণকে [দিল]; তাহাদের দাস্যকর্ম্মানুসারে কর্ম্মকারি পুরুষদের সংখ্যা। ২ আসফের সন্তানদের কথা; আসফের সন্তান সক্কূর্ ও যোষেফ ও নথনিয় ও অসারেল; তাহারা রাজার অধীনে ভাবোক্তি গানকারি আসফের সাহায্য করিত। ৩ যিদূথূনের কথা; যিদূথূনের সন্তান গদলিয় ও যিষ্রি [ও শিমিয়ি] ও যিশায়াহ, হশবিয় ও মত্তথিয়, এই ছয় জন; ইহারা সদাপ্রভুর স্তব ও প্রশংসার্থে বীণাতে ভাবোক্তি গানকারি আপনাদের পিতা যিদূথূনের সাহায্য করিত। ৪ হেমনের কথা; হেমনের সন্তান বুক্কিয়, মত্তনিয়, উষীয়েল, শবূয়েল ও যিরেমোৎ, হনানিয়, হনানি, ইলীয়াথা, গিদ্দল্তি ও রোমাম্তী-এষর্, যশ্বকাশা, মল্লোথি, হোথীর, মহসীয়োৎ। ৫ যে হেমন ঈশ্বরীয় বাক্যবিষয়ে রাজার দর্শক ছিল, উচ্চধ্বনিতে শৃঙ্গ বাজাইবার নিমিত্তে তাহার এই সকল পুত্র ছিল; ঈশ্বর হেমন্কে চৌদ্দ পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছিলেন। ৬ ইহারা সকলে ঈশ্বরের গৃহের দাস্যকর্ম্মার্থে করতাল ও নেবল ও বীণাদ্বারা সদাপ্রভুর গৃহে গান করিতে আপন পিতার সাহায্য করিত। এবং আসফ ও যিদূথূন ও হেমন রাজার অধীন ছিল। ৭ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে গান শিক্ষিত তাহারা ও তাহাদের ভ্রাতৃগণ সংখ্যাতে সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত অষ্টাশী বুদ্ধিমান লোক ছিল।

৮ পরে তাহারা ছোট বড় এবং গুরু শিষ্য সকলে গুলিবাঁটদ্বারা [আপন ২] রক্ষণীয় স্থির করিল। ৯ তাহাতে গুলিবাঁট করিলে আসফ, [বরং তাহার] পুত্র যোষেফ প্রথম হইল। দ্বিতীয় গদলিয়; সে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ বারো জন। ১০ তৃতীয় সক্কূর; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১১ চতুর্থ যিষ্রি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১২ পঞ্চম নথনিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৩ ষষ্ঠ বুক্কিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৪ সপ্তম যিশারেলা; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৫ অষ্টম যিশায়াহ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৬ নবম মত্তনিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৭ দশম শিমিয়ি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৮ একাদশ অসরেল্; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ১৯ দ্বাদশ হশবিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২০ ত্রয়োদশ শবূয়েল; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২১ চতুর্দ্দশ মত্তথিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২২ পঞ্চদশ যিরেমোৎ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৩ ষোড়শ হনানিয়; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৪ সপ্তদশ যশ্বকাশা; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৫ অষ্টাদশ হনানি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৬ ঊনবিংশ মল্লোথি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৭ বিংশ ইলীয়াথা; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৮ একবিংশ হোথীর; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ২৯ দ্বাবিংশ গিদ্দল্তি; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ৩০ ত্রয়োবিংশ মহসীয়োৎ; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন। ৩১ চতু-

ত্রিংশ রোমান্তী-এষর; তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ বারো জন ছিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দ্বারপালদের পালা সকলের বিবরণ। কোরহীয়দের মধ্যে কোরির পুত্র মশেলিমিয় আসফ্ বংশজাত লোক ছিল। ২ মশেলিমিয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সখরিয়, দ্বিতীয় যিদীয়েল্, তৃতীয় সবদিয়, চতুর্থ যৎনীয়েল, ৩ পঞ্চম এলম্, ষষ্ঠ যিহোহানন্, সপ্তম ইলিয়ো-ঐনয়। ৪ এবং ওবেদ্-ইদোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র শময়িয়, দ্বিতীয় যিহোষাবদ্, তৃতীয় যোয়াহ, ও চতুর্থ সাখর্, ও পঞ্চম নথনেল্, ৫ ষষ্ঠ অম্মীয়েল, সপ্তম ইষাখর, অষ্টম পিয়ুল্লতয়; কেননা ঈশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ৬ তাহার পুত্র শময়িয়েরও কতকগুলি পুত্র জন্মিল, তাহারা আপনাদের পৈতৃক কুলে কর্ত্তৃত্ব পাইল, কারণ তাহারা কর্ম্মঠ লোক ছিল। ৭ শময়িয়ের পুত্র অৎনি ও রফায়েল ও ওবেদ্ [ও] ইল্সাবদ্, এবং ইলীহূ ও সমখিয় নামে তাহার ভ্রাতারা কর্ম্মঠ লোক ছিল। ৮ ইহারা সকলে ওবেদ্-ইদোমের সন্তান, ইহারা ও ইহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ দাস্যকর্ম্মার্থক সামর্থ্যে কর্ম্মঠ ছিল। এই ওবেদ্-ইদোমের বংশজাত বাষট্টি জন ছিল। ৯ এবং মশেলিমিয়ের পুত্র ও ভ্রাতা সকলে আঠারো জন কর্ম্মঠ লোক ছিল। ১০ এবং মরারি বংশজাত হোষার পুত্রগণের মধ্যে শিম্রি প্রধান ছিল; সে জ্যেষ্ঠ ছিল না, কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে প্রধান করিল। ১১ দ্বিতীয় হিল্কিয়, তৃতীয় টবলিয়, চতুর্থ সখরিয়; হোষার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ সাকল্যে তেরো জন ছিল। ১২ সদাপ্রভুর গৃহে পরিচর্য্যা করণার্থে আপন ভ্রাতৃগণের সহিত প্রহরি কর্ম্ম করিতে পুরুষদের সংখ্যানুসারে দ্বারপালদের পালা সকল ইহাদের ছিল।

১৩ আর তাহারা ছোট বড় আপন ২ পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক দ্বারের কারণ গুলিবাঁট করিল। ১৪ তাহাতে পূর্ব্বদিগের বাঁট শেলিমিয়ের নামে উঠিল; ইহার পুত্র সখরিয় মন্ত্রণাতে জ্ঞানি লোক; অনন্তর গুলিবাঁট করিলে উত্তরদিগের বাঁট তাহার নামে উঠিল। ১৫ ওবেদ্-ইদোমের নামে দক্ষিণ দিগের, এবং তাহার পুত্রগণের নামে ভাণ্ডারের বাঁট উঠিল। ১৬ শুপ্পীমের ও হোষার নামে পশ্চিম দিগের, বিশেষতঃ উর্দ্ধগামি পথসমীপস্থ শল্লেখৎ নামক দ্বারের বাঁট উঠিল, তাহার রক্ষকদের এক দল অন্য দলের অভিমুখ ছিল। ১৭ পূর্ব্বদিগে ছয় জন লেবীয় লোক, উত্তরদিগে দিবাতে চারি জন, দক্ষিণদিগে দিবাতে চারি জন, ও এক ২ ভাণ্ডারে দুই ২ জন। ১৮ পশ্চিমদিগে উপপুরীর [দ্বারে] উচ্চপথে চারি জন, ও উপপুরীতে দুই জন [নিযুক্ত] ছিল। ১৯ কোরহীয় ও মরারীয় বংশজাত লোকদের মধ্যে দ্বারপালদের এই সকল পালা ছিল।

২০ অথ লেবীয়দের কথা। অহিয় সদাপ্রভুর গৃহের কোষাধ্যক্ষ ও পবিত্রীকৃত বস্তুর কোষাধ্যক্ষ ছিল। গের্শোনীয় বংশজাত লাদনের পুত্রদের কথা। ২১ লাদনের এই ২ সন্তান পিতৃকুলপতি ছিল, গের্শোনীয় লাদনের [পুত্র] যিহীয়েলি; ২২ যিহীয়েলির পুত্র সেথম্ ও তাহার ভ্রাতা যোয়েল্, ইহারা সদাপ্রভুর গৃহের কোষাধ্যক্ষ ছিল। ২৩ অম্রামীয়দের ও যিষ্হরায়দের ও হিব্রোণীয়দের ও উষীয়েলীয়দের মধ্যে ২৪ মোশির পুত্র গের্শোমের সন্তান শবূয়েল্ কোষাধ্যক্ষ ছিল। ২৫ এবং ইলীয়েষর্ বংশীয় তাহার ভ্রাতৃগণ ইলীয়েষরের পুত্র রহবিয়, ইহার পুত্র যিশায়াহ, ইহার পুত্র যোরাম্, ইহার পুত্র সিখ্রি ইহার পুত্র শলোমীৎ। ২৬ দায়ূদ্ রাজা এবং সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ ও সেনাপতিগণ প্রভৃতি পিতৃকুলপতিরা যে সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিল, ঐ শলোমীৎ ও তাহার ভ্রাতৃগণ সেই সকল পবিত্রীকৃত বস্তুর কোষাধ্যক্ষ ছিল। ২৭ সদাপ্রভুর গৃহ প্রস্তুত করণার্থে উহারা যুদ্ধে ও লুট করণে লব্ধ অনেক বস্তু পবিত্র করিয়াছিল। ২৮ এবং শমূয়েল্ দর্শক ও কীশের পুত্র শৌল ও নেরের পুত্র অব্নের ও সরুয়ার পুত্র যোয়াব্ যে সকল বস্তু পবিত্র করিয়াছিল, ও যে যাহা পবিত্র করিয়াছিল, সে সকল বস্তু শলোমীতের ও তাহার ভ্রাতৃগণের হস্তে সমর্পিত ছিল। ২৯ যিষ্হরীয়দের মধ্যে কননিয় ও তাহার পুত্রগণ বাহিরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইস্রায়েলের শাসক ও বিচারকর্ত্তা হইল। ৩০ হিব্রোণীয়দের মধ্যে হশবিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ এক সহস্র সাত শত কর্ম্মঠ মনুষ্য সদাপ্রভুর সকল কার্য্যে ও রাজার দাস্যকর্ম্মে যর্দ্দনের এপারে পশ্চিমদিগে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল। ৩১ হিব্রোণীয় লোকদের পিতৃকুলানুযায়ি বংশাবলিতে যিরিয় হিব্রোণীয়দের মধ্যে প্রধান ছিল; দায়ূদ্ রাজার অধিকারের চল্লিশ বৎসরে অনুসন্ধান করা গেলে তাহাদের মধ্যে গিলিয়দস্থ যাসের্ নগরে কর্ম্মঠ অনেক লোক পাওয়া গেল। ৩২ এবং তাহার [সেই] ভ্রাতৃগণ দুই সহস্র সাত শত কর্ম্মঠ লোক পিতৃকুলপতি ছিল; এবং দায়ূদ্ রাজা ঈশ্বরীয় ও রাজকীয় সমস্ত কার্য্য করিতে রুবেণীয়দের ও গাদীয়দের ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশের উপরে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের সন্তানগণের [নিম্নলিখিত] সংখ্যানুসারে পিতৃকুলপতিগণ ও সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ ও শাসকগণ নিত্য ২ রাজার পরিচর্য্যা করিত; অর্থাৎ তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া সম্বৎসরের এক ২ মাসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হইত; তাহার প্রত্যেক দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। ২ প্রথম দলের সেনাপতি প্রথম মাসের জন্যে নিযুক্ত সব্দীয়েলের পুত্র যাশবিয়াম্; তাহার দলে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। ৩ পেরসের সন্তানদের মধ্যবর্ত্তি ও সমস্ত সেনাপতিগণের মধ্যে প্রধান [সেই ব্যক্তি] প্রথম

মাসের জন্যে নিযুক্ত ছিল। [৪] এবং দ্বিতীয় মাসের দলেতে অহোহীয় দোদয় নিযুক্ত ছিল; আবার তাহার এক উপদল ছিল, মিক্লোৎ তাহার অধ্যক্ষ; এবং তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৫] তৃতীয় সেনাপতি তৃতীয় মাসের জন্যে [নিযুক্ত] যিহোয়াদার পুত্র বনায় নামক প্রধান সভাসদ্, তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৬] এই বনায় ত্রিশ জন বীরের মধ্যে গণিত ও তাহাদের কর্ত্তা ছিল, এবং তাহার উপদলেতে তাহার পুত্র অম্মীষাবদ্ ছিল। [৭] চতুর্থ মাসের জন্যে [নিযুক্ত] চতুর্থ সেনাপতি যোয়াবের ভ্রাতা অসাহেল, ও তাহার পরে তাহার পুত্র সবদিয়; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৮] পঞ্চম মাসের জন্যে [নিযুক্ত] পঞ্চম সেনাপতি যিষ্রাহীয় শম্মোৎ; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [৯] ষষ্ঠ মাসের জন্যে [নিযুক্ত] ষষ্ঠ সেনাপতি তকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১০] সপ্তম মাসের জন্যে [নিযুক্ত] সপ্তম সেনাপতি ইফ্রয়িমের বংশজাত পলোনীয় হেলস; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১১] অষ্টম মাসের জন্যে [নিযুক্ত] অষ্টম সেনাপতি সেরহের কুলজাত হূশাতীয় সিব্বখয়; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১২] নবম মাসের জন্যে [নিযুক্ত] নবম সেনাপতি বিন্যামীনের বংশজাত অনাথোতীয় অবীয়েষর; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৩] দশম মাসের জন্যে [নিযুক্ত] দশম সেনাপতি সেরহের কুলজাত নটোফাতীয় মহরয়; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৪] একাদশ মাসের জন্যে [নিযুক্ত] একাদশ সেনাপতি ইফ্রয়িমের বংশজাত পিরিয়াথোনীয় বনায়; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল। [১৫] দ্বাদশ মাসের জন্যে [নিযুক্ত] দ্বাদশ সেনাপতি অৎনীয়েলের কুলজাত নটোফাতীয় হিল্দয়; তাহার দলেতে চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।

[১৬] অথ ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষগণ। রূবেণীয়দের অধ্যক্ষ সিখ্রির পুত্র ইলীয়েষর্; শিমিয়োনীয়দের বংশাধ্যক্ষ মাখার পুত্র শফটিয়; [১৭] লেবির বংশাধ্যক্ষ কমূয়েলের পুত্র হশবিয়; হারোণের কুলাধ্যক্ষ সাদোক; [১৮] যিহূদার বংশাধ্যক্ষ দায়ূদের ভ্রাতা ইলীহূ; ইষাখরের বংশাধ্যক্ষ মীখায়েলের পুত্র অম্রি; [১৯] সবূলূনের বংশাধ্যক্ষ ওবদিয়ের পুত্র যিশ্ময়িয়; নপ্তালির বংশাধ্যক্ষ অস্রীয়েলের পুত্র যিরেমোৎ; [২০] ইফ্রয়িমের সন্তানদের অধ্যক্ষ অসসিয়ের পুত্র হোশেয়; মনঃশির অর্দ্ধ বংশের অধ্যক্ষ পদায়ের পুত্র যোয়েল্; [২১] গিলিয়দস্থ মনঃশির অর্দ্ধ বংশের অধ্যক্ষ সখরিয়ের পুত্র যিদ্দো; বিন্যামীনের বংশাধ্যক্ষ অব্নেরের পুত্র যাসীয়েল্; [২২] দানের বংশাধ্যক্ষ যিরোহমের পুত্র অসরেল্; ইহারা ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষ ছিল।

[২৩] পরন্তু দায়ূদ্ বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও তাহার ন্যূন বয়স্ক লোকদের গণনা করিল না, কেননা সদাপ্রভু গগনমণ্ডলের তারাগণের ন্যায় ইস্রায়েল্কে বহুসংখ্যক করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। [২৪] সরুয়ার পুত্র যোয়াব্ গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সমাপ্ত করে নাই, অধিকন্তু তৎপ্রযুক্ত ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে [ঈশ্বরের] ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অতএব তাহাদের সংখ্যা দায়ূদ্ রাজার ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল না।

[২৫] পরন্তু রাজার কোষাধ্যক্ষ অদীয়েলের পুত্র অস্মাবৎ; এবং ক্ষেত্র ও নগর ও গ্রাম ও দুর্গ সকলেতে যে ২ কোষ ছিল, সেই সকলের অধ্যক্ষ উষিয়ের পুত্র যিহোনাথন। [২৬] এবং ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্যকারিদের অধ্যক্ষ কলূবের পুত্র ইষ্রি। [২৭] এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের অধ্যক্ষ রামাথীয় শিমিয়ি, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ শিফ্মীয় সব্দি। [২৮] এবং নিম্নভূমিস্থিত জিতবৃক্ষ ও ডুমুরবৃক্ষ সকলের অধ্যক্ষ গদেরীয় বাল্হানন্, এবং তৈলভাণ্ডারের অধ্যক্ষ যোয়াশ্। [২৯] এবং শারোণে যে সকল গোরুর পাল চরিত, তাহার অধ্যক্ষ শারোণীয় সিট্রয়; এবং নানা তলভূমিস্থ গোরুর পালের অধ্যক্ষ অদ্লয়ের পুত্র শাফট। [৩০] ও উষ্ট্রগণের অধ্যক্ষ ইশ্মায়েলীয় ওবীল্; এবং গর্দ্দভীগণের অধ্যক্ষ মেরোণোথীয় যেহদিয়। [৩১] ও মেষপালদের অধ্যক্ষ হাগরীয় যাসীষ্; ইহারা দায়ূদ্ রাজার সম্পত্তির অধ্যক্ষ ছিল। [৩২] এবং দায়ূদের পিতৃব্য যোনাথন্ [নামক] মন্ত্রী ধীমান্ লোক, সে শাস্ত্রাধ্যাপক ছিল; এবং হক্মোনির পুত্র যিহীয়েল রাজপুত্রদের বয়স্য ছিল। [৩৩] এবং অহীথোফল্ রাজমন্ত্রী ছিল, ও অকীয় হূশয় রাজার সুহৃৎ ছিল। [৩৪] এবং অহীথোফলের পরে বনায়ের পুত্র যিহোয়াদা ও অবিয়াথর্ [রাজমন্ত্রী] হইল; এবং যোয়াব রাজকীয় সেনাপতি ছিল।

২৮ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদ্ ইস্রায়েলের যাবতীয় অধ্যক্ষগণকে, অর্থাৎ বংশাধ্যক্ষগণকে ও রাজার পরিচর্য্যাকারি দলাধ্যক্ষগণকে ও সহস্রপতি ও শতপতিগণকে এবং রাজার ও রাজপুত্রদের গোধনাদি সম্পদাধ্যক্ষ ও গৃহাধ্যক্ষগণকে ও বীরগণকে ও ধনশালি লোক সকলকে যিরূশালেমে একত্র করিল। [২] তখন দায়ূদ্ রাজা চরণে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ ও আমার প্রজাগণ, আমার কথা শুন; সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকের জন্যে ও আমাদের ঈশ্বরের পাদপীঠের জন্যে বিশ্রামার্থক এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার মনস্থ হইয়াছিল; এবং আমি নির্ম্মাণার্থে দ্রব্যাদির আয়োজনও করিয়াছিলাম। [৩] কিন্তু ঈশ্বর আমাকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে তুমি গৃহ নির্ম্মাণ করিবা না, কেননা তুমি যুদ্ধের লোক, তুমি রক্তপাত করিয়াছ। [৪] তথাপি ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে

নিত্য রাজত্ব করণার্থে আমার সমস্ত পিতৃকুলহইতে আমাকে মনোনীত করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রাধান্যের কারণ যিহূদাকে, এবং যিহূদার কুলমধ্যে আমার পিতৃকুল মনোনীত করিয়াছেন, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করণার্থে আমার পিতার পুত্রগণের মধ্যে আমাকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। ৫ আবার সদাপ্রভু আমাকে অনেক পুত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার পুত্র সকলের মধ্যে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষরূপে সদাপ্রভুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওনার্থে আমার পুত্র শলোমনকে মনোনীত করিয়াছেন। ৬ এবং তিনি আমাকে কহিলেন, তোমার পুত্র শলোমনই আমার গৃহ ও প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবে; কেননা আমি তাহাকেই মনোনীত করিলাম, সে আমার পুত্র হইবে, এবং আমি তাহার পিতা হইব। ৭ আর অদ্যকার মত যদি সে আমার আজ্ঞা ও শাসন সকল পালন করিতে সাহসিক হয়, তবে আমি তাহার রাজ্য যুগানুক্রমের নিমিত্তে স্থায়ী করিব। ৮ অতএব এখন সদাপ্রভুর সমাজ এই সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে ও আমাদের ঈশ্বরের কর্ণগোচরে আমি কহিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞার অনুশীলন কর; তাহাতে এই উত্তম দেশের অধিকারী থাকিবা, এবং তোমাদের পরে যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানগণকে অধিকারার্থে তাহা সমর্পণ করিবা।

৯ আর হে আমার পুত্র শলোমন্, তুমি আপন পিতার ঈশ্বরকে জ্ঞাত হও, এবং সরল অন্তঃকরণে ও প্রসন্ন মনে তাঁহার আরাধনা কর; কেননা সদাপ্রভু যাবতীয় অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করেন ও চিন্তার যাবতীয় সঙ্কল্প বুঝেন। তুমি যদি তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিবেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাকে অনন্তকালের নিমিত্তে দূর করিবেন। ১০ এখন সাবধান হও, কেননা পবিত্র স্থানার্থে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সদাপ্রভু তোমাকে মনোনীত করিলেন; তুমি সাহস করিয়া কর্ম্ম কর।

১১ পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র শলোমনকে বারাণ্ডার ও তাহার সকল গৃহের ও সকল ভাণ্ডারের ও সকল উপরিস্থ কুঠরীর ও ভিতর কুঠরীর ও পাপাবরণ সমন্বিত গৃহের আদর্শ দিল, ১২ অর্থাৎ আত্মার গুণে যাহা ২ তাহার হৃদ্গত ছিল, সেই সকলের আদর্শ দিল। [তন্মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু এই ২,] সদাপ্রভুর গৃহের সকল প্রাঙ্গণ, ও চতুর্দ্দিক্স্থ সকল কুঠরী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় গৃহের সকল ভাণ্ডার ও পবিত্র বস্তুর সকল ভাণ্ডার; ১৩ এবং যাজকদের ও লেবীয়দের পালা সকল, এবং সদাপ্রভুর গৃহ সম্পর্কীয় দাস্যকর্ম্মার্থক সমস্ত রচনা, ও সদাপ্রভুর গৃহ সম্পর্কীয় দাস্যকর্ম্মার্থক যাবতীয় পাত্র; ১৪ এবং স্বর্ণ অর্থাৎ বিশেষ ২ দাস্যকর্ম্মার্থক পাত্র সকলের জন্যে স্বর্ণের পরিমাণ; এবং রূপ্যময় পাত্র সকল অর্থাৎ বিশেষ ২ দাস্যকর্ম্মার্থক পাত্র সকলের পরিমাণ; ১৫ এবং স্বর্ণদীপবৃক্ষের ও স্বর্ণদীপ সকলের পরিমাণ, অর্থাৎ এক ২ দীপবৃক্ষের ও দীপের পরিমাণ; এবং রূপ্যময় দীপবৃক্ষের ও দীপ সকলের মধ্যে প্রত্যেক দীপবৃক্ষের কার্য্যানুযায়ি পরিমাণ; ১৬ এবং দর্শনীয় দ্রব্যের মেজ সকলের মধ্যে প্রত্যেক মেজের স্বর্ণের পরিমাণ, এবং রৌপ্য মেজ সকলের জন্যে [প্রয়োজনীয়] রূপ্য; ১৭ এবং ত্রিকণ্টক শূল ও বাটি ও স্রুব সকলের জন্যে [প্রয়োজনীয়] নির্ম্মল স্বর্ণ; এবং স্বর্ণময় কটোরা সকলের মধ্যে প্রত্যেক কটোরার পরিমাণ; এবং রূপ্যময় কটোরা সকলের মধ্যে প্রত্যেক কটোরার পরিমাণ; ১৮ এবং ধূপবেদির জন্যে নির্ম্মল স্বর্ণের পরিমাণ; এবং বাহনের জন্যে অর্থাৎ সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুকোপরি পক্ষবিস্তারকারি করূবদ্বয়ের আদর্শের জন্যে [প্রয়োজনীয়] স্বর্ণ। ১৯ এবং [দায়ূদ্ কহিল], এ সমস্ত সদাপ্রভুর হস্তচালন ক্রমে রচিত লিপি; আদর্শের সমস্ত কার্য্য আমাকে বুঝাইয়া দিবার জন্যে [ইহা হইয়াছে]।

২০ পরে দায়ূদ্ আপন পুত্র শলোমনকে কহিল, তুমি সাহস কর, বীর্য্যবান্ হও ও কর্ম্ম কর; ভয় করিও না, ও নিরাশ হইও না; কেননা যিনি আমার ঈশ্বর, সেই সদাপ্রভু ঈশ্বর তোমার সঙ্গে ২ আছেন। সদাপ্রভুর গৃহ বিষয়ক কর্ম্মের সমস্ত রচনা যাবৎ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তিনি তোমাকে অবহেলা করিবেন না, ও তোমাকে ত্যাগ করিবেন না। ২১ পরন্তু দেখ, ঈশ্বরের গৃহ সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যে [নিযুক্ত] যাজকদের ও লেবীয়দের পালা সকল আছে, এবং সমস্ত কার্য্যার্থে জ্ঞানযুক্ত স্বেচ্ছাদত্ত লোকেরা সমস্ত রচনাতে তোমার সঙ্গে ২ আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত প্রজা লোক তোমার সমস্ত বাক্য মানিতে প্রস্তুত আছে।

২৯ অধ্যায়।

১ পরে দায়ূদ্ রাজা সমস্ত সমাজকে কহিল, ঈশ্বর কেবল আমার পুত্র শলোমনকে মনোনীত করিয়াছেন; সে অল্পবয়স্ক ও কোমল, আর এই কর্ম্ম অতি ভারী, কেননা এই প্রাসাদ মনুষ্যের নিমিত্তে নয়, কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিমিত্তে হইবে। ২ আর আমি আপন সমস্ত সামর্থ্যে আমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে আয়োজন করিয়াছি, অর্থাৎ স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্যে স্বর্ণ, ও রূপ্যময় দ্রব্যের জন্যে রূপ্য, ও পিত্তলময় দ্রব্যের জন্যে পিত্তল, ও লৌহময় দ্রব্যের জন্যে লৌহ, ও কাষ্ঠময় দ্রব্যের জন্যে কাষ্ঠ, এবং গোমেদক মণি ও খচনার্থক প্রস্তর ও তেজস্বি প্রস্তর ও নানাবর্ণ প্রস্তর, এবং সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর ও মর্ম্মর প্রস্তর প্রচুররূপে [আয়োজন করিয়াছি]। ৩ এবং ঐ পবিত্র গৃহের নিমিত্তে যাহা ২ আয়োজন করিয়াছি, তদ্ব্যতীত আমার নিজস্ব স্বর্ণ ও রূপ্যও আছে; আমার ঈশ্বরের গৃহের প্রতি অনুরাগ প্রযুক্ত আমি আপন ঈশ্বরের গৃহের জন্যে তাহাও

দিলাম; ⁸ ফলতঃ অভ্যন্তরের ভিত্তি সকল মুড়িবার জন্যে তিন সহস্র মণ পরিমিত ওফীরের স্বর্ণ ও সাত সহস্র মণ পরিমিত নির্ম্মল রূপ্য দিলাম; ⁵ অর্থাৎ স্বর্ণময় দ্রব্যের জন্যে স্বর্ণ, ও রূপ্যময় দ্রব্যের জন্যে রূপ্য, এবং শিল্পকরদের হস্তদ্বারা যাহা২ কর্ত্তব্য, তাহার জন্যেও দিলাম; অতএব অদ্য কে সদাপ্রভুর পক্ষে পূর্ণহস্ত হইতে দাতৃত্ব স্বীকার করে?

⁶ অপর পিতৃকুলপতিগণ অর্থাৎ ইস্রায়েলের বংশাধ্যক্ষগণ ও সহস্রপতিগণ ও শতপতিগণ ও রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ দাতৃত্ব স্বীকার করিল। ⁷ এবং ঈশ্বরের গৃহের কার্য্যের জন্যে পাঁচ সহস্র মণ স্বর্ণ, ও অদর্কোণ নামে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, ও দশ সহস্র মণ রূপ্য ও আঠারো সহস্র মণ পিত্তল, ও এক লক্ষ মণ লৌহ দিল। ⁸ এবং যাহাদের নিকটে মণি ছিল, তাহারা গের্শোনীয় যিহীয়েলের হস্তে সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে তাহা দিল। ⁹ তাহাতে প্রজা লোকেরা তাহাদের দাতৃত্বে আনন্দ করিল, কেননা তাহারা সরল অন্তঃকরণে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দাতৃত্ব স্বীকার করিল, এবং দায়ূদ্ রাজাও মহানন্দ করিল।

¹⁰ অপর দায়ূদ্ সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল। ফলতঃ দায়ূদ্ কহিল, হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত তুমি ধন্য। ¹¹ হে সদাপ্রভো, মহত্ত্ব ও পরাক্রম ও যশ ও জয় ও শ্রী তোমার; বস্তুতঃ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে, সকলই তোমার; হে সদাপ্রভো, রাজ্য তোমার, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে উন্নত। ¹² এবং তোমাহইতে ধন ও গৌরব হয়, এবং তুমি সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ; বল ও পরাক্রম তোমার হস্তগত, এবং সকলকে মহত্ত্ব ও শক্তি দিতে তোমার হস্তের অধিকার আছে। ¹³ অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, আমরা তোমার স্তবগান করিতেছি, ও তোমার যশস্বি নামের প্রশংসা করিতেছি। ¹⁴ কিন্তু আমি কে, এবং আমার প্রজা লোকেরা বা কে, যে আমরা এই প্রকারে দাতৃত্ব স্বীকার করিতে সামর্থ্য বিশিষ্ট হই? কেননা সমস্তই তোমাহইতে লব্ধ, এবং তোমার হস্তহইতে যাহা পাইয়াছি তাহাই তোমাকে দিলাম। ¹⁵ কেননা আমাদের সমস্ত পিতৃলোকের ন্যায় আমরাও তোমার সম্মুখে বিদেশী ও প্রবাসী; পৃথিবীতে আমাদের যে আয়ু, সে ছায়াসদৃশ ও অবিশ্বাস্য। ¹⁶ হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তোমার পবিত্র নামের উদ্দেশে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্যে আমরা এই যে দ্রব্যরাশি আয়োজন করিয়াছি, এ সকল তোমার হস্তহইতেই আইল, ও সকলই তোমার আছে। ¹⁷ আর আমি জানি, হে আমার ঈশ্বর, তুমি অন্তঃকরণের পরীক্ষা করিয়া থাক, ও সরলতাতে প্রীত হও; আমি আপন অন্তঃকরণের সরলতাতে দাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এই সকল দ্রব্য দিলাম, এবং এখন এই স্থানে সমাগত তোমার প্রজা লোকদিগকেও আনন্দ পূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে দাতৃত্ব স্বীকার করিতে দেখিলাম। ¹⁸ হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম, ইস্হাক্ ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন প্রজা লোকদের অন্তঃকরণের কল্পনার এই প্রকার ভাব নিত্যস্থায়ী করিয়া রাখ, ও আপনার প্রতি তাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র কর। ¹⁹ এবং তোমার আজ্ঞা ও প্রমাণবাক্য ও বিধি সকল পালন করিতে ও সমস্তই অনুষ্ঠান করিতে, এবং আমি যে প্রাসাদের জন্যে আয়োজন করিয়াছি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে আমার পুত্র শলোমনকে সরল অন্তঃকরণ দেও।

²⁰ পরে দায়ূদ্ সমস্ত সমাজকে কহিল, এখন আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; তাহাতে সমস্ত সমাজ আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, ও মস্তক নত করিয়া সদাপ্রভুর ও রাজার কাছে প্রণিপাত করিল। ²¹ এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিল, এবং তৎপরদিবসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিল, অর্থাৎ এক সহস্র বলদ, এক সহস্র মেষ, এক সহস্র মেষশাবক, ও সেই সকলের উপযুক্ত নৈবেদ্য, ইত্যাদি প্রচুর বলি সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে উৎসর্গ করিল। ²² এবং সে দিনে অতি আনন্দে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ভোজন পান করিল, এবং দায়ূদের পুত্র শলোমনকে দ্বিতীয় বার রাজা করিল, এবং তাহাকে অধিপতি, ও সাদোক্কে যাজক করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে অভিষেক করিল। ²³ তাহাতে শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া সদাপ্রভুর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল ও ভাগ্যবান হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ তাহার আজ্ঞাগ্রাহী হইল। ²⁴ এবং অধ্যক্ষ ও বীর সকল এবং দায়ূদ্ রাজার সমস্ত পুত্রও শলোমন্ রাজাকে হস্ত দিল। ²⁵ এবং সদাপ্রভু সমস্ত ইস্রায়েলের দৃষ্টিতে শলোমনকে অতিশয় মহান্ করিলেন, এবং তাহাকে যেরূপ রাজশ্রী দিলেন, পূর্ব্বে ইস্রায়েলের কোন রাজার তাদৃশ শ্রী হয় নাই।

²⁶ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিয়াছিল। ²⁷ সে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল; তাহার মধ্যে সাত বৎসর হিব্রোণে, ও তেত্রিশ বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিল। ²⁸ পরে সে আয়ু ও ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বার্দ্ধক্যকালে মরিল, এবং তাহার পুত্র শলোমন্ তাহার পদে রাজা হইল। ²⁹ আর দেখ, শমূয়েল দর্শকের পুস্তকে ও নাথন্ ভাববাদির পুস্তকে ও গাদ্ দর্শকের পুস্তকে দায়ূদ্ রাজার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত ³⁰ ও রাজ্যশাসনের ও পরাক্রমের বিবরণ, এবং তাহার ও ইস্রায়েলের ও অন্যান্য দেশীয় সকল রাজ্যের উপর দিয়া যে২ কাল বহিয়াছিল, তৎসমুদয়ের কথা লিখিত আছে।

বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড।

১ অধ্যায়।

[১] পরে দায়ূদের পুত্র শলোমন্‌ আপন রাজ্যে আপনাকে বলবান্‌ করিল, এবং তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে অতিশয় মহান্‌ করিলেন। [২] পরে শলোমন্‌ সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে অর্থাৎ সহস্রপতিদিগকে ও শতপতিদিগকে ও বিচারকর্ত্তাদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েলের যাবতীয় অধ্যক্ষ প্রভৃতি কুলপতিদিগকে আজ্ঞা করিল। [৩] তাহাতে শলোমন্‌ ও তাহার সহিত সমস্ত সমাজ গিবিয়োনস্থ উচ্চস্থলীতে গেল, কেননা সদাপ্রভুর দাস মোশি প্রান্তরে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই ঈশ্বরীয় সমাগমের তাম্বু সেই স্থানে ছিল। [৪] সত্য, ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ্‌ কর্ত্তৃক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমহইতে স্থানান্তরীকৃত, অর্থাৎ দায়ূদ্‌ তাহার জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই স্থানে আনীত হইয়াছিল, কেননা সে তাহার জন্যে যিরূশালেমে এক তাম্বু প্রস্তুত করিয়াছিল। [৫] কিন্তু হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল্‌ যে পিত্তলময় যজ্ঞবেদি করিয়াছিল, [দায়ূদ্‌] তাহা সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিল; অতএব শলোমন্‌ ও সমাজ তাহার অন্বেষণ করিল।

[৬] তখন শলোমন্‌ ঐ স্থানে সমাগমের তাম্বুসমীপস্থ পিত্তলময় বেদিতে সদাপ্রভুর সম্মুখে বলিদান করত এক সহস্র হোমবলি উৎসর্গ করিল। [৭] সেই রাত্রিতে ঈশ্বর শলোমন্‌কে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমাকে কি দিব, তাহা প্রার্থনা কর। [৮] তাহাতে শলোমন্‌ ঈশ্বরকে কহিল, তুমি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি মহাদয়া ব্যবহার করিয়াছ, বিশেষতঃ তাঁহার পদে আমাকে রাজা করিয়াছ। [৯] এখন, হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের কাছে যে বাক্য কহিয়াছ, তাহা স্থিরীকৃত হউক; কেননা তুমিই ভূমিস্থ ধূলির ন্যায় বহুসংখ্যক লোকসমূহের উপরে আমাকে রাজা করিয়াছ। [১০] অতএব আমি যেন এই লোকদের অগ্রে বহির্গমন করিতে ও ভিতরে আসিতে পারি, এই জন্যে আমাকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দেও; নতুবা তোমার এত প্রজা লোকের বিচার করা কাহার সাধ্য? [১১] তখন ঈশ্বর শলোমন্‌কে কহিলেন, ইহা তোমার মনোগত হইয়াছে; তুমি ঐশ্বর্য্য কিম্বা সম্পত্তি কিম্বা প্রতাপ কিম্বা বৈরিদের প্রাণ প্রার্থনা কর নাই, এবং দীর্ঘায়ুও প্রার্থনা কর নাই; কিন্তু আমি আপন প্রজা লোকদের উপরে তোমাকে রাজা করিয়াছি, বলিয়া তুমি তাহাদের বিচার করণার্থে বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রার্থনা করিয়াছ। [১২] সেই বুদ্ধি ও জ্ঞান তোমাকে দত্ত হইল; অধিকন্তু তোমার পূর্ব্বে কোন রাজার যাদৃশ হয় নাই, এবং তোমার পরেও যাদৃশ হইবে না, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি ও প্রতাপ আমি তোমাকে দিব।

[১৩] পরে শলোমন্‌ গিবিয়োনের উচ্চস্থলীহইতে [ও] সমাগমের তাম্বুর সম্মুখহইতে যিরূশালেমে আসিয়া ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে লাগিল।

[১৪] পরে শলোমন্‌ রথ ও অশ্বারূঢ় লোকদিগকে সংগ্রহ করিল; তাহার এক সহস্র চারি শত রথ, ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, এবং সে তাহাদিগকে নানা রথনগরে, বিশেষতঃ যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিল। [১৫] রাজা যিরূশালেমে রূপ্য ও স্বর্ণকে প্রস্তরের ন্যায়, ও এরস বৃক্ষকে প্রান্তরস্থ ডুম্বুর বৃক্ষের ন্যায় প্রচুর করিল। [১৬] এবং শলোমনের জন্যে মিসরহইতে অশ্বদের আগম হইত, ফলতঃ রাজকীয় বণিক্‌যূথ বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বযূথ পাইত। [১৭] এবং মিসরহইতে ক্রীত ও আনীত এক২ রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্যমুদ্রা, ও এক২ অশ্বের মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা ছিল। এই প্রকারে উহাদের দ্বারা হিত্তীয় ও অরামীয় সমস্ত রাজার জন্যেও তাহার আগম হইত।

২ অধ্যায়।

[১] পরে শলোমন্‌ সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ ও আপনার নিমিত্তে এক রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে স্থির করিল। [২] এবং ভার বহনার্থে সত্তর সহস্র লোককে, ও পর্ব্বতে [কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোককে ও তাহাদের অধ্যক্ষ তিন সহস্র ছয় শত লোককে নিযুক্ত করিল।

[৩] অপর শলোমন্‌ সোরের হীরম্‌ রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, আপনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও তাহার বসৎবাটী নির্ম্মাণার্থে তাহার কাছে যে রূপ এরস্‌ কাষ্ঠ পাঠাইয়াছিলেন, [তদ্রূপ আমার প্রতিও করুন]। [৪] দেখুন, আমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত আছি; তাঁহার সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইবার জন্যে, এবং নিত্য দর্শনীয়ের জন্যে, এবং প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ও বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সকল পর্ব্বে হোম করিবার জন্যে তাহা পবিত্র করিব, কেননা ঐ ২ কর্ম্ম ইস্রায়েলের নিত্য কর্ত্তব্য। [৫] আর আমি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা মহৎ হইবে, কেননা আমাদের ঈশ্বর যাবতীয় দেবতাহইতে মহান্‌। [৬] কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে কে

সমর্থ? কেননা স্বর্গ এবং স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না; তবে আমি কে, যে তাঁহার উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণ করি? কেবল তাঁহার সম্মুখে ধূপদাহ করণের স্থান [নির্ম্মাণ করিতে পারি]। ৭ অতএব আমার পিতা দায়ূদ্ কর্তৃক নিযুক্ত যে জ্ঞানি লোকেরা যিহূদাতে ও যিরূশালেমে আমার নিকটে আছে, তাহাদের সহিত স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ এবং ধূম্র ও রক্ত ও নীলবর্ণ সূত্রের কার্য্য করণে ও মণি খোদনে নিপুণ এক লোককে পাঠাইবেন। ৮ এবং লিবানোন্ হইতে এরস্ ও দেবদারুকাষ্ঠ ও চন্দনকাষ্ঠ আমার এখানে পাঠাইবেন; কেননা আমি জানি, আপনকার দাসেরা লিবানোনে কাষ্ঠ কাটিতে নিপুণ; এবং দেখুন, আমার দাসেরাও আপনকার দাসদের সহিত থাকিবে। ৯ আর আমাকে প্রচুর কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে হয়, কেননা আমি যে গৃহ নির্ম্মাণ করিব, তাহা আশ্চর্য্যরূপ বড় হইবে। ১০ আর দেখুন, যে কাঠরিয়ারা বৃক্ষ ছেদন করিবে, তাহাদের জন্যে আমি আপনকার দাসদিগকে বিংশতি সহস্র মণ মাড়া গোধূম ও বিংশতি সহস্র মণ যব ও বিংশতি সহস্র মণ দ্রাক্ষারস ও বিংশতি সহস্র মণ তৈল দিব।

১১ পরে সোরের হীরম্ রাজা শলোমনের প্রতি এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইল, সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্যে তাহাদের উপরে আপনাকে রাজা করিলেন। ১২ হীরম্ আরো কহিল, স্বর্গমর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক সদাপ্রভুর জন্যে এক গৃহ ও আপনার জন্যে এক রাজবাটী যিনি নির্ম্মাণ করিবেন, এমত পরিণামদর্শী ও বুদ্ধিমান্ এক জ্ঞানি পুত্র তিনি দায়ূদ্ রাজাকে দিয়াছেন। ১৩ এখন আমি হূরম্-আবি নামক এক জ্ঞানি ও বুদ্ধিমান লোককে পাঠাইলাম। ১৪ সে দান্ বংশীয়া এক স্ত্রীর পুত্র, তাহার পিতা সোরীয় লোক; সে স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও প্রস্তর ও কাষ্ঠ, এবং ধূম্র ও নীল ও ক্ষৌম ও রক্তবর্ণ সূত্রের কার্য্য করিতে নিপুণ। এবং সর্ব্বপ্রকার মণি খোদন করিতে ও যে কোন কল্পনীয় কর্ম্ম তাহাকে কহা যায়, তাহা প্রস্তুত করিতে নিপুণ। সে আপনকার জ্ঞানি লোকদের সহিত এবং আমার প্রভু আপনকার পিতা দায়ূদের জ্ঞানি লোকদের সহিত কর্ম্ম করিতে পারিবে। ১৫ অতএব আমার প্রভু যে গোম ও যব ও তৈল ও দ্রাক্ষারসের কথা কহিয়াছেন, তাহা আপন দাসদের নিকটে পাঠাইয়া দিউন। ১৬ তাহাতে যত কাষ্ঠে আপনকার প্রয়োজন, আমরা লিবানোনে তত কাষ্ঠ কাটিব, এবং মাড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে যাফোতে আপনকার জন্যে পৌঁছাইয়া দিব, পরে আপনি তাহা যিরূশালেমে লইয়া যাইবেন।

১৭ আর শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের কৃত গণনার পরে ইস্রায়েল্ দেশে প্রবাসকারি [বিদেশি] সকলকে গণনা করাইল, তাহাতে এক লক্ষ তিপ্পান্ন সহস্র ছয় শত লোক গণিত হইল। ১৮ তাহাদের মধ্যে সে ভার বহিতে সত্তর সহস্র লোক ও পর্ব্বতে [কাষ্ঠাদি] ছেদন করিতে আশী সহস্র লোক, ও লোকদিগকে কার্য্য করাইতে তিন সহস্র ছয় শত লোককে নিযুক্ত করিল।

৩ অধ্যায়।

১ অপর শলোমন্ যিরূশালেমে মোরিয়া পর্ব্বতে সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল; কেননা সেই স্থানে তিনি তাহার পিতা দায়ূদকে দর্শন দিয়াছিলেন, এবং দায়ূদ্ সেই স্থান নিরূপণ করিয়াছিল; তাহা যিবূষীয় অরণনের শস্যমর্দ্দনস্থানে ছিল। ২ সে আপন অধিকারের চতুর্থ বৎসরের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিনে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

৩ শলোমন্ ঈশ্বরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে যে উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে সে হস্তের প্রাচীন পরিমাণে গৃহের দীর্ঘতা ষাইট হস্ত, ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত করিল। ৪ এবং গৃহের প্রস্থতানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ এক বারাণ্ডা গৃহের সম্মুখে করিল; এবং ভিতরে তাহা নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়াইল। ৫ এবং প্রধান গৃহের গাত্র উত্তম স্বর্ণমণ্ডিত দেবদারু কাষ্ঠে আবৃত করিল, ও তাহার উপরে খর্জ্জূরবৃক্ষ ও শৃঙ্খলাকৃতি করিল। ৬ এবং শোভার নিমিত্তে গৃহটী মূল্যবান্ প্রস্তরেতে অলঙ্কৃত করিল; ঐ স্বর্ণ পর্বয়িম্ দেশের স্বর্ণ ছিল। ৭ এবং সে গৃহ ও গৃহের কড়িকাষ্ঠ ও গোবরাট ও ভিত্তি ও কপাট স্বর্ণেতে মুড়াইল, এবং ভিত্তির উপরে করূবাকৃতি করিল। ৮ এবং সে যে অতিপবিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিল, তাহার দীর্ঘতা গৃহের প্রস্থতার ন্যায় বিংশতি হস্ত, ও প্রস্থতা বিংশতি হস্ত; এবং সে ছয় শত মণ উত্তম স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইল। ৯ প্রেকের স্বর্ণের পরিমাণ পঞ্চাশ শেকল; সে উপরিস্থ কুঠরী সকলও স্বর্ণদ্বারা মুড়াইল। ১০ ঐ অতিপবিত্র গৃহমধ্যে সে নিকাস কার্য্যদ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিল ও স্বর্ণেতে মুড়াইল। ১১ ঐ করূবদ্বয়ের পক্ষ বিংশতি হস্ত দীর্ঘ; একের পাচ হস্ত দীর্ঘ এক পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীঘ অন্য পক্ষ দ্বিতীয় করূবের পক্ষ স্পর্শ করিল। ১২ সেই করূবের পাঁচ হস্ত দীর্ঘ প্রথম পক্ষ গৃহের ভিত্তি স্পর্শ করিল, এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ দ্বিতীয় পক্ষ ঐ করূবের পক্ষ স্পর্শ করিল। ১৩ সেই করূবদ্বয়ের পক্ষ সকল বিস্তারিত ও বিংশতি হস্ত পরিমিত, তাহারা চরণে দণ্ডায়মান, এবং তাহাদের মুখ ভিতরদিগে ছিল।

১৪ আর সে নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ ও ক্ষৌম সূত্র নির্ম্মিত এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিল, ও তাহাতে করূবাকৃতি করিল। ১৫ এবং সে গৃহের সম্মুখে

পঁয়ত্রিশ হস্ত উচ্চ দুই স্তম্ভ করিল, এক ২ স্তম্ভের উপরে যে মাথলা তাহা পাঁচ হস্ত উচ্চ। [১৬] এবং সে গর্ব্ভাগারে শৃঙ্খল করিয়া সেই স্তম্ভের মস্তকেও দিল, এবং এক শত দাড়িম্বাকৃতি করিয়া ঐ শৃঙ্খলের উপরে রাখিল। [১৭] ঐ দুই স্তম্ভ সে প্রাসাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিল, একটা দক্ষিণে ও অন্যটা বামে রাখিল, এবং দক্ষিণস্তম্ভের নাম যাখীন [স্থিরকারক] ও বামস্তম্ভের নাম বোয়স্ [বল] রাখিল।

৪ অধ্যায়।

[১] পরে সে পিত্তলময় এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল, তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত, প্রস্থতা বিংশতি হস্ত, ও উচ্চতা দশ হস্ত।

[২] পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার সমুদ্ররূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিল; তাহা এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিংশৎ হস্ত করিল। [৩] তাহার চতুর্দ্দিগে কাণার নীচে সমুদ্ররূপ পাত্র বেষ্টনকারি গোমস্তকাকৃতি ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ ২ আকৃতি ছিল; পাত্রটা ঢালিবার সময়ে সেই গবাকৃতির দুই শ্রেণী ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। [৪] ঐ সমুদ্র বারো গোরুর উপরে স্থাপিত হইল, তাহাদের তিন উত্তরমুখ, ও তিন পশ্চিমমুখ, ও তিন দক্ষিণমুখ, ও তিন পূর্ব্বমুখ হইল, এবং সমুদ্ররূপ পাত্র তাহাদের উপরে থাকিল; ঐ গোরু সকলের পশ্চাদ্ভাগ অন্তরে থাকিল। [৫] ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা শোষন পুষ্পাকার বাটির কাণার ন্যায় ছিল, তাহাতে তিন সহস্র মণ ধরিত।

[৬] আর সে দশ প্রক্ষালনপাত্র নির্ম্মাণ করিল, এবং প্রক্ষালনার্থে তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে স্থাপন করিল; এবং তাহার মধ্যে তাহারা হোমবলিদানের সামগ্রী প্রক্ষালন করিত, কিন্তু সমুদ্ররূপ পাত্র যাজকদের স্নানার্থে ছিল। [৭] এবং সে উপযুক্ত আকারানুসারে স্বর্ণময় দশটা দীপাধার করিয়া প্রাসাদে স্থাপন করিল, তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাচটা বামে রাখিল। [৮] এবং সে দশ মেজও নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পাঁচটা দক্ষিণে ও পাঁচটা বামে প্রাসাদের মধ্যে রাখিল, এবং এক শত স্বর্ণময় বাটিও নির্ম্মাণ করিল।

[৯] আর সে যাজকদের প্রাঙ্গণ ও বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের দ্বার নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার কপাট পিত্তলে মুড়াইল। [১০] এবং সমুদ্ররূপ পাত্র দক্ষিণ পার্শ্বে [কিঞ্চিৎ] পূর্ব্বদিগে দক্ষিণ দিগের সম্মুখে স্থাপন করিল।

[১১] আর হূরম্ স্থালী ও হাতা ও বাটি সকল নির্ম্মাণ করিল; এই রূপে হূরম্ শলোমন্ রাজার নিমিত্তে ঈশ্বরের গৃহের জন্যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিল; [১২] অর্থাৎ দুই স্তম্ভ ও সেই দুই স্তম্ভোপরিস্থ গোলাকার ও মাথলা, এবং সেই স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার গোলাকার আচ্ছাদনার্থক দুই জালকার্য্য, [১৩] এবং জালকার্য্যের উপরে চারি শত দাড়িম্বাকার, অর্থাৎ স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার আচ্ছাদনার্থক এক ২ জালকার্য্যের উপরে দুই শ্রেণী দাড়িম্বাকার করিল। [১৪] এবং পীঠ সকল নির্ম্মাণ করিল, এবং সেই পীঠের উপরে স্থাপনার্থে প্রক্ষালনপাত্র সকল নির্ম্মাণ করিল। [১৫] এবং এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও তাহার নীচে দ্বাদশ গোরু; [১৬] এবং স্থালী ও হাতা ও ত্রিকণ্টক শূল প্রভৃতি সকল সাজ হূরম্-আবি শলোমন্ রাজার নিমিত্তে সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে তেজস্বি পিত্তলেতে নির্ম্মাণ করিল। [১৭] রাজা যর্দ্দনের প্রান্তরে সুক্কোৎ ও সরেদার মধ্যস্থিত চিক্কণ ভূমিতে তাহা ঢালাইল। [১৮] আর শলোমন্ যে সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহা অতি প্রচুর, কেননা পিত্তলের পরিমাণ নির্ণয় করা গেল না।

[১৯] পরন্তু শলোমন্ ঈশ্বরের গৃহের জন্যে যে সমস্ত সামগ্রী নির্ম্মাণ করিল, তাহা, অর্থাৎ স্বর্ণময় বেদি, এবং দর্শনীয় রুটী রাখিবার মেজ, [২০] এবং গর্ব্ভাগারের সম্মুখে বিধিমতে জ্বালিবার জন্যে নির্ম্মল স্বর্ণের দীপবৃক্ষগণ ও তাহার দীপ সকল, [২১] এবং স্বর্ণময় পুষ্প ও প্রদীপ ও চিমটা, সকলি অতি নির্ম্মল স্বর্ণেতে নির্ম্মাণ করিল; [২২] এবং কর্ত্তরী ও বাটি ও চমস ও অঙ্গারপাত্র নির্ম্মল স্বর্ণেতে, এবং গৃহের দ্বার, বিশেষতঃ মহাপবিত্র স্থানের ভিতরের কপাট ও প্রাসাদের গৃহের কপাট স্বর্ণেতে নির্ম্মাণ করিল।

৫ অধ্যায়।

[১] এই রূপে সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে শলোমনের কৃত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। পরে শলোমন্ আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য আনিয়া রূপ্য ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল ঈশ্বরের গৃহস্থিত ধনাগারে রাখিল।

[২] অপর শলোমন্ দায়ূদ-নগর অর্থাৎ সিয়োন্-হইতে সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে ও বংশপতি সকলকে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের পিতৃকুলাধ্যক্ষদিগকে যিরূশালেমে একত্র করিল। [৩] তাহাতে সপ্তম মাসের উৎসব সময়ে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার নিকটে একত্র হইল। [৪] পরে ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ উপস্থিত হইলে লেবীয়েরা সিন্দুকটী উঠাইল; [৫] এবং সিন্দুক ও সমাগমের তাম্বু ও তাম্বুর মধ্যস্থ সমস্ত পবিত্র পাত্র আনিল; যাজকগণ [ও] লেবীয়েরা তাহা আনিল। [৬] আর শলোমন্ রাজা এবং সিন্দুকের সম্মুখে তাহার নিকটে সমাগত ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলী মেষ গবাদি বলিদান করিল; তাহা বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য ও অপরিমেয় ছিল। [৭] পরে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক [ভিতরে] লইয়া গিয়া স্বস্থানে অর্থাৎ গৃহের গর্ব্ভাগারে [কি না] অতি পবিত্র স্থানে করূবদ্বয়ের

পক্ষের নীচে স্থাপন করিল। ৮ সেই করূবেরা সিন্দুকের স্থানোপরি বিস্তীর্ণপক্ষ ছিল, এবং করূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই সাঙ্গ আচ্ছাদন করিত। ৯ সেই দুই সাঙ্গ এমত লম্বা ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ সিন্দুকের অগ্রে গর্ব্ভাগারের সম্মুখে দৃষ্ট হইত, তথাপি তাহা বাহিরে দৃষ্ট হইত না; অদ্য পর্য্যন্ত তাহা সেই স্থানে আছে। ১০ সেই সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল হোরেবে মোশি যে দুইখান প্রস্তরফলক তন্মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহাই মাত্র ছিল, অর্থাৎ মিসরহইতে ইস্রায়েলের সন্তানগণের নির্গমন কালে তাহাদের সহিত সদাপ্রভুর কৃত নিয়মের পত্র ছিল।

১১ তথায় উপস্থিত যাজকেরা সকলে আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিশেষ ২ পালা রক্ষা করিতে হইল না; এবং যাজকগণ পবিত্র স্থানহইতে বাহির হইলে ১২ আসফ্ ও হেমন্ ও যিদূথূন ও তাহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি গায়ক লেবীয়েরা সকলে ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিত এবং করতাল ও নেবল ও বীণাধারী হইয়া যজ্ঞবেদির পূর্ব্ব দিগে দণ্ডায়মান ছিল, এবং তূরীবাদক এক শত বিংশতি জন যাজক তাহাদের সঙ্গে ছিল। ১৩ সেই তূরীবাদকেরা ও গায়কেরা সকলে এক স্বরেতে সুশ্রাব্যরূপে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তবগান করিল; এবং যখন তাহারা তূরী ও করতালাদি বাদ্যের সহিত মহাশব্দ করিয়া, সদাপ্রভু মঙ্গলদাতা, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী, এই কথা কহিয়া প্রশংসা করিল, তৎকালে গৃহ, অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহ মেঘেতে এমত পরিপূর্ণ হইল, ১৪ যে পরিচর্য্যার্থে দণ্ডায়মান থাকা মেঘ প্রযুক্ত যাজকগণের অসাধ্য হইল; কেননা ঈশ্বরের গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল।

৬ অধ্যায়।

১ তখন শলোমন্ কহিল, সদাপ্রভু ঘোর অন্ধকারে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ২ তথাপি আমি তোমার এক বসতিগৃহ নির্ম্মাণ করিলাম; ইহা যুগে ২ তোমার নিবাসস্থান। ৩ অপর ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজ দণ্ডায়মান হইলে রাজা মুখ ফিরাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজকে আশীর্ব্বাদ করিল। ৪ সে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য; তিনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপন মুখে এই কথা কহিয়াছিলেন, এবং আপন হস্তদ্বারা তাহা সফল করিলেন; ৫ যথা, আমার প্রজা লোকদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম স্থাপন করিতে গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে কোন নগর মনোনীত করি নাই; এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে কোন মনুষ্যকে মনোনীত করি নাই। ৬ কিন্তু [এখন] আপন নাম রাখিবার জন্যে আমি যিরূশালেম্ মনোনীত করিলাম, ও আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে দায়ূদকে মনোনীত করিলাম। ৭ এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ ছিল। ৮ কিন্তু সদাপ্রভু আমার পিতা দায়ূদকে কহিলেন, আমার নামের উদ্দেশে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে তোমার মনস্থ আছে; তোমার এই রূপ মনস্থ করা ভাল বটে। ৯ তথাপি সেই গৃহ নির্ম্মান তুমি করিবা না, কিন্তু তোমার কটিহইতে উৎপন্ন তোমার পুত্রই আমার নামের উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মান করিবে। ১০ সদাপ্রভু এই যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা সফল করিলেন; সদাপ্রভুর প্রতিজ্ঞানুসারে আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে উৎপন্ন ও ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মান করিলাম। ১১ এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মের আধার যে সিন্দুক তাহা ইহার মধ্যে রাখিলাম।

১২ পরে সে ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। ১৩ কেননা শলোমন্ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে রাখিয়াছিল; তাহার উপরে দাঁড়াইয়া সে ইস্রায়েলের সমস্ত সমাজের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া স্বর্গের দিগে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কহিল, ১৪ হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, স্বর্গে কি পৃথিবীতে তোমার তুল্য ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার সম্মুখে আচরণকারি আপন দাসগণের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক; ১৫ বিশেষতঃ তোমার দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য পালন করিয়াছ, এবং যাহা আপন মুখে কহিয়াছিলা, তাহা অদ্য আপন হস্তদ্বারা সিদ্ধ করিলা। ১৬ অতএব এখন, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা রক্ষা কর। তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলা, আমার সম্মুখে তুমি যেমন চলিলা, তোমার সন্তানগণ যদিস্যাৎ আমার সম্মুখে তদ্রূপ চলিতে আপন ২ পথে সাবধান থাকে, তাহা হইলে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের অভাব হইবে না। ১৭ অতএব, হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের প্রতি যে বাক্য কহিয়াছ, তাহা এখন স্থিরীকৃত হউক। ১৮ কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন, ইহা কি সত্য বটে? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে? ১৯ অতএব হে আমার ঈশ্বর সদা-

প্রভো, তুমি আপন দাসের প্রার্থনা ও বিনতির প্রতি মনোযোগ কর, ও তোমার দাস তোমার সম্মুখে যে কাকূক্তি ও প্রার্থনা নিবেদন করিতেছে, তাহা শুন। ২০ যে স্থানে তুমি আপন নাম রাখিতে স্বীকার করিয়াছ, সেই স্থানের প্রতি অর্থাৎ এই গৃহের প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্রি উন্মীলিত থাকুক, এবং এই স্থানের দিগে তোমার দাস যে প্রার্থনা করে, তাহা শুন। ২১ এবং এই স্থানের দিগে অভিমুখ আপন দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের সকল বিনতিবাক্যে মনোযোগ কর, এবং তোমার নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুন, ও শুনিয়া ক্ষমা কর।

২২ কেহ আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে পাপ করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্যে এক দিব্য নিশ্চিত হয়, ও সেই দিব্য এই গৃহে তোমার যজ্ঞবেদির সম্মুখে উপস্থিত হয়, ২৩ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও; অর্থাৎ দোষীকে দোষী করিয়া তাহার কর্ম্মের ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও; ও ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক করিয়া তাহার ধার্ম্মিকতানুযায়ি ফল দিও।

২৪ আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুর সম্মুখে পরাভূত হইলে পর যদি পুনর্ব্বার তোমার প্রতি ফিরে, এবং এই গৃহে তোমার নামের স্তব করিয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি করে; ২৫ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তাহাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আনিও।

২৬ তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ করণ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টি না দেয়, আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার নামের স্তব করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমাহইতে দুঃখ পাইয়া আপন ২ পাপহইতে ফিরে, ২৭ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের গন্তব্য সৎপথ তাহাদিগকে দেখাইও, এবং অধিকারার্থে আপন প্রজাদিগকে দত্ত তোমার দেশে বৃষ্টি বর্ষিও।

২৮ আর দেশের মধ্যে যদি দুর্ভিক্ষ হয়, যদি মহামারী হয়, যদি [শস্যের] শোষ কি ম্লানি কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, যদি তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের দেশস্থ সকল নগরে তাহাদিগকে অবরোধ করে, যদি কোন মারীর বা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ২৯ পরে আপন মনঃপীড়া ও মর্ম্মব্যথা জানিয়া কোন ২ ব্যক্তি কিম্বা তোমার প্রজা সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক যদি এই গৃহের দিগে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কোন প্রার্থনা কি বিনতি করে; ৩০ তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিও, এবং প্রত্যেক জনের অন্তঃকরণ জানিয়া তাহাদের সমস্ত আচরণানুযায়ি প্রতিফল দিও, কেননা একমাত্র তুমিই মনুষ্যসন্তানদের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ; ৩১ তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার প্রদত্ত দেশে তাহারা যত দিন সজীব থাকিবে, তাবৎ তোমার পথে চলিতে তোমাকে ভয় করিবে।

৩২ আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের বহির্ভূত কোন বিদেশি লোক যদি তোমার মহানাম ও বলবান্ হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুর গুণে দূরদেশহইতে আইসে, তবে যে সময়ে এমত লোক আসিয়া এই গৃহের অভিমুখে প্রার্থনা করিবে, ৩৩ সে সময়ে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী তোমাকে ডাকিয়া যে কোন প্রার্থনা করিবে, তুমি তাহার প্রতি তদনুসারে করিও; তাহাতে তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের ন্যায় তোমাকে ভয় করণার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি তোমার নাম জ্ঞাত হইবে, ও আমার নির্ম্মিত এই গৃহের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হয়, ইহা জানিতে পারিবে।

৩৪ আর তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন যাত্রা করিতে প্রেরণ করিলে যদি তাহারা আপন শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইয়া তোমার মনোনীত এই নগরের দিগে, ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত গৃহের দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করে; ৩৫ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। ৩৬ যদি তাহারা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে,—কেননা পাপ না করে এমত কোন মনুষ্য নাই,—এবং তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুর সম্মুখে তাহাদিগকে ত্যাগ কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে বন্দি করিয়া দূরস্থ কিম্বা নিকটস্থ কোন দেশে লইয়া যায়; ৩৭ এবং সেই বন্দিরা দেশান্তরে নীত হইয়া যদি সেই স্থানে মনে বিবেচনা করিয়া তোমার প্রতি ফিরে, এবং যে দেশে বন্দিরূপে নীত হইল, সেই দেশে তোমার নিকটে বিনতি করিয়া যদি বলে, আমরা পাপ করিলাম ও অপরাধী হইলাম ও দুষ্টতা করিলাম, ৩৮ এবং যে দেশে বন্দিরূপে নীত হইল, সেই দেশে থাকিয়া যদি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার প্রতি ফিরে, এবং তুমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের দিগে, ও তোমার মনোনীত নগরের দিগে, ও তোমার নামের জন্যে আমার নির্ম্মিত গৃহের দিগে অভিমুখ হইয়া যদি প্রার্থনা করে; ৩৯ তবে তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও, এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপকারি আপন প্রজাদিগকে ক্ষমা করিও। ৪০ এখন, হে আমার ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, এই স্থানে যে প্রার্থনা হয়,

তাহার প্রতি তোমার চক্ষু উন্মীলিত ও কর্ণ খোলা থাকুক। [৪১] হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, এখন তুমি উঠিয়া আপন শক্তির ধর্ম্মসিন্দুকের সহিত আপন বিশ্রামস্থানে গমন কর; হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তোমার যাজকগণ পরিত্রাণরূপ বস্ত্র পরিধান করুক, ও তোমার সাধু লোকেরা মঙ্গলে আনন্দ করুক। [৪২] হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি আপন অভিষিক্তকে পরাঙ্মুখ করিও না, আপন দাস দায়ূদের সাধুতার ফল স্মরণ কর।

৭ অধ্যায়।

[১] শলোমন্ প্রার্থনা সাঙ্গ করিলে পর আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া হোম ও বলি সকল গ্রাস করিল, এবং গৃহটী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইল। [২] ফলতঃ সদাপ্রভুর প্রতাপে সদাপ্রভুর গৃহ এমত পরিপূর্ণ হইল, যে যাজকগণ সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইল। [৩] এবং যখন গৃহের উপরে অগ্নি ও সদাপ্রভুর প্রতাপ নামিল, তখন ইস্রায়েলের সন্তানগণ সকলে তাহা দেখিতে পাইল, অতএব তাহারা নত হইয়া প্রস্তরবাঁধা ভূমিতে মুখ দিয়া প্রণিপাত করিল, এবং সদাপ্রভুর স্তবগান করিয়া কহিল, সদাপ্রভু মঙ্গলদাতা, কারণ তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

[৪] অপর রাজা ও সমস্ত লোক সদাপ্রভুর সম্মুখে বলিদান করিল। [৫] তাহাতে শলোমন্ রাজা বাইশ সহস্র গোরু ও এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ বলিদান করিল; এই রূপে রাজা ও সমস্ত লোক ঈশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিল। [৬] এবং যাজকগণ আপন ২ রক্ষণীয় [স্থানে] দণ্ডায়মান ছিল, এবং দায়ূদের আদেশানুসারে প্রশংসা করণকালে সদাপ্রভুর দয়া অনন্তকালস্থায়ী বলিয়া সদাপ্রভুর স্তবগানার্থে দায়ূদ্ রাজা যে ২ বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, লেবীয়েরা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য সঙ্গীতার্থক সেই সকল বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া[বাদ্য করিতেছিল], এবং তাহাদের সম্মুখে যাজকগণ তূরী বাজাইতেছিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল দণ্ডায়মান ছিল। [৭] সেই সময়ে শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিল, কেননা সেই স্থানে সে হোমবলি সকল এবং মঙ্গলার্থক বলি সকলের মেদ উৎসর্গ করিল, কারণ হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং ঐ সকল মেদ ধরিতে শলোমনের নির্ম্মিত পিত্তলময় যজ্ঞবেদি ছোট ছিল।

[৮] এবং ঐ সময়ে শলোমন্ ও তাহার সঙ্গি অতিশয় মহৎ সমাজ অর্থাৎ হমাতের প্রবেশস্থান অবধি মিসরের সীমানদী পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল সাত দিন [কুটীরবাসের] উৎসব করিল। [৯] পরে অষ্টম দিনকে পর্ব্বদিন করিল, ফলতঃ তাহারা এক সপ্তাহ যজ্ঞবেদির প্রতিষ্ঠা, ও অন্য সপ্তাহ উৎসব পালন করিয়াছিল। [১০] এবং সদাপ্রভু দায়ূদের ও শলোমনের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের জন্যে যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া লোকেরা সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে আপন ২ তাম্বুতে যাইতে বিদায় পাইল। [১১] এই রূপে শলোমন্ সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহে ও আপনার বাটীতে যাহা ২ করিতে শলোমনের মনোবাঞ্ছা হইল, তাহাই সিদ্ধ করিল।

[১২] অপর সদাপ্রভু রাত্রিতে শলোমন্‌কে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, ও আমার যজ্ঞবাটী বলিয়া এই স্থান মনোনীত করিলাম। [১৩] আমি আকাশ রুদ্ধ করিয়া অনাবৃষ্টি করিলে, কিম্বা দেশ বিনষ্ট করিতে পঙ্গপালদিগকে আজ্ঞা করিলে, কিম্বা আপন প্রজাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলে, [১৪] আমার নামে বিখ্যাত আমার প্রজারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে, ও আমার মুখের অন্বেষণ করে ও আপনাদের কুপথহইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিব, ও তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব, ও তাহাদের দেশের অমঙ্গল দূর করিব। [১৫] এই স্থানে যে ২ প্রার্থনা হইবে, তাহার প্রতি অদ্যাবধি আমার চক্ষু উন্মীলিত ও কর্ণ খোলা থাকিবে। [১৬] কেননা এই গৃহে যেন আমার নাম অনন্ত কাল থাকে, এই জন্যে আমি অদ্যাবধি ইহা মনোনীত করিলাম ও পবিত্র করিলাম, আমার চক্ষু ও আমার মন এই স্থানে নিত্য থাকিবে। [১৭] এবং তোমার পিতা দায়ূদের ন্যায় তুমিও যদি আমার সাক্ষাতে চল, এবং আমি তোমাকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছি, তদনুযায়ি কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি ও শাসন সকল পালন কর; [১৮] তবে ইস্রায়েলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে তোমার সম্বন্ধীয় মনুষ্যের অভাব হইবে না, এই যে কথা কহিয়া তোমার পিতা দায়ূদের সহিত নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে আমি তোমার রাজসিংহাসন স্থির করিব। [১৯] কিন্তু যদি তোমরা [আমাহইতে] ফির, ও তোমাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি ত্যাগ কর, এবং চলিয়া গিয়া ইতর দেবগণের আরাধনা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, [২০] তবে আমি তোমাদিগকে আমার এই যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে তোমাদিগকেও উন্মূলন করিব, এবং আপন নামের জন্যে এই যে গৃহ পবিত্র করিলাম, ইহাও আপন দৃষ্টিহইতে দূর করিব, এবং যাবতীয় জাতির মধ্যে তাহা গল্পের ও উপহাসের আস্পদ করিব। [২১] এবং এই গৃহ উচ্চ হইলেও যে কেহ ইহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই দেশের ও এই গৃহের প্রতি সদাপ্রভু এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটাইলেন? [২২] তাহাতে লোকে বলিবে, যিনি এই লোকদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণকে অবল-

ষ্বন করিয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত ও তাহাদের পূজা করিল, এই জন্যে সদাপ্রভু তাহাদের উপরে এই সকল অমঙ্গল বর্ত্তাইলেন।

৮ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভুর মন্দির ও আপনার বাটী এই দুই গৃহ শলোমনের নির্ম্মাণ করণে বিংশতি বৎসর লাগিল। ২ পরে হীরম শলোমনকে যে ২ নগর দিয়াছিল, তাহা শলোমন্ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বাস করাইল। ৩ পরে শলোমন্ হমাৎ-সোবাতে যাইয়া তাহা বশীভূত করিল। ৪ এবং মরুভূমিতে তদ্মোর নগর, এবং হমাতে যে ২ কোষনগর নির্ম্মাণ করিল, তাহাও [তখন] নির্ম্মাণ করিল। ৫ এবং সে উপরিস্থ বৈথোরোণ ও নীচস্থ বৈথোরোণ এই দুই নগর প্রাচীর ও দ্বার ও অর্গলদ্বারা দৃঢ় করিল। ৬ এবং বালৎ এবং শলোমনের [অন্যান্য] সকল কোষনগর এবং রথের ও অশ্বারূঢ়দের নগর সকল, এবং যিরূশালেমে ও লিবানোনে ও আপন অধিকারদেশের সর্ব্বত্র যাহা ২ নির্ম্মাণ করিতে শলোমনের ইচ্ছা ছিল, তাহা সকলই সে নির্ম্মাণ করিল।

৭ ইস্রায়েল্ বংশ ভিন্ন যে সকল হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোক অবশিষ্ট রহিয়াছিল, ৮ অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণ যাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করে নাই, দেশে অবশিষ্ট তাহাদের সন্তানগণকে শলোমন্ অবৈতনিক দাস্যকর্ম্মার্থে সংগ্রহ করিল; তাহাদের সেই দশা অদ্যাপি আছে। ৯ কিন্তু শলোমন্ আপন কার্য্যের জন্যে ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে কাহাকেও দাস করিল না; তাহারা যোদ্ধা ও তাহার প্রধান সেনানী ও রথাধ্যক্ষ ও অশ্বারূঢ় হইল। ১০ এবং তাহাদের মধ্যে শলোমন্ রাজার নিযুক্ত দুই শত পঞ্চাশ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ প্রজাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত।

১১ পরে শলোমন্ ফরৌণের কন্যার নিমিত্তে যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই বাটীতে দায়ূদ্-নগরহইতে তাহাকে আনাইল। আর কহিল, আমার ভার্য্যা ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার বাটীতে বাস করিবে না, কেননা যে কোন স্থানে সদাপ্রভুর সিন্দুক প্রবিষ্ট হইল, সেই স্থান পবিত্র।

১২ তখন শলোমন্ বারাণ্ডার সম্মুখে সদাপ্রভুর যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার উপরে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে লাগিল। ১৩ সে মোশির আজ্ঞামতে বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে ও বৎসরের মধ্যে তিন উৎসবে, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে ও সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে প্রতি দিনের বিধানানুসারে বলি উৎসর্গ করিত।

১৪ আর সে আপন পিতা দায়ূদের নিরূপণানুসারে যাজকদের দাস্যকর্ম্মার্থে তাহাদের পালা সকল নিরূপণ করিল, এবং প্রতি দিনের বিধানানুসারে প্রশংসা ও যাজকদের সম্মুখে পরিচর্য্যা করিতে লেবীয়দিগকে আপন ২ রক্ষণীয় [স্থানে] নিযুক্ত করিল। এবং পালানুসারে এক ২ দ্বারে দ্বারপালদিগকেও নিযুক্ত করিল, কেননা ঈশ্বরের লোক দায়ূদ্ সেই রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল। ১৫ এবং রাজা যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে ভাণ্ডার প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে যে আজ্ঞা দিত, তাহার অন্যথা তাহারা করিত না। ১৬ সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিবসাবধি তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত শলোমনের সমস্ত কর্ম্ম নিয়মিতরূপে চলিল। এই প্রকারে সদাপ্রভুর গৃহ সমাপ্ত হইল।

১৭ তৎকালে শলোমন্ ইদোম্ দেশের সমুদ্রতীরস্থ ইৎসিয়োন্-গেবরে ও এলতে গেল। ১৮ এবং হীরম আপন দাসদের দ্বারা তাহার নিকটে জাহাজ ও সামুদ্রিক কার্য্যে নিপুণ দাসদিগকে প্রেরণ করিল; তাহারা শলোমনের দাসদের সহিত ওফীরে যাইয়া তথাহইতে চারি শত পঞ্চাশ মণ স্বর্ণ লইয়া শলোমন্ রাজার নিকটে আইল।

৯ অধ্যায়।

১ অপর শিবা দেশের রাণী শলোমনের কীর্ত্তি শুনিয়া নিগূঢ় বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে [আসিয়া] সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রচুর স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া অতি ভারি সমারোহ পূর্ব্বক যিরূশালেমে প্রবেশ করিল; পরে শলোমনের নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। ২ তাহাতে শলোমন্ তাহার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর করিল; শলোমনের বোধাগম্য কিছুই ছিল না, সে তাহাকে সকলই কহিল। ৩ এই প্রকারে শিবার রাণী শলোমনের জ্ঞান ও তাহার নির্ম্মিত গৃহ, ৪ ও তাহার মেজের খাদ্যদ্রব্য, ও তাহার মন্ত্রিদের সভা ও [দণ্ডায়মান] পরিচারকদের শ্রেণী ও পরিচ্ছদ ও তাহার পানপাত্রবাহকগণ ও তাহাদের পরিচ্ছদ ও সদাপ্রভুর গৃহে আরোহণার্থে তাহার [নির্ম্মিত] সোপান, এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞানা হইল। ৫ পরে সে রাজাকে কহিল, আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনকার বাক্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য ছিল। ৬ কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিলাম, তাবৎ লোকদের সেই কথাতে আমার প্রত্যয় হইল না; তথাপি দেখুন, আপনকার বাহুল্য বিজ্ঞানের অর্দ্ধেকও আমাকে বলা যায় নাই; আমি যে বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আপনকার [গুণ] অধিক। ৭ আপনকার এই লোকেরা ধন্য, এবং আপনকার এই দাসেরা ধন্য; যেহেতুক ইহারা নিত্য আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনকার বিজ্ঞানোক্তি শুনে। ৮ এবং আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, যেহেতুক তিনি আপনকাতে প্রীত হইয়া আপনকার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে রাজা

হওনার্থে আপন সিংহাসনে আপনকাকে বসাইয়াছেন। ইস্রায়েল্ লোকদিগকে অনন্তকালস্থায়ী করণার্থে আপনকার ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন, এই জন্যে বিচার ও ধর্ম্মনিষ্পত্তি করিতে আপনকাকে তাহাদের উপরে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন। [৯] পরে সে রাজাকে এক শত বিংশতি মণ স্বর্ণ ও অতিশয় প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপঢৌকন দিল। শিবার রাণী শলোমন্ রাজাকে যাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্য দিল, তাদৃশ সুগন্ধি দ্রব্যের [আগম] আর হয় নাই।

[১০] অপর হীরমের ও শলোমনের যে দাসগণ ওফীরহইতে স্বর্ণ আনিত, তাহারা চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আনিল। [১১] পরে রাজা ঐ চন্দনকাষ্ঠদ্বারা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর নিমিত্তে সোপান ও গায়কদের জন্যে বীণা ও নেবল নির্ম্মাণ করাইল। তদ্রূপ কাষ্ঠ পূর্ব্বে যিহুদা দেশে কেহ কখনও দেখে নাই। [১২] পরে শলোমন্ রাজা শিবার রাণীর যাজ্ঞানুসারে তাহার যাবতীয় মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিল, তদ্ভিন্ন সে আপনার কাছে উহার আনীত দ্রব্যের [প্রতিদানও করিল]; পরে রাণী ও তাহার দাসগণ আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

[১৩] এক বৎসরে শলোমনের কাছে ছয় শত ছেষট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ আসিয়াছিল; [১৪] ইহা ছাড়া বণিক ও ব্যবসায়িগণও স্বর্ণ আনিত; এবং আরবীয় সমস্ত রাজা ও দেশের অধিপতিগণ শলোমনের নিকটে স্বর্ণ ও রূপ্য আনিত। [১৫] তাহাতে শলোমন্ রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত বৃহৎ ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত শেকল্ পরিমিত পিটান স্বর্ণ ছিল। [১৬] এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা আর তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন শত শেকল্ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। পরে রাজা লিবানোন্-অরণ্য নামক বাটীতে তাহা রাখিল।

[১৭] আর রাজা হস্তিদন্তময় এক বৃহৎ সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়াইল। [১৮] ঐ সিংহাসনের ছয় সোপান, ও স্বর্ণময় এক পাদপীঠ তাহাতে বদ্ধ ছিল, ও আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। [১৯] এবং সেই ছয় সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। এই রূপ সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই।

[২০] আর শলোমন্ রাজার যাবতীয় পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল, ও লিবানোন্-অরণ্য গৃহের যাবতীয় পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণময় ছিল; শলোমনের অধিকারে রূপ্য কিছুর মধ্যে গণ্য ছিল না। [২১] কেননা হীরমের দাসদের সহিত রাজার কতক জাহাজ তর্শীশে যাইত; সেই তর্শীশগামি জাহাজ সকল তিন বৎসরান্তে এক বার স্বর্ণ ও রূপ্য ও হস্তিদন্ত ও কপি ও শিখী আনিত। [২২] এই রূপে ঐশ্বর্য্যে ও বিজ্ঞানে শলোমন্ রাজা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজার মধ্যে প্রধান হইল।

[২৩] এবং ঈশ্বর শলোমনের চিত্তে যে বিজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাহার সেই বিজ্ঞানের উক্তি শ্রবণ করিতে পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিত। [২৪] এবং প্রত্যেক জন আপন ২ উপঢৌকন, অর্থাৎ রূপ্যময় ও স্বর্ণময় পাত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য ও অশ্ব ও অশ্বতর আনিত; প্রতি বৎসর এই রূপ হইত।

[২৫] আর অশ্বের ও রথের নিমিত্তে শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা ছিল; এবং তাহার দ্বাদশ সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল; এবং সে তাহাদিগকে নানা রথনগরে, বিশেষতঃ যিরূশালেমে রাজার নিকটে রাখিল।

[২৬] আর [ফরাৎ] নদী অবধি পলেষ্টীয়দের দেশ ও মিসরের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার উপরে সে রাজত্ব করিল। [২৭] এবং রাজা যিরূশালেমে রূপ্যকে প্রস্তরের ন্যায়, ও এরস্কাষ্ঠকে নিম্নভূমিস্থ ডুমুরকাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিল। [২৮] এবং লোকেরা মিসর্হইতে ও অন্য সকল দেশহইতে শলোমনের জন্যে অশ্বগণ আনিত।

[২৯] পরন্তু শলোমনের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ আদ্যন্ত [কর্ম্মের] কথা নাথন্ ভাববাদির পুস্তকে ও শীলোনীয় অহিয়ের ভাববাণীতে ও নবাটের পুত্র যারবিয়ামের বিরুদ্ধে যিদ্দো দর্শকের যে দর্শন, তাহার মধ্যে কি লিখিত নাই? [৩০] শলোমন্ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। [৩১] পরে শলোমন্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া আপন পিতা দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র রহবিয়াম্ তাহার পদে রাজা হইল।

১০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর রহবিয়াম্ শিখিমে গেল; কেননা তাহাকে রাজা করণার্থে সমস্ত ইস্রায়েল্ শিখিমে উপস্থিত হইয়াছিল। [২] ইতিমধ্যে নবাটের পুত্র যে যারবিয়াম শলোমন রাজার সম্মুখহইতে পলায়নকালাবধি মিসরে ছিল, সে [তাহার মৃত্যুর সংবাদ] পাইয়া মিসরহইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। [৩] অতএব লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাহাকে আহ্বান করিল। পরে যারবিয়াম্ ও সমস্ত ইস্রায়েল রহবিয়ামের কাছে আসিয়া এই কথা কহিল, [৪] আপনকার পিতা আমাদের উপরে দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছেন; অতএব আপনকার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম ও ভারি যোঁয়ালি দিয়াছেন, আপনি তাহা কিঞ্চিৎ লঘু করুন, তাহাতে আমরা আপনকার দাস হইব। [৫] সে তাহাদিগকে কহিল, তিন দিনের পর আমার নিকটে ফিরিয়া আইস; তাহাতে লোকেরা প্রস্থান করিল।

[৬] পরে রহবিয়াম্ রাজা আপন পিতা শলোমনের জীবনকালে যে বৃদ্ধগণ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিল,

আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? [৭] তখন তাহারা তাহাকে কহিল, যদি তুমি ঐ লোকদের প্রণয়ী হইয়া উহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, ও প্রিয় বাক্যদ্বারা উহাদিগকে উত্তর দেও, তবে উহারা সর্ব্বদা তোমার দাস হইবে। [৮] কিন্তু সে ঐ বৃদ্ধগণের দত্ত মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া আপন সম্মুখে দণ্ডায়মান আপনার বয়স্য যুবদের সহিত মন্ত্রণা করিল। [৯] সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ লোকেরা কহিতেছে, তোমার পিতা আমাদের উপরে যে যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ লঘু কর; এখন আমরা উহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? [১০] তাহাতে তাহার বয়স্য যুবগণ উত্তর করিল, তোমার পিতা আমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তুমি তাহা কিঞ্চিৎ লঘু কর, এই কথা যে লোকেরা তোমাকে কহিতেছে, তাহাদিগকে বল, আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার কটিহইতেও স্থূল। [১১] অতএব [শুন], আমার পিতা তোমাদের উপরে ভারি যোঁয়ালি চাপাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা আরো ভারী করিব; আমার পিতা কশাদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিকদ্বারা দিব।

[১২] পরে তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে ফিরিয়া আইস, রাজার উক্ত এই কথানুসারে যারবিয়াম্ প্রভৃতি সমস্ত লোক তৃতীয় দিবসে রহবিয়ামের নিকটে উপস্থিত হইল। [১৩] তাহাতে রাজা তাহাদিগকে কঠিন উত্তর দিল, ফলতঃ রহবিয়াম রাজা বৃদ্ধগণের মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া [১৪] ঐ যুবদের মন্ত্রণানুযায়ি কথা কহিয়া তাহাদিগকে বলিল, আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারী করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা আরো ভারী করিব; আমার পিতা কশাদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বৃশ্চিকদ্বারা দিব। [১৫] এই রূপে রাজা লোকদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না, কেননা শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ সদাপ্রভু নবাটের পুত্র যারবিয়ামকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করণার্থে সদাপ্রভুহইতে এই ঘটনা হইল।

[১৬] অতএব সমস্ত ইস্রায়েল্ দেখিল, রাজা আমাদের নিবেদনে মনোযোগ করিল না। তখন লোকেরা রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমাদের কি অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই। হে ইস্রায়েল্, প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুতে যাও; হে দায়ূদ্, এখন তুমি আপনার কুল দেখ। অতএব সমস্ত ইস্রায়েল্ আপন ২ তাম্বুতে গেল। [১৭] তথাপি ইস্রায়েলের যে সন্তানগণ যিহূদার সকল নগরে বাস করিত, রহবিয়াম্ তাহাদের উপরে রাজা থাকিল। [১৮] পরে রহবিয়াম রাজা লোকদের নিকটে অবৈতনিক কার্য্যের অধ্যক্ষ অদোরামকে পাঠাইল; কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহাকে প্রস্তর মারিল, তাহাতে সে মরিল, এবং রহবিয়াম্ রাজা শীঘ্র যিরূশালেমে পলাইতে রথারোহণ করিল। [১৯] এই রূপে ইস্রায়েল অদ্য পর্য্যন্ত দায়ূদের কুলের অধীনতা ত্যাগ করিল।

১১ অধ্যায়।

[১] যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর রহবিয়াম্ যিহূদার ও বিন্যামীনের কুল অর্থাৎ এক লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধাকে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করণার্থে একত্র করিল; ফলতঃ রহবিয়ামের বশে রাজ্য ফিরিয়া আনিবার [সঙ্কল্প হইল]। [২] কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [৩] যথা, তুমি যিহূদার রাজা শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে এবং যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশ নিবাসি সমস্ত ইস্রায়েলকে বল; [৪] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাত্রা করিও না, ও আপন ভ্রাতৃলোকদের সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা আমার অনুমতিতেই এই ঘটনা হইল। অতএব তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া যারবিয়ামের বিরুদ্ধে গমনহইতে ফিরিয়া গেল।

[৫] পরে রহবিয়াম্ যিরূশালেমে বাস করিয়া যিহূদা দেশস্থ নানা নগর দৃঢ় করিল। [৬] ফলতঃ বৈৎলেহম্ ও ঐটম্ ও তকোয়, [৭] ও বৈৎসূর্ ও সোখো ও অদুল্লম, [৮] ও গাৎ ও মারেশা ও সীফ্, [৯] ও অদোরয়িম্ ও লাখীশ্ ও অসেকা, [১০] ও সরিয় ও অয়ালোন্ ও হিব্রোণ, এই যে সকল নগর যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশে ছিল, তাহা সে দৃঢ় করিয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগর [করিল]। [১১] এবং সমস্ত দুর্গ দৃঢ় করিয়া তাহার মধ্যে সেনাপতিগণকে রাখিল, এবং খাদ্য দ্রব্য ও তৈল ও দ্রাক্ষারসের ভাণ্ডার করিল। [১২] এবং প্রত্যেক নগরে ঢাল ও বড়শা রাখিল, ও নগর সকল অতি দৃঢ় করিল। আর যিহূদা ও বিন্যামীন্ তাহার পক্ষীয় ছিল।

[১৩] আর সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে যে ২ যাজক ও লেবীয় লোক ছিল, তাহারা আপন ২ সমস্ত অঞ্চলহইতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। [১৪] ফলতঃ লেবীয়েরা আপন ২ [নগরের] পরিসরভূমি ও আপন ২ অধিকার ত্যাগ করিয়া যিহূদাতে ও যিরূশালেমে আইল, কেননা যারবিয়াম ও তাহার পুত্রগণ সদাপ্রভুর যাজন কর্ম্ম করিতে না দিয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়াছিল। [১৫] আর সে উচ্চস্থলী সকলের ও লোমশ জন্তুগণের ও আপনার নির্ম্মিত গোবৎসদ্বয়ের জন্যে আপনি যাজকদিকে নিযুক্ত করিয়াছিল। [১৬] এবং ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে যে সকল লোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণে নিবিষ্টমনা ছিল, তাহারা লেবীয়দের পশ্চাদ্গামী হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিতে যিরূশালেমে আইল। [১৭] এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিহূদার রাজ্য দৃঢ় ও শলোমনের পুত্র রহবিয়ামকে বলবান

করিল; কেননা তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা দায়ূদের ও শলোমনের পথে চলিত।

[১৮] আর রহবিয়াম্ দায়ূদের পুত্র যিরেমোতের কন্যা মহলৎকে বিবাহ করিল; [ইহার মাতা] অবীহয়িল্ যিশয়ের পৌত্রী ইলীয়াবের কন্যা ছিল। [১৯] সেই স্ত্রী তাহার জন্যে কএক পুত্রকে অর্থাৎ যিয়ূশ্ ও শমরিয় ও সহম্‌কে প্রসব করিল। [২০] তাহার পরে সে অবশালোমের কন্যা মাখাকে বিবাহ করিল; এই স্ত্রী তাহার জন্যে অবিয় ও অত্তয় ও সীষ ও শলোমীৎকে প্রসব করিল। [২১] রহবিয়াম্ আপনার সকল পত্নী ও উপপত্নীর মধ্যে অবশালোমের কন্যা মাখাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিত; বস্তুতঃ তাহার আঠারো পত্নী ও ষাইট উপপত্নী ছিল, এবং সে আটাইশ পুত্রের ও ষাইট কন্যার জন্ম দিল। [২২] পরে রহবিয়াম্ মাখার গর্ভজাত অবিয়কে প্রধান এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে অধ্যক্ষ করিল, কারণ তাহাকেই রাজা করিতে তাহার মনস্থ ছিল। [২৩] এবং সে বুদ্ধি পূর্ব্বক আচরণ করিয়া যিহূদা ও বিন্যামীন্ দেশের সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত প্রতি নগরে আপন পুত্রগণকে নিযুক্ত করিল, ও তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী দিল, এবং অনেক কন্যা চেষ্টা করিল।

১২ অধ্যায়।

[১] পরে রহবিয়াম্ রাজ্য দৃঢ় করিয়া শক্তিমান হইলে সে ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিল। [২] অনন্তর রহবিয়ামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে মিসরের রাজা শীশক্ যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, কারণ লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছিল। [৩] ঐ রাজা বারো শত রথ ও ষষ্টি সহস্র অশ্বারূঢ় লইয়া [উপস্থিত হইল]; এবং মিসরহইতে তাহার সঙ্গে আগত লূবীয় ও সুক্কীয় ও কূশীয় [প্রভৃতি] লোকেরা গণনাতীত ছিল। [৪] এবং সে যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল হস্তগত করিয়া যিরূশালেম পর্য্যন্ত আইল।

[৫] তখন শময়িয় ভাববাদী রহবিয়ামের নিকটে এবং শীশকের ভয়ে যিরূশালেমে একত্রীভূত যিহূদার অধ্যক্ষগণের নিকটে আসিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমাকে ত্যাগ করিলা, এই জন্যে আমিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শীশকের হস্তগত করিলাম। [৬] তাহাতে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ ও রাজা নম্র হইয়া কহিল, সদাপ্রভু ন্যায়পরায়ন। [৭] তখন তাহারা নম্র হইয়াছে, ইহা সদাপ্রভু দেখিলেন; তজ্জন্য শময়িয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, তাহারা নম্র হইল, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না, অল্পকালের মধ্যে তাহাদিগকে উদ্ধার পাইতে দিব; শীশকের হস্তদ্বারা যিরূশালেমের উপরে আমার ক্রোধ ঢালা যাইবে না। [৮] কিন্তু আমার দাস হওয়া কি, এবং অন্যদেশীয় সকল রাজ্যের দাস হওয়া কি, ইহা যেন তাহারা বুঝে, তজ্জন্য তাহারা উহার দাস হইবে।

[৯] অপর মিসরের রাজা শীশক্ যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে সঞ্চিত ধন ও রাজবাটীতে সঞ্চিত ধন লইয়া গেল; সে সমস্তই লইয়া গেল, বিশেষতঃ শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকল লইয়া গেল। [১০] পরে রহবিয়াম রাজা তৎপরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল নির্ম্মাণ করাইয়া রাজবাটীর দ্বারপাল দ্রুতগামি সৈন্যের যে অধ্যক্ষগণ, তাহাদের কাছে সমর্পণ করিল। [১১] তাহাতে সদাপ্রভুর গৃহে রাজার প্রবেশ করণ সময়ে ঐ দ্রুতগামি সৈন্যগণ আসিয়া সেই সকল ঢাল বাঁধিত; পরে দ্রুতগামি সৈন্যের শালাতে ফিরিয়া লইয়া যাইত। [১২] রহবিয়াম্ নম্র হওয়াতে সদাপ্রভুর ক্রোধ সর্ব্বনাশজনক না হইয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত হইল; আর যিহূদার মধ্যেও কাহারো ২ সদ্ভাব ছিল।

[১৩] অপর রহবিয়াম্ রাজা যিরূশালেমে আপনাকে বলবান করিয়া রাজত্ব করিল। ফলতঃ রহবিয়াম্ একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে যে নগর মনোনীত করিয়াছিলেন, সেই যিরূশালেম্ নগরে সে সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা। [১৪] কিন্তু সে সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আপন অন্তঃকরণ সুস্থির না করাতে কদাচরণ করিল। [১৫] রহবিয়ামের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শময়িয় ভাববাদির ও ইদ্দো দর্শকের বংশাবলি নামক পুস্তকে কি লিখিত নাই? রহবিয়ামের ও যারবিয়ামের মধ্যে নিত্য যুদ্ধ ছিল। [১৬] পরে রহবিয়াম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইয়া দায়ূদ্-নগরে কবর প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র অবিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৩ অধ্যায়।

[১] যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদার উপরে রাজা হইল। [২] সে তিন বৎসর যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম গিবিয়া নিবাসি ঊরীয়েলের কন্যা মীখায়া। অবিয়ের ও যারবিয়ামের মধ্যে যুদ্ধ চলিত। [৩] অবিয় চারি লক্ষ মনোনীত যুদ্ধবীরের সহিত যুদ্ধসজ্জা করিল, এবং যারবিয়াম্ আট লক্ষ মনোনীত বীর্য্যবান লোকের সহিত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিল।

[৪] অপর অবিয় ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ সমারয়িম গিরির উপরে দাঁড়াইয়া কহিল, হে যারবিয়াম্, তুমি ও সমস্ত ইস্রায়েল্ আমার কথা শুন। [৫] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজ্যপদ অনন্তকালের জন্যে দায়ূদকে দিয়াছেন; তাঁহার পক্ষে ও তাঁহার সন্তানদের পক্ষে তিনি লবণদ্বারা স্থিরীকৃত এক

নিয়ম করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া কি তোমাদের উচিত নয়? [৬] তথাপি দায়ূদের পুত্র শলোমনের দাস যে নবাটের পুত্র যারবিয়াম্, সে উঠিয়া আপন প্রভুর বিদ্রোহী হইলে [৭] পাপাধমের সন্তান অসারচিত্ত লোকেরা তাহার পক্ষে একত্র হইয়া শলোমনের পুত্র রহবিয়ামের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে বীর্য্যবান্ করিল। তৎকালে রহবিয়াম যুবা ও অপরিপক্কবুদ্ধি ছিল, তাহাদের সম্মুখে আপনাকে বলবান দেখাইল না। [৮] আর এখন তোমরাও দায়ূদের সন্তানগণের হস্তগত যে সদাপ্রভুর রাজ্য, তাহার প্রতিকূলে আপনাদিগকে বলবান করিবার মানস করিতেছ; তোমরা বৃহৎ লোকারণ্য, এবং দেবতাস্বরূপে তোমাদের জন্যে যারবিয়ামের নির্ম্মিত দুই স্বর্ণময় গোবৎস তোমাদের সঙ্গে আছে। [৯] তোমরা কি সদাপ্রভুর যাজকগণকে অর্থাৎ হারোণের সন্তানগণকে ও লেবীয় লোকদিগকে দূর কর নাই? এবং অন্যদেশীয় জাতিদের ন্যায় আপনাদের জন্যে কি যাজকগণকে নিযুক্ত কর নাই? একটী গোবৎস ও সাতটী মেষ সঙ্গে লইয়া যে কেহ হস্তপূরণার্থে উপস্থিত হয়, সে ঐ অনীশ্বরদের যাজক হইতে পারে। [১০] কিন্তু আমরা [তদ্রূপ নহি]; সদাপ্রভুই আমাদের ঈশ্বর; আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই; এবং সদাপ্রভুর পরিচর্য্যাকারি যাজকগণ অর্থাৎ হারোণের সন্তানগণ এবং আপন ২ কার্য্যে নিযুক্ত লেবীয়েরা আমাদের আছে। [১১] এবং তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হোমবলি দগ্ধ করে ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, এবং শুচি মেজের উপরে দর্শনীয় রুটী রাখে, এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে জ্বালিবার জন্যে দীপসমূহের সহিত স্বর্ণময় দীপবৃক্ষ প্রস্তুত করে; বস্তুতঃ আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করি; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছ। [১২] আর দেখ, আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন, তিনি অগ্রগামী; এবং তাঁহার যাজকগণ ও তোমাদের বিরুদ্ধে ঘোর নাদ করিতে উদ্যত শব্দকারি [তাহাদের] তূরীও আছে। হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না, করিলে কৃতার্থ হইবা না।

[১৩] পরে যারবিয়াম পশ্চাদ্দিগে তাহাদের আক্রমণার্থে গোপনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিল; তাহাতে তাহার লোকেরা যিহূদার সম্মুখে, ও সেই গুপ্ত দল পশ্চাৎ ছিল। [১৪] পরে যিহূদার লোকেরা মুখ ফিরাইয়া যখন আপনাদের অগ্র পশ্চাৎ যুদ্ধ দেখিল, তখন তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, এবং যাজকেরা তূরী বাজাইল। [১৫] পরে যিহূদার লোকেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল; তাহাতে যিহূদার লোকদের সিংহনাদ কালে ঈশ্বর অবিয়ের ও যিহূদার সম্মুখে যারবিয়ামকে ও সমস্ত ইস্রায়েল্‌কে আঘাত করিলেন। [১৬] তাহাতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ যিহূদার অগ্রে পলায়ন করিল, এবং ঈশ্বর উহাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। [১৭] আর অবিয় ও তাহার লোকেরা উহাদের মধ্যে মহাসংহার করিল; ফলতঃ ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল। [১৮] অতএব সেই সময়ে ইস্রায়েলের সন্তানগণ অবনত ও যিহূদার সন্তানগণ বলবান হইল, কেননা তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিল। [১৯] পরে অবিয় যারবিয়ামের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া তাহার কতিপয় নগর, অর্থাৎ বৈথেল্ ও তাহার উপনগর, এবং যিশানা ও তাহার উপনগর, এবং ইফ্রোন্ ও তাহার উপনগর হস্তগত করিল। [২০] এবং অবিয়ের বর্ত্তমান কালে যারবিয়াম্ আর বলবান হইল না; পরে সদাপ্রভু তাহাকে আঘাত করিলে সে মরিল।

[২১] পরন্তু অবিয় আপনাকে বলবান করিল, এবং চৌদ্দ স্ত্রীকে বিবাহ করিল, এবং বাইশ্ পুত্র ও ষোল কন্যার জন্ম দিল। [২২] অবিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও কথা ইদ্দো ভাববাদির গ্রন্থে লিখিত আছে।

১৪ অধ্যায়।

[১] পরে অবিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা দায়ূদ্-নগরে তাহাকে কবর দিল। পরে তাহার পুত্র আসা তাহার পদে রাজা হইল; ইহার অধিকার সময়ে দেশ দশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টক থাকিল। [২] আসা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও ন্যায্য তাহা করিত। [৩] সে বিজাতীয় [দেবগণের] যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থলী সকল উঠাইয়া ফেলিল, ও স্তম্ভ সকল খণ্ড ২ করিল, ও আশেরার মূর্ত্তি সকল ছেদন করিল। [৪] এবং যিহূদার লোকদিগকে তাহাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ এবং [তাঁহার] ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করিতে আদেশ করিল। [৫] এবং সে যিহূদার সমস্ত নগরের মধ্যহইতে উচ্চস্থলী ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল উঠাইয়া ফেলিল, তাহাতে তাহার সাক্ষাতে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল।

[৬] অনন্তর সে যিহূদা দেশে প্রাচীরবেষ্টিত কতক নগর নির্ম্মাণ করিল, কেননা সদাপ্রভু তাহাকে শান্তি দেওয়াতে দেশ নিষ্কণ্টক ছিল, এবং তখন কএক বৎসর পর্য্যন্ত কেহ তাহার সহিত যুদ্ধ করিল না; [৭] অতএব সে যিহূদাকে কহিল, আইস, আমরা এই সকল নগর দৃঢ় করি, ও ইহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ও দুর্গ ও দ্বার ও অর্গল নির্ম্মাণ করি; দেশ তো অদ্যাপি আমাদের সম্মুখে আছে; কেননা আমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিয়াছি, অন্বেষণ করাতে তিনি চতুর্দ্দিগে আমাদিগকে শান্তি দিলেন। অপর তাহারা [সেই সকল নগর] দৃঢ় করিয়া কৃতকার্য্য হইল। [৮] পরন্তু আসার ঢাল ও বড়শাধারি অনেক সৈন্য ছিল, অর্থাৎ যিহূদার

তিন লক্ষ ও বিন্যামীনের ঢাল ও ধনুর্দ্ধারি দুই লক্ষ আশী সহস্র, এ সকল বিক্রমশালি লোক ছিল।

[৯] পরে কূশদেশীয় সেরহ দশ লক্ষ সৈন্য ও তিন শত রথ সঙ্গে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মারেশা পর্য্যন্ত আইল। [১০] তাহাতে আসা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে উহারা মারেশার নিকটস্থ সফাথা উপত্যকাতে ব্যূহ রচনা করিল। [১১] তখন আসা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করত কহিল, হে সদাপ্রভো, সাহায্য করিতে গেলে তোমার কাছে বলবানের ও বলহীনের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই; হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমাদের সাহায্য কর; কেননা আমরা তোমার উপরে নির্ভর করিয়া তোমারই নামে ঐ লোকারণ্যের প্রতিকূলে আইলাম; তুমি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তোমার কাছে মর্ত্য প্রবল না হউক। [১২] অনন্তর সদাপ্রভু আসার ও যিহূদার সম্মুখে কূশীয়দিগকে আঘাত করিলে কূশীয়েরা পলায়ন করিল। [১৩] এবং আসা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা গরার্ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইল, তাহাতে কূশীয়দের নিপাত হইল, বাঁচিবার উপায়মাত্র ছিল না; কারণ সদাপ্রভুর ও তাঁহার সৈন্যের সম্মুখে তাহারা ভগ্ন হইল; এবং লোকেরা অতি প্রচুর লুট দ্রব্য তুলিয়া লইল। [১৪] এবং গরারের চতুর্দ্দিক্স্থ সমস্ত নগরকে আঘাত করিল, কেননা তাহারা সদাপ্রভুহইতে ভয়গ্রস্ত হইয়াছিল; আরও তাহারা সেই সকল নগর লুট করিল, কেননা তন্মধ্যে অনেক লুটের দ্রব্য ছিল। [১৫] আর তাহারা পশুচারকদের তাম্বু সকলও আত্মসাৎ করিল, এবং বিস্তর মেষ ও উষ্ট্র লইয়া যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিল।

১৫ অধ্যায়।

[১] পরে ঈশ্বরের আত্মা ওদেদের পুত্র অসরিয়েতে অধিষ্ঠান করিলেন, [২] তাহাতে সে আসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে যাইয়া তাহাকে কহিল, হে আসা, ও হে যিহূদার ও বিন্যামীনের লোক সকল, তোমরা আমার বাক্য শুন; তোমরা যাবৎ সদাপ্রভুর সঙ্গে থাক, তাবৎ তিনিও তোমাদের সঙ্গে থাকেন; আর যদি তোমরা তাঁহার অন্বেষণ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিবেন; কিন্তু যদি তাঁহাকে ত্যাগ কর, তবে তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। [৩] পূর্ব্বে ইস্রায়েল্ বহুকাল সত্যময় ঈশ্বরহীন ও শিক্ষক যাজকহীন ও শাস্ত্রহীন ছিল; [৪] কিন্তু সঙ্কটের সময়ে যখন তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিত, তখন তিনি তাহাদিগকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিতেন। [৫] ঐ সময়ে যে জন বাহিরে যাইত ও যে জন ভিতরে আসিত, উভয়ের কিছুই শান্তি হইত না; কেননা দেশনিবাসি সকলে অতিশয় ত্রাসাপন্ন ছিল। [৬] এক বংশ অন্য বংশকে ও এক নগর অন্য নগরকে আঘাত করিত; কেননা ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটদ্বারা তাহাদিগকে ত্রাসযুক্ত করিতেন। [৭] কিন্তু এখন তোমরা সাহস কর, তোমাদের হস্ত শিথিল না হউক, কেননা তোমাদের কার্য্য ফলযুক্ত।

[৮] তখন আসা এই সকল বাক্য, অর্থাৎ ওদেদ্ ভাববাদির ভাববাণী শুনিয়া সাহস পাইয়া যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত দেশহইতে এবং ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে যে ২ নগর হস্তগত করিয়াছিল, তাহাহইতে বিভীষিকা সকল দূর করিল, এবং সদাপ্রভুর বারাণ্ডার সম্মুখস্থ সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি সারাইল। [৯] পরে সে সমস্ত যিহূদা ও বিন্যামীনকে এবং তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি ইফ্রয়িম্ ও মিনশি ও শিমিয়োন্হইতে আগত লোকদিগকে একত্র করিল; কেননা তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সঙ্গে আছেন, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েল্হইতে অনেক ২ লোক আসিয়া তাহার পক্ষ হইয়াছিল। [১০] অতএব আসার অধিকারের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে লোকেরা যিরূশালেমে একত্র হইল। [১১] এবং সেই সময়ে তাহারা আনীত লুট দ্রব্যহইতে সাত শত গোরু ও সাত সহস্র মেষ সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল। [১২] এবং আপন ২ সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত মনের সহিত আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে নিয়ম করিল। [১৩] এবং ক্ষুদ্র কি মহান্ ও পুরুষ কি স্ত্রী, যে কেহ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে, [ইহা স্থির করিল]। [১৪] তাহারা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি পূর্ব্বক তূরী ও শৃঙ্গ বাজাইয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে শপথ করিল। [১৫] এই শপথে সমস্ত যিহূদা আনন্দ করিল, কেননা তাহারা আপনাদের সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত শপথ করিল; এবং সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য পূর্ব্বক তাহার অন্বেষণ করাতে তিনি তাহাদিগকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিলেন; অপর সদাপ্রভু চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন।

[১৬] আর আসা রাজার মাতামহী মাখা আশেরার উদ্দেশে এক ভীষণ প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, এই জন্যে আসা তাহাকে মহিষীপদচ্যুতা করিল, এবং তাহার ঐ বিভীষিকা উৎপাটন করিয়া চূর্ণ করিল, ও কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে তাহা দগ্ধ করিল। [১৭] কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যহইতে উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না; তথাপি আসার অন্তঃকরণ যাবজ্জীবন সরল ছিল।

[১৮] আর সে আপন পিতার পবিত্রীকৃত ও আপনার পবিত্রীকৃত রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল ঈশ্বরের গৃহে আনিল। [১৯] পরে আসার অধিকারের পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল না।

১৬ অধ্যায়।

[১] আসার অধিকারের ছত্রিশ বৎসরে ইস্রায়েলের

রাজা বাশা যিহূদার প্রতিকূলে যাত্রা করিল, এবং যিহূদার রাজা আসার পক্ষে কোন কাহাকে গমনাগমন করিতে না দিবার আশয়ে রামৎ নগর দৃঢ় করিতে লাগিল। ২ তাহাতে আসা সদাপ্রভুর গৃহের ও রাজবাটীর ভাণ্ডারহইতে রূপা ও স্বর্ণ বাহির করিয়া দম্মেশক্ নিবাসি অরামীয় বিন্‌হদদ্ রাজার নিকটে পাঠাইয়া এই কথা কহিল, ৩ আমাতে ও আপনকাতে এবং আমার পিতাতে ও আপনকার পিতাতে নিয়ম আছে; দেখুন, আমি আপনকার নিকটে স্বর্ণ ও রূপ্য পাঠাইলাম। চলুন, ইস্রায়েলের বাশা রাজার সহিত আপনকার যে নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গ করুন; তাহা হইলে সে আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবে। ৪ তাহাতে বিন্‌হদদ্ আসা রাজার বাক্যে মনোযোগ করিয়া ইস্রায়েলের নানা নগরের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলে তাহারা ইয়োন্ ও দান্ ও আবেল্-ময়িম্ ও নপ্তালির সমস্ত কোষনগর পরাজয় করিল। ৫ তখন বাশা এই সংবাদ পাইয়া রামৎ দৃঢ় করণহইতে নিবৃত্ত ও আপন কার্য্যহইতে ক্ষান্ত হইল। ৬ পরে আসা রাজা সমস্ত যিহূদাকে সঙ্গে লইল, অনন্তর তাহারা রামতে বাশার গ্রথিত প্রস্তর ও কাষ্ঠ সকল লইয়া গেল, পরে [আসা] তাহাদ্বারা গেবা ও মিস্পা নগর দৃঢ় করিল।

৭ ঐ সময়ে হনানি দর্শক যিহূদার আসা রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর না করিয়া অরামের রাজার উপরে নির্ভর করিলা, এই কারণ অরামের রাজার সৈন্য তোমার হস্তহইতে এড়াইল। ৮ কূশীয় ও লূবীয় লোকদের মহাসৈন্য এবং রথ ও অশ্বারূঢ়দের বাহুল্য কি ছিল না? তথাপি তুমি সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করাতে তিনি তাহাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৯ কেননা সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ সরল, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান্ দেখাইবার জন্যে তাঁহার দৃষ্টি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। ইহাতে তুমি অজ্ঞানের কার্য্য করিলা, কেননা ইহার পরে পুনঃ২ তোমার প্রতি যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ১০ তখন আসা ঐ দর্শকের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে আসেধগৃহে রাখিল, কেননা ঐ কথাতে সে তাহার উপরে কোপান্বিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে আসা প্রজাদের মধ্যেও কএক লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল।

১১ আসার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। ১২ আসার অধিকারের ঊনচল্লিশ বৎসরে তাহার পাদরোগ হইয়া অত্যন্ত ব্যথাজনক হইল, তথাপি রোগের সময়েও সে সদাপ্রভুর অন্বেষণ না করিয়া বৈদ্যগণেরই অন্বেষণ করিল।

১৩ পরে আসা আপন অধিকারের একচল্লিশ বৎসরে আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ১৪ অপর সে দায়ূদ্-নগরে আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকেরা তাহাকে কবর দিল, ও গন্ধবণিকের ক্রিয়াতে প্রস্তুত নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যে পরিপূর্ণ শয্যাতে তাহাকে শয়ন করাইল, ও তাহার জন্যে অতিশয় বড় দাহ করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে তাহার পুত্র যিহোশাফট্ তাহার পদে রাজা হইয়া ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আপনাকে বলবান করিল। ২ সে যিহূদার সকল প্রাচীরবেষ্টিত নগরে সৈন্য রাখিল, এবং যিহূদাদেশে, ও তাহার পিতা আসা ইফ্রয়িমের যে২ নগর হস্তগত করিয়াছিল, তাহাতেও সৈন্যদল স্থাপন করিল। ৩ এবং সদাপ্রভু যিহোশাফটের সঙ্গে থাকিলেন, কারণ সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের আদিকালীন পথে চলিত, বাল দেবদের অন্বেষণ করিত না; ৪ কিন্তু আপন পৈতৃক ঈশ্বরের অন্বেষণ করিত, ও তাঁহার সকল আজ্ঞানুসারে চলিত; ইস্রায়েলের কর্ম্মানুযায়ি কর্ম্ম করিত না। ৫ আর সদাপ্রভু তাহার হস্তে রাজ্য দৃঢ় করিলেন; তাহাতে সমস্ত যিহূদা যিহোশাফটের কাছে উপঢৌকন আনিল, এবং তাহার ধন ও প্রতাপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ৬ এবং সদাপ্রভুর পথে তাহার অন্তঃকরণ উন্নত হইল, এবং সে যিহূদার মধ্যহইতে উচ্চস্থলী ও আশেরার মূর্ত্তি সকল দূর করিল।

৭ পরে সে আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে যিহূদার সকল নগরে উপদেশ দিবার জন্যে আপনার কএক জন প্রধান লোক, অর্থাৎ বিন্‌হয়িল ও ওবদিয় ও সখরিয় ও নথনেল ও মীখায়কে প্রেরণ করিল। ৮ এবং তাহাদের সহিত শময়িয় ও নথনিয় ও সবদিয় ও অসাহেল্ ও শমীরামোৎ ও যিহোনাথন্ ও অদোনিয় ও টোবিয় ও টোবদোনীয় এই সকল লেবীয় লোককে, এবং তাহাদের সহিত ইলীশামা ও যিহোরাম্ যাজকদিগকে পাঠাইল। ৯ তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তক সঙ্গে লইয়া যিহূদা দেশে উপদেশ দিতে লাগিল; তাহারা যিহূদার সকল নগরে যাইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিল।

১০ তাহাতে যিহূদার চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের সকল রাজ্যে সদাপ্রভুহইতে এমত ভয় উপস্থিত হইল, যে তাহারা যিহোশাফটের সহিত যুদ্ধ করিল না। ১১ এবং পলেষ্টীয়দের হইতেও লোকে যিহোশাফটের নিকটে করের জন্যে উপঢৌকন ও রূপা আনিল, এবং আরবীয়েরা তাহার নিকটে পশুপাল অর্থাৎ সাত সহস্র সাত শত মেষ ও সাত সহস্র সাত শত ছাগল আনিল।

১২ এই রূপে যিহোশাফট্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অতি উন্নত হইল, এবং যিহূদা দেশে অনেক দুর্গ ও কোষনগর নির্ম্মাণ করিল। ১৩ এবং যিহূদার সমস্ত নগরের মধ্যে তাহার যথেষ্ট সম্পদ

ছিল, এবং তাহার বিক্রমশালি যোদ্ধারা যিরূশালেমে থাকিত। [১৪] তাহাদের পিতৃকুলানুসারে তাহাদের সংখ্যা এই, যিহূদার সহস্রপতিগণের মধ্যে অদ্ন প্রধান ছিল, ও তাহার সহিত তিন লক্ষ বিক্রমশালি লোক ছিল। [১৫] তাহার সহায় যিহোহানন্ নামক সেনাপতি, তাহার সহিত দুই লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। [১৬] তাহার সহায় সিখ্রির পুত্র অমসিয়; সেই ব্যক্তি আপনাকে স্বেচ্ছাতে সদাপ্রভুর প্রতি সমর্পণ করিয়াছিল; তাহার সহিত দুই লক্ষ বিক্রমশালি লোক ছিল। [১৭] আর বিন্যামীনের মধ্যে বিক্রমশালি ইলিয়াদা, তাহার সহিত দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর ও চর্ম্মধর ছিল। [১৮] তাহার সহায় যিহোষাবদ্; তাহার সহিত যুদ্ধার্থে সসজ্জ এক লক্ষ আশী সহস্র লোক ছিল। [১৯] ইহারা রাজার পরিচর্য্যা করিত। ইহাদের ব্যতিরেকে রাজা যিহূদার সর্ব্বত্র প্রাচীরবেষ্টিত নগরে [সেনাপতিদিগকে] রাখিত।

১৮ অধ্যায়।

[১] যিহোশাফট্ অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান ও প্রতাপান্বিত হইলে পর আহাবের সহিত কুটুম্বতা করিল।

[২] কএক বৎসর পরে সে শমরিয়াতে আহাবের নিকটে নামিয়া গেল; তাহাতে আহাব্ তাহার নিমিত্তে ও তাহার সঙ্গি লোকদের নিমিত্তে অনেক মেষ ও বলদ মারিল, ও রামোৎ-গিলিয়দে যাইতে তাহাকে প্ররোচনা করিল। [৩] ফলতঃ ইস্রায়েলের আহাব্ রাজা যিহূদার যিহোশাফট্ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রামোৎ-গিলিয়দে আমার সহিত যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি ও তুমি এবং আমার লোক ও তোমার লোক, সকলই এক, সুতরাং আমরা যুদ্ধে তোমার সহায়। [৪] পরে যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি বিনয় করি, অদ্য সদাপ্রভুর বাক্য জিজ্ঞাসা কর। [৫] তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা ভাববাদিগণকে, অর্থাৎ চারি শত জনকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কি রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব? কিম্বা আমি ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাত্রা করুন, ঈশ্বর তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [৬] পরে যিহোশাফট্ কহিল, আমরা যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সদাপ্রভুর এমত কোন ভাববাদী কি এ স্থানে আর নাই? [৭] তখন ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটকে কহিল, আমরা যাহাদ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত আর এক জন আছে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি, কেননা আমার উদ্দেশে সে যাবজ্জীবন মঙ্গল বিনা কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে; যিম্লের পুত্র মীখায় তাহার নাম। তাহাতে যিহোশাফট্ কহিল, মহারাজ এমত কথা কহিবেন না। [৮] তখন ইস্রায়েলের রাজা [আপনার] এক গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র এখানে আন। [৯] ইতিমধ্যে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা আপন ২ রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া শমরিয়ার দ্বারপ্রবেশস্থানের কুট্টিমে আপন ২ সিংহাসনে বসিয়াছিল, এবং তাহাদের সম্মুখে ভাববাদী সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল। [১০] বিশেষতঃ কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল নির্ম্মাণ করিয়া কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহাদ্বারা আপনি অরামকে সংহার করণ পর্য্যন্ত গুঁতাইবেন। [১১] এবং ভাববাদিরা সকলে তদ্রূপ ভাবোক্তি প্রচার করিল, যথা, আপনি রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করুন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, এবং সদাপ্রভু তাহা মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। [১২] পরন্তু যে দূত মীখায়কে ডাকিতে গেল, সে তাহাকে কহিল, দেখ, ভাববাদিগণের বাক্য সকল একস্বরে রাজার পক্ষে মঙ্গলসূচক; অতএব আমি বিনয় করি, তোমার বাক্য উহাদের কোন জনের বাক্যের সমানার্থক হউক, তুমিও মঙ্গলসূচক কথা বল। [১৩] তাহাতে মীখায় কহিল, আমি জীবৎ সদাপ্রভুর নামে সত্য কহিতেছি, আমার ঈশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই বলিব। [১৪] পরে সে রাজার নিকটে আইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মীখায়, আমরা কি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধযাত্রা করিব? কিম্বা আমি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সে কহিল, আপনারা যাত্রা করুন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন; তথাকার লোকেরা আপনকাদের হস্তে সমর্পিত হইবে। [১৫] পরে রাজা তাহাকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাকে সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিবা না, আমি কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব? [১৬] তখন সে কহিল, আমি সমস্ত ইস্রায়েলকে অরক্ষক মেষপালের ন্যায় পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন দেখিলাম, এবং সদাপ্রভু কহিলেন, উহাদের স্বামী নাই; উহারা প্রত্যেকে কুশলে আপন ২ বাটীতে ফিরিয়া যাইবে। [১৭] পরে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশে মঙ্গল বিনা কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে, ইহা আমি কি অগ্রে তোমাকে কহি নাই? [১৮] পরে [মীখায়] কহিল, ভাল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; আমি সদাপ্রভুর দর্শন পাইলাম; তিনি আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং দক্ষিণে ও বামে তাঁহার নিকটে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী দণ্ডায়মান ছিল। [১৯] অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, ইস্রায়েলের আহাব্ রাজা যেন যাত্রা করিয়া রামোৎ-গিলিয়দে পতিত হয়, এই জন্যে কে তাহাকে মুগ্ধ করিবে? তাহাতে কেহ এক প্রকারে, আর কেহ অন্য প্রকারে কহিল। [২০] শেষে আত্মা সম্মুখে আসিয়া সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে মুগ্ধ করিব। সদাপ্রভু কহিলেন, কিসে? [২১] সে কহিল, আমি যাইয়া তাহার যাবতীয় ভাববাদির মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা

হইব। তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে মুগ্ধ করিবা, এবং কৃতকার্য্যও হইবা; যাও, সেই রূপ কর। ২২ অতএব দেখ, সদাপ্রভু তোমার এই সমস্ত ভাববাদির মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা দিলেন; কিন্তু সদাপ্রভু তোমার উদ্দেশে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।

২৩ তখন কনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে আসিয়া মীখায়ের গালে চড় মারিয়া কহিল, সদাপ্রভুর আত্মা তোকে কহিবার জন্যে আমার নিকটহইতে কোন্ দিগে অগ্রসর হইয়াছিল? ২৪ মীখায় কহিল, দেখ, যে দিনে তুমি লুকাইবার জন্যে অন্তর্গৃহের অন্তর্গৃহে যাইবা, সেই দিনে তাহা জানিবা। ২৫ পরে ইস্রায়েলের রাজা আজ্ঞা করিল, মীখায়কে ধরিয়া পুনরায় নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র যোয়াশের নিকটে লইয়া যাও। ২৬ এবং বল, রাজা এই কথা কহেন, ইহাকে কারাগারে বদ্ধ কর, এবং যাবৎ আমি কুশলে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ ইহাকে আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও কষ্টযুক্ত জল দেও। ২৭ তাহাতে মীখায় কহিল, যদি তুমি কুশলে ফিরিয়া আইস, তবে সদাপ্রভু আমার প্রমুখাৎ কহেন নাই। সে আরো কহিল, হে জাতিগণ, সকলে শ্রবণ কর।

২৮ অনন্তর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিল। ২৯ অপর ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, আমি অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করি, তুমি আপন রাজবস্ত্র পরিধান কর। পরে ইস্রায়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিলে তাহারা যুদ্ধে প্রবেশ করিল। ৩০ কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ সেনাপতিগণকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল, তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র কি মহান্ আর কাহারো সহিত যুদ্ধ করিও না। ৩১ অতএব রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফটকে দেখিয়া, উনি অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, বলিয়া যুদ্ধ করিতে তাহাকে বেষ্টন করিতে লাগিল; তাহাতে যিহোশাফট্ চীৎকার করিলে সদাপ্রভু তাহার সাহায্য করিলেন, এবং ঈশ্বর তাহার নিকটহইতে যাইতে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিলেন। ৩২ ফলতঃ সে ইস্রায়েলের রাজা নহে, ইহা রথাধ্যক্ষগণ জানিয়া তাহার পশ্চাদ্গমনহইতে নিবৃত্ত হইল।

৩৩ কিন্তু এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুর্গুণ টানিয়া ইস্রায়েলের রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে সে আপন সারথিকে কহিল, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যহইতে আমাকে লইয়া যাও, কেননা আমি আঘাতী হইলাম। ৩৪ ঐ দিবসে তুমুল যুদ্ধ হইল; তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা অরামীয়দের সম্মুখে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রথে আপনাকে দণ্ডায়মান রাখিল, কিন্তু সূর্য্যাস্তসময়ে মরিল।

১৯ অধ্যায়।

১ পরে যিহূদার যিহোশাফট্ রাজা কুশলে যিরূশালেমে আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ২ হনানির পুত্র যেহূ দর্শক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া যিহোশাফট্ রাজাকে কহিল, দুর্জনের সাহায্য করা এবং সদাপ্রভুর বৈরিদের প্রণয়ী হওয়া কি তোমার উপযুক্ত? ইহাতে সদাপ্রভুহইতে তোমার উপরে ক্রোধ বর্ত্তিল। ৩ যাহা হউক, কোন ২ বিষয়ে তোমার সদ্ভাব পাওয়া গিয়াছে; ফলতঃ তুমি দেশহইতে আশেরার মূর্ত্তি সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছ, ও ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছ।

৪ অনন্তর যিহোশাফট্ যিরূশালেমে বসতি করিল; পরে আর বার বেরশেবা অবধি ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত লোকদের মধ্যে যাতায়াত করত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে তাহদিগকে ফিরাইয়া আনিল। ৫ এবং দেশের মধ্যে অর্থাৎ যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের মধ্যে এক ২ নগরে বিচারকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করিল। ৬ এবং বিচারকর্ত্তাদিগকে কহিল, তোমরা যাহা করিবা, তাহাতে সাবধান হও; কেননা তোমরা মনুষ্যদের জন্যে নহে, কিন্তু সদাপ্রভুর জন্যে বিচার করিবা, এবং বিচারনিষ্পত্তিতে তিনি তোমাদের সহকারী। ৭ অতএব সদাপ্রভুহইতে ভীতি তোমাদিগেতে অধিষ্ঠিত হউক; তোমরা সাবধান হইয়া কর্ম্ম কর, কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মতিতে অন্যায় কি মুখাপেক্ষা কি উৎকোচগ্রহণ হয় না।

৮ পরন্তু যিহোশাফট্ যিরূশালেমেও সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য বিচারার্থে এবং বিবাদভঞ্জনার্থে লেবীয়দের ও যাজকদের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কএক লোককে নিযুক্ত করিল। ফলতঃ [সঙ্গিদের সহিত] যিরূশালেমে ফিরিয়া আইলে পর ৯ সে তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা এই রূপে, অর্থাৎ সদাপ্রভুর ভীতিতে বিশ্বস্ত ভাবে একাগ্র মনের সহিত কর্ম্ম কর। ১০ রক্তপাতের বিষয়ে এবং ব্যবস্থার ও আজ্ঞার ও বিধির ও শাসনের বিষয়ে যে কোন বিচার আপন ২ নগরে বাসকারি তোমাদের ভ্রাতাদের দ্বারা তোমাদের নিকটে উপনীত হয়, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেও, পাছে তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে দোষী হইলে তোমাদের উপরে ও তোমাদের ভ্রাতাদের উপরে ক্রোধ বর্ত্তে; অতএব ঐ প্রকারে কর্ম্ম কর, তাহা হইলে দোষী হইবা না। ১১ আর দেখ, সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য যাবতীয় বিচারে প্রধান যাজক অমরিয়, এবং রাজার উদ্দেশ্য যাবতীয় বিচারে ইশ্মায়েলের পুত্র সবদিয় নামে যিহূদা কুলের অধ্যক্ষ তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছে; এবং শাসনকর্ত্তা লেবীয়েরাও তোমাদের সম্মুখে আছে, তোমরা সাহস করিয়া কর্ম্ম কর, এবং সদাপ্রভু সুজনের সঙ্গী হউন।

২০ অধ্যায়।

১ পরে মোয়াবের সন্তানগণ ও অম্মোনের সন্তানগণ

এবং তাহাদের সহিত কএক মায়োনীয় লোক যিহোশাফটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আইল। [২] তাহাতে লোকেরা আসিয়া যিহোশাফটকে এই সংবাদ দিল, হ্রদের ওপারস্থ অরামহইতে বৃহৎ লোকারণ্য আপনকার বিরুদ্ধে আসিতেছে; দেখুন্, তাহারা হৎসসোন্-তামরে অর্থাৎ ঐন্গদীতে আছে। [৩] তাহাতে যিহোশাফট্ ভীত হইয়া সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং যিহূদার সর্ব্বত্র উপবাস ঘোষণা করাইল। [৪] এবং যিহূদার লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে [উপকার] ভিক্ষা করিতে একত্র হইল; যিহূদার সমস্ত নগরহইতেও লোকেরা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আইল।

[৫] পরে যিহোশাফট্ সদাপ্রভুর গৃহে নূতন প্রাঙ্গণের সম্মুখে যিহূদার ও যিরূশালেমের সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিল, [৬] হে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমিই কি স্বর্গস্থ ঈশ্বর নহ? তুমি তো পরজাতীয়দের যাবতীয় রাজ্যের কর্ত্তা; এবং শক্তি ও পরাক্রম তোমারই হস্তগত, ও তোমার বিপক্ষে দাঁড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই। [৭] হে আমাদের ঈশ্বর, তুমিই কি আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের সম্মুখহইতে এতদ্দেশনিবাসিদিগকে অধিকারচ্যুত কর নাই? এবং আপন মিত্র অব্রাহামের বংশকে অনন্ত কালের জন্যে কি এই দেশ দেও নাই? [৮] আর তাহারা এই দেশে বসতি করিয়াছে, এবং তন্মধ্যে তোমার নামের জন্যে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিয়া কহিয়াছে, [৯] খড়্গ কিম্বা বিচারসিদ্ধ দণ্ড কিম্বা মহামারী কিম্বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি অমঙ্গল যখন আমাদের প্রতি ঘটিবে, তখন আমরা এই গৃহের সম্মুখে, বরং তোমারই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব—কেননা এই গৃহে তোমার নাম আছে,—এবং আমাদের সঙ্কট প্রযুক্ত তোমার কাছে ক্রন্দন করিব, তাহাতে তুমি তাহা শুনিয়া সাহায্য করিবা। [১০] অতএব এখন দেখ, অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ ও সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসিরা [কি করিতেছে]? তুমি ইস্রায়েলকে মিসরদেশহইতে আগমনকালে উহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দেও নাই, কিন্তু [ইস্রায়েল] উহাদের নিকটহইতে পথান্তরে গিয়াছিল, উহাদিগকে বিনষ্ট করে নাই। [১১] আর এখন দেখ, উহারা আমাদের অপকার করিতেছে, ফলতঃ তুমি যাহার স্বত্ব আমাদিগকে দিয়াছ, তোমার সেই অধিকারহইতে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে আসিতেছে। [১২] হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি কি উহাদের প্রতি বিচারসিদ্ধ কর্ম্ম করিবা না? আমাদের প্রতিকূলে ঐ যে বৃহৎ লোকারণ্য আসিতেছে, উহাদের কাছে আমাদের তো নিজ কোন সামর্থ্য নাই; এবং কি করি, তাহা আমরা জানি না; কেবল তোমার মুখ চাহিয়া আছি।

[১৩] এই রূপে শিশু ও স্ত্রী ও সন্তানশুদ্ধ সমস্ত যিহূদা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলে [১৪] সমাজের মধ্যে [উপস্থিত] যহসীয়েল্ নামে এক লেবীয় লোককে সদাপ্রভুর আত্মা আবেশ করিলেন। সে আসফ্বংশজাত মত্তনিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র যিয়ূয়েলের প্রপৌত্র বনায়ের পৌত্র সখরিয়ের পুত্র। [১৫] তখন সে কহিল, হে যিহূদীয় ও যিরূশালেম্ নিবাসি লোক সকল, ও হে মহারাজ যিহোশাফট্, তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগ কর; সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা ঐ বৃহৎ লোকারণ্যহইতে ভীত কি নিরাশ হইও না, কেননা এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের। [১৬] তোমরা কল্য উহাদের বিরুদ্ধে নামিয়া যাও; দেখ, তাহারা সীস্ ঘাট দিয়া আগমন করিতেছে; তোমরা যিরূয়েল্ প্রান্তরের সম্মুখে স্রোতোমার্গের অন্তভাগে তাহাদিগকে পাইবা। [১৭] এ বার তোমাদিগকেই যুদ্ধ করিতে হইবে না; তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবা; তাহাতে তোমাদের সহায় সদাপ্রভু যে নিস্তার করিবেন, তাহা দেখিবা; হে যিহূদীয় ও যিরূশালেম নিবাসি লোক সকল, ভীত কি নিরাশ হইও না; কল্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর; তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন। [১৮] তখন যিহোশাফট্ ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণাম করিল, এবং যিহূদীয় ও যিরূশালেম্ নিবাসি লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডবৎ হইল। [১৯] পরে কহাৎবংশজাত ও কোরহ বংশজাত লেবীয়েরা অতি উচ্চৈঃস্বরে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

[২০] পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া তকোয় প্রান্তরের দিগে যাত্রা করিল, এবং যাত্রাকালে যিহোশাফট্ দাঁড়াইয়া কহিল, হে যিহূদীয় ও যিরূশালেম্ নিবাসি লোকেরা, আমার বাক্য শুন; তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে স্থির বিশ্বাস কর, তাহাতে স্থিরীকৃত হইবা; ও তাঁহার ভাববাদিগণেতে প্রত্যয় কর, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবা। [২১] অনন্তর সে লোকদের সহিত পরামর্শ করিয়া গমন কালে সৈন্যশ্রেণীর অগ্রে ২ সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত ও পবিত্র শোভাতে প্রশংসা করিতে, এবং সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তাঁহার দয়া নিত্যস্থায়ী, এই কথা কহিতে [গায়কদিগকে] নিযুক্ত করিল।

[২২] পরে তাহারা আনন্দগান ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে সদাপ্রভু যিহূদার প্রতিকূলে আগত যে অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ ও সেয়ীর পর্ব্বতীয় লোকেরা, তাহাদের বিরুদ্ধে নিভৃত স্থানহইতে আক্রমণকারিদিগকে উৎপন্ন করিলেন; তাহাতে তাহারা পরাজিত হইল। [২৩] পরে অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ বর্জ্জন ও বিনাশ করিতে সেয়ীর পর্ব্বতনিবাসি লোকদের বিরুদ্ধে উঠিল; এবং সেয়ীর্নিবাসিদের সংহার করণানন্তর পরস্পর আপনাদিগের বিনাশ করণে সাহায্য করিল। [২৪] ইতিমধ্যে যিহূদার লোকেরা প্রান্তরের

দিগে অবলোকনকারি [প্রহরিগণের] স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল; তথায় সেই লোকারণ্যের দিগে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ভূমিতে পতিত অনেক ২ শব আছে, কেহ জীবিত নাই। ২৫ তখন যিহোশাফট্ ও তাহার লোকেরা তাহাদের লুট গ্রহণ করিতে গিয়া শবের সহিত প্রচুর সম্পত্তি ও মনোহর রত্ন পাইল। এবং আপনাদের জন্যে এত ধন সঙ্গ্রহ করিল, যে সমস্ত লইয়া যাইতে পারিল না; সেই লুটিত বস্তুর বাহুল্য প্রযুক্ত তাহা আত্মসাৎ করিতে তাহাদের তিন দিন লাগিল।

২৬ অনন্তর চতুর্থ দিবসে তাহারা বরাখা তলভূমিতে সমাজ করিল; ফলতঃ সেই স্থানে তাহারা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, এই কারণ অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থান বরাখা [ধন্যবাদ] তলভূমি নামে বিখ্যাত আছে। ২৭ পরে যিহূদার ও যিরুশালেমের সমস্ত লোক এবং তাহাদের অগ্রে ২ গমনকারি যিহোশাফট্ আনন্দপূর্ব্বক যিরুশালেমে প্রত্যাগমনার্থে ফিরিয়া গেল, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের [শত্রুদের প্রতীকারদ্বারা] তাহাদিগকে আনন্দিত করিলেন। ২৮ এবং তাহারা নেবল ও বীণা ও তূরী বাজাইতে ২ যিরুশালেমে প্রবেশ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে [গেল]। ২৯ অপর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, এই জনরব অন্যদেশীয় সকল রাজ্যে শ্রুত হইলে ঈশ্বরজনিত ভয় তাহাদের উপরে পড়িল। ৩০ এই রূপে যিহোশাফটের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল, এবং তাহার ঈশ্বর চতুর্দ্দিগে তাহাকে শান্তি দিলেন।

৩১ যিহোশাফট্ যিহূদার উপরে রাজত্ব করিল; সে পয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর যিরুশালেমে রাজত্ব করিল। তাহার মাতার নাম শিল্হির কন্যা অসূবা। ৩২ আর সে আপন পিতা আসার পথে চলিয়া তাহাহইতে নিবৃত্ত হইত না, কিন্তু সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই করিত। ৩৩ তথাপি উচ্চস্থলী সকল দূরীকৃত হইল না, এবং লোকেরা তখনও আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি আপন ২ অন্তঃকরণ একাগ্র করিল না। ৩৪ যিহোশাফটের অবশিষ্ট বৃত্তান্তের আদ্যন্ত কথা ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকান্তর্গত হনানির পুত্র যেহূর পুস্তকে লিখিত আছে।

৩৫ পরে যিহূদার যিহোশাফট রাজা ইস্রায়েলের অহসিয় নামক দুরাচারি রাজার সহিত যোগ করিল, ৩৬ ফলতঃ তর্শীশে যাইবার জন্যে জাহাজ নির্ম্মাণার্থে তাহার সহিত যোগ করিল, এবং তাহারা ইৎসিয়োন্-গেবরে কএক জাহাজ নির্ম্মাণ করাইল। ৩৭ তখন মারেশা নিবাসি দোদাবার পুত্র ইলীয়েষর্ যিহোশাফটের বিরুদ্ধে এই ভাবোক্তি প্রচার করিল, তুমি অহসিয়ের সহিত যোগ করিয়াছ, এই জন্যে সদাপ্রভু তোমার কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ঐ সকল জাহাজ ভগ্ন হইল, তর্শীশে যাইতে পারিল না।

২১ অধ্যায়।

১ পরে যিহোশাফট্ আপন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত নিদ্রাগত হইল, এবং দায়ূদ্-নগরে আপন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কবর প্রাপ্ত হইল; পরে তাহার পুত্র যোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল। ২ যিহোশাফটের ঔরসজাত তাহার কএক ভ্রাতা ছিল, অর্থাৎ অসরিয় ও যিহীয়েল্ ও সখরিয় ও অসরিয়াহু ও মীখায়েল্ ও শফটিয়, ইহারা সকলে ইস্রায়েলের রাজা যিহোশাফটের পুত্র ছিল। ৩ এবং তাহাদের পিতা তাহাদিগের প্রত্যেককে মহাসম্পত্তি, অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও বহুমূল্য দ্রব্য ও যিহূদা দেশস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নগর দান করিয়াছিল, কিন্তু যোরাম্ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে রাজ্য দিয়াছিল। ৪ অতএব যোরাম্ আপন পিতার রাজ্যে আরূঢ় হইল; অনন্তর সে দুঃসাহস করিয়া আপনার ভ্রাতা সকলকে ও ইস্রায়েলের কতক অধ্যক্ষকে খড়্গদ্বারা বধ করিল।

৫ যোরাম্ বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে আট বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৬ সে আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে আহাবের কুল যেমন করিত, সেও তেমনি ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিত, এবং সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। ৭ তথাপি দায়ূদের সহিত আপনার কৃত নিয়ম প্রযুক্ত, এবং তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে নিত্য এক প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা তিনি করিয়াছিলেন, তদনুসারে সদাপ্রভু দায়ূদের কুল বিনষ্ট করিতে অসম্মত ছিলেন।

৮ অপর তাহার অধিকার সময়ে ইদোমীয় লোকেরা যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনাদের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিল। ৯ অতএব যোরাম আপন সেনাপতিগণকে ও সমস্ত রথ সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিল, এবং রাত্রিকালে উঠিয়া আপনার বেষ্টনকারি ইদোমীয়দিগকে ও রথাধ্যক্ষদিগকে বিনষ্ট করিল। ১০ তথাপি ইদোমীয় লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে; এবং ঐ সময়ে লিব্নাও তাহার অধীনতা ত্যাগ করিল, কেননা সে আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। ১১ অধিকন্তু সে যিহূদার অনেক পর্ব্বতে উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিল, এবং যিরুশালেম নিবাসিদিগকে ব্যভিচার করাইল, ও যিহূদাকে বিপথগামী করিল।

১২ পরে তাহার কাছে এলিয় ভাববাদির নিকটহইতে এক পত্র আইল; তাহার ভাব এই, যথা, তোমার পিতা দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন পিতা যিহোশাফটের পথে ও যিহূদার আসা রাজার পথে গমন না করিয়া ১৩ ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিতেছ,

এবং আহাবের কুলের ব্যভিচারানুসারে যিহূদাকে ও যিরূশালেম নিবাসিদিগকে ব্যভিচার করাইতেছ, অধিকন্তু তোমাহইতে উত্তম ছিল যে তোমার পিতৃকুলভুক্ত ভ্রাতৃগণ, তাহাদিগকে বধ করিয়াছ; [১৪] এই কারণ দেখ, সদাপ্রভু তোমার প্রজাদিগকে ও সন্তানদিগকে ও ভার্য্যাদিগকে ও সমস্ত সম্পত্তিকে ভারি বিপদদ্বারা আঘাত করিবেন। [১৫] এবং তুমি অন্ত্রপীড়াতে অতিশয় রোগগ্রস্ত হইবা, আর সেই রোগেতে তোমার অন্ত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত নিত্য ২ বাহির হইয়া পড়িবে।

[১৬] পরে সদাপ্রভু যোরামের বিরুদ্ধে পলেষ্টীয়দের মন ও কূশীয়দের নিকটস্থ আরবীয়দের মন উত্তেজনা করিলে [১৭] তাহারা যিহূদা দেশে আসিয়া [যিরূশালেমের] প্রাচীর ভাঙ্গিয়া রাজার বাটীতে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি ও তাহার পুত্রগণকে ও ভার্য্যাদিগকে লইয়া গেল; কনিষ্ঠ পুত্র যিহোয়াহস ব্যতীত তাহার এক পুত্রও অবশিষ্ট থাকিল না।

[১৮] এই সকল ঘটনার পরে সদাপ্রভু তাহাকে অন্ত্রের অপ্রতিকার্য্য রোগেতে আঘাত করিলেন। [১৯] তাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুই বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহার অন্ত্র সকল সেই রোগেতে বার ২ বাহির হইয়া পড়িত, পরে সে আত্যন্তিক যাতনাতে মরিল, এবং প্রজারা তাহার জন্যে তাহার পূর্ব্বপুরুষদের রীত্যনুযায়ি দাহ করিল না। [২০] সে বত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল; তাহার প্রয়াণে ক্ষতি বোধ হইল না; এবং লোকেরা যদ্যপি দায়ূদ্-নগরে তাহাকে কবর দিল, তথাপি রাজাদের কবরস্থানে দিল না।

২২ অধ্যায়।

[১] পরে যিরূশালেম নিবাসিরা তাহার কনিষ্ঠ পুত্র অহসিয়কে তাহার পদে রাজা করিল, কারণ শিবিরযুক্ত আরবীয়দের সহিত যে লুটকারি দল আসিয়াছিল, তাহারা তাহার বড় পুত্র সকলকে বধ করিয়াছিল, অতএব যোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব পাইয়া যিহূদার রাজা [হইল]। [২] অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম অম্রির পৌত্রী অথলিয়া। [৩] এবং তাহার মাতা তাহাকে দুরাচার করিতে মন্ত্রণা দেওয়াতে সেও আহাবের কুলের পথে চলিত; [৪] ও আহাবের কুলের ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; কেননা পিতার মৃত্যুর পরে তাহারাই তাহার বিনাশজনক মন্ত্রী হইল।

[৫] আর তাহাদেরই মন্ত্রণা মানিয়া সে ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার পুত্র যিহোরামের সহায় হইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে রামোৎ-গিলিয়দে গেল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা যিহোরামকে ক্ষতবিক্ষত করিল। [৬] পরে অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে যিহোরাম্ রামোতে যে সকল অস্ত্রাঘাত পাইয়াছিল, তাহাহইতে আরোগ্য পাইবার জন্যে যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া গেল; পরে আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যোরাম্ রাজার পুত্র যিহূদার অহসিয় রাজা তাহাকে দেখিতে যিষ্রিয়েলে নামিয়া গেল। [৭] কিন্তু যিহোরামের নিকটে আগমনদ্বারা ঈশ্বরহইতে অহসিয়ের নিপাত হইল: কেননা সে যখন আগমন করিল, তখন আহাবের কুল উচ্ছিন্ন করণার্থে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত যে নিম্শির পুত্র যেহূ, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঐ যিহোরামের সহিত সেও নির্গমন করিল। [৮] পরে যেহূ যে সময়ে আহাবের কুলকে দণ্ড দিতেছিল, সেই সময়ে যিহূদার অধ্যক্ষগণকে ও অহসিয়ের পরিচর্য্যাকারি তাহার ভ্রাতৃপুত্রগণকে পাইয়া বধ করিল। [৯] পরে সে অহসিয়ের অন্বেষণ করিলে লোকেরা শমরিয়াতে লুক্কায়িত অহসিয়কে ধরিয়া যেহূর নিকটে আনিয়া বধ করিল, তথাপি তাহার কবর দিল, যেহেতুক তাহারা কহিল, যে যিহোশাফট্ আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিত, ঐ তাহার সন্তান। পরে রাজত্ব গ্রহণার্থে সামর্থ্য দেখাইতে অহসিয়ের কুলের মধ্যে কেহ ছিল না।

[১০] পরন্তু অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন আপন পুত্রকে মৃত দেখিল, তখন সে উঠিয়া যিহূদার কুলের যাবতীয় রাজবংশ সংহার করিল। [১১] কিন্তু রাজার কন্যা যিহোশেবা অহসিয়ের পুত্র যোয়াশকে লইয়া অর্থাৎ হত রাজকুমারদের মধ্যহইতে চুরি করিয়া ধাত্রীর সহিত খট্টাগারে রাখিল; পরে যিহোয়াদা যাজকের ভার্য্যা ঐ যে যিহোশেবা যোরাম্ রাজার কন্যা এবং অহসিয়ের ভগিনী ছিল, সে অথলিয়াহইতে তাহাকে লুকাইল, তাহাতে সে তাহাকে বধ করিতে পারিল না। [১২] পরে যোয়াশ তাহাদের সহিত ঈশ্বরের গৃহে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত লুক্কায়িত রহিল; তখন অথলিয়া দেশের উপরে রাজত্ব করিতেছিল।

২৩ অধ্যায়।

[১] পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা আপনাকে বলবান্ করিয়া শতপতিদিগকে অর্থাৎ যিরোহমের পুত্র অসরিয়কে ও যিহোহাননের পুত্র ইশ্মায়েল্কে ও ওবেদের পুত্র অসরিয়কে এবং অদায়ার পুত্র মাসেয়কে ও সিখ্রির পুত্র ইলীশাফট্কে গ্রহণ করিয়া নিয়মদ্বারা আপনার সহায় করিল। [২] অনন্তর তাহারা যিহূদাদেশে ভ্রমণ করিয়া যিহূদার সমস্ত নগরহইতে লেবীয়দিগকে ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদিগকে একত্র করিলে তাহারাও যিরূশালেমে আইল। [৩] পরে সমস্ত সমাজ ঈশ্বরের গৃহে রাজার সহিত নিয়ম করিল, এবং যিহোয়াদা তাহাদিগকে কহিল, দেখ, দায়ূদের সন্তানগণের বিষয়ে সদাপ্রভু যে কথা কহিয়াছেন, তদনুসারে

রাজার পুত্রই রাজত্ব পাইবে। [৪] তোমরা এই কর্ম্ম কর, তোমাদের অর্থাৎ যাজকদের ও লেবীয়দের যে তৃতীয়াংশ বিশ্রামবারে প্রবেশ করিবে, তাহারা দ্বারপাল হইবে। [৫] অন্য তৃতীয়াংশ রাজবাটীতে থাকিবে, এবং অন্য তৃতীয়াংশ যিষোদ নামক দ্বারে থাকিবে, এবং সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহের নানা প্রাঙ্গণে থাকিবে। [৬] এবং যাজকগণ ও পরিচর্য্যাকারি লেবীয় লোক ব্যতিরেকে আর কাহাকেও সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিতে দিও না; উহারা পবিত্র, এই জন্যে প্রবেশ করিবে; কিন্তু অন্য সমস্ত লোক সদাপ্রভুর রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। [৭] এবং লেবীয়েরা প্রত্যেক জন হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজাকে বেষ্টন করিবে, আর যে কেহ গৃহে প্রবেশ করিবে, সে হত হইবে; এবং রাজা যখন ভিতরে আইসে কিম্বা বাহিরে যায়, তখন তোমরা তাহার সঙ্গে থাকিবা। [৮] পরে যিহোয়াদা যাজক যাহা ২ আজ্ঞা করিল, লেবীয়েরা ও সমস্ত যিহূদা তদনুসারে সকলই করিল; ফলতঃ তাহারা প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে প্রবেশকারি কিম্বা বিশ্রামবারে নির্গমনকারি আপন ২ লোকদিগকে লইল, কেননা যিহোয়াদা যাজক পালা সকল ছাড়াইল না। [৯] এবং দায়ূদ্ রাজার যে ২ বড়শা ও ঢাল ও চর্ম্ম ঈশ্বরের গৃহে ছিল, যিহোয়াদা যাজক তাহা শতপতিদিগকে দিল। [১০] এবং অস্ত্রধারি লোক সকলকে গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বহইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও গৃহের মধ্যস্থানে রাজার চতুর্দ্দিগে রাখিল। [১১] পরে তাহারা রাজপুত্রকে বাহিরে আনিয়া তাহার মস্তকে মুকুট দিল, ও সাক্ষ্যপুস্তক সমর্পণ করিয়া তাহাকে রাজা করিল, এবং যিহোয়াদা ও তাহার পুত্রগণ তাহাকে অভিষেক করিল; পরে তাহারা কহিল, রাজা চিরজীবী হউন।

[১২] অপর লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া রাজার প্রশংসা করিলে অথলিয়া সেই কোলাহল শুনিয়া সদাপ্রভুর গৃহে লোকদের নিকটে আইল। [১৩] এবং দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, প্রবেশস্থানে রাজা আপন মঞ্চের উপরে দণ্ডায়মান আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে আছে, এবং দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী বাজাইতেছে, এবং গায়কেরা সঙ্গীতের যন্ত্র লইয়া প্রশংসার গান করিতেছে; ইহাতে অথলিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, চক্রান্ত ২। [১৪] কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যে অধিকৃত শতপতিদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিল, উহাকে বাহির করিয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরে লইয়া যাও, এবং যে ব্যক্তি উহার পশ্চাৎ যাইবে, সে খড়্গদ্বারা নিহত হউক; কেননা যাজক কহিয়াছিল, সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে তাহাকে বধ করিও না। [১৫] পরে লোকেরা তাহার জন্যে দুই শ্রেণী হইয়া পথ ছাড়িলে সে রাজবাটীর অশ্বদ্বারের প্রবেশস্থানে গেল; সেই স্থানে তাহারা তাহাকে বধ করিল।

[১৬] ইতিমধ্যে লোকেরা সদাপ্রভুর প্রজা হইবে, যিহোয়াদা আপনার ও প্রজাদের এবং রাজার মধ্যে এই ভাবের নিয়ম করিল। [১৭] পরে সমস্ত লোক বালের গৃহে গিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা সকল খণ্ড ২ করিল, এবং বেদি সকলের সম্মুখে বালের যাজক মত্তন্‌কে বধ করিল। [১৮] এবং দায়ূদের বিধানমতে আনন্দ ও গানের সহিত মোশির ব্যবস্থার লিখনানুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে দায়ূদ্ যে লেবীয় ও যাজকদিগকে বিভাগ পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে যিহোয়াদা সদাপ্রভুর গৃহের তত্ত্বাবধারণের ভার দিল। [১৯] এবং কোন প্রকার অশুচি লোক যেন প্রবেশ না করে, এই জন্যে সে সদাপ্রভুর গৃহের সকল দ্বারে দ্বারপালদিগকে নিযুক্ত করিল। [২০] পরে সে শতপতিদিগকে ও পরাক্রান্ত লোকদিগকে ও শাসনকর্ত্তাদিগকে ও দেশের সমস্ত লোককে সঙ্গে করিয়া রাজাকে সদাপ্রভুর গৃহহইতে অবরোহণ করাইল; পরে তাহারা রাজবাটীর উচ্চতর দ্বারস্থ [চত্বরের] মধ্যস্থানে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসনে রাজাকে উপবেশন করাইল। [২১] তখন দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল, এবং নগর নিষ্কণ্টক হইল; এবং অথলিয়াকে তাহারা খড়্গদ্বারা বধ করিল।

২৪ অধ্যায়।

[১] যোয়াশ্ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম বেরশেবানগরীয়া সিবিয়া। [২] যোয়াশ্ যিহোয়াদা যাজকের যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত। [৩] এবং যিহোয়াদা তাহার সহিত দুই কন্যার বিবাহ দিল, তাহাতে সে কএক পুত্র কন্যার জন্ম দিল।

[৪] তৎপরে সদাপ্রভুর গৃহ সারাইতে যোয়াশের মনস্থ হইল। [৫] তাহাতে সে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে একত্র করিয়া কহিল, তোমরা যিহূদার সকল নগরে গমন কর, এবং বৎসর ২ আপন ঈশ্বরের গৃহ দৃঢ় করিবার জন্যে সমস্ত ইস্রায়েলের নিকটহইতে রূপা সংগ্রহ কর; এই কর্ম্ম শীঘ্র কর। কিন্তু লেবীয়েরা তাহা শীঘ্র করিল না। [৬] পরে রাজা প্রধান [যাজক] যিহোয়াদাকে আহ্বান করিয়া কহিল, সাক্ষ্যরূপ তাম্বুর জন্যে ঈশ্বরের দাস মোশি ও ইস্রায়েলের মণ্ডলীদ্বারা যে কর নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যিহূদা ও যিরূশালেম্‌হইতে আনিতে তুমি লেবীয়দিগকে কেন চেতনা দেও নাই? [৭] কেননা সেই দুষ্টা স্ত্রী অথলিয়া [ও] তাহার পুত্রগণ ঈশ্বরের গৃহ ভগ্ন করিয়াছে, এবং সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত পবিত্র বস্তু সকল লইয়া বাল দেবদের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে। [৮] পরে রাজা আজ্ঞা করিলে তাহারা এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের দ্বারসমীপে বাহিরে স্থাপন করিল। [৯] এবং

ঈশ্বরের দাস মোশি সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে করের দান প্রান্তরে ইস্রায়েলের মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিল, তাহা আনিবার আজ্ঞা যিহূদা ও যিরূশালেমের [সর্ব্বত্র] ঘোষণা করিল। [১০] তাহাতে সমস্ত অধ্যক্ষ ও সমস্ত প্রজা আনন্দ পূর্ব্বক তাহা আনিল, এবং পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত ঐ সিন্দুকে তাহা রাখিল। [১১] এবং লেবীয়দের হস্তদ্বারা সেই সিন্দুক রাজার নিযুক্ত লোকদের কাছে আনীত হওন সময়ে তাহার মধ্যে অনেক রূপ্য দেখা গেলে, রাজলেখক এবং প্রধান যাজকের নিযুক্ত এক লোক আসিয়া সিন্দুকটী শূন্য করিত, পরে পুনর্ব্বার তুলিয়া স্বস্থানে রাখিত; দিন ২ এই রূপ করাতে তাহারা অনেক রূপ্য সঞ্চয় করিল। [১২] পরে রাজা ও যিহোয়াদা সদাপ্রভুর গৃহ সম্বন্ধীয় কর্ম্মের সম্পাদক লোকদিগকে তাহা দিল; তাহারা তাহা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহ সারিবার জন্যে গাঁথক ও ছুতারদিগকে বেতন দিত; এবং সদাপ্রভুর গৃহ দৃঢ় করণার্থে লৌহ ও পিত্তলের কর্ম্মকারদিগকেও [রূপা দেওয়া গেল]। [১৩] তাহাতে কর্ম্মের সম্পাদক লোকেরা কর্ম্ম করিলে তাহাদের হস্তে রচনার জীর্ণোদ্ধার সিদ্ধ হইল; এই রূপে তাহারা ঈশ্বরের গৃহ সারিয়া পূর্ব্বের মত দৃঢ় করিল। [১৪] কর্ম্ম সমাপনানন্তর তাহারা অবশিষ্ট রূপ্য রাজার ও যিহোয়াদার সাক্ষাতে আনিলে তদ্দ্বারা সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে নানা পাত্র অর্থাৎ পরিচর্য্যাতে ও হোমবলিদানে প্রয়োজনীয় পাত্র এবং চমস ইত্যাদি স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র নির্ম্মিত হইল; এবং তাহারা যিহোয়াদার যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর গৃহে নিত্য হোম করিত।

[১৫] পরে যিহোয়াদা বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া মরিল; মরণ সময়ে তাহার এক শত ত্রিশ বৎসর বয়স ছিল। [১৬] সে ইস্রায়েলের মধ্যে এবং ঈশ্বরের বিষয়ে ও তাঁহার মন্দিরের বিষয়ে মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিয়াছিল, এই জন্যে লোকেরা দায়ূদ্-নগরে রাজগণের সহিত তাহাকে কবর দিল।

[১৭] যিহোয়াদার মরণের পর যিহূদার অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাজার কাছে প্রণিপাত করিল; তখন রাজা তাহাদেরই বাক্যে অবধান করিতে লাগিল। [১৮] পরে তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ ত্যাগ করিয়া আশেরার মূর্ত্তি প্রভৃতি নানা প্রতিমার পূজা করিতে লাগিল; তাহাদের এই দোষ প্রযুক্ত যিহূদার ও যিরূশালেমের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। [১৯] তথাপি সদাপ্রভুর প্রতি তাহাদিগকে ফিরিয়া আনিবার জন্যে তাহাদের নিকটে তাঁহার প্রেরিত ভাববাদিরা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিত; কিন্তু লোকেরা মনোযোগ করিত না। [২০] পরে ঈশ্বরের আত্মা যিহোয়াদা যাজকের পুত্র সখরিয়কে আবেশ করাতে সে লোকদের উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা কেন সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ? ইহাতে ভাগ্যবান হইবা না। তোমরা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছ, অতএব তিনিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিলেন। [২১] তাহাতে লোকেরা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া রাজার আজ্ঞাতে সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিল। [২২] তাহার পিতা যিহোয়াদা রাজার প্রতি যে দয়া করিয়াছিল, তাহা স্মরণ না করিয়া যোয়াশ্ রাজা তাহার পুত্রকে বধ করিল; তাহাতে সে মরণকালে এই কথা কহিল, সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার শোধ লইবেন।

[২৩] পরে সম্বৎসর গত হইলে অরামের এক সৈন্যদল তাহার বিরুদ্ধে আইল, তাহারা যিহূদাতে ও যিরূশালেমে আসিয়া লোকদের মধ্যে জনাধ্যক্ষ সকলকে নষ্ট করিল, ও তাহাদের সমস্ত দ্রব্য লুট করিয়া দম্মেশকের রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল। [২৪] যদ্যপি অরামের অল্প লোক বিশিষ্ট সৈন্যদল আইল, তথাপি সদাপ্রভু তাহাদের হস্তে অতি বৃহৎ সৈন্যসামন্তকে সমর্পণ করিলেন, কারণ লোকেরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। আর অরামীয়েরা যোয়াশকে দণ্ড দিল। [২৫] তাহারা তাহাকে অতিশয় ক্ষতবিক্ষত করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলে পর, যিহোয়াদা যাজকের পুত্রদের রক্তপাত প্রযুক্ত তাহার দাসেরা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাহার খট্টার উপরে তাহাকে বধ করিল, এবং সে মরিলে পর দায়ূদ্-নগরে তাহাকে কবর দিল বটে, কিন্তু রাজগণের কবরে দিল না। [২৬] অম্মোনীয়া শিমিয়তের পুত্র সাবদ্ ও মোয়াবীয়া শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ্, এই দুই জন তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল।

[২৭] আর তাহার পুত্রদের কথা, ও তাহাহইতে ভারি করের আদায়, ও ঈশ্বরের গৃহ সারাইবার বিবরণ, এই সকল রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে; পরে তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ অধ্যায়।

[১] অমৎসিয় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যিরূশালেম্ নিবাসিনী যিহোয়দ্দন্। [২] এবং সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত বটে, কিন্তু সরল অন্তঃকরণে করিত না।

[৩] পরে রাজ্য তাহার অধিকারে স্থির হইলে তাহার যে দাসেরা তাহার পিতা রাজাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সে বধ করিল। [৪] কিন্তু তাহাদের সন্তানগণকে বধ করিল না, কেননা ব্যবস্থাগ্রন্থে অর্থাৎ মোশির পুস্তকে সদাপ্রভুর এই আজ্ঞা লিখিত আছে, সন্তানের পরিবর্ত্তে পিতার, কিম্বা পিতার পরিবর্ত্তে সন্তানের প্রাণ যাইবে না; প্রতি জন আপন ২ পাপ প্রযুক্ত মরিবে।

[৫] পরে অমৎসিয় যিহূদাকে একত্র করিয়া, সমস্ত যিহূদা ও সমস্ত বিন্যামীন্ সম্বন্ধীয় পিতৃকুলানুসারে সহস্রপতি ও শতপতিগণের অধীনে লোকদিগকে দাঁড় করাইল, এবং বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লোকদিগকে গণনা করিয়া দেখিল, তাহারা বড়শা ও ঢাল ধরিতে সক্ষম ও যুদ্ধোপযুক্ত তিন লক্ষ মনোনীত লোক। [৬] পরন্তু সে এক শত মণ রূপা বেতন দিয়া ইস্রায়েল্হইতে এক লক্ষ বিক্রমশালি লোক লইল। [৭] কিন্তু ঈশ্বরের এক লোক তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে মহারাজ, ইস্রায়েলের সৈন্য তোমার সঙ্গে না যাউক; কারণ ইস্রায়েলের সঙ্গে অর্থাৎ ইফ্রয়িমের সমস্ত সন্তানগণের সঙ্গে সদাপ্রভু থাকেন না। [৮] বরং তুমিই যাইয়া কর্ম্ম কর, যুদ্ধার্থে সাহসী হও; নতুবা ঈশ্বর শত্রুদের সম্মুখে তোমাকে নিপাত করিবেন, যেহেতুক সাহায্য করিতে ও নিপাত করিতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। [৯] তাহাতে অমৎসিয় ঈশ্বরের লোককে কহিল, ভাল, কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় সৈন্যদলকে যে এক শত মণ রূপা দিয়াছি, তাহার জন্যে কি করা যায়? ঈশ্বরের লোক কহিল, সদাপ্রভু তোমাকে তদপেক্ষা প্রচুর দিতে পারেন। [১০] তাহাতে অমৎসিয় তাহাদিগকে অর্থাৎ ইফ্রয়িম্হইতে আপনার নিকটে আগত সেই সৈন্যদল আপন ২ গৃহে পাঠাইতে পৃথক্ করিল; অতএব তাহারা যিহূদার বিরুদ্ধে মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইল, এবং মহাকোপান্বিত হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

[১১] পরে অমৎসিয় আপনাকে বলবান করিল, এবং আপন লোকদিগকে বাহির করিয়া লবণোপত্যকাতে যাইয়া সেয়ীরের সন্তানদের দশ সহস্র লোককে বধ করিল। [১২] অধিকন্তু যিহূদার সন্তানগণ তাহাদের দশ সহস্র জীবৎ লোককে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে শৈলের অগ্রভাগে উপস্থিত করিয়া তথাহইতে অধঃক্ষেপন করিল, তাহাতে তাহারা সকলে চূর্ণ হইয়া গেল।

[১৩] কিন্তু অমৎসিয় আপনার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে না দিয়া যে সৈন্যদল ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিল, তদ্ভুক্ত লোকেরা শমরিয়া অবধি বৈথোরোন্ পর্য্যন্ত যিহূদার সমস্ত নগর আক্রমন করিয়া তাহাদের তিন সহস্র লোককে বধ করিল এবং প্রচুর লুট দ্রব্য লইল।

[১৪] ইদোমীয়দের পরাজয়হইতে প্রত্যাগমনানন্তর অমৎসিয় সেয়ীরের সন্তানগণের দেবগণকে সঙ্গে আনিয়া [তদবধি] আপনার দেবতা বলিয়া তাহাদিগকে স্থাপন করিল, এবং তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে ও তাহাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে লাগিল। [১৫] তাহাতে অমৎসিয়ের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহার নিকটে এক ভাববাদিকে পাঠাইলেন; সে তাহাকে কহিল, ঐ লোকদের যে দেবগণ তোমার হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করে নাই, তুমি তাহাদের অন্বেষণ কেন করিতেছ? [১৬] সে এই কথা কহিলে রাজা তাহাকে কহিল, লোকে কি তোকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছে? ক্ষান্ত হ, কেন মার খাবি? তাহাতে সেই ভাববাদী ক্ষান্ত হইল, তথাপি কহিল, তুমি এই কর্ম্ম করিলা, এবং আমার মন্ত্রণা মানিলা না, ইহাতে আমি জানি, ঈশ্বর তোমাকে বিনষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিয়াছেন।

[১৭] অপর যিহূদার অমৎসিয় রাজা মন্ত্রনা লইয়া যেহূর পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ্ নামক ইস্রায়েলীয় রাজার নিকটে লোকদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা পরস্পর মুখ দেখাই। [১৮] তাহাতে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যিহূদার অমৎসিয় রাজার নিকটে লোক পাঠাইয়া কহিল, লিবানোনস্থ শিয়ালকাঁটা লিবানোনস্থ এরস্ বৃক্ষের নিকটে ইহা কহিয়া পাঠাইল, আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে তোমার কন্যাকে দেও; ইতিমধ্যে লিবানোনস্থ বন্য পশু নিকটে বেড়াইয়া সেই শিয়ালকাঁটা দলিয়া ফেলিল। [১৯] তুমি কহিতেছ, দেখ, আমি ইদোম্কে পরাজয় করিলাম; ইহাতে দর্প করিতে তোমার মন তোমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে; তুমি এখন আপন গৃহে থাক, অমঙ্গলের সহিত বিরোধ করিতে কেন প্রবৃত্ত হইবা? এবং তুমি ও যিহূদা, উভয়ে কেন পতিত হইবা? [২০] কিন্তু অমৎসিয় কথা শুনিল না, কারণ ইদোমীয় দেবগণের অন্বেষণ করাতে লোকেরা যেন শত্রুহস্তগত হয়, তজ্জন্য ঈশ্বরহইতে এই ঘটনা হইল। [২১] পরে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা যুদ্ধযাত্রা করিল, তাহাতে যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে সে ও যিহূদার অমৎসিয় রাজা পরস্পর মুখ দেখাইল। [২২] তখন ইস্রায়েলের সম্মুখে যিহূদা পরাজিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন ২ তাম্বুতে পলায়ন করিল। [২৩] পরন্তু ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা বৈৎশেমশে অহসিয়ের পৌত্র যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নামক যিহূদার রাজাকে ধরিয়া লইয়া যিরূশালেমে আইল, এবং ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত যিরূশালেমের প্রাচীরের চারি শত হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। [২৪] এবং ঈশ্বরের গৃহে ওবেদ্-ইদোমের অধীনে যে সকল স্বর্ণ ও রূপ্য ও পাত্র ছিল, তাহা এবং রাজবাটীর সমস্ত ধন ও বন্দকস্বরূপ কতক লোককে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া গেল।

[২৫] অনন্তর ইস্রায়েলের যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ্ রাজার মরনের পর যিহূদার যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় রাজা আরো পোনেরো বৎসর জীবিত থাকিল। [২৬] অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্তের আদ্যন্ত কথা কি যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?

[২৭] অমৎসিয় সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে বিমুখ হইলে পর লোকেরা যিরূশালেমে তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিল, তাহাতে সে লাখীশে পলায়ন করিল; কিন্তু তাহারা তাহার পশ্চাৎ ২ লাখীশে লোক পা-

ঠাইয়া সে স্থানে তাহাকে বধ করাইল। [২৮] পরে তাহাকে অশ্বদের পৃষ্ঠে করিয়া আনিয়া যিহূদার [প্রধান] নগরে তাহার পিতৃলোকদের সহিত কবর দিল।

২৬ অধ্যায়।

[১] তখন যিহূদার সমস্ত লোক ষোড়শ বৎসর বয়স্ক উষিয়কে লইয়া তাহার পিতা অমৎসিয়ের পদে রাজা করিল। [২] রাজা আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইলে পর সে এলৎ নগর দৃঢ় এবং পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিল। [৩] উষিয় ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে বাওয়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম যিরূশালেম্ নিবাসিনী যিখলিয়া। [৪] এবং সে আপন পিতা অমৎসিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত। [৫] এবং ঈশ্বরীয় দর্শনে বুদ্ধিমান যে সখরিয়, তাহার যাবজ্জীবন সে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে থাকিল; যত কাল সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিল, তত কাল ঈশ্বর তাহাকে ভাগ্যবান করিলেন। [৬] বিশেষতঃ সে যাত্রা করিয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং গাতের ও যব্নির ও অস্‌দোদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং অস্‌দোদের অঞ্চলে ও পলেষ্টীয়দের সীমাতে নগর নির্ম্মাণ করিল। [৭] এবং ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের ও গূরবাল্ নিবাসি আরবীয় লোকদের ও মিয়ূনীয়দের বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য করিলেন। [৮] এবং অম্মোনীয়েরা উষিয়কে উপঢৌকন দিল, এবং তাহার কীর্ত্তি মিসরের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল; বস্তুতঃ সে অতিশয় শক্তিমান হইল। [৯] আর উষিয় যিরূশালেমের কোণের দ্বারে ও উপত্যকার দ্বারে ও প্রাচীরের কোণে উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দৃঢ় করিল। [১০] এবং সে প্রান্তরের নানা স্থানেও দুর্গ করিল, ও অনেক কূপ খুদিল, কেননা নিম্নদেশে ও সমভূমিতে তাহার যথেষ্ট পশুধন ছিল, এবং পর্ব্বতে ও কর্ম্মিলে কৃষকগণ ও দ্রাক্ষাকৃষকগণ ছিল; কারণ সে কৃষিকর্ম্ম ভাল বাসিত। [১১] পরন্তু উষিয়ের যুদ্ধকারি সৈন্যসামন্ত ছিল; রাজার হনানীয় নামক এক জন সেনাপতির অধীন যিয়ূয়েল লেখকের ও মাসেয় শাসনকর্ত্তার হস্তে লিখিত সংখ্যানুসারে তাহারা দলে ২ যুদ্ধযাত্রা করিত। [১২] সেই বিক্রমশালি লোকদের পিতৃকুলপতিগণ সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র ছয় শত লোক ছিল। [১৩] এবং তাহাদের অধীন যে সৈন্যসামন্ত, তাহা শত্রুর বিরুদ্ধে রাজার সাহায্য করণার্থে পরাক্রমে যুদ্ধকারি তিন লক্ষ সাত সহস্র পাঁচ শত লোক ছিল। [১৪] এবং উষিয় সেই সকল সৈন্যদের নিমিত্তে ঢাল ও বড়শা ও শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম ও ধনুক এবং ফিঙ্গার প্রস্তর প্রস্তুত করিল। [১৫] এবং যিরূশালেমে সে নিপুণ লোকদের কল্পনাকৃত যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা বাণ ও বড় ২ প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থে দুর্গ সকলের পৃষ্ঠে ও প্রাচীরের চূড়াতে তাহা স্থাপন করিল। এমত আশ্চর্য্য সাহায্য পাইয়া অতি শক্তিমান হওয়াতে তাহার কীর্ত্তি দূরদেশে ব্যাপিল।

[১৬] কিন্তু শক্তিমান হইলে পর তাহার মন বিনাশার্থে উদ্ধত হইল, ফলতঃ সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়া ধূপবেদির উপরে ধূপ জ্বালাইতে সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিল। [১৭] তাহাতে অসরিয় যাজক ও তাহার সহিত সদাপ্রভুর যাজক আশী জন বীর্য্যবান লোক তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। [১৮] এবং উষিয় রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে কহিল, হে উষিয়, সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে তোমার অধিকার নাই, কিন্তু হারোণের সন্তান যে যাজকেরা ধূপ জ্বালাইবার জন্যে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাহাদেরই অধিকার আছে; তুমি ধর্ম্মধামহইতে বাহির হও, কেননা তুমি ঔচিত্যলঙ্ঘন করিলা, এবং ইহাতে সদাপ্রভু ঈশ্বরহইতে তোমার গৌরব হইবে না। [১৯] তাহাতে উষিয় কোপান্বিত হইল, আর তৎকালে ধূপ জ্বালাইবার জন্যে তাহার হস্তে এক ধূনাচি ছিল; কিন্তু যাজকদের প্রতি তাহার কোপাবিষ্ট হওন সময়ে সদাপ্রভুর মন্দিরে যাজকদের সাক্ষাতে ধূপবেদির সমীপেই তাহার কপালে কুষ্ঠরোগ প্রাদুর্ভূত হইল। [২০] তখন অসরিয় নামে প্রধান যাজক ও অন্য সকল যাজক তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া তাহার কপালে কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহাকে বেগে তথাহইতে দূর করিল, এবং সে আপনিও বাহিরে যাইতে ত্বরান্বিত হইল, কেননা সদাপ্রভু তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। [২১] পরে উষিয় রাজা মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠী থাকিল; কুষ্ঠী হওয়াতে সে পৃথক্‌স্থিতিনিমিত্তক গৃহে বাস করিত, কেননা সে সদাপ্রভুর গৃহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; তাহাতে তাহার পুত্র যোথম্ রাজবাটীর কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শাসন করিতে লাগিল।

[২২] উষিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্তের আদ্যন্ত কথা আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদী লিখিয়াছে। [২৩] পরে উষিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাণ হইলে লোকেরা তাহার পিতৃলোকদের সহিত, অথচ রাজাদের কবরস্থানের ক্ষেত্রে তাহাকে কবর দিল, কারণ তাহারা কহিল, সে কুষ্ঠী। পরে তাহার পুত্র যোথম্ তাহার পদে রাজা হইল।

২৭ অধ্যায়।

[১] যোথম্ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম সাদোকের কন্যা যিরূশা। [২] এবং সে আপন পিতা উষিয়ের সমস্ত কার্য্যানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত, তথাচ সদাপ্রভুর প্রাসাদে যাইত না; এবং লোকেরা তৎকালেও দুরাচারী ছিল। [৩] সে সদা-

প্রভুর গৃহের উচ্চতর দ্বার নির্ম্মাণ করিল, এবং ওফলের ভিত্তির অনেক স্থান গাঁথাইল ; ৪ এবং যিহূদার পর্ব্বতীয় দেশের নানা স্থানে নগর এবং নানা বনে গড় ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিল।

৫ সে অম্মোনের সন্তানগণের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল ; তাহাতে অম্মোনের সন্তানগণ সেই বৎসরে তাহাকে এক শত মণ রূপা ও দশ সহস্র মণ গোম ও দশ সহস্র মণ যব দিল ; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরেও অম্মোনের সন্তানগণ তাহাকে তত দিল। ৬ এই রূপে যোথম্ শক্তিমান হইল, কেননা সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপন পথ সরল করিয়াছিল।

৭ যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সকল যুদ্ধ ও সমস্ত চরিত্র ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিখিত আছে। ৮ সে পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল। ৯ পরে যোথম্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাহাকে দায়ূদ্-নগরে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র আহস্ তাহার পদে রাজা হইল।

২৮ অধ্যায়।

১ আহস বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে ষোল বৎসর রাজত্ব করিল ; সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের মত সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত না ; ২ কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে গমন করিত, বিশেষতঃ বাল্ দেবদের উদ্দেশে ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইল। ৩ এবং সে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে ধূপ জ্বালাইত, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানদের সম্মুখহইতে যাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, সেই পরজাতীয়দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে সে আপন বালকদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিত ; ৪ এবং নানা উচ্চস্থলীতে ও পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত। ৫ অতএব তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাকে অরামের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে অরামীয়েরা তাহাকে পরাজয় করিল, এবং তাহার অনেক লোককে বন্দি করিয়া দম্মেশকে লইয়া গেল ; অধিকন্তু তিনি তাহাকে ইস্রায়েলের রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে সে মহাসংহারে তাহাকে পরাজয় করিল।

৬ ফলতঃ রমলিয়ের পুত্র পেকহ যিহূদার এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বীর্য্যবান্ লোককে এক দিনে বধ করিল, যেহেতুক তাহারা আপনাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছিল। ৭ এবং সিখ্রি নামে এক জন বিক্রমশালি ইফ্রয়িমীয় লোক রাজার পুত্র মাসেয়কে ও বাটীর অধ্যক্ষ অস্রীকাম্‌কে ও রাজার প্রধান অমাত্য ইল্কানাকে বধ করিল। ৮ এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের ভ্রাতৃগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা দুই লক্ষ প্রাণিকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাদের অনেক দ্রব্য লুট করিল, এবং সেই সকল লুটিত বস্তু শমরিয়াতে লইয়া গেল। ৯ কিন্তু তথায় ওদেদ্ নামে সদাপ্রভুর এক ভাববাদী ছিল ; সে শমরিয়াতে আগমনকারি সৈন্যসামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিল, দেখ, তোমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিহূদার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়াতে তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তোমরা গগনস্পর্শি ক্রোধাগ্নিদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলা। ১০ অধিকন্তু এখন যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে আপনাদের দাস দাসী করিয়া বশে রাখিবার মানস করিতেছ ; ভাল, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে তোমরা আপনারাও কি নানা প্রকারে দোষী নহ ? ১১ অতএব এখন আমার কথা শুন ; তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের ভ্রাতৃগণহইতে [অপহৃত] যে ২ প্রাণিকে বন্দি করিয়া আনিলা, তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে দেও ; কেননা সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের উপরে রহিয়াছে। ১২ তখন ইফ্রয়িমের সন্তানগণের মধ্যে কতক প্রধান লোক অর্থাৎ যিহোহাননের পুত্র অসরিয় ও মশিল্লেমোতের পুত্র বেরিখিয় ও শল্লুমের পুত্র যিহিষ্কিয় ও হদ্‌লয়ের পুত্র অমাসা যুদ্ধযাত্রাহইতে প্রত্যাগত লোকদের বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে কহিল, ১৩ তোমরা সেই বন্দি লোকদিগকে এ স্থানে আনিও না ; কেননা তোমরা সদাপ্রভুর নিকটে আমাদিগকে [আরও] দোষগ্রস্ত করিতে আমাদের পাপ ও দোষ সকলের বৃদ্ধি করণার্থে মন্ত্রণা করিতেছ ; আমাদের তো যথেষ্ট দোষ হইয়াছে, ও ইস্রায়েলের উপরে সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ রহিয়াছে। ১৪ তাহাতে অস্ত্রধারি লোকেরা সেই বন্দিদিগকে ও লুটিত বস্তু সকল আনিয়া অধ্যক্ষদের ও সমস্ত সমাজের সাক্ষাতে রাখিল। ১৫ পরে পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট পুরুষেরা উঠিয়া বন্দি লোকদিগকে লইয়া লুটিত বস্ত্রদ্বারা তাহাদের সকল উলঙ্গদিগকে বস্ত্র পরাইল, অর্থাৎ তাহাদের গাত্রে বস্ত্র ও পায়ে পাদুকা দিল, এবং তাহাদিগকে ভোজন পান করাইল, এবং তাহাদের গাত্রে তৈল লেপন করাইল, ও অসমর্থ সকলকে গর্দ্দভে চড়াইয়া খর্জ্জূরপুরে অর্থাৎ যিরীহোতে তাহাদের ভ্রাতাদের নিকটে তাহাদিগকে লইয়া গেল ; পরে আপনারা শমরিয়াতে প্রত্যাগমন করিল।

১৬ ঐ সময়ে আহস্ রাজা সাহায্য প্রার্থনা করিতে অশূরীয় রাজগণের নিকটে লোক প্রেরণ করিল। ১৭ কারণ ইদোমীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া যিহূদাকে পরাজয় করিয়া [অনেক] প্রাণী বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১৮ এবং পলেষ্টীয়েরা নিম্নভূমির ও যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলের নগর সকল আক্রমণ করিয়া বৈৎশেমশ্ ও অয়ালোন্ ও গদে-

রোৎ, এবং সোখো ও তাহার উপনগর, এবং তিম্না ও তাহার উপনগর, এবং গিম্‌সো ও তাহার উপনগর হস্তগত করিয়া সেই সকল স্থানে বসতি করিয়াছিল। ১৯ কেননা ইস্রায়েলের আহস্ রাজার [দোষ] প্রযুক্ত সদাপ্রভু যিহূদাকে খর্ব্ব করিলেন, কারন সে যিহূদার প্রতি স্বৈরিতা এবং সদাপ্রভুর কাছে নিতান্ত ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছিল। ২০ অনন্তর অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর রাজা তাহার নিকটে আইল বটে, কিন্তু তাহার বলবৃদ্ধি না করিয়া তাহাকে ক্লেশ দিল। ২১ বস্তুতঃ আহস্ সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী ও অধ্যক্ষদিগকে ধনহীন করিয়া অশূরের রাজাকে ধন দিলেও তাহার কিছু সাহায্য হইল না।

২২ তথাপি ক্লেশের সময়ে সে সদাপ্রভুর কাছে আরও ঔচিত্যলঙ্ঘন করিল; সেই আহস্ রাজা [এমন লোক] ছিল। ২৩ ফলতঃ সে আপনার পরাজয়কারি দম্মেশকীয় দেবগণের উদ্দেশে বলিদান করিল; আরো কহিল, অরামীয় রাজাদের দেবগণই তাহাদের সাহায্য করে, অতএব আমি তাহাদেরই উদ্দেশে বলিদান করিব, তাহাতে তাহারা আমারও সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহারাই তাহার ও সমস্ত ইস্রায়েলের নিপাতকারী হইল। ২৪ পরে আহস্ ঈশ্বরের গৃহের সমস্ত পাত্র একত্র করিল, এবং ঈশ্বরের গৃহের সেই সকল পাত্র কাটিয়া খণ্ড২ করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল রুদ্ধ করিল, এবং যিরুশালেমের প্রত্যেক কোণে আপনার জন্যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ২৫ এবং ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইবার নিমিত্তে যিহূদার প্রত্যেক নগরে উচ্চস্থলী নির্ম্মান করিল; এই রূপে আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিরক্ত করিল।

২৬ তাহার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও আদ্যন্ত সমস্ত চরিত্র যিহূদা ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। ২৭ পরে আহস্ আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাহাকে ইস্রায়েলের রাজাদের কবরে কবর না দিয়া নগরের মধ্যে অর্থাৎ যিরুশালেমে কবর দিল; পরে তাহার পুত্র হিষ্কিয় তাহার পদে রাজা হইল।

২৯ অধ্যায়।

১ হিষ্কিয় পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে ঊনত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম সখরিয়ের কন্যা অবিয়া। ২ এবং সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত।

৩ সে আপন অধিকারের প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে সদাপ্রভুর গৃহের কবাট সকল খুলিয়া সারাইল। ৪ এবং যাজক ও লেবীয়দিগকে আনাইয়া পূর্ব্বদিগের প্রাঙ্গনে একত্র করিয়া কহিল, ৫ হে লেবীয়েরা, আমার বাক্য শুন। তোমরা এখন আপনাদিগকে পবিত্র কর, ও আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ পবিত্র কর, ও ধর্ম্মধামহইতে অশৌচজনক বস্তু দূর করিয়া দেও। ৬ কেননা আমাদের পিতৃলোকেরা ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছে, ও আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়াছে, ফলতঃ তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও সদাপ্রভুর আবাসহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার দিগে পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়াছে; ৭ ও বারাণ্ডার কবাট সকল বন্ধ করিয়াছে, এবং ধর্ম্মধামের মধ্যে প্রদীপ সকল নির্ব্বাণ করিয়াছে, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে ধূপদাহ ও হোম করে নাই। ৮ এই জন্যে যিহূদার ও যিরুশালেমের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ বর্ত্তিল; তাহাতে তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ, তিনি তাহাদিগকে বিক্ষেপের ও চমৎকারের ও পরিহাসের পাত্র করিয়াছেন। ৯ আর দেখ, সেই কারণ আমাদের পিতারা খড়্গে পতিত হইয়াছে, এবং আমাদের পুত্র কন্যা ও ভার্য্যাগণ বন্দি হইয়া রহিয়াছে। ১০ অতএব আমাদের হইতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিব, ইহা এখন আমার মনস্থ। ১১ হে আমার বৎসগণ, তোমরা ইহাতে শিথিল হইও না, কেননা তোমরা যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা কর, এবং তাঁহার পরিচারক ও ধূপদাহক হও, এই নিমিত্তে তিনি তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন।

১২ তখন লেবীয় লোকেরা, অর্থাৎ কহাতের সন্তানগণের মধ্যে অমাসয়ের পুত্র মাহৎ ও অসরিয়ের পুত্র যোয়েল্, এবং মরারির সন্তানদের মধ্যে অব্দির পুত্র কীশ্ ও যিহোলিলেলের পুত্র অসরিয়, এবং গের্শোনীয়দের মধ্যে সিম্মের পুত্র যোয়াহ ও যোয়াহের পুত্র এদন, ১৩ এবং ইলীষাফনের সন্তানদের মধ্যে শিম্রি ও যিয়ূয়েল্, ও আসফের সন্তানদের মধ্যে সখরিয় ও মত্তনিয়, ১৪ ও হেমনের সন্তানদের মধ্যে যিহীয়েল ও শিমিয়ি, ও যিদূথূনের সন্তানদের মধ্যে শময়িয় ও উষীয়েল, ১৫ এই সকল লোক উঠিয়া আপনাদের ভ্রাতৃগনকে একত্র করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিল, এবং সদাপ্রভুর বাক্যমতে রাজাজ্ঞানুসারে সদাপ্রভুর গৃহ শুচি করিতে আইল। ১৬ এবং যাজকেরা তাহা শুচি করণার্থে সদাপ্রভুর গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া সদাপ্রভুর প্রাসাদের মধ্যে যে২ অশুচি দ্রব্য পাইল, সে সমস্ত বাহির করিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে ফেলিল; পরে লেবীয়েরা বাহিরে কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে লইয়া যাইবার জন্যে তাহা সঙ্গ্রহ করিল। ১৭ তাহারা প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র করিতে আরম্ভ করিয়া মাসের অষ্টম দিনে সদাপ্রভুর বারাণ্ডাতে আইল; অপর অষ্টাহের মধ্যে সদাপ্রভুর গৃহ পবিত্র করিল, এবং প্রথম মাসের ষোল দিনে তাহা সাঙ্গ করিল। ১৮ পরে

তাহারা রাজবাটীতে হিষ্কিয় রাজার কাছে যাইয়া কহিল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহের সাকল্য এবং হোমবেদি ও তাহার পাত্র সকল ও দর্শনীয় রুটীর মেজ ও তাহার পাত্র সকল শুচি করিলাম। ১৯ এবং আহস্ রাজা আপনার অধিকারকালে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়া যে২ পাত্র ফেলিয়া দিয়াছিল, সে সকল আমরা পরিপাটী করিয়া পবিত্র করিলাম; দেখুন, সে সমস্ত সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির সম্মুখে আছে।

২০ অপর হিষ্কিয় রাজা প্রত্যূষে উঠিয়া নগরাধ্যক্ষদিগকে একত্র করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গেল। ২১ পরে তাহারা রাজ্যের ও ধর্ম্মধামের ও যিহূদার জন্যে পাপনিমিত্তক বলিরূপে সাত বৃষ ও সাত মেষ ও সাত মেষশাবক ও সাত ছাগ উপস্থিত করিল, তাহাতে সে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে হোম করিতে হারোণের সন্তান যাজকদিগকে আজ্ঞা করিল। ২২ অতএব বৃষগণ হত হইলে যাজকেরা তাহাদের রক্ত লইয়া বেদিতে প্রোক্ষণ করিল, এবং মেষগণ হত হইলে তাহাদের রক্ত বেদিতে প্রোক্ষণ করিল, এবং মেষশাবকগণ হত হইলে তাহাদের রক্ত বেদিতে প্রোক্ষণ করিল। ২৩ পরে পাপনিমিত্তক বলি ঐ ছাগ সকল রাজার ও সমাজের সম্মুখে আনীত হইলে তাহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিল। ২৪ অনন্তর যাজকেরা সে সকল হনন করিয়া সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহাদের রক্তদ্বারা বেদিতে প্রায়শ্চিত্ত করিল, কেননা রাজার আজ্ঞাতে সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে সেই হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান করিতে হইল। ২৫ আর সে দায়ূদের ও রাজার দর্শক গাদের ও নাথন্ ভাববাদির আজ্ঞানুসারে করতাল ও নেবল ও বীণাধারি লেবীয়দিগকে সদাপ্রভুর গৃহে স্থাপন করিল, যেহেতুক সদাপ্রভু আপন ভাববাদিদের দ্বারা এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ২৬ অতএব লেবীয়েরা দায়ূদের [নিরূপিত] বাদ্যযন্ত্র এবং যাজকেরা তূরী হস্তে করিয়া দাঁড়াইল। ২৭ পরে হিষ্কিয় বেদিতে হোম করিতে আজ্ঞা করিলে যখন হোমের আরম্ভ হইল, তখন ইস্রায়েলের দায়ূদ্ রাজার [নিরূপিত] তূরী প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্যদ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য গানের আরম্ভ হইল। ২৮ তাহাতে হোম সাঙ্গ না হওন পর্য্যন্ত সমস্ত সমাজ প্রণিপাত করিল, ও গায়কেরা গান করিল ও তূরীবাদকেরা তূরী বাজাইল। ২৯ পরে হোম সাঙ্গ হইলে রাজা ও তাহার সমভিব্যাহারি সমস্ত লোক নত হইয়া প্রণিপাত করিল। ৩০ পরে হিষ্কিয় রাজা ও অধ্যক্ষগণ দায়ূদের [রচিত] ও আসফ দর্শকের [রচিত] বাক্যদ্বারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রশংসার গান করিতে লেবীয়দিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা আনন্দপূর্ব্বক প্রশংসার গান করিল, ও মস্তক নমন করিয়া প্রণিপাত করিল। ৩১ তখন হিষ্কিয় কহিল, এখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমাদের হস্তপূরণ হইল; নিকটে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহে বলি ও স্তবার্থক উপহার উপস্থিত কর; তাহাতে সমাজ বলি ও স্তবার্থক উপহার আনিল, ও প্রবৃত্তমনা সকল লোক হোমবলি আনিল। ৩২ সমাজ হোমার্থে যে২ বলি আনিল, তাহার সংখ্যা এই; সত্তরি বৃষ ও এক শত মেষ ও দুই শত মেষশাবক, এই সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য হোমবলি ছিল। ৩৩ এবং ছয় শত বৃষ ও তিন সহস্র মেষ পবিত্রীকৃত হইল। ৩৪ কিন্তু যাজকগণের অল্পতা প্রযুক্ত তাহারা হোমার্থক সকল পশুর চর্ম্ম উন্মোচনে অসমর্থ হইল; অতএব সেই কর্ম্ম যাবৎ সাঙ্গ না হয়, এবং অন্য সকল যাজক যাবৎ আপনাদিগকে পবিত্র না করে, তাবৎ তাহাদের লেবীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদের সাহায্য করিল; কেননা আপনাদিগকে পবিত্র করণে যাজকগণ অপেক্ষা লেবীয়েরা অধিক সরলান্তঃকরণ ছিল। ৩৫ এবং মঙ্গলার্থক বলি সকলের মেদ ও হোমবলি সকলের উপযুক্ত পেয় নৈবেদ্যশুদ্ধ সেই হোমীয় যজ্ঞ নিতান্ত প্রচুর ছিল। এই রূপে সদাপ্রভুর গৃহ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম পরিপাটী রূপে চলিল। ৩৬ আর ঈশ্বর লোকদের জন্যে এমত পারিপাট্য করিয়াছেন, ইহাতে হিষ্কিয় ও সমস্ত লোক আনন্দ করিল; কেননা অকস্মাৎ সেই কার্য্য করিতে হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ পরে লোকেরা যেন ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহে আইসে, এই জন্যে হিষ্কিয় ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিল, এবং ইফ্রয়িমের ও মনঃশির লোকদিগকেও পত্র লিখিল। ২ ফলতঃ রাজা ও তাহার অধ্যক্ষগণ ও যিরূশালেমস্থ সমস্ত সমাজ মন্ত্রণা করিয়া দ্বিতীয় মাসে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে [স্থির করিল]; ৩ কারণ প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প যাজক পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, এবং যিরূশালেমে প্রজা লোকেরা সমাগত হয় নাই, সুতরাং তখনই তাহা পালন করিতে তাহাদের অসাধ্য ছিল। ৪ ঐ কথা রাজার ও সমস্ত সমাজের দৃষ্টিতে তুষ্টিজনক হইল। ৫ অতএব লোকেরা যেন যিরূশালেমে আসিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করে, এই জন্যে তাহারা বেরশেবা অবধি দান্ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে স্থির করিল, কেননা তাহারা [শাস্ত্রে] লিখিত বিধি অনুসারে বহুসংখ্যক হইয়া তাহা পালন করে নাই। ৬ পরে ধাবকগণ রাজার ও তাহার অধ্যক্ষদের হস্তহইতে পত্র লইয়া ইস্রায়েলের ও যিহূদার সর্ব্বত্র গমন করিয়া রাজাজ্ঞানুসারে এই কথা কহিল, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমরা অব্রাহামের ও ইস্হাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে পুনর্ব্বার ফির; তাহাতে তোমাদের যে অবশিষ্টাংশ অশূরের রাজাদের হস্তহইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার প্রতি তিনি ফিরিবেন। ৭ তোমরা আপন পিতাদের ও ভ্রাতা-

দের সদৃশ হইও না, কেননা তে মরা দেখিতেছ. তাহারা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করাতে তিনি তাহাদিগকে বিনাশে সমর্পণ করিয়াছেন। ৮ অতএব তোমরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিও না, কিন্তু সদাপ্রভুকে হস্ত দেও, এবং তিনি অনন্ত কালের জন্যে যে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তাঁহার সেই ধর্ম্মধামে আসিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা কর, তাহাতে তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ তোমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে। ৯ কেননা তোমরা যদি পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর প্রতি ফির, তবে তোমাদের ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ যাহাদের দ্বারা বন্দিরূপে [দেশান্তরে] নীত হইয়াছে, তাহাদের কাছে কৃপা পাইয়া এই দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কারণ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাবান ও স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁহার প্রতি ফির, তবে তিনি তোমাদের হইতে বিমুখ হইবেন না।

১০ অপর ধাবকগণ ইফ্রয়িম্ ও মনঃশি দেশের নগরে ২ [ও] সবূলূন্ পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু লোকেরা তাহাদিগকে পরিহাস ও ঠাট্টা করিল। ১১ তথাপি আশেরের ও মনঃশির ও সবূলূনের কতক লোক আপনাদিগকে নম্র করিয়া যিরূশালেমে আইল। ১২ আর যিহূদাতেও ঈশ্বরের হস্তার্পণ [ব্যক্ত] হইল, ফলতঃ তিনি তাহাদিগকে এক মন দিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে রাজার ও অধ্যক্ষদের আজ্ঞা পালন করিতে প্রবৃত্ত করিলেন।

১৩ পরে দ্বিতীয় মাসে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালনার্থে অনেক ২ লোক যিরূশালেমে একত্র হইল, তাহাতে অতি বড় সমাজ হইল। ১৪ এবং তাহারা উঠিয়া যিরূশালেমস্থ যজ্ঞবেদি সকল দূর করিল, এবং ধূপদাহার্থক সামগ্রী সকলও দূর করিয়া কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে নিক্ষেপ করিল। ১৫ পরে দ্বিতীয় মাসের চতুর্দ্দশ দিনে তাহারা নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন করিল; আর যাজকেরা ও লেবীয়েরা লজ্জিত হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল, ও সদাপ্রভুর গৃহে হোমবলি উপস্থিত করিয়াছিল। ১৬ এবং তাহারা ঈশ্বরের লোক মোশির ব্যবস্থানুযায়ি আপনাদের বিধানমতে আপন ২ স্থানে দাঁড়াইল, এবং যাজকেরা লেবীয়দের হস্ত হইতে রক্ত লইয়া প্রোক্ষণ করিল। ১৭ কেননা যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র করে নাই, এমত অনেক লোক সমাজের মধ্যে ছিল; অতএব সদাপ্রভুর উদ্দেশে [বলি] পবিত্র করণার্থে লেবীয়েরা অশুচি সকল লোকের জন্যে নিস্তারপর্ব্বের বলিঘাতন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ১৮ ফলতঃ ইফ্রয়িম্ ও মনঃশি ও ইষাখর্ ও সবূলূন্ হইতে [আগত] মহাজনতার মধ্যে অধিকাংশ লোক আপনাদিগকে শুচি করে নাই, কিন্তু লিখিত বিধির বৈপরীত্যে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিল। কেননা হিষ্কিয় তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিয়া কহিয়াছিল, ১৯ পবিত্র স্থানের বিধি অনুসারে শুচি না হইলেও যে প্রত্যেক জন ঈশ্বরের অন্বেষণ, অর্থাৎ আপন পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছে, প্রণয়ী সদাপ্রভু তাহাকে ক্ষমা করুন। ২০ তাহাতে সদাপ্রভু হিষ্কিয়ের বাক্যে মনোযোগ করিয়া লোকদিগের স্বাস্থ্য করিলেন। ২১ অতএব যিরূশালেমে উপস্থিত ইস্রায়েলের সন্তানগণ সাত দিন পর্য্যন্ত মহানন্দেতে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, এবং লেবীয়েরা ও যাজকেরা প্রতিদিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্তবার্থক বাদ্য করিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল। ২২ এবং যে সকল লেবীয় লোক সদাপ্রভু বিষয়ক মঙ্গলবিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন ছিল, তাহাদিগকে হিষ্কিয় চিত্তপ্রবোধক কথা কহিল; এই রূপে তাহারা পর্ব্বের সাত দিন পর্য্যন্ত মঙ্গলার্থক বলি ভোজন করিয়া আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মাহাত্ম্য স্বীকার করিল। ২৩ পরে সমস্ত সমাজ আর সাত দিন পালন করিতে পরামর্শ করিয়া সেই সাত দিন আনন্দেতে পালন করিল। ২৪ বস্তুতঃ যিহূদার হিষ্কিয় রাজা সমাজকে এক সহস্র বৃষ ও সাত সহস্র মেষ দিল, এবং অধ্যক্ষেরা সমাজকে এক সহস্র বৃষ ও দশ সহস্র মেষ দিল, এবং যাজকদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে পবিত্র করিল। ২৫ আর যিহূদার সমস্ত সমাজ এবং যাজকগণ ও লেবীয়গণ এবং অভ্যাগত ইস্রায়েল লোকদের সমস্ত সমাজ, এবং ইস্রায়েল্ দেশহইতে আগত কিম্বা যিহূদাতে বাসকারী বিদেশী সকলে আনন্দ করিল। ২৬ এই রূপে যিরূশালেমে বড় আনন্দ হইল; কেননা ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের পুত্র শলোমনের সময়াবধি যিরূশালেমে এমত হয় নাই।

২৭ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা উঠিয়া লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং তাহাদের রবে অবধান করা গেল, ফলতঃ তাহাদের প্রার্থনা তাঁহার পবিত্র বসতিস্থান স্বর্গে উপস্থিত হইল।

৩১ অধ্যায়।

১ এই সকল সাঙ্গ হইলে পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক যিহূদার নানা নগরে গমন করিয়া স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও আশেরার মূর্ত্তি সকল ছেদন করিল, এবং সমস্ত যিহূদাতে ও বিন্যামীনে ও ইফ্রয়িমে ও মনঃশিতে উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত উৎপাটন করিল; পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন ২ অধিকারে ও নগরে প্রত্যাগমন করিল।

২ আর হিষ্কিয় হোম ও মঙ্গলার্থক বলিদান ও পরিচর্য্যা ও স্তবগান ও প্রশংসা করিতে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে আপন ২ কর্ম্মানুসারে পালার বিধিমতে সদাপ্রভুর শিবিরের নানা দ্বারে নিযুক্ত করিল। ৩ এবং সদাপ্রভুর ব্যবস্থার লিখনানুযায়ি হোমের জন্যে অর্থাৎ প্রাতঃকালীয় ও সন্ধ্যাকালীয়

হোমের জন্যে, এবং বিশ্রামবার ও অমাবস্যা ও উৎসব সম্বন্ধীয় হোমের জন্যে রাজার সম্পত্তি-হইতে দাতব্য অংশ নিরূপণ করিল। [৪] এবং যাজক ও লেবীয়গণ যেন সদাপ্রভুর ব্যবস্থাতে আসক্ত থাকে, এই জন্যে সে তাহাদের অংশ তাহাদিগকে দিতে যিরূশালেমনিবাসি লোকদিগকে আজ্ঞা করিল।

[৫] এই আজ্ঞা দেশব্যাপ্ত হইবামাত্র ইস্রায়েলের সন্তানগণ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও মধু প্রভৃতি ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্য সকলের অগ্রিমাংশ অতি বাহুল্য রূপে আনিল, এবং সকল দ্রব্যের দশমাংশ প্রচুর রূপে আনিল। [৬] এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার যে সন্তানগণ যিহূদার নানা নগরে বাস করিত, তাহারাও গোমেষের দশমাংশ এবং আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত পবিত্র দ্রব্যের দশমাংশ আনিয়া রাশি২ করিল। [৭] তৃতীয় মাসে তাহারা সেই রাশি করিতে আরম্ভ করিয়া সপ্তম মাসে সমাপ্ত করিল। [৮] পরে হিষ্কিয় ও অধ্যক্ষগণ আসিয়া রাশি সকল দেখিয়া সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের ধন্যবাদ করিল। [৯] এবং হিষ্কিয় সে সকল রাশির বিষয়ে যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিল। [১০] তাহাতে সাদোকের কুলজাত অসরিয় নামে প্রধান যাজক তাহাকে এই উত্তর দিল, যদবধি লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহে উপহার আনিতে আরম্ভ করিল, তদবধি আমাদের আহার মিলে ও তৃপ্তি হয় এবং যথেষ্ট উদ্বৃত্তও হয়, কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাতে এই বৃহৎ দ্রব্যরাশি উদ্বৃত্ত হইল।

[১১] পরে হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে নানা কুঠরী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিল, তাহাতে তাহারা কুঠরী প্রস্তুত করিল। [১২] এবং উপহার ও দশমাংশ ও পবিত্রীকৃত বস্তু বিশ্বস্তরূপে ভিতরে আনিল; তাহাদের উপরে অধ্যক্ষ বলিয়া লেবীয় কাননিয়, এবং তাহার দোসর বলিয়া তাহার ভ্রাতা শিমিয়ি নিযুক্ত হইল। [১৩] আর যিহীয়েল্ ও অসসিয় ও নহৎ ও অসাহেল্ ও যিরেমোৎ ও যোষাবদ্ ও ইলীয়েল্ ও যিস্মাখিয় ও মাহৎ ও বনায়, ইহারা হিষ্কিয় রাজার ও ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষ অসরিয়ের আজ্ঞাতে কাননিয় ও তাহার ভ্রাতা শিমিয়ির অধীনে নিযুক্ত হইল। [১৪] এবং যিম্নার পুত্র কোরি নামক যে লেবীয় লোক পূর্ব্বদিগের দ্বারপাল ছিল, সদাপ্রভুর প্রাপ্য উপহার ও মহাপবিত্র বস্তু [তাহাকে] দিবার জন্যে সে ঈশ্বরের উদ্দেশে ইচ্ছাপূর্ব্বক দত্ত বস্তু সকলের কর্ত্তা হইল। [১৫] তাহার অধীনে এদন্ ও মিন্যামীন্ ও যেশূয় ও শময়িয় ও অমরিয় ও শখনিয়, ইহারা সত্যস্বীকার পূর্ব্বক যাজকদের নানা নগরে আপনাদের ছোট বড় ভ্রাতাদিগকে পালানুসারে অংশ দিতে [নিযুক্ত হইল]। [১৬] এতদ্ব্যতিরেকে তাহারা তিন বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষদের বংশাবলি লিখিয়া দিন ২ কে ২ আপন পালানুসারে আপন রক্ষনীয়ের জন্যে আপন দাস্যকর্ম্মার্থে সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিবে, [তাহা স্থির করিল]; [১৭] এবং আপন ২ পিতৃকুলানুসারে যাজকদের এবং বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়দের বংশাবলি তাহাদের রক্ষণীয় ও পালানুসারে লিখিল; [১৮] এবং এক ২ জনের সমস্ত শিশু ও স্ত্রী ও পুত্র কন্যাশুদ্ধ [তাহাদের] সমস্ত সমাজের বংশাবলি লিখিল, কেননা তাহারা সত্যস্বীকার পূর্ব্বক পবিত্র অভিপ্রায়ে আপনাদিগকে পবিত্র করিয়াছিল। [১৯] আর হারোণের সন্তান যে যাজকগণ আপন ২ নগরের পরিসরভূমিতে বাস করিত, তাহাদের প্রত্যেক নগরে পূর্ব্বোক্ত নামবিশিষ্ট পুরুষদের মধ্যে কেহ ২ [আসিয়া] যাজকদের মধ্যে যাবতীয় পুরুষকে ও লেবীয়দের মধ্যে বংশাবলিতে লিখিত সমস্ত লোককে অংশ বিতরণ করিত।

[২০] হিষ্কিয় যিহূদার সর্ব্বত্র এই রূপ করিল, ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও ন্যায্য ও সত্য তাহা করিল। [২১] এবং আপন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্যে ঈশ্বরীয় গৃহের দাস্যকর্ম্ম ও ব্যবস্থা ও আজ্ঞার বিষয়ে যে ২ কর্ম্ম আরম্ভ করিল, তাহা আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত করিয়া কৃতকার্য্য হইল।

৩২ অধ্যায়।

[১] এই সকল কর্ম্মের ও সত্যের পরে অশূরের রাজা সন্হেরীব আসিয়া যিহূদা দেশে প্রবেশ করিল, এবং প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিল। [২] তাহাতে সন্হেরীবের আগমন ও যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণে প্রবৃত্তি দেখিয়া [৩] হিষ্কিয় নগরের বহিঃস্থিত উনুই সকলের জল বন্ধ করিতে আপন অমাত্য ও বীর্য্যবান লোকদের সহিত মন্ত্রণা করিল, এবং তাহারা তাহার সহকারী হইল। [৪] এবং অশূরের রাজগণ আসিয়া কেন অনেক জল পাইবে? এই কথা কহিয়া অনেক লোক একত্র হইয়া সমস্ত উনুই ও দেশের মধ্যবাহি স্রোত বন্ধ করিল। [৫] এবং [হিষ্কিয়] আপনাকে বলবান করিয়া ভগ্ন প্রাচীর সারাইয়া উচ্চেতে দুর্গসমান করিল; অধিকন্তু তাহার বাহিরে আর এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইল, ও দায়ূদ-নগরস্থ মিল্লো স্থান সারাইল, ও প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র ও ঢাল প্রস্তুত করাইল। [৬] এবং লোকদের উপরে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিয়া নগরদ্বারের চকে আপনার নিকটে তাহাদিগকে একত্র করিয়া চিত্তপ্রবোধক এই বাক্য কহিল, [৭] তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও, অশূরের রাজার সম্মুখে ও তাহার সঙ্গি ঐ সমস্ত লোকারণ্যের সম্মুখে ভীত কি নিরাশ হইও না; কারণ তাহার সহায় অপেক্ষা আমাদের সহায় মহান্। [৮] মাংসময় বাহু তাহার সহায়, কিন্তু আমাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের [পক্ষে] যুদ্ধ করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন।

তাহাতে লোকেরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের বাক্যেতে নির্ভর করিল।

[৯] তৎপরে অশূরের রাজা সন্হেরীব্ আপনি যাবৎ সৈন্যসামন্তের সহিত লাখীশ অবরোধ করে, তাবৎ যিরূশালেমে যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের নিকটে ও যিরূশালেমে উপস্থিত সমস্ত যিহূদা লোকের নিকটে আপন দাসগণদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল; [১০] অশূরের সন্হেরীব্ রাজা এই কথা কহেন, তোমরা কিসের উপর নির্ভর করত যিরূশালেমে দুর্গমধ্যে বাস করিয়া আছ? [১১] আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে অশূরের রাজার হস্তহইতে উদ্ধার করিবেন, এই কথা বলাতে হিষ্কিয় কি ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে মরিতে দিবার জন্যে তোমাদিগকে মুগ্ধ করে না? [১২] ঐ হিষ্কিয় কি তাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল দূর করে নাই? এবং তোমাদিগকে একই যজ্ঞবেদির সম্মুখে প্রণিপাত করিতে ও তাহারই উপরে ধূপ জ্বালাইতে হইবে, এই ভাবের আজ্ঞা কি যিহূদাকে ও যিরূশালেম্‌কে দেয় নাই? [১৩] আমি ও আমার পিতৃলোকেরা আমরা অন্যদেশস্থ লোকদের প্রতি যাহা করিয়াছি, তোমরা কি তাহা জান না? সেই নানাদেশীয় জাতিদের দেবগণ কি কোন প্রকারে আমার হস্তহইতে আপন ২ দেশ উদ্ধার করণে সমর্থ হইয়াছে? [১৪] আমার পিতৃলোকেরা যে সকল জাতিকে বর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের যাবতীয় দেবতার মধ্যে কে আপন প্রজাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিতে পারক হইল? তবে তোমাদের ঈশ্বর আমার হস্তহইতে যে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব? [১৫] অতএব হিষ্কিয় তোমাদিগকে না ভুলাউক, ও সেই রূপে মুগ্ধ না করুক; তোমরা তাহাকে প্রত্যয় করিও না; কেননা আমার হস্তহইতে ও আমার পিতৃলোকদের হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিতে কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের কোনই দেবতার সাধ্য নাই, তবে তাহা কি তোমাদের ঈশ্বরের সাধ্য? সে তোমাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিবে না।

[১৬] তদ্ভিন্ন রাজার দাসগণ সদাপ্রভু ঈশ্বরের ও তাঁহার দাস হিষ্কিয়ের বিরুদ্ধে আরো অধিক কহিল। [১৭] এবং সে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ধিক্কার দিতে ও তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিতে এই রূপ পত্রও লিখিল, নানাদেশীয় জাতিদের যে দেবগণ আমার হস্তহইতে আপন ২ লোকদিগকে উদ্ধার করে নাই, তাহাদের ন্যায় হিষ্কিয়ের ঈশ্বরও আপন প্রজাদিগকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিবে না। [১৮] পরন্তু যিরূশালেমের যে লোকেরা প্রাচীরের উপরে ছিল, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার ও বিহ্বল করিবার জন্যে তাহারা অতি উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষাতে তাহাদিগকে সম্বোধন করিল; ইহাতে নগর হস্তগত করা তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। [১৯] এবং পৃথিবীস্থ অন্য জাতিদের যে দেবগণ মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত, তাহাদের বিপরীতে কহিবার ন্যায় তাহারা যিরূশালেমের ঈশ্বরের বিষয়ে কথা কহিল।

[২০] পরে হিষ্কিয় রাজা ও আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদী সেই বিষয়ে প্রার্থনা করিল ও স্বর্গের অভিমুখে ক্রন্দন করিল। [২১] তাহাতে সদাপ্রভু এক দূতকে প্রেরণ করিলেন; তিনি অশূরীয় রাজার শিবিরের মধ্যে যাবতীয় বীরকে ও প্রধান লোককে ও সেনাপতিকে লোপ করিলেন; তাহাতে সন্হেরীব্ লজ্জাতে অধোবদন হইয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিল। পরে সে আপন দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাহার নিজ কটিহইতে উৎপন্ন [পুত্রেরা] সেই স্থানে খড়্গদ্বারা তাহাকে নিপাত করিল। [২২] এই প্রকারে সদাপ্রভু হিষ্কিয়কে ও যিরূশালেম্ নিবাসিদিগকে অশূরীয় সন্হেরীব্ রাজার হস্তহইতে ও আর সকলের হস্তহইতে নিস্তার করিলেন, ও চারি দিগে রক্ষা করিলেন। [২৩] তাহাতে অনেক লোক যিরূশালেমে সদাপ্রভুর জন্যে নৈবেদ্য আনিল, এবং যিহূদার হিষ্কিয় রাজার কাছে উপহার আনিল; অতএব তদবধি সে পরজাতীয় সকলের দৃষ্টিতে মহান্ হইল।

[২৪] ঐ সময়ে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে সে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি তাহাকে উত্তর দিলেন, ও তাহাকে এক অদ্ভুত লক্ষণ জানাইলেন। [২৫] কিন্তু হিষ্কিয় লব্ধ উপকারানুসারে কৃতজ্ঞ না হইয়া মনে গর্ব্বিত হইল; অতএব তাহার ও যিহূদার ও যিরূশালেমের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত হইল। [২৬] তখন হিষ্কিয় ও যিরূশালেম নিবাসিরা আপন ২ মনের গর্ব্ব বুঝিয়া আপনাদিগকে নম্র করিল, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ হিষ্কিয়ের অধিকারকালে সফল হইল না।

[২৭] হিষ্কিয়ের অতি প্রচুর ধন ও প্রতাপ ছিল, এবং সে আপনার জন্যে রূপার ও স্বর্ণের ও মণির ও সুগন্ধি দ্রব্যের ও টালের ও সর্ব্ব প্রকার মনোহর রত্নের কোষ প্রস্তুত করিল, [২৮] এবং শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলাদি দ্রব্যের ভাণ্ডার, এবং নানা প্রকার পশুর শালা ও মেষপালের খোঁয়াড় করিল। [২৯] এবং সে আপনার জন্যে নানা নগর ও গোমেষাদি অনেক পশুধন প্রস্তুত করিল, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে অতি প্রচুর ধন দিয়াছিলেন। [৩০] এবং এই হিষ্কিয় গীহোনের জলের উচ্চতর মুখ বন্ধ করিয়া [ভূমির] নীচে সরল পথে দায়ূদ-নগরের পশ্চিম পার্শ্বে সেই জল আনিল; আর হিষ্কিয় আপন সকল কার্য্যেতেই কৃতার্থ হইল। [৩১] কিন্তু সেই রূপে তাহার দেশে যে অদ্ভুত লক্ষণ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে বাবিলের অধ্যক্ষগণ দূতদিগকে পাঠাইলে ঈশ্বর তাহার পরীক্ষা লইবার ও তাহার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব জানিতে দিবার জন্যে তাহাকে ত্যাগ করিলেন।

[৩২] হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সাধুতার কর্ম্ম আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদির দর্শনপুস্তকে

লিখিত আছে; তাহা যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকান্তর্গত। ৩৩ পরে হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা দায়ূদের সন্তানগণের কবরস্থানের ঊর্দ্ধগামি পথের পার্শ্বে তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার মরণকালে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম নিবাসিরা তাহার সম্মান করিল; পরে তাহার পুত্ত্র মনঃশি তাহার পদে রাজা হইল।

৩৩ অধ্যায়।

১ মনঃশি দ্বাদশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিল। ২ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন, সে তাহাদের ন্যায় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত।

৩ ফলতঃ তাহার পিতা হিষ্কিয় যে ২ উচ্চস্থলী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইল, এবং বাল্ দেবদের নিমিত্তে যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করাইল, ও আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিল, এবং গগণের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও তাহাদের পূজা করিল। ৪ এবং সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, আমার নাম যিরূশালেমে অনন্ত কাল থাকিবে, সদাপ্রভুর সেই গৃহে সে কতকগুলি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল। ৫ এবং সদাপ্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গনে সে গগণের সমস্ত বাহিনীর জন্যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল। ৬ এবং সে আপন সন্তানদিগকে হিন্নোমের পুত্ত্রের উপত্যকাতে অগ্নিতে প্রবেশ করাইত, ও গণকতা ও মোহন ও মায়াবিদ্যা ব্যবহার করিত, এবং ভূতুড়িয়ার ও গুণির কর্ম্ম করিত; সে সদাপ্রভুকে বিরক্ত করণার্থে তাঁহার সাক্ষাতে বাহুল্যরূপে কদাচরণ করিত। ৭ আর আপনার নির্ম্মিত খোদিত এক প্রতিমা ঈশ্বরের মন্দিরে স্থাপন করিল; কিন্তু সেই মন্দিরের বিষয়ে ঈশ্বর দায়ূদকে ও তাহার পুত্ত্র শলোমনকে এই কথা কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যে আমার মনোনীত এই যিরূশালেমে ও এই মন্দিরে আমি আপন নাম অনন্ত কালের নিমিত্তে স্থাপন করিব। ৮ আর আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিমিত্তে যে দেশ নিরূপণ করিয়াছি, সেই দেশহইতে ইস্রায়েলের চরণ আর চালিত হইতে দিব না। কিন্তু আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম, অর্থাৎ মোশির হস্তে দত্ত সমস্ত ব্যবস্থা ও বিধি ও শাসনানুসারে কর্ম্ম করণার্থে সতর্ক হওয়া তাহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ৯ তথাপি মনঃশি যিহূদাকে ও যিরূশালেম্ নিবাসিদিগকে ভুলাইল, এবং সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সন্তানগণের সম্মুখহইতে যে পরজাতীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদের ক্রিয়াহইতে অধম ক্রিয়া করাইল। ১০ আর সদাপ্রভু মনঃশিকে ও তাহার লোকদিগকে নানা কথা কহিতেন, কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিত না।

১১ পরে সদাপ্রভু তাহাদের প্রতিকূলে অশূরের রাজার সেনাপতিগণকে আনিলেন: তাহাতে তাহারা আকর্ষণীদ্বারা মনঃশিকে ধরিয়া পিত্তলময় শৃঙ্খলযুগলে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল। ১২ তখন সঙ্কটাপন্ন হইলে সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করিল, ও আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতি নম্র করিল। ১৩ এইরূপে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাহার বিনয় শুনিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার তাহার রাজ্যে যিরূশালেমে আনিলেন; অতএব সদাপ্রভুই ঈশ্বর, ইহা মনঃশি জ্ঞাত হইল।

১৪ তৎপরে সে দায়ূদ-নগরের বাহিরে গীহোনের পশ্চিমে স্রোতোমার্গ [illegible]য়া মৎস্যদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিল, এবং অতি উচ্চ করিয়া ওফলে বিস্তার করিয়া সংযোগ করিল, এবং যিহূদা দেশের প্রাচীরবেষ্টিত সমস্ত নগরে সেনাপতিগণকে নিযুক্ত করিল। ১৫ এবং সে সদাপ্রভুর গৃহহইতে বিজাতীয় দেবগণকে ও প্রতিমাকে, এবং সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে আপনার নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি সকল দূর করিল, ও নগরহইতে বাহির করিয়া ফেলিল। ১৬ এবং সদাপ্রভুর বেদি সারাইয়া তাহার উপরে মঙ্গলার্থক বলি ও স্তবার্থক উপহার উৎসর্গ করিল, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করিতে যিহূদাকে আজ্ঞা করিল। ১৭ সত্য, তখনও লোকেরা নানা উচ্চস্থলীতে যজ্ঞ করিত, কিন্তু কেবল আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে করিত।

১৮ মনঃশির অবশিষ্ট কথা, এবং আপন ঈশ্বরের কাছে তাহার কৃত প্রার্থনা, ও যে দর্শকেরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিত, তাহাদের বাক্য, এই সকল ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। ১৯ এবং তাহার প্রার্থনা করন, ও সেই প্রার্থনার গ্রাহ্য হওন, ও তাহার সমস্ত পাপ ও ঔচিত্যলঙ্ঘন, এবং নম্র হইবার পূর্ব্বে সে যে ২ স্থানে উচ্চস্থলী ও আশেরার মূর্ত্তি ও খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, সেই সকলের বিবরণ দর্শকদের গ্রন্থে লিখিত আছে।

২০ পরে মনঃশি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা তাহার বাটীতে তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার পুত্ত্র আমোন্ তাহার পদে রাজা হইল। ২১ আমোন্ বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে দুই বৎসর রাজত্ব করিল। ২২ সে আপন পিতা মনঃশির ক্রিয়ার ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; ফলতঃ তাহার পিতা মনঃশি যে সকল খোদিত প্রতিমা করিয়াছিল, আমোন্ তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত ও তাহাদের পূজা করিত। ২৩ কিন্তু তাহার পিতা মনঃশি যেমন আপনাকে নম্র করিয়াছিল, সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে তেমনি নম্র করিল না; কিন্তু এই আমোন্ বাহুল্যরূপে দোষ করিল। ২৪ পরে তাহার দাসগণ

তাহার প্রতিকূলে চক্রান্ত করিয়া তাহার বাটীতে তাহাকে বধ করিল। ২৫ তাহাতে দেশের লোকেরা আমোন্ রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্তকারি সকলকে বধ করিল; আরও দেশের লোকেরা তাহার পুত্র যোশিয়কে তাহার পদে রাজা করিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে একত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিল। ২ সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত, ও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের পথে চলিত, দক্ষিণে কি বামে ফিরিত না।

৩ তাহার অধিকারের অষ্টম বৎসরে সে অল্পবয়স্ক হইয়াও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং দ্বাদশ বৎসরে উচ্চস্থলী ও আশেরার মূর্ত্তি ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা [দূর করণদ্বারা] যিহূদা ও যিরূশালেমকে শুচি করিতে লাগিল। ৪ তাহার সাক্ষাতে লোকেরা বালদেবদের যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং সে তদুপরি স্থাপিত সূর্য্যপ্রতিমা ছেদন করিল, এবং আশেরার মূর্ত্তি ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ধূলিবৎ করিয়া, যাহারা তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিল, তাহাদের কবরের উপরে সেই ধূলা ছড়াইল। ৫ এবং তাহাদের যজ্ঞবেদির উপরে যাজকদের অস্থি দগ্ধ করিল, এবং যিহূদা ও যিরূশালেম শুচি করিল। ৬ এবং মনঃশির ও ইফ্রয়িমের ও শিমিয়োনের নগরে ও নপ্তালি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কাঁথড়ার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যজ্ঞবেদি ও আশেরার মূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ৭ ও খোদিত প্রতিমা চূর্ণ করিল, এবং ইস্রায়েল দেশের সর্ব্বত্র সূর্য্যপ্রতিমাদিগকে কাটিয়া ফেলিল, পরে যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিল।

৮ তাহার অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে সে দেশ ও মন্দির শুচি করণের অভিপ্রায়ে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর মন্দির দৃঢ় করিবার জন্যে অৎসলিয়ের পুত্র শাফন্কে ও মাসেয় নগরাধ্যক্ষকে ও যোয়াহসের পুত্র যোয়াহ ইতিহাসকর্ত্তাকে পাঠাইল। ৯ অতএব তাহারা হিল্কিয় মহাযাজকের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাতে ঈশ্বরের গৃহে আনীত সমস্ত রৌপ্য, অর্থাৎ দ্বারপাল লেবিরা মনঃশি ও ইফ্রয়িম ও ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশহইতে ও সমস্ত যিহূদা ও বিন্যামীনহইতে ও যিরূশালেম নিবাসি লোকহইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই সকল রূপ্য তাহাদের কাছে সমর্পিত হইল। ১০ আর তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে নিযুক্ত কর্ম্মসম্পাদকগণের হস্তে তাহা দিল, পরে কর্ম্মসম্পাদকেরা, অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহে কর্ম্মকারি লোকেরা সেই গৃহ সারাইবার ও দৃঢ় করিবার জন্যে তাহা দিল, ১১ অর্থাৎ যিহূদার রাজগণ যে ২ গৃহ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার জন্যে খোদিত প্রস্তর ও বরোগা ও কড়িকাষ্ঠ ক্রয় করিতে তাহারা সূত্রধরদিগকে ও গাঁথকদিগকে তাহা দিল। ১২ এবং সেই লোকেরা সত্যাকার পূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম করিল, এবং কতকগুলি লেবীয় লোক, অর্থাৎ মরারির সন্তানদের মধ্যে যহৎ ও ওবদিয় তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং কহাতের সন্তানদের মধ্যে সখরিয় ও মশুল্লম্ ও অন্য লেবীয়েরা, অর্থাৎ বাদ্য বাজাইতে নিপুণ যে সকল লোক তাহারা গানদ্বারা কর্ম্ম চালাইবার জন্যে নিযুক্ত ছিল। ১৩ এবং তাহারা ভারবাহকদের অধ্যক্ষ, এবং গানদ্বারা কর্ম্ম চালাইবার জন্যে সর্ব্বপ্রকার দাস্যকর্ম্মকারিদের উপরে নিযুক্ত ছিল, এবং লেবীয়দের মধ্যে কেহ২ লেখক ও শাসনকর্ত্তা ও দ্বারপাল ছিল।

১৪ তাহারা যখন সদাপ্রভুর গৃহে আনীত সকল রূপ্য বাহির করিল, তখন হিল্কিয় যাজক মোশিলিখিত সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইল। ১৫ পরে হিল্কিয় শাফন্ লেখককে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমি সদাপ্রভুর গৃহে এই ব্যবস্থাপুস্তকখানি পাইলাম; পরে হিল্কিয় ঐ পুস্তক শাফন্কে দিল। ১৬ এবং শাফন্ সেই পুস্তক রাজার কাছে লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার রাজার সাক্ষাতে এই নিবেদন করিল, আপনকার দাসদের প্রতি আদিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম করা যাইতেছে। ১৭ তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে প্রাপ্ত সকল রূপা একত্র করিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষদের ও কর্ম্মকারিদের হস্তে দিয়াছে। ১৮ পরে শাফন্ লেখক রাজাকে এই কথা জ্ঞাত করিল, হিল্কিয় যাজক আমাকে একখান পুস্তক দিল; পরে শাফন্ রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ১৯ তখন রাজা ব্যবস্থার বাক্য সকল শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিল। ২০ এবং রাজা হিল্কিয়কে ও শাফনের পুত্র অহীকাম্কে ও মীখায়ের পুত্র অব্দোন্কে ও শাফন্ লেখককে ও অসায় নামক রাজভৃত্যকে এই আজ্ঞা করিল, ২১ তোমরা যাইয়া আমার নিমিত্তে এবং ইস্রায়েলের ও যিহূদার মধ্যে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে ঐ লব্ধ পুস্তকের বাক্যের বিষয়ে সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ পুস্তকে লিখিত কথানুসারে কর্ম্ম করণার্থে সদাপ্রভুর বাক্য পালন করে নাই, এই জন্যে আমাদের উপরে সদাপ্রভুর ভারি ক্রোধ বর্ষাণ গিয়াছে। ২২ পরে হিল্কিয় ও রাজার [নিযুক্ত] ঐ লোকেরা হর্হসের পৌত্র তিক্বের পুত্র শল্লুম বস্ত্রাগারাধ্যক্ষের ভার্য্যা হুল্দা ভাববাদিনীর নিকটে গেল; সে যিরূশালেমের উপনগরে বাস করিত। পরে তাহারা ঐ ভাবের কথা তাহাকে কহিল।

২৩ তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি তোমাদিগকে আমার কাছে পাঠাইল, তাহাকে বল, ২৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে অমঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদার রাজার সাক্ষাতে যে পুস্তক পাঠ হইল, তন্মধ্যে লিখিত সকল শাপের ফল ঘটাইব। ২৫ কেননা আপন২ হস্তের সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিবার জন্যে তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের

উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, তজ্জন্য এই স্থানের উপরে আমার ক্রোধাগ্নি বর্ষান যাইবে, নির্ব্বাণ হইবে না। ২৬ কিন্তু সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইল যে যিহূদার রাজা, তাহাকে এই কথা বল, তুমি যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা কহেন, ২৭ তোমার অন্তঃকরণ কোমল, এবং আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের বিরুদ্ধে যে ২ কথা কহিয়াছি, তাহা শুনিবামাত্র তুমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নম্র হইলা, ও আমার সাক্ষাতে আপনাকে অবনত করিলা, ও আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে রোদন করিলা, এই জন্যে সদাপ্রভু কহেন, আমিও শুনিলাম। ২৮ দেখ, আমি তোমার পিতৃলোকদের সহিত তোমাকে সংগৃহীত করিব; তুমি শান্তিতে আপন কবরে সমাহিত হইবা, এবং এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে আমি যে সকল অমঙ্গল ঘটাইব, তোমার নেত্রযুগল তাহা দেখিবে না। পরে তাহারা পুনর্ব্বার রাজাকে এই কথার সমাচার দিল।

২৯ অনন্তর রাজা লোক পাঠাইয়া যিহূদার ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে একত্র করিল। ৩০ পরে রাজা সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও যিরূশালেম্ নিবাসিরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা অর্থাৎ মহান্ ও ক্ষুদ্র সকল লোকও [গেল]; এবং সে সদাপ্রভুর গৃহে লব্ধ ঐ নিয়মপুস্তকের সকল কথা তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করাইল। ৩১ অপর রাজা আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া সদাপ্রভুর অনুগামী হইতে, এবং সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা ও সাক্ষ্যকথা ও বিধি পালন করিতে, ও এই পুস্তকে লিখিত নিয়মের কথানুসারে ক্রিয়া করিতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিয়ম করিল। ৩২ এবং যিরূশালেমের ও বিন্যামীনের যত লোক বিদ্যমান ছিল, সেই সকলকে সে অঙ্গীকার করাইল; তাহাতে যিরূশালেম্ নিবাসিরা ঈশ্বরের অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের নিয়মানুসারে করিতে লাগিল। ৩৩ এবং যোশিয় ইস্রায়েলের সন্তানগণের অধিকৃত সকল দেশহইতে যাবতীয় ঘৃণার্হ বস্তু দূর করিল, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে আরাধনা অর্থাৎ তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করাইল; তাহারা তাহার যাবজ্জীবন আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পশ্চাদ্গমন ত্যাগ করিল না।

৩৫ অধ্যায়

১ পরে যোশিয় যিরূশালেমে সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব করিল, এবং লোকেরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন করিল। ২ এবং সে যাজকদিগকে তাহাদের রক্ষণীয় স্থানে নিযুক্ত করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহের দাস্যকর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে আশ্বাস দিল। ৩ এবং যে লেবীয়েরা সমস্ত ইস্রায়েলের শিক্ষক ও সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র লোক, তাহাদিগকে সে কহিল, ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের পুত্র শলোমন্ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিল, তাহার মধ্যে তোমরা পবিত্র সিন্দূক রাখ; তাহার ভার তোমাদের স্কন্ধে থাকিবে না; এখন তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের সেবা কর। ৪ এবং আপন ২ পিতৃকুলানুসারে ও ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের লিখনে ও তাহার পুত্র শলোমনের লিখনে নিরূপিত আপন ২ পালানুসারে আপনাদিগকে পরিপাটী কর। ৫ এবং তোমাদের ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ প্রজা লোকদের পিতৃকুল সকলের বিভাগানুসারে ও লেবীয়দের পিতৃকুলের অংশানুসারে পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হও। ৬ এবং নিস্তারপর্ব্বের বলি হনন কর ও আপনাদিগকে পবিত্র কর, এবং মোশিদ্বারা [কথিত] সদাপ্রভুর বাক্যমতে কর্ম্ম করণার্থে আপন ভ্রাতাদের জন্যে পরিপাটী কর। ৭ অপর যোশিয় প্রজা লোকদের জন্যে উপহার বিতরণ করিল, অর্থাৎ উপস্থিত সকলকে কেবল নিস্তারপর্ব্বীয় বলিরূপে ত্রিংশৎসহস্রসঙ্খ্যক মেষবৎস ও ছাগবৎস, এবং [তদ্ব্যতিরেকে] তিন সহস্র বৃষও দিল; এ সকলি রাজার সম্পদহইতে দত্ত হইল। ৮ এবং তাহার অমাত্যগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লোকদিগকে, যাজকদিগকে ও লেবীয়দিগকে [দান করিল], বিশেষতঃ হিল্কিয় ও সখরিয় ও যিহীয়েল্, ঈশ্বরের গৃহের এই অধ্যক্ষেরা যাজকদিগকে নিস্তারপর্ব্বীয় বলিরূপে দুই সহস্র ছয় শত মেষাদির বৎস ও তিন শত বৃষ দিল। ৯ এবং লেবীয়দের অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ কাননিয় এবং শময়িয় ও নথনেল্ নামে তাহার দুই ভ্রাতা ও হশবিয় ও যিয়ূয়েল্ ও যোষাবদ্ লেবীয়দিগকে নিস্তারপর্ব্বীয় বলিরূপে পাঁচ সহস্র মেষাদির বৎস ও পাঁচ শত বৃষ দিল। ১০ এই রূপে কর্ম্মের পারিপাট্য হইলে রাজার আজ্ঞানুসারে যাজকেরা আপন ২ স্থানে ও লেবীয়েরা আপন ২ পালানুসারে দাঁড়াইল। ১১ এবং নিস্তারপর্ব্বীয় সকল বলি হত হইলে যাজকগণ তাহাদের হস্তহইতে রক্ত লইয়া প্রোক্ষণ করিল, ও লেবীয়েরা পশুদের চর্ম্ম উন্মোচন করিল। ১২ আর মোশির পুস্তকের লিখনানুসারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে [বলি] উপস্থিত করণার্থে তাহারা প্রজা লোকদের নানা পিতৃকুলের বিভাগ সকলকে দিবার জন্যে হোমবলি উঠাইয়া লইল, এবং বৃষদিগের বিষয়েও তাহাই করিল। ১৩ পরে তাহারা বিধিমতে নিস্তারপর্ব্বের বলি অগ্নিতে [শূলে] পাক করিল; কিন্তু পবিত্রীকৃত অন্যান্য পশুর মাংস স্থালীতে ও হাঁড়িতে ও কটাহে পাক করিল, ও সকল লোককে শীঘ্র পরিবেষণ করিল। ১৪ পরে আপনাদের ও যাজকদের জন্যে পরিপাটী করিল, কেননা হারোণের সন্তান যাজকেরা হোম ও মেদ দগ্ধ করণে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিল; অতএব লেবীয়েরা আপনাদের ও হারোণ্ বংশীয় যাজকদের উভয়ের জন্যে পরিপাটী করিল। ১৫ এবং দায়ূদের ও আসফের ও

হেমনের ও রাজার দর্শক যিদূথূনের আজ্ঞানুসারে আসফের সন্তান গায়কেরা আপন ২ স্থানে ছিল, ও দ্বারপালেরা প্রতি দ্বারে ছিল; আপন ২ কার্য্য ত্যাগ করা তাহাদের প্রয়োজন হইল না, যেহেতুক তাহাদের লেবীয় ভ্রাতারা তাহাদের জন্যে পরিপাটী করিল। [১৬] এই রূপে যোশিয় রাজার আজ্ঞানুসারে নিস্তারপর্ব্ব পালনার্থে ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে হোম করণার্থে সেই দিনে সদাপ্রভুর সমস্ত সেবাকর্ম্ম পরিপাটীরূপে হইল। [১৭] অতএব উপস্থিত ইস্রায়েলের সন্তানগণ ঐ সময়ে নিস্তারপর্ব্ব, এবং সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল। [১৮] শমূয়েল্ ভাববাদির সময়াবধি ইস্রায়েলে এতাদৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালন হয় নাই; এবং যোশিয় ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং সমস্ত যিহূদা ও ইস্রায়েলের উপস্থিত লোকেরা ও যিরূশালেম নিবাসিরা [তখন] যাদৃশ নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল, ইস্রায়েলের কোন রাজা তাদৃশ পর্ব্ব পালন করে নাই। [১৯] যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে এই নিস্তারপর্ব্ব পালন হইল।

[২০] এই সকলের পরে অর্থাৎ যোশিয় মন্দির পরিপাটী করিলে পর মিসরের নখো রাজা ফরাৎ নদীর নিকটস্থ কর্কমীশে যুদ্ধ করণার্থে আসিতেছিল, এমন সময়ে যোশিয় তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। [২১] তাহাতে সে দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইল, হে যিহূদার রাজন্, তোমার সঙ্গে আমার বিষয় কি? আমি অদ্য তোমার বিরুদ্ধে আসি নাই, কিন্তু যে কুলের সহিত আমার যুদ্ধ আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাইতেছি; আর ঈশ্বর আমাকে সত্বরে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন; অতএব তুমি আমার সহবর্ত্তি ঈশ্বরহইতে ক্ষান্ত হও, নচেৎ তিনি তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। [২২] তথাপি যোশিয় তাহাহইতে বিমুখ না হইয়া বরং তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অন্য বেশ ধারণ করিল; সে ঈশ্বরের মুখনির্গত নখোর বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মগিদ্দোর সমস্থলীতে যুদ্ধ করিতে আইল। [২৩] তাহাতে ধনুর্দ্ধরেরা যোশিয় রাজাকে বাণ মারিলে রাজা আপন দাসদিগকে কহিল, আমাকে লইয়া যাও, কেননা আমি বড় আঘাতী হইলাম। [২৪] তাহাতে তাহার দাসগণ সেই রথহইতে তাহাকে বাহির করিয়া তাহার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করাইয়া যিরূশালেমে আনিল, তথায় সে মরিল, এবং আপন পিতৃলোকদের কবরে কবরপ্রাপ্ত হইল; পরে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম্ যোশিয়ের নিমিত্তে শোক করিল।

[২৫] আর যিরমিয়াহ যোশিয়ের জন্যে বিলাপগীত রচিল, তাহাতে সকল গায়ক ও গায়িকা আপন ২ বিলাপগানে যোশিয়ের বিষয়ে তাহা গান করিল; অদ্যাপি [সেই গান প্রচলিত আছে], ফলতঃ তাহারা তাহা ইস্রায়েলের পালনীয় বিধি করিল; এবং দেখ, তাহা বিলাপসংহিতাতে লিখিত আছে। [২৬] যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, ও সদাপ্রভুর ব্যবস্থাতে লিখিত বাক্যানুযায়ি তাহার সাধুতার কর্ম্ম সকল [২৭] ও তাহার আদ্যন্ত কথা ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

৩৬ অধ্যায়।

[১] পরে দেশের লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস্কে লইয়া তাহার পিতার পদে যিরূশালেমে রাজা করিল। [২] যিহোয়াহস্ তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করিল। [৩] পরে মিসরের রাজা যিরূশালেমে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া দেশের এক শত মণ রূপা ও এক মণ স্বর্ণ অর্থদণ্ড নির্দ্ধারণ করিল। [৪] পরে মিসরের রাজা তাহার ভ্রাতা ইলীয়াকীম্কে যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে রাজা করিল, ও তাহার নাম যিহোয়াকীম্ রাখিল, এবং নখো তাহার ভ্রাতা যিহোয়াহস্কে ধরিয়া মিসরে লইয়া গেল।

[৫] যিহোয়াকীম পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর রাজত্ব করিল; সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৬] তাহারই বিরুদ্ধে বাবিলের নবূখদ্নিৎসর্ রাজা আসিয়া বাবিলে লইয়া যাইবার জন্যে তাহাকে পিত্তলশৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। [৭] এবং নবূখদ্নিৎসর সদাপ্রভুর গৃহের নানা পাত্রও বাবিলে লইয়া গিয়া বাবিলস্থ আপন প্রাসাদে রাখিল। [৮] এই যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল ও তাহার মধ্যে আবিষ্কৃত [দোষ] ইস্রায়েলের ও যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। পরে তাহার পুত্র যিহোয়াখীন্ তাহার পদে রাজা হইল।

[৯] যিহোয়াখীন্ আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করিল; সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [১০] অপর [নূতন] বৎসর আইলে নবূখদ্নিৎসর রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ও সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত মনোরম্য পাত্র সকল বাবিলে লইয়া গেল, এবং যিহূদা ও যিরূশালেমের উপরে তাহার পিতৃব্য সিদিকিয়কে রাজা করিল।

[১১] সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যিরূশালেমে এগার বৎসর রাজত্ব করিল। [১২] সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, ও সদাপ্রভুর বাক্যপ্রকাশক যিরমিয়াহ ভাববাদির সম্মুখে আপনাকে নম্র করিত না। [১৩] এবং যে নবূখদ্নিৎসর রাজা তাহাকে ঈশ্বরের নামে দিব্য করাইয়াছিল, সে তাহার বিদ্রোহী হইল, এবং আপন গ্রীবা শক্ত ও হৃদয় কঠিন করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিতে অস্বীকার করিল।

[১৪] অধিকন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রজা লোকেরা

পরজাতীয়দের যাবতীয় ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে বাহুল্যরূপে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিল, এবং সদাপ্রভু যে যিরূশালেমস্থ মন্দির পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা অশুচি করিল। [১৫] তথাপি তাহাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাদের ও আপন বাসস্থানের প্রতি মমতা করাতে অতন্দ্রিত হইয়া আপন দূতদিগকে তাহাদের কাছে প্রেরণ করিলেন। [১৬] কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের দূতদিগকে পরিহাস করিত, ও তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিত, ও তাঁহার ভাববাদিগণকে বিদ্রূপ করিত; তন্নিমিত্তে শেষে আপন প্রজাদের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইলে আর প্রতীকার হইল না। [১৭] ফলতঃ তিনি কল্‌দীয়দের রাজাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনিলে সে তাহাদের ধর্ম্মধামে তাহাদের যুবদিগকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; যুবা কি যুবতী, বৃদ্ধ কি জরাজীর্ণ, কাহারো প্রতি দয়া করিল না, ঈশ্বর তাহার হস্তে সকলকে সমর্পণ করিলেন। [১৮] সে ঈশ্বরের গৃহের ছোট বড় সমস্ত পাত্র ও সদাপ্রভুর গৃহের সকল ধনকোষ এবং রাজার ও অধ্যক্ষদের সকল ধনকোষ, সমুদয় বাবিলে লইয়া গেল। [১৯] এবং তাহার লোকেরা ঈশ্বরের গৃহ দগ্ধ করিল, ও যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন করিল, এবং অট্টালিকা সকল অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল, ও সমস্ত মনোরম্য পাত্র বিনষ্ট করিল। [২০] এবং সে খড়্গহইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্ব্বাসার্থে বাবিলে লইয়া গেল; তাহাতে পারসীক রাজ্য স্থাপিত না হওন পর্য্যন্ত লোকেরা তাহার ও তাহার সন্তানদের দাস থাকিল। [২১] যিরমিয়াহদ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্য সফল করণার্থে [এবং] দেশকে আপনার [ভোক্তব্য] বিবিধ বিশ্রামকাল স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অবকাশ দেওনার্থে [এই ঘটনা হইল]। সপ্ততি বৎসর পূর্ণ করণার্থে দেশ উচ্ছিন্ন দশার সমস্ত কাল বিশ্রাম ভোগ করিল।

[২২] অপর পারস্যের কোরস্ রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে যিরমিয়াহদ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যের সিদ্ধির নিমিত্তে সদাপ্রভু পারস্যের কোরস্ রাজার মনে প্রবৃত্তি দিলে সে আপন রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণাদ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপনদ্বারা এই কথা প্রচার করাইল, যথা, [২৩] পারস্যের কোরস্ রাজা এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য আমাকে দান করিলেন, এবং তিনিই যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইবার ভার আমাকে দিলেন; অতএব তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে কে [প্রস্তুত] আছে? তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন, ও সে সেখানে যাউক।

ইষ্রার পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ অপর পারস্যের কোরস্ রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে যিরমিয়াহদ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যের সিদ্ধির নিমিত্তে সদাপ্রভু পারস্যের কোরস্ রাজার মনে প্রবৃত্তি দিলে সে আপন রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘোষণাদ্বারা এবং লিখিত বিজ্ঞাপনদ্বারা এই আজ্ঞা প্রচার করাইল, যথা, [২] পারস্যের কোরস্ রাজা এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্য আমাকে দান করিলেন, এবং তিনিই যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে তাঁহার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইবার ভার আমাকে দিলেন। [৩] অতএব তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত প্রজার মধ্যে কে [প্রস্তুত] আছে? তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহার সহবর্ত্তী হউন; এবং সে যিহূদা দেশস্থ যিরূশালেমে যাইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করুক; তিনিই যিরূশালেম্‌নিবাসী ঈশ্বর। [৪] এবং এমত অবশিষ্ট কোন এক জন যে কোন স্থানে প্রবাস করিয়াছে, সেই২ স্থাননিবাসি লোকেরা যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের জন্যে স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রূপা ও স্বর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য ও পশু দিয়া তাহার সাহায্য করুক।

[৫] তাহাতে যিহূদার ও বিন্যামীনের কুলপতিগণ এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা ইত্যাদি, অর্থাৎ যে লোকদের মনে ঈশ্বর প্রবৃত্তি দিলেন, সেই সকলে যিরূশালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণার্থে যাত্রা করিতে উঠিল। [৬] এবং তাহাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থ সমস্ত লোক স্বেচ্ছাদত্ত অন্য সকল নৈবেদ্য ব্যতিরেকে রূপাময় পাত্র ও স্বর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য ও পশু ও বহুমূল্য দ্রব্য তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের হস্ত সবল করিল।

[৭] আর নবূখদ্‌নিৎসর সদাপ্রভুর গৃহের যে সকল পাত্র যিরূশালেমহইতে আনিয়া আপন দেবমন্দিরে রাখিয়াছিল, কোরস্ রাজা সেই সকল বাহির করিয়া দিল। [৮] পারস্যের কোরস্ রাজা তাহা বাহির করিয়া কোষাধ্যক্ষ মিত্রদাতের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাতে সে শেশ্‌বসর নামে যিহূদার অধ্যক্ষের কাছে গণনা করিয়া তাহা সমর্পণ করিল। [৯] সেই দ্রব্যের সংখ্যা। স্বর্ণময় ত্রিশ থাল, রূপাময়

এক সহস্র থাল, উনত্রিশ ছুরী; [১০] ত্রিশ স্বর্ণময় পানপাত্র, চারি শত দশ রূপ্যময় মধ্যম পাত্র, এবং এক সহস্র অন্যান্য পাত্র; [১১] সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ সহস্র চারি শত স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র ছিল; নির্ব্বাসিত লোকদের বাবিল্‌হইতে যিরূশালেমে পুনরানয়নকালে শেশবসর এই সকল দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেল।

২ অধ্যায়।

[১] বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত ও বাবিলে নীত লোকসমূহের মধ্যে এই প্রদেশের যে লোকেরা নির্ব্বাসযুক্ত বন্দিদশাহইতে যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন ২ নগরে ফিরিয়া আইল, [২] অর্থাৎ সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়, সরায়, এরিয়েলায়, মর্দখয়, বিল্‌শন্‌, মিস্পর্‌, বিগ্‌বয়, রহূম্‌ ও বানা, ইহাদের সহিত যাহারা ফিরিয়া আইল, সেই ইস্রায়েল লোকদের সংখ্যা। [৩] পরিয়োশের সন্তান দুই সহস্র এক শত বাহাত্তর জন। [৪] শফটিয়ের সন্তান তিন শত বাহাত্তর জন। [৫] আরহের সন্তান সাত শত পঁচাত্তর জন। [৬] যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎমোয়াবের সন্তান দুই সহস্র আট শত বারো জন। [৭] এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। [৮] সত্তূর সন্তান নয় শত পঁয়তাল্লিশ জন। [৯] সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাইট জন। [১০] বানির সন্তান ছয় শত বেয়াল্লিশ জন। [১১] বেবয়ের সন্তান ছয় শত তেইশ জন। [১২] অস্‌গদের সন্তান এক সহস্র দুই শত বাইশ জন। [১৩] অদোনীকামের সন্তান ছয় শত ছেষট্টি জন। [১৪] বিগ্‌বয়ের সন্তান দুই সহস্র ছাপ্পান্ন জন। [১৫] আদীনের সন্তান চারি শত চোয়ান্ন জন। [১৬] যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান আটানব্বই জন। [১৭] বেৎসয়ের সন্তান তিন শত তেইশ জন। [১৮] যোরাহের সন্তান এক শত বারো জন। [১৯] হশুমের সন্তান দুই শত তেইশ জন। [২০] গিব্বরের সন্তান পঁচানব্বই জন। [২১] বৈৎলেহমের সন্তান এক শত তেইশ জন। [২২] নটোফার লোক ছাপ্পান্ন জন। [২৩] অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ জন। [২৪] অস্‌মাবতের সন্তান বেয়াল্লিশ জন। [২৫] কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্‌ ও কফীরা ও বেরোতের সন্তান সাত শত তেতাল্লিশ জন। [২৬] রামার ও গেবার সন্তান ছয় শত একুশ জন। [২৭] মিক্‌মসের লোক এক শত বাইশ জন। [২৮] বৈথেলের ও অয়ের লোক দুই শত তেইশ জন। [২৯] নবোর সন্তান বাওয়ান্ন জন। [৩০] মগ্‌বীশের সন্তান এক শত ছাপ্পান্ন জন। [৩১] অন্য এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। [৩২] হারীমের সন্তান তিন শত বিংশতি জন। [৩৩] লোদ্‌ ও হাদীদ্‌ ও ওনোর সন্তান সাত শত পঁচিশ জন। [৩৪] যিরীহোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। [৩৫] সনায়ার সন্তান তিন সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন।

[৩৬] যাজকদের সংখ্যা; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয় শত তেহাত্তর জন। [৩৭] ইম্মেরের সন্তান এক সহস্র বাওয়ান্ন জন। [৩৮] পশ্‌হূরের সন্তান এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন। [৩৯] হারীমের সন্তান এক সহস্র সতের জন।

[৪০] লেবীয়দের সংখ্যা; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে যেশূয় ও কদ্‌মীয়েলের সন্তান চোয়াত্তর জন।

[৪১] গায়কদের সংখ্যা; আসফের সন্তান এক শত আটাইশ জন।

[৪২] দ্বারপালদের সন্তানদের সংখ্যা; শল্লুম্‌, আটের, টল্‌মোন্‌, অক্কূব্‌, হটীটা, শোবয়, এই সকলের সন্তান এক শত উনচল্লিশ জন।

[৪৩] নথীনীয় লোকদের সংখ্যা; সীহ, হসূফা, টব্বায়োৎ, [৪৪] কেরোস্‌, সীয়, পাদোন্‌, [৪৫] লবানা, হগাবঃ, অক্কূব্‌, [৪৬] হাগব্‌ শল্‌ময়, হানন্‌, [৪৭] গিদ্দেল্‌, গহর, রায়া, [৪৮] রৎসীন্‌, নকোদ, গসম, [৪৯] উষঃ, পাসেহ, বেষয়, [৫০] অস্না, মিয়ূনীম্‌, নফূষীম্‌, [৫১] বক্‌বুক্‌, হকূফা, হর্হূর, [৫২] বস্‌লূৎ, মহীদা, হর্শা, [৫৩] বর্কোস্‌, সীষরা, তেমহ, [৫৪] নৎসীহ, হটীফা, এই সকলের সন্তান।

[৫৫] শলোমনের দাসদের সন্তানদের সংখ্যা; সোটয়, সোফেরৎ, পরূদা, [৫৬] যালা, দর্কোণ, গিদ্দেল্‌, [৫৭] শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীম, আমী, এই সকলের সন্তান। [৫৮] নথীনীয়েরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানগণ সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত বিরানব্বই জন ছিল।

[৫৯] পরন্তু তেল্‌মেলহ, তেল্‌হর্শা, করূব্‌, অদ্দন্‌ ও ইম্মের, এই সকল স্থানহইতে নিম্নলিখিত সকল লোক আইল, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েলীয় লোক কি না, এ বিষয়ে আপন ২ পিতৃকুল কি গোত্র প্রমাণ দিতে পারিল না; [৬০] দলায়, টোবিয়, নকোদ, ইহাদের সন্তান ছয় শত বাওয়ান্ন জন। [৬১] এবং যাজকদের সন্তানদের মধ্যে হবায়ের, কোসের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। [৬২] বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপন ২ বংশাবলি পত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না, এই জন্যে তাহারা অশুচি হইয়া যাজকত্বভ্রষ্ট হইল। [৬৩] এবং শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ঊরীম্‌ ও তুম্মীমের অধিকারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ তোমরা পবিত্র বস্তু খাইও না।

[৬৪] আর একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বেয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাইট জন ছিল। [৬৫] তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাস দাসী ছিল, অধিকন্তু তাহাদের দুই শত জন গায়ক গায়িকা ছিল। [৬৬] তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব, দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর, [৬৭] চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র, ও ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।

[৬৮] পরে কুলপতিদের মধ্যে কতক লোক যিরূ-

শালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহের [স্থানে] আইলে সেই ঈশ্বরীয় গৃহ স্বস্থানে স্থাপিত করণার্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান দিল। ৬৯ তাহারা আপন ২ শক্ত্যনুসারে ঐ কর্ম্মের ভাণ্ডারে একষষ্টি সহস্র অদর্কোন স্বর্ণ, ও পাঁচ সহস্র মানী রূপা, ও যাজকদের জন্যে এক শত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল। ৭০ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এবং গায়কেরা ও দ্বারপালেরা ও নথীনীয়েরা আপন ২ নগরে বাস করিতে লাগিল; অতএব সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক আপন ২ নগরে ছিল।

৩ অধ্যায়।

১ তখন সপ্তম মাস সন্নিকট এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ ঐ সকল নগরে ছিল; পরে লোকেরা এক মানুষের ন্যায় যিরূশালেমে একত্র হইল। ২ এবং যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় ও তাহার যাজক ভ্রাতৃগণ ও শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল্ ও তাহার ভ্রাতৃগণ উঠিয়া ঈশ্বরের লোক মোশির ব্যবস্থাতে লিখিত বিধ্যনুসারে হোমীয় বলি দান করণার্থে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ৩ ফলতঃ দেশের লোকহইতে ভীত হওয়াতে তাহারা যজ্ঞবেদি স্বস্থানে স্থাপন করিল, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহার উপরে হোম অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে হোম করিতে লাগিল। ৪ এবং লিখিত বিধিমতে কুটীরোৎসব পালন করিল, এবং এক ২ দিনের বিধানানুসারে দিন ২ উপযুক্ত সংখ্যার হোমার্থক বলি দান করিল। ৫ তদবধি তাহারা প্রত্যহ এবং অমাবস্যাতে ও সদাপ্রভুর পবিত্রীকৃত সকল পর্ব্বে, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গকারি সকল লোকের জন্যে কর্ত্তব্য হোম করিতে লাগিল। ৬ সপ্তম মাসের প্রথম দিনে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তৎকালে সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয় নাই।

৭ অপর পারস্যের কোরস্ রাজা তাহাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা গাঁথকদিগকে ও সূত্রধরদিগকে রূপ্য দিল, এবং লিবানোন্হইতে যাফোস্থ সমুদ্রতীরে এরস্কাষ্ঠ আনিবার জন্যে সীদোনীয় ও সোরীয় লোকদিগকে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য ও তৈল দিল। ৮ আর যিরূশালেমে ঈশ্বরের গৃহের স্থানে আইলে পর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল্ ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় এবং তাহাদের অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ, অর্থাৎ যাজকেরা ও লেবীয়েরা এবং বন্দি দশাহইতে যিরূশালেমে আগত সমস্ত লোক কর্ম্মের আরম্ভ করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহের কার্য্য গানদ্বারা চালাইবার জন্যে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়দিগকে নিযুক্ত করিল। ৯ তখন যেশূয় ও তাহার পুত্রগণ ও ভ্রাতৃগণ, ও হোদবিয়ের সন্তান কদ্মীয়েল্ ও তাহার পুত্রগণ গানদ্বারা কর্ম্ম চালাইবার জন্যে ঈশ্বরের গৃহে কর্ম্মকারিদের কাছে একত্র হইয়া দাঁড়াইল; হেনাদদের সন্তানগণ ও তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতৃগণ [তদ্রূপ করিল]; তাহারা লেবীয় লোক। ১০ তাহাতে গাঁথকেরা যখন সদাপ্রভুর প্রাসাদের ভিত্তিমূল করিল, তখন ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের নিরূপণানুসারে সদাপ্রভুর প্রশংসা করণার্থে আপন ২ পরিচ্ছদপরিহিত যাজকগণ তূরী লইয়া, ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা করতাল লইয়া দণ্ডায়মান হইল, ১১ এবং "সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, কেননা ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী," ইহা বলিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা ও স্তব করত পালানুসারে গান করিল; এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন সময়ে সদাপ্রভুর প্রশংসা করিতে২ সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল। ১২ কিন্তু তাহাদের চক্ষুর্গোচরে যখন এই মন্দিরের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল, তখন যাজকদের ও লেবীয়দের ও পিতৃকুলপতিদের মধ্যে অনেক লোক, অর্থাৎ যে বৃদ্ধগণ পূর্ব্বকার মন্দির দেখিয়াছিল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং অন্য অনেকে আনন্দে উচ্চৈঃস্বর পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিল। ১৩ তাহাতে লোকেরা আনন্দজন্য জয়ধ্বনি ও জনতার রোদনের শব্দ বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না, যেহেতুক লোকেরা এমত উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল, যে তাহার শব্দ দূর পর্য্যন্ত শুনা গেল।

৪ অধ্যায়।

১ পরে নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে, এই কথা শুনিয়া যিহূদার ও বিন্যামীনের বিপক্ষগণ ২ সরুব্বাবিলের ও পিতৃকুলপতিদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের সহিত আমরাও গাঁথিব, কেননা তোমাদের ন্যায় আমরাও তোমাদের ঈশ্বরের অন্বেষণ করিব; বস্তুতঃ যে অশূরীয় এসর্হদ্দোন্ রাজা আমাদিগকে এই স্থানে আনিয়াছিল, তাহার অধিকারাবধি আমরা তাঁহারই উদ্দেশে বলিদান করিয়া আসিতেছি। ৩ তাহাতে সরুব্বাবিল্ ও যেশূয় ও ইস্রায়েলের অন্য সকল পিতৃকুলপতি তাহাদিগকে কহিল আমাদের ঈশ্বরের নিমিত্তে মন্দির নিম্মান করিতে তোমাদের ও আমাদের, উভয়ের অধিকার নাই; কিন্তু পারস্যের কোরস্ রাজা আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তদনুসারে কেবল আমরা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর [মন্দির] নির্ম্মাণ করিব। ৪ তাহাতে দেশের লোকেরা যিহূদার লোকদের হস্ত দুর্ব্বল করিতে ও নির্ম্মাণ বিষয়ে তাহাদিগকে বিহ্বল করিতে লাগিল; ৫ এবং তাহাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবার জন্যে পারস্যের কোরস্ রাজার যাবজ্জীবন ও পারস্যের দারিয়াবসের রাজত্বপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাকারিদিগকে বেতন

দিত। [৬]বিশেষতঃ অক্ষশ্বেরশের অধিকারের আরম্ভকালে তাহারা যিহূদা ও যিরূশালেম নিবাসিদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগপত্র লিখিল। [৭] পুনশ্চ অর্তক্ষস্তের অধিকারে বিশ্লম্, মিত্রদাৎ, টাবেল্ ও তাহাদের সহায়গণ পারস্যের অর্তক্ষস্ত রাজার কাছে এক পত্র লিখিল, তাহা অরামীয় অক্ষরে লিখিত ও অরামীয় ভাষাতে প্রণীত ছিল। [৮] ফলতঃ রহূম্ মন্ত্রী ও শিম্শয় লেখক যিরূশালেমের বিরুদ্ধে অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে এই রূপ পত্র লিখিল। "অমুক তারিখে। [৯] রহূম্ মন্ত্রী ও শিম্শয় লেখক ও তাহাদের সহায় অন্য সকলে, অর্থাৎ দীনীয়, অফর্সৎখীয়, টর্পলীয়, অফর্সীয়, অর্কবীয়, বাবিলীয়, শূশনীয়, দেহ্বীয়, ও এলমীয় লোকেরা, [১০] এবং মহামহিম সম্ভ্রান্ত অস্নপ্পর কর্তৃক নির্ব্বাসার্থে আনীত ও শমরিয়ার নগরে স্থাপিত অন্য সকল জাতি এবং [ফরাৎ] নদীর এপারস্থ অন্য সকল জাতি, ইত্যাদি।"

[১১] তাহারা অর্তক্ষস্ত রাজার নিকটে সেই যে পত্র পাঠাইল, তাহার অনুলিপি এই। "[ফরাৎ] নদীর পারস্থ আপনকার দাসেরা, ইত্যাদি। [১২] মহারাজের নিকটে এই নিবেদন; যিহূদীয়েরা আপনকার নিকটহইতে আমাদের এখানে যিরূশালেমে আসিয়া সেই বিদ্রোহি দুষ্ট নগর পুনর্নির্ম্মান করিতেছে, ও ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়া প্রাচীর করিতে উদ্যত আছে। [১৩] অতএব মহারাজের নিকটে নিবেদন এই, যদি সেই নগর পুনর্নির্ম্মিত ও তাহার প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে ঐ লোকেরা কর ও রাজস্ব ও মাশুল আর দিবে না, ইহাতে মহারাজের রাজধনের ক্ষতি হইবে। [১৪] আমরা রাজবাটীর লবণ খাইয়া থাকি, অতএব মহারাজের ক্ষতি দেখা আমাদের উচিত নয়, একারণ লোক পাঠাইয়া মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম। [১৫] আপনকার পিতৃলোকদের ইতিহাসপুস্তকে অনুসন্ধান করুন; সেই ইতিহাসপুস্তকে প্রমাণ পাইয়া জানিতে পারিবেন, এই নগর বিদ্রোহী এবং রাজাদের ও প্রদেশ সকলের অনিষ্টকর, এবং এই নগরে প্রাক্কালাবধি উপপ্লব হইত, তজ্জন্য তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। [১৬] অতএব আমরা মহারাজকে জ্ঞাত করিলাম, যদি এই নগর পুনর্নির্ম্মিত ও তাহার প্রাচীর স্থাপিত হয়, তবে তাহাতে নদীর এ পারে আপনকার কিছু অধিকার থাকিবে না।"

[১৭] পরে রাজা রহূম্ মন্ত্রিকে ও শিম্শয় লেখককে ও শমরিয়া নিবাসি তাহাদের অন্য সকল সঙ্গিদিগকে এবং নদীর এপারস্থ অন্যান্য লোকদিগকে উত্তর লিখিল, "তোমাদের মঙ্গল হউক, ইত্যাদি। [১৮] তোমরা আমার কাছে যে পত্র পাঠাইয়াছ, তাহা আমার সম্মুখে স্পষ্ট রূপে পাঠ হইলে, [১৯] আমার আজ্ঞাতে অনুসন্ধান হইল ও জানা গেল, প্রাক্কালাবধি সেই নগর রাজদ্রোহী ছিল, ও তাহার মধ্যে বিদ্রোহ ও উপপ্লব হইত। [২০] আর যিরূশালেমে পরাক্রমি রাজগণও ছিল, তাহারা নদীর ওপারস্থ সকলের উপরে রাজত্ব করিত, এবং তাহাদিগকে কর ও রাজস্ব ও মাশুল দেওয়া যাইত। [২১] অতএব সেই লোকদিগকে ঐ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত থাকিতে, এবং যে পর্য্যন্ত আমাহইতে কোন আজ্ঞা প্রচারিত না হয়, তাবৎ ঐ নগর পুনর্নির্ম্মাণ না করিতে আজ্ঞা দেও। [২২] সাবধান, এই কার্য্যে যেন তোমাদের ত্রুটি না হয়; রাজগণের ক্ষতিজনক অপচয় কেন হইবে?"

[২৩] পরে রহূমের ও শিম্শয় লেখকের ও তাহাদের পক্ষীয় লোকদের সাক্ষাতে অর্তক্ষস্ত রাজার পত্র পাঠ হইবামাত্র তাহারা শীঘ্র যিরূশালেমে যিহূদীয়দের নিকটে যাইয়া বাহুবলেতে তাহাদিগকে ঐ কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করিল। [২৪] তাহাতে যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের কার্য্য বন্ধ হইল; পারস্যের দারিয়াবস্ রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ থাকিল।

৫ অধ্যায়।

[১] পরে হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুই জন ভাববাদী যিহূদার ও যিরূশালেমস্থ সমস্ত যিহূদীয়দের নিকটে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামে ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল; [২] তাহাতে শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় উঠিয়া যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিল, এবং ঈশ্বরের ভাববাদিরা তাহাদের সহায় হইয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিত।

[৩] পরে নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয় ও শথরবোষনয় ও তাহাদের পক্ষীয় লোকেরা তাহাদের নিকটে আসিয়া কহিল, এই গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিল? [৪] তখন আমরা তাহাদিগকে তন্মত সেই গাঁথনিকারি লোকদের নাম কহিলাম। [৫] কিন্তু যিহূদীয়দের প্রাচীনবর্গের প্রতি তাহাদের ঈশ্বরের দৃষ্টি থাকাতে, যাবৎ দারিয়াবসের নিকটে নিবেদন উপস্থিত না করা যায় এবং এই কর্ম্মের বিষয়ে পুনরায় পত্র না আইসে, তাবৎ [শত্রুরা] তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিল না।

[৬] নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয় ও শথরবোষনয় ও নদীর এ পারস্থ তাহাদের সহায় অফর্সখীয়েরা দারিয়াবস্ রাজার নিকটে যে পত্র পাঠাইল, তাহার অনুলিপি এই। [৭] তাহারা এই কথা সম্বলিত এক পত্র পাঠাইল, যথা, "মহারাজ দারিয়াবসের সকলই মঙ্গল হউক। [৮] মহারাজের নিকটে আমাদের নিবেদন, আমরা যিহূদা প্রদেশে মহান্ ঈশ্বরের গৃহে গিয়া দেখিলাম, তাহা প্রকাণ্ড প্রস্তর ও ভিত্তিতে স্থাপিত কাষ্ঠদ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে। আর লোকে সেই কর্ম্ম শীঘ্র চালাইতেছে, ও তাহাদের হস্তদ্বারা তাহা অতিশয় বৃদ্ধি

পাইতেছে। ৯ তাহাতে আমরা সেই প্রাচীনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই গৃহ নির্ম্মাণ ও প্রাচীর স্থাপন করিতে তোমাদিগকে কে আজ্ঞা দিল? ১০ এবং আমরা আপনকাকে জ্ঞাত করিতে তাহাদের প্রধান লোকদিগের নাম লিখিবার জন্যে তাহাদের নামও জিজ্ঞাসা করিলাম। ১১ তাহাতে তাহারা আমাদিগকে এই উত্তর দিল, যিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর ঈশ্বর, আমরা তাঁহার দাস; এবং এই যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহা ইহার অনেক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ফলতঃ ইস্রায়েলের এক মহান্ রাজা তাহা নির্ম্মাণ ও সাধন করিয়াছিলেন। ১২ পরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গের ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করাতে তিনি তাহাদিগকে বাবিলের রাজা কল্দীয় নবূখদ্নিৎসরের হস্তগত করিলেন, তাহাতে সে এই গৃহ ভগ্ন করিল ও লোকদিগকে নির্ব্বাসার্থে বাবিলে লইয়া গেল। ১৩ কিন্তু বাবিলের কোরস্ রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে কোরস রাজা ঈশ্বরের এই গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করাইতে আজ্ঞা করিল। ১৪ এবং নবূখদ্নিৎসর্ ঈশ্বরের গৃহের যে২ স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র যিরূশালেমস্থ প্রাসাদহইতে লইয়া গিয়া বাবিলের প্রাসাদে রাখিয়াছিল, সেই সকল পাত্র কোরস্ রাজা বাবিলস্থ প্রাসাদহইতে বাহির করিয়া আপনার নিযুক্ত শেশ্বসর নামক শাসনকর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করিল, ১৫ এবং তাহাকে কহিল, তুমি এই সকল পাত্র যিরূশালেমস্থ প্রাসাদে লইয়া গিয়া তথায় রাখ, এবং ঈশ্বরের গৃহ নিজ স্থানে নির্ম্মিত হউক। ১৬ তাহাতে সেই শেশ্বসর আসিয়া যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের ভিত্তিমূল করিল; তদবধি এখন পর্য্যন্ত ইহার গাঁথনি হইতেছে, তথাপি সাঙ্গ হয় নাই। ১৭ অতএব এখন যদি মহারাজের তুষ্টি হয়, তবে কোরস্ রাজা যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন কি না, তাহা মহারাজের ঐ বাবিলস্থ ধনাগারে অনুসন্ধান করা যাউক; এ বিষয়ে মহারাজ আমাদের নিকটে আপন আজ্ঞা প্রেরণ করিবেন।"

৬ অধ্যায়।

১ পরে দারিয়াবস্ রাজা আজ্ঞা করিলে বাবিলস্থ ধনাগারের লিপিশালাতে অনুসন্ধান করা গেল। ২ তাহাতে মাদীয় প্রদেশের অক্ষথা নামক রাজপুরীতে একখান পত্র পাওয়া গেল; তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল, স্মরণার্থক পত্র; ৩ কোরস্ রাজার প্রথম বৎসরে কোরস্ রাজা যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিষয়ে এই আজ্ঞা করিলেন, সেই গৃহ বলিদানের স্থান বলিয়া পুনর্নির্ম্মিত হউক, ও তাহার ভিত্তিমূল দৃঢ় করা যাউক; তাহার ঊর্দ্ধতা ষাইট হস্ত ও প্রস্থতা ষাইট হস্ত হইবে। ৪ তাহা তিন২ সারি প্রকাণ্ড প্রস্তরে ও এক২ সারি নূতন কড়িকাষ্ঠে গাঁথান যাইবে, এবং রাজবাটীহইতে তাহার ব্যয় যোগান যাইবে। ৫ এবং ঈশ্বরের গৃহের যে২ স্বর্ণময় ও রূপ্যময় পাত্র নবূখদনিৎসর্ যিরূশালেমস্থ প্রাসাদহইতে লইয়া বাবিলে রাখিয়াছিল, সে সকলও ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, এবং প্রত্যেক পাত্র যিরূশালেমস্থ প্রাসাদে আপন২ স্থানে নীত হইবে, ও তাহা ঈশ্বরের গৃহে রক্ষিত হইবে।

৬ হে নদীর ওপারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয় ও শথর্বোষনয় ও নদীর ওপারস্থ তোমাদের সহায় অফর্সখীয়েরা, তোমরা এখন তথাহইতে দূরে থাক। ৭ সেই ঈশ্বরীয় গৃহের কার্য্যের কিছু ব্যাঘাত করিও না; যিহূদীয়দের দেশাধ্যক্ষ ও যিহূদীয়দের প্রাচীনবর্গ ঈশ্বরের গৃহ নিজ স্থানে নির্ম্মাণ করাউক। ৮ আর সেই ঈশ্বরীয় গৃহের গাঁথনির জন্যে তোমরা যিহূদীয়দের প্রাচীনবর্গের কি২ সাহায্য করিবা, আমি তাহার আজ্ঞা দি; তাহাদের যেন বাধা না হয়, এই জন্যে রাজার ধন, অর্থাৎ নদীর ওপারের রাজকরহইতে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে ব্যয়ানুযায়ি অর্থ দত্ত হইবে। ৯ এবং তাহারা যেন সৌরভের আঘ্রাণার্থে স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করে, এবং রাজার ও তাহার পুত্রদের জীবন প্রার্থনা করে, ১০ এই জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল অর্থাৎ স্বর্গের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোম করণার্থে যুববৃষ ও মেষ ও মেষশাবক, এবং গোম, লবণ, দ্রাক্ষারস ও তৈল যিরূশালেমস্থ যাজকদের নিরূপণানুসারে অবাধে দিন২ তাহাদিগকে দত্ত হইবে। ১১ আরো আজ্ঞা করিতেছি, যে কেহ এই আজ্ঞার অন্যথা করিবে, তাহার গৃহহইতে এক কড়িকাষ্ঠ নীত হইয়া ভূমিতে পোঁতা যাইবে, ও সে তাহাতে টাঙ্গান হইবে, ও সেই দোষ প্রযুক্ত তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে। ১২ আর যে কোন রাজা কিম্বা প্রজা [আজ্ঞা] অন্যথা করিয়া সেই যিরূশালেমস্থ ঈশ্বরের গৃহের বিনাশ করিতে হস্তক্ষেপ করিবে, সেই স্থানে আপন নাম স্থাপনকারি ঈশ্বর তাহাকে নিপাত করিবেন। আমি দারিয়াবস্ আজ্ঞা করিলাম, ইহা শীঘ্র করা যাউক।

১৩ অপর নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষ তত্তনয় ও শথর্বোষনয় ও তাহাদের সহায় লোকেরা শীঘ্র দারিয়াবস্ রাজার প্রেরিত আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করিল। ১৪ এবং যিহূদীয়দের প্রাচীনবর্গ গাঁথনি করিল, এবং হগয় ভাববাদির ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়ের ভাববাণী সহকারে কৃতকার্য্য হইল, এবং তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ও পারস্যের রাজা কোরসের ও দারিয়াবসের ও অর্তক্ষস্তের আজ্ঞানুসারে গাঁথনি করিয়া কর্ম্ম সাঙ্গ করিল। ১৫ ফলতঃ দারিয়াবস্ রাজার অধিকারের ষষ্ঠ বৎসরে অদর মাসের তৃতীয় দিনে গৃহটীর নির্ম্মাণ সাঙ্গ হইল।

১৬ পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও নির্ব্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট সন্তানগণ আনন্দেতে ঈশ্বরের সেই গৃহের প্রতিষ্ঠা করিল। ১৭ এবং ঈশ্বরের গৃহপ্রতিষ্ঠার সময়ে এক শত বৃষ,

দুই শত মেষ, চারি শত মেষশাবক, এবং সমস্ত ইস্রায়েলের জন্যে পাপনিমিত্তক বলিরূপে ইস্রায়েল্ বংশদের সঙ্খ্যানুসারে দ্বাদশ ছাগ উৎসর্গ করিল। ১৮ এবং মোশিলিখিত ব্যবস্থানুসারে যিরূশালেমে ঈশ্বরের আরাধনার্থে যাজকদিগকে তাহাদের বিভাগানুসারে ও লেবীয়দিগকে তাহাদের পালানুসারে নিযুক্ত করিল।

১৯ পরে প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানেরা নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল। ২০ কেননা যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনাদিগকে শুচি করিল, তাহারা সকলেই এক মানুষের ন্যায় শুচি হইল, এবং নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণের নিমিত্তে ও আপনাদের যাজক ভ্রাতাদের ও আপনাদের নিমিত্তে নিস্তারপর্ব্বের বলি সকল হনন করিল। ২১ এবং নির্ব্বাসনহইতে পুনরাগত ইস্রায়েলের সন্তানগণ এবং যত লোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে তাহাদের পক্ষ হইয়া দেশনিবাসি পরজাতীয়দের অশুচিতাহইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়াছিল, সেই সকলে তাহা ভোজন করিল। ২২ এবং সাত দিন পর্য্যন্ত আনন্দেতে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিল, যেহেতুক সদাপ্রভু তাহাদিগকে আনন্দযুক্ত করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ ঈশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৃহের কার্য্যে তাহাদের হস্ত দৃঢ় করিবার জন্যে অশূরের রাজার মনকে তাহাদের অনুকূল করিয়াছিলেন।

৭ অধ্যায়।

১ সেই সকল ঘটনার পরে পারস্যের অর্ত্তক্ষস্ত রাজার অধিকারকালে সরায়ের পুত্র ইষ্রা বাবিলহইতে যাত্রা করিল। উক্ত সরায় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয় হিল্কিয়ের সন্তান, ২ হিল্কিয় শল্লুমের সন্তান, শল্লুম্ সাদোকের সন্তান, সাদোক অহীটূবের সন্তান, ৩ অহীটূব্ অমরিয়ের সন্তান, অমরিয় অসরিয়ের সন্তান, অসরিয় মরায়োতের সন্তান, ৪ মরায়োৎ সরহিয়ের সন্তান, সরহিয় উষির সন্তান, উষি বুক্কির সন্তান, ৫ বুক্কি অবীশূয়ের সন্তান, অবীশূয় পীনহসের সন্তান, পীনহস ইলিয়াসরের সন্তান, ইলিয়াসর প্রধান যাজক হারোণের সন্তান। ৬ ইষ্রা মোশির ব্যবস্থাতে অর্থাৎ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত ব্যবস্থাতে বিজ্ঞ শাস্ত্রাধ্যাপক ছিল, এবং তাহার উপরে তাহার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত প্রসারণ বিধায় রাজা তাহার সমস্ত ভিক্ষা তাহাকে দিল। ৭ সেই অর্ত্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরে ইস্রায়েলের সন্তানদের ও যাজকদের ও লেবীয়দের ও গায়কদের ও দ্বারপালদের ও নথীনীয়দের কতক লোক যিরূশালেমে যাত্রা করিল। ৮ এবং রাজার ঐ সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসে সে যিরূশালেমে উপস্থিত হইল। ৯ কেননা প্রথম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা বাবিলহইতে যাত্রার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার উপরে তাহার ঈশ্বরের ক্ষেমঙ্কর হস্ত প্রসারণ বিধায় সে পঞ্চম মাসের প্রথম দিনে যিরূশালেমে উপস্থিত হইল। ১০ কেননা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অনুশীলন ও পালন করিতে এবং ইস্রায়েল্কে বিধি ও শাসন শিক্ষা করাইতে ইষ্রা আপন অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিয়াছিল।

১১ সদাপ্রভুর আজ্ঞাবাক্যের ও ইস্রায়েলের প্রতি তাঁহার বিধির অধ্যাপক ঐ ইষ্রা নামে যে যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপক, তাহাকে অর্ত্তক্ষস্ত রাজা এক পত্র দিল, তাহার অনুলিপি এই। ১২ "রাজাধিরাজ অর্ত্তক্ষস্ত স্বর্গের ঈশ্বরের সিদ্ধ ব্যবস্থাধ্যাপক ইষ্রা যাজককে [লিখিতেছেন,] ইত্যাদি। ১৩ আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, আমার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েল্ জাতির যত লোক ও যত যাজক ও লেবীয় লোক যিরূশালেমে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা তোমার সহিত যাউক। ১৪ কেননা তোমার ঈশ্বরের যে শাস্ত্র তোমার হস্তে আছে, তদনুসারে তুমি যেন যিহূদার ও যিরূশালেমের তত্ত্বানুসন্ধান কর, ১৫ এবং যিরূশালেমে যাঁহার আবাস আছে, ইস্রায়েলের সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে রূপা ও স্বর্ণ দিয়াছেন, ১৬ এবং তুমি বাবিলের সমস্ত প্রদেশে যত রূপা ও স্বর্ণ পাইতে পার, এবং লোকেরা ও যাজকেরা যিরূশালেমস্থ আপন ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা নিবেদন করে, সে সমস্ত যেন সেই স্থানে লইয়া যাও, তন্নিমিত্তে তুমি রাজা ও তাঁহার সপ্ত মন্ত্রিদ্বারা প্রেরিত আছ। ১৭ এবং সেই রূপাদ্বারা তুমি বৃষ, মেষ, মেষশাবক ও তাহার উপযুক্ত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য অবিলম্বে ক্রয় করিয়া যিরূশালেমস্থ তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে স্থিত যজ্ঞবেদির উপরে উৎসর্গ করিবা। ১৮ এবং অবশিষ্ট রূপাতে ও স্বর্ণেতে তোমার ও তোমার ভ্রাতাদের মনে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহা আপনাদের ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে করিবা। ১৯ এবং তোমার ঈশ্বরের গৃহের সেবার জন্যে যে ২ পাত্র তোমাকে দত্ত হইল, তাহা যিরূশালেমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে সমর্পণ করিবা। ২০ এবং তাহা ছাড়া তোমার ঈশ্বরের গৃহের নিমিত্তে কর্ত্তব্য ব্যয়ের জন্যে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা রাজভাণ্ডারহইতে [লইয়া] ব্যয় করিবা। ২১ আর আমি অর্ত্তক্ষস্ত রাজা নদীর ওপারস্থিত সমস্ত কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিতেছি, স্বর্গের ঈশ্বরের ব্যবস্থাধ্যাপক ইষ্রা যাজক তোমাদের কাছে যাহা২ চাহিবেন, তাহা শীঘ্র দত্ত হইবে, ২২ অর্থাৎ এক শত মণ পর্য্যন্ত রূপা, ও এক শত মণ পর্য্যন্ত গোম, ও এক শত মণ পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারস, ও এক শত মণ পর্য্যন্ত তৈল, এবং অনিরূপণীয় পরিমাণে লবণ [দত্ত হইবে]। ২৩ স্বর্গের ঈশ্বর যাহা আদেশ করেন, তাহা স্বর্গের ঈশ্বরের গৃহের জন্যে যত্নপূর্ব্বক করা যাইবে; রাজ্যের ও রাজার ও তাঁহার পুত্রদের প্রতি কেন ক্রোধ বর্ত্তিবে? ২৪ আর যাজকদের ও লেবীয়দের,

বাদ্যকরদের, দ্বারপালদের ও নথীনীয়দের ও সেই ঈশ্বরীয় গৃহের কর্ম্মে নিযুক্ত অন্য লোকদের মধ্যে কাহারো স্থানে কর কি রাজস্ব কি মাশুল গ্রহণ করা অব্যবস্থা হইবে, এই সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। ২৫ এবং হে ইষ্রা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে, তদনুসারে নদীর ওপারস্থ সকল লোকের বিচার করণের জন্যে যাহারা তোমার ঈশ্বরের শাস্ত্র জানে, এমত বিচারকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত কর ; এবং যাহারা তাহা না জানে, তাহাদিগকে শিক্ষা করাও। ২৬ এবং যে কেহ তোমার ঈশ্বরের আজ্ঞা ও রাজার আজ্ঞা পালন করিতে অসম্মত, শীঘ্র তাহার শাসন হউক ; তাহার প্রাণদণ্ড কিম্বা নির্ব্বাসন কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা কারাদণ্ড হউক।”

২৭ আমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য : কেননা তিনিই যিরূশালেমস্থ সদাপ্রভুর গৃহ শোভান্বিত করণে এই রূপ প্রবৃত্তি রাজার অন্তঃকরণে দিলেন, ২৮ এবং রাজার ও তাহার মন্ত্রিদের ও রাজার সকল পরাক্রান্ত অমাত্যদের সাক্ষাতে আমাকে দয়াপ্রাপ্ত করিলেন। অনন্তর আমার উপরে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর হস্ত প্রসারণ বিধায় আমি সাহস পাইয়া আমার সহিত যাইবার নিমিত্তে ইস্রায়েলের মধ্যহইতে প্রধান লোকদিগকে একত্র করিলাম।

৮ অধ্যায়।

১ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারসময়ে তাহাদের যে পিতৃকুলপতিরা আমার সহিত বাবিল্‌হইতে প্রস্থান করিল, তাহাদের [নাম ও] বংশাবলি। ২ পীনহসের সন্তানদের মধ্যে গের্শোম, ঈথামরের সন্তানদের মধ্যে দানিয়েল্‌, দায়ূদের সন্তানদের মধ্যে হটূশ্‌। ৩ শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে এক জন, অর্থাৎ পরিয়োশের সন্তানদের মধ্যে সখরিয়, এবং বংশাবলিতে নির্দ্দিষ্ট তাহার সঙ্গী এক শত পঞ্চাশ পুরুষ। ৪ পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে সরহিয়ের পুত্র ইলীহো-ঐনয়, ও তাহার সঙ্গী দুই শত পুরুষ। ৫ শখনিয়ের সন্তানদের মধ্যে বিন্‌-যহসীয়েল্‌ ও তাহার সঙ্গী তিন শত পুরুষ। ৬ এবং আদীনের সন্তানদের মধ্যে যোনাথনের পুত্র এবদ্‌, ও তাহার সঙ্গী পঞ্চাশ পুরুষ। ৭ এবং এলমের সন্তানদের মধ্যে অথলিয়ের পুত্র যিশায়াহ, ও তাহার সঙ্গী সত্তর পুরুষ। ৮ এবং শফটিয়ের সন্তানদের মধ্যে মীখায়েলের পুত্র সবদিয়, ও তাহার সঙ্গী আশী পুরুষ। ৯ যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে যিহিয়েলের পুত্র ওবদিয়, ও তাহার সঙ্গী দুই শত আঠার পুরুষ। ১০ এবং শলোমীতের সন্তানদের মধ্যে বিন্‌-যোষিফিয়, ও তাহার সঙ্গী এক শত ষাইট পুরুষ। ১১ এবং বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে বেবয়ের পুত্র সখরিয়, ও তাহার সঙ্গী আটাইষ পুরুষ। ১২ এবং অস্‌গদের সন্তানদের মধ্যে হকাটনের পুত্র যোহানন্‌, ও তাহার সঙ্গী এক শত দশ পুরুষ। ১৩ এবং অদোনীকামের কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে কএক জন, তাহাদের নাম ইলীফেলট্‌, যিয়ূয়েল ও শময়িয়, ও তাহাদের সঙ্গী ষাইট পুরুষ। ১৪ এবং বিগ্‌বয়ের সন্তানদের মধ্যে ঊথয় ও সব্বূদ্‌, ও তাহাদের সঙ্গী সত্তর পুরুষ।

১৫ আর আমি তাহাদিগকে অহবাগামিনী নদীর নিকটে মিলিতে বলিয়াছিলাম ; সেই স্থানে আমরা শিবির স্থাপন করিয়া তিন দিন রহিলাম, কিন্তু লোকদের ও যাজকদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে আমি সে স্থানে লেবির সন্তানদের কাহাকেও পাইলাম না। ১৬ তখন আমি ইলীয়েষর্‌ ও অরীয়েল্‌ ও শময়িয় ও ইল্‌নাথন্‌ ও যারিব্‌ ও ইল্‌নাথন্‌ ও নাথন্‌ ও সখরিয় ও মশুল্লম্‌ এই সকল প্রধান লোককে, এবং যোয়ারীব্‌ ও ইল্‌নাথন্‌ নামে দুই জন প্রবীণকে ডাকিতে পাঠাইলাম। ১৭ পরে কাসিফিয়া নামক স্থানের প্রধান লোক ইদ্দোর নিকটে কথা কহিতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলাম, অর্থাৎ তোমরা আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্যে পরিচারকদিগকে আমাদের নিকটে আন, কাসিফিয়া স্থানপ্রবাসি ইদ্দোকে ও তাহার ভ্রাতা নথীনীয়দিগকে এই কথা কহিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলাম। ১৮ তাহাতে আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের ক্ষেমঙ্কর হস্তপ্রসারণ বিধায় তাহারা আমাদের নিকটে ইস্রায়েলের পুত্র লেবির বংশজাত মহলির সন্তানদের মধ্যে এক জন প্রবীণকে, অর্থাৎ শেরেবিয়কে এবং তাহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সর্ব্বশুদ্ধ আঠারো জনকে, ১৯ এবং হশবিয়কে ও তাহার সহিত মরারির সন্তানদের মধ্যে যিশায়াহকে ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ সর্ব্বশুদ্ধ বিংশতি জনকে আনিল ; ২০ এবং দায়ূদ্‌ ও অধ্যক্ষেরা যাহাদিগকে লেবীয়দের দাস্যকর্ম্মার্থে দিয়াছিল, এমত নথীনীয় [অর্থাৎ দত্ত] লোকদের মধ্যে দুই শত বিংশতি জনকেও আনিল ; সেই সকলের নাম লিখিত হইল।

২১ পরে আমাদের নিমিত্তে ও আমাদের বালকদের ও সমস্ত সম্পত্তির নিমিত্তে শুভ যাত্রা ভিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদিগকে দুঃখ দিবার জন্যে আমি সেই স্থানে অহবা নদীর নিকটে উপবাস ঘোষণা করিলাম। ২২ কারণ পথে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করণার্থে রাজার কাছে সৈন্য কি অশ্বারূঢ়দিগকে চাহিতে আমার লজ্জা বোধ হইয়াছিল ; বস্তুতঃ আমরা রাজাকে এই কথা কহিয়াছিলাম, আমাদের ঈশ্বরের হস্ত ক্ষেমের নিমিত্তে তাঁহার যাবতীয় অন্বেষণকারির উপরে [প্রসারিত] আছে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করে, সেই সকলের বিরুদ্ধে তাঁহার পরাক্রম ও ক্রোধ উপস্থিত হয়। ২৩ এই নিমিত্তে আমরা উপবাস করিলাম, ও আমাদের ঈশ্বরের কাছে সেই বিষয়ের জন্যে প্রার্থনা করিলাম ; তাহাতে তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

২৪ পরে আমি যাজকদের মধ্যে বারো জন প্রধান লোককে, অর্থাৎ শেরেবিয় ও হশবিয়কে ও তাহাদের সহিত তাহাদের দশ জন ভ্রাতাকে পৃথক্ করিলাম; ২৫ এবং রাজা ও তাহার মন্ত্রিগণ ও অমাত্যগণ ও [সেই স্থানে] উপস্থিত সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক আমাদের ঈশ্বরের গৃহের জন্যে উপহার বলিয়া যে রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র দিয়াছিল, তাহা তৌল করিয়া উহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ২৬ ফলতঃ ছয় শত পঞ্চাশ মণ রূপা, ও এক শত মণ [পরিমিত] রূপার পাত্র, ও এক শত মণ স্বর্ণ, ২৭ এবং এক সহস্র অদর্কোন্ মূল্য বিংশতি স্বর্ণময় পাত্র, এবং স্বর্ণের ন্যায় বহুমূল্য উত্তম পরিষ্কৃত তাম্রের দুই পাত্র তৌল করিয়া তাহাদিগকে দিলাম। ২৮ এবং তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, এবং এই পাত্র সকলও পবিত্র, এবং এই রূপা ও স্বর্ণ তোমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিবেদিত। ২৯ অতএব তোমরা যিরূশালেমে সদাপ্রভুর গৃহের কুঠরীতে প্রধান যাজকদের ও লেবীয়দের ও ইস্রায়েলের পিতৃকুলপতিদের কাছে যাবৎ তাহা তৌল করিয়া সমর্পণ না কর, তাবৎ সতর্ক থাকিয়া রক্ষা কর। ৩০ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা যিরূশলেমে আমাদের ঈশ্বরের গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্তে সেই রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্রের ভার গ্রহণ করিল।

৩১ পরে প্রথম মাসের দ্বাদশ দিনে আমরা যিরূশালেমে যাইবার জন্যে অহবা নদীহইতে প্রস্থান করিলাম, তাহাতে আমাদের উপরে আমাদের ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত হইল, ফলতঃ তিনি পথিমধ্যে শত্রুদের ও গুপ্ত দস্যুদলের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ৩২ পরে আমরা যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিলাম।

৩৩ অপর চতুর্থ দিনে সেই রূপা ও স্বর্ণ ও পাত্র সকল আমাদের ঈশ্বরের গৃহে ঊরিয়ের পুত্র মরেমোৎ যাজকের হস্তে তৌল করা গেল, এবং তাহার সহিত পীনহসের পুত্র ইলীয়াসর এবং তাহাদের সহিত যেশূয়ের পুত্র যোষাবদ্ ও বিন্নূয়ির পুত্র নোয়দিয় এই দুই জন লেবীয় লোক ছিল। ৩৪ এই রূপে প্রত্যেক দ্রব্য গণনা ও তৌলপূর্ব্বক সমর্পিত হইল, এবং সে সময়ে সেই তৌলের পরিমাণ লিখিত হইল। ৩৫ এবং নির্ব্বাসিত লোকদের যে সন্তানগণ বন্দি দশাহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল, তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিল; তাহারা সমুদয় ইস্রায়েলের জন্যে বারো বৃষ, ছেয়ানব্বই মেষ, সাতাত্তর মেষশাবক, ও পাপার্থক দ্বাদশ ছাগ, এ সকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে বলিদান করিল।

৩৬ পরে নদীর এ পারস্থ রাজপ্রতিনিধি ক্ষিতিপালদিগকে ও দেশাধ্যক্ষদিগকে রাজার আজ্ঞাপত্র সমর্পিত হইলে তাহারা লোকদের ও ঈশ্বরের মন্দিরের সাহায্য করিল।

৯ অধ্যায়।

১ সেই কর্ম্মের সমাপ্তি হইলে পর অধ্যক্ষগণ আমার নিকটে আসিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ লোকেরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা ঘৃণার্হ কর্ম্ম করণ বিষয়ে বিবিধ দেশীয় জাতিদের হইতে, অর্থাৎ কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, যিবূষীয়, অম্মোনীয়, মোয়াবীয়, মিস্রীয় ও ইমোরীয় লোকহইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করে নাই; ২ কিন্তু আপনাদের জন্যে ও আপন ২ পুত্রদের জন্যে তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়াছে; এই রূপে পবিত্র বংশ বিবিধ দেশীয় জাতিগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; এবং অধ্যক্ষগণ ও শাসনকর্ত্তারাই প্রথমে এই ঔচিত্যলঙ্ঘনে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। ৩ এই কথা শুনিয়া আমি আপন বস্ত্র ও প্রাবার ছিঁড়িলাম, ও আপন মস্তকের ও শ্মশ্রুর কেশ ছিঁড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ৪ তখন নির্ব্বাসিত লোকদের ঔচিত্যলঙ্ঘন বিষয়ে যাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বাক্যেতে কম্পান্বিত হইল, তাহারা আমার নিকটে একত্র হইল, এবং আমি সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময় পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

৫ পরে সন্ধ্যাকালীন বলিদানের সময়ে আমি আপন মনোদুঃখহইতে উঠিয়া ছিন্ন বস্ত্র ও প্রাবার না খুলিয়া হাঁটু পাতিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অভিমুখে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া ৬ কহিলাম, হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতি মুখ তুলিতে লজ্জিত ও বিষণ্ন হই, কেননা, হে আমার ঈশ্বর, আমাদের অপরাধ বাহুল্য বিধায় আমাদের মস্তকের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ও আমাদের দোষ বাড়িয়া গগনস্পর্শী হইয়াছে। ৭ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময় অবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমরা মহাদোষগ্রস্ত আছি; আমাদের অপরাধের জন্যে আমরা ও আমাদের রাজগণ ও যাজকগণ বিবিধ দেশীয় রাজাদের হস্তগত, এবং খড়্গে, বন্দিদশাতে, লুটে ও মুখের বিবর্ণতাতে সমর্পিত হইয়াছি, ইহা অদ্যাপি দেখা যাইতেছে। ৮ কিন্তু আমাদের কতক অবশিষ্ট লোককে রক্ষা করণার্থে, ও আপন পবিত্র স্থানে আমাদিগকে তাম্বুর একটী গোঁজ দেওনার্থে, ও আমাদের ঈশ্বরদ্বারা আমাদের চক্ষু প্রসন্ন করণার্থে ও বন্দিদশাতে একটুকু প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে সম্প্রতি ক্ষণেক কাল আমাদের কৃপালাভ হইল। ৯ ফলতঃ আমরা দাস আছি, তথাপি আমাদের ঈশ্বর দাসত্বাবস্থাতেও আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু প্রাণ জুড়াইবার নিমিত্তে, বিশেষতঃ আমাদের ঈশ্বরের গৃহ স্থাপন ও তাহার ভগ্ন স্থান পুনরুত্থাপন করিবার এবং যিহূদাতে ও যিরূশালেমে আমাদিগকে একটী বেড়া দিবার নিমিত্তে তিনি পারস্যের রাজাদের দৃষ্টিতে আমাদের উপরে দয়ারূপ চন্দ্রাতপ বিস্তার করিলেন। ১০ এখন, হে আমাদের

ঈশ্বর, ইহার পরে আমরা কি কহিব? কেননা আমরা তোমার আজ্ঞা ত্যাগ করিলাম। [১১] তুমি আপনকার দাস ভাববাদিগণদ্বারা এই কথা কহিয়াছিলা, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে প্রবেশ করিবা, তাহা দেশীয় লোকদের অশৌচজনক ক্রিয়া প্রযুক্ত অশুচি হইয়াছে; তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত তাহার দিগ্‌দিগন্তর তাহাদের মালিন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। [১২] অতএব তোমরা তাহাদের পুত্রগণের সহিত তোমাদের কন্যাগণের বিবাহ দিও না, ও তোমাদের পুত্রগণের জন্যে তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিও না, ও তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনো চেষ্টা করিও না; তাহা হইলে তোমরা বলবান হইবা, ও দেশের উত্তম দ্রব্য ভোগ করিবা, ও যুগানুক্রমে আপন সন্তানদের কারণ অধিকারস্বরূপ তাহা রাখিয়া যাইবা। [১৩] কিন্তু আমাদের সকল দুষ্ক্রিয়া ও মহাদোষ প্রযুক্ত আমাদের প্রতি এই সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে; তথাপি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের অপরাধের দণ্ড ন্যূন করিয়াছ, অধিকন্তু আমাদিগকে এই রূপে উদ্ধারের উপায় দিয়াছ। [১৪] এই সকলের পরেও আমরা কি পুনর্ব্বার তোমার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া ঘৃণার্হ ক্রিয়াতে লিপ্ত এই জাতিদের সহিত কুটুম্বতা করিব? করিলে তুমি কি আমাদের প্রতি এমন অন্তক ক্রোধ করিবা না, যে আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট কি রক্ষিত কেহ থাকিবে না? [১৫] হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি ধর্ম্মময়, কেননা আমরা অদ্য পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়া অবশিষ্ট আছি; দেখ, আমরা তোমার সাক্ষাতে দোষগ্রস্ত আছি, বস্তুতঃ তৎপ্রযুক্ত তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারি না।

১০ অধ্যায়।

[১] ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখে ইষ্রার এই রূপ প্রার্থনা ও পাপস্বীকার ও রোদন ও প্রণিপাত করণ সময়ে ইস্রায়েল্‌হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা অতি বড় সমাজ তাহার নিকটে একত্র হইয়াছিল, বস্তুতঃ লোকেরা অতিশয় রোদন করিতেছিল। [২] তখন এলমের সন্তানদের মধ্যে যিহীয়েলের পুত্র শখনিয় নামে এক জন ইষ্রাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আমরা আপন ঈশ্বরের কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছি, ও দেশীয় লোকদের মধ্যহইতে বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছি; তথাপি এ বিষয়ে ইস্রায়েলের মধ্যে এখনও প্রত্যাশা আছে। [৩] অতএব আইসুন, আমার প্রভুর মন্ত্রণানুসারে ও আমাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাতে কম্পান্বিত লোকদের [মন্ত্রণানুসারে] সেই সকল স্ত্রীকে ও তাহাদের গর্ব্ভজাত বালকদিগকে ত্যাগ করিতে আমরা এখন আপনাদের ঈশ্বরের সহিত নিয়ম করি; আর ব্যবস্থানুযায়ি কর্ম্ম করা যাউক। [৪] আপনি উঠুন, কেননা এই কার্য্যের ভার আপনকারই উপরে আছে, এবং আমরাও আপনকার সহকারী হইব, আপনি সাহস করিয়া কর্ম্ম করুন। [৫] তখন ইষ্রা উঠিয়া ঐ বাক্যানুসারে করিতে যাজকদের ও লেবীয়দের ও সমস্ত ইস্রায়েলের প্রধান লোকদিগকে দিব্য করাইল; তাহাতে তাহারা দিব্য করিল।

[৬] পরে ইষ্রা ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখহইতে উঠিয়া ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের কুঠরীতে প্রবেশ করিল, কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্ব্বে কিছু রুটী ভোজন করিল না ও জল পান করিল না, কেননা নির্ব্বাসিত লোকদের ঔচিত্যলঙ্ঘনেতে সে শোকান্বিত ছিল। [৭] পরে নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগণ যিরূশালেমে একত্র হইবে, [৮] আর যে কেহ অধ্যক্ষদের ও প্রাচীনদের মন্ত্রণানুসারে তিন দিনের মধ্যে না আসিবে, তাহার সর্ব্বস্ব বর্জ্জিত হইবে, ও নির্ব্বাসিত লোকদের সমাজহইতে তাহাকে পৃথক্ করা যাইবে, ইহা যিহূদার ও যিরূশালেমের সর্ব্বত্র ঘোষণা করা গেল।

[৯] পরে যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত পুরুষ তিন দিনের মধ্যে যিরূশালেমে একত্র হইল; সেই দিন নবম মাসের বিংশতিতম দিন ছিল। আর লোকেরা ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখস্থ চকে বসিয়া সেই গুরুতর বিষয় ও ভারি বৃষ্টি প্রযুক্ত কাঁপিতেছিল। [১০] পরে ইষ্রা যাজক উঠিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছ, ও ইস্রায়েলের দোষ বৃদ্ধি করণার্থে বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছ। [১১] অতএব এখন তোমাদের পিতৃলোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মাহাত্ম্য স্বীকার কর, ও তাঁহার তুষ্টিকর কর্ম্ম কর, এবং দেশীয় লোকদের হইতে ও বিজাতীয় স্ত্রীদের হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ কর। [১২] তখন সমস্ত সমাজ উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল, এমনি হউক; আপনি যেমন কহিলেন, তদনুসারে করিবার ভার আমাদের উপরে রহিল। [১৩] কিন্তু লোক অনেক, এবং এখন বর্ষাকাল, বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতে আমাদের শক্তি নাই; এবং ইহা এক দিনের কিম্বা দুই দিনের কর্ম্ম নয়, যেহেতুক আমরা অনেকে এই অধর্ম্মের মধ্যে আছি। [১৪] অতএব সমস্ত সমাজের পক্ষে আমাদের অধ্যক্ষগণ ইহাতে নিযুক্ত হউক, এবং আমাদের নানা নগরে যাহারা বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তাহারা এবং তাহাদের সমভিব্যাহারে প্রত্যেক নগরের প্রাচীনবর্গ ও বিচারকর্ত্তারা আপন ২ নিরূপিত সময়ে আইসুক; তাহাতে এ বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি আমাদের হইতে নিবৃত্ত হইবে।

[১৫] এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেবল অসাহেলের পুত্র যোনাথন্ ও তিক্‌বের পুত্র যহসিয় উঠিল, এবং মশুল্লম্ ও লেবীয় শব্বথয় তাহাদের সাহায্য করিল। [১৬] কিন্তু নির্ব্বাসিত লোকদের সন্তানগন ঐ প্রকার কর্ম্ম করিল, এবং ইষ্রা যাজক এবং আপন ২ পিতৃকুলানুসারে ও প্রত্যেকের নামানুসারে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলিন কুলপতি পৃথক্কৃত হইয়া দশম

মাসের প্রথম দিনে সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বসিল। ১৭ এবং প্রথম মাসের প্রথম দিনে তাহারা বিজাতীয় কন্যা গ্রহণকারি পুরুষদের বিচার সাঙ্গ করিল।

১৮ যাজকদের সন্তানদের মধ্যে বিজাতীয় কন্যা গ্রহণকারী এই সকল লোক ছিল: যিহোষাদকের পুত্র যে যেশূয়, তাহার সন্তানদের ও ভ্রাতাদের মধ্যে মাসেয় ও ইলীয়েষর্ ও যারিব্ ও গদলিয়। ১৯ ইহারা আপন ২ ভার্য্যা ত্যাগ করিতে হস্তাক্ষর লিখিল, এবং দোষার্থক বলিরূপে এক ২ মেষের দান তাহাদের দণ্ড হইল। ২০ এবং ইম্মেরের সন্তানদের মধ্যে হনানি ও সবদিয়; ২১ ও হারীমের সন্তানদের মধ্যে মাসেয় ও এলিয় ও শমরিয় ও যিহীয়েল ও উষিয়; ২২ এবং পশ্হূরের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ো-ঐনয়, মাসেয়, ইশ্মায়েল্, নথনেল্, যোষাবদ্ ও ইলিয়াসা। ২৩ এবং লেবীয়দের মধ্যে যোষাবদ্ ও শিমিয়ি ও কলায়—সেই কলীট,—এবং পথাহিয়, যিহূদা ও ইলিয়েষর্। ২৪ এবং গায়কদের মধ্যে ইলীয়াশীব্; ও দ্বারপালদের মধ্যে শল্লুম্ ও টেলম্ ও উরি। ২৫ এবং ইস্রায়েলের মধ্যে পরিয়োশের সন্তানদের মধ্যে রমিয় ও যিষিয় ও মল্কিয় ও মিয়ামীন্ ও ইলিয়াসর্ ও মল্কিয় ও বনায়; ২৬ এবং এলমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনিয়, সখরিয় ও যিহীয়েল্ ও অব্দি ও যিরেমোৎ ও এলিয়; ২৭ এবং সত্তূর সন্তানদের মধ্যে ইলিয়ো-ঐনয়, ইলিয়াশীব্; মত্তনিয় ও যিরেমোৎ ও সাবদ্ ও অসীসা; ২৮ এবং বেবয়ের সন্তানদের মধ্যে যিহোহানন্, হনানিয়, সব্বয় ও অৎলয়; ২৯ এবং বানির সন্তানদের মধ্যে মশুল্লম্, মল্লূক্ ও অদায়া, যাশূব্ ও শাল ও রামোৎ; ৩০ এবং পহৎ-মোয়াবের সন্তানদের মধ্যে অদ্ন ও কলাল, বনায়, মাসেয়, মত্তনিয়, বৎসলেল্ ও বিন্নূয়ী ও মনঃশি; ৩১ এবং হারীমের সন্তানদের মধ্যে ইলিয়েষর, যিশিয়, মল্কিয়, শমরিয়,শিমিয়োন, ৩২ বিন্যামীন্, মল্লূক ও শমরিয়; ৩৩ এবং হশূমের সন্তানদের মধ্যে মত্তনয়, মত্তত্ত, সাবদ্ ইলীফেলট্, যিরেময়, মনঃশি ও শিমিয়ি; ৩৪ এবং বানির সন্তানদের মধ্যে মাদয়, অম্রাম্ ও উয়েল, ৩৫ বনায়, বেদিয়া, কলূহূ, ৩৬ বনিয়, মরেমোৎ, ইলীয়াশীব্, ৩৭ মত্তনিয়, মত্তনয়, ও যাসয়, ৩৮ ও বানি ও বিন্নূয়ী. শিমিয়ি, ৩৯ ও শেলিমিয়, ও নাথন্ ও অদায়া, ৪০ মগ্নদ্বয়, শাশয়, শারয়,৪১ অসরেল্ ও শেলিমিয়, শমরিয়, ৪২ শল্লুম্, অমরিয়, যোষেফ; ৪৩ এবং নবোর সন্তানদের মধ্যে যিয়ূয়েল্, মত্তথিয়, সাবদ্, সবীনঃ, যাদয় ও যোয়েল্ ও বনায়; ৪৪ এই সকলে বিজাতীয় স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, এবং কাহারো ২ ভার্য্যা ও পোষ্যপুত্র ছিল।

নহিমিয়ের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ হখলিয়ের পুত্র নহিমিয়ের বিবরণ।

বিংশতিতম বৎসরের কিশ্লেব্ মাসে আমি শূশন্ রাজধানীতে ছিলাম। ২ তখন হনানি নামে আমার ভ্রাতাদের এক জন এবং যিহূদাহইতে কতক লোক আইলে আমি তাহাদিগকে যিহূদি লোকদের, অর্থাৎ বন্দিদশাহইতে অবশিষ্ট রক্ষিত লোকদের ও যিরূশালেমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩ তাহাতে তাহারা আমাকে কহিল, সেই অবশিষ্ট লোকেরা অর্থাৎ যাহারা বন্দিদশাহইতে অবশিষ্ট হইয়া সেই প্রদেশে আছে, তাহারা অতিশয় দুঃখের ও দুর্নামের মধ্যে আছে, এবং যিরূশালেমের প্রাচীর ভগ্ন ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে।

৪ এই কথা শুনিয়া আমি কতক দিন বসিয়া রোদন ও শোক করিলাম, এবং স্বর্গের ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপবাস ও প্রার্থনা করিলাম। ৫ ফলতঃ আমি কহিলাম, হে স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি মহান্ ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; যাহারা তোমাকে প্রেম করে ও তোমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের প্রতি তুমি নিয়ম ও দয়াপালনকারী। ৬ এখন তোমার দাসের প্রার্থনা শুনিতে তোমার কর্ণ সাবহিত ও চক্ষু উন্মীলিত হউক। সম্প্রতি আমি তোমার দাস ইস্রায়েলের সন্তানগণের জন্যে দিবারাত্রি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, এবং ইস্রায়েলের সন্তানদের পাপ সকল স্বীকার করিতেছি; কেননা আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। আমি ও আমার পিতৃকুলও পাপ করিয়াছি; ৭ আমরা তোমার বিরুদ্ধে নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; তুমি আপন দাস মোশিকে যে ২ আজ্ঞা ও বিধি ও শাসন জানাইয়াছ, তাহা আমরা পালন করি নাই। ৮ আর বিনয় করি, তুমি আপন দাস মোশিদ্বারা জ্ঞাপিত এই কথা স্মরণ কর, যথা, "তোমরা ঔচিত্যলঙ্ঘন করিলে আমি তোমাদিগকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব। ৯ তখন তোমরা আমার প্রতি ফিরিয়া আমার আজ্ঞা পালন ও তদনুযায়ি কর্ম্ম করিবা, তাহাতে তোমাদের কেহ ২ আকাশের প্রান্তভাগে দূরীকৃত হইলে আমি তথাহইতেও

তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং আপন নামের নিবাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিয়াছি, সেই স্থানে তাহাদিগকে আনিব।" ১০ তাহারা তো তোমার দাস ও তোমার প্রজা, কেননা তুমি আপন মহাপরাক্রম ও বলবান্ হস্তদ্বারা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছ। ১১ হে প্রভো, বিনয় করি, তোমার এই দাসের প্রার্থনাতে, এবং যাহারা তোমার নামে ভয় করিতে ভাল বাসে, তোমার সেই দাসদের প্রার্থনাতে তোমার কর্ণ সাবহিত হউক; এবং বিনয় করি, অদ্য আপনার এই দাসকে কৃতকার্য্য, ও এই ব্যক্তির সাক্ষাতে করুণাপ্রাপ্ত কর। ফলতঃ আমি রাজার পানপাত্রবাহক ছিলাম।

২ অধ্যায়।

১ অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের বিংশতিতম বৎসরের নীসন্ মাসে রাজার সম্মুখে দ্রাক্ষারস থাকাতে আমি সেই দ্রাক্ষারস লইয়া রাজাকে দিলাম। [তৎপূর্ব্বে] আমি তাহার সাক্ষাতে কখন বিষণ্ণ হই নাই। ২ অনন্তর রাজা আমাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার পীড়া না হইলেও মুখ কেন বিষণ্ণ হইল? ইহা মনের বিষাদ ব্যতিরেকে আর কিছুতে হয় না। তখন আমি অতি ভীত হইয়া ৩ রাজাকে কহিলাম, মহারাজ চিরজীবী হউন; আমি কেন বিষণ্ণবদন হইব না? [দেখুন,] আমার পিতৃলোকদের কবরস্থান যে নগর, তাহা ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিভক্ষিত আছে।৪ তখন রাজা আমাকে কহিল, তুমি কি ভিক্ষা কর? তাহাতে আমি স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া ৫ রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি হয়, এবং আপনকার দাস যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকে, তবে আপনি আমাকে যিহূদা দেশে আমার পিতৃলোকদের কবরের নগরে বিদায় করুন, তাহাতে আমি তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিব। ৬ তখন রাজা ও তাহার পার্শ্বে উপবিষ্টা মহিষী আমাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার গমন কত দিনের জন্যে হইবে? আর কবে ফিরিয়া আসিবা? এই রূপে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বিদায় করিলে আমি তাহার কাছে সময় নিরূপণ করিলাম। ৭ অধিকন্তু রাজাকে কহিলাম, যদি মহারাজের তুষ্টি হয়, তবে নদীর ওপারস্থ দেশাধ্যক্ষেরা যেন যিহূদাদেশে আমার উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত আমার গমনের সাহায্য করে, এই জন্যে তাহাদের নামে লিখিত পত্র আমাকে দিতে আজ্ঞা হউক। ৮ এবং মন্দিরের পার্শ্বস্থ দুর্গের দ্বারের ও নগরের প্রাচীরের ও আমার বসতিগৃহের কড়িকাষ্ঠের নিমিত্তে রাজার বনরক্ষক আসফ্ যেন আমাকে কাষ্ঠ দেয়, এই জন্যে তাহার নামেও এক পত্র দিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে আমার উপরে আমার ঈশ্বরের ক্ষেমঙ্কর হস্ত প্রসারণ বিধায় রাজা আমাকে সে সমস্ত দিল।

৯ পরে আমি যখন নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষদের নিকটে উপস্থিত হইলাম, তখন রাজার পত্র তাহাদিগকে দিলাম। অধিকন্তু রাজা সেনাপতিদিগকে ও অশ্বারূঢ়দিগকে আমার সমভিব্যাহারে পাঠাইয়াছিল। ১০ কিন্তু হোরোণীয় সন্বল্লট্ ও অম্মোনীয় দাস টোবিয় যখন তাহা শুনিল, তখন ইস্রায়েলের সন্তানদের মঙ্গল চেষ্টা করণার্থে এক মনুষ্য আসিয়াছে, এই কথা বুঝিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল।

১১ অনন্তর আমি যিরূশালেমে উত্তীর্ণ হইয়া সে স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিলাম। ১২ পরে আমি ও আমার সঙ্গি কতক পুরুষ রাত্রিতে উঠিলাম; কিন্তু যিরূশালেমের জন্যে যাহা করিতে ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহা কাহাকেও বলি নাই; এবং আমি যে বাহনে আরূঢ় ছিলাম, তদ্ব্যতিরেকে আর কোন পশু আমার সঙ্গে ছিল না। ১৩ আমি রাত্রিতে উপত্যকার দ্বার দিয়া বহির্গমন করিয়া নাগকূপ ও সারদ্বার পর্য্যন্ত গেলাম, এবং যিরূশালেমের ভগ্ন প্রাচীর ও অগ্নিভক্ষিত দ্বার সকল অবলোকন করিলাম। ১৪ এবং উনুইর দ্বার ও রাজার পুষ্করিণী পর্য্যন্ত গেলাম, কিন্তু সেই স্থানে আমার বাহন পশুর জন্যে [যাইবার] স্থান না থাকাতে ১৫ আমি রাত্রিকালে স্রোতোমার্গ দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করত প্রাচীর অবলোকন করিলাম, পরে ফিরিয়া আসিয়া উপত্যকার দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ঘরে আইলাম। ১৬ কিন্তু আমি যে ২ স্থানে গিয়াছিলাম, ও যাহা ২ করিতে উদ্যত ছিলাম, তাহা অধ্যক্ষেরা জ্ঞাত ছিল না, এবং তৎকাল পর্য্যন্ত আমি যিহূদীয়দিগকে কি যাজকদিগকে কি প্রধান লোকদিগকে কি অধ্যক্ষদিগকে কি অন্য কর্ম্মকারিদিগকে কাহাকেও তাহা বলি নাই।

১৭ পরে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, আমরা কেমন দুরবস্থাতে আছি, তাহা তোমরা দেখিতেছ; যিরূশালেম ধ্বংসিত ও তাহার দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ রহিয়াছে; অতএব আইস, আমরা যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করি; তাহাতে আর ধিক্কারের পাত্র থাকিব না। ১৮ পরে আমার উপরে প্রসারিত ঈশ্বরের ক্ষেমঙ্কর হস্তের কথা এবং আমার প্রতি কথিত রাজার বাক্য তাহাদিগকে জানাইলাম; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা উঠিয়া গাঁথিব। এই রূপে তাহারা উত্তম ভাবে আপন ২ হস্ত সবল করিল।

১৯ কিন্তু হোরোণীয় সন্বল্লট্ ও অম্মোনীয় দাস টোবিয় ও আরবীয় গেশম্ ঐ কথা শুনিয়া আমাদিগকে ঠাট্টা ও অবজ্ঞা করিয়া কহিল, তোমরা এ কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইলা? তোমরা কি রাজদ্রোহ করিবা? ২০ তখন আমি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যিনি স্বর্গের ঈশ্বর তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য্য করিবেন: অতএব তাঁহার দাস যে আমরা, আমরা উঠিয়া গাঁথিব; কিন্তু যিরূশালেমে তোমাদের কোন অংশ কি অধিকার কি স্মৃতিচিহ্ন নাই।

৩ অধ্যায়।

১ পরে ইলিয়াশীব্ মহাযাজক ও তাহার ভ্রাতা যাজকগণ উঠিয়া মেষদ্বার গাঁথিল; তাহারা আপনারা তাহার কপাট স্থাপন করিয়া তাহা পবিত্র করিল, অর্থাৎ মেয়া দুর্গ অবধি হননেলের দুর্গ পর্য্যন্ত তাহা পবিত্র করিল। ২ তাহার নিকটে যিরীহোর লোকেরা গাঁথিল, ও তাহার নিকটে ইম্রির পুত্র সক্কূর্ গাঁথিল। ৩ এবং সনায়ার সন্তানগণ মৎস্যদ্বার গাঁথিল; তাহারা আপনারা তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল। ৪ তাহাদের নিকটে কোসের পৌত্র উরিয়ের পুত্র মরেমোৎ জীর্ণোদ্ধার করিল; তাহার নিকটে মশেষবেলের পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম্ জীর্ণোদ্ধার করিল; ও তাহাদের নিকটে বানার পুত্র সাদোক জীর্ণোদ্ধার করিল। ৫ তাহাদের নিকটে তকোয়ীয় লোকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল, কিন্তু তাহাদের প্রধানবর্গ আপনাদের প্রভুর দাস্যকর্ম্মার্থে ঘাড় পাতিল না। ৬ আর পাসেহের পুত্র যিহোয়াদা ও বষোদিয়ার পুত্র মশুল্লম্ পুরাতন দ্বার দৃঢ় করিল; তাহারা আপনারা তাহার আড়কাটা তুলিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল; ৭ তাহাদের নিকটে গিবিয়োনীয় মলাটিয় ও মেরোণোথীয় যাদোন্ ও গিবিয়োনের ও মিস্পার লোকেরা নদীর এপারস্থ দেশাধ্যক্ষের সিংহাসন পর্য্যন্ত জীর্ণোদ্ধার করিল। ৮ তাহার নিকটে স্বর্ণকারদের মধ্যে হর্হয়ের পুত্র উষীয়েল্ জীর্ণোদ্ধার করিল; ও তাহার নিকটে গন্ধবণিক্দের সন্তান হনানিয় জীর্ণোদ্ধার করিল, তাহারা প্রশস্ত প্রাচীর পর্য্যন্ত যিরূশালেম দৃঢ় করিল। ৯ তাহাদের নিকটে যিরূশালেম্ প্রদেশের অর্দ্ধ ভাগের অধ্যক্ষ হূরের পুত্র রফায় জীর্ণোদ্ধার করিল। ১০ তাহার নিকটে হরূমফের পুত্র যিদায় আপন গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল; তাহার নিকটে হশব্নিয়ের পুত্র হটূশ্ জীর্ণোদ্ধার করিল। ১১ হারীমের পুত্র মল্কিয় ও পহৎ-মোয়াবের পুত্র হশূব্ অন্য এক ভাগ ও তুন্দুরের দুর্গ দৃঢ় করিল। ১২ তাহার নিকটে যিরূশালেম প্রদেশের এক অর্দ্ধের অধ্যক্ষ হলোহেশের পুত্র শল্লুম্ ও তাহার কন্যারা জীর্ণোদ্ধার করিল। ১৩ আর হানূন্ এবং সানোহনিবাসিরা উপত্যকার দ্বার দৃঢ় করিল; তাহারা আপনারা তাহা গাঁথিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল, এবং সারদ্বার পর্য্যন্ত প্রাচীরের এক সহস্র হস্ত [দৃঢ় করিল]। ১৪ এবং বৈথক্কেরম্ প্রদেশের অধ্যক্ষ রেখবের পুত্র মল্কিয় সারদ্বার দৃঢ় করিল; সে আপনি তাহা গাঁথিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল। ১৫ এবং মিস্পা প্রদেশের অধ্যক্ষ কল্‌হোষির পুত্র শল্লুম্ উনুইর দ্বার দৃঢ় করিল; সে আপনি তাহা গাঁথিল, তাহার আচ্ছাদন করিল, এবং তাহার কপাট স্থাপন করিল ও তালা ও অর্গল দিল, এবং যে সোপান দিয়া দায়ূদ্-নগরহইতে নামে, সে পর্য্যন্ত রাজার উদ্যানের সম্মুখস্থ শীলোহ পুষ্করিণীর প্রাচীর [দৃঢ় করিল]। ১৬ তাহার নিকটে বৈৎসূর প্রদেশের এক অর্দ্ধ ভাগের অধ্যক্ষ অস্বূকের পুত্র নহিমিয় দায়ূদের কবরের সম্মুখ পর্য্যন্ত ও খনিত পুষ্করিণী পর্য্যন্ত ও বীর লোকদের গৃহ পর্য্যন্ত জীর্ণোদ্ধার করিল। ১৭ তাহার নিকটে লেবীয় লোকেরা, বিশেষতঃ বানির পুত্র রহূম জীর্ণোদ্ধার করিল, ও তাহার নিকটে কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধাংশের অধ্যক্ষ হশবিয় আপন ভাগ দৃঢ় করিল। ১৮ তাহার পরে তাহাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ কিয়ীলা প্রদেশের অর্দ্ধের অধ্যক্ষ হেনাদদের পুত্র ববয় জীর্ণোদ্ধার করিল। ১৯ তাহার নিকটে মিস্পার অধ্যক্ষ যেশূয়ের পুত্র এসর্ প্রাচীরের বাঁকে স্থিত অস্ত্রাগারে উঠিবার পথের সম্মুখে আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। ২০ তাহার পরে সব্বয়ের পুত্র বারুক্ যত্ন করিয়া প্রাচীরের বাঁকহইতে প্রধান যাজক ইলিয়াশীবের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। ২১ তাহার পরে কোসের পৌত্র উরিয়ের পুত্র মরেমোৎ ইলীয়াশীবের বাটীর দ্বার অবধি ইলীয়াশীবের বাটীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। ২২ তাহার পরে [যর্দ্দনের] অঞ্চলনিবাসি যাজক লোকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল। ২৩ তাহার পরে বিন্যামীন্ ও হশূব্ আপন ২ গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল; তাহার পরে অননিয়ের পৌত্র মাসেয়ের পুত্র অসরিয় আপন গৃহের পার্শ্বে জীর্ণোদ্ধার করিল। ২৪ তাহার পরে হেনাদদের পুত্র বিন্নূয়ী অসরিয়ের গৃহ অবধি প্রাচীরের বাঁক অর্থাৎ কোণ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। ২৫ [এবং] উষয়ের পুত্র পালল্ বাঁকের সম্মুখে কারাগারের উঠানের নিকটস্থ উচ্চতর রাজবাটীর সমীপে বহির্বর্ত্তি দুর্গের সম্মুখে, [এবং] তাহার পরে পরিয়োশের পুত্র পদায় [জীর্ণোদ্ধার করিল]। ২৬ এবং নথীনীয়েরা ওফলে বাস করত জলদ্বারের পূর্ব্বদিগের সম্মুখ পর্য্যন্ত ও বহির্বর্ত্তি দুর্গ পর্য্যন্ত [জীর্ণোদ্ধার করিল]। ২৭ তাহার পরে তকোয়ীয়েরা বহির্বর্ত্তি বৃহৎ দুর্গ অবধি ওফলের প্রাচীর পর্য্যন্ত আর এক ভাগ দৃঢ় করিল। ২৮ অশ্বদ্বারের উপর-দিগ্ অবধি যাজকেরা প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল। ২৯ তাহার পরে ইম্মেরের পুত্র সাদোক্ আপন গৃহের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল; এবং তাহার পরে পূর্ব্বদ্বাররক্ষক শখনিয়ের পুত্র শময়িয় জীর্ণোদ্ধার করিল। ৩০ তাহার পরে শেলিমিয়ের পুত্র হনানিয় ও সালফের ষষ্ঠ পুত্র হানূন্ আর এক ভাগ দৃঢ় করিল; তাহার পরে বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লম্ আপন কুঠরীর সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল। ৩১ তাহার পরে স্বর্ণকারের পুত্র মল্কিয় নথীনীয়দের ও বণিক্দের স্থান

পর্য্যন্ত অর্থাৎ কোণে উঠিবার পথ পর্য্যন্ত মিপ্‌কদ্ দ্বারের সম্মুখে জীর্ণোদ্ধার করিল। ৩২ এবং কোণে উঠিবার পথ ও মেষদ্বারের মধ্যে স্বর্ণকারেরা ও বণিকেরা জীর্ণোদ্ধার করিল।

৪ অধ্যায়।

১ অপর আমরা প্রাচীর গাঁথিতেছি, এই কথা সন্‌বল্লট্ শুনিয়া কুপিত ও অতিশয় বিরক্ত হইয়া যিহুদীয়দের উপরে ঠাট্টা করিল। ২ এবং আপন ভ্রাতৃগণের ও শমরীয় বিক্রমি লোকদের সাক্ষাতে বকিয়া কহিল, এই নিস্তেজ যিহুদি লোকেরা কি করিতেছে? ইহারা কি [প্রাচীর] দৃঢ় করিবে? ইহারা কি যজ্ঞ করিবে? ও এক দিনে কি এই কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে? ও কাঁথড়ার ঢিবিহইতে এই দগ্ধ প্রস্তর সকল তুলিয়া সজীব করিবে? ৩ তৎকালে অম্মোনীয় টোবিয় তাহার পার্শ্বে ছিল; সেও কহিল, তাহারা যে গাঁথনি করিতেছে, তাহার উপরে যদি শৃগাল উঠে, তবে তাহাদের সেই প্রস্তরময় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ৪ হে আমাদের ঈশ্বর, শ্রবণ কর, কেননা আমরা তুচ্ছ হইলাম; উহাদের ধিক্কার উহাদেরই মস্তকে বর্ত্তাও, এবং উহাদিগকে বন্দি হইয়া লুটিত বস্তুর ন্যায় বিদেশে থাকিতে দেও। ৫ উহাদের অপরাধ ঢাকিয়া রাখিও না, ও উহাদের পাপ আপন সম্মুখহইতে মার্জ্জন করিও না; কেননা উহারা গাঁথকদিগের সম্মুখে [তোমাকে] বিরক্ত করিয়াছে। ৬ যাহা হউক, আমরা প্রাচীর গাঁথিলাম, তাহাতে [উচ্চতার] অর্দ্ধ পর্য্যন্ত তাহা সংযোজিত হইল, এবং কর্ম্ম করিতে লোকদের মন ছিল।

৭ অনন্তর যিরূশালেমের প্রাচীরের জীর্ণোদ্ধার সম্পন্ন হইতেছে, ও তাহার ছিদ্র সকল বন্ধ হইবার আরম্ভ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া সন্‌বল্লট্ ও টোবিয় এবং আরবীয় ও অম্মোনীয় ও অস্‌দোদীয় লোকেরা মহাক্রোধান্বিত হইয়া ৮ যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে ও কর্ম্মের বিঘ্ন জন্মাইতে সকলে চক্রান্ত করিল। ৯ তাহাতে আমরা আপনাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, ও দিবারাত্রি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রহরিগণকে রাখিলাম। ১০ একে যিহুদার লোকেরা কহিত, ভারবাহকেরা দুর্ব্বল হইল, এবং অনেক কাঁথড়া আছে, প্রাচীরের গাঁথনি করা আমাদের অসাধ্য। ১১ তাহাতে আবার আমাদের বিপক্ষগণ কহিত, আমরা অজ্ঞাতসারে ও অদৃশ্যরূপে উহাদের মধ্যে আসিয়া উহাদিগকে বধ করিয়া কর্ম্ম বন্ধ করিব। ১২ এবং তাহাদের নিকটবাসি যিহুদীয়েরা আসিয়া দশ বার আমাদিগকে বলিল, তোমরা যে কোন স্থানের দিগে ফির, সেই ২ স্থানহইতে তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।

১৩ অতএব আমি প্রাচীরের পশ্চাদ্দিগে নীচস্থ অনাবৃত স্থানে লোক নিযুক্ত করিলাম, অর্থাৎ স্ব ২ গোষ্ঠ্যনুসারে খড়্গ ও বড়শা ও ধনুর্দ্ধারি লোক নিযুক্ত করিলাম। ১৪ পরে আমি অবলোকন করিলাম, এবং উঠিয়া প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে কহিলাম, তোমরা উহাদের হইতে ভীত হইও না; মহান্ ও ভয়ঙ্কর প্রভুকে স্মরণ কর, এবং আপন ২ ভ্রাতৃগণ ও পুত্ত্রকন্যাগণ ও ভার্য্যাগণ ও গৃহের জন্যে যুদ্ধ কর।

১৫ তখন আমরা তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি, ইহা শত্রুগণ জ্ঞাত হইল; ইহাতে ঈশ্বর তাহাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিলেন, এবং আমরা সকলে প্রাচীরে আপন ২ কার্য্য করিতে পুনর্ব্বার গমন করিলাম। ১৬ এবং সেই দিন অবধি আমার ভৃত্যদের অর্দ্ধেক লোক কর্ম্ম করিত, ও অন্য অর্দ্ধেক লোক বড়শা ও ঢাল ও ধনু ও বর্ম্ম ধরিয়া থাকিত, এবং যিহুদা কুলের পশ্চাৎ সৈন্যাধ্যক্ষগণ থাকিত। ১৭ এবং যাহারা প্রাচীর গাঁথিত ও ভার বহিত ও ভার তুলিয়া দিত, তাহারা সকলে এক হস্তে কর্ম্ম করিত ও অন্য হস্তে অস্ত্র ধরিত। ১৮ এবং গাঁথকেরা প্রত্যেক জন কটিতে খড়্গ বান্ধিয়া গাঁথিত, এবং তূরীবাদক আমার পার্শ্বে থাকিত। ১৯ আর আমি প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষগণকে ও অন্য সকল লোককে কহিলাম, এই কর্ম্ম ভারি ও বিস্তীর্ণ, এবং আমরা প্রাচীরের উপরে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া এক জনহইতে অন্য জন দূরে আছি। ২০ অতএব তোমরা যে কোন স্থানে তূরীর শব্দ শুনিবা, সেই স্থানে আমাদের নিকটে একত্র হইবা; আমাদের ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন।

২১ এই রূপে আমরা সেই কার্য্যে পরিশ্রম করিতাম, এবং অরুণোদয়কালাবধি তারাদর্শন কাল পর্য্যন্ত আমাদের অর্দ্ধেক লোক বড়শা ধরিয়া থাকিত। ২২ সেই সময়ে আমি লোকদিগকে আরো কহিলাম, প্রত্যেক পুরুষ আপন ২ ভৃত্যের সহিত রাত্রিতে যিরূশালেমের মধ্যে থাকুক; তাহারা রাত্রিতে আমাদের রক্ষক হইবে, ও দিবসে কর্ম্ম চলিবে। ২৩ অতএব আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ ও ভৃত্যগণ ও আমার অনুবর্ত্তি রক্ষকেরা কেহ বস্ত্র খুলিতাম না, নিজ খড়্গই প্রত্যেকের স্নানস্বরূপ বোধ হইত।

৫ অধ্যায়।

১ অপর আপন ভ্রাতা যিহুদি লোকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের ও তাহাদের স্ত্রীদিগের মহাক্রন্দন হইল। ২ কেহ২ কহিল, আমরা পুত্ত্র কন্যাশুদ্ধ অনেক প্রাণী, তজ্জন্য আহার করিয়া জীবন ধারণের নিমিত্তে শস্য ঋণ লইতে হয়। ৩ আর কেহ ২ কহিল, দুর্ভিক্ষ সময়ে শস্য ঋণ লইবার নিমিত্তে আমরা আপন ২ ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও গৃহ বন্ধক দিতে উদ্যত আছি। ৪ আর কেহ২ কহিল, রাজকরের নিমিত্তে আমরা আপন ২ ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বন্ধক রাখিয়া রূপা ঋণ লইয়াছি। ৫ কিন্তু আমাদের শরীর আমাদের ভ্রাতাদের শরীরের সমান, এবং

আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদের তুল্য; তথাপি দেখুন, আপন ২ পুত্র কন্যাগণকে দাসত্বে আনিতে হয়, বরং এখনও আমাদের কন্যাদের মধ্যে কেহ ২ দাসীত্বাবস্থায় আছে; আমাদের কোন সঙ্গতি নাই; এবং আমাদের ভূমি ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল অন্য লোকদের হইয়াছে।

৬ তখন আমি তাহাদের ক্রন্দন ও এই সকল কথা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইলাম। ৭ এবং আমার মন আমাকে প্রচোদিত করাতে আমি প্রধান লোকদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ ভ্রাতৃগণের কাছে সুদ লইতেছ। ৮ এবং আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মহাসমাজ একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, পরজাতীয়দের কাছে আমাদের যে যিহূদি ভ্রাতৃগণ বিক্রীত ছিল, তাহাদিগকে আমরা সাধ্যানুসারে মুক্ত করিয়াছি; এখন তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমরাই কি বিক্রয় করিবা? কিম্বা আমাদের কাছে আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে দিবা? তাহাতে তাহারা নীরব হইল, কিছু উত্তর করিতে পারিল না। ৯ আমি আরো কহিলাম, তোমাদের এই কর্ম্ম ভাল নয়; আমাদের পরজাতীয় শত্রুগণের ধিক্কার শুনিয়াও তোমরা কি আমাদের ঈশ্বরের ভীতিতে চলিবা না? ১০ আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ ও ভৃত্যগণ আমরাও উহাদিগকে রূপা ও শস্য ঋণ দিয়া থাকি; কিন্তু আমি বিনয় করি, আইস, আমরা এই সুদ ত্যাগ করি। ১১ বিনয় করি, উহাদের শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষক্ষেত্র ও গৃহ সকল, এবং তোমরা রূপার ও শস্যের ও দ্রাক্ষারসের ও তৈলের শতকরা যে বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে ঋণ দিয়াছ, তাহা অদ্যই তাহাদিগকে ফিরিয়া দেও। ১২ তখন তাহারা কহিল, আমরা তাহা ফিরিয়া দিব, তাহাদের কাছে কিছুই চাহিব না; আপনি যাহা কহিলেন, তদনুসারে করিব। তখন আমি যাজকদিগকে ডাকিয়া এই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে দিব্য করাইলাম। ১৩ অধিকন্তু আমি আপন কোঁচার কাপড় ঝাড়িয়া কহিলাম, যে কেহ এই প্রতিজ্ঞা পালন না করে, ঈশ্বর তাহার গৃহ ও পরিশ্রমের ফলহইতে তাহাকে এই রূপ ঝাড়িয়া ফেলুন, এই রূপে সে ঝাড়া ও শূন্য হউক। তাহাতে সমস্ত সমাজ কহিল, আমেন্, এবং সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল। পরে লোকেরা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৪ পরন্তু আমি যিহূদা দেশে তাহাদের অধ্যক্ষপদে যাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, তাবৎ অর্থাৎ অর্ত্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের বিংশতিতম বৎসরাবধি দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর আমি ও আমার ভ্রাতৃগণ দেশাধ্যক্ষের বৃত্তি ভোগ করিতাম না। ১৫ আমার পূর্ব্বে যে ২ দেশাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা লোকদিগকে ভারগ্রস্ত করিত, এবং তাহাদের হইতে নগদ চল্লিশ শেকল্ রূপা ব্যতিরেকে ভক্ষ্য ও দ্রাক্ষারস লইত, এবং তাহাদের ভৃত্যগণও লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করিত; কিন্তু আমি ঈশ্বরকে ভয় করাতে তাহা করিতাম না। ১৬ আর আমি এই প্রাচীরের কর্ম্মেও অধ্যবসায়ী ছিলাম; আমরা ভূমি ক্রয় করিতাম না, এবং আমার সমস্ত ভৃত্য সেই স্থানে কর্ম্মেতে একত্র হইত। ১৭ এবং আমাদের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত পরজাতীয়দের মধ্যহইতে যাহারা আমাদের নিকটে আসিত, তাহাদের ব্যতিরেকে যিহূদি লোক ও অধ্যক্ষ এক শত পঞ্চাশ জন আমার মেজে বসিত। ১৮ সেই সময়ে প্রতিদিন যে ২ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহা এই, এক বলদ ও ছয়টা উত্তম মেষ এবং কতকগুলি পক্ষী আমার আজ্ঞাতে পাক করা যাইত; এবং দশ ২ দিনান্তর যথেষ্ট নানা প্রকার দ্রাক্ষারস হইত; তথাপি লোকদের দাসত্বের ভার গুরুতর হওয়াতে আমি দেশাধ্যক্ষের বৃত্তি চাহিতাম না। ১৯ হে আমার ঈশ্বর, আমি এই লোকদের নিমিত্তে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছি, মঙ্গলের নিমিত্তে আমার পক্ষে তাহা স্মরণ কর।

৬ অধ্যায়।

১ পরে আমি প্রাচীর গাঁথিয়াছি, তাহার মধ্যে আর ভগ্ন স্থান নাই, ইহা সন্‌বল্লট্ ও টোবিয় ও আরবীয় গেশম্ ও আমাদের অন্য সকল শত্রু শুনিল। তথাপি তখনও নগরদ্বার সকলের কপাট ঝুলান যায় নাই। ২ অনন্তর সন্‌বল্লট্ ও গেশম্ আমার হিংসা করিতে মনস্থ করিয়া লোকদ্বারা আমার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, আইস, আমরা ওনো সমস্থলীর কফীরীমে মিলিয়া মন্ত্রণা করি। ৩ তাহাতে আমি দূতদ্বারা উত্তর করিয়া পাঠাইলাম, আমি এক মহৎ কর্ম্ম করিতেছি, নামিয়া যাইতে পারি না; আমি যাবৎ কার্য্য ত্যাগ করিয়া তোমাদের কাছে নামিয়া যাইব, তাবৎ কর্ম্ম কেন বন্ধ থাকিবে? ৪ এই প্রকারে তাহারা আমার কাছে চারি বার লোক পাঠাইলে আমি তাহাদিগকে তদ্রূপ উত্তর দিলাম। ৫ পরে সন্‌বল্লট ঐ প্রকারে পঞ্চম বার আমার নিকটে আপন ভৃত্যকে পাঠাইল। ৬ তাহার হস্তে এই কথা সম্বলিত এক মুক্ত পত্র ছিল, পরজাতীয়দের মধ্যে এই জনশ্রুতি হইতেছে, এবং গেশমুও তাহা কহিতেছে, অর্থাৎ তুমি ও যিহূদীয়েরা রাজদ্রোহ করিবার সঙ্কল্প করিতেছ, এই জন্যে তুমি প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছ; আর তুমি তাহাদের রাজা হইতে উদ্যত আছ, ইত্যাদি; ৭ আর যিহূদাদেশে [উনি] রাজা, আপনার বিষয়ে যিরূশালেমে ইহা প্রচার করাইতে তুমি ভাববাদিগণকে নিযুক্ত করিয়াছ। এখন এই জনশ্রুতি রাজার কাছে উপস্থিত হইবে; অতএব আইস, আমরা মিলিয়া মন্ত্রণা করি। ৮ তখন আমি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিলাম, তুমি যে ২ কথা কহিতেছ, তাহা সত্য নহে; কিন্তু তুমি আ-

পন হৃদয়হইতে কহিতেছ। ৯ এই কর্ম্মে উহাদের হস্ত দুর্ব্বল হউক, তাহাতে তাহা সমাপ্ত হইবে না, বলিয়া তাহারা সকলে আমাদিগকে ভয় দেখাইত, অতএব [হে ঈশ্বর,] তুমি এখন আমার হস্ত সবল কর।

১০ পরে মহেটবেলের পৌত্র দলায়ের পুত্র যে শময়িয় অবরুদ্ধ ছিল, তাহার গৃহে আমি গেলাম; তাহাতে সে কহিল, আইস, আমরা ঈশ্বরের গৃহে প্রাসাদের অভ্যন্তরে একত্র হইয়া প্রাসাদের দ্বার সকল রুদ্ধ করি, কেননা লোকে তোমাকে বধ করিতে আসিবে, রাত্রিকালেই তোমাকে বধ করিতে আসিবে। ১১ তাহাতে আমি কহিলাম, আমার তুল্য মনুষ্য কি পলায়ন করিবে? ও আমার তুল্য মনুষ্য কি প্রাণ বাঁচাইবার জন্যে প্রাসাদে আশ্রয় লইবে? আমি সেখানে প্রবেশ করিব না। ১২ পরে আমি টের পাইলাম, ঈশ্বর তাহাকে পাঠান নাই, সে আমার বিপক্ষ ভাবে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে, এবং টোবিয় ও সন্বল্লট্ তাহাকে বেতন দিয়াছে। ১৩ আমি যেন ভীত হইয়া সে কর্ম্ম করি ও পাপ করি, এবং তাহারা যেন আমার দুর্নাম করিবার সূত্র পাইয়া আমাকে ধিক্কার দিতে পারে, এই জন্যে উহাকে বেতন দেওয়া গিয়াছিল। ১৪ হে আমার ঈশ্বর, এই কর্ম্ম বিধায় টোবিয় ও সন্বল্লট্কে স্মরণ কর, এবং নোয়দিয়া ভাববাদিনীকে, ও অন্যান্য যে ভাববাদিরা আমাকে ভয় দেখাইত, তাহাদিগকেও স্মরণ কর।

১৫ পরে ইলূল্ মাসের পঞ্চবিংশ দিনে বাওয়ান্ন দিনের শেষে প্রাচীর সমাপ্ত হইল। ১৬ আমাদের সমস্ত শত্রু যখন তাহা শুনিল, তখন আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থ পরজাতীয়েরা সকলে ভয় পাইল ও আপনাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত ছোট হইল, এবং এই কর্ম্মের সাধন আমাদের ঈশ্বরহইতে হইল, ইহা বুঝিল।

১৭ পরন্তু ঐ সময়ে যিহূদার প্রধান লোকেরা টোবিয়ের নিকটে অনেক পত্র পাঠাইত, এবং টোবিয়ের পত্রও তাহাদের কাছে আসিত। ১৮ বস্তুতঃ যিহূদার মধ্যে অনেকে তাহার পক্ষে দিব্য করিয়াছিল; কারণ সে আরহের পুত্র শখনিয়ের জামাতা ছিল, এবং তাহার পুত্র যিহোহানন্ বেরিখিয়ের পুত্র মশুল্লমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ১৯ আরো তাহারা আমার সাক্ষাতে তাহার গুণানুবাদ করিত, এবং আমার কথাও তাহার জ্ঞানগোচর করিত; আমাকে ভয় দেখাইবার জন্যই টোবিয় পত্র পাঠাইত।

৭ অধ্যায়।

১ প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে পর আমি দ্বার সকলের কপাট ঝুলাইলাম, এবং দ্বারপালকেরা ও গায়কেরা ও লেবীয়েরা নিযুক্ত হইল। ২ অনন্তর আমি আপন ভ্রাতা হনানিকে ও দুর্গের শাসনকর্ত্তা হনানিয়কে যিরূশালেমের উপরে নিযুক্ত করিলাম, কেননা হনানিয় সত্যপ্রিয় মানুষ বলিয়া মান্য এবং অনেক লোক অপেক্ষা ঈশ্বরের ভয়কারী ছিল। ৩ এবং আমি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলাম, যাবৎ রৌদ্র প্রচণ্ড না হয়, তাবৎ যিরূশালেমের দ্বার সকল খোলা না যাউক; এবং তোমরা জাগিয়া থাকিতে দ্বার সকল রুদ্ধ ও কপাট অর্গলে বদ্ধ হউক; এবং তোমরা যিরূশালেম নিবাসিদিগকে প্রহরী করিয়া নিযুক্ত কর, তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ প্রহরিস্থানে অর্থাৎ আপন ২ গৃহের সম্মুখে থাকুক।

৪ নগর বৃহৎ ও বিস্তারিত, কিন্তু তাহার মধ্যে লোক অল্প ছিল, এবং গৃহ সকল নির্ম্মাণ করা যায় নাই। ৫ পরে আমার ঈশ্বর আমার মনে [প্রবৃত্তি] দিলে আমি বংশাবলি রচনা করণার্থে প্রধানদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে ও লোকদিগকে একত্র করিলাম। তাহাতে আমি [বাবিলহইতে] প্রথমাগত লোকদের এক বংশাবলি পত্র পাইলাম, তন্মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল।

৬ বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত ও বাবিলে নীত লোকসমূহের মধ্যে এই প্রদেশের যে লোকেরা নির্ব্বাসযুক্ত বন্দিদশাহইতে যাত্রা করিয়া যিরূশালেমে ও যিহূদাতে আপন ২ নগরে ফিরিয়া আইল, ৭ অর্থাৎ সরুব্বাবিল, যেশূয়, নহিমিয়, অসরিয়, রয়মা, নহমানি, মর্দখয়, বিল্শন্, মিস্পর, বিগ্বয়, নহূম্ ও বানা, ইহাদের সহিত ফিরিয়া আইল, সেই ইস্রায়েল লোকদের সঙ্খ্যা। ৮ পরিয়োশের সন্তান দুই সহস্র এক শত বাহাত্তর জন। ৯ শফটিয়ের সন্তান তিন শত বাহাত্তর জন। ১০ আরহের সন্তান ছয় শত বাওয়ান্ন জন। ১১ যেশূয় ও যোয়াবের সন্তানদের মধ্যে পহৎমোয়াবের সন্তান দুই সহস্র আট শত আঠারো জন। ১২ এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। ১৩ সত্তূর সন্তান আট শত পঁয়তাল্লিশ জন। ১৪ সক্কয়ের সন্তান সাত শত ষাইট জন। ১৫ বিন্নুয়ির সন্তান ছয় শত আটচল্লিশ জন। ১৬ বেবয়ের সন্তান ছয় শত আটাইশ জন। ১৭ অস্গদের সন্তান দুই সহস্র তিন শত বাইশ জন। ১৮ অদোনীকামের সন্তান ছয় শত সাতষট্টি জন। ১৯ বিগ্বয়ের সন্তান দুই সহস্র সাতষট্টি জন। ২০ আদীনের সন্তান ছয় শত পঞ্চান্ন জন। ২১ যিহিষ্কিয়ের বংশজাত আটেরের সন্তান আটানব্বই জন। ২২ হশুমের সন্তান তিন শত আটাইশ জন। ২৩ বেৎসয়ের সন্তান তিন শত চব্বিশ জন। ২৪ হারীফের সন্তান এক শত বারো জন। ২৫ গিবিয়োনের সন্তান পঁচানব্বই জন। ২৬ বৈৎলেহমের ও নটোফার লোক এক শত অষ্টআশী জন। ২৭ অনাথোতের লোক এক শত আটাইশ জন। ২৮ বৈৎ-অস্মাবতের লোক বেয়াল্লিশ জন। ২৯ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ ও কফীরা ও বেরোতের লোক সাত শত তেতাল্লিশ জন। ৩০ রামার ও গেবার লোক ছয় শত একুশ জন। ৩১ মিক্মসের লোক এক শত বাইশ জন। ৩২ বৈথেলের ও অয়ের লোক এক শত তেইশ জন। ৩৩ অন্য নবোর লোক বাও-

য়ান্ন জন। ৩৪ অন্য এলমের সন্তান এক সহস্র দুই শত চোয়ান্ন জন। ৩৫ হারীমের সন্তান তিন শত বিংশতি জন। ৩৬ যিরীহোর সন্তান তিন শত পঁয়তাল্লিশ জন। ৩৭ লোদ্ ও হাদীদ্ ও ওনোর সন্তান সাত শত একুশ জন। ৩৮ সনায়ার সন্তান তিন সহস্র নয় শত ত্রিশ জন।

৩৯ যাজকদের সঙ্খ্যা; যেশূয় কুলের মধ্যে যিদয়িয়ের সন্তান নয় শত তেহাত্তর জন। ৪০ ইম্মেরের সন্তান এক সহস্র বাওয়ান্ন জন। ৪১ পশ্হূরের সন্তান এক সহস্র দুই শত সাতচল্লিশ জন। ৪২ হারীমের সন্তান এক সহস্র সতের জন।

৪৩ লেবীয়দের সংখ্যা; হোদবিয়ের সন্তানদের মধ্যে যেশূয় ও কদ্মীয়েলের সন্তান চোয়াত্তর জন ছিল।

৪৪ গায়কদের সংখ্যা; আসফের সন্তান এক শত আটচল্লিশ জন।

৪৫ দ্বারপালদের সংখ্যা; শল্লুম, আটের, টল্মোন্, অক্কূব্, হটীটা, শোবয়, এই সকলের সন্তান এক শত আটত্রিশ জন।

৪৬ নথীনীয় লোকদের সংখ্যা; সীহ, হসূফা, টব্বায়োৎ, ৪৭ কেরোস্, সীয়, পাদোন্, ৪৮ লবানা, হগাবঃ, শল্ময়, ৪৯ হানন্, গিদ্দেল্, গহর, ৫০ রায়া, রৎসীন, নকোদ, ৫১ গসম, উষঃ, পাসেহ, ৫২ বেষয়, মিয়ূনীম্, নফূষীম্, ৫৩ বক্বূক্, হকূফা, হর্হূর, ৫৪ বস্লুৎ, মহীদা, হর্শা, ৫৫ বর্কোস্, সীষরা, তেমহ, ৫৬ নৎসীহ, হটীফা, এই সকলের সন্তান।

৫৭ শলোমনের দাসদের সন্তানদের সংখ্যা; সোটয়, সোফেরৎ, পরূদা, ৫৮ যালা, দর্কোন, গিদ্দেল্, ৫৯ শফটিয়, হটীল, পোখেরৎ-হৎসবায়ীম, আমোন্, এই সকলের সন্তানগণ। ৬০ নথীনীয়েরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানগণ সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত নিরানব্বই জন ছিল।

৬১ পরন্তু তেল্মেলহ, তেল্হর্শা, করূব্, অদ্দন্ ও ইম্মের, এই সকল স্থানহইতে নিম্নলিখিত সকল লোক আইল, কিন্তু তাহারা ইস্রায়েলীয় লোক কি না, এ বিষয়ে আপন ২ পিতৃকুল কি গোত্র প্রমাণ দিতে পারিল না; ৬২ দলায়, টোবিয়, নকোদ, ইহাদের সন্তান ছয় শত বেয়াল্লিশ জন। ৬৩ এবং যাজকদের মধ্যে হবায়ের, কোসের ও বর্সিল্লয়ের সন্তানগণ; এই বর্সিল্লয় গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ৬৪ বংশাবলিতে গণিত লোকদের মধ্যে ইহারা আপন ২ বংশাবলিপত্র অন্বেষণ করিয়া পাইল না, এই জন্যে তাহারা অশুচি হইয়া যাজকত্বভ্রষ্ট হইল। ৬৫ এবং শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে কহিল, যে পর্য্যন্ত ঊরীম্ ও তুম্মীমের অধিকারী এক যাজক উৎপন্ন না হইবে, তাবৎ তোমরা পবিত্র বস্তু খাইও না।

৬৬ আর একত্রীকৃত সমস্ত সমাজ বেয়াল্লিশ সহস্র তিন শত ষাইট জন ছিল। ৬৭ তদ্ভিন্ন তাহাদের সাত সহস্র তিন শত সাঁইত্রিশ জন দাস দাসী ছিল, অধিকন্তু তাহাদের দুই শত পঁয়তাল্লিশ জন গায়ক গায়িকা ছিল। ৬৮ তাহাদের সাত শত ছত্রিশ অশ্ব, দুই শত পঁয়তাল্লিশ অশ্বতর, ৬৯ চারি শত পঁয়ত্রিশ উষ্ট্র, ও ছয় সহস্র সাত শত বিংশতি গর্দ্দভ ছিল।

৭০ পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কেহ ২ সেই কর্ম্মের জন্যে দান করিল, ফলতঃ শাসনকর্ত্তা ভাণ্ডারে এক সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ ও [স্বর্ণময়] পঞ্চাশ বাটি ও যাজকদের জন্যে পাঁচ শত ত্রিশ অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল। ৭১ এবং কএক জন পিতৃকুলপতি সেই কর্ম্মের ভাণ্ডারে বিংশতি সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ ও দুই সহস্র দুই শত মানী রূপা দিল। ৭২ এবং অন্য লোকেরা বিংশতি সহস্র অদর্কোন্ স্বর্ণ, ও দুই সহস্র মানী রূপা, ও যাজকদের জন্যে সাতষট্টি অঙ্গরক্ষক বস্ত্র দিল।

৭৩ পরে যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও দ্বারপালেরা ও গায়কেরা, ও অন্যান্য লোকেরা ও নথীনীয়েরা ও সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক আপন ২ নগরে বাস করিতে লাগিল। অতএব সপ্তম মাস সন্নিকট হইলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপন ২ নগরে ছিল।

৮ অধ্যায়।

১ পরে সমস্ত লোক এক মানুষের ন্যায় জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে একত্র হইয়া ইস্রায়েলের জন্যে সদাপ্রভুর আদিষ্ট মোশির ব্যবস্থাপুস্তক আনিতে শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রাকে কহিল। ২ তাহাতে সপ্তম মাসের প্রথম দিনে ইষ্রা যাজক সমাজের সম্মুখে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে সেই পুস্তক আনিল। ৩ এবং জলদ্বারের সম্মুখস্থ চকে স্ত্রী পুরুষাদি যত লোক [শুনিয়া] বুঝিতে পারে, তাহাদের নিকটে সে প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করিল, তাহাতে সমস্ত লোক ব্যবস্থাপুস্তক শ্রবণে কর্ণ নিবিষ্ট করিল। ৪ ফলতঃ শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা ঐ কর্ম্মের জন্যে নির্ম্মিত এক কাষ্ঠময় মঞ্চের উপরে দাঁড়াইল, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে মত্তথিয় ও শেমা ও অনায় ও ঊরিয় ও হিল্কিয় ও মাসেয়, এবং বাম পার্শ্বে পদায় ও মীশায়েল্ ও মল্কিয় ও হশুম্ ও হশ্বদ্দানা ও সখরিয় ও মশুল্লম্ দাঁড়াইল। ৫ অনন্তর ইষ্রা সমস্ত লোকের সাক্ষাতে পুস্তকখানি খুলিল; কেননা সে সমস্ত লোকের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান ছিল। সে পুস্তক খুলিবামাত্র সমস্ত লোক উঠিয়া দাঁড়াইল। ৬ পরে ইষ্রা মহান্ ঈশ্বর সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিল, তাহাতে সমস্ত লোক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া আমেন্ ২ কহিল, এবং মস্তক নমন পূর্ব্বক ভূমিতে মুখ দিয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিল। ৭ এবং যেশূয় ও বানি ও শেরেবিয়, যামীন, অক্কূব, শব্বথয়, হোদিয়, মাসেয়, কলীট, অসরিয়, যোষাবদ্, হানন্, পলায়, ও লেবীয়েরা লোকদিগকে ব্যবস্থাপুস্তকের অর্থ বুঝাইয়া দিল, এবং লোকেরা স্ব ২ স্থানে দণ্ডায়মান ছিল। ৮ এই রূপে তাহারা স্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরের

ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল, এবং পাঠ করণ সময়ে তাহার অর্থ করিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিল।

[৯] আর শাসনকর্ত্তা নহিমিয় ও শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা যাজক ও লোকদের শিক্ষক লেবীয়েরা সমস্ত লোককে কহিল, অদ্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র [দিন], তোমরা শোক করিও না ও রোদন করিও না; কেননা ব্যবস্থাপুস্তকের বাক্য শ্রবণে সমস্ত লোক রোদন করিতেছিল। [১০] এবং সে তাহাদিগকে কহিল, যাও, উপাদেয় বস্তু ভোজন কর, ও মিষ্ট বস্তু পান কর, এবং যাহাদের জন্যে কিছু প্রস্তুত নাই, তাহাদিগকে অংশ পাঠাইয়া দেও; অদ্য আমাদের প্রভুর পবিত্র দিন, অতএব তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না, কেননা সদাপ্রভুতে যে আনন্দ, তাহাই তোমাদের শক্তি। [১১] লেবীয়েরাও লোক সকলকে শান্ত করিয়া কহিল, নীরব হও, অদ্য পবিত্র দিন, অতএব উদ্বিগ্ন হইও না। [১২] তখন সমস্ত লোক আপনাদের প্রতি উহাদের কথিত বাক্য বুঝিয়া ভোজন পান ও অংশ প্রেরণ ও অতিশয় আনন্দ করিতে গেল।

[১৩] অপর দ্বিতীয় দিনে সমস্ত লোকের পিতৃকুলপতিরা ও যাজকেরা ও লেবীয়েরা একত্র হইয়া ব্যবস্থার বাক্য বিবেচনা করণার্থে শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রার কাছে আইল। [১৪] তাহাতে তাহারা মোশিদ্বারা সদাপ্রভুর আদিষ্ট ব্যবস্থাতে লিখিত এই আজ্ঞা পাইল, ইস্রায়েলের সন্তানগণ সপ্তম মাসের উৎসব কালে কুটীরে বাস করিবে; [১৫] এবং আপনাদের সকল নগরে ও যিরূশালেমে এই কথা ঘোষণা ও প্রচার করিবে, যথা, তোমরা এই লিখনানুসারে কুটীর নির্ম্মাণার্থে পর্ব্বতে গিয়া জিতবৃক্ষের ও বন্য জিতবৃক্ষের ও মেন্দির শাখা ও শর্জ্জূরপত্র ও বৃক্ষের ঝোপাল শাখা আন।

[১৬] তাহাতে লোকেরা বাহিরে যাইয়া তাহা আনিয়া প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহের ছাতে ও প্রাঙ্গণে এবং ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গণে ও জলদ্বারের চকে ও ইফ্রয়িমের দ্বারের চকে আপনাদের জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল। [১৭] পরে বন্দিদশাহইতে প্রত্যাগত লোকদের সমস্ত সমাজ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল; বস্তুতঃ নূনের পুত্র যিহোশূয়ের সময়াবধি সেই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সন্তানগণ তদ্রূপ করে নাই, তাহাতে অতি বড় আনন্দ হইল। [১৮] এবং [ইষ্রা] প্রথম দিনাবধি শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল; ফলতঃ তাহারা সাত দিন উৎসব পালন করিল, এবং রীতি অনুসারে অষ্টম দিনে সমাপক পর্ব্ব করিল।

৯ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ঐ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে ইস্রায়েলের সন্তানগণ উপবাস ও চটপরিধান ও মস্তকে মৃত্তিকা অর্পণ পূর্ব্বক একত্র হইল। [২] এবং ইস্রায়েলের বংশ সমস্ত বিজাতীয় লোকহইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের পাপ ও আপন ২ পিতৃলোকদের অপরাধ স্বীকার করিল। [৩] এবং তাহারা আপন ২ স্থানে দাঁড়াইলে দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তক পাঠ করিল, পরে দিনের চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পাপ স্বীকার ও প্রণিপাত করিল।

[৪] আর যেশূয় ও বানি, কদ্মীয়েল্, শবনিয়, বুন্নি, শেরেবিয়, বানি ও কনানী, ইহারা লেবীয়দের সোপানে দাঁড়াইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। [৫] পরে যেশূয় ও কদ্মীয়েল্, বানি, হশব্নিয়, শেরেবিয়, হোদিয়, শবনিয়, ও পথাহিয়, এই ২ লেবীয় লোক কহিল, তোমরা উঠ; যিনি যুগানুক্রমের আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত [ধন্য], তোমাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, [ও বল,] লোকে যাবতীয় ধন্যবাদ ও প্রশংসাহইতে উৎকৃষ্ট তোমার প্রতাপান্বিত নামের ধন্যবাদ করুক। [৬] কেবল তুমিই সদাপ্রভু; তুমি স্বর্গ ও স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গ ও তাহার সমস্ত বাহিনী এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকল এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ, এবং স্বর্গের বাহিনীও তোমার কাছে প্রণিপাত করে। [৭] তুমিই সদাপ্রভু ঈশ্বর; তুমি অব্রাম্কে মনোনীত করিয়া কল্দীয় দেশের ঊরহইতে বাহির করিয়া তাহার নাম অব্রাহাম্ রাখিয়াছিলা; [৮] এবং আপন সাক্ষাতে তাহার অন্তঃকরণ বিশ্বস্ত দেখিয়া তাহার সহিত নিয়ম করিয়া এই দেশ দিতে, [অর্থাৎ] কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয় ও পরিষীয় ও যিবূষীয় ও গির্গাশীয় লোকদের দেশ তাহার বংশকে দিতে [অঙ্গীকার করিয়াছিলা], এবং আপনার সেই অঙ্গীকার পালন করিয়াছ, কেননা তুমি ধর্ম্মময়।

[৯] আর তুমি মিসরে আমাদের পিতৃলোকদের দুঃখ দেখিলা, ও সূফার্ণবের তীরে তাহাদের ক্রন্দন শুনিলা; [১০] এবং ফরৌণে ও তাহার সমস্ত দাসগণে ও তাহার রাজ্যস্থ প্রজা সকলেতে নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইলা; কেননা মিস্রীয়েরা তাহাদের বিরুদ্ধে দর্পের কর্ম্ম করে, ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলা; তাহাতে তুমি আপনার জন্যে যশ সম্পন্ন করিয়াছিলা, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। [১১] আর তুমি তাহাদের সম্মুখে সমুদ্রকে দ্বিভাগ করিয়াছিলা, তাহাতে তাহারা সমুদ্রের মধ্যস্থলে শুষ্ক পথ দিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু প্রবল জলে যেমন প্রস্তর, তুমি তেমনি তাহাদের অনুধাবনকারি লোকদিগকে গভীর [সাগরে] নিক্ষেপ করিলা। [১২] আর তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভদ্বারা, ও রাত্রিতে তাহাদের গন্তব্য পথে আলোকারক অগ্নিস্তম্ভদ্বারা তাহাদিগকে গমন করাইলা। [১৩] এবং তুমি সীনয় পর্ব্বতের চূড়াতে নামিয়া আসিয়া গগনহইতে তাহা-

দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যথার্থ শাসন ও সত্য ব্যবস্থা ও উত্তম বিধি ও আজ্ঞা তাহাদিগকে দিলা; [১৪] এবং আপনার পবিত্র বিশ্রামবার তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলা; এবং আপন দাস মোশিদ্বারা তাহাদিগকে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা দিলা; [১৫] এবং তাহাদের ক্ষুধা নিবারণার্থে স্বর্গহইতে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিলা, ও তাহাদের পিপাসা নিবারণার্থে শৈল হইতে জল নির্গত করিলা; এবং তুমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলা, তাহা অধিকার করণার্থে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলা।

[১৬] তথাপি তাহারা প্রভৃতি আমাদের পিতৃলোকেরা দর্পের কর্ম্ম করিল, ও আপন২ গ্রীবা শক্ত করিল, ও তোমার আজ্ঞাতে মনোযোগ করিল না; [১৭] এবং কথা শুনিতে অস্বীকার করিল, এবং আপনাদের প্রতি তোমার কৃত আশ্চর্য্য ব্যবহার স্মরণে রাখিল না, এবং আপন২ গ্রীবা শক্ত করিয়া আপন দাসত্বে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে বিরোধভাবে এক সেনাপতিকে নিযুক্ত করিল; কিন্তু তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর, কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, তজ্জন্য তাহাদিগকে ত্যাগ করিলা না। [১৮] তাহারা যখন ছাঁচে ঢালা এক গোবৎস নির্ম্মাণ করিল, এবং [হে ইস্রায়েল,] ইনি তোমার ঈশ্বর যিনি মিসরহইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন, ইহা কহিয়া ভারি অপমানের কর্ম্ম করিল, [১৯] তখনও তুমি আপন প্রচুর করুণা প্রযুক্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিলা না; আর দিবসে তাহাদের পথপ্রদর্শক মেঘস্তম্ভ, এবং রাত্রিতে গন্তব্য পথে আলোকারক অগ্নিস্তম্ভ তাহাদের অগ্রহইতে গেল না। [২০] আর তুমি বিবেক দিবার জন্যে আপন মঙ্গলস্বরূপ আত্মা তাহাদিগকে দান করিলা, ও তাহাদের মুখের গ্রাস যে আপনার মান্না তাহাও রুদ্ধ করিলা না, এবং তাহাদিগকে তৃষ্ণার জল দিলা। [২১] এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলা; তাহাদের অনুসার হইল না, তাহাদের বস্ত্র জীর্ণ হইল না, ও তাহাদের পা ফুলিল না। [২২] পরে তুমি নানা রাজ্য ও নানা জাতি তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদিগে তাহাদের অংশ নিরূপণ করিলা; তাহাতে তাহারা সীহোনের দেশ, অর্থাৎ হিষ্‌বোনের রাজার দেশ ও বাশনের ওগ্ রাজার দেশ অধিকার করিল। [২৩] এবং তুমি তাহাদের সন্তানদিগকে নভোমণ্ডলের তারাগণের ন্যায় বহুসংখ্যক করিলা, এবং অধিকারভোগার্থে যে দেশে প্রবেশ করাইবার অঙ্গীকার তাহাদের পিতৃলোকদের কাছে করিয়াছিলা, সেই দেশের নিকটে তাহাদিগকে আনিলা।

[২৪] পরে [তাহাদের] সন্তানগণ সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিল, এবং তুমি সেই দেশনিবাসি কনানীয়দিগকে তাহাদের সম্মুখে অবনত করিলা, এবং উহাদের রাজগণকে ও দেশস্থ সকল জাতিকে তাহাদের হস্তগত করিয়া উহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিলা। [২৫] তাহাতে তাহারা নানা দৃঢ় নগর ও উর্ব্বরা ভূমি লইল, এবং যাবতীয় উত্তম দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ গৃহ ও খনিত কূপ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র ও প্রচুর ফলবৃক্ষ অধিকার করিল, এবং ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও পুষ্ট হইল, ও তোমার কৃত মহামঙ্গলে আপ্যায়িত হইল। [২৬] তথাপি তাহারা বিরুদ্ধাচারী ও তোমার বিদ্রোহী হইয়া তোমার ব্যবস্থা পীছে ফেলিল, এবং তোমার যে ভাববাদিগণ তোমার প্রতি তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিত, তাহাদিগকে বধ করিল ও ভারি অপমানের কর্ম্ম করিল। [২৭] পরে তুমি তাহাদিগকে বিপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহারা তাহাদিগকে কষ্ট দিল; কিন্তু কষ্টের সময়ে যখন তাহারা তোমার কাছে কাঁদিত, তখন তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া আপন প্রচুর করুণাবিধায় তাহাদিগকে বিপক্ষদের হস্তহইতে নিস্তার করণে সমর্থ নিস্তারকারিদিগকে দিতা। [২৮] তথাপি বিশ্রাম পাইলে পর তাহারা আর বার তোমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতা, এবং সেই শত্রুগণ তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত; কিন্তু তাহারা ফিরিয়া তোমার কাছে ক্রন্দন করিলে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া আপন করুণানুসারে অনেক বার তাহাদিগকে উদ্ধার করিতা; [২৯] এবং আপন ব্যবস্থাপথে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্তে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতা; তথাপি তাহারা দর্প করিয়া তোমার আজ্ঞাতে মনোযোগ করিত না, কিন্তু যাহা পালন করিলে মনুষ্য বাঁচে, তোমার সেই সকল শাসনের প্রতিকূলে পাপ করিত, ও স্কন্ধ সরাইয়া গ্রীবা শক্ত করিত, কথা শুনিত না। [৩০] তথাপি তুমি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবহার সহ্য করিলা, ও তোমার ভাববাদিগণের মধ্যবর্ত্তি তোমার আত্মাদ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলা; কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিত না, তজ্জন্য তুমি তাহাদিগকে বিবিধদেশীয় জাতিদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। [৩১] তথাপি নিজ মহাকরুণা প্রযুক্ত তাহাদিগকে নিঃশেষ কর নাই ও ত্যাগ কর নাই, কারণ তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর।

[৩২] অতএব, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি মহান্ ও বিক্রান্ত ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর এবং নিয়ম ও দয়াপালনকারী; তোমার দৃষ্টিতে আমাদের সমস্ত আয়াস, অর্থাৎ অশূরীয় রাজাদের অধিকারসময়াবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের রাজাদের ও অধ্যক্ষদের ও যাজকদের ও ভাববাদিদের ও পিতৃকুলপতিদের ও তোমার সকল প্রজাদের প্রতি যে সমস্ত আয়াস ঘটিতেছে, তাহা ক্ষুদ্র বোধ না হউক। [৩৩] আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিলেও তুমি ধর্ম্মময়; তুমি সত্য পালন করিয়াছ, কিন্তু আমরা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। [৩৪] এবং আমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও যাজকগণ ও পিতৃকুলপতিরা তোমার ব্যবস্থা পালন করে নাই,

এবং তোমার আজ্ঞাতে ও যদ্দ্বারা তুমি তাহাদের প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিতা, তোমার সেই সাক্ষ্যকথাতে অবধান করে নাই। [৩৫] এবং তাহাদের রাজত্বকালে ও তোমার প্রদত্ত প্রচুর মঙ্গলে ও তোমাদ্বারা তাহাদের হস্তে সমর্পিত প্রশস্ত ও উর্ব্বরা দেশে তাহারা তোমার আরাধনা করিত না, ও আপনাদের বিবিধ দুষ্ক্রিয়াহইতে নিবৃত্ত হইত না। [৩৬] দেখ, অদ্য আমরা দাস আছি; এবং তুমি আমাদের পিতৃলোকদিগকে যে দেশ দিয়া তদুৎপন্ন ফলের ও উত্তম দ্রব্যের অধিকারী করিয়াছিলা, দেখ, আমরা তাহার মধ্যে দাসরূপে প্রবাস করিতেছি। [৩৭] এবং তুমি আমাদের পাপ প্রযুক্ত আমাদের উপরে যে রাজগণকে নিযুক্ত করিয়াছ, দেশোৎপন্ন দ্রব্যবাহুল্য তাহাদের প্রতি অর্শে; আর তাহারা আমাদের শরীরের উপরে ও আমাদের পশুগণের উপরে স্বেচ্ছামত প্রভুত্ব করিতেছে, এবং আমরা মহাসঙ্কটের মধ্যে আছি। [৩৮] অতএব আমরা এই সকল বিষয়ে সত্যস্কার পূর্ব্বক নিয়ম করিয়া লিখিব, এবং সেই মুদ্রাঙ্কিত পত্রে আমাদের অধ্যক্ষগণের ও লেবীয় লোকদের ও যাজকগণের নাম থাকিবে।

১০ অধ্যায়।

[১] মুদ্রাঙ্ককারিদের নাম, হখলিয়ের পুত্র নহিমিয় শাসনকর্ত্তা, এবং সিদিকিয়, [২] সরায়, অসরিয়, যিরমিয়, [৩] পশহূর, অমরিয়, মল্কিয়, [৪] হটূশ্, শবনিয়, মল্লূক্, [৫] হারীম্, মরেমোৎ, ওবদিয়, [৬] দানিয়েল্, গিন্নথোন, বারুক্, [৭] মশুল্লম্, অবিয়, মিয়ামীন্, [৮] মাসিয়, বিল্গয়, শময়িয়, যাজকগণের মধ্যে এই সকল লোক; [৯] এবং লেবীয়দের মধ্যে অসনিয়ের পুত্র যেশূয়, হেনাদদের সন্তান বিন্নূয়ী ও কদ্মীয়েল; [১০] এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ শবনিয়, হোদিয়, কলীট, পলায়, হানন্, [১১] মীখা, রহোব, হশবিয়, [১২] সক্কূর, শেরেবিয়, শবনিয়, [১৩] হোদিয়, বানি, বনীনু; [১৪] এবং প্রজাদের মধ্যে [নিম্নলিখিত] প্রধান লোকেরা, পরিয়োশ্, পহৎমোয়াব্, এলম্, সত্তূ, বানি, [১৫] বুন্নি, অস্গদ্, বেবয়, [১৬] অদোনিয়, বিগ্বয়, আদীন, [১৭] আটের্, হিষ্কিয়, অসূর্, [১৮] হোদিয়, হশুম্, বেৎসয়, [১৯] হারীফ, অনাথোৎ, নেবয়, [২০] মগ্পীয়শ্, মশুল্লম্, হেষীর্, [২১] মশেষবেল, সাদোক্, যদ্দূয়, [২২] পলাটিয়, হানন্, অনায়, [২৩] হোশেয়, হনানিয়, হশূব, [২৪] হল্লোহেশ, পিল্হ, শোবেক, [২৫] রহূম্, হশব্না, মাসেয়, [২৬] এবং অহিয়, হানন্, অনান্, [২৭] মল্লূক, হারীম্, বানা।

[২৮] অপর প্রজাদের অবশিষ্টাংশ, এবং যাজক, লেবীয়, দ্বারপাল, গায়ক, নথীনীয় প্রভৃতি যে সকল লোক বিবিধদেশীয় জাতিহইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার পক্ষ হইয়াছিল, তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ ও পুত্র কন্যাগণ, অর্থাৎ জ্ঞানী ও প্রবীণ সমস্ত লোক, [২৯] আপনাদের প্রাধান্যবিশিষ্ট ভ্রাতৃগণের পক্ষে আসক্ত থাকিল, এবং শপথ পূর্ব্বক এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা ঈশ্বরের দাস মোশিদ্বারা দত্ত ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে আচরণ করিব, এবং আমাদের প্রভু সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও শাসন ও বিধি সকল মানিয়া পালন করিব; [৩০] এবং দেশীয় লোকদের সহিত আপনাদের কন্যাগণের বিবাহ দিব না, এবং আমাদের পুত্রগণের জন্যে তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব না; [৩১] এবং দেশীয় লোকেরা বিশ্রামবারে বিক্রেয় দ্রব্য কিম্বা শস্যাদি ভক্ষ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনিলে আমরা বিশ্রামবারে কিম্বা অন্য পবিত্র দিনে তাহাদের কাছে তাহা ক্রয় করিব না, এবং সপ্তম বৎসরে [চাস ও] ঋণ আদায় করা ত্যাগ করিব।

[৩২] অধিকন্তু আমরা আপনাদের ঈশ্বরের গৃহের কর্ম্মার্থে, [৩৩] অর্থাৎ দর্শনীয় রুটী ও নিত্য নৈবেদ্য এবং নিত্য হোমের ও বিশ্রামবারের ও অমাবস্যার ও পর্ব্ব সকলের ও পবিত্র বস্তুর ও ইস্রায়েলের প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির নিমিত্তে, এবং আমাদের ঈশ্বরের গৃহের সমস্ত কর্ম্মের নিমিত্তে প্রতি বৎসর এক ২ শেকলের তৃতীয়াংশ দানের ভার আপনাদের উপরে লইতে স্থির করিলাম। [৩৪] এবং কাষ্ঠদানের বিষয়ে, অর্থাৎ ব্যবস্থার লিখনানুসারে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদির উপরে জ্বালাইবার জন্যে আমাদের পিতৃকুলানুসারে বৎসর ২ নিরূপিত কালে আমাদের ঈশ্বরের গৃহে কাষ্ঠ আনিবার বিষয়ে আমরা, অর্থাৎ যাজক ও লেবীয় ও প্রজাগণ গুলিবাঁট করিলাম। [৩৫] এবং আমাদের ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্যের আশুপক্কাংশ ও যাবতীয় বৃক্ষোৎপন্ন ফলের আশুপক্কাংশ বৎসর ২ সদাপ্রভুর গৃহে আনিতে; [৩৬] এবং ব্যবস্থার লিখনানুসারে আমাদের প্রথমজাত পুত্র ও পশুদিগকে, বিশেষতঃ আমাদের গোপাল ও মেষপাল সকলের প্রথমজাতদিগকে ঈশ্বরের গৃহে আমাদের ঈশ্বরের গৃহের পরিচর্য্যাকারি যাজকদের কাছে আনিতে, [৩৭] এবং আপনাদের শক্তু ও উপহার ও সকল বৃক্ষের ফল এবং দ্রাক্ষারস ও তৈল, এই সকলের অগ্রিমাংশ আমাদের ঈশ্বরের কুঠরীতে যাজকদের নিকটে আনিতে, এবং আমাদের ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ লেবীয়দের কাছে আনিতে স্থির করিলাম; ফলতঃ আমাদের সমস্ত কৃষিনগরে লেবীয়েরাই দশমাংশ আদায় করিবে; [৩৮] এবং লেবীয়দের দশমাংশ আদায় করণকালে হারোণের সন্তান [কোন] যাজক লেবীয়দের সঙ্গে থাকিবে; পরে লেবীয়েরা দশমাংশের দশমাংশ আমাদের ঈশ্বরের মন্দিরস্থ ভাণ্ডারগৃহের কুঠরীতে আনিবে; [৩৯] ফলতঃ পবিত্র বস্তু সকল এবং পরিচর্য্যাকারি যাজকেরা ও দ্বারপালেরা ও গায়কেরা যে স্থানে থাকে, সেই সকল কুঠরীতে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও লেবির সন্তানগণ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলের উপহার আ-

নিবে; এবং আমরা আপনাদের ঈশ্বরের গৃহ ত্যাগ করিব না।

১১ অধ্যায়।

১ তদবধি লোকদের অধ্যক্ষগণ যিরূশালেমে বাস করিল; অধিকন্তু অবশিষ্ট লোকেরা পবিত্র নগর যিরূশালেমে বাস করণার্থে দশ জনের মধ্যে এক জনকে সেখানে আনিবার ও অন্য নয় জনকে অন্য২ নগরে বাস করাইবার জন্যে গুলিবাঁট করিল। ২ এবং যে সকল লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যিরূশালেমে বাস করিতে সম্মত হইল, লোকেরা তাহাদিগের ধন্যবাদ করিল।

৩ প্রদেশের যে২ প্রধান লোক যিরূশালেমে বসতি করিল, তাহাদের নাম। ফলতঃ যিহূদার নানা নগরে লোকেরা, অর্থাৎ ইস্রায়েল্, যাজকেরা ও লেবীয়েরা ও নথীনীয়েরা ও শলোমনের দাসদের সন্তানগণ প্রত্যেকে আপন ২ অধিকারে [ও] আপন ২ নগরে বাস করিত। ৪ এবং যিহূদার সন্তানগণের মধ্যে ও বিন্যামীনের সন্তানগণের মধ্যে কতক লোক যিরূশালেমে বসতি করিল; অর্থাৎ যিহূদার সন্তানদের মধ্যে উষিয়ের পুত্র অথায়; সেই উষিয় সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় শফটিয়ের পুত্র, শফটিয় মহললেলের পুত্র, সে পেরসের সন্তানদের মধ্যবর্ত্তী। ৫ এবং বারুকের পুত্র মাসেয়; সেই বারূক্ কলহোষির পুত্র, কলহোষি হসায়ের পুত্র, হসায় অদায়ার পুত্র, অদায়া যোয়ারীবের পুত্র, যোয়ারীব সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় শীলোনির পুত্র। ৬ যিরূশালেম্ নিবাসি পেরসের সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত আটষট্টি ভদ্র লোক ছিল। ৭ এবং বিন্যামীনের সন্তানদের মধ্যে এই ২ লোক, মশুল্লমের পুত্র সল্লু; সেই মশুল্লম্ যোয়েদের পুত্র, যোয়েদ্ পদায়ের পুত্র, পদায় কোলায়ার পুত্র, কোলায়া মাসেয়ের পুত্র, মাসেয় ঈথীয়েলের পুত্র, ঈথীয়েল্ যিশায়াহের পুত্র। ৮ তদ্ব্যতিরেকে গব্বয় ও সল্লয় প্রভৃতি নয় শত আটাইশ জন ছিল। ৯ এবং সিখ্রির পুত্র যোয়েল্ তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল, এবং সনূয়ার পুত্র যিহূদা উপনগরের কর্ত্তা ছিল। ১০ যাজকদের মধ্যে এই ২ লোক; যোয়ারীবের পুত্র যিদয়িয়, ও যাখীন; ১১ এবং হিল্কিয়ের পুত্র সরায়, সেই হিল্কিয় মশুল্লমের পুত্র, মশুল্লম্ সাদোকের পুত্র, সাদোক্ মরায়োতের পুত্র, মরায়োৎ অহীটবের পুত্র; অহীটূব্ ঈশ্বরের গৃহের নায়ক ছিল। ১২ এবং গৃহের কর্ম্মকারী তাহাদের ভ্রাতৃগণ আট শত বাইশ জন ছিল; এবং যিরোহমের পুত্র অদায়া; সেই যিরোহম পললিয়ের পুত্র, পললিয় অম্সির পুত্র, অম্সি সখরিয়ের পুত্র, সখরিয় পশ্হূরের পুত্র, পশ্হূর মল্কিয়ের পুত্র। ১৩ এবং অদায়ার ভ্রাতৃগণ দুই শত বেয়াল্লিশ জন পিতৃকুলপতি ছিল, এবং অসরেলের পুত্র অমশয়; সেই অসরেল অহসয়ের পুত্র, অহসয় মশিল্লেমোতের পুত্র, মশিল্লেমোৎ ইম্মেরের পুত্র। ১৪ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ এক শত আটাইশ জন ভদ্র লোক ছিল; এবং তাহাদের অধ্যক্ষ সব্দীয়েল্, সে গদোলীমের পুত্র ছিল। ১৫ এবং লেবীয়দের মধ্যে এই ২ লোক; হশূবের পুত্র শিময়িয়; সেই হশূব্ অস্রীকামের পুত্র, অস্রীকাম হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় বুন্নির পুত্র। ১৬ এবং প্রধান লেবীয়দের মধ্যে শব্বথয় ও যোষাবদ্ ঈশ্বরের গৃহের বহিঃস্থ কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিল। ১৭ এবং আসফের বংশজাত সব্দির পৌত্র মীখার পুত্র মত্তনিয় প্রার্থনাকালীন স্তবগান আরম্ভ করণে প্রধান লোক ছিল; এবং তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে বক্বুকিয়, এবং যিদূথূনের বংশজাত গাললের পৌত্র শম্মূয়ের পুত্র অব্দ [তাহার] দোসর ছিল। ১৮ পবিত্র নগরস্থ লেবীয়েরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত চৌরাশী জন ছিল। ১৯ এবং দ্বারপালেরা অর্থাৎ অক্কূব্, টল্মোন্, ও দ্বার সকলের প্রহরী তাহাদের ভ্রাতৃগণ এক শত বাহাত্তর জন ছিল।

২০ আর ইস্রায়েলের ও যাজকদের ও লেবীয়দের অবশিষ্ট লোকেরা যিহূদার সমস্ত নগরে আপন ২ অধিকারে থাকিত। ২১ এবং নথীনীয়েরা ওফলে বাস করিত, এবং সীহ ও গিষ্প নথীনীয়দের অধ্যক্ষ ছিল। ২২ এবং বানির পুত্র উষি যিরূশালেমস্থ লেবীয়দের অধ্যক্ষ ছিল; সেই বানি হশবিয়ের পুত্র, হশবিয় মত্তনিয়ের পুত্র, মত্তনিয় মীখার পুত্র; মীখা আসফ বংশজাত গায়কদের মধ্যে এক জন। [ঐ উষি] ঈশ্বরের গৃহের কর্ম্মে অধিকৃত হইল। ২৩ কেননা তাহাদের পক্ষে রাজার এক আজ্ঞা ছিল, এবং গায়কদের জন্যে প্রতি দিন নিরূপিত অংশ দত্ত হইত। ২৪ এবং যিহূদার পুত্র সেরহের বংশজাত মশেষবেলের পুত্র যে পথাহিয় সে রাজার অধীনে লোকদের সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

২৫ এবং জনপদে আপন ২ ভূম্যধিকারে [বাসকারি লোকদের মধ্যে] যিহূদার সন্তানেরা কিরিয়থর্ব্বে ও তাহার উপনগরে, এবং দীবোনে ও তাহার উপনগরে, এবং যিকব্সেলে ও তাহার গ্রামে, ২৬ এবং যেশূয়েতে ও মোলাদাতে ও বৈৎপেলটে, ২৭ ও হৎসর্শূয়ালে, ও বেরশেবাতে ও তাহার উপনগরে, ২৮ এবং সিক্লগে ও মকোনাতে ও তাহার উপনগরে, ২৯ ও ঐনরিম্মোনে ও সরিয়ে ও যর্মূতে, ৩০ সানোহে, অদুল্লমে ও তাহাদের সকল গ্রামে, লাখীশে ও তাহার ক্ষেত্রে, অসেকাতে ও তাহার উপনগরে বাস করিত; ফলতঃ তাহারা বেরশেবা অবধি হিন্নোম্ উপত্যকা পর্য্যন্ত বাস করিত। ৩১ এবং বিন্যামীনের সন্তানেরা গেবা অবধি মিক্মসে ও অয়াতে ও বৈথেলে ও তাহার উপনগরে, ৩২ অনাথোতে, নোবে, অননিয়াতে, ৩৩ হাৎসোরে, রামাতে, গিত্তয়িমে, ৩৪ হাদীদে, সবোয়িমে, নবল্লাটে, ৩৫ লোদে ও ওনোতে [ও] শিল্পকরদের উপত্যকাতে বাস করিত। ৩৬ এবং যিহূদার সম্পর্কীয় নানা পালাভুক্ত কতক লেবীয় লোক বিন্যামীনের সহিত সংযুক্ত হইল।

১২ অধ্যায়।

১ যে যাজকগণ ও লেবীয়েরা শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিলের ও যেশূয়ের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহাদের নাম সরায়, যিরমিয়, ইষ্রা, ২ অমরিয়, মল্লূক্, হটুশ, ৩ শখনিয়, রহূম, মরেমোৎ, ৪ ইদ্দো, গিন্নথোন্, অবিয়, ৫ মিয়ামীন্, মোয়দিয়, বিল্গা, ৬ শময়িয় ও যোয়ারীব্, যিদয়িয়, ৭ সল্লূয়, আমোক্, হিল্কিয়, যিদয়িয়; ইহারা যেশূয়ের সময়ে যাজকদের ও আপন ২ ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রধান ছিল। ৮ লেবীয়দের নাম যেশূয়, বিন্নূয়ী, কদ্মীয়েল্, শেরেবিয়, যিহূদা, মত্তনিয়; এই মত্তনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ স্তবগানের অধ্যক্ষ ছিল। ৯ এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ বকবুকিয় ও উন্নি তাহাদের সম্মুখে প্রহরিকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল।

১০ আর যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীম্, ও যোয়াকীমের পুত্র ইলিয়াশীব্, ও ইলিয়াশীবের পুত্র যোয়াদ, ১১ ও যোয়াদের পুত্র যোনাথন্, ও যোনাথনের পুত্র যদ্দূয়। ১২ উক্ত যোয়াকীমের সময়ে ইহারা পিতৃকুলপতি যাজক ছিল। সরায়ের পদে মরায়, যিরমিয়ের পদে হনানিয়; ১৩ ইষ্রার পদে মশুল্লম, অমরিয়ের পদে যিহোহানন্, ১৪ মল্লূকের পদে যোনাথন, শবনিয়ের পদে যোষেফ্, ১৫ হারীমের পদে অদ্ন, মরায়োতের পদে হিল্কয়, ১৬ ইদ্দোর পদে সখরিয়, গিন্নথোনের পদে মশুল্লম, ১৭ অবিয়ের পদে সিখ্রি, মিয়ামীনের পদে [এক জন], মোয়দিয়ের পদে পিল্টয়, ১৮ বিল্গার পদে শম্মূয়, শময়িয়ের পদে যিহোনাথন্, ১৯ যোয়ারীবের পদে মত্তনয়, যিদয়িয়ের পদে উষি, ২০ সল্লয়ের পদে কল্লয়, আমোকের পদে এবর্, ২১ হিল্কিয়ের পদে হশবিয়, যিদয়িয়ের পদে নথনেল্।

২২ আর ইলিয়াশীবের ও যোয়াদের ও যোহাননের ও যদ্দুয়ের সময়ে লেবীয়দের পিতৃকুলপতি সকল, এবং পারসীক দারিয়াবসের অধিকারকালে যাজকদের পিতৃকুলপতি সকল বংশাবলিতে লিখিত হইল। ২৩ লেবির বংশজাত পিতৃকুলপতিদের নাম বংশাবলিপুস্তকে ইলিয়াশীবের পুত্র যোহাননের সময় পর্য্যন্ত লিখিত আছে। ২৪ লেবীয়দের প্রধান লোক হশবিয়, শেরেবিয়, ও কদ্মীয়েলের পুত্র যেশূয়, ও তাহাদের সম্মুখস্থ ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের লোক দায়ূদের আজ্ঞানুসারে দলে ২ প্রশংসা ও স্তবগান করিতে নিযুক্ত হইল। ২৫ মত্তনিয় ও বক্বুকিয়, ওবদিয়, মশুল্লম্, টল্মোন্, ও অক্কুব্ প্রহরী হইয়া দ্বারের নিকটবর্ত্তি ভাণ্ডার সকলের প্রহরিকর্ম্ম করিত। ২৬ ইহারা যোষাদকের পৌত্র যেশূয়ের পুত্র যোয়াকীমের সময়ে এবং দেশাধ্যক্ষ নহিমিয়ের ও শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা যাজকের সময়ে ছিল।

২৭ অপর যিরূশালেমের প্রাচীরপ্রতিষ্ঠা করণোপলক্ষ্যে লোকেরা লেবীয়দের সকল স্থানে [গিয়া] স্তবস্তুতি ও গান ও করতাল ও নেবল ও বীণাবাদ্য পুরঃসর প্রতিষ্ঠা ও আনন্দ করণার্থে যিরূশালেমে আনিবার জন্যে তাহাদের অন্বেষণ করিল। ২৮ এবং গায়কদের সন্তানগণ যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্স্থ অঞ্চলহইতে ও নটোফাতীয়দের সকল গ্রামহইতে, ২৯ এবং বৈৎ-গিল্গল্হইতে এবং গেবার ও অস্মাবতের ক্ষেত্রহইতে একত্র হইল, কেননা গায়কেরা যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগে আপনাদের জন্যে গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ৩০ এবং যাজকেরা ও লেবীয়েরা আপনারা শুচি হইল, এবং লোকদিগকে ও দ্বার সকল ও প্রাচীর শুচি করিল। ৩১ পরে আমি যিহূদার অধ্যক্ষদিগকে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করাইলাম, এবং স্তবগানকারি দুই মহাদল নিরূপণ করিলাম; [তাহার এক দল] প্রাচীরের উপর দিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সারদ্বারের দিগে গেল। ৩২ তাহাদের পশ্চাতে হোশয়িয় ও যিহূদার অধ্যক্ষবর্গের অর্দ্ধেক, ৩৩ এবং অসরিয়, ইষ্রা, মশুল্লম্, ৩৪ যিহূদা ও বিন্যামীন্ ও শময়িয় ও যিরাময় গেল। ৩৫ এবং তূরীর সহিত যাজকদের সন্তানদের মধ্যে কতক লোক, অর্থাৎ আসফের বংশজাত সক্কূরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মীখায়ের প্রপৌত্র মত্তনিয়ের পৌত্র শময়িয়ের পুত্র যে যোনাথন, তাহার পুত্র সখরিয়, ৩৬ ও ইহার ভ্রাতৃগণ [অর্থাৎ] শময়িয় ও অসরেল্, মিললয়, গিললয়, মায়য়, নথনেল্ ও যিহূদা ও হনানি, ইহারা ঈশ্বরের লোক দায়ূদের নিরূপিত নানা বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া চলিল, এবং শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা তাহাদের অগ্রে ২ চলিল। ৩৭ তাহারা উনুইদ্বারের পৃষ্ঠ হইয়া সম্মুখস্থ দায়ূদ-নগরের সোপানে প্রাচীরের ঊর্দ্ধগমন স্থান দিয়া উঠিয়া দায়ূদের গৃহ দিয়া জলদ্বার পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিগে গমন করিল। ৩৮ এবং স্তবগানকারি দ্বিতীয় দল প্রাচীরের উপর দিয়া অন্য দিগে গমন করিল; এবং আমি ও লোকদের অর্দ্ধেক তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিলাম। তাহারা তুন্দুরের দুর্গ অবধি প্রশস্ত প্রাচীর দিয়া ৩৯ ও ইফ্রয়িমের দ্বার ও পুরাতন দ্বার ও মৎস্যদ্বার ও হননেলের দুর্গ ও মেয়ার দুর্গ দিয়া মেষদ্বার পর্য্যন্ত গেল, এবং কারাগারের দ্বারে স্থগিত হইল। ৪০ এই রূপে ঈশ্বরের গৃহের নিকটে ঐ স্তবগানকারি দুই দল, এবং আমি ও আমার সহিত অধ্যক্ষদের অর্দ্ধেক লোক; ৪১ এবং ইলিয়াকীম্, মাসেয়, মিয়ামীন্, মীখায়, ইলিয়ো-ঐনয়, সখরিয়, হনানিয়, তূরীবাদক এই যাজকেরা, ৪২ এবং মাসেয় ও শময়িয় ও ইলিয়াসর্ ও উষি ও যিহোহানন্ ও মল্কিয় ও এলম্ ও এষর্, আমরা সকলে দাঁড়াইয়া কহিলাম; পরে গায়কেরা উচ্চৈঃস্বরে গান করিল, ও যিষ্রহিয় তাহাদের অধ্যক্ষ ছিল। ৪৩ ঐ দিনে লোক অনেক ২ বলিদান করিয়া আনন্দ করিল, কেননা ঈশ্বর তাহাদিগকে মহানন্দে আনন্দিত করিলেন, এবং স্ত্রী ও বালকগণও আনন্দ করিল; অতএব অনেক দূর পর্য্যন্ত যিরূশালেমের আনন্দধ্বনি শুনা গেল।

৪৪ আর সেই দিনে কেহ ২ উত্তোলনীয় উপ-

হারের ও অগ্রিমাংশের ও দশমাংশের ভাণ্ডারার্থক সকল কুঠরীতে বিশেষতঃ ব্যবস্থানুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের জন্যে সমস্ত নগরের ক্ষেত্রহইতে প্রাপ্য অংশ সকল তন্মধ্যে সংগ্রহ করণার্থে নিযুক্ত হইল; কেননা দণ্ডায়মান যাজকদের ও লেবীয়দের [সন্দর্শনে] যিহূদার আনন্দ জন্মিয়াছিল। [৪৫] ফলতঃ তাহারা আপন ঈশ্বরের রক্ষণীয় ও শুচিতার রক্ষণীয় রক্ষা করিল, এবং গায়কেরা ও দ্বারপালেরা দায়ূদের ও তাহার পুত্র শলোমনের আজ্ঞানুসারে [কর্ম্ম করিল]। [৪৬] কেননা পূর্ব্বকালে অর্থাৎ দায়ূদের ও আসফের সময়ে গায়কদের প্রধানবর্গ এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্য প্রশংসার গান ও স্তবের গান নিরূপিত ছিল। [৪৭] এবং সরুব্বাবিলের সময়ে ও নহিমিয়ের সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল প্রতিদিন গায়কদের ও দ্বারপালদের নিত্য অংশ দিত, ফলতঃ লোকেরা লেবীয়দের জন্যে দ্রব্য পবিত্র করিত, আবার লেবীয়েরা হারোণের সন্তানদের নিমিত্তে দ্রব্য পবিত্র করিত।

১৩ অধ্যায়।

[১] ঐ দিনে লোকদের কর্ণগোচরে মোশির পুস্তক পাঠ হইলে তন্মধ্যে লিখিত এই আজ্ঞা পাওয়া গেল, অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক অনন্ত কালেও ঈশ্বরের সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না; [২] কেননা তাহারা অন্ন জল লইয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, বরং তাহাকে শাপ দিতে তাহার প্রতিকূলে বিলিয়মকে বেতন দিল; কিন্তু আমাদের ঈশ্বর সেই অভিশাপকে আশীর্ব্বাদে পরিণত করিলেন। [৩] তখন তাহারা এই ব্যবস্থা শুনিয়া মিশ্রিত জনতাকে ইস্রায়েল্‌হইতে পৃথক্ করিল।

[৪] ইহার পূর্ব্বে আমাদের ঈশ্বরের গৃহের কুঠরীর অধ্যক্ষ ইলিয়াশীব্ যাজক টোবিয়ের কুটুম্ব হওয়াতে [৫] তাহার জন্যে এক বৃহৎ কুঠরী প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে লোকেরা সেই স্থানে নিবেদিত বস্তু অর্থাৎ কুন্দুরু ও পাত্র এবং লেবীয়দের ও গায়কদের ও দ্বারপালদের নিমিত্তে আজ্ঞাপিত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলের দশমাংশ ও যাজকদের প্রাপ্য উপহার সকল রাখিত। [৬] এই সকল ঘটনার সময়ে আমি যিরূশালেমে ছিলাম না, কেননা বাবিলের অর্তক্ষস্ত রাজার অধিকারের দ্বাত্রিংশ বৎসরে আমি রাজার নিকটে গমন করিয়া বৎসরের শেষে রাজার নিকটহইতে বিদায় লইলাম। [৭] পরে যখন যিরূশালেমে আইলাম, তখন ইলিয়াশীব্ টোবিয়ের জন্যে ঈশ্বরের গৃহের প্রাঙ্গনে কুঠরী প্রস্তুত করিয়া যে অপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহা অবগত হইলাম। [৮] এবং তাহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ কুঠরীহইতে টোবিয়ের গৃহের সমস্ত সামগ্রী বাহির করিয়া ফেলিলাম। [৯] এবং আজ্ঞা দিয়া কুঠরী সকল শুচি করাইলাম, এবং সেই স্থানে ঈশ্বরের গৃহের পাত্র ও নিবেদিত বস্তু ও কুন্দুরু পুনর্ব্বার আনিলাম।

[১০] অপর আমি জানিতে পাইলাম, লেবীয়দিগকে অংশ দেওয়া যাইতেছে না, তজ্জন্য কর্ম্মকারি লেবীয়েরা ও গায়কেরা পলাইয়া প্রত্যেকে আপন ২ ভূম্যধিকারে গিয়াছে। [১১] তাহাতে আমি অধ্যক্ষদিগকে অনুযোগ করিয়া কহিলাম, ঈশ্বরের গৃহ কেন ত্যক্ত হইল? পরে উহাদিগকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের পদে স্থাপন করিলাম। [১২] এবং সমস্ত যিহূদি লোক শস্যের ও নূতন দ্রাক্ষারসের ও তৈলের দশমাংশ ভাণ্ডারে আনিতে লাগিল। [১৩] এবং আমি শেলিমিয় যাজককে ও সাদোক্‌নামে শাস্ত্রাধ্যাপককে এবং লেবীয়দের মধ্যে পদায়কে, ও তাহাদের অধীনে মত্তনিয়ের পৌত্র সক্কূরের পুত্র হাননকে কোষাধ্যক্ষ করিলাম, কেননা তাহারা বিশ্বস্তরূপে গণিত ছিল, অতএব তাহাদের ভ্রাতৃগণকে অংশ বিতরণ করা তাহাদের কর্ম্ম হইল। [১৪] হে আমার ঈশ্বর, এ বিষয়ে আমাকে স্মরণ কর; আমি আপন ঈশ্বরের গৃহের জন্যে ও তাঁহার বিধানের জন্যে যে ২ সাধুতার কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা লুপ্ত করিও না।

[১৫] আর ঐ সময়ে আমি যিহূদার মধ্যে কতক লোককে বিশ্রামবারে দ্রাক্ষাযন্ত্র মাড়িতে ও আটি আনিতে ও গর্দ্দভ বোঝাই করিতে এবং বিশ্রামবারে দ্রাক্ষারস ও দ্রাক্ষাফল ও ডুমুরাদি সকল দ্রব্যের বোঝা যিরূশালেমে আনিতে দেখিলাম; তাহাতে আমি তাহাদের সেই ভক্ষ্যদ্রব্য বিক্রয় করণ দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। [১৬] এবং কতকগুলিন সোরীয় লোক নগরে বাস করিত, তাহারা মৎস্য প্রভৃতি বিক্রেয় দ্রব্য সকল আনাইয়া বিশ্রামবারে যিহূদার সন্তানদের কাছে ও যিরূশালেমের মধ্যে বিক্রয় করিত। [১৭] তখন আমি যিহূদার প্রধানদের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা বিশ্রামবার অপবিত্র কর, এ কি কুক্রিয়া করিতেছ? [১৮] তোমাদের পিতৃলোকেরা কি সেই মত করিত না? আর তন্নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বর কি আমাদের উপরে ও এই নগরের উপরে এই সকল দুর্দ্দশা ঘটান নাই? আবার তোমরাও বিশ্রামবার অপবিত্র করিয়া ইস্রায়েলের উপরে কি ক্রোধানল রাশি করিবা? [১৯] পরে আমি বিশ্রামবারের পূর্ব্বে যিরূশালেমের দ্বার সকল ছায়াগ্রস্ত হইলে কবাট বন্ধ করিতে আজ্ঞা করিলাম; আরো কহিলাম, বিশ্রামবার অতীত না হইলে এই দ্বার মুক্ত করিও না; এবং বিশ্রামবারে যেন কোন বোঝা ভিতরে আনীত না হয়, এই জন্যে আমি আপনার কএক জন ভৃত্যকে দ্বারে নিযুক্ত করিলাম। [২০] তাহাতে বণিকেরা ও সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের বিক্রেতারা দুই এক বার যিরূশালেমের বাহিরে রাত্রি যাপন করিল। [২১] কিন্তু আমি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা কেন প্রাচীরের সম্মুখে রাত্রি যাপন কর? যদি আর

বার এমত কর, তবে আমি তোমাদিগকে ধরিব। তদবধি তাহারা বিশ্রামবারে আর আইল না। ২২ পরে বিশ্রামবার পবিত্র করিবার জন্যে আমি লেবীয়দিগকে শুচি হইতে ও দ্বার সকল রক্ষা করণার্থে আসিতে আজ্ঞা করিলাম। হে আমার ঈশ্বর, এই বিষয়েও আমাকে স্মরণ কর, এবং আপনার প্রচুর দয়ানুসারে আমার প্রতি দয়াদৃষ্টি কর।

২৩ আর সেই সময়েও আমি যিহূদিগনের [তত্ত্ব লইয়া] দেখিলাম, [কেহ ২] অস্দোদীয়া, অম্মোনীয়া ও মোয়াবীয়া স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছে; ২৪ এবং তাহাদের অর্দ্ধেক বালকেরা অস্দোদীয় ভাষা কহিতেছে, যিহূদীয় ভাষা কহিতে জানে না, কিন্তু বিশেষ ২ জাতির অপভাষানুসারে কথা কহে। ২৫ তাহাতে আমি তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম, ও তাহাদের কতক পুরুষকে প্রহার ও তাহাদের কেশ উৎপাটন করাইয়া ঈশ্বরের নামে তাহাদিগকে দিব্য করাইলাম, তোমরা উহাদের পুত্রদের সহিত আপন ২ কন্যাদের বিবাহ দিবা না, ও আপন ২ পুত্রদের কারণ কিম্বা আপনাদের কারণ উহাদের কন্যাদিগকে গ্রহণ করিবা না। ২৬ ইস্রায়েলের রাজা শলোমন্ এমত কার্য্য করিয়া কি অপরাধী হন নাই? পরাক্রমি পরজাতীয়দের মধ্যেও তাঁহার তুল্য কোন রাজা ছিল না; তিনি আপন ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিয়াছিলেন, তথাপি বিজাতীয় ভার্য্যাগন তাঁহাকেও পাপ করাইল। ২৭ অতএব বিজাতীয় কন্যাদিগকে বিবাহ করণদ্বারা আপন ঈশ্বরের কাছে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিবার নিমিত্তে এই মহাপাপ করিতে আমরা কি তোমাদেরই কথা শুনিব?

২৮ ইলিয়াশীব্ মহাযাজকের পৌত্র যিহোয়াদার এক পুত্র হোরোণীয় সন্বল্লটের জামাতা ছিল, এই জন্যে আমি আপন নিকটহইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলাম। ২৯ হে আমার ঈশ্বর, তাহাদিগকে স্মরণ কর, কেননা তাহারা যাজকতা এবং যাজকবর্গের ও লেবীয়দের নিয়ম কলঙ্কিত করিয়াছে। ৩০ এই রূপে আমি বিজাতীয় সকলহইতে তাহাদিগকে পরিষ্কার করিলাম, এবং প্রত্যেকের কার্য্যানুসারে যাজকদের ও লেবীয়দের রক্ষণীয় স্থির করিলাম। ৩১ এবং নিরূপিত সময়ে কাষ্ঠ ও আশুপক্বাংশ সকল আনিতে [লোক নিযুক্ত করিলাম]। হে আমার ঈশ্বর, মঙ্গলার্থে আমাকে স্মরণ কর।

ইষ্টেরের ইতিহাস।

---

১ অধ্যায়।

১ অক্ষশ্বেরশের অধিকারকালে এই ঘটনা হইল। উক্ত অক্ষশ্বেরশ্ হিন্দুস্থানাবধি কূশ্ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদেশের উপরে রাজত্ব করিত। ২ তৎকালে অক্ষশ্বেরশ্ রাজা শূশন্ রাজধানীতে আপন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওনানন্তর ৩ আপন অধিকারের তৃতীয় বৎসরে আপন সমস্ত অমাত্য ও দাসগণের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল; তাহাতে পারস্য ও মাদিয়া দেশের বিক্রমি লোকেরা, প্রধানেরা ও প্রদেশাধ্যক্ষেরা তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। ৪ সে অনেক দিন অর্থাৎ এক শত আশী দিন পর্য্যন্ত আপন রাজ্যের প্রতাপধন ও আপন মহত্ত্বের শোভার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিল। ৫ সেই সকল দিন উত্তীর্ণ হইলে পর রাজা শূশন্ রাজধানীতে উপস্থিত ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত প্রজা লোকের জন্যে রাজবাটীর উদ্যানের প্রাঙ্গনে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভোজ প্রস্তুত করিল। ৬ তথায় কার্পাস নির্ম্মিত শুক্ল ও নীলবর্ণ চন্দ্রাতপ ছিল, তাহা ক্ষৌম ও ধূম্রবর্ণ রজ্জুদ্বারা রূপ্যময় কড়াতে মর্ম্মরস্তম্ভে বদ্ধ ছিল, এবং নীল ও শুক্ল ও শুক্তি ও শোণিতবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে শিল্পিত মেঝিয়াতে স্বর্ণময় ও রূপ্যময় আসন স্থাপিত ছিল। ৭ এবং পানার্থক পাত্র সকল সুবর্ণময়, অথচ নানাবিধ ছিল, এবং রাজার সম্পত্ত্যনুসারে প্রচুর রাজকীয় দ্রাক্ষারস [দত্ত হইল]। ৮ তাহাতে বিধানানুসারে পান হইল, কেহ বল করিল না; কেননা যাহার যেমন ইচ্ছা, তদনুসারে তাহাকে করিতে দেও, এমত আজ্ঞা রাজা আপনার সমস্ত গৃহাধ্যক্ষকে দিয়াছিল। ৯ এবং বষ্টী রাণীও অক্ষশ্বেরশের রাজবাটীতে মহিলাগণের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল।

১০ অপর সপ্তম দিনে যখন রাজা দ্রাক্ষারসে প্রফুল্লচিত্ত ছিল, তখন সে মহূমন, বিস্থা, হর্বোনা, বিগ্থা, অবগ্থ, সেথর ও কর্কস, অক্ষশ্বেরশ রাজার সম্মুখে পরিচর্য্যাকারি এই সপ্ত নপুংসককে [ডাকিয়া] ১১ প্রজাদিগকে ও অধ্যক্ষদিগকে বষ্টী রাণীর সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্যে তাহাকে রাজমুকুটে ভূষিতা করিয়া রাজার সাক্ষাতে আনিতে আজ্ঞা করিল; কেননা সে পরম সুন্দরী ছিল। ১২ কিন্তু বষ্টী রাণী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত রাজার আজ্ঞামতে আসিতে সম্মতা হইল না; তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, ও তাহার অন্তরে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

১৩ অনন্তর রাজা কালজ্ঞ বিদ্বানবর্গকে [ঐ কথা]

কহিল; কেননা সেই রূপে অর্থাৎ ব্যবস্থা ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ সকলের সাক্ষাতে রাজার কথা স্থির হইত। [১৪] আর [তৎকালে] কর্শনা, শেথর্, অদ্‌মাথা, তর্শীশ, মেরস্, মর্সনা ও মমূখন্ ইহারা তাহার নিকটবর্ত্তী ছিল; এই সাত জন পারস্য ও মাদিয়া দেশের অমাত্য, রাজার মুখদর্শনকারী এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থানে উপবিষ্ট ছিল। [১৫] [রাজা কহিল,] বষ্টী রানী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত অক্ষশ্বেরশ্ রাজার আজ্ঞা মানিল না, অতএব ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য? [১৬] তাহাতে মমূখন্ রাজার ও অমাত্যদের সাক্ষাতে উত্তর করিল, বষ্টী রানী যে কেবল মহারাজের প্রতি অপরাধ করিয়াছে, তাহা নয়, কিন্তু অক্ষশ্বেরশ্ রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশের যাবতীয় প্রধানবর্গের ও যাবতীয় প্রজার প্রতি [অপরাধ করিয়াছে]। [১৭] কেননা রানীর এই কর্ম্মের কথা স্ত্রী লোকদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবে; সুতরাং অক্ষশ্বেরশ্ রাজা বষ্টী রানীকে আপনার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলে সে আইল না, এই সংবাদ পাইলে তাহারা সাক্ষাতেই আপন ২ স্বামিকে অবজ্ঞা করিবে। [১৮] আর রানীর এই কর্ম্মের সমাচার শুনিলে পারস্যের ও মাদিয়ার কুলীন স্ত্রীগণ অদ্যই রাজার সকল অমাত্যকে ঐ রূপ কহিবে, তাহাতে যথেষ্ট অবমাননা ও রাগ জন্মিবে। [১৯] অতএব যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে বষ্টী অক্ষশ্বেরশ্ রাজার নিকটে আর আসিতে পাইবে না, এই রাজাজ্ঞা আপনকার শ্রীমুখহইতে প্রকাশিত হউক; এবং ইহার অন্যথা যেন না হয়, এই জন্যে ইহা পারস্য ও মাদিয়া দেশের ব্যবস্থার মধ্যে লিখিত হউক; পরে মহারাজ তাহার রাজ্ঞীপদ লইয়া তাহাহইতে উত্তমা আর এক স্ত্রীকে দিউন। [২০] তাহাতে রাজ্য বৃহৎ হইলেও মহারাজের দাতব্য ঐ আজ্ঞা রাজ্যের সর্ব্বত্র শুনা যাইবে, এবং যাবতীয় স্ত্রী ক্ষুদ্র কি মহান্ আপন ২ স্বামিকে মর্য্যাদা করিবে। [২১] তখন এই কথা রাজার ও অমাত্যদের দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হইলে রাজা মমূখনের মন্ত্রণানুযায়ি কর্ম্ম করিল। [২২] সে এক ২ প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও এক ২ জাতির ভাষানুসারে রাজার অধীন প্রত্যেক প্রদেশে এই রূপ পত্র পাঠাইল, "প্রত্যেক পুরুষ আপন ২ গৃহে কর্ত্তৃত্ব করুক, ও স্বজাতীয় লোকের ভাষাতে তাহা ব্যক্ত করুক।"

২ অধ্যায়।

[১] এই সকল ঘটনার পরে অক্ষশ্বেরশ্ রাজার ক্রোধ শান্ত হইলে সে বষ্টীকে ও তাহার কার্য্য ও তাহার প্রতিকূলে যে আজ্ঞা হইয়াছিল, এই সকল চিন্তা করিতে লাগিল। [২] তখন রাজার পরিচর্য্যাকারি ভৃত্যেরা তাহাকে কহিল, মহারাজের জন্যে সুন্দরী যুবতি কন্যাদের অন্বেষণ করা যাউক। [৩] মহারাজ আপন অধিকারের সমস্ত প্রদেশে কর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত করুন; তাহারা সেই সকল সুন্দরী যুবতি কন্যাদিগকে শূশন্ রাজধানীতে একত্র করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের রক্ষক রাজনপুংসক যে হেগয় তাহার হস্তে সমর্পন করুক, এবং তাহাদের অঙ্গরাগার্থক দ্রব্য দত্ত হউক। [৪] পরে মহারাজের দৃষ্টিতে যে কন্যা উত্তমা হইবে, সে বষ্টীর পদে রাজ্ঞী হইবে। তখন এই কথা রাজার দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হওয়াতে সে তদনুসারে করিল।

[৫] তৎকালে যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামে এক যিহূদি লোক শূশন্ রাজধানীতে ছিল। সেই যায়ীরের পিতা শিমিয়ি, শিমিয়ির পিতা কীশ নামক বিন্যামীনীয় লোক। [৬] বাবিলের রাজা নবখদ্‌নিৎসর্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত যিহূদার রাজা যিকনিয়ের সঙ্গে যে সকল লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, [কীশ] তাহাদের মধ্যে যিরূশালেম্‌হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। [৭] [উক্ত মর্দখয়] আপন পিতৃব্যের কন্যা হদসাকে অর্থাৎ ইষ্টের্‌কে প্রতিপালন করিত; কারণ তাহার পিতা কি মাতা ছিল না। সেই কন্যা পরমসুন্দরী ও সুবদনা ছিল; তাহার পিতামাতা মরিলে পর মর্দখয় তাহাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিল।

[৮] পরে রাজার ঐ বাক্য ও আজ্ঞা প্রচারিত হইলে যখন শূশন্ রাজধানীতে হেগয়ের নিকটে অনেক কন্যা সঙ্গৃহীতা হইল, তখন ইষ্টের্‌ও রাজবাটীতে স্ত্রীরক্ষক হেগয়ের নিকটে নীতা হইল। [৯] তাহাতে সেই যুবতি হেগয়ের তুষ্টি জন্মাইয়া তাহার কাছে দয়া পাওয়াতে সে ত্বরা করিয়া অঙ্গরাগার্থক দ্রব্যাদির যে ২ অংশ তাহাকে দিতে হয়, তাহা এবং রাজবাটীহইতে মনোনীত সাত দাসী তাহাকে দিল, এবং সেই সহচরীদের সহিত তাহাকে অন্তঃপুরের উত্তম স্থানে বাস করাইল। [১০] কিন্তু ইষ্টের্ আপন জাতির কি গোত্রের পরিচয় কাহাকেও দিল না; কারণ মর্দখয় তাহা না জানাইতে তাহাকে আজ্ঞা করিয়াছিল। [১১] পরে ইষ্টের্ কেমন আছে, ও তাহার প্রতি কি করা যায়, ইহা জানিতে মর্দখয় প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল।

[১২] আর দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদের নিয়মিত সেবা পাইলে পর অক্ষশ্বেরশ্ রাজার নিকটে এক ২ কন্যার গমনের পালা উপস্থিত হইত; যেহেতুক তাহাদের অঙ্গসংস্কারে এত দিন লাগিত, ফলতঃ ছয় মাস গন্ধরসের তৈল, ও ছয় মাস সুগন্ধি ও স্ত্রীলোকের অঙ্গরাগার্থক দ্রব্য সেবন হইত; [১৩] এবং রাজার নিকটে যাইতে হইলে প্রত্যেক যুবতির জন্যে এই নিয়ম ছিল; সে যে কোন দ্রব্য চাহিত, তাহা অন্তঃপুরহইতে রাজবাটীতে গমন সময়ে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্তে তাহাকে দেওয়া যাইত। [১৪] সে সন্ধ্যাকালে যাইত, ও প্রাতঃকালে উপপত্নীদের রক্ষক রাজনপুংসক শাশ্‌গসের নিকটে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিত; রাজা

তাহাতে প্রীত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া না ডাকাইলে সে রাজার নিকটে আর যাইত না।

১৫ অপর মর্দখয় আপন পিতৃব্য অবীহয়িলের ইষ্টের্ নামে যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করিয়াছিল, যখন রাজার নিকটে যাইতে তাহার পালা হইল, তখন সে কিছুই ভিক্ষা করিল না, কেবল স্ত্রীদের রক্ষক রাজনপুংসক হেগয় যাহা ২ নিরূপণ করিল, তাহাই মাত্র [সঙ্গে লইল]; তথাপি যে কেহ ইষ্টেরের প্রতি দৃষ্টি করিত, সে তাহাকে অনুগ্রহ করিত। ১৬ রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টের অক্ষশ্বেরশ্ রাজার নিকটে রাজবাটীতে নীতা হইল। ১৭ তাহাতে রাজা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা ইষ্টেরকে অধিক ভাল বাসিল, এবং অন্য সকল যুবতী অপেক্ষা সে রাজার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও দয়া পাইল; অতএব সে তাহারই মস্তকে রাজমুকুট দিয়া বষ্টীর পদে তাহাকে রাণী করিল। ১৮ পরে রাজা আপন সমস্ত অমাত্য ও দাসগণের জন্যে ইষ্টেরের ভোজ বলিয়া মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং সকল প্রদেশের কর মোচন ও আপন রাজকীয় ঔদার্য্যানুসারে দান করিল। ১৯ সেই দ্বিতীয় বার কন্যা সংগ্রহ করণ সময়ে মর্দখয় রাজদ্বারে বসিত। ২০ পরন্তু ইষ্টের্ মর্দখয়ের আজ্ঞানুসারে আপন গোত্রের কি জাতির পরিচয় কাহাকেও দিল না; ফলতঃ ইষ্টের মর্দখয়ের নিকটে প্রতিপালিত হওন সময়ে যেমন করিত, তখনও তেমনি তাহার আজ্ঞা পালন করিত।

২১ সেই সময়ে অর্থাৎ যখন মর্দখয় রাজদ্বারে বসিত, তখন দ্বারপালদের মধ্যে বিগ্‌থন্ ও তেরশ্ নামে রাজবাটীর দুই নপুংসক ক্রুদ্ধ হইয়া অক্ষশ্বেরশ্ রাজাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল। ২২ কিন্তু সেই কথা মর্দখয়ের জ্ঞানগোচর হওয়াতে সে ইষ্টের্ রাণীকে তাহা জানাইল; এবং ইষ্টের্ মর্দখয়ের নাম করিয়া রাজাকে তাহা বলিল। ২৩ তাহাতে অনুসন্ধানদ্বারা সেই কথা প্রমাণ হইলে ঐ দুই জন বৃক্ষেতে উদ্বন্ধ হইল, এবং সেই কথা রাজার সাক্ষাতে ইতিহাসপুস্তকে লিখিত হইল।

৩ অধ্যায়।

১ ঐ সকল ঘটনার পরে অক্ষশ্বেরশ্ রাজা অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনকে মহল্লোক করিয়া উচ্চপদান্বিত করিল, এবং তাহার সঙ্গি সমস্ত অমাত্য অপেক্ষা তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিল। ২ তাহাতে রাজার যে দাসেরা রাজদ্বারে থাকিত, তাহারা সকলে হামনের কাছে নত হইয়া প্রণিপাত করিতে লাগিল, কারণ রাজা তাহার পক্ষে সেই রূপ আজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু মর্দখয় নত হয় না, ও প্রণিপাত করে না। ৩ তাহাতে রাজার যে দাসগন রাজদ্বারে ছিল, তাহারা মর্দখয়কে কহিল, তুমি রাজার আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন করিতেছ? ৪ এই রূপে তাহারা দিন ২ তাহাকে বলে, তথাপি সে তাহাদের কথা মানে না। তাহাতে মর্দখয়ের মত স্থির থাকে কি না, তাহা জানিবার ইচ্ছাতে তাহারা হামন্‌কে তাহা জ্ঞাত করিল; কেননা মর্দখয় যে যিহূদি লোক, ইহা সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল। ৫ অপর মর্দখয় আমার কাছে নত হইয়া প্রণিপাত করে না, ইহা দেখিয়া হামন্ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। ৬ পরন্তু সে কেবল মর্দখয়ের উপরে হস্তার্পণ করা লঘু জ্ঞান করিল, বরং মর্দখয়ের জাতি অবগত হওয়াতে সে অক্ষশ্বেরশ্ রাজার সমস্ত রাজ্যেতে যাবতীয় যিহূদি লোককে মর্দখয়ের জাতি বলিয়া বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। ৭ আর সেই বিষয়ে অক্ষশ্বেরশ্ রাজার অধিকারের দ্বাদশ বৎসরের নীষন নামক প্রথম মাসে হামনের সাক্ষাতে অদর নামক দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত [ক্রমাগত] প্রত্যেক দিনের ও প্রত্যেক মাসের জন্যে পূর অর্থাৎ গুলিবাঁট করা গেল।

৮ পরে হামন্ অশ্বশ্বেরশ্ রাজাকে কহিল, আপনকার রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে [অন্য] জাতিগণের মধ্যে বিকীর্ণ অথচ পৃথক্কৃত এক জাতি আছে; অন্য সকল জাতির ব্যবস্থাহইতে তাহাদের ব্যবস্থা ভিন্ন, এবং তাহারা মহারাজের ব্যবস্থা পালন করে না; অতএব তাহাদিগকে সহ্য করা মহারাজের অনুপযুক্ত। ৯ যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লেখা যাউক; তাহাতে আমি রাজভাণ্ডারে রাখিবার জন্যে কার্য্যকারি লোকদের হস্তে দশ সহস্র মণ রূপা দিব। ১০ তখন রাজা আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যিহূদীয়দের বৈরী অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন্‌কে দিল। ১১ এবং রাজা হামন্‌কে কহিল, সেই রূপা তোমাকে দত্ত হইল, এবং সেই জাতিও [দত্ত হইল] তাহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। ১২ পরে প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাজার লেখকেরা আহূত হইল; সেই দিনে হামনের সমস্ত আজ্ঞানুসারে প্রত্যেক প্রদেশে রাজার নিযুক্ত ক্ষিতিপাল ও দেশাধ্যক্ষগণের এবং প্রত্যেক জাতির প্রধানবর্গের কাছে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষর ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে পত্র লিখিত হইল, তাহা অক্ষশ্বেরশ্ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়েতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৩ এবং এক দিনে অর্থাৎ অদর নামক দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে যুবা ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী শুদ্ধ যাবতীয় যিহূদি লোককে সংহার ও বধ ও বিনাশ, ও তাহাদের দ্রব্য লুট করিতে হইবে, এমত পত্র ধাবকগণদ্বারা রাজার [অধীন] সমস্ত প্রদেশে প্রেরিত হইল। ১৪ এবং সেই দিনের জন্যে সকলে যেন প্রস্তুত হয়, তন্নিমিত্তে প্রত্যেক প্রদেশে আজ্ঞা প্রচারিত ও যাবতীয় জাতির জ্ঞানগোচর করণার্থে সেই লিখনের অনুরূপপত্র [প্রস্তুত করা গেল]। ১৫ অপর ধাবকগণ রাজাজ্ঞা পাইয়া ত্বরা করিয়া বাহিরে গেল, এবং সেই আজ্ঞা শূশন রাজধানীতে প্রকাশিত হইল; পরে রাজা ও হামন্ [ভোজন] পান করিতে

বসিল, কিন্তু শূশন্ নগরের সকল লোক উ-দ্বিগ্ন হইল।

৪ অধ্যায়।

[১] অপর মর্দখয় এই সকল ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িল, এবং চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া নগরের মধ্যে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তীব্র ক্রন্দন করিল। [২] পরে রাজদ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আইল, কিন্তু চট পরিয়া রাজদ্বারে প্রবেশ করিবার যো ছিল না। [৩] এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে ২ স্থানে ঐ রাজাজ্ঞা ও নিয়মপত্র গেল, সেই সকল স্থানে যিহূদি লোকদের মধ্যে মহাশোক ও উপবাস ও রোদন ও বিলাপ হইল, এবং অনেকে চট ও ভস্ম আপন ২ শয্যা করিল।

[৪] পরে ইষ্টেরের দাসীগণ ও নপুংসকেরা আ-সিয়া ঐ কথা ইষ্টের্কে জ্ঞাত করিল; তাহাতে রাণী অতিশয় মনস্তাপিত হইয়া মর্দখয়কে চট ত্যাগ ও বস্ত্র পরিধান করাইবার জন্যে বস্ত্র প্রেরণ করিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। [৫] তাহাতে ইষ্টের আপনার পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হথক্ নামে রাজনপুং-সককে ডাকিয়া, কি হইল ও কেন হইল, তাহা জানিবার জন্যে মর্দখয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা দিল। [৬] পরে হথক্ রাজদ্বারের সম্মুখস্থ নগরের চকে মর্দখয়ের নিকটে গেল। [৭] তাহাতে মর্দখয় আপনার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছে, এবং যিহূদি লোকদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্যে হামন্ যে পরি-মাণের রূপা রাজভাণ্ডারে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা তাহাকে জানাইল। [৮] এবং তাহাদের বিনা-শার্থে যে আজ্ঞাপত্র শূশনে দত্ত হইয়াছে, তাহার এক অনুলিপি তাহাকে দিয়া ইষ্টের্কে তাহা দেখাইতে ও জ্ঞাত করিতে বলিল, এবং সে যেন রাজার নিকটে প্রবেশ করিয়া তাহার কাছে সাধ্য-সাধনা ও স্বজাতীয় লোকদের জন্যে অনুরোধ করে, এমত আদেশ করিতে বলিল। [৯] অনন্তর হথক্ আ-সিয়া মর্দখয়ের কথা ইষ্টের্কে জ্ঞাত করিল।

[১০] পরে ইষ্টের হথককে এই কথা কহিয়া মর্দখয়ের কাছে যাইতে আজ্ঞা করিল, যথা. [১১] রা-জার দাসগণ ও রাজার অধীন সমস্ত প্রদেশের প্রজা লোক সকলে জানে, পুরুষ কি স্ত্রী হউক, যে কেহ অনাহূত হইয়া ভিতরের প্রাঙ্গনে রাজার নি-কটে যায়, তাহাকে বধ করিবার একই আজ্ঞা আছে; কেবল যে ব্যক্তির প্রতি রাজা স্বর্ণময় রাজদণ্ডটী বিস্তার করে, সেইমাত্র বাঁচে; আর ত্রিশ দিন অবধি আমি রাজার নিকটে যাইবার জন্যে আহূতা হই নাই। [১২] পরে ইষ্টেরের এই কথা মর্দখয়কে জ্ঞাত করা গেল; [১৩] তাহাতে মর্দ-খয় ইষ্টের্কে এই উত্তর দিতে কহিল, সমস্ত যিহূদি লোকের মধ্যে কেবল্ তুমি রাজবাটীতে থাকাতে রক্ষা পাইবা, ইহা মনে ভাবিও না। [১৪] বরঞ্চ যদি তুমি এ সময়ে সর্ব্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক, তবে অন্য কোন স্থানহইতে যিহূদি লোকদের উপশম ও নিস্তার উৎপন্ন হইবে, এবং তুমি আ-পন পিতৃকুলের সহিত বিনষ্টা হইবা; কিন্তু কি জানি, এই বিপদসময়ের নিমিত্তে তুমি রাজ্ঞী-পদ পাইয়াছ।

[১৫] তখন ইষ্টের্ মর্দখয়কে এই উত্তর দিতে আজ্ঞা করিল, [১৬] তুমি যাইয়া শূশনে উপস্থিত সমস্ত যিহূদি লোককে একত্র করিয়া সকলে আমার নিমিত্তে উপবাস কর, এবং তিন দিবারাত্রি কিছু আহার করিও না ও কিছু পান করিও না, এবং আমি ও আমার দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; তাহা করিলে আমি ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া রাজার নিকটে যাইব; তাহাতে নষ্ট হইতে হয় হইব। [১৭] পরে মর্দখয় যাইয়া ইষ্টেরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে করিল।

৫ অধ্যায়।

[১] অপর তৃতীয় দিনে ইষ্টের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজবাটীর ভিতরপ্রাঙ্গণে রা-জার গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইল; তৎকালে রাজা রাজবাটীতে গৃহের দ্বারের সম্মুখে রাজসিং-হাসনে উপবিষ্ট ছিল। [২] তাহাতে রাজা যখন প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মানা ইষ্টের্ রাণীকে দেখিল, তখন রাজার দৃষ্টিতে ইষ্টের্ অনুগ্রহ পাওয়াতে রাজা ইষ্টেরের প্রতি স্বহস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিল; তাহাতে ইষ্টের্ নিকটে আসিয়া রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। [৩] অনন্তর রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে ইষ্টের্ রাণি, তোমার কি হইল? এবং তোমার ভিক্ষা কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা তোমাকে দত্ত হইবে। [৪] তাহাতে ইষ্টের্ উত্তর করিল, যদি মহারাজের অভিমত হয় তবে আমি আপনকার জন্যে যে ভোজ প্রস্তুত করি-য়াছি, মহারাজ ও হামন সেই ভোজেতে অদ্য আগমন করুন। [৫] তখন রাজা কহিল, ইষ্টেরের আজ্ঞানুসারে শীঘ্র কর্ম্ম করিতে হামন্কে কহ; পরে রাজা ও হামন্ ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজেতে গেল।

[৬] পরে ভোজে দ্রাক্ষারস পান করণ সময়ে রাজা ইষ্টের্কে কহিল, তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; ও তোমার ভিক্ষা কি? রা-জ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে। [৭] তাহাতে ইষ্টের্ উত্তর করিল, এই আমার প্রা-র্থনা ও ভিক্ষা; [৮] আমি যদি মহারাজের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, এবং আমার প্রার্থনীয় দিতে ও আমার ভিক্ষা সিদ্ধ করিতে যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে আমি আপনকাদের জন্যে যাহা প্রস্তুত করিব, মহারাজ ও হামন্ সেই ভোজে আগমন করুন; এবং আমি কল্য মহারাজের আজ্ঞা-নুসারে [উত্তর] করিব।

[৯] তাহাতে সেই দিনে হামন্ আহ্লাদিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বাহিরে গেল, কিন্তু রাজদ্বারে মর্দখয়ের দেখা

পাইলে সে তখনও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিল না ও নড়িল না; তাহাতে হামন্ মর্দখয়ের বিরুদ্ধে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। [১০] তথাপি হামন্ ধৈর্য্যাবলম্বন করিল, এবং নিজ গৃহে আসিয়া আপন বন্ধুদিগকে ও আপন ভার্য্যা সেরশ্‌কে ডাকাইয়া আনিল। [১১] এবং হামন্ তাহাদের কাছে আপন ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ ও পুত্রবাহুল্যের কথা, এবং রাজা কি রূপে তাহার পদবৃদ্ধি করিয়াছে ও কি রূপে তাহাকে অমাত্যগণ ও রাজার দাসগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, এই সকলের বর্ণনা তাহাদিগকে শুনাইল। [১২] হামন্ আরো কহিল, ইষ্টের্ রাণী আপনার প্রস্তুত ভোজেতে রাজার সহিত আর কাহাকেও আনান নাই, কেবল আমাকেই আনাইয়াছিলেন; কল্যও আমি রাজার সহিত তাঁহার কাছে নিমন্ত্রিত আছি। [১৩] কিন্তু যাবৎ আমি রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদীয় মর্দখয়কে দেখি, তাবৎ এই সকলেতেও আমার শান্তি বোধ হয় না।

[১৪] তখন তাহার ভার্য্যা সেরশ্ ও সমস্ত বন্ধু তাহাকে কহিল, তুমি পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ এক ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাও; তাহাতে মর্দখয়কে ফাঁশি দিবার জন্যে কল্য প্রাতঃকালে রাজার কাছে নিবেদন কর, পরে হৃষ্ট হইয়া রাজার সহিত ভোজেতে যাও। তখন হামন্ এই কথাতে তুষ্ট হইয়া সেই ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাইল।

৬ অধ্যায়।

[১] ঐ রাত্রিতে রাজার [চক্ষুহইতে] নিদ্রা দূর হওয়াতে সে স্মরণীয় ইতিহাসপুস্তক আনিতে আজ্ঞা করিল; পরে রাজার সাক্ষাতে যখন সেই পুস্তকের পাঠ হইল, [২] তখন তন্মধ্যে লিখিত এই কথা পাওয়া গেল, রাজার নপুংসক বিগ্থন্ ও তেরশ্ নামে দুই জন দ্বারপাল অক্ষশ্বেরশ্ রাজাকে বধ করিতে চাহিলে মর্দখয় তাহার সংবাদ দিয়াছিল। [৩] অনন্তর রাজা জিজ্ঞাসিল, ইহার নিমিত্তে মর্দখয়ের কি সম্মান ও পদবৃদ্ধি করা গিয়াছে? রাজার পরিচর্য্যাকারি ভৃত্যেরা কহিল, তাহার পক্ষে কিছুই করা যায় নাই।

[৪] পরে রাজা জিজ্ঞাসিল, প্রাঙ্গণে কে আছে? তৎকালে হামন্ আপনার প্রস্তুত ফাঁশিকাষ্ঠে মর্দখয়কে ফাঁশি দিবার জন্যে রাজার কাছে নিবেদন করিতে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়াছিল। [৫] অতএব রাজার ভৃত্যগণ কহিল, দেখুন, হামন্ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছেন। তাহাতে রাজা কহিল, সে ভিতরে আইসুক। [৬] অনন্তর হামন্ ভিতরে আইলে রাজা তাহাকে কহিল, রাজা যাহার সম্মানে প্রীত হন, তাহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য? হামন্ মনে২ ভাবিল, রাজা আমা ব্যতিরেকে আর কাহার সম্মানে প্রীত হইবেন? [৭] অতএব হামন্ রাজাকে কহিল, মহারাজ যাহার সম্মানে প্রীত হন, [৮] তাহার নিমিত্তে মহারাজের পরিধেয় রাজকীয় পরিচ্ছদ ও মহারাজের আরোহণের অশ্ব আনীত হউক, ও তাহার মস্তকে রাজমুকুট দত্ত হউক। [৯] এবং সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব মহারাজের এক প্রধান অমাত্যের হস্তে সমর্পিত হউক; এবং মহারাজ যাহার সম্মানে প্রীত হন, তাহাকে সে ঐ রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাউক; পরে লোকে তাহাকে ঐ অশ্বারোহণে নগরের চকে লইয়া যাউক, এবং তাহার অগ্রে২ এই কথা ঘোষণা করুক, রাজা যাঁহার সম্মানে প্রীত হন, তাঁহার প্রতি এই রূপ ব্যবহার করা যায়। [১০] তখন রাজা হামন্‌কে কহিল, তুমি শীঘ্র সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব লইয়া যেমন কহিলা, তেমনি রাজদ্বারে উপবিষ্ট যিহূদি মর্দখয়ের প্রতি কর; তুমি যে সকল কথা কহিলা, তাহার কিছু ত্রুটি করিও না। [১১] তখন হামন্ সেই পরিচ্ছদ ও অশ্ব লইয়া মর্দখয়কে পরিচ্ছদান্বিত করিল, এবং অশ্বারোহণে নগরের চকে গমন করাইল, এবং তাহার অগ্রে২ এই কথা ঘোষণা করিল, রাজা যাঁহার সম্মানে প্রীত হন, তাঁহার প্রতি এই রূপ ব্যবহার করা যায়।

[১২] পরে মর্দখয় রাজদ্বারে ফিরিয়া গেল, কিন্তু হামন্ শোকান্বিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া আপন গৃহে শীঘ্র গেল। [১৩] অনন্তর হামন আপন ভার্য্যা সেরশকে ও সমস্ত বন্ধুকে আপনার এই সকল ঘটনার কথা কহিল; তাহাতে তাহার জ্ঞানি লোকেরা ও তাহার ভার্য্যা সেরশ্ তাহাকে কহিল, যাহার অগ্রে তোমার এই পতনের আরম্ভ হইল, সেই মর্দখয় যদি যিহূদি বংশীয় লোক হয়, তবে তুমি তাহাকে জয় করিতে পারিবা না; বরং আপনি তাহার সম্মুখে নিতান্ত পতিত হইবা। [১৪] তাহারা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ইতিমধ্যে রাজনপুংসকেরা আসিয়া ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে হামন্‌কে উপস্থিত করিতে ত্বরা করিল।

৭ অধ্যায়।

[১] পরে রাজা ও হামন্ ইষ্টের্ রাণীর সহিত [ভোজন] পান করিতে আইলে [২] রাজা সেই দ্বিতীয় দিনে দ্রাক্ষারস পান করণসময়ে ইষ্টের্‌কে পুনর্ব্বার কহিল, হে ইষ্টের্ রাণি, তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; এবং তোমার ভিক্ষা কি? রাজ্যের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত হইলেও তাহা সিদ্ধ করা যাইবে। [৩] তখন ইষ্টের্ রাণী উত্তর করিল, মহারাজ, আমি যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, ও যদি মহারাজের অভিমত হয়, তবে আমার প্রার্থনীয় বলিয়া আমার প্রাণ, ও আমার ভিক্ষা বলিয়া আমার জাতি আমাকে দত্ত হউক। [৪] কেননা আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার জাতির লোকেরা সংহারিত ও হত ও বিনষ্ট হইবার নিমিত্তে বিক্রীত হইয়াছি। যদি আমরা কেবল দাস দাসী হওনের জন্যে বিক্রীত হইতাম, তবে আমি নীরব থাকিতাম; কিন্তু মহারাজের এই ক্ষতির মহত্ত্ব ও বিপক্ষের মহত্ত্ব সমান নয়।

৫ তখন অক্ষশ্বেরশ্ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে কহিল, এমত কর্ম্ম করিবার মানস যাহাকে আবেশ করিল সে কে? এবং কোথায় আছে? ৬ ইষ্টের্ কহিল, সেই বিপক্ষ ও শত্রু এই দুষ্ট হামন্। তাহাতে হামন্ রাজার ও রাণীর সাক্ষাতে ত্রাসাপন্ন হইল।

৭ অপর রাজা ক্রোধবশতঃ দ্রাক্ষারস পানহইতে উঠিয়া রাজবাটীর উদ্যানে গেল; তাহাতে হামন্ রাজাহইতে আপনার অমঙ্গল নিশ্চিত দেখিয়া ইষ্টের্ রাণীর কাছে আপন প্রাণ ভিক্ষা করিতে রহিল। ৮ পরে রাজা রাজবাটীর উদ্যানহইতে দ্রাক্ষারসযুক্ত ভোজের শালাতে প্রত্যাগমন করিল। তখন ইষ্টের যে আসনে উপবিষ্টা ছিল, হামন্ তাহার উপরে পতিত ছিল, তাহাতে রাজা কহিল, এ ব্যক্তি কি গৃহমধ্যে আমার সাক্ষাতে রাণীকেই বলাৎকার করিবে? এই কথা রাজমুখহইতে নির্গত হইবামাত্র লোকে হামনের মুখ আচ্ছাদন করিল। ৯ পরে রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হর্বোণা নামে এক নপুংসক কহিল, দেখুন, যে মর্দখয় মহারাজের পক্ষে হিতজনক সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহার জন্যে হামন্ পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা হামনের বাটীতে স্থাপিত আছে। রাজা কহিল, তাহারই উপরে ইহাকে ফাঁশি দেও। ১০ তাহাতে হামন্ মর্দখয়ের জন্যে যে ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছিল, লোকে তাহার উপরে হামন্কে ফাঁশি দিল; অনন্তর রাজার ক্রোধনিবৃত্তি হইল।

৮ অধ্যায়।

১ সেই দিনে অক্ষশ্বেরশ্ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে যিহূদি লোকদের বৈরি হামনের বাটী দান করিল, এবং মর্দখয় রাজার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল। কেননা মর্দখয় আপনার কে, তাহা ইষ্টের জানাইয়াছিল। ২ তাহাতে রাজা হামন্হইতে নীত আপনার অঙ্গুরীয় খুলিয়া মর্দখয়কে দিল, এবং ইষ্টের্ হামনের বাটীর উপরে মর্দখয়কে নিযুক্ত করিল।

৩ পরে ইষ্টের্ রাজার কাছে পুনর্ব্বার নিবেদন করিল; ফলতঃ সে তাহার চরণে পড়িয়া রোদন করত অগাগীয় হামনের [অভিপ্রেত] অমঙ্গল, অর্থাৎ যিহূদি লোকদের প্রতিকূলে তাহার সঙ্কল্পিত কুমন্ত্রণা নিবারণার্থে তাহার কাছে সাধ্যসাধনা করিল। ৪ তাহাতে রাজা ইষ্টেরের দিগে স্বর্ণময় রাজদণ্ডটী বিস্তার করাতে ইষ্টের্ উঠিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ৫ যদি মহারাজের অভিমত হয়, এবং আমি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, ও এই কর্ম্ম যদি মহারাজের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়, ও আমি আপনকার সন্তোষকারিণী হই, তবে মহারাজের অধীন যাবতীয় প্রদেশস্থ যিহূদি লোকদিগকে বিনষ্ট করণার্থে অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনের কুমন্ত্রণা সম্বলিত যে সকল পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ করিবার [আজ্ঞা] লেখা যাউক। ৬ কেননা আমার জাতির প্রতি অমঙ্গল ঘটনার দর্শন আমি কি প্রকারে সহিতে পারি? ও আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের বিনাশ দর্শন কি রূপে সহ্য করিতে পারি?

৭ তখন অক্ষশ্বেরশ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে ও যিহূদি মর্দখয়কে কহিল, দেখ, আমি ইষ্টের্কে হামনের বাটী দিলাম, এবং হামন্কে ফাঁশিকাষ্ঠে ফাঁশি দেওয়া গেল, কেননা সে যিহূদীয়দের উপরে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ৮ এখন তোমরা আপনাদের অভিমতানুসারে রাজার নামে যিহূদিদের পক্ষে পত্র লিখ, ও রাজার অঙ্গুরীয়েতে মুদ্রাঙ্কিত কর; কেননা রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়েতে মুদ্রাঙ্কিত পত্র অন্যথা করিবার যো নাই। ৯ তখন তৃতীয় মাসের অর্থাৎ সীবন্ মাসের তেইশ দিনে রাজার লেখকেরা আহূত হইল, এবং মর্দখয়ের সমস্ত আজ্ঞানুসারে যিহূদি লোকদিগকে, এবং হিন্দুস্থান অবধি কূশ দেশ পর্য্যন্ত এক শত সাতাইশ প্রদেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে ক্ষিতিপাল ও দেশাধ্যক্ষগণকে ও প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গকে এবং যিহূদি লোকদের অক্ষর ও ভাষানুসারে তাহাদিগকে পত্র লেখা গেল। ১০ তাহা অক্ষশ্বেরশ্ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়কেতে মুদ্রাঙ্কিত হইল, পরে দ্রুতগামি বাহনারূঢ় অর্থাৎ অশ্বিনীজাত অশ্বতরারূঢ় ধাবকগণের হস্তদ্বারা সেই সকল পত্র প্রেরিত হইল। ১১ তদ্দ্বারা রাজা যিহূদি লোকদিগকে এই অনুমতি দিল, যে অক্ষশ্বেরশ রাজার অধীন যাবতীয় প্রদেশে এক দিনে অর্থাৎ অদর্ নামে দ্বাদশ মাসের ত্রয়োদশ দিনে ১২ তাহারা প্রত্যেক নগরে একত্র হইয়া আপন ২ প্রাণরক্ষার্থে দণ্ডায়মান হইতে, এবং যে কোন জাতি কি প্রদেশ তাহাদের বিপক্ষতা করে, তাহার সমস্ত সামর্থ্য অর্থাৎ সেই বিপক্ষগণকে ও তাহাদের বালক ও স্ত্রী সকলকে সংহার ও বধ ও বিনষ্ট করিতে এবং তাহাদের দ্রব্য সকল লুট করিতে পারিবে। ১৩এবং প্রত্যেক প্রদেশে আজ্ঞা যেন প্রচারিত ও যাবতীয় জাতির জ্ঞানগোচর হয়, এবং যিহূদিরা যেন আপন শত্রুদের বৈরনির্য্যাতনার্থে সেই দিনের নিমিত্তে প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য সেই লিখনের অনুরূপ পত্র [প্রস্তুত করা গেল]। ১৪ পরে দ্রুতগামি বাহনারূঢ় অর্থাৎ অশ্বতরারূঢ় ধাবকগণ রাজার আজ্ঞাতে ত্বরিত ও প্রচোদিত হইয়া যাত্রা করিল, এবং সেই আজ্ঞা শূশন্ রাজধানীতে প্রকাশিত হইল।

১৫ অপর মর্দখয় নীল ও শুক্লবর্ণ রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুবর্ণময় বৃহৎ মুকুট মস্তকে দিয়া এবং ক্ষৌম ও রক্তবর্ণ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত হইয়া রাজার সাক্ষাৎহইতে বাহিরে গেল; তাহাতে শূশন্ রাজধানী হর্ষনাদে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ১৬ এবং যিহূদি লোকদের দীপ্তির ও আনন্দের ও আমোদের ও সম্মানের উদয় হইল। ১৭ এবং প্রতি প্রদেশে ও প্রতি নগরে যে কোন স্থানে ঐ রাজাজ্ঞা

প্রচারিত হইল, সেই ২ স্থানে যিহূদিদের আনন্দ ও আমোদ ও ভোজ ও মঙ্গলের দিন হইল, এবং দেশীয় জাতি সকলের অনেক লোক যিহূদিমতাবলম্বী হইল, কেননা তাহারা যিহূদি লোকদের হইতে ভীত হইল।

৯ অধ্যায়।

১ অপর অদর্ নামক দ্বাদশ মাসের যে ত্রয়োদশ দিনে রাজার আজ্ঞা ও নিয়মসিদ্ধির উপক্রম হইবে, অর্থাৎ যে দিনে যিহূদীয়দের শত্রুগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিতে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেই দিনে এমত বিপরীত ঘটনা হইল, যে যিহূদি লোকেরাই আপন ঘৃণাকারিদিগকে পরাভূত করিল। ২ যিহূদি লোকেরা আপনাদের হিংসাচেষ্টাকারিদের উপরে হস্তার্পণ করিতে অক্ষশ্বেরশ্ রাজার যাবতীয় প্রদেশে আপন ২ নগরে একত্র হইল, এবং তাহাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিল না, কেননা তাহাদের হইতে যাবতীয় জাতির ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। ৩ অধিকন্তু প্রদেশ সকলের প্রধানবর্গ ও ক্ষিতিপাল ও দেশাধ্যক্ষগণ ও রাজকর্ম্মকারিগণ যিহূদি লোকদের সাহায্য করিল, কারণ মর্দখয়হইতে তাহাদের ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। ৪ কেননা মর্দখয় রাজবাটীর মধ্যে মহান্ ছিল, ও তাহার যশ যাবতীয় প্রদেশে ব্যাপ্ত হইল, বস্তুতঃ সেই মর্দখয় উত্তর ২ মহান্ হইল। ৫ অতএব যিহূদি লোকেরা আপনাদের সমস্ত শত্রুগণকে খড়্গাঘাত ও সংহার ও বিনাশ করিল; তাহারা আপনাদের ঘৃণাকারিদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল। ৬ ফলতঃ শূশন্ রাজধানীতে যিহূদিগণ পাঁচ শত লোককে বধ ও বিনাশ করিল। ৭ এবং পর্শন্দাথ ও দল্‌ফোন ও অস্পাথ ৮ ও পোরাথ ও অদলিয় ও অরীদাথ ও ৯ পর্মস্ত ও অরীষয় ও অরীদয় ও বয়িষাথ, ১০ যিহূদিদের বৈরি হম্মদাথার পুত্র হামনের এই দশ পুত্রকে তাহারা বধ করিল, কিন্তু লুট করণে হস্তক্ষেপ করিল না।

১১ যাহারা শূশন্ রাজধানীতে হত হইল, তাহাদের সংখ্যা সেই দিনে রাজার সাক্ষাতে আইলে ১২ রাজা ইষ্টের্ রাণীকে কহিল, যিহূদীয়েরা শূশন্ রাজধানীতে পাঁচ শত লোককে ও হামনের দশ পুত্রকে বধ ও বিনাশ করিয়াছে; না জানি, রাজার [অধীন] অন্য সকল প্রদেশে কি করিয়াছে; এখন তোমার প্রার্থনীয় কি? তাহা তোমাকে দত্ত হইবে; ও তোমার আর ভিক্ষা কি? তাহা সিদ্ধ হইবে। ১৩ ইষ্টের্ কহিল, যদি রাজার অভিমত হয়, তবে অদ্যকার মত কল্যও করিবার অনুমতি শূশনস্থ যিহূদিগণকে দত্ত হউক, এবং হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গান যাউক। ১৪ পরে রাজা তাহা করিতে আজ্ঞা দিল, এবং সেই আজ্ঞা শূশনে প্রচারিত হইল, তাহাতে লোকেরা হামনের দশ পুত্রকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গাইল, ১৫ এবং শূশনস্থ যিহূদি লোকেরা অদর্ মাসের চতুর্দ্দশ দিনেও একত্র হইয়া শূশনে তিন শত লোককে বধ করিল, কিন্তু লুট করণে হস্তক্ষেপ করিল না। ১৬ ইতিমধ্যে রাজার নানা প্রদেশনিবাসি অন্য সকল যিহূদি লোকেরাও একত্র হইয়া আপন ২ প্রাণের জন্যে দণ্ডায়মান হইল; এবং আপনাদের শত্রুগণহইতে উপশম পাইয়া ঘৃণাকারিদের পঁচাত্তর সহস্র লোককে বধ করিল, কিন্তু লুট করণে হস্তক্ষেপ করিল না। ১৭ তাহারা অদর্ মাসের ত্রয়োদশ দিনে এই ব্যাপার করিল, এবং চতুর্দ্দশ দিনে বিশ্রাম করিয়া তাহা ভোজন পান ও আনন্দ করণের দিন করিল। ১৮ কিন্তু শূশনস্থ যিহূদীয়েরা ঐ মাসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিনে [যুদ্ধার্থে] একত্র হইয়া পঞ্চদশ দিনে বিশ্রাম করিল, ও তাহাই ভোজন পান ও আনন্দ করণের দিন করিল। ১৯ এই কারণ জনপদস্থ অর্থাৎ অপ্রাচীর নগর নিবাসি যিহূদীয়েরা অদর্ মাসের চতুর্দ্দশ দিনকে আনন্দের ও ভোজনপানের ও মঙ্গলের ও পরস্পর উপঢৌকন প্রেরণের দিন করিয়া মানে।

২০ অনন্তর মর্দখয় এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিল, এবং অক্ষশ্বেরশ্ রাজার অধীন নিকটস্থ কি দূরস্থ যাবতীয় প্রদেশে যে সকল যিহূদি লোক থাকিত, তাহাদের কাছে পত্র পাঠাইয়া [এই আজ্ঞা করিল], ২১ যেন তাহারা বৎসর ২ অদর মাসের চতুর্দ্দশ ও সেই মাসের পঞ্চদশ দিন পালন করা আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, অর্থাৎ যে দুই দিনে তাহারা আপনাদের শত্রুগণহইতে উপশম পাইয়াছিল, ২২ এবং যে মাসে তাহাদের দুঃখ সুখে ও শোক উৎসবে পরিণত হইয়াছিল, সেই মাসের সেই দুই দিন যেন তাহারা ভোজন পান ও আনন্দ করণের ও আপন ২ বন্ধুর কাছে উপঢৌকন ও দরিদ্রদের কাছে দান প্রেরণের দিন করে। ২৩ তাহাতে যিহূদীয়েরা যেমন আরম্ভ করিয়াছিল ও মর্দখয় তাহাদিগকে যেমন লিখিয়াছিল, তাহারা তদ্রূপ ব্যবহার করিতে সম্মত হইল; ২৪ কারণ সমস্ত যিহূদি লোকের বৈরী যে অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন্, সে যিহূদীয়দিগকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাহাদিগকে লুপ্ত ও বিনষ্ট করণের নিমিত্তে পূর্ অর্থাৎ গুলিবাঁট করিয়াছিল; ২৫ কিন্তু রাজার সাক্ষাতে ইষ্টের্ গমন করিলে সে এই আজ্ঞাপত্র দিল, হামন্ যিহূদীয়দের বিরুদ্ধে যে দুষ্ট সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা তাহারই মস্তকে বর্ত্তুক; অতএব লোকে তাহাকে ও তাহার পুত্রগণকে ফাঁশিকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া দিউক। ২৬ তজ্জন্য পূর্ [গুলিবাঁট] নামানুসারে সেই দুই দিনের নাম পূরীম্ হইল। অতএব সেই পত্রের সকল কথা প্রযুক্ত, এবং সেই বিষয়ে তাহারা যাহা দেখিয়াছিল, ও তাহাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যিহূদীয়েরা আপনাদের ও আপন ২ বংশের ও যিহূদিমতাবলম্বিদের কর্ত্তব্য বলিয়া ইহা স্থির

করিল, [২৭] যে তৎসম্পর্কীয় লিখিত আজ্ঞা ও নিরূপিত সময়ানুসারে তাহারা বৎসর ২ ঐ দুই দিন পালন করিবে, কোন রূপে তাহার ত্রুটি করিবে না। [২৮] অতএব তাবৎ পুরুষপরম্পরাতে প্রত্যেক গোষ্ঠীতে ও প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক নগরে সেই দুই দিন স্মরণ ও পালন করিতে হয়; এবং পূরীম্ নামক সেই দুই দিন যিহূদীয়দের মধ্যহইতে কখন লুপ্ত হইবে না, ও তাহাদের বংশের মধ্যহইতে তাহার স্মরণের লোপ হইবে না।

[২৯] অপর অবীহয়িলের কন্যা ইষ্টের্ রাণী ও যিহূদীয় মর্দখয় পূরীম্ দিন বিষয়ক এই দ্বিতীয় আজ্ঞাপত্র স্থির করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপূর্ব্বক লিখিল। [৩০] এবং যিহূদীয় মর্দখয় ও ইষ্টের্ রাণী যেমন যিহূদিদের জন্যে উপবাস ও ক্রন্দন বিষয়ক কথা স্থির করিয়াছিল, এবং তাহারাও যেমন আপনাদের জন্যে ও আপন ২ বংশের জন্যে স্থির করিয়াছিল, [৩১] তেমনি নিরূপিত কালে পূরীমের সেই দুই দিনের পালন স্থির করণার্থে অক্ষশ্বেরশ্ রাজার অধিকারস্থ এক শত সাতাইশ প্রদেশে সমস্ত যিহূদি লোকের নিকটে শান্তির ও সত্যের কথা সম্বলিত পত্র প্রেরিত হইল। [৩২] অতএব ইষ্টেরের আজ্ঞা পূরীম্ দিনের এই বিধি স্থির করিল, ও তাহা পুস্তকে লিখিত হইল।

১০ অধ্যায়।

[১] সেই অক্ষশ্বেরশ্ রাজা স্থলে ও সমুদ্রস্থ উপদ্বীপসমূহে অবৈতনিক কার্য্যকারিদিগকে সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা দিল। [২] এবং তাহার ক্ষমতার ও পরাক্রমের সকল কথা, এবং রাজা মর্দখয়কে যে মহত্ত্ব দিয়া উচ্চপদান্বিত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ কি মাদিয়া ও পারস্য দেশের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩] বস্তুতঃ এই যিহূদীয় মর্দখয় অক্ষশ্বেরশ্ রাজার প্রধান অমাত্য এবং যিহূদি লোকদের পক্ষে মহান্ ও আপন ভ্রাতৃসমূহের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী ও আপন সমস্ত বংশের পক্ষে শান্তিবাদী ছিল।

ইয়োবের বিবরণ পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] ঊষ্ দেশে ইয়োব্ নামে এক ব্যক্তি ছিল; সে যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরের ভয়কারী ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক। [২] তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল; [৩] এবং তাহার সাত সহস্র মেষ ও তিন সহস্র উষ্ট্র ও পাঁচ শত যুগ্ম বলদ ও পাঁচ শত গর্দ্দভী, এত পশুধন, এবং অনেক দাস দাসী ছিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশ নিবাসি লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ছিল।

[৪] তাহার পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন ২ বারে যাইয়া আপন ২ গৃহে ভোজ করিত, এবং লোক পাঠাইয়া আপনাদের তিন ভগিনীকেও আপনাদের সঙ্গে ভোজন পান করিবার নিমন্ত্রণ করিত। [৫] পরে তাহাদের ভোজের দিনপর্য্যায় গত হইলে ইয়োব তাহাদিগকে আনাইয়া পবিত্র করিত, অর্থাৎ প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদের সকলকার সংখ্যানুসারে হোম করিত; কারণ ইয়োব্ কহিত, কি জানি, আমার পুত্রগণ যদি পাপ করিয়া মনে ২ ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। ইয়োব্ সতত এই রূপ করিত।

[৬] এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে [বিরোধী] শয়তানও উপস্থিত হইল। [৭] তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আইলা? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তন্মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আইলাম। [৮] তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন, আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরের ভয়কারী ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই। [৯] শয়তান উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরের সেবা করে? [১০] তুমি তাহার চতুর্দ্দিগে ও তাহার বাটীর ও সর্ব্বস্বের চতুর্দ্দিগে কি বেড়া দেও নাই? তুমি তাহার হস্তগত সমস্ত কার্য্য আশার্ব্বাদযুক্ত করিয়াছ, এবং তাহার পশুধন দেশ ব্যাপিয়াছে। [১১] কিন্তু তুমি যদি এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব স্পর্শ কর, তবে সে অবশ্য তোমার সাক্ষাতেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। [১২] তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, দেখ, তাহার সর্ব্বস্বই তোমার হস্তগত হউক; কেবল তাহারই উপরে হস্তার্পন করিও না। তাহাতে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে বাহিরে গেল।

[১৩] অপর কোন এক দিন ইয়োবের পুত্র কন্যাগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিল, [১৪] এমন সময়ে ইয়োবের নিকটে এক দূত আসিয়া কহিল, বলদগণ হাল বহিতেছিল, এবং গর্দ্দভীগণ তাহাদের পার্শ্বে চরিতেছিল, [১৫] ইতিমধ্যে শিবায়ীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া সে সকলকে লইয়া গেল, এবং খড়্গাধারে ভৃত্যগণকে নষ্ট করিল; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। [১৬] সে

ইহাই কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া কহিল, আকাশহইতে ঈশ্বরীয় অগ্নি পতিত হইয়া মেষপাল ও তাহার রক্ষক ভৃত্যগণের মধ্যে দাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। ১৭ সে ইহা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া কহিল, কল্দীয় [দস্যুরা] তিন দল হইয়া উষ্ট্রপাল আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল, এবং খড়্গাধারে ভৃত্যগনকে বধ করিল; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম। ১৮ সে ইহা কহিতেছিল, ইতিমধ্যে আর এক জন আসিয়া কহিল, আপনকার পুত্রকন্যাগণ আপনাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহে ভোজন ও দ্রাক্ষারস পান করিতেছিলেন, ১৯ ইত্তোমধ্যে প্রান্তরের পারহইতে এক প্রবল ঝড় আসিয়া গৃহটীর চারি কোণে লগ্ন হওয়াতে সেই যুবগণের উপরে গৃহ পতিত হইল, তাহাতে তাঁহারা মারা পড়িলেন; আপনাকে সংবাদ দিতে কেবল আমি একা রক্ষা পাইলাম।

২০ তখন ইয়োব্ উঠিয়া আপন প্রাবার চিরিয়া ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, ২১ আমি মাতার গর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, ও উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব। সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু লইলেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক। ২২ এই সকলেতে ইয়োব্ পাপ করিল না, এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করিল না।

২ অধ্যায়।

১ অনন্তর আর এক দিন ঈশ্বরের সন্তানগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইতে উপস্থিত হইল। ২ তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আইলা? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করিল, আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তন্মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমন করিয়া আইলাম। ৩ তাহাতে সদাপ্রভু শয়তানকে জিজ্ঞাসিলেন, আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন পড়িয়াছে? কেননা তাহার তুল্য যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরের ভয়কারী এবং কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন যাথার্থিকতা অবলম্বন করিতেছে; তুমি অকারণে তাহাকে নষ্ট করিতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছ। ৪ তাহাতে শয়তান উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, চর্ম্মের শোধ চর্ম্ম, আর প্রানের জন্যে লোক সর্ব্বস্ব দিবে। ৫ যদি তুমি এক বার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ কর, তবে সে অবশ্য তোমার সাক্ষাতে তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে। ৬ তাহাতে সদাপ্রভু শয়তান্‌কে কহিলেন, দেখ, সে তোমার হস্তগত হউক; কেবল তাহার প্রানের বিষয়ে সাবধান থাক।

৭ পরে শয়তান্ সদাপ্রভুর সম্মুখহইতে নির্গমন করিয়া ইয়োবের আপাদমস্তকে আঘাত করিয়া দুষ্ট বিস্ফোটক জন্মাইল। ৮ তাহাতে সে ভস্মের মধ্যে বসিয়া এক খান খাপরা লইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

৯ পরে তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, তুমি কি এখনও আপন যাথার্থিকতা অবলম্বন করিতেছ? [বরং] ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রান ত্যাগ কর। ১০ তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি মূঢ়া স্ত্রীদিগের মধ্যে কোন এক স্ত্রীর মত কথা কহিতেছ; আমরা ঈশ্বরহইতে কি মঙ্গল গ্রহণ করিব? কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করিব না? এই সকলেতে ইয়োব্ আপন ওষ্ঠে পাপ করিল না।

১১ পরে ইয়োবের প্রতি ঘটিত ঐ সকল বিপদের কথা তাহার তিন জন মিত্রের কর্ণগোচর হইলে তাহারা অর্থাৎ তৈমনীয় ইলীফস্ ও শূহীয় বিল্‌দদ ও নামাথীয় সোফর আপন ২ স্থানহইতে আসিয়া একপরামর্শ হইয়া তাহার সহিত শোক ও তাহাকে সান্ত্বনা করণের জন্যে তাহার নিকটে গমন করিতে স্থির করিল। ১২ পরে তাহারা দূরহইতে চক্ষু তুলিলে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে ও আপন ২ প্রাবার চিরিয়া আপন ২ মস্তকের ঊর্দ্ধে আকাশের দিগে ধূলা ছড়াইতে লাগিল। ১৩ পরে সাত দিবারাত্রি তাহার সহিত ভূমিতে বসিয়া থাকিল, তাহাকে কেহ কিছু কহিল না; কারণ তাহারা দেখিল, তাহার যাতনা অতি বড়।

৩ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইয়োব্ মুখ খুলিয়া আপনার জন্মদিনকে শাপ দিতে লাগিল। ২ ইয়োব্ কহিল, ৩ যে দিনে আমার জন্ম হইয়াছিল, এবং "পুত্রসন্তান হইল," এই কথা যে রাত্রিতে প্রচার হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হউক। ৪ সেই দিন অন্ধকারময় হউক; ঊর্দ্ধহইতে ঈশ্বর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করুন, এবং দীপ্তি তাহার উপরে বিরাজমান না হউক; ৫ অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া তাহাকে পুনরাদায় করুক, মেঘ তাহাকে আচ্ছন্ন করুক, দিন অন্ধকারকারিরা তাহার ভয় জন্মাউক। ৬ সেই রাত্রি তিমিরগ্রস্ত হউক, তাহা বৎসরের দিনশ্রেণীভুক্ত না হউক, মাসের সংখ্যার মধ্যেও গণ্য না হউক। ৭ সে রাত্রি বন্ধ্যা হউক, আনন্দগান তাহাতে না হউক; ৮ এবং দিনের শাপদায়ক ও রাহুকে জাগাইতে নিপুণ লোকেরা তাহাকে শাপ দিউক; ৯ তাহার সন্ধ্যাকালীন নক্ষত্র সকল নিস্তেজ হউক, ও সে দীপ্তির অপেক্ষাতে নিরাশ হউক, ও অরুণের নেত্রচ্ছদ দেখিতে না পাউক। ১০ কেননা সে আমার মাতার জঠরের কবাট বন্ধ করিল না, ও আমার চক্ষুহইতে আয়াস গুপ্ত রাখিল না।

১১ আমি কেন গর্ব্ভাশয়ে মরিলাম না? উদর-

হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কেন আমার প্রাণবিয়োগ হইল না? ১২ ক্রোড় কেন আমাকে গ্রহণ করিল? ও আমাকে দুগ্ধ দিতে স্তন কেন [প্রস্তুত ছিল]? ১৩ তাহা না হইলে আমি এখন শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতাম, ও নিদ্রিত হইয়া শান্তি পাইতাম। ১৪ যাহারা আপনাদের নিমিত্তে ধ্বংসনীয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এমত ভূপতিবর্গের ও দেশাধ্যক্ষ মন্ত্রিগণের সহিত; ১৫ কিম্বা যাহাদের স্বর্ণরাশি এবং রূপাতে পরিপূর্ণ গৃহ ছিল, এমত অধিপতিদের সহিত আমি থাকিতাম; ১৬ কিম্বা গুপ্ত গর্ভস্রাবের মত প্রাণহীন হইতাম; কিম্বা আলোর দর্শন অপ্রাপ্ত শিশুর তুল্য হইতাম। ১৭ সেই স্থানে দুষ্টগণ আর উৎপাত করে না, এবং সেই স্থানে শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়; ১৮ বন্দিগণ নিরাপদে একত্র থাকে, উপদ্রবির রব আর শুনে না; ১৯ সেই স্থানে ছোট বড় একই, এবং দাস আপন স্বামিহইতে মুক্ত।

২০ আয়াসযুক্ত লোককে দীপ্তি, ও তিক্তপ্রাণকে জীবন কেন দেওয়া যায়? ২১ তাহারা তো অপ্রাপ্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, ও গুপ্ত ধন অপেক্ষা তাহার চেষ্টা করে, ২২ ও কবর পাইতে পারিলে আনন্দে উল্লাসিত হয় ও আহ্লাদ করে; ২৩ এমত লোকের গতি গুপ্ত থাকে, এবং ঈশ্বর তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিয়াছেন। ২৪ আহা শব্দ আমার আহার হইয়াছে, এবং আমার গর্জ্জনরূপ জলধারা নির্ঝরের ন্যায় পড়িতেছে। ২৫ আমি যাহার ত্রাসে ত্রাসযুক্ত ছিলাম, তাহাই আমাকে ঘটিল; ও যাহাতে আশঙ্কা করিতাম, তাহাই উপস্থিত হইল। ২৬ আমার না শান্তি, না অব্যাহতি, না বিশ্রাম হয়; কেবল উদ্বেগ উপস্থিত।

৪ অধ্যায়।

১ অনন্তর তৈমনীয় ইলীফস্ উত্তর করিয়া কহিল, ২ তোমার সহিত কথা কহিতে উপক্রম করিলে কি তোমাকে ব্যামোহ দেওয়া যাইবে? কেননা কথা কহনহইতে কে নিবৃত্ত হইতে পারে? ৩ দেখ, তুমি অনেককে শিক্ষা দিয়াছ, ও দুর্ব্বল হস্তকে সবল করিয়াছ; ৪ স্খলিত লোক তোমার বাক্যদ্বারা উত্থাপিত হইয়াছে, ও তুমি ভুগ্ন হাঁটু সবল করিয়াছ। ৫ তবু এক্ষণে [দুঃখ] তোমার নিকটবর্ত্তী হইলে তুমি কি ক্লান্ত হইলা? ও তোমাকে স্পর্শ করিলে কি বিহ্বল হইলা? ৬ তোমার ঈশ্বরভক্তি, তোমার শ্রদ্ধা, তোমার প্রত্যাশা ও তোমার আচরণের যথার্থতা কি আর নাই? ৭ এক বার মনে করিয়া দেখ, কে নির্দ্দোষ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? ও কোথায় সরলাচারিদের সংহার হইয়াছে? ৮ আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই; যাহারা অধর্ম্মরূপ চাস ও উপদ্রবরূপ বীজবপন করে, তাহারা ঐ রূপ শস্য কাটে। ৯ তাহারা ঈশ্বরের ফূৎকারে নষ্ট হয়, ও তাঁহার নাসিকার নিশ্বাসে সংহার পায়। ১০ সিংহের গর্জ্জন ও শ্যামলবর্ণ মৃগেন্দ্রের হুঙ্কার [রুদ্ধ] ও তরুণ কেশরিগণের দন্ত ভগ্ন হয়। ১১ ভক্ষ্যের অভাবে পশুরাজ প্রাণত্যাগ করে, ও সিংহীর শিশুগণ ছিন্নভিন্ন হয়।

১২ আমার কাছে একটী বাক্য গুপ্তরূপে উপাগত হইল, আমার কর্ণকুহরে তাহার ঈষৎ শব্দ আইল। ১৩ রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে যখন ভাবনা জন্মে, মনুষ্য সকল যখন অগাধ নিদ্রাতে নিমগ্ন হয়, ১৪ এমন সময়ে আমার ত্রাস ও কম্প হইল, তাহা আমার অস্থি সকল উদ্বিগ্ন করিল। ১৫ পরে আমার সম্মুখদিয়া এক ছায়া চলিল, তাহাতে আমার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। ১৬ তাহা দাঁড়াইয়া থাকিলেও আমি তাহার আকৃতি নিশ্চয় করিতে পারিলাম না; একটা মূর্ত্তি আমার চক্ষুর্গোচর হইল, আমি মন্দ স্বর ও এই বাণী শুনিলাম। ১৭ "ঈশ্বরের সাক্ষাতে মর্ত্ত্য কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? অথবা আপন নির্ম্মাতার সাক্ষাতে মনুষ্য কি শুচি হইতে পারে? ১৮ দেখ, তিনি আপন দাসগণকেও বিশ্বাস করেন না, এবং আপন দূতগণেতেও ত্রুটির দোষারোপ করেন। ১৯ তবে যাহারা মৃণ্ময় গৃহে বাস করে, ও যাহাদের বাটীর ভিত্তিমূল ধূলাতে স্থাপিত, তাহারা কি? তাহারা কীটের সম্মুখে মর্দ্দিত হয়; ২০ এবং প্রভাত ও সায়ংকালের মধ্যে চূর্ণ হয়, ও নিশ্চিন্ত কালে নিরবধি বিনষ্ট হয়। ২১ তাহাদের [প্রাণরূপ] আন্তরিক রজ্জু কি খোলা যায় না? ও তাহারা কি অজ্ঞানাবস্থায় মরে না?"

৫ অধ্যায়।

১ তুমি ডাকিলে কেহ কি তোমাকে উত্তর দিবে? এবং পবিত্রগণের মধ্যে তুমি কাঁহার শরণ লইবা? ২ বস্তুতঃ মনস্তাপ অজ্ঞানকে নষ্ট করে, ও ঈর্ষ্যা নির্ব্বোধকে বিনাশ করে। ৩ অজ্ঞানকে বদ্ধমূল দেখিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহকে শাপ দিয়া থাকি। ৪ তাহার সন্তানগণ নিস্তারহইতে দূরীকৃত, ও বিচারস্থানে মর্দ্দিত হইবে, উদ্ধারকারী কেহ থাকিবে না। ৫ ক্ষুধিত লোক তাহার ক্ষেত্রের শস্য খাইয়া ফেলিবে, ও কন্টকের বেড়া ভাঙ্গিয়া তাহা হরণ করিবে, ও বিদগ্ধ লোক তাহার সম্পত্তি গ্রাস করিবে।

৬ বস্তুতঃ ধূলিহইতে কষ্ট উৎপন্ন হয়, কিম্বা মৃত্তিকাহইতে আয়াস জন্মে, তাহা নয়; ৭ কিন্তু অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল যেমন ঊর্দ্ধে উড়ে, তেমনি মনুষ্য আয়াসের নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করে। ৮ অতএব আমার পরামর্শ এই, তুমি পরমেশ্বরের শরণ লও, আপনার নিবেদন ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। ৯ তিনি অনুসন্ধানাতীত মহৎকর্ম্ম ও গণনাতীত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। ১০ তিনি ভূতলে বৃষ্টি প্রদান করেন, ও জনপদের উপরে জল বহান। ১১ তিনি নীচ লোকদিগকে উচ্চ করেন, ও শোকার্ত্তদিগকে ত্রাণদ্বারা উন্নতি দেন; ১২ তিনি ধূর্ত্তদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করেন, তাহাতে তাহাদের হস্ত কুশল সাধন করিতে পারে না। ১৩ তিনি জ্ঞানি লোকদিগকে

তাহাদের নিজ ধূর্ত্ততাতে ধরেন, তাহাতে কুটিলমনাদের মন্ত্রণা অকালজাত হইয়া পড়ে। [১৪] তাহারা দিবাতে অন্ধকারে ভ্রমণ করে, ও মধ্যাহ্নে রাত্রিকালের ন্যায় হাঁতড়িয়া ২ বেড়ায়। [১৫] কিন্তু তিনি খড়্গহইতে অর্থাৎ তাহাদের মুখহইতে ও পরাক্রমিদের হস্তহইতে দরিদ্রকে নিস্তার করেন; [১৬] এই কারণ দীনহীন আশ্বাস পায়, এবং অন্যায়ের মুখ বন্ধ হয়।

[১৭] দেখ, ঈশ্বর যাহাকে অনুযোগ করেন, সেই মনুষ্য ধন্য, অতএব তুমি সর্ব্বশক্তিমানের কৃত শাস্তি তুচ্ছ করিও না। [১৮] কেননা তিনি ক্ষত করেন ও তাহা বন্ধ করেন, এবং আঘাত করেন ও আপন হস্ত দিয়া তাহা সুস্থ করেন। [১৯] তিনি ছয় সঙ্কটহইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন, সপ্তম সঙ্কটেও অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিবে না। [২০] তিনি দুর্ভিক্ষসময়ে মৃত্যুহইতে ও যুদ্ধসময়ে খড়্গের ধারহইতে তোমাকে মুক্ত করিবেন। [২১] জিহ্বারূপ কশাঘাতহইতে তুমি গুপ্ত থাকিবা, ও ধনাপহার উপস্থিত হইলে তোমার শঙ্কা হইবে না। [২২] ধনাপহার ও দুর্ভিক্ষ দেখিলে তুমি হাস্য করিবা, এবং বন্য পশুহইতে তোমার শঙ্কা হইবে না। [২৩] বস্তুতঃ মাঠের প্রস্তরের সহিত তোমার সন্ধি হইবে, ও বন্য পশুগণ তোমার সহিত শান্ত আচরণ করিবে। [২৪] তাহাতে তুমি আপন তাম্বু নিষ্কণ্টক দেখিবা, ও আপন নিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে আশাতে বঞ্চিত হইবা না। [২৫] এবং তোমার বংশ বহুসংখ্যক, ও তোমার সন্তানসন্ততি ভূমির তৃণের ন্যায় [বর্দ্ধিত] দেখিতে পাইবা। [২৬] লোকে যেমন উপযুক্ত সময়ে শস্যের আটি তুলিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া কবরপ্রাপ্ত হইবা। [২৭] দেখ, আমরা এই সকল অনুসন্ধান করিয়াছি; ইহা নিশ্চিত; তুমি ইহা শুন, ও আপনার জন্যে জানিয়া রাখ।

৬ অধ্যায়।

[১] পরে ইয়োব্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] হায় ২, যদি আমার মনস্তাপ তৌল করা যায়, এবং সেই পরিমাণদণ্ডে আমার বিপাকও পরিমিত হয়, [৩] তবে অবশ্য তাহা সমুদ্রের বালিহইতেও ভারী হইবে, এই জন্যে আমার বাক্য অসংলগ্ন হয়। [৪] বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তিমানের বাণ সকল আমার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, আমার প্রাণ তাহার বিষ পান করিতেছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসসৈন্য আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ আছে। [৫] বনগর্দ্দভ ঘাস পাইলে কি চীৎকার করে? কিম্বা গোরু যাব পাইলে কি হম্বারব করে? [৬] যাহার স্বাদ নাই, তাহা কি লবণ বিনা ভোজন করা যায়? কিম্বা ডিম্বের লালাতে কি রসাস্বাদন হইতে পারে? [৭] আমার প্রাণ যাহা স্পর্শ করিতে অসম্মত, তাহাই আমার ঘৃণিত ভক্ষ্যস্বরূপ হইল।

[৮] আঃ, যদি আমার বাঞ্ছনীয় পাইতে পারি, ও ঈশ্বর যদি আমার অপেক্ষণীয় আমাকে দেন; [৯] অর্থাৎ যদি ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাকে চূর্ণ করেন, ও হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাকে কাটিয়া ফেলেন; [১০] তবে তখনও আমার এই সান্ত্বনা থাকিবে, ও নির্দ্দয় যাতনার মধ্যেও আমি উল্লাস করিব, যে আমি পবিত্র [ঈশ্বরের] বাক্য সকল অস্বীকার করি নাই। [১১] প্রতীক্ষা করণের জন্যে আমার বল কি? এবং চিরসহিষ্ণু হইবার জন্যে আমার পরিণামের আশা কি? [১২] আমার বল কি প্রস্তরের বল? কিম্বা আমার মাংস কি পিত্তল? [১৩] বরং ইহা কি [সত্য নয়], যে আমাদ্বারা আমার আর উপকার হয় না, আমাহইতে কুশল দূরীকৃত হইয়াছে?

[১৪] শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর দয়া করা কর্ত্তব্য, নতুবা সে সর্ব্বশক্তিমানের ভীতি ত্যাগ করে। [১৫] আমার ভ্রাতৃগণ স্রোতের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক, তাহারা স্রোতোমার্গস্থ বন্যার ন্যায় চঞ্চল। [১৬]সেই জল হিমদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হয়, ও উপরে তুষার পড়িয়া তাহার মধ্যে লীন হয়; [১৭] কিন্তু রৌদ্রাহত হইবামাত্র তাহা লুপ্ত হয়, ও গ্রীষ্ম পাইলে স্বস্থানহইতে অন্তর্হিত হয়। [১৮] তাহার গমনপথ বক্র হইয়া পড়ে, ও তাহা শূন্যে উদ্গত হইয়া নষ্ট হয়। [১৯] তেমার পথিকদল তাহার অন্বেষণ করে, ও শিবার সার্থবাহগণ তাহার অপেক্ষা করে; [২০] কিন্তু প্রত্যাশা করাতে লজ্জিত হয়, ও তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে হতাশ হয়।

[২১] বস্তুতঃ এখন তোমরা অবস্তু হইয়াছ; উৎপাত দেখিয়া ভয় পাইয়াছ। [২২] আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমাকে কিছু দেও, তোমাদের সামর্থ্যহইতে আমার জন্যে উৎকোচ দেও; [২৩] বিপক্ষের হস্তহইতে আমাকে রক্ষা কর, ও ভীমবিক্রান্তদিগের হস্তহইতে আমাকে মুক্ত কর? [২৪] আমাকে শিক্ষা দেও, তবে আমি নীরব হইব; ও আমার প্রমাদ কি, তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। [২৫] ন্যায্য বাক্য কেমন প্রবল! কিন্তু তোমাদের দোষ দেওনে কি ২ দোষ ব্যক্ত হয়? [২৬] তোমরা কি শব্দেতেই কিম্বা নিরাশ ব্যক্তির বায়ুবৎ বাক্যে দোষারোপ করিবার সঙ্কল্প করিতেছ? [২৭] তোমরা কি অনাথেরই লোভে গুলিবাঁট করিবা? ও আপন বন্ধুকে বিক্রয় করণার্থে কি মূল্য স্থির করিবা? [২৮] এখন অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে আমি মিথ্যাবাদী [কি না],। তাহা তোমাদের চক্ষুর্গোচর হইবে। [২৯] তোমরা বরং ফিরিয়া যাও, পাছে অন্যায় হয়; ফিরিয়া যাও, এখনও আমার ধর্ম্ম স্থির আছে। [৩০] আমার জিহ্বাতে কি অন্যায় আছে? আমার টাকরা কি বিপাকের স্বাদ বুঝে না?

৭ অধ্যায়।

[১] পৃথিবীতে কি মর্ত্ত্যের যুদ্ধবৃত্তি হয় না? এবং তাহার দিন কি বেতনজীবির দিনের তুল্য নহে?

২ দাস যেমন ছায়া আকাঙ্ক্ষা করে, ও বেতনজীবী যেমন আপন বেতনের অপেক্ষা করে; ৩ তেমনি আমি দায়াংশরূপে অলীকতার মাসপর্য্যায় পাইয়াছি, এবং আয়াসের রাত্রিশ্রেণী আমাকে বিত্তবৎ দত্ত হইয়াছে। ৪ শয়নকালে আমি বলি, কখন্ উঠিব? রাত্রি কখন পোহাইবে? আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি নিরন্তর ছট্‌ফট্ করিতে থাকি। ৫ কীট ও ধূলিজাত লোষ্ট্র আমার মাংসের আচ্ছাদন; আমার চর্ম্ম ফাটিয়াছে ও গলিত হইয়াছে। ৬ তন্তুবায়ের মাকু অপেক্ষা আমার আয়ু দ্রুতগামী, এবং আশাবিহীন হইয়া শেষ হয়। ৭ বিবেচনা কর, আমার প্রাণ নিশ্বাসমাত্র, আমার চক্ষু আর মঙ্গল দেখিতে ফিরিবে না; ৮ আমার দর্শনকারি লোকের নেত্র আর আমাকে নিরীক্ষণ করিবে না; আমার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িলে আমি অনুদ্দিষ্ট হইব। ৯ মেঘ যেমন ক্ষয় হইয়া চলিয়া যায়, তেমনি পাতালে অবরোহি লোক আর উঠিবে না। ১০ সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহার বসতিস্থান আর তাহাকে চিনিবে না। ১১ অতএব আমিও আর মুখ বুজিয়া থাকিব না, কিন্তু আন্তরিক সঙ্কটের বশে কথা বলিব, মনের তিক্ততাতে বিলাপ করিব। ১২ আমি কি সমুদ্র কিম্বা কুম্ভীর, যে আমার উপরে তুমি রক্ষক রাখিতেছ? ১৩ আমি যখন বলি, আমার খট্টা আমাকে সান্ত্বনা করিবে, আমার শয্যা দুঃখ সহনে আমার উপকারী হইবে, ১৪ তখন তুমি নানা স্বপ্নেতে আমাকে উদ্বিগ্ন, ও নানা দর্শনে ত্রাসযুক্ত কর। ১৫ তাহাতে আমার মন শ্বাসরোধ এবং আপনার এই অস্থিপিঞ্জর অপেক্ষা মরণ বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করে। ১৬ [জীবনে] আমার ঘৃণা হইয়াছে, আমি নিত্য জীবিত থাকিতে চাহি না; আমাকে ছাড়, কেননা আমার আয়ু বাষ্পস্বরূপ। ১৭ মর্ত্ত্য কি, যে তুমি তাহাকে মহান্ জ্ঞান কর, ও তাহার উপরে তোমার মন পড়ে, ১৮ ও প্রতি প্রভাতে তুমি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান কর, ও নিমিষে২ তাহার পরীক্ষা কর? ১৯ তুমি কত কাল আমাহইতে আপন দৃষ্টি ফিরাইবা না? আমার ঢোঁকগেলার মধ্যে কি আমাকে ছাড়িবা না? ২০ হে মনুষ্যসন্দর্শক, আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে আমার কর্ম্মে তোমার কি [ক্ষতি] হয়? তুমি কি নিমিত্তে আমাকে আপনার শরব্য করিয়াছ? আমি তো আপনার ভার আপনি হইয়াছি। ২১ তুমি আমার অধর্ম্ম ক্ষমা কর না কেন? ও আমার অপরাধ দূর কর না কেন? আমি তো এই ক্ষণে ধূলিতে শয়ন করিব, তাহাতে তুমি আমার অন্বেষণ করিলে আমি অনুদ্দিষ্ট হইব।

৮ অধ্যায়।

১ পরে শূহীয় বিল্‌দদ্ উত্তর করিয়া কহিল, ২ তুমি কত ক্ষণ এরূপ কহিবা? তোমার মুখের বাক্য তো প্রচণ্ড ঝড়স্বরূপ। ৩ ঈশ্বর কি বিচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন? কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান কি ধর্ম্ম বিপরীত করেন? ৪ যদ্যপি তোমার সন্তানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, ও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া [তাহাদের] অধর্ম্মের হস্তগত করিয়াছেন, ৫ তথাপি তুমিই যদি ঈশ্বরের অন্বেষণ কর ও সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে সাধ্যসাধনা কর, ৬ যদি নির্ম্মল ও সরল হও, তবে তিনি এখনও তোমার নিমিত্তে উদ্‌যোগী হইয়া তোমার ধর্ম্মনিবাস শান্তিযুক্ত করিবেন। ৭ তাহাতে তোমার অগ্রিম অবস্থা ক্ষুদ্র বোধ হইবে, এবং তোমার অন্তিম দশা অতিশয় উন্নত হইবে। ৮ বস্তুতঃ আমি নিবেদন করি, তুমি পূর্ব্বকালীন লোককে জিজ্ঞাসা কর, এবং তাহাদের পিতৃলোকদের কৃত আলোচনাতে মনোযোগ কর। ৯ কেননা আমরা গত কল্যের লোক, কিছুই জানি না; বস্তুতঃ পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়াস্বরূপ। ১০ কিন্তু উহারা কি তোমাকে শিক্ষা দিবে না, ও বলিবে না? এবং উহাদের অন্তঃকরণহইতে কি [এই রূপ] বাক্য নিঃসরণ হইবে না?

১১ "কর্দ্দম ব্যতিরেকে কি নল বৃদ্ধি পাইতে পারে? খাগ্‌ড়া কি জল বিনা বাড়িতে পারে? ১২ তাহা তেজস্বী হয় বটে, কিন্তু কাটিবার যোগ্য না হইতে তাহা অন্য সকল তৃণের পূর্ব্বে শুষ্ক হয়। ১৩ যে সকল লোক ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, তাহাদের সেই রূপ গতি; এবং ধর্ম্মাবমানকের আশ্বাস সেই রূপে নষ্ট হয়। ১৪ তাহার আশাভূমি উচ্ছিন্ন হয়, ও তাহার আশ্রয় মাকড়সার জালস্বরূপ হয়। ১৫ সে আপন গৃহে নির্ভর করিলে তাহা স্থির রহে না, শক্ত করিয়া ধরিলে তাহা থাকে না। ১৬ যদ্যপি লতা সূর্য্যের সাক্ষাতে সতেজ থাকে, ও উদ্যানে তাহার কোমল শাখা ব্যাপিয়া যায়, ১৭ এবং প্রস্তররাশিতে তাহার শিকড় বদ্ধ হয়, ও সে পাষাণচয়ের অভ্যন্তর দেখিতে পায়, ১৮ তথাপি আপন স্থানহইতে উৎপাটিত হইলে সেই স্থান তাহাকে অস্বীকার করিয়া কহিবে, আমি তোমাকে কখন দেখি নাই। ১৯ দেখ, এই তাহার গতির আমোদ; পরে ধূলিহইতে অন্য লতা উঠিবে।"

২০ শুন, ঈশ্বর যাথার্থিক লোককে নিগ্রহ করেন না, এবং দুরাচারিদের হস্ত ধরেন না। ২১ তিনি যাবৎ তোমার মুখ হাস্যেতে ও তোমার ওষ্ঠাধর হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ করিবেন, ২২ তাবৎ তোমার ঘৃণাকারিগণ লজ্জারূপ বস্ত্র পরিহিত হইবে, এবং দুষ্টগণের তাম্বু থাকিবে না।

৯ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইয়োব্ উত্তর করিয়া কহিল, ২ আমি নিশ্চয় জানি, তাহাই বটে; ঈশ্বরের সাক্ষাতে মর্ত্ত্য কি প্রকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে? ৩ তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া মনুষ্যের সহিত বাদানুবাদ করেন, তবে সে তাঁহাকে সহস্র কথার মধ্যে একেরও উত্তর দিতে পারে না। ৪ তিনি মনে জ্ঞানবান ও বলে

পরাক্রান্ত; তাঁহার প্রতিরোধ করিয়া কে অব্যাহত হইয়াছে? ৫ তিনি পর্ব্বতগণকে স্থানান্তর করেন; তাহারা জানে না যে তিনি আপন ক্রোধে তাহাদিগকে উল্টাইয়া ফেলেন। ৬ তিনি পৃথিবীকে স্বস্থানহইতে কম্পবান করেন, তাহাতে তাহার স্তম্ভ সকল টলটলায়মান হয়। ৭ তিনি সূর্য্যকে বারণ করিলে সে উদিত হয় না, এবং তিনি তারাগণকে ঢাকিয়া মুদ্রাঙ্ক পূর্ব্বক বন্ধ করেন। ৮ তিনি একাকী গগণমণ্ডল বিস্তারিত করেন, ও সমুদ্রের তরঙ্গচূড়ার উপর দিয়া গমনাগমন করেন। ৯ সপ্তর্ষি ও মৃগশীর্ষ ও কৃত্তিকা ও দক্ষিণদিক্স্থ [নক্ষত্রগণের] গৃহ সকলের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। ১০ তিনি অচিন্তনীয় মহাকার্য্য ও অগণনীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। ১১ দেখ, তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গমন করিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না; ও আমার নিকটে উপাগত হইলে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি না। ১২ দেখ, তিনি যদি হরণ করেন, তবে তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? "তুমি কি করিতেছ?" ইহাই বা তাঁহাকে কহা কাহার সাধ্য? ১৩ ঈশ্বর আপন ক্রোধ সম্বরণ না করিলে দুঃসাহসির সহকারিগণ তাঁহার পদতলে নত হয়। ১৪ অতএব আমি বা কি প্রকারে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিব? কেমন করিয়া কথা বাছিয়া২ তাঁহাকে কহিব? ১৫ ধার্ম্মিক হইলেও আমি উত্তর করিতে পারি না, আমার বিচারকর্ত্তার কাছে বিনতি করিতে হয়। ১৬ আমি ডাকিলে যদিস্যাৎ তিনি উত্তর দেন, তথাপি তিনি যে আমার রবে অবধান করেন, আমার এমত বিশ্বাস জন্মিবে না। ১৭ কেননা তিনি আমাকে প্রবল ঝড়েতে ভাঙ্গেন, ও অকারণে পুনঃ২ ক্ষতবিক্ষত করেন। ১৮ তিনি আমাকে প্রশ্বাস টানিতে দেন না, বরং তিক্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ করেন। ১৯ বিক্রমির বলের কথা হইলে [তিনিই বলেন], এই আমি; কিম্বা বিচার করণের কথা হইলে [বলেন], কে আমার জন্যে সময় নিরূপণ করিবে? ২০ আমি যদি আপনাকে ধার্ম্মিক বলি, তবে আমারই মুখ আমাকে দোষী করে; যদি আপনাকে যাথার্থিক বলি, তবে তাহাই আমার কুটিলতার প্রমান। ২১ আমি যাথার্থিক, আমার প্রাণ [আর] মানিব না, আপনার জীবনে আমার ঘৃণা লাগে। ২২ সকলই তো সমান, তন্নিমিত্তে আমি কহিলাম, তিনি ধার্ম্মিক ও দুর্জন উভয়কে সংহার করেন। ২৩ কশা যখন হঠাৎ [মনুষ্যকে] মারিয়া ফেলে, তখন তিনি নির্দ্দোষের পরীক্ষা দেখিয়া হাস্য করেন। ২৪ কোন দেশ দুর্জনের হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি তাহার বিচারকর্ত্তাদের চক্ষু বস্ত্রাচ্ছন্ন করেন; যদি এমত না হয়, তবে এ কর্ম্ম কে করে?

২৫ আমার দিন তো ডাক অপেক্ষাও দ্রুতগামী; সে সকল উড়িয়া যায়, কিন্তু মঙ্গলের দর্শনও পায় না। ২৬ দ্রুতগামি নৌকার ন্যায় কিম্বা খাদ্যের উপরে পতনশীল উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তাহা গমন করে। ২৭ আমি বিলাপ ত্যাগ করিব, ও মুখের বিষণ্ণতা দূর করিব, ও প্রসন্নচিত্ত হইব, এই কথা যদি বলি, ২৮ তথাপি আপনার সকল ব্যথাতে উদ্বিগ্ন হইতে হয়; আমি জানি, তুমি আমাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিবা না। ২৯ আমাকেই দোষী হইতে হয়, তবে কেন বৃথা পরিশ্রম করিব? ৩০ যদ্যপি হিমজলে আপন গাত্র মার্জ্জনা করি, ও সাবন দিয়া হস্ত পরিষ্কার করি, ৩১ তথাপি তুমি আমাকে পঙ্কে মগ্ন করিবা, এবং আমার বস্ত্রও আমাকে ঘৃণা করিবে। ৩২ কেননা তিনি আমার সমান মনুষ্য নহেন, হইলে আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে, কিম্বা তাঁহার সহিত একই বিচারস্থানে যাইতে পারিতাম। ৩৩ উভয়ের উপরে হস্তার্পণ করণে সমর্থ মধ্যস্থ আমাদের কেহ নাই। ৩৪ তিনি আমার উপরহইতে আপনার দণ্ড দূর করুন, ও তাঁহার ভয়ানকত্ব আমাকে ব্যাকুল না করুক; ৩৫ তাহাতে আমি কথা কহিব, তাঁহাহইতে ভীত হইব না; কিন্তু আমি অন্তরে স্থির নহি।

১০ অধ্যায়।

১ আমার জীবনে মনের ঘৃণা হইয়াছে; অতএব আমি আপন দুঃখের কথা রুদ্ধ করিব না, মনের তিক্ততাতে বলিব। ২ আমি ঈশ্বরকে এই কথা কহিব, তুমি আমাকে দোষী করিও না; আমার সহিত যে কারণে বিবাদ করিতেছ, তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। ৩ উপদ্রব করা, ও আপন হস্তনির্ম্মিত বস্তু নিগ্রহ করা, ও দুষ্টগণের মন্ত্রণাতে প্রসন্ন হওয়া কি তোমার পক্ষে ভাল? ৪ তোমার চক্ষু কি চর্ম্মচক্ষু? কিম্বা তোমার দৃষ্টি কি মর্ত্ত্যের দৃষ্টির ন্যায়? ৫ তোমার আয়ু কি মর্ত্ত্যের আয়ুর ন্যায়? তোমার বৎসরসমূহ কি মনুষ্যের দিনসমূহের ন্যায়? ৬ তন্নিমিত্তে কি আমার অপরাধের অনুসন্ধান করিতেছ, ও আমার পাপ অন্বেষণ করিতেছ? ৭ তুমি তো জান, আমি দুষ্ট নহি, এবং তোমার হস্তহইতে আমার উদ্ধার করণে সমর্থ কেহ নাই। ৮ তোমার হস্ত আমাকে গঠিয়াছে ও নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমার সর্ব্বাঙ্গ সুসংসক্ত [করিয়াছে], তথাপি তুমি কি আমাকে সংহার করিবা? ৯ তুমি মৃত্তিকা বলিয়া আমাকে নির্ম্মান করিয়াছ, ইহা স্মরণ কর; আর বার আমাকে মৃত্তিকাতে লীন করিবা। ১০ তুমি কি দুগ্ধের ন্যায় আমাকে ঢাল নাই? এবং ছানার ন্যায় কি আমাকে দৃঢ় কর নাই? ১১ তুমি আমাকে চর্ম্ম ও মাংসরূপ পরিচ্ছদ দিয়াছ, এবং অস্থি ও শিরাতে আমাকে বুনিয়াছ; ১২ এবং আমাকে জীবনদান ও দয়া করিয়াছ, ও তোমার তত্ত্বাবধারণে আমার আত্মার পালন হইতেছে। ১৩ তবু এ সমস্তই মনোমধ্যে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছ; আমি টের পাইতেছি, ইহা তোমার মনোরথ ছিল। ১৪ আমি পাপ করি-

লে তুমি আমার রক্ষক নিযুক্ত করিবা, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবা না। ১৫ আমি দুষ্ট হইলে আমার সন্তাপ হইবে; ধার্ম্মিক হইলেও মস্তক তুলিতে পারিব না, অবমাননাতে পরিপূর্ণ হইয়া [চারি দিগে] আপনার দুঃখ দেখিতে হইবে। ১৬ [মস্তক] তুলিলে তুমি সিংহের ন্যায় আমাকে মৃগয়া করিবা, আমার প্রতিকূলে পুনঃ২ চমৎকারজনক আচরণ করিবা; ১৭ তুমি আমার বৈপরীত্যে নূতন ২ সাক্ষী উপস্থিত করিবা, ও আমার প্রতি আপনার বিরক্তি বাড়াইবা; নূতন ২ সৈন্যদল ও বাহিনী আমার সহিত [যুদ্ধ করিবে]। ১৮ ভাল, তুমি আমাকে গর্ব্ভাশয়হইতে কেন নির্গত করিয়াছ? আহা! আমি যদি তথায় প্রাণত্যাগ করিতাম, ও কাহারো নয়নগোচর না হইতাম, ১৯ তবে অজাতের ন্যায় থাকিতাম, জঠরহইতেই কবরে নীত হইতাম। ২০ আমার দিন কি অল্প নয়? অতএব তুমি ক্ষান্ত হইয়া আমাকে ত্যাগ কর; তাহা হইলে ক্ষণকাল চিত্তপ্রসাদ পাইব; ২১ পরে যে স্থানহইতে প্রত্যাগমন করিব না, সেই অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়ারূপ দেশে যাইব; ২২ সেই দেশ অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াব্যাপ্ত, তাহা পারিপাট্যবিহীন, ও তাহার দীপ্তি অন্ধকারের সমান।

১১ অধ্যায়।

১ পরে নামাথীয় সোফর উত্তর করিয়া কহিল, ২ এত কথার কি কিছুই উত্তর দেওয়া যাইবে না? কিম্বা বাবদূক ব্যক্তি কি ধার্ম্মিক বলিয়া জয়ী হইবে? ৩ তোমার বাচালতাতে কি নর সকল নীরব থাকিবে? তুমি বকাবকি করিলে কি কেহ তোমাকে তিরস্কার করিবে না? ৪ তুমি [ঈশ্বরকে] কহিতেছ, "আমার বাক্য শুদ্ধ, আমি তোমার দৃষ্টিতে শুচি।" ৫ আহা! ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করিয়া কথা কহেন, ও তোমাকে উত্তর দিতে আপন ওষ্ঠ খুলেন, ৬ এবং প্রজ্ঞার নিগূঢ় কথা, অর্থাৎ তাহা যে কুশলের পরা কাষ্ঠা, ইহা তোমাকে জ্ঞাত করেন, তবে ঈশ্বর যে তোমার অপরাধের অনেক অংশ ক্ষমা করেন, ইহা জানিতে পারিবা।

৭ ঈশ্বরের তত্ত্ব অনুসন্ধান করা কি তোমার সাধ্য? কিম্বা সর্ব্বশক্তিমানের সম্পূর্ণ স্বভাব কি তোমার বোধগম্য? ৮ তাহা গগনের ন্যায় উচ্চ, তুমি কি করিতে পার? তাহা পাতাল অপেক্ষাও অগাধ, তুমি তাহার কি জানিতে পার? ৯ পৃথিবীহইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ, ও সমুদ্রহইতে তাহার পরিসর বড়। ১০ তিনি যদি হঠাৎ আসিয়া কাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া বিচারসভা করেন, তবে তাঁহাকে কে নিষেধ করিতে পারে? ১১ কেননা তিনি অলীক লোককে জানেন, এবং বিশেষ চিন্তা না করিয়াও অধর্ম্ম দেখেন। ১২ তবু নিঃসার মনুষ্য আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মানে, এবং বনগর্দ্দভ মানব জন্ম গ্রহণ করিতে চাহে।

১৩ তুমি যদি আপনার মন স্থির কর, ও তাঁহার অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর, ১৪ হস্তে অধর্ম্ম থাকিলে যদি তাহা দূর কর, এবং অন্যায়কে আপন তাম্বুতে বাস করিতে না দেও; ১৫ তবে নিষ্কলঙ্করূপে মুখ তুলিবা, এবং তৈজসের ন্যায় দৃঢ় এবং নির্ভয় হইবা। ১৬ বস্তুতঃ তোমার আয়াস মনে থাকিবে না, কিম্বা গত স্রোতোজলের ন্যায় স্মরণ হইবে। ১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্নহইতেও বিমল হইবে, তিমিরাবৃত হইলে পর তুমি প্রভাতের ন্যায় [বিরাজমান] হইবা। ১৮ তোমার আশ্বাস থাকাতে তুমি সাহস করিবা, এবং [আপন গৃহের] তত্ত্ব লইয়া নির্ভয়ে শয়ন করিবা। ১৯ নিদ্রা সেবন করিলে কেহ তোমাকে ভয় দেখাইতে পারিবে না, বরং অনেকে তোমাকে প্রসন্নবদন করিতে চেষ্টা করিবে। ২০ কিন্তু দুষ্টদের চক্ষু নিস্তেজ হয়, ও তাহাদের আশ্রয় নষ্ট হয়, ও তাহাদের আশ্বাস প্রাণত্যাগে পরিণত হয়।

১২ অধ্যায়।

১ অনন্তর ইয়োব উত্তর করিয়া কহিল, ২ অবশ্য তোমরাই পণ্ডিতবর্গ! প্রজ্ঞা তোমাদের সহমরণ যাইবে। ৩ কিন্তু তোমরা যেমন বুদ্ধিমান আমিও তদ্রূপ; তোমাদের হইতে আমি ক্ষুদ্র নহি; ঐ রূপ কথা কে না জ্ঞাত আছে? ৪ ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে উত্তর দেন, তথাপি আমি মিত্রের হাস্যাস্পদ হইয়াছি; ধার্ম্মিক ও যাথার্থিক হইয়াও হাস্যাস্পদ হইয়াছি। ৫ নিশ্চিন্ত লোকের জ্ঞানে মশাল অবজ্ঞার যোগ্য; যাহাদের চরণ স্খলনোদ্যত তাহাদের নিমিত্তে তাহা বিশ্বাস্য। ৬ ধনাপহারকদের তাম্বু শান্তিযুক্ত, এবং ঈশ্বরের ক্রোধজনক লোকদের নির্ব্বিঘ্নতা লাভ হয়; এমত লোক ঈশ্বরকে আপন করতলে চালায়।

৭ যাহা হউক, তুমি পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে; ও শূন্যের পক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে। ৮ কিম্বা পৃথিবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহ, সে তোমাকে উপদেশ করিবে, ও সমুদ্রচারি মৎস্যগণ তোমাকে কহিয়া দিবে। ৯ সদাপ্রভুর হস্ত এই সকল কর্ম্ম করে, ইহা তাহাদের মধ্যেও কে না জানে? ১০ যাবতীয় জীবের প্রাণ ও যাবতীয় মানবদেহের জীবাত্মা তাঁহারই হস্তে আছে। ১১ কর্ণ কি কথার পরীক্ষা করে না? ও টাকরা কি খাদ্যের আস্বাদ লয় না? ১২ প্রাচীন লোকদের নিকটে প্রজ্ঞা পাওয়া যায়, ও বার্দ্ধক্য বুদ্ধিসমন্বিত।

১৩ তাঁহার নিকটে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম আছে, তাঁহার পরামর্শ ও বুদ্ধিও আছে। ১৪ দেখ, তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কেহ নির্ম্মাণ করে না, তিনি মনুষ্যকে রুদ্ধ করিলে কেহ তাহাকে মুক্ত করে না। ১৫ তিনি জল বদ্ধ করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, ও বন্যা প্রেরণ করিলে তাহা পৃথিবীকে লণ্ডভণ্ড করে।

১৬ বল ও কুশল তাঁহার, ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার। ১৭ তিনি মন্ত্রিগণকে সর্ব্বস্বহীন করিয়া লইয়া যান, ও বিচারকর্ত্তাদিগকে উন্মত্ত করেন। ১৮ তিনি রাজাদিগের কর্তৃত্ববন্ধন মুক্ত করেন, ও তাহাদের কটিদেশে দাসত্বপট্কা বন্ধ করেন। ১৯ তিনি যাজকগণকে বন্দি করিয়া লইয়া যান, ও বদ্ধমূলদিগকে উন্মূলন করেন। ২০ তিনি বিশ্বস্তদের কথা অন্যথা করেন, ও বৃদ্ধগণের বিবেচনা অপহরণ করেন। ২১ তিনি কর্ত্তাদিগকে তুচ্ছতারূপ জলে অভিষিক্ত করেন, ও বিক্রমিদের কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলেন। ২২ তিনি অন্ধকারাবৃত গভীর স্থানকে প্রকাশ করেন, ও মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোর মধ্যে আনয়ন করেন। ২৩ তিনি জাতিগণের উন্নতি করিয়া বিনাশ করেন, ও জাতিদিগকে বাড়াইয়া স্থানান্তর করেন। ২৪ তিনি দেশীয় জনাধ্যক্ষদের হৃদয় অপহরণ করেন, ও পথহীন মরুভূমির মধ্যে তাহাদিগকে ভ্রমণ করান। ২৫ তাহারা আলো না পাইয়া অন্ধকারে হাঁতড়িয়া২ বেড়ায়; তিনি তাহাদিগকে মর্ত্ত্যের ন্যায় ভ্রমণ করান।

১৩ অধ্যায়।

১ দেখ, এই সকল আমি চক্ষুতে দেখিয়া কর্ণেতে শুনিয়া বুঝিয়াছি। ২ তোমরা যাহা জান, আমিও তাহা জানি; আমি তোমাদের হইতে ক্ষুদ্র নহি। ৩ যাহা হউক, আমি সর্ব্বশক্তিমানেরই সহিত কথা কহিতে বাঞ্ছা করি, ও ঈশ্বরেরই সহিত বিচার করিতে বাসনা করি। ৪ তোমরা তো নিতান্ত মিথ্যাবাক্যরচক ও ছায়ার চিকিৎসক। ৫ তোমরা যেন নীরব হইয়া থাক, ইহা আমার বাঞ্ছা; ইহা তোমাদেরও প্রজ্ঞার প্রমাণ হইবে। ৬ আমার অনুযোগকথা শুন, ও আমার ওষ্ঠাধরের সকল বিচারকথাতে মনোযোগ কর। ৭ তোমরা কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়ের কথা কহিবা? ও তাঁহার পক্ষে কি প্রতারণার বাক্য কহিবা? ৮ তোমরা কি তাঁহার মুখাপেক্ষা করিতেছ? ও ঈশ্বরের পক্ষে কি বিবাদ করিতেছ? ৯ তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিলে কি তোমাদের মঙ্গল হইবে? মনুষ্য যেমন মনুষ্যকে ভুলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁহাকে ভুলাইবা? ১০ তোমরা গোপনে মুখাপেক্ষা করিলে তিনি তোমাদিগকে অবশ্য অনুযোগ করিবেন। ১১ তাঁহার মহত্ব কি তোমাদিগকে ত্রাসযুক্ত করে না? ও তাঁহার ভয়ানকতাতে কি তোমরা ভীত হও না? ১২ তোমাদের স্মরণীয় শ্লোক ভস্মরাশির ন্যায়, ও তোমাদের শব্দসেতু কর্দ্দমের সেতুর তুল্য। ১৩ তোমরা নীরব হও; আমি কিছু কহি, তাহাতে আমার যাহা হয় হইবে।

১৪ আমি কেন [আর] আপন মাংস দন্তে বহন করিব? আমি বরং আপন প্রাণ আপনার হস্তে রাখিব। ১৫ তিনি যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহার অপেক্ষা করিব, কোন মতে আপন আচারের কথা তাঁহার গোচরে নিবেদন করিব। ১৬ তাহাও আমার পরিত্রাণে পরিণত হইবে; কেননা ধর্ম্মাবমানক লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় না। ১৭ মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন, আমার নিবেদন তোমাদের কর্ণগোচর হউক। ১৮ দেখ, আমি আপন বিচারের কথা প্রস্তুত করিলাম; আমি যে নির্দ্দোষ হইব, তাহা জানি। ১৯ বিচারে আমার প্রতিবাদী কে? [কেহ যদি না থাকে,] তবে আমি একেবারে নীরব হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। ২০ তুমি কেবল দুই প্রকার ক্লেশ আমাকে দিও না, তাহাতে আমি তোমার দৃষ্টিহইতে লুক্কায়িত হইব না; ২১ অর্থাৎ আমার উপরে আপন হস্তের ভার আর রাখিও না, এবং তোমার ভয়ানকত্ব আমাকে ভীত না করুক; ২২ পরে তুমি ডাকিলে আমি উত্তর করিব, কিম্বা আমি কথা কহিলে তুমি প্রত্যুত্তর দিও। ২৩ আমার অপরাধ ও পাপ কত আছে? আমার অধর্ম্ম ও পাপ কি? তাহা আমাকে জ্ঞাত কর। ২৪ তুমি কেন আপন মুখ লুকাইতেছ? ও কেন আমাকে আপনার শত্রু বোধ করিতেছ? ২৫ তুমি কি বায়ুচালিত পত্র ত্রাসযুক্ত করিবা? ও শুষ্ক তৃণকে তাড়না করিবা? ২৬ এই কারণ কি আমার বিরুদ্ধে তিক্ত কথা লিখিতেছ, ও আমাকে যৌবনাবস্থার অপরাধের ফলভোগ করাইতেছ, ২৭ ও আমার চরণ নিগড়েতে বদ্ধ করিতেছ, ও আমার মার্গে রক্ষক রাখিতেছ, এবং আমার পাদমূলের চারি দিগে আলি বাঁধিতেছ? ২৮ মনুষ্য তো গলিত কাষ্ঠের ন্যায় কিম্বা কীটকুট্টিত বস্ত্রের মত ক্ষয় পায়।

১৪ অধ্যায়।

১ অবলাজাত মনুষ্য অল্পায়ু ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। ২ সে পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া ম্লান হয়, ও ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, স্থির থাকে না। ৩ তবু তুমি কি এমত প্রাণির প্রতি দৃষ্টি করিবা? ও আমাকে আপন সঙ্গে বিচারস্থানে লইয়া যাইবা? ৪ অশুচিহইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে? এক জনও পাওয়া যায় না। ৫ তাহার আয়ুর দিন গণিত আছে, ও তোমাদ্বারা তাহার মাসের সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে, তুমি তাহার অলঙ্ঘনীয় সীমা স্থাপন করিয়াছ। ৬ অতএব অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাহইতে ক্ষান্ত হও, কোন বেতনজীবির ন্যায় তাহাকে আপনার দিন ভোগ করিতে দেও।

৭ বস্তুতঃ বৃক্ষেরই আশা আছে, ছিন্ন হইলে সে পুনর্ব্বার পল্লবিত হইবে, ও তাহার কোমল শাখার অভাব হইবে না। ৮ যদ্যপি মৃত্তিকাতে তাহার মূল প্রাচীন হয়, ও ভূমিতে তাহার গুঁড়ি মৃতকল্প হয়, ৯ তথাচ জলের গন্ধ পাইলে তাহা পল্লবিত হয়, এবং নবরোপিত বৃক্ষের ন্যায় শাখাবিশিষ্ট হয়। ১০ কিন্তু নর মরিলেই ক্ষয় পায়; মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে? ১১ সমুদ্রহইতে জল চলিয়া যায়, ও নদী শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। ১২ তদ্রূপ মনুষ্য কবরে শয়ন করিলে আর উঠে না; সে যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়, তাবৎ আর প্রবুদ্ধ কিম্বা

আপন নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হয় না। [১৩] হায় ২, তুমি যদি আমাকে পাতালে লুকাইয়া রাখ, ও যাবৎ তোমার ক্রোধ সম্বরণ না হয়, তাবৎ আমাকে গুপ্ত রাখ; হায় ২, যদি আমার জন্যে সময় নিরূপণ করিয়া আমাকে স্মরণ কর। [১৪] কিম্বা মনুষ্য মরিয়া কি পুনর্জীবিত হইবে? তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত আমার কার্য্যান্তর না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি আপন সৈন্যবৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিব। [১৫] পরে তুমি আহ্বান করিলে আমি উত্তর দিব; তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি মমতা করিবা।

[১৬] এখন তুমি আমার পাদবিন্যাস গণনা করিতেছ, তথাপি আমার পাপের সূক্ষ্ম আলোচনা কর না। [১৭] আমার অধর্ম্ম থৈলীতে বদ্ধ হইয়া মুদ্রাঙ্কিত আছে, এবং তুমি আমার অপরাধের উপরে অঙ্ক লিখিতেছ। [১৮] শেষে পর্ব্বতও পড়িয়া চূর্ণ হয়, এবং শৈলও আপন স্থানহইতে সরিয়া যায়। [১৯] জল পাষাণকেও জর্জ্জরিত করে, এবং তাহার বন্যা ভূমির ধূলি ভাসাইয়া লইয়া যায়; তদ্রূপ তুমি মর্ত্ত্যের আশ্বাস ক্ষয় করিতেছ। [২০] তুমি নিত্য ২ তাহাকে আক্রমণ করিতেছ, তাহাতে সে স্থানান্তরে যায়, ও তুমি তাহার মুখের বিকার করিয়া তাহাকে দূর করিতেছ। [২১] তাহার সন্তানগণ গৌরবান্বিত হইলে সে তাহা অবগত হয় না, এবং হেয় হইলে সে তাহা টের পায় না। [২২] কেবল তাহার নিজ মাংস ব্যথিত ও নিজ প্রাণ ব্যাকুল হয়।

১৫ অধ্যায়।

[১] পরে তৈমনীয় ইলীফস্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] জ্ঞানবান কি বাতোৎপন্ন শিক্ষা দিয়া উত্তর করিবে? ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে আপন উদর পূর্ণ করিবে? [৩] সে কি অনর্থক কথাতে ও নিষ্ফল বাক্যে বিবাদ করিবে? [৪] তুমি তো [ঈশ্বরের] ভীতিও অগ্রাহ্য করিতেছ, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনানুরাগ ক্ষীণ করিতেছ। [৫] তোমারই মুখ তোমার অপরাধ ব্যক্ত করে, তুমি ধূর্ত্তদের জিহ্বা মনোনীত কহিলা। [৬] তোমারই মুখ তোমাকে দোষী করিল, আমি করি নাই; তোমারই ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেছে। [৭] মনুষ্যদের মধ্যে তুমি কি প্রথমজাত? ও পর্ব্বতগণের পূর্ব্বে কি তোমার জন্ম হইয়াছিল? [৮] তুমি কি ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রণা শুনিয়াছ, ও সমস্ত প্রজ্ঞা হরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছ? [৯] আমরা না জানি এমত কি জান? ও আমাদের অজ্ঞাত এমত কি বুঝ? [১০] পক্বকেশবিশিষ্ট বৃদ্ধগণ এবং তোমার পিতাহইতেও বৃদ্ধতমেরা আমাদের মধ্যে আছে। [১১] ঈশ্বরের সান্ত্বনাবাক্য সকল ও তোমার প্রতি কোমল আলাপ ক্ষুদ্র বলিয়া কি তোমার তুচ্ছ বোধ হয়? [১২] তোমার মন কেন তোমাকে বিপথে টানে? ও তোমার চক্ষু কেন মিট্‌মিট্ করে? [১৩] তুমি তো ঈশ্বরকে আপন ক্রোধের লক্ষ্য করিয়াছ, ও তাঁহার বিরুদ্ধে নিজ মুখহইতে কথা নির্গত করিয়াছ। [১৪] মর্ত্ত্য কি? সে কি পবিত্র হইতে পারে? অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? [১৫] দেখ, তিনি আপনার পবিত্রগণেতেও বিশ্বাস করেন না, তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে। [১৬] তবে জলের মত অন্যায়পায়ি মনুষ্য কেমন ঘৃণার্হ ও মলিন! [১৭] আমার কথা শুন, আমি তোমাকে জ্ঞাত করি; ও যাহা দেখিয়াছি তাহা প্রচার করি। [১৮] জ্ঞানিগণ আপনাদের পিতৃলোকহইতে যাহা ২ পাইয়া প্রকাশ করিয়াছে, গুপ্ত রাখে নাই, তাহা [আমি বলিব]। [১৯] কেবল তাহাদিগকেই পৃথিবী দত্ত হইয়াছিল, ও তাহাদের মধ্যে কোন অপর লোক ভ্রমণ করিত না। [২০] দুর্জ্জন যাবজ্জীবন আপনাহইতে ক্লেশ পায়, ও ভীমবিক্রান্তের জন্যে স্বল্প বৎসর নিরূপিত আছে। [২১] তাহার কর্ণকুহরে ভয়ঙ্কর শব্দ আইসে, শান্তির সময়ে বিনাশক তাহাকে আক্রমণ করে। [২২] সে যে অন্ধকারহইতে উত্তীর্ণ হইবে, এমত বিশ্বাস করে না, বরং সে খড়্গের জন্যে নির্দ্ধারিত। [২৩] সে খাদ্যের চেষ্টাতে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করে, এবং অন্ধকারের দিন যে প্রস্তুত ও আপনার আসন্ন, ইহাও জানে। [২৪] সঙ্কট ও মনস্তাপ তাহাকে ভয় দেখায়, এবং তুমুল যুদ্ধের নিমিত্তে সুসজ্জ রাজার ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করে। [২৫] যেহেতুক সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিত, ও সর্ব্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আপনাকে বীর্য্যবান করিত; [২৬] এবং উচ্চগ্রীব হইয়া আপন ঢালের স্থূল গণ্ড সকল দেখাইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দৌড়িত; [২৭] যেহেতুক সে আপন মুখ মেদেতে লপিত ও কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট করিত, [২৮] এবং উৎসন্ন নগরে ও নিবাসের অযোগ্য প্রস্তররাশি হওনার্থে নিরূপিত বাটীতে বাস করিত; [২৯] সেই হেতু সে ধনী হইবে না, ও তাহার সম্পত্তি স্থির থাকিবে না; এমত লোকদের কল্পতরু ফলভারে ভূমিস্পর্শী হইবে না; [৩০] এবং সে অন্ধকারহইতে উদ্ধার পাইবে না; অগ্নিশিখা তাহার কোমল শাখা শুষ্ক করিবে, আর সে ঈশ্বরের মুখের নিশ্বাসে উড়িয়া যাইবে। [৩১] সে অলীকতাতে বিশ্বাস না করুক, নতুবা ভ্রান্ত হইবে; কেননা তাহার ফলও অলীক হইবে; [৩২] তাহা অকালে শুষ্ক হইবে, ও তাহার শাখা নিস্তেজ হইবে। [৩৩] যে দ্রাক্ষালতার অপক্ব ফল ঝরিয়া পড়ে, কিম্বা যে জিতবৃক্ষের পুষ্প খসিয়া পড়ে, সে তাহার ন্যায় হইবে। [৩৪] ধর্ম্মাবমানক লোকদের মণ্ডলী পাষাণীভূত হইবে, এবং অগ্নি উৎকোচগ্রাহির তাম্বু সকল গ্রাস করিবে। [৩৫] কেননা তাহারা আয়াসরূপ গর্ভধারণ করিয়া অন্যায় প্রসব করে, এবং তাহাদের উদরমধ্যে প্রতারণা উদ্ভাবিত হয়।

১৬ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ইয়োব্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] আমি এরূপ অনেক শুনিয়াছি, তোমরা সকলে আয়াসজনক

সান্ত্বনাকারী। ৩ এই বাতোৎপন্ন কথার শেষ কি কখন হইবে না? উত্তর করিতে তোমাকে কে উত্তেজনা করে? ৪ আমিও তোমাদের ন্যায় কহিতে পারি; হায়, আমার অবস্থার মত যদি তোমাদের অবস্থা হইত, তবে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে কথা সঞ্চয় করিতে ও মস্তক নাড়িতে পারিতাম। ৫ বরঞ্চ আপন মুখদ্বারা তোমাদিগকে সবল করিতাম, এবং আমার ওষ্ঠের চালনেতে তোমাদের দুঃখের শান্তি হইত।

৬ আমি কথা কহিলে আমার ক্লেশনিবৃত্তি হয় না, এবং নীরব থাকিলেও [তাহার] কিয়দংশই আমাকে ছাড়ে না। ৭ তুমি আমাকে অবসন্ন করিয়াছ, ও আমার সমস্ত মণ্ডলী শূন্য করিয়াছ। ৮ তুমি যে আমাকে ধরিয়াছ, ইহা আমার প্রতিকূল সাক্ষ্য আছে; ও আমার কৃশতা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আমার সাক্ষাতে প্রমাণ দিতেছে। ৯ আমার বিপক্ষ ক্রোধে আমাকে বিদীর্ণ করে, ও আমার হিংসা করে, ও আমার প্রতি দন্ত ঘর্ষণ করে, ও আমার বিরুদ্ধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে। ১০ লোকে আমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে, তাহারা ধিক্কার পূর্ব্বক আমার গালে চপেটাঘাত করে, ও আমার বিরুদ্ধে জনতা করে।

১১ ঈশ্বর আমাকে অন্যায়কারির প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন, ও দুষ্টদের হস্তে ফেলিয়া দিয়াছেন। ১২ আমি শান্তিতে ছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে ভগ্ন করিয়াছেন, ও আমার গলা ধরিয়া আমাকে খণ্ড ২ করিয়াছেন, ও আমাকে আপনার শরব্য করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ১৩ তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা আমাকে বেষ্টন করে, তিনি দয়া না করিয়া আমার যকৃৎ বিদীর্ণ করেন, ও মৃত্তিকায় আমার পিত্ত ঢালেন। ১৪ তিনি ছিদ্রের উপরে ছিদ্র করিয়া আমাকে ছিদ্রিত করেন, ও বীরের ন্যায় আমার বিরুদ্ধে ধাবমান হন।

১৫ আমি চর্ম্মের উপরে চট বাঁধিয়াছি, ও ধূলাতে আপন শৃঙ্গ কলুষিত করিয়াছি। ১৬ আমার মুখ রোদনে বিকৃত হইয়াছে, এবং মৃত্যুচ্ছায়া আমার চক্ষুর পাতার উপরে আছে। ১৭ আমার হস্তস্থিত কোন দৌর্জন্যহইতে এই ফল হইল তাহা নয়, আমার প্রার্থনাও পবিত্র। ১৮ হে পৃথিবি, আমার রক্ত আচ্ছাদন করিও না; আমার ক্রন্দন কুত্রাপি থাকিবার স্থান প্রাপ্ত না হউক।

১৯ দেখ, এখনও আমার সাক্ষ্য স্বর্গে, ও আমার সাক্ষী ঊর্দ্ধস্থানে থাকেন। ২০ আমার মধ্যস্থই আমার মিত্র, [এই জন্যে] ঈশ্বরের উদ্দেশে আমার চক্ষুহইতে অশ্রুপাত হয়। ২১ ঈশ্বরের নিকটে তিনি মনুষ্যের পক্ষে উত্তর প্রত্যুত্তর করুন, ও মনুষ্যপুত্র [রূপে] আপন বন্ধুর পক্ষে কথা কহুন। ২২ কেননা আমার আর অল্প আয়ু গত হইলে, যে পথে গেলে প্রত্যাগমন হয় না, সেই পথে আমি যাইব।

১৭ অধ্যায়।

১ আমার শ্বাস বিকৃত হইয়াছে, আমার দিন অবসান হইয়াছে, আমার নিমিত্তে কবর প্রস্তুত আছে। ২ আমার নিকটে কি নিন্দকগণ নাই? ও তাহাদের বিরোধ কি নিত্য আমার চক্ষুর্গোচর নহে? ৩ বিনয় করি, তুমি পণ দেও, তোমার নিকটে আপনি আমার প্রতিভূ হও; নতুবা কে আমার প্রতিভূ হইতে স্বীকার করিবে? ৪ তুমি ইহাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিরহিত করিয়াছ, অতএব ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবা না। ৫ যে ব্যক্তি হরণকারির হস্তে আপনার বন্ধুদিগকে অর্পণ করে, তাহার সন্তানদের চক্ষু অন্ধ হইবে। ৬ কিন্তু উনি আমাকে লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ করেন; সকলে যাহার সাক্ষাতে থুথু ফেলে, আমি এমত লোক হইলাম। ৭ আমার চক্ষু মনস্তাপে নিস্তেজ হইয়াছে, এবং আমার সর্ব্বাঙ্গ ছায়ার ন্যায় হইয়াছে। ৮ ইহাতে সরলাচারি লোকেরা চমৎকৃত হয়, এবং ধর্ম্মাবমানের বিষয়ে নির্দ্দোষের রোমাঞ্চ জন্মে। ৯ তথাপি ধার্ম্মিক লোক আপন পথে অগ্রসর হয়, ও শুচিহস্ত লোক উত্তরোত্তর প্রবল হয়। ১০ যাহা হউক, তোমরা সকলে এখন ফিরিয়া আসিতে পার, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে কাহাকেও জ্ঞানবান দেখি না।

১১ আমার আয়ু গেল, আমার অভিপ্রায় ও মনোরথ সকল নিরর্থক হইল। ১২ ইহারা রাত্রিকে দিবস, এবং আলোকে অন্ধকারের অব্যবহিত অগ্রগামী বলিয়া জ্ঞান করে। ১৩ যদি আমি অপেক্ষা করি, তবে পাতাল আমার ঘর হইবে, অন্ধকারে আপনার শয্যা পাতিতে হইবে; ১৪ ক্ষয়কে আমার পিতা, ও কীটগণকে আমার মাতা ও ভগিনী বলিয়া ডাকিতে হইবে; ১৫ অতএব আমার প্রত্যাশা কোথায়? হাঁ, আমার প্রত্যাশা কে দেখিতে পায়? ১৬ তাহা পাতালে পড়িয়া তাহার অর্গলেতে বদ্ধ হইল, আর আমার সহিত ধূলায় একত্র থাকিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ পরে শূহীয় বিল্‌হদদ্ উত্তর করিয়া কহিল, ২ তোমরা কত কাল বাক্য ধরিতে জাল পাতিবা? অগ্রে বিবেচনা কর, পরে আমরা উত্তর করিব। ৩ আমরা কি নিমিত্তে পশুবৎ গণিত, ও তোমাদের দৃষ্টিতে স্থূলবুদ্ধি প্রতীয়মান হই? ৪ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে বিদীর্ণ করিতেছ যে তুমি, তোমার নিমিত্তে কি পৃথিবী ত্যাগ করা যাইবে? কিম্বা আপন স্থানহইতে কি শৈলকে সরান যাইবে? ৫ দুষ্টের দীপ্তি তো নির্ব্বাণ হয়, এবং তাহার অগ্নির উল্কা নিস্তেজ হয়। ৬ তাহার তাম্বুতে আলো অন্ধকার হয়, ও তাহার ঝুলান প্রদীপ নিবিয়া যায়। ৭ তাহার সামর্থ্যের গতি খর্ব্ব করা যায়, এবং সে আপনার পরামর্শদ্বারাই নিপাতিত হয়। ৮ বস্তুতঃ সে আপন পাদসঞ্চারে জালমধ্যে চালিত হয়, ও কূটের উপরে গমনাগমন করে। ৯ তাহার পাদমূল পাশে বদ্ধ হয়, ও সে ফাঁদে ধৃত হয়। ১০ তাহার ফাঁদ ভূমিতে লুক্কায়িত আছে, ও তাহার বাঁশকল পথে আছে।

[১১] চতুর্দ্দিগে নানা বিভীষিকা তাহাকে ভয় দেখায়, ও পদে ২ তাহাকে তাড়ায়। [১২] তাহার দৌর্ভাগ্য [তাহাকে] গ্রাস করিতে উৎসুক, ও বিপদ তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। [১৩] তাহা তাহার চর্ম্মশুদ্ধ অঙ্গ সকল ভক্ষণ করিবে। মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ তনয় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ করিবে; [১৪] সে আপন তাম্বুরূপ আশ্রয়হইতে উৎপাটিত হইবে; ভীতিরাজের কাছে তাহাকে চলিতে হইবে। [১৫] তাহার তাম্বুনিবাসী তাহার অসম্পর্কীয় হইবে, ও তাহার বাসস্থানে গন্ধক ছড়ান যাইবে। [১৬] নীচে তাহার মূল শুষ্ক, এবং ঊর্দ্ধে তাহার শাখা ছিন্ন হইবে। [১৭] পৃথিবীতে তাহার স্মরণ লুপ্ত হইবে, ও জনপদের কুত্রাপি কেহ তাহার নামও করিবে না। [১৮] সে আলোহইতে অন্ধকারে দূরীকৃত, ও সংসারহইতে তাড়িত হইবে। [১৯] স্বজাতীয়দের মধ্যে তাহার পুত্র কি পৌত্র থাকিবে না, তাহার সকল প্রবাসস্থানে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। [২০] তাহার দশাতে পাশ্চাত্য লোকেরা স্তম্ভিত হইবে, ও পূর্ব্বদেশীয়েরা ভয়ে রোমাঞ্চিত হইবে। [২১] দেখ, অন্যায়ি লোকদের এ রূপ বসতি; যে জন ঈশ্বরকে জানে না, তাহার এই রূপ অধিকার।

১৯ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ইয়োব্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] তোমরা কত ক্ষণ আমার মনে ক্লেশ দিবা, ও বাক্যের আঘাতে আমাকে চূর্ণ করিবা? [৩] দশ বার আমাকে তিরস্কার করিয়াছ; আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে তোমাদের কি লজ্জা হয় না? [৪] যাহা হউক, যদি আমি প্রমাদ করিয়া থাকি, তবে সেই প্রমাদের ফল আমার। [৫] তোমরা কি নিতান্ত আমার উপরে দর্প করিবা? ও আমার ক্লেশার্থে আমার দুর্নাম আমাকে বুঝাইয়া দিবা?

[৬] তোমরা ইহা জ্ঞাত হও, ঈশ্বর আমাকে নত করিয়াছেন, ও চতুর্দ্দিগে আপন জালে আটক করিয়াছেন। [৭] দেখ, আমি অন্যায়প্রযুক্ত ক্রন্দন করি, কিন্তু কোন উত্তর পাই না; আমি আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু বিচার হইতেছে না। [৮] তিনি অলঙ্ঘনীয় বেড়াদ্বারা আমার পথ রুদ্ধ, এবং আমার মার্গ অন্ধকারাবৃত করিয়াছেন। [৯] তিনি আমার গৌরবরূপ বস্ত্র খুলিয়া হরণ করিয়াছেন, ও আমার মস্তকের মুকুট দূরে ফেলিয়াছেন। [১০] এবং চতুর্দ্দিগে আমাকে উৎপাটন করিয়াছেন, তাহাতে আমি গতপ্রায় হইয়াছি; তিনি বৃক্ষের ন্যায় আমার আশ্বাস উন্মূলন করিয়াছেন। [১১] এবং আমার বিরুদ্ধে আপন ক্রোধাগ্নি উজ্জ্বল করিয়াছেন, ও আমাকে বিপক্ষের ন্যায় গণনা করিয়াছেন। [১২] তাঁহার সৈন্যদল সকল একসঙ্গে আসিতেছে; তাহারা আমার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বাঁধিয়া আপনাদের জন্যে পথ করিয়াছে, ও আমার তাম্বুর চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়াছে। [১৩] তিনি আমার জ্ঞাতিদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছেন, ও আমার পরিচিত লোকেরা অপরিচিতের ন্যায় হইয়াছে। [১৪] আমার কুটুম্বগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও আমার মিত্রগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছে। [১৫] আমার গৃহের প্রবাসি লোক ও আমার দাসীগণ আমাকে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান করে, আমি তাহাদের দৃষ্টিতে বিজাতীয় হইয়াছি। [১৬] আমার দাসকে ডাকিলে সে উত্তর দেয় না, আপন মুখে তাহার নিকটে বিনয় করিতে হয়। [১৭] আমার ভার্য্যার নিকটে আমার নিশ্বাস, ও আমার সহোদরগণের নিকটে আমার আর্ত্তরাব দুর্গন্ধ হয়। [১৮] বালকেরাও আমাকে নিগ্রহ করে, আমি উঠিলে তাহারা আমার প্রতিকূল কথা কহে। [১৯] আমার আত্মীয় সখারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, ও আমার প্রিয় পাত্রেরা আমার বিপরীত হয়। [২০] আমার চর্ম্মে ও মাংসে অস্থি সংলগ্ন হইয়াছে, আমি দন্তের চর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া বাঁচিয়া আছি। [২১] হে আমার বন্ধুগণ, তোমরাই আমাকে কৃপা কর, কৃপা কর, কেননা ঈশ্বরের হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। [২২] ঈশ্বরের ন্যায় তোমরাও কেন আমাকে তাড়না কর? আমার মাংস ভক্ষণ করিত কি ক্ষান্ত হইবা না?

[২৩] আহা, আমার কথা সকল যদি লিখিত হয়! তাহা যদি পুস্তকে রচিত হয়! [২৪] এবং লৌহ লেখনী ও সীসাদ্বারা যদি পাষাণে তক্ষিত হইয়া অনন্ত কাল থাকে! [২৫] যাহা হউক, আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত আছেন, ও শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন! [২৬] যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে পর এই সমস্ত কীটকুটিত হইবে, তথাচ আমি আপনার মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব। [২৭] আমি তাঁহাকে আপনার সপক্ষ দেখিব, আমারই চক্ষু তাঁহার দর্শন পাইবে, পরের চক্ষু পাইবে না। আহা, বক্ষোমধ্যে আমার হৃদয় ক্ষীণ হইতেছে। [২৮] যদ্যপি তোমরা বলিতেছ, আমরা কেমন করিয়া উহাকে তাড়না করিব? তথাপি আমার মধ্যে সারকথা পাওয়া যাইবে। [২৯] তোমরা আপনাদের জন্যে খড়্গহইতে উদ্বিগ্ন হও, কেননা খড়্গের যোগ্য অপরাধ বিষজ্বালাস্বরূপ; অতএব বিচার হইবে, ইহা তোমাদের জানা উচিত।

২০ অধ্যায়।

[১] পরে নামাথীয় সোফর্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] আমার ভাবনা উত্তর দিতে আমাকে উত্তেজনা করে, কারণ আমি অধৈর্য্য হইলাম। [৩] আমি আপনার অপমানসূচক উপদেশ শুনিলাম, এ কারণ নিজ বিবেচনানুসারে আত্মা আমাকে উত্তর যোগাইয়া দেয়। [৪] তুমি কি ইহা জান না, যে কালের আরম্ভাবধি, অর্থাৎ পৃথিবীতে মনুষ্য স্থাপনাবধি, [৫] দুষ্টগণের আনন্দগান ক্ষণমাত্র স্থায়ী, ও ধর্ম্মাবমানকের হর্ষ নিমেষমাত্র স্থায়ী হয়? [৬] তাহার মহত্ত্ব যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে, ও তাহার

মস্তক যদি মেঘ স্পর্শ করে; [৭] তথাপি সে আপন বিষ্ঠার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইবে; যাহারা তাহাকে দেখিত, তাহারা কহিবে, সে কোথায়? [৮] সে স্বপ্নবৎ লুপ্ত হইবে, তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া যাইবে না; সে রাত্রিকালীন দর্শনের ন্যায় দূরীকৃত হইবে। [৯] যে চক্ষু তাহাকে দেখিত, সে আর দেখিবে না, ও তাহার বাসস্থান আর তাহাকে নিরীক্ষণ করিবে না। [১০] তাহার সন্তানগণ দরিদ্রদিগকে বিনয় করিবে, এবং তাহার নিজ হস্ত আপন সংস্থান ব্যয় করিবে। [১১] যদ্যপি তাহার অস্থি যৌবনের তেজে পূর্ণ থাকে, তথাপি তাহার সহিত তাহাও ধূলায় শয়ন করিবে। [১২] যদ্যপি দুষ্টতা তাহার মুখে মিষ্ট লাগে, ও সে তাহা জিহ্বার নীচে লুকাইয়া রাখে, [১৩] ও ভাল বাসিয়া তাহা ত্যাগ না করে, কিন্তু মুখের তালুতে রাখে; [১৪] তথাপি তাহার অন্ন উদরে গিয়া বিকৃত হইবে, এবং তাহার অন্তরে কালসর্পের গরলস্বরূপ হইবে। [১৫] সে যে ধন গ্রাস করিয়াছে তাহা উদ্গীরণ করিবে; ঈশ্বর তাহার উদরহইতে তাহা বমন করাইবেন। [১৬] সে সর্পের গরল চুষিবে, বিষধরের জিহ্বা তাহাকে নষ্ট করিবে। [১৭] সে [মঙ্গলের] স্রোত অর্থাৎ মধু ও দধি প্রবাহি নদী দেখিতে পাইবে না। [১৮] সে আপন পরিশ্রমের ফল ভোগ না করিয়া ফিরিয়া দিবে; ও তাহার যত আয় তত ব্যয় হওয়াতে সে আমোদ করিবে না। [১৯] কারণ সে দরিদ্রগণকে উপদ্রব করিয়া ত্যাগ করিত, এবং গৃহ নির্ম্মাণ না করিয়া পরের গৃহ হরণ করিত। [২০] তাহার তৃষ্ণার শান্তি হইত না, এই কারণ সে আপনার ইষ্ট বস্তুর মধ্যে কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না। [২১] তাহার গ্রাসদ্বারা কিছু অবশিষ্ট রহিত না, এ কারণ তাহার মঙ্গল থাকিবে না। [২২] সে সম্পূর্ণ কুলানের সময়ে বিপদগ্রস্ত হইবে, ও উপদ্রুত সকলের হস্ত তাহাকে আক্রমণ করিবে। [২৩] তাহার উদর পূর্ণ করিতে ঈশ্বর তাহার উপরে আপন ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিবেন, এবং তাহার সম্মুখস্থ আহারীয় দ্রব্যের উপরে তাহা বর্ষণ করিবেন। [২৪] লৌহসজ্জাহইতে পলাইলে সে পিত্তলের ধনুর্ব্বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে। [২৫] সেই তীর তাহার অঙ্গহইতে আকৃষ্ট হইয়া বহির্গত হইবে, ও তাহার পিত্তহইতে চক্‌মকে বাণাগ্র নির্গত হইবে, তাহাতে নানাবিধ ত্রাস তাহাকে আক্রমণ করিবে। [২৬] তাহার ভাগ্যে সমুদায় অন্ধকার সঞ্চিত হইবে, বিনা ব্যজনে অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিবে, ও তাহার তাম্বুতে অবশিষ্ট সকলই ভস্ম করিবে। [২৭] স্বর্গ তাহার অপরাধ ব্যক্ত করিবে, ও পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে উঠিবে। [২৮] তাহার বাটীর সম্পত্তি উড়িয়া যাইবে, তাহা ক্রোধের দিনে গলিয়া যাইবে। [২৯] ইহাই ঈশ্বরহইতে দুষ্ট মনুষ্যের লভ্য ভাগ্য, ও পরমেশ্বরহইতে নিরূপিত তাহার অধিকার।

২১ অধ্যায়।

[১] অনন্তর ইয়োব উত্তর করিয়া কহিল, [২] তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শুন, তাহাই তোমাদের সান্ত্বনা করা হইবে। [৩] আমার প্রতি সহিষ্ণুতা কর, আমি কথা কহি; কথনের পরে তুমি ঠাট্টা করিও। [৪] আমার কাতরোক্তি কি মনুষ্যের প্রতি হইতেছে? আমার মন বা অধৈর্য্য হইবে না কেন? [৫] তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্তব্ধ হও, এবং মুখে হাত দেও। [৬] আমার দুঃখ মনে পড়িলে আমি বিহ্বল হই, ও আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপে।

[৭] দুর্জ্জনেরা কেন জীবিত থাকে? কেন বৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে? [৮] তাহাদের বংশ তাহাদের সম্মুখে সুস্থির হয়, ও তাহাদের সন্তানসন্ততি তাহাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে। [৯] তাহাদের বাটী ভয়রহিত শান্তিযুক্ত, ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দণ্ড হয় না। [১০] তাহাদের বৃষ সঙ্গম করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না; ও তাহাদের গাভী গাভীন হইলে তাহার গর্ব্ভপাত হয় না। [১১] তাহারা আপন ২ বালকদিগকে মেষপালের ন্যায় বাহিরে চালায়, ও তাহাদের সন্তানগণ নৃত্য করে। [১২] তাহারা তবল ও বীণা বাদ্য করে, এবং বংশীর ধ্বনি পুরঃসর আমোদ করে। [১৩] তাহারা সুখে আপন ২ আয়ু যাপন করে, পরে এক নিমিষের মধ্যে পাতালে নামে। [১৪] তথাপি তাহারা ঈশ্বরকে কহে, "তুমি আমাদের নিকটহইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে ইচ্ছা করি না। [১৫] সর্ব্বশক্তিমান্‌কে যে আমরা তাঁহার আরাধনা করি? ও তাঁহার কাছে অনুরোধ করণে আমাদের কি লাভ?" [১৬] দেখ, তাহাদের মঙ্গল তাহাদের হস্তগত নয়, অতএব দুষ্টদের পরামর্শ আমাহইতে দূরে থাকুক।

[১৭] কত বার দুষ্টদের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়! কত বার তাহাদের প্রতি বিনাশ ঘটে! [কত বার ঈশ্বর] আপন ক্রোধে এমত ক্লেশ বণ্টন করেন, [১৮] যদ্দারা তাহারা বায়ুর সম্মুখস্থ শুষ্ক তৃণের ন্যায়, ও ঝড়ে অপহৃত তুষের ন্যায় হয়! [১৯] ঈশ্বর [কি] এমত লোকের সন্তানগণের নিমিত্তে তাহার অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন? তিনি তাহাকেই পাপের ফল দিউন, তাহা হইলে সে তাহা জ্ঞাত হইবে। [২০] সে স্বচক্ষে আপন বিপদ দেখুক, ও সর্ব্বশক্তিমানের ক্রোধ পান করুক। [২১] বস্তুতঃ তাহার নিজ মাসপর্য্যায় শেষ হইলে পর আপনার ভাবি কুলে তাহার কি মমতা হইবে?

[২২] কেহ কি ঈশ্বরকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? তিনি তো ঊর্দ্ধবাসিদেরও শাসন করেন। [২৩] কেহ মরণকালপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বলবিশিষ্ট থাকে, ও সর্ব্বপ্রকারে বিশ্রাম ও শান্তি ভোগ করে। [২৪] তাহার ভাণ্ড সকল দুগ্ধেতে পরিপূর্ণ, ও তাহার অস্থি মজ্জাতে সবল থাকে। [২৫] আর কেহ বা মঙ্গলের আস্বাদ না

পাইয়া প্রাণে তিক্ত হইয়া মরে। [২৬] ইহারা উভয়ে একসঙ্গে ধুলায় শয়ন করে ও কীটেতে আচ্ছন্ন হয়।

[২৭] দেখ, তোমাদের চিন্তা ও আমার দুঃখজনক তোমাদের কুসঙ্কল্প কি, তাহা আমি জানি। [২৮] ফলতঃ তোমরা কহিতেছ, "সেই ভাগ্যবানের বাটী কোথায়? ও সেই দুর্জনদের বসতির তাম্বু কোথায়?" [২৯] তোমরা কি পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই? ও উহাদের অভিজ্ঞান কি জান না? [৩০] বিনাশের দিনের জন্যে পাপী রক্ষিত হয়, ক্রোধের দিনের নিমিত্তে এমত লোককে উত্তীর্ণ করা যায়। [৩১] তাহার সম্মুখে তাহার দোষারোপ করিতে কে পারে? ও তাহার কর্ম্মের ফল দেওয়া কাহার সাধ্য? [৩২] সে কবরে নীত হয়, ও [তাহার] মৃত্তিকারাশির উপরে প্রহরির কর্ম্ম করে। [৩৩] স্রোতোমার্গের ঢেলা সকল তাহার মিষ্ট বোধ হয়, ও তাহার অগ্র পশ্চাৎ গণনাতীত সমূহলোক গমন করে। [৩৪] অতএব তোমরা এমত অসার বাক্যদ্বারা আমাকে সান্ত্বনা করিতে কেন চেষ্টা কর? তোমাদের উত্তর সকল ঔচিত্যলঙ্ঘনাবশিষ্ট।

২২ অধ্যায়।

[১] পরে তৈমনীয় ইলীফস্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] মনুষ্য কি ঈশ্বরের উপকারী হইতে পারে? তাহা নয়, বিবেচক লোক কেবল আপনার উপকারী হয়। [৩] তুমি ধার্ম্মিক হইলে কি সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়? কিম্বা তুমি যথার্থ আচরণ করিলে কি তাঁহার কিছু লাভ হয়? [৪] তিনি কি তোমার ভক্তি প্রযুক্ত তোমাকে অনুযোগ করেন, ও তোমার সহিত বিচারস্থানে উপস্থিত হন? [৫] তোমার দুষ্ক্রিয়া কি বিস্তর নয়? ও তোমার অপরাধ কি অসীম নয়? [৬] তুমি অকারণে আপন ভ্রাতাহইতে বন্ধক লইতা, ও বস্ত্রহীনের বস্ত্র হরণ করিতা। [৭] তুমি পিপাসার্ত্তকে জল দিতা না, ও ক্ষুধিত লোককে আহার দিতে অস্বীকার করিতা। [৮] দেশ বলবান লোকের ছিল, ও সম্মানের পাত্র তাহাতে বাস করিত। [৯] তুমি বিধবাদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতা, ও পিতৃহীনদিগের বাহু চূর্ণ করিতা। [১০] এই কারণ তোমার চতুর্দ্দিগে ফাঁদ আছে, ও আকস্মিক ত্রাস তোমাকে বিহ্বল করে। [১১] তুমি কি দেখ না যে অন্ধকার ও জলের বন্যা তোমাকে আচ্ছন্ন করে? [১২] ঈশ্বর কি স্বর্গের মত উচ্চ নন? তারাগণকে নিরীক্ষণ কর, তাহারা কেমন উচ্চমস্তক। [১৩] কিন্তু তুমি কহিতেছ, ঈশ্বর কি জানেন? কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পশ্চাতে থাকিয়া তিনি কি শাসন করেন? [১৪] নিবিড় মেঘ তাঁহার অন্তরাল, তিনি দেখিতে পান না, কেবল গগণমণ্ডলে বিহার করেন।

[১৫] তুমি কি প্রাক্কালের সেই পথ ধরিবা, যাহার পথিকগণ অধর্ম্মি লোক ছিল? [১৬] তাহারা তো অকালে জড়সড়, ও তাহাদের বাসগৃহ বন্যাতে লীন হইয়াছিল। [১৭] তাহারা ঈশ্বরকে কহিত, "আমাদের নিকটহইতে দূর হও; সর্ব্বশক্তিমান্ আমাদের কি করিবেন?" [১৮] তিনি তাহাদের গৃহ উত্তম ২ দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতেন বটে, তথাপি দুষ্টদের পরামর্শ আমাহইতে দূরে থাকুক। [১৯] ধার্ম্মিকগণ তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করে, ও নির্দ্দোষ লোক তাহাদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলে, [২০] "আমাদের বিপক্ষ কি নষ্ট হয় নাই? অগ্নি কি উহাদের উত্তম দ্রব্য গ্রাস করে নাই?"

[২১] বিনয় করি, তুমি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হও, তবে শান্ত হইবা; তাহা হইলে মঙ্গল তোমার কাছে আসিবে। [২২] বিনয় করি, তুমি তাঁহার মুখহইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর, ও তাঁহার বাক্য সকল হৃদয়মধ্যে রাখিও। [২৩] সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি মন ফিরাইলে তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবা, অতএব তোমার তাম্বুহইতে অন্যায় দূর কর। [২৪] তাহাতে যদ্যপি ধুলার মধ্যে জাতরূপ এবং স্রোতোমার্গস্থ পাষাণের মধ্যে ওফীরের সুবর্ণ ফেলিতে হয়, [২৫] তথাপি সর্ব্বশক্তিমান তোমার স্বর্ণস্বরূপ ও শুভ্র রৌপ্যস্বরূপ হইবেন। [২৬] বস্তুতঃ তখন তুমি সর্ব্বশক্তিমানে আমোদ করিবা, এবং ঈশ্বরের প্রতি মুখ তুলিতে পারিবা। [২৭] এবং তাঁহার কাছে অনুরোধ করিলে তিনি তোমার বাক্য শুনিবেন, তাহাতে তুমি আপন মানত সিদ্ধ করিতে পারিবা। [২৮] এবং তুমি কোন বিষয় মনস্থ করিলে তাহা তোমার সফল হইবে, ও তোমার পথে দীপ্তি আলো করিবে। [২৯] [লোকেরা] অবনত হইলে তুমি কহিবা, "উন্নতি হইবে," তাহাতে তিনি অধোমুখের পরিত্রাণ করিবেন। [৩০] যে ব্যক্তি স্বয়ং নির্দ্দোষ নয়, তাহাকেও তিনি উদ্ধার করিবেন, তোমারই হস্তের পবিত্রতাতে সে উদ্ধৃত হইবে।

২৩ অধ্যায়।

[১] পরে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিল, [২] অদ্যই আমার বিলাপ তীব্র; আমার কাতরতাহইতে আমার পীড়া ভারী। [৩] আঃ, যদি আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইবার উপায় জানিতে ও তাঁহার নিবাসের নিকটে উপস্থিত হইতে পারি, [৪] তবে আমি তাঁহার সমক্ষে আপন বিচার বিন্যাস করিব, ও নানা হেতুবাদে মুখ পূর্ণ করিব। [৫] তিনি যে ২ বাক্যদ্বারা উত্তর করিবেন তাহা জানিব, ও আমার প্রতি কি কহিবেন তাহা বুঝিব। [৬] আপন মহাপরাক্রমে আমার সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করা কি তাঁহার আবশ্যক? তাহা নয়, তিনি আমার প্রতি মনোযোগ করিলে হয়। [৭] এমত স্থলে সরল লোক তাঁহার সহিত বিচার করিতে পারে, এবং আমি আপন বিচারকর্ত্তাহইতে চিরস্থায়ি উদ্ধার পাইতে পারি। [৮] দেখ, আমি অগ্রে ২ গেলে তিনি সে স্থানে নহেন, ও পশ্চাৎ ২ গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাই না; [৯] বাম দিগে তাঁহার কর্ম্ম করণ সময়েও তাঁহার

দর্শন পাই না; তিনি দক্ষিণ দিগে আপনাকে এমত গোপন করেন, যে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না। [১০] তথাচ তিনি আমার আন্তরিক গতি জ্ঞাত আছেন, তিনি আমার পরীক্ষা করিলে আমি সুবর্ণের ন্যায় উত্তীর্ণ হইব। [১১] আমি তাঁহার পদ-চিহ্ন দিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছি, আমি তাঁহার পথ রক্ষা করিয়াছি, বিপথগামী হই নাই। [১২] তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞাহইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, আমার নিত্য খাদ্য অপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য বিষয়ে যত্নবান ছিলাম।

[১৩] কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্ত; তাঁহাকে কে ফিরাইতে পারে? তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন। [১৪] তিনি আমার ভাগ্য সফল করিবেন, এবং এই রূপ অনেক কর্ম্ম তাঁহার হৃদ্গত। [১৫] এই কারণ আমি তাঁহার সাক্ষাতে বিহ্বল হই; ইহার বিবেচনা করিয়া তাঁহাহইতে ভীত হই। [১৬] ঈশ্বরই আমার হৃদয় অধৈর্য্য করেন, ও সর্ব্বশক্তিমান আমাকে বিহ্বল করেন; [১৭] ফলতঃ তিমিরের ভয়ে কিম্বা ঘোরান্ধকারাবৃত বলিয়া আমার বদনের ভয়ে আমি অবসন্ন হইয়াছি, তাহা নয়।

২৪ অধ্যায়।

[১] সর্ব্বশক্তিমানহইতে কেন [বিচারের] সময় নিরূপিত হয় না? এবং যাহারা তাঁহাকে জ্ঞাত হয়, তাহারা কেন তাঁহার দিন দেখিতে পায় না? [২] কেহ২ ভূমির পরিমাণচিহ্ন দূর করে, ও বলেতে মেষপাল হরণ করিয়া চরায়। [৩] তাহারা পিতৃহীনদিগের গর্দ্দভ লইয়া যায়, ও বিধবার গোরু বন্ধক রাখে; [৪] এবং দরিদ্রদিগকে পথবহির্ভূত করে, তাহাতে দেশস্থ নম্র লোকদিগকে একেবারে লুকাইয়া থাকিতে হয়। [৫] দেখ, বন্য গর্দ্দভের ন্যায় তাহারা প্রান্তরে গিয়া নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ গ্রাসের অন্বেষণ করে; জঙ্গলই তাহাদের ও তাহাদের বালকদের উপজীবিকা। [৬] তাহারা পরের পশুর জন্যে ক্ষেত্রে কলায় সংগ্রহ করে, ও দুর্জ্জনের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে অবশিষ্ট ফল চয়ন করে; [৭] এবং বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হইয়া রাত্রি যাপন করে, এবং শীতকালে তাহাদের আচ্ছাদনমাত্র থাকে না। [৮] তাহারা পর্ব্বতে বৃষ্টিতে ভিজে, ও নিরাশ্রয় প্রযুক্ত শৈলের শরণ লয়।

[৯] আর কেহ২ পিতৃহীন বালককে মাতার স্তনহইতে কাড়িয়া লয়, ও দুঃখিকে উৎপীড়ন করে। [১০] তাহাতে তাহাদিগকে বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ বেড়াইতে, এবং ক্ষুধিত থাকিয়া শস্যের আটি বহন করিতে হয়, [১১] এবং তৃষ্ণার্ত্ত থাকিয়া উহাদের প্রাচীরবেষ্টিত উঠানে তৈল প্রস্তুত কিম্বা দ্রাক্ষা মর্দ্দন করিতে হয়। [১২] নগরমধ্যে মুমূর্ষু লোকেরা কোঁকায়, ও ক্ষতবিক্ষত লোকেরা চীৎকার করে, তথাপি ঈশ্বর এই দোষেতে মনোযোগ করেন না।

[১৩] আর কেহ২ আলোর বিদ্রোহী হয়, ও তাহার গতি জানে না, ও তাহার পথে থাকে না। [১৪] রাত্রিপ্রভাতে হত্যাকারিগণ উঠিয়া দুঃখি ও নির্ধনকে মারিয়া ফেলে, ও রাত্রিতে চোরের সমান হয়। [১৫] এবং পারদারিক লোকের চক্ষু সন্ধ্যাকালের অপেক্ষা করে, সে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলে, কেহ চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। [১৬] তাহারা অন্ধকারে লোকের গৃহে সিঁধ কাটে, এবং দিনমানে লুক্কায়িত থাকে; তাহারা আলো দেখিতে পারে না। [১৭] বস্তুতঃ প্রাতঃকাল তাহাদের পক্ষে একান্ত মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায়, তাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায় তাহা ভয়ানক জ্ঞান করে।

[১৮] এমত লোক স্রোতের বেগে চালিত তৃণস্বরূপ; দেশে তাহাদের অধিকার শাপগ্রস্ত হইবে, তাহারা আর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিহার করিবে না। [১৯] অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্ম যেমন হিমানী জলের, পাতাল তেমনি পাপিদের বিনাশক হয়। [২০] গর্ভাশয় তাহাদিগকে বিস্মৃত হইবে, তাহারা কীটের সুস্বাদু ভক্ষ্য হইবে, ও কাহারো স্মরণে থাকিবে না; অন্যায়ী ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হইবে। [২১] কারণ সে নিঃসন্তান বন্ধ্যা স্ত্রীকে হিংসা করিত, এবং বিধবার প্রতি সৌজন্য করিত না।

[২২] ঈশ্বর আপন শক্তিদ্বারা পরাক্রমি লোকদের প্রতি ধৈর্য্য করেন, কিন্তু তিনি উঠিলে কেহ জীবনের শ্লাঘা না করুক। [২৩] তিনি কাহাকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে; কিন্তু তাহাদের পথে তাঁহার দৃষ্টি থাকে। [২৪] তাহারা উন্নতি পায় বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অনুদ্দিষ্ট হয়, এবং অবসন্ন হইয়া অন্যদের ন্যায় সংহারিত হয়, এবং যেমন শস্যশীষের অগ্রভাগ, তেমনি ছিন্ন হয়। [২৫] এই রূপ যদি না হয়, তবে কে আমাকে মিথ্যাবাদী করিবে, ও আমার কথার নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিবে?

২৫ অধ্যায়।

[১] পরে শূহীয় বিল্দদ্ উত্তর করিয়া কহিল, [২] "প্রভুত্ব ও ভয়ানকতা তাঁহার; তিনি আপন উচ্চস্থানে থাকিয়া শান্তি সম্পন্ন করেন। [৩] তাঁহার সৈন্যদল কি গণনা করা যায়? ও তাঁহার দীপ্তি কাহার উপরে প্রবল না হয়? [৪] অতএব ঈশ্বরের নিকটে মর্ত্ত্য কেমন করিয়া ধার্ম্মিক হইবে? ও অবলার সন্তান কেমন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে? [৫] দেখ, তাঁহার দৃষ্টিতে চন্দ্রও নিস্তেজ, এবং তারাগণ মলিন; [৬] তবে কীটসদৃশ কীট মর্ত্ত্য কি? ও ক্রমিসদৃশ মনুষ্যসন্তান কি?"

২৬ অধ্যায়।

[১] তাহাতে ইয়োব উত্তর করিয়া কহিল, [২] তুমি বলহীনের কেমন সাহায্য করিলা! ও দুর্ব্বল বাহু কেমন নিস্তার করিলা! [৩] ও প্রজ্ঞাহীনকে কেমন সম্যক্ পরামর্শ দিলা! ও কেমন প্রচুর কুশল

জ্ঞাত করিলা! [৪] তুমি কাহার সহকারে কথা কহিলা? তোমাহইতে কাহার নিশ্বসিত বচন নির্গত হইল?

[৫] "জলের নীচস্থ প্রেতলোক ও তন্নিবাসিগণ কম্পিত হয়; [৬] তাঁহার সম্মুখে পাতাল অনাবৃত ও বিনাশের স্থান অনাচ্ছাদিত। [৭] তিনি অবস্তুর উপরে উত্তরকেন্দ্র বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, ও শূন্যের উপরে পৃথিবীকে ঝুলাইয়াছেন; [৮] তিনি আপনার নিবিড় মেঘে জল বদ্ধ করেন, তথাপি জলধর তাহার ভারে বিদীর্ণ হয় না। [৯] তিনি আপন সিংহাসনের মুখ আচ্ছাদন করেন, ও আপন মেঘদ্বারা তাহা আবৃত করেন। [১০] তিনি অন্ধকারের ও দীপ্তির মধ্যে সীমা নিরূপণার্থে সমুদ্রের উপরে চক্রাকার রেখা লিখিয়াছেন। [১১] তাঁহার ভর্ৎসনাতে গগনমণ্ডলের স্তম্ভ সকল কম্পান্বিত ও চমৎকৃত হয়। [১২] তিনি আপন পরাক্রমে জলরাশির ক্ষোভ জন্মান, ও আপন বুদ্ধিতে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। [১৩] তাঁহার শ্বাসে আকাশ স্বচ্ছ হয়; তাঁহারই হস্ত পলায়মান নাগকে বিদ্ধ করে। [১৪] দেখ, এই সকল তাঁহার মার্গের প্রান্ত; তাঁহার বিষয়ে কাকলীমাত্র শুনা যায়। তবে তাঁহার পরাক্রমরূপ গর্জ্জন কে বুঝিতে পারে?"

২৭ অধ্যায়।

[১] পরে ইয়োব পুনর্ব্বার আপন বক্তৃতাতে প্রবৃত্ত হইয়া এই কথা কহিল, [২] যে ঈশ্বর আমার বিচার অগ্রাহ্য করেন, ও যে সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রাণ তিক্ত করেন, তিনি যদি জীবিত হন, [৩] তবে যাবৎ আমার দেহে নিশ্বাস থাকে ও আমার নাসিকাতে ঈশ্বরদত্ত প্রাণবায়ু চলে, [৪] তাবৎ আমার ওষ্ঠ অন্যায় কহিবে না, ও আমার জিহ্বা প্রতারণাতে ব্যস্ত হইবে না। [৫] আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলি, এমত যেন না হয়; প্রাণ থাকিতে আমি আপন যাথার্থ্য ত্যাগ করিব না। [৬] আমার ধার্ম্মিকতা আমি রক্ষা করিব, কখনো ছাড়িব না; আমি জীবিত থাকিতে আমার মন আমাকে ধিক্কার দিবে না। [৭] আমার শত্রু দুর্জনের তুল্য, ও যে জন আমার বিরুদ্ধে উঠে, সে অন্যায়কারির সমান হউক।

[৮] বস্তুতঃ ধর্ম্মাবমানক লোক ধন সঞ্চয় করিলে তাহার আশ্বাস কি? কেননা ঈশ্বর তাহার প্রাণ হরণ করিবেন। [৯] তাহার সঙ্কট ঘটিলে ঈশ্বর কি তাহার ক্রন্দন শুনিবেন? [১০] সে কি সর্ব্বশক্তিমানে আনন্দিত হয়? [এবং] নিত্য কি ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে? [১১] আমি ঈশ্বরের হস্তকৃত কর্ম্মবিষয়ে তোমাদিগকে উপদেশ দিব, সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাহা আছে, তাহা গোপনে রাখিব না। [১২] তোমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছ, তবে কেন এমন অলীক কথা কহিতেছ?

[১৩] দুষ্ট লোক ঈশ্বরহইতে যে ভাগ্য পায়, ও সর্ব্বশক্তিমানের হস্তহইতে ভীমবিক্রান্তদের যে অধিকার লাভ হয় তাহা এই। [১৪] এমত লোকের পুত্রবাহুল্য হইলে খড়্গে নষ্ট হইবে, এবং তাহার সন্তানসন্ততি ভক্ষ্যেতে তৃপ্ত হইবে না; [১৫] তাহার অবশিষ্ট লোকেরাও মহামারীদ্বারা কবরে নীত হইবে; এবং তাহার বিধবাগণ রোদন করিবে না। [১৬] সে ধূলির ন্যায় রূপ্য সঞ্চয় ও কর্দ্দমের ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে বটে, [১৭] কিন্তু প্রস্তুত করিলে পর ধার্ম্মিক লোক সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ও নির্দ্দোষ লোক সেই রূপ্য বিভাগ করিয়া লইবে। [১৮] তাহার নির্ম্মিত গৃহ তন্তুকীটের বাসার কিম্বা ক্ষেত্ররক্ষকের কৃত কুঁড়িয়ার তুল্য। [১৯] সে ধনির মত নিদ্রান হইবে, কিন্তু সংগৃহীত হইবে না; আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া আর থাকিবে না। [২০] সে ভয়সাগরে মগ্ন হইবে, রাত্রিতে তাহাকে ঝড়ে উড়াইয়া লইবে। [২১] পূর্ব্বীয় বায়ু তাহাকে তুলিয়া অপহরণ করিলে সে গত হইবে, তাহা ঝড়ের ন্যায় তাহার স্থানহইতে দূরে তাহাকে নিক্ষেপ করিবে। [২২] ঈশ্বর দয়া না করিয়া তাহার উপরে [বাণ] ত্যাগ করিবেন; সে তাঁহার হস্তহইতে এড়াইবার জন্যে পলায়ন করিবে। [২৩] এবং লোকে তাহাকে হাততালি দিবে, ও শীশ দিয়া তাহার স্থানহইতে তাহাকে দূর করিবে।

২৮ অধ্যায়।

[১] রূপার আকর আছে, এবং সুবর্ণ পরিষ্কারের স্থান আছে; [২] ধূলিহইতে লৌহ উদ্ধৃত হয়, ও গলিত প্রস্তরহইতে পিত্তল লব্ধ হয়। [৩] মনুষ্য অন্ধকার নিঃশেষ করে, সে খনন করিয়া প্রান্ত পর্য্যন্ত অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে পাষাণের তদন্ত করে। [৪] তাহারা বাসস্থান ছাড়িয়া আকর খনন করে, ও চরণের সাহায্য ব্যতিরেকে নীচে নামে, ও মনুষ্যদিগকে ত্যাগ করিয়া ঝুলিয়া যায়। [৫] যে মৃত্তিকাহইতে শস্যোৎপত্তি হয়, তাহার অধোভাগ যেমন অগ্নিদ্বারা তেমনি লণ্ডভণ্ড করা যায়। [৬] তাহার প্রস্তর নীলকান্ত মণির জন্মস্থান, ও ধূলা সুবর্ণ সম্বলিত। [৭] সেই পথ চিলের অজ্ঞাত ও গৃধ্রপক্ষির চক্ষুর অগোচর; [৮] যুবসিংহগণ তথায় যাতায়াত করে নাই, এবং পিঙ্গলবর্ণ কেশরী তথায় পদার্পণ করে নাই। [৯] মনুষ্য দৃঢ় শৈলেতে হস্তার্পণ করে, ও পর্ব্বতদিগকে সমূলে উল্টায়। [১০] সে শৈলের মধ্যে স্থানে২ খাল কাটে, ও তাহার চক্ষু সর্ব্বপ্রকার মণি দর্শন করে। [১১] সে নদীর জলক্ষরণ বদ্ধ করে, ও প্রচ্ছন্ন বস্তু দীপ্তিতে আনে।

[১২] কিন্তু প্রজ্ঞা কোথায় প্রাপ্ত হয়? এবং বিবেচনার স্থান বা কোথায়? [১৩] মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না, এবং জীবিত লোকদের ভূমণ্ডলে তাহা পাওয়া যায় না। [১৪] বারিধি বলে, তাহা আমাতে নাই; এবং সমুদ্র বলে, তাহা আমার কাছেও নাই। [১৫] তাহা উত্তম সুবর্ণদ্বারাও প্রাপ্ত হইতে পারে না, এবং রূপাতেও ক্রয় করা যায় না। [১৬] ওফীরের

সুবর্ণ ও বহুমূল্য গোমেদক ও নীলকান্তমণি তাহার বিনিময় হয় না; [১৭] স্বর্ণ ও স্ফটিক তাহার যোগ্য হইতে পারে না, এবং তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম স্বর্ণাভরণও দত্ত হইতে পারে না। [১৮] তাহার কাছে প্রবাল ও মুক্তার প্রসঙ্গও করা যায় না, কেননা পদ্মরাগমণির মূল্য অপেক্ষাও প্রজ্ঞার মূল্য অধিক। [১৯] কূশ্‌দেশীয় পীতমণিও তাহার তুল্য নয়, এবং নির্ম্মল সুবর্ণও তাহার বিনিময় হয় না।

[২০] অতএব প্রজ্ঞা কোথাহইতে আইসে? এবং সুবিবেচনার স্থান বা কোথায়? [২১] তাহা সর্ব্বপ্রাণির চক্ষুহইতে গুপ্ত ও শূন্যের পক্ষির অদৃশ্য। [২২] বিনাশ ও মৃত্যু কহে, আমরা স্বকর্ণে তাহার কীর্ত্তি শুনিয়াছি। [২৩] ঈশ্বরই তাহার পথ জানেন; তিনি তাহার স্থান জ্ঞাত আছেন; [২৪] কেননা তিনি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত দূরদর্শী, ও সমস্ত গগণমণ্ডলের অধঃস্থানে তাঁহার দৃষ্টি যায়। [২৫] তিনি যে সময়ে বায়ুর গুরুতা নিরূপণ করিলেন, ও পরিমাণদ্বারা জল পরিমিত করিলেন, [২৬] এবং বৃষ্টির নিয়ম ও বিদ্যুতের ও মেঘগর্জ্জনের পথ নিরূপণ করিলেন, [২৭] তৎকালে প্রজ্ঞাকে দেখিয়া প্রচার করিলেন, ও প্রস্তুত করিয়া তাহার তদন্তও করিলেন। [২৮] এবং মনুষ্যকে কহিলেন, দেখ, প্রভু বিষয়ক যে ভীতি তাহাই প্রজ্ঞা; এবং দুষ্ক্রিয়ার যে ত্যাগ তাহাই সুবিবেচনা।

২৯ অধ্যায়।

[১] পরে ইয়োব পুনর্ব্বার আপন বক্তৃতাতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, [২] হায়! পূর্ব্বকার সকল মাসের ন্যায় এখনও যদি আমার অবস্থা হইত, এবং পূর্ব্বকার দিনসমূহের ন্যায় এখনও যদি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিতেন! [৩] কেননা তখন আমার মস্তকের ঊর্দ্ধে তাঁহার প্রদীপ উজ্জ্বল ছিল, এবং তাঁহার আলোসহকারে আমি অন্ধকারেও গমন করিতাম। [৪] আমি উত্তম অবস্থাতে ছিলাম, ঈশ্বরের গূঢ় মন্ত্রনা আমার তাম্বুতে অবস্থিতি করিত; [৫] ফলতঃ সর্ব্বশক্তিমান আমার সহায় ছিলেন, ও আমার যুবপুত্রগণ আমার চতুর্দ্দিগে ছিল। [৬] আমি গমনকালে ক্ষীরে চরণ প্রক্ষালন করিতাম, ও আমার পার্শ্বে শৈল তৈলের নদী বহাইত। [৭] আমি নগরের মধ্য দিয়া পুরদ্বারে উঠিয়া গেলে, ও চকে আপন আসন প্রস্তুত করিলে, [৮] যুবগণ আমাকে দেখিয়া লুকাইত, ও বৃদ্ধ লোকেরা উঠিয়া দাঁড়াইত; [৯] অধ্যক্ষগণ কথা কহনহইতে নিবৃত্ত হইত, ও আপন২ মুখে হাত দিয়া থাকিত; [১০] কুলীনেরা অবাক্ হইয়া রহিত, ও তাহাদের জিহ্বা তালুয়াতে লাগিত; [১১] বস্তুতঃ আমার বাক্য শুনিলে কর্ণ সাধুবাদ করিত, ও আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে চক্ষু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিত। [১২] কারণ আমি আর্ত্তনাদকারি দুঃখি ও পিতৃহীন ও অনাথদিগকে উদ্ধার করিতাম। [১৩] নষ্টকল্পের আশীর্ব্বাদ আমাতে বর্ত্তিত; আমি বিধবার মনকে আনন্দগান করাইতাম। [১৪] আমি ধর্ম্ম পরিধান করিতাম, ও তাহা আমার পরিচ্ছদস্বরূপ ছিল; এবং আমার ন্যায়গুণ আমার প্রাবার ও উষ্ণীষস্বরূপ ছিল। [১৫] আমি অন্ধের চক্ষু ও খঞ্জের চরণ ছিলাম। [১৬] আমিই দরিদ্রগণের পিতাস্বরূপ ছিলাম; এবং যাহাকে না জানিতাম, তাহারও বিচার অনুসন্ধান করিতাম; [১৭] এবং অন্যায়াচারির কসের দন্ত ভগ্ন করিতাম, ও দন্তের মধ্যহইতেই তাহার ধৃত প্রাণিকে উদ্ধার করিতাম। [১৮] তজ্জন্য কহিতাম, আমি আপন বাসার মধ্যে মরিব; আমার দিন বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক হইবে। [১৯] জলের ধারে আমার মূল বিস্তৃত, এবং সমস্ত রাত্রি আমার শাখাতে শিশির থাকে। [২০] আমার শ্রী সতেজ থাকিয়া আমাকে ছাড়ে না, ও আমার ধনুক [অনুক্ষণ] নূতন হইয়া আমার হস্তগত থাকে।

[২১] তখন লোকেরা আমারই বাক্য শুনিতে মনোযোগ করিত, এবং আমি পরামর্শ দিলে নীরব হইয়া শুনিত। [২২] আমার কথা শেষ হইলে কিছু উত্তর করিত না; আমার বাক্য তাহাদের উপরে শিশিরের ন্যায় বর্ষিত। [২৩] তাহারা যেমন বৃষ্টির তেমনি আমার প্রতীক্ষা করিত; এবং যেমন অন্তিম বর্ষার আকাঙ্ক্ষাতে, তেমনি মুখ বিস্তার করিত। [২৪] তাহারা নিরাশ হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঈষৎ হাস্য করিতাম, তাহাতে তাহারা আমার মুখের প্রসন্নতাকে নিস্তেজ করিত না। [২৫] আমি তাহাদের জন্যে পথ মনোনীত করিয়া প্রধানের ন্যায় বসিতাম; এবং সৈন্যদলের মধ্যে যেমন রাজা, কিম্বা শোকার্ত্ত লোকদের মধ্যে যেমন সান্ত্বনাকর্ত্তা, তেমনি আমি তাহাদের মধ্যে থাকিতাম।

৩০ অধ্যায়।

[১] কিন্তু সম্প্রতি আমাহইতে অল্পবয়স্ক লোকেরা আমাকে পরিহাস করে; আমি তাহাদের পিতাদিগকে পালরক্ষক কুক্কুরদের সহিত রাখিতেও অবজ্ঞা করিতাম। [২] উহাদেরই বা ভুজবলেতে আমার কি ফল হইতে পারে? তাহাদের তেজ তো নষ্ট হইয়াছে। [৩] তাহারা দরিদ্রতা ও অন্নাভাব প্রযুক্ত প্রস্তরবৎ শুষ্ক হইয়া চিরশূন্য নির্জ্জন মরুভূমিতে চরে; [৪] এবং ঝোড়ের নিকটে বিস্বাদু শাক কাটে, এবং রেতমবৃক্ষের শিকড় তাহাদের ভক্ষ্য দ্রব্য। [৫] তাহারা মানব সমাজহইতে তাড়িত হয়, ও লোকে তাহাদের পশ্চাৎ২ চোর২ বলিয়া চীৎকার করে। [৬] তাহারা স্রোতোমার্গের ভয়ানক স্থানে এবং ধূলিময় ও পাষাণময় গর্ত্তে বাস করে। [৭] তাহারা ঝোড়ের মধ্যে থাকিয়া হ্রেষারব করে, ও গোক্ষুরবনে একত্র হয়। [৮] তাহারা মূর্খ অথচ নামহীন ব্যক্তিদের সন্তান ও দেশহইতে তাড়িত লোক।

[৯] ভাল, সম্প্রতি আমি তাহাদেরই গানের ও

গল্পের বিষয় হইয়াছি। [১০] তাহারা আমাকে ঘৃণা করে, ও আমাহইতে দূরে থাকে, এবং আমার সাক্ষাতে থুথু ফেলিতে ভয় করে না। [১১] কেননা তিনি আমার [জীবনরূপ] রজ্জু শিথিল করিয়া আমাকে নত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত উহারা আমার সাক্ষাতে আপন২ মুখের বল্গা ফেলিয়া দেয়। [১২] বেটারা আমার দক্ষিণে উঠিয়া আমার পদ ঠেলে, ও আমার বিরুদ্ধে আপনাদের উৎপাতরূপ পথ প্রস্তুত করে। [১৩] এবং আমার মার্গ রোধ করিয়া আমার সর্ব্বনাশার্থে সাহায্য করে; কেহ তাহাদের প্রতীকার করে না। [১৪] যেমন প্রশস্ত সেতুভঙ্গ দিয়া, তেমনি তাহারা আগমন করে, ও পতনজাত শব্দের মধ্যে তরঙ্গবৎ উপস্থিত হয়। [১৫] নানা প্রকার ত্রাস আমাকে সম্মুখ করিতেছে, ও আমার সম্ভ্রম বায়ুর ন্যায় দূর করিতেছে, এবং মেঘের ন্যায় আমার প্রভাব অতীত হইতেছে।

[১৬] ভাল, সম্প্রতি আমার প্রাণ দ্রব হইতেছে, ও দুঃখের দিন আমাকে গ্রাস করিতেছে। [১৭] রাত্রিতে আমার অস্থি সকল খসিয়া যায়, ও আমার দংশক সকল কখন নিদ্রা যায় না। [১৮] অতি বল করিয়া আমার পরিচ্ছদের পরিবর্ত্ত করিতে হয়, কেননা জামার গলার ন্যায় তাহা আমাতে আঁটিয়া থাকে। [১৯] [ঈশ্বর] আমাকে পঙ্কেতে মগ্ন করিয়াছেন, এবং আমি ধুলা ও ভস্মের ন্যায় হইতেছি। [২০] আমি তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি উত্তর দেও না; আমি দাঁড়াইয়া থাকিলে তুমি আমার বিষয়ে কেবল আলোচনা করিতেছ। [২১] তুমি মনান্তর প্রযুক্ত আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ, ও আপন ভুজবলেতে আমাকে তাড়না করিতেছ। [২২] তুমি আমাকে তুলিয়া বায়ুতে চড়াইয়া ধাবমান করাইতেছ, ও মেঘগর্জ্জনে বিলীন করিতেছ। [২৩] বস্তুতঃ আমি জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর নিকটে লইয়া যাইতেছ; তাহাই যাবতীয় জীবিত লোকের নিমিত্তে নিরূপিত সভাগৃহ। [২৪] ভাল; ঘর ভাঙ্গিলে কে না হস্ত বিস্তার করে? ও আপনার আপদে কে না আর্ত্তনাদ করে?

[২৫] আমি বিপদ্গ্রস্তের নিমিত্তে কি রোদন করিতাম না? ও দীনহীনের নিমিত্তে কি শোকাকুলচিত্ত হইতাম না? [২৬] তথাপি আমি মঙ্গলের অপেক্ষা করিলে অমঙ্গল ঘটিল, ও আলোর প্রতীক্ষা করিলে অন্ধকার উপস্থিত হইল। [২৭] আমার অন্ত্র শান্তি বিনা কেবল জ্বালা পায়, আমার দুঃখের দিন আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। [২৮] রৌদ্র না হইলেও আমি ম্লান হইয়া বেড়াইতেছি, ও উঠিয়া সমাজে আর্ত্তনাদ করি। [২৯] আমি নাগগণের ভ্রাতা ও উষ্ট্রপক্ষির বন্ধুস্বরূপ হইয়াছি। [৩০] আমার গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ও আমার অস্থি তাপেতে দগ্ধ হইয়াছে। [৩১] এবং আমার বীণার হাহাকার রব হইতেছে, ও আমার বংশীহইতে বিলাপকারিদের স্বর নির্গত হয়।

৩১ অধ্যায়।

[১] আমি আপন চক্ষুর নিমিত্তে নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতির প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব? [২] করিলে ঊর্দ্ধবাসি ঈশ্বরহইতে কি প্রকার ভাগ্য হইত? ও উপরিস্থিত সর্ব্বশক্তিমানহইতে কি অধিকার হইত? [৩] তাহা কি অন্যায়কারির বিনাশক নয়? ও অধর্ম্মাচারির জন্যে তাহা কি বিজাতীয় নয়? [৪] তিনি কি আমার আচার ব্যবহার দেখেন না? ও আমার পাদবিক্ষেপ সকল কি গণনা করেন না? [৫] আমি কি অলীকতার সহচর? আমার চরণ কি ছলের পথে দ্রুতগামী হইয়া থাকে? [৬] ধর্ম্মনিক্তিতে আমাকে তৌল করিলে ঈশ্বর আমার যাথার্থিকতা জানিতে পারিবেন। [৭] আমি যদি বিপথে পাদসঞ্চার করিয়া থাকি, ও আমার অন্তঃকরণ যদি চক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে, ও আমার করদ্বয়ে যদি কোন কলঙ্ক লাগিয়া থাকে, [৮] তবে আমি বুনিলে অন্যে ফল ভোগ করুক, ও আমার প্ররোহ সকল উন্মূলিত হউক। [৯] আমার হৃদয় যদি পরস্ত্রীতে মুগ্ধ হইয়া থাকে, ও প্রতিবাসির দ্বারের নিকটে যদি আমি লুকাইয়া থাকি, [১০] তবে আমার স্ত্রী পরের জন্যে যাঁতা পেষণ করুক, ও অন্য লোক তাহাকে ভোগ করুক। [১১] কেননা ইহা কুকর্ম্ম ও বিচারকর্ত্তাদের কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ। [১২] তাহা সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ, এবং [এমত দোষ] আমার সর্ব্বস্ব উন্মূলন করিত।

[১৩] আমার দাস কি দাসী আমার নামে অভিযোগ করিলে যদি আমি তাহাদের বিচার করিতে তাচ্ছল্য করিয়া থাকি, [১৪] তবে ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব? এবং তিনি তত্ত্ব করিলে তাঁহাকে কি উত্তর দিব? [১৫] যিনি জরায়ুর মধ্যে আমাকে রচনা করিয়াছেন, তিনিই কি উহাদেরও রচনা করেন নাই? ও এক [ঈশ্বর] কি আমাদিগকে গর্ব্ভাশয়ে সৃষ্টি করেন নাই?

[১৬] আমি যদি দরিদ্রদের অভীষ্টপূরণের বাধক হইয়া থাকি, ও বিধবার দৃষ্টি বিষণ্ন করিয়া থাকি, [১৭] ও আমার খাদ্য যদি একা খাইয়া থাকি, এবং পিতৃহীন লোক যদি তাহার কিছু খাইতে না পাইয়া থাকে,—[১৮] বস্তুতঃ বাল্যকালাবধি সে যেমন পিতার কাছে তেমনি আমার কাছে প্রতিপালন পাইত, এবং মাতৃগর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি আমি বিধবার উপকার করিয়াছি;—[১৯] আমি কাহাকে বস্ত্রাভাবে মৃতকল্প, কিম্বা দীনহীনকে উলঙ্গ দেখিলে [২০] যদি তাহার কটিদেশ আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া থাকে, ও আমার মেষের লোমেতে তাহার গাত্র উষ্ণ না হইয়া থাকে; [২১] এবং বিচারস্থানে আপন সহকারিদিগকে দেখিতে পাওয়াতে যদি আমি পিতৃহীনের বিপরীতে হাত তুলিয়া থাকি; [২২] তবে আমার স্কন্ধের অস্থি

খসিয়া পড়ুক, ও বাহু সন্ধিহইতে ভাঙ্গিয়া যাউক। ২৩ তাহা হইলে আমার প্রতি ঈশ্বরের নিগ্রহ অতি ভয়ানক হইত, আমি তাঁহার মহত্ত্ব সহ্য করিতে পারিতাম না।

২৪ আমি যদি স্বর্ণকে আপন বিশ্বাসভূমি করিয়া থাকি, ও তুমি আমার আশ্রয়, এমত কথা যদি সুবর্ণকে বলিয়া থাকি, ২৫ এবং আমার সম্পদ বাড়িয়াছে ও হস্তে সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে, বলিয়া যদি আনন্দ করিয়া থাকি; ২৬ কিম্বা তেজোময় প্রভাকরকে এবং [আকাশে] গমনকারি মণিবৎ চন্দ্রকে দেখিলে ২৭ যদি আমার মন গোপনে মুগ্ধ হইয়া থাকে, ও আমার মুখ আমার হস্তকে চুম্বন করিয়া থাকে, ২৮ তবে তাহাতেও আমার দণ্ডনীয় অপরাধ হইত, বস্তুতঃ ঊর্দ্ধবাসি ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতাম। ২৯ আমার ঘৃণাকারির বিপদে আমি কি আনন্দ করিয়াছি? ও তাহার দুর্ঘটনাতে কি হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়াছি? ৩০ বরঞ্চ আমার মুখকেও পাপ করিতে দি নাই; শাপপূর্ব্বক উহার প্রাণনাশ প্রার্থনা করিতে [সাহস করি নাই]। ৩১ আমার তাম্বুর লোক কি কহিত না, উহার [দত্ত] মাংস পাইলে তৃপ্ত না হয়, এমন লোক কোথায়? ৩২ আমি অতিথিকে সড়কে রাত্রি যাপন করিতে দিতাম না; কিন্তু পথিকদের জন্যে আপন দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিতাম। ৩৩ আমি কি আদমের ন্যায় আপন অধর্ম্ম লুকাইয়াছি? ও আপন অপরাধ বক্ষঃস্থলে আচ্ছাদন করিয়াছি? ৩৪ অর্থাৎ মহালোকারণ্যহইতে ত্রাসযুক্ত ও বিশেষ২ গোষ্ঠীর তুচ্ছজ্ঞানে উদ্বিগ্ন হওন প্রযুক্ত কি দ্বারহইতে বাহিরে না গিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছি?

৩৫ হায়২! কেহ কি আমার কথা শুনে না? এই দেখ, আমার সাক্ষ্যপত্র; সর্ব্বশক্তিমান আমাকে উহার উত্তর দিউন, ও আমার প্রতিবাদী আমার দোষপত্র লিখুন। ৩৬ অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে ধারণ করিব, ও আমার উষ্ণীষ বলিয়া তাহা বান্ধিব; ৩৭ আমি আপন পাদবিক্ষেপের সঙ্খ্যা তাঁহাকে জ্ঞাত করিব, ও নরপতির ন্যায় তাঁহার নিকটে যাইব। ৩৮ আমার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে ক্রন্দন করে, ও তাহার সীতা সকল যদি রোদন করে, ৩৯ আমি যদি বিনা অর্থব্যয়ে তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকি, কিম্বা তাহার অধিকারির প্রাণবিয়োগ জন্মাইয়া থাকি, ৪০ তবে আমার গোমের স্থানে কন্টক ও যবের স্থানে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হউক।

ইয়োবের বাক্য সমাপ্ত।

৩২ অধ্যায়।

১ অনন্তর ঐ তিন জন ইয়োবকে উত্তর দেওনহইতে নিবৃত্ত হইল, কারণ সে আপন দৃষ্টিতে আপনাকে ধার্ম্মিক মানিল। ২ তখন রাম্ গোষ্ঠীজাত বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; ফলতঃ ইয়োবের প্রতি তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে ধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়াছিল। ৩ আবার তাহার তিন বন্ধুর প্রতি তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, কারণ তাহারা উত্তর করণে অসমর্থ হইয়া ইয়োবকে দোষী করিয়াছিল। ৪ ইলীহূর বয়ঃক্রম অপেক্ষা উহাদের সকলের বয়ঃক্রম অধিক ছিল, তজ্জন্য সে কথা কহনে ইয়োবের [বাক্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত] অপেক্ষা করিয়াছিল। ৫ অনন্তর ঐ তিন ব্যক্তির মুখে আর উত্তর নাই, ইহা দেখিলে ইলীহূর বড় ক্রোধ জন্মিল।

৬ অতএব বূষীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ এই রূপ বক্তৃতা করিতে লাগিল।

আমি ন্যূনবয়স্ক যুবা, তোমরা প্রাচীন, এই জন্যে সঙ্কুচিত ও তোমাদের কাছে আপন মত নিবেদন করিতে ভীত ছিলাম। ৭ আমি মনে২ কহিলাম, এই প্রাচীনেরাই কহুন, ও এই বৃদ্ধ লোকেরাই প্রজ্ঞা শিক্ষা করাউন। ৮ কিন্তু বাস্তবিক আত্মাই মর্ত্ত্যের অন্তরে [অধিষ্ঠান করে]; সর্ব্বশক্তিমানের শ্বাস তাহাদিগকে বিবেচক করে। ৯ মান্য লোক যে [সকলে] জ্ঞানবান্, তাহা নয়, প্রাচীন লোক যে [সকলে] বিচার বুঝে, তাহাও নয়। ১০ অতএব আমি কহি, তুমি আমার কথা শুন, আমিও আপন মত নিবেদন করি।

১১ দেখ, আমি তোমাদের কথার অপেক্ষা করিয়াছি; যাবৎ তোমরা বাক্যের চেষ্টা করিতেছিলা, তাবৎ তোমাদের আলোচনাতে মনোযোগ করিতেছিলাম, ১২ এবং তোমাদের কথায় নিবিষ্টমনা ছিলাম। কিন্তু দেখ, ইয়োবের দোষ ব্যক্ত করণে কিম্বা তাহার কথার উত্তর দেওনে সমর্থ তোমাদের মধ্যে কেহই নাই। ১৩ অতএব বলিও না, আমরা বিজ্ঞানপ্রাপ্ত বটি; উহাকে পরাস্ত করা ঈশ্বরেরই সাধ্য, মনুষ্যের অসাধ্য। ১৪ দেখ, সে আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই, এবং আমি তোমাদের উত্তরের ন্যায় তাহার কথার উত্তর দিব না।

১৫ উহারা ক্ষুব্ধ হইল, আর উত্তর করে না, উহাদের কথা ফুরাইয়া গেল। ১৬ আমি আর কেন অপেক্ষা করিব? উহারা তো কিছুই বলে না, উহারা স্থগিত হইল, কিছু উত্তর করে না। ১৭ এই জন্যে আমিও যথাসাধ্য উত্তর করিব, আমিও আপন মত নিবেদন করিব। ১৮ কেননা আমি কথাতে পরিপূর্ণ, আত্মা আমার উদরের অসুখ জন্মাইতেছে। ১৯ দেখ, বদ্ধ দ্রাক্ষারসের তেজে যে নূতন কুপা ফাটিয়া যাইতে উদ্যত, আমার উদর তাহার তুল্য। ২০ আমি কথা কহিব, তাহাতে উপশম পাইব, আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া উত্তর করিব। ২১ আমি মহল্লোকের মুখাপেক্ষাও করিব না, ও ক্ষুদ্র লোককে চাটূক্তিও কহিব না। ২২ কেননা আমি চাটূক্তি কহিতে জানি না, আর কহিলে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা শীঘ্র আমাকে সংহার করিবেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ যাহা হউক, হে ইয়োব্, বিনয় করি, আমার কথা

শুন, আমার সকল বাক্যে কর্ণপাত কর। ২ দেখ, আমি এখন মুখব্যাদান করিতেছি, ও আমার বক্ত্রস্থিত জিহ্বা কথা কহিতেছে। ৩ আমার বাক্য মনের সরলতার [উক্তি], ও আমার ওষ্ঠ নির্ম্মল জ্ঞানের কথা কহিবে। ৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ও সর্ব্বশক্তিমানের নিশ্বাস আমাকে জীবন দিয়াছেন। ৫ তুমি যদি পার, তবে আমার কথার উত্তর দেও, দণ্ডায়মান হইয়া আমার সম্মুখে বাক্য বিন্যাস কর। ৬ দেখ, তোমারই মত আমিও ঈশ্বরের আয়ত্ত; আমিও মৃত্তিকাহইতে গঠিত হইয়াছি। ৭ দেখ, আমার ভয়ানকতা তোমাকে ত্রাসযুক্ত করিবে না, ও আমার গৌরব তোমার দুর্ব্বহ হইবে না। ৮ দেখ, তুমি আমার কর্ণগোচরে কথা কহিয়াছ, আমি বাক্যের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, যথা, ৯ "আমি শুচি, আমার অধর্ম্ম নাই; আমি নিষ্কলঙ্ক, আমাতে অপরাধ নাই; ১০ দেখ, তিনি আমার বৈপরীত্যে ছিদ্র অন্বেষণ করেন, ও আমাকে আপনার শত্রু বোধ করেন; ১১ তিনি আমার চরণ নিগড়েতে বদ্ধ করেন, ও আমার সমস্ত পথ নিরীক্ষণ করেন।" ১২ দেখ, ইহাতে তুমি যথার্থবাদী নও, আমি তোমাকে উত্তর দিই, কেননা মর্ত্ত্য অপেক্ষা ঈশ্বর মহান্। ১৩ তুমি কেন তাঁহার সহিত বিতণ্ডা করিতেছ? তিনি তো আপনার সমস্ত কথার হেতু কহেন না। ১৪ ঈশ্বর এক বার কহেন, দ্বিতীয় বারও কহেন, কিন্তু লোকে তাহা টের পায় না। ১৫ রাত্রিকালীন স্বপ্নদর্শনে যখন মনুষ্য সকল অগাধ নিদ্রাতে মগ্ন ও শয্যাতে সুষুপ্ত হয়, ১৬ তখন তিনি মনুষ্যদের কর্ণ খুলিয়া দেন, ও তাহাদের জ্ঞানজনক উপদেশ মুদ্রাঙ্কিত করেন। ১৭ ইহাতে তিনি মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত করিতে, এবং তাহাহইতে অহঙ্কার গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করেন; ১৮ এই রূপে তিনি ক্ষয়স্থানহইতে তাহার প্রাণ, ও অস্ত্রাঘাতহইতে তাহার জীবাত্মা রক্ষা করেন।

১৯ কখন২ সে আপন শয্যাতে ব্যথিত হইয়া শাস্তি পায়, ও তাহার অস্থিতে নিরন্তর সংগ্রাম হয়, ২০ এবং আহারেও তাহার জীবাত্মার রুচি হয় না, ও প্রিয় খাদ্য সামগ্রী ও তাহার প্রাণে ভাল লাগে না, ২১ তাহার মাংস ক্ষয় পাইয়া অদৃশ্য হয়, এবং লোকে তাহার অস্থি সকলের কদর্য্যতা দেখিতে পারে না, ২২ এবং তাহার প্রাণ ক্ষয়স্থানের ও তাহার জীবাত্মা প্রেতলোকের নিকটবর্ত্তী হয়। ২৩ এমত মনুষ্যকে গন্তব্য পথ দেখাইতে যদি সহস্রের মধ্যে [অনুপম] কোন দূত তাহার পক্ষে মধ্যস্থ হন, ২৪ তবে উনি তাহার প্রতি কৃপা করিয়া কহিবেন, "ক্ষয়স্থানে অবরোহণহইতে ইহাকে মুক্ত কর, আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম।" ২৫ তাহাতে সে বাল্যকালের ন্যায় সতেজ মাংসবিশিষ্ট হইবে, ও পুনর্ব্বার যৌবনকাল পাইবে। ২৬ সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এবং সে হর্ষধ্বনি পূর্ব্বক তাঁহার মুখাবলোকন করিবে, এবং তিনিও মর্ত্ত্যকে তাহার ধার্ম্মিকতার ফল দিবেন। ২৭ সেই ব্যক্তি মনুষ্যদের কাছে গান করিয়া কহিবে, "আমি পাপ করিয়াছিলাম, ও প্রকৃতের বিপরীত করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার তুল্য প্রতিফল পাই নাই; ২৮ তিনি ক্ষয়স্থানে অবরোহণহইতে আমার প্রাণকে মুক্ত করিলেন, ও আমার জীবাত্মা আলো দর্শন করিল।"

২৯ দেখ, ঈশ্বর নরের সহিত দুই তিন বার এই রূপ ব্যবহার করত ৩০ ক্ষয়স্থানহইতে তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে ও জীবিত লোকদের দীপ্তিতে দীপ্তিমান করিতে চেষ্টা করেন। ৩১ অতএব হে ইয়োব, তুমি অবধান পূর্ব্বক আমার কথা শুন; তুমি নীরব থাক, আমি বলি; ৩২ যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তবে উত্তর কর, ও কথা কহ, কেননা আমি তোমাকে নির্দ্দোষ করিতে বাসনা করি। ৩৩ আর যদি না থাকে, তবে নীরব হইয়া আমার কথা শুন, আমি তোমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা করাই।

৩৪ অধ্যায়।

১ পরে ইলীহূ আরো কহিতে লাগিল, ২ হে বিজ্ঞ লোকরা, আমার কথা শুন; হে জ্ঞানবান সকল, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। ৩ কেননা জিহ্বা যেমন ভক্ষ্যের আস্বাদন করে, তদ্রূপ কর্ণ কথার পরীক্ষা করে। ৪ আইস, আমরা বিচার করণে প্রবৃত্ত হই; ভাল কি, তাহা আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় করি। ৫ দেখ, ইয়োব্ কহে, আমি ধার্ম্মিক, কিন্তু ঈশ্বর আমার ন্যায়গুণের ফল অস্বীকার করেন; ৬ আমি ন্যায়বান হইলেও আমাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, বিনা দোষে ঘোরতর বাণাঘাত পাই। ৭ ইহাতে ইয়োবের সদৃশ কে আছে? সে জলের ন্যায় উপহাস পান করে, ৮ এবং অধর্ম্মাচারিদের সঙ্গে চলে, ও দুষ্টতাপ্রিয়দের পথে গমন করে। ৯ কেননা সে কহে, ঈশ্বরের সহিত প্রণয় রাখিলে মনুষ্যের কিছুই লাভ হয় না। ১০ অতএব হে বুদ্ধিমান সকল, আমার কথা শুন, ঈশ্বরেতে দুষ্টতা, কিম্বা সর্ব্বশক্তিমানেতে অন্যায় সম্ভবে, এমন কথা দূরে থাকুক; ১১ বরং তিনি যে মনুষ্যের যেরূপ কর্ম্ম, তাহাকে তদ্রূপ ফল দেন; ও যে ব্যক্তির যেরূপ আচরণ, তাহার তদ্রূপ দশা ঘটান। ১২ ঈশ্বর তো কখন দৌর্জন্য করেন না, ও সর্ব্বশক্তিমান কখন বিচার বিপরীত করেন না। ১৩ পৃথিবীর কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে কে দিল? ও সমস্ত জগৎ তাঁহাকে কে সমর্পণ করিল? ১৪ যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন, যদি আপনার [প্রদত্ত] আত্মা ও নিশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন, ১৫ তবে মর্ত্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যায়, ও মনুষ্য পুনর্ব্বার ধূলিসাৎ হয়। ১৬ যদি তোমার বিবেচনা থাকে, তবে এই কথা শুন, ও আমার বচনের রবে কর্ণপাত কর। ১৭ কেমন? যে ব্যক্তি ন্যায়বিচার ঘৃণা করে, সে কি শাসন করিতে পারে?

কিম্বা তুমি কি ঐ ধর্ম্মময় পরাক্রমিকে দোষী করিবা? [১৮] কে রাজাকে পাপাধম, কিম্বা প্রধানগণকে দুষ্ট বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে? [১৯] কিন্তু উনি জনাধ্যক্ষদেরও মুখাপেক্ষা করেন না, ও দরিদ্রের কাছে ধনবান্‌কে বিশিষ্ট জ্ঞান করেন না, যেহেতুক তাহারা সকলে তাঁহার হস্তকৃত বস্তু।

[২০] তাহারা হঠাৎ মরে, ও মধ্যরাত্রিতে প্রজাসমূহ বিচলিত হইয়া প্রয়াণ করে, এবং পরাক্রমিকেও বিনা হস্তক্ষেপে অপসারণ করা যায়। [২১] কেননা মানুষের আচার ব্যবহারে ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে; তিনি তাহার যাবতীয় পাদসঞ্চার দেখেন; [২২] অধর্ম্মাচারিগণ যাহাতে লুকাইতে পারে, এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই। [২৩] মনুষ্যকে ঈশ্বরের সহিত বিচারস্থানে গমন করিতে হয়, তজ্জন্য তিনি তাহার বিষয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করেন না। [২৪] তিনি অনুসন্ধান না করিয়া পরাক্রান্তদিগকে খণ্ড ২ করেন, ও তাহাদের স্থানে অন্য লোকদিগকে স্থাপন করেন। [২৫] তজ্জন্য তিনি তাহাদের সকল ক্রিয়া দেখেন, ও রাত্রিতে তাহাদিগকে উৎপাটন করেন, তাহাতে তাহারা চূর্ণ হয়। [২৬] তিনি তাহাদিগকে দুর্জ্জন বলিয়া প্রকাশ্য স্থানে প্রহার করেন। [২৭] বস্তুতঃ এই পরিণামার্থে তাহারা তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল, ও তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত পথ অজ্ঞাত থাকিত; [২৮] ইহাতে দরিদ্রদের ক্রন্দন তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত উপস্থিত করিত; আর তিনি দুঃখিদের ক্রন্দনে অবধান করেন।

[২৯] পরন্তু তিনি ক্ষান্ত থাকিলে কে দোষ দিতে পারে? ও আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? তিনি জাতিবিশেষের ও ব্যক্তি বিশেষের, উভয়ের উপরে [কর্ত্তৃত্ব করেন], [৩০] তজ্জন্য ধর্ম্মাবমানক মনুষ্যকে রাজত্ব করিতে ও প্রজাগণের ফাঁদস্বরূপ হইতে দেন না। [৩১] বস্তুতঃ সে কি ঈশ্বরকে কহে, আমি শাস্তি পাইয়াছি, আর পাপ করিব না; [৩২] আমি যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও; যদি অন্যায় করিয়া থাকি, তবে আর করিব না?

[৩৩] তোমার ইচ্ছামতে প্রতিফল দেওয়া কি তাঁহার আবশ্যক? ফলতঃ তুমি অসন্তুষ্ট হইলা; ভাল, [অন্য বিচার] মনোনীত করা তোমার কর্ম্ম, আমার নয়; তুমি যাহা জান তাহা বল। [৩৪] বুদ্ধিমান লোক আমার মত বলিবে, ও জ্ঞানবানেরা আমার বাক্য গ্রাহ্য করে। [৩৫] ইয়োব জ্ঞানশূন্য কথা কহিয়াছে, তাহার কথা বুদ্ধিবর্জ্জিত। [৩৬] ইয়োবের পরীক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হয়, এই আমার বাঞ্ছা, কেননা সে অধর্ম্মিদের পক্ষে উত্তর করিয়াছে। [৩৭] বস্তুতঃ সে পাপেতে অধর্ম্ম যোগ করে, ও আমাদের মধ্যে হাত তালি দেয়, ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বকে।

৩৫ অধ্যায়।

[১] পরে ইলীহূ আরো কহিতে লাগিল, [২] তুমি কহিলা, ঈশ্বরের ধর্ম্মহইতে আমার ধর্ম্ম অধিক; ইহা কি ন্যায্য জ্ঞান করিয়াছ? [৩] তজ্জন্য কি কহিলা, [ধর্ম্মেতে] আমার কি লাভ? আমার পাপ করণ অপেক্ষা তাহাতে কি উপকার হয়? [৪] আমি তোমাকে ও তোমার বন্ধুগণকে একসঙ্গে উত্তর দিব।

[৫] তুমি গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ, এবং মেঘ সকল নিরীক্ষণ কর, তাহা তোমাহইতে কত উচ্চ! [৬] পাপ করিলে তুমি তাঁহার কি ক্ষতি জন্মাইতে পার? ও তোমার পুঞ্জ ২ অধর্ম্ম হইলেও তুমি তাঁহার কি করিবা? [৭] আবার তুমি যদি ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলে তাঁহাকে কি দিতে পার? কিম্বা তোমার হস্তহইতে তিনি কি গ্রহণ করিবেন? [৮] তোমার দুষ্টতাদ্বারা তোমার তুল্য নরের [ক্ষতি] হয়; এবং তোমার ধার্ম্মিকতাদ্বারা মনুষ্যসন্তানের [উপকার] হয়। [৯] উপদ্রুত ব্যক্তিদের বাহুল্য প্রযুক্ত লোকেরা ক্রন্দন করে, ও বলবানের হস্তের ভয়ে আর্ত্তনাদ করে। [১০] কিন্তু কেহ বলে না, আমার নির্ম্মাণকর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়? তিনি তো রাত্রিকালীন গান প্রদান করেন। [১১] তিনি ভূচর পশুহইতে আমাদিগকে অধিক জ্ঞানবান, ও খেচর পক্ষি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান করিয়াছেন। [১২] এমত স্থলে লোকে দুরাত্মাদের অহঙ্কার প্রযুক্ত ক্রন্দন করিলে তিনি উত্তর করেন না। [১৩] বাস্তবিক ঈশ্বর অলীক কথা কখনো শুনেন না, ও সর্ব্বশক্তিমান তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। [১৪] আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না, এমন কথা যদ্যপি তুমি কহ, তথাপি [তোমার] বিচার তাঁহার গোচরে আছে, তুমি তাঁহার অপেক্ষা কর। [১৫] তিনি এখনও আপনার অধিক কোপে শাসন করেন নাই, এই জন্যে কি [বলিতেছ, তিনি] মহাপাতক বুঝেন না? [১৬] অতএব ইয়োব বাষ্পতুল্য কথা কহিতে মুখ ব্যাদান করিয়াছে, ও অনেক অজ্ঞানের কথা বকে।

৩৬ অধ্যায়।

[১] ইলীহূ আরো কহিল, [২] তুমি আমার প্রতি কিছু ধৈর্য্য কর, আমি তোমাকে শিক্ষা দিব, কেননা ঈশ্বরের পক্ষে আমার আরো কথা আছে। [৩] আমি দূরহইতে আপনার জ্ঞান উপস্থিত করিব, এবং আমার সৃষ্টিকর্ত্তার ধর্ম্মগুণ প্রতিপন্ন করিব। [৪] কোন প্রকারে আমার কথা মিথ্যা হইবে না, তোমার সাক্ষাতে [যাহা ২ বলিব তাহা] জ্ঞানে পরিপক্ক লোকদের উক্তি। [৫] দেখ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বটেন, তথাপি কাহাকেও তুচ্ছ বোধ করেন না; তিনি বুদ্ধিবলেতে পরাক্রমী। [৬] তিনি দুষ্টদের প্রাণ রক্ষা করেন না, কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন। [৭] তিনি ধার্ম্মিকদের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করেন না; কিন্তু তাহাদিগকে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণের সখা করিতে চিরকালার্থে স্থির করিয়া উন্নত করেন। [৮] তাহারা শৃঙ্খলেতে বদ্ধ কিম্বা দুঃখরূপ রজ্জুতে বন্ধনগ্রস্ত হইলে [৯] তিনি তাহাদের ক্রিয়া ও অহঙ্কার-

জ্ঞাত অধর্ম্ম তাহাদিগকে দেখান; ১০ এবং হিতোপদেশ গ্রহণ করাইতে তাহাদের কর্ণ খুলেন, ও তাহাদিগকে অধর্ম্মহইতে মন ফিরাইতে আজ্ঞা দেন। ১১ তাহারা যদি আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার আরাধনা করে, তবে সৌভাগ্যেতে আপন ২ [আয়ুর] দিন কাটায়, ও সুখেতে তাহার সম্বৎসর যাপন করে। ১২ কিন্তু যদি আজ্ঞাবহ না হয়, তবে অস্ত্রের মুখে পড়ে, ও জ্ঞানের অভাবে প্রাণত্যাগ করে। ১৩ ধর্ম্মাবমানকচিত্ত লোকেরা ক্রোধ পোষণ করে, এবং [ঈশ্বর] তাহাদিগকে বদ্ধ করিলে আর্ত্তনাদ করে না। ১৪ তাহারা যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে, ও পুঙ্গামি লোকদের মধ্যে তাহাদেরও জীবন [যায়]। ১৫ কিন্তু তিনি দুঃখে মগ্ন দুঃখিদিগকে উদ্ধার করেন, এবং দুঃখদ্বারা তাহাদের কর্ণ খুলেন। ১৬ এই রূপে তিনি তোমাকেও সঙ্কটের মুখহইতে পরিসর স্থানে লওয়াইতেছেন; তাহা দুঃখরহিত স্থান; তথায় তোমার মেজ পুষ্টিকর দ্রব্যের ভারে আনত হইবে। ১৭ কিন্তু তুমি দুর্জ্জনের বিচারে তৃপ্ত হইয়াছ; ভাল, বিচার ও শাসনের মধ্যে অভেদ্য সম্বন্ধ আছে। ১৮ সাবধান, ক্রোধ তোমাকে হাততালি দেওনে প্রবৃত্ত না করুক, এবং প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব তোমাকে না ভুলাউক। ১৯ তোমার আর্ত্তনাদ কি তোমাকে নিঃসঙ্কট করিয়া রাখিবে? তোমার সমূহ বলপূর্ব্বক ছটফট করা কৃতার্থ হইবে না। ২০ যে রাত্রিতে জাতিরা স্বস্থানহইতে অন্তর্হিত হয়, তুমি তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না। ২১ সাবধান, অধর্ম্মের প্রতি ফিরিও না, তুমি তো দুঃখভোগ অপেক্ষা বরং অধর্ম্মকে গ্রাহ্য করিয়াছ। ২২ দেখ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমেতে সর্ব্বোচ্চ, এবং তাঁহার ন্যায় কে শিক্ষা দিতে পারে? ২৩ কে তাঁহার গন্তব্য পথ নিরূপণ করিয়াছে? এবং তুমি অন্যায় করিলা, এ কথা তাঁহাকে কে বলিতে পারে?

২৪ মনুষ্যগণ গানদ্বারা তাঁহার যে সকল ক্রিয়ার কীর্ত্তন করে, তাহার মহিমা স্বীকার করিতে স্মরণ কর। ২৫ মনুষ্য সকল তাহা নিরীক্ষণ করে, মর্ত্ত্যগণ দূরহইতে তাহা সন্দর্শন করে। ২৬ দেখ, ঈশ্বর উচ্চ ও আমাদের বোধের অগম্য; তাঁহার সম্বৎসরের সংখ্যার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। ২৭ হাঁ, তিনি জলের পরমাণু সকল আকর্ষণ করেন, ও তাহাহইতে তাঁহার নির্ম্মল বৃষ্টিরূপ ক্বাথ প্রস্তুত হয়; ২৮ তাহাতে তাহা মেঘ সকলহইতে ক্ষরিয়া মনুষ্যদের উপরে যথেষ্টরূপে পতিত হয়। ২৯ আবার মেঘের বিদারণ ও তাঁহার তাম্বুর গর্জ্জন কেহ কি বুঝিতে পারে? ৩০ দেখ, তিনি আপনার উপরে তাহার দীপ্তি বিস্তার করেন, এবং সমুদ্রের মূলকে আপনার আবরণস্বরূপ করেন। ৩১ বস্তুতঃ তিনি এই সকলদ্বারা জাতিগণকে শাসন করেন, এবং বাহুল্যরূপে শস্য উৎপন্ন করেন। ৩২ তিনি আপন অঞ্জলি অগ্নিতে পূর্ণ করেন, ও লক্ষ্য মারিতে পটু হইয়া তাহা প্রেরণ করেন। ৩৩ তাহার নিনাদ তাঁহার বিষয়ে সমাচার দেয়, এবং পশুপাল সকলও তাঁহার আগমন জানায়।

৩৭ অধ্যায়।

১ ঐ শব্দেতে আমার হৃদয় কম্পবান হইতেছে, ও স্বস্থানে থাকিয়া দুপ্ ২ করিতেছে। ২ শুন ২, ঐ তাঁহার রবের নির্ঘোষ, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত স্বর। ৩ তিনি সমস্ত গগনমণ্ডলের অধঃস্থানে তাহা প্রেরণ করেন, ও পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন বিদ্যুৎ চালান। ৪ তৎপশ্চাৎ শব্দ শুনা যায়, তিনি আপন ভয়ানক রবেতে মেঘগর্জ্জন করেন; যখন তাঁহার এমত শব্দ শুনা যায়, তখন তিনি শরব্যয়ে কৃপণ নহেন। ৫ ঈশ্বর আপন রবেতে আশ্চর্য্যরূপ গর্জ্জন করেন, ও আমাদের বোধের অগম্য মহৎ ক্রিয়া করেন।

৬ আবার তিনি হিমানীকে বলেন, তুমি পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়; সামান্য বৃষ্টি ও প্রবল বৃষ্টি তাঁহার পরাক্রম [দেখায়]। ৭ তাঁহার নির্ম্মিত মনুষ্যমাত্র যেন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্তে তিনি মনুষ্যমাত্রের হস্ত বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করেন। ৮ তখন পশুগণ গহ্বরে প্রবেশ করে, ও আপন ২ আলয়ে থাকে।

৯ [দক্ষিণস্থ] অন্তঃপুরহইতে ঝড় ও বায়ুকোণহইতে শীত আইসে। ১০ ঈশ্বরের নিশ্বাসহইতে নীহার জন্মে, ও বিস্তারিত জল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ১১ আরও ঈশ্বর মেঘেতে জল ভরেন, ও আপন দীপ্তির আধার কাদম্বিনীকে বিস্তার করেন। ১২ তাহাতে তাঁহার চালনবিধায় তাহা ঘুরে, ও সমস্ত ভূমণ্ডলে তাঁহার সমস্ত আজ্ঞাক্রমে আপন কার্য্য করে। ১৩ তিনি কখন দণ্ডের নিমিত্তে, কখন নিজ দেশের নিমিত্তে, কখন বা দয়ার নিমিত্তে এই সকল ঘটান।

১৪ হে ইয়োব, তুমি ইহাতে কর্ণপাত কর, ও স্থির থাকিয়া ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্য বিবেচনা কর। ১৫ ঈশ্বর যখন এই সকলকে মনে করেন, ও আপন মেঘের দীপ্তি বিরাজমান করেন, তখন তুমি কি তাহা জান? ১৬ তুমি মেঘের দোলন প্রভৃতি সেই পরম জ্ঞানির আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল কি জ্ঞাত আছ? ১৭ তিনি দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবীকে স্তব্ধ করিলে তোমার বস্ত্র [কি রূপে] উষ্ণ হয়? ১৮ ছাঁচে ঢালা দর্পণের ন্যায় দৃঢ় যে গগনমণ্ডল, তুমি কি তাঁহার সঙ্গে তাহা বিস্তার করিয়াছ? ১৯ তবে আমরা তাঁহাকে যাহা বলিব, তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত কর; আমরা তো অন্ধকার প্রযুক্ত বাক্য বিন্যাস করিতে পারি না। ২০ আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি, এই কথা কি তাঁহাকে জানান যাইবে? কিম্বা কেহ কি মৃত্যুগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া কথা কহিবে?

২১ সম্প্রতি লোকেরা মেঘাচ্ছন্ন মহাতেজস্কর জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেছে না; কিন্তু বায়ু গমন করিয়া সেই মেঘ পরিষ্কার করিবে। ২২ উত্তরদিগ্‌হইতে সুবর্ণ আইসে, ঈশ্বরের ঊর্দ্ধে ভয়ানক তেজ থাকে। ২৩ সর্ব্বশক্তিমান আমাদের বোধের

অগম্য; তিনি পরাক্রমে সর্ব্বোচ্চ, এবং ন্যায়বিচার ও প্রচুর ধর্ম্মগুণ বিপরীত করেন না। ২৪ এ কারণ মনুষ্যগণ তাঁহাকে ভয় করে, তিনি জ্ঞানিমনাদিগেরও মুখাপেক্ষা করেন না।

৩৮ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্যহইতে ইয়োবকে উত্তর দিয়া কহিলেন, ২ ঐ যে ব্যক্তি অজ্ঞানের কথাদ্বারা মন্ত্রণাকে তিমিরাবৃত করে সে কে? ৩ তুমি এখন বলবানের ন্যায় কটিবন্ধন কর; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও। ৪ যে সময়ে আমি পৃথিবীর মূল স্থাপন করিলাম, তৎকালে তুমি কোথায় ছিলা? যদি তোমার বিবেচনা থাকে, তবে তাহা বল। ৫ তোমার জ্ঞাতসারে কে পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিল? কে তাহার উপরে মানরজ্জু ধরিল? ৬ তাহার চুঙ্গি সকল কিসের উপরে স্থাপিত হইল? কে বা তাহার কোণের প্রস্তর বসাইল? ৭ তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্র সকল একসঙ্গে আনন্দরব করিল, ও ঈশ্বরের সন্তানগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল। ৮ আর গর্ব্ভাশয়হইতে নির্গতের ন্যায় সমুদ্রের নির্গত হওন কালে কবাট দিয়া তাহাকে কে রুদ্ধ করিল? ৯ তৎকালে আমি মেঘকে তাহার বস্ত্রস্বরূপ ও ঘন মেঘকে তাহার পটিকাস্বরূপ করিলাম; ১০ ও তাহার জন্যে আপনার নিরূপিত সীমা কাটিয়া স্থির করিলাম, এবং অর্গল ও কবাট স্থাপন করিয়া কহিলাম, ১১ তুমি এই স্থান পর্য্যন্ত আসিতে পার; ইহা অতিক্রম করিবা না; এই স্থানে তোমার তরঙ্গের গর্ব্ব নিবারিত হইবে।

১২ তুমি কি আজন্মাবধি কখন প্রভাতকে আজ্ঞা দিয়া, এবং অরুণকে তাহার উদয়ের স্থান জানাইয়া ১৩ ধরণীর চারি কোণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাহইতে দুষ্টগণকে ঝাড়িয়া ফেলিতে আদেশ করিয়াছ? ১৪ তাহাদ্বারা ভূমণ্ডল মুদ্রাঙ্কে চিহ্নিত মৃত্তিকার ন্যায় আকারান্তর হয়, ও [চিত্রবিচিত্র] বস্ত্রের ন্যায় দেখায়, ১৫ ও দুষ্টগণহইতে দীপ্তি নিবারিত হয়, ও ঊর্দ্ধ বাহু ভগ্ন হয়।

১৬ তুমি কি সমুদ্রের উনুই পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছ? ও বারিধির তলে কি পদার্পণ করিয়াছ? ১৭ তোমার নিমিত্তে কি মৃত্যুর কপাট মুক্ত হইয়াছে? এবং তুমি কি মৃত্যুচ্ছায়ার দ্বার দেখিয়াছ? ১৮ তুমি কি পৃথিবীর পারাবার দেখিতে পাইতেছ? এই সকল যদি জান, তবে বল।

১৯ দীপ্তির নিবাসে গমনের পথ কোথায়? এবং অন্ধকারেরই বা বাসস্থান কোথায়? ২০ তুমি কি তাহার সীমাতে তাহাকে লইয়া যাইতে পার? ও তাহার গৃহের পথ কি জ্ঞাত আছ? ২১ তৎকালে তোমার জন্ম হইয়াছিল, ও এখন তোমার অনেক বয়ঃক্রম হইয়াছে, বলিয়া তুমি কি তাহা জান?

২২ তুমি কি হিমানীর ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছ? ২৩ এবং সঙ্কটকাল ও সংগ্রাম ও যুদ্ধদিনের নিমিত্তে আমি যে শিলা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ?

২৪ যে স্থানে দীপ্তি বিভক্ত কিম্বা পূর্ব্বীয় বায়ু পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, তাহা কোথায়? ২৫ অতিবৃষ্টির জন্যে প্রণালী ও মেঘধ্বনির সহচর বিদ্যুতের জন্যে পথ প্রস্তুত করিয়া ২৬ কে পৃথিবীর নির্জন স্থানে ও নরশূন্য প্রান্তরে বর্ষাইতে, ২৭ এবং মরুভূমি ও শুষ্ক স্থান তৃপ্ত এবং তৃণের উৎপত্তিস্থান প্রফুল্ল করিতে আদেশ করিয়াছে?

২৮ বৃষ্টির পিতা কেহ কি আছে? ও শিশিরের বিন্দুসমূহের জনক কে? ২৯ নীহার কাহার গর্ব্ভহইতে নির্গত হইয়াছে? ও আকাশীয় হিমসমূহকে কে জন্ম দিয়াছে? ৩০ তাহাদ্বারা জল প্রস্তরের বেশ ধারণ করে, ও বারিধির মুখ শক্ত হইয়া যায়। ৩১ তুমি কি কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপ মালা গাঁথিতে পার? কিম্বা মৃগশীর্ষের কটিবন্ধন কি খুলিতে পার? ৩২ এবং রাশিগণকে কি তাহার ঋতুতে আনয়ন করিতে পার? এবং স্বাতি ও তাহার পুত্রগণকে কি চালাইতে পার?

৩৩ তুমি কি গগনমণ্ডলের সমস্ত বিধান জান? ও পৃথিবীর উপরে তাহার কর্ত্তৃত্ব কি নিরূপণ করিতে পার? ৩৪ বহুজলে প্রচ্ছন্ন হইবার নিমিত্তে তুমি কি মেঘ পর্য্যন্ত আপনার উচ্চ রব শুনাইতে পার? ৩৫ তুমি কি বিদ্যুৎসমূহকে এরূপে ডাকাইতে পার, যে সে সকল আসিয়া তোমাকে বলে, যে আজ্ঞা, আমরা উপস্থিত আছি? ৩৬ আর নীলাভ্রকে জ্ঞান ও উল্কা সকলকে বিবেচনা কে দিয়াছে?

৩৭ কে প্রজ্ঞাদ্বারা মেঘ গণনা করিতে পারে? এবং আকাশস্থ জলধর সকলকে কে এমন উল্টাইতে পারে, ৩৮ যে ধূলা দ্রবীভূত ধাতুর ন্যায় গলিয়া যায়, ও মৃত্তিকা ডেলা বান্ধে?

৩৯ অধ্যায়।

৩৯ যে সময়ে সিংহী ও সিংহশাবকগণ গুহামধ্যে শয়ন করিয়া কিম্বা গুপ্ত স্থানে বসিয়া মৃগের অপেক্ষাতে থাকে, ৪০ তৎকালে তুমি কি সিংহীর নিমিত্তে মৃগয়া করিবা? ও তাহার শাবকগণকে কি তৃপ্ত করিতে পার?

৪১ যখন দাঁড়কাকের শাবকগণ ঈশ্বরের নিকটে আর্ত্তরাব করে, ও খাদ্যের অভাবে ভ্রমণ করে, তৎকালে কে তাহাকে আহার যোগাইয়া দেয়?

১ তুমি কি শৈলবাসি বন্য ছাগীদের প্রসবকাল জান? ও হরিণীর প্রসবের রীতি নির্ণয় করিতে পার? ২ তাহারা কত মাস গর্ব্ভ ধারণ করে, তাহা কি গণনা করিতে পার? এবং তাহাদের প্রসবকাল কি জানাইতে পার? ৩ তাহারা হেঁট হইবামাত্র প্রসব হয়, [শিশু] ভূমিষ্ঠ হইলেই স্বযন্ত্রণাহইতে নিস্তার পায়। ৪ তাহাদের শাবক বলবান হয়, ও মাঠে বৃদ্ধি পাইয়া প্রস্থান করে, তাহাদের নিকটে আর আইসে না।

৫ কে বন্য গর্দ্দভকে স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দি-

য়াছে? সেই জবীর বন্ধন কে মুক্ত করিয়াছে? ৬ আমি জঙ্গলকে তাহার গৃহ ও মরুভূমিকে তাহার নিবাস করিয়া দিয়াছি। ৭ সে নগরের কলরবকে পরিহাস করে, ও চালকের শব্দ শুনে না। ৮ পর্ব্বত-শ্রেণী তাহার চরাণীস্থান; সে যাবতায় নবীন তৃণের অন্বেষণ করে।

৯ আর গবয় কি তোমার দাস্যকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবে? ও তোমার যাবপাত্রের নিকটে থাকিবে? ১০ তুমি কি যোত দিয়া গবয়কে সীতাতে বান্ধিতে পার? কিম্বা সে কি তোমার পশ্চাৎ২ যাইয়া তলভূমিতে ময়ী দিবে? ১১ তাহার অধিক বল প্রযুক্ত তুমি কি তাহাকে বিশ্বাস করিবা? ও তোমার কর্ম্ম তাহাকে সমর্পণ করিবা? ১২ তোমার শস্য আনিয়া খামারে একত্র করিতে কি বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে ভার দিবা?

১৩ উষ্ট্রপক্ষিনীর ডেনা চালনের নিমিত্ত হয়; [হাড়গিলার ন্যায়] কি [তাহার] পক্ষ ও পালখ বৎসল? ১৪ সে মৃত্তিকাতে আপন ডিম্ব ত্যাগ করে, ও ধূলায় উষ্ণ হইতে দেয়। ১৫ কেহ চরণে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, কিম্বা বন্য পশু তাহা দলাইতে পারে, ইহা সে মনে করে না। ১৬ সে আপন শাবকগণের প্রতি পরের ন্যায় নির্দ্দয় হয়, ও আপনার প্রসববেদনা বিফল হইলেও নিশ্চিন্ত থাকে; ১৭ যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানহীন করিয়াছেন, বিবেচনা দেন নাই। ১৮ [কিন্তু] সে যখন পক্ষ তুলিয়া গমন করে, তখন অশ্বকে ও তদারূঢ় পুরুষকে পরিহাস করে।

১৯ তুমি কি অশ্বকে বীরত্ব দিতে পার? ও তাহার গ্রীবাদেশে কেশর দিতে পার? ২০ তুমি কি তাহাকে পতঙ্গের ন্যায় লম্ফন করাইতে পার? তাহার নাসিকাশব্দের তেজ অতি ভয়ানক। ২১ সে তলভূমি আঁচড়ায়, ও আপন বিক্রমে আমোদ করিয়া সুসজ্জ যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। ২২ আশঙ্কা দেখিলে সে হাস্য করে, উদ্বিগ্ন হয় না, এবং খড়্গের মুখহইতে ফিরে না। ২৩ তূণ ও শানিত বড়শা ও শূল তাহার চতুর্দ্দিগে শব্দ করে। ২৪ সে উগ্র ও রাগান্বিত ভাবে ভূমি খাইয়া ফেলে, এবং তূরীবাদ্য শুনিলে দাঁড়াইয়া থাকে না। ২৫ তূরীর রবের সহিত সেও হিহি শব্দ করে, এবং দূরে থাকিলেও সংগ্রামের গন্ধ ও সেনাপতিদের হুঙ্কার ও সিংহনাদ টের পায়।

২৬ বাজপক্ষী কি তোমার বিবেচনাক্রমে উড়ে ও দক্ষিণদিগে আপন পক্ষ বিস্তার করে? ২৭ কিম্বা উৎক্রোশপক্ষী কি তোমার আজ্ঞাতে ঊর্দ্ধে উঠে ও অত্যুচ্চ স্থানে আপনার বাসা করে? ২৮ সে শৈলে বাস করে, ও দন্তাকার শৈলাগ্রে ও দুরাক্রম স্থানে থাকে। ২৯ সেই স্থানহইতে সে আহার অবলোকন করে, তাহার চক্ষু দূরদর্শী। ৩০ তাহার শাবকগণ রক্ত চুষে, এবং যে স্থানে শব, সে সেই স্থানে উপস্থিত হয়।

৪০ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভু ইয়োবকে আরো কহিলেন, ২ সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিবাদী কি [এখনও] শিক্ষা দিবে? তবে ঈশ্বরের প্রতি অনুযোগকারী ইহার উত্তর দিউক।

৩ তাহাতে ইয়োব উত্তর করিয়া সদাপ্রভুকে কহিল, ৪ দেখ, আমি তুচ্ছনীয়; তোমাকে কি উত্তর দিব? আপনার মুখে হাত দি। ৫ আমি এক বার কহিয়াছি, আর কহিব না; ও দুই বার কহিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিব না।

৬ পরে সদাপ্রভু ঘূর্ণবায়ুর মধ্যহইতে ইয়োব্‌কে উত্তর দিয়া কহিলেন, ৭ তুমি এখন বীরের ন্যায় কটিবন্ধন কর; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও। ৮ তুমি কি নিতান্ত আমার বিচার অগ্রাহ্য করিবা? আপনাকে ধার্ম্মিক করণার্থে কি আমাকে দোষী করিবা? ৯ তোমার বাহু কি ঈশ্বরের বাহুর তুল্য? তুমি তাঁহার ন্যায় কি মেঘগর্জ্জন করিতে পার? ১০ তবে প্রাধান্যে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হও, এবং প্রভা ও আদরণীয়তারূপ বস্ত্র পরিধান কর; ১১ তোমার উচ্চণ্ড ক্রোধজল ছড়াও, এবং প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দৃক্‌পাতমাত্র নত কর; ১২ দৃক্‌পাতমাত্র প্রত্যেক অহঙ্কারির গর্ব্ব খর্ব্ব কর, দুষ্টদিগকে তাহাদের স্থানে দলিত কর; ১৩ যুগপৎ তাহাদিগকে ধূলিতে আচ্ছন্ন কর, ও গুপ্ত স্থানে তাহাদের মুখ বন্ধন কর। ১৪ এমত করিলে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে জয়যুক্ত করিতে পারে বলিয়া আমিও তোমার স্তব করিব।

১৫ আমি তোমার সহিত যে বহেমোৎ [নামক পশু] সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে নিরীক্ষণ কর; সে গোরুর ন্যায় তৃণভোজী। ১৬ দেখ, তাহার কটিদেশে কেমন বল, ও উদরস্থ পেশীতে কেমন সামর্থ্য আছে। ১৭ তাহার লাঙ্গূল এরসের [শাখার] ন্যায় দোলায়মান হয়, ও তাহার ঊরুদ্বয়ের শিরা সকল যোড়া আছে। ১৮ তাহার অস্থি পিত্তলময় নলের তুল্য, ও তাহার হাড় সকল লৌহদণ্ডসদৃশ। ১৯ ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সে অগ্রিম; তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাই তাহাকে খড়্গ দিয়াছেন। ২০ কেননা পর্ব্বতগণ তাহার খাদ্য যোগায়; সমস্ত বন্য পশুও সেই স্থানে ক্রীড়া করে। ২১ সে ছায়াযুক্ত বৃক্ষের তলে ও নলবনের অন্তরালে কর্দ্দমেতে শয়ন করে। ২২ ঐ বৃক্ষ সকল স্বচ্ছায়াতে তাহাকে আচ্ছন্ন করে, ও স্রোতোমার্গের বাইশি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিগে থাকে। ২৩ দেখ, নদী যদ্যপি উৎপাত করে, তথাচ সে ভয় করে না, এবং যর্দ্দন যদ্যপি তাহার মুখে আসিয়া পড়ে, তথাপি সে সাহস করে। ২৪ তাহার সাক্ষাতে থাকিয়া কে তাহাকে ধরিতে পারে? ও রজ্জু দিয়া কে তাহার নাসিকা ফুঁড়িতে পারে?

৪১ অধ্যায়।

১ তুমি কি বড়শীদ্বারা লিবিয়াথন জন্তুকে তুলিতে পার? এবং হাতসূতাদ্বারা তাহার জিহ্বা বাঁধিতে পার? ২ এবং কাটী দিয়া তাহার নাসিকা কি

ফুঁড়িতে পার? ও বড়শীতে তাহার হনূ বিন্ধিতে পার? [৩] সে কি তোমার কাছে বহু বিনতি করিবে, ও তোমাকে কোমল কথা বলিবে? [৪] সে কি তোমার সহিত নিয়ম করিবে? তুমি কি তাহাকে লইয়া আপনার নিত্য দাস করিবা? [৫] যেমন পক্ষির সহিত, তেমনি কি তাহার সহিত ক্রীড়া করিবা? ও তোমার বালিকাদের কারণ কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবা? [৬] তোমার সহভাগিরা কি তাহাকে ক্রয় করিবে? ও তাহারা কি তাহা অংশ২ করিয়া মহাজনদিগকে দিবে? [৭] তুমি কি তাহার চর্ম্ম খোঁচাতে ও তাহার মস্তক ধীবরের টেঁটাতে বিদ্ধ করিতে পার? [৮] তোমার হস্ত তাহার উপরে রাখ, তাহাতে সংগ্রাম স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার এমত করিবা না। [৯] দেখ, তাহাকে ধরিবার প্রত্যাশা মিথ্যা; বরং তাহাকে দেখিবামাত্র ভূমিতে পতিত হওয়া সম্ভব হয়। [১০] তাহাকে জাগাইবে, এমন দুঃসাহসী কেহ নাই; তবে আমার সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে পারে? [১১] কে অগ্রে আমার উপকার করিয়াছে, যে তন্নিমিত্তে আমাকে তাহার প্রত্যুপকার করিতে হয়? সমস্ত গগণমণ্ডলের নীচে যাহা২ আছে, সকলই আমার।

১২ তাহার অঙ্গ এবং বলের বৃত্তান্ত ও শরীরের সৌষ্ঠব আমি গুপ্ত করিব না। [১৩] তাহার বর্ম্ম কে অনাচ্ছাদিত করিতে পারে? ও তাহার দন্তের শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কে যাইতে পারে? [১৪] তাহার মুখের কবাট কে খুলিতে পারে? তাহার দন্তের চতুর্দ্দিগে ত্রাস থাকে। [১৫] তাহার ফলকশ্রেণী শোভা পায়, তাহা মুদ্রাঙ্কিতের ন্যায় দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে। [১৬] সেই সকল এমত সংলগ্ন, যে তাহার অন্তরালে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। [১৭] ঐ আঁইস সকল পরস্পর সংযুক্ত ও সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না। [১৮] তাহার হাঁচিতে দীপ্তি প্রকাশ হয়, ও তাহার নয়ন অরুণের নেত্রচ্ছদের সদৃশ। [১৯] তাহার মুখহইতে প্রদীপের ন্যায় তেজ নির্গত হয়, ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। [২০] যেমন তপ্ত হণ্ডিকা ও [প্রজ্বলিত] খাগ্‌ড়াহইতে, তেমনি তাহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম নির্গত হয়। [২১] তাহার নিশ্বাসদ্বারা অঙ্গার উদ্দীপ্ত হয়, ও তাহার মুখহইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়। [২২] তাহার গলদেশে অতিশয় বল থাকে, ও তাহার সম্মুখে শঙ্কা নৃত্য করে। [২৩] তাহার মাংসের পর্দ্দা পরস্পর সংযুক্ত; তাহা তাহার সহিত [একই] ছাঁচে ঢালা ধাতুস্বরূপ, নড়িতে পারে না। [২৪] তাহার হৃৎপিণ্ড প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় ও যাঁতার নীচের পাটের ন্যায় শক্ত। [২৫] সে গাত্রোত্থান করিলে বলবানেরাও উদ্বিগ্ন হয়, ও মনোভঙ্গ প্রযুক্ত লক্ষ্য মারিতে অসমর্থ হয়। [২৬] যদিস্যাৎ কেহ খড়্গহস্ত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তবে [খড়্গ ও] বড়শা ও বাণ ও সাঁজোয়া ব্যর্থ হয়। [২৭] সে লৌহকে নাড়ার ন্যায় ও পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় বোধ করে। [২৮] ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না, তাহার কাছে ফিঙ্গার প্রস্তর তূর্ন হইয়া পড়ে। [২৯] সে গদাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে, ও বড়শার ধ্বনিতে হাস্য করে। [৩০] তাহার অধোভাগে যেন শাণিত ক্ষুরসমূহ থাকে, ও ধারাল অস্ত্রযুক্ত যান কর্দ্দমের উপর দিয়া চালিত হয়। [৩১] সে অগাধ জলকে স্থালীর জলের ন্যায় ফুটায়, ও সমুদ্রকে সুগন্ধি লেপের শিশিসদৃশ করে। [৩২] তাহার পশ্চাৎ পথ চক্‌মক্ করে, ও বারিনাথ পক্ককেশের তুল্য হয়। [৩৩] সে পৃথিবীতে অনুপম; সে নির্ভয় হইবার জন্যে সৃষ্ট হইয়াছে। [৩৪] সে [স্থির দৃষ্টিতে] যাবতীয় উচ্চতরকে সন্দর্শন করে, ও যাবতীয় গর্ব্বিত প্রাণির উপরে রাজা হয়।

৪২ অধ্যায়।

[১] তাহার পর ইয়োব্ সদাপ্রভুকে কহিল, [২] আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার; কোন কল্পনা তোমার অসাধ্য নাই। [৩] "যে ব্যক্তি অজ্ঞানের কথাদ্বারা মন্ত্রণাকে অস্পষ্ট করে সে কে?" আমি যাহা জানি না, ও যে আশ্চর্য্য কথা বুঝি না, তাহাই কহিয়াছি। [৪] "বিনয় করি, আমার নিবেদন শুন, আমি কিছু বলি; ও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও।" [৫] পূর্ব্বে তোমার বিষয়ক জনশ্রুতি আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। [৬] এই নিমিত্তে আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।

[৭] ইয়োবের প্রতি কথা কহন সাঙ্গ করিলে সদাপ্রভু তৈমনীয় ইলীফস্‌কে কহিলেন, তোমার প্রতি ও তোমার দুই বন্ধুর প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, কারণ আমার দাস ইয়োব যেরূপ কহিয়াছে, তোমরা আমার বিষয়ে তদ্রূপ যথার্থ কহ নাই। [৮] অতএব তোমরা সাতটা বৃষ ও সাতটা মেষ লইয়া আমার দাস ইয়োবের নিকটে গিয়া আপনাদের নিমিত্তে হোমবলি উৎসর্গ কর। পরে আমার দাস ইয়োব্ তোমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা করিবে, তাহাতে আমি তাহাকে গ্রাহ্য করিব; নতুবা আমার দাস ইয়োবের ন্যায় আমার বিষয়ে যথার্থ না কহাতে আমি তোমাদিগকে সেই মূর্খতাজন্য কর্ম্মের প্রতিফল দিব। [৯] তখন তৈমনীয় ইলীফস্ ও শূহীয় বিল্‌দদ্ ও নামাথীয় সোফর্ গমন করিয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুযায়ি কর্ম্ম করিল; তাহাতে সদাপ্রভু ইয়োব্‌কে গ্রাহ্য করিলেন।

[১০] পরে ইয়োব্ আপন বন্ধুগনের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে সদাপ্রভু তাহার দুর্দ্দশা পরিবর্ত্তন করিলেন, ফলতঃ সদাপ্রভু ইয়োবকে পূর্ব্বসম্পদের দ্বিগুণ সম্পদ দিলেন। [১১] পরে তাহার ভ্রাতা ও ভগিনী সকল ও পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা ইয়োবের বাটীতে আসিয়া তাহার সহিত ভোজন করিল ও তাহাকে প্রবোধ দিল, এবং সদাপ্রভুদ্বারা ঘটিত সমস্ত আপদ বিষয়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিল, এবং প্রত্যেক জন এক২ মুদ্রা ও এক২ সুবর্ণের কুণ্ডল

তাহাকে দিল। ১২ এবং সদাপ্রভু ইয়োবের প্রথম অবস্থাহইতে শেষাবস্থাকে অধিক আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন; তাহাতে তাহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ ও ছয় সহস্র উষ্ট্র ও এক সহস্র যুগ্ম বলদ ও এক সহস্র গর্দ্দভী হইল।

১৩ অপর তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল। ১৪ তাহাতে সে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম যিমীমা, ও দ্বিতীয়ার নাম কৎসীয়া, ও তৃতীয়ার নাম কেরণ-হপ্পূক্ রাখিল। ১৫ ইয়োবের কন্যাদের তুল্য রূপবতী যুবতী সমস্ত পৃথিবীতে মিলিল না, এবং তাহাদের পিতা তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে দায়াধিকার দিল।

১৬ পরে ইয়োব্ আর এক শত চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিল। ১৭ শেষে ইয়োব্ বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণায়ু হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

গীতসংহিতা।

---

১ গীত।

১ যে ব্যক্তি দুষ্টদের মন্ত্রণাতে চলে না, ও পাপিদের পথে দাঁড়াইয়া থাকে না, ও নিন্দকদের সভাতে বৈসে না, ২ কিন্তু সদাপ্রভুর শাস্ত্রে প্রীত হয়, ও তাঁহার শাস্ত্রই দিবারাত্রি ধ্যান করে, সেই ধন্য। ৩ সে জলস্রোতের তীরে রোপিত এমত বৃক্ষের সদৃশ, যাহা স্বসময়ে আপন ফল উৎপন্ন করে, ও যাহার পত্র ম্লান হয় না; এবং সে যাহা২ করে, সেই সকলেতে কৃতকার্য্য হয়। ৪ দুষ্টগণ তাদৃশ নহে, কিন্তু তাহারা বায়ুচালিত তুষের সদৃশ। ৫ এই কারণ দুষ্টগণ বিচারে, কিম্বা পাপিরা ধার্ম্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইতে পারিবে না। ৬ কেননা সদাপ্রভু ধার্ম্মিকগণের গতি জানেন, কিন্তু দুষ্টদের গতি বিনষ্ট হইবে।

২ গীত।

১ পরজাতীয়েরা কেন কলহ করে? ও জনবৃন্দগণ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে? ২ সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হইতেছে, ও নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছে। ৩ "আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছেদন করি, ও আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।"

৪ যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট আছেন, তিনি হাস্য করিবেন; প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন। ৫ তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের সহিত আলাপ করিবেন, ও কোপে তাঁহাদিগকে বিহ্বল করিবেন। ৬ "আমি তো আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।"

৭ আমি বিধিটীর বৃত্তান্ত প্রচার করিব; সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে যন্ম দিলাম। ৮ আমার নিকটে যাচ্ঞা কর, তাহাতে আমি পরজাতীয়দিগকে তোমার দায়াংশ, ও পৃথিবীর প্রান্ত সকল তোমার অধিকার করিয়া দিব। ৯ তুমি লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে চরাইবা, কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় তাহাদিগকে খণ্ড২ করিবা।

১০ অতএব এখন, হে রাজগণ, জ্ঞানী হও; হে পৃথিবীর বিচারকগণ, শাসন গ্রাহ্য কর। ১১ সভয় হইয়া সদাপ্রভুর আরাধনা কর, ও সকম্প হইয়া জয়ধ্বনি কর। ১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কেননা ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। যে সকল লোক তাঁহার শরণাপন্ন, তাহারা ধন্য।

৩ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত। অবশালোম্ পুত্রহইতে তাহার পলায়নকালীন।

১ হে সদাপ্রভো, আমার কত বিপক্ষ হইয়াছে! অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠিতেছে। ২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে কহিতেছে, ঈশ্বরের নিকটে উহার জন্যে পরিত্রাণ নাই। সেলা। ৩ তথাপি হে সদাপ্রভো, তুমিই আমার আবরক ঢাল, আমার শ্রী, ও আমার মস্তকের উন্নতিকারক। ৪ আমি উচ্চরবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে আহ্বান করিয়া থাকি, তাহাতে তিনি নিজ পবিত্র পর্ব্বতহইতে আমাকে উত্তর দেন। সেলা। ৫ আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম, পুনরায় জাগ্রৎ হইলাম, কারণ সদাপ্রভু আমাকে ধরিয়া রাখেন। ৬ যদ্যপি অযুত২ লোক আমার বিরুদ্ধে চারি দিগে সসজ্জ হইয়াছে, তথাপি আমি তাহাদের হইতে ভীত হইব না। ৭ হে সদাপ্রভো, উঠ; হে আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাণ কর; কেননা তুমি আমার সমস্ত শত্রুর হনূতে আঘাত করিয়া থাক, তুমি দুষ্টদের দন্ত ভাঙ্গিয়া থাক। ৮ সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণ আছে; তোমার প্রজাদিগের উপরে তোমার আশীর্ব্বাদ [বর্ত্তুক]। সেলা।

৪ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর, আমি আহ্বান করিলে আমাকে উত্তর দেও। সঙ্কটে তুমি আমাকে

প্রশস্ত স্থান দিয়া থাক; কৃপা করিয়া আমার প্রার্থনা শুন।

২ হে বীরসন্তানেরা, তোমরা কত কাল আমার সম্মান অপমানে পরিণত করিবা, এবং অনর্থক বিষয় ভাল বাসিবা, ও মিথ্যাকথা চেষ্টা করিবা? সেলা। ৩ তোমাদের তো ইহা জানা উচিত, যে সদাপ্রভু সাধু লোককে আপনার নিমিত্তে পৃথক্ করিয়া রাখেন; আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে আহ্বান করিলে তিনি অবধান করেন। ৪ তোমরা ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না, তোমাদের শয্যার উপরে মনে২ কথা কহ, ও নীরব থাক। সেলা। ৫ ধর্ম্মযজ্ঞ করিয়া বলিদান কর, ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর।

৬ কে আমাদিগকে মঙ্গল দেখাইবে? অনেকে এমত কথা কহিতেছে; হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি তুমি নিজ মুখের দীপ্তি উদিত কর। ৭ উহাদের গোধূম ও নব দ্রাক্ষারসের বাহুল্যকালীন আহ্লাদ অপেক্ষা ভারী আহ্লাদ তুমি আমার অন্তঃকরণে দিয়াছ। ৮ আমি শান্তিতে এক কালে শয়ন করিব ও নিদ্রা যাইব; কেননা, হে সদাপ্রভো, একা তুমিই আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ।

৫ গীত।

প্রধান বংশীবাদককে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, আমার কাকুক্তিতে মনোযোগ কর। ২ হে আমার রাজন্ ও আমার ঈশ্বর, আমার আর্ত্তনাদের রব শ্রবণ কর, কেননা আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। ৩ হে সদাপ্রভো, প্রাতঃকালে তুমি আমার রব শুনিবা; প্রাতঃকালে আমি তোমার উদ্দেশে [নৈবেদ্য] সাজাইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিব। ৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় ঈশ্বর নহ; মন্দ লোক তোমার অতিথি হইতে পারে না। ৫ দর্পকারিগণ তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে না, তুমি অধর্ম্মাচারি সকলকে ঘৃণা করিতেছ। ৬ তুমি মিথ্যাবাদিদিগকে বিনষ্ট করিবা, রক্তপাতি ও ছলপ্রিয় মনুষ্য সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ। ৭ কিন্তু আমি তোমার দয়ার বাহুল্যে তোমার গৃহে প্রবেশ করিব, এবং তোমার পবিত্র প্রাসাদের অভিমুখে তোমার ভীতিতে প্রণিপাত করিব।

৮ হে সদাপ্রভো, আমার ছিদ্রান্বেষিগণ প্রযুক্ত তুমি আপন ধর্ম্মগুণে আমার পথপ্রদর্শক হও, আমার সম্মুখে তোমার মার্গ সরল কর। ৯ কেননা উহাদের কাহারো মুখে স্থির কিছুই নাই; তাহাদের অন্তঃকরণ ব্যসনী, তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ, তাহারা জিহ্বাতে চাটুকর। ১০ হে ঈশ্বর, তাহাদিগকে দোষী কর, তাহারা আপন২ পরামর্শভ্রষ্ট হউক, তুমি তাহাদের অধর্ম্মের বাহুল্যশুদ্ধ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেও, কেননা তাহারা তোমার বিদ্রোহী হইয়াছে। ১১ তাহাতে তোমার শরণাপন্ন সমস্ত লোক আহ্লাদিত হইবে, এবং অনন্ত কাল আনন্দগান করিবে, ও তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবা, এবং তোমার নামের প্রেমকারিগণ তোমাতে উল্লাস করিবে। ১২ কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমিই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঢালের ন্যায় প্রসন্নতাতে আবৃত করিবা।

৬ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, ও কোপে আমাকে শাসন করিও না। ২ হে সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি; হে সদাপ্রভো, আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থি সকল বিহ্বল হইয়াছে। ৩ এবং আমার প্রাণ অতিশয় বিহ্বল হইয়াছে; আর, হে সদাপ্রভো, তুমি কত কাল [বিলম্ব করিবা]? ৪ হে সদাপ্রভো, ফিরিয়া আইস, আমার প্রাণ উদ্ধার কর, তোমার দয়াগুণে আমাকে পরিত্রাণ কর। ৫ কেননা মৃত্যুদশাতে তোমার স্মরণ হইবে না; পাতালে কে তোমার স্তবগান করিবে? ৬ আমি কোঁকাইতে২ শ্রান্ত হইয়াছি; প্রতি রাত্রি আমার শয্যা ভাসাইয়া নেত্রজলে খাট ভিজাই। ৭ মনস্তাপে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছে; আমার সকল বৈরী প্রযুক্ত তাহা জীর্ণ হইয়াছে। ৮ হে অধর্ম্মাচারি সকল, আমার নিকটহইতে দূর হও, কেননা সদাপ্রভু আমার রোদনের রব শুনিলেন। ৯ সদাপ্রভু আমার বিনতি শুনিলেন; সদাপ্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। ১০ আমার সমস্ত শত্রু অতিশয় লজ্জিত ও বিহ্বল হইবে; তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া হঠাৎ লজ্জিত হইবে।

৭ গীত।

দায়ূদের ব্যাকুলতাসূচক গীত। বিন্যামীনীয় কূশের কথার বিষয়ে সদাপ্রভুর নিকটে কৃত তাহার গান।

১ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি; তুমি আমার সকল তাড়নাকারিহইতে আমাকে নিস্তার করিয়া উদ্ধার কর। ২ নতুবা [শত্রু] সিংহের ন্যায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ করিবে, ও খণ্ড২ করিবে; উদ্ধার করিতে কেহ থাকিবে না। ৩ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, যদি আমি সেই কর্ম্ম করিয়া থাকি, যদি আমার করতলে অন্যায় লাগিয়া থাকে; ৪ যদি আমি প্রণয়ি লোকের অপকার করিয়া থাকি, কিম্বা যে ব্যক্তি অকারণে আমার বৈরী, তাহার দ্রব্য যদি লুট করিয়া থাকি, ৫ তবে শত্রু আমার প্রাণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহা ধরুক, ও আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক, এবং আমার শ্রীকে ধূলিবাসিনী করুক। সেলা। ৬ হে সদাপ্রভো, ক্রোধভরে উঠ, আমার বৈরিদের কোপাবেশ প্রযুক্ত গাত্রোত্থান কর, এবং আমার পক্ষে জাগ্রৎ হও; তুমি বিচারের আজ্ঞা দিয়াছ। ৭ অতএব জনবৃন্দ-

গণের মণ্ডলী তোমাকে বেষ্টন করুন; আবার তাহার ঊর্দ্ধে তুমি উচ্চ স্থানে আরোহণ কর। [৮] সদাপ্রভু জাতিগণের বিচার করেন; হে সদাপ্রভো, আমার ধর্ম্ম ও আন্তরিক যাথার্থ্যানুসারে আমার বিচার কর। [৯] বিনয় করি, দুষ্টগণের দৌর্জ্জন্য শেষ হউক, এবং তুমি [অনুগ্রহ করিয়া] ধার্ম্মিককে সুস্থির কর; তুমি তো সকলের অন্তঃকরণ ও মর্ম্মের পরীক্ষক ধর্ম্মময় ঈশ্বর।

[১০] ঈশ্বর আমার ঢালবাহক, তিনি সরলান্তঃকরণদিগের ত্রাণকর্ত্তা। [১১] ঈশ্বর ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা; তিনি প্রতিদিন [পাপির উপরে] ক্রোধকারী ঈশ্বর। [১২] যদি সে না ফিরে, তবে তিনি আপন খড়্গে শাণ দিবেন; তিনি আপন ধনুকে চাড়া দিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন। [১৩] এবং উহাকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুর অস্ত্র যোগ করিয়াছেন; তিনি আপনার সকল বাণ অগ্নিবাণ করিবেন। [১৪] দেখ, সে অধর্ম্মে গর্ব্ভধারণ করে, ও উপদ্রবে পূর্ণগর্ব্ভ হইয়া মিথ্যাকথা প্রসব করে। [১৫] সে কূপ খনন করিয়া গভীর করিয়াছে, কিন্তু আপনার কৃত গর্ত্তে পতিত হইল। [১৬] তাহার উপদ্রব তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে, ও তাহার দৌরাত্ম্য তাহারই মুণ্ডের উপরে পড়িবে। [১৭] আমি সদাপ্রভুর ধর্ম্মগুণানুসারে তাঁহার স্তবগান করিব, এবং সঙ্গীতদ্বারা পরাৎপর সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন করিব।

৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, গিত্তীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে আমাদের প্রভো সদাপ্রভো, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত! গগণের ঊর্দ্ধেত তোমার প্রভা সংস্থাপিত হইয়াছে। [২] তোমার বৈরিগণের নিমিত্তে, অর্থাৎ শত্রুকে ও প্রতিহিংসককে ক্ষান্ত করণার্থে তুমি বালকদের ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখহইতে পরাক্রম দৃঢ়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছ।

[৩] তোমার অঙ্গুলিদ্বারা নির্ম্মিত যে তোমার নভোমণ্ডল, [এবং] তোমার স্থাপিত যে চন্দ্র ও তারাগণ, তাহা নিরীক্ষণ করিলে [আমি বলি], [৪] মর্ত্ত্য কি, যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? ও মনুষ্যসন্তান বা কি, যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর? [৫] তবু তুমি ঈশ্বরীয় দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পমাত্র ন্যূন করিয়াছ, এবং প্রতাপ ও আদরণীয়তারূপ মুকুটে তাহাকে বিভূষিত করিয়াছ। [৬] তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়া দিয়াছ; [৭] মেষ গবাদি সকল, অধিকন্তু বন্য পশুগণ, [৮] শূন্যের পক্ষিগণ, এবং সাগরের মৎস্য [প্রভৃতি] সমুদ্রপথের পথিক, [সকলই দিয়াছ]। [৯] হে আমাদের প্রভো সদাপ্রভো, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত!

৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, পুত্ত্রের মরণ। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার স্তবগান করিব, তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বর্ণনা করিব। [২] আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করিব; হে সর্ব্বোপরিস্থ, আমি সঙ্গীতদ্বারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিব। [৩] কেননা আমার শত্রুগণ পরাঙ্মুখ হইল; তাহারা তোমার সাক্ষাতে পতিত ও বিনষ্ট হইতেছে। [৪] কেননা তুমি আমার বিচার ও বিবাদ নিষ্পন্ন করিলা, ও সিংহাসনে বসিয়া ধর্ম্মবিচার করিলা। [৫] তুমি পরজাতীয়দিগকে ভর্ৎসনা ও দুষ্টকে সংহার করিলা, তুমি যুগানুক্রমের অনন্ত কালের নিমিত্তে তাহাদের নাম লোপ করিলা। [৬] শত্রুরা লুপ্ত হইয়া সদাকালের নিমিত্তে উৎসন্ন হইয়াছে; তুমি [তাহাদের] নগর সকল ধ্বংস করিলা; তাহাদের আপনাদের নামও বিনষ্ট হইল। [৭] কিন্তু সদাপ্রভু অনন্তকাল সুখাসীন থাকিবেন; তিনি বিচারার্থে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। [৮] এবং তিনিই ধর্ম্মে জগতের বিচার, ও ন্যায়ে জনবৃন্দগণের শাসন করিবেন। [৯] এবং সদাপ্রভু ক্লিষ্ট লোকের দুর্গস্বরূপ, সঙ্কটের সময়ে দুর্গস্বরূপ হইবেন। [১০] অতএব যাহারা তোমার নাম জ্ঞাত আছে, তাহারা তোমাতে বিশ্বাস করিবে; কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি আপনার অন্বেষণকারিদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। [১১] তোমরা সিয়োন্নিবাসি সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর; জাতিদের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর। [১২] কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন, তিনি হতদিগকে স্মরণ করিবেন; তিনি দুঃখিদিগের ক্রন্দন বিস্মৃত হন নাই।

[১৩] হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর; বৈরিগণহইতে আমার যে দুঃখ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমি মৃত্যুর পুরদ্বারহইতে আমার উত্তোলনকর্ত্তা। [১৪] তাহাতে আমি সিয়োনের কন্যার পুরদ্বারে তোমার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিব, ও তোমার কৃত পরিত্রাণে উল্লাস করিব। [১৫] পরজাতীয়েরা আপনাদের খনিত খাতে ডুবিয়াছে; তাহারা গোপনে যে জাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের চরণ বদ্ধ হইয়াছে। [১৬] সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন; দুর্জ্জন নিজ হস্তের ক্রিয়ারূপ পাশে বদ্ধ হইয়াছে। হিগায়োন্। সেলা। [১৭] দুষ্ট লোকেরা ও ঈশ্বরকে বিস্মৃত পরজাতীয় সকলে পাতালে পরাবর্ত্তিত হইবে। [১৮] কেননা দরিদ্র যে নিত্য অস্মৃত থাকিবে, কিম্বা নম্রদিগের আশা যে অনন্তকালের নিমিত্তে বিনষ্ট হইবে, তাহা নয়। [১৯] হে সদাপ্রভো, উঠ; মর্ত্ত্য প্রবল না হউক, তোমার সাক্ষাতে পরজাতীয়দের বিচার নিষ্পন্ন হউক।

২০ হে সদাপ্রভো, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর; তাহারা যে মর্ত্ত্যমাত্র, ইহা পরজাতীয়েরা জ্ঞাত হউক। সেলা।

১০ গীত।

১ হে সদাপ্রভো, কেন দূরে দাঁড়াইয়া থাক? সঙ্কটের সময়ে কেন চক্ষু মুদ্রিত কর? ২ দুষ্ট লোকের গর্ব্ব প্রযুক্ত দুঃখি জন দগ্ধ হয়, ও উহাদের কল্পিত ছলে ধরা পড়ে। ৩ কেননা দুষ্ট লোক আপন মনোরথের শ্লাঘা করে, এবং লোভী সদাপ্রভুকে জলাঞ্জলি দিয়া অবজ্ঞা করে। ৪ দুষ্ট লোক নাক তুলিয়া [বলে,] কেহ অনুসন্ধান করিবে না; ঈশ্বর নাই, ইহাই তাহার চিন্তার সাকল্য। ৫ তাহার গতি সর্ব্বদা শ্রীবিশিষ্ট; তোমার শাসন সকল উর্দ্ধ, তাহার দৃষ্টির বহির্ভূত; সে আপন সকল বৈরির প্রতি ফুৎকার করে। ৬ সে মনে২ বলে, আমি বিচলিত হইব না, পুরুষানুক্রমেও বিপদগ্রস্ত হইব না। ৭ তাহার মুখ অভিশাপে ও ছলনাতে ও শঠতাতে পরিপূর্ণ; তাহার জিহ্বার নীচে উপদ্রব ও অন্যায় থাকে। ৮ সে গ্রামের নিভৃত স্থানে বসিয়া গোপনে নির্দ্দোষকে বধ করে; তাহার চক্ষু দুঃখগ্রস্তকে ধরিবার জন্যে নিরীক্ষণ করে। ৯ যেমন নিজ গহনে সিংহ, তেমনি সে দুঃখিকে ধরিবার জন্যে অন্তরালে থাকে; সে আপন জালে দুঃখিকে টানিয়া ধরে। ১০ তাহাতে সে বিদীর্ণ হইয়া পড়ে; এই রূপে দুঃখগ্রস্ত লোকেরা উহার বলবান [বাহুদ্বয়ে] পতিত হয়। ১১ সে মনে২ বলে, ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছেন; তিনি আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়াছেন, কখন দেখিবেন না।

১২ হে সদাপ্রভো, উঠ; হে ঈশ্বর, আপন হস্ত তুল; দুঃখিদিগকে বিস্মৃত হইও না। ১৩ দুর্জ্জন কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে? কেন মনে২ বলে, তুমি অনুসন্ধান করিবা না? ১৪ তুমি তো দেখিতেছ, কেননা তুমি স্বহস্তে [প্রতিকার] অর্পণ করিবার নিমিত্তে উপদ্রবের ও ধৃষ্টতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ; দুঃখগ্রস্ত লোক তোমারই উপরে ভার সমর্পণ করে; তুমিই পিতৃহীনের সাহায্যকারী। ১৫ দুর্জনের বাহু ভাঙ্গিয়া ফেল, এবং লেশমাত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তের দুষ্টতার অনুসন্ধান কর। ১৬ সদাপ্রভু যুগানুক্রমের অনন্তকালীন রাজা; পরজাতীয়েরা তাঁহার দেশহইতে লুপ্ত হইয়াছে। ১৭ হে সদাপ্রভো, তুমি নম্রদের আকাঙ্ক্ষাতে অবধান করিয়া থাক; তুমি তাহাদের অন্তঃকরণ সুস্থির করিবা। তুমি কর্ণপাত করিয়া ১৮ পিতৃহীনের ও উপদ্রুত লোকের বিচার নিষ্পন্ন করিবা; ভূম্যুৎপন্ন মর্ত্ত্যকে আর ভীমবিক্রান্ত থাকিতে দিবা না।

১১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত।

১ আমি সদাপ্রভুর শরণ লইয়াছি; তোমরা কি ভাবিয়া আমার প্রাণকে বল, তুমি পক্ষী হইয়া তোমাদের পর্ব্বতে উড়িয়া যাও? ২ কেননা দেখ, দুষ্টগণ ধনুকে চাড়া দিতেছে, সরলান্তঃকরণদিগকে অন্ধকারে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্তে তাহারা আপন২ বাণ গুণে যোগ করিয়াছে। ৩ হাঁ, মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হইতেছে; ধার্ম্মিকের কি সাধ্য?

৪ সদাপ্রভু আপন পবিত্র প্রাসাদে আছেন; সদাপ্রভুর সিংহাসন স্বর্গে আছে; তাঁহার চক্ষু নিরীক্ষণ করিতেছে, তাঁহার চক্ষুর পাতা মনুষ্যসন্তানদিগের পরীক্ষা করিতেছে। ৫ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের পরীক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ। ৬ তিনি দুষ্টদের উপরে পাশ, অগ্নি ও গন্ধক বর্ষাইবেন, এবং প্রচণ্ড বায়ু তাহাদের পানপাত্রস্থ পেয় দ্রব্য। ৭ কেননা সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, ধর্ম্মকর্ম্মই ভাল বাসেন; সরল লোক তাঁহার শ্রীমুখের দৃষ্টিগোচর হইবে।

১২ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, শমীনীৎ। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, সাহায্য কর, কেননা সাধু লোক লোপ পাইল; হাঁ, মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোকেরা শেষ হইল। ২ প্রতি জন আপন২ প্রতিবাসির সহিত চাটুবাদি ওষ্ঠাধরে অলীক কথা কহে; তাহারা দ্বিধা মনে কথা কহে।

৩ সদাপ্রভু চাটুবাদি সকল ওষ্ঠাধর ও দর্পবাদি জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবেন। ৪ উহারা বলে, আমরা আপন২ জিহ্বাতে প্রবল হইব, আমাদের ওষ্ঠই আমাদের সহায় আছে; আমাদের উপরে কর্ত্তা কে? ৫ সদাপ্রভু কহেন, দুঃখিদের সর্ব্বনাশ ও দরিদ্রদের কাতরোক্তি প্রযুক্ত আমি এই ক্ষণে উঠিব, ও ত্রাণাকাঙ্ক্ষি লোককে ত্রাণপ্রাপ্ত করিব। ৬ সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য; তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটী করা সাত বার পরিষ্কৃত রূপার তুল্য। ৭ হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবা, এবং অনন্ত কালের নিমিত্তে এই বর্ত্তমান লোকহইতে উদ্ধার করিবা। ৮ দুষ্টগণ চারি দিগে বিহার করিতেছে; কেননা মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে যাহারা অধম, তাহারা উচ্চপদান্বিত হইতেছে।

১৩ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, কত কাল আমাকে নিত্য বিস্মৃত থাকিবা? কত কাল আমাহইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিবা? ২ কত কাল আমি মনের মধ্যে ভাবনাকে, ও অন্তঃকরণের মধ্যে বিষাদকে দিন২ স্থান দিব? আমার শত্রু কত কাল আমার উপরে দর্প করিবে? ৩ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে উত্তর দেও; আমার চক্ষু সতেজ কর, নতুবা আমি মৃত্যুনিদ্রাতে নিদ্রাগ

হইব। [৪] নতুবা আমার শত্রু বলিবে, আমি তাহাকে জয় করিলাম ; আমি বিচলিত হইলে আমার বিপক্ষগণ উল্লাস করিবে। [৫] কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করি ; আমার অন্তঃকরণ তোমার [কৃত] পরিত্রাণে উল্লাসিত হইবে। [৬] আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব, কেননা তিনি আমার উপকার করিয়াছেন।

১৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত।

[১] মূঢ় লোক মনে ২ বলে, "ঈশ্বর নাই।" তাহারা নষ্ট ও ঘৃণার্হ কর্ম্মকারী ; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহই নাই। [২] বিবেচক ও ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না, ইহা দেখিবার জন্যে সদাপ্রভু স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। [৩] সকলে বিপথগামী ও একেবারে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে ; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহই নাই, এক জনও নাই। [৪] অধর্ম্মাচারি সকলের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা অন্ন গ্রাস করণের ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে, সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে না। [৫] ঐ স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইল, কেননা ঈশ্বর ধার্ম্মিক বংশের মধ্যবর্ত্তী। [৬] তোমরা দুঃখির মন্ত্রণাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিতেছ ; যাহা হউক, সদাপ্রভু তাহার আশ্রয়। [৭] আঃ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োনহইতে উপস্থিত হউক; সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিলে যাকোব্ উল্লাসিত হইবে, ও ইস্রায়েল্ আনন্দ করিবে।

১৫ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, তোমার তাম্বুতে কে প্রবাস করিবে? তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বসতি করিবে? [২] যে ব্যক্তি যথার্থ আচরণ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করে, ও অন্তঃকরণের সহিত সত্য কহে, [৩] পরীবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না, মিত্রের অপকার করে না, ও আপনার নিকটবর্ত্তি লোকের দুর্নাম করে না ; [৪] যে আপনার দৃষ্টিতে তুচ্ছনীয় ও অযোগ্য হয়, কিন্তু সদাপ্রভুর ভয়কারিদিগকে মান্য করে, দিব্য করিলে আপনার ক্ষতি হইলেও তাহা অন্যথা করে না ; [৫] কুসীদার্থে ঋণ দেয় না, ও নির্দ্দোষের বিরুদ্ধে উৎকোচ লয় না ; এই ২ কর্ম্ম যে করে, সে অনন্ত কালেও বিচলিত হইবে না।

১৬ গীত।

দায়ূদের গীতরত্ন।

[১] হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর, কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি। [২] [আমার মন] সদাপ্রভুকে কহে, তুমিই আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত আমার মঙ্গল নাই। [৩] পৃথিবীতে যে পবিত্র লোকেরা থাকে, [আমি তাহাদের সখা], এবং তাহারা আদরণীয় [ও] আমার পরম প্রীতির পাত্র। [৪] যাহারা ইতর [দেবতাকে] উপহার দেয়, তাহাদের যাতনা বৃদ্ধি পাইবে; আমি তাহাদের উদ্দেশে শোণিতরূপ পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব না, ও আপন ওষ্ঠাধরে তাহাদের নাম লইব না। [৫] হে সদাপ্রভো, তুমি আমার দায়াংশ ও আমার পানপাত্রস্বরূপ ; তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করিতেছ। [৬] আমার নিমিত্তে মানরজ্জু মনোহর স্থানে পড়িয়াছে; আমার অধিকার আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত শোভা পায়। [৭] আমি সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব, কেননা তিনি আমার পক্ষে মন্ত্রণা করিয়াছেন ; রাত্রিকালেও আমার অন্তঃকরণ আমাকে প্রবোধ দেয়।

[৮] আমি সদাপ্রভুকে নিত্যই সম্মুখে রাখি ; হাঁ, তিনি আমার দক্ষিণে অবস্থিত, আমি বিচলিত হইব না। [৯] তন্নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ আনন্দিত, ও আমার শ্রী উল্লাসিত হইল; আমার শরীরও আশ্বাসযুক্ত হইয়া বিশ্রাম করিবে। [১০] যেহেতুক তুমি আমার প্রাণ পাতালে ফেলিয়া ত্যাগ করিবা না, ও নিজ সাধু ব্যক্তিকে ক্ষয়স্থান দেখিতে দিবা না। [১১] তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবা, ও আপনার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, ও আপনার দক্ষিণে নিত্য সুখভোগ [দিবা]।

১৭ গীত।

দায়ূদের প্রার্থনা।

[১] হে সদাপ্রভো, ধর্ম্মবাক্য শুন, আমার কাকুক্তিতে অবধান কর, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর ; তাহা ছলহীন ওষ্ঠহইতে নির্গত। [২] তোমার সাক্ষাতে আমার বিচারের নিষ্পত্তি হউক; যাহা ন্যায্য তাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ুক। [৩] তুমি আমার চিত্তের পরীক্ষা করিয়া রাত্রিকালে তত্ত্বানুসন্ধান করত আমাকে খাঁটী করিয়াছ, তাহাতে [দোষ] পাও নাই ; মনের ভাবহইতে আমার মুখ ভিন্ন নহে। [৪] মনুষ্যের কার্য্য সকল বুঝিয়া আমি তোমার ওষ্ঠাধরের বাক্যদ্বারা বিনাশকের পথহইতে সাবধান হইয়াছি। [৫] তোমার পথে আমার পাদসঞ্চার স্থির রাখ, তাহাতে আমার চরণ বিচলিত হইবে না। [৬] আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম, কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে উত্তর দিয়া থাক ; আমার প্রতি কর্ণ পাতিয়া আমার বাক্য শুন। [৭] তোমার আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ কর ; [কেননা] তুমি আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা শরণাপন্ন লোকদিগকে বিপক্ষগণহইতে নিস্তার করিয়া থাক। [৮] নয়নের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর, নিজ পক্ষের ছায়াতে আমাকে সঙ্গোপন কর। [৯] যে দুষ্টগণ আমাকে নষ্ট করে, ও যে শত্রুগণ প্রাণনাশার্থে আমাকে বেষ্টন করে, তাহাদের হইতে [আমাকে উদ্ধার কর]। [১০] তাহারা আপন ২ স্থূল হৃৎপিণ্ড বদ্ধ করিয়াছে, ও মুখে অহঙ্কারের কথা কহে।

১১ এখন তাহারা আমাদের পাদসঞ্চারে আমাদিগকে ঘেরে, ও ভূমিতে হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করে। ১২ তাহারা বিদারণ করিতে উদ্যত কেশরির সদৃশ, ও অন্তরালে শয়ান যুবসিংহের তুল্য। ১৩ হে সদাপ্রভো, উঠ, সাক্ষাতে প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে নত কর, তোমার খড়্গস্বরূপ দুষ্ট লোকহইতে আমার প্রাণ বাঁচাও। ১৪ হে সদাপ্রভো, যে লোকেরা তোমার মুষ্টিস্বরূপ, তাহাদের হইতে [আমাকে বাঁচাও]; সেই লোকেরা সাংসারিক; তাহারা এই জীবদ্দশায় আপন ২ অংশ পায়, এবং তুমি নিজ গুপ্ত ধনে তাহাদের উদর পূর্ণ করিলে তাহারা সন্তানদর্শনে তৃপ্ত হয়, ও আপন ২ শিশু বালকদের নিমিত্তে আপন ২ সম্পত্তি রাখিয়া যায়। ১৫ আমি ধর্ম্মে তোমার মুখের দর্শন পাইব, এবং জাগরণকালে তোমার মূর্ত্তি [দর্শনে] তৃপ্ত হইব।

১৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের রচিত।

যৎকালে সদাপ্রভু শত্রু সকলের হস্তহইতে, বিশেষতঃ শৌলের হস্তহইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন, তৎকালে সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই গীতের কথা নিবেদন করিল।

১ সে কহিল, হে আমার বলস্বরূপ সদাপ্রভো, আমি তোমার অনুরক্ত। ২ সদাপ্রভু আমার শৈল ও গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, আমার ঈশ্বর, আমার শরণ লইবার ধর; আমার ঢাল ও আমার ত্রাণদায়ক শৃঙ্গ, আমার উচ্চদুর্গ। ৩ আমি সদাপ্রভুকে কীর্ত্তনীয় বলিয়া আহ্বান করি, তাহাতে আমার শত্রুগণহইতে নিস্তার পাই। ৪ আমি মৃত্যুর যন্ত্রণে পরিবীত, ও পাপাধমের বন্যাতে আশঙ্কিত, ৫ পাতালের যন্ত্রণে বেষ্টিত, ও মৃত্যুর পাশে জড়িত ছিলাম। ৬ সেই সঙ্কটের সময়ে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম, ও আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলাম; তিনি নিজ প্রাসাদে থাকিয়া আমার রব শুনিলেন, এবং আমার আর্ত্তনাদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

৭ তখন পৃথিবী টলিল ও কম্পিত হইল, এবং পর্ব্বতগণের মূল সকল উদ্বিগ্ন হইয়া টলটলায়মান হইল, কারণ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। ৮ তাঁহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম উদ্গত হইল, ও তাঁহার মুখনির্গত অগ্নি [সকলই] গ্রাস করিল; তাঁহার নিক্ষিপ্ত অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল। ৯ এবং তিনি গগণকে পাতিয়া নামিলেন, এবং অন্ধকার তাঁহার পদতলস্থ [পথ] হইল। ১০ এবং তিনি করূবে আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন, ও বায়ুর পক্ষদ্বারা উড়িয়া আইলেন। ১১ তিনি অন্ধকারকে আপন অন্তরাল করিলেন, ও আপনার চতুর্দ্দিগে আপন আবরণস্বরূপে সজল তিমির ও গগণের মেঘ রাখিলেন। ১২ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তি তেজহইতে তাঁহার মেঘের সঞ্চার হইল, তাহা শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত। ১৩ এবং সদাপ্রভু আকাশে গর্জ্জন করিলেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থ যিনি তিনি আপন রব শুনাইলেন; তাহা শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গারযুক্ত। ১৪ এবং তিনি আপন বাণ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিলেন, ও বহু বজ্র ছুঁড়িয়া তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন। ১৫ তখন, হে সদাপ্রভো, তোমার তর্জ্জনে ও নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে জলধির গর্ত্ত প্রকাশ পাইল, ও ভূমণ্ডলের মূল সকল অনাবৃত হইল।

১৬ তিনি ঊর্দ্ধহইতে [হস্ত] বিস্তার করিয়া আমাকে ধরিলেন, ও জলসমূহহইতে আমাকে তুলিয়া লইলেন। ১৭ তিনি আমার বলবান শত্রুহইতে ও আমার বৈরিগণহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তাহারা আমা অপেক্ষা শক্তিমান্ ছিল। ১৮ আমার ত্রাসের দিনে তাহারা আমার সম্মুখবর্ত্তী ছিল, কিন্তু সদাপ্রভু আমার অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ হইলেন। ১৯ এবং আমাকে বাহিরে প্রশস্ত স্থানে আনিলেন, ও আমাকে উদ্ধার করিলেন, কেননা তিনি আমাতে প্রীত ছিলেন। ২০ সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুযায়ি উপকার করেন, ও আমার হস্তের শুচিতানুযায়ি ফল দেন। ২১ কেননা আমি সযত্নে সদাপ্রভুর পথে চলিতাম, ও আপন ঈশ্বরকে ছাড়িতে দুষ্ক্রিয়া করি নাই। ২২ বরঞ্চ তাঁহার সমস্ত শাসন আমার সম্মুখে ছিল, এবং আমি তাঁহার বিধি আপনাহইতে দূর করি নাই। ২৩ আর আমি তাঁহার উদ্দেশে যাথার্থিক ছিলাম, ও নিজ অপরাধহইতে আপনাকে রক্ষা করিতাম। ২৪ তাহাতে সদাপ্রভু আমার ধর্ম্মানুযায়ি ও আপনার সাক্ষাতে আমার হস্তের শুচিতানুযায়ি ফল আমাকে দিলেন। ২৫ তুমি দয়াবানের সহিত দয়া, ও যাথার্থিকের সহিত যাথার্থ্য ব্যবহার করিয়া থাক। ২৬ তুমি শুচির সহিত শুচি; কিন্তু কুটিলস্বভাবের সহিত চতুরের ব্যবহার করিয়া থাক। ২৭ কেননা তুমিই দুঃখি লোকদিগকে নিস্তার করিয়া থাক, কিন্তু উদ্ধতদৃষ্টিকে অবনত করিয়া থাক। ২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া থাক; আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার অন্ধকারকে আলোকময় করেন। ২৯ হাঁ, তোমার সহকারে আমি সৈন্যদলের মধ্য দিয়া দৌড়িতে পারি; ও আমার ঈশ্বরের সহকারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারি। ৩০ তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ যথার্থ; সদাপ্রভুর বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ; তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢালস্বরূপ। ৩১ বস্তুতঃ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে? এবং আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর ধর কে আছে? ৩২ সেই ঈশ্বর আমাকে বলরূপ কটিবন্ধন দিয়াছেন, ও আমার পথ যথার্থ করিয়াছেন। ৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের সদৃশ করেন, ও আমার উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন। ৩৪ তিনি আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন,

তাহাতে আমার বাহু তাম্রময় ধনুকে চাড়া দিল। ৩৫ আর তুমি আমাকে নিজ পরিত্রাণরূপ ঢাল দিলা, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধারণ করিল, ও তোমার নম্রতা আমাকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিল। ৩৬ তুমি আমার নীচে পাদসঞ্চারের স্থান প্রশস্ত করিয়া থাক, তাহাতে আমার গুল্‌ফ বিচলিত হয় না। ৩৭ আমি আপন শত্রুগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে ধরিব, ও তাহাদিগকে সংহার না করিয়া প্রত্যাগমন করিব না। ৩৮ আমি তাহাদিগকে এমত চূর্ণ করিব, যে তাহারা আর উঠিতে পারিবে না, কিন্তু আমার পদতলে পতিত হইবে। ৩৯ আর তুমি আমাকে যুদ্ধার্থ বলরূপ কটিবন্ধন দিলা; ও আমার প্রতিরোধিগণকে আমার পদতলে নত করিলা। ৪০ এবং আমার শত্রুগণকে আমাহইতে পরাঙ্মুখ করিলা, তাহাতে আমি আপন ঘৃণাকারিদিগকে সংহার করিলাম। ৪১ তাহারা আর্ত্তনাদ করিল, কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা কেহ ছিল না; তাহারা সদাপ্রভুকে [ডাকিল], কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিলেন না। ৪২ তাহাতে আমি তাহাদিগকে বায়ুচালিত ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিলাম; ও সড়কস্থ কর্দ্দমের ন্যায় তাহাদিগকে ফেলিয়া দিলাম। ৪৩ তুমি আমাকে প্রজাদের দ্রোহহইতে উদ্ধার করিবা, ও পরজাতীয়দের মস্তকরূপে নিযুক্ত করিবা; আমার অপরিচিত জাতি আমার দাস হইবে। ৪৪ তাহারা আমার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার আজ্ঞাগ্রাহী হইবে; বিজাতীয়দের সন্তানেরা আমার স্তবস্তুতি করিবে। ৪৫ বিজাতীয়দের সন্তানেরা ম্লান হইবে, ও থরথর করত আপন ২ গোপনীয় স্থানহইতে বাহিরে আসিবে।

৪৬ সদাপ্রভু নিত্যজীবী, ও আমার ধর ধন্য, এবং আমার ত্রাণস্বরূপ ঈশ্বর উচ্চপদান্বিত। ৪৭ হে ঈশ্বর, আপনি আমার পক্ষে বৈরনির্য্যাতন করিলেন, ও আমার বশে জাতিগণকে দমন করিলেন, ৪৮ এবং আমার শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার করেন; অবশ্য প্রতিরোধিগণের উপরে আমাকে উন্নত করিবেন, ও দুর্বৃত্ত লোকহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। ৪৯ অতএব, হে সদাপ্রভো, আমি পরজাতীয়দের নিকটে তোমার স্তবগান করিব, ও তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। ৫০ আপনি স্বকৃত রাজাকে মহাপরিত্রাণ দিয়া আপনকার অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি, অর্থাৎ দায়ূদের ও যুগানুক্রমে তাহার বংশের প্রতি দয়া ব্যবহার করিবেন।

১৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ গগণমণ্ডল ঈশ্বরের প্রতাপ বর্ণনা করে, ও বিতান তাঁহার হস্তকৃত কর্ম্ম জ্ঞাপন করে। ২ এক দিবস অপর দিবসের কাছে বাক্য বহায়, ও এক রাত্রি অপর রাত্রির কাছে জ্ঞান প্রচার করে। ৩ বাক্য নাই, ভাষাও নাই, তাহাদের রব শুনা যায় না। ৪ [তথাপি] তাহাদের স্বর সমস্ত পৃথিবীতে, ও তাহাদের বক্তৃতা জগতের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে; সেই গগণের মধ্যে তিনি সূর্য্যের নিমিত্তে এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন। ৫ এবং সে বরের ন্যায় আপন বাসরগৃহহইতে নির্গত হয়, ও বীরের ন্যায় পথে ধাবমান হইতে আমোদ করে। ৬ সে গগণমণ্ডলের প্রান্তহইতে যাত্রা করিয়া তাহার [অপর] প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আইসে; এবং তাহার উত্তাপে কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে না।

৭ সদাপ্রভুর শাস্ত্র সিদ্ধ ও প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর প্রমাণবাক্য বিশ্বসনীয় ও অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। ৮ সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ ও চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক। ৯ সদাপ্রভুর ভীতি পবিত্র ও নিত্যস্থায়ী; সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য ও সর্ব্বাংশে ন্যায্য। ১০ তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রসহইতেও সুস্বাদু। ১১ তোমার এই দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়; তাহা পালন করিলে মহাফল হয়।

১২ প্রমাদের কর্ম্ম সকল কে বুঝিতে পারে? তুমি গুপ্ত দোষহইতে আমাকে পরিষ্কার কর। ১৩ দুঃসাহসজনিত সকল অপরাধহইতেও নিজ দাসকে বিরত কর; সেই সকলকে আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিও না; তাহা হইলে আমি যাথার্থিক এবং মহাপাতকহইতে শুচি হইব। ১৪ হে আমার ধর ও আমার মুক্তিকর্ত্তা সদাপ্রভো, আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক।

২০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিউন, যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক। ২ তিনি পবিত্র স্থানহইতে তোমার সাহায্য প্রেরণ করুন, ও সিয়োনে থাকিয়া তোমাকে সুস্থির রাখুন; ৩ তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন, ও তোমার হোমবলি পুষ্টিকর [বলিয়া গ্রাহ্য] করুন। সেলা। ৪ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, ও তোমার সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ করুন। ৫ আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব, ও আমাদের ঈশ্বরের নামে ধ্বজা তুলিব; সদাপ্রভু তোমার সকল যাচ্ঞা সিদ্ধ করুন।

৬ এখন আমি জানি, সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তিকে নিস্তার করেন; তিনি আপন পবিত্র স্বর্গহইতে তাঁহাকে উত্তর দেন; আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা পরিত্রাণজনক পরাক্রমের কর্ম্ম করিয়া [উত্তর দেন]।

৭ ইহারা রথের, ও উহারা অশ্বের [শ্লাঘা করে], কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের শ্লাঘা করি। ৮ তাহারা নত হইয়া পতিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান আছি। ৯ সদাপ্রভু

রাজাকে পরিত্রাণ করুন; যে দিনে আমরা আহ্বান করি, সেই দিনে আমাদিগকে উত্তর দিউন।

২১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, তোমার বলে রাজা আনন্দ করেন, ও তোমার কৃত পরিত্রাণে নিতান্ত উল্লাসিত হন। [২] তুমি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছ, ও তাঁহার ওষ্ঠাধরের প্রার্থনা অস্বীকার কর নাই। সেলা। [৩] কেননা তুমি বিবিধ মঙ্গলরূপ বর দিতে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছ, [এবং] তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট দিয়াছ। [৪] তিনি তোমার নিকটে জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তুমি তাঁহাকে দীর্ঘ, বরং যুগানুক্রমের অনন্তকালস্থায়ি পরমায়ু দান করিয়াছ। [৫] তোমার কৃত পরিত্রাণে তিনি মহাপ্রতাপান্বিত হইয়াছেন; তুমি তাঁহাকে প্রভা ও আদরণীয়তারূপ ভূষণ দিয়াছ। [৬] বস্তুতঃ তুমি তাঁহাকে নিত্য আশীর্ব্বাদের পাত্র করিয়াছ, [এবং] আপন মুখের প্রসন্নতাতে তাঁহাকে আনন্দে পুলকিত করিয়াছ। [৭] কারণ রাজা সদাপ্রভুতে নির্ভর করেন, এবং সর্ব্বোপরিস্থের দয়াতে তিনি বিচলিত হইবেন না।

[৮] তোমার হস্ত তোমার সকল শত্রুকে ধরিবে; তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমার বৈরিগণকে ধরিবে। [৯] তুমি দৃক্‌পাতকালে তাহাদিগকে প্রজ্বলিত তুন্দুরস্বরূপ করিবা; সদাপ্রভু আপন কোপে তাহাদিগকে গ্রাস করিবেন, ও বহ্নি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। [১০] তুমি পৃথিবীহইতে তাহাদের ফল, ও মনুষ্যসন্তানদের মধ্যহইতে তাহাদের বংশ উচ্ছিন্ন করিবা। [১১] যেহেতুক তাহারা তোমাকে হিংসার লক্ষ্য করিত; তাহারা কুমন্ত্রণা করিত, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। [১২] কেননা তুমি তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিবা, [ও] তাহাদের বদন তোমার ধনুর্গুণের লক্ষ্য করিবা। [১৩] হে সদাপ্রভো, নিজ বলে প্রতিষ্ঠিত হও; আমরা গান ও সঙ্গীতদ্বারা তোমার পরাক্রমের কীর্ত্তন করিব।

২২ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, অরুণের মৃগী। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কি জন্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? আমার রক্ষাহইতে ও আমার আর্ত্তনাদের উক্তিহইতে কেন দূরে থাক? [২] হে আমার ঈশ্বর, আমি দিবসে আহ্বান করি, কিন্তু তুমি উত্তর দেও না; রাত্রিতেও [ডাকি], কিন্তু আমার বিরাম হয় না। [৩] তথাপি তুমিই পবিত্র, ইস্রায়েলের প্রশংসাগান তোমার সিংহাসনস্বরূপ। [৪] আমাদের পিতৃলোকেরা তোমাতেই বিশ্বাস করিত; তাহারা বিশ্বাস করাতে তুমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতা। [৫] তাহারা তোমার নিকটে ক্রন্দন করিয়া রক্ষা পাইত, তোমাতে বিশ্বাস করাতে লজ্জিত হইত না। [৬] কিন্তু আমি কোন্ কীটের কীট, নরের মধ্যে গণ্য নহি; আমি মনুষ্যদের নিন্দাস্পদ ও প্রজাদের অবজ্ঞার পাত্র। [৭] যে সকল লোক আমাকে দেখে, তাহারা আমাকে ঠাট্টা করে, ও ওষ্ঠ বক্র করিয়া মস্তক লাড়িয়া কহে, [৮] সে সদাপ্রভুতে আপন ভার অর্পণ করুক, তিনি তাহাকে উদ্ধার করুন্; তিনি তাহাতে প্রীত, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন। [৯] বস্তুতঃ তুমিই জঠরহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলা; এবং মাতৃস্তনে আমাকে শরণ দিয়াছিলা। [১০] গর্ভহইতে নিঃসৃত হওনাবধি আমি তোমাতে সমর্পিত হইয়াছি; আমার মাতৃজঠরস্থ হওনাবধি তুমিই আমার ঈশ্বর আছ। [১১] আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না; কেননা সঙ্কট আসন্ন, হাঁ, সাহায্যকারী কেহ নাই। [১২] অনেক বৃষ আমাকে বেষ্টন করে, বাশনের বলবান্ পশুগণ আমাকে ঘেরে। [১৩] তাহারা আমার প্রতি মুখ ব্যাদান করে, বিদারক সিংহ যেন গর্জ্জন করিতেছে। [১৪] আমি পতিত জলস্বরূপ হইয়াছি, এবং আমার অস্থি সকল খসিয়াছে; আমার হৃদয় মোমের ন্যায় হইয়া অন্ত্রের মধ্যে গলিত হইয়াছে। [১৫] আমার বল খোলার ন্যায় শুষ্ক, ও আমার জিহ্বা তালুতে লগ্ন হইয়াছে, এবং তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে নিপাত করিতেছ। [১৬] কেননা কুক্কুরেরা আমাকে ঘেরে, দুরাচারিদের মণ্ডলী আমাকে বেড়ে; তাহারা আমার হস্তপাদ বিদ্ধ করিয়াছে। [১৭] আমি আপন অস্থি সকল গণনা করিতে পারি; উহারা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অবলোকন করে। [১৮] তাহারা আপনাদের নিমিত্তে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করে, এবং আমার পরিচ্ছদের জন্যে গুলিবাঁট করে।

[১৯] অতএব, হে সদাপ্রভো, তুমি দূরে থাকিও না; হে আমার বলস্বরূপ, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর। [২০] খড়্গহইতে আমার প্রাণ, কুক্কুরের হস্তহইতে আমার সঙ্গিহীন আত্মাকে উদ্ধার কর। [২১] সিংহের মুখহইতে আমাকে নিস্তার কর; হাঁ, তুমি গবয়ের শৃঙ্গহইতে [রক্ষা করিয়া] আমাকে উত্তর দিলা।

[২২] আমি আপন ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব, [ও] সমাজের মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব। [২৩] হে সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, তাঁহার প্রশংসা কর; হে যাকোবের সমস্ত বংশ, তাঁহার সমাদর কর; এবং হে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ, তাঁহাকে সম্ভ্রম কর। [২৪] কেননা তিনি দুঃখি লোকের দুঃখাবস্থার উপেক্ষা করিলেন না, ও তাহা ঘৃণার্হ বোধ করিলেন না; তিনি তাহাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন না, বরং তাঁহার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে অবধান করিলেন। [২৫] মহাসমাজে তুমিই আমার প্রশংসার ভূমি হইবা, আমি তোমার ভয়কারিদের সাক্ষাতে আপন মানত সকল পূর্ণ করিব। [২৬] নম্র লোকেরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, এবং সদাপ্রভুর অন্বেষণকারিরা তাঁহার প্রশংসা

করিবে; তোমাদের অন্তঃকরণ নিত্যজীবী হউক। [২৭] পৃথিবীর প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে; পরজাতীয়দের গোষ্ঠী সকল তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে। [২৮] হাঁ, রাজত্ব সদাপ্রভুর; তিনিই পরজাতীয়দের শাসনকর্ত্তা। [২৯] পৃথিবীস্থ পুষ্ট লোক সকল ভোজন করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রণিপাত করিবে; এবং যাহারা ধূলিতে নামিতে উদ্যত কিম্বা আপন২ প্রাণ বাঁচাইতে অসমর্থ, তাহারা সকলে [তাঁহার সাক্ষাতে] জানু পাতিবে। [৩০] এক বংশ তাঁহার দাস হইবে, ও পুরুষানুক্রমে প্রভুর বলিয়া গণিত হইবে। [৩১] তাহারা উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধার্ম্মিকতা জ্ঞাত করিবে, এবং অনুজাত লোকদিগকে কহিবে, তিনি কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

২৩ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অসুসার হইবে না। [২] তিনি তৃণভূষিত চরাণীতে আমাকে শয়ন করান ও শান্তিবাহ জলের ধারে২ চালান। [৩] তিনি আমার প্রাণ পুনরায় স্বস্থ করেন, ও আপন নামের গুণে আমাকে ধর্ম্মমার্গে গমন করান। [৪] যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গী, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা করিবে। [৫] তুমি আমার বৈরিগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইবা; তুমি আমার মস্তক তৈলে স্নিগ্ধ করিয়াছ; আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে। [৬] অবশ্য মঙ্গল ও দয়াই যাবজ্জীবন প্রতিদিন আমার অনুচর হইবে, এবং আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরকাল বসতি করিব।

২৪ গীত।

দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] পৃথিবী ও তৎপূরক বস্তু সদাপ্রভুর; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ [তাঁহার]। [২] কেননা তিনিই সমুদ্রগণের উপরে তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও নদীগণের উপরে তাহা দৃঢ় করিয়া রাখিতেছেন। [৩] কে সদাপ্রভুর পর্ব্বতে উঠিবে? ও কে তাঁহার পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হইবে? [৪] যাহার নির্দ্দোষ অঞ্জলি ও বিমল অন্তঃকরণ আছে; ও যে জন অলীক বিষয়ে আপন অভিলাষ না বর্ত্তায়, ও ছলভাবে শপথ না করে; [৫] সেই ব্যক্তি সদাপ্রভুহইতে আশীর্ব্বাদ ও আপন ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরহইতে ধার্ম্মিকতা প্রাপ্ত হইবে। [৬] এই তাঁহার অন্বেষণকারি বংশ; ইহারা তোমার শ্রীমুখদর্শনের আকাঙ্ক্ষী যাকোব্। সেলা।

[৭] হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তুল; হে চিরন্তন কপাট সকল, উত্থিত হও; তাহাতে প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিলেন। [৮] সেই প্রতাপের রাজা কে? পরাক্রমী ও বীর সদাপ্রভু, যুদ্ধবীর সদাপ্রভু। [৯] হে পুরদ্বার সকল, মস্তক তুল; হে চিরন্তন কপাট সকল, উত্থিত হও, তাহাতে প্রতাপের রাজা প্রবেশ করিবেন। [১০] সেই প্রতাপের রাজা কে? বাহিনীগণের সদাপ্রভু, তিনিই প্রতাপের রাজা। সেলা।

২৫ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] হে সদাপ্রভো, তোমারই প্রতি আমি আপন প্রাণ উত্তোলন করি। [২] হে আমার ঈশ্বর, তোমারই শরণ লইয়াছি, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না; আমার শত্রুগণ আমার উপরে উল্লাস না করুক। [৩] হাঁ, যে সকল লোক তোমার অপেক্ষা করে, তাহারা লজ্জিত হইবে না; যাহারা অকারণে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহারাই লজ্জিত হইবে। [৪] হে সদাপ্রভো, তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত কর; তোমার মার্গ সকল আমাকে বুঝাইয়া দেও। [৫] তোমার সত্যরূপ পথে আমাকে গমন করাও, ও আমাকে শিক্ষা দেও, কেননা তুমিই আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর; আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষাতে আছি। [৬] হে সদাপ্রভো, তোমার প্রচুর করুণা ও দয়া স্মরণ কর, কেননা তাহা অনাদিকালীন। [৭] আমার যৌবনাবস্থার পাপ ও আমার অধর্ম্ম সকল স্মরণ করিও না; হে সদাপ্রভো, নিজ মঙ্গলভাব প্রযুক্ত আপন দয়ানুসারে আমাকে স্মরণ কর। [৮] সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ ও সরল, এই জন্যে পাপিদিগকে গন্তব্য পথ দেখান। [৯] তিনি নম্রদিগকে ন্যায়বিচারের পথে গমন করান, ও নম্রদিগকে আপন পথ বুঝাইয়া দেন। [১০] যাহারা তাঁহার নিয়ম ও প্রমাণবাক্য পালন করে, তাহাদের পক্ষে সদাপ্রভুর সমস্ত মার্গ দয়া ও সত্যস্বরূপ। [১১] হে সদাপ্রভো, আপন নামের গুণে আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা বড়। [১২] সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক কে? তিনি তাহাকে বরণীয় পথ দেখাইয়া দিবেন। [১৩] তাহার প্রাণ কুশলে বাস করিবে, ও তাহার বংশ দেশের অধিকারী হইবে। [১৪] সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারিদের অধিকার, এবং তাঁহার নিয়ম তাহাদিগকে জ্ঞান দিবার উপায়। [১৫] আমার দৃষ্টি নিরন্তর সদাপ্রভুর মুখ চাহে, কেননা তিনিই আমার চরণ জালহইতে উদ্ধার করিবেন। [১৬] আমার প্রতি ফিরিয়া কৃপা কর, কেননা আমি সঙ্গিহীন ও দুঃখী। [১৭] আমার অন্তঃকরণের যন্ত্রণা বাড়িয়াছে, আমার কষ্টহইতে আমাকে নিস্তার কর। [১৮] আমার দুঃখ ও আয়াসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা কর। [১৯] আমার শত্রুগণের প্রতি অবলোকন কর, কেননা তাহারা অনেক, এবং দুরন্ত দ্বেষভাবে আমাকে দ্বেষ করে। [২০] আমার প্রাণ রক্ষা কর, ও আমাকে উদ্ধার কর, লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমার শরণ লইয়াছি। [২১] যাথার্থিকতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক, কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি। [২২] হে

ঈশ্বর, ইস্রায়েলকে তাহার সমস্ত সঙ্কটহইতে মুক্ত কর।

২৬ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমার বিচার কর, যেহেতুক আমি নিজ যাথার্থ্যে চলি, ও সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, চঞ্চল হই না। [২] হে সদাপ্রভো, আমার পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ লও, এবং আমার মর্ম্ম ও চিত্ত খাঁটী কর। [৩] কেননা তোমার দয়া আমার নয়নগোচর; এবং আমি তোমার সত্যরূপ পথের পথিক; [৪] আমি অলীকতাপ্রিয় লোকদের সহবাস করি না, এবং ছদ্মবেশিদের সঙ্গে যাতায়াত করি না। [৫] আমি দুরাচারিদের সমাজ ঘৃণা করি, দুষ্টগণের সঙ্গে বসি না। [৬] আমি শুদ্ধতারূপ জলে আপন হস্ত প্রক্ষালন করিব, এবং, হে সদাপ্রভো, তোমার যজ্ঞবেদি প্রদক্ষিণ করিব; [৭] তোমার স্তবগানের ধ্বনি শ্রবণ করাইতে, ও তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতে [যত্ন করিব]। [৮] হে সদাপ্রভো, আমি তোমার নিবাসগৃহ ও তোমার প্রতাপাবাসের স্থান ভাল বাসি। [৯] পাপিদের সহিত আমার প্রাণ, ও রক্তপাতি মনুষ্যদের সহিত আমার জীবন সংহার করিও না। [১০] তাহাদের হস্তে কুকর্ম্ম থাকে, ও তাহাদের দক্ষিণ হস্ত উৎকোচে পরিপূর্ণ। [১১] কিন্তু আমি নিজ যাথার্থ্যে চলিব; আমাকে মুক্ত কর, ও আমার প্রতি কৃপা কর। [১২] আমার চরণ সমভূমিতে দণ্ডায়মান আছে; আমি মণ্ডলীগণের মধ্যে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব।

২৭ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] সদাপ্রভু আমার জ্যোতিঃ ও আমার পরিত্রাণ, আমি কাহাহইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবনের দুর্গ, আমি কাহাহইতে ত্রাসযুক্ত হইব? [২] দুরাচারিগণ যখন আমার মাংস গ্রাস করণার্থে নিকটে আইল, তখন আমার বিপক্ষ ও আমার ঘৃণাকারী [সেই লোকেরা] আপনারাই উছোট খাইয়া পতিত হইল; [৩] যদ্যপি সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার অন্তঃকরণ ভীত হইবে না। যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সজ্জটন হয়, তথাপি আমি তাহাতেও সাহস করিব।

[৪] সদাপ্রভুর কাছে আমি একটি বর যাজ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অনুশীলন করিব; অর্থাৎ যেন যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করত সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিতে ও তাঁহার প্রাসাদে আলোচনা করিতে পারি। [৫] কেননা বিপদের দিনে তিনি আপন কুটীরে আমাকে সঙ্গোপন করেন, ও আপন তাম্বুর অন্তরালে আমাকে লুকাইয়া রাখিবেন; তিনি শৈলের উপরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। [৬] এখনও আমার চতুর্দ্দিক্স্থিত শত্রুগণ অপেক্ষা আমার মস্তক উন্নত; অতএব আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনিযুক্ত বলিদান করিব, এবং সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।

[৭] হে সদাপ্রভো, শ্রবণ কর, আমি উচ্চ রবে আহ্বান করি; অতএব আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে উত্তর দেও। [৮] "তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর," আমার চিত্ত তোমার এই বচন [পুনঃ ২] কহিতেছে; হে সদাপ্রভো, আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব। [৯] তুমি আমাহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিও না, ক্রোধে আপন দাসকে দূর করিও না; তুমি আমার সহকারী হইয়া আসিতেছ; হে আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িও না ও পরিত্যাগ করিও না। [১০] যদ্যপি আমার পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি সদাপ্রভু আমাকে গ্রাহ্য করিবেন। [১১] হে সদাপ্রভো, তোমার পথ আমাকে দেখাও, এবং আমার ছিদ্রান্বেষিগণ প্রযুক্ত আমাকে সমভূমি মার্গে গমন করাও। [১২] আমার বিপক্ষগণের কবলে আমাকে সমর্পণ করিও না; কেননা মিথ্যাসাক্ষিগণ ও দৌরাত্ম্যরূপ বায়ু ফূৎকারকারি লোকেরা আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে। [১৩] আমি জীবিত লোকদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব, এমত বিশ্বাস যদি না করিতাম, [তবে আমার কি হইত]? [১৪] সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাক; সাহস কর, এবং তোমার অন্তকরণ সবল হউক; হাঁ, তুমি সদাপ্রভুরই অপেক্ষাতে থাক।

২৮ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমি তোমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি; হে আমার ধর, আমার প্রতি মৌনী হইও না; পাছে তুমি আমার প্রতি মৌনী হইলে আমি গর্ত্তে অবরোহি লোকদের তুল্য হই। [২] যাবৎ আমি তোমার নিকটে আর্ত্তনাদ করি, ও তোমার পবিত্র [স্থানের] গর্ব্ভাগারের দিগে আপন অঞ্জলি উঠাই, তাবৎ তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ কর। [৩] দুর্জনদের ও অধর্ম্মাচারি লোকদের সহিত [এক জালে] আমাকে টানিয়া লইও না; তাহারা আপন ২ প্রতিবাসির সহিত শান্তির কথা কহে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে। [৪] তাহাদের যদ্রূপ ক্রিয়া ও চরিত্রের দুষ্টতা, তদনুরূপ ফল তাহাদিগকে দেও; তাহাদের হস্তকৃত কর্ম্মানুরূপ ফল তাহাদিগকে দেও; তাহাদের অপকার তাহাদেরই প্রতি বর্ত্তাও। [৫] কেননা তাহারা সদাপ্রভুর ক্রিয়া ও তাঁহার হস্তের কর্ম্ম বিবেচনা করে না; তিনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, [কোন ক্রমে] গাঁথিবেন না।

[৬] সদাপ্রভু ধন্য হউন, কেননা তিনি আমার বিনতির রব শুনিলেন। [৭] সদাপ্রভু আমার বল ও আমার ঢাল; আমার অন্তঃকরণ তাঁহার উপরে

নির্ভর করাতে আমি সাহায্য পাইলাম; এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইল, এবং আমি গীত দ্বারা তাঁহার স্তবস্তুতি করিব। [৮] সদাপ্রভু আপন লোকদের বল; হাঁ, তিনিই আপন অভিষিক্তের ত্রাণকারি দুর্গ। [৯] তোমার প্রজাদিগকে পরিত্রাণ কর, ও নিজ অধিকারকে আশীর্ব্বাদ কর; হাঁ, তাহাদিগকে পালন কর, ও যুগানুক্রমে উচ্চপদান্বিত কর।

২৯ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে ঈশ্বরের সন্তানগণ, সদাপ্রভুর কীর্ত্তন কর; সদাপ্রভুরই প্রতাপ ও পরাক্রম কীর্ত্তন কর। [২] সদাপ্রভুর নামের প্রতাপ কীর্ত্তন কর; পবিত্র শোভাতে সদাপ্রভুর কাছে প্রনিপাত কর। [৩] জলের উপরে ঐ সদাপ্রভুর রব; প্রতাপের ঈশ্বর গর্জ্জন করিতেছেন; সদাপ্রভু জলরাশির উপরে আছেন। [৪] সদাপ্রভুর রব শক্তিবিশিষ্ট; সদাপ্রভুর রব আদরণীয়। [৫] সদাপ্রভুর রব এরস্‌বৃক্ষগণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; হাঁ, সদাপ্রভু লিবানোনের এরস্‌বৃক্ষগণকে খণ্ডবিখণ্ড করিতেছেন। [৬] এবং তাহাদিগকে গোবৎসের ন্যায়, এবং লিবানোনকে ও শিরিয়োণকে গবয়শাবকের ন্যায় নৃত্য করাইতেছেন। [৭] সদাপ্রভুর রব অগ্নিশিখা বিকিরণ করিতেছে। [৮] সদাপ্রভুর রব প্রান্তরকে কম্পবান্ করিতেছে; সদাপ্রভু কাদেশের প্রান্তরকে কম্পবান্ করিতেছেন। [৯] সদাপ্রভুর রব হরিণীদিগকে প্রসব করাইতেছে, ও বনসমূহকে পত্রহীন করিতেছে; এবং তাঁহার প্রাসাদে সকলই প্রতাপ ২ বলিয়া ডাকিতেছে। [১০] সদাপ্রভু জলপ্লাবনে সুখাসীন ছিলেন; সদাপ্রভু অনন্তকালীন রাজা হইয়া সুখাসীন আছেন। [১১] সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে বল দিবেন; সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে শান্তিযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৩০ গীত।

সঙ্গীত। গৃহপ্রতিষ্ঠাবিষয়ক গীত। দায়ূদের রচিত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমি তোমার প্রশংসা করি, কেননা তুমি আমাকে তুলিয়া উদ্ধার করিলা, আমার শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে দিলা না। [২] হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি তোমার কাছে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমাকে সুস্থ করিলা। [৩] হে সদাপ্রভো, তুমি পাতালহইতে আমার প্রাণ উত্তোলন করিলা, এবং গর্ত্তে অবরোহিদের মধ্যহইতে আমাকে বাঁচাইলা।

[৪] হে সদাপ্রভুর সাধুগন, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর, ও তাঁহার পবিত্রতা স্মরণীয় করণার্থে স্তবগান কর। [৫] কেননা তাঁহার ক্রোধে নিমেষৈক [যাপন হয়], তাঁহার অনুগ্রহে জীবন [সফল হয়]; সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে, কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দগান হয়। [৬] আমার শান্তি থাকিতে আমি কহিয়াছিলাম, অনন্তকালেও বিচলিত হইব না। [৭] হে সদাপ্রভো, তুমি আপন অনুগ্রহে আমার পর্ব্বতের দৃঢ়তা স্থির করিয়াছিলা; কিন্তু আপন মুখ লুক্কায়িত করিলে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। [৮] হে সদাপ্রভো, তোমারই উদ্দেশে আমি আহ্বান করি, সদাপ্রভুরই কাছে বিনতি করি। [৯] আমার রক্তপাত হইলে, ক্ষয়স্থানে আমার অবতরণে কি লাভ হইবে? ধূলি কি তোমার স্তবগান করিবে, কিম্বা তোমার সত্য প্রচার করিবে? [১০] হে সদাপ্রভো, অবধান করিয়া আমাকে কৃপা কর; হে সদাপ্রভো, আমার সহকারী হও। [১১] তুমি আমার বিলাপ নৃত্যে পরিণত করিলা; তুমি আমার শানবস্ত্র খুলিয়া আমাকে আনন্দরূপ পটুকাতে বদ্ধকটি করিলা। [১২] এই জন্যে আমার শ্রী মৌনী না থাকিয়া সঙ্গীতদ্বারা তোমার কীর্ত্তন করিবে; হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি অনন্তকাল তোমার স্তবগান করিব।

৩১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমি তোমারই শরণ লইয়াছি, আমাকে অনন্তকালেও লজ্জিত হইতে দিও না; তোমার ধর্ম্মগুণে আমাকে রক্ষা কর। [২] আমার বাক্যে কর্ণপাত কর, আমাকে উদ্ধার করিতে সত্বর হও; আমার গড়স্বরূপ ধর ও আমার পরিত্রাণার্থক দুর্গরূপ গৃহ হও। [৩] কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ; অতএব আপন নামের নিমিত্তে আমাকে পথ দেখাইয়া গমন করাও। [৪] লোকেরা আমার জন্যে গোপনে যে জাল পাতিয়াছে, তাহাহইতে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়। [৫] তোমার হস্তে আমি আপন আত্মাকে সমর্পণ করি; হে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমাকে মুক্ত করিয়াছ। [৬] যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি; পরন্তু আমি সদাপ্রভুতে নির্ভর করি। [৭] আমি উল্লাসিত হইয়া তোমার দয়াতে আনন্দ করিব, কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ, দুর্দ্দশাতে আমার প্রাণের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ। [৮] এবং আমাকে শত্রুহস্তে বদ্ধ না করিয়া প্রশস্ত ভূমিতে আমার চরণ স্থাপন করিয়াছ।

[৯] হে সদাপ্রভো, আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি বিপদগ্রস্ত; মনস্তাপে আমার নয়ন ও প্রাণ ও উদর শীর্ণ হইল। [১০] বস্তুতঃ শ্রান্তিতে আমার জীবন ও দীর্ঘনিশ্বাসে আমার বয়স গেল; আমার অপরাধ প্রযুক্ত আমার শক্তি ব্যাহত, ও আমার অস্থি সকল শীর্ণ হইল। [১১] আমার সকল বৈরী প্রযুক্ত আমি নিন্দাস্পদ, ও আমার প্রতিবাসিদের বোঝা, ও আমার পরিচিত লোকদের ভয়ঙ্কর হইলাম; পথে আমার দেখা পাইলে লোকেরা পলায়ন করে। [১২] আমি মৃত ব্যক্তির ন্যায় আন্ত-

রিক স্মরণচ্যুত, [এবং] নষ্টকল্প পাত্রের সদৃশ হইলাম। [১৩] কেননা আমি অনেকের মুখে পরিবাদ শুনিতেছি, চতুর্দ্দিগে আশঙ্কা থাকে; ফলতঃ তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিতেছে; আমার প্রাণ নষ্ট করিবারই সঙ্কল্প করিয়াছে।

[১৪] যাহা হউক, হে সদাপ্রভো, আমি তোমার উপরে নির্ভর করিতেছি; আমি কহিতেছি, তুমিই আমার ঈশ্বর। [১৫] আমার তাবৎ সময় তোমার হস্তগত; আমার শত্রুগণের হস্ত ও তাড়নাকারিদের দলহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [১৬] নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হও, নিজ দয়াতে আমাকে ত্রাণ কর। [১৭] হে সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না, কেননা আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম; দুষ্টগণ লজ্জিত হউক, ও পাতালে নীরব হইয়া থাকুক। [১৮] যাহারা ধার্ম্মিকের বিপক্ষে অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞানে দর্পকথা কহে, সেই মিথ্যাবাদি ওষ্ঠাধর সকল মূক হউক। [১৯] আহা! তোমার ভয়কারিদের জন্যে সঞ্চিত ও মনুষ্যসন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্ন লোকদের পক্ষে কৃত তোমার মঙ্গল কেমন মহৎ। [২০] তুমি মনুষ্যদের কুমন্ত্রণাহইতে তাহাদিগকে আপন শ্রীমুখের অন্তরালে সঙ্গোপন করিবা, ও জিহ্বাসমূহের বিরোধহইতে তাহাদিগকে কুটীরমধ্যে লুক্কায়িত রাখিবা। [২১] সদাপ্রভু ধন্য হউন, কেননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য দয়া করিলেন। [২২] আমি তোমার নয়নগোচরহইতে বিচ্ছিন্ন, এই কথা মনের অধৈর্য্যে বলিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিলে তুমি আমার বিনতির রব শ্রবণ করিলা। [২৩] হে সদাপ্রভুর সাধু লোক সকল, তাঁহাকে প্রেম কর; সদাপ্রভু বিশ্বস্তদিগকে রক্ষা করেন, কিন্তু গর্ব্বাচারিকে বাহুল্যরূপে প্রতিফল দেন। [২৪] হে সদাপ্রভুর অপেক্ষাকারি লোক সকল, সাহস কর, এবং তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হউক।

৩২ গীত।

দায়ূদের রচিত। প্রবোধন।

[১] যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, সে ধন্য। [২] সদাপ্রভু যে মনুষ্যের পক্ষে অপরাধ গণনা করেন না, ও যাহার আত্মাতে প্রবঞ্চনা নাই, সে ধন্য।

[৩] আমি যাবৎ মৌনী ছিলাম, তাবৎ আমার অস্থি সকল ক্ষয় পাইতেছিল, আমি সমস্ত দিন আর্ত্তনাদ করিতেছিলাম। [৪] কারণ দিবারাত্রি আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী ছিল; আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতাতে পরিণত হইল। [৫] পরে আমি তোমার নিকটে আপন পাপ স্বীকার করিলাম, ও আপন অপরাধ আর গোপন না করিয়া কহিলাম, "আমি নিজ অধর্ম্মের বিষয়ে সদাপ্রভুর মাহাত্ম্য স্বীকার করিব;" তাহাতে তুমিই আমার পাপঘটিত অপরাধ মোচন করিলা। সেলা। [৬] এই কারণ প্রত্যেক সাধু লোক তোমার সাক্ষাৎ পাইবার সময়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিবে, অবশ্য জলরাশির আপ্লাবন হইলে তাহারই নিকট পর্য্যন্ত তাহা আসিবে না। [৭] তুমি আমার অন্তরাল, তুমি সঙ্কটহইতে আমাকে উদ্ধার করিবা, ও রক্ষাজন্য আনন্দগানদ্বারা আমাকে বেষ্টন করিবা। সেলা।

[৮] আমি তোমাকে প্রবোধ দিব, ও গন্তব্য পথ দেখাইব, ও তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমাকে পরামর্শ দিব। [৯] তোমরা অশ্বের ও অশ্বতরের ন্যায় নির্ব্বোধ হইও না; বল্গা ও লাগাম ভূষারূপে পরাইয়া তাহাদিগকে দমন করিতে হয়, নতুবা তোমার নিকটে থাকে না। [১০] দুষ্ট লোকের অনেক যাতনা হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে দয়াতে বেষ্টিত হইবে। [১১] হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও; হে সরলান্তঃকরণ লোক সকল, তোমরা আনন্দগান কর।

৩৩ গীত।

[১] হে ধার্ম্মিকগণ, সদাপ্রভুতে আনন্দগান কর; প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত। [২] তোমরা বীণাতে সদাপ্রভুর স্তবগান কর, ও দশতন্ত্রী নেবলে তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর। [৩] তাঁহার উদ্দেশে নূতন গীত গাও, ও জয়ধ্বনিতে মনোহর বাদ্য কর। [৪] কেননা সদাপ্রভুর বাক্য যথার্থ, ও তাঁহার সকল ক্রিয়া বিশ্বস্ততাসিদ্ধ। [৫] তিনি ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়বিচার ভাল বাসেন; পৃথিবী সদাপ্রভুর দয়াতে পরিপূর্ণ। [৬] সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা গগণমণ্ডল, ও তাঁহার মুখের শ্বাসে তাহার সমস্ত বাহিনী নির্ম্মিত হইল। [৭] তিনি সমুদ্রের জল রাশির ন্যায় সঞ্চিত করেন, ও বারিনিধিকে ভাণ্ডারে রাখেন। [৮] সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক; জগন্নিবাসিরা সকলে তাঁহাহইতে উদ্বিগ্ন হউক। [৯] কেননা তাঁহার বাক্যমাত্রে সৃষ্টি হইল, তাঁহার আজ্ঞামাত্রে স্থিতি হইল। [১০] সদাপ্রভু পরজাতীয়দের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন, তিনি জাতিদের সঙ্কল্প সকল বিফল করেন। [১১] সদাপ্রভুর মন্ত্রণা অনন্তকালস্থায়ী, তাঁহার চিত্তের সঙ্কল্প সকল পুরুষানুক্রমে [অটল]।

[১২] সদাপ্রভু যাহার ঈশ্বর, সেই জাতি ধন্য; তিনি যাহাদিগকে নিজ অধিকারার্থে মনোনীত করিয়াছেন, সেই প্রজারা ধন্য। [১৩] সদাপ্রভু স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করেন, তিনি যাবতীয় মনুষ্যসন্তানগণকে নিরীক্ষণ করেন। [১৪] তিনি আপন বাসস্থানহইতে পৃথিবীনিবাসি সকলকে সন্দর্শন করেন। [১৫] তিনিই নির্ব্বিশেষে তাহাদের অন্তঃকরণের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও তাহাদের সকল ক্রিয়ার পারদর্শী। [১৬] রাজা মহাসৈন্যদ্বারা ত্রাণ পায় না; বীর মহাশক্তিদ্বারা নিস্তার পায় না। [১৭] ত্রাণার্থে

অশ্ব মিথ্যা, সে আপন মহাবলেতেও রক্ষা করিতে পারে না। [১৮] দেখ, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার দয়ার অপেক্ষাতে থাকে, [১৯] মৃত্যুহইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে ও দুর্ভিক্ষে তাহাদিগকে বাঁচাইতে তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। [২০] আমাদের প্রাণ সদাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা করে; তিনিই আমাদের সাহায্য ও আমাদের ঢাল। [২১] হাঁ; আমাদের চিত্ত তাঁহাতেই আনন্দ করিবে, কেননা আমরা তাঁহার পবিত্র নামে বিশ্বাস করি। [২২] আমরা যেমন তোমার অপেক্ষা করি, তেমনি, হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাদের উপরে বর্ত্তুক।

৩৪ গীত।

দায়ূদের রচিত। যৎকালে সে অবীমেলকের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য প্রদর্শন করাতে তাহাদ্বারা তাড়িত হইয়া প্রস্থান করিল, তৎকালের গীত।

[১] আমি সর্ব্বসময়ে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব; তাঁহার প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকিবে। [২] আমার মন সদাপ্রভুরই শ্লাঘা করিবে; তাহা শুনিয়া নম্র লোকেরা আনন্দিত হইবে। [৩] তোমরা আমার সহিত সদাপ্রভুর মহিমা প্রচার কর; আইস, আমরা একসঙ্গে তাঁহার নামের প্রতিষ্ঠা করি। [৪] আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, এবং আমার সকল আশঙ্কাহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। [৫] [অন্যেরা] তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ্তিমান্ হইল; এবং তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইল না। [৬] এই দুঃখী আহ্বান করিলে সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন, ও তাহার সকল সঙ্কটহইতে তাহাকে নিস্তার করিলেন। [৭] সদাপ্রভুর দূত তাঁহার ভয়কারিদের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

[৮] তোমরা আস্বাদন করিয়া বুঝ, সদাপ্রভু মধুরস্বভাব; তাঁহার শরণাপন্ন ব্যক্তি ধন্য। [৯] হে তাঁহার পবিত্র লোকেরা, সদাপ্রভুকে ভয় কর, কেননা তাঁহার ভয়কারি লোকদের অসুসার হয় না। [১০] যুবসিংহদের অনাটন ও ক্ষুধাতে ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।

[১১] হে বৎসগণ, আইস, আমার বাক্য শুন, আমি তোমাদিগকে সদাপ্রভুর ভীতি শিক্ষা করাই। [১২] কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়, ও মঙ্গল দেখিবার জন্যে দীর্ঘায়ু ভাল বাসে? [১৩] তুমি হিংসাহইতে আপন জিহ্বাকে, ও ছলনার বাক্যহইতে আপন ওষ্ঠাধরকে রক্ষা কর। [১৪] যাহা মন্দ তাহাহইতে দূরে যাও; এবং যাহা ভাল তাহাই কর; শান্তি চেষ্টা করিয়া তাহার অনুধাবন কর। [১৫] ধার্ম্মিকগণের প্রতি সদাপ্রভুর দৃষ্টি, ও তাহাদের আর্ত্তনাদের প্রতি তাঁহার কর্ণপাত হয়। [১৬] সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারিদের প্রতিকূল; তিনি পৃথিবীহইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছিন্ন করিবেন। [১৭] [ধার্ম্মিকেরা] ক্রন্দন করিলে সদাপ্রভু অবধান করেন; এবং তাহাদের সকল সঙ্কটহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। [১৮] সদাপ্রভু ভগ্নান্তঃকরণদের নিকটবর্ত্তী এবং চূর্ণমনা লোকদের ত্রাণকর্ত্তা। [১৯] ধার্ম্মিকের অনেক বিপদ ঘটে, কিন্তু সদাপ্রভু সেই সকলহইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। [২০] তিনি তাহার অস্থি সকল রক্ষা করেন; তাহার মধ্যে একটীও ভগ্ন হয় না। [২১] হিংসাভাব দুর্জনকে সংহার করিবে, এবং ধার্ম্মিকের ঘৃণাকারিগণ দোষীকৃত হইবে। [২২] সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন; অতএব তাঁহার শরণাগত সকলে দোষীকৃত হইবে না।

৩৫ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] হে সদাপ্রভো, তুমি আমার বিবাদিগণের সহিত বিবাদ কর, ও আমার বিপক্ষ যোদ্ধাদের বিপক্ষে যুদ্ধ কর। [২] ঢাল ও ফলক লইয়া আমার সাহায্যের নিমিত্তে উঠ। [৩] এবং বড়শা ধরিয়া আমার তাড়নাকারিদের সম্মুখে পথ রুদ্ধ কর; আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার ত্রাণোপায়। [৪] যাহারা আমার প্রাণনাশ চেষ্টা করে, তাহারা লজ্জিত ও বিষণ্ণ হউক; যাহারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে, তাহারা পরাঙ্মুখ ও হতাশ হউক। [৫] তাহারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায় হউক, এবং সদাপ্রভুর দূত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিউন। [৬] তাহাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হউক; এবং সদাপ্রভুর দূত তাহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হউন। [৭] কেননা তাহারা অকারণে আমার জন্যে গর্ত্তমধ্যে গুপ্ত জাল পাতিল, অকারণে আমার প্রাণনাশার্থ খাত খনন করিল। [৮] অজ্ঞাতসারে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হউক; সে আপনার গোপনে প্রস্তুত জালে আপনি ধৃত হইয়া সর্ব্বনাশে পতিত হউক। [৯] কিন্তু আমার প্রাণ সদাপ্রভুতে উল্লাসিত হইবে, ও তাঁহার কৃত পরিত্রাণে আমোদ করিবে। [১০] আমার অস্থি সকল বলিবে, হে সদাপ্রভো, তোমার তুল্য কে? তুমিই দুঃখি লোককে তদপেক্ষা বলবান শত্রুহইতে, এবং দুঃখি দরিদ্রকে তাহার সর্ব্বস্বাপহারকহইতে উদ্ধার করিয়া থাক। [১১] দুর্ব্বৃত্ত সাক্ষিগণ উঠিতেছে, আমি যাহা জানি না তাহা আমার কাছে চাহে। [১২] তাহারা উপকারের পরিবর্ত্তে আমার অপকার করে, তাহাতে আমার প্রাণ অনাথ হয়। [১৩] কিন্তু তাহাদের পীড়াসময়ে আমি চট পরিধান করিতাম, ও উপবাসদ্বারা আপন প্রাণকে দুঃখ দিতাম, ও হৃদয়ে পুনঃ২ প্রার্থনা করিতাম। [১৪] আমি তাহাদিগকে নিজ বন্ধু কিম্বা ভ্রাতা বলিয়া যাতায়াত করিতাম, এবং মাতৃশোকের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অধোমুখ থাকিতাম। [১৫] তথাপি তাহারা আমার স্খলনে আনন্দিত হইয়া সকলে একত্র হয়, অধমেরা আমার অজ্ঞাত-

সারে আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়, আমাকে বিদীর্ণ করিতে ক্ষান্ত হয় না। ১৬ ধর্ম্মাবমানক উপহাসকারি পিণ্ডীশূরদের সমভিব্যাহারে তাহারা আমার প্রতি দন্তঘর্ষণ করে।

১৭ হে প্রভো, কত কাল তুমি ইহা দেখিবা? তাহাদের ধ্বংসনহইতে আমার প্রাণ, ও যুবসিংহগণহইতে আমার সঙ্গিহীন আত্মাকে রক্ষা কর। ১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার স্তবগান, ও বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করিব। ১৯ আমার মিথ্যাবাদি শত্রুগণকে আমার বিষয়ে আনন্দ করিতে দিও না, এবং যাহারা অকারণে আমাকে ঘৃণা করে, তাহাদিগকে ভ্রূকুটি করিতে দিও না। ২০ কেননা তাহারা শান্তির কথা কিছুই কহে না, কেবল দেশস্থ শান্তগণের বিরুদ্ধে ছলকথার সঙ্কল্প করে। ২১ এবং আমার বিরুদ্ধে আপন ২ মুখ ব্যাদান করিয়া বলে, "হিহি, আমাদের চক্ষু দেখিতেছে।" ২২ হে সদাপ্রভো, তুমিও দেখিতেছ, মৌনী থাকিও না; হে প্রভো, আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না। ২৩ নিদ্রাহইতে উঠ, ও আমার বিচারার্থে জাগ্রৎ হও; হে আমার ঈশ্বর ও আমার প্রভো, আমার বিবাদ [নিষ্পন্ন কর]। ২৪ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তোমার ধর্ম্মগুণানুসারে আমার বিচার কর, উহাদিগকে আমার বিষয়ে আনন্দিত হইতে দিও না। ২৫ হিহি, ইহাই আমাদের অভিলাষ, তাহারা মনে ২ এমত কথা না কহুক; এবং আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম, এমত কথা না বলুক। ২৬ যাহারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়, তাহারা এককালে লজ্জিত ও হতাশ হউক; যাহারা আমার বিরুদ্ধে শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জাতে ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক। ২৭ যাহারা আমার ধর্ম্মে প্রীত, তাহারা আনন্দগান করুক ও আহ্লাদিত হউক, এবং নিত্য ২ কহুক, নিজ দাসের শান্তিতে প্রীত যে সদাপ্রভু তিনি মহিমান্বিত হউন। ২৮ তাহাতে আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মগুণের, সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা কহিবে।

৩৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। সদাপ্রভুর দাস দায়ূদের রচিত।

১ অধর্ম্মের উক্তি দুষ্ট লোকের [মন্ত্র; সে বলে], আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে [জ্ঞান থাকে]; ঈশ্বর বিষয়ক ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর। ২ কেননা তাহার অপরাধের আবিষ্কৃত ও গর্হিত হওন বিষয়ে তাহার দৃষ্টিতে উহা তাহার প্রিয়ম্বদ। ৩ তাহার মুখের বাক্য অধর্ম্ম ও ছলমাত্র; সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করিয়াছে। ৪ সে আপন শয্যাতে অন্যায়ের সঙ্কল্প করে, ও কুপথে দণ্ডায়মান থাকে, দুষ্কর্ম্ম অগ্রাহ্য করে না।

৫ হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া স্বর্গব্যাপী, তোমার বিশ্বস্ততা গগনস্পর্শী। ৬ তোমার ধর্ম্মগুণ ঈশ্বরীয় পর্ব্বতগণের তুল্য, তোমার শাসন সকল মহাবারিধিস্বরূপ; হে সদাপ্রভো, তুমি মনুষ্য ও পশু নিস্তার করিয়া থাক। ৭ হে ঈশ্বর, তোমার দয়া কেমন বহুমূল্য! তজ্জন্য মনুষ্যসন্তানবর্গ তোমার পক্ষচ্ছায়ার শরণ লয়। ৮ তাহারা তোমার গৃহের পুষ্টিকর দ্রব্যে তৃপ্ত হয়, এবং তুমি তাহাদিগকে আপন আনন্দনদীর জল পান করাইয়া থাক। ৯ যেহেতুক তোমারই কাছে জীবনের উনুই আছে; তোমারই দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাই। ১০ যাহারা তোমাকে জানে, তুমি তাহাদের প্রতি আপন দয়া, ও সরলান্তঃকরণ লোকদের প্রতি আপন ধর্ম্মগুণ চিরস্থায়ী কর। ১১ অহঙ্কারের চরণ আমার নিকটে না আইসুক, ও দুষ্ট লোকদের হস্ত আমাকে দূর না করুক। ১২ ঐ দেখ, অধর্ম্মাচারিগণ পতিত হইল; তাহারা অধঃক্ষিপ্ত হইল, আর উঠিতে পারিবে না।

৩৭ গীত।

দায়ূদের রচিত।

১ তুমি দুরাচারিদের বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না; অন্যায়কারিদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিও না। ২ কেননা তাহারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হইবে, ও হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হইবে। ৩ সদাপ্রভুতে নির্ভর করত সদাচরণ কর, দেশে বাস করত বিশ্বস্ততারূপ ক্ষেত্রে চর। ৪ এবং সদাপ্রভুতে আমোদ কর, তাহাতে তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ৫ তোমার গতির ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, ও তাঁহার উপরে নির্ভর কর, তাহাতে তিনিই কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। ৬ এবং আলোর ন্যায় তোমার ধর্ম্ম, ও মধ্যাহ্নের ন্যায় তোমার যাথার্থিকতা প্রত্যক্ষ করিবেন। ৭ সদাপ্রভুর নিকটে নীরব হইয়া তাঁহার অপেক্ষাতে থাক; কুসঙ্কল্পসাধক যে ব্যক্তি আপন গতিতে কৃতার্থ হয়, তাহার বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না। ৮ ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হও ও কোপ ত্যাগ কর, মনস্তাপিত হইও না, হইলে অবশ্য দুরাচারী হইবা। ৯ পরন্তু দুরাচারিগণ উচ্ছিন্ন হইবে, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারাই দেশের অধিকারী হইবে। ১০ আর ক্ষণকাল গতে দুষ্ট লোক অনুদ্দিষ্ট হইবে, এবং তুমি তাহার স্থানে তত্ত্ব করিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। ১১ কিন্তু নম্র লোকেরা দেশের অধিকারী হইবে, ও শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে। ১২ দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতিকূলে কুসংকল্প করে, ও তাহার বিরুদ্ধে দন্তঘর্ষণ করে। ১৩ প্রভু তাহাকে উপহাস করেন, কেননা তাহার দিন আসিতেছে, ইহা তিনি দেখেন। ১৪ দুঃখি ও দরিদ্র লোককে নিপাত করিতে, ও সরলপথগামিদিগকে বধ করিতে দুষ্টগণ খড়্গ নিষ্কোষ করে, ও ধনুক আকর্ষণ করে। ১৫ তাহা-

দের খড়্গ তাহাদেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবে, ও তাহাদের ধনুক ভগ্ন হইবে। [১৬] দুর্জনসমূহের ধনরাশি অপেক্ষা ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল; [১৭] যেহেতুক দুর্জনদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে ধরিয়া রাখেন। [১৮] সদাপ্রভু যাথার্থিক লোকদের সকল দিন জানেন; এবং তাহাদের অধিকার অনন্তকাল থাকিবে। [১৯] তাহারা বিপদকালে লজ্জিত হইবে না, এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হইবে। [২০] কিন্তু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে, এবং সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণভূষার সমান হইবে; তাহারা নিঃশেষ হইবে, ধূমে [লীন] হইয়া নিঃশেষ হইবে। [২১] দুষ্ট লোক ঋণ করিয়া পরিশোধ করে না, কিন্তু ধার্ম্মিক লোক কৃপাবান ও দানশীল। [২২] কেননা তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা দেশের অধিকারী হইবে, কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্ত লোকেরা উচ্ছিন্ন হইবে। [২৩] সদাপ্রভুরই অনুগ্রহে মনুষ্যের পাদসঞ্চার সুস্থির হয়, ও তাহার পথে তাঁহার প্রীতি জন্মে। [২৪] সে যদ্যপি পতিত হয়, তথাপি ভূমিশায়ী হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তাহার হস্ত ধরিয়া রাখেন। [২৫] আমি যুবা ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইলাম, কিন্তু ধার্ম্মিক লোককে পরিত্যক্ত, কিম্বা তাহার বংশকে অন্ন ভিক্ষা করিতে দেখি নাই। [২৬] সে প্রতি দিন কৃপা করিয়া ধার দেয়, এবং তাহার বংশ আশীর্ব্বাদের পাত্র হয়। [২৭] তুমি মন্দহইতে দূরে গিয়া সদাচরণ কর, তাহাতে অনন্তকাল বাস করিতে পাইবা। [২৮] কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভাল বাসেন; তিনি আপন সাধুগণকে পরিত্যাগ করিবেন না; তাহারা অনন্তকালের জন্যে রক্ষিত হয়; কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হয়। [২৯] ধার্ম্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে, এবং নিত্য তাহার মধ্যে বাস করিবে। [৩০] ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের প্রসঙ্গ করে, এবং তাহার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা কহে। [৩১] তাহার ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহার অন্তঃকরণে থাকে; তাহার পাদসঞ্চার টলে না। [৩২] দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, ও তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করে। [৩৩] সদাপ্রভু তাহাকে উহার হস্তে ফেলিয়া ত্যাগ করিবেন না, এবং তাহার বিচার করণ কালে তাহাকে দোষী করিবেন না। [৩৪] তুমি সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাক ও তাঁহার পথ রক্ষা কর; তাহাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকারী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তুমি দুষ্টগণের উৎপাটন দেখিতে পাইবা। [৩৫] আমি দুষ্টকে ভীমবিক্রান্ত এবং উৎপত্তিস্থানে বদ্ধমূল সতেজ বৃক্ষের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌ব্যাপী দেখিয়াছি। [৩৬] তথাপি সে গেল, এবং দেখ, সে অনুদ্দিষ্ট হইল; আমি তাহার অন্বেষণ করিলে তাহাকে পাওয়া গেল না। [৩৭] যাথার্থিক লোককে অবধারণ কর, ও সরল লোককে নিরীক্ষণ কর; কেননা শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির অন্তিম ফলোদয় হয়। [৩৮] কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ একেবারে নষ্ট হইবে; দুষ্টদের অন্তিম ফলোদয় উচ্ছিন্ন হয়। [৩৯] এবং ধার্ম্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভুহইতে হইবে, তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দুর্গস্বরূপ। [৪০] হাঁ, সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবেন, তিনি দুষ্টদের হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিবেন, কারণ তাহারা তাঁহার শরণ লইয়াছে।

৩৮ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত। স্মরণোপায়।

[১] হে সদাপ্রভো, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, এবং রোষে আমাকে শাস্তি দিও না। [২] কেননা তোমার তীর সকল আমাতে বিদ্ধ রহিয়াছে, ও আমার উপরে তোমার হস্ত ভারী আছে। [৩] তোমার কোপহেতু আমার মাংসে কিছু স্বাস্থ্য নাই, এবং আমার পাপ প্রযুক্ত আমার অস্থির কিছুই শান্তি নাই। [৪] কেননা আমার অপরাধ সকল আমার মস্তক উল্লঙ্ঘন করে, তাহা আমার শক্তি অপেক্ষা ভারি বোঝাস্বরূপ। [৫] আমার অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমার ক্ষত সকল দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে। [৬] আমি কুব্জ হইয়া অত্যন্ত অধোবদন হইয়াছি, ও সমস্ত দিন ম্লান হইয়া বেড়াইতেছি। [৭] কেননা আমার কটিদেশে জ্বালা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং আমার মাংসে কিছুমাত্র স্বাস্থ্য নাই। [৮] আমি জড়ীভূত ও অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, আপন অন্তঃকরণের ব্যাকুলতাতে আর্ত্তনাদ করিতেছি। [৯] হে প্রভো, আমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা তোমার সম্মুখবর্ত্তী, এবং আমার কাতরোক্তি তোমাহইতে অন্তর্হিত নয়। [১০] আমার হৃদয় দুপ্‌২ করিতেছে, আমার বল আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং আমার চক্ষুর তেজও আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

[১১] আমার প্রেমকারি ও বন্ধুগণ আমার ব্যাধিহইতে পৃথক্ থাকে, এবং আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়াইয়া রহে। [১২] এবং যাহারা আমার প্রাণনাশের অন্বেষণ করে, তাহারা ফাঁদ পাতে; ও যাহারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহারা সর্ব্বনাশের কথা কহে, ও সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে। [১৩] কিন্তু আমি বধিরের ন্যায় শ্রবণ করি না, ও মুখ খুলিতে অসমর্থ বোবার সদৃশ [হইয়াছি]। [১৪] যে জন শুনিতে পায় না, কিম্বা যাহার মুখে প্রতিবাদ সম্ভবে না, এমত ব্যক্তির তুল্য হই। [১৫] কারন, হে সদাপ্রভো, আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি; হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, তুমিই উত্তর করিবা। [১৬] কেননা আমি কহিতেছি, পাছে উহারা আমার বিষয়ে আনন্দ করে; আমার চরণ টলিলেই তাহারা আমার বিপক্ষে দর্প করে। [১৭] আমি তো পতনোন্মুখ; এবং আমার ব্যথা নিত্য আমার গোচরে থাকে। [১৮] হাঁ, আমি আপন অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও আমার পাপের নিমিত্তে মনস্তাপ পাইতেছি। [১৯] কিন্তু আমার শত্রু-

গণ সতেজ ও বলবান, এবং অনেকে মিথ্যা আমাকে ঘৃণা করে। ২০ এবং [যাহারা] উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে, তাহারা আমাকে সদ্ভাবের অনুধাবক বলিয়া আমার বিপক্ষতা করে। ২১ হে সদাপ্রভো, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; হে আমার ঈশ্বর, আমাহইতে দূরে থাকিও না। ২২ হে আমার ত্রাণকর্ত্তা প্রভো, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও।

৩৯ গীত।

যিদূথূনের [দলমধ্যে] প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ আমি কহিয়াছিলাম, "আমি আপন সকল পথে সাবধানে চলিব; জিহ্বাদ্বারা পাপ করিব না; যাবৎ আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে, তাবৎ মুখে জালতি বাঁধিয়া রাখিব।" ২ আমি মৌনভাবে নীরব রহিলাম, সৎকথাহইতেও বিরত থাকিলাম, তাহাতে আমার ব্যথা [আরো] তীব্র হইল। ৩ আমার অন্তরে হৃদয় সন্তপ্ত হইল; ভাবিতে ২ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; আমি জিহ্বাতে কহিলাম, ৪ হে সদাপ্রভো, আমার অন্তকাল, ও আমার আয়ুর কত পরিমাণ, তাহা আমাকে জ্ঞাত কর; আমি কেমন ক্ষণিক, তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি। ৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টিপরিমিত করিয়াছ, এবং আমার জীবিতকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ; হাঁ, স্থিরীকৃত হইলেও প্রত্যেক মনুষ্য নিতান্ত অসারমাত্র। সেলা। ৬ মনুষ্য নিতান্ত ছায়ার ন্যায় গমনাগমন করে, সকলে নিতান্ত অসারার্থে ব্যস্ত হয়; ঐ ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে, কিন্তু কে তাহা ভোগ করিবে তাহা জানে না।

৭ তবে হে সদাপ্রভো, সম্প্রতি আমি কিসের অপেক্ষা করি? তোমাতেই আমার প্রত্যাশা আছে। ৮ আমার সমস্ত অধর্ম্মহইতে আমাকে নিস্তার কর, আমাকে মূঢ় লোকের ধিক্কারাস্পদ করিও না। ৯ আমি মৌনাবলম্বন করিলাম; আপন মুখ খুলিব না, কেননা তুমিই কর্ম্ম করিয়াছ। ১০ আমাহইতে তোমার আঘাত নিবৃত্ত কর, তোমার করের প্রহারে আমি ক্ষীণ হইলাম। ১১ তুমি যখন অপরাধ প্রযুক্ত মনুষ্যকে ভর্ৎসনাদ্বারা শাস্তি দেও, তখন কীটের ন্যায় তাহার কান্তি বিলীন কর; প্রত্যেক মনুষ্য অসারমাত্র। সেলা।

১২ হে সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর, ও আমার আর্ত্তনাদে কর্ণ দেও; আমার অশ্রুপাতে মৌনী হইও না; কেননা আমি তোমার কাছে অতিথি ও আমার সমস্ত পিতৃলোকের ন্যায় প্রবাসী আছি। ১৩ আমাহইতে দৃষ্টি ফিরাও, তাহাতে আমি যাবৎ প্রয়াণ না করি ও অনুদ্দিষ্ট না হই, তাবৎ চিত্তপ্রসাদ পাইতে পারিব।

৪০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

১ আমি ধৈর্য্য করত সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি কর্ণ পাতিয়া আমার আর্ত্তনাদ শুনিলেন। ২ এবং বিনাশরূপ গর্ত্ত ও পঙ্কময় চিক্কণ ভূমিহইতে আমাকে তুলিলেন, ও শৈলের উপরে আমার চরণ রাখিয়া আমার পাদসঞ্চার দৃঢ় করিলেন। ৩ এবং এক নূতন গীত, [হাঁ,] আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা আমার মুখে দিলেন; ইহা দেখিয়া অনেকে ভীত হইয়া সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিবে। ৪ যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে আপন বিশ্বাসভূমি করে, অহঙ্কারি ও মিথ্যাপথে ভ্রমণকারি লোকদের দিগে না ফিরে, সেই ধন্য। ৫ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমাদের অনুকূল হইয়া অনেক ২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও সঙ্কল্প সাধন করিয়াছ; [সেই সকলেতে] তুমি অনুপম; আমি তাহার উল্লেখ ও বর্ণনা করিতাম, কিন্তু তাহা অপার, গণনা করা যায় না।

৬ বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত না হইয়া আমার কর্ণ ছিদ্রিত করিয়াছ: তুমি হোম ও পাপনিমিত্তক বলিদান যাচ্ঞা কর নাই; ৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি উপস্থিত হইলাম; গ্রন্থখানিতে আমার কর্ত্তব্য লিখিত আছে; ৮ হে আমার ঈশ্বর, তোমার বাসনা পূর্ণ করণে আমি প্রীত হই, এবং তোমার শাস্ত্র আমার অন্তরে আছে। ৯ আমি মহাসমাজে ধর্ম্মের মঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করিয়াছি; দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি নাই; হে সদাপ্রভো, তুমি ইহা জ্ঞাত আছ। ১০ আমি তোমার ধার্ম্মিকতা নিজ হৃদয়মধ্যে সঙ্গোপন করি নাই; তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার কৃত পরিত্রাণ প্রচার করিয়াছি; তোমার দয়া ও সত্য মহাসমাজের কাছে গুপ্ত রাখি নাই। ১১ হে সদাপ্রভো, তুমিও আমাহইতে আপন করুণা রুদ্ধ করিও না; তোমার দয়া ও তোমার সত্য নিত্য আমাকে রক্ষা করুক। ১২ কেননা অসংখ্যেয় বিপদ আমাকে ঘেরে; আমার অপরাধ সকল আমাকে ধরিয়াছে; আমি দেখিতে পাইতেছি না; আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও তাহা অধিক, এবং আমি হীনচিত্ত হইলাম।

১৩ হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার কর; হে সদাপ্রভো, আমার সাহায্য করিতে ত্বরা কর। ১৪ যাহারা আমার প্রাণের সংহার করিতে তাহার অন্বেষণ করে, তাহারা একেবারে লজ্জিত ও হতাশ হউক; যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়, তাহারা পরাঙ্মুখ ও বিষন্ন হউক। ১৫ যাহারা হিহি করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করে, তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত স্তম্ভিত হউক। ১৬ তোমার অন্বেষণকারি সকলে তোমাতে আমোদ করুক ও আনন্দিত হউক; যাহারা তোমার কৃত পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা নিত্য কহুক, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন। ১৭ আমি তো দুঃখী ও দরিদ্র; প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন; তুমি আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা; হে আমার ঈশ্বর, বিলম্ব করিও না।

৪১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] যে ব্যক্তি দীনহীনের পক্ষে চিন্তাশীল, সে ধন্য; বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাহাকে নিস্তার করিবেন। [২] সদাপ্রভু তাহাকে রক্ষা করিয়া সঞ্জীবিত রাখিবেন, দেশে সে ধন্যবাদের পাত্র হইবে; এবং তিনি শত্রুগণের গ্রাসেচ্ছাতে তাহাকে সমর্পণ করিবেন না। [৩] ব্যাধিশয্যাগত হইলে সদাপ্রভু তাহাকে ধরিয়া রাখিবেন; তাহার পীড়াসময়ে তুমি তাহার সমস্ত শয্যা পরিবর্ত্তন করিবা।

[৪] আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। [৫] আমার শত্রুগণ হিংসাভাবে আমার বিষয়ে কহিতেছে, “সে কখন্ মরিবে? ও কখন্ তাহার নাম লুপ্ত হইবে?” [৬] আর যদি সে আমাকে দেখিতে আইসে, তবে অলীক কথা কহে; তাহার অন্তঃকরণ তাহার জন্যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, [পরে] সে বাহিরে গিয়া তাহা প্রচার করে। [৭] আমার বৈরিগণ সকলে একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে পরস্পর কানাকানি করে; তাহারা আমার বিপক্ষে মন্দ সঙ্কল্প করে। [৮] “পাপাধমের গতি তাহাকে বাধা দিতেছে, এবং সে যে শয্যাতে পড়িয়া আছে, তাহাহইতে আর উঠিবে না।” [৯] আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল ও আমার রুটী খাইত, সেও আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইল।

[১০] হে সদাপ্রভো, তুমিই আমাকে কৃপা করিয়া উত্থাপন কর, তাহাতে আমি উহাদিগকে প্রতিফল দিব। [১১] আমার শত্রু আমার উপরে জয়ধ্বনি করিতে পায় না, ইহাতে আমি জানি, তুমি আমাতে প্রীত আছ। [১২] তুমি আমার যাথার্থিকতাতে আমাকে ধরিয়া রাখিলা, এবং অনন্তকালার্থে আপনার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান করিলা।

[১৩] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন। আমেন, হাঁ, আমেন।

৪২ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের প্রবোধন।

[১] হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। [২] ঈশ্বরের উদ্দেশে, জীবনময় ঈশ্বরেরই উদ্দেশে আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত হইতেছে; আমি কবে আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব? [৩] আমার নেত্রজল দিবারাত্রি আমার ভক্ষ্য হইল, কেননা লোকেরা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়? [৪] আমি ইহা স্মরণ করিয়া মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিব, কেননা আমি লোকারণ্যের মধ্যে চলিয়া আনন্দের ও স্তবগানের ধ্বনি করত পর্ব্বপালনকারি জনতার সহিত ধীরে ২ ঈশ্বরের গৃহে গমন করিতাম। [৫] হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? ও আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আর বার তাঁহার স্তবগান করিব; তাঁহার শ্রীমুখ পরিত্রাণজনক।

[৬] হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হইতেছে; তজ্জন্য আমি যর্দ্দনের দেশে ও হর্ম্মোনের গিরিশ্রেণীতে ও মিৎসিয়র পর্ব্বতে তোমাকে স্মরণ করিতেছি। [৭] তোমার নির্ঝরসমূহের শব্দে এক বারিপ্রবাহ অপর বারিপ্রবাহকে আহ্বান করিতেছে; তোমার সকল ঊর্ম্মি ও সকল তরঙ্গ আমার উপর দিয়া যাইতেছে। [৮] সদাপ্রভু দিবাতে আপন দয়াকে নিযুক্ত করিবেন, এবং রাত্রিতে তাঁহার স্তোত্র, হাঁ, আমার জীবনদাতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য প্রার্থনা আমার সঙ্গী হইবে। [৯] আমি আপন শৈলস্বরূপ ঈশ্বরকে কহিব, কেন আমাকে বিস্মৃত হইলা? আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে শোকান্বিত হইয়া বেড়াইতেছি? [১০] আমার বৈরিগণ আমাকে অস্থি পর্য্যন্ত শূল মারিয়া ধিক্কার দিতেছে, ফলতঃ তাহারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার ঈশ্বর কোথায়? [১১] হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? ও আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা আমি আর বার তাঁহার স্তবগান করিব; তিনি আমার মুখের পরিত্রাণজনক ও আমার ঈশ্বর।

৪৩ গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার বিচার কর, অসাধু জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পন্ন কর; ছলপ্রিয় ও অন্যায়কারি মনুষ্যহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [২] কেননা তুমিই আমার দুর্গস্বরূপ ঈশ্বর; কেন আমাকে নিগ্রহ করিতেছ? আমি কেন শত্রুর দৌরাত্ম্যে শোকান্বিত হইয়া বেড়াইতেছি? [৩] তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্য প্রেরণ কর; তাহারাই আমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমার পবিত্র গিরিতে ও তোমার আবসে আমাকে উপস্থিত করিবে। [৪] তাহাতে আমি ঈশ্বরের যজ্ঞবেদির নিকটে আমার পরমানন্দজনক ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করিব, এবং হে ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, বীণাযন্ত্রে তোমার স্তবগান করিব। [৫] হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও? ও আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও? ঈশ্বরের অপেক্ষা কর, কেননা আমি আর বার তাঁহার স্তবগান করিব; তিনি আমার মুখের পরিত্রাণজনক ও আমার ঈশ্বর।

৪৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের রচিত। প্রবোধন।

[১] হে ঈশ্বর, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, আমাদের পিতৃলোকেরা আমাদিগকে বৃত্তান্ত কহিয়াছে, তুমি পূর্ব্বকালে তাহাদের বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য সাধন

করিয়াছিলা। ২ তুমিই আপন হস্তে পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদিগকেই রোপণ করিয়াছিলা, এবং জনবৃন্দগণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকেই বিস্তারিত করিয়াছিলা। ৩ কেননা তাহারা আপনাদের খড়্গদ্বারা দেশাধিকার করিয়াছিল, কিম্বা আপনাদের বাহু তাহাদিগকে নিস্তার করিয়াছিল, তাহা নয়; কিন্তু তোমার দক্ষিণ হস্ত ও তোমার বাহু ও তোমার মুখের প্রসন্নতা [তাহা সাধন করিয়াছিল], কারণ তাহাদের প্রতি তোমার অনুরাগ ছিল। ৪ হে ঈশ্বর, সেই তুমি আমার রাজা; যাকোবকে পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা হউক। ৫ তোমাদ্বারা আমরা আপন বিপক্ষদিগকে গুঁতাইয়া ফেলিয়া দিব; তোমার নামের গুণে আপন প্রতিরোধিগণকে পদতলে দলিব। ৬ যেহেতুক আমি আপন ধনুকে নির্ভর করি না, আমার খড়্গ আমাকে নিস্তার করে না। ৭ কিন্তু তুমিই আমাদের বিপক্ষগণহইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়া থাক, ও আমাদের ঘৃণাকারিগণকে লজ্জাপন্ন করিয়া থাক। ৮ আমরা সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই শ্লাঘা করি, ও অনন্তকাল তোমার নামের স্তবগান করিব। সেলা। ৯ কিন্তু তুমি আমাদিগকে নিরাকরণ করিয়া অপমানগ্রস্ত করিতেছ, এবং আমাদের সৈন্যসামন্তের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আর গমন কর না। ১০ তুমি বিপক্ষহইতে আমাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতেছ; এবং আমাদের ঘৃণাকারিগণ স্বেচ্ছামতে লুট করিতেছে। ১১ তুমি আমাদিগকে বধ্য মেষগণের ন্যায় করিতেছ, এবং পরজাতীয়দের মধ্যে বিকীর্ণ করিতেছ। ১২ তুমি আপন প্রজাদিগকে বিনালাভে বিক্রয় করিতেছ; তাহাদের মূল্য ভারী কর না। ১৩ তুমি আমাদের প্রতিবাসিগণের নিকটে আমাদিগকে ধিক্কারের বিষয়, ও চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকদের হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপের পাত্র করিতেছ। ১৪ তুমি পরজাতীয়দের মধ্যে আমাদিগকে প্রবাদের বিষয় ও জনবৃন্দ সকলের মধ্যে শিরশ্চালনের আস্পদ করিতেছ। ১৫ ধিক্কারদায়ির ও কটূবাদির রব, এবং শত্রুর ও প্রতিহিংসাকারির দৃষ্টিপাত প্রযুক্ত ১৬ আমার অপমান সমস্ত দিন আমার সম্মুখে থাকে, ও লজ্জা আমার মুখ আচ্ছাদন করে। ১৭ আমাদের প্রতি এই সকল ঘটিয়াছে; কিন্তু আমরা তোমাকে বিস্মৃত, কিম্বা তোমার নিয়মের বিষয়ে মিথ্যাবাদী হই নাই; ১৮ আমাদের মন পরাঙ্মুখ হয় নাই, ও আমাদের চরণ তোমার মার্গহইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। ১৯ তথাপি তুমি আমাদিগকে নাগগণের আলয়ে চূর্ণ, ও মৃত্যুচ্ছায়াতে আচ্ছন্ন করিতেছ।

২০ আমরা যদি আপন ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত হইয়া থাকি, কিম্বা কোন ইতর দেবের প্রতি অঞ্জলি প্রসারণ করিয়া থাকি, ২১ তবে ঈশ্বর কি তাহার অনুসন্ধান করিবেন না? যেহেতুক তিনি অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সকল জানেন। ২২ বস্তুতঃ তোমারই নিমিত্তে আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে আছি; আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইতেছি। ২৩ জাগ্রৎ হও; হে প্রভো, কেন নিদ্রা যাও? প্রবুদ্ধ হও; সদাকালের নিমিত্তে নিগ্রহ করিও না। ২৪ তুমি কেন আপন মুখ আচ্ছাদন করিতেছ? আমাদের দুঃখ ও দৌরাত্ম্যভোগ কেন বিস্মৃত হইতেছ? ২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে পতিত, আমাদের উদর ভূমিতে লগ্ন হইয়াছে। ২৬ আমাদের সাহায্যের নিমিত্তে উঠ, এবং নিজ দয়ার গুণে আমাদিগকে মুক্ত কর।

৪৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, শোশন্নীম্। কোরহসন্তানদের রচিত। প্রবোধন। প্রেমবিষয়ক গীত।

১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলিতেছে; আমি রাজার নিকটে আপন রচনা নিবেদন করিব; আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনীস্বরূপ। ২ তুমি মনুষ্যসন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহের প্রবাহ থাকে; এই নিমিত্তে ঈশ্বর অনন্তকালের জন্যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩ হে মহাবীর, আপন খড়্গ ঊরুতে বন্ধন কর, আপন প্রভা ও আদরণীয়তা [গ্রহণ কর]। ৪ হাঁ, তোমার আদরণীয়তাতে ভাগ্যবান হও, সত্যের ও ধর্ম্মযুক্ত নম্রতার পক্ষে রথারোহণ কর; তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়ানক কার্য্য দেখাইবে। ৫ তোমার বাণ তীক্ষ্ণ, জাতিরা তোমার নীচে পতিত হইবে, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হইবে। ৬ হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন যুগানুক্রমের অনন্ত কাল স্থায়ী, তোমার রাজদণ্ড সারল্যের দণ্ড। ৭ তুমি ধর্ম্মকে প্রেম করিতেছ, এবং দুষ্টতাকে ঘৃণা করিতেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা তোমাকে অধিক আমোদরূপ তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ৮ গন্ধরস ও অগুরু ও দারুচিনীতে তোমার সকল বস্ত্র সুবাসিত হয়, হস্তিদন্তনির্ম্মিত প্রাসাদহইতে উদ্ভূত [আমোদ] তোমার আনন্দ জন্মায়। ৯ তোমার স্ত্রীরত্নদিগের মধ্যে রাজকুমারীরা আছে, এবং তোমার দক্ষিণ দিগে ওফীরীয় সুবর্ণেতে ভূষিতা রাণী দণ্ডায়মানা আছে। ১০ হে বৎসে, অবধান কর, ও কর্ণ পাতিয়া আলোচনা কর; এবং নিজ জাতি ও পিতৃকুল বিস্মৃতা হও। ১১ এবং রাজাকে তোমার সৌন্দর্য্য বাসনা করিতে দেও; কেননা তিনিই তোমার প্রভু, অতএব তুমি তাঁহার কাছে প্রণিপাত কর। ১২ তাহাতে সোরের কন্যা উপঢৌকন লইয়া আসিবে, ও ধনি প্রজারা তোমাকে প্রসন্নবদন করিতে চেষ্টা করিবে। ১৩ রাজকুমারী সর্ব্বতোভাবে শোভাবিশিষ্টা হইয়া অন্তঃপুরে আছে; তাহার পরিচ্ছদ স্বর্ণসূত্রনির্ম্মিত। ১৪ সে সূচীশিল্পেতবসনা হইয়া রাজার নিকটে আনীতা হইবে, ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সহচরী কুমারীরা তোমার নিকটে আনীতা হইবে। ১৫ তাহারা আনন্দে ও

উল্লাসে আনীতা হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে। [১৬] তোমার পিতৃগণ গত হইলে তোমার পুত্রেরা থাকিবে; তুমি তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবা। [১৭] আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষপরম্পরায় স্মরণ করাইব, এই জন্যে জাতিরা যুগানুক্রমের অনন্ত কাল তোমার স্তবগান করিবে।

৪৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের রচিত। স্বর, অলামোৎ। গীত।

[১] ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী। [২] অতএব যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয়, ও পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থলে পড়ে, তথাপি আমরা ভয় করিব না। [৩] তাহার জল গর্জ্জন করুক ও উচ্চণ্ড হউক, তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতগণ কম্পিত হউক। সেলা। [৪] এক নদী আছে, তাহার প্রণালী সকল ঈশ্বরের নগরকে [ও] সর্ব্বোপরিস্থের আবাসরূপ ধর্ম্মস্থানকে আনন্দিত করে। [৫] ঈশ্বর তাহার মধ্যবর্ত্তী, তাহা বিচলিত হইবে না; প্রত্যূষে প্রভাত হইলেই ঈশ্বর তাহার সাহায্য করিবেন। [৬] পরজাতীয়েরা গর্জ্জন করে, রাজ্য সকল টলটলায়মান হয়; তিনি আপন রব শুনাইলেই পৃথিবী গলিয়া যাইবে। [৭] বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গী; যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ। সেলা।

[৮] তোমরা চল, সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল সন্দর্শন কর; তিনি পৃথিবীতে কি প্রকার ধ্বংস করিলেন। [৯] তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন; তিনি ধনু ভগ্ন করেন, ও বড়শা খণ্ড ২ করেন, ও রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করেন। [১০] তোমরা ক্ষান্ত হও, এবং আমিই যে ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও; আমি পরজাতীয়দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইব, ভূমণ্ডলেই প্রতিষ্ঠিত হইব। [১১] বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গী; যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চদুর্গ। সেলা।

৪৭ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] হে জাতি সকল, করতালি দেও; আনন্দগানের রবে ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। [২] কেননা সদাপ্রভু ভয়াই পরাৎপর, তিনি সমস্ত পৃথিবীর রাজাধিরাজ। [৩] তিনি নানা জাতিকে আমাদের অধীন করেন, ও নানা নরবৃন্দকে আমাদের পদতলস্থ করেন। [৪] আমাদের জন্যে তিনি আমাদের অধিকার মনোনীত করেন; তাহাই তাঁহার প্রিয় যাকোবের শ্লাঘার বিষয়। সেলা। [৫] ঈশ্বর জয়ধ্বনি পুরঃসর, সদাপ্রভু তূরীধ্বনি পুরঃসর ঊর্দ্ধগমন করিলেন। [৬] ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত কর, সঙ্গীত কর; আমাদের রাজার উদ্দেশে সঙ্গীত কর, সঙ্গীত কর। [৭] কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহার উদ্দেশে প্রবোধজনক সঙ্গীত কর। [৮] ঈশ্বর পরজাতীয়দের উপরে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন; ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। [৯] জাতিগণের প্রধানবর্গও অব্রাহামের ঈশ্বরের প্রজা হইয়া একত্র হইয়াছে; যেহেতুক পৃথিবীর ঢাল সকল ঈশ্বরের; তিনি অতিশয় উন্নত।

৪৮ গীত।

গীত। কোরহসন্তানদের সঙ্গীত।

[১] আমাদের ঈশ্বরের নগরমধ্যে তাঁহার পবিত্র গিরিতে সদাপ্রভু মহান্ ও নিতান্ত কীর্ত্তনীয়। [২] সিয়োন্ পর্ব্বত উচ্চভূমি বলিয়া রমণীয় ও সমস্ত পৃথিবীর আমোদজনক; [তাহার] উত্তরপ্রান্ত মহান্ রাজার রাজধানী। [৩] তাহার অট্টালিকা সকলের মধ্যে ঈশ্বর উচ্চদুর্গরূপে পরিচিত হইয়াছেন। [৪] কেননা দেখ, রাজগণ সভাস্থ হইয়াছিল; তাহারা একেবারে অতীত হইয়া গেল। [৫] দেখিবামাত্র তাহারা স্তম্ভিত হইল, [ও] বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল। [৬] ঐ স্থানে তাহারা কম্পান্বিত ও প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনাগ্রস্ত হইল। [৭] তুমি পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা তর্শীশের জাহাজ সকল ভগ্ন করিয়া থাক। [৮] আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নগরে, অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বরের নগরে দেখিয়াছি; ঈশ্বর তাহা যুগানুক্রমে সুস্থির করিয়া রাখিবেন। সেলা। [৯] হে ঈশ্বর, আমরা তোমার প্রাসাদের মধ্যে তোমার দয়া ধ্যান করিতেছি। [১০] হে ঈশ্বর, যেমন তোমার নাম, তেমনি তোমার প্রশংসা পৃথিবীর প্রান্ত উল্লঙ্ঘন করে; তোমার দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ। [১১] তোমার সকল শাসন প্রযুক্ত সিয়োন পর্ব্বত আনন্দ করুক, ও যিহূদার কন্যারা উল্লাসিত হউক। [১২] তোমরা সিয়োন্‌কে প্রদক্ষিণ কর, ও তাহার চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ কর, তাহার দুর্গ সকল গণনা কর। [১৩] তাহার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ কর, তাহার অট্টালিকা সকল সন্দর্শন কর, তাহাতে ভাবি বংশের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পারিবা। [১৪] কেননা সেই ঈশ্বর যুগানুক্রমের অনন্ত কাল আমাদের ঈশ্বর থাকিবেন; তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু পার করাইবেন।

৪৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] হে জাতি সকল, তোমরা ইহা শ্রবণ কর; হে জগন্নিবাসিগণ, কর্ণপাত কর। [২] সামান্য লোকের সন্তান কি মান্য লোকের সন্তান, ধনী কি দরিদ্র, সকলে নির্ব্বিশেষে [শুন]। [৩] আমার মুখ প্রজ্ঞার

কথা কহিবে, ও আমার চিত্তের আলোচনা বুদ্ধির ফল হইবে। [৪] আমি দৃষ্টান্তকথাতে কর্ণপাত করিব, এবং বীণাযন্ত্রে আপনার গূঢ় বাক্য বিবরণ করিব।

[৫] আমাকে ঠকাইতে সচেষ্ট লোকদের দুষ্টতা যখন আমাকে ঘেরে, এমত বিপদকালে আমি কেন ভয় করিব? [৬] যাহারা আপন ২ ধনে নির্ভর করে, ও নিজ সম্পত্তিবাহুল্যের শ্লাঘা করে, [৭] তাহাদের মধ্যে কেহ কোন ক্রমে [আপন] ভ্রাতাকে মুক্ত করিতে পারে না, কিম্বা আপনার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারে না। [৮] কেননা উভয়ের প্রাণের নিষ্ক্রয় দুর্ম্মূল্য, এবং অনন্তকালেও অসাধ্য। [৯] তবে সে কি নিত্যজীবী হইবে? ক্ষয়স্থান কি দেখিবে না? [১০] অবশ্য দেখিবে; জ্ঞানবান লোকেরা মরে, এবং স্থূলবুদ্ধি ও পশুবৎ লোক নির্ব্বিশেষে নষ্ট হয়, এবং অন্যদের জন্যে আপন ২ ধন রাখিয়া যায়। [১১] তাহাদের বাটী অনন্ত কাল, তাহাদের আবাস সকল পুরুষানুক্রমে স্থির থাকিবে, ইহা তাহাদের আন্তরিক ভাব; তাহারা আপনাদেরই নামানুসারে আপন ২ ভূমির নাম রাখে। [১২] কিন্তু মনুষ্য ঐশ্বর্য্যে স্থির থাকে না; সে নশ্বর পশুজাতির সদৃশ। [১৩] এই তাহাদের গতি, এই তাহাদের স্থূলবুদ্ধিতা; তথাপি তাহাদের পরে অন্যেরা তাহাদের বাক্যে অনুমোদন করে। সেলা। [১৪] তাহারা মেষের ন্যায় পাতালে চালিত হইবে, মৃত্যু তাহাদিগকে চরাইবে; এবং সরলাত্মা লোকেরা সেই প্রভাতে তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে; তাহাদের রূপ নষ্ট হইবে, তাহারা পাতালে নির্ব্বাসিত থাকিবে। [১৫] কিন্তু ঈশ্বর পাতালের পরাক্রমহইতে আমার প্রাণ মুক্ত করিবেন; কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করিবেন। সেলা। [১৬] কোন ব্যক্তি ধনবান হইলে ও তাহার কুলের প্রতাপ বৃদ্ধি পাইলে তুমি ভীত হইও না। [১৭] কেননা মরণকালে সে তাহার কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইবে না, তাহার প্রতাপ তাহার অনুগমন করিবে না। [১৮] সে জীবদ্দশাতে আপন প্রাণের ধন্যবাদ করিত; এবং তুমি আপনার মঙ্গল করিলে লোকে তোমারও স্তব করিবে। [১৯] উহার প্রাণ তাহার সেই পিতৃগণের বাসস্থানে যাইবে, যাহারা দীপ্তির দর্শন কখন পাইবে না। [২০] যে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যান্বিত অথচ অবিবেচক, সে নশ্বর পশুজাতির সদৃশ।

৫০ গীত।

আসফের সঙ্গীত।

[১] ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর কথা কহিলেন, এবং সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত পৃথিবীকে আহ্বান করিলেন। [২] সর্ব্বতোভাবে মনোরম্য যে সিয়োন, তাহাহইতে ঈশ্বর বিরাজমান হইলেন। [৩] আমাদের ঈশ্বর আসিতেছেন, হাঁ, তিনি নীরব থাকিবেন না; তাঁহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করিতেছে, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিগে আত্যন্তিক ঝড় হইতেছে। [৪] তিনি আপন প্রজাদের বিচার করণার্থে ঊর্দ্ধস্থিত স্বর্গকে এবং পৃথিবীকে আহ্বান করিতেছেন। [৫] যাহারা বলিদানপূর্ব্বক আমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, আমার সেই সাধু লোকদিগকে আমার নিকটে একত্র কর। [৬] পরন্তু স্বর্গ তাঁহার ধর্ম্মগুণ জ্ঞাত করিতেছে, কেননা ঈশ্বর আপনি বিচার করিতে উদ্যত। সেলা।

[৭] হে আমার প্রজাগণ, শুন, আমি কহি; হে ইস্রায়েল, [শুন,] আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দি। আমিই ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর। [৮] আমি তোমার সকল বলিদানের বিষয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করি না, কেননা তোমার হোমবলি নিত্য আমার সম্মুখে আছে। [৯] আমি তোমার গৃহহইতে বৃষ, কিম্বা তোমার খোঁয়াড়হইতে ছাগ লইব না। [১০] কেননা বনচারি যাবতীয় জীব, এবং সহস্র ২ পর্ব্বতীয় পশু আমার। [১১] আমি পর্ব্বতগণের পক্ষী সকল জানি, এবং মাঠের সকল প্রাণী আমার হস্তগত। [১২] আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে বলিব না; কেননা জগৎ ও তৎপূরক বস্তু আমার। [১৩] আমি কি বলবান্ বৃষের মাংস ভোজন করিব? কিম্বা ছাগের রক্ত পান করিব? [১৪] তুমি ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তবগানরূপ বলিদান কর, ও সর্ব্বোপরিস্থের নিকটে আপন মানত পূর্ণ কর। [১৫] এবং সঙ্কটের দিনে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি আমাকে মান্য করিবা।

[১৬] কিন্তু দুষ্ট লোককে ঈশ্বর কহেন, আমার বিধি প্রচার করিতে ও আমার নিয়মের কথা মুখে আনিতে তোমার কি অধিকার? [১৭] তুমি তো উপদেশ ঘৃণা করিতেছ, এবং আমার বাক্য পীছে ফেলিয়া থাক। [১৮] চোরকে দেখিলেই তাহার সহিত প্রণয় করিয়া থাক, এবং ব্যভিচারিদের সহভাগী হইয়া থাক। [১৯] তুমি আপন মুখ হিংসারূপ ক্ষেত্রে চরিতে দিতেছ, ও আপন জিহ্বাদ্বারা ছলরূপ জাল বুনিতেছ। [২০] তুমি বসিয়া ২ আপন ভ্রাতার বিপক্ষ কথা কহিয়া থাক, ও আপন সহোদরের নিন্দা করিয়া থাক। [২১] তুমি এই সকল করিয়া আসিতেছ, এবং আমি নীরব হইয়া রহিয়াছি, তাহাতে আমিও তোমার মত, তুমি এমত অনুমান করিতেছ; আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমার সাক্ষাতে সমস্তের বিন্যাস করিব।

[২২] হে ঈশ্বরকে বিস্মৃত লোকেরা, সাবধান, তোমরা ইহা বিবেচনা কর, নতুবা তোমাদিগকে বিদীর্ণ করিব, উদ্ধার করিতে কেহ থাকিবে না। [২৩] যে ব্যক্তি স্তবগানরূপ বলিদান করে, সেই আমাকে মান্য করে; এবং যে ব্যক্তি [নিজ] পথ সরল করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরকৃত পরিত্রাণ দর্শন করাইব।

৫১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত। বৎশেবার কাছে তাহার গমনানন্তর যৎকালে নাথন্ ভাববাদী তাহার নিকটে আইল, তৎকালে রচিত।

[১] হে ঈশ্বর, আপন দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; আপন করুণার মহত্ত্বানুসারে আমার সকল অধর্ম্ম মার্জ্জনা কর। [২] নিঃশেষ করিয়া আমার অপরাধহইতে আমাকে ধৌত কর, ও আমার পাপ-হইতে আমাকে শুচি কর। [৩] কেননা আমার অধর্ম্ম সকল আমার জ্ঞানগোচর, এবং আমার পাপ নিত্য আমার সম্মুখে আছে। [৪] তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত তাহা করিয়াছি; অতএব তুমি আপনার বাক্যে ধার্ম্মিক ও আপনার বিচারে নির্দ্দোষ হইবা। [৫] দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, ও পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে। [৬] দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত হও; অতএব গোপনে আমাকে প্রজ্ঞার শিক্ষা দিবা। [৭] তুমি এসোবদ্বারা আমাকে মুক্তপাপ করিবা, তাহাতে আমি শুচি হইব; আমাকে ধৌত করিবা, তাহাতে হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব। [৮] তুমি আমাকে আমোদ ও আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করাইবা; তোমাদ্বারা চূর্ণিত আমার অস্থি সকল প্রফুল্ল হইবে। [৯] আমার সকল পাপের প্রতি আপন মুখ আচ্ছাদন কর, ও আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। [১০] হে ঈশ্বর, আমার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, ও আমার অন্তরে সুস্থির আত্মাকে নূতন করিয়া দেও। [১১] তোমার সম্মুখহইতে আমাকে নিরস্ত করিও না, ও তোমার পবিত্র আত্মাকে আমাহইতে অপহরণ করিও না। [১২] তোমার কৃত পরিত্রাণের আমোদ আমাকে পুনরায় দেও, এবং উদার আত্মাদ্বারা আমাকে ধরিয়া রাখ। [১৩] [তাহাতে] আমি অধর্ম্মাচারিদিগকে তোমার পথ শিখাইয়া দিব, ও পাপিরা তোমার প্রতি ফিরিয়া আসিবে। [১৪] হে ঈশ্বর, হে আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, রক্তপাতরূপ দোষহইতে আমাকে উদ্ধার কর, তাহাতে আমার জিহ্বা তোমার ধার্ম্মিকতাতে আনন্দগান করিবে। [১৫] হে প্রভো, আমার ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেও, তাহাতে আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করিবে। [১৬] কেননা তুমি বলিদানে প্রীত হও না, হইলে তাহা দিতাম; হোমেতেও তোমার সন্তোষ হয় না। [১৭] ঈশ্বরের গ্রাহ্য যজ্ঞ ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবা না। [১৮] তুমি আপন অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর, ও যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর। [১৯] তখন তুমি ধর্ম্মযজ্ঞে ও হোমে ও পূর্ণাহুতিতে প্রীত হইবা; তখন লোকেরা তোমার যজ্ঞবেদিতে বৃষগণকে উৎসর্গ করিবে।

৫২ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের প্রবোধন। যৎকালে ইদোমীয় দোয়েগ্ উপস্থিত হইয়া শৌলকে সংবাদ দিল, "দায়ূদ্ অহীমেলকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল," তৎকালীন।

[১] হে বীর, তুমি কেন হিংসাভাবের শ্লাঘা করিতেছ? ঈশ্বরের দয়া নিত্যস্থায়ী। [২] তোমার জিহ্বা দৌর্জ্জন্যের সঙ্কল্প করিতেছে; হে ছলসাধক, তাহা শাণিত ক্ষুরের সদৃশ। [৩] তুমি সৎক্রিয়া অপেক্ষা দুষ্ক্রিয়া, এবং ধর্ম্মবাক্য অপেক্ষা মিথ্যা কথা ভাল বাস। সেলা। [৪] হে ছলপ্রিয় জিহ্বে, তুমি যাবতীয় বিনাশক কথা ভাল বাস। [৫] ঈশ্বরও তোমাকে সদাকালের নিমিত্তে উৎপাটন করিবেন, তোমাকে তুলিয়া তাম্বুচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, ও জীবিত লোকদের দেশহইতে তোমাকে উন্মূলন করিবেন। সেলা।

[৬] তাহাতে ধার্ম্মিকেরা তাহা দেখিয়া ভীত হইবে, এবং সেই ব্যক্তির প্রতি উপহাস করিয়া বলিবে, "[৭] দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপন বলস্বরূপ না করিয়া আপন প্রচুর ধনে নির্ভর করিত; সে দৌর্জন্যে আপনাকে বলবান করিত।" [৮] কিন্তু আমি ঈশ্বরের বাটীতে স্থিত হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষস্বরূপ; আমি যুগানুক্রমের অনন্ত কালের নিমিত্তে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাসী হইলাম। [৯] তুমি কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ বলিয়া আমি নিত্য তোমার স্তবগান করিব; ও তোমার সাধুগণের সম্মুখে তোমার নামের অপেক্ষা করিব, কেননা তাহাই উত্তম।

৫৩ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, মহলৎ। দায়ূদের প্রবোধন।

[১] মূঢ় লোক মনে ২ বলে, "ঈশ্বর নাই।" তাহারা নষ্ট ও ঘৃণার্হ অন্যায়কারী; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহ নাই। [২] বিবেচক ও ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না, ইহা দেখিবার জন্যে ঈশ্বর স্বর্গহইতে মনুষ্যসন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। [৩] সকলে বিপথগামী ও একেবারে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহ নাই, এক জনও নাই। [৪] অধর্ম্মাচারি লোকদের কি কিছুই জ্ঞান নাই? তাহারা অন্ন গ্রাস করণের ন্যায় আমার প্রজাগণকে গ্রাস করে, ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে না। [৫] ঐ নির্ভয় স্থানে তাহারা বড় ভয় পাইল; কেননা ঈশ্বর তোমার বিরুদ্ধে ব্যূহিত লোকদের অস্থি চারি দিগে নিক্ষেপ করিলেন, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে নিগ্রহ করাতে তুমি তাহাদিগকে লজ্জা দিলা। [৬] আঃ! ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সিয়োনহইতে উপস্থিত হউক; ঈশ্বর আপন প্রজাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিলে যাকোব্ উল্লাসিত হইবে, ও ইস্রায়েল্ আনন্দ করিবে।

৫৪ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। দায়ূদের প্রবোধন। যৎকালে সীফীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়া শৌলকে কহিল, "দায়ূদ কি আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে না?" তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, তোমার নামের গুণে আমাকে পরিত্রাণ কর, ও তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষ্পন্ন কর। ২ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শুন, আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর। ৩ কেননা অপরিচিত লোকেরা আমার বিপক্ষে উঠিয়াছে, ও ভীমবিক্রান্তেরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে; তাহারা আপনাদের গোচরে ঈশ্বরকে রাখে না। সেলা। ৪ দেখ, ঈশ্বর আমার সাহায্য করিতেছেন; প্রভু আমার প্রাণরক্ষাকারিদের মধ্যবর্ত্তী। ৫ আমার ছিদ্রান্বেষিদের দুষ্টতার ফল তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে; তুমি আপন সত্যে তাহাদিগকে সংহার কর। ৬ আমি তোমার উদ্দেশে স্বেচ্ছাদত্ত বলিদান করিব; হে সদাপ্রভো, তোমার নামের স্তবগান করিব, কেননা তাহা উত্তম। ৭ হাঁ, তাহাই আমাকে সমস্ত সঙ্কটহইতে উদ্ধার করে, এবং আমার চক্ষু আমার শত্রুগণের দণ্ড দেখে।

৫৫ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। দায়ূদের প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রার্থনাতে কর্ণপাত কর, এবং আমার বিনতিতে লুক্কায়িত হইও না। ২ আমার প্রতি অবধান করিয়া আমাকে উত্তর দেও; শত্রুর হুঙ্কারে ও দুর্জনের উপদ্রব দর্শনে আমি ভাবনাতে ইতস্ততো ভ্রমণ করত শোক করিতেছি। ৩ কেননা তাহারা আমাতে অধর্ম্মের দোষারোপ করে, ও ক্রোধপূর্ব্বক আমার বিপক্ষতা করে। ৪ আমার অন্তরে আমার চিত্ত বড় ব্যথিত হইতেছে; এবং মৃত্যুর আশঙ্কা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ৫ ভয় ও কম্প আমাকে আবেশ করিতেছে, এবং আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইতেছি। ৬ ও কহিতেছি, আঃ! যদি কপোতের ন্যায় আমার পক্ষ হয়! তবে আমি উড্ডীয়মান হইয়া বাসা পাইব; ৭ হাঁ, ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইব, ও প্রান্তরে অবস্থিতি করিব। সেলা। ৮ আমি প্রচণ্ড বায়ু ও ঝড়হইতে রক্ষা পাইতে ত্বরায় পলায়ন করিব। ৯ হে প্রভো, [উহাদিগকে] গ্রাস কর, উহাদের জিহ্বার অনৈক্য জন্মাও; কেননা আমি নগরের মধ্যে দৌরাত্ম্য ও কলহ দেখিতেছি। ১০ তাহা দিবারাত্রি প্রাচীরের উপরে নগর প্রদক্ষিণ করে, এবং অন্যায় ও আয়াস তাহার মধ্যে থাকে। ১১ তাহার মধ্যে দৌর্জন্য থাকে; শঠতা ও ছলনা তাহার চক ত্যাগ করে না। ১২ বস্তুতঃ কোন শত্রু আমাকে ধিক্কার দিতেছে তাহা নয়, দিলে আমি সহ্য করিতাম; আমার ঘৃণাকারী কোন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দর্প করিতেছে তাহাও নয়, করিলে তাহাহইতে আপনাকে লুকাইতাম। ১৩ কিন্তু আমার সমকক্ষ মনুষ্য ও মিত্র ও আত্মীয় যে তুমি, তুমি তাহা করিতেছ। ১৪ আমরা একত্র হইয়া মধুর সমন্ত্রণা করিতাম, আমরা জনতার সহিত ঈশ্বরের গৃহে গমন করিতাম। ১৫ মৃত্যু উহাদিগকে ধরুক; তাহারা জীবদ্দশাতে পাতালে নামুক; যেহেতুক তাহাদের আলয়ে ও অভ্যন্তরে দুষ্টতা থাকে। ১৬ আমি ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিব, তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। ১৭ আমি সায়ঙ্কালে ও প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে ধ্যান করিয়া বিলাপ করিব, তাহাতে তিনি আমার রব শুনিবেন। ১৮ তিনি রণসঙ্কুলহইতে আমার প্রাণ কুশলে মুক্ত করিলেন; বস্তুতঃ উহারা অনেক [লোক] হইয়া আমার বিরোধী ছিল। ১৯ ঈশ্বর শুনিয়া তাহাদিগকে উত্তর দিবেন; তিনি চিরকালাবধি সিংহাসনারূঢ়। সেলা। উহাদের দশান্তর কখন হয় নাই, [বলিয়া] তাহারা ঈশ্বরকেও ভয় করে না। ২০ ঐ ব্যক্তি মিত্রের বিরুদ্ধে হস্ত তুলিয়াছে, ও আপনার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে। ২১ তাহার বদন নবনীতহইতে কোমল, কিন্তু অন্তঃকরণ যুদ্ধে উৎসুক; তাহার বাক্য সকল তৈলাপেক্ষা স্নিগ্ধ, তথাপি তাহা বিকোষিত খড়্গস্বরূপ। ২২ তুমি সদাপ্রভুতে আপনার ভাগ্য অর্পণ কর; তিনিই তোমাকে প্রতিপালন করিবেন; ধার্ম্মিক লোককে অনন্তকালেও বিচলিত হইতে দিবেন না। ২৩ হে ঈশ্বর, তুমিই ঐ লোকদিগকে ক্ষয়স্থানের কূপে নামাইবা; রক্তপাতকারী ও ছলপ্রিয় লোকেরা অর্দ্ধ পরমায়ুও পাইবে না; কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করিব।

৫৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, যোনৎ-এলম-রহোকীম্। দায়ূদের রচিত। গীতরত্ন। যৎকালে পলেষ্টীয়েরা গাতে তাহাকে ধরিল, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কেননা মর্ত্ত্য আমাকে গ্রাস করিতে উৎসুক আছে; সে সমস্ত দিন যুদ্ধ করত আমার প্রতি উপদ্রব করে। ২ আমার ছিদ্রান্বেষিগণ সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস করিতে উৎসুক; কেননা অনেকে উচ্চমস্তক হইয়া আমার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতেছে। ৩ যখন আমার ভয় লাগে, তখন আমি তোমাতে নির্ভর করি। ৪ ঈশ্বরের সাহায্যে আমি তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিব; আমি ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না; মাংসপিণ্ড আমার কি করিবে? ৫ তাহারা সমস্ত দিন আমার বাক্যের বিপরীত অর্থ করে; তাহাদের সঙ্কল্প সকল আমার বিপক্ষে অনিষ্টের [সঙ্কল্প]। ৬ তাহারা একত্র হইয়া আমার বিরুদ্ধে চর নিযুক্ত করে, ও আপনারা আমার

পদচিহ্ন দেখিতে২ অবধারণ করে, এই রূপে আমার প্রাণনাশের অপেক্ষা করিতেছে। ৭ এমত অধর্ম্মে তাহারা কি বাঁচিবে? হে ঈশ্বর, ক্রোধে জাতিদিগকে নিপাত কর। ৮ তুমি আমার ভ্রমণ গণনা করিতেছ; আমার নেত্রজল আপন কুপাতে রাখ; তাহা কি তোমার খাতায় লিখিত নাই? ৯ অবশ্য আমার উচ্চরবে প্রার্থনা করণকালে আমার শত্রুগণ পরাঙ্মুখ হইবে, আমি তাহা জানি, কেননা ঈশ্বর আমার সপক্ষ। ১০ ঈশ্বরের সাহায্যে আমি [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব; সদাপ্রভুর সাহায্যে [তাঁহার] বাক্যের প্রশংসা করিব। ১১ আমি ঈশ্বরেতে নির্ভর করিয়াছি, ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে? ১২ হে ঈশ্বর, তোমার উদ্দেশ্য মানত আমার উপরে আছে; আমি তোমাকে স্তবগানরূপ উপহার দিব। ১৩ কেননা তুমি মৃত্যুহইতে আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ, তবে কি উছোটহইতে আমার চরণ [উদ্ধার করিয়া] জীবিত লোকদের দীপ্তিতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাকে গমনাগমন করিতে দিবা না?

৫৭ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, অল্‌-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের রচিত। গীতরত্ন।

যৎকালে সে শৌলের সম্মুখহইতে গহ্বরে পলায়ন করিল, তৎকালীন।

১ হে ঈশ্বর, আমার প্রতি কৃপা কর, কৃপা কর, কেননা আমার প্রাণ তোমার শরণাগত, এবং যাবৎ এই ব্যসন অতীত না হয়, তাবৎ আমি তোমার পক্ষের ছায়াতে আশ্রয় লই। ২ আমি পরাৎপর ঈশ্বরের উদ্দেশে, আমার কার্য্যসাধক ঈশ্বরেরই উদ্দেশে আহ্বান করিব। ৩ তিনি স্বর্গহইতে প্রেরণ করিয়া আমার গ্রাসকারির ধিক্কারহইতে আমাকে নিস্তার করিবেন। সেলা। ঈশ্বর আপন দয়া ও সত্য প্রেরণ করিবেন। ৪ আমার প্রাণ সিংহগণের মধ্যে আছে; অগ্নিশিখাস্বরূপ মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে আমাকে শয়ন করিতে হয়; তাহাদের দন্ত বড়শা ও বাণ, এবং তাহাদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ। ৫ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত হও, সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার প্রতাপ বিস্তৃত হউক। ৬ তাহারা আমার চরণ বদ্ধ করিতে জাল পাতিয়াছিল, তাহাতে আমার প্রাণ অবনত ছিল; তাহারা আমার সম্মুখে খাত খনন করিয়াছিল, কিন্তু আপনারা তাহার মধ্যে পতিত হইল। সেলা।

৭ হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির, আমার চিত্ত সুস্থির; আমি গান ও সঙ্গীত করিব। ৮ হে আমার শ্রী, জাগ্রৎ হও; হে নেবল ও বীণে, জাগ্রৎ হও; আমি অরুণকে জাগাইব। ৯ হে প্রভো, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার স্তবগান করিব, ও নানা জনবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতদ্বারা তোমার কীর্ত্তন করিব। ১০ কেননা তোমার দয়া স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চ, ও তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ১১ হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত হও, সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার প্রতাপ বিস্তৃত হউক।

৫৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, অল্‌-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের রচিত। গীতরত্ন।

১ কেমন? তোমরা কি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মনীতি কহিতেছ? হে মনুষ্যসন্তানবর্গ, এই রূপে কি ন্যায্য বিচার করিতেছ? ২ বরঞ্চ অন্তঃকরণের মধ্যে অন্যায়ের সঙ্কল্প করিতেছ, দেশে স্বহস্তের উপদ্রব তৌল করিতেছ। ৩ দুষ্টগণ গর্ব্ভাশয়াবধি বিপথগামী, ও ভূমিষ্ঠ হওনাবধি মিথ্যা কহিতে২ পরিভ্রমণ করে। ৪ সর্পবিষের মত তাহাদের বিষ আছে; তাহারা এমত বধির কালসর্পের সদৃশ, যে আপন কর্ণ রোধ করে, ৫ সর্পবৈদ্যের স্বর, হাঁ, মন্ত্রপাঠে পারদর্শি ব্যক্তির স্বরও শুনে না।

৬ হে ঈশ্বর, তাহাদের মুখের দন্ত ভগ্ন কর; হে সদাপ্রভো, সেই যুবসিংহদের কসের দন্ত উৎপাটন কর। ৭ তাহারা [পতিত] জলের ন্যায় বিলীন হইয়া বহিয়া যাইবে, তাহাদের আকৃষ্ট বাণ ভগ্নাগ্র বাণের ন্যায় ব্যর্থ হইবে। ৮ দ্রবীভূত শম্বুকের ন্যায় তাহারা গলিয়া যাইবে, অবলার গর্ব্ভস্রাবের ন্যায় সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। ৯ তোমাদের স্থালী কণ্টকের [জ্বাল] টের না পাইতে তিনি পক্ক ও অপক্ক সকলই ঝড়ে উড়াইয়া দিবেন। ১০ ধার্ম্মিক লোক প্রতীকার দেখিতে পাওয়াতে আনন্দিত হইবে, ও দুর্জ্জনের রক্তে আপন পাদ প্রক্ষালন করিবে। ১১ এবং মনুষ্যগণ কহিবে, অবশ্য ধার্ম্মিক লোক ফল পায়, অবশ্য পৃথিবীতে বিচারসাধক এক ঈশ্বর আছেন।

৫৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, অল্‌-তশ্‌হেৎ। দায়ূদের রচিত। গীতরত্ন।

যৎকালে শৌলের প্রেরিত লোকেরা দায়ূদকে বধ করণার্থে তাহার গৃহের নিকটে ঘাঁটি বসাইল, তৎকালীন।

১ হে আমার ঈশ্বর, আমার শত্রুগণহইতে আমাকে উদ্ধার কর, ও আমার বিপক্ষগণহইতে আমাকে উচ্চপদস্থ কর। ২ অধর্ম্মাচারিদের হইতে আমাকে উদ্ধার কর, ও রক্তপাতি মনুষ্যদের হইতে আমাকে ত্রাণ কর। ৩ কেননা দেখ, তাহারা আমার প্রাণনাশার্থে লুক্কায়িত আছে; বলবান্ লোকেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইতেছে; হে সদাপ্রভো, আমার কোন অধর্ম্ম কি পাপ ইহার কারণ নয়। ৪ আমার কোন অপরাধ না পাইয়াও তাহারা দৌড়িয়া আসিয়া প্রস্তুত হইতেছে; তুমি আমার প্রত্যুদ্গমনের জন্যে জাগ্রৎ হইয়া দৃষ্টিপাত কর। ৫ হে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি তো

ইস্রায়েলের ঈশ্বর; পরজাতীয় সকলকে প্রতিফল দিবার জন্যে প্রবুদ্ধ হও; অধর্ম্মি বিশ্বাসঘাতক সকলের প্রতি কৃপা করিও না। সেলা। [৬] তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া কুক্কুরের ন্যায় দীর্ঘরাব করত নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। [৭] দেখ, তাহারা আপন ২ মুখে বকিতেছে, তাহাদের ওষ্ঠের মধ্যে খড়্গ থাকে; কেননা [তাহারা বলে,] কে শুনিতে পায়? [৮] কিন্তু হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদিগকে পরিহাস করিবা, তুমি পরজাতীয় সকলকে ঠাট্টা করিবা। [৯] তাহাদের বল দেখিয়া আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি; কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গস্বরূপ। [১০] আমার দয়াবান্ ঈশ্বর আমার সম্মুখবর্ত্তী হইবেন, ঈশ্বর আমার ছিদ্রান্বেষিদের [দণ্ড] আমাকে দেখাইবেন। [১১] তুমি তাহাদিগকে নিহনন করিও না, নতুবা আমার স্বজাতীয়গণ তাহা বিস্মৃত হইবে; বরঞ্চ, হে আমাদের ঢালস্বরূপ প্রভো, নিজ শক্তিতে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ পর্য্যটনকারী করিয়া অপকৃষ্ট কর। [১২] তাহাদের ওষ্ঠাধরের বাক্যে মুখের পাপ হয়; অতএব তাহারা অভিশাপের ও মিথ্যাকথাবার্ত্তার ফলরূপে আপনাদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক। [১৩] তুমি ক্রোধে তাহাদিগকে সংহার কর, এমত সংহার কর যে তাহারা অনুদ্দিষ্ট হয়; তাহাতে যাকোবের মধ্যে, [বরং] পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বর কর্তৃত্ব করেন, ইহা জানা যাইবে। সেলা। [১৪] তাহারা সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া কুক্কুরের ন্যায় দীর্ঘরাব করত নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করুক। [১৫] তাহারা খাদ্যের চেষ্টাতে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিবে, ও তৃপ্ত না হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। [১৬] কিন্তু আমি গানদ্বারা তোমার বল কীর্ত্তন করিব, ও তোমার দয়ার বিষয়ে প্রত্যূষে আনন্দধ্বনি করিব; কেননা তুমি আমার উচ্চদুর্গ ও সঙ্কটের দিনে আমার আশ্রয় হইয়া আসিতেছ। [১৭] হে আমার বলস্বরূপ, আমি তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব, কেননা ঈশ্বর আমার উচ্চদুর্গস্বরূপ, তিনি আমার দয়াবান্ ঈশ্বর।

৬০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, শূষন-এদূৎ। দায়ূদের গীতরত্ন। শিক্ষার্থক গীত। যৎকালে অরাম-নহরয়িমের ও অরাম-সোবার সহিত তাহার যুদ্ধ হইলে যোয়াব্ ফিরিয়া লবণোপত্যকাতে ইদোমের দ্বাদশ সহস্র লোককে নিহনন করিল, তৎকালীন।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে নিগ্রহ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়াছ, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ; ফিরিয়া আমাদিগকে স্বস্থ কর। [২] তুমি দেশকে কম্পান্বিত ও বিদীর্ণ করিয়াছ; [এখন] তাহার ভঙ্গের প্রতীকার কর, কেননা তাহা বিচলিত হইতেছে। [৩] তুমি আপন প্রজাদিগকে কষ্ট দেখাইয়াছ, এবং আমাদিগকে মত্ততাজনক মদ পান করাইয়াছ। [৪] তুমি আপন ভয়কারিদিগকে এক পতাকা দিয়াছ, তাহাতে তাহারা সত্যের গুণে উন্নতি পায়। সেলা। [৫] ইহাতে তোমার প্রিয় লোকেরা যেন উদ্ধার পায়, তজ্জন্য তুমি নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা ত্রাণ সাধন করিয়া আমাদিগকে উত্তর দেও।

[৬] ঈশ্বর আপন পবিত্রতাতে কথা কহিলেন। আমি উল্লাস করিব; আমি শিখিম্ বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের তলভূমি মাপিব। [৭] গিলিয়দ আমার এবং মনঃশি আমার; এবং ইফ্রয়িম্ আমার শিরস্ত্রাণ; যিহূদা আমার রাজদণ্ড; [৮] মোয়াব্ আমার প্রক্ষালনপাত্র; আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা নিক্ষেপ করিব; হে পলেষ্টীয়া, তুমি আমার জয় জয়কার করিবা।

[৯] কে আমাকে ঐ দুর্গম নগরে লইয়া যাইবে? কে বা ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে? [১০] হে ঈশ্বর, তুমি কি তাহা করিবা না? তুমি আমাদিগকে নিগ্রহ করিয়াছ, এবং হে ঈশ্বর, আমাদের সৈন্যসামন্তমধ্যে গমন কর না। [১১] সঙ্কটে আমাদের সাহায্য কর; কেননা মনুষ্যহইতে যে উপকার তাহা অলীক। [১২] ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব; এবং তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন করিবেন।

৬১ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। দায়ূদের রচিত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার কাকুক্তি শ্রবণ কর, আমার প্রার্থনাতে অবধান কর। [২] আমার চিত্তের উদ্বেগে আমি পৃথিবীর প্রান্তহইতে তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি; আমার দুর্গম্য কোন উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও। [৩] কেননা তুমি আমার আশ্রয় ও শত্রুনিবারক দৃঢ় দুর্গস্বরূপ হইয়া আসিতেছ। [৪] আমি যুগে ২ তোমার তাম্বুতে বাস করিতে, ও তোমার পক্ষের অন্তরালে আশ্রয় পাইতে বাঞ্ছা করি। সেলা। [৫] কেননা, হে ঈশ্বর, তুমিই আমার মানতে অবধান করিয়াছ, এবং তোমার নামে ভয়কারি লোকদের অধিকার [আমাকে] দিয়াছ। [৬] তুমি রাজার আয়ুর দীর্ঘতা বৃদ্ধি করিবা, ও তাঁহার বৎসর অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত [স্থায়ী করিবা]। [৭] তিনি অনন্ত কাল ঈশ্বরের সাক্ষাতে সুখাসীন থাকিবেন; দয়া ও সত্যদ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হউক। [৮] তাহাতে আমি সঙ্গীতদ্বারা নিত্য তোমার নামের কীর্ত্তন করিব, ও দিন ২ আপন মানত পূর্ণ করিব।

৬২ গীত।

যিদূথূনের [দলমধ্যে] প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] আমার প্রাণ মৌনভাবে কেবল ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতেছে, আমার পরিত্রাণ তাঁহাহইতে হয়। [২] কেবল তিনি আমার ধর ও পরিত্রাণস্বরূপ; তিনি

আমার উচ্চদুর্গ, আমি অতিশয় বিচলিত হইব না। [৩] তোমরা এক মনুষ্যকে কত কাল আক্রমণ করিবা? ও সকলে তাহাকে হেলিত ভিত্তি ও ভঙ্গনীয় বেড়ার ন্যায় আঘাত করিবা? [৪] উহারা তাহার উচ্চপদহইতে তাহাকে নিতান্ত নিপাত করিবার মন্ত্রণা করিতেছে, উহারা মিথ্যাকথাতে আমোদ করে; প্রত্যেকে মুখে আশীর্ব্বাদ করে, কিন্তু অন্তঃকরণে শাপ দেয়। সেলা। [৫] হে আমার প্রাণ, মৌনভাবে কেবল ঈশ্বরের অপেক্ষা কর; কেননা তাঁহাহইতে আমার আশ্বাস জন্মে। [৬] কেবল তিনি আমার ধর ও পরিত্রাণস্বরূপ; তিনি আমার উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হইব না। [৭] আমার পরিত্রাণ ও প্রতাপ ঈশ্বরনিষ্ঠ; আমার বলের ধর ও আশ্রয় ঈশ্বরে অবস্থিত। [৮] হে লোক সকল, সতত তাঁহাতে নির্ভর কর, তাঁহারই সম্মুখে আপন২ মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল; ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। সেলা। [৯] সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র, মান্য লোকেরা মিথ্যা; তাহাদিগকে তৌল করিলে তাহারা ঊর্দ্ধে উঠে; তাহাদের সাকল্য বাষ্প অপেক্ষা লঘু। [১০] তোমরা উপদ্রবে নির্ভর করিও না, ও অপহরণের শ্লাঘা করিও না; ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য হইলে তাহাতে মন দিও না। [১১] ঈশ্বর এক বাক্য কহিয়াছেন, বরং আমি এই দুই কথা শুনিয়াছি; ফলতঃ পরাক্রম ঈশ্বরের অধিকার। [১২] আর, হে প্রভো, দয়াও তোমার, কারণ তুমিই প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কর্ম্মানুরূপ ফল দিবা।

৬৩ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত। যিহূদার প্রান্তরে তাহার অবস্থিতিকালীন।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি অতন্দ্রিত হইয়া তোমার অন্বেষণ করি; তোমার নিমিত্তে আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত্ত ও শরীর আতুর হইয়াছে; এই শুষ্ক দেশে তাহা জলাভাবে শ্রান্ত হইয়াছে। [২] আমি সেই রূপে পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চাহিয়া থাকিতাম; তোমার পরাক্রমের ও প্রতাপের দর্শন পাইতে [উৎসুক ছিলাম]। [৩] হাঁ, তোমার দয়া জীবনহইতেও উত্তম; আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে। [৪] সেই রূপে আমি যাবজ্জীবন তোমার ধন্যবাদ করিব, ও তোমার নামে কৃতাঞ্জলি হইব। [৫] যেমন মজ্জাতে ও পুষ্টিকর দ্রব্যেতে, তেমন আমার প্রাণ তৃপ্ত হইবে, এবং আমার মুখ আনন্দগানকারি ওষ্ঠাধরে প্রশংসা করিবে। [৬] আমি শয্যার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ করি, তখন প্রহরে২ তোমার বিষয় ধ্যান করি। [৭] কেননা তুমি আমার সহকারী হইয়া আসিতেছ, এবং তোমার পক্ষযুগ্মের ছায়াতে আমি আনন্দগান করি। [৮] আমার প্রাণ পদে২ তোমাতে আসক্ত; তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিয়া রাখে। [৯] কিন্তু উহারা [আপনাদের] সর্ব্বনাশার্থে আমার প্রাণের [অনিষ্ট] চেষ্টা করে; তাহারা পৃথিবীর অধঃস্থানে অবরোহণ করিবে। [১০] তাহারা খড়্গের হস্তে সমর্পিত হইবে, তাহারা শৃগালের খাদ্য হইবে। [১১] কিন্তু রাজা ঈশ্বরেতে আনন্দ করিবেন; যে কেহ তাঁহার নামে শপথ করে সে শ্লাঘা করিবে; কারণ মিথ্যাবাদিদের মুখ রুদ্ধ হইবে।

৬৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার ভাবনাঘটিত রব শ্রবণ কর, শত্রুভয়হইতে আমার জীবন রক্ষা কর। [২] দুরাচারিদের গূঢ় মন্ত্রণা ও অধর্ম্মাচারিদের মেলাহইতে আমাকে সঙ্গোপন কর। [৩] কেননা তাহারা আপন২ জিহ্বা শাণিত খড়্গাতুল্য করিয়াছে; তাহারা কটুবাক্যরূপ তীর যোজনা করিয়াছে। [৪] তাহারা গোপনে যাথার্থিকের প্রতি তাহা ত্যাগ করিতে উদ্যত; তাহারা অকস্মাৎ তাহাকে বাণ মারে, কিছুই ভয় করে না। [৫] তাহারা আপনাদের জন্যে অপকারের পরামর্শ দৃঢ় করে, ও গোপনে ফাঁদ পাতিবার কথাবার্ত্তা কহে; তাহারা বলে, কে আমাদিগকে দেখিবে? [৬] তাহারা অন্যায়ের কল্পনা করিয়া [বলে], "আমরা প্রস্তুত আছি, কল্পনাটী পক্ব হইল," এবং প্রত্যেকের অন্তর্ভাব ও হৃদয় গভীর। [৭] কিন্তু ঈশ্বর অকস্মাৎ তাহাদিগকে বাণ মারিবেন, তাহারাই ক্ষতবিক্ষত হইবে। [৮] এবং সেই ক্ষত সকলেতে নিপাতিত হইবে; তাহাদের জিহ্বা তাহাদের বিপক্ষ হইবে; যত লোক তাহাদিগকে দেখিবে, সকলে শিরশ্চালন করিবে। [৯] এবং মনুষ্যমাত্র ভীত হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রচার করিবে, ও তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিবে। [১০] ধার্ম্মিক লোক সদাপ্রভুতে আনন্দ করত তাঁহার শরণাগত থাকিবে, ও সরলান্তঃকরণেরা সকলে শ্লাঘা করিবে।

৬৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত। গীত।

[১] হে ঈশ্বর, সিয়োনে প্রশংসা মৌনভাবে তোমার অপেক্ষা করে, ও তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। [২] হে প্রার্থনাশ্রবণকারি, মর্ত্ত্যমাত্র তোমার কাছে আসিবে। [৩] অপরাধসমূহের প্রমাণ আমার পক্ষে দুস্তর; তুমিই আমাদের অধর্ম্ম সকল ক্ষমা করিবা। [৪] তুমি যাহাকে মনোনীত করিয়া আপনার নিকটে রাখিয়া আপন প্রাঙ্গণে বাস করিতে দেও, সেই ধন্য; আমরা তোমার গৃহের অর্থাৎ তোমার পবিত্র প্রাসাদের উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত হইব। [৫] হে আমাদের ত্রাণকারি ঈশ্বর, তুমি ধর্ম্মঘটিত ভয়ানক ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগকে উত্তর দিবা; তুমি স্থলের ও সমুদ্রের প্রান্ত[বাসি] দূরবর্ত্তি সকলের বিশ্বাসভূমি। [৬] তুমি আপন শক্তিদ্বারা পর্ব্বতগণের স্থাপনকর্ত্তা; তুমি পরাক্রমে বদ্ধকটি। [৭] তুমি সমুদ্রের গর্জ্জন, [হাঁ,] তাহার তরঙ্গের গর্জ্জন ও

জনবৃন্দগণের কোলাহল শান্ত করিয়া থাক। ৮ তজ্জন্য [পৃথিবীর] প্রান্তবাসিগণ তোমার অভিজ্ঞান সকল দেখিয়া ভয় পায়; তুমি প্রত্যূষের ও সন্ধ্যাকালের উদ্গম আনন্দগানময় করিয়া থাক। ৯ তুমি পৃথিবীর তত্ত্বাবধারন পূর্ব্বক তাহা জলসিক্ত করত ধনাঢ্য করিয়া থাক; ঈশ্বরীয় নদীটী জলেতে পরিপূর্ণ। এই রূপে ভূমি প্রস্তুত করত তুমি মনুষ্যদের শস্য প্রস্তুত করিয়া থাক। ১০ তুমি তাহার সীতা সকল জলসিক্ত ও আলি সকল সমান করত বৃষ্টিদ্বারা তাহা গলিত করিয়া তাহার অঙ্কুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাক। ১১ তুমি আপন মঙ্গলভাবের [দানস্বরূপ] সম্বৎসরকে মুকুট পরাইয়া থাক, এবং তোমার চক্রচিহ্ন দিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য ক্ষরে; ১২ তাহা প্রান্তরস্থ বাথান সকলেতে ক্ষরে; এবং উপপর্ব্বতগণ হর্ষরূপ শোভা পায়। ১৩ মাঠ সকল মেষে ভূষিত, ও তলভূমি সকল শস্যে পরিচ্ছন্ন; সকলই জয়ধ্বনি করত গান করে।

৬৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। গীত। সঙ্গীত।

১ হে পৃথিবীস্থ সকলে, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। ২ সঙ্গীতদ্বারা তাঁহার নামের মহিমা কীর্ত্তন কর, তাঁহার প্রশংসার মহিমা প্রকাশ কর। ৩ ঈশ্বরকে বল, তুমি আপন কর্ম্মে কেমন ভয়াই! তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার শত্রুগণ তোমার স্তবস্তুতি করিবে; ৪ পৃথিবীস্থ সকলে তোমার কাছে প্রণিপাত ও তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিবে; তাহারা সঙ্গীতদ্বারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে। সেলা।

৫ চল, ঈশ্বরের [অদ্ভুত] ক্রিয়া দেখ; মনুষ্যসন্তানদের উপরে তিনি কর্ম্মেতে ভয়াই। ৬ তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করিলেন, লোকেরা নদীমধ্যে পদব্রজে অগ্রসর হইল, সেই স্থানে আমরা তাঁহাতে আনন্দ করিলাম। ৭ তিনি নিজ পরাক্রমে অনন্তকাল কর্ত্তৃত্ব করেন; তাঁহার চক্ষু পরজাতীয়দিগকে নিরীক্ষন করিতেছে; অবাধ্য লোকেরা দর্প না করুক। সেলা।

৮ হে জাতিগণ, তোমরা আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার প্রশংসাধ্বনি শ্রবন করাও। ৯ তিনিই আমাদের প্রান জীবদ্দশাতে স্থির করেন, ও আমাদের চরন টলিতে দেন না। ১০ কেননা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ, ও রূপা খাঁটী করিবার ন্যায় আমাদিগকে খাঁটী করিয়াছ; ১১ তুমি আমাদিগকে জালে প্রবিষ্ট ও আমাদের কটিদেশ বেদনাগ্রস্ত করিয়াছ। ১২ তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারূঢ় মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ; আমরা অগ্নি ও জল দিয়া গমন করিয়াছি; তথাপি তুমি আমাদিগকে সমৃদ্ধিতে উত্তীর্ণ করিয়াছ।

১৩ আমি হোমবলি লইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিব, ও তোমার উদ্দেশে আমার মানত সকল পূর্ণ করিব। ১৪ সঙ্কটের সময়ে আমার ওষ্ঠাধর যাহা উচ্চারণ করিল, ও আমার মুখ যাহা বলিল, [তাহাই করিব]। ১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত হোমবলি উৎসর্গ করিব, ও তাহার সহিত মেষরূপ ধূপদাহ করিব; আমি বৃষ ও ছাগদিগকে বলিদান করিব। সেলা।

১৬ হে ঈশ্বরের ভয়কারি সকল, তোমরা আসিয়া শ্রবন কর; আমার আত্মার পক্ষে তিনি যাহা করিয়াছেন, আমি তাহার বর্ণনা করি। ১৭ আমি নিজ মুখে তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলাম, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল। ১৮ যদি অন্তঃকরণে অধর্ম্মের প্রতি তাকাইয়া থাকিতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না। ১৯ কিন্তু সত্য, ঈশ্বর শুনিয়াছেন; তিনি আমার প্রার্থনার রবে অবধান করিয়াছেন। ২০ ঈশ্বর ধন্য, কেননা তিনি আমার প্রার্থনা এবং আমার প্রতি আপনার দয়া অস্বীকার করেন নাই।

৬৭ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আমাদের প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন। সেলা। ২ এই রূপে পৃথিবীতে তোমার পথ ও যাবতীয় পরজাতির মধ্যে তোমার [কৃত] পরিত্রাণ জ্ঞাত হউক। ৩ হে ঈশ্বর, জাতিগন তোমার স্তবগান করিবে, যাবতীয় জাতিগণ তোমার স্তবগান করিবে। ৪ জনবৃন্দগণ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দগান করিবে; যেহেতুক তুমি সরল ভাবে জাতিগনের বিচার করিবা, ও পৃথিবীতে জনবৃন্দগণের পথপ্রদর্শক হইবা। সেলা। ৫ হে ঈশ্বর, জাতিগন তোমার স্তবগান করিবে, যাবতীয় জাতিগন তোমার স্তবগান করিবে। ৬ পৃথিবী নিজ ফল দিয়াছে; ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৭ ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং পৃথিবীর প্রান্তবাসি সকলে তাঁহাকে ভয় করিবে।

৬৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত। গীত।

১ ঈশ্বর উঠিবেন, [তাহাতে] তাঁহার শত্রুগন ছিন্নভিন্ন হইবে, ও তাঁহার ঘৃনাকারিগন তাঁহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিবে। ২ যেমন ধূম চালিত হয়, তেমনি তুমি তাহাদিগকে চালিত করিবা; এবং যেমন অগ্নির সম্মুখে মোম দ্রবীভূত হয়, তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে। ৩ কিন্তু ধার্ম্মিকগণ আনন্দ করিবে, তাহারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে উল্লাস করিবে, ও আহ্লাদবশতঃ আমোদ প্রমোদ করিবে। ৪ তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর, সঙ্গীতদ্বারা তাঁহার নামের কীর্ত্তন কর; যিনি জঙ্গলভূমি দিয়া বাহনে আসিতেছেন, তাঁহার জন্যে

রাজপথ বাঁধ; তাঁহার যাহ নাম লইয়া তাঁহার সাক্ষাতে উল্লাস কর। ৫ ঈশ্বর পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্ত্তা হইয়া আপন পবিত্র বাসস্থানে থাকেন। ৬ ঈশ্বর সঙ্গিহীনদিগকে পরিবারমধ্যে বাস করান, তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন; কিন্তু অবাধ্য লোকদিগকে অবশ্য শুষ্ক ভূমিতে বাস করিতে হয়।

৭ হে ঈশ্বর, তুমি নিজ প্রজাগণের অগ্রে ২ নিক্রান্ত হইয়া নির্জন প্রান্তরমধ্যে গমন করিতেছিলা। সেলা। ৮ তখন ঈশ্বরের সাক্ষাতে পৃথিবী কম্পমানা হইল, আকাশও জলবিন্দুময় হইল; ঐ সীনয় পর্ব্বত ঈশ্বরের সাক্ষাতে, ইস্রায়েলের ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে [কাঁপিল]। ৯ হে ঈশ্বর, তুমি বরধারা বর্ষাইলা, তোমার অধিকার ক্লান্ত হইলে আপনি তাহা সুস্থির করিলা। ১০ তোমার [প্রজার] ঝাঁক পড়িয়া তাহার মধ্যে বাস করিল; হে ঈশ্বর, তুমি আপন মঙ্গলভাবে দুঃখির নিমিত্তে আয়োজনকারী। ১১ প্রভু বার্ত্তা দিলেন, শুভবার্ত্তাবাহিকাদের মহাবাহিনী হইল। ১২ বাহিনীগণের রাজারা পলায়ন করিল, তাহারা পলায়ন করিল, ইতিমধ্যে গৃহিণী লুটদ্রব্য বিভাগ করিয়া লইল। ১৩ তোমরা যখন বাথান সকলের মধ্যে শয়ন কর, তখন যেন রৌপ্যমণ্ডিত পক্ষ ও হরিৎ সুবর্ণমণ্ডিত পালখবিশিষ্ট কপোত [দেখা যায়]। ১৪ সর্ব্বশক্তিমান্ যখন রাজাদিগকে দেশে ছিন্নভিন্ন করেন, তখন অন্ধকারময় পর্ব্বত তুষারপতনে শুক্লবর্ণ হয়।

১৫ বাশন্ পর্ব্বত ঈশ্বরের যোগ্য পর্ব্বত; বাশন্ পর্ব্বত বহুশৃঙ্গ পর্ব্বত। ১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্ব্বতগণ, ঈশ্বর আপন নিবাসের নিমিত্তে যে পর্ব্বতে প্রীত হইয়াছেন, তাহার প্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করিতেছ? অবশ্য সদাপ্রভু সদাকাল তথায় বাস করিবেন। ১৭ ঈশ্বরের রথ অযুত ২ ও লক্ষ ২, প্রভু তাহাদের মধ্যবর্ত্তী; সীনয় তাঁহার পবিত্র স্থানে [পরিণত হইল]। ১৮ তুমি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলা, বন্দিগণকে বন্দি করিলা, মনুষ্যদের মধ্যে দান গ্রহণ করিলা; হাঁ, অবাধ্যদিগকেও গ্রহণ করিলা, [এই রূপে] যেন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নিবাস লাভ হয়।

১৯ প্রভু ধন্য হউন; তিনি দিন ২ আমাদিগকে [সম্বলের] ভার যোগাইয়া দেন; সেই ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা। সেলা। ২০ সেই ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর; হাঁ, মৃত্যুহইতে উত্তরণের পথ প্রভু সদাপ্রভুরই [অধীন]। ২১ ঈশ্বর অবশ্য আপন শত্রুগণের মস্তক ও কুপথগামি লোকের সকেশ কপাল চূর্ণ করিবেন। ২২ প্রভু কহেন, আমি বাশনহইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব, আমি সমুদ্রের গভীর তলহইতে পুনর্ব্বার আনয়ন করিব। ২৩ তাহাতে তোমার চরণ শোণিতরূপ আল্‌তা পরিবে, ও তোমার কুক্কুরদের জিহ্বা শত্রুগণের রক্ত চাটিবে। ২৪ হে ঈশ্বর, লোকেরা তোমার গমন দেখিয়াছে; যিনি আমার ঈশ্বর ও আমার রাজা, পবিত্র স্থানে তাঁহার গমন [দেখিয়াছে]। ২৫ অগ্রে গায়কগণ, পশ্চাতে বাদ্যকরগণ, মধ্যস্থানে ঢক্কাবাদিনী কুমারীরা [চলে]। ২৬ তোমরা শ্রেণী ২ হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; হে ইস্রায়েল্ বংশোৎপন্ন সকল, তোমরা প্রভুর [ধন্যবাদ কর]। ২৭ সে স্থানে কনিষ্ঠ বিন্যামীন্ ও তাহার নিয়ন্তা, এবং যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও তাহাদের জননিবহ, এবং সবূলূনের অধ্যক্ষগণ ও নপ্তালির অধ্যক্ষগণ [সভাস্থ] হয়।

২৮ তোমার ঈশ্বর তোমার বলের আজ্ঞা দিয়াছেন; হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের নিমিত্তে যাহা সাধন করিয়াছ, তাহা বলযুক্ত কর। ২৯ যিরূশালেমের ঊর্দ্ধে স্থিত তোমার প্রাসাদে থাকিয়া [তাহা কর]; রাজগণ তোমার উদ্দেশে উপহার আনিবে। ৩০ তুমি নলবনস্থ ঝাঁককে ও বৃষদের মণ্ডলীকে ও গোবৎসস্বরূপ জাতিদিগকে ভর্ৎসনা কর; তাহারা প্রত্যেকে রূপার থান লইয়া পদতলস্থ হউক; যে ২ জাতি যুদ্ধ ভাল বাসে, আপনি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন। ৩১ মিসরহইতে প্রধান লোকেরা আসিবে; কূশ শীঘ্র ঈশ্বরের প্রতি কৃতাঞ্জলি হইবে। ৩২ হে পৃথিবীস্থ রাজ্য সকল, তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাও, প্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর। সেলা। ৩৩ যিনি আদিকালীন উচ্চতম স্বর্গ দিয়া বাহনে গমন করেন, তাঁহার উদ্দেশে [সঙ্গীত কর]। দেখ, তিনি আপন রব, হাঁ, পরাক্রান্ত রব উদীরণ করেন। ৩৪ ঈশ্বরের পরাক্রম কীর্ত্তন কর; তাঁহার মহিমা ইস্রায়েলের উপরে, ও তাঁহার পরাক্রম আকাশমণ্ডলে [অধিষ্ঠিত]। ৩৫ ঈশ্বর তোমার পবিত্র স্থানে ভয়ার্হ; যিনি ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তিনিই আপন প্রজাদিগকে পরাক্রম ও প্রাবল্য দেন। ঈশ্বর ধন্য হউন।

৬৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, শোশন্নীম। দায়ূদের রচিত।

১ হে ঈশ্বর, আমাকে পরিত্রাণ কর, কেননা প্রাণ পর্য্যন্ত জল আসিতেছে। ২ আমি অগাধ পঙ্কে ডুবিয়াছি, দাঁড়াইবার স্থল নাই; গভীর জলে আসিয়াছি, তাহাতে বন্যা আমার উপর দিয়া যাইতেছে। ৩ আমি ডাকিতে ২ ক্লান্ত হইয়াছি, আমার গলা শুষ্ক হইয়াছে; আমার ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতে ২ আমার নয়ন নিস্তেজ হইয়াছে। ৪ যাহারা অকারণে আমার বৈরী, তাহারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অনেক; আমার প্রাণনাশার্থি মিথ্যাবাদি শত্রুগণ বলবান্; আমি যাহা অপহরণ করি নাই, তাহা আমাকে একেবারে ফিরিয়া দিতে হয়। ৫ হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তার বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছ; এবং আমার দোষ সকল তোমাহইতে তিরোহিত নয়। ৬ হে প্রভো, বাহি-

নীগণের সদাপ্রভো, তোমার অপেক্ষাকারিগণ আমার জন্যে লজ্জিত না হউক; হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তোমার অন্বেষণকারিগণ আমার জন্যে বিষণ্ণ না হউক। ৭ কেননা তোমারই নিমিত্তে আমি ধিক্কার সহ্য করিয়াছি, ও আমার মুখ অপমানে আচ্ছাদিত হইয়াছে। ৮ আমি নিজ ভ্রাতৃগণের দৃষ্টিতে বিদেশী, ও সহোদরগণের কাছে বিজাতীয় হইয়াছি। ৯ কারণ তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্‌যোগ আমাকে গ্রাস করিল; এবং যাহারা তোমাকে ধিক্কার দেয়, তাহাদের ধিক্কার আমার উপরে পড়িল। ১০ আর আমি উপবাসদ্বারা আপন প্রাণকে [ক্লেশ দিয়া] রোদন করিলাম, কিন্তু তাহাও আমার দুর্নামের কারণ হইল। ১১ এবং চট পরিধান করিলাম, তাহাতেও তাহাদের কুদৃষ্টান্ত হইলাম। ১২ যাহারা পুরদ্বারে বৈসে, তাহারা আমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে; এবং আমি সুরাপায়িদের গীতস্বরূপ হই। ১৩ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, আমি তোমারই নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার মহত্ত্বে প্রসন্নতার সময় হউক; তোমার পরিত্রাণসাধক সত্যদ্বারা আমাকে উত্তর দেও। ১৪ পঙ্কহইতে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবিয়া যাইতে দিও না; বৈরিগণ ও গভীর জলহইতে আমার উদ্ধার হউক। ১৫ জলের বন্যা আমার উপর দিয়া না যাউক, এবং অগাধ [সমুদ্র] আমাকে গ্রাস না করুক; এবং আমার উপরে কূপ আপন মুখ বন্ধ না করুক। ১৬ হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও, কেননা তোমার দয়া মঙ্গলময়; তোমার কৃপার বাহুল্যানুসারে আমার প্রতি মুখ ফিরাও। ১৭ এবং আপনার এই দাসের প্রতি নিজ মুখ আচ্ছাদন করিও না; বস্তুতঃ এ আমার সঙ্কটের সময়, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও। ১৮ নিকটে আসিয়া আমার প্রাণ মুক্ত কর; আমার শত্রুগণের নিমিত্তে আমাকে নিষ্ক্রয় কর। ১৯ তুমি আমার দুর্নাম ও লজ্জা ও অপমান জ্ঞাত আছ; আমার উৎপীড়ক সকল তোমার সম্মুখবর্ত্তী। ২০ ধিক্কারে আমার মনোভঙ্গ হওয়াতে আমি অবসন্ন হইলাম, তাহাতে প্রবোধের অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তাহা নাই; এবং সান্ত্বনাকারিদের [অপেক্ষা করিলাম,] কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না। ২১ আরো লোকে আমার খাদ্যের মধ্যে বিষ দিয়াছে, এবং পিপাসাকালে আমাকে অম্লরস পান করায়। ২২ তাহাদের মেজ তাহাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ, ও নির্ভয়কালে তাহাদের পাশস্বরূপ হউক। ২৩ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক; তাহারা দেখিতে না পাউক; এবং তুমি তাহাদের কটিদেশ নিত্য কম্পযুক্ত কর। ২৪ তাহাদের উপরে তোমার ক্রোধ ঢালিয়া দেও, এবং তোমার কোপাগ্নি তাহাদিগকে ধরুক। ২৫ তাহাদের নিবেশ শূন্য হউক, ও তাহাদের তাম্বু সকলেতে বাসকারী কেহ না থাকুক। ২৬ কেননা তাহারা তোমার প্রহারিত ব্যক্তিকে তাড়না করে, ও তোমার আহত লোকদের ব্যথাকে কথাবার্ত্তার বিষয় করে। ২৭ তুমি তাহাদের অপরাধের উপরে অপরাধ সঞ্চয় কর; তাহারা তোমার [অঙ্গীকৃত] ধার্ম্মিকতা প্রাপ্ত না হউক। ২৮ জীবিত লোকদের খাতাহইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক, এবং ধার্ম্মিকদের সহিত তাহাদের অঙ্কপাত না হউক।

২৯ আমি দুঃখী ও ব্যথিত বটি, তথাপি, হে ঈশ্বর, তোমার কৃত পরিত্রাণ আমাকে উন্নত করিবে। ৩০ আমি গীতদ্বারা ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করিব, ও স্তবগানদ্বারা তাঁহার মহিমা স্বীকার করিব। ৩১ গোরু অপেক্ষা, হাঁ, শৃঙ্গ ও খুরবিশিষ্ট বৃষ অপেক্ষা তাহাই সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অধিক তুষ্টিকর হইবে। ৩২ নম্র লোকেরা তাহা দেখিয়া আনন্দ করিবে; হে ঈশ্বরের অন্বেষণকারিগণ, তোমাদেরও হৃদয় সঞ্জীবিত হউক। ৩৩ কেননা সদাপ্রভু দরিদ্রদের পক্ষে অবধান করেন, এবং আপনার বন্দিগণকে তুচ্ছ করেন না। ৩৪ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জঙ্গম তাঁহার প্রশংসা করুক। ৩৫ কেননা ঈশ্বর সিয়োন্‌কে পরিত্রাণ করিবেন, ও যিহূদার নগর সকল গাঁথিবেন; তাহাতে লোকেরা সেখানে বাস করিয়া অধিকার পাইবে। ৩৬ হাঁ, তাঁহার দাসদের বংশ তাহাতে অধিকার পাইবে; এবং যাহারা তাঁহার নাম ভাল বাসে, তাহারা তাহাতে বসতি করিবে।

৭০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত। স্মরণোপায়।

১ হে ঈশ্বর, আমার উদ্ধারার্থে, হে সদাপ্রভো, আমার সাহায্যার্থে ত্বরা কর। ২ যাহারা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে, তাহারা লজ্জিত ও হতাশ হউক; যাহারা আমার বিপদে প্রীত হয়, তাহারা পরাঙ্মুখ ও বিষণ্ণ হউক। ৩ যাহারা হিহি করিয়া বিদ্রূপ করে, তাহারা আপনাদের লজ্জা প্রযুক্ত পরাস্ত হউক। ৪ তোমার অন্বেষণকারি সকলে তোমাতে আমোদ করুক ও আনন্দিত হউক; এবং যাহারা তোমার কৃত পরিত্রাণ ভাল বাসে, তাহারা নিত্য কহুক, ঈশ্বর মহিমান্বিত হউন। ৫ আমি তো দুঃখী ও দরিদ্র; হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে ত্বরা কর; তুমিই আমার সহায় ও আমার নিস্তারকর্ত্তা; হে সদাপ্রভো, বিলম্ব করিও না।

৭১ গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার শরণ লইয়াছি; অনন্তকালেও আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। ২ আপনার ধর্ম্মগুণে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর; আমার প্রতি কর্ণ পাতিয়া আমাকে ত্রাণ কর। ৩ আমি যেখানে নিত্য প্রবেশ করিতে পারি, আমার এমত আশ্রয়ধর হও; তুমি আমার পরিত্রাণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছ, কেননা তুমি আমার

শৈল ও দুর্গস্বরূপ। [৪] হে আমার ঈশ্বর, দুর্জনের হস্ত এবং অন্যায়কারি ও উপদ্রবি লোকের করতলহইতে আমাকে উদ্ধার কর। [৫] কেননা তুমি আমার আশা; হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি বাল্যকালহইতে আমার বিশ্বাসভূমি। [৬] গর্ব্ভহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি তোমার উপরে আমার ভার আছে; জননীর জঠরস্থ হওনাবধি তুমি আমার আশ্রয় আছ; আমি নিত্য তোমারই প্রশংসা করি। [৭] আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ হইয়া আসিতেছি; হাঁ, তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়। [৮] আমার মুখ তোমার প্রশংসাতে পরিপূর্ন, ও সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য্যবর্ণনাতে [ব্যস্ত]। [৯] বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে ছাড়িও না, আমার বল ক্ষয় পাইলে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। [১০] কেননা আমার শত্রুগণ আমার বিরুদ্ধে কথা কহে, ও আমার প্রাণনাশের চেষ্টাকারিরা একত্র মন্ত্রণা করে। [১১] তাহারা বলে, ঈশ্বর উহাকে ত্যাগ করিলেন, তোমরা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া উহাকে ধর, কেননা উদ্ধারকারী কেহই নাই। [১২] হে ঈশ্বর, আমাহইতে দূরবর্ত্তী হইও না; হে আমার ঈশ্বর, আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও। [১৩] আমার প্রাণের বৈরিগণ লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হউক; আমার অমঙ্গলচেষ্টাকারিরা ধিক্কারে ও অপমানে আচ্ছন্ন হউক। [১৪] যাহা হউক, আমি নিত্য অপেক্ষা করিব, ও তোমার সমস্ত প্রশংসা আরও বাড়াইব। [১৫] আমার মুখ তোমার ধার্ম্মিকতার ও তোমার কৃত পরিত্রাণের বর্ননা সমস্ত দিন করিবে, কেননা তাহার সংখ্যা জানি না। [১৬] আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল কীর্ত্তন করিতে উপস্থিত হইব; আমি তোমার, হাঁ, কেবল তোমার ধার্ম্মিকতার ব্যাখ্যা করিব। [১৭] হে ঈশ্বর, তুমি বাল্যকালাবধি আমাকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছ; এবং অদ্য পর্য্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল প্রচার করিতেছি। [১৮] হে ঈশ্বর, বৃদ্ধ ও পক্বকেশযুক্ত হইবার অপেক্ষাকালেও আমাকে পরিত্যাগ করিও না; এই বর্ত্তমান লোকদিগকে তোমার বাহুবল, ও ভাবি লোক সকলকে তোমার পরাক্রম জ্ঞাত করিবার অবকাশ আমাকে দেও। [১৯] হে ঈশ্বর, তোমার ধার্ম্মিকতা উচ্চগগনস্পর্শী; তুমি মহৎকর্ম্মকারী; হে ঈশ্বর, তোমার তুল্য কে? [২০] আমাকে কষ্টাবহ অনেক সঙ্কট দেখাইয়াছ যে তুমি, তুমি ফিরিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবা, ও পৃথিবীর অধঃস্থানহইতে পুনর্ব্বার উঠাইবা। [২১] তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিবা, ও চতুর্দ্দিগে আমাকে সান্ত্বনা দিবা। [২২] হে আমার ঈশ্বর, আমিও নেবল যন্ত্রে তোমার স্তবগান করিব, তোমার সত্যের [স্তব করিব]; হে ইস্রায়েলের পাবন, বীণাতে তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। [২৩] তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করণ সময়ে আমার ওষ্ঠাধর এবং তোমাকর্ত্তৃক মুক্ত আমার আত্মা আনন্দগান করিবে। [২৪] আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার ধার্ম্মিকতার প্রসঙ্গ করিবে, যেহেতুক আমার অমঙ্গলচেষ্টাকারিরা লজ্জিত ও হতাশ হইয়াছে।

৭২ গীত।

শলোমনের রচিত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন সকল, ও রাজার পুত্রকে আপনার ধার্ম্মিকতা প্রদান কর। [২] তিনি ধর্ম্মেতে তোমার প্রজাগণের, ও ন্যায়েতে তোমার দুঃখি লোকদের বিচার করিবেন। [৩] পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বতগণ ধার্ম্মিকতাদ্বারা প্রজাদের জন্যে শান্তিরূপ ফলে ফলবান হইবে। [৪] তিনি দুঃখি প্রজাগণের বিচার নিষ্পন্ন করিবেন, ও দরিদ্রের সন্তানদিগকে ত্রাণ করিবেন, কিন্তু উপদ্রবিকে চূর্ণ করিবেন। [৫] যাবৎ সূর্য্য থাকিবে ও চন্দ্র দৃশ্য হইবে, তাবৎ লোকেরা পুরুষানুক্রমে তোমাকে ভয় করিবে। [৬] ছিন্নতৃন মাঠে বৃষ্টির ন্যায়, ও ভূমি সিঞ্চনকারি জলসম্পাতের ন্যায় তিনি অবতীর্ণ হইবেন। [৭] তাঁহার সময়ে ধার্ম্মিক লোক প্রফুল্ল হইবে, এবং চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রচুর শান্তি হইবে। [৮] এবং তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ও নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন। [৯] তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসিরা নত হইবে, ও তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। [১০] তর্শীশের ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিয়া দিবে; শিবার ও সবার রাজগণ দর্শনীয় উৎসর্গ করিবে। [১১] হাঁ, যাবতীয় রাজগণ তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবে; যাবতীয় জাতি তাঁহার দাস হইবে। [১২] কেননা তিনি আর্ত্তনাদকারি দরিদ্রকে ও দুঃখিকে ও নিঃসহায় লোককে উদ্ধার করিবেন। [১৩] তিনি দীনহীনের ও দরিদ্রের প্রতি আর্দ্রনেত্র হইবেন, ও দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। [১৪] তিনি শঠতা ও দৌরাত্ম্যহইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে। [১৫] হাঁ, তাহারা জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করিবে, এবং তাঁহার নিমিত্তে নিত্য প্রার্থনা করিবে, ও সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে। [১৬] দেশের মধ্যে পর্ব্বতগণের শিখরে প্রচুর শস্য হইবে, তাহার ফল লিবানোনের [কাননের] ন্যায় মড়মড় শব্দ করিবে, এবং নগরনিবাসিরা ভূমিস্থ তৃণের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। [১৭] তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে; সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম সতেজ থাকিবে; এবং মনুষ্যেরা তাহা লইয়া পরস্পরকে আশীর্ব্বাদ করিবে; যাবতীয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ২ বলিবে।

[১৮] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ঈশ্বর ধন্য; কেবল তিনি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। [১৯] এবং তাঁহার প্রতাপান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য হউক; এবং তাঁহার প্রতাপে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক। আমেন্, হাঁ, আমেন্।

[২০] যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত।

৭৩ গীত।

আসফের সঙ্গীত।

১ ইস্রায়েলের পক্ষে, [হাঁ] শুদ্ধচিত্ত লোকদের পক্ষে ঈশ্বর নিতান্ত মঙ্গলস্বরূপ। ২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলিল; আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হইল। ৩ যেহেতুক শ্লাঘাকারিদের প্রতি আমার ঈর্ষ্যা জন্মিল; আমি দুষ্টদের কল্যাণ দেখিতেছি। ৪ কারণ তাহারা মৃত্যুর জন্যে যন্ত্রিত হয় না, বরং তাহাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট আছে। ৫ [অন্য ২] মর্ত্ত্যের ন্যায় তাহাদের আয়াস হয় না, এবং [অন্য ২] মনুষ্যের মত তাহাদের আঘাত হয় না। ৬ এই কারণ অহঙ্কার তাহাদের হারস্বরূপ, ও দৌরাত্ম্য তাহাদের আবরক বস্ত্রস্বরূপ। ৭ তাহাদের চক্ষু মেদেতে ঠেলিয়া উঠে, ও মনের সঙ্কল্প অপরিমিত হয়। ৮ তাহারা বিদ্রূপ করে, ও উপদ্রবের দুর্ব্বাক্য কহে, তাহারা দর্পকথা কহে। ৯ তাহারা আপন ২ মুখ স্বর্গারোহণ করায়, এবং তাহাদের জিহ্বা পৃথিবীতে বিহার করে। ১০ এই কারণ তাঁহার প্রজারা সেই দিগে ফিরে, ও প্রচুর জল তাহাদের দ্বারা গিলিত হয়। ১১ এবং তাহারা বলে, ঈশ্বর কিরূপে জানিবেন? ও সর্ব্বোপরিস্থের কি কিছু জ্ঞান আছে? ১২ দেখ, তাহারা সকলে দুর্জ্জন, তথাপি চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৩ তবে আমি নিতান্ত বৃথা অন্তঃকরণ পরিষ্কার ও পবিত্রতাতে হস্ত প্রক্ষালন করিলাম। ১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হইতেছি, ও প্রতি প্রভাতে শাস্তি পাই।

১৫ এমন কথা প্রচার করিব, ইহা যদি বলি, তবে তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হই। ১৬ পরন্তু আমি ইহা বুঝিবার জন্যে চিন্তা করিলাম, কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে আয়াসযুক্ত হইল। ১৭ শেষে আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অন্তিম ফলোদয় বিবেচনা করিলাম। ১৮ তুমি তাহাদিগকে নিতান্ত পিচ্ছিল স্থানে রাখিতেছ, তাহাদিগকে নিপাত করিয়া খণ্ড ২ করিতেছ। ১৯ তাহারা এক নিমিষের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়, ও বিবিধ বিহ্বলতাতে সংহার পাইয়া নিঃশেষিত হয়! ২০ হে প্রভো, তুমি জাগরণকালে তাহাদের প্রতিমাকে ভগ্ননিদ্রের স্বপ্নের ন্যায় তুচ্ছ করিবা। ২১ তথাপি আমার মন দুঃখিত, ও মর্ম্ম বিদ্ধ হইল।

২২ ইহাতে আমি মূর্খ ও অজ্ঞান, হাঁ, তোমার কাছে পশুবৎ ছিলাম। ২৩ আমি তো সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছি; তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া [আমাকে] রাখিতেছ। ২৪ তুমি আপন মন্ত্রণাদ্বারা আমাকে গমন করাইবা, ও শেষে সপ্রতাপে গ্রহণ করিবা। ২৫ স্বর্গে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রীতি নাই। ২৬ যদ্যপি আমার মাংস ও চিত্ত ক্ষীণ হয়, তথাপি ঈশ্বর অনন্তকালার্থে আমার চিত্তের ধর ও আমার দায়াংশস্বরূপ। ২৭ কেননা দেখ, যাহারা তোমা-হইতে দূরে থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইবে; যে সকল লোক তোমাকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে, সেই সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করিবা। ২৮ কিন্তু ঈশ্বরের নৈকট্য আমার মঙ্গল; আমি প্রভু সদাপ্রভুর শরণ লইলাম; তোমার সমস্ত ক্রিয়া প্রচার করিব, ইহ আমার মনস্থ।

৭৪ গীত।

আসফের প্রবোধন।

১ হে ঈশ্বর, তুমি কেন সদাকালের জন্যে আমাদিগকে নিরাকরণ করিয়াছ? আপনার পালিত মেষগণের বিরুদ্ধে [কেন] তোমার ক্রোধানল ধূমাইতেছে? ২ তোমার যে মণ্ডলীকে তুমি পূর্ব্বকালে ক্রয় করিয়াছ ও নিজ মনোনীত অধিকারার্থে মুক্ত করিয়াছ, তাহা এবং তোমার বাসস্থান এই সিয়োন পর্ব্বত স্মরণ কর। ৩ এই চিরকালীন কাঁথড়ার নিকটে পদার্পণ কর; শত্রু ধর্ম্মধামে সকলই ছারখার করিয়াছে। ৪ তোমার বৈরিগণ তোমার সমাগমস্থানের মধ্যে গর্জ্জন করে; অভিজ্ঞানের নিমিত্তে তাহারা আপনাদের অভিজ্ঞান স্থাপন করে। ৫ যে লোক নিবিড় বনে কুঠার উঠাইয়া কাষ্ঠ [ছেদন] করে, তাহারা তাহার ন্যায় দেখায়। ৬ আর এখন তাহারা কুঠার ও হাতুড়িদ্বারা [মন্দিরের] শিল্পকর্ম্ম একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলে। ৭ তাহারা তোমার ধর্ম্মধাম অগ্নিসাৎ করিল, [এবং] তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ করিয়া অশুচি করিল। ৮ "আমরা তাহাদিগকে একেবারে সংহার করিব," মনে ২ ইহা কহিয়া তাহারা দেশের মধ্যে ঈশ্বরের যাবতীয় সমাগমস্থান দগ্ধ করিয়াছে। ৯ আমরা আপনাদের অভিজ্ঞান [আর] দেখিতে পাই না, কোন ভাববাদী আর নাই; এবং এই রূপ কত দিন থাকিবে, তাহাও আমাদের মধ্যে কেহ জানে না।

১০ হে ঈশ্বর, বিপক্ষ আর কত কাল ধিক্কার দিবে? শত্রু কি নিত্যই তোমার নাম তুচ্ছ করিবে? ১১ তুমি আপন হস্ত, হাঁ, দক্ষিণ হস্ত কেন সঙ্কুচিত রাখিতেছ? বক্ষঃস্থলহইতে [তাহা] বাহির [কর, শত্রুকে] নিঃশেষ কর। ১২ হে ঈশ্বর, তুমি তো পূর্ব্বাবধি আমার রাজা, তুমি পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণের সাধনকর্ত্তা। ১৩ তুমিই আপন পরাক্রমে সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়াছিলা, ও জলে ভাসমান নাগদিগের মস্তক ভগ্ন করিয়াছিলা। ১৪ তুমিই সেই মহাকুম্ভীরের মস্তক সকল চূর্ণ করিয়াছিলা, ও মরুভূমিনিবাসিসমূহকে খাদ্যস্বরূপে তাহার দেহ দিয়াছিলা। ১৫ তুমিই উৎস ও বন্যা উৎসারিত করিয়াছিলা, তুমিই নিত্যবাহি নদী শুষ্ক করিয়াছিলা। ১৬ দিবস তোমার, রাত্রিও তোমার; তুমিই জ্যোতিঃ ও সূর্য্যকে প্রস্তুত করিয়াছ। ১৭ তুমিই পৃথিবীর সমস্ত সীমা স্থাপন করিয়াছ; তুমিই গ্রীষ্ম ও শীতকাল প্রস্তুত করিয়াছ। ১৮ শত্রু সদাপ্রভুকে ধিক্কার দিয়াছে, মূঢ়

জাতি তোমার নাম তুচ্ছ করিয়াছে, ইহা স্মরণ কর। [১৯] তোমার ঘুঘুর প্রাণকে ঐ ঝাঁকেতে সমর্পণ করিও না; তোমার দুঃখিগণের ঝাঁককে সদাকালের নিমিত্তে বিস্মৃত হইও না। [২০] [তোমার] নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ; কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান সকল ক্রূরতার বসতিতে পরিপূর্ণ। [২১] উৎপীড়িত লোককে বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যাইতে দিও না; [বরং] দুঃখি ও দরিদ্র লোক তোমার নামের প্রশংসা করুক। [২২] হে ঈশ্বর, উঠ, আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন কর; মূঢ় লোকদ্বারা সমস্ত দিন তোমার যে ধিক্কার হইতেছে, তাহা স্মরণ কর। [২৩] তোমার বৈরিদের রব ও প্রতিরোধিগণের কলহের নিত্য উদ্‌গম বিস্মৃত হইও না।

৭৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, অল-তশ্‌হেৎ। আসফের সঙ্গীত। গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমরা তোমার স্তবগান করিতেছি, তোমার স্তবগান করিতেছি, এবং তোমার নাম নিকটবর্ত্তী; লোকে তোমার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল প্রচার করে। [২] "হাঁ, আমি নিরূপিত সময় উপস্থিত করিব, আমিই ন্যায্য বিচার করিব। [৩] পৃথিবী ও তন্নিবাসিগণ বিলীন হইতেছে; আমিই তাহার স্তম্ভ সকল সুস্থির করিব।" সেলা। [৪] আমি গর্ব্বিত লোকদিগকে কহি, তোমরা গর্ব্ব করিও না; এবং দুষ্টদিগকে কহি, তোমরা শৃঙ্গ তুলিও না। [৫] অত্যুচ্চে তোমাদের শৃঙ্গ তুলিও না; শক্তগ্রীব হইয়া কথা কহিও না। [৬] কেননা উদয়স্থানহইতে কি পশ্চিম দিক্‌হইতে কি [দক্ষিণস্থ] প্রান্তরহইতে উন্নতিলাভ হয়, এমত নয়। [৭] কিন্তু ঈশ্বরই শাসনকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন। [৮] কেননা সদাপ্রভুর হস্তে এক পানপাত্র আছে, তাহার দ্রাক্ষারস মাতিয়াছে, এবং তাহা মিশ্রিত মদ্যে পরিপূর্ণ; আর তিনি তাহাহইতে ঢালেন, তাহাতে পৃথিবীর দুষ্টগণ সকলকে তাহার তলানিও চাটিয়া পান করিতে হয়। [৯] কিন্তু আমি যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করিয়া অনন্ত কাল [তাঁহার গুণ] প্রচার করিব। [১০] এবং দুষ্টগণের সমস্ত শৃঙ্গ কাটিয়া ফেলিব, কিন্তু ধার্ম্মিকগণের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে।

৭৬ গীত।

প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য। আসফের সঙ্গীত। গীত।

[১] ঈশ্বর যিহূদার মধ্যে আপনার পরিচয় দিয়াছেন, ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার নাম মহৎ। [২] ফলতঃ শালেমে তাঁহার মণ্ডপ, এবং সিয়োনে তাঁহার বাসস্থান আছে। [৩] সেখানে তিনি উজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণ, ঢাল ও খড়্গ ও সংগ্রামের অস্ত্র ভঙ্গ করিয়াছেন। সেলা। [৪] তুমি তেজোময় এবং মৃগয়ার পর্ব্বতগণহইতেও আদরণীয়। [৫] সাহসিকান্তঃকরণ লোকেরা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আপন নিদ্রাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ও বীর সকলের হস্ত অবশ হইয়াছে। [৬] হে যাকোবের ঈশ্বর, তোমার তর্জ্জনে রথী ও অশ্ব সুষুপ্ত হইয়াছে। [৭] তুমি, তুমিই ভয়াই; তুমি ক্রুদ্ধ হইলে পরে কে তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে? [৮] তুমি স্বর্গহইতে আপন বিচারাজ্ঞা শ্রবণ করাইলা, তাহাতে পৃথিবী ভীতা হইয়া নীরব হইল। [৯] কেননা ঈশ্বর বিচার করিতে ও পৃথিবীর নম্র সকলকে পরিত্রাণ করিতে উত্থান করিলেন। সেলা। [১০] হাঁ, মনুষ্যের ক্রোধ তোমার স্তবজনক হইবে, এবং ক্রোধের উদ্বর্ত্ত তোমার কটিবন্ধন হইবে। [১১] হে তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকলে, তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে মানত করিয়া তাহা পূর্ণ কর; যিনি ভয়াই, লোকে তাঁহার নিকটে উপঢৌকন আনয়ন করুক। [১২] তিনি প্রধানবর্গের স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করেন; পৃথিবীস্থ রাজগণের পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর।

৭৭ গীত।

যিদূথূনের [দলমধ্যে] প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। আসফের রচিত। সঙ্গীত।

[১] আমি উচ্চরবে ঈশ্বরের উদ্দেশে ক্রন্দন করি; আমি উচ্চরবে ঈশ্বরকে [ডাকিলে] তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করুন। [২] আমার সঙ্কটের দিনে আমি প্রভুর অন্বেষণ করি; রাত্রিকালেও আমার হস্ত বিস্তারিত থাকে, ক্ষান্ত হয় না; আমার প্রাণ প্রবোধ মানে না। [৩] আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া বিলাপ করি; চিন্তা করিতে ২ আমার আত্মা মূর্চ্ছিত হয়। সেলা। [৪] তুমি আমার চক্ষুর পাতা খোলা রাখিতেছ; আমি উদ্বিগ্ন হই, কথা কহিতে পারি না। [৫] পূর্ব্বকালের দিন ও [অতীত] যুগানুক্রমের বৎসর সকল চিন্তা করি। [৬] আমার রাত্রিকালীন গীত স্মরণ করি, হৃদয় সহকারে ভাবিতে থাকি, এবং আমার আত্মা সূক্ষ্ম আলোচনা করে। [৭] প্রভু কি যুগে ২ নিরাকরণ করিবেন? তিনি কি আর প্রীতি করিবেন না? [৮] তাঁহার দয়া কি সদাকালের নিমিত্তে লুপ্ত হইয়াছে? তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে বিফল থাকিবে? [৯] ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইতে বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কি ক্রোধ করিয়া আপন করুণা রুদ্ধ করিয়াছেন? সেলা।

[১০] পরে আমি কহিলাম, ইহা আমার মনঃপীড়া; ইহা পরাৎপরের দক্ষিণ হস্তের কৌশলান্তর। [১১] আমি সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল স্মরণ করিব; হাঁ, পূর্ব্বকালে তোমার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল স্মরণ করিব। [১২] তখন আমি তোমার সকল কর্ম্ম চিন্তা করিলাম, ও তোমার ক্রিয়া সকল ধ্যান করিলাম। [১৩] হে ঈশ্বর, পবিত্রতা তোমার পথস্বরূপ; এই ঈশ্বরের তুল্য মহান্ ঈশ্বর কে? [১৪] তুমিই আশ্চর্য্য কার্য্যকারী ঈশ্বর, তুমি জাতিদের কাছে আপন পরাক্রম জ্ঞাত করিয়াছ; [১৫] তুমি বাহুবলদ্বারা আপন প্রজাদিগকে অর্থাৎ যাকোবের ও যোষেফের সন্তানগণকে মুক্ত করিয়াছ। সেলা। [১৬] হে ঈশ্বর, জলসমূহ তো-

মার দর্শন পাইল; তোমার দর্শন পাইবামাত্র জলসমূহ কম্পান্বিত হইল, হাঁ, বারিধি সকল উদ্বিগ্ন হইল। [১৭] জলধর সকল জলধারা বর্ষাইল, মেঘ গর্জ্জন করিল, এবং তোমার বাণ সকল বিক্ষিপ্ত হইল। [১৮] চক্রবাতে তোমার গর্জ্জনধ্বনি হইল, বিদ্যুৎ জগৎকে পুনঃ২ দীপ্তিময় করিল, পৃথিবী উদ্বিগ্না ও টলটলায়মানা হইল। [১৯] সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ, ও জলরাশির মধ্যে তোমার মার্গ ছিল, এবং তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না। [২০] তুমি আপন প্রজাদিগকে মেষপালের ন্যায় মোশির ও হারোণের হস্তদ্বারা চালাইলা।

৭৮ গীত।

আসফের প্রবোধন।

[১] হে আমার স্বজাতীয়গণ, আমার উপদেশ শ্রবণ কর, আমার মুখের বাক্যে কর্ণপাত কর। [২] আমি দৃষ্টান্তকথা কহিতে আপন মুখ খুলিব, ও পূর্ব্বকালের গূঢ়বাক্যরূপ সুধা বর্ষাইব। [৩] সেই যে কথা সকল আমরা শ্রবণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি, ও আমাদের পিতৃলোকেরা আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছে, [৪] তাহা আমরা তাহাদের সন্তানগণের কাছে গুপ্ত রাখিব না, বরং উত্তরকালীন পুরুষপরম্পরার নিমিত্তে সদাপ্রভুর প্রশংসা ও পরাক্রম ও তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বর্ণনা করিব।

[৫] হাঁ, তিনি যাকোবের মধ্যে এক প্রমাণবাক্য, ও ইস্রায়েলের মধ্যে এক ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, এবং আপন২ সন্তানগণকে তাহা জানাইবার আজ্ঞা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিয়াছেন; [৬] ইহার আশয় এই, উত্তরকালীন পুরুষপরম্পরায় যে সন্তানগণ জন্মিবে, তাহারা তাহা জ্ঞাত হইবে, ও উঠিয়া আপন২ সন্তানগণকে তাহার বৃত্তান্ত কহিবে, [৭] এবং ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখিবে, এবং ঈশ্বরের কর্ম্ম বিস্মৃত না হইয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিবে; [৮] তাহা হইলে তাহারা আপন পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় অবাধ্য ও বিরোধি ও চঞ্চলমনা ও আত্মাতে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত জাতি হইবে না।

[৯] ইফ্রয়িমের সন্তানগণ অস্ত্রপাণি ধনুর্দ্ধর, কিন্তু সংগ্রামের দিনে তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। [১০] তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করে নাই, ও তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। [১১] হাঁ, তিনি তাহাদিগকে আপনার যে২ কর্ম্ম ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে।

[১২] তিনি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সাক্ষাতে মিসরদেশে [অর্থাৎ] সোয়নের মাঠে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন। [১৩] তিনি সমুদ্রকে দ্বিধা করিয়া তাহাদিগকে পার করিয়াছিলেন, এবং জলকে সেতুর ন্যায় দাঁড় করাইয়াছিলেন। [১৪] এবং দিবসে মেঘদ্বারা ও সমস্ত রাত্রি অগ্নির তেজদ্বারা তাহাদিগকে পথ দেখাইতেন; [১৫] এবং প্রান্তরমধ্যে শৈলগণকে বিদীর্ণ করিয়া বারিধিবৎ প্রচুর জল পান করাইলেন। [১৬] হাঁ, তিনি শৈলহইতে স্রোত বাহির করিয়া নদীর ন্যায় জল বহাইলেন। [১৭] তখনও তাহারা পুনঃ২ তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিতে ও মরুভূমিতে পরাৎপরকে বিরক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। [১৮] এবং নিজ অভিলাষ পূরণার্থ ভক্ষ্য প্রার্থনা করণে আপন২ মনে ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল। [১৯] এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া বলিল, ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজাইয়া দিতে পারেন? [২০] দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করিলে জল ক্ষরিল ও স্রোত বহিল, কিন্তু তিনি কি রুটীও দিতে পারেন? কিম্বা আপন প্রজাদিগকে কি মাংস পরিবেষণ করিবেন? [২১] অতএব সদাপ্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন; তাহাতে যাকোবের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোপ উঠিল। [২২] কেননা তাহারা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিত না, ও তাঁহার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণে নির্ভর দিত না। [২৩] যাহা হউক, তিনি উপরিস্থ মেঘকে আজ্ঞা দিলেন, ও গগণমণ্ডলের দ্বার সকল খুলিলেন; [২৪] এবং ভক্ষ্যের নিমিত্তে তাহাদের উপরে মান্না বর্ষাইলেন, এবং তাহাদিগকে স্বর্গের শস্য দিলেন। [২৫] তাহারা প্রত্যেকে পরাক্রমিদের খাদ্য ভোজন করিল; তিনি তাহাদের তৃপ্তি পর্য্যন্ত সম্বল প্রেরণ করিলেন। [২৬] ফলতঃ আকাশের মধ্যে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন, ও নিজ পরাক্রমে দক্ষিণ বায়ু আনয়ন করিলেন। [২৭] এবং মাংসকে ধূলির ন্যায়, ও পক্ষধারি খেচরদিগকে সমুদ্রের বালির ন্যায় তাহাদের উপরে বর্ষাইলেন। [২৮] এবং তাহাদের শিবিরমধ্যে ও আবাস সকলের চতুষ্পার্শ্বে তাহা অধঃপতিত করিলেন। [২৯] তখন তাহারা ভোজন করিয়া অতি তৃপ্ত হইল; এইরূপে তিনি তাহাদের অভিলষিত দ্রব্য তাহাদের কাছে আনিয়া দিলেন। [৩০] তাহারা আপনাদের অভিলষিত দ্রব্য ছাড়ে নাই, মুখে খাদ্য ছিল, [৩১] এমন সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্গত হইয়া তাহাদের কতক হৃষ্টপুষ্ট লোককে সংহার করিল, এবং ইস্রায়েলের যুবগণকে নত করিল। [৩২] এমত হইলেও তাহারা পুনর্ব্বার পাপ করিল, ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না। [৩৩] অতএব তিনি তাহাদের আয়ু বাষ্পে ও তাহাদের বৎসর সকল বিহ্বলতাতে পরিণত করিয়া শেষ করিলেন। [৩৪] তিনি তাহাদের [কতককে] বধ করিলে তাহারা তাঁহার অনুশীলন করিল, ও ফিরিয়া সত্বরে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিল; [৩৫] এবং ঈশ্বর আপনাদের ধর, ও পরাৎপর ঈশ্বর আপনাদের মুক্তিদাতা, ইহা স্মরণ করিল; [৩৬] এবং মুখে তাঁহাকে চাটু কহিল, ও জিহ্বাতে তাঁহার নিকটে মিথ্যা কহিল; [৩৭] কিন্তু তাহাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি ব্যবস্থিত ছিল না, এবং তাহারা বিশ্বস্তরূপে তাঁহার নিয়মে আস্থা করিল না। [৩৮] তথাপি তিনি স্নেহশীল ও অপরাধের ক্ষমাকারী

ও ধ্বংস করিতে অনিচ্ছুক, তজ্জন্য অনেক বার আপন ক্রোধ শান্ত করিলেন, আপনার সমস্ত কোপ জ্বালাইলেন না। ৩৯ বরং তাহারা মাংসমাত্র, এবং যাহা গত হইলে ফিরিয়া আইসে না, এমন বায়ু-স্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণ হইল।

৪০ তাহারা প্রান্তরমধ্যে কত বার তাঁহাকে বিরক্ত, ও নির্জ্জন স্থানে কত বার অসন্তুষ্ট করিল, ৪১ এবং পুনঃ২ ঈশ্বরের পরীক্ষা করিল, ও ইস্রায়েলের পাবনকে বাধা দিল। ৪২ তাহারা তাঁহার হস্ত এবং তাঁহার দ্বারা বিপক্ষহইতে আপনাদের মুক্ত হইবার দিন স্মরণ করিল না। ৪৩ তথাপি তিনি মিসরে আপন অভিজ্ঞান, ও সোয়নের মাঠে আপন অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ৪৪ ফলতঃ তথাকার নদী সকল রক্তে পরিণত, ও তথাকার প্রবাহ সকলের জল পান করিবার অযোগ্য করিয়াছিলেন। ৪৫ তিনি তথাকার মনুষ্যদের মধ্যে গ্রাসকারি দংশক ও বিনাশকারি ভেক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪৬ এবং ঘুরঘুরিয়াকে তাহাদের ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্য, ও পঙ্গপালকে তাহাদের পরিশ্রমের ফল দিয়াছিলেন। ৪৭ তিনি শিলাদ্বারা তাহাদের দ্রাক্ষালতা, ও হিমদ্বারা তাহাদের ডুম্বুরবৃক্ষকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৪৮ এবং তাহাদের পশুগণকে শিলাতে, ও পাল সকলকে বজ্রাঘাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ৪৯ তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আপন প্রচণ্ড ক্রোধ ও কোপ এবং রোষ ও সঙ্কটরূপ বিপদ [আনয়নকারি] দূতগণের সমারোহ পাঠাইয়াছিলেন। ৫০ তিনি আপন ক্রোধের নিমিত্তে পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, মৃত্যুহইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন নাই, কিন্তু তাহাদের জীবন মহামারীর হস্তগত করিয়াছিলেন। ৫১ এবং মিসরে সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে, ও হামের সকল তাম্বুতে তাহাদের বলের অগ্রিম ফলকে নিহনন করিয়াছিলেন। ৫২ পরে আপন প্রজাদিগকে মেষের ন্যায় যাত্রা করাইয়া পালের মত প্রান্তরের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ৫৩ তিনি তাহাদিগকে নিষ্কণ্টকে লইয়া যাওয়াতে তাহারা উদ্বিগ্ন হইল না; কিন্তু তাহাদের শত্রুগণ সমুদ্রে মগ্ন হইল।

৫৪ পরে তিনি তাহাদিগকে আপন পবিত্র অঞ্চলে ও আপনার দক্ষিণ হস্তদ্বারা লব্ধ এই পর্ব্বতে আনিলেন। ৫৫ এবং তাহাদের সম্মুখহইতে পরজাতীয় লোকদিগকে দূর করিয়া মানরজ্জুদ্বারা অধিকার বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন, ও ইস্রায়েলের বংশদিগকে উহাদের তাম্বুতে বাস করাইলেন। ৫৬ তথাপি তাহারা পরাৎপর ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইল, এবং তাঁহার প্রমাণবাক্য সকল পালন করিল না। ৫৭ বরং বিমুখ হইয়া আপন পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিল; তাহারা শিথিল ধনুকের ন্যায় অপকৃষ্ট হইল। ৫৮ এবং নিজ উচ্চস্থলী সকলেতে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, ও আপনাদের খোদিত প্রতিমাদ্বারা তাঁহার ঈর্ষ্যা জন্মাইল। ৫৯ ঈশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং ইস্রায়েলকে নিতান্ত নিগ্রহ করিলেন। ৬০ এবং শীলোস্থিত আবাস, অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে আপনার স্থাপিত তাম্বু ত্যাগ করিলেন। ৬১ এবং আপন বল বন্দিত্বে, ও আপন শোভাকে বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৬২ এবং আপন প্রজাদিগকে খড়্গের হস্তগত করিলেন, ও আপন অধিকারের প্রতি ক্রোধ করিলেন। ৬৩ অগ্নি তাহার যুবগণকে ভক্ষণ করিল, ও তাহার কন্যাগণের কীর্ত্তন হইল না। ৬৪ তাহার যাজকগণ খড়্গে পতিত হইল, ও তাহার বিধবাগণ রোদন করিতে পাইল না। ৬৫ তখন প্রভু নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, [কিম্বা] দ্রাক্ষারসে হর্ষনাদকারি বীরের ন্যায় জাগ্রৎ হইলেন। ৬৬ এবং আপন বিপক্ষদিগকে পৃষ্ঠে প্রহার করিলেন, ও অনন্তকালীন ধিক্কারের পাত্র করিলেন।

৬৭ পরে তিনি যোষেফের তাম্বু অগ্রাহ্য করিলেন, ও ইফ্রয়িম্ বংশকে মনোনীত না করিয়া, ৬৮ যিহূদা বংশকে ও আপনার প্রিয় সিয়োন পর্ব্বতকে মনোনীত করিলেন। ৬৯ তিনি উচ্চ [গগনের] ন্যায় ও অনন্তকালার্থে আপনার স্থাপিত পৃথিবীর ন্যায় আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করিলেন। ৭০ এবং আপন দাস দায়ূদকে মনোনীত করিয়া মেষের খোঁয়াড় হইতে আনিলেন। ৭১ তিনি স্তনদাত্রী মেষীদের পশ্চাৎহইতে তাহাকে আনয়ন করিলেন, এবং আপন প্রজা যাকোবের মধ্যে ও আপন অধিকার ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাকে পালরক্ষকের পদ দিলেন। ৭২ তাহাতে সে আপন হৃদয়ের যাথার্থ্যানুসারে তাহাদিগকে চরাইল, ও আপন হস্তদ্বয়ের দক্ষতাতে তাহাদিগকে গমনাগমন করাইল।

৭৯ গীত।

আসফের সঙ্গীত।

১ হে ঈশ্বর, পরজাতীয়েরা তোমার অধিকারে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা তোমার পবিত্র প্রাসাদ অশুচি করিয়াছে, এবং যিরূশালেমকে কাঁথড়ার ঢিবী করিয়াছে। ২ তাহারা শূন্যের পক্ষিগণকে তোমার দাসদের শব, ও ভূচর পশুদিগকে তোমার সাধুগণের মাংস ভক্ষণার্থে দিয়াছে। ৩ তাহারা যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগে জলের ন্যায় তাহাদের রক্ত ঢালিয়াছে; কবর দিতে কেহ ছিল না। ৪ আমরা আপন প্রতিবাসিগণের নিকটে ধিক্কারের বিষয়, ও চতুর্দ্দিক্স্থ লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছি। ৫ হে সদাপ্রভো, আর কত কাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ থাকিবা? ও তোমার ঈর্ষ্যা অগ্নির ন্যায় জ্বলিবে? ৬ যে পরজাতি সকল তোমাকে জানে না, ও যে ২ রাজ্যের লোকেরা তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে না, তাহাদেরই উপরে আপন কোপ ঢালিয়া দেও। ৭ কেননা তাহারা যাকোবকে গ্রাস করিয়াছে, ও তাহার বাসস্থান শূন্য করি-

য়াছে। [৮] পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ সকল আমাদের বলিয়া মনে করিও না; তোমার করুণা শীঘ্র আমাদের প্রত্যুদ্গমন করুক, কেননা আমরা অতি ক্ষীণ হইয়াছি।

[৯] হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আপন নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর, ও আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর, ও আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর। [১০] উহাদের ঈশ্বর কোথায়? পরজাতিরা এমত কথা কেন বলিবে? তোমার দাসগণের যে রক্ত পাতিত হইয়াছে, তাহার প্রতিফল আমাদের দৃষ্টিগোচরে পরজাতীয়দের মধ্যে জ্ঞাত হউক। [১১] বন্দি লোকের হাহাকার তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হউক, তুমি আপন বাহুবলের মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর পাত্রদিগকে বাঁচাও। [১২] আর হে প্রভো, আমাদের প্রতিবাসিগণ যে ধিক্কারদ্বারা তোমাকে ধিক্ দিয়াছে, তাহার সাত গুণ পরিশোধ করিয়া তাহাদের ক্রোড়ে ফিরাইয়া দেও। [১৩] তাহাতে তোমার প্রজা ও তোমার পালিত মেষস্বরূপ যে আমরা, আমরা অনন্ত কাল তোমার স্তবগান করিব, ও পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা প্রচার করিব।

৮০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, শোশন্নীম-এদূৎ। আসফের রচিত সঙ্গীত।

[১] হে ইস্রায়েলের পালক, হে মেষপালতুল্য যোষেফের অগ্রগামিন্, অবধান কর; হে করূবদ্বয়ে অধ্যাসীন, বিরাজমান হও। [২] ইফ্রয়িমের ও বিন্যামীনের ও মনঃশির অগ্রে আপন পরাক্রম সতেজ কর, এবং আমাদের পরিত্রাণার্থে আগমন কর। [৩] হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাইয়া আন, এবং আপন মুখ প্রসন্ন কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

[৪] হে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো ঈশ্বর, তুমি নিজ প্রজাগণের প্রার্থনাতে আর কত কাল কোপে জ্বলিবা? [৫] তুমি আহারার্থে তাহাদিগকে অশ্রু দিতেছ, এবং বাটি ২ নেত্রজল পান করাইতেছ। [৬] তুমি প্রতিবাসিদের মধ্যে আমাদিগকে বিবাদাস্পদ করিতেছ, তাহাতে আমাদের শত্রুগণ স্বেচ্ছামতে ঠাট্টা করে। [৭] হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাইয়া আন, এবং আপন মুখ প্রসন্ন কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

[৮] তুমি মিসরহইতে এক দ্রাক্ষালতা উঠাইয়া পরজাতিদিগকে দূর করিয়া দিয়া তাহা রোপণ করিয়াছিলা; [৯] তুমি তাহার জন্যে ভূমি পরিষ্কার করিয়াছিলা, তাহাতে তাহা বদ্ধমূল হইয়া সমস্ত দেশ ব্যাপিল। [১০] তাহার ছায়াতে পর্ব্বতগণ, ও তাহার পল্লবেতে ঈশ্বরীয় এরস্ বৃক্ষগণ আচ্ছাদিত ছিল। [১১] তাহা সমুদ্র পর্য্যন্ত আপন শাখা, ও নদী পর্য্যন্ত আপন ডাল সকল বিস্তার করিত। [১২] তুমি কেন তাহার বেড়া এমত ভাঙ্গিয়া ফেলিল, যে পথিক সকল তাহার পত্র ছিঁড়ে, [১৩] এবং বনহইতে শূকর আসিয়া তাহা কুচায়, ও মাঠের পশু তাহা মুড়াইয়া খাইয়া ফেলে?

[১৪] হে বাহিনীগণের ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া ফির, স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করিয়া মনোযোগী হও, এবং এই দ্রাক্ষালতার [তত্ত্বানুসন্ধান], [১৫] ও তোমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা রোপিত চারাটীর, ও তোমার নিমিত্তে সবলীকৃত পুত্রের তত্ত্বানুসন্ধান কর। [১৬] তাহা অবস্করের মত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; তোমার মুখের তর্জ্জনে লোকেরা বিনষ্ট হইতেছে। [১৭] তোমার দক্ষিণ হস্তে [উপবিষ্ট] মনুষ্যের, অর্থাৎ তুমি আপনার নিমিত্তে যে মনুষ্যপুত্রকে বলবান করিয়াছ, তাঁহার উপরে তোমার হস্ত থাকুক। [১৮] তাহাতে আমরা তোমাহইতে পরাঙ্মুখ হইব না; তুমি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছ [বলিয়া] আমরা তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিব। [১৯] হে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো ঈশ্বর, আমাদিগকে ফিরাইয়া আন, এবং আপন মুখ প্রসন্ন কর, তাহাতে আমরা পরিত্রাণ পাইব।

৮১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, গিত্তীৎ। আসফের রচিত।

[১] তোমরা আমাদের বলস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশে আনন্দগান কর, যাকোবের ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর। [২] সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হও; ডম্ফ ও নেবল যন্ত্রের সহিত মনোহর বীণাবাদ্য কর। [৩] এই নবচন্দ্রে তূরী বাজাও; পূর্ণিমাতে আমাদের উৎসবদিনের উপলক্ষ্যে [বাজাও]। [৪] কেননা তাহা ইস্রায়েলের বিধি ও যাকোবের ঈশ্বরের শাসন। [৫] মিসরদেশের বিরুদ্ধে নির্গমনকালে তিনি যোষেফের মধ্যে এই নীতি স্থাপন করিলেন; আমি আপনার অবিদিত বাণী শুনিতে পাইলাম। [৬] "আমি উহার স্কন্ধহইতে ভার দূর করিলাম, ও ঝুড়ি বহনহইতে উহার হস্ত মুক্ত হইল। [৭] সঙ্কটে আহ্বান করিলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিলাম; আমি মেঘগর্জ্জনরূপ অন্তরালে থাকিয়া তোমাকে উত্তর দিলাম, ও মরীবার জলসমীপে তোমার পরীক্ষা করিলাম।" সেলা।

[৮] হে আমার প্রজাগণ, শ্রবণ কর, আমি তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিব; হে ইস্রায়েল, তুমি যদি আমার কথায় অবধান কর, [তবে ভাল হয়]। [৯] তোমার মধ্যে পরদেশীয় কোন দেবতা না থাকুক, ও তুমি কোন বিজাতীয় দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না। [১০] আমিই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমি তোমাকে মিসরদেশহইতে আনয়ন করিয়াছি; তোমার মুখ খুলিয়া বিস্তার কর, আমি তাহা পরিপূর্ণ করিব। [১১] কিন্তু আমার প্রজাগণ আমার স্বরে অবধান করিল না, ও ইস্রায়েল আমাকে চাহিল না। [১২] তখন আমি তাহাদিগকে

আপন ২ হৃদয়ের কাঠিন্যে ছাড়িয়া দিলাম; তাহারা আপন ২ পরামর্শানুসারে গমন করিতেছে। [১৩] আহা, যদি আমার প্রজাগণ আমার স্বরে অবধান করে, যদি ইস্রায়েল আমার পথে চলে! [১৪] তাহা হইলে আমি তাহাদের শত্রুগণকে ত্বরায় দমন করিব, ও তাহাদের বিপক্ষগণের প্রতিকূলে আপন হস্ত ফিরাইব। [১৫] সদাপ্রভুর ঘৃণাকারিগণ তাঁহার স্তবস্তুতি করিবে, এবং ইহাদের সুসময় অনন্তকালস্থায়ী হইবে। [১৬] আর আমি ইহাদিগকে উত্তম গোধূম ভোজন করাইব, ও শৈলহইতে [ক্ষরিত] মধুদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করিব।

৮২ গীত।

আসফের সঙ্গীত।

[১] ঈশ্বর ঈশ্বরীয় মণ্ডলীতে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরদের মধ্যে বিচার করেন। [২] তোমরা কত কাল অন্যায়বিচার করিবা, ও দুষ্টগণের মুখাপেক্ষা করিবা? [৩] দীনহীন ও পিতৃহীন লোকদের বিচার কর; দুঃখী ও অকিঞ্চন লোকদের ধর্ম্ম প্রতিপন্ন কর। [৪] দীনহীন ও দরিদ্রকে নিস্তার কর; দুষ্টদের হস্তহইতে [তাহাদিগকে] উদ্ধার কর। [৫] উহারা [কিছু] জানে না ও বিবেচনা করে না, কিন্তু অন্ধকারে অগ্রসর হয়; দেশের মূলবস্তু সকল টলটলায়মান হইতেছে। [৬] আমি কহিয়াছিলাম, তোমরা ঈশ্বর, ও সকলে পরাৎপরের সন্তান। [৭] কিন্তু তোমরা নিতান্ত মনুষ্যের ন্যায় মরিবা, ও কোন অধ্যক্ষের ন্যায় পতিত হইবা। [৮] হে ঈশ্বর, উঠ, পৃথিবীর বিচার কর, যেহেতুক তুমিই যাবতীয় জাতির অধিকারী।

৮৩ গীত।

গীত। আসফের সঙ্গীত।

[১] হে ঈশ্বর, তুমি মৌনী হইও না; হে ঈশ্বর, বধির ও অযত্ন হইও না। [২] কেননা দেখ, তোমার শত্রুগণ কলহ করিতেছে, ও তোমার ঘৃণাকারিগণ মস্তক তুলিয়াছে। [৩] তাহারা তোমার প্রজাদের বিরুদ্ধে ধূর্ত্ততার গূঢ় মন্ত্রণা করিতেছে, ও তোমার গুপ্ত লোকদের প্রতিকূলে পরস্পর পরামর্শ করিতেছে। [৪] তাহারা বলে, আইস, আমরা উহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া আর জাতি থাকিতে দিব না; হাঁ, ইস্রায়েলের নাম আর স্মরণে থাকিতে দিব না। [৫] এই বিষয়ে তাহারা একচিত্ত হইয়া পরামর্শ করিয়াছে; [৬] ইদোমের তাম্বুনিবাসিরা ও ইশ্মায়েল্ ও মোয়াব্ ও হাগরীয় লোকেরা, [৭] গবাল্ ও অম্মোন্ ও অমালেক্, পলেষ্টিয়া এবং সোরনিবাসিরা সকলে তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়াছে। [৮] পরন্তু অশূরীয় [রাজগণ] তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহারা লোটের সন্তানদের বাহুস্বরূপ হইয়াছে। সেলা।

[৯] মিদিয়নের প্রতি ও কীশোনের স্রোতোমার্গে সীষরার ও যাবীনের প্রতি তুমি যাহা করিয়াছিলা, ইহাদের প্রতি তদ্রূপ কর্ম্ম কর। [১০] উহারা ঐন্‌দোরে নষ্ট হইয়া ভূমির উপরে সারস্বরূপ হইয়াছিল। [১১] তুমি ইহাদিগকে, হাঁ, প্রধানবর্গকে ওরেবের ও সেবের সমান, এবং ইহাদের অভিষিক্ত সকলকে সেবহের ও সল্মুন্নের সমান কর। [১২] কেননা ইহারা বলে, আইস, আমরা ঈশ্বরের নিবাস সকল আপনাদের অধিকার করিয়া লই। [১৩] হে আমার ঈশ্বর, তুমি ইহাদিগকে [চক্রবাতে] ঘূর্ণায়মান ধূলির ন্যায় ও বায়ুর সম্মুখস্থ নাড়ার ন্যায় কর। [১৪] যে দাবানল বন দগ্ধ করে, কিম্বা যে অগ্নিশিখা পর্ব্বতগণকে চাটিয়া খায়, [১৫] তাহার মত তুমি ইহাদিগকে আপনার ঝড়ে তাড়না কর, ও আপনার প্রচণ্ড বাত্যাতে বিহ্বল কর। [১৬] হে সদাপ্রভো, তুমি ইহাদের মুখ লজ্জাতে এমত পরিপূর্ণ কর, যে [সকলে] তোমার নামের অনুসন্ধান করে। [১৭] ইহারা নিত্য লজ্জিত ও বিহ্বল হউক, এবং হতাশ হইয়া বিনষ্ট হউক। [১৮] এবং সদাপ্রভু নামে বিখ্যাত যে তুমি, একমাত্র তুমি সমস্ত ভূমণ্ডলের উর্দ্ধস্থ পরাৎপর, ইহা [সকলে] জ্ঞাত হউক।

৮৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, গিত্তীৎ। কোরহসন্তানদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তোমার আবাস সকল কেমন প্রিয়। [২] আমার প্রাণ সদাপ্রভুর গৃহপ্রাঙ্গণের লালসা করিতে ২ মূর্চ্ছিত হয়, আমার হৃদয় ও শরীর জীবনময় ঈশ্বরের নিমিত্তে উচ্চধ্বনি করে। [৩] হাঁ, এই চটকপক্ষী এক কুলায়, ও এই খঞ্জনপক্ষী নিজ ছা রাখিবার এক বাসা পাইল। হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, হে আমার রাজন্ ও আমার ঈশ্বর, তোমার বেদি সেই স্থান।

[৪] যাহারা তোমার গৃহে বাস করে, তাহারা ধন্য, তাহারা অনুক্ষণ তোমার প্রশংসা করে। সেলা। [৫] যে মনুষ্যের বল তোমাতে আছে, সে ধন্য; [তোমার কাছে যাইবার] রাজপথ সকল এমত লোকদের হৃদ্গত। [৬] তাহারা ক্রন্দনের তলভূমি দিয়া গমন করত তাহা উনুইতে পরিণত করে; এবং আদিম বৃষ্টি তাহা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে। [৭] তাহারা উত্তর ২ বলবান হইয়া অগ্রসর হয়, প্রত্যেকে সিয়োনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়।

[৮] হে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর; হে যাকোবের ঈশ্বর, অবধান কর। সেলা। [৯] হে আমাদের ঢালস্বরূপ ঈশ্বর, নিরীক্ষণ কর; ও আপন অভিষিক্তের মুখ অবলোকন কর। [১০] কেননা অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা তোমার প্রাঙ্গণে এক দিনও উত্তম; দুষ্টতার তাম্বুতে বাস করণ অপেক্ষা বরং আমার ঈশ্বরের গৃহশিলাতে বসিয়া থাকাই আমার মনোনীত। [১১] কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর সূর্য্য ও ঢালস্বরূপ; সদা-

প্রভু অনুগ্রহ ও প্রতাপ প্রদান করেন। যাহারা যাথার্থ্যপথে চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল [করিতে] অস্বীকার করিবেন না। [১২] হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, যে মনুষ্য তোমাতে নির্ভর করে, সেই ধন্য।

৮৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। কোরহসন্তানদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, তুমি নিজ দেশের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যাকোবের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলা। [২] তুমি আপন প্রজাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদের সমস্ত পাপ আচ্ছাদন করিয়াছিলা। সেলা। [৩] তুমি সমস্ত ক্রো ধ সম্বরণ করিয়া আপন কোপের চণ্ডতাহইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলা।

[৪] হে আমাদের ত্রাণাকর ঈশ্বর, এখন আমাদের প্রতি ফির, এবং আমাদের প্রতি তোমার বিরক্তি নিবৃত্ত কর। [৫] আমাদের উপরে কি অনন্তকাল ক্রোধান্বিত থাকিবা ? তুমি কি পুরুষানুক্রমেই চিরকাল কোপ করিবা ? [৬] তুমিই কি ফিরিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবা না ? তোমাতে আনন্দ করিতে আপন প্রজাদিগকে কি দিবা না ? [৭] হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাদের প্রত্যক্ষ কর, ও তোমার অনুগ্রহে আমাদের পরিত্রাণ হউক।

[৮] ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা কহিবেন, আমি তাহা শুনিব ; কেননা তিনি আপন প্রজাদের, হাঁ, আপন সাধুগণের উদ্দেশে শান্তির কথা কহিবেন ; কিন্তু তাহারা পুনর্ব্বার স্থূলবুদ্ধিতায় প্রবৃত্ত না হউক। [৯] তাঁহার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণ তাঁহার ভয়কারি লোকদের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী ; ইহাতে আমাদের দেশে প্রতাপ বাস করিতে পায়। [১০] দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধর্ম্ম ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল। [১১] ভূমিহইতে সত্যের অঙ্কুর উঠিবে, এবং স্বর্গহইতে ধর্ম্ম হেঁট হইয়া দৃষ্টিপাত করিবে। [১২] একে সদাপ্রভু মঙ্গল প্রদান করিবেন, তাহাতে আবার আমাদের দেশ আপন ফল উৎপন্ন করিবে। [১৩] ধর্ম্ম তাঁহার অগ্রে ২ চলিবে, ও আপন পাদসঞ্চারদ্বারা পথ প্রস্তুত করিবে।

৮৬ গীত।

দায়ূদের প্রার্থনা।

[১] হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া আমাকে উত্তর দেও, কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র। [২] আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি সাধু ; হে আমার ঈশ্বর, তোমাতে বিশ্বাসকারি আপন দাসকে তুমিই পরিত্রাণ কর। [৩] হে প্রভো, আমার প্রতি কৃপা কর, কেননা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি। [৪] নিজ দাসের প্রাণ আনন্দিত কর, কেননা হে প্রভো, আমি তোমার প্রতি প্রাণ উত্তোলন করি। [৫] কারণ, হে প্রভো, তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও ক্ষমাবান্, এবং যাহারা তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তুমি সেই সকলের প্রতি দয়াতে মহান্। [৬] হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া আমার প্রার্থনা শুন, ও আমার বিনতির রবে অবধান কর। [৭] আমার সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিবা। [৮] হে প্রভো, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, এবং তোমার কর্ম্ম সকল অনুপম। [৯] হে প্রভো, তোমার সৃষ্ট যাবতীয় জাতি আসিয়া তোমার সাক্ষাতে প্রণিপাত করিবে, ও তোমার নামের গৌরব করিবে। [১০] কারণ তুমি মহান্ এবং আশ্চর্য্যকার্য্যকারী ; তুমিই একমাত্র ঈশ্বর। [১১] হে সদাপ্রভো, তোমার পথ আমাকে দেখাও, আমি তোমার সত্যে চলিব ; তোমার নামে ভয় করিতে আমার চিত্ত একাগ্র কর। [১২] হে প্রভো, হে আমার ঈশ্বর, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার স্তবগান করিব, এবং অনন্তকাল তোমার নামের গৌরব করিব। [১৩] কেননা আমার পক্ষে তোমার দয়া মহৎ, এবং তুমি নীচতম পাতালহইতে আমার জীবাত্মাকে উদ্ধার করিয়াছ। [১৪] হে ঈশ্বর, অহঙ্কারিগণ আমার বিরুদ্ধে উঠিয়াছে, এবং ভীমবিক্রান্তদের মণ্ডলী আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে, এবং তোমাকে আপনাদের দৃষ্টিগোচরে রাখে না। [১৫] কিন্তু, হে প্রভো, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাবান ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্। [১৬] আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া আমাকে কৃপা কর, নিজ দাসকে আপন শক্তি দেও, ও আপন দাসীর পুত্রকে পরিত্রাণ কর। [১৭] আমার পক্ষে মঙ্গলসূচক কোন অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম কর, তাহাতে আমার বৈরিগণ তাহা দেখিবে ; এবং, হে সদাপ্রভো, তুমিই আমার সাহায্য ও সান্ত্বনা করিয়াছ বলিয়া তাহারা লজ্জিত হইবে।

৮৭ গীত।

কোরহসন্তানদের রচিত। সঙ্গীত। গীত।

[১] তাঁহার স্থাপিত ভিত্তি পবিত্র পর্ব্বতশ্রেণীতে আছে। [২] সদাপ্রভু যাকোবের আবাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সিয়োনের পুরদ্বার সকল ভাল বাসেন। [৩] হে ঈশ্বরের পুরি, তোমার বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা কহা যাইতেছে। সেলা। [৪] যাহারা আমাকে জানে, তাহাদের মধ্যে আমি রহবকে ও বাবিলকে উল্লেখ করিব ; ঐ দেখ, পলেষ্টিয়া ও সোর ও কূশ্, উহারা প্রত্যেকে সেই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিল। [৫] পরন্তু সিয়োনের উদ্দেশে ইহা কহা যাইবে, এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি উহার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিল ; এবং পরাৎপর আপনি উহার স্থাপনকর্ত্তা। [৬] সদাপ্রভু জাতিদের নাম লিখিয়া গণনা করন সময়ে কহিবেন, এই ২ ব্যক্তি সে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিল। সেলা। [৭] এবং লোকে গান ও নৃত্য করত [বলিবে], আমার যাবতীয় উনুই তোমার মধ্যে আছে।

৮৮ গীত।

গীত। কোরহসন্তানদের সঙ্গীত। প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। স্বর, মহলৎ লিয়ন্নোৎ। ইষ্রাহীয় হেমনের প্রবোধন।

১ হে আমার ত্রাণাকর ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমি দিবাযোগে ক্রন্দন করি, রাত্রিতেও তোমার সম্মুখবর্ত্তী হই। ২ আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হউক; আমার কাকুক্তিতে কর্ণপাত কর। ৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখেতে পরিপূর্ণ, ও আমার জীবন পাতালের নিকটবর্ত্তী। ৪ আমি গর্ত্তে অবরোহণকারিদের মধ্যে গণ্য; আমি নিঃশক্তি মনুষ্যের সমান হইয়াছি। ৫ আমি মৃতগণের মধ্যে বিসৃষ্ট, এবং সেই কবরশায়ি হত লোকদের সদৃশ, যাহাদিগকে তুমি আর স্মরণ কর না, ও যাহারা তোমার হস্তহইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। ৬ তুমি আমাকে অধোলোকের গর্ত্তে, অন্ধকারে ও অগাধ স্থানে রাখিয়াছ। ৭ আমার উপরে তোমার ক্রোধের ভার চাপান আছে, এবং তুমি আপনার সমস্ত তরঙ্গদ্বারা আমাকে নত করিয়াছ। সেলা। ৮ তুমি আমার আত্মীয়দিগকে আমাহইতে দূর করিয়া তাহাদের জ্ঞানে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার্হ করিয়াছ; আমি রুদ্ধ আছি, নির্গত হইতে পারি না। ৯ আমার চক্ষু দুঃখেতে নিস্তেজ হইয়াছে; হে সদাপ্রভো, আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেছি, ও তোমার প্রতি আপন অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছি। ১০ তুমি কি মৃতগণের পক্ষে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবা? প্রেতগণ বা কি উঠিয়া তোমার স্তবগান করিবে? সেলা। ১১ কবরের মধ্যে তোমার দয়া, কিম্বা বিনাশস্থানে তোমার বিশ্বস্ততা কি প্রচারিত হইবে? ১২ অন্ধকারে তোমার আশ্চর্য্য স্বভাব, কিম্বা বিস্মৃতিদেশে তোমার ধার্ম্মিকতা কি জানা যাইবে? ১৩ যাহা হউক, হে সদাপ্রভো, আমি তোমার উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করি, ও প্রাতঃকালে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখবর্ত্তী হয়। ১৪ হে সদাপ্রভো, তুমি কি জন্যে আমার জীবাত্মাকে নিগ্রহ করিতেছ, ও আমাহইতে আপন মুখ লুকাইতেছ? ১৫ বাল্যকালাবধি আমি দুঃখী ও মৃতকল্প; আমি তোমাদ্বারা ত্রাসে ভারাক্রান্ত হইয়া লুঠিতেছি। ১৬ তোমার কোপরূপ বন্যা আমার উপর দিয়া যাইতেছে; তোমার ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমাকে সংহার করিতেছে। ১৭ তাহা সমস্ত দিন জলের ন্যায় আমাকে ঘেরিতেছে; তাহা একেবারে আমাকে বেষ্টন করিতেছে। ১৮ তুমি প্রেমকারি [লোককে] ও সুহৃৎকে আমাহইতে দূর করিয়াছ; আমার আত্মীয়বর্গ অন্ধকার।

৮৯ গীত।

ইষ্রাহীয় এথনের প্রবোধন।

১ আমি অনন্তকাল সদাপ্রভুর বহুবিধ দয়া গান করিব, আমি পুরুষানুক্রমে নিজ মুখে তোমার বিশ্বস্ততা ব্যক্ত করিব। ২ বস্তুতঃ আমি কহি, দয়া অনন্তকাল প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তুমি আপন বিশ্বস্ততাকে ঐ স্বর্গে সংস্থাপন করিতে উদ্যত। ৩ "আমি আপন মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম করিলাম, ও নিজ দাস দায়ূদের প্রতি এই শপথ করিলাম, ৪ আমি তোমার বংশকে যুগানুক্রমে সংস্থাপন করিব, ও পুরুষানুক্রমে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিব।" সেলা।

৫ হে সদাপ্রভো, তজ্জন্য স্বর্গে তোমার আশ্চর্য্য কার্য্য, পবিত্রগণের সমাজে তোমার বিশ্বস্ততা স্তবদ্বারা প্রশংসিত হয়। ৬ কেননা স্বর্গে সদাপ্রভুর সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? ঈশ্বরীয় সন্তানদের মধ্যে বা কে সদাপ্রভুর তুল্য? ৭ ঈশ্বর পবিত্রগণের সভাতে অতি ভীমবিক্রান্ত, ও আপনার চতুর্দ্দিকস্থ সকলের কাছে ভয়ার্হ। ৮ হে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভো, কে তোমার তুল্য? তুমি বলবান্ সদাপ্রভু, এবং তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চতুর্দ্দিগে আছে। ৯ তুমিই দর্পকারি সমুদ্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ, তাহার তরঙ্গ সকল উঠিলে তুমি তাহা শান্ত করিয়া থাক। ১০ তুমি রহবকে চূর্ণ করিয়া হত ব্যক্তির সমান করিয়াছ, তুমি নিজ বলবান্ বাহুদ্বারা আপন শত্রুগণকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ। ১১ স্বর্গ তোমার, পৃথিবীও তোমার; জগৎ ও তৎপূরক বস্তু তোমারই সংস্থাপিত। ১২ তুমিই উত্তর ও দক্ষিণ দিগের সৃষ্টি করিয়াছ; তাবোর ও হর্ম্মোণ তোমার নামে আনন্দগান করে। ১৩ তোমার বাহু পরাক্রমবিশিষ্ট, তোমার হস্ত শক্তিমান, তোমার দক্ষিণ হস্ত উন্নত। ১৪ ধর্ম্ম ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল; দয়া ও সত্য তোমার শ্রীমুখের অগ্রগামী। ১৫ যে প্রজারা আনন্দধ্বনি জ্ঞাত আছে, তাহারা ধন্য; হে সদাপ্রভো, তাহারা তোমার মুখের দীপ্তিতে গমনাগমন করে। ১৬ তাহারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাসিত থাকে, এবং তোমার ধার্ম্মিকতাতে উন্নত হয়; ১৭ যেহেতুক তুমি তাহাদের বলযুক্ত ভূষণ, ও তোমার অনুগ্রহে আমাদের শৃঙ্গ উন্নত হয়। ১৮ কেননা আমাদের ঢাল সদাপ্রভুর, এবং আমাদের রাজা ইস্রায়েলের পাবনের [লোক]।

১৯ একদা তুমি নিজ সাধু ব্যক্তিকে দর্শন দিয়া এই কথা কহিলা, আমি সাহায্য করণের ভার এক জন বীরকে সমর্পণ করিলাম, আমি প্রজাদের মধ্যে এক যুবাকে [লইয়া] উচ্চপদস্থ করিলাম, ২০ আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়া আপন পবিত্র তৈলেতে অভিষিক্ত করিলাম। ২১ আমার হস্ত তাহার দৃঢ় সহায় হইবে, ও আমার বাহু তাহাকে বলবান্ করিবে। ২২ কোন শত্রু তাহার প্রতি উপদ্রব করিতে পারিবে না, এবং অন্যায়ের সন্তান তাহাকে দুঃখ দিতে পারিবে না। ২৩ হাঁ, আমি তাহার বিপক্ষগণকে তাহার সম্মুখে চূর্ণ করিব, এবং তা-

হার ঘৃণাকারিগণকে আঘাত করিব। [২৪] আর আমার বিশ্বস্ততা ও দয়া তাহার সহিত থাকিবে, এবং আমার নামে তাহার শৃঙ্গ উন্নত হইবে। [২৫] আর আমি তাহার হস্ত সমুদ্রের উপরে, হাঁ, তাহার দক্ষিন হস্ত নদীগনের উপরে স্থাপন করিব। [২৬] সে আমাকে আহ্বান করিয়া কহিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর, ও আমার পরিত্রানরূপ ধর। [২৭] আর আমিও তাহাকে জ্যেষ্ঠ, হাঁ, পৃথিবীর রাজগণহইতে সর্ব্বোচ্চ করিয়া নিযুক্ত করিব। [২৮] আমি তাহার পক্ষে আপন দয়া অনন্তকাল রক্ষা করিব, এবং আমার নিয়ম তাহার পক্ষে স্থির থাকিবে। [২৯] আমি তাহার বংশকে নিত্য, এবং তাহার সিংহাসন গগনমণ্ডলের আয়ুর ন্যায় স্থির করিব। [৩০] তাহার সন্তানেরা যদি আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে, ও আমার শাসনানুসারে না চলে; [৩১] যদি আমার বিধি ব্যর্থ করে ও আমার আজ্ঞা পালন না করে, [৩২] তবে আমি অধর্ম্মের জন্যে দণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি দিব, ও অপরাধের জন্যে নানা প্রকারে আঘাত করিব; [৩৩] তথাপি তাহাহইতে আমার দয়া নিবৃত্ত করিব না, ও আপন বিশ্বস্ততার বিষয়ে মিথ্যাবাদী হইব না। [৩৪] আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না, ও আমার ওষ্ঠনিঃসৃত বাক্য অন্যথা করিব না। [৩৫] আমি আপন পবিত্রতা লইয়া এক বার শপথ করিলাম, দায়ূদের নিকটে আমি কখন মিথ্যাবাদী হইব না। [৩৬] তাহার বংশ অনন্তকাল, ও তাহার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্য্যের ন্যায় স্থির থাকিবে; [৩৭] তাহা চন্দ্রের ন্যায় অনন্তকাল দৃঢ় হইবে; ইহার স্বর্গস্থ সাক্ষী বিশ্বসনীয়।

[৩৮] তথাপি তুমি অবজ্ঞা ও নিগ্রহ করিয়া আপনার অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধান্বিত হইলা। [৩৯] তুমি আপন দাসের নিয়ম ত্যাজ্য জ্ঞান করিলা, ও তাহার উষ্ণীষ ভূমিতে [ফেলিয়া] অশুচি করিলা। [৪০] তুমি তাহার সমস্ত বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলা, ও তাহার দুর্গ সকল উৎসন্ন করিলা। [৪১] পথিক সকল তাহার দ্রব্য লুট করে; সে প্রতিবাসিদের ধিক্কারের পাত্র হইল। [৪২] তুমি তাহার বিপক্ষগনের দক্ষিন হস্ত উচ্চ করিলা, ও তাহার সমস্ত শত্রুকে আনন্দিত করিলা। [৪৩] হাঁ, তুমি তাহার খড়্গের ধার ভোঁতা করিলা, ও সংগ্রামে তাহাকে দাঁড়াইতে দিলা না। [৪৪] তুমি তাহাকে তেজোহীন করিলা, ও তাহার সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিলা। [৪৫] তুমি তাহার যৌবনকাল ছোট করিলা, ও লজ্জাতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিলা। সেলা।

[৪৬] হে সদাপ্রভো, কত কাল তুমি নিত্য লুক্কায়িত থাকিবা, ও তোমার কোপ অগ্নিবৎ জ্বলিবে? [৪৭] স্মরণ কর, আমি কেমন ক্ষণিক; তুমি মনুষ্যসন্তান সকলকে কেমন অলীকার্থে সৃষ্টি করিলা! [৪৮] মৃত্যু না দেখিয়া জীবিত থাকিবে, ও পাতালের হস্তহইতে আপন প্রাণ মুক্ত করিতে পারিবে, এমন মনুষ্য কে? সেলা। [৪৯] হে প্রভো, পূর্ব্বকালে তোমার [প্রদর্শিত] বিবিধ দয়া কোথায়? তুমি তো আপন বিশ্বস্ততা লইয়া দায়ূদের পক্ষে শপথ করিয়াছিলা। [৫০] হে প্রভো, স্মরণ কর, তোমার দাসগণের ধিক্কার হইতেছে; আমি বলবান জাতিসমূহের [ধিক্কার] নিজ বক্ষঃস্থলে বহন করি; [৫১] হে সদাপ্রভো, তোমার শত্রুগন ধিক্কার দিয়াছে, তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তিরই পদচিহ্নকে ধিক্কার দিয়াছে।

[৫২] সদাপ্রভু অনন্তকাল ধন্য হউন। আমেন; হাঁ, আমেন।

৯০ গীত।

ঈশ্বরের লোক মোশির প্রার্থনা।

[১] হে প্রভো, তুমিই পুরুষানুক্রমে আমাদের বাসস্থান হইয়া আসিতেছ। [২] পর্ব্বতগণের জন্ম এবং তোমাদ্বারা পৃথিবীর ও জগতের উৎপাদন হইবার পূর্ব্বাবধি তুমি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর। [৩] তুমি মর্ত্ত্যকে পুনরায় চূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত কর, এবং বলিয়া থাক, হে মনুষ্যসন্তানেরা, ফিরিয়া যাও। [৪] কেননা তোমার দৃষ্টিতে সহস্র বৎসর গত কল্যের তুল্য ও রাত্রির এক প্রহরের সমান। [৫] তুমি তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেলে তাহারা স্বপ্নবৎ হয়; প্রাতঃকালে তৃণের ন্যায় আবার নবীনীভূত হয়। [৬] প্রাতঃকালে তাহা পুষ্পিত ও নবীনীভূত দেখায়, সায়ংকালে ছিন্ন হইয়া শুষ্ক হয়। [৭] কেননা তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই, ও তোমার কোপে বিহ্বল হই। [৮] তুমি আমাদের অপরাধ সকল আপনার সাক্ষাতে, আমাদের নিগূঢ় বিষয় সকল আপন মুখের দীপ্তিতে রাখিয়াছ। [৯] বস্তুতঃ তোমার ক্রোধে আমাদের দিনসমূহ অবসান হয়, আমরা আপন ২ বৎসর চিন্তার ন্যায় [বেগে] যাপন করি। [১০] আমাদের আয়ুরূপ পরিমানে সত্তর বৎসর [ধরে]; বলযুক্ত হইলে আশী বৎসর [ধরিলেও ধরিতে পারে]; আবার তাহার তেজ আয়াস ও বিড়ম্বনা, কেননা তাহা অতীত হইতে বেগবান্, এবং আমরা উড়িয়া যাই। [১১] কে তোমার কোপের বল, কিম্বা তোমার ভয়ার্হতানুরূপ ক্রোধ বুঝে?

[১২] আমাদের দিন গননা করিবার যথার্থ শিক্ষা দেও, তাহাতে আমরা জ্ঞানি অন্তঃকরনরূপ ধনাগম পাইব। [১৩] হে সদাপ্রভো, ফির, কত কাল বিলম্ব করিবা? নিজ দাসগনের বিষয়ে অনুতাপ কর। [১৪] প্রত্যূষে আমাদিগকে আপন দয়াতে তৃপ্ত কর, তাহাতে আমরা যাবজ্জীবন আনন্দগান করিব ও আহ্লাদিত হইব। [১৫] এত দিন আমাদিগকে যে দুঃখ দিয়াছ, ও এত বৎসর আমরা যে বিপদ দেখিয়াছি, তদনুরূপ আনন্দে আমাদিগকে প্রফুল্ল কর। [১৬] তোমার দাসগণের প্রতি তোমার কর্ম্ম, ও তাহাদের সন্তানদের উপরে তোমার আদরনীয়তা বিরাজমান হউক। [১৭] আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কান্তি আমাদিগেতে অধিষ্ঠান করুক; হাঁ, তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম স্থায়ী কর; হাঁ, আমাদের হস্তকৃত কর্ম্ম স্থায়ী কর।

৯১ গীত।

১ যে ব্যক্তি সর্ব্বোপরিস্থের অন্তরালে থাকে, সে সর্ব্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে। ২ "আমি সদাপ্রভুকে কহিতেছি, [তুমি] আমার আশ্রয় ও আমার দুর্গস্বরূপ ও আমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর।" ৩ হাঁ, তিনি ব্যাধের ফাঁদ ও সর্ব্বনাশরূপ মহামারী-হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন। ৪ তিনি আপন পালখেতে তোমাকে আবৃত করিবেন, এবং তাঁহার পক্ষযুগ্মের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবা; তাঁহার সত্যই ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ। ৫ রাত্রিকালের ভীষণে, দিবসের উড্ডীয়মান শরেতে, ৬ তিমির-বিহারি মারীতে, মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধিতে তোমার ভয় থাকিবে না। ৭ তোমার পার্শ্বে সহস্র লোক, ও তোমার দক্ষিণে অযুত লোক পতিত হইতে পারে; [বিপদ] তোমার নিকটে আসিবে না। ৮ তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া দুষ্ট-গণের প্রতিফল দেখিবা। ৯ "হাঁ, সদাপ্রভো, তুমিই আমার আশ্রয়।" তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ। ১০ তোমার প্রতি কোন বিপদ ঘটিবে না, ও কোন আঘাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না। ১১ কারণ তিনি তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন। ১২ তাহাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবে। ১৩ তুমি সিংহের ও সর্পের উপর দিয়া গমন করিবা, তুমি যুবসিংহকে ও নাগকে পদ-তলে দলিবা।

১৪ "এই ব্যক্তি আমাতে আসক্ত, তজ্জন্য আমি তাহাকে বাঁচাইব; আমি তাহাকে উচ্চপদান্বিত করিব, কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত আছে। ১৫ সে আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিব; সঙ্কটে আমিই তাহার সঙ্গে থাকিব; আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া গৌরবান্বিত করিব। ১৬ আমি দীর্ঘ পরমায়ুদ্বারা তাহাকে তৃপ্ত করিব, ও আমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণ তাহাকে দেখাইব।"

৯২ গীত।

সঙ্গীত। বিশ্রামবারনিমিত্তক গীত।

১ সদাপ্রভুর স্তবগান করা উত্তম; হে পরাৎপর, তোমার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করা, ২ প্রত্যূষে তোমার দয়া, ও রাত্রিকালে তোমার বিশ্বস্ততা প্রচার করা, ৩ ও তৎসঙ্গে দশতন্ত্রী ও নেবল যন্ত্র ও গম্ভীরস্বর বীণার [বাদ্য করা] উত্তম। ৪ কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমি আপন কর্ম্মদ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করিয়াছ; তোমার হস্তকৃত কর্ম্মেতে আমি আনন্দগান করিতেছি। ৫ হে সদাপ্রভো, তোমার কর্ম্ম সকল কেমন মহৎ! তোমার সঙ্কল্প সকল অতি গভীর।

৬ পশুবৎ লোকের জ্ঞান নাই, এবং স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা বুঝে না। ৭ দুষ্টগণ যখন তৃণের ন্যায় অঙ্কুরিত, ও অধর্ম্মাচারি সকল যখন প্রফুল্ল হয়, তখন তাহাদের নিত্যস্থায়ি বিনাশের জন্যে এমত হয়। ৮ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, তুমি অনন্তকাল ঊর্দ্ধবাসী। ৯ কেননা দেখ, হে সদাপ্রভো, তোমার শত্রুগণ, হাঁ, দেখ, তোমার শত্রুগণ বিনষ্ট হইবে; অধর্ম্মাচারিরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইবে। ১০ কিন্তু তুমি আমার শৃঙ্গ গবয়ের শৃঙ্গবৎ উচ্চ করিয়াছ; আমি সদ্যোজাত তৈলেতে অভিষিক্ত হইলাম; ১১ এবং আমার চক্ষু আমার ছিদ্রান্বেষিদের [প্রতি-ফল] নিরীক্ষণ করিল; আমার কর্ণ আমার বিরো-ধি দুরাচারিগণের [আর্ত্তস্বর] শুনিতে পাইতেছে।

১২ ধার্ম্মিক লোক তালবৃক্ষের ন্যায় প্রফুল্ল হই-বে, ও লিবানোনের এরস বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। ১৩ তাহারা সদাপ্রভুর বাটীতে রোপিত, তজ্জন্য আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে প্রফুল্ল হইবে। ১৪ তা-হারা প্রাচীনাবস্থাতেও অনুক্ষণ বলবান্ ও পুষ্ট ও তেজস্বী থাকিয়া, ১৫ সদাপ্রভু যে যাথার্থিক, ইহা প্রচার করিবে; [তিনি] আমার ধরস্বরূপ, এবং তাঁহার মধ্যে কোন অন্যায় নাই।

৯৩ গীত।

১ সদাপ্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন; তিনি মহিমাতে ভূষিত; সদাপ্রভু পরাক্রমে ভূষিত ও বদ্ধকটি; জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না। ২ তো-মার সিংহাসন কালের আরম্ভাবধি ব্যবস্থিত; তুমি অনাদি। ৩ হে সদাপ্রভো, নদী সকল কল্লোলধ্বনি, নদী সকল কল্লোলধ্বনি করিতেছে, নদী সকল আপন ২ বন্যা উঠাইতেছে। ৪ জলসমূহের কল্লো-লধ্বনি ও সমুদ্রের ভয়াই তরঙ্গ অপেক্ষাও ঊর্দ্ধ-লোকবাসি সদাপ্রভু অধিক ভয়ার্হ। ৫ তোমার প্রমাণবাক্য সকল অতি বিশ্বসনীয়; হে সদাপ্রভো, পবিত্রতা চিরদিন তোমার গৃহের শোভা।

৯৪ গীত।

১ হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর সদাপ্রভো, হে প্রতিফল-দাতা ঈশ্বর, বিরাজমান হও। ২ হে পৃথিবীর বিচার-কর্ত্তা, উঠ, অহঙ্কারিদিগকে অপকারের প্রতিফল দেও। ৩ হে সদাপ্রভো, দুষ্টগণ কত কাল, দুষ্টগণ কত কাল উল্লাস করিবে? ৪ তাহারা বকিতেছে ও দুঃসাহসের কথা কহিতেছে, অধর্ম্মাচারি সকলে আত্মশ্লাঘা করিতেছে। ৫ হে সদাপ্রভো, তাহারা তোমার প্রজাদিগকে চূর্ণ করিতেছে, ও তোমার অধিকারকে দুঃখ দিতেছে। ৬ তাহারা বিধবা ও প্রবাসি লোককে বধ করিতেছে, ও পিতৃহীনদি-গকে মারিয়া ফেলিতেছে। ৭ এবং কহিতেছে, সদা-প্রভু দেখিতে পান না, এবং যাকোবের ঈশ্বর বিবেচনা করেন না।

৮ হে লোকদের মধ্যবর্ত্তি মূঢ়গণ, বিবেচনা কর, হে স্থূলবুদ্ধিরা, কবে সুবুদ্ধি হইবা? ৯ যিনি কর্ণের রোপণকারী, তিনি কি শুনেন না? যিনি চক্ষুর

নির্ম্মাতা, তিনি কি দেখেন না? [১০] যিনি পরজাতিগনের শাস্তিদাতা, তিনি কি দোষ ব্যক্ত করিতে পারেন না? তিনিই তো মনুষ্যকে জ্ঞান বুঝাইয়া দেন। [১১] সদাপ্রভু মনুষ্যের কল্পনা সকল জ্ঞাত আছেন, ফলতঃ তাহা অসার। [১২] হে সদাপ্রভো, তুমি যাহাকে শাসন কর, এবং আপন শাস্ত্রহইতে শিক্ষা দেও, সেই ব্যক্তি ধন্য। [১৩] কেননা দুষ্টগনের নিমিত্তে যাবৎ ক্ষরস্থান খনিত না হইবে, তাবৎ তুমি ইহার জন্যে বিপৎকাল নিষ্কণ্টক করিবা। [১৪] কারন সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না, ও আপন অধিকার ত্যাগ করিবেন না। [১৫] হাঁ, রাজশাসন ফিরিয়া ধর্ম্মের হাতে আসিবে, ও সরলান্তঃকরন লোক সকল তাহার অনুগামী হইবে।

[১৬] কে আমার পক্ষ হইয়া দুরাচারিগনের প্রতিকূলে উঠিবে? কে আমার পক্ষ হইয়া অধর্ম্মাচারিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? [১৭] সদাপ্রভু যদি আমার সাহায্য না করিতেন, তবে আমার জীবাত্মা শীঘ্র নিঃশব্দ স্থানে বসতি করিত। [১৮] আমার চরন বিচলিত হইল, ইহা যখন বলি, তখন, হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া আমাকে সুস্থির রাখে। [১৯] আমার আন্তরিক ভাবনার বাহুল্যকালে তোমার সান্ত্বনার বাক্য সকল আমার প্রাণ আহ্লাদিত করে। [২০] যে দৌর্জন্যস্বরূপ সিংহাসন উপদ্রবকে বিধানে মূর্ত্তিমান করে, তাহা কি তোমাকে আপন সখা করিতে পারে? [২১] তাহারা ধার্ম্মিক প্রানির প্রতিকূলে দল বাঁধে, ও নির্দ্দোষ রক্ত দোষী করে। [২২] কিন্তু সদাপ্রভু আমার উচ্চ দুর্গ, ও আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়ধর হন; [২৩] এবং তাহাদের অধর্ম্ম তাহাদেরই উপরে বর্ত্তান, ও তাহাদের হিংসাভাবদ্বারা তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবেন।

৯৫ গীত।

[১] আইস, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি, ও আমাদের পরিত্রাণধরের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি। [২] আমরা স্তবগান করত তাঁহার সম্মুখে গমন করি, ও গীতদ্বারা তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি। [৩] কেননা সদাপ্রভু মহান্ ঈশ্বর, ও যাবতীয় দেবতার উপরে রাজাধিরাজ। [৪] পৃথিবীর গভীর স্থান সকল তাঁহার হস্তগত, এবং পর্ব্বতগনের উজ্জ্বল চূড়া সকল তাঁহার অধিকার। [৫] সমুদ্র তাঁহার, তিনিই তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই হস্তযুগল শুষ্ক ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

[৬] আইস, আমরা আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রনিপাত করি, ও নত হইয়া জানু পাতি। [৭] কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর, এবং আমরা তাঁহার পালিত প্রজা ও তাঁহার হস্তগত মেষ। [৮] অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে যেমন ঐ বিবাদস্থানে ও প্রান্তরের মধ্যে পরীক্ষার দিবসে, তেমনি আপন ২ হৃদয় কঠিন করিও না। [৯] তথায় তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার বিষয়ে বিচার করিয়া আমার পরীক্ষা লইল, এবং আমার কর্ম্মও দেখিল। [১০] চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি সেই জাতির প্রতি বিরক্ত ছিলাম, ও কহিলাম, ইহারা ভ্রান্তচিত্ত লোক; পরন্তু তাহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না। [১১] অতএব আমি আপন ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

৯৬ গীত।

[১] তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও; হে পৃথিবীস্থ সকলে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর; [২] সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর, তাঁহার কৃত পরিত্রান দিন ২ জ্ঞাত কর। [৩] পরজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতাপ, যাবতীয় জাতির নিকটে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রচার কর। [৪] কেননা সদাপ্রভু মহান্ ও অতি কীর্ত্তনীয়, তিনি যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা ভয়ার্হ। [৫] কেননা জাতিগনের দেবতা সকল প্রতিচ্ছায়ামাত্র, কিন্তু সদাপ্রভু গগনমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা; [৬] প্রভা ও আদরনীয়তা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী, তাঁহার ধর্ম্মধামে শক্তি ও শোভা থাকে। [৭] হে জাতিগনের গোষ্ঠী সকল, তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, সদাপ্রভুর প্রতাপ ও পরাক্রম স্বীকার কর। [৮] সদাপ্রভুর নামের মাহাত্ম্য স্বীকার কর, নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হও। [৯] পবিত্র শোভাতে সদাপ্রভুর কাছে প্রনিপাত কর; হে পৃথিবীস্থ সকলে, তাঁহার সাক্ষাতে কম্পবান্ হও। [১০] পরজাতীয়দের মধ্যে বল, সদাপ্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন; জগৎও সুস্থির, তাহা বিচলিত হইবে না; তিনি ন্যায়েতে জাতিগনের বিচার করিবেন। [১১] স্বর্গ আনন্দ করিবে, ও পৃথিবী উল্লাসিত হইবে; সমুদ্র ও তৎপূরক সকলই গর্জ্জন করিবে; [১২] ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থিত সকলই উল্লাসিত হইবে; তখন বনস্থ বৃক্ষগণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আনন্দগান করিবে; [১৩] কেননা তিনি আসিতেছেন, পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন। তিনি ধর্ম্মে জগতের, ও আপন বিশ্বস্ততাতে জাতিগনের বিচার করিবেন।

৯৭ গীত।

[১] সদাপ্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন; পৃথিবী উল্লাসিত হউক, দ্বীপসমূহ আনন্দ করুক। [২] মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিগে থাকে, ধর্ম্ম ও ন্যায়বিচার তাঁহার সিংহাসনের মূল। [৩] অগ্নি তাঁহার অগ্রে ২ গমন করে, ও চারি দিগে তাঁহার বিপক্ষগনকে দগ্ধ করে। [৪] তাঁহার বিদ্যুৎ সকল জগৎকে দীপ্তিময় করিল; পৃথিবী তাহা দেখিয়া কম্পান্বিত হইল। [৫] সদাপ্রভুর সাক্ষাতে, সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ মোমের ন্যায় গলিত হইল। [৬] স্বর্গ

তাঁহার ধর্ম্মগুন প্রচার করিল, ও যাবতীয় জাতি তাঁহার প্রতাপ দেখিতে পাইল। ৭ যে সকল লোক খোদিত প্রতিমার পূজা করে, ও প্রতিচ্ছায়ার শ্লাঘা করে, তাহারা লজ্জিত হউক; হে ঈশ্বরীয় দূত সকল, তোমরা তাঁহার কাছে প্রনিপাত কর। ৮ এই কথা শুনিয়া সিয়োন্ আনন্দিত হয়, এবং, হে সদাপ্রভো, তোমার সকল শাসন প্রযুক্ত যিহূদার কুমারীগন উল্লাসিত হয়। ৯ কেননা, হে সদাপ্রভো, তুমিই সমস্ত ভূমণ্ডলের উর্দ্ধস্থ পরাৎপর, ও যাবতীয় দেবতাহইতে অতিশয় উচ্চ। ১০ হে সদাপ্রভুর প্রেমকারিগন, দুষ্টতাকে ঘৃণা কর; যিনি আপন সাধুবর্গের প্রান রক্ষা করেন, তিনি দুষ্টগনের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। ১১ ধার্ম্মিকের নিমিত্তে দীপ্তি, ও সরলান্তঃকরন লোকদের নিমিত্তে আনন্দ বপন করা গিয়াছে। ১২ হে ধার্ম্মিকগন, সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, ও তাঁহার পবিত্রতা স্মরণীয় করনার্থে স্তবগান কর।

৯৮ গীত।

সঙ্গীত।

১ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, কেননা তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন; তাঁহার দক্ষিন হস্ত ও পবিত্র বাহু তাঁহার পক্ষে পরিত্রান সাধন করিয়াছে। ২ সদাপ্রভু আপনার [কৃত] পরিত্রান জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনি পরজাতীয়দের দৃষ্টিগোচরে আপন ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩ তিনি ইস্রায়েল্ কুলের পক্ষে আপন দয়া ও বিশ্বস্ততা স্মরন করিয়াছেন; পৃথিবীর আদ্যোপান্ত আমাদের ঈশ্বরের [কৃত] পরিত্রান দেখিয়াছে। ৪ হে পৃথিবীস্থ সকলে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর; উচ্চধ্বনি কর, ও আনন্দগান কর, ও সঙ্গীত কর। ৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে বীণাতে, হাঁ, বীণাতে ও গানের রবে সঙ্গীত কর। ৬ ভেরী ও তূরীবাদ্য পুরঃসর রাজা সদাপ্রভুর সম্মুখে জয়ধ্বনি কর। ৭ সমুদ্র ও তৎপূরক সকল [এবং] জগৎ ও তন্নিবাসিগন গর্জ্জন করুক; ৮ নদনদীগন করতালী দিউক, পর্ব্বতগন একসঙ্গে সদাপ্রভুর সম্মুখে উচ্চধ্বনি করুক। ৯ কেননা তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন; তিনি ধর্ম্মে জগতের, ও ন্যায়ে জাতিগনের বিচার করিবেন।

৯৯ গীত।

১ সদাপ্রভু রাজত্ব গ্রহন করিলেন, ইহাতে জাতিগন উদ্বিগ্ন হইতেছে; তিনি করূবদ্বয়ে আসীন, ইহাতে পৃথিবী টলটলায়মান হইতেছে। ২ সদাপ্রভু সিয়োনে মহান্, তিনি যাবতীয় জাতির উপরে উন্নত। ৩ তাহারা তোমার মহৎ ও ভয়াই নামের স্তবগান করিবে। "তিনি পবিত্র।"

৪ আর যিনি রাজার বলস্বরূপ, তিনি ন্যায়বিচার ভাল বাসেন; তুমিই ন্যায়বিধি সকল স্থির করিয়াছ; যাকোবের মধ্যে যে সুবিচার ও ধার্ম্মিকতা, তাহা তুমিই স্থাপন করিয়াছ। ৫ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর, এবং তাঁহার পাদপীঠের অভিমুখে প্রনিপাত কর। "তিনি পবিত্র।"

৬ তাঁহার যাজকদের মধ্যবর্ত্তি মোশি ও হারোণ, এবং যাহারা তাঁহার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের মধ্যবর্ত্তি শমূয়েল্ সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর দিতেন। ৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থাকিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কথা কহিতেন; তাঁহারা তাঁহার প্রমানবাক্য ও তাঁহার দত্ত বিধি পালন করিতেন। ৮ হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমিই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতা, তুমি তাঁহাদের অনুরোধে ক্ষমাবান্ ঈশ্বর হইতা, তথাপি তাঁহাদের অপকারের প্রতিফল দিতা। ৯ তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর, এবং তাঁহার পবিত্র পর্ব্বতের অভিমুখে প্রনিপাত কর। "হাঁ, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র।"

১০০ গীত।

স্তবগানার্থক সঙ্গীত।

১ হে পৃথিবীস্থ সকলে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর; আহ্লাদ পূর্ব্বক সদাপ্রভুর আরাধনা কর; ২ আনন্দগান করত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হও। ৩ সদাপ্রভুই ঈশ্বর, ইহা জ্ঞাত হও; তিনিই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা করি নাই; আমরা তাঁহার প্রজা ও তাঁহার পালিত মেষ। ৪ তোমরা স্তবগান করত তাঁহার দ্বারে, ও প্রশংসা করত তাঁহার প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর; তাঁহার স্তবগান কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর। ৫ কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী, ও তাঁহার বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে [অটল]।

১০১ গীত।

দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

১ আমি দয়ার ও শাসনের বিষয়ে গান করিব; হে সদাপ্রভো, তোমারই উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। ২ আমি বিবেচনা পূর্ব্বক যাথার্থ্যরূপ পথে গমন করিব; তুমি কবে আমার নিকটে পদার্পন করিবা? আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের যাথার্থিকতাতে আচরন করিব, ৩ পাপাধম সম্পর্কীয় কোন বিষয় লক্ষ্য করিব না। আমি বিপথগমন ঘৃনা করি, তাহাতে লিপ্ত হইব না। ৪ কুটিল অন্তঃকরন আমাহইতে অপসরন করিবে; দৌর্জ্জন্যের সহিত আমার পরিচয় হইবে না। ৫ যে ব্যক্তি গোপনে প্রতিবাসির পরীবাদ করে, তাহাকে উৎপাটন করিব; যাহার সাহঙ্কার দৃষ্টি ও গর্ব্বিত হৃদয়, তাহাকে সহ করিব না। ৬ দেশের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকিবে; তাহারা আমার সহিত বাস করিবে; যে ব্যক্তি যাথার্থ্যরূপ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হইবে। ৭ প্রতারনাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করিতে পাইবে না; মিথ্যাবাদী

আমার চক্ষুর্গোচরে স্থির থাকিতে পারিবে না। ৮ প্রতি প্রভাতে আমি দেশস্থ দুষ্ট সকলকে উৎপাটন করিব; এই রূপে অধর্ম্মাচারি সকলকে সদাপ্রভুর নগরহইতে উচ্ছিন্ন করিব।

১০২ গীত।

সদাপ্রভুর কাছে আপন শোচনা সিঞ্চনকারি অবসন্ন দুঃখি লোকের প্রার্থনা।

১ হে সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শুন, এবং আমার আর্ত্তনাদ তোমার কাছে উপস্থিত হউক। ২ সঙ্কটের দিনে আমাহইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিও না, আমার [নিবেদনের] প্রতি কর্ণপাত কর; আমার আহ্বানের দিনে ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও। ৩ কেননা আমার দিন সকল ধূমে লীন, এবং আমার অস্থি সকল উল্কার ন্যায় তপ্ত হইয়াছে। ৪ আমার হৃদয় তৃণের ন্যায় উত্তাপাহত হইয়া শুষ্ক হইয়াছে; বস্তুতঃ আমি আহার করিতে বিস্মৃত হই। ৫ আমার হাহাকার শব্দ করাতে আমার অস্থি সকল মাংসে সংসক্ত হইয়াছে। ৬ আমি প্রান্তরস্থ পানিভেলার তুল্য, উৎসন্ন স্থানের পেচকের সমান হইয়াছি। ৭ আমি ভগ্ননিদ্র হইয়া ছাতের উপরিস্থ সঙ্গিহীন চটকের সদৃশ হইয়াছি। ৮ আমার শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে ধিক্কার দেয়, আমার বিরুদ্ধে রাগোন্মত্ত লোকেরা আমার নাম লইয়া শাপ দেয়। ৯ বস্তুতঃ আমি অন্নের ন্যায় ভস্ম খাই, এবং আমার পেয় দ্রব্যের সহিত নেত্রজল মিশাই। ১০ ইহার কারণ তোমার কোপ ও তোমার রোষ; কেননা তুমি আমাকে তুলিয়া নিপাত করিয়াছ। ১১ আমার দিন অপরাহ্নের ছায়ার সদৃশ, এবং আমি তৃণের ন্যায় শুষ্ক হইতেছি।

১২ কিন্তু, হে সদাপ্রভো, তুমি অনন্তকালার্থে সুখাসীন, এবং তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। ১৩ তুমিই উঠিয়া সিয়োনের প্রতি করুণা করিবা; বস্তুতঃ তাহাকে কৃপা করিবার সময় হইল; হাঁ, নিরূপিত কাল উপস্থিত হইল। ১৪ যেহেতুক তোমার দাসগণ তাহার প্রস্তরেতে অনুরাগ, ও তাহার ধূলির প্রতি কৃপা করিতেছে। ১৫ তাহাতে পরজাতীয়েরা সদাপ্রভুর নামে, ও পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার প্রতাপে ভীত হইবে। ১৬ কেননা "সদাপ্রভু সিয়োনকে গাঁথিয়া আপন প্রতাপে দর্শন দিলেন; ১৭ তিনি দীনহীনের প্রার্থনায় অবধান করিলেন, তাহাদের প্রার্থনা তুচ্ছ করিলেন না;" ১৮ ইহা ভাবিবংশের নিমিত্তে লিখিত হইবে; এবং যে জাতি সৃষ্ট হইবে, তাহারা সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে। ১৯ কেননা তিনি আপন উচ্চ ধর্ম্মধামহইতে অবলোকন করিলেন; সদাপ্রভু স্বর্গহইতে পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন। ২০ তিনি বন্দি লোকের হাহাকার শুনিতে ও মৃত্যুর পাত্রদিগকে মুক্ত করিতে উদ্যত। ২১ তাহাতে সদাপ্রভুর আরাধনা করণার্থে নানা জাতি ও নানা রাজ্যের লোকেরা একত্র হইলে ২২ সিয়োনে সদাপ্রভুর নাম, ও যিরূশালেমে তাঁহার প্রশংসা প্রচারিত হইবে।

২৩ তিনি পথের মধ্যে আমার বল নত ও আমার আয়ু ছোট করিয়াছেন। ২৪ আমি বলি, হে আমার ঈশ্বর, আয়ুর অর্দ্ধেক থাকিতে আমাকে সংহার করিও না। তোমার বৎসর পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। ২৫ তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, এবং গগনমণ্ডল তোমার হস্তের রচনা। ২৬ উভয়ে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; হাঁ, সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় খলিলে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। ২৭ কিন্তু তুমি সেই আছ, তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না। ২৮ তোমার দাসদের সন্তানগণ আপনাদের নিবাসে থাকিবে, এবং তাহাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে স্থিরীকৃত হইবে।

১০৩ গীত।

দায়ূদের রচিত।

১ হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; আর হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের [ধন্যবাদ কর]। ২ হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, ও তাঁহার সকল উপকার বিস্মৃত হইও না। ৩ তিনিই তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন, ৪ ক্ষয়স্থানহইতে তোমার জীবন মুক্ত করেন, দয়া ও করুণারূপ মুকুটে তোমাকে ভূষিত করেন, ৫ [এবং] উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তোমার নূতন যৌবন হয়।

৬ সদাপ্রভু ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন করেন, এবং উপদ্রুত সকলের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন। ৭ তিনি মোশিকে আপনার পথ, ও ইস্রায়েলের সন্তানগণকে আপনার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত করিয়াছেন। ৮ সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্। ৯ তিনি নিত্য বিবাদ করেন না, ও অনন্তকাল অসন্তুষ্ট থাকেন না। ১০ তিনি আমাদের প্রতি আমাদের পাপানুযায়ি ব্যবহার করেন নাই, ও আমাদের অপরাধানুযায়ি প্রতিফল আমাদিগকে দেন নাই। ১১ বস্তুতঃ পৃথিবীর উপরে গগনমণ্ডল যত উচ্চ, আপন ভয়কারিদের উপরে তাঁহার দয়াও তত প্রভাবান্বিত। ১২ অস্তাচলহইতে উদয়াচল যত দূর, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তত দূর করিয়াছেন। ১৩ পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন। ১৪ কারণ তিনিই আমাদের রচনা জানেন; আমরা যে ধূলিস্বরূপ, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে। ১৫ মর্ত্ত্যের আয়ু তৃণবৎ; যেমন মাঠের পুষ্প, তেমনি সে প্রফুল্লিত হয়। ১৬ হাঁ, তাহার উপর দিয়া বায়ু বহিলেই সে আর নাই; তাহার স্থানও তাহাকে আর চিনে না।

[17] কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া আপন ভয়কারিদের উপরে যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত থাকে, এবং তাঁহার ধার্ম্মিকতা পুত্র পৌত্রক্রমে স্থির থাকিয়া [18] তাঁহার নিয়ম রক্ষাকারি ও পালনার্থে তাঁহার বিধি সকল স্মরণকারি লোকদের প্রতি বর্ত্তে। [19] সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, ও তাঁহার রাজশাসন সমস্তের উপরে কর্তৃত্ব করে।

[20] হে তাঁহার দূতগণ, তোমরা বলিষ্ঠ বীর, তাঁহার আজ্ঞাসাধক, ও তাঁহার বাক্যের রব শ্রবণে নিবিষ্ট, তোমরাই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। [21] হে তাঁহার সমস্ত বাহিনী, তোমরা তাঁহার পরিচারক ও তাঁহার অভিমতসাধক, তোমরাই সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। [22] হে তাঁহার যাবতীয় রচনা, তাঁহার কর্তৃত্বাধীন সমস্ত স্থানে তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

১০৪ গীত।

[1] হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি নিতান্ত মহান্, এবং প্রভাতে ও আদরণীয়তাতে বিভূষিত। [2] তুমি দীপ্তিরূপ বস্ত্র পরিধান, ও গগণমণ্ডলকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করিয়াছ; [3] জলরূপ কড়িকাষ্ঠদ্বারা আপন উচ্চগৃহ বাঁধিয়াছ, এবং মেঘকে আপনার রথ করিয়া থাক, ও বায়ুরূপ পক্ষ সহকারে গমনাগমন কর; [4] আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ, ও আপন পরিচারকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ কর। [5] তুমি পৃথিবীকে তাহার মূলের উপরে স্থাপন করিয়াছ; তাহা যুগানুক্রমের অনন্তকালেও বিচলিত হয় না। [6] তুমি তাহা বারিধিরূপ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়াছিলা; [তখন] পর্ব্বতগণের উপরে জল দণ্ডায়মান হইল। [7] তোমার ভর্ৎসনাতে তাহা পলায়ন করিল, তোমার গর্জ্জনধ্বনিতে তাহা বেগে প্রস্থান করিল। [8] তাহা পর্ব্বতগণে উঠিয়া সমস্থলী সকলেতে নামিয়া, তুমি তাহার জন্যে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছিলা, তথায় গেল। [9] তুমি তাহার নিমিত্তে এক সীমা স্থাপন করিলা; সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে, কিম্বা ফিরিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিতে পারে না। [10] তুমি স্রোতোমার্গ সকলেতে প্রবাহ প্রেরণ কর; তাহা পর্ব্বতগণের অন্তরালে ভ্রমণ করে। [11] তাহা মাঠের যাবতীয় পশুকে জল যোগাইয়া দেয়; [তথায়] বনগর্দ্দভ সকল তৃষ্ণা নিবারণ করে। [12] তাহার তীরে শূন্যের পক্ষিগণ বাসা করে, ও ডালের মধ্যহইতে আপন ২ রব শুনায়। [13] তুমি আপন উচ্চগৃহহইতে পর্ব্বতগণে জল সেচন করিয়া থাক; তোমার কার্য্যের ফলেতে পৃথিবী পরিতৃপ্ত হয়। [14] তুমি পশুগণের নিমিত্তে তৃণ, ও মনুষ্যের উপকারার্থে ওষধি প্ররোহণ করত ভূমিহইতে ভক্ষ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া থাক; [15] তাহাতে দ্রাক্ষারস মর্ত্ত্যের চিত্ত আনন্দিত করত তাহার মুখ মেদে তেজস্বী করে, এবং শস্য মর্ত্ত্যের হৃদয় দৃঢ় করে। [16] সদাপ্রভুর বৃক্ষ সকল, হাঁ, তাঁহার রোপিত লিবানোনের এরস্‌বৃক্ষগণ রসেতে পরিতৃপ্ত। [17] তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পক্ষিগণ বাসা করে; দেবদারু সকল হাড়গিলার বাটীস্বরূপ। [18] উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বনচ্ছাগের [অধিকার]; শৈল সকল শাফন্ পশুর আশ্রয়।

[19] তুমি ঋতুপর্য্যায়ের কারণ চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছ; সূর্য্য আপন অস্তগমনের সময় জানে। [20] তুমি অন্ধকার আনিলে রাত্রি হয়, তাহাতে বনপশু সকল ব্যস্ত হয়; [21] তরুণ সিংহগণ মৃগের চেষ্টাতে গর্জ্জন করে, এবং ঈশ্বরের কাছে আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষা করে। [22] সূর্য্য উদিত হইলে তাহারা পরাবৃত্ত হইয়া আপন ২ আশ্রয়ে শয়ন করে; [23] মনুষ্য আপন কার্য্য ও সায়ঙ্কাল পর্য্যন্ত আপন ব্যাপার করিতে বাহির হয়।

[24] হে সদাপ্রভো, তোমার কর্ম্ম কেমন বহুবিধ! তুমি প্রজ্ঞাদ্বারা সে সমস্তের রচনা করিয়াছ; ভূমণ্ডল তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। [25] ঐ সমুদ্র কেমন বৃহৎ ও বিস্তারিত! তথায় জলচরদের মেলা, তাহা অগণ্য; ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু একত্র থাকে। [26] তথায় জাহাজ সকল বিহার করে, তথায় লীলা করিবার জন্যে তোমার নির্ম্মিত ঐ লিবিয়াথন [থাকে]। [27] তাহারা সকলে তোমার মুখ চাহিয়া স্বসময়ে আপন ২ আহারীয় দ্রব্য বিতরণের অপেক্ষাতে থাকে। [28] তুমি তাহাদিগকে দিলে তাহারা [তাহা] কুড়ায়; তুমি আপন হস্ত মুক্ত করিলে তাহারা মঙ্গলেতে তৃপ্ত হয়। [29] তুমি আপন মুখ আচ্ছাদন করিলে তাহারা বিহ্বল হয়; তুমি তাহাদের নিশ্বাস রোধ করিলে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে, ও নিজ ধূলিতে প্রত্যাগমন করে; [30] তুমি আপন আত্মা প্রেরণ করিলে তাহারা সৃষ্ট হয়, এবং তুমি ভূমির মুখ নবীন কর।

[31] সদাপ্রভুর প্রতাপ অনন্তকালের নিমিত্তে থাকুক, সদাপ্রভু আপন কার্য্য সকলেতে আনন্দ করুন। [32] তিনি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কাঁপে; তিনি পর্ব্বতগণকে স্পর্শ করিলে তাহারা ধূম উৎক্ষেপ করে। [33] আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব; যাবৎ আমার সত্তা থাকিবে, তাবৎ আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। [34] তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে; আমিই সদাপ্রভুতে আনন্দ করিব। [35] পাপিগণ পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, এবং দুষ্টগণ আর থাকিবে না। হে আমার মন, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১০৫ গীত।

[1] সদাপ্রভুর স্তবগান কর, তাঁহার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা কর, জাতিগণের মধ্যে তাঁহার [আশ্চর্য্য] ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর। [2] তাঁহার উদ্দেশে গান কর, তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত কর, তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম

সকল ধ্যান কর। [৩] তাঁহার পবিত্র নামের শ্লাঘা কর; সদাপ্রভুর অন্বেষণকারিদের অন্তঃকরণ আনন্দ করুক। [৪] সদাপ্রভুর ও তাঁহার শক্তির অনুসন্ধান কর, নিত্য তাঁহার মুখের অন্বেষণ কর। [৫] তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল, তাঁহার অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁহার মুখনির্গত শাসন সকল স্মরণ কর। [৬] [তোমরা] তাঁহার দাস অব্রাহামের বংশ, যাকোবের সন্তানগণ, [ও] তাঁহার মনোনীত লোক। [৭] তিনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাঁহার শাসন সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত।

[৮] তিনি আপন নিয়ম, অর্থাৎ সহস্র পুরুষপরম্পরার জন্যে যে বাক্য আজ্ঞা করিয়াছেন, [৯] ও অব্রাহামের সহিত যে নিয়ম ও ইস্হাকের প্রতি যে শপথ করিয়াছেন, তাহা নিত্য স্মরণ করেন। [১০] তিনি যাকোবের জন্যে বিধি ও ইস্রায়েলের জন্যে অনন্তকালীন নিয়ম বলিয়া তাহা স্থির করিয়া কহিলেন, [১১] আমি তোমাদের নির্ণীত অধিকারার্থে কনান্‌দেশ তোমাকে দিব। [১২] তৎকালে তাহারা সংখ্যাতে অনেক নয়, অত্যল্প ও সেই দেশে প্রবাসী ছিল; [১৩] এবং এক জাতিহইতে অন্য জাতির নিকটে, ও এক রাজ্যহইতে অন্য বংশের নিকটে ভ্রমণ করিত। [১৪] তিনি তাহাদের উপদ্রব করিতে কোন মনুষ্যকে দিতেন না, বরং তাহাদের নিমিত্তে রাজগণকে অনুযোগ করিয়া কহিতেন, [১৫] আমার অভিষিক্তগণকে স্পর্শ করিও না, এবং আমার ভাববাদিগণের অপকার করিও না।

[১৬] পরে তিনি পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করিয়া ভক্ষ্যরূপ যাবতীয় যষ্টি ভগ্ন করিলেন। [১৭] তিনি তাহাদের অগ্রে এক পুরুষকে প্রেরণ করিলেন; যোষেফ্ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইল। [১৮] লোকেরা বেড়িদ্বারা তাহার চরণকে ক্লেশ দিল; তাহার মর্ম্মে লৌহ প্রবেশ করিল। [১৯] শেষে তাহার বচন সফল হইল, সদাপ্রভুর বাক্য তাহাকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিল। [২০] [তখন] রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল; নরপতিই তাহাকে মুক্ত করিল। [২১] সে তাহাকে আপন বাটীর প্রভু ও আপন সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তা করিয়া, [২২] আপন অমাত্যগণকে ইচ্ছানুসারে বদ্ধ করিতে ও আপন প্রাচীনবর্গকে জ্ঞান বুঝাইতে দিল।

[২৩] অনন্তর ইস্রায়েল্ মিসরে উপস্থিত হইল, ও যাকোব হামের দেশে প্রবাস করিল। [২৪] তখন [ঈশ্বর] আপন প্রজাদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিলেন, ও বিপক্ষগণহইতে তাহাদিগকে বলবান্ করিলেন। [২৫] তিনি উহাদের মনান্তর করিলে উহারা তাঁহার প্রজাদিগকে ঘৃণা করিতে, ও তাঁহার দাসদের প্রতি ধূর্ত্ততা ব্যবহার করিতে লাগিল। [২৬] পরে তিনি আপন দাস মোশিকে ও আপনার মনোনীত হারোণকে পাঠাইলেন। [২৭] তাহারা উহাদের মধ্যে তাঁহার বিবিধ অভিজ্ঞানরূপ প্রমাণ, ও হামের দেশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিল। [২৮] তিনি অন্ধকার প্রেরণ করিলে অন্ধকারই হইল; কিছুই তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিল না। [২৯] তিনি তথাকার লোকদের সমস্ত জল রক্তে পরিণত করিলেন, ও তাহাদের মৎস্যগণকে মারিয়া ফেলিলেন। [৩০] তাহাদের দেশ ভেকেতে আকীর্ণ হইল, তাহাদের রাজগণের অন্তঃপুরে [তাহা আইল]। [৩১] তাঁহার আজ্ঞাতে তাহাদের সমস্ত অঞ্চলে দংশকের ঝাঁক ও পিশু উপস্থিত হইল। [৩২] তিনি তাহাদের [অপেক্ষিত] বৃষ্টির পরিবর্ত্তে শিলা, ও ভূমিব্যাপি শিখাযুক্ত অগ্নি বর্ষাইলেন। [৩৩] এবং তাহাদের দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুরগাছ আঘাত করিলেন, ও তাহাদের অঞ্চলে বৃক্ষগণকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। [৩৪] তাঁহার আজ্ঞাতে পঙ্গপাল ও অসংখ্য পতঙ্গ উপস্থিত হইল। [৩৫] তাহারা তাহাদের দেশের সমস্ত ওষধি গ্রাস করিল, ও তাহাদের ভূম্যুৎপন্ন ফল খাইয়া ফেলিল। [৩৬] এবং তিনি তাহাদের দেশের প্রথমজাত সমস্ত গর্ভফল অর্থাৎ তাহাদের শক্তির সমস্ত অগ্রিমাংশ নিহনন করিলেন।

[৩৭] পরে তিনি লোকদিগকে রূপা ও স্বর্ণ সম্বলিত করিয়া বহির্গত করিলেন, তাঁহার [প্রজাদের] বংশ সকলের মধ্যে স্খলনোদ্যত এক ব্যক্তিও ছিল না। [৩৮] তাহাদের নির্গমনে মিস্রীয়েরা আনন্দ করিল, কারণ তাহারা উহাদের হইতে ত্রাসাপন্ন হইয়াছিল। [৩৯] তিনি চন্দ্রাতপের জন্যে মেঘ বিস্তার করিলেন, ও রাত্রি আলোকময় করণার্থে অগ্নি [দিলেন]। [৪০] লোকেরা যাচ্ঞা করিলে তিনি ভারুই পক্ষিগণকে আনাইলেন, এবং স্বর্গীয় ভক্ষ্যেতে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। [৪১] তিনি শৈলকে খুলিয়া দিলেন, তাহাতে জল বহিল, এবং নদী হইয়া মরুভূমিতে গমন করিল। [৪২] কারণ তিনি আপনার পবিত্র প্রতিজ্ঞা ও আপন দাস অব্রাহামকে স্মরণ করিলেন। [৪৩] অতএব তিনি আপন প্রজাদিগকে আমোদে, ও আপন মনোনীত লোকদিগকে আনন্দগানে নির্গমন করাইলেন। [৪৪] এবং তাহাদিগকে পরজাতীয়দের নানা দেশ দিলেন, আর তাহারা জনবৃন্দগণের আয়াসের ফলাধিকারী হইল। [৪৫] তাহারা তাঁহার বিধি সকল পালন করিবে, ও তাঁহার ব্যবস্থা সকল রক্ষা করিবে, [ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল]। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১০৬ গীত।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। তোমরা সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তিনি মঙ্গলস্বরূপ, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২] সদাপ্রভুর বিক্রমের কর্ম্ম সকল বর্ণনা করা কাহার সাধ্য? কে তাঁহার সমস্ত প্রশংসা প্রচার করিতে পারে? [৩] যাহারা ন্যায়বিচার পালন করে ও সতত ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ধন্য। [৪] হে সদাপ্রভো, তোমার প্রজাদের প্রতি তোমার যে মমতা, তদনুসারে আমাকে স্মরণ কর; তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণ লইয়া আমার তত্ত্বাব-

ধারণ কর। [৫] আমাকে তোমার মনোনীতগণের মঙ্গল দেখিতে, তোমার জাতির আনন্দে আনন্দ করিতে, তোমার অধিকারের সহিত শ্লাঘা করিতে দেও।

[৬] আমাদের পিতৃলোকেরা ও আমরা পাপ করিয়াছি, আমরা অপরাধ [ও] অধর্ম্ম করিয়াছি। [৭] আমাদের পিতৃলোকেরা মিসরে তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল বিবেচনা করিল না, তোমার দয়ার বাহুল্য স্মরণ করিল না, বরং সমুদ্রতীরে অর্থাৎ সূফ সাগরের নিকটে বিরুদ্ধাচরণ করিল। [৮] তথাপি তিনি আপন নামের জন্যে ও আপন বিক্রম জ্ঞাপনার্থে তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। [৯] ফলতঃ তিনি সূফ্সাগরকে ধমক্ দিলে তাহা শুষ্ক হইল, এবং তিনি যেমন প্রান্তর দিয়া, তেমনি বারিধি দিয়া তাহাদিগকে গমন করাইলেন। [১০] এবং তাহাদিগকে ঘৃণাকারির হস্তহইতে ত্রাণ করিলেন, ও শত্রুর হস্তহইতে মুক্ত করিলেন। [১১] জল তাহাদের বিপক্ষগণকে আচ্ছন্ন করিল, এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না। [১২] তখন তাহারা তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করত তাঁহার প্রশংসার গান করিল।

[১৩] তাহারা ত্বরায় তাঁহার কর্ম্ম সকল বিস্মৃত হইল, তাঁহার মন্ত্রণার অপেক্ষাতে রহিল না। [১৪] ফলতঃ প্রান্তরে অত্যন্ত লুব্ধ হইল, ও মরুভূমিতে ঈশ্বরের পরীক্ষা লইল। [১৫] তাহাতে তিনি তাহাদের প্রার্থিত তাহাদিগকে দিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রাণে ক্ষীণতা প্রেরণ করিলেন। [১৬] আরও তাহারা শিবিরের মধ্যে মোশির প্রতি, ও সদাপ্রভুর পবিত্রীকৃত হারোণের প্রতি ঈর্ষ্যা করিল। [১৭] [তখন] ভূমি ফাটিয়া গিয়া দাথনকে গ্রাস করিল, ও অবীরামের মণ্ডলীকে আচ্ছাদন করিল; [১৮] এবং তাহাদের মণ্ডলীর মধ্যে অগ্নি উৎপাত করিল; তাহার শিখা দুষ্টগণকে ভস্ম করিল। [১৯] তাহারা হোরেবে এক গোবৎসের মূর্ত্তি করিল, ও সেই ছাঁচে ঢালা বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিল, [২০] এবং তৃণভোজি গোরুর প্রতিমার সহিত আপনাদের শ্রীকে পরিবর্ত্ত করিল। [২১] তাহারা আপনাদের ত্রাণকারি ঈশ্বরকে, হাঁ, যিনি মিসরে বিবিধ মহৎ কর্ম্ম, [২২] হামের দেশে নানা আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ও সূফ সাগরের ধারে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইল। [২৩] তাহাতে তিনি কহিলেন, উহাদিগকে সংহার করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার মনোনীত মোশি তাঁহার সাক্ষাতে ভগ্ন বেড়ার দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার কোপ সম্বরণ করাইয়া তাহাদের বিনাশ নিবারণ করিলেন। [২৪] পরে তাহারা দেশরত্নকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাসী হইয়া [২৫] আপন ২ তাম্বুর মধ্যে বচসা করিল, সদাপ্রভুর রবে অবধান করিল না। [২৬] অতএব তিনি তাহাদের প্রতিকূলে আপন হস্ত উত্তোলন [পূর্ব্বক এই শপথ] করিলেন, [২৭] আমি উহাদিগকে প্রান্তরে নিপাত করিব, এবং উহাদের বংশকে পরজাতীয়দের মধ্যে নিপাত করিব, ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব। [২৮] পরে তাহারা বাল-পিয়োরের [সেবারূপ] যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইল, ও প্রেতগণকে দত্ত বলি ভোজন করিল। [২৯] এই রূপে আপনাদের ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিল, এই জন্যে তাহাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইল। [৩০] কিন্তু পীনহস্ দণ্ডায়মান হইয়া বিচার সফল করিলে সেই মহামারী নিবৃত্ত হইল। [৩১] তন্নিমিত্তে ঐ কর্ম্ম পুরুষানুক্রমের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহার ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল। [৩২] পরে তাহারা মরীবার জলসমীপেও কোপজনক কর্ম্ম করিল, তাহাতে তাহাদের কারণ মোশিরও বিপদ ঘটিল; [৩৩] কেননা তাহারা তাঁহার আত্মাকে ত্যক্ত করাতে তিনি আপন ওষ্ঠাধরে চাঞ্চল্যের কথা কহিয়াছিলেন।

[৩৪] যে জাতিগণের বিষয়ে সদাপ্রভু তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তাহারা বিনষ্ট করিল না; [৩৫] কিন্তু পরজাতীয়দের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের ক্রিয়া শিক্ষা করিল, [৩৬] এবং তাহাদের প্রতিমা সকলের পূজা করিল; তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদস্বরূপ হইল। [৩৭] আরো তাহারা আপন ২ পুত্রকন্যাদিগকে ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করিল, [৩৮] এবং নির্দ্দোষদের রক্তপাত, [হাঁ] আপন ২ পুত্রকন্যাদের রক্তপাত করিল, ফলতঃ কনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশে তাহাদিগকে বলিদান করিল; তাহাতে দেশ রক্তপাতদ্বারা অমেধ্য হইল। [৩৯] এবং তাহারাও আপন ২ রচনাতে অশুচি ও আপন ২ ক্রিয়াতে ব্যভিচারী হইল। [৪০] তাহাতে আপন প্রজা লোকদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন, [৪১] এবং তাহাদিগকে পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের বৈরিগণ তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব পাইল; [৪২] এবং তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল, এবং তাহারা উহাদের হস্তের বশতাপন্ন হইল। [৪৩] অনেক বার তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু তাহারা আপনারা পরামর্শ পূর্ব্বক বিদ্রোহী ও আপনাদের অপরাধে ক্ষীন হইল। [৪৪] তথাচ তিনি তাহাদের কাকুক্তি শুনিতে পাইবামাত্র তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন; [৪৫] হাঁ, তিনি তাহাদের পক্ষে আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন, ও আপন দয়ার মহত্ত্বানুসারে তাহাদিগকে অনুকম্পা করিলেন; [৪৬] এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দি করিয়াছিল, তাহাদের সকলকার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে করুণাপ্রাপ্ত করিলেন।

[৪৭] হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমাদিগকে ত্রাণ কর, ও পরজাতীয়দের মধ্যহইতে আমাদিগকে সঙ্গ্রহ কর; তাহাতে আমরা তোমার পবিত্র নামের স্তবগান ও তোমার প্রশংসাতে শ্লাঘা করিব।

[৪৮] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউন। এবং সমস্ত লোক কহুক, আমেন্। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১০৭ গীত।

[১] সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তিনি মঙ্গলস্বরূপ, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২] সদাপ্রভুর মুক্ত লোকেরা এই কথা কহুক, কেননা তিনি তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্তহইতে মুক্ত করিয়াছেন, [৩] এবং দেশদেশান্তরহইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিমহইতে, উত্তরদিক্ ও সমুদ্রহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। [৪] তাহারা বসতির নগর না পাইয়া প্রান্তরমধ্যে ও নির্জন পথে পরিভ্রমণ করিত। [৫] ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত্ত হওয়াতে তাহাদের অন্তরস্থ প্রাণ মূর্চ্ছাপন্ন হইল। [৬] এমত সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে উদ্ধার করিলেন। [৭] এবং বসতির নগরে যাইবার সরল মার্গে তাহাদিগকে গমন করাইলেন। [৮] তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক। [৯] যেহেতুক তিনি ক্ষীণ প্রাণিকে আপ্যায়িত, এবং ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করিলেন।

[১০] কেহ২ দুঃখে ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট ছিল। [১১] কারণ তাহারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিত, ও পরাৎপরের মন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। [১২] তাহাতে তিনি তাহাদের হৃদয় আয়াসে অবনত করিলেন; তাহারা পতিত হইল, সাহায্যকারী কেহ ছিল না। [১৩] এমত সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে নিস্তার করেন, [১৪] অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়াহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন, ও তাহাদের বন্ধন সকল কাটিয়া ফেলেন। [১৫] তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক। [১৬] যেহেতুক তিনি পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিলেন, ও লৌহময় অর্গল ছেদন করিলেন।

[১৭] অজ্ঞান লোকেরা আপন২ অধর্ম্মাচরণ ও অপরাধ প্রযুক্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয়। [১৮] তাহাদের প্রাণ সমস্ত আহারীয় দ্রব্য ঘৃণা করে, এবং তাহারা মৃত্যুদ্বারের সমীপে উপস্থিত হয়। [১৯] এমত সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে নিস্তার করেন, [২০] এবং আপন বাক্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া তাহাদের [অপেক্ষাকারি] গর্ত্তহইতে রক্ষা করেন। [২১] তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক; [২২] এবং স্তবার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া আনন্দগানে তাঁহার ক্রিয়ার বর্ণনা করুক।

[২৩] যাহারা জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করে ও জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায় করে, [২৪] তাহারাই সদাপ্রভুর কর্ম্ম ও গভীর জলে তাঁহার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া থাকে। [২৫] ফলতঃ তিনি আজ্ঞাদ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করিলে তাহা জলের তরঙ্গ সকল উঠায়। [২৬] তখন তাহারা কখন আকাশে উঠে, কখন বা বারিধিতলে নামে; এই বিপাকে তাহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। [২৭] তাহারা মত্ত মনুষ্যের ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ে ও হতবুদ্ধি হয়। [২৮] এমত সঙ্কটের সময়ে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলে তিনি তাহাদিগকে কষ্টহইতে উত্তীর্ণ করেন। [২৯] তিনি ঝড়কে বিরত করিয়া শান্ত করেন; তাহাতে তাহাদের [ত্রাসজনক] তরঙ্গ সকল স্তব্ধ হয়। [৩০] তখন তাহারা শান্তি পাওয়াতে আনন্দিত হয়, এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে লইয়া যান। [৩১] তাহারা সদাপ্রভুর দয়া ও মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার স্তবগান করুক। [৩২] এবং প্রজাদের সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করুক, ও প্রাচীনদের সভাতে তাঁহার প্রশংসা করুক।

[৩৩] তিনি নদ নদীকে প্রান্তর, ও জলের প্রবাহ সকলকে শুষ্ক ভূমি করেন। [৩৪] তিনি নিবাসিদের কদাচরণ প্রযুক্ত উর্ব্বরা ভূমি লোণা করেন। [৩৫] তিনি প্রান্তরকে জলাশয় ও মরুভূমিকে প্রবাহময় করেন; [৩৬] এবং সেখানে ক্ষুধিত লোকদিগকে বাস করান; তাহাতে তাহারা বসতির নগর প্রস্তুত করে, [৩৭] এবং ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উদ্যানে দ্রাক্ষালতা রোপণ করিয়া তদুৎপন্ন ফল সঞ্চয় করে। [৩৮] তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে তাহারা অতিশয় বৃদ্ধি পায়, এবং তিনি তাহাদের পশুগণকে অল্পসংখ্যক হইতে দেন না। [৩৯] আর যখন তাহারা উৎপীড়ন, হিংসাভাব কি শোকদ্বারা ন্যূনীকৃত ও অবনত হয়, [৪০] তখন তিনি প্রধান লোকদিগকে তুচ্ছতারূপ জলে অভিষিক্ত করত পথহীন মরু স্থানে ভ্রমণ করান, [৪১] কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখহইতে উচ্চ পদে আনেন, ও গোষ্ঠী সকল পালের সদৃশ করেন। [৪২] তাহা দেখিয়া সরল লোকেরা আনন্দিত হয়, ও সমস্ত দুষ্টতা আপন মুখ রুদ্ধ করে। [৪৩] জ্ঞানবান লোক কে? সে এই সমস্তের বিবেচনা করিবে; এমত লোকেরা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে।

১০৮ গীত।

গীত। দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে ঈশ্বর, আমার চিত্ত সুস্থির আছে; আমি গান করিব, ও আমার শ্রীসহকারে সঙ্গীত করিব। [২] হে নেবল ও বীণে, জাগ্রৎ হও; আমি অরুণকে জাগাইব। [৩] হে সদাপ্রভো, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার স্তবগান করিব, ও নানা জনবৃন্দের মধ্যে সঙ্গীতদ্বারা তোমার কীর্ত্তন করিব। [৪] কেননা তোমার দয়া স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ, ও তোমার সত্য মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। [৫] হে ঈশ্বর, স্বর্গের উপরে প্রতিষ্ঠিত হও; এবং সমস্ত ভূমণ্ডলের উপরে তোমার প্রতাপ বিস্তৃত হউক। [৬] ইহাতে তোমার প্রিয় লোকেরা

যেন উদ্ধার পায়, তজ্জন্য তুমি নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা ত্রাণ সাধন করিয়া আমাদিগকে উত্তর দেও।

৭ ঈশ্বর আপন পবিত্রতাতে কথা কহিলেন। আমি উল্লাস করিব; আমি শিখিম্ বিভাগ করিব, ও সুক্কোতের তলভূমি মাপিব। ৮ গিলিয়দ আমার, মনঃশি আমার; এবং ইফ্রয়িম্ আমার শিরস্ত্রাণ; যিহূদা আমার রাজদণ্ড; ৯ মোয়াব্ আমার প্রক্ষালনপাত্র; আমি ইদোমের উপরে নিজ পাদুকা নিক্ষেপ করিব; এবং পলেষ্টিয়ার উপরে জয়ধ্বনি করিব।

১০ কে আমাকে ঐ দুর্গম নগরে লইয়া যাইবে? কে বা ইদোম পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে? ১১ হে ঈশ্বর, তুমি কি তাহা করিবা না? তুমি আমাদিগকে নিগ্রহ করিয়াছ, এবং, হে ঈশ্বর, আমাদের সৈন্যসামন্তমধ্যে গমন কর না। ১২ সঙ্কটে আমাদের সাহায্য কর; কেননা মনুষ্যহইতে যে উপকার তাহা অলীক। ১৩ ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম্ম করিব; এবং তিনিই আমাদের বিপক্ষদিগকে মর্দ্দন করিবেন।

১০৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

১ হে আমার প্রশংসার পাত্র ঈশ্বর, মৌনাবলম্বন করিও না। ২ কেননা দুষ্টগণ ও ছলপ্রিয় লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়াছে; তাহারা মিথ্যাবাদি জিহ্বাদ্বারা আমার সহিত কথা কহিয়াছে। ৩ এবং ঘৃণাবাক্যেতে আমাকে ঘেরিয়াছে, এবং অকারণে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। ৪ এবং আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে আমার প্রতি বিপক্ষতা করিতেছে, কিন্তু আমি প্রার্থনাবলম্বী। ৫ আরও তাহারা আমার কৃত উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার, ও প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা করিয়াছে।

৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুর্জ্জনকে নিযুক্ত কর, ও শয়তান তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান হউক। ৭ বিচারসময়ে সে দোষীকৃত হউক, ও তাহার প্রার্থনা পাপরূপে গণিত হউক। ৮ তাহার দিন অল্প হউক, অন্য ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক। ৯ তাহার সন্তানগণ পিতৃহীন, ও তাহার ভার্য্যা বিধবা হউক। ১০ তাহার সন্তানগণ ভ্রমণ করিতে ২ ভিক্ষা করুক, ও আপনাদের উৎসন্ন বাসস্থানহইতে দূরে [খাদ্য] অন্বেষণ করুক। ১১ মহাজন তাহার সর্ব্বস্ব আটক করুক, এবং অপরিচিত লোকেরা তাহার পরিশ্রমের ফল অপহরণ করুক। ১২ তাহার প্রতি কেহ চিরকৃপা না করুক, ও তাহার অনাথ সন্তানদিগের প্রতি কেহ অনুগ্রহ না করুক। ১৩ তাহার অন্তিম ফলোদয় উচ্ছিন্নতার বিষয় হউক, ও পরপুরুষের সময়ে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক। ১৪ তাহার পিতৃলোকদের অপরাধ সদাপ্রভুর স্মরণে থাকুক, ও তাহার মাতার পাপ লুপ্ত না হউক। ১৫ তাহা সর্ব্বদা সদাপ্রভুর চক্ষুর্গোচরে থাকুক, এবং তিনি পৃথিবীহইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছিন্ন করুন। ১৬ কেননা সে দয়া করিতে মনে করিত না, কিন্তু দুঃখি দরিদ্রের প্রতি ও ভগ্নান্তঃকরণের প্রতি দৌরাত্ম্য করত [তাহাদের] বধে উদ্যত হইত। ১৭ সে যে অভিশাপ ভাল বাসিত, তাহা তাহার প্রতি ঘটিল; এবং যে আশীর্ব্বাদে তাহার প্রীতি হইত না, তাহা তাহাহইতে দূর হইল। ১৮ সে যে অভিশাপকে বস্ত্রের ন্যায় পরিধান করিত, তাহা তাহার অন্তরে জলের ন্যায় ও তাহার অস্থিতে তৈলের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। ১৯ তাহা তাহার পরিধানার্থক বস্ত্রের ন্যায় ও নিত্য কটিবন্ধনের ন্যায় হউক। ২০ যাহারা আমার প্রতি বিপক্ষতা করে ও আমার প্রাণের বিরুদ্ধে দুর্ব্বাক্য কহে, তাহারা সদাপ্রভুহইতে এই ফল পায়।

২১ কিন্তু, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি নিজ নামের অনুরোধে আমার সহিত কর্ম্ম কর; তোমার দয়া মঙ্গলস্বরূপ, তজ্জন্য আমাকে উদ্ধার কর। ২২ কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র, এবং আমার অন্তরস্থ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ২৩ আমি অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায় অতীত, ও পঙ্গপালের ন্যায় চালিত হইতেছি। ২৪ উপবাসদ্বারা আমার হাঁটু অস্থির, ও তৈলাভাবে আমার মাংস বিকৃত হইয়াছে। ২৫ এবং আমি উহাদের কাছে ধিক্কারের পাত্র হইয়াছি; আমাকে দেখিলেই তাহারা শিরশ্চালন করে। ২৬ হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমার সাহায্য কর, নিজ দয়ানুসারে আমাকে পরিত্রাণ কর। ২৭ তাহাতে ইহা তোমার হস্তের কর্ম্ম, ও তুমি সদাপ্রভু এই সকল করিয়াছ, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। ২৮ তাহারা শাপ দিবে, কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ করিবা; তাহারা উঠিলে লজ্জিত হইবে, কিন্তু তোমার এই দাস আনন্দ করিবে। ২৯ আমার বিপক্ষগণ অপমানরূপ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত, ও প্রাবারের ন্যায় আপনাদের লজ্জাতে আচ্ছাদিত হউক। ৩০ আমি মুখেতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে অকাতরে স্তবগান করিব, ও লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা করিব। ৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের দক্ষিণে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণদণ্ডকারি বিচারকদের হইতে তাহাকে নিস্তার করেন।

১১০ গীত।

দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

১ সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস। ২ সদাপ্রভু সিয়োনহইতে তোমার পরাক্রমের দণ্ড প্রেরণ করিবেন, তুমি আপন শত্রুদের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিও। ৩ তোমার বিক্রমের দিনে তোমার প্রজাগণ স্বয়ংদত্ত উপহারস্বরূপ ও পবিত্র শোভাযুক্ত হইবে; তোমার যুবসমূহই অরুণরূপ গর্ভহইতে তোমার নিমিত্তে [উৎপন্ন] শিশির। ৪ সদাপ্রভু এই শপথ

করিলেন, ও তাহা অন্যথা করিবেন না, তুমি মল্কীষেদকের রীত্যনুসারে অনন্তকালীন যাজক। [৫] তোমার দক্ষিণে স্থিত প্রভু আপন ক্রোধের দিনে রাজগণকে চূর্ণ করিবেন। [৬] তিনি পরজাতিদের মধ্যে বিচার করিয়া শবেতে দেশ পূর্ণ করিবেন; তিনি প্রশস্ত রণস্থলে [শত্রুদের] মস্তক চূর্ণ করিলেন। [৭] তিনি পথের মধ্যে স্রোতের জল পান করিবেন, তজ্জন্য মস্তক তুলিবেন।

১১১ গীত।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। আমি সরল লোকদের সভাতে ও মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর স্তবগান করিব। [২] সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল মহৎ; যে সকল লোক তাহাতে প্রীত, তাহারা তাহার অনুশীলন করে। [৩] তাঁহার ক্রিয়া প্রভা ও আদরণীয়তাস্বরূপ, এবং তাঁহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী। [৪] তিনি আপনার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল স্মরণ করান; সদাপ্রভু কৃপাময় ও স্নেহশীল। [৫] তিনি আপনার ভয়কারিগণকে আহার দেন; তিনি আপনার নিয়ম অনন্ত কাল স্মরণ করেন। [৬] তিনি আপন প্রজাদিগকে পরজাতীয়দের অধিকার দেওনার্থে আপন ক্রিয়াসাধক শক্তি জ্ঞাত করিয়াছেন। [৭] তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সত্য ও ন্যায্য; তাঁহার সমস্ত বিধি বিশ্বসনীয়। [৮] তাহা অনন্ত কালের যুগানুক্রমে স্থির, [তাহা] সত্যে ও সরলতাতে সাধিত। [৯] তিনি আপন প্রজাদের প্রতি মুক্তি প্রেরণ করিয়াছেন, ও অনন্ত কালের নিমিত্তে আপন নিয়ম স্থির করিয়াছেন; তাঁহার নাম পবিত্র ও ভয়াৰ্হ। [১০] সদাপ্রভুর ভীতি প্রজ্ঞার অগ্রিমাংশ; যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের শুভ কৌশল হয়; তাঁহার প্রশংসা নিত্যস্থায়ী।

১১২ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। যে ব্যক্তি সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার আজ্ঞাতে অতি প্রীত হয়, সেই ধন্য। [২] তাহার বংশ পৃথিবীতে বিক্রমশালী হইবে; সরল লোকের সন্তানেরা আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবে। [৩] তাহার গৃহে ধন ও ঐশ্বর্য্য থাকে, এবং তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী। [৪] সরল লোকের জন্যে অন্ধকারে জ্যোতিঃ উদিত হয়; সে কৃপাময় ও স্নেহশীল ও ধার্ম্মিক। [৫] যে ব্যক্তি কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তাহার মঙ্গল হয়; সে বিচারে আপনার কথা নিষ্পন্ন করিবে। [৬] বস্তুতঃ সে অনন্তকালেও বিচলিত হইবে না; ধার্ম্মিক লোক অনন্ত কাল স্মরণে থাকিবে। [৭] অশুভ সংবাদ শুনিলেও সে ভয় করিবে না; তাহার চিত্ত সুস্থির, তাহা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে। [৮] তাহার চিত্ত স্থির; সে ভয় করে না, এবং শেষে আপন বিপক্ষদের [দণ্ড] দেখিবে। [৯] সে ধন বিতরণ করিয়াছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে, তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী; তাহার শৃঙ্গ সপ্রতাপে উন্নত হইবে। [১০] দুষ্ট লোক তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইবে; সে দন্তঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় পাইবে; দুষ্টগণের অভীষ্ট নষ্ট হইবে।

১১৩ গীত।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। হে সদাপ্রভুর দাসগণ, তোমরা প্রশংসা কর, সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর। [২] সদাপ্রভুর নাম অদ্যাবধি যুগানুক্রমে ধন্য হউক। [৩] সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়। [৪] সদাপ্রভু পরজাতিসমূহের উপরে উন্নত; তাঁহার প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। [৫] কে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য? তিনি উর্দ্ধবাসী। [৬] স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তিনি হেঁট হন। [৭] তিনি দরিদ্রকে ধূলিহইতে উত্থাপন করেন, এবং দীনহীনকে সারের ঢিবিহইতে তুলেন, [৮] এই রূপে প্রধানবর্গের মধ্যে, আপন প্রজাদেরই প্রধানবর্গের মধ্যে তাহাকে বসান। [৯] ঐ [দেখ], তিনি বন্ধ্যা গৃহিণীকে সুস্থির, হাঁ, পুত্রদের আনন্দময়ী মাতা করেন। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৪ গীত।

[১] মিসরহইতে ইস্রায়েলের, অস্ফুটভাষি জাতিহইতে যাকোবীয় কুলের নির্গমনকালে [২] যিহূদা তাঁহার ধর্ম্মধাম, ইস্রায়েল তাঁহার রাজ্য হইল। [৩] তাহা দেখিয়া সমুদ্র পলায়ন করিল, যর্দ্দন উজানে বহিল; [৪] পর্ব্বতগণ মেষের ন্যায়, উপপর্ব্বতগণ মেষশাবকের ন্যায় লম্ফ দিল। [৫] [তোমাদের] কি হইল? হে সমুদ্র, তুমি কেন পলাইলা? হে যর্দ্দন, কেন উজানে বহিলা? [৬] হে পর্ব্বতগণ, তোমরা মেষের ন্যায়; হে উপপর্ব্বতগণ, তোমরা মেষশাবকের ন্যায় কেন লম্ফ দিলা? [৭] হে পৃথিবি, প্রভুর সাক্ষাতে, যাকোবের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তুমি সকম্পা হও। [৮] তিনি শৈলকে জলাশয়ে, অগ্নিপ্রস্তরকে জলপ্রবাহে পরিণত করিলেন।

১১৫ গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমাদিগকে নয়, আমাদিগকে নয়, কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর, নিজ দয়ার ও সত্যের পক্ষে [তাহা কর]। [২] "উহাদের ঈশ্বর কোথায়?" পরজাতীয়েরা কেন এমত কথা বলিবে? [৩] আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন; তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। [৪] উহাদের বিগ্রহ সকল রৌপ্য ও সুবর্ণময়, তাহারা মানুষের হস্তকৃত। [৫] তাহাদের মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহে না; চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না; [৬] কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পায় না; নাসিকা থাকিতেও আঘ্রাণ পায় না; [৭] হস্ত থাকিতেও স্পর্শ করিতে পারে না; চরণ থাকিতেও চলিতে পারে না; তাহারা আপন ২ কণ্ঠে শব্দ করিতে পারে না। [৮] তাহারা যাদৃশ আছে, তাহাদের নির্ম্মাণকারিগণ, [হাঁ] তাহা-

দিগেতে নির্ভরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাদৃশ হইবে।

[৯] হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে নির্ভর কর; "তিনিই তাহাদের সাহায্য ও ঢালস্বরূপ।" [১০] হে হারোণের কুল, সদাপ্রভুতে নির্ভর কর; "তিনিই তাহাদের সাহায্য ও ঢালস্বরূপ।" [১১] হে সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুতে নির্ভর কর; "তিনিই তাহাদের সাহায্য ও ঢালস্বরূপ।" [১২] সদাপ্রভু আমাদিগকে স্মরণে রাখেন; তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন; ইস্রায়েলের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; হারোণের কুলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; [১৩] সদাপ্রভুর ভয়কারি ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [১৪] সদাপ্রভু তোমাদিগকে ও তোমাদের সহিত তোমাদের সন্তানদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন। [১৫] তোমরা স্বর্গের ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র। [১৬] স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি মনুষ্যসন্তানদিগকে পৃথিবী দিয়াছেন। [১৭] মৃতগণ ও নীরব স্থানে অবরূঢ় লোক সকল সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না। [১৮] কিন্তু আমরাই অদ্যাবধি যুগানুক্রমে সদাপ্রভুর ধন্যবাদ করিব। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৬ গীত।

[১] আমি প্রেমপরায়ণ হইয়াছি, কারণ সদাপ্রভু আমার রবে, আমার বিনতিতে অবধান করেন। [২] হাঁ, তিনি আমার প্রতি কর্ণপাত করেন, তজ্জন্য আমি যাবজ্জীবন উচ্চরবে প্রার্থনা করিব। [৩] আমি মৃত্যুর যন্ত্রণে বেষ্টিত ও পাতালের কষ্টেতে আক্রান্ত, এবং সঙ্কট ও শোকপ্রাপ্ত ছিলাম। [৪] তাহাতে আমি সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া কহিলাম, হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমার প্রাণ রক্ষা কর। [৫] সদাপ্রভু স্নেহশীল ও ধর্ম্মময়; হাঁ, আমাদের ঈশ্বর কৃপাবান্। [৬] সদাপ্রভু অমায়িক লোকদিগকে নিস্তার করেন; আমি দীনহীন হইলে তিনি আমারও পরিত্রাণ করিলেন। [৭] হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রামস্থানে ফিরিয়া যাও, কেননা সদাপ্রভু তোমার উপকার করিলেন। [৮] বস্তুতঃ তুমি মৃত্যুহইতে আমার প্রাণ, অশ্রুপাতহইতে আমার চক্ষু, উছোটহইতে আমার চরণ উদ্ধার করিলা। [৯] আমি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জীবিত লোকদের দেশে গমনাগমন করিব। [১০] আমার বিশ্বাস ছিল, এই কারণ কথা কহিয়াছিলাম; আমি নিতান্ত দুঃখার্ত্ত ছিলাম। [১১] আমি মনের অধৈর্য্যে কহিয়াছিলাম, মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী। [১২] আমি সদাপ্রভুহইতে যে সকল উপকার পাইয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কি ফিরিয়া দিব? [১৩] আমি পরিত্রাণের বাটি গ্রহণ করিয়া সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিব। [১৪] সদাপ্রভুর কাছে আমার যে২ মানত তাহা পূর্ণ করিব; হাঁ, তাঁহার প্রজা সকলের সাক্ষাতেই [তাহা পূর্ণ করিব।] [১৫] সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাঁহার সাধু লোকদের মৃত্যু বহুমূল্য। [১৬] হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমি তো তোমার দাস; আমি তোমার দাস, ও তোমার দাসীর পুত্র; তুমি আমার বন্ধন মুক্ত করিয়াছ। [১৭] আমি তোমার উদ্দেশে স্তবযুক্ত বলি উৎসর্গ করিব, এবং সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিব। [১৮] সদাপ্রভুর কাছে আমার যে২ মানত, তাহা আমি পূর্ণ করিব; হাঁ, তাঁহার প্রজা সকলের সাক্ষাতেই, [১৯] সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে, হে যিরূশালেম, তোমারই মধ্যে [তাহা পূর্ণ করিব]। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৭ গীত।

[১] হে পরজাতি সকল, তোমরা সদাপ্রভুর প্রশংসা কর; হে লোক সকল, তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন কর। [২] কেননা আমাদের উপরে তাঁহার দয়া প্রভাবান্বিত, এবং সদাপ্রভুর সত্য অনন্তকালস্থায়ী। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১১৮ গীত।

[১] সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তিনি মঙ্গলস্বরূপ, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২] বিনয় করি, ইস্রায়েল্ কহুক, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৩] বিনয় করি, হারোণের কুল কহুক, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৪] বিনয় করি, সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ কহুক, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

[৫] আমি সঙ্কটে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম; সদাপ্রভু আমাকে উত্তর দিয়া প্রশস্ত স্থানে [আনিলেন]। [৬] সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে? [৭] সদাপ্রভু আমার সহকারিদের মধ্যে আমার সপক্ষ হন; অতএব আমি আপন বৈরিগণের [দণ্ড] দেখিব। [৮] মনুষ্যেতে নির্ভর করণাপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। [৯] প্রধানবর্গেতে নির্ভর করণাপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। [১০] পরজাতি সকল আমাকে ঘেরিয়াছে; সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে অবশ্য উচ্ছিন্ন করিব। [১১] তাহারা আমাকে ঘেরিয়াছে এবং অবরোধও করিতেছে; সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে অবশ্য উচ্ছিন্ন করিব। [১২] মধুমক্ষিকাসমূহের ন্যায় তাহারা আমাকে অবরোধ করিতেছে; [কিন্তু] কণ্টকের অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইবে; সদাপ্রভুর নামে আমি তাহাদিগকে অবশ্য উচ্ছিন্ন করিব। [১৩] [হে শত্রো,] তুমি আমাকে নিপাত করণার্থে অত্যন্ত ঠেলিয়াছ, কিন্তু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করিলেন। [১৪] সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ, এবং তিনি আমার পরিত্রাতা হইলেন। [১৫] ধার্ম্মিকগণের তাম্বুতে আনন্দগান ও পরিত্রাণের ধ্বনি হইতেছে; সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক। [১৬] সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত উচ্চ, সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্ত বিক্রমসাধক। [১৭] আমি মরিব

না, কিন্তু জীবিত থাকিব, এবং সদাপ্রভুর কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিব। [১৮] সদাপ্রভু আমাকে ভারি শাস্তি দিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করেন নাই। [১৯] তোমরা আমার নিমিত্তে ধর্ম্মদ্বার সকল খুলিয়া দেও; আমি তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়া সদাপ্রভুর স্তবগান করিব। [২০] ইহাই সদাপ্রভুর দ্বার, ইহা দিয়া ধার্ম্মিকগণ প্রবেশ করে। [২১] আমি তোমার স্তবগান করিব, কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ, ও আমার পরিত্রাণস্বরূপ হইয়াছ।

২২ গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল। [২৩] ইহা সদাপ্রভুহইতে হইয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত। [২৪] অদ্য সদাপ্রভুর কৃত দিন; আইস, আমরা তাহাতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি। [২৫] হাঁ, সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া পরিত্রাণ কর; হাঁ, সদাপ্রভো, আপন কার্য্য সফল কর। [২৬] যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য; আমরা সদাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি। [২৭] সদাপ্রভুই ঈশ্বর; এবং তিনি আমাদিগকে দীপ্তিপ্রাপ্ত করিয়াছেন; তোমরা রজ্জুদ্বারা উৎসবের [বলি] বান্ধিয়া যজ্ঞবেদির চূড়ার নিকটে [আন]। [২৮] তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার স্তবগান করিব; তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব। [২৯] তোমরা সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কেননা তিনি মঙ্গলস্বরূপ; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১১৯ গীত।

আলফ্।

[১] যাহারা আচার ব্যবহারে যাথার্থিক, যাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থানুসারে চলে, তাহারা ধন্য। [২] যাহারা তাঁহার প্রমাণবাক্য সকল রক্ষা করে, তাহারা ধন্য; তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করে। [৩] পরন্তু তাহারা অন্যায় না করিয়া তাঁহার পথে গমন করে। [৪] তুমি যত্নপূর্ব্বক পালনার্থে আপনার নিদেশ আজ্ঞা করিয়াছ। [৫] আহা, তোমার বিধি সকল পালন করিতে আমার গতি সুস্থির হউক। [৬] তোমার আজ্ঞা সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আমার লজ্জা হইবে না। [৭] তোমার ধর্ম্মময় শাসন সকল শিখিলে আমি সরল অন্তঃকরণে তোমার স্তবগান করিব। [৮] তোমার বিধি পালন করিব; আমাকে নিতান্ত পরিত্যাগ করিও না।

বৈৎ।

[৯] যুবমানুষ কেমন করিয়া আপন মার্গ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইলে তাহা [করিবে]। [১০] আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি, তোমার আজ্ঞার পথ হারাইতে আমাকে দিও না। [১১] আমি যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি, তন্নিমিত্ত তোমার বচন হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি। [১২] হে সদাপ্রভো, তুমি ধন্য, আমাকে তোমার বিধি শিক্ষা দেও। [১৩] আমি আপন ওষ্ঠাধরে তোমার মুখের শাসন সকল বর্ণনা করি। [১৪] আমি সমূহ ধন বলিয়া তোমার প্রমাণবাক্যের পথে আমোদ করি। [১৫] আমি তোমার নিদেশ ধ্যান করি, ও তোমার পথের প্রতি দৃষ্টি রাখি। [১৬] আমি তোমার বিধিতে হৃষ্টচিত্ত হই, তোমার বাক্য বিস্মৃত হই না।

গিমল্।

[১৭] তুমি নিজ দাসের উপকার কর, তাহাতে আমি জীবিত থাকিয়া তোমার বাক্য পালন করিব। [১৮] আমার চক্ষু উন্মীলিত কর, তাহাতে আমি তোমার ব্যবস্থাতে আশ্চর্য্য দর্শন পাইব। [১৯] আমি পৃথিবীতে বিদেশী, আমাহইতে তোমার আজ্ঞা সকল লুক্কায়িত করিও না। [২০] সতত তোমার শাসনের আকাঙ্ক্ষা করাতে আমার প্রাণ ক্ষুণ্ণ হয়। [২১] যে শাপগ্রস্ত অহঙ্কারি লোকেরা তোমার আজ্ঞা ছাড়িয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগকে তুমি ভর্ৎসনা করিয়া থাক। [২২] আমাহইতে দুর্নাম ও তুচ্ছতা দূর কর, কেননা আমি তোমার প্রমাণবাক্য পালন করি। [২৩] জনাধ্যক্ষেরাও বসিয়া আমার বিপক্ষে কথাবার্ত্তা কহে; তোমার এই দাস তোমার বিধি ধ্যান করে। [২৪] হাঁ, তোমার প্রমাণবাক্য সকল আমার আহ্লাদের বিষয় ও আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।

দালৎ।

[২৫] আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন আছে, তুমি আপন বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [২৬] আমি আপন গতির বর্ণনা করিলে তুমি আমাকে উত্তর দিয়াছ, আপন বিধি আমাকে শিখাও। [২৭] তোমার নিদেশের পথ আমাকে বুঝাইয়া দেও, তাহাতে আমি তোমার আশ্চর্য্য বিষয় সকল ধ্যান করিব। [২৮] আমার প্রাণ শোকেতে গলিয়া যাইতেছে, আপন বাক্যানুসারে আমাকে উঠাও। [২৯] আমাহইতে মিথ্যাপথ দূর কর, ও কৃপা করিয়া তোমার ব্যবস্থা আমাকে প্রদান কর। [৩০] আমি বিশ্বস্ততারূপ পথ মনোনীত করিয়া তোমার শাসন সকল সম্মুখে রাখি। [৩১] আমি তোমার প্রমাণবাক্যে আসক্ত; হে সদাপ্রভো, আমাকে লজ্জিত করিও না। [৩২] আমি তোমার আজ্ঞাপথে ধাবমান হই, কেননা তুমি আমার হৃদয় বিকসিত করিতেছ।

হে।

[৩৩] হে সদাপ্রভো, তোমার বিধির পথ আমাকে দেখাও, তাহাতে আমি পরিণাম পর্য্যন্ত তাহা পালন করিব। [৩৪] আমাকে বিবেচনা দেও, তাহাতে আমি তোমার ব্যবস্থা মানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা পালন করিব। [৩৫] তুমি নিজ আজ্ঞাপথে আমাকে গমন করাও, কারণ তাহাতেই আমার প্রীতি। [৩৬] লভ্যের প্রতি নয়, কিন্তু তোমার প্রমাণবাক্যের প্রতি আমার হৃদয় আকর্ষণ কর। [৩৭] অলীকের দর্শনহইতে আমার চক্ষু ফিরাও, তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [৩৮] তোমার

ভীতিকে [আশ্বাসদায়ক] আপনার বচন এই দাসের পক্ষে সফল কর। ৩৯ আমার উদ্বেগজনক দুর্নাম দূর কর; কেননা তোমার শাসন সকল উত্তম। ৪০ দেখ, আমি তোমার নিদেশের আকাঙ্ক্ষা করি, তোমার ধার্ম্মিকতাতে আমাকে সঞ্জীবিত কর।

বৌ।

৪১ আর হে সদাপ্রভো, তোমার প্রচুর দয়া অর্থাৎ তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণ তোমার বচনানুসারে আমার প্রতি বর্ত্তুক। ৪২ তাহা হইলে তোমার বাক্যে নির্ভর করাতে আমি আপন দুর্নামকারিকে উত্তর দিতে পারিব। ৪৩ আর আমার মুখহইতে সত্যস্বরূপ বাক্য নিতান্ত অপহরণ করিও না, কেননা আমি তোমার শাসন সকলের অপেক্ষা করিতেছি। ৪৪ আর আমি যুগানুক্রমের অনন্তকাল নিত্য তোমার ব্যবস্থা পালন করিব। ৪৫ এবং তোমার নিদেশ অনুশীলন করাতে বিস্তারিত পথে গতায়াত করিব। ৪৬ এবং রাজগণের সাক্ষাতে তোমার প্রমাণবাক্যের প্রসঙ্গ করিব, লজ্জিত হইব না। ৪৭ এবং তোমার আজ্ঞা সকল আমার প্রিয় বলিয়া তাহাতেই আমোদ করিব। ৪৮ এবং তোমার আজ্ঞা সকল আমার প্রিয় বলিয়া তাহারই নিকটে কৃতাঞ্জলি হইব,ও তোমার বিধি সকল ধ্যান করিব।

সয়িন্।

৪৯ তুমি যাহাদ্বারা আমাকে প্রত্যাশান্বিত করিয়াছ, আপনার এই দাসের পক্ষে সেই বাক্য স্মরণ কর। ৫০ দুঃখের সময়ে ইহাই আমার সান্ত্বনা, যে তোমার বচন আমাকে সঞ্জীবিত করে। ৫১ অহঙ্কারি লোক আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করিয়াছে, তথাপি আমি তোমার ব্যবস্থাহইতে বিমুখ হই না। ৫২ হে সদাপ্রভো, তোমার চিরন্তন শাসন সকল স্মরণ করিতে২ আমি সান্ত্বনা সেবন করি। ৫৩ দুষ্টগণ তোমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে, তাহাতে চণ্ডতা আমাকে আবেশ করিল। ৫৪ আমার প্রবাসগৃহে তোমার বিধি সকল আমার গীত হয়। ৫৫ হে সদাপ্রভো, আমি রাত্রিকালে তোমার নাম স্মরণ করি, ও তোমার ব্যবস্থা পালন করি। ৫৬ আমি তোমার নিদেশ পালন করিয়া আসিতেছি, ইহাই আমার লব্ধ ভাগ্যস্বরূপ।

হেৎ।

৫৭ হে সদাপ্রভো, তুমি আমার দায়াংশ, তোমার বাক্য সকল পালনের নিমিত্তে আমি ইহা কহিলাম। ৫৮ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার মুখের প্রসন্নতা চেষ্টা করি; তোমার বচনানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর। ৫৯ আমি নিজ গতি বিবেচনা করিয়া তোমার প্রমাণবাক্যের প্রতি আপন চরণ চালাই। ৬০ তোমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে আমি সত্বর হই, বিলম্ব করি না। ৬১ দুষ্টগণের দল আমাকে ঘেরিলেও আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই না। ৬২ আমি তোমার ধর্ম্মময় শাসন সকলের নিমিত্তে তোমার স্তবগান করিতে অর্দ্ধরাত্রিতে গাত্রোত্থান করি। ৬৩ আমি তোমার ভয়কারি সকলের ও তোমার নিদেশপালকদের সখা। ৬৪ হে সদাপ্রভো, পৃথিবী তোমার দয়াতে পরিপূর্ণ; আমাকে তোমার বিধি সকল শিখাও।

টেট্।

৬৫ হে সদাপ্রভো, তুমি আপন বাক্যানুসারে নিজ দাসের প্রতি মঙ্গল ব্যবহার করিয়া আসিতেছ। ৬৬ আমাকে উত্তম বুদ্ধি ও জ্ঞান শিখাইয়া দেও, কেননা আমি তোমার আজ্ঞাতে বিশ্বাস করি। ৬৭ দুঃখার্ত্ত হওনের পূর্ব্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার বচন পালন করিতেছি। ৬৮ তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলকারী, আমাকে তোমার বিধি সকল শিখাও। ৬৯ অহঙ্কারি লোকেরা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার নিদেশ পালন করি। ৭০ উহাদের অন্তঃকরণ মেদের ন্যায় স্থূল; কিন্তু আমি তোমার ব্যবস্থাতে আমোদ করি। ৭১ আমি যে দুঃখার্ত্ত হইলাম, তাহা আমার মঙ্গল; ফলতঃ তাহাতেই আমি তোমার বিধির শিক্ষা পাইলাম। ৭২ সহস্র২ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম।

ইয়ূদ্।

৭৩ তোমার হস্ত আমার সৃষ্টি ও স্থিতি করিয়াছে; আমাকে বিবেচনা দেও, তাহাতে তোমার আজ্ঞা সকল শিখিতে পারিব। ৭৪ আমি তোমার বাক্যে প্রত্যাশা করি, এই কারণ তোমার ভয়কারিগণ আমাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়। ৭৫ হে সদাপ্রভো, আমি জানি, তোমার শাসন সকল ধর্ম্মময়, ও তুমি বিশ্বস্ততাতে আমাকে দুঃখ দিয়াছ। ৭৬ আহা! নিজ দাসের প্রতি তোমার বচনানুসারে তোমার দয়া আমার সান্ত্বনাজনক হউক। ৭৭ আমার প্রতি তোমার করুণা বর্ত্তুক, তাহাতে আমি জীবন পাইব; কেননা তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক। ৭৮ অহঙ্কারি লোকেরা লজ্জিত হউক, কেননা তাহারা অকারণে আমার সর্ব্বনাশ করে; কিন্তু আমি তোমার নিদেশ ধ্যান করি। ৭৯ যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার প্রমাণবাক্য জানে, তাহারা পুনর্ব্বার আমার সপক্ষ হউক। ৮০ আমি যেন লজ্জিত না হই, এই জন্যে আমার অন্তঃকরণ তোমার বিধিতে যাথার্থিক হউক।

কফ্।

৮১ তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাতে আমার প্রাণ অবসন্ন হয়; আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি। ৮২ তুমি কখন্ আমাকে সান্ত্বনা করিবা? ইহা কহিতে২ তোমার বচনের নিমিত্তে আমার চক্ষু ক্ষীণ হয়। ৮৩ বস্তুতঃ আমি ধূমস্থ কুপার সদৃশ হইয়াছি; তথাপি তোমার বিধি বিস্মৃত হই না। ৮৪ তোমার দাসের কত পরমায়ু আছে? কবে আমার তাড়নাকারিগণকে বিচারসিদ্ধ ফল দিবা? ৮৫ গর্ব্বিত লোকেরা আমার নি-

মন্তে গর্ত্ত খনন করে, ইহা তোমার ব্যবস্থানুযায়ী নয়। [৮৬] তোমার আজ্ঞা সকল বিশ্বসনীয়; লোকে অন্যায়েতে আমাকে তাড়না করে; তুমি আমার সাহায্য কর। [৮৭] উহারা দেশে আমাকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছে, তথাপি আমি তোমার নিদেশ পরিত্যাগ করি না। [৮৮] তুমি নিজ দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর, তাহাতে আমি তোমার মুখের প্রমাণবাক্য পালন করিব।

লামদ্।

[৮৯] হে সদাপ্রভো, তোমার বাক্য অনন্তকালের নিমিত্তে স্বর্গে সংস্থাপিত আছে। [৯০] তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী; তুমি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছ, এবং তাহা সুস্থির। [৯১] অদ্যাপি [সকলই] তোমার শাসনের অপেক্ষাতে দণ্ডায়মান আছে, যেহেতুক সকলই তোমার দাস। [৯২] যদি তোমার ব্যবস্থা আমার হর্ষজনক না হইত, তবে ইতিপূর্ব্বে আমি আপন দুঃখে নষ্ট হইতাম। [৯৩] আমি তোমার নিদেশ অনন্তকালেও বিস্মৃত হইব না, কেননা তাহারই দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিয়াছ। [৯৪] আমি তোমারই, আমাকে পরিত্রাণ কর; কেননা আমি তোমার নিদেশ অনুশীলন করিতেছি। [৯৫] দুষ্ট লোকেরা আমাকে নষ্ট করিতে অপেক্ষা করিতেছে; আমি তোমার প্রমাণবাক্য বিবেচনা করি। [৯৬] আমি যাবতীয় সিদ্ধির অন্ত দেখিয়াছি; তোমার আজ্ঞা অতিশয় বিস্তারিত।

মেম্।

[৯৭] আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভাল বাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়। [৯৮] তুমি আপন আজ্ঞাদ্বারা শত্রুগণ অপেক্ষাও আমাকে জ্ঞানবান্ করিতেছ; হাঁ, তাহাই অনন্তকাল আমার। [৯৯] আমি তোমার প্রমাণবাক্য সকল ধ্যান করি, এই কারণ আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা কৌশলপ্রাপ্ত হই। [১০০] আমি তোমার নিদেশ পালন করি, এই কারণ প্রাচীন লোকহইতেও বুদ্ধিমান হই। [১০১] আমি তোমার বাক্য পালনার্থে যাবতীয় কুপথহইতে আপন চরণকে নিবৃত্ত করি। [১০২] তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার শাসনহইতে বিমুখ হই নাই। [১০৩] তোমার বচন সকল আমার টাকরায় কেমন মিষ্ট লাগে! তাহা আমার মুখে মধুহইতেও মধুর। [১০৪] তোমার নিদেশদ্বারা আমার বিবেচনালাভ হয়, তজ্জন্য যাবতীয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

নূন্।

[১০৫] তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ। [১০৬] আমি তোমার ধর্ম্মময় শাসন সকল পালন করিব,এই শপথ করিয়াছি, ও তাহা সিদ্ধ করিব। [১০৭] আমি অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত; হে সদাপ্রভো, আপন বাক্যানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। [১০৮] হে সদাপ্রভো, তোমার উদ্দেশে নিবেদিত আমার মুখের প্রশংসা গ্রাহ্য করিয়া আমাকে আপনার শাসন সকল শিখাও। [১০৯] আমার প্রাণ নিরন্তর আমার ওষ্ঠাগত, তথাপি আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই না। [১১০] দুষ্টগণ আমার নিমিত্তে ফাঁদ পাতিলেও আমি তোমার নিদেশহইতে বিপথগামী হই না। [১১১] তোমার প্রমাণবাক্য সকল আমার চিত্তের হর্ষজনক, এই কারণ আমি অনন্তকালের নিমিত্তে তাহা অধিকার করিয়াছি। [১১২] আমি পরিণাম পর্য্যন্ত নিত্য তোমার বিধি পালন করণার্থে আপন মনকে প্রবৃত্তি দিয়াছি।

সামক্।

[১১৩] আমি দ্বিমনা লোকদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসি। [১১৪] তুমি আমার অন্তরাল ও ঢালস্বরূপ; আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষা করি। [১১৫] হে দুরাচারিগণ, তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও; আমি আপন ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিব। [১১৬] তুমি নিজ বচনানুসারে আমাকে ধারণ করিয়া বাঁচাও, আমার আশার বিষয়ে আমাকে লজ্জিত করিও না। [১১৭] আমাকে স্থির রাখ, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব ও তোমার বিধি সর্ব্বদা মান্য করিব। [১১৮] তুমি আপন বিধিহইতে ভ্রান্ত সমস্ত লোককে নিগ্রহ করিবা; তাহাদের প্রবঞ্চনা মিথ্যাকথামাত্র। [১১৯] তুমি পৃথিবীস্থ সমস্ত দুর্জ্জনকে মলের ন্যায় দূর করিবা, এই জন্যে আমি তোমার প্রমাণবাক্য সকল ভাল বাসি। [১২০] তোমার ভয়ঙ্করতাতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, ও তোমার শাসনে আমি ভীত হই।

অয়িন্।

[১২১] আমি ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করি, আমাকে উপদ্রবিদের হস্তে সমর্পণ করিও না। [১২২] মঙ্গলের নিমিত্তে আপন দাসের প্রতিভূ হও, অহঙ্কারিদিগকে আমার প্রতি উপদ্রব করিতে দিও না। [১২৩] তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণের ও ধর্ম্মবচনের অপেক্ষাতে আমার চক্ষু ক্ষীণ হইতেছে। [১২৪] আপন দয়ানুসারে নিজ দাসের সহিত ব্যবহার কর, ও তোমার বিধি আমাকে শিখাও। [১২৫] আমি তোমার দাস, আমাকে বিবেচনা দেও, তাহাতে তোমার প্রমাণবাক্য সকল বুঝিব। [১২৬] হে সদাপ্রভো, তোমার কর্ম্ম করণের সময় উপস্থিত, কেননা লোকে তোমার ব্যবস্থা খণ্ডন করিতেছে। [১২৭] তজ্জন্য আমি স্বর্ণ ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও তোমার আজ্ঞা সকল ভাল বাসি। [১২৮] তজ্জন্য সর্ব্ববিষয়ে তোমার যাবতীয় নিদেশ যথার্থ জ্ঞান করি, সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

ফে।

[১২৯] তোমার প্রমাণবাক্য সকল আশ্চর্য্য, এই জন্যে আমার মন তাহা পালন করে। [১৩০] তোমার বাক্যের বিকাশ আলো প্রদান করে, তাহা অমায়িকদিগকে বিবেচক করে। [১৩১] আমি তোমার আজ্ঞার আকাঙ্ক্ষাতে মুখ ব্যাদান করিয়া ধুঁকিতেছি। [১৩২] তোমার নামে প্রেমকারিগণের প্রতি তোমার

যেমন ব্যবহার, আমার প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টিপাত করিয়া কৃপা কর। ১৩৩ তোমার বচনানুসারে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির কর, কোন অধর্ম্মকে আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিও না। ১৩৪ মনুষ্যের উপদ্রবহইতে আমাকে মুক্ত কর, তাহাতে আমি তোমার নিদেশ পালন করিব। ১৩৫ নিজ দাসের প্রতি প্রসন্নবদন হইয়া আমাকে আপন বিধি শিক্ষা করাও। ১৩৬ লোকে তোমার ব্যবস্থা পালন করে না, এই কারণ আমার চক্ষুহইতে জলধারা বহিতেছে।

সাদে।

১৩৭ হে সদাপ্রভো, তুমি ধর্ম্মময়, ও তোমার শাসন সকল যথার্থ। ১৩৮ তুমি আপন প্রমাণবাক্যদ্বারা ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট বিশ্বস্ততা আজ্ঞা করিয়াছ। ১৩৯ আমার বিপক্ষগণ তোমার বাক্য সকল বিস্মৃত হইয়াছে, এই জন্যে আমার উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিতেছে। ১৪০ তোমার বচন নিতান্ত পরীক্ষাসিদ্ধ, এবং তোমার দাস তাহা ভাল বাসে। ১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছনীয় বটি, তথাপি তোমার নিদেশ বিস্মৃত হই না। ১৪২ তোমার ধার্ম্মিকতা অনন্তকালস্থায়ি ধর্ম্ম, ও তোমার ব্যবস্থাই সত্যস্বরূপ। ১৪৩ আমি সঙ্কট ও দুর্দ্দশা প্রাপ্ত, কিন্তু তোমার আজ্ঞা সকল আমার আমোদজনক। ১৪৪ তোমার প্রমাণবাক্য সকলের ধর্ম্ম অনন্তকালস্থায়ী; আমাকে বিবেচনা দেও, তাহাতে আমি জীবিত থাকিব।

কূফ্।

১৪৫ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আহ্বান করিতেছি; হে সদাপ্রভো, আমাকে উত্তর দেও, আমি তোমার বিধি সকল পালন করিব। ১৪৬ তোমাকে আহ্বান করিতেছি; আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি তোমার প্রমাণবাক্য সকল পালন করিব। ১৪৭ আমি সন্ধ্যাকালে [তোমার] সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আর্ত্তনাদ করি, আমি তোমার বাক্যের অপেক্ষাতে আছি। ১৪৮ তোমার বচন ধ্যান করণার্থে আমার নেত্রযুগল রাত্রিযামের পূর্ব্বে প্রস্তুত হয়। ১৪৯ তুমি নিজ দয়ানুসারে আমার রব শুন; হে সদাপ্রভো, আপন ন্যায়বিচারানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। ১৫০ কুকর্ম্মানুগামিরা নিকটবর্ত্তী; তাহারা তোমার ব্যবস্থাহইতে দূরে আছে। ১৫১ হে সদাপ্রভো, তুমিই নিকটবর্ত্তী, ও তোমার সমস্ত আজ্ঞা সত্যস্বরূপ। ১৫২ আমি তোমার প্রমাণবাক্যদ্বারা পূর্ব্বাবধি জানি যে তুমি অনন্তকালার্থে তাহা স্থাপন করিয়াছ।

রেশ্।

১৫৩ আমার দুঃখ দেখিয়া আমাকে উদ্ধার কর, কেননা আমি তোমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হই নাই। ১৫৪ আমার বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া আমাকে মুক্ত কর, আপন বচনানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। ১৫৫ পরিত্রাণ দুষ্টগণহইতে দূরে থাকে, কারণ তাহারা তোমার বিধির অনুশীলন করে না। ১৫৬ হে সদাপ্রভো, তোমার করুণা বহুবিধ; আপন ন্যায়বিচারানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। ১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও বিপক্ষ অনেক, তথাপি আমি তোমার প্রমাণবাক্যহইতে বিমুখ হই না। ১৫৮ বিশ্বাসঘাতকদিগকে দেখিলে আমার ঘৃণা জন্মে, কারণ তাহারা তোমার বচন পালন করে না। ১৫৯ দেখ, আমি তোমার নিদেশ কেমন ভাল বাসি। হে সদাপ্রভো, আপন দয়ানুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। ১৬০ তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্যস্বরূপ, ও তোমার ধর্ম্মময় শাসন সকল অনন্তকালস্থায়ী।

শিন্।

১৬১ জনাধ্যক্ষেরা অকারণে আমাকে তাড়না করে, কিন্তু আমার মন তোমার বাক্যেই ভীত হয়। ১৬২ প্রচুর লুটদ্রব্য প্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমি তোমার বচনে আমোদ করি। ১৬৩ আমি মিথ্যাকে ঘৃণার্হ ও অসহ্য জ্ঞান করি, তোমার ব্যবস্থাই ভাল বাসি। ১৬৪ তোমার ধর্ম্মময় শাসনের জন্যে আমি দিনের মধ্যে সাত বার তোমার প্রশংসা করি। ১৬৫ যাহারা তোমার ব্যবস্থা ভাল বাসে, তাহাদের পরম শান্তি হয় ও কোন উছোট লাগে না। ১৬৬ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি, ও তোমার আজ্ঞানুসারে আচরণ করি। ১৬৭ আমার মন তোমার প্রমাণবাক্য পালন করে, ও আমি তাহা অতিশয় ভাল বাসি। ১৬৮ আমি তোমার নিদেশ ও প্রমাণবাক্য সকল পালন করি; কারণ আমার সমস্ত গতি তোমার দৃষ্টিগোচর।

তৌ।

১৬৯ হে সদাপ্রভো, আমার কাকুক্তি তোমার নিকটে উপস্থিত হউক, তুমি আপন বাক্যানুসারে আমাকে বিবেচনা দেও। ১৭০ আমার বিনতি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক, তোমার বচনানুসারে আমাকে নিস্তার কর। ১৭১ আমার ওষ্ঠাধরহইতে তোমার প্রশংসারূপ সুধা ক্ষরিবে, কারণ তুমি আমাকে আপন বিধি শিখাইয়া দিতেছ। ১৭২ আমার জিহ্বা গানদ্বারা তোমার বচন প্রচার করিবে, যেহেতুক তোমার আজ্ঞা সকল ধর্ম্মময়। ১৭৩ তোমার হস্ত আমার সহকারী হউক; কেননা আমি তোমার নিদেশ মনোনীত করি। ১৭৪ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার [অঙ্গীকৃত] পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা করি, এবং তোমার ব্যবস্থাই আমার হর্ষজনক। ১৭৫ আমার মন জীবিত থাকিয়া তোমার প্রশংসা করুক; এবং তোমার শাসন সকল আমার সহকারী হউক। ১৭৬ আমি হারাণ মেষের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি; নিজ দাসের অন্বেষণ কর; কেননা আমি তোমার আজ্ঞা বিস্মৃত হই নাই।

১২০ গীত।

আরোহণ-গীত।

১ আমি সঙ্কটকালে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন। ২ হে সদাপ্রভো, মিথ্যাবাদি ওষ্ঠাধর ও প্রতারক জিহ্বাহইতে

আমার প্রাণ রক্ষা কর। [৩] হে প্রতারক জিহ্বে, তিনি তোমাকে কি দিবেন? ও তোমাকে অধিক কি যোগাইবেন? [৪] বীরের তীক্ষ্ণ বাণ ও কুলকাষ্ঠের অঙ্গার। [৫] হায় ২, আমি মেশকের কাছে অতিথি আছি, ও কেদরের তাম্বুসমূহের নিকটে বাস করি। [৬] যে লোক সন্ধি ঘৃণা করে, তাহার কাছে বাস করাতে আমার প্রাণ ক্লান্ত হইয়াছে। [৭] আমি সন্ধিপ্রিয়, কিন্তু কথা কহিবামাত্র উহারা যুদ্ধার্থে উৎসুক।

১২১ গীত।

আরোহণ-গীত।

[১] আমি পর্ব্বতগণের দিগে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি; কোথা-হইতে আমার সাহায্য আসিবে? [২] সদাপ্রভুহইতে আমার সাহায্য হয়, তিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা। [৩] তিনি তোমার চরণ বিচলিত হইতে দিবেন না, তোমার রক্ষক ঢুলিয়া পড়িবেন না। [৪] দেখ, ইস্রায়েলের রক্ষক ঢুলিয়া পড়েন না ও নিদ্রা যান না। [৫] সদাপ্রভুই তোমার রক্ষক, সদাপ্রভুই তোমার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ছায়াস্বরূপ। [৬] দিবসে সূর্য্য কিম্বা রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না। [৭] সদাপ্রভু তোমাকে সমস্ত আপদহইতে রক্ষা করিবেন; তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। [৮] সদাপ্রভু অদ্যাবধি যুগানুক্রমে তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করিবেন।

১২২ গীত।

দায়ূদের আরোহণ-গীত।

[১] আইস, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই, লোকেরা আমাকে এই কথা কহিলে আমি আনন্দিত হইলাম। [২] হে যিরূশালেম, আমাদের চরণ তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। [৩] হে যিরূশালেম, তুমি সুসংসক্ত নগরবৎ নির্ম্মিত। [৪] বংশ সকল, সদাপ্রভুর বংশ সকল ইস্রায়েলের প্রমাণবাক্য বলিয়া সদাপ্রভুর নামের স্তবগান করিতে সেই স্থানে আরোহণ করে। [৫] কেননা সেই স্থানে বিচারার্থক সিংহাসন, অর্থাৎ দায়ূদের কুলের সিংহাসন সকল স্থাপিত আছে। [৬] তোমরা যিরূশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর; তোমার প্রেমকারিদের কল্যাণ হউক। [৭] তোমার প্রাকারের মধ্যে শান্তি, তোমার অট্টালিকা সকলের মধ্যে কল্যাণ থাকুক। [৮] হাঁ, আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের নিমিত্তে আমি বলি, তোমার মধ্যে শান্তি থাকুক। [৯] আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহের নিমিত্তে আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব।

১২৩ গীত।

আরোহণ-গীত।

[১] হে স্বর্গনিবাসিন্, আমি তোমার প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি। [২] দেখ, আপন ২ প্রভুর হস্তের প্রতি যেমন দাসদের দৃষ্টি, আপন কর্ত্রীর হস্তের প্রতি যেমন দাসীর দৃষ্টি থাকে, তেমনি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে, ও তাঁহাহইতে কৃপালাভের অপেক্ষা করিতেছে। [৩] হে সদাপ্রভো, আমাদিগকে কৃপা কর, কৃপা কর, কেননা আমরা তুচ্ছতাচ্ছল্যে নিতান্ত পরিপূর্ণ হইয়াছি। [৪] আমাদের প্রাণ সুখশালিদের উপহাসে ও অহঙ্কারিদের তুচ্ছতাচ্ছল্যে নিতান্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে।

১২৪ গীত।

দায়ূদের আরোহণ-গীত।

[১] যদি সদাপ্রভুই আমাদের সপক্ষ না হইতেন, —[২] হাঁ, ইস্রায়েল ইহা বলুক, আমাদের প্রতিকূলে মনুষ্যদের উত্থানকালে যদি সদাপ্রভুই আমাদের সপক্ষ না হইতেন, [৩] তবে তখন আমাদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাহারা জীবদ্দশাতে আমাদিগকে গ্রাস করিত; [৪] তখন জল আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত, স্রোত আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত; [৫] তখন গর্ব্বিত জল আমাদের প্রাণের উপর দিয়া বহিত। [৬] সদাপ্রভু ধন্য; তিনিই আমাদিগকে উহাদের দন্তশ্রেণীতে ভক্ষ্যবৎ সমর্পণ করেন নাই। [৭] ব্যাধের ফাঁদহইতে [নির্গত] পক্ষির ন্যায় আমাদের প্রাণ রক্ষা পাইল; ফাঁদ ছিন্ন হইল, এবং আমরা রক্ষা পাইলাম। [৮] আমাদের সাহায্য স্বর্গমর্ত্ত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভুর নামে নিষ্ঠিত।

১২৫ গীত।

আরোহণ-গীত।

[১] যাহারা সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, তাহারা অটল ও অনন্তকালস্থায়ি সিয়োন্ পর্ব্বতের সদৃশ। [২] যিরূশালেমের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতগণ আছে; আর অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুই আপন প্রজাদের চতুষ্পার্শ্বে আছেন। [৩] কেননা দুষ্টতার রাজদণ্ড ধার্ম্মিকদের অধিকারের উপরে চিরকাল থাকিবে না, পাছে ধার্ম্মিকগণ অন্যায়ে হস্তক্ষেপ করে। [৪] হে সদাপ্রভো, তুমি মঙ্গলৈষিদের ও সরলান্তঃকরণ লোকদের মঙ্গল কর। [৫] কিন্তু যাহারা আপন ২ বক্র পথে বিপথগামী হয়, সদাপ্রভু তাহাদিগকে অধর্ম্মাচারিদের সহিত দূর করিয়া দিবেন। ইস্রায়েলের উপরে শান্তি বর্ত্তুক।

১২৬ গীত।

আরোহণ-গীত।

[১] সদাপ্রভু সিয়োনের প্রত্যাগত লোকদিগকে ফিরিয়া আনিলেন, ইহাতে আমরা স্বপ্নদর্শিদের ন্যায় হইয়াছি। [২] তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যেতে ও জিহ্বা আনন্দগানে পরিপূর্ণ হইল; তৎকালে পরজাতিদের মধ্যে লোকে বলিল, সদাপ্রভু উহাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিলেন। [৩] সদাপ্রভু আমাদের নিমিত্তে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। [৪] হে সদাপ্রভো, আমাদের বন্দি লোকদিগকে ফিরিয়া আন, ও দক্ষিণ দেশের [বর্ষাকালীন] প্রণালীর সদৃশ কর।

৫ যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে, তাহারা আনন্দগান পুরঃসর শস্য কাটিবে। ৬ যে ব্যক্তি রোদন করিতে ২ বপনীয় বীজ লইয়া বহির্গত হয়, সে অবশ্য আনন্দগান করিতে ২ আপন আটি লইয়া আসিবে।

১২৭ গীত।

শলোমনের আরোহণ-গীত।

১ যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্ম্মাণ না করেন, তবে তাহার নির্ম্মাণকারিরা বৃথা পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগরের রক্ষা না করেন, তবে রক্ষকের জাগরণ বৃথা হয়। ২ তোমাদের প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং শয়ন করিতে বিলম্ব ও শ্রান্তি পূর্ব্বক আহার করা বৃথা হয়; তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে তাহাই দেন। ৩ দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুহইতে লভ্য সম্পত্তি, গর্ভের ফল পারিতোষিকস্বরূপ। ৪ বীরের হস্তস্থিত বাণসমূহ যেমন, যুবপুরুষের সন্তানগণ তেমন। ৫ যাহার তূণ তাদৃশ বাণেতে পরিপূর্ণ সেই পুরুষ ধন্য; পুরদ্বারে শত্রুগণের সহিত বাদানুবাদ করণ কালে তাহারা লজ্জিত হইবে না।

১২৮ গীত।

আরোহণ-গীত।

১ যে কেহ সদাপ্রভুকে ভয় করে ও তাঁহার পথে চলে, সে ধন্য। ২ তুমি আপন হস্তের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবা, তুমি ধন্য হইবা, ও তোমার মঙ্গল হইবে। ৩ তোমার গৃহগর্ভে তোমার ভার্য্যা ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে, তোমার মেজের চতুর্দ্দিগে তোমার সন্তানগণ জিতবৃক্ষের চারাগুলির ন্যায় হইবে। ৪ দেখ, সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক এই রূপ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়। ৫ সদাপ্রভু সিয়োনে থাকিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ও তুমি যাবজ্জীবন যিরূশালেমের মঙ্গল দেখিতে পাইবা; ৬ এবং আপন সন্তানদের বংশ দেখিতে পাইবা। ইস্রায়েলের উপরে শান্তি [বর্ত্তুক]।

১২৯ গীত।

আরোহণ-গীত।

১ লোকেরা আমার বাল্যকালাবধি বার ২ আমাকে উৎপীড়ন করিয়াছে,—হাঁ, ইস্রায়েল বলুক, ২ লোকেরা আমার বাল্যকালাবধি বার ২ আমাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, তথাপি আমার উপরে জয়ী হয় নাই। ৩ কৃষকেরা আমার পৃষ্ঠদেশ কর্ষণ করিয়াছে ও দীর্ঘ সীতা কাটিয়াছে। ৪ সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, তিনি দুষ্টগণের রজ্জু ছেদন করিয়াছেন। ৫ সিয়োনের সমস্ত বৈরী লজ্জিত ও পরাঙ্মুখ হইবে। ৬ তাহারা ছাতের উপরিস্থ তৃণের ন্যায় হইবে; তাহা ডাঁটাযুক্ত না হইতে শুষ্ক হইয়া পড়ে। ৭ শস্যচ্ছেদক তাহাতে আপন হস্ত, কিম্বা আটিবন্ধনকারী আপন ক্রোড় পূর্ণ করে না। ৮ এবং পথিকেরা বলে না, সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক, আমরা সদাপ্রভুর নামে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি।

১৩০ গীত।

আরোহণ-গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমি গভীর জলে থাকিয়া তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেছি। ২ হে প্রভো, আমার রব শুন, তোমার কর্ণ আমার বিনতির রবে অবধান করুক। ৩ হে সদাপ্রভো, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভো, কে দাঁড়াইতে পারিবে? ৪ বস্তুতঃ লোকে যেন তোমাহইতে ভীত হয়, তন্নিমিত্তে পাপমোচন তোমার কাছে আছে। ৫ আমি সদাপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছি; আমার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছে; হাঁ, আমি তাঁহার বাক্যে প্রত্যাশা করিতেছি। ৬ [প্রহরিগণ] প্রত্যূষের আকাঙ্ক্ষা করে, প্রত্যূষেরই আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তাহাদের হইতেও আমার প্রাণ প্রভুর অধিক আকাঙ্ক্ষী। ৭ হে ইস্রায়েল, সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর; কেননা সদাপ্রভুর নিকটে দয়া ও প্রচুর মুক্তি আছে। ৮ এবং তিনিই ইস্রায়েলকে তাহার সমস্ত অপরাধহইতে মুক্ত করিবেন।

১৩১ গীত।

দায়ূদের আরোহণ-গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমার অন্তঃকরণ গর্ব্বিত নয়, আমার দৃষ্টি উচ্চ নয়, এবং আমি মহৎ ব্যাপারে ও আমার বলাতীত আশ্চর্য্য বিষয়ে বিহার করি না। ২ যে শিশু স্তন্যপান ত্যাগ করিয়া মাতার বশে আছে, আমি আপন প্রাণকে তাহার ন্যায় শান্ত দান্ত করিয়াছি; আমার প্রাণ সেই ত্যক্তস্তন্য শিশুর ন্যায় আমার বশে আছে। ৩ হে ইস্রায়েল্, অদ্যাবধি যুগানুক্রমে সদাপ্রভুতে প্রত্যাশা কর।

১৩২ গীত।

আরোহণ-গীত।

১ হে সদাপ্রভো, তুমি দায়ূদের পক্ষে তাহার [স্বীকৃত] সমস্ত নম্রতা স্মরণ কর। ২ ফলতঃ সে সদাপ্রভুর কাছে শপথ, ও যাকোবের বলস্বরূপের কাছে মানত করিয়া কহিয়াছিল, ৩ আমি যাবৎ সদাপ্রভুর নিমিত্তে এক স্থানের উদ্দেশ, ও যাকোবের বলস্বরূপের নিমিত্তে এক আবাসের উদ্দেশ না পাই, ৪ তাবৎ আপন বাটীর চাঁদোয়ার নীচে প্রবেশ করিব না, ও আপনার শয্যাযুক্ত খট্টাতে উঠিব না, ৫ এবং আপন চক্ষুকে নিদ্রা, কিম্বা নেত্রচ্ছদকে তন্দ্রা সেবন করিতে দিব না।

৬ দেখ, আমরা ইফ্রাথায় তাহার সংবাদ শুনিয়াছিলাম, যিয়ারীমের মাঠে তাহা পাঠাইয়াছি। ৭আইস, আমরা তাঁহার আবাসে গিয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণিপাত করি। ৮হে সদাপ্রভো, তুমি উঠিয়া আপন শক্তির ধর্ম্মসিন্দুকের সহিত আপন বিশ্রামস্থানে গমন কর; ৯ তোমার যাজকগণ ধর্ম্মরূপ বস্ত্র পরিধান করুক, ও তোমার সাধু লোকেরা আনন্দগান করুক। ১০ তুমি আপন দাস দায়ূদের অনুরোধে [শুন]; আপন অভিষিক্তকে পরাঙ্মুখ করিও না।

[১১] সদাপ্রভু যাহা অন্যথা করিবেন না, এমন সত্য শপথ করিয়া দায়ূদকে কহিয়াছেন, আমি তোমার তনুজাত ব্যক্তিকে তোমার সিংহাসনে বসাইব। [১২] তোমার সন্তানগণ যদি আমার নিয়ম এবং আমার আদিষ্ট প্রমাণবাক্য পালন করে, তবে তাহাদের সন্তানগণও নিত্যই তোমার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে। [১৩] কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি আপন নিবাসের নিমিত্তে তাহাই বাসনা করিয়াছেন। [১৪] "এই আমার নিত্য বিশ্রামস্থান, আমি এই স্থানে বাস করিব, যেহেতুক আমি তাহাই বাসনা করিয়াছি। [১৫] আমি তাহার ভক্ষ্য নিতান্ত আশীর্ব্বাদযুক্ত করিব, ও তাহার দরিদ্রগণকে আহার দিয়া তৃপ্ত করিব। [১৬] এবং তাহার যাজকগণকে ত্রাণরূপ বস্ত্র পরিধান করাইব; এবং তাহার সাধু লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিবে। [১৭] আমি সেখানে দায়ূদের জন্যে এক শৃঙ্গ প্ররোহণ করাইব; আমি আপন অভিষিক্তের নিমিত্তে এক প্রদীপ সাজাইয়াছি। [১৮] আমি তাহার শত্রুগণকে লজ্জারূপ বস্ত্র পরিধান করাইব; কিন্তু তাহারই মস্তকে তাহার মুকুট শোভা পাইবে।"

১৩৩ গীত।

দায়ূদের আরোহণ-গীত।

[১] দেখ, ভ্রাতারা এক সঙ্গে বাসও করে, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন কমনীয়। [২] তাহা মস্তকে নিষিক্ত সেই উৎকৃষ্ট তৈলের সদৃশ, যাহা দাড়িতে অর্থাৎ হারোণের দাড়িতে ক্ষরিয়া পড়িল, তাহার বস্ত্রের গলাতেও ক্ষরিয়া পড়িল। [৩] তাহা হর্ম্মোণের শিশিরের সদৃশ, যাহা সিয়োন পর্ব্বতে ক্ষরিয়া পড়ে; বস্তুতঃ সেই স্থানে সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে আশীর্ব্বাদ, হাঁ, অনন্তকালীন জীবন পাওয়া যায়।

১৩৪ গীত।

আরোহণ-গীত।

[১] দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল, রাত্রিকালে সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। [২] তোমরা পবিত্র স্থানে আপন২ হস্ত তুলিয়া সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর।

[৩] স্বর্গমর্ত্ত্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভু সিয়োনহইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১৩৫ গীত।

[১] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর; সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা কর। [২] হে সদাপ্রভুর দাসগণ, সদাপ্রভুর গৃহে ও আমাদের ঈশ্বরের গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাক যে তোমরা, তোমরা প্রশংসা কর। [৩] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ; তাঁহার নামের উদ্দেশে সঙ্গীত কর, কেননা তাহা মনোহর। [৪] যেহেতুক সদাপ্রভু আপনার নিমিত্তে যাকোব্‌কে, আপনার নিজস্বের জন্যে ইস্রায়েলকে মনোনীত করিয়াছেন। [৫] হাঁ, আমি জানি, সদাপ্রভু মহান্, এবং আমাদের প্রভু যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। [৬] সদাপ্রভু স্বর্গে ও পৃথিবীতে, সমুদ্রগণে ও যাবতীয় বারিনিধিতে যাহা২ ইচ্ছা তাহাই করেন। [৭] তিনি পৃথিবীর প্রান্তহইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, তিনি বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন। [৮] তিনি মিসরস্থ মনুষ্যদের ও পশুদের মধ্যে প্রথমজাত সকলকে আঘাত করিয়াছিলেন। [৯] হে মিসর, তিনি তোমার মধ্যে ফরৌণের প্রতিকূলে ও তাহার সমস্ত দাসগণের প্রতিকূলে নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। [১০] তিনি বৃহৎ জাতিদিগকে আঘাত ও বলবান্ রাজগণকে বধ করিয়াছিলেন, [১১] অর্থাৎ ইমোরীয়দের রাজা সীহোন্‌কে, ও বাশনের রাজা ওগ্‌কে, ও কনানের যাবতীয় রাজ্যকে [নিহনন করিয়াছিলেন]। [১২] এবং তাহাদের দেশ [পরের] অধিকার, অর্থাৎ আপন প্রজা ইস্রায়েলের অধিকার করিয়া দিয়াছেন। [১৩] হে সদাপ্রভো, তোমার নাম অনন্তকাল, হে সদাপ্রভো, তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। [১৪] যেহেতুক সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার করিবেন, ও আপন দাসগণের প্রতি সদয় হইবেন।

[১৫] পরজাতীয়দের বিগ্রহ সকল রৌপ্য ও সুবর্ণময়, তাহারা মানুষের হস্তকৃত। [১৬] তাহাদের মুখ থাকিতেও তাহারা কথা কহিতে পারে না; চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না; [১৭] কর্ণ থাকিতেও কর্ণপাত করিতে পারে না; তাহাদের মুখে শ্বাসমাত্রও নাই। [১৮] তাহারা যাদৃশ, তাহাদের নির্ম্মাণকারিগণ, [হাঁ] তাহাদিগেতে নির্ভরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি তাদৃশ হইবে।

[১৯] হে ইস্রায়েলের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; হে হারোণের কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; [২০] হে লেবির কুল, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; হে সদাপ্রভুর ভয়কারিগণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর। [২১] যিরূশালেমনিবাসি সদাপ্রভুর ধন্যবাদ সিয়োনহইতে [উদ্গত] হউক। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৩৬ গীত।

[১] সদাপ্রভুর স্তবগান কর; কেননা তিনি মঙ্গলস্বরূপ; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২] ঈশ্বরগণের ঈশ্বরের স্তবগান কর; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৩] প্রভুদিগের প্রভুর স্তবগান কর; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৪] তিনি একা আশ্চর্য্য মহৎ কর্ম্ম করেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৫] তিনি বিবেচনাগুণে গগণমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৬] তিনি জলের উপরে ভূমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৭] তিনি বৃহৎ জ্যোতির্গণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [৮] তিনি দিনে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে সু-

ব্যকে,—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;—[৯] রাত্রিতে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে চন্দ্র ও তারাগণকে [নির্ম্মাণ করিয়াছেন]; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১০] তিনি প্রথমজাতদের [সংহারদ্বারা] মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১১] এবং তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রায়েলকে,—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;—[১২] বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা বাহির করিয়া আনিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১৩] তিনি সূফ সাগরকে দ্বিভাগ করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১৪] এবং তাহার মধ্য দিয়া ইস্রায়েলকে পার করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; [১৫] কিন্তু ফরৌণকে ও তাহার সৈন্যসামন্তকে সূফ সাগরে ঠেলিয়া দিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১৬] তিনি নিজ প্রজাগণকে প্রান্তরের মধ্য দিয়া গমন করাইলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [১৭] তিনি মহান্ রাজগণকে আঘাত করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; [১৮] ও পরাক্রান্ত রাজগণকে বধ করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; [১৯] অর্থাৎ ইমোরীয়দের রাজা সীহোনকে,—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;—[২০] ও বাশনের রাজা ওগকে [নিহনন করিলেন]; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; [২১] এবং তাহাদের দেশ [পরের] অধিকার করিয়া,—হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী;—[২২] অর্থাৎ আপন দাস ইস্রায়েলের অধিকার করিয়া দিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২৩] তিনি আমাদের অপকৃষ্ট দশাতে আমাদিগকে স্মরণ করিলেন; হা, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; [২৪] এবং বিপক্ষগণের মধ্যহইতে আমাদিগকে তুলিয়া উদ্ধার করিলেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২৫] তিনি যাবতীয় প্রাণিকে আহার দেন; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। [২৬] সেই স্বর্গের ঈশ্বরের স্তবগান কর; হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী।

১৩৭ গীত।

[১] আমরা বাবিলীয় নদীগণের তীরে বসিয়া সিয়োন্‌কে স্মরণ করত রোদন করিতেছিলাম; [২] আমরা তথাকার বাইশী বৃক্ষে আপন ২ বীণা টাঙ্গাইয়া রাখিতাম। [৩] ফলতঃ যাহারা আমাদিগকে বন্দি করিয়াছিল, তাহারা সেই স্থানে আমাদের নিকটে গীতের কথা, ও আমাদের উপদ্রবিগণ আনন্দের স্বর শুনিতে চাহিয়া কহিত, আমাদের কাছে সিয়োনের কোন গীত গাও। [৪] আমরা কেমন করিয়া বিজাতীয় ভূমিতে সদাপ্রভুর গীত গান করিব? [৫] হে যিরূশালেম্, যদি আমি তোমাকে বিস্মৃত হই, তবে আমার দক্ষিণ হস্ত [আপন কৌশল] বিস্মৃত হউক। [৬] যদি আমি তোমাকে মনে না করি, ও আপন পরমানন্দহইতে যিরূশালেমকে অধিক ভাল না বাসি, তবে আমার জিহ্বা তালুয়াতে সংলগ্ন হউক। [৭] হে সদাপ্রভো, ইদোমের সন্তানদের উপলক্ষ্যে যিরূশালেমের দিন স্মরণ কর, কেননা তাহারা কহিয়াছিল, "উৎপাটন কর, তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন কর।" [৮] হে বিনাশ্য বাবিলের কন্যে, তুমি আমাদের যে অপকার করিয়াছ, যে ব্যক্তি তোমাকে তাহার প্রতিফল দিবে, সে ধন্য। [৯] যে ব্যক্তি তোমার শিশুগণকে ধরিয়া শৈলের উপরে আছড়াইবে, সে ধন্য।

১৩৮ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার স্তবগান করিব, দেবগণের সাক্ষাতে সঙ্গীতদ্বারা তোমার কীর্ত্তন করিব। [২] আমি তোমার পবিত্র প্রাসাদের অভিমুখে প্রণিপাত করিব, এবং তোমার দয়া ও সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তবগান করিব; কেননা তুমি আপন সমস্ত নাম অপেক্ষা আপন [অঙ্গীকৃত] বচন মহৎ করিয়াছ। [৩] আমার আহ্বানের দিনে তুমি আমাকে উত্তর দিলা, ও আমার প্রাণকে শক্তি দিয়া আমাকে উৎসাহযুক্ত করিলা। [৪] হে সদাপ্রভো, পৃথিবীর সমস্ত রাজা তোমার স্তবগান করিবে, কারণ তাহারা তোমার মুখের বাক্য শুনিবে; [৫] এবং সদাপ্রভুর পথে গান করত [বলিবে], সদাপ্রভুর প্রতাপ মহৎ। [৬] কারণ সদাপ্রভু উচ্চ, তথাপি অবনত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, কিন্তু উদ্ধত লোককে দূরস্থ জানেন। [৭] যখন আমি সঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন করিব, তখন তুমি আমাকে সঞ্জীবিত করিবা; তুমি আমার শত্রুদের ক্রোধ সম্বরণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিবা, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে পরিত্রাণ করিবে। [৮] সদাপ্রভু আমার পক্ষে সকলই সাধন করিবেন; হে সদাপ্রভো, তোমার দয়া অনন্তকালস্থায়ী; তুমি আপনার হস্তকৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না।

১৩৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের রচিত। সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত আছ। [২] তুমিই আমার উপবেশন ও গাত্রোত্থান জানিতেছ, ও দূরে আমার সংকল্প বুঝিতেছ। [৩] তুমি আমার গমন ও শয়ন তদন্ত করিতেছ, ও আমার সমস্ত গতি ভালরূপে জানিতেছ। [৪] বস্তুতঃ, হে সদাপ্রভো, দেখ, আমার জিহ্বাগ্রে কথা না আসিতে তুমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছ। [৫] তুমি আমার অগ্র পশ্চাৎ ঘেরিয়াছ, আমার উপরেও আপন করতল রাখিতেছ। [৬] এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য্য, এবং উচ্চতা প্রযুক্ত আমার বোধের অগম্য। [৭] আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলায়ন করিব? [৮] যদি স্বর্গারোহণ করি, তবে

সেখানেও তুমি ; আর যদি পাতালে শয্যা পাতি, তবে দেখ, [সেখানেও] তুমি। ৯ যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদ্রের পরপ্রান্তে গিয়া বাস করি, ১০ তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে,এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে। ১১ আর যদি বলি,অন্ধকার আমাকে নিতান্ত আচ্ছাদন করিবে, এবং রাত্রি আমার চতুর্দ্দিক্স্থ আলোকস্বরূপ হইবে, ১২ তবে তোমার নিকটে অন্ধকারও অন্ধকার করিবে না ; বরং রাত্রি দিনের ন্যায় আলো করিবে ; অন্ধকার ও আলো একই [হইবে]।

১৩ বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছ ; তুমি মাতৃগর্ব্ভে আমাকে বুনিয়াছিলা। ১৪ আমি তোমার স্তবগান করিব, কেননা আমি ভয়াই ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত হইয়াছি ; তোমার কর্ম্ম সকল আশ্চর্য্য, তাহা আমার মন বিলক্ষণরূপে জানে। ১৫ যৎকালে আমি গোপনে নির্ম্মিত ও পৃথিবীর অধঃস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম, তৎকালে আমার অস্থিপঞ্জর তোমাহইতে অন্তর্হিত ছিল না। ১৬ তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, এবং আমার সমস্ত আয়ু তোমারই পুস্তকে লিখিত ছিল ; তাহার এক দিনও যখন হয় নাই, তখন তাহা নিরূপিত ছিল। ১৭ হে ঈশ্বর, আমার পক্ষে তোমার সঙ্কল্প সকল কেমন মূল্যবান্! তাহার সমষ্টি কেমন অধিক! ১৮ গণনা করিলে তাহা বালুকা অপেক্ষা বহুসংখ্যক হয় ; আমি যখন জাগ্রৎ হইব, তখনও তোমার নিকটে থাকিব।

১৯ হে ঈশ্বর, তুমি তো দুর্জ্জনকে বধ করিবা ; অতএব হে রক্তপাতপ্রিয় লোকেরা, আমার নিকটহইতে দূর হও। ২০ তাহারা দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে ; তোমার শত্রুগণ অলীক ভাবে তাহা লয়। ২১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমার ঘৃণাকারিগণকে কি ঘৃণা করিব না? ও তোমার বিরুদ্ধে যাহারা সগর্ব্বে উঠে, তাহাদের প্রতি কি বিরক্ত হইব না? ২২ আমি যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করত তাহাদিগকে ঘৃণা করি; তাহারা আমারই শত্রু হইয়াছে। ২৩ হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান করিয়া আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও ; আমার পরীক্ষা করিয়া আমার ভাবনা সকল জ্ঞাত হও। ২৪ এবং আমাতে বাধার পথ পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখ ; এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

১৪০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরকে দাতব্য। দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, দুর্ব্বৃত্ত মানুষহইতে আমাকে উদ্ধার কর, দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোকহইতেআমাকে রক্ষা কর। ২ তাহারা মনে ২ কুকল্পনা করে, ও প্রতি দিন যুদ্ধ জন্মাইতে ব্যস্ত রয়। ৩ তাহারা সর্পের ন্যায় আপন ২ জিহ্বা তীক্ষ্ন করিয়াছে, তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে। সেলা। ৪ হে সদাপ্রভো, দুর্জ্জনের হস্তহইতে আমাকে নিস্তার কর, দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোকহইতে আমাকে রক্ষা কর ; তাহারা আমার চরণে উছোট লাগাইবার সঙ্কল্প করিতেছে। ৫ অহঙ্কারি লোকেরা গোপনে আমার নিমিত্তে রজ্জুযুক্ত ফাঁদ প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা আমার পথের পার্শ্বে জাল বিস্তার করিয়াছে, ও আমার জন্যে কল পাতিয়াছে। সেলা। ৬ আমি সদাপ্রভুকে কহিলাম, তুমি আমার ঈশ্বর ; হে সদাপ্রভো, আমার বিনতির রবে কর্ণপাত কর। ৭ হে প্রভো সদাপ্রভো, হে আমার পরিত্রাণের বল, অস্ত্রযোজনার দিনে তুমি আমার মস্তক আচ্ছাদন করিয়া থাক। ৮ হে সদাপ্রভো, দুর্জ্জনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিও না ; উহাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিও না, [পাছে] সেই লোকেরা গর্ব্বিত হয়। সেলা। ৯ যাহারা আমাকে ঘেরে, তাহাদের ওষ্ঠাধরের দৌরাত্ম্য তাহাদেরই মস্তক আচ্ছাদন করিবে। ১০ তাহারা তপ্ত অঙ্গারেতে চাপা পড়িবে, এবং অগ্নিতে ও গভীর খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, আর উঠিতে পারিবে না। ১১ দুর্ম্মুখ লোক পৃথিবীতে স্থির থাকিতে পারিবে না ; অমঙ্গল উপদ্রবি লোককে পুনঃ২ নিপাত করিতে মৃগয়া করিবে। ১২ আমি জানি, সদাপ্রভু দুঃখি লোকের বিবাদ ও দরিদ্রবর্গের বিচার নিষ্পন্ন করিবেন। ১৩ ধার্ম্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের স্তবগান করিবে ; সরল লোকেরা তোমার শ্রীমুখের সহবাসী হইবে।

১৪১ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

১ হে সদাপ্রভো, আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি ; আমার পক্ষে ত্বরা কর ; আমি তোমাকে আহ্বান করিলে আমার রবে কর্ণপাত কর। ২ আমার প্রার্থনা সুগন্ধি ধূপ বলিয়া, ও আমার অঞ্জলিপ্রসারণ সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্য বলিয়া তোমার সম্মুখে প্রতিপন্ন হউক। ৩ হে সদাপ্রভো, আমার মুখে প্রহরিকে নিযুক্ত কর, ও আমার ওষ্ঠাধরের কবাট রক্ষা কর। ৪ কোন মন্দ বিষয়ে, বিশেষতঃ অধর্ম্মাচারি মনুষ্যদের সহিত দৌর্জ্জন্য পূর্ব্বক দুষ্ক্রিয়াসাধনে আমার মনকে প্রবৃত্ত করিও না, এবং উহাদের সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন করিতে আমাকে দিও না। ৫ ধার্ম্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক, তাহা সাধুতার প্রমাণ ; ও সে আমাকে অনুযোগ করুক, তাহা মস্তকের তৈলস্বরূপ ; আমার মস্তক তাহা অগ্রাহ্য করিবে না ; হাঁ, উহাদেরও বিবিধ অপকারের মধ্যে আমি অনুক্ষণ প্রার্থনা করিতেছি। ৬ উহাদের বিচারকর্ত্তারা শৈলাগ্রহইতে অধঃপাতিত হইল, তথাপি আমার বাক্য শুনিয়া তাহা যে মধুর, [ইহা জানিতে পারিল]। ৭ যেমন ভূমি বিদারণ ও খননকারি লোকের [বিকীর্ণ বীজ], তেমনি পাতালের মুখে আমাদের অস্থি সকল ছড়িয়া রহিয়াছে। ৮ যাহা হউক, হে প্রভো সদাপ্রভো, আমার চক্ষু তোমার মুখ চাহে ; আমি তোমারই শরণ লইয়াছি, আমার

প্রাণ ঢালিয়া দিও না। [৯] আমার জন্যে পাতিত ফাঁদহইতে ও অধর্ম্মাচারিদের জালহইতে আমাকে রক্ষা কর। [১০] দুষ্টগণ এককালে আপনাদের জালে পতিত হইবে; সেই অবসরে আমি উত্তীর্ণ হইব।

১৪২ গীত।

দায়ূদের প্রবোধন। গুহামধ্যে অবস্থিতিকালীন তাহার প্রার্থনা।

[১] আমি উচ্চৈঃস্বরে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিব, ও উচ্চৈঃস্বরে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিব। [২] তাঁহার সাক্ষাতে আমার শোচনা বিস্তার করিব, ও তাঁহার সাক্ষাতে আমার সঙ্কট জানাইব। [৩] আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইলে তুমিই তো আমার মার্গ জ্ঞাত আছ; আমার গন্তব্য পথে লোকেরা গোপনে আমার জন্যে ফাঁদ পাতিয়াছে। [৪] [আমার] দক্ষিণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, আমার পরিচয় লয় এমত কেহই নাই; আমার আশ্রয় বিনষ্ট হইল; কেহই আমার প্রাণের অনুশীলন করে না। [৫] হে সদাপ্রভো, আমি তোমার কাছে ক্রন্দন করিয়া কহিলাম, তুমিই আমার আশ্রয়, ও জীবিত লোকদের দেশে আমার ভাগ্য। [৬] আমার কাকুক্তিতে অবধান কর, কেননা আমি অতি ক্ষীণ হইয়াছি; আমার তাড়নাকারিগণহইতে আমাকে উদ্ধার কর, কেননা আমা অপেক্ষা তাহারা বলবান। [৭] লোকে যেন তোমার নামের স্তবগান করে, তন্নিমিত্ত আমার প্রাণ কারাগারহইতে মুক্ত কর; তুমি আমার উপকার করিলে ধার্ম্মিক লোকেরা [আসিয়া] আমাকে বেষ্টন করিবে।

১৪৩ গীত।

দায়ূদের সঙ্গীত।

[১] হে সদাপ্রভো, আমার প্রার্থনা শুন; আমার বিনতিতে কর্ণপাত কর; তোমার বিশ্বস্ততাতে ও ধার্ম্মিকতাতে আমাকে উত্তর দেও। [২] এবং আপনার এই দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা তোমার সাক্ষাতে কোন প্রাণী ধার্ম্মিক নয়। [৩] বস্তুতঃ শত্রু আমার প্রাণ তাড়না করিয়া আমার জীবাত্মাকে ভূমিতে দলিত করিল; সে আমাকে অন্ধকারে বাস করাইয়া প্রাক্কালের মৃত লোকদের সদৃশ করিল। [৪] ইহাতে আমার আত্মা ক্ষুণ্ণ হইতেছে, আমার অন্তরে মন ব্যাকুল আছে। [৫] আমি পূর্ব্বকালের দিন সকল স্মরণ করত তোমার সমস্ত কর্ম্ম চিন্তা করিতেছি, ও তোমার হস্তের কার্য্য ধ্যান করিতেছি। [৬] আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছি; শুষ্ক ভূমির ন্যায় আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষী। সেলা। [৭] হে সদাপ্রভো, ত্বরায় আমাকে উত্তর দেও; আমার উৎসাহ শেষ হইয়াছে; আমাহইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিও না, পাছে আমি গর্ত্তে অবরোহি লোকদের তুল্য হই। [৮] প্রাতঃকালে আমাকে নিজ দয়ার বাক্য শুনাও, কেননা আমি তোমাতে নির্ভর করিতেছি; আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও, কেননা আমি তোমার প্রতি আপন প্রাণ উত্তোলন করিতেছি। [৯] হে সদাপ্রভো, আমার শত্রুগণহইতে আমাকে নিস্তার কর; আমি তোমারই কাছে [সকলই] গচ্ছিত রাখিয়াছি। [১০] তোমার বাসনা পালন করিতে আমাকে শিক্ষা দেও; কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর। তোমার আত্মা মঙ্গলস্বরূপ, তিনি আমাকে সমস্থলীর দেশে গমন করাউন। [১১] হে সদাপ্রভো, তোমার নামের গুণে আমাকে সঞ্জীবিত কর; তোমার ধার্ম্মিকতার গুণে সঙ্কটহইতে আমার প্রাণ উদ্ধার কর। [১২] এবং দয়া পূর্ব্বক আমার শত্রুদিগকে নিহনন কর, ও আমার প্রাণের সমস্ত বৈরিকে বিনষ্ট কর, যেহেতুক আমি তোমার দাস।

১৪৪ গীত।

দায়ূদের রচিত।

[১] আমার ধরস্বরূপ সদাপ্রভু ধন্য; তিনিই আমার হস্তকে যুদ্ধ করিতে, ও আমার অঙ্গুলিকলাপকে সংগ্রাম করিতে শিক্ষা দেন। [২] তিনি আমার বর ও গড়, আমার উচ্চদুর্গ ও আমার নিস্তারকারী; তিনি আমার ঢাল, এবং আমি তাঁহার শরণ লইয়াছি; তিনি আমার প্রজাদিগকে আমার পদতলে নত করেন। [৩] হে সদাপ্রভো, মনুষ্য কি, যে তুমি তাহাকে মান্য কর? মর্ত্ত্যের সন্তান বা কি, যে তুমি তাহাকে গণ্য কর? [৪] মনুষ্য বাষ্পের তুল্য, তাহার আয়ু দ্রুতগামি ছায়ার সদৃশ। [৫] হে সদাপ্রভো, তোমার গগণমণ্ডল নত করিয়া নামিয়া আইস; পর্ব্বতগণকে স্পর্শ করিয়া ধূমযুক্ত কর। [৬] বিদ্যুৎ ছুঁড়িয়া উহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর, তোমার বাণ সকল ত্যাগ করিয়া উহাদিগকে সংহার কর। [৭] ঊর্দ্ধহইতে তোমার হস্ত প্রসারণ করিয়া আমাকে অগাধ জলহইতে, হাঁ, সেই বিজাতীয় সন্তানদের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর, [৮] যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে, ও যাহাদের দক্ষিণ হস্ত অসত্যের হস্ত আছে। [৯] হে ঈশ্বর, আমি তোমার উদ্দেশে নূতন গীত গান করিব, দশতন্ত্রী নেবলে তোমার উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। [১০] তুমি রাজাদিগের জয়দাতা, ও বিনাশক খড়্গহইতে আপন দাস দায়ূদের উদ্ধারকর্ত্তা। [১১] সেই বিজাতীয় সন্তানদের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা কর, যাহাদের মুখ অলীক কথা কহে, ও যাহাদের দক্ষিণ হস্ত অসত্যের হস্ত আছে। [১২] তাহাতে আমাদের পুত্রগণ যৌবনাবস্থাতে বর্দ্ধনশীল বৃক্ষের চারার সদৃশ, আমাদের কন্যাগণ প্রাসাদের নির্ম্মাণানুরূপে তক্ষিত কোণের স্তম্ভের সদৃশ হইবে; [১৩] আমাদের ভাণ্ডার সকল পরিপূর্ণ ও নানা প্রকার দ্রব্যবিশিষ্ট হইবে; আমাদের মেষগণ সহস্র ২ শাবক প্রসব করত আমাদের জনপদে অযুত গুণ বৃদ্ধি পাইবে; [১৪] এবং আমাদের বলদ সকল ভার

বহন করিবে; ভঙ্গ কি হানি কি আমাদের কোন চকে ক্রন্দন, ইহার কিছুই হইবে না। [15] যাহার এতাদৃশ অবস্থা, সেই জাতি ধন্য; সদাপ্রভু যাহার ঈশ্বর, সেই জাতি ধন্য।

১৪৫ গীত।

দায়ূদের [রচিত] প্রশংসা।

[1] হে আমার ঈশ্বর মহারাজ, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, এবং যুগানুক্রমের অনন্তকাল তোমার নামের ধন্যবাদ করিব। [2] প্রতিদিন তোমার ধন্যবাদ করিব, এবং যুগানুক্রমের অনন্তকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব। [3] সদাপ্রভু মহান্ ও অতি কীর্ত্তনীয়; এবং তাঁহার মহিমা অনুপলক্ষ্য। [4] লোকেরা পুরুষানুক্রমে তোমার ক্রিয়া সকলের প্রশংসা করিবে, ও তোমার বিবিধ পরাক্রম প্রচার করিবে। [5] তোমার প্রভাযুক্ত প্রতাপের আদরণীয়তা, হাঁ, তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের বৃত্তান্ত আমি ধ্যান করিব। [6] এবং লোকেরা তোমার ভয়ানক কর্ম্ম সকলের বিক্রম বাক্যে ব্যক্ত করিবে, এবং আমি তোমার মহৎ কার্য্য সকলের বর্ণনা করিব। [7] তাহারা তোমার প্রচুর মঙ্গলভাবের কীর্ত্তি প্রচার করিবে, ও তোমার ধার্ম্মিকতাতে আনন্দগান করিবে। [8] সদাপ্রভু কৃপাবান্ ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্। [9] সদাপ্রভু সকলের পক্ষে মঙ্গলস্বরূপ, এবং আপনার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুর উপরে তাঁহার করুণা বর্ত্তে। [10] হে সদাপ্রভো, তোমার সমস্ত কর্ম্ম তোমার প্রশংসা করে, এবং তোমার সাধুগণ তোমার ধন্যবাদ করে। [11] তাহারা তোমার রাজ্যের প্রতাপ বাক্যে ব্যক্ত করত ও তোমার পরাক্রমের প্রসঙ্গ করত [12] মনুষ্যসন্তানদিগকে তোমার বিবিধ পরাক্রম ও তোমার রাজ্যের আদরণীয় প্রতাপ জ্ঞাত করিতে যত্নবান। [13] তোমার রাজ্য যুগসমুদয়ের রাজ্য, ও তোমার কর্তৃত্ব তাবৎ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। [14] সদাপ্রভু পতনোন্মুখ সকলকে ধরিয়া রাখেন, ও অবনত সকলকে উত্থাপন করেন। [15] তাবতের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করিতেছে; এবং তুমিই উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে প্রত্যেকের ভক্ষ্য দিতেছ। [16] তুমি মুক্তহস্ত হইয়া যাবতীয় প্রাণির বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ। [17] সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্ম্মময়, ও আপনার সমস্ত কার্য্যে সাধু। [18] সদাপ্রভু আপনার আহ্বানকারি সকলের নিকটবর্ত্তী; যে সকল লোক সত্যের অধীনে তাঁহাকে আহ্বান করে, [তিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী]। [19] তিনি আপন ভয়কারিদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এবং তাহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাহাদিগকে ত্রাণ করেন। [20] সদাপ্রভু আপনার প্রেমকারি সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু যাবতীয় দুর্জনকে সংহার করেন। [21] আমার মুখ সদাপ্রভুর প্রশংসা বাক্যে ব্যক্ত করিবে; আর যাবতীয় প্রাণী যুগানুক্রমের অনন্তকাল তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করুক।

১৪৬ গীত।

[1] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর; হে আমার মন, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। [2] আমি যাবজ্জীবন সদাপ্রভুর প্রশংসা করিব; যাবৎ আমার সত্তা থাকিবে, তাবৎ আমার ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব। [3] তোমরা অধিপতিগণেতে নির্ভর করিও না; মনুষ্যসন্তানেতে [নির্ভর করিও না], কেননা তাহার নিকটে ত্রাণ নাই। [4] তাহার শ্বাস নির্গত হইলে সে নিজ মৃত্তিকায় প্রত্যাগমন করে; সেই দিনে তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হয়। [5] যাকোবের ঈশ্বর যাহার সহকারী, আপন ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহার আশাভূমি, সেই ধন্য। [6] তিনি গগনমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকলই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তিনি অনন্তকালার্থে সত্য পালন করেন। [7] তিনি উপদ্রুত লোকদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন, ও ক্ষুধিতদিগকে খাদ্য বিতরণ করেন; সদাপ্রভু বন্দিদিগকে মুক্ত করেন। [8] সদাপ্রভু অন্ধদিগকে চক্ষু দেন; সদাপ্রভু অবনতদিগকে উত্থাপন করেন; সদাপ্রভু ধার্ম্মিকদিগকে প্রেম করেন। [9] সদাপ্রভু বিদেশিদের রক্ষা করেন; তিনি পিতৃহীনের ও বিধবার উন্নতি করেন, কিন্তু দুষ্টগণের পথ বিপরীত করেন। [10] সদাপ্রভু অনন্তকালার্থে রাজত্ব করিবেন; হে সিয়োন, [তিনি] পুরুষানুক্রমে তোমার ঈশ্বর। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৭ গীত।

[1] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত করা উত্তম; হাঁ, তাহা মনোহর; প্রশংসা উপযুক্ত। [2] সদাপ্রভু যিরূশালেমকে গাঁথিতেছেন; তিনি ইস্রায়েলের ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিতেছেন। [3] তিনি ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করেন, ও তাহাদের ক্ষত সকল বন্ধন করেন। [4] তিনি তারাগণের সংখ্যা গণনা করেন, ও সকলের নাম রাখিয়া তাহাদিগকে ডাকেন। [5] আমাদের প্রভু মহান্ ও অতিশয় শক্তিমান্; তাঁহার বিবেচনা গণনা করা যায় না। [6] সদাপ্রভু নম্রগণের উন্নতি করেন, কিন্তু দুষ্টদিগকে নিপাত করিয়া ভূমিসাৎ করেন।

[7] তোমরা স্তবগান করত সদাপ্রভুর উদ্দেশে উত্তর প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক গান কর, বীণাযন্ত্রে আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে সঙ্গীত কর। [8] তিনি মেঘদ্বারা গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করেন, ও পৃথিবীর জন্যে বৃষ্টি প্রস্তুত করেন, ও পর্ব্বতগণকে তৃণ উৎপাদন করান। [9] তিনি পশুগণকে ও চীৎকারকারি দাঁড়কাকের শাবকদিগকে আহার দেন। [10] তিনি অশ্বের বলেতে প্রীত হন না, পুরুষের জঙ্ঘাতেও প্রসন্ন হন না। [11] যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, ও তাঁহার দয়ার অপেক্ষাতে থাকে, তাহাদিগেতেই সদাপ্রভু প্রসন্ন হন।

[12] হে যিরূশালেম, সদাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন কর;

হে সিয়োন, তোমার ঈশ্বরের প্রশংসা কর। [13]কেননা তিনি তোমার দ্বারের অর্গল সকল দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমার মধ্যস্থিত তোমার সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। [14] তিনি তোমার অঞ্চল শান্তিযুক্ত করেন, ও গোমের সারে তোমাকে তৃপ্ত করেন। [15] তিনি পৃথিবীতে আপন বচন পাঠান, তাঁহার বাক্য বেগেতে দৌড়ে। [16] তিনি মেষলোমের সদৃশ তুষার বর্ষণ করেন, ও ভস্মের ন্যায় নীহার ছড়াইয়া দেন। [17] তিনি খণ্ড২ করিয়া আপন করকা প্রেরণ করেন; তাঁহার শীতের সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারে? [18] তিনি আপন বাক্য পাঠাইয়া সে সমস্ত দ্রবীভূত করেন, তিনি আপন বায়ু বহাইলে সে সমস্ত তরল জল হইয়া যায়। [19] তিনি যাকোবকে আপন বাক্য, ইস্রায়েলকে আপন বিধি ও শাসন সকল জ্ঞাত করিয়াছেন। [20] তিনি কোন পরজাতির পক্ষে এমত ব্যবহার করেন নাই, ফলতঃ তাহারা [তাঁহার] শাসন সকল জানে না। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৮ গীত।

[1] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। স্বর্গে থাকিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, ঊর্দ্ধলোকে তাঁহার প্রশংসা কর। [2] হে তাঁহার দূত সকল, তাঁহার প্রশংসা কর; হে তাঁহার সমস্ত বাহিনি, তাঁহার প্রশংসা কর। [3] হে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাঁহার প্রশংসা কর; হে দীপ্তিময় তারা সকল, তাঁহার প্রশংসা কর। [4] হে স্বর্গের স্বর্গ ও হে গগণোপরিস্থ জল, তাঁহার প্রশংসা কর। [5] ইহারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক, কেননা তাঁহারই আজ্ঞামাত্রে তাহারা সৃষ্ট হইল। [6] এবং তিনি অনন্তকালীন যুগানুক্রমের নিমিত্তে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন, ও সকলের অলঙ্ঘনীয় এক সীমা দিয়াছেন।

[7] পৃথিবীতে থাকিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা কর; প্রকাণ্ড মৎস্য ও বারিধি সকল; [8] অগ্নি ও শিলা, তুষার ও বাষ্প, তাঁহার আজ্ঞাসাধক প্রচণ্ড বায়ু; [9] পর্ব্বতগণ ও উপপর্ব্বত সকল, ফলের বৃক্ষগণ ও এরসবৃক্ষ সকল; [10] বন্য পশুগণ ও গ্রাম্য পশু সকল; সরীসৃপ ও উড্ডীয়মান পক্ষী সকল; [11] পৃথিবীর রাজগণ ও নরবৃন্দ সকল; জনাধ্যক্ষগণ ও পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা সকল, [12] যুবগণ ও যুবতী সকল; বৃদ্ধগণ ও বালকসমূহ; [13] সকলে সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক, কেননা কেবল তাঁহার নাম উন্নত, তাঁহার প্রভা পৃথিবীর ও স্বর্গের ঊর্দ্ধে উঠে। [14] আর তিনি আপন প্রজাদের নিমিত্তে এক উচ্চ শৃঙ্গ উৎপন্ন করিয়াছেন; তাহা তাঁহার সমস্ত সাধু লোকের ও তাঁহার নিকটসম্বন্ধীয় জাতি ইস্রায়েলের সন্তানগণের প্রশংসার পাত্র। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৪৯ গীত।

[1] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গাও; সাধুগণের সমাজে তাঁহার প্রশংসা [গাও]। [2] ইস্রায়েল আপন সৃষ্টিকর্ত্তাতে আনন্দ করুক; সিয়োনের সন্তানগণ আপনাদের রাজাতে উল্লাসিত হউক। [3] তাহারা নৃত্য করিতে২ তাঁহার নামের প্রশংসা করুক; তাহারা তবল ও বীণা পুরঃসর তাঁহার উদ্দেশে সঙ্গীত করুক। [4] কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগেতে প্রসন্ন; তিনি নম্রদিগকে পরিত্রাণরূপ ভূষণ দিতেছেন। [5] সাধু লোকেরা গৌরবে উল্লাসিত হইতেছে; তাহারা আপন২ শয্যাতে আনন্দগান করিতেছে। [6] তাহাদের কণ্ঠে ঈশ্বরের উচ্চ প্রশংসা, ও হস্তে দ্বিধার খড়্গ আছে; [7] কেননা তাহারা পরজাতীয়দিগকে প্রতিফল দিতে ও জনবৃন্দগণকে ভর্ৎসনা করিতে, [8] এবং তাহাদের রাজগণকে শৃঙ্খলে, ও তাহাদের মান্য লোকদিগকে লৌহবেড়িতে বদ্ধ করিতে নিযুক্ত। [9] এই রূপে তাহারা উহাদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রনিরূপিত বিচার নিষ্পন্ন করিবে। ইহা তাঁহার যাবতীয় সাধু লোকের পক্ষে আদরণীয়তাস্বরূপ। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

১৫০ গীত।

[1] সদাপ্রভুর প্রশংসা কর। তাঁহার পবিত্র স্থানে ঈশ্বরের প্রশংসা কর; তাঁহার বলপ্রকাশক বিতানে তাঁহার প্রশংসা কর। [2] তাঁহার বিবিধ পরাক্রম প্রযুক্ত তাঁহার প্রশংসা কর; তাঁহার মহিমার আতিশয্যানুসারে তাঁহার প্রশংসা কর। [3] তূরীধ্বনি পুরঃসর তাঁহার প্রশংসা কর; নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁহার প্রশংসা কর। [4] তবল ও নৃত্যদ্বারা তাঁহার প্রশংসা কর; তারযুক্ত যন্ত্রে ও বংশীবাদ্যে তাঁহার প্রশংসা কর। [5] সুশ্রাব্য করতালদ্বারা তাঁহার প্রশংসা কর; উচ্চধ্বনি করতালদ্বারা তাঁহার প্রশংসা কর। [6] যাবতীয় প্রাণী সদাপ্রভুর প্রশংসা করুক। সদাপ্রভুর প্রশংসা কর।

শলোমনের হিতোপদেশ।

১ অধ্যায়।

[1] ইস্রায়েলের রাজা দায়ূদের পুত্র শলোমনের এই হিতোপদেশ [2] প্রজ্ঞা ও উপদেশ দিতে, ও সুবিবেচনার বাক্য জানাইতে, [3] এবং কৌশলদায়ক উপদেশ ও ধর্ম্ম ও সুবিচার ও ন্যায় গ্রাহ্য করাইতে, [4] এবং অসতর্কদিগকে সতর্কতা ও যুব লোককে জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা দিতে যোগ্য। [5] ইহাতে

মনোযোগ করিলে জ্ঞানবানের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইবে, ও বুদ্ধিমান্ লোক নীতি লাভ করিবে, ৬ এবং দৃষ্টান্তকথা ও রহস্য ও জ্ঞানবানদের প্রসঙ্গ ও তাহাদের গূঢ় বচন বুঝিতে পারিবে।

৭ সদাপ্রভুর ভীতি জ্ঞানের অগ্রিমাংশ; কিন্তু অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছবোধ করে। ৮ হে বৎস, তুমি আপন পিতার উপদেশ শ্রবণ কর, ও আপন মাতার ব্যবস্থা ছাড়িও না। ৯ কারণ সেই বাক্য তোমার পক্ষে অনুগ্রহজনক শিরোভূষণ ও গলদেশের হারস্বরূপ।

১০ হে বৎস, পাপিগণ তোমাকে প্রলোভন করিলে তুমি সম্মত হইও না। ১১ তাহারা যদি কহে, আমাদের সহিত আইস, আমরা রক্তপাত করণার্থে লুকাইয়া থাকি, ও নির্দ্দোষদিগকে অকারণে ধরিতে গুপ্ত থাকি; ১২ পাতালের ন্যায় আমরা তাহাদিগকে জীবন্ত গ্রাস করি, ও গর্ত্তে অবরোহিদের ন্যায় যাথার্থিক লোকদিগকে গ্রাস করি; ১৩ আমরা সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য ধন পাইব, লুটিত দ্রব্যেতে আপন ২ গৃহ পরিপূর্ণ করিব; ১৪ আইস, তুমি আমাদের মধ্যে এক জন অংশী হও; আমাদের সকলকার এক তোড়া হউক; ১৫ হে বৎস, তাহাদের সহিত সেই পথে যাইও না, তাহাদের মার্গহইতে তোমার চরণ নিবৃত্ত কর; ১৬ কেননা তাহাদের চরণ অনিষ্টের অভিমুখে দৌড়ে, ও রক্তপাত করিতে বেগে ধাবমান হয়। ১৭ বস্তুতঃ পক্ষির দৃষ্টিগোচরেই জাল পাতা নিতান্ত বৃথা হয়। ১৮ পরন্তু উহারা আপনাদেরই রক্তপাত করিতে লুকাইয়া থাকে, ও আপনাদেরই প্রাণ ধরিতে গুপ্ত থাকে। ১৯ পরধনগ্রাহি সকলের এই গতি, সেই ধন গ্রাহকেরই প্রাণ নষ্ট করে।

২০ প্রজ্ঞা সড়কে উচ্চৈঃস্বর করে, ও চকে দাঁড়াইয়া ডাকে। ২১ সে জনাকীর্ণ পথের মস্তকে আহ্বান করে, এবং নগরদ্বার সকলের প্রবেশস্থানে এই ২ কথা বলে, ২২ হে অসতর্কেরা, তোমরা কত দিন অসতর্কতা ভাল বাসিবা? হে নিন্দকেরা, তোমরা কত দিন নিন্দাতে রত থাকিবা? হে স্থূলবুদ্ধিরা, তোমরা আর কত কাল জ্ঞানকে ঘৃণা করিবা? ২৩ আমার অনুযোগেতে মন ফিরাও; দেখ, আমি তোমাদিগকে নিজ আত্মারূপ সুধা দিব, ও আপন কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব।

২৪ আমি ডাকিলে তোমরা আসিতে সম্মত হইলা না, ও হস্ত বিস্তার করিলে কেহ মনোযোগ করিলা না; ২৫ কিন্তু আমার সমস্ত পরামর্শ ত্যাজ্য করিলা, ও আমার অনুযোগ বাঞ্ছা করিলা না; ২৬ এই কারণ তোমাদের বিপদকালে আমিও হাসিব, ও তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পরিহাস করিব। ২৭ যখন ঝঞ্ঝার ন্যায় তোমাদের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ও ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে, ও যখন সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের প্রতি ঘটিবে; ২৮ তৎকালে সকলে আমাকে আহ্বান করিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না; তাহারা অতন্দ্রিত হইয়া আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমার উদ্দেশ পাইবে না। ২৯ কারণ তাহারা জ্ঞান ঘৃণা করিত, ও সদাপ্রভুর ভীতি মনোনীত করিত না; ৩০ আমার পরামর্শে সম্মত হইত না, ও আমার অনুযোগবাক্য সকল তুচ্ছ করিত। ৩১ অতএব তাহারা আপন ২ আচরণের ফল ভোগ করিবে, ও আপন ২ কুপরামর্শে উদর পূর্ণ করিবে। ৩২ হাঁ, অসতর্ক লোকদের বিপথগমন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, ও স্থূলবুদ্ধিদিগের নিশ্চিন্ততা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে; ৩৩ কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে, সে নির্ভয়ে বাস করিবে, ও অমঙ্গলের আশঙ্কাহইতে বিশ্রাম পাইবে।

২ অধ্যায়।

১ হে বৎস, তুমি যদি আমার কথা গ্রহণ কর ও আমার আজ্ঞা সকল মনে রাখ, ২ এবং যদি প্রজ্ঞাতে কর্ণপাত ও বুদ্ধিতে মনোনিবেশ কর; ৩ হাঁ, যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর ও বুদ্ধির জন্যে উচ্চৈঃস্বর কর; ৪ যদি রূপার ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর, ও গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর; ৫ তাহা হইলে সদাপ্রভুর ভীতি বুঝিতে পারিবা, ও ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। ৬ কেননা সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দেন, তাঁহারই মুখহইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি [নির্গত হয়]। ৭ তিনি সরলগণের নিমিত্তে কুশল রাখেন, তিনিই যথার্থাচারিদের ঢালস্বরূপ। ৮ তিনি বিচারের মার্গ সকল রক্ষা করেন, ও আপন সাধু লোকদের পথ পালন করেন। ৯ তাহা হইলে তুমি ধর্ম্ম ও সুবিচার ও ন্যায় ও মঙ্গলের সমস্ত পথ জানিতে পারিবা।

১০ যদি প্রজ্ঞা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে, ও জ্ঞান তোমার প্রাণের তুষ্টি জন্মায়, ১১ তবে পরিণামদর্শিতা তোমার প্রহরী হইবে, ও বুদ্ধি তোমাকে রক্ষা করিবে। ১২ সে তোমাকে কুপথহইতে, হাঁ, যে পুরুষেরা পাকপাড়া ভাবের কথা কহে, ১৩ ও সারল্যরূপ পথ ত্যাগ করে, ও অন্ধকার মার্গে চলে, ১৪ ও কুক্রিয়াতে আনন্দিত ও পাকপাড়া ভাবে উল্লাসিত হয়, ১৫ ও কুটিল পথের পথিক ও আপন ২ মার্গে বক্রগামী হয়, তাহাদের হইতে উদ্ধার করিবে। ১৬ এবং পরকীয়া স্ত্রীহইতে অর্থাৎ চাটুভাষিণী যে বিজাতীয়া স্ত্রী ১৭ যৌবনকালের মিত্রকে ত্যাগ করিয়া আপন ঈশ্বরের নিয়ম বিস্মৃতা হইয়াছে, তাহাহইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে। ১৮ কেননা উহার বাটী মৃত্যুর দিগে ঢালু, ও উহার পথ প্রেতলোকের দিগে যায়। ১৯ যে সকল লোক উহার কাছে গমন করে, তাহারা আর ফিরে না, ও জীবনের পথ আর পায় না।

২০ আমার চেষ্টা এই যে তুমি সুশীল লোকদের মার্গে গমন কর, ও ধার্ম্মিকগণের পথ অবলম্বন কর। ২১ কেননা সরল লোকেরা দেশে বাস করিবে,

ও যাথার্থিক লোকেরা তাহাতে অবশিষ্ট থাকিবে। ২২ কিন্তু দুষ্টগণ দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, ও বিশ্বাসঘাতকেরা তাহাহইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

৩ অধ্যায়।

১ হে বৎস, তুমি আমার ব্যবস্থা বিস্মৃত হইও না; তোমার অন্তঃকরণ আমার আজ্ঞা সকল পালন করুক। ২ কেননা তাহাদ্বারা তোমার পরমায়ুর দীর্ঘতা ও জীবনের বৎসরসংখ্যা ও শান্তি বৃদ্ধি হইবে। ৩ দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করুক; তুমি উভয়কে কণ্ঠে বন্ধন কর, ও আপন হৃৎপত্রে লিখিয়া রাখ। ৪ তাহা করিলে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও শুভ কৌশল পাইবা।

৫ তুমি সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনাতে নির্ভর করিও না। ৬ তোমার যাবতীয় গতিতে তাঁহাকে মনে কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সরল করিবেন।

৭ আপনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মানিও না; সদাপ্রভুহইতে ভীত হও, ও যাহা মন্দ তাহাহইতে অপসরণ কর। ৮ তাহা তোমার শিরার স্বাস্থ্য ও অস্থির মজ্জাস্বরূপ হইবে। ৯ তুমি আপনার ধনে ও সমস্ত আয়ের অগ্রিমাংশে সদাপ্রভুর সম্মান কর। ১০ তাহাতে তোমার ভাণ্ডার বহুধনেতে পরিপূর্ণ হইবে, ও তোমার কুণ্ডে নূতন দ্রাক্ষারস উথলিয়া পড়িবে।

১১ হে বৎস, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, ও তাঁহার অনুযোগে ক্লান্ত হইও না। ১২ কেননা সদাপ্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন, এবং আপন প্রিয় পুত্রের প্রতি যেমন পিতা, তেমনি [হন]।

১৩ যে মনুষ্য প্রজ্ঞা পায় ও বুদ্ধি লাভ করে, সেই ধন্য। ১৪ কেননা রূপার বাণিজ্য অপেক্ষাও তাহার বাণিজ্য উত্তম, এবং সুবর্ণ অপেক্ষাও তাহার লাভ শ্রেষ্ঠ। ১৫ তাহা মুক্তাহইতেও বহুমূল্য; তোমার অভীষ্ট কোন বস্তু তাহার তুল্য নয়। ১৬ তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ পরমায়ু, ও বাম হস্তে ধন ও সম্মান থাকে। ১৭ তাহার পথ সকল মনোরঞ্জনের পথ, ও তাহার সমস্ত মার্গ শান্তিকর। ১৮ যাহারা তাহার শরণ লয়, তাহাদের কাছে তাহা জীবনদায়ক বৃক্ষস্বরূপ হয়; ও যে ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করে, সে ধন্যবাদের পাত্র। ১৯ সদাপ্রভু প্রজ্ঞাদ্বারা পৃথিবীর মূল স্থাপন করিলেন, তিনি বুদ্ধিদ্বারা আকাশমণ্ডল সুস্থির করিলেন। ২০ তাঁহার জ্ঞানদ্বারা বারিধি সকল উদ্ঘাটিত হইল, ও আকাশ শিশির বর্ষায়।

২১ হে বৎস, এই সকল তোমার দৃষ্টিপথহইতে ভ্রষ্ট না হউক; তুমি কুশল ও পরিণামদর্শিতা রক্ষা কর। ২২ তাহা তোমার প্রাণের জীবন ও কণ্ঠের শোভা হইবে। ২৩ তাহা পাইলে তুমি আপন পথে নির্ভয়ে গমন করিবা, এবং তোমার পায়ে উছোট লাগিবে না। ২৪ শয়নকালে তোমার ভয় থাকিবে না, বরং শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা হইবে। ২৫ আকস্মিক আপদহইতে, কিম্বা দুষ্টদের বিনাশহইতে, হাঁ, তাহার উপস্থিত কালে তুমি শঙ্কা করিবা না। ২৬ কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসভূমি হইবেন ও ফাঁদহইতে তোমার চরণ রক্ষা করিবেন।

২৭ উপকার করণের উপায় হস্তে থাকিলে তদধিকারির উপকার করিতে অস্বীকার করিও না। ২৮ হস্তে দ্রব্য থাকিলে প্রতিবাসিকে বলিও না, "যাও, আর বার আইস, কল্য দিব।" ২৯ যে প্রতিবাসি লোক তোমার নিকটে নির্ভয়ে বাস করে, তাহার বিরুদ্ধে মন্দ সঙ্কল্প করিও না। ৩০ মনুষ্য তোমার অপকার না করিলে অকারণে তাহার সহিত বিরোধ করিও না। ৩১ উপদ্রবির প্রতি ঈর্ষ্যা করিও না, এবং তাহার কোন পথ মনোনীত করিও না। ৩২ কেননা খল সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র; কিন্তু সরলাত্মাদের সহিত তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা হয়। ৩৩ দুষ্ট লোকের গৃহে সদাপ্রভুর অভিশাপ থাকে, কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকদের নিবাস আশীর্ব্বাদযুক্ত করেন। ৩৪ তিনি যেমন নিন্দকদিগকে নিন্দা করেন, তেমনি নম্র লোকদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন। ৩৫ জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হয়, কিন্তু অবজ্ঞাই স্থূলবুদ্ধি লোকদের উন্নতি।

৪ অধ্যায়।

১ হে বৎসগণ, পিতার উপদেশ শুন, ও সুবিবেচনাদায়ক জ্ঞানে অবধান কর। ২ কেননা আমি তোমাদিগকে উত্তম পাণ্ডিত্য দিব; তোমরা আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না। ৩ বস্তুতঃ আমার পিতার কাছে আমিও বৎস, এবং মাতার দৃষ্টিতে কোমল ও একমাত্র ছিলাম। ৪ তিনি এই কথা বলিয়া আমাকে শিক্ষা দিতেন, তোমার চিত্ত আমার কথা অবলম্বন করুক; তুমি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তাহাতে জীবন পাইবা। ৫ প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর, সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর, তাহা বিস্মৃত হইও না; আমার মুখের কথাহইতে বিমুখ হইও না। ৬ [প্রজ্ঞাকে] ছাড়িও না, তাহাতে সে তোমাকে রক্ষা করিবে; তাহাকে প্রেম কর, তাহাতে সে তোমাকে নিষ্কণ্টক রাখিবে। ৭ প্রজ্ঞাই অগ্রিমাংশ, তুমি প্রজ্ঞা উপার্জ্জন কর; ও তোমার সমস্ত উপার্জ্জনে সুবিবেচনা উপার্জ্জন কর। ৮ তাহাকে শিরোধার্য্য কর, তবে সে তোমাকে উন্নত করিবে; ও তাহাকে আলিঙ্গন কর, তবে সে তোমাকে মান্য করিবে। ৯ সে তোমার মস্তকে অনুগ্রহজনক কিরীট দিবে, ও শোভার মুকুটে তোমাকে বেষ্টন করিবে।

১০ হে বৎস, শুন, এবং আমার কথা গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার আয়ু বহুবৎসর পরিমিত হইবে। ১১ আমি তোমাকে প্রজ্ঞার পথ দেখাই, ও সারল্যের মার্গে পদার্পণ করাই। ১২ তোমার গমনে পাদসঞ্চার সঙ্কুচিত হইবে না, ও ধাবমান হইবার কালে তোমাকে উছোট লাগিবে না। ১৩ উপদেশ

দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর, ছাড়িয়া দিও না; তাহা রক্ষা কর, কেননা তাহা তোমার জীবন।

১৪ দুর্জ্জনদের মার্গে প্রবেশ করিও না, ও দুর্বৃত্ত লোকদের পথে পদার্পণ করিও না। ১৫ তাহা ত্যাজ্য কর, তাহার নিকট দিয়া যাইও না; তাহাহইতে বিমুখ হইয়া অগ্রসর হও। ১৬ কেননা দুষ্কর্ম্ম না করিলে তাহাদের নিদ্রা হয় না, ও কাহাকে উছোট না লাগাইলে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ১৭ বস্তুতঃ তাহারা দুষ্টতারূপ অন্ন ভক্ষণ করে, ও দৌরাত্ম্যরূপ দ্রাক্ষারস পান করে। ১৮ কিন্তু যে উজ্জ্বল জ্যোতিঃ মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উত্তর ২ দেদীপ্যমান হয়, ধার্ম্মিকদের পথ তাহার ন্যায়। ১৯ দুষ্টদের পথ অন্ধকারের ন্যায়; তাহারা কিসে উছোট খাইবে, তাহা জানে না।

২০ হে বৎস, আমার কথাতে অবধান কর, ও আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। ২১ তাহা তোমার দৃষ্টিপথহইতে বহির্ভূত না হউক, যত্ন করিয়া হৃদয়মধ্যে তাহা রাখ। ২২ কেননা যাহারা তাহা পায়, তাহাদের জীবন ও সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য লাভ হয়। ২৩ রক্ষণীয় সমস্ত বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তোমার হৃদয়কে অধিক যত্নেতে রক্ষা কর, কেননা তাহাহইতে জীবনের উদ্গম হয়। ২৪ মুখের কুটিলতা আপনাহইতে অপসারণ কর, ও ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনাহইতে দূর কর। ২৫ তোমার নেত্র অগ্রে দৃষ্টি করুক, ও তোমার চক্ষুর পাতা সম্মুখে অবলোকন করুক। ২৬ তুমি আপন চরণের পদ্ধতি বিবেচনা কর, এবং তোমার সমস্ত গতি ব্যবস্থিত হউক। ২৭ দক্ষিণে কি বামে বিপথগামী হইও না, মন্দহইতে চরণ নিবৃত্ত কর।

৫ অধ্যায়।

১ হে বৎস, আমার প্রজ্ঞাতে অবধান কর, ও আমার বুদ্ধির প্রতি কর্ণপাত কর। ২ তাহাতে তুমি পরিণামদর্শিতা রক্ষা করিবা, ও আপন ওষ্ঠাধরে জ্ঞানের কথা পালন করিবা।

৩ কেননা পরকীয়ার ওষ্ঠহইতে ফোঁটা ২ মধু ক্ষরে, ও তাহার তালুকা তৈল অপেক্ষাও স্নিগ্ধ বটে। ৪ কিন্তু তাহার অন্তিম ফলোদয় নাগদানার ন্যায় তিক্ত ও দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ। ৫ তাহার চরণ মৃত্যুর কাছে নামিয়া যায়, ও তাহার পাদবিক্ষেপ পাতালে পড়ে। ৬ সে জীবনের পথ বিবেচনা করিতে অসম্মতা, তাহার পাদবিক্ষেপ চঞ্চল; সে জ্ঞানবর্জ্জিতা। ৭ অতএব হে বৎসগণ, আমার কথা শুন, আমার মুখের বাক্যহইতে বিমুখ হইও না। ৮ তুমি সেই স্ত্রীহইতে আপন পথ দূরে রাখ, তাহার গৃহদ্বারসমীপে যাইও না; ৯ গেলে তোমার তেজ অন্যদিগকে, ও তোমার পরমায়ু নির্দ্দয় রিপুকে দেওয়া হইবে; ১০ অপরিচিত লোকেরা তোমার ধনে আপ্যায়িত হইবে, ও তোমার পরিশ্রমের ফলেতে বিজাতীয় গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; ১১ এবং অন্তিম ফলোদয়কালে তোমার মাংস ও শরীর ক্ষয় পাওয়াতে তুমি অনুশোচনা করত কহিবা; ১২ হায় ২, আমি কেন উপদেশ ঘৃণা করিলাম? ও আমার মন কেন অনুযোগ তুচ্ছ করিল? ১৩ আমি কেন গুরুদের কথা শুনিলাম না? ও শিক্ষকদের বাক্যে কেন কর্ণপাত করিলাম না? ১৪ সমাজের ও মণ্ডলীর মধ্যে আমি প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিপদে পড়িলাম।

১৫ তুমি নিজ জলাশয়ের জল ও নিজ কূপের স্রোতোজল পান কর। ১৬ তোমার উনুই কেন বাহিরে বিস্তারিত হইবে? ও তোমার জলের স্রোত কেন চকে যাইবে? ১৭ তাহা কেবল তোমারই হউক, তোমার ও অপরিচিত লোকদের না হউক। ১৮ তোমার উনুই ধন্য হউক, এবং তুমি আপন যৌবনকালের ভার্য্যাতে আমোদ কর। ১৯ সে তো হরিণীর ন্যায় প্রেমিকা ও বাতপ্রমীর ন্যায় কমনীয়া; তাহারই স্তনের দ্বারা তুমি সর্ব্বদা আপ্যায়িত হও, ও তাহার প্রেমেতে নিত্য রত থাক। ২০ হে বৎস, তুমি পরকীয়াদ্বারা কেন প্রমাদে লিপ্ত হইবা? ও বিজাতীয়ার বক্ষে কেন আলিঙ্গন করিবা? ২১ মনুষ্যের গতি তো সদাপ্রভুর দৃষ্টিগোচর আছে; এবং তিনি তাহার সকল পথ বিচার করেন। ২২ দুষ্ট লোক আপন অপরাধ সকলদ্বারা ধরা পড়ে, ও নিজ পাপরূপ রজ্জুতে বদ্ধ হয়। ২৩ সে বিনা উপদেশে প্রাণ ত্যাগ করে, ও আপন অজ্ঞানতার আধিক্যে প্রমাদে লিপ্ত হয়।

৬ অধ্যায়।

১ হে বৎস, তুমি যদি আপন বন্ধুর প্রতিভূ হইয়া থাক, ও অপর লোকের হস্তে তালী দিয়া থাক, ২ তবে আপন বাক্যরূপ ফাঁদে পতিত ও আপন মুখের কথাতে ধৃত হইলা। ৩ অতএব হে বৎস, তুমি এখন এই কর্ম্ম কর; তুমি আপন বন্ধুর হস্তগত হইলা, অতএব আপনাকে উদ্ধার কর; তুমি যাইয়া পদতলস্থ হইয়া আপন বন্ধুকে সাধ্যসাধনা কর। ৪ তোমার নেত্রকে নিদ্রা যাইতে, ও চক্ষুর পাতাকে মুদ্রিত হইতে দিও না। ৫ হরিণের ন্যায় আপনাকে [ব্যাধের] হস্তহইতে, কিম্বা পক্ষির ন্যায় আপনাকে জালিকের করতলহইতে উদ্ধার কর।

৬ হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে গিয়া তাহার ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর। ৭ তাহার বিচারকর্ত্তা কি শাসনকর্ত্তা কি প্রভু কেহ নাই, ৮ [তথাপি] সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য প্রস্তুত করে, ও শস্য কাটনের সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে। ৯ হে অলস, তুমি কত কাল শয়নে থাকিবা? কখন্ নিদ্রাহইতে উঠিবা? ১০ যৎকিঞ্চিৎ নিদ্রা, যৎকিঞ্চিৎ তন্দ্রা, যৎকিঞ্চিৎ শয়নে হস্ত জড়সড় করিব, বলিলে ১১ তোমার দরিদ্রতা দস্যুর ন্যায়, ও তোমার দৈন্যদশা ঢালির ন্যায় উপস্থিত হইবে।

১২ পাপাধম যে ব্যক্তি, সে ধূর্ত্ত, মুখের কুটিল-

তারূপ পথে চলে; ১৩ চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করে, পদের ভঙ্গিদ্বারা বুঝায়, অঙ্গুলি দিয়া শিক্ষা দেয়। ১৪ তাহার হৃদয়ে পাকপাড়া ভাব থাকে, সে সতত দুর্বৃত্তি চিন্তা করে, সে বিসংবাদের দ্বার খুলে। ১৫ অতএব অকস্মাৎ তাহার বিপদ উপস্থিত হইবে, সে হঠাৎ ভগ্ন হইবে; প্রতীকার করিতে কেহ থাকিবে না।

১৬ এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর গর্হিত; সপ্তমটিও তাঁহার মনের ঘৃণাস্পদ, ১৭ উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদি জিহ্বা ও নির্দ্দোষ রক্তপাতকারি হস্ত, ১৮ ধূর্ত্ততার সঙ্কল্পকারি হৃদয়, দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামি চরণ, ১৯ অনৃতভাষি মিথ্যাসাক্ষী, ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিসংবাদজনক।

২০ হে বৎস, তুমি আপন পিতার আজ্ঞা পালন কর, ও আপন মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করিও না। ২১ তাহা সর্ব্বদা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ ও গলদেশে বন্ধন কর। ২২ তাহাতে গমনকালে সে তোমাকে পথ দেখাইবে, শয়নকালে তোমাকে রক্ষা করিবে, ও জাগরণ সময়ে সে তোমার সহিত আলাপ করিবে। ২৩ কেননা আজ্ঞা প্রদীপস্বরূপ ও ব্যবস্থা আলোক-স্বরূপ ও উপদেশের অনুযোগ জীবনের পথস্বরূপ হইয়া ২৪ দুষ্টা স্ত্রীহইতে ও বিজাতীয়ার জিহ্বা-নিঃসৃত বাক্যমাধুরীহইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।

২৫ তুমি অন্তঃকরণে ঐ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইও না, ও তাহার অপাঙ্গভঙ্গিতে ধৃত হইও না। ২৬ কেননা বেশ্যাদ্বারা অন্নাভাবও ঘটে, এবং পরস্ত্রী মনুষ্যের মহামূল্য প্রাণ মৃগয়া করে। ২৭ বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখিলে কাহার বস্ত্র দগ্ধ না হয়? ২৮ প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপরে গমন করিলে কাহার পদতল দগ্ধ না হয়? ২৯ যে ব্যক্তি প্রতিবাসির স্ত্রীর কাছে গমন করে, সে তদ্রূপ; যে কেহ এমত স্ত্রীকে স্পর্শ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না। ৩০ যে চোর ক্ষুধিত হইয়া উদর পূরণার্থে চুরি করে, লোকে তাহাকেও উপেক্ষা করে না। ৩১ ধরা পড়িলে তাহাকে চৌর্য্যের সপ্ত গুণ দিতে হয়, আপন গৃহের সর্ব্বস্ব হইলেও তাহা সমর্পণ করিতে হয়। ৩২ পরদারগামি পুরুষ বুদ্ধিবর্জ্জিত; সে আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করে। ৩৩ সে দণ্ড ও অবমাননা পায়; এবং তাহার দুর্নাম কখনো ঘুচে না। ৩৪ যেহেতুক স্ত্রী বিষয়ক ঈর্ষ্যা স্বামির চণ্ডতা, বৈরনির্য্যাতনের দিনে সে ক্ষমা করিবে না; ৩৫ সে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য করিবে না, এবং অনেক উৎকোচেও সম্মত হইবে না।

৭ অধ্যায়।

১ হে বৎস, আমার কথা সকল পালন কর, ও আমার আজ্ঞা সকল মনে সঙ্গোপন কর। ২ আমার আজ্ঞা পালন করিয়া জীবন ধারণ কর, ও আপন নয়নের তারার ন্যায় আমার ব্যবস্থা রক্ষা কর; ৩ তোমার অঙ্গুলিকলাপে তাহা বাঁধ, ও হৃৎপত্রে তাহা লিখিয়া রাখ। ৪ প্রজ্ঞাকে বল, তুমিই আমার ভগিনী, ও সুবিবেচনাকে বল, তুমিই আমার জ্ঞাতি; ৫ তাহাতে সে পরকীয়া স্ত্রী ও চাটুভাষিণী বিজাতীয়াহইতে তোমাকে রক্ষা করিবে।

৬ শুন, আমি আপন গৃহের বাতায়নে [দাঁড়াইয়া] খড়খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। ৭ তাহাতে অসতর্ক লোকদের মধ্যে আমার দৃষ্টি পড়িলে আমি যুবগণের মধ্যে নির্ব্বোধ এক বেটাকে দেখিলাম। ৮ সে ঐ [দুষ্টার] বাটীর কোণের নিকটস্থ গলিতে যাইয়া তাহার বাটীর পথে চলিতেছিল। ৯ তখন সন্ধ্যাকাল, দিবাবসানে রাত্রির ও অন্ধকারের কালিমা ছিল। ১০ তখন দেখ, বেশ্যাবেশধারিণী চতুরচিত্তা এক স্ত্রী তাহার সম্মুখে উপস্থিতা হইল। ১১ সে কলহকারিণী ও অবাধ্যা, তাহার চরণ ঘরে থাকে না; ১২ সে কখন সড়কে, ও কখন চকে, ও কখন কোণে ২ [ব্যাধের ন্যায়] অপেক্ষাতে থাকে। ১৩ ঐ স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া চুম্বন করিল, এবং নির্লজ্জ মুখে তাহাকে কহিল, ১৪ "আমাকে মঙ্গলার্থক বলিদান করিতে হয়, অদ্য আমি আপন মানত পূর্ণ করিলাম। ১৫ এই জন্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তোমার দেখা পাইতে বাহিরে আইলাম, এক্ষণে তোমাকে পাইলাম। ১৬ আমি চাদরে ও মিস্রীয় সূত্রের চিত্রবিচিত্র বস্ত্রে আপন খাট সাজাইলাম। ১৭ আমি গন্ধরস ও অগুরু ও দারুচিনি দিয়া আপন শয্যা আমোদিত করিলাম। ১৮ চল, আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত কামরসে মত্ত ও প্রেমেতে সুখী হই। ১৯ কেননা কর্ত্তা ঘরে নাই, দূরে গমন করিয়াছে। ২০ টাকার তোড়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, শুক্ল পক্ষে ঘরে আসিবে।" ২১ এই রূপ অনেক মধুর বাক্যেতে সে তাহার মন হরণ করিল, এবং ওষ্ঠাধরের স্নিগ্ধতাতে তাহাকে আকর্ষণ করিল। ২২ তাহাতে সে হঠাৎ তাহার পশ্চাৎ গেল; যেমন গোরু হত হইতে যায়, তদ্রূপ সে রুণু ২ শব্দ পুরঃসর নির্ব্বোধের শাস্তি পাইতে গেল, শেষে বাণদ্বারা বিদ্ধযকৃৎ হইল। ২৩ যে পক্ষী ফাঁদকে প্রাণনাশক না জানিয়া ফাঁদে পড়িতে শীঘ্র উড়ে, সে তাহার তুল্য।

২৪ অতএব এখন, হে বৎসেরা, আমার বাক্য শুন, ও আমার মুখের কথায় অবধান কর। ২৫ তোমার চিত্ত উহার কুপথে না যাউক, এবং তুমি উহার মার্গে ভ্রমণ করিও না। ২৬ কেননা সে অনেককে হত করিয়া নিপাত করিয়াছে, ও অনেক বলবানকে বধ করিয়াছে। ২৭ তাহার গৃহ পাতালের পথ, তাহা মৃত্যুর অন্তঃপুরে অবরোহণ করায়।

৮ অধ্যায়।

১ প্রজ্ঞা কি ডাকে না? ও বুদ্ধি কি উচ্চৈঃশব্দ করে না? ২ সে পথের পার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের চূড়াতে এবং মার্গ সকলের মধ্যস্থানে দাঁড়ায়; ৩ সে পুরদ্বার-সমীপে নগরের অগ্রভাগে ও দ্বারের প্রবেশস্থানে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহে, ৪ হে নরগণ, আমি

তোমাদিগকে আহ্বান করি; মনুষ্যসন্তানদের কাছে আমার এই নিবেদন। [৫] হে অসতর্কেরা, সতর্কতার কথা বুঝ; হে স্থূলবুদ্ধি সকল, তোমরা বিবেচনা বুঝ। [৬] শুন, কেননা আমি উৎকৃষ্ট কথা কহি, ও আমার ওষ্ঠাধরের বিকাশ ন্যায্য। [৭] হাঁ, আমার মুখ সত্য কহে, দুষ্টতা আমার ওষ্ঠের ঘৃণাস্পদ। [৮] আমার মুখের সমস্ত বাক্য ধর্ম্মময়; তাহার মধ্যে জটিল কি কুটিল কিছুই নাই। [৯] বুদ্ধিমানের স্থানে সে সকল সপ্রমাণ, এবং জ্ঞানিদের কাছে যথার্থ। [১০] রূপা অপেক্ষা আমার উপদেশ, এবং মনোনীত সুবর্ণ অপেক্ষা জ্ঞান গ্রহণ কর। [১১] কেননা প্রজ্ঞা মুক্তা-হইতেও উত্তম, ও কোন ইষ্ট বস্তু তাহার সমান নয়।

[১২] আমি প্রজ্ঞা সতর্কতার সহিত বাস করি, ও পরিণামদর্শিতার তত্ত্ব জানি। [১৩] সদাপ্রভুর ভীতি দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা; আমি অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা ও কুপথ ও পাকপাড়া মুখ ঘৃণা করি। [১৪] পরামর্শ ও কুশল আমার, আমিই সুবিবেচনা, পরাক্রম আমার। [১৫] আমাদ্বারা রাজগণ রাজত্ব পায়, ও মন্ত্রিগণ ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করে। [১৬] আমাদ্বারা প্রধানেরা প্রাধান্য পায়, ও পৃথিবীর বিচারকর্ত্তৃগণ উন্নত হয়। [১৭] যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি; এবং যাহারা অতন্দ্রিত হইয়া আমার অন্বেষণ করে, তাহারা আমাকে পায়। [১৮] ঐশ্বর্য্য ও সম্মান এবং অক্ষয় সম্পত্তি ও ধার্ম্মিকতা আমারই অধীন। [১৯] কাঞ্চন ও নির্ম্মল সুবর্ণ অপেক্ষাও আমার ফল উত্তম, এবং মনোনীত রূপাহইতেও আমার উপস্বত্ব ভাল। [২০] আমিই ধার্ম্মিকতার মার্গে ও বিচারের পথের মধ্যে চরণ চালাই। [২১] যাহারা আমাকে প্রেম করে, তাহাদিগকে সত্ত্ববান করি, ও তাহাদের ভাণ্ডার সকল পরিপূর্ণ করি।

[২২] সদাপ্রভুর গতির অগ্রিমাংশ বলিয়া আমি তাঁহার কর্ম্ম সকলের পূর্ব্বে, কালের পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রাপ্তা ছিলাম। [২৩] অনাদি কালাবধি, পূর্ব্বাবধি, পৃথিবীর উদ্ভবের পূর্ব্বাবধি আমি অভিষিক্তা আছি। [২৪] বারিধি সকল যখন হয় নাই, তখন আমি জন্মিয়াছিলাম; তখন জলভারে পূর্ণ উনুই সকল হয় নাই; [২৫] তখন পর্ব্বত সকল বসান যায় নাই; উপপর্ব্বত সকলের পূর্ব্বে আমি জন্মিয়াছিলাম; [২৬] তখন তিনি স্থল ও মাঠ ও জগতিস্থ ধূলির সমষ্টি নির্ম্মাণ করেন নাই। [২৭] তাঁহার আকাশমণ্ডল স্থাপন কালে আমি সেখানে ছিলাম; যে সময়ে তিনি বারিধিপৃষ্ঠের চক্রাকার সীমা নিরূপণ করিলেন, [২৮] এবং ঊর্দ্ধস্থিত মেঘ স্থাপন করিলেন, ও বারিধির প্রবাহ সকল প্রবল করিলেন, [২৯] এবং জল যাহার ধার উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেই সমুদ্রের সীমা স্থাপন, ও পৃথিবীর মূল নিরূপণ করিলেন; [৩০] তৎকালে আমি তাঁহার কাছে কর্ম্মকারিণী ছিলাম, এবং দিন২ আনন্দময়ী হইয়া তাঁহার সম্মুখে নিত্য আহ্লাদ করিতাম; [৩১] আমি তাঁহার ভূমণ্ডলে আনন্দ করিতাম, ও মনুষ্যসন্তানগণেতে আমার আমোদ প্রমোদ হইত।

[৩২] অতএব হে বৎসেরা, তোমরা এখন আমার বাক্যে অবধান কর; কেননা যে ব্যক্তি আমার পথ অবলম্বন করে, সেই ধন্য। [৩৩] তোমরা উপদেশ মানিয়া জ্ঞানবান্ হও; তাহা ত্যাজ্য করিও না। [৩৪] যে মনুষ্য আমার কথা শুনিয়া দিন২ আমার কবাটের নিকটে জাগ্রৎ থাকে, [ও] আমার দ্বারের চৌকাঠে থাকিয়া অপেক্ষা করে, সেই ধন্য। [৩৫] কেননা আমাকে পাইলেই মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং সদাপ্রভুর অনুগ্রহ ভোগ করে। [৩৬] কিন্তু যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পাপ করে, সে আপন প্রাণের প্রতি নিষ্ঠুর; যে সকল লোক আমাকে ঘৃণা করে, তাহারা মৃত্যুকে ভাল বাসে।

৯ অধ্যায়।

[১] প্রজ্ঞা আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার সপ্ত স্তম্ভ খুদিল; [২] সে আপন পশু মারিয়া ও দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করিয়া আপন মেজ সাজাইল। [৩] সে আপন দাসীদিগকে পাঠাইয়া নগরের উচ্চ স্থানের অগ্রহইতে নিমন্ত্রণ করিয়া কহে, [৪] যে ব্যক্তি অসতর্ক, সে এই স্থানে আইসুক; এবং নির্ব্বোধকে বলে, [৫] আইস, আমার ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন কর, ও আমার প্রস্তুত দ্রাক্ষারস পান কর; [৬] অসতর্ক লোকদের সঙ্গ ছাড়িয়া জীবন ধারণ কর, ও সুবিবেচনার পথে চরণ চালাও।

[৭] যে ব্যক্তি নিন্দককে শিক্ষা দেয়, সে অবমাননা পায়, এবং যে ব্যক্তি দুষ্টকে অনুযোগ করে, সে কলঙ্ক পায়। [৮] তুমি নিন্দককে অনুযোগ করিও না, করিলে সে তোমাকে ঘৃণা করিবে; জ্ঞানবানকেই অনুযোগ কর, তাহাতে সে তোমাকে প্রেম করিবে। [৯] জ্ঞানবানকে [শিক্ষা] দেও, তাহাতে সে আরও জ্ঞানবান হইবে; ধার্ম্মিককে জ্ঞান দেও, তাহাতে তাহার পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাইবে। [১০] সদাপ্রভুর ভীতিই প্রজ্ঞার আরম্ভ, এবং পবিত্রতমের জ্ঞানই সুবিবেচনা। [১১] কেননা আমাদ্বারা তোমার পরমায়ুর দীর্ঘতা বাড়িবে, ও তোমার জীবনের বৎসরসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। [১২] তুমি জ্ঞানবান্ হইলে আপনারই মঙ্গলার্থে জ্ঞানবান্ হইবা, আর নিন্দক হইলে একা তাহার ভার বহন করিবা।

[১৩] স্থূলবুদ্ধিতাস্বরূপ যে স্ত্রী সে কলহকারিণী, অসতর্কা ও নিতান্ত জ্ঞানবর্জ্জিতা। [১৪] সে আপনার গৃহদ্বারে [অথচ] নগরের উচ্চস্থানে আসন পাতিয়া বৈসে; [১৫] এবং সরল পথের পথিকদিগকে ডাকিয়া বলে, [১৬] যে ব্যক্তি অসতর্ক, সে এই স্থানে আইসুক; এবং নির্ব্বোধকে এই কথা কহে, [১৭] চৌর্য্য জল মিষ্ট, ও নিরালার অন্ন সুস্বাদু। [১৮] কিন্তু প্রেতগণ যে তথায় থাকে, ও উহার নিমন্ত্রিত লোকেরা যে পাতালের গভীর স্থানে যায়, ইহা সেই লোক বুঝে না।

১০ অধ্যায়।

শলোমনের হিতোপদেশ।

১ জ্ঞানবান্ পুত্র পিতার আনন্দকর, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি পুত্র মাতার খেদজনক। ২ দুষ্টতাযুক্ত ধন অনুপকারী, কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যুহইতে উদ্ধার করে। ৩ সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের প্রাণ ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে দেন না, কিন্তু দুষ্টদের লুব্ধতা নিরস্ত করেন। ৪ যে ব্যক্তি শিথিল হস্তে কর্ম্ম করে, সে দরিদ্র হয়; কিন্তু কর্ম্মঠ লোকদের হস্ত ধনবান করে। ৫ যে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করে, সেই কৌশলবিশিষ্ট পুত্র; কিন্তু যে শস্য কাটনের সময়ে নিদ্রিত থাকে, সে লজ্জাজনক পুত্র। ৬ ধার্ম্মিকের মস্তকে পুনঃ ২ আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে, কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যের আচ্ছাদন। ৭ ধার্ম্মিকের স্মরণীয় নাম আশীর্ব্বাদের বিষয়, কিন্তু দুষ্টদের নাম পচিয়া যায়। ৮ বিজ্ঞচিত্ত লোক আজ্ঞা গ্রহণ করে, কিন্তু অজ্ঞান বাচাল লোক নিপাতিত হয়। ৯ যে ব্যক্তি যাথার্থ্যরূপ পথে চলে, সে নির্ভয়ে চলে; কিন্তু কুটিলাচারি লোককে চেনা যাইবে। ১০ যে ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করে, সে দুঃখ দেয়; এবং অজ্ঞান বাচাল লোক নিপাতিত হয়। ১১ ধার্ম্মিকের মুখ জীবনের উনুইস্বরূপ; কিন্তু দুষ্টগণের মুখ দৌরাত্ম্যের আচ্ছাদন। ১২ দ্বেষ বিবাদের উৎপাদক, কিন্তু প্রেম অধর্ম্মরাশি আচ্ছাদন করে। ১৩ জ্ঞানবানের ওষ্ঠাধর প্রজ্ঞার আশ্রয়, কিন্তু নির্ব্বোধের পৃষ্ঠ দণ্ডের আশ্রয়। ১৪ জ্ঞানবানেরা জ্ঞান গোপনে রাখে, কিন্তু অজ্ঞানের মুখ আসন্ন সর্ব্বনাশ। ১৫ ধনবানের ধনই দৃঢ় নগর, এবং দরিদ্রদিগের দরিদ্রতাই সর্ব্বনাশ। ১৬ ধার্ম্মিকের শ্রম জীবনজনক, কিন্তু দুর্জ্জনের উপস্বত্ব পাপজনক। ১৭ যে ব্যক্তি উপদেশ মানে, সে জীবনের পথে চলে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুযোগ ত্যাজ্য করে, সে ভ্রান্ত হয়। ১৮ যে জন দ্বেষ আচ্ছাদন করে, তাহার ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদী; এবং যে কেহ পরীবাদ রটায়, সে স্থূলবুদ্ধি। ১৯ বাক্যের আধিক্যে অধর্ম্মের অভাব নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ওষ্ঠকে দমন করে, সে কৌশলবিশিষ্ট। ২০ ধার্ম্মিকের জিহ্বা মনোনীত রূপাস্বরূপ, কিন্তু দুষ্টদের অন্তঃকরণ অল্পমূল্য। ২১ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞানেরা বুদ্ধির অভাবে প্রাণ ত্যাগ করে। ২২ সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ ধনবান করে, এবং মনোদুঃখ তাহার সহিত কিছুই যোগ করিতে পারে না। ২৩ কুকর্ম্ম করা অজ্ঞানের কৌতুক, এবং প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের [আমোদজনক]। ২৪ দুষ্ট লোক যাহা ভয় করে, তাহার প্রতি তাহাই ঘটে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাঞ্ছা সফল হয়। ২৫ যে ঘূর্ণবায়ু বহিয়া যায়, তাহার ন্যায় দুষ্ট লোকও অনুদ্দিষ্ট হয়; কিন্তু ধার্ম্মিক নিত্যস্থায়ি ভিত্তিস্বরূপ। ২৬ যেমন দন্তে অম্লরস ও চক্ষুতে ধূম, তেমনি আপন প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে অলস। ২৭ সদাপ্রভুর ভীতি আয়ুর বৃদ্ধি করে; কিন্তু দুষ্টদের বৎসরসংখ্যা ছোট করা যায়। ২৮ ধার্ম্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দজনক; কিন্তু দুষ্টদের আশ্বাস ক্ষয় পায়। ২৯ সদাপ্রভুর পথ যাথার্থিকদিগের দুর্গস্বরূপ, কিন্তু অধর্ম্মাচারিদের সর্ব্বনাশস্বরূপ। ৩০ ধার্ম্মিক লোক অনন্ত কালেও বিচলিত হইবে না; কিন্তু দুষ্টগণ দেশবাসী থাকিবে না। ৩১ ধার্ম্মিকের মুখহইতে প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয়; কিন্তু পাকপাড়া জিহ্বাকে ছেদন করা যায়। ৩২ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর অনুগ্রহের মিত্র, কিন্তু দুষ্টদের মুখ পাকপাড়া ভাবের মিত্র।

১১ অধ্যায়।

১ ছলনার নিক্তি সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু যথার্থ টক তাঁহার প্রিয়। ২ অহঙ্কার আইলে অবজ্ঞাও আইসে; কিন্তু নম্রশীল লোকদের প্রজ্ঞাই সহচরী। ৩ সরল লোকদের যাথার্থিকতা তাহাদিগকে [সুপথে] লইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের প্রতীপতা তাহাদিগকে নষ্ট করে। ৪ ক্রোধের দিনে ধন অনুপকারী; কিন্তু ধার্ম্মিকতা মৃত্যুহইতে রক্ষা করে। ৫ যাথার্থিক লোকের ধার্ম্মিকতা তাহার পথ সমান করে; কিন্তু দুষ্ট নিজ দুষ্টতাতে পতিত হয়। ৬ যাথার্থিক লোকদের ধার্ম্মিকতা তাহাদিগকে উদ্ধার করে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকেরা আপনাদের লুব্ধতাতে ধরা পড়ে। ৭ দুষ্ট লোক মরিলে তাহার আশ্বাস নষ্ট হয়; এবং অধর্ম্মিদের প্রত্যাশা বিনাশ পায়। ৮ ধার্ম্মিক সঙ্কটহইতে উদ্ধার পায়, পরে দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। ৯ ধর্ম্মাবমানক লোক আপন মুখদ্বারা বন্ধুকে নষ্ট করে, কিন্তু ধার্ম্মিকগণ জ্ঞানদ্বারা উদ্ধার পায়। ১০ ধার্ম্মিকদের মঙ্গল হইলে নগরে উল্লাস হয়; এবং দুষ্টদের বিনাশ হইলে আনন্দগান হয়। ১১ সরলদিগের আশীর্ব্বাদে নগর উন্নত, কিন্তু দুষ্টদের বাক্যেতে উৎপাটিত হয়। ১২ নির্ব্বোধ আপন বন্ধুকে তুচ্ছ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান নীরব হইয়া থাকে। ১৩ পর্য্যটনকারি কর্ণেজপ গূঢ় মন্ত্রণা ব্যক্ত করে; কিন্তু বিশ্বস্তমনা লোক কথা গোপন করে। ১৪ নীতির অভাবে প্রজা লোক পতিত হয়; কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যেতে জয় হয়। ১৫ যে ব্যক্তি অপরিচিত লোকের হস্তে তালী দেয়, সে অবশ্য ক্লেশ পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিভূর কর্ম্মে ঘৃণা করে, সে নির্ভয়ে থাকে। ১৬ অনুগ্রহজনিকা স্ত্রী সম্মান ধরিয়া রাখে, আর ভীমবিক্রান্ত লোকেরা ধন ধরিয়া রাখে। ১৭ দয়ালু লোক আপন প্রাণের উপকার করে; কিন্তু নির্দ্দয় আপন শরীরের কণ্টক। ১৮ দুর্জন মিথ্যা উপার্জ্জন করে; কিন্তু ধার্ম্মিকতারূপ বীজবাপকের সত্য বেতন হয়। ১৯ কেহ জীবনলাভার্থে ধার্ম্মিকতাতে অটল থাকে, কেহ বা মৃত্যুলাভার্থে দুর্বৃত্তির অনুধাবন করে। ২০ কুটিল-

মনা সদাপ্রভুর ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যাহারা আচার ব্যবহারে যাথার্থিক, তাহারা তাঁহার প্রিয়। ২১ পরস্পর হস্তে তালী দিলেও দুর্বৃত্তেরা অদণ্ডিত থাকিবে না; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বংশ রক্ষা পাইবে। ২২ যেমন শূকরের নাসিকাতে সুবর্ণের নথ, তেমনি সুবিচারত্যাগিনী সুন্দরী স্ত্রী। ২৩ ধার্ম্মিক লোকদের মনোভিলাষ কেবল হিতার্থী, কিন্তু ক্রোধ দুষ্টদের অপেক্ষনীয়। ২৪ কেহ২ বিতরণ করত অনুক্ষণ বৃদ্ধি পায়; কেহ২ বা ন্যায্য ব্যয় অস্বীকার করত কেবল দরিদ্রতা পায়। ২৫ দানশীল প্রাণী পরিতৃপ্ত হয়, এবং জলসেচনকারী আপনি জলেতে সিক্ত হয়। ২৬ যে ব্যক্তি শস্য আটক করিয়া রাখে, জনবৃন্দ তাহাকে শাপ দেয়; কিন্তু যে ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করে, তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। ২৭ যে হিতৈষী সে প্রীতির অনুগামী; কিন্তু যে ব্যক্তি হিংসার চেষ্টা করে, তাহার প্রতি হিংসাই ঘটে। ২৮ যে জন আপন ধনে নির্ভর করে, সে পতিত হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকগণ পল্লবের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। ২৯ যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের কণ্টক, সে বায়ুরূপ অধিকার পায়; এবং অজ্ঞান লোক বিজ্ঞচিত্তের দাস হয়। ৩০ ধার্ম্মিকের ফল জীবনবৃক্ষস্বরূপ; এবং যে ব্যক্তি [অন্য২ লোকের] আত্মাকে লাভ করে, সেই জ্ঞানবান। ৩১ দেখ, পৃথিবীতে ধার্ম্মিক লোকও প্রতিফল পায়, তবে দুর্জন ও পাপী কি পাইবে না?

১২ অধ্যায়।

১ যে ব্যক্তি উপদেশ ভাল বাসে, সে জ্ঞান ভাল বাসে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুযোগ ঘৃণা করে, সে পশুবৎ। ২ সুশীল লোক সদাপ্রভুর নিকটে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তিনি কুসন্ধানিকে দোষী করেন। ৩ মনুষ্য দুষ্টতাদ্বারা সুস্থির হয় না, কিন্তু ধার্ম্মিকের মূল নড়িবে না। ৪ গুণবতী স্ত্রী স্বামির মুকুটস্বরূপ; কিন্তু লজ্জাদায়িনী স্ত্রী তাহার অস্থির ক্ষয়স্বরূপ। ৫ ধার্ম্মিকদের সঙ্কল্প সকল ন্যায্য, কিন্তু দুষ্টদের নীতি ছলমাত্র। ৬ দুষ্টগণের কথাবার্ত্তা রক্তপাত বিষয়ক কুমন্ত্রণা; কিন্তু সরলাচারিদের মুখ তাহাদিগকে রক্ষা করে। ৭ দুষ্টগণ পার্শ্ব ফিরাইলে অনুদ্দিষ্ট হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকদের বাটী অটল থাকে। ৮ মনুষ্য আপন কৌশলানুরূপ প্রশংসা পায়; কিন্তু কুটিলান্তঃকরণ লোক তুচ্ছীকৃত হয়। ৯ যে ক্ষুদ্র লোক আপনার দাস আপনি হয়, সে খাদ্যহীন আত্মশ্লাঘিহইতে উৎকৃষ্ট। ১০ ধার্ম্মিক আপন পশুর প্রাণের প্রতিও চিন্তা করে; কিন্তু দুষ্টদের করুণা নিষ্ঠুর। ১১ যে ব্যক্তি আপন ভূমি চাস করে, সে যথেষ্ট আহার পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি অসারচিত্ত লোকদের অনুধাবন করে, সে নির্ব্বোধ। ১২ দুষ্ট লোক দুর্জ্জনদের লাভেতে লোভ করে; কিন্তু ধার্ম্মিকদের মূল ফলদায়ক। ১৩ ওষ্ঠের অধর্ম্মে দুর্জনের ফাঁদ থাকে, কিন্তু ধার্ম্মিক সঙ্কটহইতে উত্তীর্ণ হয়। ১৪ নর আপন মুখের ফলদ্বারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের হস্তকৃত উপকারাদির ফল তাহার প্রতি বর্ত্তে। ১৫ অজ্ঞানের পথ তাহার দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু যে ব্যক্তি পরামর্শ শুনে সেই জ্ঞানবান। ১৬ অজ্ঞানের বিমর্ষ একেবারে ব্যক্ত হয়, কিন্তু সতর্ক লোক অপমান আচ্ছাদন করে। ১৭ যে সত্যবাদী সে ধর্ম্মের কথা কহে; কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী ছলের কথা কহে। ১৮ কেহ২ অনুক্ষণ অস্ত্রাঘাতস্বরূপ বাক্য কহে, কিন্তু জ্ঞানবানদের জিহ্বা আরোগ্যস্বরূপ। ১৯ সত্যবাদি ওষ্ঠ নিত্যস্থায়ী; কিন্তু মিথ্যাবাদি জিহ্বা নিমেষমাত্রস্থায়ী। ২০ কুসঙ্কল্পকারিদের হৃদয়ে ছল থাকে, কিন্তু যাহারা শান্তির পরামর্শ দেয় তাহাদের আনন্দ হয়। ২১ ধার্ম্মিকের কোন বিড়ম্বনা ঘটে না; কিন্তু দুষ্ট লোক অনিষ্টে পূর্ণ হয়। ২২ মিথ্যাবাদি ওষ্ঠ সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ততা অনুষ্ঠান করে, তাহারা তাঁহার প্রিয়। ২৩ সতর্ক লোক জ্ঞান সম্বরণ করে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের হৃদয় অজ্ঞানতা প্রচার করে। ২৪ কর্ম্মঠ লোকদের হস্ত কর্তৃত্ব পায়; কিন্তু অলস লোককে বেগার ধরা যায়। ২৫ মনুষ্যের মনোব্যথা মনকে নত করে; কিন্তু প্রণয়ের বাক্য তাহা হর্ষযুক্ত করে। ২৬ ধার্ম্মিক লোক নিজ বন্ধুর পথপ্রদর্শক হয়; কিন্তু দুষ্টদের পথ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করে। ২৭ অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না; কিন্তু কর্ম্মঠ লোক বহুমূল্য নররত্ন। ২৮ ধার্ম্মিকতারূপ পথে জীবন থাকে; এবং তাহার সরল মার্গ অমরতাস্বরূপ।

১৩ অধ্যায়।

১ জ্ঞানবান পুত্র পিতার উপদেশ শুনে; কিন্তু নিন্দক ভর্ৎসনা শুনে না। ২ মনুষ্য আপন মুখের ফলদ্বারা মঙ্গল ভোগ করে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের লোভ দৌরাত্ম্য [ভোগ করায়]। ৩ যে ব্যক্তি আপন মুখে প্রহরী নিযুক্ত করে, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু যে কেহ ওষ্ঠাধর আল্‌গা করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। ৪ অলসের প্রাণ লালসা করিয়াও কিছু পায় না, কিন্তু কর্ম্মঠ লোকদের প্রাণ হৃষ্টপুষ্ট হয়। ৫ ধার্ম্মিক মিথ্যাকথা ঘৃণা করে; কিন্তু দুষ্ট লোক দুর্গন্ধ ও আশাভঙ্গ জন্মায়। ৬ ধার্ম্মিকতা আচরণের যাথার্থ্য রক্ষা করে; কিন্তু দুষ্টতা [মনুষ্যকে] পাপে উল্টাইয়া ফেলে। ৭ কেহ২ অকিঞ্চন হইয়াও আপনাকে ধনির ন্যায় দেখায়; আর কেহ বা মহাধনবান্ হইয়াও আপনাকে দরিদ্রের ন্যায় দেখায়। ৮ [বড়] মানুষের ধন তাহার প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু দরিদ্র তর্জ্জন শুনে না। ৯ ধার্ম্মিকের দীপ্তি উজ্জ্বল হয়; কিন্তু দুষ্টদের প্রদীপ নিবিয়া যায়। ১০ শুদ্ধ দর্পেতে বিবাদ সতেজ হয়; কিন্তু যাহারা পরামর্শ মানে, তাহাদের সহিত প্রজ্ঞা আছে। ১১ মায়াতে অর্জ্জিত ধন ক্ষয় পায়; কিন্তু

যে ব্যক্তি ক্রমশঃ সঞ্চয় করে, সে [আপন সংস্থান] বর্দ্ধিষ্ণু করে। ১২ আশাসিদ্ধির বিলম্ব হৃদয়ের পীড়াজনক; কিন্তু বাঞ্ছার সিদ্ধি জীবনবৃক্ষস্বরূপ। ১৩ যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের] বাক্য তুচ্ছ করে, সে তাহার দায়ী হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আজ্ঞাতে ভয় করে, সে পুরস্কার পায়। ১৪ জ্ঞানবানের ব্যবস্থা জীবনের উনুইস্বরূপ, তাহা মৃত্যুরূপ ফাঁদহইতে অপসরণের উপায়। ১৫ শুভ কৌশলের ফল অনুগ্রহ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের পথ পাষাণময়। ১৬ যে কেহ সতর্ক, সে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি মূর্খতা বিস্তার করে। ১৭ দুষ্ট দূত বিপদে পড়ে; কিন্তু বিশ্বস্ত দূত আরোগ্যস্বরূপ। ১৮ যে ব্যক্তি উপদেশ ত্যাজ্য করে, সে দরিদ্রতা ও লজ্জা পায়; কিন্তু যে কেহ অনুযোগ মান্য করে, সে সম্মানিত হয়। ১৯ অভীষ্টের সিদ্ধি মনেতে মিষ্ট বোধ হয়; কিন্তু দুর্বৃত্তিহইতে অপসরণ স্থূলবুদ্ধিদের ঘৃণিত কর্ম্ম। ২০ জ্ঞানিদের সহচর হইলে জ্ঞানী হয়; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের বন্ধু হইলে বিনষ্ট হয়। ২১ আপদ পাপিদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হয়; কিন্তু ধার্ম্মিকদিগকে মঙ্গলরূপ পুরস্কার দত্ত হয়। ২২ সুশীল লোক পুত্রপৌত্রাদিকে অধিকার দিয়া যায়, কিন্তু পাপির ধন ধার্ম্মিকের নিমিত্তে সঞ্চিত হয়। ২৩ দরিদ্রগণের পতিত ভূমির চাসদ্বারা খাদ্যবাহুল্য হয়; কিন্তু বিচারের অভাবে কাহারো ২ সংহার হয়। ২৪ যে ব্যক্তি দণ্ড ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে, সে আপন পুত্রকে ঘৃণা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাকে প্রেম করে, সে অতন্দ্রিত হইয়া তাহার শাস্তির অনুশীলন করে। ২৫ ধার্ম্মিক প্রাণের তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করে; কিন্তু দুষ্টদের উদর শূন্য থাকে।

১৪ অধ্যায়।

১ স্ত্রীলোকদের বিজ্ঞতা আপন গৃহ দৃঢ় করে; কিন্তু অজ্ঞানতা স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ২ যে ব্যক্তি আপন সারল্যে চলে, সেই সদাপ্রভুকে ভয় করে; কিন্তু বক্রপথগামী তাঁহাকে তুচ্ছ করে। ৩ অজ্ঞানের মুখে নিজ অহঙ্কারের দণ্ড থাকে; কিন্তু জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ তাহাদিগকে রক্ষা করে। ৪ গোরু না থাকিলে যাবপাত্র পরিষ্কার থাকে; কিন্তু বলদের বলেতে ধনাগমের বাহুল্য হয়। ৫ বিশ্বসনীয় সাক্ষী মিথ্যা কহে না; কিন্তু মিথ্যাসাক্ষী অনৃতভাষী। ৬ নিন্দক প্রজ্ঞার অন্বেষণ করিলে তাহা নাই; কিন্তু বুদ্ধিমানের জন্যে জ্ঞান সুগম। ৭ স্থূলবুদ্ধি লোকের সম্মুখহইতে প্রস্থান কর, তুমি তো তাহার কাছে জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠাধর দেখিতে পাও নাই। ৮ নিজ পথের বিবেচনা করা সতর্কের প্রজ্ঞা, কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা ছলমাত্র। ৯ অজ্ঞানদের পক্ষে দোষার্থক বলি উপহাসস্বরূপ; কিন্তু ধার্ম্মিকদের মধ্যে অনুগ্রহ আছে। ১০ অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে, এবং অপরিচিত লোক তাহার আনন্দের ভাগী হইতে পারে না। ১১ দুষ্টদের বাটী বিনষ্ট হয়; কিন্তু সরল লোকদের তাম্বু সতেজ হয়। ১২ কোন ২ পথ মানুষের দৃষ্টিতে সরল বোধ হয়; কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ। ১৩ কখন ২ হাস্যকালেও মনোদুঃখ এবং আনন্দের পরিণামে খেদ হয়। ১৪ যাহার অন্তঃকরণ বিপথগামী, সে আপন আচরণের ফলেতে পূর্ণ হয়; কিন্তু সুশীল লোক আপনাহইতে তৃপ্ত হয়। ১৫ অসতর্ক লোক যাবতীয় কথায় প্রত্যয় করে, কিন্তু সতর্ক লোক নিজ পাদবিক্ষেপের বিবেচনা করে। ১৬ জ্ঞানি লোক ভয় করিয়া মন্দহইতে অপসরণ করে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি লোক অত্যভিমানী ও দুঃসাহসী হয়। ১৭ আশুক্রোধি লোক অজ্ঞানের কর্ম্ম করে, ও কুসন্ধানী ঘৃণার পাত্র হয়। ১৮ অসতর্ক লোকদের অধিকার অজ্ঞানতা; কিন্তু সতর্ক লোকেরা জ্ঞানরূপ মুকুটে বিভূষিত হয়। ১৯ দুর্বৃত্ত লোকেরা সুজনদের কাছে, ও দুষ্টেরা ধার্ম্মিকের দ্বারে নত হয়। ২০ দরিদ্র আপন মিত্রেরও ঘৃণিত, কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে। ২১ যে ব্যক্তি আপন মিত্রকে তুচ্ছ বোধ করে, সে পাপ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি নম্রদিগের প্রতি কৃপা করে, সে ধন্য। ২২ যাহারা অনিষ্টের সঙ্কল্প করে, তাহারা কি ভ্রান্ত হয় না? কিন্তু যাহারা মঙ্গলের সঙ্কল্প করে, তাহাদের দয়া ও সত্য ঘটে। ২৩ যাবতীয় পরিশ্রমে সংস্থান হয়, কিন্তু ওষ্ঠের বাচালতাতে কেবল অসুসার হয়। ২৪ জ্ঞানবানদের ধন তাহাদের মুকুট; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের অজ্ঞানতা [শুদ্ধ] অজ্ঞানতা। ২৫ সত্যবাদি সাক্ষী পরের প্রাণ রক্ষা করে; কিন্তু অনৃতভাষী ছলনাস্বরূপ। ২৬ সদাপ্রভুর ভীতি দৃঢ় বিশ্বাসভূমি; এবং তিনি আপন সন্তানগণের আশ্রয় হন। ২৭ সদাপ্রভুর ভীতি জীবনের উনুইস্বরূপ, তাহা মৃত্যুরূপ ফাঁদহইতে অপসরণের উপায়। ২৮ প্রজাবাহুল্যে রাজার শোভা হয়; কিন্তু জনবৃন্দের অভাবে ভূপতির সর্ব্বনাশ হয়। ২৯ যে ব্যক্তি ক্রোধে ধীর, সে বড় বুদ্ধিমান; কিন্তু আশুক্রোধি লোক অজ্ঞানতারূপ ধ্বজা তুলে। ৩০ শান্ত হৃদয় শরীরের জীবনস্বরূপ; কিন্তু ঈর্ষ্যা অস্থির ক্ষয়স্বরূপ। ৩১ যে ব্যক্তি দীনহীনের প্রতি উপদ্রব করে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধিক্কার দেয়; কিন্তু যে কেহ তাঁহাকে সম্মান করে, সে দরিদ্রের প্রতি কৃপা করে। ৩২ দুষ্ট লোক আপন দৌর্জন্যদ্বারা তাড়িত হইয়া [লোকান্তরে] যায়; কিন্তু মরণদিনে ধার্ম্মিক আশ্রয় পায়। ৩৩ জ্ঞানবানের হৃদয়ে প্রজ্ঞা বিশ্রাম সেবন করে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের সভাতে আপনার পরিচয় দেয়। ৩৪ ধার্ম্মিকতা রাজ্যকে উন্নত করে, কিন্তু পাপ জনবৃন্দের কলঙ্ক। ৩৫ কৌশলবিশিষ্ট দাসে রাজার অনুগ্রহ বর্ত্তে; কিন্তু লজ্জাদায়ী তাঁহার ক্রোধের পাত্র হয়।

১৫ অধ্যায়।

[১] কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে, কিন্তু কটুবাক্য কোপ মাতায়। [২] জ্ঞানবানদের জিহ্বা জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ব্যক্ত করে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতা উদ্গার করে। [৩] সদাপ্রভুর নেত্রযুগল সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে অবলোকন করে। [৪] জিহ্বার শান্ত ভাব জীবনবৃক্ষস্বরূপ; কিন্তু তাহার বৈকল্য মনোভঙ্গস্বরূপ। [৫] অজ্ঞান আপন পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুযোগ মানে, সেই সতর্ক হয়। [৬] ধার্ম্মিকের গৃহ মহাধনের কোষ; কিন্তু দুষ্টের আয় ব্যাকুলতাযুক্ত। [৭] জ্ঞানবানদের ওষ্ঠ জ্ঞানরূপ বীজ বুনে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের অন্তঃকরণ অব্যবস্থিত। [৮] দুষ্টদের বলিদান সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার গ্রাহ্য। [৯] দুষ্টের পথ সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ; কিন্তু তিনি ধার্ম্মিকতার অনুগামিকে ভাল বাসেন। [১০] সৎপথত্যাগির জন্যে উপদেশ দুঃখদায়ক; যে ব্যক্তি অনুযোগ ঘৃণা করে, সে মরিবে। [১১] পাতাল ও বিনাশস্থান সদাপ্রভুর সম্মুখে আছে; তবে মনুষ্যসন্তানদের হৃদয় সকল কি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী নয়? [১২] নিন্দক অনুযোগকারিকে ভাল বাসে না; সে জ্ঞানিদের কাছে যায় না। [১৩] আনন্দিত মন মুখকে প্রফুল্ল করে, কিন্তু মনের ব্যথাতে আত্মা ক্ষুণ্ণ হয়। [১৪] বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান অন্বেষণ করে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের মুখ অজ্ঞানতাক্ষেত্রে চরে। [১৫] দুঃখি লোকের যাবতীয় দিন অশুভ; কিন্তু হৃষ্ট মনই নিত্য ভোজস্বরূপ। [১৬] কলহের সহিত প্রচুর ধন অপেক্ষা বরং সদাপ্রভুহইতে ভীতির সহিত অল্পও ভাল। [১৭] দ্বেষভাবের সহিত পুষ্ট গোরু অপেক্ষা বরং প্রণয়ভাবের সহিত শাক পরিবেষণ ভাল। [১৮] ক্রোধি লোক বিসংবাদ উৎপন্ন করে; কিন্তু ক্রোধে ধীর লোক বিবাদ ক্ষান্ত করে। [১৯] অলসের পথ কন্টকের বেড়াস্বরূপ; কিন্তু সরলদের পথ রাজপথস্বরূপ। [২০] জ্ঞানি পুত্র পিতার আনন্দ জন্মায়; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি মানুষ আপন মাতাকে তুচ্ছ করে। [২১] নির্ব্বোধ অজ্ঞানতাতে আনন্দ করে, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক সরল পথে চলে। [২২] মন্ত্রণার অভাবে সঙ্কল্প সকল ব্যর্থ হয়; কিন্তু মন্ত্রিবাহুল্যে তুমি স্থির হইবা। [২৩] মানুষ আপন মুখের উত্তরে আনন্দ পায়; এবং উচিত কালে কথিত বাক্য কেমন উত্তম! [২৪] কৌশলবিশিষ্ট লোকের জন্যে জীবনের পথ ঊর্দ্ধগামী; ইহাতে সে অধঃস্থিত পাতালহইতে অপসরণ করে। [২৫] সদাপ্রভু অহঙ্কারিদের বাটী উন্মূলন করেন; কিন্তু বিধবার সীমা স্থির রাখেন। [২৬] কুসঙ্কল্প সকল সদাপ্রভুর ঘৃণাস্পদ, কিন্তু মনোহর কথা শুচি। [২৭] লোভী আপন পরিজনের কন্টক; কিন্তু যে ব্যক্তি উৎকোচ ঘৃণা করে, সে জীবিত থাকে। [২৮] ধার্ম্মিকের মন উত্তর করণের নিমিত্তে চিন্তা করে; কিন্তু দুষ্টদের মুখ হিংসার কথা উদ্গার করে। [২৯] সদাপ্রভু দুষ্টদের হইতে দূরে থাকেন, কিন্তু ধার্ম্মিকদের প্রার্থনা শুনেন। [৩০] চক্ষুর প্রসন্নতা মনকে আনন্দিত করে, ও মঙ্গলসমাচার অস্থি সকল পুষ্ট করে। [৩১] যাহার কর্ণ জীবনদায়ক অনুযোগ শুনে, সে জ্ঞানিদের মধ্যে থাকে। [৩২] যে ব্যক্তি উপদেশ ত্যাজ্য করে, সে আপন প্রাণকে নিগ্রহ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুযোগ শুনে, সেই বুদ্ধি উপার্জ্জন করে। [৩৩] সদাপ্রভুর ভীতি প্রজ্ঞার উপদেশ, ও নম্রতা সম্মানের অগ্রগামিনী।

১৬ অধ্যায়।

[১] হৃদয়ের সঙ্কল্প মনুষ্যের [কার্য্য], কিন্তু জিহ্বার উত্তর সদাপ্রভুহইতে হয়। [২] মানুষের যাবতীয় পথ আপনার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ; কিন্তু সদাপ্রভুই আত্মা সকল তৌল করেন। [৩] তুমি আপন কার্য্যের ভার সদাপ্রভুতে সমর্পণ কর, তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। [৪] সদাপ্রভু আপন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে সকলই [সৃষ্টি] করিয়াছেন, বিশেষতঃ দুষ্টকে দুর্দ্দশাদিনের নিমিত্তে। [৫] অভিমানিচিত্ত প্রত্যেক লোক সদাপ্রভুর ঘৃণিত, পরস্পর হস্তে তালী দিলেও তাহারা অদণ্ডিত থাকিবে না। [৬] দয়াতে ও সত্যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এবং সদাপ্রভুর ভীতিতে মনুষ্য মন্দহইতে অপসরণ করে। [৭] কোন মানুষের গতি সদাপ্রভুর গ্রাহ্য হইলে তিনি তাহার শত্রুদিগকেও তাহার প্রণয়ী করেন। [৮] অন্যায়বিশিষ্ট প্রচুর আয় অপেক্ষা ধার্ম্মিকতাযুক্ত অল্পও ভাল। [৯] মনুষ্যের মন আপন পথবিষয়ের সঙ্কল্প করে; কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন। [১০] রাজার ওষ্ঠে মন্ত্র থাকে, বিচারে তাহার মুখ ঔচিত্যলঙ্ঘন করিবে না। [১১] যে ঢক ও নিক্তি যথার্থ তাহা সদাপ্রভুর; এবং থলিয়াতে স্থিত পরিমাণপ্রস্তর সকল তাঁহার নিরূপিত। [১২] দুষ্টতার অনুষ্ঠান রাজাদের ঘৃণার্হ; যেহেতুক ধার্ম্মিকতাতে সিংহাসন স্থির থাকে। [১৩] ধর্ম্মযুক্ত ওষ্ঠ রাজগনের প্রিয়, এবং তাহারা ন্যায়বাদিকে ভাল বাসে। [১৪] রাজার ক্রোধ মৃত্যুর দূতস্বরূপ; আর জ্ঞানবান্ লোক তাহা শান্ত করে। [১৫] রাজার মুখের প্রসন্নতাতে জীবন হয়, এবং তাহার অনুগ্রহ অন্তিম বর্ষার মেঘস্বরূপ। [১৬] সুবর্ণ অপেক্ষা প্রজ্ঞার উপার্জ্জন কেমন উত্তম! এবং রূপা অপেক্ষা বিবেচনা উপার্জ্জন করা কেমন বরণীয়! [১৭] মন্দহইতে অপসরণই সরল লোকদের রাজপথ; যে ব্যক্তি আপন মার্গের বিষয়ে সাবধান, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে। [১৮] বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, ও স্খলনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব হয়। [১৯] অহঙ্কারিদের সহিত লুটিত দ্রব্য বিভাগ করণ অপেক্ষা নত লোকদের সহিত নম্র হওয়া ভাল। [২০] কার্য্যকৌশলবিশিষ্ট লোক মঙ্গল পায়; এবং যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, সে ধন্য। [২১] বিজ্ঞচিত্ত লোক বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত হয়; এবং ওষ্ঠের বাক্যমাধুরী

পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি করে। [২২] কৌশলবিশিষ্ট লোকের পক্ষে তাহার কৌশল জীবনপ্রবাহি উনুইস্বরূপ; কিন্তু অজ্ঞানতা অজ্ঞানদের শাস্তি। [২৩] জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার মুখকে কৌশলবিশিষ্ট করে, ও তাহার ওষ্ঠে উত্তরোত্তর পাণ্ডিত্য যোগায়। [২৪] মনোহর কথা মৌচাকের সদৃশ; তাহা প্রাণে মিষ্ট লাগে, এবং অস্থি যুড়ায়। [২৫] কোন ২ পথ মানুষের দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ। [২৬] মজুরের ক্ষুধাই তাহাকে পরিশ্রম করায়; বস্তুতঃ তাহার মুখ তাহার উপরে ভার চাপায়। [২৭] পাপাধমের লোক খনন করিয়া অনিষ্ট তোলে, ও তাহার ওষ্ঠে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার থাকে। [২৮] পাকপাড়া লোক বিসংবাদ উৎপন্ন করে, এবং পরীবাদক মিত্রভেদ করে। [২৯] দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক আপন মিত্রকে প্রলোভন করে ও কুপথে লইয়া যায়। [৩০] সে পাকপড়া সঙ্কল্প করণার্থে চক্ষু মুদ্রিত করত ওষ্ঠ লাড়িয়া দুষ্কর্ম্ম সিদ্ধ করে। [৩১] পক্ক কেশ শোভার মুকুটস্বরূপ; তাহা ধার্ম্মিকতারূপ পথে পাওয়া যায়। [৩২] ক্রোধে ধীর লোক বীরহইতেও উত্তম, এবং যে ব্যক্তি আপন উৎসাহের উপরে কর্তৃত্ব করে, সে নগরজয়কারিহইতেও শ্রেষ্ঠ। [৩৩] গুলিবাঁট কোলে ফেলা যায়, কিন্তু তাহার সমস্ত বিচার সদাপ্রভুহইতে হয়।

১৭ অধ্যায়।

[১] বিবাদযুক্ত ভোজেতে পরিপূর্ণ গৃহ অপেক্ষা শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসও ভাল। [২] কৌশলবিশিষ্ট দাস লজ্জাদায়ি পুত্রের উপরে কর্তৃত্ব পায়, এবং ভ্রাতাদের মধ্যে অধিকারের অংশী হয়। [৩] মুষী রূপার ও হাফর সুবর্ণের, কিন্তু সদাপ্রভুই হৃদয় সকলের পরীক্ষা করেন। [৪] দুরাচারি লোক অধর্ম্মভাষি ওষ্ঠের কথা শুনে; মিথ্যাবাদী সংহারক জিহ্বাতে কর্ণপাত করে। [৫] যে ব্যক্তি দীনহীনকে পরিহাস করে, সে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধিক্কার দেয়; এবং যে ব্যক্তি বিপদে আনন্দ করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না। [৬] বৃদ্ধদিগের পৌত্রাদিগণ মুকুটস্বরূপ, এবং পিতারাই বালকদের শোভাস্বরূপ। [৭] বাক্‌পটু ওষ্ঠ মূর্খের অনুপযুক্ত; তবে মিথ্যাবাদি ওষ্ঠ কি মহোদয়ের উপযুক্ত হইতে পারে? [৮] গ্রাহকের দৃষ্টিতে দান অনুগ্রহজনক মণির ন্যায়; তাহা যে কোন দিগে ফিরে, সেই দিগে কুশলপ্রাপ্ত হয়। [৯] যে ব্যক্তি অধর্ম্ম আচ্ছাদন করে, সে প্রেমের চেষ্টা করে; কিন্তু যে কেহ একই বিষয় পুনঃ ২ উত্থাপন করে, সে মিত্রভেদ জন্মায়। [১০] বুদ্ধিমানের [মনে] অনুযোগ যত লাগে, স্থূলবুদ্ধির [মনে] এক শত প্রহারও তত লাগে না। [১১] দুর্জ্জন কেবল বিদ্রোহ চেষ্টা করে, ও তাহার বিপরীতে নিষ্ঠুর দূত প্রেরিত হইবে। [১২] নিজ অজ্ঞানতাতে মগ্ন স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অপেক্ষা বরং হৃতবৎসা ভল্লুকীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ভাল। [১৩] যে ব্যক্তি উপকার পাইয়া অপকার করে, অপকার তাহার বাটী ত্যাগ করিবে না। [১৪] বিসংবাদের আরম্ভ [সেতু ভাঙ্গিয়া] জল ছাড়িয়া দেয়; অতএব উচ্চণ্ড হইবার পূর্ব্বে বিবাদ ত্যাগ কর। [১৫] যে ব্যক্তি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে দোষী করে, তাহারা উভয়ে সদাপ্রভুর ঘৃণিত। [১৬] স্থূলবুদ্ধির হস্তে অর্থ কেন থাকিবে? কি প্রজ্ঞা ক্রয় করিবার নিমিত্তে? তাহার তো বুদ্ধি নাই। [১৭] বন্ধু সর্ব্বসময়ে প্রেম করে, এবং ভ্রাতা সঙ্কটের [প্রতীকারার্থে] জন্মে। [১৮] যে ব্যক্তি হস্তে তালী দিয়া পরের সম্মুখে প্রতিভূ হয়, সে হীনবুদ্ধি লোক। [১৯] যে ব্যক্তি বিরোধ ভাল বাসে, সে অধর্ম্ম ভাল বাসে; এবং যে কেহ আপন [বাটীর] দ্বার উচ্চ করে, সে বিনাশের চেষ্টা করে। [২০] কুটিলমনা লোক মঙ্গল পায় না; এবং যাহার জিহ্বা বক্রবাদী সে আপদে পতিত হয়। [২১] স্থূলবুদ্ধির জন্মদাতা আপনার খেদ জন্মায়; ও মূর্খের পিতা আনন্দ পায় না। [২২] আনন্দিত হৃদয় আরোগ্যের উত্তম উপায়; কিন্তু ভগ্ন মন অস্থিও শুষ্ক করে। [২৩] দুষ্ট লোক বিচারের পথ বক্র করিতে টেঁকহইতে উৎকোচ গ্রহণ করে। [২৪] প্রজ্ঞা বুদ্ধিমানের সম্মুখেই থাকে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধির দৃষ্টি পৃথিবীর অন্তে যায়। [২৫] স্থূলবুদ্ধি পুত্র আপন পিতার মনস্তাপ ও জননীর শোক জন্মায়। [২৬] ধার্ম্মিক লোকের অর্থদণ্ড করাও অনুচিত, এবং মহোদয়দিগকে প্রহার করা ন্যায়ের লঙ্ঘন। [২৭] যে ব্যক্তি অল্পভাষী, সে জ্ঞানবান; এবং শীতলমনা লোক বুদ্ধিমান। [২৮] মূর্খ যাবৎ নীরব থাকে, তাবৎ সেও জ্ঞানবান বলিয়া গণিত হয়; যে ব্যক্তি আপন ওষ্ঠাধর বদ্ধ রাখে, সে বুদ্ধিমান।

১৮ অধ্যায়।

[১] যে ব্যক্তি আপনাকে পৃথক্ করে, সে আপন অভীষ্টের চেষ্টা করে, ও যাবতীয় কুশলে উচ্চণ্ড হয়। [২] স্থূলবুদ্ধি লোক বিবেচনাতে প্রীত হয় না, কেবল নিজ মনেরই কথা প্রকাশ করণে প্রীত হয়। [৩] দুষ্ট আইলে তুচ্ছতাচ্ছল্য আইসে, ও অপমানের সহিত দুর্নাম হয়। [৪] মানুষের মুখের কথা গভীর জলের ন্যায়, প্রজ্ঞার প্রবাহ পূর্ণ জলস্রোতের ন্যায়। [৫] বিচারে ধার্ম্মিকের প্রতি অন্যায় করিবার জন্যে দুষ্টের মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়। [৬] স্থূলবুদ্ধির ওষ্ঠ বিবাদ সঙ্গে করিয়া আইসে, ও তাহার মুখ মার ২ বলিয়া ডাকে। [৭] স্থূলবুদ্ধির মুখ তাহার সর্ব্বনাশ, ও তাহার ওষ্ঠ তাহার প্রাণের ফাঁদস্বরূপ। [৮] কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ, তাহা উদরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। [৯] যে ব্যক্তি আপন ব্যাপারে অলস, সেও অর্থনাশকের সহোদর। [১০] সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; ধার্ম্মিক লোক তাহারই মধ্যে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। [১১] ধনবানের ধনই তাহার দৃঢ় নগর ও তাহার বোধে

উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ। ১২ বিনাশের পূর্ব্বে মনুষ্যের মন গর্ব্বিত হয়, এবং নম্রতা সম্মানের অগ্রগামিনী। ১৩ না শুনিয়া উত্তর করা মনুষ্যের অজ্ঞানতা ও অপমান। ১৪ পুরুষের উৎসাহ তাহার ব্যথা সহিতে পারে, কিন্তু উৎসাহের ভগ্নতা কে সহিতে পারে? ১৫ বুদ্ধিমানের মন জ্ঞান উপার্জ্জন করে, এবং জ্ঞানবানদের কর্ণ জ্ঞানের চেষ্টা করে। ১৬ উপঢৌকন মানুষের পথ পরিষ্কার করে, ও মহল্লোকদের সাক্ষাতে তাহাকে উপস্থিত করে। ১৭ যে ব্যক্তি আপন বিচারে প্রথমে উপস্থিত, তাহাকে ধার্ম্মিক বোধ হয়; কিন্তু তাহার প্রতিবাদী আইসুক, পরে তাহার পরীক্ষা কর। ১৮ গুলিবাঁটদ্বারা বিসংবাদের নিষ্পত্তি হয় ও বলবানদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন হয়। ১৯ অপকারে বিরক্ত ভ্রাতা দৃঢ় নগর অপেক্ষা [দুর্জ্জেয়], ও বিসংবাদ দুর্গের অর্গলস্বরূপ। ২০ মানুষের উদর তাহার মুখের ফলেতে তৃপ্ত হয়, ও সে আপন ওষ্ঠের কৃত উপার্জ্জনে পূর্ণ হয়। ২১ মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন; যে কেহ তাহা ভাল বাসে, সে তাহার ফল ভোগ করিবে। ২২ যে ব্যক্তি ভার্য্যা পায়, সে পরম বস্তু পায়, এবং সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহও প্রাপ্ত হয়। ২৩ দরিদ্র লোক বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করে; কিন্তু ধনবান কঠিন উত্তর দেয়। ২৪ যাহার অনেক বন্ধু আছে, তাহার অপকর্ষ হয়; তথাপি ভ্রাতা অপেক্ষা অধিক প্রেমাসক্ত এক বন্ধু আছে।

১৯ অধ্যায়।

১ যে দরিদ্র আপন যাথার্থ্যে চলে, সে কুটিলোষ্ঠ স্থূলবুদ্ধি লোক অপেক্ষা ভাল। ২ প্রাণ জ্ঞানহীন হইলে মঙ্গলও হয় না, এবং যে হঠাৎ পাদবিক্ষেপ করে সে পাপ করে। ৩ মানুষের অজ্ঞানতা তাহার গতি উল্টাইয়া ফেলে, পরে তাহার মন সদাপ্রভুর উপরে রাগ করে। ৪ ধনদ্বারা অনেক বন্ধুলাভ হয়; কিন্তু দরিদ্র আপন বন্ধুহইতে দূরীভূত হয়। ৫ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকিবে না, ও মিথ্যাভাষী বাঁচিতে পারে না। ৬ অনেকে মহোদয়ের স্তুতিবাদ করে, এবং সকলে দানশীলের বন্ধু হয়। ৭ দরিদ্রের ভ্রাতারা সকলে তাহাকে ঘৃণা করে, সুতরাং তাহার বন্ধুগণও তাহাহইতে দূরস্থ হয়; সে আলাপের চেষ্টা করিলে তাহারা নাই। ৮ যে ব্যক্তি বুদ্ধি উপার্জ্জন করে, সে আপন প্রাণে প্রেম করে; ও যে কেহ বিবেচনা রক্ষা করে, সে মঙ্গল পায়। ৯ মিথ্যাসাক্ষী অদণ্ডিত থাকে না, এবং মিথ্যাভাষী বিনাশ পায়। ১০ সুখভোগ স্থূলবুদ্ধির অনুপযুক্ত, তবে অধ্যক্ষদের উপরে দাসের কর্তৃত্ব কি অনুপযুক্ত নয়? ১১ মানুষের কৌশল তাহাকে ক্রোধে ধীর করে, এবং দোষ ক্ষমা করা তাহার ভূষণস্বরূপ। ১২ রাজার কোপ সিংহগর্জ্জনের তুল্য; কিন্তু তাহার অনুগ্রহ তৃণের উপরে শিশিরপতনের ন্যায়। ১৩ স্থূলবুদ্ধি পুত্র পিতার সর্ব্বনাশ, এবং স্ত্রীর বিসংবাদ অবিরত ফোঁটা২ জলপতনের সদৃশ। ১৪ বাটী ও ধন পূর্ব্বপুরুষহইতে ক্রমাগত অধিকার; কিন্তু কৌশলবিশিষ্টা ভার্য্যা সদাপ্রভুহইতে পাওয়া যায়। ১৫ আলস্য অগাধ নিদ্রাতে মগ্ন করে, এবং নিরুৎসাহ প্রাণী ক্ষুধার্ত্ত হয়। ১৬ যে ব্যক্তি [ঈশ্বরের] আজ্ঞা পালন করে, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে; যে কেহ আপন আচরণের উপেক্ষা করে, সেই মরিবে। ১৭ যে ব্যক্তি দরিদ্রকে কৃপা করে, সে সদাপ্রভুকে ঋণ দেয়; তিনি তাহার পক্ষে সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন। ১৮ আশা থাকিতে আপন পুত্রের শাসন কর; তোমার মন তাহাকে মৃত্যুসাৎ করণের ইচ্ছা না করুক। ১৯ অতি রাগি লোক দণ্ডের পাত্র; বস্তুতঃ তাহাকে উদ্ধার করিলে তুমি তাহা আরও বাড়াইবা। ২০ পরামর্শ শুন, ও উপদেশ গ্রহণ কর, ইহাতে তুমি পরিণামে জ্ঞানবান হইবা। ২১ মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে। ২২ মনুষ্যের সাধুতাই তাহার কমনীয়তা, এবং মিথ্যাবাদি অপেক্ষা দরিদ্র লোক ভাল। ২৩ সদাপ্রভুর ভীতি জীবনদায়ক, তদ্দ্বারা [মনুষ্য] তৃপ্ত হইয়া বিশ্রাম পায়; আপদ তাহার নিকটেও যায় না। ২৪ অলস থালে হস্ত রাখিলে পুনর্ব্বার মুখে দিতেও উদ্যোগ করে না। ২৫ নিন্দককে প্রহার করিলে অসতর্ক লোক সতর্ক হয়; এবং বুদ্ধিমানকে অনুযোগ করিলে সে উত্তর২ জ্ঞানবান হয়। ২৬ লজ্জাকর ও আশাভঙ্গজনক পুত্র আপন পিতাকে অর্থহীন করে ও মাতাকে তাড়াইয়া দেয়। ২৭ হে বৎস, উপদেশ মানিতে নিবৃত্ত হইলে তুমি জ্ঞানের কথাহইতে ভ্রান্ত হইবা। ২৮ পাপাধম সাক্ষী বিচারের নিন্দা করে, ও দুষ্টগণের মুখ অধর্ম্ম গ্রাস করে। ২৯ নিন্দকদের নিমিত্তে দণ্ডাজ্ঞা, এবং মূর্খদের পৃষ্ঠের নিমিত্তে প্রহার প্রস্তুত আছে।

২০ অধ্যায়।

১ দ্রাক্ষারস নিন্দক, ও সুরা কলহকারিণী; যে কেহ তাহাতে রত হয়, সে জ্ঞানবান নয়। ২ রাজার ভয়ঙ্করতা সিংহগর্জ্জনের ন্যায়; যে ব্যক্তি তাহার ক্রোধ জন্মায়, সে আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করে। ৩ বিবাদহইতে নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের গৌরব; কিন্তু প্রত্যেক মূর্খ লোক উচ্চণ্ড হয়। ৪ শীত লাগিবে বলিয়া অলস লোক হাল বহে না; শস্যের সময়ে সে অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কিছুই মিলিবে না। ৫ মনুষ্যের হৃদ্গত পরামর্শ গভীর জলের ন্যায়; কিন্তু বুদ্ধিমান তাহা তুলিতে পারে। ৬ অনেক লোক আপন২ সাধুতার কীর্ত্তন করে; কিন্তু বিশ্বস্ত মনুষ্যকে পাওয়া কাহার সাধ্য? ৭ ধার্ম্মিক আপন যাথার্থ্যে চলে; তাহার পরে তাহার সন্তানগণ ধন্য হয়। ৮ বিচারাসনে উপবিষ্ট রাজা আপন দৃষ্টিদ্বারা যাবতীয় দৌর্জ্জন্য [তুষবৎ] উড়াইয়া দেয়। ৯ আমি আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি, ও নিজ পাপহইতে

শুচি হইয়াছি, এমত কথা কে বলিতে পারে? [১০] এক ঢক ও আর এক ঢক, এক ঐফা ও আর এক ঐফা উভয়ই সদাপ্রভুর ঘৃণিত। [১১] বালককেও তাহার কার্য্যদ্বারা জানা যায়; অর্থাৎ তাহার কর্ম্ম বিশুদ্ধ ও সরল কি না, [ইহা বুঝা যায়]। [১২] শ্রবণকারি কর্ণ ও দর্শনকারি চক্ষু এই উভয়ই সদাপ্রভুর নির্ম্মিত। [১৩] নিদ্রাকে ভাল বাসিও না, তাহা ভাল বাসিলে দরিদ্র হইবা; চক্ষু মেল, তাহাতে খাদ্যেতে তৃপ্ত হইবা। [১৪] ক্রয়কারী বলে, ভাল নয়, ভাল নয়; কিন্তু যখন চলিয়া যায়, তখন শ্লাঘা করে। [১৫] সুবর্ণ ও মুক্তাসমূহের কথা থাকুক, জ্ঞানবিশিষ্ট ওষ্ঠ অমূল্য রত্ন। [১৬] যে ব্যক্তি অপরিচিত লোকের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও; এবং যে কেহ বিজাতীয়দের নিমিত্তে হয়, তাহার সর্ব্বস্ব বন্ধকরূপে লও। [১৭] মিথ্যাকথার ফল মানুষের মিষ্ট ভক্ষ্য বোধ হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার মুখ কাঁকরেতে পরিপূর্ণ হয়। [১৮] পরামর্শ করিলে সঙ্কল্প স্থির হয়; অতএব তুমি নীতি পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। [১৯] পর্য্যটনকারি কর্ণেজপ নিগূঢ় কথা প্রকাশ করে; অতএব যাহার মুখ আল্‌গা, তাহার সহিত ব্যবহার করিও না। [২০] যে ব্যক্তি আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, ঘোর অন্ধকারে তাহার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। [২১] যে অধিকার প্রথমে ত্বরায় পাওয়া যায়, তাহার অন্তিম ফল আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে না। [২২] অপকারের প্রতিফল দিব, এ কথা কহিও না; সদাপ্রভুর অপেক্ষা কর; তিনি তোমাকে নিস্তার করিবেন। [২৩] এক ঢক ও আর এক ঢক সদাপ্রভুর ঘৃণিত, ও ছলনার নিক্তি ভাল নয়। [২৪] নরের পাদবিক্ষেপ সদাপ্রভুর অধীন; মানুষ কেমন করিয়া আপন পথ বুঝিবে? [২৫] হঠাৎ কোন দ্রব্য পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা, পরে মানত করণানন্তর বিচার করা মনুষ্যের পক্ষে ফাঁদস্বরূপ। [২৬] জ্ঞানি রাজা দুষ্টগণকে [তুষবৎ] ঝাড়িয়া ফেলে, ও তাহাদের উপর দিয়া চক্র চালায়। [২৭] মনুষ্যের আত্মা সদাপ্রভুর প্রজ্বলিত প্রদীপস্বরূপ, তাহা মর্ম্মরূপ অন্তঃপুর তন্ন ২ করে। [২৮] দয়া ও সত্য রাজার রক্ষক; এবং দয়াতে সে আপন সিংহাসন স্থির করে। [২৯] যুবলোকদের বলই শোভা, ও পক্ক কেশ বৃদ্ধ লোকদের শ্রী। [৩০] প্রহারের কালশিরা দৌর্জ্জন্যের মার্জ্জনী, এবং দণ্ডাঘাত মর্ম্মরূপ অন্তঃপুর পরিষ্কার করে।

২১ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভুর হস্তে রাজার অন্তঃকরণ জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিগে ইচ্ছা, সেই দিগে তাহা ফিরান। [২] মানুষের দৃষ্টিতে আপনার যাবতীয় পথ সরল, কিন্তু সদাপ্রভু হৃদয় সকল তৌল করেন। [৩] বলিদান অপেক্ষা ধার্ম্মিকতার ও ন্যায়ের অনুষ্ঠান সদাপ্রভুর গ্রাহ্য হয়। [৪] উচ্চদৃষ্টি ও গর্ব্বিত মন [প্রভৃতি] দুষ্ট লোকদের তেজ পাপময়। [৫] কর্ম্মঠ লোকের চিন্তাহইতে কেবল ধনলাভ হয়, কিন্তু হঠাৎকারি সকলের কেবল অপ্রতুল হয়। [৬] মিথ্যাবাদি জিহ্বাদ্বারা ধনকোষের সম্পাদন মরণার্থি লোকদের চপল শ্বাসের ন্যায়। [৭] দুষ্টগণের কৃত অপহরণ তাহাদিগকে সংহার করে, কেননা তাহারা ন্যায়ের অনুষ্ঠান করিতে অস্বীকৃত। [৮] বক্রপথগামি লোক ভারাক্রান্ত; কিন্তু বিশুদ্ধ লোক আপন কর্ম্মে সরল। [৯] বিসংবাদিনী স্ত্রীর সহিত প্রশস্ত বাটীতে বাস করা অপেক্ষা ছাতের এক কোণে বাস করা ভাল। [১০] দুষ্টের মন অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষী, তাহার কাছে নিজ বন্ধু কৃপা পায় না। [১১] নিন্দককে দণ্ড দিলে অসতর্ক লোক জ্ঞান পায়, এবং জ্ঞানবান্‌কে বুঝাইয়া দিলে সে আরো জ্ঞানবান হয়। [১২] যিনি ধর্ম্মময়, তিনি দুষ্টদের কুলের বিষয়ে কৌশলপরায়ণ; তিনি দুষ্টগণকে উল্টাইয়া আপদে ফেলেন। [১৩] যে ব্যক্তি দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণ রোধ করে, সে আপনি ডাকিবে, কিন্তু উত্তর পাইবে না। [১৪] নিভৃত দান ক্রোধ শান্ত করে, এবং বক্ষঃস্থলে দত্ত উপঢৌকন প্রচণ্ড ক্রোধ ক্ষান্ত করে। [১৫] ন্যায়ের অনুষ্ঠান ধার্ম্মিকের পক্ষে আনন্দ, কিন্তু অধর্ম্মকারিদের জন্যে সর্ব্বনাশ! [১৬] যে কেহ কুশলের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সমাজে থাকিবে। [১৭] যে ব্যক্তি আমোদ ভাল বাসে, তাহার অপ্রতুল হইবে; এবং যে ব্যক্তি দ্রাক্ষারস ও তৈল ভাল বাসে, সে ধনবান হইবে না। [১৮] দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকদের মুক্তির মূল্যস্বরূপ, এবং বিশ্বাসঘাতক সরলদের প্রতিভূ হইবে। [১৯] বিসংবাদিনী ও অশান্তা স্ত্রীর সঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন ভূমিতে বাস করা ভাল। [২০] জ্ঞানবানের নিবাসে বাঞ্ছনীয় ধনকোষ ও তৈল আছে; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি লোক তাহা খাইয়া ফেলে। [২১] যে কেহ ধার্ম্মিকতার ও দয়ার অনুগামী, সে জীবন ও ধার্ম্মিকতা ও সম্মান পাইবে। [২২] জ্ঞানি লোক বলবানদের নগরে উঠিয়া প্রবেশ করে, এবং তাহাদের সাহসদায়ি শক্ত গড় নিপাত করে। [২৩] যে কেহ আপন মুখ ও জিহ্বা রক্ষা করে, সে সঙ্কটহইতে আপন প্রাণ রক্ষা করে। [২৪] অভিমানি স্ফীত লোক নিন্দক বলিয়া বিখ্যাত হয়; সে দর্পে কোপ পূর্ব্বক কর্ম্ম করে। [২৫] অলসের অভিলষিত বিষয় তাহাকে মৃত্যুসাৎ করে, কেননা তাহার হস্ত শ্রম করিতে অসম্মত। [২৬] সে সমস্ত দিন অভিলষিত বিষয়ের অভিলাষী; কিন্তু ধার্ম্মিক দান করে, তাহাতে কাতর হয় না। [২৭] দুষ্টদের বলিদান ঘৃণাস্পদ, বিশেষতঃ কুকর্ম্মের উপলক্ষ্যে আনীত হইলে তাহা কি [ঘৃণার্হ] হয় না? [২৮] মিথ্যাসাক্ষী বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি শুনে, সে সর্ব্বদা কহিবে। [২৯] দুষ্ট লোক আপন মুখ দৃঢ় করে; কিন্তু যে লোক সরল, সেই আপন গতি সুস্থির করে। [৩০] সদাপ্রভুর প্রতিকূলে [সফল] জ্ঞান কি বুদ্ধি কি মন্ত্রণা নাই। [৩১] যুদ্ধের দিনের জন্যে অশ্ব সুসজ্জিত হয়; কিন্তু জয় সদাপ্রভুহইতে হয়।

২২ অধ্যায়।

১ প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল; এবং রূপা ও সুবর্ণ অপেক্ষা অনুগ্রাহকতা ভাল। ২ ধনবান ও দরিদ্র উভয়ে মিলে; সদাপ্রভু উভয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। ৩ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়; কিন্তু অসতর্ক লোকেরা অগ্রে যাইয়া দণ্ড পায়। ৪ ধন ও সম্মান ও জীবন নম্রতার ও সদাপ্রভু বিষয়ক ভীতির ফল। ৫ কুটিলমনার পথে কণ্টক ও ফাঁদ থাকে; যে ব্যক্তি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, সে তাহাদের হইতে দূরে থাকিবে। ৬ বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ অভ্যাস করাও; তাহাতে সে যখন প্রাচীন হইবে, তখনও তাহা ছাড়িবে না। ৭ ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে, এবং ঋণী মহাজনের দাস হয়। ৮ যে জন অন্যায়রূপ বীজ বপন করে, সে বিড়ম্বনারূপ শস্য কাটিবে, ও তাহার কোপরূপ দণ্ড সংহার পাইবে। ৯ সুদৃষ্টি লোক আপনি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে; কারন সে দীনহীনকে আপন খাদ্যের অংশ দেয়। ১০ নিন্দককে তাড়াইয়া দেও, তাহাতে বিসংবাদ বাহিরে যাইবে, এবং বিরোধ ও অবমাননা ঘুচিবে। ১১ শুচি হৃদয়ে প্রেমকারী অথচ ওষ্ঠের অনুগ্রাহকতাবিশিষ্ট যে লোক, রাজাও তাহার বন্ধু হয়। ১২ সদাপ্রভুর চক্ষু জ্ঞান রক্ষা করে; কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকের কথা উল্টাইয়া ফেলেন। ১৩ অলস বলে, সড়কে সিংহ আছে; চকে [গেলে] আমি হত হইব। ১৪ পরকীয়াদের মুখ গভীর খাতস্বরূপ; সদাপ্রভুর ক্রোধপাত্র তন্মধ্যে পড়িবে। ১৫ বালকের হৃদয়ে অজ্ঞানতা বদ্ধ থাকে, কিন্তু শাসনদণ্ড তাহা ছাড়াইয়া দিবে। ১৬ আপন ধন বাড়াইবার জন্যে দরিদ্রের প্রতি উপদ্রব করা, এবং অসুসারের নিমিত্তে ধনবানকে দান করা একই।

১৭ তুমি কর্ণ পাতিয়া জ্ঞানবানদের কথা শুন ও আমার জ্ঞানে মনোনিবেশ কর। ১৮ কেননা তোমার অন্তরে রাখিলে তাহা সুখদায়ক হইবে, অতএব তাহা একসঙ্গে তোমার ওষ্ঠে সংলগ্ন থাকুক। ১৯ সদাপ্রভু যেন তোমার আশ্রয় হন, তজ্জন্য আমি তোমাকে, হাঁ, তোমাকে অদ্য এই সকল কথা জানাইলাম। ২০ আমি তোমার প্রতি যুক্তিতে ও জ্ঞানেতে কি অত্যুৎকৃষ্ট কথা লিখি নাই? ২১ ইহাতে তোমাকে সত্যস্বরূপ বাক্যের অমোঘতা জানিবার উপায় দিলাম, এবং কেহ তোমাকে প্রেরণ করিলে তুমি তাহাকে সত্য উত্তর দিতে পারিবা। ২২ দীনহীন বলিয়া দীনহীনের দ্রব্য অপহরণ করিও না, ও দুঃখিকে পুরদ্বারে চূর্ণ করিও না। ২৩ কেননা সদাপ্রভু তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন, এবং যাহারা তাহাদের দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাদের প্রাণ অপহরণ করিবেন। ২৪ রাগি লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না, এবং ক্রোধি লোকের সঙ্গে যাতায়াত করিও না; ২৫ করিলে তাহার মত শিখিয়া আপন প্রাণের জন্যে ফাঁদ প্রস্তুত করিবা। ২৬ যাহারা হস্তে তালী দেয় ও ঋণের প্রতিভূ হয়, তাহাদের মধ্যে তুমি এক জন হইও না। ২৭ যদি তোমার পরিশোধ করণের সঙ্গতি না থাকে, তবে গাত্রের নীচে [পাতিত] তোমার শয্যা অপহৃত হইবে, কেন [এমন কর্ম্ম করিবা]? ২৮ পরিসীমার যে চিরন্তন চিহ্ন তোমার পূর্ব্বপুরুষদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা স্থানান্তর করিও না। ২৯ তুমি কি কোন ব্যক্তিকে আপন ব্যাপারে অবিলম্বী দেখিতেছ? সে রাজগণের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে, নীচ লোকদের সাক্ষাতে দাঁড়াইবে না।

২৩ অধ্যায়।

১ তুমি শাসনকর্ত্তার সহিত ভোজনে বসিলে তোমার সাক্ষাতে কে আছে, তাহা ভালরূপে বিবেচনা কর। ২ উদরম্ভরি হইলে আপনার গলায় আপনি ছুরি দেওয়া হয়। ৩ তাহার সুস্বাদু খাদ্যে লালসা করিও না, কারণ তাহা মিথ্যাযুক্ত আহার। ৪ ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না, আপনার [এমত] বিবেচনাহইতে ক্ষান্ত হও। ৫ তুমি কি ধনের মুখপানে চাহিতেছ? সে আর নাই; কেননা সে আপনার জন্যে উৎক্রোশ পক্ষির [পক্ষের] ন্যায় পক্ষ করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা আকাশে উড়িয়া গেল।

৬ কুদৃষ্টি লোকের খাদ্য ভোজন করিও না, ও তাহার সুস্বাদু ভক্ষ্যে লালসা করিও না। ৭ কেননা সে হৃদয়মধ্যে যেমন ভাবে তেমনি আছে; তুমি ভোজন পান কর, এ কথা সে তোমাকে বলে বটে, কিন্তু তাহার মন তোমার প্রণয়ী নয়। ৮ তুমি যে গ্রাস খাইয়াছ, তাহা বমন করিবা, এবং আপন মনোরঞ্জক আলাপের অপচয় করিবা। ৯ স্থূলবুদ্ধির কর্ণে কথা কহিও না, কেননা সে তোমার বাক্যজনিত কুশল তুচ্ছ করিবে। ১০ পরিসীমার চিরন্তন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না, এবং পিতৃহীনদের ক্ষেত্রের সীমা লঙ্ঘন করিও না। ১১ কেননা তাহাদের মুক্তিকর্ত্তা বলবান; তিনি তোমার সহিত তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। ১২ তুমি শাসনে মন ও জ্ঞানের কথায় কর্ণ দেও। ১৩ বালককে শাসন করিতে ত্রুটি করিও না; তুমি দণ্ডদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলে সে মরিবে না। ১৪ তুমি তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবা, এবং তাহার আত্মাকে পাতালহইতে রক্ষা করিবা।

১৫ হে বৎস, তোমার চিত্ত জ্ঞানী হইলে আমারও চিত্ত আনন্দিত হইবে। ১৬ এবং তোমার ওষ্ঠ ন্যায়বাদী হইলে আমার অন্তঃকরণ উল্লাসিত হইবে। ১৭ তোমার মন পাপিদের প্রতি ঈর্ষ্যা না করুক, কিন্তু তুমি সমস্ত দিন সদাপ্রভুর ভীতিতে থাক। ১৮ কেননা অন্তিম ফলোদয় অবশ্য আছে, এবং তোমার আশা উচ্ছিন্ন হইবে না। ১৯ হে বৎস, তুমি শুন, জ্ঞানী হও, ও তোমার হৃদয় সৎপথে চালাও। ২০ মদ্যপায়ি ও মাংসাশনে ধনাপচায়ি লোকদের সঙ্গ করিও না। ২১ কেননা মদ্যপায়ী ও

ধনাপচায়ী দরিদ্রতা পায়, এবং নিদ্রালুতা মনুষ্যকে নেক্‌ড়া পরায়। ২২ তোমার জন্মদাতা পিতার কথা শুন, এবং তোমার মাতা বৃদ্ধা হইলেও তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিও না। ২৩ সত্য উপার্জ্জন কর, বিক্রয় করিও না; প্রজ্ঞা ও উপদেশ ও সুবিবেচনা [উপার্জ্জন কর]। ২৪ ধার্ম্মিকের পিতা হর্ষে উল্লাসিত হয়, ও জ্ঞানবানের জন্মদাতা তাহাতে আনন্দ করে। ২৫ তোমার পিতা মাতা আহ্লাদিত হউক, ও তোমার জননী উল্লাসিতা হউক। ২৬ হে বৎস, তোমার হৃদয় আমাকে দেও, ও তোমার চক্ষু আমার পথ সকল প্রিয় জ্ঞান করুক। ২৭ কেননা বেশ্যা গভীর খাতস্বরূপ, ও বিজাতীয়া স্ত্রী সঙ্কুচিত কূপস্বরূপ। ২৮ পরন্তু সে দস্যুর ন্যায় ঘাঁটি বসায়, ও মনুষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক দলের বৃদ্ধি করে। ২৯ কাহার আর্ত্তনাদ হয়? কাহার হাহাকার? কাহার বিসংবাদ? কাহার শোচনা? কাহার অকারণ আঘাত? কাহার চক্ষুর রক্তিমা হয়? ৩০ যাহারা দ্রাক্ষারসের নিকটে বহুকাল [বসিয়া] থাকে, যাহারা সুরার গুণাগুণ জানিবার নিমিত্তে আইসে, তাহাদের। ৩১ যখন দ্রাক্ষারস রক্তবর্ণ হয়, ও পাত্রে চক্‌মকায়, ও সহজে গলাধঃকরণ হয়, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিও না। ৩২ শেষে তাহা সর্পের ন্যায় কামড়াইবে, ও বিষধরের ন্যায় দংশন করিবে। ৩৩ তোমার চক্ষু পরকীয়াদিগকে দেখিবে, ও তোমার মন পাকপড়া কথা কহিবে; ৩৪ এবং তুমি সমুদ্রের মধ্যস্থলে শয়নকারির ন্যায়, কিম্বা জাহাজের মাস্তুলের উপরে শয়নকারির ন্যায় হইবা। ৩৫ [এবং কহিবা,] লোকে আমাকে মারিয়াছে, কিন্তু আমি পীড়া পাই নাই; তাহারা আমাকে প্রহার করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা টের পাই নাই। আমি কখন্ জাগ্রৎ হইব? আর বার তাহার অন্বেষণ করিব।

২৪ অধ্যায়।

১ তুমি দুর্বৃত্ত লোকদের উপরে ঈর্ষ্যা করিও না, এবং তাহাদের সঙ্গে থাকিতে বাসনা করিও না। ২ কেননা তাহাদের অন্তঃকরণ অপহারের কল্পনা করে, ও তাহাদের ওষ্ঠ আয়াসের কথা কহে। ৩ গৃহ প্রজ্ঞাদ্বারা নির্ম্মিত ও বুদ্ধিদ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ৪ জ্ঞানদ্বারা কুঠরী সকল বহুমূল্য ও মনোরম্য যাবতীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ হয়। ৫ জ্ঞানি লোক বলবান্, এবং বিদ্বান পরাক্রমবিশিষ্ট হয়। ৬ বস্তুতঃ নীতিদ্বারা তুমি যুদ্ধকে আপনার সপক্ষ করিবা, এবং মন্ত্রিবাহুল্যে জয় হয়। ৭ মূর্খের কাছে প্রজ্ঞা অতি উচ্চ; সে নগরদ্বারে মুখ খুলিতে পারে না। ৮ যে ব্যক্তি অপকারের সঙ্কল্প করে, সে কুসন্ধানী বলিয়া বিখ্যাত হয়। ৯ অজ্ঞানতার সঙ্কল্প পাপময়, এবং নিন্দক লোক মনুষ্যদের ঘৃণিত। ১০ সঙ্কটের দিনে নিরুৎসাহ হইলে তোমার শক্তি সঙ্কুচিত হইবে। ১১ বধার্থে অপনীত লোকদিগকে উদ্ধার কর, ও হত হওনার্থে চালিত লোকদিগকে কোন মতেই রক্ষা কর। ১২ যদি বল, দেখ, আমরা তাহা জানি নাই, তবে যিনি হৃদয় সকল তৌল করেন, তিনি কি তাহা বুঝিবেন না? এবং যিনি তোমার প্রাণের রক্ষক, তিনি কি তাহা জানিতে পারিবেন না? তিনি তো মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ি ফল দিবেন। ১৩ হে বৎস, মধু খাও, যেহেতুক তাহা সুস্বাদু, এবং মধুর চাক তোমার তালুয়াতে মিষ্ট লাগে। ১৪ নিজ মনের জন্যে প্রজ্ঞাকে তদ্রূপ [বাঞ্ছনীয়] জ্ঞান কর; তাহা পাইলে যখন অন্তিম ফলোদয় হইবে, তখন তোমার আশা ব্যর্থ হইবে না। ১৫ তুমি ধার্ম্মিকের নিবাস আক্রমণ করিতে দুষ্ট লোকের ন্যায় ঘাঁটি বসাইও না, ও তাহার আশ্রম নষ্ট করিও না। ১৬ কেননা ধার্ম্মিক সাত বার পড়িলেও আর বার উঠে; কিন্তু দুষ্ট লোক স্খলিত হইয়া আপদে [পড়িবে]। ১৭ তোমার শত্রুর পতনে আনন্দ করিও না, এবং তাহার স্খলনে তোমার মন উল্লাসিত না হউক; ১৮ পাছে সদাপ্রভু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, এবং তাহার উপরহইতে আপন ক্রোধ ফিরান। ১৯ তুমি দুরাচারিদের বিষয়ে মনস্তাপিত হইও না; দুষ্টগণের প্রতি ঈর্ষ্যা করিও না। ২০ যেহেতুক দুর্বৃত্তের অন্তিম ফলোদয় হইবে না, দুষ্টগণের প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবে। ২১ হে বৎস, সদাপ্রভুকে ও রাজাকে ভয় কর, ব্যবহারান্তরকারি লোকদের সখা হইও না। ২২ কেননা অকস্মাৎ তাহাদের বিনাশ ঘটিবে; আর ঐ উভয়ে যে সংহার করিবেন, তাহা কে জানিতে পারে?

২৩ এই গুলিও জ্ঞানবানদের বচন। বিচারে মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়। ২৪ যে ব্যক্তি দুষ্টকে ধার্ম্মিক বলে, জাতিগণ তাহাকে শাপ দেয়, ও জনবৃন্দগণ তাহার উপরে রাগান্বিত হয়। ২৫ কিন্তু দোষের অনুযোগকারিরা প্রীতির পাত্র হয়, ও তাহাদের প্রতি উত্তম আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। ২৬ যে ব্যক্তি যথার্থ উত্তর করে, সে ওষ্ঠাধর চুম্বন করে। ২৭ মাঠে তোমার কার্য্য প্রস্তুত কর, ও ক্ষেত্রে আপনার জন্যে তাহা সম্পন্ন কর, পরে তোমার বাটী নির্ম্মাণ কর। ২৮ অকারণে তোমার প্রতিবাসির বিপক্ষে সাক্ষী হইও না; তুমি কি ওষ্ঠদ্বারা প্রতারণা করিতে চাহ? ২৯ "সে আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তাহার প্রতি তেমনি করিব; যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে তেমনি ফল দিব," এমত কথা কহিও না।

৩০ আমি অলসের ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া ও নির্ব্বোধের দ্রাক্ষোদ্যানের নিকট দিয়া গিয়াছিলাম। ৩১ দেখ, তৎসমুদয় বিছুটির জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে, কাঁটা সকল তাহার পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং তাহার প্রস্তরময় বেড়া ভগ্ন হইয়াছে। ৩২ তাহা অবলোকন করত আমিই মনোযোগী হইলাম, এবং তাহা দর্শন করত উপদেশ পাইলাম। ৩৩ "যৎকিঞ্চিৎ নিদ্রা, যৎকিঞ্চিৎ তন্দ্রা, যৎকিঞ্চিৎ শয়নে হস্ত জড়সড় করিব," বলিলে ৩৪ তোমার দরিদ্রতা

ক্রমশঃ নিকটে আসিবে, ও তোমার দৈন্যদশা ঢালির ন্যায় [উপস্থিত হইবে]।

২৫ অধ্যায়।

১ নিম্নলিখিত হিতোপদেশবাক্য সকলও শলোমনের বটে; যিহূদার হিষ্কিয় রাজার পণ্ডিতগণ তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

২ কথা গোপন করা ঈশ্বরের গৌরব, কিন্তু কথার অনুসন্ধান করা রাজগণের গৌরব। ৩ উচ্চতাতে স্বর্গের ও গভীরতাতে পৃথিবীর সদৃশ বলিয়া রাজগণের হৃদয় অনুসন্ধান করা যায় না। ৪ রূপাহইতে খাদ বাহির করিলে স্বর্ণকারের যোগ্য এক পাত্র সম্পন্ন হইবে। ৫ রাজার সম্মুখহইতে দুষ্টকে দূর করিলে তাহার সিংহাসন ধর্ম্মেতে সুস্থির হইবে। ৬ রাজার সম্মুখে আত্মগুণের শ্লাঘা করিও না, এবং মহল্লোকদের স্থানে দাঁড়াইও না। ৭ কেননা তুমি এই উচ্চতর স্থানে আইস, বরং এমন আদেশ পাওয়া তোমার ভাল; কিন্তু তোমার চক্ষু যাহাকে দর্শন করিয়াছে, সেই অধিপতির সাক্ষাতে নীচীকৃত হওয়া তোমার পক্ষে ভাল নয়।

৮ হঠাৎ বিবাদ করিতে যাইও না; গেলে তাহার পরিণামে তোমার প্রতিবাসী তোমাকে লজ্জিত করিলে তুমি কি করিবা? ৯ প্রতিবাসির সহিত আপন বিবাদ পরিষ্কার কর, কিন্তু পরের নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিও না। ১০ করিলে শ্রোতা তোমাকে কলঙ্কিত করিবে, ও তোমার অখ্যাতি ঘুচিবে না। ১১ যেমন রূপার ডালীতে সুবর্ণ নাগরঙ্গ ফল, তেমনি উপযুক্ত সময়ে কথিত বাক্য। ১২ যেমন সুবর্ণের নথ ও নির্ম্মল কাঞ্চনের অভরণ, তেমনি অবধানকারি কর্ণের প্রতি জ্ঞানবান ভর্ৎসনাকারী। ১৩ শস্য কাটিবার সময়ে যেমন হিমের স্নিগ্ধতা, তেমনি প্রেরণকর্ত্তাদের পক্ষে বিশ্বস্ত দূত; ফলতঃ সে আপন কর্ত্তার প্রাণ জুড়ায়। ১৪ যে কেহ মিথ্যা দান বিষয়ক দর্পকথা কহে, সে বৃষ্টিহীন মেঘ ও বায়ুস্বরূপ। ১৫ দীর্ঘসহিষ্ণুতাদ্বারা শাসনকর্ত্তাও অনুনীত হয়, এবং কোমল জিহ্বা অস্থি ভগ্ন করিতে পারে। ১৬ মধু পাইলে যত তোমার প্রয়োজন, ততই খাও; নতুবা অধিক খাইলে বমি করিবা। ১৭ প্রতিবাসির গৃহে তোমার পদার্পণ বিরল কর; নতুবা তাহা অত্যধিক বোধ হইলে সে তোমাকে ঘৃণা করিবে। ১৮ যে কেহ প্রতিবাসির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে গদা ও খড়্গ ও তীক্ষ্ন বাণস্বরূপ। ১৯ যেমন ভঙ্গুর দন্ত ও বিকল চরণ, তেমনি সঙ্কটের সময়ে বিশ্বাসঘাতক লোকের শরণ। ২০ বিষণ্ন মনের নিকটে গীত গান করা শীতকালে বস্ত্রত্যাগের ন্যায় ও সোরার উপরে অম্লরস দেওনের তুল্য। ২১ তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে অন্ন ভোজন করাও; এবং যদি তৃষ্ণাযুক্ত হয়, তবে তাহাকে জল পান করাও; ২২ কেননা [ইহাতে] তুমি তাহার মস্তকে জ্বলদগ্নি রাশি করিয়া রাখিবা, এবং সদাপ্রভু তোমাকে ফল দিবেন। ২৩ উত্তরীয় বায়ু যেমন বৃষ্টির উৎপাদক, তেমনি কর্ণেজপ জিহ্বা ক্রোধদৃষ্টির উৎপাদক। ২৪ প্রশস্ত বাটীতে বিসংবাদিনী স্ত্রীর সঙ্গ অপেক্ষা বরং ছাতের এক কোণে বাস করা ভাল। ২৫ পিপাসার্ত্ত প্রাণির পক্ষে যেমন শীতল জল, দূরদেশহইতে মঙ্গলসংবাদ তদ্রূপ। ২৬ দুষ্টের সম্মুখে ধার্ম্মিকের চঞ্চল হওয়া ঘোলা জলের আকর ও মলিন উনুইস্বরূপ। ২৭ অধিক মধু খাওয়া ভাল নয়, এবং ভারি ২ বিষয়ের অনুসন্ধান করা ভার। ২৮ যে জন আপন উৎসাহ দমন না করে, সে ভগ্ন ও প্রাচীরহীন নগরের তুল্য।

২৬ অধ্যায়।

১ যেমন গ্রীষ্মকালে তুষার ও শস্য কাটিবার সময়ে বৃষ্টি, তেমনি স্থূলবুদ্ধির সম্মান অনুপযুক্ত। ২ যে চটক ভ্রমণ করিতে থাকে, ও যে তালচোঁচ উড়িতে থাকে, অকারণে দত্ত শাপ তাহার ন্যায়, তাহা নিকটে আইসে না। ৩ যেমন অশ্বের নিমিত্তে কশা ও গর্দ্দভের নিমিত্তে বল্‌গা, তেমনি স্থূলবুদ্ধিদের পৃষ্ঠের নিমিত্তে দণ্ড। ৪ তুমি স্থূলবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতানুযায়ি উত্তর দিও না, পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও। ৫ স্থূলবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতানুযায়ি উত্তর দেও, নতুবা সে আপনাকে জ্ঞানী বোধ করিবে। ৬ যে ব্যক্তি স্থূলবুদ্ধি লোকদ্বারা সমাচার প্রেরণ করে, সে আপনার পা কাটিয়া ফেলে ও ক্ষতি ভোগ করে। ৭ খঞ্জের চরণ যেমন নম্রড়িয়া, স্থূলবুদ্ধিদের মুখে প্রবাদ তদ্রূপ। ৮ যেমন প্রস্তররাশিতে মণির থলি, তেমনি স্থূলবুদ্ধি লোককে সম্মান প্রদান। ৯ যেমন মত্ত লোকের হস্তে উত্তোলিত লাঠী, তদ্রূপ স্থূলবুদ্ধিদের মুখে প্রবাদ। ১০ যে কর্ত্তা সকলই লণ্ডভণ্ড করে, এবং যে স্থূলবুদ্ধিকে বেতন দেয়, ও যে পথো লোকদিগকে বেতন দেয়, [তাহারা সমান]। ১১ যেমন কুক্কুর আপন বমির প্রতি ফিরে, তেমনি স্থূলবুদ্ধি আপন অজ্ঞানতার প্রতি ফিরে। ১২ আপনি আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করে, এমন লোককে কি দেখিতেছ? তাহা অপেক্ষা বরং স্থূলবুদ্ধির বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে।

১৩ অলস বলে, পথে সিংহ আছে, চক সকলের মধ্যে কেশরী থাকে। ১৪ কব্জাতে যেমন কপাট, তেমনি অলস আপন খট্টাতে ঘুরে। ১৫ অলস লোক থালে হস্ত রাখিলে পুনর্ব্বার মুখে তুলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হয়। ১৬ সুবিচারসিদ্ধ উত্তরকারি সাত জন অপেক্ষা অলস আপনাকে অধিক জ্ঞানবান বলিয়া মানে।

১৭ যে ব্যক্তি পথে যাইতে ২ আপনার অসম্পর্কীয় বিবাদে রাগান্বিত হয়, সে কুক্কুরের দুই কর্ণ ধরে। ১৮ যে পাগল জ্বলন্ত বাণ ও তীর ও মৃত্যু বিক্ষেপ করে, ১৯ এবং যে ব্যক্তি প্রতিবাসিকে প্রতা-

রণা করিয়া বলে, আমি কি খেলা করিতেছি না? এই উভয় লোকই সমান। ২০ কাষ্ঠ শেষ হইলে অগ্নি নিবিয়া যায়, এবং কর্ণেজপ না থাকিলে বিসংবাদ শান্ত হয়। ২১ যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতি অঙ্গার ও অগ্নির প্রতি কাষ্ঠ, তেমনি বিবাদের চণ্ডতার প্রতি বিসংবাদি লোক। ২২ কর্ণেজপের কথা মিষ্টান্নস্বরূপ, তাহা উদরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। ২৩ অনুরাগি ওষ্ঠ ও দুষ্ট হৃদয় খাইদ রূপাতে মণ্ডিত খাপরাস্বরূপ। ২৪ ঘৃণাকারি লোক ওষ্ঠেতে কপটী, কিন্তু মনের মধ্যে ছল রাখে। ২৫ সে বিনীত রবে কথা কহিলে তাহাকে বিশ্বাস করিও না; কারণ তাহার হৃদয়মধ্যে সাতটা ঘৃণ্য বস্তু থাকে। ২৬ [তাহার] দ্বেষ কাপট্যে আচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার হিংসাভাব সমাজে প্রকাশিত হইবে। ২৭ যে ব্যক্তি খাত খুদে, সে তন্মধ্যে পতিত হইবে; ও যে কেহ প্রস্তর গড়ায়, তাহারই প্রতি তাহা ফিরিবে। ২৮ মিথ্যাবাদি জিহ্বা যাহাকে চূর্ণ করিয়াছে, তাহাকেই ঘৃণা করে; ও চাটুকর মুখ ব্যাঘাত সম্পন্ন করে।

২৭ অধ্যায়।

১ কল্যের বিষয়ে গর্ব্বকথা কহিও না; কেননা এক দিন কি উৎপাদন করিবে, তাহা তুমি জান না। ২ অপর লোক তোমার প্রশংসা করুক, কিন্তু তোমার নিজ মুখ না করুক; অসম্পর্কীয় লোক [তোমার সুখ্যাতি] করুক, কিন্তু তোমার নিজ ওষ্ঠ না করুক। ৩ প্রস্তরের ভার ও বালির গুরুতা থাকুক, অজ্ঞানের বিমর্ষ ঐ উভয় অপেক্ষা ভারী। ৪ ক্রোধের দুরন্ততা ও কোপের বিনাশকতা থাকুক; জারশঙ্কার সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে?

৫ গুপ্ত প্রেম অপেক্ষা প্রকাশিত অনুযোগ ভাল। ৬ বন্ধু লোকের প্রহার বিশ্বস্ততার প্রমাণ, কিন্তু বৈরির চুম্বন অত্যধিক। ৭ তৃপ্ত প্রাণী মৌচাক পদতলে দলিত করে; কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণির কাছে তিক্ত দ্রব্য সকলও মিষ্ট। ৮ যে জন আপন স্থান ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে বাসাহইতে ভ্রমণকারি পক্ষির ন্যায়। ৯ সুগন্ধি তৈল ও ধূপ চিত্তকে আমোদিত করে, এবং আত্মমন্ত্রণা অপেক্ষা মিত্রের মিষ্টতা [উৎকৃষ্ট]। ১০ তোমার মিত্রকে ও পিতার মিত্রকে ত্যাগ করিও না, এবং আপনার বিপদকালে ভ্রাতার গৃহে যাইও না; দূরস্থ ভ্রাতা অপেক্ষা নিকটস্থ প্রতিবাসী ভাল।

১১ হে বৎস, জ্ঞানবান হও, ও আমার মনকে আনন্দিত কর; তাহাতে আমি আপন ধিক্কারদায়িকে উত্তর দিতে পারিব। ১২ সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়; কিন্তু অসতর্ক লোকেরা অগ্রে যাইয়া দণ্ড পায়। ১৩ যে ব্যক্তি অপরিচিত লোকের প্রতিভূ হয়, তাহার বস্ত্র লও; এবং যে কেহ বিজাতীয়া স্ত্রীর নিমিত্তে হয়, তাহার সর্ব্বস্ব বন্ধকরূপে লও। ১৪ যে ব্যক্তি প্রত্যূষে উঠিয়া উচ্চৈস্বরে আপন বন্ধুকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহার সেই কর্ম্ম অভিশাপরূপে গণিত হয়। ১৫ ভারি বৃষ্টির দিনে ফোঁটা২ জল পড়া, ও বিসংবাদিনী স্ত্রী, এ উভয়ই সমান। ১৬ যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীকে সম্বরণ করে, সে বায়ুকে সম্বরণ করে, এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত তৈল ধরে। ১৭ যেমন লৌহ লৌহকে সতেজ করে, তদ্রূপ মনুষ্য আপন মিত্রের মুখ সতেজ করে। ১৮ যে ব্যক্তি ডুম্বুরবৃক্ষ রক্ষা করে, সে তাহার ফল খাইবে; ও যে ব্যক্তি আপন প্রভুর সেবা করে, সেই সম্মানিত হইবে। ১৯ জলমধ্যে যেমন মুখের প্রতিরূপ মুখ, তেমনি হৃদয়মধ্যে মনুষ্যের প্রতিরূপ মনুষ্য [দেখা যায়]। ২০ যেমন পাতালের ও বিনাশস্থানের তৃপ্তি নাই, তেমনি মানুষের চক্ষু তৃপ্ত হয় না। ২১ যেমন মুষীতে রূপা ও হাফরে সুবর্ণ, তেমনি মনুষ্যকে তাহার শ্লাঘানুসারে পরীক্ষা করা যায়। ২২ যদ্যপি উখলিতে গোমের মধ্যে মুষলদ্বারা অজ্ঞানকে কুট, তথাপি তাহার অজ্ঞানতা ঘুচিবে না।

২৩ তুমি আপন মেষপালের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞাত হও, ও পশুপালেতে মনোযোগ কর। ২৪ কেননা ধনকোষ নিত্যস্থায়ী নয়, ও মুকুট পুরুষানুক্রমে থাকে না। ২৫ কিন্তু ঘাস ছিন্ন হইলে পর নবীন তৃণ প্রত্যক্ষ হয়, এবং পর্ব্বতগণের যবস সংগ্রহ করা যায়। ২৬ আর মেষ সকল তোমাকে বস্ত্র দিবে, ও ছাগেরা ক্ষেত্রের মূল্যস্বরূপ হইবে। ২৭ এবং তোমার খাদ্যের ও তোমার পরিবারের খাদ্যের নিমিত্তে ও তোমার যুবতী দাসীদের প্রতিপালনার্থে ছাগী সকল যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ কেহ তাড়না না করিলেও দুষ্ট লোক পলায়ন করে; কিন্তু ধার্ম্মিকগণ সিংহের ন্যায় সাহস করে। ২ দেশের অধর্ম্মে তাহার অনেক কর্ত্তা হয়; কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি লোকদ্বারা [কর্ত্তৃত্ব] চিরস্থায়ী হয়। ৩ যে দরিদ্র দীনহীনদের প্রতি উপদ্রব করে, সে প্লাবনকারি বৃষ্টির ন্যায়; তাহাতে ভক্ষ্যাভাব ঘটে। ৪ ব্যবস্থাত্যাগি লোকেরা দুষ্টের প্রশংসা করে; কিন্তু ব্যবস্থাপালনকারি লোকেরা তাহাদের প্রতিরোধ করে। ৫ দুর্বৃত্তগণ ন্যায়বিচার বুঝে না, কিন্তু সদাপ্রভুর অন্বেষণকারি লোকেরা সকলই বুঝে। ৬ কুটিল পথগামি ধনবান লোক অপেক্ষা যথাথার্থ্যরূপ পথে গমনকারি দরিদ্র লোকও ভাল। ৭ যে ব্যবস্থা মানে, সেই জ্ঞানবান পুত্র; কিন্তু ধনাপচয়কারিদের মিত্র আপন পিতার অপমানজনক। ৮ যে কেহ সুদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়, সে দীনহীনদের প্রতি কৃপাকারি লোকের জন্যে তাহা সঞ্চয় করে। ৯ যে ব্যক্তি ব্যবস্থা শ্রবণহইতে আপন কর্ণ নিবৃত্ত করে, তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ হয়। ১০ যে জন সরল লোকদিগকে কুপথে [লইয়া] ভ্রান্ত করে, সে স্বকৃত খাতে পতিত হয়; কিন্তু যাথার্থিক লোকেরা মঙ্গলরূপ অধিকার পায়। ১১ ধনি লোক আপনাকে জ্ঞানবান বোধ

করে, কিন্তু বুদ্ধিমান দরিদ্র তাহার পরীক্ষা করে। ১২ ধার্ম্মিকদের উল্লাস হইলে মহাশ্রী হয়, কিন্তু দুষ্টদের উন্নতি হইলে লোকে গুপ্ত থাকে। ১৩ যে ব্যক্তি আপন অধর্ম্ম সকল আচ্ছাদন করে, সে কুশল পাইবে না; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সেই করুণা পাইবে। ১৪ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভয় রাখে, সে ধন্য; কিন্তু যে আপন হৃদয় কঠিন করে, সে আপদে পতিত হয়। ১৫ যেমন গর্জ্জনকারি সিংহ ও পর্য্যটনকারি ভল্লূক, দীনহীন প্রজাগণের প্রতি দুষ্ট শাসনকর্ত্তা তদ্রূপ হয়। ১৬ কোন ২ শাসনকর্ত্তা হীনবুদ্ধি ও বড় উপদ্রবী; কিন্তু যে লোভ ঘৃণা করে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। ১৭ যে মানুষ নরহত্যাপাপে ভারাক্রান্ত, সে গর্ত্ত পর্য্যন্ত পলায়ন করত বলে, পাছে লোকে আমাকে ধরে। ১৮ যে ব্যক্তি যাথার্থিক ভাবে চলে, সে রক্ষা পায়; কিন্তু বক্রগামি যে ব্যক্তি দুই পথে চলে, সে তাহার মধ্যে একেতে পতিত হইবে। ১৯ যে ব্যক্তি আপন ভূমির চাস করে, সে যথেষ্ট আহার পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি অসারচিত্ত লোকদের অনুগামী, তাহার যথেষ্ট অকুলান হয়। ২০ বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্ব্বাদের পাত্র; কিন্তু হঠাৎ ধনবান হইতে উদ্‌যোগি লোক অদণ্ডিত থাকিবে না। ২১ বিচারে মুখাপেক্ষা করা ভাল নয়, তাহা করিলে লোক এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তেও অধর্ম্ম করিবে। ২২ কুদৃষ্টি মানুষ ধনের চেষ্টাতে উগ্র; কিন্তু দরিদ্রতা তাহার লাগাইল পাইবে, তাহা সে জানে না। ২৩ জিহ্বাতে চাটুকর লোক অপেক্ষা বরং ভর্ৎসনাকারি লোক শেষে অনুগ্রহ পায়। ২৪ যে ব্যক্তি আপন পিতামাতার ধন চুরি করিয়া বলে, ইহাতে অধর্ম্ম নাই, সে নষ্টাচারির সখা। ২৫ বহ্বাকাঙ্ক্ষী লোক বিসংবাদ উৎপাদন করে, কিন্তু সদাপ্রভুতে বিশ্বাসকারি লোক আপ্যায়িত হয়। ২৬ যে ব্যক্তি আপন হৃদয়ে বিশ্বাস করে, সে স্থূলবুদ্ধি; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ পথে চলে, সে রক্ষা পায়। ২৭ যে ব্যক্তি দরিদ্রকে দান করে, তাহার অসুসার ঘটে না; কিন্তু যে জন [তাহার প্রতি] চক্ষু মুদে, সে অনেক অভিশাপ পায়। ২৮ দুষ্টগণ উন্নতি পাইলে লোকে লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু তাহারা নষ্ট হইলে ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হয়।

২৯ অধ্যায়।

১ যে ব্যক্তি পুনঃ২ অনুযোগ পাইয়াও শক্তগ্রীব থাকে, সে হঠাৎ ভগ্ন হইবে, তাহার প্রতীকার হইবে না। ২ ধার্ম্মিকেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইলে প্রজাগণ আনন্দ করে; কিন্তু দুষ্ট জন কর্ত্তৃত্ব পাইলে প্রজারা আর্ত্তস্বর করে। ৩ যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাকে প্রেম করে, সে পিতার আনন্দদায়ক হয়; কিন্তু যে কেহ বেশ্যাদিগেতে অনুরক্ত হয়, সে নষ্টধন হইবে। ৪ রাজা ন্যায়বিচারদ্বারা দেশ সুস্থির করে; কিন্তু উপহারপ্রিয় [হইলে] তাহা লণ্ডভণ্ড করে। ৫ যে ব্যক্তি আপন প্রতিবাসির কাছে চাটুকর, সে তাহার পায়ের নীচে জাল পাতে। ৬ দুর্বৃত্ত লোকের অধর্ম্মই ফাঁদস্বরূপ, কিন্তু ধার্ম্মিক আনন্দিত হইয়া গান করে। ৭ ধার্ম্মিক লোক দীনহীনদের বিচার বুঝে; দুষ্ট লোক জ্ঞান বুঝে না। ৮ নিন্দাপ্রিয় লোকেরা নগরে আগুন জ্বালায়; কিন্তু জ্ঞানবানেরা ক্রোধ নিবারণ করে। ৯ অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানবানের বিবাদ হইলে, সে রাগ করুক কিম্বা হাস্য করুক, কিছুই শান্তি হয় না। ১০ রক্তপাতপ্রিয় লোকেরা যাথার্থিক ব্যক্তিকে ঘৃণা করে; কিন্তু সরল লোকেরা তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে। ১১ স্থূলবুদ্ধি লোক আপনার সমস্ত উত্তেজনা প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানী তাহা ক্ষান্ত করিয়া পরাঙ্মুখ করে। ১২ যে রাজা মিথ্যাকথায় অবধান করে, তাহার পরিচারকগণ সকলে দুষ্ট। ১৩ দরিদ্র ও উপদ্রবি লোক পরস্পর মিলে; সদাপ্রভু উভয়েরই চক্ষু দীপ্তিমান করেন। ১৪ যে রাজা সত্যভাবে দীনহীনদের বিচার করে, তাহার সিংহাসন নিত্য স্থির থাকিবে। ১৫ দণ্ড ও অনুযোগ প্রজ্ঞা যোগায়; কিন্তু অশাসিত বালক আপন মাতার লজ্জাজনক হয়। ১৬ দুষ্টগণ বৃদ্ধি পাইলে অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ধার্ম্মিকগণ তাহাদের নিপাত দেখিতে পাইবে। ১৭ তুমি নিজ পুত্রকে শাস্তি দেও, তাহাতে সে তোমাকে শান্তি দিবে, এবং তোমার প্রাণকে আনন্দিত করিবে। ১৮ [ঈশ্বরীয়] দর্শনের অভাবে প্রজাগণ অত্যাচারী হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যবস্থা মানে, সে ধন্য। ১৯ বাক্যেতে দাসের দমন হয় না, কেননা সে বুঝিলেও [কার্য্যেতে] উত্তর করিবে না। ২০ তুমি কি হঠাৎবাদি লোককে দেখিতেছ? তাহার অপেক্ষা বরং স্থূলবুদ্ধির বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে। ২১ যে দাস বাল্যকালাবধি কর্ত্তাদ্বারা কোমলরূপে প্রতিপালিত হয়, সে শেষে রাজকুমার হয়। ২২ রাগি লোক বিসংবাদ উৎপন্ন করে, ও ক্রোধি লোক বিস্তর অধর্ম্ম করে। ২৩ মনুষ্যের অহঙ্কার তাহাকে নীচ করিবে, কিন্তু নম্রশীল লোক সম্মান অবলম্বন করে। ২৪ চোরের অংশি লোক আপন প্রাণকে ঘৃণা করে; সে দিব্য করাওনের কথা শুনে, কিন্তু [সত্য] জ্ঞাত করে না। ২৫ লোকভয় ফাঁদ যোগায়; কিন্তু যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে, সে সুরক্ষিত। ২৬ অনেকে শাসনকর্ত্তার মুখ দেখিতে চেষ্টা করে; কিন্তু মানুষের বিচার সদাপ্রভু হইতে হয়। ২৭ অন্যায়কারি লোক ধার্ম্মিকদের ঘৃণাস্পদ, এবং সরলাচারি লোক দুষ্টের ঘৃণাস্পদ।

৩০ অধ্যায়।

১ যাকির পুত্র আগূরের কথা। ঈথীয়েলের প্রতি, বরং ঈথীয়েল-ও-উকলের প্রতি সেই নরের কথিত ভাবোক্তি। ২ হাঁ, আমি মনুষ্য অপেক্ষা পশুবৎ, আমার মনুষ্যবৎ বিবেচনা নাই। ৩ আমি বিদ্যাভ্যাস করি নাই, ও পবিত্রতমের জ্ঞান বুঝি না। ৪ কে স্বর্গারোহণ করিয়া তাহাহইতে নামিয়া আসি-

য়াছে ? কে আপন মুষ্টিদ্বয়ে বায়ু গ্রহণ করিয়াছে ? কে আপন বস্ত্রে সমুদ্রজল বাঁধিয়াছে ? কে পৃথিবীর সমস্ত পরিসীমা নিরূপণ করিয়াছে ? তাঁহার নাম কি ? ও তাঁহার পুত্রের নাম কি ? যদি জান, তবে বল। [৫] ঈশ্বরের প্রত্যেক বচন পরীক্ষাসিদ্ধ ; তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ। [৬] তাঁহার বাক্যকলাপে আর কিছু যোগ করিও না, করিলে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করিবেন, ও তুমি মিথ্যাবাদী হইবা।

[৭] আমি তোমার কাছে দুই বর ভিক্ষা করি, আমার জীবন থাকিতে আমাকে তাহা দিতে অস্বীকার করিও না। [৮] অলীকতা ও মিথ্যাকথা আমার নিকটহইতে দূর কর ; দরিদ্রতা কিম্বা ধনাঢ্যতা আমাকে না দিয়া আমার [উপযুক্ত] অংশানুযায়ি অন্ন খাইতে দেও ; [৯] নতুবা অতি তৃপ্ত হইলে আমি তোমাকে অস্বীকার করিয়া বলিব, সদাপ্রভু কে ? কিম্বা দরিদ্র হইলে চুরি করিব, ও আমার ঈশ্বরের নাম হস্তসাৎ করিব।

[১০] কর্ত্তার বিষয়ে বকিতে দাসের প্রবৃত্তি জন্মাইও না, করিলে সে তোমাকে শাপ দিবে ও তুমি অপরাধী হইবা।

[১১] আপন পিতাকে শাপ দেয় ও আপন মাতার মঙ্গলবাদ করে না, এমত এক বংশ আছে। [১২] আপন মল ধৌত না হইলেও আপনাকে শুচি জ্ঞান করে, এমত এক বংশ আছে। [১৩] দৃষ্টি অতি উচ্চ ও চক্ষুর পাতা অতি উন্নত করিয়া থাকে, এমত এক বংশ আছে। [১৪] দেশহইতে দুঃখিদিগকে ও মনুষ্যের মধ্যহইতে দরিদ্রগণকে গ্রাস করণার্থে যাহার দন্ত সকল খড়্গস্বরূপ, ও কসের দন্ত সকল ছুরিকাস্বরূপ, এমত এক বংশ আছে।

[১৫] জোঁকের দুই কন্যা আছে, [তাহাদের নাম] দেহি, দেহি।

[১৬] তিনটা কখনো তৃপ্ত হয় না, বরং চারিটা যথেষ্ট হইল এ কথা কখনো বলে না ; অর্থাৎ পাতাল, ও বন্ধ্যার জঠর, ও জলেতে অতৃপ্ত ভূমি, এবং "যথেষ্ট হইল" এই বাক্য কহিতে অসমর্থ অগ্নি।

[১৭] যে চক্ষু আপন পিতাকে পরিহাস করে ও মাতার আজ্ঞা মানিতে হেলা করে, স্রোতোমার্গস্থ কাকেরা তাহা বাহির করিবে ও উৎক্রোশপক্ষির শাবকগণ তাহা খাইবে।

[১৮] তিনটী আমার জ্ঞানের অগম্য, বরং চারিটী আমি বুঝিতে পারি না ; [১৯] অর্থাৎ উৎক্রোশপক্ষির গতি আকাশে, সর্পের গতি শৈলে, জাহাজের গতি সমুদ্রের মধ্যস্থলে, এবং পুরুষের গতি যুবতিতে। [২০] ব্যভিচারিণীর গতিও তদ্রূপ ; সে খাইয়া মুখ পুঁছিয়া বলে, আমি অধর্ম্ম করি নাই।

[২১] তিনটার ভারে ভূতল কাঁপে, বরং চারিটা সহিতে পারে না ; [২২] অর্থাৎ রাজত্বপ্রাপ্ত দাসের ও ভক্ষ্যেতে পরিতৃপ্ত মূর্খের ভার ; [২৩] পত্নীর পদপ্রাপ্তা ঘৃণিতা স্ত্রীর ভার, ও স্বকর্ত্রীর স্থানপ্রাপ্তা দাসীর [ভার]।

[২৪] পৃথিবীতে চারি [জাতি] অতি ক্ষুদ্র হইলেও জ্ঞানবান ও কৃতবিদ্য হয় ; [২৫] অর্থাৎ পিপীলিকাগণ শক্তিবিশিষ্ট জাতি নয়, তথাপি গ্রীষ্মকালে আপন ২ খাদ্য প্রস্তুত করে ; [২৬] শাফন্ জন্তুগণ বলবান জাতি নয়, তথাপি শৈলে গৃহ বাঁধে ; [২৭] পঙ্গপাল ফড়িঙ্গদিগের রাজা নাই, তথাপি তাহারা ব্যূহরচনা পূর্ব্বক যাত্রা করে ; [২৮] টিকটিকি হাত দিয়া চলে, তথাপি রাজার প্রাসাদে থাকে।

[২৯] তিনটী সুন্দর গমন করে, বরং চারিটী সুন্দররূপে চলে ; [৩০] অর্থাৎ কাহারো হইতে পরাঙ্মুখ হয় না, এমত পশুরাজ সিংহ ; [৩১] বদ্ধকটি যুদ্ধাশ্ব, ও ছাগ, ও অজেয় রাজা।

[৩২] তুমি যদি অহঙ্কার প্রযুক্ত মূর্খের কর্ম্ম করিয়া থাক, কিম্বা যদি কুসঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে মুখে হাত দেও। [৩৩] কেননা দুগ্ধ ঘাঁটনে নবনীত বেরয়, ও নাসিকা ঘাঁটনে রক্ত বেরয়, ও ক্রোধ ঘাঁটনে বিরোধ বেরয়।

৩১ অধ্যায়।

[১] লমূয়েল্ রাজার কথা। তাহার মাতা তাহাকে উপদেশ দিতে এই ভাবোক্তি কহিয়াছিল। [২] হে বৎস, হে আমার গর্ভজাত পুত্র, হে আমার মানতের ফলস্বরূপ [সন্তান], আমি কি কহিব ? [৩] তুমি স্ত্রীগণকে আপন শক্তি, ও রাজাদিগের শ্রীনাশক ব্যাপারে আপন গতি দিও না। [৪] রাজগণের জন্যে, হে লমূয়েল, রাজগণের জন্যে মদ্যপান উপযুক্ত নয়, এবং সুরাপান শাসনকর্ত্তাদের উচিত নয়। [৫] পান করিলে তাহারা বিধি বিস্মৃত হইবে, ও দুঃখের পাত্র সকলের বিচার বিপরীত করিবে। [৬] মৃতকল্প ব্যক্তিকে সুরা দেও, ও ক্ষুণ্নমনা লোককে দ্রাক্ষারস দেও। [৭] সে পান করিয়া আপন দৈন্যদশা বিস্মৃত হউক, ও আপন আয়াস আর মনে না করুক। [৮] তুমি বোবা লোকের পক্ষে, ও অনাথ বালক সকলের বিচারে আপন মুখ খুল। [৯] মুখ খুলিয়া ধর্ম্মবিচার কর, এবং দুঃখি ও দরিদ্র লোকের বিচার কর।

[১০] গুণবতী ভার্য্যা পাওয়া কাহার সাধ্য ? মুক্তাহইতেও তাহার মূল্য অধিক। [১১] তাহার স্বামির হৃদয় তাহাতে নির্ভর করে, ও তাহার লাভের অভাব হয় না। [১২] সে যাবজ্জীবন স্বামির উপকার করে, কখনো অপকার করে না। [১৩] সে মেষলোম ও মসিনা অন্বেষণ করে, ও প্রীতি পূর্ব্বক আপন হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম করে। [১৪] সে বাণিজ্যের জাহাজের ন্যায় দূরহইতে আপন খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করে। [১৫] সে রাত্রি থাকিতে উঠিয়া পরিজনদিগকে খাদ্য ও দাসীদিগকে নিরূপিত কর্ম্ম দেয়। [১৬] সে ক্ষেত্রের বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া তাহা ক্রয় করে, ও আপন হস্তের ফল দিয়া দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত করে। [১৭] সে বলেতে কটি বদ্ধ করে, ও আপন বাহুযুগল বলবান করে। [১৮] সে আপন ব্যবসায়ের উত্তম ফলের রসাস্বাদন পায়, রাত্রিতে তাহার প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় না। [১৯] সে টেকুয়া লইতে আপন

হস্ত প্রসারণ করে, ও তাহার করদ্বয় পাঁজ ধরে। ২০ সে দরিদ্র লোকের প্রতি মুক্তহস্তা হয়, ও দীনহীনের প্রতি কর প্রসারণ করে। ২১ সে পরিবারের বিষয়ে তুষারহইতে ভয় পায় না; কারণ তাহার সমস্ত পরিজন লালবর্ণ শীতবস্ত্র পরিধান করে। ২২ সে আপনার নিমিত্তে চিত্রবিচিত্র আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করে, ও শুভ্র ক্ষৌমবস্ত্র ও ধূম্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা হয়। ২৩ তাহার স্বামী দেশীয় প্রাচীনবর্গের সহিত বসিয়া নগরদ্বারে প্রসিদ্ধ হয়। ২৪ সে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে, ও বণিকের হস্তে পটুকা সমর্পণ করে। ২৫ বল ও আদরণীয়তা তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ; সে ভবিষ্যৎকালের বিষয়ে হাস্য করে। ২৬ সে মুখ খুলিয়া জ্ঞানের কথা কহে, তাহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা থাকে। ২৭ সে আপন পরিবারের সুশৃঙ্খলতায় মনোযোগ করে, ও আলস্যের খাদ্য খায় না। ২৮ তাহার সন্তানগণ উঠিয়া তাহাকে ধন্য ২ বলে; তাহার স্বামীও তাহার এই রূপ প্রশংসা করে; ২৯ "অনেক রমনী গুণবত্তা প্রদর্শন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠা।" ৩০ লাবণ্য মিথ্যা, ও সৌন্দর্য্য বাষ্পস্বরূপ, কিন্তু সদাপ্রভু ভয়কারিণী যে স্ত্রী সেই শ্লাঘার যোগ্য। ৩১ তোমরা তাহার হস্তের ফল তাহাকে দেও, এবং নগরদ্বার সকলেতে তাহার ক্রিয়াদ্বারা তাহার প্রশংসা হউক।

উপদেশক।

---

১ অধ্যায়।

১ যিরূশালেমস্থ রাজা দায়ূদের পুত্র যে উপদেশক তাহার কথা।

২ উপদেশক কহিতেছে, অসারের অসার, অসারের অসার, সকলই অসার। ৩ মনুষ্য সূর্য্যের নীচে যাহাতে পরিশ্রান্ত হয়, তাহার সেই সমস্ত পরিশ্রমে তাহার কি ফল দর্শে?

৪ এক যুগ যায়, আর এক যুগ আইসে; কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী। ৫ এবং সূর্য্য উঠে, আবার সূর্য্য অস্ত হয়; এবং সত্বরে স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক উঠিতে প্রবৃত্ত থাকে। ৬ দক্ষিণ দিগে গমন ও উত্তর দিগে পরাবর্ত্তন করত বায়ু পুনঃ ২ ঘুরিয়া গমন করে; হাঁ, বায়ু আপন চক্রগতি অনুসারে ফিরে। ৭ জলস্রোত সকল সমুদ্রে প্রবেশ করে, তথাচ সমুদ্র পূর্ণ হয় না; জলস্রোত সকল যে স্থানহইতে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে পুনরায় গমন করিতে থাকে। ৮ যাবতীয় [বিষয়ের] কথা পরিশ্রমযুক্ত; তাহার বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য; দর্শনেতে চক্ষু তৃপ্ত হয় না, এবং শ্রবণেতে কর্ণ তৃপ্ত হয় না। ৯ যাহা অতীত, তাহাই ভবিষ্যৎ; ও যাহা করা গিয়াছে, তাহাই করা যাইবে; ফলতঃ সূর্য্যের নীচে নূতন কিছুই নাই। ১০ দেখ, ইহা নূতন, কিসের বিষয়ে এমত কহা যায়? তাহা অবশ্য গত যুগপর্য্যায়ে আমাদের পূর্ব্বে ছিল। ১১ পূর্ব্বকালীন লোকদের বিষয় স্মরণে থাকে না; এবং ভাবিকালে যাহারা জন্মিবে, তাহাদের বিষয়ও উত্তর ভাবিকালের লোকদের স্মরণে থাকিবে না।

১২ উপদেশক যে আমি, আমি যিরূশালেমে ইস্রায়েলের উপরে রাজা ছিলাম। ১৩ এবং আকাশের নীচে যাহা ২ করা যায়, প্রজ্ঞাদ্বারা সে সকলের অনুশীলন ও অনুসন্ধান করিতে মনোযোগ করিতাম; ঈশ্বর মনুষ্যসন্তানগণকে ব্যস্ত করণার্থে এমত ক্লেশজনক আয়াস দিয়াছেন। ১৪ সূর্য্যের নীচে যে ২ কর্ম্ম করা যায়, তাহা সকলি আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি; দেখ, সে সকলি অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র। ১৫ যাহা বক্র, তাহা সোজা করা যায় না; এবং যাহা নাই, তাহার গণনা করা যায় না। ১৬ আমি আপন হৃদয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিলাম, দেখ, আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমের যে ২ অধ্যক্ষ ছিল, সেই সকল অপেক্ষা আমি মহাবিদ্বান্ ও অধিক প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়াছি, এবং আমার হৃদয় নানা প্রকার প্রজ্ঞাতে ও বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়াছে। ১৭ এবং আমি প্রজ্ঞার তত্ত্ব এবং ক্ষিপ্ততার ও অজ্ঞানতার তত্ত্ব জানিতে মনোযোগ করিলে তাহাও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র জানিলাম। ১৮ কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তাপের বাহুল্য হয়; এবং যে ব্যক্তি বিদ্যার বৃদ্ধি করে, সে ব্যথার বৃদ্ধি করে।

২ অধ্যায়।

১ আমি আপন হৃদয়কে কহিলাম, "আইস, আমি এক বার আনন্দদ্বারা তোমার পরীক্ষা করি, অতএব তুমি সুখভোগ কর;" কিন্তু দেখ, তাহাও অসার। ২ আমি হাস্যের উদ্দেশে কহিলাম, ও ক্ষিপ্ত; এবং আনন্দের উদ্দেশে কহিলাম, ও কি করিবে? ৩ আকাশের নীচে অল্পকালস্থায়ি পরমায়ু থাকিতে কি ২ করা মনুষ্যসন্তানদের পক্ষে ভাল, তাহা দেখিতে পাইবার অপেক্ষাতে আমি আপন হৃদয়কে প্রজ্ঞাদ্বারা পথ প্রদর্শন করিতে দিয়া, শরীরকে মদ্যপান অভ্যাস করাইব এবং অজ্ঞানতা অবলম্বন করিব, বলিয়া হৃদয়মধ্যে স্থির করিলাম। ৪ আমি অনেক মহৎ কর্ম্ম করিলাম, ফলতঃ স্থানে ২ আপনার নিমিত্তে বাটী নির্ম্মাণ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম; ৫ এবং উদ্যান ও উপবন করিয়া তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ফলবৃক্ষ রোপণ করিলাম; ৬ সেই বৃক্ষোৎপাদক বনে জল সেচনার্থে আমি স্থানে ২

পুষ্করিণী খনন করিলাম। [7] আমি অনেক দাস দাসী ক্রয় করিলাম, এবং আমার গৃহেও দাস জন্মিল; এবং আমার পূর্ব্বে যিরূশালেমে যাহারা ছিল, সেই সকলহইতে আমার গোমেষাদি পশুধন অধিক ছিল। [8] আমি রৌপ্য ও সুবর্ণ এবং নানা রাজার ও নানা প্রদেশের বিশেষ ২ ধন সঞ্চয় করিলাম; এবং গায়ক গায়িকা ও মনুষ্যসন্তানদের তুষ্টিজনিকা পত্নী ও উপপত্নীদিগকে পাইলাম। [9] এই রূপে আমি মহান্ হইয়া আমার পূর্ব্বে যাহারা যিরূশালেমে ছিল, সেই সকল অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী হইলাম, এবং আমার প্রজ্ঞাও আমার সহকারিণী থাকিল। [10] এবং আমার নেত্রযুগল যাহা ইচ্ছা করিত, তাহা [পাইতে] আমি তাহাকে নিষেধ করিতাম না; এবং আমার হৃদয়কে কোন আনন্দভোগ করিতে বারণ করিতাম না; তাহাতে আমার সমস্ত পরিশ্রমে আমার হৃদয় আনন্দ করিত, ঐ সমস্ত পরিশ্রমে ইহামাত্র আমার ফলভোগ হইল। [11] কিন্তু আমার হস্ত যে ২ কর্ম্ম করিত, ও যে ২ পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হইতাম, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলাম, সে সকলি অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র; সূর্য্যের নীচে কিছুই লাভ নাই।

[12] পরে আমি প্রজ্ঞা ও ক্ষিপ্ততা ও অজ্ঞানতা জানিতে প্রবৃত্ত হইলাম; ফলতঃ যে ব্যক্তি রাজার পশ্চাৎ আসিবে, সে কি করিবে? পূর্ব্বে যাহা করা গিয়াছিল, তাহাই মাত্র। [13] যেমন অন্ধকার অপেক্ষা দীপ্তি উত্তম, তেমন অজ্ঞানতা অপেক্ষা প্রজ্ঞা উত্তম, ইহা আমি দেখিলাম। [14] জ্ঞানবানের মস্তকেই চক্ষু থাকে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি লোক অন্ধকারে ভ্রমণ করে; তথাপি সকলেরই একরূপ দশা ঘটে, ইহা আমি জানিলাম। [15] আমি অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলাম, স্থূলবুদ্ধির প্রতি যাহা ঘটে, তাহা যদি আমার প্রতি ঘটে, তবে আমি কি নিমিত্তে অধিক জ্ঞানবান হইলাম? পরে মনে ২ কহিলাম, ইহাও অসার। [16] কেননা জ্ঞানবানের বা স্থূলবুদ্ধির স্মৃতি অনন্ত কাল থাকে না, ভবিষ্যৎ কালে সকলই নিতান্ত বিস্মৃত হইবে; আহা! স্থূলবুদ্ধি লোক যেমন মরে, তেমনি জ্ঞানবানও মরে। [17] অতএব আমি প্রাণধারণে বিরক্ত হইলাম; কেননা সূর্য্যের নীচে যাহা করা যায়, সেই কার্য্য আমার ক্লেশদায়ক বোধ হইল। ফলতঃ সকলই অসার, বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র। [18] সূর্য্যের নীচে আমি যাহাতে পরিশ্রান্ত হইতাম, আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমে বিরক্ত হইলাম; কেননা আমার উত্তরাধিকারি ব্যক্তির জন্যে তাহা রাখিয়া যাইতে হইবে। [19] আর সে জ্ঞানবান হইবে, কি স্থূলবুদ্ধি হইবে, তাহা কে জানে? কিন্তু আমি সূর্য্যের নীচে যে কর্ম্মে পরিশ্রম করত জ্ঞান দেখাইতাম, সেই সকল পরিশ্রমের ফলাধিকারী সে হইবে; ইহাও অসার।

[20] অপর সূর্য্যের নীচে আমি যাহাতে পরিশ্রান্ত হইতাম, আমি ফিরিয়া আমার সেই সমস্ত পরিশ্রমের বিষয়ে আপন হৃদয়কে নিরাশ হইতে দিলাম। [21] কেননা প্রজ্ঞা ও বিদ্যা ও নৈপুণ্যদ্বারা এক ব্যক্তি পরিশ্রম করে; পরে যে ব্যক্তি তাহাতে কোন পরিশ্রম করে নাই, তাহাকে তাহার অধিকার বলিয়া তাহা সমর্পণ করিতে হয়, ইহাও অসার ও বড় বিপদ। [22] তবে সূর্য্যের নীচে মনুষ্য যে সকল পরিশ্রমে ও হৃদয়ের চিন্তাতে শ্রান্ত হয়, তাহাতে তাহার কি ফল দর্শে? [23] কেননা তাহার সমস্ত দিন ব্যথাযুক্ত, এবং তাহার আয়াস মনস্তাপজনক, রাত্রিতেও তাহার হৃদয় বিশ্রাম পায় না; ইহাও অসার। [24] ভোজন পান এবং নিজ পরিশ্রমের মধ্যে প্রাণকে সুখভোগ করাওন ব্যতীত অন্য মঙ্গল মানুষের হয় না; পরন্তু আমি দেখিলাম, ইহাও ঈশ্বরের হস্তহইতে হয়। [25] আর আমাহইতে কে অধিক ভোগ করিতে কিম্বা অধিক উৎসুক হইতে পারে? [26] যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গোচরে গ্রাহ্য, তাহাকে তিনি প্রজ্ঞা ও বিদ্যা ও আনন্দ দেন; কিন্তু পাপিকে এই আয়াস দেন, যেন সে ঈশ্বরের গ্রাহ্য ব্যক্তিকে দাতব্য ধন সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে। ইহাও অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র।

৩ অধ্যায়।

[1] সকল বিষয়েরই সময় আছে, ও আকাশের নীচে যাবতীয় মনোরথের কাল আছে। [2] প্রসবের কাল, ও মরণের কাল; রোপণের কাল, ও রোপিত উৎপাটনের কাল; [3] বধ করণের কাল, ও সুস্থ করণের কাল; ভঞ্জনের কাল, ও গাঁথনের কাল; [4] রোদনের কাল, ও হাস্য করণের কাল; বিলাপ করণের কাল, ও নৃত্য করণের কাল; [5] প্রস্তর বিক্ষেপ করণের কাল, ও প্রস্তর একত্র করণের কাল; আলিঙ্গনের কাল, ও আলিঙ্গন ত্যাগ করণের কাল; [6] অন্বেষণের কাল, ও হারাইবার কাল; রক্ষণের কাল, ও ফেলিয়া দিবার কাল; [7] চিরণের কাল, ও সিঙ্গনের কাল; নীরব থাকিবার কাল, ও কথা কহনের কাল; [8] প্রেম করণের কাল, ও ঘৃণা করণের কাল; যুদ্ধের কাল, ও সন্ধির কাল আছে।

[9] কর্ম্মকারি ব্যক্তির পরিশ্রমেতে কি ফল দর্শে? [10] ঈশ্বর মনুষ্যসন্তানদিগকে আয়াসযুক্ত করণার্থে যে আয়াস দেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। [11] তিনি সকলই স্বকালে মনোহর করিয়াছেন, আর তাহাদের হৃদয়মধ্যে অনন্তকালও রাখিয়াছেন; তথাপি ঈশ্বর আদি অবধি শেষ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করেন, মনুষ্য তাহার তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিতে পারে না।

[12] আমি জানি, যাবজ্জীবন আনন্দ ও সৎকর্ম্ম করণ ব্যতীত অন্য মঙ্গল মনুষ্যদের মধ্যে নাই। [13] এবং কোন মানুষের ভোজন পান ও আপন সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে সুখভোগ করা, ইহাও ঈশ্বরের দান। [14] আমি জানি, ঈশ্বর যে কিছু করেন, তাহা অনন্তকালস্থায়ী; তাহা বাড়াইতেও পারা যায় না, ন্যূন করিতেও পারা যায় না; আর তাঁ-

হার সাক্ষাতে মনুষ্যগণ যেন ভয় করে, তজ্জন্য ঈশ্বর কর্ম্ম করেন। [১৫] যাহা আছে, তাহাই ছিল, এবং যাহা ভবিতব্য, তাহাই ছিল; এবং যাহা অতিবাহিত হইয়াছে, ঈশ্বর তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

[১৬] পুনর্ব্বার আমি সূর্য্যের নীচে বিচারের স্থান দেখিলাম, সেখানেও দুষ্টতা আছে; এবং ধর্ম্মের স্থান দেখিলাম, সেখানেও দুষ্টতা আছে। [১৭] তাহাতে আমি মনে ২ কহিলাম, ঈশ্বরই ধার্ম্মিকের ও দুষ্টের বিচার করিবেন, কেননা যাবতীয় মনোরথের নিমিত্তে বিশেষ কাল, এবং সেই স্থানে যাবতীয় কর্ম্মের উপরে [কর্তৃত্ব] আছে। [১৮] পরে আমি মনে ২ কহিলাম, ইহা মনুষ্যসন্তানদের নিমিত্তে হইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের পরীক্ষা করেন, ফলতঃ তাহারা স্বতঃ পশুবৎ ইহা তাহাদিগকে দেখিতে দেন। [১৯] কেননা মনুষ্যসন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই ঘটনা একরূপ; এ যেমন মরে, ও তেমনি মরে; সকলেরই জীবাত্মা এক, অতএব পশুহইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা সকলই অসার। [২০] সকলেই এক স্থানে গমন করে, সকলেই ধূলিহইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সকলেই ধূলিতে প্রত্যাগমন করে। [২১] মনুষ্যসন্তানদের জীবাত্মা ঊর্দ্ধগামী হয়, ও পশুর জীবাত্মা ভূতলের নীচে অধোগামী হয়, ইহা কে জানে? [২২] অতএব আমি দেখিলাম, আপন কর্ম্মে আনন্দ করণ ব্যতীত অন্য মঙ্গল মনুষ্যের নাই; কেননা ইহাই তাহার অধিকার। মনুষ্যের [মরণের] পরে যাহা ঘটিবে, কে তাহাকে আনিয়া তাহা দেখাইতে পারে?

৪ অধ্যায়।

[১] পরে আমি ফিরিয়া, সূর্য্যের নীচে যে সকল উপদ্রব হয়, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখ, উপদ্রুত লোকদের অশ্রুপাত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই; এবং উপদ্রবিদের হস্তে বল আছে, কিন্তু উপদ্রুতদের সান্ত্বনাকারী কেহ নাই। [২] অতএব বর্ত্তমান জীবিত লোকদের অপেক্ষা পূর্ব্বকালের মৃত লোকদিগকে আমি প্রশংসা করিলাম। [৩] কিন্তু যে কেহ অদ্য পর্য্যন্ত জন্মে নাই, এবং সূর্য্যের নীচে যে ২ মন্দ কর্ম্ম করা যায় তাহা দেখে নাই, তাহার অবস্থা ঐ উভয়হইতেও ভাল।

[৪] পরে আমি যাবতীয় পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বুঝিলাম, ইহাতে প্রতিবাসির উপরে মনুষ্যের ঈর্ষ্যা হয়; ইহাও অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র। [৫] স্থূলবুদ্ধি লোক হস্ত জড়সড় করিয়া আপন মাংস ভোজন করে। [৬] পরিশ্রমে ও বায়ুর অনুচিন্তনে পরিপূর্ণ দুই মুষ্টি অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ এক মুষ্টি ভাল।

[৭] তখন আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে [তাবৎ] অসারতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। [৮] কোন ব্যক্তি একা থাকে, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, পুত্র কি ভ্রাতাও কেহ নাই, তথাচ তাহার পরিশ্রমের সীমা নাই, তাহার চক্ষুও ধনেতে তৃপ্ত হয় না; এবং আমি কাহার নিমিত্তে পরিশ্রম করিতেছি, ও আপন প্রাণকে মঙ্গলহইতে বঞ্চিত করিতেছি? [এ কথাও সে বলে না]; ইহাও অসার ও ভারি আয়াস।

[৯] এক ব্যক্তি অপেক্ষা দুই ব্যক্তি ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমের উত্তম ফল হয়। [১০] ফলতঃ তাহারা পড়িলে এক জন আপন সঙ্গিকে উঠাইতে পারে; কিন্তু যে একাকী, সে সন্তাপের পাত্র, কেননা সে পড়িলে তাহাকে তুলিতে দোসর কেহই নাই। [১১] পরন্তু দুই জন একত্র শয়ন করিলে উষ্ণ হয়, কিন্তু এক জন কেমন করিয়া উষ্ণ হইবে? [১২] যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করিতে পারে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।

[১৩] যে স্থূলবুদ্ধি বৃদ্ধ রাজা আর কোন পরামর্শ শুনিতে পারে না, তদপেক্ষা জ্ঞানবান দরিদ্র যুবা ভাল। [১৪] কেননা সে রাজা হইবার জন্যে কারাগারহইতে নির্গত হয়; বস্তুতঃ তাহার রাজত্ব ঘটিলেও সে দৈন্যদশাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

[১৫] আমি সূর্য্যের নীচে বিহারকারি সমস্ত প্রাণির [দর্শন], ও তৎসঙ্গে দ্বিতীয় জন্মের, অর্থাৎ ইহার পরিবর্ত্তে যে হইবে তাহারও দর্শন পাইলাম। [১৬] সেই লোকসমূহের সীমা নাই; আপনাদের পূর্ব্বকালীন লোকসমূহ [অসংখ্য জানিয়াও] উত্তরকালীন লোকেরা তাহাতে আনন্দ করিবে না। বস্তুতঃ ইহাও অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র।

৫ অধ্যায়।

[১] তুমি ঈশ্বরের গৃহে গমন কালে সাবধানে চরণ চালাও; ফলতঃ স্থূলবুদ্ধিদের ন্যায় বলিদান করা অপেক্ষা বরং [উপদেশ] শ্রবণার্থে উপস্থিত হওয়া ভাল; কেননা উহারা যে মন্দ কর্ম্ম করিতেছে তাহা বুঝে না। [২] তুমি আপন মুখকে বেগে কথা কহিতে দিও না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে কথা উচ্চারণ করিতে তোমার হৃদয় ত্বরান্বিত না হউক; কেননা ঈশ্বর স্বর্গে ও তুমি পৃথিবীতে, অতএব তোমার কথা অল্প হউক। [৩] বস্তুতঃ স্বপ্ন যেমন বহু আয়াস সম্বলিত, তেমনি স্থূলবুদ্ধির রব বহুবাক্য সম্বলিত। [৪] ঈশ্বরের নিকটে মানত করিলে তাহা পরিশোধ করিতে বিলম্ব করিও না, যেহেতুক স্থূলবুদ্ধি লোকদিগেতে [তাঁহার] প্রীতি নাই; যাহা মানত করিলা, তাহা পরিশোধ কর। [৫] মানত করিয়া না দেওয়া অপেক্ষা বরং মানত না করাই ভাল। [৬] তোমার শরীরকে পাপ করাইবার ক্ষমতা মুখকে দিও না; এবং "উহা প্রমাদ," এমন কথা দূতের সাক্ষাতে কহিও না; ঈশ্বর কেন তোমার বাক্যে ক্রোধ করিয়া তোমার হস্তের কার্য্য নষ্ট করিবেন? [৭] বস্তুতঃ স্বপ্ন ও অসারতা বহুসংখ্যক, বাক্যেরও বাহুল্য হয়; যাহা হউক, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর।

[৮] তুমি প্রদেশে দরিদ্রের পীড়ন, কিম্বা বিচারের

ও ধর্ম্মের খণ্ডন দেখিলে সেই স্বৈরিতাতে চমৎকৃত হইও না, কেননা উচ্চপদান্বিত লোকাপেক্ষা উচ্চতর পদান্বিত এক রক্ষক আছে; আবার যিনি উচ্চতম তিনি উভয়ের কর্ত্তা। ৯ আর ইহাতে সর্ব্বতোভাবে দেশের ফল দর্শে; চাসভূমির জন্যে রাজা সেবিত হন।

১০ যে ব্যক্তি রূপা ভাল বাসে, সে রূপাতে তৃপ্ত হয় না; ও যে ব্যক্তি ধনরাশি ভাল বাসে, সে আয়েতে তৃপ্ত হয় না; ইহাও অসার। ১১ সম্পত্তি বাড়িলে তাহার ভোক্তারাও বাড়ে; বস্তুতঃ দৃষ্টিসুখ ব্যতীত তাহার স্বামিদের কি ফল দর্শে? ১২ মজুর লোক অধিক বা অল্প আহার করুক, তথাপি নিদ্রা তাহার মিষ্ট লাগে; কিন্তু ধনবানের পূর্ত্তি তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না। ১৩ সূর্য্যের নীচে আমি এই ব্যাধিস্বরূপ অনিষ্ট দেখিলাম, যে ধনস্বামির অমঙ্গলের নিমিত্তে ধন রক্ষিত হয়। ১৪ ফলতঃ ভারি আয়াসে সেই ধনের ক্ষয় হয়, এবং পুত্রকে জন্ম দিলে তাহার হস্তে কিছুই নাই। ১৫ [ধনী] মাতৃগর্ব্ভহইতে উলঙ্গ আইসে; যেমন আইসে তেমনি উলঙ্গই পুনরায় প্রয়াণ করে; পরিশ্রম করিলেও সে যাহা সঙ্গে লইয়া প্রয়াণ করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। ১৬ ইহাও ব্যাধিস্বরূপ অনিষ্ট; সে যেমন আইসে, সর্ব্বতোভাবে তেমনি যায়, অতএব বায়ুর নিমিত্তে পরিশ্রম করিলে পর তাহার কি ফল দর্শিবে? ১৭ সে তো যাবজ্জীবন অন্ধকারে আহার করে, এবং তাহার প্রচুর বিরক্তি ও পীড়া ও ক্রোধ হয়।

১৮ দেখ, আমি মঙ্গলের মধ্যে ইহা দেখিয়াছি, ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কতিপয় দিন পরমায়ু দেন, সেই সমস্ত দিন সূর্য্যের নীচে আপনার কর্ত্তব্য সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে ভোজন পান ও সুখভোগ করা মনোরঞ্জক, বস্তুতঃ ইহাই তাহার অংশ। ১৯ ঈশ্বর ধন ও সম্পত্তি দান করিয়া তাহা ভোগ করিতে ও আপন অংশ লইতে ও আপন পরিশ্রমে আনন্দ করিতে যাহাকে ক্ষমতা দেন, ইহাও [তাহার পক্ষে] ঈশ্বরের দান। ২০ কেননা ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইয়া তাহাকে উত্তর দিলে সে আপন আয়ুর বিষয়ে বিস্তর চিন্তা করিবে না।

৬ অধ্যায়।

১ সূর্য্যের নীচে আমি এক দুঃখের বিষয় দেখিয়াছি, তাহা মনুষ্যদের পক্ষে ভারী; ২ [ফলতঃ] ঈশ্বর কাহাকেং এত ধন ও সম্পত্তি ও প্রতাপ দেন, যে অভীষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে একটিও তাহার প্রাণের অলব্ধ থাকে না, তথাচ ঈশ্বর তাহা ভোগ করণের ক্ষমতা তাহাকে দেন না, কিন্তু বিজাতীয় লোক তাহা ভোগ করে; ইহা অসার, ও মন্দ ব্যাধিস্বরূপ। ৩ যে ব্যক্তি এক শত পুত্রের জন্ম দিয়া অনেক বৎসর বাঁচিয়া দীর্ঘজীবী হয়, তাহার প্রাণ যদি সুখে তৃপ্ত না হয়, ও তাহার কবরও যদি না হয়, তবে আমি বলি, তাহাহইতে বরং গর্ব্ভস্রাবও ভাল। ৪ কেননা তাহা বাষ্পবৎ আইসে, ও অন্ধকারে প্রয়াণ করে, ও তাহার নাম অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ৫ যদ্যপি তাহা সূর্য্য দেখে নাই ও কিছুই জানে নাই, তথাচ ঐ মনুষ্য অপেক্ষা তাহাই বিশ্রামযুক্ত। ৬ সে দুই সহস্র বৎসর জীবিত থাকুক, যদি কিছু মঙ্গল ভোগ করিতে না পায়, তবে সকলই কি এক স্থানে যায় না?

৭ মানুষের সমস্ত পরিশ্রম তাহার মুখের জন্যে, তথাপি প্রাণের [আকাঙ্ক্ষা] পূর্ণ হয় না। ৮ বস্তুতঃ স্থূলবুদ্ধি লোক অপেক্ষা জ্ঞানবানের কি উৎকর্ষ? এবং জীবিতদের সাক্ষাতে আচার করিতে জানে, এমত দুঃখি লোকেরই বা কি উৎকর্ষ? ৯ দৃষ্টিসুখ যত ভাল, প্রাণের লালসা তত ভাল নহে, ইহাও অসার ও বায়ুর অনুচিন্তনমাত্র।

১০ যাহা জন্মে তাহার নাম করণ পূর্ব্বে হইয়াছে, ফলতঃ সকলে জানে যে সে মর্ত্ত্য, এবং আপনাহইতে পরাক্রান্তের সহিত বিতণ্ডা করণে অপারক। ১১ অসারতাবর্দ্ধক অনেক কথা আছে, তাহাতে মানুষের কি লাভ? ১২ বস্তুতঃ জীবনকালে মনুষ্যের মঙ্গল কি, তাহা কে জানে? তাহার অসার জীবনকাল অল্প দিন পরিমিত, এবং সে ছায়ার ন্যায় তাহা যাপন করে; আর মনুষ্যের মরণানন্তর সূর্য্যের নীচে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জানাইতে পারে?

৭ অধ্যায়।

১ উত্তম তৈল অপেক্ষা সুখ্যাতি উত্তম, এবং জন্মদিন অপেক্ষা মরণদিন ভাল। ২ ভোজের গৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপগৃহে যাওয়া ভাল, কেননা তাহা যাবতীয় মনুষ্যের শেষগতি হইবে, এবং জীবিত লোক তাহাতে মনোনিবেশ করিলে করিতে পারে। ৩ হাস্যহইতে বিমর্ষ ভাল, কারণ মুখের বিষণ্ণতাতে হৃদয় প্রসন্ন হয়। ৪ জ্ঞানবানদের হৃদয় বিলাপগৃহে থাকে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধিদের হৃদয় আনন্দগৃহে থাকে। ৫ স্থূলবুদ্ধিদের গীত শ্রবণহইতে জ্ঞানবানের ভর্ৎসনা শ্রবণ ভাল। ৬ কেননা যেমন স্থালীর তলায় কাঁটার শব্দ, তেমনি স্থূলবুদ্ধির হাস্য; তাহাও অসার। ৭ উপদ্রবের অভ্যাস জ্ঞানবানকে ক্ষিপ্ত করে, এবং উৎকোচ অন্তঃকরণকে নষ্ট করে। ৮ কার্য্যের আরম্ভহইতে তাহার অন্ত ভাল, এবং দর্পিত ভাব অপেক্ষা ধীর ভাব ভাল। ৯ তোমার আত্মাকে হঠাৎ বিরক্ত হইতে দিও না, কেননা স্থূলবুদ্ধিদেরই হৃদয় বিরক্তির আশ্রয়। ১০ বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা পূর্ব্বকাল কেন ভাল ছিল? ইহা কহিও না, কেননা এ বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাসা করা প্রজ্ঞাহইতে উৎপন্ন হয় না। ১১ পৈতৃক ধনের কাছে প্রজ্ঞা ভাল, বরং তাহাতে সূর্য্যদর্শি লোকদের উৎকর্ষ হয়। ১২ কেননা প্রজ্ঞার ছায়া এবং ধনের ছায়া উভয়ে [আশ্রয় দেয়]; কিন্তু জ্ঞানের ঔৎকর্ষ্য এই যে প্রজ্ঞা আপন অধিকারিদিগকে জীবন দান করে।

১৩ ঈশ্বরের ক্রিয়া নিরীক্ষণ কর; ফলতঃ তিনি যাহা বক্র করিয়াছেন, তাহা সরল করিতে কাহার

সাধ্য? ১৪ সুখের দিনে আনন্দ কর, এবং দুঃখের দিনে বিবেচনা কর; কেননা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহার কিছুই যেন মনুষ্য জানিতে না পারে, তজ্জন্য ঈশ্বর নির্ব্বিশেষে সুখের ও দুঃখের দিন [নিরূপণ] করেন। ১৫ আমি আপন অসার জীবনকালে সকলই দেখিয়াছি; কোন২ ধার্ম্মিক লোক নিজ ধর্ম্মেতে বিনষ্ট হয়, এবং কোন২ দুষ্ট লোক নিজ দুষ্টতাতে দীর্ঘ কাল যাপন করে। ১৬ অতি ধার্ম্মিক হইও না, ও আপনাকে অতিশয় জ্ঞানবান দেখাইও না; কেন আপনাকে নষ্ট করিবা? ১৭ অতি দুষ্ট হইও না, এবং অজ্ঞান হইও না; তোমার কাল না হইতে কেন মরিবা? ১৮ তুমি যদি ইহা ধরিয়া রাখ, এবং উহাহইতেও হস্ত নিবৃত্ত না কর, তবে ভাল হইবে; কেননা ঈশ্বরের ভয়কারি লোক সে সকলহইতে উত্তীর্ণ হইবে। ১৯ জ্ঞানবানকে প্রজ্ঞা যত বলবান করে, নগরস্থ দশ জন পরাক্রমী নগরকে তত দৃঢ় করে না।

২০ বস্তুতঃ পাপ না করিয়া সৎকর্ম্ম করে, এমত ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীতে নাই। ২১ যত কথা বলা যায়, সকল মানিও না; মানিলে তোমার দাসের মুখে আপনার ধিক্কার শুনিতে পাইবা। ২২ কেননা তুমিও অন্যকে পুনঃ২ ধিক্কার দিয়াছ, তাহা তোমার মন জ্ঞাত আছে। ২৩ আমি প্রজ্ঞাদ্বারা এ সকলের পরীক্ষা করিলাম; আমি কহিলাম, জ্ঞানবান হইব, কিন্তু জ্ঞান আমাহইতে দূরে ছিল। ২৪ তাহা কত দূরস্থ রহিয়াছে; তাহা গভীর, অতি গভীর, কে তাহা পাইতে পারে? ২৫ আমি প্রজ্ঞা ও সুবিবেচনাকে জানিতে ও অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করিতে, এবং স্থূলবুদ্ধিতারূপ দুষ্টতা ও ক্ষিপ্ততারূপ অজ্ঞানতা জানিতে মনোনিবেশ করিলাম। ২৬ তাহাতে বুঝিলাম, কোন২ স্ত্রীর অন্তঃকরণ ফাঁদ ও জালস্বরূপ, ও হস্ত শৃঙ্খলস্বরূপ; মৃত্যু অপেক্ষাও এমত স্ত্রী তীব্ররসা; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাতে গ্রাহ্য সে তাহাহইতে রক্ষা পাইবে, কিন্তু পাপী তাহাদ্বারা ধৃত হইবে। ২৭ উপদেশক কহিতেছে, দেখ, সুবিবেচনা পাইবার জন্যে একের পরে এক বিবেচনা করিয়া আমি ইহা পাইলাম। ২৮ আমার মন এখনও যাহার অন্বেষণ করিতেছে, [এমন এক বিষয় আছে], তাহা আমি পাই নাই। সহস্রের মধ্যে এক নররত্নকে পাইয়াছি; কিন্তু সেই সকলের মধ্যে এক স্ত্রীরত্নকে পাই নাই। ২৯ ঈশ্বর মনুষ্যকে সরল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা অনেক কল্পনার অন্বেষণ করিয়াছে, ইহামাত্র আমি জানিতে পাইয়াছি; তুমিও ইহা আলোচনা কর।

৮ অধ্যায়।

১ জ্ঞানবানের তুল্য কে আছে? ও তাহার ন্যায় কে বাক্যের ভাবার্থ জানে? মানুষের প্রজ্ঞা তাহার মুখ প্রসন্ন করে, এবং তাহার বদনের কাঠিন্য ঘুচায়। ২ আমার [পরামর্শ এই], তুমি রাজার আজ্ঞা পালন কর; ঈশ্বরের সাক্ষাতে শপথ করণ প্রযুক্তই [তাহা কর]। ৩ তাহার সম্মুখহইতে চলিয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইও না; দুর্ব্বাক্যে আস্থা করিও না; কেননা সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। ৪ পরন্তু রাজার বাক্য পরাক্রমবিশিষ্ট, আর তুমি কি করিতেছ? এমন কথা তাহাকে কে বলিতে পারে? ৫ যে ব্যক্তি আজ্ঞা পালন করে, সে দুর্ব্বাক্য জানে না; তথাপি জ্ঞানবানের মন সময় ও ধারা জানে।

৬ বস্তুতঃ যাবতীয় মনোরথ সাধনার্থ সময় ও ধারা আছে; নতুবা মানুষের অতিশয় দুঃখ হইত। ৭ কেননা কি ঘটিবে, তাহা সে জানে না; কি প্রকারে বা ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে জ্ঞাত করিতে পারে? ৮ শ্বাসবায়ুর কর্ত্তা কোন মানুষ নাই; শ্বাসকে রুদ্ধ করা তাহার [কার্য্য] নয়, এবং মরণদিনের কর্ত্তৃত্ব [কাহারো] নাই, এবং সেই যুদ্ধহইতে ছুটী সম্ভবে না, এবং দুষ্টতা দুষ্টকে বাঁচাইবে না। ৯ আমি সে সকলই দেখিয়াছি, ও সূর্য্যের নীচে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছি; ফলতঃ কখন২ এক জন অন্যের উপরে তাহার অমঙ্গলার্থে কর্ত্তৃত্ব করে। ১০ আর আমি দেখিয়াছি, এমন হইলেও দুষ্টগণ কবর প্রাপ্ত হইয়া [পরলোকে] প্রবেশ করে; কিন্তু যাথার্থ্যাচারি লোকেরা পবিত্র স্থানহইতে প্রয়াণ করিলে নগরে তাহাদের স্মরণ লুপ্ত হয়; ইহাও অসার। ১১ দুষ্কর্ম্মের দণ্ডাজ্ঞা ত্বরায় সিদ্ধ হয় না, এই কারণ মনুষ্যসন্তানদের অন্তঃকরণ দুষ্কর্ম্ম করণের চেষ্টাতে পরিপূর্ণ হয়।

১২ যদ্যপি পাপি লোক শত বার দুষ্কর্ম্ম করিয়া দীর্ঘ কাল যাপন করে, তথাপি আমি নিশ্চয় জানি, ঈশ্বরের ভয়কারি লোকেরা তাঁহার সম্মুখে ভীত হয়, বলিয়া তাহাদের মঙ্গল হইবে। ১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকের মঙ্গল হইবে না, ও তাহার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে না; সে ছায়াস্বরূপ, কারণ সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভীত হয় না। ১৪ পৃথিবীতে এই অসারতা চলিত আছে, কখন২ দুষ্টদের কর্ম্মানুযায়ি ফল ধার্ম্মিকদের প্রতি ঘটে, এবং কখন২ ধার্ম্মিকদের কর্ম্মানুযায়ি ফল দুষ্টদের প্রতি ঘটে; আমি কহিলাম, ইহাও অসার। ১৫ তখন আমি আনন্দের প্রশংসা করিলাম, কেননা ভোজন পান ও আনন্দ করণ ব্যতীত সূর্য্যের নীচে মানুষের আর মঙ্গল নাই; সূর্য্যের নীচে ঈশ্বরদত্ত তাহার পরমায়ুর মধ্যে সে যে পরিশ্রম করে, তাহার এই ফলমাত্র থাকে।

১৬ আমি যখন প্রজ্ঞার তত্ত্ব জানিতে এবং পৃথিবীতে প্রচলিত যে আয়াস প্রযুক্ত দিবারাত্রির মধ্যে মনুষ্যের চক্ষু নিদ্রা ভোগ করে না, তাহা দেখিতে মনোনিবেশ করিলাম, ১৭ তখন ঈশ্বরের কৃত সমস্ত কর্ম্মের বিষয়ে ইহা বুঝিলাম, সূর্য্যের নীচে যে কার্য্য করা যায়, মনুষ্য তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারে না; ফলতঃ যদ্যপি মনুষ্য তাহার অনুসন্ধান করিতে পরিশ্রম করে, তথাপি তাহা আবিষ্কৃত করিতে

পারে না; এবং জ্ঞানবান লোক তাহা জানিতে স্থির করিলেও তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারে না।

৯ অধ্যায়।

১ বস্তুতঃ আমি মনোনিবেশ করিয়া এই সকল বিষয় অবধারণ করিয়াছি, ফলতঃ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান লোকেরা ও তাহাদের কার্য্য ঈশ্বরের হস্তগত থাকে; প্রেম কি ঘৃণা [কি ঘটিবে], তাহা মনুষ্য জানে না; তাবৎই তাহার অপেক্ষা করিতেছে। ২ সকলের প্রতি সকলই ঘটে; ধার্ম্মিক কি দুষ্ট এবং সুশীল ও শুচি কি অশুচিও যজ্ঞকারী কি অযজ্ঞকারী, তাবতের প্রতি একরূপ ঘটনা হয়; সুশীল ও পাপী, এবং [অলীক] শপথকারী ও শপথে ভয়কারী [সকলে] সমান। ৩ সূর্য্যের নীচে যত কর্ম্ম করা যায়, তাহার মধ্যে ইহা দুঃখের বিষয়, যে সকলের প্রতি সমান ঘটনা হয়; অধিকন্তু মনুষ্যসন্তানদের অন্তঃকরণ দৌর্জ্জন্যে পরিপূর্ণ, এবং যাবজ্জীবন ক্ষিপ্ততা তাহাদের হৃদয়মধ্যে থাকে, পরে মৃতদের নিকটে [গমন করিতে হয়]। ৪ বস্তুতঃ কাহাকে বিশিষ্ট করা যায়? যাবতীয় জীবিত লোকের মধ্যে প্রত্যাশা আছে, কেননা মৃত সিংহ অপেক্ষা বরং জীবিত কুক্কুরও ভাল। ৫ ফলতঃ জীবিত লোকেরা যে মরিবে, তাহা জানে: কিন্তু মৃত লোকেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, বস্তুতঃ তাহাদের স্মরণ লুপ্ত হইয়াছে। ৬ এবং তাহাদের প্রেম ও ঘৃণা ও স্পর্দ্ধা সকলি নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; সূর্য্যের নীচে যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে অনন্তকালেও তাহাদের আর কোন অংশ হইবে না।

৭ তুমি যাও, আনন্দ পূর্ব্বক আপনার খাদ্য ভোজন কর, ও হৃষ্টচিত্তে আপনার দ্রাক্ষারস পান কর, কেননা ঈশ্বর তোমার কার্য্য গ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। ৮ তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্লবর্ণ হউক, ও তোমার মস্তকে তৈলের অভাব না হউক। ৯ সূর্য্যের নীচে ঈশ্বর তোমাকে অসার পরমায়ুর যত দিন দেন, তোমার সেই সমস্ত অসার দিন থাকিতে তুমি আপন প্রিয়া ভার্য্যার সহিত আনন্দ কর, কেননা জীবনের মধ্যে, এবং তুমি সূর্য্যের নীচে যাহাতে পরিশ্রান্ত হইতেছ, সেই পরিশ্রমের মধ্যে ইহাই তোমার প্রাপ্তব্য অংশ। ১০ তোমার হস্ত যে কোন কর্ম্ম করণে সমর্থহয়, তাহা আপন শক্তির সহিত কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য্য কি সঙ্কল্প কি বিদ্যা কি প্রজ্ঞা কিছুই নাই।

১১ আমি ফিরিয়া সূর্য্যের নীচে ইহা দেখিলাম; দ্রুতগামিদের দ্রুতগমন, কি বীরদের যুদ্ধ, কি জ্ঞানবানদের অন্ন, কি বুদ্ধিমানদের ধন, কি পণ্ডিতগণের অনুগ্রহলাভ [নিশ্চিত] নয়, কিন্তু সকলের প্রতি সময় ও দৈব ঘটে। ১২ অধিকন্তু মনুষ্য আপনার কাল জানে না; যেমন মৎস্যগণ অশুভ জালে ধৃত হয়, কিম্বা যেমন পক্ষিগণ ফাঁদে ধৃত হয়, সেতেমনি; মনুষ্যসন্তানেরা অকস্মাৎ উপস্থিত বিপদ্‌কালে ধরা পড়ে।

১৩ সূর্য্যের নীচে আমি প্রজ্ঞার আর এক উদাহরণ দেখিয়াছি, তাহা আমার দৃষ্টিতে মহৎ বোধ হইল। ১৪ অল্প লোক বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল; পরে মহান্ কোন রাজা আসিয়া তাহা বেষ্টন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বড় ২ দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। ১৫ পরন্তু ঐ নগরের মধ্যে এক জন জ্ঞানবান দরিদ্র লোক পাওয়া গেল; সে আপন প্রজ্ঞাদ্বারা নগরটী রক্ষা করিল, কিন্তু সেই দরিদ্র মনুষ্যকে কেহই স্মরণ করে নাই। ১৬ তখন আমি কহিলাম, পরাক্রমহইতে প্রজ্ঞা উত্তম বটে, কিন্তু দরিদ্রের প্রজ্ঞাকে তুচ্ছ করা যায়, ও তাহার বাক্য কেহ মানে না। ১৭ স্থূলবুদ্ধিদের মধ্যে রাজার চীৎকার অপেক্ষা শান্তির স্থানে শ্রুত জ্ঞানবানদের বাক্য উত্তম। ১৮ যুদ্ধাস্ত্র অপেক্ষাও প্রজ্ঞা মঙ্গলজনক, কিন্তু এক জন পাপী বহু মঙ্গল নষ্ট করে।

১০ অধ্যায়।

১ কতিপয় মৃত মক্ষিকাদ্বারা বণিকের গন্ধদ্রব্য দুর্গন্ধ হয় ও মাতিয়া উঠে; যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাতে নররত্ন, যৎকিঞ্চিৎ অজ্ঞানতা তাহাকেও সম্মানহীন [করে]। ২ জ্ঞানবানের হৃদয় তাহার দক্ষিণে, কিন্তু স্থূলবুদ্ধির হৃদয় তাহার বামে থাকে। ৩ পথে গমনকালেও অজ্ঞানের হৃদয় শূন্য, এবং সকলের প্রতি বলে, ঐ অজ্ঞান। ৪ যদ্যপি তোমার উপরে শাসনকর্ত্তার মনে ক্রোধ জন্মে, তথাপি আপন স্থান ছাড়িও না, কেননা শান্তভাব বড় ২ পাপ ক্ষান্ত করে। ৫ আমি সূর্য্যের নীচে এক মন্দ বিষয় দেখিয়াছি, তাহা শাসনকর্ত্তার সাক্ষাতে উৎপন্ন প্রমাদের ন্যায় দেখায়। ৬ কখন ২ অজ্ঞানতা অতি উচ্চপদে স্থাপিত হয়, এবং ধনবানেরা নীচপদে বৈসে। ৭ আমি কখন ২ দাসকে অশ্বারোহনে ও অধিপতিকে দাসের ন্যায় পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়াছি। ৮ যে ব্যক্তি খাত খনন করে, সে তাহাতে পড়িবে; ও যে ব্যক্তি প্রস্তরময় বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, সর্পে তাহাকে কামড়াইবে। ৯ যে ব্যক্তি প্রস্তরগুলা সরায়, সে তাহাতেই ব্যথা পাইবে; ও যে ব্যক্তি কাষ্ঠ চিরে, সে তাহাতে আহত হইবে। ১০ লৌহ ভোঁতা হইলে তাহার ধার নাই বলিয়া তাহা চালাইতে অধিক বল লাগে, কিন্তু প্রজ্ঞার প্রকৃত ব্যবহার ফলদায়ক। ১১ যাহা মন্ত্র নয়, এমন মন্ত্র পড়িলে সর্প দংশন করে, সুতরাং বাচাল লোকহইতে কিছু ফল দর্শে না। ১২ জ্ঞানবানের মুখনির্গত বাক্য অনুগ্রহজনক, কিন্তু স্থূলবুদ্ধির নিজ ওষ্ঠ তাহাকে গ্রাস করে। ১৩ তাহার মুখনির্গত কথার আরম্ভই অজ্ঞানতা, ও তাহার বক্তৃের অন্তিম ফল দুঃখদায়ি প্রলাপ। ১৪ অজ্ঞান লোক অনেক কথা কহে; [কিন্তু] কি ভবিতব্য, তাহা মনুষ্য জানে না; এবং তাহার উত্তরকালে কি ঘটিবে, তাহা তাহাকে কে

জানাইতে পারে? ১৫ স্থূলবুদ্ধি লোকের পরিশ্রম তাহাকে ক্লান্ত করে, কেননা নগরে কি রূপে যাইতে হয়, তাহা সে জানে না।

১৬ হে দেশ, তোমার রাজা যদি বালক হয়, ও তোমার অধ্যক্ষগণ যদি প্রত্যূষে ভোজন করে, তবে তুমি সন্তাপের পাত্র। ১৭ হে দেশ, কুলীনের পুত্র যদি তোমার রাজা হয়, এবং তোমার অধ্যক্ষগণ মত্ততার নিমিত্তে ভোজন না করিয়া যদি বলবৃদ্ধির নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে ভোজন করে, তবে তুমি ধন্য। ১৮ আলস্যদ্বারা কড়িকাষ্ঠ ক্ষয় পায়, ও হস্তের শৈথিল্যেতে ঘর ছেঁদা হয়। ১৯ [কেহ ২] হাস্যের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করে, এবং দাক্ষারস জীবন আনন্দযুক্ত করে, এবং রূপা সকলই যোগায়। ২০ মনের মধ্যেও রাজাকে শাপ দিও না, এবং আপনার গুপ্ত শয়নাগারেও ধনিকে শাপ দিও না; কেননা শূন্যের পক্ষী সেই শব্দ লইয়া যায়, ও পক্ষবিশিষ্ট জীব সেই কথা জ্ঞাত করে।

১১ অধ্যায়।

১ তুমি জলের উপরে আপন ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও, কেননা অনেক দিনের পরে তাহা [পুনরায়] পাইবা। ২ সাত জনকে, বরং আট জনকে অংশ বিতরণ কর, কেননা পৃথিবীতে কি ২ আপদ ঘটিবে, তাহা তুমি জান না। ৩ মেঘ সকল যখন বৃষ্টিতে পূর্ণ হয়, তখন পৃথিবীতে তাহা সেচন করে; এবং বৃক্ষ যখন দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে পড়ে, তখন যে বৃক্ষ যে দিগে পড়ে, সে সেই দিগে থাকে। ৪ যে জন বায়ুর গতি অবলোকন করে, সে বীজ বপন করিবে না; এবং যে কেহ মেঘ নিরীক্ষণ করে, সে শস্য কাটিবে না। ৫ বায়ুর গতি ও গর্ব্ভবতীর উদরস্থ অস্থির বৃদ্ধি যেমন তোমার বোধের অগম্য, তেমনি সর্ব্বসাধক ঈশ্বরের কার্য্যও তোমার বোধের অগম্য। ৬ তুমি প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না; কেননা ইহা কিম্বা উহা, কোন্‌টা সফল হইবে, কিম্বা উভয় একসঙ্গে উত্তম হইবে, তাহা তুমি জান না।

৭ পরন্তু আলো মিষ্ট, এবং চক্ষুর পক্ষে সূর্য্যদর্শন ভাল। ৮ হাঁ, কোন মনুষ্য যদি অনেক বৎসর জীবিত থাকে, তবে সেই সকলেতে আনন্দ করিতে পারে, কিন্তু অন্ধকারের দিন মনে রাখুক; কেননা সেই দিন অনেক হইবে, ও যাহা ২ ঘটে, সে সকলি অসার। ৯ হে যুব লোক, তুমি আপন তরুণাবস্থাতে আনন্দ কর, ও যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লাদিত করুক, ও তুমি আপন হৃদ্গত পথে ও আপন চক্ষুর নিরূপণানুসারে চল; কিন্তু ঈশ্বর এই সকল ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন, ইহা জ্ঞাত হও। ১০ অতএব আপন হৃদয়হইতে বিমর্ষ দূর কর, ও শরীরহইতে দুঃখ অপসারণ কর, কেননা অরুণোদয়ের ন্যায় তরুণকাল অসার।

১২ অধ্যায়।

১ পরন্তু তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, [বিলম্ব করিও না]; যেহেতুক দুঃসময় আসিতেছে, এবং যে ২ বৎসরে তুমি বলিবা, ইহাতে আমার প্রীতি নাই, সেই বৎসর সকল সন্নিকট হইতেছে। ২ তৎকালে সূর্য্য ও দীপ্তি ও চন্দ্র ও তারাগণ অন্ধকারময় হইবে, এবং বৃষ্টির পরে পুনর্ব্বার মেঘ হইবে। ৩ সেই দিনে গৃহের রক্ষকেরা কম্পিত হইবে, ও পরাক্রমিগণ নত হইবে, ও পেষিকারা অল্প হইয়াছি বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবে, ও গবাক্ষদিয়া দর্শনকারিণীরা অন্ধীভূতা হইবে; ৪ এবং পথের দিগের দ্বার রুদ্ধ হইবে, ও যাঁতার শব্দ অতি সূক্ষ্ম হইবে, এবং পক্ষীর রবেতে গাত্রোত্থান হইবে, ও বাদ্যকারিণী কন্যারা ক্ষীণ হইবে, ৫ এবং উচ্চ স্থানহইতে ভয় লাগিবে, ও পথে ত্রাস হইবে, ও কদম্ব পুষ্পিত হইবে, ও ফড়িঙ্গ আপন ভারে ভারগ্রস্ত হইবে, ও কামনা নিস্তেজ হইবে, কেননা মানুষ আপন নিত্যস্থায়ি নিবাসে প্রয়াণ করিবে, ও বিলাপকারিরা পথে বেড়াইবে। ৬ সেই সময়ে রূপার তার জীর্ণ হইবে, ও সুবর্ণের বাটি ভাঙ্গিবে, এবং উনুইর ধারে কলস খণ্ড ২ হইবে, ও কূপে চক্র ভগ্ন হইবে। ৭ এবং ধূলা পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে লীন হইবে; এবং আত্মা যাঁহার দান সেই ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাগমন করিবে।

৮ উপদেশক কহিতেছে, অসারের অসার, সকলি অসার। ৯ আর উপদেশক জ্ঞানবান ছিল; অধিকন্তু সে অনুক্ষণ লোকদিগকে জ্ঞান শিক্ষা করাইত, এবং মনোযোগ ও বিবেচনা করিয়া অনেক প্রবাদ বিন্যাস করিত। ১০ উপদেশক মনোহর বাক্য আবিষ্কৃত করণার্থে অনুসন্ধান করিত; অতএব যাহা লিখিত আছে, তাহা যথার্থ এবং সত্যস্বরূপ কথা। ১১ জ্ঞানবানদের বাক্য সকল অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাপতিগণ পোঁতা গোঁজস্বরূপ, তাহারা একই পালকদ্বারা দত্ত হইয়াছে। ১২ আর শেষকথা এই, হে বৎস, তুমি এই সকলহইতে উপদেশ গ্রহণ কর; বহুপুস্তক রচনা করণের শেষ হয় না, এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়। ১৩ আইস, আমরা তাবতের উপসংহার শুনি; ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই মনুষ্যের সম্পূর্ণতা। ১৪ কারণ ঈশ্বর যাবতীয় ক্রিয়া এবং ভাল মন্দ যাবতীয় গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন।

শলোমনের পরমগীত।

১ অধ্যায়।

শলোমনের পরমগীত।

[১] তিনি আপন মুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন; [২] কেননা তোমার প্রেম দ্রাক্ষারসহইতেও উত্তম। [৩] তোমার সুগন্ধি তৈল সৌরভে উৎকৃষ্ট, তোমার নাম ঢালা সুগন্ধি তৈলস্বরূপ; তন্নিমিত্ত কন্যাগণ তোমাকে প্রেম করে। [৪] আমাকে আকর্ষণ কর; আমরা তোমার পশ্চাতে ধাবমান হইব। রাজা আপন অন্তঃপুরে আমাকে আনিয়াছেন। আমরা তোমার বিষয়ে উল্লাসিতা হইয়া আনন্দ করিব, দ্রাক্ষারসহইতেও তোমার প্রেমের অধিক প্রশংসা করিব। লোকে যথার্থ ভাবে তোমাকে প্রেম করে।

[৫] হে যিরুশালেমের কন্যাগণ, কেদরের তাম্বু [ও] শলোমনের যবনিকার ন্যায় আমি কৃষ্ণবর্ণা, তথাপি সুন্দরী। [৬] আমি কৃষ্ণবর্ণা, সূর্য্য আমাকে বিবর্ণা করিয়াছে, বলিয়া আমাতে কুদৃষ্টি করিও না। আমার মাতৃপুত্রগণ আমার প্রতি কুপিত হইল; তাহারা আমাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকলের রক্ষিকা করিয়াছিল, কিন্তু আমার নিজ দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমি রক্ষা করি নাই।

[৭] হে আমার প্রাণপ্রিয়তম, তুমি কোথায় আপন পাল চরাইতেছ? ও মধ্যাহ্নকালে তাহাদিগকে কোথায় শয়ন করাইতেছ? তাহা আমাকে বল; তোমার সখাদের পালের নিকটে আমি কেন পর্য্যটনকারিণীর ন্যায় হইব?

[৮] হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, তুমি যদি তাহা না জান, তবে এই পালের পদচিহ্ন ধরিয়া গমন কর, এবং পালকদের তাম্বু সকলের নিকটে তোমার ছাগীর শাবকদিগকে চরাও।

[৯] হে আমার প্রিয়তমে, ফরৌণীয় রথে আমার যে অশ্বিনী আছে, তাহার সহিত আমি তোমার উপমা দিতেছি। [১০] মালাদ্বারা তোমার গণ্ডযুগল ও হারদ্বারা তোমার গলদেশ শোভাযুক্ত হইতেছে। [১১] আমরা তোমার নিমিত্তে রূপার গ্রন্থিবিশিষ্ট সুবর্ণের মালা আরো প্রস্তুত করিব।

[১২] যাবৎ রাজা সভাতে বসিয়া থাকেন, তাবৎ আমার জটামাংসীর সৌরভ বিস্তারিত হয়। [১৩] আমার প্রিয় আমার কাছে কর্পূরবৃক্ষের গুচ্ছস্বরূপ, তাহা রাত্রিতে আমার স্তনদ্বয়ের মধ্যে থাকে। [১৪] আমার প্রিয় আমার কাছে ঐন্গদীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রস্থ মেঁদির পুষ্পগুচ্ছস্বরূপ।

[১৫] হে আমার প্রিয়ে, দেখ, তুমি সুন্দরী, হাঁ, তুমি সুন্দরী, তোমার নেত্রযুগল কপোতদ্বয়ের সদৃশ। [১৬] হে আমার প্রিয়, দেখ, তুমিও সুন্দর, হাঁ, তুমি মনোহারী; আমাদের শয্যা হরিদ্বর্ণ। [১৭] এরস বৃক্ষ সকল আমাদের গৃহের কড়িকাষ্ঠ, এবং দেবদারু সকল তাহার বরগাস্বরূপ।

২ অধ্যায়।

[১] আমি শারোণের গোলাপ ও তলভূমির শোশন্ পুষ্পস্বরূপা।

[২] যেমন কণ্টকের মধ্যে শোশন্ পুষ্প, তেমনি যুবতিদের মধ্যে আমার প্রিয়া।

[৩] যেমন বনবৃক্ষদের মধ্যে নাগরঙ্গবৃক্ষ, তেমনি যুবদের মধ্যে আমার প্রিয়; আমি আহ্লাদিতা হইয়া তাহার ছায়াতে বসিলাম, ও তাহার ফল আমার তালুয়াতে সুস্বাদু লাগিল। [৪] তিনি আমাকে ভোজনপানের শালাতে লইয়া গেলেন, এবং আমার উপরে প্রেমই তাঁহার ধ্বজা। [৫] তোমরা দ্রাক্ষাপূপদ্বারা আমাকে সুস্থির কর, ও নাগরঙ্গদ্বারা আমার প্রাণ যুড়াও; কেননা আমি প্রেমেতে পীড়িতা আছি। [৬] তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করুক।

[৭] হে যিরুশালেমের কন্যাগণ, আমি মাঠের মৃগী কিম্বা হরিণীদিগকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি; প্রেম স্বয়ং বাসনা না করিতে তোমরা তাহাকে জাগাইও না, ও উত্তেজনা করিও না।

[৮] ঐ আমার প্রিয়ের রব; দেখ, তিনি পর্ব্বতগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া উপপর্ব্বতগণের উপর দিয়া লাফিয়া আসিতেছেন। [৯] আমার প্রিয় মৃগের ও যুব হরিণের সদৃশ; ঐ দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পশ্চাৎ দণ্ডায়মান আছেন, ও বাতায়ন দিয়া উঁকি মারিতেছেন, ও তাহার জাল দিয়া দেখা দিতেছেন। [১০] আমার প্রিয় কথা আরম্ভ করিয়া আমাকে কহিলেন, হে আমার প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, হে আমার সুন্দরি, আইস। [১১] দেখ তো, শীতকাল গিয়াছে, ও বৃষ্টির সময় শেষ হইয়া অতীত হইয়াছে। [১২] ভূমিতে পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত আছে, পক্ষির গানের সময় হইয়াছে; আমাদের দেশে ঘুঘুর রব শুনা যাইতেছে। [১৩] ডুমুরবৃক্ষের ফল রসযুক্ত হইতেছে, ও দ্রাক্ষালতা সকল মুকুলিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছে। হে আমার প্রিয়ে, গাত্রোত্থান কর, হে আমার সুন্দরি, আইস। [১৪] হে আমার কপোতি, তুমি শৈলচ্ছিদ্রে ও ভূধরের গুপ্ত স্থানে [কেন থাক]? আমাকে তোমার রূপ দেখিতে ও তোমার স্বর শুনিতে দেও, কেননা তোমার স্বর মিষ্ট ও তোমার রূপ মনোহর।

[১৫] তোমরা আমাদের নিমিত্তে শৃগালদিগকে ধর;

যাহারা দ্রাক্ষার উদ্যান সকল নষ্ট করে, সেই ক্ষুদ্র শৃগালদিগকে ধর, যেহেতুক আমাদের উদ্যানে দ্রাক্ষা সকল মুকুলিত হইল।

১৬ আমার প্রিয় আমারই, ও আমি তাঁহারই; তিনি শোশন্ পুষ্পবনে চরেন। ১৭ হে আমার প্রিয়, যাবৎ দিবস শীতল না হয়, ও ছায়া সকল পলায়ন না করে, তাবৎ তুমি ফিরিয়া আইস, এবং বহুচ্ছিদ্র পর্ব্বত বিহারি মৃগের কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও।

৩ অধ্যায়।

১ রাত্রিকালে আমি আপন শয্যাতে প্রাণপ্রিয়তমের অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু অন্বেষন করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। ২ আমি এক বার উঠিয়া নগরে ও গলীতে ও চকে ভ্রমণ করত প্রাণপ্রিয়তমের অন্বেষণ করিব, [ইহা বলিয়া] তাঁহার অন্বেষন করিলাম, কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না। ৩ নগরে ভ্রমনকারি প্রহরিবর্গ আমার সম্মুখবর্ত্তী হইল, [তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম,] তোমরা কি আমার প্রাণপ্রিয়তমকে দেখিয়াছ? ৪ পরে তাহাদের নিকটহইতে অল্প পথ অগ্রসর হইবামাত্র আমি প্রাণপ্রিয়তমকে পাইলাম, ও ধরিয়া রাখিলাম, এবং যে পর্য্যন্ত আপন মাতার গৃহে অর্থাৎ জননীর অন্তঃপুরে তাঁহাকে লইয়া না গেলাম, তাবৎ ছাড়িলাম না।

৫ হে যিরূশালেমের কন্যাগণ, আমি মাঠের মৃগী কিম্বা হরিণীদিগকে সাক্ষী করিয়া তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি, প্রেম স্বয়ং বাসনা না করিতে তোমরা তাহাকে জাগাইও না ও উত্তেজনা করিও না।

৬ গন্ধরস ও কুন্দুরু ও বণিকদের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যেতে সুবাসিতা হইয়া ধূমস্তম্ভের ন্যায় প্রান্তরহইতে আসিতেছে ঐ কে? ৭ দেখ, উহা শলোমনেরই শিবিকা, তাহা ইস্রায়েলীয় বীরগনের মধ্যে ষষ্টি জন বীরেতে বেষ্টিত। ৮ তাহারা সকলে খড়্গধারী ও রণবিদ্যাতে পটু, রাত্রিকালীন ভীষণ প্রযুক্ত তাহাদের প্রত্যেকের ঊরুতে আপন ২ খড়্গ বাঁধা থাকে। ৯ শলোমন্ রাজা আপনার নিমিত্তে লিবানোনীয় কাষ্ঠের এক চতুর্দ্দোল নির্ম্মাণ করিলেন। ১০ তাহাতে রূপার স্তম্ভ ও সুবর্ণের উপধান ও ধূম্রবর্ণ দুলিচার আসন করিলেন, এবং যিরূশালেমের কন্যাগণদ্বারা প্রেমেতে তাহার ভিতর বস্ত্রাচ্ছাদিত হইল।

১১ হে সিয়োনের কন্যাগণ, তোমরা বাহিরে গিয়া মুকুটে ভূষিত শলোমন রাজাকে নিরীক্ষণ কর; তাঁহার মাতা তাঁহার বিবাহের দিনে ও মনের আনন্দের দিনে সেই মুকুট তাঁহার মস্তকে দিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ হে আমার প্রিয়ে, দেখ, তুমি সুন্দরী, হাঁ, তুমি সুন্দরী; ঘোমটার মধ্যে তোমার নেত্রযুগল কপোতদ্বয়ের ন্যায়; তোমার কেশ গিলিয়দের পার্শ্ব অবলম্বনকারি ছাগপালের ন্যায়। ২ তোমার দন্তশ্রেণী স্নানোত্থিতা ছিন্নলোম মেষীর পালস্বরূপ; তাহারা সকলে যমজশাবকবিশিষ্টা, তাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই। ৩ তোমার ওষ্ঠাধর সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায়, ও তোমার মুখ অতি মনোহর, ঘোমটার মধ্যস্থিত তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। ৪ তোমার গলদেশ দায়ূদের সেই দুর্গের সদৃশ, যাহা অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত, এবং যাহার মধ্যে এক সহস্র চর্ম্ম, হাঁ, বীরগণের ঢাল সকল টাঙ্গান আছে। ৫ শোশন্ পুষ্পবনে চরে এমত দুই যমজ মৃগশাবকের ন্যায় তোমার দুই স্তন। ৬ যাবৎ দিবস শীতল না হয় ও ছায়া সকল পলায়ন না করে, তাবৎ আমি গন্ধরসের পর্ব্বতে ও কুন্দুরু পর্ব্বতে যাইব। ৭ হে আমার প্রিয়ে, তুমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, তোমাতে কোন দোষ নাই। ৮ তুমি আমার সঙ্গে লিবানোনহইতে আইস; হে কন্যে, আমার সঙ্গে লিবানোন্‌হইতে আইস; অমানার শৃঙ্গ এবং শনীর ও হর্ম্মোণ পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে, সিংহদের বাসস্থান ও চিত্রব্যাঘ্রদের পর্ব্বতহইতে অবলোকন কর। ৯ হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, তোমার এক দৃক্‌পাতদ্বারা ও তোমার গলদেশের এক সূত্রদ্বারা আমার মনকে হরণ করিয়াছ। ১০ হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, তোমার প্রেম কেমন মনোরঞ্জক! তোমার প্রেম দ্রাক্ষারসহইতে কত উৎকৃষ্ট! তোমার তৈলের সৌরভ যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য অপেক্ষা [কত উৎকৃষ্ট]! ১১ হে কন্যে, তোমার ওষ্ঠাধরহইতে ফোঁটা ২ মধু ক্ষরে, তোমার জিহ্বার তলে মধু ও দুগ্ধ আছে, এবং তোমার বস্ত্রের গন্ধ লিবানোনের গন্ধের ন্যায়। ১২ আমার ভগিনীবৎ কন্যা অর্গলবদ্ধ উদ্যান, অর্গলবদ্ধ জলাকর, মুদ্রাঙ্কিত উনুইস্বরূপা। ১৩ তোমার চারাগুলি উদ্যানস্বরূপ, তন্মধ্যে দাড়িম্ব ও সুস্বাদু ফল ও মেঁদি ও জটামাংসী, ১৪ ও জটামাংসীর সহিত কুঙ্কুম ও বচ ও দারুচিনী ও সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি ধূনার বৃক্ষ ও গন্ধরস ও অগুরু ও প্রধান ২ যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য আছে। ১৫ উদ্যানের উনুইটী অমৃত জলের কূপস্বরূপ, ও লিবানোন্‌হইতে তাহার স্রোত আইসে।

১৬ হে উত্তরীয় বায়ু, জাগ্রৎ হও, হে দক্ষিণ বায়ু, আইস, আমার উদ্যানে বহ; তাহাতে তাহার সুগন্ধি দ্রব্য ক্ষরিয়া বহিবে; আমার প্রিয় আপন উদ্যানে আসিয়া তাহার উত্তম ফল ভোজন করুন।

১৭ হে আমার ভগিনীবৎ কন্যে, আমি আপন উদ্যানে আইলাম, আপন গন্ধরস ও সুগন্ধি দ্রব্য চয়ন করিতেছি, এবং আপন বনমধু ও মৌচাক চুষিতেছি, এবং আপন দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ পান করিতেছি। হে বন্ধুগণ, ভোজন কর; হে প্রিয়েরা, যথেষ্ট পান কর।

৫ অধ্যায়।

১ আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জাগ্রৎ

ছিল, [এমত কালে] আমার প্রিয়ের স্বর [শুনিলাম]। [২] তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন, হে আমার ভগিনীবৎ প্রিয়ে, হে আমার কপোতি, হে আমার শুদ্ধমতে, আমার জন্যে দ্বার মুক্ত কর, আমার মস্তক শিশিরে ও আমার কেশের গোচ্ছা রাত্রির জলবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। [৩] আমি অঙ্গরক্ষক বস্ত্রখানি খুলিয়াছিলাম, কেমন করিয়া আর বার পরিধান করিব? আমি পা দুটী ধুইয়াছিলাম, কেমন করিয়া পুনর্ব্বার মলিন করিব? [৪] পরে আমার প্রিয় গবাক্ষ দিয়া হস্ত বিস্তার করিলে তাঁহার প্রতি আমার অন্তর দয়ার্দ্র হইল। [৫] তাহাতে আমি আপন প্রিয়ের নিমিত্তে দ্বার খুলিতে উঠিলাম; তখন গন্ধরসে আমার হস্ত ভিজিল, অর্গলের হাতলের উপরেও আমার অঙ্গুলি দ্রব গন্ধরসে ভিজিল। [৬] এই রূপে আমি আপন প্রিয়ের নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিলাম, কিন্তু আমার প্রিয় চলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার কথা কহন সময়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল; পরে আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু উদ্দেশ পাইলাম না; তাঁহাকে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না। [৭] নগরভ্রমণকারি প্রহরিবর্গ আমাকে দেখিয়া প্রহার করিল, ও ক্ষতবিক্ষতা করিল, ও প্রাচীরের প্রহরিবর্গ আমার ঘোমটার বস্ত্র কাড়িয়া লইল। [৮] হে যিরূশালেমের কন্যাগণ, আমি তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি, তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও, তবে তাঁহাকে কি সংবাদ দিবা? [ইহা বলিও,] যে আমি প্রেমপীড়িতা আছি।

[৯] হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, অন্য ২ প্রিয়হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট? তুমি আমাদিগকে শপথ দিতেছ, তাহাতে আর ২ প্রিয়হইতে তোমার প্রিয় কিসে বিশিষ্ট?

[১০] আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। [১১] তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার কেশের গোচ্ছা ঝাড়াল ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। [১২] তাঁহার নেত্রযুগল জলপ্রণালীর ধারে স্থিত ও দুগ্ধেতে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতদ্বয়ের ন্যায়। [১৩] তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারি লতার স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারি শোশন্ পুষ্পের ন্যায়। [১৪] তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্য মণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয়স্বরূপ। তাঁহার কায় নীলকান্তমণিতে খচিত হস্তিদন্তময় শিল্পকর্ম্মের ন্যায়। [১৫] তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেতপ্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার আভা লিবানোনের সদৃশ ও এরসবৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। [১৬] তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর; তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর। হে যিরূশালেমের কন্যাগণ, এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।

৬ অধ্যায়।

[১] হে নারীগণের মধ্যে পরমসুন্দরি, তোমার প্রিয় কোথায় গিয়াছেন? তোমার প্রিয় কোন্ দিগের পথ ধরিয়াছেন? আমরা তোমার সঙ্গে তাঁহার অন্বেষণ করিব।

[২] আমার প্রিয়তম উদ্যানে চরিতে ও শোশন্ পুষ্প চয়ন করিতে আপন উদ্যানে সুগন্ধি ওষধির চৌকাতে গিয়াছেন। [৩] আমি আমার প্রিয়েরই ও আমার প্রিয় আমারই; তিনি শোশন্ পুষ্পবনের মধ্যে চরেন।

[৪] হে আমার প্রিয়ে, তুমি তির্সার ন্যায় সুন্দরী, ও যিরূশালেমের মত রূপবতী, ও ধ্বজাযুক্ত বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী। [৫] তুমি আমাহইতে আপন নেত্রযুগল ফিরাও, কেননা তাহা আমাকে উদ্বিগ্ন করে; তোমার কেশ গিলিয়দের পার্শ্ব অবলম্বনকারি ছাগপালের ন্যায়। [৬] তোমার দন্তশ্রেণী স্নানোত্থিতা ছিন্নলোম মেষীর পালস্বরূপ; তাহারা সকলে যমজশাবকবিশিষ্টা, তাহাদের মধ্যে একটীও মৃতবৎসা নাই। [৭] ঘোমটার মধ্যস্থিত তোমার গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। [৮] ষষ্টি রাণী ও অশীতি উপপত্নী ও অসংখ্য যুবতি আছে। [৯] কিন্তু একামাত্র আমার কপোতী, আমার শুদ্ধমতী, সে আপন মাতার একমাত্র কন্যা ও আপন জননীর স্নেহপাত্রী; কন্যাগণ তাহাকে দেখিয়া ধন্য ২ বলে, এবং রাণীগণ ও উপপত্নীগণ তাহার প্রশংসা করে।

[১০] অরুণের ন্যায় উদয়কারিণী ও চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী ও ধ্বজাবিশিষ্ট বাহিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী উনি কে?

[১১] আমি স্রোতোমার্গের নবীন খাগড়া দেখিতে ও দ্রাক্ষালতা পল্লবিতা হয় কি না, ও দাড়িম্বপুষ্প ফুটে কি না, ইহা দেখিতে আকরোটের উদ্যানে গমন করিলাম। [১২] তাহাতে আমার প্রাণ অকস্মাৎ আমাকে অম্মীনাদীবের রথের ন্যায় করিল।

[১৩] ফির ২, হে শূলম্মিয়া; ফির ২, আমরা তোমাকে নিরীক্ষণ করিব। শূলম্মিয়াকে দেখিলে তোমরা কি দেখিতে পাইবা? মহনয়িমস্থ [নৃত্যের] প্রতিরূপ দেখিব।

৭ অধ্যায়।

[১] হে রাজপুত্রি, পাদুকাতে তোমার চরণ কিবা শোভা পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ শিল্পকরদ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণহারস্বরূপ। [২] তোমার নাভিদেশ গোল বাটির ন্যায়; মিশ্রিত দ্রাক্ষারসের অভাব তাহার না হউক; তোমার উদর শোশন্ পুষ্পশ্রেণীতে শোভিত গোধূমরাশির ন্যায়। [৩] তোমার স্তনযুগল যমজ হরিণবৎসের ন্যায়। [৪] তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়; তোমার নেত্রযুগল হিশ্‌বোনের জনাকীর্ণ বাটী নামক পুরদ্বারসমীপস্থ সরোবরদ্বয়ের ন্যায়; তোমার নাসিকা দম্মেশকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। [৫] তোমার মস্তক কর্ম্মিল পর্ব্বতের ন্যায়; ও তোমার মস্তকের বেণী ধূম্রবর্ণ কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশপাশেতে রাজা বদ্ধ আছে।

৬ হে প্রেমস্বরূপে, তুমি সোহাগ করণে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী। ৭ তোমার দীর্ঘতা খর্জ্জূরবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তনদ্বয় ফলগুচ্ছস্বরূপ। ৮ আমি কহিলাম, আমি সেই খর্জ্জূরবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বালুদ্ ধরিব; তোমার স্তনদ্বয় দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ, ও তোমার নাসিকার গন্ধ নাগরঙ্গের ন্যায়। ৯ তোমার তালুয়া উত্তম দ্রাক্ষারসের ন্যায়—

তাহা সহজে প্রিয়ের গলাধঃকরণ হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোকের ওষ্ঠকে কথা কহায়। ১০ আমি আমার প্রিয়ের, ও তাঁহার বাসনা আমার প্রতি। ১১ হে আমার প্রিয়, চল, আমরা জনপদে যাই, ও পল্লীগ্রামে কাল যাপন করি। ১২ আমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র যাইতে প্রত্যূষে উঠিব, এবং দ্রাক্ষালতার পল্লব হইয়াছে কি না, ও তাহার ক্ষুদ্র ২ মুকুল ধরিয়াছে কি না, ও দাড়িম্বের পুষ্প ফুটিয়াছে কি না, তাহা দেখিব; সেখানে তোমাকে আপন প্রেম প্রদান করিব। ১৩ দূদাফল আপন সৌরভ বিস্তার করিতেছে; আমাদের দ্বারের ঊর্দ্ধে নবীন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার উত্তম ২ ফল আছে; হে আমার প্রিয়, আমি তোমার নিমিত্তে তাহা রাখিয়াছি।

৮ অধ্যায়।

১ আহা, তুমি যদি আমার মাতার স্তন্য পান করিতা ও আমার সহোদরের ন্যায় হইতা, তবে আমি তোমাকে সড়কে পাইয়া চুম্বন করিলেও তুচ্ছনীয়া হইতাম না। ২ আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া আমার মাতার গৃহে লইয়া যাইব; তুমি আমাকে শিক্ষা দিবা, এবং আমি তোমাকে সুগন্ধিদ্রব্যে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস ও দাড়িম্বের মিষ্ট রস পান করাইব। ৩ তাঁহার বাম হস্ত আমার মস্তকের নীচে থাকুক, ও তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমাকে আলিঙ্গন করুক।

৪ হে যিরূশালেমের কন্যাগণ, আমি তোমাদিগকে শপথ দিয়া কহিতেছি, প্রেম স্বয়ং বাসনা না করিতে তোমরা তাঁহাকে কেন জাগাও, ও কেন উত্তেজনা কর?

৫ আপন প্রিয়ের প্রতি নির্ভর দিয়া প্রান্তরহইতে আসিতেছে ঐ রমণী কে?

ঐ নাগরঙ্গের বৃক্ষের তলে আমি তোমাকে সচেতন করিলাম, সে স্থানে তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিল, তোমার জননী সেখানে তোমাকে প্রসব করিল।

৬ তুমি আমাকে মোহরের ন্যায় হৃদয়ে ও মোহরের ন্যায় বাহুতে ধারণ কর, কেননা প্রেম মৃত্যুর ন্যায় বলবান্, এবং স্পর্দ্ধা পাতালের ন্যায় দৃঢ়; তাহার শিখা অগ্নিশিখা ও সদাপ্রভুর বিদ্যুতের ন্যায়। ৭ রাশি ২ জল প্রেমকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না, এবং স্রোতস্বতীগণ তাহা ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না; কেহ প্রেমের নিমিত্তে আপন গৃহের সর্ব্বস্ব দিলে কেবল তুচ্ছতাচ্ছল্য পায়।

৮ আমাদের একটি ছোট ভগিনী আছে, তাহার স্তন অদ্যাপি হয় নাই; সেই ভগিনীর সম্বন্ধের দিনে আমরা তাহার নিমিত্তে কি করিব?

৯ সে যদি ভিত্তিস্বরূপ হয়, তবে তাহার উপরে রূপার উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিব; কিম্বা যদি দ্বারস্বরূপ হয়, তবে এরস্কাষ্ঠের কপাট দিয়া তাহা আবরণ করিব।

১০ আমিই ভিত্তিস্বরূপা, এবং আমার স্তনদ্বয় উচ্চগৃহের ন্যায়, এই জন্যে তাঁহার গোচরে শান্তিপ্রাপ্তার ন্যায় হইলাম। ১১ বাল-হামোনে রক্ষকদের হস্তে সমর্পিত শলোমনের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে, তাহার ফলের মূল্য বলিয়া প্রত্যেক রক্ষক এক ২ সহস্র মুদ্রা দিয়া থাকে। ১২ আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমার সম্মুখে আছে; হে শলোমন্, তাহাহইতে এক সহস্র মুদ্রা তোমার হইবে, ও দুই শত মুদ্রা তাহার ফলরক্ষকদিগের থাকিবে।

১৩ হে উদ্যানবাসিনি, বয়স্যগণ তোমার স্বরে অবধান করিতেছে, আমাকেও তাহা শুনিতে দেও।

১৪ হে আমার প্রিয়, শীঘ্র চল, এবং সুগন্ধিদ্রব্যময় পর্ব্বতের উপরে মৃগ কিম্বা হরিণশাবকের সদৃশ হও।

যিশায়াহ ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ উষিয়, যোথম্, আহস্ ও হিষ্কিয় নামে যিহূদাদেশীয় রাজগণের অধিকারসময়ে আমোসের পুত্র যিশায়াহ যিহূদার ও যিরূশালেমের বিষয়ে যে ২ দর্শন পাইল, [তাহার বৃত্তান্ত]।

২ হে গগণমণ্ডল, শুন, হে পৃথিবি, কর্ণ দেও, কেননা সদাপ্রভু কহিতেছেন। আমি সন্তানদিগকে প্রতিপালন ও ভরণপোষণ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচারণ করিয়াছে। ৩ গোরু আপন স্বামিকে ও গর্দ্দভ আপন প্রভুর যাবপাত্রকে জানে, কিন্তু ইস্রায়েল্ [আমাকে] জানে না, আমার প্রজাগণ বিবেচনা করে না। ৪ আহা, পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্ম্মকারিদের বংশ, নষ্টাচারি সন্তানগণ! তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইস্রায়েলের পাবনকে অবজ্ঞা করিয়াছে, ও [তাঁহাহইতে] পরাঙ্মুখ হইয়াছে।

[৫] তোমরা আর কোন্ স্থানে প্রহারিত হইবা? হইলে অধিক অপক্রমণ করিবা; সমুদয় মস্তক ব্যথিত ও সমস্ত হৃদয় দুর্ব্বল হইয়াছে। [৬] পায়ের তালু অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কোন স্থানে স্বাস্থ্য নাই; সর্ব্বত্র ক্ষত ও কালশিরা ও নবীন ঘা আছে, তাহা টেপা কি বাঁধা যায় নাই, এবং তৈলদ্বারা কোমলও করা যায় নাই। [৭] তোমাদের দেশ ধ্বংসস্থান, তোমাদের নগর সকল অগ্নিতে দগ্ধ; তোমাদের ভূমি [দেখ], বিদেশিগণ তোমাদের সাক্ষাতে তাহা ভোগ করিতেছে, তাহা বিদেশিদের কৃত লণ্ডভণ্ডের ন্যায় ধ্বংসস্থান হইয়াছে। [৮] এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কুটীর কিম্বা সশাক্ষেত্রের কুঁড়িয়া কিম্বা অবরুদ্ধ নগর যেমন, তেমনি সিয়োনের কন্যা অবশিষ্টা হইয়াছে। [৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু যদি আমাদের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের সদৃশ ও ঘমোরার তুল্য হইতাম।

[১০] হে সদোমীয় শাসনকর্ত্তারা, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; হে ঘমোরীয় প্রজাগণ, আমাদের ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে কর্ণপাত কর। [১১] সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের প্রচুর বলিদানেতে আমার প্রয়োজন কি? মেষাহুতিতে ও পুষ্ট পশুদের মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষ কি মেষ কি ছাগদিগের রক্তেতে আমার কিছু প্রীতি নাই। [১২] তোমরা যে আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আমার প্রাঙ্গণ সকল পদতলে দলিত কর, ইহা তোমাদের কাছে কে চাহিয়াছে? [১৩] অলীক নৈবেদ্য আর আনিও না; ধূপদাহ আমার ঘৃণিত, এবং অমাবস্যা ও বিশ্রামবার ও সভার ঘোষণা ও অধর্ম্মযুক্ত পর্ব্বদিন, এই সকল আমি সহিতে পারি না। [১৪] আমার প্রাণ তোমাদের অমাবস্যা ও বার্ষিক উৎসব সকল ঘৃণা করে; আমি তাহা ভার বোধ করিয়া বহন করিতে শ্রান্ত হইয়াছি। [১৫] হাঁ, তোমরা কৃতাঞ্জলি হইলে আমি তোমাদের হইতে নিজ চক্ষু আচ্ছাদন করিব, এবং যদ্যপি বিস্তর প্রার্থনা কর, তথাপি শুনিব না; তোমাদের হস্ত রক্তে পরিপূর্ণ আছে।

[১৬] তোমরা আপনাদিগকে ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ হও, আমার দৃষ্টিগোচরহইতে আপন ২ ক্রিয়ারূপ দুষ্টতা দূর কর; কদাচরণ ত্যাগ কর। [১৭] সদাচরণ শিক্ষা কর, ন্যায়বিচারের অনুশীলন কর, উপদ্রুত লোকের পথ সরল কর, পিতৃহীনের বিচার নিষ্পত্তি কর, ও বিধবার বিবাদ পরিষ্কার কর। [১৮] সদাপ্রভু কহিতেছেন, আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দূরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবে, ও লাক্ষার ন্যায় রাঙ্গা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবে। [১৯] তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ হও, তবে দেশের উত্তম ২ ফল ভোগ করিবা। [২০] কিন্তু যদি অসম্মত ও প্রতিকূলাচারী হও, তবে খড়্গাভুক্ত হইবা; কেননা সদাপ্রভুর মুখ এই কথা কহিয়াছে।

[২১] এই সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে! সে ন্যায়বিচারে পূর্ণা ও ধর্ম্মের বাসা ছিল, কিন্তু এখন হত্যাকারিগণ তাহার মধ্যে থাকে। [২২] তোমার রূপা খাইদ হইয়া পড়িয়াছে, তোমার দ্রাক্ষারস জলে নিস্তেজ হইয়াছে। [২৩] তোমার জনাধ্যক্ষগণ অবাধ্য এবং চোরের সখা; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভাল বাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন করে; তাহারা পিতৃহীনের বিচার করে না, এবং বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকটে আসিতে পায় না।

[২৪] এই নিমিত্তে প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু ও ইস্রায়েলের একবীর কহেন, আহা, আমি আপন বিপক্ষদিগকে [প্রতিফল দিয়া] শান্তি পাইব, ও আপন শত্রুদের বৈরনির্য্যাতন করিব। [২৫] এবং তোমার প্রতি পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্ষারদ্বারা তোমার খাইদ উড়াইয়া দিব, ও তোমার সমস্ত সীসা দূর করিব। [২৬] এবং পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার তোমাকে বিচারকর্ত্তৃগণ দিব, ও প্রথম কালের ন্যায় মন্ত্রিগণ দিব, তৎপরে তুমি ধর্ম্মপুরী ও সতী নগরী নামে বিখ্যাত হইবা। [২৭] সিয়োন্ ন্যায়বিচারদ্বারা ও তাহার প্রত্যাবৃত্ত লোকেরা ধার্ম্মিকতাদ্বারা মুক্তি পাইবে। [২৮] কিন্তু অধর্ম্মাচারি ও পাপি সকলের ভঙ্গ একেবারে ঘটিবে, ও সদাপ্রভুত্যাগি লোকেরা বিনষ্ট হইবে। [২৯] বস্তুতঃ লোকে তোমাদের অভীষ্ট এলীম্ বৃক্ষ সকলের বিষয়ে লজ্জা পাইবে, এবং তোমরা আপনাদের মনোনীত উদ্যান সকলের বিষয়ে হতাশ হইবা। [৩০] কেননা তোমরা শুষ্কপত্র এলাবৃক্ষ ও নির্জ্জল উদ্যানের ন্যায় হইবা। [৩১] এবং বিক্রান্ত ব্যক্তি কোষ্টাপাটের ন্যায়, ও তাহার কার্য্য অগ্নিকণার ন্যায় হইবে; তাহাতে উভয় একেবারে প্রজ্বলিত হইবে, নির্ব্বাণ করিতে কেহ থাকিবে না।

২ অধ্যায়।

[১] আমোসের পুত্র যিশায়াহ যিহূদার ও যিরূশালেমের বিষয়ে যে দর্শন পাইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] অন্তিম কালে এই রূপ ঘটনা হইবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগণের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে ও উপপর্ব্বতহইতেও উচ্চীকৃত হইবে; তাহাতে যাবতীয় জাতি স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে। [৩] এবং যাইতে ২ অনেক জাতি কহিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্ব্বতে যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গমন করি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব। বস্তুতঃ সিয়োন্হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেমহইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে। [৪] এবং তিনি পরজাতীয়দের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং অনেক জাতির পক্ষে নিষ্পত্তি করিবেন; তাহাতে তাহারা আপন ২ খড়্গ [ভাঙ্গিয়া] লাঙ্গলের ফাল নির্ম্মাণ করিবে, ও আপন ২ বড়শা [ভাঙ্গিয়া] কাস্ত্যা গড়িবে; এবং এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়্গ চালন করিবে

না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। ৫ হে যাকোবের কুল, চল, আমরা সদাপ্রভুর দীপ্তিতে গমন করি।

৬ বস্তুতঃ তুমি আপন প্রজাদিগকে [অর্থাৎ] যাকোবের কুল ত্যাগ করিয়াছ, কারণ তাহারা পূর্ব্বদেশের [মায়াতে] পরিপূর্ণ ও পলেষ্টীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, ও বিজাতীয় সন্তানদের হস্ত ধরিয়াছে। ৭ এবং তাহাদের দেশ রূপাতে ও স্বর্ণেতে পরিপূর্ণ, ও তাহাদের ধনরাশির সীমা নাই; এবং তাহাদের দেশ অশ্বেতে পরিপূর্ণ, ও তাহাতে কতো রথ, তাহার সংখ্যা নাই। ৮ এবং [প্রতিমারূপ] প্রতিচ্ছায়াতে তাহাদের দেশ পরিপূর্ণ, লোকে আপনাদের হস্তকৃত ও নিজ অঙ্গুলীদ্বারা নির্ম্মিত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে। ৯ এবং সামান্য লোক অধোমুখ হয়, ও মান্য লোক নত হয়; তুমিও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবা না।

১০ তোমরা সদাপ্রভুর ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তাহইতে শৈলে প্রবেশ কর ও ধূলিতে লুক্কায়িত হও। ১১ সামান্য মানুষের উদ্ধত দৃষ্টি অবনত হইবে, ও মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে, এবং সেই দিনে কেবল সদাপ্রভু উন্নত হইবেন। ১২ কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর এক দিন [আসিতেছে, তাহা] যাবতীয় সতেজ ও উচ্চ বস্তুর ও যাবতীয় উন্নত বস্তুর প্রতিকূল; সে সকল নত হইবে। ১৩ ফলতঃ তাহা লিবানোনের উচ্চ ও উন্নত সমস্ত এরসবৃক্ষের প্রতিকূল, ও বাশন্ দেশের সমস্ত অলোন্ বৃক্ষের প্রতিকূল, ১৪ ও যাবতীয় উচ্চ পর্ব্বতের প্রতিকূল, ও যাবতীয় উন্নত উপপর্ব্বতের প্রতিকূল; ১৫ এবং যাবতীয় উচ্চ দুর্গের প্রতিকূল, ও যাবতীয় সুদৃঢ় প্রাচীরের প্রতিকূল, ১৬ এবং তর্শীশ্‌গামি যাবতীয় জাহাজের প্রতিকূল, ও যাবতীয় মনোহর শিল্পকর্ম্মের প্রতিকূল হইবে। ১৭ তাহাতে সামান্য মনুষ্যের উন্নতি অবনত হইবে, ও মান্য লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে; এবং সেই দিনে কেবল সদাপ্রভু উন্নত হইবেন। ১৮ এবং প্রতিচ্ছায়া সকল নিঃশেষে লুপ্ত হইবে। ১৯ যখন সদাপ্রভু পৃথিবীকে ত্রাসযুক্ত করিতে উঠিবেন তখন লোকেরা সদাপ্রভুর ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তাহইতে শৈলের গুহাতে ও ধূলির গর্ত্তে প্রবেশ করিবে। ২০ সেই দিনে মনুষ্যমাত্র ভজনার্থে নির্ম্মিত আপনার রৌপ্যময় প্রতিচ্ছায়া ও স্বর্ণময় প্রতিচ্ছায়া সকল উন্দুরের ও চাম্‌চিকার কাছে নিক্ষেপ করিবে। ২১ এবং পৃথিবীকে ত্রাসযুক্ত করিতে উদ্যত সদাপ্রভুর ভয়ানকত্বহইতে ও তাঁহার মহিমার আদরণীয়তাহইতে [লোকে] গিরিদিগের গহ্বরে ও শৈলদিগের ফাটাতে প্রবেশ করিবে। ২২ তোমরা নাসাগ্রে প্রাণবায়ুধারি মনুষ্যের আশ্রয় ছাড়িয়া যাও, কেননা সে কাহার মধ্যে গণ্য?

৩ অধ্যায়।

১ বস্তুতঃ দেখ, প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু, যিরূশালেম্ ও যিহূদাহইতে যষ্টি ও যষ্টিকা অর্থাৎ অন্নরূপ সমস্ত যষ্টি ও জলরূপ সমস্ত যষ্টিকা দূর করিবেন। ২ বীর ও যোদ্ধা ও বিচারকর্ত্তা ও ভাববাদী ও মন্ত্রজ্ঞ ও প্রাচীন ৩ ও পঞ্চাশৎপতি ও সম্ভ্রান্ত মনুষ্য ও মন্ত্রী ও শিল্পকর্ম্মে নিপুণ ও বশীকরণে জ্ঞানী, [এই সকলে দূরীকৃত হইবে]। ৪ এবং আমি বালকগণকে তাহাদের অধিপতি করিব, ও শিশুরা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। ৫ এবং প্রজারা পরস্পর উপদ্রব করিবে, ও প্রত্যেক জন প্রতিবাসির প্রতি [উপদ্রব করিবে], এবং বালক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে, ও নীচ লোক মহতের বিরুদ্ধে দুরন্ত ব্যবহার করিবে। ৬ বস্তুতঃ কেহ২ আপন কুলজাত ভ্রাতাকে ধরিয়া কহিবে, তোমার বস্ত্র আছে, তুমি আমাদের শাসনকর্ত্তা হও, এই পতনোন্মুখ [রাজ্য] তোমার হস্তসাৎ হউক। ৭ কিন্তু সেই দিনে সে শপথ করিয়া কহিবে, আমি চিকিৎসক হইব না, এবং আমার বাটীতে খাদ্য কি বস্ত্র কিছুই নাই; অতএব লোকদের শাসনকর্ত্তৃত্বে আমাকে নিযুক্ত করিও না। ৮ বস্তুতঃ যিরূশালেম টলিবে ও যিহূদা পতিত হইবে, কেননা তাহাদের জিহ্বা ও কর্ম্ম সদাপ্রভুর প্রতিকূল হইয়া তাঁহার প্রতাপবিশিষ্ট নয়নের প্রতিরোধ করিতেছে। ৯ তাহাদের মুখের আকার তাহাদের বিপক্ষে প্রমাণ দিতেছে; সদোমের ন্যায় তাহারা আপনাদের পাপ গোপন না করিয়া প্রচার করে; তাহাদের প্রাণের সন্তাপ হইবে, কেননা তাহারা আপনাদের অপকার আপনারাই করিয়াছে। ১০ তোমরা ধার্ম্মিক লোককে বল, তোমার মঙ্গল হইবে; কেননা ধার্ম্মিকেরা আপন২ ক্রিয়ার ফল ভোগ করিবে। ১১ কিন্তু দুষ্ট লোক ভারি সন্তাপের পাত্র, কেননা তাহার হস্তকৃত অপকারের [পরিশোধ] তাহার প্রতি করা যাইবে। ১২ বালকেরা আমার প্রজাদের প্রতি উপদ্রব করে, ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। হে আমার প্রজাগণ, তোমাদের পথপ্রদর্শকেরা তোমাদিগকে ভ্রমণ করায়, ও তোমাদের গমনের পথ নষ্ট করে।

১৩ সদাপ্রভু বিবাদ করিতে দণ্ডায়মান ও জাতিদের বিচার করিতে প্রস্তুত আছেন। ১৪ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও অধ্যক্ষদের সহিত বিচারে উপস্থিত হইয়া [কহিবেন], কেমন? তোমরা আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছ, ও দুঃখি লোকহইতে অপহৃত বস্তু তোমাদের গৃহে আছে। ১৫ প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহিতেছেন, তোমাদের কি হইল, যে আমার প্রজাগণকে দলিতেছ, ও দুঃখিদের মুখ ঘষিতেছ?

১৬ সদাপ্রভু আরো কহেন, সিয়োনের কন্যাগণ অহঙ্কারিণী হইয়া আপন২ কণ্ঠ দীর্ঘ করত কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, এবং লঘু পাদসঞ্চার করত চলে, ও চরণে রুনু২ শব্দ করে। ১৭ অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাদের মস্তক টাকপড়া করিবেন, ও

সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্যদেশ অনাবৃত করিবেন। [১৮] এবং সেই দিনে প্রভু তাহাদের নূপুর ও জালিবস্ত্র ও চন্দ্রহার, [১৯] ও ঝুমকা ও চুড়ি ও ঘোমটা, [২০] ও ললাটভূষণ ও পাদশৃঙ্খল ও হেলিয়া ও আতরের কৌটা ও বাজু, [২১] ও অঙ্গুরীয়ক ও নথ [২২] ও চিত্রবস্ত্র ও ঘাগরা ও উড়নী ও গেঁজিয়া, [২৩] ও দর্পণ ও মসিনাবস্ত্র ও উষ্ণীষ্ ও উত্তরীয় বস্ত্র প্রভৃতি বেশভূষা খুলিয়া লইবেন। [২৪] অধিকন্তু সুগন্ধির পরিবর্ত্তে দুর্গন্ধ ক্লেদ, ও হেলিয়ার পরিবর্ত্তে রজ্জু, ও সুন্দর কেশবিন্যাসের পরিবর্ত্তে টাক, ও প্রাবারের পরিবর্ত্তে চটের পটুকা, ও সুন্দর রূপের পরিবর্ত্তে দাগ দিবেন। [২৫] সিয়োনের পুরুষেরা খড়্গাঘাতে, ও তাহার বিক্রমিগণ সংগ্রামে পতিত হইবে। [২৬] তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; ও সে আপনি অকিঞ্চনা হইয়া ভূমিতে বসিবে।

৪ অধ্যায়।

[১] সেই দিনে সাত জন স্ত্রী এক পুরুষকে ধরিয়া বলিবে, আমরা আপনাদেরই অন্ন ভোজন করিব, ও আপনাদেরই বস্ত্র পরিধান করিব; কেবল তোমার নাম লইবার অনুমতি হউক, তুমি আমাদের অপমান দূর কর। [২] সেই দিনে ইস্রায়েলের মধ্যে যাহারা বাঁচিবে, সদাপ্রভুর পল্লব তাহাদের ভূষণ ও প্রতাপ হইবে, ও দেশের ফল তাহাদের শোভা ও মুকুটস্বরূপ হইবে। [৩] এবং সিয়োনে যে কেহ অবশিষ্ট থাকিবে, ও যিরূশালেমে যে কেহ রক্ষা পাইবে, অর্থাৎ যিরূশালেমে জীবনাধিকারিদের খাতায় যে কাহারো নাম লিখিত আছে, সে পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে। [৪] অগ্রে প্রভু বিচারক আত্মা ও দাহক আত্মাদ্বারা সিয়োনের কন্যাদের মল ধৌত করিবেন ও যিরূশালেমের মধ্যহইতে তাহার রক্ত দূর করিয়া দিবেন। [৫] পরে সদাপ্রভু সিয়োন্ পর্ব্বতস্থ যাবতীয় আবাসের ও তাহার যাবতীয় ধর্ম্মসভার উপরে দিনে মেঘ ও ধূম, এবং রাত্রিতে প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ সৃষ্টি করিবেন। [৬] হাঁ, সকল প্রতাপের উপরে চন্দ্রাতপ থাকিবে; তাহা তাম্বুস্বরূপ হইয়া দিনে গ্রীষ্মনিবারক ছায়া দিবে, এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে আশ্রয় ও আচ্ছাদনস্থান হইবে।

৫ অধ্যায়।

[১] আমি এক বার আপন প্রিয়ের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব, তাঁহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিষয়ে আমার প্রিয়ের গীত [গান করিব]! কোন উর্ব্বরা গিরিশৃঙ্গে আমার প্রিয়ের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। [২] তিনি তাহা খনন করিয়া প্রস্তর বাহির করিলেন, ও উত্তম দ্রাক্ষালতা তাহাতে রোপণ করিলেন, ও তাহার মধ্যে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং [ফল পেষণার্থে পাষাণে] কুণ্ডও কাটিলেন; পরে দ্রাক্ষাফল ধরিবার অপেক্ষাতে থাকিলেন, কিন্তু তাহাতে আম্রাতক ফল ফলিল। [৩] এখন বিনয় করি, হে যিরূশালেম্ নিবাসিগণ ও যিহূদার লোক সকল, তোমরা আমার ও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিচার কর; [৪] আমি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পাইট যেরূপ করিয়াছি, তাহার অধিক আর কি করিতে পারা যায়? আমি দ্রাক্ষাফল ধরিবার অপেক্ষা করিলে কেন তাহাতে আম্রাতক ফল ফলিল? [৫] অতএব এখন শুন, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রতি যাহা করিব, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করি; আমি তাহার বেড়া দূর করিয়া তাহা চরানিস্থান করিব, ও তাহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তাহা দলিত হইতে দিব। [৬] আমি তাহা উচ্ছিন্ন করিব, তাহার বৃক্ষ পরিষ্কার কি ভূমি খনন করা যাইবে না, তাহা শ্যাকুল ও কন্টকবৃক্ষের জঙ্গল হইবে, এবং আমি মেঘদিগকে তাহার উপরে জল বর্ষণ করিতে নিষেধ করিব। [৭] ফলতঃ ইস্রায়েলের কুল বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, এবং যিহূদার লোকেরা তাঁহার মনোরম্য উদ্যানস্বরূপ; তিনি ন্যায়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, রক্তপাত ঘটিল; এবং ধার্ম্মিকতার অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু দেখ, ক্রন্দন উপস্থিত হইল।

[৮] দেশের মধ্যে যেন তোমরা একাকী বাসস্থানপ্রাপ্ত থাক, এই আশয়ে [শূন্য] স্থান না রাখিয়া গৃহের সঙ্গে গৃহ ও ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্ষেত্র যোগ করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র। [৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমার কর্ণকুহরে [কহেন], ঐ গৃহসমূহ নিতান্ত ধ্বংসস্থান হইবে, এবং বৃহৎ ও সুন্দর বাটী সকল নিবাসিহীন হইবে। [১০] বস্তুতঃ দশ বিঘা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে এক মণ দ্রাক্ষারস উৎপন্ন হইবে, ও দশ মণ বীজেতে এক মণ শস্য উৎপন্ন হইবে।

[১১] যাহারা সুরাপানের চেষ্টা করিতে প্রত্যূষে উঠে, এবং দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হওত সায়ঙ্কালে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। [১২] তাহাদের ভোজেতে বীণা ও নেবল্ ও তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারসের আয়োজন হয়, কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করে না, ও তাঁহার হস্তের ক্রিয়া দেখে না। [১৩] এই কারণ আমার প্রজারা জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত নির্ব্বাসিত, ও তাহাদের শ্রীযুক্তগণ ক্ষুধার্ত্ত, ও লোকারণ্য তৃষ্ণাতে শোষিত হয়। [১৪] তজ্জন্য পাতাল আপন উদর বিস্তার করিয়া অপরিমিতরূপে মুখ ব্যাদান করে; তাহাতে দেশের আদরণীয় ব্যক্তিরা ও লোকারণ্য ও কলহকারি ও তত্রত্য উল্লাসকারি লোক সকল [তথায়] নামিয়া যাইবে। [১৫] এবং সামান্য লোক অধোমুখ হইবে, ও মান্য লোক নত হইবে, এবং উদ্ধত দৃষ্টি নত হইবে। [১৬] কিন্তু বাহিনীগণের সদাপ্রভু বিচারে উন্নত হইবেন, ও পবিত্র ঈশ্বর ধার্ম্মিকতাতে পবিত্ররূপে মান্য হইবেন। [১৭] তৎকালে মেষগণ যেমন নিজ চরানিতে তেমনি চরিবে, ও বিদেশিগণ হৃষ্টপুষ্ট লোকদের পরিত্যক্ত স্থান সকল ভোগ করিবে।

[১৮] যাহারা অলীকতারূপ রজ্জুতে অপরাধ ও শকটের স্থূল রজ্জুতে পাপ আকর্ষণ করে, তাহারা

সন্তাপের পাত্র। ১৯ তাহারা বলে, তিনি ত্বরা করুন; আমরা যেন তাহা দেখি, তজ্জন্য তিনি আপন কার্য্য শীঘ্র করুন; ইস্রায়েলের পাবনের মন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া সিদ্ধ হউক, তাহাতে আমরা জ্ঞান পাইব।

২০ যাহারা মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলে, এবং আলোকে অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো বোধ করে, এবং মিষ্টকে তিক্ত ও তিক্তকে মিষ্ট জ্ঞান করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ২১ যাহারা আপন ২ দৃষ্টিতে জ্ঞানবান ও আপন ২ জ্ঞানে বুদ্ধিমান, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ২২ যাহারা দ্রাক্ষারস পান করিতে শূর, ও মদ্য প্রস্তুত করিতে বীর্য্যবান হয়, ২৩ ও উৎকোচ লইয়া দুষ্টকে নির্দ্দোষ করে, ও ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা তাহাহইতে দূর করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ২৪ অতএব অগ্নির জিহ্বা যেমন নাড়া গ্রাস করে, ও বহ্নিশিখা যেমন শুষ্ক তৃণ ভস্মসাৎ করে, তেমনি তাহাদের মূল জীর্ণ কাষ্ঠের ন্যায় হইবে, ও তাহাদের পুষ্প ধূলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। কেননা তাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তুচ্ছ করে, ও ইস্রায়েলের পাবনের বাক্য অবজ্ঞা করে।

২৫ এই কারণ আপন প্রজাগণের বিপরীতে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়াছে, এবং তিনি তাহাদের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন, এবং তাহাদিগকে আঘাত করেন; তাহাতে পর্ব্বতগণ উদ্বিগ্ন হয়, ও মনুষ্যদের শব সড়কের মধ্যে জঞ্জালের ন্যায় হয়; এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ থাকে। ২৬ এবং তিনি দূরদেশীয় জাতিদের নিমিত্তে ধ্বজা তুলিবেন, ও পৃথিবীর সীমাতে স্থিত এক জাতির জন্যে শিষ দিবেন, তাহাতে তাহারা দ্রুতগমন করিয়া শীঘ্র আসিবে। ২৭ দেখ, তাহাদের মধ্যে ক্লান্ত কি পতনোদ্যত কেহই নাই; তাহারা ঢুলিয়া পড়ে না, ও নিদ্রা যায় না, ও তাহাদের কটিবন্ধন খুলিয়া যায় না, ও পাদুকার সূতা ছিঁড়ে না। ২৮ তাহাদের বাণ সুতীক্ষ্ণ, ও যাবতীয় ধনু আকর্ষিত; তাহাদের অশ্বগণের খুর হীরার ন্যায়, ও রথচক্র সকল ঘূর্ণবায়ুর ন্যায়। ২৯ তাহাদের হুঙ্কার সিংহীর হুঙ্কারের তুল্য; তাহারা সিংহশাবকের ন্যায় হুঙ্কার করিবে, ও গর্জ্জন করত শিকার ধরিয়া লইয়া যাইবে, কেহ উদ্ধার করিবে না। ৩০ সেই দিনে এই লোকদের উপরে সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন হইবে; তাহাতে লোকে ভূমির প্রতি দৃষ্টি করিবে, কিন্তু কেবল অন্ধকার, সঙ্কট ও বিদ্যুৎ দেখা যাইবে; তথাকার মেঘমণ্ডল অন্ধকারময় হইবে।

৬ অধ্যায়।

১ উষিয় রাজার মরণবৎসরে আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজবস্ত্রের অঞ্চলে সমস্ত প্রাসাদ ব্যাপ্ত ছিল। ২ তাঁহার নিকটে সরাফ্‌গণ দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন ছয় ২ পক্ষবিশিষ্ট, তাহার দুই পক্ষদ্বারা আপন ২ মুখ আচ্ছাদন করেন, ও দুই পক্ষদ্বারা চরণ আচ্ছাদন করেন, ও দুই পক্ষদ্বারা উড্ডীয়মান হন। ৩ অপর তাঁহারা পরস্পর ডাকিয়া কহিলেন, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।" ৪ তখন ঘোষণাকারিদের রবে শিলামূল সকল কাঁপিতে লাগিল, ও গৃহটী ধূমেতে পরিপূর্ণ হইল। ৫ তাহাতে আমি কহিলাম, হায়, আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অপবিত্রোষ্ঠাধর মনুষ্য, এবং অপবিত্রোষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি, তথাপি আমার নেত্রযুগল রাজাকে অর্থাৎ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুকে দেখিতে পাইল।

৬ পরে ঐ সরাফ্‌গণের মধ্যে এক জন যজ্ঞবেদির উপরহইতে চিমটাদ্বারা একখান প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া আমার কাছে উড়িয়া আইলেন। ৭ এবং আমার মুখে তাহা স্পর্শ করাইয়া কহিলেন, দেখ, তোমার ওষ্ঠাধরে ইহার স্পর্শ হইল, ইহাতে তোমার অপরাধ ঘুচিল ও তোমার পাপমোচন হইল। ৮ পরে আমি প্রভুর রব শুনিতে পাইলাম; তিনি কহিলেন, আমি কাহাকে পাঠাইব? ও আমাদের পক্ষে কে যাইবে? তাহাতে আমি কহিলাম, এই দেখ, আমি আছি, আমাকে পাঠাও। ৯ তখন তিনি কহিলেন, তুমি এই জাতির নিকটে গিয়া বল, তোমরা অনুক্ষণ শুনিও, কিন্তু বুঝিও না; এবং অনুক্ষণ দেখিও, কিন্তু জানিও না। ১০ তুমি এই জাতির অন্তঃকরণ স্থূল কর, ও তাহার কর্ণ ভারী কর, ও তাহার চক্ষু লেপদ্বারা বন্ধ কর, পাছে চক্ষুতে দেখিয়া কর্ণে শুনিয়া অন্তঃকরণে বুঝিয়া মন ফিরাইলে তাহারা সুস্থ হয়।

১১ তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো, এমত কত দিন থাকিবে? তিনি কহিলেন, যাবৎ এই নগর সকল নিবাসিহীন ও বাটী সকল নরশূন্য হইয়া উৎসন্ন না হয়, ও ভূমি ধ্বংসের স্থান হইয়া উৎসন্ন না হয়, তাবৎ থাকিবে। ১২ ফলতঃ সদাপ্রভু মনুষ্যকে দূর করিবেন, ও দেশের মধ্যে অনেক ভূমি অস্বামিক হইবে। ১৩ যদ্যপি তাহার দশমাংশও থাকে, তথাপি তাহাকে পুনঃ ২ বিনষ্ট হইতে হইবে; কিন্তু যেমন এলা ও অলোন্ বৃক্ষ ছিন্ন হইলেও তাহার গুঁড়ি থাকে, তেমনি এই জাতির গুঁড়িস্বরূপ এক পবিত্র বংশ থাকিবে।

৭ অধ্যায়।

১ যিহূদার রাজা উষিয়ের পৌত্র যোথমের পুত্র আহসের অধিকার সময়ে অরামের রৎসীন্ রাজা ও রমলিয়ের পুত্র পেকহ নামে ইস্রায়েলের রাজা, এই দুই রাজা যুদ্ধার্থে যিরূশালেমে আইল, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণে কৃতকার্য্য হইল না। ২ তখন অরাম ইফ্রয়িমের দেশে সন্নিবেশিত হইল, এই কথা দায়ূদের কুলপতিকে জ্ঞাত করিলে তাহার

হৃদয় ও তাহার প্রজাদের হৃদয় বায়ুর সম্মুখে চঞ্চল বনবৃক্ষদের ন্যায় চঞ্চল হইল। [৩] তাহাতে সদাপ্রভু যিশায়াহকে কহিলেন, তুমি ও তোমার পুত্র শার্‌-যাশূব্‌ উভয়ে আহসের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীর মুখের নিকটে রজক-দের ক্ষেত্রস্থ রাজপথে যাইয়া তাহাকে এই কথা বল, [৪] সাবধান, সুস্থির হও; এই ধূমময় কাষ্ঠ-দ্বয়ের শেষভাগহইতে অর্থাৎ রৎসীন ও অরামের এবং রমলিয়ের পুত্রের ক্রোধানলহইতে ভীত হইও না, ও তোমার হৃদয়কে দ্রব হইতে দিও না। [৫] অরাম এবং ইফ্রয়িম্‌ ও রমলিয়ের পুত্র তোমার বিরুদ্ধে এই হিংসার মন্ত্রণা করিল, [৬] যথা, আইস, আমরা যিহূদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহাকে অধৈর্য্য করি, ও আপনাদের জন্যে [রাজধানীকে] ভগ্নপ্রাচীর করিয়া তাহার মধ্যে রাজত্ব করিতে টাবেলের পুত্রকে রাজা করি। [৭] এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু কহিতেছেন, তাহা স্থির হইবে না, এবং সিদ্ধও হইবে না। [৮] কেননা দম্মেশক্‌ অরামেরই মস্তক ও রৎসীন্‌ দম্মেশকেরই মস্তক। পরন্তু আর পঁয়ষট্টি বৎসরগতে ইফ্রয়িম্‌ উচ্ছিন্ন হইয়া আর জাতি থাকিবে না। [৯] এবং শমরিয়া ইফ্রয়িমেরই মস্তক, ও রমলিয়ের পুত্র শমরিয়ারই মস্তক; স্থিরবিশ্বাসী না হইলে তোমরা কোন ক্রমে স্থির থাকিতে পারিবা না।

[১০] সদাপ্রভু আহস্‌কে আরও কহিলেন, [১১] তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে কোন অভিজ্ঞান প্রার্থনা কর, অধোলোকের কি ঊর্দ্ধলোকের উদ্দেশে প্রার্থনা কর। [১২] কিন্তু আহস্‌ কহিল, আমি এমত প্রার্থনা করিব না, সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিব না। [১৩] তাহাতে তিনি কহিলেন্‌, হে দায়ূদের কুল, এক বার শুন, মনুষ্যকে ক্লান্ত করা তোমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া কি আমার ঈশ্বরকেও ক্লান্ত করিবা? [১৪] অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক অভিজ্ঞান দেন; দেখ, কন্যাটী গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল্‌ [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে। [১৫] যাহা মন্দ তাহা অগ্রাহ্য করণে এবং যাহা ভাল তাহা মনোনীত করণে সমর্থ জ্ঞান পাওয়া পর্য্যন্ত বালকটী দধি ও মধু খাইবে। [১৬] কেননা মন্দকে অগ্রাহ্য ও ভালকে মনোনীত করণে সমর্থ জ্ঞান বালকটীর না হইতে, যে দেশের দুই রাজাতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ, সে দেশ পরিত্যক্ত হইবে।

[১৭] যিহূদাহইতে ইফ্রয়িমের পৃথক্‌ হওন দিনাবধি যাদৃশ কাল কখনো হয় নাই, সদাপ্রভু তোমার প্রতি ও তোমার প্রজাদের প্রতি ও তোমার পিতৃকুলের প্রতি তাদৃশ কাল অর্থাৎ অশূরের রাজাকে উপস্থিত করিবেন। [১৮] আর সেই সময়ে সদাপ্রভু মিসরদেশীয় প্রণালী সকলের প্রান্তস্থ মক্ষিকার প্রতি ও অশূরদেশীয় ভ্রমরের প্রতি শিষ দিবেন। [১৯] তাহাতে তাহারা সকলে আসিয়া উচ্ছিন্ন স্থানসমীপস্থ স্রোতোমার্গ ও শৈলচ্ছিদ্র ও কণ্টকবন ও মাঠ সকলে বসিবে। [২০] সেই সময়ে প্রভু ফরাৎ নদীর পারহইতে আনীত অশূরীয়রাজরূপ ভাড়াটিয়া ক্ষুরদ্বারা মস্তক ও পদের লোম ক্ষৌর করিবেন, এবং তদ্দ্বারা শ্মশ্রুও ফেলিবেন। [২১] তৎকালে আরো ঘটিবে, যদি কেহ একটী যুবতি গাভী ও দুইটী মেষ পোষে, [২২] তবে সে তাহাদের প্রদত্ত দুগ্ধের আধিক্যে দধি খাইবে; বস্তুতঃ দেশের মধ্যে অবশিষ্ট সমস্ত লোক দধি ও মধু খাইবে। [২৩] এবং যে ২ স্থানে সহস্র মুদ্রা মূল্য সহস্র দ্রাক্ষালতা আছে, সেই সকল স্থান তখন শ্যাকুল ও কণ্টকময় হইবে; [২৪] লোকে তীর ধনু হস্তে লইয়া সে স্থানে যাইবে, কেননা সমস্ত দেশ শ্যাকুলের ও কণ্টকের জঙ্গল হইবে। [২৫] এবং যাহার ভূমি [এখন] কোদালিদ্বারা খনন করা যায়, সেই সমস্ত পর্ব্বতে [তখন] শ্যাকুলের ও কাঁটার ভয়ে তোমার গমন হইবে না; তাহা বলদের চরাণিস্থান ও মেষের পদতলে দলিত হইবার স্থান হইবে।

৮ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি একখান বৃহৎ ফলক লইয়া চলিত অক্ষরদ্বারা তাহাতে এই কথা লিখ, মহের-শালল্‌ হাশ্‌-বস্‌ [লুট সত্বর, লুটিত দ্রব্য দ্রুতগামী]। [২] ইহার প্রমাণের জন্যে আমি ঊরিয় যাজক ও যিবেরিখিয়ের পুত্র সখরিয়, এই দুই বিশ্বস্ত পুরুষকে আপনার সাক্ষী করিলাম। [৩] অনন্তর আমি [আপন স্ত্রী] ভাববাদিনীতে গমন করিলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিল; তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তাহার নাম মহের-শালল্‌ হাশ্‌-বস্‌ রাখ। [৪] কেননা বালকটীর ও বাপ, ও মা, এই কথা উচ্চারণে সমর্থ জ্ঞান না হইতে লোকে দম্মেশকের ধন ও শমরিয়ার লুট অশূরীয় রাজার অগ্রে ২ বহন করিবে।

[৫] পরে সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, [৬] দেখ, এই লোকেরা শীলোহের মন্দগামি স্রোত অগ্রাহ্য করিয়া রৎসীনে ও রমলিয়ের পুত্রে আনন্দ করিতেছে। [৭] এই কারণ দেখ, প্রভু [ফরাৎ] নদীর প্রবল ও প্রচুর জলস্বরূপ অশূরীয় রাজাকে ও তাহার সমস্ত প্রতাপকে তাহাদের উপরে বহাইবেন; সে ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত পাড়ের উপর দিয়া গমন করিবে। [৮] সে উথলিয়া বাড়িতে ২ যিহূদার মধ্যদেশ দিয়া বেগে বহিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত উঠিবে। হে ইম্মানূয়েল্‌, তোমার দেশের প্রস্থ তাহার পক্ষদ্বয়ের বিস্তারদ্বারা ব্যাপ্ত হইবে।

[৯] হে জাতিগণ, তোমরা হিংসা করিয়া ভগ্ন হও; ও হে দূরদেশীয় লোক সকল, ইহাতে কর্ণপাত কর, তোমরা খড়্গ বাঁধিয়া ভগ্ন হও; হাঁ, খড়্গ বাঁধিয়া ভগ্ন হও। [১০] মন্ত্রণা কর, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইবে; এবং কথা কহ, কিন্তু তাহা স্থির হইবে না, কেননা ইম্মানূয়েল্‌ [অর্থাৎ আমাদের সহিত ঈশ্বর] আছেন।

[১১] বস্তুতঃ সদাপ্রভু প্রবল হস্তার্পণ পূর্ব্বক আমাকে এই কথা কহিলেন; ফলতঃ এই লোকদের

পথে গমন করা আমার অকর্ত্তব্য, এমত আদেশ দিয়া আমাকে বলিলেন, ১২ এই লোকেরা যাহা চক্রান্ত বলে, তোমরা তাহা সকলই চক্রান্ত বলিও না; এবং ইহাদের ভয়েতে ভীত হইও না ও ত্রাসযুক্ত হইও না। ১৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভুকেই পবিত্র করিয়া মান, তিনিই তোমাদের ভয় ও ত্রাসের ভূমি হউন। ১৪ তাহা হইলে তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু ইস্রায়েলের দুই কুলের জন্যে তিনি বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন, এবং যিরূশালেম্ নিবাসিদের জন্যে পাশ ও ফাঁদ-স্বরূপ হইবেন। ১৫ তাহাতে তাহাদের মধ্যে অনেক লোক বিঘ্ন পাইয়া পতিত ও ভগ্ন হইবে, এবং ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধরা পড়িবে। ১৬ তুমি এই সাক্ষ্যের কথা বদ্ধ কর, আমার শিষ্যগণের মধ্যে এই ব্যবস্থা মুদ্রাঙ্কিত কর। ১৭ অতএব যিনি যাকোবের কুলহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করেন, আমি সেই সদাপ্রভুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, ও তাঁহার অপেক্ষাতে আছি। ১৮ এই দেখ, আমি ও সদাপ্রভুকর্ত্তৃক আমাকে দত্ত সন্তানগণ; সিয়োন্‌পর্ব্বতনিবাসি বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নিরূপণক্রমে আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ হই।

১৯ আর তোমরা ভূতুড়িয়া ও গুণি লোকদের নিকটে, ও যাহারা বিড় ২ ও ফুস্ ২ করিয়া বকে, তাহাদের কাছে অন্বেষণ কর, এই কথা যদি তোমাদিগকে কহা যায়, [তবে বল, দেশের] লোকেরা কি আপন ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিবে না? তাহারা কি মৃতদের কাছে গিয়া জীবিতদের [তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবে]? ২০ ব্যবস্থার ও সাক্ষ্য-কথার স্থানে [জিজ্ঞাসা কর]; ইহার অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে দীপ্তির উদয় তাহাদের নাই; ২১ কিন্তু তাহারা ক্লিষ্ট ও ক্ষুধিত হইয়া দেশের মধ্য দিয়া গমন করিবে, এবং ক্ষুৎপীড়িত হওয়াতে রাগ করিয়া আপনাদের রাজাকে ও আপনাদের ঈশ্বরকে শাপ দিবে। ২২ এবং ঊর্দ্ধদিগে দৃক্পাত করিবে, ও ভূমি নিরীক্ষণ করিবে; তাহাতেও কেবল সঙ্কট ও অন্ধকার ও ক্ষুণ্ণতাজনক তিমির দেখিবে; কিন্তু সেই অন্ধকার দূরীকৃত হইবে।

৯ অধ্যায়।

১ বস্তুতঃ যে [দেশ] পূর্ব্বে ক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা তিমিরাবৃত থাকিবে না; তিনি যেমন পূর্ব্বকালে সবূলূন্ দেশ ও নপ্তালি দেশ তুচ্ছনীয় করিয়াছিলেন, তেমনি উত্তরকালে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি সেই পথ, যর্দ্দনের তীরস্থ প্রদেশ, পরজাতীয়দের গালীল্‌কে সম্ভ্রান্ত করিবেন। ২ যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করিত, তাহারা মহা আলো দেখিতে পায়; যাহারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করিত, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল। ৩ তুমি সেই জাতির বৃদ্ধি করিয়া তাহার আনন্দ বাড়াইলা; তাহারা তোমার সাক্ষাতে শস্যচ্ছেদন সময়ের ন্যায় আহ্লাদ করে, ও লুট ভাগ করণ সময়ের ন্যায় উল্লাসিত হয়। ৪ কারণ তুমি মিদিয়নের [পরাজয়] দিনের ন্যায় তাহার ভারি যোঁয়ালি ও স্কন্ধের বাঁক ও তাহার উপদ্রবকারির দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলা। ৫ বস্তুতঃ তুমুল যুদ্ধে সপাদুক [যোদ্ধার] সমস্ত পাদাবরণ ও রক্তে লুণ্ঠিত বস্ত্র জ্বলনীয় দ্রব্য হইয়া অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে। ৬ কেননা আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিলেন, আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইলেন; তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তৃত্বভার সমর্পিত হইল; এবং আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বিক্রমশালি ঈশ্বর ও যুগ-পর্য্যায়ের পিতা ও শান্তিরাজ, তাঁহার এই নাম হইল। ৭ কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা হইবে না; তিনি দায়ূদের সিংহাসনের ও রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া ন্যায়-বিচারে ও ধার্ম্মিকতাতে এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করিবেন; বাহিনীগণের সদাপ্রভুর স্পর্দ্ধা এই সকল সম্পন্ন করিবে।

৮ প্রভু যাকোবের প্রতিকূলে এক বচন প্রেরণ করিলেন, তাহা ইস্রায়েলের উপরে পতিত হইল। ৯ এবং দেশের সমস্ত লোক [অর্থাৎ] ইফ্রয়িম ও শমরিয়ার নিবাসিগণ তাহা জানিতে পাইবে। তাহারা দর্পে ও চিত্তের গর্ব্বে কহিতেছে, ১০ ইট সকল পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তক্ষিত প্রস্তরেতে গাঁথিব; ডুমুরবৃক্ষ সকল কাটা গিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তাহার পরিবর্ত্তে এরস্‌বৃক্ষ দিব। ১১ অতএব সদাপ্রভু রৎসীনের বিপক্ষদিগকে তাহার প্রতিকূলে উন্নত করেন, ও তাহার শত্রুদিগকে উত্তেজিত করেন; ১২ পূর্ব্বদিগে অরাম ও পশ্চিমদিগে পলেষ্টীয়েরা ব্যাস্ত মুখে ইস্রায়েল্‌কে গ্রাস করিবে। এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ থাকে।

১৩ আর যিনি [দেশের] লোকদিগকে প্রহার করেন, তাঁহার কাছে তাহারা ফিরে না, ও বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না, ১৪ বলিয়া সদাপ্রভু এক দিনে ইস্রায়েলের মস্তক ও লাঙ্গূল এবং বাল্দ ও খাগড়া কাটিয়া ফেলিবেন। ১৫ প্রাচীন ও সম্মানিত লোক সেই মস্তক, এবং মিথ্যা-শিক্ষাদায়ি ভাববাদী সেই লাঙ্গূলস্বরূপ। ১৬ এবং এই জাতির পথপ্রদর্শকেরা ভ্রান্তিজনক হইয়াছে, এবং যাহারা তাহাদের দ্বারা পথে নীত হয়, তাহারা সংহারিত হইতেছে, ১৭ এই কারণ প্রভু তাহাদের যুবগণেতে আনন্দ করিবেন না, এবং তাহাদের পিতৃহীন বালক ও বিধবাদিগকে অনুকম্পা করিবেন না। কেননা তাহারা সকলে ধর্ম্মাবমানক ও দুরাচারী, ও প্রত্যেক মুখ মূঢ়তাভাষী। এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ থাকে।

১৮ বস্তুতঃ দুষ্টতা অগ্নিবৎ জ্বলিয়া শ্যাকুল ও কণ্টককে দগ্ধ করত নিবিড় বনে লাগিয়াছে; তাহা ঘূর্ণায়মান ধূমস্তম্ভ হইয়া উঠিতেছে। ১৯ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর ক্রোধে দেশ অঙ্গারবর্ণ, এবং

লোকেরা অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইল; কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি দয়া করে না। [২০] তাহারা দক্ষিণ দিগে আহরণ করে, তথাপি ক্ষুধিত থাকে; আবার বাম দিগে গ্রাস করে, কিন্তু তৃপ্ত হয় না; প্রতি জন আপন ২ বাহুর মাংস ভোজন করে। [২১] মনঃশি ইফ্রয়িম্‌কে, ও ইফ্রয়িম্ মনঃশিকে [গ্রাস করে]; এবং উভয়ে একসঙ্গে যিহূদাকে আক্রমণ করে। এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ থাকে।

১০ অধ্যায়।

[১] যে ব্যবস্থাপকেরা অধর্ম্মের ব্যবস্থা স্থাপন করে, ও যে লেখকেরা কাঠিন্যের আজ্ঞা লেখে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। [২] তাহারা দরিদ্রগণকে ন্যায়বিচারহইতে নিবারণ করত, ও আমার দুঃখি প্রজাদের অধিকার হরণ করত বিধবাদিগকে আপনাদের চোরা বস্তু করিতে ও পিতৃহীনদের দ্রব্য লুট করিতে [যত্নবান]। [৩] ভাল, প্রতিফল দেওনের দিনে ও দূরহইতে আগমনকারি বিনাশের দিনে তোমরা কি করিবা? ও সাহায্যের নিমিত্তে কাহার কাছে পলাইবা? ও তোমাদের প্রতাপ কোথায় রাখিবা? [৪] বন্ধ লোকদের পদতলে অধোমুখ ও হত লোকদের নীচে পতিত হওয়া ব্যতীত [অন্য উপায় থাকিবে না]। এই সকলেতেও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাঁহার হস্ত পূর্ব্ববৎ বিস্তীর্ণ থাকে।

[৫] যে অশূর্ আমার ক্রোধরূপ দণ্ড, ও যাহার হস্তে আমার কোপরূপ যষ্টি আছে, সে সন্তাপের পাত্র। [৬] তাহাকে আমি লুট করিবার ও লুটিত দ্রব্য লইয়া যাইবার ও [মনুষ্যদিগকে] সড়কের কর্দ্দমের ন্যায় দলিত করিবার জন্যই ধর্ম্মাবমানক এক জাতির বিপরীতে পাঠাইলাম, ও আপন ক্রোধপাত্রদের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিলাম। [৭] কিন্তু তাহার সঙ্কল্প সেই প্রকার নয়, ও তাহার হৃদয় তাহা ভাবে না; বরঞ্চ সর্ব্বনাশ করা এবং অনল্প জাতিকে উচ্ছিন্ন করা তাহার মনোরথ। [৮] ফলতঃ সে কহে, "আমার অধ্যক্ষগণ কি সকলে রাজা নয়? [৯] কল্‌নী কি কর্কমীশের সমান হয় নাই? ও হমাৎ কি অর্পদের সদৃশ হয় নাই? এবং দম্মেশক্ যেমন শমরিয়া কি তদ্রূপ হয় নাই? [১০] শমরিয়ার ও যিরূশালেমের [প্রতিমা] অপেক্ষা উত্তম খোদিত প্রতিমাবিশিষ্ট যে ২ প্রতিচ্ছায়াপূজক রাজ্য, সে সকল আমার হস্তগত হইয়াছে। [১১] অতএব আমি শমরিয়াকে ও তাহার প্রতিচ্ছায়া সকলকে যাদৃশ করিয়াছি, যিরূশালেমকে ও তাহার বিগ্রহ সকলকেও কি তাদৃশ করিব না?"

[১২] কিন্তু সিয়োন্ পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে প্রভুর সমস্ত কার্য্য তাঁহার দ্বারা সমাপ্ত হইলে পর আমি অশূরের রাজার চিত্তস্ফীতিরূপ ফলের ও তাহার উচ্চদৃষ্টিরূপ আড়ম্বরের প্রতিফল দিব। [১৩] কেননা সে বলে, আমার হস্তের বল ও আমার বিজ্ঞতাদ্বারা আমি কার্য্য সিদ্ধ করি, কেননা আমি বুদ্ধিমান; আমি জাতিদের সীমা দূর করি, ও তাহাদের সঞ্চিত ধন লুট করি; এবং নরবৃষের ন্যায় আমি সুখাসীন লোকদিগকে অবরোহণ করাই। [১৪] আর পক্ষির বাসার ন্যায় জাতিদের ধন আমার হস্তগত হইয়াছে; লোকে যেমন পরিত্যক্ত ডিম্ব কুড়ায়, তেমনি আমি সমস্ত পৃথিবীকে সংগ্রহ করিয়াছি; পক্ষ নাড়িতে কি চঞ্চু খুলিতে কি চিঁচিঁ শব্দ করিতে কেহ ছিল না।

[১৫] কুড়ালী কি ছেদকের বিপরীতে দর্প করিতে পারে? কিম্বা করপত্র কি করপত্রিহইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মানিতে পারে? যাহারা দণ্ড তুলে, দণ্ড কি তাহাদিগকে চালনা করিবে? কিম্বা যষ্টি কি মানুষকে উঠাইবে? [১৬] অতএব প্রভু অর্থাৎ বাহিনীগণের প্রভু তাহার স্থূলকায় লোকদের মধ্যে কৃশতা প্রেরণ করিবেন, ও তাহার শ্রীর নীচে অগ্নিকৃত দাহের ন্যায় দাহ হইবে। [১৭] ফলতঃ ইস্রায়েলের জ্যোতিঃ অগ্নিস্বরূপ হইবেন, ও তাহার পাবন শিখাসদৃশ হইবেন; তিনি এক দিনে উহার শ্যাকুল ও কণ্টক দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিবেন। [১৮] এবং তাহার বনের ও উদ্যানের শ্রীকে প্রাণ ও শরীরশুদ্ধ সংহার করিবেন; তাহাতে সে ক্ষয়রোগির ন্যায় ক্ষয় পাইবে। [১৯] এবং তাহার কাননের অবশিষ্ট বৃক্ষ এমত অল্প হইবে, যে বালক তাহা গণনা করিয়া লিখিতে পারিবে।

[২০] সেই সময়ে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ ও যাকোব কুলের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা আপনাদের প্রহারকারিতে আর নির্ভর করিবে না; কিন্তু সত্যভাবে ইস্রায়েলের পাবন সদাপ্রভুতে নির্ভর করিবে। [২১] অবশিষ্টাংশ ফিরিয়া আসিবে, অর্থাৎ যাকোবের অবশিষ্টাংশ বিক্রমশালি ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। [২২] বস্তুতঃ, হে ইস্রায়েল্, তোমার লোকেরা সমুদ্রের বালির তুল্য হইলেও তাহাদের অবশিষ্টাংশই ফিরিয়া আসিবে; নিরূপিত উচ্ছিন্নতা ধার্ম্মিকতার বন্যাস্বরূপ হইবে। [২৩] কেননা প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভুকর্ত্তৃক উচ্ছিন্নতা নিরূপিত হইয়াছে, তিনি সমস্ত পৃথিবীতে তাহা সিদ্ধ করিবেন।

[২৪] প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, হে আমার সিয়োন্‌নিবাসি প্রজাগণ, অশূর্‌হইতে ভয় করিও না; সে মিসরের মতানুসারে তোমাকে দণ্ডাঘাত করে বটে, ও তোমার বিপরীতে যষ্টি উঠায় বটে; [২৫] কিন্তু আর অত্যল্প কাল অতীত হইলে ক্রোধ শেষ হইবে, ও আমার কোপ উহার সংহার করণে প্রবৃত্ত হইবে। [২৬] এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহার বিপরীতে কশা ঘুরাইয়া, ওরেব শৈলে যেমন মিদিয়নকে তেমনি তাহাকে আঘাত করিবেন, এবং [দুঃখ]সাগরের উপরে তাঁহার যষ্টি যেমন মিসরে তেমনি উত্তোলিত হইবে। [২৭] সে সময়ে তোমার স্কন্ধহইতে তাহার ভার ও তোমার কাঁধহইতে তাহার যোঁয়ালি দূরীকৃত হইবে, এবং মেদের বৃদ্ধি প্রযুক্ত যোঁয়ালি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২৮ সে অয়ে আসিয়া মিগ্রোণ পশ্চাৎ ফেলিয়াছে; তাহারা মিক্‌মসে আপন দ্রব্যসামগ্রী রাখিয়াছে; ২৯ ঘাট ছাড়িয়া আসিয়া [বলিতেছে], গেবাতে রাত্রি যাপন করিব; রামৎ কাঁপিতেছে, শৌলের গিবিয়া পলায়ন করিতেছে। ৩০ হে গল্লীমের কন্যে, তুমি আপন স্বরে উচ্চৈঃশব্দ কর; হে লয়িশ, অবধান কর; হে অনাথোৎ, তোমার দুঃখ উপস্থিত হইল। ৩১ মদ্‌মেনার লোক পলায়ন করিল; গেবীম্‌নিবাসিগণ সকলই স্থানান্তরে লইয়া গেল। ৩২ সে কেবল অদ্য নোবে বিলম্ব করিতেছে, পরে সিয়োনের কন্যার পর্ব্বতের অর্থাৎ যিরূশালেম গিরির প্রতিকূলে হস্ত তুলিবে।

৩৩ দেখ, প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু মহাভয়ঙ্কররূপে শাখাভঙ্গ করিবেন; তাহাতে অতি উচ্চমস্তক [বৃক্ষ] সকল ছিন্ন হইবে, ও অতি উন্নত [দারু] সকল ভূমিসাৎ হইবে। ৩৪ তিনি লৌহদ্বারা বনের ঝাড় সকল কাটিয়া ফেলিবেন, এবং লিবানোন মহাপরাক্রান্তের [আঘাত]দ্বারা নিপাতিত হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ পরন্তু যিশয়ের গুঁড়িহইতে এক শাখা নির্গত হইবেন, ও তাহার মূলহইতে ফলবতী এক চারা উৎপন্ন হইবেন। ২ এবং সদাপ্রভুর আত্মা অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও বিবেচনাদায়ক আত্মা, মন্ত্রণা ও পরাক্রমদায়ক আত্মা, সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞান ও ভীতিজনক আত্মা তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। ৩ তিনি সদাপ্রভুর ভীতিতে আমোদিত হইবেন; এবং চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, ও কর্ণের শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না। ৪ কিন্তু ধর্ম্মে দীনহীনদের বিচার করিবেন, ও সারল্যে পৃথিবীস্থ নম্র লোকদের জন্যে নিষ্পত্তি করিবেন, ও আপন মুখস্থিত দণ্ডদ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, ও আপন ওষ্ঠাধরের বায়ুদ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। ৫ এবং ধর্ম্ম তাঁহার ঊরুদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কটিবন্ধনী হইবে।

৬ আর তৎকালে কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস করিবে, ও চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে, এবং বাছুর ও যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে, এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে। ৭ ধেনু ও ভল্লূকী চরিলে তাহাদের বৎস সকল একত্র শয়ন করিবে, এবং সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে। ৮ এবং স্তন্যপায়ি শিশু কেউটিয়া সর্পের গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে, ও ত্যক্তস্তন্য বালক কৃষ্ণসর্পের বিবরের উপরে হস্ত প্রসারণ করিবে। ৯ সে সকল আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলেতে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।

১০ আর সেই সময়ে জাতিদের ধ্বজারূপে যিশয়ের মূল উত্থাপিত [থাকাতে] সর্ব্বজাতীয় লোক তাঁহার অন্বেষণ করিবে, তাহাতে তাঁহার বিশ্রামস্থান প্রতাপান্বিত হইবে। ১১ এবং সেই সময়ে প্রভু আপন প্রজাগণের অবশিষ্টাংশকে অর্থাৎ অশূর্‌ ও মিসর্‌ ও পথ্রোষ্‌ ও কূশ্‌ ও এলম ও শিনিয়র ও হমাৎ ও সমুদ্রের দ্বীপসমূহহইতে অবশিষ্ট লোকদিগকে মুক্ত করিয়া আনিতে দ্বিতীয় বার হস্তক্ষেপ করিবেন; ১২ এবং পরজাতীয়দের নিমিত্তে ধ্বজা তুলিবেন, ও পৃথিবীর চতুঃসীমাহইতে ইস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন। ১৩ অধিকন্তু ইফ্রয়িমের ঈর্ষ্যা ঘুচিবে, ও যিহূদার দৌরাত্ম্যকারিগণ উচ্ছিন্ন হইবে; ইফ্রয়িম যিহূদার উপর ঈর্ষ্যা করিবে না, ও যিহূদা ইফ্রয়িমের প্রতি দৌরাত্ম্য করিবে না। ১৪ এবং তাহারা উভয়ে পশ্চিমদিগে পলেষ্টীয়দের স্কন্ধদেশে ছোঁ মারিবে, ও একত্র হইয়া পূর্ব্বদেশীয় লোকদের দ্রব্য লুট করিবে; ইদোম্‌ ও মোয়াব্‌ তাহাদের হস্তগত হইবে, এবং অম্মোনের সন্তানেরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হইবে। ১৫ এবং সদাপ্রভু মিস্রীয় সমুদ্রের জিহ্বাকৃতি ভাগ বর্জ্জিত স্থান করিবেন, ও [ফরাৎ] নদীর প্রতি আপন বায়ুর উত্তাপ সম্বলিত হস্ত দোলাইবেন, ও তাহাকে প্রহার করিয়া সপ্ত প্রণালী করিবেন, ও লোককে সপাদুক চরণে পার করিবেন। ১৬ এবং মিসর্‌দেশহইতে নির্গমনকালে যেমন ইস্রায়েলের নিমিত্তে পথ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার প্রজাদের অবশিষ্টাংশের, অর্থাৎ অশূরহইতে অবশিষ্ট লোকদের নিমিত্তে এক রাজপথ হইবে।

১২ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে তুমি বলিবা, হে সদাপ্রভো, আমি তোমার স্তবগান করিব; যেহেতুক তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলা, কিন্তু তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল, ও তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ। ২ ঐ দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণস্বরূপ; আমি সাহস করিব, ভীত হইব না; কেননা যাঃ নামে সদাপ্রভু আমার বল ও গানস্বরূপ হইয়া আমার পরিত্রাতা হইলেন। ৩ হাঁ, তোমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক ত্রাণের উনুইহইতে জল তুলিবা। ৪ তৎকালে তোমরা বলিবা, সদাপ্রভুর স্তবগান কর, তাঁহার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা কর, জাতিগণের মধ্যে তাঁহার ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর, তাহার নাম উন্নত বলিয়া কীর্ত্তন কর। ৫ সদাপ্রভুর উদ্দেশে সঙ্গীত কর, কেননা তিনি মহিমার কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানগোচর। ৬ হে সিয়োন্‌ নিবাসিনি, তুমি উচ্চৈঃস্বর ও আনন্দগান কর; কেননা যিনি ইস্রায়েলের পাবন, তিনি তোমার মধ্যে মহান্‌।

১৩ অধ্যায়।

১ বাবিল বিষয়ক ভাবোক্তি। আমোসের পুত্র যিশায়াহ এই দর্শন পাইয়াছিল।

[২] তোমরা বৃক্ষশূন্য পর্ব্বতের উপরে ধ্বজা তুল, ও লোকদের নিমিত্তে উচ্চধ্বনি কর ও হস্তদ্বারা সঙ্কেত কর; তাহারা দেশাধ্যক্ষদের পুরদ্বারে প্রবেশ করুক। [৩] আমি আপনার পবিত্রীকৃত লোকদিগকে আদেশ করিয়াছি, এবং আমার ক্রোধ সফল করণার্থে আমার বীরগণকে আহ্বান করিয়াছি; তাহারা আমার দত্ত সম্ভ্রমে উল্লাসিত। [৪] শুন ২, পর্ব্বতগণেতে লোকারণ্যের রব হইতেছে, মহাজনতা যেন দেখা যাইতেছে; শুন ২, একত্রীকৃত পরজাতীয়দের রাজ্যসমূহের কলরব উঠিতেছে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু সংগ্রামের নিমিত্তে বাহিনী রচনা করিতেছেন। [৫] দূরদেশহইতে অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের প্রান্তহইতে সদাপ্রভু ও তাঁহার ক্রোধাস্ত্রস্বরূপ লোকেরা সমস্ত পৃথিবী উচ্ছিন্ন করিতে আসিতেছেন।

[৬] সকলে হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর দিন নিকটবর্ত্তী; সর্ব্বশক্তিমানের [প্রেরিত] সর্ব্বনাশ যেন আসিতেছে। [৭] তজ্জন্য সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইতেছে ও মর্ত্ত্যমাত্রের হৃদয় দ্রব হইতেছে; [৮] এবং সকলে বিহ্বল হইল, ও নানা যন্ত্রণা ও ব্যথাগ্রস্ত হইল, এবং প্রসবকারিণীর ন্যায় বেদনার্ত্ত হইল; তাহাদের এক জন অন্যের প্রতি নিঃস্পন্দ দৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের মুখ অগ্নিশিখার ন্যায়। [৯] দেখ, সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে; পৃথিবীকে ধ্বংসস্থান করিতে ও পাপিদিগকে তাহার মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিতে তাহা দারুণ এবং ক্রোধ ও প্রজ্বলিত কোপ সমন্বিত। [১০] বস্তুতঃ নভোমণ্ডলের তারাগণ ও মৃগশীর্ষ [প্রভৃতি নক্ষত্র] সকল দীপ্তি দিবে না; সূর্য্য উদয়সময়ে নিস্তেজ হইবে, ও চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না প্রকাশ করিবে না। [১১] হাঁ, আমি জগতের উপরে দুর্বৃত্তির ফল ও দুষ্টগণের উপরে অপরাধের ফল বর্ত্তাইব, ও অহঙ্কারিদের ঘটা শেষ করিব, ও ভীমবিক্রান্ত লোকদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। [১২] আমি উত্তম সুবর্ণহইতে মর্ত্ত্যকে, ও ওফীরের কাঞ্চনহইতে মনুষ্যকে দুর্লভ করিব। [১৩] এই জন্যে গগনমণ্ডলকে কম্পান্বিত করিব, এবং বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর ক্রোধে ও তাঁহার প্রজ্বলিত কোপের দিনে পৃথিবী টলিয়া স্থানভ্রষ্ট হইবে। [১৪] তাহাতে তাড়িত হরিণের কিম্বা অরক্ষক মেষের ন্যায় লোকেরা প্রত্যেকে আপন ২ জাতির প্রতি ফিরিবে, ও আপন ২ দেশের দিগে পলায়ন করিবে। [১৫] কিন্তু যে কাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে, সে অস্ত্রবিদ্ধ হইবে; ও যে কেহ ধরা পড়িবে, সে খড়্গে পতিত হইবে। [১৬] এবং তাহাদের সাক্ষাতে তাহাদের শিশুগণকে আছড়ান যাইবে, ও তাহাদের ঘর লুট হইবে, ও তাহাদের স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে।

[১৭] দেখ, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে মাদীয় লোকদিগকে উস্কাইব; তাহারা রূপা তুচ্ছ করিবে, ও সুবর্ণেতে প্রীতি পাইবে না। [১৮] তাহাদের ধনুর্দ্ধরেরা যুবগণকে চূর্ণ করিবে, এবং তাহারা গর্ত্তফলের প্রতি করুণা, কিম্বা বালকদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবে না। [১৯] হাঁ, রাজ্য সকলের রত্ন ও কল্দীয়দের শ্লাঘ্য ভূষণস্বরূপ যে বাবিল্, তাহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোম্ ও ঘমোরার সদৃশ হইবে। [২০] তাহার মধ্যে আর কখনো বসতি হইবে না; পুরুষপুরুষানুক্রমে তাহাতে কেহ বাস করিবে না, এবং আরবি লোকও সে স্থানে তাম্বু ফেলিবে না, এবং মেষপালকেরাও সেখানে আপন ২ পাল শয়ন করাইবে না। [২১] কিন্তু সেই স্থানে বন্য পশুগণ বাস করিবে, ও তাহাদের গৃহ সকল [পেচকের] চীৎকারে পরিপূর্ণ হইবে, ও উষ্ট্রপক্ষী সেখানে বাসা করিবে, ও লোমশ জন্তুগণ নৃত্য করিবে। [২২] এবং তাহার অট্টালিকাতে শৃগাল শব্দ করিবে, ও বিলাসপ্রাসাদে নাগেরা বাস করিবে; হাঁ, তাহার কাল শীঘ্র উপস্থিত হইবে; তাহার দিনশ্রেণী দীর্ঘ হইবে না।

১৪ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ সদাপ্রভু যাকোবের প্রতি করুণা করিবেন, এবং ইস্রায়েলকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন; এবং তাহাদের দেশে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিবেন, তাহাতে বিদেশীয় লোক তাহাদিগেতে আসক্ত ও যাকোবের কুলের সহিত যুক্ত হইবে। [২] এবং নানা জাতির লোক তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের স্থানে পঁহুছাইয়া দিবে, ও ইস্রায়েলের কুল সদাপ্রভুর দেশে তাহাদিগকে দাস দাসীর ন্যায় অধিকার করিবে। হাঁ, আপনারা যাহাদের কাছে বন্দি ছিল, তাহাদিগকে বন্দি করিবে, ও আপনাদের উপদ্রবকারিদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।

[৩] তৎকালে সদাপ্রভু তোমাকে দুঃখ ও উদ্বেগহইতে, ও যে কঠোর দাসত্বে তুমি বদ্ধ ছিলা, তাহাহইতে বিশ্রাম দিবেন। [৪] তাহাতে তুমি বাবিলের রাজার বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্তকথা লইয়া কহিবা, আহা, উপদ্রবকারী কেমন শেষ হইয়াছে! স্বর্ণাপহারিণী কেমন শেষ হইয়াছে! [৫] সদাপ্রভু দুষ্টদের দণ্ড, হাঁ, শাসনকর্ত্তাদের যষ্টি ভগ্ন করিয়াছেন। [৬] সে ক্রোধে প্রজাদিগকে আঘাত করিত, আঘাত করিতে ক্ষান্ত হইত না, এবং কোপে জাতিদের প্রতি উপদ্রব করিত, এবং অবিরত তাড়না করিত। [৭] সমস্ত পৃথিবী শান্ত ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, সকলে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিতেছে। [৮] দেবদারু ও লিবানোনের এরস্ বৃক্ষ সকলও তোমার বিষয়ে আনন্দিত হইয়া কহে, যদবধি তুমি ভূমিসাৎ হইয়াছ, তদবধি আমাদের নিকটে কোন ছেদনকর্ত্তা আইসে না। [৯] তোমার আগমনের অপেক্ষাতে অধঃস্থ পাতাল উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার নিমিত্তে প্রেতগণকে ও পৃথিবীর অগ্রেসর সকলকে সচেতন করে, ও জাতিদের রাজা সকলকে আপন ২ সিংহাসনহইতে উঠায়। [১০] তাহারা সকলে তোমার প্রসঙ্গ করিয়া কহে, ও হে, তুমিও আমাদের ন্যায় ক্ষীণবল, তুমিও আমাদের সমান হইলা। [১১] তোমার ঘটা ও তোমার নেবলযন্ত্রের মধুর বাদ্য পাতালে

অবরোহিত হইল; এবং কীট তোমার নীচে পাতিত বিছানা, ও কৃমি তোমার লেপ হইল। ১২ হে প্রত্যূষের পুত্র, প্রভাতি তারা যে তুমি, তুমি কিবা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ! ও হে জাতিগণের নিপাতকারিন্, তুমি কিবা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ! ১৩ তুমি মনে২ কহিয়াছিলা, "আমি স্বর্গারোহণ করিয়া ঈশ্বরীয় নক্ষত্রগণের ঊর্দ্ধে আপন উচ্চ সিংহাসন স্থাপন করিব, ও উত্তরদিগের গর্ত্তস্থ সমাগমপর্ব্বতে বসিব; ১৪ আমি মেঘরূপ উচ্চস্থলীতে উঠিয়া সর্ব্বোপরিস্থের তুল্য হইব।" ১৫ তুমি তো পাতালেই গর্ত্তের গর্ত্তেই অবরোহিত হইয়াছ। ১৬ যাহারা তোমাকে দেখে, তাহারা একদৃষ্টিতে তোমার প্রতি নিরীক্ষণ করে, এবং মনে২ বিবেচনা করত কহে, "যে পুরুষ পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিত, ও রাজ্য সকল চালন করিত, ১৭ ও জগৎকে নির্জ্জন স্থানের ন্যায় করিত, ও তথাকার নগর সকল উৎপাটন করিত, ও বন্দি লোকদিগকে বাটী যাইতে দিত না এ কি সেই?" ১৮ পরজাতিদের রাজা সকল সসম্মানে আপন২ আগারে শয়ন করিতেছে। ১৯ কিন্তু তুমি আপন কবরস্থানহইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, এবং কুৎসিত পল্লবের সদৃশ হইয়া হত ও খড়্গাবিদ্ধ ও গর্ত্তের প্রস্তররাশিতে নিক্ষিপ্ত লোকসমূহের দেহদ্বারা আচ্ছাদিত, ও পদে দলিত শবের তুল্য হইয়াছ। ২০ তুমি উহাদের সহিত কবরস্থ হইবা না; কারণ তুমি স্বদেশ উচ্ছিন্ন করিয়া আপন প্রজাদিগকে বধ করিয়াছ; দুরাচারির বংশ অনন্তকালেও সুখ্যাতি পায় না। ২১ তোমরা উহার পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ প্রযুক্ত উহার সন্তানগণের জন্যে হত্যার স্থান প্রস্তুত কর; তাহারা উঠিয়া পৃথিবী অধিকার না করুক, ও জগৎ সমুদয়কে নগরে পরিপূর্ণ না করুক। ২২ আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিব; সদাপ্রভু কহেন, আমি বাবিলের নাম ও অবশিষ্টাংশ ও পুত্রপৌত্রাদি বংশকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৩ এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি ঐ নগর শজারুর অধিকার করিব, ও তাহাকে জলাভূমি করিব, ও সংহাররূপ মার্জ্জনীদ্বারা মার্জন করিব।

২৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু শপথ করিয়া কহেন, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ অবশ্য ঘটিবে; এবং যে মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা স্থির হইবে। ২৫ ফলতঃ আমার দেশে অশূরীয় [রাজাকে] ভগ্ন ও আমার পর্ব্বতে মর্দ্দিত করিব; তাহাতে লোকদের স্কন্ধহইতে তাহার যোঁয়ালি দূর হইবে, ও তাহাদের গ্রীবাহইতে তাহার ভার নীত হইবে। ২৬ সমস্ত পৃথিবীর বিষয়ে এই মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে, ও পরজাতি সকলের উপরে এই হস্ত বিস্তীর্ণ আছে। ২৭ হাঁ, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই মন্ত্রণা করিয়াছেন, কে তাহা ব্যর্থ করিবে? ও তাঁহারই হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে, কে তাহা ফিরাইবে?

২৮ আহস্ রাজার মরণবৎসরে এই ভাবোক্তি হইল। ২৯ হে পলেষ্টিয়ে, তুমি যে দণ্ডদ্বারা প্রহারিত হইতা, তাহা ভগ্ন হওয়াতে সর্ব্বসাধারণে আনন্দ করিও না; কেননা সেই মূলস্বরূপ সর্পহইতে কেউটিয়া সর্প উৎপন্ন হইবে, এবং জ্বলন্ত উড্ডীয়মান সর্প তাহার ফলস্বরূপ হইবে। ৩০ দীনহীনদের জ্যেষ্ঠ সন্তানেরা চরাণি পাইবে, ও দরিদ্রগণ নির্ভয়ে শয়ন করিবে; কিন্তু আমি দুর্ভিক্ষদ্বারা তোমার মূল মৃত্যুসাৎ করিব, এবং তোমার অবশিষ্টাংশ তাহাদ্বারা মারা পড়িবে। ৩১ হে পুরদ্বার, হাহাকার কর; হে নগর, ক্রন্দন কর; হে পলেষ্টীয়ে, তোমার সমুদয় বিলীন হইবে; কেননা উত্তরদিগহইতে ধূম আসিতেছে, তাহার সমাহূত লোকদের মধ্যে কেহ পৃথক্ থাকে না। ৩২ আর এই জাতির দূতগণকে কি উত্তর দেওয়া যাইবে? সদাপ্রভু সিয়োনের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুঃখি প্রজাগণ তাহার মধ্যে আশ্রয় পাইবে।

১৫ অধ্যায়।

মোয়াব্ বিষয়ক ভাবোক্তি।

১ রাত্রিকালে আর্-মোয়াব্ নষ্ট ও ধ্বংসিত হইল; হাঁ, রাত্রিকালে কীর্-মোয়াব নষ্ট ও ধ্বংসিত হইল। ২ রোদন করণার্থে লোকেরা দেবালয়ে ও দীবোনের নিবাসিগণ উচ্চস্থলীতে গমন করিতেছে; নবোর ও মেদবার উপরে মোয়াব হাহাকার করিতেছে, তাহার প্রত্যেকের মস্তক মুণ্ডন হইয়াছে, ও প্রতিজনের শ্মশ্রু কাটা গিয়াছে। ৩ তাহার সকল সড়কে লোক চট পরিধান করিয়াছে, তাহার সকল ছাতের উপরে ও চকের মধ্যে সমস্ত লোক হাহাকার করিতেছে, ও রোদন করত যেন গলিয়া পড়িতেছে। ৪ এবং হিশ্বোন্ ও ইলিয়ালী ক্রন্দন করিতেছে; তাহাদের রব যহস্ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে; তজ্জন্য মোয়াবের যোদ্ধাগণ আর্ত্তনাদ করিতেছে, প্রত্যেকের প্রাণ তাহার আর্ত্তিজনক হয়। ৫ মোয়াবের জন্যে আমার হৃদয় ক্রন্দন করিতেছে; তাহার পলাতক লোকেরা ত্রিহায়ণী গাভীস্বরূপ সোয়র্ [পুরী] পর্য্যন্ত যাইতেছে; তাহারা রোদন করত লূহীতের ঘাট আরোহণ করিতেছে, ও হোরোণয়িমের মার্গে বিনাশ প্রযুক্ত ক্রন্দন করত আর্ত্তনাদ করিতেছে। ৬ নিম্রীমের জলসমূহ মরুস্থান হইল; হাঁ, ঘাস শুষ্ক, ও নবীন তৃণ শেষ হইল, হরিদ্বর্ণ কিছুই জন্মে না। ৭ এই জন্যে তাহারা আপনাদের রক্ষিত ধন ও সঞ্চিত দ্রব্য বাইশীবৃক্ষের স্রোতোমার্গের পারে লইয়া যাইতেছে। ৮ হাঁ, ক্রন্দনের শব্দ মোয়াবের পরিসীমা বেষ্টন করিয়াছে; তাহার হাহাকার ইগ্লয়িম্ পর্য্যন্ত, হাঁ, তাহার হাহাকার বেরেলীম্ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে। ৯ দীমোনের জলসমূহ রক্তময় হইল; এবং আমি দীমোনের উপরে আরো দুঃখ, ও মোয়াবের পলাতকের উপরে ও দেশের অবশিষ্টাংশের উপরে সিংহ আনয়ন করিব।

১৬ অধ্যায়।

[1] তোমরা দেশাধ্যক্ষকে দাতব্য পুষ্ট মেষ সেলাহইতে প্রান্তরের মধ্য দিয়া সিয়োন্ কন্যার পর্ব্বতে পাঠাইয়া দেও।

[2] বাসাহইতে তাড়িত ভ্রমণকারি পক্ষির ন্যায় মোয়াবের কন্যাগণ অর্ণোনের সকল তরণস্থানে [আসিয়া বলিবে, হে সিয়োন,] [3] মন্ত্রণা যোগাও, বিচার কর, মধ্যাহ্নকালে আপনার ছায়াকে রাত্রিকালের ন্যায় কর, বহিষ্কৃতদিগকে লুকাইয়া রাখ; ভ্রমণকারিদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিও না। [4] মোয়াব্‌হইতে বহিষ্কৃত আমার লোকদিগকে প্রবাসার্থ স্থান দেও; বিনাশকের সম্মুখহইতে তাহাদের অন্তরাল হও; কেননা উৎপীড়ক শেষ হইল, অপহার সমাপ্ত হইল; যে লোকদিগকে পদতলে দলিত করিত, সে দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইল। [5] তাহাতে দয়াদ্বারা [তোমার] সিংহাসন সুস্থির থাকিবে, এবং বিচারে যত্নবান ও ধর্ম্মসাধনে সত্বর এক বিচারকর্ত্তা দায়ূদের তাম্বুতে তাহার উপরে সত্যের প্রভাবে বসিবেন।

[6] আমরা মোয়াবের ঘটা ও অত্যন্ত গর্ব্ব ও অভিমান ও ঘটা ও ক্রোধের কথা শুনিয়াছি; তাহার বকাবকি যথার্থ নয়। [7] তজ্জন্য মোয়াবের নিমিত্তে মোয়াব্ হাহাকার করিবে, তাহার সমস্ত লোক হাহাকার করিবে; তোমরা কীর-হেরসের কাঁথড়ার নিমিত্তে কাকুক্তি করিবা; ও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইবা। [8] হাঁ, হিশ্‌বোনের ক্ষেত্র সকল ম্লান হইল; সিব্‌মার দ্রাক্ষালতা পরজাতিদের অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক পদাহত হইল; তাহার নবীন পল্লব যাসের পর্য্যন্ত গমন করিত, ও তাহার শাখা প্রান্তরে যাইত, এবং বিস্তৃত হইয়া সমুদ্র পার হইত। [9] অতএব যাসেরের রোদনকালে আমিও সিব্‌মার দ্রাক্ষালতার নিমিত্তে রোদন করিব; হে হিশ্‌বোন্, হে ইলিয়ালি, আমি নেত্রজলে তোমাকে অভিষিক্ত করিব; কেননা তোমার দ্রাক্ষাফল ও শস্যচ্ছেদনের সময়ে সিংহনাদরূপ বজ্রপাত হইল। [10] এবং ফলবৃক্ষের উদ্যানহইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল; দ্রাক্ষাক্ষেত্রেও লোকেরা আনন্দগান ও হর্ষনাদ আর করে না; এবং কেহ পদদ্বারা চাপ দিয়া কুণ্ডে আর দ্রাক্ষারস বাহির করে না, [মজুরদের] গান শেষ হইল। [11] এই কারণ আমার নাড়ী মোয়াবের জন্যে ও আমার অন্তর কীর-হেরসের নিমিত্তে বীণার ন্যায় বাজিতেছে। [12] যদ্যপি মোয়াব্ উচ্চস্থলীতে উপস্থিত হইয়া আপনাকে ক্লান্ত করিবে, ও প্রার্থনা করণার্থে আপন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে, তথাপি কৃতার্থ হইবে না।

[13] সদাপ্রভু মোয়াবের বিষয়ে ঐ কথা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন; [14] পরন্তু এখন সদাপ্রভু এই কথা কহিতেছেন, বেতনজীবির বৎসরের ন্যায় তিন বৎসর গেলে বৃহৎ লোকারণ্য শুদ্ধ মোয়াবের গৌরব লাঘব হইবে, এবং অবশিষ্টাংশ অতি অল্প ও ক্ষীণবল হইবে।

১৭ অধ্যায়।

দম্মেশক্ বিষয়ক ভাবোক্তি।

[1] দেখ, দম্মেশক্ অপসারিত হইয়া আর নগর না থাকিয়া কাঁথড়ার ঢিবি হইবে। [2] অরোয়েরের সকল নগর ত্যক্ত হইয়া পশুপালদের অধিকার হইবে; তাহারা সেই স্থানে শয়ন করিবে, কেহ তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে না। [3] এবং ইফ্রয়িমের দুর্গ ও দম্মেশকের রাজ্য এবং অরামের অবশিষ্টাংশ লুপ্ত হইবে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, সে সকল ইস্রায়েলের সন্তানগণের গৌরবের সমান হইবে। [4] ফলতঃ সেই সময়ে যাকোবের গৌরব ক্ষীণ হইবে, ও তাহার মাংসের স্থূলতা কৃশ হইয়া পড়িবে। [5] এবং যেমন কেহ ক্ষেত্রস্থ শস্য সংগ্রহ করিবার সময়ে হাত বাড়াইয়া শীষ সকল তুলে, কিম্বা যেমন কেহ রফায়ীম্ তলভূমিতে শীষ কুড়ায়, তেমনি হইবে। [6] ফলতঃ তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিবে; জিতবৃক্ষের ফল ঝরাওনের পরেও যেমন তাহার উচ্চতম স্থানে গোটা দুই তিন ফল, কিম্বা ফলবতী শাখাতে গোটা চারি পাঁচ ফল থাকে [তেমনি হইবে]; ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বচন। [7] তৎকালে মনুষ্য আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ও তাহার চক্ষু ইস্রায়েলের পাবনের প্রতি চাহিয়া থাকিবে। [8] সে আপন হস্তকৃত যজ্ঞবেদিসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, ও তাহার চক্ষু আপন অঙ্গুলিকৃত বস্তু ও আশেরার মূর্ত্তি ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল দেখিতে পারিবে না। [9] সেই সময়ে দেশের দৃঢ় নগর সকল ইস্রায়েলের সন্তানগণের ভয়ে পরিত্যক্ত বনের কিম্বা পর্ব্বতাগ্রের ন্যায় হইবে; ফলতঃ [সকলই] ধ্বংসস্থান হইবে। [10] কারণ তুমি আপন ত্রাণাকর ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছ, ও তোমার দুর্গস্বরূপ ধরকে স্মরণ কর নাই; এই জন্যে সুন্দর ২ চারা রোপণ করিতেছ, ও বিদেশীয় কলম লাগাইতেছ। [11] যদ্যপি তুমি রোপনের দিনে তাহাতে বেড়া দেও, ও প্রাতঃকালে তোমার চারা পুষ্পিত হয়, তথাপি দুর্ভাগ্যের ও অপ্রতিকার্য্য দুঃখের দিনে তাহার ফল উড়িয়া যাইবে।

[12] হায় ২, অনেক জাতির কোলাহল হইতেছে; তাহারা সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায় ধ্বনি করিতেছে; এবং জনবৃন্দগণের গর্জ্জন হইতেছে, তাহারা প্রবল বন্যার ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। [13] জনবৃন্দগণ প্রবল বন্যার ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক্ দিলে তাহারা দূরে পলায়ন করিবে; এবং বায়ুর সম্মুখে পর্ব্বতস্থ পোয়ালের ন্যায় কিম্বা ঘূর্ণবায়ুর অগ্রে তৃণরাশির ন্যায় তাড়িত হইবে। [14] দেখ, সন্ধ্যাকালে বিহ্বলতা উপস্থিত হইবে ও প্রভাতের পূর্ব্বে সকলে বিনষ্ট হইবে; এই আমাদের সর্ব্বস্বাপহারিদের অধিকার, ও এই আমাদের লুটকারিদের ভাগ্য।

১৮ অধ্যায়।

[১] হে কূশ্‌দেশীয় নদীগণের ওপারে স্থিত ও পক্ষের ঝিঁঝীশব্দবিশিষ্ট [২] ও সমুদ্রপথে নলনির্ম্মিত নৌকাতে জলের উপর দিয়া দূতগণকে প্রেরণকারি দেশ,শুন। হে দ্রুতগামি দূতগণ, যে জাতি দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ, যে রাজ্য স্বস্থানাবধি দূর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর, যে জাতি দ্বিগুণ বল বিশিষ্ট ও মর্দ্দনপ্রিয়, ও যাহার দেশ নদনদীদ্বারা বিভক্ত, তাহার নিকটে গমন কর। [৩] হে জগন্নিবাসিগণ, হে পৃথিবীস্থ লোক সকল; যখন পর্ব্বতগণের উপরে ধ্বজা উঠিবে, তখন দৃষ্টিপাত করিও, এবং তূরী বাজিলে শ্রবণ করিও। [৪] কেননা সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যাবৎ নির্ম্মল আকাশে সতেজ রৌদ্র কিম্বা শস্য কাটনের গ্রীষ্মসময়ে শিশিরযুক্ত মেঘ থাকে, তাবৎ আমি আপন বাসস্থানে সুখাসীন থাকিয়া নিরীক্ষণ করিব। [৫] কিন্তু দ্রাক্ষা সঞ্চয় করণের পূর্ব্বে যে সময়ে মুকুল পরিণত হওয়াতে পুষ্পহইতে দ্রাক্ষাফল জন্মিয়া পক্ক হইবে, সেই সময়ে তিনি কাস্ত্যা দিয়া তাহার ডগা কাটিবেন, ও তাহার সকল শাখা ছেদন করিয়া দূর করিবেন। [৬] পর্ব্বতস্থ হিংসক পক্ষিদের ও বন্য পশুদের নিমিত্তে সে সকল ত্যক্ত হইবে; এবং হিংসক পক্ষিগণ তাহার উপরে গ্রীষ্মকাল যাপন করিবে, ও বন্য পশু সকল তাহার উপরে শীতকাল যাপন করিবে। [৭] তৎকালে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নিকটে ঐ দীর্ঘকায় ও মসৃণাঙ্গ জাতি উপহার বলিয়া আনীত হইবে; হাঁ, সেই যে রাজ্য স্বস্থানাবধি দূর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাহাহইতে দ্বিগুণ বল বিশিষ্ট ও মর্দ্দনপ্রিয় ও নদনদীদ্বারা বিভক্ত দেশনিবাসি ঐ জাতি তাঁহার নামবিশিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ সিয়োন্‌ পর্ব্বতে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর কাছে [আনীত হইবে]।

১৯ অধ্যায়।

মিসর্‌ বিষয়ক ভাবোক্তি।

[১] দেখ, সদাপ্রভু দ্রুতগামি মেঘে আরূঢ় হইয়া মিসরে গমন করিতেছেন; তাহাতে মিসরের প্রতিচ্ছায়াগণ তাঁহার সাক্ষাতে কম্পান্বিত, ও মিস্রীয় লোকদের অন্তরস্থ হৃদয় দ্রব হইতেছে। [২] পরন্তু আমি মিস্রীয়দিগকে মিস্রীয়দের বিপরীতে উস্কাইব; তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ ভ্রাতার ও বন্ধুর সহিত, [হাঁ,] এক নগর অন্য নগরের সহিত, ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে। [৩] এবং মিস্রীয়দের অন্তরস্থ উৎসাহ পতিত জলের ন্যায় হইবে, ও আমি তাহাদের মন্ত্রণা গ্রাস করিব; তাহারা প্রতিচ্ছায়া ও ভেল্কীকর ও ভূতুড়িয়া ও গুণিদের নিকটে জিজ্ঞাসা করিবে। [৪] এবং আমি মিস্রীয়দিগকে কঠিন প্রভুর হস্তে বদ্ধ করিব, এক দুরন্ত রাজা তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবে, ইহা প্রভুর অর্থাৎ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বচন। [৫] তৎকালে সমুদ্র নির্জ্জল হইবে, ও নদী চড়া পড়িয়া শুকিয়া যাইবে, [৬] ও তাহার স্রোত সকল দুর্গন্ধ হইবে, এবং মিসরের খাল সকল ছোট হইয়া চড়া পড়িবে; তাহাতে নল ও খাগড়া ম্লান হইবে। [৭] এবং খালের নিকটস্থ বরং খালের তীরস্থ মাঠ সকল ও খালের জলসিক্ত ক্ষেত্র সকল শুষ্ক ধূলি হইয়া উড়িয়া যাইবে, কিছুই থাকিবে না। [৮] এবং ধীবরগণ হাহাকার করিবে; এবং যে সকল লোক খালে বড়শী ফেলে, তাহারা বিলাপ করিবে; এবং যাহারা স্রোতের মুখে জাল পাতে, তাহারা অবসন্ন হইবে। [৯] এবং যাহারা মসিনার অংশুক প্রস্তুত করে, কিম্বা শুক্ল বস্ত্র বুনে, তাহারা লজ্জিত হইবে। [১০] এবং স্তম্ভস্বরূপ লোকেরা ক্ষুণ্ণ হইবে; ও বেতনজীবিরা মনে দুঃখিত হইবে।

[১১] সোয়নের প্রধানবর্গ নিতান্ত অজ্ঞান; ফরৌণের যে জ্ঞানি মন্ত্রিগণ, [তাহাদের] মন্ত্রণা পাগলামি হইল। আমি জ্ঞানিদের পুত্র ও প্রাচীন রাজাদের সন্তান, এই কথা তোমরা কেমন করিয়া ফরৌণকে বলিতে পার? [১২] তোমার সেই জ্ঞানবানেরা কোথায়? তাহারা এক বার তোমাকে সংবাদ দিউক; তাহাতে বাহিনীগণের সদাপ্রভু মিসরের প্রতিকূলে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, লোকে তাহা জানিতে পারিবে। [১৩] সোয়নের প্রধানবর্গ অজ্ঞান হইল; মোফের প্রধানবর্গ মুগ্ধ হইল; যাহারা মিস্রীয় বংশদের স্তম্ভস্বরূপ তাহারা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করে। [১৪] সদাপ্রভু মিসরের অভ্যন্তরে ভ্রান্তিজনক ভাবরূপ মদ্য ঢালিয়া দিয়াছেন; মত্ত লোক যেমন আপন বমিতে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ উহারা মিসর্‌কে তাহার সমস্ত কর্ম্মে ভ্রান্ত করে। [১৫] মিসরের জন্যে মস্তকের কি লাঙ্গূলের, বাল্‌দের কি খাগড়ার কর্ত্তব্য কোন কার্য্য সফল হইবে না। [১৬] সেই সময়ে মিস্রীয়েরা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইবে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদের উপরে যে হস্ত দোলাইবেন, তাহার দোলনের ভয়ে তাহারা কাঁপিবে ও ত্রাসযুক্ত হইবে। [১৭] বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদের বিপরীতে যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহার ভয়ে যিহূদা দেশ মিস্রীয়দের মূর্চ্ছাজনক হইবে, কাহারো কাছে তাহার নামমাত্র করিলে সে ত্রাসযুক্ত হইবে।

[১৮] সেই সময়ে মিসর্‌দেশের মধ্যে স্থিত পাঁচ নগর কনানীয় ভাষাবাদী হইবে, ও বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নামের উক্তিতে শপথ করিবে। [তাহার] এক নগর উৎপাটননগর নামে বিখ্যাত হইবে। [১৯] তৎকালে মিসর্‌দেশের মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর এক যজ্ঞবেদি হইবে, এবং তাহার সীমার নিকটে সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক স্তম্ভ স্থাপিত হইবে। [২০] তাহা মিস্রীয়দের দেশে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর অভিজ্ঞান ও সাক্ষিস্বরূপ হইবে; কেননা তাহারা উপদ্রবকারিদের ভয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিলে তিনি এক জন তারক ও মহল্লোককে পাঠাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। [২১] এবং সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে আপনার পরিচয় দিবেন, এবং তৎ-

কালে মিস্রীয় লোকেরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হইবে, ও বলিদান ও নৈবেদ্যদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও সদাপ্রভুর কাছে মানত করিয়া শোধ করিবে। ২২ এই রূপে সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে প্রহার করিবেন, ও প্রহার করিয়া সুস্থ করিবেন; ফলতঃ তাহারা সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে, তাহাতে তিনি তাহাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিবেন। ২৩ সেই সময়ে মিসরহইতে অশূরে যাইবার এক রাজপথ হইবে; তাহাতে অশূরীয় লোকেরা মিসরে, ও মিস্রীয়েরা অশূরে যাতায়াত করিবে, এবং মিস্রীয়েরা অশূরীয়দের সঙ্গে আরাধনা করিবে। ২৪ সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে ইস্রায়েল্ মিসরের ও অশূরের সহিত তৃতীয় আশীর্ব্বাদপাত্র হইবে; ২৫ ফলতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিবেন, আমার প্রজা মিসর, ও আমার হস্তকৃত অশূর, ও আমার অধিকার ইস্রায়েল্ আশীর্ব্বাদযুক্ত হউক।

২০ অধ্যায়।

১ অশূরীয় সর্গোন্ নামক রাজার প্রেরিত যে তর্ত্তন [সেনাপতি] অস্দোদ্ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিল, ২ অস্দোদে তাহার উপস্থিত হওন বৎসরে সদাপ্রভু আমোসের পুত্র যিশায়াহদ্বারা এই কথা কহিলেন, যথা, তুমি যাইয়া আপন কটিদেশহইতে চট মুক্ত কর, ও পদহইতে পাদুকা খুল; তাহাতে সে তাহা করিয়া বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩ তখন সদাপ্রভু কহিলেন, আমার দাস যিশায়াহ বিবস্ত্র ও শূন্যপদ হইয়া যে ভ্রমণ করিয়াছে, মিসর্ ও কূশ্ দেশের বিষয়ে তাহা তিন বৎসরের অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ। ৪ অশূরের রাজা মিস্রীয়দের লজ্জার জন্যে আবালবৃদ্ধ মিস্রীয় বন্দি ও কূশীয় নির্ব্বাসিত লোকদিগকে তেমনি বিবস্ত্র ও শূন্যপদ ও অনাবৃতনিতম্ব করিয়া চালাইবে। ৫ তাহাতে লোকেরা ক্ষুব্ধ হইবে, এবং আপনাদের বিশ্বাসভূমি কূশ্ ও আপনাদের দর্পাস্পদ মিসরের বিষয়ে লজ্জিত হইবে। ৬ সেই সময়ে এই অঞ্চলনিবাসিরা বলিবে, অশূরীয় রাজাহইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে আমরা যাহার কাছে সাহায্য পাইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, দেখ, এ আমাদের সেই বিশ্বাসভূমি; তবে আমরা বা কি প্রকারে বাঁচিব?

২১ অধ্যায়।

সাগরসমীপস্থ প্রান্তর বিষয়ক ভাবোক্তি।

১ দক্ষিণাঞ্চলে যেমন প্রান্তরহইতে আগত ঝড় মহাবেগে অগ্রসর হয়, তেমনি ভয়ঙ্কর দেশহইতে [বিপদ] আসিতেছে। ২ এক দারুণ দর্শন আমাকে জ্ঞাত করা গেল; বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা, ও বিনাশকেরা বিনাশ করিতেছে; হে এলম্, উঠিয়া যাও; হে মাদিয়ে, অবরোধ কর; আমি বিলাপের [মূল] উৎপাটন করিব। ৩ ইহাতে আমার সমস্ত কটিদেশে অঙ্গগ্রহ হইল, প্রসবকারিণীর বেদনার ন্যায় বেদনা আমাকে ধরিল; আমি এমত সঙ্কুচিত যে শুনিতে পাই না, এবং এমত বিহ্বল যে দেখিতে পাই না। ৪ আমার হৃদয় দুপ২ করিতেছে; মহাত্রাস আমাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে; আমি যে সন্ধ্যাকাল ভাল বাসি, তাহা তিনি আমার পক্ষে ভয়ানক করিলেন। ৫ মেজ প্রস্তুত, প্রহরিগণ নিযুক্ত; ভোজন পান চলিতেছে; হে সেনাপতিগণ, উঠ, আপন২ ঢাল তৈলাক্ত কর। ৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, এক জন প্রহরিকে নিযুক্ত কর; সে যাহা২ দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। ৭ সে সমারোহ দেখিবে; দুই২ জন করিয়া অশ্বারোহিগণ, এবং গর্দ্দভারোহি ও উষ্ট্রারোহি লোকদের সমারোহ [আসিবে]; তখন সে যথাসাধ্য অবধান করত কর্ণপাত করিবে। ৮ অপর সে সিংহবৎ উচ্চৈঃশব্দ করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি দিনমানে নিরন্তর প্রহরির স্থানে থাকি, এবং এই কএক রাত্রি আপন রক্ষাস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। ৯ অপর দেখ, এক সমারোহ আইল; দুই২ জন অশ্বারোহি পুরুষ [আসিয়া] প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, "পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তিনি তাহার খোদিত দেবপ্রতিমা সকল খণ্ড২ করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন।" ১০ হে আমার মর্দ্দনীয় শস্য, হে আমার খামারের ধন, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর কাছে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম।

দূমা বিষয়ক ভাবোক্তি।

১১ কেহ সেয়ীরহইতে আমাকে ডাকিয়া কহিতেছে, হে প্রহরি, কত রাত্রি হইল? হে প্রহরি, কত রাত্রি হইল? ১২ তাহাতে প্রহরী উত্তর করিল, প্রাতঃকাল আইসে এবং রাত্রিও আইসে; যদি জিজ্ঞাসা করিবা, তবে জিজ্ঞাসা করিও, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আসিও।

আরব বিষয়ক ভাবোক্তি।

১৩ হে দদানীয় পথিকদল সকল, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবা। ১৪ হে তেমানিবাসি লোক সকল, তোমরা জল লইয়া তৃষিত লোকদের সহিত সাক্ষাৎ কর, এবং প্রত্যুদ্গমন করত পলাতক লোককে তাহার অন্ন দেও। ১৫ কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখহইতে ও নিষ্কোষ করবালের ও আকর্ষিত ধনুর ও ভারি যুদ্ধের সম্মুখহইতে পলায়ন করিতেছে। ১৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবির বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর গত হইলে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে। ১৭ এবং কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্দ্ধরমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহিয়াছেন।

২২ অধ্যায়।

দর্শনোপত্যকা বিষয়ক ভাবোক্তি।

১ হে কলরবপূর্ণা, কোলাহলযুক্তা ও উল্লাসপ্রিয়া

পুরি, এখন তোমার কি হইল, যে তোমার নিবাসিগণ সকলে গৃহের ছাতে উঠিয়াছে ? ২ তোমার হত লোকেরা খড়্গাহত কিম্বা যুদ্ধে মৃত লোক নয়। ৩ তোমার শাসনকর্ত্তারা সকলে একেবারে পলায়ন করিয়া বিনা ধনুতে বদ্ধ হইল; তোমার মধ্যে যে সকল লোক পাওয়া গেল, তাহারা এককালে বদ্ধ হইল, দূরে পলাইয়াও [বদ্ধ হইল]। ৪ এই নিমিত্তে আমি বলি, আমাকে ছাড়িয়া অন্য দিগে দৃষ্টিপাত কর, আমি তীব্র রোদন করিব; আমার দেশের রাজকুমারীর সর্ব্বনাশ বিষয়ে আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিও না। ৫ কেননা দর্শনোপত্যকাতে প্রভুর [অর্থাৎ] বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর প্রেরিত কোলাহলের ও দলনের ও ব্যাকুলতার দিন উপস্থিত হইল; ভিত্তি উদ্ভিন্ন হইতেছে, ও আর্ত্তনাদ পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইতেছে। ৬ ফলতঃ এলম্ তূণ ধারণ করে, তাহার পদাতিক ও অশ্বারূঢ়গণের সমারোহ [আসিতেছে]; এবং কীরের লোক ঢাল অনাবৃত করিতেছে। ৭ তোমার উত্তম ২ তলভূমি রথে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ও অশ্বারূঢ় লোকেরা পুরদ্বারের অভিমুখে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। ৮ এবং তিনি যিহূদার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন; এমত সময়ে তুমি বনগৃহ নামক অস্ত্রাগারের প্রতি দৃষ্টি করিতেছ। ৯ এবং দায়ূদনগরের অনেক স্থান ভগ্ন আছে বলিয়া তোমরা সে সকল সন্দর্শন করিতেছ, ও নীচস্থ সরোবরের জল একত্র করিতেছ; ১০ এবং যিরূশালেমস্থ বাটী সকল গণনা করিতেছ, ও প্রাচীর দৃঢ় করণার্থে গৃহ ভাঙ্গিতেছ; ১১ এবং পুরাতন পুষ্করিণীর জল ধারণার্থে দুই ভিতের মধ্যে সরোবর খনন করিতেছ; কিন্তু যিনি এই ঘটনা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃক্পাত কর না; ও যিনি দীর্ঘকালাবধি ইহার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহাকে মান না। ১২ এবং এই কালে প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু রোদন ও বিলাপ ও মস্তকমুণ্ডন ও কটিদেশে চট বাঁধনের ঘোষণা করিতেছেন; ১৩ কিন্তু দেখ, আমোদ প্রমোদ, বলদের ও মেষের হত্যা, মাংসভক্ষণ ও দ্রাক্ষারস পান, এবং আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব, [এই প্রবাদ চলিতেছে]। ১৪ অতএব আমার কর্ণকুহরে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর [এই বিচার] জ্ঞাত করা গেল, প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, মরণকাল পর্য্যন্ত তোমাদের এই অপরাধ ক্ষমা হইবে না।

১৫ প্রভু [অর্থাৎ] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, তুমি ঐ অমাত্যের নিকটে, অর্থাৎ বাটীর অধ্যক্ষ শিব্নের নিকটে গিয়া তাহাকে বল, ১৬ হে উচ্চস্থানে আত্মকবরকারি, আপনার নিমিত্তে শৈলে আগার খনন করিতেছ যে তুমি, এখানে তোমার কি আছে ? এখানে তোমার কে বা আছে, যে তুমি আপনার জন্যে এখানে কবর খনন করিতেছ ? ১৭ দেখ, বীরের ন্যায় সদাপ্রভু তোমাকে ছুঁড়িবেন, ও দৃঢ়রূপে তোমাকে ধরিবেন। ১৮ তিনি ভাঁটার ন্যায় তোমাকে ঘুরাইয়া প্রশস্ত দেশে নিক্ষেপ করিবেন; সেই স্থানে তুমি মরিবা, এবং তোমার প্রতাপসূচক রথ সকল সেই স্থানে যাইবে; তুমি আপন প্রভুর কুলকলঙ্কমাত্র। ১৯ এবং আমি তোমার পদহইতে তোমাকে ঠেলিয়া দিব, ও তোমার স্থানহইতে তোমাকে উপড়াইয়া ফেলিব।

২০ আর সেই সময়ে আমি আপন দাসকে অর্থাৎ হিল্কিয়ের পুত্র ইলীয়াকীম্‌কে ডাকিয়া ২১ তোমার অঙ্গরক্ষক বস্ত্র তাহাকে পরিধান করাইব, ও তোমার পটুকা দিয়া তাহাকে বলবান করিব, ও তোমার কর্তৃত্বাধিকার তাহার হস্তে সমর্পণ করিব; সে যিরূশালেম নিবাসিদের ও যিহূদা কুলের পিতা হইবে। ২২ আর আমি দায়ূদ কুলের চাবি তাহার স্কন্ধে দিব; তাহাতে সে খুলিলে কেহ রুদ্ধ করিবে না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলিবে না। ২৩ যেমন দৃঢ় স্থানে দাণ্ডা বদ্ধ করে, তেমনি তাহাকে বদ্ধ করিব; সে আপন পিতৃকুলের প্রতাপান্বিত সিংহাসনস্বরূপ হইবে। ২৪ কিন্তু তাহার পিতৃকুলের সমস্ত গৌরব ও সন্তান সন্ততি ও মৃৎপাত্র অবধি কুপা পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র পাত্র ঐ দাণ্ডাতে ঝুলান যাইবে। ২৫ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যে দাণ্ডা দৃঢ় স্থানে বদ্ধ ছিল, তাহা সেই সময়ে সরিয়া যাইবে, ও ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে, ও তদবলম্বি ভার নষ্ট হইবে, কারণ সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

২৩ অধ্যায়।

সোর্ বিষয়ক ভাবোক্তি।

১ হে তর্শীশের জাহাজ সকল, হাহাকার কর, কেননা সর্ব্বনাশ হইল, গৃহ কিম্বা প্রবেশের পথমাত্র নাই। এই সমাচার কিত্তীম্ দেশহইতে উহাদের প্রতি প্রকাশিত হইল। ২ হে দ্বীপনিবাসিগণ, নীরব হও; তোমাদের দেশ সমুদ্রপারগামি সীদোনীয় বণিক্‌গণে পূর্ণ ছিল; ৩ ও তাহার মহাসাগররূপ ক্ষেত্রে কালো নদীর চাস ও নীল নদীর শস্য লাভ হইত, এবং তাহা জাতিগণের হট্টস্বরূপ ছিল। ৪হে সীদোন্, লজ্জিত হও, কেননা সাগর, হাঁ, সমুদ্রের অতি সুদৃঢ় দুর্গ এ কথা কহিতেছে, [হায়,] যেন আমি প্রসবযন্ত্রণা পাই নাই, ও প্রসূতা হই নাই, ও যেন যুবদিগের প্রতিপালন কি যুবতিদিগের ভরণপোষণ করি নাই। ৫ ঐ জনশ্রুতি মিসরে গতমাত্রে লোকে সোরের সংবাদে ব্যথিত হইবে। ৬ তোমরা পার হইয়া তর্শীশে গমন কর; হে দ্বীপনিবাসিগণ, হাহাকার কর। ৭ এ কি তোমাদের গতি ? হে উল্লাসকারিণি নগরি, তুমি প্রাচীনকালেও প্রাচীনা ছিলা, তোমার চরণ দূরদেশে প্রবাস করণার্থে তোমাকে লইয়া যাইত। ৮ মুকুটবিতরণকারিণী সোরের বণিকেরা রাজতুল্য, ও মহাজনেরা চক্রবর্ত্তিতুল্য ছিল; তাহার বিপরীতে এই মন্ত্রণা কে করিয়াছে ? ৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভুই করিয়াছেন; তিনি যাবতীয় ভূষণের ঘটা অশুচি

করিতে, ও চক্রবর্ত্তিতুল্য সকলকে অবমাননার পাত্র করিতে [স্থির করিয়াছেন]। ১০ হে তর্শীশের কন্যে, তুমি নীল নদীর ন্যায় আপন দেশ আপ্লাবন কর, তোমার বাঁধ গেল। ১১ সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করত রাজ্য সকল কম্পমান করিয়া সদাপ্রভু কনানের দৃঢ় দুর্গ সকল উচ্ছিন্ন করিতে তাহার প্রাতিকুল্যে আজ্ঞা করিলেন। ১২ এবং কহিলেন, ওহে সীদোনের কুমারি, ওহে বলাৎকৃতে কন্যে, তুমি আর উল্লাস করিবা না; উঠিয়া পার হইয়া কিত্তীমে যাও; সে স্থানেও তোমার বিশ্রাম হইবে না। ১৩ ঐ কল্দীয়দের দেশ দেখ; সেই জাতি কিছুই ছিল না, অশূরীয়রাজ বনবাসিদের জন্যে উহা বসাইয়াছিল; তাহারাই উচ্চ দুর্গ করিয়া সোরের অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ ও নগরকে কাঁথড়ার ঢিবি করিল। ১৪ হে তর্শীশের জাহাজ সকল, হাহাকার কর, কেননা তোমাদের সুদৃঢ় আশ্রয়ের সর্ব্বনাশ হইল।

১৫ সেই সময়ে এক রাজার অধিকারের সময়ানুসারে সোর্ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বিস্মৃত থাকিবে, কিন্তু সত্তর বৎসরের শেষে সোরের দশা বেশ্যাবিষয়ক এই গীতের অনুযায়ী হইবে; ১৬ "হে চিরবিস্মৃতে বেশ্যে, বীণা লইয়া নগরে ভ্রমণ কর, বিলক্ষণ বীণা বাজাইয়া বিস্তর গান কর, তাহাতে আর বার স্মরণে আসিবা।" ১৭ পরন্তু সত্তর বৎসরের শেষে সদাপ্রভু সোরের তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন; পরে সে পুনর্ব্বার আপন লাভজনক ব্যবসায়েতে প্রবৃত্ত হইবে, এবং ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের সহিত বেশ্যাবৃত্তি করিবে। ১৮ কিন্তু তাহার লভ্য ও আয় সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে, তাহা কোষে রাখা কিম্বা সঞ্চয় করা যাইবে না; কেননা যাহারা সদাপ্রভুর সম্মুখে বাস করে, তাহাদের তৃপ্তিজনক ভক্ষ্যের ও সুন্দর পরিচ্ছদের নিমিত্তে তাহার লভ্য দত্ত হইবে।

২৪ অধ্যায়।

১ দেখ, সদাপ্রভু বসুন্ধরাকে [ভাণ্ডবৎ] উল্টাইয়া শূন্য করিবেন, ও তাহার মুখ নীচ করিয়া তাহার নিবাসিদিগকে ছড়াইয়া ফেলিবেন। ২ তাহাতে প্রজা ও যাজক, দাস ও প্রভু, দাসী ও কর্ত্রী, ক্রেতা ও বিক্রেতা, অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ, কুসীদদায়ক ও কুসীদগ্রাহী, সকলে সমান হইবে। ৩ বসুন্ধরা নিতান্ত শূন্যীকৃত ও লুটিত হইবে, কেননা সদাপ্রভু এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। ৪ ভূমণ্ডল শোকান্বিত ও নিস্তেজ হইল, জগৎ ম্লান ও নিস্তেজ হইল, জনপদস্থ লোকদের উচ্চতমেরা ম্লান হইল। ৫ হাঁ, ভূমণ্ডল আপন নিবাসিদের পদতলে অপবিত্র হইয়াছিল, কারণ তাহারা ব্যবস্থা সকল লঙ্ঘন করিত, বিধি অন্যথা করিত, অনন্তকালস্থায়ি নিয়ম ব্যর্থ করিত। ৬ এই জন্যে অভিশাপ দেশকে গ্রাস করিল, ও তন্নিবাসিগণ দণ্ডনীয় হইল; এই কারণ দেশনিবাসিরা দগ্ধপ্রায় হইল, এবং অত্যল্প লোক অবশিষ্ট আছে। ৭ নূতন দ্রাক্ষারস শোকার্ত্ত ও দ্রাক্ষালতা ম্লান হইয়াছে; প্রফুল্লচিত্ত লোক সকল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে। ৮ ডম্ফের আমোদ নিবৃত্ত হইল, উল্লাসকারিদের কোলাহল শেষ হইল, বীণার আমোদ নিবৃত্ত হইল। ৯ লোকেরা আর গান পুরঃসর দ্রাক্ষারস পান করে না; সুরাপায়িদের মুখে সুরা তিক্ত লাগে। ১০ ঘোরতার নগর ভগ্ন হইয়া পড়িল, গৃহ সকল রুদ্ধ হইল; ভিতরে যাওয়া যায় না। ১১ দ্রাক্ষারসের অভাবে সড়কে চীৎকার হয়; যাবতীয় আমোদ অবসান হইল; দেশের বিলাস নির্ব্বাসিত হইল। ১২ নগর ধ্বংসাবশিষ্ট হইল, ও তাহার দ্বার সকল খণ্ড ২ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

১৩ বস্তুতঃ ভূমণ্ডলে জাতিদের মধ্যে এমত ঘটনা হইবে; ফলসংগ্রহের সমাপ্তির পরে অবশিষ্ট জিতফল পাড়নের কিম্বা দ্রাক্ষাফল চয়নের ন্যায় [যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গৃহীত হইবে]। ১৪ তাহারা উচ্চৈঃস্বর করত আনন্দগান করিবে, এবং সদাপ্রভুর মহিমা প্রযুক্ত সমুদ্রহইতে উচ্চধ্বনি শুনাইবে। ১৫ অতএব তোমরা সহস্রাংশুর উদয়স্থানে সদাপ্রভুর গৌরব কর, সমুদ্রের দ্বীপগণেও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম [কীর্ত্তন] কর। ১৬ "ধর্ম্মবানই শোভা পান," এই বাক্যময় সঙ্গীত আমরা পৃথিবীর প্রান্তহইতে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি কহিলাম, হায় ২ আমার ক্ষীণতা! আমার ক্ষীণতা! আমি সন্তাপের পাত্র! বিশ্বাসঘাতকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে, হাঁ, বিশ্বাসঘাতকেরা অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা করে। ১৭ হে পৃথিবীনিবাসি লোক, তোমার জন্যে ত্রাস ও খাত ও ফাঁদ প্রস্তুত আছে। ১৮ তাহাতে যে কেহ ত্রাসের জনশ্রুতিতে পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে; ও যে খাতহইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে; কারণ ঊর্দ্ধলোকের জলদ্বার সকল মুক্ত হইবে, ও পৃথিবীর মূল সকল কম্পবান হইবে। ১৯ পৃথিবী নিতান্ত বিদীর্ণ হইবে, ভূমি নিতান্ত ফাটিয়া যাইবে, ভূমি নিতান্ত বিচলিত হইবে। ২০ ভূমি মত্ত লোকের ন্যায় টলটলায়মান হইবে; এবং টোঙ্গের ন্যায় দুলিবে, এবং আপন অধর্ম্মভারে ভারী হইয়া পতিত হইবে, আর উঠিতে পারিবে না।

২১ সেই সময়ে সদাপ্রভু ঊর্দ্ধলোকে ঊর্দ্ধলোকীয় সৈন্যসামন্তকে ও ভূমণ্ডলে ভূপতিগণকে প্রতিফল দিবেন। ২২ তাহাতে তাহারা একত্রীকৃত বন্দিগণের ন্যায় কূপে একত্রীকৃত হইবে, ও কারাগারে বদ্ধ হইবে, পরে অনেক দিন গত হইলে তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবে। ২৩ এবং চন্দ্র মলিন ও সূর্য্য লজ্জিত হইবে, কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু সিয়োন্ পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রাজত্ব করিবেন; এবং তাঁহার প্রাচীনবর্গের সম্মুখে প্রতাপ থাকিবে।

২৫ অধ্যায়।

[১] হে সদাপ্রভো, তুমি আমার ঈশ্বর, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, তোমারই নামের স্তবগান করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছ; প্রাক্কালীন মন্ত্রণা সকল বিশ্বস্ত ও সত্য। [২] বস্তুতঃ তুমি নগরটা ঢিবিতে, দৃঢ় নগরটা প্রস্তররাশিতে পরিণত করিয়াছ; বিদেশিদের রাজপুরী পুরীত্বভ্রষ্ট; তাহা অনন্তকালেও পুনর্নির্ম্মিত হইবে না। [৩] এই জন্যে বলবান লোকেরা তোমার গৌরব করিবে, ভীমবিক্রান্ত পরজাতীয়দের নগরও তোমাকে ভয় করিবে। [৪] কেননা তুমি দরিদ্রের দুর্গ, হাঁ, সঙ্কটাপন্ন দীনহীনের দুর্গ, ছাইটনিবারক আশ্রয়, রৌদ্রনিবারক ছায়া হইয়াছ; নতুবা ভীমবিক্রান্তদের শ্বাসবায়ু ভিত্তিতে ছাইটের ন্যায় লাগিত; [৫] [কিন্তু] তোমাদ্বারা শুষ্ক দেশে রৌদ্র, ও বিদেশিদের কোলাহল দমন হয়; যেমন ছায়াদায়ক মেঘের সঞ্চারে রৌদ্র, তেমনি ভীমবিক্রান্তদের হর্ষগান ক্ষান্ত হয়।

[৬] আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে যাবতীয় জাতির নিমিত্তে উত্তম ২ খাদ্য দ্রব্য ও পুরাতন দ্রাক্ষারসদ্বারা, হাঁ, মেদযুক্ত উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও নির্ম্মলীকৃত পুরাতন দ্রাক্ষারসদ্বারা এক ভোজ প্রস্তুত করিবেন। [৭] এবং সর্ব্বদেশীয় লোকেরা যে ঘোমটাতে আচ্ছাদিত আছে, ও সর্ব্বজাতীয় লোকদের সম্মুখে যে আবরক বস্ত্র টাঙ্গান আছে, সদাপ্রভু এই পর্ব্বতে তাহার সংহার করিবেন। [৮] তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের নিমিত্তে গ্রাস করিবেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখহইতে চক্ষুর জল মুছিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবীহইতে আপন প্রজাদের দুর্নাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন।

[৯] সেই সময়ে লোকে বলিবে, এই দেখ, আমাদের ঈশ্বর; ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন বলিয়া আমরা ইহাঁর অপেক্ষাতে ছিলাম; ইনিই আমাদের অপেক্ষিত সদাপ্রভু; আইস, আমরা ইহাঁর কৃত পরিত্রাণেতে উল্লাসিত হইয়া আনন্দ করি। [১০] কেননা সদাপ্রভুর হস্ত এই পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত থাকিবে; কিন্তু যেমন পোয়াল সারকুড়ের জলে পদতলে দলিত হয়, তেমনি মোয়াব আপনার স্থানে দলিত হইবে। [১১] এবং সন্তরণকারি লোক যেমন সন্তরণের জন্যে হস্তদ্বয় বিস্তার করে, তেমনি সে তাহার মধ্যে হস্ত বিস্তার করিবে; কিন্তু [ঈশ্বর] তাহার বিবিধ হস্তকৌশল শুদ্ধ তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন। [১২] হাঁ, তিনি তোমার উচ্চ প্রাচীরযুক্ত দৃঢ় দুর্গ নত করিবেন, ও তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ধূলিশায়ী করিবেন।

২৬ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে লোকেরা যিহূদা দেশে এই গীত গান করিবে, আমাদের এক দৃঢ় নগর আছে, [ঈশ্বর] পরিত্রাণকে তাহার প্রাচীর ও পরিখাস্বরূপ করিয়াছেন। [২] তোমরা পুরদ্বার সকল মুক্ত কর, তাহাতে বিশ্বস্ততাপালনকারি ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে। [৩] তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠ মনকে শান্তিতে, [হাঁ,] শান্তিতে রাখিবা, কেননা তোমাতে তাহার শ্রদ্ধা আছে। [৪] যাবৎ কাল থাকে, তাবৎ তোমরা সদাপ্রভুতে শ্রদ্ধা রাখ, কেননা যাঃ নামক সদাপ্রভুতে যুগানুক্রমের অচল আছে। [৫] এবং তিনি ঊর্দ্ধলোকনিবাসিদিগকে ও উন্নত নগরকে নীচ করিয়াছেন; তিনি তাহা অবনত করিয়া ভূমিসাৎ ও ধূলিশায়ী করিলেন। [৬] লোকদের চরণ, [হাঁ,] দুঃখিদের পদ ও দরিদ্রদের পাদবিক্ষেপ তাহা দলিত করে। [৭] ধার্ম্মিকের পথ সারল্যস্বরূপ; তুমি ধার্ম্মিকের মার্গ সমান করিয়া সরল করিতেছ। [৮] হে সদাপ্রভো, আমরা তোমার শাসনরূপ পথেই তোমার অপেক্ষাতে ছিলাম; আমাদের প্রাণ তোমার নামের ও স্মরণের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল। [৯] রাত্রিকালে আমি মনের সহিত তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতাম; হাঁ, অতন্দ্রিত হইয়া অন্তরস্থ আত্মাদ্বারা তোমার অন্বেষণ করিতাম, কেননা পৃথিবীতে তোমার শাসন সকল ফলিলে জগন্নিবাসিরা ধর্ম্ম শিখিবে। [১০] দুষ্ট লোক কৃপা পাইলে ধর্ম্ম শিখে না; সরলতাপূর্ণ দেশেও সে অন্যায় করে, সদাপ্রভুর মহিমা দেখে না। [১১] হে সদাপ্রভো, তোমার হস্ত উত্তোলিত হইলেও তাহারা তাহা দেখিতে চাহে না; কিন্তু তাহারা প্রজাগণের পক্ষে তোমার উদ্যোগ দেখিবে ও লজ্জা পাইবে, ও তোমার বিপক্ষনাশক অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে। [১২] হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের নিমিত্তে শান্তিজনক নিষ্পত্তি করিবা, কেননা আমাদের নিমিত্তে তুমি আমাদের যাবতীয় কার্য্যই সাধন করিয়া আসিতেছ। [১৩] হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি ব্যতীত অন্য ২ প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল; কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের কীর্ত্তন করিতে পারি। [১৪] উহারা মরিয়াছে, আর জীবিত হইবে না; ঐ প্রেতগণ আর উঠিবে না; এই অভিপ্রায়ে তত্ত্বাবধারণ করিয়া তুমি উহাদিগকে সংহার করিয়াছ, ও উহাদের যাবতীয় স্মরণ লুপ্ত করিয়াছ। [১৫] হে সদাপ্রভো, তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়াছ; তুমি এই জাতির বৃদ্ধি করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছ, ও দেশের সীমা সকল বিস্তার করিয়াছ।

[১৬] হে সদাপ্রভো, সঙ্কটের সময়ে লোকে তোমার বিরহে দুঃখিত ছিল, ও তোমাদ্বারা শাস্তি পাওয়াতে মৃদু স্বরে বিনয় করিত। [১৭] যে গর্ব্ভবতী আসন্নপ্রসবকালে গড়াগড়ি দেয় ও ব্যথিতা হইয়া ক্রন্দন করে, হে সদাপ্রভো, আমরা তোমার শ্রীমুখহইতে দূরে থাকাতে তাহার ন্যায় ছিলাম। [১৮] আমরা যেন গর্ব্ভিণী ও ব্যথিতা হইয়া বায়ু প্রসব করিয়াছি; আমাদের দ্বারা দেশের পরিত্রাণ সিদ্ধ হয় নাই, ও জগন্নিবাসিরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই। [১৯] তোমার মৃত লোকেরা পুনর্জীবিত হইবে,

আমার [স্বজাতীয়দের] শব উঠিবে; হে ধূলিনিবাসিরা, তোমরা জাগ্রৎ হইয়া আনন্দগান কর; কেননা তোমার শিশির প্রত্যূষের শিশিরতুল্য, এবং ভূমি পরেতদিগকে [পুনরায়] ভূমিষ্ঠ করিবে। [২০] হে আমার জাতি, চল, আপন গৃহগর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ কর; অল্প ক্ষণ লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রোধ অতীত হইতে দেও। [২১] কেননা দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীনিবাসিদের অপরাধের অনুসন্ধানার্থে আপন স্থানহইতে দির্গমন করিতে উদ্যত; তাহাতে পৃথিবী আপনার [উপরে পাতিত] রক্ত প্রকাশ করিবে, আপনার হত লোকদিগকে আর আচ্ছাদিত রাখিবে না।

২৭ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে সদাপ্রভু আপনার দারুণ, বৃহৎ ও সতেজ খড়্গদ্বারা লিবিয়াথন্ নামক দ্রুতগামি সর্পকে, হাঁ, লিবিয়াথন্ নামক বক্রগামি সর্পকে প্রতিফল দিবেন, এবং সমুদ্রস্থ দীর্ঘকায় জন্তু নষ্ট করিবেন। [২] সেই সময়ে তোমরা [বলিবা], এক মনোরম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে, তাহার বিষয়ে গান কর। [৩] আমি সদাপ্রভু তাহার রক্ষক, আমি নিমেষে ২ তাহাতে জল সেচন করি; কিছুতে যেন তাহার হানি না করে, তজ্জন্য দিবারাত্রি তাহা রক্ষা করি। [৪] [নতুবা] আমার ক্রোধ নাই; [আঃ!] কণ্টক ও শ্যাকুলসমূহ কোথায়? [পাইলে] আমি যুদ্ধে তাহা আক্রমণ করিয়া একেবারে দগ্ধ করিব। [৫] আহা, সে বরং আমার পরাক্রমের শরণাগত হউক, ও আমার সহিত মিলন করুক, হাঁ, আমার সহিত মিলনই করুক। [৬] ভাবি সময়ে যাকোবের মূল বাড়িবে, ও ইস্রায়েল্ মুকুলিত ও প্রফুল্ল হইবে, এবং তাহারা ভূমণ্ডলকে ফলেতে পরিপূর্ণ করিবে।

[৭] তিনি ইস্রায়েলের প্রহারককে যেমন প্রহার করিয়াছেন, তদ্রূপ কি তাহাকেও প্রহার করিলেন? কিম্বা উহার হত লোকদের হত্যার ন্যায় সেও কি হত হইল? [৮] তিনি পরিমিত শাস্তি অর্থাৎ স্থানান্তর করণদ্বারা তাহার সহিত বিবাদ করিলেন, ও পূর্ব্বীয় ঝড়ের দিনে নিজ প্রবল বায়ুদ্বারা তাহাকে ঝাড়িয়া দূর করিলেন। [৯] সুতরাং ইহাদ্বারা যাকোবের অপরাধ ক্ষমা হয়, এবং ইহা তাহার পাপ দূর করণের সমস্ত ফল; অর্থাৎ সে চূণের ভগ্ন প্রস্তরগুলির ন্যায় যজ্ঞবেদির সমস্ত প্রস্তর [চূর্ণ] করিবে, আশেরার মূর্ত্তি ও সূর্য্যের প্রতিমা আর উঠিতে দিবে না। [১০] বস্তুতঃ সুদৃঢ় নগরটা রহিত হইয়া নরবর্জ্জিত ও বনের ন্যায় পরিত্যক্ত বাসা হইয়াছে; সেই স্থানে গোবৎস চরে ও শয়ন করে ও বৃক্ষের পত্রাদি সকল আহরণ করে। [১১] তথাকার জঙ্গল শুষ্ক হইলে ভাঙ্গা যায়, স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাহাতে জ্বাল দেয়। কারণ সেই জাতি নির্ব্বোধ বলিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাও তাহার প্রতি করুণা করেন না, ও তাহার নির্ম্মানকর্ত্তা তাহার প্রতি কৃপা করেন না।

[১২] সেই সময়ে সদাপ্রভু [ফরাৎ] নদীর লহরী অবধি মিসরের স্রোত পর্য্যন্ত ফল পাড়িবেন; তাহাতে, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমাদিগকে একে ২ কুড়ান যাইবে। [১৩] আর সেই সময়ে বৃহৎ তূরী বাজিবে; তাহাতে অশূর্ দেশে হারাণ ও মিসর্ দেশে নিরস্ত লোকেরা আসিয়া যিরূশালেমে পবিত্র পর্ব্বতে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিবে।

২৮ অধ্যায়।

[১] হায় ২, ইফ্রয়িমের মাতাল লোকদের দর্পসূচক মুকুট, হাঁ, দ্রাক্ষারসে পরাভূত লোকদের ফলশালি উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ সুন্দর উষ্ণীষের ম্লানপ্রায় পুষ্পটী [সন্তাপের পাত্র]। [২] দেখ, শিলাযুক্ত ধারাসম্পাতের ও প্রলয়কারি ঝড়ের ন্যায় বলবান ও সাহসিক [এক কিঙ্কর] প্রভুর আছে; অতি বেগে ধাবমান প্রবল বন্যাজনক ধারাসম্পাতের ন্যায় সে বলপূর্ব্বক [সকলই] ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। [৩] ইফ্রয়িমের মাতাল লোকদের দর্পসূচক মুকুটটী পদতলে দলিত হইবে; [৪] হাঁ, তাহাদের ফলশালি উপত্যকার মস্তকে বদ্ধ সুন্দর উষ্ণীষের ম্লানপ্রায় যে পুষ্প, তাহা ফলসংগ্রহকালের পূর্ব্বে আশুপক্ক এমত ডুমুরফলের সদৃশ হইবে, যাহা লোকে দেখিবামাত্র লক্ষ্য করে, ও করতলে করিবামাত্র গ্রাস করে।

[৫] সেই সময়ে বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আপন প্রজাদের অবশিষ্টাংশের জন্যে সুন্দর মুকুট ও শোভাকর কিরীটস্বরূপ হইবেন। [৬] এবং বিচারার্থে উপবিষ্ট ব্যক্তির বিচারজনক আত্মা, ও যাহারা শত্রুদের নগরদ্বার পর্য্যন্ত যুদ্ধ ফিরায়, তাহাদের বিক্রমস্বরূপ হইবেন। [৭] কিন্তু ইহারাও দ্রাক্ষারসে ভ্রান্ত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়াছে; যাজক ও ভাববাদী সুরাপানে ভ্রান্ত হইয়াছে; তাহারা দ্রাক্ষারসে পরাভূত ও সুরাপানে টলটলায়মান হইয়া দর্শনপ্রাপ্তিতে ভ্রান্ত ও বিচারে বিচলিত হয়। [৮] বস্তুতঃ যাবতীয় মেজ বমিতে ও মলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, স্থানমাত্র নাই। [৯] "তিনি কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন? ও কাহাকে উপদেশ বুঝাইয়া দিবেন? কি দুগ্ধত্যাগি ও স্তন্যপানে নিবৃত্ত শিশুদিগকে? [১০] কেননা বিধির উপরে বিধি, ও বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, ও পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু" হয়। [১১] বস্তুতঃ তিনি অস্ফুটবাক্ ওষ্ঠ ও পরভাষাদ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন। [১২] কারণ "এই বিশ্রামস্থান, তোমরা ক্লান্তদিগকে বিশ্রাম করাও, এবং এই অবসর," তিনি ইহা কহিলে তাহারা শুনিতে সম্মত হইত না। [১৩] ভাল, তাহাদের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য "বিধির উপরে বিধি, ও বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, ও পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু" হইবে; তাহাতে তাহারা যাইয়া পশ্চাৎ পড়িয়া ভগ্ন হইবে, ও ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ধৃত হইবে।

১৪ অতএব, হে নিন্দাপ্রিয় মহাশয়েরা, হে যিরূশালেমের মধ্যবর্ত্তি এই জাতির শাসনকর্ত্তৃগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ১৫ তোমরা কহিতেছ, "আমরা মৃত্যুর সহিত এক নিয়ম ও পাতালের সহিত এক সন্ধি স্থির করিয়াছি; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপনীত হইবে, তখন আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, কেননা আমরা অলীকতাকে আপনাদের আশ্রয়, ও মিথ্যা ছলকে আপনাদের অন্তরাল করিয়াছি।" ১৬ এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সিয়োনে ভিত্তিমূলের নিমিত্তে এক প্রস্তর স্থাপন করিলাম; তাহা পরীক্ষিত ও কোণের যোগ্য, বহুমূল্য ও অতি দৃঢ়রূপে বসান; যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে চঞ্চল হইবে না। ১৭ আর আমি ন্যায়বিচারকে মানরজ্জু, ও ধার্ম্মিকতাকে ওলোন সূত্র করিয়া লাগাইলাম; ইহাতে শিলাবৃষ্টি ঐ অলীকতারূপ আশ্রয় ফেলিয়া দিবে, এবং বন্যা ঐ অন্তরাল ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। ১৮ এবং মৃত্যুর সহিত কৃত তোমাদের নিয়মলিপি মুছিয়া ফেলা যাইবে, ও পাতালের সহিত তোমাদের সন্ধি স্থির থাকিবে না; জলপ্রলয়রূপ কশা যখন উপনীত হইবে, তখন তোমরা দলিত হইবা। ১৯ সে যত বার উপনীত হইবে, তত বার তোমাদিগকে ধরিবে, ফলতঃ সে প্রতি প্রভাতে এবং দিনে ও রাত্রিতে উপনীত হইবে; আর এই বার্ত্তা কেবল ত্রাসদ্বারা বোধগম্য হইবে। ২০ হাঁ, গাত্র বিস্তার করিতে বিছানা খাটো হইবে, ও সর্ব্বাঙ্গে জড়াইতে লেপ ক্ষুদ্র হইবে। ২১ বস্তুতঃ সদাপ্রভু যেমন পরাসীম্ পর্ব্বতে, তেমনি উঠিবেন; যেমন গিবিয়োনের তলভূমিতে, তেমনি রাগ করিবেন; তাহাতে তিনি আপন কার্য্য, হাঁ, আপন অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধ করিবেন; এবং আপন ব্যাপার, হাঁ, আপন বিজাতীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। ২২ অতএব তোমরা নিন্দাতে রত হইও না, পাছে তোমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়; কেননা প্রভুর মুখে, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুরই মুখে আমি সমস্ত পৃথিবীর জন্যে নিরূপিত উচ্ছিন্নতার কথা শুনিয়াছি।

২৩ তোমরা কর্ণ পাতিয়া আমার রবে অবধান কর, মনোযোগ করিয়া আমার বাক্য শুন। ২৪ বীজ বপন করিতে গেলে কৃষক কি সমস্ত দিন চাস করে ও সীতা কাটিয়া ক্ষেত্রের ঢেলা ভাঙ্গে? ২৫ ভূমির মুখ সমান করিলে পর সে কি যবানী ছড়ায় না, ও জীরা বপন করে না? এবং শ্রেণী ২ করিয়া গোম ও নিরূপিত স্থানে যব ও ক্ষেত্রের সীমাতে অন্য শস্য কি বুনে না? ২৬ হাঁ, তাহার ঈশ্বর তাহাকে [পালনীয়] রীতি শিখাইয়াছেন; তিনি তাহাকে জ্ঞান দিয়াছেন। ২৭ ফলতঃ যবানী হাতগাড়িদ্বারা মর্দ্দন করা যায় না, এবং জীরার উপরে গাড়ির চক্র ঘুরে না, কিন্তু যবানী দণ্ড দিয়া ও জীরা যষ্টি দিয়া মাড়া যায়। ২৮ আর যে রুটীর শস্য চূর্ণ করিতে হয়, তাহার মর্দ্দনেও সে সদাকাল ব্যস্ত থাকে না; আর সে তাহার উপর দিয়া গাড়ির চক্র চালায় বটে, কিন্তু আপনার অশ্বগণকে তাহা চূর্ণ করিতে দেয় না। ২৯ ইহাও বাহিনীগণের সদাপ্রভুহইতে হয়; তিনি মন্ত্রণাতে আশ্চর্য্য ও কৌশলে মহান্।

২৯ অধ্যায়।

১ হে অরীয়েল, অরীয়েল, হে দায়ূদের শিবিরস্বরূপ নগর, তুমি সন্তাপের পাত্র। এক বৎসরে অন্য বৎসর যুক্ত হউক, এবং উৎসবপর্য্যায়রূপ চক্র ঘুরুক। ২ কিন্তু আমি অরীয়েলের প্রতি দুঃখ ঘটাইব, তাহাতে কাকুক্তি ও কাতরোক্তি হইবে; তথাপি সে আমার পক্ষে অরীয়েলের [ঈশ্বরীয় উনানের] ন্যায় থাকিবে। ৩ ফলতঃ আমি তোমার চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করাইব, ও প্রহরিদলদ্বারা তোমাকে বেষ্টন করাইব, এবং তোমার বিরুদ্ধে অবরোধযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইব। ৪ তাহাতে তুমি অধোমুখী হইয়া মৃত্তিকাহইতে কথা কহিবা, ও ধূলার মধ্যহইতে মৃদুস্বরে আপনার বক্তব্য বলিবা, এবং ভূতের ন্যায় তোমার রব মৃত্তিকাহইতে নির্গত হইবে, ও ধূলার মধ্যহইতে তোমার বক্তব্যের চিঁচিঁশব্দ উঠিবে। ৫ কিন্তু তোমার শত্রুদের লোকারণ্য সূক্ষ্ম ধূলার ন্যায় হইবে, এবং ভীমবিক্রান্তদের লোকারণ্য উড্ডীয়মান তুষির ন্যায় হইবে; ইহা অকস্মাৎ ও হঠাৎ ঘটিবে। ৬ বাহিনীগণের সদাপ্রভুকর্ত্তৃক তোমার তত্ত্বানুসন্ধান হইলে মেঘগর্জ্জন ও ভূমিকম্প ও কঠোর শব্দ ও ঝড় ও ঝঞ্ঝা ও সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা হইবে। ৭ তাহাতে পরজাতি সকলের যে লোকারণ্য অরীয়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে, হাঁ, যে সকল লোক তাহার ও তদীয় দুর্গের প্রতি যুদ্ধ করত তাহাকে সঙ্কটাপন্ন করে, তাহারা স্বপ্নবৎ ও রাত্রিকালীন দর্শনের ন্যায় হইবে। ৮ ফলতঃ স্বপ্নেতে ভোজন করিয়া জাগ্রৎ হইলে পর যেমন ক্ষুধিত লোকের উদর শূন্য থাকে, এবং স্বপ্নে জল পান করিয়া জাগ্রৎ হইলে পর যেমন তৃষিত লোক দুর্ব্বল থাকে ও তাহার প্রাণে পিপাসা লাগে, সিয়োন্ পর্ব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকারি পরজাতি সকলের লোকারণ্য তেমনি হইবে।

৯ তোমরা চমৎকারাপন্ন ও স্তব্ধ হও; চক্ষু মুদ ও অন্ধ হও; সকলে মত্ত, কিন্তু দ্রাক্ষারসে নয়; এবং [সকলে] টলটলায়মান, কিন্তু সুরাপানে নয়। ১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু তোমাদের উপরে ঘোরতর নিদ্রাজনক আত্মা ঢালিয়া দিলেন, ও তোমাদের ভাববাদিবর্গরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং তোমাদের দর্শকবর্গরূপ মস্তক ঢাকিয়া রাখিলেন। ১১ এবং যাবতীয় দর্শন তোমাদের প্রতি মুদ্রাঙ্কবদ্ধ পত্রের কথাস্বরূপ; কেহ যদি বিদিতাক্ষর লোককে তাহা দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি পারি না, কারণ ইহা মুদ্রাঙ্কে বদ্ধ। ১২ আবার যদি সে অবিদিতাক্ষর লোককে সেই পত্র দিয়া বলে, অনুগ্রহ করিয়া ইহা পাঠ কর, তবে সে উত্তর করিবে, আমি লেখাপড়া জানি না।

[১৩] প্রভু আরও কহিলেন, এই লোকেরা আপন ২ মুখে আমার নিকটবর্ত্তী হয়, ও আপন ২ ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু আপন ২ অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে রাখে, এবং আমাহইতে তাহাদের যে ভীতি তাহাও তাহাদের মুখস্থ করা মানুষের শিক্ষা। [১৪] অতএব দেখ, আমি এই জাতির সহিত পুনর্ব্বার আশ্চর্য্য ও চমৎকার ব্যবহার করিব; এবং তাহাদের জ্ঞানবানদের জ্ঞান বিনষ্ট, ও বিবেচক লোকদের বিবেচনা অন্তর্হিত হইবে। [১৫] যাহারা গভীর মন্ত্রণা করত সদাপ্রভুহইতে তাহা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করে, ও অন্ধকারে কর্ম্ম করিয়া বলে, আমাদিগকে কে দেখিতে পায়? ও কে জানিতে পারে? তাহারা সন্তাপের পাত্র। [১৬] তোমাদের কেমন বিপরীত বুদ্ধি! কুম্ভকার কি মৃত্তিকার সমান বলিয়া গণ্য? কিম্বা ঐ ব্যক্তি আমাকে সৃষ্টি করে নাই, সৃষ্ট বস্তু কি সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয়ে এমত কহিতে পারে? কিম্বা, উহার বুদ্ধি নাই, নির্ম্মিত বস্তু কি আপন নির্ম্মাতার উদ্দেশে ইহা বলিতে পারে?

[১৭] অত্যল্প কাল গত হইলে লিবানোন্ কি উদ্যানে পরিণত হইবে না? ও উদ্যান কি অরণ্য বলিয়া গণ্য হইবে না? [১৮] তৎকালে বধিরগণ পুস্তকের বাক্য শুনিবে, এবং তিমির ও অন্ধকার ঘুচিয়া যাওয়াতে অন্ধদের চক্ষু দেখিতে পাইবে। [১৯] নম্র লোকেরা সদাপ্রভুতে উত্তরোত্তর আনন্দিত হইবে, ও মনুষ্যদের মধ্যবর্ত্তি দরিদ্রগণ ইস্রায়েলের পাবনেতে উল্লাস করিবে। [২০] কেননা ভীমবিক্রান্ত কেহ আর থাকিবে না, এবং নিন্দক লুপ্ত হইবে। এবং যে সকল লোক অধর্ম্মে উৎসুক, [২১] ও বাক্যের নিমিত্তে মানুষকে দোষী করে, ও পুরদ্বারে দোষবক্তার জন্যে ফাঁদ পাতে, এবং ধার্ম্মিককে ঘোর নিরুপায় করে, তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে। [২২] অতএব অব্রাহামের মুক্তিদাতা সদাপ্রভু যাকোবের কুলের বিষয়ে এই কথা কহেন, যাকোব্ আর লজ্জিত হইবে না, ও তাহার মুখ আর মলিন থাকিবে না। [২৩] কেননা সে, [হাঁ,] তাহার সন্তানগণ যখন আপনার মধ্যে আমার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিবে, তখন আমার নাম পবিত্র করিবে, ও যাকোবের পাবনকে পবিত্র করিয়া মানিবে, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করিবে। [২৪] এবং ভ্রান্তমনা লোকেরা বিবেচনার কথা বুঝিবে, ও বচসাকারিরা পাণ্ডিত্য শিখিবে।

৩০ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু কহেন, যে অবাধ্য সন্তানগণ আমার সহায়তা ব্যতিরেকে মন্ত্রণা করত, এবং আমার আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কল্পনা করত পাপের উপরে পাপ করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। [২] আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা ফরৌণের পরাক্রমে পরাক্রমী হইতে ও মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লইতে মিসরে গমনার্থে যাত্রা করে। [৩] তজ্জন্য ফরৌণের পরাক্রম তোমাদের লজ্জাজনক হইবে, এবং মিসরের ছায়াতে আশ্রয় লওয়া তোমাদের অপমানজনক হইবে। [৪] বস্তুতঃ সিহূদার অধ্যক্ষগণ সোয়নে ও দূতগণ হানেষে উপস্থিত হইলে, [৫] তথাকার অনুপকারি জাতির বিষয়ে সকলে লজ্জিত হইবে; সাহায্য কি উপকারপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং লজ্জা ও দুর্নাম হইবে।

[৬] "দাক্ষিণাত্যের পশুগণ বিষয়ক ভারোক্তি।

"সঙ্কটের ও সঙ্কোচের যে দেশ সিংহীর ও কেশরির, কালসর্পের ও উড়নীয় সর্পের জন্মভূমি, সেই দেশ দিয়া তাহারা অনুপকারি এক জাতির কাছে গর্দ্দভের স্কন্ধে করিয়া আপনাদের ধন, ও উষ্ট্রের ঝুঁটিতে করিয়া আপনাদের সম্পত্তি লইয়া যায়। [৭] কিন্তু মিস্রীয়েরা বাষ্পস্বরূপ, তাহাদের সাহায্য মিথ্যা; এই নিমিত্তে আমি সেই জাতির এই নাম রাখিলাম, বসিয়া থাকিতে [পটু] দাম্ভিক।"

[৮] তুমি এখন আইস, উহাদের সাক্ষাতে এই কথা ফলকের উপরে লিখ, ও পুস্তকে লিপিবদ্ধ কর; তাহাতে তাহা উত্তরকাল পর্য্যন্ত, হাঁ, অনন্তকালীন যুগানুক্রমে থাকিবে। [৯] কেননা উহারা বিরোধি জাতি ও মিথ্যাবাদি পুত্র; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত সন্তান। [১০] তাহারা দর্শকদিগকে কহে, তোমরা দর্শন করিও না; এবং লক্ষণবেত্তাদিগকে কহে, তোমরা আমাদের জন্যে যথার্থ লক্ষণ দেখিও না; আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য কহ ও মায়াযুক্ত লক্ষণের চেষ্টা কর; [১১] সৎপথহইতে ফির, ও সরল মার্গ ত্যাগ কর, ও ইস্রায়েলের পাবনকে আমাদের দৃষ্টিপথহইতে দূর কর। [১২] অতএব ইস্রায়েলের পাবন কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয়জ্ঞান করিয়াছ, এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপরে নির্ভর দিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ; [১৩] অতএব সেই অপরাধ তোমাদের জন্যে উচ্চ ভিত্তির পতনশীল ফুলা ফাটার ন্যায় হইবে, যাহার ভঙ্গ হঠাৎ একেবারে উপস্থিত হয়। [১৪] হাঁ, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন; যেমন কুম্ভকারের পাত্র চূর্ণ করিবার সময়ে, তেমনি তিনি মমতা করিবেন না; তাহা চূর্ণ করাতে চুলাহইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা গর্ত্তের জল ছেঁচিতে একখান খোলাও পাওয়া যাইবে না। [১৫] বস্তুতঃ ইস্রায়েলের পাবন প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহিয়াছিলেন, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শান্ত হইলে তোমরা পরিত্রাণ পাইবা, স্থির থাকিয়া বিশ্বাস করিলে তোমাদের পরাক্রম হইবে। [১৬] কিন্তু তোমরা ইহাতে অসম্মত হইয়া কহিলা, তাহা নয়, আমরা অশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিব; তজ্জন্য তোমরা পলাতক হইবা। আরো [কহিলা], আমরা দ্রুতগামি যানে গমন করিব, তজ্জন্য তোমাদের তাড়নাকারিরা দ্রুতগামী হইবে। [১৭] একের তর্জ্জনে তোমাদের সহস্র লোক, ও পাঁচের তর্জ্জনে [সকলে] পলায়ন করিবে; তাহাতে তোমাদের অবশিষ্টাংশ পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থিত মাস্তুলের ন্যায় কিম্বা উপপর্ব্বতের উপরিস্থ পতাকাদণ্ডের ন্যায় হইবে।

১৮ পরন্তু সেই কারণ সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে অপেক্ষা করিতেছেন, ও তোমাদের প্রতি করুণা করিবার আকাঙ্ক্ষাতে [দৃষ্টিপথের] ঊর্দ্ধে থাকেন; কেননা সদাপ্রভু ন্যায়বিচারের ঈশ্বর; যে সকল লোক তাঁহার অপেক্ষা করে, তাহারাই ধন্য। ১৯ সিয়োনে, হাঁ, যিরূশালেমে প্রজাগণ বাস করিবে; তুমি আর রোদন করিবা না; তোমার ক্রন্দনের রবে তিনি অবশ্য তোমাকে কৃপা করিবেন, শুনিবামাত্রই তোমাকে উত্তর দিবেন। ২০ এবং প্রভু তোমাদিগকে সঙ্কটযুক্ত খাদ্য ও কষ্টযুক্ত জল দিবেন, পরন্তু তোমার শিক্ষকগণ আর গুপ্ত থাকিবে না, বরং তোমার চক্ষু তোমার শিক্ষকগণকে দেখিতে পাইবে। ২১ এবং দক্ষিণে কি বামে ফিরিবার সময়ে তোমার কর্ণ পশ্চাৎহইতে এই বাণী শুনিতে পাইবে, এই পথ, ইহাতেই চল। ২২ এবং তোমরা আপন ২ খোদিত রৌপ্যপ্রতিমার বস্ত্র ও ছাঁচে ঢালা স্বর্ণপ্রতিমার অভরণ অশুচি করিবা, এবং তাহা অশৌচের বস্তুর ন্যায় ফেলিয়া দিয়া কহিবা, দূর, দূর। ২৩ এবং তুমি ভূমি চাস করিলে তিনি তোমার চাসের জন্যে বৃষ্টি দিবেন, এবং ভূম্যুৎপন্ন ভক্ষ্য [দিবেন], তাহা উত্তম ও পুষ্টিকর হইবে; এবং সেই সময়ে তোমার পশুপাল প্রশস্ত মাঠে চরিবে। ২৪ এবং চাসকারি গোরু ও গর্দ্দভ সকল কুলাতে ও চালুনীতে ঝাড়া ও সুস্বাদু দ্রব্যে মিশ্রিত কলায় খাইবে। ২৫ পরন্তু যে মহাবধের দিনে দুর্গ সকল পতিত হইবে, সেই দিনে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক উন্নত গিরিতে জলপ্রবাহি স্রোত হইবে। ২৬ এবং যে দিনে সদ প্রভু আপন প্রজাদের ভগ্ন অবয়ব যোড়া দিবেন, ও প্রহারজাত ক্ষত সুস্থ করিবেন, সেই দিনে নিশাপতির জ্যোৎস্না দিবাকরের তেজের তুল্য হইবে, এবং দিবাকরের তেজ সপ্তগুণ অধিক অর্থাৎ সপ্ত দিবসের দীপ্তির সমান হইবে।

২৭ দেখ, সদাপ্রভুর নাম দূরহইতে আসিতেছে; তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিতেছে, ও তাঁহার ধূমরাশি অতি ভারী; তাঁহার ওষ্ঠাধর তাপে পরিপূর্ণ, তাঁহার জিহ্বা সর্ব্বগ্রাসক অনলস্বরূপ। ২৮ এবং তাঁহার শ্বাসবায়ু বেগগামি বন্যার সদৃশ; তাহা গলা পর্য্যন্ত উঠিবে; তিনি সর্ব্বদেশীয়দিগকে অলীকতারূপ কুলাতে ঝাড়িতে, ও জাতিগণের মুখে ভ্রান্তিরূপ বল্গা দিতে উদ্যত। ২৯ কিন্তু পবিত্র উৎসবারম্ভক রাত্রির ন্যায় তোমাদের গীত হইবে, এবং লোকে যেমন সদাপ্রভুর পর্ব্বতে ইস্রায়েলের অচলের কাছে গমন কালে বাঁশী বাজায়, তদ্রূপ তোমাদের চিত্তের আনন্দ হইবে। ৩০ সদাপ্রভু প্রচণ্ড ক্রোধ ও সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখা ও জলস্তম্ভ ও ধারাসম্পাত ও করকারূপ শিলাদ্বারা আপনার আদরণীয় রব শুনাইবেন, ও আপনার হস্তাবতারণ দেখাইবেন। ৩১ বস্তুতঃ অশূরীয়রাজ সদাপ্রভুর রবেতে ভগ্ন হইবে, তিনি তাহাকে দণ্ডাঘাত করিবেন। ৩২ এবং সদাপ্রভু যে নিরূপিত দণ্ড তাহার উপরে অবতারণ করিবেন, তাহার পুনঃ ২ প্রপতনে তবল ও বীণা বাজিবে; এবং তিনি ঐ জাতির সহিত তুমুল যুদ্ধ করিবেন। ৩৩ কেননা তোফৎ [অগ্নিকুণ্ড] পূর্ব্বকালাবধি সাজান গিয়াছে, তাহা রাজার জন্যেও প্রস্তুত আছে; তিনি তাহা গভীর ও প্রশস্ত করিয়াছেন; তাহার চিতা অগ্নি ও প্রচুর কাষ্ঠ বিশিষ্ট; তাহার মধ্যে সদাপ্রভুর ফূৎকার গন্ধকস্রোতের ন্যায় দাহ করিবে।

৩১ অধ্যায়।

১ যাহারা সাহায্যের চেষ্টাতে মিসরে নামিয়া যায়, ও অশ্বগণেতে বিশ্বাস করে, ও রথের প্রচুরতা প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, ও অতি বলবান বলিয়া অশ্বারূঢ়গণেতে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রায়েলের পাবনের মুখপানে চাহে না, এবং সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ২ বস্তুতঃ তিনিও জ্ঞানবান; সুতরাং তিনি অমঙ্গল ঘটাইতে পারেন, এবং আপন বাক্য অন্যথা করিবেন না; তিনি দুরাচারিদের কুল ও অধর্ম্মাচারিদের সহায়গণেরবিরুদ্ধে উঠিবেন। ৩ পরন্তু মিস্রীয়গণ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়; এবং তাহাদের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয়; এবং সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিলে উপকারী স্খলিত ও উপকৃত লোক পতিত হইয়া সকলে একসঙ্গে নষ্ট হইবে। ৪ বস্তুতঃ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যে মৃগরাজ কিম্বা যুবসিংহ পশু ধরিলে পর গর্জ্জন করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে মেষপালকদের মেলা ডাকিয়া একত্র করিলেও তাহাদের রবেতে উদ্বিগ্ন কিম্বা তাহাদের কোলাহলে অবনত হয় না, তাহার ন্যায় বাহিনীগণের সদাপ্রভু যুদ্ধযাত্রা করণার্থে সিয়োন্ পর্ব্বতের ও আপন গিরির উপরে নামিয়া আসিবেন। ৫ যেমন পক্ষিদম্পতী ঘুরিতে ২ [বাসা] আবৃত রাখে, তদ্রূপ বাহিনীগণের সদাপ্রভু যিরূশালেম্কে আবৃত রাখিবেন, ও আবৃত রাখিয়া উদ্ধার করিবেন, ও নিস্তার করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৬ হে ইস্রায়েলের সন্তানবর্গ, তোমরা যাঁহাহইতে দূরে অপক্রান্ত হইয়াছ, তাঁহার কাছে ফিরিয়া আইস। ৭ বস্তুতঃ সেই দিনে তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ হস্তকৃত রৌপ্যপ্রতিচ্ছায়া ও স্বর্ণপ্রতিচ্ছায়ারূপ পাপবস্তু নিরস্ত করিবা। ৮ এবং অশূরীয় [রাজার সৈন্য] পুরুষের খড়্গ ভিন্ন অন্য খড়্গদ্বারা পতিত হইবে, ও মনুষ্যের শূল ভিন্ন অন্য শূলদ্বারা ব্যাপাদিত হইবে, এবং খড়্গের মুখহইতে পলাইলে তাহার যুবগণকে বেগার ধরা যাইবে। ৯ এবং ত্রাসেতে তাহার [শক্তিরূপ] অচল চলিয়া যাইবে, ও তাহার সেনাপতিগণ ধ্বজাতে ক্ষুব্ধ হইবে। সিয়োনে যাঁহার অগ্নি ও যিরূশালেমে যাঁহার তুন্দুর আছে, সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

৩২ অধ্যায়।

১ দেখ, এক রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজত্ব করিবেন, ও শাসনকর্ত্তৃগণ ন্যায়ানুরূপ শাসন করিবেন। ২ যেমন বাত্যাতে আচ্ছাদন ও ধারাসম্পাতে অন্তরাল, কিম্বা শুষ্ক স্থানে জলস্রোত ও মরীচিকা ভূমিতে কোন প্রকাণ্ড শৈলের ছায়া, তাঁহারা প্রত্যেকে তদ্রূপ হইবেন। ৩ তাহাতে দর্শকদের চক্ষু মুদ্রিত থাকিবে না, ও শ্রোতাদের কর্ণ অবধান করিবে। ৪ এবং চপলের চিত্ত জ্ঞান পাইবে, এবং তোৎলার জিহ্বা সহজে স্পষ্ট কথা কহিবে। ৫ মূঢ় লোককে আর মহাত্মা বলা যাইবে না, এবং খল আর উদার বলিয়া বিখ্যাত হইবে না। ৬ কেননা মূঢ় লোক মূঢ়তার কথা কহে, ও তাহার মন দুষ্টতার কল্পনা করে; বস্তুতঃ ধর্ম্মাবমাননা করা ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ভ্রান্তির কথা কহা, ক্ষুধার্ত্ত লোকের উদর শূন্য রাখা, ও তৃষার্ত্ত লোকের জল বারণ করা তাহার অভিপ্রেত। ৭ এবং খলের খলতা সকল দুষ্ট; মিথ্যাকথাদ্বারা নম্রদিগকে নষ্ট করণার্থে সে সত্যবাদি দরিদ্রকে [না মানিয়া] কুসঙ্কল্পের মন্ত্রণা করে। ৮ কিন্তু মহাত্মা লোক [সতত] মাহাত্ম্যের মন্ত্রণা করে, এবং মাহাত্ম্যের চেষ্টাতে আপনি স্থির থাকে।

৯ হে নিশ্চিন্তা মহিলা সকল, তোমরা উঠিয়া আমার রবে অবধান কর; হে নিঃশঙ্কা যুবতি সকল, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। ১০ হে নিঃশঙ্কারা, এই বৎসরের পরে কিছু দিন গত হইলে তোমরা উদ্বিগ্না হইবা, কেননা দ্রাক্ষাফলের সংহার হইবে, ফল পাড়নের সময় অনুপস্থিত থাকিবে। ১১ হে নিশ্চিন্তারা, কম্পান্বিতা হও; হে নিঃশঙ্কারা, উদ্বিগ্না হও, পরিচ্ছদ খুলিয়া বিবস্ত্রা হও, ও কটিদেশে চট বাঁধ। ১২ সকলে বুক চাপড়িয়া মনোরম্য ক্ষেত্রের ও ফলবান দ্রাক্ষোদ্যানের জন্যে বিলাপ করিবে। ১৩ আমার প্রজাদের ভূমি কাঁটার ও শেয়ালকাঁটার জঙ্গল হইয়া উঠিবে; হাঁ, উল্লাসপ্রিয় নগরের আমোদকারি যাবতীয় গৃহে তাহা জন্মিবে; ১৪ হাঁ, রাজপুরী ত্যক্ত হইবে, ও নগরের লোকারণ্য নির্জনতা হইয়া যাইবে; ওফল্ [নামক গিরি] ও প্রহরিদুর্গ যুগানুক্রমে গুহাময় থাকিয়া বনগর্দ্দভের বিলাসস্থান ও পশুপালের চরাণিস্থান হইবে। ১৫ কিন্তু শেষে ঊর্দ্ধলোকহইতে আমাদের উপরে আত্মাকে ঢালা যাইবে, তাহাতে প্রান্তর ফলবৃক্ষের উদ্যানে পরিণত হইবে, ও ফলবৃক্ষের উদ্যান অরণ্য বলিয়া গণ্য হইবে। ১৬ এবং সেই প্রান্তরে ন্যায়বিচার বাস করিবে, ও সেই ফলবৃক্ষের উদ্যানে ধার্ম্মিকতা বসতি করিবে। ১৭ এবং ধার্ম্মিকতার কার্য্য শান্তি ও ধার্ম্মিকতার লভ্য নিত্য বিশ্রাম ও নিঃশঙ্কতা হইবে। ১৮ এবং আমার প্রজাগণ শান্তির আশ্রমে ও নিঃশঙ্ক আবাসে ও নিশ্চিন্ত বিশ্রামস্থানে বাস করিবে। ১৯ কিন্তু অরণ্যটা শিলাবৃষ্টিতে ভূমিসাৎ, ও নগরটা নিপাতদ্বারা নিপাতিত হইবে। ২০ যাবতীয় জলপ্রবাহের ধারে বীজ বপন করিবা, এবং গোরু ও গর্দ্দভকে চরিতে দিবা যে তোমরা, তোমরা ধন্য।

৩৩ অধ্যায়।

১ হায় ২, আপনি ধ্বংসিত না হইয়াও ধ্বংস করিতেছ, ও আপনি প্রতারিত না হইয়াও প্রতারণা করিতেছ যে তুমি, তুমি সন্তাপের পাত্র; ধ্বংস করণের সমাপ্তি করিলে পর তুমি ধ্বংসিত হইবা, ও প্রতারণা করিয়া কৃতকৃত্য হইলে পর লোকে তোমাকে প্রতারণা করিবে।

২ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি কৃপা কর, আমরা তোমার অপেক্ষাতে আছি; তুমি প্রতিপ্রভাতে আপন অপেক্ষাকারিদের বাহুস্বরূপ হও; হাঁ, সঙ্কটে আমাদের ত্রাণস্বরূপ হও।

৩ কোলাহলের রবে জাতিগণ পলায়ন করিবে, ও তুমি উঠিলে বিদেশিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে। ৪ [হে শত্রুগণ,] ঘুরঘুরিয়া যেমন গ্রাস করে, তেমনি লোকেরা তোমাদের দ্রব্য [লুট করিয়া] গ্রাস করিবে; ফড়িঙ্গেরা যেমন লাফায়, তেমনি তাহার উপরে লাফাইবে।

৫ সদাপ্রভু উন্নত; হাঁ, তিনি ঊর্দ্ধলোকনিবাসী; হে সিয়োন্, তিনি তোমাকে ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতাতে পূর্ণ করেন; ৬ এবং তোমার আয়ুর সুস্থিরতাজনক এবং পরিত্রাণের ও প্রজ্ঞার ও জ্ঞানের নিধিস্বরূপ হন; সদাপ্রভু বিষয়ক ভীতি তাঁহার দত্ত ধনকোষ।

৭ দেখ, উহাদের পুরুষসিংহেরা সড়কে ক্রন্দন করিতেছে, সন্ধির অন্বেষণকারি দূতগণ তীব্র রোদন করিতেছে। ৮ রাজপথ সকল নরশূন্য হইয়াছে, পথিকমাত্র নাই; [সেই রাজা] নিয়ম ব্যর্থ করে, নগর সকল তুচ্ছ করে, মর্ত্ত্যকে তৃণ জ্ঞান করে। ৯ দেশ শোকান্বিত ও মলিন হইয়াছে, লিবানোন্ লজ্জা পাইয়া ম্লান হইয়াছে, শারোণ জঙ্গলভূমির সমান, এবং বাশন ও কর্ম্মিল্ পত্রশূন্য হইয়াছে।

১০ সদাপ্রভু কহেন, আমি এই ক্ষণে উঠিব, ও এখনি উন্নত হইয়া মহিমান্বিত হইব। ১১ তোমরা খড়রূপ গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক নাড়া প্রসব করিবা; তোমাদেরই শ্বাসবায়ু অগ্নির ন্যায় তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে। ১২ এবং ভাঁটিতে যেমন চূণ ও অগ্নিতে যেমন কণ্টকের কুচি দগ্ধ হয়, তেমনি জাতিগণ দগ্ধ হইবে।

১৩ হে দূরবর্ত্তি লোক সকল, তোমরা আমার কৃত কর্ম্মের কথা শুন; হে নিকটস্থ লোকেরা, আমার পরাক্রম জ্ঞাত হও। ১৪ সিয়োনে পাপিগণ কাঁপিতেছে, ধর্ম্মাবমানকেরা ত্রাসাপন্ন হইয়া কহিতেছে, আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? আমাদের মধ্যে কে অনন্তকালস্থায়ি জ্বলন সহিতে পারে?

১৫ যে জন ধার্ম্মিকতারূপ পথে চলে, ও সরল ভাবের কথা কহে, ও উপদ্রবজাত লাভ ঘৃণা করে, ও উৎকোচের স্পর্শহইতে হস্ত সঙ্কুচিত করে, ও বধ

করণের পরামর্শ শুনিলে কর্ণ রোধ করে, ও দুষ্কর্ম্মের দর্শনহইতে চক্ষু মুদ্রিত করে ; ১৬ সে উচ্চ ২ স্থানে বাস করিবে, শৈলগণের দুরাক্রম স্থান তাহার দুর্গস্বরূপ হইবে, তাহাকে ভক্ষ্য বিতরণ করা যাইবে, তাহার জলের সংশয় হইবে না।

১৭ তোমার নেত্রযুগল স্বীয়সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রাজার দর্শন পাইবে, ও সেই দূরস্থ দেশ দেখিবে। ১৮ তোমার চিত্ত [বিগত] ভয়ের বিবেচনা করিবে ; কোথায় সেই লিপিকর্ত্তা ? কোথায় সেই মুদ্রাতৌলকারী ? কোথায় সেই দুর্গগণনাকারী ? ১৯ সেই ক্রূর জাতি, হাঁ, সেই অজ্ঞেয় গভীর ভাষাবাদি ও অবোধ্য অস্ফুট বাক্যবাদি লোকদিগকে তুমি আর দেখিতে পাইবা না। ২০ আমাদের পর্ব্বস্থান সিয়োন নগর দৃষ্টি কর ; তোমার নেত্রযুগল শান্তিযুক্ত বসতিস্বরূপ যিরূশালেমকে দেখিবে ; তাহা অটল তাম্বুস্বরূপ, তাহার গোঁজ উপড়িবে না, ও তাহার কোন রজ্জু ছিঁড়িবে না। ২১ বস্তুতঃ সেখানে মহামহিম সদাপ্রভু আমাদের পক্ষে বৃহৎ নদনদী ও বিস্তীর্ণ স্রোতস্বতীসজ্ঞস্বরূপ হইবেন ; তথায় দাঁড়যুক্ত পোত গমনাগমন করিবে না, ও ভয়ঙ্কর জাহাজ তাহা পার হইয়া আসিবে না। ২২ কেননা সদাপ্রভু আমাদের বিচারকর্ত্তা, সদাপ্রভু আমাদের ব্যবস্থাপক, সদাপ্রভু আমাদের রাজা; তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

২৩ তোমার রজ্জু সকল ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, আপন মাস্তুল শক্ত কিম্বা পাইল বিস্তীর্ণ রাখে না ; তখন বিস্তর লুটের সামগ্রী বিভাগ করা যাইবে ; পঙ্গুরাও লুট দ্রব্য ধরিবে। ২৪ পরন্তু নগরবাসী কেহ বলিবে না, আমি পীড়িত ; তন্নিবাসি প্রজাদের অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে।

৩৪ অধ্যায়।

১ হে পরজাতিগণ, নিকটে আসিয়া শ্রবণ কর ; হে জনবৃন্দগণ, অবধান কর ; পৃথিবী ও তৎপূরক সকল, জগৎ ও তদুৎপন্ন সকল শ্রবণ করুক। ২ কেমনা পরজাতিমাত্রের প্রতিকূলে সদাপ্রভুর ক্রোধ, ও তাহাদের সৈন্যসামন্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কোপ প্রজ্বলিত হইল ; তিনি তাহাদিগকে [শাপ দিয়া] বর্জ্জনীয় করিলেন, ও তাহাদিগকে বধে নিযুক্ত করিলেন। ৩ এবং তাহাদের হত লোকেরা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে, ও তাহাদের শবহইতে দুর্গন্ধ উঠিবে, ও তাহাদের রক্তে পর্ব্বতগণ গলিত হইবে। ৪ এবং নভোমণ্ডলের সমস্ত বাহিনী ক্ষয় পাইবে, ও গগন লিপিপত্রের ন্যায় জড়ান যাইবে ; এবং যেমন দ্রাক্ষালতার জীর্ণ পত্র ও ডুমুরবৃক্ষের জীর্ণ পালা, তদ্রূপ তাহার সমস্ত বাহিনী জীর্ণ হইয়া [খসিয়া] পড়িবে। ৫ কেননা আমার খড়্গ স্বর্গে অভিষিক্ত হইয়াছে ; দেখ, বিচার সাধনার্থে তাহা ইদোম দেশে আমার বর্জ্জিত লোকদের উপরে পড়িবে। ৬ সদাপ্রভুর খড়্গ রক্তে তৃপ্ত ও মেদেতে আপ্যায়িত হইবে ; অর্থাৎ পুষ্ট মেষদের ও ছাগদের রক্তে ও মেষদের মেটিয়ার মেদেতে [তৃপ্ত হইবে]। কেননা বস্রাতে সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ হইবে, ও ইদোম্ দেশে বিস্তর পশুর হত্যা হইবে। ৭ তাহাদের সহিত গবয়, ও ষাঁড়ের সহিত যুববৃষ নিহত হইবে, এবং তাহাদের ভূমি রক্তে সিক্ত, ও ধূলা মেদেতে সারাস হইবে। ৮ কেননা ইহা সদাপ্রভুর বৈরনির্য্যাতনের দিন, ও সিয়োনের পক্ষবাদিকর্ত্তৃক প্রতিফলদানের বৎসর। ৯ ইহাতে তথাকার প্রবাহ সকল আল্কাতরায়, ও তথাকার ধূলি গন্ধকে পরিণত হইবে, ও তথাকার সমস্ত ভূমি প্রজ্বলিত আল্কাতরা হইবে। ১০ তাহা দিবারাত্র কদাচ নির্ব্বাণ পাইবে না, অনন্তকাল তাহার ধূম উঠিবে ; সেই দেশ পুরুষানুক্রমে মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্য দিয়া অনন্তকালেও কেহ কখনো যাইবে না। ১১ কিন্তু পানিভেলা ও শজারু তাহা অধিকার করিবে, এবং মহাপেচক ও দাঁড়কাক তাহার মধ্যে বাস করিবে ; হাঁ, তাহার উপরে অবস্তুতারূপ মানরজ্জু ও শূন্যতারূপ ওলোনসূত্র ধরা যাইবে। ১২ তথাকার কুলীনেরা [কি হইল] ? রাজত্বপ্রাপ্তি ঘোষণা করিতে কেহই নাই ; তথাকার প্রধানবর্গ সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইল। ১৩ তাহার অট্টালিকা সকল কণ্টকে, ও তাহার দুর্গ সকল বিছুটীতে ও শেয়ালকাঁটাতে ব্যাপ্ত হইবে, এবং সে দেশ নাগের বাসস্থান ও উষ্ট্রপক্ষির মাঠ হইবে। ১৪ আর সে স্থানে বনপশু ও শৃগাল বাস করিবে, এবং লোমশ জন্তুরা আপন ২ মিত্রকে আহ্বান করিয়া আসিবে ; হাঁ, সেখানে নিশাচরী বাস করিয়া বিশ্রামের স্থান পাইবে। ১৫ সে স্থানে বেতাছড়া সর্প বাসা করিয়া অণ্ড প্রসব করিবে, ও তাহা ফুটাইয়া শাবকদিগকে আপন ছায়াতে একত্র করিবে ; এবং সেখানে গিধিনীরা প্রত্যেকে আপন ২ সঙ্গিনীর সহিত একত্র হইবে। ১৬ তোমরা সদাপ্রভুর পুস্তকে অনুসন্ধান করিয়া পাঠ কর, ইহার একেরও অভাব হইবে না, তাহারা কেহ আপন সঙ্গিনীবিহীন থাকিবে না ; কেননা আমার মুখদ্বারা তিনিই ইহা কহিয়াছেন, ও তিনিই আপন শ্বাসবায়ুদ্বারা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবেন। ১৭ তিনি গুলিবাঁট পূর্ব্বক তাহাদিগকে সেই অধিকার দিয়াছেন, ও তাঁহার হস্ত মানরজ্জুদ্বারা প্রত্যেকের অংশ নিরূপণ করিয়াছে ; তাহারা যুগানুক্রমে তাহা অধিকার করিবে, ও পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বাস করিবে।

৩৫ অধ্যায়।

১ প্রান্তর ও মরুভূমি আমোদ করিবে, এবং জঙ্গলভূমি উল্লাসিত হইয়া গোলাপের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। ২ সে পুষ্পভূষিত হইয়া উল্লাসিত হইবে, হাঁ, উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দগান করিবে ; লিবানোনের প্রতাপ [এবং] কর্ম্মিলের ও শারোণের শোভা তাহাকে দত্ত হইবে ; তাহারা সদাপ্রভুর প্রতাপ [অর্থাৎ] আমাদের ঈশ্বরের শোভা দেখিতে পাইবে। ৩ তোমরা দুর্ব্বল হস্ত সবল কর, ও কম্পিত

জানু সুস্থির কর। [৪] চপলান্তঃকরণ লোকদিগকে বল, সাহস কর, ভয় করিও না; ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর; দেখ, বৈরনির্য্যাতন, হাঁ, ঈশ্বরহইতে প্রতীকার আসিতেছে, তিনিই আসিয়া তোমাদিগের পরিত্রাণ করিবেন। [৫] তৎকালে অন্ধদের চক্ষুঃ প্রসন্ন হইবে, ও বধিরদের কর্ণ খোলা যাইবে। [৬] তৎকালে খঞ্জ লোক হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দরব করিবে; কেননা প্রান্তরে জল, ও জঙ্গলভূমির নানা স্থানে প্রবাহ উৎসারিত হইবে। [৭] এবং মরীচিকা জলাশয় হইয়া যাইবে, ও শুষ্ক ভূমি জলের উনুইতে পরিপূর্ণ হইবে; নাগদিগের নিবাসে তাহাদের শয়নস্থান নল খাগড়ার বন হইবে। [৮] এবং সেই স্থানে এক জাঙ্গাল ও রাজপথ হইবে; তাহা পবিত্র মার্গ বলিয়া বিখ্যাত হইবে; তাহা দিয়া কোন অশুচি লোক যাতায়াত করিবে না, কিন্তু তাহা কেবল উহাদের জন্যে হইবে; তাহার পথিক হইলে অজ্ঞানেরাও ভ্রান্ত হইবে না। [৯] সেখানে সিংহ থাকিবে না, ও হিংস্রক জন্তু তাহাতে উঠিবে না, সেখানে তাহা পাওয়া যাইবেই না; কিন্তু মুক্তীকৃত লোকেরা তাহাতে গমন করিবে। [১০] হাঁ, সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, ও আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ি হর্ষমুকুট থাকিবে; তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

৩৬ অধ্যায়।

[১] হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশূরের সন্হেরীব্ রাজা যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা হস্তগত করিল। [২] পরে অশূরীয় রাজা লাখীশহইতে রব্শাকিকে ভারি সৈন্যসামন্তের সহিত যিরূশালেমে হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিল; তাহাতে সে [আসিয়া] উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে রজকের ভূমির পথে অবস্থিতি করিল। [৩] পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামা ইতিহাসরচক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেল। [৪] তাহাতে রব্শাকি তাহাদিগকে কহিল, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, রাজাধিরাজ অর্থাৎ অশূরের রাজা কহেন, তুমি যে সাহস করিতেছ, সে কেমন সাহস? [৫] আমি বলি, সংগ্রাম করণ বিষয়ক মন্ত্রণা ও পরাক্রম ওষ্ঠের ধ্বনিমাত্র; বল দেখি, তুমি কাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া আমার বিদ্রোহী হইলা? [৬] দেখ, তুমি ঐ থেঁৎলা নলরূপ যষ্টিতে, অর্থাৎ মিসরে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে কেহ তাহার উপরে নির্ভর দেয়, সে তাহার হস্তে ঢুকিয়া তাহা বিদ্ধ করে; যত লোক তাহাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের প্রতি মিস্রীয় ফরৌণ রাজা তদ্রূপ। [৭] আর যদি আমাকে বল, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করি, তবে [আমি বলি], হিষ্কিয় যাঁহার উচ্চস্থলী ও যজ্ঞবেদি সকল দূর করিয়া যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে কহিয়াছে, তোমরা এই যজ্ঞবেদির কাছে প্রণিপাত করিও, তিনি কি সে নন্? [৮] শুন, তুমি এক বার আমার প্রভু অশূরীয় রাজার সহিত পণ কর; আমি তোমাকে দুই সহস্র অশ্ব দি, তুমি কি তদারোহি লোক দিতে পার? [৯] তবে কেমন করিয়া আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসগণের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে পরাঙ্মুখ করিবা? কিন্তু তুমি রথ ও অশ্বের জন্যে মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ। [১০] বল দেখি, আমি কি সদাপ্রভুর সম্মতি ব্যতিরেকে এই দেশ ধ্বংস করিতে আইলাম? সদাপ্রভুই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তুমি ঐ দেশে গিয়া তাহা ধ্বংস কর।

[১১] তখন ইলিয়াকীম্ ও শিব্ন ও যোয়াহ রব্শাকিকে কহিল, বিনয় করি, অরামীয় ভাষাতে আপনকার দাসদিগকে কহুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি; প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের প্রতি যিহূদী ভাষাতে না কহুন। [১২] কিন্তু রব্শাকি উত্তর করিল, আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই প্রতি এবং তোমারই প্রতি এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লোকেরা তোমাদের সহিত আপন ২ বিষ্ঠা খাইতে ও আপন ২ মূত্র পান করিতে প্রাচীরের উপরে বসিয়া আছে, উহাদেরই নিমিত্তে কি নয়? [১৩] পরে রব্শাকি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যিহূদী ভাষাতে কহিতে লাগিল, তোমরা রাজাধিরাজের অর্থাৎ অশূরীয় রাজার কথা শুন। [১৪] রাজা কহিতেছেন, তোমাদিগকে ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না; বস্তুতঃ তোমাদিগকে রক্ষা করিতে উহার সাধ্য নাই। [১৫] অতএব হিষ্কিয় তোমাদিগকে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস না করাউক। সে বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন, নগর কখনো অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না। [১৬] তোমরা হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেননা অশূরের রাজা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করিয়া আমার কাছে আইস; এবং প্রত্যেক জন আপন ২ দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরফল ভোজন কর ও আপন ২ কূপের জল পান কর; [১৭] পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ দেশের ন্যায় গোম ও দ্রাক্ষারস বিশিষ্ট এবং রুটী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিশিষ্ট কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। [১৮] সদাপ্রভু আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, বলিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না। পরজাতিদের দেবগণ কি অশূরীয় রাজার হস্তহইতে আপন ২ দেশ রক্ষা করিয়াছে? [১৯] হমাতের ও অর্পদের দেবগণ কোথায়? সফর্বয়িমের দেবগণ কোথায়? [দেবগণ] কি আমার হস্তহইতে শমরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে? [২০] এই সকল দেশীয় দেবগণের মধ্যে কে আমার হস্তহইতে নিজ দেশ

উদ্ধার করিয়াছে? তবে সদাপ্রভু আমার হস্তহইতে যিরূশালেম্‌কে উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব? ২১ কিন্তু লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল না, কারণ তাহাকে উত্তর দিও না, রাজার এই আজ্ঞা ছিল। ২২ পরে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্‌ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ ইতিহাস-রচক আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্‌শাকির কথা জ্ঞাত করিল।

৩৭ অধ্যায়।

১ তাহা শুনিবামাত্র হিষ্কিয় রাজা আপন বস্ত্র চিরিয়া চট পরিধান করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে গমন করিল। ২ এবং রাজবাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম্‌কে ও শিব্‌ন লেখককে এবং যাজকদের প্রাচীনবর্গকে চট পরিধান করাইয়া আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদির নিকটে পাঠাইল। ৩ তাহারা তাহাকে বলিল, হিষ্কিয় কহিলেন, অদ্যকার দিবস সঙ্কটের ও অনুযোগের ও অপমানের দিবস, কেননা বালকগণ প্রসবদ্বারে উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিতে শক্তি নাই। ৪ কি জানি, জীবনময় ঈশ্বরকে ধিক্কার দেওনার্থে আপন প্রভু অশূরীয় রাজার প্রেরিত রব্‌শাকি যে ২ কথা কহিয়াছে, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা শুনিবেন, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই সকল কথা শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ করিবেন; অতএব যে অবশিষ্টাংশ এখনও আছে, তুমি তাহার নিমিত্তে প্রার্থনা উৎসর্গ কর। ৫ এই রূপে হিষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশায়াহের নিকটে উপস্থিত হইলে ৬ যিশায়াহ তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের কর্ত্তাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যাহা শুনিয়াছ, ও যাহাদ্বারা অশূরীয় রাজার ভৃত্যগণ আমাকে কটুবাক্য কহিয়াছে, সেই সকল কথাতে ভীত হইও না। ৭ দেখ, আমি তাহার মধ্যে এক আত্মার আবেশ করাইব, এবং সে কোন সংবাদ শুনিবে, তাহাতে সে আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, পরে আমি তাহারই দেশে তাহাকে খড়্গদ্বারা নিপাত করিব।

৮ অনন্তর রব্‌শাকি ফিরিয়া গিয়া অশূরের রাজার সহিত মিলিল; তৎকালে সে লিব্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল; বস্তুতঃ সে লাখীশ্‌হইতে স্থানান্তরে গিয়াছে, ইহা রব্‌শাকি শুনিয়াছিল। ৯ অপর সে কূশদেশীয় তির্হক রাজার বিষয়ে এই সংবাদ শুনিল, যথা, সে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থে যাত্রা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া সে হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, তোমরা যিহূদার রাজা হিষ্কিয়কে বল, ১০ তোমার ঈশ্বর তোমার ভ্রান্তি না জন্মাউন। তুমি তাঁহাতেই বিশ্বাস করত বলিতেছ, যিরূশালেম্‌ অশূরের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবে না। ১১ দেখ, নানা দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট করিতে অশূরীয় রাজগণ যাহা২ করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি উদ্ধার পাইবা? ১২ আমার পূর্ব্বপুরুষগণদ্বারা বিনষ্ট জাতিদের অর্থাৎ গোষন্‌ ও হারণ ও রেৎসফের [দেবগণ] এবং তলঃসরনিবাসি এদনের সন্তানদের দেবগণ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে? ১৩ হমাতের রাজা, ও অর্পদের রাজা, এবং সিফর্বয়িম্‌ নগরের, হেনার ও অব্বার রাজা কোথায়?

১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া গেল; তথায় হিষ্কিয় সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ১৫ এবং হিষ্কিয় সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিল, ১৬ হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর করূবদ্বয়ে অধ্যাসীন বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো, কেবল তুমিই পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবী রচনা করিয়াছ। ১৭ হে সদাপ্রভো, কর্ণ পাতিয়া শুন; হে সদাপ্রভো, আপন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ; জীবনময় ঈশ্বরকে ধিক্কার দেওনার্থে ঐ সন্‌হেরীব্‌ যে২ কথা কহিয়া পাঠাইল, তাহা শুন। ১৮ হে সদাপ্রভো, সত্য বটে, অশূরীয় রাজগণ সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে ও তাহাদের দেশ সকল বিনষ্ট করিয়াছে, ১৯ এবং তাহাদের দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু মনুষ্যের হস্তদ্বারা রচিত কাষ্ঠ ও প্রস্তর; এই জন্যে উহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে। ২০ কিন্তু এখন, হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি তাহার হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার কর; তাহাতে কেবল তুমিই যে সদাপ্রভু, ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

২১ পরে আমোসের পুত্র যিশায়াহ হিষ্কিয়ের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি অশূরের রাজা সন্‌হেরীবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করিয়াছ, ২২ তাহার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অনূঢ়া সিয়োনের কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও তোমার পরিহাস করিতেছে, ও যিরূশালেমের কন্যা তোমার পশ্চাতে মস্তক নাড়িতেছে। ২৩ তুমি কাহাকে ধিক্কার দিয়াছ ও কটুবাক্য কহিয়াছ? ও কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছ? কি ইস্রায়েলের পাবনের বিরুদ্ধে? ২৪ তুমি আপন দাসগণের দ্বারা প্রভুকে ধিক্কার দিয়া এই কথা বলিয়াছ, আমি নিজ রথের বাহুল্যদ্বারা পর্ব্বতগণের উচ্চ মস্তকে, হাঁ, লিবানোনের নিভৃত স্থানে আরোহণ করিয়া তাহার দীর্ঘকায় এরসবৃক্ষ ও উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিতে পারি, এবং তাহার সীমাস্থ উচ্চস্থান ও উত্তম কানন পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি। ২৫ আমি খনন পূর্ব্বক জল পান করিয়া আপন পদতলদ্বারা মিসরের সমস্ত খাল শুষ্ক করিতে পারি।

২৬ তুমি কি ইহা শুন নাই? আমি দীর্ঘকালাবধি যাহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, এবং পূর্ব্বকালে যাহা

স্থির করিয়াছিলাম, তাহা এখন সিদ্ধ করিলাম, অর্থাৎ তোমাদ্বারা দৃঢ় নগর সকল বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম। [২৭] এই কারণ তন্নিবাসিগণ ক্ষীণ-হস্ত ও ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল, এবং ক্ষেত্রের শাক ও নবীন তৃণ ও ছাতের উপরিস্থ ঘাস ও অপক্ক শস্য বিশিষ্ট ক্ষেত্রের ন্যায় হইল। [২৮] কিন্তু তোমার উপবেশন ও বাহিরে ভিতরে গমনাগমন ও আমার বিরুদ্ধে রাগ করণ, এ সকলি আমি জানি। [২৯] আমার বিরুদ্ধে তোমার যে রাগ ও দর্প, তাহা আমার কর্ণগোচর হইল; অতএব আমি তোমার নাসিকাতে আপন কড়া ও তোমার ওষ্ঠে আপন বল্‌গা দিব, এবং যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সেই পথে তোমাকে ফিরাইব। [৩০] আর [হে হিষ্কিয়,] তোমার নিমিত্তে এই এক অভিজ্ঞান থাকিবে, এই বৎসরে স্বয়ং উৎপন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসরে তাহার মূলোৎপন্ন শস্য ভোজন করিলে পর, তোমরা তৃতীয় বৎসরে বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিবা, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ করিবা। [৩১] আর যিহূদা কুলের যে উত্তীর্ণ লোকেরা অবশিষ্ট আছে, তাহারা নীচে মূল বাঁধিবে, ও উপরে ফল ফলিবে। [৩২] কেননা অবশিষ্ট লোকেরা যিরূশালেম্‌হইতে ও উত্তীর্ণ লোকেরা সিয়োন্‌ পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইবে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুর স্পর্দ্ধাদ্বারা ইহা সিদ্ধ হইবে। [৩৩] অতএব অশূরীয় রাজার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, ও ইহার মধ্যে বাণ ফেলিবে না, ও সম্মুখে ঢাল দেখাইবে না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গাল বান্ধিবে না। [৩৪] সদাপ্রভু কহেন, সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহা দিয়াই ফিরিয়া যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না। [৩৫] কিন্তু আমি আপনার নিমিত্তে ও আপনার দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের নিস্তারার্থে তাহার ঢালস্বরূপ হইব।

[৩৬] পরে সদাপ্রভুর দূত যাত্রা করিয়া অশূরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে নিহনন করিল; [অবশিষ্টেরা] প্রত্যূষে উঠিলে সমস্ত লোককেই মৃত দেখিল। [৩৭] অতএব অশূরের রাজা সন্‌হেরীব্‌ প্রস্থান করিয়া নীনবীতে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিল। [৩৮] পরে সে যখন আপনার নিষ্রোক নামক দেবতার গৃহে প্রণিপাত করিতেছিল, তখন অদ্রম্মেলক্‌ ও শরেৎসর্‌ নামক তাহার দুই পুত্র খড়্গদ্বারা তাহাকে হনন করিল; পরে তাহারা অরারট দেশে পলায়ন করিলে এসর্‌হদ্দোন্‌ নামে তাহার আর এক পুত্র তাহার পদে রাজা হইল।

৩৮ অধ্যায়।

[১] তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইলে আমোসের পুত্র যিশায়াহ ভাববাদী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, সদাপ্রভু কহেন, তুমি আপন বাটী বিষয়ক আদেশ কর, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবা না। [২] তাহাতে হিষ্কিয় ভিত্তির দিগে মুখ করিয়া সদাপ্রভুর প্রতি প্রার্থনা করিয়া কহিল' [৩] হে সদাপ্রভো, বিনয় করি, আমি সত্যতাতে ও সরলান্তঃকরণে তোমার সাক্ষাতে চলিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে সদাচরণ করিয়াছি, তাহা তুমি এখন স্মরণ কর। অনন্তর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। [৪] পরে যিশায়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [৫] যাও, হিষ্কিয়কে বল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, ও তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমার আয়ু পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব। [৬] এবং অশূরীয় রাজার হস্তহইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব; আমি এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব। [৭] এবং সদাপ্রভু আপনার উক্ত এই বাক্য সিদ্ধ করিবেন, ইহার এই অভিজ্ঞান সদাপ্রভুহইতে তোমাকে দেওয়া যাইবে। [৮] দেখ, আহসের সূর্য্যঘটিকাতে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ অগ্রসর হইয়াছে, আমি তাহার দশ অংশ পীছে ফিরাইব। পরে সূর্য্যের ছায়া যত অংশ গিয়াছিল, তাহার দশ অংশ পীছে ফিরিয়া গেল।

[৯] পীড়িত হইয়া আরোগ্য পাইলে পর যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের লিপি এই। [১০] আমি কহিলাম, আমার আয়ুর সাম্যকালে আমি পাতালের পুরদ্বারে প্রবেশ করিব, আমার বৎসরশ্রেণীর অবশিষ্টাংশ দণ্ডরূপে দিতে হইল। [১১] আমি বলিলাম, আমি সদাপ্রভুকে, হাঁ, সদাপ্রভুকে জীবিত লোকদের বসতিদেশে আর দেখিব না, ও লোকান্তর নিবাসিদের সঙ্গী হইলে মনুষ্যকেও আর দেখিব না। [১২] মেষপালকের তাম্বুর ন্যায় আমার বাসা উঠাইয়া আমাহইতে স্থানান্তর করা গেল; আমি তন্তুবায়ের ন্যায় আপন আয়ু জড়াইলাম; তিনি তাঁতহইতে আমাকে কাটিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তুমি এক দিবারাত্রির মধ্যে আমার আয়ুর শেষ করিতে উদ্যত [ছিলা]। [১৩] আমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া [কহিলাম], যেমন সিংহ, তেমনি তিনি আমার অস্থি সকল চূর্ণ করেন; তুমি এক দিবারাত্রির মধ্যে আমার আয়ুর শেষ করিতে উদ্যত [ছিলা]। [১৪] আমি তালচোঁচের কিম্বা সারসের ন্যায় চিঁচি শব্দ ও ঘুঘুর ন্যায় কাতরোক্তি করিতেছিলাম; ঊর্দ্ধলোকের দিগে দৃষ্টি করিতে ২ আমার চক্ষু ক্ষীণ হইল; "হে সদাপ্রভো, আমি ব্যাকুলিত, তুমি আমার প্রতিভূ হও।" [১৫] আমি আর কি কহিব? তিনি তো আমাকে অঙ্গীকারবাক্য কহিলেন, এবং তাহার সাধনও করিলেন; আমার মনস্তাপের উত্তরে অবশিষ্ট বৎসর সকল [যাপন করত] আমি ধীরে ২ গমন করিব। [১৬] হে প্রভো, এই ২ মতে লোকেরা জীবিত থাকে, কেবল এই ২ রূপ [দয়াতে] আমার আত্মার জীবনলাভ হয়; হাঁ, তুমি আমার আরোগ্য করিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবা। [১৭] দেখ, আমার শান্তির নিমিত্তেই আমার দুঃখ এত দুঃখ-

জনক হইল; ফলতঃ তুমি প্রেমরূপ হস্তদ্বারা আমার প্রাণ বিনাশরূপ ক্ষয়স্থানহইতে উদ্ধার করিলা; বস্তুতঃ আমার সমস্ত পাপ আপন পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলা। [১৮] হাঁ, পাতাল তোমার স্তবগান করে না, মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না; যাহারা গর্ত্তে নামিয়া যায়, তাহারা তোমার সত্যের অপেক্ষা করিবে না। [১৯] অদ্য আমি যেমন করিতেছি, তেমনি জীবিত লোক, জীবিত লোকই তোমার স্তবগান করিবে; পিতা সন্তানগণকে তোমার সত্য জ্ঞাত করিবে। [২০] সদাপ্রভু আমার পরিত্রাণ করিতে সম্মত; অতএব আইস আমরা যাবৎ সদাপ্রভুর গৃহসমীপে জীবিত থাকি, তাবৎ আমার বীণার সঙ্গীত লইয়া বীণা বাজাইয়া গান করি।

[২১] যিশায়াহ কহিয়াছিল, ডুম্বুরফলের চাক লইয়া ছেঁচিয়া স্ফোটকের উপরে দেওয়া যাউক, তাহাতে সে সুস্থ হইবে। [২২] আর হিষ্কিয় কহিয়াছিল, আমি যে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া যাইব, ইহার অভিজ্ঞান কি?

৩৯ অধ্যায়।

[১] ঐ সময়ে বলদনের পুত্র মরোদক্‌-বলদন্‌ নামে বাবিলের রাজা হিষ্কিয়ের নিকটে পত্র ও উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইল, কারণ সে তাহার পীড়া ও আরোগ্যের সংবাদ পাইয়াছিল। [২] তাহাতে হিষ্কিয় তাহাদের [আগমনে] আনন্দিত হইয়া আপন কোষ অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ও বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের সমস্ত বস্তু তাহাদিগকে দেখাইল। হিষ্কিয় তাহাদিগকে না দেখাইল, এমত কোন সামগ্রী তাহার বাটীতে ও তাহার সমস্ত রাজ্যে ছিল না।

[৩] পরে যিশায়াহ ভাববাদী হিষ্কিয় রাজার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মনুষ্যেরা কি কহিল? এবং কোথাহইতে তোমার নিকটে আইল? তাহাতে হিষ্কিয় কহিল, উহারা দূরদেশ বাবিল্‌হইতে আমার কাছে আসিয়াছে। [৪] সে জিজ্ঞাসা করিল, উহারা তোমার বাটীতে কি ২ দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিল, আমার বাটীতে যাহা ২ আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে এমত কোন দ্রব্য নাই। [৫] পরে যিশায়াহ হিষ্কিয়কে কহিল, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। [৬] দেখ, তোমার বাটীতে যে কিছু আছে, এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহা ২ সঞ্চিত হইতেছে, সকলি বাবিলে নীত হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, সদাপ্রভু এই কথা কহেন। [৭] এবং তোমার কটিহইতে উৎপন্ন তোমার ঔরসসন্তানগণের মধ্যে কএক জন নীত হইয়া বাবিলের রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত নপুংসক হইবে। [৮] তাহাতে হিষ্কিয় যিশায়াহকে কহিল, তুমি সদাপ্রভুর যে বাক্য কহিলা, তাহা উত্তম। আরো কহিল, আমার অধিকারসময়ে তো মঙ্গল ও সত্য থাকিবে।

৪০ অধ্যায়।

[১] তোমরা সান্ত্বনা কর, আমার প্রজাদিগকে সান্ত্বনা কর, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন। [২] যিরূশালেমকে চিত্তপ্রবোধক কথা কহ; হাঁ, তাহার নিকটে ইহা প্রচার কর, যে তাহার যুদ্ধযাত্রা সমাপ্ত হইল, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত গ্রাহ্য হইল; হাঁ, তাহার যত পাপ, তাহার দ্বিগুণ [মঙ্গল] সে সদাপ্রভুর হস্তহইতে পাইল। [৩] প্রান্তরে এই বাক্যপ্রচারক এক জনের রব আছে, তোমরা সদাপ্রভুর পথ প্রস্তুত কর, জঙ্গলের মধ্যে আমাদের ঈশ্বরের জন্যে রাজপথ সমান কর। [৪] প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন হইবে; এবং বক্র স্থান সরল হইবে, ও উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে। [৫] এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে, ও যাবতীয় মর্ত্ত্য এককালে তাহা দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা কহিয়াছে। [৬] পরে "ঘোষণা কর," এই বাণী হইল; তাহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল, কি ঘোষণা করিব? "মর্ত্ত্যমাত্র তৃণস্বরূপ; ও তাহার সমস্ত কান্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। [৭] তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প জীর্ণ হইয়া পড়ে, কারণ তাহার উপরে সদাপ্রভুর শ্বাসবায়ু বহে; হাঁ, লোকেরা নিতান্ত তৃণস্বরূপ। [৮] তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প জীর্ণ হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনন্তকাল থাকিবে।"

[৯] হে সুসমাচারপ্রচারকারিণি সিয়োন, উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ কর; হে সুসমাচারপ্রচারকারিণি যিরূশালেম, বলেতে উচ্চৈঃস্বর কর, উচ্চৈঃস্বর কর, ভয় করিও না; যিহূদার নগর সকলকে বল, ঐ দেখ, তোমাদের ঈশ্বর। [১০] দেখ, প্রভু সদাপ্রভু সপরাক্রমে আসিতেছেন, তাঁহার বাহু তাঁহার জন্যে কর্ত্তৃত্ব পাইল; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বেতন আছে, ও তাঁহার অগ্রে তাঁহার লভ্য আছে। [১১] তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, তাহার শাবকদিগকে বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, ও কোলে করিয়া বহন করিবেন; তিনি দুগ্ধবতী সকলকে [ধীরে ২] চালাইবেন।

[১২] কে আপন করতলের মধ্যে জলরাশি পরিমাণ করিয়াছে? ও বিততদ্বারা আকাশমণ্ডল মাপিয়াছে? এবং পৃথিবীর সমস্ত ধূলা পালিতে ভরিয়াছে? এবং নিক্তিতে পর্ব্বতগণকে, ও পাল্লাতে উপপর্ব্বতগণকে তৌল করিয়াছে? [১৩] কে সদাপ্রভুর আত্মার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে? কিম্বা তাঁহার মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছে? [১৪] কে আপনার সহিত তাঁহার মন্ত্রণা করণ ক্রমে তাঁহাকে বুদ্ধি দিয়াছে, ও বিচারপথ দেখাইয়াছে? কিম্বা তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে, ও বিবেচনার মার্গ জানাইয়াছে? [১৫] দেখ, জাতিগণ কলসের গাত্রস্থ জলবিন্দুর কিম্বা নিক্তিতে লগ্ন ধূলিকণার ন্যায় গণ্য;

দেখ, তিনি দ্বীপ সকলকে একটী পরমাণুর ন্যায় তুলেন। [১৬] হাঁ, জ্বাল দিবার নিমিত্তে লিবানোনে, ও হোমবলির নিমিত্তে তাহার জন্তু সকলেতে কুলায় না। [১৭] তাঁহার সমক্ষে জাতিগণের সাকল্য নগণ্য, তিনি তাহাদিগকে অসার ও অবস্তুহইতেও লঘু জ্ঞান করেন।

[১৮] এমন হইলে তোমরা কাহার সহিত ঈশ্বরের তুলনা দিবা? ও তাঁহার সদৃশ বলিয়া কি প্রকার মূর্ত্তি উপস্থিত করিবা? [১৯] শিল্পকর প্রতিমা ছাঁচে ঢালে, ও স্বর্ণকার তাহা স্বর্ণপত্রে মোড়ে, ও তাহার নিমিত্তে রূপার শৃঙ্খল প্রস্তুত করে। [২০] যে ব্যক্তি মূল্যবান উপহার দিতে অসমর্থ, সে দুষ্পচ্য কোন কাষ্ঠ মনোনীত করিয়া আপনার জন্যে অটল এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইতে জ্ঞানি শিল্পকরের অন্বেষণ করে। [২১] তোমরা কি জান না ও শুন না? পূর্ব্বকালাবধি কি তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যায় নাই? পৃথিবীর ভিত্তিমূল বিষয়ক বুদ্ধি তোমাদের কি হয় নাই? [২২] তিনি ভূমণ্ডলের উপরে সুখাসীন; তন্নিবাসিগণ ফড়িঙ্গস্বরূপ; তিনি সূক্ষ্ম চন্দ্রাতপের ন্যায় আকাশমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন, ও আবাসতাম্বুর ন্যায় তাহা টাঙ্গাইয়াছেন। [২৩] তিনি ভূপতিদিগকে লুপ্ত করেন, ও পৃথিবীর বিচারকর্ত্তাদিগকে অবস্তুবৎ করেন। [২৪] হাঁ, তাহাদের রোপিত কি উপ্ত হওয়া বিফল; ভূমিতে তাহাদের কাণ্ডের বদ্ধমূল হওয়াও বিফল; হাঁ, তিনি তাহাদের উপরে ফুৎকার দিবামাত্র তাহারা শুকিয়া যায়, ও ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে নাড়ার ন্যায় উড়ায়। [২৫] অতএব সেই পবিত্রময় কহেন, তোমরা কাহার সহিত আমার উপমা দিলে আমি তাহার সদৃশ হইব? [২৬] ঊর্দ্ধলোকের দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সকলের সৃষ্টি কে করিয়াছে? তিনি বাহিনীর ন্যায় সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন, ও সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করেন; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও শক্তির প্রাবল্যপ্রযুক্ত তাহাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।

[২৭] অতএব আমার পথ সদাপ্রভুহইতে অন্তর্হিত, আমার বিচার আমার ঈশ্বরের জ্ঞানাতীত, হে যাকোব, তুমি কেন এমন কথা কহিতেছ? হে ইস্রায়েল্, তুমি কেন এরূপ বাক্য বলিতেছ? [২৮] তুমি কি জান নাই এবং শুনও নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ক্লান্ত হন না, ও শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। [২৯] তিনি ক্লান্তদিগকে শক্তি দেন, ও সামর্থ্যহীনদিগের বল বৃদ্ধি করেন। [৩০] তরুণেরা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়, এবং যুবকেরা নিতান্ত স্খলিত হয় বটে; [৩১] কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তর ২ নূতন শক্তি পায়, ও উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় পক্ষসহকারে ঊর্দ্ধে উড়ে; তাহারা দৌড়িলে শ্রান্ত হয় না, ও গমন করিলে ক্লান্ত হয় না।

৪১ অধ্যায়।

[১] হে দ্বীপগণ, আমার কাছে নীরব হইয়া [শুন]; জনবৃন্দগণ নূতন ২ বল প্রাপ্ত হউক, সকলে নিকটে আইসুক, পরে কথা কহুক; আমরা একত্র হইয়া বিচার করিব। [২] কে পূর্ব্বদিগহইতে উহাকে উৎপন্ন করিল? যিনি ধর্ম্মস্বরূপ তিনি তাহাকে ডাকিয়া আপনার অনুগামী করেন; তিনি তাহার সম্মুখস্থ জাতিগণকে ত্যাগ করিবেন, ও রাজগণকে [তাহার] বশীভূত করিবেন; তিনি তাহার খড়্গের অগ্রে [সকলই] ধুলির সদৃশ, ও তাহার ধনুকের অগ্রে চালিত নাড়ার সদৃশ করিবেন। [৩] সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবে; এবং যে পথে কখনো পদার্পণ করে নাই, সেই পথে নিরাপদে অগ্রসর হইবে। [৪] এ সকল কাহার কার্য্য ও কাহার সাধ্য? কে বা পুরুষাবলিকে পূর্ব্বাবধি আহ্বান করে? আমি সদাপ্রভু আদি, এবং সেই আমি অন্তিমকালীন লোকদের সঙ্গী।

[৫] দ্বীপগণ দৃষ্টিপাত করিয়া ভীত হইল, পৃথিবীর প্রান্ত সকল ত্রাসযুক্ত হইল; তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। [৬] তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসির সাহায্য করিতেছে, ও আপন ২ ভ্রাতাকে কহিতেছে, সাহস কর। [৭] শিল্পকর স্বর্ণকারকে আশ্বাস দিতেছে, এবং হাতুড়িতে সমানকারি লোক নেহাইর উপরে আঘাতকারিকে স্তুতিবাদ করিয়া যোড়ের বিষয়ে কহিতেছে, উত্তম হইল; এবং [প্রতিমাটা] যেন না নড়ে, এ কারণ স্থানে ২ প্রেক দিয়া তাহা দৃঢ় করিতেছে।

[৮] কিন্তু হে আমার দাস ইস্রায়েল্, আমার মনোনীত যাকোব, আমার বন্ধু অব্রাহামের বংশ, [৯] আমি আপন হস্তে ধরিয়া পৃথিবীর প্রান্তহইতে তোমাকে আনিয়াছি, ও তাহার সীমাহইতে আহ্বান করিয়া কহিয়াছি, তুমি আমার দাস, আমি তোমাকে মনোনীত করিলাম, নিরস্ত করি নাই। [১০] ভয় করিও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে ২ আছি; সন্দিহান হইও না, কারণ আমি তোমার ঈশ্বর; আমি তোমাকে পরাক্রম দিলাম, হাঁ, তোমার সাহায্য করিলাম; হাঁ, আপন ধর্ম্মস্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিব। [১১] দেখ, যাহারা তোমার প্রতি কুপিত, তাহারা সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইবে; তোমার বিপক্ষগণ অসার বস্তুর ন্যায় হইয়া নষ্ট হইবে। [১২] যাহারা তোমার সহিত বিরোধ করে, তাহাদিগকে তুমি অন্বেষণ করিবা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না; যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তাহারা অসার ও অভাবমাত্র হইবে। [১৩] কেননা তোমার ঈশ্বর আমি সদাপ্রভু তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিলাম; আমি কহিতেছি, ভয় করিও না, আমি তোমার সাহায্যকারী। [১৪] হে কীটস্বরূপ যাকোব, হে ইস্রায়েলের নরচয়, ভয় করিও না; সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমার সাহায্যকারী; এবং

তোমার মুক্তিদাতা, ইস্রায়েলের পাবন। ১৫ দেখ, আমি তোমাকে একটা শস্যমাড়া গাড়ির ন্যায়, হাঁ, তীক্ষ্ণ২ ছুরি বিশিষ্ট নূতন টানাগাড়ির ন্যায় করিলাম; তুমি পর্ব্বতগণকে মাড়িয়া চূর্ণ করিবা, ও উপপর্ব্বতগণকে ভুষির সমান করিবা। ১৬ তুমি তাহাদিগকে ঝাড়িলে বায়ু উড়াইয়া লইবে, ও ঘূর্ণবায়ু তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবে, কিন্তু তুমি সদাপ্রভুতে উল্লাস করিবা, ও ইস্রায়েলের পাবনের শ্লাঘা করিবা।

১৭ যে দুঃখী দরিদ্রগণ জল অন্বেষণ করত পায় না, ও যাহাদের জিহ্বা তৃষ্ণাতে শুষ্ক হইয়াছে, আমি সদাপ্রভু তাহাদিগকে প্রার্থনার উত্তর দিব, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাহাদিগকে ত্যাগ করি নাই। ১৮ আমি বৃক্ষশূন্য গিরিশ্রেণীতে নদনদী, ও সমস্থলীর মধ্যে স্থানে ২ উনুই উদ্‌বাটন করিয়া প্রান্তরকে জলাশয় ও শুষ্ক ভূমিকে জলপ্রবাহময় করিব। ১৯ আমি প্রান্তরে এরস্ ও বাবল ও গুলমেঁদি ও জিতবৃক্ষ রোপণ করিব, ও জঙ্গলভূমিতে দেবদারু ও তিধর ও তাশূর বৃক্ষ এক স্থানে রুপিব। ২০ তাহাতে সদাপ্রভু আপন হস্তে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, ও ইস্রায়েলের পাবন ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বুঝিয়া বিবেচনা করিয়া উহারা এককালে নিশ্চয় জ্ঞান পাইবে।

২১ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আপনাদের বিবাদ উপস্থিত কর; যাকোবের রাজা কহেন, তোমরা আপনাদের দৃঢ় প্রমাণ সকল সম্মুখে আন। ২২ উহারা তাহা লইয়া নিকটে আসিয়া ভাবি ঘটনা সকল আমাদিগকে জ্ঞাত করুক; কি২ প্রথম, তাহা বলুক; তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তর ফল জানিতে পারিব; কিম্বা উহারা আগামি ঘটনা সকল আমাদের কর্ণগোচর করুক। ২৩ উত্তরকালে কি ২ ঘটিবে, তোমরা তাহা জ্ঞাত কর; তাহা করিলে তোমরা যে ঈশ্বর বট, তাহা বুঝিতে পারিব; হাঁ, তোমরা মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল, [কিছুই] কর, তাহাতে আমরা আলোচনা করিয়া একত্র তাহা নিরীক্ষণ করিব। ২৪ দেখ ত, তোমরা অভাবহইতেও অভাব, ও তোমাদের কার্য্য অসারহইতেও অসার; যে জন তোমাদিগকে মনোনীত করে, সে ঘৃণাস্পদ হয়।

২৫ আমি উত্তরদিগহইতে এক ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিলাম, সে সূর্য্যোদয়ের দিগহইতে উপস্থিত হইয়া আমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিবে; যেমন কেহ কর্দ্দম মর্দ্দন করে, ও কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দলন করে, তেমনি সে দেশাধ্যক্ষগণকে দলিত করিবে। ২৬ কেহ কি পূর্ব্বে ইহার সংবাদ দিয়াছে? দিলে আমরা জ্ঞান পাইব। কিম্বা কেহ কি অগ্রে বলিয়াছে? তবে আমরা বলিব, যথার্থ। কিন্তু সংবাদদাতা তো কেহই নাই; হাঁ, ঘোষণাকারী কেহই নাই; হাঁ, তোমাদের এমত বক্তব্যের শ্রোতা কেহই নাই। ২৭ প্রথমে আমি সিয়োনকে বলিয়াছি, ঐ দেখ, তাহারা প্রত্যক্ষ হইতেছে; এবং যিরূশালেমে সুসমাচারপ্রচারককে প্রেরণ করিয়াছি। ২৮ আমি দেখিতেছি, কেহই নাই; উহাদের মধ্যে মন্ত্রী কেহ নাই; [থাকিলে] আমি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইতাম। ২৯ দেখ, উহারা সকলে বিড়ম্বনাস্বরূপ, উহাদের কর্ম্ম সকল মিথ্যা, উহাদের ছাঁচে ঢালা প্রতিমা সকল বায়ু ও অবস্তুমাত্র।

৪২ অধ্যায়।

১ ঐ দেখ, আমার দাস, আমি তাঁহাকে ধারণ করি; তিনি আমার মনোনীত লোক ও আমার আন্তরিক অনুরাগের পাত্র; আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থায়ী করিলাম, তিনি পরজাতীয়দের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। ২ তিনি কলহ কিম্বা উচ্চশব্দ করিবেন না, এবং সড়কে আপন রব শুনাইবেন না। ৩ তিনি থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; কিন্তু সত্যের অনুরূপ ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন। ৪ তিনি যাবৎ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন না করেন, তাবৎ নিস্তেজ কি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না; এবং দ্বীপগণ তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষাতে থাকিবে।

৫ যিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন, এবং ভূতল ও তাহার উদ্ভিজ্জ সকল বিছাইয়াছেন, এবং তন্নিবাসি সকলকে নিশ্বাস প্রশ্বাস দেন, ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জঙ্গমকে প্রাণ দেন, সেই ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, ৬ আমি সদাপ্রভু ধর্ম্মেতে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি; সুতরাং তোমার হস্ত ধরিব, ও তোমাকে রক্ষা করিব; এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়মস্বরূপ ও পরজাতীয়দের দীপ্তিস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিব; ৭ তুমি অন্ধদিগকে চক্ষু দিবা, এবং বন্ধনহইতে বন্দিদিগকে ও কারাগারহইতে অন্ধকারবাসিগণকে বাহির করিয়া আনিবা। ৮ আমি সদাপ্রভু, ইহা আমার নাম; আমি আপন প্রতাপ অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা খোদিত প্রতিমাগণকে দিব না। ৯ দেখ, প্রথম ঘটনা সকল সিদ্ধ হইল; এখন আমি নূতন২ ঘটনা জ্ঞাত করি, ও অঙ্কুরিত হওনের পূর্ব্বে তোমাদিগকে তাহা জানাই।

১০ হে সমুদ্রগামিরা, ও হে সাগরস্থ সকল, হে দ্বীপগণ ও তন্নিবাসিরা, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নূতন গীত গান কর, ও পৃথিবীর অন্তহইতে তাঁহার প্রশংসা [গাও]। ১১ প্রান্তর ও তথাকার নগর সকল, কেদরের বসতি শিবির সকল উচ্চৈঃশব্দ করুক, শৈলনিবাসিরা আনন্দরব করুক, তাহারা পর্ব্বতগণের চূড়াহইতে মহানাদ করুক; ১২ তাহারা সদাপ্রভুর প্রতাপ স্বীকার করুক, ও দ্বীপগণের মধ্যে তাঁহার প্রশংসা প্রচার করুক।

১৩ সদাপ্রভু বীরের ন্যায় যাত্রা করিবেন, তিনি যোদ্ধার ন্যায় আপন স্পর্দ্ধা উজ্জ্বল করিবেন, ও জয়ধ্বনি করিবেন, ও মহানাদ করিবেন; তিনি

আপন বৈরিদের বিপরীতে পুরুষত্ব দেখাইবেন। [১৪] আমি চিরকাল ক্ষান্ত রহিয়া নীরব থাকিয়া সহিষ্ণু ছিলাম; এখন প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় নিশ্বাস টানিয়া এককালে উচ্ছ্বাস করত ফূৎকার করিব। [১৫] আমি পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে ধ্বংসিত করিব, ও তদুপরিস্থ তাবৎ তৃণ শুষ্ক করিব, এবং নদনদীকে দ্বীপ, ও জলাশয়কে স্থল করিব। [১৬] এবং অন্ধদিগকে তাহাদের অবিদিত পথ দিয়া লইয়া যাইব, এবং যে সকল মার্গ তাহারা জানে না, সেই মার্গে তাহাদের চরণ চালাইব; আমি তাহাদের অগ্রে অন্ধকারকে আলো, ও উচ্চনীচ ভূমিকে সমান করিব; এই যে অঙ্গীকারবাক্য সকল, তাহা আমি সিদ্ধ করিব, আমি তাহাহইতে ক্ষান্ত হই নাই।

[১৭] যাহারা খোদিত বিগ্রহে নির্ভর করে, ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমার কাছে, তোমরা আমাদের ঈশ্বর, এমত কথা কহে, তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া নিতান্ত লজ্জিত হয়।

[১৮] হে বধিরগণ, শুন; হে অন্ধ সকল, দেখিতে চক্ষু মেল। [১৯] আমার দাস বৈ অন্ধ কে? ও আমার প্রেরিত দূতের ন্যায় বধির কে? শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির ন্যায় অন্ধ কে? এবং সদাপ্রভুর দাসের ন্যায় অন্ধ কে? [২০] সে অনেক বিষয় দেখে, কিন্তু মনে রাখে না; এবং কর্ণ খোলা রাখিলেও শুনে না। [২১] সদাপ্রভু আপন ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রীত হন; তিনি ব্যবস্থাকে মহৎ ও সম্ভ্রান্ত করিবেন।

[২২] তথাপি তাহারা হৃতধন ও লুটিত জাতি; তাহারা সকলে গর্ত্তে যন্ত্রিত ও কারাগারে গুপ্ত আছে; তাহারা হৃতধন হইলে উদ্ধারকর্ত্তা কেহ ছিল না, এবং লুটিত হইলে, ফিরাইয়া দেও, এমত আজ্ঞা দিতে কেহ ছিল না। [২৩] তোমাদের মধ্যে এমত কথাতে কে কর্ণপাত করিবে, এবং অবধান করিয়া ভাবিকালের নিমিত্তে তাহা কর্ণকুহরে স্থান দিবে? [২৪] কে যাকোব্‌কে লুটিত হইতে দিয়াছে, ও ইস্রায়েল্‌কে ধনাপহারকদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে? আমরা যাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, সেই সদাপ্রভু কি নয়? লোকেরা তাঁহার পথে গমন করিতে অসম্মত ছিল, ও তাঁহার ব্যবস্থা মানিত না। [২৫] তজ্জন্য তিনি তাহাদের উপরে আপন ক্রোধের তাপ ও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে তাহা চতুর্দ্দিগে জ্বলিল, কিন্তু তাহারা মানিল না; ও তাহাদের দাহ জন্মাইল, তথাপি তাহারা মনোযোগ করিল না।

৪৩ অধ্যায়।

[১] কিন্তু এখন, হে যাকোব্, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, হে ইস্রায়েল্, তোমার নির্ম্মাণকর্ত্তা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি, আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার। [২] তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদনদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া চলিলে তুমি দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না। [৩] কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পাবন তোমার ত্রাণকর্ত্তা; আমি তোমার মুক্তির মূল্য বলিয়া মিসর, এবং তোমার পরিবর্ত্তে কূশ্ ও সবা দিই। [৪] তুমি আমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য ও সম্ভ্রান্ত এবং আমার প্রিয়পাত্র, তজ্জন্য আমি তোমার পরিবর্ত্তে মনুষ্যগণকে, ও তোমার প্রাণের পরিবর্ত্তে জনবৃন্দদিগকে দিব। [৫] ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে আছি; আমি পূর্ব্বদিগহইতে তোমার বংশকে আনিব, ও পশ্চিমদিগহইতে তোমাকে সংগ্রহ করিব। [৬] আমি উত্তর দিক্‌কে কহিব, ফিরিয়া দেও; এবং দক্ষিণ দিক্‌কেও বলিব, রুদ্ধ রাখিও না; আমার পুত্রগণকে দূরহইতে, ও আমার কন্যাদিগকে পৃথিবীর অন্তহইতে আনিয়া দেও; [৭] আমার নামে বিখ্যাত ও আমার গৌরবার্থে আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে [আনিয়া দেও], সে আমার নির্ম্মিত ও আমার সৃষ্ট বস্তু। [৮] সেই অন্ধ জাতি বাহিরে আনীত হউক, তাহারা চক্ষুর্বিশিষ্ট [হইবে]; সেই বধিরেরা [আনীত হউক], তাহারা কর্ণবিশিষ্ট [হইবে]। [৯] পরজাতি সকল একত্র হইয়া আগমন করুক, ও নরবৃন্দগণ সংগৃহীত হউক; তাহাদের মধ্যে কে ইহার সংবাদ দিতে, কিম্বা পূর্ব্বকালীন [ভবিষ্যদ্বাক্য] আমাদিগকে শুনাইতে পারে? তাহারা আপনাদের সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করুক, তাহাতে নির্দ্দোষীকৃত হইবে, এবং শ্রোতারা বলিবে, সত্য বটে।

[১০] সদাপ্রভু কহেন, তোমরাই আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস; অতএব জ্ঞানবান হও, ও আমাতে বিশ্বাস কর, এবং আমিই তিনি, ইহা বুঝ; আমার পূর্ব্বে কোন ঈশ্বর নির্ম্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। [১১] আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ব্যতীত অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই। [১২] আমিই সংবাদ দিয়াছি ও পরিত্রাণ করিয়াছি, ও তাহা ঘোষণা করিয়াছি, এবং কোন ইতর [দেবতা] তোমাদের মধ্যে ছিল না; অতএব সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার সাক্ষী, ফলতঃ আমি ঈশ্বর। [১৩] হাঁ, দিবসের পূর্ব্বাবধি আমি তিনি; এবং আমার হস্তহইতে উদ্ধারকারী কেহ নাই; আমি কর্ম্ম করিলে কে তাহা অন্যথা করিবে?

[১৪] তোমাদের মুক্তিদাতা ইস্রায়েলের পাবন সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাদের জন্যে বাবিলে লোক পাঠাইয়া তথাকার যাবতীয় মনুষ্যকে, বিশেষতঃ তাহাদের আনন্দগানের নৌকাতে কল্‌দীয় লোকদিগকে পলায়ন করাইয়া নিপাত করিব। [১৫] আমি সদাপ্রভু তোমাদের পাবন, ইস্রায়েলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমাদের রাজা।

[১৬] যিনি সমুদ্রে পথ ও প্রচণ্ড জলরাশিতে মার্গ

যোগাইয়া দেন, [১৭] এবং রথ ও অশ্ব ও সৈন্য ও বীরগণকে বাহিরে আনিয়া [এমত নষ্ট করেন, যে] তাহারা এককালে নিদ্রাগত হইয়া আর উঠিতে পারে না, ও পাটের ন্যায় মিট্‌মিট্ করত নিবিয়া যায়, সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, [১৮] তোমরা পূর্ব্বকালের কর্ম্ম সকল মনে করিও না, ও প্রাচীন ক্রিয়া সকল [আর] আলোচনা করিও না। [১৯] দেখ, আমি এক নূতন কর্ম্ম করি, তাহা এখনই অঙ্কুরিত হইতেছে; তোমরা কি তাহা জানিবা না? হাঁ, আমি প্রান্তরের মধ্যে পথ, ও মরুভূমিতে নদনদী যোগাইয়া দিব। [২০] আমি আপন মনোনীত প্রজাবৃন্দের পানার্থে প্রান্তরমধ্যে জল ও মরুভূমিতে নদনদী যোগাইয়াছি, বলিয়া বন্য জন্তু, নাগ ও উষ্ট্রপক্ষী সকল আমার গৌরব করিবে। [২১] সেই যে প্রজাবৃন্দকে আমি আপনার নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা আমার প্রশংসার বর্ণনা করিবে।

[২২] কিন্তু হে যাকোব্, তুমি আমাকে আহ্বান কর নাই; কেননা, হে ইস্রায়েল্, তুমি আমার সেবা করিতে ক্লান্ত হইয়াছ। [২৩] তুমি আমার কাছে হোমার্থ মেষ আন নাই, ও বলিদানদ্বারা আমার সমাদর কর নাই। আমি নৈবেদ্যের চেষ্টাতে তোমাকে দাস্যকর্ম্ম করাই নাই, এবং ধূপের চেষ্টাতে তোমাকে ক্লান্ত করি নাই। [২৪] তুমি আমার নিমিত্তে রূপ্যমূল্যে সুগন্ধি বচ ক্রয় কর নাই, ও তোমার বলির মেদেতে আমাকে তৃপ্ত কর নাই; কিন্তু তোমার সকল পাপদ্বারা আমাকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়াছ, ও তোমার সকল অপরাধদ্বারা আমাকে ক্লান্ত করিয়াছ। [২৫] আমি, আমিই আপনার নিমিত্তে আপনি তোমার অধর্ম্ম সকল মার্জ্জনা করি, ও তোমার পাপ সকল মনে রাখি না। [২৬] [তোমার বিবাদ] আমাকে স্মরণ করাও; আইস, আমরা পরস্পর বিচার করি; তুমি যেন নির্দ্দোষীকৃত হও, তজ্জন্য আপনার কথা বল। [২৭] তোমার আদিপিতা পাপ করিয়াছে, ও তোমার মধ্যস্থগণ আমার বিপরীতে অধর্ম্ম করিয়াছে। [২৮] এই নিমিত্তে আমি পবিত্র স্থানের অধ্যক্ষগণকে অপবিত্র করিলাম, এবং যাকোব্‌কে বর্জ্জনসূচক শাপে, ও ইস্রায়েল্‌কে কটুকাটব্যে সমর্পণ করিলাম।

৪৪ অধ্যায়।

[১] হে আমার দাস যাকোব্, হে আমার মনোনীত ইস্রায়েল্, তুমি সম্প্রতি শুন। [২] তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা ও গর্ভাবধি তোমার রচনাকারি ও সহকারি সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আমার দাস যাকোব্, হে আমার মনোনীত যিশুরূণ, ভয় করিও না। [৩] কেননা আমি তৃষিত ভূমির উপরে জল ঢালিব, ও শুষ্ক স্থানের উপরে জলপ্রবাহ অবতারণ করিব; আমি তোমার সন্তানদের উপরে আপন আত্মাকে, ও তোমার [বংশরূপ] উদ্ভিজ্জের উপরে আপন আশীর্ব্বাদ ঢালিব। [৪] তাহাতে জলস্রোতের ধারে যেমন বাইশী বৃক্ষ, তেমনি তৃণের মধ্যে তাহারা অঙ্কুরিত হইবে। [৫] এক জন কহিবে, আমি সদাপ্রভুর; আর এক জন যাকোবের নাম ডাকিবে; এবং কেহ বা সদাপ্রভুর [নিজস্ব] বলিয়া স্বাক্ষর করিবে, ও ইস্রায়েল্ নামের শ্লাঘা করিবে।

[৬] যে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজা ও মুক্তিদাতা, সেই বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি আদি, এবং আমি অন্ত, আমাভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই। [৭] আমার ন্যায় কে [অনাগত বিষয়] ডাকিয়া আনিতে পারে? সে তাহা জ্ঞাত করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত করুক; আদিকালীন প্রজাবৃন্দ স্থাপনাবধি আমি [তাহা করিয়া থাকি]। কিম্বা যাহা ২ আগামি, এবং ভবিষ্যতে যাহা ২ ঘটিবে, উহারা তাহা জ্ঞাত করুক। [৮] তোমরা কম্পান্বিত হইও না ও ভয় করিও না; আমি কি পূর্ব্বাবধি তোমাদিগকে শুনাই নাই ও জানাই নাই? হাঁ, তোমরাই আমার সাক্ষী; আমাভিন্ন আর কোন ঈশ্বর কি আছে? অন্য ধর তো নাই, আমি [কাহাকেও] জানি না।

[৯] বিগ্রহনির্ম্মাণকারিরা সকলে অবস্তু, তাহাদের পুত্তলিরত্ন সকল অনুপকারী; এবং তাহারা আপনারা আপনাদের সাক্ষী; কিছু না দেখাতে ও না বুঝাতে তাহারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইবে। [১০] কে দেবতা নির্ম্মাণ করে, ও অনুপকারী বিগ্রহ ঢালে? [১১] দেখ, তাহার সমস্ত সহায় লজ্জিত হইবে; সেই শিল্পকারিরা মর্ত্তমাত্র, তাহারা সকলে একত্র হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু একেবারে কম্পান্বিত ও লজ্জিত হইবে। [১২] কর্ম্মকার বাটালি লইয়া অঙ্গারে লৌহ প্রস্তুত করে, ও হাতুড়িদ্বারা তাহা গড়ে, ও আপন বলবান বাহুদ্বারা তাহা রচনা করে, এবং ক্ষুধিত হইয়া দুর্ব্বল হয়, ও জল পান না করিয়া ক্লান্ত হয়। [১৩] ছুতার কাষ্ঠ [লইয়া] সূত্রপাত করে ও সিন্দূরদ্বারা তাহার আকৃতি লেখে, ও তাহাতে রেঁদা বুলায়, এবং কোম্পাস দিয়া তাহার আকার নিরূপণ করে, এবং বাটীতে বাস করাইবার যোগ্য পুরুষের আকৃতি ও মনুষ্যের সৌন্দর্য্যানুসারে তাহা নির্ম্মাণ করে। [১৪] কেহ আপনার নিমিত্তে এরস বৃক্ষ ছেদন করণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তর্সা ও অলোন্ বৃক্ষ গ্রহণ করে, ও বনতরুদের মধ্যে কোন দৃঢ় বৃক্ষ মনোনীত করে; কিম্বা শরল বৃক্ষ রোপণ করিয়া বৃষ্টিদ্বারা বড় হইতে দেয়। [১৫] পরে তাহা জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে; সে তাহার কিছু লইয়া অগ্নি জ্বালাইয়া তাপ সেবন করে, আবার তুন্দুর তপ্ত করিয়া রুটী পাক করে, আবার এক দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া প্রণিপাত করে, এবং তাহাতে একটা বিগ্রহ রচনা করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয়। [১৬] সে তাহার এক অংশ অগ্নিতে দগ্ধ করে, ও অন্য অংশদ্বারা মাংস [পাক করিয়া] ভোজন করে, ও শূল্য মাংস প্রস্তুত করিয়া তৃপ্ত হয়, এবং আগুন পোহাইয়া বলে, আহা, আমি উষ্ণ হইলাম, ও অগ্নি টের

পাইতেছি। ১৭ অনন্তর সে তাহার অবশিষ্টাংশদ্বারা এক দেবতা অর্থাৎ আপন বিগ্রহটা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে দণ্ডবৎ হয় ও প্রণিপাত করে, এবং তাহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কহে, আমাকে উদ্ধার কর, কেননা তুমি আমার দেবতা। ১৮ তাহারা [কিছুই] জানে না ও বুঝে না; কেননা লেপ দেওয়াতে তাহাদের চক্ষু দেখিতে পায় না, ও তাহাদের চিত্ত বিবেচনা করিতে পারে না। ১৯ আমি যাহার এক খণ্ড জ্বাল দিয়া তপ্ত অঙ্গারে রুটী পাক ও মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন করিয়াছি, তাহার অবশিষ্টাংশদ্বারা কি ঘৃণার্হ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব, ও কাষ্ঠখণ্ডের কাছে দণ্ডবৎ হইব? এ প্রকার কথা কহিতে তাহাদের মনোযোগ কি জ্ঞান কি বুদ্ধি হয় না। ২০ এমত ভস্মভোজি লোকের মুগ্ধ চিত্ত তাহাকে ভ্রান্ত করিয়াছে; সে আপন প্রাণ উদ্ধার করিতে পারে না, এবং আমার দক্ষিণ হস্তে কি মিথ্যা কথা নাই? ইহাও বলে না।

২১ হে যাকোব্, হে ইস্রায়েল্, তুমি এই সকল স্মরণ কর, কেননা তুমি আমার দাস, আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি; তুমি আমার দাস; হে ইস্রায়েল্, তুমি আমার স্মরণহইতে ভ্রষ্ট হইবা না। ২২ আমি তোমার অধর্ম্ম সকল কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ও তোমার পাপ সকল মেঘের ন্যায় ঘুচাইয়া ফেলিয়াছি; তুমি আমার প্রতি ফির, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি। ২৩ হে স্বর্গ সকল, সদাপ্রভু কার্য্য সাধন করিয়াছেন বলিয়া তোমরা আনন্দরব কর; হে পৃথিবীর অধঃস্থান সকল, জয় ২ ধ্বনি কর; হে পর্ব্বতগণ ও হে কানন ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বৃক্ষ, তোমরা উচ্চৈঃস্বর করিয়া আনন্দগান কর, কেননা সদাপ্রভু যাকোব্কে মুক্ত করিয়াছেন, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে আপনাকে শোভান্বিত দেখাইতেছেন।

২৪ তোমার মুক্তিদাতা এবং গর্ভাবধি তোমার রচনাকারি সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সদাপ্রভু সর্ব্বকর্ম্মসাধক, আমি একাকী গগণমণ্ডল বিতান করিয়াছি, ও ভূতল বিছাইয়াছি; আমার সঙ্গী কে? ২৫ [সদাপ্রভু] বাচালদিগের অভিজ্ঞান সকল ব্যর্থ করেন, এবং মন্ত্রজ্ঞদিগকে উন্মত্তবৎ করেন, ও জ্ঞানবানদিগকে পরাঙ্মুখ করেন, ও তাহাদের জ্ঞান মূর্খতাস্বরূপ করেন। ২৬ তিনি আপন দাসের বাক্য স্থির করেন, ও আপন দূতগণের মন্ত্রণা সিদ্ধ করেন, এবং যিরূশালেমের বিষয়ে কহেন, তাহা বসতিবিশিষ্ট হইবে; ও যিহূদার নগর সকলের বিষয়ে কহেন, তাহারা পুনর্নির্ম্মিত হইবে, আমি দেশের উৎসন্ন স্থান সকল পুনর্ব্বার উঠাইব। ২৭ তিনি অগাধ জলকে কহেন, শুষ্ক হও, আমি তোমার নদনদী শুষ্ক করিব। ২৮ এবং কোরসের উদ্দেশে কহেন, উনি আমার পালরক্ষক, আমার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, এবং যিরূশালেমের বিষয়ে বলিবেন, তাহা পুনর্নির্ম্মিত হউক, এবং প্রাসাদের ভিত্তিমূল স্থাপিত হউক।

৪৫ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ কোরসের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহার সম্মুখে নানা জাতিকে পরাভব করিব, ও রাজগণের কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলিব; এই রূপে তাহার অগ্রে কপাট সকল মুক্ত করিব, কোন পুরদ্বার বদ্ধ থাকিতে দিব না। ২ আমি তোমার অগ্রে ২ গমন করিয়া উচ্চনীচ পথ সরল করিব, পিত্তলের কপাট ভগ্ন করিব, ও লৌহহুড়কা কাটিয়া ফেলিব। ৩ এবং তোমাকে অন্ধকারাবৃত ধনকোষ ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত নিধি দিব; তাহাতে তোমার নামঘোষণাকারী আমি সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, ইহা তুমি জানিতে পারিবা। ৪ আমার দাস যাকোবের ও আমার মনোনীত ইস্রায়েলের নিমিত্তে আমি তোমার নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকিয়াছি; তুমি আমাকে না জানিলেও তোমার উপাধি দিয়াছি। ৫ আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নাই; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বন্ধন করিয়াছি। ৬ ইহাতে সূর্য্যোদয়স্থানাবধি পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত লোকে জানিবে, যে আমি ব্যতীত আর কেহই নাই; আমিই সদাপ্রভু, অন্য নাই। ৭ [আমি] দীপ্তির রচনাকারী ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্ত্তা, শান্তির রচনাকারী ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা; আমি সদাপ্রভু এই সকলের সাধনকর্ত্তা। ৮ হে গগণমণ্ডল, তুমি উপরহইতে শিশির বর্ষণ কর, এবং মেঘগণ ধর্ম্মবৃষ্টি করুক, ও ভূমি বিদীর্ণ হউক; পরিত্রাণ ও ধার্ম্মিকতা ফল উৎপন্ন করুক; সে এককালে উভয়কে অঙ্কুরিত করুক; আমি সদাপ্রভু ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

৯ যে ব্যক্তি আপন নির্ম্মাণকর্ত্তার সহিত বিবাদ করে, সে সন্তাপের পাত্র; সে তো খোলামাত্র, অন্য ২ মৃণ্ময় খোলার মধ্যে গণ্য। "তুমি কি নির্ম্মাণ করিতেছ?" এই কথা কি মৃত্তিকা কুম্ভকারকে কহিতে পারে? কিম্বা "উহার হস্ত নাই," এই কথা কি তোমার রচিত বস্তু কহিতে পারে? ১০ "তুমি কি জন্মাইতেছ?" এই কথা আপন পিতাকে, কিম্বা "তুমি কি প্রসব করিতেছ?" এই কথা আপন মাতাকে যে বলে, সে সন্তাপের পাত্র। ১১ ইস্রায়েলের পাবন ও তাহার রচনাকারি সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আগামি ঘটনার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর; আমার সন্তানদের ও আমার হস্তকৃত কর্ম্মের বিষয়ে আমাকে আদেশ দেও। ১২ আমি পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছি, ও তাহার উপরে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছি; আমারই হস্তদ্বয় গগণমণ্ডল বিস্তীর্ণ করিয়াছে, এবং আমি তাহার সৈন্যসামন্তকে আজ্ঞা দিয়া থাকি। ১৩ আমি ঐ ব্যক্তিকে ধর্ম্মেতে উৎপন্ন করিয়াছি, সুতরাং তাহার পথ সকল সরল করিব; আমার নগরটী সেই গাঁথিবে, এবং বিনামূল্যে ও বিনাপুরস্কারে আমার

নির্ব্বাসিত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, এই কথা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [১৪] সদাপ্রভু কহেন, মিসরের উপার্জ্জিত সম্পত্তি ও কূশের বাণিজ্যের লভ্য এবং দীর্ঘকায় সবায়ীয় লোক তোমার কাছে আসিবে, ও তোমার হইবে; তাহারা তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে, ও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আগমন করিবে; ও তোমার কাছে প্রণিপাত করিয়া এই নিবেদন করিবে, "কেবল তোমার মধ্যে ঈশ্বর আছেন, অন্য নাই, আর কোন ঈশ্বর নাই।" [১৫] হে ইস্রায়েলের ঈশ্বর ত্রাণকর্ত্তা, সত্য, তুমি আত্মনিগূহক ঈশ্বর। [১৬] পুত্তলিনির্ম্মাণকারিগণ সকলে লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইল, ও এককালে অপমানগ্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল। [১৭] কিন্তু ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুতে অনন্তকালস্থায়ি পরিত্রাণ প্রাপ্ত; তোমরা অনন্ত কালের যুগানুক্রমেও লজ্জিত কি বিষণ্ণ হইবা না। [১৮] কেননা গগনমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভু অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীকে নির্ম্মাণ করিয়া প্রস্তুতকরিয়াছেন, ও তাহা স্থাপন করিয়াছেন, ও ঘোরস্থানার্থে সৃষ্টি না করিয়া বাসস্থানার্থে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি কহেন, আমিই সদাপ্রভু, অন্য নাই। [১৯] আমি গোপনে পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থানে কথা কহি নাই; এবং "তোমরা বৃথা আমার অন্বেষণ কর," এই বাক্য আমি যাকোবের বংশকে কহি নাই; আমি সদাপ্রভু ধর্ম্মবাদী; সারল্যের কথা কহি।

[২০] হে পরজাতীয়দের মধ্যহইতে উত্তীর্ণ লোক সকল, তোমরা একত্র হইয়া আইস, এককালে নিকটে আইস; যাহারা আপনাদের বিগ্রহরূপ কাষ্ঠ বহিয়া বেড়ায়, ও ত্রাণ করণে অসমর্থ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে, তাহারা কিছুই জানে না। [২১] তোমরা [আপনাদের বক্তব্য] জ্ঞাত করত উপস্থিত কর; হাঁ, সকলে পরস্পর মন্ত্রণা করুক। ঘটনার পূর্ব্বে এ কথা কে জ্ঞাত করিয়াছে? ও প্রথমাবধি কে তাহার সংবাদ দিয়াছে? আমি সদাপ্রভু কি তাহা করি নাই? আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর, আমি ছাড়া অন্য নাই।

[২২] হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি সম্মুখ হইয়া পরিত্রাণপ্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, অন্য নাই। [২৩] আমি আপন নাম লইয়া শপথ করিলাম, এবং আমার মুখহইতে একটী ধর্ম্মবাক্য নির্গত হইল, সেই বাক্য অন্যথা হইবে না, ফলতঃ আমার কাছে প্রত্যেক হাঁটু পাতিত হইবে, ও প্রত্যেক জিহ্বা শপথ করিবে। [২৪] লোকে আমার উদ্দেশে কহিবে, কেবল সদাপ্রভুতে আমার ধার্ম্মিকতা ও শক্তি আছে; তাঁহারই কাছে সকলে আসিবে, এবং যে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত হইবে। [২৫] সদাপ্রভুতেই ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ ধার্ম্মিকীকৃত হইবে, ও তাঁহার শ্লাঘা করিবে।

৪৬ অধ্যায়।

[১] বেল্ [দেবতা] অবনত, ও নবো উবুড় হইল; তাহাদের প্রতিমাগণ জন্তুদিগকে ও পশুদিগকে সমর্পিত হইল; তোমরা যাহাদিগকে বহিয়া বেড়াইতা, তাহারা [উহাদের] বোঝা হইয়া ক্লান্তিজনক ভার হইল। [২] তাহারা এককালে উবুড় হইয়া অবনত হইল, বোঝাই রক্ষা করিতে পারে না, বরং আপনারা বন্দিদশাগ্রস্ত হইয়া দূরদেশে গমন করে।

[৩] হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল্ কুলের সমস্ত অবশিষ্টাংশ, আমার কথা শুন; গর্ব্ভাবস্থাবধি তোমরা [আমার] বোঝাস্বরূপ; মাতার উদরাবধি তোমাদিগকে বহন করা যাইতেছে। [৪] এবং [তোমাদের] বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত আমি সেই [থাকিব], ফলতঃ [তোমাদের] পক্ককেশ হওন পর্য্যন্ত আমিই তুলিয়া বহন করিব; আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমিই বহন করিব; হাঁ, আমিই [তোমাদিগকে] তুলিয়া বহন করিয়া উত্তীর্ণ করিব।

[৫] তোমরা আমাকে কাহার সদৃশ ও কাহার সমান করিলে, কিম্বা কাহার সহিত আমার উপমা দিলে আমরা পরস্পর সমরূপ হইব? [৬] ঐ যে লোকেরা তোড়াহইতে স্বর্ণ ঢালে, ও নিক্তিতে রূপ্য তৌল করে, তাহারা স্বর্ণকারকে বানি দিয়া তাহাদ্বারা এক দেবতা নির্ম্মাণ করায়, পরে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণিপাত করে। [৭] তাহারা তাহাকে তুলিয়া স্কন্ধে [করিয়া] বহন করে, ও স্বস্থানে বসাইয়া দেয়, তাহাতে সে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন স্থানহইতে সরে না; আবার তাহার কাছে ক্রন্দন করে, কিন্তু সে উত্তর দেয় না, কাহাকেও সঙ্কটহইতে নিস্তার করে না।

[৮] তোমরা ইহা স্মরণ কর, ও পুরুষত্ব দেখাও; হে অধর্ম্মাচারিগণ, মনোযোগ কর। [৯] প্রাক্কালের পুরাতন কার্য্য স্মরণ কর; অবশ্য আমিই ঈশ্বর, অন্য নাই; আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই। [১০] আমি অন্তিম ঘটনার কথা আদি অবধি জ্ঞাত করি, ও যাহার সাধন হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে [জানাই], এবং কহি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, ও আমি আপনার যাবতীয় মনোরথ সিদ্ধ করিব। [১১] আমি পূর্ব্বদিগ্হইতে উৎক্রোশ পক্ষিকে অর্থাৎ দূরদেশহইতে আমার মন্ত্রণার মনুষ্যকে আহ্বান করি; আমি তো কথা কহিলাম, অবশ্য তাহা সফল করিব; আমি কল্পনা করিলাম, অবশ্য তাহা সিদ্ধ করিব।

[১২] হে শক্তচিত্তেরা, হে ধার্ম্মিকতাহইতে দূরবর্ত্তিরা, আমার কথা শুন; [১৩] আমি নিজ ধার্ম্মিকতা নিকটস্থ করিলাম; তাহা দূরে থাকিবে না, এবং আমার [স্বীকৃত] পরিত্রাণের বিলম্ব হইবে না; হাঁ, আমি সিয়োনকে পরিত্রাণের স্থান, ও ইস্রায়েলকে আমার শোভার পাত্র করিয়া দিলাম।

৪৭ অধ্যায়।

[১] হে বাবিলের অনূঢ়া কন্যে, তুমি নামিয়া ধূলিতে বৈস; হে কল্দীয়দের কন্যে, ভূমিতে বৈস; সিংহাসন নাই; কেননা লোকে তোমাকে আর কোমলা ও সুখভোগিনী বলিয়া ডাকিবে না। [২] যাঁতা লইয়া শস্য পিষ, তোমার ঘোমটা খুল, পদের বস্ত্র তুল, জঙ্ঘা অনাবৃত করিয়া পদব্রজে নদনদী পার হও। [৩]তোমার নগ্নতা প্রকাশিত হউক, হাঁ, তোমার লজ্জার বিষয় দৃশ্য হউক; আমি বৈরনির্য্যাতন করিব, কাহার অনুরোধ মানিব না।

[৪] আমাদের মুক্তিদাতার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের পাবন। [৫] হে কল্দীয়দের কন্যে, মৌনভাবে বৈস, এবং অন্ধকারে আশ্রয় লও, কেননা তুমি আর রাজ্য সকলের ঠাকুরাণী বলিয়া বিখ্যাতা হইবা না। [৬] আমি আপন প্রজাবৃন্দের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অধিকার অপবিত্র করিয়া তোমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াছিলাম; তুমি তাহাদের প্রতি করুণা কর নাই, আপনার যোঁয়ালি অতি ভারী করিয়া বৃদ্ধ লোকের উপরেও দিতা। [৭] এবং কহিতা, আমি অনন্তকাল ঠাকুরাণী থাকিব; এমন কি, এ সকলেতে মনোযোগও করিতা না, ও তোমার অন্তিম ফলোদয়ের বিবেচনাও করিতা না। [৮] অতএব এখন, হে সুখভোগিনি, ইহা শুন, তুমি নির্ভয়ে উপবিষ্টা থাকিয়া মনে২ কহিতেছ, আমিই আছি, আমাভিন্ন আর কেহ নাই, আমি কখনো বিধবা হইব না, ও পুত্রহীনতা জ্ঞাত হইব না। [৯] কিন্তু পুত্রহীনতা ও বৈধব্য এই উভয়ই অকস্মাৎ এক দিনে তোমার প্রতি ঘটিবে; তোমার মায়াবিত্ত্বের আধিক্য ও বিবিধ ইন্দ্রজালের পরাক্রম থাকিলেও তাহারা সম্পূর্ণ বলেতে তোমাকে আক্রমণ করিবে। [১০] তুমি আপন দুষ্টতাতে নির্ভয়া হইয়া কহিতা, কেহ আমাকে দেখিতে পায় না; তোমার বিদ্যা ও জ্ঞানই তোমাকে বিপথগামিনী করিয়াছে; তুমি মনে২ কহিতা, আমিই আছি, আমাভিন্ন আর কেহ নাই। [১১] অতএব তোমার এমত দুর্দ্দশারূপ [রাত্রি] উপস্থিত হইবে, যে তুমি তাহার প্রভাত দেখিতে পাইবা না; এবং তোমার প্রতি এমত ব্যসন ঘটিবে, যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবা না; এবং তোমার প্রতি হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু অনুভব করিতে পারিবা না। [১২] যে বিবিধ ইন্দ্রজালে ও মায়াবিত্ত্বের বাহুল্যে তুমি বাল্যকালাবধি শ্রম করিয়া আসিতেছ, সেই সকলেতে এখন নির্ভর দেও; তাহাতে কি জানি উপকার পাইবা, কি জানি ভীমবিক্রান্তা হইবা। [১৩] তুমি [কি] আপনার অনেক মন্ত্রণা করণে ক্লান্তা হইলা? তবে নভোমণ্ডলের বিভাগকারি যে নক্ষত্রদর্শিরা প্রত্যেক অমাবস্যায় [ভাবি ঘটনা] জ্ঞাপায়, তাহারাই দণ্ডায়মান হইয়া তোমার প্রতি যাহা২ ঘটিবে, তাহাহইতে তোমাকে নিস্তার করুক। [১৪] দেখ, তাহারা [চালের] খড়ের ন্যায় হইল; অগ্নি তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিল; তাহারা অগ্নিশিখার বলহইতে আপন২ প্রাণও উদ্ধার করণে অসমর্থ; উষ্ণ হইবার নিমিত্তে একখান অঙ্গার, কিম্বা সম্মুখে বসিবার নিমিত্তে কিছুমাত্র অগ্নি নাই। [১৫] তুমি যাহাদের জন্যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহারা তোমার প্রতি এই রূপ হইল; তুমি যাহাদের সহিত যৌবনাবধি বাণিজ্য করিয়াছ, তাহারা প্রত্যেকে আপন২ গমনে ভ্রান্ত হইল, তোমার নিস্তারকারী কেহ নাই।

৪৮ অধ্যায়।

[১] হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল নামে বিখ্যাত ও যিহূদারূপ উনুইহইতে নিঃসৃত লোকেরা, এই কথা শুন; তোমরা সদাপ্রভুর নাম লইয়া শপথ করিয়া থাক, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে স্বীকার কর বটে, কিন্তু সত্য ও ধার্ম্মিক ভাবে নয়। [২] এবং পবিত্র নগরের লোক বলিয়া বিখ্যাত আছ, এবং যাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু, সেই ইস্রায়েলের ঈশ্বরেতে নির্ভর করিতেছ। [৩] পূর্ব্ব কথা সকল আমি ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছি; তাহা আমার মুখহইতে নির্গত হইত, আমি তাহা [তোমার] কর্ণগোচর করিতাম, পরে অকস্মাৎ সফল করাতে তাহা উপস্থিত হইল। [৪] বস্তুতঃ তুমি যে অবাধ্য, ও তোমার ঘাড় লৌহশলাকাবৎ, ও তোমার কপাল পিত্তলময়, ইহা জানাতে [৫] আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে তাহার সংবাদ দিয়াছি, এবং উপস্থিত হওনের অগ্রে তাহা তোমার কর্ণগোচর করিয়াছি; অতএব বলিও না, আমার বিগ্রহ ইহা করিয়াছে, আমার খোদিত কি ছাঁচে ঢালা প্রতিমা ইহার আজ্ঞা দিয়াছে। [৬] তুমি তাহা শুনিয়াছ, [আর] এই দেখ, সে সমস্ত [উপস্থিত হইল]; তবে তোমরা কি তাহা স্বীকার করিবা না? এখন অবধি আমি তোমাকে নূতন কথা শুনাই, তাহা নিগূঢ় ও তোমার জ্ঞানের বাহির্ভূত। [৭] তাহা এখনই কল্পিত হইল, ইতিপূর্ব্বে ছিল না; অদ্যকার পূর্ব্বে তুমি তাহা শুন নাই; অতএব বলিও না, আমি সে সকলি জ্ঞাত ছিলাম। [৮] তুমি তো তাহা শুন নাই, এবং জানও নাই, এবং ইতিপূর্ব্বে তোমার কর্ণ [তাহা গ্রহণার্থে] খোলাও ছিল না; কেননা আমি জানিয়াছিলাম, তুমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক ও আজন্ম অধর্ম্মাচারী নাম বিশিষ্ট। [৯] আমি আপন নামের নিমিত্তে চিরসহিষ্ণু, এবং আপনার প্রশংসার্থে তোমার প্রতি সংযত হইব, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন করিব না। [১০] দেখ, আমি তোমাকে অগ্নিতে খাঁটী করিলাম, কিন্তু রূপ্য বলিয়া [খাঁটী করিলাম] তাহা নয়; দুঃখরূপ হাফরের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিলাম। [১১] আমি আপনার নিমিত্তে, কেবল আপনারই নিমিত্তে কর্ম্ম

করিব, কেননা [আমার নাম] কেন অপবিত্রীকৃত হইবে? আমি তো আপন প্রতাপ অন্যকে দিব না।

১২ হে যাকোব্, হে আমার আহূত ইস্রায়েল্, আমার বাক্যে অবধান কর; আমিই তিনি, আমি আদি, এবং আমিই অন্ত। ১৩ আমারই হস্ত পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আমার দক্ষিণ হস্ত গগনমণ্ডল টাঙ্গাইয়াছে; আমি তাহাদিগকে ডাকিলে সে সমস্ত একেবারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়ায়। ১৪ তোমরা সকলে একত্র হইয়া শুন, উহাদের মধ্যে কে এ সকলের সংবাদ দিয়াছে? সদাপ্রভু ঐ যে ব্যক্তিকে প্রেম করেন, সে বাবিলের প্রতি তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিবে, হাঁ, কল্দীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার বাহুস্বরূপ [হইবে]। ১৫ আমি, আমিই কথা কহিলাম, ও তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিব, তাহাতে সে আপন গমনে কৃতার্থ হইবে। ১৬ তোমরা আমার নিকটে আসিয়া এই কথা শুন; আমি প্রথমাবধি গোপনে কহি নাই; যদবধি সেই ঘটনা হইতেছে, তদবধি আমি তথায় বর্ত্তমান আছি: এবং এখন প্রভু সদাপ্রভু আমাকে ও আপন আত্মাকে প্রেরণ করিলেন।

১৭ তোমার মুক্তিদাতা ও ইস্রায়েলের পাবন সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার ঈশ্বর আমি সদাপ্রভু তোমার উপকারজনক শিক্ষাদানকারি [গুরু] ও তোমার গন্তব্য পথে তোমার পথপ্রদর্শক। ১৮ আহা! তুমি কেন আমার আজ্ঞাতে অবধান কর নাই? করিলে তোমার শান্তি নদীর ন্যায়, এবং তোমার ধার্ম্মিকতা সমুদ্রের লহরীর ন্যায় হইত; ১৯ ও বালুকার ন্যায় তোমার বংশ হইত, এবং তাহার কণাসমূহের ন্যায় তোমার ঔরস সন্ততি হইত; তাহার নাম উচ্ছিন্ন ও আমার সম্মুখহইতে লুপ্ত হইবে না।

২০ তোমরা বাবিলহইতে নির্গত হও, কল্দীয়দের মধ্যহইতে পলায়ন কর, আনন্দগানের রব করত এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া শুনাও; পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত ইহা রটাও; হাঁ, বল, সদাপ্রভু আপন দাস যাকোব্কে মুক্ত করিলেন। ২১ তিনি যে২ শুষ্ক স্থান দিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেলেন, তথায় তাহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইল না, তিনি তাহাদের নিমিত্তে শৈলহইতে স্রোত বহাইলেন; হাঁ, তিনি শৈল ভেদ করিয়া জল প্রবাহিত করিলেন। ২২ সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

৪৯ অধ্যায়।

১ হে দ্বীপগণ, আমার বাক্য শুন; এবং হে দূরস্থ জনবৃন্দগণ, অবধান কর। আমার গর্ভস্থ হওনাবধি সদাপ্রভু আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, ও মাতার উদরহইতে ভূমিষ্ঠ হওনাবধি আমার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২ এবং আমার মুখ তীক্ষ্ণ খড়্গস্বরূপ করিলেন, আপন হস্তের ছায়াতে আমাকে লুক্কায়িত করিলেন, এবং আমাকে শানিত বাণস্বরূপ করিয়া আপন তূণের মধ্যে রাখিলেন। ৩ এবং আমাকে কহিলেন, হে ইস্রায়েল্, তুমি আমার দাস, তোমাতেই আমি মহিমান্বিত হইব। ৪ তখন আমি কহিতেছিলাম, আহা! আমি মিথ্যাশ্রম করিয়াছি, অনর্থক ও অসাররূপে আপন শক্তি ব্যয় করিয়াছি; তথাপি আমার বিচার সদাপ্রভুর সহিত, ও আমার শ্রমের ফল আমার ঈশ্বরের সহিত [ছিল]। ৫ এবং এখন সদাপ্রভু [আর এক কথা] কহেন; তিনি আপনার কাছে যাকোব্কে এবং অসংগৃহীত ইস্রায়েলকে পুনর্ব্বার আনয়নার্থে আমাকে আপনার দাস করিতে গর্ভাশয়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; হাঁ, সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি সম্মানিত, এবং আমার ঈশ্বর আমার বলস্বরূপ। ৬ ভাল, তিনি এই কথা কহেন, তুমি যে যাকোবের বংশদিগকে উত্থাপন করণার্থে ও ইস্রায়েলের রক্ষিত লোকদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করণার্থে আমার দাস হও, ইহা ক্ষুদ্র বিষয় বলিয়া আমি তোমাকে পরজাতীয়দের দীপ্তি ও পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত আমার স্বীকৃত পরিত্রাণস্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম।

৭ যে অবজ্ঞাত প্রাণী প্রজাবৃন্দের ঘৃণাস্পদ ও কর্ত্তৃত্বকারিদের দাস, তাহাকে ইস্রায়েলের পাবন ও মুক্তিদাতা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সদাপ্রভুর নিমিত্তে রাজারা তোমাকে দেখিলে উঠিবে, ও অধ্যক্ষেরা প্রণিপাত করিবে, কেননা তিনি বিশ্বসনীয়, ইস্রায়েলের পাবন, ও তোমার মনোনীতকারী। ৮ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি অনুগ্রহের সময়ে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম, ও পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম, এবং তোমাকে রক্ষা করিব, ও প্রজাবৃন্দের সন্ধিরূপে নিযুক্ত করিব; তাহাতে তুমি দেশের উন্নতি সাধন করিবা, ও ধ্বংসিত দায়াংশ সকল অধিকারিদের অধীন করিবা; ৯ এবং বন্দিগণকে কহিবা, বাহিরে আইস; এবং অন্ধকারাবৃত লোকদিগকে কহিবা, প্রত্যক্ষ হও। তাহারা পথের পার্শ্বে চরিবে, ও গিরি সকল তাহাদের চরাণিস্থান হইবে। ১০ তাহারা ক্ষুধিত কি তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; এবং মরীচিকা কি রৌদ্রদ্বারা আহত হইবে না: কেননা যিনি তাহাদের অনুকম্পাকারী, তিনি তাহাদিগকে চরাইবেন ও জলের উনুইর নিকটে লইয়া যাইবেন। ১১ এবং আমি আপনার সমস্ত পর্ব্বত [সমান করিয়া] পথ করিব, ও আপন রাজপথ সকল উচ্চ করিব। ১২ দেখ, ইহারা দূরহইতে আসিবে; ও দেখ, উহারা উত্তর ও পশ্চিম দিগ্হইতে আগমন করিবে; আর ঐ লোকেরা সীনীম্ দেশহইতে আসিবে।

১৩ হে গগনমণ্ডল, আনন্দরব কর; হে পৃথিবি, উল্লাসিত হও; হে পর্ব্বতগণ, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান কর; কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিলেন, এবং আপন দুঃখি লোকদের

প্রতি করুণা করিবেন। [14] কিন্তু সিয়োন্ কহিতেছে, সদাপ্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ও প্রভু আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন। [15] স্ত্রীলোক আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি স্নেহ না করিয়া কি আপন স্তন্যপায়ি শিশুকে বিস্মৃত হইতে পারে? হাঁ, বরং তাহারা বিস্মৃত হইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে বিস্মৃত হইব না। [16] দেখ, আমি আপন হস্তদ্বয়ের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি, তোমার প্রাচীর সর্ব্বদা আমার দৃষ্টিগোচর আছে। [17] তোমার পুত্ত্রেরা [আসিতে] ত্বরা করিতেছে, তোমার উৎপাটনকারিরা ও শূন্যকারিরা তোমার মধ্যহইতে নির্গত হইবে। [18] তুমি চক্ষু তুলিয়া চতুর্দ্দিগে দেখ, এই সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে; সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবনময় হই, তবে তুমি ভূষণের ন্যায় এই সকলকে পরিধান করিবা, এবং কন্যার মেখলার ন্যায় এই সকলকে ধারণ করিবা। [19] বস্তুতঃ তোমার উৎসন্ন ও ধ্বংসিত স্থান সকল এবং তোমার নষ্ট দেশ [দেখ]; সেই সময়ে তুমি নিবাসি লোকেতে আকীর্ণ হইবা, এবং তোমার গ্রাসকারিগণ দূরে থাকিবে। [20] তুমি হৃতপুত্ত্রী, তথাপি তোমার পুত্ত্রগণ পুনর্ব্বার তোমার কর্ণগোচরে কহিবে, আমার এই স্থান অতি সঙ্কীর্ণ; কিঞ্চিৎ সরিয়া আমাকে বাস করিতে দেও। [21] তাহাতে তুমি মনে ২ কহিবা, আমার এই সকলকে কে জন্ম দিয়াছে? আমি তো হৃতপুত্ত্রী ও বন্ধ্যা, নির্ব্বাসিতা ও অপসারিতা ছিলাম; আহা! আমার জন্যে কে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছে? দেখ, আমি একাকিনী অবশিষ্টা ছিলাম, ইহারা কোথায় ছিল?

[22] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পরজাতীয়দের প্রতি হস্ত উঠাইয়া ইঙ্গিত করিব, ও নানাদেশীয়দের প্রতি আপন ধ্বজা তুলিব, তাহাতে তাহারা তোমার পুত্ত্রগণকে কোলে করিয়া, ও তোমার কন্যাদিগকে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া দিবে। [23] এবং রাজগণ তোমার রক্ষণাবেক্ষক দাস, ও তাহাদের রাণীগণ তোমার ধাত্রী হইবে; তাহারা ভূমিতে মুখ দিয়া তোমার কাছে প্রণিপাত করিবে, ও তোমার চরণের ধুলি চাটিবে। তাহাতে আমিই সদাপ্রভু, আমার অপেক্ষাকারিগণকে লজ্জিত হইতে দিই না, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা।

[24] বীরহইতে কি যুদ্ধে ধৃত প্রাণী হরণ করা যায়? কিম্বা ন্যায্য যোদ্ধার বন্দি লোককে কি মুক্ত করা যায়? [25] হাঁ, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য বীরের বন্দি লোক উদ্ধৃত হইবে, ও ভীমবিক্রান্তের হস্তহইতে যুদ্ধে ধৃত প্রাণী মুক্ত করা যাইবে; আর তোমার প্রতিবাদির সহিত আমিই বিবাদ করিব, ও তোমার পুত্ত্রদিগকে আমিই ত্রাণ করিব; [26] ও তোমার উপদ্রবকারিগণকে আপন ২ মাংস ভোজন করাইব, ও তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসের ন্যায় আপন ২ রক্তে মত্ত হইবে; তাহাতে আমিই সদাপ্রভু তোমার ত্রাণকর্ত্তা, এবং তোমার মুক্তিদাতা যাকোবের একবীর, ইহা মর্ত্ত্যমাত্র জানিতে পারিবে।

৫০ অধ্যায়।

[1] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে পত্রদ্বারা তোমাদের মাতাকে ত্যাগ করিয়াছি, তাহার সেই ত্যাগপত্র কোথায়? কিম্বা আমার মহাজনদের মধ্যে কাহার কাছে তোমাদিগকে বিক্রয় করিয়াছি? দেখ, তোমাদের অপরাধ প্রযুক্ত তোমরা বিক্রীত হইয়াছ, এবং তোমাদের অধর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের মাতা ত্যক্তা হইয়াছে। [2] আমি আইলে কি নিমিত্তে কেহ উপস্থিত হইল না? আমি ডাকিলে কেন কেহ উত্তর দিল না? আমার হস্ত কি এমত ছোট হইয়াছে, যে আমি মুক্ত করিতে পারি না? আমি কি এমত বলহীন, যে উদ্ধার করিতে পারি না? দেখ, আমি ধমকেতে সমুদ্র শুষ্ক করি, ও নদনদী প্রান্তরে পরিণত করি, তাহাতে মৎস্যগণ জলাভাবে দুর্গন্ধ হয়, ও পিপাসাতে মারা পড়ে। [3] আমি গগণমণ্ডলকে কালিমা পরাই, ও চট তাহার আচ্ছাদন করি।

[4] "আমি যেন ক্লান্ত লোককে বাক্যদ্বারা সুস্থির করিতে পারি, এই নিমিত্তে প্রভু সদাপ্রভু আমাকে শিক্ষিত লোকের জিহ্বা দিয়াছেন; তিনি প্রতি প্রভাতে [আমাকে] প্রবুদ্ধ করেন; শিক্ষিত লোকের ন্যায় অবধান করাইবার জন্যে আমার কর্ণ প্রবুদ্ধ করেন। [5] প্রভু সদাপ্রভু আমার কর্ণ খুলিয়াছেন, এবং আমিও বিরুদ্ধাচারী কিম্বা পরাঙ্মুখ নহি। [6] আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, ও শ্মশ্রু উৎপাটকদের প্রতি আপন গাল পাতিয়া দি, অপমান ও থুথুহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করি না। [7] হাঁ, প্রভু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করেন বলিয়া আমি অপমান মানি না, এই কারণ অগ্নিপ্রস্তরের ন্যায় আপন মুখ করি, এবং লজ্জিত হইব না, ইহা জানি। [8] যিনি আমাকে ধার্ম্মিক করেন, তিনি নিকটবর্ত্তী; কে আমার সহিত বিবাদ করিবে? আইস, আমরা একত্র হইয়া দাঁড়াই; কে আমার প্রতিবাদী? সে নিকটে আইসুক। [9] দেখ, প্রভু সদাপ্রভু আমার সাহায্য করেন; কে আমাকে দোষী করিবে? দেখ, তাহারা সকলে বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ ও কীটভক্ষিত হইবে।"

[10] তোমাদের মধ্যে সদাপ্রভুর ভয়কারী ও তাঁহার দাসের বাক্যে অবধানকারী কোন্ ব্যক্তি অন্ধকারে চলে ও দীপ্তিবিহীন আছে? সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, এবং আপন ঈশ্বরেতে নির্ভর দিউক। [11] দেখ, বহ্নি জ্বালাইতেছ ও শিখামণ্ডলে আপনাদিগকে বেষ্টন করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সকলে আপনাদের বহ্নির আলোতে ও আপনাদের প্রজ্বলিত শিখামণ্ডলে চল; আমার হস্তে এই ফল পাইবা, তোমরা যন্ত্রণাতে শয়ন করিবা।

৫১ অধ্যায়।

১ হে ধর্ম্মের অনুধাবনকারি লোকেরা, হে সদাপ্রভুর অন্বেষণকারিগণ, আমার বাক্যে অবধান কর; তোমরা যে শৈলহইতে তক্ষিত ও যে কূপরূপ ছেদহইতে খনিত হইয়াছ, তাহার প্রতি দৃষ্টি কর। ২ তোমাদের পিতা অব্রাহাম্ ও তোমাদের প্রসবকারিণী সারার প্রতি দৃষ্টি কর; ফলতঃ সে একাকী [বলিয়া] আমি তাহাকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত ও বহুবংশ করিলাম। ৩ বস্তুতঃ সদাপ্রভু সিয়োন্‌কে সান্ত্বনা করিলেন, তিনি তাহার যাবতীয় উৎসন্ন স্থান সান্ত্বনা করিলেন, ও তাহার প্রান্তর এদনের ন্যায়, ও তাহার শুষ্ক ভূমি সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিলেন; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ, স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যায়।

৪ হে আমার প্রজাগণ, আমার বাক্যে অবধান কর; হে আমার জনবৃন্দ, আমার বচনে কর্ণপাত কর; কেননা আমাহইতেই ব্যবস্থা উদিত হইবে, ও জাতিদের দীপ্তির নিমিত্তে আমি আপন বিচার স্থাপন করিব। ৫ আমার ধর্ম্ম নিকটবর্ত্তী; আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ উদিত হইল, এবং আমার বাহু জাতিদের বিচার নিষ্পন্ন করিবে; দ্বীপগণ আমারই অপেক্ষাতে থাকিবে, ও আমার বাহুতে প্রত্যাশা রাখিবে। ৬ তোমরা ঊর্দ্ধস্থিত গগনমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এবং অধঃস্থিত ভূমণ্ডল নিরীক্ষণ কর; কেননা গগনমণ্ডল ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত ও ভূমণ্ডল বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে, এবং তন্নিবাসিগণ অমনি মারা পড়িবে; কিন্তু আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ অনন্ত কাল থাকিবে, ও আমার ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইবে না।

৭ হে ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা, অন্তঃকরণে আমার ব্যবস্থাকে স্থানদানকারি জাতি যে তোমরা, তোমরা আমার কথা শুন; মর্ত্ত্যের ধিক্কারে ভয় করিও না, ও তাহার কটুকাটব্যে উদ্বিগ্ন হইও না। ৮ কেননা বস্ত্রের ন্যায় তাহারা কীটভক্ষিত হইবে, ও পোকা সকল তাহাদিগকে মেষলোমের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে; কিন্তু আমার ধার্ম্মিকতা অনন্ত কাল, ও আমার স্বীকৃত পরিত্রাণ পুরুষানুক্রমে থাকিবে।

৯ হে সদাপ্রভুর বাহু, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, বল পরিধান কর; যেমন পূর্ব্বকালে অর্থাৎ চিরন্তন পুরুষপরম্পরার কালে, তেমনি জাগ্রৎ হও। তুমিই কি রহব্‌কে আঘাত কর নাই, ও নাগটাকে ক্ষতবিক্ষত কর নাই? ১০ তুমিই কি সমুদ্র অর্থাৎ মহাবারিধির জল শুষ্ক কর নাই? ও মুক্ত লোকদের পার হইবার জন্যে কি সমুদ্রের গভীর স্থান সকল পথস্বরূপ কর নাই? ১১ হাঁ, সদাপ্রভুর নিস্তারিত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, ও আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ি হর্ষমুকুট থাকিবে; তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

১২ আমি, আমিই আপনি তোমাদের সান্ত্বনাকর্ত্তা। তুমি কে, যে মৃত্যুর অধীন মর্ত্ত্যকে ও তৃণের ন্যায় ত্যক্তব্য মনুষ্যসন্তানকে ভয় করিতেছ, ১৩ এবং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা যে সদাপ্রভু গগনমণ্ডল বিস্তার করিয়াছেন ও ভূমণ্ডলের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইতেছ? এবং উপদ্রবী বিনাশ প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া তাহার ক্রোধহইতে সমস্ত দিন অবিরত ভয় করিতেছ? সেই উপদ্রবির ক্রোধ কোথায়? ১৪ কুব্জ বন্দি লোক মুক্ত হইতে ত্বরান্বিত; সে কূপে মরিবে না, ও তাহার খাদ্যের অভাব হইবে না। ১৫ হাঁ, আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, আমি সমুদ্রকে ব্যস্ত করিলে তাহার তরঙ্গ কল্লোলধ্বনি করে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু, ইহা আমার নাম। ১৬ আর আমি আপন বাক্য তোমার মুখে রাখিলাম, ও আপন হস্তের ছায়াতে তোমাকে আচ্ছাদন করিলাম। ইহাতে গগনমণ্ডলের রোপণ ও পৃথিবীর সংস্থাপন করা, এবং তুমি আমার প্রজা, এই কথা সিয়োনকে বলা আমার অভিপ্রেত।

১৭ হে যিরূশালেম, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, গাত্রোত্থান কর, তুমি সদাপ্রভুর হস্তহইতে তাঁহার ক্রোধরূপ পাত্রে পান করিয়াছ, ও মত্ততাজনক কুম্ভাকার বাটির তলানি চাটিয়া খাইয়াছ। ১৮ [ঐ পুরী] যে সকল পুত্র প্রসব করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহাকে লইয়া যাইতে কেহই নাই; ও যে সকল পুত্র প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তাহার হস্ত ধরিতে কেহই নাই। ১৯ ধনাপহার ও বিনাশ, এ দুই তোমার প্রতি ঘটিল; কে তোমার নিমিত্তে বিলাপ করিতেছে? তোমার প্রতি দুর্ভিক্ষ ও খড়্গ ঘটিল; আমি কে যে তোমাকে সান্ত্বনা করিব? ২০ জালে বদ্ধ হরিণের ন্যায় তোমার পুত্রগণ মূর্চ্ছিত হইয়া প্রতি সড়কের মস্তকে পড়িয়া আছে, সদাপ্রভুর ক্রোধেতে ও তোমার ঈশ্বরের ধমকেতে তাহারা পরিপূর্ণ।

২১ অতএব, হে দুঃখিনি, দ্রাক্ষারস বিনা উন্মত্তা যে তুমি, তুমি এই কথা শুন। ২২ তোমার প্রভু সদাপ্রভু ও আপন প্রজাদের পক্ষবাদী তোমার ঈশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি মত্ততাজনক পানপাত্রটী তোমার হস্তহইতে লইব; সেই কুম্ভে অর্থাৎ আমার ক্রোধরূপ পানপাত্রে তুমি আর পান করিবা না। ২৩ কিন্তু আমি তোমার খেদজনক লোকদের হস্তে তাহা সমর্পণ করিব, অর্থাৎ "হেঁট হ, আমরা তোর উপর দিয়া গমন করি," যাহাদের এমত কথাতে তুমি ভূমির ন্যায়, কিম্বা পথিকদের সুবিধার জন্যে সড়কের ন্যায়, আপন পীঠ পাতিয়া দিতা, [তাহাদিগকে তাহা দিব]।

৫২ অধ্যায়।

১ হে সিয়োন্, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ হও, আপন বল পরিধান কর; হে পবিত্র নগরি যিরূশালেম, তুমি

আপনার শোভাজনক বস্ত্র সকল পরিধান কর, কেননা তোমার মধ্যে অচ্ছিন্নত্বক্ কি অশুচি লোক আর প্রবেশ করিবে না। ২ হে যিরূশালেম্, তুমি আপন গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া ফেল, উঠিয়া সুখাসীনা হও; হে বন্দি কন্যে সিয়োন্, তোমার গ্রীবার সকল বন্ধন খুলিয়া ফেল।

৩ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছিলা, বিনারৌপ্যে মুক্তও হইবা। ৪ কেননা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমার প্রজারা পূর্ব্বে মিসরে প্রবাস করণার্থে তথায় নামিয়া গিয়াছিল; আবার অশূর অকারণে তাহাদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল। ৫ অতএব এখন সদাপ্রভু কহেন, এই স্থানে আমার কি আছে? কেননা আমার প্রজাগণ অমনি স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের কর্ত্তারা চীৎকার করিতেছে, এবং আমার নাম সমস্ত দিন অবিরত নিন্দিত হইতেছে। ৬ তজ্জন্য আমার প্রজাগণ আমার নাম জ্ঞাত হইবে, হাঁ, অদ্যই [জ্ঞাত হইবে]; কেননা আমিই কথা কহিতেছি; এই দেখ, আমি উপস্থিত।

৭ আহা! পর্ব্বতগণের উপরে সুসমাচারপ্রচারকের চরণ কেমন শোভা পাইতেছে! সে শান্তি জ্ঞাপন করে, মঙ্গলের সমাচার প্রচার করে, পরিত্রাণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করে, এবং সিয়োন্কে কহে, "তোমার ঈশ্বর রাজত্ব গ্রহণ করিলেন।" ৮ তোমার প্রহরিগণের রব [শুনা যাইতেছে]; তাহারা উচ্চধ্বনিতে একস্বরে আনন্দগান করিতেছে, কেননা সদাপ্রভু সিয়োনকে ফিরাইয়া আনেন, ইহা তাহারা প্রত্যক্ষে দেখিতেছে।

৯ হে যিরূশালেমের উৎসন্ন স্থান সকল, উচ্চরব কর, ও একস্বরে আনন্দগান কর, কেননা সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, ও যিরূশালেমকে মুক্ত করিলেন। ১০ সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির দৃষ্টিতে আপন পবিত্র বাহু অনাবৃত করিলেন, তাহাতে পৃথিবীর আদ্যন্তস্থিত সকলে আমাদের ঈশ্বরের কৃত পরিত্রাণ দেখিতে পায়।

১১ চল ২, এই স্থানহইতে বাহির হও, অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না, ইহার মধ্যহইতে বাহির হও; হে সদাপ্রভুর পাত্রবাহকগণ, তোমরা বিশুদ্ধ হও। ১২ কেননা তোমরা যে ত্বরান্বিত হইয়া বাহিরে যাইবা, কিম্বা পলায়নের ন্যায় গমন করিবা, তাহা নয়; কারণ সদাপ্রভু তোমাদের অগ্রে ২ গমন করিবেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বর তোমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন।

১৩ দেখ, আমার দাস কুশলবিশিষ্ট হইবেন; তিনি উন্নত ও উচ্চপদপ্রাপ্ত ও মহামহিম হইবেন। ১৪ মনুষ্য অপেক্ষা উহাঁর আকৃতি, ও মানবসন্তানগণ অপেক্ষা উহাঁর রূপ বিকারপ্রাপ্ত বলিয়া যেমন অনেকে তাঁহার বিষয়ে চমৎকৃত হইত, ১৫ তেমনি তিনি অনেক জাতিকে চমৎকাইবেন, তাঁহার সম্মুখে রাজারা বদ্ধমুখ হইবে; কেননা পূর্ব্বে তাহাদের কাছে যাহার কথা প্রচারিত ছিল না, তাহা তাহারা দেখিতে পাইবে; এবং যাহা কখনো শুনে নাই, তাহার জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।

৫৩ অধ্যায়।

১ আমাদের বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিল? ও সদাপ্রভুর বাহু কাহার প্রতি প্রকাশিত হইল? ২ তিনি তাঁহার সমক্ষে কলমের চারার ন্যায় উঠিলেন, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় [হইলেন]; তাঁহার রূপ কি শোভা ছিল না; এবং তাঁহাকে দেখিলে আমরা যে তাঁহাকে ভাল বাসি, এমত আকৃতি ছিল না। ৩ তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনার আত্মীয়, এবং আমাদের হইতে মুখ আচ্ছাদনকারির ন্যায় অবজ্ঞাত, ও আমাদের কাছে নগণ্য হইলেন। ৪ সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনি ধারণ করিলেন, ও আমাদের ব্যথা সকল তুলিয়া লইলেন; তাহাতে আমরা তাঁহাকে আহত ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত জ্ঞান করিলাম। ৫ কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্তে ক্ষতবিক্ষত, আমাদের অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকলদ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। ৬ আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন ২ পথের দিগে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইলেন। ৭ পরিশোধ করিতে হইলে তিনিই দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না; তিনি বধ্যস্থানে নীয়মান মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকদের সম্মুখে নীরব মেষীর ন্যায় [হইলেন], মুখ খুলিলেন না। ৮ তিনি উপদ্রব ও বিচারহইতে [বধ্যস্থানে] নীত হইলেন; তৎকালের লোকদের [কথা কি বলিব?] কে ইহা আলোচনা করিল, যে তিনি জীবিত লোকদের দেশহইতে উচ্ছিন্ন হইলেন? আমার জাতিরই অধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার আঘাত হইল। ৯ এবং লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, কিন্তু মরণানন্তর তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন; কারণ তিনি দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও তাঁহার মুখে ছল ছিল না। ১০ তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ ও যাতনাগ্রস্ত করিতে সদাপ্রভুর মনোরথ ছিল; "তাঁহার প্রাণ দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিলে পর তিনি আপন বংশ দেখিবেন ও দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তদ্বারা সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ১১ তিনি আপন প্রাণের পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্ম্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্ম্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল তুলিয়া লইবেন। ১২ অতএব আমি সেই অনেকের মধ্যে তাঁহাকে অংশ দিব, ও তিনি পরাক্রমিদের সহিত লুট বিভাগ করিয়া

লইবেন; কারণ তিনি মৃত্যুমুখে আপন প্রাণ ঢালিয়া ফেলিলেন, ও অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইলেন; হাঁ, তিনি অনেকের পাপভার লইয়া গিয়াছেন, ও অধর্ম্মিদের জন্যে অনুরোধ করিতেছেন।"

৫৪ অধ্যায়।

১ হে অপ্রসূতে বন্ধ্যে, তুমি আনন্দরব কর; হে গর্ব্ভব্যথারহিতে, তুমি উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান ও হর্ষনাদ কর; কেননা সদাপ্রভু কহেন, সধবার সন্তান অপেক্ষা অনাথার সন্তান অধিক। ২ তুমি আপন তাম্বুর স্থান পরিসর কর, ও আপন শিবিরের যবনিকা বিস্তার কর, ব্যয়শঙ্কা করিও না; তোমার তাম্বুর রজ্জু সকল দীর্ঘ ও গোঁজ সকল দৃঢ় কর। ৩ কেননা তুমি দক্ষিণে ও বামে বিস্তীর্ণা হইবা, ও তোমার বংশ পরজাতিগণের অধিকার পাইবে, এবং [অনেক] ধ্বংসিত নগর বসাইবে। ৪ ভয় করিও না, কেননা তুমি লজ্জা পাইবা না; এবং বিষণ্ণবদনা হইও না, কেননা তুমি হতাশা হইবা না; হাঁ, তুমি আপন কুমারীকালের অপমান বিস্মৃত হইবা, এবং তোমার বৈধব্যের দুর্নাম স্মরণে থাকিবে না। ৫ কেননা তোমার পতি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম; এবং তোমার মুক্তিদাতা ইস্রায়েলের পাবন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত। ৬ বস্তুতঃ সদাপ্রভু তোমাকে ত্যক্তা ও খেদান্বিতা স্ত্রীর ন্যায় কিম্বা নিগৃহীতা হইতে উদ্যতা যৌবনকালীন ভার্য্যার ন্যায় আহ্বান করিতেছেন; ইহা তোমার ঈশ্বর কহেন। ৭ আমি স্বল্পস্থায়ি নিমেষমাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহাকরুণাতে তোমাকে গ্রহণ করিব। ৮ আমি কোপাবেশে এক নিমিষমাত্র তোমাহইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু অনন্তকালস্থায়ি দয়াতে তোমার প্রতি করুণা করিব, ইহা তোমার মুক্তিদাতা সদাপ্রভু কহেন। ৯ বস্তুতঃ আমার নিকটে ইহা নোহের [বর্ত্তমানকালীন] জলের সদৃশ; সেই নোহীয় জল আর ভূতল আপ্লাবন করিবে না, ইহা আমি যেমন শপথ করিয়াছি, তেমনি তোমার প্রতি আর ক্রুদ্ধ হইব না, ও তোমাকে আর ভর্ৎসনা করিব না, ইহাও শপথ করিলাম। ১০ বস্তুতঃ পর্ব্বতগণ সরিয়া যাইবে, ও উপপর্ব্বতগণ নড়িবে; কিন্তু আমার দয়া তোমাহইতে সরিয়া যাইবে না, ও আমার [স্থাপিত] শান্তির নিয়ম নড়িবে না, ইহা তোমার অনুকম্পাকারি সদাপ্রভু কহেন।

১১ হে দুঃখিনি, হে ঝড়েতে হেলিতে ও সান্ত্বনাবিহীনে, দেখ, আমিই সিন্দূর দিয়া তোমার প্রস্তর বসাইব, ও নীলমণিদ্বারা তোমার ভিত্তিমূল করিব; ১২ এবং পদ্মরাগমণিদ্বারা তোমার আলিশা, ও সূর্য্যকান্তমণিদ্বারা তোমার পুরদ্বার সকল, ও মনোহর প্রস্তরদ্বারা তোমার সমস্ত পরিসীমা নির্ম্মাণ করিব। ১৩ এবং তোমার পুত্রগণ সকলে সদাপ্রভুর শিক্ষিত লোক হইবে, ও তোমার সন্তানদের পরম শান্তি হইবে। ১৪ তুমি ধার্ম্মিকতাদ্বারা স্থিরীকৃত হইবা; তুমি উপদ্রবহইতে দূরে থাকিবা, কেননা তোমার ভয় হইবে না; এবং ত্রাসহইতে [দূরে থাকিবা]; কেননা তাহা তোমার নিকটে আসিবে না। ১৫ দেখ, লোকে যদি তোমার বিপক্ষ হইয়া দল বাঁধে, তবে তাহা আমাহইতে হয় না; যে কেহ তোমার বিপক্ষে দল বাঁধে, সে তোমাতে উছোট খাইবে। ১৬ দেখ, যে কর্ম্মকার যাঁতাদ্বারা কয়লাতে অগ্নি করিয়া আপন কার্য্যের জন্যে অস্ত্র গড়ে, তাহার সৃষ্টি আমি করিয়াছি, এবং বিনাশ করণার্থে নাশকের সৃষ্টিও আমি করিয়াছি। ১৭ যে কোন অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তাহা সার্থক হইবে না; ও যে কোন জিহ্বা তোমার প্রতিবাদিনী হয়, তাহাকে তুমি বিচারে দোষী করিবা; সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমাহইতে তাহাদের এমত ধার্ম্মিকতা লাভ হয়, এই কথা সদাপ্রভু কহেন।

৫৫ অধ্যায়।

১ অহো, তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে চলিয়া আইস; হে রূপ্যবিহীনেরা, তোমরাও চল; খাদ্য ক্রয় কর ও ভোজন কর; হাঁ, চল, বিনারূপাতে খাদ্য, ও বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। ২ কেন অখাদ্য দ্রব্যের নিমিত্তে রূপা তৌল করিতেছ, ও অতৃপ্তিকর সামগ্রীর নিমিত্তে আপন পরিশ্রমোপার্জ্জিত ফল [দিতেছ]? অবধান করিয়া আমার কথা শুন, তাহাতে উত্তম ভক্ষ্য ভোজন করিবা, ও পুষ্টিকর দ্রব্যদ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত করিবা। ৩ কর্ণপাত কর, ও আমার নিকটে আইস; শ্রবণ কর, তাহাতে তোমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হইবে; ফলতঃ আমি তোমাদের সহিত এক নিত্যস্থায়ি নিয়ম, অর্থাৎ দায়ূদের সাধুতার অটল ফলের কথা স্থির করিব। ৪ দেখ, আমি তাঁহাকে জনবৃন্দগণের সাক্ষিরূপে, হাঁ, জনবৃন্দগণের নায়ক ও ব্যবস্থাপকরূপে নিযুক্ত করিলাম। ৫ দেখ, তুমি যে জাতিকে জান না, তাহাকে আহ্বান করিবা; এবং যে জাতি তোমাকে জানে না, সে তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিবে; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিমিত্তে ও ইস্রায়েলের পাবনের নিমিত্তে, [অর্থাৎ] তিনি তোমাকে ভূষিত করিলেন বলিয়া [ইহা ঘটিবে]।

৬ যাবৎ সদাপ্রভুকে পাওয়া যায়, তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ কর; যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন, তাবৎ তাঁহাকে আহ্বান কর। ৭ দুষ্ট লোক আপনার পথ, ও অন্যায়ি লোক আপনার সঙ্কল্প সকল ত্যাগ করুক; হাঁ, সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি বাহুল্যরূপে ক্ষমা করিবেন।

৮ বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল একই নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল একই নয়।

৯ কিন্তু ভূতলহইতে গগনমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের সকল পথহইতে আমার পথ, ও তোমাদের সকল সঙ্কল্পহইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ। ১০ হাঁ, বৃষ্টি কিম্বা হিম আকাশহইতে নামিয়া আইলে পর যেমন সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমি আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও উদ্ভিজ্জে ভূষিতা করে, এবং বপনকারি লোককে বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, ১১ আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা ফল বিনা আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা সম্পন্ন করিবে, এবং যাহার জন্যে তাহা প্রেরণ করি তাহাতে সিদ্ধার্থ হইবে। ১২ বস্তুতঃ তোমরা আনন্দ পূর্ব্বক বহির্গমন করিবা, এবং শান্তিতে অগ্রে২ নীত হইবা। পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণ তোমাদের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করিবে, এবং ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল হাততালি দিবে। ১৩ কণ্টকবৃক্ষের পরিবর্ত্তে দেবদারু, ও শ্যাকুলের পরিবর্ত্তে গুলমেঁদি উৎপন্ন হইবে; আর তাহা সদাপ্রভুর কীর্ত্তিস্বরূপ এবং অলোপ্য নিত্যস্থায়ি অভিজ্ঞান হইবে।

৫৬ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়বিচার পালন কর, ও ধার্ম্মিকতা অনুষ্ঠান কর, কেননা আমার [স্বীকৃত] পরিত্রাণের আগমন, এবং আমার ধার্ম্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট। ২ যে ব্যক্তি এই রূপ আচরণ করে, এবং যে মানবসন্তান ইহা অবলম্বন করে, বিশ্রামবার পালন করে, অশুচি করে না, এবং যাবতীয় দুষ্ক্রিয়াহইতে আপন হস্ত রক্ষা করে, সে ধন্য। ৩ সদাপ্রভু আপন প্রজাবৃন্দহইতে আমাকে নিতান্ত বিভিন্ন করেন, সদাপ্রভুতে আসক্ত বিজাতীয়ের সন্তান এমত কথা না কহুক; এবং দেখ, আমি শুষ্ক বৃক্ষস্বরূপ, এ কথা নপুংসক না কহুক। ৪ কেননা সদাপ্রভু নপুংসকদিগকে এই কথা কহেন, [তোমাদের মধ্যে] যাহারা আমার বিশ্রামবার পালন করে, ও আমি যাহাতে প্রীত হই তাহা মনোনীত করে, ও আমার নিয়ম অবলম্বন করে, ৫ তাহাদিগকে আমি তো আপন গৃহমধ্যে ও আপন প্রাচীরের ভিতরে পুত্ত্রকন্যা অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম দিলাম; হাঁ, আমি তাহাদিগকে অনন্তকালস্থায়ি নাম দিব; তাহা কখন কাটা যাইবে না। ৬ আর বিজাতীয়ের যে সন্তানগন সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা ও তাঁহার নামে প্রেম করণার্থে ও তাঁহার দাস হইবার জন্যে সদাপ্রভুতে আসক্ত হয়, অর্থাৎ যে কেহ বিশ্রামবার পালন করে, অশুচি করে না, ও আমার নিয়ম অবলম্বন করে; ৭ তাহাদিগকে আমি আপন পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আমার প্রার্থনাগৃহে তাহাদিগকে আনন্দিত করিব; আমি তাহাদের হোমবলি ও অন্য বলি সকল আমার যজ্ঞবেদির উপরে গ্রাহ্য করিব, যেহেতুক আমার গৃহ সর্ব্বজাতির প্রার্থনাগৃহ বলিয়া খ্যাত হইবে। ৮ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, ইস্রায়েলের নিরস্ত লোকদিগকে সংগ্রহ করিতে২ আমি তাহা ছাড়া আরও অধিক সঙ্গ্রহ করত তাহার সঙ্গৃহীত লোকদিগেতে [যোগ করিব]।

৯ হে মাঠের পশু সকল, আইস; হে বনপশু সকল, গ্রাস করিতে আইস। ১০ তাহার প্রহরিগণ সকলেই অন্ধ, কিছুই জানে না, তাহারা সকলে গোঙ্গা কুক্কুরের ন্যায়, ঘেউ২ করিতে পারে না; তাহারা স্বপ্নদর্শী, নিদ্রালু ও তন্দ্রাতে রত। ১১ সেই কুক্কুরগণ উদরম্ভরি, কখন তাহাদের তৃপ্তি বোধ হয় না; তথাপি তাহারাই পালরক্ষক; তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না; সকলে আপন২ সম্মুখস্থ লাভের চেষ্টাতে আপন২ পথের দিগে ফিরে। ১২ [প্রত্যেকে কহে,] চল, আমি দ্রাক্ষারস আনি, তাহাতে আমরা সুরাপানে মত্ত হইব, এবং যেমন অদ্য, তেমনি কল্যকার দিনও হইবে; তাহা আত্যন্তিক আধিক্যের মহাদিন হইবে।

৫৭ অধ্যায়।

১ ধার্ম্মিক লোক বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু কেহ তাহাতে মনোযোগ করে না; এবং সাধু মনুষ্যগণকে [পক্ক ফল বলিয়া] চয়ন করা যাইতেছে, কিন্তু বিপদের সম্মুখহইতে ধার্ম্মিককে চয়ন করা যাইতেছে, ইহা কেহ বিবেচনা করে না। ২ সে শান্তিতে প্রবেশ করে; সরলপথগামিরা আপন২ শয্যার উপরে বিশ্রাম করিবে।

৩ দেখ দেখি, রে গণিকার পুত্ত্রগণ, রে পারদারিকের ও বেশ্যার সন্তানগণ, তোমরা নিকটবর্ত্তী হইয়া এখানে আইস। ৪ তোমরা কাহাকে উপহাস কর? ও কাহাকে দেখিয়া মুখ বক্র ও জিহ্বা বাহির কর? তোমরা কি অধর্ম্মের সন্তান ও মিথ্যাকথার বংশ নও? ৫ তোমরা যাবতীয় হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে দেবাসক্তিরূপ [কামানলে] জ্বলিয়া থাক, এবং নানা স্রোতোমার্গে ও শৈলস্থ দরীর তলে আপন২ বালকগণকে হনন করিয়া থাক। ৬ স্রোতোমার্গের চিক্কণ প্রস্তররাশি তোমার দায়াংশ, তাহারাই তোমার অধিকার; হাঁ, তাহাদেরই উদ্দেশে তুমি পেয় দ্রব্য ঢালিতেছ ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ; এই২ বিষয়ে আমি কি তুষ্ট হইব? ৭ তুমি উচ্চ ও উন্নত পর্ব্বতোপরি আপন শয্যা পাতিয়াছ; হাঁ, বলিদান করিতে সে স্থানে উঠিয়া থাক। ৮ তোমার স্মরণোপায় কবাটের ও চৌকাটের পশ্চাতে রাখিয়াছ; কেননা তুমি আমাকে ছাড়িয়া বস্ত্র খুলিয়া খাটে উঠিয়া থাক, ও আপন শয্যা বৃদ্ধি করিয়া উহাদের মধ্যে কাহার২ সহিত নিয়ম করিয়া থাক, ও তাহাদের শয্যা ভাল বাসাতে স্থান নিরীক্ষণ করিয়া থাক। ৯ অধিকন্তু তুমি তৈল মাখিয়া রাজার নিকটে গমন করিয়া থাক, ও প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাক, ও দূরদেশে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া থাক,

এবং পাতাল পর্য্যন্ত অধোমুখী হইয়া থাক। [১০] এবং তোমার যাতায়াতের আধিক্য প্রযুক্ত পথশ্রান্তা হইলেও, এ মিথ্যা আশা, ইহা কহ না; তোমার হস্তের নাড়ী টের পাইতেছ বলিয়া তুমি ক্লান্তা হও না। [১১] বল দেখি, কাহাহইতে ত্রাসযুক্তা ও ভীতা হইয়া এমত কাপট্য করিতেছ, ও আমাকে বিস্মৃতা হইয়াছ, এবং মনে স্থান দেও না? আমি না কি চিরকালাবধি নীরব রহিয়াছি? তজ্জন্য আমাকে ভয় কর না। [১২] আমি তোমার ধার্ম্মিকতা প্রচার করিব; আহা, তোমার রচনা সকলের বিষয়ে [কি বলিব]? তাহা তো তোমার উপকারী হইবে না। [১৩] তুমি যখন ক্রন্দন কর, তখন তোমার সঞ্চিত [পুত্তলিগণ] তোমাকে উদ্ধার করুক। আহা, বায়ু সে সকলকে উড়াইয়া দিবে, এক নিশ্বাসে তাহাদিগকে লইয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন, সে দেশাধিকার পাইবে, ও আমার পবিত্র পর্ব্বত অধিকার করিবে।

[১৪] অপর কেহ কহিল, [জাঙ্গাল] উচ্চ কর, উচ্চ কর, পথ পরিষ্কার কর, আমার প্রজাগণের পথহইতে বিঘ্ন দূর করিয়া দেও। [১৫] কেননা যিনি উচ্চ ও উন্নত, অনন্তকালনিবাসী ও পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, এবং চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি; কেননা আমি নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করিতে ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে [যত্নবান্]। [১৬] আমি নিত্য বিবাদ করিব না, ও সদাকাল ক্রোধ করিব না; করিলে আত্মা এবং আমার সৃষ্ট প্রাণী সকল আমার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। [১৭] আমি তাহার লোভরূপ অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিলাম, ও আপন মুখ লুকাইয়া ক্রোধ করিতে থাকিলাম; তথাপি সে পরাঙ্মুখ থাকিয়া আপনার মনোভিলষিত পথে চলিল। [১৮] আমি তাহার গতি দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সুস্থ করিব, ও তাহার পথপ্রদর্শক হইব, এবং তাহাকে ও তাহার শোকাকুল লোকদিগকে সান্ত্বনারূপ ধন দিব। [১৯] আমি ওষ্ঠাধরের ফল সৃষ্টি করিব; শান্তি, নিকটবর্ত্তি ও দূরবর্ত্তি উভয় লোকের শান্তি [হউক], ইহা সদাপ্রভু কহেন; হাঁ, আমি উভয়কে সুস্থ করিব। [২০] কিন্তু দুষ্টগণ আলোড়িত সমুদ্রের তুল্য, কেননা তাহা স্থির হইতে পারে না, ও তাহার জলেতে পঙ্ক ও কর্দ্দম উঠে। ২১ আমার ঈশ্বর কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না।

৫৮ অধ্যায়।

[১] মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর, রব সংযত করিও না, তূরীর ন্যায় উচ্চধ্বনি কর; আমার প্রজাদিগকে তাহাদের অধর্ম্ম, ও যাকোবের কুলকে তাহাদের পাপ সকল জানাও। [২] তাহারা তো দিন২ আমার অন্বেষণ করে, ও আমার পথ বিষয়ক জ্ঞানে প্রীত হয়, এবং যে জাতি ধার্ম্মিকতা অনুষ্ঠান করে ও আপন ঈশ্বরের শাসন ত্যাগ করে নাই, এমত জাতির ন্যায় [হইয়া] আমাকে ধর্ম্মের শাসন সকল জিজ্ঞাসা করে, এবং ঈশ্বরের নৈকট্য ভাল বাসে, [৩] [ও কহে], আমরা উপবাস করিলে তুমি কেন দৃষ্টি করিলা না? আমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ দিলে তুমি কেন তাহা জানিতে অস্বীকার কর? দেখ, তোমাদের উপবাসদিনে তোমরা ব্যাপারের চেষ্টা ও আপন২ কর্ম্মচারিদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া থাক। [৪] দেখ, তোমরা বিবাদ ও কলহ করণার্থে ও দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত করণার্থে উপবাস করিয়া থাক; ভাল, অদ্যকার ন্যায় উপবাস করিলে তোমরা ঊর্দ্ধলোকে আপনাদের রব শুনাইতে পার না। [৫] আমার মনোনীত হইবার যোগ্য উপবাস ও আপন২ প্রানকে দুঃখ দিবার দিন কি এই প্রকার হইতে পারে? কেমন? নলের ন্যায় মস্তক হেঁট করণ ও শয্যার্থে চট ও ভস্ম পাতন, তুমি কি ইহাকে উপবাস এবং সদাপ্রভুর গ্রাহ্য দিন বল? [৬] দেখ দেখি, আমার মনোনীত হইবার যোগ্য উপবাস কি? দৌরাত্ম্যের গাঁইট সকল খুলিয়া দেওয়া, যোঁয়ালির খিল মুক্ত করা, এবং দলিত লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া বিদায় করা, ও প্রত্যেক যোঁয়ালি ভঙ্গ করা, ইহা কি নয়? [৭] এবং ক্ষুধিত লোককে আপনার খাদ্য বণ্টন করা, ও তাড়িত দুঃখিদিগকে গৃহে আশ্রয় দেওয়া; উলঙ্গকে দেখিলে তাহাকে বস্ত্র দান করা, ও নিজ মাংসতুল্য পরহইতে আপনাকে লুক্কায়িত না রাখা, ইহা কি নয়?

[৮] ইহা করিলে অরুণের ন্যায় তোমার দীপ্তি [মেঘমালা] ভেদ করিবে, ও নবীন তৃণের ন্যায় তোমার আরোগ্য হইবে, এবং তোমার ধর্ম্ম তোমার অগ্রগামী, ও সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। [৯] তৎকালে তুমি আহ্বান করিলে সদাপ্রভু উত্তর দিবেন; তুমি আর্ত্তনাদ করিলে তিনি কহিবেন, এই দেখ, আমি উপস্থিত আছি। [১০] যদি তুমি আপনার মধ্যহইতে যোঁয়ালি ও অঙ্গুলিতর্জ্জন ও অধর্ম্মবাক্য দূর কর, ও ক্ষুধিত লোককে তোমার ইষ্ট ভক্ষ্য দেও, ও দুঃখার্ত্ত প্রানিকে আপ্যায়িত কর, তবে অন্ধকারে তোমার দীপ্তি উদিত হইবে, ও তোমার রাত্রি মধ্যাহ্নের সমান হইবে। [১১] সদাপ্রভু নিত্য তোমার পথপ্রদর্শক হইবেন, ও মরুভূমিতে তোমার প্রাণ তৃপ্ত করিবেন, ও তোমার অস্থি সকল বলবান্ করিবেন, তাহাতে তুমি সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবা, এবং যাহা কখন শুকিয়া যায় না, এমত জলপ্রবাহের ন্যায় হইবা। [১২] তোমার বংশীয় লোকেরা চিরকালের উৎসন্ন গৃহ সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিবে; তুমি পূর্ব্বকালের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিবা, এবং জীর্ণোদ্ধারকারী ও নিবাস পাইবার পথ প্রস্তুতকারী বলিয়া বিখ্যাত হইবা।

¹³ তুমি বিশ্রামবার লঙ্ঘনহইতে আপন পা ফিরাইয়া যদি আমার পবিত্র দিনে আপনার ব্যাপার না কর, এবং যদি বিশ্রামবারকে সুখদায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল, এবং তোমার নিজ গতি সাধন ও নিজ ব্যাপারের চেষ্টা করণ ও নিজ কথা কহন, এই সকল না করিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, ¹⁴ তবে তুমি সদাপ্রভুতে সুখী হইবা, এবং আমি তোমাকে রথে [বসাইয়া] পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া গমন করাইব, ও তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা কহিয়াছে।

৫৯ অধ্যায়।

¹ দেখ, সদাপ্রভুর হস্ত এমত ছোট নয় যে তিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন না; এবং তাঁহার কর্ণ এমত ভারী নয় যে তিনি শুনিতে পান না। ² কিন্তু তোমাদের অপরাধ সকল আপন ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদজনক হইয়াছে, ও তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, এই জন্যে তিনি শুনেন না। ³ বস্তুতঃ তোমাদের করতল রক্তেতে ও তোমাদের অঙ্গুলি সকল অপরাধে অশুচি হইয়াছে, তোমাদের ওষ্ঠ মিথ্যাকথা কহে, তোমাদের জিহ্বা অন্যায়ের কথা বকে। ⁴ কেহ ধর্ম্মেতে কথা প্রচার করে না, ও কেহ বিশ্বস্ত ভাবে বিবাদ করে না; তাহারা অবস্তুতে নির্ভর করে, ও অলীক কথা কহে, ও উপদ্রবরূপ গর্ভধারণ করিয়া অধর্ম্ম প্রসব করে। ⁵ তাহারা কালসর্পের ডিম্ব ফুটায়, ও মাকড়সার তন্তু বুনে; তাহাদের ডিম্ব খাইলে মৃত্যু হয়, এবং তাহা ফুটিলে কালসর্প বাহির হয়। ⁶ তাহাদের তন্তুতে বস্ত্র হয় না, ও তাহাদের কৃত বস্তুতে কেহ আচ্ছাদিত হয় না; তাহাদের কর্ম্ম সকল অধর্ম্মের কর্ম্ম, ও তাহাদের হস্তে দৌরাত্মারূপ কার্য্য থাকে। ⁷ তাহাদের চরণ দুষ্কর্ম্মের দিগে ধাবমান, ও নির্দ্দোষের রক্তপাত করিতে ত্বরান্বিত হয়; তাহাদের চিন্তা সকল অধর্ম্মের চিন্তা, এবং তাহাদের পথে অপহার ও বিনাশ থাকে। ⁸ তাহারা শান্তির পথ জানে না, ও তাহাদের মার্গে বিচার নাই; তাহারা আপনাদের পথ বক্র করিয়াছে; তাহার কোন পথিক শান্তি জানে না। ⁹ এই কারণ বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ও ধার্ম্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারে না; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু দেখ, অন্ধকার উপস্থিত হয়; আমরা আলোর [অপেক্ষাতে থাকি], কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি। ¹⁰ আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় দেওয়াল স্পর্শ করি, ও চক্ষুহীন লোকদের ন্যায় হাঁতড়াই; যেমন সন্ধ্যাকালে তেমনি মধ্যাহ্নে আমাদের চরণ স্খলিত হয়, ও মৃত লোকদের ন্যায় অন্ধকারস্থানে থাকি। ¹¹ আমরা সকলে ভল্লূকের ন্যায় গর্জ্জন করি, ও ঘুঘুর ন্যায় নিত্য আর্ত্তরাব করি; আমরা বিচারের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা নাই; এবং ত্রাণের অপেক্ষা করি, কিন্তু তাহা আমাদের হইতে দূরে থাকে। ¹² কেননা তোমার সাক্ষাতে আমাদের অধর্ম্ম অনেক হইয়াছে, ও আমাদের পাপসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে; হাঁ, আমাদের অধর্ম্ম সকল আমাদের সঙ্গে২ আছে, ও আমরা আপনাদের অপরাধ জ্ঞাত আছি। ¹³ তাহা সদাপ্রভুর সহিত অধর্ম্ম ও কাপট্য ব্যবহার, আপন ঈশ্বরের অনুগমনহইতে পরাঙ্মুখতা, উপদ্রবের ও অপক্রমণের কথাবার্ত্তা, মিথ্যাকথারূপ গর্ভধারণ ও হৃদয়হইতে [বাণরূপে] তাহা ত্যাগ করণ। ¹⁴ ইহাতে বিচার নিরস্ত হইয়া পশ্চাতে হটিয়াছে, এবং ধার্ম্মিকতা দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বস্তুতঃ চকে সত্য স্খলিত হইতেছে, ও সরলতা প্রবেশ করিতে পায় না; ¹⁵ হাঁ, সত্য হারাণ হইয়াছে, ও দুষ্কর্ম্মত্যাগি লোক লুটিত হইতেছে।

তাহাতে সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ন্যায় বিচার না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইলেন; ¹⁶ এবং কোন পুরুষ বর্ত্তমান নাই ইহা দেখিলেন; এবং অনুরোধকারী কেহ নাই, ইহাতে চমৎকৃত হইলেন; অতএব তাঁহারই বাহু তাঁহার জন্যে ত্রাণসাধক, ও তাঁহারই ধার্ম্মিকতা তাঁহার অবলম্ব হইল। ¹⁷ তিনি ধার্ম্মিকতারূপ বুকপাটা বাঁধিলেন, ও মস্তকে ত্রাণরূপ শিরস্ত্র ধারণ করিলেন, ও বৈরনির্য্যাতনরূপ বস্ত্র পরিধান করিলেন, ও স্পর্দ্ধারূপ প্রাবার গাত্রে জড়াইলেন। ¹⁸ তিনি অপকারবিশেষানুরূপ প্রতিফলবিশেষ দিবেন; তিনি আপন বিপক্ষদিগকে ক্রোধের ও আপন শত্রুদিগকে অপকারের দণ্ড দিবেন, তিনি দ্বীপ সকলকে অপকারের প্রতিফল দিবেন। ¹⁹ তাহাতে সদাপ্রভুর নামহইতে পশ্চিমদেশীয়েরা, ও তাঁহার প্রতাপহইতে সূর্য্যোদয়স্থানের লোকেরা ভীত হইবে; বিপক্ষ যখন [ফরাৎ] নদীর ন্যায় আসিবে, তখন সদাপ্রভুর আত্মা তাহার নিবারণার্থে ধ্বজা তুলিবেন। ²⁰ এবং সিয়োনের জন্যে, হাঁ, যাকোবের মধ্যে যাহারা অধর্ম্মহইতে পরাবৃত্ত, তাহাদের জন্যে এক মুক্তিদাতা আসিবেন, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ²¹ সদাপ্রভু আরো কহেন, আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম করিব, আমার যে আত্মা তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, ও আমার যে২ বাক্য আমি তোমার মুখে দিয়াছি, তাহা তোমার মুখহইতে ও তোমার বংশের মুখহইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখহইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত কখনো সরিবে না; সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

৬০ অধ্যায়।

¹ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, ও সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার প্রতি উদিত হইল। ² হাঁ, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে ও ঘোর তিমির জনবৃন্দ সকলকে আচ্ছন্ন করিতেছে; কিন্তু

তোমার প্রতি সদাপ্রভু উদিত হইবেন, ও তোমার উপরে তাঁহার প্রতাপ দৃষ্ট হইবে। [৩] এবং পরজাতি সকল তোমার দীপ্তির কাছে, ও রাজগণ তোমার সূর্য্যোদয়ের আলোর কাছে গমন করিবে। [৪] তুমি চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দেখ, উহারা সকলে একত্র হইয়া তোমার কাছে আসিতেছে; তোমার পুত্রগণ দূরহইতে আসিতেছে, ও তোমার কন্যাগণ কক্ষে করিয়া আনীত হইতেছে। [৫] তখন তুমি তাহা দেখিয়া প্রফুল্লবদনা হইবা, এবং তোমার হৃদয় স্পন্দ করত বিকসিত হইবে; কেননা সমুদ্রের দ্রব্যরাশি তোমার প্রতি বর্ত্তান যাইবে, ও পরজাতিদের ঐশ্বর্য্য তোমার কাছে আসিবে। [৬] উষ্ট্রযূথ তোমাকে আবৃত করিবে, মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামি উষ্ট্র [লইয়া] সকলে শিবাদেশহইতে আসিবে, তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, ও সদাপ্রভুর প্রশংসারূপ মঙ্গলসমাচার প্রচার করিবে। [৭] কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্র হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার ভূষনস্বরূপ গৃহ ভূষিত করিব।

[৮] মেঘের ন্যায় কিম্বা আপন২ খোপের প্রতি কপোতের ন্যায় উহারা কে উড়িয়া আসিতেছে? [৯] হাঁ, দ্বীপগণ আমার অপেক্ষা করিতেছে, এবং তর্শীশের জাহাজ সকল অগ্রগামী হইয়া দূরহইতে আপনাদের রূপা ও সুবর্ণের সহিত তোমার সন্তানদিগকে লইয়া তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কাছে, ও ইস্রায়েলের পাবনের কাছে আসিতেছে, কেননা তিনি তোমাকে ভূষিত করিলেন। [১০] এবং বিজাতীয়ের সন্তানগণ তোমার প্রাচীর গাঁথিবে, ও তাহাদের রাজগণ তোমার পরিচর্য্যা করিবে; কেননা আমি যেমন কোপভরে তোমাকে প্রহার করিয়াছি, তেমনি অনুগ্রহ বশতঃ তোমার প্রতি করুণা করিলাম। [১১] এবং তোমার পুরদ্বার সকল নিত্য২ খোলা থাকিবে, দিনে কি রাত্রিতে কখনো রুদ্ধ হইবে না, কেননা পরজাতিদের ঐশ্বর্য্যকে ও সমারোহ পূর্ব্বক তাহাদের রাজগণকে তোমার কাছে আনয়ন করা যাইবে। [১২] বস্তুতঃ যে জাতি কিম্বা যে রাজ্য তোমার দাসত্ব স্বীকার না করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে; হাঁ, পরজাতিগণ নিতান্ত ধ্বংসিত হইবে। [১৩] লিবানোনের শ্রী তোমার কাছে আসিবে, এবং দেবদারু ও তিধর ও তাশূর বৃক্ষ একত্র হইয়া আমার পবিত্র স্থান ভূষিত করণার্থে আসিবে, এবং আমি আপন পাদপীঠের স্থান প্রতাপান্বিত করিব। [১৪] ফতলঃ তোমার দুঃখদায়িদের সন্তানগণ হেঁট হইয়া তোমার নিকটে আসিবে; এবং যাহারা তোমাকে হেয় জ্ঞান করিত, তাহারা তোমার পদতলে প্রণিপাত করিবে, এবং তোমাকে সদাপ্রভুর নগরী ও ইস্রায়েলের পাবনের সিয়োন্ বলিয়া সম্বোধন করিবে। [১৫] তুমি ত্যক্তা ও ঘৃণিতা ও পথিকবিহীনা ছিলা; তৎপরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অনন্তকালস্থায়ি শ্লাঘার ও পুরুষানুক্রমে আমোদের পাত্র করিব। [১৬] হাঁ, তুমি পরজাতিদের দুগ্ধ পান করিবা, ও রাজগণের স্তন চুষিবা; তাহাতে তুমি জানিতে পারিবা, আমি সদাপ্রভুই তোমার ত্রাণকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা ও যাকোবের একবীর। [১৭] আমি পিত্তলের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ, ও লৌহের পরিবর্ত্তে রূপা আনয়ন করিব, ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে পিত্তল, ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ আনিব, এবং তোমার অধ্যক্ষপদে শান্তিকে ও তোমার করগ্রাহিপদে ধার্ম্মিকতাকে নিযুক্ত করিব। [১৮] তোমার দেশে উপদ্রবের কথা, ও তোমার সীমার মধ্যে ধনাপহারের ও ভঙ্গের কথা আর শুনা যাইবে না; কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম পরিত্রাণ, ও আপন পুরদ্বারের নাম প্রশংসা রাখিবা। [১৯] তোমার জন্যে সূর্য্য আর দিবসের জ্যোতিঃ হইবে না, এবং আলোর জন্যে চন্দ্র তোমার নিমিত্তে জ্বলিবে না, কারণ সদাপ্রভুই তোমার অনন্তকালস্থায়ি জ্যোতিঃ, এবং তোমার ঈশ্বরই তোমার ভূষাস্বরূপ হইবেন। [২০] তোমার সূর্য্য আর অস্তগত হইবে না, ও তোমার চন্দ্র আর ক্ষীণ হইবে না; কেননা সদাপ্রভু তোমার অনন্তকালস্থায়ি জ্যোতিঃ হইবেন, এবং তোমার শোকের দিন সমাপ্ত হইবে। [২১] এবং তোমার প্রজারা সকলে ধার্ম্মিক লোক হইবে, এবং অনন্ত কাল দেশ অধিকার করিবে; তাহারা ভূষণার্থে আমার রোপিত চারা ও হস্তকৃত ক্রিয়াস্বরূপ হইবে। [২২] যে ছোট, সে সহস্র হইয়া উঠিবে, ও যে ক্ষোদিষ্ঠ, সে বলবান্ জাতি হইয়া উঠিবে; আমি সদাপ্রভু উচিত কালে ইহা সম্পন্ন করিতে সত্বর হইব।

৬১ অধ্যায়।

[১] প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্র লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া ভগ্নান্তঃকরণদিগের ক্ষত বাঁধিতে, বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের প্রতি কারার উদ্‌ঘাটন প্রচার করিতে; [২] সদাপ্রভুর গ্রাহ্য বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরকর্ত্তৃক বৈরনির্য্যাতনের দিন ঘোষণা করিতে, যাবতীয় শোকার্ত্ত লোককে সান্ত্বনা করিতে; [৩] সিয়োনের শোকার্ত্ত লোকদিগকে [বর অর্থাৎ] ভস্মের পরিবর্ত্তে ভূষণ, শোকের পরিবর্ত্তে আমোদরূপ তৈল, অবসন্ন আত্মার পরিবর্ত্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দিতে, এবং ধর্ম্মবৃক্ষ ও সদাপ্রভুর রোপিত ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া তাহাদের নাম রাখিতে [আজ্ঞা করিয়াছেন]।

[৪] হাঁ, তাহারা চিরধ্বংসিত স্থান সকল গাঁথিবে, ও পূর্ব্বকালের উৎসন্ন স্থান সকল উঠাইবে, এবং ধ্বংসিত ও পুরুষানুক্রমে উৎসন্ন নগর সকল নূতন

করিবে। [৫] এবং বিদেশিগন দাঁড়াইয়া তোমাদের পাল চরাইবে, ও বিজাতীয়ের সন্তানেরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কৃষক হইবে; [৬] কিন্তু তোমরা সদাপ্রভুর যাজক বলিয়া বিখ্যাত হইবা, লোকে তোমাদিগকে আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক বলিবে; তোমরা পরজাতিদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবা, ও তাহাদের প্রতাপে পরিচ্ছন্ন হইবা। [৭] তোমাদের লজ্জার পরিবর্ত্তে দ্বিগুন সম্মান হইবে; এবং অপমানের পাত্রেরা আপন২ অধিকারে আনন্দরব করিবে, তজ্জন্য আপনাদের দেশে দ্বিগুন অংশ পাইবে; তাহাদের অনন্তকালস্থায়ি আহ্লাদ হইবে। [৮] কেননা আমি সদাপ্রভু ন্যায় ভাল বাসি, অধর্ম্মযুক্ত অপহরণ ঘৃণা করি; অতএব আমি সত্য ভাবে তাহাদের ক্রিয়ার ফল দিব, ও তাহাদের পক্ষে অনন্তকালস্থায়ি এক নিয়ম করিব। [৯] হাঁ, তাহাদের বংশ পরদেশীয়দের মধ্যে, ও তাহাদের সন্তানগন জাতিগণের মধ্যে বিখ্যাত হইবে; তাহারা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ বলিয়া দেখিবামাত্র সকলে তাহাদিগকে চিনিবে।

[১০] "আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, ও আমার প্রান আমার ঈশ্বরেতে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জাদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করে, ও কন্যা যেমন আপন রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে ত্রানরূপ বস্ত্র পরাইলেন, ও ধার্ম্মিকতারূপ প্রাবারে পরিচ্ছন্ন করিলেন।" [১১] বস্তুতঃ ভূমি যেমন আপন উদ্ভিজ্জ নির্গত করে, ও উদ্যান যেমন আপনাতে রোপিত চারা অঙ্কুরিত করে, তেমনি প্রভু সদাপ্রভু যাবতীয় পরজাতির সাক্ষাতে ধার্ম্মিকতা ও প্রশংসা অঙ্কুরিত করিবেন।

৬২ অধ্যায়।

[১] সিয়োনের নিমিত্তে আমি নীরব থাকিব না, ও যিরূশালেমের নিমিত্তে মৌনী থাকিব না; যাবৎ আলোর ন্যায় তাহার ধর্ম্ম, ও উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় তাহার পরিত্রাণ উদিত না হয়, [তাবৎ যত্নবান্ থাকিব]। [২] হাঁ, পরজাতি সকল তোমার ধর্ম্ম, ও যাবতীয় রাজা তোমার প্রতাপ দর্শন করিবে, এবং তুমি সদাপ্রভুর মুখদ্বারা নির্নীত এক নূতন নামে বিখ্যাত হইবা। [৩] এবং সদাপ্রভুর হস্তস্থিত ভূষনার্থক মুকুট ও তোমার ঈশ্বরের করস্থিত রাজকিরীটস্বরূপ হইবা। [৪] লোকে তোমাকে আর ত্যক্তা বলিবে না, এবং তোমার ভূমিকে আর অনাথা বলিবে না; কিন্তু তুমি হিফ্সীবা [মৎপ্রীতিজনিকা], ও তোমার ভূমি বিয়ূলা [বিবাহিতা] নামে বিখ্যাতা হইবে; কেননা সদাপ্রভু তোমাতে প্রীত হইবেন, এবং তোমার ভূমি বিবাহিতা হইবে। [৫] বস্তুতঃ যুবা যেমন কুমারীকে বিবাহ করে, তেমনি তোমার পুত্রগন তোমাকে বিবাহ করিবে; এবং বর যেমন কন্যাতে আমোদ করে, তেমনি তোমার ঈশ্বর তোমাতে আমোদ করিবেন।

[৬] হে যিরূশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত রাখিলাম; তাহারা সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি কদাচ নীরব থাকিবে না। হে সদাপ্রভুকে স্মরন করাইতে নিযুক্ত লোকেরা, তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না; [৭] এবং তিনি যাবৎ যিরূশালেম্‌কে স্থাপন না করেন, ও পৃথিবীর মধ্যে তাহাকে প্রশংসার পাত্ররূপে প্রতিপন্ন না করেন, তাবৎ তাঁহাকেও ক্ষান্ত থাকিতে দিও না। [৮] সদাপ্রভু আপন দক্ষিণ হস্ত ও আপন বলবান্ বাহু [তুলিয়া] এই শপথ করিয়াছেন, আমি অন্নের নিমিত্তে তোমার শত্রুদিগকে তোমার গোম আর দিব না, এবং বিজাতীয়ের সন্তানেরা তোমার পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত তোমার দ্রাক্ষারস আর পান করিতে পাইবে না। [৯] কিন্তু যাহারা শস্য কাটিবে, তাহারাই তাহা ভোজন করিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা করিবে; ও যাহারা দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করিবে, তাহারাই আমার পবিত্র প্রাঙ্গণে তাহার রস পান করিবে।

[১০] তোমরা অগ্রসর হও, পুরদ্বার দিয়া অগ্রসর হও, লোকদের জন্যে পথ পরিষ্কার কর; উচ্চ কর, রাজপথ উচ্চ কর, প্রস্তর সকল দূর কর, এবং জাতিদের জন্যে উচ্চ করিয়া ধ্বজা তুল। [১১] দেখ, সদাপ্রভু পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আপন রব শুনাইতেছেন, তোমরা সিয়োনের কন্যাকে বল, দেখ, তোমার ত্রাণকর্ত্তা উপস্থিত; দেখ, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বেতন আছে, ও তাঁহার অগ্রে তাঁহার লভ্য আছে। [১২] হাঁ, তাহারা পবিত্র প্রজা ও সদাপ্রভুর মুক্ত লোক বলিয়া বিখ্যাত হইবে; এবং তুমি অন্বেষিতা এবং অত্যক্তা নগরী বলিয়া বিখ্যাতা হইবা।

৬৩ অধ্যায়।

[১] ইদোম্‌হইতে, হাঁ, রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া বস্রাহইতে আগমনকারী ঐ যে ব্যক্তি আপন পরিচ্ছদে আদরণীয়তা দেখান, ও আপন শক্তির আধিক্যে অঙ্গচালন করিতেছেন, উনি কে?

"ধর্ম্মবাদী ও পরিত্রাণ করণে সমর্থ আমি।"

[২] তোমার পরিচ্ছদ রক্তবর্ণ ও তোমার বস্ত্র কুণ্ডে দ্রাক্ষামর্দ্দনকারির বস্ত্রের ন্যায় কেন?

[৩] "আমি একাকী কুণ্ডস্থ দ্রাক্ষা দলন করিলাম, জাতিগণের মধ্যে কেহই আমার সঙ্গে ছিল না। আমি ক্রোধেতে তাহাদিগকে দলন করিতেছিলাম, ও কোপভরেতে তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলাম; এমন সময়ে আমার বস্ত্রে তাহাদের রসের ছিটা লাগিল, ও আমার সমস্ত পরিচ্ছদ মলিন হইল। [৪] কেননা বৈরনির্য্যাতনের দিন আমার মনে পড়িয়াছিল, ও আমার মোচনীয় লোকদের বৎসর উপস্থিত হইয়াছিল। [৫] তাহাতে আমি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সহকারী কেহ ছিল না; এবং চমৎকার জ্ঞান করিলাম, কিন্তু সহায় কেহ ছিল না;

অতএব আমারই বাহু আমার জন্যে ত্রাণসাধক, ও আমার ক্রোধ আমার অবলম্ব হইল। [৬] এবং আমি আপন ক্রোধে জাতিদিগকে দলন করিলাম, ও আপন কোপে তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিলাম, ও মৃত্তিকাতে তাহাদের রস পাত করিলাম।”

[৭] আমি সদাপ্রভুর নানাবিধ দয়া কীর্ত্তন করিব; সদাপ্রভু আমাদের যে সকল উপকার, ও ইস্রায়েল্ কুলের যে প্রচুর মঙ্গল করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সদাপ্রভুর গুণানুবাদ [করিব]; কেননা তিনি আপন করুণার ও প্রচুর দয়ার যোগ্য উপকার করিয়াছেন। [৮] ফলতঃ তিনি কহিলেন, উহারা অবশ্য আমার প্রজা, এবং যাহারা মিথ্যাবাদী হইবে না এমত সন্তান; এই বলিয়া তিনি তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা হইলেন। [৯] তাহাদের তাবৎ দুঃখে তিনি দুঃখিত হইতেন, ও তাঁহার শ্রীমুখস্বরূপ দূত তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতেন; তিনি আপনি প্রেম ও স্নেহ বশতঃ তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন, এবং প্রাক্কালের সমস্ত দিন তাহাদিগকে তুলিয়া বহন করিতেন। [১০] কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিত, তাহাতে তিনি ফিরিয়া তাহাদের শত্রু হইয়া আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। [১১] তখন তাঁহার প্রজাগণ প্রাক্কাল ও মোশিকে স্মরণ করিয়া কহিল, যিনি আপন পালরক্ষকের সহকারে [পালকে] সমুদ্রহইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? যিনি তাহার অন্তরে আপন পবিত্র আত্মা রাখিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? [১২] আপনার জন্যে অনন্তকালস্থায়ী নাম সাধনার্থে তিনি মোশির দক্ষিণে আপন বিরাজমান বাহু চালাইয়া তাহাদের সম্মুখে জল বিদারন করিয়াছিলেন; [১৩] এবং তাহাদিগকে প্রান্তরে [ধাবমান] অশ্বের ন্যায় বারিধির মধ্য দিয়া গমন করাইয়াছিলেন, স্খলিত হইতে দেন নাই। [১৪] সদাপ্রভুর আত্মা তাহাদিগকে সমস্থলীতে অবরোহণকারি পশুপালের ন্যায় শান্ত করিলেন; আপনার জন্যে যশস্বী নাম সাধনার্থে তুমি আপন প্রজাগণকে ঐ প্রকারে লইয়া গেলা।

[১৫] তুমি স্বর্গহইতে অবলোকন কর, ও আপন পবিত্রতার ও শোভার বসতিহইতে দৃষ্টিপাত কর। তোমার স্পর্দ্ধা ও বহুবিধ বিক্রম কোথায়? আমার প্রতি তোমার অন্তরস্থ বাৎসল্যের ও স্নেহের স্বর ক্ষান্ত হইয়াছে। [১৬] তুমি তো আমাদের পিতা; বস্তুতঃ অব্রাহাম্ আমাদিগকে জানেন না, ও ইস্রায়েল্ আমাদিগকে স্বীকার করেন না; কিন্তু তুমি সদাপ্রভু আমাদের পিতা, এবং আমাদের মুক্তিদাতা, ইহা তোমার চিরন্তন নাম। [১৭] হে সদাপ্রভো, তুমি কেন আমাদিগকে ভ্রমণ করাইয়া আপন পথ ছাড়িতে দিতেছ? তোমাকে ভয় না করিতে আমাদের অন্তঃকরণকে কেন কঠিন করিতেছ? তুমি আপন দাসদের ও আপন অধিকারস্বরূপ এই বংশদের অনুরোধে ফির। [১৮] তোমার পবিত্র প্রজাগণ অল্প কাল আপন অধিকার ভোগ করিয়াছে; আমাদের বিপক্ষগণ তোমার ধর্ম্মধাম পদতলে দলিত করিতেছে। [১৯] তুমি যাহাদের উপরে প্রাক্কালাবধি কখনো কর্ত্তৃত্ব কর নাই, ও তোমার নাম যাহাদের উপরে কীর্ত্তিত হয় নাই, আমরা এমত লোকদের ন্যায় হইয়াছি।

৬৪ অধ্যায়।

[১] আহা, বিনতি করি, তুমি গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া নামিয়া আইস, ও পর্ব্বতগণ তোমার সাক্ষাতে টলটলায়মান হউক। [২] যে অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে, ও যে বহ্নি জল ফুটায়, তাহার ন্যায় [নামিয়া] আপন বিপক্ষদিগকে তোমার নাম জ্ঞাত কর; তোমার সাক্ষাতে পরজাতি সকল কম্পমান হউক। [৩] তুমি আমাদের অনপেক্ষিত ভয়ানক ক্রিয়া করিলে [তাহারা কাঁপিবে]। তুমি নামিয়া আইলে তোমার সাক্ষাতে পর্ব্বতগণ টলটলায়মান হয়। [৪] হাঁ, আদিকালাবধি মনুষ্যেরা [এমত কথা] শুনে নাই, এবং কর্ণে টের পায় নাই; এবং কোন চক্ষু [এমত] দর্শন পাই নাই; তুমি ব্যতীত আপন অপেক্ষাকারিদের পক্ষে কার্য্যসাধক [অন্য] ঈশ্বর নাই। [৫] যে জন আমোদপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে, ও তোমার পথে তোমাকে স্মরণ করে, তাহার সহিত তুমি মিলিয়া থাক; দেখ, তুমি ক্রুদ্ধ ও আমরা পাপিষ্ঠ, চিরকালাবধি এই অবস্থাতে আছি, তবে আমরা কি পরিত্রাণ পাইব? [৬] আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের সদৃশ হইয়াছি, ও আমাদের যাবতীয় ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ, তাহাতে আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। [৭] পরন্তু কেহ তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে না, ও কেহ তোমার হস্ত ধরিতে উৎসুক হয় না; কেননা তুমি আমাদের হইতে আপন মুখ লুক্কায়িত রাখিতেছ, ও আমাদের অপরাধের প্রভাবে আমাদিগকে গলিয়া যাইতে দিতেছ। [৮] কিন্তু হে সদাপ্রভো, তুমি আমাদের পিতা; আমরা মৃত্তিকাস্বরূপ, তুমি আমাদের নির্ম্মাণকর্ত্তা, আমরা সকলে তোমার হস্তকৃত বস্তু। [৯] হে সদাপ্রভো, নিরবধি ক্রুদ্ধ হইও না, ও অনন্তকাল অপরাধ মনে রাখিও না; বিনতি করি, আমাদের প্রতি দৃষ্টি কর, আমরা সকলে তোমার প্রজা। [১০] তোমার পবিত্র নগর সকল প্রান্তর হইয়া গিয়াছে, সিয়োন্ প্রান্তর হইয়া গিয়াছে, যিরূশালেম্ ধ্বংসস্থান হইয়া গিয়াছে। [১১] আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেখানে তোমার প্রশংসা করিত, আমাদের শোভাস্বরূপ সেই পবিত্র গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, এবং আমাদের মনোরঞ্জক যাবতীয় বস্তু উচ্ছিন্ন হইয়াছে। [১২] হে সদাপ্রভো, এই সকল দেখিয়াও তুমি কি ক্ষান্ত থাকিবা? ও মৌনাবলম্বন করিয়া কি নিরবধি আমাদিগকে দুঃখ দিবা?

৬৫ অধ্যায়।

[১] যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহারা আমার পরামর্শ লইতে পাইল; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, তাহারা আমার উদ্দেশ পাইল; যে পরজাতি আমার নামে বিখ্যাত হয় নাই, তাহার কাছে আমি কহিলাম, "এই দেখ, আমি আছি, আমি উপস্থিত।" [২] কিন্তু অবাধ্য প্রজাবৃন্দের প্রতি আমি সমস্ত দিন আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা কুপথে চলিয়া আপন ২ কল্পনার পশ্চাৎ ২ গমন করে। [৩] সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য ২ আমাকে বিরক্ত করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ও ইষ্টকার উপরে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালায়। [৪] তাহারা কবরস্থানে বাস করে, এবং নিভৃত স্থানে রাত্রি যাপন করে, ও শূকরের মাংস ভোজন করে, ও আপন২ পাত্রে ঘৃণ্য মাংসের ঝোল রাখে; [৫] এবং বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমার কাছে আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার প্রতি ধূম ও সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। [৬] দেখ, আমার নিকটে ইহা লিখিত আছে, সম্পূর্ণ প্রতিফল না দিলে, হাঁ, ইহাদের কোলেই প্রতিফল না দিলে আমি নীরব হইয়া থাকিব না; [৭] সদাপ্রভু কহেন, আমি একেবারে তোমাদের কৃত অপরাধ, ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কৃত অপরাধ সকলের [প্রতিফল দিব]; তাহারা পর্ব্বতগণের উপরে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালাইত ও উপপর্ব্বতগণের উপরে আমাকে ধিক্কার দিত, তজ্জন্য আমি অগ্রে তাহাদের ক্রিয়ার ফল মাপিয়া ইহাদের কোলে দিব।

[৮] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দ্রাক্ষাগুচ্ছে ফলের রস দেখিলে লোকে যেমন বলে, ইহা বিনষ্ট করিও না, কেননা ইহাতে আশীর্ব্বাদ আছে; তদ্রূপ আমি আপন দাসদের নিমিত্তে করিব, সমুদয়ের বিনাশ করিব না। [৯] পরন্তু আমি যাকোব্‌হইতে এক বংশ এবং যিহূদাহইতে আমার পর্ব্বতগণের এক অধিকারিকে উৎপন্ন করিব, ফলতঃ আমার মনোনীত লোকেরা তাহা অধিকার করিবে, ও আমার দাসেরা সেখানে বসতি করিবে। [১০] এবং আমার প্রজাবৃন্দ আমার অন্বেষণ করিয়াছে, বলিয়া তাহাদের নিমিত্তে শারোণ মেষপালের খোঁয়াড়, এবং আখোর তলভূমি গোরুদের শয়নস্থান হইবে।

[১১] কিন্তু অরে সদাপ্রভুকে ত্যাগকারি ও আমার পবিত্র পর্ব্বতকে বিস্মৃত লোকেরা; গাদ্‌ [দেবের] জন্যে মেজ সাজাইয়া থাক, এবং মনী [দেবীর] উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া থাক যে তোমরা, [১২] তোমাদিগকে আমি খড়্গের জন্যে নিরূপণ করিলাম; হাঁ, তোমরা সকলে বধ্যস্থানে অবনত হইবা; কারণ আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দিতা না, ও আমি কহিলে শুনিতা না; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত তাহা করিতা, এবং যাহাতে আমার প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিতা। [১৩] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমার দাসেরা ভোজন করিবে, কিন্তু তোমরা ক্ষুধার্ত্ত থাকিবা; দেখ, আমার দাসেরা পান করিবে, কিন্তু তোমরা তৃষ্ণার্ত্ত থাকিবা। [১৪] দেখ, আমার দাসেরা আনন্দ করিবে, কিন্তু তোমরা লজ্জিত হইবা; দেখ, আমার দাসেরা চিত্তের সুখে আনন্দরব করিবে, কিন্তু তোমরা চিত্তের দুঃখে ক্রন্দন করিবা, ও মনোভঙ্গ প্রযুক্ত হাহাকার করিবা। [১৫] এবং আমার মনোনীত লোকদের নিকটে তোমাদের নাম শাপাস্পদরূপে রাখিয়া যাইবা; হাঁ, প্রভু সদাপ্রভু তোমাদিগকে বধ করিবেন, ও আপন দাসদের অন্য নাম রাখিবেন। [১৬] [এবং] যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, সে সত্য ঈশ্বরের নামে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; এবং যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শপথ করিবে, সে সত্য ঈশ্বরের নামে শপথ করিবে; কেননা পূর্ব্বকালীন সমস্ত সঙ্কটের স্মরণ লুপ্ত হইবে, ও আমার দৃষ্টিহইতে তাহা অন্তর্হিত হইবে।

[১৭] বস্তুতঃ দেখ, আমি নূতন গগণমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিব; এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, এবং হৃদয়াকাশে আর উঠিবে না। [১৮] হাঁ, আমি যাহা সৃষ্টি করিব, তাহাতে অনন্তকাল নিত্য আমোদ ও উল্লাস করা তোমাদের উপযুক্ত; কারণ দেখ, আমি যিরূশালেমকে উল্লাসের পাত্র ও তাহার প্রজাদিগকে আমোদের পাত্র করিয়া সৃষ্টি করিব। [১৯] এবং যিরূশালেমের বিষয়ে উল্লাস করিব, ও আপন প্রজাগণেতে আমোদ করিব; এবং তাহার মধ্যে রোদনের শব্দ কি ক্রন্দদের শব্দ আর শুনা যাইবে না। [২০] সে স্থানহইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ লোক [কবরস্থানে নীত] হইবে না; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে। [২১] এবং লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিবে, ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। [২২] তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে তাহাতে বাস করিবে, কিম্বা উদ্যান করিলে অন্যে তাহার ফল ভোগ করিবে, ইহা হইবে না; বস্তুতঃ আমার প্রজাদের পরমায়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা আপন ২ হস্তকৃত [গৃহাদির] জীর্ণ দশা না হওন পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিবে। [২৩] তাহারা বৃথা পরিশ্রম করিবে না, ও বিহ্বলতার নিমিত্তে বালকদের জন্ম দিবে না, কারণ তাহারা ও তাহাদের সহবর্ত্তি সন্তানগণ উভয়ে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ হইবে। [২৪] এবং তাহাদের আহ্বানের পূর্ব্বে আমি উত্তর দিব, ও কথা সমাপ্ত না হইতে আমি শ্রবণ করিব। [২৫] কেন্দুয়াব্যাঘ্র ও মেষশাবক এক স্থানে চরিবে, এবং

সিংহ গোরুর ন্যায় বিচালি ভোজন করিবে, ও ধূলাই সর্পের খাদ্য হইবে। সদাপ্রভু কহেন, তাহারা আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানেই হিংসা কি বিনাশ করিবে না।

৬৬ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন, ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ; তোমরা কোথায় আমার নিমিত্তে গৃহ নির্ম্মাণ করিবা ? আমার বিশ্রামার্থক স্থান বা কোথায় ? ২ এ সকলই তো আমার হস্তদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া উৎপন্ন হইল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু উহার প্রতি, অর্থাৎ দুঃখি ও চূর্ণমনাঃ ও আমার বাক্যে কম্পিত মনুষ্যের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।

৩ যে ব্যক্তি গো হনন করে, সে মনুষ্যকে হত্যা করে। যে ব্যক্তি মেষশাবক বলিদান করে, সে কুক্কুরকে গলা টিপিয়া মারে; যে ব্যক্তি নৈবেদ্য উৎসর্গ করে, সে শূকরের রক্ত দেয়; যে ব্যক্তি সুগন্ধি ধূপ জ্বালায়, সে মিথ্যাদেবের ধন্যবাদ করে; যেমন তাহারা আপন২ পথ মনোনীত করে, এবং তাহাদের প্রাণ আপন২ বিভীষিকাতে প্রীত হয়; ৪ তেমনি আমিও তাহাদের নানা ব্যসন মনোনীত করিব, এবং তাহারা যাহাতে ত্রাসযুক্ত হয়, তাহাদের প্রতি তাহাই ঘটাইব; কারণ আমি ডাকিলে কেহ উত্তর দিত না, ও আমি কহিলে তাহারা শুনিত না, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত তাহাই করিত, এবং যাহাতে আমার প্রীতি নাই, তাহাই মনোনীত করিত।

৫ সদাপ্রভুর বাক্যে কম্পবান যে তোমরা, তোমরা তাঁহার বাক্য শুন; তোমাদের যে ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে ঘৃণা করে, এবং আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদিগকে দূর করে, তাহারা বলে, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হউন; কিন্তু তিনি তোমাদের আনন্দের জন্যে দর্শন দিতে উদ্যত; এবং উহারা লজ্জিত হইবে। ৬ নগরহইতে কলহের রব, প্রাসাদহইতে রব [শুনা যাইতেছে]; উহা সদাপ্রভুর রব, তিনি শত্রুদিগকে অপকারের প্রতিফল দিতেছেন।

৭ [সিয়োন] বেদনার পূর্ব্বে প্রসব হইল; তাহার গর্ত্তযন্ত্রণার পূর্ব্বে পুংসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ৮ এমত কথা কে শুনিয়াছে ? এমত কার্য্য কে দেখিয়াছে ? এক দিবসে কি কোন দেশের জন্ম হয় ? কিম্বা কোন জাতি কি একেবারে ভূমিষ্ঠ হয় ? বস্তুতঃ সিয়োন্ গর্ত্তবেদনা পাইবামাত্র আপন সন্তানগণকে প্রসব করিল।

৯ সদাপ্রভু কহেন, আমি প্রসবকাল উপস্থিত করিয়া শেষে কি প্রসব হইতে দিব না ? তোমার ঈশ্বর কহেন, জন্মদাতা যে আমি, আমি কি রোধ করিব ? ১০ হে যিরূশালেমকে প্রেমকারিগণ, তোমরা সকলে তাহার সহিত আনন্দ কর, ও তাহার বিষয়ে উল্লাস কর; হে তাহার জন্যে শোকান্বিত লোকেরা, তোমরা তাহার সহিত আমোদে প্রফুল্ল হও; ১১ তাহাতে তোমরা তাহার সান্ত্বনারূপ স্তন চুষিয়া তৃপ্ত হইবা, ও তাহার প্রতাপসুধা ভোগ করিয়া সুখী হইবা। ১২ বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তাহার দিগে শান্তিরূপ নদী ও পরজাতীয়দের প্রতাপরূপ উথলিত বন্যা বহাইব, তাহাতে তোমরা স্তন্য পান করিবা, কক্ষদেশে করিয়া তোমাদিগকে বহন করা যাইবে, ও হাঁটুর উপরে নাচান যাইবে। ১৩ যেমন মাতা আপন [যুব] পুত্রকে শান্ত করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও তোমরা যিরূশালেমে সান্ত্বনা পাইবা। ১৪ এই সকল দেখিলে তোমাদের হৃদয় প্রফুল্ল, ও তোমাদের অস্থি সকল নবীন তৃণের ন্যায় সতেজ হইবে; এবং সদাপ্রভুর হস্ত আপন দাসদের পক্ষে আত্মপরিচয় দিবে, কিন্তু আপন শত্রুদের প্রতি তিনি কুপিত হইবেন।

১৫ বস্তুতঃ দেখ, সদাপ্রভু অগ্নিতে [বেষ্টিত হইয়া] আগমন করিবেন, ও তাঁহার রথ সকল ঝঞ্ঝার ন্যায় হইবে, তিনি মহাতাপেতে আপন ক্রোধ, ও প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা আপন ভর্ৎসনা সফল করিবেন। ১৬ কেননা সদাপ্রভু অগ্নিদ্বারা ও আপন খড়্গদ্বারা যাবতীয় মর্ত্ত্যের সহিত আপনার বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন, তাহাতে সদাপ্রভুদ্বারা অনেক২ লোক হত হইবে। ১৭ সদাপ্রভু কহেন, যাহারা [আপনাদের] মধ্যবর্ত্তি এক ব্যক্তির অনুকারী হইয়া উদ্যানে যাইতে আপনাদিগকে পবিত্র ও শুচি করে, অথচ শূকরের মাংস ও ঘৃণ্য দ্রব্য ও মূষিক খায়, তাহারা এককালে বিনষ্ট হইবে। ১৮ আমিও [উপস্থিত], তাহাদের ক্রিয়া ও কল্পনা সকল [আমার দৃষ্টিগোচর]। সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বভাষাবাদি লোককে সংগ্রহ করণের সময় উপস্থিত; তাহারা আসিয়া আমার প্রতাপ দর্শন করিবে। ১৯ পরন্তু আমি তাহাদের মধ্যে এক অভিজ্ঞান দেখাইব; ফলতঃ তাহাদের মধ্যহইতে উত্তীর্ণ কোন২ লোককে পরজাতিদের কাছে, অর্থাৎ তর্শীশ, পূল ও ধনুর্দ্ধর লূদ্, এবং তূবল ও যবন, ইত্যাদি যে দূরস্থ দ্বীপগণ কখনো আমার খ্যাতি শুনে নাই ও আমার প্রতাপ দেখে নাই, তাহাদের কাছে প্রেরণ করিব; এবং তাহারা পরজাতিদের মধ্যে আমার প্রতাপ জ্ঞাত করিবে। ২০ তাহাতে তাহারা সর্ব্বজাতির মধ্যহইতে তোমাদের সমস্ত ভ্রাতাকে [লইয়া] সদাপ্রভুকে দাতব্য নৈবেদ্য বলিয়া আনয়ন করিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন; ইস্রায়েলের সন্তানগণ যেমন শুচি পাত্রে করিয়া সদাপ্রভুর গৃহে নৈবেদ্য আনে, তেমনি উহারা তাহাদিগকে অশ্ব ও শকট ও ডুলি ও অশ্বতর ও উষ্ট্রে করিয়া আমার পবিত্র পর্ব্বতে অর্থাৎ যিরূশালেমে আনিবে। ২১ আর আমি তাহাদের মধ্যেও কতক লোককে যাজক ও লেবীয় হইবার নিমিত্তে গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। ২২ কারণ আমি

যে নূতন গগণমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিব, তাহা যেমন আমার সম্মুখে নিত্য থাকিবে—ইহা সদাপ্রভু কহেন—, তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম থাকিবে। ২৩ এবং সদাপ্রভু কহেন, প্রতি অমাবস্যাতে ও প্রতি বিশ্রামবারে যাবতীয় মর্ত্ত্য আমার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে আসিবে। ২৪ এবং বাহিরে যাইয়া আমার ভক্তিত্যাগি লোকদের শব নিরীক্ষণ করিবে; কারণ তাহাদের কীট মরিবে না, ও তাহাদের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না, এবং তাহারা মর্ত্ত্যমাত্রের ঘৃণাস্পদ হইবে।

যিরমিয়াহ ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ বিন্যামীন্ প্রদেশীয় অনাথোৎ নগরস্থ যাজকদের মধ্যবর্ত্তি হিল্কিয়ের পুত্র যিরমিয়াহের বাক্যসংগ্রহ। ২ আমোনের পুত্র যোশিয় যখন যিহূদার রাজা ছিল, তখন অর্থাৎ তাহার অধিকারসময়ের ত্রয়োদশ বৎসরে সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল; ৩ এবং [তদবধি] যিহূদা দেশে যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীমের রাজত্বকালে, এবং যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয়ের যিহূদাদেশে রাজত্ব করণের একাদশ বৎসরের সমাপ্তি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যিরূশালেমের নির্ব্বাসিত হওন পর্য্যন্ত [ঐ বাক্য তাহার নিকটে] উপস্থিত হইত।

৪ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৫ উদরের মধ্যে তোমাকে নির্ম্মাণ করণের পূর্ব্বে আমি তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম, ও গর্ব্ভাশয়হইতে নিঃসৃত হওনের পূর্ব্বে তোমাকে পবিত্র করিয়াছিলাম; আমি তোমাকে পরজাতিদের কাছে ভাববাদী করিয়া নিযুক্ত করিয়াছি। ৬ তাহাতে আমি কহিলাম, হায় ২, হে প্রভো সদাপ্রভো, দেখ, আমি কথা কহিতে জানি না, কেননা আমি বালক। ৭ ইহাতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, "আমি বালক," এমত কথা বলিও না; কিন্তু আমি তোমাকে যাহাদের কাছে পাঠাইব, সে সকলের কাছে তুমি যাইবা, এবং তোমাকে যাহা ২ আজ্ঞা করিব তাহা বলিবা। ৮ উহাদের হইতে ভীত হইও না, কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ আছি। ৯ পরে সদাপ্রভু আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আমার মুখ স্পর্শ করিলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি আপন বাক্য তোমার মুখে দিলাম। ১০ দেখ, উন্মূলন ও উৎপাটন ও বিনাশ ও নিপাত ও পত্তন ও রোপণ করিবার নিমিত্তে আমি নানা জাতির ও নানা রাজ্যের উপরে অদ্য তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

১১ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, হে যিরমিয়াহ, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, শীঘ্র সফল [বাদাম] বৃক্ষের এক শাখা দেখিতেছি। ১২ তখন সদাপ্রভু কহিলেন, ভাল দেখিয়াছ, কেননা আমি আপন বাক্য শীঘ্র সফল করিব। ১৩ পরে দ্বিতীয় বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, ধূমযুক্ত এক পাকস্থালী দেখিতেছি; তাহার মুখ উত্তরদিগহইতে [উবুড়]। ১৪ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উত্তরদিগ্হইতে এই দেশনিবাসি সকলের উপরে অমঙ্গলরূপ বন্যা প্রবাহিত হইবে। ১৫ কারণ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিক্স্থ নানা রাজ্যনিবাসি যাবতীয় গোষ্ঠীকে আহ্বান করিব, তাহাতে তাহারা আসিয়া যিরূশালেমের পুরদ্বারের প্রবেশস্থানে ও তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ সমস্ত প্রাচীরের সম্মুখে ও যিহূদার যাবতীয় নগরের সম্মুখে আপন ২ সিংহাসন স্থাপন করিবে। ১৬ তাহাতে আমি তাহাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার জন্যে তাহাদের প্রতি নিজ শাসন প্রচার করিব; কেননা তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইতর দেবতাদের নিকটে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ও আপন ২ হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিয়াছে। ১৭ অতএব তুমি কটিবন্ধন করিয়া গাত্রোত্থান কর; এবং আমি তোমাকে যাহা ২ আজ্ঞা করি, তাহা তাহাদিগকে বল; তাহাদের হইতে উদ্বিগ্ন হইও না, হইলে আমি তাহাদের সাক্ষাতে তোমাকে উদ্বিগ্ন করিব। ১৮ আর দেখ, আমি অদ্য সমুদয় দেশের বিরুদ্ধে, হাঁ, যিহূদার রাজগণ ও অধ্যক্ষবর্গ ও যাজকগণ ও সামান্য লোকদের বিরুদ্ধে তোমাকে দৃঢ় নগর ও লৌহস্তম্ভ ও পিত্তলের প্রাচীরস্বরূপ করিলাম। ১৯ তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না; কারণ সদাপ্রভু কহেন, তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব।

২ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ তুমি যাইয়া যিরূশালেমের কর্ণগোচরে এই কথা প্রচার কর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার যৌবনাবস্থার যে ভক্তি ও বিবাহ-

কালের যে প্রেম, বিশেষতঃ আমার পশ্চাতে প্রান্তরে অর্থাৎ চাসের অযোগ্য দেশে তোমার যে গমন, তাহা তোমার অনুকূলে আমার মনে হয়। ৩ ইস্রায়েল্ সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র, ও তাঁহার আয়ের অগ্রিমাংশস্বরূপ; যে সকল লোক তাহাকে গ্রাস করিবে, তাহারা দোষী হইবে, তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে, ইহা সদাপ্রভু কহিয়াছিলেন।

৪ হে যাকোবের কুল, হে ইস্রায়েল্ কুলের যাবতীয় গোষ্ঠি, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার কি অন্যায় দেখিয়াছে, যে তাহারা আমাহইতে দূরে গিয়া অসার [বস্তুর] অনুগত হইয়া অসার হইল? ৬ হাঁ, তাহারা কহিল না, মিসরদেশহইতে আমাদের আনয়নকারী সেই সদাপ্রভু কোথায়, যিনি প্রান্তরের মধ্য দিয়া, জঙ্গল ও গর্ত্তময় ভূমি দিয়া, নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়াস্বরূপ অঞ্চল দিয়া, পথিকহীন ও নিবাসিবর্জ্জিত অঞ্চল দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন? ৭ আমি তোমাদিগকে [এখানকার] ফল ও উত্তম২ সামগ্রী ভোজন করাইবার জন্যে এই উদ্যানময় দেশে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অশুচি করিলা, ও আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ করিলা। ৮ "সদাপ্রভু কোথায়?" এমত কথা যাজকেরা কহে না, এবং শাস্ত্রহস্ত লোকেরা আমাকে জানে না, ও পালকেরা আমার ভক্তি ত্যাগ করিয়াছে, ও ভাববাদিগণ বাল [দেবের] নাম লইয়া ভাবোক্তি প্রচার করে, এবং অনুপকারি [মূর্ত্তিদের] পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। ৯ অতএব সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের সহিত আরও বিবাদ করিব, এবং তোমাদের পুত্রপৌত্রাদিগণেরও সহিত বিবাদ করিব। ১০ বস্তুতঃ তোমরা কিত্তীয়দের সকল উপদ্বীপে পার হইয়া দেখ, কিম্বা কেদরে লোক পাঠাইয়া সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখ, এমন কি হইয়া থাকে? ১১ দেবগণ যদ্যপি ঈশ্বর নয়, তথাপি পরজাতীয় কোন্ লোকেরা দেবগণের পরিবর্ত্ত করিয়াছে? কিন্তু আমার প্রজাগণ অনুপকারি বস্তুর সহিত আপন শ্রীর পরিবর্ত্ত করিয়াছে। ১২ সদাপ্রভু কহেন, হে গগণমণ্ডল, ইহাতে স্তম্ভিত হও, রোমাঞ্চিত হও, ও নিতান্ত শক্ত হইয়া যাও। ১৩ কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে, একে অমৃত জলের উনুইস্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে; তাহাতে আবার আপনাদের নিমিত্তে কূপ খুদিয়াছে, তাহাও ভগ্ন ও জলধারণে অসমর্থ।

১৪ ইস্রায়েল্ কি ক্রীত দাস? সে কি গৃহজাত [কিঙ্কর]? সে কেন লুটিত হয়? ১৫ যুবসিংহগণ তাহার উপরে গর্জ্জন ও হুঙ্কার শব্দ করে; তাহারা তাহার দেশ ধ্বংসিত করিয়াছে; তাহার নগর সকল দগ্ধ হইয়া নিবাসিরহিত হইয়াছে। ১৬ অধিকন্তু মোফের ও তফনহেষের লোকেরা তোমার মস্তক মুড়ায়। ১৭ তুমি কি আপনি আপনার প্রতি ইহা ঘটাও নাই? হাঁ, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করণদ্বারা [ইহা ঘটাইয়াছ]। ১৮ এবং এখন কালো নদীর জল পান করিতে মিসরের পথে কেন যাইতেছ? ও ফরাৎ নদীর জল পান করিতে অশূরের পথে কেন যাইতেছ? ১৯ তোমার দুষ্টতা তোমাকে শাস্তি দিবে, এবং তোমার বিপথগামিত্ব তোমাকে অনুযোগ করিবে; অতএব তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ত্যাগ করা ও মনের মধ্যে আমার ভীতিকে স্থান না দেওয়া যে মন্দ ও তিক্ত, ইহা জ্ঞাত হইয়া বুঝ, ইহা প্রভুর অর্থাৎ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর বচন। ২০ বস্তুতঃ দীর্ঘকাল হইল তুমি আপন যোঁয়ালি ভঙ্গ করিয়া আপন বন্ধন সকল ছেদন করিয়া কহিয়াছ, আমি দাসী হইব না; তদবধি যাবতীয় উচ্চপর্ব্বতে ও যাবতীয় হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে ব্যভিচার করিতে শয়ন করিয়া থাক। ২১ আমি তো সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বীজোৎপন্ন উত্তম দ্রাক্ষালতা করিয়া তোমাকে রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কেমন বিকৃত হইয়া আমার কাছে বিজাতীয় দ্রাক্ষালতার শাখা হইলা? ২২ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, যদ্যপি সোরা দিয়া আপন অঙ্গ ধৌত কর ও অনেক সাবন লাগাও, তথাপি আমার দৃষ্টিতে তোমার অপরাধ কলঙ্কের ন্যায় থাকিবে। ২৩ তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, আমি অশুচি নহি, এবং বাল [দেবদের] পশ্চাদ্বর্ত্তিনী নহি? উপত্যকাতে [কৃত] আপনার চরিত্র দেখ, এবং আপনার ক্রিয়া স্বীকার কর; তুমি আপন পথে ইতস্ততো ভ্রমণকারিণী উষ্ট্রীর [সদৃশী]। ২৪ প্রান্তরপরিচিত বন্য গর্দ্দভী আপন অভিলাষক্রমে বায়ু আহার করে; তাহার কামাবেশ শান্ত করা কাহার সাধ্য? যাহারা তাহার অন্বেষণ করে, তাহাদের ক্লান্ত হওয়া অনাবশ্যক, তাহার [নিয়মিত] মাসে তাহাকে পাইবে। ২৫ তুমি আপন চরণ পাদুকারহিত ও গলার নলী শুষ্ক হইতে দিও না। কিন্তু তুমি কহিতেছ, এ মিথ্যা আশা, কেননা আমি বিদেশিদিগকে প্রেম করি, তাহাদেরই পশ্চাদ্গামিনী হইব। ২৬ চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইস্রায়েলের কুল আপনারা ও তাহাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষবর্গ ও যাজকগণ ও ভাববাদিগণ লজ্জিত হয়; ২৭ ফলতঃ তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা; ও শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী; তাহারা আমাকে মুখ না দেখাইয়া পৃষ্ঠ দেখায়; কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলে, "তুমি উঠিয়া আমাদিগকে নিস্তার কর।" ২৮ ভাল, তুমি আপনার জন্যে যাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠিয়া যদি পারে, তবে বিপদকালে তোমাকে নিস্তার করুক; কেননা হে যিহূদা, তোমার যত নগর তত দেবতা আছে। ২৯ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কেন আমার সঙ্গে বিবাদ করিতেছ?

সকলেই আমার ভক্তি ত্যাগ করিয়াছ। ৩০ আমি তোমাদের সন্তানগণকে বৃথা দণ্ড দিলাম; তাহারা শাস্তি গ্রাহ্য করিল না; তোমাদের খড়্গ বিনাশক সিংহের ন্যায় তোমাদের ভাববাদিগণকে গ্রাস করিল। ৩১ হে এখনকার লোক সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য আলোচনা কর; ইস্রায়েলের কাছে আমি কি প্রান্তর কিম্বা অন্ধকারময় দেশস্বরূপ ছিলাম? তবে আমার প্রজারা কেন বলে, আমরা পর্য্যটনকারী হইয়াছি, তোমার নিকটে আর আসিব না? ৩২ কুমারী কি আপন ভূষণ, ও নবোঢ়া কন্যা কি আপন মেখলা বিস্মৃত হইতে পারে? কিন্তু আমার [প্রজাদের] জাতি অসংখ্য দিন আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছে। ৩৩ তুমি প্রেমের অনুসন্ধান করিতে কেমন বিলক্ষণরূপে আপন পথ প্রস্তুত করিয়াছ! এই কারণ বিপদ্ সকলকেও তোমাকে পাইবার পথ শিখাইয়াছ। ৩৪ আরো তোমার বস্ত্রের অঞ্চলে দীনহীন নির্দ্দোষ প্রাণিদের রক্ত পাওয়া যাইতেছে; তুমি তাহাদিগকে সিঁধ কাটিবার সময়ে ধর নাই, কিন্তু ঐ সকলের উপরে [এই দুষ্ক্রিয়াও করিয়াছ;] ৩৫ তথাপি কহিতেছ, আমি নির্দ্দোষ, অবশ্য আমাহইতে তাঁহার ক্রোধ ফিরিল। [কিন্তু] দেখ, আমি পাপ করি নাই, তোমার এই কথার জন্যে আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব। ৩৬ তুমি আপন পথের পরিবর্ত্ত করিতে কেন এত ব্যগ্রা হইতেছ? অশূরের বিষয়ে যেমন লজ্জিতা হইয়াছিলা, মিসরের বিষয়েও তদ্রূপ লজ্জিতা হইবা। ৩৭ অবশ্য তাহার নিকটহইতেও মস্তকের উপরে করদ্বয় দিয়া প্রস্থান করিবা, কেননা সদাপ্রভু তোমার বিশ্বাসপাত্রদিগকে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহাদেরই সাহায্যে তুমি কৃতকার্য্যা হইবা না।

৩ অধ্যায়।

১ তিনি কহেন, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ঐ স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয়, তবে তাহার স্বামী কি পুনর্ব্বার তাহার কাছে গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অমেধ্য হইবে না? ভাল, সদাপ্রভু কহেন, তুমি অনেক কান্তের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ, তবে কি আমার কাছে ফিরিয়া আসিবা? ২ চক্ষু তুলিয়া বৃক্ষশূন্য গিরি সকল দেখ, কোন্ স্থানে তোমার সতীত্বলঙ্ঘন না হইয়াছে? তুমি প্রান্তরস্থ আরবীয়দের ন্যায় রাজপথে বসিতা, এই রূপে আপন ব্যভিচার ও দুষ্ট ক্রিয়াদ্বারা দেশ অমেধ্য করিয়াছ। ৩ এই নিমিত্তে বৃষ্টির পতন নিবারিত হইল, এবং উত্তর বর্ষাও হইল না; তথাপি তুমি বেশ্যার ললাট ধারণ করাতে বিবর্ণা হইতে অসম্মতা হইয়াছ। ৪ অদ্যাবধি কি আমাকে ডাকিয়া [এই রূপ] প্রার্থনা কর না, "হে আমার পিতঃ, বাল্যাবধি তুমিই আমার মিত্র? ৫ আপনি কি অনন্তকাল ক্রুদ্ধ থাকিবেন, ও নিত্য২ [কোপ] রক্ষা করিবেন?" দেখ, তুমি দুষ্ক্রিয়ার কথা কহিয়া তাহা করিতেছ ও তাহা সিদ্ধ করিতেছ।

৬ যোশিয় রাজার অধিকারসময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইস্রায়েল্ যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিলা? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই২ স্থানে ব্যভিচার করিত। ৭ তাহাতে আমি কহিলাম, এই সকল কর্ম্ম করণের পর সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে ফিরিয়া আইল না। পরন্তু তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল। ৮ আর যদ্যপি আমি সেই সকল কারণ অর্থাৎ ব্যভিচার প্রযুক্ত বিপথগামিনী ইস্রায়েল্‌কে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা ভয় না করিয়া আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল, ইহা আমি দেখিলাম। ৯ [ইস্রায়েলের] কৃত ব্যভিচারের অখ্যাতিতে দেশ অমেধ্য হইয়াছিল; সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার করিত। ১০ সদাপ্রভু কহেন, এমন হইলেও তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নয়, কেবল কপটভাবে আমার প্রতি ফিরিয়াছে।

১১ সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা অপেক্ষা বিপথগামিনী ইস্রায়েল্ আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইতেছে। ১২ তুমি যাইয়া এই সকল কথা উত্তরদিগে প্রচার কর, যথা, সদাপ্রভু কহেন, হে বিপথগামিনি ইস্রায়েল্, ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি করিব না; যেহেতুক সদাপ্রভু কহেন, আমি দয়াবান্, সর্ব্বদা ক্রোধ করিব না। ১৩ সদাপ্রভু কহেন, কেবল আপনার অপরাধ স্বীকার কর, কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভক্তি ত্যাগ করিয়াছ, ও প্রত্যেক হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে বিদেশীয়দের সহিত আপন আচার ভ্রষ্ট করিয়াছ; তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর নাই। ১৪ সদাপ্রভু কহেন, হে বিপথগামি সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, কেননা আমি তোমাদের স্বামী; আমি নগরহইতে এক জন ও গোষ্ঠীহইতে দুই জন করিয়া তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়া সিয়োনে আনিব। ১৫ এবং তোমাদিগকে আপন মনের মত রক্ষকগণ দিব, তাহারা জ্ঞান ও কৌশলদ্বারা তোমাদিগকে চরাইবে। ১৬ সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে যখন তোমরা দেশে বর্দ্ধিত ও বহুপ্রজ হইবা, তখন "সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক," এ কথা লোকে আর কহিবে না, এবং তাহা মনে পড়িবে না, এবং তোমরা তাহা স্মরণে আনিবা না, ও লোকে তাহার বিরহে দুঃখিত হইবে না, এবং তাহা আর বার নির্ম্মাণ করা যাইবে না। ১৭ সেই সময়ে যিরূশালেম্ সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া বিখ্যাত হইবে, এবং যাবতীয় পরজাতি তাহার নিকটে অর্থাৎ যিরূশালেমে সদাপ্রভুর নামে একত্র হইবে; তাহারা আর আপন২

দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে চলিবে না। [১৮] তৎকালে যিহূদার কুল ইস্রায়েল কুলের সমভিব্যাহারী হইবে, এবং তাহারা একসঙ্গে উত্তরদেশ ছাড়িয়া, যে দেশ আমি অধিকারের জন্যে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিয়াছি, সেই দেশে আসিবে।

[১৯] হাঁ, আমি কহিয়াছিলাম, আমি সন্তানগণের মধ্যে তোমাকে কেমন স্থান দিব! হাঁ, মনোরম্য এক দেশ অর্থাৎ জাতিগণের পরমরত্নস্বরূপ অধিকার তোমাকে দান করিব। আমি কহিয়াছিলাম, তুমি আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবা, এবং আমার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া যাইবা না। [২০] সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েলের কুল, যে ভার্য্যা আপন কান্তের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহার ন্যায় তোমরাও আমার কাছে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ।

[২১] বৃক্ষশূন্য গিরিদের উপরে উচ্চরব, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানদের রোদন ও বিনতি বাক্য শুনা যাইতেছে; কারণ তাহারা কুটিল পথগামী হইয়াছে, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিস্মৃত হইয়াছে। [২২] হে বিপথগামি সন্তানগণ, ফিরিয়া আইস, আমি তোমাদের বিপথগামিত্বরূপ রোগ ভাল করিব। "দেখ, আমরা তোমার কাছে আইলাম, কেননা তুমিই আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [২৩] উপপর্ব্বতস্থ [বস্তু ও] গিরিস্থ লোকারণ্য মিথ্যামাত্র, কেবল আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ হয়। [২৪] কিন্তু বাল্যকালাবধি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের শ্রমোপার্জ্জিত ফল অর্থাৎ তাহাদের মেষগবাদি পাল ও তাহাদের পুত্রকন্যাগণ সেই লজ্জাস্পদের গ্রাসে পড়িতেছে। [২৫] আমাদের লজ্জাই আমাদের শয্যা, আমাদের অপমান আমাদের লেপ হইয়াছে; কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও আমরা বাল্যাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিতেছি, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করি না।"

৪ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েল্, তুমি যদি ফিরিয়া আসিতে চাহ, তবে আমারই কাছে ফিরিয়া আইস; এবং যদি আমার দৃষ্টিহইতে তোমার বিভীষিকা সকল দূর কর, তবে আর বিচল হইবা না। [২] কিন্তু সত্য ও ন্যায্য ও ধার্ম্মিক ভাবে জীবনময় সদাপ্রভুর নামে শপথ করিবা, তাহা হইলে পরজাতিগণ তাঁহাতেই আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত জ্ঞান করিবে, ও তাঁহার শ্লাঘা করিবে।

[৩] বস্তুতঃ সদাপ্রভু যিহূদার ও যিরূশালেমের লোকদিগকে এই কথা কহেন, তোমরা পতিত ভূমিতে আপনাদের জন্যে চাস কর, কন্টকের মধ্যে বীজ বপন করিও না। [৪] হে যিহূদার লোক, হে যিরূশালেম্নিবাসি সকল, তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ছিন্নত্বক্ হও, আপন ২ হৃদয়ের ত্বক্ দূর করিয়া ফেল, নতুবা তোমাদের ক্রিয়ার দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নিবৎ জ্বলিয়া দাহ করিবে, নির্ব্বাণকারী কেহ থাকিবে না। [৫] তোমরা যিহূদা-দেশে প্রচার কর, ও যিরূশালেমে আপনাদের বক্তব্য শুনাও; হাঁ, দেশে তূরীধ্বনি করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করত বল, সকলে একত্র হও, আইস, আমরা দৃঢ় নগর সকলে প্রবেশ করি। [৬] সিয়োনের দিগে ধ্বজা তুল, ও পলায়ন কর, বিলম্ব করিও না; কেননা আমি উত্তর দেশহইতে অমঙ্গল ও মহাভঙ্গ আনিতে উদ্যত। [৭] সিংহ উঠিয়া আপন গহ্বরহইতে আসিতেছে, ও জাতিগণের বিনাশক আপন তাম্বু মারিয়াছে, সে স্বস্থানহইতে নির্গত হইয়া তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করণার্থে আসিতেছে; তাহাতে তোমার নগর সকল উচ্ছিন্ন ও নিবাসিবিহীন হইবে। [৮] অতএব তোমরা চট পরিধান করিয়া বিলাপ ও হাহাকার কর, কেননা সদাপ্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের হইতে ফিরে নাই। [৯] পরন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে রাজার হৃদয় ও অধ্যক্ষগণের হৃদয় ক্ষয় পাইবে, ও যাজকগন চমৎকৃত হইবে, ও ভাববাদিগন স্তম্ভিত হইবে।

[১০] তখন আমি কহিলাম, হায় ২! হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি এই লোকদিগকে ও যিরূশালেমকে নিতান্ত ভ্রান্ত হইতে দিয়াছ, কেননা তোমাদের শান্তি হইবে, এই বাক্য তাহাদের প্রতি কথিত হইলেও প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত খড়্গাঘাত হইতেছে।

[১১] তৎকালে এই লোকদিগকে ও যিরূশালেমকে এই কথা কহা যাইবে, প্রান্তরস্থ বৃক্ষশূন্য গিরিদের হইতে উষ্ণ বায়ু মদীয় জাতির কন্যার দিগে আসিতেছে, তাহা শস্য ঝাড়নের কি পরিষ্কার করণের নিমিত্তে নয়। [১২] তদপেক্ষা অধিক প্রচণ্ড বায়ু আমার আজ্ঞাতে আসিতেছে, এখন আমিই লোকদের প্রতি [আমার] শাসন প্রচার করিতেছি। [১৩] ঐ দেখ, কে মেঘমালার ন্যায় আসিতেছে? তাহার রথ সকল ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ, ও তাহার অশ্বগণ উৎক্রোশ পক্ষিহইতেও দ্রুতগামী; হায় ২, আমরা নষ্ট হইলাম। [১৪] হে যিরূশালেম, নিস্তার পাইবার জন্যে হৃদয় ধুইয়া তোমার দুষ্টতা ঘুচাও; তোমার হৃদয় কত দিন তোমার অধর্ম্মচিন্তার বাসা থাকিবে? [১৫] ফলতঃ দান্ নগরহইতে কোন প্রচারকের রব আসিতেছে, ইফ্রয়িম পর্ব্বতহইতে কেহ বিড়ম্বনার কথা শুনাইতেছে। [১৬] তোমরা পরজাতি সকলকে সুগোচর কর, দেখ, যিরূশালেমের প্রতি তাহা শুনাও; দূরদেশহইতে অবরোধকারিগণ আসিতেছে, তাহারা যিহূদার নগর সকলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার শব্দ করিতেছে। [১৭] সদাপ্রভু কহেন, তাহারা ক্ষেত্ররক্ষকদের ন্যায় যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগে থাকিবে, কেননা সে আমার প্রতিকূলাচারিণী হইয়াছে। [১৮] তোমার নিজ আচরণ ও ক্রিয়া সকল ইহা ঘটাইয়াছে; এ তোমার দুষ্টতার ফল, হাঁ, তাহা তিক্ত, হাঁ, তাহা মর্ম্মভেদক।

[১৯] "হায় ২, আমার নাড়ী! হায় ২, আমার

নাড়ী! আমি পীড়িত হইতেছি; হায় ২, আমার হৃৎকোষ্ঠ! আমার হৃদয় ধুক্ ২ করিতেছে, আমি নীরব থাকিতে পারি না; কেননা হে আমার প্রাণ, তুমি তূরীর রব ও যুদ্ধের সিংহনাদ শুনিতেছ। [২০] ভঙ্গের উপরে ভঙ্গ প্রচারিত হইতেছে, হাঁ, সমুদয় দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে; অকস্মাৎ আমার তাম্বু, ও এক নিমিষের মধ্যে আমার যবনিকা সকল উচ্ছিন্ন হইল। [২১] আমি কত দিন পতাকা দেখিব ও তূরীর রব শুনিব?"

[২২]বস্তুতঃ আমার প্রজারা অজ্ঞান,তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক, বিবেচনা করে না; তাহারা কদাচারে পটু, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞান।

[২৩] "আমি ভূতল সন্দর্শন করিলাম, দেখ, তাহা ঘোর ও শূন্য; এবং গগনমণ্ডলের প্রতি [দৃক্পাত করিলাম], তাহার দীপ্তি নাই। [২৪] আমি পর্ব্বতগণকে সন্দর্শন করিলাম, দেখ, সে সকল কাঁপিতেছে, ও উপপর্ব্বত সকল টলটলায়মান হইতেছে। [২৫] আমি নিরীক্ষন করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যমাত্র নাই, এবং শূন্যের পক্ষি সকলও পলাইয়া গিয়াছে। [২৬]আমি নিরীক্ষন করিয়া দেখিলাম, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ও তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধের তেজে উদ্যান মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে, ও তাহার যাবতীয় নগর ভগ্ন হইয়াছে।"

[২৭] বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত দেশ ধ্বংসের স্থান হইবে, তথাপি আমি নিঃশেষে সংহার করিব না। [২৮] এই হেতু ভূতল শোক করিতেছে, ও উপরিস্থ গগনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইতেছে; কারন আমি যাহা কহিলাম, তাহা মনে স্থির করিয়াছি, তদ্বিষয়ে অনুতাপ করিব না, ও তাহাহইতে ফিরিব না। [২৯] অশ্বারূঢ়দের ও ধনুর্দ্ধরদের হুঙ্কারে সমস্ত নগর পলায়ন করিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করে ও শৈলে উঠে; তাহাতে সমস্ত নগর ত্যক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে বাসকারি মনুষ্যমাত্র নাই। [৩০] [হে পুরি,] তুমি উচ্ছিন্ন হইয়া কি করিবা? যদ্যপি লোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান কর, ও সুবর্ণের অভরণে আপনাকে ভূষিতা কর, ও অঞ্জনদ্বারা নেত্রদ্বয় চির, তথাপি সৌন্দর্য্যের চেষ্টা অলীক হইবে; জারেরা তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া তোমার প্রাণনাশেরই চেষ্টা করিবে। [৩১] বস্তুতঃ স্ত্রীর প্রসবকালের কাকুতি ও প্রথম প্রসবকালের আর্ত্তরাবের ন্যায় আমি সিয়োনের কন্যার রব শুনিতেছি; সে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অঞ্জলি বিস্তার করিয়া কহিতেছে, হায় ২, বধকারিদের সম্মুখে আমার প্রাণ অবসন্ন হইল।

৫ অধ্যায়।

[১] তোমরা যিরূশালেমের সড়কে ২ ইতস্ততো গমন করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ কর, এবং তাহার সকল চকে অন্বেষণ কর; ন্যায়কারি ও সত্যের অনুশীলনকারি এক জনকেও যদি পাইতে পার, তবে আমি সেই নগরের প্রতি ক্ষমা করিব। [২] হাঁ, জীবনময় সদাপ্রভুর নামে শপথ করিলেও তাহারা মিথ্যা শপথ করে। [৩] হে সদাপ্রভো, তোমার দৃষ্টি কি সত্যের প্রতি নয়? তুমি তাহাদিগকে প্রহার করিলেও তাহারা পীড়িত হইল না; ও তাহাদিগকে জীর্ণ করিলেও তাহারা শাস্তি গ্রহন করিতে অস্বীকার করিল; তাহারা আপন ২ মুখ পাষাণহইতেও কঠিন করত ফিরিয়া আসিতে অস্বীকার করিল। [৪] তখন আমি কহিলাম, ইহারা কেবল দরিদ্র লোক; ইহারা অজ্ঞান, কারণ সদাপ্রভুর পথ ও আপনাদের ঈশ্বরের শাসন জানে না। [৫] আমি এক বার মহৎ লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিব, কেননা তাহারা সদাপ্রভুর পথ ও আপনাদের ঈশ্বরের শাসন জানে। কিন্তু তাহারা সম্পূর্নরূপে যোঁয়ালি ভঙ্গ করিয়াছে ও বন্ধন ছেদন করিয়াছে। [৬] এই নিমিত্তে বনহইতে সিংহ আসিয়া তাহাদিগকে বধ করিবে, ও জঙ্গলের কেন্দুয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এবং চিতা ব্যাঘ্র তাহাদের নগরের নিকটে প্রহরী হইবে; যে কেহ নগরহইতে বাহির হইবে, সে বিদীর্ন হইবে, কারণ তাহাদের অধর্ম্ম অধিক ও তাহাদের বিপথগমন গুরুতর। [৭] আমি কি জন্যে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করে; এবং আমি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করে, ও বেশ্যার বাটীতে গিয়া একত্র হয়। [৮] তাহারা কামাতুর অশ্বের ন্যায় অতন্দ্রিত হইয়া প্রত্যেক জন পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করে। [৯] সদাপ্রভু কহেন, আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না? কিম্বা আমার প্রান কি এই প্রকার জাতির বৈরনির্য্যাতন করিবে না?

[১০] তোমরা প্রাচীরে উঠিয়া [উদ্যান] নষ্ট কর, কিন্তু নিঃশেষে সংহার করিও না; তাহার পল্লব দূর কর, তাহা সদাপ্রভুর নয়। [১১] কেননা সদাপ্রভু কহেন, ইস্রায়েলের কুল ও যিহূদার কুল আমার বিপরীতে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। [১২] তাহারা সদাপ্রভুকে অস্বীকার করত কহিয়া থাকে, "উনি তিনি নন; এবং আমাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটিবে না, আমরা খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ দর্শন করিব না। [১৩] এবং ভাববাদিগণ বায়ুবৎ হইবে; তাহাদের মধ্যে [প্রকৃত] বক্তা নাই, তাহাদেরই প্রতি এমত করা যাইবে।" [১৪] এই কারণ বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, দেখ, ইহাদের এই কথা কহাতে আমি তোমার মুখে স্থিত আপন বাক্যকে অগ্নিস্বরূপ ও এই জাতিকে কাষ্ঠস্বরূপ করিব, তাহা ইহাদিগকে গ্রাস করিবে। [১৫] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূরহইতে এক পরজাতি আনিব, তাহা বলবান্ ও প্রাচীন জাতি; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, ও তাহার কথাবার্ত্তা

বুঝিতে পারিবা না। ১৬ তাহার তূণ খোলা কবরের ন্যায়, ও তাহার লোকেরা সকলে বীর। ১৭ তাহা আসিয়া তোমার পক্ক শস্য ও তোমার অন্ন গ্রাস করিবে, তাহারা তোমার পুত্র কন্যাগণকে গ্রাস করিবে, তাহা তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে, তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুম্বুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে; তুমি যে২ প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল খড়্গদ্বারা চূর্ণ করিবে। ১৮ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়েও আমি তোমাদের নিঃশেষ সংহার করিব না। ১৯ পরন্তু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের প্রতি এ সকল কেন করিলেন? লোকেরা এই কথা কহিলে তুমি তাহাদিগকে বলিবা, তোমরা যেমন সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে বিজাতীয় দেবতাদের দাস হইয়াছ, তেমনি বিদেশে বিদেশিদের দাস হইবা।

২০ তোমরা যাকোবের কুলকে এ কথা জানাও, ও যিহূদার মধ্যে তাহা প্রচার কর। ২১ হে অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ জাতি, চক্ষু থাকিতে অন্ধ, ও কর্ণ থাকিতে বধির যে তোমরা, তোমরা আমার এই কথা শুন। ২২ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কি আমাকেই ভয় করিবা না? কিম্বা আমার সাক্ষাতে কি কম্পবান হইবা না? আমি তো বালুকাদ্বারা সমুদ্রের সীমা ও নিত্য পরিমাণ স্থির করিয়াছি; সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না; তাহার তরঙ্গ অতি আস্ফালন করিলেও কৃতার্থ হয় না, এবং কল্লোলধ্বনি করিলেও সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। ২৩ কিন্তু এই লোকদের মন নিতান্ত অবাধ্য ও প্রতিকূলাচারী, তাহারা [সৎপথ] ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ২৪ এবং মনে২ কহে না, আইস, আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করি; তিনিই উপযুক্ত কালে অগ্রিম ও উত্তর বর্ষার জল দেন, ও আমাদের জন্যে শস্যচ্ছেদনের নিয়মিত সপ্তাহ সকল রক্ষা করেন। ২৫ তোমাদের অপরাধ এই সকল অন্যথা করিল, ও তোমাদের পাপ তোমাদের মঙ্গল নিবারণ করিল। ২৬ কারণ আমার প্রজাদের মধ্যে দুষ্ট লোক পাওয়া যায়, কেহ২ ব্যাধের ন্যায় হেঁট হইয়া লুক্কায়িত থাকে, বিনাশক ফাঁদ পাতে ও মনুষ্য ধরে। ২৭ [ব্যাধের] পিঞ্জর যেমন পক্ষিতে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ তাহাদের বাটী সকল ছলেতে পরিপূর্ণ। এই জন্যে তাহারা উন্নত ও উত্তর২ ধনবান্ হয়। ২৮ এবং স্থূলকায় ও তেজস্বী হইয়াছে; হাঁ, তাহারা দুষ্টতার রীতি অপেক্ষাও পাপ করে, কিছুই বিচার করে না, পিতৃহীনের বিচার না করাতে তাহাকে কুশল পাইতে দেয় না, ও দরিদ্রদের বিচার নিষ্পত্তি করে না। ২৯ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি এই সকলের প্রতিফল দিব না? কিম্বা আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির বৈরনির্য্যাতন করিবে না?

৩০ দেশের মধ্যে ভয়ানক ও রোমাঞ্চজনক আচরণ করা যায়। ৩১ ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে, এবং যাজকগণ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কর্তৃত্ব করে, এবং আমার প্রজারা এমন রীতি ভাল বাসে, কিন্তু ইহার পরিণামকালে তোমরা কি করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ হে বিন্যামীনের সন্তানগণ, তোমরা যিরূশালেমের মধ্যহইতে পলায়ন কর, এবং তিকোয় [নগরে] তূরী বাজাও, ও বৈথক্কেরমে ধ্বজা তুল, কেননা উত্তরদিগ্‌হইতে অমঙ্গল ও মহাভঙ্গ দেখা দিতেছে। ২ সেই সুন্দরী সুখভোগিনী সিয়োনের কন্যাকে আমি সংহার করিব। ৩ মেষপালকগণ আপন২ পাল সঙ্গে লইয়া তাহার কাছে আসিবে, তাহারা তাহার চতুর্দ্দিগে আপন২ তম্বু স্থাপন করিবে, ও প্রত্যেকে আপন২ স্থানে পাল চরাইবে। ৪ চল, তাহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করণে প্রবৃত্ত হও; উঠ, আমরা মধ্যাহ্নকালে যাত্রা করি। কি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, দিবাবসান হইতেছে; হাঁ, সন্ধ্যাকালের ছায়া দীর্ঘ হইতেছে। ৫ উঠ, আমরা রাত্রিযোগে যাত্রা করিয়া তাহার অট্টালিকা সকল নষ্ট করি। ৬ বস্তুতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, তোমরা কড়িকাঠ কাটিয়া যিরূশালেমের প্রতিকূলে জাঙ্গাল বাঁধ; প্রতিফল পাইবার যোগ্য নগর সেই; তাহার অভ্যন্তরে সকলই উপদ্রব। ৭ যেমন উনুই আপন জল নির্গত করে, তেমনি সে আপন দুষ্টতা নির্গত করে; তাহার মধ্যে দৌরাত্ম্য ও ধনাপহারের শব্দ শুনা যায়, পীড়া ও ক্ষত নিত্য২ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। ৮ হে যিরূশালেম, উপদেশ গ্রহণ কর, নতুবা আমার মন তোমাহইতে বিভিন্ন হইলে আমি তোমাকে ধ্বংসস্থান ও নিবাসিবিহীন ভূমি করিব। ৯ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, শত্রুগণ ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে শেষ দ্রাক্ষাফলের ন্যায় পাড়িয়া কহিবে, ঝুড়িতে দ্রাক্ষাফল চয়নকারি ব্যক্তির ন্যায় তোমরা পুনঃ২ হাত চালাও। ১০ আমি কাহাকে বলিয়া সাক্ষ্য দিলে উহারা মনোযোগ করিবে? দেখ, তাহাদের কর্ণ অচ্ছিন্নত্বক্, তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ, সদাপ্রভুর বাক্য তাহাদের ধিক্কারের বিষয় হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কিছুই সন্তোষ হয় না। ১১ আহা! আমি সদাপ্রভুর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছি, তাহা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে ক্লান্ত হইলাম। [তবে] সড়কে স্থিত বালকদের উপরে ও যুবদের সভাতে এককালে তাহা ঢালিয়া দেও; বস্তুতঃ পুরুষ ও স্ত্রী এবং বৃদ্ধ ও জরাতুর লোক সকলেই ধরা পড়িবে। ১২ এবং ভূমি ও স্ত্রীশুদ্ধ তাহাদের বাটী সকল পরের অধিকার হইবে; সদাপ্রভু কহেন, আমি এই দেশনিবাসিদের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব। ১৩ কেননা তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলে নিতান্ত লোভেতে লুব্ধ, এবং ভাববাদী ও যাজকশুদ্ধ সকলে কাপট্য করে। ১৪ এবং মদীয় জাতির কন্যার ক্ষতের কেবল বাহির সুস্থ করে; ফলতঃ

শান্তি না হইলেও শান্তি২ বলে। [১৫] তাহারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত হইল? তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা বিষণ্ণবদন হইতে জানেও না; সদাপ্রভু কহেন, তজ্জন্য তাহারা পতিত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে; আমাদ্বারা তত্ত্বাবধারণ হইবার সময়ে তাহাদের পায়ে উছোট লাগিবে।

[১৬] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া দেখ; এবং কোন্‌টা কোন্‌টা চিরন্তন মার্গ, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে২ বল, উত্তম পথ কোথায়? পরে তাহা দিয়া গমন কর; তাহা করিলে তোমরা আপন২ মনে বিশ্রাম পাইবা। কিন্তু তাহারা কহে, আমরা তাহা দিয়া চলিব না। [১৭] এবং "আমি তোমাদের উপরে প্রহরিগণকে রাখিলাম, তোমরা তূরীধ্বনিতে অবধান কর;" কিন্তু তাহারা কহে, করিব না। [১৮] অতএব হে পরজাতীয়েরা, শ্রবণ কর; ও হে মণ্ডলি, তাহাদের মধ্যে কি২ আছে, তাহা জ্ঞাত হও। [১৯] হে পৃথিবি, শুন, আমি এই জাতির উপরে অমঙ্গল, অর্থাৎ তাহাদের কল্পনাসমূহের ফল বর্ত্তাইব, কারণ তাহারা আমার বাক্যে অবধান করে নাই; আর আমার ব্যবস্থার বিষয়ে [কি বলিব]? তাহারা তাহা হেয়জ্ঞান করিয়াছে। [২০] শিবাহইতে আমার কাছে ধূপ কেন আইসে? ও দূরদেশহইতে মিষ্ট বচ কেন আইসে? তোমাদের হোমবলি সকল আমার গ্রাহ্য নয়, ও তোমাদের বলিদান আমার তুষ্টিজনক নয়। [২১] অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই জাতির নিমিত্তে নানা বিঘ্ন প্রস্তুত করিলাম, তাহাতে পিতারা ও পুত্ত্রেরা এককালে স্খলিত হইবে, প্রতিবাসী ও বন্ধু সকলেই বিনষ্ট হইবে। [২২] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদেশহইতে এক বংশ আসিতেছে, ও পৃথিবীর ক্রোড়হইতে এক প্রধান জাতি উঠিয়া আসিতেছে। [২৩] তাহারা ধনু ও বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণারহিত, তাহারা সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করে, এবং অশ্বারোহণে আসিতেছে। হে সিয়োনের কন্যে, তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা যোদ্ধার ন্যায় সুসজ্জ হইয়াছে। [২৪] আমরা তাহাদের বিষয়ক জনশ্রুতি শুনিতেছি, তাহাতে আমাদের হস্ত অবশ হইল; যন্ত্রণা, হাঁ, প্রসবকারিণীর ন্যায় আমাদিগকে বেদনা ধরিল। [২৫] মাঠে যাইও না, ও রাজপথে গমন করিও না, কেননা শত্রুর খড়্গ ও চতুর্দ্দিগে আশঙ্কা আছে। [২৬] হে মদীয় জাতির কন্যে, তুমি চট পরিধান কর, ও ভস্মেতে লুণ্ঠিতা হও, ও একমাত্র পুত্ত্র বিয়োগজন্য শোকের ন্যায় শোক ও তীব্র বিলাপ কর; কেননা বিনাশক অকস্মাৎ আমাদের নিকটে আসিবে।

[২৭] আমি আপন প্রজাগণের মধ্যে তোমাকে পরীক্ষক করিয়া দুর্গরূপে রাখিয়াছি; অতএব পরীক্ষা করত তাহাদের আচরণ জ্ঞাত হও। [২৮] তাহারা সকলে দারুণ অবাধ্য এবং পর্য্যটনকারি কর্ণেজপ; হাঁ, পিত্তল ও লৌহস্বরূপ; তাহারা সকলে বিকারপ্রাপ্ত। [২৯] যাঁতা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, সীসা শেষ হইয়াছে; [স্বর্ণকার] খাটী করিতে বৃথা ব্যস্ত থাকে; দুষ্টগণকে তো বাহির করা যায় না। [৩০] তাহাদিগকে অগ্রাহ্য রূপা বলা যায়, কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৭ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [২] যথা, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া তথায় এই কথা প্রচার করিয়া বল, হে যিহূদার লোক সকল, সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করণার্থে এই সকল দ্বারে প্রবেশ করিয়া থাক যে তোমরা, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। [৩] ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন২ আচার ব্যবহার শুদ্ধ কর, তাহাতে আমি তোমাদিগকে এই স্থানে বাস করাইব। [৪] কিন্তু সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির, সদাপ্রভুর মন্দির এই২, এমত মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করিও না। [৫] হাঁ, যদি তোমরা আপন২ আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কর, বাদি প্রতিবাদির বিচার নিষ্পত্তি কর, [৬] বিদেশি ও পিতৃহীন ও বিধবা লোকদের প্রতি উপদ্রব না কর, এবং এই স্থানে নির্দ্দোষের রক্তপাত না কর, এবং আপন অমঙ্গলের নিমিত্তে ইতর দেবগণের পশ্চাদ্‌গামী না হও, [৭] তবে আমি এই স্থানে অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত এই দেশে তোমাদিগকে যুগানুক্রমের অনন্ত কাল বাস করিতে দিব। [৮] দেখ, তোমরা মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করিতেছ, তাহা অনুপকারী। [৯] কেমন? চুরী, নরহত্যা ও ব্যভিচার ও মিথ্যাশপথ এবং বালের উদ্দেশে ধূপদাহ ও আপনাদের অপরিচিত ইতর দেবগণের পশ্চাদ্‌গমন, এই সকল [চলিতেছে], [১০] তথাপি তোমরা [এখানে] আসিয়া, এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই গৃহে আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, আমরা উদ্ধার পাইলাম, ঐ ঘৃণ্য ক্রিয়া সকল করিতে পারি। [১১] এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই গৃহ কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুদের গহ্বর হইয়াছে? সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমিও দৃষ্টিবিশিষ্ট। [১২] বস্তুতঃ শীলোতে আমার যে স্থান ছিল, যেখানে আমি পূর্ব্বে আপন নাম বাস করাইয়াছিলাম, তোমরা এক বার তথায় গমন কর, এবং আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি তাহার প্রতি যাহা২ করিয়াছি, তাহা নিরীক্ষণ কর। [১৩] সদাপ্রভু কহেন, তোমরা এই সকল ক্রিয়া করিয়াছ, এবং আমি অতন্দ্রিত হইয়া তোমাদিগকে কথা কহিলে তোমরা শুন নাই, এবং আমি ডাকিলে তোমরা উত্তর দেও নাই, [১৪] এই হেতুক এই যে

গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, ও যাহাতে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ, ইহার প্রতিও আমি সেই শীলোর প্রতি কৃত কর্ম্মানুরূপ কর্ম করিব ; হাঁ, এই যে স্থান আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দিয়াছি, ইহার প্রতিও [তাহাই করিব] ; ১৫ এবং তোমাদের ভ্রাতৃসমূহকে, হাঁ, ইফ্রয়িমের সমস্ত বংশকে যেমন নিরস্ত করিয়াছি, তেমনি তোমাদিগকেও আমার সম্মুখহইতে নিরস্ত করিব ।

১৬ অতএব তুমি এই জাতির নিমিত্তে প্রার্থনা করিও না, এবং তাহাদের জন্যে আমার কাছে কাতরোক্তির ও প্রার্থনার উৎসর্গ কিম্বা অনুরোধ করিও না ; কেননা আমি তোমার কথা শুনিব না। ১৭ তাহারা যিহূদার সমস্ত নগরে ও যিরূশালেমের সমস্ত সড়কে যাহা করিতেছে, তাহা কি তুমি দেখ না? ১৮ নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে পিষ্টক পাক ও ইতর দেবতাদের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে বালকেরা কাঠ কুড়ায়, ও পিতারা অগ্নি জ্বালায়, ও স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে ; ইহাতে তাহারা আমার মনস্তাপ জন্মাইতে যত্নবান। ১৯ সদাপ্রভু কহেন, তাহারা কি আমারই মনস্তাপ জন্মায়? বরং আপনাদের মুখের বিবর্ণতার নিমিত্তে কি আপনাদেরই মনস্তাপ জন্মায় না? ২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, এই স্থানের উপরে, হাঁ, মনুষ্য ও পশু ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ও ভূমির ফল, এই সকলের উপরে আমার ক্রোধ ও কোপরূপ অগ্নি ঢালা যাইবে ; আর তাহা দাহ করিবে, নিবিয়া যাইবে না।

২১ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের অন্য ২ বলির সহিত হোমবলি যোগ করিয়া তাহার মাংস খাইয়া ফেল। ২২ বস্তুতঃ যে দিনে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছিলাম, তৎকালে হোমের কিম্বা বলিদানের নিমিত্তে তাহাদিগকে কহিয়াছিলাম কিম্বা আজ্ঞা দিয়াছিলাম, এমত নয়। ২৩ বরং তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর, তাহাতে আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার প্রজা হইবা ; এবং আমি তোমাদিগকে যে ২ পথে [চলিতে] আজ্ঞা করিব, সেই ২ পথে গমন করিও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। ২৪ কিন্তু ইহাতে তাহারা মনোযোগ ও কর্ণপাত না করিয়া আপন ২ দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্য ও কুপরামর্শানুসারে আচরণ করিল, এবং অগ্রসর না হইয়া পরাঙ্মুখ হইল। ২৫ মিসরদেশহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নির্গমন দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত [ইহা হইতেছে] ; আর আমি অতন্দ্রিত হইয়া নিত্য ২ আপনার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া আসিতেছি। ২৬ তথাপি [লোকেরা] আমার বাক্যে অবধান করে নাই, এবং কর্ণপাত করে নাই, কিন্তু আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষাও অধিক দুরাচারী হইয়াছে। ২৭ তুমি তাহাদিগকে এই সকল কথা কহিলে তাহারা তোমার বাক্য শুনিবে না, এবং তাহাদিগকে ডাকিলে তোমাকে উত্তর দিবে না। ২৮ তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, এ সেই জাতি যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করে নাই, ও শাস্তি গ্রাহ্য করে নাই ; বিশ্বস্ততা নষ্ট ও ইহাদের মুখহইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

২৯ [হে যিরূশালেম], তুমি আপন কেশবেশ কাটিয়া [দূরে] ফেলিয়া দেও, ও বৃক্ষশূন্য গিরি সকলে উঠিয়া বিলাপ কর, কেননা সদাপ্রভু আপন ক্রোধের পাত্র [এই] বংশকে অগ্রাহ্য করিয়া দূর করিলেন। ৩০ কারণ যিহূদার সন্তানগণ আমার সাক্ষাতে কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন ; এই যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অশুচি করণার্থে তাহারা তাহার মধ্যে আপনাদের বিভীষিকা সকল রাখিয়াছে ; ৩১ এবং আমি যাহা আজ্ঞা করি নাই, ও যাহা আমার হৃদয়াকাশে উঠে নাই তাহা [করণার্থে, অর্থাৎ] আপন ২ পুত্র কন্যাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করণার্থে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে তোফতের উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিয়াছে ; ৩২ তজ্জন্য সদাপ্রভু কহেন, ঐ স্থান আর তোফৎ [চিতা] কিম্বা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা নামে বিখ্যাত না হইয়া হত্যার উপত্যকা বলিয়া বিখ্যাত হইবে, এমত সময় আসিতেছে ; তৎকালে লোকেরা স্থানাভাব প্রযুক্ত ঐ তোফতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে। ৩৩ তাহাতে এই জাতির শব খেচর পক্ষিগণ ও ভূচর পশুগণের আহারীয় দ্রব্য হইবে, তাহাদিগকে খেদাইতে কেহ থাকিবে না। ৩৪ পরন্তু আমি যিহূদার সকল নগরে ও যিরূশালেমের সকল সড়কে আমোদের রব ও আনন্দের ধ্বনি এবং বর কন্যার ধ্বনি নিবৃত্ত করিব, কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।

৮ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু কহেন, তৎকালে লোকেরা যিহূদার রাজগণের অস্থি ও তাহার প্রধানবর্গের অস্থি ও যাজকগণের অস্থি ও ভাববাদিগণের অস্থি ও যিরূশালেমনিবাসি লোকদের অস্থি সকল তাহাদের কবরহইতে বাহির করিবে। ২ এবং উহারা সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যে নভোমণ্ডলস্থ বাহিনী ভাল বাসিয়া পূজা করিত, ও যাহার অনুগত হইয়া অন্বেষণ করিত, ও যাহার কাছে প্রণিপাত করিত, তাহার সম্মুখে সে সকল অস্থি ছড়ান যাইবে ; তাহা আর একত্রীকৃত কিম্বা কবরে স্থাপিত হইবে না, তাহা সারের ন্যায় ভূমির উপরে থাকিবে। ৩ তাহাতে সমস্ত অবশিষ্টাংশের জ্ঞানে জীবন অপেক্ষা মরণ বাঞ্ছনীয় হইবে ; বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, এই দুষ্ট গোষ্ঠীর অবশিষ্ট লোকেরা আমাকর্তৃক বলেতে দূরীকৃত হইয়া যে ২ স্থানে অবশিষ্ট থা-

কিবে, সেই সকল স্থানে [মৃত্যুকে বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিবে]।

[৪] তুমি তাহাদিগকে আরো বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মানুষ পতিত হইলে কি আর উঠে না? কিম্বা বিপথে গেলে কি আর ফিরিয়া আইসে না? [৫] তবে এই জাতি, [এই] যিরূশালেম কেন নিত্যস্থায়ি বিপথগমনার্থে বিপথগামী হইয়াছে? তাহারা খলতাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফিরিয়া আসিতে অসম্মত থাকে। [৬] আমি মনোযোগ করিয়া শুনিলাম, তাহারা যথার্থ কথা কহে না; এবং হায় ২, আমি কি করিলাম! ইহা বলিয়া কেহ আপন দুষ্টতার জন্যে অনুতাপ করে না; অশ্ব যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়িয়া যায়, তেমনি প্রত্যেক জন ফিরিয়া আপন ২ দৌড়ে প্রবৃত্ত হয়। [৭] গগণবিহারি হাড়গিলাই আপনার সময় জানে, এবং ঘুঘু ও তালচোঁচ ও বক আপন ২ প্রত্যাগমনের কাল রক্ষা করে, কিন্তু আমার প্রজারা সদাপ্রভুর শাসন জানে না। [৮] তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা জ্ঞানী, এবং আমাদের কাছে সদাপ্রভুর ব্যবস্থা আছে? দেখ, শাস্ত্রাধ্যাপকদের মিথ্যালেখনী তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিল। [৯] জ্ঞানিরা লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ ও ধৃত হইল; দেখ, তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছে, তবে তাহাদের প্রজ্ঞা কি প্রকার? [১০] তজ্জন্য আমি অন্যদিগকে তাহাদের স্ত্রী সকল, এবং অন্য ২ অধিকারিকে তাহাদের ক্ষেত্র সকল দিব; কেননা ক্ষুদ্র কি মহান সকলে নিতান্ত লোভেতে লুব্ধ, এবং ভাববাদী ও যাজকশুদ্ধ সমস্ত লোক প্রবঞ্চনাতে রত। [১১] এবং মদীয় জাতির কন্যার ক্ষতের কেবল বাহির সুস্থ করে, ফলতঃ শান্তি না হইলেও শান্তি ২ বলে। [১২] তাহারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করিয়াছে বলিয়া কি লজ্জিত হইল? তাহাদের লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা বিষণ্নবদন হইতে জানেও না। সদাপ্রভু কহেন, তজ্জন্য তাহারা পতিত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে; তত্ত্বাবধারণ হইবার সময়ে তাহাদের পায়ে উছোট লাগিবে। [১৩] সদাপ্রভু কহেন, আমি অবশ্য তাহাদিগকে সংহার করিব; দ্রাক্ষালতাতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা ডুম্বুরবৃক্ষেতে ডুম্বুরফল থাকিবে না, এবং পত্রও জীর্ণ হইবে; হাঁ, আমি তাহাদের জন্যে আক্রমনকারি লোকদিগকে নিরূপণ করিলাম।

[১৪] আমরা কেন বসিয়া থাকি? আইস, আমরা একত্র হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত নগরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হই; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে ক্ষয়ের পাত্র করিলেন, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইলেন, কারণ আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। [১৫] শান্তির অপেক্ষা করিলে কিছুই মঙ্গল হয় না, এবং আরোগ্যের অপেক্ষা করিলে দেখ, ব্যামোহ উপস্থিত হয়। [১৬] দান্ নগরহইতে শত্রুর অশ্বগণের নাসিকার শব্দ শুনা যাইতেছে, তাহার বাজিদের হ্রেষাতে সমস্ত দেশ কাঁপিতেছে; তাহারা আসিয়া জনপদ ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় দ্রব্য এবং নগর ও তন্নিবাসিবর্গকে গ্রাস করিবে। [১৭] সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে কালসর্পসমূহ প্রেরণ করিব, তাহারা কোন মন্ত্র না মানিয়া তোমাদিগকে দংশন করিবে।

[১৮] আমার খেদনিবারক চিত্তপ্রসাদ [কোথায় পাইব]? আমার হৃদয় ভারী পীড়িত। [১৯] দেখ, দূরদেশহইতে মদীয় জাতির কন্যার আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে; সদাপ্রভু কি সিয়োনে নহেন? কিম্বা তাহার রাজা কি তাহার মধ্যবর্ত্তী নহেন? তাহারা খোদিত প্রতিমা ও বিজাতীয় অসার বস্তুসমূহদ্বারা আমাকে কেন বিরক্ত করিয়াছে? [২০] শস্যচ্ছেদনের সময় গেল, ফলচয়নের কাল শেষ হইল, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই। [২১] আমি মদীয় জাতির কন্যার ক্ষুণ্নতা প্রযুক্ত ক্ষুণ্ন ও মলিন ও ক্ষোভগ্রস্ত হইতেছি। [২২] গিলিয়দে কি রোগঘ্নতরুনির্য্যাস নাই? কিম্বা সেখানে কি বৈদ্য নাই? তবে মদীয় জাতির কন্যার ক্ষতে কেন পটী বাঁধা যায় নাই?

৯ অধ্যায়।

[১] হায় ২, আমার মস্তক কেন জলময়, ও আমার চক্ষু কেন অশ্রুর উনুইস্বরূপ হয় না! তাহা হইলে আমি মদীয় জাতির কন্যার হত লোকদের বিষয়ে দিবারাত্রি রোদন করিতে পারিতাম। [২] হায় ২ প্রান্তরে পথিকদের রাত্রিবাসার্থক কুটীরের ন্যায় কেন আমার কুটীর হয় না! হইলে আমি স্বজাতীয়দিগকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিতাম; কেননা তাহারা সকলে ব্যভিচারী ও খলসমাজ। [৩] তাহারা জিহ্বারূপ ধনুকে মিথ্যারূপ বান যোজনা করে; এবং দেশে বিশ্বস্ততার পক্ষে তাহাদের বিক্রম প্রকাশ দূরে থাকুক, বরং তাহারা এক দুষ্টতাহইতে অন্য দুষ্টতার প্রতি অগ্রসর হয়; এবং সদাপ্রভু কহেন, তাহারা আমাকে জানে না। [৪] তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ বন্ধুহইতে সাবধান থাক, কোন ভ্রাতাকেও বিশ্বাস করিও না, কেননা প্রত্যেক ভ্রাতাও নিতান্ত ঠকামি করে, ও প্রত্যেক বন্ধু কর্ণেজপ হইয়া বেড়ায়; [৫] ও প্রত্যেক জন আপন ২ বন্ধুর প্রতি প্রবঞ্চনা করে, সত্য কহে না; তাহারা মিথ্যা কহিতে আপন ২ জিহ্বাকে অভ্যাস করায়, এবং অপরাধ করিতে ক্লেশ স্বীকার করে। [৬] তুমি ছলনার মধ্যস্থানে বাস করিতেছ; সদাপ্রভু কহেন, তাহারা ছলনা প্রযুক্ত আমাবিষয়ক জ্ঞান অগ্রাহ্য করে। [৭] অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে গলাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করিব; বস্তুতঃ মদীয় জাতির কন্যার সমক্ষে আর কি করিব? [৮] তাহাদের জিহ্বা প্রাণনাশক বাণস্বরূপ; লোকে ছলের কথা কহে, মুখেতে বন্ধুর সহিত প্রেমালাপ করে, কিন্তু অন্তরে ঘাঁটি বসায়। [৯] সদাপ্রভু কহেন, আমি কি তাহাদিগকে

এই সকলের প্রতিফল দিব না? কিম্বা আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির বৈরনির্য্যাতন করিবে না?

১০ আমি পর্ব্বতগণের বিষয়ে রোদন ও হাহাকার করিব, ও প্রান্তরস্থ চরানীস্থানের বিষয়ে বিলাপ করিব; কেননা সে সকল দগ্ধ ও পথিকবিহীন হইল; পশুপালের হম্বারব আর শুনা যায় না, শূন্যের পক্ষিগণ এবং পশু সকলও পলাইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। ১১ আমি যিরূশালেমকে প্রস্তরের ঢিবি ও নাগদের বাসস্থান করিব, এবং যিহূদার নগর সকল নিবাসিবিহীন ধ্বংসস্থান করিব।

১২ এই সকল যে বুঝিতে পারে, এমত জ্ঞানি লোক কোথায়? এবং সদাপ্রভুর মুখে বাক্য শুনিয়া জ্ঞাত করিতে পারে, এমত ব্যক্তি কোথায়? এই দেশ কি নিমিত্তে বিনষ্ট ও মরুভূমির ন্যায় দগ্ধ ও পথিকশূন্য হয়? ১৩ সদাপ্রভু কহেন, কারণ এই, তাহারা আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়াছে; আমি তাহাদিগের সমক্ষে তাহা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার বাক্যে অবধান করে নাই, ও সেই ব্যবস্থারূপ পথে চলে নাই; ১৪ বরং আপন ২ হৃদয়ের কাঠিন্য ও বাল্ দেবগণের অনুগমন করিয়াছে, কেননা তাহাদের পিতৃলোকেরা তাহাদিগকে এমত শিক্ষা দিয়াছিল। ১৫ অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই লোকদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব, ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইব। ১৬ এবং তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে জানে নাই, এমত পরজাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, এবং যাবৎ তাহাদিগকে সংহার না করি, তাবৎ তাহাদের পশ্চাৎ ২ খড়্গ প্রেরণ করিব।

১৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বিবেচনা করিয়া বিলাপকারিনীদিগকে ডাক, তাহারা আইসুক; হাঁ, জ্ঞানবতীদের কাছে লোক পাঠাও, তাহারা আইসুক। ১৮ তাহারা ত্বরায় আসিয়া আমাদের নিমিত্তে হাহাকার করুক; হাঁ, আমাদের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাউক, ও চক্ষুর পক্ষ্ম দিয়া জলধারা নির্গত হউক। ১৯ যেহেতুক সিয়োনহইতে এই হাহাকার শব্দ শুনা যাইতেছে, আমরা কেমন হৃতসর্ব্বস্ব হইলাম! আমরা অতিশয় লজ্জিত হইলাম; হাঁ, আমাদিগকে নিজ দেশ ত্যাগ করিতে হইল; [শত্রুরা] আমাদের আবাস সকল ভূমিসাৎ করিল। ২০ আহা! হে স্ত্রীগণ, সদাপ্রভুর কথা শুন, ও তাঁহার মুখের বাক্য কর্ণকুহরে গ্রহণ কর, এবং আপন ২ কন্যাদিগকে হাহাকার শিক্ষা করাও, ও প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসিনীকে বিলাপ করিতে শিক্ষা দেও। ২১ কেননা মৃত্যু বাতায়নে উঠিয়া আমাদের অট্টালিকাতে প্রবেশ করিল; সে সড়কহইতে বালকদিগকে ও চকহইতে যুবদিগকে উচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত। ২২ তুমি বল, ইহা সদাপ্রভুর বচন, হাঁ, মনুষ্যগণের শব সারের ন্যায় ক্ষেত্রে পতিত থাকিবে, ও ছেদকের পশ্চাৎ যে [পরিত্যক্ত] শস্যগুচ্ছ কেহ আহরণ করে না, তদ্রূপ হইবে।

২৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, জ্ঞানবান আপন জ্ঞানের শ্লাঘা না করুক, ও বিক্রমী আপন বিক্রমের শ্লাঘা না করুক, ও ধনবান আপন ধনের শ্লাঘা না করুক। ২৪ কিন্তু যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে বিবেচনা ও আমারপরিচয় পাইয়াছে, ইহার শ্লাঘা করুক; কেননা আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া ও বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করি, কারণ সদাপ্রভু কহেন, ঐ সকলেতে আমি প্রীত হই।

২৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি যে সময়ে অচ্ছিন্নত্বক্‌দের মধ্যে [গণ্য বলিয়া] ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে প্রতিফল দিব, এমত সময় আসিতেছে; ২৬ আমি মিসরকে ও যিহূদাকে ও ইদোম্‌কে এবং অম্মোনের সন্তানগণকে ও মোয়াবকে এবং প্রান্তরবাসি ছিন্নগুম্ফ লোক সকলকে [প্রতিফল দিব]; কেননা পরজাতিরা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্, কিন্তু ইস্রায়েলের সমস্ত কুল অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় বিশিষ্ট।

১০ অধ্যায়।

১ হে ইস্রায়েলের কুল, সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যে কথা কহেন, তাহা শুন। ২ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা পরজাতীয়দের ব্যবহার শিখিও না; এবং গগনমণ্ডলের বিবিধ অভিজ্ঞানহইতে পরজাতীয়েরা ভীত হয়, বলিয়া তোমরা তাহাহইতে ভীত হইও না। ৩ কেননা জাতিগণের বিধি সকল বাষ্পস্বরূপ; কারুকর বনে যে কাষ্ঠ ছেদন করিয়াছে, তাহাই বাটালি সহকারে তাহার হস্তকৃত কর্ম্ম হইয়া উঠে। ৪ সে তাহা রূপাতে ও সুবর্ণেতে অলঙ্কৃত করে; এবং যেন না নড়ে, তজ্জন্য হাতুড়ি দিয়া প্রেক মারিয়া তাহা দৃঢ় করে। ৫ সে সকল কোঁদা স্তম্ভস্বরূপ; কথাও কহিতে পারে না; তাহাদিগকে বহন করিতে হয়, কারণ তাহারা হাঁটিতে পারে না; তোমরা তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কারণ তাহারা অহিত করিতে পারে না, এবং হিত করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই। ৬ হে সদাপ্রভো, তোমার তুল্য কেহই নাই; তুমি মহান্, তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ। ৭ হে জাতিগণের রাজন্, তোমাকে কে না ভয় করিবে? তাহা তোমারই পাওনা, কেননা পরজাতীয় জ্ঞানি লোকদের মধ্যে, হাঁ, তাহাদের যাবতীয় রাজ্যের মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই। ৮ তাহারা নির্ব্বিশেষে পশুবৎ ও স্থূলবুদ্ধি; সেই অসারগণের শিক্ষা কাষ্ঠমাত্র। ৯ তর্শীশ্‌হইতে রূপার পাত ও উফসহইতে স্বর্ণ আনীত হয়; [প্রতিমাটী] শিল্পকারের [কৃত] ও স্বর্ণকারের হস্তনির্ম্মিত বস্তু; তাহার পরিচ্ছদ নীল ও ধূম্রবর্ণ, তাহার সকলই নিপুণ লোকদের কৃত কর্ম্ম। ১০ কিন্তু সদাপ্রভু ঈশ্বর সত্য; তিনিই জীবনময় ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের রাজা; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপ পরজাতিদের অসহ্য।

১১ তোমরা উহাদিগকে এই কথা বল, যে দেবগণ গগনমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করে নাই, তাহারা এই ভূমণ্ডলহইতে ও এই গগনমণ্ডলের অধোহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ১২ তিনি আপন শক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, ও নিজ বুদ্ধিতে গগনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছেন। ১৩ আকাশে তাঁহার জলরাশি প্রদানের শব্দ হইলে তিনি পৃথিবীর প্রান্তহইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, ও বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন। ১৪ যাবতীয় মনুষ্য পশুবৎ জ্ঞানহীন; যাবতীয় স্বর্ণকার প্রতিমাদ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তাহার ছাঁচ ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু নাই। ১৫ সে সকল অসার, [এবং] ঠাট্টার কর্ম্মমাত্র; তাহাদের তত্ত্বাবধারণ কালে তাহারা বিনষ্ট হইবে। ১৬ যাঁহাতে যাকোবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন; কারণ তিনি সর্ব্বস্রষ্টা, এবং ইস্রায়েল্ তাঁহার অধিকাররূপ বংশ, তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু।

১৭ হে অবরুদ্ধ স্থাননিবাসিনি, তুমি ভূমিহইতে আপন সামগ্রী কুড়িয়া লও। ১৮ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশীয় লোকদিগকে ফিঙ্গার প্রস্তরের ন্যায় একেবারে নিক্ষেপ করিব, এবং তাহাদিগকে এমত সঙ্কটাপন্ন করিব, যে তাহারা [চেতনা] পাইবে।

১৯ হায়২, আমার কেমন ভঙ্গ! আমার ক্ষত অতি বেদনাযুক্ত; তথাপি আমি কহি, ইহা আমার পীড়া, আমি তাহা সহ্য করিব। ২০ আমার তাম্বু বিনষ্ট হইল; তাহার সমস্ত রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল; আমার পুত্রেরা আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিল, তাহারা আর নাই। আমার তাম্বু পুনর্ব্বার টাঙ্গাইতে ও আমার যবনিকা ঝুলাইতেএক জনও নাই। ২১ কেননা পালকগণ পশুবৎ হইয়াছিল, সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিত না, এ কারণ কুশলপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের সমস্ত পাল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। ২২ কোলাহল শুনা যাইতেছে, ঐ দেখ তাহা উপস্থিত হইতেছে, উত্তর দেশহইতে বড় নির্ঘোষ আসিতেছে; যিহূদার নগর সকল ধ্বংসিত ও নাগদের বাসস্থান হইবে।

২৩ হে সদাপ্রভো, আমি জানি, মনুষ্যের গতি তাহার বশে নয়। নিজ পাদবিক্ষেপ স্থির করা গমনকারি মনুষ্যের সাধ্য নয়। ২৪ হে সদাপ্রভো, কেবল বিচার পূর্ব্বক আমাকে শাস্তি দেও, ক্রোধ পূর্ব্বক দিও না; দিলে আমাকে ক্ষীণ করিবা। ২৫ যে পরজাতি সকল তোমাকে জানে না, ও যে গোষ্ঠী সকল তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে না, তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢাল; কেননা তাহারা যাকোব্কে ভক্ষণ করিল, ও ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষে সংহার করিল, ও তাহার চরাণীস্থান নষ্ট করিল।

১১ অধ্যায়।

১ অনন্তর যিরমিয়াহের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ২ তোমরা এই নিয়মের কথা শুন, এবং যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালেমনিবাসিদিগকেও [তাহা] বল। ৩ তুমি তাহাদিগকে কহ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, [আমার] এই নিয়মের কথা যে কেহ না মানিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক। ৪ মিসরদেশরূপ লৌহহাফরহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন কালে আমি তাহাদিগকে তাহা [জানাইয়া এই] আদেশ করিয়াছিলাম, "তোমরা আমার রবে অবধান কর, এবং আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিব, তাহা পালন কর, তাহাতে তোমরা আমার প্রজা হইবা, ও আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।" ৫ কারণ দুগ্ধমধুপ্রবাহি এই যে দেশ এখনও তোমাদের আছে, ৫ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইহা দিতে আমি যে শপথ করিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ করিতে আমার মনস্থ ছিল। তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, আমেন, সদাপ্রভো। ৬ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি যিহূদার সকল নগরে ও যিরূশালেমের সকল সড়কে এই সমস্ত কথা প্রচার করিয়া বল, তোমরা এই নিয়মের কথাতে অবধান কর ও তাহা পালন কর। ৭ কেননা যে দিনে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরদেশহইতে আনিয়াছিলাম, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে অতন্দ্রিত হইয়া আমি তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে সাক্ষ্য দিয়া কহিতেছি, তোমরা আমার রবে অবধান কর। ৮ কিন্তু তাহারা অবধান কি কর্ণপাত না করিয়া প্রত্যেকে আপন২ দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে আচার ব্যবহার করিল; অতএব পালনার্থে আমার আজ্ঞাপিত এই যে নিয়ম তাহারা পালন করে নাই এই নিয়মের যাবতীয় কথার ফল আমি তাহাদের প্রতি বর্ত্তাইলাম।

৯ অপর সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদার লোকদের মধ্যে ও যিরূশালেমনিবাসিগণের মধ্যে চক্রান্ত পাওয়া গিয়াছে। ১০ তাহারা আমার বাক্য শুনিতে অস্বীকৃত আপনাদের পূর্ব্বকালীন পিতৃপুরুষদের অপরাধের প্রতি ফিরিয়াছে, অধিকন্তু পূজা করণার্থে ইতর দেবগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, ইস্রায়েলের কুল ও যিহূদার কুল আমার সেই নিয়ম ব্যর্থ করিয়াছে। ১১ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি এমত অমঙ্গল ঘটাইব, যে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; তখন তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু আমি তাহাদের রব শুনিব না। ১২ তৎকালে যিহূদার নগর সকল ও যিরূশালেম্নিবাসিগণ আপনাদের দেবগণের কাছে ধূপ জ্বালাইয়া থাকে, তাহাদের

কাছে গমন করিয়া ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তাহারা বিপৎসময়ে তাহাদিগকে কোন মতে নিস্তার করিবে না। ১৩ বস্তুতঃ হে যিহূদা, তোমার যত নগর তত দেবতা; এবং যিরূশালেমের যত সড়ক, বালের উদ্দেশে ধূপদহ করণার্থে তোমরা সেই লজ্জাস্পদের নিমিত্তে তত বেদি স্থাপন করিয়াছ। ১৪ অতএব তুমি এই লোকদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিও না, হাঁ, তাহাদের জন্যে খেদোক্তি কি প্রার্থনা উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহারা বিপদের বিষয়ে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিলেও আমি তাহাদের কথা শুনিব না। ১৫ আমার গৃহে আমার প্রিয়ের কি কার্য্য? মান্য লোকেরা তাহা কুসন্ধানের উপযোগী করে, এবং তোমাহইতে পবিত্র মাংস অপসারণ করে; তোমার দুশ্চরিত্রের যে সময় তাহাই তোমার উল্লাসের সময়। ১৬ যে সদাপ্রভু তোমার নাম ফলশোভাতে মনোহর হরিৎপর্ণ জিতবৃক্ষ রাখিয়াছিলেন, তিনি লোকারণ্যের মহাশব্দসহকারে তাহার উপরে অগ্নি জ্বালাইলেন, তাহাতে তাহার শাখা সকল ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৭ হাঁ, তোমার রোপণকারি বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুই তোমার বিরুদ্ধে দুষ্টতার [দণ্ডের] কথা কহিয়া [বলেন], "ইস্রায়েল কুলের ও যিহূদা কুলের দুষ্টতা ইহার কারণ; তাহারা বালের কাছে ধূপদাহ করত আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আপনাদের প্রতি আপনারা তাহার ফল বর্ত্তাইয়াছে।"

১৮ অনন্তর সদাপ্রভু আমাকে জ্ঞান দিলে আমি বুঝিলাম। [হে প্রভো,] সেই সময়ে তুমি আমাকে তাহাদের ক্রিয়া জানাইলা। ১৯ আমি বধার্থে নীয়মান কোন গৃহপালিত মেষশাবকের ন্যায় ছিলাম, আমার বিরুদ্ধে তাহাদের কৃত কুমন্ত্রণা জানিতাম না। [তাহারা কহিত,] আইস, আমরা ফলশুদ্ধ বৃক্ষকে নষ্ট করি, জীবিত লোকদের দেশহইতে উহাকে ছেদন করিয়া ফেলি, উহার নাম আর স্মরণে থাকিতে দিব না। ২০ কিন্তু হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তুমি ধর্ম্মবিচারকারী এবং মর্ম্মের ও অন্তঃকরণের পরীক্ষক; তাহাদের প্রতি তোমার কৃত বৈরনির্য্যাতন আমি দেখিব, কেননা তোমারই কাছে আপন বিবাদের কথা নিবেদন করিলাম। ২১ অতএব সদাপ্রভু কহেন,—[অর্থাৎ] অনাথোতের যে লোকেরা আমার প্রাণনাশার্থে চেষ্টান্বিত হইয়া বলে, তুমি সদাপ্রভুর নামে ভাবোক্তি প্রচার করিও না, করিলে আমাদের হস্তদ্বারা মারা পড়িবা, ২২ [তাহাদের বিষয়ে] তৎপ্রযুক্তই বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে প্রতিফল দিব; তাহাদের যুবগণ খড়্গদ্বারা প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাদের পুত্র কন্যাগণ ক্ষুধাতে মরিবে। ২৩ এবং তাহাদের অবশিষ্ট কেহ থাকিবে না; কেননা অনাথোতের লোকদিগকে প্রতিফল দেওনের বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব।

১২ অধ্যায়।

১ হে সদাপ্রভো, তুমি ধার্ম্মিক; [আমি কে] যে তোমার সহিত বিবাদ করি? কেবল বিচারের বিষয়ে তোমার সহিত কিছু বাদানুবাদ করিব। দুষ্ট লোকদের শুভগতি কেন হয়? বিশ্বাসঘাতক সকল কেন শান্তিতে থাকে? ২ তুমি তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছ; তাহারা বদ্ধমূল আছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইয়া ফলবানও হইতেছে; তাহাদের মুখের [প্রমাণে] তুমি নিকটস্থ, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণহইতে দূর। ৩ হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে জ্ঞাত আছ, আমাকে দেখিতেছ, এবং তোমার প্রতি আমার মন কেমন, তাহার পরীক্ষা লইয়া থাক; উহাদিগকে মেষের ন্যায় হত হইবার জন্যে ধরিয়া পৃথক্ কর, ও বধের দিনের জন্যে নিযুক্ত করিয়া রাখ। ৪ কত দিন দেশ শোক করিবে ও সমস্ত ক্ষেত্রের তৃণ শুষ্ক থাকিবে? নিবাসিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত পশু ও পক্ষী সকলের সংহার হইতেছে; কারণ লোকেরা বলে, সে আমাদের অন্তিম কাল দেখিবে না।

৫ তুমি পদাতিকদের সহিত ধাবমান হইলে তাহারা যদি তোমাকে ক্লান্ত করিয়া থাকে, তবে অশ্বগণের সহিত [দৌড়িতে] কি প্রকারে স্পর্দ্ধা করিবা? এবং যদ্যপি শান্তির দেশে সাহসী হও, তথাপি যর্দ্দনের শোভারূপ অরণ্যে কি করিবা? ৬ বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতৃগণ ও পিতৃকুলই তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, ও তোমার পশ্চাৎ ধর্ ২ বলিয়া ডাকিতেছে; তাহারা তোমাকে সৌজন্যের কথা কহিলে তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিও না।

৭ আমি আপন বাটী ছাড়িয়া গেলাম, আপন অধিকার ত্যাগ করিলাম, আপন প্রাণের প্রিয়পাত্রকে শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ৮ আমার পক্ষে আমার অধিকার অরণ্যস্থ সিংহতুল্য হইল। সে আমার বিরুদ্ধে হুঙ্কার করিল, তজ্জন্য আমি তাহা ঘৃণা করিলাম। ৯ আমার প্রতি আমার অধিকার চিত্রাঙ্গী শকুনী হইয়াছে, বিপক্ষ শকুনী চতুর্দ্দিগে তাহাকে ঘেরিবে। চল, তোমরা ভোজন করাইতে যাবতীয় বন্য পশু একত্র করিয়া আন। ১০ অনেক পালরক্ষক আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়াছে, আমার ভূমি পদতলে দলিত করিয়াছে, আমার ভূমিরত্নকে ধ্বংসিত প্রান্তর করিয়াছে। ১১ তাহারা তাহা ধ্বংসস্থান করিয়াছে, সে ধ্বংসিত হইয়া আমার কাছে বিলাপ করিতেছে; সমুদয় দেশ ধ্বংসিত হইয়াছে, কেননা কেহ মনোযোগ করে নাই। ১২ প্রান্তরে বৃক্ষশূন্য যে সকল গিরি আছে, তাহাদের উপর দিয়া বিনাশকারিগণ আসিয়াছে, বস্তুতঃ সদাপ্রভুর [আজ্ঞাতে] খড়্গ দেশের এক সীমা অবধি অপর সীমা পর্য্যন্ত সকলি গ্রাস করিতেছে, কোন প্রাণির কিছুই শান্তি হয় না। ১৩ তাহারা গোম বপন করিয়া কণ্টকরূপ শস্য কাটে, এবং অনেক আয়াস করিলেও কিছু উপকৃত

হয় না; সদাপ্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তোমরা আপন২ ক্ষেত্রোৎপন্ন আয়ের বিষয়ে লজ্জিত হও। [১৪] আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে যাহার অধিকারী করিয়াছি, সেই অধিকারে যাহারা হস্তার্পণ করে, আমার সেই দুষ্ট প্রতিবাসি সকলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের ভূমিহইতে তাহাদিগকে উৎপাটন করিব, এবং তাহাদের মধ্যহইতে যিহূদার কুলকেও উৎপাটন করিব।

[১৫] কিন্তু তাহাদের উৎপাটনের পরে আমি তাহাদের প্রতি পুনর্ব্বার করুণা করিব, এবং তাহাদের প্রত্যেক জনকে পুনরায় তাহার অধিকারে ও তাহার ভূমিতে আনিয়া দিব। [১৬] এবং তাহারা যদি আমার প্রজাদের উপযুক্ত আচার করিতে শিখে, ও যেমন বালের নামে শপথ করিতে আমার প্রজাদিগকে শিক্ষা দিত, তেমনি যদি সদাপ্রভু জীবনময় বলিয়া আমার নামে শপথ করে, তবে আমার প্রজাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। [১৭] কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, তাহারা যদি কথা না শুনে, তবে আমি সেই জাতিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিনষ্ট করিব।

১৩ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি যাইয়া মসিনার এক পটুকা ক্রয় করিয়া আপনার কটিদেশে বাঁধ, তাহা জলে দিও না। [২] তাহাতে আমি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে এক পটুকা ক্রয় করিয়া আপন কটিদেশে বাঁধিলাম। [৩] পরে দ্বিতীয়বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৪] যথা, তুমি যে পটুকা ক্রয় করিয়া কটিদেশে বাঁধিয়াছ, উঠ, তাহা লইয়া ফরাৎ নদীর নিকটে যাইয়া তথাকার কোন শৈলচ্ছিদ্রে লুকাইয়া রাখ। [৫] তাহাতে আমি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিয়া ফরাৎ নদীর কাছে তাহা লুকাইয়া রাখিলাম। [৬] অপর বহুদিন গতে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া ফরাতের নিকটে গমন কর, এবং আমার আজ্ঞাতে তথায় যে পটুকা লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহা তথাহইতে তুলিয়া লও। [৭] অতএব আমি ফরাতের নিকটে যাইয়া খনন করিয়া যে স্থানে পটুকাটী লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথাহইতে তাহা তুলিলাম; কিন্তু দেখ, সে পটুকা নষ্ট হইয়াছিল, আর কোন কার্য্যের যোগ্য ছিল না। [৮] তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [৯] যথা, সদাপ্রভু কহেন, এই রূপে আমি যিহূদার দর্প ও যিরূশালেমের মহাদর্প সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিব। [১০] এই যে দুষ্ট জাতি আমার কথা শুনিতে অস্বীকার করত আপন২ হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে চলে, এবং ইতর দেবগণের পূজা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করণার্থে তাহাদের অনুগত হয়, তাহারা এই অকর্ম্মণ্য পটুকার ন্যায় হইবে। [১১] কেননা মনুষ্যের কটিদেশে যেমন পটুকা জড়ান থাকে, তদ্রূপ আমি ইস্রায়েলকে ও যিহূদার সমস্ত কুলকে আমার প্রজা ও কীর্ত্তি ও প্রশংসা ও ভূষাস্বরূপ করণার্থে আপনাতে জড়াইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না।

[১২] অতএব তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, প্রত্যেক কুপা দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে; তাহাতে তাহারা তোমাকে বলিবে, প্রত্যেক কুপা যে দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করা যাইবে, তাহা আমরা কি বিলক্ষণ জানি না? [১৩] তখন তুমি তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই দেশনিবাসি সমস্ত লোককে, অর্থাৎ দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণকে এবং যাজকগণ ও ভাববাদিবর্গ ও যিরূশালেম্‌নিবাসি সমস্ত লোককে মত্ততাতে পূর্ণ করিব। [১৪] সদাপ্রভু কহেন, আমি এক জনকে অন্য জনের উপরে, হাঁ, পিতাদিগকে ও পুত্রদিগকে নির্ব্বিশেষে আছড়াইব; মমতা কি কৃপা কি করুণা না করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব।

[১৫] তোমরা অবধানপূর্ব্বক কর্ণপাত কর, অহঙ্কার করিও না, কেননা সদাপ্রভুই কথা কহিতেছেন। [১৬] তোমরা [অবিলম্বে] আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মহিমা স্বীকার কর, নতুবা তিনি অন্ধকার উপস্থিত করিবেন, তাহাতে তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বতে তোমাদের চরণে উছোট লাগিবে, এবং তোমরা আলোর অপেক্ষা করিলে তিনি তাহা মৃত্যুচ্ছায়াতে পরিণত করিয়া ঘোর অন্ধকারস্বরূপ করিবেন। [১৭] তোমরা যদি ইহাতে অবধান না কর, তবে তোমাদের দর্প প্রযুক্ত আমার মন নিরালায় রোদন করিবে, এবং সদাপ্রভুর পাল বন্দি হইয়া অপনীত হইল, বলিয়া আমার চক্ষু অশ্রুপাত করিতে২ জলময় হইয়া পড়িবে। [১৮] তুমি রাজাকে ও রাজ্ঞীকে বল, তোমরা অবনত হইয়া বৈস, কেননা তোমাদের চারু মুকুট মস্তকহইতে খসিয়া পড়িল। [১৯] দক্ষিণ প্রদেশীয় নগর সকল রুদ্ধ হইল, তাহা খুলিয়া দেয় এমন কেহ নাই; সমস্ত যিহূদা নির্ব্বাসিত হইল, তাহার যাবতীয় মনুষ্য নির্ব্বাসিত হইল। [২০] তোমরা চক্ষু তুলিয়া উত্তর দিগ্‌হইতে আগমনকারি ঐ লোকদিগকে দেখ; তোমাকে দত্ত পাল অর্থাৎ তোমার সেই চারু মেষব্রজ কোথায়? [২১] তুমি যাহাদিগকে আত্মীয়রূপে আপনার উপরে [প্রভুত্ব করিতে] শিক্ষা দিয়াছ, যখন তিনি তাহাদিগকে মস্তকরূপে তোমার উপরে নিযুক্ত করিবেন, তৎকালে কি বলিবা? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোক, তেমনি তুমি কি যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবা না?

[২২] আর যদি তুমি মনে২ ভাব, আমার এমন দশা কেন ঘটিল? [তবে শুন,] তোমার অপরাধের বাহুল্যেতে তোমার পরিচ্ছদের অন্ত ঊর্দ্ধে তোলা যাইবে, ও তোমার পাদমূলের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করা যাইবে। [২৩] কূশীয় লোক কি আপন ত্বক্, কিম্বা চিতা ব্যাঘ্র কি আপন চিত্রবৈচিত্র্য পরিবর্ত্ত করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম

অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, তোমাদেরও সৎকর্ম্ম করা সম্ভবে। ২৪ আমি ইহাদিগকে প্রান্তরস্থ বায়ুর সম্মুখে উড্ডীয়মান নাড়ার ন্যায় উড়াইয়া ফেলিব। ২৫ সদাপ্রভু কহেন, ইহাই গুলিবাঁটদ্বারা নির্দ্দিষ্ট তোমার অংশ, ও আমাদ্বারা নিরূপিত তোমার ভাগ্য; যেহেতুক তুমি আমাকে বিস্মৃতা ও মিথ্যাতে বিশ্বাসিনী হইয়াছ। ২৬ তজ্জন্য আমিও তোমার পরিচ্ছদের অন্ত মুখের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত তুলিয়া দিব, তাহাতে তোমার লজ্জার স্থান দেখা যাইবে। ২৭ আমি তোমার ব্যভিচার ও হ্রেষা ও বেশ্যাবৃত্তিজন্য কুকর্ম্ম ও প্রান্তরস্থ পর্ব্বতগণের উপরে তোমার বিভীষিকা সকল দেখিয়াছি; হে যিরূশালেম্, তুমি সন্তাপের পাত্রী! তুমি কি শুচি হইবা না? কখনো কি হইবা না?

১৪ অধ্যায়।

১ ভারি অনাবৃষ্টির বিষয়ে যিরমিয়াহের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ২ যিহূদা শোক করিতেছে, তাহার নগরদ্বার সকল জীর্ণ হইতেছে ও মলিন হইয়া ভূমিতে লগ্ন হইতেছে, ও যিরূশালেমের আর্ত্তরাব ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ৩ তাহাদের মহল্লোকেরা আপন২ অধীনদিগকে জলের জন্যে পাঠায়, কিন্তু তাহারা গর্ত্ত সকলের নিকটে আসিয়া কিছুমাত্র জল না পাওয়াতে শূন্য পাত্র হস্তে করিয়া ফিরিয়া যায়; তাহারা লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া মস্তক ঢাকিয়া রাখে। ৪ দেশে বৃষ্টি না হওয়াতে ভূমি নিরাশা হইয়াছে বলিয়া কৃষকেরা লজ্জা পাইয়া আপন২ মস্তক ঢাকিয়া রাখে। ৫ হাঁ, তৃণ না জন্মিবাতে হরিণীও মাঠে প্রসব করিয়া শিশু ত্যাগ করিয়া যায়। ৬ এবং বনগর্দ্দভ সকল বৃক্ষশূন্য গিরিতে দাঁড়াইয়া সর্পের ন্যায় বায়ু আহার করে; ঘাস না থাকাতে তাহাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছে।

৭ হে সদাপ্রভো, যদ্যপি আমাদের অপরাধ সকল আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, তথাপি তুমি আপন নামের নিমিত্তে কার্য্য কর; বস্তুতঃ আমাদের বিপথগমন বহুবিধ; আমরা তোমারই বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। ৮ হে ইস্রায়েলের আশাভূমি ও সঙ্কটকালে তাহার ত্রাণকর্ত্তা, কেন তুমি এই দেশে প্রবাসকারি লোকের ন্যায়, কিম্বা রাত্রিবাসার্থি পথিকের ন্যায় হও? ৯ কেন তুমি স্তব্ধ মানুষের ন্যায়, কিম্বা ত্রাণ করণে অসমর্থ বীরের ন্যায় হও? হে সদাপ্রভো, তুমি তো আমাদের মধ্যবর্ত্তী, এবং আমাদের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।

১০ সদাপ্রভু এই জাতির বিষয়ে এই কথা কহেন, তাহারা অমনি ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, আপন২ চরণ সংযত করে না; এই কারণ সদাপ্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি এখন তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, ও তাহাদের পাপ সকলের সমুচিত ফল দিবেন। ১১ সদাপ্রভু আমাকে আরও কহিলেন, তুমি এই জাতির পক্ষে মঙ্গল প্রার্থনা করিও না। ১২ তাহারা উপবাস করিলেও আমি তাহাদের কাতরোক্তি শুনিব না, এবং হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব না, কিন্তু আপনি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা তাহাদের সংহার করিব।

১৩ তখন আমি কহিলাম, হায়! প্রভো সদাপ্রভো, দেখ, ভাববাদিগণ তাহাদিগকে বলিতেছে, [সদাপ্রভু কহেন,] তোমরা খড়্গ দেখিবা না, ও তোমাদের প্রতি দুর্ভিক্ষ ঘটিবে না, কারণ আমি এ স্থানে তোমাদিগকে দৃঢ় শান্তি দিব। ১৪ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, সেই ভাববাদিরা মিথ্যা আমার নাম করিয়া ভাবোক্তি প্রচার করে; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, ও তাহাদিগকে কোন আজ্ঞা দি নাই, ও তাহাদের প্রতি কোন কথা কহি নাই; তাহারা তোমাদের নিকটে মিথ্যা দর্শন ও মন্ত্র ও প্রতিচ্ছায়া ও আপন২ হৃদয়ের প্রতারণামূলক ভাবোক্তি প্রচার করে। ১৫ অতএব আমাদ্বারা প্রেরিত না হইয়া যে ভাববাদিগণ আমার নাম করিয়া ভাবোক্তি প্রচার করে, ও বলে, এ দেশে খড়্গ কি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে না, তাহাদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা সেই ভাববাদিগণের বিনাশ হইবে। ১৬ এবং তাহারা যে জাতির কাছে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহার লোকেরা দুর্ভিক্ষ ও খড়্গের প্রাবল্যে যিরূশালেমের সড়কে২ পড়িয়া থাকিবে, এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রকন্যাদিগকে কবর দিতে কেহ থাকিবে না; হাঁ, আমি তাহাদের দুষ্টতাকে তাহাদিগের উপরে ঢালিয়া দিব।

১৭ তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, দিবারাত্রি আমার চক্ষুহইতে জলধারা পড়িতেছে, তাহা ক্ষান্ত হয় না, কেননা মদীয় জাতির অনূঢ়া কন্যা মহাভঙ্গে ও মহাদুঃখদায়ক আঘাতে ভগ্না হইল। ১৮ আমি যদি বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাই, তবে সেখানে খড়্গাহত লোক দেখি; ও যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে সেখানে ক্ষুধাতে পীড়িত লোক দেখি; হাঁ, ভাববাদী ও যাজক উভয়েও দেশ পর্য্যটন করে, [গন্তব্য স্থান] জানে না। ১৯ তুমি কি যিহূদাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছ? ও তোমার মন কি সিয়োন্‌কে ঘৃণা করে? তুমি আমাদিগকে এমত অচিকিৎস্য রূপে কেন মারিলা? আমরা শান্তির অপেক্ষা করিলে কিছুই মঙ্গল পাই না; ও চিকিৎসার অপেক্ষা করিলে দেখ, ত্রাস উপস্থিত হয়। ২০ হে সদাপ্রভো, আমরা পৈতৃক অপরাধ আপনাদের দুষ্টতা বলিয়া স্বীকার করি; হাঁ, আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। ২১ তুমি আপন নামের নিমিত্তে আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিও না, আপন প্রতাপের সিংহাসন অনাদরের পাত্র করিও না; আমাদের সহিত তোমার যে নিয়ম আছে তাহা স্মরণ কর, ভাঙ্গিও না। ২২ পরজাতীয়দের অসার দেবগণের মধ্যে বৃষ্টি দিতে পারে এমত কে আছে?

কিম্বা আকাশ কি আপনি জল বর্ষণ করিতে পারে? হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমিই কি বৃষ্টিদাতা নহ? আমরা তোমার অপেক্ষাতে থাকিব, কেননা তুমিই এই সমস্তের বিধানকারী।

১৫ অধ্যায়।

১ তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যদ্যপি মোশি ও শমূয়েল্ আমার সম্মুখে দাঁড়াইত, তথাপি আমার মন এই জাতির অনুকূল হইত না; তুমি আমার গোচরহইতে তাহাদিগকে বিদায় কর, তাহারা দূর হউক। ২ আর যদি তোমাকে বলে, কোথায় যাইব? তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর স্থানে, ও খড়্গের পাত্র খড়্গের স্থানে, ও দুর্ভিক্ষের পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন করুক। ৩ সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদিগকে বধ করিতে খড়্গ, ও টানাটানি করিতে কুক্কুরগণ, এবং ভক্ষণ ও বিনাশ করিতে খেচর পক্ষিগণ ও ভূচর পশুগণ, এই চারি গোষ্ঠী তাহাদের উপরে নিযুক্ত করিব। ৪ এবং যিহূদার রাজা হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশির নিমিত্তে, [অর্থাৎ] যিরূশালেমে কৃত তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যে বিক্ষেপাস্পদ করিব। ৫ বস্তুতঃ, হে যিরূশালেম, কে তোমাকে দয়া করিবে? ও তোমার নিমিত্তে কে বিলাপ করিবে? এবং তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে কে আসিবে? ৬ সদাপ্রভু কহেন, তুমিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছ; তুমি পরাঙ্মুখ হইয়াছ, এই জন্যে আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তোমাকে নষ্ট করিব; আমি ক্ষমা করণে ক্লান্ত হইলাম। ৭ আমি তাহাদিগকে দেশের সমস্ত পুরদ্বারে কুলাতে ঝাড়িব, এবং আপন [প্রজাদের] জাতিকে মৃতপুত্রী করিয়া বিনষ্ট করিব, কারণ তাহারা আপনাদের পথহইতে ফিরিল না। ৮ আমার সমক্ষে তাহাদের বিধবাসমূহ সমুদ্রের বালিহইতেও বহুসংখ্যক হইবে, আমি তাহাদের মধ্যে যুবলোকের জননীর বিরুদ্ধে মধ্যাহ্নকালে বিনাশকারি এক জনকে আনিব, অকস্মাৎ তাহার প্রতি দুঃখ ও বিহ্বলতা উপস্থিত করিব। ৯ সপ্ত পুত্র প্রসূতা স্ত্রী ক্ষীণা হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, দিন থাকিতে তাহার দিনপতি অস্তগমন করিবে, সে লজ্জিতা ও হতাশা হইবে; হাঁ, সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের অবশিষ্টাংশকেও শত্রুদের সম্মুখে খড়্গে সমর্পণ করিব।

১০ হায়২, হে আমার মাতঃ, তুমি সমস্ত পৃথিবীর বিরোধের ও বিসংবাদের পাত্র আমাকে কেন প্রসব করিয়াছ? আমি তো কাহাকে ঋণ দি নাই, এবং আমাকেও কেহ দেয় নাই, তথাপি সকলে আমাকে শাপ দিতেছে। ১১ সদাপ্রভু কহেন, আমি কি তোমাকে মুক্ত করিয়া তোমার মঙ্গল করিব না? এবং সঙ্কটকালে ও দুর্দ্দশার সময়ে শত্রুগণকেও কি তোমার কাছে বিনতি করাইব না? ১২ লৌহ, বিশেষতঃ উত্তরদেশীয় লৌহ ও পিত্তল কি ভাঙ্গিতে পারা যায়? ১৩ আমি তোমার ঐশ্বর্য্য ও ধনকোষ সকল লুটিত দ্রব্য করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিব; হাঁ, তোমার পাপসমূহ প্রযুক্ত তোমার সীমার সর্ব্বত্রই [তাহা বিতরণ করিব]। ১৪ এবং শত্রুদ্বারা তোমার অজ্ঞাত এক দেশে তাহা লইয়া যাইব; কেননা আমার ক্রোধরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহা তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।

১৫ হে সদাপ্রভো, তুমি [সকলি] জ্ঞাত আছ, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া আমার তত্ত্বানুসন্ধান কর, ও আমার উপদ্রবকারিদিগকে অন্যায়ের প্রতিফল দেও, তোমার সহনশীলতাক্রমে আমাকে সংহার করিও না; আমি তোমার নিমিত্তে ধিক্কার সহ করিতেছি, তাহা মনে কর। ১৬ তোমার বাক্য পাইবামাত্র আমি তাহা ভক্ষণ করিতাম; তোমার বাক্য আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল; কেননা, হে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভো, আমার উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৭ আমি বিদ্রূপকারিদের সভাতে বসিয়া উল্লাস করি নাই, কিন্তু তোমার হস্ত প্রযুক্ত একাকী বসিতাম, কেননা তুমি আমাকে নিগ্রহে পূর্ণ পাত্র করিয়াছ। ১৮ আমার যাতনা নিত্যস্থায়ী, ও আমার ক্ষত অপ্রতীকার্য্য কেন? তাহা যেন চিকিৎসা অগ্রাহ্য করিতেছে। তুমি কি আমার কাছে মিথ্যা বন্যা ও অস্থায়ি জলস্বরূপ হইবা?

১৯ ইহাতে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি ফিরিয়া আইস, তবে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিয়া আপনার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে দিব; এবং যদি অপকৃষ্ট বস্তুহইতে রত্ন বাহির করিয়া লও, তবে আমার মুখস্বরূপ হইবা; উহারা তোমার প্রতি ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তুমি উহাদের প্রতি ফিরিবা না। ২০ আমি এই জাতির কাছে তোমাকে পিত্তলের দৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ করিব; তাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে, কিন্তু তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না, কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার ত্রাণ ও উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে২ থাকিব; ২১ এবং দুষ্টদের হস্তহইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, ও ভীমবিক্রান্তদের করতলহইতে তোমাকে মুক্ত করিব।

১৬ অধ্যায়।

১ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ২ যথা, তুমি এই স্থানে বিবাহ করিও না, ও পুত্র কন্যাদের জন্ম দিও না। ৩ কেননা এই স্থানে জাত পুত্র কন্যাদের বিষয়ে, এবং এই দেশে তাহাদের প্রসবকারিণী মাতাদের ও জন্মদাতা পিতাদের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন; ৪ তাহারা অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পাত্র হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, ও তাহাদের নিমিত্তে কেহ বিলাপ করিবে না, ও কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না; তাহারা

ভূমির উপরে সারের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে ; এবং তাহারা খড়্গ ও ক্ষুধাদ্বারা হত হইলে পর তাহাদের শব খেচর পক্ষিগণের ও ভূচর পশুদের ভক্ষ্য হইবে। ৫ বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, তুমি শোকের গৃহে প্রবেশ করিও না, ও তাহাদের জন্যে বিলাপ করিতে যাইও না, ও ক্রন্দন করিও না ; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি এই জাতিহইতে আমার শান্তি ও দয়া ও করুণা অপহরণ করিলাম। ৬ এই দেশস্থ ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোক প্রাণত্যাগ করিবে, কেহ তাহাদিগকে কবর দিবে না, ও তাহাদের জন্যে বিলাপ করিবে না, ও তাহাদের নিমিত্তে কেহ আপন অঙ্গের কাটকুটি কিম্বা মস্তক মুণ্ডন করিবে না ; ৭ ও মৃত লোকের নিমিত্তে শোককারিদিগকে সান্ত্বনাসূচক [রুটী] বিতরণ করিবে না, ও পিতা কিম্বা মাতার নিমিত্তে শোকসান্ত্বনাসূচক পাত্রে পান করাইবে না। ৮ তুমি তাহাদের সহিত ভোজন পান করণার্থে বসিতে কোন ভোজনালয়ে প্রবেশ করিও না। ৯ কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানে তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে ও তোমাদের দৃষ্টিগোচরে আমোদের ধ্বনি ও আনন্দের ধ্বনি ও বর কন্যার রব নিবৃত্ত করিব।

১০ আর তুমি এই জাতির নিকটে এই সমস্ত কথা প্রচার করিলে তাহারা তোমাকে কহিবে, সদাপ্রভু আমাদের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মহাবিপদের কথা কেন কহেন ? আর আমাদের অপরাধ কি, ও আমাদের পাপ কি, যদ্দ্বারা আমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে পাপী হইয়াছি ? ১১ তখন তুমি তাহাদিগকে কহিও, সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে ; ফলতঃ তাহারা ইতর দেবগণের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া তাহাদের পূজা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, ও আমার ব্যবস্থা পালন করে নাই। ১২ এবং তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষাও মন্দ আচরণ করিতেছ ; হাঁ, দেখ, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে চলিতেছ, আমার বাক্যে অবধান করিতে অসম্মত আছ। ১৩ অতএব তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও তোমরা যে দেশ জান নাই, এমত এক দেশে আমি এই দেশহইতে তোমাদিগকে নিক্ষেপ করিব ; সেই স্থানে তোমরা দিবারাত্রি ইতর দেবগণের পূজা করিবা, কেননা আমি তোমাদিগকে দয়া করিব না।

১৪ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না, যিনি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিসরদেশহইতে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু যদি জীবিত হন, তবে [সত্য কহি] ; ১৫ কিন্তু [তাহারা বলিবে], যিনি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে উত্তরদেশহইতে, এবং অন্যান্য যে ২ দেশে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশহইতে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু যদি জীবিত হন, তবে [সত্য কহি] ; ফলতঃ আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছিলাম, তাহাদের সেই দেশে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনিব। ১৬ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি অনেক ধীবর আনাইব, তাহারা মৎস্যের ন্যায় তাহাদিগকে ধরিবে ; পরে আমি অনেক ব্যাধ আনাইব, তাহারা মৃগয়া করিয়া প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতহইতে ও শৈলের ছিদ্রহইতে তাহাদিগকে [আনিবে]। ১৭ কেননা তাহাদের সমস্ত গতিতে আমার দৃষ্টি আছে, তাহারাও আমাহইতে অন্তর্হিত নহে, এবং তাহাদের অপরাধও আমার দৃষ্টির অগোচর নহে। ১৮ আমি অগ্রে তাহাদের অপরাধের ও পাপের দ্বিগুণ ফল দিব ; কেননা তাহারা আপনাদের বিভীষিকাসমূহরূপ শবেতে আমার দেশ অপবিত্র করিয়াছে, এবং আপনাদের ঘৃণার্হ কর্ম্মেতে আমার অধিকার পরিপূর্ণ করিয়াছে।

১৯ হে আমার বল ও দুর্গ ও সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়স্বরূপ সদাপ্রভো, পৃথিবীর আদ্যন্ত স্থিত পরজাতীয় লোকেরা তোমার নিকটে আসিয়া স্বীকার করিবে, “কেবল মিথ্যা বিষয়ে ও অসার বস্তুতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অধিকার ছিল, তাহার মধ্যে একটাও উপকারী নয়। ২০ মনুষ্য কি আপনার নিমিত্তে ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করিবে ? সে তো ঈশ্বর নয়।” ২১ অতএব দেখ, এই বার আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া আপনার হস্ত ও পরাক্রম জ্ঞাত করিব, তাহাতে আমার নাম যে সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জানিতে পারিবে।

১৭ অধ্যায়।

১ যিহূদার পাপ লৌহ লেখনী ও হীরকের কণ্টকদ্বারা লিখিত আছে, তাহাদের চিত্রপটে ও তোমাদের যজ্ঞবেদির চূড়াতে তাহা খোদিত আছে। ২ হরিৎপর্ণ বৃক্ষের কাছে ও উচ্চ গিরির উপরে তাহাদের যজ্ঞবেদী ও আশেরার মূর্ত্তি সকল নিজ ২ বালকদের ন্যায় তাহাদের স্মরণ হয়। ৩ হে আমার ক্ষেত্রস্থ পর্ব্বত, আমি তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার সমস্ত ধনকোষ লুটিত দ্রব্য করিয়া বিতরণ করিব ; হাঁ, পাপপ্রযুক্ত তোমার সীমার সর্ব্বত্র তোমার উচ্চস্থলী সকলও [বিতরণ করিব]। ৪ আমি তোমাকে যে অধিকার দিয়াছিলাম, তুমি আপন দোষ প্রযুক্ত সেই অধিকারচ্যুত হইবা, এবং আমি তোমার অজ্ঞাত দেশে তোমাকে শত্রুগণের দাস্যকর্ম্ম করাইব ; কারণ তোমরা আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছ, তাহা অনন্তকাল জ্বলিবে।

৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যেতে নির্ভর করে, ও মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার অন্তঃকরণ সদাপ্রভুহইতে বিমুখ হয়, সে শাপগ্রস্ত। ৬ হাঁ, সে জঙ্গলভূমি [প্রবাসি] দিগম্বরের ন্যায় হইয়া আগামি মঙ্গলের দর্শন

পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসিহীন লবণময় ভূমিতে থাকিবে। ৭ যে ব্যক্তি সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, এবং সদাপ্রভু যাহার বিশ্বাসভূমি, সেই ধন্য। ৮ হাঁ, সে জলের নিকটে রোপিত ও নদীকূলে বিস্তৃতমূল বৃক্ষের ন্যায় হইয়া গ্রীষ্মের আগমনে ভয় করিবে না, এবং তাহার পত্র সতেজ থাকিবে, এবং অনাবৃষ্টির বৎসরেও সে অচিন্তিত ও ফলদানে অনিবৃত্ত থাকিবে।

৯ অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময়, এবং তাহার রোগ অপ্রতীকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে? ১০ আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান ও মর্ম্মের পরীক্ষা করি; হাঁ, প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন ২ আচরণানুসারে কর্ম্মের ফল দেওয়া আমার কার্য্য। ১১ যে তিত্তির পক্ষী আপনার প্রসূত ভিন্ন অন্য শাবকদিগকে সংগ্রহ করে, অন্যায়েতে ধন সঞ্চয়কারি ব্যক্তি তাহার তুল্য; তাহা অর্দ্ধ বয়সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং অন্তিমকালে সে মূর্খ হইয়া পড়িবে।

১২ হে প্রতাপের সিংহাসন, অনাদিকালাবধি উচ্চতম, আমাদের পবিত্র স্থান, ইস্রায়েলের প্রত্যাশাভূমি সদাপ্রভো; ১৩ যত লোক তোমাকে ত্যাগ করে, সকলেই লজ্জিত হইবে। "যাহারা আমাহইতে অপসরণ করে, তাহাদের নাম ধূলিতে লিখিত হইবে; কারণ তাহারা অমৃত জলের উনুই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে।" ১৪ হে সদাপ্রভো, আমার আরোগ্য কর, তাহাতে আমি আরোগ্য পাইব; আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব, কেননা তুমি আমার প্রশংসাভূমি।

১৫ দেখ, উহারা আমাকে কহিতেছে, সদাপ্রভুর বাক্য কোথায়? তাহা এক বার উপস্থিত হউক। ১৬ আমি তো তোমার পশ্চাৎ ২ পালরক্ষকের কর্ম্ম করণহইতে বিমুখ হই নাই, এবং অপ্রতীকার্য্য বিপদের দিন আকাঙ্ক্ষা করি নাই, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; আমার ওষ্ঠহইতে যাহা ২ নির্গত হইত, সে সকলি তোমার প্রত্যক্ষ ছিল। ১৭ আমার নৈরাশ্যজনক হইও না; বিপৎকালে কেবল তুমিই আমার আশ্রয়। ১৮ যাহারা আমাকে তাড়না করে, তাহারা লজ্জিত হউক, কিন্তু আমি যেন লজ্জিত না হই; তাহারা নিরাশ হউক, কিন্তু আমি যেন নিরাশ না হই; তুমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গলের দিন উপস্থিত কর, ও দ্বিগুণ ভঙ্গদ্বারা তাহাদিগকে ভগ্ন কর।

১৯ সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যিহূদার রাজগণ যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে ও নির্গমন করে, তুমি জনপদস্থ লোকদের সেই দ্বারে ও যিরূশালেমের সকল দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে বল, ২০ হে যিহূদার রাজগণ, হে যিহূদি লোক সকল, ও হে যিরূশালেম্‌নিবাসিগণ, তোমরা যত লোক এই ২ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া থাক, সকলে সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ২১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ প্রাণের বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্রামদিনে কোন বোঝা বহন, কিম্বা যিরূশালেমের দ্বার দিয়া ভিতরে আনয়ন করিও না। ২২ এবং বিশ্রামবারে আপন ২ গৃহহইতে কোন বোঝা বাহির করিও না, এবং কোন কার্য্য করিও না; কিন্তু আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে রূপ আজ্ঞা দিয়াছি, তদ্রূপ বিশ্রামদিনকে পবিত্র করিয়া মান। ২৩ তাহারা আমার বাক্যে অবধান ও কর্ণপাত করে নাই, বরঞ্চ যেন শুনিতে কিম্বা উপদেশ গ্রাহ্য করিতে না হয়, তজ্জন্য আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিয়াছিল। ২৪ কিন্তু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক আমার বাক্যে অবধান করিয়া বিশ্রামদিনে এই নগরের দ্বার দিয়া কোন বোঝা ভিতরে না আন, এবং যদি সেই দিনে কোন কার্য্য না করিয়া বিশ্রামদিন পবিত্ররূপে পালন কর, ২৫ তবে দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ও প্রধানবর্গ রথে ও অশ্বে চড়িয়া আপনারা ও তাহাদের প্রধানগণ ও যিহূদার লোক ও যিরূশালেম্‌নিবাসিগণ এই নগরের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে, এবং এই নগর নিত্যস্থায়ি বাসস্থান হইবে। ২৬ তাহাতে যিহূদার সকল নগর ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অঞ্চল ও বিন্যামীন্ প্রদেশ ও নিম্নভূমি ও পর্ব্বতীয় দেশ ও দক্ষিণ দেশহইতে লোকেরা আসিয়া হোম ও বলি ও নৈবেদ্য ও ধূপ আনয়ন করিবে; হাঁ, তাহারা সদাপ্রভুর গৃহে স্তবগানরূপ উপহার আনয়নকারি লোক হইবে। ২৭ কিন্তু বিশ্রামদিন পালন করা কর্ত্তব্য, বিশ্রামদিনে বোঝা বহন পূর্ব্বক যিরূশালেমের দ্বারে প্রবেশ করা অকর্ত্তব্য, আমার এই আজ্ঞাতে যদি তোমরা অবধান না কর, তবে আমি তাহার সকল দ্বারে অগ্নি জ্বালাইব; তাহা যিরূশালেমের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে, নির্ব্বাণ পাইবে না।

১৮ অধ্যায়।

১ যিরমিয়াহের প্রতি সদাপ্রভুর নিকটহইতে এই বাক্য উপস্থিত হইল, ২ যথা, তুমি উঠিয়া কুম্ভকারের বাটীতে নাম, সেখানে আমি তোমাকে আপন বাক্য শুনাইব। ৩ তাহাতে আমি কুম্ভকারের বাটীতে নামিয়া দেখিলাম, সে কুলালচক্রেতে কর্ম্ম করিতে ব্যস্ত আছে। আর সে যে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিতেছিল, ৪ তাহা নষ্ট হইয়া কুম্ভকারের হস্তে মৃৎপিণ্ড হইয়া পড়িল; তাহাতে ঐ কুম্ভকার তাহা লইয়া আপন ইচ্ছামতে আর এক পাত্র নির্ম্মাণ করিল।

৫ পরে আমার প্রতি সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল; ৬ সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েলের কুল, তোমাদের সহিত আমি কি এই কুম্ভকারের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারি না? হে ইস্রায়েলের কুল, দেখ, যেমন কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা, তেমনি আমার হস্তে তোমরা আছ। ৭ এক বার আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলনের ও

উৎপাটনের ও বিনাশের কথা কহি। ৮ কিন্তু আমি যে দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি, তাহাহইতে যদি সেই জাতি ফিরে, তবে তাহার যে অমঙ্গল করিতে আমার মনস্থ ছিল, তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই। ৯ আর এক বার আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে গাঁথনের ও রোপণের কথা কহি। ১০ কিন্তু সে যদি আমার বাক্য না মানিয়া আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করে, তবে তাহার যে মঙ্গল করিতে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, তাহাহইতে আমি ক্ষান্ত হই।

১১ অতএব এখন তুমি যিহূদার লোকদিগকে ও যিরূশালেমনিবাসিগণকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের অমঙ্গল প্রস্তুত করিতেছি, ও তোমাদের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করিতেছি; বিনয় করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ কুপথহইতে ফির, ও আপন ২ পথ ও আপন ২ ক্রিয়া ভাল কর। ১২ কিন্তু তাহারা কহে, এ মিথ্যা আশা, কেননা আমরা আপনাদেরই সঙ্কল্পানুসারে চলিব, ও প্রত্যেকে আপন ২ দুষ্ট হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে কর্ম্ম করিব। ১৩ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা এখন পরজাতিদের মধ্যে জিজ্ঞাসা কর, এই রূপ কথা কে শুনিয়াছে? ইস্রায়েলের অনূঢ়া কন্যা নিতান্ত রোমাঞ্চজনক কর্ম্ম করিয়াছে। ১৪ লিবানোনের হিম কি সেই প্রান্তরদর্শি শৈলকে ত্যাগ করে? কিম্বা দূরহইতে আগত সুশীতল জলস্রোত কি লুপ্ত হয়? ১৫ কিন্তু আমার প্রজাগণ আমাকে বিস্মৃত হইয়া অলীক [দেবগণের] উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, এবং সেই দেবগণ তাহাদের গন্তব্য চিরন্তন মার্গে তাহাদের বিঘ্ন জন্মাইয়া তাহাদিগকে অপ্রস্তুত মার্গের পথিক করিয়াছে। ১৬ ইহাতে তাহারা আপন দেশকে নিত্য উৎসন্ন স্থান ও শীসশব্দের বিষয় করে; যে কেহ তাহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আপন মস্তক নাড়িবে। ১৭ আমি শত্রুদের সম্মুখে পূর্ব্বীয় বায়ুর ন্যায় তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব, এবং তাহাদের বিপদের সময়ে তাহাদের প্রতি অভিমুখ না হইয়া বিমুখ হইব।

১৮ তখন তাহারা কহিল, চল, আমরা যিরমিয়াহের প্রতিকূলে পরামর্শ করি, কেননা যাজকের নিকটহইতে শাস্ত্র ও জ্ঞানবানের নিকটহইতে মন্ত্রণা ও ভাববাদির নিকটহইতে বাক্য লুপ্ত হইবে না; চল, আমরা জিহ্বাদ্বারা উহাকে প্রহার করি, উহার কোন কথায় মনোযোগ করিব না। ১৯ হে সদাপ্রভো, আমার প্রতি মনোযোগ কর, ও আমার বিপক্ষগণের কথা শুন। ২০ উপকারের পরিশোধে কি অপকার করা যাইবে? কেননা তাহারা আমার প্রাণ [ধরিতে] গর্ত্ত খনন করিতেছে। তাহাদের হইতে তোমার ক্রোধ ফিরাইবার চেষ্টাতে আমি তাহাদের পক্ষে হিতবাক্য কহিতে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতাম, তাহা স্মরণ কর। ২১ অতএব তুমি তাহাদের সন্তানগণকে ক্ষুধাতে সমর্পণ কর, ও তাহাদিগকে খড়্গের হস্তগত কর, এবং তাহাদের স্ত্রীগণ মৃতপুত্ত্রী ও বিধবা হউক, এবং তাহাদের পুরুষেরা মারীতে বিনষ্ট ও যুবগণ সংগ্রামে খড়্গাহত হউক। ২২ তুমি তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ সৈন্যদল উপস্থিত করিলে তাহাদের সকল গৃহহইতে ক্রন্দনের রব শুনা যাউক; কেননা তাহারা আমাকে ধরিতে গর্ত্ত খনন করিল, ও আমার চরণ বদ্ধ করিতে ফাঁদ পাতিল। ২৩ আর হে সদাপ্রভো, প্রাণনাশার্থে আমার প্রতিকূলে তাহাদের কৃত সমস্ত মন্ত্রণা তুমি জ্ঞাত আছ; তুমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিও না, ও তাহাদের পাপ আপনার সম্মুখহইতে মুছিয়া ফেলিও না, তাহারা তোমার সম্মুখে নিপাতিত হউক; তুমি আপন ক্রোধের সময়ে তাহাদের প্রতি [যাহা করিবার তাহা] কর।

১৯ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি যাইয়া কুম্ভকারের এক ঘট ক্রয় কর, এবং প্রজাদের কতিপয় প্রাচীন লোককে ও যাজকদের কতিপয় প্রাচীন লোককে [সঙ্গে লইয়া] ২ কুম্ভকারদ্বারের প্রবেশস্থানের নিকটে হিন্নোমের পুত্ত্রের নামে বিখ্যাত যে উপত্যকা আছে, তাহাতে গমন কর; পরে আমি তোমাকে যে কথা কহিব, তাহা সেই স্থানে প্রচার করিও। ৩ এই কথা বলিও, হে যিহূদার রাজগণ, হে যিরূশালেমনিবাসিগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই স্থানের প্রতি এমত দুর্দ্দশা ঘটাইব, যে তাহা শুনিলে সকলের কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। ৪ কারণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, এবং এই স্থান বিজাতীয় [স্থান] করিয়াছে, এবং আপনারা ও আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও যিহূদার রাজগণ যাহাদিগকে জ্ঞাত ছিল না, এমত ইতর দেবগণের উদ্দেশে এই স্থানে ধূপ জ্বালাইয়াছে, এবং নির্দ্দোষ লোকদের রক্তে এই স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছে। ৫ বিশেষতঃ যে ক্রিয়া আমি আজ্ঞা করি নাই, ও উচ্চারণ করি নাই, এবং যাহা আমার হৃদয়াকাশে উঠেও নাই, তাহাই করিতে, অর্থাৎ বালের উদ্দেশে হোমবলিরূপে আপন ২ পুত্ত্রগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে তাহারা বালের জন্যে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৬ এই কারণ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এই স্থান তোফৎ কিম্বা হিন্নোমের পুত্ত্রের উপত্যকা নামে বিখ্যাত না হইয়া হত্যার উপত্যকা নামে বিখ্যাত হইবে, এমত সময় আসিতেছে। ৭ এবং আমি এই স্থানে যিহূদার ও যিরূশালেমের পরামর্শ বিফল করিব, এবং শত্রুগণের সম্মুখে খড়্গদ্বারা ও তাহাদের প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তদ্বারা তাহাদিগকে নিপাত করিব, এবং তাহাদিগের শব খাদ্যের নিমিত্তে খেচর পক্ষিগণকে ও ভূচর

পশুদিগকে দিব। ৮ এবং আমি এই নগর চমৎকারের ও শীসশব্দের বিষয় করিব; যে কেহ তাহার নিকট দিয়া গমন করিবে, সে বিস্ময়াপন্ন হইবে, ও তাহার সকল আঘাত দেখিয়া শীস দিবে। ৯ এবং অবরোধকালে ও শত্রুগণ ও প্রাণনাশার্থিগণদ্বারা উৎপাদিত তাহাদের সঙ্কটকালে আমি তাহাদিগকে আপন ২ পুত্র কন্যাদের মাংস ভোজন করাইব, এবং তাহারা আপন ২ বন্ধুর মাংস খাইবে।

১০ পরে তুমি আপনার সমভিব্যাহারি পুরুষদের দৃষ্টিতে সেই ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিও, ১১ এবং তাহাদিগকে বলিও, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেমন কুম্ভকারের কোন পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে আর তাহা যোড়া দিতে পারা যায় না, তেমনি আমি এই জাতি ও এই নগর ভাঙ্গিয়া ফেলিব; তাহাতে কবর দিবার নিমিত্তে স্থানের অভাব হওয়াতে লোকেরা তোফতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবে। ১২ সদাপ্রভু কহেন, আমি এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের প্রতি এই কার্য্য করিব, আমি এই নগর তোফতের [চিতার] সদৃশ করিব। ১৩ তাহাতে যিরূশালেমের গৃহ সকল ও যিহূদার রাজগণের গৃহ সকল, অর্থাৎ যাহাদের ছাতে তাহারা নভোমণ্ডলের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিত, সেই সকল গৃহ তোফতের ন্যায় অশুচি স্থান হইবে।

১৪ পরে সদাপ্রভু যিরমিয়াহকে ভাবোক্তি প্রচার করণার্থে যে তোফতে পাঠাইয়াছিলেন, সে তথাহইতে আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সমস্ত লোককে কহিল, ১৫ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই নগরের বিষয়ে ও ইহার নিকটস্থ নগর সকলের বিষয়ে যে ২ অমঙ্গলের কথা কহিয়াছি, সেই সকল তাহাদের প্রতি ঘটাইব, কারণ আমার বাক্য শুনিবার অনিচ্ছাতে তাহারা আপন ২ গ্রীবা শক্ত করিয়াছে।

২০ অধ্যায়।

১ যিরমিয়াহ যখন ঐ সকল ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল, তখন ইম্মেরের পুত্র পশ্হূর নামে যে যাজক সদাপ্রভুর গৃহের প্রধানাধ্যক্ষ ছিল, সে তাহা শ্রবণ করিল। ২ অপর সেই পশ্হূর যিরমিয়াহ ভাববাদিকে প্রহার করিয়া সদাপ্রভুর গৃহগামি বিন্যামীনের উচ্চতর দ্বারে স্থিত হাড়িকাঠে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। ৩ পরদিনে পশ্হূর যিরমিয়াহকে হাড়িকাঠহইতে মুক্ত করিলে যিরমিয়াহ তাহাকে কহিল, সদাপ্রভু তোমার নাম পশ্হূর রাখেন নাই, কিন্তু মাগোর-মিষাবীব্ [চতুর্দ্দিগে আশঙ্কা] রাখিয়াছেন। ৪ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার পক্ষে ও তোমার সমস্ত বন্ধুর পক্ষে তোমাকে আশঙ্কাজনক করিব। ফলতঃ তাহারা শত্রুদের খড়্গাধারে পতিত হইবে, এবং তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবা, এবং আমি সমস্ত যিহূদাকে বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে সে তাহাদিগকে নির্ব্বাসার্থে বাবিলে লইয়া যাইবে, ও খড়্গাঘাত করিবে। ৫ এবং আমি এই নগরের সমস্ত সম্পত্তি ও শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ ও বহুমূল্য বস্তু ও যিহূদার রাজগণের ধনকোষ সকল শত্রুগণের হস্তগত করিব; আর তাহারা তাহা লুট করিয়া বাবিলে লইয়া যাইবে। ৬ পরন্তু হে পশ্হূর, তুমি ও তোমার গৃহনিবাসিগণ সকলে বন্দিত্বস্থানে যাইবা; হাঁ, তুমি বাবিলে উপস্থিত হইবা, ও সেই স্থানে মরিবা, ও সেই স্থানে কবরপ্রাপ্ত হইবা, এবং যাহাদের কাছে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করিতা, তোমার সেই সমস্ত বন্ধুরও [সেই গতি হইবে]।

৭ হে সদাপ্রভো, তুমি আমাকে প্রবর্ত্তনা করিলে আমি প্রবর্ত্তিত হইলাম; তুমি আমাকে ধরিয়া পরাভব করিয়াছ। আমি সমস্ত দিন উপহাসের পাত্র হই, সকলেই আমাকে ঠাট্টা করে। ৮ বস্তুতঃ যত বার আমি কথা কহি, তত বার আমাকে ক্রন্দন করিতে হয়, দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার প্রযুক্ত উচ্চৈঃস্বর করিতে হয়; হাঁ, সদাপ্রভুর বাক্যপ্রযুক্ত সমস্ত দিন আমার ধিক্কার ও বিদ্রূপ হয়। ৯ আর আমি কহিয়াছিলাম, তাঁহাকে আর স্মরণ করিব না, ও তাঁহার নামে আর কিছু কহিব না, কিন্তু [তখন] যেন আমার হৃদয়ে দাহকারি অথচ অস্থিমধ্যে রুদ্ধ অগ্নির সঞ্চার হইল; তাহা সহ্য করিতে ২ আমি ক্লান্ত হইয়াছি, আর তিষ্ঠিতে পারি না। ১০ ফলতঃ আমি অনেকের পরীবাদ শুনিতেছি, চতুর্দ্দিগে আশঙ্কা আছে; “তোমরা অভিযোগ কর, এবং আমরাও উহার নামে অভিযোগ করিব।” আমার সমস্ত মিত্র আমার স্খলনের অপেক্ষা করত কহে, কি জানি, সে প্রলোভিত হইবে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে পরাভব করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিব। ১১ কিন্তু সদাপ্রভু ভীমবিক্রান্ত বীরের ন্যায় আমার সঙ্গে থাকেন, তজ্জন্য আমার বিপক্ষগণ উছোট খাইবে, প্রবল হইবে না, এবং কুশলপ্রাপ্ত না হওয়াতে মহালজ্জিত হইবে; সেই অপমান নিত্য থাকিবে, কখন বিস্মৃত হইবে না। ১২ কিন্তু হে ধার্ম্মিকের পরীক্ষক এবং মর্ম্মের ও হৃদয়ের পরিদর্শক বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভো, আমি তোমাদ্বারা তাহাদের বৈরনির্য্যাতন দেখিব, কেননা আমি আপন বিবাদের ভার তোমাকে সমর্পণ করিলাম। ১৩ তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান কর, সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কারণ তিনি দুরাচারিদের হস্তহইতে দরিদ্র লোকের প্রাণ উদ্ধার করিলেন।

১৪ আমি যে দিনে জন্মিয়াছিলাম, সেই দিন শাপগ্রস্ত হউক; আমার মাতা যে দিনে আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, সে দিন আশীর্ব্বাদবিহীন হউক। ১৫ এবং তোমার পুত্রসন্তান হইল, এই সংবাদ দিয়া যে ব্যক্তি আমার পিতাকে পরমানন্দিত করিয়াছিল, সে শাপগ্রস্ত হউক। ১৬ সদা-

প্রভু ক্ষমা না করিয়া যে২ নগর উৎপাটন করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি সেই সকল নগরের ন্যায় হউক; সে প্রাতঃকালে ক্রন্দন ও মধ্যাহ্নকালে চীৎকার শুনুক। [১৭] তিনি কেন আমাকে গর্ব্ভাশয়ে মৃত্যুসাৎ করিলেন না? তাহা হইলে আমার জননী আমার কবর হইত, এবং তাহার জরায়ু নিত্য সগর্ব্ভ থাকিত। [১৮] আমি আয়াস ও খেদ দেখিতে ও লজ্জাতে আয়ু হরণ করিতে কেন গর্ব্ভাশয়হইতে নির্গত হইলাম?

২১ অধ্যায়।

[১] বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অতএব তুমি আমাদের নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা কর; কি জানি, সদাপ্রভু আপনার সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি ব্যবহার করিবেন, তাহা হইলে সে আমাদের নিকটহইতে উঠিয়া যাইবে, [২] এই কথা কহিতে যে সময়ে সিদিকিয় রাজা মল্কিয়ের পুত্র পশ্‌হূরকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে যিরমিয়াহের নিকটে প্রেরণ করিল, তৎকালে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[৩] যিরমিয়াহ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা সিদিকিয়কে ইহা বল, [৪] ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমরা আপন ২ হস্তস্থিত যে২ যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা বাবিলীয় রাজার ও তোমাদের অবরোধকারি কল্‌দীয়দিগের সহিত প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধ করিতেছ, আমি সেই সকলের মুখ ফিরাইয়া এই নগরের মধ্যে তাহা সংগ্রহ করিব। [৫] এবং আমি আপনি বিস্তারিত হস্ত ও বলবান্ বাহুদ্বারা, এবং ক্রোধে ও রোষে ও মহাকোপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া [৬] এই নগরবাসি মনুষ্য ও পশু সকলকে সংহার করিব; তাহারা মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিবে। [৭] সদাপ্রভু আরও কহেন, তাহার পরে আমি যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ও তাহার দাসগণকে ও প্রজাদিগকে, হাঁ, এই নগরের যে সকল লোক মারী ও খড়্গ ও ক্ষুধাহইতে অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তে ও তাহাদের শত্রুগণের হস্তে ও তাহাদের প্রাণনাশার্থি লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব; সেই রাজা খড়্গের ধারে তাহাদিগকে বধ করিবে, তাহাদের প্রতি কৃপা করিবে না, এবং ক্ষমা কি করুণা করিবে না।

[৮] তুমি এই প্রজা লোকদিগকে ইহাও বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমাদের সম্মুখে আমি জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ রাখি। [৯] যে ব্যক্তি এই নগরে থাকিবে, সে খড়্গে বা ক্ষুধাতে বা মহামারীতে মারা পড়িবে; কিন্তু যে ব্যক্তি বাহিরে গিয়া তোমাদের অবরোধকারি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাইবে, সে রক্ষা পাইবে, এবং লুটদ্রব্যের ন্যায় তাহার প্রাণলাভ হইবে। [১০] কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে এই নগরের বিপরীতে আপন মুখ রাখিয়াছি; তাহা বাবিলের রাজার হস্তগত হইবে, এবং সে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

[১১] অধিকন্তু তুমি যিহূদার রাজকুলকে [বল], তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; [১২] হে দায়ূদের কুল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা প্রতিপ্রভাতে বিচার নিষ্পত্তি কর, এবং মুষিত লোককে উপদ্রবির হস্তহইতে উদ্ধার কর, নতুবা তোমাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমার ক্রোধ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দাহ করিবে, কেহ তাহা নির্ব্বাণ করিবে না। [১৩] হে তলভূমিতে ও সমস্থলীর শৈলে বাসকারিণি, সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব; তোমরা কহিতেছ, আমাদের বিপরীতে কে নামিয়া আসিবে? ও আমাদের সকল নিবাসে কে প্রবেশ করিবে? [১৪] সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের কর্ম্মের ফলানুসারে তোমাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিব; ও নগররূপ বনে অগ্নি জ্বালাইব, তাহাতে সে তাহার চতুর্দ্দিগে সকলই গ্রাস করিবে।

২২ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি যিহূদার রাজবাটীতে গিয়া সেই স্থানে এই কথা কহ। [২] তুমি বল, হে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট যিহূদার রাজন্, তুমি ও তোমার দাসগণ ও এই সকল দ্বারে যাতায়াতকারি তোমার প্রজাগণ সদাপ্রভুর বাক্য শুন। [৩] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতা প্রচলিত কর, এবং মুষিত লোককে উপদ্রবির হস্তহইতে উদ্ধার কর; বিদেশী ও পিতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অন্যায় ও দৌরাত্ম্য করিও না, এবং এই স্থানে নিরপরাধের রক্তপাত করিও না। [৪] কেননা তোমরা যদি এই কথা যত্নপূর্ব্বক পালন কর, তবে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজগণ আপন দাসগণের ও প্রজাগণের সমভিব্যাহারে রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় হইয়া এই বাটীর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। [৫] আর সদাপ্রভু কহেন, তোমরা যদি আমার এই বাক্য সকল না শুন, তবে এই বাটী উৎসন্ন স্থান হইবে, ইহা আমি আপন নাম লইয়া শপথ করিলাম। [৬] কেননা সদাপ্রভু যিহূদার রাজবাটীর বিষয়ে এই কথা কহেন, তুমি আমার কাছে গিলিয়দ্ কিম্বা লিবানোনের শৃঙ্গস্বরূপ; কিন্তু অবশ্য আমি তোমাকে প্রান্তরস্বরূপ ও নিবাসিবিহীন নগরসমূহের সমান করিব। [৭] এবং তোমার বিপরীতে বিনাশক পুরুষগণকে ও তাহাদের অস্ত্র পবিত্র করিব, তাহারা তোমার মনোনীত এরস্ বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। [৮] এবং পরজাতীয় অনেক লোক এই নগরের নিকট দিয়া যাইতে ২ আপন ২ সঙ্গিকে কহিবে, সদাপ্রভু কি জন্যে এই মহানগরের প্রতি এমত ব্যবহার করিয়াছেন?

৯ তখন তাহারা উত্তর করিবে, কারণ এই, [ইহার] লোকেরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিয়ম ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের কাছে প্রণিপাত করিত, ও তাহাদের পূজা করিত।

১০ তোমরা মৃত ব্যক্তির নিমিত্তে রোদন করিও না, ও তাহার জন্যে বিলাপ করিও না; যে ব্যক্তি প্রস্থান করিতেছে, বরং তাহার নিমিত্তে অতিশয় রোদন কর; কেননা সে আর ফিরিয়া আসিবে না, ও আপন জন্মদেশ আর দেখিবে না। ১১ বস্তুতঃ যিহূদার যোশিয় রাজার পুত্র যে শল্লুম্ আপন পিতা যোশিয়ের পদে রাজা হইয়াছিল ও এই স্থান-হইতে চলিয়া গেল, তাহার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে এই স্থানে আর ফিরিয়া আসিবে না; ১২ কিন্তু নির্ব্বাসার্থে যে স্থানে নীত হইয়াছে, সেই স্থানে মরিবে, এ দেশ আর দেখিবে না।

১৩ হায়! যে ব্যক্তি অধর্ম্মদ্বারা আপন বাটী ও অন্যায়দ্বারা তাহার উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করে, এবং বিনা বেতনে আপন প্রতিবাসিকে দাস্যকর্ম্ম করায়, ও তাহার শ্রমের ফল তাহাকে দেয় না, ১৪ এবং "আমি আপনার নিমিত্তে এক বৃহৎ বাটী ও বাতাসের সুগম উচ্চ কুঠরী নির্ম্মাণ করিব," ইহা বলিয়া আপনার নিমিত্তে গবাক্ষ দ্বার কাটে, ও এরস্ কাষ্ঠ দিয়া ঘর মুড়ে, ও সিন্দূরবর্ণ রঙ্গ লেপন করে, সে সন্তাপের পাত্র। ১৫ এরসকাষ্ঠের বিষয়ে জিগীষু হওয়াতে তোমার রাজত্ব কি থাকিবে? তোমার পিতা কি ভোজন পান করিত না? হাঁ, সে ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতা প্রচলিত করিত; তাহাতে তাহার মঙ্গল হইল। ১৬ সে দুঃখি দীনহীনের বিচার করিত, তাহাতে মঙ্গল হইল। সদাপ্রভু কহেন, আমা বিষয়ক জ্ঞান কি তাহাই নয়? ১৭ কিন্তু তোমার চক্ষু ও অন্তঃকরণ আপনার লভ্য ও নির্দ্দোষের রক্তপাত এবং উপদ্রবের ও দৌরাত্ম্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর কিছুই লক্ষ্য করে না। ১৮ অতএব যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম্ নামে যিহূদাদেশীয় রাজার বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহার বিষয়ে লোকেরা হায় ২ ভ্রাতা, কিম্বা হায় ২ ভগিনী বলিয়া বিলাপ করিবে না, এবং হায় ২ প্রভু, কিম্বা হায় ২ তাঁহার শ্রী, ইহা বলিয়াও বিলাপ করিবে না। ১৯ গর্দ্দভের কবরের ন্যায় তাহার কবর হইবে; লোকে তাহাকে টানিয়া যিরূশালেমের দ্বারের বাহিরে কিঞ্চিৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে।

২০ তুমি লিবানোনে উঠিয়া ক্রন্দন কর, ও বাশনে গিয়া উচ্চৈঃস্বর কর, এবং অবারীমহইতে ক্রন্দন কর; কেননা তোমাকে প্রেমকারি লোকেরা সকলে ভগ্ন হইল। ২১ তোমার শান্তির সময়ে আমি তোমার প্রতি কথা কহিয়াছিলাম, [কিন্তু] তুমি কহিতা, আমি শুনিব না; আমার বাক্যে অমনোযোগ করা বাল্যকালাবধি তোমার রীতি। ২২ বায়ু তোমার সমস্ত রক্ষকের ভক্ষক হইবে; তোমাকে প্রেমকারি লোকেরা বন্দিত্বস্থানে গমন করিবে; বস্তুতঃ তখন তুমি আপনার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হইবা। ২৩ হে লিবানোন-নিবাসিনি, এরস্ বৃক্ষের বনে বাসা করিয়াছ যে তুমি, তুমি প্রসবযন্ত্রণার ন্যায় যন্ত্রণা পাইলে কেমন কাতরোক্তি করিবা! ২৪ সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি], হে যিহূদার রাজন্ যিহোয়াকীমের পুত্র কনিয়, তুমি আমার দক্ষিণ হস্তস্থিত মোহরের তুল্য হইলেও আমি তোমাকে তথাহইতে ফেলিয়া দিব। ২৫ এবং যাহারা তোমার প্রাণ নষ্ট করিতে সচেষ্ট, ও যাহাদের মুখহইতে তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ, তাহাদের হস্তে অর্থাৎ বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসরের হস্তে ও কল্দীয়দের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। ২৬ এবং তোমাকে ও তোমার জন্মদাত্রী মাতাকে তুলিয়া তোমাদের জন্মদেশ ভিন্ন অন্য দেশে নিক্ষেপ করিব; সেই স্থানে তোমরা প্রাণত্যাগ করিবা, ২৭ আপন দেশে ফিরিয়া আসিতে মনোবাঞ্ছা করিলেও ফিরিয়া আসিতে পারিবা না। ২৮ এই কনিয় কি তুচ্ছ ভঙ্গুর শিল্পকর্ম্মের তুল্য, কিম্বা অপ্রীতিজনক পাত্রের তুল্য? সে ও তাহার সন্তানসন্ততি কেন উত্তোলিত হইয়া আপনাদের অজ্ঞাত দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে? ২৯ ও দেশ দেশ, দেশ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ৩০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই মানুষের বিষয়ে এমত অঙ্কপাত কর, এ নিঃসন্তান এ যাবজ্জীবন হীনভাগ্য পুরুষ; বস্তুতঃ ইহার সন্তানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট ও যিহূদার উপরে কর্ত্তৃত্বকারী হইবে, এমত ভাগ্যবান হইবে না।

২৩ অধ্যায়।

১ যে রক্ষকগণ আমার পালের মেষদিগকে নষ্ট ও ছিন্নভিন্ন করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ২ তজ্জন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাগণের পালনকারি রক্ষকদের বিরুদ্ধে ইহা কহেন, তোমরা আমার মেষদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ ও তাড়িয়া দিয়াছ, তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান কর নাই; সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমাদের আচরণের দুষ্টতার সমুচিত ফল তোমাদিগকে দিব। ৩ এবং যে সকল দূরদেশে আপন পাল লইয়া গিয়াছি, তথাহইতে তাহার অবশিষ্টাংশে সংগ্রহ করিব, ও পুনর্ব্বার তাহাদের সকল বাথানে আনিব, তাহাতে তাহারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হইবে। ৪ সদাপ্রভু আরও কহেন, আমি তাহাদের উপরে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিব, তাহারা তাহাদিগকে চরাইবে; তখন তাহারা আর ভীত কি নিরাশ হইবে না, এবং অনুদ্দিষ্টও হইবে না।

৫ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি দায়ূদের পক্ষে এক ধার্ম্মিক পল্লব উৎপন্ন করিব, এমত সময় আসিতেছে; তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন, এবং কুশলপ্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ন্যায়বিচার

ও ধার্ম্মিকতা প্রচলিত করিবেন। [৬] তাঁহার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল্ নির্ভয়ে বাস করিবে, এবং "সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম" এই নামে তিনি বিখ্যাত হইবেন। [৭] তজ্জন্য সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা আর বলিবে না, যিনি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিসরদেশহইতে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু যদি জীবিত হন, তবে [সত্য কহি]; [৮] কিন্তু [তাহারা বলিবে], যিনি ইস্রায়েলের কুলজাত বংশকে উত্তর দেশহইতে, এবং অন্যান্য যে২ দেশে আমি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলাম, সেই সকল দেশহইতে আনয়ন করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, সেই সদাপ্রভু যদি জীবিত হন, তবে [সত্য কহি]। ফলতঃ তাহারা আপন দেশে বাস করিবে।

[৯] ভাববাদিগণ বিষয়ক বাক্য। আমার অন্তরস্থ হৃদয় ভগ্ন হইতেছে, ও আমার সমস্ত অস্থি বিচল হইতেছে; সদাপ্রভুর কাছে ও তাঁহার পবিত্র বাক্যের কাছে আমি মত্ত লোকের ন্যায়, হাঁ, দ্রাক্ষারসে পরাজিত মানুষের ন্যায় হইয়াছি। [১০] কেননা দেশ ব্যভিচারি লোকেতে পরিপূর্ণ; হাঁ, অভিশাপের প্রভাবে দেশ শোক করিতেছে; প্রান্তরস্থ চরাণীস্থান সকল শুষ্ক হইয়াছে, এবং লোকদের দৌড়াদৌড়ি হিংসাযুক্ত হইয়াছে, ও তাহাদের পরাক্রম যাথার্থিক নয়। [১১] কেননা ভাববাদী ও যাজক উভয়ে ধর্ম্মাবমানক হইয়াছে; সদাপ্রভু কহেন, আমার গৃহেও আমি তাহাদের দুষ্ক্রিয়া দেখিতেছি। [১২] এ কারণ তাহাদের জন্যে নিজ পথ অন্ধকারাবৃত পিচ্ছিল স্থান হইবে, তাহারা তাড়িত হইয়া তাহার মধ্যে পতিত হইবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন, তাহাদিগকে প্রতিফল দেওনের বৎসরে আমি তাহাদের প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত করিব। [১৩] আমি শমরিয়ার ভাববাদিগণের মধ্যে অসঙ্গত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম; তাহারা বালের নামে ভাবোক্তি প্রচার করত আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে ভ্রান্ত করিত। [১৪] কিন্তু যিরূশালেমের ভাববাদিগণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার দেখিতেছি; তাহারা পরদারগমন ও কাপট্যাচার করে, এবং কদাচারিদের এমত সাহায্য করে, যে কেহ আপন কুপথহইতে ফিরে না; তাহারা সকলে আমার কাছে সদোমের তুল্য, ও নগরনিবাসিরা ঘমোরার সমান হইয়াছে। [১৫] অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু সেই ভাববাদিগণের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে নাগদানা ভোজন করাইব ও বিষবৃক্ষের রস পান করাইব, কেননা যিরূশালেমের ভাববাদিগণহইতে উৎপন্ন ধর্ম্মাবমাননা সমস্ত দেশ ব্যাপিয়াছে। [১৬] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঐ যে ভাববাদিগণ তোমাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদের বাক্য শুনিও না; তাহারা তোমাদিগকে ভুলায়, তাহারা আপন২ হৃদয়ের দর্শন কহে, সদাপ্রভুর মুখে শুনিয়া বাক্য কহে না। [১৭] যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের প্রতি তাহারা স্পষ্ট করিয়া বলে, সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের মঙ্গল হইবে; এবং যাহারা আপন২ হৃদয়ের কাঠিন্যানুসারে চলে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে কহে, অমঙ্গল তোমাদের কাছে আসিবে না। [১৮] কিন্তু কে সদাপ্রভুর সভাতে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষে তাঁহার বাক্য শুনিয়াছে? কে তাঁহার বাক্যে কর্ণ দিয়া তাহা শুনিতে পাইয়াছে? [১৯] ঐ দেখ, সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধরূপ ঝড় নির্গত হইতেছে; সেই ঘূর্ণায়মান ঝড় ঘুরিয়া দুষ্টদের মস্তকে লাগিবে। [২০] যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, তাবৎ তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না; তোমরা অন্তিমকালে তাহা শুদ্ধরূপে বুঝিতে পারিবা। [২১] আমি সেই ভাববাদিগণকে প্রেরণ করি নাই, তাহারা আপনারা দৌড়িয়াছে; আমি তাহাদিগকে বলি নাই, তাহারা আপনারা ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে। [২২] কিন্তু তাহারা যদি আমার সভাসদ্ হইত, তবে আমার প্রজাদিগকে আমার বাক্য জানাইত, ও তাহাদের কুপথহইতে ও ক্রিয়ার দুষ্টতাহইতে তাহাদিগকে ফিরাইত।

[২৩] সদাপ্রভু কহেন, নিকটে আমি কি ঈশ্বর আছি, দূরে কি ঈশ্বর নহি? [২৪] সদাপ্রভু কহেন, আমি দেখিতে না পাইব, এমত গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? সদাপ্রভু কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? [২৫] যাহারা মিথ্যা আমার নামে ভাবোক্তি প্রচার করত বলে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই ভাববাদিগণের বাক্য আমি শুনিয়াছি। [২৬] এই সকল কত কাল থাকিবে? যে ভাববাদিগণ মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে ও নিজ অন্তঃকরণের কাপট্যের ভাববাদী হয়, তাহাদের মনস্থ কি? [২৭] তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বালের অনুরাগে যেমন আমাকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা আপন২ প্রতিবাসির কাছে আপন২ স্বপ্নের বৃত্তান্ত কথনদ্বারা আমার প্রজাদিগকে আমার নাম বিস্মৃত করিবে, ইহা কি তাহাদের সঙ্কল্প? [২৮] যে ভাববাদী স্বপ্ন দেখিতে পাইয়াছে, সে স্বপ্নেরই বৃত্তান্ত কহুক; কিন্তু যে আমার বাক্য পাইয়াছে, সে সত্যরূপে আমার বাক্যই কহুক। সদাপ্রভু কহেন, শস্যের কাছে পোয়াল্ কি? [২৯] সদাপ্রভু কহেন, কেমন? আমার বাক্য কি অগ্নিস্বরূপ নয়? ও পাষাণ খণ্ডকারি হাতুড়ির তুল্য নয়? [৩০] অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে২ ভাববাদী আপন২ প্রতিবাসিহইতে আমার বাক্য চুরি করে, আমি তাহাদের বিপক্ষ। [৩১] সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে ভাববাদিগণ আপন২ জিহ্বা সহায় করিয়া, "তিনি কহেন," ইহা বলে, আমি তাহাদের বিপক্ষ। [৩২] সদাপ্রভু কহেন, যাহারা মিথ্যাস্বপ্নের ভাবোক্তি প্রচার করে ও তাহার বৃত্তান্ত কহে, আমি তাহাদের বিপক্ষ; তাহারা

আপনাদের মিথ্যা কথা ও দাম্ভিকতাদ্বারা আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে, কিন্তু আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই ও কোন আজ্ঞা দি নাই; পরন্তু তাহারা এই লোকদের কিছুমাত্র উপকারী হইতে পারে না, ইহা সদাপ্রভুর বচন।

৩৩ আর যে সময়ে এই সামান্য লোকেরা কিম্বা কোন ভাববাদী বা যাজক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সদাপ্রভুর ভারোক্তি কি? তখন তুমি তাহাদিগকে বলিবা, ভারোক্তি কি? [ইহার উত্তর বলিয়া] সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদিগকে নিরস্ত করিব। ৩৪ এবং সদাপ্রভুর ভারোক্তি, এই বাক্য যে ভাববাদী বা যাজক বা সামান্য লোক কহিবে, তাহাকে ও তাহার কুলকে আমি প্রতিফল দিব। ৩৫ তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিবাসিকে ও আপন ২ ভ্রাতাকে এই কথা কহিও, সদাপ্রভু কি উত্তর দিলেন? বা, সদাপ্রভু কি কহিলেন? ৩৬ কিন্তু সদাপ্রভুর ভারোক্তি, এই কথার উচ্চারণ আর করিও না; করিলে প্রত্যেক জনের নিজ বাক্য তাহার পক্ষে ভারোক্তিস্বরূপ হইবে; হাঁ, তোমরা জীবনময় ঈশ্বরের অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর বাক্য বিপরীত করিতেছ। ৩৭ তোমরা ভাববাদিকে কহিও, সদাপ্রভু তোমাকে কি উত্তর দিলেন? বা, সদাপ্রভু কি কহিলেন? ৩৮ কিন্তু সদাপ্রভুর ভারোক্তি, এই কথা যদি বল, তবে তৎপ্রযুক্ত সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের কাছে লোক প্রেরণ করিয়া, সদাপ্রভুর ভারোক্তি, এই কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমরা সদাপ্রভুর ভারোক্তি কহিতেছ। ৩৯ অতএব দেখ, আমি তোমাদিগকে নিতান্ত বিস্মৃত হইব, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে নগর দিয়াছি, তাহা শুদ্ধ তোমাদিগকে আপনার নিকটহইতে নিরস্ত করিব। ৪০ এবং যাহা বিস্মৃত হইবে না, এমত নিত্যস্থায়ি দুর্নাম ও নিত্যস্থায়ি বিষাদদ্বারা তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করিব।

২৪ অধ্যায়।

১ যিহোয়াকীমের পুত্ত্র যিহোয়াখীন্ নামে যিহূদার রাজা ও যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও শিল্পকর ও কর্ম্মকার সকল বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরদ্বারা নির্ব্বাসার্থে যিরূশালেমহইতে বাবিলে নীত হইলে পর সদাপ্রভুর প্রাসাদের সম্মুখে স্থাপিত দুই ডালা ডুম্বুরফল সদাপ্রভু আমাকে দেখাইলেন। ২ তাহার মধ্যে এক ডালাতে আশুপক্ক ডুম্বুরফল বলিয়া অতি উত্তম ফল ছিল, আর এক ডালাতে যাহা কুরস প্রযুক্ত খাওয়া যায় না, এমত মন্দ ফল ছিল। ৩ তখন সদাপ্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যিরমিয়াহ, কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, ডুম্বুরফল; তাহার মধ্যে ভাল ফল অতি উত্তম, এবং মন্দ ফল এমত মন্দ যে কুরস প্রযুক্ত তাহা খাওয়া যায় না। ৪ পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ যথা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে নির্ব্বাসিত যিহূদি লোকদিগকে এই স্থানহইতে কল্দীয়দের দেশে পাঠাইয়াছি, তাহাদিগকে এই উত্তম ডুম্বুরফলের সদৃশ করিয়া মঙ্গলার্থে লক্ষ্য করিব; ৬ ও তাহাদের প্রতি মঙ্গলার্থে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; এবং তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিব, আর উৎপাটন করিব না; এবং রোপণ করিব, আর উন্মূলন করিব না। ৭ এবং আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা জানিতে তাহাদিগকে মন দিব; আর তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব; কেননা তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার প্রতি ফিরিয়া আসিবে। ৮ কিন্তু যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ও তাহার অমাত্যগণকে ও যিরূশালেমের অবশিষ্টাংশকে অর্থাৎ দেশে অবশিষ্ট কিম্বা মিসরদেশে প্রবাসকারি লোকদিগকে আমি ঐ মন্দ ডুম্বুরফলের সমান করিব, যাহা কুরস প্রযুক্ত খাওয়া যায় না; ইহা সদাপ্রভু কহেন। ৯ আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর যাবতীয় রাজ্যে বিক্ষেপাস্পদ করিয়া অমঙ্গলের পাত্র করিব; এবং যে ২ স্থানে তাড়না করিব, সেই ২ স্থানে তাহাদিগকে ধিক্কার ও প্রবাদ ও বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র করিব। ১০ এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তথাহইতে তাহারা যে পর্য্যন্ত নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ তাহাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব।

২৫ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের পুত্ত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে, অর্থাৎ বাবিলের নবূখদনিৎসর রাজার অধিকারের প্রথম বৎসরে, যিহূদার সমস্ত লোকের বিষয়ে [সদাপ্রভুর] বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইলে, ২ যিরমিয়াহ ভাববাদী যিহূদার সমস্ত লোকের ও যিরূশালেম্‌নিবাসি সকলের নিকটে তাহা প্রচার করিয়া কহিল, ৩ আমোনের পুত্ত্র যোশিয় নামে যিহূদার রাজার অধিকারের ত্রয়োদশ বৎসরাবধি অদ্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই ত্রয়োবিংশতি বৎসরাবধি সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে, এবং আমি অতন্দ্রিত হইয়া তোমাদিগকে তাহা কহিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহাতে অবধান কর না। ৪ এবং সদাপ্রভু অতন্দ্রিত হইয়া আপনার সমস্ত দাসকে [অর্থাৎ] ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন, কিন্তু তোমরা শুন না, এবং শুনিতে কর্ণপাতও কর না। ৫ তাহারা কহে, বিনয় করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ কুপথহইতে ও আপন ২ আচরণের দুষ্টতাহইতে ফির, তাহাতে সদাপ্রভু তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছেন, তোমরা তাহাতে যুগ-

পর্য্যায়ের অনন্ত কাল বাস করিতে পাইবা। ৬ এবং ইতর দেবগণের পূজা ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না, ও আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিও না; আমি তো তোমাদের অমঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি না। ৭ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর নাই, ইহাতে আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে বিরক্ত করিয়া আপনাদের অমঙ্গল ঘটাইতেছ।

৮ অতএব বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমার বাক্যে অবধান কর নাই, ৯ এই জন্যে দেখ, আমি লোক পাঠাইয়া উত্তরদিক্স্থ যাবতীয় গোষ্ঠীকে, বিশেষতঃ আমার দাস বাবিলীয় নবূখদনিৎসর রাজাকে আনাইয়া এই দেশের ও তন্নিবাসিদিগের ও ইহার চতুর্দ্দিক্স্থিত পরজাতি সকলের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিব; এবং ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত করিয়া বিনষ্ট করিব, এবং চমৎকারের ও শীসশব্দের বিষয় ও অনন্তকালার্থে উৎসন্ন স্থান করিব। ১০ এবং ইহাদের মধ্যহইতে আমোদের ধ্বনি ও আনন্দের ধ্বনি এবং বর কন্যার রব ও যাঁতার শব্দ ও প্রদীপের আলো সংহার করিব। ১১ তাহাতে এই সমস্ত দেশ উৎসন্ন স্থান ও চমৎকারের বিষয় হইবে; এবং এই জাতি সকল সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বাবিলের রাজার দাস হইবে।

১২ সদাপ্রভু আরও কহেন, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি বাবিলের রাজাকে ও সেই জাতিকে তাহাদের অপরাধের সমুচিত প্রতিফল দিব, হাঁ, কল্দীয়দের দেশে [তাহা দিব], এবং তাহা নিত্যস্থায়ি ধ্বংসস্থান করিব। ১৩ এবং সেই দেশের বিরুদ্ধে আমি যাহা২ কহিয়াছি, অর্থাৎ যাবতীয় পরজাতির বিরুদ্ধে যিরমিয়াহের কথিত ভাবোক্তি [সম্বলিত] এই পুস্তকে যাহা২ লিখিত আছে, আমার সেই সমস্ত বাক্য আমি ঐ দেশের প্রতি সফল করিব। ১৪ তাহাতে অনেক জাতি ও মহান্ রাজারা তাহাদিগকেও দাস্য কর্ম্ম করাইবে, এবং আমি তাহাদের ক্রিয়ানুরূপ ও হস্তের কার্য্যানুরূপ প্রতিফল তাহাদিগকে দিব।

১৫ বস্তুতঃ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, তুমি এই ক্রোধরূপ দ্রাক্ষারসের পাত্র আমার হস্তহইতে গ্রহণ কর, এবং যে২ জাতির নিকটে আমি তোমাকে পাঠাই, তুমি গিয়া সেই সকল জাতিকে তাহাতে পান করাও। ১৬ তাহারা পান করিয়া টলটলায়মান হইয়া, তাহাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাইব, তৎপ্রযুক্ত উন্মত্ত হউক। ১৭ তখন আমি সদাপ্রভুর হস্তহইতে সেই পানপাত্র গ্রহণ করিয়া সদাপ্রভু যে সকল জাতির কাছে আমাকে পাঠাইলেন, তাহাদিগকে পান করাইলাম; ১৮ ফলতঃ অদ্যকার মত উৎসন্ন স্থান এবং চমৎকারের ও শীসশব্দের ও অভিশাপের বিষয় হওনার্থে যিরূশালেমকে ও যিহূদার সকল নগরকে এবং তাহার রাজগণ ও অধ্যক্ষগণকে [পান করাইতে হইল]। ১৯ এবং মিসরের রাজা ফরৌণ ও তাহার দাসগণ ও অমাত্যগণ ও প্রজা সকল; ২০ ও মিশ্রিত জাতিসমূহ, এবং উষ্ দেশের সমস্ত রাজা, ও পলেষ্টীয় দেশের সমস্ত রাজা অর্থাৎ অস্কিলোন্ ও ঘসা ও ইক্রোণ্ ও অস্দোদের অবশিষ্টাংশ; ২১ এবং ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোনের সন্তানগণ, ২২ এবং সোরের সমস্ত রাজা ও সীদোনের সমস্ত রাজা, ও সমুদ্রপারস্থ দ্বীপের সমস্ত রাজা, ২৩ [এবং] দদান্ ও তেমা ও বূষ্, ও ছিন্নগুম্ফ সমস্ত লোক, ২৪ এবং আরবীয় সমস্ত রাজা ও প্রান্তরবাসি মিশ্রিত জাতিদের সমস্ত রাজা, ২৫ ও সিম্রীর সমস্ত রাজা, ও ঐলমের সমস্ত রাজা, ও মাদীয়দের সমস্ত রাজা, ২৬ এবং উত্তরদিগের নিকটস্থ ও দূরস্থ যাবতীয় রাজা, নির্ব্বিশেষে এই সকলকে, হাঁ, ভূমণ্ডলে যত রাজ্য আছে, পৃথিবীস্থ সেই সকল রাজ্যকে [পান করাইবার আজ্ঞা ছিল]; অন্য সকলের পরে শেশকের রাজা পান করিবে। ২৭ এবং তুমি তাহাদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পান করিয়া মত্ত হইয়া বমন করিবা, ও তোমাদের মধ্যে মৎপ্রেরিত খড়্গে পতিত হইয়া আর উঠিবা না। ২৮ আর যদি তাহারা তোমার হস্তহইতে পানার্থে পাত্রটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে বলিও, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, তোমাদিগকে অবশ্য পান করিতে হইবে। ২৯ কেননা দেখ, আমার নাম যাহার উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি প্রথমতঃ সেই নগরের অমঙ্গল করি; অতএব তোমরা যে দণ্ডরহিত থাকিবা, ইহা কি সম্ভব হয়? তোমরা দণ্ডরহিত থাকিবা না। বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি পৃথিবীনিবাসিমাত্রের বিরুদ্ধে খড়্গ আহ্বান করিব। ৩০ অতএব তুমি তাহাদের কাছে ভাবোক্তিরূপে এই সমস্ত কথা প্রচার করিয়া বল, সদাপ্রভু ঊর্দ্ধলোকহইতে হুঙ্কার করিবেন, ও আপন পবিত্র বাসস্থানহইতে আপন রব শুনাইবেন, ও আপন বাথানের বিষয়ে ভারি হুঙ্কার করিবেন, এবং পৃথিবীনিবাসিমাত্রের বিপরীতে দ্রাক্ষামর্দ্দকের ন্যায় সিংহনাদ করিবেন। ৩১ পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত নির্ঘোষ ব্যাপিবে, কেননা পরজাতিদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর বিবাদ হইবে; তিনি মর্ত্ত্যমাত্রের বিচার করিবেন; যাহারা দুষ্ট তাহাদিগকে তিনি খড়্গে সমর্পণ করিবেন, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। ৩২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, এক২ জাতির পরে অন্য২ জাতির প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত হইবে, ও পৃথিবীর ক্রোড়হইতে মহৎ ঘূর্ণবায়ু উঠিবে। ৩৩ তৎকালে সদাপ্রভুকর্তৃক হত লোক পৃথিবীর আদ্যন্ত পর্য্যন্ত পতিত হইবে, কেহ তাহাদের নিমিত্তে বিলাপ করিবে না, এবং তাহাদিগকে সংগ্রহ করা কি

কবর দেওয়া যাইবে না, তাহারা ভূমির উপরে সারের ন্যায় পতিত থাকিবে।

[৩৪] হে মেষপালকগণ, তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন কর; ও হে মেষাগ্রগামিগণ, তোমরা ধূলিতে লুণ্ঠিত হও, কেননা তোমাদের পরমায়ু সম্পূর্ণ হইল, তোমরা হত হইবা। তাহাতে তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া কোন মনোহর পাত্রের ন্যায় পতিত হইবা। [৩৫] মেষপালকদের রক্ষাস্থান কিম্বা মেষাগ্রগামিদের উত্তরণস্থান নষ্ট হইবে। [৩৬] মেষপালকদের ক্রন্দনের শব্দ ও মেষাগ্রগামিদের হাহাকার শুনা যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের চরাণীস্থান উচ্ছিন্ন করিলেন। [৩৭] এবং সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নিদ্বারা শান্তিযুক্ত বাথান সকল বিনষ্ট হইল। [৩৮] যুবসিংহ যেন আপন গহ্বর ছাড়িয়া আসিয়াছে; বস্তুতঃ সংহারকের রোষ ও জ্বলন্ত ক্রোধ প্রযুক্ত তাহাদের দেশ ধ্বংসস্থান হইল।

২৬ অধ্যায়।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম্ নামক যিহুদাদেশীয় রাজার অধিকারের আরম্ভ সময়ে এই বাক্য সদাপ্রভুহইতে উপস্থিত হইল, [২] যথা, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সদাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হও, এবং সদাপ্রভুর গৃহে প্রণিপাত করণার্থে আগত যিহুদাদেশীয় নানা নগর [নিবাসি লোকদিগকে] যে২ কথা কহিতে আমি তোমাকে আজ্ঞা করি, সে সমস্তই তাহাদিগকে বল, এক কথাও ন্যূন রাখিও না। [৩] কি জানি, তাহারা অবধান করিয়া আপন ২ কুপথহইতে ফিরিবে; তাহা হইলে তাহাদের আচরণের দুষ্টতাপ্রযুক্ত আমি তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইব। [৪] তুমি তাহাদিগকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি আমার বাক্য না মানিয়া আপনাদের সম্মুখে স্থাপিত আমার ব্যবস্থানুসারে চলিতে অসম্মত হও, [৫] এবং আমি তোমাদের প্রতি যাহাদিগকে পাঠাইয়া আসিতেছি, কিন্তু অতন্দ্রিত হইয়া পাঠাইলেও যাহাদের কথা তোমরা মান না, আমার দাস সেই ভাববাদিদের বাক্য সকল মানিতে যদি অসম্মত হও, [৬] তবে আমি এই গৃহ শীলোর সমান করিব, এবং এই নগর পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির অভিশাপাস্পদ করিব।

[৭] অনন্তর যখন যিরমিয়াহ সদাপ্রভুর গৃহে এই কথা কহিল, তখন যাজকগণ ও ভাববাদিগণ ও সমস্ত প্রজা লোক তাহা শুনিল। [৮] এবং যিরমিয়াহ সমস্ত লোকের কাছে সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত সকল কথা কহা সাঙ্গ করিলে পর যাজকগণ ও ভাববাদিগণ ও সমস্ত প্রজা লোক তাহাকে ধরিয়া কহিল, তোমাকে অবশ্য হত হইতে হইবে। [৯] তুমি কেন সদাপ্রভুর নাম করিয়া, এই গৃহ শীলোর সমান হইবে, এবং এই নগর উৎসন্ন ও নিবাসিবিহীন হইবে, এমত ভাবোক্তি প্রচার করিতেছ? এই রূপে সমস্ত লোক সদাপ্রভুর গৃহে যিরমিয়াহের বিপক্ষে জনতা করিল। [১০] তখন যিহুদার অধ্যক্ষগণ এ কথা শুনিয়া রাজবাটীহইতে সদাপ্রভুর গৃহে উঠিয়া আসিয়া সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে বসিল। [১১] অনন্তর যাজকগণ ও ভাববাদিগণ অধ্যক্ষদিগকে ও সমস্ত প্রজা লোককে কহিল, এই মানুষ প্রাণদণ্ডের যোগ্য, কেননা এ [আমাদের] এই নগরের বিপরীতে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে, তোমরা স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছ। [১২] তখন যিরমিয়াহ অধ্যক্ষগণকে ও সমস্ত প্রজা লোককে কহিল, তোমরা যে ২ বাক্য শুনিলা, এই গৃহের ও নগরের বিপরীতে সেই সমস্ত ভাবোক্তি প্রচার করিতে সদাপ্রভুই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। [১৩] অতএব এখন তোমরা আপন ২ আচরণ ও ক্রিয়া শুদ্ধ কর, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইবেন। [১৪] আর দেখ, আমি তোমাদের হস্তগত আছি, তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল ও যথার্থ, তাহা আমার প্রতি কর। [১৫] কেবল ইহা নিশ্চয় জানিও, যে যদি তোমরা আমাকে বধ কর, তবে আপনাদের উপরে ও এই নগরের উপরে ও তন্নিবাসিদের উপরে নির্দ্দোষের বধাপরাধ বর্ত্তাইবা, কেননা সত্য বটে, ঐ সমস্ত কথা তোমাদের কর্ণগোচরে কহিতে সদাপ্রভুই আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

[১৬] তখন অধ্যক্ষগণ ও প্রজালোক সকল যাজকদিগকে ও ভাববাদিগণকে কহিল, এ মনুষ্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য নয়, কেননা এ আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে আমাদের প্রতি কথা কহিল। [১৭] অধিকন্তু দেশের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কএক জন উঠিয়া লোকদের সমস্ত সমাজকে কহিল, [১৮] যিহুদার হিষ্কিয় রাজার অধিকারসময়ে মোরেষ্টীয় মীখা ভাবোক্তি প্রচার করিত; সেই ব্যক্তি যিহুদার সমস্ত লোককে কহিল, "বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিয়োন্ ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে, ও যিরূশালেম প্রস্তরের ঢিবি হইয়া যাইবে; এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে, তাহা বনস্থ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।" [১৯] বল দেখি, যিহুদার হিষ্কিয় রাজা ও সমস্ত যিহুদা কি তাহাকে বধ করিয়াছিল? সেই [রাজা] কি সদাপ্রভুহইতে ভীত হইয়া সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করে নাই? তাহা করাতে সদাপ্রভু তাহাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছিলেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইলেন। আমরা তো আপন ২ প্রাণের প্রতিকূলে ভারি অমঙ্গল করিতেছি।

[২০] অধিকন্তু সদাপ্রভুর নামে ভাবোক্তিপ্রচারক আর এক ব্যক্তি ছিল, কিরিয়ৎ-যিয়ারীমস্থ শময়িয়ের পুত্র উরিয় তাহার নাম; সে যিরমিয়াহের সমস্ত বাক্যের ন্যায় এই নগর ও এই দেশের প্রতি-

কূলে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছিল। ২১ তাহাতে যিহোয়াকীম রাজা ও তাহার সমস্ত যুদ্ধবীর ও সমস্ত অমাত্য সেই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাওয়াতে রাজা তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উরিয় তাহা শুনিতে পাইয়া ভীত হইয়া মিসরে পলাইয়া গেল। ২২ তখন যিহোয়াকীম্ রাজা অক্‌বোরের পুত্র ইলনাথন্‌কে এবং অন্য কএক লোককে মিসরে প্রেরণ করিল। ২৩ তাহারা উরিয়কে মিসরহইতে আনিয়া যিহোয়াকীম রাজার কাছে উপস্থিত করিল, তাহাতে রাজা তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ করিয়া সামান্য লোকের কবরস্থানে তাহার শব নিক্ষেপ করাইল।

২৪ যাহা হউক, শাফনের পুত্র অহীকামের হস্ত যিরমিয়াহের সপক্ষ থাকাতে বধ করণার্থে লোকদের হস্তে তাহার সমর্পণ হইল না।

২৭ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয় নামক যিহূদি রাজার অধিকারের আরম্ভসময়ে সদাপ্রভুহইতে এই বাক্য যিরমিয়াহের প্রতি উপস্থিত হইল। ২ ফলতঃ সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি বন্ধনী ও যোঁয়ালি প্রস্তুত করিয়া আপন স্কন্ধে দেও। ৩ এবং যে দূতগণ যিরুশালেমে যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের নিকটে আসিয়াছে, তাহাদের দ্বারা ইদোমের রাজার ও মোয়াবের রাজার ও অম্মোনের সন্তানগণের রাজার ও সোরের রাজার ও সীদোনের রাজার নিকটে তাহা পাঠাও। ৪ এবং আপন ২ কর্ত্তাকে বলিবার জন্যে তাহাদিগকে এই আদেশ দেও, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আপন ২ প্রভুকে এই কথা বল, ৫ আমিই আপনার মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা পৃথিবীকে ও পৃথিবীনিবাসি মনুষ্য ও পশুগণকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি গ্রাহ্য, তাহাকে তাহা দিয়া থাকি। ৬ বিশেষতঃ সম্প্রতি এই সকল দেশ আপন দাস বাবিলীয় রাজা নবূখদনিৎসরের হস্তে দিলাম, এবং তাহার দাস্যকর্ম্ম করণার্থে মাঠের পশুদিগকেও তাহাকে দিলাম। ৭ অতএব যাবতীয় জাতি তাহার ও তাহার পুত্রের ও তাহার পৌত্রের দাস হইবে; পরে তাহার দেশের সময়ও উপস্থিত হইলে অনেক জাতি ও মহান্ রাজগণ তাহাকেও দাস্যকর্ম্ম করাইবে। ৮ এখন যে জাতি ও যে রাজ্য তাহার অর্থাৎ বাবিলীয় রাজা নবূখদনিৎসরের দাস না হইবে, ও বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা না রাখিবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা সেই জাতিকে দণ্ড দিতে ২ উহার হস্তদ্বারা সেই লোকদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব। ৯ অতএব তোমাদের যে ভাববাদী ও মন্ত্রজ্ঞ ও স্বপ্নদর্শক ও গণক ও মায়াবী সকল তোমাদিগকে বলে, তোমরা বাবিলের রাজার দাস হইবা না, তাহাদের কথাতে মনোযোগ করিও না। ১০ কেননা তোমরা যেন স্বদেশহইতে দূরীকৃত, এবং আমাদ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হও, তজ্জন্য তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে। ১১ কিন্তু যে জাতি বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালির নীচে আপন গ্রীবা রাখিয়া তাহার দাস হইবে, সদাপ্রভু কহেন, আমি সেই জাতিকে স্বদেশে স্থির থাকিতে দিব; তাহাতে সে তথায় কৃষি কর্ম্ম করত বাস করিবে।

১২ পরে আমি সেই সমস্ত বাক্যানুসারে যিহূদার রাজা সিদিকিয়কেও কহিলাম, তোমরা আপন২ গ্রীবা বাবিলীয় রাজার যোঁয়ালির নীচে রাখিয়া তাহার ও তাহার লোকদের দাস হও, তাহাতে বাঁচিবা। ১৩ যে জাতি বাবিলের রাজার দাস না হইবে, তাহার বিরুদ্ধে সদাপ্রভু যাহা কহিয়াছেন, তদনুসারে তোমরা অর্থাৎ তুমি ও তোমার প্রজাগণ খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে কেন মরিবা? ১৪ অতএব যে ভাববাদিরা তোমাদিগকে বলে, তোমরা বাবিলের রাজার দাস হইবা না, তাহাদের বাক্যে মনোযোগ করিও না, কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে। ১৫ বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদিগকে পাঠাই নাই, কিন্তু তাহারা মিথ্যা আমার নাম করিয়া ভাবোক্তি প্রচার করে; ইহার ফল এই যে তোমাদের কাছে ভাবোক্তিপ্রচারক ভাববাদিগণ ও তোমরা উভয়ে আমাদ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হইবা।

১৬ পরে আমি যাজকদিগকে ও সমস্ত প্রজা লোককে ইহা কহিলাম, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের যে ভাববাদিগণ ভাবোক্তি প্রচার করত তোমাদিগকে বলে, দেখ, সদাপ্রভুর গৃহের সকল পাত্র বাবিলহইতে ফিরিয়া আনা যাইবে, এখন শীঘ্র [আনা যাইবে], তোমরা তাহাদের বাক্যে মনোযোগ করিও না, কেননা তাহারা তোমাদের কাছে মিথ্যা ভাবোক্তি প্রচার করে। ১৭ তোমরা তাহাদের কথা না মানিয়া বাবিলের রাজার দাস হও, তাহাতে বাঁচিবা; এই নগর কেন উৎসন্ন স্থান হইবে? ১৮ যদিস্যাৎ তাহারা [সত্য] ভাববাদী হয়, ও তাহাদের অন্তরে বাস্তবিক সদাপ্রভুর বাক্য থাকে, তবে সদাপ্রভুর গৃহে ও যিহূদার রাজবাটীতে ও যিরুশালেমে যে ২ পাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা যেন বাবিলে না যায়, এই নিমিত্তে বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করুক।

১৯ বস্তুতঃ স্তম্ভদ্বয় ও সমুদ্ররূপ পাত্রটা ও পীঠগণ প্রভৃতি যে সমস্ত পাত্র এই নগরে অবশিষ্ট আছে, তাহাদের বিষয়ে সদাপ্রভু একটি কথা কহেন। ২০ ফলতঃ বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ নামক যিহূদীয় রাজাকে এবং যিহূদার ও যিরুশালেমের সমস্ত প্রধানবর্গকে নির্ব্বাসার্থে যিরুশালেম্‌হইতে বাবিলে লইয়া যাইবার সময়ে ঐ সকল পাত্র লইয়া যায় নাই। ২১ ভাল, সদাপ্রভুর গৃহে ও যিহূদার রাজবাটীতে ও যিরুশালেমে অবশিষ্ট সেই পাত্র সকলের বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা

কহেন, ২২ সে সমস্ত বাবিলে নীত হইবে, এবং যাবৎ আমি তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান না করিব, তাবৎ সেই স্থানে থাকিবে, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; পরে আমি সে সমস্ত এই স্থানে ফিরিয়া আনাইব।

২৮ অধ্যায়।

১ অপর ঐ বৎসরে অর্থাৎ যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের আরম্ভে চতুর্থ বৎসরের পঞ্চম মাসে গিবিয়োন্নিবাসি অসূরের পুত্র হনানিয় ভাববাদী সদাপ্রভুর গৃহে যাজকগণের ও সমস্ত প্রজা লোকের সাক্ষাতে আমাকে এই কথা কহিল, ২ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি বাবিলের রাজার যোঁয়ালি ভগ্ন করিলাম। ৩ বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসর এই স্থানহইতে সদাপ্রভুর গৃহের যে ২ পাত্র বাবিলে লইয়া গিয়াছে, সে সকল আমি দুই বৎসরের মধ্যে এই স্থানে ফিরিয়া আনাইব। ৪ এবং যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীন্ নামক যিহূদীয় রাজাকে ও নির্ব্বাসার্থে বাবিলে গত যিহূদার সমস্ত লোককে এই স্থানে ফিরিয়া আনাইব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; কেননা আমি বাবিলের রাজার যোঁয়ালি ভগ্ন করিব।

৫ পরে যিরমিয়াহ ভাববাদী সদাপ্রভুর গৃহে দণ্ডায়মান যাজকদের ও প্রজাসমূহের সাক্ষাতে হনানিয় ভাববাদিকে উত্তর দিল। ৬ যিরমিয়াহ ভাববাদী এই কথা কহিল, আমেন্, সদাপ্রভু তাহাই করুন; সদাপ্রভুর গৃহের পাত্র সকল ও নির্ব্বাসিত লোকসমূহকে বাবিল্হইতে এই স্থানে ফিরিয়া আনাইবার বিষয়ে তুমি যাহা ২ কহিলা, সদাপ্রভু তোমার প্রচারিত সেই ভাবোক্তি সকল সিদ্ধ করুন। ৭ কিন্তু আমি তোমার কর্ণগোচরে ও সমস্ত প্রজা লোকের কর্ণগোচরে একটি কথা কহি, তাহা শুন। ৮ আমার ও তোমার পূর্ব্বে যে অতি প্রাচীন ভাববাদিগণ ছিল, তাহারা অনেক ২ দেশ ও মহৎ ২ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ক ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছে। ৯ যে ভাববাদী শান্তিসূচক ভাবোক্তি প্রচার করে, সে [স্মরণ করুক,] ভাববাদির বাক্য সফল হওনদ্বারাতেই সদাপ্রভুর প্রেরিত সত্য ভাববাদিকে জানা যায়।

১০ অনন্তর হনানিয় ভাববাদী যিরমিয়াহ ভাববাদির স্কন্ধহইতে সেই যোঁয়ালি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ১১ এবং হনানিয় সমস্ত প্রজা লোকের সাক্ষাতে কহিল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দুই বৎসরের মধ্যে আমি বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরের যোঁয়ালি এই রূপে ভাঙ্গিয়া যাবতীয় জাতির স্কন্ধহইতে দূর করিব। ইহাতে যিরমিয়াহ ভাববাদী চলিয়া গেল।

১২ হনানিয় ভাববাদী যিরমিয়াহের স্কন্ধহইতে যোঁয়ালিটা লইয়া ভাঙ্গিলে পর যিরমিয়াহের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ১৩ তুমি গিয়া হনানিয়কে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি কাষ্ঠের যোঁয়ালি ভাঙ্গিলা বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে লৌহের যোঁয়ালি প্রস্তুত করিলা। ১৪ কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই সকল জাতি যেন বাবিলীয় নবূখদনিৎসর রাজার দাস হয়, তজ্জন্য আমি তাহাদের স্কন্ধে লৌহের যোঁয়ালি দিলাম; তাহারা তাহার দাস হইবে; এবং আমি তাহাকে মাঠের পশু সকলও দিলাম।

১৫ পরে যিরমিয়াহ ভাববাদী হনানিয় ভাববাদিকে কহিল, হে হনানিয়, শুন। সদাপ্রভু তোমাকে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু তুমি এই লোকদিগকে মিথ্যাকথাতে বিশ্বাস করাইলা। ১৬ অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ; আমি তোমাকে ভূতলহইতে দূরে প্রেরণ করিব; তুমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অপসরণের কথা কহিয়াছ, তজ্জন্য এই বৎসরের মধ্যে মরিবা। ১৭ পরে হনানিয় ভাববাদী সেই বৎসরের সপ্তম মাসে প্রাণত্যাগ করিল।

২৯ অধ্যায়।

১ যিহোয়াখীন রাজা ও রাজ্ঞী ও নপুংসক সকল এবং যিহূদার ও যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ ও শিল্পকর ও কর্ম্মকারেরা যিরূশালেম্হইতে প্রস্থান করিলে পর, ২ যিরমিয়াহ ভাববাদী নির্ব্বাসিত লোকদের অবশিষ্ট প্রাচীনবর্গকে এবং নবূখদনিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসার্থে যিরূশালেমহইতে বাবিলে নীত যাজক ও ভাববাদিগণ ও সমস্ত লোককে একখান পত্র লিখিয়া, ৩ যিহূদার রাজা সিদিকিয়কর্ত্তৃক বাবিলে নবূখদনিৎসর রাজার নিকটে প্রেরিত শাফনের পুত্র ইলিয়াসা ও হিল্কিয়ের পুত্র গমরিয়ের হস্তদ্বারা যিরূশালেমহইতে পাঠাইল। পত্রখানির বিবরণ এই।

৪ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে সকল লোককে নির্ব্বাসার্থে যিরূশালেমহইতে বাবিলে গমন করাইয়াছি, তাহাদের প্রতি আমার আজ্ঞা এই। ৫ তোমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস কর, এবং উপবন রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ কর। ৬ বিবাহ করিয়া কন্যাপুত্রের জন্ম দেও, এবং আপন ২ পুত্রদিগকেও স্ত্রী গ্রহণ করাও, ও আপন ২ কন্যাদিগকে স্বামী গ্রহণ করাও, এবং তাহারা সন্তান সন্ততি উৎপন্ন করুক; এই প্রকারে তোমরা ন্যূন না হইয়া সেখানে বর্দ্ধিত হও। ৭ এবং আমি তোমাদিগকে নির্ব্বাসার্থে যে নগরে লইয়া গিয়াছি, তাহার শান্তি চেষ্টা কর, ও তাহার নিমিত্তে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; কেননা তাহার শান্তিতে তোমাদের শান্তি হইবে।

৮ বস্তুতঃ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের মধ্যে উপস্থিত তোমাদের ভাববাদিগণ ও মন্ত্রজ্ঞ লোকেরা তোমাদিগকে না ভুলাউক; এবং তোমরা আপনাদের স্বপ্নদর্শন, অর্থাৎ [উহাদিগকে] যে ২ স্বপ্ন দর্শন করাও, তাহা মানিও না। ৯ কেননা ঐ লোকেরা

মিথ্যা আমার নাম করিয়া ভাবোক্তি প্রচার করে। সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই।

১০ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলে সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ হইলে আমি তোমাদের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং তোমাদের নিকটে আমার অঙ্গীকৃত মঙ্গলের বাক্য, অর্থাৎ তোমাদিগকে পুনর্ব্বার এই স্থানে আনয়নের কথা সফল করিব। ১১ কেননা আমি তোমাদের বিষয়ে যে ২ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি, তাহা আমিই জানি, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; তাহা অমঙ্গলের সঙ্কল্প নয়, কিন্তু মঙ্গলের, অর্থাৎ তোমাদিগকে অন্তিম ফল ও প্রত্যাশার সিদ্ধি দেওনের সঙ্কল্প। ১২ হাঁ, তোমরা আমাকে আহ্বান করিবা, এবং যাত্রা করত আমার কাছে প্রার্থনা করিবা, তাহাতে আমি তোমাদের কথায় মনোযোগ করিব। ১৩ এবং তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবা; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার অন্বেষণ করিবা। ১৪ এবং আমি তোমাদিগকে আপনার উদ্দেশ পাইতে দিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; এবং আমি তোমাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, এবং যে ২ জাতির মধ্যে ও যে ২ স্থানে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সকল স্থানহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি: এবং যে স্থানহইতে তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার আনিব।

১৫ সদাপ্রভু বাবিলে আমাদের নিমিত্তে ভাববাদিগণকে উৎপন্ন করিলেন, এ কথা তোমরা কহিতেছ। ১৬ কিন্তু [শুন], দায়ূদের সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার ও এই নগরবাসি সমস্ত লোকের বিষয়ে, এবং তোমাদের যত ভ্রাতা তোমাদের সহিত নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে নাই, সেই সকলের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন। ১৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের প্রতি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করিব; এবং ঘৃণাজনক যে ডুম্বুরফল অতি কুরস প্রযুক্ত খাওয়া যায় না, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে করিব। ১৮ হাঁ, আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইব, এবং পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যে তাহাদিগকে বিক্ষেপাস্পদ করিব; এবং যে ২ জাতির মধ্যে তাহাদিগকে টুকাইয়া দিব, সেই সমস্ত জাতির নিকটে তাহাদিগকে শাপাস্পদ এবং চমৎকারের ও শীসশব্দের ও ধিক্কারের পাত্র করিব। ১৯ কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমি অতন্দ্রিত হইয়া তাহাদের নিকটে আপন দাস ভাববাদিগণকে পাঠাইলেও তাহারা আমার বাক্যে অবধান করে নাই; সদাপ্রভু বলেন, আমার বাক্যে উহারা অবধান করে নাই। ২০ কিন্তু তোমরা যত নির্ব্বাসিত লোক আমাদ্বারা যিরূশালেমহইতে বাবিলে প্রেরিত হইয়াছ, তোমরা সকলে সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান কর।

২১ কোলায়ের পুত্র যে আহাব ও মাসেয়ের পুত্র যে সিদিকিয় মিথ্যা আমার নাম করিয়া তোমাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদের বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদিগকে বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসরের হস্তে সমর্পণ করিব; সে তোমাদের সাক্ষাতে তাহাদিগকে নিহনন করিবে। ২২ এবং বাবিলে যত নির্ব্বাসিত যিহূদি লোক আছে, তাহাদের মধ্যে ঐ দুই ব্যক্তির উপলক্ষ্যে এই অভিশাপের কথা প্রচলিত হইবে, "বাবিলের রাজা যে সিদিকিয়কে ও আহাব্‌কে অগ্নিতে ভাজিয়াছিল, তাহাদের ন্যায় সদাপ্রভু তোমাকে করুন।" ২৩ কেননা তাহারা ইস্রায়েলের মধ্যে মূঢ়তার কুকর্ম্ম করিয়াছে, অর্থাৎ আপন ২ প্রতিবাসির ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং মিথ্যা আমার নাম করিয়া, আমি যাহা আজ্ঞা করি নাই, এমত কথা কহিয়াছে; সদাপ্রভু কহেন, তাহা আমি জানি, এবং তাহার সাক্ষীও আছি।

২৪ তদ্ভিন্ন তুমি নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে এই কথা বল, ২৫ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যিরূশালেমস্থ যাবতীয় লোকের প্রতি ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজক প্রভৃতি সমস্ত যাজকের প্রতি আপনার নামে পত্র প্রেরণ করিয়াছ, ২৬ যথা, যে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে ভাববাদী বলিয়া দেখায়, তাহার দমনার্থে যেন সদাপ্রভুর গৃহে রক্ষকগণ থাকে, ও তুমি যেন তাহাকে হাড়িকাঠে ও আসেধগৃহে বদ্ধ করিতে পার, তজ্জন্য সদাপ্রভু যিহোয়াদা যাজকের পরিবর্ত্তে তোমাকে যাজকত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ২৭ অতএব অনাথোতীয় যে যিরমিয়াহ তোমাদের কাছে আপনাকে ভাববাদী বলিয়া দেখায়, তাহাকে তুমি কেন তর্জ্জন কর নাই? ২৮ না করাতেই সে বাবিলে আমাদের নিকটে এই কথা সম্বলিত একখান পত্র প্রেরণ করিয়াছে, যথা, বিলম্ব হইবে, তোমরা বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস কর, এবং উপবন রোপণ করিয়া তাহার ফল ভোগ কর। ২৯ যাহা হউক, সফনিয় যাজক যিরমিয়াহ ভাববাদির কর্ণগোচরে সেই পত্র পাঠ করিয়াছিল।

৩০ তাহাতে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, ৩১ যথা, তুমি নির্ব্বাসিত সকল লোকের কাছে এই কথা প্রেরণ কর, সদাপ্রভু নিহিলামীয় শময়িয়ের বিষয়ে এই কথা কহেন, আমি শময়িয়কে প্রেরণ না করিলেও সে তোমাদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার করিয়া মিথ্যাকথাতে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইল। ৩২ তজ্জন্য সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি নিহিলামীয় শময়িয়কে ও তাহার বংশকে দণ্ড দিব; তাহার কোন সন্তান এই জাতির মধ্যে বাস করিবে না; আর সদাপ্রভু কহেন, আমি আপন প্রজাদের যে মঙ্গল করিব, তাহা সে দেখিতে পাইবে না; কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অপসরণের কথা কহিয়াছে।

৩০ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভুহইতে এই বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল, [২] যথা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার কাছে যে সকল কথা কহি, তাহা এক পুস্তকে লিখিয়া রাখ। [৩] কেননা সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি যে সময়ে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ ও যিহূদার বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, এমন সময় আসিতেছে; হাঁ, আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিব, ও তাহা অধিকার করিতে দিব।

[৪] ইস্রায়েল্ ও যিহূদার বিষয়ে সদাপ্রভুর কথিত বাক্যের বৃত্তান্ত এই। [৫] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমরা ভয়ের শব্দ, হাঁ, শান্তি বিনা কেবল কম্পনের শব্দ শুনি। [৬] তোমরা এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, পুরুষের কি প্রসববেদনা হয়? প্রসবকালে যেমন স্ত্রীলোকের, তেমনি প্রত্যেক পুরুষের কটিদেশে হস্তার্পণ ও সকলের মুখ বিষাদে ম্লান কেন দেখিতেছি? [৭] হায়! এই দিন মহৎ, ইহার তুল্য দিন আর নাই; এ যাকোবের সঙ্কটকাল, কিন্তু ইহাহইতে সে নিস্তার পাইবে। [৮] হাঁ, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সেই দিনে তাহার গ্রীবাহইতে উহার যোঁয়ালি ভগ্ন করিব, ও বন্ধন সকল ছেদন করিব, এবং বিদেশিগণ তাহাকে দাসের কর্ম্ম আর করাইবে না। [৯] কিন্তু এই লোকেরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে, ও আপনাদের রাজা দায়ূদকে সেবা করিবে, কেননা আমি তাহাদের জন্যে তাঁহাকেই উৎপন্ন করিব।

[১০] অতএব সদাপ্রভু কহেন, হে আমার দাস যাকোব্, ভয় করিও না; হে ইস্রায়েল্, নিরাশ হইও না; কেননা দেখ, আমি দূরহইতে তোমাকে ও বন্দিত্বদেশহইতে তোমার বংশকে নিস্তার করিব, তাহাতে যাকোব্ ফিরিয়া আসিয়া নির্ভয় ও অচিন্তিত থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। [১১] কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার পরিত্রাণার্থে আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব; হাঁ, আমি যাহাদের মধ্যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সমস্ত পরজাতিকে নিঃশেষে সংহার করিব; কেবল তোমাকে নিঃশেষে সংহার করিব না, কিন্তু বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, নিতান্ত অদণ্ডিত রাখিব না। [১২] বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার ভঙ্গ অপ্রতীকার্য্য, ও তোমার ঘা ব্যথাজনক। [১৩] তোমার প্রতীকারসাধক সপক্ষ কেহ নাই; তোমার ব্রণ ভাল করিবার উপায় নাই; তোমার [ক্ষতের] পটীও নাই। [১৪] তোমার প্রেমকারিগণ তোমাকে বিস্মৃত হইয়াছে, তোমার অন্বেষণমাত্র করে না; কারণ তোমার অপরাধের বাহুল্য ও পাপের প্রাবল্য হেতু আমি শত্রুর ন্যায় তোমাকে আঘাত করিয়াছি, ও দারুণ শাস্তি দিয়াছি। [১৫] তোমার ভঙ্গ প্রযুক্ত কেন ক্রন্দন কর? তোমার ক্ষত অপ্রতীকার্য্য; তোমার অপরাধের বাহুল্য ও পাপের প্রাবল্য হেতু আমিই তোমার প্রতি এই সকল করিয়াছি। [১৬] তথাচ যাহারা তোমাকে গ্রাস করে, তাহারা সকলে গ্রাসিত হইবে; ও তোমার উপদ্রবকারিগণ সকলে বন্দিত্বের স্থানে যাইবে; এবং যাহারা তোমার সর্ব্বস্ব লুট করে, তাহারা লুটিত হইবে; ও যাহারা তোমার দ্রব্য হরণ করে, সেই সকলের দ্রব্য আমি হরণ করাইব। [১৭] তাহারা বলে, এই সিয়োন্ দূরীকৃতা, ইহার অনুশীলনকারী কেহ নাই; এই কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমার ঘায়ে পটী বাঁধিব, ও তোমার ক্ষত সকল ভাল করিব।

[১৮] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যাকোবের তাম্বু সকলের বন্দিদশা পরিবর্ত্তন করিব, ও তাহার আবাস সকলের প্রতি করুণা করিব; তাহাতে নগরটী আপন উপপর্ব্বতের উপরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হইবে, ও রাজপুরীতে রীতিমতে মানুষের বসতি হইবে। [১৯] এবং সেই স্থানের মধ্যহইতে স্তবগান এবং আনন্দকারিদের ধ্বনি নির্গত হইবে; এবং আমি লোকদের বৃদ্ধি করিব, তাহারা হ্রাস পাইবে না; আমি তাহাদের গৌরব করিব, তাহারা আর লঘু থাকিবে না। [২০] এবং পূর্ব্বমত তাহাদের সন্তান সন্ততি হইবে, ও তাহাদের মণ্ডলী আমার সম্মুখে স্থিরীকৃত হইবে; এবং আমি তাহাদের উপদ্রবকারিগণকে দণ্ড দিব। [২১] তাহাদের অধিপতি তাহাদের স্বজাতীয় হইবেন, ও তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন এক ব্যক্তি তাহাদের শাসনকর্ত্তা হইবেন; আর আমি তাঁহাকে আপনার নিকটস্থ করিব, এবং তিনি আমার নিকটে আসিবেন; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমার নিকটে আসিতে কে আপন অন্তঃকরণ পণ করে? [২২] আর তোমরা আমার প্রজা হইবা, ও আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব।

[২৩] ঐ দেখ, সদাপ্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধরূপ ঝড় নির্গত হইতেছে; সেই ঝড় হুহু শব্দ পূর্ব্বক দুষ্টদের মস্তকে ঘুরিয়া লাগিবে। [২৪] যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আপন মনের অভিপ্রায় সফল ও সিদ্ধ না করেন, তাবৎ তাঁহার প্রজ্বলিত ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে না; তোমরা অন্তিমকালে তাহা বুঝিতে পরিবা।

৩১ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু কহেন, সেই সময়ে আমি ইস্রায়েলের যাবতীয় গোষ্ঠীর ঈশ্বর হইব, এবং তাহারা আমার প্রজা হইবে। [২] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, খড়্গাহইতে রক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা প্রান্তরে অনুগ্রহের পাত্র হইল; আমি ইস্রায়েল্‌কে বিশ্রাম দিতে গমন করিব। [৩] সদাপ্রভু দূর দেশে আমাকে দর্শন দিয়া [কহেন], আমি তো নিত্য প্রেমেতে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি, এই জন্যে দয়াতে তোমাকে চিররক্ষিত করিলাম। [৪] হে ইস্রায়েলের অনূঢ়া কন্যে, আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গাঁথিব, ও তুমি

গাঁথা হইবা, তুমি পুনর্ব্বার আপন তবলেতে বিভূষিতা হইবা, এবং আনন্দকারিদের শ্রেণীতে নৃত্য করিতে ২ গমন করিবা। ৫ তুমি শমরিয়ার সকল পর্ব্বতে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিবা; কৃষি লোকেরা দ্রাক্ষালতা রোপণ করিবে, ও তাহার ফল ভোগ করিবে। ৬ হাঁ, এমত দিন উপস্থিত হইবে, যে দিনে প্রহরিগণ ইফ্রয়িম পর্ব্বতে ঘোষণা করত বলিবে, চল, আমরা সিয়োনে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে গমন করি। ৭ বস্তুতঃ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যাকোবের নিমিত্তে আনন্দরব কর, এবং জাতিগণের অগ্রগণ্যের উদ্দেশে উচ্চধ্বনি কর, এবং উচ্চরবে প্রশংসা করিয়া বল, হে সদাপ্রভো, তোমার প্রজাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে পরিত্রাণ কর। ৮ দেখ, আমি তাহাদিগকে উত্তরদেশহইতে আনিব ও পৃথিবীর ক্রোড়হইতে সংগ্রহ করিব; তাহারা অন্ধ ও খঞ্জ লোক ও গর্ব্ভবতী ও প্রসূতা স্ত্রী শুদ্ধ মহাসমাজ হইয়া এই স্থানে ফিরিয়া আসিবে। ৯ তাহারা রোদন করিতে ২ আসিবে, এবং বিনয় করিতে ২ আমাদ্বারা উপনীত হইবে; আমি তাহাদিগকে জলস্রোতের নিকট দিয়া এমত সরল পথে আনিব, যে তাহারা বিঘ্ন পাইবে না, যেহেতুক আমি ইস্রায়েলের পিতাস্বরূপ হইলাম, এবং ইফ্রয়িম্ আমার প্রথমজাত পুত্র।

১০ হে পরজাতি সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন, এবং দূরস্থ দ্বীপে তাহা প্রচার কর; এবং বল, যিনি ইস্রায়েলকে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে সংগ্রহ করিবেন, ও রক্ষক যেমন নিজ পালকে তেমনি রক্ষা করিবেন। ১১ বস্তুতঃ সদাপ্রভু যাকোব্‌কে উদ্ধার করিলেন, ও তদপেক্ষা অধিক বলবানের হস্তহইতে তাহাকে মুক্ত করিলেন। ১২ তাহাতে তাহারা আসিয়া সিয়োনের শৃঙ্গে আনন্দগান করিবে, এবং ধাবমান হইয়া সদাপ্রভুর প্রসাদের নিকটে, অর্থাৎ গোম ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও মেষবৎস ও গোবৎসের নিকটে আসিবে, এবং তাহাদের প্রাণ সুসিক্ত উদ্যানের ন্যায় হইবে; তাহারা আর অবসন্ন হইবে না। ১৩ তখন নৃত্যকারিণী কন্যারা এবং যুবগণ ও বৃদ্ধ লোকেরা একত্র হইয়া আনন্দ করিবে; এই রূপে আমি তাহাদের শোক আমোদে পরিণত করিব, ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিব, ও খেদের পরে আহ্লাদিত করিব। ১৪ এবং পুষ্টিকর দ্রব্যদ্বারা যাজকদের প্রাণ আপ্যায়িত করিব, এবং আমার প্রসাদদ্বারা আপন প্রজাদিগকে তৃপ্ত করিব, ইহা সদাপ্রভুর বচন।

১৫ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, রামাতে হাহাকার ও তীব্র রোদনের শব্দ শুনা যায়; রাহেল্ আপন সন্তানদের নিমিত্তে রোদন করিতেছে, সে আপন সন্তানদের বিষয়ে প্রবোধকথা মানে না, কেননা তাহারা নাই। ১৬ সদাপ্রভু কহেন, তোমার রোদনের শব্দ ও চক্ষুর জল নিবৃত্ত কর; কেননা সদাপ্রভু কহেন, তোমার লভ্য পুরস্কার হইবে, তাহারা শত্রুর দেশহইতে ফিরিয়া আসিবে। ১৭ এবং তোমার অন্তিমকালের বিষয়ে প্রত্যাশা আছে, ইহা সদাপ্রভুর বচন; হাঁ, তোমার সন্তানগণ আপনাদের দেশে ফিরিয়া আসিবে।

১৮ আমি ইফ্রয়িমের স্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি; সে খেদোক্তি করত কহিতেছে, "আমি অশিক্ষিত গোবৎসের সদৃশ বলিয়া তুমি আমাকে শাস্তি দিয়াছ, এবং আমি শাস্তি ভোগ করিয়াছি; আমাকে পরাবর্ত্তন কর, তাহাতে আমি পরাবৃত্ত হইব, কেননা তুমিই আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু। ১৯ হাঁ, বিপথগামী হইলে পর আমি অনুতাপ করি, ও শিক্ষা পাইয়া উরুতে আঘাত করি; আমি লজ্জিত ও নিতান্ত বিষণ্ণ আছি, কেননা নিজ যৌবনাবস্থার অপযশ বহন করিতেছি।" ২০ ইফ্রয়িম্ কি আমার প্রিয় পুত্র? ও সে কি আনন্দদায়ি বালক? হাঁ, যত বার আমি তাহার বিরুদ্ধে কথা কহি, তত বার পুনরায় তাহাকে স্মরণ করি; এই কারণ তাহার নিমিত্তে আমার অন্তর ব্যাকুল হয়; অবশ্য আমি তাহার প্রতি করুণা করিব, ইহা সদাপ্রভুর বচন।

২১ তুমি স্থানে ২ আপনার নিমিত্তে চিহ্ন রাখ ও স্তম্ভ স্থাপন কর, ও যে রাজপথে গমন করিয়াছিলা, তাহাতে মনোনিবেশ কর। হে ইস্রায়েলের অনূঢ়া কন্যে, ফিরিয়া আইস; আপনার এই সকল নগরে ফিরিয়া আইস। ২২ হে বিপথগামিনি কন্যে, কত কাল ভ্রমণ করিবা? সদাপ্রভু তো পৃথিবীতে এক নূতন বিষয় সৃষ্টি করিলেন; নারী পুরুষকে বেষ্টন করিবে। ২৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যখন এই লোকদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, তখন তাহারা যিহূদাদেশে ও তাহার সকল নগরে পুনর্ব্বার এই কথা কহিবে, "হে ধর্ম্মনিবাস, হে পবিত্র পর্ব্বত, সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" ২৪ যিহূদা ও তাহার নগর সকল এবং কৃষক ও মেষপালকগণ একত্র তথায় বাস করিবে। ২৫ যেহেতুক আমি ক্লান্ত প্রাণিকে আপ্যায়িত করিব, ও প্রত্যেক অবসন্ন প্রাণিকে তৃপ্ত করিব। ২৬ ইহাতে আমি জাগ্রৎ হইয়া দেখিলাম, আমার নিদ্রা সুখদায়ক ছিল।

২৭ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি ইস্রায়েলের কুল ও যিহূদার কুলরূপ ক্ষেত্রে মনুষ্যরূপ বীজ ও পশুরূপ বীজ রুপিব; ২৮ এবং যেমন তাহাদের উন্মূলন ও উৎপাটন ও নিপাত ও বিনাশ ও অমঙ্গল করিতে জাগরূক ছিলাম, তেমনি তাহাদিগকে গাঁথিতে ও রোপণ করিতেও জাগরূক হইব, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ২৯ তখন লোকেরা আর বলিবে না, পিতারা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইয়াছিল, তাহাতে সন্তানদের দন্ত টকিয়া গেল। ৩০ কিন্তু প্রত্যেক জন আপন ২ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে; যে মনুষ্য অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইবে, তাহারই দন্ত টকিয়া যাইবে।

৩১ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল্ কুলের ও যিহূদা কুলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব, এমত সময় আসিতেছে। ৩২ মিসর্দেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করণার্থে যে দিনে আমি তাহাদের পাণি গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, সেই দিনের নিয়মানুসারে নয়, কেননা সদাপ্রভু কহেন, তাহারা আমার সেই নিয়ম অন্যথা করিল, তথাপি আমি তাহাদের পতি হইয়াছিলাম। ৩৩ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনের পর আমি ইস্রায়েল্ কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। ৩৪ এবং "তোমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হও," এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসিকে ও আপন ২ ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ সদাপ্রভু কহেন, ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে; কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না।

৩৫ যিনি দিনমানের জ্যোতির জন্যে সূর্য্যকে, এবং রাত্রিকালীন জ্যোতির জন্যে চন্দ্রের ও নক্ষত্রগণের কলা সকলকে যোগাইয়া দেন, ও সমুদ্রকে আস্ফালন করাইয়া তাহার তরঙ্গ গর্জ্জন করান, বাহিনীগণের সদাপ্রভু নামে বিখ্যাত সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ৩৬ যদি ঐ [কলার] বিধি সকল আমার গোচরহইতে বিচলিত হয়,—ইহা সদাপ্রভুর বচন,—তবে আমার গোচরে নিত্যস্থায়ি জাতিরূপে ইস্রায়েল্ বংশের অবস্থিতিও শেষ হইবে। ৩৭ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঊর্দ্ধে গগনমণ্ডলের মাপ ও নিম্নে পৃথিবীর মূলের অনুসন্ধান যদি করা যায়, তবে আমিও তাহাদের কৃত সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে নিরাকরণ করিব, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ৩৮ সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে যে সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে হননেলের দুর্গাবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত নগরটী নির্ম্মিত হইবে, ৩৯ এবং তথাহইতে পরিমাণরজ্জু সম্মুখস্থ গারেব্ উপপর্ব্বতের উপর দিয়া টানা যাইবে, ও ঘুরিয়া গোয়াতে উপস্থিত হইবে। ৪০ এবং শবের ও ভস্মের সমুদয় তলভূমি ও কিদ্রোণ স্রোত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্র পূর্ব্বদিক্স্থ অশ্বদ্বারের কোণ পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে; তাহা অনন্ত কালেও আর উন্মূলিত বা নিপাতিত হইবে না।

৩২ অধ্যায়।

১ যিহূদার সিদিকিয় রাজার অধিকারের দশম বৎসরে অর্থাৎ নবূখদ্নিৎসরের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে সদাপ্রভুহইতে যে বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ২ সেই সময়ে বাবিলীয় রাজার সৈন্যসামন্ত যিরূশালেম্ অবরোধ করিতেছিল, এবং যিরমিয়াহ ভাববাদী যিহূদার রাজবাটীর কারাগারের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিল। ৩ যেহেতু যিহূদার রাজা সিদিকিয় তাহাকে কারাগারে রাখিয়া কহিয়াছিল, তুমি কেন [এমন] ভাবোক্তি প্রচার করিতেছ? তুমি বলিতেছ, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি এই নগর বাবিলীয় রাজার হস্তে সমর্পণ করিব, ইহা নিশ্চয়, এবং সে তাহা হস্তগত করিবে; ৪ এবং যিহূদার রাজা সিদিকিয় কল্দীয়দের হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইবে না, কিন্তু বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবে, এবং সম্মুখাসম্মুখি হইয়া তাহার সহিত কথা কহিবে, ও স্বচক্ষে তাহার চক্ষু দেখিবে; ৫ এবং সে সিদিকিয়কে বাবিলে লইয়া যাইবে; এবং আমি যে পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না করিব, তাবৎ সে সেই স্থানে থাকিবে; ইহা সদাপ্রভুর বচন; তোমরা কল্দীয়দের সহিত সংগ্রাম করিয়াও কৃতকার্য্য হইবা না।

৬ যিরমিয়াহ কহিল, সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৭ দেখ, তোমার পিতৃব্য শল্লুমের পুত্র হনমেল্ তোমার নিকটে আসিয়া এই কথা কহিবে, অনাথোতে আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি আপনার নিমিত্তে ক্রয় কর, কেননা ক্রয়দ্বারা তাহা মুক্ত করিতে তোমার অধিকার আছে। ৮ পরে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে আমার পিতৃব্যের পুত্র হনমেল্ কারাগারের প্রাঙ্গণে আমার নিকটে আসিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, বিন্যামীন্ প্রদেশস্থ অনাথোতে আমার যে ক্ষেত্র আছে, তাহা তুমি ক্রয় কর, কেননা দায়প্রাপ্তিতে ও মুক্তি করণে তোমার অধিকার আছে; তুমি আপনার জন্যে তাহা ক্রয় কর। তখন আমি বুঝিলাম, ইহা সদাপ্রভুর বাক্য। ৯ অতএব আমি আপন পিতৃব্যের পুত্র হনমেলের নিকটে অনাথোতে স্থিত সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া সপ্তদশ শেকল রূপা তাহার মূল্য তাহাকে দিলাম, ১০ এবং ক্রয় পত্রে [যাহা লিখিবার তাহা] লিখিয়া মুদ্রাঙ্ক করিয়া তাহার সাক্ষী রাখিলাম, এবং সেই রূপা নিক্তিতে তৌল করিলাম। ১১ পরে বিধি ও নিয়ম সম্বলিত ক্রয়পত্রের দুই কেতা, অর্থাৎ মুদ্রাঙ্কিত এক পত্র ও খোলা এক পত্র লইলাম।

১২ অনন্তর আমার জ্ঞাতি হনমেলের সাক্ষাতে ও পত্রে স্বাক্ষরকারি সাক্ষিদের সাক্ষাতে এবং কারাগারের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সমস্ত যিহূদি লোকের সাক্ষাতে আমি সেই ক্রয়পত্র মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র বারূকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ১৩ আর তাহাদের সাক্ষাতে বারূককে এই আজ্ঞা করিলাম, ১৪ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি এই মুদ্রাঙ্কিত ও খোলা দুইখান ক্রয়পত্র লইয়া তাহা যেন চিরকাল থাকে, এই জন্যে এক মৃত্তিকার পাত্রে রাখ। ১৫ কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাটীর ও ক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় এই দেশে আর বার চলিবে।

১৬ নেরিয়ের পুত্র বারূককে সেই ক্রয়পত্র দিলে পর আমি সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, ১৭ হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা গগণমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ১৮ তুমি সহস্র২ [পুরুষ] পর্য্যন্ত [ভক্তদের প্রতি] দয়াকারী; কিন্তু পিতৃলোকেরা অপরাধ করিলে পশ্চাৎ তাহাদের সন্তানদের ক্রোড়ে তাহার প্রতিফল দিয়া থাক; তুমি মহান্ ও পরাক্রান্ত ঈশ্বর, বাহিনীগণের সদাপ্রভু তোমার নাম। ১৯ তুমি মন্ত্রণাতে মহান্ ও ক্রিয়াতে শ্রেষ্ঠ; এবং প্রত্যেক জনকে আপন২ আচরণ ও ক্রিয়ানুসারে সমুচিত ফল দিতে মনুষ্যসন্তানদের যাবতীয় পথের প্রতি তোমার চক্ষু উন্মীলিত আছে। ২০ তুমি পূর্ব্বকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত মিসরদেশে এবং ইস্রায়েল্ ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছ, তাহাতে আপনার জন্যে অদ্যাবধি [স্থায়ী] কীর্ত্তি সাধন করিয়াছ। ২১ তুমি অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ ও বলবান হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও মহৎ ভয়ানকত্বদ্বারা আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়াছিলা। ২২ এবং এই যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে শপথ করিয়াছিলা, তাহা তাহাদিগকে দিয়াছিলা; ২৩ এবং তাহারা আসিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তোমার রবে অবধান করে নাই, ও তোমার ব্যবস্থামতে আচার ব্যবহার করে নাই, এবং যাহা পালন করিতে আজ্ঞা করিয়াছ, তাহার কিছুই পালন করে নাই; এই নিমিত্তে তাহাদের প্রতি এই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইতেছ। ২৪ দেখ, এই নগর জয় করণার্থে জাঙ্গাল তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এবং খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা এই নগর তদ্বিপরীতে যুদ্ধকারি কল্দীয়দের হস্তসাৎ হইতেছে; এবং তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সফল হইতেছে; আর এই সকল তুমি দেখিতেছ। ২৫ তথাপি, হে প্রভো সদাপ্রভো, তুমি রূপা দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় করিবার ও সাক্ষী রাখিবার আজ্ঞা আমাকে দিতেছ, কিন্তু এই নগর কল্দীয়দের হস্তসাৎ হইল।

২৬ পরে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, ২৭ যথা, দেখ, আমিই সদাপ্রভু যাবতীয় প্রাণির ঈশ্বর; আমার অসাধ্য কি কিছু আছে? ২৮ অতএব [শুন,] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি কল্দীয়দের ও বাবিলীয় রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা হস্তগত করিবে। ২৯ এবং যে কল্দীয়েরা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহারা প্রবেশ করিয়া এই নগরে অগ্নি লাগাইবে; এবং যে২ গৃহের ছাতে লোকেরা বালের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও আমাকে বিরক্ত করণার্থে ইতর দেবগণের উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিত, সেই সকল গৃহশুদ্ধ এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ৩০ কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যিহূদার সন্তানগণ বাল্যকালাবধি আমার সাক্ষাতে কেবল কদাচরণ করিয়া আসিতেছে; হাঁ, সদাপ্রভু কহেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ আপনাদের হস্তকৃত বস্তুদ্বারা আমাকে বিরক্ত করণ ব্যতিরেকে আর কিছু করে না। ৩১ বিশেষতঃ এই নগরটা নির্ম্মিত হওনের দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমার ক্রোধের ও কোপের কারণ হইয়া আসিতেছে; তৎপ্রযুক্ত তাহা আমার সম্মুখহইতে দূরীকৃত হওনের যোগ্য হইয়াছে। ৩২ কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যিহূদার সন্তানগণ, অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও যাজকগণ ও ভাববাদিগণ ও যিহূদার লোকেরা ও যিরূশালেম্‌নিবাসিগণ আমাকে বিরক্ত করণার্থে সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে। ৩৩ তাহারা আমার প্রতি মুখ না ফিরাইয়া পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে; আমি অতন্দ্রিত হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেও তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে মনোযোগ করে নাই। ৩৪ কিন্তু যে গৃহের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অশুচি করিতে তাহার মধ্যে আপনাদের বিভীষিকা সকল স্থাপন করিয়াছে। ৩৫ এবং যে ঘৃণার্হ কর্ম্ম আমি আজ্ঞা করি নাই, এবং যাহা আমার হৃদয়াকাশে উঠেও নাই, তাহা করণার্থে অর্থাৎ যিহূদাকে পাপ করাইবার জন্যে মোলকের উদ্দেশে আপন২ পুত্র কন্যাদিগকে হোম করণার্থে, তাহারা হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকাতে বালের উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছে।

৩৬ অতএব এখন [তোমরা শুন,] খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা এই নগর বাবিলের রাজার হস্তগত হইল, এই কথা তোমরা যে নগরের বিষয়ে বলিয়া থাক, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন। ৩৭ দেখ, আমি আপন ক্রোধ ও কোপ ও প্রচণ্ড রোষেতে তাহাদিগকে যে২ দেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই২ দেশহইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও পুনর্ব্বার এই স্থানে আনিয়া নির্ভয়ে বাস করাইব। ৩৮ তাহাতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৩৯ এবং তাহাদের ও তাহাদের ভাবি সন্তানদের কল্যাণের নিমিত্তে আমি তাহাদিগকে নিরন্তর আমাকে ভয় করণার্থে একচিত্ত ও একমার্গগামী করিব। ৪০ আমি তাহাদের মঙ্গলের চেষ্টাতে তাহাদের অনুশীলনহইতে কখনো নিবৃত্ত হইব না, এই ভাবের নিত্যস্থায়ি নিয়ম তাহাদের সহিত স্থির করিব, এবং তাহারা যেন আমাকে ত্যাগ না করে, এই জন্যে আমাবিষয়ক ভীতি তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব। ৪১ এবং আমি তাহাদের মঙ্গলের চেষ্টাতে তাহাদিগেতে আমোদ করিব, এবং সত্যভাবে সর্ব্বান্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাহাদিগকে এই দেশে রোপণ করিব। ৪২ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যেমন এই লোকদের প্রতি

এই সমস্ত মহাবিপদ ঘটাইলাম, তেমনি তাহাদের যে মঙ্গল করিতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেই সমস্ত মঙ্গলও ঘটাইব। [৪৩] এবং এই যে দেশের বিষয়ে তোমরা কহিতেছ, ইহা মনুষ্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থান হইয়া কল্দীয়দের হস্তগত হইল, তাহার মধ্যে আর বার ক্ষেত্রের ক্রয় বিক্রয় চলিবে। [৪৪] বিন্যামীন্ প্রদেশে ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ও যিহূদার সমস্ত নগরে ও পর্ব্বতময় অঞ্চলের নগরে ও নিম্নভূমির নগরে ও দাক্ষিণাত্য নগরে লোকেরা রূপা দিয়া ক্ষেত্র ক্রয় করিবে, ও ক্রয়পত্রে লিখিয়া দিবে, ও মুদ্রাঙ্ক করিবে, ও তাহার সাক্ষী রাখিবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন,আমি তাহাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব।

৩৩ অধ্যায়।

[১] যে সময়ে যিরমিয়াহ পূর্ব্ববৎ কারাগারের প্রাঙ্গণে রুদ্ধ ছিল, তৎকালে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বিতীয় বার তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, [২] যথা, এই কার্য্যের কর্ত্তা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহা সাধনার্থে সদাপ্রভু ইহার নিরূপণকারী, সদাপ্রভু তাঁহার নাম। [৩] তুমি আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং তোমার অজ্ঞাত মহৎ ও অগম্য বিষয় তোমাকে জানাইব। [৪] বস্তুতঃ এই নগরের যে সকল বাটী ও যিহূদীয় রাজগণের যে সকল বাটী জাঙ্গাল ও খড়্গ সহকারে উৎপাটিত হইবে, তাহাদের বিষয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, [৫] লোকেরা কল্দীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে, বরং মনুষ্যদের শবেতে ঐ সকল বাটী পরিপূর্ণ করিতে আইল,কেননা তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ড কোপে তাহাদিগকে আঘাত করিতেছি, এবং এই নগরহইতে আপন মুখ লুকাইতেছি। [৬] দেখ, আমি এই নগরের ক্ষত বাধিয়া তাহার চিকিৎসা করিব, ও তাহাদিগকে সুস্থ করিব, ও তাহাদের জন্যে শান্তির ও সত্যের নিধি প্রকাশ করিব। [৭] এবং যিহূদার বন্দিত্ব ও ইস্রায়েলের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, ও পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনর্ব্বার তাহাদিগকে গাঁথিব। [৮] এবং তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে, তাহাহইতে আমি তাহাদিগকে শুচি করিব; ও তাহারা যে সকল অপরাধদ্বারা আমার বিরুদ্ধে পাপ ও অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে, সে সকল আমি ক্ষমা করিব। [৯] এবং আমি তাহাদের প্রতি যে সমস্ত মঙ্গল ব্যবহার করিব, তাহা শ্রবণকারি পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে এই নগর আমার পক্ষে আমোদজনক কীর্ত্তি ও প্রশংসা ও ভূষাস্বরূপ হইবে, এবং আমি তাহার যে সমস্ত মঙ্গল ও শান্তি সাধন করিব, তৎপ্রযুক্ত তাহারা থরথর করিয়া কাঁপিবে।

[১০] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের জ্ঞানে ধ্বংসিত, নরশূন্য ও পশুশূন্য এই স্থানে, হাঁ, এই যিহূদার যে নগরসমূহ ও এই যিরূশালেমের যে সড়ক সকল উৎসন্ন, নরশূন্য ও নিবাসিবর্জ্জিত ও পশুবিহীন হইয়াছে, [১১] এই স্থানে পুনর্ব্বার আমোদের রব ও আনন্দের ধ্বনি ও বর কন্যার রব [শুনা যাইবে], এবং বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর প্রশংসা কর, কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, হাঁ, তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী, এই কথা প্রচারকারি [এবং] সদাপ্রভুর গৃহে স্তবগানরূপ উপহার আনয়নকারি লোকদের রব শুনা যাইবে; কেননা আমি এই দেশের বন্দিত্ব পূর্ব্বকালের দশাতে পরিণত করিব, ইহা সদাপ্রভুর বচন। [১২] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই নরশূন্য ও পশুশূন্য ধ্বংসস্থানে ও ইহার সমস্ত নগরে আর বার পালবিশ্রামকারক রাখালদের বাথান হইবে। [১৩] সদাপ্রভু কহেন, পর্ব্বতীয় অঞ্চলের সকল নগরে ও নিম্নভূমির সকল নগরে ও দাক্ষিণাত্য সকল নগরে ও বিন্যামীন্ দেশে ও যিরূশালেমের চতুর্দ্দিক্স্থ অঞ্চলে, হাঁ, যিহূদার সকল নগরে মেষগণনাকারি লোকের বগলের নীচে দিয়া মেষপালগণ পুনরায় চলিবে।

[১৪] সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি ইস্রায়েল্ কুলের ও যিহূদা কুলের প্রতি যে মঙ্গলের কথা কহিয়াছি, তাহা সফল করণের দিন আসিতেছে। [১৫] সেই দিনে ও সেই সময়ে আমি দায়ূদের বংশে ধার্ম্মিকতাস্বরূপ এক পল্লবকে উৎপন্ন করিব, ও তিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতা প্রচলিত করিবেন। [১৬] সেই সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও যিরূশালেম্ নির্ভয়ে বাস করিবে, এবং "সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম," এই নামে বিখ্যাত হইবে। [১৭] কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল্ কুলের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে দায়ূদের সম্পর্কীয় পুরুষের অভাব হইবে না। [১৮] এবং নিত্য আমার সাক্ষাতে হোমের উৎসর্গ ও নৈবেদ্যরূপ ধূপদাহ ও বলিদান করিতে লেবীয় যাজকদের সম্পর্কীয় লোকের অভাব হইবে না।

[১৯] পরে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [২০] সদাপ্রভু কহেন, তোমরা যদি দিবস বিষয়ক আমার নিয়ম কিম্বা রাত্রি বিষয়ক আমার নিয়ম এমত অন্যথা করিতে পার, যে স্বসময়ে দিবস কি রাত্রি না হয়, [২১] তবে আমার দাস দায়ূদের বিষয়ে আমার যে নিয়ম আছে, তাহাও অন্যথা করা যাইবে, ও তাহার সিংহাসনে বসিতে দায়ূদের বংশজাত রাজার অভাব হইবে; এবং আমার পরিচর্য্যাকারি লেবীয় যাজকদের সহিত [কৃত] আমার নিয়ম [অন্যথা হইবে]। [২২] গগনমণ্ডলের বাহিনী যেমন অগণ্য ও সমুদ্রের বালি যেমন অপরিমেয়, তেমনি আমি আপন দাস দায়ূদের বংশকে ও আমার পরিচর্য্যাকারি লেবীয়দিগকে বৃদ্ধি করিব। [২৩] পুনশ্চ যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [২৪] এই লোকেরা যাহা কহে, তাহা কি তুমি টের পাও নাই? তাহারা বলে, সদাপ্রভু আপনার মনোনীত

এই দুই গোষ্ঠী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। হাঁ, তাহারা আমার প্রজাবৃন্দকে এমত তুচ্ছজ্ঞান করে, যে তাহাদের সমক্ষে তাহা আর জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। ২৫ কিন্তু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যদিস্যাৎ দিবসের ও রাত্রির বিষয়ে কৃত আমার নিয়ম না থাকে, ও যদিস্যাৎ আমি গগণের ও ভূমণ্ডলের বিধি সকল নিরূপণ না করিয়া থাকি, ২৬ তাহা হইলে আমি যাকোবের বংশকে ও আপন দাস দায়ূদ্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের বংশের শাসনকর্ত্তা করণার্থে তাহার বংশহইতে লোক গ্রহণ করা অনুচিত জ্ঞান করিব; বস্তুতঃ আমি তাহাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব ও তাহাদের প্রতি করুণা করিব।

৩৪ অধ্যায়।

১ বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর ও তাহার সৈন্যসামন্ত ও তাহার হস্তের কর্ত্তৃত্বাধীন ভূখণ্ডের সমস্ত রাজ্য, এই সকল জাতি যৎকালে যিরূশালেম্‌ ও তাহার সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তৎকালে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুহইতে এই বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, ২ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে এই কথা বল, সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি বাবিলের রাজার হস্তে এই নগর সমর্পণ করিব, তাহাতে সে তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। ৩ তুমিও তাহার হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইবা না, কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহার হস্তগত হইবা; এবং তোমার চক্ষু বাবিলের রাজার চক্ষু দেখিবে, ও সে মুখামুখি হইয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, ও তুমি বাবিলে গমন করিবা। ৪ তথাপি, হে যিহূদার রাজন্‌ সিদিকিয়, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু তোমার বিষয়ে কহেন, তুমি খড়্গদ্বারা মরিবা না। ৫ তুমি নিরুদ্বেগে মরিবা, এবং তোমার পিতৃলোকদের মরণানন্তর, অর্থাৎ তোমার পূর্ব্বে যাহারা ছিল, সেই পূর্ব্বকালীন রাজাদের মরণানন্তর লোকেরা যেমন ধূপদাহ করিয়াছিল, তোমারও মরণানন্তর তেমনি ধূপদাহ করিবে, ও হায় প্রভো২ বলিয়া তোমার জন্যে বিলাপ করিবে; কেননা আমি এই কথা কহিলাম, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ৬ অনন্তর যিরমিয়াহ ভাববাদী যিরূশালেমে যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ঐ সকল কথা কহিল। ৭ তৎকালে বাবিলীয় রাজার সৈন্য যিরূশালেম্‌ ও যিহূদার অবশিষ্ট নগরমাত্র, অর্থাৎ লাখীশ্‌ ও অসেকা নগর অবরোধ করিতেছিল, বাস্তবিক যিহূদাদেশস্থ নগরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত সেই দুই নগর অবশিষ্ট ছিল।

৮ সিদিকিয় রাজা যিরূশালেমস্থ যাবতীয় লোকের সহিত মুক্তি ঘোষণার নিয়ম স্থির করিলে পর সদাপ্রভুহইতে যে বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ৯ ফলতঃ প্রত্যেক জন আপন২ ইব্রীয় দাসকে কি ইব্রীয়া দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিবে, কেহ এমত লোককে অর্থাৎ আপনার যিহূদীয় ভ্রাতাকে দাস্যকর্ম্ম করাইবে না, [ইহা স্থির হইয়াছিল]। ১০ এবং অধ্যক্ষগণ ও সমস্ত লোক সম্মত হইয়াছিল; তাহারা প্রত্যেকে আপন২ দাস দাসীকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিবে, আর দাস্যকর্ম্ম করাইবে না, এই নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিল, এবং সম্মত হইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করিয়াছিল। ১১ কিন্তু তৎপরে ফিরিল, এবং যাহাদিগকে মুক্ত করত বিদায় করিয়াছিল, সেই দাস দাসীদিগকে আর বার আনাইয়া বলেতে পরতন্ত্র অর্থাৎ দাস দাসী করিল। ১২ অতএব সেই সময়ে সদাপ্রভুহইতে এই বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল; ১৩ যথা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দাসগৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহিরানয়ন কালে আমিই তাহাদের সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলাম। ১৪ "তোমার কোন ইব্রীয় ভ্রাতা যদি তোমার কাছে বিক্রীত হয়, তবে সপ্ত বৎসরের শেষে তুমি তাহাকে মুক্ত করিবা; সে ছয় বৎসর তোমার দাস্য কর্ম্ম করিলে পর তুমি তাহাকে আপনাহইতে মুক্ত করিয়া যাইতে দিবা।" কিন্তু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার বাক্য মানিল না এবং কর্ণপাত করিল না। ১৫ ভাল, ঐ দিন তোমরা মন ফিরাইয়া আমার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য, তাহা করিয়াছিলা, অর্থাৎ প্রত্যেক জন আপন২ প্রতিবাসির মুক্তি ঘোষণা করিয়াছিলা, এবং আমার নাম যাহার উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই গৃহমধ্যে আমার সম্মুখে নিয়ম স্থির করিয়াছিলা। ১৬ কিন্তু সম্প্রতি ফিরিয়া আমার নাম অপবিত্র করিয়াছ, ফলতঃ যাহাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের বাঞ্ছামতে বিদায় করিয়াছিলা, আপনাদের সেই দাস দাসীদিগকে আবার আনাইয়া বলেতে আপনাদের পরতন্ত্র দাস দাসী করিয়াছ। ১৭ এই হেতুক সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন২ ভ্রাতার ও প্রতিবাসির মুক্তি ঘোষণা করিতে আমার বাক্য মান নাই; অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গ ও মহামারী ও দুর্ভিক্ষের মুক্তি ঘোষণা করিব, এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজ্যে বিক্ষেপাস্পদ হইতে তোমাদিগকে সমর্পণ করিব। ১৮ এবং যে লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, অর্থাৎ আমার সাক্ষাতে নিয়ম করিলে পর তাহার কথা পালন করে নাই, তাহারা যে গোবৎসকে দুই খণ্ড করিয়া তন্মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে সেই গোবৎসস্বরূপ করিব। ১৯ ফলতঃ যিহূদার অধ্যক্ষগণ ও যিরূশালেমের অধ্যক্ষগণ ও নপুংসকগণ ও যাজকগণ ও জনপদস্থ প্রজাগণ, এই যে সকল লোক গোবৎসটীর দুই খণ্ডের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল, ২০ তাহাদিগকে আমি তাহাদের

শত্রুগণের হস্তে ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব; তাহাতে তাহাদের শব খেচর পক্ষিগণের ও ভূচর পশুদের খাদ্য হইবে। [২১] এবং যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে ও তাহার অমাত্যগণকে আমি তাহাদের শত্রুগণের ও প্রাণনাশে সচেষ্ট লোকদের হস্তে, হাঁ, বাবিলীয় রাজার যে সৈন্যগণ তোমাদের নিকটহইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব। [২২] সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই নগরে আনাইব; তাহাতে তাহারা এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; তদ্ভিন্ন আমি যিহূদার সকল নগরকে নিবাসিবিহীন ধ্বংসস্থান করিব।

৩৫ অধ্যায়।

[১] যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদাদেশীয় রাজার অধিকারসময়ে সদাপ্রভুহইতে এই বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল, [২] যথা, তুমি রেখবীয় কুলজাত লোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ কর, এবং সদাপ্রভুর গৃহের কোন কুঠরীতে তাহাদিগকে আনিয়া দ্রাক্ষারস পান করাও। [৩] তখন আমি হবৎসিনিয়ের পৌত্র যিরমিয়ের পুত্র যাসিনিয় ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণ প্রভৃতি রেখবীয়দের সমস্ত কুলকে সঙ্গে লইয়া, [৪] সদাপ্রভুর গৃহে গিয়া ঈশ্বরের লোক যিগ্দলিয়ের পুত্র হাননের পুত্রদের কুঠরীতে প্রবেশ করিলাম; শল্লুমের পুত্র মাসেয় নামক দ্বারপালের কুঠরীর উপরে অধ্যক্ষগণের যে কুঠরী আছে, [উক্ত কুঠরী] তাহার পার্শ্বে স্থিত। [৫] পরে আমি দ্রাক্ষারসেতে পূর্ণ কতিপয় ভাণ্ড ও কতকগুলি বাটি রেখবীয় কুলজাত লোকদের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা দ্রাক্ষারস পান কর। [৬] কিন্তু তাহারা কহিল, আমরা দ্রাক্ষারস পান করিব না, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ কেহ কখনো দ্রাক্ষারস পান করিও না। [৭] এবং বাটী নির্ম্মাণ ও বীজ বপন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র চাস করিও না, এবং এই সকলের অধিকারী হইও না, কিন্তু যাবজ্জীবন তাম্বুতে বাস করিও; তাহাতে তোমরা যে স্থানে প্রবাস করিতেছ, সেই ভূতলে চিরজীবী হইবা। [৮] অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ আমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে আমরা তাঁহার বাক্যে অবধান করিয়া আসিতেছি; ফলতঃ দ্রাক্ষারস পান করা যাবজ্জীবন আমাদের ও আমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের অকর্ত্তব্য, [৯] এবং বাস করণার্থে বাটী নির্ম্মাণ করা কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও শস্যক্ষেত্র ও বীজ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া আমাদের অনুচিত; [১০] কিন্তু আমরা তাম্বুবাসী, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যিহোনাদব্ আমাদিগকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা মানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। [১১] তথাপি বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর্ যখন এই দেশের বিরুদ্ধে আইল, তখন আমরা কহিলাম, আইস, আমরা কল্দীয় সৈন্যের সম্মুখহইতে ও অরামীয় সৈন্যের সম্মুখহইতে যিরুশালেমে প্রবেশ করি; এই জন্যে আমরা যিরুশালেমে বাস করিতে আসিয়াছি।

[১২] পরে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [১৩] ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি গিয়া যিহূদার লোকদিগকে ও যিরুশালেম্ নিবাসিদিগকে বল, সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার বাক্যে মনোযোগী হওনার্থে কি উপদেশ গ্রহণ করিবা না? [১৪] রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ আপন সন্তানদিগকে দ্রাক্ষারস পান করিতে বারণ করিলে তাহার সেই বাক্য অটল হইল; অদ্যাবধি তাহারা তাহার কিছু পান করে না, কারণ তাহারা আপন পূর্ব্বপুরুষের আজ্ঞা মানে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি, হাঁ, অতন্দ্রিত হইয়া কহিয়াছি, তথাপি তোমরা আমার বাক্য মান না। [১৫] ফলতঃ আমি আপনার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছি, হাঁ, অতন্দ্রিত হইয়া প্রেরণ করত তোমাদিগকে কহিয়াছি, তোমরা এক বার আপন আপন কুপথহইতে ফিরিয়া আপন আপন আচার ব্যবহার শুদ্ধ কর, এবং ইতর দেবগণের পূজা করণার্থে তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইও না; তাহাতে আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, তাহার মধ্যে তোমরা বাস করিবা; কিন্তু তোমরা কর্ণপাত কর নাই, এবং আমার বাক্যে মনোযোগও কর নাই। [১৬] দেখ, রেখবের পুত্র যিহোনাদব যাহা আজ্ঞা করিয়াছে, তাহার সন্তানেরা তাহাই অটলরূপে মানিতেছে; কিন্তু এই জাতি আমার বাক্যে মনোযোগ করে নাই। [১৭] এই নিমিত্তে ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যিহূদার বিপরীতে ও যিরুশালেম্নিবাসি সকলের বিপরীতে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছি, সে সমস্ত তাহাদের প্রতি ঘটাইব; কারণ আমি তাহাদের প্রতি কথা কহিলে তাহারা শুনিত না, এবং তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা উত্তর দিত না।

[১৮] পরে যিরমিয়াহ ঐ রেখবীয় কুলকে কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ যিহোনাদবের আজ্ঞাতে মনোযোগ করিয়া তাহার সমস্ত আদেশ পালন করিতেছ, ও তোমাদিগকে দত্ত তাহার সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতেছ; [১৯] এই জন্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, রেখবের পুত্র যিহোনাদবের জন্যে আমার সম্মুখে নিত্য দণ্ডায়মান লোকের অভাব হইবে না।

৩৬ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের পুত্ত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে এই বাক্য সদাপ্রভুহইতে যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ তুমি এক যড়ান পত্র লও, এবং আমি যে দিনে [প্রথমে] তোমার প্রতি কথা কহিয়াছিলাম, তদবধি অর্থাৎ যোশিয়ের অধিকারাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের ও যিহূদার ও পরজাতি সকলের বিরুদ্ধে তোমাকে যাহা যাহা কহিয়াছি, সেই সমস্ত বাক্য ঐ পত্রে লিখ। ৩ কি জানি, আমি যিহূদা কুলের প্রতি যে সকল অমঙ্গল ঘটাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহারা তাহার কথা শুনিয়া প্রত্যেকে আপন ২ কুপথহইতে ফিরিতে পারে, তাহাতে আমি তাহাদের অপরাধ ও পাপ মার্জ্জনা করিব।

৪ পরে যিরমিয়াহ নেরিয়ের পুত্ত্র বারূককে আহ্বান করিলে বারূক যিরমিয়াহের প্রতি কথিত সদাপ্রভুর বাক্য সকল তাহার মুখে শুনিয়া এক যড়ান পত্রে লিখিল। ৫ পরে যিরমিয়াহ বারূক্কে আজ্ঞা দিয়া কহিল, আমি রুদ্ধ আছি, সদাপ্রভুর গৃহে যাইতে পারি না। ৬ অতএব তুমি গমন কর, এবং আমার মুখে শুনিয়া যাহা২ এই পত্রে লিখিয়াছ, সদাপ্রভুর সেই সকল বাক্য উপবাসদিনে সদাপ্রভুর গৃহে [উপস্থিত] লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ কর, এবং আপন২ নগরহইতে আগত যিহূদিদের সাক্ষাতেও পাঠ কর। ৭ কি জানি, সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাদের বিনতি উপস্থিত [হইয়া গ্রাহ্য] হইবে, এবং তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ কুপথহইতে ফিরিবে, কেননা সদাপ্রভু এই জাতির বিরুদ্ধে অতি বড় ক্রোধের ও রোষের কথা কহিয়াছেন। ৮ পরে নেরিয়ের পুত্ত্র বারূক্ যিরমিয়াহ ভাববাদির সমস্ত আজ্ঞানুসারে করিল, অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহে [গিয়া] ঐ পত্রে লিখিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য পাঠ করিল।

৯ ফলতঃ যোশিয়ের পুত্ত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের পঞ্চম বৎসরের নবম মাসে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপবাসের ঘোষণা করিয়া সমস্ত লোক যিরূশালেমে [উপস্থিত ছিল], বিশেষতঃ যিহূদার নগরসমূহহইতে আগত প্রজা সকল যিরূশালেমে ছিল; ১০ তখন বারূক্ সদাপ্রভুর গৃহে গিয়া উপরিস্থ প্রাঙ্গনে সদাপ্রভুর গৃহের নূতন দ্বারের প্রবেশস্থানে শাফনের পুত্ত্র গমরিয় লেখকের কুঠরীতে ঐ পত্র লইয়া সমস্ত লোকের কর্ণগোচরে যিরমিয়াহের কথা সকল পাঠ করিতে লাগিল।

১১ তখন শাফনের পৌত্ত্র গমরিয়ের পুত্ত্র মীখায় সেই পত্রে লিখিত সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্যের পাঠ শুনিয়া রাজবাটীতে নামিয়া লেখকের কুঠরীতে গমন করিল। ১২ সেই স্থানে অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ ইলীশামা লেখক ও শময়িয়ের পুত্ত্র দলায় ও অক্বোরের পুত্ত্র ইল্নাথন্ ও শাফনের পুত্ত্র গমরিয় ও হনানিয়ের পুত্ত্র সিদিকিয় প্রভৃতি সমস্ত অধ্যক্ষ উপবিষ্ট ছিল। ১৩ তাহাতে লোকদের কর্ণগোচরে বারূকদ্বারা ঐ পত্র পাঠ হওন কালে মীখায় যে২ কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল। ১৪ তাহাতে অধ্যক্ষগণ কূশির প্রপৌত্ত্র শেলিমিয়ের পৌত্ত্র নথনিয়ের পুত্ত্র যিহূদিদ্বারা বারূক্কে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তুমি লোকদের কর্ণগোচরে যে পত্র পাঠ করিয়াছ, তাহা হস্তে করিয়া আইস; অতএব নেরিয়ের পুত্ত্র বারূক্ পত্রখানি হস্তে লইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। ১৫ তাহাতে তাহারা কহিল, অনুগ্রহপূর্ব্বক বসিয়া আমাদের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ কর; তাহাতে বারূক্ তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিতে লাগিল। ১৬ তখন ঐ সকল কথা শুনিতে২ তাহারা সকলে থর২ করিয়া পরস্পর তাকাতাকি করত বারূক্কে কহিল, আমরা এই সকল কথার বিষয় অবশ্য রাজাকে জানাইব। ১৭ পরে তাহারা বারূক্কে জিজ্ঞাসিল, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া তাহার মুখহইতে এই সকল কথা লিখিয়াছিলা? ১৮ বারূক্ উত্তর করিল, সে মুখে আমার নিকটে এই সকল কথা উচ্চারণ করিতেছিল, এবং আমি কালীতে করিয়া এই পত্রে তাহা লিখিতেছিলাম। ১৯ তখন অধ্যক্ষগন বারূক্কে কহিল, তুমি ও যিরমিয়াহ যাইয়া লুকাইয়া থাক; কেহ তোমাদের উদ্দেশ জ্ঞাত না হউক।

২০ পরে তাহারা ইলীশামা লেখকের কুঠরীতে পত্রখানি রাখিয়া প্রাঙ্গনে রাজার নিকটে গিয়া তাহার কর্ণগোচরে ঐ সকল কথা কহিল। ২১ তাহাতে রাজা পত্রখানি আনিতে যিহূদিকে পাঠাইলে যিহূদি ইলীশামা লেখকের কুঠরীহইতে তাহা আনিয়া রাজার কর্ণগোচরে ও তাহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান অধ্যক্ষগণের কর্ণগোচরে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। ২২ ঐ সময়ে নবম মাস প্রযুক্ত রাজা শীতকাল যাপনের গৃহে বসিয়াছিল, এবং তাহার সম্মুখে জ্বলন্ত আগুণের আঙ্গটা ছিল। ২৩ অনন্তর যিহূদি তিন চারি স্তম্ভ পাঠ করিলে পর রাজা লেখকের ছুরিকাদ্বারা পত্রখানি চিরিয়া ঐ আঙ্গটার আগুণে ফেলিয়া দিতে লাগিল; এই রূপে শেষে পত্রখানির সমুদয় আঙ্গটার আগুণে ভস্মসাৎ হইল। ২৪ হাঁ, রাজা ও তাহার দাসগণ ঐ সকল বাক্য শুনিয়াও কেহ ভীত হইল না, ও আপন২ বস্ত্র চিরিল না। ২৫ যদ্যপি ইল্নাথন্ ও দলায় ও গমরিয় পত্রখানি না পোড়াইতে রাজাকে বিনয় করিল, তথাপি সে মানিল না। ২৬ এবং রাজা যিরহমেল নামক রাজপুত্ত্রকে ও অস্রীয়েলের পুত্ত্র সরায়কে ও অব্দিয়েলের পুত্ত্র শেলিমিয়কে [ডাকাইয়া] বারূক লেখককে ও যিরমিয়াহ ভাববাদিকে ধরিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু সদাপ্রভু তাহাদিগকে লুক্কায়িত করিলেন।

২৭ যিরমিয়াহের প্রমুখাৎ বারূকের লিখিত বাক্য সম্বলিত পত্রখানি রাজাদ্বারা দগ্ধ হইলে পর সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল,

যথা, ২৮ তুমি পুনর্ব্বার আর এক পত্র গ্রহণ কর; এবং ঐ প্রথম বাক্য সকল অর্থাৎ যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্‌কর্ত্তৃক দগ্ধ সেই প্রথম পত্রে যাহা২ লিখিত ছিল, সে সকল তন্মধ্যে লিখ। ২৯ এবং যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের বিষয়ে বল সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের রাজা আসিয়া এই দেশ অবশ্য নষ্ট করিবে, এবং পশু ও নরশূন্য করিবে, এমত কথা এই পত্রে কেন লিখিয়াছ? ইহা বলিয়া তুমি সেই পত্র দগ্ধ করিয়াছ। ৩০ অতএব যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের বিষয়ে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দায়ূদের সিংহাসনে উপবেশন করিতে তাহার কেহ থাকিবে না, এবং তাহার শব দিবাতে রৌদ্রে ও রজনীতে হিমে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত থাকিবে। ৩১ এবং আমি তাহাকে ও তাহার বংশকে ও তাহার দাসগণকে তাহাদের অপরাধের প্রতিফল দিব, এবং তাহাদের প্রতিকূলে এবং যিরূশালেম্‌ নিবাসি ও যিহূদি লোকদের প্রতিকূলে অমঙ্গলের যে কথা কহিয়াছি, তাহা তাহারা মানে নাই; কিন্তু আমি তাহাদের প্রতি সেই সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইব।

৩২ পরে যিরমিয়াহ আর একখান পত্র লইয়া নেরিয়ের পুত্র বারূক্‌ লেখককে দিল, তাহাতে যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্‌ যে পত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল, তাহার সমস্ত কথা সে পুনর্ব্বার যিরমিয়াহের মুখে শুনিয়া লিখিল; তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার আর২ অনেক কথাও তাহাতে লিখিত হইল।

৩৭ অধ্যায়।

১ অপর যিহোয়াকীমের পুত্র যিহোয়াখীনের পদে যোশিয়ের পুত্র সিদিকিয় রাজা হইয়া রাজত্ব করিল, কেননা বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর তাহাকেই যিহূদা দেশের রাজা করিয়াছিল; ২ কিন্তু সে ও তাহার দাসগণ ও দেশীয় লোকেরা যিরমিয়াহ ভাববাদিদ্বারা কথিত সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ করিত না। ৩ পরে সিদিকিয় রাজা শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখলকে ও মাসেয়ের পুত্র সফনিয় যাজককে যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে প্রেরণ করিয়া কহিল, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ৪ সেই সময়ে যিরমিয়াহ লোকদের মধ্যে গতায়াত করিত, কারণ তৎকালে সে কারাগারে বদ্ধ হয় নাই। ৫ আর ফরৌণের সৈন্য মিসর্‌হইতে বহির্গত হইয়াছিল; এবং যিরূশালেম্‌ অবরোধকারি কল্‌দীয়েরা তাহাদের সমাচার শ্রবণ করাতে যিরূশালেম্‌হইতে উঠিয়া গিয়াছিল।

৬ তখন যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, ৭ যথা, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিহূদার যে রাজা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাকে এই কথা বল, দেখ, ফরৌণের যে সৈন্য তোমাদের সাহায্যার্থে যাত্রা করিয়াছে, তাহারা স্বদেশ মিসরে ফিরিয়া যাইবে। ৮ এবং কল্‌দীয়েরা পুনর্ব্বার আসিবে, ও এই নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করণ পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ৯ সদাপ্রভু আরো কহেন, কল্‌দীয়েরা আমাদের নিকটহইতে অবশ্য চলিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া আপনাদিগকে ভুলাইও না; কেননা তাহারা চলিয়া যাইবে না। ১০ হাঁ, যে কল্‌দীয়েরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা তাহাদের সমস্ত সৈন্য হতাহত করিলে যদ্যপি কতকগুলি খড়্গাবিদ্ধ লোকমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তথাপি তাহারাই আপন২ তাম্বুতে উঠিয়া এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

১১ কল্‌দীয়দের সৈন্য যে সময়ে ফরৌণের সৈন্যের ভয়ে যিরূশালেমহইতে উঠিয়া গিয়াছিল, ১২ সেই সময়ে যিরমিয়াহ বিন্যামীন প্রদেশে যাইবার ও তথায় লোকদের মধ্যে আপনার প্রাপ্তব্য অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাতে যিরূশালেমহইতে নির্গমন [করিতে উপক্রম] করিয়া বিন্যামীন নামক পুরদ্বারে উপস্থিত হইল, ১৩ কিন্তু সেই স্থানে রক্ষকদের যে অধ্যক্ষ ছিল, হনানিয়ের পৌত্র শেলিমিয়ের পুত্র যিরিয় নামে সেই ব্যক্তি যিরমিয়াহ ভাববাদিকে ধরিয়া কহিল, তুমি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাইতেছ। ১৪ তাহাতে যিরমিয়াহ কহিল, এ মিথ্যা কথা, আমি কল্‌দীয়দের পক্ষে যাইতেছি না। তথাপি যিরিয় তাহার কথা না শুনিয়া যিরমিয়াহকে ধরিয়া অধ্যক্ষদের নিকটে লইয়া গেল। ১৫ সেই অধ্যক্ষগণ যিরমিয়াহের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়া যোনাথন্‌ লেখকের বাটীতে স্থিত আমেধগৃহে রাখিল, কেননা তাহারা তাহাই কারাগার করিয়াছিল।

১৬ সেই কারাকূপে ও তাহার ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করণানন্তর যিরমিয়াহ সেই স্থানে অনেক দিন যাপন করিল; ১৭ পরে [এক দিন] সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল; ফলতঃ রাজা আপন বাটীতে তাহাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, সদাপ্রভুর কোন বাক্য কি আছে? তাহাতে যিরমিয়াহ কহিল, হাঁ, আছে। সে আরো কহিল, আপনি বাবিলের রাজার হস্তে সমর্পিত হইবেন। ১৮ যিরমিয়াহ সিদিকিয় রাজাকে ইহাও কহিল, আপনকার বিরুদ্ধে কিম্বা আপনকার দাসগণের বিরুদ্ধে কিম্বা এই লোকদের বিরুদ্ধে আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে তোমরা আমাকে কারাগারে রাখিয়াছ? ১৯ পরন্তু বাবিলের রাজা তোমাদের কিম্বা এই দেশের বিরুদ্ধে আসিবে না, এই ভাবোক্তি যাহারা তোমাদের নিকটে প্রচার করিত, তোমাদের সেই ভাববাদিগণ কোথায়? ২০ এখন, হে আমার প্রভো মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন; আমি যোনাথন্‌ লেখকের বাটীতে যেন না মরি, এই জন্যে আপনি সে স্থানে আমাকে আর পাঠাইবেন না; বিনয় করি, আমার এই বিনতি আপনকার সাক্ষাতে উপস্থিত

[হইয়া গ্রাহ্য] হউক। ২১ তাহাতে লোকেরা সিদিকিয় রাজার আজ্ঞাতে যিরমিয়াহকে কারাগারের প্রাঙ্গণে রাখিল, এবং যে পর্য্যন্ত নগরের সমস্ত রুটী শেষ না হইল, তাবৎ প্রতিদিন রুটীওয়ালাদের পল্লীহইতে এক২ খান রুটী লইয়া তাহাকে দেওয়া যাইত। এই প্রকারে যিরমিয়াহ কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর মত্তনের পুত্র শফটিয় ও পশ্হূরের পুত্র গদলিয় ও শেলিমিয়ের পুত্র যিহূখল্ ও মল্কিয়ের পুত্র পশ্হূর লোকসমূহের নিকটে যিরমিয়াহের এই রূপ বাক্য শুনিল, ২ যথা, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে কেহ এই নগরে থাকিবে, সে খড়্গে কি ক্ষুধাতে কি মহামারীতে বিনষ্ট হইবে; কিন্তু যে কেহ বাহির হইয়া কল্দীয়দের নিকটে যাইবে, সে রক্ষা পাইবে, ও লুটদ্রব্যের ন্যায় আপন প্রাণ লাভ করিয়া বাঁচিবে। ৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই নগর অবশ্য বাবিলীয় রাজার সৈন্যগণের হস্তে সমর্পিত হইবে, ও সে তাহা জয় করিবে।" ৪ তাহাতে ঐ অধ্যক্ষগণ রাজাকে কহিল, সেই মনুষ্যের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, কেননা [তাহা না করাতে] সে লোকদের প্রতি এই২ প্রকার কথা কহিয়া এই নগরে অবশিষ্ট যোদ্ধাদের হস্ত ও প্রজা সকলের হস্ত দুর্ব্বল করিতেছে; বস্তুতঃ সেই ব্যক্তি এই জাতির মঙ্গল চেষ্টা না করিয়া কেবল অমঙ্গল চেষ্টা করে। ৫ তখন সিদিকিয় রাজা কহিল, দেখ, সে তোমাদেরই হস্তের মধ্যে আছে; কারণ তোমাদের কাছে রাজার সাধ্য কিছুই নাই। ৬ তাহাতে তাহারা যিরমিয়াহকে ধরিয়া কারাগারের প্রাঙ্গণে [লইয়া গিয়া] মল্কিয় নামক রাজপুত্রের [খনিত] কূপমধ্যে ফেলিল, ফলতঃ রজ্জুতে করিয়া যিরমিয়াহকে নামাইয়া দিল; সেই কূপে জল ছিল না, কিন্তু পঙ্ক ছিল, এবং যিরমিয়াহ পঙ্কে মগ্নপ্রায় হইল।

৭ ইতিমধ্যে যিরমিয়াহ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, রাজবাটীতে উপস্থিত এবদ্-মেলক্ নামে এক জন কূশীয় নপুংসক এই কথা শুনিল; কিন্তু রাজা [তৎকালে] বিন্যামীনের দ্বারে উপবিষ্ট ছিল। ৮ অতএব এবদ্-মেলক্ রাজবাটীহইতে নির্গত হইয়া রাজাকে কহিল, ৯ হে আমার প্রভো মহারাজ, এই লোকেরা যিরমিয়াহ ভাববাদির প্রতি নিতান্ত মন্দ ব্যবহার করিয়াছে; ফলতঃ তাহাকে কূপে ফেলিয়াছে; সে তো স্বস্থানে ক্ষুধাতে মরিয়াছিল, কেননা নগরে আর রুটী নাই। ১০ তখন রাজা কূশীয় এবদ্ মেলক্কে আজ্ঞা করিল, তুমি এই স্থানহইতে ত্রিশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া গিয়া যিরমিয়াহ ভাববাদী না মরিতে২ তাহাকে কূপহইতে উত্তোলন কর। ১১ তাহাতে এবদ্-মেলক্ ঐ সকল লোককে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে গিয়া ভাণ্ডারের নীচস্থানহইতে কতকগুলিন জীর্ণ বস্ত্র ও জীর্ণ পটী লইয়া গিয়া রজ্জুদ্বারা কূপে যিরমিয়াহের কাছে নামাইয়া দিল। ১২ এবং কূশীয় এবদ্-মেলক্ যিরমিয়াহকে কহিল, এই জীর্ণ বস্ত্র ও পটীগুলা তোমার কক্ষে রজ্জুর নীচে দেও। ১৩ তাহাতে সে তাহা করিলে উহারা ঐ রজ্জু ধরিয়া টানিয়া কূপহইতে যিরমিয়াহকে তুলিল; তদবধি যিরমিয়াহ কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল।

১৪ পরে সিদিকিয় রাজা লোক পাঠাইয়া যিরমিয়াহ ভাববাদিকে আনাইয়া সদাপ্রভুর গৃহের তৃতীয় প্রবেশস্থানে আপনার নিকটে উপস্থিত করিল; সেই স্থানে রাজা যিরমিয়াহকে কহিল, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কাছে কিছু গোপন করিও না। ১৫ যিরমিয়াহ সিদিকিয়কে কহিল, আমি যদি আপনাকে তাহা জানাই, তবে আপনি অবশ্য আমাকে বধ করিবেন; এবং যদি আপনাকে পরামর্শ দি, তবে আপনি আমার কথা অগ্রাহ্য করিবেন, এমন কি নয়? ১৬ তাহাতে সিদিকিয় রাজা গোপনে যিরমিয়াহের কাছে শপথ করিয়া কহিল, আমাদের এই জীবাত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভু যদি জীবিত হন, তবে [সত্য বলি,] আমি তোমাকে বধ করিব না, ও তোমার প্রাণনাশার্থে সচেষ্ট এই লোকদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব না। ১৭ তাহাতে যিরমিয়াহ সিদিকিয়কে কহিল, বাহিনীগণের ঈশ্বর অথচ ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি বাহির হইয়া বাবিলীয় রাজার প্রধানবর্গের নিকটে যাও, তবে তোমার প্রাণ বাঁচিবে, এবং এই নগর অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না, এবং তুমিও সপরিবারে বাঁচিবা। ১৮ কিন্তু যদি বাবিলীয় রাজার প্রধানবর্গের নিকটে না যাও, তবে এই নগর কল্দীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবে, এবং তাহারা তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, এবং তুমিও তাহাদের হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইবা না। ১৯ সিদিকিয় রাজা যিরমিয়াহকে কহিল, যে যিহূদি লোকেরা কল্দীয়দের পক্ষে গিয়াছে, তাহাদের বিষয়ে আমি ভয় করি; কি জানি আমি তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইব, তাহা হইলে তাহারা আমার অপমান করিবে। ২০ যিরমিয়াহ কহিল, আপনি সমর্পিত হইবেন না; বিনয় করি, আপনি সদাপ্রভুর বাক্য মানিয়া আমি আপনাকে যাহা কহি, তাহা [গ্রাহ্য করুন]; তাহাতে আপনকার মঙ্গল হইবে ও প্রাণ বাঁচিবে। ২১ আর যদ্যপি আপনি তাহাদের নিকটে যাইতে অসম্মত হন, তবে [শুনুন,] সদাপ্রভু আমাকে যাহা দেখাইতেছেন, সেই দর্শনের বর্ণনা এই; ২২ দেখুন, যিহূদার রাজবাটীতে অবশিষ্ট যাবতীয় মহিলা বাবিলীয় রাজার প্রধানবর্গের কাছে নীতা হইতেছে; এবং দেখুন, তাহারা কহিতেছে, তোমার মিত্রগণ তোমাকে ভুলাইয়া পরাভব করিয়াছে, এবং তোমার চরণ পঙ্কমধ্যে ডুবিয়া গেল, [দেখিয়া] তোমাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। ২৩ আর লোকেরা যেন আপনকার যাবতীয় ভার্য্যা ও আপনকার সন্তানগণকে বাহিরে কল্দীয়-

দের কাছে লইয়া যাইতেছে; এবং আপনিও তাহাদের হস্তহইতে উত্তীর্ণ হইবেন না, কিন্তু ধরা পড়িয়া বাবিলের রাজার হস্তগত হইবেন, এবং এই নগরকে অগ্নিতে দগ্ধ করাইবেন।

২৪ পরে সিদিকিয় যিরমিয়াহকে কহিল, এই সকল কথা কেহ জ্ঞাত না হউক, তাহাতে তুমি মরিবা না। ২৫ কেননা আমি যে তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছি, অধ্যক্ষগণ তাহা শুনিতে পাইবে, এবং তোমার নিকটে আসিয়া কহিবে, বল দেখি, তুমি রাজাকে কি২ কহিয়াছ, তাহা আমাদিগকে জানাও, আমাদের হইতে কিছুই গোপন করিও না, তাহাতে আমরা তোমাকে বধ করিব না। এবং রাজা তোমাকে কি২ কহিয়াছেন, [তাহাও বল]। ২৬ তখন তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহিও, রাজা যেন আমার মৃত্যুর জন্যে আমাকে যোনাথনের বাটীতে পুনর্ব্বার প্রেরণ না করেন, রাজার চরণে আমি এই বিনতি করিয়াছিলাম। ২৭ পরে অধ্যক্ষগণ যিরমিয়াহের নিকটে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে সে রাজার আজ্ঞানুসারে ঐ সকল কথা তাহাদিগকে কহিল; অতএব তাহারা তাহার সহিত কথা কহা ত্যাগ করিল; বস্তুতঃ সেই বিষয় রটে নাই। ২৮ তদবধি যিরূশালেমের পরাজয়ের দিন পর্য্যন্ত যিরমিয়াহ ঐ কারাগারের প্রাঙ্গণে থাকিল, এবং যিরূশালেমের পরাজয়কালে [সেখানে ছিল]।

৩৯ অধ্যায়।

১ যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের নবম বৎসরের দশম মাসে বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর ও তাহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া তাহা অবরোধ করিতে লাগিল। ২ পরে সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসরের চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরটা ভগ্ন হইল। ৩ অতএব তখন বাবিলের রাজার সমস্ত প্রধানবর্গ অর্থাৎ নের্গল্-শরেৎসর্ ও সম্‌গর-নবো ও প্রধান নপুংসক শর্সখীম্ ও প্রধান গণক নের্গল্-শরেৎসর প্রভৃতি বাবিলীয় রাজার সমস্ত প্রধানবর্গ প্রবেশ করিয়া মধ্যম দ্বারে বসিল।

৪ অপর যিহূদার রাজা সিদিকিয় ও সমস্ত যোদ্ধা লোক এমত দেখিয়া রাত্রিতে রাজার উদ্যানের পথে দুই প্রাচীরের মধ্যস্থিত দ্বার দিয়া নগরের বাহিরে পলায়ন করিয়া জঙ্গলভূমির পথে প্রস্থান করিল। ৫ কিন্তু কল্‌দীয়দের সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যিরীহোর জঙ্গলভূমিতে সিদিকিয় রাজার লাগাইল পাইয়া তাহাকে ধরিয়া হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরের নিকটে আনিল; তাহাতে সে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিল। ৬ পরে বাবিলের রাজা রিব্লাতে সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে হনন করিল, ও যিহূদার সমস্ত অধ্যক্ষকেও হনন করিল। ৭ এবং সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে বাবিলে লইয়া যাইবার নিমিত্তে পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। ৮ পরে কল্‌দীয় লোকেরা রাজবাটী ও সামান্য লোকদের ঘর [সকল] অগ্নিতে দগ্ধ করিল ও যিরূশালেমের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিল। ৯ এবং নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি নগরে অবশিষ্ট লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়া তাহার সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্ব্বাসার্থে বাবিলে লইয়া গেল। ১০ তথাপি নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি কতকগুলিন দীনহীন দরিদ্র লোককে যিহূদা দেশে অবশিষ্ট রাখিল, এবং সেই দিনে তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ভূমি প্রদান করিল।

১১ পরন্তু বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর্ যিরমিয়াহের বিষয়ে নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল, ১২ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, তাহার কিছুই হানি করিও না; বরঞ্চ সে তোমাকে যেমন কহিবে, তাহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিও। ১৩ অতএব নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি ও প্রধান নপুংসক নবূশস্‌বন্ ও প্রধান গণক নের্গল-শরেৎসর্ প্রভৃতি বাবিলের রাজার সমস্ত প্রধানবর্গ ১৪ লোক প্রেরণ করিয়া কারাগারের প্রাঙ্গণহইতে [আনীত] যিরমিয়াহকে গ্রহণ করিল, এবং তাহাকে বাটীতে লইয়া যাইবার কারণ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে সমর্পণ করিল; তদবধি সে লোকদের মধ্যে বাস করিল।

১৫ যে সময়ে যিরমিয়াহ কারাগারের প্রাঙ্গণে বদ্ধ ছিল, তৎকালে তাহার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, ১৬ যথা, তুমি যাইয়া কূশীয় এবদ্-মেলক্‌কে বল, ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে আমি এই নগরের উপরে আপন বাক্য সফল করিব, সে দিনে তোমার সাক্ষাতে তাহা সফল হইবে। ১৭ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, সে দিনে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব, এবং তুমি যে লোকদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন আছ, তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইবা না। ১৮ হাঁ, আমি তোমাকে অবশ্য উদ্ধার করিব; তুমি খড়্গে পতিত হইবা না। সদাপ্রভু কহেন, তুমি আমাতে বিশ্বাস করিয়াছ, এই জন্যে লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণ লাভ হইবে।

৪০ অধ্যায়।

১ রামাহইতে নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতিকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হওনের উত্তরকালে যিরমিয়াহের নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[নবূষরদন] যখন তাহাকে গ্রহণ করিল, তখন সে শৃঙ্খলদ্বয়ে বদ্ধ, অথচ যিরূশালেমের ও যিহূদার যে সমস্ত লোক নির্ব্বাসার্থে বাবিলে নীত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ২ কিন্তু ঐ রক্ষকসেনাপতি যিরমিয়াহকে গ্রহণ করিয়া কহিল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই স্থানের বিষয়ে এই

অমঙ্গলের কথা কহিয়াছিলেন, ৩ এবং সেই সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে তাহা ঘটাইয়া সিদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তোমরা সদাপ্রভুর কথা না মানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছিলা, এই জন্যে তোমাদের প্রতি ইহা ঘটিল। ৪ এখন দেখ, অদ্য আমি তোমার হস্তের শৃঙ্খলহইতে তোমাকে মুক্ত করিলাম; তুমি যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখিব; আর যদি আমার সহিত বাবিলে যাইতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে ক্ষান্ত হও; দেখ, সমস্ত দেশ তোমার সম্মুখে আছে; যে স্থানে যাওয়া তোমার উত্তম ও বিহিত বোধ হয়, সেই স্থানে যাও। ৫ এবং [যিরমিয়াহ] তখনও ফিরিতেছে না, [দেখিয়া আরও কহিল], "বরঞ্চ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে ফিরিয়া যাও, কেননা বাবিলের রাজা তাহাকেই যিহূদার নগরসমূহের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; অতএব তুমি লোকদের মধ্যে তাহার সহিত বাস কর; কিম্বা যে কোন স্থানে যাওয়া তোমার বিহিত বোধ হয় সেই স্থানে যাও।" পরে ঐ রক্ষকসেনাপতি তাহাকে পাথেয় ও উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিল। ৬ তাহাতে যিরমিয়াহ মিস্পাতে অহীকামের পুত্র গদলিয়ের নিকটে গিয়া দেশে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

৭ পরে বাবিলের রাজা অহীকামের পুত্র গদলিয়কে দেশের কর্ত্তৃত্বভার দিয়াছে, এবং যাহারা প্রবাসার্থে বাবিলে নীত হয় নাই, সেই সকল পুরুষ ও স্ত্রী ও বালককে ও জনপদস্থ দরিদ্র লোকদিগকে তাহার কাছে সমর্পণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া মাঠে অবস্থিত সেনাপতিগণ ও তাহাদের সৈনিক লোকেরা মিস্পাতে গদলিয়ের কাছে উপস্থিত হইল, ৮ অর্থাৎ নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্‌ এবং যোহানন্‌ ও যোনাথন্‌ নামে কারেহের দুই পুত্র ও তন্‌হূমতের পুত্র সরায়, তদ্ভিন্ন নটোফাতীয় এফয়ের পুত্রগণ ও মাখাথীয় [হোশয়িয়ের] পুত্র যাসনিয়, ইহারা আপন ২ সৈনিক লোকের সহিত [উপস্থিত হইল]। ৯ তাহাতে শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয় তাহাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে শপথ করিয়া কহিল, তোমরা কল্‌দীয়দের দাস হইতে ভয় করিও না, দেশে বাস করিয়া বাবিলের রাজার দাস হও, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। ১০ আর দেখ, যে ২ কল্‌দীয় লোক আমাদের এখানে আসিবে, তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্তে আমি এই মিস্পাতে বাস করিব, কিন্তু তোমরা দ্রাক্ষারস ও ফল ও তৈল সঞ্চয় করিয়া আপন ২ পাত্রে রাখ, এবং যে ২ নগর তোমাদের হস্তগত আছে, তাহাতে বাস কর। ১১ অপর মোয়াবে ও অম্মোনের সন্তানদের মধ্যে ও ইদোমে ও অন্যান্য দেশে যে সকল যিহূদি লোক ছিল, তাহারাও সেই কথা শুনিয়া, অর্থাৎ বাবিলের রাজা যিহূদার এক অবশিষ্টাংশ [থাকিতে] দিয়াছে, এবং শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে তাহাদের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছে, ১২ ইহা শুনিয়া ঐ বিদ্রাবিত যিহূদি লোক সকল যে ২ স্থানে ছিল, সেই ২ স্থানহইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যিহূদা দেশে আসিয়া মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে [উপস্থিত হইল], এবং অতি প্রচুর দ্রাক্ষারস ও ফল সঞ্চয় করিতে লাগিল।

১৩ অপর কারেহের পুত্র যোহানন্‌ ও মাঠে অবস্থিত [অন্য] সমস্ত সেনাপতি মিস্পাতে গদলিয়ের নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, ১৪ অম্মোনের সন্তানদের রাজা বালীস তোমার প্রাণ নষ্ট করিতে নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্‌কে প্রেরণ করিয়াছে, তাহা কি তুমি জান? কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় তাহাদের কথাতে প্রত্যয় করিল না। ১৫ পরে কারেহের পুত্র যোহানন্‌ মিস্পাতে গদলিয়কে গোপনে কহিল, যদি তোমার অনুমতি হয়, তবে আমি যাইয়া নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্‌কে বধ করি, কেহ তাহা জানিতে পারিবে না; সে কেন তোমার প্রাণ নষ্ট করিবে? করিলে তোমার নিকটে সংগৃহীত যাবতীয় যিহূদি লোক ছিন্নভিন্ন, এবং যিহূদার অবশিষ্টাংশটী নষ্ট হইবে। ১৬ কিন্তু অহীকামের পুত্র গদলিয় কারেহের পুত্র যোহানন্‌কে কহিল, এমত কর্ম্ম করিও না; কেননা ইশ্‌মায়েলের বিষয়ে তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা মিথ্যা।

৪১ অধ্যায়।

১ অপর সপ্তম মাসে রাজার অমাত্যদের মধ্যে গণিত রাজবংশীয় ইলীশামার পৌত্র নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল, দশ জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া মিস্পাতে অহীকামের পুত্র গদলিয়ের নিকটে আইল, তাহাতে তাহারা মিস্পাতে একত্র ভোজন করিল। ২ পরে নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্‌ ও তাহার ঐ দশ জন সঙ্গী উঠিয়া বাবিলীয় রাজার নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষকে অর্থাৎ শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়কে খড়্গাঘাতে বধ করিল। ৩ এবং মিস্পাতে গদলিয়ের সঙ্গে যে সকল যিহূদি লোক ছিল তাহাদিগকে, এবং সে স্থানে উপস্থিত কল্‌দীয়দিগকে অর্থাৎ যোদ্ধা সকলকে ইশ্‌মায়েল্‌ বধ করিল। ৪ তাহার পরদিনে গদলিয়ের বধ লোকদের জ্ঞানগোচর না হইতে ৫ শিখিম্‌ ও শীলো ও শমরিয়াহইতে আশী জন পুরুষ আগমন করিতেছিল; তাহারা শ্মশ্রু মুণ্ডন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও আপন ২ অঙ্গ কাটকুট করণ পূর্ব্বক সদাপ্রভুর গৃহে উৎসর্গ করণার্থে নৈবেদ্য ও ধূপ হস্তে লইয়া [যাইতেছিল]। ৬ তাহাতে নথনিয়ের পুত্র ইশ্‌মায়েল্‌ তাহাদের প্রত্যুদ্গমনার্থে মিস্পাহইতে নির্গত হইয়া রোদন করিতে ২ অগ্রসর হইল, এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগকে কহিল, আইস, অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে

[আইল]। ৭ পরে তাহারা নগরের মধ্যস্থানে আইলে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ ও তাহার সঙ্গি ঐ পুরুষেরা তাহাদিগকে বধ করিয়া তথাকার কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল। ৮ কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান দশ জন ইশ্মায়েল্কে কহিল, আমাদিগকে বধ করিও না, কেননা ক্ষেত্রে আমাদের গোম ও যব ও তৈল ও মধুর গুপ্ত নিধি আছে; তাহাতে ইশ্মায়েল ক্ষান্ত হইয়া তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাদিগকে বধ করিল না। ৯ গদলিয়ের নামের ছলে ঐ লোকদিগকে বধ করিলে পর ইশ্মায়েল্ যে কূপে তাহাদের শব সকল ফেলিয়া দিল, তাহা ইস্রায়েলের বাশা রাজার ভয়ে আসা রাজার খনিত কূপ ছিল; নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ তাহাই শবেতে পরিপূর্ণ করিল। ১০ পরে ইশ্মায়েল মিস্পাতে অবশিষ্ট সমস্ত লোককে বন্দিরূপে লইয়া গেল, অর্থাৎ নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি কর্তৃক অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে সমর্পিত রাজকুমারীগণ প্রভৃতি যে সমস্ত লোক মিস্পাতে অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ বন্দি করিয়া অম্মোনের সন্তানদের কাছে যাইতে প্রস্থান করিল।

১১ অনন্তর নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ এই সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, ইহা শুনিতে পাইয়া কারেহের পুত্র যোহানন্ ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণ ১২ সমস্ত সৈনিক লোককে লইয়া নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল, এবং গিবিয়োনে স্থিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে তাহার লাগাইল পাইল। ১৩ তখন ইশ্মায়েলের সমভিব্যাহারি বন্দিসমূহ কারেহের পুত্র যোহানন্কে ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। ১৪ আর ইশ্মায়েল্ [সেই] যে সকল লোককে বন্দি করিয়া মিস্পাহইতে লইয়া যাইতেছিল, তাহারা ঘুরিয়া কারেহের পুত্র যোহাননের নিকটে ফিরিয়া আইল। ১৫ কিন্তু নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ প্রভৃতি আট জন যোহাননের সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া অম্মোনের সন্তানদের দেশে গেল। ১৬ নথনিয়ের পুত্র যে ইশ্মায়েল্ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে বধ করিয়াছিল, তাহার নিকটহইতে কারেহের পুত্র যোহানন ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণ যে সকল অবশিষ্ট লোককে মিস্পাহইতে ফিরিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে অর্থাৎ যুদ্ধ করণে সমর্থ পুরুষদিগকে এবং গিবিয়োনহইতে আনীত স্ত্রী ও বালক ও নপুংসকদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৭ কল্দীয়দের ভয় প্রযুক্ত মিসরে যাইবার জন্যে বৈৎলেহমের পার্শ্বে কিম্হমের যে উত্তরণীয় গৃহ ছিল, তথায় প্রবাস করিল। ১৮ কেননা নথনিয়ের পুত্র ইশ্মায়েল্ বাবিলীয় রাজার নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষ অহীকামের পুত্র গদলিয়কে বধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা কল্দীয়দের হইতে ভীত হইল।

৪২ অধ্যায়।

১ অনন্তর কারেহের পুত্র যোহানন্ ও হোশয়িয়ের পুত্র যাসনিয় প্রভৃতি সেনাপতিগণ এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত লোক নিকটে আসিয়া ২ যিরমিয়াহ ভাববাদিকে কহিল, আমাদের এই বিনতি তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত [হইয়া গ্রাহ্য] হউক; তুমি আমাদের নিমিত্তে অর্থাৎ এই সমস্ত অবশিষ্টাংশের নিমিত্তে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর; কেননা তুমি আপনার চক্ষুতে আমাদিগকে দেখিতেছ, আমরা অনেকে ছিলাম, এই ক্ষণে অল্প অবশিষ্ট আছি। ৩ অতএব কোন্ পথ আমাদের গন্তব্য, ও কি কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। ৪ তাহাতে যিরমিয়াহ ভাববাদী তাহাদিগকে কহিল, আমি সম্মত আছি; দেখ, তোমাদের বাক্যানুসারে আমি তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিব, এবং সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে উত্তর দিবেন, তাহার সমস্ত কথা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব, তাহার কিছুই তোমাদের কাছে গোপন করিব না। ৫ তাহাতে তাহারা যিরমিয়াহকে কহিল, সদাপ্রভু আমাদের মধ্যে সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী হউন। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদ্বারা যে কোন কথা আমাদের কাছে কহিয়া পাঠাইবেন, তদনুসারে আমরা অবশ্য করিব। ৬ ভাল কি মন্দ যাহা হউক, আমরা যাঁহার কাছে তোমাকে প্রেরণ করি, আমাদের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভুর বাক্য আমরা মানিব; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

৭ অনন্তর দশ দিন গত হইলে সদাপ্রভুর বাক্য যিরমিয়াহের নিকটে উপস্থিত হইল। ৮ তাহাতে সে কারেহের পুত্র যোহানন্কে ও তাহার সঙ্গি সেনাপতিগণকে এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত লোককে আহ্বান করিয়া কহিল, ৯ তোমরা যাঁহার কাছে আপনাদের বিনতি উপস্থিত করণার্থে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ১০ তোমরা যদি স্থির থাকিয়া এই দেশে বাস কর, তবে আমি তোমাদিগকে গাঁথিব, উৎপাটন করিব না; এবং তোমাদিগকে রোপণ করিব, উন্মূলন করিব না; কেননা তোমাদের যে অমঙ্গল করিয়াছি, তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। ১১ তোমরা যে বাবিলীয় রাজাহইতে ভীত আছ, তাহাহইতে ভীত হইও না; সদাপ্রভু কহেন, তাহাহইতে ভীত হইও না, কেননা তোমাদের নিস্তার করিতে ও তাহার হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমি তোমাদের সঙ্গে ২ থাকিব। ১২ এবং তোমাদের প্রতি করুণা বর্ত্তাইব, তাহাতে সে তোমাদের প্রতি করুণা করিয়া তোমাদের দেশে তোমাদিগকে প্রত্যাগমন করাইবে।

১৩ কিন্তু যদি তোমরা বল, আমরা এ দেশে বাস

করিব না, অর্থাৎ যদি আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্য মানিতে অসম্মত হইয়া বল, [১৪] "তাহা হইবে না, আমরা মিসর দেশে যাইব, সেই স্থানে যুদ্ধের দর্শন ও তূরীবাদ্য শ্রবন ও খাদ্যাভাবে ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে না, অতএব আমরা তথায় বাস করিব," [১৫] ভাল, তবে, হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা যদি মিসরে প্রবেশ করিতে নিতান্ত উন্মুখ হও, ও প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রবাস কর, [১৬] তাহা হইলে যে খড়্গের ভয় করিতেছ, সে মিসরদেশেই তোমাদের লাগাইল পাইবে; ও যে দুর্ভিক্ষেতে ব্যাকুল হইতেছ, সে মিসরদেশে তোমাদের অনুষঙ্গী হইবে, তাহাতে তোমরা সেখানে মরিবা। [১৭] যে সকল লোক মিসরে গিয়া প্রবাস করিতে উন্মুখ হইয়াছে, তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা মারা পড়িবে; এবং আমি তাহাদের প্রতি যে অমঙ্গল ঘটাইব, তাহাহইতে উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত লোক তাহাদের মধ্যে কেহই থাকিবে না। [১৮] কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিরূশালেমনিবাসিদের উপরে যেমন আমার ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপ ঢালা গিয়াছে, তোমরা মিসরে গমন করিলে তোমাদের উপরে তেমনি আমার প্রচণ্ড ক্রোধ ঢালা যাইবে, ও তোমরা অভিশাপ ও চমৎকার ও নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্র হইবা; এই স্থান আর কখনো দেখিতে পাইবা না।

[১৯] হে যিহূদার অবশিষ্ট লোক সকল, সদাপ্রভু তোমাদিগকে [যাহা বলিবার তাহা] বলিয়াছেন; তোমরা মিসরে প্রবেশ করিও না; আমি অদ্য তোমাদিগকে এই সাক্ষ্য দিলাম, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [২০] বস্তুতঃ তোমরা আপনাদের প্রাণনাশক প্রতারণা করিতেছ, কেননা তোমরা আমাকে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করত কহিয়াছিলা, "তুমি আমাদের নিমিত্তে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যাহা২ বলিবেন, তদনুসারে তুমি আমাদিগকে জানাইবা, আমরা তাহা করিব।" [২১] আর অদ্য আমি তোমাদিগকে তাহা জানাইলাম; কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে ও আমাদ্বারা তোমাদের কাছে প্রেরিত তাঁহার সমস্ত আজ্ঞাতে তোমরা অবধান করিলা না। [২২] ভাল, এখন নিশ্চয় জানিও, তোমরা যে স্থানে প্রবাস করণার্থে যাইতে মনোবাঞ্ছা করিতেছ, সে স্থানে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা মারা পড়িবা।

৪৩ অধ্যায়।

[১] সমস্ত লোকের কাছে এই সকল কথা কহিবার নিমিত্তে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকর্তৃক প্রেরিত হওয়াতে যিরমিয়াহ তাহাদিগকে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য কহিয়া সাঙ্গ করিল, [২] এমন সময়ে হোশয়িয়ের পুত্র অসরিয় ও কারেহের পুত্র যোহানন্ প্রভৃতি প্রগলভ লোক সকল যিরমিয়াহকে কহিল, তুমি মিথ্যা কহিতেছ; মিসরে প্রবাস করিতে যাইও না, এই কথা কহিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে পাঠান নাই। [৩] কিন্তু কল্দীয় লোকেরা যেন আমাদিগকে বধ করে কিম্বা নির্বাসার্থে বাবিলে লইয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে তাহাদের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে নেরিয়ের পুত্র বারূক আমাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবর্ত্তনা করিল। [৪] অতএব কারেহের পুত্র যোহানন্ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও সমস্ত লোক যিহূদাদেশে থাকিবার [অনিচ্ছাতে] সদাপ্রভুর বাক্য মানিল না। [৫] কিন্তু কারেহের পুত্র যোহানন্ প্রভৃতি সেনাপতিগণ যিহূদার সমস্ত অবশিষ্টাংশ লহয়া অর্থাৎ পরজাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইলে পর যিহূদাদেশে প্রবাস করণার্থে প্রত্যাগত পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক সকলকে, [৬] এবং নবূষরদন নামক রক্ষকসৈন্যাধিপতিকর্তৃক শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গদলিয়ের কাছে সমর্পিত রাজকুমারীগণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিকে, এবং যিরমিয়াহ ভাববাদিকে ও নেরিয়ের পুত্র বারূককে লইয়া মিসরদেশে প্রবেশ করিল; [৭] ফলতঃ তাহারা সদাপ্রভুর বাক্য না মানিয়া তফন্হেষ পর্য্যন্ত আইল।

[৮] পরে তফন্হেষে যিরমিয়াহের নিকট সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [৯] যথা, তুমি আপন হস্তে কতকগুলিন বৃহৎ প্রস্তর লইয়া তফনহেষে ফরৌণের রাজবাটীর প্রবেশস্থানে যে ইটপাঁজা আছে, তাহার [পার্শ্বস্থ] তাগাড়ে যিহূদি লোকদের সাক্ষাতে ঐ প্রস্তরগুলা পুঁতিয়া তাহাদিগকে বল, [১০] ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি [আজ্ঞা] প্রেরণ করিয়া আপন দাস বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরকে আনাইব, এবং এই যে সকল প্রস্তর পুঁতিলাম, ইহার উপরে তাহার সিংহাসন স্থাপন করিব, ও সে ইহার উপরে আপনার রাজকীয় চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইবে। [১১] সে আসিয়া মিসরদেশ পরাজয় করিবে, এবং মৃত্যুর পাত্রকে মৃত্যুর স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্রকে বন্দিত্বের স্থানে, ও খড়্গের পাত্রকে খড়্গের স্থানে সমর্পণ করিবে। [১২] এবং আমি মিসরস্থ দেবগণের সকল মন্দিরে অগ্নি লাগাইব, ফলতঃ সে তাহাদের কতককে দগ্ধ করিবে, ও কতককে বন্দিত্বস্থানে লইয়া যাইবে; এবং মেষপালক যেমন আপন গাত্রে বস্ত্র জড়ায়, তদ্রূপ সে এই মিসরদেশদ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিবে, ও এই স্থানহইতে কুশলে প্রস্থান করিবে। [১৩] পরন্তু সে মিসরদেশীয় সূর্য্যপুরীর স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও মিসরস্থ দেবগণের মন্দির সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

৪৪ অধ্যায়।

[১] মিসরদেশের মিগ্দোল্ ও তফন্হেষ্ ও মোফ্

[নামক নগরে] ও পথ্রোষ প্রদেশে বাসকারি যিহূদিদের বিষয়ে যিরমিয়াহের নিকটে যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। ২ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিরূশালেমের প্রতি ও যিহূদার সমুদয় নগরের প্রতি আমি যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটাইয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ; দেখ, সে সকল এখন উৎসন্ন স্থান, তাহার মধ্যে কেহ বাস করে না; ৩ ইহার কারণ লোকদের দুষ্টতা, কেননা আমাকে বিরক্ত করণার্থে তাহারা দুষ্কর্ম্ম করত আপনাদের ও তোমাদের [অপরিচিত] ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপরিচিত ইতর দেবগণের পূজা করণার্থে তাহাদের উদ্দেশে ধূপদাহ করিতে গমন করিত। ৪ তথাপি আমি অতন্দ্রিত হইয়া আপনার সমস্ত দাসকে অর্থাৎ ভাববাদিগণকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া অনুনয় পূর্ব্বক কহিতাম, তোমরা আমার ঘৃণিত এই গর্হনীয় কর্ম্ম করিও না। ৫ কিন্তু তাহারা অবধান করিত না, এবং আপন ২ দুষ্ক্রিয়াহইতে ফিরিবার, বিশেষতঃ ইতর দেবগণের উদ্দেশে আর ধূপ না জ্বালাইবার [পরামর্শে] কর্ণপাত করিত না। ৬ এই জন্যে আমার কোপ ও প্রচণ্ড ক্রোধরূপ অগ্নিবৃষ্টি পড়িয়া যিহূদার সকল নগর ও যিরূশালেমের সকল সড়ক দাহ করিল, তাহাতে সে সকল অদ্যাবধি যেমন আছে তেমন উৎসন্ন ও ধ্বংসিত হইয়াছে। ৭ ভাল, এখন ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কেন আপন ২ প্রাণনাশক মহাপাপ করিতেছ? ইহাতে তো আপনাদের সম্পর্কীয় পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক ও স্তন্যপায়ি শিশুদিগকে যিহূদার মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিবা, আপনাদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখিবা না। ৮ কেন আপনাদের হস্তকৃত কর্ম্মদ্বারা আমাকে বিরক্ত করত এই মিসরদেশে ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপদাহ করিতেছ? তোমরা যে এই স্থানে প্রবাসার্থে আসিয়াছ, ইহাতে উচ্ছিন্ন হইবা, এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে শাপের ও ধিক্কারের পাত্র হইবা। ৯ যিহূদাদেশে ও যিরূশালেমের সকল সড়কে যাহা ২ করা যাইত, তাহা অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দুষ্ক্রিয়া ও যিহূদার নৃপতিবর্গের দুষ্ক্রিয়া ও তাহাদের ভার্য্যাদের দুষ্ক্রিয়া এবং তোমাদের দুষ্ক্রিয়া ও তোমাদের ভার্য্যাদের দুষ্ক্রিয়া সকল কি বিস্মৃত হইয়াছ? ১০ এই লোকেরা অদ্যাপি চূর্ণমনা হয় নাই, এবং ভয়ও করে না, এবং আমি আপনার যে ব্যবস্থা ও বিধিসঙ্গ্রহ তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সম্মুখে রাখিয়াছি, ইহারা তদনুসারে আচরণ করে না।

১১ অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের অমঙ্গল করিতে ও সমস্ত যিহূদাকে উচ্ছিন্ন করিতে উন্মুখ হইলাম। ১২ এবং যিহূদার অবশিষ্টাংশকে অর্থাৎ প্রবাসার্থে মিসরদেশে যাইতে উন্মুখ লোক সকলকে সংহার করিব; হাঁ, তাহারা সকলে লুপ্ত হইবে, মিসরদেশেই পতিত হইবে; তাহারা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা লুপ্ত হইবে; ক্ষুদ্র ও মহান সকলে খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে মারা পড়িবে, এবং অভিশাপ ও চমৎকার ও নিন্দা ও ধিক্কারের পাত্র হইবে। ১৩ এবং যেমন আমি খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা যিরূশালেমের দণ্ড করিয়াছি, তদ্রূপ মিসরদেশনিবাসিদের দণ্ড করিব; ১৪ তাহাতে যিহূদার যে অবশিষ্ট লোক মিসরে প্রবাস করিতে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত কিম্বা যিহূদাদেশে প্রত্যাগমনে সমর্থ কেহই থাকিবে না; তাহারা সেখানে বাস করণার্থে তথায় ফিরিয়া যাইতে মনোবাঞ্ছা করিতেছে, কিন্তু কতকগুলি পলাতক ভিন্ন আর কেহ ফিরিয়া যাইবে না।

১৫ অপর আমাদের স্ত্রীগণ ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ইহা যে সকল পুরুষেরা জ্ঞাত ছিল, তাহারা এবং নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীদের মহাসমাজ, ও মিসরের পথ্রোষ্ প্রদেশে বাসকারি সমস্ত লোক যিরমিয়াহকে উত্তর দিয়া কহিল, ১৬ তুমি সদাপ্রভুর নামে আমাদিগকে যে কথা কহিয়াছ, তোমার সে কথা আমরা মানিব না; ১৭ কিন্তু আমাদেরই মুখনির্গত সমস্ত বাক্যানুরূপ কর্ম্ম করিব, ফলতঃ [পূর্ব্ববৎ] নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইব ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিব, [কেননা] আমরা ও আমাদের কুলপতিগণ ও আমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ যিহূদার সকল নগরে ও যিরূশালেমের সকল সড়কে তাহাই করিতাম। তৎকালে আমরা ভক্ষ্য দ্রব্যে তৃপ্ত হইতাম, ও সুখে ছিলাম, কোন অমঙ্গল দেখিতাম না। ১৮ কিন্তু যদবধি আমরা নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাওন ও পেয় নৈবেদ্য ঢালন ত্যাগ করিয়াছি, তদবধি আমাদের যাবতীয় বস্তুর অভাব হইতেছে, ও আমরা খড়্গ ও দুর্ভিক্ষদ্বারা লুপ্ত হইতেছি। ১৯ আর আমরা যখন নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতাম, ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতাম, তখন কি আপন ২ স্বামির [সাহায্য] বিনা তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী করিতে পূপ প্রস্তুত করিতাম, ও তাঁহার উদ্দেশে পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিতাম?

২০ পরে যিরমিয়াহ লোক সকলকে, অর্থাৎ ঐ প্রত্যুত্তরকারি স্ত্রী পুরুষাদি সমস্ত লোককে এই কথা কহিল, ২১ যিহূদার সকল নগরে ও যিরূশালেমের সকল সড়কে তোমরা ও তোমাদের কুলপতিগণ ও তোমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও জনপদস্থ প্রজাগণ যে ধূপদাহ করিতা, সদাপ্রভু কি সেই ধূপদাহ স্মরণ করেন নাই ও মনে করেন নাই? ২২ সদাপ্রভু তোমাদের আচারের দুষ্টতা ও তোমাদের কৃত ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত আর সহিষ্ণু থাকিতে পারিলেন না, এই জন্যে তোমাদের দেশ অদ্যাপি যেমন [আছে], তেমন উৎসন্ন ও চমৎ-

কারজনক ও অভিশাপগ্রস্ত ও নিবাসিবিহীন হইল। ২৩ তোমরা যে ধূপদাহ, ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে যে পাপ, ও সদাপ্রভুর বাক্যে যে অমনোযোগ, এবং তাঁহার ব্যবস্থা ও বিধি ও প্রমাণবাক্যানুসারে চলিতে যে ত্রুটি করিতা, তজ্জন্যই অদ্যাপি যেমন [দেখা যায়], তেমনি তোমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিয়াছে।

২৪ যিরমিয়াহ স্ত্রীগণ প্রভৃতি সমস্ত লোককে আরো কহিল, হে মিসর্দেশস্থ যিহূদি লোক সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; ২৫ ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ আপনাদের মুখদ্বারা কথা কহিয়া ও হস্তদ্বারা কর্ম্ম করিয়া ইহা প্রচার করিতেছ, "আমরা নভোরাজ্ঞীর উদ্দেশে ধূপদাহ করিবার ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিয়া দিবার যে মানত করিয়াছি, তাহা অবশ্য সিদ্ধ করিব;" তোমাদের মানত নিতান্ত অটল থাকিবে, ও তোমরা নিতান্ত আপনাদের মানত সিদ্ধ করিবা; ২৬ অতএব, হে মিসর্দেশনিবাসি যিহূদি লোক সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি আপন মহানাম লইয়া শপথ করিতেছি, "প্রভু সদাপ্রভু জীবিত," এই [দিব্যের] কথা কহিয়া মিসর্দেশস্থ কোন যিহূদি লোক আমার নাম আর মুখে আনিবে না। ২৭ দেখ, আমি তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্তে নয়, কিন্তু অমঙ্গলের নিমিত্তে জাগরূক থাকিব; তাহাতে মিসরদেশস্থ যাবতীয় যিহূদি লোক খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীদ্বারা নিঃশেষে লুপ্ত হইবে। ২৮ তথাপি খড়্গহইতে উত্তীর্ণ অত্যল্প লোক মিসরদেশহইতে যিহূদাদেশে ফিরিয়া যাইবে; ইহাতে আমার কি আপনাদের, কাহার বাক্য অটল থাকিবে, তাহা মিসরদেশে প্রবাস করণার্থে সেখানে গত অবশিষ্ট যিহূদি লোক সকল জানিতে পারিবে।

২৯ সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের অমঙ্গলের নিমিত্তে আমার বাক্য অবশ্য অটল থাকিবে, ইহা তোমাদের জানা উচিত; অতএব আমি এ স্থানে তোমাদিগকে প্রতিফল দিব, তাহার প্রমাণার্থে ইহাই তোমাদের অভিজ্ঞান হইবে। ৩০ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যেমন যিহূদার রাজা সিদিকিয়কে তাহার প্রাণনাশার্থি শত্রুর অর্থাৎ বাবিলীয় রাজা নবূখদনিৎসরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তেমনি মিসরের রাজা ফরৌণ-হফ্রাকেও তাহার প্রাণনাশার্থি শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিব।

৪৫ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম নামক যিহূদীয় রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে যখন নেরিয়ের পুত্র বারুক এই সমস্ত কথা যিরমিয়াহের মুখে শুনিয়া পুস্তকে লিখিল, তখন যিরমিয়াহ ভাববাদী তাহার উদ্দেশে এই কথা কহিল, ২ হে বারুক্, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার বিষয়ে এই কথা কহেন, ৩ তুমি বলিতেছ, হায় ২, আমি সন্তাপের পাত্র, কেননা সদাপ্রভু আমার ব্যথাতে খেদ যোগ করিয়া দিয়াছেন; আমি কোঁকাইতে ২ ক্লান্ত হই, কিছুমাত্র বিশ্রাম পাই না। ৪ তুমি তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি যাহা গাঁথিয়াছি, তাহা আপনি ভাঙ্গিয়া ফেলিব; ও যাহা রোপণ করিয়াছি, তাহা আপনি উৎপাটন করিব; হাঁ, এই সমস্ত দেশ [ধ্বংস করিব]। ৫ তবে তুমি কি আপনার নিমিত্তে মহত্ত্ব চেষ্টা করিবা? তাহা চেষ্টা করিও না, কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইব; কিন্তু তুমি যে ২ স্থানে যাইবা, সে সকল স্থানে লুটিত দ্রব্যের ন্যায় তোমার প্রাণ তোমাকে দিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ পরজাতিদের বিষয়ে যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত।

মিসর্ বিষয়ক বাক্য।

২ যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম্ নামক যিহূদার রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর মিস্রীয় রাজা ফরৌণ-নখোর যে সৈন্যসামন্ত পরাজয় করিল, ফরাৎ নদীতীরস্থ কর্কমীশে উপস্থিত সেই সৈন্যসামন্ত বিষয়ক কথা।

৩ তোমরা চর্ম্মের ঢাল ও ফলক প্রস্তুত কর, এবং যুদ্ধ করণার্থে নিকটে আইস। ৪ অশ্বদিগকে সাজাও, হে অশ্বারোহিগণ, অশ্বারোহণ কর, এবং শিরস্ত্রাণ পরিয়া সম্মুখে দাঁড়াও, বড়শা চক্মক্ কর ও বর্ম্ম পরিধান কর। ৫ আমি তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন কেন দেখিতেছি? তাহারা পরাঙ্মুখ হইতেছে, এবং তাহাদের বীরগণ ক্ষুণ্ন হইতেছে, ও পলায়ন করিতে ২ পশ্চাৎ অবলোকন করে না। সদাপ্রভু কহেন, চতুর্দ্দিগে আশঙ্কা আছে। ৬ দ্রুতগামি লোক পলাইতে পারে না, ও বীর উত্তীর্ণ হইতে পারে না; উত্তরদিগে ফরাৎ নদীর নিকটে তাহারা স্খলিত ও পতিত হইতেছে। ৭ ঐ কে যে নীল নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে ও নদীসমূহের ন্যায় জলরাশি আস্ফালিত করিতেছে? ৮ মিসর নীল নদের ন্যায় উঠিয়া আসিতেছে ও নদীসমূহের ন্যায় জলরাশি আস্ফালিত করিতেছে। সে বলে, আমি উথলিয়া ভূতল আপ্লাবন করিব, এবং নগর ও তন্নিবাসিদিগকে বিনষ্ট করিব। ৯ হে অশ্বগণ, ঊর্দ্ধমুখ হও; হে রথ সকল, উন্মত্তের ন্যায় ধাবমান হও; বীরগণ অর্থাৎ ঢালবাহক কূশীয় ও পূটীয় লোক, এবং ধনুর্দ্ধর ও ধনুকে চাড়াদায়ি লূদীয় লোক সকল বহির্গত হউক। ১০ হাঁ, এই দিন প্রভুর অর্থাৎ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর [নিরূপিত] বৈরনির্য্যাতনের ও বিপক্ষদিগকে প্রতিফল দেওনের দিন; খড়্গ [তাহাদিগকে] গ্রাস করিয়া তৃপ্ত হইবে, ও তাহাদের রক্তপানে মত্ত হইবে, কেননা উত্তরদেশে ফরাৎ নদীর নিকটে প্রভুর

অর্থাৎ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর এক যজ্ঞ হইতেছে। [১১] হে মিসরের অনূঢ়া কন্যে, তুমি গিলিয়দে উঠিয়া গিয়া রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস গ্রহণ কর; কিন্তু বৃথাই অনেক ঔষধ ব্যবহার করিবা; তোমার আরোগ্য হইবে না, [১২] পরজাতিরা তোমার অপমানের কথা শুনিয়াছে, ও তোমার কাতরোক্তিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতেছে, কেননা বীরেতে বীর বিঘ্ন পাইয়া উভয়ে এককালে পতিত হইল।

[১৩] মিসর্‌দেশের পরাজয়ার্থে বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরের ভাবি আগমন বিষয়ে সদাপ্রভু যিরমিয়াহকে এই কথা কহিলেন।

[১৪] তোমরা মিসরে এই কথা প্রচার কর, ও মিগ্‌দোলে ঘোষণা কর, এবং মোফ্‌ ও তফনহেষে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বল; তুমি দাঁড়াইয়া থাক, ও আপনাকে প্রস্তুত কর, কেননা খড়্গ তোমার চতুর্দ্দিক্‌স্থ সকলকে গ্রাস করিতেছে। [১৫] তোমার বলবান লোক কেন নিপাতিত হইল? সে স্থির থাকিতে পারিল না, যেহেতুক সদাপ্রভু তাহাকে অধঃপতিত করিলেন। [১৬] তিনি অনেককে বিঘ্নপ্রাপ্ত করিলেন, হাঁ, এক জন অন্যের উপরে পতিত হইল, তজ্জন্য তাহারা কহে, উঠ, আমরা এই সংহারক খড়্গহইতে ফিরিয়া স্বজাতীয়দের নিকটে ও আপন জন্মদেশে যাই। [১৭] সে স্থানে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহে, মিসরের রাজা ফরৌণ বিনাশগ্রস্ত হইয়াছে, সময় বহিয়া যাইতে দিয়াছে। [১৮] বাহিনীগণের সদাপ্রভু নামে প্রসিদ্ধ রাজা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] পর্ব্বতগণের মধ্যে তাবোরের ন্যায় কিম্বা সমুদ্রের নিকটস্থ কর্ম্মিলের ন্যায় [মহান্‌] এক ব্যক্তি আসিবে। [১৯] হে মিসরনিবাসিনি কন্যে, নির্ব্বাসের জন্যে সম্বল প্রস্তুত কর; কেননা মোফ্‌ উচ্ছিন্ন ও দগ্ধ ও নিবাসিবিহীন হইবে। [২০] মিসর্‌ অতি সুন্দর বকনা গাভীর ন্যায়, কিন্তু দংশক আসিতেছে, উত্তরদিগহইতে আসিতেছে। [২১] মিসরের মধ্যবর্ত্তি বেতনগ্রাহিরাও পুষ্ট গোবৎসস্বরূপ, হাঁ, তাহারাও পরাঙ্মুখ হইয়া একযোগে পলায়ন করিতেছে, স্থির থাকে না, কেননা তাহাদের আপদের দিন অর্থাৎ দণ্ড পাওনের সময় উপস্থিত। [২২] শত্রুরা সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কাষ্ঠচ্ছেদকের ন্যায় কুড়ালি লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আগমন করিলে যেমন পলায়নকারি সর্পের, তেমনি তাহার শব্দ হইবে। [২৩] সদাপ্রভু কহেন, তাহার লোকারণ্য কাটা যাইবে, কেননা [শত্রুর সৈন্য] অননুসন্ধেয় এবং পঙ্গপাল অপেক্ষাও অধিক; [২৪] এবং মিসরের কন্যা লজ্জিতা হইয়া উত্তরদেশীয়দের হস্তে সমর্পিতা হইবে। [২৫] ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি আমোন-নো দেবকে ও ফরৌণ রাজাকে এবং মিসরকে ও তাহার দেবগণকে ও তাহার রাজগণকে, হাঁ, ফরৌণ্‌ ও তাহার শরণাপন্ন সকলকে প্রতিফল দিব। [২৬] এবং তাহাদের প্রাণনাশার্থি লোকদের, অর্থাৎ বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরের ও তাহার দাসগণের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব; কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, তাহার পর সেই দেশ পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসবিশিষ্ট হইবে।

[২৭] পরন্তু, হে আমার দাস যাকোব্‌, তুমি ভয় করিও না; হে ইস্রায়েল্‌, নিরাশ হইও না; কেননা দেখ, আমি দূরহইতে তোমাকে, ও বন্দিত্বদেশহইতে তোমার বংশকে নিস্তার করিব, তাহাতে যাকোব্‌ ফিরিয়া আসিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, কেহ তাহাকে ভয় দেখাইবে না। [২৮] সদাপ্রভু কহেন, হে আমার দাস যাকোব্‌, তুমিই ভয় করিও না, কেননা আমি তোমার সঙ্গে ২ থাকিব; হাঁ, যাহাদের মধ্যে তোমাকে দূর করিয়াছি, সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে সংহার করিব, কিন্তু তোমাকে নিঃশেষে সংহার করিব না; তথাপি বিচারানুরূপ শাস্তি দিব, নিতান্ত অদণ্ডিত রাখিব না।

৪৭ অধ্যায়।

[১] ফরৌণদ্বারা ঘসার পরাজয় হওনের পূর্ব্বে পলেষ্টীয়দের বিষয়ে যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, উত্তরদিগহইতে জল উথলিয়া আসিতেছে, তাহা প্লাবনকারি বন্যা হইয়া দেশ ও তৎপূরক বস্তু এবং নগর ও তন্নিবাসি লোককে আপ্লাবিত করিবে; তাহাতে মনুষ্যমাত্র ক্রন্দন করিবে, ও দেশনিবাসিরা সকলে হাহাকার করিবে। [৩] শত্রুর বাজিদের খুরের খটখটানিতে ও রথের ঘর্ঘরাণিতে ও চক্রের শব্দে পিতারা হস্তদ্বয়ের অবশতা প্রযুক্ত আপন ২ বালকদের প্রতিও পশ্চাৎ অবলোকন করিবে না। [৪] কেননা সমস্ত পলেষ্টীয় লোককে হৃতসর্ব্বস্ব করিবার এবং সোর ও সীদোনের সহকারি প্রত্যেক অবশিষ্ট লোককে উচ্ছিন্ন করিবার দিন উপস্থিত হইল, কারণ সদাপ্রভু পলেষ্টীয়দিগকে, [হাঁ,] কপ্তোর্‌ দ্বীপের অবশিষ্টাংশকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে উদ্যত। [৫] ঘসার মস্তকে টাক পড়িল, এবং অস্কিলোন্‌ ও তাহাদের তলভূমির অবশিষ্টাংশ নীরব হইল; তুমি কত কাল আপনার অঙ্গ কাটকুট করিবা? [৬] হে সদাপ্রভুর খড়্গ, তুমি কত কাল বিশ্রাম করিবা না? তুমি আপন কোষে ঢুকিয়া শান্ত ক্ষান্ত হও। [৭] সদাপ্রভু তাহাকে আজ্ঞা দিলে সে কি প্রকারে বিশ্রাম করিতে পারে? তিনি অস্কিলোনের বিরুদ্ধে ও সমুদ্রের বক্ষের বিরুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৪৮ অধ্যায়।

মোয়াব বিষয়ক বাক্য।

[১] ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হায় ২, নবো উচ্ছিন্ন হইল, কিরিয়া-

থয়িন্ লজ্জিত হইয়া ধৃত হইল, মিস্গব্ লজ্জিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইল। [২] মোয়াবের প্রশংসা আর হয় না. লোকেরা হিশ্বোনে তাহার অমঙ্গলার্থ মন্ত্রণা করিয়া কহিল, আইস, "আমরা তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করি, জাতি থাকিতে দিব না।" হে মদ্মেনা, তুমিও উৎসন্ন হইবা, খড়্গ তোমার পশ্চাদ্গামী হইবে। [৩] হোরোণয়িম্হইতে ক্রন্দনের শব্দ [উঠিতেছে], ধনাপহার ও মহাভঙ্গ হইল। [৪] মোয়াব্ ভগ্ন হইল; তাহার ক্ষুদ্র লোকদের ক্রন্দনের শব্দ শুনা যাইতেছে। [৫] লূহীতের ঊর্দ্ধগামি পথে রোদনকারি জনতার রোদন উঠিতেছে; কেননা হোরোণয়িমের অধোগামি পথে ভঙ্গজন্য সঙ্কটসূচক ক্রন্দন শুনা যাইতেছে। [৬] "পলায়ন কর, আপন২ প্রাণ রক্ষা কর, প্রান্তরস্থ দিগম্বরের ন্যায় হও।" [৭] তুমি আপন কার্য্যে ও আপন ধনকোষে নির্ভর করিতা, এই জন্যে তুমিও ধৃত হইবা, এবং কমোশ আপন যাজকগণের ও অধ্যক্ষগণের সহিত নির্ব্বাসার্থে গমন করিবে। [৮] প্রত্যেক নগরের উপরে বিনাশকারী আসিবে, তাহাতে কোন নগর রক্ষা পাইবে না; সদাপ্রভুর কথানুসারে তলভূমি বিনষ্ট হইবে, ও সমভূমি উচ্ছিন্ন হইবে। [৯] মোয়াবকে পক্ষযুগল দেও, কেননা সে উড়িয়া পলাইবে, এবং তাহার নগর সকল উচ্ছিন্ন হইবে, তন্মধ্যে বাসকারী কেহ থাকিবে না। [১০] যে ব্যক্তি শিথিলভাবে সদাপ্রভুর কার্য্য করে, সে শাপগ্রস্ত; এবং যে জন আপন খড়্গকে রক্তপাত করিতে বারণ করে, সেও শাপগ্রস্ত। [১১] মোয়াব্ বাল্যকালাবধি নিশ্চিন্ত ও আপন গাদের উপরে সুস্থির আছে, এক পাত্রহইতে অন্য পাত্রে ঢালা হয় নাই, ও নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করে নাই; এই জন্যে তাহার রস তাহার মধ্যেই রহিয়াছে, ও তাহার স্বাদ বিকৃত হয় নাই। [১২] অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে দিনে আমি তাহা ঢালিয়া লইতে ও তাহার পাত্র সকল শূন্য করিতে ও তাহার কুপা সকল ভগ্ন করিতে লোকদিগকে পাঠাইব, এমত দিন আসিতেছে। [১৩] ইস্রায়েলের কুল আপন বিশ্বাসভূমি বৈথেলের বিষয়ে যেমন লজ্জিত হইয়াছিল, তেমনি মোয়াব্ [তৎকালে] কমোশের বিষয়ে লজ্জিত হইবে। [১৪] তোমরা কেমন করিয়া বলিতে পার, আমরা বীর ও যুদ্ধার্থে বলবান্ লোক? [১৫] মোয়াব্ হৃতসর্ব্বস্ব হইল, ও তাহার সকল নগরের ধূম উঠিতেছে, ও তাহার মনোনীত যুবলোকেরা বধ্য স্থানে অবসন্ন হইতেছে; বাহিনীগণের সদাপ্রভু নামে প্রসিদ্ধ রাজা এই কথা কহেন। [১৬] মোয়াবের আপদ আগতপ্রায় ও তাহার অমঙ্গল অতিশয় ত্বরান্বিত। [১৭] তাহার চতুর্দ্দিক্স্থিত কিম্বা তাহার নাম জ্ঞাত যে তোমরা, তোমরা সকলে তাহার জন্যে বিলাপ করিয়া বল, এই দৃঢ় দণ্ড ও চারু যষ্টি কেমন ভগ্ন হইয়াছে! [১৮] হে দীবোননিবাসিনি কন্যে, তুমি আপন প্রতাপহইতে নামিয়া শুষ্ক ভূমিতে বৈস, কেননা মোয়াবের বিনাশক তোমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসিয়া তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল ভগ্ন করিল। [১৯] হে অরোয়েরনিবাসিনি, তুমি পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবলোকন কর, এবং পলায়নকারি লোককে ও রক্ষার্থিনী স্ত্রীকে, কি হইল? ইহা জিজ্ঞাসা কর। [২০] মোয়াব্ ক্ষুব্ধ প্রযুক্ত লজ্জিত হইতেছে, তোমরা হাহাকার ও ক্রন্দন কর, এবং অর্ণোনের তীরে এই কথা প্রচার কর, "মোয়াব্ হৃতস্বর্ব্বস্ব হইল;" [২১] আর সমভূমির উপরে অর্থাৎ হোলন্ ও যহস্ ও মেফাৎ [২২] ও দীবোন ও নবো ও বৈৎদিব্লাথয়িম [২৩] ও কিরিয়াথয়িম ও বৈৎগামূল্ ও বৈৎমিয়োন্ [২৪] ও করিয়োৎ ও বস্রা প্রভৃতি মোয়াবদেশীয় দূরস্থ কি নিকটস্থ যাবতীয় নগরের উপরে দণ্ড উপস্থিত হইল। [২৫] সদাপ্রভু কহেন, মোয়াবের শৃঙ্গ ছিন্ন, ও বাহু ভগ্ন হইল। [২৬] তোমরা তাহাকে মত্ত কর, কারণ সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিমান করিত, অতএব মোয়াব বমন করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে, এবং আপনিও হাস্যাস্পদ হইয়াছে। [২৭] ইস্রায়েল্ কি তোমার পরিহাসের বিষয় ছিল না? সে কি চোরের মধ্যে ধরা পড়িয়াছিল, যে তুমি আপনার তাবৎ বাক্যে তাহার [পরিহাসার্থক] অঙ্গচালন করিতা? [২৮] হে মোয়াব্নিবাসিগণ, তোমরা নগর সকল ত্যাগ করিয়া শৈলে গিয়া বাস কর, এবং গভীর গর্ত্তের মুখে বাসাকারি কপোতের ন্যায় হও। [২৯] আমরা মোয়াবের ঘটা ও অত্যন্ত গর্ব্ব ও অভিমান ও ঘটা ও অহঙ্কার ও চিত্তের ঔদ্ধত্যের কথা শুনিয়াছি। [৩০] সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহার ক্রোধ ও বকাবকির অযথার্থতা জানি; তাহারা অযথার্থ আচরণ করিয়াছে। [৩১] এই নিমিত্তে আমি মোয়াবের বিষয়ে হাহাকার করিব, এবং সমস্ত মোয়াবের জন্যে ক্রন্দন করিব; কীর্হেরসের লোকদের বিষয়ে কাতরোক্তি করা যাইবে। [৩২] হে সিব্মার দ্রাক্ষালতে, আমি যাসেরের রোদন অপেক্ষা তোমার বিষয়ে অধিক রোদন করিব; তোমার শাখা সকল সমুদ্রপারে যাইত, তাহা যাসের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত; তোমার গ্রীষ্মকালীয় ফল পাড়নের ও দ্রাক্ষাফল চয়নের সময়ে ধনাপহারক উপস্থিত হইল। [৩৩] মোয়াবের ফলবান ক্ষেত্র প্রভৃতি ভূমিহইতে আনন্দ ও উল্লাস দূরীকৃত হইল, এবং আমি দ্রাক্ষাকুণ্ড দ্রাক্ষারসহীন করিলাম; লোকেরা হর্ষনাদ করিতে২ পদদ্বারা চাপ দিয়া আর দ্রাক্ষারস বাহির করে না; [তাহাদের] নাদ হর্ষনাদ নয়। [৩৪] হিশ্বোন্ অবধি ইলিয়ালী পর্য্যন্ত এমত চীৎকার উঠিতেছে, যে তাহার শব্দ যহস্ পর্য্যন্ত ব্যাপে; এবং সোয়র্ অবধি হোরোণয়িম্ পর্য্যন্ত ত্রিহায়ণী গাভীর [মত শব্দ যায়], কেননা নিম্রীমস্থ জলসমূহও মরুস্থান হইল। [৩৫] সদাপ্রভু আরো কহেন, আমি মোয়াবের মধ্যে উচ্চস্থলীতে বলিদানকারি ও তাহার দেবের উদ্দেশে ধূপদাহকারি লোকের লোপ করিব। [৩৬] এই কারণ মোয়াবের জন্যে আমার হৃদয় বং-

শীর ন্যায় বাজিতেছে, ও কীর্হেরসের লোকদে বিষয়ে আমার অন্তঃকরণ বংশীর ন্যায় বাজিতেছে, কেননা তাহাদের উপার্জ্জিত ধন সকল নষ্ট হইল। ৩৭ হাঁ, প্রত্যেক মস্তক টাকপড়া ও প্রত্যেক শ্মশ্রু মুণ্ডিত হইল, সকলের হস্তে কাটকুট ও কটিতে চট দেখা যায়। ৩৮ মোয়াবের সমস্ত ছাতে ও তাহার চকের সর্ব্বত্র বিলাপ শুনা যাইতেছে, কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি মোয়াবকে কোন অপ্রীতিজনক পাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। ৩৯ সে কেমন ভগ্ন! লোক সকল হাহাকার করিতেছে; মোয়াব লজ্জা প্রযুক্ত কেমন পরাবৃত্ত! এবং মোয়াব আপন চতুর্দ্দিক্স্থিত যাবতীয় লোকের হাস্যাস্পদ ও ভয়স্থান হইল। ৪০ হাঁ, সদাপ্রভু কহেন, ঐ দেখ, উৎক্রোশ যেন উড়িয়া আসিতেছে, ও মোয়াবের উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করিতেছে। ৪১ নগর সকল পরাজিত, ও দুর্গ সকল শত্রুহস্তগত হইল; হাঁ, মোয়াবের বীরগণের চিত্ত সেই দিনে প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইল। ৪২ মোয়াব্ সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিমান করিয়াছে, এই জন্যে সে লুপ্ত হইল, আর জাতি থাকিবে না। ৪৩ সদাপ্রভু কহেন, হে মোয়াব্নিবাসি লোক, তোমার জন্যে ত্রাস ও খাত ও ফাঁদ প্রস্তুত আছে। ৪৪ যে কেহ ত্রাস প্রযুক্ত পলাইয়া বাঁচিবে, সে খাতে পড়িবে; ও যে কেহ খাতহইতে উঠিয়া বাঁচিবে, সে ফাঁদে ধরা পড়িবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহার অর্থাৎ মোয়াবের উপরে প্রতিফলদানের বৎসর আনিব। ৪৫ হিশ্বোনের ছায়াতে পলাতকেরা শক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কারণ হিশ্বোন্হইতে অগ্নি ও সীহোনের মধ্যহইতে বহ্নিশিখা নির্গত হইল; তাহা মোয়াবের পার্শ্ব ও কলহকারিদের মস্তক গ্রাস করে। ৪৬ হে মোয়াব্, তুমি সন্তাপের পাত্র, কমোশের প্রজা লোক নষ্ট হইল, এবং তোমার পুত্রগণ বন্দি হইল, ও তোমার কন্যাগণ বন্দিত্বস্থানে নীত হইল। ৪৭ কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, অন্তিমকালে আমি মোয়াবের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব।

মোয়াবের বিচারের কথা সমাপ্ত।

৪৯ অধ্যায়।

অম্মোনের সন্তানগণ বিষয়ক বাক্য।

১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের কি পুত্র নাই? কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী কি কেহ নাই? তবে মিল্কম্ কেন গাদের ভূমি অধিকার করে? ও তাহার প্রজারা কেন উহার নগরসমূহে বাস করে? ২ এই জন্যে সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে যে সময়ে আমি অম্মোনের সন্তানদের রব্বা [নগরে] যুদ্ধের সিংহনাদ শুনাইব; তখন তাহা ধ্বংসস্থানীয় স্তূপ হইবে, ও তাহার কন্যাগণ অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; সদাপ্রভু কহেন, তৎকালে ইস্রায়েল্ আপনার অধিকারগ্রাসকারিদিগকে অধিকারচ্যুত করিবে। ৩ হে হিশ্বোন্, হাহাকার কর, কেননা অয় [নগর] উচ্ছিন্ন হইবে; হে রব্বার কন্যাগণ, ক্রন্দন কর, চট পরিধান কর, বিলাপ করিয়া [গোষ্ঠের] প্রস্তরময় বেড়া সকলের নিকটে ইতস্ততো ধাবমান হও, কেননা মিল্কম্ ও তাহার যাজকগণ ও অধ্যক্ষগণ এককালে নির্ব্বাসার্থে গমন করিবে। ৪ হে বিপথগামিনি কন্যে, তুমি কেন আপন তলভূমিসমূহের শ্লাঘা কর? তোমার তলভূমি বিলীন হইবে। হে আপন ধনে বিশ্বাসকারিণি, আমার বিরুদ্ধে কে আসিবে? ইহা কেন বল? ৫ প্রভু অর্থাৎ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার চতুর্দ্দিক্স্থ সীমাহইতে তোমার প্রতি ভয় উপস্থিত করিব; তোমরা প্রত্যেকে আপন২ সম্মুখস্থ পথে বিদ্রাবিত হইবা, কেহ পলাতক লোককে আশ্রয় দিবে না। ৬ তথাপি সদাপ্রভু কহেন, তদুত্তরে আমি অম্মোনের সন্তানদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব।

ইদোম্ বিষয়ক বাক্য।

৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তৈমনে কি আর প্রজ্ঞা নাই? বুদ্ধিমানদের মধ্যে কি পরামর্শের লোপ হইয়াছে? তাহাদের জ্ঞান কি মাটী হইয়া গিয়াছে? ৮ হে দদান্নিবাসিগণ, তোমরা পলায়ন কর, মুখ ফিরাইয়া গভীর স্থানে [ঢুকিয়া] বাস কর, কেননা আমি এষৌর আপদ, হাঁ, তাহাকে প্রতিফল দিবার সময় উপস্থিত করিব। ৯ যদি দ্রাক্ষাসঞ্চয়কারিগণ তোমার নিকটে আইসে, তবে তাহারা কিছু ফল অবশিষ্ট রাখিবে না; যদি রাত্রিকালে চোরগণ আইসে, তবে তাহারা প্রয়োজনানুযায়ি ক্ষতি করিবে। ১০ বস্তুতঃ আমি এষৌকে পত্রহীন [উদ্যানস্বরূপ] করিব, ও তাহার অন্তরাল সকল এমত অনাবৃত করিব, যে সে কোন প্রকারে লুক্কায়িত থাকিতে পারিবে না; তাহার বংশ ও ভ্রাতৃগণ ও প্রতিবাসিগণ হৃতসর্ব্বস্ব হইবে, তাহাতে সে আর থাকিবে না। ১১ তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর, আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব; তোমার বিধবাগণও আমাতে বিশ্বাস করুক। ১২ কেননা সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ক্রোধপাত্রে পান করা যাহাদের উচিত ছিল না, তাহাদিগকে সেই পাত্রে পান করিতে হইল, তবে তুমি কি নিতান্ত দণ্ডরহিত থাকিবা? তুমি দণ্ডরহিত থাকিবা না, অবশ্য পান করিবা। ১৩ কেননা সদাপ্রভু কহেন, আমি আপন নাম লইয়া এই দিব্য করিতেছি, বস্রা চমৎকার ও ধিক্কার ও উৎসন্নতা ও অভিশাপের পাত্র হইবে, ও তাহার সমস্ত নগর অনন্ত কাল উৎসন্ন স্থান থাকিবে। ১৪ আমি সদাপ্রভুর নিকটহইতে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং পরজাতীয়দের কাছে [এই কথা কহিতে] দূত প্রেরিত হইয়াছে; তোমরা একত্র হইয়া ইহার বিপক্ষে যাত্রা কর ও যুদ্ধ করণার্থে গাত্রোত্থান কর; ১৫ কেননা

দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মানুষের মধ্যে অবজ্ঞাত করিব। [১৬] তোমার ভয়ঙ্করতা ও তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; [কেননা] তুমি শৈলের দুর্গে বাস করিতেছ, ও পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবলম্বন করিতেছ: সদাপ্রভু কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় উচ্চ স্থানে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। [১৭] এবং ইদোম্ চমৎকারের পাত্র হইবে, তাহার নিকট দিয়া গমনকারী সকলে চমৎকৃত হইবে, ও তাহার সকল দণ্ড প্রযুক্ত শীস দিবে। [১৮] সদাপ্রভু কহেন, সদোমের ও ঘমোরার ও তন্নিকটবর্ত্তি নগরসমূহের ন্যায় তাহার উৎপাটন হইবে; কেহ সেখানে থাকিবে না, এবং কোন মানবসন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না। [১৯] দেখ, যর্দ্দনের শোভাস্বরূপ অরণ্যহইতে যেন সিংহ উঠিয়া সেই অচল বাথানের বিরুদ্ধে আসিতেছে; বস্তুতঃ আমি চক্ষুর নিমিষে লোকদিগকে তথাহইতে বিদ্রাবিত করিব, এবং তাহার উপরে আমার মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা আমার তুল্য কে? ও আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে, এমত পালক কোথায়? [২০] অতএব সদাপ্রভু ইদোমের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা ও তৈমননিবাসিদের বিপক্ষে যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা শুন; লোকেরা অবশ্য পালের ক্ষুদ্রতম বলিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে; তাহাদের বাথান অবশ্য তাহাদের বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। [২১] তাহাদের পতনের শব্দে পৃথিবী কাঁপিতেছে, সূফ্ সাগর পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে। [২২] ঐ দেখ, উৎক্রোশ পক্ষী উঠিয়া যেন উড়িয়া আসিতেছে, ও বস্রার উপরে আপন পক্ষ বিস্তার করিতেছে, এবং ইদোমের বীরগণের চিত্ত সেই দিনে প্রসববেদনাতুরা স্ত্রীর চিত্তের সমান হইবে।

দম্মেশক বিষয়ক বাক্য।

[২৩] হমাৎ ও অর্পদ্ লজ্জিত হইল, বস্তুতঃ তাহারা অমঙ্গলের বার্ত্তা শুনিয়া জলবৎ হইল, সেই জলনিধিতে উদ্বেগ দেখা যাইতেছে, তাহা স্থির থাকিতে পারে না। [২৪] দম্মেশক ক্ষীণবল হইয়া পলায়ন করিতে ফিরিল, ও ত্রাসযুক্ত হইল; যেমন প্রসবকালে স্ত্রীলোককে, তেমনি তাহাকে যন্ত্রণা ও ব্যথা ধরিল। [২৫] এই প্রশংসিত নগর ও আমার আনন্দজনক পুরী কেমন ত্যক্তপ্রায় হইল! [২৬] তজ্জন্য সেই দিনে তাহার যুবগণ তাহার চকে পতিত ও সমস্ত যোদ্ধা উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর বচন। [২৭] আর আমি দম্মেশকের প্রাচীরে অগ্নি লাগাইব, তাহা বিন্‌হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

[২৮] বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসরদ্বারা পরাজিত কেদর ও হাৎসোরের রাজ্যসমূহ বিষয়ক বাক্য।

সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা উঠিয়া কেদর আক্রমণ কর, ও সেই পূর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব কর। [২৯] লোকে তাহাদের তাম্বু ও পশুপাল সকল লইয়া যাইবে, এবং তাহাদের যবনিকা প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী ও উষ্ট্রদিগকে আপনাদের নিমিত্তে লইয়া যাইবে; এবং উচ্চৈঃস্বর করিয়া তাহাদের বিষয়ে বলিবে, সর্ব্বদিগে আশঙ্কা আছে। [৩০] সদাপ্রভু কহেন, হে হাৎসোরনিবাসিগণ, পলায়ন কর, বেগে পলাইয়া গভীর স্থানে [ঢুকিয়া] বাস কর, কেননা বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর তোমাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়াছে ও সঙ্কল্পে স্থির করিয়াছে। [৩১] সদাপ্রভু কহেন, তোমরা উঠ, ঐ যে শান্তিযুক্ত জাতি নির্ভয়ে বাস করে, এবং কবাট ও হুড়কারহিত হইয়া একাকী থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা কর। [৩২] সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের উষ্ট্রগণ লোটনীয় বস্তু হইবে, ও তাহাদের রাশি ২ পশুধন লুটিত দ্রব্য হইবে, এবং যে লোকেরা গুম্ফ ছিন্ন করে, তাহাদিগকে আমি সকল বায়ুতে উড়াইয়া দিব, ও সর্ব্বদিগ্‌হইতে তাহাদের আপদ আনিব। [৩৩] এবং হাৎসোর্ নাগদের বসতি, ও অনন্তকালীন ধ্বংসস্থান হইবে; সেখানে কেহ থাকিবে না, এবং কোন মানবসন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না।

[৩৪] যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের আরম্ভকালে এলমের বিষয়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে উপস্থিত হইল।

[৩৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এলমের ধনু অর্থাৎ তাহাদের বলের অগ্রিমাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিব। [৩৬] এবং আকাশের চারি দিগ্‌হইতে চারি বায়ু এলমের উপরে বহাইব, এবং ঐ সকল বায়ুতে তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব; হাঁ, বিদ্রাবিত এলমীয় লোকেরা যাহার কাছে না যাইবে, এমত জাতি থাকিবে না। [৩৭] এবং তাহাদের শত্রুগণের সম্মুখে ও তাহাদের প্রাণনাশার্থি লোকদের সম্মুখে আমি এলমীয়দিগকে উদ্বিগ্ন করিব; সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের উপরে অমঙ্গল অর্থাৎ আমার প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি উপস্থিত করিব; এবং যাবৎ তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার না করিব, তাবৎ তাহাদের পশ্চাৎ ২ খড়্গ পাঠাইব। [৩৮] সদাপ্রভু আরও কহেন, আমি নিজ সিংহাসন এলমে স্থাপন করিব, ও সেই স্থানহইতে রাজাকে ও প্রধানবর্গকে উচ্ছিন্ন করিব। [৩৯] কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, অন্তিমকালে আমি এলমের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব।

৫০ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু যিরমিয়াহ ভাববাদিদ্বারা বাবিলের ও কল্‌দীয় দেশের বিষয়ে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] তোমরা পরজাতিদের মধ্যে ইহা জ্ঞাত কর, ও প্রচার কর, হাঁ, ধ্বজা তুলিয়া প্রচার কর, গুপ্ত রাখিও না; এই কথা বল, বাবিল্ শত্রুহস্তগত

হইল, বেল্ লজ্জিত, মরোদক্ ক্ষুব্ধ হইল; তাহার বিগ্রহ সকল লজ্জিত, ও পুত্তলি সকল ক্ষুব্ধ হইল। ৩ কেননা উত্তরদিগহইতে এক জাতি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল; সে তাহার দেশ ধ্বংস করিল, হাঁ, তাহার মধ্যে বাসকারী আর কেহ নাই; মনুষ্য ও পশু সকল পলাইয়া চলিয়া গেল।

৪ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে ও সেই সময়ে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যিহূদার সন্তানগণ একত্র হইয়া আসিবে, এবং রোদন করিতে ২ গমন করিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিবে। ৫ তাহারা সিয়োনের [পথ] জিজ্ঞাসা করত সেই দিগে উন্মুখ হইয়া [কহিবে], আইস, আমরা অনন্তকালস্থায়ি অবিস্মরণীয় নিয়মদ্বারা সদাপ্রভুতে আসক্ত হই। ৬ আমার প্রজারা হারান মেষস্বরূপ, তাহাদের পালকগণ তাহাদিগকে ভ্রান্ত করাতে তাহারা নানা পর্ব্বতে পথহারা হইয়া বেড়াইয়াছে, ও পর্ব্বতহইতে উপপর্ব্বতে গমন করত আপনাদের শয়নস্থান বিস্মৃত হইয়াছে। ৭ লোকেরা তাহাদিগকে পাইলেই গ্রাস করে; এবং তাহাদের উপদ্রবিগণ কহে, আমরা দোষী হই না, কারণ উহারা ধর্ম্মনিবাস সদাপ্রভুর অর্থাৎ আপনাদের পৈতৃক আশাভূমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে।

৮ তোমরা সত্বরে বাবিলের মধ্যহইতে বাহির হও, ও কল্দীয় দেশহইতে নির্গমন কর, এবং পালের অগ্রগামি ছাগের ন্যায় হও। ৯ কেননা দেখ, আমি উত্তরদেশহইতে বহুসংখ্যক জাতিগণের মেলাকে প্রচোদন করিয়া বাবিলের বিরুদ্ধে গমন করাইব, ও তাহারা বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিবে, তাহাতে তাহা শত্রুহস্তগত হইবে; তাহাদের বাণ কৌশলপরায়ণ বীরের ন্যায়, [কখন] বিফল হইয়া প্রত্যাগমন করে না। ১০ কল্দীয়েরা লুটিত বস্তু হইবে; সদাপ্রভু কহেন, যে সকল লোক তাহাদের দেশ লুট করিবে, তাহারা তৃপ্ত হইবে। ১১ হে আমার অধিকারাপহারিণি, তুমি তুষ্টা ছিলা ও উল্লাস করিতা; তুমি শস্যভোজি গাভীর ন্যায় নাচিতা, ও তেজস্বি অশ্বের ন্যায় শব্দ করিতা। ১২ এ কারণ তোমাদের মাতা অতি লজ্জিতা ও তোমাদের জননী হতাশা হইবে; দেখ, জাতিগণের মধ্যে সে অন্ত্য হইয়া প্রান্তর ও শুষ্ক স্থান ও জঙ্গলভূমি হইবে। ১৩ সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত সে আর বসতিবিশিষ্ট হইবে না, তাহার সমুদয় ধ্বংসস্থান হইবে; যে কেহ বাবিলের নিকট দিয়া যাইবে, সে চমৎকৃত হইবে, ও তাহার সকল দণ্ড দেখিয়া শীস দিবে। ১৪ তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে সৈন্য রচনা কর; হে ধনুকে চাড়াদায়ি লোক সকল, তোমরা তাহার প্রতি বাণ নিক্ষেপ কর, বাণের ব্যয়ে কাতর হইও না, কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে। ১৫ তাহার চতুর্দ্দিগে সিংহনাদ করিও, সে হাত যোড় করিল, তাহার ভিত্তি সকল পতিত ও প্রাচীর সকল উৎপাটিত হইল; কেননা এ সদাপ্রভুর [কর্ত্তব্য] বৈরনির্য্যাতন; তোমরা উহার বৈরনির্য্যাতন কর; সে যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তদ্রূপ করিও। ১৬ তোমরা বাবিল্হইতে বীজবাপককে ও শস্যের সময়ে কাস্ত্যাধারি লোককে উচ্ছিন্ন করিও; সংহারক খড়্গের ভয়েতে তাহারা প্রত্যেকে ফিরিয়া আপন ২ জাতির কাছে যাউক, ও আপন ২ দেশের দিগে পলায়ন করুক।

১৭ ইস্রায়েল বিদ্রাবিত মেষস্বরূপ; সিংহগণ তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে; প্রথমতঃ অশূরের রাজা তাহাকে গ্রাস করিয়াছিল, এখন শেষে বাবিলের রাজা নবূখদনিৎসর তাহার অস্থি সকল ভগ্ন করিল। ১৮ অতএব ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি অশূরের রাজাকে যেমন প্রতিফল দিয়াছি, তেমনি বাবিলের রাজাকে ও তাহার দেশকেও প্রতিফল দিব। ১৯ এবং ইস্রায়েল্কে তাহার বাথানে ফিরাইয়া আনিব; সে কর্ম্মিলের ও বাশনের উপরে চরিবে, এবং ইফ্রয়িমের ও গিলিয়দের পর্ব্বতে তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইবে। ২০ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে ও সেই সময়ে ইস্রায়েলের অপরাধের অনুসন্ধান করা যাইবে, কিন্তু তাহা পাওয়া যাইবে না; এবং যিহূদার পাপের [অন্বেষণ হইবে], কিন্তু কিছু মিলিবে না; কেননা আমি যাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখিব, তাহাদিগকে ক্ষমা করিব। ২১ সদাপ্রভু কহেন, তুমি দ্বিগুণদ্রোহ [নামক] দেশের বিরুদ্ধে ও দণ্ডপুর নিবাসি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর, এবং তাহাদের পশ্চাৎ ২ যাইয়া তাহাদিগকে বর্জ্জিত করিয়া বিনষ্ট কর; আমি তোমাকে যাহা ২ করিতে আজ্ঞা করি, তদনুসারে করিও

২২ দেশে সংগ্রামের ও মহাভঙ্গের শব্দ শুনা যাইতেছে। ২৩ সমস্ত পৃথিবীর মুদ্গরস্বরূপ এই নগর কেমন ছিন্ন ও ভগ্ন হইল! জাতিগণের মধ্যে বাবিল্ কেমন চমৎকারের বিষয় হইল! ২৪ হে বাবিল, আমি তোমার নিমিত্তে ফাঁদ পাতিয়াছি, এবং তুমি না জানিয়া তাহাতে ধৃত হইলা; তুমি সদাপ্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, এই কারণ ধরা পড়িলা ও বদ্ধ হইলা। ২৫ সদাপ্রভু আপন অস্ত্রাগার খুলিয়া নিজ ক্রোধাস্ত্র সকল বাহির করিয়া আনিলেন, কেননা এবার কলদীয়দের দেশে প্রভুর অর্থাৎ বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর কার্য্য আছে। ২৬ তোমরা অন্তস্থ লোকশুদ্ধ তাহার বিরুদ্ধে আইস, ও তাহার শস্যভাণ্ডার সকল খুলিয়া দেও, ও সঞ্চিত আটির ন্যায় তাহাকে রাশি ২ কর, ও বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট কর, তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিও না। ২৭ তাহার যাবতীয় বৃষ বধ কর, তাহারা বধ্যস্থানে অবসন্ন হউক; হায় ২, তাহাদের দিন ও দণ্ডের সময় উপস্থিত। ২৮ ঐ কি শব্দ? পলাতকের ও বাবিল্দেশহইতে উত্তীর্ণ লোকেরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কৃত বৈরনির্য্যাতন, হাঁ, আপনার প্রাসাদ নিমিত্তক বৈরনির্য্যাতন, সিয়োনে জ্ঞাত

করিতে যাইতেছে। [২৯] তোমরা বাবিলের বিরুদ্ধে ধনুর্দ্ধারিদিগকে আহ্বান কর; হে ধনুকে চাড়াদায়ি লোক সকল, চারি দিগে তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, কাহাকেও উত্তীর্ণ হইতে দিও না; তাহার ক্রিয়ানুযায়ি ফল তাহাকে দেও; সে যেমন করিয়াছে, তাহার প্রতি তেমনি কর; কেননা সে সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অর্থাৎ ইস্রায়েলের পাবনের বিরুদ্ধে দর্প করিয়াছে। [৩০] তজ্জন্য সেই দিনে তাহার যুবগণ তাহার চকে পতিত, ও তাহার সমস্ত যোদ্ধা উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা সদাপ্রভুর বচন। [৩১] রে দর্পি, প্রভু অর্থাৎ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে আছি, কেননা তোমার দিন ও দণ্ডের সময় উপস্থিত। [৩২] তখন ঐ দর্পী বাধা পাইয়া পতিত হইবে, কেহ তাহাকে উঠাইবে না; এবং আমি তাহার সকল নগরে অগ্নি লাগাইব, সে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সকলই গ্রাস করিবে।

[৩৩] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণ ও যিহূদার সন্তানগণ নির্ব্বিশেষে উপদ্রুত হইতেছে, ও যাহারা তাহাদিগকে বন্দিত্বে লইয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া বিদায় করিতে অসম্মত রহিয়াছে। [৩৪] [কিন্তু] তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান; বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাঁহার নাম, তিনি বিচার করিয়া তাহাদের বিবাদ নিষ্পন্ন করিবেন; তিনি পৃথিবীকে শান্ত ও বাবিলনিবাসিদিগকে কম্পবান করিতে উদ্যত।

[৩৫] সদাপ্রভু কহেন, কল্দীয়দের ও বাবিলনিবাসিদের উপরে ও তাহার অধ্যক্ষদের ও তাহার জ্ঞানবানদের উপরে খড়্গ [পতিত] হউক। [৩৬] বাচালদিগের উপরে খড়্গ পড়ুক, ও তাহারা হতবুদ্ধি হউক; তাহার বীরগণের উপরে খড়্গ পড়ুক, ও তাহারা ক্ষুব্ধ হউক। [৩৭] তাহার ঘোটকদের উপরে ও তাহার রথের উপরে ও তন্মধ্যগত যাবতীয় মিশ্রিত লোকের উপরে খড়্গ পড়ুক, ও তাহারা অবলাদিগের সমান হউক; তাহার সকল ধনকোষের উপরে খড়্গ পড়ুক, ও তাহা লুটিত হউক। [৩৮] তাহার জলাকর সকল উত্তাপাহত হইয়া শুষ্ক হউক; কেননা সে খাদিত প্রতিমার দেশ, ও তাহার লোকেরা আপন ২ ভয়স্থানের বিষয়ে উন্মত্ত। [৩৯] এই নিমিত্তে সেখানে বনপশু ও শৃগাল বাস করিবে, এবং উষ্ট্রপক্ষিগণ বাসা করিবে; তাহা আর কখন লোকালয় হইবে না, ও পুরুষানুক্রমে সে স্থানে বসতি হইবে না। [৪০] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঈশ্বর যেমন সদোম ও ঘমোরা ও তন্নিকটস্থ সকল নগরের উৎপাটন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ করিবেন; কোন ব্যক্তি সেই স্থানে থাকিবে না, ও কোন মানবসন্তান তাহার মধ্যে প্রবাস করিবে না। [৪১] দেখ, উত্তরদিগহইতে এক বংশ আসিতেছে, ও পৃথিবীর ক্রোড়হইতে এক প্রধান জাতি ও অনেক রাজা উঠিয়া আসিতেছে। [৪২] তাহারা ধনু ও বড়শাধারী, নিষ্ঠুর ও করুণারহিত; তাহারা সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করে, এবং অশ্বারোহণে আসিতেছে; হে বাবিলের কন্যে, তোমারই বিপরীতে যুদ্ধ করণার্থে তাহারা বীরের ন্যায় সুসজ্জিত হইয়াছে। [৪৩] বাবিলের রাজা তাহাদের বিষয়ক জনশ্রুতি পাইয়াছে, তাহাতে তাহার হস্ত অবশ হইল, ও স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণার ন্যায় তাহাকে যন্ত্রণা ও ব্যথা ধরিল। [৪৪] দেখ, যর্দ্দনের শোভাস্বরূপ অরণ্যহইতে যেন সিংহ উঠিয়া সেই অচল বাথানের বিরুদ্ধে আসিতেছে; বস্তুতঃ আমি চক্ষুর নিমিষে লোকদিগকে তথাহইতে নীচে ফেলিয়া দিব, এবং তাহার উপরে আমার মনোনীত লোককে নিযুক্ত করিব। কেননা আমার তুল্য কে? ও আমার সময় নিরূপণ কে করিবে? এবং আমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এমত পালক কোথায়? [৪৫] অতএব সদাপ্রভু বাবিলের বিরুদ্ধে যে মন্ত্রণা ও কল্দীয় দেশের বিপক্ষে যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা শুন। লোকেরা অবশ্য পালের ক্ষুদ্রতম বলিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবে; বাথানটা অবশ্য তাহাদের বিষয়ে চমৎকৃত হইবে। [৪৬] বাবিল পরহস্তগত হইয়াছে, এই শব্দে পৃথিবী কাঁপিতেছে, ও জাতিগণের মধ্যে ক্রন্দনের রব শুনা যাইতেছে।

৫১ অধ্যায়।

[১] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিলের বিরুদ্ধে ও আমার প্রতিরোধিগণের মধ্যস্থলনিবাসি লোকদের বিরুদ্ধে এক বিনাশক বায়ু উৎপন্ন করিব। [২] এবং বাবিলে ঝাড়কদিগকে প্রেরণ করিব, তাহারা তাহা ঝাড়িয়া তাহার দেশ শূন্য করিবে, হাঁ, আপদের দিনে চতুর্দ্দিগে তাহার প্রতিকূল হইয়া উঠিবে। [৩] ধনুকে চাড়াদায়ি ও বর্ম্মে অভিমানি লোকের বিপরীতে ধনুর্দ্ধর ধনুকে চাড়া দিউক; তোমরা তাহার যুবলোকদের প্রতি দয়া করিও না, তাহার সমস্ত সৈন্য বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর। [৪] তাহাতে তাহারা কল্দীয়দের দেশে হত ও সড়কে খড়্গাবিদ্ধ হইয়া পতিত হইবে। [৫] বস্তুতঃ ইস্রায়েল্ যে অনাথ, কিম্বা যিহূদা যে আপন ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুকর্তৃক পরিত্যক্ত, তাহা নয়; কারণ উহাদের দেশ ইস্রায়েলের পাবনের বিরুদ্ধ দোষেতে পরিপূর্ণ। [৬] তোমরা বাবিলের মধ্যহইতে পলায়ন করিয়া প্রত্যেক জন আপন ২ প্রাণ রক্ষা কর; তাহার অপরাধের দণ্ডে তোমাদের বিনাশ না হউক; কেননা এ সদাপ্রভুর কর্ত্তব্য বৈরনির্য্যাতনের সময়, তিনি তাহাকে অপকারের প্রতিফল দিতে উদ্যত। [৭] সদাপ্রভুর হস্তে বাবিল জগজ্জনকে মত্তকারি এক সুবর্ণ পাত্রস্বরূপ ছিল, জাতিগণ তাহার মদ্য পান করিত, তজ্জন্য জাতিগণ টলটলায়মান হইয়াছে। [৮] বাবিল অকস্মাৎ পতিত হইয়া ভগ্ন হইল। তাহার নিমিত্তে হাহাকার কর, তাহার ব্যথার প্রতিকারার্থে রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস গ্রহণ কর; কি জানি সে আরোগ্য হইবে। [৯] আমরা বাবিলের আরোগ্য করিতে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু তাহার আ-

রোগ্য হইল না; আইস, আমরা তাহাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক জন আপন ২ দেশে যাই, কেননা উহার দণ্ড গগনস্পর্শী, ও আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ। [১০] সদাপ্রভু আমাদের ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ক্রিয়া প্রচার করি। [১১] সকলে বাণে শাণ দেও ও ঢাল ধর; সদাপ্রভু মাদীয় রাজগণের মনকে উত্তেজনা করিতেছেন, কেননা তাঁহার সঙ্কল্প বাবিলের প্রতিকূল ও তাহার বিনাশজনক; বস্তুতঃ এ সদাপ্রভুর [কর্ত্তব্য] বৈরনির্য্যাতন, [হা,] তাঁহার প্রাসাদ নিমিত্তক বৈরনির্য্যাতন। [১২] তোমরা বাবিলের প্রাচীরের বিরুদ্ধে পতাকা স্থাপন কর, ও রক্ষকগণকে সাহস দেও, ও প্রহরিগণকে নিযুক্ত কর, ও গোপনস্থানে সৈন্য রাখ; কেননা সদাপ্রভু বাবিলনিবাসিদের বিরুদ্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহার যেমন সঙ্কল্প করিয়াছেন, তেমন সিদ্ধিও করিবেন। [১৩] হে জলরাশির নিকটে বাসকারিণি ও ধনকোষে ঐশ্বর্য্যশালিনি, তোমার অন্তিমকাল ও ধনাপহরণের পরিণাম উপস্থিত। [১৪] বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন নাম লইয়া এই শপথ করিয়াছেন, যদ্যপি আমি তোমাকে পঙ্গপালবৎ জনতাতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম, তথাপি লোকে তোমার বিরুদ্ধে সিংহনাদ শুনাইবে। [১৫] তিনি আপন শক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, ও নিজ বুদ্ধিতে গগনমণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছেন। [১৬] আকাশে তাঁহার জলরাশি প্রদানের শব্দ হইলে তিনি পৃথিবীর প্রান্তহইতে বাষ্প উত্থাপন করেন, ও বৃষ্টির নিমিত্তে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন, ও আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করিয়া আনেন। [১৭] যাবতীয় মনুষ্য পশুবৎ জ্ঞানহীন; যাবতীয় স্বর্ণকার প্রতিমাদ্বারা লজ্জিত হয়; কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে প্রাণবায়ু নাই। [১৮] সে সকল অসার, এবং ঠাট্টার কর্ম্মমাত্র; তাহাদের তত্ত্বাবধারণকালে তাহারা বিনষ্ট হইবে। [১৯] যাঁহাতে যাকোবের অধিকার, তিনি তদ্রূপ নহেন; কারণ তিনি সর্ব্বস্রষ্টা, এবং [ইস্রায়েল্] তাঁহার অধিকাররূপ বংশ; তাঁহার নাম বাহিনীগণের সদাপ্রভু। [২০] তুমি আমার মুদ্গর ও যুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপ; তোমাদ্বারা আমি নানা জাতিকে চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা নানা রাজ্য সংহার করিতাম; [২১] ও তোমাদ্বারা অশ্ব ও তদারূঢ়কে চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা রথ ও তাহার সারথিকে চূর্ণ করিতাম, [২২] ও তোমাদ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীকে চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা বৃদ্ধ ও বালককে চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা যুবা ও যুবতিকে চূর্ণ করিতাম, [২৩] ও তোমাদ্বারা পালরক্ষককে ও তাহার পাল চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা কৃষককে ও তাহার বলদযুগল চূর্ণ করিতাম, ও তোমাদ্বারা দেশাধ্যক্ষ ও অধিপতিগণকে চূর্ণ করিতাম। [২৪] পরন্তু আমি তোমাদের দৃষ্টিগোচরে বাবিলকে ও কল্দীয় দেশনিবাসি সকলকে সিয়োনে কৃত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিব, ইহা সদাপ্রভুর বচন। [২৫] সদাপ্রভু কহেন, হে তাবৎ পৃথিবী নাশকারি বিনাশক পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, ও তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিব, ও শৈলহইতে তোমাকে গড়াইয়া ফেলিয়া দিব, ও তোমাকে অগ্নিপর্ব্বত করিব। [২৬] সদাপ্রভু কহেন, কোণের কিম্বা ভিত্তিমূলের নিমিত্তে কেহ তোমাহইতে প্রস্তর লইবে না, তুমি অনন্তকালীন ধ্বংসস্থান থাকিবা। [২৭] তোমরা দেশে ধ্বজা তুল, জাতিগণের মধ্যে তূরী বাজাও, তাহার প্রতিকূলে নানা জাতিকে [ধর্ম্মযুদ্ধার্থে] প্রস্তুত কর, অরারট্ ও মিন্নি ও অস্কিনস রাজ্যের লোকদিগকে তাহার বিপক্ষে আহ্বান কর, তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতিবরকে নিযুক্ত কর, ও শুঁয়াল পতঙ্গের ন্যায় অশ্বগণকে প্রেরণ কর। [২৮] তাহার বিরুদ্ধে নানা জাতিকে অর্থাৎ মাদীয়দের রাজগণকে, তাহাদের দেশাধ্যক্ষ ও অধিপতিগণকে ও তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত দেশের লোককে [ধর্ম্মযুদ্ধার্থে] প্রস্তুত কর। [২৯] ইহাতে পৃথিবী কম্পিতা ও উদ্বিগ্না হইতেছে; কেননা বাবিল্ দেশকে ধ্বংসিত ও নিবাসিশূন্য করণার্থে বাবিলের বিপরীতে সদাপ্রভুর সঙ্কল্প সফল হইতেছে। [৩০] বাবিলের বীরগণ যুদ্ধে বিরত হইয়া নানা গড়ের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে; তাহাদের তেজ শুকিয়া গেল; তাহারা অবলাদিগের সমান হইল; তাহার আবাস সকল দগ্ধ, ও হুড়কা সকল ভগ্ন হইল। [৩১] নগরের প্রান্ত শত্রুহস্তগত হইল, এই সংবাদ বাবিলের রাজাকে দিতে ধাবমান এক ধাবক অন্য ধাবকের ও এক বার্ত্তাবহ অন্য বার্ত্তাবহের সম্মুখবর্ত্তী হইতেছে; [৩২] এবং পারঘাট সকল রুদ্ধ, ও নলবন অনলে দগ্ধ, ও যোদ্ধা সকল বিহ্বল হইল; [৩৩] কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলের কন্যা শস্যমর্দ্দনকালীন খামারস্বরূপ; অল্প ক্ষণের মধ্যে তাহার জন্যে শস্য কাটনের সময় উপস্থিত হইবে।

[৩৪] বাবিলের রাজা নবূখদ্নিৎসর আমাদিগকে গ্রাস ও বিনাশ করিয়াছিল, ও আমাদিগকে শূন্যপাত্রস্বরূপ করিয়া [ভূমিতে] রাখিয়াছিল, ও আমাদিগকে নাগবৎ গ্রাস করিয়াছিল, ও আমাদের উপাদেয় ভক্ষ্যদ্বারা আপন উদর পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিল। [৩৫] আমার প্রতি দৌরাত্ম্য করণের ও আমার মাংস ভক্ষণের ফল বাবিলের পাওনা, ইহা সিয়োননিবাসিনী কহিতেছে; এবং আমার রক্তপাতের দণ্ড কল্দীয় দেশনিবাসিদের ভোগ করা উচিত, ইহা যিরূশালেম বলিতেছে। [৩৬] অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিবাদ নিষ্পন্ন করিতে উদ্যত; হাঁ, আমি তোমার জন্যে বৈরনির্য্যাতন করিব, এবং তাহার সমুদ্রকে জলশূন্য, ও তাহার উনুইকে শুষ্ক করিব। [৩৭] এবং বাবিল্ ঢিবিময় ও নাগদের বাসস্থান ও

চমৎকারাস্পদ ও শীসশব্দের বিষয় ও নিবাসিবিহীন হইবে।

৩৮ তাহার লোকেরা এককালে সিংহবৎ গর্জ্জন করিতেছে ও সিংহশাবকদের ন্যায় ঘোর নাদ করিতেছে; ৩৯ সদাপ্রভু কহেন, তাহারা উগ্র হইলে পর আমি তাহাদের ভোজ প্রস্তুত করিয়া পরিবেষণ করিব, ও তাহাদিগকে মত্ত করিব; তাহাতে তাহারা উল্লাস করণানন্তর অনন্তকালীন নিদ্রাতে সুপ্ত হইবে, আর জাগ্রৎ হইবে না। ৪০ আমি তাহাদিগকে পুষ্ট মেষদের ন্যায় ও ছাগদের সমভিব্যাহারি মেষদের ন্যায় বধ্যস্থানে অবসন্ন করিব। ৪১ শেশক্ কেমন শত্রুহস্তগত, ও তাবৎ পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র কেমন পরাজিত হইল! জাতিসমূহের মধ্যে বাবিল্ কেমন চমৎকারের বিষয় হইল! ৪২ বাবিলের উপরে সমুদ্র উঠিয়াছে, সে তাহার লহরীর কল্লোলে আচ্ছাদিত। ৪৩ তাহার নগর সকল ধ্বংসস্থান ও শুষ্ক ভূমি ও জঙ্গল হইয়া পড়িল; সেই দেশের নগরে কোন মনুষ্য বাস করিবে না, ও কোন মানবসন্তান তাহার মধ্যে গমনাগমন করিবে না। ৪৪ হাঁ, আমি বাবিলে বেল্ দেবকে শাস্তি দিব, ও তাহার মুখহইতে তাহার গিলিত দ্রব্য বাহির করিব; জাতিগণ আর তাহার নিকটে ধাবমান হইবে না, এবং বাবিলের প্রাচীরও পতিত হইবে। ৪৫ হে আমার প্রজা সকল, তোমরা তাহার মধ্যহইতে বাহির হও, ও প্রত্যেক জন সদাপ্রভুর প্রজ্বলিত ক্রোধহইতে আপন ২ প্রাণ রক্ষা কর। ৪৬ আর সাবধান, তোমাদের হৃদয় দ্রব হইতে দিও না, এবং দেশের মধ্যে যে জনরব শুনা যায়, তাহাতে ভীত হইও না, কেননা বৎসর ২ নানা জনরব হইবে; দেশে দৌরাত্ম্য প্রবল, এবং এক শাসনকর্ত্তা অন্য শাসনকর্ত্তার বিপক্ষ হইবে। ৪৭ অতএব দেখ, যে সময়ে আমি বাবিলের খোদিত প্রতিমাগণের দণ্ড করিব, এমন সময় আসিতেছে; তখন তাহার সমস্ত দেশ লজ্জাস্পদ হইবে, ও তথাকার লোক সকল হত হইয়া তাহার মধ্যে পতিত হইবে। ৪৮ এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকলে বাবিলের বিষয়ে আনন্দগান করিবে; কেননা সদাপ্রভু কহেন, বিনাশকগণ উত্তর দেশহইতে তাহার বিরুদ্ধে আসিবে। ৪৯ হে খড়্গাবিদ্ধ ইস্রায়েলীয় লোকেরা, বাবিলেরও পতন হইবে; হে সমস্ত পৃথিবীর খড়্গাবিদ্ধ লোকেরা, বাবিলের লোকেরাও পতিত হইবে। ৫০ হে খড়্গাহইতে উত্তীর্ণ লোকেরা, চল, বিলম্ব করিও না; [এই] দূরদেশে সদাপ্রভুকে স্মরণ কর, এবং যিরূশালেমকে মনে কর। ৫১ ধিক্কার শ্রবণে আমরা লজ্জিত ছিলাম, আমাদের মুখ অপমানে আচ্ছন্ন ছিল, কেননা বিদেশিরা সদাপ্রভুর গৃহের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল। ৫২ অতএব সদাপ্রভু কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি তাহার খোদিত প্রতিমাগণকে দণ্ড দিব, এমত সময় আসিতেছে, তখন তাহার দেশের সর্ব্বত্র খড়্গাবিদ্ধ লোকেরা কোঁকাইবে। ৫৩ সদাপ্রভু কহেন, বাবিল যদি আকাশ পর্য্যন্ত উঠে ও আপনার উচ্চ দুর্গ পরের অগম্য করে, তথাপি আমার আজ্ঞাতে নাশকেরা তাহার বিরুদ্ধে গমন করিতে উদ্যত হয়। ৫৪ বাবিলের মধ্যহইতে ক্রন্দনের রব ও কল্দীয়দের দেশহইতে মহাভঙ্গের শব্দ উঠিতেছে। ৫৫ কেননা সদাপ্রভু বাবিলকে উচ্ছিন্ন করিতেছেন, ও তাহার মধ্যবর্ত্তি মহাশব্দকে ক্ষান্ত করিতেছেন; তদাপ্লাবক তরঙ্গ সকল জলরাশির ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে: তাহাদের কল্লোলধ্বনি শুনা যাইতেছে। ৫৬ বস্তুতঃ তাহার উপরে অর্থাৎ বাবিলের উপরে এক বিনাশক আসিতেছে, তাহাতে তাহার বীরগণ ধৃত ও তাহাদের সকল ধনুক ভগ্ন হইবে; কেননা সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি অবশ্য সমুচিত ফল দিবেন। ৫৭ হাঁ, আমি তাহার প্রধানবর্গ ও জ্ঞানবানদিগকে, তাহার দেশাধ্যক্ষগণ ও অধিপতিগণ ও বীরগণকে মত্ত করিলাম; তাহাতে তাহারা অনন্তকালীন নিদ্রাতে সুপ্ত থাকিবে, আর জাগ্রৎ হইবে না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু নামে বিখ্যাত রাজার বচন। ৫৮ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি বাবিলের সেই প্রশস্ত প্রাচীর নিতান্ত অনাবৃত করিব, এবং তাহার সেই উচ্চ দ্বার সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; হাঁ, জাতিগণ কেবল বৃথা, ও জনবৃন্দগণ কেবল অগ্নির নিমিত্তে পরিশ্রম করিয়াছে এবং অবসন্ন হইয়াছে।

৫৯ যিহূদার রাজা সিদিকিয়ের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে মহসেয়ের পৌত্র নেরিয়ের পুত্র সরায় যে সময়ে রাজার সহিত বাবিলে গমন করে, তৎকালে যিরমিয়াহ ভাববাদী সরায়কে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত। উক্ত সরায় [যাত্রাকালীন] উত্তরণের অধ্যক্ষ ছিল। ৬০ আর বাবিলের ভাবি অমঙ্গলের কথা, অর্থাৎ বাবিলের প্রতিকূল এই যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা যিরমিয়াহ একখান পত্রে লিখিয়াছিল। ৬১ অতএব যিরমিয়াহ ঐ সরায়কে কহিল, বাবিলে উপস্থিত হইলে পর তুমি যত্নবান হইয়া এই সকল কথা পাঠ করিয়া কহিবা, ৬২ হে সদাপ্রভো, তুমি এই স্থানকে উচ্ছিন্ন ও মনুষ্য পশ্বাদির বসতিশূন্য করণের কথা কহিয়াছ, বস্তুতঃ ইহা অনন্তকালীন ধ্বংসস্থান থাকিবে। ৬৩ পরে এই পত্রের পাঠ সাঙ্গ হইলে তুমি ইহার সঙ্গে একটা প্রস্তর বান্ধিয়া ফরাৎ নদীর মাজখানে ইহা নিক্ষেপ করিয়া কহিবা, ৬৪ আমি [সদাপ্রভু] বাবিলের যে অতিশয় অমঙ্গল ঘটাইব, তাহাতে বাবিল এই রূপ মগ্ন থাকিবে, আর কখনো উঠিবে না; হাঁ, তাহার লোকেরা অবসন্ন হইয়াছে।

যিরমিয়াহের বাক্য সমাপ্ত।

৫২ অধ্যায়।

১ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে রাজত্ব পাইয়া

একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালেমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম লিব্‌নানিবাসি যিরমিয়ের কন্যা হমূটল্। [২] যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে সেও সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত। [৩] কারণ যিরূশালেম ও যিহূদার প্রতি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রযুক্ত যাবৎ তিনি আপনার সাক্ষাৎহইতে তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া না দিলেন, তাবৎ তাহাদের প্রতিকূল ঘটনা ঘটিল, এবং সিদিকিয় বাবিলীয় রাজার বিদ্রোহী হইল।

[৪] অনন্তর তাহার অধিকারের নবম বৎসরের দশম মাসের দশম দিনে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর্ ও তাহার সমস্ত সৈন্য যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে উচ্চগৃহ গাঁথিল। [৫] সিদিকিয়ের অধিকারের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল; [৬] পরে চতুর্থ মাসের নবম দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল, দেশের লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিছুই রহিল না।

[৭] তখন নগর ভগ্ন হইলে সমস্ত যোদ্ধা রাত্রিতে নগরহইতে নির্গমন করত রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের পথে পলায়ন করিল, কিন্তু কল্‌দীয়েরা নগরের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে ছিল; অতএব উহারা জঙ্গলভূমির পথে গেলে [৮] কল্‌দীয়দের সৈন্য রাজার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া যিরীহোর জঙ্গলভূমিতে সিদিকিয়ের লাগাইল পাইল, তাহাতে তাহার সমস্ত সৈন্য তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইল। [৯] অতএব তাহারা রাজাকে ধরিয়া হমাৎদেশস্থ রিবলাতে বাবিলের রাজার নিকটে লইয়া গেল, তাহাতে সে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিল। [১০] পরে বাবিলের রাজা সিদিকিয়ের সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে হনন করিল, এবং যিহূদার সমস্ত অধ্যক্ষকেও রিব্‌লাতে হনন করিল। [১১] পরে বাবিলের রাজা সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বন্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল, এবং তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিল।

[১২] অপর পঞ্চম মাসের দশম দিনে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের অধিকারের ঊনিশ বৎসরে বাবিলীয় রাজার সম্মুখস্থ পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত নবূষরদন্ নামক রক্ষকসেনাপতি যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়া [১৩] সদাপ্রভুর গৃহ ও রাজবাটী দগ্ধ করিল, এবং যিরূশালেমের গৃহ ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১৪] এবং রক্ষকসেনাপতির অনুগামি কল্‌দীয় সৈন্যগণ যিরূশালেমের চতুর্দ্দিগের সমস্ত প্রাচীর ভগ্ন করিল। [১৫] এবং নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি [কতক] দরিদ্র লোককে ও নগরের অবশিষ্ট লোকদিগকে, ও যাহারা পক্ষান্তরে গিয়া বাবিলের রাজার সপক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং অবশিষ্ট লোকারণ্যকে নির্ব্বাসার্থে লইয়া গেল। [১৬] কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে নবূষরদন্ রক্ষকসেনাপতি জনপদের কতকগুলি দরিদ্র লোককে রাখিল।

[১৭] আর সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় দুই স্তম্ভ ও পীঠ সকল ও সদাপ্রভুর গৃহের পিত্তলময় সমুদ্ররূপ পাত্র কল্‌দীয়েরা খণ্ড ২ করিয়া তাহার সমস্ত পিত্তল বাবিলে লইয়া গেল। [১৮] এবং স্থালী ও হাতা ও কর্ত্তরী ও বাটি ও চমস প্রভৃতি পরিচর্য্যার্থক পিত্তলময় পাত্র সকল তাহারা লইয়া গেল। [১৯] এবং ডাবর ও অঙ্গারধানী ও বাটি ও স্থালী ও দীপবৃক্ষ ও চমস ও সেকপাত্র প্রভৃতি স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রূপ্যময় পাত্রের রূপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেল। [২০] ঐ যে দুই স্তম্ভ ও এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও তাহার নীচে দ্বাদশ পিত্তলের বৃষরূপ পীঠ শলোমন্ রাজা সদাপ্রভুর গৃহের জন্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সমস্ত পাত্রের পিত্তলের পরিমাণ অসংখ্য ছিল। [২১] ফলতঃ ঐ স্তম্ভদ্বয়ের প্রত্যেকের উচ্চতা অষ্টাদশ হস্ত ও পরিধি দ্বাদশ হস্ত ছিল, এবং তাহা ফাঁপা বটে, কিন্তু চারি অঙ্গুলি পুরু ছিল। [২২] এবং তাহার উপরে পাঁচ হস্ত পরিমাণ উচ্চ পিত্তলের মাথলা ছিল, ও মাথলার উপরে চতুর্দ্দিগে জালরূপ কর্ম্ম ও দাড়িম্বাকৃতি ছিল; সে সকলও পিত্তলময়; এবং তাহার দ্বিতীয় স্তম্ভেরও ঐ মত আকার ও দাড়িম্ব ছিল। [২৩] পার্শ্বে ছেয়ানব্বই দাড়িম্ব থাকাতে চতুর্দ্দিগের জালরূপ কর্ম্মের উপরে শ্রেণীবদ্ধ এক শত দাড়িম্ব ছিল। [২৪] পরে ঐ রক্ষকসেনাপতি সরায় মহাযাজককে ও দ্বিতীয় যাজক সফনিয়কে ও তিন জন দ্বারপালকে ধরিল। [২৫] এবং নগরনিবাসিদের মধ্যে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক জন নপুংসককে ও নগরে ধৃত সপ্ত জন রাজসভাসদ্‌কে ও দেশীয় লোকদের সৈন্যের গণনাকারি প্রধান লেখককে ও নগরে প্রাপ্ত দেশীয় ষষ্টি জনকে ধরিয়া [২৬] নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার কাছে লইয়া গেল। [২৭] পরে বাবিলের রাজা হমাৎদেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাদিগকে আঘাত করাইয়া বধ করিল; এই রূপে যিহূদা আপন দেশহইতে নির্ব্বাসিত হইল।

[২৮] নবূখদনিৎসর কর্ত্তৃক নির্ব্বাসার্থে অপনীত লোকদের সংখ্যা। [তাহার অধিকারের] সপ্তম বৎসরে তিন সহস্র তেইশ জন যিহূদি লোক। [২৯] পরে নবূখদনিৎসরের অধিকারের আঠার বৎসরে যিরূশালেমের আট শত বত্রিশ প্রাণী। [৩০] পরে নবূখদনিৎসরের তেইশ বৎসরে নবূষরদন রক্ষকসেনাপতি সাত শত পঁয়তাল্লিশ জন যিহূদি লোককে নির্ব্বাসার্থে লইয়া গেল; সর্ব্বশুদ্ধ চারি সহস্র ছয় শত প্রাণী নির্ব্বাসার্থে অপনীত হইল।

[৩১] অপর যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজার নির্ব্বাসের সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে, অর্থাৎ বাবিলের ইবিল্-মরোদক্ রাজা যে বৎসরে রাজত্ব পাইল, সেই বৎসরে সে

যিহূদীয় যিহোয়াখীন্ রাজার মস্তক উঠাইয়া তাহাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিল। ৩২ এবং তাহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া তাহার সহিত যত রাজা বাবিলে ছিল, সকলের আসনহইতে তাহার আসন উচ্চে স্থাপন করিল, ৩৩ ও তাহার কারাবাসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইল; এবং সে যাবজ্জীবন নিত্য তাহার সহিত ভোজন পান করিতে লাগিল। ৩৪ এবং তাহার মরণদিন পর্য্যন্ত বাবিলীয় রাজার আজ্ঞাতে তাহাকে নিত্য বৃত্তি দেওয়া যাইত, অর্থাৎ তাহার যাবজ্জীবন এক২ দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রতিদিন দেওয়া যাইত।

যিরমিয়াহের বিলাপ।

১ অধ্যায়।

১ হায় ২, প্রজা লোকেতে পরিপূর্ণা এই নগরী কেমন একাকিনী বসিয়া আছে; জাতিগণের মধ্যে যে প্রধানা ছিল, সে বিধবার ন্যায় হইয়াছে; প্রদেশসমূহের মধ্যে যে রাজ্ঞী ছিল, তাহাকে বেগার ধরা গিয়াছে। ২ সে রাত্রিতে অতিশয় রোদন করে; তাহার গণ্ডদেশে নেত্রজল পড়িতেছে; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে তাহার সমস্ত প্রেমকারিদের মধ্যে এক জনও নাই; তাহার বন্ধুগণ সকলে তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার শত্রু হইয়াছে। ৩ যিহূদা দুঃখে ও ভারি দাসত্বে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; সে পরজাতিদের মধ্যে বসিয়া আছে, কুত্রাপি বিশ্রাম পায় না; তাহার তাড়নাকারিগণ সঙ্কীর্ণ পথে তাহার সঙ্গ ধরিল। ৪ পর্ব্বে গমনকারি যাত্রির অভাবে সিয়োনের পথ সকল শোক করিতেছে; তাহার সমস্ত দ্বার শূন্য আছে; তাহার যাজকগণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার কুমারীগণ খেদান্বিত আছে; ও সে আপনি মনঃপীড়া পাইতেছে। ৫ তাহার বিপক্ষগণ উত্তমাঙ্গস্বরূপ হইয়াছে, তাহার শত্রুবর্গ ভাগ্যবান হইয়াছে; কেননা তাহার অধর্ম্মের বাহুল্য প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাহাকে খেদে মগ্ন করিয়াছেন; তাহার শিশু বালকেরা বন্দি হইয়া বিপক্ষের অগ্রে২ গমন করিয়াছে। ৬ হাঁ, সিয়োনের কন্যার সমস্ত শোভা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে; তাহার অধ্যক্ষগণ চরাণিস্থান অপ্রাপ্ত হরিণের ন্যায় হইয়াছে; এবং শক্তিহীন হইয়া পশ্চাদ্ধাবকের অগ্রে২ গমন করিতেছে। ৭ [এই] দুঃখের ও উপদ্রবের কালে যিরূশালেম্ আপনার পূর্ব্বকালীন মনোহর সামগ্রী সকল স্মরণ করে; কেননা তাহার লোকেরা বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছে, তাহার সাহায্য করিতে কেহ নাই, ও তাহার বৈরিগণ তাহাকে দেখিয়া তাহার নিবৃত্তিতে উপহাস করে। ৮ যিরূশালেম অতিশয় পাপ করিয়াছে, এই জন্যে ঘৃণাস্পদ হইল; যাহারা তাহাকে সম্মান করিত, তাহারা তাহার উলঙ্গতা দেখিতে পাওয়াতে তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে; এবং সে আপনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ পীছে ফিরাইতেছে। ৯ তাহার অশৌচ বস্ত্রের অঞ্চলে ছিল, সে আপনার অন্তিম ফলোদয় মনে করিত না, এই জন্যে আশ্চর্য্যরূপে অধঃপতিত হইল; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে কেহ নাই; হে সদাপ্রভো, আমার দুঃখ দেখ, কারণ শত্রু দর্প করিতেছে। ১০ বিপক্ষ তাহার যাবতীয় মনোহর দ্রব্যে হস্তার্পণ করিয়াছে; বস্তুতঃ যে জাতিদিগকে তুমি আপনার সমাজে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছ, তাহারা তাহার দৃষ্টিগোচরে তাহার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। ১১ তাহার সমস্ত প্রজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, ও অন্নের চেষ্টা করিতেছে, ও প্রাণরক্ষার্থে খাদ্যের পরিবর্ত্তে আপন২ মনোহর দ্রব্য সকল দিতেছে। হে সদাপ্রভো, দৃষ্টিপাত করিয়া মনোযোগ কর, কেননা আমি অতি অবজ্ঞাতা হইয়াছি।

১২ হে পথিক সকল, ইহাতে কি তোমাদের কিছু আইসে যায় না? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাকে যে ব্যথা দেওয়া গিয়াছে, তাহার তুল্য ব্যথা আর কুত্রাপি কি পাওয়া যায়? সদাপ্রভু আপন প্রচণ্ড ক্রোধের দিনে তাহা দিয়া আমাকে খেদান্বিত করিয়াছেন। ১৩ তিনি ঊর্দ্ধলোকহইতে অগ্নি প্রেরণ করিলেন, তাহা আমার অস্থি সকল ভস্মসাৎ করিতেছে; তিনি আমার চরণ ধরিতে জাল পাতিয়াছেন, ও আমাকে পরাবৃত্ত করিয়াছেন, ও আমাকে অনাথা ও সমস্ত দিন মূর্চ্ছাপন্না করিয়াছেন। ১৪ আমার অধর্ম্মকলাপ তাঁহার হস্তদ্বারা বদ্ধ হইয়া যোঁয়ালিস্বরূপ হইয়াছে; তাহা জটিল হইয়া আমার ঘাড়ে উঠিল; তিনি আমার বল খর্ব্ব করিয়াছেন, এবং যাহার বিরুদ্ধে আমি উঠিতে পারি না, এমত শত্রুর হস্তে প্রভু আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। ১৫ প্রভু আমার মধ্যস্থিত যাবতীয় বীরকে নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি আমার যুবগণকে ভগ্ন করিতে আমার বিপরীতে মেলা ঘোষণা করিয়াছেন, এবং প্রভু যিহূদার কুমারীকে দ্রাক্ষাকুণ্ডে সঞ্চিত ফলের ন্যায় মর্দ্দন করিয়াছেন। ১৬ এই কারণ আমি ক্রন্দন করিতেছি; আমার চক্ষু, হাঁ, আমার চক্ষু জলের নির্ঝর হইয়াছে; কেননা আমার প্রবোধকারী ও প্রাণের সান্ত্বনাকারী আমাহইতে দূরে গিয়াছে; শত্রু জয়ী হওয়াতে আমার বালকেরা অনাথ হইয়াছে। ১৭ সিয়োন অঞ্জলি প্রসারণ করিতেছে; তাহাকে সান্ত্বনা করিতে কেহ নাই; সদাপ্রভু যাকোবের বিপক্ষগণকে তাহাকে ঘেরিবার

আজ্ঞা দিয়াছেন, যিরূশালেম্ তাহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যা স্ত্রীর ন্যায় হইয়াছে।

[18] সদাপ্রভুই ধর্ম্মবান্, বস্তুতঃ আমি তাঁহার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি; হে জাতি সকল, আমার বিনয় শুন, ও আমার ব্যথা দেখ; আমার কন্যাগণ ও যুবগণ বন্দিত্বস্থানে গমন করিয়াছে। [19] আমি আপন প্রেমকারিদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা আমাকে বঞ্চনা করিল; আমার যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ আপন ২ প্রাণ রক্ষার্থে অন্নের অন্বেষণ করিতে ২ নগরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। [20] হে সদাপ্রভো, দৃষ্টিপাত কর, কেননা আমি সঙ্কটাপন্না হইতেছি; আমার অন্ত্র দগ্ধ ও অন্তরস্থ হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ আমি অতিশয় প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি; বাহিরে খড়্গ, ভিতরে স্বয়ং মৃত্যু আমাকে নিঃসন্তান করিতেছে। [21] লোকে আমার দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পায়; আমার সান্ত্বনাকারী কেহ নাই; আমার শত্রুগণ আমার অমঙ্গলের কথা শুনিয়াছে; তোমার এই রূপ করণেতে তাহারা আমোদ করিতেছে; [কিন্তু] তুমি যে দিন ঘোষণা করিয়াছ, তাহা উপস্থিত করিবা, তখন তাহারা আমার সমান হইবে। [22] তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা তোমার দৃষ্টিগোচর হউক; তুমি আমার সমস্ত অধর্ম্মের জন্যে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদের প্রতিও তেমন ব্যবহার কর, কেননা আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস অধিক ও আমার হৃদয় পীড়িত।

২ অধ্যায়।

[1] হায় ২! প্রভু আপন ক্রোধে সিয়োনের কন্যাকে কেমন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছেন; এবং ইস্রায়েলের ভূষাকে স্বর্গহইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি আপন ক্রোধের দিনে আপন পাদপীঠ স্মরণ করিলেন না। [2] প্রভু দয়া না করিয়া যাকোবের সমস্ত বাসস্থান লোপ করিয়াছেন; তিনি ক্রোধ করত যিহূদার কন্যার দৃঢ় দুর্গ সকল উৎপাটন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছেন; তিনি রাজ্য ও তাহার অধ্যক্ষগণকে অশুচি করিয়াছেন। [3] তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে ইস্রায়েলের সমস্ত শৃঙ্গ সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন, শত্রুর সম্মুখহইতে আপন দক্ষিণ হস্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন, ও চতুর্দ্দিগ্ দগ্ধকারি অগ্নিশিখার ন্যায় আপনি যাকোব্‌কে প্রজ্বলিত করিয়াছেন। [4] তিনি শত্রুর ন্যায় আপন ধনুকে চাড়া দিয়াছেন, বিপক্ষবৎ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষুর সুখজনক সকলকে বধ করিয়াছেন; তিনি সিয়োনের কন্যার তাম্বুমধ্যে আপন ক্রোধরূপ অগ্নি ঢালিয়া দিয়াছেন। [5] প্রভু শত্রুতুল্য হইয়া ইস্রায়েলকে গ্রাস করিয়াছেন, ও তাহার যাবতীয় অট্টালিকা লোপ ও দৃঢ় দুর্গ সকল ধ্বংস করিয়াছেন, এবং যিহূদার কন্যার কাকূক্তি ও কাতরোক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। [6] তিনি বাগানের বেড়ার ন্যায় আপন বেড়া দূর করিয়াছেন, এবং আপনার সমাগমস্থান বিনষ্ট করিয়াছেন; সদাপ্রভু সিয়োনের মধ্যে পর্ব্ব ও বিশ্রামবার বিস্মৃত করাইয়াছেন, ও প্রচণ্ড ক্রোধে রাজাকে ও যাজককে নিরাকরণ করিয়াছেন। [7] সদাপ্রভু আপন যজ্ঞবেদী অবজ্ঞা করিয়াছেন, ও আপন পবিত্র স্থান ত্যাজ্য জ্ঞান করিয়াছেন; তিনি তাহার অট্টালিকার ভিত্তি শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তাহারা সদাপ্রভুর গৃহমধ্যে পর্ব্বদিনের ন্যায় কোলাহল করিয়াছে। [8] সদাপ্রভু সিয়োনের কন্যার প্রাচীর নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তিনি সূত্রপাত করিলেন, লোপ করণহইতে আপন হস্ত নিবৃত্ত করিলেন না; তিনি পরিখা ও প্রাচীরকে বিলাপ করাইলে তাহারা একেবারে তেজোহীন হইল। [9] নগরের দ্বার সকল মৃত্তিকাতে আচ্ছন্ন হইল, ও তিনি তাহার অর্গল নষ্ট ও খণ্ড২ করিলেন; তথাকার রাজা ও অধ্যক্ষগণ পরজাতীয়দের মধ্যে গমন করিয়াছে; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার [আদর] নাই; তথাকার ভাববাদিগণও সদাপ্রভুর কাছে কিছুই দর্শন পায় না। [10] সিয়োনের কন্যার প্রাচীন লোক সকল নীরব হইয়া মৃত্তিকাতে বসিয়া আছে; তাহারা আপন ২ মস্তকের উপরে ধূলি দিয়া কটিদেশে চট বাঁধিয়াছে, ও যিরূশালেমের কন্যাগণ ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক হেঁট করে। [11] আমার নেত্রযুগল অশ্রুপাতে ক্ষীণ হইয়াছে, আমার অন্ত্র দগ্ধ হইতেছে; আমার জাতির কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত আমার যকৃৎ মৃত্তিকাতে ঢালা যাইতেছে, কেননা নগরের চকে বালক ও স্তন্যপায়ি শিশু মূর্চ্ছাপন্ন হয়। [12] তাহারা আপন ২ মাতাকে বলে, গোম [ভাজা] ও দ্রাক্ষারস কোথায়? ইতিমধ্যে নগরের চকে খড়্গাবিদ্ধ লোকদের ন্যায় মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া আপন ২ মাতার বক্ষঃস্থলে প্রাণ ত্যাগ করে। [13] হে যিরূশালেমের কন্যে, আমি কি বলিয়া তোমাকে প্রবোধ দিব? ও কিসের সহিত তোমার উপমা দিব? হে সিয়োনের কুমারি, আমি কিসের সহিত তোমার তুলনা দিয়া তোমাকে সান্ত্বনা করিব? কেননা তোমার ভঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ, তোমার চিকিৎসা করা কাহার সাধ্য? [14] তোমার ভাববাদিগণ তোমার নিমিত্তে অলীক ও নীরস বিষয়ের দর্শন পাইত; তাহারা যে তোমার বন্দিত্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টাতে তোমার অধর্ম্ম ব্যক্ত করিত, তাহা দূরে থাকুক, তোমার নিমিত্তে দেশচ্যুতিজনক অলীক ভাবোক্তি দর্শন বলিয়া প্রচার করিত। [15] যে সকল লোক তোমার নিকট দিয়া যায়, তাহারা তোমার প্রতি হাততালি দেয়; তাহারা শীস দিয়া যিরূশালেমের কন্যার প্রতি মস্তক লাড়িয়া বলে, যে নগর সর্ব্বতোভাবে মনোরম্য ও সমস্ত পৃথিবীর আনন্দজনক নামে বিখ্যাত ছিল, সে কি এই? [16] তোমার সমস্ত শত্রু তোমার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে, ও শীস দিয়া দন্তকিড়িমিড়ি করিয়া বলে, আমরা তাহাকে গ্রাস করিলাম; যে দিনের আকাঙ্ক্ষা করিতাম, এ অবশ্য সেই দিন,

আমরা তাহা দেখিলাম ও পাইলাম। ১৭ সদাপ্রভু যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন, ও প্রাক্কালে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সকল বাক্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তিনি দয়া না করিয়া নিপাত করিয়াছেন, ও তোমার শত্রুকে তোমার উপরে আনন্দ করিতে দিয়াছেন, ও তোমার বিপক্ষদের শৃঙ্গ উচ্চ করিয়াছেন। ১৮ লোকদের হৃদয় প্রভুর কাছে ক্রন্দন করে; হে সিয়োনের কন্যার প্রাচীর, দিবারাত্রি তোমার অশ্রুধারা জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া যাউক, আপনাকে কিছু বিশ্রাম দিও না, তোমার চক্ষুর তারাকে শান্ত হইতে দিও না। ১৯ রাত্রির প্রত্যেক প্রহরের প্রথমে উঠিয়া বিলাপ কর, প্রভুর সম্মুখে আপন হৃদয় জলের ন্যায় ঢাল, তোমার যে শিশু বালকেরা সড়ক সকলের মস্তকে ক্ষুধাতে মূর্চ্ছাপন্ন আছে, তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার প্রতি কৃতাঞ্জলি হও।

২০ হে সদাপ্রভো, বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি কাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিতেছ? স্ত্রীগণ যে আপন ২ গর্ভফল, ও যাহাদিগকে লালন পালন করে, এমত শিশুগণকে ভোজন করে, ইহা কি উপযুক্ত? প্রভুর পবিত্র স্থানে যাজক ও ভাববাদী যে হত হয়, ইহা বা কি উপযুক্ত? ২১ আবাল বৃদ্ধ সকলে সড়কের মধ্যে ভূমিতে পড়িয়া আছে, আমার যুবতি ও যুবগণ খড়্গাহত হইয়া পতিত আছে; তুমি আপন ক্রোধের দিনে বধ করিয়াছ; দয়া না করিয়া হত্যা করিয়াছ। ২২ তুমি [আমার] চতুর্দ্দিক্‌স্থ ভয় সকলকে পর্ব্বদিনের ন্যায় নিমন্ত্রণ করিয়াছ; সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে উত্তীর্ণ কি রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ রহিল না; আমি যাহাদিগকে লালন পালন ও ভরণ পোষণ করিতাম, আমার শত্রু তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিয়াছে।

৩ অধ্যায়।

১ আমি, আমিই তাঁহার ক্রোধরূপ দণ্ডদ্বারা দুঃখ দেখিতে [অভ্যস্ত] লোক। ২ তিনি আমাকে চালাইয়া আলোতে নয়, কিন্তু অন্ধকারে আনিয়াছেন। ৩ তিনি পুনঃ২ আপন হস্ত ফিরাইয়া আমার প্রতিকূল করেন। ৪ তিনি আমার মাংস ও চর্ম্ম জীর্ণ ও আমার অস্থি সকল ভগ্ন করিয়াছেন। ৫ তিনি আমাকে অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিষ ও শ্রান্তিদ্বারা আমাকে বেষ্টিত করিয়াছেন; ৬ ও চিরকালার্থে মৃত লোকদের ন্যায় অন্ধকারে আমাকে বাস করাইয়াছেন। ৭ তিনি আমার চতুর্দ্দিগে প্রস্তরের বেড়া গাঁথিয়াছেন, বাহির হইতে দেন না; তিনি আমার শৃঙ্খল অতি ভারী করিয়াছেন। ৮ আমি ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিলেও তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। ৯ তিনি খোদিত প্রস্তরদ্বারা আমার পথ রোধ করিয়াছেন, ও আমার মার্গ সকল বিপরীত করিয়াছেন। ১০ আমার প্রতি তিনি লুক্কায়িত ভল্লুক বা অন্তরালে গুপ্ত সিংহস্বরূপ। ১১ তিনি আমার পথ বিপথ করিয়া আমাকে খণ্ড২ ও অনাথ করিয়াছেন। ১২ এবং আপন ধনুকে চাড়া দিয়া আমাকে বাণের লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন। ১৩ এবং আপন তূণের শর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়াছেন। ১৪ আমি স্বজাতীয় সকলের উপহাস ও সমস্ত দিন গানের বিষয় হইয়াছি। ১৫ তিনি আহারার্থে আমাকে প্রচুররূপে তিক্ত দ্রব্য ও পানার্থে প্রচুর নাগদানার [রস] দিয়াছেন; ১৬ এবং কঙ্কর [খাওয়াইয়া] আমার দন্ত ভাঙ্গিয়াছেন, ও আমাকে বলপূর্ব্বক ভস্মে বসাইয়াছেন। ১৭ তাহাতে আমার প্রাণ অবজ্ঞার পাত্র ও শান্তিরহিত হইল; আমি মঙ্গল বিস্মৃত হইয়াছি। ১৮ ইহাতে আমি কহিলাম, আমার বল ও সদাপ্রভুতে আমার প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে।

১৯ তুমি আমার দুঃখ ও উপদ্রবের ভোগ স্মরণ কর, তাহা নাগদানা ও বিষস্বরূপ। ২০ নিত্য তাহা স্মরণ করত আমার অন্তরে প্রাণ অবসন্ন হইতেছে। ২১ আমি পুনর্ব্বার ইহা মনে বিবেচনা করিয়া প্রত্যাশা করিব। ২২ সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নিঃশেষে নষ্ট হই নাই; কেননা তাঁহার করুণা শেষ হয় নাই। ২৩ তাহা প্রতি প্রভাতে নূতন, [হাঁ,] তোমার বিশ্বসনীয়তা মহৎ। ২৪ আমার মন বলে, সদাপ্রভুই আমার অধিকার, অতএব আমি তাঁহাতে প্রত্যাশা করিব। ২৫ আপনার আকাঙ্ক্ষি লোকদের পক্ষে, [হাঁ,] আপনার অন্বেষণকারি প্রাণির পক্ষে সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ। ২৬ নীরব থাকিয়া সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণের অপেক্ষা করা ইহাই মঙ্গল। ২৭ যৌবনকালে যোঁয়ালি বহন করা, মানুষের মঙ্গল। ২৮ তাহার স্কন্ধে যোঁয়ালি রাখা গেলে সে নীরব হইয়া একাকী বৈসুক। ২৯ সে ধূলাতে মুখ দিয়া [বলুক,], প্রত্যাশা হইলে হইতে পারে। ৩০ সে আপন প্রহারকের প্রতি গাল ফিরাউক, এবং যথেষ্ট অপমান স্বীকার করুক। ৩১ কেননা প্রভু অনন্ত কালার্থে পরিত্যাগ করেন না। ৩২ যদ্যপি মনস্তাপ দেন, তথাপি আপন প্রচুর কৃপানুসারে করুণা করিবেন। ৩৩ কেননা তিনি অন্তঃকরণের সহিত দুঃখ দেন, কিম্বা মনুষ্যসন্তানগণকে খেদান্বিত করেন, এমত নহে। ৩৪ লোকে যে পৃথিবীর বন্দি সকলকে পদতলে দলিত করে, ৩৫ কিম্বা পরাৎপরের সম্মুখে মনুষ্যের প্রতি অন্যায় করে, ৩৬ কিম্বা কাহারো বিবাদের অযথার্থ নিষ্পত্তি করে, তাহা প্রভু দেখিতে পারেন না।

৩৭ প্রভু আজ্ঞা না করিলে কাহার কোন্ বাক্য সিদ্ধ হইতে পারে? ৩৮ পরাৎপরের মুখহইতে কি বিপদ ও সম্পদ দুই নিঃসৃত হয় না? ৩৯ জীবিত মনুষ্য কেন [জীবনের] নিন্দা করে? প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ২ পাপের [নিন্দা করুক]। ৪০ আইস, আমরা আপন ২ পথের আলোচনা ও অনুসন্ধান করি, এবং সদাপ্রভুর কাছে প্রত্যাগমন করি; ৪১ ও করপুটের সহিত হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসি ঈশ্বরের প্রতি উঠাই। ৪২ আমরা অধর্ম্ম ও প্রতিকূলা-

চরণ করিয়াছি, তুমি ক্ষমা কর নাই। [৪৩] ক্রোধে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া আমাদিগকে তাড়না করিয়াছ, এবং দয়া না করিয়া বধ করিয়াছ। [৪৪] তুমি আমাদের প্রার্থনার অভেদ্য মেঘেতে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছ। [৪৫] তুমি জাতিগণের মধ্যে আমাদিগকে জঞ্জাল ও অগ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় করিয়াছ। [৪৬] আমাদের সমস্ত শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে। [৪৭] ত্রাস ও খাত ও গণ্ডগোল ও ভঙ্গ আমাদের প্রতি ঘটিতেছে। [৪৮] আমার জাতির কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত আমার চক্ষুহইতে জলের ধারা বহিতেছে। [৪৯] আমার চক্ষু অবিশ্রান্ত অশ্রুতে ভাসিতেছে, বিরাম পায় না। [৫০] কেননা শেষে সদাপ্রভু স্বর্গহইতে হেঁট হইয়া অবলোকন করিবেন, [ইহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি]। [৫১] আমার নগরীর কন্যাদের নিমিত্তে আমার চক্ষু হৃদয়কে আর্দ্র করে। [৫২] বিনাকারণে যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আমাকে পক্ষির ন্যায় মৃগয়া করিয়াছে। [৫৩] তাহারা আমার প্রাণকে কূপে সংহার করিয়াছে, এবং আমার উপরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে। [৫৪] আমার মস্তকের উপর দিয়া জল বহিতেছে; আমি কহিলাম, আমি উচ্ছিন্ন হইলাম। [৫৫] হে সদাপ্রভো, আমি অধোলোকস্থ কূপের মধ্যহইতে তোমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করি। [৫৬] তুমি আমার রব শুনিয়া থাক; আমার আশ্বাসার্থি আর্ত্তনাদহইতে কর্ণ আচ্ছাদিত করিও না। [৫৭] যে দিনে আমি তোমাকে আহ্বান করি, সে দিনে তুমি নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভয় করিও না, ইহা কহিয়া থাক। [৫৮] হে প্রভো, তুমি আমার মনের বিবাদ সকল নিষ্পত্তি করত আমার প্রাণ মুক্ত করিয়া থাক। [৫৯] হে সদাপ্রভো, তুমি আমার উপদ্রব দেখিয়াছ, আমার বিচার নিষ্পত্তি কর। [৬০] উহাদের [বাঞ্ছিত] বৈরনির্য্যাতন ও আমার প্রতিকূলে কৃত সমস্ত সঙ্কল্প তুমি দেখিয়াছ। [৬১] হে সদাপ্রভো, তুমি উহাদের ধিক্কার ও আমার প্রতিকূলে কৃত সমস্ত সকল্প, [৬২] ও আমার প্রতিরোধিদের মুখের বচন ও আমার প্রতিকূলে সমস্ত দিন ভণ্ভণানি শুনিয়াছ। [৬৩] তাহাদের উপবেশন ও গাত্রোত্থান নিরীক্ষণ কর, আমি তাহাদের বাদ্যের বিষয়। [৬৪] হে সদাপ্রভো, তুমি তাহাদের হস্তকৃত অপকারানুযায়ি প্রতিফল তাহাদিগকে দিবা। [৬৫] তুমি তাহাদিগকে চিত্তের জড়তা দিবা, ও তোমার অভিশাপ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। [৬৬] তুমি ক্রোধে তাহাদিগকে তাড়না করিবা, ও সদাপ্রভুর [নিবাস] স্বর্গের অধোহইতে তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিবা।

৪ অধ্যায়।

[১] হায় ২, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়াছে! ও উত্তম সুবর্ণ কেমন বিকৃত হইয়াছে! পবিত্র প্রস্তর সড়ক সকলের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। [২] হায় ২, নির্ম্মল কাঞ্চনের ন্যায় বহুমূল্য সিয়োনের পুত্রগণ কুম্ভকারের হস্তকৃত মৃণ্ময় ভাণ্ডের ন্যায় গণিত হইয়াছে। [৩] কেন্দুয়াবাঘীনিরাও স্তন দেয়, ও আপন ২ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করায়; আমার জাতির কন্যা প্রান্তরস্থ উষ্ট্রপক্ষির ন্যায় নিষ্ঠুরা হইয়াছে। [৪] স্তন্যপায়ি শিশুর জিহ্বা পিপাসায় তালুতে লাগিয়াছে; বালকেরা রুটী চাহিতেছে, কেহ তাহাদিগকে বিতরণ করে না। [৫] যাহারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত, তাহারা সড়কে অনাথ হইয়া আছে; যাহাদিগকে সিন্দূরবর্ণ গদীতে বহন করা যাইত, তাহারা সারের ঢিবি অবলম্বন করে। [৬] হাঁ, মনুষ্যের হস্তদ্বারা আক্রান্ত না হইয়া যে সদোম্ এক নিমিষে উৎপাটিত হইয়াছিল, তাহার পাপহইতেও আমার জাতির কন্যার অপরাধ বড় হইয়াছে। [৭] তাহার অধ্যক্ষগণ হিম অপেক্ষা নির্ম্মল ও দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রবর্ণ ছিল; প্রবাল অপেক্ষা রক্তবর্ণ ও নীলকান্তমণির ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট অঙ্গ তাহাদের ছিল; [৮] [এখন] তাহাদের মুখ কালিহইতেও কালো হইয়াছে; সড়কে তাহাদিগকে চেনা যায় না, তাহাদের চর্ম্ম অস্থিতে সংলগ্ন ও কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়াছে। [৯] ক্ষুধাতে হত লোক অপেক্ষা বরং খড়্গো হত লোক ধন্য, কেননা ইহারা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাভাবরূপ শূলে বিদ্ধ হইয়া ক্ষয় পায়। [১০] স্নেহবতী স্ত্রীগণের হস্ত আপন ২ বালককে রন্ধন করিয়াছে - আমার জাতির কন্যার ভঙ্গ প্রযুক্ত [শিশুরা] তাহাদের খাদ্য দ্রব্য হইয়াছে। [১১] সদাপ্রভু আপন ক্রোধ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, ও আপনার প্রচণ্ড কোপ ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং সিয়োনে অগ্নি জ্বালাইয়াছেন, তাহা তাহার ভিত্তিমূল গ্রাস করিয়াছে। [১২] যিরুশালেমের দ্বারে কোন বিপক্ষ কি শত্রু প্রবেশ করিতে পারে, ইহা পৃথিবীর রাজগণ কিম্বা জগন্নিবাসিদের কেহ প্রত্যয় করিত না।

[১৩] তথাকার ভাববাদিগণের পাপ ও যাজকগণের অপরাধ প্রযুক্ত এই সকল ঘটিয়াছে, কেননা তাহারা তাহার মধ্যে ধার্ম্মিকগণের রক্তপাত করিত। [১৪] তাহারা অন্ধ লোকের ন্যায় সড়কের মধ্যে ভ্রমণ করত রক্তে এমত কলুষিত হইত, যে লোকেরা তাহাদের বস্ত্র স্পর্শ করিতে পারিত না; [১৫] বরং তাহাদের উদ্দেশে চেঁচাইয়া বলিত, সকলে পথ ছাড়; ও অশুচি লোক, পথ ছাড়, পথ ছাড়, স্পর্শ করিও না; বস্তুতঃ তাহারা পলায়ন করিয়া ভ্রমণকারী হইয়াছে; পরজাতিগণের মধ্যে সকলে বলে, উহারা এই স্থানে আর প্রবাস করিতে পাইবে না। [১৬] সদাপ্রভুর ক্রোধদৃষ্টি তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে আর দেখিতে পারেন না; কেহ যাজকগণের মুখাপেক্ষা কিম্বা প্রাচীনগণের প্রতি কৃপা করে না। [১৭] এখনও মিথ্যা সহকারির অপেক্ষায় থাকাতে আমাদের চক্ষু ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; রক্ষা করণে অসমর্থ জাতির জন্যে আমরা রক্ষিগৃহে থাকিয়া নিরীক্ষণ করি। [১৮] [শত্রুগণ]র আমাদের পাদবিক্ষেপ এমত ঘেরে, যে আমরা

আপনাদের কোন চকে বেড়াইতে পারি না; আমাদের কাল নিকটবর্ত্তী ও আয়ু সম্পূর্ণ হইল, হাঁ, আমাদের শেষদশা উপস্থিত। ১৯ আমাদের তাড়নাকারিগণ আকাশের উৎক্রোশ পক্ষী অপেক্ষা বেগগামী; তাহারা পর্ব্বতের উপরে আমাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইত, ও প্রান্তরে আমাদিগকে ধরিতে ঘাঁটি বসাইত। ২০ সদাপ্রভুর অভিষিক্ত যে ব্যক্তি আমাদের নাসিকার বায়ুস্বরূপ, আমরা যাঁহার ছায়াতে বসিয়া জাতিদের মধ্যে জীবন যাপনের প্রত্যাশা করিতাম, তিনি তাহাদের গর্ত্তে ধৃত হইলেন।

২১ হে উষদেশনিবাসিনি ইদোমের কন্যে, তুমি আমোদ কর ও পুলকিতা হও; ঐ পানপাত্র তোমার নিকটেও আসিবে, তখন তুমি মত্তা হইয়া উলঙ্গিনী হইবা। ২২ হে সিয়োনের কন্যে, তোমার অপরাধ শেষ হইল; তিনি তোমাকে আর নির্ব্বাসার্থে লইয়া যাইবেন না; হে ইদোমের কন্যে, তিনি তোমার অপরাধের প্রতিফল দিবেন, ও তোমার পাপ অনাবৃত করিবেন।

৫ অধ্যায়।

১ হে সদাপ্রভো, আমাদের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মনে কর, অবলোকন করিয়া আমাদের অপমান দেখ। ২ আমাদের অধিকার বিদেশিদের হস্তে, আমাদের বাটী সকল বিজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ৩ আমরা অনাথ হইয়াছি; পিতা নাই, আমাদের মাতারা যেন বিধবা হইয়াছে। ৪ আমাদের জল আমরা রূপা দিয়া পান করি, ও আমাদের কাষ্ঠ মূল্য দিলে পাওয়া যায়। ৫ লোকে ঘাড় [ধাক্কা] দিয়া আমাদিগকে তাড়না করে; পরিশ্রান্ত হইলে আমরা কিছুই বিশ্রাম পাই না। ৬ আমরা খাদ্যে তৃপ্ত হইবার নিমিত্তে মিসরের দিগে ও অশূরের দিগে হাত যোড় করি। ৭ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাপ করিয়াছে, এখন তাহারা নাই, কিন্তু আমরা তাহাদের অপরাধরূপ ভার বহন করিতেছি। ৮ আমাদের উপরে দাসেরা কর্তৃত্ব করে, তাহাদের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে এমত কেহ নাই। ৯ প্রান্তরে খড়্গ থাকাতে আমরা প্রাণসংশয়ে খাদ্য দ্রব্য লইতে যাই। ১০ জঠরানলের দাহ প্রযুক্ত আমাদের চর্ম্ম তুন্দুরের ন্যায় জ্বলে। ১১ [শত্রুগণ] সিয়োনে স্ত্রীগণকে ও যিহূদার সকল নগরে কুমারীদিগকে ভ্রষ্টা করে। ১২ অধ্যক্ষগণকে হস্তে [বাঁধিয়া] ফাঁসি দেওয়া যায়, প্রাচীন লোকদের মুখ সমাদৃত হয় না। ১৩ যুবগণকে যাঁতা বহিতে হয়, ও বালকেরা কাষ্ঠভারে উছোট খায়। ১৪ প্রাচীনেরা পুরদ্বারে আগমনে ও যুবগণ [নিয়মিত] বাদ্য করণে নিবৃত্ত হইয়াছে। ১৫ আমাদের চিত্তের আনন্দ লুপ্ত, ও আমাদের নৃত্য শোকেতে পরিণত হইয়াছে। ১৬ আমাদের মস্তকহইতে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে; আমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা আমরা পাপ করিয়াছি। ১৭ এই কারণ আমাদের অন্তঃকরণ পীড়িত হইয়াছে, এই কারণ আমাদের চক্ষু নিস্তেজ হইয়াছে। ১৮ কেননা সিয়োন পর্ব্বত এমত উচ্ছিন্ন স্থান হইয়াছে, যে শৃগালগণ তাহাতে গমনাগমন করে। ১৯ হে সদাপ্রভো, তুমি অনন্তকাল সুখাসীন থাকিবা; তোমার সিংহাসন পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। ২০ কেন সদাকালের জন্যে আমাদিগকে বিস্মৃত থাকিবা? কেন চিরকালার্থে আমাদিগকে ত্যাগ করিবা? ২১ হে সদাপ্রভো, আপনকার প্রতি আমাদিগকে ফিরাও, তবে আমরা ফিরিব; পূর্ব্বকালের সদৃশ নূতন সময় আমাদিগকে দেও। ২২ নতুবা [বোধ হইবে,] তুমি আমাদিগকে নিতান্ত নিগ্রহ করিয়াছ, এবং আমাদের প্রতি আত্যন্তিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছ।

যিহিস্কেল ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ ত্রিংশ বৎসরের চতুর্থ মাসের পঞ্চম দিনে কবার নদীতীরে নির্ব্বাসিত লোকদের মধ্যে আমার বাস করণ কালে স্বর্গ উদ্ঘাটিত হইল, তাহাতে আমি ঈশ্বরীয় দর্শন পাইতে লাগিলাম। ২ রাজা যিহোয়াখীনের নির্ব্বাসের পঞ্চম বৎসরের ঐ মাসের পঞ্চম দিনে কল্দীয়দের দেশে কবার্ নদীতীরে ৩ বূষি যাজকের পুত্র যিহিস্কেলের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে সদাপ্রভু তাহাতে হস্তার্পণ করিলেন।

৪ আমি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, উত্তরদিগ্হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্যমান অগ্নি আসিতেছে, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্ত্তি প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা আছে। ৫ এবং তাহার মধ্যহইতে চারি প্রাণির মূর্ত্তি [প্রকাশ পাইল]; তাহাদের আকৃতি [শুন], তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। ৬ এবং প্রত্যেকের চারি ২ মুখ ও চারি ২ পক্ষ। ৭ তাহাদের চরণ ঋজু, ও পদতল গোবৎসের পদতলের ন্যায়, এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের তেজের ন্যায় চাক্‌চক্যবিশিষ্ট। ৮ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পক্ষের নীচে মানব হস্তবৎ হস্ত ছিল; চারি প্রাণিরই মুখ ও পক্ষ ছিল। ৯ তাহাদের পক্ষ পরস্পর সংযুক্ত; গমন কালে তাহারা ফিরিত না, প্রত্যেকে সম্মুখ দিগে গমন করিত। ১০ চারি প্রাণির এক মুখের রূপ মানব মুখের ন্যায়

ছিল, কিন্তু দক্ষিণদিগে চারিটীর সিংহবৎ মুখ, এবং বামদিগে গোরুর ন্যায় মুখ, আবার উৎক্রোশপক্ষির ন্যায় এক মুখ ছিল। [১১] উপরিভাগে তাহাদের মুখ ও পক্ষ বিভিন্ন ছিল: এক ২ টীর দুই ২ পক্ষ, আর এক ২টীর [পক্ষ] স্পর্শ করিত, এবং আর দুই ২ পক্ষ গাত্র আচ্ছাদন করিত। [১২] এবং তাহারা প্রত্যেকে সম্মুখ দিগে চলিত, ও যে দিগে যাইতে আত্মার ইচ্ছা সেই দিগে গমন করিত; গমনকালে ফিরিত না। [১৩] এমত মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রাণিদের আভা প্রজ্বলিত অঙ্গার ও মশালের আভার সদৃশ; সেই অগ্নি ঐ প্রাণিদের মধ্যে গমনাগমন করিত, এবং অগ্নিটা অত্যন্ত তেজোময়, ও সেই অগ্নিহইতে বিদ্যুৎ নির্গত হইত। [১৪] এবং ঐ প্রাণিগণের ইতস্ততো দ্রুতগতি বিদ্যুল্লতার আভার সদৃশ।

[১৫] ঐ প্রাণিদিগকে অবলোকন করিলে আমি দেখিলাম, ভূতলে তাহাদের চারি মুখের পার্শ্বে এক ২ চক্র ছিল। [১৬] চারি চক্রের আভা ও রচনা [শুন], চারিটীর বৈদূর্য্য মণির প্রভার ন্যায় প্রভা ও রূপ একই, এবং তাহাদের আভা ও রচনা চক্রের মধ্যস্থিত চক্রের ন্যায় ছিল। [১৭] গমনকালে ঐ চারি চক্র চারি দিগে অর্থাৎ আপন ২ সম্মুখে গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না। [১৮] তাহাদের নেমি উচ্চ ও ভয়ঙ্কর, এবং তাহাদের ঐ চারি নেমির পরিধি চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। [১৯] আর প্রাণিগণের গমনকালে তাহাদের পার্শ্বে ঐ চক্রগণও গমন করিত; এবং ঐ প্রাণিগণের ভূতলহইতে উত্থাপিত হওন কালে চক্রগণও উত্থাপিত হইত। [২০] যে কোন স্থানে আত্মার ইচ্ছা সেই স্থানে তাহারা যাইত; গমন করিতে আত্মার ইচ্ছা হইলে তাহাদের পার্শ্বে চক্রগণও উঠিত, কেননা প্রাণিদের আত্মা ঐ চক্রগণেতেও ছিল। [২১] উহারা যখন চলিত, ইহারাও তখন চলিত; এবং উহারা যখন স্থগিত হইত, ইহারাও তখন স্থগিত হইত; এবং উহারা যখন ভূতলহইতে উঠিত, চক্রগণও তখন পার্শ্বে ২ উঠিত; কেননা প্রাণিদের আত্মা ঐ চক্রগণেতেও ছিল।

[২২] আর প্রাণিদের মস্তকের উপরে এক আকৃতি ছিল, ফলতঃ ভয়ঙ্কর স্ফটিকের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এক বিতান তাহাদের মস্তকের উপরে বিস্তারিত ছিল। [২৩] সেই বিতানের নীচে তাহাদের পক্ষ সকল পরস্পরের দিগে প্রসারিত হইয়া সমান ছিল, এবং সকলের গাত্র আচ্ছাদনার্থে প্রত্যেক প্রাণির এ দিগে দুই, এবং অন্য দিগে দুই পক্ষ ছিল। [২৪] আর আমি তাহাদের পক্ষ সকলের ধ্বনিও শুনিলাম, তাহাদের গমন কালে তাহা জলরাশির কল্লোলের ন্যায় ও সর্ব্বশক্তিমানের রবের ন্যায় [কিম্বা] শিবিরের ধ্বনির ন্যায় তুমুল ধ্বনি; দণ্ডায়মান হওন কালে তাহারা আপন ২ পক্ষ শিথিল করিত। [২৫] এবং যে সময়ে দাঁড়াইয়া পক্ষ শিথিল করিত, তৎকালে তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানের ঊর্দ্ধহইতে শব্দ উদ্গত হইত।

[২৬] আর তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানের উপরে নীলকান্তমণিবৎ আভাবিশিষ্ট এক সিংহাসনের মূর্ত্তি ছিল, সেই সিংহাসনমূর্ত্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্ত্তি ছিল, তাহা তাহার ঊর্দ্ধে ছিল। [২৭] তাঁহার কটিদেশের আকৃতিতে ও তদূর্দ্ধে আমি প্রতপ্ত ধাতুর প্রভাবৎ [প্রভা] দেখিলাম; অগ্নির আভা যেন পরিতঃ তাহার [আলোকময়] বেশ্ম ছিল; এবং তাঁহার কটির আকৃতি অবধি অধঃ পর্য্যন্ত অগ্নিবৎ আভা দেখিলাম, এবং তাঁহার চতুর্দ্দিগে তেজ ছিল। [২৮] বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন আভা, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ তেজের তেমন আভা ছিল। তাহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্ত্তির আভা। তাহা দেখিবামাত্র আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম।

২ অধ্যায়।

[১] পরে বাক্যবাদি এক ব্যক্তির রব আমার কর্ণগোচর হইল। তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি চরণে দণ্ডায়মান হও; আমি তোমার সহিত আলাপ করিব। [২] যে সময়ে তিনি আমাকে সম্বোধন করিলেন, তৎকালে আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান করিলেন; তাহাতে যিনি আমার সহিত আলাপ করিলেন, তাঁহার বাক্য আমি শুনিলাম। [৩] তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে, অর্থাৎ যাহারা আমার বিদ্রোহী হইয়াছে, এমত বিদ্রোহি বিজাতীয় লোকদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করিব; তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অদ্য পর্য্যন্ত আমার ভক্তি ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। [৪] উক্ত সন্তানগণ দৃঢ়কপাল ও কঠিনান্তঃকরণ লোক, আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে প্রেরণ করিতেছি; তুমি তাহাদিগকে বলিবা, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন। [৫] তাহারা বিরোধি কুল, তৎপ্রযুক্ত শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদের মধ্যে এক জন ভাববাদী উপস্থিত হইল, ইহা জ্ঞাত হইবে।

[৬] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি তাহাদের হইতে ভীত হইও না, তাহাদের বাক্যহইতেও ভীত হইও না। বটে, তাহারা তোমার নিকটে শ্যাকুল ও কণ্টকের তুল্য, এবং তুমি বৃশ্চিকের মধ্যে বাস করিতেছ; কিন্তু যদ্যপি তাহারা বিরোধি কুল হয়, তথাপি তাহাদের বাক্যে ভয় করিও না, ও তাহাদের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। [৭] তাহারা বিরোধী, তৎপ্রযুক্ত শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদের কাছে আমার বাক্য সকল কহিও। [৮] হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যাহা কহি তুমি তাহা শুন; সেই বিরোধি কুলের ন্যায় বিরোধী হইও না; আমি তোমাকে যাহা দি, তুমি মুখ খুলিয়া তাহা ভোজন কর।

[৯] অপর আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, এক হস্ত আমার প্রতি প্রসারিত হইল, তাহার মধ্যে একখান যড়ান পত্র ছিল। [১০] তিনি আমার সম্মুখে তাহা বিস্তার করিলেন, তাহাতে [দেখিলাম,] পত্রখানির

ভিতরে বাহিরে লিপি আছে, ফলতঃ বিলাপ ও খেদোক্তি ও সন্তাপের কথা তাহাতে লিখিত আছে।

৩ অধ্যায়।

১ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার কাছে যাহা উপস্থিত তাহা ভোজন কর, [অর্থাৎ] এই পত্রখানি ভোজন কর, এবং ইস্রায়েল কুলের নিকটে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ কর। ২ তাহাতে আমি মুখ খুলিলে তিনি আমাকে সেই পত্র ভোজন করাইলেন। ৩ পরে আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যে পত্র দিলাম, তাহা জঠরে গ্রহণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর। তাহাতে আমি তাহা ভোজন করিলে তাহা আমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল।

৪ অপর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এখন ইস্রায়েল কুলের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে আমার বাক্য বল। ৫ বস্তুতঃ তুমি গভীর ও কঠিন ভাষাবাদি কোন জাতির কাছে প্রেরিত নহ, কিন্তু ইস্রায়েল কুলের নিকটে প্রেরিত হইতেছ। ৬ এবং তোমার বোধাগম্য গভীর ও কঠিন ভাষাবাদি জাতিসমূহের কাছে তুমি প্রেরিত নহ; আমি তাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাইলে তাহারা তোমার কথা অবশ্য শুনিত। ৭ কিন্তু ইস্রায়েলের কুল তোমার কথা শুনিতে সম্মত হইবে না, বস্তুতঃ তাহারা আমার কথাও শুনিতে সম্মত নয়; কারণ ইস্রায়েলের কুল সকলেই দৃঢ়কপাল ও কঠিনান্তঃকরণ। ৮ দেখ, আমি তাহাদের মুখের কাছে তোমার মুখ, ও তাহাদের কপালের কাছে তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম। ৯ যে হীরক অগ্নিপ্রস্তরহইতেও দৃঢ়, তাহার ন্যায় আমি তোমার কপাল দৃঢ় করিলাম; তাহারা যদ্যপি বিরোধি কুল হয়, তথাপি তাহাদিগকে ভয় করিও না, ও তাহাদের মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইও না। ১০ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যাহা২ কহি, সেই সকল কথা তুমি অন্তঃকরণে গ্রহণ কর ও কর্ণকুহরে স্থান দেও। ১১ এবং যাও, ঐ নির্ব্বাসিত লোকদের অর্থাৎ আপন স্বজাতীয়দের কাছে গিয়া তাহাদিগকে কহ; তাহারা শুনুক বা না শুনুক, তথাপি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

১২ পরে আত্মা আমাকে তুলিয়া লইলে আমি আপন পশ্চাতে "ধন্য সদাপ্রভুর প্রতাপ," এই বাক্য ভারি নির্ঘোষের শব্দের ন্যায় তাঁহার স্থানহইতে শুনিলাম। ১৩ ফলতঃ ঐ প্রাণিদের পরস্পর পক্ষাঘাতের শব্দ ও তাহাদের পার্শ্বে চক্রের শব্দ এবং ভারি নির্ঘোষের শব্দ শুনিলাম। ১৪ এবং আত্মা আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখিত হইয়া গমন করিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু দৃঢ়রূপে আমাতে হস্তার্পণ করিলেন।

১৫ অনন্তর আমি তেলাবীবস্থ নির্ব্বাসিত লোকদের অর্থাৎ কবার্ নদীতীরে বাসকারি লোকদের কাছে আইলাম, এবং তাহারা যে স্থানে বসিত, সেই স্থানে সাত দিন স্তব্ধ থাকিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া রহিলাম। ১৬ সপ্ত দিন গত হইলে পর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ১৭ হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে ইস্রায়েল্ কুলের জন্যে প্রহরী করিয়া নিযুক্ত করিলাম; তুমি আমার মুখে কথা শুনিবা, এবং আমার নামে তাহাদিগকে চেতনা দিবা। ১৮ তুমি অবশ্য মরিবা, এই কথা আমি দুষ্ট লোকের প্রতি কহিলে তুমি যদি তাহাকে চেতনা না দেও, এবং তাহার প্রাণরক্ষার্থে চেতনা দিতে ঐ দুষ্ট লোককে তাহার কুপথ বিষয়ক কথা না কহ, তবে সেই দুষ্ট লোক নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু আমি তোমার হস্তহইতে তাহার রক্তপাতের শোধ লইব। ১৯ আর তুমি দুষ্টকে চেতনা দিলে সে যদি আপন দুষ্টতা ও কুপথহইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধে মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিবা। ২০ আর কোন ধার্ম্মিক লোক যদি আপন ধর্ম্মহইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, তবে আমি তাহার সম্মুখে বাধা রাখিব, সে মরিবে। বস্তুতঃ তুমি তাহাকে চেতনা না দিলে সে নিজ পাপে মরিবে, ও তাহার কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল আর স্মরণে আসিবে না; কিন্তু আমি তোমার হস্তহইতে তাহার রক্তপাতের শোধ লইব। ২১ আর তুমি ধার্ম্মিক লোককে পাপ না করিতে চেতনা দিলে সে যদি পাপ না করে, তবে সচেতন হওয়াতে সে অবশ্য বাঁচিবে, এবং তুমিও আপন প্রাণ রক্ষা করিবা।

২২ অপর সেই স্থানে সদাপ্রভু আমাতে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি উঠিয়া বাহির হইয়া সমস্থলীতে যাও, আমি সেখানে তোমার সহিত আলাপ করিব। ২৩ তাহাতে আমি উঠিয়া সমস্থলীতে গমন করিয়া দেখিলাম, কবার্ নদীতীরে যে প্রতাপ দেখিয়াছিলাম, সে স্থানে সদাপ্রভুর তাদৃশ প্রতাপ দণ্ডায়মান আছে; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। ২৪ পরে আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে চরণে দণ্ডায়মান করিলে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি আপন গৃহে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতরে থাক। ২৫ আর হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, লোকেরা রজ্জু দিয়া তোমাকে বন্ধ করিবে, তাহাতে তুমি বাহিরে তাহাদের মধ্যে যাইতে পারিবা না। ২৬ আমিও তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে লগ্ন করিব, তাহাতে তুমি বোবা হইয়া তাহাদের কাছে দোষবক্তা হইবা না, কেননা তাহারা বিরোধি কুল। ২৭ কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করণ কালে আমি তোমার মুখ খুলিব, তাহাতে তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহিবা, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন। যে শুনে সে শুনুক, ও যে না শুনে সে না শুনুক; কেননা তাহারা বিরোধি কুল।

৪ অধ্যায় ।

১ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এক ইষ্টক লইয়া আপন সম্মুখে রাখিয়া তাহার উপরে এক নগরের অর্থাৎ যিরূশালেমের ছবি আঁক। ২ এবং তাহা সৈন্যে বেষ্টিত কর, ও তাহার বিরুদ্ধে উচ্চগৃহ গাঁথ, ও তাহার বিপরীতে জাঙ্গাল বাঁধ, ও স্থানে ২ তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন কর, ও তাহার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন কর। ৩ আর একখান লৌহময় ভর্জ্জনকপাত্র লইয়া তোমার ও নগরের মধ্যস্থলে লৌহপ্রাচীরের ন্যায় তাহা স্থাপন কর, এবং আপন মুখ দৃঢ় করিয়া তাহার প্রতিকূলে রাখ, তাহাতে তাহা অবরুদ্ধ হইলে তুমি তাহাকে ক্লেশ দিতে থাকিবা; ইস্রায়েল্ কুলের জন্যে ইহা অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবে।

৪ পরে তুমি বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া ইস্রায়েল্ কুলের অপরাধ তাহার উপরে রাখ; যত দিন তুমি তাহাতে শয়ন করিবা, তত দিন তাহাদের অপরাধ বহন করিবা। ৫ আর আমি তাহাদের অপরাধের বৎসরের সংখ্যা তোমার জন্যে দিনের সংখ্যা করিলাম; তুমি তিন শত নব্বই দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ কুলের অপরাধ বহন করিবা। ৬ সেই সকল সাঙ্গ করিলে পর তুমি পুনর্ব্বার আপন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবা, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত যিহূদা কুলের অপরাধ বহন করিবা; আমি এক ২ বৎসর তোমার জন্যে এক ২ দিন করিলাম। ৭ আর তুমি আপন মুখ দৃঢ় করিয়া যিরূশালেমের অবরোধের দিগে রাখিয়া আপন বাহু অনাবৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার করিবা। ৮ আর দেখ, আমি রজ্জু দিয়া তোমাকে বদ্ধ করিব, তাহাতে যাবৎ তাহার অবরোধের দিন সাঙ্গ না করিবা, তাবৎ তুমি এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বে ফিরিতে পারিবা না।

৯ পরন্তু তুমি আপনার কাছে গোম ও যব ও মাষ ও মসূরি ও কঙ্গু ও জনরা লইয়া সকলি এক পাত্রে রাখ, এবং তাহাদ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া যত দিন পার্শ্বে শয়ন করিবা, তাবৎ অর্থাৎ তিন শত নব্বই দিন তাহা ভোজন করিও। ১০ তোমার খাদ্য আহারীয় দ্রব্য পরিমান পূর্ব্বক, অর্থাৎ দিন ২ বিংশতি তোলা করিয়া খাইতে হইবে; তুমি বিশেষ ২ সময়ে তাহা খাইবা। ১১ এবং জলও পরিমান পূর্ব্বক, অর্থাৎ হিনের ষষ্ঠাংশ করিয়া খাইতে হইবে; তুমি বিশেষ ২ সময়ে তাহা পান করিবা। ১২ এবং ঐ [খাদ্য দ্রব্য] যবের পিষ্টক করিয়া ভোজন করিবা, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবা। ১৩ অপর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে যে পরজাতিদের মধ্যে অপসারন করিব, তাহাদের মধ্যে তাহারা সেই প্রকারে আপন ২ রুটী অশুচি খাইবে। ১৪ তখন আমি কহিলাম, আহা, প্রভো সদাপ্রভো, দেখ, আমার প্রান অশুচীভূত নয়; আমি বাল্যকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত স্বয়ং মৃত কিম্বা পশুদ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নাই, এবং ঘৃণার্হ মাংস কখনো আমার মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। ১৫ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটী পাক করিবা। ১৬ অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি যিরূশালেমে রুটীরূপ যষ্টি ভগ্ন করিব, তাহাতে তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া পরিমান পূর্ব্বক রুটী ভোজন করিবে, ও স্তম্ভিত হইয়া পরিমান পূর্ব্বক জল পান করিবে; ১৭ ফলতঃ তাহাদিগকে রুটীর ও জলের অকুলান সহ্য করত পরস্পর চমৎকৃত ও আপন ২ অপরাধে ক্ষীণ হইতে হইবে।

৫ অধ্যায়।

১ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি একখান তীক্ষ্ণাস্ত্র অর্থাৎ নাপিতের ক্ষুর লইয়া আপন মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন কর, পরে একটী নিক্তি লইয়া সেই কেশ সকল ভাগ ২ কর। ২ পরে নগরাবরোধ কাল প্রায় সাঙ্গ হইলে তাহার তৃতীয়াংশ নগরের মধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ কর, এবং অন্য তৃতীয়াংশ লইয়া নগরের চতুর্দ্দিগে খড়্গদ্বারা কাটকুট কর, অপর তৃতীয়াংশ বায়ুতে উড়াইয়া দেও, পরে আমি তৎপশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। ৩ আবার তুমি তাহার অল্পসংখ্য কেশ লইয়া আপন বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখ। ৪ পরে তাহারও কিছু লইয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দগ্ধ কর, তাহাহইতেই অগ্নি নির্গত হইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত কুলে লাগিবে।

৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এ যিরূশালেম; আমি ইহাকে জাতিগণের মধ্যে, ও ইহার চতুর্দ্দিগে দেশবিদেশ স্থাপন করিয়াছিলাম; ৬ কিন্তু সেই জাতিগণ অপেক্ষা এ আমার শাসন সকল, ও আপন চতুর্দ্দিক্স্থ দেশবিদেশের [লোক] অপেক্ষা আমার বিধি সকল দুষ্টতার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়াছে; বস্তুতঃ ইহার লোক আমার শাসন সকল অগ্রাহ্য করিয়াছে, এবং আমার বিধি অনুসারে চলে নাই। ৭ এ জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা চতুর্দ্দিক্স্থ জাতিগণহইতেও অধিক গোল করিয়াছ, অর্থাৎ আমার বিধি অনুসারে আচরন কর নাই, ও আমার শাসন সকল পালন কর নাই, এবং আপন চতুর্দ্দিক্স্থ জাতিগণের শাসনানুসারেও চল নাই। ৮ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমিও তোমার বিপক্ষ হইব; আমি পরজাতিদের সাক্ষাতে তোমার মধ্যে বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব। ৯ হাঁ, যাহা কখনো করি নাই, এবং যাহার ন্যায় আর কখনো করিব না, তাহাই তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকলের নিমিত্তে তোমার মধ্যে করিব। ১০ ফলতঃ তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানগণকে ভোজন করিবে, ও সন্তানেরা আপন ২ পিতাকে ভোজন করিবে;

এই প্রকারে আমি তোমার প্রতি বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব, ও তোমার সমস্ত অবশিষ্টাংশ চতুর্দ্দিগে বায়ুতে উড়াইয়া দিব। ১১ অতএব প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] তুমি আপনার সকল বিভীষিকা ও ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা আমার পবিত্র স্থান অশুচি করিয়াছ, তজ্জন্য আমিও সংহার করিব, হাঁ, চক্ষুর্লজ্জা করিব না, এবং আপনিও কিছু দয়া করিব না।

১২ তোমার তৃতীয়াংশ [লোক] তোমার মধ্যে মহামারীতে মরিবে কিম্বা দুর্ভিক্ষদ্বারা ক্ষয় পাইবে: অপর তৃতীয়াংশ তোমার চতুর্দ্দিগে খড়্গে পতিত হইবে; এবং শেষ তৃতীয়াংশকে আমি যাবতীয় বায়ুতে উড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিব। ১৩ এই প্রকারে আমার ক্রোধ সাঙ্গ হইবে, এবং আমি তাহাদের উপরে আপন কোপ সাধিয়া শান্ত হইব; তাহাদের প্রতি আমার কোপ সাঙ্গ হওনে তাহারা জানিতে পারিবে, আমি সদাপ্রভু, আপন স্পর্দ্ধাতে এই কথা কহিয়াছি। ১৪ আর আমি তোমাকে পথিকমাত্রের দৃষ্টিতে উৎসন্ন স্থান ও চতুর্দ্দিক্‌স্থিত পরজাতিদের ধিক্কারের পাত্র করিব। ১৫ হাঁ, তুমি আপন চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরজাতিদের দৃষ্টিতে ধিক্কার ও কটুবাক্য ও উপদেশ ও চমৎকারের বিষয় হইবা; কেননা আমি ক্রোধ ও কোপদ্বারা ও কোপযুক্ত ভর্ৎসনাদ্বারা তোমার মধ্যে বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব, ইহা আমি সদাপ্রভু কহিলাম। ১৬ ফলতঃ আমি তথাকার লোকদের প্রতি দুর্ভিক্ষরূপ ক্রূর বাণ সকল ত্যাগ করিব, তাহা বিনাশার্থক বাণ, আমি তোমাদিগকে বিনষ্ট করণার্থে তাহা নিক্ষেপ করিব, এবং তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভার বৃদ্ধি করিব, ও তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিব। ১৭ হাঁ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও হিংসক জন্তুদিগকে পাঠাইব; তাহারা তোমাকে নিঃসন্তান করিবে, এবং মহামারী ও রক্ত তোমার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিবে, এবং আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনাইব; আমি সদাপ্রভু এই কথা কহিলাম।

৬ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের দিগে আপন মুখ রাখিয়া তাহাদের প্রতি ভাবোক্তি প্রচার কর। ৩ এই কথা বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু পর্ব্বতদিগকে ও উপপর্ব্বতদিগকে ও ঢালু স্থান ও উপত্যকা সকলকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি, আমিই তোমাদের উপরে খড়্গ আনিয়া তোমাদের উচ্চস্থলী সকল বিনষ্ট করিব। ৪ তাহাতে তোমাদের যজ্ঞবেদী সকল উচ্ছিন্ন, ও সূর্য্যপ্রতিমা সকল ভগ্ন হইবে; এবং আমি তোমাদের নিহত লোকদিগকে তোমাদের পুত্তলিগণের সম্মুখে নিহত করিব। ৫ ও ইস্রায়েলের সন্তানদের শব তাহাদের পুত্তলিগণের সাক্ষাতে রাখিব, এবং তোমাদের যজ্ঞবেদি সকলের চতুর্দ্দিগে তোমাদের অস্থি ছড়াইব। ৬ তোমাদের যাবতীয় বসতিস্থানের নগর সকল উৎসন্ন ও উচ্চস্থলী সকল ধ্বংসিত হইবে; তাহাতে তোমাদের যজ্ঞবেদী সকল উৎসন্ন ও দণ্ডপ্রাপ্ত, এবং তোমাদের পুত্তলি সকল ভগ্ন হইবে, আর থাকিবে না; এবং তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা সকল উচ্ছিন্ন হইবে, ও তোমাদের নির্ম্মিত বস্তু সকল লোপ পাইবে। ৭ এবং তোমাদের মধ্যে [অনেক] লোক নিহত হইয়া পতিত হইবে; ইহাতে আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

৮ তথাপি আমি এক অবশিষ্টাংশ রাখিব, ফলতঃ দেশবিদেশে তোমাদের বিকীর্ণ হওন কালে তোমাদের কোন ২ লোক খড়্গোত্তীর্ণ হইয়া জাতিগণের মধ্যে থাকিবে। ৯ আর তোমাদের সেই উত্তীর্ণ লোকেরা যাহাদের কাছে বন্দি হইবে, সেই পরজাতিদের মধ্যে আমাকে স্মরণ করিবে; কারণ তাহাদের যে ব্যভিচারি হৃদয় আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ও তাহাদের যে ব্যভিচারি চক্ষু আপন ২ পুত্তলিদের অনুগামী হইয়াছে, তাহা আমি দমন করিব; তাহাতে তাহারা আপন ২ ঘৃণার্হ আচার ব্যবহারক্রমে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তজ্জন্য আপনাদের প্রতি ঘৃণা বোধ করিবে। ১০ এবং তাহারা জানিবে, আমিই সদাপ্রভু, আমি তাহাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটাইবার কথা বৃথা কহি নাই।

১১ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি করে করাঘাত ও ভূমিতে পদাঘাত কর, এবং ইস্রায়েল কুলের যাবতীয় ঘৃণার্হ দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্তে হাহাকার কর, কেননা তাহারা খড়্গে ও দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে পতিত হইবে। ১২ দূরবর্ত্তি লোক মহামারীতে মরিবে, ও নিকটবর্ত্তি লোক খড়্গে পতিত হইবে, এবং অবশিষ্ট ও অবরুদ্ধ লোক দুর্ভিক্ষে মরিবে; এই প্রকারে আমি তাহাদিগেতে আপন ক্রোধ সাঙ্গ করিব। ১৩ আমিই যে সদাপ্রভু, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা, কেননা যাবতীয় উচ্চ গিরিতে ও পর্ব্বতশৃঙ্গে ও হরিৎপর্ণ বৃক্ষের তলে ও প্রত্যেক ঝোপাল এলা বৃক্ষের নীচে যে ২ স্থানে তাহারা আপন ২ পুত্তলিগণের উদ্দেশে সৌরভের আঘ্রাণার্থক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, সেই সকল স্থানে তাহাদের যজ্ঞবেদির চতুর্দ্দিগে পুত্তলিগণের মধ্যে তাহাদের নিহত লোকেরা থাকিবে। ১৪ এবং আমি তাহাদের প্রতিকূলে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং তাহাদের সমস্ত বসতিস্থানে ভূমিকে দিব্লার প্রান্তর অপেক্ষা অধিক ধ্বংসিত ও চমৎকারজনক করিব; হাঁ, আমি যে সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু

ইস্রায়েল দেশের বিষয়ে এই কথা কহেন, ঐ পরিণাম, পরিণাম আসিতেছে, দেশের চতুষ্কোণের প্রতিকূলে [আসিতেছে]। [৩] এখন তোমার পরিণাম উপস্থিত। হাঁ, আমি তোমার প্রতিকূলে আপন ক্রোধ প্রেরণ করিব, ও তোমার আচারানুসারে বিচার করিব, তোমার যাবতীয় ঘৃণার্হ কর্ম্মের ভার তোমার মস্তকে দিব। [৪] আমি তোমার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব না, কিন্তু তোমার আচারের ভার তোমার মস্তকে দিব, ও তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়া তোমার মধ্যস্থায়ী করিব; তাহাতে আমিই যে সদাপ্রভু, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [৫] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঐ অমঙ্গল, অনুপম অমঙ্গল, দেখ, সে আসিতেছে। [৬] পরিণাম আসিতেছে; হাঁ, পরিণাম আসিতেছে; সে তোমার বিষয়ে জাগিয়া উঠিল; দেখ, সে আসিতেছে। [৭] হে দেশনিবাসি লোক, তোমার প্রতি ভোর আসিতেছে, কাল আসিতেছে, দিবস সন্নিকট হইতেছে; সে কোলাহলের দিন, পর্ব্বত সকল অরুণবর্ণ হইবে না। [৮] আমি এখন অবিলম্বে তোমার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া দিব, ও তোমার প্রতি আপন কোপ সাঙ্গ করিব, এবং তোমার আচারানুসারে বিচার করিয়া তোমার সমস্ত ঘৃণার্হ কর্ম্মের ভার তোমার মস্তকে দিব। [৯] আমি চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব না, তোমার আচারানুরূপ ভার তোমার মস্তকে দিব; তোমার ঘৃণার্হ ক্রিয়া তোমার মধ্যস্থায়ী হইবে; তাহাতে আমিই সদাপ্রভু যে দণ্ডদাতা ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [১০] ঐ দেখ সেই দিন; দেখ, সে আসিতেছে; ভোর উপস্থিত, দণ্ড পুষ্পিত ও দম্ভ বিকসিত হইতেছে। [১১] দৌরাত্ম্য বাড়িয়া দুষ্টতার দণ্ড হইয়া উঠিয়াছে; না তাহাদের হইতে, না তাহাদের লোকারণ্যহইতে, না তাহাদের আড়ম্বরহইতে [কিছুই বড়]; কিন্তু তাহাদের মধ্যে উৎকর্ষ নাই। [১২] কাল আসিতেছে, দিন সন্নিকট হইল; ক্রেতা আনন্দ না করুক, ও বিক্রেতা শোক না করুক, কেননা তথাকার সমস্ত লোকারণ্যের প্রতি ক্রোধ উপস্থিত। [১৩] বস্তুতঃ উভয়ে জীবিত অবস্থাতে থাকিলেও বিক্রেতা বিক্রীত [অধিকারের] নিকটে ফিরিয়া যাইবে না, কেননা এই দর্শন তথাকার সমস্ত লোকারণ্য বিষয়ক; সে ফিরিয়া যাইবে না; প্রত্যেকে আপন ২ অপরাধে মগ্ন, তাহারা কেহ আপন জীবাত্মা সবল করিতে পারিবে না। [১৪] তাহারা তূরীধ্বনি করিয়া সকল প্রস্তুত করিলেও কেহ যুদ্ধে গমন করিবে না, কেননা আমার ক্রোধ তথাকার সমস্ত লোকারণ্যের প্রতিকূল। [১৫] বাহিরে খড়্গ ও ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ থাকিবে; যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে থাকিবে, সে খড়্গে মরিবে, ও যে নগরে থাকিবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহাকে গ্রাস করিবে।

[১৬] যদিস্যাৎ তাহাদের মধ্যে কতিপয় উত্তীর্ণ লোক রক্ষা পায়, তবে তাহারা পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া সকলে আপন ২ অপরাধের নিমিত্তে উপত্যকাস্থ ঘুঘুর ন্যায় বিলাপ করিবে। [১৭] সকলের হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও সকলের হাঁটু জলবৎ দ্রব হইবে। [১৮] তাহারা কটিদেশে চট বাঁধিবে, ও মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হইবে, এবং সকলের মুখে কালি, ও তাহাদের সকলকার মস্তকে টাক পড়িবে। [১৯] তাহারা আপন ২ রূপা সড়কে ফেলিয়া দিবে, ও তাহাদের সুবর্ণ অশৌচস্বরূপ হইবে; সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তাহাদের স্বর্ণ ও রূপা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা তাহাদের প্রাণ তৃপ্ত, কিম্বা তাহাদের উদর পূর্ণ করিবে না, কেননা তাহাই তাহাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইয়াছে। [২০] তাহারা তন্নির্ম্মিত মনোহর অভরণের শ্লাঘা করিত, এবং তাহাদ্বারা আপন ২ বিভীষিকা সকলের ঘৃণার্হ প্রতিমা সাজাইত, এ কারণ আমি তাহা তাহাদের অশৌচস্বরূপ করিলাম। [২১] এবং আমি তাহা লোপ্ত্ররূপে বিদেশীয়দের হস্তে, ও লুটদ্রব্যরূপে পৃথিবীর দুষ্ট লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলাম, তাহারা তাহা অপবিত্র করিবে। [২২] আর আমি তাহাদের হইতে বিমুখ হইব, তাহাতে আমার নিভৃত ধাম অপবিত্রীকৃত হইবে, ফলতঃ দস্যুগণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপবিত্র করিবে। [২৩] তুমি শৃঙ্খল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ রক্তপাতজন্য বিচারে পরিপূর্ণ, এবং নগর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ আছে। [২৪] তজ্জন্য আমি পরজাতিদের মধ্যে দুষ্টতমদিগকে আনিব, তাহারা তাহাদের গৃহ সকল অধিকার করিবে; আমি বলাভিমানি লোকদের শ্লাঘা চূর্ণ করিব, তাহাতে তাহাদের পবিত্র স্থান সকল অপবিত্র হইবে। [২৫] সংহার আসিতেছে, তখন তাহারা শান্তির অন্বেষণ করিবে, কিন্তু তাহা মিলিবে না। [২৬] ব্যসনের উপরে ব্যসন ঘটিবে, ও জনরবের উপরে জনরব হইবে; তৎকালে তাহারা ভাববাদির নিকটে দর্শন চেষ্টা করিবে, কিন্তু যাজকের শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রাচীন লোকদের পরামর্শ লোপ পাইবে। [২৭] রাজা শোকাকুল ও অমাত্য চমৎকাররূপ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইবে, ও জনপদস্থ প্রজাদের হস্ত কাঁপিবে; আমি তাহাদের প্রতি তাহাদের আচারানুরূপ ব্যবহার করিব, ও তাহাদের বিচারানুসারে তাহাদের বিচার করিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৮ অধ্যায়।

[১] ষষ্ঠ বৎসরের ষষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে আমি আপন গৃহে উপবিষ্ট ছিলাম, এবং যিহূদার প্রাচীনবর্গ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে প্রভু সদাপ্রভু সেই স্থানে আমাতে হস্তার্পণ করিলেন। [২] তাহাতে আমি অবলোকন করিয়া অগ্নির আভার ন্যায় এক মূর্ত্তি দেখিলাম; তাঁহার কটির আকৃতি ও তদধোদেশ অগ্নিময়, এবং কটির ঊর্দ্ধে যেন জ্যোতির আকৃতি ও প্রতপ্ত ধাতুর প্রভা ছিল। [৩] তিনি এক হস্তমূর্ত্তি বিস্তার করিয়া আমার মস্তকের

শিখা ধরিলেন, তাহাতে আত্মা আমাকে তুলিয়া পৃথিবী ও আকাশের মধ্যপথে লইয়া গেলেন, এবং ঈশ্বরীয় দর্শনক্রমে যিরূশালেমে উত্তরমুখ ভিতরদ্বারের প্রবেশস্থানে [বসাইলেন]; সেই স্থানে ঈর্ষ্যাজনক ঈর্ষ্যার প্রতিমা স্থাপিত ছিল। [৪] তাহাতে আমি দেখিলাম, সমস্থলীতে যে আকৃতি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সে স্থানে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের তাদৃশ প্রতাপ আছে।

[৫] তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি চক্ষু তুলিয়া উত্তরদিগে দৃষ্টিপাত কর; তাহাতে আমি উত্তরদিগে চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম, যজ্ঞবেদির দ্বারের উত্তরে অথচ প্রবেশস্থানে ঐ ঈর্ষ্যার প্রতিমা আছে। [৬] অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই লোকেরা যাহা করে, তাহা কি তুমি দেখিতেছ? ইস্রায়েলের কুল আমার পবিত্র স্থানহইতে আমাকে দূর করণার্থে এখানে কত মহাঘৃণার্হ কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু ইহার পরেও তুমি আবার কত মহাঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা।

[৭] তখন তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের দ্বারসমীপে আনিলেন, তাহাতে আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম, ভিত্তির মধ্যে এক ছিদ্র আছে। [৮] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই ভিত্তি খুদ; তাহাতে আমি সেই ভিত্তি খুদিলে একটী দ্বার দেখা গেল। [৯] তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি ভিতরে গিয়া দেখ, তাহারা এখানে কি ২ ঘৃণার্হ কুক্রিয়া করিতেছে। [১০] তাহাতে আমি ভিতরে যাইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সর্ব্ব প্রকার সরীসৃপের ও ঘৃণ্য পশুর প্রতিমূর্ত্তি ও ইস্রায়েল্ কুলের পুত্তলি সকল চতুর্দ্দিগে ভিত্তির গাত্রে লিখিত আছে; [১১] এবং তাহাদের সম্মুখে ইস্রায়েল্ কুলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন পুরুষ দণ্ডায়মান আছে, এবং তাহাদের মধ্যস্থানে শাফনের পুত্র যাসনিয় দণ্ডায়মান আছে, এবং প্রত্যেকের হস্তে এক ২ ধূনাচি আছে; তাহাতে মেঘের ন্যায় ধূপের ধূম ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। [১২] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল্ কুলের প্রাচীনবর্গ প্রত্যেকে আপন ২ ঠাকুরঘরে অন্ধকারে কি ২ কর্ম্ম করে, তাহা কি তুমি দেখিলা? বস্তুতঃ তাহারা বলে, সদাপ্রভু আমাদিগকে দেখিতে পান না, সদাপ্রভু পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াছেন।

[১৩] তিনি আমাকে আরো কহিলেন, ইহার পরেও তুমি আবার তাহাদের কৃত কত মহাঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা। [১৪] পরে তিনি সদাপ্রভুর গৃহের উত্তরদিগের দ্বারের প্রবেশস্থানে আমাকে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, সেখানে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া আছে, তাহারা তম্মূষ [দেবের] শোকে রোদন করিতেছে।

[১৫] তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলা? ইহার পরেও তুমি আবার এতদপেক্ষা কত মহাঘৃণার্হ ক্রিয়া দেখিবা। [১৬] পরে তিনি আমাকে সদাপ্রভুর গৃহের ভিতরপ্রাঙ্গণে আনিলেন, তাহাতে আমি দেখিলাম, সদাপ্রভুর প্রাসাদের প্রবেশস্থানে বারাণ্ডার ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে প্রায় পঁচিশ জন পুরুষ আছে, তাহারা সদাপ্রভুর প্রাসাদের দিগে পৃষ্ঠ ও পূর্ব্বদিগে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখে সূর্য্যের উদ্দেশে প্রণিপাত করিতেছে।

[১৭] তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলা? এখানে যিহূদার কুল যে ২ ঘৃণ্য ক্রিয়া করিতেছে, [বোধ হয়] তাহাদের জ্ঞানে তাহাও লঘু বিষয়; তজ্জন্য তাহারা দেশকে দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ করিয়াছে, এবং আমাকেও কত বার বিরক্ত করিয়াছে; আর দেখ, তাহারা আপন ২ নাকে পল্লব দিতেছে। [১৮] অতএব আমিও কোপাবেশে কর্ম্ম করিব, চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব না; তাহারা যদ্যপি আমার কর্ণগোচরে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচায়, তথাপি তাহাদের কথা শুনিব না।

৯ অধ্যায়।

[১] পরে তাঁহার এই উচ্চৈঃশব্দ আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইল, হে নগরে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ, নিকটে আইস, প্রত্যেকে আপন ২ বিনাশক অস্ত্র হস্তে করিয়া আইস। [২] তাহাতে আমি দেখিলাম, উত্তরদিগের উচ্চতর দ্বারহইতে সংহারক অস্ত্রধারি ছয় জন পুরুষ আইল, তাহাদের মধ্যস্থলে শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও কটিদেশে লেখকের মস্যাধার বিশিষ্ট এক পুরুষ ছিল; তাহারা আসিয়া পিত্তলময় যজ্ঞবেদির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। [৩] তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ যে করূবের উপরে ছিল, তাহাহইতে উঠিয়া মন্দিরের গোবরাটের নিকটে গেল; এবং [সদাপ্রভু] ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও কটিদেশে লেখকের মস্যাধার বিশিষ্ট পুরুষকে ডাকিলেন। [৪] অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি নগরের মধ্য দিয়া অর্থাৎ যিরূশালেমের মধ্য দিয়া গমন করিয়া তাহার মধ্যে কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া বিষয়ে যে ২ লোক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ও কোঁকায়, তাহাদের প্রত্যেকের কপালে চিহ্ন দেও।

[৫] পরে আমি শুনিলাম, তিনি ঐ কএক জনকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নগর দিয়া ইহার পশ্চাৎ২ যাইয়া হত্যা কর, চক্ষুর্লজ্জা করিও না, দয়াও করিও না। [৬] বৃদ্ধ ও যুবা ও কুমারী ও বালক ও বনিতাদি সকলকে নিঃশেষে বধ কর, কিন্তু যাহাদের কপালে চিহ্নটী দেখিবা, তাহাদের কাহারো নিকটে যাইও না; আর আমার এই পবিত্র স্থানাবধি আরম্ভ কর। তাহাতে তাহারা মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাচীনগণ অবধি আরম্ভ করিল। [৭] পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মন্দির অশুচি, ও প্রাঙ্গণ সকল হত লোকেতে পরিপূর্ণ রাখিয়া বাহিরে যাও; তাহাতে তাহারা বাহিরে যাইয়া নগরের মধ্যে হত্যা করিতে লাগিল। [৮] তখন তাহারা হত্যা করিলে আমিই অবশিষ্ট রহিলাম, তাহাতে

উবুড় হইয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম, আ-হা, প্রভো সদাপ্রভো, তুমি যিরূশালেমের উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া দেওনেতে কি ইস্রায়েলের সমস্ত অবশিষ্টাংশকে নষ্ট করিবা? [৯] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইস্রায়েল্ ও যিহূদা কুলের অপরাধ অতিশয় বড়; এবং তাহাদের দেশ রক্তে-তে পরিপূর্ণ ও নগর অত্যাচারে পরিপূর্ণ আছে; কারণ তাহারা বলে, সদাপ্রভু পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সদাপ্রভু দেখিতে পান না। [১০] অত-এব আমিও চক্ষুর্লজ্জা করিব না, দয়াও করিব না; তাহাদের আচরণের ভার তাহাদের মস্তকে দিব। [১১] পরে আমি দেখিলাম, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও কটিদেশে মস্যাধারবিশিষ্ট ঐ পুরুষ ফিরিয়া আ-সিয়া এই সংবাদ দিল, আমাকে যেমন আজ্ঞা করিলেন, আমি তদ্রূপ করিলাম।

১০ অধ্যায়।

[১] অপর আমি অবলোকন করিয়া দেখিলাম, করুব-দের মস্তকোপরিস্থ বিতানে যেন নীলকান্তমণি আছে, ফলতঃ সিংহাসনের মূর্ত্তিবিশিষ্ট এক আ-কৃতি তাহাদের উপরে প্রকাশ পাইল। [২] পরে তিনি ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ব্যক্তিকে কহিলেন, তুমি ঐ চক্রবাতস্বরূপের মধ্যস্থানে করুবের নীচে প্রবেশ করিয়া করুবদের মধ্যস্থানহইতে এক অঞ্জলি প্রজ্বলিত অঙ্গার লইয়া নগরের উপরে ছড়াইয়া দেও; তাহাতে সে ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে সেখানে প্রবেশ করিল। [৩] যখন সেই পুরুষ প্রবেশ করিল, তখন করুবগণ মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান, এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘেতে পরিপূর্ণ ছিল। [৪] ফলতঃ সদাপ্রভুর প্রতাপ করুবের উপরহইতে মন্দিরের গোবরাটে গিয়াছিল, তাহাতে মন্দির মেঘেতে পরিপূর্ণ ও প্রাঙ্গণ সদাপ্রভুর প্রতাপের তেজেতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। [৫] এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথনকালীন রবের ন্যায় করুবদের পক্ষের শব্দ বহিঃপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল। [৬] আর তুমি এই চক্রবাতস্বরূপের মধ্যহইতে ও করুবদের মধ্যস্থানহইতে অগ্নি লও, এই কথা কহিয়া তিনি ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত পুরুষকে আজ্ঞা দিলে সে প্রবেশ করিয়া চক্রের পার্শ্বে দাঁড়াইল। [৭] তখন এক করুব করুবদের মধ্যহইতে তাহাদের মধ্যস্থিত অগ্নি পর্য্যন্ত হাত বাড়াইয়া তাহার কিছু লইয়া ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত পুরুষের অঞ্জলিতে দিল, এবং সে তাহা লইয়া বহির্গমন করিল। [৮] ফলতঃ করুবদের গাত্রস্থ পক্ষ সকলের অধঃস্থানে মানব-হস্তের আকৃতি প্রকাশ পাইয়াছিল।

[৯] পরন্তু আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এক করুবের পার্শ্বে এক চক্র, ও অন্য করুবের পার্শ্বে অন্য চক্র, এই রূপে [চারি] করুবের পার্শ্বে চারি চক্র আছে; ঐ চক্রদের আভা বৈদূর্য্য মণির প্রভার ন্যায়। [১০] তাহাদের আকৃতি [শুন], চারি-টীর রূপ একই ছিল; যেন চক্রের মধ্যে চক্র আছে। [১১] গমনকালে তাহারা আপনাদের চারি দিগে গমন করিত; গমনকালে ফিরিত না; যে স্থান মস্তকের সম্মুখ, সেই স্থানে তাহারা তাহার পশ্চাৎ গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না। [১২] এবং তাহাদের পৃষ্ঠ ও হস্ত ও পক্ষাদি সর্ব্বাঙ্গ এবং চক্র সকলের পরিধি চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল, চারিটীর [আপন ২] চক্র ছিল। [১৩] অপর আমি শুনিলাম, সেই চক্রদিগকে কেহ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, চক্রবাত [স্বরূপ হও]। [১৪] প্রত্যেক প্রাণির চারি মুখ; প্রথমের মুখ করুবের মুখ, ও দ্বিতীয়ের মানব-মুখ, এবং তৃতীয় সিংহমুখ, ও চতুর্থ উৎক্রোশ-পক্ষির মুখবিশিষ্ট ছিল। [১৫] তখন করুবেরা ঊর্দ্ধে উঠিল। আমি পূর্ব্বে কবার্ নদীর নিকটে সেই প্রাণিকে দেখিয়াছিলাম। [১৬] করুবদের গমনকালে চক্রেরাও তাহাদের পার্শ্বে যাইত; এবং করুবেরা যখন ভূতলহইতে ঊর্দ্ধে গমনার্থে আপন ২ পক্ষ উঠাইত, চক্রেরাও তখন তাহাদের পার্শ্ব ছাড়িত না। [১৭] উহারা দাঁড়াইলে ইহারাও দাঁড়াইত, এবং উহারা উঠিলে ইহারাও একসঙ্গে উত্থাপিত হইত, কেননা ঐ চক্রদিগেতে সেই প্রাণির আত্মা ছিল।

[১৮] পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ মন্দিরের গোবরাটের ঊর্দ্ধহইতে প্রস্থান করিয়া করুবদের উপরে অধি-ষ্ঠান করিল। [১৯] তখন করুবেরা আমার দৃষ্টিগো-চরে প্রস্থান করত পক্ষ বিস্তার করিয়া ভূতলহইতে ঊর্দ্ধগমন করিল, এবং তাহাদের পার্শ্বে চক্রগণও গমন করিল; পরে করুবেরা সদাপ্রভুর গৃহের পূর্ব্বদ্বারে গিয়া [তাহার] প্রবেশস্থানে দাঁড়াইল; তখন ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ তাহাদের উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। [২০] আমি পূর্ব্বে কবার্ নদীর নি-কটে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বাহন সেই প্রাণিকে দেখিয়াছিলাম, অতএব ইহারা যে করুব তাহা জানিলাম। [২১] তাহাদের প্রত্যেক প্রাণির চারি মুখ ও চারি পক্ষ ও পক্ষের নীচে মানবহস্তের মূর্ত্তি ছিল। [২২] আমি কবার নদীর নিকটে যে ২ মুখ দেখিয়াছিলাম, তাহার এবং ইহাদের মুখের মূর্ত্তি একই; ইহারা তাহাদের আকৃতি বিশিষ্ট; বাস্ত-বিক ইহারা সেই প্রাণী; প্রত্যেক প্রাণী যে দিক্ সম্মুখ করিত, সেই দিগে গমন করিত।

১১ অধ্যায়।

[১] অনন্তর আত্মা আমাকে উঠাইয়া সদাপ্রভুর গৃহের পূর্ব্বাভিমুখ পূর্ব্বদ্বারের নিকটে আনিলে আমি দেখিলাম, সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে পঁচিশ জন পুরুষ আছে; এবং তাহাদের মধ্যস্থানে অস্সুরের পুত্র যাসনিয় ও বনায়ের পুত্র প্লটিয় এই দুই জন লোকাধ্যক্ষকে দেখিলাম। [২] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই নগরের মধ্যে ইহারা অধর্ম্মের সঙ্কল্পকারী ও কুমন্ত্রণাদায়ক মন্ত্রী। [৩] ইহারা বলে, গৃহ গাঁথনের সময় সন্নিকট নয়;

এই নগর পাকস্থালী, ও আমরা মাংসস্বরূপ। ৪ অতএব ইহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর; হে মনুষ্যের সন্তান, ভাবোক্তি প্রচার কর।

৫ অপর সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে আবেশ করিলে তিনি কহিলেন, তুমি [তাহাদিগকে] বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন; হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা এই২ প্রকার কথা কহিয়াছ; কিন্তু তোমাদের মনে যাহা২ উঠিয়াছে, তাহা আমি জানি। ৬ তোমরা এই নগরে আপনাদের নিহত লোকদের সংখ্যা ভারী করিয়াছ, হাঁ, নিহত লোকেতে তাহার সড়ক সকল পরিপূর্ণ করিয়াছ। ৭ এই কারণ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের যে নিহত লোকদিগকে তোমরা নগরের মধ্যে ফেলিয়াছ, তাহারাই মাংস, ও এই[নগর] পাকস্থালীস্বরূপ; কিন্তু তোমাদিগকে তাহার মধ্যহইতে বাহির করা যাইবে। ৮ তোমরা খড়্গের ভয় করিতেছ, ভাল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গ আনিব; ৯ এবং তোমাদিগকে তাহার মধ্যহইতে বাহির করিয়া বিদেশিদের হস্তে সমর্পণ করিয়া তোমাদিগের প্রতি বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিব। ১০ তোমরা খড়্গে পতিত হইবা; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। ১১ এই নগর যে তোমাদের জন্যে পাকস্থালী হয়, এবং তোমরা যে ইহার মধ্যস্থিত মাংসস্বরূপ হও, তাহা হইবে না; আমি ইস্রায়েলের সীমাতে তোমাদের বিচার করিব। ১২ তোমরা চতুর্দ্দিক্‌স্থিত পরজাতিদের শাসনানুরূপ কর্ম্ম করত যাঁহার বিধিমত আচরণ কর নাই, ও যাঁহার শাসন সকল পালন কর নাই, সেই আমি যে সদাপ্রভু তাহা জ্ঞাত হইবা।

১৩ অনন্তর আমি ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিলাম, এমত সময়ে বনায়ের পুত্র প্লটিয় মরিল; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক কহিলাম, আহা! প্রভো সদাপ্রভো, তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ নিতান্ত সংহার করিবা? ১৪ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৫ যথা, হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার ভ্রাতৃগণ, তোমার ভ্রাতৃগণই তোমার মোচনীয় লোক; হাঁ, ইস্রায়েলের সমুদয় কুল। যিরূশালেম নিবাসিগণ তাহাদিগকে কহে, তোমরা সদাপ্রভুহইতে দূরে যাও, এই দেশ অধিকারার্থে আমাদিগকেই দত্ত হইয়াছে। ১৬ অতএব তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদ্যপি তাহাদিগকে জাতিগণের কাছে দূর করিয়াছি, ও দেশবিদেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি; তথাপি তাহারা যে২ স্থানে গিয়াছে, সেই দেশবিদেশে আমি কিয়ৎকাল তাহাদের ধর্ম্মধাম হইব।

১৭ অতএব তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হাঁ, আমি জাতিদের মধ্যহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও যে২ স্থানে ছিন্নভিন্ন আছ সেই দেশবিদেশহইতে একত্র করিব, এবং ইস্রায়েল দেশ তোমাদিগকে দিব। ১৮ তাহারা সে দেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার যাবতীয় বিভীষিকা ও যাবতীয় ঘৃণার্হ বস্তু তাহার মধ্যহইতে দূর করিবে। ১৯ এবং আমি তাহাদিগকে একচিত্ত করিব, ও তাহাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব; এবং তাহাদের শরীরহইতে প্রস্তরময় অন্তঃকরণ দূর করিয়া তাহাদিগকে মাংসময় অন্তঃকরণ দিব। ২০ তাহাতে তাহারা আমার বিধি অনুসারে আচরণ করিবে, ও আমার শাসন সকল মানিয়া পালন করিবে, ও আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ২১ কিন্তু যাহাদের হৃদয় আপনাদের সমস্ত বিভীষিকার ও আপনাদের ঘৃণার্হ বস্তু সকলের হৃদ্যতাতে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করে, তাহাদের আচারের ভার আমি তাহাদের মস্তকে দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

২২ পরে করূবগণ আপন২ পক্ষ উঠাইল, তখন চক্রেরাও তাহাদের পার্শ্বে ছিল, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ তাহাদের উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। ২৩ পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ নগরের মধ্যহইতে ঊর্দ্ধগমন করিয়া নগরের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতের উপরে স্থগিত হইল। ২৪ অনন্তর আত্মা আমাকে তুলিয়া দর্শনক্রমে ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে আমাকে কল্‌দীয়দের দেশে নির্ব্বাসিত লোকদের কাছে আনিলেন, আর ঐ যে দর্শন আমি পাইয়াছিলাম, তাহা আমার নিকটহইতে ঊর্দ্ধগমন করিল। ২৫ পরে সদাপ্রভু আমাকে যে সকল দেখাইয়াছিলেন, তাহার কথা আমি নির্ব্বাসিত লোকদিগকে বলিলাম।

১২ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি বিরোধি কুলের মধ্যে বাস করিতেছ; দেখিতে চক্ষু থাকিলেও তাহারা দেখে না, ও শুনিতে কর্ণ থাকিলেও শুনে না, কেননা তাহারা বিরোধি কুল। ৩ অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপনার জন্যে নির্ব্বাসার্থক সামগ্রী প্রস্তুত কর, এবং দিনের বেলা তাহাদের সাক্ষাতে নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান কর, ও নির্ব্বাসার্থে তাহাদের দৃষ্টিগোচরে স্বস্থানহইতে অন্য স্থানে যাও; কি জানি, তাহারা যে বিরোধি কুল ইহা বুঝিবে। ৪ তুমি দিনের বেলা তাহাদের দৃষ্টিগোচরে নির্ব্বাসার্থক সামগ্রীর ন্যায় আপন সামগ্রী বাহির কর; ও নির্ব্বাসার্থক প্রস্থানকাল বলিয়া সন্ধ্যাকালে তাহাদের দৃষ্টিগোচরে প্রস্থান কর। ৫ তুমি তাহাদের সাক্ষাতে গৃহের ভিত্তিতে গর্ত্ত করিয়া তাহা দিয়া সকলই বাহির কর। ৬ পরে তাহাদের সাক্ষাতে তাহা স্কন্ধে তুলিয়া গাঢ় অন্ধকার সময়ে লইয়া যাও; এবং আপন মুখ আচ্ছাদন কর, তুমি দেখিও না; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েল্ কুলের জন্যে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপে রাখিয়াছি। ৭ তখন আমি সেই আজ্ঞানুসারে করিলাম; নির্ব্বাসার্থক সামগ্রীর ন্যায়

আমার সামগ্রী দিনের বেলা বাহির করিলাম, পরে সন্ধ্যাকালে স্বহস্তে ভিত্তিতে গর্ত্ত করিলাম, এবং গাঢ় অন্ধকার হইলে আপন স্কন্ধে তুলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে সকলই লইয়া গেলাম।

৮ অপর প্রাতঃকালে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৯ হে মনুষ্যের সন্তান, সেই বিরোধি ইস্রায়েল্‌কুল কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই, তুমি কি করিতেছ? ১০ তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই ভারে যিরূশালেমস্থ নরপতিকে ও উহারা যাহার মধ্যবর্ত্তি ইস্রায়েলের সেই সমস্ত কুলকে [বুঝায়]। ১১ তুমি বল, আমি তোমাদের অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ; আমি যেমন করিলাম, তদ্রূপ তাহাদের প্রতিও করা যাইবে; তাহারা নির্ব্বাসিত হইয়া বন্দিত্বস্থানে যাইবে। ১২ এবং তাহাদের মধ্যস্থিত নরপতি গাঢ় অন্ধকার সময়ে [ভার] স্কন্ধে করিয়া বহির্গমন করিবে, এবং লোকেরা সকলই বাহির করণার্থে প্রাচীর খুদিবে, এবং সে আপন মুখ আচ্ছাদন করিয় চক্ষে ভূমি দেখিবে না। ১৩ আর আমি তাহার উপরে আপন জাল বিস্তার করিব, তাহাতে সে আমার ফাঁদে ধৃত হইলে আমি কল্‌দীয়দের দেশ বাবিলে তাহাকে আনিব; তথাপি সে তাহা দেখিতে পাইবে না, অথচ সেই স্থানে মরিবে। ১৪ আমি তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সহকারি লোক ও তাহার সৈন্যসামন্ত যাবতীয় বায়ুতে উড়াইয়া দিব, ও তাহাদের পশ্চাৎ খড়্গ নিষ্কোষ করিব। ১৫ তখন আমি তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিলে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। ১৬ তথাপি আমি তাহাদের কতক লোককে খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারীহইতে অবশিষ্ট রাখিব; কেননা তাহারা যে জাতিগণের কাছে যাইবে, তাহাদের মধ্যে তাহাদিগকে আপনাদের সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রচার করিতে হইবে; হাঁ, আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

১৭ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ১৮ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কাঁপিতে২ আপন রুটী ভোজন কর, এবং উদ্বিগ্ন ও মনস্তাপিত হইয়া আপন জল পান কর। ১৯ এবং দেশের লোকদিগকে এই কথা বল, ইস্রায়েল দেশস্থ যিরূশালেমনিবাসিদের বিষয়ে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা মনস্তাপিত হইয়া আপন২ রুটী ভোজন করিবে, ও স্তম্ভিত হইয়া আপন২ জল পান করিবে। কেননা নিবাসি লোকদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহাদের দেশের ও তন্মধ্যস্থ সর্ব্বস্বের ধ্বংস হইবে। ২০ এবং বসতিবিশিষ্ট নগর সকল উৎসন্ন ও দেশ ধ্বংসস্থান হইবে; তখন আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

২১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২২ হে মনুষ্যের সন্তান, "কালের বিলম্ব হইতেছে, প্রত্যেক দর্শন বিফল হইল," ইস্রায়েল্‌দেশে তোমাদের মধ্যে প্রচলিত এ কেমন প্রবাদ? ২৩ অতএব তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি এই প্রবাদ লোপ করিব; তাহা প্রবাদ বলিয়া ইস্রায়েলের মধ্যে আর চলিবে না; কিন্তু তাহাদিগকে বল, কাল এবং যাবতীয় দর্শনের সফলতা সন্নিকট। ২৪ বস্তুতঃ অলীক দর্শন কিম্বা চাটুকর মন্ত্রতন্ত্র ইস্রায়েল্‌কুলের মধ্যে আর থাকিবে না। ২৫ কেননা আমিই সদাপ্রভু, আমি এই কথা কহি; আমি যে কোন কথা কহি, তাহা অবশ্য সফল হইবে, বিলম্ব আর হইবে না; বস্তুতঃ, হে বিরোধি কুল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে আমি কথা কহিব, এবং তাহা সফলও করিব।

২৬ আরবার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২৭ হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, ইস্রায়েলের কুল কহে, ঐ ব্যক্তি যে দর্শন পায়, তাহা অনেক দিনের অপেক্ষা করে; এবং সে দূর কালের বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছে। ২৮ অতএব তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সমস্ত বাক্য ফলনের আর বিলম্ব হইবে না; আমি যে কোন বাক্য কহি, তাহা সফলও হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৩ অধ্যায়।

১ পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েলের যে ভাববাদিরা ভাবোক্তি প্রচার করে, তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর; এবং যাহারা আপন২ হৃদয়হইতে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদিগকে বল, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে মূঢ় ভাববাদিগণ আপন২ ভাবের এবং অলব্ধ দর্শনের অনুগমন করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ৪ হে ইস্রায়েল, তোমার ভাববাদিগণ উৎসন্ন স্থানের শৃগালের তুল্য। ৫ তোমরা প্রাচীরের কোন ফাটালে উঠ নাই, এবং সদাপ্রভুর দিনে সংগ্রামে স্থির থাকিবার উপায়ার্থে ইস্রায়েল্‌কুলের চারি দিগে বেড়াও দৃঢ় কর নাই। ৬ সদাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও যাহারা বলে, ইহা সদাপ্রভুর বচন, এবং বাক্যটী সিদ্ধ করিবার আশা করে, তাহারা অলীক দর্শন পায়, ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে। ৭ তোমরা কি অলীক দর্শন পাও না? ও মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র কি পড় না? কেননা আমি না কহিলেও তোমরা বলিতেছ, ইহা সদাপ্রভুর বচন। ৮ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা অলীক বাক্য কহিতেছ, ও মিথ্যাকথারূপ দর্শন পাইতেছ; এই নিমিত্তে প্রভু সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমাদের প্রতিকূল। ৯ হাঁ, আমার হস্ত অলীক দর্শনপ্রাপ্ত ও মিথ্যামন্ত্র পাঠকারি ভাববাদিদের প্রতিকূল হইবে; তাহারা আ-

মার প্রজাদের মন্ত্রিসভাতে থাকিবে না, এবং ইস্রায়েল্ কুলের বংশাবলিপত্রে লিখিত হইবে না, ও ইস্রায়েল্ দেশে প্রবেশ করিবে না; তাহাতে আমি যে প্রভু সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

১০ শান্তি না হইলেও তাহারা শান্তি২ বলিয়া আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে; এবং প্রজারা ভিত্তি নির্ম্মান করিলে তাহারা কলি দিয়া তাহা লেপন করে। ১১ অতএব যাহারা কলি দিয়া তাহা লেপন করে, তাহাদিগকে বল, তাহা পতিত হইবে, প্লাবনকারি ধারাসম্পাত আসিবে; হে করকার শিলা সকল, তোমরা [আকাশহইতে] পড়িবা, এবং প্রচণ্ড বাত্যা বিদারণ করিবে। ১২ তাহাতে দেখ, সেই ভিত্তি পতিত হইবে, এবং তোমরা যাহা দিয়া লেপন করিয়াছ, সেই লেপ কোথায়? এই কথা কি তোমাদিগকে কহা যাইবে না? ১৩ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি আপন ক্রোধে প্রচণ্ড বাত্যা প্রেরণ করিব, ও আমার কোপে প্লাবনকারি ধারাসম্পাত আসিবে, ও আমার রোষে সংহারক করকার শিলা পড়িবে। ১৪ এই প্রকারে তোমরা কলি দিয়া যে ভিত্তি লেপন করিয়াছ, তাহা আমি উৎপাটন করিয়া ভূমিসাৎ করিব, তাহাতে তাহার মূল অনাবৃত হইবে; তাহা পড়িলে তাহার মধ্যে তোমাদেরও সংহার হইবে; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। ১৫ এই প্রকারে আমি সেই ভিত্তিতে এবং কলি দিয়া তাহা লেপনকারি ব্যক্তিদিগেতে আপন ক্রোধ সাঙ্গ করিব, এবং তোমাদিগকে কহিব, সেই ভিত্তি গেল, এবং তাহার লেপনকারিগণ গেল, ১৬ অর্থাৎ যাহারা যিরূশালেমের বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার করে, এবং শান্তি না হইলেও তাহার জন্যে শান্তির দর্শন পায়, ইস্রায়েলের সেই ভাববাদিগণও গেল; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৭ পরন্তু, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন মুখ দৃঢ় করিয়া তোমার জাতির যে কন্যাগণ আপন২ হৃদয়হইতে ভাবোক্তি প্রচার করে, তাহাদের প্রতি [দৃষ্টি] রাখ; এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। ১৮ হাঁ, বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে স্ত্রীগণ প্রাণিদের মৃগয়ার্থে যাবতীয় কক্ষের জন্যে বালিশ সেলাই করে, ও যাবতীয় বয়সের মস্তক আচ্ছাদনার্থ বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহারা সন্তাপের পাত্রী। তোমরা কি আমার প্রজাদের প্রাণ মৃগয়া করিয়া আপনাদের নিজ প্রাণ রক্ষা করিবা? ১৯ তোমরা তো দুই এক মুষ্টি যব বা দুই এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তে আমার প্রজাদের কাছে আমাকে অপবিত্র করিতেছ, ফলতঃ যে সকল প্রাণী বধের যোগ্য নয় তাহাদিগকে বধ করিবার, ও যে সকল প্রাণী জীবনের যোগ্য নয় তাহাদিগকে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে তোমরা মিথ্যাকথা শ্রবণকারি আমার প্রজাদিগকে মিথ্যাকথা বলিয়া থাক। ২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমাদের যে২ বালিশদ্বারা তোমরা মৃগয়া করিয়া থাক, আমি সেই সকলের প্রতিকূল হইয়া সেই প্রাণিদিগকে [মুক্ত] পক্ষিবৎ করিয়া তোমাদের ভুজহইতে সেই বালিশ চিরিয়া ফেলিব; এবং তোমরা যাহাদিগকে মৃগয়া করিয়াছ, আমি সেই প্রাণিদিগকে মুক্ত করিয়া পক্ষিবৎ করিব; ২১ এবং তোমাদের আচ্ছাদনবস্ত্র চিরিয়া ফেলিব, ও তোমাদের হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব; তাহারা মৃগয়াতে ধৃত [পক্ষির] ন্যায় তোমাদের হস্তগত আর থাকিবে না; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। ২২ কেননা আমি যে ধার্ম্মিককে বিষণ্ণ করি নাই, তোমরা মিথ্যাকথাদ্বারা তাহার অন্তঃকরণ বিষণ্ণ করিয়াছ, এবং দুষ্ট লোক যাহাতে জীবনপ্রাপ্তির নিমিত্তে আপন কুপথহইতে না ফিরে, তদর্থে তাহার হস্ত সবল করিয়াছ। ২৩ অতএব তোমরা অলীক দর্শন আর দেখিবা না ও মন্ত্র আর পড়িবা না; এবং আমি তোমাদের হস্তহইতে আপন প্রজাদিগকে উদ্ধার করিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

১৪ অধ্যায়।

১ অপর ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কতক পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিল। ২ তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৩ হে মনুষ্যের সন্তান, ঐ লোকেরা আপন২ পুত্তলিকে হৃদয়াকাশে উঠিতে দিয়াছে, ও আপন২ দৃষ্টির সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখিয়াছে; আমি কি কোন মতে উহাদিগকে আমার পরামর্শ লইতে দিব? ৪ এই নিমিত্তে তুমি উহাদের সহিত আলাপ করিয়া উহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল কুলের যে লোকেরা আপন২ পুত্তলিকে হৃদয়াকাশে উঠিতে দেয় ও আপন২ দৃষ্টির সম্মুখে আপনাদের অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ ভাববাদির কাছে আইসে, সেই আগত ব্যক্তির প্রতি আমি সদাপ্রভু তাহার পুত্তলিগণের বাহুল্যানুসারে উত্তরদায়ী হইব। ৫ এই রূপে আমি ইস্রায়েলের কুলকে তাহাদের হৃদয়রূপ ফাঁদে ধরিব, কেননা আপন২ পুত্তলিগণের অনুরাগে তাহারা সকলে আমাহইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে।

৬ অতএব তুমি ইস্রায়েলের কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ফির, ও আপনাদের পুত্তলিগণহইতে বিমুখ হও, ও আপনাদের সমস্ত ঘৃণার্হ কর্ম্মহইতে বিমুখ হও। ৭ কেননা ইস্রায়েল্ কুলের মধ্যে ও ইস্রায়েলে প্রবাসকারি বিদেশিদের মধ্যে যে কেহ আমার পশ্চাদ্গমনহইতে আপনাকে বিভিন্ন করে, ও আপন পুত্তলিগণকে হৃদয়াকাশে উঠিতে দেয়, ও আপন দৃষ্টির সম্মুখে অপরাধজনক বিঘ্ন রাখে, সে যদি আমার পরামর্শ লইবার নিমিত্তে ভাববাদির কাছে আইসে,

তবে আমি সদাপ্রভু আপনার [পরামর্শ]ক্রমে তাহার প্রতি উত্তরদায়ী হইব। [৮] ফলতঃ আমি সেই মনুষ্যের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি রাখিব, এবং তাহাকে নষ্ট করিয়া অভিজ্ঞান ও দৃষ্টান্তস্বরূপ করিব, এবং আমার প্রজাদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [৯] এবং কোন ভাববাদী যদি প্রবর্ত্তনায় সম্মত হইয়া কথা কহে, তবে [জানিও,] আমিই সেই ভাববাদিকে প্রবর্ত্তনায় সম্মত করিয়াছি; এবং তাহার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। [১০] এই রূপে তাহারা আপন ২ অপরাধের ভার বহিবে; ঐ পরামর্শ চেষ্টাকারি ব্যক্তি ও ভাববাদী উভয়ের সমান দশা হইবে। [১১] ইহার অভিপ্রায় এই যেন ইস্রায়েলের কুল আর আমাহইতে বিপথগামী না হয়, এবং আপনাদের সমস্ত অধর্ম্মদ্বারা আর আপনাদিগকে অশুচি না করে; তাহাতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

[১২] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৩] হে মনুষ্যের সন্তান, কোন দেশের লোকেরা ঔচিত্যলঙ্ঘন করত আমার বিরুদ্ধে পাপ করিলে যখন আমি তাহার প্রতিকূলে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার ভক্ষ্যরূপ যষ্টি ভাঙ্গি, ও তাহার মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিয়া তথাকার মনুষ্য ও পশুগণকে উচ্ছিন্ন করি; [১৪] তখন তাহার মধ্যে যদি নোহ ও দানিয়েল্ ও ইয়োব্ এই তিন ব্যক্তি থাকে, তবে তাহারা আপন ২ ধার্ম্মিকতাতে আপন ২ প্রাণমাত্র রক্ষা করিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। [১৫] আর আমি যদি দেশের সর্ব্বত্র হিংসক পশুদিগকে প্রেরণ করি, ও তাহারা [লোকদিগকে] নিঃসন্তান করে, এবং দেশ ধ্বংসস্থান ও পশুর ভয়ে পথিকহীন হয়, [১৬] অথচ তাহার মধ্যে ঐ তিন পুরুষ থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে, কিন্তু দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া যাইবে। [১৭] কিম্বা দেশের সর্ব্বত্র খড়্গ গমন করুক, এমত আজ্ঞা করিয়া যদি আমি দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ আনিয়া তথাকার মনুষ্য ও পশুগণ উচ্ছিন্ন করি, [১৮] অথচ তাহার মধ্যে ঐ তিন পুরুষ থাকে, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] তাহারাও পুত্র কিম্বা কন্যাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না, কেবল আপনারাই উদ্ধার পাইবে। [১৯] কিম্বা আমি যদি দেশে মহামারী প্রেরণ করি, এবং তথাকার মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করণার্থে তাহার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিয়া রক্ত বহাই, [২০] অথচ দেশের মধ্যে নোহ ও দানিয়েল ও ইয়োব থাকে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] তাহারাও পুত্র কি কন্যাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না; আপন ২ ধার্ম্মিকতাতে আপন ২ প্রাণমাত্র উদ্ধার করিবে।

[২১] বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, এমন যদি হয়, তবে আমি মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করণার্থে যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আপনার চারি মহাদণ্ড অর্থাৎ খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও হিংসক পশু ও মহামারী প্রেরণ করিলে কি না ঘটিবে? [২২] তথাপি দেখ, তাহার মধ্যে রক্ষাপ্রাপ্ত কতকগুলি পুত্র কন্যা বাহিরে আনীত হইতেছে বটে; পরন্তু দেখ, তাহারা তোমাদের কাছে আসিবে, এবং তোমরা তাহাদের আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড দেখিবা; তাহাতে আমি যিরূশালেমের উপরে যে সকল অমঙ্গল বর্ত্তাইয়াছি ও তাহার প্রতি যে সকল ঘটনা উপস্থিত করিয়াছি, তাহার বিষয়ে তোমরা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবা। [২৩] ফলতঃ উহারা তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে; কেননা তাহাদের আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া তোমরা বুঝিবা, আমি তাহার মধ্যে যাহা করিয়াছি তাহার কিছুই অকারণে করি নাই, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

১৫ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, অন্য সকল কাষ্ঠ অপেক্ষা দ্রাক্ষালতার কাষ্ঠ কিসে শ্রেষ্ঠ? বনজ বৃক্ষগণের মধ্যে উৎপন্ন সেই উচ্চ ঝাড়ের [কি উৎকর্ষ]? [৩] কোন কার্য্যের নিমিত্তে কি তাহাহইতে কাষ্ঠ গ্রহণ করা যায়? কিম্বা কোন পাত্র ঝুলাইবার নিমিত্তে কি তাহাতে দাণ্ডা নির্ম্মিত হয়? [৪] দেখ, তাহা ভক্ষ্যরূপে অগ্নিকে দেওয়া যায়; অগ্নি তাহার দুই অগ্রভাগ মলিন করিয়া মধ্যদেশ অঙ্গারবৎ করিলে পর তাহা কি কোন কার্য্যে লাগিবে? [৫] দেখ, অবিকল থাকিতে যাহা কোন কার্য্যে লাগিত না, আবার অগ্নিভক্ষিত হইয়া অঙ্গারবৎ হইলে পর তাহা কি কোন কার্য্যে লাগিতে পারিবে?

[৬] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যেমন অগ্নির ভক্ষ্য হইবার নিমিত্তে বনস্থ কাষ্ঠের মধ্যে দ্রাক্ষালতার কাষ্ঠকে নিরূপণ করিয়াছি, তেমনি যিরূশালেম্ নিবাসি লোকদিগকে নিরূপণ করিলাম। [৭] আমি তাহাদের প্রতি কোপদৃষ্টি রাখিব; এক অগ্নিহইতে উত্তীর্ণ হইলে অন্য অগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহাতে আমি তাহাদের প্রতি কোপদৃষ্টি রাখিলে তোমরা জানিবা, আমি সদাপ্রভু। [৮] হাঁ, আমি দেশকে ধ্বংসস্থান করিব, কারণ তাহারা ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৬ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি যিরূশালেমকে তাহার ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল জ্ঞাত কর। [৩] তুমি

বল, প্রভু সদাপ্রভু যিরূশালেমকে এই কথা কহেন, তোমার উৎপত্তি ও জন্মস্থান কনানীয়দের দেশ, তোমার পিতা ইমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। ৪ তোমার জন্মের বৃত্তান্ত এই; তুমি যে দিনে জন্মিয়াছিলা, তৎকালে তোমার নাড়ী কাটা গেল না, এবং তোমাকে পরিষ্কার করণার্থে জলে স্নান করাণ গেল না, ও তুমি লবণে ম্রক্ষিতা ও পটিতে বেষ্টিতা হইলা না। ৫ তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি করিয়া কৃপাতে ইহার কোন ক্রিয়া করিল না, কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলা।

৬ তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে নিজ রক্তমধ্যে ছটফট করিতে দেখিলাম, এবং তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও, এই কথা তোমাকে কহিলাম; হাঁ, তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও, এই কথা কহিলাম। ৭ আমি তোমাকে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিজ্জের ন্যায় অতি বর্দ্ধিতা করিলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া গণ্ডদেশের প্রফুল্লতা প্রাপ্তা হইলা, তোমার পীন স্তনযুগল ও দীর্ঘ কেশ হইল; কিন্তু তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলা। ৮ তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে অবলোকন করিয়া দেখিলাম, তোমার সময় অর্থাৎ প্রেমের সময় উপস্থিত; এই জন্যে আমি তোমার উপরে আপন বস্ত্র বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলাম; এবং প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি শপথ করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, তাহাতে তুমি আমার হইলা। ৯ অনন্তর আমি তোমাকে জলে স্নান করাইয়া তোমার গাত্রহইতে সমস্ত রক্ত ধৌত করিয়া তৈল মর্দ্দন করিলাম। ১০ পরে তোমাকে বিচিত্র পরিচ্ছদ [দিয়া] তহশচর্ম্মের পাদুকা পরাইলাম, এবং তোমাকে শুভ্র ক্ষৌম ঘোমটাতে আচ্ছাদিতা ও পট্টাম্বরেতে বিভূষিতা করিলাম। ১১ পরে তোমার [সর্ব্বাঙ্গে] অভরণ দিলাম, তোমার হস্তে কঙ্কণ ও গলদেশে হার ১২ ও নাসিকাতে নথ ও কর্ণে ঢেঁড়ি ও মস্তকে চারু মুকুট দিলাম। ১৩ এই প্রকারে তুমি স্বর্ণে ও রূপাতে বিভূষিতা হইলা; তোমার বস্ত্র শুভ্র ক্ষৌম সূত্র ও পট্টদ্বারা নির্ম্মিত ও শিল্পকর্ম্মে বিচিত্র হইল, তুমি উত্তম সুজী ও মধু ও তৈল ভোজন করিতা, এবং পরম সুন্দরী হইয়া অবশেষে রাজ্ঞীর পদ প্রাপ্তা হইলা। ১৪ এবং তোমার সৌন্দর্য্যের কীর্ত্তি জাতিগণের মধ্যে ব্যাপিল, কেননা প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাকে যে শোভা দিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য সিদ্ধ হইয়াছিল।

১৫ পরে তুমি আপন সৌন্দর্য্যে নির্ভর করিয়া নিজ কীর্ত্তির অভিমানে ব্যভিচারিণী হইলা; যে কেহ তোমার নিকট দিয়া যাইত, তাহার উপরে আপনার ব্যভিচাররূপ জল সেচন করিতা; তাহার ভোগ হইত। ১৬ এবং তুমি আপনার কোন২ বস্ত্র লইয়া আপনার জন্যে চিত্র বিচিত্র উচ্চস্থলী প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বেশ্যার ক্রিয়া করিতা, কিন্তু এমত করা অচলিত ও অনুচিত। ১৭ আর আমার সুবর্ণ ও রূপাদ্বারা নির্ম্মিত যে ২ চারু অভরণ আমি তোমাকে দিয়াছিলাম, তুমি তাহা লইয়া পুরুষাকৃতি [প্রতিমা] নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিতা। ১৮ ও আপন বিচিত্র বস্ত্র সকল লইয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইতা, ও আমার তৈল ও ধূপ তাহাদের সম্মুখে রাখিতা। ১৯ এবং আমি আপনার সূক্ষ্ম সুজী ও তৈল ও মধু প্রভৃতি যে সমস্ত খাদ্য তোমাকে খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা তুমি লইয়া সৌরভের আঘ্রাণার্থে তাহাদের সম্মুখে রাখিতা; তাহা সত্য, ইহা সদাপ্রভু কহেন। ২০ আর আমার জন্যে প্রসূত তোমার যে পুত্র কন্যাগণ, তাহাদিগকে লইয়া ভক্ষ্যরূপে উহাদের কাছে উৎসর্গ করিতা। ২১ তোমার ব্যভিচার কি ক্ষুদ্র বিষয় ছিল, যে তুমি আমার বালকগণকেও হনন করিয়া উৎসর্গ করিতা, অর্থাৎ উহাদের জন্যে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইতা? ২২ হাঁ, আপনার সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়াতে ও ব্যভিচারে মগ্ন হওয়াতে তুমি আপন যৌবনাবস্থার সময় অর্থাৎ যে সময়ে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলা ও নিজ রক্তে ছটফট করিতেছিলা, তাহা মনে করিতা না। ২৩ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, তোমাকে ধিক্ ২। কেননা তোমার এই সকল দৌর্জন্যের পরে ২৪ তুমি আপনার নিমিত্তে বেশ্যালয় নির্ম্মাণ, ও প্রত্যেক চকে উচ্চস্থান প্রস্তুত করিলা। ২৫ প্রত্যেক পথের মস্তকে তুমি আপনার উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়া আপন শ্রী বিশ্রী করিয়া প্রত্যেক পথিকের জন্যে আপনার পাদদ্বয় বিস্তার করিতা, এবং আপন বেশ্যাক্রিয়া অত্যন্ত বাড়াইতা। ২৬ বিশেষতঃ আপনার প্রতিবাসি স্থূলমাংস মিস্রীয়দের সহিত ব্যভিচার করিতা, ও আমাকে বিরক্ত করণার্থে বেশ্যাক্রিয়া আরো বাড়াইতা। ২৭ অতএব দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিয়া তোমার প্রাত্যহিক বৃত্তি ন্যূন করিলাম; এবং তোমার বৈরিণীদের, অর্থাৎ যে পলেষ্টীয়দের কন্যারা তোমার কুকর্ম্মের ব্যবহার [দর্শনে] লজ্জিতা হইত, তাহাদের ইচ্ছাতে তোমাকে সমর্পন করিলাম। ২৮ পরে তুমি তৃপ্তা না হওয়াতে অশূরীয়দের সহিত বেশ্যাক্রিয়া করিলা; কিন্তু তাহাদের সহিত ব্যভিচার করিলেও তৃপ্তা হইলা না। ২৯ পরে তুমি কনানস্বরূপ কল্দীয় দেশ পর্য্যন্ত আপন ব্যভিচার বৃদ্ধি করিলা, কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তা হইলা না। ৩০ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আহা! তোমার হৃদয় কেমন কামাতুর! তজ্জন্য তুমি স্বৈরিণী বেশ্যার যোগ্য এই সকল কর্ম্ম করিতা, ৩১ বিশেষতঃ প্রত্যেক পথের মস্তকে আপন বেশ্যালয় নির্ম্মাণ, ও প্রত্যেক চকে আপন উচ্চস্থান প্রস্তুত করিতা। তুমি বেশ্যাবৎ না হইয়া পণ অবজ্ঞা করিতা। ৩২ হে সতীত্বভ্রষ্টে, তুমি আপন স্বামির পরিবর্ত্তে জারগণকে গ্রহণ করিতা। ৩৩ বেশ্যা সকলকে

মুদ্রা দেওয়া যায়, কিন্তু তুমি আপনার সমস্ত প্রেমকারিকে উপহার দিতা, এবং তোমার বেশ্যাবৃত্তিক্রমে তাহারা যেন সর্ব্বদিগ্‌হইতে তোমার কাছে আইসে, এই জন্যে তাহাদিগকে পারিতোষিক দিতা। [৩৪] ইহাতে অন্যান্য স্ত্রীহইতে তোমার বেশ্যাবৃত্তি বিপরীত; ফলতঃ লোকেরা ব্যভিচারার্থে তোমার পশ্চাদ্‌গামী হইত না, আর তুমি কিছু পণ না লইয়া পণ দিতা, ইহাতেই তোমার ক্রিয়া বিপরীত হইয়াছে।

[৩৫] অতএব হে বেশ্যে, সদাপ্রভুর বাক্য শুন; [৩৬] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার মুদ্রার অপব্যয় হইয়াছে, ও তোমার বেশ্যাবৃত্তিক্রমে তোমার প্রেমকারিগণের ও তোমার ঘৃণার্হ পুত্তলি সকলের সাক্ষাতে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হইয়াছে, ও তোমার বালকদের রক্ত তাহাদিগকে দত্ত হইয়াছে। [৩৭] অতএব দেখ, তুমি যাহাদের কাছে আত্মপণ করিয়াছ, তোমার সেই প্রেমকারিগণকে, এবং তোমার প্রেমের কিম্বা দ্বেষের পাত্র সকলকে আমি একত্র করিব; হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগ্‌হইতে তাহাদিগকে একত্র করিব, পরে তাহাদের সম্মুখে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করিব, তাহারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখিবে। [৩৮] এবং সতীত্বভ্রষ্টা ও রক্তপাতকারিণী স্ত্রীদিগের বিচারের ন্যায় আমি তোমার বিচার করিব, এবং ক্রোধে ও ঈর্ষ্যাতে তোমাকে রক্তস্বরূপ করিব। [৩৯] আমি তাহাদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তাহারা তোমার বেশ্যালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও তোমার উচ্চস্থান সকল উৎপাটন করিবে, ও তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, ও তোমার চারু অভরণ সকল হরণ করিয়া তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করিয়া রাখিবে। [৪০] এবং তোমার বিরুদ্ধে সমাজ আনিয়া প্রস্তরাঘাতে তোমাকে বধ করিবে, ও আপন২ খড়্গদ্বারা খণ্ড২ করিবে; [৪১] এবং তোমার গৃহ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ও অনেক স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে তোমাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিবে; এই রূপে আমি তোমাকে ব্যভিচার ক্রিয়া ত্যাগ করাইব, তুমি আর পণ দিবা না। [৪২] এবং তোমার দণ্ডদ্বারা আপন কোপ শান্ত করিব, তাহাতে তোমার উপরহইতে আমার ঈর্ষ্যা যাইবে, আমি ক্ষান্ত হইব, আর বিরক্ত হইব না। [৪৩] তুমি আপন যৌবনাবস্থা স্মরণ না করিয়া এই সকল বিষয়ে আমাকে রাগান্বিত করিয়াছ; অতএব দেখ, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমিও তোমার আচার ব্যবহারের ভার তোমার মস্তকে দিব; ঐ সকল ঘৃণার্হ আচরণের পরে তোমাকে আর কুকর্ম্ম করিতে দিব না।

[৪৪] দেখ, যে কেহ প্রবাদ ব্যবহার করে, সে তোমার উদ্দেশে প্রবাদ উত্থাপন করিবে, যথা, যেমন মাতা তেমন কন্যা। [৪৫] তুমি নিজ মাতার কন্যা, সেও আপন স্বামিকে ও বালকগণকে ঘৃণা করিত; এবং তুমি নিজ ভগিনীদের ভগিনী, তাহারাও আপন২ স্বামিকে ও বালকগণকে ঘৃণা করিত; তোমাদের মাতা হিত্তীয়া ও পিতা ইমোরীয় ছিল। [৪৬] যে শমরিয়া আপন কন্যাগণের সহিত তোমার বাম দিগে বসতি করে, সে তোমার বড় ভগিনী; এবং যে সদোম আপন কন্যাগণের সহিত তোমার দক্ষিণে বাস করে, সে তোমার ছোট ভগিনী। [৪৭] কিন্তু তুমি তাহাদের পথে গমন করিয়া ও তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে কর্ম্ম করিয়া অল্প কাল পরে যে ক্লান্ত হইলা, তাহা নহে, বরং আপনার সমস্ত আচার ব্যবহারে তাহাদের হইতেও ভ্রষ্টা হইয়াছ। [৪৮] প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] তোমার ভগিনী সদোম ও তাহার কন্যাগণ তোমার মত ও তোমার কন্যাদের মত ক্রিয়া করে নাই। [৪৯] দেখ, তোমার ভগিনী সদোমের এই অপরাধ ছিল; তাহার ও তদীয় কন্যাদিগের দর্প ও ভক্ষ্যের পূর্ণতা এবং নিশ্চিন্ততাযুক্ত শান্তি ছিল; কিন্তু সে দুঃখি দরিদ্রের হস্ত সবল করিত না। [৫০] তাহারা অহঙ্কারিণী ছিল ও আমার সাক্ষাতে ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত, অতএব আমি তাহাদিগকে সেরূপ দেখিয়া দূর করিলাম। [৫১] আর শমরিয়া তোমার পাপের অর্দ্ধেকও পাপ করে নাই, কিন্তু তুমি আপন ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাদের হইতেও অধিক বাড়াইয়াছ, এবং আপনার কৃত প্রচুর ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা আপন ভগিনীদিগকে নির্দ্দোষী করিয়াছ। [৫২] তুমি আপন ভগিনীদের জন্যে যে অপমান নির্দ্ধারণ করিয়াছ, তাহা আপনার জানিয়া আপনিও ভোগ কর; তুমি যে সকল পাপকর্ম্মদ্বারা তাহাদের অপেক্ষা অধিক ঘৃণার্হ হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত তাহারা তোমা অপেক্ষা নির্দ্দোষী হইয়াছে; অতএব তুমিও লজ্জিতা হও, ও নিজ অপমান ভোগ কর, কেননা তুমি আপন ভগিনীদিগকে নির্দ্দোষী করিয়াছ। [৫৩] পরন্তু যে সময়ে আমি তাহাদের বন্দিত্ব অর্থাৎ সদোমের ও তাহার কন্যাদের বন্দিত্ব এবং শমরিয়ার ও তাহার কন্যাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে তোমার বন্দিতার বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব। [৫৪] তাহাতে তুমি আপন ভগিনীদের সান্ত্বনার কারণ হইয়া যাহা২ করিয়াছ, সেই সকল ক্রিয়া প্রযুক্ত আপন অপমান ভোগ করত বিষণ্ণা হইবা। [৫৫] সদোম্‌ ও তাহার কন্যাগণ তোমার এই ভগিনীরা পূর্ব্বদশা প্রাপ্তা হইবে, এবং শমরিয়া ও তাহার কন্যারা পূর্ব্বদশা প্রাপ্তা হইবে, এবং তুমি ও তোমার কন্যারা আপন২ পূর্ব্বদশা পাইবা। [৫৬] তোমার আত্মশ্লাঘার সময়ে তুমি উপদেশার্থে আপন ভগিনী সদোমের নাম জিহ্বাগ্রে আনিতা না। [৫৭] তখন তোমার দৌর্জ্জন্য প্রকাশ পায় নাই; [পাইলে পর] তোমার তুচ্ছকারিণী অরামের কন্যারা ও তাহার চতুর্দ্দিগ্‌ নিবাসিনী পলেষ্টীয়দের কন্যারা পরিতঃ তোমাকে ধিক্কার দিল। [৫৮] সদাপ্রভু কহেন, তুমি আপন

কুকর্ম্মের ও আপন ঘৃণার্হ আচরণেরই ভার বহন করিতেছ। ৫৯ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হাঁ, তুমি শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করাতে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, আমি তোমাকে তদনুরূপ দশা প্রাপ্তা করিয়াছি। ৬০ তথাপি তোমার যৌবনাবস্থাতে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে অনন্তকালস্থায়ি এক নিয়ম করিব।

৬১ তখন তুমি আপন আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিষণ্ণা হইবা; এবং আপনার অপেক্ষা বড় কি ছোট আপন ভগিনীদিগকে গ্রহণ করিবা; আর আমি তাহাদিগকে কন্যাদের ন্যায় তোমাকে দিব, কিন্তু তোমার নিয়মক্রমে নয়। ৬২ এই রূপে আমি তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তুমি জ্ঞাতা হইবা। ৬৩ এবং আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জনা করিব, তখন তুমি [তাহা] স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হইবা, ও নিজ অপমান প্রযুক্ত আর এক কথাও কহিবা না, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৭ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল কুলের কাছে নিগূঢ় বাক্য ও উপমা উত্থাপন কর। ৩ তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এক প্রকাণ্ড উৎক্রোশ পক্ষী ছিল; তাহার পক্ষ বৃহৎ ও পালখ সকল দীর্ঘ ও চিত্রবিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ; ঐ পক্ষী লিবানোনে আসিয়া এরস্ বৃক্ষের উচ্চতম শাখা লইয়া গেল; ৪ সে তাহার পল্লবের অগ্রভাগ কাটিয়া বাণিজ্যের দেশে লইয়া গিয়া ব্যবসায়িদের এক নগরে রাখিল; ৫ এবং ঐ ভূমির একটী বীজ গ্রহণ করিয়া বীজের যোগ্য ক্ষেত্রে লইয়া জলরাশির সমীপে রাখিয়া বাইশী বৃক্ষের ন্যায় তাহা রোপণ করিল; ৬ পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া খর্ব্ব অথচ বিস্তারিত দ্রাক্ষালতা হইল; তাহার শাখা ঐ উৎক্রোশ পক্ষির অভিমুখ হইল, ও তাহার নীচে তাহার মূল থাকিল; এই প্রকারে সে দ্রাক্ষালতা হইয়া শাখাবিশিষ্ট ও পল্লবিত হইল। ৭ কিন্তু বৃহৎ পক্ষ ও অনেক লোমবিশিষ্ট আর এক প্রকাণ্ড উৎক্রোশ পক্ষী [উপস্থিত] হইল, তাহাতে ঐ দ্রাক্ষালতা জলে সেচিত হওনার্থে আপনার রোপণস্থান কেয়ারীহইতে তাহার দিগে মূল বক্র করিয়া আপন শাখা বিস্তার করিল। ৮ সে জলরাশির নিকটে উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত হইয়াছিল, সুতরাং বহুশাখাতে ভূষিতা ও ফলবতী হইয়া উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষালতা হইতে পারিত। ৯ তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সে কি কৃতকার্য্য হইবে? তাহার মূল কি উৎপাটিত হইবে না? ও তাহার ফল কি কাটা যাইবে না? সে শুষ্ক হইবে, ও তাহার পল্লবের নবীন ডগা সকল ম্লান হইবে। তাহার মূলহইতে তাহাকে তুলিয়া উচ্চ করা বলবান হস্তের ও অনেক সৈন্যেরও সাধ্য হইবে না। ১০ আর দেখ, সে রোপিত হইয়াছে বলিয়া কি ফলবতী হইবে? পূর্ব্ববায়ুস্পর্শে সে কি সমূলে শুষ্ক হইবে না? সে আপন প্ররোহস্থান ঐ কেয়ারীতে অবশ্য শুষ্ক হইয়া পড়িবে।

১১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ১২ তুমি সেই বিরোধি কুলকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি ইহার তাৎপর্য্য জান না? [তাহাদিগকে] বল, দেখ, বাবিলের রাজা যিরূশালেমে আসিয়া তাহার রাজাকে ও অধ্যক্ষগণকে স্বস্থান বাবিলে লইয়া গেল। ১৩ পরে রাজবংশের একটি বীজ লইয়া তাহার সহিত নিয়ম করিল, ও শপথদ্বারা তাহাকে বদ্ধ করিল, এবং দেশের পরাক্রমি লোকদিগকে লইয়া গেল; ১৪ [কেননা সে ভাবিল], ইহাতে রাজ্যটী খর্ব্ব থাকিবে, অভিমানী হইবে না, বরং স্থির থাকিবার আশাতে আমার নিয়ম পালন করিবে। ১৫ কিন্তু সে তাহার বিদ্রোহী হইয়া অশ্ব ও অনেক সৈন্য পাইবার জন্যে মিসরে দূত পাঠাইয়া দিল। এই কর্ম্ম কি সফল হইবে? এমত কর্ম্মকারি লোক কি রক্ষা পাইবে? সে তো নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, তবে কি নিস্তার পাইবে? ১৬ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] যে রাজা তাহাকে রাজা করিল, ও যাহার শপথ সে তুচ্ছ করিল, ও যাহার নিয়ম সে ভঙ্গ করিল, সেই রাজার বাসস্থানে ও তাহার নিকটে বাবিলের মধ্যে সে মরিবে। ১৭ এবং অনেক লোকের প্রাণ বিনাশার্থে জাঙ্গাল বদ্ধ ও উচ্চগৃহ নির্ম্মিত হইলে ফরৌণ পরাক্রান্ত বাহিনী ও মহাসমাজদ্বারা যুদ্ধে তাহার সাহায্য করিবে না। ১৮ সে তো শপথ অবজ্ঞা করিয়া নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে; হাঁ, দেখ, হাত যোড় করিলে পর সে এই সকল ক্রিয়া করিয়াছে, সে রক্ষা পাইবে না। ১৯ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] সে আমারই শপথ অবজ্ঞা করিয়াছে, ও আমারই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব আমি তাহার ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইব। ২০ এবং আপন জাল তাহার উপরে পাতিব, সে আমার ফাঁদে ধৃত হইবে; এবং আমি তাহাকে বাবিলে লইয়া যাইব, ও সে আমার বিরুদ্ধে যে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছে তন্নিমিত্তে সেখানে তাহার সহিত বিচার করিব। ২১ তাহার সকল সৈন্যের মধ্যে যত লোক পলাইবে সকলেই খড়্গে পতিত হইবে, ও অবশিষ্ট লোকেরা যাবতীয় বায়ুতে বিকীর্ণ হইবে; তাহাতে আমি সদাপ্রভু ইহা কহিয়াছি, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা।

২২ প্রভু সদাপ্রভু আরো এই কথা কহেন, আমি, আমিই উচ্চ এরস্ বৃক্ষের উচ্চতম শাখার একটী কলম লইয়া রোপণ করিব, হাঁ, তাহার পল্লব সক-

লের অগ্রহইতে অতি কোমল একটী পল্লব ভাঙ্গিয়া লইয়া উচ্চ ও উন্নত পর্ব্বতে রোপণ করিব। [২৩] ফলতঃ ইস্রায়েলের ঊর্দ্ধলোকস্বরূপ পর্ব্বতে তাহা রোপণ করিব; তাহাতে তাহা বহুশাখা বিশিষ্ট ও ফলবান হইয়া বিশাল এরস্ বৃক্ষ হইয়া উঠিবে; তাহার তলে সর্ব্বজাতীয় সর্ব্ব পক্ষী বাসা করিবে, তাহার শাখার ছায়াতেই বাসা করিবে। [২৪] তাহাতে অরণ্যের যাবতীয় বৃক্ষ জানিবে, যে আমি সদাপ্রভু উচ্চ বৃক্ষকে খর্ব্ব, ও খর্ব্ব বৃক্ষকে উচ্চ করি, এবং সতেজ বৃক্ষকে শুষ্ক, ও শুষ্ক বৃক্ষকে সতেজ করি; আমি সদাপ্রভু তাহা কহিলাম, ও তাহা সিদ্ধ করিব।

১৮ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] পিতৃলোকেরা অম্ল দ্রাক্ষাফল খাইলে সন্তানদের দন্ত টকিয়া যায়, এই যে প্রবাদ তোমরা ইস্রায়েল্ দেশের বিষয়ে বল, ইহাতে তোমাদের অভিপ্রায় কি? [৩] প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদের ব্যবহার আর করিতে হইবে না। [৪] দেখ, যাবতীয় প্রাণ আমার; যেমন পিতার প্রাণ আমার, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার; যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে।

[৫] ফলতঃ কোন ব্যক্তি যদি ধার্ম্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, [৬] পর্ব্বতের উপরে ভোজন কি ইস্রায়েল কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, ও আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে, ও ঋতুমতী স্ত্রীর নিকটেও না যায়; [৭] ও কাহারো প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, ঋণিকে বন্ধক ফিরাইয়া দেয়, কাহার দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরন না করে, ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দেয়, [৮] সুদের লোভে ঋণ না দেয়, কিছু বৃদ্ধি না লয়, অন্যায়হইতে আপন হস্তকে ফিরায়, মনুষ্যদের মধ্যে যথার্থ বিচার করে, আমার বিধিমতে আচরণ করে, [৯] ও আমার শাসন সকল পালন করত সত্য অনুষ্ঠান করে, তবে সেই মনুষ্য ধার্ম্মিক; প্রভু সদাপ্রভু কহেন, সে অবশ্য বাঁচিবে।

[১০] কিন্তু সেই ব্যক্তির পুত্র যদি দস্যু ও রক্তপাতকারী হইয়া পরের প্রতি সেই প্রকার কোন এক কর্ম্ম করে; [১১] অর্থাৎ পিতা যাহা২ করে নাই, [তাহা করিয়া] যদি পর্ব্বতের উপরে ভোজন করে, ও আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করে, [১২] দুঃখি দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করে, পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরন করে, বন্ধক দ্রব্য ফিরাইয়া না দেয়, এবং পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, ও ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে; [১৩] যদি সুদের লোভে ঋণ দেয়, ও বৃদ্ধি লয়, তবে সেই [পুত্র] কি বাঁচিবে? বাঁচিবে না; এই সকল ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে সে অবশ্য মরিবে; তাহার রক্তপাতের অপরাধ তাহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

[১৪] আবার দেখ, ইহার পুত্র যদি আপন পিতার কৃত সমস্ত পাপ দেখিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম না করে, [১৫] পর্ব্বতোপরি ভোজন না করে, ইস্রায়েল কুলের পুত্তলিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, আপন প্রতিবাসির স্ত্রীকে ভ্রষ্টা না করে, [১৬] কাহারো প্রতি দৌরাত্ম্য না করে, বন্ধক দ্রব্য না রাখে, কাহারো দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ না করে, কিন্তু ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে, [১৭] দুঃখি লোকের উপদ্রবহইতে আপন হস্ত নিবারণ করে, সুদ কি বৃদ্ধি না লয়, আমার শাসন সকল পালন করে, ও আমার বিধিমতে আচরণ করে, তবে সে আপন পিতার অপরাধে মরিবে না, অবশ্য বাঁচিবে। [১৮] কিন্তু তাহার পিতা ভারি উপদ্রব করিত, ভ্রাতার দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত, স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অসৎকর্ম্ম করিত; তাহাতে দেখ, সে আপন অপরাধে মরিল।

[১৯] ইহাতে তোমরা বলিতেছ, "সেই পুত্র কেন পিতার অপরাধরূপ ভার বহন করে না?" শুন তো; সেই পুত্র ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, ও আমার বিধি সকল রক্ষা করিয়া পালন করে; সে অবশ্য বাঁচিবে। [২০] যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে; পিতার অপরাধরূপ ভার পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধরূপ ভার পিতা বহন করিবে না; ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। [২১] অধিকন্তু দুষ্ট মনুষ্য যদি আপনার কৃত সমস্ত পাপহইতে ফিরে, ও আমার বিধি সকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তবে অবশ্য বাঁচিবে; সে মরিবে না। [২২] তাহার পূর্ব্বকৃত কোন অধর্ম্ম তাহার বলিয়া স্মরণে আসিবে না; সে যে ধর্ম্মাচরণ করে তাহাদ্বারা বাঁচিবে। [২৩] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দুষ্ট লোকের মরণে কি কোন ক্রমে আমার প্রীতি হইতে পারে? বরং সে আপন কুপথহইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার প্রীতি হয় না? [২৪] আর ধার্ম্মিক মনুষ্য যদি আপন ধার্ম্মিকতাহইতে ফিরিয়া অন্যায় করত দুষ্টের কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুরূপ আচরণ করে, তবে সে কি বাঁচিবে? তাহার কৃত কোন ধর্ম্মকর্ম্মের স্মরণ হইবে না; সে যে ঔচিত্যলঙ্ঘন ও পাপ করে, তদ্দ্বারাই মরিবে।

[২৫] ইহাতে তোমরা বলিতেছ, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েলের কুল, এক বার শুন; আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদেরই পথ কি অসরল নয়? [২৬] ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মিকতাহইতে ফিরিয়া অন্যায় করে ও তাহাতে মরে, তখন আপনার কৃত অন্যায়েতেই মরে। [২৭] আর দুষ্ট লোক যখন আপন কৃত দুষ্টতাহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন আপন প্রাণ বাঁচায়। [২৮] সে বিবেচনা করিয়া আপনার কৃত সমস্ত অধর্ম্মহইতে ফিরিল, এই জন্যে অবশ্য বাঁচিবে; সে মরিবে না। [২৯] কিন্তু ইস্রায়েলের কুল বলিতেছে,

প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েলের কুল, আমার পথ কি সরল নয়? তোমাদেরই পথ কি অসরল নয়? [৩০] অতএব হে ইস্রায়েলের কুল, আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহারানুসারে তোমাদের বিচার করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। তোমরা ফির, এবং আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্মহইতে বিমুখ হও, তাহাতে তাহা তোমাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইবে না। [৩১] তোমরা আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম্ম আপনাদের হইতে দূরে ফেলিয়া দেও, এবং আপনাদের জন্যে নূতন অন্তঃকরণ ও নূতন আত্মা প্রস্তুত কর; কেননা, হে ইস্রায়েলের কুল,তোমরা কেন মরিবা? [৩২] বস্তুতঃ যে মরে তাহার মরণে আমার কোন প্রীতি নাই; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। অতএব তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।

১৯ অধ্যায়।

[১] তুমি ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিষয়ে বিলাপের গীত প্রণয়ন কর। [২] হাঁ, বল, তোমার মাতা কি ছিল? সে তো সিংহী ছিল, সিংহগণের মধ্যে শয়ন করিত, ও যুবসিংহদের মধ্যে আপন বৎসদিগকে প্রতিপালন করিত। [৩] তাহাতে তাহার প্রতিপালিত এক বৎস যুবসিংহ হইয়া উঠিল, ও মৃগয়া করিতে শিখিয়া মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। [৪] তখন পরজাতিগণ কর্ণ পাতিয়া তাহার উদ্দেশ পাইলে সে তাহাদের গর্ত্তে ধরা পড়িল; পরে তাহারা তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মিসরদেশে লইয়া গেল। [৫] অতএব ঐ সিংহী প্রতীক্ষা করণানন্তর আপনাকে হতাশা দেখিয়া আপনার আর এক শাবককে প্রতিপালন করিয়া যুবা করণার্থে নিরূপণ করিল। [৬] পরে সে সিংহদের সঙ্গে গতায়াত করত যুবা হইয়া মৃগয়া করিতে শিখিয়া মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল। [৭] সে তাহাদের বিধবাগণকে ভ্রষ্টা করিত, ও তাহাদের নগর সকল উৎসন্ন করিত; তাহার গর্জ্জনেতে ধরণী ও তন্মধ্যস্থিত সকলই স্তম্ভিত হইত। [৮] তখন চতুর্দ্দিক্স্থ জাতিগণ নানা প্রদেশহইতে তাহার বিপক্ষে পরস্পর সাহায্য করিয়া তাহার উপরে আপনাদের জাল বিস্তার করিলে সে তাহাদের গর্ত্তে ধরা পড়িল। [৯] পরে তাহারা তাহার নাক ফুঁড়িয়া পিঞ্জরে করিয়া তাহাকে বাবিলের রাজার নিকটে লইয়া গেল; এবং ইস্রায়েলের কোন পর্ব্বতে যেন তাহার হুঙ্কার আর না শুনিতে হয়, তজ্জন্য তাহাকে দুর্গের মধ্যে রাখিল।

[১০] তোমার নিরাপদের সময়ে তোমার মাতা জলরাশির নিকটে রোপিত দ্রাক্ষালতাস্বরূপ ছিল; সে অনেক জল প্রযুক্ত ফলেতে ও শাখাতে পূর্ণ হইল। [১১] এবং তাহার শাখা দৃঢ় ও কর্ত্তৃত্বকারিদের রাজদণ্ড হইবার যোগ্য হইল; সে দীর্ঘতাতে মেঘস্পর্শী, এবং উচ্চতাতে ও শাখাবাহুল্যে বিরাজমান হইল। [১২] কিন্তু কোপেতে সে উৎপাটিত ও ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল; পূর্ব্বীয় বায়ুতে তাহার ফল শুষ্ক হইয়া পড়িল, এবং তাহার দৃঢ় শাখা সকল ভগ্ন হইয়া শুষ্ক ও অগ্নিভক্ষিত হইল। [১৩] এখন সে প্রান্তরমধ্যে নির্জ্জল ও শুষ্ক ভূমিতে রোপিত আছে। [১৪] তাহার শাখাদণ্ডহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহার ফল গ্রাস করিয়াছে; রাজদণ্ডের জন্যে একটী দৃঢ় শাখাও তাহাতে নাই। এ বিলাপের গীত বটে, এবং বিলাপের গানার্থে হইয়াছে।

২০ অধ্যায়।

[১] সপ্তম বৎসরের পঞ্চম মাসের দশম দিনে ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে কএক জন পুরুষ সদাপ্রভুর পরামর্শ লইবার নিমিত্তে আসিয়া আমার সাক্ষাতে বসিল। [২] তখন সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [৩] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা কি আমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছ? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] আমি তোমাদিগকে আমার পরামর্শ লইতে দিব না।

[৪] হে মনুষ্যের সন্তান, তাহাদের বিচার কি করিবা? বিচার কি করিবা? তবে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। [৫] এবং তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে দিনে ইস্রায়েলকে মনোনীত করিলাম, সেই দিনে যাকোবের কুলোদ্ভব বংশের পক্ষে [শপথ করিতে] হাত তুলিলাম, এবং মিসরদেশে তাহাদের কাছে আপনার পরিচয় দিলাম, এবং তাহাদের পক্ষে হাত তুলিয়া কহিলাম, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [৬] আর সেই দিনে তাহাদের পক্ষে হাত তুলিয়া, আমি যে তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিব, এবং তাহাদের জন্যে যে দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, সর্ব্বদেশের অবতংস সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে লইয়া যাইব, [এই অঙ্গীকার করিলাম]; [৭] এবং তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ চক্ষুর সম্মুখস্থ বিভীষিকা সকল দূর কর, এবং মিস্রীয়দের পুত্তলিগণদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না; আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। [৮] কিন্তু তাহারা আমার বিপরীতাচারী হইয়া আমার কথা শুনিতে অসম্মত হইল, আপন ২ চক্ষুর সম্মুখস্থ বিভীষিকা সকল দূর করিল না, এবং মিস্রীয়দের পুত্তলিগণকেও ছাড়িল না; তাহাতে আমি মিসরদেশের মধ্যে তাহাদিগেতে আপন ক্রোধ সাঙ্গ করণার্থে তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢালিতে মনস্থ করিলাম। [৯] কিন্তু আপন নামের আদরে কর্ম্ম করিলাম; ফলতঃ উহারা যাহাদের মধ্যে বাস করিতেছিল, ও যাহাদের সাক্ষাতে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আপনার পরিচয় দিয়াছিলাম,

সেই পরজাতিদের মধ্যে আমার নাম অপবিত্র হইতে দিলাম না।

[১০] পরে আমি তাহাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া প্রান্তরে আনিলাম, [১১] এবং তাহাদিগকে আমার বিধি সকল দিলাম, এবং পালন করিলে যাহার গুণে মনুষ্য বাঁচে, আমার সেই শাসন সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলাম। [১২] এবং আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারি সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্যে তাহাদের ও আমার মধ্যে অভিজ্ঞানস্বরূপে আমার বিশ্রামদিনও তাহাদিগকে দিলাম। [১৩] কিন্তু ইস্রায়েলের কুল সেই প্রান্তরে আমার বিপরীতাচারী হইয়া আমার বিধিমতে চলিল না, এবং পালন করিলে যাহার গুণে মনুষ্য বাঁচে, আমার সেই শাসন সকল অগ্রাহ্য করিল, ও আমার বিশ্রামদিনকে অতি অশুচি করিল; তাহাতে আমি তাহাদিগকে সংহার করিবার জন্যে প্রান্তরে তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢালিতে মনস্থ করিলাম। [১৪] কিন্তু আপন নামের আদরে কর্ম্ম করিলাম, ফলতঃ যাহাদের সাক্ষাতে উহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, সেই পরজাতিদের কাছে আমার নাম অপবিত্র হইতে দিলাম না। [১৫] অধিকন্তু আমি সর্ব্বদেশের অবতংস যে দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশ তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম, সে দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইব না, এই শপথ প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে করিলাম। [১৬] কারণ তাহারা আমার শাসন সকল অগ্রাহ্য করিত, ও আমার বিধিমতে আচরণ করিত না, ও আমার বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিত, কেননা তাহাদের অন্তঃকরণ তাহাদের পুত্তলিগণের অনুগামী ছিল। [১৭] কিন্তু তাহাদিগের বিনাশ করিতে আমার চক্ষুর্লজ্জা হইল, এই জন্যে আমি সেই প্রান্তরে তাহাদিগকে সংহার করিলাম না। [১৮] আর সেই প্রান্তরে আমি তাহাদের সন্তানগণকে কহিলাম, তোমরা আপন ২ পিতাদের বিধি অনুসারে চলিও না, ও তাহাদের শাসন সকল মানিও না, ও তাহাদের পুত্তলিগণদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না। [১৯] আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমারই বিধিমতে আচরণ কর, ও আমারই শাসন সকল রক্ষা করিয়া পালন কর। [২০] এবং আমার বিশ্রামদিনকে পবিত্র জ্ঞান কর; আমি যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্যে তাহাই আমার ও তোমাদের মধ্যে অভিজ্ঞানস্বরূপ হউক। [২১] তথাপি তাহাদের সন্তানগণ আমার বিপরীতাচারী হইল; তাহারা আমার বিধিমতে চলিত না, এবং পালন করিলে যাহার গুণে মনুষ্য বাঁচে, আমার সেই শাসন সকল পালনার্থে রক্ষা করিত না, আমার বিশ্রামদিনকেও অপবিত্র করিত; অতএব আমি প্রান্তরে তাহাদিগেতে আপন ক্রোধ সাঙ্গ করণার্থে তাহাদের উপরে আপন কোপ ঢালিতে মনস্থ করিলাম। [২২] তথাপি আপন হস্ত সম্বরণ করত আপন নামের আদরে কর্ম্ম করিলাম, ফলতঃ যাহাদের সাক্ষাতে উহাদিগকে বাহির করিয়াছিলাম, সেই পরজাতিদের কাছে আমার নাম অপবিত্র হইতে দিলাম না। [২৩] অধিকন্তু আমি তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিতে প্রান্তরে তাহাদের বিপক্ষে শপথ করিলাম, [২৪] কারণ তাহারা আমার শাসন সকল পালন করিত না, এবং আমার বিধি অগ্রাহ্য করিত, ও আমার বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিত, ও আপন ২ পিতাদের পুত্তলিগণেতে তাহাদের চক্ষু আসক্ত থাকিল। [২৫] অধিকন্তু যে বিধি মঙ্গলজনক নয়, ও যাহার গুণে মনুষ্যেরা বাঁচে না, এমত শাসন আমি তাহাদিগকে [মানিতে] দিলাম। [২৬] আমি যেন তাহাদিগকে ধ্বংস করি, এবং আমি যে সদাপ্রভু ইহা তাহারা জ্ঞাত হয়, তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে গর্ব্ভাশয়োদ্ঘাটক যাবতীয় গর্ব্ভফল উপস্থিত করণে তাহাদের উপহারেতেই তাহাদিগকে অশুচি হইতে দিলাম।

[২৭] অতএব, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েল্ কুলের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার উদ্দেশে ঔচিত্যলঙ্ঘন করিয়াছে, ইহাতেই আমার ভারি অপমান করিয়াছে। [২৮] আমি তো তাহাদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলাম, সেই দেশে আনিলাম; কিন্তু তাহারা যে ২ স্থানে কোন উচ্চ পর্ব্বত কিম্বা নিবিড় বৃক্ষ দেখিত, সেই ২ স্থানে প্রত্যেকে বলিদান করিত, ও সেই ২ স্থানে [আমার] বিরক্তিজনক নৈবেদ্য উৎসর্গ করিত, ও সেই ২ স্থানে আপনাদের সৌরভাঘ্রাণার্থক দ্রব্য রাখিত, ও সেই ২ স্থানে আপনাদের পেয় নৈবেদ্য ঢালিত। [২৯] তাহাতে আমি তাহাদিগকে কহিলাম, তোমরা যে উচ্চস্থলীতে উঠিয়া যাও তাহা কি? আর অদ্য পর্য্যন্ত তাহার উচ্চস্থলী এই নাম হইয়াছে। [৩০] অতএব তুমি ইস্রায়েলের কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, কেমন? তোমরা আপন ২ পূর্ব্বপুরুষদের রীতিতে আপনাদিগকে অশুচি করিতেছ, ও ব্যভিচারী হইয়া তাহাদের বিভীষিকা সকলের অনুগমন করিতেছ; [৩১] এবং আপন ২ উপহারে, বিশেষতঃ আপন ২ সন্তানদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাওনেতে অদ্য পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত পুত্তলির জন্যে আপনাদিগকে অশুচি করিতেছ; তবে হে ইস্রায়েলের কুল, আমি কি তোমাদিগকে আমার পরামর্শ লইতে দিব? প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] আমি তোমাদিগকে আমার পরামর্শ লইতে দিব না। [৩২] আর আমরা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পরিচর্য্যা করণেতে পরজাতিদের ও দেশবিদেশ নিবাসি গোষ্ঠীদের তুল্য হইব, এই যে কথা তোমাদের হৃদয়াকাশে উঠিয়াছে ও যাহা তোমরা বলিয়া থাক, তাহা কখনো হইবে না।

৩৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] আমি বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু ও কোপের বর্ষণদ্বারা তোমাদের উপরে রাজত্ব করিব। ৩৪ আমি বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু ও কোপের বর্ষণদ্বারা জাতিগণের মধ্যহইতে তোমাদিগকে বাহির করিব, এবং যে ২ স্থানে তোমরা ছিন্নভিন্ন আছ, সেই দেশবিদেশহইতে তোমাদিগকে একত্র করিব। ৩৫ এবং জাতিসমূহরূপ প্রান্তরে আনিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সেই স্থানে তোমাদের সহিত বিচার করিব। ৩৬ প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি মিসরদেশের প্রান্তরে যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত বিচার করিয়াছিলাম, তোমাদের সহিত তেমনি বিচার করিব; ৩৭ এবং তোমাদিগকে পাঁচনীর নীচে দিয়া গমন করাইব, ও নিয়মরূপ যোঁয়ালি পরাইব। ৩৮ পরে বিদ্রোহি ও আমার ভক্তিঘাতক সকলকে ঝাড়িয়া তোমাদের মধ্যহইতে দূর করিব; তাহারা যে দেশে প্রবাস করে, তথাহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিব বটে, কিন্তু এমত লোক ইস্রায়েল্ দেশে প্রবেশ করিবে না; তাহাতে আমিই যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জানিবা।

৩৯ পরন্তু, হে ইস্রায়েলের কুল, প্রভু সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে এই কথা কহেন, তোমরা যাইয়া প্রত্যেকে আপন ২ পুত্তলিগণের পূজা করিও; কিন্তু উত্তরকালে কি আমার কথা মানিবা না? যাহা হউক, [তখন] আপন ২ উপহার ও পুত্তলিগণদ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করিবা না। ৪০ বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার পবিত্র পর্ব্বতে, হাঁ, ইস্রায়েলের ঊর্দ্ধলোকস্বরূপ পর্ব্বতে ইস্রায়েলের সমস্ত কুল, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাহার যত লোক আছে, সকলে আমার আরাধনা করিবে; সেই স্থানে আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও সেই স্থানে তোমাদের উত্তোলনীয় উপহার ও পবিত্রীকৃত যাবতীয় দ্রব্যরূপ উপঢৌকনের অগ্রিমাংশ গ্রাহ্য করিব। ৪১ যখন আমি জাতিদের মধ্যহইতে তোমাদিগকে আনিব, এবং তোমরা যে ২ স্থানে ছিন্নভিন্ন আছ, সেই দেশবিদেশহইতে সংগ্রহ করিব, তৎকালে আমি সৌরভাঘ্রাণার্থক দ্রব্যের ন্যায় তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের দ্বারা পরজাতিদের সাক্ষাতে পবিত্রীকৃত হইব। ৪২ এবং আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলাম, সেই ইস্রায়েল দেশে তোমাদিগকে আনিব, তাহাতে আমিই যে সদাপ্রভু তাহা তোমরা জানিবা। ৪৩ এবং যদ্দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিতা, আপনাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড সেখানে স্মরণ করিয়া আপনাদের কৃত সমস্ত কুক্রিয়া প্রযুক্ত আপনাদিগকে ঘৃণা করিবা। ৪৪ হে ইস্রায়েলের কুল, আমি যখন তোমাদের মন্দ আচার ব্যবহারানুসারে নয় ও তোমাদের দুষ্ট কর্ম্মকাণ্ডানুসারে নয়, কিন্তু আপন নামের আদরে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিব, তখন আমি যে সদাপ্রভু তাহা তোমরা জানিবা, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

৪৫ পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৪৬ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি দক্ষিণ দিগে আপন মুখ রাখিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দিগে বাক্য বর্ষণ কর, ও দক্ষিণ প্রান্তরস্থ অরণ্যের বিপরীতে ভাবোক্তি প্রচার কর। ৪৭ এবং দাক্ষিণাত্যের অরণ্যকে কহ, তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার মধ্যে অগ্নি লাগাইব, তাহাতে তোমার মধ্যে যাবতীয় সতেজ বৃক্ষ ও যাবতীয় শুষ্ক বৃক্ষ দগ্ধ হইবে; সেই উজ্জ্বল দাবানল নির্ব্বাণ পাইবে না; দক্ষিণ অবধি উত্তর পর্য্যন্ত যে কিছু দেখা যায় সকলই তদ্দ্বারা ভস্মসাৎ হইবে। ৪৮ তাহাতে প্রাণিমাত্র দেখিবে, আমি সদাপ্রভু তাহা দগ্ধ করিয়াছি; তাহা নির্ব্বাণ পাইবে না। ৪৯ তখন আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, তাহারা আমার বিষয়ে কহে, ঐ ব্যক্তি কি উপমাকথা কহে না?

২১ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি যিরূশালেমের দিগে আপন মুখ রাখিয়া পবিত্র স্থানের দিগে বাক্য বর্ষণ কর, ও ইস্রায়েল্ দেশের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। ৩ তুমি ইস্রায়েল্ দেশকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, ও কোষহইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়া তোমার মধ্যহইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব। ৪ আমি তোমার মধ্যহইতে ধার্ম্মিক ও দুষ্টকে উচ্ছিন্ন করিব, তজ্জন্য আমার খড়্গ কোষহইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণাবধি উত্তর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণির বিরুদ্ধে যাইবে; ৫ তাহাতে প্রাণিমাত্র জানিবে, আমি সদাপ্রভু, আমি কোষহইতে আপন খড়্গ বাহির করিয়াছি, তাহা আর ফিরিবে না। ৬ পরন্তু, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কটি ভঙ্গ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর; ও মনস্তাপ পূর্ব্বক তাহাদের সাক্ষাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর। ৭ তাহাতে, "কেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ?" এই কথা যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন বলিও, বার্ত্তার নিমিত্তে, কেননা তাহা আসিতেছে; তৎকালে যাবতীয় হৃদয় গলিয়া যাইবে, ও যাবতীয় হস্ত দুর্ব্বল হইবে, ও যাবতীয় মন নিস্তেজ হইবে, ও যাবতীয় জানু জলবৎ হইয়া পড়িবে; দেখ, আসিবামাত্র তাহা সফল হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

৮ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ৯ হে মনুষ্যের সন্তান, ভাবোক্তি প্রচার করিয়া বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন; তুমি বল, ঐ খড়্গ, খড়্গ, তাহা শাণিত ও মার্জ্জিত

হইয়াছে। [১০] ভারি হত্যা করণার্থে তাহা শাণিত করা গিয়াছে, ও চাক্‌চক্যের নিমিত্তে মার্জ্জিত করা গিয়াছে। কেমন? আমরা কি আমোদ করিয়া বলিব, আমার পুত্রের রাজদণ্ড যাবতীয় কাষ্ঠকে তুচ্ছ করে? [১১] তাহা যেন হস্তে ধৃত হয়, তজ্জন্য তিনি তাহা মার্জ্জিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন; হন্তার হস্তে দিবার জন্যে খড়্গটী শাণিত ও মার্জ্জিত করা গিয়াছে। [১২] হে মনুষ্যের সন্তান, ক্রন্দন কর, ও হাহাকার কর, কেননা তাহা আমার প্রজাদের বিরুদ্ধে ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের বিরুদ্ধে [চালিত] হইবে, তাহারা আমার প্রজাদের সহিত খড়্গে নিপাতিত হইবে; অতএব তুমি আপন ঊরুতে আঘাত কর। [১৩] বস্তুতঃ পরীক্ষা করা গিয়াছে; রাজদণ্ডটী অবজ্ঞা করিলে কি হইবে? তাহা থাকিবে না, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। [১৪] অতএব হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি প্রচার কর, ও করে করাঘাত কর। আঃ! সেই খড়্গ দুই, বরং তিনটী খড়্গ হইয়া উঠিবে; তাহা নিহন্তব্য লোকদের খড়্গ ও নিহন্তব্য মহল্লোকের খড়্গ হইয়া চতুর্দ্দিগে তাহাদিগকে ঘেরিবে। [১৫] তাহাদের অন্তঃকরণ যেন গলিয়া যায়, ও তাহাদের বিস্তর বিঘ্ন হয়, এই জন্যে আমি তাহাদের যাবতীয় নগরদ্বারে ঘাতক খড়্গ রাখিব। আঃ! তাহা বজ্রের ন্যায় নির্ম্মিত ও ছেদনার্থে নিষ্কোষ হইয়াছে। [১৬] [হে খড়্গ,] একাগ্র হইয়া দক্ষিণ দিগে ফির, ও প্রস্তুত হইয়া বাম দিগে ফির; যে দিগে তোমার মুখ রাখা যায়, [সেই দিগে গমন কর]। [১৭] আমিও করে করাঘাত করিয়া আপন ক্রোধ শান্ত করিব; আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।

[১৮] আর বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৯] হে মনুষ্যের সন্তান, বাবিলের রাজার খড়্গ আসিবে বলিয়া তুমি দুই পথ আঁক: সে দুই পথ এক দেশ হইতে আসিবে: এবং হস্তাকৃতি এক চিহ্ন খুদ, [দুই] নগরগামি [দুই] পথের মস্তকে তাহা খুদ। [২০] খড়্গের জন্যে অম্মোন-সন্তানদের রব্বা নগরগামি এক পথ, ও যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত যিরূশালেম নগরগামি অন্য পথ নিরূপণ কর। [২১] কেননা বাবিলের রাজা মন্ত্রপূত করিতে দুই পথের সঙ্গমস্থানে অর্থাৎ সেই দুই পথের মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া বাণ সকল সঞ্চালন করিল, ঠাকুরদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করিল। [২২] তাহাতে তাহার দক্ষিণদিক্‌সূচক মন্ত্র উঠিল, [যথা,] "যিরূশালেম;" [সেই স্থানে] প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন করিতে, বধের আজ্ঞা দিতে, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে, নগরদ্বার সকলের বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদক যন্ত্র স্থাপন করিতে, জাঙ্গাল বান্ধিতে ও উচ্চ গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। [২৩] কিন্তু মন্ত্রটী তাহাদের দৃষ্টিতে অলীক বোধ হইবে, কেননা তাহারা পুনঃ২ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার শপথ [শুনিয়াছে]; যাহা হউক, তাহারা যেন ধৃত হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণীয় করিবেন। [২৪] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ অপরাধ স্মরণীয় করিয়াছ, কেননা তোমাদের অধর্ম্ম সকল অনাবৃত হইল, এবং যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে তোমাদের পাপ প্রত্যক্ষ হইল, তোমরা আপনাদিগকে স্মরণীয় করাতে হস্তে ধৃত হইবা।

[২৫] আর হে নিহন্তব্য ও দুষ্ট ইস্রায়েলীয় নরপতি, অন্তক অপরাধের সময়ে তোমার দিন উপস্থিত হইবে। [২৬] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উষ্ণীষ অপসারণ কর ও রাজমুকুট দূর কর; যে যাহা আছে, সে তাহা না থাকুক; যাহা খর্ব্ব তাহা উচ্চ হউক, ও যাহা উচ্চ তাহা খর্ব্ব হউক। [২৭] আমি এই [রাজ্যের] বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয়, বিপর্য্যয় করিব; বিচারের অধিকারী যাবৎ না আইসেন, তাবৎ এই রাজ্যও থাকিবে না; পরে আমি তাঁহাকে তাহা দিব।

[২৮] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া বল, প্রভু সদাপ্রভু অম্মোনের সন্তানদের বিষয়ে ও তাহাদের ধিক্কার দেওন বিষয়ে এই কথা কহেন; তুমি বল, ঐ খড়্গ, খড়্গ, তাহা হত্যার নিমিত্তে নিষ্কোষ হইয়াছে, ও গ্রাস করণার্থে বজ্রস্বরূপ হইবার নিমিত্তে মার্জ্জিত হইয়াছে। [২৯] যদ্যপি লোকেরা তোমার জন্যে অলীক দর্শন পায়, ও মিথ্যা মন্ত্র পাঠ করে, তথাপি অন্তক অপরাধের সময়ে যাহাদের দিন উপস্থিত হয়, এমত নিহত দুষ্টগণের গ্রীবার উপরে তাহা তোমাকেও নিক্ষেপ করিবে। [৩০] কোষে [খড়্গ] পুনর্ব্বার স্থাপন কর; তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলা, তথায় আমি তোমার বিচার করিব। [৩১] এবং তোমার উপরে আপন ক্রোধ ঢালিব; আমি তোমার বিরুদ্ধে আপন কোপাগ্নিতে ফুঁ দিব, এবং পশুবৎ ও বিনাশ সাধনে নিপুণ লোকদের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিব। [৩২] তুমি অগ্নির ভক্ষ্যস্বরূপ হইবা; তোমার রক্ত মৃত্তিকাতে অন্তর্হিত হইবে; তুমি আর কখন স্মরণে আসিবা না, কেননা আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম।

২২ অধ্যায়।

[১] পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি বিচার করিবা? সেই রক্তলিপ্তা নগরীর বিচার কি করিবা? তবে তাহার সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়া তাহাকে জ্ঞাত কর। [৩] তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে নগরি, তুমি আপনার কাল উপস্থিত করিবার জন্যে আপনার মধ্যে অনেক রক্তপাত করিয়াছ, ও আপনাকে অশুচি করণার্থে আপনার জন্যে পুত্তলিগণকে নির্ম্মাণ করিয়াছ। [৪] তোমার পাতিত রক্তদ্বারা তুমি দণ্ডনীয়া হইয়াছ, ও আপনার নির্ম্মিত পুত্তলিগণদ্বারা অশুচি হইয়াছ, ও

আপনার দিন আসন্ন করিয়াছ, ও আপন আয়ুর অন্তে উপস্থিত হইয়াছ; অতএব আমি তোমাকে জাতিদের কাছে ধিক্কারের বিষয় ও দেশবিদেশনিবাসিদের কাছে বিদ্রূপের পাত্র করিব। [৫] তোমার নিকটস্থ ও দূরস্থ সকলে তোমাকে বিদ্রূপ করত বলিবে, তুমি অশুচিনামিকা ও কলহধনে ধনবতী। [৬] দেখ, রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে আপন ২ বাহুতে [নির্ভর করিয়া] আছে। [৭] তোমার মধ্যে পিতামাতাকে তুচ্ছ করা যায়; তোমার মধ্যে ব্যবহারে বিদেশির প্রতি উপদ্রব করা যায়; তোমার মধ্যে পিতৃহীনের ও বিধবার প্রতি দৌরাত্ম্য করা যায়। [৮] তুমি আমার পবিত্র বস্তু সকল অবজ্ঞা করিতেছ, ও আমার বিশ্রামদিন অপবিত্র করিতেছ। [৯] রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে কর্ণেজপ লোক আছে; এবং তোমার মধ্যে পর্ব্বতের উপরে ভোজন করা যায়; তোমার মধ্যে কুকর্ম্ম করা যায়; [১০] তোমার মধ্যে বিমাতার সহিত সংসর্গ হয়; তোমার মধ্যে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করা যায়; [১১] তোমার মধ্যে কেহ ২ আপন প্রতিবাসির ভার্য্যার সহিত ঘৃণার্হ ব্যভিচার করে; আর কেহ ২ আপন পুত্রবধূকে কুকর্ম্মেতে অশুচি করে; কেহ ২ আপনার ভগিনীকে অর্থাৎ পিতার কন্যাকে বলাৎকার করে। [১২] রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ করা যায়, তুমি সুদ ও বৃদ্ধি লইয়া থাক, ও উপদ্রব করিয়া প্রতিবাসির ক্ষতিতে কুলাভ করিয়া থাক, এবং আমাকে বিস্মৃতা হইয়াছ, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

[১৩] কিন্তু দেখ, তুমি যে কুলাভ করিতেছ, ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত হইতেছে, তন্নিমিত্তে আমি হাততালি দিব। [১৪] আমি যে দিনে তোমার সহিত [লেখাযোখা] করিব, সেই দিনে তোমার অন্তঃকরণ কি সুস্থির থাকিবে? কিম্বা তোমার হস্তদ্বয় কি সবল থাকিবে? আমি সদাপ্রভু যাহা কহি, তাহা সিদ্ধ করিব। [১৫] আমি তোমাকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব, ও তোমার মধ্যহইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। [১৬] তুমি পরজাতিদের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রা হইবা; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু তাহা জ্ঞাতা হইবা।

[১৭] পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৮] হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েলের কুল আমার কাছে [রূপার] মলাস্বরূপ হইয়াছে; তাহারা সকলে হাফরের মধ্যে পিত্তল ও দস্তা ও লৌহ ও সীসা ইত্যাদি রূপার মলাস্বরূপ হইয়াছে। [১৯] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা সকলে মলাস্বরূপ হইয়াছ, এই জন্যে দেখ, আমি তোমাদিগকে যিরূশালেমের মধ্যে একত্র করিব। [২০] যেমন মনুষ্য অগ্নিতে ফুঁ দিয়া গলাইবার নিমিত্তে রূপা ও পিত্তল ও লৌহ ও সীসা ও দস্তা হাফরের মধ্যে একত্র করে, তদ্রূপ আমি আপন ক্রোধ ও প্রচণ্ড কোপে তোমাদিগকে একত্র করিয়া [তথায়] রাখিয়া গলাইব। [২১] এবং তোমাদিগকে রাশি করিয়া আপন ক্রোধাগ্নিতে ফুঁ দিব, তাহাতে তাহার মধ্যে তোমরা গলিয়া যাইবা। [২২] যেমন হাফরের মধ্যে রূপা গলায়, তেমনি তাহার মধ্যে তোমাদিগকে গলান যাইবে; তাহাতে আমি সদাপ্রভু তোমাদের উপরে আপন কোপ ঢালিলাম, ইহা জ্ঞাত হইবা।

[২৩] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২৪] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এই দেশকে এই কথা বল, যে দেশ আলোতে মণ্ডিত হয় নাই ও ক্রোধের দিনে বৃষ্টিতে সিক্ত হয় নাই, তাহাই তুমি। [২৫] তথাকার ভাববাদিগণ তাহার মধ্যে চক্রান্ত করে; তাহারা মৃগবিদারণে ব্যস্ত গর্জ্জনকারি সিংহের তুল্য; তাহারা প্রাণিদিগকে গ্রাস করে, ধন ও বহুমূল্য বস্তু হরণ করে, ও তাহার মধ্যে অনেক স্ত্রীকে বিধবা করে। [২৬] তথাকার যাজকগণ আমার ব্যবস্থাকে দৌরাত্ম্যে বিপরীত করে, ও আমার পবিত্র বস্তু সকল অপবিত্র করে, পবিত্রাপবিত্রের কিছু বিশেষ রাখে না, ও শুচি অশুচির কোন প্রভেদ শিখায় না, ও আমার বিশ্রামবারের প্রতি চক্ষু মুদে, এবং আমি তাহাদের মধ্যে অমান্য হই। [২৭] তথাকার অধ্যক্ষগণ কুলাভের চেষ্টাতে রক্তপাত করিতে ও প্রাণিগণকে বিনাশ করিতে তাহার মধ্যে মৃগবিদারক কেন্দুয়ার তুল্য। [২৮] এবং তথাকার ভাববাদিগণ তাহাদের জন্যে কলি দিয়া [ভিত্তি] লেপন করে, অর্থাৎ অলীক দর্শন পায়, ও তাহাদের জন্যে মিথ্যাকথারূপ মন্ত্র পড়ে; সদাপ্রভু কথা না কহিলেও তাহারা বলে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন। [২৯] জনপদস্থ প্রজারা ভারি উপদ্রব করে, ও পরের দ্রব্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করে, এবং দুঃখি দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করে, এবং বিদেশি লোকের প্রতি অন্যায়েতে উপদ্রব করে। [৩০] পরন্তু আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্যে যে তাহার প্রাচিল সারাইবে ও আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে, তাহাদের মধ্যে এমত এক পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু পাইলাম না। [৩১] অতএব আমি তাহাদের উপরে আপন রোষ ঢালিব, ও আপন কোপাগ্নিদ্বারা তাহাদিগকে নিঃশেষে সংহার করিব; তাহাদের আচার ব্যবহারের ভার তাহাদের মস্তকে দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

২৩ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, এক মাতার দুই কন্যা ছিল। [৩] তাহারা মিসরে ব্যভিচারিণী হইয়া যৌবনাবস্থাতেই বেশ্যা হইল; সেখানে তাহাদের স্তন মর্দ্দিত হইত, ও সেই স্থানে লোকেরা তাহাদের কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিত। [৪] তাহা-

দের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অহলা [নিজ তাম্বু], ও কনিষ্ঠার নাম অহলীবা [তন্মধ্যে আমার তাম্বু]; তাহারা আমার হইল, এবং পুত্র কন্যা প্রসব করিল; তাহাদের নামের তাৎপর্য্য এই, অহলা শমরিয়া, ও অহলীবা যিরূশালেম। ৫ আমার হইলেও অহলা ব্যভিচার করিয়া আপনার নিকটবর্ত্তি অশূরদেশস্থ প্রেমকারিগণেতে কামাসক্তা হইল; ৬ ইহারা নীলাম্বর, দেশাধ্যক্ষ ও অধিপতি, সকলে মনোহর যুবা ও অশ্বারূঢ় যোদ্ধা। ৭ সে তাহাদের অর্থাৎ অশূরের সমস্ত মনোনীত পুত্রের সহিত ব্যভিচার করিত, এবং যাহাদিগেতে কামাসক্তা হইত, তাহাদের সকলকার যাবতীয় পুত্তলিদ্বারা ভ্রষ্টা হইত। ৮ অধিকন্তু মিস্রীয়দের সঙ্গে আপনার বেশ্যাক্রিয়া করণও ত্যাগ করিত না; কেননা তাহার যৌবনকালে তাহারাই তাহার সহিত শয়ন করিয়াছিল, ও তাহার কৌমার্য্যকালীন চুচুক টিপিয়াছিল, ও তাহার সহিত রতিক্রিয়া করিয়াছিল। ৯ অতএব আমি তাহার প্রেমকারিদের হস্তে, অর্থাৎ সে যাহাদিগেতে কামাসক্তা ছিল, সেই অশূরীয় সন্তানদের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম। ১০ তাহারা তাহার উলঙ্গতা অনাবৃত করিল, ও তাহার পুত্র কন্যাদিগকে হরণ করিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; এই রূপে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহার অখ্যাতি হইল, এবং লোকেরা তাহাকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিল।

১১ এই সকল দেখিলেও তাহার ভগিনী অহলীবা আপন কামাসক্তিতে তাহা অপেক্ষা, হাঁ, বেশ্যাক্রিয়াতে সেই ভগিনী অপেক্ষা অধিক ভ্রষ্টা হইল। ১২ সে আপনার নিকটবর্ত্তি অশূরের পুত্র দেশাধ্যক্ষগণেতে ও অধিপতিগণেতে কামাসক্তা হইল; তাহারা দিব্য পরিচ্ছদান্বিত, অশ্বারূঢ় যোদ্ধা ও সকলে মনোহর যুবা। ১৩ তাহাতে আমি দেখিলাম, সেও অশুচি, উভয়ে একই পথে চলিতেছে। ১৪ আর সে আপন বেশ্যাক্রিয়া অত্যন্ত বাড়াইল, কেননা সে ভিত্তিতে লিখিত পুরুষদিগকে অর্থাৎ কল্‌দীয় লোকদের সিন্দূরেতে চিত্রীকৃত ছবি দেখিল; ১৫ তাহারা পটুকাতে বদ্ধকটি, ও মস্তকে রঙ্গে ডুবান দীর্ঘ উষ্ণীষধারী, এবং সেনানীদের আকৃতি ও কল্‌দীয় দেশে জাত বাবিল-পুত্রদের রূপবিশিষ্ট। ১৬ দেখিবামাত্র সে কামাসক্তা হইয়া কল্‌দীয় দেশে তাহাদের কাছে দূত প্রেরণ করিল। ১৭ তাহাতে বাবিলের পুত্রেরা তাহার কাছে আসিয়া তাহার প্রেমের শয্যাতে শয়ন করিল, ও আপন ২ ব্যভিচার কর্ম্মে তাহাকে ভ্রষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের দ্বারা অশুচি হইলে পর তাহাদের প্রতি তাহার মনে ঘৃণা বোধ হইল। ১৮ এই রূপে সে স্পষ্ট বেশ্যাক্রিয়া করিয়া আপন উলঙ্গতা অনাবৃত করিল; তাহাতে আমার মনে যেমন তাহার ভগিনীর প্রতি ঘৃণা বোধ হইয়াছিল, তেমনি তাহার প্রতিও ঘৃণা বোধ হইল। ১৯ আর সে যে সময়ে মিসরদেশে বেশ্যাক্রিয়া করিত, আপনার সেই যৌবনকাল স্মরণ করিয়া আপন বেশ্যাক্রিয়া সকল আরো বাড়াইল। ২০ কেননা গর্দ্দভের ন্যায় মাংসবিশিষ্ট ও অশ্বের ন্যায় রেতোবিশিষ্ট সেই শৃঙ্গারকারিগণেতে সে কামাসক্তা হইল। ২১ হাঁ, মিস্রীয় লোকেরা যে সময়ে কৌমার্য্যকালীন স্তন বলিয়া তোমার চুচুক টিপিত, সেই যৌবনকালের কুকর্ম্ম তুমি পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়াছ।

২২ অতএব হে অহলীবে, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তোমার মনে যাহাদের প্রতি ঘৃণা বোধ হইয়াছে, তোমার সেই প্রেমকারিদিগকে আমি তোমার বিরুদ্ধে উঠাইয়া চারি দিগহইতে তোমার বিরুদ্ধে আনিব। ২৩ বাবিলের পুত্রেরা এবং উচ্চপদস্থ, শ্রীল, কুলীন প্রভৃতি কল্‌দীয় লোক, ও তাহাদের সঙ্গি অশূরের সমস্ত পুত্র [আনীত হইবে]; তাহারা সকলে মনোহর যুবা, দেশাধ্যক্ষ ও অধিপতি, সেনানী ও সমাহূত লোক, ও সকলে অশ্বারূঢ় যোদ্ধা। ২৪ তাহারা অস্ত্রসজ্জা ও রথ ও [চক্রবাতস্বরূপ] চক্র ও জাতিসমাজ সঙ্গে লইয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিয়া চর্ম্ম ও ঢাল ও টোপর ধরিয়া তোমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে উপস্থিত হইবে; এবং আমি তাহাদের প্রতি বিচার সমর্পণ করিলে তাহারা আপনাদের শাসনানুসারে তোমার বিচার করিবে। ২৫ এবং আমি স্বামির ন্যায় আপন ঈর্ষ্যা তোমার প্রতিকূল করিব; তাহারা তোমার প্রতি প্রচণ্ড কোপ ব্যবহার করিবে; তাহারা তোমার নাসিকা ও কর্ণ কাটিয়া ফেলিবে, ও তোমার অবশিষ্ট [কাণ্ড] খড়্গে পতিত হইবে; তাহারা তোমার পুত্রকন্যাগণকে হরণ করিবে, ও তোমার অবশিষ্ট [বস্তু] অগ্নিভক্ষিত হইবে। ২৬ এবং তাহারা তোমাকে বিবস্ত্রা করিবে, ও তোমার চারু অভরণ সকল হরণ করিবে। ২৭ এই রূপে আমি তোমার [স্বদেশে] কুকর্ম্ম ও মিস্রীয়দের দেশে তোমার বেশ্যাক্রিয়া নিবৃত্ত করিব, তাহাতে তুমি উহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিবা না, এবং মিস্রীয়দিগকেও আর স্মরণ করিবা না। ২৮ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, তুমি যাহাদিগকে দ্বেষ করিতেছ, অর্থাৎ যাহাদের প্রতি তোমার মনে ঘৃণা বোধ হইয়াছে, তাহাদের হস্তে আমি তোমাকে সমর্পণ করিব। ২৯ তাহারা তোমার প্রতি ঘৃণা ব্যবহার করিবে, ও তোমার শ্রমোপার্জ্জিত সমস্ত [ধন] হরণ করিবে, এবং তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করিয়া ত্যাগ করিবে, তাহাতে ব্যভিচারে দূষিতা তোমার নগ্নতা, তোমার কুকর্ম্ম ও তোমার বেশ্যাক্রিয়া অনাবৃত হইবে। ৩০ তুমি বেশ্যার ন্যায় পরজাতীয়দের অনুগামিনী হইয়াছ, ও তাহাদের পুত্তলিগণদ্বারা অশুচি হইয়াছ, এই নিমিত্তে এ সকল তোমার প্রতি করা যাইবে। ৩১ তুমি আপন ভগিনীর পথে গমন করিয়াছ, অতএব আমি তাহার পানপাত্র তোমার হস্তে দিব। ৩২ প্রভু সদা-

প্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন ভগিনীর সেই গভীর ও প্রশস্ত পাত্রে পান করিবা; তাহার বিশালতা পরিহাসের ও ঠাট্টার বিষয় হইবে; তাহাতে কত ধরে! ৩৩ তখন তুমি মত্ততাতে ও খেদেতে পরিপূর্ণা হইবা, কেননা তোমার ভগিনী শমরিয়ার যে পাত্র, তাহা চমৎকার ও ধ্বংসরূপ পাত্র। ৩৪ তুমি তাহাতে পান করিবা, গাদও খাইয়া ফেলিবা, এবং তাহার খোলা সকল চাটিতে ২ আপন স্তন বিদীর্ণ করিবা; কেননা আমি ইহা কহিলাম; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। ৩৫ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমাকে বিস্মৃতা হইয়া পিছে ফেলিয়াছ, তজ্জন্য আপন কুকর্ম্মের ও বেশ্যাক্রিয়ার ভার আপনি বহন কর।

৩৬ সদাপ্রভু আমাকে আরো কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি অহলার ও অহলীবার বিচার কি করিবা? তবে তাহাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। ৩৭ কেননা তাহারা ব্যভিচার কর্ম্ম করিয়াছে, ও তাহাদের হস্তে রক্ত আছে; হাঁ, তাহারা আপন পুত্তলিগণের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, এবং আমাহইতে জাত আপন সন্তানগণকেও উহাদের আহারার্থে [অগ্নির মধ্য দিয়া] গমন করাইয়াছে। ৩৮ তাহারা আমার প্রতি আরো অপকার করিয়াছে, ফলতঃ সেই সময়ে আমার পবিত্র স্থান অশুচি ও আমার বিশ্রামদিনকে অপবিত্র করিয়াছে। ৩৯ এবং যখন আপন পুত্তলিগণের উদ্দেশে আপন ২ বালকগণকে হনন করিত, তখন সেই দিনে আমার পবিত্র স্থানে আসিয়া তাহা অপবিত্র করিত; হাঁ, দেখ, আমার গৃহমধ্যে তাহারা এই প্রকার করিয়াছে। ৪০ অধিকন্তু তাহারা দূরস্থ পুরুষদিগকে আনিতে দূত প্রেরণ করিল; দূত প্রেরিত হইলে তাহারা আইল; [হে বেশ্যে,] তুমি তাহাদের নিমিত্তে স্নান করিলা, ও চক্ষুতে অঞ্জন দিলা, ও অলঙ্কারে আপনাকে বিভূষিতা করিলা। ৪১ পরে রাজকীয় শয্যাতে বসিয়া তৎসম্মুখে মেজ সাজাইয়া তাহার উপরে আমার ধূপ ও আমার তৈল রাখিলা। ৪২ আর সে স্থানে নিশ্চিন্ত লোকারণ্যের কলরব হইল, এবং নরনিবহহইতে [আগত] ব্যক্তিদের সমীপে প্রান্তরহইতে মদ্যপায়ি লোকেরা আনীত হইল, তাহারা ঐ দুই স্ত্রীলোকের হস্তে কঙ্কণ ও মস্তকে চারু মুকুট দিল। ৪৩ তখন ব্যভিচারক্রিয়াতে অক্ষমা সেই স্ত্রীর বিষয়ে আমি কহিলাম, এখন ইহার বেশ্যাক্রিয়া আপনি চলিবে।

৪৪ যাহা হউক, পুরুষেরা যেমন বেশ্যার কাছে গমন করে, তেমনি উহার অর্থাৎ অহলার এবং অহলীবার কাছে গমন করিত। ৪৫ কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা ব্যভিচারিণী ও রক্তপাতকারিণীদের বিচারানুসারে তাহাদের বিচার করিবে; কেননা তাহারা ব্যভিচারিণী, ও তাহাদের হস্তে রক্ত আছে। ৪৬ বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জনসমাজ আনিব, এবং তাহাদিগকে বিক্ষেপাস্পদ ও লুটের বিষয় করিতে আজ্ঞা করিব। ৪৭ সেই সমাজ তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে, ও আপন ২ খড়্গে খণ্ড ২ করিবে, তাহাদের পুত্র কন্যাদিগকে বধ করিবে, ও অগ্নিতে তাহাদের গৃহ দগ্ধ করিবে। ৪৮ এই প্রকারে আমি দেশে কুকর্ম্ম নিবৃত্ত করিব, তাহাতে যাবতীয় স্ত্রীলোক শিক্ষা পাইবে, তোমাদের কুকর্ম্মের ন্যায় আচরণ করিবে না। ৪৯ হাঁ, লোকেরা তোমাদের কুকর্ম্মের ভার তোমাদের মস্তকে দিবে, এবং তোমরা আপনাদের পুত্তলিগণসম্বন্ধীয় পাপ সকল বহন করিবা; তাহাতে আমি যে প্রভু সদাপ্রভু, ইহা সকলে জ্ঞাত হইবা।

২৪ অধ্যায়।

১ অপর নবম বৎসরের দশম মাসের দশম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি এই দিনের, অর্থাৎ এই অদ্যকার দিনের নাম লিখিয়া রাখ, এই অদ্যকার দিনে বাবিলের রাজা যিরূশালেমে হস্তার্পণ করিল। ৩ আর তুমি সেই বিদ্রোহি কুলের উদ্দেশে দৃষ্টান্তকথা প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি চড়াও, পাকস্থালী চড়াও, এবং তাহার মধ্যে জলও দেও। ৪ তাহার মাংসখণ্ড সকল, অর্থাৎ উরু ও স্কন্ধ প্রভৃতি উত্তম খণ্ড সকল তাহার মধ্যে একত্র করিয়া উৎকৃষ্ট অস্থি সকলেতে তাহা পূর্ণ কর। ৫ পালের মধ্যে যে মেষ উৎকৃষ্ট তাহা গ্রহণ কর, এবং স্থালীর নীচে অস্থি সকলের জন্যেও চিতা সাজাও, তাহার সকলই গলিয়া যাউক, এবং তাহার মধ্যে অস্থি সকলও সিদ্ধ হউক।

৬ এই হেতুক প্রভু সদাপ্রভু কহেন, হায়, রক্তপূর্ণে পুরি, তুমি সেই স্থালী যাহার মধ্যে কলঙ্ক আছে, ও যাহার কলঙ্ক তাহার মধ্যহইতে নির্গত হয় নাই। তুমি এক ২ খণ্ড করিয়া তাহার সমুদয় বাহির কর, তাহার বিষয়ে গুলিবাঁট করা যায় নাই। ৭ কেননা তাহার রক্ত তাহার মধ্যে আছে; সে শুষ্ক পাষাণের উপরে তাহা দিয়াছে, ধূলিদ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার জন্যে মৃত্তিকার উপরে তাহা ঢালে নাই। ৮ ক্রোধ উৎপাদনার্থে ও বৈরনির্য্যাতন সাধনার্থে [ইহা হইয়াছে]; আমি তাহার রক্ত শুষ্ক পাষাণের উপরে [পড়িতে] দিলাম, তাহা আচ্ছাদিত হইবে না। ৯ অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হায়, রক্তপূর্ণে পুরি, আমিও বিশাল চিতা সাজাইব। ১০ তুমি বিস্তর কাষ্ঠ দিয়া অগ্নি উজ্জ্বল কর, মাংস নিঃশেষ কর, সুরস ঝোল কর, অস্থি সকলও তপ্তাঙ্গারস্বরূপ হউক। ১১ পরে স্থালী শূন্য হইলে তাহার অঙ্গারের উপরে তাহা স্থাপন কর, তাহাতে তাহা তপ্ত হইলে তাহার পিত্তল তপ্তাঙ্গারস্বরূপ হইবে, এবং তাহার মধ্যে তাহার অশৌচ গলিয়া যাইবে, ও তাহার কলঙ্ক নিঃশেষিত হইবে।

১২ সে সমস্ত আয়াস ব্যর্থ করিয়াছে, তাহার প্রচুর কলঙ্ক তাহার মধ্যহইতে নির্গত হয় না, তাহার কলঙ্ক অগ্নিসাৎ হউক। ১৩ তোমার অশৌচে কুকর্ম্ম আছে; আমি তোমাকে শুচি করিলেও তুমি শুচি হইলা না; এখন যাবৎ আমি তোমাতে নিজ ক্রোধ শান্ত না করিব, তাবৎ তুমি নিজ অশৌচহইতে আর শুচীকৃতা হইবা না। ১৪ আমি সদাপ্রভু তাহা কহিলাম; তাহা সফল হইবে, আমি তাহা সাধন করিব, অবহেলা করিব না, ও আর্দ্রনেত্র হইব না, ও অনুতাপ করিব না। তোমার যাদৃশ আচরণ ও যাদৃশ ক্রিয়া, তাদৃশ বিচার করা যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৫ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ১৬ হে মনুষ্যের সন্তান, দেখ, আমি আঘাতদ্বারা তোমার নয়নের প্রীতিপাত্র তোমাহইতে হরণ করিব, তাহাতে তুমি বিলাপ করিবা না, ও রোদন করিবা না, এবং তোমার অশ্রুপাতও হইবে না। ১৭ তুমি মৌনভাবে কোঁকাইবা, কিন্তু মৃতের জন্য বিলাপ করিবা না; তুমি মস্তকে শিরোভূষণ বাঁধিবা, ও পায়ে পাদুকা দিবা; তুমি বস্ত্রদ্বারা শ্মশ্রু আচ্ছাদন করিবা না, ও লোকদের [প্রেরিত] রুটী খাইবা না। ১৮ তখন আমি প্রাতঃকালে লোকদের সহিত আলাপ করিলাম, পরে সন্ধ্যাকালে আমার ভার্য্যা মরিল, তাহাতে প্রাতঃকালে আমি প্রাপ্ত আদেশানুযায়ি কর্ম্ম করিলাম।

১৯ অপর লোকেরা আমাকে কহিল, আমাদের নিমিত্তে এ সকল কি, যে তুমি ইহা করিতেছ? তাহা কি আমাদিগকে জানাইবা না? ২০ তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম, সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২১ তুমি ইস্রায়েলের কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমার যে ধর্ম্মধাম তোমাদের বলদায়ক শ্রী ও তোমাদের নয়নের প্রীতিপাত্র ও তোমাদের প্রাণের অভিলষিত বস্তু, তাহাই আমি অপবিত্র করিব; এবং তোমাদের পরিত্যক্ত পুত্র কন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে। ২২ তখন তোমরা আমার এই কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিবা, বস্ত্রদ্বারা শ্মশ্রু আচ্ছাদন করিবা না, ও লোকদের [প্রেরিত] রুটী খাইবা না। ২৩ এবং মস্তকে শিরোভূষণ ও পায়ে পাদুকা দিবা, বিলাপ কি রোদন করিবা না, এবং আপন ২ অপরাধে ক্ষীণ হইয়া যাইবা, এবং এক জন অন্য জনের কাছে কোঁকাইবা। ২৪ ইহাতে যিহিষ্কেল্ তোমাদের নিমিত্তে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ; সে যেমন করিল, তোমরা সর্ব্বথা তদ্রূপ করিবা; ইহা যখন ঘটিবে, তখন আমি যে প্রভু সদাপ্রভু, তাহা জ্ঞাত হইবা। ২৫ পরন্তু, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি শুন, যে দিনে আমি তাহাদের বল ও তাহাদের শোভাদায়ক আমোদ ও নয়নের প্রীতিপাত্র ও প্রাণের অভিলষিত বস্তু, বিশেষতঃ তাহাদের পুত্র কন্যাগণকে তাহাদের হইতে অপহরণ করিব, ২৬ সেই দিনে তোমার কর্ণগোচরে তাহা শুনাইবার নিমিত্তে কোন পলাতক লোক তোমার নিকটে আসিবে। ২৭ সেই দিনে ঐ পলাতকের সহিত [মিলিলে] তোমার মুখ খোলা যাইবে, তাহাতে তুমি কথা কহিবা, আর বোবা থাকিবা না; এই রূপে তুমি তাহাদের নিমিত্তে অদ্ভুত লক্ষণ হইবা, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

২৫ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি অম্মোনের সন্তানদের দিগে মুখ রাখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। ৩ তুমি অম্মোনের সন্তানদিগকে কহ, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমার ধর্ম্মধাম অপবিত্রীকৃত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, এবং ইস্রায়েলের ভূমি ধ্বংসিত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, এবং যিহূদার কুল নির্ব্বাসার্থে যাত্রা করিয়াছে দেখিয়া তাহার বিষয়ে ভাল ২ ইহা বলিয়াছ; ৪ এই হেতু দেখ, আমি তোমাকে অধিকাররূপে পূর্ব্বীয় লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহারা তোমার মধ্যে আপন ২ স্কন্ধাবার স্থাপন করিবে, ও তোমার মধ্যে আপন ২ তাম্বু ফেলিবে; তাহারাই তোমার ফল ভক্ষণ করিবে, ও তোমার দুগ্ধ পান করিবে। ৫ আর আমি রব্বাকে উষ্ট্রের বাথান, ও অম্মোন-সন্তানদের [দেশকে] মেষাদি পালের শয়নস্থান করিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। ৬ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি ইস্রায়েল দেশের প্রতি হাততালি দিয়াছ, ও [ভূমিতে] পদাঘাত করিয়াছ, ও মনের সহিত সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাবে আনন্দ করিয়াছ। ৭ এই জন্যে দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে নিজ হস্ত বিস্তার করিয়া পরজাতীয়দের লুটরূপে তোমাকে সমর্পণ করিব, এবং জাতিগণের শ্রেণীহইতে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব, ও দেশসমূহের মধ্যহইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমাকে লুপ্ত করিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তুমি জ্ঞাত হইবা।

৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মোয়াব্ ও সেয়ীর কহিতেছে, দেখ, যিহূদার কুল অন্য সকল জাতির তুল্য; ৯ এই হেতু দেখ, আমি মোয়াবের স্কন্ধ তাহার নগর সকলের দিগে খুলিয়া দিব, অর্থাৎ তাহার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাহার সকল নগরে, বিশেষতঃ দেশের ভূষণ বৈৎ-যিশীমোতে ও বাল-মিয়োনে ও কিরিয়াথয়িমে [দ্বার করিয়া], ১০ যেমন অম্মোন্‌বংশের দেশে তেমনি [মোয়াবে] পূর্ব্বীয় লোকদের জন্যে পথ প্রস্তুত করত দেশ অধিকারার্থে দিব, এই রূপে জাতিগণের মধ্যে অম্মোনের সন্তানেরা আর স্মরণে আসিবে না। ১১ এবং আমি মোয়াবকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জানিবে।

১২ পুনশ্চ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইদোম

বৈরনির্য্যাতন ভাবে যিহুদা কুলের প্রতি ব্যবহার করিয়াছে, ও তাহাদিগেতে বৈরনির্য্যাতন করাতে নিতান্ত দণ্ডনীয় হইয়াছে। ১৩ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিও ইদোমের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যহইতে মনুষ্য ও পশুগণকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তৈমন্ পর্য্যন্ত তাহার দেশ উৎসন্ন স্থান করিব, এবং দদানের দিগে তাহার লোক খড়্গে পতিত হইবে। ১৪ এবং ইদোমের উপরে আমার বৈরনির্য্যাতনের ভার আমার প্রজা ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাতে আমার যদ্রূপ ক্রোধ ও যদ্রূপ কোপ, তদনুরূপ ব্যবহার তাহারা ইদোমের প্রতি করিবে, তখন উহারা আমার বৈরনির্য্যাতন জ্ঞাত হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

১৫ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পলেষ্টীয় লোকেরা বৈরনির্য্যাতন ভাবে কর্ম্ম করিয়াছে, হাঁ, চিরশত্রুতা প্রযুক্ত বিনাশ করণার্থে মনের সহিত অবজ্ঞাভাবে বৈরনির্য্যাতন করিয়াছে, ১৬ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, ও করেথীয়দিগকে কর্ত্তন করিব, এবং সামুদ্র বঙ্কের অবশিষ্ট সকলকে নষ্ট করিব, ১৭ এবং কোপজন্য বিবিধ ভর্ৎসনাদ্বারা তাহাদিগের উপরে মহৎ বৈরনির্য্যাতনের কর্ম্ম করিব, তখন তাহাদিগের উপরে আমার বৈরনির্য্যাতন সাধনে আমি যে সদাপ্রভু তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

২৬ অধ্যায়।

১ অপর একাদশ বৎসরে মাসের প্রথম দিবসে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, যিরূশালেমের বিষয়ে সোর কহিতেছে, ভাল২, জাতিগণের কপাটযুগল ভগ্ন হইল, [তাহাদের অর্থাগম] আমার প্রতি বর্ত্তিল; সে উচ্ছিন্না হওয়াতে আমি পূর্ণা হইব; ৩ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সোর, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, এবং সমুদ্র যেমন আপন তরঙ্গ সকল উঠায়, তেমনি তোমার বিপক্ষে অনেক জাতিকে উঠাইব। ৪ তাহারা সোরের প্রাচীর বিনষ্ট করিবে, ও তাহার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে; এবং আমি সেই নগরের ধূলি তাহাহইতে চাঁচিব, ও তাহাকে শুষ্ক পাষাণ করিব। ৫ তাহা জাল বিস্তার করণের স্থান হইয়া সমুদ্রের মধ্যে থাকিবে, কেননা আমি তাহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন; আর সে জাতিগণের লুটিত দ্রব্য হইবে। ৬ এবং জনপদে তাহার যে কন্যাগণ আছে, তাহারা খড়্গে হত হইবে; ইহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা সেই লোকেরা জানিবে।

৭ বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি উত্তরদিগহইতে অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গণের ও সমাজের ও অনেক পদাতি সৈন্যের সহিত বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর নামক রাজাধিরাজকে আনাইয়া সোরে উপস্থিত করিব। ৮ সে জনপদে অবস্থিতা তোমার কন্যাদিগকে খড়্গাঘাতে বধ করিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে [যুদ্ধোপযোগি] উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে সেতু বাঁধিবে, ও তোমার বিরুদ্ধে ঢাল স্থাপন করিবে। ৯ ও তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র প্রয়োগ করিবে, ও আপন তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা তোমার উচ্চগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ১০ সে যখন ভগ্নপ্রাচীর নগরে প্রবেশের ন্যায় তোমার দ্বার সকল দিয়া প্রবেশ করিবে, তখন তাহার অশ্বদের বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাদের ধূলি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহার অশ্বারোহিদের ও চক্রের ও রথের শব্দে তোমার প্রাচীর কাঁপিবে। ১১ সে আপন অশ্বদের খুরদ্বারা তোমার যাবতীয় সড়ক দলিত করিবে, ও খড়্গদ্বারা তোমার প্রজাদিগকে বধ করিবে, ও তোমার পরাক্রমসূচক স্তম্ভ সকল ভূমিসাৎ হইবে। ১২ শত্রুরা তোমার সম্পত্তি লুট করিবে, ও তোমার বাণিজ্যদ্রব্য হরণ করিবে, ও তোমার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, ও তোমার মনোরম্য বাটী সকল ধ্বংস করিবে, এবং তোমার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও ধূলি সকল জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ১৩ এবং আমি তোমার গানের শব্দ নিবৃত্ত করিব, এবং তোমার বীণাধ্বনি আর শুনা যাইবে না। ১৪ এবং আমি তোমাকে শুষ্ক পাষাণ করিব, তুমি জাল বিস্তার করিবার স্থান হইবা, পুনরায় নির্ম্মিতা হইবা না, কেননা আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

১৫ প্রভু সদাপ্রভু সোরের বিষয়ে এই কথা কহেন, তোমার পতনের শব্দে, তোমার মধ্যে নিহত লোকদের কোঁকানিতে, ও [মনুষ্যদের] ভয়ানক হত্যাতে দ্বীপ সকল কি কাঁপিবে না? ১৬ হাঁ, সমুদ্রের অধ্যক্ষগণ সকলে আপন২ সিংহাসনহইতে নামিয়া আপন২ প্রাবার ত্যাগ করিয়া শিল্পকর্ম্মের বস্ত্র সকল খুলিয়া ত্রাস পরিধান করিবে, ও ভূমিতে বসিবে, ও অনুক্ষণ ত্রাস পাইবে, ও তোমার বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইবে। ১৭ এবং তোমার বিষয়ে বিলাপের গীত প্রণয়ন করিয়া কহিবে, হে সমুদ্রোৎপন্ন স্থাননিবাসিনি, তুমি কেমন নষ্টা হইলা! সেই কীর্ত্তিতা পুরী স্বনিবাসিদের সহিত সমুদ্রে পরাক্রান্তা ছিল, ও তাহারা তাহার প্রতিবাসি লোক সকলেতে নিজ ভয়ার্হতা অর্পণ করিত। ১৮ এখন তোমার পতনের দিনে দ্বীপ সকল কাঁপিতেছে, ও তোমার শেষগতিতে সমুদ্রে স্থিত উপদ্বীপ সকল বিহ্বল হইতেছে। ১৯ কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যখন আমি নিবাসিহীন নগর সকলের ন্যায় তোমাকে উচ্ছিন্ন নগর করিব, এবং তোমার উপরে বারিধি উঠাইলে যখন মহৎ জলরাশি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে, ২০ তখন আমি

তোমাকে গর্ত্তে অবরূঢ়দের কাছে প্রাক্কালীন লোকদের নিকটে অবরোহণ করাইব, এবং অধোভুবনে চিরোৎসন্ন স্থানে, গর্ত্তে অবরূঢ় সকলের সঙ্গে বাস করাইব, তাহাতে তুমি আর বসতিস্থান হইবা না, কিন্তু জীবিতদিগের দেশে আমি শোভার সৃষ্টি করিব। ২১ আমি তোমাকে ভয়ঙ্করী করিব, তুমি অনুদ্দিষ্টা হইবা, লোকেরা তোমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু অনন্তকালেও আর কখন তোমাকে পাইবে না, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

২৭ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের বিষয়ে বিলাপের গীত প্রণয়ন কর। ৩ এবং সোরকে বল, হে সমুদ্রের প্রবেশস্থাননিবাসিনি এবং অনেক দ্বীপে জাতিগণের ব্যবসায়কারিণি, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সোর, তুমি বলিতেছ, আমি দিব্য সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা। ৪ সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে তোমার রাজ্য আছে; তোমার নির্ম্মাণকারিরা তোমার দিব্য সৌন্দর্য্য করিয়াছে। ৫ তাহারা সনীরীয় দেবদারু কাষ্ঠে তোমার সমস্ত তক্তার কার্য্য করিল; তোমার মাস্তুল করণার্থে লিবানোন্‌হইতে এরস বৃক্ষ গ্রহণ করিল। ৬ তাহারা বাশনদেশীয় অল্লোন বৃক্ষ তোমার দাঁড় করিল, কিত্তীয় দ্বীপহইতে আনীত তাশূর কাষ্ঠে খচিত হস্তিদন্তদ্বারা তোমার [দাঁড়িদের] আসন নির্ম্মাণ করিল। ৭ তোমার ধ্বজা হইবার জন্যে মিসরহইতে আনীত সূচীকর্ম্মে চিত্রিত শুভ্র ক্ষৌম বস্ত্র তোমার পাইল ছিল; ইলীশা দ্বীপহইতে আনীত নীল ও ধূম্রবর্ণ বস্ত্র তোমার আচ্ছাদন ছিল। ৮ সীদোন্‌ ও অর্বদ্‌ নিবাসি লোকেরা তোমার দণ্ডবাহক ছিল; হে সোর, তোমার বিদ্বানেরা তোমার কর্ণধার হইয়া তোমার মধ্যে ছিল। ৯ গবালের প্রাচীনবর্গ ও বিদ্বান্‌ লোকেরা তোমার ছিদ্রপ্রতীকারক হইয়া তোমার মধ্যে ছিল। সমুদ্রগামি যাবতীয় জাহাজ ও তাহাদের নাবিকগণ তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করণার্থে তোমার মধ্যে ছিল। ১০ পারস্য ও লূদ্‌ ও পূট্‌দেশীয়েরা তোমার যোদ্ধা হইয়া তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে ছিল, ও তোমার মধ্যে ঢাল ও শিরস্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখিত; তাহারাই তোমার আদরণীয়তা সম্পন্ন করিয়াছে। ১১ অর্বদের লোক প্রভৃতি তোমার সৈন্যসামন্ত চতুর্দ্দিগে তোমার প্রাচীরের উপরে, এবং যুদ্ধবীরেরা তোমার সকল উচ্চগৃহে ছিল, তাহারা চতুর্দ্দিগে তোমার প্রাচীরে আপন ২ ঢাল টাঙ্গাইত; তাহারাই তোমার দিব্য সৌন্দর্য্য করিয়াছে। ১২ যাবতীয় ধনের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত তর্শীশ্‌ তোমার বণিক্‌ ছিল, তাহারা রূপ্য ও লোহ ও দস্তা ও সীসা দিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত। ১৩ যবন্‌ ও তূবল ও মেশক তোমার ব্যবসায়কারী ছিল; তাহারা মনুষ্যের প্রাণ ও তৈজস পাত্র দিয়া তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করিত। ১৪ তোগর্ম্ম কুলের লোকেরা ঘোটক ও যুদ্ধাশ্ব ও অশ্বতর আনিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত। ১৫ দদানের সন্তানেরা তোমার ব্যবসায়কারী ছিল, এবং অনেক দ্বীপ তোমার সমীপে বাণিজ্য করিত, তাহারা শৃঙ্গতুল্য হস্তিদন্ত ও আব্‌লুস্‌ কাষ্ঠ তোমার মূল্যরূপে আনিত। ১৬ তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের বাহুল্য প্রযুক্ত অরাম্‌ তোমার বণিক্‌ ছিল, তথাকার লোকেরা তাম্রমণি এবং ধূম্রবর্ণ ও বুটাদার বস্ত্র ও ক্ষৌম বস্ত্র ও প্রবাল ও পীতমণি দিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত। ১৭ যিহূদা এবং ইস্রায়েল্‌দেশ তোমার ব্যবসায়কারী ছিল, তাহারা মিন্নীতের গোধূম ও পক্বান্ন ও মধু ও তৈল ও রোগঘ্ন তরুনির্য্যাস দিয়া তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করিত। ১৮ যাবতীয় ধনবাহুল্যক্রমে তোমার নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য প্রযুক্ত দম্মেশক তোমার বণিক্‌ ছিল, তাহার লোকেরা হিল্‌বোনের দ্রাক্ষারস ও শুভ্র মেষলোম আনিত। ১৯ বদান ও যবন উষলহইতে আসিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত; তোমার বিনিমেয় দ্রব্যের মধ্যে কান্তলৌহ ও কাশ ও দারুচিনি থাকিত। ২০ দদান্‌ তোমার নিকটে রথে বিস্তরণীয় দুলিচার ব্যবসায়কারী ছিল। ২১ আরবি লোকেরা ও কেদরের অধ্যক্ষগণ তোমার সমীপস্থ বণিক্‌ ছিল, মেষশাবক ও মেষ ও ছাগ, এই সকল বিষয়ে তাহারা তোমার বণিক্‌ ছিল। ২২ শিবার ও রয়মার মহাজনেরাও তোমার ব্যবসায়কারী ছিল, তাহারা সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গন্ধদ্রব্য ও সর্ব্বপ্রকার বহুমূল্য প্রস্তর এবং স্বর্ণ দিয়া তোমার পণ্য পরিশোধ করিত। ২৩ হারণ ও কন্নী ও এদন্‌ ও শিবার মহাজনেরা, এবং অশূর ও কিল্‌মদ্‌ তোমার ব্যবসায়কারী ছিল। ২৪ ইহারা অপূর্ব্ব বস্ত্র এবং নীলবর্ণ ও বুটাদার প্রাবরণ ও পাকা সূত্ররূপ ধন রজ্জুতে বদ্ধ এরস্‌কাষ্ঠময় সিন্দুকে করিয়া তোমার বিক্রয়স্থানে আনয়ন করত তোমার ব্যবসায়কারী ছিল। ২৫ তর্শীশের জাহাজ সকল দ্রব্য-বিনিময়ে তোমার কাফিলা ছিল, তাহাতে তুমি পরিপূর্ণা হইয়া সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে অতিশয় প্রতাপান্বিতা ছিলা।

২৬ তোমার দণ্ডবাহকেরা তোমাকে প্রশস্ত জলের স্থানে লইয়া গিয়াছে; পূর্ব্বীয় বায়ু সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে তোমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ২৭ তোমার ধন ও পণ্যদ্রব্যসমূহ ও বিনিমেয় দ্রব্য সকল, তোমার নাবিকগণ ও কর্ণধারেরা ও ছিদ্রপ্রতীকারকগণ ও দ্রব্য-বিনিময়কারিরা, এবং তোমার মধ্যবর্ত্তি সমস্ত যোদ্ধা তোমার মধ্যস্থিত জনসমাজের সঙ্গে তোমার পতনের দিনে সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে পতিত হইবে। ২৮ তোমার কর্ণধারদের ক্রন্দনের শব্দে পল্লীগ্রাম সকল কম্পিত হইবে। ২৯ এবং যাবতীয় দণ্ডবাহক, নাবিকগণ ও সমুদ্রগামি সকল কর্ণধার আপন ২ জাহাজহইতে নামিয়া স্থলে দণ্ডায় মান হইবে, ৩০ ও তোমার উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বর

পূর্ব্বক তীব্র ক্রন্দন করিবে, ও আপন ২ মস্তকে ধূলা দিবে ও ভস্মে লুণ্ঠন করিবে। [৩১] এবং তোমার উদ্দেশে মস্তক মুণ্ডন করিবে, ও কটিদেশে চট বাঁধিবে, ও তোমার উদ্দেশে মনস্তাপে রোদন করত তীব্র বিলাপ করিবে। [৩২] এবং তোমার উদ্দেশে শোক করত বিলাপের গীত প্রণয়ন করিবে, ও তোমার উদ্দেশে এই বিলাপের গান গাইবে, "সমুদ্রের মধ্যস্থানে ধ্বংসপ্রাপ্তা সোর পুরীর তুল্য কে? [৩৩] যখন সমুদ্রহইতে তোমার পণ্য সকল স্থানে ২ যাইত, তখন তুমি বহুসংখ্যক জাতিদিগকে তৃপ্ত করিতা, তোমার ধনের ও বিনিময় দ্রব্যের বাহুল্যে তুমি পৃথিবীর রাজগণকে ধনী করিতা। [৩৪] যে সময়ে তুমি সমুদ্রহইতে ভ্রষ্টা হইয়া গভীর জলে ভগ্ন হইলা, সেই সময়ে তোমার দ্রব্যবিনিময় ও তোমার সমস্ত সমাজ তোমার মধ্যেই পতিত হইল। [৩৫] দ্বীপনিবাসিগণ সকলে তোমার উদ্দেশে স্তব্ধ হইয়াছে, ও তাহাদের রাজগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিকৃত-বদন হইয়াছে। [৩৬] জাতিগণের মধ্যবর্ত্তি বণিক্ লোকেরা তোমার উদ্দেশে শীষ দেয়; তুমি ভয়ঙ্করী হইলা, এবং অনন্তকাল অনুদ্দিষ্টা থাকিবা।"

২৮ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের অধ্যক্ষকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেহেতুক তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে, এবং তুমি কহিতেছ, আমি ঈশ্বর, সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে ঈশ্বরের আসনে উপবিষ্ট আছি,—তুমি তো মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ, তথাপি আপন চিত্তকে ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য বলিয়া মানিতেছ; [৩] দেখ, তুমি দানিয়েল্ অপেক্ষাও জ্ঞানী, কোন নিগূঢ় কথা তোমার কাছে তিমিরাবৃত নয়; [৪]—তোমার জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তুমি আপনার জন্যে শ্রী সম্পন্ন করিয়াছ, ও আপন কোষে স্বর্ণ রূপ্য সঞ্চয় করিয়াছ, [৫] ও নিজ জ্ঞানের মহত্ত্বে বাণিজ্যদ্বারা আপনার শ্রী বর্দ্ধিত করিয়াছ, তাহাতে তোমার শ্রীতে তোমার চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছে; [৬] এই হেতুক প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপনার চিত্তকে ঈশ্বরের চিত্তের তুল্য বলিয়া মানিতেছ, [৭] তজ্জন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে বিদেশিদিগকে আনিব, জাতিগণের মধ্যে তাহারা ভীমবিক্রান্ত, তাহারা তোমার জ্ঞানকান্তির বিরুদ্ধে আপন ২ খড়্গ নিষ্কোষ করিবে, ও তোমার দ্যুতি অপবিত্র করিবে। [৮] তাহারা তোমাকে ক্ষয়স্থানে নামাইবে; তুমি নিহত লোকদের মরণেতে সমুদ্রগণের মধ্যস্থলে মরিবা। [৯] তোমার বধকারির সাক্ষাতে তুমি কি আপনাকে ঈশ্বর বলিবা? তোমার নিহননকারির হস্তে তো তুমি মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নহ। [১০] তুমি বিদেশিদের হস্তদ্বারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মরণে মরিবা, কেননা আমি ইহা কহিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

[১১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সোরের রাজার উদ্দেশে বিলাপের গীত প্রণয়ন কর, ও তাহাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সৌষ্ঠবের মুদ্রাঙ্ক, তুমি পূর্ণজ্ঞানী ও দিব্য সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট; [১৩] তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলা; চুনি ও পীতমণি ও হীরক ও বৈদূর্য্যমণি ও গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত ও নীলকান্ত ও পদ্মরাগ ও মরকত প্রভৃতি যাবতীয় বহুমূল্য প্রস্তর ও স্বর্ণ তোমার আচ্ছাদন ছিল, তোমার সেবার্থক ঢক্কার বাদ্য ও স্ত্রীলোকদের শ্রেণী তোমার কাছে ছিল; তোমার সৃষ্টিদিনে তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল। [১৪] তুমি অভিষেকাধিকারি আচ্ছাদক করূব্, আমি তোমাকে নিযুক্ত করিলাম, তুমি ঈশ্বরের পুণ্যগিরিতে ছিলা, ও অগ্নিময় প্রস্তরদিগের মধ্যে গমনাগমন করিতা। [১৫] তোমার সৃষ্টিদিনাবধি তুমি আপন আচারে যাথার্থিক ছিলা; শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল। [১৬] তোমার বাণিজ্যবাহুল্যে তোমার অভ্যন্তর দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইল, তাহাতে তুমি পাপী হইলা, এবং আমি তোমাকে ঈশ্বরের পর্ব্বতহইতে ভ্রষ্ট করিলাম, এবং হে আচ্ছাদক করূব্, তোমাকে অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্যহইতে লুপ্ত করিলাম। [১৭] তোমার সৌন্দর্য্যে চিত্ত গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি নিজ দ্যুতিশুদ্ধ আপন জ্ঞানকে নষ্ট করিয়াছিলা, অতএব আমি তোমাকে রাজগণের সাক্ষাতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম, ও দর্শনকারিদের কৌতুকাস্পদ করিলাম। [১৮] তোমার অপরাধের বাহুল্যে তুমি নিজ বাণিজ্যজন্য অন্যায়দ্বারা আপনার সকল পুণ্যস্থান অপবিত্র করিয়াছ, অতএব আমি তোমার মধ্যহইতে অগ্নি উদ্ভাত করিলাম, সে তোমাকে গ্রাস করিল; এবং আমি তোমাকে দর্শনকারি সকলের সাক্ষাতে ভস্ম করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম। [১৯] জাতিগণের মধ্যে যত লোক তোমাকে চিনে, তাহারা সকলে তোমার বিষয়ে চমৎকৃত হইল; তুমি ভয়ঙ্কর হইলা, এবং অনন্তকাল অনুদ্দিষ্ট থাকিবা।

[২০] অপর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [২১] যথা, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সীদোনের প্রতিকূলে মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। [২২] তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সীদোন, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, ও তোমার মধ্যে মহিমান্বিত হইব; তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা লোকেরা জ্ঞাত হইবে, কেননা আমি সেই নগরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, ও তাহার মধ্যে পবিত্ররূপে প্রতিপন্ন হইব। [২৩] এবং আমি তাহার মধ্যে মহামারী, ও তাহার সমস্ত সড়কে রক্ত প্রেরণ করিব, এবং চতুর্দ্দিগে আক্রমণকারি খড়্গে নিহত লোকেরা তাহার মধ্যে পতিত হইবে, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা সকলে জ্ঞাত হইবে। [২৪] তখন ইস্রায়েল্ কুলের

জ্বালাজনক কোন হুল কিম্বা ব্যথাদায়ি কোন কণ্টক তাহাদের অবজ্ঞাকারি চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোকের মধ্যে আর উৎপন্ন হইবে না; তাহাতে আমি যে প্রভু সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। [২৫] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে জাতিদের মধ্যে ইস্রায়েলের কুল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যহইতে যখন আমি তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, তখন পরজাতিদের সাক্ষাতে তাহাদিগেতে পবিত্ররূপে প্রতিপন্ন হইব; এবং আমি নিজ দাস যাকোবকে যাহা দিয়াছি, তাহারা আপনাদের সেই ভূমিতে বাস করিবে। [২৬] তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিবে, ও গৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ও দ্রাক্ষার উদ্যান করিবে; হাঁ, আমি তাহাদের অবজ্ঞাকারি চতুর্দ্দিকস্থ সকল লোককে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিলে তাহারা নির্ভয়ে বাস করিবে, এবং আমি যে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, ইহা জ্ঞাত হইবে।

২৯ অধ্যায়।

[১] দশম বৎসরের দশম মাসের দ্বাদশ দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসরের রাজা ফরৌণের প্রতিকূলে মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে ও সমস্ত মিসরের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। [৩] তুমি প্রস্তাব করিয়া বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে মিসররাজ ফরৌন্, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব; তুমি সেই প্রকাণ্ড কুম্ভীর, যে আপন স্রোতঃসমূহের মধ্যে শয়ন করত কহে, আমার নদী আমারই, আমিই আপনার জন্যে তাহা সৃষ্টি করিয়াছি। [৪] কিন্তু আমি তোমার হনূদ্বয় ফুঁড়িব, এবং তোমার স্রোতঃসমূহের মৎস্য সকল তোমার আঁইষে সংলগ্ন করিব, এবং তোমার স্রোতঃসমূহের মধ্যহইতে তোমাকে তুলিব; তোমার স্রোতঃসমূহের মৎস্য সকল তখনও তোমার আঁইষে লাগিয়া রহিবে। [৫] এবং আমি তোমার স্রোতঃসমূহের সমস্ত মৎস্যশুদ্ধ তোমাকে মরুভূমিতে ফেলিয়া যাইব; তুমি মাঠের পৃষ্ঠে পতিত থাকিবা, আর সংগৃহীত কি সঞ্চিত হইবা না; আমি তোমাকে ভূচর পশুদের ও খেচর পক্ষিদের ভক্ষ্য করিয়া নিরূপণ করিলাম। [৬] তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা মিসরনিবাসি সকল লোক জ্ঞাত হইবে। যেহেতুক তাহারা ইস্রায়েল কুলের প্রতি নলের যষ্টি হইয়াছিল; [৭] যখন মুঠে করিয়া তোমাকে ধরিত, তখন তুমি ফাটিয়া তাহাদের সমস্ত স্কন্ধ ছিঁড়িতা; এবং যখন তোমার উপরে নির্ভর দিত, তখন ভাঙ্গিয়া তাহাদের সমস্ত কটিদেশ বিচলিত করিতা; [৮] সেই হেতুক প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনিব, ও তোমার মধ্যহইতে মনুষ্য ও পশু উচ্ছিন্ন করিব, [৯] এবং মিসরদেশ ধ্বংসিত ও উৎসন্ন স্থান হইবে; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, ইহা [তাহার] লোকেরা জ্ঞাত হইবে; যেহেতুক তুমি কহিতা, নদী আমার; আমিই তাহা সৃষ্টি করিয়াছি। [১০] এই জন্যে দেখ, আমি তোমাকে ও তোমার স্রোতঃসমূহকে আক্রমণ করিব; এবং মিগ্‌দোল অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত, ও কূশদেশের সীমা পর্য্যন্ত মিসরদেশ নিতান্ত উৎসন্ন ধ্বংসস্থান করিব। [১১] মনুষ্যের চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত করিবে না, এবং পশুর চরণ তাহা দিয়া যাতায়াত করিবে না; এবং চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তথায় বসতি হইবে না। [১২] হাঁ, আমি মিসরদেশকে ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংসস্থান করিব, এবং উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে তাহার নগর সকল চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ধ্বংসস্থান থাকিবে; এবং আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব।

[১৩] কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ২ জাতির মধ্যে মিস্রীয় লোকেরা ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহাদের মধ্যহইতে আমি চল্লিশ বৎসরের শেষে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব। [১৪] এবং মিস্রীয়দের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব, ও তাহাদের উৎপত্তিস্থান পথ্রোষ্ দেশে তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করাইব, তথায় তাহারা খর্ব্ব এক রাজ্য হইবে। [১৫] অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা তাহা খর্ব্ব হইবে, এবং আপনাকে আর জাতিগণ অপেক্ষা বড় মানিবে না; হাঁ, আমি তাহাদিগকে ন্যূন করিয়া আর জাতিগনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিব না। [১৬] এবং মিসর আর ইস্রায়েল্ কুলের বিশ্বাসভূমি [হইবে না, সুতরাং] তথাকার লোকদের অনুগমনরূপ অপরাধ স্মরণ করাইবার উপায়ও হইবে না; তাহাতে আমি যে প্রভু সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

[১৭] অপর সপ্তবিংশ বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিবসে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৮] হে মনুষ্যের সন্তান, বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর আপন সৈন্যসামন্তকে সোরের বিরুদ্ধে ভারি পরিশ্রম করাইয়াছে; সকলের মস্তক টাকপড়া ও স্কন্ধ জীর্ণত্বক্ হইয়াছে; কিন্তু সোরের বিরুদ্ধে সে যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার বেতন সে কিম্বা তাহার সৈন্য সোরহইতে পায় নাই। [১৯] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি বাবিলীয় রাজা নবূখদ্‌নিৎসরকে মিসরদেশ দিব; সে তাহার ধনরাশি লইয়া যাইবে, ও তাহার লুটিত দ্রব্য লুট করিবে, ও তাহার অপহৃত দ্রব্য অপহরণ করিবে; তাহাই তাহার সৈন্যের বেতন হইবে। [২০] সে যাহার জন্যে পরিশ্রম করিয়াছে, সেই বেতন বলিয়া আমি মিসরদেশ তাহাকে দিব, কেনন তাহারা আমারই জন্যে কার্য্য করিয়াছে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

[২১] সেই দিনে আমি ইস্রায়েল্ কুলের নিমিত্তে এক শৃঙ্গ প্ররোহণ করাইব, এবং তাহাদের মধ্যে তোমাকে উদ্ঘাটিত মুখ দিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩০ অধ্যায়।

১ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি প্রচার কর, ও বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা হাহাকার করিয়া বল, হায়! এ কেমন দিন! ৩ কেননা সেই দিন নিকটবর্ত্তী, হাঁ, সদাপ্রভুর দিন নিকটবর্ত্তী; সেই মেঘাচ্ছন্ন দিন পরজাতীয়দের কাল হইবে। ৪ তাহাতে মিসরে খড়্গ ব্যাপ্ত হইবে, ও কূশে যাতনা হইবে; কেননা মিসরে নিহত লোকেরা পতিত হইবে, ও তাহার ধনরাশি অপহৃত হইবে, ও তাহার মূলবস্তু সকল উৎপাটিত হইবে। ৫ কূশ্ ও পূট্ ও লূদ্ এবং অনুবর্ত্তি জনসমূহ, এবং কূব্ ও মিত্রদেশীয় লোকেরা তাহাদের সহিত খড়্গে পতিত হইবে। ৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাহারা মিসরের শুম্ভস্বরূপ তাহারাও পতিত হইবে, এবং তাহার পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে; মিগ্‌দোল্ অবধি সিবেনী পর্য্যন্ত তথাকার লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ৭ তাহারা ধ্বংসিত দেশসমূহের মধ্যে ধ্বংসিত হইবে, এবং তাহাদের নগর সকল উচ্ছিন্ন নগরসমূহের মধ্যে থাকিবে। ৮ তখন আমি যে সদাপ্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে, কেননা আমি মিসরে অগ্নি লাগাইব, ও তাহার সহকারিরা সকলে ভগ্ন হইবে। ৯ সেই দিনে নিশ্চিন্ত কূশকে উদ্বিগ্ন করণার্থে দূতগণ নৌকাযোগে আমার নিকটহইতে নির্গত হইবে, তাহাতে মিসরের দিনে যেমন, তেমন তাহাদের মধ্যে যাতনা হইবে; বস্তুতঃ দেখ, তাহা উপস্থিত। ১০ প্রভু সদাপ্রভু আরও কহেন, আমি বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের হস্তদ্বারা মিসরের কোলাহল ক্ষান্ত করিব। ১১ সে ও জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত তাহার প্রজারা দেশের বিনাশার্থে আনীত হইবে, এবং মিসরের বিরুদ্ধে আপন২ খড়্গ বিকোষ করিবে, ও নিহত লোকেতে দেশ পূর্ণ করিবে। ১২ এবং আমি স্রোতঃসমূহকে শুষ্ক স্থান করিব, এবং দেশকে দুর্ব্বৃত্ত লোকদের হস্তে বিক্রয় করিব, ও বিদেশিদের হস্তদ্বারা দেশ ও তৎপূরক সকলই উচ্ছিন্ন করিব; আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম। ১৩ প্রভু সদাপ্রভু আরো কহেন, আমি পুত্তলি সকল বিনষ্ট করিব, ও নোফ্‌হইতে প্রতিচ্ছায়া সকল উপরত করিব, এবং মিসরদেশহইতে উৎপন্ন কোন অধ্যক্ষ আর হইবে না, এবং আমি মিসরদেশে ভীরুতা জন্মাইব। ১৪ এবং পথ্রোষ্‌কে ধ্বংস করিব, ও সোয়নে অগ্নি লাগাইব, ও নো-নগরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব। ১৫ এবং মিসরের বলস্বরূপ সীনের উপরে আমার ক্রোধ ঢালিব, ও নো-নগরের লোকারণ্যকে উচ্ছিন্ন করিব। ১৬ এবং মিসরে অগ্নি লাগাইব; যাতনাতে সীন্ মুচড়ান যাইবে, এবং নো ভগ্ন হইবে, এবং নোফে শত্রুরা দিবাতে [উৎপাত করিবে]। ১৭ ওনের ও পীবেশতের যুবগণ খড়্গে পতিত হইবে, ও সেই দুই পুরী বন্দিত্বস্থানে গমন করিবে। ১৮ তখন তফন্‌হেষে দিবস অন্ধকার হইয়া যাইবে, কেননা সেই স্থানে আমি মিসরের যোঁয়ালি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিব; তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার পরাক্রমের গর্ব্ব উপরত হইবে; সে আপনি মেঘাচ্ছন্ন হইবে, ও তাহার কন্যাগণ বন্দিত্বস্থানে যাইবে। ১৯ হাঁ, আমি মিসরকে বিচারসিদ্ধ দণ্ড দিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

২০ একাদশ বৎসরের প্রথম মাসের সপ্তম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২১ হে মনুষ্যের সন্তান, আমি মিসরের রাজা ফরৌণের বাহু ভাঙ্গিয়াছি, আর দেখ, ভঙ্গপ্রতীকারের নিমিত্তে, কিম্বা পটি দিয়া তাহা বাঁধিবার নিমিত্তে, কিম্বা খড়্গ ধারণের উপযুক্ত শক্তি দিবার নিমিত্তে তাহা আবদ্ধ হয় না। ২২ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি মিসরের রাজা ফরৌণকে আক্রমণ করিব, এবং তাহার বলবান ও ভগ্ন উভয় বাহু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং খড়্গকে তাহার হস্তহইতে খসাইব। ২৩ এবং মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব। ২৪ এবং বাবিলীয় রাজার বাহুযুগল বলবান করিব, ও তাহারই হস্তে আমার খড়্গ সমর্পণ করিব, কিন্তু ফরৌণের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিব, তাহাতে সে উহার সাক্ষাতে নিহত লোকের কাতরোক্তির মত কাতরোক্তি করিবে। ২৫ হাঁ, আমি বাবিলীয় রাজার বাহুযুগল বলবান্ করিব, কিন্তু ফরৌণের বাহুদ্বয় ঝুলিয়া পড়িবে; তখন আমি যে সদাপ্রভু তাহা লোকেরা জ্ঞাত হইবে, কেননা আমি বাবিলীয় রাজার হস্তে আমার খড়্গ সমর্পণ করিব, এবং সে মিসরদেশের বিরুদ্ধে তাহা বিস্তার করিবে। ২৬ এবং আমি মিস্রীয়দিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও দেশবিদেশে বিকীর্ণ করিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ একাদশ বৎসরের তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, মিস্রীয় রাজা ফরৌণকে ও তাহার লোকারণ্যকে বল, তুমি আপন মহিমাতে কাহার তুল্য? ৩ দেখ, অশূর্ লিবানোনে স্থিত এরসবৃক্ষ ছিল, তাহার সুন্দর ডাল ও ঘন ছায়া ও উচ্চ দৈর্ঘ্য ও মেঘদিগের মধ্যবর্ত্তি শিখা ছিল। ৪ সে জলে বর্দ্ধিত ও বারিধিতে উচ্চ হইয়াছিল, কেননা তাহা আপন স্রোতঃসমূহেতে উদ্যানের চারি দিগে বহিত, এবং ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকলের কাছে আপন প্রণালী পাঠাইত। ৫ এই কারণ ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ অপেক্ষা তাহার দৈর্ঘ্য উচ্চতম হইল, এবং তাহার বৃদ্ধির স্থানে প্রচুর জল থাকাতে তাহার ডাল বাড়িল, ও তাহার শাখা

দীর্ঘ হইল। [৬] তাহার ডালে আকাশের পক্ষী সকল বাসা করিত, এবং তাহার শাখার নীচে মাঠের পশু সকল প্রসব করিত, এবং তাহার ছায়াতে মহাজাতি সকল বসতি করিত। [৭] সে আপন মহত্ত্বে ও ডালের দীর্ঘতাতে মনোহর ছিল, কেননা তাহার মূল প্রচুর জলের পার্শ্বে ছিল। [৮] ঈশ্বরের উদ্যানে এরসবৃক্ষ সকল তাহাকে নিস্তেজ করিত না, দেবদারু সকল পল্লবে তাহার সমান ছিল না, এবং অর্ম্মোনবৃক্ষ সকল তাহার ন্যায় শাখাবিশিষ্ট ছিল না; ঈশ্বরের উদ্যানে স্থিত কোন বৃক্ষ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য ছিল না। [৯] আমি ডালের প্রাচুর্য্য দিয়া তাহাকে সুন্দর করিয়াছিলাম, এবং এদনে ঈশ্বরের উদ্যানে স্থিত সমস্ত বৃক্ষ তাহার উপরে ঈর্ষ্যা করিত।

[১০] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেহেতুক সেই বৃক্ষ দৈর্ঘ্যে উচ্চ হইল, ও মেঘগণের মধ্যে আপন শিখা উঠাইল, ও উচ্চতাতে তাহার অন্তঃকরণ উদ্ধত হইল, [১১] এই হেতুক আমি তাহাকে জাতিগণের দেবের হস্তে সমর্পণ করিব, সে তাহার সহিত উচিত ব্যবহার করিবে; [ইহা বলিয়া] আমি তাহার দুষ্টতা প্রযুক্ত তাহাকে নিরাকরণ করিলাম। [১২] তাহাতে জাতিগণের মধ্যে ভীমবিক্রান্ত বিদেশি লোকেরা তাহাকে কাটিয়া ফেলিল, ও ছাড়িয়া গেল; পর্ব্বতগণের পার্শ্বে ও উপত্যকা সকলে তাহার ডাল পড়িয়া রহিল, এবং ভূমির ঢালু স্থান সকলে তাহার শাখা ভগ্ন হইল, এবং পৃথিবীর জাতি সকল তাহার ছায়াহইতে প্রস্থান করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গেল। [১৩] তাহার পতিত কাণ্ডে আকাশের পক্ষী সকল বাস করে, এবং তাহার শাখার নিকটে মাঠের পশু সকল থাকে। [১৪] ইহার ভাব এই, যেন জলের নিকটবর্ত্তি বৃক্ষ সকল আপন ২ উচ্চতাতে উদ্ধত না হয়, ও আপন ২ শিখা মেঘের মধ্যে না উঠায়, ও জলপায়ী সকল আপন ২ উচ্চতা প্রযুক্ত আপনাদের প্রতি নির্ভর না করে; কেননা তাহারা সকলে মৃত্যুকে দত্ত হইয়াছে, অধোভুবনে [সামান্য] মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে গর্ত্তে অবরোহনকারিদের নিকটে [স্থান পাইবে]। [১৫] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, পাতালে তাহার অবরোহন দিনে আমি শোক নিরূপণ করিলাম; আমি তাহার জন্যে বারিধিকে আচ্ছাদন করিলাম, ও তাহার স্রোতঃসমূহ নিবৃত্ত করিলাম, তাহাতে জলরাশি রুদ্ধ হইল; এবং আমি তাহার জন্যে লিবানোনকে কৃষ্ণবর্ণ করিলাম, ও ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল তাহার জন্যে জীর্ণ হইল। [১৬] যখন আমি তাহাকে পাতালে গর্ত্তে অবরোহিদের নিকটে অবতারণ করিলাম, তখন তাহার পতনের শব্দে জাতিগণকে উদ্বিগ্ন করিলাম, কিন্তু অধোভুবনে এদনের বৃক্ষ সকল এবং লিবানোনের মনোনীত উত্তম জলপায়ী সকল সান্ত্বনা পাইল। [১৭] তাহার সহিত তাহারাও পাতালে খড়্গে নিহত লোকদের কাছে অবরূঢ় হইয়াছে; তাহারা তাহার বাহুস্বরূপ হইয়া তাহারই ছায়াতে জাতিগণের মধ্যে বাস করিত।

[১৮] এই রূপে তুমি প্রতাপে ও মহত্ত্বে এদনস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে কাহার তুল্য? এদনস্থ বৃক্ষগণের সহিত তুমিও অধোভুবনে অবতারিত হইয়া অচ্ছিন্নত্বক্ সকলের মধ্যে খড়্গে নিহত লোকদের সহিত শয়ন করিবা। ফরৌণ ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য এই রূপ হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

৩২ অধ্যায়।

[১] দ্বাদশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের প্রথম দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসরের রাজা ফরৌণের জন্যে বিলাপার্থক গীত প্রণয়ন কর, ও তাহাকে বল, জাতিগণের যুবসিংহের সহিত তোমার তুলনা করা গিয়াছে; কিন্তু তুমি জলচর কুম্ভীরের সদৃশ হইলা, এবং আপন নদীগণের মধ্যে উৎপাত করিতা ও নিজ চরণদ্বারা জল মলিন করিতা, ও তথাকার নদ নদী পদতলে মর্দ্দন করিতা। [৩] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি মহাজাতিগণের সমাজে তোমার উপরে আপন জাল বিস্তার করিব, এবং তাহারা আমার টানা জালে তোমাকে তুলিবে। [৪] পরে আমি তোমাকে স্থলে ছাড়িয়া যাইব, ও মাঠের পৃষ্ঠে ফেলিয়া দিব; ও আকাশের পক্ষী সকলকে তোমার উপরে বসাইব, ও সমস্ত ভূতলের পশুদিগকে তোমাদ্বারা তৃপ্ত করিব। [৫] ও পর্ব্বতগণের উপরে তোমার মাংস ফেলিব, ও তোমার দীর্ঘ শবে উপত্যকা সকল পূর্ণ করিব। [৬] এবং তোমার রক্তজাত রসে দেশকে পর্ব্বত পর্য্যন্ত সিক্ত করিব, এবং ঢালু স্থান সকল তোমাতে পরিপূর্ণ হইবে। [৭] এবং তোমাকে নির্ব্বাণ করণ সময়ে আমি গগন আচ্ছাদন করিব, ও তাহার নক্ষত্র সকল কৃষ্ণবর্ণ করিব; আমি সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিব, ও চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না দিবে না। [৮] নভোমণ্ডলে যত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আছে, সেই সকলকে আমি তোমার জন্যে কৃষ্ণবর্ণ করিব, ও তোমার দেশের উপরে অন্ধকার ব্যাপ্ত করিব; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [৯] এবং তোমার অজ্ঞাত নানা দেশে জাতিগণের মধ্যে তোমার ভঙ্গের বার্ত্তা উপস্থিত করণদ্বারা আমি মহাজাতিগণের মনস্তাপ জন্মাইব। [১০] হাঁ, তোমার বিষয়ে মহাজাতিগণকে চমৎকৃত করিব, এবং তাহাদের রাজগণ তোমার জন্যে রোমাঞ্চিত হইবে; কেননা তাহাদের সাক্ষাতেই আমি আপন খড়্গ চালাইব, তাহাতে তোমার পতনের দিনে তাহারা প্রতি জন আপন ২ প্রাণের বিষয়ে অনুক্ষন কম্পান্বিত হইবে।

[১১] কেননা প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাবিলীয় রাজার খড়্গ তোমাকে আক্রমণ করিবে। [১২] আমি বীরগণের খড়্গদ্বারা তোমার লোকারণ্যকে নিপাত করিব; তাহারা সকলে জাতিগণের মধ্যে

ভীমবিক্রান্ত ; তাহারা মিসরের গর্ব্ব ধ্বংসিত করিবে ; তখন তাহার সমস্ত লোকারণ্যের সংহার হইবে। ১৩ এবং আমি জলসমূহের সমীপহইতে তাহার সকল পশু উচ্ছিন্ন করিব ; তাহাতে মনুষ্যের চরণ তাহা আর মলিন করিবে না, এবং পশুগণের খুরও তাহা মলিন করিবে না। ১৪ তৎকালে আমি তথাকার জল অগভীর করিব, ও তথাকার নদনদী যেন তৈলবাহী করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ১৫ তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে, কেননা আমি মিসরদেশ ধ্বংসস্থান করিব, এবং ভূমি ও তৎপূরক বস্তু সকল ধ্বংসিত, ও তন্নিবাসি সকলে আমাদ্বারা নিহত হইবে। ১৬ ইহা বিলাপার্থক গীত, এবং লোকেরা ইহা গান করিবে; পরজাতীয় কন্যাগণ ইহা গান করিবে; তাহারা মিসরের উদ্দেশে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যের উদ্দেশে ইহা গান করিবে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

১৭ অপর দ্বাদশ বৎসরে সেই মাসের পঞ্চদশ দিনে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ১৮ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি মিসরের লোকারণ্যের বিষয়ে বিলাপ কর, এবং তাহাকে অর্থাৎ সেই জাতিকে ও পরাক্রমি জাতিদের কন্যাগণকে অধোভুবনে গর্ত্তে অবরোহিদের কাছে অবতারণ কর।

১৯ তুমি কাহা অপেক্ষা সুন্দর? অবরোহণ কর, এবং অচ্ছিন্নত্বক্‌দের সহিত শায়িত হও। ২০ তাহারা খড়্গে নিহত লোকদের সহিত পতিত হইবে ; খড়্গ সমর্পিত হইয়াছে ; তোমরা সেই জাতি ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে টানিয়া লইয়া যাও। ২১ তাহার বিষয়ে বীরগণের দেবেরা পাতালের মধ্যে থাকিয়া তাহার সহকারিদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে ; [সেই স্থানে] অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেরা খড়্গে নিহত হইয়া অবরোহণ করিয়া শয়ান আছে।

২২ সেই স্থানে অশূর্ ও তাহার সমস্ত জনসমাজ আছে ; তাহার কবর সকল তাহার চতুর্দ্দিগে আছে, তাহারা সকলে খড়্গে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছে। ২৩ গর্ত্তের ক্রোড়স্থানে তাহাদের কবর দেওয়া গিয়াছে, এবং তাহার সমাজ তাহার কবরের চতুর্দ্দিগে আছে, তাহারা সকলে খড়্গে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছে, কিন্তু জীবিতদিগের দেশে তাহারা আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল।

২৪ সেই স্থানে এলম ও তাহার কবরের চতুর্দ্দিগে তাহার সমস্ত লোকারণ্য আছে ; তাহারা সকলে খড়্গে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছে, এবং অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে অধোভুবনে অবরোহণ করিয়াছে। জীবিতদের দেশে তাহারা আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিত, এখন গর্ত্তে অবরুঢ়দের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করিতেছে। ২৫ নিহত লোকদের মধ্যে তাহার সমস্ত লোকারণ্যশুদ্ধ তাহার শয্যা পাতিত হইয়াছে, তাহার চতুর্দ্দিগে তাহার কবর সকল আছে ; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে খড়্গে নিহত হইয়াছে ; কেননা জীবিতদের দেশে তাহাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত ছিল, এখন তাহারা গর্ত্তে অবরুঢ়দের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করিতেছে ; নিহত লোকদের মধ্যেই তাহাকে রাখা গিয়াছে।

২৬ সেই স্থানে মেশক্-তুবল ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য আছে ; তাহার চতুর্দ্দিগে তাহার কবর সকল আছে ; তাহারা সকলে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে খড়্গে ঘাতিত হইয়াছে ; কেননা জীবিতদিগের দেশে তাহারা আপনাদের ভয়ানকতা ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ২৭ কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে যে বীরগণ পতিত হইয়া আপন ২ যুদ্ধসজ্জাশুদ্ধ পাতালে অবরুঢ় হইল, ও যাহাদের প্রত্যেকের খড়্গ তাহার মস্তকের নীচে রাখা গেল, উহারা তাহাদের সহিত শয়ন করিবে না ; উহাদের অপরাধ তাহাদের অস্থি আবেশ করিল, কেননা জীবিতদের দেশে তাহারা বীরদের ভীষণ ছিল। ২৮ তুমিও অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে ভগ্ন হইবা, ও খড়্গে নিহতদের সহিত শয়ন করিবা।

২৯ সেই স্থানে ইদোম, তাহার রাজগণ ও তাহার যাবতীয় অধ্যক্ষ আছে ; পরাক্রান্ত হইলেও খড়্গে নিহত লোকদের সহিত তাহাদিগকে রাখা গিয়াছে ; তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের সঙ্গে ও গর্ত্তে অবরুঢ়দের সঙ্গে শয়ান আছে।

৩০ সেই স্থানে উত্তরদেশীয় যাবতীয় রাজা ও সীদোনীয় সকল লোক আছে ; আপন পরাক্রমে ভয়ানক হইলেও তাহারা লজ্জাপন্ন হইয়া নিহত লোকদের কাছে অবরুঢ় হইয়াছে ; তাহারা অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে খড়্গে নিহত লোকদের কাছে শয়ন করিতেছে, এবং গর্ত্তে অবরুঢ়দের সঙ্গে আপনাদের অপমান ভোগ করিতেছে।

৩১ সেই সকলকে ফরৌণ দেখিবে ; [দেখিয়া] আপন সমস্ত লোকারণ্যের বিষয়ে সান্ত্বনা পাইবে। ফরৌণ ও তাহার সমস্ত সৈন্য খড়্গে নিহত হইয়াছে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ৩২ কেননা আমি জীবিতদের দেশে তাহার ভয়ানকতা [ব্যাপ্ত হইতে] দিয়াছিলাম ; এখন অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে খড়্গে নিহতদের সঙ্গে ফরৌণ ও তাহার সমস্ত লোকারণ্য শায়িত হইয়াছে ; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৩ অধ্যায়।

১ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন জাতির সন্তানদিগকে সম্বোধন কর ও তাহাদিগকে কহ, আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ আনিলে যদি সেই দেশের লোকেরা আপনাদের মধ্যহইতে কোন ব্যক্তিকে লইয়া আপনাদের প্রহরী করিয়া নিযুক্ত করে, ৩ পরে সে খড়্গকে দেশের বিরুদ্ধে আসিতে দেখিলে যদি তূরী বাজাইয়া লোকদিগকে সচেতন করে, ৪ কিন্তু শ্রোতা তূরীর শব্দ শুনিয়াও সচেতন না হয়, এবং খড়্গ উপস্থিত হইয়া তা-

হাকে সংহার করে, তবে তাহার রক্তপাতের দোষ তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। ৫ সে তূরীর শব্দ শুনিয়াও সচেতন হয় নাই; তাহার রক্তপাতের দোষ তাহারই উপরে বর্ত্তিবে; যদি সচেতন হইত, তবে নিজ প্রাণ বাঁচাইত। ৬ কিন্তু সেই প্রহরী খড়্গ আসিতে দেখিলে যদি তূরী না বাজায়, এবং লোকেরা সচেতন না হয়, পরে যদি খড়্গ উপস্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যে কোন প্রাণিকে সংহার করে, তবে তাহারই অপরাধ প্রযুক্ত তাহার সংহার হইবে, কিন্তু আমি সেই প্রহরির হস্তহইতে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব।

৭ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েল্ কুলের প্রহরী করিয়া নিযুক্ত করিলাম; অতএব তুমি আমার মুখে কোন বাক্য শুনিলে আমার নামে তাহাদিগকে সচেতন করিবা। ৮ হে দুষ্ট, তোমাকে মরিতে হইবে, এই কথা যখন আমি দুষ্ট লোককে কহি, তখন তুমি তাহার পথ ত্যাগ করণ বিষয়ে সেই দুষ্ট লোককে সচেতন করিবার নিমিত্তে যদি কিছু না কহ, তবে সেই দুষ্ট নিজ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে, কিন্তু আমি তোমার হস্তহইতে তাহার রক্তপাতের পরিশোধ লইব। ৯ পরন্তু তুমি সেই দুষ্টকে তাহার পথ বিষয়ে অর্থাৎ তাহাহইতে তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্তে সচেতন করিলে যদি সে আপন পথহইতে না ফিরে, তবে সে নিজ অপরাধ প্রযুক্ত মরিবে, কিন্তু তুমি আপন প্রাণ রক্ষা করিবা।

১০ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের কুলকে কহ, আমাদের অধর্ম্মের ও পাপের ভার আমাদের উপরে আছে, এবং তাহাতেই আমরা ক্ষয় পাইতেছি, তবে কেমন করিয়া বাঁচিব? এই যথার্থ কথা তোমরা কহিতেছ। ১১ তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, যদি আমি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] দুষ্ট লোকের মরণে আমার প্রীতি হয় না, বরঞ্চ দুষ্ট লোক যে আপন পথহইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতে আমার প্রীতি হয়]। ফির, আপন২ কুপথহইতে ফির; হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা কেন মরিবা?

১২ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপন জাতির সন্তানদিগকে কহ, ধার্ম্মিকের যে ধার্ম্মিকতা, তাহা তাহার অধর্ম্ম করণের দিনে তাহাকে রক্ষা করিবে না; এবং দুষ্টের যে দুষ্টতা, তাহাতে সে আপন দুষ্টতাহইতে ফিরিবার দিনে স্খলিত হইবে না; এবং ধার্ম্মিক লোক আপনার পাপ করণ দিনে অমনি বাঁচিবে না। ১৩ ঐ ব্যক্তি অবশ্য বাঁচিবে, এমন কথা যখন আমি ধার্ম্মিকের উদ্দেশে কহি, তখন যদি সে আপন ধার্ম্মিকতাতে নির্ভর করিয়া অন্যায় করে, তবে তাহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম আর স্মরণ হইবে না; সে যে অন্যায় করিয়াছে তাহাতেই মরিবে। ১৪ আর তুমি অবশ্য মরিবা, এই কথা যখন আমি দুষ্টকে কহি, তখন যদি সে আপন পাপহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, ১৫ অর্থাৎ সেই দুষ্ট যদি বন্ধক ফিরিয়া দেয়, অপহৃত দ্রব্য পরিশোধ করে, এবং অন্যায় না করিয়া জীবনদায়ক বিধিরূপ পথে চলে, তবে অবশ্য বাঁচিবে, সে মরিবে না। ১৬ তাহার কৃত সমস্ত পাপ আর তাহার বলিয়া স্মরণ হইবে না; সে ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, অবশ্য বাঁচিবে। ১৭ ইহাতে তোমার জাতির সন্তানেরা কহিতেছে, প্রভুর পথ সরল নয়; বস্তুতঃ তাহাদেরই পথ অসরল। ১৮ ধার্ম্মিক লোক যখন আপন ধার্ম্মিকতাহইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, তখন তাহাতেই মরে। ১৯ এবং দুষ্ট লোক যখন আপন দুষ্টতাহইতে ফিরিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করে, তখন সে তৎপ্রযুক্তই বাঁচিবে। ২০ তথাপি তোমরা কহিতেছ, প্রভুর পথ সরল নয়। হে ইস্রায়েলের কুল, আমি প্রত্যেকের আচার ব্যবহারানুসারে তোমাদের বিচার করিব।

২১ অপর আমাদের নির্ব্বাসের দ্বাদশ বৎসরের দশম মাসের পঞ্চম দিনে এক জন পলাতক যিরূশালেমহইতে আমার নিকটে আসিয়া কহিল, নগর নিপাতিত হইয়াছে। ২২ আর সেই পলাতকের আগমনের পূর্ব্বসন্ধ্যাতে আমার উপরে সদাপ্রভুর হস্তার্পণ হইয়াছিল, এবং প্রাতঃকালে সেই পলাতকের উপস্থিত হইবার অপেক্ষাতে তিনি আমার মুখ উদ্ঘাটন করিলেন, তদবধি আমার মুখ উদ্ঘাটিত রহিল, এবং আমি আর বোবা হইলাম না।

২৩ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২৪ হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েল্ দেশে যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে বাস করে, তাহারা কহিতেছে, অব্রাহাম একমাত্র ছিলেন, তথাপি দেশের অধিকার পাইয়াছিলেন; কিন্তু আমরা অনেকে আছি, আমাদিগকেই দেশ অধিকারার্থে দত্ত হইল। ২৫ অতএব তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা রক্তশুদ্ধ [মাংস] খাইয়া থাক, ও আপন২ পুত্তলিগণের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাক, ও রক্তপাত করিয়া থাক;—তবে কি দেশের অধিকারী হইবা? ২৬ তোমরা আপন২ খড়্গে নির্ভর করিয়া থাক, ও গর্হণীয় আচরণ করিয়া থাক, ও প্রত্যেকে আপন২ প্রতিবাসির ভার্য্যাকে অশুচি করিয়া থাক; তবে কি দেশের অধিকারী হইবা? ২৭ তুমি তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] যাহারা সেই সকল উৎসন্ন স্থানে আছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে; এবং যে কেহ ক্ষেত্রে আছে, তাহাকে আমি ভক্ষ্যরূপে পশুদিগেতে সমর্পণ করিলাম; এবং যাহারা দুর্গে কি গুহাতে থাকে, তাহারা মহামারীতে মরিবে। ২৮ এবং আমি দেশকে ধ্বংসিত ও ধ্বংসের স্থান করিব, তাহাতে তাহার পরাক্রমের গর্ব্ব ক্ষান্ত হইবে, এবং ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ ধ্বংসিত হইবে, কেহ তাহা দিয়া গমন করিবে না। ২৯ তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে, কেননা

আমি তাহাদের কৃত সমস্ত গর্হণীয় ক্রিয়া হেতু দেশকে ধ্বংসিত ও ধ্বংসের স্থান করিব।

৩০ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার জাতির সন্তানেরা ভিত্তির নিকটে ও গৃহপ্রবেশের স্থানে তোমার বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহে, ও প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসিকে ও ভ্রাতাকে বলে, চল, আমরা [গিয়া] সদাপ্রভুর মুখহইতে নির্গত বাক্য কি, তাহা শ্রবণ করি। ৩১ এবং প্রজাদের সমাগমের মত তাহারা তোমার নিকটে আগমন করিবে, ও আমার প্রজা বলিয়া তোমার সম্মুখে বসিয়া তোমার বাক্য সকল শুনিবে, কিন্তু তাহা পালন করিবে না; কেননা তাহাদের মুখে যাহা মিষ্ট লাগে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে; তাহাদের চিত্ত তাহাদের লভ্যের অনুগামী। ৩২ আর দেখ, তাহাদের নিকটে তুমি মধুর গানকারী মনোহর স্বরবিশিষ্ট নিপুণ বাদ্যকর; অতএব তাহারা তোমার বাক্য শুনিবে, কিন্তু পালন করিবে না। ৩৩ দেখ, [সেই বাক্যের] সিদ্ধি আসিতেছে; যখন আসিবে, তখন তাহাদের মধ্যে এক জন ভাববাদী যে ছিল, ইহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৪ অধ্যায়।

১ পুনশ্চ সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পালকদের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর, ভাবোক্তি প্রচার কর, ও সেই পালকদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের ঐ পালকগণ সন্তাপের পাত্র, তাহারা আপনাদিগকে পালন করিতেছে; মেষগণকে পালন করা কি পালকদের কর্ত্তব্য নয়? ৩ তোমরা মেদ খাইয়া থাক, ও মেষের লোম পরিধান করিয়া থাক, ও পুষ্ট মেষ বলিদান করিয়া থাক, কিন্তু পালের পালন কর না। ৪ তোমরা দুর্ব্বলদিগকে সবল কর নাই, ও রোগির চিকিৎসা কর নাই, ও ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বাঁধ নাই, ও তাড়িত মেষ ফিরিয়া আন নাই, ও হারাণের অন্বেষণ কর নাই, কিন্তু বল ও উপদ্রব পূর্ব্বক শাসন করিয়াছ। ৫ তাহাতে পালকের অভাবে মেষগণ ছিন্নভিন্ন, ও বন্য পশু সকলের খাদ্য হইয়াছে, ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ৬ আমার মেষেরা পর্ব্বত সকলে, এবং উচ্চ গিরি সকলের উপরে ভ্রমণ করিতেছে; বরং সমস্ত ভূতলে আমার মেষগণ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তাহাদের অন্বেষণ কি অনুগমন করে, এমত কেহ নাই।

৭ অতএব হে পালকগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভু কহেন, ৮ আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] পালকের অভাবে আমার পাল লুটিত দ্রব্য হইয়াছে, এবং আমার মেষগণ বন্য পশু সকলের খাদ্য হইয়াছে; আমার [নিযুক্ত] পালকেরা আমার মেষগণের অন্বেষণ করে নাই; বরং সেই পালকেরা আপনাদিগকে পালন করিয়া আমার মেষগণকে পালন করে নাই; ৯ এই হেতুক, হে পালকগণ, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ১০ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সেই পালকদিগকে আক্রমণ করিব, ও তাহাদের হস্তহইতে আমার মেষগণকে আদায় করিব, এবং তাহাদিগকে মেষপালকের কর্ম্মহইতে চ্যুত করিব, সেই আত্মপালকেরা আর পালক হইবে না; এবং আমি নিজ মেষগণকে তাহাদের মুখহইতে উদ্ধার করিব, তাহাদের খাদ্য হইতে দিব না।

১১ বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমিই আপন মেষগণের অন্বেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করিব। ১২ কোন পালক আপন ছিন্নভিন্ন মেষগণের মধ্যে বর্ত্তমান হইবার দিনে যেমন আপন পালের তত্ত্বানুসন্ধান করে, তেমনি আমি নিজ মেষগণের তত্ত্বানুসন্ধান করিব, এবং সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময় দিবসে ছিন্নভিন্ন হওয়াতে যে ২ স্থানে তাহারা আছে, সেই সকল স্থানহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। ১৩ এবং জাতিগণের মধ্যহইতে তাহাদিগকে নির্গত ও দেশবিদেশহইতে সংগৃহীত করিয়া তাহাদের নিজ ভূমিতে তাহাদিগকে আনিব, এবং ইস্রায়েলের সকল পর্ব্বতে ও ঢালু স্থানে ও দেশের সকল বসতিস্থানে তাহাদিগকে চরাইব। ১৪ আমি উত্তম চরাণীতে তাহাদিগকে চরাইব, এবং ইস্রায়েলের ঊর্দ্ধলোকস্বরূপ পর্ব্বতগণে তাহাদের বাথান হইবে; তাহারা সেই স্থানে উত্তম বাথানে শয়ন করিবে, ও ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণে শাদ্বল চরাণীতে চরিবে। ১৫ আমিই আপন মেষদিগকে চরাইব, এবং আমিই তাহাদিগকে শয়ন করাইব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ১৬ আমি হারাণের অন্বেষণ করিব, ও দূরীকৃতকে ফিরিয়া আনিব, ও ভগ্নাঙ্গের অঙ্গ বাঁধিব, ও পীড়িতকে বলবান করিব, এবং হৃষ্টপুষ্ট ও বলবানকে সংহার করিব; আমি ন্যায়েতে তাহাদিগকে পালন করিব।

১৭ অতএব হে আমার মেষগণ, তোমরা [শুন]; প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এক ২ করিয়া মেষদের বিচার করিব, আমি পুংমেষদের ও ছাগদের [বিচার করিব]। ১৮ উত্তম চরাণীতে চরিতেছ, [বোধ হয়] ইহা তুচ্ছ বিষয় বলিয়া তোমরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট তৃণ পদতলে দলিত করিতেছ, এবং নির্ম্মল জল পান করিয়া অবশিষ্টকে চরণে মলিন করিতেছ। ১৯ তাহাতে আমার মেষগণকে তোমাদের পদতলে দলিত [তৃণ] খাইতে ও তোমাদের চরণে মলিনীকৃত [জল] পান করিতে হয়।

২০ অতএব প্রভু সদাপ্রভু তাহাদের বিষয়ে এই কথা কহেন, দেখ, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষের ও কৃশ মেষের মধ্যে বিচার করিতে উদ্যত আছি। ২১ তোমরা পার্শ্ব ও স্কন্ধ দিয়া দুর্ব্বল সকলকে ঠেলিতেছ, ও শৃঙ্গ দিয়া ঢুষাইতেছ, তাহাদিগকে বাহিরে ছিন্নভিন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হও না। ২২ এই জন্যে আমি আপন মেষদিগকে পরিত্রাণ করিব, তাহারা আর লুটিত দ্রব্য হইবে না; এবং আমি এক ২ করিয়া

মেষগণের বিচার করিব। ২৩ এবং তাহাদের উপরে একই পালককে উৎপন্ন করিব, তিনি তাহাদিগকে পালন করিবেন, অর্থাৎ আমার দাস দায়ূদ্‌কে [উৎপন্ন করিব]; তিনি তাহাদিগকে চরাইবেন, এবং তিনিই তাহাদের পালক হইবেন। ২৪ হাঁ, আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর হইব, এবং আমার দাস দায়ূদ্‌ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী অধ্যক্ষ হইবেন; আমি সদাপ্রভু ইহা কহিলাম। ২৫ এবং আমি তাহাদের পক্ষে শান্তির নিয়ম স্থির করিব, ও হিংসক পশুদিগকে দেশহইতে নিবৃত্ত করিব; তাহাতে তাহারা নির্ভয়ে প্রান্তরে বাস করিবে ও বনে নিদ্রা যাইবে। ২৬ এবং আমি তাহাদিগকে ও আমার গিরির চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরিসীমাকে আশীর্ব্বাদজনক করিব; এবং স্বসময়ে জলধারা বর্ষাইব, তাহা আশীষের ধারা হইবে। ২৭ এবং ক্ষেত্রের বৃক্ষ আপন ফল উৎপন্ন করিবে, ও ভূমি আপনার শস্যাদি ধন দিবে; এবং তাহারা নির্ভয়ে স্বদেশে থাকিবে; তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে; কেননা আমি তাহাদের যোঁয়ালির খিল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, এবং যাহারা তাহাদিগকে দাস্যকর্ম্ম করায়, তাহাদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। ২৮ এবং তাহারা আর পরজাতীয়দের লুটদ্রব্য হইবে না, এবং বন্য পশুগন তাহাদিগকে আর গ্রাস করিবে না; কিন্তু তাহারা নির্ভয়ে বাস করিবে, কেহ তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিবে না। ২৯ এবং আমি তাহাদের জন্যে যশস্কর ফলবৃক্ষ উৎপন্ন করিব; তাহাতে দেশের মধ্যে ক্ষুধাতে তাহাদের সংহার আর হইবে না, এবং তাহারা পরজাতীয়দের কৃত অপমান আর ভোগ করিবে না। ৩০ এবং আমি সদাপ্রভু যে তাহাদের সঙ্গী ঈশ্বর, ও তাহারা যে আমার প্রজা ইস্রায়েল্‌কুল, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ৩১ আর তোমরা আমার মেষ, আমার পালিত মেষ; তোমরা মনুষ্য, আমিই তোমাদের ঈশ্বর; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

৩৫ অধ্যায়।

১ অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, ২ হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি সেয়ীর পর্ব্বতের প্রতিকূলে মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর; ৩ এবং তাহাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে সেয়ীর পর্ব্বত, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, এবং তোমার বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং তোমাকে ধ্বংসিত ও ধ্বংসের স্থান করিব। ৪ আমি তোমার নগর সকল উৎসন্ন স্থান করিব, এবং তুমি ধ্বংসিত হইবা, এবং আমি যে সদাপ্রভু, তাহা জ্ঞাত হইবা। ৫ তোমার চিরন্তন শত্রুভাব আছে, এবং তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে বিপৎকালে অর্থাৎ অন্তক অপরাধের কালে খড়্গের হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; ৬ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] আমি তোমাকে রক্তময় করিব, এবং রক্ত তোমার অনুধাবন করিবে; তুমি রক্ত ঘৃণা কর নাই, তজ্জন্য রক্ত তোমার অনুধাবন করিবে। ৭ এবং আমি সেয়ীর পর্ব্বতকে ধ্বংসিত ও ধ্বংসের স্থান করিব, ও গমনাগমনকারি লোককে তাহার মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব। ৮ এবং তাহার নিহত লোকেতে তাহার গিরি সকল পূর্ণ করিব; তোমার উপপর্ব্বতে ও উপত্যকাতে ও ঢালু স্থান সকলে খড়্গে নিহত লোকেরা পতিত হইবে। ৯ আমি তোমাকে চিরন্তন ধ্বংসস্থানে ব্যাপ্ত করিব, এবং তোমার সকল নগর নিবাসিহীন হইবে, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। ১০ সেই দুই জাতির ও দুই দেশের বিষয়ে তুমি কহিয়াছ, তাহারা আমার হইবে, এবং আমরা তাহাদের অধিকারী হইব, তথাপি তখন সদাপ্রভু সেই স্থানে ছিলেন; ১১ এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য বলি,] তুমি যেমন তাহাদের প্রতি নিজ দ্বেষানুযায়ি কর্ম্ম করিয়াছ, তেমন আমি তোমার সেই ক্রোধ ও ঈর্ষ্যানুযায়ি কর্ম্ম করিব, এবং তোমার যেরূপ বিচার করিব, তদ্দ্বারা তাহাদিগেতে আপনার পরিচয় দিব। ১২ তাহাতে তুমি জ্ঞাত হইবা, যে আমি সদাপ্রভু তোমার সকল গ্লানি শুনিয়াছি; ফলতঃ তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের বিষয়ে কহিতা, তাহা ধ্বংসের স্থান, তাহা গ্রাসার্থে আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে। ১৩ এই রূপে তোমরা আমার বিপরীতে আপন মুখে দর্প করিয়াছ, এবং আমার বিরুদ্ধ অনেক কথা কহিয়াছ; আমি তাহা শুনিয়াছি। ১৪ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দকালে আমি তোমার ধ্বংস সাধন করিব। ১৫ তুমি ইস্রায়েল্‌কুলের অধিকার ধ্বংসিত দেখিয়া যেমন আনন্দ করিয়াছ, আমি তোমার সহিত তেমনি ব্যবহার করিব; হে সেয়ীর পর্ব্বত, হে সমস্ত ইদোম্‌, তুমি ধ্বংসিত হইবা, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু তাহা লোকেরা জ্ঞাত হইবে।

৩৬ অধ্যায়।

১ আর হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের উদ্দেশে ভাবোক্তি প্রচার করিয়া বল, হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। ২ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেহেতুক শত্রু তোমাদের বিপরীতে কহে, হিহি, সেই চিরন্তন উচ্চস্থলী সকল আমাদের অধিকার হইল; ৩ এই হেতুক তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যেহেতুক তোমাদিগকে পরজাতিদের শেষাংশের অধিকার করণার্থে চতুর্দ্দিগে ধ্বংস ও তোমাদের বিপরীতে গর্জ্জন করা যায়, এবং তোমরা লোকদের ওষ্ঠগত ও জিহ্বাস্থিত নিন্দাস্পদ হইয়াছ; ৪ এই হেতুক, হে ইস্রায়েলের

পর্ব্বতগন, তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর বাক্য শুন; প্রভু সদাপ্রভু সেই পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে এবং সেই ঢালু স্থান ও উপত্যকা সকলকে এবং সেই ধ্বংসিত কাঁথড়া ও পরিত্যক্ত নগর সকলকে কহেন, তোমরা চতুর্দ্দিক্‌স্থ পরজাতিদের শেষাংশের লুট-দ্রব্য ও হাস্যাস্পদ হইয়াছ; [৫] এই জন্যে প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবশ্য আমি সেই পরজাতিদের শেষাংশের বিরুদ্ধে, বিশেষতঃ সমস্ত ইদোমের বিরুদ্ধে নিজ ঈর্ষ্যানলের জ্বালাতে কথা কহিয়াছি, কেননা তাহারা সম্পূর্ণ চিত্তহর্ষের ও আন্তরিক অবজ্ঞার সহিত লুটের আশাতে শূন্য করণার্থে আমার দেশ আপনাদের অধিকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে। [৬] অতএব তুমি ইস্রায়েলের ভূমির বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার কর, এবং সেই পর্ব্বত ও উপপর্ব্বতগণকে এবং ঢালু স্থান ও উপত্যকা সকলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি নিজ ঈর্ষ্যাতে ও কোপে কহিলাম, যেহেতুক তোমরা পরজাতীয়দের কৃত অপমান ভোগ করিয়াছ, [৭] এই হেতুক প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি নিজ হস্ত তুলিয়া শপথ করিতেছি, তোমাদের চতুর্দ্দিগে যে পরজাতীয় লোকেরা আছে, তাহারাই আপনাদের অপমানরূপ ভার আপনারা বহন করিবে। [৮] কিন্তু হে ইস্রায়েলের পর্ব্বতগন, তোমরা আপন শাখা বাড়াইয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে আপন ২ ফল দিবা, কেননা তাহাদের আগমন সন্নিকট। [৯] কারণ দেখ, আমি তোমাদের সপক্ষ আছি, এবং তোমাদের প্রতি মুখ ফিরাইব; তাহাতে তোমাদিগেতে চাস ও বীজবপন হইবে। [১০] এবং আমি তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েলের সমস্ত কুলকে সর্ব্বতোভাবে বহুসংখ্যক করিব; তাহাতে নগর সকল বসতিবিশিষ্ট হইবে, এবং ধ্বংসিত স্থান সকল পুনর্নির্ম্মিত হইবে। [১১] এবং আমি তোমাদের উপরে মনুষ্য ও পশুদিগকে বহুসংখ্যক করিব, তাহাতে তাহারা বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুপ্রজ হইবে; এবং আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বকালের ন্যায় নিবাসিগণেতে পরিপূর্ণ করিব, এবং তোমাদের আদিদশা অপেক্ষা অধিক মঙ্গল তোমাদিগকে দিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা। [১২] এবং আমি তোমাদের উপরে মনুষ্যদিগকে, অর্থাৎ আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদিগকে যাতায়াত করাইব; তাহারা তোমাকে ভোগ করিবে, ও তুমি তাহাদের অধিকার ভূমি হইবা, তাহাদিগকে আর সন্ততিবিহীন করিবা না। [১৩] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা তোমাকে মনুষ্যগ্রাসক ও নিজ জাতির সন্ততিনাশক বলে। [১৪] তজ্জন্য তুমি আর মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিবা না, এবং নিজ জাতিকে আর সন্ততিবিহীন করিবা না, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [১৫] এবং আমি তোমাকে আর পরজাতীয়দের অপমানবাক্য শুনাইব না, এবং তুমি আর লোকদিগের ধিক্কাররূপ ভার বহন করিবা না, ও নিজ জাতিকে আর সন্ততিবিহীন করিবা না, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

[১৬] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৭] হে মনুষ্যের সন্তান, ইস্রায়েলের কুল যখন আপন ভূমিতে বাস করিত, তখন আপন ২ আচরণ ও ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা তাহা অশুচি করিত; ইহাতে তাহাদের আচরণ আমার দৃষ্টিতে অঙ্গাস্পৃশ্যাশৌচের তুল্য বোধ হইল। [১৮] অতএব সেই দেশে তাহাদের কৃত রক্তসেচন প্রযুক্ত এবং নিজ পুত্তলিগণদ্বারা তাহা অশুচি করণ প্রযুক্ত আমি তাহাদের উপরে আপন কোপ সেচন করিলাম। [১৯] এবং তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিলাম, এবং তাহারা দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইল; তাহাদের যদ্রূপ আচরণ ও ক্রিয়া তদ্রূপ বিচার আমি করিলাম। [২০] পরে তাহারা যথায় গেল, তথায় জাতিগণের নিকটে গিয়া আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করিল, কেননা লোকেরা তাহাদের বিষয়ে কহিত, উহারা সদাপ্রভুর প্রজা এবং তাঁহারই দেশহইতে নির্গত লোক। [২১] তথাপি তাহারা যথায় গেল, তথায় জাতিগণের মধ্যে ইস্রায়েলের কুলদ্বারা অপবিত্রীকৃত যে আমার পবিত্র নাম, তাহারই জন্যে আমি দয়ার্দ্র হইলাম।

[২২] অতএব তুমি ইস্রায়েলের কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের কুল, আমি তোমাদের নিমিত্তে কার্য্য করিব তাহা নয়, কিন্তু তোমরা যথায় গিয়াছ, তথায় জাতিগণের মধ্যে যাহা অপবিত্র করিয়াছ, আমার সেই পবিত্র নামের নিমিত্তে কার্য্য করিব। [২৩] ফলতঃ তোমরা তাহাদের মধ্যে যাহা অপবিত্র করিয়াছ, জাতিগণের মধ্যে অপবিত্রীভূত আমার সেই মহৎ নাম আমি পবিত্র করিব; তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা জাতিগণ জ্ঞাত হইবে, কেননা আমি তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদিগেতে নিজ পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [২৪] এবং আমি জাতিগণের মধ্যহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, ও দেশসমূহহইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমাদেরই ভূমিতে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব। [২৫] এবং আমি তোমাদের উপরে শুচি জল ছিটাইয়া দিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবা; আমি তোমাদের সকল অশৌচহইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলিহইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। [২৬] এবং তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; ও তোমাদের শরীরহইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। [২৭] এবং আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং যাহাতে তোমরা আমার বিধিমতে চল, এবং আমার শাসন সকল রক্ষা কর ও পালন কর, তাহাই করিব। [২৮] এবং আমি তোমাদের পূর্ব্ব-

পুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি, সেই দেশে তোমরা বাস করিবা, ও আমার প্রজা হইবা, এবং আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব। [২৯] এবং তোমাদের যাবতীয় অশৌচহইতে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব; এবং গোধূম আহ্বান করিয়া প্রচুর করিয়া দিব, তোমাদিগের উপরে দুর্ভিক্ষরূপ ভার অর্পণ করিব না। [৩০] এবং বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর করিয়া দিব, তাহাতে পরজাতীয়দের মধ্যে তোমরা আর দুর্ভিক্ষজন্য ধিক্কার ভোগ করিবা না। [৩১] তখন তোমরা আপনাদের মন্দ আচরণ ও অসৎক্রিয়া সকল স্মরণ করিবা, এবং আপনাদের অপরাধ ও ঘৃণার্হ কর্ম্ম প্রযুক্ত আপনাদের দৃষ্টিতে আপনারা ঘৃণাস্পদ হইবা। [৩২] আমি যে তোমাদের নিমিত্তে কার্য্য করিব, তাহা নয়, ইহা তোমাদের জানা উচিত; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি; হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা আপনাদের আচরণ প্রযুক্ত লজ্জিত ও বিষণ্ণ হও। [৩৩] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে দিনে আমি তোমাদের সকল অপরাধহইতে তোমাদিগকে শুচি করিব, সেই দিনে নগর সকল বসতিবিশিষ্ট করিব, এবং উৎসন্ন স্থান সকল পুনরায় নির্ম্মিত হইবে। [৩৪] এবং যে দেশ পথিক সকলের সাক্ষাতে ধ্বংসস্থান ছিল, সেই ধ্বংসিত দেশে কৃষিকর্ম্ম চলিবে। [৩৫] হাঁ, লোকে বলিবে, এই ধ্বংসিত দেশ এদন্ উদ্যানের তুল্য হইল, এবং এই যে নগর সকল উচ্ছিন্ন ও ধ্বংসিত ও উৎপাটিত ছিল, এ সকল দৃঢ় নগর বলিয়া বসতিস্থান হইল। [৩৬] তাহাতে তোমাদের চতুর্দ্দিগে অবশিষ্ট পরজাতীয়েরা ইহা জ্ঞাত হইবে, যে আমি সদাপ্রভু উৎপাটিত স্থান সকল পুনর্নির্ম্মাণ করি, ও ধ্বংসিত স্থান উদ্যান করি; আমি সদাপ্রভু বাক্য কহি ও তাহা সিদ্ধ করি। [৩৭] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহাদের পক্ষে ইহা করিবার বাঞ্ছাতে আমি ইহার নিমিত্তে আমার কাছে ইস্রায়েল কুলের আরো প্রার্থনা অপেক্ষা করি; আমি তাহাদিগকে মনুষ্যরূপ মেষ বলিয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিব। [৩৮] যেমন পবিত্র মেষপালে, অর্থাৎ যিরূশালেমের পার্ব্বণিক মেষপালে, তেমনি মনুষ্যরূপ মেষেতে এই উচ্ছিন্ন নগর সকল পরিপূর্ণ হইবে; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৭ অধ্যায়।

[১] অনন্তর সদাপ্রভুর হস্ত আমার উপরে অর্পিত হইল, এবং তিনি সদাপ্রভুর আত্মাবিষ্ট আমাকে বাহিরে লইয়া গিয়া সমস্থলীর মধ্যে রাখিলেন: সেই স্থলী অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল। [২] অপর তিনি চারি দিগে তাহাদের নিকট দিয়া আমাকে গমন করাইলেন; আর দেখ, সেই সমস্থলীর পৃষ্ঠে অনেক ২ অস্থি ছিল; এবং দেখ, সে সকল অতিশয় শুষ্ক। [৩] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই অস্থি সকল কি জীবিত হইবে? তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, আপনি জানেন। [৪] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই অস্থি সকলের উদ্দেশে ভাবোক্তি প্রচার কর, ও তাহাদিগকে বল, হে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। [৫] প্রভু সদাপ্রভু এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবা। [৬] এবং আমি তোমাদের উপরে শিরা দিয়া মাংস উৎপন্ন করিয়া ত্বক্দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবা, এবং আমি যে সদাপ্রভু তাহা জানিবা। [৭] তখন আমি যেমন আজ্ঞা পাইয়াছিলাম, তদনুসারে ভাবোক্তি প্রচার করিলাম; তাহাতে আমার প্রচার করণকালে শব্দ হইল, এবং দেখ, মড়মড় ধ্বনি হইল, এবং সেই অস্থি সকলের মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন ২ [সংযোক্তব্য] অস্থির সহিত মিলিল। [৮] পরে আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, তাহাদিগেতে শিরা ও মাংস উৎপন্ন হইল, এবং ত্বক্ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না। [৯] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, আত্মার উদ্দেশে ভাবোক্তি প্রচার কর; হে মনুষ্যের সন্তান, ভাবোক্তি প্রচার কর, এবং আত্মাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আত্মন্, চারি বায়ুহইতে আইস, এবং এই হত লোকদের প্রতি বহ, তাহাতে তাহারা জীবিত হইবে। [১০] তখন আমি প্রাপ্ত আদেশানুসারে ভাবোক্তি প্রচার করিলাম; তাহাতে আত্মা তাহাদিগেতে প্রবেশ করিল, এবং তাহারা জীবিত হইল, এবং অতিশয় মহতী বাহিনী হইয়া আপন ২ চরণে দাঁড়াইল।

[১১] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, এই অস্থি সকল ইস্রায়েলের সমস্ত কুল; দেখ, তাহারা কহিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে; আমরা উচ্ছিন্ন। [১২] অতএব তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, এবং হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবরহইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে ইস্রায়েল দেশে লইয়া যাইব। [১৩] তখন আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তোমরা জ্ঞাত হইবা, কেননা আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, এবং হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবরহইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব। [১৪] এবং তোমাদের মধ্যে আপন আত্মাকে দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবা; এবং আমি তোমাদের দেশে তোমাদিগকে বসাইব, তাহাতে আমি সদাপ্রভু বাক্য কহি এবং তাহা সিদ্ধ করি, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

[১৫] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপ

স্থিত হইল, যথা, [১৬] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি আপনার জন্যে একটী কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে এই কথা লিখ, "যিহূদার জন্যে, এবং তাহার সখা ইস্রায়েলের সন্তানদের জন্যে।" পরে আর একটী কাষ্ঠ লইয়া তাহার উপরে লিখ, "যোষেফের জন্যে, ইহা ইফ্রয়িমের ও তাহার সখা ইস্রায়েলের সমস্ত কুলের কাষ্ঠ।" [১৭] পরে সেই দুই কাষ্ঠ পরস্পর যোড়া করিয়া একই কাষ্ঠ কর, তাহারা তোমার হস্তে একীভূত হউক।

[১৮] তাহাতে যখন তোমার জাতির সন্তানেরা তোমাকে কহিবে, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি, তাহা কি আমাদিগকে জানাইবা না? [১৯] তখন তুমি তাহাদিগকে কহিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ইফ্রয়িমের হস্তে যোষেফের যে কাষ্ঠ আছে, আমি তাহা [গ্রহণ করিব], এবং তাহার সখা ইস্রায়েলের বংশদিগকে গ্রহণ করিব, এবং তাহাদিগকে উহার উপরে দিয়া যিহূদার কাষ্ঠের সহিত যোড়া করিব, এবং তাহাদিগকে একই কাষ্ঠ করিব; সে সকল আমার হস্তে একীভূত হইবে।

[২০] আর তুমি সেই যে দুই কাষ্ঠে লিখিবা, তাহা তাহাদের সমক্ষে তোমার হস্তে থাকিবে। [২১] এবং তুমি তাহাদিগকে কহিও, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, ইস্রায়েলের সন্তানেরা যে২ স্থানে গমন করিয়াছে, আমি তথাকার জাতিদের মধ্যহইতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, এবং চতুর্দ্দিগহইতে তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের দেশে লইয়া যাইব। [২২] এবং সেই দেশে ইস্রায়েলের সকল পর্ব্বতে তাহাদিগকে একই জাতি করিব, এবং একই রাজা তাহাদের সকলকার রাজা হইবেন; এবং তাহারা আর বার দুই জাতি হইবে না, এবং আর কখন দুই রাজ্যে বিভক্ত হইবে না। [২৩] এবং আপনাদের সকল পুত্তলি ও বিভীষিকাদ্বারা ও আপনাদের সকল অধর্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে আর অশুচি করিবে না; হাঁ, যে২ স্থানে তাহারা পাপ করিয়াছে, তাহাদের সেই সকল বাসস্থানহইতে আমি তাহাদিগকে নিস্তার করিব; এবং তাহাদিগকে শুচি করিব; তাহাতে তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। [২৪] এবং আমার দাস দায়ূদ্ তাহাদের উপরে [নিযুক্ত] রাজা, এবং তাহাদের সকলকার এক পালক হইবেন, এবং তাহারা আমার শাসনরূপ পথে চলিবে, এবং আমার বিধি সকল রক্ষা করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করিবে। [২৫] এবং আমি আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়াছিলাম, ও যাহার মধ্যে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিত, সেই দেশে তাহারা ও তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ অনন্তকাল বাস করিবে, এবং আমার দাস দায়ূদ তাহাদের অনন্তকালীন অধ্যক্ষ হইবেন। [২৬] এবং আমি তাহাদের জন্যে শান্তির এক নিয়ম স্থির করিব, তাহাদের সহিত তাহা অনন্তকালীন নিয়ম হইবে; এবং আমি তাহাদিগকে বসাইব ও বাড়াইব, এবং আপন ধর্ম্মধাম অনন্তকালার্থে তাহাদের মধ্যে স্থাপন করিব। [২৭] এবং আমার আবাস তাহাদের উপরে অবস্থিতি করিবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। [২৮] তখন আমি যে ইস্রায়েলের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, তাহা পরজাতীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে, কেননা আমার ধর্ম্মধাম তাহাদের মধ্যে অনন্তকাল থাকিবে।

৩৮ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [২] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি রোশের ও মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ মাগোগ দেশীয় গোগের দিগে মুখ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার কর। [৩] তুমি বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে রোশের ও মেশকের ও তূবলের অধ্যক্ষ গোগ, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব; [৪] এবং তোমাকে ভ্রমণ করাইব, ও তোমার হনূ ফুঁড়িব, এবং তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্যকে অর্থাৎ অশ্বগণকে ও নির্ব্বিশেষে দিব্য পরিচ্ছদান্বিত অশ্বারূঢ়গণকে এবং ঢাল ও ফলকধারী অথচ নির্ব্বিশেষে খড়্গহস্ত, এমত মহাসমাজকে বাহিরে আনিব। [৫] পারস্য ও কূশ ও পূট্ তাহাদের সঙ্গী হইবে; ইহারা সকলে ঢাল ও শিরস্ত্রাণধারী। [৬] গোমর ও তাহার সকল সৈন্যদল, এবং উত্তরদিগের গর্ত্তস্থানবাসি তোগর্ম্মের কুল ও তাহার সকল সৈন্যদল ইত্যাদি নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী হইবে। [৭] প্রস্তুত হও, ও আপনার জন্যে সকলই প্রস্তুত কর; তুমি ও তোমার নিকটে সমাগত যে তোমার সকল সমাজ [সকলে প্রস্তুত হও], এবং তুমি তাহাদের রক্ষক হও।

[৮] বহুদিন অতীত হইলে তোমার তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবে; বৎসরপর্য্যায়ের পরিণামে তুমি এই দেশে খড়্গহইতে পুনরানীত এবং মহাজাতিগণহইতে সঙ্গৃহীত লোকদের নিকটে, [পূর্ব্বে] চিরোৎসন্ন এই ইস্রায়েলের সকল পর্ব্বতে আসিবা; তৎকালে তাহারা জাতিগণের মধ্যহইতে বহিরানীত হইয়া সকলে নির্ভয়ে বাস করিবে। [৯] কিন্তু তুমি উঠিয়া ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিবা, মেঘের ন্যায় তুমি ও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও নানা মহাজাতি সেই দেশ আচ্ছাদন করিতে উদ্যত হইবা। [১০] প্রভু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে নানা কথা তোমার হৃদয়াকাশে উঠিবে, এবং তুমি অনিষ্টের সঙ্কল্পে চিন্তা করিবা। [১১] এবং কহিবা, আমি সেই গ্রামপূর্ণ দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, ও সেই শান্ত লোকদিগকে আক্রমণ করিব; তাহারা সকলে নির্ভয়ে বাস করিতেছে; তাহারা প্রাচীরহীন বসতিবিশিষ্ট; এবং তাহাদের অর্গল কি কপাট নাই। [১২] [তোমার অভিপ্রায় এই] যে লুট কর ও দ্রব্য অপহরণ কর, এবং [পূর্ব্বে] উৎ-

সন্ন সেই বসতিস্থান সকলে, এবং জাতিগণের মধ্যহইতে সঙ্গৃহীত ও পশ্বাদি ধন প্রাপ্ত এবং ভূমণ্ডলের নাভিতে বাসকারি জাতিতে হস্তার্পণ কর। ১৩ শিবা ও দদান্ ও তর্শীশের বণিক্‌গণ ও তথাকার সকল যুবসিংহ তোমাকে বলিবে, তুমি কি লুট করিবার জন্য আইলা? ও দ্রব্য অপহরণার্থে আপনার নিকটে এই জনসমাজকে একত্র করিলা? স্বর্ণরূপ্য লইয়া যাইতে ও পশ্বাদি ধন হরণ করিতে ও বিস্তর লুট করিতে কি তোমার অভিপ্রায়?

১৪ অতএব, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ভাবোক্তি প্রচার করিয়া গোগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই দিনে যখন আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক নির্ভয়ে বাস করিবে, তখন তুমি নাকি তাহা জ্ঞাত হইবা? ১৫ তজ্জন্য আপন স্থানহইতে অর্থাৎ উত্তরদিগের গর্ত্তস্থানহইতে আসিবা, এবং নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গে আসিবে; তাহারা সকলে অশ্বারূঢ়, [তোমার] মহাসমাজ ও বৃহৎ সৈন্যসামন্ত হইবে। ১৬ এবং তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিতে উদ্যত হইয়া আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবা; ইহা অন্তিমকালে ঘটিবে, ফলতঃ হে গোগ, পরজাতীয়দের সমক্ষে তোমাতে আমার নিজ পবিত্রতা প্রতিপন্ন করণদ্বারা যেন তাহারা আমাকে জ্ঞাত হয়, তজ্জন্যই আমি তোমাকে আমার দেশে প্রবেশ করাইব। ১৭ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তন্নিবাসিদের বিরুদ্ধে তোমাকে আনাইব, এই কথা আমি পূর্ব্বকালে আমার দাসগণদ্বারা, অর্থাৎ যাহারা সেই সময়ে অনেক বৎসর ব্যাপিয়া ভাবোক্তি কহিত, সেই ইস্রায়েলীয় ভাববাদিগণদ্বারা কহিতাম, তুমিই কি সেই ব্যক্তি? ১৮ সেই দিনে যখন গোগ ইস্রায়েল্ দেশের বিরুদ্ধে আসিবে, তখন আমার নাসিকাতে কোপাগ্নি উঠিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। ১৯ এবং আমি নিজ ঈর্ষ্যাতে ও রোষানলে কহিতেছি, অবশ্য সেই দিনে ইস্রায়েল দেশে মহাকম্প হইবে। ২০ তাহাতে সমুদ্রের মৎস্যগণ ও আকাশের পক্ষিগণ ও অরণ্যের পশুগণ এবং ভূচর সরীসৃপ সকল এবং ভূতলস্থ মনুষ্য সকল আমার সাক্ষাতে কম্পবান হইবে, এবং পর্ব্বত সকল উৎপাটিত হইবে, ও শৈলাগ্র সকল পতিত হইবে, এবং প্রাচীর সকল ভূমিসাৎ হইয়া পড়িবে। ২১ এবং আমি আপন সকল পর্ব্বতে তাহার প্রতিকূলে খড়্গ আহ্বান করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি; প্রত্যেকের খড়্গ তাহার ভ্রাতার প্রতিকূল হইবে। ২২ এবং আমি মহামারী ও রক্তদ্বারা বিচারে তাহার সহিত বিবাদ করিব, এবং তাহার উপরে ও তাহার সকল সৈন্যদলের উপরে ও তাহার সঙ্গি মহাজাতিগণের উপরে প্লাবনকারি ধারাসম্পাত ও করকার শিলা ও অগ্নি ও গন্ধক বর্ষাইব। ২৩ এবং আপনার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিয়া বহুসংখ্যক জাতিগণের সমক্ষে আপনার পরিচয় দিব; তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে।

৩৯ অধ্যায়।

১ আর, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি গোগের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার করিয়া তাহাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু কহেন, হে রোশের ও মেশকের ও তূবলের অধিপতি গোগ, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব। ২ এবং তোমাকে ভ্রমণ করাইব, ও তোমাকে চালাইব, ও উত্তরদিগের গর্ত্তস্থানহইতে তোমাকে আনাইব, ও ইস্রায়েলের পর্ব্বতে তোমাকে উপস্থিত করিব। ৩ এবং আঘাত করিয়া তোমার ধনু তোমার বাম হস্তহইতে খসাইব, ও তোমার দক্ষিণ হস্তহইতে তোমার তীর সকল নিপাত করিব; ৪ ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণে তুমি ও তোমার সকল সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গি জাতিগণ [সকলে] পতিত হইবা, আমি সর্ব্বজাতীয় হিংস্রক পক্ষির ও বন্য পশুর খাদ্যার্থে তোমাকে দিব। ৫ তুমি মাঠের পৃষ্ঠে পতিত থাকিবা, কেননা আমি তাহা কহিলাম; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ৬ এবং আমি মাগোগের মধ্যে ও নিশ্চিন্ত দ্বীপনিবাসিদের মধ্যে অগ্নি প্রেরণ করিব, তাহাতে আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে। ৭ হাঁ, আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে আপন পবিত্র নাম জ্ঞাত করিব, আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র হইতে দিব না; তাহাতে আমি যে ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্র সদাপ্রভু, তাহা পরজাতীয় লোকেরা জ্ঞাত হইবে। ৮ দেখ, ইহা আসিতেছে ও সিদ্ধি পাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি; আমি যে দিনের কথা কহিয়াছি, এ সেই দিন।

৯ তখন ইস্রায়েলের সকল নগরনিবাসি লোকেরা বাহিরে যাইবে, এবং সজ্জা ও ঢাল ও ফলক ও ধনু ও বাণ ও যষ্টি ও শূল লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে ও দাহ করিবে; তাহারা সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে। ১০ তাহারা মাঠহইতে কাষ্ঠ আনিবে না, ও বনের বৃক্ষ কাটিবে না; কেননা তাহারা সেই সজ্জা লইয়া অগ্নি জ্বালাইবে; এবং আপন লুটকারিদের ধন লুট করিবে, ও যাহারা তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল,তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ করিবে; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

১১ আর সেই দিনে আমি তথায় ইস্রায়েলের মধ্যে গোগকে কবরস্থান দিব, তাহা সমুদ্রের পূর্ব্ব দিক্‌স্থ পথিকদের উপত্যকা, এবং তাহা পথিকদের গমন রোধ করিবে; সেই স্থানে লোকেরা গোগকে ও তাহার সমস্ত লোকারণ্যকে কবর দিবে, এবং তাহার গে-হামোন-গোগ [গোগীয় লোকারণ্যের উপত্যকা] এই নাম রাখিবে। ১২ দেশ শুচি করিবার নিমিত্তে ইস্রায়েলের কুল তাহাদিগকে কবর দিতে সাত মাস ব্যস্ত থাকিবে। ১৩ এবং দেশের সকল লোক তাহাদিগকে কবর দিবে, এবং

আমার নিজ প্রতাপ প্রতিপন্ন করণের দিনে সেই কর্ম্ম তাহাদের যশস্কর হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [১৪] এবং তাহারা নিত্য নিযুক্ত পুরুষদিগকে পৃথক করিয়া দিবে, তাহারা দেশ পর্য্যটন করিবে, [কিম্বা] পর্য্যটনকারিদের সঙ্গে [গিয়া] দেশ শুচি করণার্থে ভূমির পৃষ্ঠে অবশিষ্ট সকলকে কবর দিবে; সপ্ত মাস গতেও তাহারা অনুসন্ধান করিবে। [১৫] এবং সেই দেশপর্য্যটনকারিদের মধ্যে যদি কেহ পর্য্যটনকালে মনুষ্যের অস্থি দেখে, তবে তাহার পার্শ্বে এক চিহ্ন গাঁথিবে; পরে কবরদায়িরা গে-হামোন-গোগে তাহার কবর দিবে। [১৬] অধিকন্তু এক নগরের নাম হামোনা [লোকারণ্য] হইবে; এই রূপে তাহারা দেশ শুচি করিবে।

[১৭] আর হে মনুষ্যের সন্তান, তোমার প্রতি প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি সর্ব্বজাতীয় পক্ষিগণকে এবং যাবতীয় বনপশুকে বল, তোমরা মিলিয়া আইস, এবং সর্ব্বদিগহইতে আমার যজ্ঞেতে একত্র হও, কেননা আমি ইস্রায়েলের পর্ব্বতগণের উপরে তোমাদের জন্যে এক মহাযজ্ঞ করিব; তাহাতে তোমরা মাংস খাইবা ও রক্ত পান করিবা। [১৮] তোমরা বীরগণের মাংস খাইবা ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবা, তাহারা সকলে বাশনদেশীয় হৃষ্টপুষ্ট পুংমেষ ও মেষবৎস ও ছাগ ও বৃষস্বরূপ। [১৯] এবং আমি তোমাদের জন্যে যে যজ্ঞ প্রস্তুত করিব, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত মেদ খাইবা, ও মত্ত হওন পর্য্যন্ত রক্ত পান করিবা। [২০] এবং আমার মেজে [পরিবেষিত] অশ্ব ও রথী ও বীর ও সর্ব্ববিধ যোদ্ধৃগণকে খাইয়া তৃপ্ত হইবা; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [২১] এবং আমি পরজাতীয়দের মধ্যে আপন প্রতাপ প্রতিপন্ন করিব, এবং আমি যে শাসন করিব ও তাহাদিগেতে যে হস্তার্পণ করিব, তাহা পরজাতীয় সকল লোক দেখিবে। [২২] এবং সেই দিনে ও তৎপশ্চাৎ ইস্রায়েলের কুল জানিবে, যে আমি সদাপ্রভু তাহাদের ঈশ্বর। [২৩] এবং পরজাতীয় লোকেরা জানিবে, যে ইস্রায়েলের কুল নিজ অপরাধ প্রযুক্ত নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, ফলতঃ তাহারা আমার উদ্দেশে ঔচিত্যলঙ্ঘন করাতে আমি তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম, ও তাহাদিগকে বিপক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহারা সকলে খড়্গাঘাতে পতিত হইয়াছিল। [২৪] তাহাদের যেরূপ অশুচিতা ও যেরূপ অধর্ম্ম, আমি তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদের হইতে আপন মুখ লুকাইয়াছিলাম।

[২৫] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এখন আমি যাকোবের বন্দিগণকে প্রত্যাগমন করাইব, ও সমস্ত ইস্রায়েল কুলের প্রতি করুণা করিব, ও আপন পবিত্র নামের পক্ষে উদ্‌যোগী হইব। [২৬] ইহাতে তাহারা আপনাদের অপমান ও আমার বিরুদ্ধে কৃত আপনাদের ঔচিত্যলঙ্ঘনের ফল [বলিয়া মনস্তাপ] পাইবে; কেননা তাহারা নির্ভয়ে আপন দেশে বাস করিবে, কেহ তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিবে না। [২৭] এবং আমি জাতিগণের মধ্যহইতে তাহাদিগকে প্রত্যাগমন কয়াইব, ও তাহাদের শত্রুদিগের সকল দেশহইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং বহুসংখ্যক পরজাতীয় লোকদের সাক্ষাতে তাহাদিগেতে আমার পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিব। [২৮] তখন আমি যে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তাহা তাহারা জ্ঞাত হইবে, কেননা পরজাতীয়দের নিকটে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলে পর আমি তাহাদেরই দেশে তাহাদিগকে একত্র করিব, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আর তথায় অবশিষ্ট রাখিব না। [২৯] এবং তাহাদের হইতে আপন মুখ আর লুকাইব না, কারণ আমি ইস্রায়েল কুলের উপরে নিজ আত্মাকে ঢালিয়া দিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

৪০ অধ্যায়।

[১] আমাদের নির্ব্বাসের পঞ্চবিংশ বৎসরের আদ্য মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ নগর নিপাত হইবার পরে চতুর্দ্দশ বৎসরের উক্ত দিবসে সদাপ্রভু আমাতে হস্তার্পণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত করিলেন। [২] তিনি ঈশ্বরীয় দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল্ দেশে উপস্থিত করিয়া অতিশয় উচ্চ কোন পর্ব্বতে বসাইলেন; তাহার উপরে দক্ষিণ দিগে যেন এক নগরের গাঁথনি ছিল। [৩] তিনি আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেলে আমি পিত্তলের আভার ন্যায় আভাবিশিষ্ট এক পুরুষকে দেখিলাম; তাঁহার হস্তে কার্পাসের এক রজ্জু ও পরিমাণার্থক এক নল ছিল, এবং তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। [৪] পরে সেই পুরুষ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, আমি তোমাকে যাহা ২ দেখাইব, সেই সকল তুমি চক্ষুতে নিরীক্ষণ কর, ও কর্ণেতে শ্রবণ কর ও তাহাতে মনোনিবেশ কর, কেননা আমি যেন তোমাকে সে সকল দেখাই, তজ্জন্য তুমি এই স্থানে আনীত হইলা; তুমি যাহা ২ দেখিবা, তাহা সকলই ইস্রায়েলের কুলকে জ্ঞাত করিও।

[৫] অপর দেখ, গৃহের বাহিরে চতুর্দ্দিগে তাহা বেষ্টনকারি এক প্রাচীর ছিল; আর সেই পুরুষের হস্তে পরিমাণার্থক যে নল ছিল, তাহা ছয় হস্ত দীর্ঘ, ইহার প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত। পরে তিনি ভিত্তির প্রস্থ এক নল ও উচ্চতা এক নল মাপিলেন।

[৬] অপর তিনি পূর্ব্বাভিমুখদ্বারে আসিয়া তাহার সোপান দিয়া উঠিয়া দ্বারের শিলা মাপিলেন; তাহার প্রস্থ এক নল পরিমিত; সেই প্রথম শিলার প্রস্থ এক নল পরিমিত। [৭] এবং [দ্বারপালদের প্রত্যেক] বাসা দৈর্ঘে এক নল ও প্রস্থে এক নল পরিমিত, ও উভয় বাসার মধ্যে পাঁচ হস্ত ব্যবধান ছিল; এবং দ্বারের বারাণ্ডার পার্শ্বে অর্থাৎ ভিতরে দ্বারের শিলা এক নল পরিমিত ছিল।

৮ পরে তিনি ভিতরে দ্বারের বারাণ্ডা এক নল মাপিলেন। ৯ পুনশ্চ তিনি দ্বারের বারাণ্ডা আট হস্ত এবং তাহার উপস্তম্ভ সকল দুই হস্ত মাপিলেন, দ্বারের বারাণ্ডা ভিতরে ছিল। ১০ এবং পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের বাসা সকল এক পার্শ্বে তিনটী, অন্য পার্শ্বেও তিনটী ছিল; তিনের একই পরিমাণ ছিল; এবং এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে স্থিত উপস্তম্ভ সকলেরও একই পরিমাণ ছিল। ১১ অপর তিনি দ্বারের প্রবেশস্থানের প্রস্থ দশ হস্ত মাপিলেন; কিন্তু দ্বারের দীর্ঘতা তেরো হস্ত পরিমিত ছিল। ১২ এবং বাসা সকলের সম্মুখে এক হস্ত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং অন্য পার্শ্বেও এক হস্ত পরিমিত প্রান্ত ছিল; এবং প্রত্যেক বাসা এক পার্শ্বে ছয় হস্ত পরিমিত, এবং অন্য পার্শ্বে ছয় হস্ত পরিমিত ছিল। ১৩ পরে তিনি এক বাসার ছাত অবধি অপর বাসার ছাত পর্য্যন্ত দ্বারের প্রস্থ পঁচিশ হস্ত মাপিলেন, এক [বাসার] প্রবেশস্থান অপরের প্রবেশস্থানের সম্মুখে ছিল। ১৪ পরে তিনি উপস্তম্ভ সকল ষষ্টি হস্ত [বলিয়া অবধারণ] করিলেন; এবং উপস্তম্ভ সকলের পার্শ্বে প্রাঙ্গণ, তাহার চারি দিগে দ্বার ছিল। ১৫ এবং প্রবেশার্থক দ্বারের অগ্রদেশাবধি অন্তঃস্থ দ্বারের বারাণ্ডার অগ্রদেশ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হস্ত ছিল। ১৬ এবং দ্বারের ভিতরে সর্ব্বদিগে বাসা সকলের ও তাহার উপস্তম্ভ সকলের জালবদ্ধ বাতায়ন ছিল, এবং তাহার মণ্ডপ সকলেতে তদ্রূপ ছিল; এবং বাতায়ন সকল ভিতরে চারি দিগে ছিল; এবং উপস্তম্ভ সকলেতে খর্জ্জূরবৃক্ষের আকৃতি ছিল।

১৭ অপর তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গনে আনিলেন; সেই স্থানে অনেক কুঠরী, ও প্রাঙ্গণের চারি দিগে নির্ম্মিত প্রস্তরবাঁধা এক পথ ছিল; সেই প্রস্তরবাঁধা পথের পার্শ্বে ত্রিশ কুঠরী ছিল। ১৮ সেই প্রস্তরবাঁধা পথ দ্বার সকলের বগলে দ্বারের দৈর্ঘ্যানুগামী ছিল, ইহা নিম্নতর প্রস্তরবাঁধা স্থান। ১৯ অপর তিনি দ্বারের নিম্নতর অগ্রদেশাবধি অন্তঃপ্রাঙ্গণের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত বাহিরে প্রস্থ মাপিলেন, পূর্ব্ব দিগে ও উত্তর দিগে তাহা এক শত হস্ত।

২০ অপর তিনি বহিঃপ্রাঙ্গণের উত্তরাভিমুখ দ্বারের দীর্ঘতা ও প্রস্থ ২১ এবং তাহার এক পার্শ্বস্থ তিন বাসা ও অন্য পার্শ্বস্থ তিন বাসা এবং তাহার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ সকল মাপিলেন; তাহার পরিমাণ প্রথম দ্বারের পরিমাণের তুল্য, অর্থাৎ দীর্ঘে পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থে পঁচিশ হস্ত ছিল। ২২ এবং তাহার বাতায়ন ও মণ্ডপ ও খর্জ্জূরাকৃতি সকল পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের পরিমাণানুরূপ ছিল; এবং লোকেরা সাত সোপান দিয়া তাহাতে আরোহণ করিত, তৎসম্মুখে তাহার মণ্ডপ ছিল। ২৩ এবং উত্তরদ্বারের ও পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বার ছিল; পরে তিনি এক দ্বারহইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

২৪ পরে তিনি আমাকে দক্ষিন দিগে লইয়া গেলেন; আর দেখ, তথায় দক্ষিনাভিমুখ দ্বার ছিল; অনন্তর তিনি তাহার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ সকল মাপিলেন, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের তুল্য। ২৫ এবং পূর্ব্বোক্ত বাতায়নের ন্যায় চারি দিগে তাহার ও তথাকার মণ্ডপ সকলেরও বাতায়ন ছিল; [দ্বারের] দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ও প্রস্থ পচিশ হস্ত। ২৬ এবং সপ্ত সোপান তাহার আরোহণী ছিল, তৎসম্মুখে তাহার মণ্ডপ ছিল; এবং তাহার উপস্তম্ভে এক দিগে এক, ও অন্য দিগে এক, এই রূপ দুই খর্জ্জূরাকৃতি ছিল। ২৭ এবং দক্ষিণ দিগে অন্তঃপ্রাঙ্গণের এক দ্বার ছিল; অপর তিনি দক্ষিণাভিমুখ এক দ্বারহইতে অন্য দ্বার পর্য্যন্ত এক শত হস্ত মাপিলেন।

২৮ অপর তিনি আমাকে দক্ষিণ দ্বার দিয়া অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে আনিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণানুসারে দক্ষিণদ্বার মাপিলেন। ২৯ এবং তাহার বাসা ও উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ সকল ঐ পরিমাণানুরূপ ছিল; এবং চারি দিগে তাহার ও তথাকার মণ্ডপের বাতায়ন ছিল; [দ্বারের] দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত, ও প্রস্থ পঁচিশ হস্ত। ৩০ এবং চারি দিগে মণ্ডপ ছিল, তাহা পঁচিশ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ। ৩১ এবং তাহার মণ্ডপ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে, এবং তাহার উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল; এবং আট সোপান তাহার আরোহণী ছিল।

৩২ পরে তিনি আমাকে পূর্ব্ব দিগে অন্তঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে আনিয়া ঐ পরিমাণানুসারে [তথাকার] দ্বার মাপিলেন। ৩৩ তাহার বাসা ও উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ ঐ পরিমাণানুরূপ ছিল; এবং চারি দিগে তাহার ও তথাকার মণ্ডপের বাতায়ন ছিল; [দ্বার] পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ ও পঁচিশ হস্ত প্রস্থ ছিল। ৩৪ এবং তাহার মণ্ডপ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে ছিল, এবং এ দিগে ও দিগে তাহার উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল, এবং আট সোপান তাহার আরোহণী ছিল।

৩৫ পরে তিনি আমাকে উত্তর দ্বারে আনিয়া ঐ পরিমাণানুসারে [তাহা] মাপিলেন। ৩৬ তাহার বাসা ও উপস্তম্ভ ও মণ্ডপ এবং চারি দিগে বাতায়ন ছিল; [দ্বার] পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ ও পঁচিশ হস্ত প্রস্থ ছিল। ৩৭ তাহার উপস্তম্ভ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে, এবং এ দিগে ও দিগে উপস্তম্ভে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল; এবং আট সোপান তাহার আরোহণী ছিল।

৩৮ দ্বার সকলের উপস্তম্ভের নিকটে দ্বারযুক্ত এক২ কুঠরী ছিল, তথায় লোকেরা হোমীয় [দ্রব্য] ধৌত করিত। ৩৯ এবং দ্বারের বারাণ্ডাতে এ দিগে দুই মেজ, ও দিগে দুই মেজ ছিল, তাহার নিকটে হোমার্থক ও পাপার্থক ও দোষার্থক বলি হনন করিতে হইত। ৪০ এবং [দ্বারের] বগলে বাহিরে উত্তর দ্বারের প্রবেশস্থানে আরোহণীর কাছে দুই মেজ ছিল, পুনরায় দ্বারের বারাণ্ডার পার্শ্ববর্ত্তি অন্য বগলে দুই মেজ ছিল। ৪১ এই রূপে দ্বারের বগলে এ দিগে চারি মেজ, ও দিগে চারি মেজ, সর্ব্বশুদ্ধ আট মেজ ছিল, সে স্থানে [বলি] হনন করা যাইত। ৪২ এবং আরোহণীতে চারি মেজ ছিল, তাহা তক্ষিত

প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দেড় হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও এক হস্ত উচ্চ ছিল, হোমার্থক প্রভৃতি বলিদেয় [পশু] সকল যদ্দ্বারা হনন করা যাইত, সেই সকল অস্ত্র তথায় রাখা যাইত। [৪৩] এবং চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ দুই ২ আঁকড়া চারি দিগে ভিত্তিতে মারা ছিল, এবং মেজ সকলের উপরে নৈবেদ্যের মাংস রাখা যাইত।

[৪৪] আর ভিতরের দ্বারের বাহিরে অন্তঃপ্রাঙ্গণে গায়কদের কুঠরী সকল ছিল, তাহা উত্তর দ্বারের বগলে স্থিত অথচ দক্ষিণাভিমুখ ছিল; এবং পূর্ব্ব দ্বারের বগলে উত্তরাভিমুখ এক কুঠরী ছিল। [৪৫] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, যে যাজকেরা গৃহের রক্ষণীয় রক্ষা করে, এই দক্ষিণাভিমুখ কুঠরী তাহাদের হইবে। [৪৬] এবং যে যাজকেরা যজ্ঞবেদির রক্ষণীয় রক্ষা করে, এই উত্তরাভিমুখ কুঠরী তাহাদের হইবে। সাদোকের সন্তানগণ সেই যাজকবর্গ, কেননা লেবির সন্তানদের মধ্যে তাহারাই সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়। [৪৭] অপর তিনি সেই প্রাঙ্গণ মাপিলেন, তাহা এক শত হস্ত দীর্ঘ ও এক শত হস্ত প্রস্থ, চারি দিগে সমান ছিল; এবং তিনি গৃহের অগ্রে স্থিত যজ্ঞবেদিও মাপিলেন;

[৪৮] অপর তিনি আমাকে গৃহের বারাণ্ডাতে লইয়া গিয়া সেই বারাণ্ডার উপস্তম্ভ মাপিলেন; তাহা এ দিগে পাঁচ হস্ত, ও দিগে পাঁচ হস্ত পরিমিত; এবং দ্বারের প্রস্থ এ দিগে তিন হস্ত, ও দিগে তিন হস্ত পরিমিত ছিল। [৪৯] বারাণ্ডার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত ও প্রস্থ একাদশ হস্ত পরিমিত ছিল; এবং লোকেরা যাহা দিয়া উঠিত, সেই সোপানে তাহার উপস্তম্ভ, এবং উপস্তম্ভের নিকটে এ দিগে এক স্তম্ভ, ও দিগে এক স্তম্ভ ছিল।

৪১ অধ্যায়।

[১] অপর তিনি আমাকে প্রাসাদের নিকটে আনিয়া [তাহার] উপস্তম্ভ সকল মাপিলেন; তাম্বুর প্রস্থে তাহার প্রস্থ এ দিগে ছয় হস্ত, ও দিগে ছয় হস্ত ছিল। [২] এবং প্রবেশস্থানের প্রস্থ দশ হস্ত, ও সেই প্রবেশস্থানের বগলে এ দিগে পাঁচ হস্ত, ও দিগে পাঁচ হস্ত। অপর তিনি তাহার দীর্ঘতা চল্লিশ হস্ত, ও প্রস্থ বিংশতি হস্ত মাপিলেন। [৩] পরে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া [অভ্যন্তরের] প্রবেশস্থানের উপস্তম্ভ দুই হস্ত, ও প্রবেশস্থান ছয় হস্ত, ও প্রবেশস্থানের প্রস্থ সাত হস্ত মাপিলেন। [৪] পরে তিনি তাহার দীর্ঘতা বিংশতি হস্ত ও প্রাসাদের অগ্রদেশে তাহার প্রস্থ বিংশতি হস্ত মাপিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, ইহা অতি পবিত্র স্থান।

[৫] পরে তিনি গৃহের ভিত্তি ছয় হস্ত, ও চতুর্দ্দিগে গৃহ বেষ্টনকারি পার্শ্বস্থ নিলয় চারি হস্ত প্রস্থ মাপিলেন। [৬] এক শ্রেণীর উপরে অন্য শ্রেণী, এই রূপে তিন নিলয়শ্রেণী, তাহার এক ২ শ্রেণীতে ত্রিশ নিলয় ছিল; এবং [গৃহের সহিত] সংলগ্ন হইবার তিমিত্তে চারি দিক্স্থ সকল নিলয়ে গৃহের গায়ে এক ভিত্তি ছিল; তাহার উপরে সে সকল নির্ভর করিত, কিন্তু গৃহের ভিত্তিতে বদ্ধ ছিল না। [৭] এবং নিলয় সকলের উচ্চতানুক্রমে তাহা উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া [গৃহ] বেষ্টন করিল, কারণ তাহা চারি দিগে উচ্চতা পর্য্যন্ত [গৃহ] বেষ্টন করিল, এই জন্যে উচ্চতানুক্রমে গৃহের গায়ে উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইল; এবং নীচতম শ্রেণীহইতে মধ্য শ্রেণী দিয়া উচ্চতম শ্রেণীতে যাইবার পথ ছিল। [৮] আর আমি চারি দিগে গৃহের গায়ে সোপানাকৃতি দেখিলাম, তাহা সেই সকল নিলয়ের ভিত্তিমূল, তাহা সম্পূর্ণ এক নল পরিমিত, অর্থাৎ যোগের স্থান পর্য্যন্ত ছয় হস্ত পরিমিত ছিল। [৯] বহির্দ্দিগে নিলয়-শ্রেণীর যে ভিত্তি ছিল, তাহা পাঁচ হস্ত প্রস্থ ছিল, এবং অবশিষ্ট [শূন্য] স্থান গৃহের পার্শ্বস্থ সেই সকল নিলয়ের অন্তর্দ্দেশ ছিল। [১০] [উক্ত ভিত্তির] ও কুঠরী সকলের মধ্যে গৃহের চারি দিগে সর্ব্বত্র বিংশতি হস্ত প্রস্থ স্থান ছিল। [১১] এবং নিলয়শ্রেণীর দ্বার সেই শূন্য স্থানের দিগে ছিল, তাহার এক দ্বার উত্তর দিগে, ও অন্য দ্বার দক্ষিণ দিগে ছিল; এবং চারি দিগে সেই শূন্য স্থানের প্রস্থতা পাঁচ হস্ত ছিল।

[১২] আর ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের সম্মুখে পশ্চিম দিগে যে গাঁথনি ছিল, তাহা সত্তর হস্ত প্রস্থ ছিল, এবং চারি দিগে সেই গাঁথনির ভিত্তি পাঁচ হস্ত প্রস্থ; এবং তাহার দীর্ঘতা নব্বই হস্ত ছিল। [১৩] অপর তিনি গৃহের দীর্ঘতা এক শত হস্ত, এবং ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের ও গাঁথনির ও তাহার ভিত্তির দীর্ঘতা এক শত হস্ত মাপিলেন। [১৪] এবং পূর্ব্ব দিগে গৃহের ও ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রদেশ এক শত হস্ত প্রস্থ ছিল।

[১৫] এই রূপে তিনি ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রদেশে স্থিত গাঁথনির দীর্ঘতা, অর্থাৎ উহার পশ্চাৎ যাহা ছিল, তাহা এবং এ দিগে ও দিগে উহার অপ্রশস্ত বারাণ্ডা এক শত হস্ত মাপিলেন, এবং অন্তঃপ্রাসাদকে ও প্রাঙ্গণের বারাণ্ডা সকলকে [মাপিলেন]। [১৬] এই তিনের চতুর্দ্দিগে শিলা ও জালবদ্ধ বাতায়ন এবং অপ্রশস্ত বারাণ্ডা ছিল, এক ২ শিলার সম্মুখে চতুর্দ্দিগে কাষ্ঠের তিরস্করিণী, [এই সকলের] এবং বাতায়ন পর্য্যন্ত [ভিত্তির] দেশ, [১৭] এবং আচ্ছাদিত বাতায়ন, এবং প্রবেশস্থানের ঊর্দ্ধস্থ দেশ এবং অন্তর্গৃহ ও বাহিরের স্থান ও সমস্ত ভিত্তি, চারি দিগে ভিতরে ও বাহিরে যাহা ২ ছিল, সকলের বিশেষ ২ পরিমাণ [নিরূপিত হইল]।

[১৮] এবং করুবের ও খর্জ্জূরের শিল্পকর্ম্ম ছিল, দুই ২ করুবের মধ্যে এক ২ খর্জ্জূরবৃক্ষ, এবং এক ২ করুবের দুই ২ মুখ ছিল। [১৯] ফলতঃ এক পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের দিগে মনুষ্যের মুখ, এবং অন্য পার্শ্বস্থ খর্জ্জূরের দিগে সিংহের মুখ চারি দিগে সমস্ত গৃহে শিল্পিত ছিল। [২০] ভূমি অবধি দ্বারের উপরিভাগ পর্য্যন্ত সেই করুব ও খর্জ্জূরবৃক্ষ শিল্পিত ছিল; ইহা প্রাসাদের ভিত্তি।

২১ প্রাসাদের দ্বারকাষ্ঠ সকল চতুষ্কোণ, এবং পবিত্র স্থানের অগ্রদেশের আকৃতি সেই আকৃতির তুল্য ছিল। ২২ বেদি কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং তিন হস্ত উচ্চ ও দুই হস্ত দীর্ঘ; এবং তাহার কোণ ও পায়া ও গাত্র কাষ্ঠময় ছিল। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, ইহা সদাপ্রভুর সম্মুখে স্থিত মেজ। ২৩ এবং প্রাসাদের ও পবিত্র স্থানের দুই দ্বার, ২৪ এবং এক২ দ্বারের দুই২ কপাট ছিল; প্রত্যেক কপাটের দুই২ ঘূরণীয় পাট ছিল, অর্থাৎ এক কপাটের দুই পাট, ও অন্য কপাটের দুই পাট ছিল। ২৫ তাহাতে অর্থাৎ প্রাসাদের সেই সকল কপাটে ভিত্তির শিল্পকর্ম্মের ন্যায় করূব ও খর্জ্জুর লিপ্পিত ছিল। এবং বহিঃস্থ বারাণ্ডার অগ্রদেশে কাষ্ঠের ঝিলিমিলি ছিল। ২৬ এবং বারাণ্ডার দুই বগলে এবং গৃহের পার্শ্বস্থ সকল নিলয়ে ও ঝিলিমিলিতে জালবদ্ধ বাতায়ন, এবং তাহার এ দিগে ও দিগে খর্জ্জূরাকৃতি ছিল।

৪২ অধ্যায়।

১ অপর তিনি আমাকে উত্তর দিক্‌স্থ পথে বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া গিয়া ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের সম্মুখে ও গাঁথনির সম্মুখে উত্তর দিক্‌স্থ কুঠরীশ্রেণীর নিকটে উপস্থিত করিলেন। ২ আমার সম্মুখস্থ তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত পরিমিত, ও দ্বার উত্তর দিগে, ও প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত ছিল। ৩ তাহা অন্তঃপ্রাঙ্গণের বিংশতি হস্ত [পরিমিত স্থানের] সম্মুখে এবং বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রস্তরবাঁধা পথের সম্মুখে ছিল, এবং এক সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডার অনুরূপ অন্য সঙ্কীর্ণ বারাণ্ডা তৃতীয় তালা পর্য্যন্ত ছিল। ৪ এবং কুঠরী সকলের অগ্রে দশ হস্ত প্রস্থ এক মার্গ ছিল, এবং এক [শত] হস্ত পরিমিত পথ অভ্যন্তরে যাইত, এবং সকলের দ্বার উত্তর দিগে ছিল। ৫ উপরিস্থ কুঠরী ক্ষুদ্র ছিল, কেননা গাঁথনির অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কুঠরীহইতে ইহাদের স্থান বারাণ্ডাদ্বারা ন্যূনীকৃত ছিল। ৬ কেননা তাহাদের তিন থাক ছিল, কিন্তু প্রাঙ্গণস্তম্ভের সদৃশ স্তম্ভ ছিল না, তজ্জন্য অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত অপেক্ষা ইহাদের ভূমি সঙ্কুচিত ছিল। ৭ আর বাহিরে কুঠরী সকলের অনুবর্ত্তী অথচ বহিঃপ্রাঙ্গণের পার্শ্বে কুঠরী সকলের অগ্রে এক বেড়া ছিল, তাহা পঞ্চাশ হস্ত দীর্ঘ। ৮ কারণ বহিঃপ্রাঙ্গণের [পার্শ্বে] কুঠরীদের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত ছিল, কিন্তু দেখ, প্রাসাদের অগ্রে তাহা এক শত হস্ত ছিল। ৯ বহিঃপ্রাঙ্গণহইতে তথায় গেলে প্রবেশস্থান এই কুঠরীর নীচে পূর্ব্ব দিগে ছিল। ১০ প্রাঙ্গণের বেড়ার প্রশস্ত পার্শ্বে পূর্ব্ব দিগে ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে এবং গাঁথনির অগ্রে কুঠরীশ্রেণী ছিল। ১১ এবং তাহাদের অগ্রে এক পথ ছিল। দীর্ঘতা, প্রস্থতা, নির্গমনস্থান, বিধান, দ্বার, এই সকল লইয়া ইহাদের আকার উত্তর দিক্‌স্থ কুঠরী সকলের ন্যায় ছিল। ১২ দক্ষিণ দিগের কুঠরীর প্রবেশস্থান সকলের ন্যায় প্রবেশস্থান পথের মুখে ছিল; সেই পথ তথাকার বেড়ার অগ্রে অথচ আগমনকারির পূর্ব্ব দিগে ছিল।

১৩ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, ব্যবচ্ছিন্ন স্থলের অগ্রে উত্তর ও দক্ষিণ দিগের যে সকল কুঠরী আছে, তাহা পবিত্র কুঠরী। যে যাজকেরা সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়, তাহারা সেই স্থানে অতি পবিত্র দ্রব্য সকল ভোজন করিবে, এবং সেই স্থানে নৈবেদ্য ও পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি প্রভৃতি অতি পবিত্র দ্রব্য সকল রাখিবে, কেননা স্থানটী পবিত্র। ১৪ যে সময়ে যাজকেরা প্রবেশ করে, সেই সময়ে পবিত্র স্থানহইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে নির্গমন করিবে না; তাহারা যে২ বস্ত্র পরিয়া পরিচর্য্যা করে, সেই সকল বস্ত্র তথায় রাখিবে, কেননা সে সকল পবিত্র; তাহারা অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে, পরে প্রজাগণের স্থানে গমন করিবে।

১৫ অভ্যন্তরস্থ গৃহের মাপন সমাপ্ত করিলে পর তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের দিগে বাহিরে লইয়া গেলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ মাপিলেন। ১৬ তিনি মাপিবার নল দিয়া পূর্ব্ব পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত নল পরিমিত। ১৭ এবং উত্তর পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ শত নল পরিমিত। ১৮ এবং দক্ষিণ পার্শ্ব মাপিলেন, মাপিবার নলে তাহা পাঁচ শত নল পরিমিত। ১৯ পরে তিনি পশ্চিম পার্শ্বের প্রতি ফিরিয়া মাপিবার নল দিয়া তাহা পাঁচ শত নল মাপিলেন। ২০ এই রূপে তিনি তাহার চারি পার্শ্ব মাপিলেন; পবিত্র এবং অপবিত্র স্থানের মধ্যে বিচ্ছেদ করণার্থে তাহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর ছিল; তাহা পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ ছিল।

৪৩ অধ্যায়।

১ পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের নিকটে আনিলে ২ আমি দেখিলাম, পূর্ব্ব দিক্‌হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ আসিতেছে; তাহার শব্দ জলরাশির শব্দের ন্যায়, এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিময়ী হইল। ৩ আমি যে আকার দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ নগরের বিনাশার্থে আগমন কালে যে আকার দেখিয়াছিলাম, এ তদ্রূপ আকার, এবং কবার নদীর তীরে যে আকার দেখিয়াছিলাম তদ্রূপ আকার ছিল; তাহাতে আমি উবুড় হইয়া পড়িলাম। ৪ এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের পথ দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। ৫ পরে বায়ু আমাকে উঠাইয়া অন্তঃপ্রাঙ্গণে আনিল; তাহাতে দেখিলাম, মন্দির সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ। ৬ এবং আমি মন্দিরের মধ্যহইতে আমার প্রতি বাক্যবাদি ব্যক্তির রব শুনিলাম, এবং এক ব্যক্তি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন।

৭ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, ইহা আমার সিংহাসনের স্থান, এবং ইহাই আমার পদতল রাখিবার স্থান; এই স্থানে ইস্রা-

য়েলের সন্তানগণের মধ্যে আমি অনন্ত কাল বাস করিব; এবং ইস্রায়েলের কুল, অর্থাৎ তাহারা ও তাহাদের রাজগণ আপন ২ ব্যভিচার ও রাজগণের শব, অর্থাৎ আপনাদের উচ্চস্থলীদ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অশুচি করিবে না। [৮]তাহারা আমার শিলার অব্যবহিত স্থানে আপনাদের শিলা, ও আমার চৌকাঠের পার্শ্বে আপনাদের চৌকাঠ দিয়া, এবং আমার ও আপনাদের মধ্যে কেবল এক ভিত্তি রাখিয়া আপনাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়াদ্বারা আমার পবিত্র নাম অশুচি করিত, এই নিমিত্তে আমি নিজ ক্রোধানলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছি। [৯] এখন তাহারা আপনাদের ব্যভিচার ও আপনাদের রাজাদের শব সকল আমাহইতে দূর করিবে, এবং আমি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে বাস করিব।

[১০] হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি ইস্রায়েলের কুলকে এই মন্দিরের কথা জ্ঞাত কর, তাহারা আপন ২ অপরাধের জন্যে বিষণ্ণ হউক, এবং ইহার যুক্ত রচনা পরিমাণ করুক। [১১] যদি তাহারা আপনাদের কৃত সমস্ত কর্ম্ম প্রযুক্ত বিষণ্ণ হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে মন্দিরের আকার, যুক্ত রচনা, নির্গমনের ও প্রবেশের স্থান, তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত বিধি, সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত ব্যবস্থা জ্ঞাত কর, ও তাহাদের সমক্ষে লিখ, এবং তাহারা তাহার সমস্ত আকৃতি ও সমস্ত বিধি রক্ষা করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম করুক। [১২] মন্দিরের ব্যবস্থা এই; পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরিস্থ চারি দিগে তাহার সমস্ত পরিসীমা অতি পবিত্র। দেখ, ইহাই মন্দিরের ব্যবস্থা।

[১৩] প্রত্যেক হস্ত এক হস্ত চারি অঙ্গুলি পরিমিত, এমত হস্তানুসারে যজ্ঞবেদির পরিমাণ সকল এই। তাহার মূল এক হস্ত [উচ্চ] এবং এক হস্ত প্রস্থ, এবং চতুর্দ্দিগে তাহার প্রান্তে স্থিত নিকাল এক বিতস্তি পরিমিত; ইহা যজ্ঞবেদির তল। [১৪] এবং ভূমিস্থ মূলাবধি অধঃস্থ সোপানাকৃতি পর্য্যন্ত দুই হস্ত ও তাহার প্রস্থতা এক হস্ত; আবার সেই ক্ষুদ্র সোপানাকৃতি অবধি বৃহৎ সোপানাকৃতি পর্য্যন্ত চারি হস্ত, ও তাহার প্রস্থতা এক হস্ত। [১৫] এবং পুণ্য মৃত্তিকাচয় চারি হস্ত; এবং পুণ্যচুল্লীহইতে তাহার ঊর্দ্ধে চারি শৃঙ্গ হইবে। [১৬] এবং সেই পুণ্যচুল্লী বারো হস্ত দীর্ঘ ও বারো হস্ত প্রস্থ, চারি দিগে সমান হইবে। [১৭] এবং সোপানটী চতুর্দ্দশ হস্ত দীর্ঘ ও চতুর্দ্দশ হস্ত প্রস্থ চতুরস্র, এবং তাহার চারি দিগে স্থিত নিকাল অর্দ্ধহস্ত পরিমিত, এবং তাহার মূল চারি দিগে এক হস্ত পরিমিত হইবে, এবং তাহার আরোহনী পূর্ব্বাভিমুখ হইবে।

[১৮] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই যজ্ঞবেদিতে হোমবলিদান ও রক্তপ্রোক্ষণ করণার্থে যে দিনে তাহা প্রস্তুত করা যাইবে, সেই দিনের নিমিত্তে তদ্বিষয়ক বিধি এই। [১৯] প্রভু সদাপ্রভু কহেন, সাদোক বংশজাত যে লেবীয় যাজকগণ আমার পরিচর্য্যা করিতে আমার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তুমি পাপার্থক বলিদানের জন্যে এক যুব বৃষ দিবা। [২০] পরে তাহার রক্তের কিয়দংশ লইয়া বেদির চারি শৃঙ্গে ও সোপানের চারি প্রান্তে ও চারি দিগে তাহার নিকালে সেচন করিয়া বেদি মুক্তপাপ করিবা, ও তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবা। [২১] পরে ঐ পাপার্থক বৃষকে লইয়া পবিত্র স্থানের বাহিরে মন্দিরের নিরূপিত স্থানে দগ্ধ করাইবা। [২২] এবং দ্বিতীয় দিনে পাপার্থক বলিরূপে এক নির্দ্দোষ ছাগকে উৎসর্গ করিবা; তাহাতে [যাজকেরা] বৃষদ্বারা যেমন করিয়াছিল, তেমনি যজ্ঞবেদি মুক্তপাপ করিবে। [২৩] পাপার্থক বলিদান সমাপ্ত করিলে পর তুমি নির্দ্দোষ এক যুববৃষ ও পালের নির্দ্দোষ এক মেষ উৎসর্গ করিবা। [২৪] তুমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিবা, এবং যাজকগণ তাহাদের উপরে লবণ প্রক্ষেপ করিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থে তাহাদিগকে বলিদান করিবে। [২৫] সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তুমি পাপার্থক বলিরূপে এক ২ ছাগ উৎসর্গ করিবা, এবং তাহারা নির্দ্দোষ এক যুববৃষ ও পালের এক মেষ উৎসর্গ করিবে। [২৬] সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাহারা যজ্ঞবেদির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ও তাহা শুচি করিবে ও সংস্কারদ্বারা যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। [২৭] সেই সকল দিন অতীত হইলে পর অষ্টম দিনাবধি যাজকেরা সেই যজ্ঞবেদিতে তোমাদের হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব; ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

৪৪ অধ্যায়।

[১] অপর তিনি ধর্ম্মধামের পূর্ব্বাভিমুখ বহির্দ্বারের দিগে আমাকে ফিরাইয়া আনিলেন; তখন সেই দ্বার রুদ্ধ ছিল। [২] পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এই দ্বার রুদ্ধ থাকিবে, খোলা যাইবে না; এবং ইহা দিয়া কেহ প্রবেশ করিবে না; কেননা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ইহা দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তন্নিমিত্তে ইহা রুদ্ধ থাকিবে। [৩] অধ্যক্ষ বলিয়া কেবল অধ্যক্ষ সদাপ্রভুর সম্মুখে আহার করণার্থে ইহার মধ্যে বসিতে পারিবেন; তিনি এই দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া ভিতরে আসিবেন, ও সেই পথ দিয়া বাহিরে যাইবেন।

[৪] পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে মন্দিরের সম্মুখে আনিলেন; তাহাতে আমি দৃষ্টিপাত করিয়া সদাপ্রভুর গৃহ সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ আছে দেখিয়া উবুড় হইয়া পড়িলাম। [৫] তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, সদাপ্রভুর গৃহের সমস্ত বিধি ও সমস্ত ব্যবহার বিষয়ে যাহা ২ আমি তোমাকে কহিব, তুমি তাহাতে মনোযোগ কর, চক্ষুতে তাহা নিরীক্ষণ কর ও কর্ণে স্থান দান কর, এবং ধর্ম্মধামের সকল নির্গমনস্থান দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করণ বিষয়ে মনোযোগ

কর। [৬] এবং সেই বিদ্রোহি দল অর্থাৎ ইস্রায়েলের কুলকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের কুল, তোমাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়া যথেষ্ট হইয়াছে। [৭] বস্তুতঃ তোমরা অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও অচ্ছিন্নত্বক্ মাংসবিশিষ্ট বিজাতীয় লোকদিগকে আমার ধর্ম্মধামে থাকিতে ও আমার গৃহ অপবিত্র করিতে দিয়া ভিতরে আনয়ন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের কর্তৃক আমার ভক্ষ্য মেদ ও রক্তের উৎসর্গকালে তোমাদের ঘৃণ্য ক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহারাও আমার নিয়ম অন্যথা করিত। [৮] এবং তোমরা আমার সকল পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষা আপনারা না করিয়া আপনাদের ইচ্ছামতে উহাদিগকে আমার ধর্ম্মধামের রক্ষণীয় রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছ।

[৯] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের সন্তানগণের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় লোক আছে, তাহাদের মধ্যে অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও অচ্ছিন্নত্বক্ মাংসবিশিষ্ট কোন বিজাতীয় লোক আমার ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে না। [১০] অধিকন্তু ইস্রায়েল যখন আপন পুত্তলিদিগের অনুগমনার্থে আমাহইতে ভ্রমণ করিয়াছিল, তখন যে লেবীয় লোকেরা আমাহইতে দূরে গিয়াছিল, তাহারাও আপন ২ পাপ বহন করিবে। [১১] তাহারা আমার ধর্ম্মধামে পরিচারক হইয়া মন্দিরের সকল দ্বারে দ্বারী ও মন্দিরের পরিচারক হইবে, তাহারা প্রজা লোকদের জন্যে হোমার্থকাদি বলি সকল বহন করিবে, ও তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। [১২] কেননা তাহাদের পুত্তলিগণের সাক্ষাতে তাহারা প্রজাগণের পরিচর্য্যা করিত, এবং ইস্রায়েল্ কুলের অপরাধজনক বিঘ্নস্বরূপ হইত, তজ্জন্য আমি তাহাদের প্রতিকূলে আপন হস্ত তুলিয়া শপথ করিলাম, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন; তাহারা আপন ২ পাপ বহন করিবে। [১৩] আমার যাজন কর্ম্ম করিতে তাহারা আমার নিকটবর্ত্তী হইবে না; এবং আমার পবিত্র দ্রব্য সকলের, বিশেষতঃ আমার অতি পবিত্র দ্রব্য সকলের নিকটে আসিবে না, কিন্তু আপনাদের অপমান ও আপনাদের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ভার বহন করিবে। [১৪] আমি তাহাদিগকে মন্দিরের সমস্ত দাস্যকর্ম্মে ও তন্মধ্যে কর্ত্তব্য সমস্ত কর্ম্মে তাহার রক্ষণীয়ের রক্ষক করিব। [১৫] কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানগণ যখন আমাকে ছাড়িয়া ভ্রান্ত হইল, তখন সাদোকের সন্তান যে লেবীয় যাজকেরা আমার ধর্ম্মধামের রক্ষণীয় রক্ষা করিত, তাহারাই আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার নিকটবর্ত্তী হইবে, এবং আমার উদ্দেশে মেদ ও রক্ত উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। [১৬] তাহারাই আমার ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিবে, এবং তাহারাই আমার পরিচর্য্যা করণার্থে আমার মেজের নিকটে আসিবে, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা করিবে।

[১৭] অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বারে প্রবেশ করণকালে তাহারা মসিনার বস্ত্র পরিধান করিবে; অন্তঃপ্রাঙ্গণের সকল দ্বারে ও তদভ্যন্তরে পরিচর্য্যা করণকালে তাহাদের গাত্রে মেষলোমের বস্ত্র উঠিবে না। [১৮] তাহাদের মস্তকে মসিনার শিরোভূষণ ও কটিদেশে মসিনার জাঙ্গিয়া থাকিবে, এবং তাহারা ঘর্ম্মজনক বন্ধনে বদ্ধকটি হইবে না। [১৯] এবং মসিনার বস্ত্র পরিয়া পরিচর্য্যা করণানন্তর যখন তাহারা বহিঃপ্রাঙ্গণে অর্থাৎ প্রজাবর্গের সমীপে বহিঃপ্রাঙ্গণে নির্গমন করিবে, তখন ঐ বস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মধামের কুঠরীতে রাখিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিবে; আপনাদের ঐ বস্ত্রদ্বারা প্রজা লোকদিগকে পবিত্র করিবে না। [২০] তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও কেশ দীর্ঘ হইতে দিবে না, কিন্তু মস্তকের কেশ ছেদন করিবে। [২১] আর অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করণকালে যাজকদের মধ্যে কেহই দ্রাক্ষারস পান করিবে না। [২২] তাহারা বিধবাকে কিম্বা স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না, কিন্তু ইস্রায়েল্ কুলজাত অনূঢ়া কন্যাকে কিম্বা মৃত যাজকের বিধবাকে বিবাহ করিবে। [২৩] আর তাহারা আমার প্রজাগণকে পবিত্রাপবিত্রের প্রভেদ শিক্ষা দিবে, ও শুচ্যশুচির প্রভেদ জানাইবে। [২৪] এবং বিবাদ হইলে তাহারা বিচারার্থে উপস্থিত হইয়া আমার সকল শাসনানুসারে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিবে; এবং আমার সমস্ত পর্ব্বে আমার ব্যবস্থা ও আমার বিধি সকল পালন করিবে, ও আমার বিশ্রামদিন সকল পবিত্র করিয়া মানিবে। [২৫] অশৌচের ভয়ে তাহারা কোন মৃত লোকের শবসমীপে যাইবে না, কেবল পিতা কি মাতা, পুত্র কি কন্যা, ভ্রাতা কি অনূঢ়া ভগিনীর নিমিত্তে তাহারা অশুচি হইতে পারিবে। [২৬] যাজক শুচি হইলে পর তাহার জন্যে [আর] সাত দিন গণিত হইবে। [২৭] পরে যে দিনে সে ধর্ম্মধামের মধ্যে পরিচর্য্যা করণার্থে ধর্ম্মধামে অর্থাৎ অন্তঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবে, সেই দিনে আপনার জন্যে পাপার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। [২৮] আর তাহাদের রিক্‌থের এই নিয়ম হইবে, আমিই তাহাদের রিক্‌থ; তোমরা ইস্রায়েলের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার দিবা না, আমিই তাহাদের অধিকার। [২৯] ভক্ষ্য নৈবেদ্য, পাপার্থক বলি ও দোষার্থক বলি সকল তাহাদের খাদ্য হইবে, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে যাবতীয় বর্জিত দ্রব্য তাহাদের হইবে। [৩০] এবং যাবতীয় আশুপক্ক শস্যাদির মধ্যে প্রত্যেকের অগ্রিমাংশ, এবং তোমাদের যাবতীয় উপহারের মধ্যে প্রত্যেক উপহারের সকলই যাজকদের হইবে; এবং তোমরা আপন ২ ছানা ময়দার অগ্রিমাংশ যাজককে দিবা, তাহা করিলে আপন ২ গৃহে আশীর্ব্বাদের অবস্থিতি করাইবা। [৩১] এবং পক্ষী হউক কি পশু হউক, স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ কিছুই যাজকদের খাদ্য হইবে না।

৪৫ অধ্যায়।

১ আর যে সময়ে তোমরা রিক্‌থ নিরূপণার্থে গুলি-বাঁট করিয়া দেশ বিভাগ করিবা, সেই সময়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দেশের পবিত্র অংশ বলিয়া এক ভূম্যুপহার নিবেদন করিবা; তাহা পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও বিংশতি সহস্র নল প্রস্থ হইবে; ইহা চারি দিগে আপন সমস্ত পরিসীমার মধ্যে পবিত্র হইবে। ২ তাহার মধ্যে পাঁচ শত নল দীর্ঘ ও পাঁচ শত নল প্রস্থ, চারি দিগে সমান ভূমি ধর্ম্মধামের জন্যে থাকিবে, আবার তাহার বহির্ভাগে চারি দিগে পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত পরিসর থাকিবে। ৩ ঐ পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ [ভূমি] মাপিবা, তাহারই মধ্যে ধর্ম্মধাম অতি পবিত্র স্থান হইবে। ৪ দেশের এই যে পবিত্র অংশ, ইহা সদাপ্রভুর পরিচর্য্যার্থে তাঁহার নিকটে আগমনকারি [অর্থাৎ] ধর্ম্মধামের পরিচারক যাজকদের হইবে; ইহা তাহাদের জন্যে গৃহ নির্ম্মাণের স্থান ও ধর্ম্মধামের জন্যে পবিত্র স্থান হইবে। ৫ আবার পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ ভূমি মন্দিরের পরিচারক লেবীয়দের জন্যে বসতিদ্বারার্থক ভূম্যধিকার হইবে। ৬ অধিকন্তু নগরের ভূম্যধিকারের নিমিত্তে তোমরা পবিত্র উপহারের পার্শ্বে পাঁচ সহস্র নল প্রস্থ ও পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ভূমি দিবা, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্‌ কুলের জন্যে হইবে। ৭ আবার পবিত্র উপহারের এবং নগরাধিকারের উভয় পার্শ্বে সেই পবিত্র উপহারের অগ্রে ও নগরাধিকারের অগ্রে অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পশ্চিমে ও পূর্ব্ব প্রান্তের পূর্ব্বে এবং দীর্ঘতাতে পশ্চিম সীমাহইতে পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত [বিস্তৃত] অংশ সকলের মধ্যে কোন অংশের সমান ভূমি অধ্যক্ষকে দিবা। ৮ ইহা তাঁহার ভূমি এবং ইস্রায়েলের মধ্যে তাঁহার অধিকার হইবে; তাহা হইলে আমার নিযুক্ত অধ্যক্ষেরা আর আমার প্রজাদিগকে উপদ্রব করিবেন না, কিন্তু ইস্রায়েল্‌ কুলকে আপন ২ বংশানুসারে [সমস্ত] দেশ দিবেন।

৯ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ, তোমাদের যথেষ্ট পাপ হইয়াছে; তোমরা আপনাদের হইতে দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার দূর কর, ন্যায়বিচার ও ধার্ম্মিকতা প্রচলিত কর, আমার প্রজাদিগকে তাড়াইয়া দিতে ক্ষান্ত হও, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি। ১০ ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য বাৎ [মন] তোমাদের হউক। ১১ ঐফার ও বাতের একই পরিমাণ হইবে; বাৎ হোমরের দশমাংশ, ঐফাও হোমরের দশমাংশ হইবে, এ উভয়ের পরিমাণ হোমরের অনুরূপ হইবে। ১২ এবং শেকল্‌ বিংশতি গেরা পরিমিত হইবে; বিংশতি শেকলে, পঁচিশ শেকলে, ও পোনরো শেকলে তোমাদের এক মানি হইবে। ১৩ তোমাদের আদেয় উপহার এই। গোমের হোমরহইতে ঐফার ষষ্ঠাংশ, ও যবের হোমরহইতে ঐফার ষষ্ঠাংশ। ১৪ এবং তৈলের বিধি বাৎসম্বন্ধীয়, তৈলের এক কোরহইতে বাতের দশমাংশ; [কোর] দশ বাৎ পরিমিত অথচ হোমরের সমান, কেননা দশ বাতে হোমর হয়। ১৫ এবং ইস্রায়েলের জলসিক্ত ভূমিতে চরে এমত মেষাদিপালহইতে দুই শত মেষের মধ্যে এক মেষ। লোকদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তাহাই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও হোমবলির ও মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে হইবে। ১৬ দেশের সমস্ত প্রজা ইস্রায়েলের অধ্যক্ষকে এই উপহার দিতে বদ্ধ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন। ১৭ এবং পর্ব্বে ও অমাবস্যাতে ও বিশ্রামবারে এবং ইস্রায়েল্‌ কুলের সমস্ত উৎসবে হোমবলির এবং ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের উৎসর্জ্জন অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে; ইস্রায়েল্‌ কুলের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পাপার্থক বলিদান ও নৈবেদ্যের উৎসর্গ এবং হোম ও মঙ্গলার্থক বলিদান তিনি করিবেন।

১৮ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আদ্য মাসের প্রথম দিনে তুমি নির্দ্দোষ এক গোবৎস লইয়া ধর্ম্মধাম মুক্তপাপ করিবা। ১৯ এবং যাজক সেই পাপার্থক বলির রক্তের কিয়দংশ লইয়া মন্দিরের চৌকাঠে, যজ্ঞবেদির সোপানের চারি প্রান্তে, এবং অন্তঃপ্রাঙ্গণের দ্বারের চৌকাঠে দিবে। ২০ এবং প্রমত্ত ও অসতর্ক লোকের কারণ তুমি মাসের সপ্তম দিনেও তদ্রূপ করিবা, এই প্রকারে তোমরা মন্দিরের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবা। ২১ আদ্য মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে তোমাদের নিস্তারপর্ব্ব হইবে, তাহা সপ্ত দিনের উৎসব, তাহাতে তাড়ীশূন্য রুটী খাওয়া যাইবে। ২২ সেই দিনে অধ্যক্ষ আপনার জন্যে ও দেশস্থ সকল প্রজা লোকের জন্যে পাপার্থক বলিরূপে এক বৃষ উৎসর্গ করিবেন। ২৩ সেই উৎসবের সপ্তাহ ব্যাপিয়া তিনি সপ্ত দিনের মধ্যে প্রতিদিন নির্দ্দোষ সপ্ত বৃষ ও সপ্ত মেষ দিয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক বলিদান করিবেন, ও প্রতিদিন এক ছাগ দিয়া পাপার্থক বলিদান করিবেন। ২৪ এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের নিমিত্তে বৃষের প্রতি এক ঐফা ও মেষের প্রতি এক ঐফা পরিমিত সূজী, ও ঐফার প্রতি এক হিন তৈল দিবেন। ২৫ সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিনের পর্ব্বেও তিনি সাত দিন পর্য্যন্ত তদ্বৎ পাপার্থক ও হোমার্থক বলিদান এবং নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবেন।

৪৬ অধ্যায়।

১ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অন্তঃপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার কার্য্যার্থক ছয় দিন বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বিশ্রামদিনে মুক্ত হইবে, এবং অমাবস্যার দিনেও মুক্ত হইবে। ২ এবং অধ্যক্ষ বাহিরহইতে দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া দ্বারের চৌকাঠের নিকটে দণ্ডায়মান হইবেন, এবং যাজক-

গণ তাঁহার হোমার্থক ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবে; পরে তিনি দ্বারের শিলাতে প্রণিপাত করিয়া নির্গমন করিবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না হইলে দ্বার বন্ধ করা যাইবে না। [৩] এবং দেশের প্রজা লোক সকল বিশ্রামবারে ও অমাবস্যাতে সেই দ্বারের প্রবেশস্থানে সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিবে।

[৪] সদাপ্রভুর উদ্দেশে অধ্যক্ষকে যে বলিদান করিতে হইবে, তাহা এই; বিশ্রামবারে নির্দ্দোষ ছয় মেষশাবক ও নির্দ্দোষ এক মেষ। [৫] এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], এবং মেষশাবকদিগের জন্যে যতই তাঁহার হস্ত দিবে, এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল। [৬] এবং অমাবস্যার দিনে এক গোবৎস, ছয় মেষশাবক ও এক মেষ, ইহারা নির্দ্দোষ হইবে। [৭] এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে তিনি গোবৎসের প্রতি এক ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও মেষশাবকদের জন্যে আপন সম্পত্ত্যনুসারে যত দিতে পারেন, এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল দিবেন।

[৮] আর অধ্যক্ষ যখন আসিবেন, তখন দ্বারের বারাণ্ডার পথ দিয়া প্রবেশ করিবেন, এবং সেই পথ দিয়া নির্গমন করিবেন। [৯] এবং দেশের প্রজা লোক সকল পর্ব্বসময়ে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে আসিবে, তখন প্রণিপাত করণার্থে যে ব্যক্তি উত্তর দ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে দক্ষিণ দ্বারের পথ দিয়া নির্গমন করিবে; এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণ দ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে উত্তর দ্বারের পথ দিয়া নির্গমন করিবে; [যে ব্যক্তি] যে দ্বারের পথ দিয়া প্রবেশ করিবে, সে তথায় ফিরিয়া যাইবে না, কিন্তু আপনার সম্মুখস্থ পথ দিয়া নির্গমন করিবে। [১০] এবং অধ্যক্ষ তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রবেশকালে প্রবেশ করিবেন, ও তাহাদের নির্গমনকালে নির্গমন করিবেন।

[১১] এবং উৎসবে ও পর্ব্বে [দাতব্য] ভক্ষ্য নৈবেদ্য গোবৎসের প্রতি এক ঐফা, মেষের প্রতি এক ঐফা [সূজী], ও মেষশাবকদের জন্যে যতই তাঁহার হস্ত দিবে, এবং ঐফার প্রতি এক হিন তৈল লাগিবে। [১২] এবং অধ্যক্ষ যখন সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত দান করিতে স্বেচ্ছানুসারে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, তখন তাঁহার জন্যে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার খুলিয়া দিতে হইবে। এবং তিনি বিশ্রামবারে যেমন করেন, তেমনি আপন হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিবেন, পরে নির্গমন করিবেন, এবং তাঁহার নির্গমনানন্তর সেই দ্বার বন্ধ করা যাইবে।

[১৩] এবং তুমি প্রত্যহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলির জন্যে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক মেষশাবককে উৎসর্গ করিবা, প্রত্যহ প্রাতে তাহা উৎসর্গ করিবা। [১৪] এবং প্রত্যহ প্রাতে তৎসম্বন্ধীয় ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে ঐফার ষষ্ঠাংশ সূজী, ও তাহা আর্দ্র করণার্থে হিনের তৃতীয়াংশ তৈল, এই ভক্ষ্য নৈবেদ্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা, এই ২ বিধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিত্যস্থায়ী। [১৫] অতএব তোমরা প্রত্যহ প্রাতে সেই মেষশাবক ও নৈবেদ্য ও তৈল উৎসর্গ করিবা; ইহা নিত্য হোমবলি।

[১৬] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অধ্যক্ষ যদি আপন পুত্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু দান করেন, তবে তাহা তাহার রিক্থ হইবে, ও তাহার পুত্রদের প্রতি বর্ত্তিবে; তাহা রিক্থ বলিয়া পুত্রপৌত্রানুক্রমে তাহাদের অধিকার হইবে। [১৭] কিন্তু তিনি যদি আপনার কোন দাসকে আপন রিক্থের কিছু দান করেন, তবে তাহা মুক্তিবৎসর পর্য্যন্ত তাহার থাকিবে, পরে পুনর্ব্বার অধ্যক্ষের হইবে; কেবল তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার রিক্থ পাইবে। [১৮] এবং অধ্যক্ষ প্রজাদিগকে দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক অধিকারচ্যুত করণার্থে তাহাদের রিক্থহইতে কিছু লইবেন না; তিনি আপনারই অধিকারের মধ্যহইতে আপন পুত্রদিগকে রিক্থ দিবেন, পাছে আমার প্রজারা আপন ২ অধিকারহইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

[১৯] পরে তিনি দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রবেশের পথ দিয়া আমাকে যাজকদের জন্যে পবিত্র উত্তরমুখ কুঠরীশ্রেণীতে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, তাহার পশ্চিম গৃহগর্ভে এক স্থান ছিল। [২০] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই স্থানে যাজকেরা দোষার্থক ও পাপার্থক বলি পাক করিবে ও নৈবেদ্য ভর্জন করিবে, পাছে বহিঃপ্রাঙ্গণে লইয়া গেলে তাহারা প্রজা লোকদিগকে পবিত্র করে। [২১] পরে তিনি আমাকে বহিঃপ্রাঙ্গণে আনিয়া সেই প্রাঙ্গণের চারি কোণ দিয়া গমন করাইলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, ঐ প্রাঙ্গণের প্রত্যেক কোণে এক ২ প্রাঙ্গণ ছিল। [২২] প্রাঙ্গণের চারি কোণে চল্লিশ [হস্ত] দীর্ঘ ও ত্রিশ [হস্ত] প্রস্থ চারি সুদৃঢ় প্রাঙ্গণ ছিল; সেই চারি কোণখণ্ডের একই পরিমাণ ছিল। [২৩] চারিটীর মধ্যে প্রত্যেকের চতুর্দ্দিগে প্রস্তরময় রাজী ছিল, এবং ঐ চতুর্দ্দিক্স্থ প্রস্তররাজীর তলে উনন পাতা ছিল। [২৪] তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এ সকল পাচকদের গৃহ, এই স্থানে মন্দিরের পরিচারকেরা প্রজা লোকদের বলি সিদ্ধ করিবে।

৪৭ অধ্যায়।

[১] পরে তিনি আমাকে ঘুরাইয়া মন্দিরের প্রবেশস্থানে আনিলেন; তাহাতে আমি দেখিলাম, মন্দিরের গোবরাটের নামোহইতে জল নির্গত হইয়া পূর্ব্ব দিগে বহিতেছে, কেননা মন্দিরটা পূর্ব্বাভিমুখ ছিল; আর সেই জল নামোহইতে মন্দিরের দক্ষিণ বগল দিয়া অথচ যজ্ঞবেদির দক্ষিণে নামিয়া বহিতেছিল। [২] পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারের পথ দিয়া নির্গমন করাইয়া ঘুরাইয়া বাহিরের পথ দিয়া বহির্দ্দিগের পূর্ব্বাভিমুখ দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন; সেখানে দেখিলাম, দক্ষিণ বগল দিয়া জল চোয়া-

ইয়া পড়িতেছে। ৩ সেই ব্যক্তি যখন পূর্ব্ব দিগে নির্গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে এক মানসূত্র ছিল; অনন্তর তিনি এক সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত মাপিলেন, এবং আমাকে জলের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন; [সেখানে] চরণের অধোভাগে জল লাগিল। ৪ আর বার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন; তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠিল। আর বার তিনি এক সহস্র হস্ত মাপিয়া আমাকে জলের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন; তাহাতে কটি পর্য্যন্ত জল উঠিল। ৫ আর বার এক সহস্র হস্ত মাপিলে তাহা আমার অগম্য নদী হইল, বস্তুতঃ জল বৃদ্ধি পাওয়াতে [আমি দেখিলাম] তাহা সাঁতার জল, পদব্রজে পার হওয়া যায় না, এমত নদী।

৬ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, তুমি কি ইহা দেখিলা? পরে তিনি আমাকে পুনরায় ঐ নদীর তীরে লইয়া গেলেন। ৭ অনন্তর ফিরিয়া গেলে আমি দেখিলাম, সেই নদীর তীরে এপারে ওপারে অনেক ২ বৃক্ষ আছে। ৮ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, এই জল পূর্ব্ব দিক্স্থ অঞ্চলে বহিয়া জঙ্গলভূমিতে নামিয়া যায়, এবং সমুদ্রে প্রবেশ করে; ইহা সমুদ্রে প্রবেশিত হওয়াতে তাহার জল উত্তম হইবে। ৯ এবং এই স্রোতের জল যে কোন স্থানে বহিবে, সে স্থানের অগণনীয় জলচর জীবজন্তু বাঁচিবে, তাহাতে যৎপরোনাস্তি প্রচুর মৎস্য হইবে; কেননা এই জল যে কোন স্থানে যাইবে, সেখানকার [জল] উত্তম হইবে; এবং এই স্রোত যে কোন স্থান দিয়া বহিবে, সেই স্থানের সকলই সঞ্জীবিত হইবে। ১০ এবং ঐন্‌-গদী অবধি ঐন-ইগ্লয়িম্ পর্য্যন্ত তাহার তীরে ধীবরগণ দাঁড়াইবে, ও জাল বিস্তার করণের স্থান হইবে, এবং মহাসমুদ্রের মৎস্যের ন্যায় নানাজাতীয় মৎস্য জন্মিয়া যৎপরোনাস্তি প্রচুর হইবে। ১১ কিন্তু তাহার পঙ্কস্থান ও গর্ত্ত সকলের প্রতিকার হইবে না; তাহা লবণার্থে নিরূপিত। ১২ এবং নদীর ধারে এপারে ওপারে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য ফলের বৃক্ষ হইবে, তাহার পত্র ম্লান হইবে না, ও ফল শেষ হইবে না; প্রতি মাসে তাহার ফল পাকিবে, কেননা তাহার[সেচনের] জল ধর্ম্মধামহইতে নির্গত, এবং তাহার ফল আহারার্থে, ও পত্র আরোগ্যদানার্থে হইবে।

১৩ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশকে যে দেশ রিক্থার্থে দিবা, তাহার সীমা এই; যোষেফের দুই অংশ হইবে। ১৪ আর তোমরা সকলে সমানাংশে রিক্থ বলিয়া তাহা পাইবা, কারণ আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই দেশ দিতে শপথ করিয়াছি, অতএব এই দেশ রিক্থ বলিয়া তোমাদের হইল। ১৫ আর দেশের সীমার বৃত্তান্ত এই। উত্তর দিক্স্থ সীমা মহাসমুদ্রহইতে সদাদ্ পর্য্যন্ত হিৎলোনের পথ; ১৬ পরে হমাৎ ও বেরোথা, এবং দম্মেশকের ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত সিব্রয়িম্ ও হৌরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-হত্তীকোন্। ১৭ এই রূপে সীমা সমুদ্রহইতে হৎসর-ঐনন্ পর্য্যন্ত দম্মেশকের সীমা দিয়া এই উত্তর দিগে অতি দূরে এবং হমাতের সীমা দিয়া যাইবে; এই উত্তরসীমা। ১৮ আর পূর্ব্বসীমা হৌরণ ও দম্মেশক ও গিলিয়দের এবং ইস্রায়েল দেশের মধ্যবর্ত্তি যর্দ্দন; তোমরা সীমা অবধি পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত মাপিবা; এই পূর্ব্বসীমা। ১৯ আর দক্ষিণসীমা দক্ষিণে তামর অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ নামক জল পর্য্যন্ত ও স্রোতোমার্গ দিয়া মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত; দক্ষিণ দিগের এই দক্ষিণসীমা। ২০ আর পশ্চিমসীমা এই; [দক্ষিণ] সীমা অবধি হমাতের সম্মুখস্থান পর্য্যন্ত মহাসমুদ্র; এই পশ্চিমসীমা। ২১ এই রূপে তোমরা ইস্রায়েলের বংশগণানুসারে আপনাদের মধ্যে [সমস্ত] দেশ বিভাগ করিবা।

২২ তোমরা আপনাদের নিমিত্তে, এবং যে বিদেশি লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাদেরও নিমিত্তে তাহা রিক্থার্থে গুলিবাঁটদ্বারা বিভাগ করিবা; এবং তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে স্বজাতীয়ের ন্যায় গণিত হইবে, এবং তোমাদের সহিত ইস্রায়েল বংশদের মধ্যে রিক্থ পাইবে। ২৩ তোমাদের যে বংশের মধ্যে যে বিদেশি লোক প্রবাস করিবে, তাহার মধ্যে তোমরা তাহাকে অধিকার দিবা, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

৪৮ অধ্যায়।

১ বংশদের এই ২ নাম। উত্তর দিক্স্থ প্রান্তভাগে হিৎলোনের পথের পার্শ্ব ও হমাতের প্রবেশস্থানের নিকট দিয়া হৎসর-ঐনন্ পর্য্যন্ত দম্মেশকের সীমাতে, এই উত্তর দিগে হমাতের পার্শ্বে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত তথাকার বংশ দান এক অংশ [পাইবে]। ২ এবং দানের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত আশের এক অংশ, ৩ এবং আশেরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত নপ্তালি এক অংশ, ৪ এবং নপ্তালির সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত মনঃশি এক অংশ, ৫ এবং মনঃশির সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইফ্রয়িম এক অংশ, ৬ এবং ইফ্রয়িমের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত রূবেণ এক অংশ, ৭ এবং রূবেণের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত যিহূদা এক অংশ [পাইবে]।

৮ যিহূদার সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভূম্যুপহার থাকিবে। তোমরা পঁচিশ সহস্র নল প্রশস্ত ও পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘতাতে অন্য ২ অংশের তুল্য এক অংশ উপহারার্থে নিবেদন করিবা, ও তাহার মধ্যস্থানে ধর্ম্মধাম হইবে। ৯ সদাপ্রভুর উদ্দেশে তোমরা যে ভূম্যুপহার নিবেদন করিবা, তাহা পঁচিশ সহস্র

নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ হইবে। [১০] সেই পবিত্র ভূম্যুপহার যাজকদের জন্যে হইবে; তাহা উত্তর দিগে পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ, ও পশ্চিম দিগে দশ সহস্র নল প্রস্থ, ও পূর্ব্ব দিগে দশ সহস্র নল প্রস্থ, ও দক্ষিণ দিগে পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ; তাহার মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর ধর্ম্মধাম থাকিবে। [১১] তাহা সাদোকের সন্তানদের মধ্যে [গণিত] পবিত্রীকৃত যাজকদের জন্যে হইবে, কেননা ইস্রায়েলের সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিল, উহারা তেমনি ভ্রান্ত না হইয়া আমার রক্ষণীয় রক্ষা করিত। [১২] লেবীয়দের সীমার কাছে দেশের ভূম্যুপহারোদ্ধৃত সেই ভূম্যুপহার মহাপবিত্র বলিয়া তাহাদের হইবে। [১৩] এবং যাজকদের সীমার সম্মুখে লেবীয়েরা পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও দশ সহস্র নল প্রস্থ [ভূমি] পাইবে; সমুদায়ের দীর্ঘতা পঁচিশ সহস্র ও প্রস্থতা দশ সহস্র নল হইবে। [১৪] তাহারা তাহার কিছু বিক্রয় করিবে না, এবং পরিবর্ত্ত করিবে না; ফলতঃ দেশের [সেই] অগ্রিমাংশ হস্তান্তরীকৃত হইবে না, কেননা তাহা সদাপ্রভুর নিমিত্তে পবিত্র।

[১৫] আর পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ সেই ভূমির কাছে প্রস্থতার মধ্যে যে পাঁচ সহস্র নল অবশিষ্ট থাকে, তাহা নগরের সাধারণ স্থান বলিয়া বসতির ও পরিসরের জন্যে হইবে; নগরটী তাহার মধ্যে থাকিবে। [১৬] তাহার পরিমাণ এই রূপ হইবে; উত্তরপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত নল, ও দক্ষিণপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত নল, ও পূর্ব্বপ্রান্ত চারি সহস্র পঁচিশ শত নল, ও পশ্চিমপ্রান্ত চারি সহস্র পাঁচ শত নল হইবে। [১৭] এবং নগরের [বহিঃস্থিত] পরিসর উত্তর দিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও দক্ষিণ দিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও পূর্ব্ব দিগে দুই শত পঞ্চাশ নল, ও পশ্চিম দিগে দুই শত পঞ্চাশ নল হইবে। [১৮] এবং পবিত্র ভূম্যুপহারের দীর্ঘতার মধ্যে পূর্ব্ব দিগে দশ সহস্র নল ও পশ্চিমে দশ সহস্র নল পরিমিত যে দুই অবশিষ্ট স্থান পবিত্র ভূম্যুপহারের সম্মুখে থাকিবে, তদুৎপন্ন দ্রব্য নগরের কর্ম্মকারি লোকদের ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইবে। [১৯] এবং ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের মধ্যহইতে নগরের কর্ম্মকারি কতক লোক তাহার কৃষিকর্ম্ম করিবে। [২০] সেই ভূম্যুপহার সর্ব্বশুদ্ধ পঁচিশ সহস্র নল দীর্ঘ ও পঁচিশ সহস্র নল প্রস্থ হইবে; তোমরা নগরের অধিকারশুদ্ধ সেই পবিত্র ভূম্যুপহার চতুষ্কোণ করিবা।

[২১] পবিত্র ভূম্যুপহারের ও নগরের অধিকারের দুই পার্শ্বে যে সকল অবশিষ্ট ভূমি, তাহা অধ্যক্ষের হইবে; অর্থাৎ পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত ভূম্যুপহার অবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, ও পশ্চিম দিগে পঁচিশ সহস্র নল পরিমিত সেই ভূম্যুপহার অবধি পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত অন্য সকল অংশের কাছে অধ্যক্ষের [অংশ] হইবে, এবং পবিত্র ভূম্যুপহার ও মন্দিরশুদ্ধ ধর্ম্মধাম তাহার মধ্যস্থিত হইবে। [২২] অধ্যক্ষের প্রাপ্তব্য অংশের মধ্যে স্থিত লেবীয়দের অধিকার ও নগরের অধিকার ছাড়া যাহা যিহূদার ও বিন্যামীনের সীমার মধ্যে আছে, তাহা অধ্যক্ষের হইবে।

[২৩] আর অবশিষ্ট বংশদের এই ২ অংশ হইবে; পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিন্যামীন এক অংশ [পাইবে]। [২৪] এবং বিন্যামীনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত শিমিয়োন এক অংশ, [২৫] এবং শিমিয়োনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইষাখর এক অংশ, [২৬] এবং ইষাখরের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত সবূলূন এক অংশ, [২৭] এবং সবূলূনের সীমার কাছে পূর্ব্বপ্রান্তহইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত গাদ এক অংশ [পাইবে]। [২৮] এবং গাদের সীমার কাছে দক্ষিণ প্রান্তের দিগে তামর অবধি কাদেশস্থ মরীবৎ নামক জল পর্য্যন্ত ও স্রোতোমার্গ দিয়া মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত দক্ষিণসীমা হইবে। [২৯] তোমরা ইস্রায়েলের বংশদের রিক্থার্থে যে দেশ গুলিবাঁটদ্বারা বিভাগ করিবা তাহা এই; এবং তাহাদের এই ২ রূপ অংশ হইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর বচন।

[৩০] আর নগরের এই ২ নির্গমনস্থান হইবে। উত্তর পার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত। [৩১] এবং নগরের দ্বার সকল ইস্রায়েল বংশদের নামানুসারে হইবে; [তাহার মধ্যে] তিন দ্বার উত্তর দিগে থাকিবে, অর্থাৎ রূবেণের এক দ্বার, ও যিহূদার এক দ্বার, ও লেবির এক দ্বার। [৩২] এবং পূর্ব্বপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত, ও তাহার তিন দ্বার হইবে, অর্থাৎ যোষেফের এক দ্বার, ও বিন্যামীনের এক দ্বার, ও দানের এক দ্বার। [৩৩] এবং দক্ষিণপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত ও তাহার তিন দ্বার হইবে; অর্থাৎ শিমিয়োনের এক দ্বার, ও ইষাখরের এক দ্বার, ও সবূলূনের এক দ্বার। [৩৪] এবং পশ্চিমপার্শ্ব চারি সহস্র পাঁচ শত নল পরিমিত, ও তাহার তিন দ্বার হইবে, অর্থাৎ গাদের এক দ্বার, ও আশেরের এক দ্বার, ও নপ্তালির এক দ্বার হইবে। [৩৫] পরিধিটী আঠারো সহস্র নল পরিমিত হইবে; এবং অদ্যাবধি "সদাপ্রভুতত্র," নগরটীর এই নাম হইবে।

দানিয়েলের পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ যিহূদার রাজা যিহোয়াকীমের অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর্‌ যিরূশালেমে আসিয়া তাহা অবরোধ করিল। ২ এবং প্রভু যিহূদার রাজা যিহোয়াকীম্‌কে এবং ঈশ্বরের গৃহের অনেক পাত্র তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে সে শিনিয়র্‌ দেশে আপন দেবালয়ে লইয়া গিয়া ঐ পাত্র সকল আপন দেবের ভাণ্ডারে রাখিল। ৩ আর রাজা আপনার নপুংসকাধ্যক্ষ অস্প্‌নস্‌কে আজ্ঞা করিয়াছিল, ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজবংশের ও প্রধানবর্গের মধ্যে ৪ নিষ্কলঙ্ক ও সুন্দর ও যাবতীয় বিদ্যাতে কৌশলবিশিষ্ট ও বুদ্ধিতে পারদর্শী ও জ্ঞানেতে বিজ্ঞ ও রাজপ্রাসাদে দণ্ডায়মান হওনের যোগ্য কএক জন বালক আনীত এবং কল্‌দীয় গ্রন্থে ও ভাষাতে শিক্ষিত হউক। ৫ পরে রাজা তাহাদের জন্যে রাজার আহারীয় দ্রব্য ও তাহার পানীয় দ্রাক্ষারসহইতে প্রাত্যহিক অংশ নিরূপণ করিল, এবং তাহাদিগকে পালন করিয়া তিন বৎসরান্তে রাজার নিকটে দণ্ডায়মান করাইতে আজ্ঞা দিল। ৬ তাহাদের মধ্যে যিহূদাবংশীয় দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয় ছিল। ৭ অনন্তর ঐ নপুংসকাধ্যক্ষ তাহাদের [অন্য] নাম রাখিল, ফলতঃ দানিয়েলকে বেল্টশৎসর, ও হনানিয়কে শদ্রক্‌, ও মীশায়েলকে মৈশক্‌, ও অসরিয়কে অবেদ্‌-নগো, এই২ নাম দিল। ৮ পরন্তু দানিয়েল রাজার আহারীয় দ্রব্যে ও তাহার পানীয় দ্রাক্ষারসে আপনাকে অশুচি না করিতে যত্নবান্‌ ছিল, অতএব আপনাকে যেন অশুচি করিতে না হয়, এমত অনুমতি নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে প্রার্থনা করিল। ৯ তখন ঈশ্বর ঐ নপুংসকাধ্যক্ষের কাছে দানিয়েলকে অনুগ্রহের ও করুণার পাত্র করিলেন। ১০ তাহাতে সেই নপুংসকাধ্যক্ষ দানিয়েলকে উত্তর করিল, আমার প্রভু মহারাজকে আমি ভয় করি, কেননা তোমাদের ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য তিনি নিরূপণ করিয়াছেন; তিনি তোমাদের সমবয়স্ক যুবগণের মুখাপেক্ষা তোমাদের মুখ শুষ্ক কেন দেখিবেন? কেন বা তোমরা রাজার নিকটে আমার মস্তক সংশয়াপন্ন করিবা? ১১ পরে নপুংসকাধ্যক্ষ দানিয়েল ও হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয়ের উপরে যে গৃহাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিয়াছিল, ১২ তাহাকে দানিয়েল কহিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দশ দিন আপন দাসদের পরীক্ষা করুন; ভোজন পান করিবার নিমিত্তে আমাদিগকে আনাজ ও জল দিতে আজ্ঞা হউক। ১৩ পরে আমাদের রূপের এবং রাজকীয় ভক্ষ্যভোগি যুবগণের রূপের পরীক্ষা হউক; তাহাতে আপনি যেমন দেখিবেন, তদনুসারে আপনকার এই দাসদের সহিত ব্যবহার করিবেন। ১৪ তখন সে তাহাদের এই কথা গ্রাহ্য করিয়া দশ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পরীক্ষা করিল। ১৫ দশ দিনান্তে দেখা গেল, রাজার আহারীয় দ্রব্য ভোগি সকল যুবলোকাপেক্ষা ইহারা সুরূপ ও মাংসল। ১৬ অতএব গৃহাধ্যক্ষ তাহাদের ঐ আহারীয় দ্রব্য ও পানীয় দ্রাক্ষারস রহিত করিয়া তাহাদিগকে আনাজ দিতে লাগিল।

১৭ আর ঈশ্বর সেই চারি যুবাকে যাবতীয় গ্রন্থে ও বিদ্যাতে জ্ঞান ও কৌশল দিলেন, বিশেষতঃ যাবতীয় দর্শন ও স্বপ্নকথাতে দানিয়েল বুদ্ধিমান হইল। ১৮ অপর রাজা যে সময়ের পরে সকলকে আনিবার আজ্ঞা দিয়াছিল, সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে নপুংসকাধ্যক্ষ তাহাদিগকে নবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ১৯ তখন রাজা তাহাদের সহিত আলাপ করিল, তাহাতে তাহাদের মধ্যে দানিয়েল, হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয়, এই কএক জনের সমকক্ষ কাহাকেও পাওয়া গেল না, অতএব তাহারা রাজার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। ২০ ফলতঃ বিবেচনামূলক জ্ঞানের যে কোন কথা রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তদ্বিষয়ে আপন রাজ্যস্থ যাবতীয় মন্ত্রবেত্তা ও গণকহইতে দশ গুণ অধিক তাহাদের নৈপুণ্য বুঝিল। ২১ ঐ দানিয়েল কোরস রাজার প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল।

২ অধ্যায়।

১ অপর নবূখদ্‌নিৎসর্‌ আপন অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে গুরুতর স্বপ্ন দেখিল, তাহাতে তাহার আত্মা উদ্বিগ্ন হওয়াতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২ পরে রাজাকে তাহার ঐ স্বপ্ন বুঝাইয়া দিবার নিমিত্তে মন্ত্রবেত্তা ও গণক ও মায়াবি ও কল্‌দীয় লোকদিগকে আহ্বান করিবার আজ্ঞা রাজকর্তৃক দত্ত হইল, তাহাতে তাহারা আসিয়া রাজার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইল। ৩ তখন রাজা তাহাদিগকে কহিল, আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা বুঝিতে আমার আত্মা উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ৪ তাহাতে কল্‌দীয় লোকেরা অরামীয় ভাষাতে রাজাকে কহিতে লাগিল, হে মহারাজ, নিত্যজীবী হউন; আপনকার এই দাসদিগকে স্বপ্নটী জ্ঞাত করুন, তাহাতে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বলিব। ৫ রাজা উত্তর করিয়া কল্‌দীয়দিগকে কহিল, আমার এই আজ্ঞা নির্গত হইল, তোমরা যদি সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য উভয় আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবা, ও তোমাদের

গৃহ সকল সারের ঢিবি করা যাইবে। [৬] কিন্তু যদি সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য [আমাকে] জ্ঞাত কর, তবে আমার স্থানে দান ও পারিতোষিক ও উৎকৃষ্ট সম্ভ্রম পাইবা; অতএব সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর। [৭] তাহারা পুনর্ব্বার উত্তর করিল, মহারাজ আপন দাসদের কাছে স্বপ্নটী বলুন, তাহাতে আমরা তাহার তাৎপর্য্য কহিব। [৮] রাজা কহিল, আমি নিশ্চয় জানিলাম, আমার এই আজ্ঞা নির্গত হইয়াছে, দেখিয়া তোমরা কাল বিলম্ব করিতে চাহ। [৯] যদি তোমরা সেই স্বপ্ন আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে তোমাদের ঐ একই দণ্ডাজ্ঞা হইবে; কেননা সময়ান্তর হওন পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাতে মিথ্যাকথা ও অনিষ্ট বাক্য কহিবার মন্ত্রণা তোমরা করিতেছ; অতএব আমাকে স্বপ্নটী বল, তাহাতে আমি জানিব, তাহার তাৎপর্য্যও জানাইতে পার। [১০] কল্‌দীয়েরা রাজার প্রতি উত্তর করিল, মহারাজের প্রশ্নকথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমত কেহই নাই; অতএব মহান্‌ কি পরাক্রান্ত কোন রাজা কখন কোন মন্ত্রবেত্তাকে কি গণককে কি কল্‌দীয়কে এমত কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। [১১] মহারাজ যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা দুরূহ; ফলতঃ যাঁহারা মাংসবিশিষ্ট মনুষ্যদের সহবাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে মহারাজের সাক্ষাতে ইহা জানাইতে পারে, এমত কেহই নাই। [১২] ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রাগাপন্ন হইয়া বাবিলের যাবতীয় বিদ্বান্‌ লোককে বধ করিতে আজ্ঞা দিল। [১৩] সেই আজ্ঞা প্রচার হওয়াতে বিদ্বান্‌দিগকে বধ করণের উপক্রম হইলে লোকেরা দানিয়েলকে ও তাহার বয়স্যদিগকে বধ করণার্থে তাহাদের অন্বেষণ করিল।

[১৪] তখন বাবিলীয় বিদ্বানগণের বধার্থে নির্গত অরিয়োক্‌ নামে রাজার রক্ষকসেনাপতির প্রতি দানিয়েল বিবেচনার ও জ্ঞানের কথা কহিল। [১৫] সে অরিয়োক্‌ রাজসেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, রাজার দত্ত আজ্ঞা এত প্রচণ্ড কেন? তাহাতে অরিয়োক্‌ দানিয়েলকে তাহার বৃত্তান্ত কহিল। [১৬] তখন দানিয়েল রাজার নিকটে গিয়া এই প্রার্থনা করিল, মহারাজকে স্বপ্নটীর তাৎপর্য্য জ্ঞাত করনার্থে আমাকে কিছু অবকাশ দিতে আজ্ঞা হউক। [১৭] পরে দানিয়েল্‌ গৃহে গিয়া আপনার বয়স্য হনানিয় ও মীশায়েল ও অসরিয়কে সেই কথা জ্ঞাত করিল। [১৮] ফলতঃ বাবিলের অন্য বিদ্বানদের সহিত দানিয়েল ও তাহার বয়স্যগণ যেন বিনষ্ট না হয়, এই জন্যে ঐ নিগূঢ় কথার বিষয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের নিকটে করুণা প্রার্থনা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

[১৯] অনন্তর রাত্রিকালীন দর্শনেতে দানিয়েলের প্রতি ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তাহাতে দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিল। [২০] দানিয়েল কহিল, ঈশ্বরের নাম অনন্ত কালের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত ধন্য হউক, কেননা জ্ঞান ও পরাক্রম তাঁহারই। [২১] তিনি কাল ও ঋতু পরিবর্ত্তন করেন; তিনি রাজাদিগকে পদভ্রষ্ট করেন, ও রাজাদিগকে পদস্থ করেন; তিনি জ্ঞানিদিগকে জ্ঞান ও বিবেচকদিগকে বিবেচনা দেন। [২২] তিনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেন, ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয় জানেন; এবং তাঁহার মধ্যে জ্যোতিঃ বাস করে। [২৩] হে আমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তবগান ও সঙ্কীর্ত্তন করি, কেননা তুমি আমাকে জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়া সম্প্রতি আমাদের প্রার্থিত বিষয় জানাইলা; হাঁ, রাজার কথা আমাদিগকে জ্ঞাত করিলা।

[২৪] পরে বাবিলের বিদ্বানগণকে বধ করিতে রাজার নিযুক্ত অরিয়োকের নিকটে দানিয়েল প্রবেশ করিল, ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিল, আপনি বাবিলের বিদ্বানগণকে বধ করিবেন না; রাজার নিকটে আমাকে লইয়া যাউন; আমি রাজাকে [স্বপ্নের] তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব। [২৫] তখন অরিয়োক্‌ ত্বরা করিয়া দানিয়েলকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া রাজাকে কহিল, নির্ব্বাসিত যিহুদি লোকদের মধ্যে এই এক ব্যক্তিকে পাইলাম; এ মহারাজকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিবে। [২৬] তাহাতে রাজা বেল্টেশৎসর্‌ নামে বিখ্যাত দানিয়েলকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার দৃষ্ট স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তুমি কি আমাকে জানাইতে পার? [২৭] দানিয়েল রাজার সাক্ষাতে উত্তর করিয়া কহিল, মহারাজ যে নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা মহারাজকে জানাইতে কোন বিদ্বান কি গণক কি মন্ত্রবেত্তা কি জ্যোতির্বেত্তার সাধ্য নাই। [২৮] কিন্তু নিগূঢ়প্রকাশক এক ঈশ্বর স্বর্গে আছেন, এবং অন্তিম কালে যাহা ২ ঘটিবে, তাহা তিনি মহারাজ নবূখদ্‌নিৎসরকে জ্ঞাত করিলেন। আপনকার স্বপ্ন এবং শয়নকালীন মানসিক দর্শন এই রূপ। [২৯] হে মহারাজ, শয়নকালে আপনকার মনে ভাবি ঘটনা বিষয়ক চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে যিনি নিগূঢ়প্রকাশক, তিনি আপনকার প্রতি ভাবি ঘটনা প্রকাশ করিলেন। [৩০] পরন্তু অন্য২ জীবিত লোক অপেক্ষা আমার অধিক জ্ঞান আছে, বলিয়া আমার কাছে এই নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল তাহা নয়, কিন্তু মহারাজকে [স্বপ্নের] তাৎপর্য্য জানাইবার জন্যে ও মনের চিন্তা বুঝাইবার জন্যে [তাহা প্রকাশিত হইল]।

[৩১] হে মহারাজ, আপনি নিরীক্ষণ করিয়া একটা প্রকাণ্ড প্রতিমা দেখিয়াছিলেন; সেই প্রতিমা প্রকাণ্ড এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আপনকার সম্মুখে দাঁড়াইল। [৩২] সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, বক্ষ ও বাহু রূপ্যময়, উদর ও কটিদেশ পিত্তলময়; [৩৩] তাহার জঙ্ঘা লৌহময়, এবং চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। [৩৪] আপনি নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃণ্ময় দুই চরণে আঘাত

করিয়া তাহা চূর্ণ করিল। [৩৫] তাহাতে সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ এককালে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীয় খামারের তুষের ন্যায় হইল, এবং বায়ু সে সকলকে উড়াইয়া লইয়া গেল; তাহাদের জন্যে আর কুত্রাপি স্থান পাওয়া গেল না। কিন্তু যে প্রস্তরখান ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।

[৩৬] স্বপ্নটী এই; এখন আমরা মহারাজের সাক্ষাতে তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করি। [৩৭] হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ, কেননা স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম ও সম্মান দিয়াছেন। [৩৮] এবং যে ২ স্থানে মনুষ্যসন্তানগণ ও ভূচর পশু ও খেচর পক্ষিগণ বাস করে, সেই সকল স্থানে তিনি তাহাদিগকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, ও সকলের উপরে আপনাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন; [অতএব] আপনি সেই স্বর্ণময় মস্তকস্বরূপ। [৩৯] আপনকার পশ্চাৎ আপনাহইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; তাহার পরে তৃতীয় অর্থাৎ পিত্তলময় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে। [৪০] এবং চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; ফলতঃ লৌহ যেমন সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া খণ্ড ২ করে, তদ্রূপ বস্তুমাত্র ভঙ্গকারি লৌহসদৃশ সেই রাজ্য সকলই চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। [৪১] আর আপনি দেখিলেন, চরণদ্বয় ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের, ইহাতে দ্বিধাভূত রাজ্য [বুঝায়]; কিন্তু সেই রাজ্যে লৌহের দৃঢ়তা থাকিবে, কেননা আপনি কর্দ্দমেতে মিশ্রিত লৌহ দেখিলেন। [৪২] এবং চরণের অঙ্গুলি সকল যে কিছু লৌহময় ও কিছু মৃণ্ময় ছিল, ইহাতে রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও একাংশ ভঙ্গুর হইবে। [৪৩] এবং আপনি মৃত্তিকাতে মিশ্রিত যে লৌহ দেখিলেন, ইহাতে সেই রাজ্যীয় লোকেরা মানুষিক বীর্য্যদ্বারা পরস্পর মিশ্রিত হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে না। [৪৪] আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা অনন্ত কালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজ্য অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্যকে চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি অনন্তকালস্থায়ী হইবে। [৪৫] কারণ আপনি দেখিলেন, বিনাহস্তে পর্ব্বতহইতে খনিত প্রস্তরটা ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল। এই রূপে মহান্ ঈশ্বর মহারাজকে ভাবি ঘটনা জ্ঞাত করিয়াছেন; স্বপ্নটী নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য্য সত্য।

[৪৬] তখন রাজা নবূখদ্নিৎসর্ উবুড় হইয়া দানিয়েলকে প্রণাম করিল, এবং তাহার উদ্দেশে নৈবেদ্য ও ধূপ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিল। [৪৭] এবং রাজা দানিয়েলকে কহিল, তুমি এই নিগূঢ় কথা জানাইতে পারক হইয়াছ, অতএব সত্য, তোমাদের ঈশ্বর ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও রাজাদের প্রভু ও নিগূঢ়-প্রকাশক। [৪৮] তখন রাজা দানিয়েলকে মহান্ করিয়া অনেক বহুমূল্য উপহার দিল, এবং বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্ত্তৃত্বপদে ও বাবিলস্থ যাবতীয় বিদ্বান লোকের প্রধান আধিপত্যে তাহাকে নিযুক্ত করিল। [৪৯] পরে দানিয়েল রাজার নিকটে নিবেদন করিলে রাজা শদ্রককে ও মৈশক্কে ও অবেদ্-নগোকে বাবিল প্রদেশের কার্য্যে নিযুক্ত করিল; এবং দানিয়েল রাজদ্বারে বসিত।

৩ অধ্যায়।

[১] রাজা নবূখদ্নিৎসর ষষ্টি হস্ত উচ্চ ও ছয় হস্ত স্থূল এক স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বাবিল্ প্রদেশের দূরা নামক সমস্থলীতে স্থাপন করিল। [২] পরে রাজা নবূখদ্নিৎসর ঐ যে প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে আসিবার জন্যে ক্ষিতিপাল, অধিপতি ও দেশাধ্যক্ষগণকে, মহাবিচারকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তৃগণকে ও যাবতীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণকে সংগ্রহ করিতে রাজা নবূখদ্নিৎসর লোক প্রেরণ করিল। [৩] অপর ক্ষিতিপাল, অধিপতিগণ ও দেশাধ্যক্ষগণ, মহাবিচারকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তৃগণ, ও যাবতীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ রাজা নবূখদ্নিৎসরের স্থাপিত সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে একত্র হইল। পরে তাহারা নবূখদ্নিৎসরের স্থাপিত প্রতিমার সাক্ষাতে দাঁড়াইলে [৪] এক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকেরা, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা হইতেছে। [৫] যে সময়ে তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রবাদ্য শুনিবা, তৎকালে নবূখদ্নিৎসর রাজার স্থাপিত সুবর্ণময় প্রতিমার সাক্ষাতে উবুড় হইয়া প্রণাম করিবা। [৬] যে কোন ব্যক্তি উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে তদ্দণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। [৭] অতএব লোকেরা যে কালে শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী ও পরিবাদিনী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রবাদ্যের শব্দ শুনিল, তৎকালে সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকেরা উবুড় হইয়া নবূখদ্নিৎসর্ রাজার স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম করিল।

[৮] তৎকালে কতক কল্দীয় লোক নিকটে আসিয়া যিহূদীয়দের প্রতি দোষারোপ করিল। [৯] তাহারা রাজা নবূখদ্নিৎসরের কাছে এই কথা কহিল, মহারাজ নিত্যজীবী হউন। [১০] হে মহারাজ, যে প্রত্যেক জন শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রবাদ্য শুনিবে, সে উবুড় হইয়া ঐ স্বর্ণময় প্রতিমাকে প্রণাম করিবে; [১১] কিন্তু যে কোন ব্যক্তি উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে,

আপনি এই আজ্ঞা করিয়াছেন। [১২] কিন্তু বাবিল প্রদেশের রাজকর্ম্মে আপনকার নিযুক্ত শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগো নামে কএক যিহুদি লোক আছে; হে মহারাজ, সেই ব্যক্তিরা আপনাকে মানে না, এবং আপনকার দেবগণের সেবা করে না, এবং আপনি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন, তাহারও পূজা করে না।

[১৩] ইহা শুনিয়া নবূখদ্নিৎসর্ রাগ ও চণ্ডতা বশতঃ শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগোকে আনিতে আদেশ করিল; তাহাতে সেই লোকেরা রাজার সমক্ষে আনীত হইলে [১৪] নবূখদ্নিৎসর্ তাহাদিগকে কহিল, হে শদ্রক, মৈশক্ ও অবেদ্-নগো, এ কি তোমাদের মনস্থ, যে আমার দেবগণের সেবা করিবা না, এবং আমার স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমার পূজাও করিবা না? [১৫] এখনও যদি তোমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রবাদ্য শ্রবণকালে আমার নির্ম্মিত স্বর্ণপ্রতিমাকে উবুড় হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত হও, তবে ভালই; নতুবা যদি প্রণাম না কর, তবে তদ্দণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবা; তাহাতে আমার হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে এমন কোন্ দেবতা আছে? [১৬] তখন শদ্রক্, মৈশক ও অবেদ্-নগো রাজাকে উত্তর করিল, হে নবূখদ্নিৎসর্, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের নিষ্প্রয়োজন। [১৭] হয় তো, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করণে সমর্থ আছেন বলিয়া মহারাজের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন; [১৮] নয় তো, মহারাজ জানিবেন, আমরা আপনকার দেবগণের সেবা করিব না, এবং আপনকার স্থাপিত স্বর্ণপ্রতিমার পূজাও করিব না।

[১৯] তখন নবূখদ্নিৎসর্ ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া শদ্রক্, মৈশক ও অবেদ্-নগোর প্রতিকূলে বিকটাকার মুখ করিয়া অগ্নিকুণ্ডকে উচিত পরিমাণ অপেক্ষা সপ্ত গুণ প্রজ্বলিত করিতে আজ্ঞা দিল। [২০] এবং আপন সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান পুরুষকে [ডাকিয়া] শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্-নগোকে বন্ধন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিল। [২১] অতএব ঐ পুরুষেরা আপন ২ জামা, আঙ্গরাখা, প্রাবার প্রভৃতি পরিচ্ছদ শুদ্ধ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। [২২] তখন রাজার আজ্ঞা অতি দৃঢ় ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত ছিল, তৎপ্রযুক্ত ঐ যে [সৈনিক] পুরুষেরা শদ্রক্কে, মৈশক্কে ও অবেদ্-নগোকে নিক্ষেপ করিল, তাহারাই অগ্নিশিখাতে হত হইল। [২৩] কিন্তু শদ্রক্, মৈশক্, ও অবেদ্-নগো এই তিন ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে পড়িল।

[২৪] পরে রাজা নবূখদ্নিৎসর্ চমৎকৃত হইয়া ত্বরায় উঠিয়া আপন মন্ত্রিদিগকে কহিল, আমরা কি তিন জন পুরুষকে বদ্ধ করিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করি নাই? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ, মহারাজ। [২৫] তখন রাজা কহিল, দেখ, আমি চারি ব্যক্তিকে দেখিতেছি; তাহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের কোন হানি হয় নাই; বিশেষতঃ চতুর্থ ব্যক্তির মূর্ত্তি দেবপুত্রের সদৃশ।

[২৬] তখন নবূখদ্নিৎসর্ ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দ্বারসমীপে গিয়া কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগো, বাহিরে আইস; তাহাতে শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগো অগ্নিহইতে নির্গত হইল। [২৭] পরে ক্ষিতিপাল, অধিপতিগণ ও দেশাধ্যক্ষ ও রাজমন্ত্রিগণ একত্র হইয়া ঐ তিন ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া [দেখিল], অগ্নি তাহাদের শরীরকে পরাভব করে নাই, এবং তাহাদের মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই, বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং গাত্রে অগ্নির গন্ধও নাই।

[২৮] পরে নবূখদ্নিৎসর্ এই কথা কহিল, শদ্রকের, মৈশকের ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বর ধন্য; তিনি আপন দূত প্রেরণ করিয়া, আপনার যে দাসেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, এবং যেন আপন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবের সেবা ও পূজা করিতে না হয়, তন্নিমিত্তে আপন ২ শরীর দিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। [২৯] আর সর্ব্বজাতির কি বংশের কি ভাষার যে কোন লোক শদ্রকের, মৈশকের ও অবেদ্-নগোর ঈশ্বরের প্রতিকূলে কোন ভ্রান্তির কথা কহিবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে, ও তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে, এই নিয়ম আমি স্থির করিতেছি; কেননা এ প্রকার উদ্ধার করণে সমর্থ আর কোন দেবতা নাই। [৩০] তখন রাজা বাবিল্ প্রদেশে শদ্রক্, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে উচ্চপদস্থ করিল।

৪ অধ্যায়।

[১] পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকদের প্রতি নবূখদ্নিৎসর্ রাজার বিজ্ঞাপন। তোমাদের মহতী শান্তি হউক। [২] পরাৎপর ঈশ্বর আমাতে যে ২ অভিজ্ঞান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া [প্রদর্শন] করিয়াছেন, তাহা আমি প্রচার করিতে বিহিত বুঝিলাম। [৩] আহা! তাঁহার অভিজ্ঞান কেমন মহৎ! ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া কেমন প্রভাববিশিষ্ট! তাঁহার রাজ্য অনন্তকালীন রাজ্য, ও তাঁহার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

[৪] আমি নবখদ্নিৎসর্ আপন গৃহে শান্ত ও আপন প্রাসাদে তেজোযুক্ত ছিলাম, [৫] এমন সময়ে এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা আমার ত্রাস জন্মাইল, ও শয়নকালে নানা চিন্তা ও মানসিক দর্শন আমাকে বিহ্বল করিল। [৬] অতএব সেই স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবার জন্যে বাবিলের যাবতীয় বিদ্বান লোককে আমার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করিলাম। [৭] পরে মন্ত্রবেত্তা ও গণক ও

কল্দীয় লোকেরা ও জ্যোতির্ব্বেত্তারা আমার কাছে আইলে আমি তাহাদের সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন কহিলাম; কিন্তু তাহারা আমাকে তাহার তাৎপর্য্য কহিতে পারিল না। [৮] অবশেষে আমার দেবের নামানুসারে বেল্টশৎসর্ নামবিশিষ্ট যে দানিয়েলের অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন, সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে আমি তাহার সাক্ষাতে সেই স্বপ্ন জানাইয়া কহিলাম: যথা—

[৯] হে মন্ত্রবেত্তৃগণের অধ্যক্ষ বেল্টশৎসর্, আমি জানি, পবিত্র দেবগণের আত্মা তোমাতে আছেন, এবং কোন নিগূঢ় বাক্য তোমার ব্যামোহদায়ক হয় না; অতএব আমি যে স্বপ্নদর্শন পাইয়াছি তাহা, বিশেষতঃ তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত কর। [১০] শয়নকালে আমার মানসিক দর্শন এই; আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যেন ভূতলের মধ্যে এক বৃক্ষ উঠিতেছে, তাহার উচ্চতা বিলক্ষণ। [১১] সেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া অতি বলবান ও উচ্চতাতে গগনস্পর্শী, এবং সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃশ্য হইল। [১২] তাহার সুন্দর পত্র ও ভারি ফল ছিল; তাহাতে আশ্রিত সকলের জন্যে খাদ্য ছিল, এবং তাহার তলে মাঠের পশুগণ ছায়াতে আশ্রয় করিত, ও তাহার শাখাতে শূন্যের পক্ষিগণ বাস করিত, এবং প্রাণীমাত্র তাহাহইতে খাদ্য পাইত। [১৩] অপর আমি শয়নকালে মানসিক দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যেন জাগরূক অথচ পবিত্র এক ব্যক্তি স্বর্গহইতে নামিলেন। [১৪] তিনি উচ্চৈঃস্বর করিয়া কহিলেন, বৃক্ষটা ছেদন কর, তাহার শাখা কাটিয়া ফেল, তাহার পত্র চুঁচিয়া ফেল, এবং তাহার ফল ছড়াইয়া দেও; তাহার তলহইতে পশুগণ ও তাহার শাখাহইতে পক্ষিগণ পলায়ন করুক। [১৫] কিন্তু ভূমিতে তাহার মূলের কাণ্ড লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; তাহাতে সে আকাশের শিশিরে ভিজিবে, এবং পশুদের সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার অংশ হইবে। [১৬] তাহার মানব হৃদয় না থাকিয়া পরিবর্ত্তিত হইবে, ও তাহাকে পশুর হৃদয় দত্ত হইবে; এবং তাহার উপরে সাত কাল ঘুরিবে। [১৭] মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন, ও মনুষ্যদের মধ্যে অতি নীচ লোককে তাহার উপরে নিযুক্ত করেন, জীবিত লোকেরা যেন ইহা জানে, এই নিমিত্তে এই বার্ত্তা জাগরূকবর্গের নিরূপণমূলক, এবং এই কথা পবিত্রবর্গের আজ্ঞাতে হইয়াছে। [১৮] আমি নবূখদ্নিৎসর্ রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়াছি; এখন হে বেল্টশৎসর, তুমি [তাহার] তাৎপর্য্য বল, কেননা আমার রাজ্যস্থিত কোন বিদ্বান আমাকে তাহার তাৎপর্য্য কহিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কহিতে পারিবা, কেননা তোমার অন্তরে পবিত্র দেবগণের আত্মা আছেন।

[১৯] তখন বেল্টশৎসর নামবিশিষ্ট দানিয়েল প্রায় এক দণ্ড পর্য্যন্ত স্তম্ভিত রহিয়া ভাবনাতে বিহ্বল হইল। তাহাতে রাজা কহিল, হে বেল্টশৎসর্, সেই স্বপ্ন ও তাহার তাৎপর্য্য তোমাকে বিহ্বল না করুক। বেল্টশৎসর্ উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আপনকার শত্রুগণের জন্যে এই স্বপ্ন হউক, ও আপনকার অরিদের প্রতি ইহার তাৎপর্য্য ঘটুক। [২০] আপনকার দৃষ্ট যে বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া বলবান ও উচ্চতাতে গগনস্পর্শী ও সমস্ত পৃথিবীতে দৃশ্য হইল; [২১] এবং যাহার সুন্দর পত্র ও ভারি ফল ছিল, ও যাহাতে আশ্রিত সকলের জন্যে খাদ্য ছিল, ও যাহার তলে পশুগণ আশ্রয় করিত ও শাখাতে আকাশের পক্ষিগণ বাস করিত; [২২] হে মহারাজ, সেই বৃক্ষ আপনি; কেননা আপনি বৃদ্ধি পাইয়া বলবান হইয়াছেন, ও আপনকার মহিমা মহৎ ও গগনস্পর্শী হইয়াছে, ও কর্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্তপর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে। [২৩] আর "বৃক্ষটা ছেদন কর ও বিনষ্ট কর, কিন্তু ভূমিতে তাহার মূলের কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের কোমল তৃণের মধ্যে রাখ; তাহাতে সে আকাশের শিশিরে ভিজিবে, ও ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত তাহার অংশ হইবে, ও তাহার উপরে সাত কাল ঘুরিবে," এই সকল কথা কহিতে জাগরূক অথচ পবিত্র এক ব্যক্তি স্বর্গহইতে নামিয়া আইলেন, ইহা মহারাজ দেখিয়াছেন। [২৪] হে মহারাজ, ইহার তাৎপর্য্য এই; ফলতঃ আমার প্রভু মহারাজের বিষয়ে পরাৎপরের এই নিরূপণ হইয়াছে। [২৫] আপনি মানবসমাজহইতে দূরীকৃত হইবেন, ও ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত বাস করিবেন, ও ভোজনার্থে বলদের ন্যায় আপনাকে তৃণ দত্ত হইবে, ও আপনি আকাশের শিশিরে ভিজিবেন; এবং আপনকার উপরে সাত কাল ঘুরিবে; পরে আপনি জানিবেন যে মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন। [২৬] পরন্তু বৃক্ষমূলের কাণ্ড রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছিল, [তাহার তাৎপর্য্য এই,] স্বর্গই কর্তৃত্বের অধিকারী, আপনি ইহা জ্ঞাত হইলে পর আপনকার হস্তে আপনকার রাজত্ব স্থির হইবে। [২৭] অতএব হে মহারাজ, আমার পরামর্শ আপনকার নিকটে গ্রাহ্য হউক; ফলতঃ আপনি ধার্ম্মিকতাতে আপন পাপ সকল, ও দুঃখিদের প্রতি কৃপা করণেতে আপন অপরাধ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলুন; যদি আপনকার শান্তি চিরস্থায়ী হয়।

[২৮] অপর সে সমস্তই রাজা নবূখদ্নিৎসরেতে ফলিল। [২৯] বারো মাসের শেষে বাবিলের রাজপ্রাসাদের পৃষ্ঠে গমনাগমন করণ সময়ে [৩০] রাজা এই কথা কহিল, আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন আদরণীয়তার ঐশ্বর্য্যার্থে রাজধানী করিয়া যাহার নির্ম্মাণ করিয়াছি, এ কি সেই মহতী বাবিল্ নয়? [৩১] রাজার মুখহইতে এই বাক্য নির্গত না হইতে ২ এই আকাশবাণী হইল, হে নবূখদ্-

নিৎসর্ রাজন্, তোমাকে বলা হইতেছে, তোমার রাজত্ব গেল। [৩২] তুমি মানবসমাজহইতে দূরীকৃত হইবা, ও ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত বাস করিবা, ও ভোজনার্থে বলদের ন্যায় তোমাকে তৃণ দত্ত হইবে, ও তোমার উপরে সাত কাল ঘুরিবে; পরে তুমি জানিবা যে মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে তাহা দেন। [৩৩] তদ্দণ্ডে নবূখদ্নিৎসরের প্রতি সেই বাক্য সিদ্ধ হইল; সে মানবসমাজহইতে দূরীকৃত হইয়া বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিল, এবং তাহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিল, এবং তাহার কেশ উৎক্রোশ পক্ষির পালখের ন্যায়, ও তাহার নখ পক্ষির নখের ন্যায় হইল। [৩৪] অপর ঐ সময়ের শেষে আমি নবূখদ্নিৎসর স্বর্গের প্রতি উচ্চদৃষ্টি করিলে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল; তাহাতে আমি পরাৎপরের ধন্যবাদ করিলাম, এবং অনন্তজীবির সঙ্কীর্ত্তন ও গুণানুবাদ করিলাম। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানুক্রমে স্থায়ী; [৩৫] এবং তাঁহার সাক্ষাতে পৃথিবীনিবাসিগণ সকলে অবস্তুবৎ গণ্য; এবং তিনি স্বর্গীয় সৈন্যের ও পৃথিবীনিবাসিদের মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করেন; এবং তাঁহার হস্ত যে স্থগিত করিবে, কিম্বা তুমি কি করিতেছ? ইহা তাঁহাকে বলিবে, এমত কেহই নাই। [৩৬] সেই সময়ে আমার বুদ্ধি আমাতে ফিরিয়া আইল, এবং আমার রাজ্যের ঐশ্বর্য্যার্থে আমার আদরণীয়তা ও তেজ আমাতে ফিরিয়া আইল; তাহাতে আমার মন্ত্রিগণ ও মহল্লোক সকল আমার অন্বেষণ করিল, এবং আমি আপন রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইলাম, ও আমার মহিমা প্রচুররূপে বৃদ্ধি পাইল। [৩৭] এই জন্যে আমি নবূখদ্নিৎসর সেই স্বর্গের রাজার সঙ্কীর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা ও গুণানুবাদ করিতেছি; কেননা তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া সত্য, ও তাঁহার পথ সকল ন্যায্য, এবং গর্ব্বাচারিদিগকে খর্ব্ব করিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে।

৫ অধ্যায়।

[১] এক দিন রাজা বেল্শৎসর আপন সহস্র মহল্লোকের নিমিত্তে মহাভোজ প্রস্তুত করিল, এবং সেই সহস্রের সাক্ষাতে দ্রাক্ষারস পান করিল। [২] পরে দ্রাক্ষারসের স্বাদ বশতঃ বেল্শৎসর আপন পিতা নবূখদ্নিৎসর কর্ত্তৃক যিরূশালেমস্থ প্রাসাদহইতে অপহৃত স্বর্ণের ও রূপার পাত্র সকল রাজার ও তাহার মহল্লোকদের এবং পত্নী ও উপপত্নী সকলের পানার্থে আনিতে আজ্ঞা করিল। [৩] তখন যিরূশালেমস্থ প্রাসাদহইতে অর্থাৎ ঈশ্বরের গৃহহইতে অপহৃত ঐ সুবর্ণপাত্র সকল আনীত হইলে রাজা ও তাহার মহল্লোকেরা এবং পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে পান করিল। [৪] এবং দ্রাক্ষারস পান করিতে২ আপনাদের সুবর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল ও লৌহ ও কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দেবগণের সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

[৫] তৎক্ষণাৎ মনুষ্যহস্তের অঙ্গুলিকলাপ আসিয়া রাজপ্রাসাদের ভিত্তির লেপনের উপরে দীপাধারের সম্মুখে লিখিতে লাগিল, এবং যে হস্তাগ্র লিখিতেছিল, তাহা রাজা দেখিল। [৬] তাহাতে রাজার মুখ বিবর্ণ হইল, ও সে ভাবনাতে এমত বিহ্বল হইল, যে তাহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইল ও তাহার হাঁটুতে হাঁটু আঘাত করিতে লাগিল। [৭] তখন রাজা উচ্চৈঃস্বর করিয়া গণক ও কল্দীয় ও জ্যোতির্ব্বেত্তা লোকদিগকে আনিতে আজ্ঞা করিল। পরে রাজা বাবিলের বিদ্বানদিগকে কহিল, যে কোন মনুষ্য এই লিপি পাঠ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য আমাকে জানাইবে, সে কৃষ্ণলোহিত পরিচ্ছদান্বিত হইবে, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, ও সে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবে। [৮] তাহাতে রাজার বিদ্বানগণ সকলে ভিতরে আইল, কিন্তু লিপিটী পাঠ করিতে কিম্বা রাজাকে তাহার তাৎপর্য্য জানাইতে পারিল না। [৯] তখন বেল্শৎসর রাজা অতিশয় বিহ্বল, ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, ও তাহার মহল্লোকেরা উদ্বিগ্ন হইল।

[১০] অপর রাজার ও তাহার মহল্লোকদের এমত কথা শুনিয়া রাজ্ঞী ভোজনশালায় আইল। সেই রাজ্ঞী কহিতে লাগিল, হে রাজন্, নিত্যজীবী হও; চিন্তাতে বিহ্বল হইও না, এবং মুখ বিবর্ণ হইতে দিও না। [১১] তোমার রাজ্যের মধ্যে পবিত্র দেবগণের আত্মাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আছে; তোমার পিতার সময়ে তাহার মধ্যে দেবগণের জ্ঞানের তুল্য প্রতিভা ও কৌশল ও জ্ঞান পাওয়া গেল, এবং তোমার পিতা নবূখদ্নিৎসর রাজা, হাঁ, রাজন্, তোমার পিতা তাহাকে মন্ত্রবেত্তাদের ও গণকদের ও কল্দীয়দের ও জ্যোতির্ব্বেত্তাদের প্রধান করিয়া নিযুক্ত করিলেন; [১২] কেননা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা ও জ্ঞান এবং স্বপ্নার্থকারি ও গূঢ় বাক্য প্রকাশক ও সন্দেহভঞ্জক কৌশল পাওয়া গেল; তাহার নাম দানিয়েল, এবং রাজা তাহাকে বেল্টশৎসর নাম দিয়াছিলেন; অতএব সেই দানিয়েলকে আহ্বান করা যাউক, সে তোমাকে ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিবে।

[১৩] তখন দানিয়েল রাজার নিকটে আনীত হইলে রাজা দানিয়েলকে কহিল, আমার পিতা মহারাজ যিহূদা দেশহইতে যাহাদিগকে আনিয়াছিলেন, সেই নির্ব্বাসিত যিহূদি লোকদের মধ্যে যে দানিয়েল ছিল, সে কি তুমি? [১৪] ভাল, তোমার বিষয়ে আমি শুনিতে পাইয়াছি, যে তোমার অন্তরে দেবগণের আত্মা আছেন, এবং তোমার মধ্যে প্রতিভা ও কৌশল ও বিলক্ষণ জ্ঞান পাওয়া যায়। [১৫] আর সম্প্রতি এই লিপি পাঠ করিতে ও ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত করিতে বিদ্বান ও গণক লোকেরা আমার কাছে আনীত হইল; তাহারা

কথাটীর তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত করিতে পারিল না। ১৬ কিন্তু তোমার বিষয়ে শুনিয়াছি যে তুমি এমত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পার; এখন যদি তুমি এই লিপি পাঠ করিতে ও ইহার তাৎপর্য্য আমাকে জ্ঞাত করিতে পার, তবে কৃষ্ণলোহিত পরিচ্ছদান্বিত হইবা, ও তোমার গলে সুবর্ণের হার দত্ত হইবে, ও তুমি রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তা হইবা।

১৭ তখন দানিয়েল উত্তর করিয়া রাজাকে কহিল, তোমার দান তোমার থাকুক, ও তোমার পুরস্কার অন্যকে দেও; কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ করিব, এবং তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব। ১৮ হে রাজন্, পরাৎপর ঈশ্বর তোমার পিতা নবূখদ্নিৎসরকে রাজ্য ও মহিমা ও ঐশ্বর্য্য ও আদরনীয়তা দিয়াছিলেন। ১৯ তিনি তাহাকে যে মহিমা দিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকেরা তাহার সাক্ষাতে কাঁপিত ও ভয় করিত; সে আপন ইচ্ছাতে কাহাকে বধ করিত, ও আপন ইচ্ছাতে কাহাকে সজীব রাখিত; এবং আপন ইচ্ছাতে কাহাকে উচ্চপদ দিত, ও আপন ইচ্ছাতে কাহাকে নীচ করিত। ২০ কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ উদ্ধত হইলে ও তাহার আত্মা শক্ত হইয়া দুঃসাহসী হইলে সে আপন রাজসিংহাসনভ্রষ্ট হইল, ও তাহাহইতে ঐশ্বর্য্য অপহৃত হইল। ২১ এবং সে মনুষ্যসন্তানদের সঙ্গহইতে দূরীকৃত হইল, ও তাহার হৃদয় পশুর সমান হইল, ও বন্য গর্দ্দভের সহিত তাহার বাস হইল; সে বলদের ন্যায় তৃণ ভোজন করিত, এবং তাহার শরীর আকাশের শিশিরে ভিজিত; পরে মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব করেন, ও তাহার উপরে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নিযুক্ত করেন, ইহা সে জ্ঞাত হইল। ২২ ভাল, হে বেল্শৎসর, তাহারই পুত্র যে তুমি, তুমি এই সকল জ্ঞাত হইলেও আপন অন্তঃকরণ নম্র কর নাই। ২৩ কিন্তু স্বর্গাধিপতির বিরুদ্ধে আপনাকে উন্নত করিয়াছ; এবং তাঁহার গৃহের নানা পাত্র তোমার সম্মুখে আনীত হইলে তুমি ও তোমার মহল্লোকেরা ও তোমার পত্নী ও উপপত্নীগণ তাহাতে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছ, এবং রূপ্যময় ও সুবর্ণময় ও পিত্তলময় ও লৌহময় ও কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় যে দেবগণ দেখিতে পায় না, ও শুনিতে পায় না, ও কিছু জানিতে পারে না, তাহাদের সঙ্কীর্ত্তন তুমি কারয়াছ; কিন্তু তোমার নিশ্বাস যাঁহার হস্তগত ও তোমার সকল গতি যাঁহার অধীন, সেই ঈশ্বরের সমাদর কর নাই। ২৪ এই জন্যে তাঁহার সম্মুখহইতে এই হস্তাগ্র প্রেরিত ও এই কথা লিখিত হইল। ২৫ লিখিত কথাটী এই, "মিনে মিনে, তকেল্, ঊপারসীন," [গণিত, গণিত, তুলাতে পরিমিত, ও খণ্ডীকৃত]। ২৬ ইহার তাৎপর্য্য এই, যথা, "গণিত," ঈশ্বর তোমার রাজ্যের গণনা ও শেষ করিয়াছেন; ২৭ "তুলাতে পরিমিত." তুমি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত হইয়াছ; ২৮ "খণ্ডীকৃত," তোমার রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া মাদীয় ও পারসীকদিগকে দত্ত হইবে। ২৯ তখন বেল্শৎসরের আজ্ঞাতে দানিয়েল কৃষ্ণলোহিত পরিচ্ছদান্বিত হইল, ও তাহার গলে সুবর্ণের হার দেওয়া গেল, এবং সে যে রাজ্যের তৃতীয় কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইল, এই কথা ঘোষকদ্বারা প্রচারিত হইল। ৩০ সেই রাত্রিতে কল্দীয়দের রাজা বেল্শৎসর হত হইল। ৩১ অপর মাদীয় দারিয়াবস্ রাজ্য প্রাপ্ত হইল; তখন তাহার প্রায় বাষট্টি বৎসর বয়স হইয়াছিল।

৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর রাজ্যের সর্ব্বস্থানে বাসকারি এক শত বিংশতি ক্ষিতিপালকে রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে, ২ এবং সেই ক্ষিতিপালেরা যেন হিসাব দেয় ও রাজার ক্ষতি না হয়, এই নিমিত্তে তাহাদের উপরে তিন জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিতে দারিয়াবস বিহিত বুঝিল; সেই তিনের মধ্যে দানিয়েল এক জন ছিল। ৩ তখন দানিয়েলের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আত্মা থাকাতে সে অধ্যক্ষগণ ও ক্ষিতিপালগণহইতে বিশিষ্ট ছিল, এই জন্যে রাজা তাহাকে সমুদয় রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিল।

৪ তাহাতে অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা রাজকর্ম্মের বিষয়ে দানিয়েলের দোষ অনুসন্ধান করিল বটে, কিন্তু কোন দোষ কিম্বা অপরাধ পাইতে পারিল না; কেননা সে বিশ্বস্ত ছিল, তাহার কোন ভ্রান্তি কিম্বা অপরাধ পাওয়া গেল না। ৫ তখন সেই ব্যক্তিরা কহিল, আমরা ঐ দানিয়েলের অন্য কোন দোষ পাইব না; কেবল তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা লইয়া যদি তাহার কোন দোষ পাই। ৬ পরে সেই অধ্যক্ষেরা ও ক্ষিতিপালেরা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক রাজার নিকটে গিয়া এই কথা কহিল, মহারাজ দারিয়াবস নিত্যজীবী হউন। ৭ হে মহারাজ, রাজ্যের অধ্যক্ষগণ ও অধিপতিগণ ও ক্ষিতিপালগণ ও মন্ত্রিগণ ও দেশাধ্যক্ষগণ সকলে মন্ত্রনা করিয়া এমত রাজাজ্ঞা স্থাপন ও দৃঢ় প্রতিষেধ প্রচার করিতে বিহিত বুঝিয়াছে, যে যদি কেহ ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ ব্যতিরেকে কোন দেবতার কিম্বা মানুষের কাছে কোন প্রার্থনা করে, তবে সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৮ এখন মহারাজ সেই প্রতিষেধ স্থির করুন, এবং মাদীয়দের ও পারসীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানুসারে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, এমন পত্র লিখুন। ৯ অতএব দারিয়াবস রাজা সেই পত্র ও প্রতিষেধ লিখিল।

১০ পত্রখানি লিখিত হইল, ইহা দানিয়েল অবগত হইলে পর আপনার গৃহে গমন করিল; তাহার উপরিস্থ কুঠরীর বাতায়ন যিরূশালেমের দিগে খোলা ছিল; তাহাতে সে দিনের মধ্যে তিন বার জানু পাতিয়া আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রার্থনা

ও স্তবগান করিল ; কারণ সে পূর্ব্বে [নিত্য] তাহা করিত। [১১] তখন সেই লোকেরা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক আসিয়া দেখিল, দানিয়েল্ আপন ঈশ্বরের নিকটে অনুরোধ ও বিনতি করিতেছে। [১২] তাহাতে সেই ব্যক্তিরা গিয়া রাজকীয় প্রতিষেধের বিষয়ে রাজার নিকটে নিবেদন করিল ; হে মহারাজ, যে কোন ব্যক্তি ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত মহারাজ ব্যতীত কোন দেবের বা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন প্রতিষেধ আপনি কি লিখেন নাই? রাজা উত্তর করিল, হাঁ, মাদীয়দের ও পারসীকদের অলোপ্য ব্যবস্থানুসারে তাহা স্থির হইল। [১৩] তখন তাহারা রাজার সম্মুখে কহিল, হে মহারাজ, নির্ব্বাসিত যিহুদি লোকদের মধ্যবর্ত্তী যে দানিয়েল, সে আপনাকে এবং আপনার লিখিত প্রতিষেধ মান্য করে না, কিন্তু প্রতিদিন তিন বার প্রার্থনা করে। [১৪] রাজা এ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইল, এবং দানিয়েলকে উদ্ধার করিতে মনোযোগ করিল, ও সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিতে অনেক যত্ন করিল। [১৫] তাহাতে ঐ লোকেরা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক রাজার নিকটে গিয়া রাজাকে কহিল, যে কোন প্রতিষেধ কি বিধি রাজা স্থির করিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইতে পারে না, মাদীয়দের ও পারসীকদের এই ব্যবস্থা আছে, ইহা মহারাজের জানা বিহিত। [১৬] তখন রাজা আজ্ঞা করিলে দানিয়েল আনীত হইয়া সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইল ; তাহাতে রাজা দানিয়েলকে কহিল, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। [১৭] পরে একখান প্রস্তর আনীত হইয়া খাতের মুখে স্থাপিত হইল, এবং দানিয়েলের বিষয়ে যেন কিছু অন্যথা না হয়, এই জন্যে রাজা আপনার মুদ্রাতে ও আপন মহল্লোকদের মুদ্রাতে তাহা অঙ্কিত করিল।

[১৮] পরে রাজা আপন প্রাসাদে গিয়া উপবাসে রাত্রি যাপন করিল, ও আপনার সাক্ষাতে কোন উপভোগের সামগ্রী আনিতে দিল না, তাহার নিদ্রাও হইল না। [১৯] অপর অরুণোদয়ের সময়ে অর্থাৎ প্রভাত হইবামাত্র রাজা উঠিয়া অতিত্বরায় সিংহদের খাতসমীপে গেল। [২০] খাতের নিকটবর্ত্তী হইলে সে আর্ত্তস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিল ; রাজা এই রূপে দানিয়েলকে সম্বোধন করিল, হে জীবনময় ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল,তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহদের মুখহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারক হইয়াছেন? [২১] তখন দানিয়েল রাজাকে কহিল,মহারাজ নিত্যজীবী হউন। [২২] আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বন্ধ করিয়াছেন ; তাহারা আমার হিংসা করে নাই ; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার নির্দ্দোষতা প্রতিপন্ন হইল ; এবং হে মহারাজ, আপনকার সাক্ষাতেও আমি কোন অপরাধ করি নাই। [২৩] তখন রাজা অতি আহ্লাদিত হইয়া দানিয়েলকে খাতহইতে তুলিতে আজ্ঞা করিল : তাহাতে দানিয়েল খাতহইতে উত্তোলিত হইলে তাহার কোন হানি দৃষ্ট হইল না, কারণ সে আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিল।

[২৪] পরে রাজার আজ্ঞানুসারে দানিয়েলের অপবাদকারিগণ আনীত হইয়া আপন২ বালক ও স্ত্রীগণ শুদ্ধ সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইল ; তাহারা খাতের তল স্পর্শ না করিতে২ সিংহগণ তাহাদিগকে পরাভব করিয়া তাহাদের অস্থি সকল চূর্ণ করিল।

[২৫] তখন দারিয়াবস রাজা সমস্ত পৃথিবীনিবাসি সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকদিগকে এই পত্র লিখিল, তোমাদের মহতী শান্তি হউক। [২৬] আমি এই আজ্ঞা প্রচার করিতেছি, আমার রাজ্যের অধীন সর্ব্ব স্থানে লোকেরা দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পবান হউক ও তাঁহাকে ভয় করুক ; কেননা তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য, ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শেষপর্য্যন্ত থাকিবে। [২৭] তিনি নিস্তারকর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা, এবং তিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে অভিজ্ঞান ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া [প্রদর্শন] করেন, বিশেষতঃ তিনি দানিয়েলকে সিংহদের হস্তহইতে রক্ষা করিলেন।

[২৮] অনন্তর দানিয়েল দারিয়াবসের ও পারসীক কোরসের রাজত্বকালে ভাগ্যবান্ থাকিল।

৭ অধ্যায়।

[১] বাবিলের রাজা বেল্‌শৎসরের অধিকারের প্রথম বৎসরে শয্যাস্থিত দানিয়েলের স্বপ্ন ও মানসিক দর্শন হইল ; তখন সে সেই স্বপ্ন লিখিয়া কথার সার প্রকাশ করিল। [২] দানিয়েল এই বিবরণ কহিল, আমি রাত্রিকালীন দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, যেন মহাসমুদ্রের উপরে আকাশের চতুর্ব্বায়ু প্রচণ্ডরূপে বহিতেছে। [৩] তাহাতে সমুদ্রহইতে প্রকাণ্ড চারি জন্তু নির্গত হইল, তাহাদের বিশেষ২ আকার ছিল। [৪] প্রথম জন্তু সিংহাকার, এবং উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল ; আমি দেখিতে২ তাহার সেই পক্ষ উৎপাটিত হইল, পরে সে ভূমিহইতে উত্থাপিত হইয়া মনুষ্যের মত চরণে স্থাপিত হইল, এবং মানবহৃদয় তাহাকে দত্ত হইল। [৫] পরে আমি আর এক জন্তু দেখিলাম ; সেই দ্বিতীয় জন্তু ভল্লুকের সদৃশ, সে এক পার্শ্বের চরণে দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখে দন্তের মধ্যে তিনখান পঞ্জরের অস্থি ছিল, এবং তাহাকে বলা গেল, উঠ, যথেষ্ট মাংস ভোজন কর। [৬] তাহার পরে আমি অবলোকন করিয়া আর এক জন্তু দেখিলাম, সে চিতাব্যাঘ্রের সদৃশ, এবং তাহার পৃষ্ঠে পক্ষিবৎ চারি পক্ষ ছিল ; এবং সেই জন্তুর চারি মস্তক ছিল, এবং তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল। [৭] তৎপরে আমি রাত্রিকালের দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিয়া চতুর্থ এক জন্তু দেখিলাম,

সে ভয়ঙ্কর ও বলিষ্ঠ ও অতি শক্তিমান; এবং তাহার দন্ত লৌহময় অথচ বৃহৎ, সে [অনেক] ভক্ষণ করিল ও চূর্ণ করিল, ও উচ্ছিষ্টকে পদতলে দলিত করিল; পরন্তু পূর্ব্বকার সকল জন্তুহইতে সে ভিন্ন, ও তাহার দশ শৃঙ্গ ছিল। ৮ আমি সেই শৃঙ্গে নিবিষ্টমনা ছিলাম, এমন সময়ে তাহাদের মধ্যে আর এক ক্ষুদ্র শৃঙ্গ উঠিল, তাহার সম্মুখে পূর্ব্ব শৃঙ্গের তিন শৃঙ্গ উৎপাটিত হইল; ঐ শৃঙ্গের মানব চক্ষুর্দ্বয় ও দর্পবাক্যবাদি মুখ ছিল।

৯ পরে আমি নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিলাম, কএক সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের বৃদ্ধবর উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং কেশ পরিষ্কৃত মেষলোমের তুল্য; তাঁহার সিংহাসন অগ্নিশিখাময়, তচ্চক্র সকল জ্বলন্ত অগ্নি; ১০ তাঁহার সম্মুখহইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া বহিতেছিল, সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল, এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; বিচারসভা বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা গেল। ১১ আমি নিরীক্ষণ করিতে থাকিলাম, তাহাতে দেখিলাম, শেষে ঐ শৃঙ্গের কথিত দর্পবাক্যের উচ্চরব প্রযুক্ত সে জন্তু হত ও তাহার শরীর বিনষ্ট হইয়া অগ্নিশিখাতে নিক্ষিপ্ত হইল। ১২ এবং অন্য সকল জন্তুহইতেও কর্ত্তৃত্ব অপহৃত হইল, কেননা [বিশেষ] সময় ও দণ্ড পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আয়ুর দীর্ঘতা দত্ত হইয়াছিল। ১৩ আমি রাত্রিকালীন দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিলাম, আকাশের মেঘসহকারে মনুষ্যপুত্ত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিয়া ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখেই আনীত হইলেন। ১৪ এবং তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব ও মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; তাহাতে সর্ব্বজাতির ও বংশের ও ভাষার লোকেরা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব ও অলোপ্য, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য।

১৫ আমি দানিয়েল্ আপন শরীরস্থ মনেতে বিষণ্ণ হইলাম, ও আমার মানসিক দর্শন আমাকে বিহ্বল করিল। ১৬ পরে আমি এই সকলের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করণার্থে নিকটে দণ্ডায়মান সকলের মধ্যে একের কাছে গমন করিলাম। তাহাতে তিনি কথাটির তাৎপর্য্য জ্ঞাত করণার্থে আমাকে কহিলেন, ১৭ ঐ চারি বৃহৎ জন্তু সেই চারি রাজাস্বরূপ, যাহারা পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে; ১৮ কিন্তু পরাৎপরের পবিত্র লোকেরা রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, ও যুগানুক্রমে, বরং যুগানুক্রমের অনন্তকাল রাজত্ব ভোগ করিবে।

১৯ তখন অন্য সকলহইতে ভিন্ন ও অতি ভয়ানক অথচ লৌহদন্ত ও পিত্তলের নখবিশিষ্ট যে চতুর্থ জন্তু [যথেষ্ট] ভক্ষণ করিল ও চূর্ণ করিল ও উচ্ছিষ্টকে পদতলে দলিত করিল, তাহার তত্ত্ব আমি জানিতে চাহিলাম। ২০ এবং তাহার মস্তকের দশ শৃঙ্গের তত্ত্ব, ও যাহার সাক্ষাতে তিন শৃঙ্গ পড়িল এমত উত্থিত অন্য শৃঙ্গের তত্ত্ব, অর্থাৎ যাহার চক্ষু ও দর্পবাক্যবাদি মুখ ও আপন সহবর্ত্তিগণ অপেক্ষা বৃহৎ আকার ছিল, সেই শৃঙ্গের তত্ত্ব জানিতে চাহিলাম। ২১ আমি নিরীক্ষণ করিতে২ সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল; ২২ কিন্তু শেষে ঐ অনেক দিনের বৃদ্ধবর আইলেন, তাহাতে পরাৎপরের পবিত্র লোকদের বিচারনিষ্পত্তি হইল, এবং পবিত্রগণের রাজত্বভোগের সময় উপস্থিত হইল। ২৩ সেই ব্যক্তি এই রূপ কথা কহিলেন, ঐ চতুর্থ জন্তু পৃথিবীর চতুর্থ রাজ্যস্বরূপ; সকল রাজ্যহইতে সে ভিন্ন হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিবে ও মর্দ্দিত করিবে ও চূর্ণ করিবে। ২৪ এবং তাহার দশ শৃঙ্গ ঐ রাজ্যহইতে উৎপদ্যমান দশ রাজাস্বরূপ; তাহাদের পরে আর এক রাজা উঠিবে, সে পূর্ব্ব রাজাদের হইতে ভিন্ন হইয়া তিন রাজাকে খর্ব্ব করিবে। ২৫ সে পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, ও পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, ও নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার নিয়মান্তর করিতে মনস্থ করিবে, এবং এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। ২৬ পরে বিচারসভা বসিবে; তাহাতে তাহার কর্ত্তৃত্ব তাহাহইতে নীত হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষয় ও বিনাশ করা যাইবে। ২৭ এবং রাজত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ও সমস্ত গগণমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ি রাজ্য, এবং যাবতীয় শাসনকর্ত্তা তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে।

২৮ এই পর্য্যন্ত বৃত্তান্তের শেষ; আমি দানিয়েল ভাবনাতে নিতান্ত বিহ্বল হইলাম, ও আমার মুখ বিবর্ণ হইল; কিন্তু আমি সেই কথা মনে রাখিলাম।

৮ অধ্যায়।

১ বেল্শৎসর্ রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে আমি দানিয়েল পূর্ব্বকার দর্শনের পরে আর এক দর্শন পাইলাম। ২ ফলতঃ দর্শনক্রমে নিরীক্ষণ করিতে২ আমি দেখিলাম, যেন এলম প্রদেশস্থ শূশন্ রাজবাটীতে আছি; আর বার দর্শনক্রমে দেখিলাম, যেন উলয়্ নদীর তীরে আছি। ৩ পরে আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করত দেখিলাম, নদীর সম্মুখে এক মেষ দণ্ডায়মান আছে; তাহার দুই শৃঙ্গ, এবং সেই দুই শৃঙ্গ উচ্চ, কিন্তু এক শৃঙ্গ অন্যাপেক্ষা অধিক উচ্চ; ও যে উচ্চতর, সে পশ্চাৎ উৎপন্ন হইল। ৪ আমি দেখিলাম, ঐ মেষ পশ্চিম ও উত্তর ও দক্ষিণ দিগে এমত ঢুষা মারিল, যে তাহার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্তহইতে উদ্ধারকারী কেহ ছিল না, আর সে স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করিতে২ মহান্ হইল। ৫ ইহার বিষয় বিবেচনা করিতে২ আমি দেখিলাম, পশ্চিম দিগ-

হইতে এক যুবছাগ সমস্ত পৃথিবী পার হইয়া আইল, ভূমি স্পর্শ করিল না; আর সেই ছাগের দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে বিলক্ষণ একটা শৃঙ্গ ছিল। [৬] পরে দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে আমি নদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম, তাহার স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সে আপন বলের ব্যগ্রতাতে ধাবমান হইল। [৭] এবং মেষের পার্শ্বে আসিতেও তাহাকে দেখিলাম; সে তাহার উপরে ক্রোধে জ্বলিয়া ঐ মেষকে এমত আঘাত করিল, যে তাহার দুই শৃঙ্গ ভগ্ন করিল, এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি ঐ মেষের আর ছিল না; অতএব সে তাহাকে মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পদতলে দলিতে লাগিল; তাহার হস্তহইতে ঐ মেষের উদ্ধারকারী কেহ ছিল না। [৮] পরে ঐ যুবছাগ অতিশয় মহান্ হইল, কিন্তু বলবান হইলে পর তাহার ঐ বৃহৎ শৃঙ্গ ভগ্ন হইল, ও তাহার স্থানে আকাশের চারি বায়ুর দিগে চারি বিলক্ষণ শৃঙ্গ উৎপন্ন হইল। [৯] এবং তাহাদের একের মধ্যহইতে ক্ষুদ্রতম এক শৃঙ্গ উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিগে ও দেশরত্নের দিগে অতিশয় বর্দ্ধমান হইল। [১০] এবং সে গগণমণ্ডলের বাহিনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া সেই বাহিনীর ও তারাগণের কিয়দংশ ভূমিতে নিপাত করিয়া পদতলে দলিতে লাগিল। [১১] সে বাহিনীপতির বিপক্ষেও আপনাকে বড় করিয়া তাঁহাহইতে নিত্য নৈবেদ্য অপহরণ করিল, এবং তাঁহার ধর্ম্মধাম নিপাতিত হইল। [১২] এবং অধর্ম্মপ্রযুক্ত নিত্য নৈবেদ্য ব্যতিরেকে এক বাহিনীও [তাহাকে] সমর্পিত হইবে, এবং সে সত্যকে ভূমিতে নিপাত করিবে, ও কর্ম্ম করিয়া কৃতার্থ হইবে।

[১৩] অপর আমি এক পবিত্র ব্যক্তির বাক্য শুনিলাম, এবং যিনি কহিতেছিলেন তাঁহাকে আর এক পবিত্র ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, নিত্য নৈবেদ্য ও ধ্বংসকারি অধর্ম্ম এবং দলিত হওনার্থে ধর্ম্মধামের ও বাহিনীর সমর্পণ বিষয়ক যে দর্শন সে কত কালের নিমিত্তে? [১৪] তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের নিমিত্তে; পরে ধর্ম্মধাম উচিত মতে সংস্থাপিত হইবে।

[১৫] আমি দানিয়েল এই রূপ দর্শন পাইলে পর [তদ্বিষয়ক] বুদ্ধি প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে পুরুষাকৃতি এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; [১৬] এবং আমি ঊলয়ের মধ্যহইতে মানব রব শুনিলাম, তাহা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গাব্রিয়েল, ইহাকে দর্শনটীর তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেও। [১৭] তাহাতে আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তিনি সেই স্থানসমীপে আইলেন, এবং আইলে আমি উদ্বিগ্ন প্রযুক্ত উবুড় হইয়া পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, হে মনুষ্যের সন্তান, বুদ্ধিমান হও, এই দর্শন শেষকাল বিষয়ক। [১৮] যখন তিনি আমার সহিত আলাপ করিলেন, তখন আমি মূর্চ্ছাবশতঃ ভূমিতে পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান করিয়া [১৯] কহিলেন, দেখ, ক্রোধের পরিণামে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করি, কেননা এ নিরূপিত শেষকালের কথা। [২০] তুমি দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট যে মেষকে দেখিলা, সে মাদীয় ও পারসীক রাজগণস্বরূপ। [২১] এবং সেই লোমশ যুবছাগ যবন দেশের রাজা, এবং তাহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে যে বৃহৎ শৃঙ্গ, সে প্রথম রাজা। [২২] এবং তাহার ভগ্ন হওয়া, ও তৎপরিবর্ত্তে আর চারি শৃঙ্গ উৎপন্ন হওয়া, ইহাতে সেই জাতিতে চারি রাজ্য উৎপন্ন হইবে, কিন্তু উহার ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট হইবে না। [২৩] তাহাদের রাজ্যের পরিণামে অধর্ম্মিদের [অধর্ম্ম] সম্পূর্ণ হইলে ভয়ঙ্করবদন ও গূঢ়বাক্যবিৎ এক রাজা উৎপন্ন হইবে। [২৪] সে বলেতে পরাক্রান্ত হইবে, কিন্তু নিজ বলেতে নহে, এবং সে আশ্চর্য্যরূপে বিনাশ করিবে; এবং কৃতার্থ হইয়া কর্ম্ম সফল করিবে, এবং শক্তিমানদিগকে ও পবিত্র প্রজাদিগকে বিনাশ করিবে। [২৫] তাহার কৌশল প্রযুক্ত এবং তাহার হস্তে ছলের সফল হওন প্রযুক্ত সে দর্পিতচিত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত কালে অনেককে বিনষ্ট করিবে, এবং অধিপতিগণের অধিপতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাতে সে বিনা হস্তে ভগ্ন হইবে। [২৬] এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের বিষয়ে কথিত দর্শন সত্য। যাহা হউক, তুমি এই দর্শন মুদ্রাঙ্কিত কর, কেননা ইহা অনেক দিনের কথা।

[২৭] অনন্তর আমি দানিয়েল কতক দিন পর্য্যন্ত ক্লান্ত ও পীড়িত ছিলাম, তাহার পর উঠিয়া রাজার কর্ম্ম করিলাম, কিন্তু সেই দর্শনে চমৎকৃত হইলাম, এবং তাহা বুঝিতে পারে, এমত কেহ ছিল না।

৯ অধ্যায়।

[১] মাদীয় বংশোদ্ভব অক্ষশ্বেরসের পুত্র যে দারিয়াবস কল্দীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইল, [২] তাহার অধিকারের প্রথম বৎসরে আমি দানিয়েল শাস্ত্রদ্বারা বৎসরের সংখ্যা বুঝিলাম, অর্থাৎ যিরূশালেমের উৎসন্ন দশা সমাপনে সত্তর বৎসর লাগিবে, সদাপ্রভুর এই বাক্য যিরমিয়াহ ভাববাদির নিকটে যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিলাম।

[৩] পরে আমি উপবাস ও চট পরিধান ও ভস্ম লেপন করিয়া প্রার্থনার ও বিনতির চেষ্টাতে প্রভু ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। [৪] এবং আমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করত পাপ স্বীকার করিয়া কহিলাম, হে প্রভো, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুন, তুমিই মহান্ ও ভয়ানক ঈশ্বর, এবং আপন প্রেমকারিদের ও আজ্ঞাপালকদের প্রতি নিয়ম ও দয়ারক্ষাকারী। [৫] আমরা পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, এবং অধর্ম্মী ও বিদ্রোহী হইয়াছি, এবং তোমার বিধি ও শাসনরূপ পথ ত্যাগ করিয়াছি; [৬] এবং তোমার দাস ভাববাদিগণ আমাদের রাজগণকে ও

অধ্যক্ষগণকে ও কুলপতিগণকে ও জনপদস্থ প্রজা সকলকে তোমার নামে যে কথা কহিত, তাহাতেও আমরা অবধান করি নাই। ৭ হে প্রভো, ধার্ম্মিকতা তোমার; কিন্তু আমরা মুখমণ্ডলের বিবর্ণতার পাত্র, ইহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ; যিহুদার লোক ও যিরূশালেম্ নিবাসিগণ এবং তোমার বিরুদ্ধে কৃত ঔচিত্যলঙ্ঘন প্রযুক্ত তোমাকর্ত্তৃক দেশবিদেশে ছিন্নভিন্ন নিকটবর্ত্তি ও দূরবর্ত্তি সমস্ত ইস্রায়েল [বিবর্ণতার পাত্র]। ৮ হে প্রভো, আমরা ও আমাদের রাজগণ ও অধ্যক্ষগণ ও পিতৃকুলপতিগণ সকলে মুখমণ্ডলের বিবর্ণতার পাত্র, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। ৯ করুণা ও ক্ষমা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের; বস্তুতঃ আমরা তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছি; ১০ এবং আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অবধান করি নাই, বিশেষতঃ তিনি আপন দাস ভাববাদিগণদ্বারা আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখিয়াছেন, আমরা তদনুসারে চলি নাই। ১১ হাঁ, সমস্ত ইস্রায়েল্ তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং তোমার বাক্যে অবধান করিবার অনিচ্ছাতে বিপথগামী হইয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বরের দাস মোশির ব্যবস্থাতে লিখিত অভিশাপ ও শপথরূপ ধারাসম্পাত আমাদের উপরে পড়িয়াছে, কারণ সকলে তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে। ১২ এবং আমাদের বিরুদ্ধে, ও যে বিচারকর্ত্তৃগণ আমাদের বিচার করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি আপনার কথিত বাক্য সফল করিয়া আমাদের প্রতি ভারি অমঙ্গল বর্ত্তাইয়াছেন; বস্তুতঃ যিরূশালেমের প্রতি যেরূপ করা গিয়াছে, গগণমণ্ডলের নীচে কোন স্থানের প্রতি তদ্রূপ করা যায় নাই। ১৩ মোশির ব্যবস্থাতে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদিগেতে ঘটিয়াছে, তথাপি আমরা আপন২ অপরাধহইতে ফিরিবার কিম্বা তোমার সত্য বিবেচনা করিবার জন্যে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর মুখ প্রসন্ন [করিতে চেষ্টা] করি নাই। ১৪ অতএব সদাপ্রভু অমঙ্গলার্থে জাগ্রৎ হইয়া আমাদের প্রতি তাহা উপস্থিত করিয়াছেন, কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার কৃত সকল কার্য্যে ধর্ম্মবান, কিন্তু আমরা তাঁহার বাক্যে অবধান করি নাই। ১৫ এখন, হে প্রভো আমাদের ঈশ্বর, তুমি বলবান হস্তদ্বারা মিসরদেশহইতে আপন প্রজাদিগকে আনিয়া কীর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ; আমরা পাপ ও অধর্ম্ম করিয়াছি। ১৬ হে প্রভো, বিনয় করি, তোমার সমস্ত ধার্ম্মিকতানুসারে তোমার নগর যিরূশালেমহইতে [ও] তোমার পবিত্র পর্ব্বতহইতে তোমার ক্রোধ ও কোপ নিবৃত্ত হউক; কেননা আমাদের পাপ ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধপ্রযুক্ত যিরূশালেম্ ও তোমার প্রজা আমরা চতুর্দ্দিক্‌স্থিত যাবতীয় লোকের ধিক্কারাস্পদ হইয়াছি। ১৭ অতএব হে আমাদের ঈশ্বর, আপনার এই দাসের প্রার্থনাতে ও বিনয়বাক্যে অবধান কর, এবং আপন ধ্বংসিত ধর্ম্মধামের প্রতি নিজ গুণে প্রসন্নবদন হও। ১৮ হে আমার ঈশ্বর, কর্ণ পাতিয়া শুন, চক্ষু উন্মীলন করিয়া [দৃষ্টিপাত কর]; আমাদের ধ্বংসিত স্থান সকল, এবং যাহার উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই নগরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; আমরা তো নিজ ধার্ম্মিকতার উপরে নয়, কিন্তু তোমার মহাকরুণার উপরে নির্ভর করিয়া তোমার চরণে আপনাদের বিনয়বাক্য উপস্থিত করিলাম। ১৯ হে প্রভো, শুন; হে প্রভো, ক্ষমা কর; হে প্রভো, মনোযোগ করিয়া কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, আপন নামের আদর কর, কেননা তোমার নগর ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমারই নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

২০ এই রূপে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করিতে২ আপনার পাপ ও আপন স্বজাতীয় ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ স্বীকার করিতেছিলাম, এবং আপন ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতের জন্যে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর চরণে বিনতি উপস্থিত করিতেছিলাম, ২১ এমন সময়ে আমার প্রার্থনার বাক্য সাঙ্গ না হইতে পূর্ব্বে ক্লান্তিতে মূর্চ্ছিত হওন কালে আমার দৃষ্ট গাব্রিয়েল নামক ব্যক্তি সন্ধ্যাকালীন নৈবেদ্যের সময়ে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২২ এবং আমাকে বিবেচনাশক্তি দিলেন, ও আমার সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন, হে দানিয়েল, তোমাকে বিবেচনার কৌশল দিতে আমি এক্ষণে আইলাম। ২৩ তুমি প্রীতির পাত্র, এই নিমিত্তে তোমার বিনয়বাক্যের আরম্ভসময়ে আজ্ঞা নির্গত হইল, তাহাতে আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আইলাম; অতএব এই বাক্যে মনোযোগ কর, ও এই দর্শনের তত্ত্ব বিবেচনা কর। ২৪ অধর্ম্ম রুদ্ধ ও পাপ মুদ্রাঙ্কিত করিতে, ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, ও অনন্তকালস্থায়ি ধর্ম্ম আনয়ন করিতে, এবং দর্শন ও ভাববাণী মুদ্রাঙ্কিত করিতে, ও মহাপবিত্র [আবাসকে] অভিষেক করিতে তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরের জন্যে সত্তরি সপ্তাহ নিরূপিত হইয়াছে। ২৫ অতএব তুমি ইহা জান ও বুঝ, যিরূশালেমকে পুনঃস্থাপন ও নির্ম্মাণ করণের আজ্ঞা প্রকাশ করণাবধি অভিষিক্ত [ত্রাতা] নায়ক পর্য্যন্ত সাত সপ্তাহ এবং বাষট্টি সপ্তাহ হইবে; কালসঙ্কটে তাহার চক ও পরিখা পুনঃস্থাপিত ও নির্ম্মিত হইবে। ২৬ সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত [ত্রাতা] উচ্ছিন্ন হইবেন, এবং তিনি অকিঞ্চন হইবেন; এবং আগামি নায়কের প্রজারা নগর ও ধর্ম্মধাম বিনষ্ট করিবে, ও প্লাবনদ্বারা তাহার শেষ হইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ [ও] ভারি ধ্বংস নিরূপিত। ২৭ এবং এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিনি অনেকের সহিত নিয়ম দৃঢ় করিবেন; সেই সপ্তাহের অর্দ্ধকালে যজ্ঞ ও নৈবেদ্য নিবৃত্ত করা যাইবে; পরে ঘৃণার্হ বস্তু সকলের চূড়াতে ধ্বংসক থাকিবে, ও

নিরূপিত উচ্ছিন্নতার [সিদ্ধি] পর্য্যন্ত ধ্বংসকের উপরে ধারাসম্পাত পড়িবে।

১০ অধ্যায়।

১ পারস্যের কোরস রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎসরে বেল্টশৎসর নামবিশিষ্ট দানিয়েলের নিকটে এক বাক্য প্রকাশিত হইল; সেই বাক্য সত্য, ও মহৎ আয়াসসূচক; সে ঐ বাক্য বিবেচনা করিয়া দর্শন বুঝিতে পাইল।

২ সেই সময়ে আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ শোক করিতেছিলাম; ৩ সেই তিন সপ্তাহ যাবৎ সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সুস্বাদু খাদ্য ভোজন করিতাম না, এবং মাংস কি দ্রাক্ষারস আমার মুখে প্রবেশ করিত না, এবং আমি তৈল মর্দ্দন করিতাম না। ৪ অপর প্রথম মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে আমি হিদ্দেকল্ নামক মহানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ৫ চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি করিলে শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও উফসের উত্তম স্বর্ণেতে বদ্ধকটি এক ব্যক্তিকে দেখিলাম; ৬ তাঁহার শরীর বৈদূর্য্যমণির ন্যায়, ও তাঁহার মুখ বিদ্যুতের প্রভার ন্যায়, এবং তাঁহার চক্ষু জ্বলন্ত উল্কার ন্যায়, এবং তাঁহার হস্ত পদ পরিষ্কৃত পিত্তলের আভাবিশিষ্ট, ও তাঁহার বাক্যের রব লোকারণ্যের শব্দের ন্যায়। ৭ আমি দানিয়েল একা সেই দর্শন পাইলাম; আমার সঙ্গি লোকেরা সেই দর্শন পাইল না, তথাপি অতিশয় কম্পান্বিত হইয়া আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিতে পলায়ন করিল। ৮ অতএব আমি একা অবশিষ্ট থাকিয়া সেই মহৎ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে আমার সমস্ত বল গেল, ও আমার তেজ ক্ষয়ে পরিণত হইল, ও আমি কিছুই শক্তি রক্ষা করিতে পারিলাম না। ৯ অনন্তর আমি তাঁহার বাক্যের রব শুনিলাম, তাহাতে সেই বাক্যের রব শুনিবামাত্র উবুড় হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলাম।

১০ তখন দেখ, এক হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়া জানু ও করতলদ্বয়ের উপরে এক প্রকার নির্ভর করাইল। ১১ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হে প্রীতির পাত্র দানিয়েল, তোমার প্রতি আমার বক্তব্য কথা শুনিয়া বুঝ, এবং উঠিয়া দাঁড়াও, কেননা আমি এখন তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম। তিনি আমার সহিত আলাপ করিয়া এই কথা কহিলে আমি কাঁপিতে২ উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ১২ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, কেননা যে সময়ে তুমি বিবেচনা করিতে ও আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে দুঃখ দিতে মনস্থ করিলা, তাহার প্রথম দিনাবধি তোমার বাক্য শ্রুত হইয়াছে; এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিতেছিলাম। ১৩ কিন্তু পারস্য রাজ্যের অধ্যক্ষ একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত আমার প্রতিকূলে দাঁড়াইল; পরে দেখ, প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল্ নামক এক ব্যক্তি আমার সাহায্য করিতে আইলেন, তাহাতে আমি সে স্থানে পারস্যের রাজগণের কাছে জয়ী হইলাম। ১৪ এখন [দেখ,] অন্তিমকালে তোমার জাতির প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতে আইলাম; কেননা দর্শনটী এখনও দীর্ঘ কালের অপেক্ষা করিতেছে।

১৫ আমার প্রতি তাঁহার এই কথা কহন সময়ে আমি ভূমিতে উবুড় হইয়া অবাক্ হইলাম। ১৬ তাহাতে দেখ, মনুষ্যসন্তানের আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিলে আমি আপন মুখ খুলিয়া কথা কহিলাম, এবং আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে কহিলাম, হে আমার প্রভো, এই দর্শনে মর্ম্মবেদনা আমাকে ধরিল, আমি কিছুমাত্র বল রক্ষা করিতে পারি না। ১৭ অতএব প্রভুর এ দাস কি প্রকারে এমত প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারে? এতক্ষণ আমার কিছুমাত্র বল নাই, আমার শ্বাসও আমাকে ছাড়িয়া গেল। ১৮ তখন সেই মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তি পুনর্ব্বার স্পর্শ পূর্ব্বক আমাকে সবল করিয়া কহিলেন, ১৯ হে প্রীতির পাত্র, ভয় করিও না, তোমার শান্তি হউক, সাহস কর, সাহস কর। তিনি আমার সহিত আলাপ করিলে আমি সবল হইয়া উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আপনি আমাকে সবল করিলেন, এখন কথা কহুন। ২০ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, আমি কি নিমিত্তে তোমার কাছে আইলাম, তাহা কি জান? এখন আমি পারস্যের অধ্যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি; আর দেখ, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে যবনের অধ্যক্ষ আসিবে। ২১ যাহা হউক, সত্যের গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব; উহাদের প্রতিকূলে আমার সাহায্য করিতে তোমাদের অধ্যক্ষ মীখায়েল্ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই।

১১ অধ্যায়।

১ পরন্তু মাদীয় দারিয়াবসের অধিকারের প্রথম বৎসরে আমিও তাঁহাকে সবল ও শক্তিমান করিতে দাঁড়াইয়াছিলাম।

২ যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে সত্য কথা জ্ঞাত করিব। দেখ, পারস্য [দেশে] আর তিন রাজা উৎপন্ন হইবে, পরে চতুর্থ রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইয়া আপন ধনে শক্তিমান হইলে যবন রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে প্রচোদিত করিবে। ৩ পরে বীর্য্যবান এক রাজা উৎপন্ন হইবে, সে মহাকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তা হইবে ও স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে। ৪ সে উৎপন্ন হইলে তাহার রাজ্য ভগ্ন হইয়া আকাশের চারি বায়ুর দিগে বিভক্ত হইবে, কিন্তু তাহার বংশের নিমিত্তে নয়, এবং তাহার ন্যায় কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট কর্ত্তার নিমিত্তে নয়; বস্তুতঃ তাহার রাজ্য উৎপাটিত হইয়া উহাদের না হইয়া অন্যদের হইবে।

৫ অনন্তর দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হইবে, কিন্তু তাহার অধ্যক্ষদের মধ্যে এক জন তাহা হইতেও বলবান হইয়া প্রভুত্ব পাইবে, এবং তাহার প্রভুত্ব মহাপ্রভুত্ব হইবে। ৬ এবং কতক বৎসরের শেষে

তাহারা পরস্পর মিত্রতা করিবে, কেননা মিলন করণার্থে দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তরদেশীয় রাজার কাছে গমন করিবে; কিন্তু সেই সাহায্যের বল রক্ষা করিবে না, এবং সে রাজা ও তাহার সাহায্য স্থায়ী হইবে না; অধিকন্তু সেই মহিলা ও তাহার আনয়নকারিগণ ও তাহার জনক ও তাহার বলদাতা কালক্রমে [আপদে] সমর্পিত হইবে। [৭] তথাপি তাহার মূলের এক পল্লবহইতে এক জন স্বপদে উৎপন্ন হইবে, এবং সৈন্যের বিরুদ্ধে আসিয়া উত্তরদেশীয় রাজার দুর্গে প্রবেশ করিবে, ও সেই সকলের বিপক্ষে ব্যস্ত হইয়া পরাক্রম দেখাইবে। [৮] এবং ঢালা প্রতিমাশুদ্ধ তাহাদের দেবগণকে বন্দি করিয়া রূপা ও স্বর্ণের মনোরম্য পাত্রের সহিত মিসরে লইয়া যাইবে, পরে কতক বৎসর উত্তর দেশের রাজার সমকক্ষ থাকিবে। [৯] সেও দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিবে, কিন্তু নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবে। [১০] তাহার পুত্রগণ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া সৈনিক মহালোকারণ্য সংগ্রহ করিবে; তাহা দেশে প্রবেশ করিবে, ও বন্যার ন্যায় উথলিয়া আপ্লাবন করিয়া [পুনঃ২] ফিরিয়া আসিবে, পরন্তু তাহারা বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গ পর্য্যন্ত যাইবে। [১১] তাহাতে দক্ষিন দেশের রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যাত্রা করিয়া উত্তর দেশের রাজার সহিত সংগ্রাম করিবে; সেও মহালোকারণ্য একত্র করিবে, কিন্তু সেই লোকারণ্য উহার হস্তে সমর্পিত হইবে। [১২] ঐ লোকারণ্য উঠিলে সে উদ্ধতচিত্ত হইয়া সহস্র২ লোককে নিপাত করিবে, তথাপি প্রবল থাকিবে না। [১৩] ফলতঃ উত্তরদেশীয় রাজা পুনর্ব্বার গিয়া প্রথম লোকারণ্য অপেক্ষাও বৃহৎ লোকারণ্য একত্র করিয়া কতক বৎসরের শেষে মহাসৈন্য ও প্রচুর সামগ্রী লইয়া অবশ্য [তদ্দেশে] প্রবেশ করিবে। [১৪] তৎকালে দক্ষিন দেশের রাজার বিরুদ্ধে অনেক লোক উঠিবে; এবং এই দর্শন যাহাতে সফল হয়, তন্নিমিত্তে তোমার জাতির মধ্যে দস্যুসন্তানেরা আপনাদিগকে উন্নত করিবে, কিন্তু তাহারা পতিত হইবে। [১৫] ফলতঃ উত্তর দেশের রাজা প্রবেশ করিয়া জাঙ্গাল বাঁধিয়া অতিশয় দৃঢ় নগর হস্তগত করিবে; তাহাতে দক্ষিণ দেশের সহায়গণ ও মনোনীত লোকেরা স্থির থাকিবে না, এবং স্থির থাকিতে তাহাদের শক্তি হইবে না। [১৬] তাহার দেশে প্রবিষ্ট রাজা স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে, তাহার সাক্ষাতে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না; আর সে সংহারহস্ত হইয়া দেশরত্নেও পদার্পণ করিবে। [১৭] পরে সে মিলন করণার্থে আপন সমস্ত রাজ্যের পরাক্রম সঙ্গে লইয়া আসিবার মনস্থ করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, এবং উহাকে নারীগণের কন্যা দিবে; ইহাতে সেই [যুবতি] বিনষ্টা হইবে, স্থির থাকিবে না, সুতরাং তাহার অনুপকারিণী হইবে। [১৮] পরে সে দ্বীপগণের বিরুদ্ধে যাইয়া অনেককে হস্তগত করিবে; কিন্তু এক শাসনকর্ত্তা তাহাকে আপনার ধিক্কার করণহইতে নিবৃত্ত করিবে; ইহাকে সে ধিক্কারের প্রতিফল দিবে না। [১৯] তখন সে আপন দেশের দুর্গ সকলের প্রতি ফিরিবে, কিন্তু বিঘ্ন পাইয়া পতিত হইবে, তাহার উদ্দেশ আর পাওয়া যাইবে না। [২০] পরে রাজ্যের শ্রীস্বরূপ [দেশে] প্রজাপীড়ককে প্রেরণকারি এক জন তাহার পদ প্রাপ্ত হইবে, সেও অল্প দিনের মধ্যে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ক্রোধেতে নয়, ও যুদ্ধেতে নয়।

[২১] পরে এক জন নরাধম তাহার পদ পাইবে; তাহাকে রাজ্যের প্রভা দত্ত হইবে না, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত কালে প্রবেশ করিয়া চাটুবাক্যদ্বারা রাজ্য পাইবে। [২২] তাহাদ্বারা আপ্লাবনকারি সৈন্য সকল আপ্লাবিত হইয়া ভগ্ন হইবে, এবং কৃতসন্ধি নায়কও ভগ্ন হইবে। [২৩] তাহার সহিত মিত্রতার কথা স্থির করণাবধি সে ছলনা করিবে, ও আসিয়া অল্পসংখ্য সৈন্যদ্বারা পরাক্রমী হইবে। [২৪] সে নিশ্চিন্ত কালে দেশের অত্যুত্তম স্থানে প্রবেশ করিবে, এবং তাহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি যাহা করে নাই, তাহা করিবে; সে তথাকার লুটদ্রব্য ও হৃত বস্তু ও ধন বিকীর্ণ করিবে, ও কিছু কাল দৃঢ় দুর্গ সকলের বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করিবে। [২৫] এবং অনেক সৈন্য সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে আপন বল ও চিত্ত প্রচোদন করিবে; তাহাতে দক্ষিণ দেশের রাজা অতি পরাক্রান্ত বিস্তর সৈন্য সঙ্গে লইয়া বিরোধ করণে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু স্থির থাকিবে না, কেননা তাহারা তাহার বিরুদ্ধে নানা সঙ্কল্প করিবে। [২৬] যাহারা তাহার আহারীয় দ্রব্যের ভাগী, তাহারাই তাহাকে বিনষ্ট করিবে, এবং তাহার সৈন্য আপ্লাবন করিলেও অনেকে নিহত হইয়া পড়িবে। [২৭] এবং এই দুই রাজার মন হিংসার্থী হইবে, এবং তাহারা এক মেজে বসিয়া মিথ্যাকথা কহিবে, কিন্তু তাহা সফল হইবে না, কেননা তখনও পরিণাম নিরূপিত কালের অপেক্ষা করিবে। [২৮] তখন সে অনেক ধন পাইয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, ও তাহার অন্তঃকরণ পবিত্র নিয়মের প্রতিকূল হইবে, এবং সে কৃতকার্য্য হইয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে।

[২৯] নিরূপিত কালে সে পুনর্ব্বার দক্ষিণ দেশে প্রবেশ করিবে, কিন্তু পূর্ব্বকাল যেমন ছিল, উত্তরকাল তেমন হইবে না। [৩০] ফলতঃ কিত্তীমের জাহাজ সকল তাহার বিরুদ্ধে আসিবে, এজন্য সে বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া যাইবে, এবং পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধে ক্রোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইবে, এবং ফিরিয়া পবিত্র নিয়মত্যাগি লোকদিগেতে মনোযোগ করিবে। [৩১] এবং তাহার নিকটহইতে সৈন্যগণ উঠিয়া দুর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মধাম অশুচি করিবে, ও নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত করিয়া ধ্বংসক ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপন করিবে। [৩২] এবং স্তুতিবাদদ্বারা সে নিয়মত্যাগি দুষ্টগণকে অধর্ম্মী করিবে, কিন্তু যে প্রজারা আপন ঈশ্বরকে জানে, তাহারা বলবান হইয়া কৃতকার্য্য হইবে। [৩৩] এবং লোকদের মধ্যে যাহারা কৌশলপরায়ণ, তাহারা

অনেককে উপদেশ দিবে; তথাপি কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহারা খড়্গো ও অগ্নিশিখাতে, বন্দিদশাতে ও লুটেতে স্খলিত হইবে। ৩৪ স্খলনকালেই তাহারা অল্প সাহায্যে উপকৃত হইবে, তাহাতে অনেকে চাটুবাক্যদ্বারা তাহাদিগেতে আসক্ত হইবে। ৩৫ এবং পরিণামের সময় পর্য্যন্ত পরীক্ষাসিদ্ধ ও পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত হওনার্থে কৌশলপরায়ণদের মধ্যেও কেহ২ স্খলিত হইবে, কেননা তখনও [পরিণাম] নিরুপিত কালের অপেক্ষা করিবে।

৩৬ অনন্তর রাজা স্বেচ্ছানুযায়ি কর্ম্ম করিবে, ও যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া দর্প করিবে, এবং ঈশ্বরদের ঈশ্বরের বিপরীতে অদ্ভুত কথা কহিবে, এবং ক্রোধ সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে; কেননা যাহা নিরুপিত, তাহাই করা যাইবে। ৩৭ আর সে আপন পূর্ব্বপুরুষদের দেবগণকে মানিবে না, এবং স্ত্রীলোকদের কান্তিকে কিম্বা কোন দেবতাকে মানিবে না; কেননা সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই বড় জ্ঞান করিবে। ৩৮ কিন্তু [দেবতার] পদে দুর্গদেবের সম্মান করিবে, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত সেই দেবকে স্বর্ণ ও রূপ্য ও মণি ও রত্ন দিয়া সম্মান করিবে। ৩৯ এবং সেই বিজাতীয় দেবের সাহায্যে সকল দৃঢ় দুর্গের প্রতি কৃতকার্য্য হইবে; যত লোক তাহাকে স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে অতি সম্মানিত করিয়া অনেকের উপরে কর্ত্তৃত্বপদ দিবে, ও পারিতোষিকরূপে ভূমি বিভাগ করিয়া দিবে। ৪০ পরে অন্তিমকালে দক্ষিণ দেশের রাজা তাহাকে ঢুষাইবে, তাহাতে উত্তরদেশীয় রাজা ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় রথের ও অশ্বারূঢ়দের ও অনেক জাহাজের সহিত তাহার বিরুদ্ধে আসিয়া নানা দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবে ও [স্রোতোবৎ] বহিয়া প্লাবন করিবে। ৪১ বিশেষতঃ রত্নস্বরূপ দেশে প্রবেশ করিবে, তাহাতে অনেক দেশ পরাভূত হইবে, কিন্তু ইদোম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোন্-সন্তানদের শ্রেষ্ঠাংশ তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইবে। ৪২ সে নানা দেশের উপরে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে মিসরদেশ রক্ষা পাইবে না। ৪৩ মিস্রীয়দের স্বর্ণ রূপ্যাদি গুপ্ত ধন ও রত্ন সকল তাহার হস্তগত হইবে, এবং লূবীয়েরা ও কূশীয়েরা তাহার অনুচর হইবে। ৪৪ কিন্তু পূর্ব্ব ও উত্তর দেশহইতে আগত সংবাদদ্বারা সে বিহ্বল হইবে, এবং অনেককে উচ্ছিন্ন ও বর্জ্জিত করণার্থে মহাক্রোধে যাত্রা করিবে। ৪৫ এবং সমুদ্রগণের ও ধর্ম্মগিরিরত্নের মধ্যে রাজকীয় তাম্বু স্থাপন করিবে; কিন্তু আপনার অন্ত পর্য্যন্ত প্রয়াণ করিবে, তাহার সাহায্যকারী কেহ হইবে না।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে তোমার জাতির সন্তানদের সাহায্যকারি মহাধ্যক্ষ মীখায়েল্ দণ্ডায়মান হইবেন; এবং মনুষ্যজাতির স্থিতিকালাবধি সেই সময় পর্য্যন্ত যে প্রকার সঙ্কট কখনো হয় নাই, এমন সঙ্কটের কাল হইবে; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে লোকদের নাম পুস্তকখানিতে লিখিত আছে, তাহারা সকলে উদ্ধার পাইবে। ২ এবং ধূলিময় মৃত্তিকায় নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে; ইহারা অনন্ত জীবনে, এবং উহারা ধিক্কারে ও অনন্ত ঘৃণাভোগে [নিযুক্ত]। ৩ যাহারা কৌশলপরায়ণ তাহারা বিতানের দীপ্তির ন্যায়, এবং যাহারা অনেককে ধার্ম্মিক করিয়াছে, তাহারা তারাগণের ন্যায় অনন্তকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। ৪ কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য সকল গুপ্ত রাখ, এবং এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত কর; অনেকে ইতস্ততো ভ্রমণ করিবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।

৫ তখন আমি দানিয়েল দৃষ্টি করিয়া আর দুই পুরুষকে দেখিলাম; তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এপারে, এবং অন্য ব্যক্তি ওপারে নদীর তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। ৬ এবং শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও নদীর জলের উপরে স্থিত যে ব্যক্তি, তাঁহাকে এক ব্যক্তি কহিলেন, এই আশ্চর্য্যের শেষ পর্য্যন্ত কত কাল লাগিবে? ৭ পরে আমার কর্ণগোচরে ঐ শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও নদীর জলের উপরে স্থিত ব্যক্তি আপন দক্ষিণ ও বাম হস্ত স্বর্গের দিগে তুলিয়া নিত্যজীবির নামে শপথ করিয়া কহিলেন, ইহা এক কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত হইবে, এবং পবিত্র জাতির হস্তভঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে এই সকল সিদ্ধ হইবে। ৮ আমি এই কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না; এ কারণ কহিলাম, হে আমার প্রভো, এই সকলের পরিণাম কি হইবে? ৯ তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, হে দানিয়েল্, তুমি গমন কর, কেননা শেষকাল পর্য্যন্ত এই বাক্য সকল গুপ্ত ও মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে। ১০ অনেকে পরিষ্কৃত ও শুক্লীকৃত ও পরীক্ষাসিদ্ধ হইবে, কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টাচরণ করিবে, এবং দুষ্টদের মধ্যে কেহ বুঝিবে না; কেবল কৌশলপরায়ণ লোকেরা বুঝিবে। ১১ এবং যে সময়ে নিত্য নৈবেদ্য নিবৃত্ত ও ধ্বংসক ঘৃণার্হ বস্তু স্থাপিত হইবে, তদবধি এক সহস্র দুই শত নব্বই দিন হইবে। ১২ যে জন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এক সহস্র তিন শত পঁয়ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে, সে ধন্য। ১৩ কিন্তু তুমি শেষের অপেক্ষাতে গমন কর, তাহাতে বিশ্রাম পাইবা, এবং কালের শেষে আপন অধিকার পাইতে দণ্ডায়মান হইবা।

হোশেয় ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ যিহূদা দেশীয় উষিয়, যোথম্, আহস্ ও হিস্কিয় রাজাদের অধিকারকালে, এবং ইস্রায়েল দেশীয় যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম রাজার অধিকারকালে সদাপ্রভুর যে বাক্য বেরির পুত্র হোশেয়ের নিকটে উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত।

২ হোশেয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্যের আরম্ভ এই; সদাপ্রভু হোশেয়কে কহিলেন, তুমি যাইয়া ব্যভিচারে কলঙ্কিতা ভার্য্যাকে ও ব্যভিচারে কলঙ্কিত সন্তানদিগকে গ্রহণ কর, কেননা এই জাতি সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে নিবৃত্তা হইয়া ব্যভিচারকর্ম্ম করিতেছে।

৩ অপর সে গিয়া দিব্লায়িমের কন্যা গোমরকে গ্রহণ করিল; তাহাতে ঐ স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া তাহার জন্যে পুত্র প্রসব করিল। ৪ তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি ঐ বালকের নাম যিষ্রিয়েল রাখ, কেননা অল্প দিন পরে আমি যেহূর কুলকে যিষ্রিয়েলের রক্তপাতের ফল ভোগ করাইব, এবং ইস্রায়েল্ কুলের রাজ্য শেষ করিব। ৫ এবং সেই দিনে যিষ্রিয়েল্ তলভূমিতে ইস্রায়েলের ধনু ভঙ্গ করিব।

৬ পরে ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া কন্যা প্রসব করিল; তাহাতে তিনি হোশেয়কে কহিলেন, তুমি তাহার নাম লোরুহামা [অননুকম্পিতা] রাখ, কেননা আমি ইস্রায়েল কুলের প্রতি আর অনুকম্পা, কিম্বা কোন ক্রমে তাহাদের পাপ হরণ করিব না। ৭ কিন্তু যিহূদা কুলের প্রতি অনুকম্পা করিব, এবং তাহাদিগকে ধনু কি খড়্গ কি যুদ্ধ কি অশ্ব কি অশ্বারূঢ়দ্বারা পরিত্রাণ না করিয়া তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুদ্বারা পরিত্রাণ করিব।

৮ অপর সে লোরুহামাকে স্তন্যপান ত্যাগ করাইয়া গর্ভবতী হইয়া [আর এক] পুত্র প্রসব করিল। ৯ তখন তিনি কহিলেন, তুমি তাহার নাম লোয়ম্মি [আমার প্রজা নয়] রাখ; কেননা তোমরা আমার প্রজা নহ, এবং আমিও তোমাদের হইব না।

১০ এমন হইলেও সমুদ্রের বালুকার ন্যায় ইস্রায়েলের সন্তানগণের সংখ্যা অপরিমেয় ও গণনাতীত হইবে, এবং "তোমরা আমার প্রজা নহ," এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা যাইত, সে স্থানে তাহারা জীবনময় ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ১১ তৎকালে যিহূদার সন্তানগণ ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ সংগৃহীত ও একত্র হইয়া আপনাদের উপরে একই অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিবে; এবং বিদেশহইতে প্রত্যাগমন করিবে, কেননা যিষ্রিয়েলের [ঈশ্বরীয় বীজবপনের] দিন বড় হইবে।

২ অধ্যায়।

১ তোমরা আপনাদের ভ্রাতাদিগকে অম্মি [আমার প্রজা], ও আপনাদের ভগিনীদিগকে রুহামা [অনুকম্পিতা] বলিয়া অভিবাদন কর। ২ তোমরা বিবাদ কর, আপনাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার ভার্য্যা নয়, এবং আমিও তাহার ভর্ত্তা নহি; সে আপন দৃষ্টিহইতে আপন ব্যভিচারকর্ম্ম, এবং আপন বক্ষঃস্থলহইতে জারের সোহাগ দূর করুক। ৩ নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব, ও জন্মদিনে যেমন [ছিল], তেমনি করিয়া তাহাকে রাখিব, এবং তাহাকে প্রান্তরের সমান ও মরুভূমির তুল্য করিয়া তৃষ্ণাতে বধ করিব। ৪ এবং তাহার সন্তানগণকে অনুকম্পা করিব না, কারণ তাহারা ব্যভিচারে কলঙ্কিত সন্তান। ৫ বস্তুতঃ তাহাদের মাতা ব্যভিচার করিয়াছে, ও তাহাদের গর্ভধারিণী লজ্জাকর কর্ম্ম করিয়াছে; কেননা সে কহিত, আমার যে প্রেমকারিগণ আমাকে অন্ন ও জল, মেষলোম ও মসিনা, তৈল ও পানীয় দ্রব্য দেয়, আমি তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন করিব।

৬ অতএব দেখ, আমি কণ্টকদ্বারা তাহার পথ রোধ করিব, ও তাহার চতুর্দ্দিগে প্রাচীর গাঁথিব, তাহাতে সে আপন মার্গ সকল পাইবে না। ৭ সে আপন প্রেমকারিদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ পাইবে না; সে তাহাদের অন্বেষণ করিবে, কিন্তু সন্ধান পাইবে না। তখন সে কহিবে, আমি ফিরিয়া আপন প্রথম কান্তের নিকটে যাইব; কেননা এখন অপেক্ষা তখন আমার মঙ্গল ছিল। ৮ হাঁ, আমিই যে তাহাকে সেই শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল দিতাম, এবং তাহার রূপা ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করিতাম, তাহা সে বুঝে নাই, কিন্তু লোকে ঐ স্বর্ণ বালের নিমিত্তে ব্যয় করিয়াছে। ৯ অতএব আমি শস্যের সময়ে ও দ্রাক্ষারসের ঋতুতে আপন শস্য ও দ্রাক্ষারস ফিরিয়া লইব, এবং তাহার উলঙ্গতা আচ্ছাদনার্থক আমার মেষলোম ও মসিনা উদ্ধার করিব। ১০ এখন আমি তাহার প্রেমকারিদের সাক্ষাতে তাহার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিব; কেহ তাহাকে আমার হস্তহইতে উদ্ধার করিবে না। ১১ পরন্তু আমি তাহার আমোদ ও উৎসব ও অমাবস্যা ও বিশ্রামদিন ও পর্ব্ব সকল রহিত করিব। ১২ এবং তাহার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরবৃক্ষ সকল বিনষ্ট করিব; কেননা সে বলে, আমার প্রেমকারিরা পণ বলিয়া এই সকল আমাকে দিয়াছে; কিন্তু আমি তাহা অরণ্য করিব, তাহাতে বনপশুগণ তাহা ভোজন করিবে। ১৩ এবং যে২ দিনে সে বাল দেবদের

উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত, ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রেমকারিদের পশ্চাৎ গমন করিত, এবং আমাকে বিস্মৃত ছিল, সেই সকল দিনের প্রতিফল আমি তাহাকে ভোগ করাইব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

[১৪] অতএব দেখ, আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া প্রান্তরে আনিয়া চিত্তপ্রবোধক কথা কহিব। [১৫] এবং সে স্থানহইতে তাহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র এবং আশাপ্রবেশের স্থান বলিয়া আখোর [ব্যাকুলতার] তলভূমি তাহাকে দিব; এবং সে যেমন যৌবনাবস্থায় মিসরহইতে আগমনদিনে গান করিয়াছিল, তেমনি সেখানে গান করিবে। [১৬] এবং সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে সে আমাকে ঈশী [আমার কান্ত] বলিয়া সম্বোধন করিবে; কিন্তু বালী [আমার নাথ] বলিয়া আর সম্বোধন করিবে না। [১৭] হাঁ, আমি তাহার মুখহইতে বাল্ দেবগণের নাম সকল দূর করিব, তাহাদের নাম লইয়া তাহাদিগকে আর স্মরণ করা হইবে না। [১৮] এবং সেই দিনে আমি লোকদের নিমিত্তে মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষি ও ভূমিস্থ সরীসৃপ সকলের সহিত নিয়ম করিব, এবং ধনুক ও খড়্গ ও রণসজ্জা ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করিব, ও তাহাদিগকে নির্ভয়ে শয়ন করাইব। [১৯] আর আমি অনন্তকালীন সম্বন্ধের নিমিত্তে তোমাকে বাগ্দান করিব; হাঁ, ধর্ম্মে ও ন্যায়বিচারে ও দয়াতে ও অনুকম্পাতে তোমাকে বাগ্দান করিব। [২০] হাঁ, আমি বিশ্বস্ততাতেই তোমাকে বাগ্দান করিব, তাহাতে তুমি সদাপ্রভুকে জানিবা। [২১] অধিকন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি নিবেদনের উত্তর দিব; আমি আকাশকে উত্তর দিব, এবং আকাশ ভূতলকে উত্তর দিবে, [২২] এবং ভূতল শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈলকে উত্তর দিবে, এবং এই সকল যিষ্রিয়েল্‌কে উত্তর দিবে। [২৩] আমি আপনার জন্যে দেশে তাহাকে রোপণ করিব, ও লোরুহামাকে অনুকম্পা করিব, এবং লোয়ম্মিকে কহিব, তুমি আমার প্রজা; এবং সে কহিবে, তুমি আমার ঈশ্বর।

৩ অধ্যায়।

[১] অপর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যাহারা ইতর দেবগণের প্রতি মন রাখে ও দ্রাক্ষাপূপ ভাল বাসে, সেই ইস্রায়েলের সন্তানগণকে যেমন সদাপ্রভু প্রেম করেন, তুমি পুনশ্চ যাইয়া তেমনি কান্তের প্রিয়া অথচ ব্যভিচারিণী এক স্ত্রীকে প্রেম কর। [২] তাহাতে আমি পোনেরো রৌপ্যমুদ্রা ও পোনেরো ঐফা যবেতে তাহাকে আপনার নিমিত্তে ক্রয় করিলাম। [৩] এবং তাহাকে কহিলাম, "তুমি ব্যভিচার না করিয়া ও কোন পুরুষের না হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার নিমিত্তে বসিয়া থাকিবা, এবং আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।" [৪] কেননা ইস্রায়েলের সন্তানগণ রাজহীন ও অধ্যক্ষহীন ও যজ্ঞহীন ও স্তম্ভহীন ও এফোদ্‌হীন ও ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে। [৫] পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ পরাবৃত্ত হইয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ও আপনাদের রাজা দায়ূদকে অন্বেষণ করিবে, এবং অন্তিমকালে থরথর করিয়া সদাপ্রভুর ও তাঁহার প্রসাদের আশ্রয় লইবে।

৪ অধ্যায়।

[১] হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন; কেননা দেশনিবাসিদের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে, কারণ দেশে না সত্য, না দয়া, না ঈশ্বরীয় জ্ঞান আছে। [২] দিব্য ও মিথ্যাবাক্য ও নরহত্যা ও চুরী ও ব্যভিচার চলিতেছে; লোকেরা আততায়ী; এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত হয়। [৩] এই নিমিত্তে দেশ শোকাকুল হইতেছে, এবং মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষিশুদ্ধ তন্নিবাসিগণ সকলে ম্লান হইতেছে, এবং সমুদ্রস্থ মৎস্যদেরও সংহার হইতেছে। [৪] তথাপি ইহাতে কেহ বিবাদ না করুক, ও কেহ অনুযোগ না করুক। তোমার স্বজাতীয়েরা তো যাজকের সহিত বিবাদকারি লোকদের তুল্য। [৫] হাঁ, তুমি দিবাতে উছোট খাইবা, ও ভাববাদী রাত্রিতে তোমার সহিত উছোট খাইবে, এবং আমি তোমার মাতাকে বিনাশ করিব। [৬] জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; কেননা [হে যাজক], তুমি জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, তজ্জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক হইবা না; হাঁ, তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিস্মৃত হইয়াছ, আমিও তোমার সন্তানগণকে বিস্মৃত হইব। [৭] তাহারা যত অধিক বৃদ্ধি পাইত, আমার বিরুদ্ধে তত অধিক পাপ করিত; আমি তাহাদের সম্মান অপমানে পরিণত করিব। [৮] আমার প্রজাদের পাপ ইহাদের উপজীবিকা, তজ্জন্য ইহারা তাহাদের অপরাধে মন আসক্ত করে। [৯] অতএব প্রজা ও যাজক উভয়ের সমান গতি হইবে; আমি তাহাদিগকে প্রত্যেকের আচারানুযায়ি দণ্ড দিব, ও প্রত্যেকের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিফল দিব। [১০] হাঁ, ভোজন করিলেও তাহারা তৃপ্ত হইবে না, ব্যভিচার করিলেও বহুবংশ হইবে না, কেননা তাহারা সদাপ্রভুকে যত্ন করণ ত্যাগ করিয়াছে।

[১১] ব্যভিচার ও মদ্য ও নূতন দ্রাক্ষারস, এই সকল বুদ্ধি হরণ করে। [১২] আমার প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখণ্ডের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে জ্ঞান দেয়; বস্তুতঃ ব্যভিচারের আত্মা [তাহাদিগকে] ভ্রান্ত করিয়াছে; তজ্জন্য তাহারা আপন ঈশ্বরের অধীন হইলেও ব্যভিচার করিতেছে। [১৩] তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে যজ্ঞ করে, এবং উপপর্ব্বতের উপরে উত্তম ছায়া প্রযুক্ত অলোন ও লিব্‌নী ও এলা বৃক্ষের তলে ধূপ জ্বালায়; এই জন্যে তাহাদের কন্যাগণ বেশ্যা

হয়, ও তাহাদের পুত্রবধূগণও ব্যভিচার করে। [১৪] তাহাদের কন্যারা বেশ্যা হইলেও এবং পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করিলেও আমি তাহাদের দণ্ড দিব না, কেননা তাহারা আপনারাও বেশ্যাদের সহিত নিভৃত স্থানে যায়, ও নেড়ীদের সহিত যজ্ঞ করে; যাহা হউক, [এই] নির্ব্বোধ জাতি নিপাতিত হইবে।

[১৫] হে ইস্রায়েল, তুমি যদ্যপি ব্যভিচারী হও, তথাপি যিহূদা দণ্ডনীয় না হউক; হাঁ, তোমরা গিল্‌গলে পদার্পণ করিও না, এবং বৈথাবনে উপস্থিত হইও না, এবং জীবনময় সদাপ্রভুর নামে দিব্য করিও না। [১৬] বস্তুতঃ নিরঙ্কুশ গাভীর ন্যায় ইস্রায়েল নিরঙ্কুশ হইয়াছে; অতএব প্রশস্ত [মাঠে] যেমন মেষশাবককে, তেমনি সদাপ্রভু তাহাদিগকে চরাইবেন। [১৭] ইফ্রয়িম প্রতিমাগণেতে আসক্ত; তাহাকে থাকিতে দেও। [১৮] তাহাদের মদিরা বিকৃত হইয়াছে, তাহারা বেশ্যাগমনে নিবিষ্ট; তাহাদের ঢালস্বরূপ [অধ্যক্ষেরা] অপমানজনক দেও ২ শব্দ ভাল বাসে। [১৯] বায়ু আপন পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলিয়াছে, তাহাতে তাহারা আপনাদের যজ্ঞ বিষয়ে লজ্জিত হইবে।

৫ অধ্যায়।

[১] হে যাজকগণ, এই কথা শুন; ও হে ইস্রায়েলের কুল, অবধান কর; ও হে রাজকুল, কর্ণপাত কর, তোমাদেরই বিচার হইতেছে; কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ ও তাবোরে বিস্তৃত জালস্বরূপ হইয়াছ। [২] তাহারা অত্যাচার ব্যাপ্ত করিবার গভীর [সঙ্কল্প] করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের সকলকে শাস্তি দেওনে সক্ষম। [৩] আমি ইফ্রয়িমকে জানি, এবং ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়; বস্তুতঃ, হে ইফ্রয়িম, তুমি এখন বেশ্যা হইয়াছ, ইস্রায়েল অশুচি হইয়াছে। [৪] তাহাদের কর্ম্মকাণ্ড সকল তাহাদিগকে আপন ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয় না, কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা থাকে, এবং তাহারা সদাপ্রভুকে জানে না। [৫] হাঁ, ইস্রায়েলের যশোদাতা তাহার মুখের বিপরীতে প্রমাণ দিতেছেন, অতএব ইস্রায়েল্‌ ও ইফ্রয়িম আপনাদের অপরাধে নিপাতিত হইবে, এবং তাহাদের সহিত যিহূদাও পতিত হইবে। [৬] তাহারা আপন ২ গোমেষপাল লইয়া সদাপ্রভুর অন্বেষন করিতে যাইবে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ পাইবে না; তিনি তাহাদের নিকটহইতে অন্তর্হিত। [৭] তাহারা সদাপ্রভুর কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ও পরজাতিতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে; এখন চন্দ্রহাস তাহাদিগকে ও তাহাদের অধিকার গ্রাস করিবে। [৮] তোমরা গিবিয়াতে তূরীধ্বনি কর, ও রামতে ভেরী বাজাও, এবং বৈথাবনে ভয়ানক সিংহনাদ করিয়া কহ, হে বিন্যামীন্‌, তোমার পশ্চাৎ [শত্রু আছে]। [৯] ভর্ৎসনার দিনে ইফ্রয়িম ধ্বংসস্থান হইবে; আমি ইস্রায়েল বংশদের বিরুদ্ধে যাহা জ্ঞাত করিতেছি, তাহা নিশ্চিত। [১০] যিহূদার অধ্যক্ষগণ সীমাপসারকদের সমান হইয়াছে; তাহাদের উপরে আমি জলের ন্যায় আপন ক্রোধ ঢালিব। [১১] ইফ্রয়িম উপদ্রুত ও বিচারে মর্দ্দিত হইতেছে, কারণ সে আপন ইচ্ছাতে [মিথ্যা] বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। [১২] আমি ইফ্রয়িমের প্রতি কীটস্বরূপ, ও যিহূদাকুলের প্রতি ক্ষয়স্বরূপ হইব। [১৩] পরন্তু ইফ্রয়িম আপন রোগ ও যিহূদা আপন ক্ষত জ্ঞাত হইলে ইফ্রয়িম অশূরের দিগে গমন করিল, ও প্রতীকারি রাজার নিকটে লোক পাঠাইল; কিন্তু সে তোমাদিগকে সুস্থ করিতে, কিম্বা তোমাদের ক্ষত শুকাইতে পারিল না। [১৪] কারণ আমিই ইফ্রয়িমের প্রতি সিংহের তুল্য, ও যিহূদা কুলের প্রতি যুবকেশরির সদৃশ; হাঁ, আমি [তাহাদিগকে] বিদীর্ণ করিয়া গমন করিব, ও লইয়া যাইব, কেহ উদ্ধার করিবে না। [১৫] তাহারা যে পর্য্যন্ত উচিত দণ্ড পাইয়া আমার মুখের অন্বেষণ না করে, তাবৎ আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব; সঙ্কটের সময়ে তাহারা সত্বরে আমার অন্বেষণ করিবে।

৬ অধ্যায়।

[১] চল, আমরা সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া যাই; কারণ তিনি আমাদিগকে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সুস্থও করিবেন; তিনি প্রহার করিয়াছেন, আমাদের ক্ষত বন্ধনও করিবেন। [২] দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তৃতীয় দিনে উঠাইবেন; তাহাতে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে জীবন ভোগ করিব। [৩] এবং জ্ঞানী হইয়া সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানের অনুধাবন করিব; অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিয়মিত; হাঁ, তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন, ও ভূমিসেচনকারি উত্তর বর্ষার ন্যায় হইবেন।

[৪] হে ইফ্রয়িম্‌, তোমার জন্যে আমি কি করিব? হে যিহূদা, তোমার জন্যে বা কি করিব? তোমাদের সাধুতা তো প্রাতঃকালীন মেঘের ন্যায় ও প্রত্যূষে অপসরণকারি শিশিরের তুল্য। [৫] এই কারণ আমি ভাববাদিগণদ্বারা [তোমাদের লোকদিগকে] তক্ষিত করিয়াছি, ও আপন মুখের বাক্যদ্বারা বধ করিয়াছি, এবং তোমাদের দণ্ডাজ্ঞা বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়। [৬] ফলতঃ আমি বলিদান ভাল বাসি না, দয়াই ভাল বাসি; এবং হোম অপেক্ষা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান [ভাল বাসি]। [৭] কিন্তু ইহারা আদমের ন্যায় নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে; ঐ স্থানে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। [৮] গিলিয়দ্‌ অধর্ম্মাচারিদের নগর ও রক্তেতে অঙ্কিত। [৯] যে দস্যুদল মানুষের অপেক্ষাতে ঘাঁটি বসাইয়া থাকে, যাজকদল তাহার সমান; শিখিমে যাইতে ২ তাহারা নরহত্যা করে, বস্তুতঃ তাহারা কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। [১০] আমি ইস্রায়েলের কুলে রোমাঞ্চজনক ব্যাপার

দেখিতেছি; ঐ স্থানে ইফ্রয়িমের বেশ্যাবৃত্তি প্রচলিত, ও ইস্রায়েল অশুচীভূত। [১১] আর হে যিহূদা, আমার প্রজাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তনকালে তোমার জন্যেও [দণ্ডরূপ] শস্যচ্ছেদন নিরূপিত।

৭ অধ্যায়।

[১] আমি যত অধিক ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে প্রবৃত্ত হই, তত অধিক ইফ্রয়িমের অপরাধ ও শমরিয়ার দৌর্জন্য প্রকাশ পায়; ফলতঃ তাহারা প্রতারণা অনুষ্ঠান করে; হাঁ, ভিতরে চোর ঢোকে, বাহিরে দস্যুদল চড়াও হয়। [২] এবং আমি যে তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা মনে করি, ইহা তাহারা অন্তঃকরণে বিবেচনা করে না; এখন তাহাদের কর্ম্মকাণ্ড সকল তাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, আমারই দৃষ্টিগোচরে সে সকল হইয়াছে। [৩] তাহারা আপনাদের দুষ্টতাদ্বারা রাজাকে ও আপনাদের মিথ্যাবাক্যদ্বারা অধ্যক্ষগণকে আনন্দিত করে। [৪] তাহারা সকলে পারদারিক, এবং রুটীওয়ালার উত্তপ্ত তুন্দুরস্বরূপ; ময়দা ছানিলে পর [খমীর] মাতিয়া যাওন পর্য্যন্ত রুটীওয়ালা আগুন না উস্কাইয়া বিশ্রাম করে। [৫] আমাদের রাজার উৎসবদিনে অধ্যক্ষগণ পীড়িত হওন পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হয়, সেও নিন্দকদের সঙ্গে রঙ্গরস করে। [৬] যেমন তুন্দুরে [কাষ্ঠ], তেমনি তাহারা আপন ২ কুসঙ্কল্পে আপন ২ হৃদয় উৎসর্গ করে; তাহাদের রুটীওয়ালা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়, প্রাতঃকালে সে [তুন্দুর] যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে জ্বলে। [৭] তাহারা সকলে তুন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া আপনাদের বিচারকর্ত্তাদিগকে গ্রাস করিয়াছে; তাহাদের রাজগণ সকলে পতিত হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ আমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে না। [৮] ইফ্রয়িম জাতিদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে; ইফ্রয়িম এক পিঠ চোঁয়া পিষ্টকস্বরূপ। [৯] বিদেশিগণ তাহার বল গ্রাস করিয়াছে, ইহা সে জানে না; তাহার মস্তকের স্থানে ২ চুল পাকিয়াছে, ইহাও জানে না। [১০] হাঁ, ইস্রায়েলের যশোদাতা তাহার মুখের বিপরীতে প্রমাণ দিতেছেন; এমন হইলেও তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরে না, ও তাঁহার অন্বেষণ করে না।

[১১] হাঁ, ইফ্রয়িম অবোধ কপোতের ন্যায় বুদ্ধিহীন হইয়াছে, মিসরকে আহ্বান করে, লোকেরা অশূরে গমন করে। [১২] কিন্তু তাহারা যত বার যায়, তত বার আমি তাহাদের উপরে আপন জাল বিস্তার করিয়া খেচর পক্ষির ন্যায় তাহাদিগকে নামাই; তাহাদের মণ্ডলীর কর্ণগোচরে যেমন বলা গিয়াছে, তেমনি আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব। [১৩] তাহারা সন্তাপের পাত্র, যেহেতুক তাহারা আমার নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছে; তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, কেনন। তাহারা আমার ভক্তি ত্যাগ করিয়াছে; হাঁ, আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা আমার প্রতিকূলে মিথ্যা কথা কহে। [১৪] এবং অন্তঃকরণের সহিত আমার কাছে ক্রন্দন না করিয়া আপন ২ শয্যাতে হাহাকার করে, এবং শস্য ও দ্রাক্ষারসের জন্যে জনতা করে, ও আমার বিপক্ষ হইয়া বিপথগামী হয়। [১৫] আমি তো শিক্ষা দিয়া তাহাদের বাহু সবলও করিয়াছি; তথাপি তাহারা আমার বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে। [১৬] তাহারা ফিরিয়া আইসে বটে, কিন্তু ঊর্দ্ধদিগের প্রতি নয়; তাহারা বঞ্চক ধনুকের সদৃশ; তাহাদের অধ্যক্ষগণ আপন ২ জিহ্বার দুঃসাহস প্রযুক্ত খড়্গে পতিত হইবে, ইহাতে মিসরদেশে তাহাদের উপহাস ঘটিবে।

৮ অধ্যায়।

[১] তুমি আপন মুখে তূরী দেও; সদাপ্রভুর গৃহের উপরে যেন উৎক্রোশ পক্ষী ঘুরিতেছে, কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, ও আমার ব্যবস্থার প্রতিকূলে অধর্ম্ম করিয়াছে। [২] তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিয়া কহে, হে আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রায়েল্ লোক, তোমাকে জানি। [৩] ইস্রায়েল মঙ্গলকে ঘৃণা করিয়াছে, শত্রু তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হউক। [৪] তাহারা আমার সম্মতি বিনা রাজগণকে স্থাপন করিয়াছে, ও আমাকে না জানাইয়া অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছে, এবং আপনাদের সুবর্ণ ও রূপাদ্বারা আপনাদের জন্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহাতে তাহারা উচ্ছিন্ন হইবে। [৫] হে শমরিয়ে, তোমার বৎসপ্রতিমা ঘৃণাজনক; উহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; উহারা কত কাল বিশুদ্ধ হইতে পারে না? [৬] কেননা ইস্রায়েলহইতেই ঐ বৎস হইয়াছে; কোন শিল্পকর তাহা গড়িয়াছে, সুতরাং তাহা ঈশ্বর নয়; বস্তুতঃ শমরিয়ার বৎস খণ্ডবিখণ্ড হইবে। [৭] কেননা তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করিয়াছে, তজ্জন্য ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটিবে; তাহা ঝাড় বান্ধিবে না; সেই চারা অন্নহারা; অন্ন হইলেও বিদেশিগণ তাহা গ্রাস করিবে। [৮] ইস্রায়েল্ গ্রাসিত হইল; সম্প্রতি তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায় জাতিগণের মধ্যে আছে। [৯] বন্য গর্দ্দভ একাকী থাকে; কিন্তু উহারা অশূরে যায়, এবং ইফ্রয়িম প্রেমকারিদিগকে পণ দেয়। [১০] যদ্যপি তাহারা জাতিগণের মধ্যে [লোকদিগকে] পণ দেয়, তথাপি আমি এখন তাহাদিগকে একত্র করিব; রাজাধিরাজের কর্তৃত্বভারে তাহারা অদ্যাবধি ন্যূন হইয়া যাইবে। [১১] ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টাতে অনেক যজ্ঞবেদি করিয়াছে, অতএব যজ্ঞবেদি সকল তাহার পক্ষে পাপস্বরূপ হয়। [১২] আমি তাহার জন্যে আপন ব্যবস্থার দশ সহস্র কথা লিখিয়াছি, সে সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয়। [১৩] আমার [প্রাপ্তব্য] উপহার সকল তাহারা বলিরূপে বধ করে, ও মাংস বলিয়া তাহা খাইয়া ফেলে; সদাপ্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না; তিনি এখনই তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাদের পাপের প্রতি-

ফল দিবেন, তাহারা পুনর্ব্বার মিসরে গমন করিবে। [১৪] হাঁ, ইস্রায়েল আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়াছে, স্থানে ২ প্রাসাদ গাঁথিয়াছে; এবং যিহুদা অনেক প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রস্তুত করিয়াছে; কিন্তু আমি তাহার সকল নগরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, সে তথাকার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

৯ অধ্যায়।

[১] হে ইস্রায়েল, [অন্য] জাতিদের ন্যায় তুমি উল্লাসে আনন্দ করিও না, কেননা তুমি আপন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছ, ও শস্যপূর্ণ সকল খামারে পণ ভাল বাস। [২] খামার কিম্বা দ্রাক্ষাপেষণের স্থান এমত লোকের উদর পূর্ণ করিবে না; তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসে বঞ্চিত হইবে। [৩] তাহারা সদাপ্রভুর দেশে বাস করিবে না; হাঁ, ইফ্রয়িম পুনর্ব্বার মিসরে যাইবে, বরং অশূরে গিয়া অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে। [৪] তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দ্রাক্ষারস নিবেদন করিবে না, এবং তাহাদের বলিদান সকল তাঁহার তুষ্টিজনক হইবে না; তাহাদের জন্যে সে সকল শোককারিদের খাদ্যের সমান হইবে; যাহারা তাহা ভোজন করিবে, তাহারা সকলে অশুচি হইবে; বস্তুতঃ তাহাদের খাদ্য তাহাদেরই নিমিত্তে হইবে, সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হইবে না। [৫] পর্ব্বদিনে কিম্বা সদাপ্রভুর উৎসবদিনে তোমরা কি করিবা? [৬] বস্তুতঃ দেখ, তাহারা সর্ব্বনাশহইতে পলায়ন করিল; মিসর্ তাহাদিগকে একত্র করিবে, মোফ্ তাহাদিগকে কবর দিবে, এবং তাহাদের রৌপ্য রত্ন বিছুটিবৃক্ষের অধিকার হইবে, ও তাহাদের তাম্বু সকলে কন্টকবৃক্ষ জন্মিবে। [৭] প্রতিফলদানের দিন নিকটবর্ত্তী, ও দণ্ডের দিন উপস্থিত, ইহা ইস্রায়েল জ্ঞাত হউক; ভাববাদী অজ্ঞান, ও [আত্মাবিষ্ট লোক উন্মত্ত; তোমার প্রচুর অপরাধ ও ভারি হিংসাভাবের এই ফল হইবে। [৮] ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বর ব্যতীত [অন্যের দর্শন] প্রতীক্ষা করে, এবং তাহার সকল পথে ভাববাদী ব্যাধের ফাঁদস্বরূপ হয়; তাহার দেবের গৃহে হিংসাভাব থাকে। [৯] তাহারা গিবিয়ার সময়ের ন্যায় অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে; তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন, ও তাহাদের পাপ সকলের প্রতিফল দিবেন। [১০] আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায় ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম, ও ডুমুরবৃক্ষের অগ্রিমকালীন আশুপক্ব ফলের ন্যায় তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা বাল্পিয়োরের কাছে গিয়া সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে নিবেদিত লোক হইল, এবং আপনাদের সেই জারের ন্যায় বিভীষিকা হইয়া গেল। [১১] ইফ্রয়িমের শ্রী পক্ষির ন্যায় উড়িয়া যাইবে; তাহার প্রসব কিম্বা গর্ত্ত কিম্বা গর্ত্তধারণ হইবে না। [১২] হাঁ, যদ্যপি তাহারা বালকগণকে পালন করে, তথাপি আমি তাহাদিগকে নিঃসন্তান করিব, কেহ মানুষ হইবে না; তাহাদেরও সন্তাপ হইবে, ফলতঃ আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব। [১৩] ইফ্রয়িম আমার দৃষ্টিতে সোর্ পর্য্যন্ত রম্য স্থানে সমারোপিত দেখায়; সেই ইফ্রয়িম আপন বালকগণকে বাহিরে বধকারির নিকটে লইয়া যাইবে। [১৪] হে সদাপ্রভো, তাহাদিগকে দেও; তুমি কি দিবা? তাহাদিগকে গর্ত্তস্রাবি জঠর ও শুষ্ক স্তন দেও। [১৫] গিল্গলে তাহাদের সমস্ত দৌর্জ্জন্য [দেখা যায়], বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে; আমি তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের দুষ্টতা প্রযুক্ত আপন গৃহহইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব, আর স্নেহ করিব না, তাহাদের অধ্যক্ষগণ সকলে বিপথগামী। [১৬] ইফ্রয়িম আহত, তাহাদের মূল শুষ্কীভূত, তাহারা আর ফলিবে না; যদিস্যাৎ [সন্তানকে] জন্ম দেয়, তবে আমি তাহাদের রত্নস্বরূপ গর্ত্তফল মারিয়া ফেলিব। [১৭] আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন, কেননা তাহারা তাঁহার বাক্য মানে নাই, এই নিমিত্তে জাতিগণের মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিবে।

১০ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েল দীর্ঘপল্লবা দ্রাক্ষালতাস্বরূপ, তাহার [অনেক] ফল সম্ভবে; কিন্তু সে আপন ফলের আধিক্যানুসারে অধিক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিত, এবং আপন দেশের উৎকর্ষানুসারে উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিত। [২] তাহাদের অন্তঃকরণ চাটুকর; এখন তাহারা দণ্ডনীয়। তিনি তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ভগ্ন করিবেন, ও তাহাদের স্তম্ভ সকল নষ্ট করিবেন। [৩] বস্তুতঃ এখন তাহারা কহিবে, আমাদের রাজা নাই, কারণ আমরা সদাপ্রভুকে ভয় করি নাই; তবে রাজা আমাদের জন্যে কি করিবে? [৪] তাহারা অলীক শপথ করিয়া কথা কহে ও নিয়ম করে; এবং বিচার ক্ষেত্রের আলিস্থ বর্দ্ধিষ্ণু বিষবৃক্ষের সদৃশ হয়। [৫] বস্তুতঃ শমরিয়ানিবাসিগণ বৈথাবনের বৎসপ্রতিমার নিমিত্তে উদ্বিগ্ন হইবে, ও তাহার প্রজাগণ তাহার নিমিত্তে ম্লান হইবে, এবং তাহার পুরোহিতেরা তাহার শ্রীর নিমিত্তে কম্পান্বিত হইবে, কারণ তাহা তাহাকে ছাড়িয়া নির্ব্বাসিত হইবে। [৬] সেও প্রতীকারি রাজার উপঢৌকন দ্রব্য বলিয়া অশূরে নীত হইবে, তাহাতে ইফ্রয়িম লজ্জাপন্ন হইবে, এবং ইস্রায়েল আপন মন্ত্রণাতে লজ্জিত হইবে। [৭] শমরিয়ার রাজা উচ্ছিন্ন হইবে, সে জলোপরিস্থ কুটার সদৃশ হইবে। [৮] এবং ইস্রায়েলের পাপস্বরূপ আবনের উচ্চস্থলী সকল বিনষ্ট হইবে, তাহাদের যজ্ঞবেদির উপরে কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে; এবং তাহারা পর্ব্বতগণকে কহিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ; ও উপপর্ব্বতগণকে কহিবে, আমাদের উপরে পড়। [৯] হে ইস্রায়েল, গিবিয়ার দিবসাবধি তুমি পাপ করিয়া আসিতেছ; [তোমার] লোকেরা যেন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অন্যায়ি বংশের

প্রতিকূলে কৃত যুদ্ধ গিবিয়াতে তাহাদিগাক ধরিতে পারে নাই। [১০] কিন্তু আমি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে শাস্তি দিব; হাঁ, তাহাদের দ্বিগুণ অপরাধের জন্যে শাস্তিপ্রাপ্তির সময়ে তাহাদের বিপক্ষে জাতিগণ সংগৃহীত হইবে। [১১] হাঁ, ইফ্রয়িম এমত সুশিক্ষিতা গাভীস্বরূপ যে শস্য মর্দ্দন করিতে ভাল বাসে, কিন্তু আমি তাহার সুন্দর গ্রীবাতে হস্তার্পণ করিয়া ইফ্রয়িমকে বাহন করিব; যিহূদা হাল টানিবে, ও যাকোব্ তাহার ঢেলা ভাঙ্গিবে। [১২] তোমরা আপনাদের নিমিত্তে ধার্ম্মিকতার চেষ্টারূপ বীজ বপন কর, দয়ানুযায়ি শস্য কাট, আপনাদের জন্যে পতিত ভূমি তোল; কেননা যে পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আসিয়া তোমাদের উপরে ধর্ম্ম না বর্ষান, তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ করণের সময় আছে। [১৩] তোমরা দুষ্টতারূপ চাস করিয়াছ, অন্যায়রূপ শস্য কাটিয়াছ, মিথ্যা কথার ফল ভোজন করিয়াছ; কারণ তুমি আপনার পথে ও আপনার বীরসমূহেতে বিশ্বাস করিয়াছ। [১৪] এই নিমিত্তে তোমার স্বজাতীয়দের মধ্যে কোলাহল উঠিবে; যুদ্ধের দিনে শল্মন্ যেমন বৈথর্ব্বেলের সর্ব্বনাশ করিল, তদ্রূপ তোমার দৃঢ় দুর্গ সকলের সর্ব্বনাশ হইবে; মাতাকে ও বালকগণকে [আছাড়েতে] খণ্ড২ করা যাইবে। [১৫] তোমাদের দৌর্জ্জন্যের দুষ্টতা প্রযুক্ত বৈথেল্ তোমাদের প্রতি ইহা ঘটাইবে; ইস্রায়েলের রাজা অরুণের ন্যায় নিতান্ত লোপের পাত্র হইল।

১১ অধ্যায়।

[১] ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে স্নেহ করিতাম, ও মিসরহইতে আপন পুত্রকে ডাকিলাম। [২] তাহার লোকদিগকে ডাকিলে তাহারা দৃষ্টিপথহইতে দূরে গিয়া বালগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়। [৩] আমিই তো ইফ্রয়িমকে হাঁটিতে শিখাইলাম, [ঈশ্বর] তাহাদিগকে কোলে করিতেন; কিন্তু আমি যে তাহাদের আরোগ্যকারী, ইহা তাহারা বুঝিল না। [৪] আমি মনুষ্যের বন্ধনী অর্থাৎ প্রেমরজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতাম, এবং তাহাদের হনূহইতে যোঁয়ালি উত্তোলনকারির ন্যায় তাহাদের প্রতি হইতাম, এবং নম্র ভাবে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতাম।

[৫] তাহারা ফিরিয়া আসিতে অসম্মত; তজ্জন্য মিসরদেশে ফিরিয়া যাইবে তাহা নয়, কিন্তু অশূর্ তাহাদের রাজা হইবে। [৬] এবং তাহাদের নগর সকলের মধ্যে ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় খড়্গ ঘুরিবে, ও তাহাদের অর্গল সকল সংহার করিবে, ও তাহাদের মন্ত্রণা প্রযুক্ত তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। [৭] আমার প্রজাগণ আমাহইতে পরাঙ্মুখতা অবলম্বন করে; ঊর্দ্ধদিগে আহূত হইলে তাহারা এক মুখে উঠিতে অস্বীকার করে।

[৮] হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব? হে ইস্রায়েল, কি প্রকারে তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব? কেমন করিয়া তোমাকে অদ্মার তুল্য করিব? কি রূপে তোমাকে সবোয়িমের ন্যায় রাখিব? আমার অন্তরে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছে, আমার সম্পূর্ণ মনস্তাপ জন্মিতেছে। [৯] আমি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করিব না, ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ করিতে ফিরিব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি; আমি তোমার মধ্যবর্ত্তি পাবন, কোপে উপস্থিত হইব না। [১০] তাহারা সদাপ্রভুর অনুগমন করিবে; তিনি সিংহের ন্যায় ডাকিবেন; হাঁ, তিনি ডাকিবেন, তাহাতে সমুদ্রতীরহইতে সন্তানগণ সকম্পে আসিবে। [১১] তাহারা মিসরহইতে চটকপক্ষির ন্যায়, ও অশূরহইতে কপোতের ন্যায় সকম্পে আসিবে; তাহাতে আমি তাহাদের বাটীতে তাহাদিগকে বাস করাইব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

[১২] ইফ্রয়িম মিথ্যা কথাতে ও ইস্রায়েলের কুল ছলনাতে আমাকে বেষ্টন করে; এবং যিহূদা এখনও ঈশ্বরের কাছে ও বিশ্বস্ত পবিত্রতমের কাছে চঞ্চল আছে।

১২ অধ্যায়।

[১] ইফ্রয়িম পবনাশী ও পূর্ব্বীয় বায়ুর অনুধাবক; সে সমস্ত দিন মিথ্যা কথা ও ধনাপহার বৃদ্ধি করে, ও অশূরের সহিত নিয়ম স্থির করে, ও মিসরে তৈল পাঠাইয়া দেয়। [২] অধিকন্তু যিহূদার সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে, তিনি যাকোব্‌কে তাহার আচারানুসারে দণ্ড দিবেন, ও তাহার কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ি প্রতিফল দিবেন। [৩] জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিয়াছিল, ও আপন বলে রাজার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। [৪] হাঁ, সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল; সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিল; বৈথেলে তাঁহাকে পাইলে তিনি আমাদের সহিত আলাপ করিলেন। [৫] সেই সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর; সদাপ্রভু তাঁহার স্মরণীয় [নাম]। [৬] অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস; দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর; ও নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষাতে থাক।

[৭] কনানীয় [বণিক্] ছলনার নিক্তি হস্তে ধারণ করে, ও ঠকাইতে ভাল বাসে। [৮] [তদনুসারে] ইফ্রয়িম বলে, আমি তো ঐশ্বর্য্যবান হইলাম, ও আপনার নিমিত্তে সংস্থান সঞ্চয় করিলাম; আমার শ্রমোপার্জ্জিত সর্ব্বস্বে পাপযুক্ত কোন অপরাধ আমাতে লাগে না। [৯] কিন্তু আমিই মিসরদেশাবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু; আমি পর্ব্বদিনের ন্যায় তোমাকে পুনর্ব্বার তাম্বুতে বাস করাইব। [১০] আমি ভাববাদিগণকে কথা কহাইয়াছি, ও আপনি দর্শনের বৃদ্ধি করিয়াছি, ও ভাববাদিগণদ্বারা দৃষ্টান্তকথা ব্যবহার করিয়াছি। [১১] গিলিয়দ তো অধর্ম্মময়, তাহারা অলীকমাত্র হইল; গিল্‌গলে তাহারা বৃষ বলিদান করে; অধিকন্তু ক্ষেত্রের আলিতে স্থিত প্রস্তরঢিবির ন্যায় স্থানে২ তাহাদের

যজ্ঞবেদি আছে। [১২] যাকোব তো পলাইয়া অরাম-দেশে গিয়াছিল; হাঁ, ইস্রায়েল ভার্য্যার নিমিত্তে দাসের কর্ম্ম, ও ভার্য্যার কারণ পশুপালকের কর্ম্ম করিয়াছিল। [১৩] সদাপ্রভু এক জন ভাববাদিদ্বারা মিসরহইতে ইস্রায়েলকে আনিলেন; হাঁ, এক জন ভাববাদিদ্বারা তাহারা পালিত হইল। [১৪] ইফ্রয়িম [তাঁহাকে] অতিশয় বিরক্ত করিয়াছে; অতএব তাহার প্রভু তাহাকে রক্তপাতে দোষী করিয়া তাহার ধিক্কারের পরিশোধ তাহাকে দিবেন।

১৩ অধ্যায়।

[১] ইফ্রয়িম কথা কহিলে [সকলের] ত্রাস হইত, ইস্রায়েলে তাহার উচ্চপদ ছিল, পরে বালের বিষয়ে দণ্ডনীয় হওয়াতে সে মরিল। [২] এবং এখনও তাহারা পাপ করিতে থাকে, এবং আপন ২ নৈপুণ্যে রূপাদ্বারা আপনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করে; সেই সকল বিগ্রহ শিল্পকরদের কর্ম্মমাত্র; তাহাদেরই বিষয়ে উহারা কহে, মনুষ্যদের মধ্যে যাহারা যজমান, তাহারা গোবৎসদিগকে চুম্বন করুক। [৩] এই নিমিত্তে তাহারা প্রাতঃকালের মেঘ ও প্রত্যূষে অপসরণকারি শিশির ও ঘূর্ণবায়ুদ্বারা খামারহইতে চালিত ভূষি ও বাতায়নহইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে। [৪] আমিই তো মিসরদেশাবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আছি; আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে তুমি জান না, এবং আমাভিন্ন ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই। [৫] আমি প্রান্তরে ও তৃষ্ণার বসতিদেশে তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম। [৬] চরাণী পাওয়াতে [তোমার] লোকেরা তৃপ্ত হইল, ও তৃপ্ত হইয়া গর্ব্বিতচিত্ত হইল, এই নিমিত্তে আমাকে বিস্মৃত হইল। [৭] অতএব আমি তাহাদের পক্ষে সিংহের ন্যায় হইব; ও পথের পার্শ্বে চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদের অপেক্ষাতে থাকিব। [৮] আমি হৃতবৎসা ভল্লূকীর ন্যায় তাহাদের সহিত মিলিব, ও তাহাদের হৃৎপদ্ম বিদীর্ণ করিব, ও সিংহীর ন্যায় সেই স্থানে তাহাদিগকে গ্রাস করিব, ও বনপশুগণ তাহাদিগকে খণ্ড ২ করিবে।

[৯] হে ইস্রায়েল, ইহা তোমার সর্ব্বনাশ, যে তুমি আমার বিপক্ষ, নিজ সহায়ের বিপক্ষ। [১০] বল দেখি, তোমার সকল নগরে তোমাকে ত্রান করিতে তোমার রাজা কোথায়? ও তোমার বিচারকর্ত্তৃগণ বা কোথায়? তুমি তো কহিতা, আমাকে রাজা ও অধ্যক্ষগণ দেও। [১১] আমি ক্রোধ করিয়া তোমাকে রাজা দি, পুনশ্চ কোপ করিয়া অপহরন করি। [১২] ইফ্রয়িমের অপরাধ বোচ্‌কাতে বদ্ধ, তাহার পাপ [কোষে] গুপ্ত আছে। [১৩] প্রসবকারিণীর ন্যায় তাহাকে যন্ত্রণা ধরিবে; শিশুটী অজ্ঞান, উপযুক্ত সময়ে অপত্যদ্বারে উপস্থিত হয় না। [১৪] আমি পাতালের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, মৃত্যুহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিব। হে মৃত্যো, তোমার মহামারী কোথায়? হে পাতাল, তোমার সংহার কোথায়? অনুশোচন আমার দৃষ্টিহইতে অন্তর্হিত থাকিবে।

[১৫] বস্তুতঃ ইফ্রয়িম্ ভ্রাতৃগণের মধ্যে ফলবান হইবে, তথাপি [অগ্রে] এক পূর্ব্বীয় বায়ু আসিবে, সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে প্রান্তরহইতে বায়ু বহিবে; তাহাতে তাহার উনুই শুষ্ক হইবে, ও তাহার প্রস্রবণ শুকাইবে। ঐ ব্যক্তি তাহার ভাণ্ডারহইতে যাবতীয় মনোরম্য পাত্র লুট করিবে। [১৬] শমরিয়া দণ্ডনীয়া, কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিপরীতাচারিণী হইয়াছে, তাহার লোকেরা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছাড়েতে খণ্ড ২ করা যাইবে, ও তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীদের উদর বিদীর্ণ হইবে।

১৪ অধ্যায়।

[১] হে ইস্রায়েল, তুমি ফিরিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে আইস; কেননা নিজ অপরাধে উছোট খাইয়াছ। [২] তোমরা বাক্য[রূপ উপহার] সঙ্গে লইয়া সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস; তাঁহাকে বল, অপরাধ সমুদয় হরণ কর; সদ্ভাব গ্রহণ কর; তাহাতে আমরা আপন ২ ওষ্ঠাধর বৃষরূপে দিয়া মঙ্গলার্থক বলিদান করিব। [৩] অশূর আমাদের পরিত্রাণ করিবে না, আমরা অশ্বারোহণে আসিব না, এবং আপনাদের হস্তকৃত বস্তুকে আর কখন আমাদের ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিব না; কেননা তোমারই নিকটে পিতৃহীন করুণা পায়।

[৪] আমি তাহাদের বিপথগমনের প্রতীকার করিব, ও স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে প্রেম করিব; কেননা আমার ক্রোধ তাহাদের হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। [৫] আমি ইস্রায়েলের প্রতি শিশিরের ন্যায় হইব; সে শোশন্ পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে ও লিবানোনের ন্যায় মূল বাদ্ধিবে। [৬] তাহার পল্লব সকল বিস্তারিত হইবে, জিতবৃক্ষের ন্যায় তাহার শোভা, ও লিবানোনের ন্যায় সুগন্ধ হইবে। [৭] তাহার ছায়াতে সুখাসীন লোকেরা ফিরিয়া শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে, ও দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে, লিবানোনীয় দ্রাক্ষারসের ন্যায় তাহার সুখ্যাতি হইবে। [৮] হে ইফ্রয়িম, [তুমি কি বলিতেছ?] আমাতে ও প্রতিমাগণেতে আর কি সম্পর্ক? আমি নিবেদনের উত্তর দিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলাম; আমি সতেজ দেবদারুর ন্যায়; আমাতেই তোমার ফল পাওয়া যায়। [৯] জ্ঞানবান কে? সে এই সকল বুঝিবে; বুদ্ধিমান কে? সে তাহা জ্ঞাত হইবে; কেননা সদাপ্রভুর সকল পথ সরল; এবং ধার্ম্মিকগণ তাহা দিয়া গমন করে, কিন্তু অধর্ম্মাচারিগণ তাহার মধ্যে উছোট খায়।

যোয়েল্ ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] পথূয়েলের পুত্র যোয়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [২] যথা, হে প্রাচীনগণ, এই কথা শুন; আর হে দেশনিবাসি সকল, কর্ণপাত কর; তোমাদের সময়ে এমত ঘটনা কি হইয়াছে? কিম্বা তোমাদের পিতাদের সময়ে কি হইয়াছে? [৩] তোমরা আপন২ সন্তানগণকে ইহার বৃত্তান্ত কহ, এবং তাহারা আপন২ সন্তানগণকে কহুক, আবার সেই সন্তানেরা ভাবি পুরুষপরম্পরাকে কহুক। [৪] শূককীটের উচ্ছিষ্ট পঙ্গপালে খাইয়াছে, এবং পঙ্গপালের উচ্ছিষ্ট পতঙ্গে খাইয়াছে, এবং পতঙ্গের উচ্ছিষ্ট ঘুর্ঘুরিয়েতে খাইয়াছে। [৫] হে মত্ত লোকেরা, জাগিয়া উঠ ও রোদন কর; হে মদ্যপায়ি সকল, নূতন দ্রাক্ষারসের নিমিত্তে হাহাকার কর; কেননা তাহা তোমাদের মুখহইতে অপহৃত। [৬] কারণ আমার দেশের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠিয়া আসিয়াছে; সে বলবান ও অসংখ্য ও সিংহবৎ দন্তবিশিষ্ট ও সিংহীর ন্যায় কষের দন্তবিশিষ্ট। [৭] সে আমার দ্রাক্ষালতা ধ্বংস করিয়াছে, ও আমার ডুম্বুরবৃক্ষ কাঠী করিয়াছে; সে ছাল খুলিয়া তাহাকে ত্বগ্‌বিহীন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার শাখা সকল শুক্ল হইয়া পড়িয়াছে।

[৮] তুমি যৌবনকালীন কান্তের শোকে চটপরিহিতা কন্যার ন্যায় বিলাপ কর। [৯] সদাপ্রভুর গৃহহইতে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য সকল অপহৃত, ও সদাপ্রভুর পরিচর্য্যাকারি যাজকগণ শোকান্বিত হইয়াছে। [১০] ক্ষেত্র বিনষ্ট, ভূমি শোকান্বিত, কেননা শস্য বিনষ্ট হইয়াছে, নূতন দ্রাক্ষারস শুষ্ক এবং তৈল লুপ্ত হইয়াছে। [১১] হে কৃষকগণ, লজ্জিত হও; হে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পালকগণ, হাহাকার কর, গোধূম ও যবের বিষয়ে [হাহাকার কর]; কেননা ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইয়াছে। [১২] দ্রাক্ষালতা শুষ্ক ও ডুম্বুরবৃক্ষ ম্লান হইয়াছে, এবং দাড়িম্ব ও খর্জ্জুর ও নাগরঙ্গ প্রভৃতি ক্ষেত্রের যাবতীয় বৃক্ষ শুষ্ক হইয়াছে, বস্তুতঃ মনুষ্যসন্তানদের মধ্যে আমোদ শুকিয়া গিয়াছে।

[১৩] হে যাজকগণ, তোমরা বন্ধকটি হইয়া বিলাপ কর; হে যজ্ঞবেদির পরিচারকগণ, হাহাকার কর; হে আমার ঈশ্বরের পরিচারকগণ, আইস, চট পরিয়া রাত্রি যাপন কর; কেননা তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের অভাব হইয়াছে। [১৪] তোমরা পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা কর, আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে প্রাচীনবর্গ প্রভৃতি দেশনিবাসি সকল লোককে একত্র করিয়া সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন কর। [১৫] হায়২ এ কেমন দিন! বস্তুতঃ সদাপ্রভুর দিন আসন্ন; সর্ব্বশক্তিমানের নিকটহইতে যেন প্রলয় উপস্থিত হইতেছে। [১৬] আমাদের গোচরহইতে খাদ্য সকল ও আমাদের ঈশ্বরের গৃহহইতে আনন্দ ও উল্লাস কি উচ্ছিন্ন হয় নাই? [১৭] বীজ সকল আপন২ ঢেলার নীচে পচিয়া যাইতেছে, গোলা সকল ধ্বংসিত, শস্যাগার সকল উৎপাটিত, কারণ শস্য ম্লান হইয়াছে। [১৮] পশুগণ কেমন কোঁকায়! বৃষপাল কেমন ব্যাকুল হইয়াছে! কেননা তাহাদের চরাণীস্থান নাই; এবং মেষপালও দণ্ডের ভাগী। [১৯] হে সদাপ্রভো, আমি তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করি; কেননা অগ্নি প্রান্তরের সকল চরাণীস্থান গ্রাস করিয়াছে, ও তাহার শিখা ক্ষেত্রের যাবতীয় বৃক্ষকে খাইয়া ফেলিয়াছে। [২০] মাঠের পশুগণও তোমার কাছে ক্রন্দন করে; কেননা যাবতীয় জলপ্রণালী শুষ্ক ও প্রান্তরস্থ চরাণীস্থান অগ্নিভক্ষিত হইয়াছে।

২ অধ্যায়।

[১] তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, এবং আমার পবিত্র পর্ব্বতে ঘোর নাদ কর, দেশনিবাসিমাত্র উদ্বিগ্ন হউক; কেননা সদাপ্রভুর দিন আসিতেছে, হাঁ, তাহা আসন্ন। [২] সে তিমির ও অন্ধকারময় দিন, মেঘাবৃত ঘোর অন্ধকারময় দিন। পর্ব্বতগণের উপরে অরুণের ন্যায় [ঐ কি] ব্যাপ্ত হইতেছে? বলবতী এক মহাজাতি; তাহার তুল্য জাতি যুগের আরম্ভাবধি হয় নাই, এবং তৎপরে পুরুষানুক্রমের বৎসরপর্য্যায়েও হইবে না। [৩] তাহার অগ্রে অগ্নি গ্রাস করে, ও তাহার পশ্চাৎ বহ্নিশিখা জ্বলে; তাহার অগ্রে দেশ যেন এদনের উদ্যান, কিন্তু তাহার পশ্চাৎ ধ্বংসময় প্রান্তর; দেশমধ্যে রক্ষাপ্রাপ্ত কিছুই নাই। [৪] তাহার [লোকদের] আকার অশ্বগণের আকৃতির ন্যায়, এবং তাহারা অশ্বারোহিদের ন্যায় ধাবমান হয়। [৫] তাহাদের লম্ফের শব্দ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে রথসমূহের শব্দের ন্যায়, কিম্বা চাল দগ্ধকারি অগ্নিশিখার শব্দের ন্যায়; তাহারা যুদ্ধার্থে শ্রেণীবদ্ধ বলবতী জাতির তুল্য। [৬] তাহার সম্মুখে জাতিগণ যন্ত্রণাগ্রস্ত, ও সকলেরই মুখ কালিমাযুক্ত হয়। [৭] তাহারা বীরদের ন্যায় দৌড়ে, ও যোদ্ধাদের ন্যায় প্রাচীরে উঠে, ও প্রত্যেক জন আপন২ পথে অগ্রসর হয়; আপনাদের মার্গ জটিল করে না। [৮] তাহারা এক জন অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না; সকলেই আপন২ মার্গে অগ্রসর হয়, এবং শূলাগ্রের উপরে পড়িলেও ভগ্নপংক্তি হয় না। [৯] তাহারা নগর পর্য্যটন করে, প্রাচীরের উপরে দৌড়ে, গৃহমধ্যে উঠে, চোরের

ন্যায় গবাক্ষ দিয়া প্রবেশ করে। [১০] তাহাদের সম্মুখে পৃথিবী উদ্বিগ্না, গগণমণ্ডল কম্পিত, চন্দ্র ও সূর্য্য অন্ধকারময় হয়, ও নক্ষত্রগণ আপন ২ তেজ পরিহার করে। [১১] সদাপ্রভু নিজ সৈন্যসামন্তের অগ্রে আপন রব শুনাইতেছেন, কেননা তাঁহার শিবির অতি মহৎ, কেননা তাঁহার বাক্যসাধক বলবান, কেননা সদাপ্রভুর দিন মহৎ ও অতি ভয়ানক; হাঁ, কে তাহা সহ্য করিতে পারিবে?

[১২] কিন্তু সদাপ্রভু কহেন, এখনও তোমরা উপবাস ও রোদন ও বিলাপ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ফিরিয়া আমার কাছে আইস। [১৩] এবং আপন ২ বস্ত্র না চিরিয়া অন্তঃকরণ চির, ও আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইস; কেননা তিনি কৃপাবান ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। [১৪] কি জানি তিনি ফিরিয়া অনুশোচনা করিবেন, এবং আপনার পশ্চাতে আশীর্ব্বাদী অর্থাৎ তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে দাতব্য ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য রাখিয়া যাইবেন।

[১৫] তোমরা সিয়োনে তূরী বাজাও, পবিত্র উপবাস নিরূপণ কর, পর্ব্বদিন ঘোষণা কর; [১৬] প্রজা লোকদিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর, প্রাচীনগণকে আহ্বান কর, বালকদিগকে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর; বর আপন বাসরগৃহহইতে, ও কন্যা আপন অন্তঃপুরহইতে নির্গত হউক। [১৭] বারাণ্ডার ও হোমবেদির মধ্যস্থানে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যাকারি যাজকগণ রোদন করিতে ২ এই কথা কহুক, হে সদাপ্রভো, তুমি আপন প্রজাগণের প্রতি মমতা কর, আপন অধিকার ধিক্কারের পাত্র করিও না; এবং তাহাদের বিষয়ে পরজাতীয়দিগকে গল্প করিতে দিও না; "উহাদের ঈশ্বর কোথায়?" এই কথা জাতিদের মধ্যে কেন চলিত হইবে?

[১৮] অনন্তর সদাপ্রভু আপন দেশের জন্যে উদ্যোগী ও আপন প্রজাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইলেন। [১৯] ফলতঃ সদাপ্রভু উত্তর দিয়া আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিকটে শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রেরণ করিব, তোমরা তাহাতে তৃপ্ত হইবা; হাঁ, আমি পরজাতিদের মধ্যে তোমাদিগকে আর ধিক্কারের পাত্র করিব না। [২০] পরন্তু আমি তোমাদের নিকটহইতে উত্তরদেশীয় [শত্রুকে] দূর করিব, এবং পূর্ব্ব সমুদ্রের দিগে তাহার অগ্রভাগ, ও পশ্চিম সমুদ্রের দিগে তাহার পশ্চাদ্ভাগ ফেলিয়া তাহাকে শুষ্ক ও ধ্বংসিত দেশে তাড়াইয়া দিব; তাহাতে তাহার দুর্গন্ধ উঠিবে ও পূতি নির্গত হইবে, কারণ সে [দর্পে] মহৎ অপকর্ম্ম করিয়াছে।

[২১] হে দেশ, ভয় করিও না, উল্লাসিত হইয়া আনন্দ কর, কেননা সদাপ্রভু মহৎ কর্ম্ম করিলেন। [২২] হে ক্ষেত্রের পশুগণ, ভয় করিও না; কেননা প্রান্তরস্থ চরানীস্থান তৃণভূষিত ও বৃক্ষ সকল ফলবান হইতেছে; ডুম্বুরবৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা আপন ২ তেজ সফল করিতেছে। [২৩] আর হে সিয়োনের সন্তানগণ, তোমরা উল্লাসিত হও ও আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি তোমাদিগকে ধার্ম্মিকতার আশয়ে গুরু দিলেন, এবং প্রথমতঃ তোমাদের নিমিত্তে অগ্রিম ও উত্তর বর্ষার জল বর্ষাইলেন। [২৪] ইহাতে তোমাদের খামার সকল শস্যেতে পরিপূর্ণ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস ও তৈলেতে তোমাদের কুণ্ড উথলিবে। [২৫] এবং তোমাদের প্রতি প্রেরিত আমার মহাসৈন্য অর্থাৎ পঙ্গপাল ও পতঙ্গ ও ঘুর্ঘুরিয়া ও শূককীট যে ২ বৎসরের শস্যাদি খাইয়াছে, আমি তাহা পরিশোধ করিয়া তোমাদিগকে দিব। [২৬] তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা, এবং তোমাদের প্রতি আশ্চর্য্য ব্যবহারকারি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করিবা; হাঁ, আমার প্রজাগণ অনন্তকালেও লজ্জিত হইবে না। [২৭] আর আমি যে ইস্রায়েলের মধ্যবর্ত্তী, এবং আমি সদাপ্রভু যে তোমাদের ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা, এবং আমার প্রজারা অনন্তকালেও লজ্জিত হইবে না।

[২৮] আর তৎপরে আমি সমুদয় প্রাণির উপরে আপন আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভাবোক্তি প্রচার করিবে, তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে; [২৯] এবং তৎকালে আমি দাস দাসীদিগেরও উপরে আপন আত্মা সেচন করিব। [৩০] এবং আকাশে ও পৃথিবীতে রক্ত ও অগ্নি ও ধূমস্তম্ভ প্রভৃতি অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব। [৩১] সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে। [৩২] কিন্তু যে কেহ সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে; কেননা সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে পরিত্রাণপ্রাপ্ত দল, এবং রক্ষিত সকলের মধ্যে এমত লোক থাকিবে যাহাদিগকে সদাপ্রভু আহ্বান করিবেন।

৩ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ দেখ, সেই দিনে ও সেই সময়ে আমি যিহূদার ও যিরূশালেমের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব; [২] এবং যাবতীয় জাতিকে সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট [সদাপ্রভুর বিচার] নামক তলভূমিতে নামাইব, এবং আমার প্রজাগণ ও অধিকার ইস্রায়েলের বিষয়ে তাহাদের সহিত বিচার করিব। কেননা তাহারা তাহাদিগকে পরজাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, ও আমার দেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছে, [৩] ও আমার প্রজাদের জন্যে গুলিবাঁট করিয়াছে, এবং বালক দিয়া বেশ্যা ভোগ করিয়াছে, ও বালিকা দিয়া দ্রাক্ষারস ক্রয় করিয়া পান করিয়াছে। [৪] অধিকন্তু হে সোর, হে সীদোন, ও হে পলেষ্টীয়দের অঞ্চল সকল, আমার প্রতি তোমাদের [সঙ্কল্প]

কি? তোমরা কি প্রতিফল বলিয়া আমার অপকার করিবা? আমার অপকার করিলে আমি অবিলম্বে ও অতি শীঘ্র সেই অপকারের ফল তোমাদের মস্তকে বর্ত্তাইব। [৫] কেননা তোমরা আমার রূপা ও সুবর্ণ হরণ করিয়াছ, এবং আমার উত্তম রত্ন সকল আপন ২ প্রাসাদে লইয়া গিয়াছ। [৬] এবং যিহূদার সন্তানগণকে ও যিরূশালেমের সন্তানগণকে তাহাদের সীমাহইতে দূর করণার্থে যবন-সন্তানদের কাছে বিক্রয় করিয়াছ। [৭] কিন্তু দেখ, তোমরা যে স্থানে [পাঠাইবার জন্যে] তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছ, তথাহইতে আমি তাহাদিগকে জাগাইয়া উদ্ধার করিব, এবং তোমাদের অপকারের ফল তোমাদের মস্তকে বর্ত্তাইব। [৮] এবং তোমাদের পুত্র কন্যাগণকেও যিহূদার সন্তানদের হস্তে বিক্রয় করিব, তাহারা তাহাদিগকে দূরস্থ শিবায়ীয় নামক জাতির কাছে বিক্রয় করিবে, কেননা সদাপ্রভু ইহা কহেন।

[৯] তোমরা জাতিগনের মধ্যে এই কথা প্রচার কর, ধর্ম্মযুদ্ধ নিরূপণ কর, বীরগণকে জাগ্রৎ কর, যোদ্ধা সকল নিকটে আসিয়া উপস্থিত হউক। [১০] তোমরা আপন ২ লাঙ্গলের ফাল ভাঙ্গিয়া খড়্গ গড়, ও আপন ২ কাস্ত্যা ভাঙ্গিয়া বড়শা [নির্ম্মাণ কর]; দুর্ব্বল লোক বলুক, আমি বীর। [১১] হে জাতিগণ, তোমরা সকলে ত্বরা করিয়া চতুর্দ্দিগ-হইতে আসিয়া একত্র হও; হে সদাপ্রভো, তুমিও সে স্থানে আপন বীরগণকে নামাও। [১২] জাতিগণ জাগিয়া উঠিয়া যিহোশাফট্ তলভূমিতে আইসুক, কেননা সেই স্থানে আমি চতুর্দ্দিক্স্থ জাতিমাত্রের বিচার করিতে বসিব। [১৩] তোমরা কাস্ত্যা লাগাও, কেননা শস্য পাকিয়াছে; প্রবেশ করিয়া দ্রাক্ষাফল দলন কর, কেননা কুণ্ড পূর্ণ আছে, ও রসের আধার সকল উথলিতেছে; বস্তুতঃ তাহাদের দৌর্জন্য অতি বড়। [১৪] দণ্ডাজ্ঞার তলভূমিতে কত লোকারণ্য দেখা যাইতেছে, কেননা দণ্ডাজ্ঞার তলভূমিতে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট। [১৫] সূর্য্য ও চন্দ্র অঙ্গারবর্ণ হইতেছে, ও নক্ষত্রগণ আপন ২ তেজ হরণ করিতেছে। [১৬] এবং সদাপ্রভু সিয়োনে থাকিয়া গর্জ্জন করিবেন, ও যিরূশালেমহইতে আপন রব শুনাইবেন, এবং গগণমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু আপন প্রজাদের আশ্রয় ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের দুর্গস্বরূপ হইবেন। [১৭] তাহাতে আমি যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এবং আমার পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে বাস করি, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা; তখন যিরূশালেম পবিত্র হইবে; বিদেশিরা আর তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবে না।

[১৮] সেই দিনে পর্ব্বতগণহইতে দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, ও উপপর্ব্বতগণহইতে দুগ্ধের স্রোত বহিবে, এবং যিহূদার যাবতীয় ঢালু স্থানে জল বহিবে; এবং সদাপ্রভুর গৃহহইতে এক প্রস্রবণ নির্গত হইবে, তাহা শিটীমের স্রোতোমার্গকে সেচন করিবে। [১৯] মিসর্ ধ্বংসস্থান হইবে, ও ইদোম্ ধ্বংসিত প্রান্তর হইবে, কেননা তাহারা যিহূদার সন্তানগণের প্রতি উপদ্রব করিয়া আপন ২ দেশে নির্দ্দোষির রক্তপাত করিয়াছে। [২০] কিন্তু যিহূদা অনন্তকাল ও যিরূশালেম পুরুষানুক্রমে বসতিবিশিষ্ট থাকিবে। [২১] এবং আমি তাহাদের যে রক্ত পরিষ্কার করি নাই, তাহা পরিষ্কার করিব; আর সদাপ্রভু সিয়োনে বাস করিবেন।

আমোষ ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] উষিয় নামক যিহূদাদেশীয় রাজার অধিকারসময়ে ও যোয়াশের পুত্র যারবিয়াম নামক ইস্রায়েলদেশীয় রাজার অধিকারসময়ে ভূমিকম্পের দুই বৎসর পূর্ব্বে তকোয়স্থ গোপালকদের মধ্যবর্ত্তি আমোষ ইস্রায়েলের বিষয়ে যে ২ দর্শন পাইয়াছিল, তদ্বিষয়ক তাহার বাক্য। [২] সে কহিল, সদাপ্রভু সিয়োনে থাকিয়া গর্জ্জন করিবেন, ও যিরূশালেমহইতে আপন রব শুনাইবেন; তাহাতে মেষপালকদের চরাণীস্থান সকল শোকান্বিত, ও কর্ম্মিলের উত্তমাঙ্গ শুষ্ক হইবে।

[৩] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দম্মেশকের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা লৌহময় শস্যমর্দ্দনযন্ত্রে গিলিয়দকে মর্দ্দন করিল। [৪] অতএব আমি হসায়েলের কুলে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা বিন্-হদদের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে। [৫] আর আমি দম্মেশকের অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেলিব, ও আবনের সমস্থলীহইতে নিবাসি লোককে, ও বৈথে-দনহইতে রাজদণ্ডধারিকে উচ্ছিন্ন করিব; এবং অরামের লোকেরা নির্ব্বাসিত হইয়া কীর [প্রদেশে] যাইবে; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

[৬] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঘসার তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা ইদোমের হস্তগত করিতে নির্ব্বাসিত লোকদের অবিকল সংখ্যা লইয়া গেল। [৭] অতএব আমি ঘসার প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে। [৮] আর আমি অস্দোদহইতে নিবাসি

লোককে ও অস্কিলোনহইতে রাজদণ্ডধারিকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং ইক্রোণের বিপক্ষে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং পলেষ্টীয়দের শেষাংশও বিনষ্ট হইবে : ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

৯ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সোরের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না, কেননা তাহারা ভ্রাতৃনিয়ম স্মরণ না করিয়া নির্ব্বাসিত লোকদের অবিকল সংখ্যা ইদোমের হস্তগত করিল। ১০ অতএব আমি সোরের প্রাচীরে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

১১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইদোমের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না; কেননা সে খড়্গহস্ত হইয়া আপন ভ্রাতাকে তাড়না করিল, করুণার দফা রফা করিল; তাহার ক্রোধ নিত্য বিদারক, ও তাহার কোপ নিরন্তর প্রস্তুত। ১২ অতএব আমি তৈমনে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা বস্রার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

১৩ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অম্মোন্-সন্তানদের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহাদের দণ্ড] নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা আপনাদের সীমা বৃদ্ধি করণার্থে গিলিয়দস্থ গর্ব্ভবতীদের উদর বিদীর্ণ করিল। ১৪ অতএব আমি রব্বার প্রাচীরে অগ্নি জ্বালাইব; যুদ্ধের দিনে সিংহনাদ ও ঘর্ণবায়ুর দিনে প্রচণ্ড ঝড় সহকারে সে তাহার অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে। ১৫ এবং তাহাদের রাজা ও তাহার অমাত্যগণ এককালে নির্ব্বাসার্থে যাত্রা করিবে; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

২ অধ্যায়।

১ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, মোয়াবের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা ইদোমের রাজার অস্থি দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিল। ২ অতএব আমি মোয়াবে অগ্নি নিক্ষেপ করিব, তাহা করিয়োতের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে, এবং কোলাহল ও সিংহনাদ ও তূরীধ্বনি সহকারে মোয়াবের লোকেরা প্রাণ ত্যাগ করিবে। ৩ আর আমি তাহার মধ্যহইতে কর্ত্তাকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তাহার সহিত তাহার সকল অধ্যক্ষকেও সংহার করিব; ইহা সদাপ্রভু কহেন।

৪ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যিহূদার তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাঁহার বিধি সকল পালন করে নাই, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মিথ্যা বস্তুর অনুগামী হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আপনারাও ভ্রান্ত হইয়াছে। ৫ অতএব আমি যিহূদাতে অগ্নি নিক্ষেপ করিব; তাহা যিরূশালেমের অট্টালিকা সকল গ্রাস করিবে।

৬ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েলের তিন বরং চারি অধর্ম্ম প্রযুক্ত আমি [তাহার দণ্ড] নিবারণ করিব না; কেননা তাহারা রূপা লইয়া ধার্ম্মিককে, ও এক যোড়া পাদুকার জন্যে দরিদ্রকে [লইয়া] বিক্রয় করে। ৭ তাহারা দীনহীনদের মস্তকে ধূলির সঞ্চার [দেখিতে] আকাঙ্ক্ষা করে, ও নম্র লোকদের প্রতি অন্যায় করে, এবং আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করণার্থে পিতা ও পুত্র এক যুবতীতে গমন করে। ৮ এবং যাবতীয় বেদির কাছে বন্ধক বস্ত্রের উপরে শয়ন করে, ও দণ্ডিত লোকদের দ্রাক্ষারস আপন ২ দেবালয়ে পান করে।

৯ আমিই তো এরস্ বৃক্ষবৎ দীর্ঘকায় ও অলোন বৃক্ষবৎ বলিষ্ঠ ইমোরীয় লোককে তাহাদের সম্মুখে উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম, এবং ঊর্দ্ধে তাহার ফল, ও নীচে তাহার মূল উচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম। ১০ এবং সেই ইমোরীয় লোকের দেশাধিকার দিবার জন্যে আমিই তোমাদিগকে মিসরদেশহইতে আনিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে গমন করিয়াছিলাম। ১১ এবং তোমাদের পুত্রগণের মধ্যে কাহাকে ২ ভাববাদী করিয়া, ও তোমাদের যুবগণের মধ্যে কাহাকে ২ নাসরীয় করিয়া উৎপন্ন করিতাম। সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, ইহা কি সত্য নহে? ১২ কিন্তু তোমরা সেই নাসরীয়দিগকে দ্রাক্ষারস পান করাইতা, এবং সেই ভাববাদিদিগকে ভাবোক্তি প্রচার করিতে নিষেধ করিতা। ১৩ দেখ, গোমের আটিতে পরিপূর্ণ শকট যেমন [ঘাস] চেপ্টায়, তেমনি আমি তোমাদিগকে স্বস্থানে চেপ্টাইব। ১৪ তৎকালে দ্রুতগামির পলায়নোপায় নষ্ট হইবে, ও আপন বল দৃঢ় করা বলবানের সাধ্য থাকিবে না, ও বীর নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না। ১৫ এবং ধনুর্দ্ধর দণ্ডায়মান থাকিবে না, ও লঘুচরণ লোক রক্ষা পাইবে না, এবং অশ্বারূঢ় লোকও নিজ প্রাণ রক্ষা করিবে না। ১৬ হাঁ, বীরগণের মধ্যে যে জন সাহসিচিত্ত, সেও সেই দিনে উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিবে, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

৩ অধ্যায়।

১ তোমরা এই বাক্য শুন, কেননা, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু কহেন, আমি মিসরদেশহইতে যাহাকে আনিয়াছি, সেই সমস্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে [কহিতেছি], ২ যথা, আমি পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তোমাদেরই পরিচয় লইয়াছি, এই জন্যে তোমাদের যাবতীয় অপরাধ ধরিয়া তোমাদিগকে প্রতিফল দিব। ৩ একপরামর্শ না হইয়া দুই ব্যক্তি কি একত্র গমন করে? ৪ মৃগ না পাইয়া বনের মধ্যে সিংহ কি গর্জ্জন করে? কোন পশু না ধরিয়া গহ্বরে যুবকেশরী কি হুঙ্কার করে? ৫ কল না পাতিলে পক্ষী কি ফাঁদে বদ্ধ হইয়া ভূমিতে পড়ে? কিছু ধরা না পড়িলে ভূমিহইতে কি কল ছুটে? ৬ কিম্বা নগরমধ্যে তূরী বাজিলে প্রজা লোকেরা কি কাঁপে না? কিম্বা সদা-

প্রভু না ঘটাইলে নগরের মধ্যে কি অমঙ্গল ঘটে? [৭] বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না। [৮] সিংহ গর্জ্জন করিল, কে না ভয় করিবে? প্রভু সদাপ্রভু কথা কহিলেন, কে না ভাবোক্তি প্রচার করিবে?

[৯] তোমরা অস্‌দোদস্থ অট্টালিকা সকলের উপর দিয়া ও মিসরদেশস্থ অট্টালিকা সকলের উপর দিয়া [তাহা] শ্রবণ করাও, এবং কহ, তোমরা শমরিয়ার পর্ব্বতগণের উপরে একত্র হইয়া দেখ, তাহার মধ্যে কত মহাকোলাহল হইতেছে, ও তাহার মধ্যে কত উপদ্রুত লোক আছে। [১০] সদাপ্রভু কহেন, উহারা যাথার্থ্য করিতে না জানিয়া আপন ২ অট্টালিকাতে প্রচুররূপে দৌরাত্ম্য ও ধনাপহার করে। [১১] অতএব প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ঐ বিপক্ষ! হাঁ, সে দেশকে বেষ্টন করিয়াছে, সে তোমার মস্তকহইতে শ্রীকে ফেলিয়া দিবে, এবং তোমার অট্টালিকা সকল লুটিত হইবে। [১২] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিংহের মুখহইতে যেমন মেষপালক দুইখানা পা কিম্বা এক কর্ণমূল উদ্ধৃত করে, শমরিয়াতে শয্যার কোণে কিম্বা খট্টার শিল্পিত চাদরে সুখাসীন ইস্রায়েলের সন্তানেরা তেমনি উদ্ধৃত হইবে। [১৩] তোমরা ইহা শুনিয়া যাকোবের কুলকে সাক্ষ্য দেও, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন। [১৪] কেননা আমি যে দিনে ইস্রায়েলকে তাহার অধর্ম্ম সকলের প্রতিফল দিব, সেই দিনে বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদি সকলেরও প্রতিফল দিব, তাহাতে বেদির চূড়া সকল ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পড়িবে। [১৫] এবং আমি শীতকালের গৃহ ও গ্রীষ্মকালের গৃহ নিপাত করিয়া এক রাশি করিব, তাহাতে হস্তিদন্তের গৃহ সকল নষ্ট, এবং অনেক ২ গৃহ লুপ্ত হইবে; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

৪ অধ্যায়।

[১] হে শমরিয়ার গিরিবিহারিণী বাশনের গাবী সকল, এই বাক্য শুন; তোমরা দীনহীনদের প্রতি উপদ্রব করিতেছ, দরিদ্রগণকে চূর্ণ করিতেছ, এবং আপনাদের কর্ত্তাকে বলিতেছ, পানীয় দ্রব্য আন, আমরা পান করি। [২] প্রভু সদাপ্রভু আপন পবিত্রতাতে শপথ করিয়া কহেন, দেখ, তোমাদের প্রতিকূল এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা তোমাদিগকে আঁকড়াদ্বারা ও তোমাদের শেষাংশকে ধীবরের বড়শীদ্বারা টানিয়া লইয়া যাইবে। [৩] এবং তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ সম্মুখস্থ ভগ্ন স্থান দিয়া বাহির হইয়া হার্ম্মোণে নিক্ষিপ্তা হইবা; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

[৪] তোমরা বৈথেলে গিয়া অধর্ম্ম কর, গিল্‌গলে গিয়া অধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, এবং প্রতি প্রভাতে আপন ২ বলি, ও তিন ২ দিবসান্তে আপন ২ দশমাংশ উৎসর্গ কর। [৫] ও স্তবার্থে তাড়ীযুক্ত দ্রব্য ধূপবৎ দগ্ধ কর, এবং স্বেচ্ছাদত্ত উপহারের আজ্ঞা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর; কেননা, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমরা এই প্রকার করিতেই ভাল বাস, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি।

[৬] তজ্জন্য আমিও তোমাদের যাবতীয় নগরে দন্তাবলির নির্ম্মলতা ও যাবতীয় বাসস্থানে অন্নাভাব তোমাদিগকে দিলাম, তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইলা না; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৭] আরও শস্য পাকিবার তিন মাস পূর্ব্বে আমিই তোমাদের হইতে [নিয়মিত] বৃষ্টি নিবারণ করিলাম, এবং এক নগরে বৃষ্টি ও অন্য নগরে অনাবৃষ্টি করিলাম; এক ক্ষেত্র জলসিক্ত হইল, ও অন্য ক্ষেত্র জলাভাবে শুষ্ক হইয়া গেল; [৮] এবং জল পানার্থে দুই তিন নগরের লোক খোঁড়ার ন্যায় অন্য এক নগরে যাইত, কিন্তু তৃপ্ত হইত না; তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইলা না; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৯] আমি শস্যের শোষ ও ম্লানিদ্বারা তোমাদিগকে দণ্ড করিলাম; শূককীট তোমাদের বহুসঙ্খ্যক উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও ডুম্বুরবৃক্ষ ও জিতবৃক্ষ সকলই খাইয়া ফেলিল, তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইলা না; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [১০] আমি তোমাদের মধ্যে মিসরদেশের মহামারীর ন্যায় মহামারী পাঠাইলাম, খড়্গদ্বারা তোমাদের যুবগণকে ও যুদ্ধে ধৃত তোমাদের অশ্বগণকে বধ করাইলাম, ও বার ২ তোমাদের শিবিরের দুর্গন্ধ জন্মাইয়া তোমাদের নাসিকাতে প্রবেশ করাইলাম, তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইলা না; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [১১] আমি তোমাদের কতক [স্থান] ঈশ্বরকর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোমের ও ঘমোরার ন্যায় উৎপাটন করিলাম, তাহাতে তোমরা দাহহইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইলা; তথাপি তোমরা আমার কাছে ফিরিয়া আইলা না; ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [১২] হে ইস্রায়েল, এই কারণ আমি তোমার প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিব; আর তোমার প্রতি আমি এমত ব্যবহার করিব, তজ্জন্য, হে ইস্রায়েল, তুমি আপন ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হও। [১৩] কেননা দেখ, তিনি পর্ব্বতগণের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও মানুষের চিন্তার প্রকাশক; এবং তিনি অরুণকে অন্ধকার করেন, ও পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া গমনাগমন করেন; বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু, এই তাঁহার নাম।

৫ অধ্যায়।

[১] হে ইস্রায়েলের কুল, আমি তোমাদের প্রতিকূলে বিলাপগীত বলিয়া এই যে বাক্য প্রণয়ন করি, তাহা শুন। [২] ইস্রায়েল কুমারী পতিতা হইয়াছে, আর উঠিবে না; সে আপন ভূমিতে আছাড় খাইয়াছে, তাহাকে উঠাইতে কেহ নাই। [৩] বস্তুতঃ প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে নগরের লো-

কেরা সহস্র হইয়া বহির্গত হয়, ইস্রায়েল কুলের জন্যে তাহার এক শত অবশিষ্ট থাকিবে; ও যাহার লোকেরা এক শত হইয়া বহির্গত হয়, তাহার দশ জন অবশিষ্ট থাকিবে।

৪ বস্তুতঃ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের কুলকে এই কথা কহেন, তোমরা আমার অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবা। ৫ কিন্তু বৈথেলের অন্বেষণ করিও না, ও গিল্‌গলে যাত্রা করিও না, ও দূরস্থ বেরশেবাতে যাইও না; কেননা গিল্‌গল অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে ও বৈথেল বিড়ম্বনা হইবে। ৬ সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, তাহাতে বাঁচিবা; নতুবা তিনি যোষেফের কুলে অগ্নিবৎ পড়িয়া [তাহা] গ্রাস করিবেন; বৈথেলে নির্ব্বাণ করিতে কেহ থাকিবে না। ৭ তোমরা বিচারকে নাগ্দানাতে পরিণত করিতেছ, ও ধার্ম্মিকতাকে মাটী করিতেছ। ৮ যিনি কৃত্তিকার ও মৃগশীর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং মৃত্যুচ্ছায়ারূপ রজনীকে প্রভাতে পরিণত করেন, ও দিনকে রাত্রির ন্যায় অন্ধকারময় করেন, ও সমুদ্রের জলসমূহকে আহ্বান করিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান, ও সদাপ্রভু নাম ধরেন, ৯ তিনি বলবানের প্রতি সর্ব্বনাশরূপ বজ্র উজ্জ্বল করেন, তাহাতে সর্ব্বনাশ দুর্গকে আশ্রয় করে। ১০ নগরদ্বারে দোষবক্তাকে দ্বেষ করা যায়, ও যথার্থবাদি লোককে গর্হণীয় বোধ হয়। ১১ তোমরা দীনহীনকে পদতলে দলিতেছ, ও তাহাহইতে গোমরূপ দর্শনী গ্রহণ করিতেছ; এই হেতুক তোমরা পাষাণের গৃহ নির্ম্মাণ করিলেও তাহাতে বাস করিতে পাইবা না, ও রম্য দ্রাক্ষাক্ষেত্র রোপণ করিলেও তদুৎপন্ন দ্রাক্ষারস পান করিতে পাইবা না। ১২ কেননা তোমাদের বহুবিধ অধর্ম্ম ও কঠোর পাপ সকল আমি জানি; তোমরা ধার্ম্মিক লোককে ক্লেশ দিতেছ, উৎকোচ গ্রহণ করিতেছ, এবং নগরদ্বারে দরিদ্রদের প্রতি অন্যায় করিতেছ। ১৩ এই নিমিত্তে এমন কালে কৌশলপরায়ণ লোক চুপ করে, কেননা এ দুঃসময়। ১৪ তোমরা যাহা মন্দ তাহা চেষ্টা না করিয়া, যাহা ভাল তাহার চেষ্টা করত জীবন অবলম্বন কর, তাহাতে তোমাদের প্রবাদানুসারে [বাস্তবিক] বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। ১৫ মন্দকে ঘৃণা করিয়া ভালকে ভাল বাস, ও নগরদ্বারে ন্যায়বিচার বজায় রাখ; তাহাতে বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু যোষেফের অবশিষ্টাংশের প্রতি কৃপা করিলে করিতে পারেন। ১৬ তজ্জন্য প্রভু অর্থাৎ বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাবতীয় চকে বিলাপ ও যাবতীয় সড়কে হাহাকার হইবে; হাঁ, লোকেরা চেঁচাইয়া কৃষককে বিলাপ করিতে বলিবে, ও হাহাকারে নিপুণদিগকে কহিবে, বিলাপ [কর]। ১৭ এবং যাবতীয় দ্রাক্ষাক্ষেত্রে বিলাপ হইবে, কেননা আমি তোমার মধ্য দিয়া গমন করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। ১৮ হায় ২ সদাপ্রভুর দিনাকাঙ্ক্ষিগণ, সদাপ্রভুর দিন তোমাদের কি করিবে? তাহা অন্ধকারময় দিন, দীপ্তিবিশিষ্ট নহে। ১৯ যেমন সিংহহইতে পলায়নকারি কোন মনুষ্য ভল্লূকের সম্মুখে পড়িলে গৃহে প্রবেশ করে, আবার [তথায়] ভিত্তিতে হস্তার্পণ করিলে সর্প তাহাকে দংশন করে, [তাহা তদ্রূপ]। ২০ সদাপ্রভুর দিন তো অন্ধকারময় ও আলোরহিত, হাঁ, তাহা ঘোর অন্ধকার ও দীপ্তিবর্জ্জিত।

২১ আমি তোমাদের উৎসব সকল ঘৃণা করি ও তাহা অগ্রাহ্য করি, এবং তোমাদের পর্ব্বদিনের গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারি না। ২২ বস্তুতঃ তোমরা আমার নিকটে হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না, এবং তোমাদের পুষ্ট পশুরূপ মঙ্গলার্থক বলিদানেও দৃক্‌পাত করিব না। ২৩ আমার নিকটহইতে আপন গানের গোল দূর কর, আমি তোমার নেবল্‌ যন্ত্রের বাদ্য আর শুনিব না। ২৪ বরং বিচার লহরীবৎ বহিবে, ও ধার্ম্মিকতা চিরস্থায়ি স্রোতের ন্যায় হইবে। ২৫ হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি আমারই উদ্দেশে বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়াছিলা? ২৬ বরং তোমাদের দেবরাজের চাল ও তোমাদের প্রতিমাগণের ঠাট, হাঁ, আপনাদের নির্ম্মিত দেবগণের তারা তুলিয়া বহন করিতা। ২৭ অতএব আমি তোমাদিগকে নির্ব্বাসার্থে দম্মেশকের ওদিগে গমন করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন; বাহিনীগণের ঈশ্বর তাঁহার নাম।

৬ অধ্যায়।

১ সিয়োনস্থ যে নিশ্চিন্ত লোকেরা ও শমরিয়া পর্ব্বতস্থ যে দুঃসাহসিগণ জাতিগণের শ্রেষ্ঠাংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, এবং ইস্রায়েলের কুল যাহাদের শরণাগত, তাহারা সন্তাপের পাত্র। ২ তোমরা কল্‌নীতে যাইয়া দেখ, ও তথাহইতে বড় হমাতে গমন কর, কিম্বা পলেষ্টীয়দের গাতে নামিয়া যাও; সেই সকল রাজ্য কি এই দুই রাজ্যহইতে উত্তম? কিম্বা তাহাদের ভূমি কি তোমাদের ভূমিহইতে শ্রেষ্ঠ? ৩ এই লোকেরা অমঙ্গলের দিনকে আপনাদের হইতে দূর জানিয়া দৌরাত্ম্যের রাজত্ব নিকটবর্ত্তী করিতেছে; ৪ এবং হস্তিদন্তের শয্যাতে শয়ন করে, ও খট্টার উপরে আপন ২ গাত্র লম্বা করে, এবং পালের মধ্যহইতে পুষ্ট মেষদিগকে, ও গোষ্ঠের মধ্যহইতে গোবৎসদিগকে আনিয়া ভোজন করে; ৫ এবং নেবল্‌যন্ত্রে বিষম গান করে, ও দায়ূদের ন্যায় আপনাদের নিমিত্তে নানা বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করে; ৬ ও বড় ২ ভাণ্ডে দ্রাক্ষারস পান করে, এবং তৈলের শ্রেষ্ঠাংশ গাত্রে লেপন করে, কিন্তু যোষেফের ভঙ্গে দুঃখিত হয় না; ৭ এই জন্যে এখন তাহারা নির্ব্বাসে গমনকারি লোকদের অগ্রে ২ নির্ব্বাসিত হইবে, ও গাত্রলম্বকারিদের হর্ষনাদ লুপ্ত হইবে।

৮ প্রভু সদাপ্রভু আপন নাম লইয়া শপথ করেন,

হা, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যাকোবের আত্মশ্লাঘা ঘৃণা করি, ও তাহার অট্টালিকা সকল দেখিতে পারি না; অতএব নগর ও তন্মধ্যস্থিত সকলকে পরহস্তগত করিব। ৯ তাহাতে এক গৃহে দশ জন মানুষ অবশিষ্ট থাকিলেও সকলেই মরিবে। ১০ এবং গৃহহইতে অস্থি সকল বাহির করণার্থে কোন মানুষের পিতৃব্য ও শবদাহকারী তাহাকে তুলিলে পর গর্ত্তাগারস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে, এখানে কি তোমার আর কেহ আছে? তাহাতে সে উত্তর করিবে, কেহ নাই। তখন সে কহিবে, চুপ; সদাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করিবার নহে। ১১ বস্তুতঃ দেখ, সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে বৃহৎ বাটী খণ্ডবিখণ্ড, ও ক্ষুদ্র ঘর কুচি ২ করা যাইবে।

১২ শৈলে কি অশ্বগণ দৌড়িতে, কিম্বা মানুষ বলদ লইয়া হাল বহিতে পারে? তবে তোমরা কেন বিচারকে বিষস্বরূপ, ও ধার্ম্মিকতার ফলকে নাগদানাতুল্য করিয়াছ? ১৩ তোমরা অবস্তুতে আনন্দ করত বলিতেছ, আমরা কি আপনাদের বলেতে শৃঙ্গদ্বয় লাভ করি নাই? ১৪ বস্তুতঃ, হে ইস্রায়েলের কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এক জাতি উঠাইব, ইহা বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উক্তি; সে হমাতের প্রবেশস্থানাবধি জঙ্গলভূমির স্রোতোমার্গ পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিবে।

৭ অধ্যায়।

১ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; আমি দেখিলাম, পশ্চাজ্জাত তৃণের বর্দ্ধনারম্ভকালে তিনি পঙ্গপালদিগকে সৃষ্টি করিলেন; রাজার তৃণ কাটিবার পরে সেই তৃণ [উৎপন্ন] হইতেছিল। ২ তাহারা ভূমির ওষধি নিঃশেষে ভোজন করিলে আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, বিনয় করি, ক্ষমা কর; যাকোব কি রূপে তিষ্ঠিবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। ৩ [তাহাতে] সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; [ফলতঃ] সদাপ্রভু কহিলেন, ইহা হইবে না।

৪ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; আমি দেখিলাম, প্রভু সদাপ্রভু প্রতিফল দিবার জন্যে অগ্নিকে আহ্বান করিলে সে মহাবারিধিকে গ্রাস করিয়া [তাঁহার] অধিকারভূমি গ্রাস করিতে লাগিল। ৫ তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো সদাপ্রভো, বিনয় করি, ক্ষান্ত হও; যাকোব কি রূপে তিষ্ঠিবে? কেননা সে ক্ষুদ্র। ৬ [তাহাতে] সদাপ্রভু তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন; [ফলতঃ] প্রভু সদাপ্রভু কহিলেন, ইহাও হইবে ন।

৭ তিনি আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন; আমি দেখিলাম, প্রভু ওলোন হস্তে লইয়া ওলোনের [ন্যায় ঋজু] এক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। ৮ অনন্তর সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, হে আমোষ তুমি কি দেখিতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, ওলোন দেখিতেছি। তখন প্রভু কহিলেন, দেখ, আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে ওলোনসূত্র লাগাইলাম, তাহাদিগকে আর ক্ষমা করিয়া যাইব না। ৯ হাঁ, ইস্‌হাকের উচ্চস্থলী সকল ধ্বংসিত হইবে, ও ইস্রায়েলের ধর্ম্মধাম সকল উৎসন্ন হইবে, এবং আমি খড়্গ লইয়া যারবিয়ামের কুলের বিরুদ্ধে উঠিব।

১০ তখন বৈথেলস্থ অমৎসিয় যাজক ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার কাছে ইহা কহিয়া পাঠাইল, আমোষ ইস্রায়েল কুলের মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছে, রাজ্যটী তাহার সকল বাক্য সহিতে পারে না। ১১ কেননা আমোষ এই কথা কহিতেছে, যারবিয়াম খড়্গে হত হইবে, ও ইস্রায়েল স্বদেশচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিত হইবে। ১২ অপর অমৎসিয় আমোষকে কহিল, হে দর্শক, তুমি যাইয়া যিহূদাদেশে পলায়ন কর, ও সেই স্থানে দিনপাত কর, ও সেই স্থানে ভাববাদির কর্ম্ম কর। ১৩ কিন্তু বৈথেলে আর ভাববাদির কর্ম্ম করিও না, কেননা তাহা রাজার ধর্ম্মধাম ও রাজপুরী।

১৪ তখন আমোষ উত্তর করিয়া অমৎসিয়কে কহিল, আমি নিজে ভাববাদী ছিলাম না, ভাববাদির পুত্রও ছিলাম না, কেবল গোপালক ও ক্ষুদ্র ডুম্বুরফল সংগ্রাহক ছিলাম। ১৫ কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে পশুপালের অনুগমনহইতে লইলেন, এবং সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, যাও, আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের কাছে ভাবোক্তি প্রচার কর।

১৬ অতএব এখন তুমি সদাপ্রভুর বাক্য শুন, তুমি কহিতেছ, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার করিও না, ও ইস্‌হাক কুলের বিপরীতে বাক্য বর্ষাইও না। ১৭ এই নিমিত্তে সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমার ভার্য্যা নগরের মধ্যে বেশ্যা হইবে, ও তোমার পুত্র কন্যাগণ খড়্গে পতিত হইবে, ও তোমার ভূমি মানরজ্জুদ্বারা বিভক্ত হইবে, এবং তুমি অশুচি দেশে মরিবা, এবং ইস্রায়েল স্বদেশচ্যুত হইয়া অবশ্য নির্ব্বাসিত হইবে।

৮ অধ্যায়।

১ প্রভু সদাপ্রভু আমাকে এই রূপ দর্শন পাইতে দিলেন। আমি এক চুপড়ী পরিণত ফল দেখিলাম। ২ তাহাতে তিনি কহিলেন, হে আমোষ, তুমি কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, এক চুপড়ী পরিণত ফল। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের কাছে পরিণাম আসিতেছে, আমি তাহাদিগকে আর ক্ষমা করিয়া যাইব না। ৩ সেই দিনে প্রাসাদের গান সকল হাহাকার হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু সদাপ্রভুর উক্তি; প্রচুর শব থাকিবে, তিনি সকল স্থানে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবেন। চুপ!

৪ হে দরিদ্রের নিগীলনার্থিগণ, হে দেশস্থ নম্রদিগের লোপকারিগণ, তোমরা এই বাক্য শুন। ৫ তোমরা বলিয়া থাক, অমাবস্যা কখন্ গত হই-

বে? আমরা শস্য বিক্রয় করিতে চাহি; এবং বিশ্রামদিন কখন্ গত হইবে? আমরা গোমের ব্যবসায় করিতে চাহি; ঐফা ক্ষুদ্র ও শেকল ভারী করিয়া ছলনাতে নিক্তি অন্যথা করিব; [৬] এবং রূপা দিয়া দীনহীনকে ও এক যোড়া পাদুকার জন্যে দরিদ্রগণকে ক্রয় করিব, ও ত্যাজ্য শস্য বিক্রয় করিব। [৭] সদাপ্রভু যাকোবের যশোদাতার নাম লইয়া এই শপথ করেন, ইহাদের সকল ক্রিয়া আমি চিরকালেও বিস্মৃত হইব না। [৮] ইহার নিমিত্তে কি পৃথিবী উদ্বিগ্ন হইবে না? ও তন্নিবাসি সকল কি শোকান্বিত হইবে না? তৎসমুদয় বন্যার ন্যায় উথলিবে, ও মিস্রীয় নদীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া নামিয়া যাইবে। [৯] প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সেই দিনে আমি মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যকে অস্তগত করিব, এবং রৌদ্রের দিনে দেশকে অন্ধকারময় করিব; [১০] এবং তোমাদের উৎসব সকল শোকে, ও তোমাদের যাবতীয় গীত বিলাপে পরিণত করিব, ও মনুষ্যমাত্রের কটিদেশ চটপরিহিত করিব, ও মনুষ্যমাত্রের মস্তকে টাক পড়াইব, ও একমাত্র পুত্রশোকের ন্যায় দেশকে শোক করাইব, এবং তাহার অন্তিমকাল তীব্র দুঃখের দিন হইবে।

[১১] প্রভু সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি এই দেশে যে দিনে বুভুক্ষা প্রেরণ করিব, এমত দিন আসিতেছে; তাহা অন্নের বুভুক্ষা কিম্বা জলের পিপাসা হইবে না, কিন্তু সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণের [বুভুক্ষা ও পিপাসা] হইবে। [১২] লোকেরা [খোঁড়ার ন্যায়] এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং উত্তরাবধি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে, এবং সদাপ্রভুর বাক্যের অন্বেষণে পর্য্যটমান হইবে, কিন্তু তাহা পাইবে না। [১৩] সেই দিনে সুন্দরী যুবতিগণ ও যুবকেরা তৃষ্ণাতে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে। [১৪] যাহারা শমরিয়ার পাপ লইয়া শপথ করে, এবং কহে, "হেদান্, তোমার দেবতা যদি জীবিত হয়, ও হে বেরশেবা, তোমার ইষ্টবস্তু যদি জীবিত হয়, [তবে সত্য বলি]," তাহারা পতিত হইবে, আর কখন উঠিবে না।

৯ অধ্যায়।

[১] আমি যজ্ঞবেদির কাছে দণ্ডায়মান প্রভুকে দেখিলাম; তিনি কহিলেন, তুমি মাথলাতে আঘাত করিয়া দ্বারের শিলা সকল লড়াও, এবং সকলকার মস্তকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল; আর তাহাদের শেষাংশকে আমি খড়্গে বধ করিব; তাহাদের মধ্যে কেহ পলাইলেও পলাইতে পারিবে না, ও এড়াইলেও এড়াইতে পারিবে না। [২] তাহারা পাতাল পর্য্যন্ত খুদিয়া গেলে তথাহইতে আমার হস্ত তাহাদিগকে তুলিবে, এবং গগণ পর্য্যন্ত উঠিলে আমি তথাহইতেও তাহাদিগকে নামাইব; [৩] এবং কর্ম্মিলের শৃঙ্গে গিয়া লুকাইলে আমি সেই স্থানেও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধরিব; এবং আমার গোচরহইতে সমুদ্রের তলে গিয়া লুক্কায়িত হইলে আমি সেখানেও সর্পকে আজ্ঞা দিব, সে তাহাদিগকে দংশন করিবে। [৪] এবং তাহারা শত্রুদের সম্মুখে বন্দিত্বের স্থানে গেলে আমি সেখানেও খড়্গকে আজ্ঞা দিব, সে তাহাদিগকে বধ করিবে; হাঁ, তাহাদের মঙ্গলার্থে নহে, কিন্তু অমঙ্গলার্থে আমি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিব। [৫] প্রভু বাহিনীগণের সদাপ্রভু; তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিলে তাহা গলিয়া যায়, ও তন্নিবাসিমাত্র শোকান্বিত হয়, এবং তাহার সমুদয় বন্যার ন্যায় উথলে, ও মিস্রীয় নদীর ন্যায় নামিয়া যায়। [৬] তিনি গগণে আপনার উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ও পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আপন চন্দ্রাতপ স্থাপন করিয়াছেন, ও সমুদ্রের জলসমূহকে ডাকিয়া স্থলের উপর দিয়া বহান; সদাপ্রভু তাঁহার নাম। [৭] সদাপ্রভু কহেন, হে ইস্রায়েলের সন্তানগণ, তোমরা কি আমার নিকটে কূশীয়সন্তানগণের তুল্য নহ? আর আমি মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্‌কে, ও কপ্তোরহইতে পলেষ্টীয়দিগকে, এবং কীরহইতে অরামীয়দিগকে কি আনি নাই? [৮] দেখ, প্রভু সদাপ্রভুর চক্ষু এই পাপিষ্ঠ রাজ্যকে লক্ষ্য করিতেছে; হাঁ, আমি ভূতলহইতে তাহা উচ্ছিন্ন করিব, তথাপি যাকোবের কুলকে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন করিব না, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৯] কেননা যেমন কুলাতে শস্য নাচায়, তদ্রূপ আমি আজ্ঞা করিয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে ইস্রায়েলের কুলকে নাচাইব, তথাপি এক কণাও ভূমিতে পড়িবে না। [১০] কিন্তু আমার পাপি প্রজাগণ সকলে খড়্গে হত হইবে; [কেননা] তাহারা কহিতেছে, অমঙ্গল আমাদের নিকট পর্য্যন্ত আসিবে না, ও কোন দিগে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে না।

[১১] সেই সময়ে আমি দায়ূদের পতিত কুটীর পুনর্ব্বার স্থাপন করিব, ও তাহার ফাটাল সকল পূরাইব, ও উৎপাটিত স্থান সকল উঠাইব, এবং অতি পূর্ব্বকালের ন্যায় তাহা সুনির্ম্মিত করিব। [১২] তাহাতে ইদোমের অবশিষ্ট লোক প্রভৃতি যত পরজাতীয়দের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সকলে তাহাদের অধিকার হইবে; ইহার সাধনকর্ত্তা সদাপ্রভু এই কথা কহেন। [১৩] সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে হালবাহক শস্যচ্ছেদকের সহিত, ও দ্রাক্ষাপেষক বীজবাপকের সহিত মিলিবে, ও পর্ব্বতগণহইতে নূতন দ্রাক্ষারস ক্ষরিবে, ও সকল উপপর্ব্বত গলিয়া যাইবে। [১৪] আর আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব; তাহারা ধ্বংসিত নগর সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। [১৫] এবং আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব; আমার দত্ত ভূমিহইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন।

ওবদিয় ভাববাদির পুস্তক।

[১] ওবদিয়ের দর্শন। প্রভু সদাপ্রভু ইদোমের বিষয়ে এই কথা কহেন। আমরা সদাপ্রভুর নিকটে এই বার্ত্তা শুনিয়াছি, এবং পরজাতীয়দের কাছে [এই কথা কহিতে] দূত প্রেরিত হইয়াছে; গাত্রোত্থান কর, আমরা তাহার বিপক্ষে যুদ্ধ করণার্থে উঠিয়া যাই। [২] দেখ, আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র করিলাম; তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র। [৩] হে শৈলের দুর্গনিবাসি, হে উচ্চস্থানে বাসকারি, তোমার অন্তঃকরণের অহঙ্কার তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে; তুমি মনে ২ কহিতেছ, কে আমাকে ভূমিতে নামাইবে? [৪] সদাপ্রভু কহেন, তুমি যদ্যপি উৎক্রোশপক্ষির ন্যায় উচ্চ স্থানে আশ্রয় লও, ও তারাগণের মধ্যে আপন বাসা কর, তথাপি আমি তোমাকে তথাহইতে নামাইব। [৫] তোমার নিকটে কি চোরগণ কিম্বা রাত্রিকালীয় বিনাশকগণ আসিয়াছে? তুমি কেমন উচ্ছিন্ন! তাহারা প্রয়োজনমত চুরি করিয়া কি ক্ষান্ত হইত না? কিম্বা তোমার নিকটে কি দ্রাক্ষাসঞ্চয়কারিগণ আসিয়াছে? তাহারা কি কিছু ফল অবশিষ্ট রাখিত না? [৬] কিন্তু এষৌর কেমন তদন্ত করা যাইতেছে! তাহার গুপ্ত ধনের কেমন অনুসন্ধান হইতেছে! [৭] যে সকল লোক তোমার সহিত নিয়ম করিয়াছে, তাহারা তোমাকে সীমা পর্য্যন্ত ফেলিয়া দিবে; এবং তোমার মিত্রগণ তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পরাভব করিবে; এবং যাহারা তোমার অন্ন ভোজন করে, তাহারা তোমার নীচে ফাঁদ পাতিবে; ইদোমে কিছু বিবেচনা থাকিবে না। [৮] সদাপ্রভু কহেন, সে দিনে আমি কি ইদোমের জ্ঞানবানদিগকে বিনষ্ট করিব না? ও এষৌর পর্ব্বতহইতে কি বুদ্ধি দূর করিব না? [৯] হে তৈমন, তোমার বীরগণ ক্ষুব্ধ হইবে, তাহাতে নরহত্যাক্রমে এষৌর পর্ব্বতহইতে মনুষ্যমাত্র উচ্ছিন্ন হইবে।

[১০] তোমার ভ্রাতা যাকোবের প্রতি দৌরাত্ম্য করণ প্রযুক্ত তুমি লজ্জাতে আচ্ছন্ন হইবা ও অনন্তকাল উচ্ছিন্ন থাকিবা। [১১] তাহার সম্মুখে তোমার দণ্ডায়মান হওনের দিনে ও শত্রুগণকর্ত্তৃক তাহার সৈন্যের বন্দিত্বস্থানে অপনীত হওনের দিনে যখন বিজাতীয়েরা তাহার সকল নগরদ্বারে প্রবেশ করিল ও যিরূশালেমের উপরে গুলিবাঁট করিল, তখন তুমিও তাহাদের একের সদৃশ হইলা। [১২] শুন, তোমার ভ্রাতার [এমত] দিনে, হাঁ, তাহার বিষম দুর্দ্দশার দিনে তাহার দর্শনে তৃপ্ত হইও না; এবং বিনাশের দিন [দেখিয়া] যিহূদার সন্তানদের বিষয়ে আনন্দ করিও না, এবং সঙ্কটের দিনে দর্পকথা কহিও না। [১৩] আমার প্রজাগণের বিপত্তির দিনে তাহাদের নগরদ্বারে প্রবেশ করিও না; হাঁ, তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের অমঙ্গল দর্শনে তৃপ্ত হইও না, ও তাহাদের বিপত্তির দিনে তাহাদের সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিও না। [১৪] এবং তাহাদের পলাতকদিগকে বধ করিতে দ্বিমস্তক পথে দাঁড়াইও না; এবং শঙ্কটের দিনে তাহাদের রক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিও না। [১৫] কেননা পরজাতিমাত্রের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; তুমি যেরূপ করিয়াছ, তোমার প্রতিও তদ্রূপ করা যাইবে, তোমার অপকারের ফল তোমার মস্তকে বর্ত্তিবে। [১৬] কেননা আমার পবিত্র পর্ব্বতে তোমরা যেরূপ পান করিয়াছ, তদ্রূপ পরজাতীয়েরা সকলে নিত্য ২ পান করিবে, ও পান করিতে ২ গিলিবে, পরে অজাতের ন্যায় হইবে।

[১৭] কিন্তু সিয়োন্ পর্ব্বতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত দল থাকিবে, আর তাহা পবিত্র স্থান হইবে, এবং যাকোবের কুল আপনাদের অধিকার গ্রহণ করিবে। [১৮] এবং যাকোবের কুল অগ্নিস্বরূপ ও যোষেফের কুল বহ্নিশিখাস্বরূপ হইবে; কিন্তু এষৌর কুল নাড়াস্বরূপ হইবে; তাহার মধ্যে উহারা দাহ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে; তাহাতে এষৌর কুলে রক্ষাপ্রাপ্ত কেহ থাকিবে না, যেহেতুক সদাপ্রভু ইহা কহেন। [১৯] তখন দাক্ষিণাত্য লোকেরা এষৌর পর্ব্বতকে, ও নিম্নভূমির লোকেরা পলেষ্টীয়দের দেশ অধিকার করিবে, ও [অন্যেরা] ইফ্রয়িমের ভূমি ও শমরিয়ার ভূমি, এবং বিন্যামীন্ গিলিয়দ্‌কে অধিকার করিবে। [২০] এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের নির্ব্বাসহইতে প্রত্যাগত এই সৈন্যসামন্ত সারিফৎ পর্য্যন্ত যাবতীয় কনানীয়দিগকে, এবং যিরূশালেমের যে নির্ব্বাসিত লোকেরা সফারদে ছিল, তাহারা দাক্ষিণাত্য নগর সকল আপনাদের অধিকার করিবে। [২১] এবং এষৌর পর্ব্বতের বিচার করণার্থে নিস্তারকর্ত্তৃগণ সিয়োন পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, এবং রাজ্য সদাপ্রভুর হইবে।

যোনাহ ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] অমিত্তয়ের পুত্র যোনাহের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [২] তুমি উঠিয়া নীনবী মহানগরে গিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোষণা কর, কেননা তাহার দুষ্টতা [বাড়িয়া] আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছে। [৩] তখন যোনাহ সদাপ্রভুর সাক্ষাৎহইতে তর্শীশে পলাইয়া যাইবার মানসে গাত্রোত্থান করিয়া যাফোতে নামিয়া গেল; তথায় তর্শীশে গমনকারি এক জাহাজ পাওয়াতে নাবিকদের সঙ্গে তর্শীশে সদাপ্রভুর সাক্ষাৎহইতে [দূরে] যাইবার নিমিত্তে ভাড়া দিয়া সেই জাহাজে আরোহণ করিল।
[৪] কিন্তু সদাপ্রভু সমুদ্রে প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিলেন, তাহাতে সমুদ্রে এমত মহাঝড় হইল, যে জাহাজ ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা হইল। [৫] অতএব মাল্লারা ভীত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২ দেবতার কাছে ক্রন্দন করিল, ও ভার লাঘবের নিমিত্তে জাহাজস্থ সামগ্রী সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু যোনাহ জাহাজের ক্রোড়স্থানে গিয়া শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। [৬] তখন জাহাজাধ্যক্ষ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, হে নিদ্রাসেবি, কি করিতেছ? উঠিয়া আপন ঈশ্বরকে ডাকিয়া প্রার্থনা কর; কি জানি সেই ঈশ্বর আমাদের বিষয়ে চিন্তাশীল হইলে আমরা নষ্ট হইব না।
[৭] পরে তাহারা এক জন অন্য জনকে কহিল, আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া দেখি, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিতেছে। পরে গুলিবাঁট করিলে যোনাহের নামে গুলি উঠিল। [৮] অতএব তাহারা তাহাকে কহিল, বল দেখি, কাহার দোষে আমাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটিতেছে? তুমি কি ব্যবসায়ী? ও কোথাহইতে আইলা? তুমি কোন্ দেশের লোক? ও কোন্ জাতীয়? [৯] তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, আমি ইব্রীয় লোক; যিনি সমুদ্রের ও স্থলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর সদাপ্রভুর ভয়কারি লোক আমি। [১০] তখন সেই ব্যক্তিরা মহাভীত হইয়া তাহাকে কহিল, এমত কর্ম্ম কেন করিলা? ফলতঃ সে যে সদাপ্রভুর সাক্ষাৎহইতে পলাইতেছে, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল, কারণ সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল।
[১১] অনন্তর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, আমরা তোমাকে কি করিলে সমুদ্র আমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইবে? কেননা সমুদ্র উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইতেছে। [১২] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তাহাতে সমুদ্র তোমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইবে; কেননা আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই মহাঝড় উপস্থিত হইল। [১৩] তথাপি সেই লোকেরা জাহাজ ফিরাইয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্যে তরঙ্গ লঙ্ঘন করিতে যত্ন করিল বটে, কিন্তু পারিল না, কারণ সমুদ্র তাহাদের প্রতি উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইতেছিল। [১৪] অতএব তাহারা সদাপ্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে সদাপ্রভো, বিনতি করি, এই মানুষের প্রাণের নিমিত্তে আমাদের বিনাশ না হউক, এবং আমাদের প্রতি নির্দ্দোষের রক্তপাতজন্য অপরাধ আরোপ করিও না; কেননা তুমি সদাপ্রভু, আপন ইচ্ছামত কর্ম্ম করিলা। [১৫] পরে তাহারা যোনাহকে ধরিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সমুদ্র আপন প্রচণ্ডতাহইতে নিবৃত্ত হইল। [১৬] তখন সেই লোকেরা সদাপ্রভুহইতে অতিশয় ভীত হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিল, এবং নানা মানত করিল। [১৭] কিন্তু সদাপ্রভু যোনাহকে গ্রাস করণার্থে একটা বৃহৎ মৎস্য নিরূপণ করিয়াছিলেন; সেই মৎস্যের উদরে যোনাহ তিন দিবারাত্রি যাপন করিল।

২ অধ্যায়।

[১] তখন যোনাহ ঐ মৎস্যের উদরে থাকিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিল। [২] সে কহিল, আমি সঙ্কটাপন্ন প্রযুক্ত সদাপ্রভুর উদ্দেশে আহ্বান করিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে উত্তর দিলেন; আমি পাতালের উদরে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিলাম, তাহাতে তুমি আমার রব শ্রবণ করিলা। [৩] ফলতঃ তুমি আমাকে গভীর জলে সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করিলা, তাহাতে স্রোত আমাকে আচ্ছন্ন করিল, তোমার সকল ঊর্ম্মি ও সকল তরঙ্গ আমার উপর দিয়া গেল। [৪] তখন আমি কহিলাম, আমি তোমার নয়নগোচরহইতে নিরস্ত, তথাপি পুনরায় তোমার পবিত্র প্রাসাদের দিগে দৃষ্টিপাত করিব। [৫] তোয়রাশি প্রাণস্পর্শী হইয়া আমাকে ঘেরিল, বারিধি আমাকে বেষ্টন করিল, [সমুদ্রের] মৃণাল সকল আমার মস্তকে জড়াইল। [৬] আমি পর্ব্বতগণের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া গেলাম; আমার পশ্চাতে পৃথিবীর অর্গল সকল চিরকালের জন্যে বদ্ধ হইল; তথাপি, হে আমার ঈশ্বর সদাপ্রভো, তুমি আমার প্রাণকে ক্ষয়স্থানহইতে উঠাইলা। [৭] আমার অন্তরস্থ প্রাণ মূর্চ্ছিত হইলে আমি সদাপ্রভুকে স্মরণ করিলাম, তাহাতে আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র প্রাসাদে উপস্থিত হইল। [৮] যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহারা আপনাদের দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে; [৯] কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশে স্তবগানের ধ্বনিযুক্ত বলিদান

করিব ; এবং যে মানত করিয়াছি, তাহা পরিশোধ করিব ; সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণ আছে।

[১০] অপর সদাপ্রভু সেই মৎস্যকে বলিলে সে যোনাহকে ডাঙ্গায় উদ্গীরন করিল।

৩ অধ্যায়।

[১] পরে দ্বিতীয় বার যোনাহের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, [২] যথা, তুমি উঠিয়া নীনবী মহানগরে গমন করিয়া যে ঘোষণার কথা আমি তোমাকে কহিব, তাহা তাহার প্রতি প্রচার কর। [৩] তখন যোনাহ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে উঠিয়া নীনবীতে গমন করিল ; ঐ নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহানগর, [তথায়] যাতায়াত করিতে তিন দিন লাগে। [৪] পরে যোনাহ নগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া এক দিন যাতায়াত করত উচ্চৈঃস্বরে এই কথা ঘোষণা করিল, আর চল্লিশ দিন গতে নীনবী উৎপাটিত হইবে।

[৫] তখন নীনবীয় লোকেরা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিয়া উপবাস ঘোষণা করিল, এবং মহান্ ও ক্ষুদ্র সকল লোক চট পরিধান করিল। [৬] বিশেষতঃ সেই বার্ত্তা নীনবীর রাজার নিকটে আইলে সে আপন সিংহাসনহইতে উঠিয়া গাত্রের শালখানি ত্যাগ করিয়া চট পরিধান পূর্ব্বক ভস্মে বসিল। [৭] এবং নীনবীর সর্ব্বত্র এই কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করাইল, রাজার ও অধ্যক্ষগণের আজ্ঞাতে [ইহা স্থির হইল], মনুষ্য ও গোমেষাদি পশু কেহ কিছু আস্বাদন ও ভোজন পান না করুক ; [৮] এবং মনুষ্য ও পশু চট পরিধান করিয়া যথাশক্তি ঈশ্বরকে ডাকিয়া ক্রন্দন করুক, ও প্রত্যেক মনুষ্য আপন ২ কুপথ ও হস্তদূষক দৌরাত্ম্যহইতে বিমুখ হউক। [৯] কি জানি ঈশ্বর ক্ষান্ত হইয়া অনুশোচনা করিবেন, ও আপন প্রজ্বলিত ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব না।

[১০] তখন তাহাদের সেই ক্রিয়া অর্থাৎ আপন ২ কুপথ ত্যাগ করণ দেখিয়া, ঈশ্বর তাহাদের যে অমঙ্গল করিবার কথা কহিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুশোচনা করিলেন, তাহা আর করিলেন না।

৪ অধ্যায়।

[১] ইহাতে যোনাহ মহাবিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল, [২] এবং সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে সদাপ্রভো, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকিতে কি তাহাই বলি নাই? সেই কারণ ত্বরা করিয়া তর্শীশে পলাইতে যাত্রা করিয়াছিলাম ; কেননা তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী, তাহা আমি জ্ঞাত ছিলাম। [৩] অতএব এখন, হে সদাপ্রভো, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাণ হরণ কর, কেননা আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল। [৪] তখন সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ ?

[৫] ফলতঃ যোনাহ নগরের বাহিরে গিয়া তাহার পূর্ব্বদিগে বসিত ; সেখানে সে আপনার নিমিত্তে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ছায়াতে বসিয়া, নগরের কি দশা হয়, তাহা দেখিবার অপেক্ষা করিতেছিল। [৬] তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর এক এরণ্ড বৃক্ষ নিরূপণ করিলেন ; যোনাহের মস্তকের উপরে যেন ছায়া হয়, তজ্জন্য সেই বৃক্ষ বাড়িয়া তাহা অপেক্ষাও উর্দ্ধ হইল ; তাহার দুর্ম্মতিহইতে তাহাকে উদ্ধার করণার্থে [এমত হইল]। ফলতঃ যোনাহ সেই এরণ্ডে বড় আহ্লাদিত হইল। [৭] কিন্তু পরদিন অরুণোদয়কালে ঈশ্বর এক কীট নিরূপণ করিলেন, সে ঐ এরণ্ডকে দংশন করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া পড়িল। [৮] পরে সূর্য্যোদয় সময়ে ঈশ্বর উষ্ণ পূর্ব্বীয় বায়ু নিরূপণ করিলেন, তাহাতে যোনাহের মস্তকে এমত রৌদ্র লাগিল, যে সে পরিক্লান্ত হইয়া আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার জীবন অপেক্ষা মরণ ভাল। [৯] তখন ঈশ্বর যোনাহকে কহিলেন, তুমি এরণ্ডটীর নিমিত্তে ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ? তাহাতে সে কহিল, মরণ পর্য্যন্ত আমার ক্রোধ করা ভাল। [১০] অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, এই এরণ্ডের নিমিত্তে তুমি কোন শ্রম কর নাই, এবং ইহার বৃদ্ধিও করাও নাই, ইহা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তুমি ইহার প্রতি দয়ার্দ্র হইতেছ। [১১] তবে ঐ যে নীনবী মহানগরে দক্ষিণ ও বাম হস্তের ভেদ করিতে অসমর্থ এক লক্ষ বিংশতি সহস্রের অধিক মানবপ্রাণী এবং অনেক পশু আছে, তাহার প্রতি আমি কি দয়ার্দ্র হইব না ?

মীখা ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] যিহূদাদেশীয় যোথম্, আহস্ ও হিষ্কিয় রাজাদের অধিকার সময়ে মোরেষ্টীয় মীখার প্রতি সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত। সে শমরিয়া ও যিরূশালেম বিষয়ক দর্শন পাইয়াছিল।

[২] হে জাতিগন, সকলে শ্রবণ কর ; হে পৃথিবি

ও তৎপূরক সকল, অবধান কর। হাঁ, যে প্রভু আপন পবিত্র প্রাসাদে থাকেন, সেই প্রভু সদাপ্রভু তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হউন। [৩] কেননা দেখ, সদাপ্রভু আপন স্থানহইতে নির্গমন করিতে উদ্যত! তিনি নামিয়া পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া গমন করিবেন। [৪] তাহাতে যেমন অগ্নির উত্তাপে মোম গলিয়া যায়, ও গড়ান স্থানে যেমন জল ঝরিয়া পড়ে, তদ্রূপ তাঁহার পদতলে পর্ব্বতগণ গলিয়া যাইবে ও তলভূমি সকল বিদীর্ণ হইবে। [৫] যাকোবের অধর্ম্ম ও ইস্রায়েল কুলের বিবিধ পাপ প্রযুক্ত এই সকল হইতেছে। যাকোবের অধর্ম্ম কাহাকে বলি? শমরিয়াকে কি নয়? এবং যিহূদার উচ্চস্থলী কাহাকে বলি? যিরূশালেমকে কি নয়? [৬] অতএব আমি শমরিয়াকে ক্ষেত্রস্থ প্রস্তরঢিবি ও দ্রাক্ষালতার উদ্যান করিব, ও তাহার প্রস্তর সকল উপত্যকাতে ফেলিয়া তাহার ভিত্তিমূল অনাবৃত করিব। [৭] এবং তাহার যাবতীয় খোদিত প্রতিমা খণ্ড ২ করা যাইবে, ও তাহার পারিতোষিক দ্রব্য সকল অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, এবং আমি তাহার সকল বিগ্রহ ধ্বংস করিব, কেননা সে বেশ্যার পারিতোষিকদ্বারা তাহা সঞ্চয় করিয়াছে, এবং তাহা পুনরায় বেশ্যার পারিতোষিক হইয়া যাইবে। [৮] এই কারণ আমি বিলাপ ও হাহাকার করি, ও হৃতবস্ত্র ও উলঙ্গ হইয়া বেড়াই, ও শৃগালের ন্যায় বিলাপ করি, ও উষ্ট্রপক্ষিণীর ন্যায় শোকধ্বনি করি। [৯] কেননা তাহার ক্ষত অচিকিৎস্য; বস্তুতঃ তাহা যিহূদা পর্য্যন্ত উপস্থিত; [শত্রু] আমার জাতির রাজদ্বার যিরূশালেম পর্য্যন্ত উপস্থিত।

[১০] তোমরা গাতে এ কথা জ্ঞাত করিও না, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিও না, বৈৎ-লিয়ফ্রাতে ধূলিতে লুণ্ঠিত হও। [১১] হে শাফীর্ নিবাসিনি, তুমি নগ্না প্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া চলিয়া যাও; সানন্ নিবাসিনী বাহিরে যাইতে পারে না; বিলাপস্থান বলিয়া বৈথেৎসল তোমাদিগকে স্থান দিতে অস্বীকার করে। [১২] মারোৎ নিবাসিনী মঙ্গল হারাইবার ভয়ে অতিশয় পীড়িতা, কেননা সদাপ্রভুহইতে যিরূশালেমের দ্বার পর্য্যন্ত অমঙ্গল উপস্থিত। [১৩] হে লাখীশ নিবাসিনি, তুমি আপন শকটে দ্রুতগামি পশু যোগ কর; সিয়োন্ কন্যার পাপের অগ্রিম ফল এই [ছিল], যে তোমার মধ্যে ইস্রায়েলের অধর্ম্ম সকল পাওয়া গেল। [১৪] অতএব তুমি মোরেষৎ-গাৎকে সম্বল দিবা; ইস্রায়েলের রাজগণের প্রতি অক্‌ষীবের গৃহ সকল মিথ্যা জলস্বরূপ হইবে। [১৫] হে মারেশা নিবাসিনি, আমি পুনর্ব্বার তোমার বিরুদ্ধে এক অধিকারিকে আনিব; ইস্রায়েলের শ্রীযুক্তগণ অদুল্লম পর্য্যন্ত যাইবে। [১৬] তুমি আপন বাৎসল্যের পাত্র শিশুদের নিমিত্তে মস্তক মুণ্ডন কর ও চুল কাটিয়া ফেল, এবং শকুনীর ন্যায় আপন টাক বৃদ্ধি কর, কেননা তাহারা তোমার নিকটহইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে।

২ অধ্যায়।

[১] যাহারা আপন ২ শয্যাতে অধর্ম্ম কল্পনা করে ও কুকর্ম্ম স্থির করে, তাহারা সন্তাপের পাত্র। হস্তের সামর্থ্য থাকাতে তাহারা রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তাহা সাধন করে। [২] তাহারা ক্ষেত্রের প্রতি লোভ করিয়া বলেতে তাহা লয়, এবং ঘরের প্রতিও লোভ করিয়া তাহা হরণ করে; এই রূপে তাহারা পুরুষের ও তদীয় ঘরের প্রতি, এবং মান্য লোকের ও তদীয় [পৈতৃক] অধিকারের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। [৩] অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অমঙ্গলের কল্পনা করিব, তাহাহইতে তোমরা আপন ২ গ্রীবা বাহির করিতে পারিবা না, এবং গর্ব্ব করিয়া চলিতে পারিবা না; কেননা সেই সময় দুঃসময় হইবে।

[৪] তৎকালে লোকেরা তোমাদের বিষয়ে এক প্রবাদ প্রণয়ন করিবে, এবং বড় হাহাকারশব্দ শুনা যাইবে, যথা, আমাদের নিতান্ত সর্ব্বনাশ হইল, তিনি আমার জাতির অধিকার হস্তান্তর করেন; তিনি কেমন করিয়া আমাহইতে [তাহা] দূর করেন, ও আমাদের ক্ষেত্র বণ্টন করিয়া ধর্ম্মত্যাগিকে দেন! [৫] অতএব গুলিবাঁটক্রমে মানরজ্জু ক্ষেপণ করিতে সদাপ্রভুর সমাজে তোমার কেহ থাকিবে না। [৬] [তোমরা বলিতেছ,] বাক্যরূপ বৃষ্টি বর্ষাইও না। [ভাববাদিগণ] বাক্য বর্ষাইবে, [কিন্তু] ইহাদের পক্ষে বর্ষাইবে না, অপমান ঘুচিবে না। [৭] হে যাকোবের কুল নামধারি [জাতি], সদাপ্রভুর আত্মা কি অসহিষ্ণু? কিম্বা ইহা কি তাঁহার কর্ম্ম? সরলাচারি লোকের প্রতি আমার বাক্য কি মঙ্গলজনক নহে? [৮] কিন্তু আজি কালি আমার প্রজাগণ শত্রুবৎ দাঁড়াইয়া আছে; তোমরা যুদ্ধহইতে পরাঙ্মুখ নিশ্চিন্ত পথিকদের গাত্রীয় বস্ত্রশুদ্ধ শালখানি কাড়িয়া লইতেছ; [৯] তোমরা আমার প্রজাদের নারীগণকে তাহাদের প্রীতিজনক গৃহহইতে তাড়াইয়া দিতেছ, ও তাহাদের শিশুগণহইতে আমার দত্ত শোভা চিরকালার্থে আত্মসাৎ করিতেছ। [১০] উঠ, প্রস্থান কর, এ তো বিশ্রামের স্থান নয়, কেননা অশুচিতা প্রযুক্ত [ইহা] যন্ত্রণাদায়ক, হাঁ, দারুণ যন্ত্রণাদায়ক। [১১] বায়ুর ও মিথ্যাকথার অনুগামি কোন লোক যদি অসত্য কহিয়া বলে, আমি দ্রাক্ষারস ও সুরার বিষয়ে তোমার পক্ষে বাক্য বর্ষাইব, তবে সে এই লোকদের [গ্রাহ্য] বাক্যবর্ষক হয়।

[১২] হে যাকোব, আমি অবশ্য তোমার যাবতীয় লোককে একত্র করিব, ও ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করিব; আমি তাহাদিগকে একত্র করিয়া বস্রা দেশস্থ মেষগণের ন্যায় করিব; নিজ বাথানমধ্যে যেমন পাল, তেমনি তাহারা মনুষ্যবাহুল্য প্রযুক্ত অতিশয় শব্দ করিবে। [১৩] এক ভঞ্জক উঠিয়া তাহাদের অগ্রগামী হইবেন, তাহারা বেড়া ভাঙ্গিয়া দ্বারে অগ্রসর হইয়া তাহা দিয়া বহি-

র্গত হইবে, এবং তাহাদের রাজা অগ্রসর হইয়া তাহাদের অগ্রে ২ যাইবেন; হাঁ, সদাপ্রভু তাহাদের অগ্রগামী হইবেন।

৩ অধ্যায়।

১ আমি কহি, হে যাকোবের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল কুলের অধ্যক্ষগন, তোমরা এক বার শ্রবন কর, ন্যায়বিচার জ্ঞাত হওয়া কি তোমাদের উচিত নয়? ২ কিন্তু তোমরা সৎকর্ম্ম ঘৃনা করিয়া দুষ্কর্ম্ম ভাল বাসিতেছ, লোকদের গাত্রহইতে চর্ম্ম ও অস্থিহইতে মাংস ছাড়াইয়া লইতেছ। ৩ হাঁ, আমার প্রজাগনের মাংস খাইতেছ; তাহাদের চর্ম্ম খুলিয়া অস্থি ভাঙ্গিয়া যেমন স্থালীতে খাদ্য দ্রব্য, কিম্বা কটাহমধ্যে মাংস, তেমনি তাহা কুটিয়া দিতেছ। ৪ সেই সময়ে এই লোকেরা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে উত্তর দিবেন না; বরং তাহাদের দুষ্ট ক্রিয়ার যথোচিত ফল বলিয়া সেই সময়ে তাহাদের হইতে আপন মুখ লুক্কায়িত করিবেন।

৫ যে ভাববাদিগন আমার প্রজাদিগকে ভ্রান্ত করে, এবং দন্তে কাটিতে ২ শান্তির কথা প্রচার করে, কিন্তু তাহাদের মুখে যে ব্যক্তি কিছু না দেয়, তাহার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভু এই কথা কহেন। ৬ সেই কারণ তোমাদের কাছে দর্শনরহিত রাত্রি ও মন্ত্ররহিত তিমির উপস্থিত হইবে; হাঁ, এই ভাববাদিদের উপরে সূর্য্য অস্তগত হইবে, ও ইহাদের উপরে দিন কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ৭ তাহাতে এই দর্শকেরা লজ্জিত ও এই মন্ত্রপাঠকেরা হতাশ হইয়া সকলে আপন ২ চিবুক আচ্ছাদন করিবে, কেননা ঈশ্বর উত্তর দিবেন না। ৮ কিন্তু যাকোবকে তাহার অধর্ম্ম ও ইস্রায়েলকে তাহার পাপ সকল জ্ঞাত করণার্থে আমি সদাপ্রভুর আত্মার দত্ত শক্তিতে ও ন্যায়বিচারে ও বিক্রমে পরিপূর্ণ আছি।

৯ হে যাকোব কুলের প্রধানবর্গ ও ইস্রায়েল কুলের অধ্যক্ষগন, তোমরা এক বার ইহা শ্রবণ কর; তোমরা ন্যায়বিচার ঘৃনা করিতেছ, ও যাহা কিছু সরল তাহা বক্র করিতেছ। ১০ তোমরা প্রত্যেকে সিয়োনকে রক্তপাতদ্বারা ও যিরূশালেমকে দৌরাত্ম্যদ্বারা গাঁথিতেছ। ১১ তথাকার প্রধানবর্গ উৎকোচ লইয়া বিচার করে, ও তথাকার যাজকগন বেতন লইয়া শিক্ষা দেয়, ও তথাকার ভাববাদিগন রূপা লইয়া মন্ত্র পড়ে; আবার সদাপ্রভুর উপরে নির্ভর করিয়া বলে, আমাদের মধ্যে কি সদাপ্রভু নাই? অমঙ্গল আমাদের কাছে আসিবে না। ১২ অতএব তোমাদের নিমিত্তে সিয়োন্ ক্ষেত্রের ন্যায় চাসিত হইবে, ও যিরূশালেম্ প্রস্তরের ঢিবি হইয়া যাইবে, এবং যে পর্ব্বতে মন্দির আছে, তাহা বনস্থ উচ্চস্থলীর সমান হইবে।

৪ অধ্যায়।

১ কিন্তু অন্তিমকালে এই রূপ ঘটনা হইবে; সদাপ্রভুর গৃহের পর্ব্বত পর্ব্বতগনের শিখরের উপরে স্থাপিত হইবে ও উপপর্ব্বতহইতে উচ্চীকৃত হইবে; তাহাতে জাতিগন স্রোতের ন্যায় তাহার প্রতি ধাবমান হইবে। ২ এবং যাইতে ২ অনেক পরজাতি কহিবে, “চল, আমরা সদাপ্রভুর পর্ব্বতে অর্থাৎ যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গমন করি; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব;” বস্তুতঃ সিয়োন্‌হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেমহইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে। ৩ এবং তিনি অনেক ২ জাতির মধ্যে বিচার করিবেন, এবং অতি দূরে স্থিত বলবান পরজাতিদের জন্যে নিষ্পত্তি করিবেন; তাহাতে তাহারা আপন ২ খড়্গ ভাঙ্গিয়া লাঙ্গলের ফাল [নির্ম্মাণ করিবে,] ও আপন ২ বড়শা ভাঙ্গিয়া কাস্তা গড়িবে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে খড়্গ চালন করিবে না, হাঁ, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না। ৪ কিন্তু প্রত্যেকে আপন ২ দ্রাক্ষালতার ও ডুম্বুরবৃক্ষের তলে বসিবে; ভয় দেখাইতে কেহ থাকিবে না, কেননা বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর মুখ ইহা কহিতেছে। ৫ বস্তুতঃ জাতিমাত্র প্রত্যেকে আপন ২ দেবের নামে চলে; আমরাও যুগানুক্রমের অনন্তকাল আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামে চলিব।

৬ সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি খঞ্জাকে সংগ্রহ করিব, এবং নিরস্তাকে ও যাহাকে নিগ্রহ করিয়াছি, তাহাকে একত্র করিব। ৭ এবং খঞ্জাকে অবশিষ্টাংশ করিয়া রাখিব, ও দূরীকৃতাকে বলবতী জাতি করিব; এবং সদাপ্রভু অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত সিয়োন পর্ব্বতে তাহাদের উপরে রাজত্ব করিবেন। ৮ পরন্তু, হে পালের দুর্গ, হে সিয়োনের কন্যার গিরি, তোমার কাছে [শ্রী] আসিবে, হাঁ, পূর্ব্বকালীন কর্তৃত্ব অর্থাৎ যিরূশালেমের কন্যার রাজ্য আসিবে। ৯ তুমি এখন কেন ঘোর চীৎকার করিতেছ? তোমার মধ্যে কি রাজা নাই? কিম্বা তোমার মন্ত্রী কি বিনষ্ট হইল? এই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা তোমাকে ধরিয়াছে? ১০ হে সিয়োনের কন্যে, তুমি প্রসবকারিনীর ন্যায় ব্যথিতা হইয়া কোঁতাও; কেননা এখন তোমাকে নগর ছাড়িয়া মাঠে বাস করিতে ও বাবিল পর্য্যন্ত যাইতে হইবে; সেখানে তুমি উদ্ধার পাইবা, সেখানে সদাপ্রভু তোমাকে শত্রুগনের হস্তহইতে মুক্ত করিবেন।

১১ যাহা হউক, এখন অনেক পরজাতি তোমার বিরুদ্ধে একত্র হইল; তাহারা বলে, সিয়োন অশুচি হউক, আমরা তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করি। ১২ কিন্তু তাহারা সদাপ্রভুর সঙ্কল্প সকল জানে না ও তাঁহার মন্ত্রণা বুঝে না; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে

আটির ন্যায় খামারে একত্র করিলেন। [১৩] হে সিয়োনের কন্যে, উঠিয়া শস্য মর্দ্দন কর, কেননা আমি তোমার শৃঙ্গ দুটী লৌহময় ও খুর সকল পিত্তলময় করিয়া দিব, তাহাতে তুমি অনেক জাতিকে চূর্ণ করিবা; এবং আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের লুটিত দ্রব্য, ও সমস্ত ভূমণ্ডলাধিপতির উদ্দেশে তাহাদের সম্পত্তি বর্জ্জিত করিব।

৫ অধ্যায়।

[১] হে সৈন্যদলপ্রিয়ে কন্যে, এখন তুমি সৈন্যদলস্বরূপা হইবা; [শত্রু] আমাদের প্রতিকূলে অবরোধ প্রস্তুত করিল, লোকে ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তার হনূতে দণ্ডাঘাত করে। [২] কিন্তু হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, ক্ষুদ্র বলিয়া যিহূদার সহস্রপতিগণের মধ্যে অগণিতা যে তুমি, তোমাহইতে ইস্রায়েলের কর্ত্তা হওনার্থে আমার নিরূপিত ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন, তথাপি প্রাক্কালহইতে [বরং] অনাদিকালহইতে তাঁহার উৎপত্তি। [৩] অতএব প্রসবকারিণী যে পর্য্যন্ত প্রসব না করে, সেই সময় পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন, পরে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েলের সন্তানদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। [৪] এবং তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর শক্তিতে, [অর্থাৎ] আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের মহিমাতে [আপন পাল] চরাইবেন, ও তাহারা [সুখে] বাস করিবে, কেননা তৎকালে তিনি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহীয়ান হইবেন।

[৫] আর তিনিই সন্ধি হইবেন; অশূর আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের অট্টালিকা সকলে পদার্পণ করিলে আমরা তাহার বিপক্ষে সাত জন রক্ষক ও আট জন নরপতি উত্থাপন করিব। [৬] এবং তাহারা খড়্গদ্বারা অশূরের দেশ, এবং নগরদ্বারে [বসিয়া] নিম্রোদের দেশ শাসন করিবে; অশূর আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের সীমাতে পদার্পণ করিলে তিনি তাহাহইতে [আমাদিগকে] উদ্ধার করিবেন। [৭] এবং সদাপ্রভুর নিকটহইতে যে শিশির আইসে, কিম্বা তৃণের উপরে বর্ষিত যে মেঘের জল মনুষ্যের জন্যে বিলম্ব করে না ও মনুষ্যসন্তানদের অপেক্ষা করে না, তাহার ন্যায় অনেক জাতির মধ্যে যাকোবের অবশিষ্টাংশ থাকিবে। [৮] আবার বনপশুদের মধ্যে সিংহ, কিম্বা মেষপালের মধ্যে যুব সিংহ যেমন অগ্রসর হইয়া দলাইয়া ফেলে ও বিদীর্ণ করে, উদ্ধারকারী কেহ থাকে না, তেমনি অনেক জাতির মধ্যে জাতিগণপরিবৃত যাকোবের অবশিষ্টাংশ থাকিবে। [৯] তোমার শত্রুগণের উপরে তোমার হস্ত উন্নত হইবে, ও তোমার তাবৎ শত্রু উচ্ছিন্ন হইবে।

[১০] পরন্তু সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার অশ্বগণকে উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার রথ সকল নষ্ট করিব, [১১] ও তোমার দেশের নগর সকল উচ্ছিন্ন করিব, ও তোমার দুর্গ সকল ভগ্ন করিব, [১২] এবং তোমার হস্তের মধ্যহইতে মায়াবিত্ব দূর করিব, গণক লোকেরা তোমার মধ্যে আর থাকিবে না। [১৩] আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার খোদিত বিগ্রহ ও তোমার স্তম্ভ সকল দূর করিব, তাহাতে তুমি আর আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিবা না। [১৪] আমি তোমার মধ্যহইতে তোমার আশেরার মূর্ত্তি সকল উৎপাটন করিব, ও তোমার নগর সকল উচ্ছিন্ন করিব। [১৫] এবং আমি ক্রোধে ও প্রচণ্ডতাতে অনাজ্ঞাবহ পরজাতিদের উপরে বৈরনির্য্যাতন করিব।

৬ অধ্যায়।

[১] তোমরা এক বার শ্রবণ কর, সদাপ্রভু কি কহিতেছেন? তুমি উঠিয়া পর্ব্বতগণের সহিত বিবাদ কর, এবং উপপর্ব্বতগণ তোমার রব শুনুক। [২] হে পর্ব্বতগণ, হে পৃথিবীর অচল ভিত্তিমূল সকল, তোমরা সদাপ্রভুর বিবাদবাক্য শুন; কেননা আপন প্রজাগণের সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ হইতেছে, তিনি ইস্রায়েলের সহিত বিসংবাদ করিতেছেন। [৩] হে আমার প্রজাবৃন্দ, আমি তোমার কি করিলাম? ও কিসে তোমাকে ক্লান্ত করিলাম? আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দেও। [৪] আমি তো মিসরদেশহইতে তোমাকে আনিয়াছি, ও দাসগৃহহইতে মুক্ত করিয়াছি, এবং তোমার অগ্রে মোশিকে, হারোণ্‌কে ও মরিয়মকে পাঠাইয়াছি। [৫] হে আমার প্রজাবৃন্দ, এক বার স্মরণ কর, মোয়াবের রাজা বালাক্ কি মন্ত্রণা করিয়াছিল, ও বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্ তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিল, শিটীম অবধি গিল্‌গল পর্য্যন্ত [কি ঘটিয়াছিল]; তাহা স্মরণ করিলে তুমি সদাপ্রভুর ধর্ম্মকর্ম্ম সকল জ্ঞাত হইবা।

[৬] "আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর প্রত্যুদ্গমন করিব ও ঊর্দ্ধলোকের ঈশ্বরকে প্রণাম করিব? আমি কি হোমবলিরূপে একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিব? [৭] সহস্র ২ মেষে ও অযুত ২ তৈলপ্রবাহে সদাপ্রভু কি প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্ম্মের নিমিত্তে কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে [দিব]? আমার মনের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব?"

[৮] হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন; ফলতঃ ন্যায্য আচরণ ও দয়াতে অনুরাগ ও নম্রভাবে আপন ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?

[৯] ঐ সদাপ্রভুর রব, তিনি নগরকে আহ্বান করেন; হাঁ, তোমার নাম কুশলদর্শী; তোমরা দণ্ড ও তন্নিরূপণকারিকে মান। [১০] দুষ্টের গৃহে কি এখনও দুষ্টতার ধনকোষ ও ক্ষয়রোগি ঐফারূপ পাপাস্পদ আছে? [১১] দুষ্টতার নিক্তিতে ও ছলনার বাটখারাতে আমি কি বিশুদ্ধ বলিয়া মান্য হইব? [১২] তথাকার ধনবান লোকেরা দৌরাত্ম্যে

পরিপূর্ণ আছে, ও তন্নিবাসিগণ মিথ্যাকথা কহে, ও তাহাদের মুখে প্রবঞ্চক জিহ্বা আছে। [১৩] অতএব আমিও সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিয়া তোমার পাপ প্রযুক্ত তোমাকে ধ্বংস করিব। [১৪] তুমি আহার করিবা, তথাপি তৃপ্ত হইবা না, কিন্তু উদরে ক্ষীণতা থাকিবে; এবং স্থানান্তর করিবা, কিন্তু কিছু বাঁচাইতে পারিবা না; যাহা বাঁচাইবা, তাহা আমি খড়্গকে দিব। [১৫] বীজ বুনিয়াও তুমি শস্য কাটিতে পাইবা না, এবং জিতফল পেষণ করিয়াও গাত্রে তৈল লেপন করিতে পাইবা না, এবং দ্রাক্ষা নিষ্পীড়ন করিয়াও দ্রাক্ষারস পান করিতে পাইবা না। [১৬] কারণ অম্রির বিধি ও আহাব্ কুলের ক্রিয়া সকল পালন করা হইতেছে, এবং তাহাদের পরামর্শানুসারে তোমরা চলিতেছ। তজ্জন্য আমি তোমাকে চমৎকারের বিষয়, ও তোমার নিবাসিদিগকে শীসশব্দের বিষয় করিব, এবং তোমাদিগকে আমার প্রজাদের ধিক্কাররূপ ভার বহন করিতে হইবে।

৭ অধ্যায়।

[১] হায়, আমি সন্তাপের পাত্র, কেননা গ্রীষ্মকালীন ফলপাড়নের কিম্বা দ্রাক্ষাচয়নের পরে চয়নকারি লোকদের সদৃশ হইয়াছি; খাইবার যোগ্য একটী দ্রাক্ষাগুচ্ছ নাই; আমার প্রাণ একটী আশুপক্ক ডুম্বুরফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। [২] দেশহইতে সাধু লোক উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং মনুষ্যদের মধ্যে সরলাচারী একেবারে নাই; সকলেই রক্তপাত করণার্থে ঘাঁটি বসায়; প্রত্যেক জন আপন২ ভ্রাতাকে জালে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। [৩] মন্দকে ভাল [বলিয়া প্রতিপন্ন] করিতে তাহাদের উভয় হস্ত ব্যস্ত আছে; অধ্যক্ষ অর্থ চাহে, এবং বিচারকর্ত্তার মূল্য আছে; এবং বড় মানুষ আপন মনের লুব্ধতা মুখে ব্যক্ত করে; তাহারা ছলকে রজ্জুবৎ পাকায়। [৪] তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, সে শ্যাকুলের ন্যায়; ও যে সরল, সে কণ্টকময় বেড়াস্বরূপ; তোমার প্রহরিগণের দিন অর্থাৎ তোমার সমুচিত দণ্ড আসিতেছে; তখন সকলের ব্যাকুলতা জন্মিবে।

[৫] তোমরা সখাতে প্রত্যয় করিও না; আত্মীয়েতেও বিশ্বাস করিও না; তোমার বক্ষঃস্থলে শয়নকারিণী স্ত্রীর কাছেও আপন মুখের দ্বার রক্ষা কর। [৬] কেননা পুত্র পিতাকে লঘুজ্ঞান করে, কন্যা আপন মাতার, ও পুত্রবধূ আপন শ্বশ্রূর বিপক্ষতা করে, আপন২ পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হয়।

[৭] যাহা হউক, আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখিব, আমার ত্রাণকারি ঈশ্বরের অপেক্ষা করিব; আমার ঈশ্বর আমার বাক্য শুনিবেন। [৮] হে আমার বৈরিণি, আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না; কেননা পতিতা হইলেও আমি উঠিয়া থাকি, ও অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ থাকেন। [৯] আমি সদাপ্রভুর ক্রোধরূপ ভার বহন করিব, কারণ আমি তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি; অবশেষে তিনি আমার বিবাদে পক্ষবাদী হইয়া আমার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং আমাকে মুক্ত করিয়া আলোতে আনিবেন; আমি তাঁহার ধার্ম্মিকতা সন্দর্শন করিব। [১০] তাহা দেখিয়া আমার বৈরিণী লজ্জাতে আচ্ছন্না হইবে; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়? ইহা যে জন আমাকে বলিত, আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিব; তখন সে সড়কে স্থিত কর্দ্দমের ন্যায় পদতলে দলিতা হইবে।

[১১] "তোমার বেড়া গাঁথনের দিন আসিতেছে, সেই দিনে বিধান দূরে ব্যাপিবে। [১২] সেই দিনে তোমার কাছে লোকেরা আসিবে, অশূরহইতে ও মিসরের নগরসমূহহইতে, হাঁ, মিসরাবধি [ফরাৎ] নদী পর্য্যন্ত ও এক সমুদ্রাবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং যাবতীয় পর্ব্বতহইতে [আসিবে]। [১৩] এবং নিবাসি লোকদের দোষে ও তাহাদের কর্ম্মকাণ্ডের ফলরূপে ভূমণ্ডল ধ্বংসস্থান হইয়া যাইবে।"

[১৪] তুমি আপন পাঁচনী লইয়া আপন প্রজাগণকে অর্থাৎ স্বতন্ত্র বাসকারি আপনার অধিকারস্বরূপ পালকে কর্ম্মিলের মধ্যস্থিত অরণ্যে চরাও; আদিকালে যেমন, তেমনি তাহারা বাশনে ও গিলিয়দে চরুক।

[১৫] "মিসরদেশহইতে তোমার নির্গমন দিনের ন্যায় আমি তাহাদিগকে নানা আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখাইব।"

[১৬] পরজাতিগণ তাহা দেখিয়া আপনাদের সমস্ত পরাক্রম হারাইয়া লজ্জিত হইবে; তাহারা মুখে হস্ত দিবে, ও তাহাদের কর্ণ শ্রবণশক্তিহীন হইবে। [১৭] তাহারা সর্পের ন্যায় ধূলা চাটিবে, ও কাঁপিতে২ ভূমিস্থ কিঞ্চুলুকার ন্যায় আপন২ গোপনীয় স্থানহইতে বহির্গমন করিবে; তাহারা থরথর করিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত ও তোমাহইতে ভীত হইবে।

[১৮] কে তোমার তুল্য ঈশ্বর? [কে তোমার ন্যায়] অপরাধ ক্ষমাকারী, ও আপন অধিকারের অবশিষ্টাংশের অধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাকারী? [আমাদের ঈশ্বর] দয়াতেই প্রীত হন বলিয়া নিত্য ক্রোধ রাখেন না। [১৯] তিনি পুনঃ২ আমাদের প্রতি করুণা করেন, ও আমাদের অপরাধ সকল পদতলে মর্দ্দিত করেন। হাঁ, তুমি আপন লোকদের যাবতীয় পাপ সমুদ্রের অগাধ স্থলে নিক্ষেপ করিবা। [২০] তুমি আদিকালাবধি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে শপথ পূর্ব্বক যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা দিয়া যাকোবকে সত্য ও অব্রাহামকে দয়া প্রাপ্ত করিবা।

নহূম ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ নীনবী বিষয়ক ভারোক্তি। ইল্‌কোশীয় নহূমের দর্শনপুস্তক।

২ সদাপ্রভু [স্বগৌরবরক্ষণে] উদ্‌যোগি ও প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, সদাপ্রভু প্রতিফলদাতা ও ক্রোধকারী; সদাপ্রভু আপন বিপক্ষগণকে প্রতিফল দেন, ও আপন শত্রুদের জন্যে ক্রোধ সঞ্চয় করেন। ৩ সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান্‌, তিনি [দোষিকে] নির্দ্দোষ করেন না; ঘূর্ণবায়ু ও ঝড় সদাপ্রভুর পথ, এবং মেঘ তাঁহার পদধূলিস্বরূপ। ৪ তিনি সমুদ্রকে ধমকাইয়া শুষ্ক করেন, ও নদনদী সকল নির্জ্জল করেন, তাহাতে বাশন্‌ ও কর্ম্মিল ম্লান হয়, ও লিবানোনের পুষ্পশোভা ম্লান হয়। ৫ তাঁহার ভয়ে পর্ব্বতগণ কাঁপে ও উপপর্ব্বতগণ গলিয়া যায়, এবং তাঁহার সাক্ষাৎহইতে পৃথিবী ও জগৎ ও তন্নিবাসি সকল উঠিয়া যায়। ৬ তাঁহার ক্রোধের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে? ও তাঁহার কোপের জ্বালাতে কে তিষ্ঠিতে পারে? তাঁহার ক্রোধ অগ্নিপ্রবাহস্বরূপ, এবং তাঁহাদ্বারা শৈলগণ উৎপাটিত হয়। ৭ সদাপ্রভু মঙ্গলস্বরূপ, সঙ্কটের দিনে তিনি আশ্রয়স্বরূপ; হাঁ, তিনি আপনার শরণাগতদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৮ কিন্তু তিনি প্লাবনকারি বন্যাদ্বারা ঐ নগরের স্থান সংহার করিবেন, এবং আপন শত্রুগণকে অন্ধকারে তাড়াইয়া দিবেন। ৯ তোমরা সদাপ্রভুর বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছ? তিনি সংহার করিবেন, দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইবে না। ১০ কেননা কণ্টকের ন্যায় সংশ্লিষ্ট ও মদ্যপানে মত্ত ঐ লোকেরা শুষ্ক খড়ের ন্যায় নিঃশেষে অগ্নিভক্ষিত হইবে। ১১ [হে নীনবি,] সদাপ্রভুর প্রতিকূলে কুসঙ্কল্পকারি এক পাপাধমের মন্ত্রী তোমাহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১২ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অবিকল ও এত বহুসঙ্খ্যক হইলেও তাহারা [তৃণবৎ] অমনি ছিন্ন হইবে, এবং [রাজা] অতীত হইবে। [হে যিহূদা,] আমি তোমাকে নত করিয়াছি, আর নত করিব না। ১৩ আমি এই ক্ষণে তোমার স্কন্ধস্থিত তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিব, ও তোমার বন্ধন ছেদন করিব। ১৪ আর [হে শত্রো,] তোমার বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলেন, তোমার নামরূপ বীজ আর উপ্ত হইবে না, আমি তোমার দেবালয়হইতে খোদিত ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা দূর করিব, ও তোমার কবর প্রস্তুত করিব, কেননা তুমি তৌলে লঘু।

১৫ যে জন সুসমাচার প্রচার করে ও শান্তি জ্ঞাপন করে, পর্ব্বতগণের উপরে তাহার চরণ দেখ; হে যিহূদা, তুমি আপন উৎসব সকল পালন কর, ও আপন মানত সকল পূর্ণ কর, কেননা পাপাধম আর তোমার মধ্যে যাতায়াত করিবে না; সে সর্ব্বতোভাবে উচ্ছিন্ন হইল।

২ অধ্যায়।

১ খণ্ডকারী তোমার বিরুদ্ধে উঠিয়া আইল, তুমি দুর্গ রক্ষা কর, পথ নিরীক্ষণ কর, কটিদেশ কষিয়া বাঁধ, আপনাকে অতিশয় বলবান্‌ কর। ২ বস্তুতঃ সদাপ্রভু ইস্রায়েলের শ্রীশুদ্ধ যাকোবের শ্রীকে পুনরায় সতেজ করিতে উদ্যত; কারণ শূন্যকারিরা তাহাদিগকে [ভাণ্ডবৎ] শূন্য করিয়াছে, ও তাহাদের দ্রাক্ষালতা সকল বিনষ্ট করিয়াছে। ৩ তাঁহার বীরগণের ঢাল রক্তীকৃত, বিক্রমিগণ লোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিহিত; তাঁহার আয়োজনদিনে রথ সকল অয়সে উজ্জ্বল ও বড়শা সকল চালিত হয়। ৪ সড়কে২ রথ সকল উন্মত্তের ন্যায় গমনাগমন করে ও চকে দৌড়িতে২ পরস্পর আঘাত করে; তাহাদের আভা উল্কার ন্যায়, তাহারা বিদ্যুতের ন্যায় ধাবমান হয়। ৫ [রাজা] আপন পুরুষব্যাঘ্রদিগকে স্মরণ করে, তাহারা গমনে স্খলিত হয়; প্রাচীরের দিগে দৌড়াদৌড়ি হইতেছে, ফলতঃ অবরোধযন্ত্র স্থাপন করা গিয়াছে। ৬ নদীদ্বার সকল খুলিয়া গেল; প্রাসাদটী বিলীন হইল। ৭ হাঁ, ইহা নিরূপিত; [নীনবী] বিবস্ত্রা হইয়া অপসারিতা হইতেছে, ও তাহার দাসীগণ বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কপোতের ধ্বনির ন্যায় শোকধ্বনি করিতেছে। ৮ নীনবী তো জন্মাবধি জলপূর্ণ পুষ্করিণীস্বরূপা, কিন্তু সকলে পলায়ন করিতেছে; থাক২ বলিলেও কেহ মুখ ফিরায় না। ৯ তোমরা রূপ্য লুট কর, স্বর্ণ লুট কর; কেননা আয়োজিত সামগ্রীর সীমা নাই; সর্ব্বপ্রকার রত্নের ভারি প্রতাপ আছে। ১০ সকলই শূন্য ও শূন্যীকৃত ও শুষ্কীভূত; হাঁ, হৃদয় গলিত ও জানু কম্পবান হইল; এবং সকলের কটিদেশে অঙ্গগ্রহ ও মনুষ্যমাত্রের মুখ কালিমাযুক্ত। ১১ সিংহগণের নিবাস কোথায়? ও যুবকেশরিদের গোষ্ঠ কোথায়? যে স্থানে সিংহ ও সিংহী ও সিংহশাবক বিহার করিত, ভয় দেখাইতে কেহ ছিল না, সে স্থান কোথায়? ১২ সিংহ আপন শাবকদের প্রয়োজনানুসারে পশু বিদীর্ণ করিত, ও আপন সিংহীদের নিমিত্তে অনেককে গলা টিপিয়া মারিত, ও আপন গহ্বর সকল হত পশুতে, ও বাসস্থান সকল বিদীর্ণ পশুতে পরিপূর্ণ করিত। ১৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, [যে নীনবি,] দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, এবং তোমার রথসমূহ দগ্ধ করিয়া

ধূমে লীন করিব, এবং খড়্গ তোমার যুবকেশরিদিগকে গ্রাস করিবে; হাঁ, আমি পৃথিবীহইতে তোমার লুট দ্রব্য উচ্ছিন্ন করিব; তোমার দূতগণের রব আর শুনা যাইবে না।

৩ অধ্যায়।

[১] ঐ রক্তপাতি নগর সন্তাপের পাত্র, তাহার সমুদয় মিথ্যাবাক্যময়; সে জীববিদারণে পরিপূর্ণ, লুট ছাড়ে না। [২] ঐ শুন, কশার শব্দ ও ঘূর্ণায়মান চক্রদের শব্দ ও প্লবমান অশ্ব ও লম্ফমান রথ; [৩] আক্রমণকারি অশ্বারূঢ় যোদ্ধা ও চাকচক্যবিশিষ্ট খড়্গ ও বজ্রতুল্য বড়শা ও নিহত লোকদের রাশি ও মৃত দেহগণের ঢিবি; শবসমূহের গণনা করা যায় না, হাঁ, উহাদের শবের উপরে লোক স্খলিত হয়। [৪] পরমসুন্দরী যে মায়াবিনী বেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়াতে জাতিদিগকে ও আপন মায়াতে গোষ্ঠীদিগকে বিক্রয় করিত, তাহার বেশ্যাক্রিয়ার আধিক্য ইহার কারণ। [৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, দেখ, আমি তোমাকে আক্রমণ করিব, এবং তোমার বস্ত্রের অঞ্চল তুলিয়া তোমার মুখের উপরে টানিয়া দিব, এবং জাতিগণকে তোমার উলঙ্গতা ও নানা রাজ্যের লোকদিগকে তোমার অবমাননা দেখাইব। [৬] এবং তোমার উপরে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে বিরূপ করিব, ও কৌতুকাস্পদ বলিয়া স্থাপন করিব। [৭] তাহাতে যে কেহ তোমাকে দেখিবে, সে তোমাহইতে পলায়ন করিয়া কহিবে, নীনবী হৃতসর্ব্বস্বা হইল, তাহার বিষয়ে কে বিলাপ করিবে? আমি কোথায় গিয়া তোমার নিমিত্তে সান্ত্বনাকারিদের অন্বেষণ করিব? [৮] নো-আমোন্হইতে তুমি কি শ্রেষ্ঠ? সে তো নদীগণের মধ্যে সুখাসীনা ও চতুর্দ্দিগে জলবেষ্টিতা ছিল; জলনিধি তাহার পরিখা ও সমুদ্র তাহার প্রাচীর ছিল। [৯] কূশ ও মিসর [তাহার] বলস্বরূপ, তাহা অসীম; এবং পূটীয় ও লূবীয় লোক তাহার সহকারিদের মধ্যে গণ্য ছিল; [১০] তথাপি সেও নির্ব্বাসিতা হইয়া বন্দিত্বদেশে গেল, এবং তাহার শিশুদিগকেও সড়ক সকলের মস্তকে আছাড়ে খণ্ড২ করা হইল; এবং শত্রুরা তাহার মান্য পুরুষদের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিল, ও তাহার মহল্লোকেরা শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইল। [১১] তুমিও মত্ত হইয়া তিরোহিতা হইবা; তুমিও শত্রুভয় প্রযুক্ত আশ্রয় চেষ্টা করিবা। [১২] তোমার দৃঢ় দুর্গ সকল আশুপক্ক ফলবিশিষ্ট ডুম্বুরবৃক্ষের ন্যায় হইবে; সঞ্চালিত হইলে তাহার ফল ভক্ষকের মুখে পড়ে। [১৩] দেখ, তোমার মধ্যস্থিত প্রজারা স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছে, তোমার দেশের নগরদ্বার সকল শত্রুগণের জন্যে খোলা গিয়াছে, অগ্নি তোমার হুড়কা সকল ভক্ষণ করিয়াছে। [১৪] তুমি অবরোধসময়ের জন্যে জল তোল, তোমার দুর্গ সকল দৃঢ় কর, ইটখোলাতে নামিয়া কাদা ছান, পাঁজা সাজাও। [১৫] সেখানে অগ্নি তোমাকে গ্রাস করিবে, খড়্গ তোমাকে ছেদন করিবে, ও পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে খাইয়া ফেলিবে; তুমি পতঙ্গের ন্যায় বড় ঝাঁক হও, পঙ্গপালের ন্যায় বড় ঝাঁক হও। [১৬] তুমি আকাশের তারাগণহইতেও আপন বণিক্দের বাহুল্য করিলেও পতঙ্গ সকল ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইবে। [১৭] তোমার কিরীটিগণ পঙ্গপালের তুল্য, ও তোমার সেনাপতিরা অগণ্য ফড়িঙ্গের তুল্য; ফড়িঙ্গ শীতের দিনে বেড়াতে আশ্রয় লয়, কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে উড়িয়া যায়; কোন্ স্থানে গেল, তাহা জানা যায় না। [১৮] হে অশূরীয় রাজন্, তোমার রক্ষকেরা নিদ্রা গিয়াছে, তোমার পুরুষব্যাঘ্রেরা [মৃত্যুর আলয়ে] বাস করিতেছে, তোমার প্রজারা পর্ব্বতগণের উপরে ছিন্নভিন্ন আছে, সংগ্রহ করিতে কেহ নাই। [১৯] তোমার ভঙ্গের উপশম অসম্ভব, তোমার ক্ষত সাংঘাতিক; যাহারা তোমার বার্ত্তা শুনিবে, তাহারা তোমার প্রতি হাততালী দিবে, কেননা তোমার হিংসারূপ বাণ কাহার উপরে না বহিয়াছে?

হবক্কূক ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[১] হবক্কূক ভাববাদির প্রাপ্ত দর্শনরূপ ভারোক্তি।

[২] হে সদাপ্রভো, কত কাল আমি আর্ত্তনাদ করিলে তুমি শুনিবা না, ও দৌরাত্ম্যের বিষয়ে তোমার কাছে কাঁদিলে তুমি নিস্তার করিবা না? [৩] তুমি কেন আমাকে অধর্ম্ম দেখাইতেছ, ও দৌর্জ্জন্যের প্রতি উপেক্ষা করিতেছ? হাঁ, আমার সম্মুখে ধনাপহার ও দৌরাত্ম্য থাকে, এবং বিরোধ হইতেছে, ও বিসংবাদ বাড়িয়া উঠিতেছে। [৪] তজ্জন্য ব্যবস্থা নিস্তেজ হইতেছে, ও বিচার কোন মতে নিষ্পন্ন হইতেছে না; কারণ দুর্জ্জনেরা ধার্ম্মিককে ঘেরিয়া আছে, তজ্জন্য বিচার বিপরীত হইয়া পড়ে।

[৫] "তোমরা জাতিগণের প্রতি দৃকপাত করিয়া নিরীক্ষণ কর, এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া হতবুদ্ধি হও; যেহেতুক তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে আমি এক কর্ম্ম করিব, তাহার বৃত্তান্ত কেহ তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলে তোমরা প্রত্যয় করিবা না। [৬] বস্তুতঃ দেখ, আমি কল্দীয়দিগকে উঠাইব; তাহারা সেই নিষ্ঠুর ও বেগযুক্ত জাতি, যে পরের নিবাস সকল অধি-

কার করণার্থে পৃথিবীর বিস্তারের সর্ব্বত্র বিহারা করে। [৭] সেই জাতি ত্রাসজনক ও ভয়ঙ্কর, তাহার শাসন ও উন্নতি তাহার আপনার কর্ম্ম। [৮] এবং তাহার অশ্বগণ চিতাব্যাঘ্রহইতেও দ্রুতগামী ও সায়ংকালীন কেন্দুয়াহইতেও উগ্র; তাহার অশ্বারূঢ়গণ বেগবান; হাঁ, তাহার অশ্বারূঢ়গণ দূরহইতে আগত, এবং ভক্ষনার্থে উড্ডীয়মান দ্রুতগামি উৎক্রোশ পক্ষির তুল্য। [৯] তাহারা সকলে দৌরাত্ম্য করিতে আইসে, তাহারা অগ্রসর হওনে উন্মুখ; এবং বালুকার ন্যায় [অগণ্য] বন্দিকে একত্র করে। [১০] হাঁ, সেই জাতি রাজগণকে বিদ্রূপ করে, এবং অধ্যক্ষগণ তাহার উপহাসাস্পদ; সে দৃঢ় দুর্গ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, ও মৃত্তিকা রাশীকৃত করিয়া তাহা হস্তগত করে। [১১] এই রূপে সে প্রচণ্ড বায়ুবৎ হঠাৎ বহিয়া অগ্রসর হয়, অধিকন্তু দণ্ডনীয় হয়, যেহেতুক নিজ শক্তি তাহার দেবতা।"

[১২] হে সদাপ্রভো, আদিকালাবধি আমার ঈশ্বর, আমার পাবন কি তুমি নহ? আমরা মারা পড়িব না; হে সদাপ্রভো, তুমি শাসনার্থেই উহাকে নিরূপণ করিয়াছ; ও হে অচল, ভর্ৎসনার্থেই উহাকে স্থাপন করিয়াছ। [১৩] তুমি এমন নির্ম্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে পারনা, এবং দৌর্জ্জন্যের প্রতি উপেক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়; তবে বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কেন উপেক্ষা করিতেছ? এবং দুর্জন আপনার অপেক্ষা ধার্ম্মিক লোককে গ্রাস করিলে কেন তাহার প্রতি মৌনী থাক? [১৪] এবং মনুষ্যদিগকে সমুদ্রের মৎস্য কিম্বা অস্বামিক কীটের তুল্য কেন কর? [১৫] [ঐ দুষ্ট] সকলকে বড়শীতে তুলিয়া কিম্বা নিজ জালের মধ্যে টানিয়া খালুইতে একত্র করে, ইহাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়। [১৬] তজ্জন্য সে আপন জালের উদ্দেশে যজ্ঞকর্ম্ম করে, ও আপন খালুইর উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়, কেননা তদ্দ্বারা তাহার ভাগ্য সারাল ও তাহার অন্ন মেদোযুক্ত হয়। [১৭] এমন হইলে সে কি আপন জালের মধ্যহইতে মৎস্য বাহির করিতে থাকিবে? ও নিরন্তর বিনা দয়াতে জাতিগণকে বধ করিবে?

২ অধ্যায়।

[১] আমি আপন প্রহরিস্থানে দাঁড়াইব, ও দুর্গের উপরে অবস্থিত থাকিব; আমার আবেদনের বিষয়ে তিনি আমার অন্তরে কি কহিবেন, ও আমি কি উত্তর দিব, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিব। [২] তাহাতে সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, এই দর্শনের কথা লেখ, বরং এমত সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে খুদ, যে লোক পাঠ করত দৌড়িতে পারে। [৩] কেননা এই দর্শন এখনও নিরূপিত কালের অপেক্ষা ও পরিণামের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, কিন্তু মিথ্যা হইবে না; তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর, কেননা তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, অনাগত থাকিবে না।

[৪] দেখ, [ঐ দুর্জনের] অন্তঃকরণ দর্পে স্ফীত, সরল নয়, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে। [৫] পরন্তু মদ বিশ্বাসঘাতক; বীর অভিমানী সে ঘরে বিশ্রাম পায় না; সে পাতালের ন্যায় অপরিমিত লোভী ও মৃত্যুর সদৃশ, কখন তৃপ্ত হয় না, তজ্জন্য সর্ব্বজাতিকে একত্র করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, ও সর্ব্ব [দেশের] লোকদিগকে আপনার বশে সংগ্রহ করিয়াছে। [৬] তাহার প্রতিকূলে কি তাহারা সকলে উপমাকথা প্রণয়ন করিবে না? এবং তাহার বিষয়ে কি রহস্য ও গূঢ় বাক্য [রচনা করিবে না]? লোকে বলিবে, "যে জন—কত দিনাবধি—পরধনে বর্দ্ধিষ্ণু ও বন্ধক দ্রব্যের ভারে গুরুতর হইতেছে, সে সন্তাপের পাত্র। [৭] তোমার [কঠিন] মহাজনেরা কি শীঘ্র উঠিবে না? ও তোমাকে নাচাইতে উদ্যত লোকেরা কি শীঘ্র জাগ্রৎ হইবে না? তখন তুমি তাহাদের লুটিত বস্তু হইবা। [৮] তুমি তো অনেক জাতির সর্ব্বস্ব লুট করিয়াছ; তজ্জন্য মনুষ্যদের রক্তপাত এবং দেশ ও নগর ও তন্নিবাসিদের প্রতি [তোমার] দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত জাতিগণের সমস্ত শেষাংশ তোমার সর্ব্বস্বও লুট করিবে।

[৯] "যে জন ঊর্দ্ধলোকে বাসা করিতে ও বিপদের হস্তহইতে উদ্ধার পাইতে আপন কুলের নিমিত্তে কুলাভ সংগ্রহ করে, সে সন্তাপের পাত্র। [১০] অনেক জাতিকে উচ্ছিন্ন করাতে তুমি আপন কুলের লজ্জাজনক মন্ত্রণা করিয়াছ, ও আপন প্রাণের বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ। [১১] কেননা ভিত্তির মধ্যস্থিত প্রস্তর ক্রন্দন করে, ও কাষ্ঠের মধ্যস্থিত বাতা তাহার উত্তর দেয়।

[১২] "যে জন রক্তপাতদ্বারা পুরী গাঁথে, ও অন্যায়দ্বারা নগরের মূল স্থাপন করে, সে সন্তাপের পাত্র। [১৩] দেখ, জাতিগণের পরিশ্রম কেবল অগ্নির নিমিত্তে, ও জনবৃন্দগণের ক্লান্তি কেবল বৃথা হইবে, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর আজ্ঞাতে কি এমন ঘটিবে না? [১৪] বস্তুতঃ সমুদ্র যেমন জলেতে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইবে।

[১৫] "যে জন আপন প্রতিবাসির উলঙ্গতা দেখিবার জন্যে তাহাকে পান করায়, ও ভাণ্ডে নিজ রোষ মিশাইয়া তাহাকে মত্ত করে, সে সন্তাপের পাত্র। [১৬] তুমি সম্মান ব্যতিরেকে কেবল অপমানে আপন উদর পূর্ণ করিলা; তুমিও পান করিয়া উলঙ্গ হও; সদাপ্রভুর দক্ষিণ হস্তে স্থিত পানপাত্র তোমার প্রতি আসিবে, ও তোমার শ্রীর উপরে লজ্জাদায়ক বমন হইবে। [১৭] বস্তুতঃ মনুষ্যদের রক্তপাত এবং দেশ ও নগর ও তন্নিবাসিদের প্রতি দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত লিবানোনের প্রতি তোমার দৌরাত্ম্য ও তদুদ্বেজিত পশুগণের সংহার তোমাকে চাপিয়া ফেলিবে।"

[১৮] খোদিত প্রতিমাতে কি উপকার হয়, যে তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তা তাহা খোদন করে? ছাঁচে ঢালা প্রতিমাতে ও মিথ্যা গুরুতে বা [কি উপকার হয়],

যে আপনার নির্ম্মিত বস্তুর নির্ম্মাণকারী তাহাতে বিশ্বাস করিয়া বার২ বোবা প্রতিচ্ছায়া নির্ম্মাণ করে? [১৯] তুমি জাগ্রৎ হও, এই কথা যে জন কাষ্ঠকে কহে, ও তুমি উঠ, এই কথা যে জন অবাক্ প্রস্তরকে কহে, সে সন্তাপের পাত্র। ঐ [গুরু] কি উপদেশ দিতে পারে? দেখ, সে সুবর্ণ ও রূপাতে মণ্ডিত, তাহার অন্তরে শ্বাসবায়ুর লেশও নাই। [২০] কিন্তু সদাপ্রভু আপন পবিত্র প্রাসাদে আছেন; হে সমস্ত পৃথিবি, তাঁহার সম্মুখে নীরব থাক।

৩ অধ্যায়।

[১] হবক্কূক্ ভাববাদির প্রার্থনা। স্বর ব্যাকুলতাসূচক।

[২] হে সদাপ্রভো, আমি তোমার বার্ত্তা শুনিয়া ভীত হইলাম; হে সদাপ্রভো, বৎসরদিগের মধ্যে আপন কর্ম্ম সঞ্জীবিত কর, বৎসরদিগের মধ্যে তাহা জ্ঞাত কর; রাগের সময়ে করুণা স্মরণ কর।

[৩] ঈশ্বর তৈমন্‌হইতে, হাঁ, পবিত্রতম পারণ্ পর্ব্বতহইতে আগমন করিতেছেন। সেলা। গগণমণ্ডল তাঁহার প্রভাতে ব্যাপ্ত, ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসাতে পরিপূর্ণা, [৪] এবং দীপ্তির তুল্য তেজ বিরাজে, ও তাঁহার করদ্বয় অংশুময়; ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল। [৫] তাঁহার অগ্রে২ মহামারী চলে, ও তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া ব্যাধির জ্বালা গমন করে। [৬] তিনি দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে মাপেন, ও দৃক্পাত করিয়া জাতিগণকে কম্পবান করেন; চিরন্তন পর্ব্বত সকল খণ্ডবিখণ্ড হয়, প্রাক্কালের উপপর্ব্বতগণ নত হয়; অনাদিকালাবধি [এই] তাঁহার গতি। [৭] আমি দেখিলাম, কূশনের তাম্বু সকল কষ্টভারে ক্লান্ত, ও মিদিয়ন দেশীয় যবনিকা সকল কম্পান্বিত হইতেছে। [৮] হে সদাপ্রভো, তুমি কি নদনদীগণের প্রতি বিরক্ত হইলা? তোমার ক্রোধ কি নদনদীগণের উপরে বর্ত্তিল? এবং সমুদ্রের প্রতি কি তোমার কোপ হইল, যে তুমি আপনার ঐ অশ্বগণে ও ত্রাণরথে আরোহণ করিলা? [৯] [কার্য্যার্থে] তোমার ধনুক অনাবৃত, বাক্যময় দণ্ড সকল শাপদ্বারা স্থিরীকৃত। সেলা। তুমি ভূতলকে বিদীর্ণ করিয়া নদনদীময় করিতেছ। [১০] তোমাকে দেখিয়া পর্ব্বতগণ কম্পান্বিত হয়, জলধারা আপ্লাবক বন্যা হয়, বারিনাথ আপন রব শুনায়, ও হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠায়। [১১] সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব২ বাসস্থানে বিলম্ব করে, কারণ তোমার দ্রুতগামি বাণসমূহের দীপ্তি ও তোমার বজ্ররূপ বড়শার তেজ [ভয় জন্মায়]। [১২] তুমি ক্রোধেতে ভূতল দিয়া গমন করিতেছ, ও কোপেতে জাতিগণকে [শস্যবৎ] মর্দ্দন করিতেছ। [১৩] তুমি আপন প্রজাগণের পরিত্রাণার্থে ও আপন অভিষিক্তের পরিত্রাণার্থে যাত্রা করিলা; তুমি দুষ্টের গৃহের মস্তক চূর্ণ করিলা, এবং কণ্ঠদেশশুদ্ধ তাহার মূল অনাবৃত করিলা। সেলা। [১৪] তাহার যে প্রকৃতিপুঞ্জ আমাকে ছিন্নভিন্নকারি ঘূর্ণবায়ুস্বরূপ ছিল, এবং গোপনে দুঃখি লোককে গ্রাস করিতে আনন্দ করিত, তাহাদের মস্তক তুমি তাহারই দণ্ডদ্বারা বিদ্ধ করিলা। [১৫] তুমি আপন অশ্বগণকে লইয়া সমুদ্র ও মহা জলরাশি দিয়া গমন করিলা। [১৬] তাহা শুনিয়া আমার অন্তর কাঁপিল; সেই রবেতে আমার ওষ্ঠ পরস্পর সংঘট্টন হইল, আমার অস্থি ক্লেদাবিষ্ট, এবং আমার চরণ চঞ্চল হইল, যেহেতুক সঙ্কটের দিন পর্য্যন্ত এবং এই জাতিকে আক্রমণকারি শত্রুর আগমন পর্য্যন্ত আমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে।

[১৭] বস্তুতঃ ডুম্বুরবৃক্ষ ফুটিবে না, ও দ্রাক্ষালতায় ফল ধরিবে না; জিতবৃক্ষের তেজ অকিঞ্চিৎকর হইবে, ও ক্ষেত্রে খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইবে না; খোঁয়াড়হইতে মেষপাল উচ্ছিন্ন হইবে, ও গোষ্ঠে গোরু থাকিবে না। [১৮] এমন হইলেও আমি সদাপ্রভুতে উল্লাসিত, ও আমার ত্রাণকারি ঈশ্বরেতে পরমাহ্লাদিত হইব। [১৯] প্রভু সদাপ্রভুই আমার বলস্বরূপ, তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণ সদৃশ করিয়া আমার উচ্চস্থলী দিয়া আমাকে গমন করাইবেন।

আমার প্রধান যন্ত্রবাদককে দাতব্য গীত।

সফনিয় ভাববাদির পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

[১] আমোনের পুত্র যোশিয় নামক যিহূদাদেশীয় রাজার অধিকার সময়ে হিষ্কিয়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অমরিয়ের প্রপৌত্র গদলিয়ের পৌত্র কূশির পুত্র সফনিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর যে বাক্য উপস্থিত হইল, তাহার বৃত্তান্ত।

[২] আমি ভূতলহইতে বস্তুমাত্র সংহার করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৩] আমি মনুষ্য ও পশুগণকে সংহার করিব, এবং আকাশীয় পক্ষিগণকে ও সমুদ্রস্থ মৎস্যগণকে ও দুষ্টগণশুদ্ধ বিঘ্ন সকল সংহার করিব; হাঁ, আমি দেশের মধ্যহইতে মনুষ্যমাত্রকে উচ্ছিন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৪] এবং যিহূদার বিরুদ্ধে ও যিরূশালেম নিবাসি সকলের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিব, এবং সে স্থানহইতে বালের শেষবস্তু উচ্ছিন্ন করিব, বিশেষতঃ যাজকগণশুদ্ধ পুরোহিতদের নাম, [৫] এবং যাহারা ছাদের উপরে আকাশীয় বাহিনীর কাছে প্রণিপাত করে, এবং যাহারা সদাপ্রভুর কাছে অথচ মোলকের নামে শপথ করিয়া প্রণিপাত করে,

৬ ও যাহারা সদাপ্রভুর অনুগমনহইতে পরাঙ্মুখ হয়, ও সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না, ও তাঁহার অনুশীলন করে না, [সেই সকলকে আমি উচ্ছিন্ন করিব]। ৭ তোমরা প্রভু সদাপ্রভুর সাক্ষাতে চুপ কর, কেননা সদাপ্রভুর দিন সন্নিকট; হাঁ, সদাপ্রভু এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আপন নিমন্ত্রিতদিগের সংস্কার করিয়াছেন। ৮ সদাপ্রভুর সেই যজ্ঞের দিনে আমি অধ্যক্ষগণকে ও রাজকুমারদিগকে ও বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিহিত সকল লোককে দণ্ড দিব। ৯ এবং যাহারা লম্ফ দিয়া গোবরাট উল্লঙ্ঘন করে, এবং আপন প্রভুর গৃহ দৌরাত্ম্যে ও ছলনাতে পরিপূর্ণ করে, সেই দিনে তাহাদিগকে দণ্ড দিব। ১০ সদাপ্রভু কহেন, সে দিনে মৎস্যদ্বারহইতে ক্রন্দনের শব্দ, ও উপনগরহইতে হাহাকার, ও উপপর্ব্বতগণহইতে মহাভঙ্গের শব্দ শুনা যাইবে। ১১ হে উদূখল নিবাসিগণ, তোমরা হাহাকার কর, কেননা সমস্ত বণিক্ জাতি চূর্ণ হইবে, ও সকল রূপ্যবাহক বিনাশ পাইবে। ১২ সেই সময়ে আমি প্রদীপ জ্বালিয়া যিরূশালেম তদন্ত করিব; আর যে লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে আপন ২ গাদের উপরে বসিয়া রহিয়াছে, ও মনে ২ কহে, সদাপ্রভু মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই করেন না, তাহাদিগকে আমি প্রতিফল দিব। ১৩ তাহাদের সকল সম্পদ লুটিত হইবে, ও তাহাদের গৃহ সকল ধ্বংসস্থান হইবে; তাহারা বাটী নির্ম্মাণ করিলেও তাহাতে বাস করিতে পাইবে না; ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিলেও তদুৎপন্ন দ্রাক্ষার রস পান করিতে পাইবে না। ১৪ সদাপ্রভুর মহাদিন নিকটবর্ত্তী, তাহা নিকটবর্ত্তী, অতি শীঘ্র আসিতেছে; ঐ সদাপ্রভুর দিনের শব্দ; ঐ শুন, বীর লোক মনস্তাপে আর্ত্তরাব করিতেছে। ১৫ সেই দিন ক্রোধের দিন, এবং সঙ্কটের ও সঙ্কোচের দিন, এবং নাশের ও সর্ব্বনাশের দিন, এবং তমসের ও তমিস্রের দিন, এবং মেঘের ও গাঢ় তিমিরের দিন, এবং তূরীধ্বনির ও সিংহনাদের দিন। ১৬ প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উচ্চ চূড়া সকলের বিপক্ষে তাহা উপস্থিত হইবে। ১৭ হাঁ, আমি মনুষ্যদিগকে দুঃখ দিব; তাহারা অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিবে, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছে; হাঁ, তাহাদের রক্ত ধূলার ন্যায় ও তাহাদের মাংস মলের ন্যায় ঢালা যাইবে। ১৮ সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে না তাহাদের রূপা, না তাহাদের সুবর্ণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে, বরং তাঁহার ঈর্ষ্যার তাপে সমস্ত দেশ অগ্নিভক্ষিত হইবে, কেননা তিনি দেশনিবাসি সকলের সংহার, হাঁ, বিহ্বলতাযুক্ত সংহার করিবেন।

২ অধ্যায়।

১ হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা জনতা করিয়া একত্র হও, ২ [বিলম্ব করিও না,] নতুবা দণ্ডাজ্ঞা সফল হইবে; দিন তো তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; সদাপ্রভুর ক্রোধাগ্নিকে তোমাদের উপরে পড়িতে দিও না; সদাপ্রভুর ক্রোধের দিন তোমাদের নিকটে উপস্থিত না হউক। ৩ হে দেশস্থ নম্র লোকেরা, তাঁহার শাসন পালন করিতেছ যে তোমরা, তোমরা সকলে সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; কি জানি, সদাপ্রভুর ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্ত স্থানে রক্ষা পাইবা।

৪ ঘসা ত্যক্ত, ও অস্কিলোন্ ধ্বংসস্থান হইবে; অস্দোদের লোকেরা মধ্যাহ্নকালে নিরস্ত হইবে, ও ইক্রোণ উন্মূলিত হইবে। ৫ হে সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল নিবাসিগণ, হে করেথীয় জাতি, তোমরা সন্তাপের পাত্র, সদাপ্রভুর বাক্য তোমাদের প্রতিকূল; হে পলেষ্টীয়দের দেশ, [তুমিও] কনান্, অতএব আমি তোমাকে এমত উচ্ছিন্ন করিব, যে তোমাতে আর কেহ বসতি করিবে না। ৬ সেই সমুদ্রতীরস্থ অঞ্চল বাথানে ও মেষপালকদের কৃত গর্ত্তে ও মেষের খোঁয়াড়ে পূর্ণ হইবে। ৭ এবং সেই অঞ্চল যিহূদা কুলের শেষাংশের অধিকার হইবে; তাহারা তাহার উপরে [আপন ২ পাল] চরাইবে, ও সন্ধ্যাকালে অস্কিলোনের সকল গৃহে শয়ন করাইবে; কেননা তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, ও তাহাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিবেন।

৮ আমি মোয়াবের ধিক্কার ও অম্মোন্-সন্তানদের কটুকাটব্য শুনিয়াছি; তাহারা আমার প্রজাদিগকে ধিক্কার দিয়া তাহাদের সীমার প্রতি আপনাদিগকে বড় করিয়াছে। ৯ তজ্জন্য ইস্রায়েলের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যদি জীবিত হই, তবে [সত্য কহি,] মোয়াব অবশ্য সদোমের তুল্য, এবং অম্মোন্-সন্তানেরা ঘমোরার তুল্য হইবে; অর্থাৎ বিছুটির আশ্রয় ও লবণের আকর ও নিত্য ধ্বংসস্থান হইবে; আমার প্রজাগণের শেষাংশ তাহাদের সর্ব্বস্ব লুট করিবে, ও আমার [প্রিয়] জাতির রক্ষিত লোকেরা তাহাদের অধিকার পাইবে। ১০ এই তাহাদের শ্লাঘার সমুচিত ফল; কেননা তাহারা ধিক্কার পূর্ব্বক বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর প্রজাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগকে বড় করিয়াছে। ১১ উহাদের প্রতি সদাপ্রভু ভয়ঙ্কর হইবেন, বস্তুতঃ তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেবকে ক্ষীণ করিবেন, এবং পরজাতীয় দ্বীপনিবাসিরা সকলে আপন ২ স্থানে তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবে।

১২ হে কূশীয় লোকেরা, তোমরাও আমার খড়্গে হত হইবা। ১৩ অধিকন্তু তিনি উত্তরদিগের বিরুদ্ধে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া অশূরকে বিনষ্ট করিবেন, এবং নীনবীকে ধ্বংসিত ও প্রান্তরের ন্যায় জলহীন স্থান করিবেন। ১৪ তাহাতে তাহার মধ্যে পশুপাল ও সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় জীবের ঝাঁক শয়ন করিবে, এবং পাণিভেলা পক্ষী ও শজারু তাহার স্তম্ভের মাথলার উপরে রাত্রি যাপন করিবে; বাতায়নের মধ্যে গানকারি [পক্ষির] রব শুনা যাইবে; গোব-

রাটের উপরে কাঁথড়া থাকিবে; কেননা তিনি তাহার এরসকাষ্ঠের কর্ম্ম অনাবৃত করিবেন। [১৫] উল্লাসকারিণী যে নগরী নির্ভয়ে বাস করিত, এবং মনে২ কহিত, আমি আছি, আমা ভিন্ন কেহ নাই, সে কেমন চমৎকারের বিষয় ও পশুদের শয়নস্থান হইল! যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যাইবে, সে শীশ দিয়া আপন হস্ত লাড়িবে।

৩ অধ্যায়।

[১] অবাধ্যা ও কলঙ্কিতা যে নগরী নিষ্ঠুরাচরণ করে, সে সন্তাপের পাত্রী। [২] সে আহ্বান শুনে না, উপদেশ গ্রহণ করে না, সদাপ্রভুতে নির্ভর করে না, আপন ঈশ্বরের নিকটে আইসে না। [৩] তাহার মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ গর্জ্জনকারি সিংহ, তাহার বিচারকর্ত্তৃগণ সায়ংকালীন কেন্দুয়া ব্যাঘ্র; তাহারা প্রাতঃকালের জন্যে অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। [৪] তাহার ভাববাদিগণ দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক, তাহার যাজকগণ পবিত্রকে অপবিত্র করে, ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধ অত্যাচার করে। [৫] কিন্তু তাহার মধ্যবর্ত্তি সদাপ্রভু ধর্ম্মবান্; তিনি অন্যায় করেন না, প্রতি প্রভাতে আপন বিচার আলোতে স্থাপন করিতে ত্রুটি করেন না; তথাপি অন্যায়াচারি লোক লজ্জা জানে না। [৬] আমি নানা জাতি উচ্ছিন্ন করিয়াছি, তাহাদের চূড়া সকল ধ্বংসিত হইয়াছে; আমি তাহাদের সড়ক সকল এমত শূন্য করিয়াছি, যে তাহা দিয়া কেহ আর গমনাগমন করে না; তাহাদের নগর সকল লুপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মনুষ্য কি বাসকারীমাত্র আর নাই। [৭] আমি কহিলাম, এই নগরী আমাকে ভয় করুক ও উপদেশ গ্রহণ করুক, তাহা করিলেই তাহার নিবাস উচ্ছিন্ন হইবে না; [ইহা] তাহার বিরুদ্ধে আমার নিরূপিত বিষয়ের সাকল্য; কিন্তু তন্নিবাসিরা অতন্দ্রিত হইয়া আপনাদের সকল কর্ম্মে দুষ্টতা করিতে থাকিল।

[৮] অতএব সদাপ্রভু কহেন, তোমরা আমার অপেক্ষাতে থাক, যে দিনে আমি লুট করণার্থে উঠিব তাহার অপেক্ষাতে থাক; কেননা আমার শাসন এই, আমি জাতিগণকে সংগ্রহ করিয়া ও রাজ্য সকল একত্র করিয়া তাহাদের উপরে আপন ক্রোধ ও সম্পূর্ণ কোপাগ্নি ঢালিয়া দিব; বস্তুতঃ আমার ঈর্ষ্যার তাপে সমস্ত পৃথিবী অগ্নিভক্ষিত হইবে। [৯] কেননা সকলে যেন সদাপ্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে ও এক মনে তাঁহার আরাধনা করে, তজ্জন্য আমি তৎকালে জাতিদিগকে অন্যবিধ অথচ বিশুদ্ধ ওষ্ঠ দিব। [১০] কূশদেশস্থ নদীগণের পারহইতে [লোকেরা] আমার উপাসকদিগকে আমার নৈবেদ্য বলিয়া আমার ছিন্নভিন্ন প্রজাদের [পুরীতে] আনয়ন করিবে। [১১] তুমি আপনার যে সকল ক্রিয়াতে আমার কাছে অপরাধিনী হইয়াছ, তৎপ্রযুক্ত সে দিনে লজ্জিতা হইবা না; কেননা সেই সময়ে আমি তোমার দর্পযুক্ত উল্লাসকারি লোকদিগকে তোমার মধ্যহইতে দূর করিব; তাহাতে তুমি আমার পবিত্র পর্ব্বতে আর অহঙ্কার করিবা না। [১২] আর আমি তোমার মধ্যে দুঃখি দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখিব; তাহারা সদাপ্রভুর নামের শরণ লইবে। [১৩] ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ অন্যায় করিবে না, ও মিথ্যাকথা কহিবে না, এবং তাহাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকিবে না; বস্তুতঃ তাহারা চরিবে ও শয়ন করিবে, ভয় দেখাইতে কেহ থাকিবে না।

[১৪] হে সিয়োনের কন্যে, আনন্দরব কর; হে ইস্রায়েল, জয়ধ্বনি কর; হে যিরূশালেমের কন্যে, আনন্দ কর, ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উল্লাস কর। [১৫] সদাপ্রভু তোমার দণ্ড সকল দূর করিলেন, তোমার শত্রুকে লোপ করিলেন; ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী; তুমি আর অমঙ্গল দেখিতে পাইবা না। [১৬] সেই দিনে যিরূশালেমকে এই কথা বলা যাইবে, ভয় করিও না; হে সিয়োন, তোমার হস্ত শিথিল না হউক। [১৭] তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যে আছেন; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আমোদ করিবেন; তিনি আপন স্নেহে মৌনাবলম্বী, কিন্তু আনন্দগানদ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন। [১৮] যাহারা পর্ব্ববিরহে খেদ করে, তাহাদিগকে আমি একত্র করিব; তাহারা তোমাহইতে উৎপন্ন অথচ ধিক্কারে ভারগ্রস্ত। [১৯] দেখ, যে সকল লোক তোমাকে দুঃখ দেয়, সেই সময়ে আমি তাহাদের প্রতি যাহা করিবার, তাহা করিব; কিন্তু খঞ্জাকে পরিত্রাণ করিব, ও দূরীকৃতার লোকদিগকে একত্র করিব; এবং তাহারা যে২ স্থানে লজ্জাপন্ন হইয়াছে, পৃথিবীর সেই সকল স্থানে আমি তাহাদিগকে প্রশংসার ও কীর্ত্তির পাত্র করিব। [২০] সেই সময়ে আমি তোমাদিগকে আনিব, ও সময় [বুঝিয়া] তোমাদিগকে একত্র করিব; বস্তুতঃ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির মধ্যে তোমাদিগকে কীর্ত্তির ও প্রশংসার পাত্র করিব; কেননা তখন আমি তোমাদের দৃষ্টিগোচরে তোমাদের বন্দিত্ব পরিবর্ত্তন করিব। সদাপ্রভু তাহা কহিয়াছেন।

হগয় ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

[1] দারিয়াবস রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে হগয় ভাববাদিদ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষের প্রতি এবং যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের প্রতি উপস্থিত হইল।

[2] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই লোকেরা বলিতেছে, [কর্ম্মে] যাইবার সময় অর্থাৎ সদাপ্রভুর গৃহ নির্ম্মাণের সময় উপস্থিত হয় নাই। [3] কিন্তু হগয় ভাববাদিদ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; যথা, [4] হে লোক সকল, এ কি তোমাদের আপন ২ ফলকমণ্ডিত গৃহে বাস করণের সময়? [আমার] এই গৃহ তো উৎসন্ন রহিয়াছে। [5] অতএব এখন বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ গতি আলোচনা কর। [6] তোমরা অনেক বীজ বপন করিয়াও অল্প সঞ্চয় করিতেছ, আহার করিয়াও তৃপ্ত হও না, পান করিয়াও আপ্যায়িত হও না, পরিচ্ছদ পরিয়াও উষ্ণ হও না, এবং বেতনজীবি লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন সঞ্চয় করে।

[7] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন ২ গতি আলোচনা কর। [8] পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়া কাষ্ঠ আনিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ কর, তাহাতে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব, ও আমার মহিমা প্রতিপন্ন করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন। [9] তোমরা বাহুল্যের অপেক্ষা করিলেও, দেখ, অল্প পাইতেছ; এবং যাহা গৃহে সঞ্চয় কর, তাহার উপরে আমি ফুঁ দিতেছি; বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, ইহার কারণ কি? কারণ এই, যে আমার গৃহ উৎসন্ন থাকে, তথাপি তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ গৃহের বিশয়ে ব্যতিব্যস্ত আছ। [10] এই জন্যে তোমাদের উপরিস্থ আকাশ রুদ্ধ হইয়া শিশির বর্ষে না, ও ভূমি রুদ্ধ হইয়া আপনার উৎপাদনীয় ফল দেয় না। [11] আর আমি দেশের ও পর্ব্বতগণের উপরে এবং শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রভৃতি ভূম্যুৎপন্ন বস্তুর উপরে এবং মনুষ্য ও পশু ও তোমাদের হস্তকৃত যাবতীয় কার্য্যের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করিলাম।

[12] তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজক ও লোকদের সমস্ত শেষাংশ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে অর্থাৎ আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রেরিত হগয় ভাববাদির সকল বাক্যে মনোযোগ করিল, এবং লোকেরা সদাপ্রভুহইতে ভীত হইল। [13] তখন সদাপ্রভুর দূত হগয় [ভাববাদী] সদাপ্রভুর দৌত্যকর্ম্মক্রমে লোকদিগকে কহিল, সদাপ্রভু কহেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। [14] পরে সদাপ্রভু শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষের আত্মাকে ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের আত্মাকে এবং লোকদের সমস্ত শেষাংশের আত্মাকে উত্তেজনা করিলে [15] তাহারা দারিয়াবস রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনে আসিয়া আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর গৃহে কার্য্য করিতে লাগিল।

২ অধ্যায়।

[1] সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে হগয় ভাববাদিদ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [2] তুমি এখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল্ নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষকে ও যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজককে ও লোকদের শেষাংশকে এই কথা কহ, [3] তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমত কে আছে যে পূর্ব্বপ্রতাপের অবস্থাতে এই গৃহ দেখিয়াছে? আর এখন তোমরা তাহা কি অবস্থাতে দেখিতেছ? তাহা কি এমত নহে যে তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ বোধ হয়? [4] কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি সাহস কর, ইহা সদাপ্রভুর আজ্ঞা; আর হে যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজক, তুমি সাহস কর; এবং হে দেশীয় লোক সকল, তোমরা সাহস কর, ইহা সদাপ্রভুর আজ্ঞা; হাঁ, কার্য্য কর; কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি। [5] বস্তুতঃ মিসরহইতে তোমাদের নির্গমন কালে আমি তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, তাহা [অটল], এবং আমার আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন; তোমরা ভয় করিও না। [6] কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অল্প কালের মধ্যে আমি আর এক বার গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে কম্পান্বিত করিব। [7] এবং সর্ব্বজাতিকে কম্পবান করিব; এবং সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জক পাত্র আসিবে; এবং আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [8] রূপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি। [9] এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে; ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; এবং এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি।

[10] দারিয়াবসের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের

নবম মাসের চব্বিশ দিনে হগয় ভাববাদিদ্বারা সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; ১১ যথা, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি এক বার যাজকদিগকে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা কর। ১২ দেখ, কেহ আপন বস্ত্রের অঞ্চলে পবিত্র মাংস বদ্ধ করিলে যদি সেই অঞ্চলে রুটী কিম্বা সিদ্ধ [ডাইল] কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা তৈল কিম্বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ হয়, তবে সে দ্রব্য কি পবিত্র হইবে? তাহাতে যাজকগণ উত্তর করিল, হইবে না। ১৩ তখন হগয় কহিল, শবের স্পর্শে অশুচি কোন লোক যদি ইহার মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে তাহা কি অশুচি হইবে? যাজকগণ উত্তর করিল, হইবে। ১৪ তখন হগয় কহিল, আমার সমক্ষে এই বংশ ও এই জাতি তদ্রূপ, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; হাঁ, তাহাদের হস্তের যাবতীয় কর্ম্মও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তাহারা যাহা উৎসর্গ করে, তাহা অশুচি। ১৫ অতএব এখন আমি বলি, অদ্যকার দিনের পূর্ব্বে যত দিন সদাপ্রভুর প্রাসাদে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলোচনা কর। ১৬ সেই সকল দিনে তোমাদের মধ্যে কেহ বিংশতি পরিমাণ বিশিষ্ট শস্যরাশির নিকটে আইলে কেবল দশ পরিমাণ হইত, এবং কুণ্ডহইতে পঞ্চাশ পূরা পরিমাণ দ্রাক্ষারস লইতে আইলে কেবল বিংশতি পূরা হইত। ১৭ আমি শস্যের শোষ ও ম্লানিদ্বারা ও শিলাবৃষ্টিদ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিতাম, তোমাদের হস্তের যাবতীয় কার্য্য [মারিতাম], তথাপি তোমরা কেহ আমার প্রতি ফিরিতা না, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। ১৮ কিন্তু অদ্যকার দিনের পরে যে সকল দিন হইবে, তাহা আলোচনা কর। নবম মাসের চব্বিশ দিনাবধি, বরং সদাপ্রভুর প্রাসাদের ভিত্তিমূল স্থাপনের দিনাবধি আলোচনা কর; ১৯ গোলাতে কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? এবং দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর ও দাড়িম্ব ও জিতবৃক্ষও ফলে নাই। অদ্যাবধি আমি আশীর্ব্বাদ করিব।

২০ অনন্তর মাসের চব্বিশ দিনে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বিতীয় বার হগয়ের নিকটে উপস্থিত হইল; ২১ যথা, তুমি সরুব্বাবিল নামক যিহূদীয় দেশাধ্যক্ষকে এই কথা কহ, আমি গগনমণ্ডল ও পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিব; ২২ এবং রাজগণের সিংহাসন উল্টাইব, ও পরজাতিদের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করিব, এবং রথ ও রথারূঢ়দিগকে উল্টাইব, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ় লোকেরা আপন২ ভ্রাতার খড়্গে ভূমিসাৎ হইবে। ২৩ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, হে শল্টীয়েলের পুত্র আমার দাস সরুব্বাবিল, সেই দিনে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি; হাঁ, তোমাকে মুদ্রার্থক অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখিব; কেননা তুমি আমার মনোনীত, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি।

সখরিয় ভাববাদির পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ দারিয়াবসের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের অষ্টম মাসে ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; ২ যথা, সদাপ্রভু তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৩ অতএব তুমি এই লোকদিগকে কহ, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আমার প্রতি ফির, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আজ্ঞা; তাহা করিলে আমিও তোমাদের প্রতি ফিরিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। ৪ তোমরা আপন পূর্ব্বপুরুষদের সদৃশ হইও না, কেননা পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণ উচ্চৈঃস্বর করিয়া তাহাদিগকে কহিত, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা আপন২ কুপথহইতে ও আপন২ কুক্রিয়াহইতে ফির; কিন্তু তাহারা কথা শুনিত না এবং আমার রবে কর্ণপাত করিত না, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। ৫ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদিগণ কি নিত্যজীবী? ৬ কিন্তু আমি আপন দাস ভাববাদিগণকে যাহা২ আজ্ঞা দিয়াছিলাম, আমার সেই সকল বাক্য ও বিধান কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে আশ্রয় করে নাই? তখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের আচার ও ক্রিয়ানুসারে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

৭ অপর দারিয়াবসের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরের শবাট নামক একাদশ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিনে ইদ্দোর পৌত্র বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় ভাববাদির নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল; ৮ ফলতঃ আমি রাত্রিতে দর্শন পাইয়া রক্তবর্ণ অশ্বে আরূঢ় এক পুরুষকে দেখিলাম, তিনি নিম্নভূমিস্থ গুলমেঁদিবৃক্ষগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ রক্তবর্ণ ও পাণ্ডুর ও শ্বেতবর্ণ কতিপয় অশ্ব ছিল। ৯ তখন আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, ইহারা কে? তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারি দূত আমাকে কহিলেন, ইহারা কে, তাহা আমি তোমাকে জ্ঞাত করিব। ১০ পরে গুলমেঁদিবৃক্ষগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ব্যক্তি কহিলেন, সদা-

প্রভু ইহাদিগকে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে পাঠাইয়াছেন। [১১] তখন তাহারা উত্তর করিয়া গুলমেঁদি-বৃক্ষগণের মধ্যে দণ্ডায়মান সদাপ্রভুর দূতকে কহিল, আমরা পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম, সমস্ত পৃথিবী সুস্থির ও বিশ্রান্ত আছে।

[১২] তখন সদাপ্রভুর দূত কহিলেন, হে বাহিনীগণের সদাপ্রভো, তুমি এই সত্তরি বৎসর যাহাদের উপরে ক্রোধাবিষ্ট আছ, সেই যিরুশালেম প্রভৃতি যিহূদার সকল নগরের প্রতি করুণা করিতে কত কাল বিলম্ব করিবা? [১৩] তখন সদাপ্রভু আমার সহিত আলাপকারি দূতকে উত্তর দিয়া নানা মঙ্গলসূচক কথা ও নানা সান্ত্বনাদায়ক কথা কহিলেন। [১৪] পরে আমার সহিত আলাপকারি দূত আমাকে কহিলেন, তুমি ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যিরুশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমার প্রচণ্ড উদ্‌যোগ জন্মিয়াছে, [১৫] এবং নিশ্চিন্ত পরজাতিদের প্রতি আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সহকারী হইল। [১৬] অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি করুণাভাবে যিরুশালেমের অভিমুখে ফিরিলাম; তাহার মধ্যে আমার গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি; হাঁ, যিরুশালেমে সূত্রপাত হইবে। [১৭] তুমি আরো ঘোষণা করিয়া বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার নগর সকল পুনর্ব্বার মঙ্গলেতে সমাকীর্ণ হইবে, এবং সদাপ্রভু সিয়োন্‌কে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিবেন, ও যিরুশালেমকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিবেন।

[১৮] পরে আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া চারি শৃঙ্গ দেখিলাম। [১৯] তখন আমার সহিত আলাপকারি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, যাহারা যিহূদা ও ইস্রায়েল্ ও যিরুশালেমকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, এ সেই সকল শৃঙ্গ। [২০] পরে সদাপ্রভু আমাকে চারি জন কর্ম্মকার দেখাইলেন। [২১] তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কি করিতে আসিতেছে? তিনি কহিলেন, ঐ শৃঙ্গ সকল যিহূদাকে এমত ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে, যে কেহই মস্তক তুলিতে পারে না; অতএব যে পরজাতি সকল যিহূদা দেশ ঝাড়িবার জন্যে শৃঙ্গ উঠাইল, তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে ও তাহাদের শৃঙ্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইহারা আসিতেছে।

২ অধ্যায়।

[১] অপর আমি চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে পরিমাণরজ্জু হস্তে এক পুরুষকে দেখিলাম। [২] তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, যিরুশালেম মাপিতে, ও তাহার প্রস্থতা ও দীর্ঘতা কত তাহা দেখিতে যাইতেছি। [৩] অপর দেখ, আমার সহিত আলাপকারি দূত অগ্রসর হইলেন; তাহাতে আর এক দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। [৪] তিনি উহাঁকে কহিলেন, তুমি দৌড়িয়া গিয়া ঐ যুবকে এই কথা কহ, যিরুশালেমের মধ্যবর্ত্তি মনুষ্যদের ও পশুদের আধিক্য প্রযুক্ত প্রাচীরহীন গ্রামসমূহের ন্যায় তাহার বসতি হইবে; [৫] পরন্তু সদাপ্রভু কহেন, আমিই তাহার চতুর্দ্দিগে অগ্নিময় প্রাচীর হইব, এবং তাহার মধ্যবর্ত্তি প্রতাপ হইব।

[৬] চল২, উত্তর দেশহইতে পলায়ন কর, ইহা সদাপ্রভুর আজ্ঞা; কেননা আমি তোমাদিগকে আকাশের চারি বায়ুর ন্যায় বিস্তৃত করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [৭] হে বাবিল নগর প্রবাসিনি সিয়োন, চল, আপন প্রাণ বাঁচাও। [৮] বস্তুতঃ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে পরজাতিগণ তোমাদিগকে লুট করিয়াছে, তাহাদের কাছে তিনি প্রতাপ প্রদর্শনার্থে আমাকে পাঠাইলেন; কেননা যে ব্যক্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করে, সে তাঁহার চক্ষুর তারা স্পর্শ করে। [৯] বস্তুতঃ দেখ, আমি তাহাদের উপরে আপন হস্ত চালাইব, তাহাতে তাহারা আপন দাসগণের লুটিত বস্তু হইবে, এবং তোমরা জানিবা যে বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন।

[১০] হে সিয়োনের কন্যে, আনন্দরব করিয়া আহ্লাদ কর, কেননা দেখ, আমি আসিয়া তোমার মধ্যে বাস করিব, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি। [১১] সেই দিনে অনেক পরজাতি সদাপ্রভুতে আসক্ত হইয়া আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, তাহাতে তুমি জানিবা, যে বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। [১২] এবং সদাপ্রভু পবিত্র দেশে আপনার রিক্থাংশ বলিয়া যিহূদাকে অধিকার করিবেন, ও যিরুশালেমকে আর বার মনোনীত করিবেন। [১৩] সদাপ্রভুর সাক্ষাতে প্রাণিমাত্র চুপ করুক, কেননা তিনি আপন পবিত্র আবাসের মধ্যহইতে উঠিয়া আসিতেছেন।

৩ অধ্যায়।

[১] পরে তিনি আমাকে যেশূয় মহাযাজকের দর্শন পাইতে দিলেন; সে সদাপ্রভুর দূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল, এবং তাহার বিপক্ষতা করিতে [বিপক্ষ] শয়তান তাহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান ছিল। [২] তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, হে শয়তান, সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন, হাঁ, যিরুশালেমকে মনোনীতকারি সদাপ্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন; এই ব্যক্তি কি অগ্নিহইতে উদ্ধৃত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠস্বরূপ নয়? [৩] তৎকালে যেশূয় মলিন বস্ত্র পরিহিত হইয়া দূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। [৪] তাহাতে সেই দূত আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেবকদিগকে কহিলেন, ইহার গাত্রহইতে ঐ মলিন বস্ত্র সকল খুলিয়া ফেল। পরে তাহাকে কহিলেন, এই দেখ, আমি তোমার অপরাধ তোমা-

হইতে অপসারণ করিলাম, ও তোমাকে উৎসবের বস্ত্র পরিহিত করিলাম। ৫ তখন আমি কহিলাম, ইহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষ দিতে আজ্ঞা হউক। তখন তাঁহারা তাহার মস্তকে শুচি উষ্ণীষটী দিলেন; এই রূপে তাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইলেন, এবং সদাপ্রভুর দূত নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৬ পরে সদাপ্রভুর দূত যেশূয়কে দৃঢ়রূপে কহিলেন, ৭ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার রক্ষণীয় রক্ষা কর, তবে তুমিও আমার বাটীর বিচার করিবা, এবং আমার প্রাঙ্গণের রক্ষকও হইবা, এবং আমি তোমাকে ঐ দণ্ডায়মান সেবকদের মধ্যে গমনাগমন করণের অধিকার দিব।

৮ হে যেশূয় মহাযাজক, শুন, আপনি [শুন], এবং তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট তোমার সখাগণও শুনুক, কেননা তাহারাও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ লোক; কারণ দেখ, আমি আপন দাস পল্লবকে আনয়ন করিব। ৯ দেখ, যেশূয়ের সম্মুখে আমার স্থাপিত ঐ যে প্রস্তর আছে, সেই এক প্রস্তরের উপরে সাত চক্ষু আছে; দেখ, আমি তাহার মুদ্রা খুদিতে উদ্যত, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি; এবং আমি এক দিনে এই দেশের অপরাধ ছাড়াইব। ১০ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ প্রতিবাসিকে দ্রাক্ষালতার তলে ও ডুমুরবৃক্ষের তলে আসিতে নিমন্ত্রণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ অপর আমার সহিত আলাপকারি দূত পুনরায় আসিয়া নিদ্রাহইতে জাগরিত মনুষ্যের ন্যায় আমাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিলেন, কি দেখিতেছ? ২ তাহাতে আমি কহিলাম, আমি নিরীক্ষণ করিয়া শুদ্ধ স্বর্ণময় এক দীপবৃক্ষ দেখিতেছি; তাহার মাথার ঊর্দ্ধে তৈলাধার আছে, ও তাহার উপরে সাত প্রদীপ আছে, এবং তাহার মাথায় স্থিত সাত প্রদীপের জন্যে সাত নল আছে; ৩ এবং তাহার নিকটে ঐ তৈলাধারের দক্ষিণে ও বামে দুই জিতবৃক্ষ আছে। ৪ তখন আমি আপনার সহিত আলাপকারি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, এই সকল কি? ৫ তাহাতে আমার সঙ্গে আলাপকারি দূত উত্তর করিলেন, এই সকল কি, তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, জানি না। ৬ তখন তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া আমাকে এই কথা কহিলেন, ইহাতে সরুব্বাবিলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য বুঝায়, যথা, পরাক্রমদ্বারা নয়, বলদ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মাদ্বারা [সিদ্ধি হইবে], ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি। ৭ হে বৃহৎ পর্ব্বত, তুমি কে? সরুব্বাবিলের সম্মুখে তুমি সমভূমি হইবা, এবং "প্রীতি, উহাতে প্রীতি," এমত হর্ষধ্বনি পুরঃসর সে মস্তকস্বরূপ প্রস্তরটী বাহির করিয়া আনিবে।

৮ পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার প্রতি উপস্থিত হইল, যথা, ৯ সরুব্বাবিলের হস্তদ্বয় এই গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছে, আবার তাহারই হস্তদ্বয় তাহা সমাপ্ত করিবে; তাহাতে তুমি জানিবা যে বাহিনীগণের সদাপ্রভু তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ১০ বস্তুতঃ ক্ষুদ্র ২ বিষয়ের দিনকে কে তুচ্ছ জ্ঞান করে? সরুব্বাবিলের হস্তে ওলোন দেখিয়া ঐ সপ্ত [প্রাণী] তো আনন্দ করিতেছেন; তাঁহারা সদাপ্রভুর চক্ষু, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করেন।

১১ অপর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দীপবৃক্ষটীর দক্ষিণে ও বামে দুই দিগে স্থিত ঐ দুই জিতবৃক্ষের তাৎপর্য্য কি? ১২ পুনশ্চ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, স্বর্ণময় যে দুই নল আপনাহইতে স্বর্ণবর্ণ তৈল নির্গত করে, তৎপার্শ্বে জিতফলের যে দুই গুচ্ছ আছে, তাহার তাৎপর্য্য কি? ১৩ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সে সকল কি, তাহা কি জান না? আমি কহিলাম, হে আমার প্রভো, জানি না। ১৪ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, উহাঁরা সেই দুই তৈলকুমার, যাঁহারা সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

৫ অধ্যায়।

১ পরে আমি আর বার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে এক জড়ান পত্র উড়িতে দেখিলাম। ২ তখন তিনি আমাকে কহিলেন, কি দেখিতেছ? আমি কহিলাম, এক জড়ান পত্র উড়িতে দেখিতেছি; তাহা বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও দশ হস্ত প্রস্থ। ৩ তিনি আমাকে কহিলেন, উহা সমস্ত ভূতলে [বিহার করণার্থে] নির্গত অভিশাপ; ফলতঃ যে কেহ চৌর্য্য করে, সে উহার এক পৃষ্ঠের বিধানানুসারে উচ্ছিন্ন হইবে, এবং যে কেহ দিব্য করে, সে উহার অন্য পৃষ্ঠের বিধানানুসারে উচ্ছিন্ন হইবে। ৪ বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি উহাকে বাহির করিয়া আনিলাম, উহা চোরের বাটীতে ও আমার নামে মিথ্যা দিব্যকারির বাটীতে প্রবেশ করিবে, এবং বাটীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তরশুদ্ধ তাহা বিনাশ করিবে।

৫ পরে আমার সহিত আলাপকারি দূত বাহিরে আসিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ কি বহির্গমন করিতেছে? ৬ তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, ও কি? তাহাতে তিনি কহিলেন, ও নির্গমনকারি ঐফাপাত্র; আরো কহিলেন, ও সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের আকৃতিস্বরূপ। ৭ অপর দেখ, এক মণ পরিমিত সীসার ঢাকনী উত্থাপিত হইল, তাহার নীচে ঐফাপাত্রের মধ্যে এক স্ত্রী উপবিষ্টা ছিল। ৮ পরে তিনি কহিলেন, "ও দুষ্টতা"। পরে তিনি ঐ স্ত্রীকে ঐফাপাত্রমধ্যে ঠেলিয়া তাহার মুখে সেই সীসার ঢাকনী দিলেন। ৯ তখন আমি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, দুই স্ত্রী

বহির্গমন করিল; তাহাদের পক্ষগণে বায়ু আশ্রয় লইয়াছিল, বস্তুতঃ হাড়গিলার পক্ষের ন্যায় তাহাদের পক্ষ ছিল, তাহারা পৃথিবীর ও গগনের মধ্যপথে সেই ঐফা লইয়া গেল। [১০] তখন আমার সহিত আলাপকারি দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা ঐফাটী কোথায় লইয়া যাইতেছে? [১১] তিনি আমাকে কহিলেন, উহারা শিনিয়র দেশে তাহার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; তাহা স্থির থাকিবে, এবং তথায় উহাকে আপন স্থানে স্থাপন করা যাইবে।

৬ অধ্যায়।

[১] পরে আমি পুনর্ব্বার চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখিলাম, দুই পর্ব্বতের মধ্যহইতে চারি রথ নির্গত হইল; সেই পর্ব্বত পিত্তলের পর্ব্বত। [২] প্রথম রথে রক্তবর্ণ অশ্বগণ, ও দ্বিতীয় রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ, [৩] ও তৃতীয় রথে শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ, ও চতুর্থ রথে বিন্দুচিত্রিত বলবান অশ্বগণ ছিল। [৪] তখন আমার সহিত আলাপকারি দূতকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রভো, এ সকল কি? [৫] তাহাতে সেই দূত উত্তর করিয়া আমাকে কহিলেন, ইহারা স্বর্গের চারি বায়ু, সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপতির সাক্ষাতে পরিচর্য্যা করণহইতে নির্গমন করিতেছেন। [৬] যে রথে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বগণ আছে, তদারোহিগণ উত্তর দেশে গমন করিতে উদ্যত; ও শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছে, এবং বিন্দুচিত্রিত অশ্বগণ দক্ষিণ দেশে গমন করিতেছে। [৭] অপর [অবশিষ্ট] বলবান অশ্বগণ বহির্গমন কালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল; তাহাতে তিনি কহিলেন, যাও, পৃথিবীতে গমনাগমন কর; তাহাতে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিল। [৮] তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, যাঁহারা উত্তর দেশে গমন করিতেছেন, তাঁহারা উত্তর দেশে আমার আত্মাকে অধিষ্ঠান করান।

[৯] পরে সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, [১০] যথা, তুমি নির্ব্বাসিত লোকদের হইতে, অর্থাৎ হিল্দয় ও টোবিয় ও যিদায়হইতে [রূপা ও স্বর্ণ] গ্রহণ কর; হাঁ, এই দিনে গমন করিয়া সফনিয়ের পুত্র যোশিয়ের বাটীতে গমন কর, বাবিলহইতে আগত [ঐ ব্যক্তিরা] তথায় আছে; [১১] তুমি রূপা ও স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া দ্বিবিধ মুকুট নির্ম্মাণ করত যিহোষাদকের পুত্র যেশূয় মহাযাজকের মস্তকে দেও। [১২] এবং তাহাকে বল, বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, পল্লব নামে বিখ্যাত পুরুষ আপন স্থানে পল্লবের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবেন, এবং সদাপ্রভুর প্রাসাদ গাঁথিবেন। [১৩] হাঁ, তিনিই সদাপ্রভুর প্রাসাদ গাঁথিবেন, ও তিনি শ্রী ধারণ করিবেন, ও আপন সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিবেন, ও যাজক হইয়া আপন সিংহাসনে সুখাসীন হইবেন, তাহাতে এই দুই [সিংহাসনের] মধ্যে শান্তির মন্ত্রণা থাকিবে। [১৪] পরন্তু হিল্দয়ের ও টোবিয়ের ও যিদায়ের নিমিত্তে এবং সফনিয়ের পুত্রের সৌজন্যের নিমিত্তে এই দ্বিবিধ মুকুট স্মরণার্থে সদাপ্রভুর প্রাসাদে থাকিবে। [১৫] ফলতঃ দূরস্থ লোকেরা আসিয়া সদাপ্রভুর প্রাসাদনির্ম্মাণে সাহায্য করিবে; তাহাতে বাহিনীগণের সদাপ্রভু তোমাদের কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত হইবা; তোমরা যত্নপূর্ব্বক আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে।

৭ অধ্যায়।

[১] অপর দারিয়াবস রাজার অধিকারের চতুর্থ বৎসরে কিস্লেব্ নামক নবম মাসের চতুর্থ দিনে সখরিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল। [২] তৎকালে বৈথেলস্থ [সমাজ] শরেৎসরকে ও রেগম্মেলককে ও তাহার লোকদিগকে সদাপ্রভুর মুখ প্রসন্ন করণার্থে প্রেরণ করিয়া, [৩] সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত যাজকদিগকে এবং ভাববাদিগণকে জিজ্ঞাসা করাইল, আমি এত বৎসর যেরূপ করিতেছি, তদ্রূপ পঞ্চম মাসে আপনাকে পৃথক্ করিয়া কি বিলাপ করিব? [৪] তখন আমার নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [৫] তুমি দেশীয় সকল লোককে ও যাজকগণকে এই কথা কহ, তোমরা সত্তর বৎসরাবধি পঞ্চম ও সপ্তম মাসে যে উপবাস ও বিলাপ করিতেছ, তাহা কি আমারই উদ্দেশে করিয়া থাক? [৬] এবং যখন ভোজন পান কর, তখন কি আপনারাই ভোজন পান কর না? [৭] যিরূশালেম ও তচ্চতুর্দ্দিক্স্থ নগর সকল যখন বসতিবিশিষ্ট ও কুশলান্বিত ছিল, এবং দক্ষিণ দেশ ও নিম্নভূমি যখন বসতিবিশিষ্ট ছিল, তৎকালে সদাপ্রভু পূর্ব্ব ভাববাদিগণদ্বারা যে২ কথা ঘোষণা করাইতেন, তাহা কি [পর্য্যাপ্ত উপদেশ] নয়?

[৮] পুনশ্চ সখরিয়ের নিকটে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহিতেন, তোমরা যথার্থ বিচার কর, এবং প্রত্যেকে আপন২ ভ্রাতার সহিত দয়া ও করুণা ব্যবহার কর; [১০] এবং বিধবা ও পিতৃহীন ও বিদেশি ও দুঃখিগণের প্রতি উপদ্রব করিও না, এবং আপন২ ভ্রাতার হিংসা করিতে মনে২ চিন্তা করিও না। [১১] কিন্তু তাহারা অবধান করিতে অসম্মত হইয়া স্কন্ধ সরাইত, এবং যেন শুনিতে না পায়, তজ্জন্য আপন২ কর্ণ ভারী করিত। [১২] হাঁ, যেন ব্যবস্থা শুনিতে, কিম্বা বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপনার আত্মাবিষ্ট পূর্ব্ব ভাববাদিগণদ্বারা যে২ বাক্য প্রেরণ করিতেন, তাহা যেন শুনিতে না পায়, তজ্জন্য তাহারা আপন২ অন্তঃকরণ হীরকের ন্যায় কঠিন করিত, এই হেতুক বাহিনীগণের সদাপ্রভুহইতে মহাক্রোধের প্রাদুর্ভাব হইল। [১৩] তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে তাহারা যেমন শুনিত না, তদ-

নুসারে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তাহারা ডাকিলে আমিও শুনিব না। [১৪] আর আমি ঘূর্ণবায়ুদ্বারা তাহাদিগকে অপরিচিত সর্ব্বজাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিব, তাহাতে তাহাদের ত্যক্ত দেশ এমত ধ্বংসিত হইবে, যে তাহা দিয়া কেহ গমনাগমন করিবে না। এই রূপে তাহারা দেশ-রত্নকে ধ্বংসস্থান করিয়াছে।

৮ অধ্যায়।

[১] অপর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল, যথা, [২] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, সিয়োনের নিমিত্তে আমার প্রচণ্ড উদ্‌যোগ জন্মিয়াছে, হাঁ, তাহার নিমিত্তে আমার মহাক্রোধ-যুক্ত উদ্‌যোগ জন্মিয়াছে। [৩] সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি সিয়োনে প্রত্যাগমন করিয়া যিরূশা-লেমের মধ্যে বাস করিব; তাহাতে যিরূশালেম সত্যপুরী নামে, এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভুর পর্ব্বত পবিত্র পর্ব্বত নামে বিখ্যাত হইবে। [৪] বা-হিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যাহারা ভারি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত প্রত্যেকে লাঠি হাতে ধরে, এমত প্রাচীনেরা ও প্রাচীনারা পুনর্ব্বার যিরূশালেমের চকে বসিবে; [৫] এবং চকে ক্রীড়াকারি বালক বালি-কাতে নগরের চক সকল পরিপূর্ণ হইবে। [৬] বাহিনী-গণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, এই লোকদের অবশিষ্টাংশের দৃষ্টিতে তাহা তৎকালে অসম্ভব বোধ হইবে বলিয়া তাহা কি আমার দৃষ্টিতেও অসম্ভব বোধ হইবে? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি। [৭] আবার বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি সূর্য্যোদয়-দেশহইতে ও সূর্য্যাস্ত-দেশ-হইতে আপন প্রজাদিগকে নিস্তার করিব, ও তাহা-দিগকে আনিব; [৮] তাহাতে তাহারা যিরূশালেমের মধ্যে বাস করিবে, এবং সত্যে ও ধার্ম্মিকতাতে করিয়া তাহারা আমার প্রজা হইবে, ও আমি তাহা-দের ঈশ্বর হইব।

[৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, বাহি-নীগণাধিপ সদাপ্রভুর গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন-কালীন ভাববাদিদের মুখে এই বর্ত্তমান কালে এই সকল কথা শুনিতে পাইতেছ যে তোমরা, তোমা-দের হস্ত সবল হউক; প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ হইবেই। [১০] বস্তুতঃ সেই দিনের পূর্ব্বে মনুষ্যের বেতনও হইত না, পশুর ভাড়াও হইত না; এবং যে কেহ ভিতরে আসিত কিম্বা বাহিরে যাইত, পীড়কের [দৌরাত্ম্য] প্রযুক্ত তাহার কিছুই শান্তি হইত না; এবং আমি প্রত্যেক জনকে আপন ২ প্রতিবাসির বিপক্ষে উঠাইতাম। [১১] কিন্তু এখন আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশের প্রতি পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিব না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উক্তি। [১২] কেননা শান্তিযুক্ত চাস বলিয়া দ্রাক্ষালতা ফল-বতী হইবে, ও ভূমি আপন শস্য উৎপন্ন করিবে, ও আকাশ আপন শিশির দান করিবে; হাঁ, আমি এই লোকদের অবশিষ্টাংশকে সেই সকলের অধি-কারী করিব। [১৩] আর হে যিহূদার কুল ও ইস্রা-য়েলের কুল, পরজাতিদের মধ্যে তোমরা যেমন অভিশাপের দৃষ্টান্ত ছিলা, তেমনি আমাদ্বারা নিস্তা-রিত হইয়া আশীর্ব্বাদের দৃষ্টান্ত হইবা; ভয় করিও না; তোমাদের হস্ত সবল হউক। [১৪] কেননা বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাকে ক্রুদ্ধ করাতে আমি যেমন তোমাদের অমঙ্গল করণের সঙ্কল্প করিয়া [তাহার বিষয়ে] অনুশোচনা করিলাম না, [১৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, পুনশ্চ তেমনি এই সময়ে যিরূ-শালেমের ও যিহূদা কুলের মঙ্গল করণের সঙ্কল্প করিলাম; তোমরা ভয় করিও না।

[১৬] তোমরা এই ২ আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম কর, আ-পন ২ প্রতিবাসিকে সত্য কহ, আপন ২ নগরদ্বারে যথার্থ ও শান্তিজনক ন্যায়বিচার কর। [১৭] এবং আপন ২ প্রতিবাসির হিংসা করিতে মনে ২ চিন্তা করিও না, এবং মিথ্যা দিব্য ভাল বাসিও না; কেননা এই সকল আমি ঘৃণা করি, ইহা সদা-প্রভুর উক্তি।

[১৮] অপর বাহিনীগণের সদাপ্রভুর বাক্য আমার নিকটে উপস্থিত হইল, যথা, [১৯] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, চতুর্থ ও পঞ্চম ও সপ্তম ও দশম মাসের যে উপবাস, তাহা যিহূদা কুলের জন্যে আনন্দ ও আমোদ এবং মঙ্গলের পর্ব্বদিন হইয়া উঠিবে; অতএব তোমরা সত্য ও শান্তি ভাল বাস। [২০] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইহার পরে নানা জাতি এবং অনেক নগর-নিবাসিরা আসিবে। [২১] এবং এক নগরনিবাসিরা অন্য নগরে গিয়া এই কথা কহিবে, চল, আমরা সদাপ্রভুর মুখ প্রসন্ন করণার্থে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণার্থে শীঘ্র যাই; আমিও যাই। [২২] এবং বহুদেশীয় লোক ও বলবান জাতিরা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে ও সদা-প্রভুর মুখ প্রসন্ন করিতে যিরূশালেমে আসিবে। [২৩] বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তৎ-কালে পরজাতীয় নানা ভাষাবাদি দশ ২ পুরুষ এক ২ যিহূদি পুরুষের বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া এই কথা কহিবে, আমরা তোমাদের সহিত যাইব, কেননা আমরা শুনিলাম, ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন।

৯ অধ্যায়।

[১] ভারোক্তি। সদাপ্রভুর বাক্য। তাহা হদ্রক্‌দে-শের প্রতি বর্ত্তে, এবং দম্মেশক্ তাহার আশ্রয়; কেননা সদাপ্রভুর দৃষ্টি মনুষ্যের প্রতি, বিশেষতঃ ইস্রায়েলের যাবতীয় বংশের প্রতি পড়ে। [২] এবং তৎপার্শ্বস্থিত হমাৎ এবং প্রচুর জ্ঞান বিশিষ্ট সোর্ ও সীদোনও তাহার ভাগী হইবে। [৩] হাঁ, সোর্ আপনার জন্যে দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং ধূলার ন্যায় রূপা ও সড়কস্থ কর্দ্দমের ন্যায় উত্তম

স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছে। [৪] দেখ, প্রভু তাহাকে অধিকার করিবেন, ও তাহার বল আঘাত করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন, এবং সে অগ্নিভক্ষিত হইবে। [৫] তাহা দেখিয়া অস্কিলোন ভয় পাইবে, এবং ঘসা অতি কম্পান্বিত হইবে, এবং ইক্রোণও তদ্রূপ হইবে, কেননা তাহার আশাভূমি লজ্জাজনক হইবে, ও ঘসাহইতে রাজা উচ্ছিন্ন হইবে, ও অস্কিলোনে বসতি থাকিবে না। [৬] ও অস্দোদে জারজ সন্তান বাস করিবে, এবং আমি পলেষ্টীয়দের শ্লাঘা চূর্ণ করিব। [৭] হাঁ, আমি তাহাদের মুখহইতে তাহাদের পেয় রক্ত, ও দন্তের মধ্যহইতে তাহাদের ঘৃণার্হ প্রসাদ অপসারণ করিব; তথাপি সে অবশিষ্ট থাকিয়া আপনিও আমাদের ঈশ্বরের লোক ও যিহূদার মধ্যে অধ্যক্ষতুল্য হইবে, এবং ইক্রোণীয় লোক যিবূষীয়ের তুল্য হইবে। [৮] আর আমি আপন কুলের চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিয়া সৈন্যসামন্তহইতে ও গমনাগমনকারি শত্রুহইতে [তাহা রক্ষা করিব]; তাহাতে প্রজাপীড়ক আর তাহাদের নিকট দিয়া যাইবে না; কারণ এখন আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিলাম।

[৯] হে সিয়োনের কন্যে, অতিশয় উল্লাস কর; ও হে যিরূশালেমের কন্যে, জয়ধ্বনি কর। দেখ, যিনি তোমার রাজা তিনি তোমার কাছে আসিবেন; তিনি ধর্ম্ময় ও পরিত্রাণযুক্ত, এবং নম্রশীল ও গর্দ্দভারূঢ়, বরং গর্দ্দভীর শাবকারূঢ়। [১০] আর আমি ইফ্রয়িম্‌হইতে রথ সকলকে ও যিরূশালেমহইতে অশ্বগণকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং যুদ্ধার্থক ধনু ভগ্ন হইবে; এবং তিনি জাতিদিগকে শান্তির কথা কহিবেন; এবং তাঁহার কর্তৃত্ব এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত, ও নদী অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিবে। [১১] আর তোমার নিয়মের রক্তে [পবিত্রা] যে তুমি, তোমার বন্দি লোকদিগকেও আমি কূপের মধ্যহইতে মুক্ত করিব; তাহা তো নির্জ্জল।

[১২] হে আশ্বাসের পাত্র বন্দিগণ, তোমরা ফিরিয়া দৃঢ় দুর্গে আইস; আমি অদ্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি তোমাকে দ্বিগুণ মঙ্গল দিব। [১৩] ফলতঃ আমি আপনার জন্যে যিহূদাকে ধনুরূপে আকর্ষণ করিয়া বাণরূপে ইফ্রয়িমকে তাহাতে সন্ধান করিব; এবং হে সিয়োন, তোমার সন্তানদিগকে যবনের সন্তানদের বিরুদ্ধে প্রচোদনা করিব, ও তোমাকে বীরের খড়্গস্বরূপ করিব। [১৪] সদাপ্রভু তাহাদের ঊর্দ্ধে দর্শন দিবেন, এবং তাঁহার বাণ বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হইবে; এবং প্রভু সদাপ্রভু তূরী বাজাইবেন; তিনি দাক্ষিণাত্য ঘূর্ণবায়ুরূপ রথে গমন করিবেন। [১৫] বাহিনীগণের সদাপ্রভু তাহাদিগকে আবৃত করিবেন, তাহাতে তাহারা [শত্রুকে] গ্রাস করিবে, ও ফিঙ্গার প্রস্তর সকল পদতলে দলিত করিবে; এবং তাহারা পান করিবে, এবং [মন্দিরস্থ] বাটির ন্যায় ও যজ্ঞবেদির চারি কোণের ন্যায় দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ হইয়া শব্দ করিবে। [১৬] এবং সেই দিনে তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন প্রজাদিগকে মেষপালের ন্যায় নিস্তার করিবেন, বস্তুতঃ তাঁহার দেশে তাহারা মুকুটস্থ মণির ন্যায় চাক্‌চক্যবিশিষ্ট হইবে। [১৭] আঃ! তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা হইবে! শস্য যুবদিগকে, ও নূতন দ্রাক্ষারস যুবতিদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু করিবে।

১০ অধ্যায়।

[১] তোমরা উত্তর বর্ষার সময়ে সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টি যাচ্ঞা কর; সদাপ্রভু বিদ্যুতের সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনিই প্রচুর বৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যেক জনের ক্ষেত্রে ওষধি উৎপন্ন করিবেন। [২] কেননা ঠাকুরগণ বিড়ম্বনার কথা কহে, ও মন্ত্রপাঠকেরা মিথ্যাদর্শন পায় ও মিথ্যাস্বপ্নের কথা কহে; তাহারা অসার সান্ত্বনা দেয়; এই কারণ লোকেরা মেষপালের ন্যায় স্থানান্তরীকৃত হয়, ও রক্ষকহীন হইয়া দুঃখ পায়। [৩] পালরক্ষকদের প্রতি আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইতেছে, আর আমি ছাগদিগকে প্রতিফল দিব; যেহেতুক বাহিনীগণের সদাপ্রভু আপন পালের অর্থাৎ যিহূদা কুলের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, এবং তাহাকে আপনার সতেজ যুদ্ধাশ্বস্বরূপ করিবেন। [৪] তাহাহইতে কোণের প্রস্তর, ও তাহাহইতে দাণ্ডা, ও তাহাহইতে যুদ্ধধনুঃ, ও তাহাহইতে যাবতীয় শাসনকর্ত্তা উৎপন্ন হইবে। [৫] বীরগণের ন্যায় তাহারা রণক্ষেত্ররূপ সড়কের কর্দ্দম মর্দ্দন করিবে; হাঁ, তাহারা যুদ্ধ করিবে, কেননা সদাপ্রভু তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, তাহাতে অশ্বারূঢ়েরা লজ্জিত হইবে। [৬] অধিকন্তু আমি যিহূদার কুলকে বিক্রমী করিব, ও যোষেফের কুলকে ত্রাণপ্রাপ্ত করিব, ও তাহাদিগকে বাস করাইব; কেননা আমি তাহাদের প্রতি করুণা করিব, এবং যাহারা কখন আমার ঘৃণার পাত্র হয় নাই, এমন লোকদের ন্যায় তাহারা হইবে; কারণ আমি তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, সুতরাং তাহাদিগকে প্রার্থনার উত্তর দিব। [৭] এবং ইফ্রয়িম্ বীরের তুল্য হইবে, এবং দ্রাক্ষারসদ্বারা যেমন আনন্দ হয়, তাহাদের অন্তঃকরণে তেমন আনন্দ জন্মিবে; তাহা দেখিয়া তাহাদের সন্তানগণ আহ্লাদিত হইবে, ও তাহাদের অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লাস করিবে। [৮] আমি শীশ দিয়া ডাকিয়া তাহাদিগকে একত্র করিব, কারণ আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিলাম, এবং তাহারা [পূর্ব্বে] যেমন বহুবংশ ছিল, তেমনি বহুবংশ হইবে। [৯] এবং আমি জাতিদের মধ্যে তাহাদিগকে বীজবৎ বপন করিব; তাহারা নানা দূরদেশে থাকিয়া আমাকে স্মরণ করিবে; ও আপন ২ সন্তানগণশুদ্ধ সঞ্জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। [১০] হাঁ, আমি তাহাদিগকে মিসর দেশহইতে ফিরাইয়া আনিব, ও অশূরহইতে সংগ্রহ করিব, এবং গিলিয়দ্ দেশে ও লিবানোনে আনিব, তথায়ও

তাহাদের স্থানের অকুলান হইবে। [১১] আর তিনি সঙ্কটসাগর পার হইবেন, ও তরঙ্গময় সমুদ্রকে প্রহার করিবেন, তাহাতে সিন্ধুর গভীর স্থান সকল শুষ্ক, ও অশূরের গর্ব্ব খর্ব্ব, ও মিসরের দণ্ড দূরীকৃত হইবে। [১২] এবং আমি তাহাদিগকে সদাপ্রভুতে বিক্রমী করিব, ও তাহারা তাঁহার নামে গমনাগমন করিবে, ইহা সদাপ্রভুর উক্তি।

১১ অধ্যায়।

[১] হে লিবানোন্, তোমার কবাট সকল মুক্ত কর, এবং অগ্নি তোমার এরস্ বৃক্ষদিগকে গ্রাস করুক। [২] হে দেবদারু, হাহাকার কর, কেননা এরস্ বৃক্ষ পতিত, ও তরুরাজ সকল নষ্ট হইল; হে বাশনের অলোন্ বৃক্ষ সকল, হাহাকার কর, কেননা দুর্গম বন ভূমিসাৎ হইল। [৩] মেষরক্ষকদেরও হাহাকার শুনা যাইতেছে, কারণ তাহাদের সকল তৃণভূষা নষ্ট হইল; যুবসিংহদের গর্জ্জন শুনা যাইতেছে, কেননা যর্দ্দনের শোভারূপ অরণ্য নষ্ট হইল।

[৪] আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহিলেন, তুমি এই বধ্য মেষপাল চরাও; [৫] কেননা তাহাদের ক্রয়কারিগণ তাহাদিগকে বধ করে, তথাপি দণ্ডের পাত্র হয় না; এবং তাহাদের বিক্রয়কারী প্রত্যেক জন বলে, ধন্য সদাপ্রভু, আমি তো ধনী হইলাম; এবং তাহাদের রক্ষকগণের মধ্যে কেহ তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না। [৬] বস্তুতঃ সদাপ্রভু কহেন, আমি পৃথিবীনিবাসিদের প্রতি আর দয়ার্দ্র হইব না, কিন্তু দেখ, আমিই মনুষ্যদের মধ্যে প্রত্যেক জনকে তাহার প্রতিবাসির হস্তগত কিম্বা তাহার রাজার হস্তগত করিব; তাহারা পৃথিবীকে চূর্ণ করিলেও আমি তাহাদের হস্তহইতে কাহাকেও উদ্ধার করিব না।

[৭] অতএব আমি সেই বধ্য মেষপালকে, সুতরাং দুঃখি মেষদিগকেও চরাইতে লাগিলাম, এবং আপনার জন্যে দুইটী পাঁচনী লইয়া তাহার একের নাম প্রীতি ও অন্যের নাম বন্ধনী রাখিলাম; এই রূপে সেই মেষপালকে চরাইলাম। [৮] এবং এক মাসের মধ্যে তাহার তিন জন রক্ষককে উচ্ছিন্ন করিলাম। পরে আমার মন তাহাদের প্রতি অসহিষ্ণু হইল, এবং তাহাদের মনও আমাকে ঘৃণা করিল। [৯] তখন আমি কহিলাম, আমি তোমাদিগকে চরাইব না; যে মরে সে মরুক, ও যে উচ্ছিন্ন হয় সে উচ্ছিন্ন হউক, এবং অবশিষ্টেরা এক জন অন্যের মাংস গ্রাস করুক।

[১০] পরে আমি আপন প্রীতি নামক পাঁচনী লইয়া সর্ব্বজাতির সহিত আমার নিয়ম ভঙ্গ দেখাইবার জন্যে তাহা খণ্ড ২ করিলাম। [১১] সে দিনে তাহা ভগ্ন হইলে পালের মধ্যে যে সকল দুঃখী আমাতে মনোযোগ করিত, তাহারা নিশ্চয় জ্ঞাত হইল যে ইহা সদাপ্রভুর বাক্য। [১২] তখন আমি সকলকে কহিলাম, যদি তোমাদের ভাল বোধ হয়, তবে আমার বেতন দেও, নতুবা ক্ষান্ত হও। অতএব তাহারা আমার বেতন বলিয়া ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। [১৩] তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তাহা কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া দেও, তাহা বিলক্ষণ মূল্য; উহাদের বিচারে আমি অত মূল্যবান্। অতএব আমি সেই ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা লইয়া সদাপ্রভুর গৃহে কুম্ভকারের কাছে ফেলিয়া দিলাম। [১৪] পরে যিহূদার ও ইস্রায়েলের বন্ধুতার ভঙ্গ দেখাইবার জন্যে আমার বন্ধনী নামে দ্বিতীয় পাঁচনী খণ্ড ২ করিলাম।

[১৫] পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, এবার তুমি এক নির্ব্বোধ পালরক্ষকের সামগ্রী ধারণ কর। [১৬] কেননা দেখ, আমি পৃথিবীতে এমত এক পালরক্ষককে উঠাইব, যে উচ্ছিন্নের তত্ত্বাবধারণ করিবে না, ও পথহারার অন্বেষণ করিবে না, ও ভগ্নাঙ্গকে সুস্থ করিবে না, সুস্থিরেরও ভরণপোষণ করিবে না, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট মেষদের মাংস খাইবে, এবং সকলের খুরও ছিঁড়িবে। [১৭] পালত্যাগকারি সে অকিঞ্চিৎকর রক্ষক সন্তাপের পাত্র; তাহার বাহুতে ও দক্ষিণ চক্ষুতে খড়্গ [পড়ুক]! তাহার বাহু নিতান্ত শুষ্ক হইয়া যাইবে, ও তাহার দক্ষিণ চক্ষু নিতান্ত অন্ধীভূত হইবে।

১২ অধ্যায়।

[১] ভারোক্তি। ইস্রায়েলের বিষয়ে সদাপ্রভুর বাক্য। গগণমণ্ডলের বিস্তারকর্ত্তা ও পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপনকর্ত্তা এবং মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা সদাপ্রভু কহেন, [২] দেখ, আমি চতুর্দ্দিক্স্থিত সর্ব্বজাতির জন্যে যিরূশালেমকে কম্পজনক [মদিরার] ভাবর করিব, এবং যিরূশালেমের অবরোধকালে ইহা যিহূদাতেও সফল হইবে।

[৩] সেই দিনে আমি যিরূশালেমকে সর্ব্বজাতির বোঝাস্বরূপ প্রস্তর করিব; যত লোক তাহা তুলিবে, তাহারা আপন ২ অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিবে; পরন্তু তাহার প্রতিকূলে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি একত্র হইবে। [৪] সদাপ্রভু কহেন, সে দিনে আমি যাবতীয় অশ্বকে ভীরুতাহত, ও তদারূঢ়কে উন্মাদাহত করিব, এবং যিহূদা কুলের প্রতি আপন চক্ষু উন্মীলিত রাখিব, কিন্তু পরজাতিদের যাবতীয় অশ্বকে অন্ধতাহত করিব। [৫] তাহাতে যিহূদার অধ্যক্ষগণ মনে ২ কহিবে, যিরূশালেমনিবাসিরা আপনাদের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর সাহায্যদ্বারা আমার বলস্বরূপ।

[৬] সে দিনে আমি যিহূদার অধ্যক্ষগণকে কাষ্ঠরাশির মধ্যস্থিত অগ্নির আঙ্গটার সদৃশ ও আটির মধ্যস্থিত প্রজ্বলিত ডামসের ন্যায় করিব; তাহারা দক্ষিণ ও বামদিগে চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল জাতিকে গ্রাস করিবে, এবং যিরূশালেম পুনরায় যিরূশালেম হইয়া আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হইবে। [৭] কিন্তু সদাপ্রভু প্রথমে যিহূদার তাম্বু সকলের নিস্তার করি-

বেন, নতুবা দায়ূদ কুলের শ্রী ও যিরূশালেম নিবাসিদের শ্রী যিহূদার উপরে অভিমানী হইবে। [৮] সেই দিনে সদাপ্রভু যিরূশালেম নিবাসিগণকে আবৃত করিবেন; এবং সেই দিনে তাহাদের মধ্যবর্ত্তি পতনোন্মুখ লোক দায়ূদের সদৃশ, এবং দায়ূদের কুল ঈশ্বরের সদৃশ, হাঁ, সদাপ্রভুর যে দূত তাহাদের অগ্রগামী তাঁহার সদৃশ হইবে। [৯] আর সেই দিনে আমি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে আগত যাবতীয় পরজাতিকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিব।

[১০] পরন্তু দায়ূদ কুলের ও যিরূশালেম নিবাসিদের উপরে আমি অনুগ্রহ ও বিনতিজনক আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তাহারা আমার প্রতি, অর্থাৎ যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং একমাত্র পুত্রের জন্যে বিলাপ করণের ন্যায় তাঁহার জন্যে বিলাপ করিবে, ও প্রথমজাত পুত্রের বিয়োগে মানুষ যেমন মনস্তাপ পায় তেমনি মনস্তাপ পাইবে। [১১] মগিদ্দো সমস্থলীতে হদদ্-রিম্মোণের বিলাপের ন্যায় সে দিনে যিরূশালেমে অতিশয় বিলাপ হইবে। [১২] হাঁ, দেশীয় প্রত্যেক্ গোষ্ঠী পৃথক্ ২ হইয়া বিলাপ করিবে, [অর্থাৎ] দায়ূদের কুলজাত গোষ্ঠী পৃথক্, ও তাহাদের স্ত্রীগণ পৃথক্; নাথনের কুলজাত গোষ্ঠী পৃথক্, ও তাহাদের স্ত্রীগন পৃথক্; [১৩] লেবির কুলজাত গোষ্ঠী পৃথক্, ও তাহাদের স্ত্রীগণপৃথক্; শিমিয়ির গোষ্ঠী পৃথক্, ও তাহাদের স্ত্রীগন পৃথক্, [১৪] [ইত্যাদি] অবশিষ্ট যাবতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এক ২ গোষ্ঠী পৃথক্, ও তাহাদের স্ত্রীগন পৃথক্ ২ হইয়া বিলাপ করিবে।

১৩ অধ্যায়।

[১] সেই দিনে দায়ূদ কুলের ও যিরূশালেম নিবাসিদের জন্যে পাপ ও অশৌচ [হরণার্থে] এক উনুই খোলা যাইবে। [২] এবং বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি দেশহইতে প্রতিমাগণের নাম লোপ করিব, তাহারা আর স্মরণে আসিবে না; অধিকন্তু আমি ভাববাদিদিগকে ও অশুচিতার আত্মাকে দেশহইতে নিঃসারণ করিব। [৩] তদবধি যদি আর কেহ ভাবোক্তি প্রচার করে, তবে তাহার জন্মদাতা পিতা মাতা তাহাকে কহিবে, তুমি বাঁচিবা না, কেননা তুমি সদাপ্রভুর নাম করিয়া মিথ্যা কহিতেছ; এবং তাহার ভাবোক্তি প্রচার করণ প্রযুক্ত তাহার জন্মদাতা পিতা মাতা তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিবে। [৪] এবং সেই দিনে ভাববাদিরা ভাবোক্তি প্রচার করণকালীন আপন ২ দর্শনের বিষয়ে লজ্জিত হইবে, এবং প্রতারণা করণার্থে লোমশ শাল আর পরিধান করিবে না। [৫] কিন্তু প্রত্যেক জন কহিবে, আমি ভাববাদী নহি, আমি কৃষীবল; বাল্যকালাবধি অমুকের ক্রীত লোক। [৬] পরন্তু তোমার দুই হস্তের মধ্যে এই সকল ক্ষতের দাগ কি? ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, আমার আত্মীয়দের বাটীতে আহত হওয়াতে এই সকল হইল।

[৭] হে খড়্গ, তুমি আমার পালরক্ষকের অর্থাৎ আমার সজাতীয় নরের বিরুদ্ধে জাগ্রৎ হও, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর আজ্ঞা; পালরক্ষককে আঘাত কর, তাহাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে; পরন্তু আমি ক্ষুদ্রগণের প্রতি আপন হস্ত পুনরায় বিস্তার করিব। [৮] সদাপ্রভু কহেন, সমস্ত দেশের দুই অংশ লোক উচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে; কিন্তু তৃতীয়াংশ তাহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকিবে। [৯] সেই তৃতীয়াংশকে আমি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া, যেমন রূপা খাঁটী করা যায় তেমনি খাঁটী করিব, ও যেমন সুবর্ণ পরীক্ষিত হয় তেমনি তাহাদের পরীক্ষা করিব; তাহারা আমার নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করিবে, এবং আমি তাহাদিগকে উত্তর দিব; আমি বলিব, ইহারা আমার প্রজা; এবং তাহারা কহিবে, সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর।

১৪ অধ্যায়।

[১] দেখ, সদাপ্রভুর এক দিন আসিতেছে; তাহাতে তোমার মধ্যে তোমার সম্পদ লুটিত হইয়া বিভক্ত হইবে। [২] ফলতঃ আমি যাবতীয় পরজাতিকে যুদ্ধার্থে যিরূশালেমের নিকটে সংগ্রহ করিব; তাহাতে নগর শত্রুহস্তগত, সকল গৃহের দ্রব্য লুটিত, ও স্ত্রীগণ বলাৎকৃত হইবে, এবং নগরের অর্দ্ধেক লোক নির্ব্বাসার্থে প্রস্থান করিবে; কিন্তু অবশিষ্ট প্রজারা নগরহইতে উচ্ছিন্ন হইবে না। [৩] তখন সদাপ্রভু নির্গত হইবেন, এবং আপনার যুদ্ধদিন বলিয়া সেই সংগ্রামের দিনে ঐ জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। [৪] সেই দিনে পূর্ব্ব দিগে যিরূশালেমের সম্মুখস্থ জৈতুন নামক পর্ব্বতের উপরে তাঁহার চরণদ্বয় অবস্থিত হইবে; তাহাতে জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যদেশ পূর্ব্বাবধি পশ্চিম দিগে বিদীর্ণ হইয়া অতি বৃহৎ উপত্যকা হইয়া যাইবে, ফলতঃ পর্ব্বতের অর্দ্ধেক উত্তর দিগে ও অর্দ্ধেক দক্ষিণ দিগে সরিয়া যাইবে। [৫] তখন তোমরা আমার পর্ব্বতগণের উপত্যকা দিয়া পলায়ন করিবা, কেননা পর্ব্বতগণের সেই উপত্যকা আৎসল্ পর্য্যন্ত যাইবে; এবং যিহূদার রাজা উষিয়ের অধিকারকালীন ভূমিকম্পের সম্মুখহইতে যেমন পলায়ন করিয়াছিলা, তেমনি পলায়ন করিবা; আর আমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনার সকল পবিত্র লোককে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। [৬] আর সেই দিনে আলো হইবে না, জ্যোতি সকল বিলীন হইবে। [৭] সে অনুপম দিন হইবে, সদাপ্রভুই তাহার তত্ত্ব জানেন; তাহা দিবসও হইবে না, রাত্রিও হইবে না, কিন্তু সন্ধ্যাকালে দীপ্তি হইবে। [৮] আর সেই দিনে যিরূশালেমহইতে অমৃত জল নির্গত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পূর্ব্বসমুদ্রের দিগে ও

অর্দ্ধেক পশ্চিমসমুদ্রের দিগে যাইবে; তাহা গ্রীষ্ম ও শীতকালে থাকিবে। [৯] আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সে দিনে সদাপ্রভু এক হইবেন, এবং তাঁহার নামও এক হইবে। [১০] গেবা অবধি যিরূশালেমের দক্ষিণস্থ রিম্মোন্ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ রূপান্তর হইয়া জঙ্গলভূমির ন্যায় [সমান] হইবে; এবং নগরটী উন্নত হইয়া বিন্যামীনের দ্বার অবধি প্রথম দ্বারের স্থান [অর্থাৎ] কোণের দ্বার পর্য্যন্ত, এবং হননেলের দুর্গ অবধি রাজার দ্রাক্ষাযন্ত্র পর্য্যন্ত আপন স্থানে বসতিবিশিষ্ট হইবে। [১১] এবং লোকেরা তাহার মধ্যে বাস করিবে; সে আর কখনো বর্জ্জিত হইবে না, কিন্তু যিরূশালেম বসতিবিশিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে থাকিবে।

[১২] এবং যে সকল পরজাতি যিরূশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবে, সদাপ্রভু যে আঘাতে তাহাদিগকে আহত করিবেন, তাহার বৃত্তান্ত এই; চরণে দণ্ডায়মান হওন সময়ে মনুষ্যের মাংস ক্ষয় পাইবে, ও কোটরে চক্ষু দুটী ক্ষয় পাইবে, ও মুখে জিহ্বা ক্ষয় পাইবে। [১৩] আর সে দিনে তাহাদের মধ্যে সদাপ্রভুকৃত মহাকোলাহল হইবে; তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিবাসির হস্ত ধরিবে, এবং প্রত্যেকের হস্ত আপন ২ বন্ধুর বিরুদ্ধে তোলা যাইবে। [১৪] যিহূদাও যিরূশালেমে যুদ্ধ করিবে, এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থিত যাবতীয় পরজাতির স্বর্ণ ও রূপা ও বস্ত্রাদি ধন অতিশয় প্রচুররূপে সঞ্চয় করা যাইবে। [১৫] এবং সেই সকল শিবিরে উপস্থিত অশ্ব অশ্বতর উষ্ট্র গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল পশুর আঘাত ঐ আঘাতের ন্যায় হইবে।

[১৬] আর যিরূশালেমের প্রতিকূলে আগত যাবতীয় পরজাতির মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা বৎসর ২ বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে ও কুটীরোৎসব পালন করিতে আসিবে। [১৭] এবং পৃথিবীর গোষ্ঠী সকলের মধ্যে যাহারা বাহিনীগণের সদাপ্রভু রাজার কাছে প্রণিপাত করিতে যিরূশালেমে আসিতে ত্রুটি করিবে, তাহাদের উপরে কিছু বৃষ্টি হইবে না। [১৮] হাঁ, মিস্রীয় গোষ্ঠী যদি না আইসে ও উপস্থিত না হয়, তবে তাহাদের উপরে [বৃষ্টি হইবে] না; যে ২ পরজাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, তাহাদিগকে সদাপ্রভু যে আঘাতে আহত করিবেন, সেই আঘাত [উহাদের প্রতিও] ঘটিবে। [১৯] ইহা মিস্রীয় লোকদের দণ্ড হইবে, এবং যত পরজাতি কুটীরোৎসব পালন করিতে না আসিবে, সকলের সেই দণ্ড হইবে।

[২০] সেই দিনে "সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র" এই লিপি অশ্বগণের ঘণ্টিকাতে থাকিবে, এবং সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত যাবতীয় স্থালী যজ্ঞবেদির সম্মুখস্থ বাটি সকলের তুল্য হইবে। [২১] হাঁ, যিরূশালেমে ও যিহূদা দেশে যত স্থালী, সকলই বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে; এবং যজমান লোক সকল আসিয়া তাহার মধ্যে কোন ২ স্থালী লইয়া তাহাতে পাক করিবে; এবং সেই দিনে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর গৃহে কনানীয় লোক আর থাকিবে না।

মালাখি ভাববাদির পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

[১] ভারোক্তি। মালাখির দ্বারা ইস্রায়েলের প্রতি সদাপ্রভুর বাক্য।

[২] আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, ইহা সদাপ্রভু কহেন, কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছ? সদাপ্রভু কহেন, এষৌ কি যাকোবের ভ্রাতা নয়? তথাপি আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি; [৩] কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি, ও তাহার পর্ব্বতগণকে ধ্বংসস্থান করিয়াছি, ও তাহার অধিকার প্রান্তরস্থ নাগদের বাসস্থান করিয়াছি। [৪] আর যদি ইদোম বলে, আমরা চূর্ণ হইয়াছি বটে, কিন্তু এই উৎসন্ন স্থান সকল পুনরায় গাঁথিব, তাহা হইলে বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তাহারা গাঁথিবে, কিন্তু আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিব; এবং তাহারা দুষ্টতার দেশ ও ঈশ্বরের নিত্য ক্রোধপাত্রস্বরূপ জাতি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। [৫] আর তোমাদের চক্ষু তাহা দেখিবে, এবং তোমরা বলিবা, ইস্রায়েলের সীমার বাহিরেও সদাপ্রভু মহীয়ান্ হন।

[৬] পুত্র পিতাকে এবং দাস প্রভুকে সমাদর করে; কিন্তু আমি যদি পিতা, তবে আমার সমাদর কোথায়? এবং আমি যদি প্রভু, তবে আমাহইতে ভীতি কোথায়? হে আমার নাম অবজ্ঞাকারি যাজকগণ, তোমাদিগকেই বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইহা কহেন। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমার নাম অবজ্ঞা করিয়াছি? [৭] তোমরা আমার যজ্ঞবেদির উপরে অশুচি খাদ্য নিবেদন করিতেছ; তথাপি বলিতেছ, কিসে তোমাকে অশুচি করিয়াছি? সদাপ্রভুর মেজ তুচ্ছনীয়, এই বাক্যদ্বারা

তাহা করিতেছ। [৮] এবং যজ্ঞের নিমিত্তে অন্ধ পশুকে উৎসর্গ করা তোমাদের কুৎসিত বোধ হয় না; এবং খঞ্জ ও রোগি পশুকে উৎসর্গ করা তোমাদের কুৎসিত বোধ হয় না। এক বার আপন দেশাধ্যক্ষের কাছে তাহা উৎসর্গ কর; সে কি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবে? কিম্বা তোমাকে গ্রাহ্য করিবে? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [৯] এখন এক বার ঈশ্বরের মুখ প্রসন্ন করিয়া আমাদের প্রতি কৃপা করিতে [তাঁহাকে সম্মত কর]; তোমাদের হস্তদ্বারা ঐ কর্ম্ম হইয়াছে, তোমাদের অনুরোধে কি তিনি কাহাকে গ্রাহ্য করিবেন? ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [১০] আঃ! তোমাদেরই মধ্যে এক জন কবাট রুদ্ধ করুক, তাহা হইলে আমার যজ্ঞবেদির উপরে আর বৃথা অগ্নি জ্বালিবা না। তোমাদিগেতে আমার কিছু প্রীতি হয় না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; এবং তোমাদের হস্তহইতে আমি নৈবেদ্য গ্রাহ্য করিব না। [১১] বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয়স্থানাবধি অস্তস্থান পর্য্যন্ত পরজাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এবং প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে; কেননা পরজাতিদের মধ্যে আমার নাম মহৎ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [১২] কিন্তু তোমরা তাহা অপবিত্র করিতেছ; কেননা তোমরা বলিতেছ, সদাপ্রভুর মেজ অশুচি, ও তাহার আয় তুচ্ছনীয় খাদ্য। [১৩] আরো কহিতেছ, দেখ, কেমন বিড়ম্বনা! [এই বলিয়া] তাহার উপরে ফূঁ দিতেছ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। এবং তোমরা লুটিত ও খঞ্জ ও পীড়িত পশুকে উপস্থিত করিতেছ, আমার নৈবেদ্য [বলিয়া তাহা] উপস্থিত করিতেছ; অতএব আমি কি তোমাদের হস্তহইতে তাহা গ্রাহ্য করিব? ইহা সদাপ্রভু কহেন। [১৪] বরঞ্চ পালের মধ্যে পুংপশু থাকিলেও যে প্রতারক লোক মানত করিয়া প্রভুর উদ্দেশে নষ্টকল্প স্ত্রীপশু উৎসর্গ করে, সে শাপগ্রস্ত; কেননা আমি রাজাধিরাজ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; এবং পরজাতিদের মধ্যে আমার নাম ভয়ঙ্কর।

২ অধ্যায়।

[১] অতএব এখন, হে যাজকগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা হইতেছে। [২] আর বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, যদি তোমরা কথা না শুন ও আমার নামের মহিমা স্বীকার করিতে মনোযোগ না কর, তবে আমি তোমাদের প্রতিকূলে শাপ প্রেরণ করিব, ও তোমাদের আশীর্ব্বাদ সকলকে শাপ দিব; বরঞ্চ তোমাদের অমনোযোগ প্রযুক্ত তাহাকে শাপ দিয়াছি। [৩] দেখ, তোমাদের জন্যে আমি বীজকে ভর্ৎসনা করিব, ও তোমাদের মুখে বিষ্ঠা অর্থাৎ তোমাদের উৎসব সকলের বিষ্ঠা ছড়াইব, এবং লোকেরা তাহার সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাইবে। [৪] তাহাতে তোমরা জানিবা, লেবির সহিত আমার নিয়ম থাকিবে বলিয়া আমি তোমাদের নিকটে এই আজ্ঞা পাঠাইলাম, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [৫] তাহার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা জীবন ও শান্তির [অঙ্গীকার], ফলতঃ আমি তাহাকে জীবন ও শান্তি দিতাম; এবং তাহা ভীতির [অঙ্গীকার], ফলতঃ সে আমাহইতে ভীত ছিল, ও আমার নামের কাছে নত হইত। [৬] তাহার মুখে সত্যস্বরূপ ব্যবস্থা ছিল, ও তাহার ওষ্ঠাধরে কোন অন্যায় পাওয়া যাইত না; সে শান্তিতে ও সরলতাতে আমার সহিত গমনাগমন করিত, এবং অনেককে অপরাধহইতে ফিরাইত। [৭] বস্তুতঃ যাজকের ওষ্ঠাধর জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাহার মুখে লোকেরা ব্যবস্থার অন্বেষণ করে, ইহা উপযুক্ত; কেননা সে বাহিনীগণের সদাপ্রভুর দূত। [৮] কিন্তু তোমরা পথহইতে বহির্গত হইয়াছ, ও ব্যবস্থার ব্যবহারে অনেকের বিঘ্ন জন্মাইয়াছ, ও লেবির নিয়ম নষ্ট করিয়াছ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [৯] এই জন্যে আমিও সকল প্রজা লোকের সাক্ষাতে তোমাদিগকে তুচ্ছ ও নীচ করিলাম, কারণ তোমরা আমার পথ রক্ষা না করিয়া ব্যবস্থার ব্যবহারে মুখাপেক্ষা করিয়া থাক।

[১০] আমাদের সকলকার কি এক পিতা নহেন? এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই? তবে আমরা আপনাদের পৈতৃক নিয়ম ভঙ্গ করণার্থে কেন প্রত্যেক জন আপন ২ ভ্রাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিব? [১১] যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করে, এবং ইস্রায়েলে ও যিরূশালেমে গর্হনীয় ক্রিয়া করা যায়; কেননা যিহূদা সদাপ্রভুর প্রিয় ধর্ম্মধাম অপবিত্র করিয়াছে, ও বিজাতীয় দেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে। [১২] যে কেহ এই কর্ম্ম করে, সদাপ্রভু যাকোবের সকল তাম্বুতে তাহার সম্পর্কীয় জাগরূক ব্যক্তিকে ও তদুত্তরদায়িকে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্দেশে নৈবেদ্য আনয়নকারি লোককে উচ্ছিন্ন করিবেন। [১৩] আর তোমাদের দ্বিতীয় অপকর্ম্ম এই, তোমরা নেত্রজলে ও রোদনে ও আর্ত্তস্বরে সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি প্রচ্ছন্ন করিয়াছ, তজ্জন্য তিনি আর নৈবেদ্যের প্রতি দৃক্পাত করেন না, ও তোমাদের হস্তহইতে তুষ্টিজনক বলিয়া কিছু গ্রাহ্য করেন না।

[১৪] ইহাতে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ এই, সদাপ্রভু তোমার যৌবনকালীন ভার্য্যার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হইয়াছেন; ফলতঃ তুমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ; কিন্তু সে তোমার সখী ও সহধর্ম্মিণী। [১৫] যে ব্যক্তি আত্মার শেষাংশের অধিকারী, সেই এক ব্যক্তি কি তাহাই করেন নাই? ভাল, সেই এক ব্যক্তি কি করিতেছিলেন? তিনি ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত বংশের চেষ্টা করিতেছিলেন।

তোমরা আপন ২ আত্মার বিষয়ে সাবধান

হও, এবং কেহ আপন যৌবনকালীন ভার্য্যার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, [১৬] কেননা আমি স্ত্রীত্যাগ করণ ঘৃণা করি, ইহা ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন: এমন লোক তো আপন পরিচ্ছদ দৌরাত্ম্যে আচ্ছাদন করে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। অতএব তোমরা আপন ২ আত্মার বিষয়ে সাবধান হও, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

[১৭] তোমরা আপন ২ বাক্যদ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করিয়াছ; তথাপি কহিয়া থাক, কিসে তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়াছি? তোমরা বলিতেছ, যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করে, সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম; তিনি এমন লোকদিগেতে প্রসন্ন হন; যদি তাহা না হয়, তবে বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়? [এই বাক্যেতে তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন]।

৩ অধ্যায়।

[১] দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ পরিষ্কার করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন প্রাসাদে আসিবেন; হাঁ, যাঁহাতে তোমাদের প্রীতি হয়, দেখ, সেই নিয়মের দূত আসিবেন, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [২] কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে? ও তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের অগ্নি কিম্বা রজকের ক্ষারস্বরূপ হইবেন। [৩] হাঁ, তিনি রূপ্যপরিষ্কারকের ও শুচিকারকের ন্যায় বসিয়া লেবির সন্তানদিগকে শুচি করিবেন, এবং স্বর্ণের ও রূপার ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাতে তাহারা সদাপ্রভুর [ভক্ত] হইয়া ধার্ম্মিকতাতে নৈবেদ্য উৎসর্গকারি লোক হইবে। [৪] তখন যিহূদার ও যিরূশালেমের নৈবেদ্য পূর্ব্বসময়ের ন্যায় অর্থাৎ আদিকালীন বৎসরসমূহের ন্যায় সদাপ্রভুর তুষ্টিজনক হইবে। [৫] এবং আমি বিচার করিতে তোমাদের নিকটে আসিব, এবং মায়াবি ও পারদারিক ও মিথ্যাদিব্যকারি লোকদের প্রতি, এবং যাহারা বেতনজীবির বেতন [কাটে], এবং বিধবা ও পিতৃহীনের প্রতি উপদ্রব করে, ও বিদেশির প্রতি অন্যায় করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে আমি সত্বর সাক্ষী হইব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [৬] কেননা আমি সদাপ্রভু, আমার বিকার হয় না; এবং তোমরা যাকোবের সন্তান, তোমাদের বিনাশ হয় না।

[৭] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময়াবধি তোমরা আমার বিধি সকল ত্যাগ করিয়া আসিতেছ, পালন কর না; আমার কাছে ফিরিয়া আইস, তাহাতে আমিও তোমাদের কাছে ফিরিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা কহিতেছ, আমরা কি রূপে ফিরিব? [৮] মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা তো আমাকে ঠকাইয়া থাক। তোমরা কহিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইতেছি? দশমাংশে ও উপহারে। [৯] তোমরা শাপের পাত্র ও শাপগ্রস্ত; হাঁ, রে সমস্ত জাতি, তোমরা আমাকেই ঠকাইতেছ। [১০] তোমরা অবিকল দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, আমার গৃহে খাদ্যচয় হউক। হাঁ, তোমরা এক বার ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। অবশ্য আমি গগণের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের জন্যে অপরিমেয় আশীষ্ বর্ষণ করিব; [১১] এবং তোমাদের নিমিত্তে গ্রাসকারিকে ভর্ৎসনা করিব, তাহাতে সে তোমাদের ভূমির উৎপন্ন ফল আর বিনষ্ট করিবে না, এবং ক্ষেত্রে তোমাদের দ্রাক্ষালতার ফল ঝরিবে না, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [১২] এবং যাবতীয় পরজাতি তোমাদিগকে ধন্য বলিবে, কেননা তোমরা প্রীতিজনক দেশের [অধিকারী] হইবা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।

[১৩] আমার প্রাতিকূল্যে তোমাদের বাক্য সকল শক্ত হইয়াছে, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তোমরা কহিতেছ, তোমার প্রতিকূলে কি প্রসঙ্গ করিয়াছি? [১৪] তোমরা বলিয়া থাক, ঈশ্বরের আরাধনা অলীক; এবং তাঁহার রক্ষণীয় রক্ষা করাতে ও বাহিনীগণের সদাপ্রভুর সমক্ষে মলিন বেশে গমনাগমন করাতে আমাদের কি লাভ হইল? [১৫] অতএব আমরা এখন দর্পি লোকদিগকে ধন্য বলি; কেননা দুষ্টাচারি লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়াও রক্ষা পায়।

[১৬] তখন সদাপ্রভুর ভয়কারি লোকেরা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু অবধান করিয়া তাহা শুনিলেন; এবং সদাপ্রভুর ভয়কারি ও তাঁহার নাম ধ্যানকারি লোকদের জন্যে তাঁহার সম্মুখে একখান স্মরণার্থ পুস্তক লেখা গেল। [১৭] হাঁ, তাহারা আমার হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; আমার কার্য্য করণের দিনে নিজস্ব বলিয়া [তাহারা আমার হইবে], এবং কোন মনুষ্য যেমন আপনার সেবাকারি পুত্রের প্রতি স্নেহবান হয়, আমি তাহাদের প্রতি তেমনি স্নেহবান হইব। [১৮] তখন তোমরা ফিরিয়া ধার্ম্মিক ও দুষ্ট, এবং ঈশ্বরের আরাধক ও ঈশ্বরের অনারাধক লোকদের প্রভেদ দেখিবা।

৪ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ দেখ, সেই দিন আসিতেছে; তাহা তুন্দুরের ন্যায় জ্বলিবে, এবং দর্পি ও দুষ্টাচারি লোকেরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; এবং সেই আগামি দিন তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন; তিনি তাহাদের মূল কি পল্লব কিছুই অবশিষ্ট রাখিবেন না। [২] কিন্তু আমার নামে ভয়কারি যে তোমরা, তোমাদের প্রতি ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য উদিত হইবে, তাহার কিরণ আরোগ্যসম্বলিত; তাহাতে তোমরা বাহির হইয়া

হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসদের ন্যায় নাচিবা। [৩] এবং দুষ্টদিগকে মর্দ্দন করিবা; কেননা আমার কার্য্য করণের দিনে তাহারা তোমাদের পদতলের অধঃস্থিত ভস্ম হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। [৪] তোমরা আমার দাস মোশির ব্যবস্থা স্মরণ কর; তাহাকেই আমি হোরেবে সমস্ত ইস্রায়েলের নিমিত্তে সেই বিধি ও শাসনকলাপ জানাইয়া আদেশ করিয়াছি।

[৫] দেখ, সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভাববাদিকে প্রেরণ করিব। [৬] সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে; নতুবা আমি আসিয়া দেশকে বর্জ্জনীয় বলিয়া আঘাত করিব।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগ সমাপ্ত।

ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের

নূতন ধর্ম্মনিয়ম।

THE

NEW TESTAMENT

IN BENGALI.

TRANSLATED FROM THE ORIGINAL GREEK

By the Calcutta Baptist Missionaries, with Native Assistants.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA AUXILIARY BIBLE SOCIETY.

1877.

মথিলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায়।

১ অব্রাহামের সন্তান দায়ূদ, তাহার সন্তান যীশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষাবলি। ২ অব্রাহামের পুত্র ইস্‌হাক; ও ইস্‌হাকের পুত্র যাকোব্; ও যাকোবের পুত্র যিহূদা এবং তাহার ভ্রাতৃগণ। ৩ তামরের গর্ব্ভে যিহূদার পুত্র পেরস্ ও সেরহ জন্মে; এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; ও হিষ্রোণের পুত্র অরাম। ৪ ও অরামের পুত্র অম্মীনাদব; ও অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্; ও নহশোনের পুত্র সল্‌মোন। ৫ রাহবের গর্ব্ভে সলমোনের পুত্র বোয়সের জন্ম হয়; ও রূতের গর্ব্ভে বোয়সের পুত্র ওবেদের জন্ম হয়; এবং ওবেদের পুত্র যিশয়। ৬ ও যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ রাজা; [মৃত] ঊরিয়ের স্ত্রীতে দায়ূদ্ রাজার পুত্র শলোমনের জন্ম হয়। ৭ এবং শলোমনের পুত্র রহবিয়াম; ও রহবিয়ামের পুত্র অবিয়; ও অবিয়ের পুত্র আসা। ৮ এবং আসার পুত্র যিহোশাফট; ও যিহোশাফটের পুত্র যোরাম; ও যোরামের সন্তান উষিয়। ৯ এবং উষিয়ের পুত্র যোথম; ও যোথমের পুত্র আহস্; ও আহসের পুত্র হিষ্কিয়! ১০ এবং হিষ্কিযের পুত্র মনঃশি; ও মনঃশির পুত্র আমোন্; ও আমোনের পুত্র যোশিয়। ১১ এবং বাবিলীয় প্রবাসের সময়ে যোশিয়ের সন্তান যিহোয়াখীন ও তাহার ভ্রাতৃগণ জন্মে। ১২ এবং বাবিলীয় প্রবাসের পরে যিহোয়াখীনের পুত্র শল্টীয়েল জন্মে; এবং শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল। ১৩ এবং সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ; ও অবীহূদের পুত্র ইলিয়াকীম; ও ইলীয়াকীমের পুত্র আসোর। ১৪ এবং আসোরের পুত্র সাদোক; ও সাদোকের পুত্র আখীম; ও আখীমের পুত্র ইলীহূদ। ১৫ এবং ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর; ও ইলিয়াসরের পুত্র মত্তন; ও মত্তনের পুত্র যাকোব। ১৬ এবং যাকোবের পুত্র মরিয়মের স্বামী যোষেফ; এই মরিয়মের গর্ব্ভে যীশু জন্মিলেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলে। ১৭ এই রূপে অব্রাহাম্ অবধি দায়ূদ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; এবং দায়ূদ অবধি বাবিলীয় প্রবাস পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলীয় প্রবাস অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এই রূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে জানা গেল, পবিত্র আত্মাহইতে তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে। ১৯ ইহাতে তাহার স্বামী যোষেফ্ ধার্ম্মিক অথচ তাহাকে প্রকাশ্য নিন্দাস্পদ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে তাহাকে গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিল। ২০ সে এমত চিন্তা করিলে, দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে দায়ূদের সন্তান যোষেফ, তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ব্ভ পবিত্র আত্মাহইতে হইয়াছে। ২১ আর সে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। ২২ এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদিদ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য সফল হয়, যথা, ২৩ "দেখ, ঐ কন্যা গর্ব্ভবতী "হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মা- "নূয়েল রাখা যাইবে;" ইহার তাৎপর্য্য আমাদের সহিত ঈশ্বর। ২৪ পরে যোষেফ নিদ্রাহইতে উঠিয়া প্রভুর দূতের আজ্ঞামত কর্ম্ম করত আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল; ২৫ কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে আপন প্রথমজাত পুত্র প্রসব না করিল, তাবৎ যোষেফ তাহার পরিচয় লইল না; পরে পুত্রের নাম যীশু রাখিল।

২ অধ্যায়।

১ হেরোদ রাজার অধিকারসময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহম [নগরে] যীশুর জন্ম হইলে পর, দেখ, পূর্ব্বদেশহইতে কএক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা যিরূশালেমে আসিয়া কহিল, ২ যিহূদীয়দের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? বস্তুতঃ আমরা পূর্ব্বদিগে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, এবং তাঁহাকে ভজনা করিতে আইলাম। ৩ এ কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা ও তাহার সহিত সমুদয় যিরূশালেম উদ্বিগ্ন হইল ৪ সে তাবৎ প্রধান যাজক ও লোকদের শাস্ত্রাধ্যাপকগণকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? ৫ তাহারা তাহাকে বলিল, যিহূদিয়ার বৈৎলেহম [নগরে], কেননা ভাববাদিদ্বারা এই মত লিখিত আছে, ৬ "হে যিহূদা "দেশস্থ বৈৎলেহম্, যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে তুমি "কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ যিনি আমার "প্রজা ইস্রায়েল্ [লোকদিগকে] পালন করিবেন, "সেই অধ্যক্ষ তোমাহইতে উৎপন্ন হইবেন।" ৭ তখন হেরোদ সেই জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণকে গোপনে ডাকিয়া, ঐ তারা কত কাল দেখা যাইতেছে, তাহা তাহাদের নিকটে সবিশেষে অবগত হইল। ৮ পরে তাহাদিগকে বৈৎলেহমে যাইতে বলিয়া কহিল, তোমরা যাইয়া সবিশেষে সেই শিশুর অন্বেষণ কর; উদ্দেশ পাইলে আমাকে সংবাদ দিও; তাহাতে আমিও গিয়া তাঁহাকে ভজনা করিব। ৯ রাজার

কথা শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিল; আর দেখ, পূর্ব্বদিগে তাহারা যে তারা দেখিয়াছিল, সেই তারা তাহাদের অগ্রে২ গিয়া যে স্থানে শিশুটী আছেন, তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল। ১০ তারাটী দেখিয়া তাহারা মহানন্দে উল্লাস করিল। ১১ এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়মের সহিত শিশুটীকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার ভজনা করিল, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া স্বর্ণ ও কুন্দুরু ও গন্ধরস তাঁহাকে দর্শনীয় দিল। ১২ পরে হেরোদের নিকটে ফিরিয়া যাইতে স্বপ্নযোগে [ঈশ্বরকর্ত্তৃক] নিবারিত হওয়াতে অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে প্রস্থান করিল।

১৩ তাহারা প্রস্থান করিলে পর, দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নযোগে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটী ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; এবং আমি যাবৎ তোমাকে কিছু না বলিব, তাবৎ সেই স্থানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটীকে নষ্ট করণার্থে তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। ১৪ তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটী ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে প্রস্থান করিল, ১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় থাকিল। যেন ভাববাদিদ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য সফল হয়, যথা, "আমি মিসরহইতে আপন পুত্রকে "ডাকিলাম।"

১৬ পরে হেরোদ্ জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণকর্ত্তৃক আপনাকে বঞ্চিত দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইল, এবং জ্যোতির্ব্বেত্তাদের নিকটে সবিশেষ করিয়া যে কাল অবগত হইয়াছিল, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার ন্যূন বয়স্ক যত শিশু বালক বৈৎলেহমে ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে সকলকেই বধ করাইল। ১৭ তখন যিরমিয়াহ ভাববাদির এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, ১৮ "রামাতে বিলাপ ও রোদন ও প্রচুর হাহাকারের "শব্দ শুনা যায়; রাহেল্ আপন সন্তানদের নিমিত্তে "রোদন করিতেছে, প্রবোধ মানে না, কেননা "তাহারা নাই।"

১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর, দেখ, প্রভুর দূত মিসরে যোষেফ্কে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া ২০ কহিলেন, উঠ, শিশুটী ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল্ দেশে গমন কর; কারণ যাহারা শিশুটীর প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে। ২১ তাহাতে সে উঠিয়া শিশুটী ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে আইল। ২২ কিন্তু যিহূদিয়াতে আর্খিলায় নিজ পিতা হেরোদের পদে রাজত্ব করিতেছে, ইহা শুনিয়া সেই স্থানে যাইতে ভয় করিল; পরে স্বপ্নযোগে [ঈশ্বরহইতে] আদেশ পাইয়া গালীল্ প্রদেশে প্রস্থান পূর্ব্বক নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিল; ২৩ যেন ভাববাদিগণদ্বারা উক্ত এই কথা সফল হয়, যথা, "তিনি নাসরীয় বলিয়া বিখ্যাত "হইবেন।"

৩ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে যোহন্ বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে ঘোষণা করিতে লাগিল। ২ সে কহিল, মন ফিরাও; কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট হইল। ৩ বস্তুতঃ এ সেই ব্যক্তি যাহার বিষয়ে যিশায়াহ ভাববাদিদ্বারা এই কথা কহা গিয়াছিল, যথা, "প্রান্তরে এই বাক্যপ্রচারক এক জনের "বাণী, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার "মার্গ সকল সমান কর।" ৪ ঐ যোহনের বস্ত্র উষ্ট্রের লোমজাত, ও তাহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা, এবং তাহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল। ৫ তখন যিরূশালেমের এবং সমস্ত যিহূদিয়ার ও যর্দ্দননিকটবর্ত্তি অঞ্চলের লোকেরা বাহির হইয়া তাহার নিকটে গিয়া ৬ আপন২ পাপ স্বীকার পূর্ব্বক যর্দ্দন নদীতে তাহাদ্বারা বাপ্তাইজিত হইল।

৭ পরে অনেক২ ফরীশি ও সদ্দূকি লোককে বাপ্তাইজিত হওনার্থে আসিতে দেখিয়া সে তাহাদিগকে কহিল, রে সর্পের বংশ, আগামি কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও। ৯ এবং আমাদের পিতা অব্রাহাম আছেন, মনে২ এমন ভাবিয়া কহিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর অব্রাহামের জন্যে এই২ প্রস্তরহইতে সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। ১০ পরন্তু বৃক্ষ সকলের মূলে এখন কুঠার লাগান আছে; অতএব যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। ১১ আমি মনঃপরিবর্ত্তনার্থে তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা বহন করিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। ১২ তাঁহার হস্তে কুলা আছে এবং তিনি আপন খামার সুপরিষ্কৃত করিয়া আপনার গোম গোলাতে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।

১৩ তৎকালে যীশু যোহনদ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্যে গালীলহইতে যর্দ্দনের নিকটে তাহার কাছে আইলেন। ১৪ কিন্তু যোহন্ তাঁহাকে বারণ করত কহিতে লাগিল, আপনকার দ্বারা বাপ্তাইজিত হওয়া আমার আবশ্যক; তবু আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? ১৫ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এই প্রকারে সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের উপযুক্ত; তাহাতে সে সম্মত হইল। ১৬ পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলহইতে উঠি-

লেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্তে স্বর্গ খোলা হইল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। ১৭ আর দেখ, স্বর্গহইতে এক বাণী হইল, যথা, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।"

৪ অধ্যায়।

১ তখন যীশু শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার নিমিত্তে আত্মাদ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। ২ অনন্তর চল্লিশ দিবারাত্রি অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে বল যেন এই প্রস্তরগুলা রুটী হয়। ৪ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল "রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখহইতে নির্গত "যে২ বাক্য তাহাদ্বারাই বাঁচে।" ৫ তখন শয়তান তাঁহাকে পুণ্যনগরে লইয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইয়া কহিল ৬ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে [এ স্থানহইতে] নীচে পড়, কেননা এমন লেখা আছে, "তিনি তোমার বিষয়ে আপন দূত-"গণকে আজ্ঞা দিবেন; তাহাতে তোমার চরণে যেন "প্রস্তরাঘাত না লাগে, এ কারণ তাঁহারা তোমাকে "হস্তে তুলিয়া লইবেন।" ৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর "প্রভুর পরীক্ষা লইও না।" ৮ পুনশ্চ শয়তান তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া জগতের সমস্ত রাজ্য ও তাহার প্রতাপ দেখাইয়া তাঁহাকে কহিল, ৯ যদি দণ্ডবৎ হইয়া আমার ভজনা কর, তবে এই সকল তোমাকে দিব। ১০ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তুমি আপন "ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিও, এবং কেবল তাঁহারি "আরাধনা করিও।" ১১ তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িল, আর দেখ, স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

১২ পরে যোহন্ [কারাগারে] সমর্পিত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যীশু গালীলে প্রস্থান করিলেন। ১৩ অনন্তর তিনি নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সবূলূন্ ও নপ্তালির সীমার নিকটবর্ত্তি সমুদ্রতীরস্থ কফরনাহূমে গিয়া বাস করিলেন, ১৪ যেন যিশায়াহ ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হয়, যথা, ১৫ "সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের "নিকটবর্ত্তি ও যর্দ্দনের পারস্থ অঞ্চল ভিন্নজাতীয়-"দের গালীল, ১৬ [অর্থাৎ] যে জাতি অন্ধকারে "বসিয়া থাকিত, তাহারা মহা আলো দেখিতে "পাইল, এবং যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে "বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত "হইল।"

১৭ তদবধি যীশু ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কারণ স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট হইল।

১৮ অপর যীশু গালীলীয় সমুদ্রের তীরে বেড়াইবার সময়ে শিমোন যাহাকে পিতর বলে, ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এই দুই জন ভ্রাতাকে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিলেন, কেননা তাহারা জালিয়া ছিল। ১৯ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী জালিয়া করিব। ২০ তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ জাল সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ২১ পরে তিনি তথাহইতে কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া আর দুই জন ভ্রাতাকে, অর্থাৎ সিবদিয়ের পুত্র যাকোবকে ও তাহার ভ্রাতা যোহনকে তাহাদের পিতা সিবদিয়ের সহিত নৌকাতে জাল সারিতে দেখিয়া তাহাদিগকেও ডাকিলেন। ২২ তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ নৌকা ও আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

২৩ পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে২ তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে, ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে, এবং লোকদিগের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভাল করিতে লাগিলেন। ২৪ তাহাতে তাঁহার বার্ত্তা সমুদয় সুরিয়া দেশ ব্যাপিল; এবং পীড়িত লোক সকল, অর্থাৎ ভূতগ্রস্ত এবং মৃগীরোগ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগেতে ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট লোক সকল তাঁহার নিকটে আনীত হইল, এবং তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ২৫ এবং গালীল ও দিকাপলি ও যিরূশালেম ও যিহূদিয়াহইতে এবং যর্দ্দনের পারহইতে অনেক২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

৫ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি লোকারণ্য দেখিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া গেলেন; ২ তথায় বসিলে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আইল। তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৩ দীনাত্মা লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। ৪ শোকার্ত্ত লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। ৫ মৃদুশীল লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দেশটী অধিকার করিবে। ৬ ধার্ম্মিকতার ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে আতুর লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে। ৭ দয়ালু লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। ৮ নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ৯ মিলনকারি লোকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ১০ ধার্ম্মিকতাপ্রযুক্ত তাড়িত লোকেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে তাহাদের অধিকার। ১১ মনুষ্যেরা যখন আমার জন্যে তোমাদিগকে ধিক্কার দেয় ও তাড়না

করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিপরীতে সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে, তখন তোমরা ধন্য। ১২ [সেই সময়ে] আনন্দ কর ও উল্লাসিত হও, কেননা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার পাইবা; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাববাদিগণ ছিল তাহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।

১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণত্বযুক্ত করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্য্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকদের পদ-তলে দলিত হইবার যোগ্য হয়। ১৪ তোমরা জগতের দীপস্বরূপ; পর্ব্বতের উপরে স্থিত যে নগর সে গুপ্ত থাকিতে পারে না। ১৫ আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে; তাহাতে তাহা গৃহ-স্থিত সকল লোককে আলো দেয়। ১৬ তদ্রূপ মনু-ষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তো-মাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে।

১৭ আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি এমন বোধ করিও না; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসি-য়াছি। ১৮ কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, তাবৎ সমস্ত সফল না হইলে ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না। ১৯ অতএব যে কেহ এই ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন এক আজ্ঞা লোপ করে, ও লোকদিগকে সেই রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলিয়া বিখ্যাত হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করে ও তদ্রূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে মহান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ২০ কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শাস্ত্রা-ধ্যাপক ও ফরীশি লোকদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিকতা প্রচুর না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

২১ আর "তুমি নরহত্যা করিও না; আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারস্থানে দণ্ডযোগ্য হইবে;" এই যে কথা পূর্ব্বকালীন লোকদের নিকটে উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ অকারণে আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারস্থানে দণ্ড-যোগ্য হইবে; এবং যে কেহ আপনার ভ্রাতাকে বলে, রে নির্ব্বোধ, সে মহাসভাতে দণ্ডযোগ্য হইবে; আর যদি কেহ বলে, রে মূঢ়, তবে সে অগ্নিময় নরকে দণ্ডযোগ্য হইবে। ২৩ অতএব যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য আনিলে তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, এমন যদি সেই স্থানে মনে পড়ে, ২৪ তবে সেই স্থানে বেদির সম্মুখে আপন নৈবেদ্য রাখিয়া প্রথমে গিয়া আপন ভ্রা-তার সহিত সম্মিলিত হও, পশ্চাৎ আসিয়া আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। ২৫ আর তুমি যাবৎ বিবাদির সঙ্গে পথে আছ, তাবৎ তাহার প্রতি শীঘ্র প্রণয়ী হও; নতুবা বিবাদী তোমাকে বিচারকর্ত্তার নিকটে সমর্পণ করিলে বিচারকর্ত্তা যদি পদাতিকের স্থানে তোমাকে সমর্পণ করে, তবে তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবা। ২৬ আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহি-তেছি, শেষ কপর্দ্দক পরিশোধ না করণ পর্য্যন্ত তুমি কোন ক্রমে তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

২৭ আর "তুমি ব্যভিচার করিও না," এই যে কথা পূর্ব্বকালীন লোকদের নিকটে উক্ত ছিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। ২৮ কিন্তু আমি তোমা-দিগকে কহিতেছি, কেহ যদি কোন স্ত্রীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তবে সে তখনি অন্তঃ-করণে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। ২৯ অতএব তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার ভাল। ৩০ এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তো-মার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দেও; যেহেতুক তোমার সমস্ত শরীর নরকে নি-ক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার ভাল।

৩১ আর উক্ত ছিল, "যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগপত্র দিউক্।" ৩২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে সে তাহাকে ব্যভিচার করায়; এবং যে ব্যক্তি ত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে পরদার করে।

৩৩ পুনশ্চ "তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে আপন দিব্য সকল পালন করিও," এই যে কথা পূর্ব্বকালীন লোকদের নিকটে উক্ত ছিল, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। ৩৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন দিব্যই করি-ও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কেননা তাহা ঈশ্ব-রের সিংহাসন। ৩৫ এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ; আর যিরূশা-লেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান্ রাজার পুরী। ৩৬ এবং আপন মস্তকের দিব্য করিও না, যেহেতুক একটী কেশ শুক্ল কি কৃষ্ণবর্ণ করিতে তোমার সাধ্য নাই। ৩৭ কিন্তু তোমাদের কথোপ-কথনে হাঁ হাঁ [এবং] না না হউক, ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহা মন্দহইতে জন্মে।

৩৮ আর "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত," ইহা যে উক্ত ছিল, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। ৩৯ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা দুর্জ্জনের প্রতিরোধ করিও না। বরঞ্চ কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে অন্যটীও তাহার দিগে ফিরাইয়া দেও। ৪০ এবং

যদি কেহ তোমার সহিত বিচারস্থানে বিবাদ করিয়া তোমার অঙ্গরক্ষণী লইতে চাহে, তবে তাহাকে বস্ত্রখানিও লইতে দেও। ৪১ এবং যদি কেহ এক ক্রোশ গমন করাইবার জন্যে তোমাকে বেগার ধরে, তবে তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও। ৪২ যে ব্যক্তি তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং কেহ তোমার নিকটে ধার লইতে চাহিলে তাহাহইতে পরাঙ্মুখ হইও না।

৪৩ "তোমার প্রতিবাসিকে প্রেম করিও, এবং তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিও," ইহা যে উক্ত ছিল, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। ৪৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আপন ২ শত্রুদিগকে প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ৪৫ তাহাতে তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হইবা, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্যকে উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান। ৪৬ যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহকেরাও কি সেই মত করে না? ৪৭ আর তোমরা যদি কেবল আপন২ ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ কর, তবে সে কোন্ বড় কর্ম্ম কর? করগ্রাহকেরাও কি সেই মত করে না? ৪৮ অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।

৬ অধ্যায়।

১ সাবধান, মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরে আপন ২ ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার হইবে না।

২ অতএব তুমি যখন দান কর, তখন কপটি লোকেরা মনুষ্যদের কাছে প্রশংসা পাইবার জন্যে সমাজগৃহে ও সড়কে ২ যেমন করিয়া থাকে, তুমি তেমনি আপনার অগ্রে তূরী বাজাইও না; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ৩ কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা বাম হস্তকে জানিতে দিও না। ৪ এই রূপে তোমার দান গোপনে হউক, তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে প্রতিফল দিবেন।

৫ আর যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটিদের মত হইও না; কারণ তাহারা সমাজগৃহে ও চকের কোণে দাঁড়াইয়া লোক দেখান প্রার্থনা করিতে ভাল বাসে; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন আপন কুঠরীতে প্রবেশ কর, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোপনে বর্ত্তমান তোমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর; তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে প্রতিফল দিবেন।

৭ অপর প্রার্থনা করণ কালে তোমরা পরজাতীয়দের ন্যায় অনর্থক পুনরুক্তি করিও না; কেননা সেই বাক্যবাহুল্যে তাহারা প্রার্থনার উত্তর পাইবে, এমত বোধ করে। ৮ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, যেহেতুক তোমাদের কি ২ প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করণের পূর্ব্বে তোমাদের পিতা জানেন। ৯ অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। ১০ তোমার রাজ্য আইসুক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও তেমনি সিদ্ধ হউক। ১১ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য অদ্য আমাদিগকে দেও। ১২ আর আমরা যেমন আপন ২ অপরাধিদিগকে ক্ষমা করি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর। ১৩ এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর; যেহেতুক রাজ্য ও পরাক্রম ও মহিমা যুগে ২ তোমার; আমেন। ১৪ বস্তুতঃ তোমরা যদি পরের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি পরের অপরাধ ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটিদের ন্যায় বিষণ্ণবদন হইও না; যেহেতুক তাহারা মনুষ্যদিগকে উপবাস দেখাইবার নিমিত্তে আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ১৭ কিন্তু তুমি উপবাসী হইলে মস্তকে তৈল মাখ, ও মুখ প্রক্ষালন কর; ১৮ এই রূপে মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে নয়, কিন্তু গোপনে বর্ত্তমান তোমার পিতার কাছে উপবাসী হও, তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি প্রকাশরূপে তোমাকে প্রতিফল দিবেন।

১৯ তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় করিও না, কেননা এই স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে, এবং চোরেরা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। ২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্যে ধন সঞ্চয় কর, কেননা সে স্থানে কীট ও মর্চ্চ্যা ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। ২১ কারণ যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মনও থাকিবে। ২২ চক্ষু শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমুদয় শরীর দীপ্তিময় হইবে। ২৩ কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক জ্যোতি

যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়! [২৪] কোন মনুষ্য দুই কর্ত্তার দাস হইতে পারে না; কেননা সে হয় প্রথম জনকে ঘৃণা করিয়া দ্বিতীয়কে প্রেম করিবে, নয় প্রথম জনে আসক্ত হইয়া দ্বিতীয়কে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন এ উভয়ের দাস হইতে পার না।

[২৫] এই হেতুক আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন পান করিব? ইহা বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা কি পরিধান করিব? ইহা বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্যহইতে প্রাণ, ও বস্ত্রহইতে শরীর কি শ্রেষ্ঠ নয়? [২৬] আকাশের পক্ষিগণকে নিরীক্ষণ কর; তাহারা বুনে না ও কাটে না, এবং গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক বিশিষ্ট নও? [২৭] আর তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন বয়স্ এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? [২৮] আর বস্ত্রের নিমিত্তে কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুড় পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহা বিবেচনা কর; সে সকল কোন শ্রম করে না, এবং সূতাও কাটে না। [২৯] তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শলোমন আপনার সমস্ত প্রতাপেও ইহার এক পুষ্পের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ছিলেন না। [৩০] অতএব ক্ষেত্রের যে তৃন অদ্য আছে ও কল্য চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমাদিগকে কি আরও [অকাতরে] পরাইবেন না? [৩১] অতএব আমরা কি ভোজন করিব? ও কি পান করিব? কি বা পরিধান করিব? ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না। কেননা এ সকল বিষয়ে পরজাতীয়েরা সচেষ্ট আছে; [৩২] বস্তুতঃ এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন। [৩৩] কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দত্ত হইবে। [৩৪] অতএব কল্যকার নিমিত্তে ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে; এক দিনের নিজ কষ্ট তাহার জন্যে যথেষ্ট।

৭ অধ্যায়।

[১] তোমরা [পরের] বিচার করিও না, পাছে তোমাদেরও বিচার করা যায়। [২] কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা [পরের] বিচার কর, তদ্রূপ বিচারে তোমাদেরও বিচার হইবে; এবং যে পরিমানে পরিমাণ কর, সেই পরিমানে তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে। [৩] আর তোমার চক্ষুতে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা টের না পাইয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ? [৪] তোমার চক্ষুতে কড়ি থাকিতে কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে পার, থাক, আমি তোমার চক্ষুহইতে কুটাটী বাহির করি? [৫] হে কপটি, অগ্রে আপনার চক্ষুহইতে কড়িটা বাহির করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটাটী বাহির করিবার নিমিত্তে স্পষ্ট দেখিবা। [৬] তোমরা কুক্কুরদিগকে পবিত্র বস্তু দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা সকল শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পদদ্বারা তাহা দলায়, ও ফিরিয়া তোমাদিগকে বিদীর্ণ করে।

[৭] যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। [৮] কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। [৯] তোমাদের মধ্যে কে এমন মনুষ্য যে আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে প্রস্তর দিবে, [১০] কিম্বা মৎস্য চাহিলে তাহাকে সর্প দিবে? [১১] অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন ২ সন্তানদিগকে উত্তম ২ দ্রব্য দান করিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক [অকাতরে] আপনার যাচকদিগকে উত্তম ২ দ্রব্য দান করিবেন। [১২] অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের প্রতি মনুষ্যদের যেরূপ ব্যবহার তোমরা বাঞ্ছা কর, তোমরাও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর; যেহেতুক ইহা ব্যবস্থার ও ভাববাদিগ্রন্থের সার।

[১৩] সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকে তাহা দিয়া প্রবেশ করে। [১৪] কারণ জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়।

[১৫] আর যাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারি কেন্দুয়া ব্যাঘ্র, এমন ভাক্ত ভাববাদিগণহইতে সাবধান। [১৬] তোমরা তাহাদের ফলদ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা; লোকেরা কি কণ্টকবৃক্ষহইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটাহইতে ডুম্বুরফল পাড়িয়া থাকে? [১৭] সেই প্রকারে যাবতীয় উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল ফলে, এবং মন্দ বৃক্ষে মন্দ ফল ফলে। [১৮] ভাল বৃক্ষে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ বৃক্ষেও ভাল ফল ধরিতে পারে না। [১৯] আর যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। [২০] অতএব তোমরা ফলদ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবা।

[২১] যাহারা আমাকে প্রভু ২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। [২২] সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভো ২, আপনকার নামে আমরা কি ভাবোক্তি প্রচার করি নাই? ও আপনকার নামে কি ভূতদিগকে ছাড়াই নাই? এবং

আপনকার নামে কি প্রভাবের অনেক ক্রিয়া করি নাই? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিব, আমি তোমাদিগকে কখনো জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারিরা, আমার নিকটহইতে দূর হও।

২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে আমি এমত এক বুদ্ধিমান লোকের সদৃশ জ্ঞান করি, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ২৫ পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল। ২৬ আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়াও পালন না করে, তাহাকে এমত এক নির্ব্বোধ লোকের সদৃশ বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ২৭ পরে বৃষ্টি পড়িয়া বন্যা আসিয়া বায়ু বহিয়া সেই গৃহে লাগিলে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার ঘোরতর পতন হইল।

২৮ যীশু এই সকল বাক্য সাঙ্গ করিলে সমাগত লোকেরা তাঁহার উপদেশে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল; ২৯ যেহেতুক তিনি তাহাদের শাস্ত্রাধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ দিতেন না, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

৮ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি পর্ব্বতহইতে নামিলে অনেক ২ লোক তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল।

২ আর দেখ, এক জন কুষ্ঠী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া কহিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন। ৩ তখন যীশু হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, শুচি হও; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার কুষ্ঠ [ঘুচিয়া] শুচি হইল। ৪ পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, সাবধান, এ কথা কাহাকেও কহিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে মোশির নিরূপিত নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।

৫ আর যীশু কফরনাহূমে প্রবিষ্ট হইলে এক জন শতসেনাপতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, ৬ হে প্রভো, আমার দাস পক্ষাঘাতে ভয়ানক যাতনা সহ্য করত গৃহে শয্যাগত আছে। ৭ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করিব। ৮ তাহাতে সে শতপতি উত্তর করিল, হে প্রভো, আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, এমন যোগ্যপাত্র আমি নহি; বাক্যমাত্র আজ্ঞা করুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। ৯ যেহেতুক আমিও কর্তৃত্বের অধীন মনুষ্য, আবার সৈনিক লোকেরা আমার অধীন আছে, তাহাদের এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে; আর আমার দাসকে এই কর্ম্ম কর বলিলে সে তাহা করে। ১০ এই শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; এবং পশ্চাদ্গামি লোকদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাই নাই। ১১ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগহইতে আসিয়া অব্রাহাম ও ইস্হাক ও যাকোবের সহিত স্বর্গরাজ্যে একত্র বসিবে। ১২ কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বহিঃস্থিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইবে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে। ১৩ পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন, যাও, যেমন বিশ্বাস করিলা তেমন ফল তোমার হউক; তাহাতে তদ্দণ্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।

১৪ আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া তাহার শ্বশ্রূকে শয্যাগতা ও জ্বরে পীড়িতা দেখিলেন। ১৫ পরে তিনি তাহার হস্ত স্পর্শ করিলে জ্বরত্যাগ হইল, তখন সে উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

১৬ অপর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ২ ভূতগ্রস্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্যদ্বারাই [অশুচি] আত্মাগণকে ছাড়াইলেন, এবং পীড়িত সকলকে সুস্থ করিলেন। ১৭ ইহাতে যিশায়াহ ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "তিনি আমাদের দুর্ব্বলতা "সকল ধারণ করিলেন ও ব্যাধি সকল তুলিয়া "লইলেন।"

১৮ আর যীশু আপনার চতুর্দ্দিগে মহালোকারণ্য দেখিয়া সমুদ্রের পারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ১৯ অপর এক জন শাস্ত্রাধ্যাপক আসিয়া কহিল, হে গুরো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। ২০ তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদিগের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। ২১ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর এক জন তাঁহাকে বলিল, হে প্রভো, অগ্রে আমার পিতার সমাধি কার্য্য করিয়া আসিতে অনুমতি দিউন। ২২ তাহাতে যীশু কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; মৃতদিগকেই আপন ২ মৃত লোকের সমাধি কার্য্য করিতে দেও।

২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। ২৪ আর দেখ, সমুদ্রে এমত ভারি সংক্ষোভ হইল, যে তরঙ্গে নৌকা আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। ২৫ তাহাতে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে প্রভো, রক্ষা করুন, আমরা গেলাম। ২৬ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসিরা, কেন ভীরু হও? পরে তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক

দিলেন; তাহাতে অত্যন্ত নির্ব্বাত হইল। ২৭ এবং লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, আঃ! ইনি কেমন মনুষ্য, কেননা বায়ু ও সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে!

২৮ অনন্তর তিনি পার হইয়া গাদারীয়দের দেশে আইলে দুই জন ভূতগ্রস্ত কবরস্থানহইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল; তাহারা এমন প্রচণ্ড, যে ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। ২৯ আর দেখ, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনকার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে যন্ত্রণা দিতে এ স্থানে আইলেন? ৩০ তৎকালে তাহাদের কিছু দূরে বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল। ৩১ তাহাতে ভূতেরা বিনতি করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকরপালে আশ্রয় লইতে অনুমতি দিউন। ৩২ তখন তিনি কহিলেন, যাও; পরে তাহারা বহির্গত হইয়া সেই শূকরপালে আশ্রয় হইল, তাহাতে দেখ, ঐ সমুদয় শূকর মহাবেগে দৌড়িয়া শৈলাগ্রহইতে সমুদ্রে পড়িয়া জলে ডুবিয়া মরিল। ৩৩ তখন রক্ষকেরা পলাইয়া নগরে গিয়া ঐ ভূতগ্রস্ত মনুষ্য প্রভৃতির সংবাদ দিল। ৩৪ আর দেখ, নগরের তাবৎ লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আইল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনাদের সীমাহইতে প্রস্থান করিতে বিনতি করিল।

৯ অধ্যায়।

১ অপর তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইয়া নিজ নগরে আইলেন। ২ আর দেখ, কতক লোক খাটের উপরে শয়ান এক জন পক্ষাঘাতিকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাহাতে যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। ৩ ইহাতে কএক জন শাস্ত্রাধ্যাপক মনে ২ কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বরনিন্দা করিতেছে। ৪ তাহাতে যীশু তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা কেন মনে ২ কুচিন্তা করিতেছ? ৫ বল দেখি, তোমার পাপ ক্ষমা হইল, আর তুমি উঠিয়া বেড়াও, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা বলা সহজ? ৬ কিন্তু পৃথিবীতে পাপমোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্যে—তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন—উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর। ৭ তাহাতে সে উঠিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। ৮ তাহা দেখিয়া সমাগত লোকেরা ভীত হইল, আর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা প্রদানকারী ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।

৯ অনন্তর যীশু সে স্থানহইতে যাইতে ২ করগ্রহণস্থানে উপবিষ্ট মথি নামে এক জনকে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

১০ পরে যীশু গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলে, দেখ, অনেক ২ করগ্রাহক ও পাপি লোক আসিয়া তাঁহার এবং শিষ্যগণের সহিত বসিল। ১১ তাহা দেখিয়া ফরীশিরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, তোমাদের গুরু কি নিমিত্তে করগ্রাহক ও পাপি লোকদের সহিত ভোজন করেন? ১২ তাহা শুনিয়া যীশু কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে। ১৩ তোমরা বরং যাইয়া এই বচনের তাৎপর্য্য শিক্ষা কর, "আমি বলিদান ভাল "বাসি না, দয়াই ভাল বাসি"; কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মনঃপরিবর্ত্তনার্থে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

১৪ তখন যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, ফরীশিরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু আপনকার শিষ্যগণ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? ১৫ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বরযাত্রিগণের সঙ্গে বর যাবৎ থাকে, তাবৎ তাহারা কি বিলাপ করিতে পারে? কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে; তখন তাহারা উপবাস করিবে। ১৬ পুরাতন বস্ত্রে কেহ কোরা কাপড়ের তালী দেয় না, কেননা তাহার তালীতেই বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। ১৭ আর লোকেরা পুরাতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস ভরিয়া রাখে না; রাখিলে কুপা সকল ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকেরা নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

১৮ তাঁহার এই কথা কহনের সময়ে, দেখ, এক জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিয়া কহিল, আমার কন্যা এখনই মরিল; কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে। ১৯ তখন যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ২০ ইতোমধ্যে দেখ, দ্বাদশ বৎসরাবধি প্রদররোগে শীর্ণা এক স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; ২১ কারণ সে মনে ২ কহিতেছিল, উহাঁর বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পাইলে আমি সুস্থা হইব। ২২ পরে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বৎসে, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল। সেই দণ্ড অবধি ঐ স্ত্রী সুস্থা হইল।

২৩ অপর যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে আইলে বাদ্যকর প্রভৃতি জনতাকে কলরব করিতে দেখিয়া ২৪ তাহাদিগকে কহিলেন, দূর হও; কেননা কন্যাটী মরে নাই, নিদ্রিতা আছে; তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। ২৫ কিন্তু জনতা বহিষ্কৃত হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটীর হস্ত ধারণ করিলেন,

তাহাতে সে উঠিল। ২৬ এবং ইহার জনরব ঐ সমস্ত দেশ ব্যাপিল।

২৭ পরে যীশু সে স্থানহইতে অগ্রসর হইলে দুই জন অন্ধ, হে দায়ূদের সন্তান, আমাদিগকে দয়া করুন, ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ২ তাঁহার পশ্চাৎ চলিল। ২৮ এবং তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আইল; তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই কর্ম্ম করা আমার সাধ্য, তোমাদের কি এমন বিশ্বাস আছে? তাহারা বলিল, হাঁ, প্রভো। ২৯ তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাসানুরূপ ফল তোমাদের হউক। ৩০ তাহাতে তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন হইল। পরে যীশু অধৈর্য্য হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, কেহ ইহা জ্ঞাত না হউক। ৩১ কিন্তু তাহারা প্রস্থান করিয়া সে দেশ সমুদয়ে তাঁহার কীর্ত্তি প্রকাশ করিল।

৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, ইতিমধ্যে দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল। ৩৩ পরে তিনি ভূত ছাড়াইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে সমাগত লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখন দেখা যায় নাই। ৩৪ কিন্তু ফরীশিরা কহিতে লাগিল, ভূতগণের অধিপতির সাহায্যে সে ভূতগণকে ছাড়ায়।

৩৫ আর যীশু যাবতীয় নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে ২ তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে এবং যাবতীয় রোগ ও ব্যাধির প্রতীকার করিতে লাগিলেন। ৩৬ এবং সমাগত লোক সকলকে দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা অরক্ষক মেষের ন্যায় ব্যাকুল ও অবসন্ন ছিল। ৩৭ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কর্ত্তনীয় শস্য প্রচুর, কিন্তু কার্য্যকারি লোক অল্প। ৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারিদিগকে প্রেরণ করেন।

১০ অধ্যায়।

১ অনন্তর তিনি আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া অশুচি আত্মাগণকে ছাড়াইবার এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধির উপশম করিবার ক্ষমতা দিলেন। ২ সেই দ্বাদশ জন প্রেরিতের এই ২ নাম, প্রথম শিমোন যাহাকে পিতর বলে, এবং তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাহার ভ্রাতা যোহন; ৩ ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও করগ্রাহক মথি; আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব্ ও লিব্বেয় যাহাকে থদ্দেয় বলে; ৪ কানানী শিমোন্, এবং যে ব্যক্তি যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

৫ এই দ্বাদশ জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, এবং এমত আজ্ঞা দিলেন, তোমরা পরজাতীয়দের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; ৬ বরঞ্চ ইস্রায়েল্‌কুলের হারাণ মেষগণের কাছে যাও। ৭ এবং যাইতে ২ এই কথা ঘোষণা কর, "স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট হইল।" ৮ রোগি লোকদিগকে সুস্থ কর, কুষ্ঠিদিগকে শুচি কর, মৃতদিগকে উত্থাপন কর, ভূতদিগকে ছাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই বিতরণ কর। ৯ তোমাদের কটিবন্ধনে স্বর্ণ কি রূপ্য কি তাম্র, ১০ এবং যাত্রার কারণ ঝুলি কিম্বা অঙ্গরক্ষক দুই বস্ত্র কিম্বা পাদুকা কিম্বা যষ্টি, এ সকল প্রস্তুত করিও না; কেননা কার্য্যকারি লোক আপন ভরণ পোষণের যোগ্য পাত্র। ১১ আর যে নগরে কি গ্রামে তোমরা প্রবেশ কর, তথাকার কোন্ ব্যক্তি যোগ্য পাত্র, তাহা অনুসন্ধান কর, পরে স্থানান্তরে যাইবার সময় পর্য্যন্ত তাহার কাছে থাক। ১২ আর [তাহার] ঘরে প্রবেশ করণ কালে তাহাকে শান্তিবাদ কর। ১৩ তাহাতে সেই ঘর যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তাহার প্রতি বর্ত্তিবে; কিন্তু যদি যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি পুনরায় তোমাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৪ কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, তাহার বাটী কিম্বা নগরহইতে প্রস্থান করিয়া আপন ২ পদধূলি ঝাড়িয়া ফেল। ১৫ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে সেই নগরের দশা অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা দেশের দশা সহ্য হইবে।

১৬ দেখ, কেন্দুয়াব্যাঘ্রসমূহের মধ্যে যেমন মেষ, তদ্রূপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি; অতএব তোমরা সর্পবৎ সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও। ১৭ কিন্তু মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাক; কেননা তাহারা তোমাদিগকে বিচারসভাতে সমর্পণ করিবে, ও আপনাদের সমাজগৃহে কশাঘাত করিবে। ১৮ হাঁ, আমার জন্যে তোমরা দেশাধ্যক্ষদের ও রাজাদের সম্মুখে তাহাদের ও পরজাতীয়দের প্রতি প্রমাণার্থে আনীত হইবা। ১৯ কিন্তু [এই রূপে] সমর্পিত হইলে তোমরা কেমন বা কি বাক্য কহিবা, তদ্বিষয়ে ভাবিত হইও না; যেহেতুক তোমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা তদ্দণ্ডে তোমাদিগকে দান করা যাইবে। ২০ কেননা তোমরাই বক্তা নও, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কহেন, তিনিই বক্তা। ২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন ২ মাতা পিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে। ২২ এবং আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণাস্পদ হইবা; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। ২৩ আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন তোমরা অন্য নগরে পলায়ন

করিও। কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য সমাপ্ত না হইতে মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। ২৪ গুরুহইতে শিষ্য বড় নহে, এবং কর্ত্তাহইতে দাস বড় নহে; ২৫ শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার যথেষ্ট হয়। তাহারা যদি গৃহের কর্ত্তাকে বেল্‌সবূব্‌ করিয়া বলিয়াছে, তবে তাঁহার পরিজনদিগকে কি না কহিবে? ২৬ অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না। কেননা প্রকাশিত না হইবে, এমন আচ্ছাদিত কিছুই নাই; এবং জানা না যাইবে, এমন গুপ্ত কিছুই নাই। ২৭ আমি যাহা তোমাদিগকে অন্ধকারে কহি, তাহা তোমরা আলোতে কহিও; এবং কাণাকাণি করিয়া যাহা শুন, তাহা ছাদহইতে প্রচার করিও। ২৮ আর যাহারা শরীরকে বধ করে, কিন্তু আত্মাকে বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়কেই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর। ২৯ দুই চটক পক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার [অনুমতি] বিনা তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না। ৩০ পরন্তু তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও গণিত আছে। ৩১ অতএব ভয় করিও না; তোমরা অনেক চটক পক্ষিহইতে শ্রেষ্ঠ। ৩২ অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব। ৩৩ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।

৩৪ আমি পৃথিবীতে ঐক্য দিতে আসিয়াছি, এমন বোধ করিও না; ঐক্য দিতে নহে, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি। ৩৫ ফলতঃ পিতার সহিত পুত্রের, ও মাতার সহিত কন্যার, এবং শ্বশ্রূর সহিত পুত্রবধূর বিরোধ জন্মাইতে আসিয়াছি। ৩৬ তাহাতে আপন ২ পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হইবে। ৩৭ যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে আমাহইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ আপন পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে আমাহইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়। ৩৮ আর যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার যোগ্য নয়। ৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ উদ্ধার করে, সে তাহা হারাইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা উদ্ধার করিবে।

৪০ যে কেহ তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে। ৪১ যে কেহ ভাববাদী বলিয়া ভাববাদিকে গ্রাহ্য করে, সে ভাববাদির পুরস্কার পাইবে; এবং যে কেহ ধার্ম্মিক বলিয়া ধার্ম্মিককে গ্রাহ্য করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে। ৪২ আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া পানার্থে এক বাটি শীতল জল দেয়, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, সেও কোন ক্রমে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ এই রূপে যীশু আপন দ্বাদশ শিষ্যের প্রতি আদেশ সমাপ্ত করিলে পর তিনি তাহাদের নগরে ২ উপদেশ ও ঘোষণা করিতে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া আপনার দুই জন শিষ্যকে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই জিজ্ঞাসা করিল, ৩ "যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব?" ৪ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, এবং যাহা ২ শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহন্‌কে দেও। ৫ অন্ধেরা দৃষ্টি পাইতেছে, ও খঞ্জেরা চলিতেছে; কুষ্ঠিরা শুচি হইতেছে, ও বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, ও মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, ও দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে; ৬ এবং আমাতে যে বিঘ্ন না পায়, সেই ধন্য।

৭ অনন্তর তাহারা চলিয়া গেলে যীশু সমাগত লোকদিগকে যোহনের বিষয়ে কহিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলা? কি বায়ুকম্পিত নল? ৮ তবে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিহিত মনুষ্যকে? দেখ, যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে। তবে কি জন্যে গিয়াছিলা? ৯ কি এক জন ভাববাদিকে দেখিবার জন্যে? হাঁ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ভাববাদিহইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। ১০ বস্তুতঃ এ সেই ব্যক্তি যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত আছে, যথা, "দেখ, আমি "আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; "সে তোমার অগ্রে [যাইয়া] তোমার পথ প্রস্তুত "করিবে।" ১১ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ত্তজাত সকলের মধ্যে যোহন্‌ বাপ্তাইজকহইতে মহান্‌ কেহই উৎপন্ন হয় নাই; তথাপি স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতর যে ব্যক্তি সে তাহাহইতেও মহান্‌। ১২ পরন্তু যোহন বাপ্তাইজকের কালাবধি এখন পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য বলাক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমি লোকেরা বলেতে তাহা অধিকার করিতেছে। ১৩ বস্তুতঃ সকল ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্য্যন্ত ভাবোক্তি প্রকাশ করিয়াছে। ১৪ আর তোমরা যদি এই কথা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হও, তবে যে এলিয়ের আ-

গমন হইবে, সে এই ব্যক্তি, [ইহা জানিবা]। ১৫ যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

১৬ আমি কাহার সহিত এই বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা এমন বালকদের সদৃশ, যাহারা বাজারে বসিয়া আপনাদের বন্ধুগণকে ডাকিয়া ১৭ কহে, "তোমাদের নিকটে আমরা বাঁশী বাজাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা নাচ নাই; তোমাদের কাছে বিলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা বক্ষঃস্থলে করাঘাত কর নাই।" ১৮ বস্তুতঃ যোহন্ আসিয়া ভোজন পান করিত না; তাহাতে লোকেরা বলে, সে ভূতগ্রস্ত। ১৯ মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন; তাহাতে বলে, ঐ দেখ, এক জন ভোক্তা ও মদ্যপ, [এবং] করগ্রাহক ও পাপি লোকদের বন্ধু; কিন্তু প্রজ্ঞা নিজ সন্তানগণদ্বারা অনিন্দনীয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

২০ তখন যে ২ নগরে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবের ক্রিয়া করা গিয়াছিল, তন্নিবাসিদের মনঃপরিবর্ত্তন না হওয়াতে তিনি সেই সকল নগরকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ২১ হায় কোরাসীন্, হায় বৈৎসৈদা, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা প্রভাবের যে ২ কর্ম্ম তোমাদের মধ্যে করা গিয়াছে, তাহা যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত। ২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিবসে তোমাদের দশাহইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহ্য হইবে। ২৩ অরে কফরনাহুম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নতা হইয়াছ, কিন্তু পাতাল পর্য্যন্ত অধঃপাতিতা হইবা, কেননা প্রভাবের যে ২ কর্ম্ম তোমার মধ্যে করা গিয়াছে, তাহা যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা অদ্য পর্য্যন্ত থাকিত। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে তোমার দশাহইতে বরং সদোম দেশের দশা সহ্য হইবে।

২৫ ঐ সময়ে যীশু এই কথা কহিলেন, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভো পিতঃ, তুমি বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকহইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এই কারণ আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। ২৬ হাঁ, পিতঃ, কেননা এমন হওয়াতে তোমার সমক্ষে যাহা প্রীতিজনক তাহাই হইল। ২৭ আমার পিতাকর্ত্তৃক সকলই আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; এবং পিতা ভিন্ন আর কেহ পুত্রের তত্ত্ব জানে না, এবং পুত্র ভিন্ন আর কেহ পিতার তত্ত্ব জানে না; কেবল পুত্র যাহার নিকটে [তাহা] প্রকাশ করিতে মানস করেন, সেও [তাহা] জানে।

২৮ হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ২৯ আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন ২ মনের নিমিত্তে বিশ্রাম পাইবা। ৩০ কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শিষ ছিঁড়িয়া ২ খাইতে লাগিল। ২ তাহা দেখিয়া ফরীশিরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, বিশ্রামবারে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ করিতেছে। ৩ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ্ ও তাঁহার সঙ্গিরা ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা কি পাঠ কর নাই? ৪ ফলতঃ তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনীয় রুটী কেবল যাজকবর্গ ব্যতিরেকে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিদের ভোজন করা কর্ত্তব্য ছিল না, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন। ৫ আর বিশ্রামবারে যাজকেরা মন্দিরের মধ্যে বিশ্রামবারের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তথাপি নির্দ্দোষ হয়, ইহা কি শাস্ত্রে পাঠ কর নাই? ৬ পরন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে মন্দিরহইতে মহান্ এক ব্যক্তি আছেন। ৭ কিন্তু "আমি "বলিদান ভাল বাসি না, দয়াই ভাল বাসি," এই বচনের তাৎপর্য্য যদি তোমরা জানিতা, তবে নির্দ্দোষদিগকে দোষী করিতা না। ৮ কেননা মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা আছেন।

৯ পরে তিনি তথাহইতে যাত্রা করিয়া তাহাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। ১০ আর দেখ, সেই স্থানে শুষ্কহস্ত এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল; তখন যীশুর বিপক্ষে অভিযোগ করিবার নিমিত্তে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে কি সুস্থ করা কর্ত্তব্য? ১১ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একটী মেষ পোষে, তাহার মেষটী বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়িলে তাহা ধরিয়া না তোলে, এমত কে আছে? কিন্তু মেষহইতে মনুষ্য কত বিশিষ্ট! ১২ অতএব বিশ্রামবারে উপকার করা বিহিত বটে। ১৩ পরে তিনি সেই মনুষ্যকে কহিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে তাহা বিস্তার করিলে তাহা অন্যটীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল।

১৪ তখন ফরীশিরা বহির্গত হইয়া কি প্রকারে তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারে, তাঁহার বিরুদ্ধে এমত মন্ত্রণা করিল। ১৫ কিন্তু যীশু তাহা জানিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন; তাহাতে অনেক ২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন, ১৬ এবং এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার পরিচয় দিও না। ১৭ এই রূপে যিশায়াহ ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "১৮ ঐ দেখ আমার মনোনীত দাস;

"তিনি আমার প্রিয় লোক ও আমার আন্তরিক "অনুরাগের পাত্র। [১৮] আমি তাঁহার উপরে আ- "পন আত্মাকে স্থায়ী করিব, তাহাতে তিনি পর- "জাতীয়দিগকে ন্যায়বিচার জ্ঞাত করিবেন। তিনি "কলহ কিম্বা উচ্চশব্দ করিবেন না, এবং রাজ- "পথে কেহ তাঁহার রব শুনিতে পাইবে না; "[২০] তিনি যাবৎ ন্যায়বিচার জয়িরূপে প্রচলিত "না করেন, তাবৎ থেঁৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, "ও সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; [২১] এবং "পরজাতীয়েরা তাঁহার নামে প্রত্যাশা রাখিবে।"

[২২] তখন লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত অন্ধ গোঁগা মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিলে তিনি তা- হাকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে সেই অন্ধ গোঁগা কথা কহিতে ও দেখিতে লাগিল। [২৩] ইহাতে সমাগত লোকেরা সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিতে লাগিল, ইনি কি দায়ূদের সন্তান? [২৪] কিন্তু ফরীশিরা তাহা শুনিয়া কহিল, বেল্‌সবূব্‌ নামে ভূতপতির সাহায্য ব্যতিরেকে এ ব্যক্তি ভূত- দিগকে ছাড়ায় না। [২৫] তখন যীশু তাহাদের চিন্তা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপ- নার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে না। [২৬] আর শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায়, তবে সে আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হইল; তাহাতে তা- হার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে? [২৭] আর আমি যদি বেল্‌সবূবের সাহায্যে ভূতদিগকে ছা- ড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? অতএব তাহারাই তোমাদের বিচার- কর্ত্তা হইবে। [২৮] কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মা- দ্বারা ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্য তোমাদের সন্নিকট হইল। [২৯] আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বান্ধিয়া কে কেমন করিয়া তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে? কিন্তু সেই বলবানকে বান্ধিলে পর সে তাহার ঘর লুটপাট করিবে। [৩০] যে কেহ আমার সপক্ষ নহে, সে আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার সহিত সংগ্রহ করে না, সে ছড়া- ইয়া ফেলে।

[৩১] অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যদের সকল পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু [পবিত্র] আত্মার বিরুদ্ধ নিন্দার ক্ষমা হইবে না। [৩২] আর যে কেহ মনুষ্যপুত্ত্রের বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে কেহ প- বিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহার ক্ষমা ইহলোকে কি পরলোকে কখন হইবে না। [৩৩] হয় বৃক্ষকে ভাল করিয়া বল, এবং তাহার ফলও ভাল বল; নয় বৃক্ষকে মন্দ বল, এবং তাহার ফলও মন্দ করিয়া বল; কেননা ফলদ্বারা বৃক্ষকে চেনা যায়। [৩৪] অরে সর্পের বংশ, তোমরা মন্দ, কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? যেহেতুক হৃদয়ের উপচন লইয়া মুখ কথা কহে। [৩৫] ভাল মনুষ্য হৃদয়রূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ মনুষ্য মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে। [৩৬] কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা কহে, বিচারদিবসে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে। [৩৭] বস্তুতঃ তুমি আপনার বাক্যদ্বারা ধার্ম্মিক, কিম্বা আপনার বাক্যদ্বারা দোষী বলিয়া প্রতি- পন্ন হইবা।

[৩৮] তখন কএক জন শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশী উত্তর করিল, হে গুরো, আমরা আপনাহইতে দূরে কোন অভিজ্ঞান দেখিতে ইচ্ছা করি। [৩৯] তা- হাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি- লেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনাহ ভাববা- দির অভিজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য অভিজ্ঞান ইহা- দিগকে দেওয়া যাইবে না। [৪০] ফলতঃ যোনাহ যেমন তিন দিবারাত্রি বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিল, তেমনি মনুষ্যের পুত্ত্রও তিন দিবারাত্রি পৃথিবীর অন্তরে থাকিবেন। [৪১] বিচারে নীনবীয় পুরুষেরা এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যোনাহের ঘোষ- ণাতে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যোনাহহইতে গুরুতর এক ব্যক্তি এই স্থানে আছেন। [৪২] দক্ষিণ দেশের রাণী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা সে শলোমনের বিজ্ঞানোক্তি শুনিতে পৃথিবীর প্রান্ত- হইতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখ, শলোমন্‌হইতেও গুরুতর এক ব্যক্তি এ স্থানে আছেন।

[৪৩] আর অশুচি আত্মা মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে পর শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করত বিশ্রামের অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহা পায় না। [৪৪] তখন সে বলে, আমি যথাহইতে বাহির হইয়াছি, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা শূন্য ও মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে। [৪৫] অনন্তর সে যাইয়া আপনাহইতে দুষ্টতর আর সাত আত্মাকে সঙ্গে লইয়া সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশাহইতে অন্তিম দশা আরও মন্দ হয়; এই কালের দুষ্ট লোকদের প্রতি তা- হাই ঘটিবে।

[৪৬] তিনি সমাগত লোকদিগকে এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে, দেখ, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার চে- ষ্টাতে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। [৪৭] তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনকার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আপনকার সহিত কথা কহিবার চেষ্টাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। [৪৮] কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া সেই সংবাদদাতাকে কহি-

লেন, আমার মাতা কে? আর আমার ভ্রাতৃগণ বা কে? ⁴⁹ পরে আপন শিষ্যগণের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া কহিলেন, এই দেখ আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ; ⁵⁰ বস্তুতঃ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

১৩ অধ্যায়।

¹ ঐ দিবসে যীশু গৃহহইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের কূলে বসিলেন। ² অপর তাঁহার নিকটে অনেক২ লোকের সমাগম হওয়াতে তিনি এক নৌকায় উঠিয়া বসিলেন, এবং লোক সকল তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। ³ তখন তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে অনেক২ কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ, [এক জন] বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। ⁴ বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষিগণ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। ⁵ আর কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থানে পড়িল, তাহাতে অল্প মৃত্তিকা প্রযুক্ত তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, ⁶ কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া গেল। ⁷ আর কতক বীজ কন্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কন্টক সকল বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। ⁸ আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল; তাহার মধ্যে কতক শত গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ ও কতক ত্রিশ গুণ ফল ফলিল। ⁹ যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

¹⁰ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কেন দৃষ্টান্তকথাদ্বারা তাহাদের নিকটে প্রসঙ্গ করিতেছেন? ¹¹ তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দত্ত হয় নাই। ¹² কেননা যাহার আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। ¹³ তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্তকথা কহি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, এবং শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝেও না; ¹⁴ এবং তাহাদিগেতে যিশায়াহের এই ভাববাণী সফল হইতেছে, যথা, "তোমরা শ্রবণে "শুনিবা, কিন্তু বুঝিবা না; এবং চক্ষুতে "দেখিবা, কিন্তু জানিবা না; ¹⁵ কেননা এই "লোকদের হৃদয় স্থূল হইয়াছে, ও শুনিতে "তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু "মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষুতে দেখিয়া "ও কর্ণে শুনিয়া ও হৃদয়ে বুঝিয়া মন ফিরাই- "লে আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।" ¹⁶ কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা তাহা দেখে; এবং [ধন্য] তোমাদের কর্ণ কেননা তাহা শুনে। ¹⁷ বস্তুতঃ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাববাদী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পাইল না; এবং তোমরা যাহা২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে পাইল না।

¹⁸ অতএব তোমরা ঐ বীজবাপকের দৃষ্টান্তে অবধান কর। ¹⁹ যখন কেহ রাজ্যের কথা শুনিয়া না বুঝে, তখন পাপাত্মা আসিয়া তাহার হৃদয়ে যাহা উপ্ত ছিল, তাহা হরণ করিয়া লয়; সে ঐ পথের পার্শ্বে বীজবিশিষ্ট লোক। ²⁰ আর যে ব্যক্তি পাষাণময় ভূমিতে বীজবিশিষ্ট, সে বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করে বটে, ²¹ কিন্তু তাহার অন্তরে মূল না বসাতে সে অল্প কালমাত্র স্থির থাকে; পরে সেই বাক্য হেতুক ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। ²² আর যে ব্যক্তি কন্টকের মধ্যে বীজবিশিষ্ট, সে বাক্য শুনে বটে, কিন্তু এই সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে সে ফলহীন হয়। ²³ আর যে ব্যক্তি উর্ব্বরা ভূমিতে বীজবিশিষ্ট, সে বাক্য শুনিয়া বুঝে, তাহাতে সে ফলবান হয়, এবং কতকগুলি শত গুণ, ও কতকগুলি ষষ্টি গুণ, ও কতকগুলি ত্রিশ গুণ ফল ফলে।

²⁴ পরে তিনি আর এক দৃষ্টান্তকথা উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গরাজ্য এমন এক ব্যক্তির সদৃশ, যে আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিল। ²⁵ কিন্তু লোক সকল নিদ্রা গেলে পর তাহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। ²⁶ পরে যখন [বীজ] অঙ্কুরিত হইয়া শিষ লইয়া উঠিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা দিল। ²⁷ তাহাতে গৃহস্থের দাসেরা আসিয়া তাহাকে কহিল, মহাশয় কি নিজ ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই? ²⁸ তবে শ্যামাঘাস কোথাহইতে হইল? তখন সে তাহাদিগকে কহিল, কোন শত্রু ইহা করিয়া থাকিবে। তাহাতে দাসেরা কহিল, তবে আমরা যাইয়া তাহা উপড়াইয়া ফেলি, মহাশয়ের কি এমন ইচ্ছা হয়? ²⁹ সে কহিল, না, কি জানি শ্যামাঘাস সংগ্রহ করণ কালে তোমরা তাহার সহিত গোমও উপড়াইয়া ফেলিবা। ³⁰ শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও। পরে ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সকল একত্র করিয়া দগ্ধ করিবার কারণ বোঝা২ বান্ধিয়া রাখ, কিন্তু গোম সকল আমার গোলাতে সংগ্রহ কর।

³¹ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত কথা উত্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, স্বর্গরাজ্য একটী সর্ষপবীজের সদৃশ, যাহা কোন মনুষ্য লইয়া আ-

পন ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩২ সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র বটে ; কিন্তু বৃদ্ধি পাইলে পর তাহা শাকহইতে বড় হয়, এবং এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে আকাশের পক্ষিগণ তাহার শাখাতে আসিয়া বাস করে।

৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, স্বর্গরাজ্য সেই মাওয়ার সদৃশ, যাহা কোন স্ত্রী লইয়া তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে [ক্রমশঃ] সমুদয় মাতিয়া উঠিল।

৩৪ এই রূপে যীশু দৃষ্টান্তদ্বারা সমাগত লোকদের নিকটে এই সকল প্রসঙ্গ করিলেন, আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কোন কথাই কহিতেন না। ৩৫ ইহাতে ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "আমি দৃষ্টান্ত- "কথা কহিতে আপন মুখ খুলিব, জগতের "পত্তনাবধি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব।"

৩৬ অনন্তর যীশু সমাগত লোকদিগকে বিদায় করিয়া গৃহে আইলে পর তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া কহিল, ক্ষেত্রের শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। ৩৭ তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ৩৮ এবং ক্ষেত্র জগৎ ; ও ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ ; এবং শ্যামাঘাস পাপাত্মার সন্তানগণ ; ও যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল সে শয়তান ; ৩৯ এবং ছেদনের সময় যুগান্ত ; ও ছেদকেরা [স্বর্গীয়] দূতগণ। ৪০ অতএব যেমন শ্যামাঘাস একত্র করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তেমনি যুগান্তে হইবে ; ৪১ মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন ; তাঁহারা তাঁহার রাজ্যহইতে যাবতীয় বিঘ্ন এবং অধর্ম্মাচারি লোকদিগকে একত্র করিয়া ৪২ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন, সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে। ৪৩ তখন ধার্ম্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

৪৪ আর স্বর্গরাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমত ধনের সদৃশ, যাহার সন্ধান প্রাপ্ত মনুষ্য তাহা গোপন করে, পরে মনের আনন্দে যাইয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করে। ৪৫ পুনশ্চ স্বর্গরাজ্য উত্তম ২ মুক্তা অন্বেষণকারি এমন বণিকের সদৃশ, ৪৬ যে একটী মহামূল্য মুক্তার সন্ধান পাইয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করিল।

৪৭ পুনশ্চ স্বর্গরাজ্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সর্ব্বপ্রকার [জলচর] সংগ্রহকারি টানা জালের সদৃশ। ৪৮ তাহা পরিপূর্ণ হইলে লোকেরা তাহা কূলে তুলিয়া বসিয়া যাহা ২ ভাল তাহা কুড়াইয়া পাত্রে রাখিল, আর যাহা ২ মন্দ তাহা ফেলিয়া দিল। ৪৯ তেমনি যুগান্তে হইবে ; [স্বর্গীয়] দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যহইতে দুষ্টদিগকে পৃথক্ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন ; ৫০ সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।

৫১ যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এ সকল বুঝিয়াছ ? তাহারা কহিল, হাঁ, প্রভো। ৫২ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই জন্যে স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে শিক্ষিত প্রত্যেক শাস্ত্রাধ্যাপক এমত গৃহস্থের সদৃশ, যে আপন ভাণ্ডারহইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির করে।

৫৩ এই সকল দৃষ্টান্তকথা সমাপ্ত করিলে পর যীশু স্থানান্তরে গমন করিলেন। ৫৪ এবং স্বদেশে আসিয়া লোকদিগকে তাহাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমত বিজ্ঞান ও এমত প্রভাবের ক্রিয়া কোথাহইতে হইল ? ৫৫ এ কি সূত্রধরের পুত্র নহে ? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয় ? এবং যাকোব্ ও যোষি ও শিমোন্ ও যিহূদা, এ সকলে কি ইহার ভ্রাতা নহে ? ৫৬ এবং ইহার ভগিনীরা কি সকলে আমাদের এখানে নাই ? তবে এ কোথাহইতে এই সমস্ত পাইল ? ৫৭ এই রূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইল ; তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আপনার বাটী ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি ভাববাদী অসম্ভ্রান্ত হয় না। ৫৮ এবং তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সে স্থানে বিস্তর প্রভাবের কর্ম্ম করিলেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে হেরোদ্ রাজা যীশুর বার্ত্তা শুনিয়া আপনার দাসগণকে কহিল, ২ সেই ব্যক্তি যোহন বাপ্তাইজক ; তিনি মৃতদের মধ্যহইতে উঠিয়াছেন, এই জন্যে নানাবিধ প্রভাব তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে। ৩ বস্তুতঃ হেরোদ্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্তে যোহন্‌কে ধরিয়া কারাগারে রাখিয়াছিল। ৪ কেননা যোহন্ তাহাকে কহিত, উহাকে রাখা তোমার অনুচিত। ৫ আর রাজা তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু লোকসমূহকে ভয় করিত, যেহেতুক সকলে যোহন্‌কে ভাববাদী বলিয়া মানিত। ৬ কিন্তু হেরোদের জন্মদিনের উৎসব হইলে, হেরোদিয়ার কন্যা [সভার] মধ্যে নৃত্য করিয়া হেরোদের প্রীতি জন্মাইল। ৭ এই হেতুক রাজা দিব্য পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিল, তুমি যাহা যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তোমাকে দিব। ৮ তখন সে আপন মাতাদ্বারা প্রচোদিত হইয়া কহিল, যোহন্ বাপ্তাইজকের মস্তক থালাতে করিয়া এখানে আমাকে দিউন। ৯ তাহাতে রাজা দুঃখিত হইল, কিন্তু আপন দিব্যের এবং ভোজে উপবিষ্ট সঙ্গিদের ভয়ে তাহা দিতে আজ্ঞা করিল। ১০ এবং কারাগারে লোক পাঠাইয়া

যোহনের মস্তক ছেদন করাইল। [১১] তাহাতে সেই মস্তক থালাতে করিয়া ঐ কন্যাকে দত্ত হইলে সে আপন মাতার নিকটে তাহা লইয়া গেল। [১২] পরে যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া দেহটী লইয়া গিয়া তাহার সমাধি কার্য্য করিল, এবং যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল।

[১৩] যীশু তাহা শুনিয়া নৌকাযোগে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গোপনে নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন; কিন্তু লোকসমূহ তাহা শুনিয়া সকল নগরহইতে আসিয়া স্থলপথে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। [১৪] তখন যীশু বাহির হইয়া মহালোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, ও তাহাদের পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। [১৫] পরে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, এ নির্জন স্থান, এবং বেলাও অবসান; অতএব সকলে যেন গ্রামে২ গিয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে, তজ্জন্য ঐ সমাগত লোকদিগকে বিদায় করুন। [১৬] কিন্তু যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাওয়া আবশ্যক নাই, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। [১৭] তাহাতে তাহারা কহিল, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখান রুটী ও দুইটী মৎস্য ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। [১৮] তিনি কহিলেন, তাহাই এখানে আমার নিকটে আন। [১৯] পরে তিনি সমাগত লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা করিলেন; এবং ঐ পাঁচখান রুটী ও দুইটী মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া ধন্যবাদ করিলেন, পরে রুটী সকল ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, এবং শিষ্যেরা লোকদিগকে দিল। [২০] তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং উদ্বর্ত্ত খণ্ডেতে পূর্ণ বারো ডালা উঠাইয়া লইল। [২১] যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও বালক ছাড়া ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।

[২২] অনন্তর যীশু আগ্রহ পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে তৎক্ষণাৎ নৌকাতে উঠিতে, এবং আপনি যাবৎ সমাগত লোকদিগকে বিদায় করেন, তাবৎ আপনার অগ্রে পার হইতে আজ্ঞা করিলেন। [২৩] পরে তিনি লোকদিগকে বিদায় করিয়া নির্জনে প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে পর্ব্বতে উঠিলেন; এই রূপে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই স্থানে একাকী থাকিলেন। [২৪] সেই সময়ে নৌকাখানি সমুদ্রের মধ্যস্থানে আইলে সম্মুখ বাতাস প্রযুক্ত তরঙ্গদ্বারা কষ্ট পাইতেছিল। [২৫] পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে যীশু সমুদ্রের উপরে পদব্রজে গমন করিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। [২৬] তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিল, ঐ অপচ্ছায়া! এবং ভয়েতে চেঁচাইতে লাগিল। [২৭] কিন্তু যীশু তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আলাপ করত কহিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না। [২৮] তাহাতে পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, যদি আপনি বটেন, তবে আমাকে জলের উপরে আপনকার নিকট যাইতে আজ্ঞা করুন। [২৯] তাহাতে তিনি আইস বলিলে পিতর্ নৌকাহইতে নামিয়া জলের উপরে হাঁটিয়া যীশুর দিগে গমন করিল। [৩০] কিন্তু প্রচণ্ড বায়ু দেখিয়া ভয় পাওয়াতে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, অতএব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আমাকে রক্ষা করুন। [৩১] তাহাতে যীশু তৎক্ষণাৎ হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলা? [৩২] অনন্তর তাঁহারা নৌকাতে উঠিলে বাতাস নিবৃত্ত হইল। [৩৩] তখন যাহারা নৌকায় ছিল, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া কহিল, সত্য আপনি ঈশ্বরের পুত্র।

[৩৪] পার হইলে পর তাঁহারা গিনেষরৎ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। [৩৫] তথাকার লোকেরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই দেশের চতুর্দ্দিগে সংবাদ পাঠাইয়া, যত পীড়িত লোক ছিল, সকলকে তাঁহার নিকটে আনাইল। [৩৬] আর উহারা যেন তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, এমত প্রার্থনা করিল; তাহাতে যত লোক [তাহা] স্পর্শ করিল, সকলে সুস্থ হইল।

১৫ অধ্যায়।

[১] তৎকালে যিরূশালেম্‌হইতে [আগত] শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও ফরীশিরা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, [২] তোমার শিষ্যগণ কি জন্যে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করিতেছে? কেননা আহার করণের পূর্ব্বে আপন২ হস্ত প্রক্ষালন করে না। [৩] তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও আপনাদের পরম্পরাগত বিধির নিমিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা কেন লঙ্ঘন কর? [৪] কেননা ঈশ্বর এই আজ্ঞা করিয়াছেন, "তুমি আপন "পিতা মাতাকে মান্য কর;" আর, "যে ব্যক্তি "পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড "অবশ্য হইবে।" [৫] কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, "যে ব্যক্তি পিতাকে কিম্বা মাতাকে এ কথা কহে, আমাহইতে যাহাদ্বারা তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা নিবেদিত হইল" [ইত্যাদি]। [৬] ইহাতে সে আপন পিতাকে কি মাতাকে কখন মান্য করিবে না। এই রূপে তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত বিধির নিমিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞা লোপ করিয়াছ। [৭] অরে কপটি সকল, যিশায়াহ তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, যথা, "[৮] এই লোকেরা আপন২ মুখে আমার নিকট-"বর্ত্তী হয়, ও ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে, "কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ আমাহইতে দূরে "থাকে; [৯] এবং তাহারা আমার অলীক সেবা "করে, যেহেতুক তাহারা উপদেশ বলিয়া মনুষ্য-"দের আদেশ শিক্ষা দেয়।"

১০ পরে তিনি লোকসমূহকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা শুনিয়া বুঝ। ১১ মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা মনুষ্যকে অশুচি করে না, কিন্তু মুখহইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে। ১২ তখন তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া কহিল, এই কথা শুনিয়া ফরীশিরা বিঘ্ন পাইল, ইহা কি আপনি জানেন? ১৩ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার স্বর্গস্থ পিতা যে সকল চারা রোপণ করেন নাই, সে সকল উপড়ান যাইবে। ১৪ উহাদিগকে থাকিতে দেও, উহারা অন্ধ লোকদের অন্ধ পথপ্রদর্শক; যদি অন্ধ লোক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়েই গর্ত্তে পড়িবে। ১৫ তখন পিতর্ উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, ঐ প্রবাদ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। ১৬ যীশু কহিলেন, তোমরাও কি অদ্যাবধি অবোধ আছ? ১৭ এখনও কি ইহা বুঝ না, যে মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা উদরে পড়িয়া বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হয়; ১৮ কিন্তু মুখহইতে যাহা বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণহইতে নির্গত হয়, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচি করে? ১৯ কেননা অন্তঃকরণহইতে কুবিতর্ক, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরের নিন্দা, এ সকল নির্গত হয়। ২০ [আর] এই সকল মনুষ্যকে অশুচি করে; কিন্তু অধৌত হস্তে আহার করা মনুষ্যকে অশুচি করে না।

২১ পরে যীশু তথাহইতে প্রস্থান করিয়া সোর্ ও সীদোনের অঞ্চলে গমন করিলেন। ২২ তাহাতে দেখ, ঐ সীমাহইতে এক কনানীয়া স্ত্রী আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন; আমার কন্যাটী ভূতগ্রস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। ২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না; এবং তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পশ্চাৎ২ ডাকিতেছে। ২৪ তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারাণ মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত নহি। ২৫ পরে সে স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার উপকার করুন। ২৬ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। ২৭ তাহাতে সে কহিল, হাঁ, প্রভো, কেননা কর্ত্তার মেজহইতে যে গুঁড়াগাঁড়া পড়ে, কুক্কুরেরা তাহাই খায়। ২৮ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার মনোবাঞ্ছানুরূপ ফল তোমার হউক। তাহাতে সেই দণ্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থা হইল।

২৯ অপর যীশু তথাহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলীয় সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং পর্ব্বতে উঠিয়া সেই স্থানে বসিলেন। ৩০ পরে মহাজনতা খঞ্জ, অন্ধ, বোবা, নুলা প্রভৃতি অনেক২ লোককে সঙ্গে লইয়া যীশুর কাছে আসিয়া তাঁহার চরণের নিকটে ফেলিয়া দিল; তাহাতে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ৩১ এই রূপে বোবা কথা কহিতেছে, নুলা সুস্থ হইতেছে, খঞ্জ গমন করিতেছে, ও অন্ধ দৃষ্টি করিতেছে, এই সকল দেখিয়া সমাগত লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।

৩২ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকারণ্যের প্রতি আমার অনুকম্পা হইতেছে; কেননা তাহারা তিন দিবসাবধি আমার সঙ্গে রহিয়াছে, এবং তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই; আর আমি তাহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা করি না, পাছে তাহারা পথের মধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হয়। ৩৩ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, এত লোককে তৃপ্ত করিতে আমরা এই নির্জন স্থানে কোথায় রুটী পাইব? ৩৪ যীশু জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কাছে কত রুটী আছে? তাহারা কহিল, সাতখান, আর কতকগুলিন ক্ষুদ্র মৎস্য। ৩৫ তখন তিনি সমাগত লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৬ পরে সেই সাতখান রুটী এবং মৎস্যগুলি লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিলেন, এবং শিষ্যেরা লোকদিগকে দিল। ৩৭ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং উদ্বর্ত্ত খণ্ডেতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি উঠাইয়া লইল। ৩৮ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও বালক ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ ছিল।

৩৯ তদনন্তর তিনি সমাগত লোকদিগকে বিদায় করিয়া নৌকাতে উঠিয়া মগ্দলার সীমাতে উপস্থিত হইলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ তখন ফরীশিরা ও সদ্দূকিরা আসিয়া তাঁহার পরীক্ষা করত আকাশে কোন অভিজ্ঞান দেখাইতে তাঁহাকে নিবেদন করিল। ২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক, [কল্য] নির্ম্মল দিন হইবে, কারণ আকাশ রক্তবর্ণ আছে। ৩ এবং প্রাতঃকালে বলিয়া থাক, অদ্য ঝড় হইবে, কারণ আকাশ রক্তবর্ণ ও মলিন আছে। হে কপটিরা, তোমরা আকাশের ভঙ্গি বুঝিতে পার, কিন্তু এই কালের লক্ষণ কি বুঝিতে পার না? ৪ এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনাহ ভাববাদির অভিজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন অভিজ্ঞান তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৫ তদনন্তর অন্য পারে উপস্থিত হইলে তাঁহার শিষ্যেরা রুটী লইতে বিস্মৃত হইল। ৬ পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সতর্ক হইয়া ফরীশি ও সদ্দূকিদের মাওয়াহইতে সাবধান হও। ৭ তাহাতে তাহারা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা রুটী যে আনি নাই। ৮ তাহা বুঝিয়া যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হে অল্প-বিশ্বাসিরা, তোমরা রুটী আন নাই বলিয়া কেন পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতেছ? ৯ এখনও কি তোমরা বুঝ না? পাঁচ সহস্র পুরুষের [তৃপ্তিজনক] পাঁচখান রুটী ও কত ডালা তোমাদের লাভ হইয়াছিল, ১০ এবং চারি সহস্র পুরুষের [তৃপ্তিজনক] সাতখান রুটী ও কত ঝুড়ি লাভ হইয়াছিল, এ সকলই কি তোমাদের স্মরণ হয় না? ১১ তোমরা ফরীশি ও সদ্দূকিদের মাওয়াহইতে সাবধান থাক, এ কথা আমি রুটীর বিষয়ে বলি নাই, ইহা কেন বুঝ না? ১২ তখন তিনি রুটীর মাওয়াহইতে নয়, কিন্তু ফরীশি ও সদ্দূকিদের শিক্ষাহইতে সাবধান থাকিবার কথা কহিলেন, ইহা তাহারা বুঝিল।

১৩ অপর যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপীর অঞ্চলে আসিয়া আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মনুষ্যপুত্র যে আমি, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? ১৪ তাহারা কহিল, কেহ ২ বলে, আপনি যোহন্ বাপ্তাইজক; কেহ ২ বলে, আপনি এলিয়; ও কেহ ২ বলে, আপনি যিরমিয়াহ কিম্বা ভাববাদিগণের [অন্য] কোন জন। ১৫ পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? ১৬ তাহাতে শিমোন্ পিতর উত্তর করিয়া কহিল, আপনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। ১৭ তাহাতে যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন্, তুমি ধন্য, কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা [প্রকাশ করিয়াছেন]। ১৮ আর আমিই তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর্ [পাষাণ], আর এই পাষাণের উপরে আমি আপন মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব, তাহাতে পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। ১৯ এবং আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবি দিব; তাহাতে তুমি পৃথিবীতে যাহা বদ্ধ করিবা তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। ২০ পরে তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা, এ কথা কাহাকে কহিও না।

২১ সেই সময়াবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্ট কহিতে লাগিলেন, আমাকে যিরূশালেমে যাইতে এবং প্রাচীনবর্গের ও প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের নিকটে অনেক ২ দুঃখ ভোগ করিতে এবং হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উত্থান করিতে হইবে। ২২ তাহাতে পিতর্ তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া অনুযোগ করিয়া কহিল, হে প্রভো, ঈশ্বর দয়া করুন, তাহা আপনকার প্রতি কখনো ঘটিবে না। ২৩ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, রে শয়তান, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, তুমি আমার প্রতি বিঘ্নস্বরূপ হইতেছ; কেননা যাহা ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই ভাবিতেছ।

২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। ২৫ কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা পাইবে। ২৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের নিষ্ক্রয় বলিয়া কি দিতে পারে? ২৭ কেননা মনুষ্য-পুত্র আপন দূতগণের সহিত পিতার প্রতাপে আসিবেন, এবং তৎকালে প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়ানুযায়ী ফল দিবেন। ২৮ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কএক জন আছে, যাহারা মনুষ্যপুত্রকে আপন রাজত্বে আসিতে না দেখিলে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

১৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু পিতরকে এবং যাকোব্‌কে ও তাহার ভ্রাতা যোহন্‌কে সঙ্গে লইয়া বিজনে এক উচ্চ পর্ব্বতে উঠিলেন। ২ পরে তাহাদের সাক্ষাতে রূপান্তর হইলেন; তাহাতে তাঁহার মুখ সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ দীপ্তির ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল। ৩ এবং দেখ, মোশি ও এলিয় তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে ২ তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। ৪ তখন পিতর্ যীশুকে কহিল, হে প্রভো, এ স্থানে আমাদের থাকা ভাল; যদি আপনকার অভিমত হয়, তবে আমরা এই স্থানে আপনকার জন্যে এক, ও মোশির জন্যে এক, এবং এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি। ৫ তাহার এই কথা কহিবার সময়ে দেখ, এক উজ্জ্বল মেঘ তাহাদিগকে ছায়া করিল, আর দেখ, সেই মেঘহইতে এই বাণী হইল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত, ইহাঁর বাক্যে অবধান কর।" ৬ এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া উবুড় হইয়া পড়িল। ৭ তাহাতে যীশু নিকটে আসিয়া তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। ৮ তখন তাহারা চক্ষু তুলিয়া যীশু ব্যতিরেকে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

[৯] তদনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে যীশু তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন, যাবৎ মৃতগণের মধ্যহইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ তোমরা এই দর্শনের কথা কাহাকেও কহিও না। [১০] তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়কে আসিতে হইবে, শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তবে এই কথা কেন বলে? [১১] তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন, ইহা সত্য; [১২] কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে না চিনিয়া তাঁহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছে; আর তাহাদের নিকটে মনুষ্যপুত্রকেও তদ্রূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। [১৩] তখন তিনি যোহন্ বাপ্তাইজকের বিষয়ে ঐ কথা কহিলেন, শিষ্যেরা ইহা বুঝিল।

[১৪] পরে তাঁহারা লোকারণ্যের নিকটে আইলে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জানু পাতিয়া কহিল, [১৫] হে প্রভো, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগেতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেছে, বস্তুতঃ সে বার ২ অগ্নিতে ও বার ২ জলে পড়িয়া থাকে। [১৬] আর আমি আপনকার শিষ্যদের নিকটে তাহাকে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারিল না। [১৭] তখন যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, অরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের ভার সহ করিব? তোমরা উহাকে এই স্থানে আমার কাছে আন। [১৮] পরে যীশু ধমক্ দিবামাত্র সেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া গেল, তাহাতে বালকটী তদ্দণ্ডে সুস্থ হইল। [১৯] অনন্তর শিষ্যেরা নির্জনে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা সেই ভূতকে কেন ছাড়াইতে পারিলাম না? [২০] যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত; কেননা আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সর্ষপের মত বিশ্বাস হয়, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে "এ স্থানহইতে ঐ স্থানে চল" বলিলে সে তখনি চলিবে, এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। [২১] কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন অন্য কোন মতে এ প্রকার [ভূতকে] ছাড়ান যায় না।

[২২] অপর গালীলে তাঁহাদের ভ্রমণ সময়ে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; [২৩] এবং তাহাদের দ্বারা হত হইবেন, পরে তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

[২৪] পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আইলে আধলির আদায়কারিরা পিতরের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের গুরু কি আধলিটী [অর্থাৎ মন্দিরের] কর দেন না? সে কহিল, দিয়া থাকেন। [২৫] পরে সে গৃহমধ্যে আইলে তাহার কোন কথা কহনের পূর্ব্বে যীশু কহিলেন, হে শিমোন্, তোমার কেমন বোধ হয়? পৃথিবীর রাজারা কাহাদের হইতে কর কি রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকে? কি আপন সন্তানদের হইতে? না অন্য লোকহইতে? [২৬] পিতর কহিল, অন্য লোকহইতে। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তবে সন্তানেরা নিষ্কর আছে। [২৭] তথাপি আমরা যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্যে তুমি সমুদ্রের তটে গিয়া বড়িশ ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মৎস্য উঠিবে, তাহা ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে এক তোলার রৌপ্যমুদ্রা পাইবা; তাহা লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্তে উহাদিগকে দেও।

১৮ অধ্যায়।

[১] সেই দণ্ডে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গরাজ্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? [২] তাহাতে যীশু একটী ক্ষুদ্র বালককে আপনার নিকটে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, [৩] আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, পরাবৃত্ত হইয়া ক্ষুদ্র বালকদের সদৃশ না হইলে তোমরা কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবা না। [৪] অতএব যে কেহ আপনাকে এই ক্ষুদ্র বালকের মত নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। [৫] আর যে কেহ আমার নামে ইহার মত একটী বালককে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে। [৬] কিন্তু কেহ যদি আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তবে বরঞ্চ তাহার গলদেশে বৃহৎ যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রের অগাধ জলে মগ্ন হওয়া তাহার ভাল। [৭] বিঘ্ন প্রযুক্ত জগতের সন্তাপ হইবে; কেননা বিঘ্ন অবশ্যই জন্মিবে; কিন্তু যে মনুষ্যদ্বারা বিঘ্ন জন্মিবে, সে সন্তাপের পাত্র। [৮] আর তোমার হস্ত কিম্বা চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরণ বিশিষ্ট হইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। [৯] আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষুবিশিষ্ট হইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওন অপেক্ষা বরঞ্চ একচক্ষু হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। [১০] সাবধান, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এককেও তুচ্ছজ্ঞান করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, স্বর্গে তাহাদের দূতগণ নিত্য আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। [১১] বস্তুতঃ যাহা হারান ছিল, তাহার পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন। [১২] তোমাদের কেমন বোধ হয়? কোন ব্যক্তির এক শত মেষ থাকিলে যদি তাহার মধ্যে

একটী ভ্রান্ত হইয়া যায়, তবে অন্য নিরানব্বই মেষ পর্ব্বতে ছাড়িয়া সে কি ঐ ভ্রান্তটীর অন্বেষণ করিতে যায় না? ১৩ আর যদি ভাগ্যক্রমে তাহা প্রাপ্ত হয়, তবে আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে নিরানব্বই মেষ ভ্রান্ত হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেই একটীর নিমিত্তে অধিক আহ্লাদ করে। ১৪ তদ্রূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জন যে নষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন অভিমত নহে।

১৫ আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে তুমি যাইয়া তুমি ও সে একা থাকিলে সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তবে তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলা। ১৬ কিন্তু যদি না শুনে, তবে আর দুই এক জনকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষির "প্রমাণদ্বারা যাবতীয় কথা নিষ্পন্ন হয়।" ১৭ আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, তবে মণ্ডলীকে জ্ঞাত কর; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, তবে সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহকের তুল্য হইবে। ১৮ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা বন্ধ করিবা, তাহা স্বর্গে বন্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা মুক্ত করিবা, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। ১৯ পুনশ্চ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যদি আপনাদের প্রার্থনীয় কোন বিষয়ে একপরামর্শ হয় তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাদ্বারা তাহাদের জন্যে তাহা সম্পন্ন হইবে। ২০ কেননা যে স্থানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমাগত হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।

২১ তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? ২২ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে বলি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুন সাত বার পর্য্যন্ত।

২৩ এ প্রযুক্ত স্বর্গরাজ্য এমত এক রাজার সদৃশ, যে আপন দাসগণের সহিত লেখা যোখা করিতে ইচ্ছা করিল। ২৪ সে লেখা যোখা আরম্ভ করিলে, দশ সহস্র তোড়ার ঋণী এক দাস তাহার নিকটে আনীত হইল। ২৫ কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার কিছু যোত্র না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পরিশোধ লইতে আজ্ঞা করিল। ২৬ তাহাতে সে দাস [তাহার চরণে] পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করুন, আমি সকলই পরিশোধ করিব। ২৭ তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিল ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিল। ২৮ কিন্তু সেই দাস বাহিরে গেলে তাহার এক শত সিকি ধারিত যে এক জন সহদাস, তাহার দেখা পাইয়া তাহাকে ধরিয়া গলা টিপি দিয়া কহিল, আমার যাহা ধারিস্ তাহা পরিশোধ কর্। ২৯ তাহাতে তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, আমার প্রতি সহিষ্ণুতা কর, আমি সকলই পরিশোধ করিব। ৩০ তথাচ সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া যাবৎ সে ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিল। ৩১ এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড় দুঃখিত হইয়া আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া ঐ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ৩২ তখন তাহার প্রভু তাহাকে ডাকাইয়া কহিল, অরে দুষ্ট দাস, তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম; ৩৩ তবে আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? ৩৪ পরে তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া, যাবৎ সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ যন্ত্রণাকারিদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিল। ৩৫ অতএব তোমরা যদি প্রতি জন অন্তঃকরণের সহিত আপন ২ ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদিগের প্রতি এই রূপ করিবেন।

১৯ অধ্যায়।

১ সেই সকল কথা সাঙ্গ করিলে পর যীশু গালীল-হইতে প্রস্থান করিয়া যর্দ্দনের পারস্থ যিহূদিয়ার সীমাতে উপস্থিত হইলেন; ২ তাহাতে সে স্থানেও অনেক ২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

৩ অপর ফরীশিরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মনুষ্য কি যে কোন কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? ৪ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা কি ইহা পাঠ কর নাই, যে সৃষ্টিকর্ত্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিলেন, ৫ এবং কহিলেন, "এ কারণ মনুষ্য "আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে "আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ "হইবে"? ৬ এমন হওয়াতে তাহারা আর দুই নহে, একাঙ্গই আছে। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। ৭ তাহারা তাঁহাকে কহিল, তবে ত্যাগপত্র দিয়া আপন ২ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করণের বিধি মোশি কেন দিয়াছেন? ৮ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত মোশি তোমাদিগকে স্ব ২ স্ত্রী পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু আদিকালাবধি তদ্রূপ ছিল না। ৯ আর আমি তোমা-

দিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি ত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। ১০ তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এমত সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়। ১১ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু যাহাদিগকে তাহার ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারা গ্রাহ্য করে। ১২ ফলতঃ যাহারা মাতার উদরহইতে নপুংসক হইয়া জন্মিয়াছে, এমত নপুংসক আছে; এবং মনুষ্যকৃত নপুংসকও আছে; এবং যাহারা স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে আপনারা নপুংসক হইয়াছে, এমত নপুংসকও আছে; যে গ্রাহ্য করিতে পারে, সে গ্রাহ্য করুক।

১৩ তখন তাঁহার নিকটে কতকগুলি শিশু আনীত হইল, যেন তিনি তাহাদের গাত্রে হস্ত দিয়া প্রার্থনা করেন; তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিল। ১৪ কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা স্বর্গরাজ্যে এই মত ব্যক্তিদের অধিকার। ১৫ পরে তিনি তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া সে স্থানহইতে প্রস্থান করিলেন।

১৬ আর দেখ, এক জন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, হে সদ্‌গুরো, অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার কি সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য? ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ একমাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি সেই জীবনে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। ১৮ সে কহিল, কোন্ ২ আজ্ঞা? যীশু উত্তর করিলেন, "নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি "করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না; ১৯ পিতা "মাতাকে মান্য করিও; এবং তোমার প্রতিবাসিকে "আত্মতুল্য প্রেম করিও।" ২০ সেই যুবা কহিল, বাল্যকালাবধি এ সকল পালন করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? ২১ যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি সিদ্ধ হইতে বাঞ্ছা কর, তবে গিয়া আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। ২২ এই বাক্য শুনিয়া সেই যুবা দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ধনি লোকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। ২৪ আর বার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। ২৫ ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অতি চমৎকৃত হইয়া কহিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? ২৬ তাহাতে যীশু তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যদের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলি সাধ্য।

২৭ তখন পিতর প্রত্যুত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনকার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি; আমরা কি পাইব? ২৮ তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছ, অতএব নূতন সৃষ্টিতে যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবা। ২৯ এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত ভ্রাতা কি ভগিনীগণ কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি সন্তান কি ক্ষেত্র কি বাটী পরিত্যাগ করে, সে তাহার শত গুণ পাইবে; এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। ৩০ কিন্তু যাহারা প্রথম, এমত অনেক লোক অন্ত্য হইবে; এবং যাহারা অন্ত্য, এমত অনেক লোক প্রথম হইবে।

২০ অধ্যায়।

১ কেননা স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহস্থের তুল্য, যে প্রভাত হইবামাত্র আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুরদিগকে নিযুক্ত করিতে বাহিরে গেল। ২ পরে মজুরদের সহিত দিন এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিল। ৩ অনন্তর বেলা এক প্রহর সময়ে গিয়া বাজারে নিষ্কর্ম্মে দণ্ডায়মান অন্য কএক জনকে দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, ৪ তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য তাহা তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ পুনশ্চ সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরের সময়ে বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিল। ৬ পরে এক ঘণ্টা বেলা থাকিতে বাহিরে গিয়া আর কএক জনকে নিষ্কর্ম্মে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, তোমরা কি জন্যে সমস্ত দিন এই স্থানে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা উত্তর করিল, কেহই আমাদিগকে কর্ম্ম দেয় নাই। তখন সে কহিল, তোমরাও আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও; তাহাতে যাহা ন্যায্য তাহাই পাইবা। ৮ অনন্তর সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা আপন বিষয়াধ্যক্ষকে কহিল, মজুরদিগকে ডাকিয়া অন্ত্য জন অবধি আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বেতন দেও। ৯ তাহাতে যাহারা এক ঘণ্টা কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া প্রত্যেক জন এক ২ সিকি পাইল। ১০ পরে প্রথম [নিযুক্ত] লোকেরা আসিয়া অনুমান করিল, আমরা অধিক পাইব; কিন্তু তাহারাও এক ২ সিকি পাইল।

১১ তাহা গ্রহণ করিয়া তাহারা সেই গৃহস্থের বিপরীতে বচসা করত কহিতে লাগিল, ১২ ঐ অন্ত্য লোকেরা এক ঘণ্টামাত্র শ্রম করিল, আর আমরা সমস্ত দিনের ভার ও উত্তাপ সহ্য করিয়াছি, তথাপি তুমি উহাদিগকে আমাদের সমান করিলা। ১৩ তাহাতে সে উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহিল, মিত্র, আমি তোমার কিছু অন্যায় করি নাই; আমার নিকটে তুমি কি এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? ১৪ তোমার যে পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; কিন্তু তোমার মত ঐ অন্ত্যকেও দিতে আমার বাসনা আছে। ১৫ আমার যাহা তাহা আপনার ইচ্ছামতে ব্যবহার করিতে কি আমার অধিকার নাই, কিম্বা আমি দয়ালু, এই প্রযুক্ত তুমি কি ঈর্ষ্যাদৃষ্টি করিতেছ? ১৬ এই রূপে অন্ত্য লোকেরা প্রথম হইবে, এবং প্রথম লোকেরা অন্ত্য হইবে; কেননা অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।

১৭ পরে যিরূশালেমে উঠিয়া যাইবার সময়ে যীশু পথের মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যকে নিরালায় লইয়া কহিলেন, ১৮ দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ১৯ এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিবে, এবং বিদ্রূপ ও কোড়া প্রহার ও ক্রুশে আরোপণ করাইবার নিমিত্তে পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন।

২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার কাছে কিছু অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিল। ২১ তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? সে কহিল, আপনকার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন যেন আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, ও দ্বিতীয় জন বাম পার্শ্বে বসিতে পায়, এই আজ্ঞা করুন। ২২ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা যাহা যাচ্ঞা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিব, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পার? এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইতে পার? তাহারা বলিল, পারি। ২৩ তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করিবা, এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইব, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবা বটে; কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে আমার পিতাকর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসাইতে আমার অধিকার নাই। ২৪ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন [শিষ্য] ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি বিরক্ত হইল। ২৫ কিন্তু যীশু আপনার নিকটে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, পরজাতীয়দের ভূপতিরা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা মহান্ তাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে। ২৬ তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহান্ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের পরিচারক হউক; ২৭ এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের দাস হউক। ২৮ সেই রূপে মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।

২৯ পরে যিরীহোহইতে তাঁহাদের বহির্গমন সময়ে অনেক ২ লোক তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ৩০ আর দেখ, পথের পার্শ্বে দুই জন অন্ধ বসিয়াছিল; তাহাতে সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন, এমত কথা শুনিয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ৩১ তাহাতে সমাগত লোকেরা চুপ্ ২ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে প্রভো, দায়ূদের সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ৩২ তখন যীশু স্থগিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমাদের বাঞ্ছা কি? ৩৩ তোমাদের নিমিত্তে আমি কি করিব? তাহারা কহিল, হে প্রভো, আমাদের চক্ষু যেন প্রসন্ন হয়। ৩৪ তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহারা দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল।

২১ অধ্যায়।

১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী গ্রামে আইলেন, তখন যীশু দুই জন শিষ্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন, ২ ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও, তাহাতে তৎক্ষণাৎ সবৎসা এক গর্দ্দভী বান্ধা দেখিবা, তাহাকে খুলিয়া আমার নিকটে আন। ৩ আর যদি কেহ কিছু বলে, তবে কহিবা, ইহাদিগেতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে তৎক্ষনাৎ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে। ৪ এই সমস্ত করা গেল, যেন ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হয়, যথা, ৫ "তোমরা সিয়োনের "কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা তোমার নি- "কটে আসিতেছেন; তিনি মৃদুশীল ও গর্দ্দভারূঢ়, "বরং বাহনের শাবকারূঢ়"। ৬ পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে সকলই করিয়া ৭ গর্দ্দভীকে ও তাহার বৎসকে আনিল, এবং তাহাদের পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিল, তাহাতে তিনি তাহার উপরে চড়িয়া বসিলেন। ৮ তখন জনতার অধিকাংশ লোক আপন ২ বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, এবং অন্য ২ লোক বৃক্ষের শাখা কাটিয়া

পথে বিস্তার করিল। ৯ আর অগ্র পশ্চাদ্গামী লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, জয় ২ দায়ূদের সন্তান; যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য; ঊর্দ্ধলোকে জয় ২ কার হউক। ১০ এই রূপে তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করিলে সমুদয় নগর সংক্ষুব্ধ হইল, এবং সকলে কহিল, উনি কে? ১১ তাহাতে সমাগত লোকেরা উত্তর করিল, উনি সেই ভাববাদী, অর্থাৎ গালীলের নাসরৎ নগরীয় যীশু।

১২ পরে যীশু ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যত লোক মন্দিরের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, সেই সকলকে বাহির করিলেন, এবং বণিক্দিগের মুদ্রার আসন ও কপোতব্যবসায়িদিগের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। ১৩ আর তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে, "আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ বলিয়া বিখ্যাত হইবে"; কিন্তু তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিলা। ১৪ তদনন্তর অন্ধ খঞ্জ লোকেরা মন্দিরে তাঁহার নিকটে আইলে তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ১৫ কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল এবং "জয় ২ দায়ূদের সন্তান", বলিয়া মন্দিরে উচ্চধ্বনিকারি বালকদিগকে দেখিয়া বিরক্ত হইল; ১৬ এবং তাঁহাকে কহিল, ইহারা যাহা বলে, তাহা কি তুমি শুনিতেছ? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হাঁ, তোমরা কি কখন এই বাক্য পাঠ কর নাই, যথা, "তুমি বালক ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখহইতে "স্তব রচনা করিয়াছ"? ১৭ পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে বৈথনিয়াতে গিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন।

১৮ অপর প্রাতঃকালে আবার নগরে যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। ১৯ তাহাতে পথের পার্শ্বে একটা ডুম্বুরবৃক্ষ দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া পত্র ব্যতিরেকে আর কিছুমাত্র পাইলেন না। পরে তাহাকে কহিলেন, অদ্যাবধি আর কখনো তোমাতে ফল না ধরুক; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল। ২০ পরে শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া কহিল, আঃ! ডুম্বুরবৃক্ষটা কেমন শীঘ্র শুষ্ক হইল! ২১ তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যদি সন্দেহ না করিয়া বিশ্বাস কর, তবে কেবল ডুম্বুরবৃক্ষের প্রতি এই রূপ করিতে পারিবা তাহা নয়, কিন্তু এই পর্ব্বতকে "সরিয়া সমুদ্রে পড়", বলিলে তাহাও সফল হইবে। ২২ এবং প্রার্থনাক্রমে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, সে সকলই পাইবা।

২৩ অনন্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিবার সময়ে তাঁহার নিকটে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? আর কে তোমাকে এমন ক্ষমতা দিয়াছে? ২৪ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা যদি তাহার উত্তর দেও, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ২৫ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথাহইতে হইয়াছিল? স্বর্গহইতে কি মনুষ্যহইতে? তখন তাহারা পরস্পর এমন তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল, যদি বলি, স্বর্গহইতে, তাহা হইলে সে আমাদিগকে কহিবে, তবে তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? ২৬ আর যদি বলি, মনুষ্যহইতে, তবে লোকসমূহকে ভয় করি, কেননা সকলেই যোহনকে ভাববাদী বলিয়া মানে। ২৭ অতএব তাহারা উত্তর করিয়া যীশুকে কহিল, আমরা জানি না। তখন তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

২৮ কিন্তু তোমাদের কেমন বোধ হয়? কোন মনুষ্যের দুই পুত্র ছিল; সে একের নিকটে গিয়া কহিল, বৎস, যাও, অদ্য আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। ২৯ তাহাতে সে কহিল, আমার ইচ্ছা নাই; তথাপি পরে অনুতাপ করিয়া গমন করিল। ৩০ অনন্তর সে দ্বিতীয় পুত্রের নিকটে গিয়া তদ্মত কহিল; তাহাতে সে উত্তর করিল, যে আজ্ঞা, মহাশয়; কিন্তু গেল না। ৩১ এই দুই জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করিল? তাহারা কহিল, প্রথম পুত্র। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করণে করগ্রাহক ও বেশ্যাগণ তোমাদের অগ্রগামী হইতেছে। ৩২ কেননা যোহন্ তোমাদের নিকটে ধার্ম্মিকতারূপ পথে আইলে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস করিলা না, কিন্তু করগ্রাহক ও বেশ্যাগণ তাহাতে বিশ্বাস করিল; তাহা দেখিয়া তোমরা তাহাতে বিশ্বাস করণার্থে পরে অনুতাপও করিলা না।

৩৩ আর এক দৃষ্টান্ত শুন; এক জন গৃহস্থ দ্রাক্ষার উদ্যান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিলেন, ও তন্মধ্যে দ্রাক্ষা পেষণার্থ কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; পরে কৃষকদিগকে উদ্যান জমা দিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। ৩৪ তদনন্তর ফলের সময় উপস্থিত হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্যে কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫ কিন্তু কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকে প্রহার ও কাহাকে বধ ও কাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। ৩৬ পুনশ্চ তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাস প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাহাদেরও সহিত সেই মত ব্যবহার করিল।

৩৭ অবশেষে তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে, বলিয়া তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ৩৮ কিন্তু ঐ কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, উনি উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা উহাঁকে বধ করিয়া উহাঁর অধিকার হস্তগত করি। ৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। ৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষকদিগকে কি করিবেন? ৪১ তাহারা উত্তর করিল, সেই দুরাত্মাদিগকে দুরন্তরূপে নষ্ট করিবেন, এবং যাহারা সময়ানুক্রমে তাঁহাকে ফল দিবে, এমত অন্য কৃষকদিগকে সেই ক্ষেত্র দিবেন। ৪২ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কখন কি এই শাস্ত্রীয় বচন পাঠ কর নাই? যথা, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর "অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর "হইয়া উঠিল; তাহা প্রভুহইতে হইয়াছে, এবং "আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" ৪৩ অতএব আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকটহইতে ঈশ্বরের রাজ্য নীত হইয়া তাহার [উপযুক্ত] ফলে ফলবান অন্য জাতিকে দত্ত হইবে। ৪৪ আর ঐ প্রস্তরের উপরে যে ব্যক্তি পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু যাহার উপরে সেই প্রস্তর পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ৪৫ তখন প্রধান যাজকেরা ও ফরীশিরা তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্তকথা শুনিলে পর, তিনি তাহাদের উদ্দেশে কহিলেন, ইহা বুঝিল, ৪৬ এবং তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সমাগত লোকদিগকে ভয় করিল, কেননা লোকেরা তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।

২২ অধ্যায়।

১ তদুত্তরে যীশু পুনর্ব্বার দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে কহিলেন, ২ স্বর্গরাজ্য এমন এক জন রাজার সদৃশ, যিনি আপন পুত্রের বিবাহোৎসব করিলেন। ৩ সেই বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ডাকিতে তিনি আপন দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে অসম্মত হইল। ৪ তাহাতে রাজা পুনশ্চ অন্য দাসদিগকে ইহা কহিয়া প্রেরণ করিলেন, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কহ, দেখ, আমি নিজ ভোজ প্রস্তুত করিয়াছি, আমার বলদাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল মারা হইয়াছে; সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা বিবাহোৎসবে আইস। ৫ তথাচ তাহারা অবহেলা করিয়া কেহ আপন ক্ষেত্রে ও কেহ বা আপন ব্যাপারে চলিয়া গেল। ৬ অবশিষ্ট সকলে তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া অপমান করিয়া বধ করিল। ৭ ইহা শুনিয়া সেই রাজা ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং আপন সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া ঐ হত্যাকারিদিগকে নষ্ট ও তাহাদের নগর দগ্ধ করিলেন। ৮ পরে তিনি আপন দাসদিগকে কহিলেন, বিবাহের ভোজ প্রস্তুত আছে, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা অযোগ্য ছিল; ৯ অতএব তোমরা রাজপথের সংযোগস্থানে গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবাহের নিমন্ত্রণ কর। ১০ তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাতে অভ্যাগত লোকেতে বিবাহের [বাটী] পরিপূর্ণ হইল। ১১ পরে রাজা অভ্যাগত সকলকে সন্দর্শন করিতে ভিতরে আসিয়া সেই স্থানে বিবাহবস্ত্রহীন এক মানুষকে দেখিয়া ১২ তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, তুমি কেমন করিয়া বিবাহবস্ত্র বিনা এ স্থানে প্রবেশ করিলা? তাহাতে সে নিরুত্তর হইল। ১৩ তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহিলেন, উহাকে হস্তচরণে বাঁধিয়া বহিঃস্থ অন্ধকারে নিক্ষেপ কর, সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে। ১৪ কেননা অনেকে আহূত, কিন্তু অল্প মনোনীত।

১৫ তখন ফরীশিরা যাইয়া তাঁহাকে কোন মতে বাক্যের ফাঁদে ফেলিতে পারে, এমত মন্ত্রণা করিল। ১৬ পরে হেরোদীয় লোকদের সহিত আপনাদের শিষ্যগণদ্বারা তাঁহাকে ইহা কহিয়া পাঠাইল, হে গুরো, আমরা জানি, আপনি সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন, কাহারও ভয় রাখেন না, বস্তুতঃ আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না। ১৭ অতএব আমাদিগকে বলুন, কৈসরকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? এ বিষয়ে আপনকার মত কি? ১৮ কিন্তু যীশু তাহাদের খলতা বুঝিয়া কহিলেন, অরে কপটিরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? সেই করদানের মুদ্রা আমাকে দেখাও। ১৯ অনন্তর তাহারা তাঁহার নিকটে একটি দীনার আনিলে ২০ তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? ২১ তাহারা বলিল, কৈসরের। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। ২২ এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

২৩ সেই দিবসে সদ্দূকিরা, অর্থাৎ পুনরুত্থান হয় না, এই কথা যাহারা বলে, তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ২৪ হে গুরো, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে, ইহা মোশি আজ্ঞা করিয়াছেন। ২৫ কিন্তু আমাদের মধ্যে সপ্ত জন ভ্রাতা ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বিবাহ করিয়া মরিল, এবং নিঃসন্তান হওয়াতে আপন ভ্রাতার জন্যে নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া গেল। ২৬ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি সপ্তম জন পর্য্যন্ত তদ্রূপ করিল। ২৭ সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল। ২৮ অতএব পুনরুত্থান সময়ে ঐ সপ্ত জনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহে-

তুক সকলেই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ২৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, শাস্ত্র সকল এবং ঈশ্বরের প্রভাব না বুঝিয়া তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ। ৩০ কেননা উত্থানের পর লোকেরা বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, কিন্তু স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে। ৩১ পরন্তু মৃতদের উত্থান বিষয়ে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি কি তোমরা পাঠ কর নাই? ৩২ যথা, "আমি অব্রাহামের "ঈশ্বর, ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর।" ঈশ্বর যিনি তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন, জীবিত লোকদের [ঈশ্বর আছেন]। ৩৩ এ কথা শুনিয়া সমাগত লোকেরা তাঁহার উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল।

৩৪ [এই রূপে] তিনি সদ্দূকিদিগকে নিরুত্তর করিলেন, ইহা শুনিয়া ফরীশিরা একত্র হইল। ৩৫ পরে তাহাদের মধ্যে এক জন ব্যবস্থাবেত্তা তাঁহার পরীক্ষা করত জিজ্ঞাসা করিল, ৩৬ হে গুরো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ? ৩৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, "তুমি আপন সমস্ত অন্তঃকরণ "ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তদ্বারা আপন ঈশ্বর "প্রভুকে প্রেম কর," ৩৮ এই প্রথম ও মহৎ আজ্ঞা। ৩৯ আর দ্বিতীয়টী ইহার সদৃশ, যথা, "তুমি আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম "কর।" ৪০ এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থার ও ভাববাদিগ্রন্থের ভার আছে।

৪১ অনন্তর ফরীশিরা একত্রীভূত হইলে যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৪২ খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান? তাহারা উত্তর করিল, দায়ূদের সন্তান। ৪৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে দায়ূদ কি প্রকারে আত্মার আবেশে তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলেন? ৪৪ যথা, "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, "আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদ- "পীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে "বৈস।" ৪৫ অতএব দায়ূদ্‌ যদি তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলেন, তবে তিনি কি প্রকারে তাঁহার সন্তান হইতে পারেন? ৪৬ তখন কেহ তাঁহাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর সেই দিবসাবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না।

২৩ অধ্যায়।

১ তখন যীশু সমাগত লোকদিগকে ও নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন, ২ শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও ফরীশিরা মোশির আসনে বসিয়া আছে; ৩ অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা২ আজ্ঞা করে, তাহা পালন করিও এবং মানিও; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না; কেননা তাহারা বলে, কিন্তু করে না। ৪ ফলতঃ তাহারা দুর্ব্বহ গুরুতর বোঝা বান্ধিয়া মনুষ্যদের স্কন্ধের উপরে অর্পণ করে; কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরাইতে সম্মত হয় না; ৫ কেবল লোক দেখান সমস্ত কর্ম্ম করে; এবং প্রশস্ত কবচ ও বস্ত্রে দীর্ঘ২ থোপ ধারণ করে; ৬ আর ভোজে প্রধান২ স্থান ও সমাজগৃহে প্রধান২ আসন, ৭ এবং হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ, এবং লোকদ্বারা রব্বি বলিয়া সম্ভাষণ, এই সকলি ভাল বাসে। ৮ কিন্তু তোমরা রব্বি বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, যেহেতুক তোমাদের একই গুরু খ্রীষ্ট, এবং তোমরা সকলে [পরস্পর] ভ্রাতা। ৯ আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না, কেননা তোমাদের একই পিতা সেই স্বর্গবাসী। ১০ তোমরা আচার্য্য নামে সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের একই আচার্য্য খ্রীষ্ট। ১১ এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হইবে। ১২ আর যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১৩ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাক; বস্তুতঃ আপনারাও তন্মধ্যে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে উদ্যত, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দেও না। ১৪ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা বিধবাদিগের বাটী গ্রাস করিয়া ছলেতে দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া থাক; এই কারণ বিচারে ঘোরতর দণ্ড পাইবা। ১৫ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা এক জনকে যিহূদিমতাবলম্বী করিতে তোমরা জলস্থল পরিভ্রমণ করিয়া থাক, এবং যে হয় তাহাকে আপনাদিগের অপেক্ষা দ্বিগুণ নারকী করিয়া থাক। ১৬ হে অন্ধ পথপ্রদর্শক সকল, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা বলিয়া থাক, প্রাসাদের দিব্য করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু যে জন প্রাসাদস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে বদ্ধ হইল। ১৭ হে মূঢ় ও অন্ধ সকল, বল দেখি, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, কিম্বা সেই স্বর্ণের পবিত্রকারি প্রাসাদ? ১৮ আরও বলিয়া থাক, যজ্ঞবেদির দিব্য করিলে কিছুই হয় না, কিন্তু যে জন তদুপরিস্থ নৈবেদ্যের দিব্য করিল, সে বদ্ধ হইল। ১৯ হে মূঢ় ও অন্ধ সকল, বল দেখি, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ? নৈবেদ্য, কিম্বা সেই নৈবেদ্যের পবিত্রকারি যজ্ঞবেদি? ২০ যে জন যজ্ঞবেদির দিব্য করিল, সে তো বেদির ও তদুপরিস্থ সমস্তের দিব্য করিল। ২১ এবং যে প্রাসাদের দিব্য করিল, সে প্রাসাদের ও তন্নিবাসির দিব্য করিল। ২২ এবং যে স্বর্গের দিব্য করিল, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং তদুপবি-

ষ্টেরও দিব্য করিল। ২৩ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা পোদিনার ও মহুরীর ও জীরার দশমাংশ দিয়া থাক; কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয় যে ন্যায়বিচার ও দয়া ও বিশ্বাস এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছ; এ সকল পালন করা এবং উহাও পরিত্যাগ না করা তোমাদের উচিত ছিল। ২৪ হে অন্ধ পথপ্রদর্শকেরা, তোমরা মশাকে ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উষ্ট্রকে গ্রাস করিয়া থাক। ২৫ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ শুচি করিয়া থাক, কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ দৌরাত্ম্য ও অন্যায়েতে পরিপূর্ণ থাকে। ২৬ হে অন্ধ ফরীশি লোক, অগ্রে পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের অন্তর্ভাগ শুচি কর, তাহাতে তাহার বহির্ভাগও শুচি হইবে। ২৭ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা শুক্লীকৃত কবরের তুল্য; ফলতঃ তাহার বহির্ভাগ দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু অন্তর্ভাগ শবের অস্থিতে ও সর্ব্বপ্রকার মালিন্যে পরিপূর্ণ। ২৮ তদ্রূপ তোমরাও বাহ্যেতে লোকদের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক বট, কিন্তু অন্তরে কাপট্য ও অধর্ম্মেতে পরিপূর্ণ আছ। ২৯ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা ভাববাদিগণের কবর নির্ম্মাণ করিয়া থাক, এবং ধার্ম্মিকগণের কবরস্থান শোভিত করিয়া থাক, ৩০ আর বলিয়া থাক, আমরা যদি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদিগণের রক্তপাতে তাহাদের সহভাগী হইতাম না। ৩১ ইহাতে তোমরা যে ভাববাদিগণের বধকারিদের সন্তান, এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের সাক্ষ্য দিতেছ। ৩২ তোমরাও আপন পূর্ব্বপুরুষদের পরিমাণ পূর্ণ করিও। ৩৩ রে সর্পেরা ও কালসর্পের বংশ, তোমরা কেমন করিয়া বিচারে নরকদণ্ড এড়াইবা?

৩৪ অতএব দেখ, আমি তোমাদের নিকটে ভাববাদী, বিদ্বান্ ও শাস্ত্রাধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবা ও ক্রুশে আরোপণ করিবা, এবং কাহাকে২ তোমাদের সমাজগৃহে কোড়া মারিবা এবং নগরে২ তাড়না করিবা। ৩৫ এই রূপে ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাতাবধি বেরিখিয়ের পুত্র যে সখরিয়কে তোমরা প্রাসাদের ও হোমবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছ, তাহার রক্তপাত পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদিগেতে বর্ত্তিবে। ৩৬ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই কালের লোকদিগেতে ঐ সকল বর্ত্তিবে। ৩৭ হে যিরূশালেম, হে যিরূশালেম, হে ভাববাদিগণের বধকারিণি, ও আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের প্রস্তরাঘাতকারিণি; যেমন কুক্কুটী আপন শাবক সকলকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার বৎস সকলকে একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না। ৩৮ দেখ, তোমাদের ভবন উচ্ছিন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইবে। ৩৯ কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য, এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পর্য্যন্ত আমাকে আর দেখিতে পাইবা না।

২৪ অধ্যায়।

১ পরে যীশু মন্দিরহইতে বাহির হইয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে মন্দিরের গাঁথনি সকল দেখাইতে নিকটে আইল। ২ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি এই সকল দেখ না? আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে।

৩ অপর তিনি জৈতুন পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল ঘটনা কবে হইবে? আর আপনকার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। ৪ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে না ভুলাউক। ৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং আমি খ্রীষ্ট, আমি খ্রীষ্ট, ইহা বলিয়া অনেক লোককে ভুলাইবে। ৬ এবং তোমরা সংগ্রামের কথা ও যুদ্ধের জনশ্রুতি শুনিবা; সাবধান, তাহাতে ব্যাকুল হইও না; কেননা এ সকল অবশ্য ঘটিবে, কিন্তু তখনও পরিণাম হইবে না। ৭ আর জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে২ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও ভূমিকম্প হইবে। ৮ এই সকল যাতনার উপক্রম।

৯ সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ ভোগ করাইতে তোমাদিগকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে, এবং বধও করিবে; আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সর্ব্বজাতীয় লোকের ঘৃণাস্পদ হইবা। ১০ এবং তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, ও এক জন অন্য জনকে ধরাইয়া দিবে ও দ্বেষ করিবে। ১১ আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে। ১২ এবং অধর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। ১৩ কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। ১৪ আর সর্ব্বজাতীয় লোকের প্রতি সাক্ষ্য হইবার নিমিত্তে রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে, তদনন্তর পরিণাম হইবে।

[15] অতএব যে ধ্বংসকারি ঘৃণার্হ বস্তু দানিয়েল্ ভাববাদিদ্বারা উক্ত আছে, তাহা যখন পুণ্যস্থানে দণ্ডায়মান দেখিবা,—যে জন পাঠ করে সে বুঝুক.—[16] তখন যাহারা যিহূদিয়া দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক; [17] এবং যে কেহ ছাতের উপরে থাকে সে গৃহহইতে কোন বস্তু লইবার জন্যে নীচে না নামুক; [18] আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সেও বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। [19] কিন্তু সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে। [20] আর তোমাদের পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে যেন না হয়, এই প্রার্থনা কর। [21] কেননা তৎকালে যাদৃশ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, তাদৃশ ক্লেশ জগতের আরম্ভাবধি এই সময় পর্য্যন্ত কখনো হয় নাই এবং কখনো হইবেও না। [22] আর সেই দিনের সংখ্যা যদি ন্যূন না করা যায়, তবে কোন প্রাণির রক্ষা সম্ভবে না; কিন্তু মনোনীত লোকদের জন্যে সেই দিনের সংখ্যা ন্যূন করা যাইবে।

[23] আর দেখ, খ্রীষ্ট এই স্থানে আছেন, কিম্বা ঐ স্থানে আছেন, সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে এমন কথা কহে, তবে তাহাতে প্রত্যয় করিও না। [24] কেননা অনেক ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া এমন মহৎ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিবে, যে যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীত লোকদিগেরও ভ্রান্তি জন্মাইবে। [25] দেখ, আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে জানাইলাম। [26] অতএব দেখ, তিনি প্রান্তরে আছেন, এমত কথা কেহ কহিলে বাহিরে গমন করিও না; কিম্বা দেখ, তিনি অন্তরাগারে আছেন, ইহা বলিলে প্রত্যয় করিও না। [27] বস্তুতঃ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিগ্‌হইতে নির্গত হইবামাত্র পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্ত্রেরও আগমন হইবে। [28] কেননা যে স্থানে শব থাকে সেই স্থানে গৃধ্র সকল একত্র হয়।

[29] আর তাৎকালিক ক্লেশের অব্যবহিত পরে সূর্য্য অন্ধকার হইবে এবং চন্দ্র নিজ জ্যোৎস্না দিবে না, এবং আকাশহইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে ও গগনমণ্ডলের বাহিনী সকল বিচলিত হইবে। [30] তখন আকাশমধ্যে মনুষ্যপুত্ত্রের অভিজ্ঞান দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিবে, এবং প্রভাবে ও মহাপ্রতাপে বেষ্টিত মনুষ্যপুত্ত্রকে আকাশীয় মেঘরথে আসিতে দেখিবে। [31] তখন তিনি মহাশব্দকারী তূরীবাদ্যের সহিত আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিগহইতে তাঁহার মনোনীত লোকদিগকে আনিয়া একত্র করিবেন।

[32] পরন্তু ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ; তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র নির্গত করিলে তোমরা জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; [33] তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই তিনি সন্নিকট, [হাঁ,] দ্বারে উপস্থিত, ইহা জানিও। [34] আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ না হইতে সে সকল ঘটিবে। [35] গগনের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।

[36] আর সেই দিবসের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, কেবল আমার পিতা তাহা জানেন। [37] কিন্তু নোহের বর্ত্তমান সময় যেরূপ ছিল, মনুষ্যপুত্ত্রের আগমন সময়ও তদ্রূপ হইবে। [38] ফলতঃ জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালে জাহাজে নোহের প্রবেশ করণ দিন পর্য্যন্ত লোকেরা যেমন ভোজন পান এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ দেওন, এই ২ কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল, [39] এবং যাবৎ বন্যা আসিয়া সকলকে [ভাসাইয়া] না লইয়া গেল, তাবৎ জ্ঞান পাইল না, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্ত্রের আগমন হইবে। [40] তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিলে এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে; [41] দুই স্ত্রী যাঁতা পিষিলে এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে।

[42] অতএব তোমরা জাগ্রৎ থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা জান না। [43] কিন্তু ইহা জানিও, যে কোন্ প্রহরে চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিত, তবে জাগ্রৎ থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। [44] অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ডে তোমাদের অসম্ভব বোধ হয়, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্ত্র আগমন করিবেন।

[45] পরন্তু এমন বিশ্বাস্য ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাহাকে তাহার প্রভু নিজ পরিজনকে সময়ানুক্রমে খাদ্য দিবার জন্যে তাহাদের অধ্যক্ষ করিয়াছেন? [46] ধন্য সেই দাস যাহাকে প্রভু আসিয়া এমন কর্ম্মে নিবিষ্ট দেখিবেন। [47] আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। [48] কিন্তু আমার প্রভুর আগমনের বিলম্ব আছে, মনে ২ ইহা বলিয়া [49] সেই দুষ্ট দাস যদি আপন সহদাসদিগকে মারিতে এবং মত্ত লোকদের সঙ্গে ভোজন পান করিতে প্রবৃত্ত হয়, [50] তবে যে দিবসে সে প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, এবং যে দণ্ড সে না জানিবে, এমন সময়ে সেই দাসের প্রভু আসিবেন; [51] আর তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কপটিবর্গের মধ্যে তাহার অংশ নিরূপণ করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।

২৫ অধ্যায়।

১ তখন স্বর্গরাজ্য এমত দশ কন্যার সদৃশ হইবে, যাহারা আপন২ প্রদীপ লইয়া বরের প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে গেল। ২ তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন সুবুদ্ধি, আর পাঁচ জন নির্বুদ্ধি ছিল। ৩ যাহারা নির্বুদ্ধি, তাহারা আপন২ প্রদীপ লইয়া সঙ্গে তৈল লইল না; ৪ কিন্তু সুবুদ্ধিরা আপন২ প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তৈল লইল। ৫ পরে বর বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে২ নিদ্রান্বিতা হইল। ৬ অনন্তর অর্দ্ধরাত্র সময়ে, ঐ দেখ, বর আসিতেছেন, তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহির হও, এমন উচ্চরব হইল। ৭ তাহাতে সে সকল কন্যা উঠিয়া আপন২ প্রদীপ সাজাইল। ৮ তখন নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে বলিল, তোমরা আপনাদের তৈলহইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে। ৯ কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিয়া কহিল, তাহা হইবে না, তোমাদের ও আমাদের জন্যে কখন কুলাইবে না; তোমরা বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্যে ক্রয় কর। ১০ অপর তাহারা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আইলেন; তাহাতে যাহারা প্রস্তুতা ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল; পরে দ্বার বন্ধ হইল। ১১ শেষে অন্য সকল কন্যাও আসিয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিউন। ১২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি আমি তোমাদিগকে চিনি না। ১৩ অতএব জাগ্রৎ থাক; কারণ মনুষ্যপুত্র কোন্ দিবসে ও কোন্ দণ্ডে আসিবেন, তাহা তোমরা জান না।

১৪ বস্তুতঃ বিদেশে যাত্রা করিতে উদ্যত কোন ব্যক্তি যেন আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৫ তিনি এক জনকে পাঁচ তোড়া ও অন্য জনকে দুই তোড়া, এবং আর এক জনকে এক তোড়া, যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহাকে তদনুসারে দিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। ১৬ তখন যে জন পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে গিয়া তাহাদ্বারা বাণিজ্য করিয়া আর পাঁচ তোড়া বৃদ্ধি করিল। ১৭ এবং যে জন দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই তোড়া লাভ করিল। ১৮ কিন্তু যে ব্যক্তি এক তোড়া পাইয়াছিল, সে গিয়া মৃত্তিকাতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল। ১৯ অনন্তর দীর্ঘকালের পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকটহইতে লেখা যোখা লইলেন। ২০ তখন যে ব্যক্তি পাঁচ তোড়া পাইয়াছিল, সে উপস্থিত হইয়া অন্য পাঁচ তোড়াও আনিয়া কহিল, হে প্রভো। আপনি আমার নিকটে পাঁচ তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, তাহা ছাড়া আর পাঁচ তোড়া লাভ করিলাম। ২১ তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, ধন্য উত্তম বিশ্বাস্য দাস; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; আমি তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর আনন্দের ভাগী হও। ২২ পরে যে ব্যক্তি দুই তোড়া পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি আমার নিকটে দুই তোড়া সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, তাহা ছাড়া আর দুই তোড়া লাভ করিলাম। ২৩ তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, ধন্য উত্তম বিশ্বাস্য দাস; অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; আমি তোমাকে বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ করিব; তুমি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর আনন্দের ভাগী হও। ২৪ পরে যে জন এক তোড়া পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমি জানিলাম, তুমি উগ্রস্বভাব লোক; যে স্থানে বুন নাই সে স্থানে কাটিয়া থাক, ও যে স্থানে ছড়াও নাই সেই স্থানে কুড়াইয়া থাক। ২৫ অতএব আমি ভীত হইয়া যাইয়া তোমার তোড়া ভূমিমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দেখ, তোমার যাহা তাহা লও। ২৬ তখন তাহার প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, অরে দুষ্ট অলস দাস, আমি যে স্থানে বুনি নাই সে স্থানে কাটি, এবং যে স্থানে ছড়াই নাই সেই স্থানে কুড়াই, ইহা নাকি জানিয়াছিলা? ২৭ তবে বণিক্দের হস্তে আমার টাকা সমর্পণ করা তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমিই আসিয়া বৃদ্ধির সহিত আমার টাকা পাইতাম। ২৮ অতএব ইহার নিকটহইতে ঐ তোড়া লও, এবং যাহার দশ তোড়া আছে, তাহাকে দেও। ২৯ কেননা যাহার আছে এমন প্রত্যেক জনকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। ৩০ আর তোমরা ঐ অনুপযোগি দাসকে লইয়া বহিঃস্থ অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে।

৩১ যখন মনুষ্যপুত্র তাবৎ পবিত্র দূতগণকে সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। ৩২ এবং যাবতীয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে পালরক্ষক যেমন ছাগহইতে মেষ সকলকে ভিন্ন২ করে, তদ্রূপ তিনিও তাহাদের একহইতে অন্যকে পৃথক্ করিয়া ৩৩ মেষগণকে আপনার দক্ষিণ দিগে, এবং ছাগ সকলকে বাম দিগে রাখিবেন। ৩৪ পরে রাজা আপনার দক্ষিণ দিগে স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদপাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্যে প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকার গ্রহণ কর। ৩৫ কেননা

আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দিয়াছ, পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দিয়াছ, অতিথি হইলে আশ্রয় দিয়াছ; ৩৬ বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাইয়াছ, পীড়িত হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ করিয়াছ, কারাগারস্থ হইলে আমার নিকটে আসিয়াছ। ৩৭ তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিবে, হে প্রভো, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছি? কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছি? ৩৮ কবে বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছি? কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছি? ৩৯ কবে বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার নিকটে গিয়াছি? ৪০ তখন রাজা প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ। ৪১ পশ্চাৎ তিনি বাম দিগে স্থিত লোকদিগকে কহিবেন, অরে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকটহইতে দূর হইয়া শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্যে যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও। ৪২ কেননা আমি ক্ষুধিত হইলে তোমরা আমাকে আহার দেও নাই, পিপাসিত হইলে পেয় দ্রব্য দেও নাই, ৪৩ অতিথি হইলে আশ্রয় দেও নাই, বস্ত্রহীন হইলে বস্ত্র পরাও নাই, পীড়িত ও কারাগারস্থ হইলে আমার তত্ত্বাবধারণ কর নাই। ৪৪ তখন তাহারাও উত্তর করিবে, হে প্রভো, কোন্ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার সেবা করি নাই? ৪৫ তখন তিনি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিবেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের মধ্যে কোন এক জনের প্রতি যাহা কর নাই, তাহা আমারই প্রতি কর নাই। ৪৬ পরে ইহারা অনন্ত দণ্ড, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবন [ভোগ করিতে] যাইবে।

২৬ অধ্যায়।

১ এই সকল প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিলে পর যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ২ তোমরা জান, আর দুই দিনের পরে নিস্তারপর্ব্ব হইবে, তখন মনুষ্যপুত্ত্র ক্রুশারোপিত হইবার জন্যে সমর্পিত হইবেন। ৩ তৎকালে প্রধান যাজকেরা এবং শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামে মহাযাজকের বাটীতে একত্র হইয়া, ৪ কি ছলে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে পারে, এই মন্ত্রণা করিল। ৫ কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বসময়ে নহে, পাছে প্রজা লোকদের মধ্যে কলহ হয়।

৬ বৈথনিয়াতে কুষ্ঠি শিমোনের গৃহে যীশুর থাকিবার সময়ে ৭ এক স্ত্রী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল আনিল, এবং তিনি ভোজনে বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। ৮ তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া কহিল, এমন অপব্যয় কেন? ৯ ইহা বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা পাইয়া দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। ১০ কিন্তু যীশু তাহা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ স্ত্রীকে কেন দুঃখ দেও? সে তো আমার প্রতি সৎকর্ম্ম করিল। ১১ কেননা তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রেরা সতত থাকে, কিন্তু আমি সতত থাকি না। ১২ বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে ঐ সুগন্ধ তৈল ঢালিয়া দেওয়াতে সে আমার সমাধির উপযোগি কর্ম্ম করিল। ১৩ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে উহার স্মরণার্থে উহার এই কর্ম্মের কথাও কহা যাইবে।

১৪ অপর দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা নামে এক জন প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, ১৫ আমি তাঁহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলে আমাকে কি দিতে সম্মত হইবা? তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়া দিল। ১৬ তৎকালাবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৭ অনন্তর মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার নিমিত্তে আমরা কোথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? ১৮ তখন তিনি কহিলেন, তোমরা নগরে অমুক ব্যক্তির নিকটে যাইয়া বল, গুরু কহিতেছেন, আমার কাল সন্নিকট; আমি শিষ্যগণের সহিত তোমার গৃহে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিব। ১৯ তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর আদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া নিস্তার পর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল। ২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ [শিষ্যের] সহিত ভোজে বসিলেন। ২১ আর ভোজনকালে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে। ২২ তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে প্রভো, সে কি আমি? ২৩ তিনি উত্তর করিলেন, আমার সঙ্গে যে জন ভোজনপাত্রে হস্ত ডুবাইল, সেই আমাকে সমর্পণ করিবে। ২৪ আর মনুষ্যপুত্ত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি প্রয়াণ করিতেছেন; কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্ত্র সমর্পিত হন, সে সন্তাপের পাত্র; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল হইত। ২৫ তখন যে যিহূদা তাঁহাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত ছিল, সে কহিল, হে রব্বি, সে কি আমি? তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমিই তাহা বলিলা।

২৬ পরে তাঁহাদের ভোজন সময়ে যীশু রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, ইহা আমার শরীর। ২৭ পরে তিনি পান-পাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহাতে পান কর; ২৮ কারণ ইহা আমার রক্ত অর্থাৎ নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা পাপমোচনের নিমিত্তে অনেকের জন্যে পাতিত হয়। ২৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে দিনে আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে নূতন দ্রাক্ষারস পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনো পান করিব না। ৩০ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিলেন।

৩১ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবা; কেননা লেখা আছে, "আমি পালরক্ষককে আঘাত "করিব, তাহাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া "যাইবে।" ৩২ কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব। ৩৩ পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদ্যপি সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, তথাপি আমি পাইব না। ৩৪ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা। ৩৫ তাহাতে পিতর কহিল, যদ্যপি আপনকার সহিত মরিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমে আপনাকে অস্বীকার করিব না। এবং তদনুসারে সকল শিষ্য কহিল।

৩৬ পরে যীশু শিষ্যদের সহিত গেৎশিমানী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যাবৎ ঐ স্থানে গিয়া প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এ স্থানে বসিয়া থাক। ৩৭ পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দুঃখার্ত্ত ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ৩৮ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এই স্থানে থাকিয়া আমার সঙ্গে জাগিয়া রহ। ৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে২ কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক। ৪০ অনন্তর তিনি ঐ শিষ্যদিগের নিকটে আইলেন, এবং তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, এ কি? এক ঘন্টাও আমার সঙ্গে জাগিতে কি তোমাদের শক্তি ছিল না? ৪১ জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর, পাছে পরীক্ষাতে পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। ৪২ পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই রূপ প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, পান না করিলে যদি এ পাত্র আমার নিকটহইতে দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছামত হউক। ৪৩ অনন্তর তিনি আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিদ্রাগত দেখিলেন, কেননা তাহাদের চক্ষু ভারী ছিল। ৪৪ পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুনরায় গিয়া তৃতীয় বার পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। ৪৫ পরে শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, তবে তোমরা নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছ? দেখ, সময় উপস্থিত এবং মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। ৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিবে, সে সন্নিকট হইল।

৪৭ তাঁহার এই কথা কহন সময়ে, দেখ, প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকটহইতে দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহূদা এবং তাহার সঙ্গে খড়্গ ও যষ্টিধারি মহাজনতা আইল। ৪৮ আর ঐ বিশ্বাসঘাতক তাহাদিগকে এই সঙ্কেত জানাইয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহাকেই ধরিবা। ৪৯ অতএব সে তৎক্ষণাৎ যীশুর নিকটে যাইয়া, হে রব্বি, নমস্কার বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। ৫০ তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, মিত্র, কি জন্যে আইলা? তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৫১ তাহাতে দেখ, যীশুর সঙ্গিদের মধ্যে এক জন হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার কর্ণটী কাটিয়া ফেলিল। ৫২ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার খড়্গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হইবে। ৫৩ আর আমি এখনই আপন পিতার কাছে নিবেদন করিতে পারি, তাহাতে তিনি আমাকে দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক [স্বর্গীয়] দূতগণ যোগাইবেন, ইহা কি তোমার অসম্ভব বোধ হয়? ৫৪ কিন্তু শাস্ত্রে বলে, এই রূপ ঘটনা আবশ্যক; তবে তাহার উক্তি সকল কিসে সিদ্ধ হইবে?

৫৫ সেই সময়ে যীশু সমাগত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া দস্যু বলিয়া আমাকে কি ধরিতে আইলা? আমি তো উপদেশ দিতে২ প্রতি দিন তোমাদের সঙ্গে মন্দিরে বসিতাম, তখন আমাকে ধরিলা না। ৫৬ কিন্তু ভাববাদিগণের লিখিত বচন যেন সফল হয়, তজ্জন্য এ সকল হইল।

তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৫৭ কিন্তু সেই সকল লোক যীশুকে ধরিয়া কায়াফা নামক মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল, এবং শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ সেই স্থানে একত্র হইল। ৫৮ তখন পিতর মহাযাজকের বাটী পর্য্যন্ত দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন

করিয়া শেষে কি হয়, তাহা দেখিবার জন্যে ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিল।

৫৯ তখন প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ প্রভৃতি সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য পাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। ৬০ অনেক ২ মিথ্যাসাক্ষী আইলেও তাহা পাইল না। অবশেষে দুই জন মিথ্যাসাক্ষী আসিয়া বলিল, ৬১ এই ব্যক্তি কহিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া তিন দিনের মধ্যে পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে পারি। ৬২ তখন মহাযাজক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবা না? তোমার বিপরীতে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? ৬৩ কিন্তু যীশু মৌনী হইয়া রহিলেন। তাহাতে মহাযাজক কহিল, আমি তোমাকে জীবনময় ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট? তাহা আমাদিগকে বল। ৬৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই তাহা বলিলা; পরন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইহার পরে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে প্রভাবের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘে আরূঢ় হইয়া আসিতে দেখিবা। ৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিল, এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আর সাক্ষিতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, তোমরা এই ক্ষণে ইহার মুখে ঈশ্বরনিন্দা শুনিলা। ৬৬ তোমাদের বিবেচনাতে কি হয়? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য। ৬৭ তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিল, এবং অন্যেরা তাঁহাকে প্রহার করিয়া ৬৮ কহিল, রে খ্রীষ্ট, ভাবোক্তিদ্বারা আমাদিগকে বল, কে তোমাকে মারিল?

৬৯ ইতোমধ্যে পিতর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিল, তাহাতে এক দাসী তাহার নিকটে গিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। ৭০ কিন্তু সে সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিল, তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ৭১ অপর সে বহির্দ্বারের নিকটে গেলে আর এক দাসী তাহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এও সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। ৭২ তাহাতে সে দিব্য পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি সেই মানুষকে চিনি না। ৭৩ আর কিঞ্চিৎ কাল পরে দণ্ডায়মান লোকেরা আসিয়া পিতরকে কহিল, অবশ্য তুমিও তাহাদের এক জন, কেননা তোমার ভাষা তোমাকে ব্যক্ত করিতেছে। ৭৪ তখন সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না, তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিল। ৭৫ তাহাতে কুকুড়াডাকের অগ্রে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, এই যে কথা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের মনে পড়িল; তাহাতে সে বাহিরে গিয়া তীব্র রোদন করিল।

২৭ অধ্যায়।

১ অনন্তর প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্তে তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল। ২ পরে তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গিয়া পন্তীয় পীলাত নামক দেশাধ্যক্ষের নিকটে সমর্পণ করিল।

৩ তখন যীশুকে শত্রুহস্তে সমর্পণকারী যিহূদা, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, জানিয়া অনুতাপ করিয়া প্রধান যাজকগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে সেই ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, ৪ নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করাতে আমি পাপ করিয়াছি। তখন তাহারা বলিল, তাহাতে আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝ। ৫ পরে সে ঐ মুদ্রা সকল প্রাসাদের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান করিল, এবং যাইয়া আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল। ৬ পরে প্রধান যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া কহিল, ইহা ভাণ্ডারে রাখা কর্ত্তব্য নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য। ৭ পরে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশিদের সমাধিকার্য্যের নিমিত্তে ঐ টাকা দিয়া কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। ৮ এই জন্যে অদ্যাপি সেই ক্ষেত্রকে রক্তক্ষেত্র বলে। ৯ তখন যিরমিয়াহ ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল হইল, যথা, "তাহারা ইস্রায়েলের সন্তানদের কথাতে "সেই মূল্যবানের যে মূল্য নিরূপণ করিল, তাঁ- "হার সেই মূল্য ঐ ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা ১০ আমার "প্রতি প্রভুর আজ্ঞানুসারে লইয়া কুম্ভকারের "ক্ষেত্রে দিল"।

১১ ইতিমধ্যে যীশু দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে সেই অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমিই তাহা বলিলা। ১২ পরন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে দোষারোপ করিলে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ১৩ তখন পীলাত তাঁহাকে কহিল, ইহারা তোমার বিপক্ষে কত ২ সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা তুমি শুন না? ১৪ তথাপি তিনি তাহার এক কথারও উত্তর করিলেন না; তাহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

১৫ আর দেশাধ্যক্ষের এমন এক রীতি ছিল, যে সেই পর্ব্বে সে জনসমূহের অনুরোধে তাহাদের বাঞ্ছিত এক জন বন্দিকে মুক্ত করিত। ১৬ সেই সময়ে তাহাদের বারাব্বা নামে এক জন প্রসিদ্ধ বন্দি ছিল। ১৭ অতএব তাহারা একত্র হইলে পীলাত তাহাদিগকে কহিল, আমার নিকটে কাহার মুক্তি ইচ্ছা কর? বারাব্বার, কিম্বা খ্রীষ্ট নামে বিখ্যাত যীশুর? ১৮ কেননা তাহারা যে মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিল।

১৯ অপর সে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে

তাহার পত্নী তাহাকে ইহা কহিয়া পাঠাইল, সেই ধার্ম্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; যেহেতুক আমি অদ্য স্বপ্নেতে তাঁহার জন্যে অনেক দুঃখ পাইয়াছি। ২০ কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ বারাব্বাকে চাহিয়া লইতে ও যীশুকে নষ্ট করিতে সমাগত লোকদিগকে প্ররোচনা করিল। ২১ তদুত্তরে দেশাধ্যক্ষ তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে কাহাকে মুক্ত করিব? ২২ তাহারা কহিল, বারাব্বাকে। তখন পীলাত জিজ্ঞাসা করিল, তবে যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, সেই যীশুকে কি করিব? সকলে কহিল, তাহাকে ক্রুশে দেওয়া যাউক। ২৩ তাহাতে দেশাধ্যক্ষ কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল, তাহাকে ক্রুশে দেওয়া যাউক। ২৪ তখন আপনার চেষ্টা বিফল, বরঞ্চ আরও কলহ হইতেছে, ইহা দেখিয়া পীলাত জল লইয়া লোকারণ্যের সাক্ষাতে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কহিল, এই ধার্ম্মিকের রক্তপাতে আমি নির্দ্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝ। ২৫ তাহাতে সকল লোক উত্তর করিল, উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরে বর্ত্তুক। ২৬ তখন সে তাহাদের ইচ্ছামতে বারাব্বাকে মুক্ত করিল, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশারোপণার্থে সমর্পণ করিল।

২৭ পরে দেশাধ্যক্ষের সৈন্যগণ যীশুকে রাজবাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সমুদয় সৈন্যদল একত্র করিল। ২৮ এবং তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখান লোহিতবর্ণ রাজবস্ত্র পরিধান করাইল। ২৯ এবং কন্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল; পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক গাছ নল দিয়া তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া, হে যিহুদীয়দের রাজন্, নমস্কার, ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ৩০ এবং তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। ৩১ এই মতে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর রাজবস্ত্রখানি খুলিয়া পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিতে লইয়া গেল।

৩২ বহির্গমন কালে তাহারা শিমোন্ নামে এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইয়া তাঁহার ক্রুশ বহনার্থে তাহাকে বেগার ধরিল। ৩৩ পরে গল্‌গথা অর্থাৎ কপালের স্থল নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা পানার্থে যীশুকে পিত্তমিশ্রিত অম্লরস দিল; ৩৪ কিন্তু তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া পান করিতে অস্বীকার করিলেন।

৩৫ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিয়া তাঁহার বস্ত্র সকল গুলবাঁটদ্বারা অংশ করিয়া লইল; তাহাতে ভাববাদিদ্বারা কথিত এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করে; "এবং আমার পরিচ্ছদের জন্যে গুলিবাঁট "করে।" ৩৬ পরে তাহারা সে স্থানে বসিয়া তাঁহার প্রহরিকর্ম্ম করিল। ৩৭ এবং তাঁহার মস্তকের উর্দ্ধে তাঁহার দোষের কথা, অর্থাৎ এ যিহুদীয়দের রাজা যীশু, এই কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল। ৩৮ তৎকালে তাঁহার বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্বে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইল।

৩৯ তখন যে ২ লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিল, তাহারা শিরশ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, ৪০ হে প্রাসাদ ভগ্নকারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকারি, আপনাকে রক্ষা কর; তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে ক্রুশহইতে নামিয়া আইস। ৪১ এবং প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা এবং প্রাচীনবর্গও সেই মত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ৪২ ঐ ব্যক্তি অন্য ২ লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ও যদি ইস্রায়েলের রাজা বটে, তবে এখন ক্রুশহইতে নামিয়া আইসুক; তাহাতে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব। ৪৩ ও ঈশ্বরের প্রত্যাশা রাখিত; ঈশ্বর যদি উহাকে ভাল বাসেন, তবে এখন উহাকে নিস্তার করুন; কেননা ও কহিয়াছে, আমি ঈশ্বরেরই পুত্র। ৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইয়াছিল, তাহারাও সেই রূপে তাঁহাকে ধিক্কার দিল।

৪৫ পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমুদয় ভূতল অন্ধকারাবৃত হইল। ৪৬ এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, এলী ২ লামা শবক্তানী, অর্থাৎ "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কি জন্যে "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" ৪৭ তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ ২ সেই কথা শুনিয়া কহিল, ও এলিয়কে ডাকিতেছে। ৪৮ তখন তাহাদের মধ্যে এক জন শীঘ্র দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে অম্লরস ভরিয়া নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে দিল। ৪৯ অন্যেরা কহিল, থাক, এলিয় উহাকে রক্ষা করিতে আইসেন কি না, তাহা দেখি।

৫০ পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৫১ আর দেখ, প্রাসাদের তিরস্করিণী উপরভাগ অবধি নামো পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল, ও ভূমিকম্প হইল, এবং শৈল সকল বিদীর্ণ হইল। ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, তাহাতে অনেক নিদ্রাণ ধার্ম্মিক লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; ৫৩ এবং তাঁহার উত্থাপন হইলে পর তাহারা কবরহইতে বহির্গত হইয়া পুণ্যনগরে প্রবেশ করিয়া অনেক লোককে দর্শন দিল। ৫৪ সেই ভূমিকম্পাদি ঘটনা

দেখিয়া যীশুর প্রহরিকর্ম্মে নিযুক্ত শতপতি ও তাহার সঙ্গিরা বড় ভীত হইয়া কহিল, সত্য, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

[৫৫] পরন্তু যাহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ গালীলহইতে আসিয়াছিল, এমত অনেক স্ত্রীলোক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূরে থাকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল। [৫৬] তাহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম্ এবং যাকোবের ও যোষির মাতা মরিয়ম্, এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিল।

[৫৭] পরে সন্ধ্যা হইলে অরিমাথিয়া নগরের যোষেফ্ নামে যে এক জন ধনি লোক যীশুর শিষ্য ছিল, সে উপস্থিত হইল, [৫৮] এবং পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; তাহাতে পীলাত তাহা দিতে আজ্ঞা করিলে [৫৯] যোষেফ্ দেহটী লইয়া শুচি সরু চাদরে জড়াইয়া [৬০] আপনার নূতন কবরে, যাহা সে শৈলে খুদিয়াছিল, তাহার মধ্যে রাখিল, এবং কবরের দ্বারে একটা বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। [৬১] পরন্তু মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও অন্য মরিয়ম্ সেই স্থানে উপস্থিতা অথচ কবরের সম্মুখে উপবিষ্টা ছিল।

[৬২] পরদিনে অর্থাৎ আয়োজনদিনের পরদিবসে প্রধান যাজকেরা ও ফরীশিরা পীলাতের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, [৬৩] হে প্রভো, সেই প্রবঞ্চক জীবৎকালে কহিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি পুনরায় উঠিব, এ কথা আমাদের স্মরণ হইল; [৬৪] অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর রক্ষা করিতে আজ্ঞা করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা রাত্রিযোগে আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে। [৬৫] পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের নিকটে প্রহরিবর্গ আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা করাও। [৬৬] তাহাতে তাহারা গিয়া সেই প্রস্তরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া প্রহরিবর্গ সহকারে কবর রক্ষা করাইল।

২৮ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর বিশ্রামবারের শেষে সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রভাত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও অন্য মরিয়ম্ কবর দেখিতে আইল। [২] আর দেখ, মহাভূমিকম্প হইল; কেননা প্রভুর দূত স্বর্গহইতে নামিয়া তথায় আসিয়া দ্বারহইতে ঐ প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিলেন। [৩] তাঁহার আভা বিদ্যুতের সদৃশ, এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। [৪] তাঁহার ভয়েতে প্রহরিবর্গ কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল। [৫] সেই দূত ঐ স্ত্রীদিগকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না; কেননা আমি জানি, তোমরা ক্রুশারোপিত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ। [৬] তিনি এ স্থানে নাই; বস্তুতঃ যেমন কহিয়াছিলেন, তেমনি উত্থান করিলেন; আইস, প্রভু যে স্থানে শয়ান ছিলেন, তাহা দর্শন কর। [৭] আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কহ, তিনি মৃতদের মধ্যহইতে উঠিলেন, এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা; দেখ, আমি তোমাদিগকে [এই সকল] কহিলাম। [৮] তাহাতে তাহারা ভয় ও মহানন্দ বশতঃ শীঘ্র কবরহইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল। [৯] শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্যে যাইতেছে, ইতোমধ্যে দেখ, যীশু তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া ভজনা করিল। [১০] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাইয়া আমার ভ্রাতাদিগকে সংবাদ দিয়া গালীলে যাইতে বল; সে স্থানে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে।

[১১] অপর স্ত্রীলোকেরা গমন করিতেছে, ইতোমধ্যে প্রহরিবর্গের কেহ কেহ নগরে উপস্থিত হইয়া যাহা২ ঘটিয়াছে, তাহার সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। [১২] তখন তাহারা প্রাচীনবর্গের সহিত একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে যথেষ্ট মুদ্রা দিল, [১৩] এবং কহিল, তোমরা বল, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিল। [১৪] আর যদিস্যাৎ দেশাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ এই কথার শ্রবণ হয়, তবে আমরাই তাহাকে বুঝাইয়া তোমাদিগকে আশঙ্কাহইতে রক্ষা করিব। [১৫] তখন তাহারা সেই মুদ্রা লইয়া ঐ শিক্ষানুযায়ি কর্ম্ম করিল; তাহাতে যিহূদি লোকদের মধ্যে সেই জনরব ব্যাপিয়া অদ্যাপি রহিয়াছে।

[১৬] পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যাইয়া যীশুর নিরূপিত পর্ব্বতে [উপস্থিত হইল]। [১৭] এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভজনা করিল; কিন্তু কেহ ২ সন্দেহ করিল। [১৮] তখন যীশু তাহাদের নিকটে আসিয়া আলাপ করিয়া কহিলেন, স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। [১৯] অতএব তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য করিয়া পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; [২০] [এবং] আমি তোমাদিগকে যাহা ২ আজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সকলি পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমেন।

মার্কলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। ২ ভাববাদিদের গ্রন্থে এই মত লিপি আছে, "দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ "করিব; সে তোমার অগ্রে পথ পরিষ্কার "করিবে। ৩ প্রান্তরে এই বাক্যপ্রচারক এক "জনের বাণী, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, "তাঁহার মার্গ সকল সরল কর।" ৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইয়া প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে, ও পাপমোচনার্থ মনঃপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম ঘোষণা করিতে লাগিল। ৫ তাহাতে সমস্ত যিহুদিয়া দেশ ও যিরূশালেম নিবাসি সকল লোক তাহার নিকটে গমন করিল, এবং আপন আপন পাপ স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদ্বারা যর্দ্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইল। ৬ সেই যোহন উষ্ট্রের লোমজাত বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত, চর্ম্মপটুকাতে বদ্ধকটি, এবং পঙ্গপাল ও বনমধুভোজী ছিল। ৭ সে ঘোষণা করিয়া কহিত, আমাহইতে শক্তিমান এক ব্যক্তি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন, আমি নত হইয়া তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি। ৮ আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন।

৯ সেই সময়ে যীশু গালীলস্থ নাসরৎহইতে আসিয়া যোহন্দ্বারা যর্দ্দনে বাপ্তাইজিত হইলেন। ১০ পরে ত্বরায় জলহইতে উঠিবার সময়ে গগণ বিদীর্ণ এবং আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিতে দেখিলেন। ১১ আর স্বর্গহইতে এই বাণী হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"

১২ পরে তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে প্রেরণ করিলেন। ১৩ সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, এবং বন্য পশুদের সঙ্গে ছিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

১৪ অনন্তর যোহন্ [কারাগারে] সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বররাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিয়া কহিতে লাগিলেন, ১৫ কাল সম্পূর্ণ হইল, ও ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর।

১৬ অপর গালীলীয় সমুদ্রের তীর দিয়া গমন সময়ে তিনি শিমোনকে ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়কে সমুদ্রে জাল ফেলিতে দেখিলেন, কেননা তাহারা জালিয়া ছিল। ১৭ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারি জালিয়া করিব। ১৮ তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ আপনাদের জাল সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ১৯ সেই স্থানহইতে কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া তিনি সিবদিয়ের পুত্র যাকোব্কে ও তাহার ভ্রাতা যোহন্কে দেখিলেন; তাহারাও নৌকাতে ছিল, এবং জাল সারিতেছিল। ২০ তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ডাকিলেন, তাহাতে তাহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতনজীবিদের সঙ্গে নৌকাতে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

২১ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্রামবারে সমাজগৃহে গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ২২ তাহাতে সকলে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি শাস্ত্রাধ্যাপকগণের ন্যায় উপদেশ না দিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ২৩ তাহাদের সেই সমাজগৃহে অশুচি আত্মাবিষ্ট এক মনুষ্য ছিল; সে চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, ২৪ হে নাসরতীয় যীশু, আমাদিগকে থাকিতে দিউন; আপনকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলেন? আমি আপনাকে চিনি; আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র লোক। ২৫ তখন যীশু তাহাকে ধমকাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহাহইতে বাহির হও। ২৬ পরে সেই অশুচি আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বহির্গত হইল। ২৭ ইহাতে সকলের চমৎকার বোধ হওয়াতে তাহারা পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিল, আঃ! এ কি? এ কেমন নূতন উপদেশ? কেননা উনি ক্ষমতা পূর্ব্বক অশুচি আত্মাদিগকেও আজ্ঞা দেন, এবং তাহারা উহাঁর আজ্ঞাবহ হয়। ২৮ তাহাতে তাঁহার বার্ত্তা শীঘ্র গালীলের চতুর্দ্দিক্স্থ দেশ সমুদয়ে ব্যাপিল।

২৯ সমাজগৃহহইতে বহির্গত হইবামাত্র তাঁহারা যাকোবের ও যোহনের সহিত শিমোনের ও আন্দ্রিয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ৩০ তখন শিমোনের শ্বশ্রূ জ্বরে পীড়িতা হওয়াতে শয্যাগতা ছিল; অতএব তাহারা শীঘ্র তাহার কথা তাঁহাকে জানাইল। ৩১ তাহাতে তিনি নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন। তাহা করিবামাত্র তাহার জ্বর ত্যাগ হইল; পরে সে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

৩২ অনন্তর সন্ধ্যাকালে সূর্য্য অস্ত হইলে লোকেরা পীড়িত ও ভূতগ্রস্ত সকলকে তাঁহার নিকটে

আনিল, ৩৩ এবং নগরের সকল লোক দ্বারে একত্র থাকিল। ৩৪ তাহাতে তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত অনেক২ মনুষ্যকে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক২ ভূতকে ছাড়াইলেন, কিন্তু ভূতদিগকে কথা কহিতে বারণ করিলেন, যেহেতুক তাহারা তাঁহাকে চিনিত। ৩৫ অপর অতি প্রত্যূষে রাত্রি না পোহাইতে তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নির্জ্জন স্থানে যাইয়া প্রার্থনা করিলেন। ৩৬ পরে শিমোন্ ও তাহার সঙ্গিরা তাঁহার পশ্চাৎ গেল। ৩৭ এবং তাঁহাকে পাইয়া কহিল, সকল লোক আপনকার অন্বেষণ করিতেছে। ৩৮ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা প্রস্থান করিয়া নিকটবর্ত্তি সকল গ্রামে যাই, আমি সে স্থানেও ঘোষণা করিব, কেননা তন্নিমিত্তেই নির্গত হইলাম। ৩৯ পরে তিনি তাহাদের গালীলস্থ সকল সমাজগৃহে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিতে ও ভূতগণকে ছাড়াইতে লাগিলেন।

৪০ একদা এক জন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন। ৪১ তাহাতে যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, শুচি হও। ৪২ এই কথা কহিবামাত্র কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িল, এবং সে শুচি হইল। ৪৩ তখন তিনি তাহার বিষয়ে অধৈর্য্য হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া কহিলেন, ৪৪ সাবধান, কাহাকেও কিছু কহিও না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে আপনার শুচি হওনের জন্যে মোশির নিরূপিত নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। ৪৫ কিন্তু সে বাহিরে গিয়া সেই কথা এমন বিস্তাররূপে প্রচার করিতে লাগিল, যে যীশু পুনর্ব্বার প্রকাশরূপে কোন নগরে প্রবেশ করিতে না পারাতে বাহিরে নির্জন স্থানে থাকিলেন; তথায়ও লোকেরা চতুর্দ্দিগ্হইতে তাঁহার নিকটে আসিত।

২ অধ্যায়।

১ কএক দিবস বিলম্বে তিনি পুনর্ব্বার কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে তিনি ঘরে আছেন, এই জনরব হওয়াতে ২ তৎক্ষণাৎ এত লোক তাঁহার নিকটে একত্র হইল, যে দ্বারের চতুর্দ্দিগেও আর স্থান হইল না। আর তিনি তাহাদের প্রতি [ঈশ্বরের] বাক্য কহিতে লাগিলেন।

৩ তখন লোকেরা চারি মনুষ্যদ্বারা এক পক্ষাঘাতিকে বহন করাইয়া তাঁহার নিকটে আনিতেছিল। ৪ কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সমীপে আসিতে না পারাতে যে স্থানে তিনি আছেন, তাহার উপরে ছাত খুলিয়া ছিদ্র করিয়া তাহা দিয়া শয়ান পক্ষাঘাতি মনুষ্যশুদ্ধ খট্টাটী নামাইল। ৫ তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা হইল। ৬ তাহাতে সে স্থানে উপবিষ্ট কএক জন শাস্ত্রাধ্যাপক মনে২ এই রূপ বিতর্ক করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি এমন কথা কেন কহিতেছে? ৭ এ ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছে; একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? ৮ তাহারা অন্তঃকরণে এই রূপ বিতর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে২ এমত বিতর্ক কেন করিতেছ? ৯ তোমার পাপ ক্ষমা হইল, আর, উঠিয়া তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও, এ দুইয়ের মধ্যে এই পক্ষাঘাতিকে কোন্ কথা বলা সহজ? ১০ কিন্তু পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্যে—তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে কহিলেন—১১ তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া গৃহে গমন কর। ১২ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খট্টাটী তুলিয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; এবং সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া, এমন কখনো দেখি নাই, এ কথা কহিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল।

১৩ পরে তিনি পুনর্ব্বার বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন, এবং লোকসমূহ তাঁহার নিকটে আইলে তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ১৪ পরে যাইতে২ আল্ফেয়ের পুত্র লেবিকে করগ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। ১৫ অপর তিনি তাহার গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিলে অনেক২ করগ্রাহক ও পাপি লোক যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল; যেহেতুক অনেকে উপস্থিত অথচ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল। ১৬ কিন্তু তিনি করগ্রাহক ও পাপিগণের সহিত ভোজন করিতেছেন, তাহা দেখিয়া শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, উনি কেন করগ্রাহক ও পাপি লোকদের সহিত ভোজন পান করেন? ১৭ যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে; আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মনঃপরিবর্ত্তনার্থে পাপিদিগকে [আহ্বান করিতে আসিয়াছি]।

১৮ [তৎকালে] যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশিরা উপবাস করিতেছিল। অতএব তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, যোহনের শি-

ষ্যেরা ও ফরীশিদের শিষ্যেরা উপবাস করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? [১৯] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বরযাত্রিদের সঙ্গে যাবৎ বর থাকে, তাবৎ তাহারা কি উপবাস করিতে পারে? তাহাদের সঙ্গে বর যাবৎ থাকে, তাবৎ তাহারা উপবাস করিতে পারে না। [২০] কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে; সেই দিনে তাহারা উপবাস করিবে। [২১] পুরাতন বস্ত্রে কেহ কোরা কাপড়ের তালী সিঙ্গাইয়া দেয় না; দিলে সেই নূতন তালীতে ঐ জীর্ণ বস্ত্র ছিঁড়িয়া যায় এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। [২২] আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস ভরিয়া রাখে না, রাখিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজে কুপা সকল ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, এবং কুপাও নষ্ট হয়; কিন্তু নূতন দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতে রাখা কর্ত্তব্য।

[২৩] আবার তিনি বিশ্রামবারে শস্যের ক্ষেত্র দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা চলিতে২ শিষ ছিঁড়িতে লাগিল। [২৪] ইহাতে ফরীশিরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, তাহা উহারা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে? [২৫] তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গিরা [খাদ্যের] অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা কি কখনো পাঠ কর নাই? [২৬] তিনি অবিয়াথর্ মহাযাজকের বর্ত্তমান কালে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দর্শনীয় রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করিতে নাই, তাহাই ভোজন করিলেন এবং আপন সঙ্গিদিগকেও দিলেন। [২৭] তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তেই হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্তে হয় নাই। [২৮] সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

৩ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সমাজগৃহে প্রবেশ করিলেন; সে স্থানে শুষ্কহস্ত এক মনুষ্য উপস্থিত ছিল। [২] তাহাতে লোকেরা তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করিবার আশাতে, তিনি বিশ্রামবারে তাহাকে সুস্থ করিবেন কি না, ইহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। [৩] তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত মনুষ্যকে কহিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াও। [৪] পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিহিত? ভাল কর্ম্ম কিম্বা মন্দ কর্ম্ম? প্রাণরক্ষা কিম্বা নরহত্যা? [৫] কিন্তু তাহারা নীরব থাকিল। তখন তিনি ক্রোধে চারি দিগে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করণানন্তর তাহাদের হৃদয়ের জড়তাতে দুঃখিত হইয়া সেই মনুষ্যকে কহিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে তাহা বিস্তার করিলে তাহার হস্ত অন্যটীর ন্যায় সুস্থ হইল। [৬] পরে ফরীশিরা বহির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সহিত তাঁহাকে নষ্ট করণার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

[৭] আবার যীশু আপন শিষ্যদের সহিত প্রস্থান করিয়া সমুদ্রের নিকটে গেলেন; তাহাতে গালীল্‌হইতে মহাজনতা তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিল, [৮] এবং যিহুদিয়া ও যিরুশালেম এবং ইদোম ও যর্দ্দনের পারস্থ দেশহইতে [আগত], এবং সোর ও সীদোনের অঞ্চল নিবাসি বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সকল কর্ম্মের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকটে আইল। [৯] তখন জনতা তাঁহাকে ঠেসিয়া না ধরে, এই নিমিত্তে তিনি আপন শিষ্যদিগকে একখান নৌকা আপনার জন্যে নিত্য প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। [১০] কেননা অনেক মনুষ্যকে সুস্থ করাতে লোকেরা তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টাতে ঠেলাঠেলি করিতেছিল। [১১] আর অশুচি আত্মারা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; [১২] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া আপনার পরিচয় দিতে নিষেধ করিতেন।

[১৩] পরে তিনি পর্ব্বতে উঠিয়া আপনি যাহাকে২ ইচ্ছা করিলেন, তাহাকে২ নিকটে ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা তাঁহার কাছে আইল। [১৪] পরে তিনি আপনার সঙ্গে থাকিতে, ও ঘোষণা করিবার জন্যে প্রেরিত হইতে, [১৫] এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি দূর করিবার ও ভূত ছাড়াইবার ক্ষমতা পাইতে দ্বাদশ জনকে নিযুক্ত করিলেন। [১৬] [তাহাদের মধ্যে] তিনি শিমোনকে পিতর [পাষাণ] এই নাম দিলেন, [১৭] এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই দুই জনকে বনেরগশ্ অর্থাৎ মেঘনাদের পুত্র এই নাম দিলেন। [১৮] [অন্য সকলের নাম] আন্দ্রিয় ও ফিলিপ ও বর্থলময় ও মথি ও থোমা, এবং আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয় ও কানানী শিমোন, [১৯] এবং যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল, সেই ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা।

[২০] তদনন্তর তাঁহারা গৃহে আইলে পুনর্ব্বার এমন জনতার সমাগম হইল, যে তাঁহারা আহার করিতেও পারিলেন না। [২১] তাহাতে তাঁহার অন্তরঙ্গ লোকেরা এই সমাচার পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে গমন করিল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইল। [২২] আর যিরুশালেমহইতে আগত শাস্ত্রাধ্যাপকেরা কহিত, বেলসবূব তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই ভূতপতির সাহায্যে সে ভূতদিগকে ছাড়ায়। [২৩] তখন তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা কহিলেন, শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে ছাড়াইতে পারে? [২৪] কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না। [২৫] এবং

কোন কুল যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সেই কুল স্থির থাকিতে পারে না। [২৬] তেমনি শয়তান যদি আপনার বিপক্ষে উঠিয়া ভিন্ন হয়, তবে সেও স্থির থাকিতে পারে না, কিন্তু উচ্ছিন্ন হয়। [২৭] আর অগ্রে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে না বান্ধিলে কেহ তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রব্যাদি লুট করিতে পারে না; কিন্তু বান্ধিলে পর সে তাহার ঘর লুটপাট করিবে। [২৮] আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে। [২৯] কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্ত কালেও ক্ষমা পাইবে না, বরং বিচারে অনন্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে। [৩০] উহার অশুচি আত্মা আছে, তাহাদের এ কথা প্রযুক্ত তিনি এমত কহিলেন।

[৩১] ইতিমধ্যে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। [৩২] তখন তাঁহার চতুর্দ্দিগে জনতা বসিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনকার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ বাহিরে আছে, ও আপনকার অন্বেষণ করিতেছে। [৩৩] তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার মাতা কে? আর আমার ভ্রাতৃগণ বা কে? [৩৪] পরে তিনি আপনার চারি দিগে উপবিষ্ট লোকদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ। [৩৫] কেননা যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

৪ অধ্যায়।

[১] আর বার তিনি সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে অত্যন্ত জনতা একত্র হওয়াতে তিনি নৌকাখানিতে উঠিয়া সমুদ্রের উপরে বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল। [২] তখন তিনি দৃষ্টান্তকথাদ্বারা তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ উপদেশের সময়ে এই কথা কহিলেন, [৩] অবধান কর; দেখ, [এক জন] বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল; [৪] বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। [৫] আর কতক বীজ অল্প মৃত্তিকাযুক্ত পাষাণময় স্থানে পড়িল; তাহাতে অল্প মৃত্তিকাপ্রযুক্ত তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল বটে, [৬] কিন্তু সূর্য্যোদয় হইলে দগ্ধ হইল, এবং তাহার মূল না বসাতে শুষ্ক হইয়া গেল। [৭] আর কতক বীজ কন্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কন্টক সকল বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না। [৮] আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহা প্ররোহণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান ফল উৎপন্ন করিতে লাগিল; এবং কতক ত্রিশ গুণ, ও কতক ষষ্টি গুণ, ও কতক শত গুণ ফল ফলিল। [৯] পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

[১০] পরে নির্জ্জন সময়ে তাঁহার সঙ্গিরা এবং দ্বাদশ শিষ্য তাঁহাকে ঐ দৃষ্টান্তের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। [১১] তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বররাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ বহির্ভূত লোকদের জন্যে সকলই দৃষ্টান্তচ্ছলে [নির্দ্দিষ্ট] হয়। [১২] তাহাতে তাহারা দেখিতে দেখিবে, কিন্তু দেখিতে পাইবে না, এবং শুনিতে শুনিবে, কিন্তু বুঝিতে পাইবে না, পাছে কোন ক্রমে তাহারা মন ফিরাইলে তাহাদের পাপমোচন হয়। [১৩] পরে তিনি কহিলেন, সেই দৃষ্টান্ত কি জান না? এবং কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিবা [তাহা কি জান না]? [১৪] ঐ বীজবাপক বাক্য বপন করে। [১৫] তাহাতে পথের পার্শ্ব এমত লোক, যাহাদের নিকটে বাক্যরূপ বীজ বপন করা যায়, পরে তাহারা শুনিবামাত্র শয়তান আসিয়া তাহাদের হৃদয়ে উপ্ত বাক্য হরণ করিয়া লয়। [১৬] আর তদ্রূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে বীজ পায়, তাহারা এমত লোক, যাহারা ঐ বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রাহ্য করে, [১৭] কিন্তু তাহাদের অন্তরে মূল না বসাতে তাহারা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতুক ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। [১৮] আর যাহারা কন্টকের মধ্যে বীজ পায়, তাহারা এমত লোক, যাহারা বাক্য শুনে বটে, [১৯] কিন্তু এই সংসারের চিন্তা ও ধনমায়া ও অন্যান্য বিষয়ঘটিত অভিলাষ প্রবিষ্ট হইয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। [২০] আর যাহারা উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ পায়, তাহারা এমত লোক, যাহারা বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য করে, এবং কেহ ত্রিশ গুণ, ও কেহ ষষ্টি গুণ, ও কেহ শত গুণ ফল উৎপন্ন করে।

[২১] তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, কাঠার নীচে কিম্বা খাটের নীচে রাখিবার নিমিত্তে কেহ কি প্রদীপ আনে? না দীপাধারের উপরে রাখিবার নিমিত্তে তাহা আনে? [২২] কেননা প্রকাশিত না হইবে এমত গুপ্ত কিছুই নাই; হাঁ, প্রকাশ পাইবার আশয়েই তাহা লুক্কায়িত হইয়াছে। [২৩] যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

[২৪] আরও তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি শুন, তাহার আলোচনা কর; তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্তে পরিমিত হইবে; এবং শ্রবণকারী যে তোমরা, তোমাদিগকে অধিক দত্ত হইবে। [২৫] কারণ যাহার আছে, তাহাকে আরও দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে।

২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য [কি প্রকার? না] যেমন কোন লোক ভূমিতে বীজ বপন করে; ২৭ পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও গাত্রোত্থান করে, ইতিমধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পায়। ২৮ বস্তুতঃ ভূমি আপনা আপনি প্রথমে পত্র, তৎপরে মঞ্জরী, তাহার পর মঞ্জরীর মধ্যে পূর্ণ শস্য উৎপন্ন করে। ২৯ কিন্তু ফল পাকিলে শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাস্ত্যা লাগায়।

৩০ পুনশ্চ তিনি কহিলেন, আমরা ঈশ্বরের রাজ্য কিসের সদৃশ বলিব? এবং কোন্ দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা ব্যক্ত করিব? ৩১ তাহা একটী সর্ষপ বীজের তুল্য; ঐ বীজ মৃত্তিকাতে বপনের সময়ে মৃত্তিকাস্থ যাবতীয় বীজের মধ্যে ক্ষুদ্র; ৩২ কিন্তু উপ্ত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাকহইতে বড় হইয়া উঠে, এবং তাহার এমত বড় ২ শাখা হয়, যে আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার ছায়াতে বাস করিতে পারে।

৩৩ এই প্রকারে অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি তাহাদের শ্রবণশক্ত্যনুসারে তাহাদিগকে বাক্যটী কহিতেন, ৩৪ কিন্তু দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদিগকে কিছুই কহিতেন না; পরে বিজনে শিষ্যদিগকে সমস্তের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন।

৩৫ অপর সেই দিন সন্ধ্যা হইলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা ওপারে যাই। ৩৬ তখন তাহারা সমাগত লোকদিগকে বিদায় করিয়া, তিনি নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন তেমনি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল; এবং আর ২ নৌকাও তাঁহার সঙ্গে ছিল। ৩৭ পরে প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল, এবং তরঙ্গের আঘাতে নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। ৩৮ তৎকালে তিনি নৌকার পশ্চাদ্ভাগে বালিশে মস্তক দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; অতএব তাহারা তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, হে গুরো, আমাদের প্রাণ যায়, ইহাতে কি আপনকার চিন্তা হয় না? ৩৯ তখন তিনি উঠিয়া বায়ুকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে কহিলেন, নীরব হও, চুপ কর; তাহাতে বায়ু নিবৃত্ত হইল, এবং সমুদ্র অতিশয় নিথর হইল। ৪০ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এত ভীরু হও কেন? তোমাদের বিশ্বাস নাই, এ কেমন? ৪১ তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, আঃ! ইনি কে, যে বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

৫ অধ্যায়।

১ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গাদারীয় দেশে উপস্থিত হইলেন। ২ নৌকাহইতে নির্গত হইবামাত্র অশুচি আত্মাবিষ্ট এক ব্যক্তি কবরস্থানহইতে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। ৩ সে কবরমধ্যে বাস করিত, এবং কেহ তাহাকে শৃঙ্খলেও আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না। ৪ কেননা লোকেরা বার ২ তাহাকে বেড়ি ও শৃঙ্খল দিয়া বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সে শৃঙ্খল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত; এবং বেড়ি ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিত; তাহাকে বশীভূত করিতে কাহারো বল কুলাইত না। ৫ আর সে দিবারাত্রি সর্ব্বদা কবরে ও পর্ব্বতে থাকিয়া চীৎকার শব্দ করিত, এবং প্রস্তর দিয়া আপনি আপনাকে কাটিত। ৬ সে যীশুকে দূরে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ভজনা করিল। ৭ এবং উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনকার সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না। ৮ কেননা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, অরে অশুচি আত্মন্, এই মনুষ্যহইতে বাহির হও। ৯ পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকে আছি। ১০ পরে সে বিস্তর বিনতি করিয়া তিনি যেন তাহাদিগকে সেই অঞ্চলহইতে দূরে পাঠাইয়া না দেন, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করিল। ১১ ঐ স্থানে পর্ব্বতের পার্শ্বে শূকরের এক বৃহৎ পাল চরিতেছিল; ১২ তাহাতে সেই ভূতেরা সকলে বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরগণে আশ্রয় লইতে আমাদিগকে পাঠাউন। ১৩ যীশু তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলে সেই অশুচি আত্মারা বহির্গত হইয়া শূকরদিগের আশ্রয় লইল; তাহাতে শূকরপাল অর্থাৎ ন্যূনাধিক দুই সহস্র শূকর মহাবেগে দৌড়িয়া শৈলাগ্রহইতে সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। ১৪ এবং শূকরপালকেরা পলাইয়া নগরে ও পল্লীগ্রামে গিয়া সংবাদ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে লোকেরা বাহিরে গেল; ১৫ এবং যীশুর নিকটে আসিয়া সেই ভূতগ্রস্ত অর্থাৎ বাহিনীভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপবিষ্ট ও বস্ত্রান্বিত ও সুবুদ্ধি দেখিয়া ভীত হইল। ১৬ আর ঐ ভূতগ্রস্ত মনুষ্যের ও শূকরপালের ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলে ১৭ তাহারা আপনাদের সীমাহইতে প্রস্থান করিতে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল। ১৮ পরে তাঁহার নৌকারোহণ সময়ে ঐ ভূতহইতে মুক্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে বিনতি করিল; ১৯ কিন্তু তিনি তাহাকে অনুমতি না দিয়া কহিলেন, তুমি গৃহে আপন অন্তরঙ্গের নিকটে যাও, এবং প্রভু তোমার প্রতি কৃপা করিয়া যে২ মহাকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। ২০ অতএব সে প্রস্থান করিয়া, যীশু তাহার জন্যে যাহা ২ করিয়াছিলেন, তাহা দিকাপলিতে প্রচার করিতে লাগিল; তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

২১ তদনন্তর যীশু নৌকাযোগে পুনরায় পার হইলে তাঁহার নিকটে বিস্তর লোকের সমাগম

হইল ; তখন তিনি সমুদ্রতীরে ছিলেন। [২২] আর সমাজাধ্যক্ষদের মধ্যে যায়ীর নামে এক জন আসিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র চরণে পড়িয়া অনেক বিনতি করিয়া কহিল, [২৩] আমার কন্যাটী মৃতপ্রায় হইয়াছে, আপনি আসিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সুস্থা হইয়া বাঁচে। [২৪] তখন তিনি তাহার সঙ্গে চলিলেন; এবং অনেক লোক পশ্চাৎ চলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল।

[২৫] তখন বারো বৎসরাবধি প্রদর রোগে শীর্ণা যে এক স্ত্রীলোক [২৬] অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়া সর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেও কিছু উপকার না পাইয়া আরও পীড়িতা হইয়াছিল, [২৭] সে যীশুর কথা শুনিয়া লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। [২৮] কেননা সে মনে২ কহিল, যদি তাঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই সুস্থা হইব। [২৯] স্পর্শ করিবামাত্র তাহার রক্তস্রোত শুষ্ক হইল, আর আপনি যে ঐ ব্যাধিহইতে মুক্তা হইল, ইহা শরীরে টের পাইল। [৩০] তখন আপনাহইতে প্রভাব নির্গত হইয়াছে, তাহা যীশু তৎক্ষণাৎ অন্তরে জানিয়া লোকারণ্যের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আমার বস্ত্র স্পর্শ করিল? [৩১] তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কহিল, আপনকার উপরে কত লোক চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, ইহা দেখিতেছেন, তবু কহিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? [৩২] কিন্তু এ কর্ম্ম যে ব্যক্তি করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার জন্যে তিনি চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিলেন। [৩৩] তাহাতে সে স্ত্রী ভীতা ও কম্পিতা হইয়া আপনার যে উপকার হইয়াছে, তাহা জানিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া সত্য বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে কহিল। [৩৪] তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল, তুমি কুশলে যাও, ও আপন ব্যাধিহইতে মুক্তা থাক।

[৩৫] তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে ঐ সমাজাধ্যক্ষের বাটীহইতে লোক আসিয়া কহিল, তোমার কন্যা মরিল, গুরুকে আর ব্যামোহ কেন দিতেছ? [৩৬] কিন্তু যীশু সেই কথা শুনিতে পাইয়া সমাজাধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর। [৩৭] পরে পিতর ও যাকোব এবং যাকোবের ভ্রাতা যোহন, এই তিন জন ব্যতিরেকে আর কাহাকেও আপনার সঙ্গে যাইতে দিলেন না। [৩৮] পরে সেই সমাজাধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া কোলাহল এবং রোদন ও মহাকলরবকারিদিগকে দেখিলেন ; [৩৯] তাহাতে তিনি ভিতরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালিকাটী মরে নাই, নিদ্রিতা আছে। [৪০] ইহাতে তাহারা তাঁহাকে পরিহাস করিল ; কিন্তু তিনি সকলকে বাহির করিয়া বালিকার মাতা পিতাকে এবং আপন সঙ্গিদিগকে সঙ্গে লইয়া, যে স্থানে ঐ বালিকা শয়নে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। [৪১] পরে বালিকার হস্ত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কূমী; ইহার তাৎপর্য্য এই, হে বালিকে, তোমাকে বলিতেছি, উঠ। [৪২] তাহাতে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। [৪৩] ইহাতে সকলে বড় চমৎকার জ্ঞান করিল। পরে এই বিষয় যেন কেহ জানিতে না পায়, এমন দৃঢ় আজ্ঞা তিনি তাহাদিগকে দিলেন, এবং কন্যাটীকে কিছু আহার দিতে কহিলেন।

৬ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া স্বদেশে আইলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার অনুষঙ্গী ছিল। [২] পরে বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন ; তাহাতে অনেক লোক তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিল, উহার এ সকল কোথাহইতে হইল? উহাকে কিরূপ জ্ঞান দত্ত হইল! এবং উহার হস্তদ্বারা কেমন প্রভাবের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়! [৩] সে কি মরিয়মের পুত্র সূত্রধর নয়? এবং সে কি যাকোব ও যোষি ও যিহূদা ও শিমোনের ভ্রাতা নয়? এবং উহার ভগিনীগণ কি এ স্থানে আমাদের মধ্যে নাই? এই রূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইল। [৪] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও জ্ঞাতি কুটুম্বের স্থান ও আপনার বাটী ভিন্ন আর কুত্রাপি ভাববাদী অসম্ভ্রান্ত হয় না। [৫] আর তিনি কএক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করণ ব্যতিরেকে সে স্থানে প্রভাবের আর কোন কর্ম্ম করিতে পারিলেন না, [৬] এবং তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তিনি চতুর্দ্দিক্স্থ সকল গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।

[৭] অপর তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া দুই২ জন করিয়া প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং [প্রেরণকালে] তাহাদিগকে অশুচি আত্মাগণকে বশীভূত করণের ক্ষমতা দিলেন। [৮] এবং আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার নিমিত্তে এক২ যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না। ঝুলী কি রুটী কি কটিবন্ধে পয়সা ইহার কিছুই লইও না, [৯] কিন্তু পায়ে খড়ম বাঁধ, এবং অঙ্গরক্ষক দুই বস্ত্র পরিও না। [১০] তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা যে স্থানের যে বাটীতে প্রবেশ করিবা, সেই স্থান ত্যাগ করণ পর্য্যন্ত সেই বাটীতে থাকিবা। [১১] আর যে স্থানের লোকেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, এবং তোমাদের কথাও না শুনে, তথাহইতে প্রস্থান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে আপন২ পদতলের ধূলা ঝাড়িয়া দিও ; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি,

বিচারদিবসে সেই নগরের দশাহইতে বরং সদোম্ ও ঘমোরার দশা সহ্য হইবে। ১২ অনন্তর তাহারা প্রস্থান করিয়া, [সকলের] মনঃপরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, এই কথা প্রচার করিল। ১৩ এবং অনেক ২ ভূতকে ছাড়াইল, ও অনেক ২ পীড়িত লোকের গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিল।

১৪ তখন তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হওয়াতে হেরোদ্ রাজা ঐ কথা শুনিয়া কহিতে লাগিল, যোহন বাপ্তাইজক মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিয়াছেন, এই কারণ নানাবিধ প্রভাব তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে। ১৫ এবং অন্যেরা কহিত, সেই ব্যক্তি এলিয়; এবং কেহ ২ কহিত, সে এক জন ভাববাদী, কিম্বা ভাববাদিদের মধ্যে কোন এক জনের সদৃশ। ১৬ কিন্তু হেরোদ্ তাহা শুনিয়া কহিতে লাগিল, আমি যাঁহার মস্তক ছেদন করাইয়াছি, উনি সেই যোহন্; তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিয়াছেন।

১৭ কেননা হেরোদ্ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী যে হেরোদিয়াকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার নিমিত্তে আপনি লোক পাঠাইয়া যোহন্‌কে ধরাইয়া কারাগারে বন্ধ করিয়াছিল। ১৮ কারণ যোহন হেরোদ্‌কে কহিত, ভ্রাতৃবধূকে রাখা তোমার অনুচিত। ১৯ আর হেরোদিয়া তাহার বিষয়ে ব্যগ্রা হইয়া তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না; ২০ কারণ হেরোদ যোহন্‌কে ধার্ম্মিক ও পবিত্র লোক জানিয়া ভয় করিত ও রক্ষা করিত, এবং অনেক বিষয়ে তাহার কথা শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিত, ও তাহার মুখে কথা শুনিতে ভাল বাসিত। ২১ অপর আপনার জন্মদিনে হেরোদ্ আপন মহল্লোকদের ও সেনাপতিগণের এবং গালীলের প্রধান লোকদিগের নিমিত্তে এক রাত্রিভোজ করিলে, ২২ সেই শুভদিনে ঐ হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে আসিয়া নৃত্য করিয়া হেরোদের এবং তাহার সঙ্গে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের প্রীতি জন্মাইল; তাহাতে রাজা কন্যাটীকে কহিল, যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার কাছে যাচ্ঞা কর, আমি তোমাকে দিব; ২৩ হাঁ, সে দিব্য করিয়া তাহাকে কহিল, অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত হউক, আমার কাছে যাহাই যাচ্ঞা করিবা, তাহাই তোমাকে দিব। ২৪ তাহাতে সে বাহিরে গিয়া আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি যাচ্ঞা করিব? সে বলিল, যোহন্ বাপ্তাইজকের মস্তক। ২৫ পরে সে তখনই ঔৎসুক্য পূর্ব্বক রাজার নিকটে আসিয়া যাচ্ঞা করিয়া কহিল, বিনয় করি, এই ক্ষণে যোহন্ বাপ্তাইজকের মস্তক একখান থালাতে করিয়া আমাকে দিউন। ২৬ তাহাতে রাজা দুঃখার্ত্ত হইল, তথাপি আপন দিব্যের এবং ভোজে উপবিষ্ট সঙ্গিদের ভয়ে তাহাকে নিরস্ত করিতে অনিচ্ছুক হইল। ২৭ অতএব রাজা তৎক্ষণাৎ ঘাতককে পাঠাইয়া যোহনের মস্তক আনিতে আজ্ঞা করিল; ২৮ তাহাতে সে কারাগারে গিয়া তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক থালাতে করিয়া আনিয়া কন্যাটীকে দিল, পরে কন্যাটী আপন মাতাকে দিল। ২৯ এই সংবাদ পাইয়া যোহনের শিষ্যগণ আসিয়া তাহার দেহ লইয়া গিয়া কবর দিল।

৩০ তদনন্তর প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে একত্র হইয়া যাহা ২ করিয়াছিল ও শিখাইয়াছিল, সে সকলের বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইল। ৩১ তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা গোপনে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর; যেহেতুক তাঁহার নিকটে এত লোকের গতায়াত ছিল, যে তাঁহারা আহার করিবার অবকাশও পাইতেন না। ৩২ পরে তাঁহারা গোপনে নৌকাযোগে নির্জ্জন স্থানে যাত্রা করিলেন। ৩৩ কিন্তু গমন কালে লোকসমূহ তাঁহাদিগকে দেখিল, এবং অনেকে তাহা জানিতে পাওয়াতে যাবতীয় নগরহইতে স্থলপথে দৌড়িয়া তাঁহাদের অগ্রে গিয়া তথায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। ৩৪ তখন যীশু বাহিরে আসিয়া বড় লোকারণ্য দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, যেহেতুক তাহারা অরক্ষক মেষদিগের ন্যায় ছিল; তখন তিনি তাহাদিগকে বিস্তর কথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৫ পরে দিবসাবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, এ নির্জ্জন স্থান, এবং দিবসও অবসান হইল। ৩৬ ঐ লোকেরা যেন চতুর্দ্দিগের পল্লীতে ২ ও গ্রামে ২ যাইয়া আপনাদের নিমিত্তে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে বিদায় করুন, কেননা তাহাদের সঙ্গে কিছুই খাদ্য নাই। ৩৭ তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটী ক্রয় করিয়া উহাদিগকে ভোজন করাইব? ৩৮ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকটে কত রুটী আছে? যাইয়া দেখ। তাহাতে তাহারা দেখিয়া কহিল, পাঁচখান রুটী এবং দুইটী মৎস্য আছে। ৩৯ তখন তিনি সকলকে নবীন ঘাসের উপরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে আজ্ঞা করিলেন; ৪০ তাহাতে তাহারা শত ২ জন ও পঞ্চাশ ২ জন করিয়া সারি ২ বসিল। ৪১ পরে তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং সেই রুটীগুলি ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন; আর সেই দুই মৎস্যও অংশ করিয়া সকলকে দিলেন। ৪২ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। ৪৩ পরে তাহারা উদ্বর্ত্ত রুটীতে ও মৎস্যেতে পরিপূর্ণ বারো ডালা উঠাইয়া লইল। ৪৪ যাহারা সেই রুটী আহার করিয়াছিল, তাহারা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।

৪৫ অনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ আগ্রহ পূর্ব্বক শিষ্য দিগকে নৌকাতে উঠিতে, এবং আপনি যাবৎ লোকসমূহকে বিদায় করেন, তাবৎ আপনার অগ্রে ওপারে বৈৎসৈদার দিগে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ৪৬ পরে লোকদিগকে বিদায় করিয়া প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতে গেলেন। ৪৭ এই রূপে সন্ধ্যা হইলে নৌকাখানি সমুদ্রের মধ্যস্থানে ছিল, কিন্তু তিনি একাকী স্থলে ছিলেন। ৪৮ এবং তাহারা নৌকা বাহিতে ২ পরিশ্রান্ত হইতেছে, ইহা দেখিলেন, কারণ সম্মুখ বাতাস ছিল; পরে প্রায় চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া পদব্রজে তাহাদের নিকটে আসিয়া তাহাদের অগ্রে যাইতে উদ্যত হইলেন। ৪৯ তখন তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রের উপরে হাঁটিতে দেখিলে অপচ্ছায়া অনুমান করিয়া চেঁচাইতে লাগিল; ৫০ কারণ সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল। অতএব তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত আলাপ করত কহিলেন, সাহস কর, এই আমি; ভয় করিও না। ৫১ পরে তিনি নৌকাতে উঠিয়া তাহাদের নিকটে গেলে বাতাস নিবৃত্ত হইল; তাহাতে তাহারা মনে ২ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চমৎকার জ্ঞান করিল। ৫২ কেননা রুটীর বৃদ্ধিতে তাহাদের জ্ঞান জন্মে নাই, কারণ তাহাদের হৃদয় জড়ীভূত ছিল।

৫৩ পরে তাঁহারা পার হইয়া গিনেষরৎ প্রদেশে আসিয়া নৌকা লাগাইলেন। ৫৪ আর নৌকাহইতে বহির্গত হইলে লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিয়া ৫৫ সেই দেশের চতুর্দ্দিগে দৌড়িয়া পীড়িত লোকদিগকে খট্টার উপর করিয়া যে কোন স্থানে তাঁহার গমনের সংবাদ পাইল, সেই স্থানে আনিতে লাগিল। ৫৬ এবং যে ২ গ্রামে কি নগরে কি পল্লীতে তিনি প্রবেশ করিলেন, সেই সকল স্থানে পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইল; এবং তাহারা যেন তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়, এমত বিনতি করিল; তাহাতে যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ অপর যিরূশালেমহইতে আগত ফরীশিরা ও কএক জন শাস্ত্রাধ্যাপক তাঁহার নিকটে একত্র হইল; ২ তাহারা তাঁহার কতক শিষ্যকে অপবিত্র অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতে দেখিয়া দোষ ধরিল। ৩ কারণ ফরীশিগন ও সকল যিহুদি লোক প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি মানিয়া হস্ত সুপ্রক্ষালন না করিয়া আহার করে না। ৪ এবং বাজারহইতে [আইলে] স্নান না করিয়া আহার করে না; এবং এতদ্ভিন্ন তাহারা বাটি ও ভাণ্ড ও পিত্তলের পাত্র ও শয্যা বাপ্তাইজ করা ইত্যাদি নানা ব্যবহার মানিবার আদেশ গ্রাহ্য করিয়াছে। ৫ অতএব ঐ ফরীশিরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধ্যনুসারে আচরণ না করিয়া অধৌত হস্তে আহার করে কেন? ৬ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে কপটিরা, যিশায়াহ তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, কেননা লেখা আছে, যথা, "এই "লোকেরা আপন ২ ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, "কিন্তু তাহাদের হৃদয় আমাহইতে দূরে থাকে। "৭ এবং তাহারা আমার অলীক সেবা করে, "কেননা তাহারা উপদেশ বলিয়া মনুষ্যদের "আদেশ শিক্ষা দেয়।" ৮ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত বিধি অর্থাৎ ভাণ্ড ও বাটি বাপ্তাইজ করিবার রীতি রক্ষা করিতেছ, এবং সেই প্রকার আর ২ অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। ৯ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমরা আপনাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্তে বিলক্ষণরূপে ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যর্থ করিতেছ। ১০ কেননা মোশি কহিয়াছেন, "তুমি আপন পিতা মাতাকে মান্য কর," আর "যে কেহ আপন পিতার কি মাতার নিন্দা "করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।" ১১ কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, আমাহইতে যাহাদ্বারা তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা কর্ব্বান্ অর্থাৎ নিবেদিত হইল [ইত্যাদি]; ১২ এবং তোমরা তাহাকে পিতা মাতার আর কোন উপকার করিতে দেও না। ১৩ এই রূপে তোমরা আপনাদের প্রচারিত পরম্পরাগত বিধিতে ঈশ্বরের বাক্য লোপ করিতেছ; আর সেই প্রকার অনেক ২ ক্রিয়া করিয়া থাক।

১৪ তদনন্তর তিনি সমাগত লোকদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আমার বাক্য শুনিয়া বুঝ। ১৫ বাহিরহইতে মনুষ্যের ভিতরে যাইয়া তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে, এমন কোন বস্তুই নাই; কিন্তু যাহা তাহাহইতে বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে। ১৬ যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

১৭ পরে তিনি সমাগত লোকদিগকে ছাড়িয়া গৃহমধ্যে আইলে শিষ্যেরা ঐ দৃষ্টান্তকথার ভাব জিজ্ঞাসা করিল। ১৮ তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরাও কি এমন অবোধ আছ? যে কোন দ্রব্য বাহিরহইতে মনুষ্যের ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অপবিত্র করিতে পারে না, এই কথা কি বুঝ না? ১৯ তাহা তো তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য বিশোধক বহির্দ্দেশে নির্গত হয়। ২০ আরও কহিলেন, মনুষ্যহইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে। ২১ কেননা অন্তরহইতে অর্থাৎ মনুষ্যদের হৃদয়হইতে

কুবিতর্ক, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, [২২] নরহত্যা, চৌর্য্য, লোভ, খলতা, ছল, স্বৈরিতা, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরের নিন্দা, অভিমান, মূর্খতা ইত্যাদি নির্গত হয়। [২৩] এই যে সকল মন্দ বিষয় অন্তরহইতে নির্গত হয়, তাহাই মনুষ্যকে অপবিত্র করে।

[২৪] অনন্তর তিনি উঠিয়া সে স্থানহইতে সোরের ও সীদোনের সীমাতে গমন করিলেন, এবং কোন বাটীতে প্রবেশ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে থাকিতে বাঞ্ছা করিলেন, কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। [২৫] ফলতঃ যাহার অশুচি আত্মাবিষ্টা একটী বালিকা ছিল, এমন এক স্ত্রী অবিলম্বে তাঁহার সমাচার পাইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া চরণে পড়িল, [২৬] এবং তিনি যেন তাহার কন্যাহইতে ভূতকে ছাড়ান, এমন বিনতি করিতে লাগিল। সে স্ত্রী সুরফৈনীকী বংশোদ্ভবা গ্রীক লোক ছিল। [২৭] যীশু তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুক্কুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। [২৮] তখন সে স্ত্রী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ, প্রভো, সত্য, আর মেজের নীচে কুক্কুরেরা বালকদের [উচ্ছিষ্ট] গুঁড়াগাঁড়া খায়। [২৯] তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, এই বাক্য প্রযুক্ত [কুশলে] যাও, তোমার কন্যাহইতে ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। [৩০] পরে সে স্ত্রী নিজ গৃহে গিয়া দেখিল, ভূত বহির্গত, এবং কন্যাটী শয্যাতে শুইয়া আছে।

[৩১] পুনশ্চ তিনি সোর ও সীদোনের সীমাহইতে বহির্গত হইয়া দিকাপলির সীমার মধ্য দিয়া গালীলীয় সমুদ্রের নিকটে আইলেন। [৩২] তখন লোকেরা এক বধির তোৎলা মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। [৩৩] তাহাতে তিনি লোকারণ্যহইতে তাহাকে নির্জনে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন, ও থুথু দিয়া তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। [৩৪] এবং স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্‌ফাতাহ্, অর্থাৎ খুলিয়া যাউক। [৩৫] তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার শ্রোত্র মুক্ত হইল, এবং জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া যাওয়াতে সে স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। [৩৬] পরে তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এ কথা কাহাকেও কহিও না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন, তত অধিক বাহুল্য রূপে তাহারা প্রচার করিল। [৩৭] আর তাহারা যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিল, তিনি সকলই উত্তম রূপে করিলেন; তিনি বধিরগণকে শ্রবণশক্তি, এবং বোবাদিগকে কথনশক্তি দান করেন।

৮ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে পুনর্ব্বার মহালোকারণ্য হইলে তাহাদের কাছে কিছু খাদ্য সামগ্রী না থাকাতে যীশু আপন শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, [২] ঐ লোকারণ্যের প্রতি আমার করুণা হইতেছে; কেননা এই তিন দিবসাবধি তাহারা আমার সঙ্গে আছে, ও তাহাদের নিকটে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই। [৩] এবং আমি যদি তাহাদিগকে অনাহারে গৃহে বিদায় করি, তবে তাহারা পথে মূর্চ্ছাপন্ন হইবে, কারণ তাহাদের মধ্যে কেহ২ দূরহইতে আসিয়াছে। [৪] শিষ্যেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, এ সকল লোকের তৃপ্তি যাহাতে হয়, এত রুটী এই প্রান্তরের মধ্যে কে পাইতে পারে? [৫] তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের কাছে কত রুটী আছে? তাহারা কহিল, সাতখান। [৬] পরে তিনি সমাগত লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং সেই সাত রুটী লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া পরিবেষণার্থে শিষ্যদিগকে দিলেন; তাহাতে তাহারা লোকদিগকে পরিবেষণ করিল। [৭] এবং তাহাদের নিকটে যে কএকটী ক্ষুদ্র মৎস্য ছিল, তাহাও লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। [৮] তাহাতে লোকেরা আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং উদ্বৃত্ত ভগ্নাংশেতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি উঠাইয়া লইল। [৯] যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা প্রায় চারি সহস্র ছিল; পরে তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

[১০] তদনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যগণের সহিত নৌকাতে উঠিয়া দল্‌মনূথার অঞ্চলে আইলেন। [১১] তাহাতে ফরীশিরা বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ পরীক্ষা ভাবে তাঁহার নিকটে আকাশে এক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিল। [১২] তখন তিনি অন্তরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে? আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন অভিজ্ঞান দেখান যাইবে না। [১৩] পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুনশ্চ নৌকাতে উঠিয়া অন্য পারে প্রস্থান করিলেন।

[১৪] তখন [শিষ্যগণ] রুটী লইতে বিস্মৃত হইল, এবং নৌকামধ্যে তাহাদের কাছে কেবল একখান রুটী ছিল। [১৫] পরে তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশিদের মাওয়ার বিষয়ে ও হেরোদের মাওয়ার বিষয়ে সতর্ক হও। [১৬] তাহাতে তাহারা পরস্পর বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের নিকটে রুটী যে নাই। [১৭] তাহা বুঝিয়া যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে রুটী নাই, এমত বিতর্ক কেন করিতেছ? তোমরা কি এখনও কিছু জান না ও বুঝিতে পার না? এখন পর্য্যন্ত কি তোমাদের হৃদয় জড়ীভূত আছে? [১৮] চক্ষু থাকিতে কি দেখ না? এবং কর্ণ থাকিতে কি শুন না?

আর স্মরণও কর না? ¹⁹ আমি যখন পাঁচ সহস্র জনের মধ্যে পাঁচখান রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা উচ্ছিষ্ট কত ডালা উঠাইয়া লইয়াছিলা? তাহারা কহিল, বারোটা। ²⁰ আর যখন চারি সহস্র জনের মধ্যে সাতখান রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা উচ্ছিষ্ট কত ঝুড়ি উঠাইয়া লইয়াছিলা? তাহারা কহিল, সাতটা। ²¹ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে এখনও বুঝিতে পার না কেন?

²² অনন্তর তিনি বৈৎসৈদাতে আইলে লোকেরা এক অন্ধ মনুষ্যকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিল। ²³ তখন তিনি সেই অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া গ্রামের বাহিরে তাহাকে লইয়া গেলেন; পরে তাহার চক্ষুতে থুথু দিয়া ও গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কিছু দেখিতে পাইতেছ? ²⁴ তখন সে চক্ষু মেলিয়া কহিল, মনুষ্যদিগকে দেখিতেছি, ফলতঃ বৃক্ষের ন্যায় তাহাদিগকে বেড়াইতে দেখিতেছি। ²⁵ অনন্তর যীশু তাহার চক্ষুর উপরে আর বার হস্ত দিয়া চক্ষুর উন্মীলন করাইলেন; তাহাতে সে সুস্থ হইয়া স্পষ্টরূপে সকল লোককে দেখিতে পাইল। ²⁶ পরে যীশু তাহাকে ঘরে যাইতে বিদায় করিয়া কহিলেন, তুমি গ্রামে প্রবেশও করিও না, ও গ্রামস্থ কাহাকে কিছু বলিও না।

²⁷ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যাত্রা করিয়া কৈসরিয়া ফিলিপীর নিকটস্থ সকল গ্রামে গমন করিলেন। পথের মধ্যে তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে? ²⁸ তাহারা উত্তর করিল, [অনেকে বলে, আপনি] যোহন্ বাপ্তাইজক; আর কেহ২ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ২ বলে, আপনি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন। ²⁹ পরে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু আমি কে, এ বিষয়ে তোমরা কি বল? তাহাতে পিতর উত্তর করিয়া কহিল, আপনি খ্রীষ্ট। ³⁰ তখন তিনি আপনার কথা কাহাকেও কহিতে তাহাদিগকে দৃঢ়রূপে বারণ করিলেন।

³¹ অনন্তর তিনি তাহাদিগকে এমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক২ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ ও প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণকর্তৃক নিরাকৃত হইয়া হত হইতে হইবে, আর তিন দিনের পরে পুনরুত্থান করিতে হইবে। ³² এই কথা তিনি স্পষ্টরূপে কহিতে লাগিলেন। তাহাতে পিতর তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল। ³³ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিয়া কহিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহা তুমি ভাবিতেছ।

³⁴ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের সহিত লোকসমূহকেও ডাকিয়া কহিলেন, যে কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। ³⁵ কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার এবং সুসমাচারের নিমিত্তে আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। ³⁶ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? ³⁷ কিম্বা মনুষ্য আপন প্রাণের নিষ্ক্রয় বলিয়া কি দিতে পারে? ³⁸ কেননা কেহ যদি এই বর্ত্তমান কালের ব্যভিচারি ও পাপিষ্ঠ লোকদের মধ্যে আমাকে কিম্বা আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, তবে মনুষ্যপুত্র যখন পবিত্র দূতগণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনিও সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন।

³⁹ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কএক জন আছে, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য সপ্রভাবে উপস্থিত না দেখিয়া মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

৯ অধ্যায়।

¹ অনন্তর ছয় দিনের পরে যীশু কেবল পিতরকে ও যাকোবকে ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া ² নির্জ্জনে এক উচ্চ পর্ব্বতে গেলেন, পরে তাহাদের সাক্ষাতে রূপান্তর হইলেন। ³ তাহাতে তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল এবং হিমের ন্যায় এমত শুভ্রবর্ণ হইল, যে পৃথিবীস্থ কোন রজক তাদৃশ শুভ্রবর্ণ করিতে পারে না। ⁴ এবং এলিয় ও মোশি তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন; তাঁহারা যীশুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ⁵ তখন পিতর যীশুকে কহিল, হে রব্বি, এ স্থানে আমাদের থাকা ভাল, অতএব আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মোশির জন্যে এক, এবং এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি। ⁶ বস্তুতঃ কি কহিতে হয়, তাহা সে জানিল না, কেননা তাহারা ভয়গ্রস্ত ছিল। ⁷ ইতোমধ্যে একটা মেঘ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; সেই মেঘহইতে এই বাণী হইল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর বাক্যে অবধান কর।" ⁸ পরে হঠাৎ তাহারা চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া আপনাদের সহিত একা যীশু ব্যতিরেকে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

⁹ তদনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিবার সময়ে তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যাবৎ মৃতগণের মধ্যহইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়, তাবৎ এই দর্শনের বৃত্তান্ত কাহাকেও কহিও না। ¹⁰ তাহাতে তাহারা ঐ বাক্য আপনাদের মধ্যে

রাখিয়া, মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থান কি, তাহার আন্দোলন করিতে লাগিল। [১১] পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথমে এলিয়ের আগমন হইবে, শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তবে এই কথা কেন বলে? [১২] তখন তিনি উত্তর করিলেন, এলিয় প্রথমে আসিয়া সকল বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন, ইহা সত্য বটে; আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে কি লিখিত আছে? তাঁহাকে নাকি অনেক দুঃখ পাইতে ও অবজ্ঞাত হইতে হইবে? [১৩] পরন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয়ের বিষয়ে যে রূপ লেখা আছে, তদনুসারে তিনি আসিয়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি আপনাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছে।

[১৪] অনন্তর তাঁহারা [অন্য] শিষ্যগণের নিকটে আইলে তিনি তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে মহাজনতা ও তাহাদের সহিত বাদানুবাদকারি শাস্ত্রাধ্যাপকদিগকে দেখিলেন। [১৫] পরে সমাগত লোক সকল তাঁহাকে দেখিবামাত্র নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিল। [১৬] তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের সঙ্গে তোমরা কিসের বাদানুবাদ করিতেছ? [১৭] তাহাতে জনতার মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরো, আমার ঐ গোঁগা আত্মাবিষ্ট পুত্রটীকে আপনকার নিকটে আনিয়াছিলাম। [১৮] সেই আত্মা কোন স্থানে তাহাকে আক্রমণ করিলে মুচড়াইয়া ফেলে, আর তাহার মুখে ফেণা উঠে, এবং সে দন্তকিড়িমিড়ি করে ও কাঠ হইয়া যায়; অতএব সেই আত্মা ছাড়াইবার জন্যে আমি আপনকার শিষ্যদের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। [১৯] তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, অরে অবিশ্বাসি বংশ, আমি কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব? আর কত কাল তোমাদের ভার সহ্য করিব? উহাকে আমার নিকটে আন। [২০] তাহাতে সে তাঁহার নিকটে আনীত হইলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ আত্মা বালকটীকে এমন মুচড়াইয়া ধরিল, যে সে ভূমিতে পড়িয়া ফেণা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। [২১] তখন তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার এমত কত দিন হইয়াছে? সে কহিল, শিশুকালাবধি। [২২] আর ঐ আত্মা ইহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে অনেক বার অগ্নিতে ও অনেক বার জলে ফেলিয়াছে; এখন আপনি যদি কিছু [করিতে] পারেন, তবে আমাদের প্রতি করুণা করিয়া উপকার করুন। [২৩] যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি বিশ্বাস করিতে পার, তবে বিশ্বাসি লোকের সকলই সাধ্য। [২৪] তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ বালকের পিতা উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে২ কহিল, হে প্রভো, বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন। [২৫] পরে জনতা দৌড়িয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়া যীশু ঐ অশুচি আত্মাকে ধম্কাইয়া কহিলেন, হে বধির গোঁগা আত্মন্, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহাহইতে বাহির হও, আর কখনো ইহাকে আবেশ করিও না। [২৬] তখন সে চীৎকারশব্দ করিয়া তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া বহির্গত হইল; তাহাতে বালকটী এমন মৃতবৎ হইয়া পড়িল, যে মরিয়া গেল, অনেকে এমন কহিল। [২৭] কিন্তু যীশু তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলে সে উঠিল। [২৮] পরে তিনি গৃহে আইলে তাঁহার শিষ্যেরা বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কেন তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না? [২৯] তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কোন মতে এই প্রকার [ভূত] ছাড়ান যায় না।

[৩০] অনন্তর তাঁহারা সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া গালীলের মধ্য দিয়া গমন করিলেন, কিন্তু ইহা কেহ জানিতে পায়, এমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। [৩১] কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া কহিতেন, মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, পরন্তু হত হইলে পর তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। [৩২] কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিল না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করিল।

[৩৩] অনন্তর তিনি কফরনাহূমে উপস্থিত হইয়া গৃহমধ্যে আইলে পর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথিমধ্যে তোমরা পরস্পর কিসের তর্ক বিতর্ক করিতেছিলা? [৩৪] কিন্তু তাহারা মৌনী রহিল; কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পরস্পর ইহার বাদানুবাদ পথে করিয়াছিল। [৩৫] তাহাতে তিনি বসিয়া দ্বাদশ শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের অন্ত্য ও সকলের পরিচারক হউক। [৩৬] পরে তিনি একটী বালককে লইয়া তাহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন, এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, [৩৭] যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন বালককে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে তাহা নয়, বরং আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

[৩৮] পরে যোহন্ তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনকার নামে ভূতগণকে ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম; সে আমাদের পশ্চাদ্গামী নহে; অতএব আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী নয় বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিতেছিলাম। [৩৯] কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে নিষেধ করিও না, কারণ আমার নামে প্রভাবের কর্ম্ম করিয়া আপাততঃ আমার নিন্দা করিতে পারে, এমন কেহ নাই। [৪০] বস্তুতঃ যে কেহ আমাদের বিপক্ষ নহে, সে আমাদের সপক্ষ।

[৪১] আর যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক

বলিয়া আমার নামে এক বাটি জল পান করিতে দেয়, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, সে কোন প্রকারে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না। [৪২] আর যে কেহ আমাতে বিশ্বাসকারি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, বরঞ্চ তাহার গলদেশে বৃহৎ যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়া তাহার ভাল। [৪৩] আর তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল। বরঞ্চ নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল, তথাপি দুই হস্ত বিশিষ্ট হইয়া নরকে ও অনির্ব্বাণ অগ্নিতে তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল নহে; [৪৪] কেননা সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। [৪৫] এবং তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেল; বরঞ্চ খঞ্জ হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল, তথাপি দুই চরণবিশিষ্ট হইয়া নরকে ও অনির্ব্বাণ অগ্নিতে তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল নহে; [৪৬] কেননা সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। [৪৭] আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন কর; বরঞ্চ একচক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল, তথাপি দুই চক্ষু বিশিষ্ট হইয়া অগ্নিময় নরকে তোমার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল নহে; [৪৮] কেননা সেই স্থানে লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। [৪৯] বস্তুতঃ প্রত্যেক জনকে অগ্নিরূপ লবণেতে লবণাক্ত করা যাইবে; এবং প্রত্যেক বলিকে লবণেতে লবণাক্ত করা যাইবে। [৫০] লবণ ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণত্বহীন হয়, তবে কিসে তাহা আস্বাদযুক্ত করিবা? তোমরা অন্তরে লবণযুক্ত থাক, এবং পরস্পর ঐক্য রাখ।

১০ অধ্যায়।

[১] অনন্তর তিনি সে স্থানহইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদিয়ার ও যর্দ্দনপারস্থ [অঞ্চলের] সীমাতে উপস্থিত হইলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে পুনর্ব্বার জনতা সমাগত হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ ব্যবহারানুসারে পুনশ্চ তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন।

[২] তখন ফরীশিরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষাভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষ কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে? [৩] তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মোশি তোমাদিগকে কি আজ্ঞা দিয়াছেন? [৪] তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া আপন২ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি মোশি দিয়াছেন। [৫] তখন যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, তোমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য প্রযুক্ত তিনি এমন বিধি লিখিয়াছেন; [৬] কিন্তু সৃষ্টির আদিসময়ে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া মনুষ্যদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [৭] "এই কারণ "মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আ- "পন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন "একাঙ্গ হইবে।" [৮] এমন হওয়াতে তাহারা আর দুই নহে, একাঙ্গ আছে। [৯] অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। [১০] পরে শিষ্যেরা গৃহে পুনর্ব্বার সেই বিষয়ের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। [১১] তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; [১২] এবং কোন স্ত্রী যদি আপন স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে সেও ব্যভিচারিণী হয়।

[১৩] পরে লোকেরা শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদের আনয়নকারিদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। [১৪] কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে এই মত ব্যক্তিদের অধিকার। [১৫] আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না করে, সে কোন ক্রমে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। [১৬] পরে তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

[১৭] অনন্তর তিনি বাহির হইয়া পথের দিগে গেলে এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্গুরো, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার নিমিত্তে আমার কি করা কর্ত্তব্য? [১৮] যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ করিয়া কেন বল? একই ঈশ্বর ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই। [১৯] "ব্যভিচার করিও "না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা- "সাক্ষ্য দিও না, বঞ্চনা করিও না, তোমার পিতা "মাতাকে মান্য কর," এই২ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ। [২০] তাহাতে সে উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, বাল্যকালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। [২১] তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রীতি করিলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, তুমি গিয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা; পরে আসিয়া ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। [২২] এই বচনে সে বিষণ্ণ হইল, ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

[২৩] তখন যীশু চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকদের প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! [২৪] তাঁহার

এই বাক্যে শিষ্যেরা চমৎকৃত হইল; কিন্তু যীশু পুনর্ব্বার উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ, যাহারা ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে তাহাদের প্রবেশ করা কেমন দুষ্কর! ২৫ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনি লোকের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। ২৬ ইহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? ২৭ তাহাতে যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, যেহেতুক ঈশ্বরের সকলি সাধ্য।

২৮ তখন পিতর তাঁহাকে কহিতে লাগিল, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনকার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি। ২৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার নিমিত্তে ও সুসমাচারের নিমিত্তে গৃহ কি ভ্রাতৃগন কি ভগিনীগন কি পিতা কি মাতা কি স্ত্রী কি সন্তানগন কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে ৩০ যে জন এখন অর্থাৎ ইহকালে তাড়নার সহিত গৃহ ও ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা ও সন্তান ও ক্ষেত্রের শতগুন এবং আগামি যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে, এমন কেহই নাই। ৩১ কিন্তু যাহারা প্রথম এমত অনেক লোক অন্ত্য হইবে, ও যাহারা অন্ত্য তাহারা প্রথম হইবে।

৩২ তখন তাঁহারা যিরূশালেমে যাত্রা করিতে ২ পথে ছিলেন, এবং যীশু তাহাদের অগ্রে ২ চলিতেছিলেন, ও তাহারা চমৎকার জ্ঞান করত ভীত হইয়া পশ্চাৎ গমন করিতেছিল। পরে তিনি পুনর্ব্বার দ্বাদশ শিষ্যকে লইয়া আপনার প্রতি যাহা ২ ঘটিবে, তাহা তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, যথা, ৩৩ দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি, তাহাতে মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং তাহারা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিয়া পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে। ৩৪ এবং তাহারা বিদ্রূপ ও কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহার মুখে থুথু দিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে পুনরায় উঠিবেন।

৩৫ পরে সিবদিয়ের যাকোব্ ও যোহন্ নামক দুই পুত্র তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে গুরো, বিনয় করি, আমরা যাহা যাচ্ঞা করিব, আপনি তাহা পূর্ণ করুন। ৩৬ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বাঞ্ছা কি? তোমাদের নিমিত্তে আমি কি করিব? ৩৭ তাহারা কহিল, আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের এক জন যেন আপনকার দক্ষিণ পার্শ্বে, ও দ্বিতীয় জন বাম পার্শ্বে বসিতে পায়, এই বর দান করুন। ৩৮ কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা যাহা যাচ্ঞা করিতেছ, তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে কি তোমরা পান করিতে পার? এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইতে পার? তাহারা বলিল, পারি। ৩৯ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে অবশ্য তোমরা পান করিবা; এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে তোমরাও বাপ্তাইজিত হইবা; ৪০ কিন্তু যাহাদের নিমিত্তে স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে কি বাম পার্শ্বে বসাইতে আমার অধিকার নাই। ৪১ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন শিষ্য যাকোব ও যোহনের প্রতি বিরক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইল। ৪২ কিন্তু যীশু তাহাদিগকে আপনার নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান, জাতিগণের মধ্যে যাহারা শাসনকর্ত্তা বলিয়া মান্য, তাহারা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা মহান, তাহারা তাহাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। ৪৩ তোমাদের মধ্যে তদ্রূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান্ হইতে ইচ্ছা করে, সে তোমাদের পরিচারক হইবে; ৪৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান হইতে ইচ্ছা করে, সে সকলের দাস হইবে। ৪৫ কেননা মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে নয়, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।

৪৬ অনন্তর তাঁহারা যিরীহোতে উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি যখন আপন শিষ্যগণের ও মহাজনতার সহিত যিরীহোহইতে বহির্গমন করেন, এমন সময়ে তীময়ের পুত্র বরতীময় নামে এক জন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। ৪৭ নাসরতীয় যীশু উপস্থিত আছেন শুনিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে দায়ূদের সন্তান যীশু, আমার প্রতি দয়া করুন। ৪৮ তাহাতে অনেক লোক চুপ ২ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল; কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। ৪৯ তখন যীশু স্থগিত হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন; তাহাতে লোকেরা ঐ অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সাহস কর, উঠ, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। ৫০ তখন সে আপনার বস্ত্র ফেলিয়া লম্ফ পূর্ব্বক উঠিয়া যীশুর নিকটে গেল। ৫১ তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? সে অন্ধ তাঁহাকে কহিল, হে রব্বূণী, যেন দেখিতে পাই। ৫২ তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইয়া পথ দিয়া যীশুর পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

১১ অধ্যায়।

১ অনন্তর তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটে অর্থাৎ জৈতুন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে তিনি আপন শিষ্যদের মধ্যে

দুই জনকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন, ২ ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে পাইবা, যাহার উপরে কোন মনুষ্য কখনো বসে নাই, তাহাকে খুলিয়া আন। ৩ আর যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, এ কর্ম্ম কেন করিতেছ? তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা এখানে পাঠাইয়া দিবে। ৪ তখন তাহারা গিয়া গলীতে কোন দ্বারের পার্শ্বে বান্ধা এক গর্দ্দভশাবককে পাইয়া তাহাকে খুলিতে লাগিল। ৫ তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২ কহিল, গর্দ্দভশাবকটা কেন খুলিতেছ? ৬ তখন যীশুর আজ্ঞানুসারে উত্তর করিলে উহারা তাহাদিগকে যাইতে দিল। ৭ পরে তাহারা সেই গর্দ্দভশাবককে যীশুর নিকটে আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিল; তাহাতে তিনি তাহার উপরে বসিলেন। ৮ এবং অনেকে আপন২ বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, ও অন্যেরা ক্ষেত্রে [বৃক্ষের] পল্লব কাটিয়া পথে ছড়াইল। ৯ আর অগ্রপশ্চাদ্‌গামি সকল লোক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হোশান্না, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য। ১০ আর আমাদের পিতা দায়ূদের যে রাজ্য প্রভুর নামে উপস্থিত হইতেছে তাহাও ধন্য; ঊর্দ্ধলোকে জয়ধ্বনি হউক। ১১ এই রূপে যীশু যিরূশালেমে প্রবেশ করিয়া মন্দিরে গেলেন, পরে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলই দেখিয়া বেলা অবসান হওয়াতে দ্বাদশ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন।

১২ পরদিবসে তাঁহারা বৈথনিয়াহইতে নির্গত হইলে তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেন, ১৩ এবং দূরে সপত্র ডুম্বুরবৃক্ষ দেখিয়া, তাহাহইতে যদি কিছু ফল পাওয়া যায়, এই আশাতে কাছে গেলেন; কিন্তু নিকটে আইলে পত্র ব্যতিরেকে আর কিছুই পাইলেন না; কেননা তখন ডুম্বুরফলের সময় ছিল না। ১৪ অতএব যীশু প্রত্যুত্তরস্বরূপে তাহাকে কহিলেন, অদ্যাবধি অনন্তকালেও কেহ তোমার ফল ভোজন না করুক। এ কথা তাঁহার শিষ্যেরা শুনিতে পাইল।

১৫ পরে তাঁহারা যিরূশালেমে আইলে যীশু মন্দিরের মধ্যে গিয়া তথাকার ক্রয়বিক্রয়কারি সকলকে বাহির করিয়া দিতে উপক্রম করিলেন, এবং বনিক্‌দের মুদ্রার আসন ও কপোতব্যাপারিদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। ১৬ আর মন্দিরের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র বহন করিতে দিলেন না। ১৭ এবং উপদেশ দিয়া কহিলেন, "আমার গৃহ সর্ব্বজাতীয় লোকদের প্রার্থনাগৃহ "বলিয়া বিখ্যাত হইবে," ইহা কি শাস্ত্রে লিখিত নহে? কিন্তু তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিয়াছ। ১৮ এ কথা শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তাঁহাকে নষ্ট করিবার উপায় চেষ্টা করিল, কেননা তাঁহার উপদেশে সমাগত সকল লোকের চমৎকার বোধ হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে ভয় করিত। ১৯ অপর সন্ধ্যা হইলে তিনি নগরের বাহিরে গেলেন।

২০ পরে প্রাতঃকালে তাঁহারা পথে যাইতে২ দেখিলেন, ঐ ডুম্বুরবৃক্ষ সমূলে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ২১ তাহাতে পিতর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে রব্বি, ঐ দেখুন, আপনি যে ডুম্বুরবৃক্ষকে শাপ দিয়াছিলেন, উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। ২২ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখ। ২৩ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কেহ যদি এই পর্ব্বতকে বলে, তুমি সরিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়, অথচ মনে২ সংশয় না করে, কিন্তু যাহা বলে তাহা ঘটিবে, এমন বিশ্বাস যদি করে, তবে তাহার বাক্য সফল হইবে। ২৪ এই জন্যে আমি তোমাদিগকে বলি, প্রার্থনার সময়ে যাহা২ যাচ্ঞা কর তাহা সকলই পাইলা, এমত বিশ্বাস করিও, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা। ২৫ আর প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইলে যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা আছে, তাহাকে ক্ষমা কর; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেন। ২৬ কিন্তু তোমরা যদি ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।

২৭ অনন্তর তাঁহারা পুনর্ব্বার যিরূশালেমে আইলেন; পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে গমনাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা এবং প্রাচীনবর্গ তাঁহার নিকটে আসিয়া ২৮ এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? এমত কর্ম্ম করিতে তোমাকে সেই ক্ষমতা কে বা দিয়াছে? ২৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমরা আমাকে [তাহার] উত্তর দেও, তাহাতে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে কহিব। ৩০ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথাহইতে হইয়াছিল? স্বর্গহইতে, কি মনুষ্যহইতে? তাহা আমাকে বল। ৩১ তাহাতে তাহারা পরস্পর এমত বিতর্ক করিতে লাগিল, যদি বলি, স্বর্গহইতে, তাহা হইলে সে কহিবে, তবে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? ৩২ অথবা মনুষ্যহইতে হইল, ইহা কি বলিব? বস্তুতঃ তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত, যেহেতুক সকলে যোহন্‌কে বাস্তবিক ভাববাদী বলিয়া মানিত। ৩৩ অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর দিল, আমরা জানি না। তখন যীশু তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

১২ অধ্যায়।

১ পরে তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে কহিতে লাগি-

লেন, কোন ব্যক্তি দ্রাক্ষার উদ্যান করিয়া তাহার চতুর্দ্দিগে বেড়া দিলেন, ও দ্রাক্ষা পেষণার্থ কুণ্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহও নির্ম্মাণ করিলেন ; পরে সেই ক্ষেত্র কৃষকদিগকে জমা দিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন । ২ অনন্তর উপযুক্ত সময়ে কৃষকগণহইতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার নিমিত্তে তাহাদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইলেন ; ৩ কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল । ৪ পুনর্ব্বার তিনি তাহাদের নিকটে আর এক দাসকে পাঠাইলেন ; কিন্তু তাহারা প্রস্তরাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া অপমান করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। ৫ পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাইলে তাহারা তাহাকে বধ করিল ; এবং আর ২ অনেকের মধ্যে কাহাকে প্রহার ও কাহাকে বা বধ করিল । ৬ তখন তাঁহার একমাত্র প্রিয় পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন ; তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে বলিয়া, তিনি তাহাদের নিকটে শেষে তাঁহাকেই পাঠাইলেন। ৭ কিন্তু ঐ কৃষকেরা পরস্পর বলিল. ও উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা উহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদের হইবে। ৮ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল । ৯ অতএব সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা কি করিবেন ? তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অন্যদিগকে দিবেন । ১০ আর তোমরা কি এই শাস্ত্রীয় লিপিও পাঠ কর নাই ? "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য "করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া "উঠিল ; ১১ তাহা প্রভুহইতে হইল, এবং আমা- "দের দৃষ্টিতে অদ্ভুত।" ১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লোকসমূহকে ভয় করিল, কেননা তিনি তাহাদের উদ্দেশে ঐ দৃষ্টান্তকথা কহিয়াছিলেন, ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল ; পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ।

১৩ অপর তাহারা কথার ফাঁদে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্তে কএক জন ফরীশি ও হেরোদীয় লোককে তাঁহার নিকটে পাঠাইল । ১৪ তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আমরা জানি, আপনি সত্যবাদী, কাহারো অনুরোধ করেন না, কারণ আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন ; অতএব কৈসরকে কর দেওয়া কর্ত্তব্য কি না? ১৫ আমরা দিব কি না? কিন্তু তিনি তাহাদের কাপট্য বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? একটী দীনার আনিয়া আমাকে দেখাও। ১৬ তখন তাহারা [একটী দীনার] আনিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, এই মূর্ত্তি ও নাম কাহার? তাহারা কহিল, কৈসরের। ১৭ তাহাতে যীশু প্রত্যুত্তর করিলেন, তবে কৈসরের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও । তখন তাহারা তাঁহার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল ।

১৮ পরে সদ্দূকিরা, অর্থাৎ পুনরুত্থান হয় না, এই কথা যাহারা বলে তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ১৯ হে গুরো, কোন ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হইয়া স্ত্রীকে রাখিয়া মরে, তবে তাহার ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে, মোশি আমাদের প্রতি এমন আজ্ঞা লিখিয়াছেন । ২০ [ভাল,] সাত জন ভাই ছিল ; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। ২১ তাহাতে দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান হইয়া মরিল ; পরে তৃতীয় জনও তদ্রূপ হইল । ২২ এই রূপে সপ্ত ভ্রাতাই সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল ; সকলের শেষে সে স্ত্রীও মরিল । ২৩ পুনরুত্থান সময়ে যখন তাহারা উঠিবে, তখন সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল । ২৪ যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা শাস্ত্র সকল এবং ঈশ্বরের প্রভাব বুঝ না, ইহা কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয়? ২৫ মৃত লোকদের উত্থান হইলে তাহারা তো বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, কিন্তু স্বর্গে দূতগণের ন্যায় থাকে । ২৬ পরন্তু মৃতদের বিষয়ে অর্থাৎ তাহারা যে উঠে, এই বিষয়ে তোমরা মোশির গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে তাঁহার প্রতি কথিত ঈশ্বরের বাক্য কি পাঠ কর নাই? যথা, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর ও "ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।" ২৭ ঈশ্বর যিনি তিনি মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিত লোকদের ; অতএব তোমরা বড় ভ্রান্তিতে আছ ।

২৮ ইতিমধ্যে এক জন শাস্ত্রাধ্যাপক তাহাদের এমত বিচার শুনিয়া নিকটে আসিয়া, যীশু তাহাদের কথায় বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন, ইহা অবগত হওয়াতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্ আজ্ঞা প্রথম ? ২৯ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম আজ্ঞা এই, "হে ইস্রা- "য়েল্, শুন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু ; "৩০ এবং তুমি আপন সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ "ও সমস্ত চিত্ত ও সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর "প্রভুকে প্রেম কর," এই প্রথম আজ্ঞা। ৩১ এবং দ্বিতীয়টী ইহার সদৃশ, যথা, "তুমি আপন প্রতি- "বাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর ।" এই দুই আজ্ঞাহইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই । ৩২ তখন সেই শাস্ত্রাধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বিলক্ষণ ; হে গুরো, আপনি যথার্থ কহিলেন, কেননা একমাত্র তিনি আছেন, তিনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই । ৩৩ আর সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা, এবং প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করা, ইহা যাবতীয় হোম ও বলিদানাদিহইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৪ ইহাতে যীশু সুবুদ্ধির মত তাহার উত্তর দেওন দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যহইতে তুমি দূর নও । তদবধি তাঁ-

হাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর কাহারো সাহস হইল না।

৩৫ অনন্তর মন্দিরমধ্যে উপদেশ করিতে ২ যীশু উত্তরস্বরূপে এই প্রশ্ন করিলেন, শাস্ত্রাধ্যাপকেরা কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে। ৩৬ দায়ূদ্ আপনি তো পবিত্র আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছেন, "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, "আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ "না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" ৩৭ দায়ূদ্ আপনি যদি তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলেন, তবে তিনি কি রূপে তাঁহার সন্তান হইতে পারেন? তখন সমাগত মহাজনতা প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিতে থাকিল।

৩৮ অপর তিনি উপদেশ দিতে ২ তাহাদিগকে কহিলেন, যাহারা দীর্ঘ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করা, ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ, ৩৯ ও সমাজগৃহে প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান স্থান, এই সকল ভাল বাসে, এমন যে শাস্ত্রাধ্যাপকেরা, তাহাদের হইতে সাবধান হও। ৪০ ঐ যে লোকেরা বিধবাদিগের বাটী গ্রাস করত ছলে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, উহারা বিচারে ঘোরতর দণ্ড পাইবে।

৪১ অনন্তর যীশু ভাণ্ডারের সম্মুখে বসিয়া সমাগত লোক সকল ভাণ্ডারের মধ্যে কি রূপে তাম্রমুদ্রা রাখিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে অনেক ধনবান তাহার মধ্যে বিস্তর মুদ্রা রাখিল। ৪২ পরে এক দরিদ্রা বিধবা আসিয়া দুইটী ক্ষুদ্র মুদ্রা অর্থাৎ এক পয়সার চতুর্থাংশ তাহাতে রাখিল। ৪৩ তখন তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই ভাণ্ডারে যাহারা মুদ্রা রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই দরিদ্রা বিধবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাখিল। ৪৪ কেননা অন্য সকলে আপন২ অতিরিক্ত ধনহইতে কিঞ্চিৎ ২ দিয়াছে, কিন্তু এ নিজ অকুলানহইতে আপনার সর্ব্বস্ব, অর্থাৎ দিনপাতের সমস্ত উপায় দিল।

১৩ অধ্যায়।

১ পরে মন্দিরহইতে বহির্গমন সময়ে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, দেখুন, কেমন প্রস্তর ও কেমন গাঁথনি! ২ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি এই বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমিসাৎ হইবে।

৩ পরে তিনি জৈতুন পর্ব্বতে মন্দিরের সম্মুখে বসিলে পিতর ও যাকোব ও যোহন্ ও আন্দ্রিয়, ইহারা বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ৪ আমাদিগকে বলুন, এই সকল ঘটনা কবে হইবে? আর এই সমস্তের সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী হওনের চিহ্ন বা কি? ৫ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, সাবধান, কেহ তোমাদিগকে না ভুলাউক। ৬ কেননা অনেকে আমার নাম করিয়া আসিবে, এবং আমিই তিনি, ইহা বলিয়া অনেক লোককে ভুলাইবে। ৭ কিন্তু তোমরা যখন সংগ্রামের কথা ও যুদ্ধের জনশ্রুতি শুনিবা, তখন ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই হইবে, কিন্তু তখনও পরিণাম হইবে না। ৮ কেননা জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থানে ২ ভূমিকম্প হইবে, এবং দুর্ভিক্ষ ও বিপ্লব উপস্থিত হইবে; এই সকল যাতনার উপক্রম।

৯ কিন্তু তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, কেননা লোকেরা তোমাদিগকে বিচারসভাতে সমর্পণ করিবে, এবং তোমরা সমাজগৃহে প্রহারিত হইবা; হাঁ, আমার জন্যে তোমরা দেশাধ্যক্ষদের ও রাজাদের প্রতি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে তাহাদের সম্মুখে আনীত হইবা। ১০ এবং অগ্রে যাবতীয় জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা যায়, ইহা আবশ্যক। ১১ কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে লইয়া যাইবে, তখন কি ২ কহিবা, অগ্রে তাহার বিবেচনা করিও না, ও তাহার নিমিত্তে কিছু ভাবিও না; সেই সময়ে যে ২ কথা তোমাদিগকে দান করা যাইবে, তাহাই কহিও; কেননা তোমরা বক্তা নহ, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বক্তা। ১২ তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে; এবং সন্তানেরা আপন ২ মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করাইবে। ১৩ এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের ঘৃণাস্পদ হইবা; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

১৪ পরন্তু দানিয়েল ভাববাদিদ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই ধ্বংসকারি ঘৃণার্হ বস্তু যখন তোমরা অনুপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান দেখিবা,—যে জন পাঠ করে সে বুঝুক,—তখন যাহারা যিহূদিয়া দেশে থাকে, তাহারা পর্ব্বতে পলায়ন করুক; ১৫ এবং যে কেহ ছাতের উপরে থাকে, সে গৃহমধ্যে না নামুক, ও আপন গৃহহইতে কোন বস্তু লইতে তন্মধ্যে প্রবেশ না করুক; ১৬ এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সেও বস্ত্র লইবার নিমিত্তে ফিরিয়া না যাউক। ১৭ হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে। ১৮ আর এই সকল যেন শীতকালে না হয়, এই প্রার্থনা কর। ১৯ কেননা তৎকালে যাদৃশ ক্লেশ হইবে, ঈশ্বরের কৃত সৃষ্টির আদিকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাদৃশ ক্লেশ কখনো হয় নাই এবং কখনো হইবে না। ২০ আর প্রভু যদি সেই দিনের সঙ্খ্যা ন্যূন না করিতেন, তবে কোন প্রাণির রক্ষা হইত না; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই মনোনীত লোকদের নিমিত্তে সেই দিনের সঙ্খ্যা ন্যূন করিলেন।

২১ আর দেখ, এই স্থানে খ্রীষ্ট আছেন, কিম্বা দেখ, ঐ স্থানে আছেন, সেই সময়ে যদি কেহ

তোমাদিগকে এমন কথা কহে, তবে প্রত্যয় করিও না। ২২ কেননা অনেক ভাক্ত খ্রীষ্ট ও ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া এমন অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শন করিবে, যে যদি সম্ভব হয়, তবে মনোনীত লোকদিগকেও বিপথগামী করিবে। ২৩ যাহা হউক, তোমরা সাবধান থাক। আমি অগ্রে তোমাদিগকে সকলই জানাইলাম।

২৪ আর ঐ সময়ে সেই ক্লেশের পরে সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, এবং চন্দ্র নিজ জ্যোৎস্না দিবে না; ২৫ এবং আকাশহইতে নক্ষত্রগণের পতন হইবে, ও গগনমণ্ডলের বাহিনী সকল বিচলিত হইবে। ২৬ এবং তখন লোকেরা মনুষ্যপুত্রকে মহাপ্রভাব ও প্রতাপ সহকারে মেঘরথে আসিতে দেখিবে। ২৭ তখন তিনি আপন দূতগণকে প্রেরণ করিয়া আকাশ ও পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত চারি দিগ্‌হইতে আপনার মনোনীত লোকদিগকে আনাইয়া একত্র করিবেন।

২৮ পরন্তু ডুম্বুরবৃক্ষহইতে দৃষ্টান্ত শিখ; তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র প্ররোহন করাইলে তোমরা জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; ২৯ তদ্রূপ ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই তিনি সন্নিকট ও দ্বারে উপস্থিত, ইহা জানিও। ৩০ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ না হইতে সেই সকল ঘটিবে। ৩১ গগণের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনো হইবে না।

৩২ পরন্তু সেই দিবসের কি দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও তাহা জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৩ তোমরা সাবধান থাক, ও জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর; কেননা সে সময় কবে হইবে, তাহা তোমরা জান না। ৩৪ দেশান্তরগত গৃহস্থ যেন আপন বাটী ত্যাগ করিয়া নিজ দাসদিগকে ক্ষমতা দিয়া প্রত্যেকের কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, এবং দ্বারিকে জাগ্রৎ থাকিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। ৩৫ অতএব তোমরা জাগ্রৎ থাক, কেননা গৃহের কর্ত্তা সায়ংকালে কি দুই প্রহর রাত্রিতে কি কুকুড়াডাকের সময়ে কি প্রাতঃকালে, কখন্ আসিবেন, তাহা তোমরা জান না। ৩৬ তিনি যেন হঠাৎ আসিয়া তোমাদিগকে নিদ্রাগত না দেখেন। ৩৭ আর আমি তোমাদিগকে যাহা কহিতেছি, তাহাই সকলকে কহি, জাগ্রৎ থাক।

১৪ অধ্যায়।

১ তখন নিস্তারপর্ব্ব ও মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্ব উপস্থিত হওনের দুই দিবস বিলম্ব ছিল; এবং প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা তাঁহাকে ছলে ধরিয়া বধ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছিল। ২ কেননা তাহারা কহিত, পর্ব্বসময়ে নহে, পাছে লোকদের মধ্যে কলহ হয়।

৩ যীশু যখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠি শিমোনের গৃহে ছিলেন, তখন ভোজনে বসিবার সময়ে এক স্ত্রী শ্বেতপ্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য প্রকৃত জটামাংসীর সুগন্ধি তৈল আনিয়া ঐ পাত্র ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। ৪ ইহাতে উপস্থিত কোন ২ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, তৈলের এমন অপচয় কেন? ৫ এই তৈল বিক্রয় করিয়া তিন শতের অধিক সিকি পাইয়া দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। ইহা বলিয়া ঐ স্ত্রীর প্রতি অধৈর্য্য প্রকাশ করিল। ৬ কিন্তু যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, কেন দুঃখ দিতেছ? ও আমার প্রতি সৎকর্ম্ম করিল। ৭ দরিদ্রেরা তো সতত তোমাদের সঙ্গে থাকে, তাহাতে যখন ইচ্ছা কর, তখন তাহাদের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে সতত থাকি না। ৮ উহার যাহা সাধ্য তাহাই করিল; অগ্রে আসিয়া সমাধির উপলক্ষ্যে আমার দেহে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিল। ৯ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, জগৎ সমুদয়ের মধ্যে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে উহার স্মরণার্থে উহার এই কর্ম্মের কথাও কহা যাইবে।

১০ পরে দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা নামক এক জন যীশুকে সমর্পণ করিবার নিমিত্তে প্রধান যাজকদের নিকটে গেল। ১১ তাহার কথা শুনিয়া তাহারা আনন্দিত হইয়া তাহাকে মুদ্রা দিতে স্বীকার করিল; তাহাতে সে কি সুযোগে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, ইহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

১২ পরে মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিবসে অর্থাৎ যে দিনে নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবককে বধ করা যাইত, সেই দিনে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাইয়া আপনকার জন্যে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? ১৩ তখন তিনি আপন শিষ্যদের দুই জনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা নগরমধ্যে গমন কর, তাহাতে জলের কলস বহন করে, এমত এক মনুষ্য তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে; তাহারই পশ্চাৎ যাও। ১৪ এবং সে যে বাটীতে প্রবেশ করে, সেই বাটীর কর্ত্তাকে বল, গুরু কহিতেছেন, আমি যে স্থানে শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? ১৫ তাহাতে সে ব্যক্তি আসনাদিতে সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া দিবে, সেই স্থানে আমাদের জন্যে প্রস্তুত কর। ১৬ পরে ঐ শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যেমত কহিয়াছিলেন, সেই মত পাইয়া তথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

১৭ অনন্তর সন্ধ্যা হইলে তিনি দ্বাদশ শিষ্যের সহিত উপস্থিত হইলেন। ১৮ পরে সকলে বসিয়া যখন ভোজন করিতেছিলেন, তখন যীশু কহিলেন,

আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, আমার সহিত ভোজনকারি তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে। ১৯ তখন তাহারা দুঃখিত হইয়া একে ২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে কি আমি? সে কি আমি? ২০ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই দ্বাদশের মধ্যে এক জন অর্থাৎ যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হস্ত মগ্ন করে, সেই। ২১ কেননা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তিনি প্রয়াণ করিতেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তির দ্বারা মনুষ্যপুত্র সমর্পিত হন, সে সন্তাপের পাত্র; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল হইত।

২২ অপর তাঁহাদের ভোজন সময়ে যীশু রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিলেন, এবং কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর. ইহা আমার শরীর। ২৩ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিয়া তাহাদিগকে দিলেন; এবং সকলেই তাহাতে পান করিল। ২৪ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার রক্ত, অর্থাৎ নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের নিমিত্তে পাতিত হয়। ২৫ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে নূতন দ্রাক্ষারস পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর কখন পান করিব না। ২৬ অনন্তর তাঁহারা গীত গান করিয়া জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিলেন।

২৭ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবা; কেননা লেখা আছে, "আমি পালরক্ষককে আঘাত "করিব, তাহাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।" ২৮ কিন্তু আমার পুনরুত্থান হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব। ২৯ তখন পিতর তাঁহাকে কহিল, যদ্যপি সকলে বিঘ্ন পায়, তথাপি আমি পাইব না। ৩০ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্য রাত্রিতে কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমিই তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা। ৩১ কিন্তু সে অতিরিক্ত যত্নপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, যদ্যপি আপনকার সহিত মরিতে হয়, তথাপি কোন ক্রমে আপনাকে অস্বীকার করিব না। এবং অন্য সকলেও তদ্রূপ কথা কহিল।

৩২ অপর তাঁহারা গেৎশিমানী নামক এক স্থানে উপস্থিত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাবৎ আমি প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া রহ। ৩৩ পরে তিনি পিতরকে ও যাকোবকে ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ৩৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা জাগ্রৎ হইয়া এই স্থানে থাক; ৩৫ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া ভূমিতে [উবুড় হইয়া] পড়িলেন, এবং যদি হইতে পারে, তবে সেই দুঃসময় যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া অতীত হয়, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ৩৬ তিনি কহিলেন, আব্বা, পিতঃ, সকলি তোমার সাধ্য; আমাহইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। ৩৭ পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতরকে কহিলেন, শিমোন্, তুমি কি নিদ্রা গেলা? এক ঘণ্টাও জাগিয়া থাকিতে কি তোমার শক্তি ছিল না? ৩৮ তোমরা জাগ্রৎ হইয়া প্রার্থনা কর, পাছে পরীক্ষাতে পড়। আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। ৩৯ পরে তিনি পুনরায় গিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা উচ্চারণ করত প্রার্থনা করিলেন। ৪০ এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আর বার নিদ্রাগত দেখিলেন; কারণ তাহাদের চক্ষু ভারী ছিল, এবং তাঁহাকে কি উত্তর দিতে হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। ৪১ পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তবে তোমরা নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করিতেছ? যথেষ্ট হইয়াছে; সময় উপস্থিত; দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপিদের হস্তে সমর্পিত হন। ৪২ উঠ, আমরা যাই; ঐ দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিবে, সে সন্নিকট হইল।

৪৩ তাঁহার এই কথা কহন সময়েই দ্বাদশের মধ্যে গণিত যিহুদা উপস্থিত হইল; এবং তাহার সঙ্গে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রাধ্যাপকদের ও প্রাচীনবর্গের নিকটহইতে খড়্গ ও যষ্টিধারি জনতা আইল। ৪৪ আর ঐ বিশ্বাসঘাতক পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত জানাইয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি; তোমরা তাহাকেই ধরিয়া সাবধানে লইয়া যাইবা। ৪৫ অনন্তর আসিবামাত্র সে তাঁহার নিকটে গিয়া, হে রব্বি ২ বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। ৪৬ তখন তাহারা তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৪৭ তাহাতে পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এক জন খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার কর্ণটী কাটিয়া ফেলিল। ৪৮ পরে যীশু ঐ লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া কি দস্যু বলিয়া আমাকে ধরিতে আইলা? ৪৯ আমি তো মন্দিরে উপদেশ দিতে ২ প্রতিদিন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন আমাকে ধরিলা না; কিন্তু শাস্ত্রের বচন সফল হওয়া আবশ্যক। ৫০ তখন সকলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৫১ তথাপি এক যুব মনুষ্য উলঙ্গ শরীরে সরু চাদর দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; কিন্তু যুব লোকেরা তাহাকে ধরাতে ৫২ সে চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

৫৩ অপর তাহারা যীশুকে মহাযাজকের নিকটে লইয়া গেল; তখন তাহার সঙ্গে প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা সকলে সভাস্থ

হইল। ৫৪ আর পিতর দূরে তাঁহার পশ্চাৎ২ যাইয়া মহাযাজকের [বাটীর] অভ্যন্তর অর্থাৎ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত আসিয়া পদাতিকদের সহিত বসিয়া উজ্জ্বল অগ্নির তাপ লইতেছিল।

৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ প্রভৃতি সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্যে তাঁহার প্রতিকূলে সাক্ষ্যের চেষ্টা করিল, কিন্তু পাইল না। ৫৬ কেননা অনেকে তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। ৫৭ অবশেষে কএক জন উঠিয়া তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া কহিল, ৫৮ উহার মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি, আমি এই হস্তকৃত প্রাসাদ নষ্ট করিয়া তিন দিনের মধ্যে আর একটা অহস্তকৃত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিব। ৫৯ কিন্তু ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্য মিলিল না। ৬০ পরে মহাযাজক উঠিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া যীশুকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবা না? তোমার বিপক্ষে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? ৬১ কিন্তু তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। পুনশ্চ মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি কি সেই পরমধন্যের পুত্র খ্রীষ্ট? ৬২ যীশু কহিলেন, আমি বটি; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে প্রভাবের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের মেঘের সহিত আসিতে দেখিবা। ৬৩ তাহাতে মহাযাজক আপন অঙ্গরক্ষক বস্ত্র সকল ছিঁড়িয়া কহিল, আর সাক্ষিতে আমাদের কি প্রয়োজন? ৬৪ তোমরা ঈশ্বরনিন্দা শুনিলা; কি বিবেচনা কর? তখন তাহারা সকলে তাঁহাকে দোষী করিয়া বলিল, সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য। ৬৫ অনন্তর কেহ২ তাঁহার গাত্রে থুথু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিল, ভাবোক্তি প্রচার কর। পরে পদাতিকগণ প্রহার করত তাঁহার ভার লইল।

৬৬ তখন পিতর নীচে প্রাঙ্গণে ছিল, তাহাতে মহাযাজকের এক দাসী আসিয়া ৬৭ তাহাকে অগ্নিতাপ লইতে দেখিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিল, তুমিও সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলা। ৬৮ কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া কহিল, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি জানি না এবং বুঝিও না। পরে সে বাহিরের প্রাঙ্গণে গেলে কুকুড়া ডাকিল ৬৯ কিন্তু পুনরায় দাসী তাহাকে দেখিয়া নিকটে দণ্ডায়মান লোকদিগকে বলিতে লাগিল, এ তাহাদের এক জন। ৭০ তাহাতে সে দ্বিতীয় বার অস্বীকার করিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা পিতরকে পুনর্ব্বার বলিল, অবশ্য তুমি তাহাদের এক জন, কেননা তুমি তো গালীলীয় লোক, আর তোমার ভাষাও সেই প্রকার। ৭১ কিন্তু সে অভিশাপ পূর্ব্বক দিব্য করত বলিতে থাকিল, তোমরা যে মানুষের কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি না। ৭২ তখনই দ্বিতীয় বার কুকুড়া ডাকিল; তাহাতে কুকুড়ার দ্বিতীয় ডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, এই যে কথা যীশু তাহাকে কহিয়াছিলেন, তাহা পিতরের মনে পড়িল, তাহাতে সে ভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

১৫ অধ্যায়।

১ পরে প্রভাত হইবামাত্র প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা প্রভৃতি সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া যীশুকে বান্ধিয়া পীলাতের নিকটে লইয়া গিয়া সমর্পণ করিল। ২ তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদীয়দের রাজা? তিনি উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমিই তাহা বলিলা। ৩ অপর প্রধান যাজকেরা তাঁহার প্রতি অনেক২ দোষারোপ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছু উত্তর দিলেন না। ৪ তখন পীলাত তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, তুমি কি কিছু উত্তর দিবা না? দেখ, ইহারা কত বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। ৫ কিন্তু যীশু আর কিছু উত্তর দিলেন না; তাহাতে পীলাতের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল।

৬ ঐ পর্ব্বসময়ে সে লোকদের অনুরোধে এক জন বন্দিকে অর্থাৎ যাহাকে তাহারা চাহিত তাহাকে মুক্ত করিত। ৭ আর যাহারা উপপ্লবক্রমে নরহত্যা করিয়াছিল, এমত উপপ্লবকারিগণের সঙ্গে বারাব্বা নামে এক জন সেই সময়ে কারাবদ্ধ ছিল। ৮ অতএব জনতা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া পূর্ব্বাপর রীতির কথা বলিয়া তাহার নিকটে যাচ্ঞা করিতে লাগিল। ৯ তখন পীলাত উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তবে আমি কি যিহূদীয়দের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব? এ কি তোমাদের বাঞ্ছা? ১০ কেননা প্রধান যাজকেরা যে মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারিল। ১১ কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে উত্তেজনা করিয়া বরং বারাব্বার মুক্তি চাহিতে বলিল। ১২ পরে পীলাত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তবে যাহাকে যিহূদীয়দের রাজা করিয়া বল, তাহাকে কি করিব? তোমাদের ইচ্ছা কি? ১৩ তখন তাহারা পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তাহাকে ক্রুশে দেও। ১৪ পীলাত তাহাদিগকে কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা অতিরিক্ত রূপে চেঁচাইয়া বলিল, তাহাকে ক্রুশে দেও। ১৫ তাহাতে পীলাত জনতাকে তুষ্ট করিবার মানস করিয়া তাহাদের অনুরোধে বারাব্বাকে মুক্ত করিল, এবং যীশুকে কোড়া প্রহার করাইয়া ক্রুশারোপণার্থে সমর্পণ করিল।

১৬ অনন্তর সৈন্যগণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অর্থাৎ রাজবাটীর ভিতরে যীশুকে লইয়া গিয়া সমস্ত সৈন্যদলকে ডাকিয়া একত্র করিল। ১৭ পরে তাঁহাকে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল, এবং কণ্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ১৮ এবং

হে যিহূদীয়দের রাজন্, নমস্কার, ইহা বলিয়া তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিতে লাগিল। ১৯ এবং তাঁহার মস্তকে নলাঘাত করিল, ও তাঁহার মুখে থুথু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া তাঁহাকে ভজনা করিল। ২০ এই প্রকারে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর ঐ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র খুলিয়া পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরাইল। পরে তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিতে বাহিরে লইয়া গেল।

২১ তৎকালে সিকন্দরের ও রুফের পিতা শিমোন্ নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রামহইতে সেই পথ দিয়া আসিতেছিল, তাহাকেই তাহারা যীশুর ক্রুশ বহনার্থে বেগার ধরিল। ২২ অনন্তর গলগথা অর্থাৎ কপালের স্থল নামক স্থানে তাঁহাকে আনিলে পর ২৩ তাহারা পানার্থে তাঁহাকে গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রাক্ষারস দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। ২৪ পরে তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিয়া, প্রত্যেক জন কি পাইবে, তাহার নির্ণয়ার্থে গুলিবাঁট করত তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ করিয়া লইল। ২৫ এক প্রহর বেলার সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে আরোপণ করিল। ২৬ এবং তাঁহার দোষসূচক লিপিতে, "এ যিহূদীয়দের রাজা," এই কথা লিখিত ছিল। ২৭ আর [সৈন্যগণ] তাঁহার দক্ষিণ ও বাম দুই দিগে দুই দস্যুকে তাঁহার সহিত ক্রুশে আরোপণ করিয়াছিল। ২৮ তাহাতে "তিনি "অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইলেন," শাস্ত্রের এই বচন সফল হইল।

২৯ আর যে২ লোক ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিল, তাহারা শিরশ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিল, অরে প্রাসাদ ভগ্নকারি ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকারি, ৩০ আপনাকে রক্ষা করিয়া ক্রুশহইতে নাম। ৩১ এবং প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরাও সেই মত বিদ্রূপ করিয়া পরস্পর কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিয়াছে, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। ৩২ ও নাকি ইস্রায়েলের রাজা খ্রীষ্ট? এখন ক্রুশহইতে নামিয়া আইসুক, তাহাতে আমরা দেখিয়া বিশ্বাস করিব। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশারোপিত হইয়াছিল, তাহারাও তাঁহাকে ধিক্কার দিল।

৩৩ পরে বেলা দ্বিতীয় প্রহরাবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতল অন্ধকারাবৃত হইল। ৩৪ এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই২ লামা শবক্তানী; ইহার তাৎপর্য্য এই, "হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কি জন্যে "আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" ৩৫ তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ২ ঐ কথা শুনিয়া কহিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকিতেছে। ৩৬ তখন এক জন দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জেতে অম্লরস ভরিয়া তাহা নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে দিয়া কহিল, থাক, এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন কি না, তাহা দেখি।

৩৭ পরে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৩৮ তখন প্রাসাদের তিরস্করিণী উপরভাগ অবধি নামো পর্য্যন্ত চিরিয়া দুই খান হইল। ৩৯ আর তিনি এই প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান শতপতি কহিল, সত্য, এই মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

৪০ অধিকন্তু কতক স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম্ এবং ছোট যাকোবের ও যোষির মাতা অন্য মরিয়ম্ ও শালোমী ছিল; ৪১ ইহারা [পূর্ব্বে] যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। এবং তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেমে আগত অন্য অনেক স্ত্রীলোকও সেই স্থানে ছিল।

৪২ তখন বেলা অবসান হইয়াছিল, অতএব আয়োজন দিবস অর্থাৎ বিশ্রামবারের পূর্ব্বদিবস হওয়াতে ৪৩ অরিমাথীয় যোষেফ্ নামক যে ভদ্র মন্ত্রী ঈশ্বররাজ্যের অপেক্ষা করিত, সে আসিয়া সাহস করত পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল। ৪৪ কিন্তু তিনি এত শীঘ্র মরিলেন, পীলাত এ কথা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ঐ শতপতিকে ডাকাইয়া, তিনি কত ক্ষণ মরিয়াছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিল। ৪৫ পরে শতপতির প্রমুখাৎ তাহা অবগত হইয়া যোষেফ্কে দেহটী দান করিল। ৪৬ পরে সে একখান সরু চাদর ক্রয় করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে বেষ্টন করিয়া শৈলে খোদিত এক কবরে রাখিল; এবং কবরের দ্বারে একখান প্রস্তর গড়াইয়া দিল। ৪৭ পরন্তু তাঁহাকে যে স্থানে রাখা গিয়াছে, তাহা মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও যোষির [মাতা] মরিয়ম্ নিরীক্ষণ করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ অপর বিশ্রামদিন অতীত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও যাকোবের [মাতা] মরিয়ম্ এবং শালোমী, ইহারা তাঁহাকে মাখাইতে যাইবার জন্যে সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিল। ২ পরে সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে [যাইয়া] সূর্য্য উদিত হইলে কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, ৩ কবরের দ্বারহইতে কে আমাদের জন্যে ঐ প্রস্তর সরাইয়া দিবে? ৪ ইত্যোমধ্যে সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রস্তরটা সরান গিয়াছে, ইহা দেখিল; কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। ৫ পরে তাহারা কবরের ভিতরে গিয়া তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবর্ণ পরিচ্ছদাবৃত এক যুবা বসিয়া আছেন, ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইল। ৬ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, বিস্ময়াপন্না হইও না, তোমরা ক্রুশারোপিত নাসরতীয় যীশুর অন্বেষণ করিতেছ; তিনি উঠিয়াছেন, এখানে নাই; দেখ, যে স্থানে তাঁহাকে রাখা গিয়াছিল, এ সেই স্থান। ৭ যাহা

হউক, তোমরা যাইয়া তাঁহার শিষ্যগণকে, বিশেষতঃ পিতরকে, বল, তিনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইবেন, সে স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা। [৮] তখন তাহারা নির্গমন করিয়া ত্বরায় কবরহইতে পলায়ন করিল, বস্তুতঃ তাহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়াপন্না ছিল, এবং কাহাকেও কিছু কহিল না, কেননা তাহারা ভীতা ছিল।

[৯] সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু প্রত্যূষে পুনরুত্থান করিয়া প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাহাহইতে সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন। [১০] তাহাতে সে গিয়া শোক ও রোদনকারি তাঁহার পূর্ব্বসঙ্গিদিগকে সংবাদ দিল; [১১] কিন্তু তিনি জীবিত আছেন, ও তাহাকে দর্শন দিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া তাহারা প্রত্যয় করিল না।

[১২] তৎপরে তাহাদের দুই জনের পদব্রজে পল্লীগ্রামে গমন সময়ে তিনি রূপান্তর হইয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। [১৩] তাহাতে তাহারাও যাইয়া অন্য সকলকে জানাইল, কিন্তু তাহাদের কথাতেও তাহারা প্রত্যয় করিল না।

[১৪] শেষে সেই একাদশ শিষ্য ভোজনে বসিলে তিনি তাহাদেরও প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং যাহারা তাঁহাকে পুনরুত্থিত দেখিয়াছিল, তাহাদের কথাতে তাহারা প্রত্যয় করে নাই, এই হেতুক তাহাদের অবিশ্বাস ও মনের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

[১৫] অপিচ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে গিয়া সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। [১৬] যে কেহ বিশ্বাস করিয়া বাপ্তাইজিত হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। [১৭] আর যাহারা বিশ্বাস করিবে, এই ২ অভিজ্ঞান তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে। তাহারা আমার নামে ভূতগণকে ছাড়াইবে, নূতন ২ ভাষা কহিবে, আর সর্প তুলিবে; [১৮] এবং প্রাণনাশক কোন বস্তু পান করিলে তাহা তাহাদের কোন হানি করিবে না; এবং পীড়িতদের গাত্রে হস্তার্পণ করিলে তাহারা সুস্থ হইবে।

[১৯] এই রূপে তাহাদের সহিত আলাপ করিলে পর প্রভু স্বর্গে নীত হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন। [২০] আর তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিল; এবং প্রভু সহকারী হইয়া ঐ ২ অনুবর্ত্তি অভিজ্ঞানদ্বারা বাক্যটী সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

লূকলিখিত সুসমাচার।

১ অধ্যায়।

[১] যাহারা আদি অবধি সাক্ষী ও বাক্যের সেবক ছিল, [২] আমাদিগকে সমর্পিত তাহাদের শিক্ষানুসারে আমাদের মধ্যে সুনিশ্চিতরূপে প্রচলিত সকল বিষয়ের বৃত্তান্ত রচনা করণে অনেকে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। [৩] অতএব, হে মহামহিম থিয়ফিল, আমিও উদ্ভবাবধি সে সমস্তের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি বলিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনাকে লিখিতে বিহিত বুঝিলাম; [৪] তাহাতে আপনি যে সকল কথা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাহার অমোঘতা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

[৫] যিহূদিয়ার হেরোদ্ রাজার অধিকারকালে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন যাজক ছিল; তাহার স্ত্রী হারোণের বংশোদ্ভবা, এবং ইলীশাবেৎ তাহার নাম। [৬] ইহারা দুই জন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক ছিল, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধ্যনুসারে নির্দ্দোষরূপে চলিত। [৭] কিন্তু ইহাদের সন্তান ছিল না, কেননা ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা, ও ইহাদের দুই জনের অধিক বয়স হইয়াছিল। [৮] একদা যখন সখরিয় নিজ পালার রীতিক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কর্ম্ম করিল, [৯] তখন যাজকত্বের প্রথানুসারে গুলিবাঁটদ্বারা তাহাকে প্রভুর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল; [১০] সেই ধূপদাহের সময়ে লোকসমূহ বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। [১১] তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। [১২] তাঁহাকে দেখিয়া সখরিয় উদ্বিগ্ন ও ভয়গ্রস্ত হইল। [১৩] কিন্তু সে দূত তাহাকে কহিলেন, হে সখরিয়, ভয় করিও না; কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইল, এবং তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্যে পুত্র প্রসব করিবে, ও তুমি তাহার নাম যোহন্ রাখিবা। [১৪] তাহাতে তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার জন্মেতে অনেকে আনন্দিত হইবে। [১৫] যেহেতুক প্রভুর গোচরে সে মহান্ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; বরং মাতার গর্ব্ভস্থ হওনাবধি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইবে। [১৬] সে ইস্রায়েলের সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে। [১৭] এবং এলিয়ের আত্মা ও প্রভাব বিশিষ্ট হইয়া আপনি তাঁহার অগ্রে গমন করত সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয় ফিরাইবে, ও অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্ম্মিকদের

বিবেক দিয়া প্রভুর নিমিত্তে সুসজ্জিত এক প্রজাবর্গ প্রস্তুত করিবে। ১৮ তখন সখরিয় ঐ দূতকে কহিল, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। ১৯ তাহাতে দূত উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান গাব্রিয়েল্, তোমার সহিত আলাপ করিতে ও তোমাকে এই সুসমাচার দিতে প্রেরিত হইলাম। ২০ আর দেখ, এই সকল যে দিনে ঘটিবে, সেই দিন পর্য্যন্ত তুমি মৌনী রহিয়া বাক্‌শক্তিহীন থাকিবা; যেহেতুক আমার এই যে বাক্য স্বসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি প্রত্যয় করিলা না। ২১ ইতিমধ্যে লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষাতে ছিল এবং প্রাসাদের মধ্যে তাহার বিলম্ব করণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। ২২ পরে সে বাহিরে আসিয়া তাহাদের প্রতি কথা বলিতে পারিল না; আর তাহারা বুঝিল, প্রাসাদের মধ্যে সে কোন দর্শন পাইয়াছে, এবং সে আপনি তাহাদের নিকটে নানা সঙ্কেত করিতে থাকিল, এবং তদবধি বোবা হইয়া রহিল। ২৩ পরে তাহার উপাসনানুষ্ঠানের সময় সম্পূর্ণ হইলে সে নিজ গৃহে গমন করিল। ২৪ কিছু দিন পরে তাহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ব্ভিনী হইল; তাহাতে সে পাঁচ মাস সংগোপনে থাকিয়া কহিল, ২৫ লোকদের নিকটে আমার অপযশ খণ্ডাইবার নিমিত্তে এই সময়ে অবেক্ষণ করিয়া প্রভু আমার প্রতি এমন ব্যবহার করিলেন।

২৬ অপর ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকটহইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে ২৭ দায়ূদের কুলোদ্ভব যোষেফ্ নামক পুরুষের প্রতি বাগ্‌দত্তা এক কন্যার নিকটে প্রেরিত হইলেন; সেই কন্যার নাম মরিয়ম্। ২৮ ঐ দূত [গৃহমধ্যে] তাহার কাছে আসিয়া কহিলেন, ওগো মহানুগৃহীতে, মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহবর্ত্তী, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা। ২৯ তখন সে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার বাক্যে উদ্বিগ্না হইয়া এ কেমন মঙ্গলবাদ? ইহা মনে আন্দোলন করিতে লাগিল। ৩০ তাহাতে দূত তাহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। ৩১ আর দেখ, তুমি গর্ব্ভিনী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা, ও তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবা। ৩২ তিনি মহান্ হইবেন, এবং পরাৎপরের পুত্র এই নাম পাইবেন, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; ৩৩ এবং তিনি যাকোবের কুলের উপরে যুগে ২ রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।

৩৪ তখন মরিয়ম্ ঐ দূতকে কহিল, ইহা কিসে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না। ৩৫ তাহাতে দূত উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নামিয়া আসিবেন; এবং পরাৎপরের প্রভাব তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ তোমার সেই পবিত্র গর্ব্ভফলের নাম ঈশ্বরের পুত্র হইবে। ৩৬ আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ, সেও বৃদ্ধকালে পুত্রসন্তান গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে। হাঁ, সকলে যাহাকে বন্ধ্যা বলে, এই তাহার ষষ্ঠ মাস; ৩৭ কেননা ঈশ্বরের অসাধ্য কোন কথা নাই। ৩৮ তখন মরিয়ম কহিল দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আমার প্রতি আপনকার বাক্যানুসারে ঘটুক। পরে ঐ দূত তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিলেন।

৩৯ তৎকালে মরিয়ম্ গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতময় প্রদেশীয় যিহূদার এক নগরে ত্বরায় গমন করিল। ৪০ এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবিষ্টা হইয়া ইলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ করিল। ৪১ তাহাতে মরিয়মের মঙ্গলবাদ ইলীশাবেতের শ্রবণমাত্রে তাহার উদরমধ্যে শিশুটী নাচিয়া উঠিল; এবং ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণা হইয়া ৪২ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদ করিয়া বলিতে লাগিল, নারীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ব্ভের ফল। ৪৩ আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আইসে, আমার এমন [সৌভাগ্য] কিসে হইল? ৪৪ কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কাণে লাগিবামাত্র শিশুটী আমার উদরমধ্যে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। ৪৫ আর ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা; যেহেতুক প্রভুহইতে যাহা ২ তোমাকে কহা গিয়াছে তাহা সিদ্ধি পাইবে।

৪৬ তখন মরিয়ম্ কহিল, আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা স্বীকার করিতেছে, ৪৭ এবং আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরেতে উল্লাসিত হইয়াছে। ৪৮ কারণ তিনি নিজ দাসীর দীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; বস্তুতঃ দেখ, অদ্যাবধি পুরুষপরম্পরা সকল আমাকে ধন্যা বলিবে। ৪৯ কারণ যিনি পরাক্রান্ত, তিনি আমার জন্যে মহৎ কর্ম্ম করিলেন; আর তাঁহার নাম পবিত্র। ৫০ এবং যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের পুরুষপরম্পরার প্রতি তাঁহার দয়া বর্ত্তে। ৫১ তিনি আপন বাহুদ্বারা বিক্রমের কর্ম্ম করিলেন; যাহারা আপন২ হৃদয়ের কল্পনাতে অভিমানী, তাহাদিগকে তিনি ছিন্নভিন্ন করিলেন। ৫২ তিনি কর্ত্তাদিগকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিলেন, ও নতদিগকে উন্নত করিলেন। ৫৩ তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম ২ দ্রব্যেতে পূর্ণ করিলেন, ও ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিলেন। ৫৪ তিনি আমাদের পিতৃগণের কাছে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ৫৫ তদনুসারে অব্রাহামের ও তাঁহার বংশের পক্ষে অনন্তকাল পর্য্যন্ত দয়া স্মরণার্থে নিজ দাস ইস্রায়েলের উপকারী হইলেন।

৫৬ অনন্তর মরিয়ম্ প্রায় তিন মাস ইলীশাবেতের নিকটে রহিল, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

৫৭ পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে সে পুত্র প্রসব করিল। ৫৮ তাহাতে প্রভু তাহার প্রতি মহাদয়া করিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া প্রতিবাসি ও জ্ঞাতি কুটুম্ব লোকেরা তাহার সহিত আমোদ করিল। ৫৯ পরে অষ্টম দিনে বালকটীর ত্বক্‌ছেদ করিতে আসিয়া তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম সখরিয় রাখিতে উদ্যত হইল। ৬০ কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া কহিল, তাহা নয়, উহার নাম যোহন্‌ হইবে। ৬১ তখন তাহারা তাহাকে কহিল, তোমার গোষ্ঠীর মধ্যে সেই নামবিশিষ্ট কেহ নাই। ৬২ পরে তাহার পিতা সখরিয়কে সঙ্কেত পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ইচ্ছাতে বালকটীর কি নাম রাখা যাইবে? ৬৩ তাহাতে সে একখান লিপির পত্র চাহিয়া লইয়া লিখিল, উহার নাম যোহন্‌। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ৬৪ এবং তৎক্ষণাৎ সখরিয়ের জিহ্বার জড়তা ঘুচিলে মুখ খুলিয়া যাওয়াতে সে বাক্য উচ্চারণ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ৬৫ তাহাতে চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রতিবাসি সকলে ভয়াক্রান্ত হইল, আর যিহূদিয়ার পর্ব্বতময় প্রদেশের সর্ব্বত্র লোকেরা এই সকল কথা বলাবলি করিতে লাগিল। ৬৬ আর যত লোক তাহা শুনিল, সকলে তাহা হৃদয়ে স্থান দিয়া কহিতে লাগিল, বালকটী কি হইবে? বস্তুতঃ প্রভুর হস্ত তাহার সহবর্ত্তী ছিল।

৬৭ আর তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভাবোক্তি প্রচার করিল, যথা, ৬৮ ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু ধন্য, কেননা তিনি আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া মুক্তি সাধন করিলেন। ৬৯ এবং আপন দাস দায়ূদের কুলে আমাদের জন্যে পরিত্রাণসাধক এক শৃঙ্গ উৎপন্ন করিলেন। ৭০ তিনি যুগের আরম্ভাবধি আপন পবিত্র ভাববাদিগণের মুখদ্বারা তাহার কথা কহিয়াছিলেন; ৭১ তাহা আমাদের শত্রুগণহইতে ও ঘৃণাকারি সকলের হস্তহইতে আমাদের পরিত্রাণ। ৭২ তাহাতে করিয়া তিনি আমাদের পিতৃগণের সহিত কৃপা ব্যবহার করিবেন ও আপনার পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিবেন। ৭৩ [ফলতঃ] তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহামের প্রতি শপথ করণ পূর্ব্বক ৭৪ আমাদিগকে [এই বর] দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে আমরা শত্রুগণের হস্তহইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার আরাধনা করিতে২ ৭৫ সাধুতাতে ও ধর্ম্মাচরণে তাঁহার সাক্ষাতে আপন২ জীবনের সমস্ত দিন [যাপন করিতে পারিব]। ৭৬ আর হে বালক, তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া বিখ্যাত হইবা, কারণ তুমি প্রভুর পথ প্রস্তুত করিতে তাঁহার অগ্রগামী হইয়া ৭৭ তাঁহার প্রজাদিগকে তাহাদের পাপমোচনে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবা। ৭৮ ইহার মূল আমাদের ঈশ্বরের সেই কৃপাযুক্ত স্নেহ যাহাতে করিয়া ঊর্দ্ধহইতে ঊষা আমাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়া ৭৯ শান্তির পথে আমাদের চরণ চালাইবার নিমিত্তে অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়াতে উপবিষ্ট লোকদের কাছে বিরাজমান হইলেন।

৮০ পরে বালকটী বাড়িয়া আত্মাতে বলবান হইতে লাগিল; আর সে যাবৎ ইস্রায়েলের নিকটে প্রকাশিত না হইল, তাবৎ প্রান্তরে বাস করিল।

২ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র লোকদের নাম লিখিয়া দিবার আজ্ঞা আগস্ত কৈসর কর্ত্তৃক প্রচারিত হইল। ২ সুরিয়া দেশের অধ্যক্ষ কুরীণিয়ের সময়ের প্রথম বলিয়া এই নাম লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৩ অতএব নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে লোক সকল আপন২ নগরে গমন করিল। ৪ তাহাতে ঐ যোষেফও আপনার বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত নাম লিখিয়া দিবার জন্যে গালীলস্থ নাসরৎ নগরহইতে যিহূদিয়াস্থ বৈৎলেহম নামক দায়ূদের নগরে গেল, ৫ যেহেতুক সে দায়ূদের কুলজাত ও গোষ্ঠী ছিল; তৎকালে মরিয়ম গর্ভবতী ছিল। ৬ অপর তাহারা সেই স্থানে থাকিতে২ মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে সে আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিল। ৭ আর ঐ উত্তরণীয় গৃহে স্থানাভাব প্রযুক্ত বালককে পটিকাতে বেষ্টন করিয়া যাবপাত্রে রাখিল।

৮ তৎকালে ঐ অঞ্চলের কতক জন পালরক্ষক রাত্রিকালে মাঠে থাকিয়া আপন২ পাল রক্ষার্থে প্রহরিকর্ম্ম করিতেছিল। ৯ আর দেখ, তাহাদের নিকটে প্রভুর এক দূত আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং চতুষ্পার্শ্বে প্রভুর প্রতাপ দেদীপ্যমান হইল; তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। ১০ তখন সে দূত তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; তাহা সমুদয় লোকের হইবে; ১১ ফলতঃ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা জন্মিলেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। ১২ আর তোমাদের জন্যে ইহাই তাহার অভিজ্ঞান, তোমরা পটিকাবেষ্টিত শিশুকে যাবপাত্রে শয়ান [দেখিতে] পাইবা। ১৩ অনন্তর অকস্মাৎ স্বর্গবাহিনার এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে২ কহিতে লাগিলেন, ১৪ "ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, এবং পৃথিবীতে শান্তি; মনুষ্যদিগেতে প্রীতি।"

১৫ অনন্তর ঐ দূতগণ তাহাদের নিকটহইতে স্বর্গে গেলে সেই পালরক্ষক মনুষ্যেরা পরস্পর কহিল, আইস, আমরা এক বার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যাইয়া এই যে ঘটনার কথা প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা দেখি। ১৬ পরে তাহারা সত্বরে গমন করিয়া মরিয়মের ও যোষেফের এবং

যাবপাত্রে শয়ান শিশুটীর উদ্দেশ পাইল। [১৭] পরে [সকলই] দেখিয়া বালকটীর বিষয়ে যে কথা তাহাদিগকে কহা গিয়াছিল, তাহা প্রচার করিল। [১৮] তাহাতে যত লোক পালরক্ষকগণের মুখে ঐ কথা শুনিল, সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। [১৯] কিন্তু মরিয়ম সেই সকল কথা হৃদয়মধ্যে আন্দোলন করত [স্মরণে] রাখিল। [২০] পরে ঐ পালরক্ষকদিগকে যে রূপ কহা গিয়াছিল, তদ্রূপ সকলই দেখিয়া শুনিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও স্তবগান করিতে২ ফিরিয়া গেল।

[২১] অনন্তর বালকটীর ত্বক্‌ছেদনের সময় অর্থাৎ অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল; এই নাম তাঁহার গর্ব্ভস্থ হওনের পূর্ব্বে স্বর্গদূতদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

[২২] পরে যখন মোশির ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের শুচি হওনের কাল সম্পূর্ণ হইল, [২৩] তখন গর্ব্ভাশয়োদ্‌ঘাটক প্রত্যেক পুরুষসন্তান প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবে, প্রভুর ব্যবস্থাতে লিখিত এই আজ্ঞানুসারে শিশুটীকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত করিতে, [২৪] এবং প্রভুর ব্যবস্থার উক্তিমতে দুই ঘুঘুকে কিম্বা দুই কপোতশাবককে বলিদান করিতে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যিরূশালেমে গমন করিল।

[২৫] আর দেখ, যিরূশালেমে শিমিয়োন্ নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে ধার্ম্মিক ও শ্রদ্ধাশালী লোক, এবং ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিত, এবং পবিত্র আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেন। [২৬] আর প্রভুর অভিষিক্তকে দেখিতে না পাইলে তুমি মৃত্যু দেখিবা না, এই কথা পবিত্র আত্মাকর্ত্তৃক তাহাকে জানান গিয়াছিল। [২৭] সে আত্মার আবেশক্রমে মন্দিরে আইল, এবং শিশু যীশুর মাতা পিতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থানুযায়ি উচিত ক্রিয়া করিতে তাঁহাকে মন্দিরে আনিল, [২৮] তখন সেও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল, [২৯] হে নাথ, এখন আপনি নিজ বাক্যানুসারে আপন দাসকে কুশলে বিদায় করিলেন। [৩০] কেননা আমার নেত্রযুগল আপনকার এই ত্রাণোপায় দেখিতে পাইল, [৩১] যাহা আপনি পরজাতীয়দিগকে দীপ্তি প্রদানার্থক জ্যোতিঃ ও আপনকার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের শ্রীস্বরূপে [৩২] জাতি সকলের সম্মুখে প্রস্তুত করিয়াছেন। [৩৩] তখন তাঁহার মাতা ও যোষেফ্ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল বাক্যে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। [৩৪] অনন্তর শিমিয়োন্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মাতা মরিয়ম্‌কে কহিল, দেখ, ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের নিমিত্তে, এবং যাহার প্রতি আপত্তি করা যায়, এমত অভিজ্ঞান হইবার নিমিত্তে ইনি নিযুক্ত আছেন। [৩৫] আর তোমার নিজ প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হইবে। [ইহার অভিপ্রায় এই,] যেন অনেক হৃদয়োদ্ভূত বিতর্ক প্রকাশিত হয়।

[৩৬] আর আশেরবংশীয় পনূয়েলের কন্যা হান্না নাম্নী এক অতি বৃদ্ধা ভাববাদিনী ছিল; সে বিবাহের পরে সাত বৎসর পর্য্যন্ত স্বামির সহিত বাস করিয়াছিল, [৩৭] পরে বিধবা হইয়া চৌরাশী বৎসর [বয়স] পর্য্যন্ত মন্দিরহইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রার্থনাদ্বারা রাত দিন [ঈশ্বরের] আরাধনা করিত। [৩৮] সেও ঐ দণ্ডে উপস্থিত হইয়া প্রভুর ধন্যবাদ করিল, এবং যিরূশালেমে মুক্তির অপেক্ষাকারী যত লোক ছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা কহিতে লাগিল।

[৩৯] অনন্তর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত কার্য্য সাধন করিলে পর তাহারা গালীলের নাসরৎ নামক আপন নগরে প্রত্যাগমন করিল। [৪০] পরে বালকটী বৃদ্ধি পাইতে২ আত্মাতে শক্তিমান ও জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিত।

[৪১] তাঁহার পিতামাতা প্রতিবৎসর নিস্তারপর্ব্ব সময়ে যিরূশালেমে যাইত। [৪২] অপর তাঁহার বারো বৎসর বয়স হইলে তাহারা পর্ব্বের রীত্যনুসারে যিরূশালেমে গমনানন্তর [৪৩] পর্ব্বের সময় অতিবাহিত করিয়া যখন ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন বালক যীশু যিরূশালেমে রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতা ও যোষেফ্ তাহা না জানিয়া, [৪৪] তিনি সমভিব্যাহারিদিগের সঙ্গে আছেন, এমন বোধ করাতে এক দিনের পথ গেল; পরে জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবদের নিকটে অন্বেষণ করিল, [৪৫] এবং তাঁহার উদ্দেশ না পাওয়াতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে২ যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। [৪৬] এবং তিন দিনের পর মন্দিরে তাঁহাকে পাইল; তিনি গুরুদিগের মধ্যস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন ও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। [৪৭] এবং তাঁহার বুদ্ধিতে ও উত্তরেতে শ্রোতা সকল বিস্ময়াপন্ন হইতেছিল। [৪৮] এই রূপে তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইল, এবং তাঁহার মাতা তাঁহাকে কহিল, বৎস, আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিলা? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি ব্যথিত হইয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছিলাম। [৪৯] তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার অন্বেষণ কেন করিলা? আমার পিতার অধিকারে থাকা আমার উচিত, ইহা কি জানিলা না? [৫০] কিন্তু তাঁহার এই বচনের কি ভাব, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। [৫১] পরে তিনি তাহাদিগের সঙ্গে চলিয়া নাসরতে আসিয়া তাহাদের বশীভূত থাকিলেন; কিন্তু এই সকল কথা তাঁহার মাতা আপন হৃদয়ে রাখিল। [৫২] পরে যীশুর জ্ঞান ও বয়স এবং তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ও মনুষ্যের অনুগ্রহ বাড়িতে থাকিল।

৩ অধ্যায় ।

১ অপর তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে, যখন পন্তীয় পীলাত যিহূদিয়ার অধ্যক্ষ, ও হেরোদ্ গালীলের রাজা ও তাহার ভ্রাতা ফিলিপ যিতূরিয়ার ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা, এবং লুষানিয় অবিলীনীর রাজা ২ এবং হানন্ ও কায়াফা প্রধান যাজক ছিল; সেই সময়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকটে উপস্থিত হইল। ৩ তাহাতে সে যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তি সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনার্থক মনঃপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম ঘোষণা করিতে লাগিল। ৪ যেমন যিশায়াহ ভাববাদির উক্তিসম্বলিত গ্রন্থে লিপি আছে. যথা, "প্রান্তরে এই বাক্য প্রচারকারী এক জনের "বাণী, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাঁহার "মার্গ সকল সরল কর; ৫ প্রত্যেক নিম্নভূমি উচ্চ "হইবে, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত সকল নিম্ন "হইবে, এবং বক্র পথ সরল হইবে, ও উচ্চনীচ "ভূমি সমান মার্গ হইবে, ৬ এবং যাবতীয় প্রাণী "ঈশ্বরের [স্বীকৃত] পরিত্রাণ দেখিবে।" ৭ তদনুসারে অনেক২ লোক বাহির হইয়া যোহন্দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে আইলে, সে তাহাদিগকে কহিল, অরে সর্পের বংশ, আগামি কোপহইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব মনঃপরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও; এবং আমাদের পিতা অব্রাহাম আছেন, মনে২ এমন কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য এই২ প্রস্তরহইতে সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। ৯ আর বৃক্ষের মূলে এখন কুঠার লাগান আছে; অতএব যে কোন বৃক্ষে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। ১০ তখন সমাগত লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ১১ তাহাতে সে উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, যাহার দুইখান অঙ্গরক্ষক বস্ত্র আছে, সে বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে একখান বিতরণ করুক; আর যাহার কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে, সেও তদ্রূপ করুক। ১২ পরে করগ্রাহকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, আমাদের কর্ত্তব্য কি? ১৩ তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, নিরূপিতের অধিক আদায় করিও না। ১৪ অনন্তর যোদ্ধারাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেরই বা কর্ত্তব্য কি? তাহাতে সে তাহাদিগকে বলিল. কাহারো প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, ও মিথ্যা অপবাদ দিও না, এবং আপনাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাক।

১৫ অপর লোকেরা অপেক্ষায় থাকাতে, এবং ইনি কি অভিষিক্ত ত্রাতা? যোহনের বিষয়ে সকলে ইহা মনে২ আন্দোলন করাতে ১৬ যোহন্ উত্তর করিয়া সকলকে কহিল, আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতে যোগ্য নহি, আমাহইতে শক্তিমান এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। ১৭ তাঁহার হস্তে কুলা আছে; এবং তিনি আপন খামার সুপরিষ্কৃত করিয়া গোম নিজ গোলাতে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু অনির্ব্বাণ অগ্নিতে তুষ দগ্ধ করিবেন। ১৮ এই প্রকার আরো অনেক উপদেশকথা কহিতে২ যোহন্ লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিত।

১৯ অপর হেরোদ্ রাজা ফিলিপ নামক ভ্রাতার স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয় এবং আপনার সমস্ত দুষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত যোহনদ্বারা অনুযোগ পাইলে পর ২০ সে পাপের উপরে পাপ করিয়া যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিল।

২১ সকল লোকের বাপ্তাইজিত হওনকালে যীশুও বাপ্তাইজিত হইলেন; পরে তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খোলা হইল, ২২ এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আইলেন; এবং স্বর্গহইতে এই বাণী হইল, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"

২৩ কার্য্যারম্ভকালে যীশুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর ছিল; তিনি লৌকিক জ্ঞানে যোষেফের পুত্র, সেই যোষেফ্ এলির পুত্র। ২৪ এলি মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেবির পুত্র, লেবি মল্কির পুত্র, মল্কি যান্নের পুত্র, যান্ন যোষেফের পুত্র। ২৫ যোষেফ্ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় আমোসের পুত্র, আমোস্ নহূমের পুত্র, নহূম্ ইষ্লির পুত্র, ইষ্লি নগির পুত্র। ২৬ নগি মাটের পুত্র, মাট্ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয় শিমিয়ির পুত্র, শিমিয়ি যোষেফের পুত্র. যোষেফ্ যূদার পুত্র। ২৭ যূদা যোহানার পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র, রীষা সরুব্বাবিলের পুত্র, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র, শল্টীয়েল্ নেরির পুত্র। ২৮ নেরি মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর পুত্র, অদ্দী কোষমের পুত্র, কোষম্ ইল্মোদমের পুত্র, ইল্মোদম্ এরের পুত্র। ২৯ এর যোশির পুত্র, যোশি ইলীয়েষরের পুত্র, ইলীয়েষর্ যোরীমের পুত্র, যোরীম্ মত্ততের পুত্র, মত্তৎ লেবির পুত্র। ৩০ লেবি শিমিয়োনের পুত্র, শিমিয়োন্ যূদার পুত্র, যূদা যোষেফের পুত্র, যোষেফ্ যোননের পুত্র, যোনন্ ইলীয়াকীমের পুত্র। ৩১ ইলিয়াকীম্ মিলেয়ার পুত্র, মিলেয়া মৈননের পুত্র, মৈনন মত্তত্তের পুত্র, মত্তত্ত নাথনের পুত্র, নাথন্ দায়ূদের পুত্র। ৩২ দায়ূদ যিশয়ের পুত্র, যিশয় ওবেদের পুত্র, ওবেদ্ বোয়সের পুত্র, বোয়স সল্মোনের পুত্র, সল্মোন্ নহশোনের পুত্র। ৩৩ নহশোন্ অম্মীনাদবের পুত্র, অম্মীনাদব্ অরামের পুত্র, অরাম্ হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ্ পেরসের পুত্র, পেরস্ যিহূদার পুত্র। ৩৪ যিহূদা যাকোবের পুত্র, যাকোব্ ইস্হাকের পুত্র, ইসহাক্ অব্রা-

হামের পুত্র, অব্রাহাম্ তেরহের পুত্র, তেরহ নাহোরের পুত্র। ৩৫ নাহোর্ সরুগের পুত্র, সরুগ্ রিয়ুর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র, পেলগ্ এবরের পুত্র, এবর শেলহের পুত্র। ৩৬ শেলহ কৈননের পুত্র, কৈনন্ অর্ফক্ষদের পুত্র। অর্ফক্ষদ্ শেমের পুত্র, শেম নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র। ৩৭ লেমক্ মথূশেলহের পুত্র, মথূশেলহ হনোকের পুত্র, হনোক্ যেরদের পুত্র, যেরদ্ মহললেলের পুত্র, মহললেল্ কৈননের পুত্র। ৩৮ কৈনন্ ইনোশের পুত্র, ইনোশ্ শেথের পুত্র, শেথ্ আদমের পুত্র, আদম্ ঈশ্বরের পুত্র।

৪ অধ্যায়।

১ পরে যীশু পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া যর্দ্দনহইতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং আত্মার আবেশে প্রান্তরে নীত হইয়া ২ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন; সেই সকল দিন তিনি অনাহারে থাকিলেন; পরে তাহা সাঙ্গ হইলে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তাহাতে শয়তান তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এই প্রস্তরকে বল যেন সে রুটী হইয়া যায়। ৪ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল "রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের যে ২ বাক্য তাহা- "দ্বারাই বাঁচে।" ৫ আর বার শয়তান তাঁহাকে এক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া এক নিমিষের মধ্যে জগতের যাবতীয় রাজ্য দেখাইল। ৬ পরে শয়তান তাঁহাকে বলিল, এই সকল পরাক্রম ও ইহার প্রতাপ আমি তোমাকে দিব; কেননা তাহা আমার স্থানে সমর্পিত আছে; আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে তাহা দিতে পারি। ৭ অতএব তুমি যদি আমার ভজনা কর, তবে এ সকলি তোমার হইবে। ৮ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার সম্মুখহইতে দূর হও, শয়তান; লেখা আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিও, "এবং কেবল তাঁহারই আরাধনা করিও।" ৯ আর বার সে তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গিয়া মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে এ স্থানহইতে নীচে পড়; ১০ কেননা লেখা আছে, "তিনি তোমাকে রক্ষা "করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা দিবেন; ১১ তা- "হাতে তোমার চরণে যেন প্রস্তরাঘাত না লাগে, "এ কারণ তাঁহারা তোমাকে হস্তে তুলিয়া লইবেন।" ১২ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ইহাও উক্ত আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর "পরীক্ষা লইও না।" ১৩ এই রূপে শয়তান সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

১৪ তখন যীশু আত্মার প্রভাবে গালীলে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তি দেশের চারি দিগে ব্যাপিল। ১৫ এবং তিনি তাহাদের সকল সমাজগৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা প্রশংসিত হইতে লাগিলেন।

১৬ আর তিনি আপন পালনের স্থান নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন ব্যবহারানুসারে বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। ১৭ তাহাতে যিশায়াহ ভাববাদির গ্রন্থ তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি গ্রন্থখানি খুলিয়া এই বচন যে স্থানে লেখা আছে, সেই স্থান পাইলেন, যথা, ১৮ "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান "করিতেছেন, কেননা তিনি দরিদ্র লোকদের কাছে "সুসমাচার প্রচার করিতে আমাকে অভিষিক্ত "করিয়াছেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ "করিতে, এবং বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তির ও "অন্ধদিগের প্রতি চক্ষুর্দানের কথা প্রচার করিতে, "ও উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিতে, "১৯ এবং প্রভুর গ্রাহ্য বৎসর ঘোষণা করিতে আ- "মাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ২০ পরে তিনি গ্রন্থখানি বন্ধন পূর্ব্বক ভৃত্যের হস্তে দিয়া আসনে বসিলেন; তাহাতে সমাজগৃহে যত লোক ছিল, সকলে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ২১ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, অদ্য তোমাদের কর্ণগোচরে এই শাস্ত্রীয় বচন সিদ্ধ হইল। ২২ তাহাতে সকলে তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ দিতে, ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত প্রীতিজনক বাক্যে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল, এবং কহিল, এ কি যোষেফের পুত্র নহে? ২৩ তখন তিনি কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই দৃষ্টান্ত বলিবা, হে চিকিৎসক আপনাকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে যাহা ২ করিয়াছ শুনিলাম, সে সকল ক্রিয়া এই স্বদেশেও কর। ২৪ তিনি আরও কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, কোন ভাববাদী স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। ২৫ কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ বলি, এলিয়ের বর্ত্তমান সময়ে যখন সাড়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আকাশ বদ্ধ থাকাতে সমুদয় দেশে মহাদুর্ভিক্ষ জন্মিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল, ২৬ কিন্তু এলিয় তাহাদের মধ্যে কাহারো নিকটে প্রেরিত না হইয়া কেবল সীদোন্ প্রদেশের সারিফতে কোন বিধবা স্ত্রীর নিকটে প্রেরিত হইল। ২৭ আর ইলীশায় ভাববাদির বর্ত্তমান সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক কুষ্ঠী ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ শুচীকৃত হইল না, কেবল সুরীয় নামান শুচীকৃত হইল। ২৮ এই কথা শুনিয়া সমাজগৃহে উপস্থিত লোকেরা সকলে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল, ২৯ এবং উঠিয়া তাঁহাকে নগরহইতে বাহির করিয়া যে পর্ব্বতে তাহাদের নগর স্থাপিত আছে ঐ পর্ব্বতহইতে নীচে নিক্ষেপ করণার্থে তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গেল। ৩০ কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩১ পরে তিনি নামিয়া গিয়া গালীলের কফরনাহূম নগরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামবারে লোকদি-

গকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ৩২ এবং সকলে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল; কারণ তাঁহার বাক্য ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল। ৩৩ তখন ঐ সমাজগৃহে অশুচি ভূতের আত্মাবিষ্ট এক মনুষ্য ছিল; সে চীৎকার শব্দ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ৩৪ হে নাসরতীয় যীশু, ক্ষান্ত হউন, আপনকার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদিগকে নষ্ট করিতে আইলেন? আপনি কে, তাহা আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের পবিত্র লোক। ৩৫ তখন যীশু তাহাকে ধম্কাইয়া কহিলেন, নীরব হও, এবং উহাহইতে বহির্গত হও; তাহাতে সেই ভূত তাহাকে মধ্যস্থানে ফেলিয়া দিয়া কিছু হানি না করিয়া তাহাহইতে বহির্গত হইল। ৩৬ তাহাতে সকলে চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতাতে ও প্রভাবে অশুচি আত্মাদিগকে আজ্ঞা করিলে তাহারা বহির্গত হয়। ৩৭ পরে চতুর্দ্দিক্‌স্থ দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।

৩৮ অনন্তর তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমাজগৃহহইতে শিমোনের বাটীতে প্রবেশ করিলেন; তখন শিমোনের শ্বশ্রূ ভারি জ্বরেতে পীড়িতা ছিল, অতএব তাহারা তাহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করিল। ৩৯ তাহাতে তিনি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধম্কাইলে তাহার জ্বরত্যাগ হইল; তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

৪০ পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোক সকল নানা প্রকার ব্যাধিতে ক্লিষ্ট আপন২ পরিজনদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাহাতে তিনি প্রত্যেক জনের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ৪১ এবং অনেক লোকহইতে ভূতগণও বহির্গত হইয়া চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক্ দিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন, কারণ তিনি খ্রীষ্ট ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল। ৪২ অপর প্রভাত হইলে তিনি বাহিরে যাইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন; তাহাতে সমাগত লোকেরা তাঁহার অন্বেষণ করিল, এবং তাঁহার লাগাইল পাইলে স্থানান্তরে যাইতে তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিল। ৪৩ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য২ নগরেও আমাকে ঈশ্বররাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হয়; কেননা তন্নিমিত্তেই আমি প্রেরিত হইয়াছি। ৪৪ পরে তিনি গালীলের নানা সমাজগৃহে উপদেশ দিতে থাকিলেন।

৫ অধ্যায়।

১ এক দিন যীশু গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইলে লোকসমূহ ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিতে ২ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিতেছিল, ২ এমন সময়ে তিনি হ্রদের ধারে অমনি লাগান দুই খান নৌকা দেখিলেন, [কেননা] জালিয়ারা তাহা ত্যাগ করিয়া জাল ধুইতেছিল। ৩ তাহাতে তিনি ঐ দুয়ের মধ্যে এক-খানে অর্থাৎ শিমোনের নৌকাতে উঠিয়া কূলহইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে তাহাকে বিনতি করিলেন; অনন্তর নৌকাতে বসিয়া সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে থাকিলেন। ৪ পরে কথাপ্রসঙ্গ সাঙ্গ করিয়া তিনি শিমোন্‌কে কহিলেন, গভীর জলে গিয়া মৎস্য ধরিতে তোমাদের জাল নিক্ষেপ কর। ৫ তাহাতে শিমোন্ উত্তর করিল, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনকার আজ্ঞাতে আমি জালটা ফেলিব। ৬ পরে তাহারা জাল ফেলিলে মৎস্যের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, তাহাতে তাহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; ৭ অতএব তাহারা অন্য নৌকাতে স্থিত সঙ্গিদিগকে উপকারার্থে আসিতে ইঙ্গিতে ডাকিল। তাহারা আসিয়া মৎস্যেতে দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিল, যে নৌকা ডুবিবার ভয় হইল। ৮ তাহা দেখিয়া শিমোন্ পিতর যীশুর চরণে পড়িয়া কহিল, আমার নিকটহইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভো, আমি পাপি মনুষ্য। ৯ বস্তুতঃ জালে পতিত মৎস্যের ঝাঁকেতে শিমোন্ ও তাহার সঙ্গিরা বিস্ময়াপন্ন ছিল, ১০ এবং শিমোনের সহভাগিরা অর্থাৎ সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহনও সেই অবস্থাতে ছিল। তখন যীশু শিমোন্‌কে কহিলেন, ভয় করিও না, অদ্যাবধি তুমি মনুষ্যধারী হইবা। ১১ অনন্তর তাহারা নৌকাদ্বয় কূলে আনিয়া সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল।

১২ এক দিন যীশু কোন নগরে থাকিলে, দেখ, এক জন সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া ভূমিতে অধোমুখ হইয়া বিনতি পূর্ব্বক বলিল, হে প্রভো, যদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচি করিতে পারেন। ১৩ তখন তিনি হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা আছে, শুচি হও; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার কুষ্ঠরোগ গেল। ১৪ পরে তিনি তাহাকে আজ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকে কহিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দিবার নিমিত্তে আপনার শুচি হওনের জন্যে মোশির আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। ১৫ তথাপি যীশু বিষয়ক জনরব ততোধিক ব্যাপিতে লাগিল, আর তাঁহার বাক্য শুনিতে এবং আপন২ রোগহইতে মুক্তি পাইতে অনেক২ লোকের সমাগম হইত। ১৬ কিন্তু তিনি নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিতেন।

১৭ আর এক দিবস যীশু উপদেশ দিতেছিলেন, এবং গালীলের ও যিহূদিয়ার যাবতায় নগরহইতে এবং যিরূশালেমহইতে আগত ফরীশি লোক ও ব্যবস্থার অধ্যাপকেরা নিকটে উপবিষ্ট ছিল; এমত সময়ে লোকদিগকে সুস্থ করিতে প্রভুর প্রভাব উপস্থিত ছিল। ১৮ আর দেখ, কতক লোক খট্টাতে

শয়ান এক জন পক্ষাঘাতিকে ভিতরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিল; [১৯] কিন্তু জনতা প্রযুক্ত ভিতরে আনিবার পথ না পাওয়াতে ছাতে উঠিয়া টালি খুলিয়া শয্যাশুদ্ধ ঐ পক্ষাঘাতিকে মধ্যস্থানে যীশুর সম্মুখে নামাইল। [২০] তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি ঐ পক্ষাঘাতিকে কহিলেন, হে মনুষ্য, তোমার পাপক্ষমা হইল। [২১] তাহাতে শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও ফরীশিরা এমত বিতর্ক করিতে লাগিল, এই যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিন্দা করে, এ কে? একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? [২২] কিন্তু যীশু তাহাদের বিতর্ক জানাতে উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে২ কেন বিতর্ক করিতেছ? [২৩] তোমার পাপ ক্ষমা হইল, আর তুমি উঠিয়া বেড়াও, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্ কথা কহা সহজ? [২৪] কিন্তু পৃথিবীতে পাপ মোচন করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই নিমিত্তে—তিনি সেই পক্ষাঘাতিকে বলিলেন,—তোমাকে কহিতেছি, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া গৃহে গমন কর। [২৫] তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ সকলের সাক্ষাতে উঠিয়া আপন শয্যা তুলিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে ২ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। [২৬] তখন সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিল, এবং ভয়েতে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিল, অদ্য আমরা অসম্ভব ব্যাপার দেখিলাম।

[২৭] তৎপরে তিনি বাহিরে গিয়া করগ্রহণ স্থানে উপবিষ্ট লেবি নামে এক জন করগ্রাহককে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। [২৮] তাহাতে সে সকলই পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। [২৯] পরে লেবি আপন বাটীতে তাঁহার নিমিত্তে বড় ভোজ প্রস্তুত করিলে তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনোপবিষ্ট করগ্রাহক প্রভৃতি লোকদের মহাজনতা উপস্থিত হইল। [৩০] তখন তাহাদের শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও ফরীশিরা তাঁহার শিষ্যদের সহিত বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, করগ্রাহক ও পাপি লোকদের সঙ্গে তোমরা কেন ভোজন পান করিতেছ? [৩১] তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকেতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে। [৩২] আমি ধার্ম্মিকদিগকে আহ্বান করিতে আসি নাই, কিন্তু মনঃপরিবর্ত্তনার্থে পাপিদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছি।

[৩৩] পরে তাহারা তাঁহাকে কহিল, যোহনের ও ফরীশিদের শিষ্যগণ বার ২ উপবাস ও প্রার্থনা করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? [৩৪] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বরযাত্রিদের সঙ্গে বর যাবৎ থাকে, তাবৎ তোমরা কি তাহাদিগকে উপবাস করাইতে পার? [৩৫] কিন্তু যখন তাহাদের নিকটহইতে বর নীত হইবে, এমন সময় আসিবে; তৎকালে তাহারা উপবাস করিবে। [৩৬] আরও তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, কেহ নূতন বস্ত্রহইতে তালী কাটিয়া পুরাতন বস্ত্রে দেয় না; তাহা করিলে নূতন বস্ত্রও কাটিতে হয়, এবং পুরাতন বস্ত্রেও সেই নূতনের তালী মিলিবে না। [৩৭] আর পুরাতন কুপাতে কেহ নূতন দ্রাক্ষারস ভরিয়া রাখে না; রাখিলে নূতন দ্রাক্ষারসের তেজে পুরাতন কুপা ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারসও পড়িয়া যায়, এবং কুপা সকলও নষ্ট হয়। [৩৮] অতএব নূতন কুপাতে নূতন দ্রাক্ষারস রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়। [৩৯] পরন্তু পুরাতন দ্রাক্ষারস পান করিয়া কেহ আপাততঃ নূতনের বাঞ্ছা করে না, কেননা সে বলে, বরং পুরাতনই ভাল।

৬ অধ্যায়।

[১] অপর দ্বিতীয় আদিম বিশ্রামবারে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমন করেন, এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়িয়া ২ হস্তে পিষিয়া খাইতে লাগিল। [২] তাহাতে কএক জন ফরীশী তাহাদিগকে কহিল, বিশ্রামবারে যাহা কর্ত্তব্য নয়, তাহা কেন করিতেছ? [৩] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ্ ও তাঁহার সঙ্গিরা ক্ষুধার্ত্ত হইলে তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাও কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? [৪] তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শনীয় রুটী কেবল যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারো ভোজন করিতে নাই, তাহা লইয়া আপনি খাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন। [৫] পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা আছেন।

[৬] আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন; সেই স্থানে যাহার দক্ষিণ হস্ত শুষ্ক এমত এক মনুষ্য ছিল। [৭] আর তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না, শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ও ফরীশিরা তাঁহার নামে অভিযোগ করণের সূত্র পাইবার আশাতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। [৮] কিন্তু তিনি তাহাদের বিতর্ক জানাতে ঐ শুষ্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। [৯] পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগকে [একটী কথা] জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা বিহিত? ভাল কর্ম্ম কিম্বা মন্দ কর্ম্ম? প্রাণরক্ষা কিম্বা প্রাণনাশ? [১০] পরে তিনি চারি দিগে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ মনুষ্যকে বলিলেন, তোমার হস্ত বিস্তার কর। তখন সে তাহা করিলে তাহার হস্ত অন্যটীর ন্যায় সুস্থ হইল। [১১] তাহাতে তাহারা তমঃপূর্ণ হইয়া যীশুকে কি করিবে, এ বিষয়ে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল।

[১২] তৎকালে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতে গমন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে২ সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। [১৩] পরে

প্রভাত হইলে তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিলেন; এবং তাহাদের মধ্যহইতে [নিম্নলিখিত] বারো জনকে মনোনীত করিয়া প্রেরিত এই নাম দিলেন, ১৪ ফলতঃ শিমোন যাহাকে তিনি পিতর বলিয়া উপনাম দিলেন, ও তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও যোহন, ১৫ এবং ফিলিপ ও বর্থলময়, এবং মথি ও থোমা, এবং আল্‌ফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও উদ্‌যোগী নামা শিমোন্‌, ১৬ এবং যাকোবের [ভ্রাতা] যিহূদা, ও যে ব্যক্তি পরে বিশ্বাসঘাতক হইল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।

১৭ পরে তিনি তাহাদের সহিত সমান ভূমিবিশিষ্ট কোন স্থানে নামিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য এবং সমস্ত যিহূদিয়া ও যিরূশালেম এবং সমুদ্রের নিকটস্থ সোর ও সীদোন দেশহইতে মহালোকারণ্য আসিয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে এবং আপন ২ রোগহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, ১৮ এবং অশুচি আত্মাদ্বারা ক্লিষ্ট লোকেরা সুস্থ হইল। ১৯ হাঁ, সমস্ত জনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিল. কেননা তাঁহাহইতে প্রভাব নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিতেছিল।

২০ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ধন্য দীনহীনেরা. কারণ ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদের অধিকার। ২১ ধন্য ইহকালে ক্ষুধিত লোকেরা, কারণ তোমরা তৃপ্ত হইবা; ধন্য ইহকালে রোদনকারি লোকেরা, কারণ তোমরা হাসিবা। ২২ ধন্য তোমরা, যখন লোকেরা মনুষ্যপুত্রের নিমিত্তে তোমাদিগকে ঘৃণা করে, এবং পৃথক্‌ করে, ও ধিক্কার দেয়. এবং অধমের ন্যায় তোমাদের নাম আপনাদের নিকটহইতে দূর করে। ২৩ সেই দিনে আনন্দ ও নৃত্য কর. কেননা দেখ, তোমরা স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার পাইবা; বস্তুতঃ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাববাদিগণের প্রতি তাহাই করিত। ২৪ কিন্তু হে ধনি লোকেরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কারণ তোমরা আপনাদের সান্ত্বনা পাইয়াছ। ২৫ হে পরিতৃপ্ত লোকেরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবা; হে ইহকালে হাস্যকারিরা, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কারণ তোমরা শোক ও রোদন করিবা। ২৬ সকল লোক যখন তোমাদের সুখ্যাতি করে, তখন তোমরা সন্তাপের পাত্র, বস্তুতঃ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাক্ত ভাববাদিদের প্রতি তাহাই করিত।

২৭ পরন্তু হে শ্রবণকারিরা, তোমাদিগকে আমি কহিতেছি, তোমরা আপন ২ শত্রুদিগকে প্রেম কর; যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মঙ্গল কর। ২৮ যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ২৯ কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে অন্যটীও তাহার দিগে ফিরাইয়া দেও; এবং কেহ তোমার বস্ত্র হরণ করিলে তাহাকে অঙ্গরক্ষিণীও লইতে বারণ করিও না। ৩০ যে কেহ তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার বিষয় হরণ করে, তাহার কাছে তাহা ফিরিয়া চাহিও না। ৩১ আর তোমাদের প্রতি মনুষ্যদের যেরূপ ব্যবহার তোমরা বাঞ্ছা কর, তাহাদের প্রতি তোমরাও তদ্রূপ ব্যবহার কর। ৩২ পরন্তু যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিলে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পাইবা? কেননা পাপি লোকেরাও আপন ২ প্রেমকারিদিগকে প্রেম করে। ৩৩ আর যদি নিজ উপকারিদিগেরই উপকার কর, তবে কিরূপ সাধুবাদ পাইবা? কেননা পাপি লোকেরাও তাহাই করে। ৩৪ এবং যাহাদের হইতে পুনঃপ্রাপ্তির আশা থাকে, তাহাদিগকেই ধার দিলে কিরূপ সাধুবাদ পাইবা? উপযুক্ত শোধের আশাতে পাপি লোকেরাও পাপি লোকদিগকে ধার দেয়। ৩৫ কিন্তু তোমরা আপন ২ শত্রুদিগকে প্রেম কর, এবং উপকার কর, এবং পুনঃপ্রাপ্তির আশা না করিয়া ধার দেও, তাহা করিলে তোমাদের বড় পুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরাৎপরের সন্তান হইবা, যেহেতুক তিনি কৃতঘ্নদের ও দুষ্টদের প্রতিও মাধুর্য্য ব্যবহার করেন। ৩৬ অতএব তোমাদের পিতা যেমন করুণাময়, তোমরাও তেমনি করুণাময় হও।

৩৭ আর তোমরা [পরের] বিচার করিও না, তাহাতে তোমাদেরও বিচার কোন ক্রমে করা যাইবে না। এবং [পরকে] দোষী করিও না, তাহাতে তোমরাও কোন ক্রমে দোষীকৃত হইবা না; তোমরা ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষমা হইবে। ৩৮ দান কর, তাহাতে তোমরাও দান পাইবা; লোকে ভাল পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; বস্তুতঃ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্তেও পরিমিত হইবে।

৩৯ পরে তিনি তাহাদিগকে এক দৃষ্টান্তও কহিলেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? উভয়েই কি গর্ত্তে পড়িবে না? ৪০ গুরুহইতে শিষ্য শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে। ৪১ আর তোমার নিজ চক্ষুতে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা টের না পাইয়া তোমার ভ্রাতার চক্ষুতে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ? ৪২ আর তোমার চক্ষুতে যে কড়ি আছে, তাহা না দেখিয়া কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে পার, ভাই, থাক, আমি তোমার চক্ষুহইতে কুটাটী বাহির করি? হে কপটি, অগ্রে আপনার চক্ষুহইতে কড়িটা বাহির করিয়া ফেল, পরে তোমার ভ্রাতার চক্ষুহইতে কুটাটী বাহির করিবার নিমিত্তে স্পষ্ট দেখিবা। ৪৩ আর এমন ভাল বৃক্ষ নাই যে মন্দ ফল ধরে,

এবং এমন মন্দ বৃক্ষও নাই যে ভাল ফল ধরে। ৪৪ স্ব২ ফলদ্বারাতেই প্রত্যেক বৃক্ষকে চেনা যায়; লোকে তো কণ্টকবৃক্ষহইতে ডুম্বুরফল পাড়ে না, এবং শ্যাকুলের ঝোপহইতেও দ্রাক্ষাফল কাটিয়া সঞ্চয় করে না। ৪৫ ভাল মনুষ্য আপন হৃদয়-রূপ ভাল ভাণ্ডারহইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে; এবং মন্দ মনুষ্য আপন হৃদয়রূপ মন্দ ভাণ্ডার-হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে; যেহেতুক হৃদয়ের উপচন লইয়া মুখ কথা কহে।

৪৬ অপর আমার বাক্য পালন না করিয়া আমাকে কেন প্রভুং করিয়া বল? ৪৭ যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করে, সে কাহার সদৃশ তাহা আমি তোমাদিগকে জানাই। ৪৮ সে এমন মনুষ্যের সদৃশ যে গৃহ নির্ম্মাণের সময়ে গভীর খনন করিয়া পাষাণের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন করিল; পরে বন্যা আসিয়া সেই গৃহে বেগে জলস্রোত বহাইলেও তাহা হেলাইতে পারিল না; কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত ছিল। ৪৯ কিন্তু যে জন শুনিয়া কর্ম্ম না করে, সে এমন এক ব্যক্তির সদৃশ যে ভিত্তিমূল বিনা মৃত্তিকার উপরে গৃহ নির্ম্মাণ করিল; পরে সেই গৃহে জল-স্রোত বেগে বহিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পড়িয়া গেল, ও সেই গৃহের ঘোরতর ভঙ্গ হইল।

৭ অধ্যায়।

১ পরে তিনি লোকদের কর্ণগোচরে ঐ সকল কথা সমাপ্ত করিয়া কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন। ২ সেই সময়ে কোন শতপতির এক জন পীড়িত দাস মৃতকল্প হইয়াছিল; সেই দাস তাহার সম্মানিত। ৩ অতএব সে যীশুর সংবাদ শুনিলে যিহূদিদের কএক জন প্রাচীনকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া বিনয় করিল, যেন তিনি আসিয়া সেই দাসকে সুস্থ করেন। ৪ তাহারা যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক বিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আপনি যে তাঁহাকে এই অনুগ্রহ করেন, তিনি এমত যোগ্যপাত্র বটেন; ৫ কেননা তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম করেন, আর আমাদের সমাজগৃহ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ৬ তাহাতে যীশু তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়া বাটীর অনতি-দূরে উপস্থিত হইলে ঐ শতপতি বন্ধু লোকদ্বারা তাঁহার নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, আপনাকে ব্যামোহ দিবেন না; কেননা আপনি যে আমার গৃহমধ্যে পদার্পণ করেন, এমত যোগ্যপাত্র আমি নহি। ৭ সেই কারণ আপনকার নিকটে যাইতে আপনাকেও অযোগ্য বুঝিলাম; আপনি বাক্যমাত্র আজ্ঞা করুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। ৮ যেহেতুক আমিও কর্তৃত্বের অধীন মনুষ্য, আবার সৈনিক লোকেরা আমার অধীন আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনকে যাও বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে আইস বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে এই কর্ম্ম কর বলিলে সে তাহাই করে। ৯ এই শুনিয়া যীশু তাহার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া পশ্চা-দ্বর্ত্তি জনতাকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে কহি-তেছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও এমন বিশ্বাস পাই নাই। ১০ পরে ঐ [সেনাপতির] প্রেরিত লোকেরা গৃহে ফিরিয়া গেলে সেই পীড়িত দাসকে সুস্থ দেখিল।

১১ পরদিবসে তিনি নায়িন্ নামক নগরে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অনেক শিষ্য ও মহাজনতা তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল। ১২ অপর তিনি নগ-রের দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলে, দেখ, লোকেরা এক মৃত মনুষ্যের দেহ বাহিরে লইয়া যাইতেছিল; সে আপন মাতার একমাত্র পুত্র, এবং ঐ মাতা বিধবা, আর নগরের অনেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল। ১৩ সেই স্ত্রীকে দেখিয়া প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, কান্দিও না। ১৪ পরে নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন; তাহাতে বাহ-কেরা স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলে তিনি কহিলেন, হে যুবলোক, তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি উঠ। ১৫ তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল; পরে যীশু তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। ১৬ তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল, আমাদের মধ্যে এক মহাভাববাদির উদয় হইল, এবং ঈশ্বর আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধারণ করিলেন। ১৭ পরে সমুদয় যিহূদিয়াতে এবং চতু-র্দ্দিকস্থ প্রদেশের সর্ব্বত্র তাঁহার এই কীর্ত্তি ব্যাপিল।

১৮ অনন্তর যোহনের শিষ্যগণ যোহনকে এই সকলের সমাচার জ্ঞাত করিলে ১৯ সে আপনার দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া যীশুর নিকটে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইল, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? ২০ পরে সেই মনুষ্যেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষাতে থাকিব? যোহন্ বাপ্তাইজক আমাদের দ্বারা আপনকার কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাই-লেন। ২১ সেই দণ্ডে যীশু অনেক লোককে রোগ ও মহাব্যাধি ও দুষ্ট আত্মাহইতে মুক্ত করেন এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দান করেন। ২২ অতএব তিনি ঐ দুই জনকে এই উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলা, তাহার সংবাদ যোহন্‌কে দেও; ফলতঃ অন্ধেরা দৃষ্টি পাইতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠিরা শুচীকৃত হইতেছে, বধিরেরা শ্রবণ করিতেছে, মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে। ২৩ আর যে জন আমাতে বিঘ্ন না পায় সেই ধন্য।

২৪ যোহনের দূতগণ প্রস্থান করিলে পর তিনি

সমাগত লোকদিগকে যোহনের বিষয়ে কহিতে লাগিলেন. তোমরা প্রান্তরে কি নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলা? কি বয়ুকম্পিত নল? [২৫] তবে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত মনুষ্যকে? দেখ.যাহারা শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদান্বিত হইয়া সুখভোগে কাল যাপন করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে। [২৬] তবে কি দেখিতে গিয়াছিলা? কি এক জন ভাববাদিকে? হাঁ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ভাববাদিহইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। [২৭] কেননা এ সেই ব্যক্তি যাহার বিষয়ে এই কথা লিখিত আছে; যথা, " দেখ, আমি আপন দূত-" কে তোমার অগ্রে প্রেরণ করিব, সে তোমার " অগ্রে [যাইয়া] তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।" [২৮] আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন্ বাপ্তাইজকহইতে মহান্ ভাববাদী কেহই নাই; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে ক্ষুদ্রতর যে ব্যক্তি, সে তাহাহইতে মহান্। [২৯] আর [প্রজা] লোক সকল ও করগ্রাহকবর্গ কথা শুনিয়া যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইয়া ঈশ্বরকে ধার্ম্মিক বলিয়া মানিল; [৩০] কিন্তু ফরীশিরা ও ব্যবস্থাবেত্তারা তাহাদ্বারা বাপ্তাইজিত না হইয়া ঈশ্বরের মানস আপনাদের বিষয়ে বিফল করিল। [৩১] অতএব প্রভু কহিলেন, কাহার সঙ্গে এই বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা দিব? এবং তাহারা কাহার সদৃশ? [৩২] তাহারা এমন বালকদের সদৃশ, যাহারা বাজারে বসিয়া আপনাদের সঙ্গিগণকে ডাকিয়া কহে, আমরা তোমাদের নিকটে বাঁশী বাজাইয়াছিলাম কিন্তু তোমরা নাচ নাই; এবং তোমাদের নিকটে বিলাপ করিয়াছিলাম. কিন্তু তোমরা রোদন কর নাই। [৩৩] বস্তুতঃ যোহন্ বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খাইত না এবং দ্রাক্ষারসও পান করিত না. তাহাতে তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। [৩৪] মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজনপান করেন, তাহাতে বল, ঐ দেখ, এক জন ভোক্তা ও মদ্যপ এবং করগ্রাহকদের ও পাপি লোকদের বন্ধু। [৩৫] কিন্তু প্রজ্ঞা নিজ সকল সন্তানদ্বারা অনিন্দনীয়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

[৩৬] পরে ফরীশিদের মধ্যে এক জন যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভোজনে বসিলেন। [৩৭] আর দেখ, তন্নগরনিবাসিনী কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রী ঐ ফরীশির বাটীতে তাঁহার ভোজনোপবিষ্ট হওন অবগতা হইয়া একটী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া [৩৮] তাঁহার পশ্চাতে চরণের নিকটে দাঁড়াইল. এবং রোদন করিতে ২ নেত্রজলে তাঁহার চরণ ভিজাইয়া নিজ মস্তকের কেশদ্বারা মুছাইয়া দিতে, এবং তাঁহার চরণ চুম্বন করত সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। [৩৯] তাহা দেখিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণকারী ঐ ফরীশী মনে ২ কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে ইহাকে স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কে এবং কি প্রকার লোক, তাহা অবশ্য জানিতে পারিত, কেননা সে পাপিষ্ঠা। [৪০] তখন যীশু উত্তরস্বরূপে তাহাকে কহিলেন, হে শিমোন্, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে; তাহাতে সে কহিল, হে গুরো, বলুন। [৪১] এক মহাজনের দুই জন ঋণী ছিল; তাহাদের মধ্যে এক জন পাঁচ শত সিকি, অন্য জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত; [৪২] পরে তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে সে উভয়কে ক্ষমা করিল; অতএব বল দেখি, তাহাদের মধ্যে কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবে? [৪৩] শিমোন্ উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলা। [৪৪] পরে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোন্‌কে কহিলেন, এই স্ত্রীকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিলে তুমি আমার পাদ প্রক্ষালনার্থ জল দিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজলে আমার চরণ ভিজাইয়া নিজ মস্তকের কেশদ্বারা মুছাইয়া দিল। [৪৫] তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না, কিন্তু যদবধি আমি আইলাম, তদবধি এই স্ত্রী আমার চরণ চুম্বন করিতে নিবৃত্তা হয় নাই। [৪৬] তুমি আমার মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ মর্দ্দন করিল। [৪৭] এই জন্যে তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ তাহা ক্ষমা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই, সে বহু প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। [৪৮] পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। [৪৯] তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা আপনাদের মধ্যে কহিতে লাগিল, ও কে যে পাপক্ষমাও করিতেছে? [৫০] কিন্তু তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিল; কুশলে প্রস্থান কর।

৮ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর তিনি নগরে ২ ও গ্রামে ২ ভ্রমণ করত ঘোষণা করিতেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতেন; [২] আর দ্বাদশ শিষ্য, এবং যাহারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগহইতে মুক্ত হইয়াছিল, এমত কএক স্ত্রীলোকও তাঁহার সঙ্গে ছিল। [ফলতঃ] যাহাহইতে সাত ভূত বহির্গত হইয়াছিল, সেই মগ্‌দলীনী নামিকা মরিয়ম, [৩] এবং হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের ভার্য্যা যোহানা, এবং শোশন্না এবং অন্য ২ অনেক স্ত্রীলোক ছিল, আর তাহারা আপন২ সম্পত্তিহইতে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিত।

[৪] অনন্তর তাঁহার নিকটে প্রতি নগরে আগমনকারি লোকদেরও মহাজনতা সমাগত হওয়াতে তিনি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে এই কথা কহিলেন, [৫] [এক জন] বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল; বপনের

সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে তাহা দলিত হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ তাহা খাইয়া ফেলিল। ৬ আর কতক বীজ পাষাণস্থলে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইলেও রসের অভাব প্রযুক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। ৭ আর কতক বীজ কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কণ্টক সকল সঙ্গে২ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। ৮ আর কতক বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া শত গুণ ফলেতে ফলবান হইয়া উঠিল। এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে সে শুনুক।

৯ পরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য কি? ১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, ঈশ্বররাজ্যের নিগূঢ় বিষয়ের জ্ঞান তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্য সকলে যেন দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও না বুঝে, এই জন্যে তাহাদের নিকটে তাহা দৃষ্টান্তচ্ছলে [কহা যাইতেছে]। ১১ ঐ দৃষ্টান্তের ভাব এই; সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য। ১২ আর পথের পার্শ্বস্বরূপেরা এমত লোক, যাহারা বাক্য শুনে, পরে তাহারা বিশ্বাস করিয়া যেন পরিত্রাণ না পায়, এই আশয়ে শয়তান্ আসিয়া তাহাদের হৃদয়হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া লয়। ১৩ আর পাষাণের উপরিভাগস্বরূপেরা এমত লোক, যাহারা বাক্য শুনিলে আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রাহ্য করে, কিন্তু ইহাদের মূল নাই, তজ্জন্য অল্প কালমাত্র বিশ্বাস করিয়া পরীক্ষার সময়ে অপক্রমণ করে। ১৪ আর যে [বীজ] কণ্টকের মধ্যে পড়িল, তাহা এমত লোক, যাহারা বাক্য শুনিলে পর সাংসারিক চিন্তার ও ধনের ও সুখভোগের বশে গমন করত চাপা পড়িয়া পক্ব ফল উৎপন্ন করে না। ১৫ আর উর্ব্বরা ভূমিতে যে [বীজ পড়িল], তাহা এমত লোক, যাহারা ভাল ও সাধু হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া রক্ষা করে, এবং স্থৈর্য্য পূর্ব্বক ফল উৎপন্ন করে।

১৬ আর প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে না, এবং খট্টার নীচেও রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে প্রবেশকারিরা আলো পায়। ১৭ বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ না হইবে, এমন গুপ্ত কিছুই নাই; এবং জ্ঞাত ও প্রকাশ্য স্থানে আনীত না হইবে, এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই; ১৮ অতএব তোমরা যে প্রকার শ্রবণ কর, তদ্বিষয়ে সাবধান হও; কেননা যাহার আছে, তাহাকে দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার বোধে যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে।

১৯ একদা যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে আইল, কিন্তু জনতা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। ২০ পরে আপনকার মাতা ও ভ্রাতারা আপনাকে দেখিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, এই সংবাদ তাঁহাকে দত্ত হইলে, ২১ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, ইহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।

২২ এক দিন তিনি শিষ্যগণের সহিত নৌকারোহণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আমরা হ্রদের ওপারে যাই; ২৩ তাহাতে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, কিন্তু যাইতে২ তিনি নিদ্রা গেলেন। তখন অকস্মাৎ হ্রদে প্রচণ্ড পবনাঘাত লাগিল, তাহাতে নৌকা জলে পূর্ণ হওয়াতে তাহাদের প্রাণসংশয় হইল। ২৪ অতএব তাহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, নাথ২, আমাদের প্রাণ যায়। তখন তিনি উঠিয়া বাতাসকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে উভয়ই ক্ষান্ত হইয়া শান্ত হইল। ২৫ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়? তাহাতে তাহারা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর কহিল, উনি কে, যে বাতাস ও জলকে আজ্ঞা দিলে তাহারাও উহাঁর আজ্ঞা মানে?

২৬ পরে তাঁহারা গালীলের সম্মুখস্থ গাদারীয়দের অঞ্চলে গিয়া নৌকা লাগাইলেন। ২৭ অনন্তর তিনি তটে নামিলে ঐ নগরের এক জন তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইল; সে বহুকালাবধি ভূতগ্রস্ত, এবং বস্ত্র পরিধান করিত না, ও গৃহে বাস না করিয়া কবরে থাকিত। ২৮ যীশুকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার শব্দ করিল, এবং তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনকার সহিত আমার সম্পর্ক কি? বিনতি করি, আমাকে যন্ত্রণা দিবেন না। ২৯ কারণ তিনি সেই অশুচি আত্মাকে ঐ মনুষ্যহইতে বহির্গমন করিতে আজ্ঞা দিতেছিলেন; কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘকালাবধি তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহাতে সে শৃঙ্খল ও বেড়িদ্বারা বদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইলেও বন্ধন সকল ছিঁড়িয়া ভূতের বশে প্রান্তরমধ্যে চালিত হইত। ৩০ পরে যীশু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, বাহিনী; যেহেতুক অনেক ভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। ৩১ পরে তাহারা বিনয় করিয়া কহিল, আমাদিগকে অগাধলোকে যাইতে আজ্ঞা দিবেন না। ৩২ ঐ সময়ে নিকটস্থ পর্ব্বতের পার্শ্বে এক বৃহৎ শূকরপাল চরিতেছিল; তাহাতে ভূতগণ বিনতি করিয়া কহিল, ঐ শূকরদের আশ্রয় লইতে আমাদিগকে অনুমতি দিউন; তাহাতে তিনি অনুমতি করিলেন। ৩৩ পরে ভূতগণ সেই মনুষ্যহইতে বহির্গত হইয়া শূকরদিগেতে আশ্রয় লইল, তাহাতে সমস্ত পাল বেগে দৌড়িয়া শৈলাগ্রহইতে হ্রদে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। ৩৪ এই ঘটনা দেখিয়া পালকেরা পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লীগ্রামে গিয়া তাহার সংবাদ দিল। ৩৫ তাহাতে কি হইল, তাহা দেখিবার নিমিত্তে লোকেরা বহির্গত হইল, এবং যীশুর নিকটে উপস্থিত হইয়া, ঐ যে মনুষ্যহইতে ভূতগণ নির্গত হইয়াছিল, সে বস্ত্রান্বিত ও

সুবুদ্ধি হইয়া যীশুর চরণে উপবিষ্ট আছে এমত দেখিয়া ভয় পাইল। ৩৬ আর যাহারা [সকলই] দেখিয়াছিল, তাহারাও সেই ভূতগ্রস্তের সুস্থ হইবার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে কহিল। ৩৭ তাহাতে গাদারীয়দের চতুর্দ্দিক্স্থ প্রদেশের যাবতীয় লোক তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিল, আপনি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান করুন; কেননা তাহারা মহাভয়ে ত্রাসযুক্ত ছিল; তাহাতে তিনি নৌকারোহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ৩৮ তখন যাহাহইতে ভূতগণ নির্গত হইয়াছিল, সেই মনুষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতে প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া কহিলেন, ৩৯ তুমি গৃহে যাইয়া তোমার নিমিত্তে ঈশ্বর যাহা২ করিয়াছেন, সে সমস্তের বৃত্তান্ত লোকদিগকে কহ। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া তাহার জন্যে যীশু যাহা২ করিয়াছেন, তাহা নগরের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

৪০ পরে যীশু ফিরিয়া আইলে সমাগত লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল; যেহেতুক সকলে তাঁহার অপেক্ষাতে ছিল।

৪১ আর দেখ, সমাজগৃহের অধ্যক্ষ যায়ীর নামে এক জন আসিয়া যীশুর চরণে পড়িয়া আপন গৃহে আসিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; ৪২ কারণ প্রায় দ্বাদশ বৎসরের যে কন্যা তাহার একমাত্র সন্তান ছিল, সে মৃতকল্পা হইয়াছিল। অপর সমাগত লোকেরা তাঁহার গমনকালে পথে তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিল। ৪৩ তখন দ্বাদশ বৎসরাবধি প্রদররোগগ্রস্ত যে এক স্ত্রীলোক চিকিৎসকদের স্থানে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহারো দ্বারা সুস্থ হইতে পারে নাই, ৪৪ সে পশ্চাদ্দিগে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল। ৪৫ তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? তাহাতে সকলে অস্বীকার করিলে পিতর ও তাহার সঙ্গিরা বলিল, হে নাথ, এই জনতা চাপাচাপি করিয়া আপনকার গাত্রের উপরে পড়িতেছে, তবু আপনি বলিতেছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? ৪৬ যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেননা আমাহইতে প্রভাব নির্গত হইল, তাহা আমি জ্ঞাত হইলাম। ৪৭ তখন আমি গুপ্তা নহি, ইহা বুঝিয়া ঐ স্ত্রীলোক কাঁপিতে২ আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল, এবং কি নিমিত্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এবং স্পর্শ করিবামাত্র কি প্রকারে সুস্থা হইয়াছিল, তাহা সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল। ৪৮ তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থা করিল; তুমি কুশলে যাও।

৪৯ তাঁহার এই কথা কহন সময়ে ঐ সমাজাধ্যক্ষের বাটীহইতে কোন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার কন্যা মরিল, গুরুকে আর ব্যামোহ দিও না। ৫০ কিন্তু যীশু তাহা শুনিয়া উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর, তাহাতে সে বাঁচিবে। ৫১ পরে তিনি তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর ও যাকোব্ ও যোহন্ এবং বালিকাটীর পিতামাতা ব্যতিরেকে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না। ৫২ আর সমূহলোক তাহার জন্যে রোদন ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেছিল; কিন্তু তিনি কহিলেন, রোদন করিও না; কেননা সে মরে নাই, নিদ্রিতা আছে। ৫৩ কিন্তু সে মরিয়াছে, ইহা জানাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। ৫৪ পরে তিনি সকলকে বাহির করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন, হে কন্যে, উঠ। ৫৫ তাহাতে তাহার প্রাণ পুনরাগত হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। তখন তিনি তাহাকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করিলেন। ৫৬ ইহাতে তাহার পিতামাতা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, এই ঘটনার কথা কাহাকেও কহিও না।

৯ অধ্যায়।

১ পরে তিনি আপনার দ্বাদশ শিষ্যকে একত্র ডাকিয়া যাবতীয় ভূতের উপরে শক্তি ও কর্তৃত্ব, এবং রোগের প্রতীকার করণের ক্ষমতা দিলেন। ২ আর ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করিতে এবং রোগিদিগকে সুস্থ করিতে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩ এবং কহিলেন, যাত্রার নিমিত্তে যষ্টি কিম্বা ঝুলি কিম্বা খাদ্য কিম্বা টাকা, ইহার কিছুই সঙ্গে লইও না, এবং তোমাদের কাহারো দুইখান অঙ্গরক্ষক বস্ত্র না হউক। ৪ আর তোমরা যে বাটীতে প্রবেশ কর, তাহার মধ্যে থাক, এবং তাহাহইতে স্থানান্তরে যাও। ৫ আর যে সকল লোক তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, তাহাদের নগরহইতে বহির্গমন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণার্থে তোমাদের পদধূলিও ঝাড়িয়া দেও। ৬ পরে তাহারা প্রস্থান করিয়া গ্রামে২ ভ্রমণ করত সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার এবং আরোগ্য প্রদান করিতে লাগিল।

৭ ইতোমধ্যে হেরোদ্ রাজা যীশুর সকল কর্ম্মের সংবাদ পাইয়া বড় অস্থির হইল। কারণ কোন২ লোক বলিত, যোহন্ মৃতদের মধ্যহইতে উঠিলেন; ৮ আর কেহ২ কহিত, এলিয় দর্শন দিলেন; এবং অন্য২ লোক বলিত, পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুনরায় উঠিলেন। ৯ তাহাতে হেরোদ্ কহিল, আমিই যোহনের মস্তক ছেদন করাইয়াছি; কিন্তু এই যে ব্যক্তির বিষয়ে এমন সংবাদ পাইতেছি, এ কে? অতএব সে তাঁহাকে দেখিতে সচেষ্ট হইল।

১০ অনন্তর প্রেরিতেরা প্রত্যাগমন করিয়া, যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত যীশুকে কহিল। পরে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৈৎসৈদা নামক নগরের কোন নির্জন

স্থানে গেলেন। [১১] কিন্তু সমাগত লোকেরা তাহা জানিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের প্রসঙ্গ কহিলেন, এবং যাহাদের চিকিৎসাতে প্রয়োজন ছিল, তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। [১২] অপর দিবাবসান হইলে দ্বাদশ শিষ্য নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনি এই লোকসমূহকে বিদায় করুন; তাহারা চতুর্দ্দিক্স্থিত সকল গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া রাত্রিবাসের স্থান ও খাদ্য দ্রব্য পাইতে চেষ্টা করুক, কেননা এখানে আমরা নির্জ্জন স্থানে আছি। [১৩] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই তাহাদিগকে আহার দেও। তাহারা বলিল, আমাদের নিকটে কেবল পাঁচখান রুটী ও দুইটী মৎস্য আছে; তবে আমরাই কি যাইয়া এই লোকসমূহের নিমিত্তে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিব? [১৪] বস্তুতঃ তাহারা প্রায় পঞ্চ সহস্র পুরুষ ছিল। তখন তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, পঞ্চাশ২ জন করিয়া তাহাদিগকে সারি২ বসাও। [১৫] তাহাতে তাহারা তদ্রূপ করিয়া সকলকে বসাইলে পর [১৬] তিনি সেই পাঁচ রুটী ও দুই মৎস্য লইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া লোকদিগকে পরিবেষণ করিতে শিষ্যগণকে তাহা দিলেন। [১৭] তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাহাদের উচ্ছিষ্ট কুড়াইলে বারো ডালা পরিমিত ভগ্নাংশ হইল।

[১৮] পরে এক দিন বিজনে তাঁহার প্রার্থনা করণ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে থাকাতে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকসমূহ কি বলে? [১৯] তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, যোহন্ বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ২ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ২ বলে, পূর্ব্বকালীন ভাববাদিগণের এক জন পুনরায় উঠিলেন। [২০] তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলিয়া মান? তাহাতে পিতর উত্তর করিয়া কহিল, ঈশ্বরের অভিষিক্ত [ব্যক্তি]। [২১] তখন তিনি তাহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এ কথা কাহাকেও বলিও না। [২২] আরো কহিলেন, কারণ মনুষ্যপুত্ত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ ও প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণ কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া হত হইতে হইবে; এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিতে হইবে।

[২৩] আর তিনি সকলকে কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাদ্গামী হইতে বাঞ্ছা করে, তবে সে আপনার সেবা অস্বীকার করুক, এবং দিন২ আপন ক্রুশ তুলিয়া আমার পশ্চাৎ আইসুক। [২৪] কেননা যে কেহ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করিবে। [২৫] বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে নষ্ট করে কিম্বা হারায়, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? [২৬] কেননা যে কেহ আমাকে কিম্বা আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্ত্র আপনার ও পিতার এবং পবিত্র দূতগণের প্রতাপে আগমনকালে সেই ব্যক্তিকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন। [২৭] কিন্তু আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, এই স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে এমন কএক ব্যক্তি আছে, যাহারা ঈশ্বরের রাজ্য না দেখিয়া মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।

[২৮] এই প্রসঙ্গ কহনের পর প্রায় আট দিন গত হইলে তিনি পিতরকে ও যোহনকে ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করণার্থে পর্ব্বতারোহণ করিলেন। [২৯] পরে তাঁহার প্রার্থনা করণ সময়ে তাঁহার মুখের ছটা অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার পরিচ্ছদ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ হইল। [৩০] আর দেখ, দুই পুরুষ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল; [৩১] ফলতঃ মোশি এবং এলিয় এই দুই জন সপ্রতাপে দর্শন দিয়া, যিরূশালেমে তিনি যে শেষগতি সাধন করিতে উদ্যত ছিলেন, তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ কহিলেন। [৩২] কিন্তু পিতর ও তাহার সঙ্গিরা নিদ্রাতে ভারাক্রান্ত ছিল, তথাপি জাগ্রৎ থাকিয়া তাঁহার প্রতাপ এবং তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখিল। [৩৩] পরে তাঁহাহইতে ঐ দুই ব্যক্তির প্রস্থান করণ সময়ে পিতর যীশুকে কহিল, হে নাথ, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল; অতএব আমরা আপনকার জন্যে এক, ও মোশির জন্যে এক, ও এলিয়ের জন্যে এক, এই তিনটা কুটীর নির্ম্মাণ করি; কিন্তু সে কি কহিতেছে তাহা বুঝিল না। [৩৪] তাহার এই কথা কহন সময়ে এক মেঘ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; তাহাতে উহাঁরা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে তাহারা ভীত হইল। [৩৫] আর সেই মেঘহইতে এই বাণী হইল, যথা, ইনি আমার প্রিয় পুত্ত্র, ইহাঁর বাক্যে অবধান কর। [৩৬] এই বাণী হইবামাত্র একা যীশুকে দেখা গেল; পরন্তু তাহারা মৌনী রহিল, সেই সময়ে ঐ দর্শনের একটি কথাও কাহাকে বলিল না।

[৩৭] পরদিনে যখন তাঁহারা সেই পর্ব্বতহইতে নামিয়াছিলেন, তখন মহাজনতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। [৩৮] আর দেখ, জনতার মধ্যহইতে এক জন উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গুরো, বিনয় করি, আমার পুত্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কেননা সে আমার একমাত্র সন্তান। [৩৯] আর দেখুন, এক আত্মা তাহাকে আক্রমণ করিয়া অকস্মাৎ চীৎকারশব্দ করায়, ও তাহাকে মুচড়াইয়া ধরিয়া মুখ দিয়া ফেণা বহির্গমন করায়, এবং আঘাতে চূর্ণ করত কষ্টে ছাড়িয়া যায়। [৪০] আর আমি তাহাকে ছাড়াইতে আপনকার শিষ্যগণের নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা পারিল না। [৪১] তখন যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, ওরে অবিশ্বাসি ও বিপথগামি বংশ, কত কাল আমি তোমাদের নিকটে থা-

কিয়া তোমাদের ভার সহ্য করিব? তোমার পুত্রকে এ স্থানে আন। [৪২] তাহাতে তাহার আগমন সময়ে ঐ ভূত তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মুচড়াইয়া ধরিল: তখন যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ভর্ৎসনা করিয়া বালককে সুস্থ করিয়া তাহার পিতার নিকটে প্রত্যর্পণ করিলেন। [৪৩] আর ঈশ্বরের এমত মাহাত্ম্য দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল।

কিন্তু যীশুর এই রূপ সকল ক্রিয়াতে সকল লোক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, [৪৪] তোমরা এই সকল কথা কর্ণকুহরে স্থান দান কর; কেননা মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইতে উদ্যত আছেন। [৪৫] কিন্তু তাহারা সেই কথা বুঝিল না, এবং তাহা যেন তাহাদের বোধগম্য না হয়, এই জন্যে তাহাদের হইতে গুপ্ত থাকিল, এবং তাঁহার নিকটে সেই কথার ভাব জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদের ভয় হইল।

[৪৬] পরে তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এমত বিতর্ক তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে [৪৭] যীশু তাহাদের হৃদয়ের বিতর্ক দেখিয়া একটী বালক লইয়া আপনার পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, [৪৮] যে কেহ আমার নামে এই বালকটীকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকে গ্রাহ্য করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে; বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেই মহান্।

[৪৯] অপর যোহন্ কহিল, হে নাথ, আপনকার নামে ভূতগণকে ছাড়াইতেছিল, এমন এক জনকে আমরা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমাদের অনুগামী নয় বলিয়া তাহাকে বারণ করিলাম। [৫০] তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, বারণ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি আমাদের বিপক্ষ নহে, সে আমাদের সপক্ষ।

[৫১] অনন্তর তাঁহার ঊর্দ্ধে নীত হইবার সময় প্রায় উপস্থিত হইলে তিনি একান্ত মনে যিরূশালেমে যাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেন, [৫২] এবং আপনার অগ্রে দূতগণকে পাঠাইলেন; তাহারা যাইয়া তাঁহার জন্যে আয়োজন করণার্থে শমরীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ করিল। [৫৩] কিন্তু তিনি যিরূশালেমে যাইতে উন্মুখ ছিলেন, বলিয়া লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। [৫৪] তাহা দেখিয়া যাকোব ও যোহন্ নামে তাঁহার দুই শিষ্য বলিল, হে প্রভো, এলিয় যেমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরা আজ্ঞাদ্বারা আকাশহইতে অগ্নি নামাইয়া উহাদিগকে ভস্ম করি, আপনকার কি এমত ইচ্ছা হয়? [৫৫] কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিলেন, ও কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। [৫৬] বস্তুতঃ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণ নষ্ট করিতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে গমন করিলেন।

[৫৭] অনন্তর যখন তাঁহারা যাইতেছেন, তখন এক ব্যক্তি পথে তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন, আমিও সেই স্থানে আপনকার পশ্চাৎ যাইব। [৫৮] তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশীয় পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। [৫৯] আর এক জনকে তিনি কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে সে কহিল, হে প্রভো, অগ্রে আমার পিতার সমাধিকার্য্য করিয়া আসিতে অনুমতি দিউন। [৬০] কিন্তু যীশু তাহাকে কহিলেন, মৃতদিগকেই আপন২ মৃত লোকের সমাধিকার্য্য করিতে দেও; তুমি যাইয়া ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার কর। [৬১] আর এক জন কহিল, হে প্রভো, আমি আপনকার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে নিজ ঘরের লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে দিউন। [৬২] তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পশ্চাদ্দিগে ফিরিয়া চাহে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নহে।

১০ অধ্যায়।

[১] তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিয়া আপনি যে২ নগরে ও স্থানে গমন করিবেন, সেই ২ নগরে ও স্থানে আপনার অগ্রে দুই২ জন করিয়া তাহাদিগকে পাঠাইলেন। [২] আর তাহাদিগকে কহিলেন, কর্ত্তনীয় শস্য প্রচুর, কিন্তু কার্য্যকারি লোক অল্প; অতএব নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারিদিগকে প্রেরণ করিতে ক্ষেত্রের স্বামির নিকটে প্রার্থনা কর। [৩] তোমরা গমন কর; দেখ, কেন্দুয়াব্যাঘ্রসমূহের মধ্যে যেমন মেষবৎস, তদ্রূপ তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। [৪] তোমরা থলী কিম্বা ঝুলি কিম্বা পাদুকা সঙ্গে লইয়া যাইও না, এবং পথের মধ্যে কাহাকেও মঙ্গলবাদ করিও না। [৫] আর কোন বাটীতে প্রবেশ করিলে প্রথমে বলিও, এই ঘরের শান্তি হউক; [৬] তাহাতে তথায় যদি শান্তির পাত্র থাকে, তবে তোমাদের সেই শান্তি তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিবে, নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। [৭] আর তোমরা সেই বাটীতেই থাকিয়া তাহাদের নিকটে যে কিছু পাও তাহাই ভোজন পান করিও; কেননা কার্য্যকারি লোক আপন বেতনের যোগ্য; এক বাটীহইতে অন্য বাটীতে যাইও না। [৮] আর তোমরা কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে, তবে যে খাদ্য সামগ্রী পরিবেষণ হইবে, তাহাই ভোজন করিও। [৯] এবং তন্নগরস্থ পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল, এ কথা তাহাদিগকে কহিও। [১০] কিন্তু কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলে লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রাহ্য না করে, তবে সে নগরের সকল চকে যাইয়া এই কথা বলিও, [১১] তোমাদের নগরের যে ধূলা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের প্রতিকূলে ঝাড়িয়া দি;

তথাপি ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল, ইহা জ্ঞাত হও। ১২ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, বিচারদিনে সেই নগরের দশাহইতে বরং সদোমের দশা সহ্য হইবে।

১৩হায় কোরাসীন, হায় বৈৎসৈদা, তোমরা সন্তাপের পাত্র; কেননা প্রভাবের যে২ কর্ম্ম তোমাদের মধ্যে করা গিয়াছে, তাহা যদি সোরে ও সীদোনে করা যাইত, তবে ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে তন্নিবাসিরা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত। ১৪ কিন্তু বিচারে তোমাদের দশাহইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহ্য হইবে। ১৫ অরে কফরনাহূম, তুমি স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নতা হইলা, কিন্তু পাতাল পর্য্যন্ত অধঃপাতিতা হইবা।

১৬ যে ব্যক্তি তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে ব্যক্তি তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; ও যে ব্যক্তি আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই অগ্রাহ্য করে।

১৭পরে সেই সত্তর জন আনন্দেতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। ১৮ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গচ্যুত শয়তানকে দেখিতেছিলাম। ১৯ দেখ, সর্প ও বৃশ্চিক এবং শত্রুর সমস্ত প্রভাব পদতলে দলন করিবার ক্ষমতা তোমাদিগকে দিয়াছি; হাঁ, কিছুতেই তোমাদের কোন হানি করিবে না। ২০ তথাপি আত্মাগণ যে তোমাদের বশীভূত হয়, ইহাতে আনন্দ করিও না; বরঞ্চ স্বর্গে তোমাদের নাম লিখিত আছে, বলিয়া আনন্দ কর।

২১ সেই দণ্ডে যীশু পবিত্র আত্মাতে উল্লাসিত হইয়া কহিলেন, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভো পিতঃ, তুমি বিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকহইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিলা, এই কারণ তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। হাঁ, পিতঃ, কেননা এমন হওয়াতে তোমার সমক্ষে যাহা প্রীতিজনক তাহা হইল। ২২পরে তিনি শিষ্যদের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, আমার পিতাকর্ত্তৃক সকলই আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; এবং পুত্র কে তাহা পিতা ভিন্ন আর কেহ [জানে না]; এবং পিতা কে তাহা পুত্র ভিন্ন আর কেহ জানে না, কেবল পুত্র যাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে মানস করেন, সেও তাহা জানে।

২৩ পরে তিনি শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া বিজনে কহিলেন, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা দর্শনকারি চক্ষু ধন্য। ২৪ কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যাহা২ দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাববাদী ও ভূপতি দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পাইল না; এবং তোমরা যাহা২ শুনিতেছ, তাহা তাহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে পাইল না।

২৫ আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা লইবার আশয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, কি করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? ২৬ তিনি তাহাকে কহিলেন, ব্যবস্থাতে কি লেখা আছে? কেমন পাঠ করিতেছ? ২৭ সে উত্তর করিয়া কহিল, "তুমি আপন সমস্ত "হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি ও সমস্ত চিত্ত "দিয়া আপন ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম কর, এবং আপন "প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম কর।" ২৮ তখন তিনি কহিলেন, যথার্থ উত্তর করিলা; তাহাই কর, তাহাতে বাঁচিবা। ২৯ কিন্তু সেই ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষ দেখাইবার বাঞ্ছাতে যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী কে? ৩০ তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, এক ব্যক্তি যিরূশালেমহইতে যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল; তাহারা তাহার বস্ত্র সকল খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া মৃতপ্রায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ৩১ ঘটনাক্রমে এক জন যাজক সেই পথ দিয়া অবরোহণ করিতেছিল; সে তাহাকে দেখিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ৩২ পরে তাহার ন্যায় এক জন লেবীয়ও সেই স্থানে উপস্থিত হইলে নিকটে গিয়া অবলোকন করিয়া অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ৩৩ কিন্তু এক জন শমরীয় পথিক তাহার নিকটে আইলে তাহাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইল। ৩৪ এবং নিকটে গিয়া তাহার ক্ষতে তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া তাহা বন্ধন করিল, পরে নিজ বাহনের উপরে তাহাকে বসাইয়া পান্থশালাতে আনিয়া তাহার শুশ্রূষা করিল। ৩৫ পরদিবসে নির্গত হইয়া দুই সিকি বাহির করিয়া গৃহের কর্ত্তাকে দিয়া বলিল, সেই ব্যক্তির শুশ্রূষা করিও, তাহাতে যে অধিক ব্যয় হয়, তাহা আমি পুনরাগমনকালে পরিশোধ করিব। ৩৬ বল দেখি, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদলের হস্তে পতিত ব্যক্তির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? ৩৭ সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি দয়া করিল সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমিও যাইয়া তদ্রূপ কর্ম্ম কর।

৩৮ পরে তাঁহাদের গমনকালে তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিলে মার্থা নামে এক স্ত্রী তাঁহাকে আপন গৃহে অতিথি করিল। ৩৯ তাহার মরিয়ম নাম্নী এক ভগিনী ছিল; সে যীশুর চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগিল। ৪০ কিন্তু মার্থা নানা প্রকার পরিচর্য্যাকর্ম্মে ব্যাকুলা ছিল, এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার ছাড়িয়া একা আমার উপরে দিল, ইহাতে আপনি কি কিছু মনোযোগ করেন না? অতএব উহাকে বলুন, যেন আমার সাহায্য করে। ৪১ তাহাতে যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিতা ও ব্যতিব্যস্তা আছ; ৪২ কিন্তু এক বিষয় আবশ্যক; আর মরিয়ম সেই উত্তম অংশ মনোনীত করিয়াছে, যাহা তাহাহইতে অপহৃত হইবে না।

১১ অধ্যায়।

১ একদা তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিলেন; পরে সাঙ্গ হইলে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, যোহন যেমন নিজ শিষ্যদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, আপনিও তদ্রূপ আমাদিগকে শিক্ষা দিউন। ২ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যখন তোমরা প্রার্থনা কর, তখন কহিও, হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্য আইসুক। তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, তেমনি পৃথিবীতেও সিদ্ধ হউক। ৩ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন আমাদিগকে দেও। ৪ আর আমাদের পাপ ক্ষমা কর, কেননা আমরাও আপন২ প্রত্যেক অপরাধিকে ক্ষমা করি, এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর।

৫ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার বন্ধু আছে, সে যদি অর্দ্ধরাত্র সময়ে তাহার নিকটে যাইয়া বলে, হে মিত্র, আমাকে তিনখান রুটী ধার দেও; ৬ কেননা আমার বাটীতে এক পথিক বন্ধু আইল, তাহাকে পরিবেষণ করিতে আমার কাছে কিছুই নাই; ৭ তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, আমাকে দুঃখ দিও না, এখন দ্বার বন্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার সহিত শয়নে আছে, তোমাকে দিবার জন্যে উঠিতে পারি না? ৮ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধুতা প্রযুক্ত তাহা দিতে না উঠে, তথাপি উহার আগ্রহ প্রযুক্তই উঠিয়া যত উহার প্রয়োজন ততই দিবে। ৯ আমিও তোমাদিগকে কহিতেছি, যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে; অন্বেষণ কর, তাহাতে পাইবা; আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। ১০ কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; এবং যে আঘাত করে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যাইবে। ১১ তোমাদের মধ্যে কেহ পিতা হইয়া আপনার পুত্র রুটী চাহিলে কি তাহাকে প্রস্তর দিবে? ১২ কিম্বা মৎস্য চাহিলে মৎস্যের পরিবর্ত্তে কি সর্প দিবে? কিম্বা ডিম্ব চাহিলে কি তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? ১৩ অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন২ সন্তানদিগকে উত্তম২ দ্রব্য দান করিতে জান, তবে [তোমাদের] স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক [অকাতরে] আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন।

১৪ একদা তিনি [কোন মনুষ্যহইতে] এক গোঁগা ভূত ছাড়াইলেন, তাহাতে ভূত বহির্গত হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন সমাগত লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ১৫ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ২ বলিল, এ ব্যক্তি বেল্‌সবূব নামক ভূতরাজের সাহায্যে ভূতগণকে ছাড়ায়। ১৬ অন্য২ লোক তাঁহার পরীক্ষার্থে তাঁহার কাছে আকাশে কোন অভিজ্ঞান চাহিল। ১৭ কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা জানাতে কহিলেন, কোন রাজ্য যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহা উচ্ছিন্ন হয়, এবং কুলের উপরে কুল পতিত হয়। ১৮ আর শয়তানই যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে? ফলতঃ তোমরা বলিতেছ, আমি বেল্‌সবূবের সাহায্যে ভূতদিগকে ছাড়াই। ১৯ ভাল, আমি যদি বেল্‌সবূবের সাহায্যে ভূতদিগকে ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার সাহায্যে ছাড়ায়? অতএব তাহারাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। ২০ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলিদ্বারা ভূতগণকে ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য অবশ্য তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। ২১ সেই বলবান ব্যক্তি যত কাল সুসজ্জীভূত থাকিয়া আপন বাটী রক্ষা করে, তত কাল তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। ২২ কিন্তু যিনি তাহাহইতে অধিক বলবান, তিনি আসিয়া যখন তাহাকে পরাজয় করেন, তখন আপনার সর্ব্বাঙ্গরক্ষক যে সজ্জাতে উহার বিশ্বাস ছিল, তাহা হরণ করিয়া উহার লুট দ্রব্য বণ্টন করিয়া লন। ২৩ যে আমার সপক্ষ নহে, সে আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার সহিত সংগ্রহ না করে, সে ছড়াইয়া ফেলে।

২৪ আর অশুচি আত্মা মনুষ্যহইতে বহির্গত হইলে পর শুষ্ক স্থান দিয়া ভ্রমণ করত বিশ্রামের অন্বেষণ করে; কিন্তু না পাইয়া বলে, আমি যথাহইতে বাহির হইয়া আইলাম, আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। ২৫ পরে আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও শোভিত দেখে; ২৬ তখন সে যাইয়া আপনাহইতেও দুষ্টতর আর সাত আত্মাকে সঙ্গে লইয়া সকলে সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশাহইতে অন্তিম দশা আরও মন্দ হয়।

২৭ এই কথা কহিবার সময়ে জনতার মধ্যে কোন স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, আপনি যে গর্ভে ধৃত হইয়াছেন, তাহা ধন্য, এবং যে স্তন পান করিয়াছেন, তাহাও ধন্য। ২৮ কিন্তু তিনি কহিলেন, হউক, তথাপি যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, বরঞ্চ তাহারাই ধন্য।

২৯ পরে তাঁহার নিকটে উত্তর২ জনতার সমাগম হইলে তিনি কহিতে লাগিলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট; ইহারা অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে, কিন্তু ভাববাদি যোনাহের অভিজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন অভিজ্ঞান ইহাদিগকে দেখান যাইবে না। ৩০ ফলতঃ যোনাহ যেমন নীনবীয় লোকদের কাছে অভিজ্ঞানস্বরূপ হইয়াছিল, তেমনি এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিকটে মনুষ্যপুত্রও অভিজ্ঞানস্বরূপ হইবেন। ৩১ বিচারে দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের পুরুষদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে, কেননা সে শলোমনের বিজ্ঞানোক্তি শুনিতে পৃথিবীর প্রান্তহইতে আসিয়াছিল; কিন্তু দেখ,

শলোমনহইতেও গুরুতর পাত্র এ স্থানে আছেন। ৩২ আর নীনবীয় পুরুষেরা বিচারে এই বর্ত্তমান কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে; কেননা তাহারা যোনাহের ঘোষণাতে মন ফিরাইয়াছিল, কিন্তু দেখ, যোনাহহইতেও গুরুতর পাত্র এ স্থানে আছেন।

৩৩ প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ ভূঁইঘরাতে কিম্বা কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে প্রবেশকারিরা আলো দেখিতে পায়। ৩৪ শরীরের প্রদীপ চক্ষু; অতএব তোমার চক্ষু যখন সরল হয়, তখন তোমার সমুদয় শরীরও দীপ্তিময় হয়; কিন্তু চক্ষু দুষ্ট হইলে তোমার শরীরও অন্ধকারময় থাকে। ৩৫ অতএব সাবধান, তোমার অন্তরস্থ জ্যোতিঃ যেন অন্ধকার না হয়। ৩৬ তোমার শরীরের কোন অংশ অন্ধকারময় না হইয়া সমুদয় যদি দীপ্তিময় থাকে, তবে যে প্রদীপ নিজ তেজে তোমাকে দীপ্তি দান করে, তাহার ন্যায় সমুদয় দীপ্তিময় হইবে।

৩৭ তাঁহার এই কথা কহিবার সময়ে এক জন ফরীশী তাঁহাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; তাহাতে তিনি প্রবেশ করিয়া ভোজনে বসিলেন। ৩৮ ইহা দেখিয়া ঐ ফরীশী মাধ্যাহ্নিক আহারের অগ্রে তাঁহার স্নান না করাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ৩৯ তখন প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফরীশি লোক এখন পানপাত্রের ও ভোজনপাত্রের বহির্ভাগ শুচি করিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের অন্তর্ভাগ অপহারে ও খলতাতে পূর্ণ থাকে। ৪০ হে নির্ব্বোধেরা, যিনি বহির্ভাগ [সৃষ্টি] করিয়াছেন, তিনি কি অন্তর্ভাগেরও [সৃষ্টি] করেন নাই? ৪১ যাহা হউক, দান বলিয়া অন্তঃকরণ দেও, তাহাতে দেখ, তোমাদের পক্ষে সকলই শুচি হইবে। ৪২ কিন্তু হে ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা পোদিনা ও আরুদ প্রভৃতি যাবতীয় শাকের দশমাংশ দান করিতেছ, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম উপেক্ষা করিতেছ; ইহা পালন করা এবং উহাও পরিত্যাগ না করা তোমাদের উচিত ছিল। ৪৩ হে ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা সমাজগৃহে প্রধান আসন, ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ ভাল বাস। ৪৪ হে কপটি শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা যে কবরের উপর দিয়া লোকেরা না জানিয়া গমনাগমন করে, তোমরা এমন গুপ্ত কবরের সদৃশ।

৪৫ তখন ব্যবস্থাবেত্তাদিগের মধ্যে এক জন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, এ রূপ কহাতে আমাদেরও অপমান করিতেছেন। ৪৬ তাহাতে তিনি কহিলেন, হে ব্যবস্থাবেত্তৃগণ, তোমরাও সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া দিতেছ, কিন্তু আপনারা এক অঙ্গুলি দিয়াও সেই বোঝা স্পর্শ কর না। ৪৭ তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল ভাববাদিকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। ৪৮ ইহাতে তোমরা সাক্ষী হইতেছ, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষদের কর্ম্মে অনুমোদন করিতেছ; কেননা তাহারা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের কবর নির্ম্মাণ করিতেছ। ৪৯ এই কারণ ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও কহিলেন, আমি তাহাদের নিকটে ভাববাদিগণ ও প্রেরিতবর্গকে পাঠাইব, তাহাদিগের মধ্যে তাহারা কাহাকে বধ করিবে, ও [কাহাকে] তাড়াইয়া দিবে। ৫০ তাহাতে হেবলের রক্তপাতাবধি হোমবেদির ও প্রাসাদের মধ্যস্থানে হত সখরিয়ের রক্তপাত পর্য্যন্ত জগতের পত্তনাবধি যত ভাববাদির রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, ৫১ সেই সমস্তের শোধ এই বর্ত্তমান লোকদের কাছে লওয়া যাইবে। হাঁ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এই বর্ত্তমান কালের লোকদের নিকটে তাহার শোধ লওয়া যাইবে। ৫২ হে ব্যবস্থাবেত্তৃগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া আপনারা প্রবেশ করিলা না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতে উদ্যত, তাহাদিগকেও প্রবেশ করিতে দিলা না।

৫৩ তাঁহার এই রূপ কথা কহনেতে শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ অতি ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করণার্থে কুমন্ত্রণা করত ৫৪ তাঁহার বাক্যের ছিদ্র ধরিতে চেষ্টা করিয়া নানা কথার আকস্মিক উত্তর চাহিতে লাগিল।

১২ অধ্যায়।

১ তৎকালে অযুত ২ লোক সমাগত হইয়া এক জন অন্যের উপর চাপিয়া পড়িতে লাগিল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা ফরীশিবর্গের মাওয়ার বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তাহা কাপট্যমাত্র। ২ পরন্তু প্রকাশিত না হইবে এমন প্রচ্ছন্ন কিছুই নাই, এবং জ্ঞাত না হইবে এমন গুপ্ত কিছুই নাই। ৩ অতএব তোমরা অন্ধকারে থাকিয়া যে ২ কথা কহিয়াছ, সেই সকল কথা আলোতে শুনা যাইবে; এবং অন্তরাগারে কর্ণে ২ যাহা কহিয়াছ, তাহা ছাদহইতে প্রচারিত হইবে। ৪ আর হে আমার বন্ধুরা, তোমাদিগকে আমি কহিতেছি, যাহারা শরীর বধ করিয়া পশ্চাৎ আর কিছু করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। ৫ তবে কাহাকে ভয় করা তোমাদের উচিত তাহা বলি; যিনি [মনুষ্যকে] বধ করিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে ক্ষমতাপন্ন, তাঁহাকেই ভয় কর; হাঁ, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাঁহাকেই ভয় কর। ৬ পাঁচটী চটকপক্ষী কি দুই পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাপি তাহাদের মধ্যে একটীও ঈশ্বরের সাক্ষাতে অস্মৃত নয়। ৭ পরন্তু তোমাদের মস্তকের কেশ সকলও

গণিত আছে; অতএব ভয় করিও না, অনেক চটকপক্ষিহইতে তোমরা বিশিষ্ট। [৮] আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিবেন; [৯] কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করা যাইবে। [১০] আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিপরীতে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাইবে না। [১১] আর যখন লোকেরা তোমাদিগকে সমাজগৃহে এবং রাজদ্বারে ও কর্তাদের সম্মুখে লইয়া যাইবে, তখন কেমন বা কি উত্তর দিবা, কি বা কহিবা, এ বিষয়ে চিন্তা করিও না; [১২] কেননা যাহা২ বক্তব্য, তাহা পবিত্র আত্মা সেই দণ্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

[১৩] পরে জনতার মধ্যহইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে গুরো, আমার ভ্রাতাকে বলুন যেন আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে। [১৪] কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, হে মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা কিম্বা বিভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে? [১৫] পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সাবধান, যাবতীয় লোভহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর; কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের জীবন তাহার সম্পত্তিতে হয় না। [১৬] পরে তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, এক জন ধনবানের ভূমিতে শস্যাদি বাহুল্যরূপে উৎপন্ন হইল। [১৭] তাহাতে সে মনে২ বিতর্ক করিতে লাগিল, কি করি? আমার এ সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান নাই; [১৮] পরে কহিল, ইহা করিব, আমার গোলাঘর সকল ভাঙ্গিয়া বড়২ গোলাঘর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আমার ভূম্যুৎপন্ন ফল প্রভৃতি দ্রব্য রাখিব। [১৯] এবং আপন প্রাণকে কহিব, ও প্রাণ, বহুবৎসরের নিমিত্তে তোমার জন্যে অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে; বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। [২০] কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে পুনর্গৃহীত হইবে, তাহাতে এই যে সকল আয়োজন করিলা, ইহা কাহার হইবে? [২১] যে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনী না হইয়া আপনার জন্যে ধন সঞ্চয় করে, সে তদ্রূপ।

[২২] পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, এই কারণ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, কি ভোজন করিব? ইহা বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, এবং কি পরিধান করিব? ইহা বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। [২৩] ভক্ষ্যহইতে প্রাণ ও বস্ত্রহইতে শরীর তো শ্রেষ্ঠ। [২৪] কাকদের বিষয় আলোচনা কর; তাহারা বুনে না ও কাটে না, তাহাদের ভাণ্ডার নাই, গোলাঘরও নাই; তথাপি ঈশ্বর তাহাদিগকে আহার দিতেছেন; পক্ষিগণহইতে তোমরা কত অধিক বিশিষ্ট! [২৫] আর তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাবিত হইয়া আপন বয়স্ এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? [২৬] অতএব অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মও যদি তোমাদের অসাধ্য হয়, তবে অন্য ২ বিষয়ে কেন ভাবিত হও? [২৭] আর কানুড়পুষ্প কেমন বাড়ে, তাহাও বিবেচনা কর; সে সকল কোন শ্রম করে না এবং সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শলোমন্ও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার এক পুষ্পের ন্যায় পরিচ্ছন্ন ছিলেন না। [২৮] অতএব ক্ষেত্রস্থ যে তৃণ অদ্য আছে, ও কল্য চুলাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে যদি ঈশ্বর এতাদৃশ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসিরা, তোমাদিগকে কত অধিক [অকাতরে] বস্ত্র দিবেন! [২৯] অতএব তোমরাও কি ভোজন পান করিবা, এ বিষয়ে সচেষ্ট হইও না এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না। [৩০] কেননা জগতিস্থ পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট আছে; কিন্তু এই সকল দ্রব্য তোমাদের আবশ্যক আছে, তাহা তোমাদের পিতা জানেন। [৩১] তোমরা বরঞ্চ ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দত্ত হইবে। [৩২] হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করিও না, কেননা তোমাদিগকে রাজ্যটী দিতে তোমাদের পিতার হিতসঙ্কল্প হইল। [৩৩] তোমাদের যে ২ দ্রব্য থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া দানরূপে বিতরণ কর। যে স্থানে চোর আইসে না ও কীট ক্ষয় করে না, এমন স্বর্গে আপনাদের নিমিত্তে অজর থলী এবং অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর; [৩৪] কেননা যে স্থানে তোমাদের ধন, সেই স্থানে তোমাদের মনও থাকিবে। [৩৫] তোমাদের কটি বদ্ধ ও প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকুক; [৩৬] এবং তোমরা এমত লোকদের সদৃশ হও, যাহারা বিবাহোৎসবহইতে আপন প্রভুর উঠিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষাতে থাকে, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্তে দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। [৩৭] প্রভু আসিয়া যাহাদিগকে জাগ্রৎ দেখিবেন, সেই দাসেরা ধন্য; আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি আপনি কটি বান্ধিয়া তাহাদিগকে ভোজনে বসাইয়া নিকটে আসিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিবেন। [৩৮] হাঁ, দ্বিতীয় প্রহরে আইলে কিম্বা তৃতীয় প্রহরে আইলে যদি তিনি ঐ রূপ দেখেন, তবে সেই দাসেরা ধন্য। [৩৯] আর ইহা জানিও, চোর কোন্ দণ্ডে আসিবে, তাহা যদি গৃহস্থ জানিত, তবে জাগ্রৎ থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না। [৪০] অতএব তোমরাও প্রস্তুত থাক; কেননা যে দণ্ডে তাঁহার অপেক্ষাতে না থাকিবা, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আগমন করিবেন।

[৪১] তখন পিতর জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, আপনি আমাদিগেরই প্রতি, কি সকলেরও প্রতি এই দৃষ্টান্ত কহিতেছেন? [৪২] তাহাতে প্রভু কহিলেন, এমন বিশ্বাস্য ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে প্রভু নিজ পরিজনদিগকে উপযুক্ত সময়ে নিরূপিত খাদ্য দ্রব্য দিতে তাহাদের অধ্যক্ষ করিয়া রাখেন? [৪৩] প্রভু আসিয়া যাহাকে এমন কর্ম্মে নিবিষ্ট দেখিবেন, সেই দাস ধন্য। [৪৪] আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন। [৪৫] কিন্তু আমার প্রভুর আগমনের বিলম্ব আছে, ইহা মনে ২ বলিয়া সেই দাস যদি অন্য দাস দাসীদিগকে মারিতে ও ভোজন পান করিতে ও মত্ত হইতে প্রবৃত্ত হয়, [৪৬] তবে যে দিবসে সে প্রভুর অপেক্ষা না করিবে, ও যে দণ্ড সে না জানিবে, এমন সময়ে সেই দাসের প্রভু উপস্থিত হইবেন, এবং তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া অবিশ্বাসিদিগের মধ্যে তাহার অংশ নিরূপণ করিবেন। [৪৭] আর যে দাস নিজ প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়াও প্রস্তুত হয় না ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ি কর্ম্ম করে না, সে অনেক প্রহার পাইবে; [৪৮] কিন্তু যে ব্যক্তি না জানিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম্ম করে, সে অল্প প্রহার পাইবে। আর যাহাকে অধিক দত্ত হইয়াছে, তাহার নিকটে অধিকের অনুসন্ধান করা যাইবে; এবং যাহার কাছে লোকেরা অধিক গচ্ছিত করিয়াছে, তাহার নিকটহইতে অধিক চাহিবে।

[৪৯] আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি, আর এই ক্ষণে তাহা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ইহা ছাড়া আর কি বাঞ্ছা করি? [৫০] কিন্তু আমাকে এক বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইতে হইবে, আর তাহা যাবৎ সিদ্ধ না হয়, তাবৎ আমি কেমন সঙ্কুচিত হইতেছি! [৫১] আমি পৃথিবীতে ঐক্য দিতে আসিয়াছি, তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ। [৫২] যেহেতুক এখন অবধি এক ঘরের মধ্যে পাঁচ জন ভিন্ন ২ হইয়া তিন জন দুই জনের বিপক্ষ, ও দুই জন তিন জনের বিপক্ষ হইবে; [৫৩] পিতা পুত্রের, এবং পুত্র পিতার বিপক্ষ; মাতা কন্যার, এবং কন্যা মাতার বিপক্ষ; শ্বশ্রূ বধূর, এবং বধূ শ্বশ্রূর বিপক্ষ হইবে।

[৫৪] অপর তিনি সমাগত লোকদিগকে কহিলেন, পশ্চিমদিগে মেঘোদয় দেখিলে তোমরা হঠাৎ বল, বৃষ্টি আসিতেছে; এবং তদ্রূপই ঘটে। [৫৫] আর দক্ষিণ বাতাস বহিতে দেখিলে তোমরা বল, গ্রীষ্ম হইবে; এবং তাহাই ঘটে। [৫৬] অরে কপটি সকল, তোমরা ভূমির ও আকাশের ভঙ্গির লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু এই কালের লক্ষণ বুঝিতে পার না, এ কেমন? [৫৭] আর আপনারাই কেন যথার্থ বিচার কর না? [৫৮] ফলতঃ তুমি বিবাদি লোকের সহিত শাসনকর্ত্তার নিকটে যাইতে ২ পথের মধ্যে তাহাহইতে নিষ্কৃতি পাইতে যত্ন করিও; নতুবা সে বলপূর্ব্বক তোমাকে বিচারকর্ত্তার সম্মুখে লইয়া গেলে বিচারকর্ত্তা তোমাকে পদাতিকের নিকটে সমর্পণ করিবে, এবং পদাতিক তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। [৫৯] আমি তোমাকে কহিতেছি, শেষ কপর্দ্দক পরিশোধ না করণ পর্য্যন্ত তুমি তথাহইতে বাহিরে আসিতে পাইবা না।

১৩ অধ্যায়।

[১] সেই সময়ে কএক জন উপস্থিত হইয়া, পীলাত যে গালীলীয়দের রক্ত তাহাদের বলির সহিত মিশ্রিত করিয়াছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত যীশুকে কহিল। [২] তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সেই গালীলীয়দের এমন দুর্গতি ঘটিয়াছে, এই প্রমাণে তাহারা অন্য সকল গালীলীয় লোকহইতে অধিক পাপী হইল, তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? [৩] আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়; বরং মন না ফিরাইলে তোমরা সকলে তদ্রূপ বিনষ্ট হইবা। [৪] অথবা শীলোহে স্থিত উচ্চগৃহের পতনে যে আঠার প্রাণী হত হইল, তাহারা যিরূশালেমনিবাসি মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী হইল, তোমরা কি এমন বোধ করিতেছ? [৫] আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহা নয়; বরং মন না ফিরাইলে তোমরা সকলে তদ্রূপ বিনষ্ট হইবা।

[৬] পরে তিনি এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রোপিত একটি ডুম্বুরবৃক্ষ ছিল; পরে সে আসিয়া ঐ বৃক্ষে ফল অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। [৭] তাহাতে সে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রক্ষককে কহিল, দেখ, তিন বৎসরাবধি আসিয়া এই ডুম্বুরবৃক্ষেতে ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাই না; কাটিয়া ফেল; এটা কেন ভূমিও অকর্ম্মণ্য করে? [৮] তাহাতে সে উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, হে প্রভো, এই বৎসরও থাকিতে দিউন; আমি উহার মূলের চারি দিগে খনন করিয়া সার দিব, [৯] তাহাতে ফল ধরিলে ধরিতে পারে; যদি না ধরে, তবে পশ্চাৎ কাটিয়া ফেলিবেন।

[১০] একদা তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজগৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন। [১১] এবং দেখ, আঠারো বৎসরাবধি দুর্ব্বলতাজনক আত্মার অধীনা এক স্ত্রী [তথায়] ছিল, সে কুব্জা, সম্পূর্ণরূপে সোজা হইতে পারে না। [১২] যীশু তাহাকে দেখিয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নারি, তোমার দৌর্ব্বল্যহইতে মুক্তা হইলা। [১৩] পরে তিনি তাহার গাত্রে হস্তার্পণ করিবামাত্র সে সোজা হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল। [১৪] কিন্তু

বিশ্রামবারে যীশুর সুস্থ করাতে সমাজাধ্যক্ষ বিরক্ত হইয়া লোকসমূহকে বলিল, কর্ম্ম করিবার জন্যে ছয় দিন আছে; অতএব সুস্থ হইবার নিমিত্তে ঐ সকল দিনে আসিও, বিশ্রামবারে আসিও না। [১৫] তখন প্রভু তাহাকে উত্তর দিয়া কহিলেন, অরে কপটিরা, তোমাদের প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে আপন ২ বলদ কিম্বা গর্দ্দভ যাবপাত্রহইতে মুক্ত করিয়া জল পান করাইতে কি লইয়া যায় না? [১৬] তবে অব্রাহামের সন্ততি এই যে স্ত্রী, দেখ, এই আঠার বৎসরাবধি শয়তানকর্ত্তৃক বদ্ধা আছে, ইহার এমত শৃঙ্খলহইতে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উপযুক্ত ছিল না? [১৭] তাঁহার এই বচনে তাঁহার বিপক্ষেরা সকলে লজ্জিত হইল; কিন্তু তাঁহার কৃত যাবতীয় যশস্বি কর্ম্মে সমস্ত জনতা আনন্দিত হইল।

[১৮] অতএব তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের সদৃশ? এবং কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব? [১৯] তাহা এমন একটী সর্ষপবীজের সদৃশ, যাহা লইয়া কোন মনুষ্য আপন উদ্যানে বপন করিল, পরে তাহা বাড়িয়া মহা বৃক্ষ হইয়া উঠিল, এবং তাহার শাখাতে আকাশের পক্ষিগন আসিয়া বাস করিল। [২০] আবার তিনি কহিলেন, কিসের সহিত ঈশ্বররাজ্যের তুলনা দিব? [২১] তাহা সেই মাওয়ার সদৃশ যাহা কোন স্ত্রী লইয়া তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে [ক্রমশঃ] তৎসমুদয় মাতিয়া উঠিল।

[২২] এই রূপে তিনি নানা নগরে ও গ্রামে উপদেশ দিতে ২ ভ্রমন করত যিরূশালেমে গমন করিতেছিলেন। [২৩] তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, পরিত্রাণের পাত্রেরা কি অল্প? [২৪] তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না। [২৫] গৃহের কর্ত্তা উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পর তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের জন্যে দ্বার খুলিয়া দিউন, ইহা বলিয়া যখন দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিবা, এবং তিনি এই উত্তর দিবেন, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না, [২৬] তখন তোমরা ইহা কহিতে প্রবৃত্ত হইবা, আমরা আপনকার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের নগরের চকে আপনি উপদেশ দিয়াছেন। [২৭] কিন্তু তিনি বলিবেন, তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না; হে অধর্ম্মাচারি সকল, আমাহইতে দূর হও। [২৮] সেই স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি হইবে; কেননা তৎকালে তোমরা অব্রাহামকে ও ইস্হাক্‌কে ও যাকোব্‌কে ও ভাববাদি সকলকে ঈশ্বরের রাজ্যে [স্থানপ্রাপ্ত], কিন্তু আপনাদিগকে বহিষ্কৃত দেখিবা। [২৯] আর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণহইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজনোপবিষ্ট হইবে। [৩০] আর দেখ, যাহারা অন্ত্য, এমত কোন ২ লোক প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, এমত কোন ২ লোক অন্ত্য হইবে।

[৩১] সেই দিবসে কএক জন ফরীশী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, বহির্গত হও, এবং এস্থানহইতে প্রস্থান কর; কেননা তোমাকে বধ করিতে হেরোদের ইচ্ছা আছে। [৩২] তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গিয়া সেই শৃগালকে বল, দেখ, অদ্য এবং কল্য আমি ভূতগণকে ছাড়াইতেছি, ও নানা রোগের প্রতীকার সাধন করিতেছি, এবং তৃতীয় দিবসে সিদ্ধকর্ম্মা হইব। [৩৩] যাহা হউক, অদ্য ও কল্য ও পরশ্ব আমাকে গমন করিতে হইবে; যেহেতুক যিরূশালেমের বাহিরে কোন ভাববাদির বিনাশ সম্ভবে না। [৩৪] হে যিরূশালেম, হে যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণের বধকারিণী, এবং আপনার নিকটে প্রেরিত লোকদের প্রস্তরাঘাতকারিণী; যেমন কুক্কুটী আপন শাবক সকলকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও তোমার বৎস সকলকে [আপনার নিকটে] একত্র করিতে কত বার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলা না। [৩৫] দেখ, তোমাদের ভবন তোমাদের নিমিত্তে পরিত্যক্ত হইয়া উচ্ছিন্ন হইতেছে। আর আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, "যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য," এমন কথা যে পর্য্যন্ত না বলিবা, সে পর্য্যন্ত আমাকে দেখিতে পাইবা না।

১৪ অধ্যায়।

[১] পরে তিনি বিশ্রামবারে প্রধান ফরীশিদের এক জনের গৃহে আহার করিতে গমন করিলে তাহারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। [২] আর দেখ, এক জন জলোদরী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল। [৩] ইহার উত্তর বলিয়া যীশু ব্যবস্থাবেত্তৃগণকে ও ফরীশিদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে আরোগ্য করা কর্ত্তব্য কি না? [৪] তাহাতে তাহারা নীরব থাকিলে তিনি তাহাকে ধরিয়া সুস্থ করিয়া বিদায় করিলেন; [৫] এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাহারও গর্দ্দভ কিম্বা বলদ যদি কূপে পড়ে, তবে সে বিশ্রামবারেও কি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া উদ্ধার করিবে না? [৬] তখন তাহারা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

[৭] অপর নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রধান২ স্থান মনোনীত করিতেছে, তাহা সন্দর্শন করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই নীতিকথা কহিলেন, কেহ তোমাকে বিবাহোৎসবের নিমন্ত্রণ করিলে প্রধান স্থানে বসিও না। [৮] কি জানি তোমাহইতে অধিক মর্য্যাদাপন্ন আর কোন লোক তাহার নিমন্ত্রিত আছে; [৯] তাহা হইলে যে ব্যক্তি তোমাকে ও

তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, ইহাকে স্থান দেও; আর তখন তুমি লজ্জাপন্ন হইয়া অন্য স্থানে বসিতে উদ্যত হইবা। [১০] বরঞ্চ নিমন্ত্রিত হইলে অন্য স্থানে গিয়া বসিও; তাহাতে যে ব্যক্তি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে আসিয়া তোমাকে বলিবে, বন্ধো, উচ্চতর স্থানে গিয়া বৈস; তখন তুমি ভোজনোপবিষ্ট সঙ্গি সকলের সাক্ষাতে গৌরব পাইবা। [১১] কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; আর যে জন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

[১২] অপর যে ব্যক্তি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহাকেও তিনি বলিলেন, তুমি যখন মধ্যাহ্নের কিম্বা রাত্রিকালের ভোজ কর, তখন নিজ বন্ধুগণ কিম্বা ভ্রাতৃবর্গ কিম্বা জ্ঞাতি কুটুম্ববর্গ কিম্বা ধনি প্রতিবাসিগণকে ডাকিও না; পাছে তাহারা পুনর্ব্বার তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তুমি তাহাতেই প্রতিদান পাও। [১৩] কিন্তু যখন ভোজ কর, তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ, অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; [১৪] তাহাতে ধন্য হইবা, কেননা তাহারা প্রতিদান করণে অসমর্থ; বস্তুতঃ ধার্ম্মিকগণের পুনরুত্থান সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবা।

[১৫] এই সকল কথা শুনিয়া ভোজনোপবিষ্ট লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, যে জন ঈশ্বরের রাজ্যে আহার করিতে পাইবে, সেই ধন্য। [১৬] তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, এক ব্যক্তি রাত্রিকালের মহাভোজ প্রস্তুত করিয়া অনেককে নিমন্ত্রণ করিল। [১৭] পরে ভোজনের সময় হইলে আপন দাসদ্বারা নিমন্ত্রিত লোকদিগকে কহিয়া পাঠাইল, এখন সকলই প্রস্তুত আছে, তোমরা আইস। [১৮] কিন্তু তাহারা সকলে একই ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রথম জন তাহাকে কহিল, আমি একখান ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তাহা দেখিতে না গেলে নয়; বিনতি করি, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। [১৯] অন্য জন কহিল, আমি পাঁচ যোড়া বলদ কিনিলাম, তাহাদের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি; বিনতি করি, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। [২০] আর এক জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এ কারণ যাইতে পারিলাম না। [২১] পরে সে দাস ফিরিয়া গিয়া আপন প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল; তাহাতে ঐ গৃহের কর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দাসকে কহিল, ত্বরায় নগরের সকল চকে ও সড়কে গিয়া দরিদ্র ও নুলা ও খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এ স্থানে আন। [২২] পরে সে দাস কহিল, হে প্রভো, আপনকার আজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম করা গেল, তথাপি এখনও স্থান আছে। [২৩] তখন সে প্রভু ঐ দাসকে কহিল, বাহিরের সকল রাজপথে ও বৃক্ষতলে যাইয়া আগ্রহ করত লোকদিগকে আসিতে বল; আমার গৃহ পরিপূর্ণ হউক। [২৪] কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনও আমার ভোজের আস্বাদ পাইবে না।

[২৫] অনন্তর অনেক ২ লোক যীশুর সঙ্গে গমন করিলে তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, [২৬] কেহ আমার নিকটে আসিয়া যদি আপন পিতা ও মাতা ও স্ত্রী ও সন্তান ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ এবং নিজ প্রাণও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। [২৭] এবং যে কেহ আপন ক্রুশ বহন করিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। [২৮] কেননা উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা জন্মিলে তোমাদের মধ্যে কে না অগ্রে বসিয়া ব্যয় গণনা করিয়া দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না? [২৯] নচেৎ ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে সমাপ্ত করণে অসমর্থ হয়, তবে যত লোক তাহা দেখিবে, সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিবে, [৩০] ঐ ব্যক্তি নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারিল না। [৩১] অথবা কোন রাজা যদি অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে সমাঘাত করিতে যায়, তবে সে কি অগ্রে [মন্ত্রিদের সহিত] বসিয়া এমন বিবেচনা করিবে না, বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া যে জন আমার বিরুদ্ধে আসিতেছে, আমি দশ সহস্রদ্বারা কি তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারি? [৩২] যদি না পারে, তবে শত্রু দূরে থাকিতে সে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি নির্দ্ধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। [৩৩] ভাল, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ সর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি না দেয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। [৩৪] লবণ উত্তম দ্রব্য, কিন্তু যদি লবণেরই স্বাদ যায়, তবে তাহা কিসে আস্বাদযুক্ত করা যাইবে? [৩৫] তাহা ভূমির কিম্বা সারঢিবির নিমিত্তেও উপযোগী নয়; লোকেরা তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শুনিতে কর্ণ থাকে, সে শুনুক।

১৫ অধ্যায়।

[১] একদা করগ্রাহক ও পাপি লোক সকল যীশুর বাক্য শুনিতে তাঁহার নিকটে আসিতেছিল। [২] তাহাতে ফরীশিরা ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তি পাপিদিগকে গ্রাহ্য করে, ও তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করে। [৩] তখন তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, যথা, [৪] তোমাদের মধ্যে এমত কে আছে, যাহার শত মেষ থাকে? তাহার মধ্যে যদি একটী হারায়, তবে সে অন্য নিরানব্বই মেষ প্রান্তরে ছাড়িয়া, যাবৎ ঐ হারাণটী না পায়, তাবৎ তাহার অন্বেষণ করিতে কি যায় না। [৫] পরে তাহা পাইলে সে আনন্দ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া [৬] ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসি লোকদিগকে ডাকিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ

কর, কারণ আমার হারাণ মেষটী পাইলাম ৭ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তদ্রূপ এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে; যাহাদের মনঃপরিবর্ত্তন করা অনাবশ্যক এমত নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।

৮ অথবা যে স্ত্রীর দশটি সিকি আছে, তাহার এক সিকি হারাইলে সে কি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া যাবৎ তাহা না পায়, তাবৎ যত্ন পূর্ব্বক অন্বেষণ করে না? ৯ আর পাইলে পর বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া কহে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার হারাণ সিকিটী পাইলাম। ১০ তদ্রূপ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এক জন পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।

১১ তিনি আরও কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; ১২ তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমি পাইব, তাহা দেও; তাহাতে পিতা তাহাদের জন্যে বিষয়টী বিভাগ করিল। ১৩ অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত ধন একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিল; আর তথায় নষ্টের মত আচরণ করত নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। ১৪ তাহার সমস্তই ব্যয় হইলে পর সেই দেশে প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল, তাহাতে সে কষ্ট পাইতে লাগিল। ১৫ তখন সে যাইয়া আশ্রয়ার্থে তদ্দেশীয় কোন পৌরকে ধরিল; সে তাহাকে শূকরপাল চরাইতে আপনার পল্লীগ্রামস্থ ভূমিতে পাঠাইয়া দিল; ১৬ তথায় সে শূকরের খাদ্য শুঁটীদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিত, কিন্তু কেহ তাহাকে দিত না। ১৭ অবশেষে সে মনে ২ চেতনা পাইয়া কহিল, আমার পিতার কত বেতনজীবি লোক অতিরিক্ত খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এ স্থানে ক্ষুধায় মরিতেছি। ১৮ আমি উঠিয়া আপন পিতার নিকটে গিয়া বলিব, হে পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, ১৯ তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি; তোমার এক বেতনজীবির মত আমাকে রাখ। ২০ পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে গমন করিল, তাহাতে দূরে থাকিতে তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া করুণাবিষ্ট হইল, এবং দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। ২১ তখন পুত্র তাহাকে কহিল, হে পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি। ২২ কিন্তু তাহার পিতা দাসদিগকে আজ্ঞা দিল, শীঘ্র সর্ব্বোত্তম পরিচ্ছদ আনিয়া ইহাকে পরাও, এবং ইহার হস্তে অঙ্গুরীয় ও পায়ে পাদুকা দেও। ২৩ আর হৃষ্ট পুষ্ট বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি। ২৪ যেহেতুক আমার এই পুত্র মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইল, এবং হারাণ হইয়া পুনর্লব্ধ হইল। তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। ২৫ তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল, পরে আসিতে ২ বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইয়া ২৬ দাসদের এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহার ভাব কি? ২৭ সে তাহাকে বলিল, তোমার ভ্রাতা আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা তাহাকে সুস্থ শরীরে প্রাপ্ত হওয়াতে হৃষ্ট পুষ্ট বাছুরটী মারিয়াছে। ২৮ তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভিতরে যাইতে অসম্মত হইল; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল। ২৯ কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসরাবধি তোমার দাস আছি, কখনো তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমি যেন নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি, এই জন্যে এক বারও একটী ছাগবৎস আমাকে দেও নাই; ৩০ কিন্তু তোমার ঐ যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার বিষয় খাইয়া ফেলিয়াছে, সে আসিবামাত্র তাহারই নিমিত্তে হৃষ্ট পুষ্ট বাছুরটী মারিলা। ৩১ তখন পিতা তাহাকে কহিল, বৎস, তুমি সতত আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা ২ আমার তাহা সকলই তোমার। ৩২ কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ করা ও আহ্লাদিত হওয়া উচিত বটে, কারণ তোমার ঐ ভ্রাতা মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইল, এবং হারাণ হইয়া পুনর্লব্ধ হইল।

১৬ অধ্যায়।

১ অপর তিনি আপন শিষ্যদিগকেও এক কথা কহিলেন; এক ধনবান লোক ছিল, তাহার ধনাধ্যক্ষ স্বামির ধন অপচয়কারী বলিয়া তাহার নিকটে অপবাদিত হইলে ২ সে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতে পাই? তোমার অধ্যক্ষতার হিসাব দেও, কেননা তুমি আর ধনাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতে পাইবা না। ৩ তখন সেই ধনাধ্যক্ষ মনে ২ কহিল, কি করিব? কেননা আমার প্রভু আমাকে অধ্যক্ষপদচ্যুত করিলেন; মাটী কাটিতে আমার শক্তি নাই, ভিক্ষা করিতে লজ্জা হয়। ৪ আমি অধ্যক্ষপদচ্যুত হইলে লোকেরা যেন আপন ২ গৃহে আমাকে গ্রহণ করে, ইহার নিমিত্তে যাহা করিব তাহা বুঝিলাম। ৫ পরে সে আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণিকে ডাকিয়া প্রথম জনকে জিজ্ঞাসিল, তুমি আমার প্রভুর কত ধার? ৬ সে বলিল, এক শত মণ তৈল। তখন ধনাধ্যক্ষ কহিল, তোমার পত্রখানি লও, এবং শীঘ্র বসিয়া ইহাতে পঞ্চাশ মণ লেখ। ৭ পরে আর এক জনকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কত ধার? সে বলিল, এক শত বিশি গোম; তখন সে কহিল, তোমার পত্রখানি লইয়া আশী লেখ। ৮ তাহাতে

সেই অযাথার্থিক ধনাধ্যক্ষ বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া কর্ত্তা তাহার প্রশংসা করিল; কেননা জ্যোতির সন্তানগণ অপেক্ষা এই যুগের সন্তানেরা নিজ জাতির প্রতি অধিক বুদ্ধিমান। [৯] আর আমিও তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা অযথার্থ ধনদ্বারা মিত্রলাভ কর, তাহাতে তোমরা ধনহীন হইলে তাহারা তোমাদিগকে অনন্তকালীন আবাসে গ্রহণ করিবে।

[১০] যে কেহ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বাস্য, সে প্রচুর বিষয়েও বিশ্বাস্য হয়; আর যে কেহ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে অযাথার্থিক, সে প্রচুর বিষয়েও অযাথার্থিক হয়। [১১] অতএব তোমরা অযথার্থ ধনে বিশ্বাস্য না হইলে পর কে তোমাদের কাছে পরমার্থ গচ্ছিত করিবে? [১২] আর পরের বিষয়ে বিশ্বাস্য না হইলে পর কে তোমাদের নিজ বিষয় তোমাদিগকে দিবে? [১৩] কোন দাস দুই কর্ত্তার সেবা করিতে পারে না, কেননা সে হয় প্রথম জনকে ঘৃণা করিয়া দ্বিতীয় জনকে প্রেম করিবে, নয় প্রথম জনে আসক্ত হইয়া দ্বিতীয়কে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও ধন উভয়ের দাস হইতে পার না।

[১৪] তখন লোভি ফরীশিরাও এ সকল কথা শুনিতেছিল, এবং তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। [১৫] তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই মনুষ্যদের নিকটে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়া দেখাইতেছ, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় জানেন; কেননা মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। [১৬] ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ যোহন পর্য্যন্ত, তদবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন ব্যগ্র হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। [১৭] তথাচ বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সম্ভব, কিন্তু ব্যবস্থার একটী বিন্দুর লোপ সম্ভবে না। [১৮] যে কেহ আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে কেহ স্বামিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।

[১৯] এক জন ধনবান ছিল, সে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ পরিচ্ছদ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিত, এবং প্রত্যহ সপ্রতাপে আমোদ প্রমোদ করিত। [২০] আর তাহার [বাটীর] দ্বারে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত লাসার নামে এক জন দরিদ্র পড়িয়া থাকিত, [২১] সে ঐ ধনবানের মেজহইতে পতিত গুঁড়াগাঁড়া খাইতে বাসনা করিত, কিন্তু কুক্কুরগণও আসিয়া তাহার ক্ষত সকল চাটিত। [২২] কালক্রমে ঐ দরিদ্র মরিল, এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাহাকে লইয়া অব্রাহামের ক্রোড়ে বসাইলেন। পরে সেই ধনবানও মরিল, ও সমাধিপ্রাপ্ত হইল; [২৩] কিন্তু পাতালে সে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আপনি যাতনার মধ্যে থাকিয়া দূরে অব্রাহামকে এবং তাহার ক্রোড়ে লাসারকে দেখিতে পাইল। [২৪] তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিল, হে পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখাতে আমি ব্যথিত হইতেছি। [২৫] কিন্তু অব্রাহাম্ কহিলেন, বৎস, স্মরণ কর; তোমার সুখ তুমি জীবৎকালে পাইয়াছ, আর লাসার তদ্রূপ দুঃখ পাইয়াছে; সম্প্রতি এই স্থানে ইহার সান্ত্বনা ও তোমার যন্ত্রণা হইতেছে। [২৬] পরন্তু এ সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ শূন্যস্থল দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কেহ বাঞ্ছা করিলেও এ স্থানহইতে তোমাদের কাছে যাইতে পারে না, কিম্বা ও স্থানহইতে আমাদের কাছে পার হইয়া আসিতে পারে না। [২৭] তখন সে কহিল, হে পিতঃ, তবে বিনয় করিয়া বলি, আমার পিতৃগৃহে উহাকে পাঠাইয়া দিউন; [২৮] কেননা আমার পাঁচ ভ্রাতা আছে; তাহারাও যেন এই যন্ত্রণাস্থানে না আইসে, এই নিমিত্তে সে তাহাদিগকে দৃঢ় প্রমাণ দিউক। [২৯] তাহাতে অব্রাহাম কহিলেন, তাহাদের নিকটে মোশি ও ভাববাদিগণ আছে; তাহাদেরই [সাক্ষ্য] তাহারা মানুক। [৩০] তখন সে নিবেদন করিল, হে পিতঃ অব্রাহাম্, তাহা নহে, কিন্তু মৃত লোকদের স্থানহইতে যদি কোন জন তাহাদের নিকটে যায়, তাহা হইলে তাহারা মন ফিরাইবে। [৩১] কিন্তু তিনি তাহাকে কহিলেন, তাহারা যদি মোশির ও ভাববাদিগণের [সাক্ষ্য] না মানে, তবে মৃতগণের মধ্যহইতে কোন এক জন উঠিলেও তাহারা তাহার পরামর্শ মানিবে না।

১৭ অধ্যায়।

[১] যীশু আপন শিষ্যদিগকে আরও কহিলেন, বিঘ্ন না ঘটিবে এমন হইতে পারে না; কিন্তু যাহার দ্বারা ঘটিবে, সে সন্তাপের পাত্র। [২] বরং তাহার গলদেশে বৃহৎ যাঁতা বদ্ধ হওয়া এবং সমুদ্রে তাহার নিক্ষিপ্ত হওয়া ভাল, তথাপি এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্নজনক হওয়া তাহার পক্ষে ভাল নয়। [৩] তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তবে তাহাকে অনুযোগ কর; তাহাতে সে যদি পরামনন করে, তবে তাহাকে ক্ষমা কর। [৪] আর যদি সে এক দিনের মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করে, কিন্তু সেই দিনে সাত বার ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে বলে, পরামনন করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা কর। [৫] অপর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহিল, আমাদিগের বিশ্বাসের বৃদ্ধি কর। [৬] তাহাতে প্রভু কহিলেন, এক সর্ষপবীজের মত বিশ্বাস যদি তোমাদের হইত, তবে তুমি সমূলে উৎপাটিত হইয়া সমুদ্রে রোপিত হও, এ কথা ঐ ডুম্বুরবৃক্ষকে কহিলে সে তোমাদের আজ্ঞাবহ হইত।

৭ আর তোমাদের মধ্যে কাহারো দাস হাল বহিয়া কিম্বা পশু চরাইয়া ক্ষেত্রহইতে আইলে সে কি তাহাকে বলিবে, তুমি একেবারে নিকটে বসিয়া আহার কর? ৮ বরঞ্চ "আমার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত কর, এবং আমি যাবৎ ভোজন পান করি, তাবৎ বদ্ধকটি হইয়া আমার পরিচর্য্যা কর, পরে তুমিও ভোজন পান করিতে পারিবা," এমন কথা কি বলিবে না? ৯ ঐ দাস আজ্ঞামত কর্ম্ম করিল, ইহাতে কি তাহার অনুগ্রহ স্বীকার করিবে? আমার এমন বোধ হয় না। ১০ সেই প্রকারে আজ্ঞাপিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও, আমরা অনুপযোগি দাস, যাহা করিতে বদ্ধ ছিলাম, তাহাই করিলাম।

১১ যিরূশালেমে যাত্রা করণ সময়ে তিনি শমরিয়া ও গালীল দেশের মধ্যস্থান দিয়া গমন করিলেন। ১২ তাহাতে কোন গ্রামে প্রবেশ করণ সময়ে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ১৩ দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হে প্রভো যীশু, আমাদিগকে দয়া করুন। ১৪ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কহিলেন, তোমরা যাজকগণের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও; তাহাতে তাহারা যাইতে২ শুচি হইল। ১৫ তখন তাহাদের মধ্যে এক জন আপনাকে আরোগ্যপ্রাপ্ত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তব করিতে২ ফিরিয়া আইল, ১৬ এবং যীশুর চরণে অধোমুখে পতিত হইয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল; আর সে শমরীয় লোক। ১৭ তখন যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, দশ জন কি শুচি হয় নাই? তবে আর নয় জন কোথায়? ১৮ ঈশ্বরের মাহাত্ম্য স্বীকার করণার্থে প্রত্যাগত সকলকে না পাইয়া কেবল এই অন্যজাতীয় লোককে কি পাওয়া গেল? ১৯ পরে তিনি তাহাকে কহিলেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল।

২০ অনন্তর ঈশ্বরের রাজ্য কবে আসিবে, ফরীশিরা তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য আড়ম্বরের সহিত আইসে না; ২১ আর দেখ, এস্থানে, কিম্বা দেখ, ও স্থানে, এমন কথা লোকেরা কহিবে না; কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।

২২ পরে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে সময়ে তোমরা মনুষ্যপুত্ত্রের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করিবা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না, এমন সময় আসিতেছে। ২৩ তখন লোকেরা তোমাদিগকে বলিবে, দেখ, এই স্থানে; কিম্বা দেখ, ঐ স্থানে; কিন্তু যাইও না, ও অনুধাবন করিও না। ২৪ কেননা আকাশের নামোহইতে নির্গত যে বিদ্যুৎ [আবার] আকাশের নামো পর্য্যন্ত আলো করে, মনুষ্যপুত্ত্র আপনার সেই দিনে তাহার সদৃশ হইবেন। ২৫ কিন্তু অগ্রে তাঁহার অনেক দুঃখ ভোগ করা এবং এই বর্ত্তমান লোককর্ত্তৃক নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। ২৬ আর নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্ত্রের সময়েও তদ্রূপ হইবে। ২৭ লোকেরা ভোজন পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহ দিত; কিন্তু জাহাজে নোহের আরোহণ দিনে জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়া সকলকে বিনষ্ট করিল। ২৮ আবার লোটের সময়ে তদ্রূপ হইয়াছিল; লোকেরা ভোজন পান, ক্রয় বিক্রয়, বৃক্ষ রোপণ ও গৃহ নির্ম্মাণ করিত; ২৯ কিন্তু সদোমহইতে লোটের নির্গমন দিনে আকাশহইতে অগ্নি ও গন্ধক বর্ষিয়া সকলকে বিনষ্ট করিল। ৩০ মনুষ্যপুত্ত্রের প্রকাশপ্রাপ্তির দিনেও সেই রূপ হইবে। ৩১ তদ্দিনে যে কেহ আপনার দ্রব্যাদি গৃহমধ্যে রাখিয়া ছাতের উপরে থাকিবে, সে তাহা লইবার নিমিত্তে নীচে না নামুক, এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকিবে, সেও ফিরিয়া না আইসুক। ৩২ লোটের স্ত্রীকে স্মরণে রাখিও। ৩৩ যে জন আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই তাহা হারাইবে; আর যে জন প্রাণ হারায়, সেই তাহা বাঁচাইবে। ৩৪ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন একশয্যাগত হইলে তাহাদের এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে। ৩৫ দুই স্ত্রী একত্র যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে। ৩৬ দুই পুরুষ ক্ষেত্রে থাকিলে তাহাদের এক জনকে গ্রহণ করা যাইবে, অন্যকে ত্যাগ করা যাইবে। ৩৭ তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, কোথায়? তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে স্থানে শব থাকে, সেই স্থানে গৃধ্রগণও একত্র হইবে।

১৮ অধ্যায়।

১ অপর নিরুৎসাহ না হইয়া সতত প্রার্থনা করা উচিত, এই ভাবে তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন। ২ কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না এবং মানুষকেও মানিত না। ৩ সেই নগরে এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকটে আসিয়া কহিত, অন্যায়ের প্রতীকার করিয়া আমার বিপক্ষহইতে আমাকে উদ্ধার কর। ৪ তাহাতে সে অনেক দিন পর্য্যন্ত সম্মত হইল না; পরে মনে২ কহিল, যদ্যপি ঈশ্বরকে ভয় করি না এবং মনুষ্যকেও মানি না, ৫ তথাপি এই বিধবা আমাকে ব্যামোহ দিতেছে, এ জন্যে অন্যায়হইতে ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে [নিত্য] আসিয়া শেষে আমাকে ঘুষা মারে। ৬ পরে প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অযথার্থ বিচারকর্ত্তা কি কহে? ৭ তবে ঈশ্বরের যে মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি তাঁহার কাছে রোদন করে, অন্যায়হইতে তাহাদের উদ্ধার কি তিনি

করিবেন না? এবং তাহাদের [অন্যায়ভোগে] তিনি কি সহনশীল? ৮ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তিনি ত্বরায় অন্যায়হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন; কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন?

৯ অপর যাহারা আপনাদিগকে ধার্ম্মিক জানিয়া অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করিত, এমত আত্মাভিমানি কএক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেন। ১০ দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে মন্দিরে উঠিয়া গেল; তাহাদের মধ্যে এক জন ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহক। ১১ সেই ফরীশী দণ্ডায়মান হইয়া মনে২ এই রূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা অন্য সকল লোকের সমান, অর্থাৎ উপদ্রবি কি অন্যায়ি কি ব্যভিচারি সকলের, কিম্বা ঐ করগ্রাহকের সমান আমি নহি; ১২ আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, এবং সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। ১৩ কিন্তু সেই করগ্রাহক দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতেও সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে২ কহিল, হে ঈশ্বর, এ পাপির প্রতি ক্ষমাবান হও। ১৪ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, প্রথম ব্যক্তি ছাড়া কেবল এই ব্যক্তি ধার্ম্মিকীকৃত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল; কেননা যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে জন আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবে।

১৫ পরে লোকেরা শিশুদিগকেও তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ১৬ কিন্তু যীশু তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, শিশুগণকে আমার কাছে আসিতে দেও, বারণ করিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে এই মত ব্যক্তিদের অধিকার। ১৭ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রাহ্য না করে, সে কোন ক্রমে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

১৮ অপর এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্গুরো, কি করিয়া অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? ১৯ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ করিয়া কেন বল? একই ঈশ্বর ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই। ২০ "ব্যভিচার করিও "না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা- "সাক্ষ্য দিও না, আপন পিতামাতাকে মান্য "কর," এই২ আজ্ঞা তুমি জ্ঞাত আছ। ২১ তখন সে কহিল, বাল্যকালাবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। ২২ এ কথা শুনিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, এখনও এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, তুমি আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবা; পরে আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও। ২৩ কিন্তু এ কথা শুনিয়া সে দুঃখার্ত্ত হইল, কারণ সে অতি ধনবান ছিল। ২৪ তখন যীশু তাহাকে দুঃখার্ত্ত দেখিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা ধনি লোকদের কেমন দুষ্কর! ২৫ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করণ অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উষ্ট্রের গমন সহজ। ২৬ তখন শ্রোতারা বলিল, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? ২৭ তিনি কহিলেন, যাহা মনুষ্যের অসাধ্য তাহা ঈশ্বরের সাধ্য। ২৮ তখন পিতর কহিল, দেখুন, আমরা নিজস্ব ছাড়িয়া আপনকার পশ্চাদ্গামী হইয়াছি। ২৯ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্তে বাটী কি পিতামাতা কি ভ্রাতৃগণ কি স্ত্রী কি সন্তানগণকে ত্যাগ করিলে ৩০ ইহকালে তাহার বহুগুণ শোধ এবং আগামি যুগে অনন্ত জীবন না পাইবে, এমন কেহই নাই।

৩১ পরে তিনি দ্বাদশ শিষ্যকে [এক পার্শ্বে] লইয়া কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; তাহাতে মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে ভাববাদিগণ কর্ত্তৃক যাহা২ লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে। ৩২ ফলতঃ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবে, ও তাঁহার অপমান করিবে, ও তাঁহার গাত্রে থুথু দিবে; ৩৩ এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরায় উঠিবেন। ৩৪ এই সকলের ভাব তাহারা কিছুই বুঝিল না, এবং এই কথা তাহাদের হইতে গুপ্ত রহিল, এবং কি কহা যাইতেছে তাহা তাহারা জ্ঞাত হইল না।

৩৫ পরে তিনি যিরীহোর নিকটে উপস্থিত হইলে এক জন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল। ৩৬ সে জনতার গমনের শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ৩৭ লোকেরা তাহাকে বলিল, নাসরতীয় যীশু পথ দিয়া যাইতেছেন। ৩৮ তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে যীশু, দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। ৩৯ তখন অগ্রগামি লোকেরা চুপ্২ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল, কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া [পুনঃ২] বলিল, হে দায়ূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। ৪০ তখন যীশু স্থগিত হইয়া আপনার নিকটে তাহাকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন; ৪১ পরে সে নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাঞ্ছা কি? তোমার নিমিত্তে আমি কি করিব? সে কহিল, হে প্রভো, যেন দেখিতে পাই। ৪২ তখন যীশু কহিলেন, দেখিতে পাও; তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। ৪৩ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পা-

হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে২ তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক ঈশ্বরের স্তব করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২ আর দেখ, সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল; সে প্রধান কর-গ্রাহক অথচ ধনবান। ৩ আর যীশুকে দেখিতে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি যীশু, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু লোকারণ্য প্রযুক্ত পারিল না, কেননা সে নিজে খর্ব্ব ছিল। ৪ অতএব সেই পথ দিয়া তিনি যাইবেন, জানিয়া সে অগ্রে দৌড়িয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্যে এক ডুম্বুরবৃক্ষে উঠিল। ৫ পরে যীশু যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, হে সক্কেয়, শীঘ্র করিয়া নাম, কেননা অদ্য আমাকে তোমার গৃহে বাস করিতে হইবে। ৬ তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আইল, এবং আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্য করিল। ৭ তাহা দেখিয়া সকলে বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, উনি রাত্রি-বাসার্থে পাপি লোকের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৮ কিন্তু সক্কেয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুকে কহিল, হে প্রভো, দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমি দরিদ্রদিগকে দান করি; আর যদি অন্যায় পূর্ব্বক কাহারো কিছু হরণ করিয়া থাকি, তবে চতুর্গুণে তাহা ফিরাইয়া দি। ৯ তখন যীশু তাহার উদ্দেশে কহিলেন, অদ্য এই গৃহে পরিত্রাণ বর্ত্তিল; যেহেতুক এও অব্রাহামের সন্তান। ১০ কারণ যাহা হারাণ ছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।

১১ অধিকন্তু তিনি এই সকল কথা শ্রবণকারি লোকদিগকে এক দৃষ্টান্তকথাও কহিলেন, কারণ তিনি যিরূশালেমের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রাদুর্ভাব তখনি হইবে, তাহারা এমন অনুমান করিতেছিল। ১২ ফলতঃ তিনি কহিলেন, ভদ্রবংশীয় এক ব্যক্তি আপনার জন্যে রাজত্বপদ লইয়া ফিরিয়া আসিবার অভিপ্রায়ে দূরদেশে যাত্রা করিলেন। ১৩ [যাত্রাকালে] তিনি আপনার দশ জন দাসকে ডাকিয়া দশ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া কহিলেন, আমার আগমন পর্য্যন্ত ব্যবসায় কর। ১৪ কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত, এবং তাঁহার পশ্চাৎ দূত পাঠাইয়া কহিল, সেই ব্যক্তি যে আমাদের রাজা হয়, ইহাতে আমরা সম্মত নহি। ১৫ অনন্তর তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন কে কেমন ব্যবসায় করিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে তিনি ঐ যে দাসদিগকে টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। ১৬ তখন প্রথম ব্যক্তি আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার মুদ্রাতে আর দশ মুদ্রা লাভ হইল। ১৭ তাহাতে তিনি কহিলেন, ধন্য উত্তম দাস, তুমি অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলা; এ জন্যে দশ নগরের উপরে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট হও। ১৮ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার মুদ্রাতে পাঁচ মুদ্রা হইল। ১৯ তাহাতে তিনি তাহাকেও কহিলেন, তুমিও পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও। ২০ পরে আর এক জন আসিয়া কহিল, হে প্রভো, এই দেখ, তোমার মুদ্রা; আমি তাহা গামছাতে বান্ধিয়া রাখিয়াছি। ২১ কারণ তোমাহইতে ভীত ছিলাম; কেননা তুমি কঠিন লোক, যাহা রাখ নাই তাহা তুলিয়া লইয়া থাক, এবং যাহা বুন নাই তাহা কাটিয়া থাক। ২২ তখন তিনি কহিলেন, ওরে দুষ্ট দাস, তোমার নিজ মুখের প্রমাণে তোমার বিচার করিব। আমি কঠিন লোক, যাহা রাখি নাই তাহা তুলিয়া লই, এবং যাহা বুনি নাই তাহা কাটি, তুমি নাকি ইহা জানিয়াছিলা? ২৩ তবে আমার টাকা বণিকের হস্তে কেন সমর্পণ কর নাই? তাহা করিলে আমি আসিয়া সুদের সহিত তাহা আদায় করিতাম। ২৪ পরে তিনি নিকটে দণ্ডায়মান লোকদিগকে কহিলেন, ইহার নিকটহইতে ঐ মুদ্রা লইয়া যাহার দশটি মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও। ২৫ ইহাতে তাহারা কহিল, হে প্রভো, উহার দশ মুদ্রা আছে। ২৬ আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কাহারো আছে, তাহাকে দত্ত হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকটহইতে নীত হইবে। ২৭ পরন্তু আমার ঐ যে শত্রুগণ আপনাদের উপরে আমার রাজত্ব করণে অসম্মত ছিল, তাহাদিগকে এই স্থানে আনিয়া আমার সাক্ষাতে নিহনন কর।

২৮ এই কথা কহিলে পর তিনি যিরূশালেমে উঠিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন। ২৯ পরে জৈতুন নামক পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আপনার দুই জন শিষ্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন, ঐ সম্মুখস্থ গ্রামে যাও; ৩০ তথায় প্রবেশ করিবামাত্র এক গর্দ্দভশাবককে বান্ধা দেখিতে পাইবা, যাহাতে কোন মনুষ্য কখনো চড়ে নাই; তাহাকে খুলিয়া আন। ৩১ তাহাতে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, কেন খুলিতেছ? তবে তাহাকে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। ৩২ তখন যাহারা প্রেরিত হইল, তাহারা গমন করিয়া তাঁহার বাক্যানুসারে সকলি পাইল। ৩৩ আর গর্দ্দভশাবককে খুলিবার সময়ে তাহার স্বামিরা তাহাদিগকে বলিল, কেন গর্দ্দভশাবকটী খুলিতেছ? ৩৪ তাহাতে তাহারা কহিল, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। ৩৫ পরে তাহারা সেই গর্দ্দভশাবককে যীশুর নিকটে লইয়া গেল, এবং তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তদুপরি যীশুকে

আরোহণ করাইল। ৩৬ পরে তাঁহার গমন সময়ে [লোকেরা] পথিমধ্যে আপন২ বস্ত্র পাতিয়া দিতে লাগিল। ৩৭ আর তিনি [নগরের] নিকটে অর্থাৎ জৈতুন পর্ব্বতের অধোগামি স্থানে উপস্থিত হইলে শিষ্যসমূহ পূর্ব্বদৃষ্ট প্রভাবের সকল কর্ম্ম প্রযুক্ত আনন্দ পূর্ব্বক ঈশ্বরের স্তবগান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, ৩৮ "যে রাজা প্রভুর নামে আসিতেছেন তিনি ধন্য; স্বর্গে শান্তি এবং ঊর্দ্ধলোকে প্রশংসা [হউক]।" ৩৯ তখন লোকারণ্যের মধ্যহইতে কএক জন ফরীশী তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, আপনকার শিষ্যদিগকে ধমক্ দিউন। ৪০ তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, উহারা নীরব হইলে প্রস্তর সকল ডাকিয়া উঠিবে।

৪১ পরে নিকটে আইলে তিনি নগর দেখিয়া তাহার জন্যে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, ৪২ হায়২, তোমার শান্তিজনক কি, তাহা তুমিই কেন জ্ঞাত হও নাই? হাঁ, তোমার এই দিনে কেন তাহা জ্ঞাত হও না? কিন্তু এখন তাহা তোমার দৃষ্টিহইতে গুপ্ত রহিল। ৪৩ বস্তুতঃ তোমার প্রতি এমত কাল উপস্থিত হইবে, যে কালে তোমার শত্রুবর্গ চতুষ্পার্শ্বে জাঙ্গাল বাঁধিয়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদিগে অবরুদ্ধ করিবে, ৪৪ এবং তোমার মধ্যবর্ত্তি তোমার বৎসগণের সহিত তোমাকে ভূমিসাৎ করিবে, হাঁ, তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর থাকিতে দিবে না; যেহেতুক তোমার তত্ত্বাবধারণের সময় তুমি বুঝ নাই। ৪৫ পরে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ ক্রয় বিক্রয়কারিদিগকে বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, ৪৬ লেখা আছে, "আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ হইবে," কিন্তু তোমরা তাহা দস্যুর গহ্বর করিয়াছ।

৪৭ তদবধি তিনি প্রত্যহ মন্দিরে উপদেশ দিতেন; এবং প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রাধ্যাপকবর্গ এবং লোকদের প্রধানেরা তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত; ৪৮ কিন্তু কিছুই করিবার উপায় পাইত না, কেননা লোক সকল একাগ্র মনে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিত।

২০ অধ্যায়।

১ সেই সময়ে তিনি এক দিন মন্দিরে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন ও সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণ প্রাচীনবর্গের সমভিব্যাহারে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ২ আমাদিগকে বল, তুমি কি ক্ষমতাতে এই সকল কর্ম্ম করিতেছ? কে বা তোমাকে এমন ক্ষমতা দিয়াছে? ৩ তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তাহার উত্তর দেও। ৪ যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গহইতে হইয়াছিল, কি মনুষ্যহইতে? ৫ তাহাতে তাহারা পরস্পর বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি বলি, স্বর্গহইতে, তাহা হইলে সে বলিবে, তবে তোমরা তাহাতে বিশ্বাস কর নাই কেন? ৬ আর যদি বলি, মনুষ্যহইতে তবে লোক সকল আমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিবে; কারণ যোহন্ যে ভাববাদী ছিল, তাহাদের এমত দৃঢ় বোধ আছে। ৭ অতএব তাহারা উত্তর করিল, আমরা জানি না, কোথাহইতে। ৮ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতাতে এ সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

৯ পরে তিনি লোকদিগের নিকটে এই দৃষ্টান্ত কহিতে লাগিলেন; কোন ব্যক্তি দ্রাক্ষার উদ্যান করিয়াছিলেন, পরে তাহা কৃষকদিগকে জমা দিয়া অনেক বৎসরের নিমিত্তে দেশান্তরে গমন করিলেন। ১০ পরে তাহারা যেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ তাঁহাকে দেয়, এই নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে কৃষকদের নিকটে এক দাসকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। ১১ পুনশ্চ তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা তাহাকেও প্রহার করিয়া অপমান পূর্ব্বক রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। ১২ পরে তিনি তৃতীয় [বার এক জন] দাসকে পাঠাইলেন, তাহাকেও তাহারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। ১৩ তখন ঐ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের স্বামী কহিলেন, আর কি করিব? আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাইব; তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা সমাদর করিলেও করিতে পারে। ১৪ কিন্তু কৃষকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর এই বিতর্ক করিতে লাগিল, উনি উত্তরাধিকারী; আইস, আমরা উহাঁকে বধ করি, তাহাতে অধিকার আমাদের হইবে। ১৫ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল। অতএব সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের স্বামী তাহাদের প্রতি কি করিবেন। ১৬ তিনি আসিয়া ঐ কৃষকদিগকে নষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অন্যদিগকে দিবেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা কহিল, এমন না হউক। ১৭ কিন্তু যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, তবে এই শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য কি, যথা, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য "করিয়াছে, তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া "উঠিল"? ১৮ যে কেহ সেই প্রস্তরের উপরে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু সেই প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ১৯ সেই দণ্ডে প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রাধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু লোকদিগকে ভয় করিল; কেননা তিনি তাহাদের বিষয়ে সেই দৃষ্টান্তকথা কহিলেন, ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল।

২০ তখন তাহারা আলোচনা করিয়া রাজদ্বারে ও দেশাধ্যক্ষের কর্তৃত্বে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাক্যের ছিদ্র ধরিতে কএক জন ধার্ম্মিকবেশধারি চরকে প্রেরণ করিল।

২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, আমরা জানি, আপনি যথার্থ কথা কহিয়া উপদেশ দিতেছেন, কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের পথ দেখাইতেছেন। ২২ কৈসর-কে রাজস্ব দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কি না? ২৩ কিন্তু তিনি তাহাদের ধূর্ত্ততা বুঝিয়া কহিলেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? ২৪ আমাকে একটী দীনার দেখাও। ইহাতে কাহার মূর্ত্তি ও নাম দেখা যায়? তাহারা কহিল, কৈসরের। ২৫ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে কৈস-রের যাহা তাহা কৈসরকে দেও, এবং ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দেও। ২৬ তাহাতে তাহারা লোকদিগের সাক্ষাতে তাঁহার কথার কোন ছিদ্র ধরিতে পারিল না, বরং তাঁহার উত্তরে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া মৌনী হইয়া রহিল।

২৭ অপর যে সদ্দূকিরা পুনরুত্থান অস্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে কএক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ২৮ হে গুরো, কাহারো স্ত্রীবিশিষ্ট ভ্রাতা যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে সে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভ্রাতার জন্যে বংশ উৎপন্ন করিবে, মোশি আমাদের প্রতি এমন আজ্ঞা লিখিয়াছেন। ২৯ ভাল, কোন লো-কেরা সাত ভাই ছিল; তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। ৩০ অপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান হইয়া মরিল; ৩১ পরে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিল; এই রূপে সাত জনই [তাহাকে বিবাহ] করিয়া নিঃসন্তান হইয়া মরিল। ৩২ অবশেষে সে স্ত্রীও মরিল। ৩৩ অতএব পুনরুত্থান সময়ে সে তাহা-দের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? যেহেতুক তাহারা সাত জনই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ৩৪ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই যুগের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবাহিতা হয়। ৩৫ কিন্তু যাহারা সেই যুগের এবং মৃতগণহইতে পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহ করে না এবং বিবা-হিতাও হয় না। ৩৬ আর তাহারা পুনর্ব্বার মরি-তেও পারে না, কেননা তাহারা স্বর্গদূতগণের তুল্য আছে, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান আছে। ৩৭ অধিকন্তু মৃতগণ পুন-রুত্থাপিত হইবে, ইহা মোশিও ঝোপের বৃত্তান্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কেননা তিনি প্রভুকে "অব্রা-"হামের ঈশ্বর, ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর, ও যাকো-"বের ঈশ্বর" করিয়া বলেন। ৩৮ ঈশ্বর যিনি তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিত লোকদেরই [ঈশ্বর আছেন]; কেননা তাঁহার নি-কটে সকলেই জীবিত আছে। ৩৯ ইহা শুনিয়া কএক জন শাস্ত্রাধ্যাপক কহিল, হে গুরো, আ-পনি বিলক্ষণ উত্তর দিলেন। ৪০ বস্তুতঃ তদবধি তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহা-দের সাহস হইল না।

৪১ পরন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান, এ কথা লোকেরা কেমন করিয়া বলে? ৪২ দায়ূদ্ তো আপনি গীতপুস্তকে কহেন, যথা, "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, ৪৩ "আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার "পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে "বৈস।" ৪৪ ভাল, দায়ূদ্ [যদি] তাঁহাকে প্রভু করিয়া বলেন, তবে তিনি কি প্রকারে তাঁহার সন্তান হইতে পারেন?

৪৫ পরে তিনি সকল লোকের কর্ণগোচরে আ-পন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ৪৬ যাহারা দীর্ঘ পরি-চ্ছদান্বিত হইয়া ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, এবং হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ ও সমাজগৃহে প্রধান আসন এবং ভোজের সময়ে প্রধান স্থান ভাল বাসে, এমন যে শাস্ত্রাধ্যাপকেরা, তাহাদের বিষয়ে সাবধান হও। ৪৭ ঐ যে লোকেরা বিধবা-দিগের বাটী গ্রাস করিয়া ছলে দীর্ঘ প্রার্থনা করে, উহারা বিচারে ঘোরতর দণ্ড পাইবে।

২১ অধ্যায়।

১ পরে তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া ধনি লোকদিগকে আপন ২ দান ভাণ্ডারে রাখিতে দেখিলেন; ২ এবং এক দীনহীন বিধবাকেও সেই স্থানে অতি ক্ষুদ্র দুইটী তাম্রমুদ্রা রাখিতে দেখিলেন। ৩ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগকে যথার্থ কহি-তেছি, এই দরিদ্রা বিধবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রা-খিল; ৪ কেননা উহারা সকলে আপন ২ অতিরিক্ত ধনের কিঞ্চিৎ ২ ঈশ্বরোদ্দেশ্য উপহারের সহিত রাখিল, কিন্তু এ আপনার অকুলানহইতে দিন-পাতের জন্যে আপনার যে যৎকিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সমুদয় রাখিল।

৫ অপর কেহ ২ তাঁহাকে মন্দিরের কথা কহিয়া, তাহা উত্তম প্রস্তরে ও উৎসৃষ্ট দ্রব্যে কেমন সুশো-ভিত, ইহা বলিলে তিনি কহিলেন, ৬ তোমরা এই যে সকল নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহার এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরে থাকিবে না, সকলি ভূমি-সাৎ হইবে, এমন সময় আসিতেছে। ৭ তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো, এ প্রকার ঘটনা কবে হইবে? আর যখন আসন্ন হইবে, তখন তাহার অভিজ্ঞান বা কি? ৮ তাহাতে তিনি কহি-লেন, সাবধান, ভ্রান্ত হইও না; কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, এবং আমিই সেই, ও সময় সন্নিকট, এই কথা কহিবে; অতএব তাহা-দের পশ্চাদ্গামী হইও না। ৯ আর যুদ্ধ এবং উপপ্লবের সংবাদ শুনিলে ক্ষুব্ধ হইও না, কেননা প্রথমে এই সকল ঘটনা আবশ্যক, কিন্তু আপাততঃ পরিণাম হইবে না।

১০ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, জাতির

বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; ১১ এবং স্থানে২ মহাভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে, আর আকাশমণ্ডলে ভয়ঙ্কর লক্ষণ ও মহৎ অভিজ্ঞান প্রকাশিত হইবে। ১২ কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তোমাদিগকে তাড়না করিবে, এবং সমাজগৃহে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; এবং আমার নামের নিমিত্তে তোমরা রাজাদের ও দেশাধ্যক্ষদের সম্মুখে আনীত হইবা। ১৩ আর সাক্ষ্যের জন্যে এই সকল তোমাদের প্রতি ঘটিবে। ১৪ অতএব কি উত্তর দিতে হইবে, তাহার নিমিত্তে অগ্রে চিন্তা করিব না, ইহা মনে স্থির করিও। ১৫ কেননা আমি তোমাদিগকে এমত বাক্‌পটুতা ও বিজ্ঞতা দিব, যে তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ কোন উত্তর কি আপত্তি করিতে পারিবে না। ১৬ আর তোমরা পিতামাতা ও ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞাতি ও বন্ধুগণও কর্ত্তৃক [শত্রুহস্তে] সমর্পিত হইবা, তাহাতে তোমাদের কাহাকে২ তাহারা বধ করাইবে। ১৭ এবং তোমরা আমার নাম প্রযুক্ত সকলের ঘৃণাস্পদ হইবা। ১৮ কিন্তু তোমাদের মস্তকের একটি কেশও নষ্ট হইবে না; ১৯ তোমরা নিজ স্থৈর্য্যে আপন২ প্রাণ লাভ করিবা।

২০ আর যখন তোমরা যিরূশালেমকে সৈন্যসামন্তদ্বারা বেষ্টিত হইতে দেখিবা, তখন তাহার উচ্ছিন্ন হইবার সময় যে সন্নিকট, ইহা জানিবা। ২১ তখন যিহূদিয়া দেশস্থ লোকেরা পর্ব্বতে পলায়ন করুক, এবং যাহারা [নগরের] মধ্যে থাকে, তাহারা তন্মধ্যহইতে নির্গমন করুক, এবং যাহারা পল্লীগ্রামে থাকে, তাহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ না করুক। ২২ কেননা [শাস্ত্রে] লিখিত সমস্ত কথার সাধনার্থে সমুচিত দণ্ড দেওনের ঐ সময় হইবে। ২৩ কিন্তু তৎকালে গর্ব্ভবতী ও স্তনদাত্রী স্ত্রীদিগের সন্তাপ হইবে, যেহেতুক পৃথিবীতে বিষম দুর্গতি এবং এই লোকদের প্রতি ক্রোধ বর্ত্তিবে। ২৪ তাহারা খড়্গাধারে পতিত হইবে, এবং বন্দি হইয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে অপনীত হইবে; আর পরজাতীয়দের সময় সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত যিরূশালেম পরজাতীয় লোকদের পদতলে দলিত হইবে। ২৫ এবং সূর্য্যে ও চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণেতে নানা অভিজ্ঞান হইবে, এবং পৃথিবীতে জাতিগণের নৈরাশ্যযুক্ত উদ্বিগ্নতা এবং সমুদ্রের ও তরঙ্গের তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে। ২৬ এবং ভূমণ্ডলে যাহা২ ঘটিবে, তাহার প্রতীক্ষাতে ও আশঙ্কাতে মনুষ্যদের প্রাণ যাইবে; কেননা আকাশমণ্ডলের বাহিনী সকল বিচলিত হইবে। ২৭ আর তৎকালে তাহারা মেঘারূঢ় মনুষ্যপুত্রকে প্রভাবের ও মহাপ্রতাপের সহকারে আসিতে দেখিবে। ২৮ কিন্তু এ সকল ঘটনার উপক্রম হইলে তোমরা মস্তক তুলিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিও; যেহেতুক তোমাদের মুক্তি সন্নিকট।

২৯ অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, ডুম্বুরাদি বৃক্ষ সকল আলোচনা কর; ৩০ যখন তাহাদের নবীন পল্লব হয়, তখন তাহা দেখিবামাত্র গ্রীষ্মকাল সন্নিকট হইতেছে, ইহা আপনারা বুঝিতে পার; ৩১ তদ্রূপ যখন এই সকল ঘটনার উপক্রম দেখিবা, তখন ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট, ইহাও জানিও। ৩২ আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ সে সকল ঘটনা না হয়, তাবৎ এই বর্ত্তমান কালের লোকেরা বিগত হইবে না। ৩৩ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, তথাপি আমার বাক্যের লোপ কোন ক্রমে হইবে না। ৩৪ কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক; পাছে কোন সময়ে মদ্যভারে ও মত্ততাতে এবং জীবিকার চিন্তাতে তোমাদের হৃদয় ভারী হইলে সেই দিন অকস্মাৎ তোমাদের প্রতি উপস্থিত হয়। ৩৫ কেননা ফাঁদের ন্যায় তাহা সমস্ত ভূতলে বাসকারি সকলের প্রতি উপস্থিত হইবে। ৩৬ অতএব তোমরা যেন এই সকল ভাবি ঘটনা উত্তীর্ণ হইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে যোগ্য হও, এই নিমিত্তে সর্ব্বসময়ে প্রার্থনা করিতে২ জাগ্রৎ থাক।

৩৭ [তৎকালে] তিনি দিবসে মন্দিরে উপদেশ দিতেন, পরে বহির্গমন করিয়া জৈতুন নামক পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিতেন। ৩৮ আর প্রত্যূষে লোক সকল তাঁহার বাক্য শ্রবণার্থে মন্দিরে তাঁহার নিকটে আসিত।

২২ অধ্যায়।

১ তৎকালে মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্ব, অর্থাৎ পাস্খা নামক পর্ব্ব আসন্ন ছিল; ২ এবং প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রাধ্যাপকেরা কি প্রকারে তাঁহাকে বধ করিবে, ইহার উপায় চেষ্টা করিতেছিল, কেননা তাহারা লোকদিগকে ভয় করিত।

৩ পরন্তু দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে গণিত ঈস্করিয়োতীয় নাম বিশিষ্ট যে যিহূদা, তাহাকে শয়তান আবেশ করিল। ৪ তাহাতে সে গিয়া কি প্রকারে যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে, এই বিষয়ে প্রধান যাজকদের ও সেনাপতিদের সহিত কথোপকথন করিল; ৫ তাহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়া তাহাকে টাকা দিতে পণ করিলে সে স্বীকৃত হইল, ৬ এবং জনতার অগোচরে তাঁহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার সুযোগ চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭ অনন্তর মাওয়াশূন্য রুটীর দিন অর্থাৎ যে দিনে নিস্তারপর্ব্বীয় মেষশাবককে বধ করিতে হইত, সেই দিন উপস্থিত হইলে ৮ তিনি পিতরকে ও যোহনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া আমাদের ভোজনের নিমিত্তে নিস্তারপর্ব্বের দ্রব্য আয়োজন কর। ৯ তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, কোথায় আয়োজন করিব? আপনকার ইচ্ছা কি? ১০ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,

দেখ, নগরে প্রবেশ করিলে জলের কলস বহনকারি এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে; তোমরা তাহার পশ্চাৎ যাইয়া যে বাটীতে সে প্রবেশ করিবে, তথায় প্রবেশ করিয়া বাটীর কর্ত্তাকে বল, [১১] গুরু আপনাকে কহিতেছেন, আমি যে স্থানে আপন শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ করিতে পারি, সে অতিথিশালা কোথায়? [১২] তাহাতে সে তোমাদিগকে আসনাদিতে সুসজ্জিত দ্বিতীয় তালার এক প্রশস্ত কুঠরী দেখাইয়া দিবে; সেই স্থানে আয়োজন কর। [১৩] তাহাতে তাহারা যাইয়া তাঁহার বাক্যানুসারে সমস্ত দেখিয়া নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিল।

[১৪] পরে সময় উপস্থিত হইলে যীশু দ্বাদশ প্রেরিতের সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, [১৫] আমার দুঃখভোগের পূর্ব্বে তোমাদের সহিত এই নিস্তারপর্ব্বের ভোজে ভোজন করিতে আমি অত্যন্ত বাঞ্ছা করিলাম। [১৬] কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যাবৎ ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা সিদ্ধ না হয়, তাবৎ আমি ইহা আর কখন ভোজন করিব না। [১৭] অপর তিনি পানপাত্র গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, ইহা লইয়া আপনাদের মধ্যে বিভাগ কর; [১৮] কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অদ্যাবধি যাবৎ ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না হয়, তাবৎ আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর পান করিব না। [১৯] পরে তিনি রুটী লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, ইহা তোমাদের নিমিত্তে সমর্পিত আমার শরীর; আমার স্মরণার্থে ইহা কর। [২০] সেই প্রকারে তিনি ভোজন সাঙ্গ হইলে পানপাত্রও লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র তোমাদের নিমিত্তে পাতিত আমার রক্তে [কৃত] নূতন নিয়মস্বরূপ।

[২১] কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে, তাহার হস্ত আমার সহিত এই মেজের উপরে আছে। [২২] কেননা যে প্রকার নিরূপিত আছে, তদনুসারে মনুষ্যপুত্র প্রয়াণ করিতেছেন, তাহা সত্য; কিন্তু যে ব্যক্তিদ্বারা তিনি সমর্পিত হন, সে সন্তাপের পাত্র। [২৩] তখন তাহাদের মধ্যে কোন্ জন এমন কর্ম্ম করিবে, তদ্বিষয়ে তাহারা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল।

[২৪] আর তাহাদের মধ্যে কাহাকে মহান্ বোধ হয়, এই বিষয়েও তাহাদের বাদানুবাদ হইয়াছিল। [২৫] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, পরজাতিদের রাজারা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তৃগণ মঙ্গলদাতা বলিয়া বিখ্যাত হয়। [২৬] কিন্তু তোমরা তদ্রূপ হইও না; তোমাদের মধ্যে যে জন মহান্ সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক; এবং যে জন প্রধান, সে পরিচারকের ন্যায় হউক। [২৭] বিবেচনা কর, কে মহান্? ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তি কিম্বা পরিচারক? যে ভোজনে বসিয়াছে, সে কি বড় নহে? কিন্তু আমি পরিচারকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে আছি। [২৮] আর তোমরাই আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে স্থির থাকিয়া আমার সঙ্গে রহিয়াছ, [২৯] [তজ্জন্য] পিতা যেমন আমার নিমিত্তে এক রাজ্যের অধিকার নিরূপণ করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্যে এই অধিকার নিরূপণ করি, [৩০] যেন আমার রাজ্যে তোমরা আমার মেজে ভোজন পান কর, এবং [প্রত্যেকে] সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার কর।

[৩১] অপর প্রভু কহিলেন, হে শিমোন্ ২, দেখ, লোকে যেমন চালনীতে শস্য নাচায়, তদ্রূপ নাচাইবার জন্যে শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে; [৩২] কিন্তু তোমার বিশ্বাস যেন লোপ না পায়, এই জন্যে আমি তোমার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছি; স্বসময়ে পরাবৃত্ত হইলে তুমিও আপন ভ্রাতৃগণকে সুস্থির কর। [৩৩] তখন সে কহিল, হে প্রভো, আপনকার সঙ্গে আমি কারাগারে যাইতে এবং মৃত্যু ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি। [৩৪] তাহাতে তিনি কহিলেন, হে পিতর, তোমাকে কহিতেছি, তুমি যে আমাকে চিন, ইহা যাবৎ তিন বার অস্বীকার না কর, তাবৎ কুক্কুড়া অদ্য ডাকিবে না।

[৩৫] অপর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যখন থলী ও ঝুলী ও পাদুকা ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তখন তোমাদের কি কিছুর অভাব হইয়াছিল? তাহারা কহিল, কিছুরই নয়। [৩৬] তখন তিনি কহিলেন, কিন্তু এখন যাহার থলী ও ঝুলী আছে, সে তাহা গ্রহণ করুক; এবং যাহার নাই, সে আপন বস্ত্র বিক্রয় করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক। [৩৭] কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, "তিনি অধর্ম্মিদের সহিত গণিত হইলেন," এই যে বচন লিখিত আছে, আমাতে তাহারও সিদ্ধি হওয়া আবশ্যক; যেহেতুক আমার সম্বন্ধীয় সকল বিষয় পরিণাম পাইতেছে। [৩৮] তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো, এই দেখুন, দুই খান খড়্গ আছে। তাহাতে তিনি কহিলেন, ইহা যথেষ্ট।

[৩৯] পরে তিনি [তথাহইতে] বহির্গত হইয়া আপনার ব্যবহারানুসারে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন; এবং তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। [৪০] সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর। [৪১] পরে তিনি এক ঢেলার পথ অন্তর করিয়া তাহাদের হইতে পৃথক্ হইলেন, এবং জানু পাতিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, [৪২] হে পিতঃ, আমাহইতে এই পানপাত্র দূর করিতে যেন তোমার অনুমতি হয়; কিন্তু আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। [৪৩] সেই সময়ে তাঁহাকে শক্তি দান করিতে স্বর্গহইতে এক দূত দর্শন দিলেন। [৪৪] পরে তিনি মর্ম্মভেদি দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্ররূপে

প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রক্তের বড়২ ফোঁটার আকারে তাঁহার ঘর্ম্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল। [৪৫] অনন্তর তিনি প্রার্থনাহইতে উঠিয়া শিষ্যদের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে মনোদুঃখের ভারে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, [৪৬] কেন নিদ্রা যাইতেছ? উঠ, পরীক্ষাতে যেন না পড়, এই জন্যে প্রার্থনা কর।

[৪৭] এই কথা কহিবার সময়ে জনতাকে দেখা গেল, এবং দ্বাদশের মধ্যে যিহূদা নামক ব্যক্তি লোকদের অগ্রে চলিয়া যীশুকে চুম্বন করণার্থে তাঁহার নিকটে আইল। [৪৮] তাহাতে যীশু তাহাকে কহিলেন, হে যিহূদা, চুম্বনদ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে [শত্রুহস্তে] সমর্পন করিতেছ? [৪৯] তখন কি২ ঘটিবে, তাহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গিরা কহিল, হে প্রভো, আমরা কি খড়্গাঘাত করিব? [৫০] এবং তাহাদের মধ্যে এক জন খড়্গাঘাতে মহাযাজকের দাসের দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। [৫১] কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন, এ পর্য্যন্ত [আসিতে] দেও; পরে সেই ব্যক্তির কর্ণ স্পর্শ করিয়া সুস্থ করিলেন। [৫২] অনন্তর যীশু আপনার নিকটে উপাগত প্রধান যাজকগণ ও মন্দিরের সেনাপতিগণ ও প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, খড়্গ ও যষ্টি লইয়া কি দস্যু বলিয়া আমাকে ধরিতে আইলা? [৫৩] আমি যখন প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমাকে ধরিতে হস্ত বিস্তার কর নাই; কিন্তু এই তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের পরাক্রম।

[৫৪] পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহাযাজকের গৃহে লইয়া গেল; এবং পিতর দূরে২ পশ্চাৎ গমন করিল। [৫৫] পরে লোকেরা প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অগ্নি জ্বালিয়া একত্র বসিলে পিতর তাহাদের মধ্যে বসিল। [৫৬] সেই আলোর নিকটে বসিবার সময়ে এক দাসী তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, এও সে ব্যক্তির সঙ্গে ছিল। [৫৭] কিন্তু সে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কহিল, হে নারি, আমি তাহাকে চিনি না। [৫৮] ক্ষণেক কাল বিলম্বে আর এক জন তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমিও তাহাদের এক জন। পিতর কহিল, হে মনুষ্য, আমি নহি। [৫৯] ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আর এক জন দৃঢ়রূপে বলিল, সত্য, এও সে ব্যক্তির সঙ্গে ছিল, কেননা এ গালীলীয় লোক। [৬০] তখন পিতর কহিল, হে মনুষ্য, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই কথা কহিবার সময়ে অকস্মাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। [৬১] এবং প্রভু মুখ ফিরাইয়া পিতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহাতে অদ্য কুকুড়াডাকের পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবা, প্রভুর এই বাক্য পিতরের স্মরণ হইল। [৬২] তখন পিতর বাহিরে গিয়া তীব্র রোদন করিল।

[৬৩] তখন যীশুর প্রহরি লোকেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। [৬৪] এবং তাঁহার মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক গালে চপেটাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমাকে মারিল? ভাবোক্তিদ্বারা তাহা বল। [৬৫] তদ্ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে আরও অনেক২ নিন্দার কথা কহিতে লাগিল।

[৬৬] অপর প্রভাত হইলে প্রধান যাজক ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণ প্রভৃতি লোকদের প্রাচীনবর্গ একত্র হইয়া আপনাদের সভার মধ্যে তাঁহাকে আনিয়া কহিল, [৬৭] তুমি যদি খ্রীষ্ট বট, তবে তাহা আমাদিগকে বল। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, বলিলেও তোমরা বিশ্বাস করিবা না। [৬৮] আর তোমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে উত্তর দিবা না, এবং ছাড়িয়াও দিবা না। [৬৯] এখন অবধি মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের প্রভাবের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন। [৭০] তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তাহাতে তিনি কহিলেন, তোমরা তাহা বলিলা, কেননা আমি সেই বটি। [৭১] তখন তাহারা কহিল, আর সাক্ষ্যেতে আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা আপনারাই ইহার মুখে সাক্ষ্য পাইলাম।

২৩ অধ্যায়।

[১] পরে তাহাদের সমস্ত জনতা উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের সম্মুখে লইয়া গিয়া [২] তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করত কহিতে লাগিল, এই ব্যক্তি আমাদের এই জাতিকে বিপথগামী করে, এবং আপনাকে রাজা খ্রীষ্ট বলিয়া কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। [৩] তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহূদিদের রাজা? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমিই তাহা বলিলা। [৪] তখন পীলাত প্রধান যাজকগণকে ও সমাগত লোকদিগকে কহিল, আমি এই মনুষ্যের কোনই দোষ পাইলাম না। [৫] কিন্তু তাহারা আরও শক্তরূপে কহিল, এ ব্যক্তি গালীল্ অবধি এই স্থান পর্য্যন্ত সমুদয় যিহূদিয়াদেশে শিক্ষা দিতে২ প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করে। [৬] তখন পীলাত গালীলের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি কি গালীলীয় লোক? [৭] তাহাতে তিনি যে হেরোদের কর্ত্তৃত্বাধীন লোক, ইহা অবগত হইয়া সে তাঁহাকে হেরোদের নিকটে পাঠাইয়া দিল, কেননা সেই সময়ে সেও যিরূশালেমে উপস্থিত ছিল। [৮] যীশুকে দেখিয়া হেরোদ্ অতিশয় আহ্লাদিত হইল, কেননা সে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করাতে দীর্ঘকালাবধি তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, এবং তাঁহার প্রদর্শিত কোন অভিজ্ঞান দেখিব, এমন আশা করিতে লাগিল। [৯] আর সে তাঁহাকে অনেক২ কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তিনি তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না। [১০] তখন প্রধান যাজকগণ ও শাস্ত্রা-

ধ্যাপকবর্গ একাগ্র মনে তাঁহার বিপক্ষে অভিযোগ করিতে২ তথায় দণ্ডায়মান ছিল। [১১] আর হেরোদ্ ও তাহার সৈন্যদল হেয়জ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, এবং এক খান রাজবস্ত্র পরাইয়া তাঁহাকে পীলাতের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইল। [১২] সেই দিনে হেরোদ্ ও পীলাত পরস্পর বন্ধু হইয়া উঠিল, কেননা পূর্ব্বে তাহাদের পরস্পর বৈরভাব ছিল।

[১৩] পরে পীলাত প্রধান যাজকগণ ও শাসনকর্ত্তৃগণ ও প্রজা লোকদিগকে একত্র ডাকিয়া কহিল, [১৪] প্রজাগণের রাজভক্তিনাশক বলিয়া এই মানুষকে আমার নিকটে আনিয়াছ; কিন্তু দেখ, আমি তোমাদের সাক্ষাতে বিচার করিলেও তোমাদের দ্বারা আরোপিত সকল দোষের মধ্যে এই মনুষ্যের কোন দোষ পাই নাই। [১৫] এবং হেরোদও পান নাই, কেননা আমি তাঁহার নিকটে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম; আর দেখ, এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই। [১৬] অতএব আমি ইহাকে শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিব। [১৭] ঐ পর্ব্বসময়ে তাহাদের জন্যে এক জনকে ছাড়িয়া দেওয়া তাহার আবশ্যক ছিল। [১৮] তখন তাহারা সকলে একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, ইহাকে দূর কর, আমাদের জন্যে বারাব্বাকে ছাড়িয়া দেও। [১৯] পূর্ব্বে নগরের মধ্যে উপপ্লব ও নরহত্যা হওয়া প্রযুক্ত সেই ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছিল। [২০] অতএব পীলাত যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনাতে পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিল। [২১] কিন্তু তাহারা, উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও, ইহা বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। [২২] পরে সে তৃতীয় বার তাহাদিগকে কহিল, কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? আমি তাহার প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই দোষ পাই নাই, অতএব শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। [২৩] তথাপি তাহারা উগ্র হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া তাঁহার ক্রুশারোপণ যাচ্ঞা করিলে তাহাদের ও প্রধান যাজকদের কলরব জিতিল। [২৪] তাহাতে পীলাত তাহাদের যাচ্ঞানুরূপে করিতে অনুমতি দিল, [২৫] ফলতঃ উপপ্লব ও নরহত্যা প্রযুক্ত কারাবদ্ধ যে ব্যক্তিকে তাহারা চাহিল, তাহার নিষ্কৃতি করিল, কিন্তু যীশুকে তাহাদের ইচ্ছাতে সমর্পণ করিল।

[২৬] পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে পল্লীগ্রামহইতে শিমোন্ নামে এক কুরীণীয় ব্যক্তিকে আসিতে [দেখিয়া তাহাকে] ধরিয়া যীশুর পশ্চাৎ২ বহনার্থে তাহার স্কন্ধে ক্রুশ রাখিল। [২৭] আর লোকদের ও স্ত্রীগণের মহাজনতা তাঁহার পশ্চাৎ চলিল; সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহার জন্যে বক্ষঃস্থলে করাঘাত ও বিলাপ করিতে লাগিল। [২৮] কিন্তু যীশু তাহাদের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ওগো যিরূশালেমের কন্যাগণ, আমার নিমিত্তে রোদন করিও না, বরং আপনাদের এবং আপন২ সন্তানদের নিমিত্তে রোদন কর। [২৯] কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকেরা বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা যাহারা বন্ধ্যা, ও যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, ও যাহাদের স্তন কখনো শিশুকে দুগ্ধ দেয় নাই। [৩০] সেই সময়ে লোকেরা পর্ব্বতগণকে ডাকিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্ব্বতগণকে কহিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ। [৩১] যেহেতুক সতেজ বৃক্ষের প্রতি যদি এমন করা যায়, তবে শুষ্ক বৃক্ষে কি না ঘটিবে? [৩২] ঐ সময়ে তাঁহার সঙ্গে হত হওনার্থে দুষ্কর্ম্মকারি আর দুই জন অপনীত হইল।

[৩৩] অপর কপাল নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ দুষ্কর্ম্মকারিদের এক জনকে ও বাম পার্শ্বে অন্য জনকে ক্রুশে আরোপণ করিল। [৩৪] তখন যীশু কহিলেন, হে পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা কি করিতেছে, তাহা জানে না। পরে তাহারা গুলিবাঁটদ্বারা তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ করিয়া লইল। [৩৫] এবং লোকসমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া অবলোকন করিতেছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে শাসনকর্ত্তারাও তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য২ লোককে রক্ষা করিত; ও যদি ঈশ্বরের মনোনীত খ্রীষ্ট বটে, তবে আপনাকে রক্ষা করুক। [৩৬] তদ্ভিন্ন সেনাগণও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, ফলতঃ অম্লরস দিতে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, [৩৭] তুমি যদি যিহূদীয়দের রাজা বট, তবে আপনাকে রক্ষা কর। [৩৮] এবং তাঁহার ঊর্দ্ধে একটী পত্র ছিল, তাহাতে গ্রীক ও রোমীয় ও ইব্রীয় অক্ষরে লিখিত ছিল, "এ যিহূদীয়দের রাজা।"

[৩৯] অপর [ক্রুশে] টাঙ্গান সেই দুষ্কর্ম্মকারিদ্বয়ের মধ্যে এক জন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি নাকি খ্রীষ্ট? তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর। [৪০] কিন্তু অন্য জন উত্তর দিয়া উহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার কিছুই ভয় নাই? তুমি তো সেই দণ্ডে আছ। [৪১] আর আমরা দণ্ডের যোগ্যপাত্র, যাহা২ করিয়াছি, তাহার সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অনুপযুক্ত কিছুই করেন নাই। [৪২] পরে সে যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আপনি স্বরাজ্যে আইলে আমাকে স্মরণ করিবেন। [৪৩] তখন তিনি কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে কহিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গী হইবা।

[৪৪] তখন বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল, তদবধি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতল তিমিরাবৃত হইল; [৪৫] এবং সূর্য্য অন্ধকারময় হইল, এবং প্রাসাদের তিরস্করিণী দুই খান হইয়া চিরিয়া গেল। [৪৬] আর যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, তোমারই হস্তে আমার আত্মাকে

সমর্পণ করি; ইহা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ৪৭ তখন এই সকল ঘটনা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া কহিল, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক ছিলেন। ৪৮ এবং এই সকলের দর্শনার্থে সমাগত সমস্ত লোকারণ্য ঐ২ ঘটনা অবলোকন করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে২ ফিরিয়া গেল। ৪৯ এবং যীশুর বন্ধু সকল এবং গালীল্‌হইতে তাঁহার সঙ্গে আগত স্ত্রীলোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত দেখিল।

৫০ তখন দেখ, যিহূদি লোকদের অরিমাথিয়া নগরের যোষেফ্ নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল। সে মন্ত্রী, অথচ সুজন ও ধার্ম্মিক লোক; ৫১ উহাদের মন্ত্রণাতে ও ক্রিয়াতে সাহায্য করে নাই; আর সেও ঈশ্বররাজ্যের অপেক্ষা করিত। ৫২ সেই ব্যক্তি পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিল; ৫৩ পরে তাহা নামাইয়া সরু চাদরে বেষ্টন করিয়া, যাহাতে কখনো কোন দেহ রাখা যায় নাই, শৈলে খোদিত এমন এক কবরমধ্যে তাহা রাখিল। ৫৪ সেই দিন আয়োজন দিন, এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ সন্নিকট। ৫৫ আর যীশুর সহিত গালীল্‌হইতে আগত স্ত্রীগণ পশ্চাৎ২ গিয়া সেই কবর এবং কি প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা যায়, তাহা নিরীক্ষণ করিল; ৫৬ পরে ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিল। আর তাহারা বিশ্রামবারে বিধিমত বিশ্রাম করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষে তাহারা প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া অন্য কতক স্ত্রীলোকের সহিত কবরের নিকটে গমন করিল। ২ তথায় কবরদ্বারহইতে প্রস্তরখান সরাণ গিয়াছে দেখিয়া ৩ প্রবেশ করিলে প্রভু যীশুর দেহ পাইল না। ৪ ইহাতে ব্যাকুলা হইতেছে এমন সময়ে, দেখ, দেদীপ্যমান বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। ৫ তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া ভূমিতে অধোমুখ হইলে সেই দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ? ৬ তিনি এখানে নাই, উঠিয়াছেন। গালীলে থাকিবার সময়ে তিনি তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা, ৭ অর্থাৎ পাপি মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত ও ক্রুশারোপিত হওয়া এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করা মনুষ্যপুত্রের আবশ্যক, এই কথা স্মরণ কর। ৮ তখন তাঁহার সেই বাক্য তাহাদের মনে পড়িল।

৯ পরে তাহারা কবরহইতে প্রত্যাগমন করিয়া একাদশ প্রেরিতকে ও অন্য সকলকে ঐ সমস্ত সংবাদ দিল। ১০ মগ্দলীনী মরিয়ম্ ও যোহানা ও যাকোবের [মাতা] মরিয়ম্ ও আর২ সঙ্গি স্ত্রীলোক, ইহারা প্রেরিতদিগকে এই সংবাদ দিল; ১১ কিন্তু ইহাদের কথা গল্পতুল্য বোধ হওয়াতে তাহারা প্রত্যয় করিল না। ১২ তথাপি পিতর উঠিয়া কবরের নিকটে দৌড়িয়া গেল, এবং হেঁট হইয়া ভূমিতে স্থিত পটীমাত্র দেখিল; তাহাতে কি ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে মনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করত প্রস্থান করিয়া ঘরে গেল।

১৩ আর দেখ, সেই দিবসে তাহাদের দুই জন যিরূশালেমহইতে চারি ক্রোশ দূরস্থ ইম্মায়ূ নামক গ্রামে গমন করিতে২ ১৪ ঐ সকল ঘটনার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল। ১৫ তাহাদের কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক করণ কালে যীশু আপনি নিকটে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন; ১৬ কিন্তু তাহারা যেন তাঁহাকে চিনিতে না পারে, এই নিমিত্তে তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। ১৭ তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা গমন করিতে২ বিষণ্ণ হইয়া আপনাদের মধ্যে যে সকল কথার বিচার করিতেছ, তাহা কি? ১৮ তখন তাহাদের মধ্যে ক্লিয়পা নামে এক জন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, একা আপনি কি যিরূশালেমে প্রবাস করিলেও, এই কএক দিনের মধ্যে তথায় যাহা২ ঘটিল তাহা জানেন না? ১৯ তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কি২ ঘটনা? তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, নাসরতীয় যীশু নামক যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও সকল লোকের সাক্ষাতে বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন ভাববাদী ছিলেন, তাঁহার বিষয়ক ঘটনা, ২০ বিশেষতঃ আমাদের প্রধান যাজক ও শাসনকর্ত্তৃগণ কিরূপে প্রাণদণ্ডের বিচারে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া ক্রুশে আরোপণ করিয়াছে। ২১ কিন্তু যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করিবেন, তিনিই সেই ব্যক্তি, আমরা এমন আশা করিতেছিলাম। সে যাহা হউক, অপিচ সেই ঘটনা অবধি অদ্য তিন দিন তিনি গিয়াছেন। ২২ অধিকন্তু আমাদের সঙ্গি কএক স্ত্রীলোক আমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মাইল; কেননা তাহারা প্রত্যূষে তাঁহার কবরে গিয়া ২৩ তাঁহার দেহ না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, স্বর্গদূতগণেরই দর্শন পাইয়াছি, তাঁহারা বলেন, তিনি জীবিত আছেন। ২৪ তাহাতে আমাদের সঙ্গিদের মধ্যে কেহ২ কবরের নিকটে গমন করিয়া সেই স্ত্রীলোকদের কথানুসারে সকলই দেখিল, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাইল না। ২৫ তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে অবোধেরা এবং ভাববাদিগণোক্ত সকল বাক্যে বিশ্বাস করণে মন্দমতিরা, ২৬ খ্রীষ্টের কি আবশ্যক ছিল না, যে এই সমস্ত দুঃখভোগ করিয়া আপন প্রতাপ প্রাপ্ত হন? ২৭ পরে তিনি মোশি প্রভৃতি ভাববাদিগণ অবধি করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার বিষয়ক কথার ভাব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। ২৮ এই রূপে গন্তব্য গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্রে যাইবার লক্ষণ দেখাইলেন। ২৯ কিন্তু তাহারা সাধ্যসাধনা করিয়া কহিল, আমাদের সঙ্গে থাকুন, বেলা অবসান,

প্রায় সন্ধ্যা হইল। তাহাতে তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। [৩০] অনন্তর তাহাদের সহিত ভোজনে বসিলে পর তিনি রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে দিতেছেন, [৩১] এমন সময়ে তাহাদের দৃষ্টি মুক্ত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে চিনিল; কিন্তু তিনি তাহাদের সাক্ষাৎহইতে অন্তর্হিত হইলেন। [৩২] পরে তাহারা পরস্পর কহিল, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথোপকথন করত শাস্ত্রের অর্থ ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে হৃদয় কি জ্বলন্ত ছিল না?

[৩৩] অনন্তর তাহারা সেই দণ্ডে উঠিয়া যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিল; সে স্থানে একত্রীভূত একাদশ প্রেরিতের ও সঙ্গিদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে [৩৪] তাহারাও বলিল, সত্য বটে, প্রভু উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দর্শন দিয়াছেন। [৩৫] পরে সেই দুই জন পথের সমস্ত ঘটনার বিষয়, এবং রুটী ভাঙ্গনেতে কি প্রকারে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই সকল বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল।

[৩৬] এই রূপে তাহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছে, ইতোমধ্যে যীশু আপনি তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক; [৩৭] কিন্তু তাহারা ক্ষুব্ধ ও ত্রাসযুক্ত হইয়া, আত্মাকে দেখিতেছি, এমন অনুমান করিল। [৩৮] তখন তিনি কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হও? এবং তোমাদের হৃদয়াকাশে বিতর্কের উদয় কেন হইতেছে? [৩৯] আমার হাত পা দেখ, এই আমি বটি; আমাকে স্পর্শ করিয়া নিরীক্ষণ কর; আমার যেরূপ দেখিতেছ, আত্মার তদ্রূপ অস্থি মাংস নাই। [৪০] ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত পা দেখাইলেন। [৪১] এবং তাহারা আনন্দ প্রযুক্ত ইহাতেও বিশ্বাস না করিয়া বিস্ময়াপন্ন থাকিলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এ স্থানে তোমাদের কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? [৪২] তাহাতে তাহারা কিছু দগ্ধ মৎস্য ও মধুচাক দিলে [৪৩] তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন; [৪৪] এবং তাহাদিগকে কহিলেন, মোশির ব্যবস্থাতে ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যাহা২ লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এই যে কথা আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিবার সময়ে কহিয়াছিলাম, তাহা এখন সফল হইল। [৪৫] পরে তাহারা যেন শাস্ত্র সকল বুঝিতে পারে, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের বুদ্ধিদ্বার মুক্ত করিলেন, [৪৬] এবং কহিলেন, এই রূপ লিখিত আছে, এবং এই রূপ আবশ্যক ছিল, যে খ্রীষ্ট দুঃখভোগ ও তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করেন, [৪৭] এবং যিরূশালেম্ অবধি করিয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে তাঁহার নামে মনঃপরিবর্ত্তনের ও পাপমোচনের কথা প্রচারিত হয়। [৪৮] তোমরা এ সকলের সাক্ষী আছ। [৪৯] আর দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব; অতএব তোমরা যাবৎ ঊর্দ্ধহইতে প্রভাবরূপ সজ্জা পরিহিত না হও, তাবৎ যিরূশালেম্ নগরে বসিয়া থাক।

[৫০] পরে তিনি তাহাদিগকে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত বাহিরে লইয়া গিয়া আপন হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; [৫১] এবং আশীর্ব্বাদ করিতে২ তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া স্বর্গে নীত হইলেন। [৫২] তখন তাহারা তাঁহাকে ভজনা করিয়া মহানন্দে যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিল; [৫৩] পরে নিরন্তর মন্দিরে থাকিয়া ঈশ্বরের স্তবগান ও ধন্যবাদ করিল। আমেন।

যোহনলিখিত সুসমাচার।

---

১ অধ্যায়।

[১] আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। [২] তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। [৩] সকল [বস্তু] তাঁহারই দ্বারা হইল, এবং যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটী [বস্তুও] তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। [৪] তাঁহারই মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ ছিল। [৫] আর ঐ জ্যোতিঃ অন্ধকারমধ্যে জ্বলিতেছে, কিন্তু অন্ধকার তাহা গ্রাহ্য করে নাই।

[৬] ঈশ্বরহইতে প্রেরিত এক মনুষ্য উৎপন্ন হইল, তাহার নাম যোহন। [৭] সে সাক্ষ্যের নিমিত্তে আসিয়াছিল; সকলে যেন তাহার দ্বারা বিশ্বাস করে, এই জন্যে তাহাকে ঐ জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হইল। [৮] সে আপনি ঐ জ্যোতিঃ ছিল না, কিন্তু ঐ জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে [নিযুক্ত] ছিল। [৯] প্রকৃত জ্যোতিঃ, অর্থাৎ যিনি যাবতীয় মনুষ্যকে আলো দেন, তিনি ছিলেন, [এবং] জগতে আসিতেছিলেন। [১০] তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, তথাপি জগৎ তাঁহাকে জ্ঞাত ছিল না। [১১] তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। [১২] তথাপি যাহারা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, সেই সকলকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন; কেননা তাহারা তাঁহার নামে

বিশ্বাসকারি লোক। ১৩ তাহাদের জন্ম রক্তহইতে কিম্বা শারীরিক বাসনাহইতে কিম্বা নরের বাসনাহইতে হইল এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হইল।

১৪ আর ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে [আগত] একজাত পুত্রের উপযুক্ত; [এবং তিনি] অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ। ১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, এবং এই কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছে, যথা, উনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আমার অগ্রে তিনি ছিলেন। ১৬ বস্তুতঃ তাঁহার ঐ পূর্ণতাহইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি। ১৭ কারণ মোশিদ্বারা ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অনুগ্রহের ও সত্যের উদ্ভব হইয়াছে; ১৮ ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে যে একজাত পুত্র আছেন, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৯ আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই। আপনি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে যিহূদিগণ কএক জন যাজক ও লেবীয় লোককে যিরূশালেমহইতে তাহার কাছে পাঠাইল, ২০ তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, অর্থাৎ আমি খ্রীষ্ট নহি, ইহা স্বীকার করিল। ২১ তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে আপনি কে? কি এলিয়? সে কহিল, না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল, না। ২২ তখন তাহারা কহিল, তবে আপনি কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? ২৩ সে কহিল, যিশায়াহ ভাববাদী যেমন কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি "প্রান্তরে এই বাক্য- "প্রচারক এক জনের বাণী, তোমরা প্রভুর পথ "সোজা কর।" ২৪ যাহারা প্রেরিত তাহারা ফরীশি লোক। ২৫ তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি খ্রীষ্ট নন, এবং এলিয় নন, এবং ঐ ভাববাদীও নন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? ২৬ যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি, কিন্তু তোমরা যাঁহাকে জান না, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। ২৭ তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আমার পশ্চাৎ আইলেও আমার অগ্রগণ্য হইলেন; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি। ২৮ যর্দ্দনের [পূর্ব্ব] পারস্থ বৈথনিয়াতে যে স্থানে যোহন বাপ্তাইজ করিত, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল।

২৯ পরদিনে যীশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া যোহন কহিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। ৩০ উনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আমার অগ্রে তিনি ছিলেন। ৩১ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের প্রত্যক্ষ হন, এই নিমিত্তে আমি জলে বাপ্তাইজ করিতে আসিয়াছি। ৩২ যোহন আরও সাক্ষ্য দিয়া কহিল, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গহইতে নামিয়া উহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম। ৩৩ আর আমি উহাঁকে চিনিতাম না; কিন্তু যিনি জলে বাপ্তাইজ করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আমাকে কহিয়াছিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ করিবেন। ৩৪ আর আমি তাহা দেখিয়াছি, এবং উনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহার সাক্ষ্য দিয়াছি।

৩৫ পরদিনে যোহন পুনরায় দুই জন শিষ্যের সহিত একত্র দণ্ডায়মান হইলে ৩৬ যীশুকে বেড়াইতে [দেখিয়া] তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক। ৩৭ তাহার এই বাক্য শুনিয়া সেই দুই শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন করিল। ৩৮ তাহাতে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা কহিল, হে রব্বি,—ইহার তাৎপর্য্য হে গুরো,—আপনি কোথায় থাকেন? ৩৯ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আসিয়া দেখ। অতএব তাহারা সঙ্গে২ চলিয়া তাঁহার বাসা দেখিল; এবং সেই দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিল; তখন তৃতীয় প্রহর বেলা গত হইয়াছিল। ৪০ সেই যে দুই জন যোহনের বাক্য শুনিয়া যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন শিমোন্ পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়। ৪১ সে গিয়া প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, আমরা মশীহকে পাইয়াছি। এই শব্দের তাৎপর্য্য খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]। ৪২ পরে সে তাহাকে যীশুর নিকটে আনিল; তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি যোনার পুত্র শিমোন্, তোমার নাম কৈফা হইবে। এই নামের তাৎপর্য্য পিতর [পাষাণ]।

৪৩ পরদিবসে গালীলে যাইবার মানস হইলে যীশু ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও। ৪৪ ঐ ফিলিপের বাসস্থান বৈৎসৈদা, এবং আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই নগরের লোক। ৪৫ পরে ফিলিপ নথনেলের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, মোশি ও ভাববাদিগণ শাস্ত্রে যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি; তিনি যোষেফের পুত্র নাসরতীয় যীশু। ৪৬ নথনেল্ তাহাকে কহিল, নাসরৎহইতে

কি কোন উত্তমের উদ্ভব হইতে পারে? ফিলিপ তাহাকে কহিল, আসিয়া দেখ। ৪৭ যীশু আপনার নিকটে নথনেলকে আসিতে দেখিয়া তাহার উদ্দেশে কহিলেন, ঐ দেখ, এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে ছল নাই। ৪৮ নথনেল তাঁহাকে কহিল, আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে যখন তুমি সেই ডুমুরবৃক্ষের তলে ছিলা, তখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম। ৪৯ নথনেল প্রত্যুত্তর করিল, হে রব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা। ৫০ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, সেই ডুমুরবৃক্ষের তলে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, আমার এই বাক্য প্রযুক্ত কি বিশ্বাস করিলা? ইহাহইতেও মহৎ ব্যাপার দেখিবা। ৫১ আরও তাহাকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইহার পরে তোমরা স্বর্গকে খোলা [থাকিতে] এবং ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখিবা।

২ অধ্যায়।

১ পরে তৃতীয় দিবসে গালীলস্থ কান্নাতে এক বিবাহ হইল, আর যীশুর মাতা সেই স্থানে ছিল। ২ এবং সেই বিবাহেতে যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইল। ৩ পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিল, উহাদের দ্রাক্ষারস নাই। ৪ যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার সহিত তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ৫ তাহাতে তাঁহার মাতা পরিচারকদিগকে কহিল, উনি তোমাদিগকে যে কিছু বলেন, তাহাই কর। ৬ সেই স্থানে যিহূদি লোকদের শুচি করণ ব্যবহারানুসারে দুই তিন মণ জল ধরে, এমন ছয়টা প্রস্তরের জালা ছিল। ৭ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ সকল জালায় জল ভর; তাহাতে তাহারা সে সকল কাণা পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ করিল। ৮ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এখন উহাহইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও; তাহাতে তাহারা লইয়া গেল। ৯ ভোজাধ্যক্ষ যখন দ্রাক্ষারসে পরিণত সেই জল আস্বাদন করিল, তখন তাহা কোথাকার তাহা জ্ঞাত ছিল না; কিন্তু ঐ যে পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল, তাহারা জ্ঞাত ছিল। ১০ অতএব ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকাইয়া কহিল, সকল লোক প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেষণ করে, এবং যথেষ্ট পান হইলে পর তাহাহইতে কিছু মন্দ পরিবেষণ করে; তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। ১১ এই রূপে যীশু গালীলস্থ কান্নাতে অভিজ্ঞান [প্রদর্শনের] আরম্ভ করিয়া নিজ মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন; ইহাতে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

১২ তৎপরে তিনি ও তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গ কফরনাহূমে নামিয়া গেলেন, এবং অল্প দিন সে স্থানে রহিলেন।

১৩ তদনন্তর যিহূদি লোকদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট হওয়াতে যীশু যিরূশালেমে উঠিয়া গেলেন। ১৪ পরে মন্দিরের মধ্যে গো মেষ কপোত ব্যাপারিদিগকে এবং বণিক্‌দিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া ১৫ তৃণদ্বারা এক গাছা কশা বানাইয়া গো মেষ সকলকে মন্দিরহইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং বণিক্‌দিগের মুদ্রাদি ছড়াইয়া আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন, ১৬ এবং কপোতব্যাপারিদিগকে কহিলেন, এ স্থানহইতে এ সকল লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে বাণিজ্যের গৃহ করিও না। ১৭ তাহাতে "তোমার গৃহ নিমিত্তক চণ্ডতা আ-"মাকে গ্রাস করিবে," এই কথা শাস্ত্রে যে লিখিত আছে, ইহা তাঁহার শিষ্যগণের স্মরণ হইল।

১৮ তখন যিহূদিগণ উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যে ইহা করিবার ভার পাইয়াছ, তাহার কি অভিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইতে পার? ১৯ যীশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই প্রাসাদ ভগ্ন কর, আমি তিন দিনের মধ্যে তাহা উঠাইয়া দিব। ২০ তখন যিহূদিগণ কহিল, এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে তাহা উঠাইবা? ২১ কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ প্রাসাদের বিষয়ে ঐ কথা কহিতেছিলেন। ২২ অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার এই বচন তাঁহার শিষ্যদিগের স্মরণ হইল, তাহাতে তাহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিল।

২৩ নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যিরূশালেমে অবস্থিতি করণ কালে তিনি যে সকল অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল। ২৪ কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন না, যেহেতুক তিনি সকলকে জানিতেন। ২৫ এবং মনুষ্যের বিষয়ে কাহারো প্রমাণ অপেক্ষা করিতেন না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কি২ আছে, তাহা আপনি জানিতেন।

৩ অধ্যায়।

১ পরন্তু ফরীশি লোকদের মধ্যে নীকদীমঃ নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে যিহূদীয়দের এক জন অধ্যক্ষ। ২ সে রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, হে রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরহইতে আগত গুরু; কেননা এই যে সকল অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম আপনি করিতেছেন, তাহা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ করিতে পারে না। ৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, [পুনর্ব্বার] আদি অবধি জন্ম গ্রহণ না করিলে কেহ ঈশ্বররাজ্যের

দর্শন পাইতে পারে না। [৪] নীকদীমঃ তাঁহাকে কহিল, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? [৫] যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, জল এবং আত্মাহইতে না জন্মিলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। [৬] মাংসহইতে যাহা জন্মে, তাহা মাংসই; এবং আত্মাহইতে যাহা জন্মে, তাহা আত্মাই। [৭] তোমাদের আদি অবধি জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক, এই যে কথা তোমাকে কহিলাম, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। [৮] [আত্মারূপ] বায়ু যে দিগে ইচ্ছা করে, সেই দিগে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু সে কোথাহইতে আইসে আর কোথাই বা যায়, তাহা জান না; আত্মাহইতে জাত প্রত্যেক মনুষ্য তেমনি হইয়াছে। [৯] নীকদীমঃ প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? [১০] যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের গুরু, তবু এ সকল জান না? [১১] সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহারই সাক্ষ্য দি; কিন্তু তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য কর না। [১২] আমি পার্থিব বিষয়ের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবা? [১৩] তথাপি কেহ স্বর্গে উঠিয়া যায় নাই; কেবল স্বর্গহইতে অবতীর্ণ ব্যক্তি [অর্থাৎ] স্বর্গবাসি মনুষ্যপুত্র [স্বর্গ দেখিয়াছেন]। [১৪] পরন্তু মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চ করিয়া উঠাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে, [১৫] যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। [১৬] কেননা ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একজাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারি প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়। [১৭] কেননা ঈশ্বর আপন পুত্রকে জগতের বিচার করিতে জগতে পাঠাইলেন, তাহা নয়; কিন্তু তাঁহাদ্বারা যেন জগতের পরিত্রাণ হয়, এই নিমিত্তে। [১৮] যে জন তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; কিন্তু যে কেহ বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। [১৯] আর সেই বিচার এই, যে জগতে আলো আসিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যেরা আলোহইতে অন্ধকারকে অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম্ম মন্দ ছিল। [২০] কারণ যে কেহ কদাচরণ করে, সে আলো ঘৃণা করে, এবং আলোর নিকটে আইসে না, পাছে তাহার আচার ব্যবহারের দোষ ব্যক্ত হয়। [২১] কিন্তু যে জন সত্য অনুষ্ঠান করে, তাহার কর্ম্ম সকল যেন ঈশ্বরের অধীনে সাধিত কর্ম্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্যে সে আলোর নিকটে আইসে।

[২২] তৎপরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদিয়ার জনপদে আইলেন, এবং তিনি তাহাদের সহিত সে স্থানে থাকিয়া বাপ্তাইজ করিতে লাগিলেন। [২৩] এবং যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তি ঐনোনে বাপ্তাইজ করিত, কারণ সেই স্থানে অনেক জল ছিল; এবং লোকেরা আসিয়া বাপ্তাইজিত হইত। [২৪] বস্তুতঃ তৎকালে যোহন কারাতে নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

[২৫] অপর যোহনের কএক জন শিষ্যেতে এবং এক জন যিহূদিতে শৌচ ক্রিয়ার বিষয়ে পরস্পর বাদানুবাদ হইল। [২৬] পরে তাহারা যোহনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিল, হে রব্বি, যিনি যর্দ্দনের পারে আপনকার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তাইজ করিতেছেন, এবং সকলে তাঁহারই নিকটে আসিতেছে। [২৭] যোহন উত্তর করিয়া কহিল, স্বর্গহইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হয়, তাহা ছাড়া সে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। [২৮] আমি খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত হইয়াছি, এই কথা যে কহিয়াছি, ইহাতে তোমরা আপনারা আমার সাক্ষী আছ। [২৯] যে ব্যক্তি কন্যাকে পাইয়াছে, সেই বর; কিন্তু বরের যে মিত্র [নিকটে] দাঁড়াইয়া তাহার রব শুনে, সে বরের রবে অতিশয় আনন্দিত হয়; ভাল, আমারও সেই আনন্দ সিদ্ধ হইল। [৩০] উহাঁকে বৃদ্ধি পাইতে হয়, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হয়। [৩১] যিনি ঊর্দ্ধহইতে আগত, তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে জন পৃথিবীহইতে উৎপন্ন, সে পার্থিব, এবং পৃথিবীসম্বন্ধীয় কথা কহে; যিনি স্বর্গহইতে আগত, তিনি সর্ব্বপ্রধান। [৩২] আর তিনি যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহারই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে না। [৩৩] যে জন তাঁহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করে, ঈশ্বর যে সত্যবাদী, ইহাতে সে মুদ্রাঙ্ক দেয়। [৩৪] বস্তুতঃ ঈশ্বর যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য কহেন, যেহেতুক ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণ পূর্ব্বক দেন না। [৩৫] পিতা পুত্রকে প্রেম করেন, এবং তাঁহার হস্তে সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন। [৩৬] যে কেহ পুত্রেতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; যে কেহ পুত্রকে না মানে, সে জীবনের দর্শন পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।

৪ অধ্যায়।

[১] যীশু আপনি বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণই করিত; [২] কিন্তু যোহনহইতে যীশু অধিক শিষ্য করেন এবং বাপ্তাইজ করেন, এমন

কথা ফরীশিরা শুনিয়াছে, [৩] ইহা অবগত হইয়া প্রভু যিহূদিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার গালীলে গমন করিলেন। [৪] পরন্তু শমরিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল; [৫] তাহাতে তিনি শমরিয়ার শুখর নামক নগরের নিকটে আইলেন। যাকোব্ আপন পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী সেই নগর; [৬] আর সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল। ভাল, যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি ঐ কূপের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর। [৭] এমন সময়ে এক শমরীয়া স্ত্রী জল তুলিতে আইসে; যীশু তাহাকে কহেন, আমাকে [কিঞ্চিৎ] জল পান করিতে দেও। [৮] কেননা তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিল। [৯] তাহাতে সেই শমরীয়া স্ত্রী কহিল, আমি শমরীয়া স্ত্রী, তুমি যিহূদী; কেমন করিয়া আমার স্থানে জল পান করিতে চাহিতেছ? কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদি লোকদের ব্যবহার নাই। [১০] যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের দান কি, আর আমাকে জল পান করিতে দেও, এই কথা বা কে তোমাকে কহিতেছেন, তাহা যদি জানিতা, তবে তাঁহার নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতা, এবং তিনি তোমাকে অমৃত জল দিতেন। [১১] সেই স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, জল তুলিবার জন্যে মহাশয়ের কাছে কিছুই নাই, কূপটীও গভীর; অতএব ঐ অমৃত জল কোথাহইতে পাইলেন? [১২] আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকোবহইতে কি আপনি মহান্? তিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, এবং ইহার জল তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন, এবং তাঁহার গোমেষাদি পশুও [খাইত]। [১৩] যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই জল পান করে, সে পুনর্ব্বার তৃষ্ণার্ত্ত হইবে; [১৪] কিন্তু যে কেহ আমার দত্ত জল পান করে, সে অনন্ত কালেও আর তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; বরঞ্চ আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উৎপ্লবমান জলের উনুই হইবে। [১৫] সেই স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, হে মহাশয়, তবে আমার পিপাসা যেন আর না হয়, এবং জল তুলিবার জন্যে এখানে আর আসিতে না হয়, এই নিমিত্তে আমাকে সেই জল দিউন। [১৬] যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তোমার স্বামিকে ডাকিয়া এখানে আইস। [১৭] সে স্ত্রী উত্তর করিয়া কহিল, আমার স্বামী নাই। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার স্বামী নাই, এ কথা ভাল বলিলা; [১৮] কেননা তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে, আর এখন যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য বলিলা। [১৯] ঐ স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, মহাশয়, আমি দেখিতেছি, আপনি ভাববাদী। [২০] আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিত, আর তোমরা বলিয়া থাক, যে স্থানে ভজনা করা উচিত তাহা যিরূশালেমে আছে। [২১] যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর; যে সময়ে তোমরা পিতার ভজনা এই পর্ব্বতেও করিবা না, এবং যিরূশালেমেও করিবা না, এমন সময় আসিতেছে। [২২] তোমরা যাহা না জান তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি তাহার ভজনা করিতেছি, যেহেতুক যিহূদি লোকদেরই মধ্যহইতে পরিত্রাণ উৎপন্ন হয়। [২৩] কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, হাঁ, এখন উপস্থিত হইল, যে সময়ে প্রকৃত ভজনাকারিরা আত্মার ও সত্যের অধীনে পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতার চেষ্টা এই যেন তাঁহার ভজনাকারিরা এতদ্রূপ লোক হয়। [২৪] ঈশ্বর আত্মাই; আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মার ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়। [২৫] সে স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, আমি জানি, মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট নামে বিখ্যাত ব্যক্তি আসিতেছেন; তিনি যখন আসিবেন, তখন আমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। [২৬] যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই তিনি।

[২৭] ইতোমধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার কথোপকথনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, তত্রাপি কেহ বলিল না, আপনি কি চাহেন? কিম্বা কি জন্যে উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন? [২৮] অনন্তর সে স্ত্রী আপন কলস রাখিয়া নগরে গিয়া লোকদিগকে কহিল, [২৯] আমি যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলি আমাকে কহিলেন, এমন এক মনুষ্যকে আসিয়া দেখ; তিনি কি খ্রীষ্ট? [৩০] তাহাতে তাহারা নগরহইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল।

[৩১] ইত্যবসরে শিষ্যেরা বিনতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, হে রব্বি, আহার করুন। [৩২] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা জান না, এমত আহারীয় ভক্ষ্য আমার আছে। [৩৩] তখন শিষ্যেরা পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহাঁকে কি কেহ আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিয়াছে? [৩৪] যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পালন এবং তাঁহার কার্য্য সাধন করাই আমার আহার। [৩৫] আর চারি মাস গেলে শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত হইবে, এই কথা কি তোমরা বল না? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা এখনি কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। [৩৬] আর যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত জীবনে শস্য সংগ্রহ করে; তাহাতে বীজবাপক ও শস্যচ্ছেদক উভয়ে এককালে আনন্দ করে। [৩৭] কেননা এক জন বপন করে, আর এক জন ছেদন করে, এই বচন ইহাতে যথার্থ হইয়া উঠে। [৩৮] তোমরা যাহাতে পরিশ্রম কর নাই, এমন শস্য কাটিতে আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিলাম; অন্যেরা

পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং তোমরা তাঁহাদের পরিশ্রমরূপ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

[৩৯] সেই নগরনিবাসি অনেক শমরীয় লোক ঐ স্ত্রীর সাক্ষ্য প্রযুক্ত, [অর্থাৎ] আমি যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলি তিনি আমাকে কহিলেন, তাহার এই বাক্য প্রযুক্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। [৪০] অতএব সেই শমরীয় লোকেরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদের কাছে [কিছু দিন] থাকিতে তাঁহাকে বিনয় করিল; তাহাতে তিনি দুই দিবস সে স্থানে রহিলেন। [৪১] তখন আর২ অনেক লোক তাঁহার উপদেশ প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল। [৪২] এবং সেই স্ত্রীলোককে কহিল, আমরা এখনও তোমার কথা প্রযুক্ত বিশ্বাস করিতেছি তাহা নহে, কেননা উনি যে বাস্তবিক জগতের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট, ইহা আপনারা শুনিয়াছি এবং জানিতে পাইয়াছি।

[৪৩] ঐ দুই দিবসের পর তিনি তথাহইতে গালীলে গমন করিলেন। [৪৪] বস্তুতঃ ভাববাদী নিজ দেশে সমাদর পায় না, যীশু আপনি এমত সাক্ষ্য দিলেন; [৪৫] অতএব গালীলে তাঁহার আগমন সময়ে গালীলীয় লোকেরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, কারণ যিরুশালেমে পর্ব্বের সময়ে তিনি যাহা২ করিয়াছিলেন, তাহা সকলই তাহারা দেখিয়াছিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে গিয়াছিল। [৪৬] অতএব তিনি গালীলস্থ যে কান্নাতে জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন।

ঐ সময়ে কফরনাহূমনিবাসি কোন রাজপুরুষের পুত্র পীড়িত ছিল। [৪৭] সেই ব্যক্তি যিহূদিয়াহইতে গালীলে যীশুর আগমনের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার নিকটে যাত্রা করিল, এবং তিনি যেন নামিয়া গিয়া তাহার পুত্রকে সুস্থ করেন, এমত প্রার্থনা করিতে লাগিল, কেননা পুত্রটী মৃতকল্প ছিল। [৪৮] তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, অভিজ্ঞান এবং অদ্ভুত লক্ষণ না দেখিলে তোমরা কখন বিশ্বাস করিবা না। [৪৯] ঐ রাজপুরুষ তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আমার বালকটী না মরিতে২ নামিয়া আইসুন। [৫০] যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। সেই ব্যক্তি যীশুর উক্ত ঐ কথাতে বিশ্বাস করিয়া প্রস্থান করিল। [৫১] পথের মধ্যেই তাহার দাসেরা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহাকে এই সংবাদ দিল, আপনকার বালকটী বাঁচিল। [৫২] তখন সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দণ্ডে তাহার উপশম হইল? তাহারা বলিল, কল্য দুই প্রহর আড়াই দণ্ডের সময়ে তাহার জ্বর ত্যাগ হইল। [৫৩] তখন যীশু যে দণ্ডে কহিয়াছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচিল, তাহা সেই দণ্ড, ইহা পিতা বুঝিল, এবং সে আপনি ও তাহার সমস্ত পরিবার বিশ্বাস করিল। [৫৪] যিহূদিয়াহইতে গালীলে আগমনানন্তর যীশু এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিলেন।

৫ অধ্যায়।

[১] ঐ ঘটনার পরে যিহূদি লোকদের পর্ব্ব উপস্থিত হইলে যীশু যিরুশালেমে উঠিয়া গেলেন। [২] যিরুশালেমে মেষদ্বারের নিকটে ইব্রীয় ভাষাতে বৈথেস্‌দা [দয়াগৃহ] নামে এক পুষ্করিণী আছে, তাহার পাঁচ ঘাট। [৩] সেই ঘাটে অন্ধ, খঞ্জ, শুষ্কাঙ্গ প্রভৃতি অনেক রোগি লোক জলকম্পনের অপেক্ষাতে পড়িয়া থাকিত। [৪] কেননা বিশেষ২ সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে এক স্বর্গদূত নামিয়া জলকম্পন করিতেন; সেই জলকম্পনের পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে তাহাহইতে মুক্তি পাইত। [৫] তৎকালে আটত্রিশ বৎসরাবধি রোগগ্রস্ত এক জন সেই স্থানে ছিল। [৬] যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও চিরকালের [রোগী] জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে বাঞ্ছা কর? [৭] সে রোগী উত্তর করিল, হে মহাশয়, যখন জল কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়, এমত লোক আমার নাই; এবং আমি যাইতে২ আর কোন জন গিয়া অগ্রে নামে। [৮] যীশু তাহাকে কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া বেড়াও। [৯] তাহাতে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইয়া আপনার খাট তুলিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে দিন বিশ্রামবার। [১০] অতএব যিহূদিগণ সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কহিল, অদ্য বিশ্রামবার, খাট বহন করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। [১১] সে উত্তর করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই আমাকে কহিলেন, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া বেড়াও। [১২] তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, খাট তুলিয়া লইয়া বেড়াও, এমন আজ্ঞা যে ব্যক্তি তোমাকে দিল সে কে? [১৩] কিন্তু সে কে, তাহা সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানিল না, কারণ সে স্থানে জনতা হওয়াতে যীশু গোপনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

[১৪] তৎপরে যীশু মন্দিরে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন দেখ, তুমি সুস্থ হইলা; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার আরও ভারি বিপদ ঘটে। [১৫] তাহাতে সে ব্যক্তি গিয়া, যীশু যে তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন, ইহা যিহূদিগণকে জ্ঞাত করিল। [১৬] আর সেই কারণ, অর্থাৎ বিশ্রামবারে এই প্রকার কর্ম্ম করণ প্রযুক্ত যিহূদিগণ যীশুকে তাড়না করিয়া বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। [১৭] কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা অদ্য পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছেন, এবং আমিও করিতেছি। [১৮] অতএব তৎপ্রযুক্ত যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; যেহেতুক তিনি বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন, কেবল তাহা নয়, অধিকন্তু ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, [সুতরাং] আপনাকে

ঈশ্বরের তুল্য করিতেন। ১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তদ্ব্যতিরেকে পুত্র আপনাহইতে কিছুই করিতে পারেন না; কেননা উনি যাহা ২ করেন, তাহা পুত্রও তদ্রূপ করেন। ২০ কারণ পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা ২ করেন, তাহা সকলই পুত্রকে দেখাইয়া দেন; আর যেন তোমাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়, এই জন্যে ইহা-হইতেও মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন। ২১ কে-ননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠাইয়া জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাকে ২ ইচ্ছা করেন, তাহাকে২ জীবন দান করেন। ২২ বস্তুতঃ পিতাও কাহারো বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে সমর্পন করিয়াছেন। ২৩ ফলতঃ সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকেও সমাদর করিবে, [এই তাঁহার অভিপ্রায়]; যে জন পুত্রকে সমাদর না করে, সে তাঁহার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকে সমাদর করে না। ২৪ সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আ-নীত হয় না, কিন্তু মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ২৫ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে সময়ে মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে তাহারা জীবিত হইবে, এমন সময় আসিতেছে, হাঁ, এখন উপ-স্থিত হইল। ২৬ কেননা পিতা যেমন স্বয়ংজীবী, তেমনি পুত্রকেও স্বয়ংজীবী হইবার অধিকার দিয়াছেন। ২৭ এবং তিনি মনুষ্যপুত্র, এই কা-রণ তাঁহাকে বিচার করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন। ২৮ ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না; কেননা এমত সময় আসিতেছে, যে সময়ে কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, ২৯ এবং সদাচারিগণ জীবন-সমন্বিত পুনরুত্থান পাইতে, ও দুরাচারিগণ বিচার-সমন্বিত পুনরুত্থান পাইতে বাহিরে আসিবে। ৩০ আমি আপনাহইতে কিছু করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার অভীষ্ট চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার অভীষ্ট চেষ্টা করি।

৩১ আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দি, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। ৩২ আমার বিষয়ে আর এক [সাক্ষী] সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিতেছেন সেই সাক্ষ্য সত্য। ৩৩ তোমরা যোহ-নের নিকটে লোক প্রেরণ করিয়াছিলা, এবং সে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ৩৪ কিন্তু আমি মনুষ্যহইতে সাক্ষ্য গ্রাহ্য করি তাহা নয়; তথাচ তোমরা যেন পরিত্রাণ পাও, তন্নিমিত্ত এ কথা কহিতেছি। ৩৫ ঐ [যোহন] জ্বলন্ত তেজস্বি প্রদীপ-স্বরূপ ছিল, এবং তোমরা তাহার আলোতে ক্ষণেক আমোদ করিতে ভাল বাসিয়াছিলা। ৩৬ কিন্তু যোহনের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; ফলতঃ পিতা আমাকে যে ২ কর্ম্ম সাধনের ভার দিয়াছেন, অর্থাৎ যে ২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, তাহাই আমার বিষয়ে এমত সাক্ষ্য দিতেছে, যে আমি পিতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। ৩৭ আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আপনি আ-মার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখন শুন নাই, তাঁহার রূপও দেখ নাই; ৩৮ এবং তোমাদের অন্তরে বাসকারী বলিয়া তাঁহার বাক্য তোমাদের যে আছে তাহাও নয়; যেহেতুক তিনি যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর না। ৩৯ শাস্ত্র আলোচনা কর; যেহেতুক তাহাতেই তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত জীবন-প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেছ; আর সেই শাস্ত্রই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। ৪০ তথাপি তো-মরা জীবন পাইবার নিমিত্তে আমার নিকটে আসিতে সম্মত হও না। ৪১ আমি মনুষ্যদের হইতে গৌরব গ্রাহ্য করি না। ৪২ কিন্তু তোমা-দিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম নাই। ৪৩ আমি আপন পিতার নামে আসি-য়াছি, তথাপি আমাকে গ্রাহ্য কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তবে তাহাকে গ্রাহ্য করিবা। ৪৪ একমাত্র ঈশ্বরের নিকটে গৌরবের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রাহ্য করিতেছ যে তোমরা, তোমরা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পার? ৪৫ পিতার নিকটে আমি তোমা-দের নামে অভিযোগ করিব, ইহা ভাবিও না; তোমাদের নামে অভিযোগকারী এক ব্যক্তি আ-ছেন; তোমাদের আশাভূমি মোশি সেই ব্যক্তি। ৪৬ বস্তুতঃ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতা, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতা, যেহেতুক তিনি আমারই বিষয়ে লিখিয়াছেন। ৪৭ কিন্তু তাঁহার লিখনে যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার বচনে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবা?

৬ অধ্যায়।

১ ঐ ঘটনার পরে যীশু প্রস্থান করিয়া গালীলস্থ তিবিরিয়া নামক সমুদ্রের অন্য পারে গেলেন। ২ তখন রোগি লোকেতে তিনি যে ২ অভিজ্ঞান-রূপ কর্ম্ম করেন, তাহা দেখিয়া মহাজনতা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ৩ তাহাতে যীশু পর্ব্বতারোহন করিয়া আপন শিষ্যদের সহিত সে স্থানে বসিলেন। ৪ তৎকালে যিহূদি লোকদের পাস্খা [নামক] পর্ব্ব সন্নিকট ছিল। ৫ অতএব যীশু চক্ষু তুলিয়া মহাজনতাকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের আহারার্থে আমরা কোথায় রুটী ক্রয়

করিতে পাইব? [৬]এ কথা তিনি তাহার পরীক্ষার নিমিত্তে কহিলেন; কেননা কি করিবেন, তাহা আপনি জানিলেন। [৭] ফিলিপ উত্তর করিল, দুই শত সিকির রুটীতেও উহাদের এমত কুলান হইবে না, যে এক২ জন অল্প২ পাইতে পারে। [৮] পরে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন অর্থাৎ শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় তাঁহাকে কহিল, [৯] এ স্থানে একটী বালক আছে, তাহার কাছে যবের পাঁচখান রুটী এবং দুইটী ক্ষুদ্র মৎস্য আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহাতে কি হইবে? [১০] যীশু কহিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস ছিল। তাহাতে পুরুষগন অর্থাৎ ন্যূনাতিরেক পাঁচ সহস্র জন ভূমিতে বসিল। [১১] পরে যীশু সেই রুটীগুলি লইয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে দিলেন; এবং শিষ্যেরা সেই উপবিষ্ট লোকদিগকে দিল, এবং ঐ দুই মৎস্যহইতেও তদ্রূপ সকলকে যথেষ্ট দিল। [১২] অপর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, ইহার কিছু অপচয় যেন না হয়, এই নিমিত্তে অবশিষ্ট ভগ্নাংশ সকল একত্র কর। [১৩] অতএব তাহারা সংগ্রহ করিয়া ঐ পাঁচখান যবের রুটীর ভগ্নাংশে, অর্থাৎ সেই আহারকারি লোকেরা যাহা অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, তাহাতে বারো ডালা পূর্ণ করিল। [১৪] তখন যীশুর কৃত অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম দেখিয়া লোকেরা বলিতে লাগিল, জগতে যাঁহার আগমন হইবে, উনি অবশ্য সেই ভাববাদী। [১৫] অতএব তাহারা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাজা করিতে উদ্যত আছে, ইহা জানিয়া যীশু একাকী পুনরায় পর্ব্বতে গমন করিলেন।

[১৬]ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সমুদ্রতীরে নামিয়াছিল, [১৭] এবং নৌকাখানিতে উঠিয়া সমুদ্রপারস্থ কফরনাহূমের দিগে গমন করিতেছিল। পরন্তু অন্ধকার হইয়াছিল, তথাপি যীশু তাহাদের নিকটে আইসেন নাই। [১৮] এবং প্রবল বায়ু বহনেতে সমুদ্র তরঙ্গময় হইতে লাগিল। [১৯] এই রূপে দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর তাহারা যীশুকে দেখিতে পাইল; তিনি সমুদ্রের উপরে হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতেছিলেন; ইহাতে তাহারা ভীত হইল। [২০] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না। [২১] তখন তাহারা তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহন করিতে উদ্যত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ গন্তব্য স্থলে নৌকা উপস্থিত হইল।

[২২] পরদিবসে সমুদ্রের পারে জনসমূহ দণ্ডায়মান হইল। ঐ যে নৌকাতে তাঁহার শিষ্যেরা গিয়াছিল, সেই এক নৌকা ব্যতীত আর কোন নৌকা সে স্থানে ছিল না, এবং যীশু শিষ্যদের সহিত সেই নৌকাতে উঠেন নাই, কেবল তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়াছিল, উহারা তাহা দেখিয়াছিল। [২৩] কিন্তু তিবিরিয়াহইতে অন্য২ নৌকা আসিয়া, যে স্থানে প্রভু ধন্যবাদ করিলে সকলে রুটী খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে উপস্থিত হইল। [২৪] অতএব যীশু সে স্থানে নাই, এবং তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, ইহা দেখিয়া সেই জনসমূহও নৌকাতে চড়িয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে আইল। [২৫] এবং সমুদ্রের পারে তাঁহাকে পাইয়া কহিল, হে রব্বি, আপনি এস্থানে কখন্ আইলেন? [২৬] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা অভিজ্ঞান দেখিয়াছ, এই জন্যে আমার অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটী খাইয়া তৃপ্ত হইয়াছ, এই জন্যে। [২৭] নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্তে শ্রম করিও না, কিন্তু যে ভক্ষ্য অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত থাকে, তাহার নিমিত্তে শ্রম কর; আর মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে সেই ভক্ষ্য দিবেন, কেননা পিতা [অর্থাৎ] ঈশ্বর তাঁহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। [২৮] তখন তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের [অভিমত] কার্য্য সকল করণার্থে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? [২৯] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের [অভিমত] কার্য্য এই যেন তোমরা তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তিতে বিশ্বাস কর। [৩০] তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, ভালু, আপনি এমন কি অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাতে বিশ্বাস করিব? আপনি কি কর্ম্ম করিতেছেন? [৩১] আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইতে পাইয়াছিল, যেমন লেখা আছে, "তিনি ভোজ-"নার্থে তাহাদিগকে স্বর্গহইতে খাদ্য দিলেন।" [৩২] তখন যীশু কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গহইতে [প্রাপ্ত] খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতা তোমাদিগকে স্বর্গহইতে প্রকৃত খাদ্য দিতেছেন। [৩৩] কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য সেই যে স্বর্গহইতে নামিয়া জগৎকে জীবন দান করে। [৩৪] তখন তাহারা কহিল, হে প্রভো, সেই খাদ্য আমাদিগকে নিত্য২ দিউন। [৩৫] যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই জীবনদায়ক খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে কোন ক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; আর যে ব্যক্তি আমাতে বিশ্বাস করে, সে আর কখন তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না। [৩৬] কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিলাম, তোমরা আমাকে দেখিয়াও বিশ্বাস কর না। [৩৭] পিতা আমাকে যত [লোক] দেন, সেই সকলে আমারই কাছে আসিবে; এবং যে ব্যক্তি আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে বাহির করিয়া দিব না। [৩৮] কেননা আমি আপনার ইচ্ছা সাধনের নিমিত্তে স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা [সাধন করিতে নামিয়াছি]। [৩৯] আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার ইচ্ছা এই, তিনি

আমাকে যে সকল দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমি যেন [এক জনকেও] না হারাইয়া অন্তিম দিনে সকলকে উঠাই। [৪০] কারন আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে নিরীক্ষন করত তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়, এবং অন্তিম দিনে আমি তাহাকে উত্থাপন করি।

[৪১] তখন আমি স্বর্গহইতে অবতীর্ণ খাদ্য, তাঁহার এই বাক্যে যিহুদি লোকেরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, [৪২] এ কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু নয়, যাহার পিতা মাতাকে আমরা জানি? তবে আমি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিয়াছি. এ কথা কেমন করিয়া বলে? [৪৩] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, পরস্পর বচসা করিও না। [৪৪] আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাকর্তৃক আকর্ষিত না হইলে কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না; আর [যে আসিবে,] তাহাকে আমি অন্তিম দিনে উঠাইব। [৪৫] ভাববাদিগনের গ্রন্থে লেখা আছে, যথা, "তাহারা সকলে ঈশ্বরের "শিক্ষিত লোক হইবে;" অতএব যে কেহ পিতার নিকটে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা পাইয়াছে. সেই আমার কাছে আইসে। [৪৬] কেহ পিতাকে দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বরহইতে হন, কেবল তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন। [৪৭] সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। [৪৮] আমিই জীবনদায়ক খাদ্য। [৪৯] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়া মরিয়াছিল; [৫০] কিন্তু মনুষ্য যেন খায়, অথচ না মরে, এই জন্যে যে খাদ্য স্বর্গহইতে নামে, এ সেই খাদ্য। [৫১] আমিই স্বর্গহইতে অবতীর্ণ জীবনময় খাদ্য। এই খাদ্য ভোজন করিলে মনুষ্য অনন্তজীবী হইবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, তাহা জগতের জীবনার্থ দাতব্য আমার মাংস।

[৫২] তাহাতে যিহুদি লোকেরা পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভোজনার্থে আমাদিগকে আপনার মাংস দিতে পারে? [৫৩] অতএব যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন না করিলে এবং তাঁহার রক্ত পান না করিলে তোমরা অন্তরে জীবনপ্রাপ্ত নহ। [৫৪] যে জন আমার মাংস ভোজন করে ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত, এবং অন্তিম দিনে আমি তাহাকে উঠাইব। [৫৫] যেহেতুক আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়। [৫৬] যে ব্যক্তি আমার মাংস ভোজন করে এবং আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমিও তাহাতে থাকি। [৫৭] যেমন জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরন করিয়াছেন, এবং পিতার গুনে আমি জীবিত আছি, তদ্রূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমার গুণে জীবিত হইবে। [৫৮] স্বর্গহইতে যে খাদ্য নামিয়া আসিয়াছে, এ সেই; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মান্না খাইয়া মরিয়াছিল, ইহা তাহার সদৃশ নহে; যে ব্যক্তি এই খাদ্য ভোজন করে, সে অনন্তজীবী হইবে। [৫৯] এই সকল কথা তিনি কফরনাহূমে সমাজগৃহে উপদেশ করণ সময়ে কহিলেন।

[৬০] অতএব তাহা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বলিল, এ [বড়] কঠিন কথা; কে ইহা শুনিতে পারে? [৬১] কিন্তু যীশু আপন শিষ্যদের এতদ্বিষয়ক বচসা মনে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কথাতে কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মায়? [৬২] তবে মনুষ্যপুত্রকে পূর্ব্ববাসস্থানে উঠিতে দেখিলে [কি বলিবা?] [৬৩] আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে২ কথা কহিয়াছি তাহা আত্মাস্বরূপ ও জীবনস্বরূপ; [৬৪] কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ২ অবিশ্বাসী আছে। কেননা কে২ অবিশ্বাসী আছে, এবং কে বা তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে, তাহা যীশু প্রথমাবধি জ্ঞাত ছিলেন। [৬৫] আরও কহিলেন, এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমার পিতা আসিবার ক্ষমতা না দিলে কেহ আমার নিকটে আসিতে পারে না।

[৬৬] তদবধি তাঁহার অনেক শিষ্য চলিয়া গিয়া পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল না। [৬৭] অতএব যীশু দ্বাদশ শিষ্যকে কহিলেন, তোমরাও কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? [৬৮] শিমোন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, কাহার কাছে যাইব? আপনকার নিকটে অনন্ত জীবনের কথা পাওয়া যায়; [৬৯] আর আপনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট বটেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি। [৭০] যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, দ্বাদশ জন যে তোমরা, আমি কি তোমাদিগকে মনোনীত করি নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যেও এক জন শয়তান আছে। [৭১] এই কথা তিনি ঈস্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার উদ্দেশে কহিলেন, কারণ দ্বাদশের মধ্যে গণিত সেই ব্যক্তি তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে।

৭ অধ্যায়।

[১] তৎপরে যীশু গালীলে যাতায়াত করিতেন, কেননা যিহুদিগণ তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করাতে তিনি যিহূদিয়াতে যাতায়াত করিতে ভাল বাসিতেন না। [২] কিন্তু যিহুদি লোকদের কুটীরবাস পর্ব্ব সন্নিকট হইলে [৩] তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কহিল, তুমি যাহা২ করিতেছ, তোমার সেই সকল ক্রিয়া যেন তোমার শিষ্যেরাও দেখিতে পায়, এই নিমিত্তে এখানহইতে প্রস্থান করিয়া যিহূদিয়াতে যাও। [৪] কারন আপনি [লোকদের] জ্ঞানগোচরে

থাকিতে চেষ্টা করিলে কেহ গোপনে কর্ম্ম করে না। যদি তুমি এই সকল কর্ম্ম কর, তবে আপনাকে জগতের প্রত্যক্ষ কর। [৫] বস্তুতঃ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস করিত না। [৬] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তোমাদের সময় সতত উপস্থিত আছে। [৭] জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না; কিন্তু আমাকেই ঘৃণা করে, যেহেতুক আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি, যে তাহার কর্ম্ম মন্দ। [৮] তোমরাই এই পর্ব্বে উঠিয়া যাও; আমি এখন এই পর্ব্বে যাইতেছি না, কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। [৯] এই কথা বলিয়া তিনি গালীলে রহিলেন। [১০] কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ যাত্রা করিলে পর তিনিও প্রত্যক্ষরূপে নয়, কিন্তু এক প্রকার গোপনে সেই পর্ব্বে গেলেন। [১১] ইতিমধ্যে যিহুদিগণ পর্ব্বে তাঁহার অন্বেষণ করত জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তি কোথায়? [১২] এবং সমাগত লোকদের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে অনেক বকাবকি হইল। কেহ২ কহিল, সে উত্তম মানুষ; অন্যেরা বলিল, তাহা নয়, বরং জনতার ভ্রান্তি জন্মায়; [১৩] কিন্তু যিহুদিগণের ভয়ে কেহ তাঁহার প্রসঙ্গ প্রকাশরূপে করিত না।

[১৪] অনন্তর পর্ব্বের মধ্যসময়ে যীশু মন্দিরে উঠিয়া গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। [১৫] তাহাতে যিহুদি লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? [১৬] তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার। [১৭] যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে বাঞ্ছা করে, তবে এই উপদেশ ঈশ্বরহইতে হয়, কিম্বা আমি আপনাহইতে কহি, তাহা সে জ্ঞাত হইবে। [১৮] যে জন আপনাহইতে কহে, সে আপনার গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি প্রেরণকর্ত্তার গৌরব চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, ও তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। [১৯] মোশি তোমাদিগকে কি ব্যবস্থা দেন নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সেই ব্যবস্থা পালন করে না; আমাকে বধ করিবার চেষ্টা কেন করিতেছ? [২০] লোকসমূহ উত্তর করিল, তুমি ভূতগ্রস্ত, কে তোমাকে বধ করিবার চেষ্টা করে? [২১] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি একটী কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে তোমরা সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ। [২২] এই জন্যে [বলি,] মোশি তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদের বিধি দিয়াছেন;—ফলতঃ তাহা যে মোশিহইতে হইয়াছে এমন নয়, পূর্ব্বপুরুষহইতে হইয়াছে,—এবং তোমরা বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করিয়া থাক। [২৩] মোশির ব্যবস্থার লঙ্ঘন যেন না হয়, এই জন্যে যদি বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বক্‌ছেদ করা যায়, তবে আমি যে বিশ্রামবারে এক মনুষ্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুস্থ করিয়াছি, ইহার জন্যে কি আমার প্রতি ক্রোধ করিতেছ? [২৪] দৃষ্টিমাত্রানুযায়ি বিচার না করিয়া যথার্থ বিচার কর।

[২৫] তখন যিরূশালেমনিবাসিদের মধ্যে কএক জন কহিল, যে ব্যক্তিকে বধ করিতে চেষ্টা করে, উনি কি সেই নন? [২৬] আর দেখ, উনি প্রকাশরূপে কহিতেছেন, তথাপি তাহারা উহাঁকে কিছু বলে না; উনিই খ্রীষ্ট বটেন, অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক ইহা জ্ঞাত হইল? [২৭] কিন্তু উনি কোথাকার লোক, তাহা আমরা জানি; খ্রীষ্ট আইলে তিনি কোথাকার লোক, তাহা কেহ জানিবে না। [২৮] তখন যীশু মন্দিরমধ্যে উপদেশ দিতে২ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা আমাকে জান, এবং আমি কোথাকার লোক, তাহাও জান। আমি তো আপনাহইতে আসি নাই; কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা যথার্থ; তোমরা তাঁহাকে জান না। [২৯] আমি তাঁহাকে জানি, কেননা আমি তাঁহার নিকটহইতে [আগত,] এবং তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। [৩০] ইহাতে লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল না, যেহেতুক তখন তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই। [৩১] পরন্তু সমাগত লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া কহিতে লাগিল, খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন ইহাঁর কৃত কর্ম্ম অপেক্ষা কি অধিক অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিবেন?

[৩২] পরে লোকসমূহ এমন কথা [কহিয়া] তাঁহার বিষয়ে বকাবকি করিতেছে, ফরীশিবর্গ ইহা শুনিলে তাহারা ও প্রধান যাজকেরা তাঁহাকে ধরিয়া আনাইবার নিমিত্তে পদাতিকগণকে পাঠাইয়া দিল। [৩৩] অতএব যীশু কহিলেন, আমি আর অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইব। [৩৪] তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; আর আমি যে স্থানে থাকি, সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না। [৩৫] তখন যিহুদি লোকেরা পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা উহাকে পাইতে পারিব না, এমন কোন্ স্থানে যাইবে? সে কি গ্রীক জাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের নিকটে গিয়া গ্রীক লোকদিগকে উপদেশ দিবে? [৩৬] আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু উদ্দেশ পাইবা না; এবং আমি যে স্থানে থাকি সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না, এ কেমন কথা কহিতেছে?

[৩৭] পরে পর্ব্বের অন্তিম দিবসে অর্থাৎ প্রধান দিবসে যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। [৩৮] যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রের বচনানুসারে তাহার অন্তরহইতে অমৃত জলের নদী বহিবে। [৩৯] তাঁহার বিশ্বাসকারি লোকেরা যে আত্মাকে পাইবে, তাঁহার উদ্দেশে তিনি এই কথা কহিলেন; পরন্তু তৎকালে আত্মা

[দত্ত] হন নাই, কারণ তৎকালে যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই। [৪০] সেই কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে অনেকে কহিল, সত্য, উনি সেই ভাববাদী। [৪১] আর কেহ২ বলিল, উনি খ্রীষ্ট; কিন্তু অন্যেরা কহিল, কেমন? খ্রীষ্ট কি গালীল্‌হইতে আসিবেন? [৪২] দায়ূদের বংশহইতে এবং দায়ূদের বসতিগ্রাম বৈৎলেহমহইতে খ্রীষ্ট আসিবেন, শাস্ত্রে কি ইহা বলে নাই? [৪৩] এই প্রকারে তাঁহার বিষয়ে লোকসমূহের মধ্যে বিভেদ হইল। [৪৪] আর তাহাদের কতক২ লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, তথাপি কেহ তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল না।

[৪৫] অতএব পদাতিকগণ প্রধান যাজকদের ও ফরীশিদের নিকটে [ফিরিয়া] গেল। তাহারা তাহাদিগকে বলিল, তাহাকে আন নাই কেন? [৪৬] পদাতিকেরা উত্তর করিল, সেই ব্যক্তি যেরূপ কথা কহে, তদ্রূপ কথা কোন মনুষ্য কখনো কহে নাই। [৪৭] তাহাতে ফরীশিরা কহিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইলা? [৪৮] অধ্যক্ষদের কিম্বা ফরীশিদের মধ্যে কি কেহ উহাতে বিশ্বাস করিল? [৪৯] কিন্তু ঐ জনতা যাহারা শাস্ত্র জানে না, উহারা শাপগ্রস্ত। [৫০] তখন তাহাদের মধ্যবর্ত্তি যে এক জন অগ্রে রাত্রিকালে যীশুকে দেখিতে গিয়াছিল, [৫১] সেই নীকদীমঃ তাহাদিগকে কহিল, অগ্রে মনুষ্যের নিজ বাক্য না শুনিয়া ও ক্রিয়া না জানিয়া আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারো বিচার নিষ্পন্ন করে? [৫২] তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, তুমিও কি গালীলীয় লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীলহইতে কোন ভাববাদী উত্থাপিত হয় না।

৮ অধ্যায়।

[১] পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন২ গৃহে গেল, কিন্তু যীশু জৈতুন পর্ব্বতে গমন করিলেন।

[২] পরে প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার মন্দিরে আইলেন; তাহাতে সকল লোক তাঁহার নিকটে আগমন করিলে তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। [৩] তখন শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরীশিগণ ব্যভিচারকর্ম্মে ধৃতা এক স্ত্রীকে তাঁহার নিকটে আনিয়া মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল, [৪] হে গুরো, এই স্ত্রী ব্যভিচারকর্ম্ম করিতে২ ধরা পড়িয়াছে। [৫] আর ব্যবস্থাতে মোশি এ প্রকার স্ত্রীলোককে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; ইহাতে আপনি কি বলেন? [৬] এই কথা তাহারা পরীক্ষাভাবে অর্থাৎ তাঁহার নামে অভিযোগ করণের সূত্র পাইবার আশয়ে কহিল। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলীদ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। [৭] তাহাতে তাহারা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মস্তক উঠাইয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে প্রস্তরাঘাত করুক। [৮] পরে তিনি পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া ভূমিতে লিখিতে থাকিলেন। [৯] ঐ কথা শুনিয়া তাহারা আপন২ সংবেদ কর্ত্তৃক দোষীকৃত হইয়া প্রাচীন লোক অবধি শেষ জন পর্য্যন্ত একে২ সকলেই বাহিরে গেল; তাহাতে কেবল যীশু এবং মধ্যস্থানে দণ্ডায়মানা ঐ স্ত্রী অবশিষ্ট থাকিলেন। [১০] অনন্তর যীশু মস্তক উঠাইয়া ঐ স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে আর কাহাকেও না দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নারি, তোমার নামে অভিযোগকারি সেই লোকেরা কোথায়? কেহ কি তোমাকে দোষী করে নাই? [১১] সে কহিল, কেহ না, প্রভো। তখন যীশু কহিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করিব না। যাও, আর পাপ করিও না।

[১২] পরে যীশু আর বার লোকদিগকে কহিলেন, আমি জগতের জ্যোতিঃ; যে ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্‌গামী হয়, সে কোন ক্রমে অন্ধকারে যাতায়াত করিবে না, কিন্তু জীবনরূপ আলো পাইবে। [১৩] তাহাতে ফরীশিরা তাঁহাকে কহিল, তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ, তোমার সাক্ষ্য যথার্থ নহে। [১৪] যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদ্যপি আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দি তত্রাপি আমার সাক্ষ্য যথার্থ; যেহেতুক কোথাহইতে আসিয়াছি এবং কোথায় বা যাই, তাহা আমি জানি; কিন্তু কোথাহইতে আসিয়াছি এবং কোথায় বা যাই, তাহা তোমরা জান না। [১৫] তোমরা সাংসারিক বিচার করিতেছ; আমি কাহারো বিচার করি না। [১৬] আর যদিস্যাৎ আমি বিচার করি, তবে আমার বিচার যথার্থ, কেননা আমি একা নহি, কিন্তু আমি আছি এবং আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আছেন। [১৭] দুই জনের সাক্ষ্য যথার্থ, ইহা তো তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত আছে। [১৮] আপনার বিষয়ে আমি আপনি সাক্ষ্য দিতেছি, আর আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতাও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন। [১৯] তখন তাহারা জিজ্ঞাসিল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকে জান না, এবং আমার পিতাকেও জান না; যদি আমাকে জানিতা, তবে আমার পিতাকেও জানিতা। [২০] এই সকল কথা যীশু মন্দিরে উপদেশ দেওন সময়ে ভাণ্ডারগৃহে কহিলেন; তথাচ কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কারণ তৎকালে তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।

[২১] তদনন্তর যীশু পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন, আমি প্রস্থান করি; আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু নিজ পাপে মরিবা; আমি যে স্থানে যাই, সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না। [২২] তখন যিহুদি লোকেরা বলিল, এ কি আত্মঘাতী হইবে? কেননা আমি যে স্থানে যাই, সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার

না, এমন কথা কহিতেছে। ২৩ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের লোক, আমি ঊর্দ্ধস্থানের; তোমরা এ জগৎসম্বন্ধীয়, আমি এ জগৎসম্বন্ধীয় নহি। ২৪ এই জন্যে কহিলাম, তোমরা নিজ পাপে মরিবা; কেননা আমি সেই ব্যক্তি, ইহা যদি বিশ্বাস না কর, তবে নিজ পাপে মরিবা। ২৫ তখন তাহারা কহিল, তুমি কে? তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তাহাই তো প্রথমাবধি তোমাদিগকে বলিতেছি। ২৬ তোমাদের বিষয়ে কহিবার ও বিচার করিবার অনেক কথা আমার আছে, যাহা হউক, আমার প্রেরণকর্ত্তা সত্যবাদী, এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা ২ শুনিয়াছি, তাহাই জগতের প্রতি কহিতেছি। ২৭ তিনি যে তাহাদিগকে পিতার বিষয়ে কহিতেছেন, ইহা তাহারা বুঝিল না। ২৮ অতএব যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে উচ্চ করিয়া উঠাইলে পর তোমরা জানিতে পাইবা, যে আমি সেই ব্যক্তি, আর আপনাহইতে কিছু করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে এই কথা কহি। ২৯ আর আমার প্রেরণকর্ত্তা আমার সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একাকী ত্যাগ করেন নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার প্রীতিজনক ক্রিয়া করি।

৩০ তিনি এই সকল কথা কহিলে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ৩১ অতএব যে যিহূদি লোকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, আমার বাক্যে যদি স্থির থাক, তাহা হইলে বাস্তবিক তোমরা আমার শিষ্য; ৩২ এবং সত্য জানিবা, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে। ৩৩ তাহারা উত্তর করিল, আমরা অব্রাহামের বংশ, কখনো কাহারো দাস হই নাই; অতএব তোমরা স্বাধীন হইবা, এমন কথা তুমি কি প্রকারে বল? ৩৪ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস। ৩৫ আর দাস বাটীতে নিত্য থাকে না; পুত্র নিত্য থাকেন। ৩৬ অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবা। আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশ; ৩৭ কিন্তু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না, তজ্জন্য আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ। ৩৮ আমার পিতার নিকটে আমি যাহা২ দেখিয়াছি, তাহাই কহিতেছি; আর তোমাদের পিতার নিকটে তোমরা যাহা ২ দেখিয়াছ, তাহাই করিতেছ। ৩৯ তখন তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিল, অব্রাহাম্ আমাদের পিতা। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হইতা, তবে অব্রাহামের কর্ম্ম করিতা। ৪০ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; অব্রাহাম এমত কর্ম্ম করেন নাই। ৪১ তোমাদের যে পিতা, তাহারই কর্ম্ম তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একই পিতা ঈশ্বর। ৪২ তাহাতে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে আমাকে প্রেম করিতা, কেননা আমি ঈশ্বরহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি; আমি তো আপনাহইতে আসি নাই, কিন্তু তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ৪৩ তোমরা আমার ভাষা বুঝ না কেন? কারণ এই, যে আমার বাক্য শুনিতে পার না। ৪৪ তোমরা আপনাদের পিতা শয়তানের সম্বন্ধীয়, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ সকল পূর্ণ করিতে ভাল বাস; সে আদি অবধি মনুষ্যঘাতক ছিল, এবং সে সত্যে অবস্থিত নয়, কারণ তাহার অন্তরে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপনার নিজস্বহইতে কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা। ৪৫ কিন্তু আমি সত্য কহিতেছি, এই জন্যে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। ৪৬ আমাতে পাপ আছে, এমন প্রমাণ তোমাদের মধ্যে কে দিতে পারে? আর যদি সত্য কহি, তবে কেন আমাকে বিশ্বাস কর না? ৪৭ যে কেহ ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় সে ঈশ্বরের কথা সকল মানে; তোমরা তাহা মান না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় নহ।

৪৮ তখন যিহূদি লোকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমরা কি বিলক্ষণ বলিলাম না, যে তুই এক জন শমরীয় লোক ও ভূতগ্রস্ত? ৪৯ যীশু উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন পিতাকে সমাদর করিতেছি, আর তোমরা আমাকে অনাদর করিতেছ। ৫০ কিন্তু আমি আপনার গৌরব চেষ্টা করি না; তাহার চেষ্টাকারী ও বিচারকারী এক ব্যক্তি আছেন। ৫১ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন আমার বাক্য পালন করে, সে অনন্তকালেও মৃত্যু দেখিতে পাইবে না। ৫২ তখন যিহূদি লোকেরা তাঁহাকে বলিল, তুই ভূতগ্রস্ত, ইহা এখন জানিলাম; অব্রাহাম্ ও ভাববাদিগণ সকলে মরিয়াছেন; তবু তুই বলিতেছিস্, যে ব্যক্তি আমার বাক্য পালন করে, সে অনন্তকালেও মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না। ৫৩ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ অপেক্ষা কি তুই বড়? তিনি তো মরিয়াছেন, এবং ভাববাদিগণও মরিয়াছেন; তুই আপনাকে কোন্ ব্যক্তি করিয়া জ্ঞান করিস্? ৫৪ যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন; তোমরা তাঁহাকে আপনাদের ঈশ্বর করিয়া বলিতেছ, ৫৫ তথাপি তাঁহাকে জান না; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি। হাঁ, যদি বলি যে তাঁহাকে জানি না, তবে তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু আমি তাঁহাকে

জানি, এবং তাঁহার বাক্য পালন করি। [৫৬] তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম্ আমার দিন দেখিবার আশাতে উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া আনন্দ করিলেন। [৫৭] তখন যিহূদি লোকেরা তাঁহাকে কহিল, তোর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরও নহে, তুই কি অব্রাহামকে দেখিয়াছিস্? [৫৮] যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি। [৫৯] তখন তাহারা তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর তুলিল, কিন্তু যীশু প্রচ্ছন্ন হইয়া তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়া মন্দিরহইতে নির্গমন করিলেন। এই রূপে তথাহইতে স্থানান্তরে গেলেন।

৯ অধ্যায়।

[১] গমন সময়ে তিনি এক জন্মান্ধ মনুষ্যকে দেখিলেন। [২] তখন তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রব্বি, এই ব্যক্তি যাহাতে অন্ধ হইয়া জন্মে, এমত পাপ কে করিয়াছে? এ, কিম্বা ইহার পিতামাতা? [৩] যীশু উত্তর করিলেন, এ পাপ করিয়াছে কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে তাহা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কর্ম্ম যেন প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্যে [এমন হইয়াছে]। [৪] দিন থাকিতে আমার প্রেরণকর্ত্তার কর্ম্ম আমাকে করিতে হয়; যাহাতে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না, এমন রাত্রি আসিতেছে। [৫] আমি যাবৎ জগতে আছি, তাবৎ জগতের জ্যোতিঃ আছি। [৬] এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথুতে কর্দ্দম করিলেন; পরে ঐ অন্ধের চক্ষুর্দ্বয় সেই কর্দ্দমদ্বারা লেপন করিয়া তাহাকে কহিলেন, শীলোহ সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর। [৭] এই নামের তাৎপর্য্য প্রেরিত। তাহাতে সে গমন করিয়া প্রক্ষালন করিল, এবং দৃষ্টি পাইয়া ফিরিয়া আইল।

[৮] অনন্তর প্রতিবাসি প্রভৃতি যে ২ লোক পূর্ব্বে [সর্ব্বদা] তাহাকে ভিক্ষুক দেখিয়াছিল, তাহারা কহিতে লাগিল, যে ব্যক্তি বসিয়া ভিক্ষা করে, এ কি সেই নহে? [৯] কেহ ২ বলিল, সেই বটে; আর কেহ ২ বলিল, না, কিন্তু তাহার মত বটে। সে আপনি কহিল, আমি সেই বটি। [১০] অতএব তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি প্রকারে তোমার চক্ষু প্রসন্ন হইল? [১১] সে উত্তর করিয়া কহিল, যীশু নামে এক ব্যক্তি কর্দ্দম করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন পূর্ব্বক আমাকে বলিলেন, শীলোহ সরোবরে গিয়া প্রক্ষালন কর; তাহাতে আমি গিয়া প্রক্ষালন করত দৃষ্টি পাইলাম। [১২] তাহারা তাহাকে কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে বলিল, তাহা জানি না।

[১৩] অপর তাহারা ঐ পূর্ব্বান্ধ ব্যক্তিকে ফরীশিদের নিকটে লইয়া গেল। [১৪] পরন্তু ঐ যে দিনে যীশু কর্দ্দম করিয়া তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলেন, সেই দিন বিশ্রামবার। [১৫] অতএব ফরীশিরাও আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি রূপে দৃষ্টি পাইলা? সে তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষুতে কর্দ্দম দিলেন, পরে আমি প্রক্ষালন করিয়া দৃষ্টি পাইলাম। [১৬] তখন কএক জন ফরীশী বলিল, সেই মনুষ্য ঈশ্বরহইতে নয়, কেননা সে বিশ্রামবার মানে না। আর কেহ ২ কহিল, পাপি মনুষ্য কি প্রকারে এতাদৃশ অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিতে পারে? এই রূপে তাহাদের মধ্যে বিভেদ হইল। [১৭] পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, সে তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল, ইহাতে তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? সে কহিল, তিনি ভাববাদী।

[১৮] সে যে অন্ধ হইয়া দৃষ্টি পাইয়াছে, এ কথাতে তখনও যিহূদিগণের বিশ্বাস জন্মিল না; শেষে তাহারা ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পিতামাতাকে ডাকাইয়া [১৯] তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের পুত্র, যাহাকে তোমরা জন্মান্ধ বল? তবে এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়? [২০] তাহার পিতামাতা উত্তর করিয়া কহিল, এ আমাদের পুত্র, এবং জন্মাবধি অন্ধ, তাহা আমরা জানি; [২১] কিন্তু এখন কি প্রকারে দেখিতে পায়, তাহা জানি না; এবং কে বা ইহার চক্ষু প্রসন্ন করিল, তাহাও জানি না; ইহাকেই জিজ্ঞাসা কর, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনার কথা আপনি বলিবে। [২২] তাহার পিতামাতা এই রূপ কথা কহিল, তাহার কারণ এই যে যিহূদিগণকে ভয় করিত; কেননা কেহ যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তবে সমাজচ্যুত হইবে, যিহূদিগণ তৎপূর্ব্বে ইহা স্থির করিয়াছিল; [২৩] এই জন্যে তাহার পিতামাতা কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

[২৪] অতএব তাহারা দ্বিতীয় বার ঐ পূর্ব্বান্ধকে ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি, সেই মনুষ্য পাপী। [২৫] তখন সে উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তিনি পাপী কি না, তাহা আমি জানি না; আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাই, এইমাত্র জানি। [২৬] তখন তাহারা পুনর্ব্বার বলিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়াছিল? কি প্রকারে তোমার চক্ষু প্রসন্ন করিল? [২৭] সে উত্তর করিল, এক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা শুন নাই; তবে আর বার শুনিতে চাহ কেন? তোমরাও কি তাঁহার শিষ্য হইতে বাঞ্ছা কর? [২৮] তখন তাহারা তাহাকে কটুবাক্য কহিয়া বলিল, তুই তাহার শিষ্য; আমরা মোশির শিষ্য। [২৯] মোশির সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিয়াছেন তাহা আমরা জানি; কিন্তু এ কোথাকার লোক, তাহা জানি না। [৩০] সেই ব্যক্তি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, ইহার মধ্যে তো আশ্চর্য্য এই যে তিনি কোথাকার লোক, তাহা তোমরা জান না, তথাপি তিনি আমার চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছেন। [৩১] আমরা জানি, ঈশ্বর পাপিদের

রব শুনেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করে, তাহারই রব শুনেন। ৩২ কোন মনুষ্য জন্মান্ধের চক্ষু প্রসন্ন করিয়াছে, এমন কথা যুগের আরম্ভাবধি কখনো শুনা যায় নাই। ৩৩ তিনি যদি ঈশ্বরহইতে না হইতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না। ৩৪ তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, পাপেতে তোর সর্ব্বাঙ্গ জন্মিয়াছে, তবু তুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিল।

৩৫ তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে, ইহা যীশু শুনিলেন, এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রেতে বিশ্বাস করিতেছ? ৩৬ সে উত্তর করিয়া কহিল, হে প্রভো, ভাল, তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি। ৩৭ যীশু কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ; এবং যিনি তোমার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, তিনিই সেই। ৩৮ তখন হে প্রভো, বিশ্বাস করি, ইহা বলিয়া সে তাঁহার ভজনা করিল।

৩৯ পরে যীশু কহিলেন, যাহারা দেখে না তাহারা যেন দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে তাহারা যেন অন্ধ হয়, এই বিচারার্থে আমি এ জগতে আসিয়াছি। ৪০ তখন ফরীশিদের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিল, আমরাও কি অন্ধ? ৪১ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতা, তবে তোমাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু দেখিতে পাইতেছি, এই কথা বলাতে তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

১০ অধ্যায়।

১ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে জন দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট না হইয়া আর কোন দিগে উঠিয়া মেষগণের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করে, সে চোর ও দস্যু। ২ কিন্তু যে জন দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষগণের রক্ষক। ৩ তাহার জন্যে দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষগণ তাহার রব শুনে; এবং সে নিজ মেষ সকলকে স্ব ২ নামে ডাকে, ও বাহির করিয়া লইয়া যায়। ৪ আর আপনার নিজস্ব সকলকে বাহির করিলে পর আপনি তাহাদের অগ্রে ২ গমন করে; তাহাতে মেষগণ তাহার পশ্চাৎ ২ চলে, কারণ তাহার রব জানে। ৫ কিন্তু কোন ক্রমে অপর লোকের পশ্চাদ্গামী হইবে না, বরং তাহার নিকটহইতে পলায়ন করিবে; কারণ অপর লোকদের রব তাহারা জানে না।

৬ যীশু তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, কিন্তু তিনি কি কহিতেছেন, তাহা তাহারা বুঝিল না। ৭ অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, আমিই মেষগণের [খোঁয়াড়ের] দ্বার। ৮ আমার অগ্রে যাহারা আইল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষগণ তাহাদের রব শুনে নাই। ৯ আমিই দ্বারস্বরূপ; আমা দিয়া যে কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিবে, ও চরাণী পাইবে। ১০ যে জন চোর, সে কেবল চুরি ও বধ ও বিনাশ করিবার নিমিত্তে আইসে; আমি আইলাম, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।

১১ আমিই উত্তম পালরক্ষক; যে জন উত্তম পালরক্ষক, সে মেষগণের নিমিত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করে। ১২ কিন্তু যে জন পালরক্ষক নয়, [অর্থাৎ] মেষ সকল যাহার নিজস্ব নহে, এমন যে বেতনজীবী, সে কেন্দুয়াকে আসিতে দেখিলে মেষগণকে ছাড়িয়া পলায়ন করে; তাহাতে কেন্দুয়া মেষদিগকে ধরিয়া ছিন্ন ভিন্ন করে। ১৩ বেতনজীবী পলায়ন করে, কারণ সে বেতনজীবী, মেষদিগের জন্যে চিন্তা করে না। ১৪ আমিই উত্তম পালরক্ষক; আমার নিজস্ব সকলকে জানি, এবং আমার নিজস্ব সকলে আমাকে জানে; ১৫ যেমন পিতা আমাকে জানেন, এবং আমি পিতাকে জানি; আর মেষদিগের জন্যে আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি। ১৬ এবং এই খোঁয়াড়ের মেষ ভিন্ন আমার আরও মেষ আছে; সে সকলও আমাকে আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক পালরক্ষক হইবে। ১৭ পিতা আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। ১৮ কেহ আমাহইতে তাহা অপহরণ করে না, আমি আপনার ইচ্ছাতে তাহা ত্যাগ করি; তাহা ত্যাগ করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আপন পিতাহইতে পাইয়াছি।

১৯ এই বাক্য প্রযুক্ত যিহূদিদের মধ্যে পুনরায় বিভেদ হইল। ২০ তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, ঐ ব্যক্তি ভূতগ্রস্ত ও উন্মত্ত, উহার কথা কেন শুনিতেছ? ২১ অন্যেরা বলিল, এ ভূতগ্রস্তের কথা নহে; ভূত কি অন্ধদিগের চক্ষু প্রসন্ন করিতে পারে?

২২ পরে যিরূশালেমে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল। ২৩ সেই সময়ে শীতকাল। তখন যীশু মন্দিরে শলোমনের বারাণ্ডাতে বেড়াইতেছেন, ২৪ এমন সময়ে যিহূদিরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কহিল, আর কত কাল আমাদের প্রাণ দোলায়মান রাখিবা? যদি তুমি খ্রীষ্ট হট, তবে স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বল। ২৫ যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না; আমার পিতার নামে এই যে ২ ক্রিয়া করিতেছি, ইহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। ২৬ তথাপি তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষগণের মধ্যে নহ, যেমন আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি। ২৭ আমার মেষগণ আমার রব

শুনে; আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে, ২৮ এবং আমি তাহাদিগকে অনন্তজীবন দি; তাহারা অনন্তকালেও বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহ আমার হস্তহইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। ২৯ আমার পিতা যিনি [সে সকল] আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহ আমার পিতার হস্তহইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইতে পারে না। ৩০ আমি এবং পিতা একই আছি। ৩১ তাহাতে যিহুদিরা পুনর্ব্বার তাঁহাকে মারিতে প্রস্তর তুলিল। ৩২ যীশু তাহাদিগকে উত্তর দিলেন, আমার পিতাহইতে অনেক সৎকর্ম্ম তোমাদের সাক্ষাতে প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার কোন্ কর্ম্ম প্রযুক্ত আমাকে প্রস্তরাঘাত কর? ৩৩ যিহুদিরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল, সৎকর্ম্ম প্রযুক্ত নহে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দা প্রযুক্ত তোমাকে প্রস্তরাঘাত করি, বিশেষতঃ তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছ, এই প্রযুক্ত। ৩৪ যীশু উত্তর করিলেন, তোমাদের শাস্ত্রে এই বচন কি লিখিত নাই, যথা, "আমি কহিলাম, তোমরা ঈশ্বর?" ৩৫ যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে যদি ঈশ্বর বলা যায়, এবং শাস্ত্রের লোপ হইতে না পারে, ৩৬ তবে আমি ঈশ্বরের পুত্র, আমার এই বাক্য প্রযুক্ত তোমরা পিতাকর্তৃক পবিত্রীকৃত ও জগতে প্রেরিত ব্যক্তিকে কি প্রকারে ঈশ্বরনিন্দক করিয়া বল? ৩৭ আমার পিতার কার্য্য যদি আমি না করি, তবে আমাতে প্রত্যয় করিও না। ৩৮ কিন্তু যদি করি, তবে আমাতে প্রত্যয় না করিলেও কার্য্য সকলে প্রত্যয় কর; তাহা করিলে পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি, ইহা বুঝিয়া জ্ঞাত হইবা।

৩৯ তখন তাহারা পুনর্ব্বার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তহইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন, ৪০ এবং পুনরায় যর্দ্দনের পারে, যে স্থানে যোহন পূর্ব্বে বাপ্তাইজ করিত, সেই স্থানে গিয়া রহিলেন। ৪১ তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, যোহন অভিজ্ঞানরূপ কোন কর্ম্ম করে নাই, কিন্তু এ ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে২ কথা কহিয়াছিল, তাহা সকলই সত্য ছিল; আর সে স্থানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

১১ অধ্যায়।

১ মরিয়ম্ ও তাহার ভগিনী মার্থা যে গ্রামে বাস করিত, সেই বৈথনিয়া গ্রামের লাসার নামে ৪২ এক জন পীড়িত ছিল। ২ এ সেই মরিয়ম যে প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছিয়া দিল; তাহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত ছিল। ৩ অতএব তাহার ভগিনীরা যীশুর নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, দেখুন, আপনি যাহাকে ভাল বাসেন, সে পীড়িত আছে। ৪ এই কথা শুনিয়া যীশু কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর নিমিত্তে হইল না, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার নিমিত্তে, [অর্থাৎ] ঈশ্বরের পুত্র যেন তদ্দ্বারা মহিমান্বিত হন। ৫ যীশু ঐ মার্থাকে ও তাহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন। ৬ পরন্তু তখন তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আর দুই দিবস রহিলেন।

৭ তৎপরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, আইস, আমরা পুনর্ব্বার যিহুদিয়াতে যাই। ৮ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিল, হে রব্বি, সে দিন যিহুদিরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তবু আপনি আর বার সে স্থানে যাইতেছেন? ৯ যীশু উত্তর করিলেন, দিবস কি বারো ঘড়ি নয়? দিবসে গমনাগমন করিলে মনুষ্য উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের আলো দেখে। ১০ কিন্তু রাত্রিতে গমনাগমন করিলে উছোট খায়, যেহেতুক আলো তাহার অন্তরে নাই।

১১ এই কথা কহিলে পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রাগত হইয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রাহইতে তাহাকে জাগ্রৎ করিতে যাইতেছি। ১২ তাহাতে তাঁহার শিষ্যেরা কহিল, হে প্রভো, সে যদি নিদ্রাগত হইয়া থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। ১৩ যীশু তাহার মৃত্যুর বিষয়ে সেই কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অনুমান করিল যে তিনি নিদ্রার্থ শয়নের কথা কহিতেছেন। ১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে কহিলেন, লাসার মরিয়াছে; ১৫ আর আমি সে স্থানে ছিলাম না, ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে, অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করিবা, এই নিমিত্তে আনন্দ করিতেছি; তথাপি আইস, আমরা তাহার কাছে যাই। ১৬ তখন থোমা, অর্থাৎ দিদুমঃ [জমক], আপনার সঙ্গি শিষ্যদিগকে কহিল, চল, আমরাও যাই, যেন তাঁহার সঙ্গে মরি। ১৭ অতএব যীশু আসিয়া [জানিতে] পাইলেন, লাসার চারি দিনাবধি কবরে আছে। ১৮ আর বৈথনিয়া যিরূশালেমের সন্নিকট, ন্যূনাধিক এক ক্রোশ দূর। ১৯ এবং মার্থাকে ও মরিয়মকে ভ্রাতৃশোক সান্ত্বনা করিতে যিহুদিদের মধ্যে অনেক লোক তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল।

২০ অনন্তর যীশু আসিতেছেন, ইহা শুনিবামাত্র মার্থা তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল, কিন্তু মরিয়ম গৃহে বসিয়া রহিল। ২১ অপর মার্থা যীশুকে কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। ২২ কিন্তু এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যে কিছু যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে দিবেন। ২৩ যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। ২৪ মার্থা তাঁহাকে কহিল, আমি জানি, অন্তিম দিনে পুনরুত্থানের সময়ে সে উঠিবে। ২৫ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে কেহ আমাতে

বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; [২৬] এবং যে কেহ জীবিত আছে অথচ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্তকালেও মরিবে না; ইহা কি বিশ্বাস কর? [২৭] সে কহিল, হাঁ, প্রভো; জগতে যাঁহাকে আসিতে হয়, আপনি ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রীষ্ট, এমন বিশ্বাস করিয়াছি। [২৮] ইহা বলিয়া সে যাইয়া আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, গুরু উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। [২৯] ইহা শুনিয়া সে ত্বরায় উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল। [৩০] যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যে স্থানে মার্থা তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছিল, সেই স্থানে ছিলেন। [৩১] অতএব যে যিহূদিরা মরিয়মের সঙ্গে গৃহমধ্যে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহারা তাহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া, সে কবরের নিকটে রোদন করিতে যাইতেছে, বলিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। [৩২] পরে যে স্থানে যীশু ছিলেন, মরিয়ম্ সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। [৩৩] যীশু যখন তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহূদিদিগকে রোদন করিতে দেখিলেন, তখন আত্মাতে অধৈর্য্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? [৩৪] তাহারা কহিল, হে প্রভো, আসিয়া দেখুন। [৩৫] যীশু অশ্রুপাত করিলেন। [৩৬] অতএব যিহূদিরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন ভাল বাসিতেন। [৩৭] পরন্তু তাহাদের কেহ ২ বলিল, এই যে ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন, ইনি কি উহার মৃত্যুও নিবারণ করিতে পারিতেন না? [৩৮] তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে অধৈর্য্য হইয়া কবরের নিকটে আইলেন। সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার মুখে এক খান প্রস্তর ছিল। [৩৯] যীশু কহিলেন, প্রস্তরটা সরাইয়া দেও। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, এখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা অদ্য চারি দিন কবরে আছে। [৪০] যীশু তাহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবা? [৪১] অতএব তাহারা মৃত ব্যক্তির কবর-হইতে প্রস্তরটা সরাইয়া দিল। পরে যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি, কেননা তুমি আমার নিবেদন শুনিলা। [৪২] আর আমি জানিয়াছিলাম, তুমি সতত আমার কথা শুনিয়া থাক; কিন্তু চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান এই লোকসমূহের নিমিত্তে, হাঁ, তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন তাহারা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্ত [এই কথা কহিলাম]। [৪৩] ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে লাসার, বাহিরে আইস। [৪৪] তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আইল। কিন্তু তাহার চরণ ও হস্ত কবরবস্ত্রে বদ্ধ ও মুখমণ্ডল গাত্রমার্জ্জনীতে আচ্ছাদিত ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বন্ধন সকল খুলিয়া দিয়া ইহাকে গমন করিতে দেও। [৪৫] তখন মরিয়মের নিকটে আগত যে যিহূদিরা যীশুর এই কর্ম্ম দেখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; [৪৬] কিন্তু কেহ ২ ফরীশিদের নিকটে গিয়া যীশুর এই কর্ম্মের সংবাদ দিল।

[৪৭] অতএব প্রধান যাজকগণ ও ফরীশিবর্গ মহাসভা করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা কি করি? সেই মনুষ্য অনেক ২ অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিতেছে। [৪৮] যদি তাহাকে অমনি থাকিতে দি, তবে সকলে তাহাতে বিশ্বাস করিবে; এবং রোমীয় লোকেরা আসিয়া আমাদের স্থান ও লোকদিগকে আত্মসাৎ করিবে। [৪৯] তখন তাহাদের মধ্যে এক জন, অর্থাৎ সেই বৎসরের মহাযাজক কায়াফা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কিছুই বুঝ না [৫০] আর সমস্ত জাতির বিনাশ অপেক্ষা বরঞ্চ লোকদের নিমিত্তে এক মনুষ্যের মরণ আমাদের পক্ষে ভাল, ইহাও বিবেচনা কর না। [৫১] এই কথা সে আপনাহইতে বলিল, তাহা নয়; কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে সে এই ভাবোক্তি প্রচার করিল, যে সেই জাতির নিমিত্তে যীশু মরিতে উদ্যত ছিলেন। [৫২] আর কেবল সেই জাতির নিমিত্তে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন সন্তানদিগকে একত্র করিয়া একীকরণার্থেও [তিনি মরিলেন]। [৫৩] অতএব সেই দিনাবধি তাহারা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল, [৫৪] এই জন্যে যীশু আর প্রকাশরূপে যিহূদিদের মধ্যে গতায়াত না করিয়া তথাহইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি প্রদেশের ইফ্রয়িম্ নামক নগরে গিয়া আপন শিষ্যদের সহিত তথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

[৫৫] তখন যিহূদি লোকদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল, এবং অনেক লোক আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্যে পর্ব্বের পূর্ব্বে জনপদহইতে যিরূশালেমে উঠিয়া আইল; [৫৬] তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিত, এবং মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর কহিত, তোমাদের কেমন বোধ হয়? তিনি কি এই পর্ব্বে আসিবেন না? [৫৭] পরন্তু তিনি কোথায় আছেন, তাহা যদি কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশিবর্গ তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্তে পূর্ব্বে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল।

১২ অধ্যায়।

[১] অপর নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু বৈথনিয়াতে আইলেন। যীশু যে লাসারকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে তথায় ছিল। [২] অতএব সেই স্থানে তাঁহার নিমিত্তে রাত্রিভোজ প্রস্তুত হইল; মার্থা তাহাতে পরিচর্য্যা করিতেছিল, এবং লাসার তাঁহার সঙ্গি ভোজনকারিদের মধ্যে এক জন ছিল। [৩] তখন মরিয়ম্ অর্দ্ধসের বহুমূল্য প্রকৃত জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণ

অভিষেক করিয়া আপন কেশদ্বারা মুছিতে লাগিল; তাহাতে আতরের সৌরভে বাটী আমোদিত হইল। [৪] তখন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরে তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিল, শিমোনের পুত্র সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা কহিল; [৫] এই আতর তিন শত সিকিতে বিক্রয় করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে দেওয়া গেল না? [৬] সে যে দরিদ্র লোকদের জন্যে চিন্তা করিয়া এই কথা কহিল, তাহা নয়; কিন্তু সে নিজে চোর, আর তাহার নিকটে টাকার থলী থাকাতে তন্মধ্যে যাহা দেওয়া যাইত, তাহা হরণ করিত। [৭] তখন যীশু কহিলেন, উহাকে থাকিতে দেও, আমার সমাধিদিনের নিমিত্তে সে তাহা রাখিয়াছিল। [৮] কেননা তোমাদের নিকটে দরিদ্রেরা সতত থাকে, কিন্তু আমি সতত থাকি না।

[৯] পরে যীশু তথায় আছেন, ইহা অবগত হইয়া অনেক ২ যিহূদি লোক সেই স্থানে আইল; কেবল যীশুর নিমিত্তে আইল তাহা নয়, কিন্তু যাহাকে তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই লাসারকেও দেখিবার নিমিত্তে। [১০] আর প্রধান যাজকেরা লাসারকেও বধ করিতে মন্ত্রণা করিল, [১১] কেননা তাহারই নিমিত্তে যিহূদিদের মধ্যে অনেকে যাইয়া যীশুতে বিশ্বাস করিতে লাগিল।

[১২] পরদিনে যীশু যিরূশালেমে আসিতেছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া পর্ব্বে আগত লোকদের মহাজনতা [১৩] খর্জ্জূরপত্র লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, হোশান্না, ধন্য ইস্রায়েলের রাজা যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন। [১৪] তখন যীশু এক যুবগর্দ্দভকে পাইয়া তদুপরি বসিলেন, যেমন লেখা আছে, [১৫] "হে সিয়োনের কন্যে, ভয় করিও না; "দেখ, তোমার রাজা গর্দ্দভীর শাবকারূঢ় হইয়া "আসিতেছেন।" [১৬] তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে এই কথা বুঝিল না, কিন্তু যীশু যখন মহিমাপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারই বিষয়ে ইহা যে লিখিত ছিল, এবং আপনারা তাঁহার প্রতি ইহা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের স্মরণ হইল। [১৭] পরন্তু তিনি লাসারকে কবরহইতে আসিতে ডাকিয়া মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিলেন, এই বিষয়ে তাঁহার তখনকার সঙ্গি লোকসমূহ সাক্ষ্য দিতে লাগিল। [১৮] এবং তিনি সেই অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা ঐ লোকসমূহ শুনিয়াছিল, এই কারণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিল। [১৯] তাহাতে ফরীশিরা পরস্পর কহিতে লাগিল, তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, জগৎসংসার তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।

[২০] যে লোকেরা ভজনা করণার্থে পর্ব্বে আইল, তাহাদের মধ্যে কএক জন গ্রীক লোক ছিল; [২১] তাহারা গালীলস্থ বৈৎসৈদা নিবাসি ফিলিপের নিকটে আসিয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, হে মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে বাঞ্ছা করি। [২২] ফিলিপ আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলে, আবার আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আসিয়া যীশুকে সংবাদ দেয়। [২৩] তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্রের মহিমাপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইল। [২৪] সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, গোমের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া যদি না মরে, তবে তাহা একমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে বহুগুণ ফল উৎপন্ন করে। [২৫] যে জন আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা হারাইবে; আর যে জন এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্তে তাহা রক্ষা করিবে। [২৬] কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক; তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে; যে জন আমার পরিচর্য্যা করে, [আমার] পিতা তাহার সম্মান করিবেন।

[২৭] সম্প্রতি আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইল, ইহাতে কি বলিব? হে পিতঃ, এই সময়হইতে আমাকে রক্ষা কর? কিন্তু ইহারই নিমিত্তে আমি এই সময় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছি। [২৮] হে পিতঃ, আপন নাম মহিমান্বিত কর। তাহাতে স্বর্গহইতে এই বাণী আইল, "আমি তাহা মহিমান্বিত করিলাম, পুনর্ব্বারও করিব।" [২৯] ইহা শুনিয়া তথায় দণ্ডায়মান লোকসমূহ বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর কেহ ২ বলিল, কোন স্বর্গদূত ইহাঁর সহিত কথা কহিলেন। [৩০] যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, ঐ বাণী আমার নিমিত্তে হইল না, কিন্তু তোমাদেরই নিমিত্তে। [৩১] এখন এ জগতের বিচার হইতেছে, এখন এই জগতের অধিপতি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে। [৩২] পরন্তু আমি ভূতলহইতে উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিব। [৩৩] তিনি যে প্রকার মৃত্যু ভোগ করিবেন, তাহা এই বাক্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। [৩৪] তখন লোকসমূহ কহিল, আমরা শাস্ত্রে শুনিয়াছি, খ্রীষ্ট অনন্ত কাল থাকেন; তবে মনুষ্যপুত্রের উচ্চীকৃত হওয়া আবশ্যক, এমন কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন? সেই মনুষ্যপুত্র কে? [৩৫] তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প কালমাত্র জ্যোতিঃ তোমাদের সঙ্গে আছে; জ্যোতিঃ থাকিতে গমনাগমন কর, পাছে অন্ধকার তোমাদিগকে আক্রমণ করে; আর যে জন অন্ধকারে গমনাগমন করে, সে কোথায় যায় তাহা জানে না। [৩৬] তোমরা যেন জ্যোতির সন্তান হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে জ্যোতিঃ থাকিতে সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কর। এই কথা বলিয়া যীশু প্রস্থান করিয়া তাহাদের হইতে আপনাকে সঙ্গোপন করিলেন।

[৩৭] যদ্যপি তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তথাচ তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না, [৩৮] যেন যিশায়াহ ভাববাদির এই বাক্য সফল করা যায়, যথা, "হে প্রভো,

"আমাদের বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিল? "ও প্রভুর বাহু কাহার প্রতি প্রকাশিত হইল?" ৩৯ এই কারণ তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, যেহেতুক আর এক স্থানে যিশায়াহ কহিয়াছেন, ৪০ যথা, "তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন, "ও তাহাদের হৃদয় জড়ীভূত করিয়াছেন, পাছে "তাহারা চক্ষুতে দেখিয়া হৃদয়ে বুঝিয়া মন ফিরা- "ইলে আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।" ৪১ যিশায়াহ তাঁহার প্রতাপ দেখিলেন, তজ্জন্য ইহা বলিলেন; হাঁ, তিনি তাঁহার বিষয়ে কথা কহিলেন। ৪২ তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু ফরীশিদের ভয়ে [তাঁহাকে] স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়; ৪৩ কেননা ঈশ্বরদত্ত গৌরব অপেক্ষা তাহারা মনুষ্যদের দত্ত গৌরব অধিক ভাল বাসিত।

৪৪ যীশু উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, যে জন আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে বিশ্বাস করে তাহা নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তাতেই বিশ্বাস করে; ৪৫ এবং যে জন আমাকে দর্শন করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই দর্শন করে। ৪৬ যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অন্ধকারে না থাকে এই জন্যে আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি। ৪৭ আমার কথা শুনিয়া যে জন বিশ্বাস না করে তাহার বিচার আমি করি না, যেহেতুক আমি জগতের বিচার করিতে আসি নাই, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। ৪৮ যে কেহ আমাকে নিরাকরণ করে, এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহার বিচারকর্ত্তা আছে; ফলতঃ আমি যে বাক্য কহিয়াছি, তাহাই অন্তিম দিনে তাহার বিচার করিবে। ৪৯ যেহেতুক আমি আপনাহইতে কহি নাই; কি কহিতে হয় ও কি বলিতে হয়, তাহা আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতা আপনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। ৫০ আর আমি জানি, তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবনস্বরূপ; অতএব আমি যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন তেমনি বলি।

১৩ অধ্যায়।

১ অপর নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু এই জগৎহইতে পিতার কাছে আপনার গমন সময় সন্নিকট জানিয়া জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। ২ এবং শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা যেন তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে, এই [সঙ্কল্পের বীজ] শয়তান সেই ব্যক্তির হৃদয়ভূমিতে ফেলিলে পর, যে সময়ে রাত্রিভোজ হইতেছিল, ৩ এমত সময়ে যীশু পিতাকর্ত্তৃক সমস্তই আপনার হস্তে সমর্পিত [জানিয়া], এবং আমি ঈশ্বরের নিকটহইতে আসিয়াছি এবং ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছি, ইহাও জ্ঞাত হইয়া ৪ ভোজহইতে উঠিলেন, এবং বস্ত্র খুলিয়া এক খান গামছা লইয়া তদ্দ্বারা আপনার কটি বন্ধন করিলেন। ৫ পরে প্রক্ষালনপাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যদের পাদ প্রক্ষালন করিতে এবং ঐ কটিবন্ধনের গাত্রমার্জ্জনীদ্বারা মুছিতে লাগিলেন। ৬ এই ভাবে শিমোন্ পিতরের নিকটে আইলে সে তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি কি আমার পা ধুইয়া দিবেন? ৭ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহা তুমি সম্প্রতি জান না, কিন্তু ইহার পরে জানিবা। ৮ পিতর তাঁহাকে কহিল, আপনি অনন্ত কালেও আমার পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যদি তোমার প্রক্ষালন না করি, তবে আমার সহিত তোমার কোন অংশ নাই। ৯ শিমোন্ পিতর কহিল, হে প্রভো, তবে কেবল পাদ নয়, আমার হস্ত ও মস্তকও প্রক্ষালন করুন। ১০ যীশু তাহাকে কহিলেন, যে জন স্নান করিয়াছে, তাহার পাদ ব্যতিরেকে আর কিছু প্রক্ষালনের প্রয়োজন নাই; তাহার সর্ব্বাঙ্গ শুচি আছে। আর তোমরা শুচি আছ, কিন্তু সকলে নহ। ১১ কেননা যে জন [শত্রুহস্তে] তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে তিনি জ্ঞাত ছিলেন; এই জন্যে কহিলেন, তোমরা সকলে শুচি নহ।

১২ এই প্রকারে তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিলে পর তিনি নিজ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভোজে বসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি যাহা করিলাম, তাহা কি জান? ১৩ তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা যথার্থই বল, কেননা আমি সেই বটি। ১৪ ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যদি তোমাদের পাদ প্রক্ষালন করিলাম, তবে তোমাদেরও পরস্পর পাদ প্রক্ষালন করা উচিত। ১৫ কেননা আমি তোমাদের প্রতি যেমন করিয়াছি, তোমরাও যেন তদ্রূপ কর, এই জন্যে তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ১৬ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, নিজ প্রভুহইতে দাস বড় নয়, ও নিজ প্রেরণকর্ত্তাহইতে প্রেরিত বড় নয়। ১৭ এই সকল যদি জান, তবে তাহা পালন করিলে ধন্য হইবা। ১৮ তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি কহিতেছি তাহা নয়; আমি যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছি তাহাদিগকে জানি; কিন্তু শাস্ত্রের এই বচন সফল হওয়া আবশ্যক, যথা, "যে জন আমার সঙ্গে রুটী ভোজন করে, "সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইল।" ১৯ ইহা যখন ঘটিবে, তখন আমি যে সেই ব্যক্তি এমন বিশ্বাস যেন তোমাদের হয়, তজ্জন্য ঘটনের পূর্ব্বে এখন অবধি তোমাদিগকে জানাইতেছি। ২০ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যে জন আমার প্রেরিত কোন ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করে, সে আমাকেই গ্রাহ্য করে, আর যে জন

আমাকে গ্রাহ্য করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকে গ্রাহ্য করে।

[২১] এই কথা কহিয়া যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রমাণ দিয়া কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিবে। [২২] ইহাতে তিনি কাহার কথা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে শিষ্যেরা সন্দিগ্ধ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। [২৩] তখন যে শিষ্য যীশুর প্রিয়, সে তাঁহার কটিদেশে হেলান দিয়া শয়ান ছিল। [২৪] অতএব তিনি কাহার বিষয়ে কহিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে শিমোন্ পিতর ইঙ্গিতদ্বারা সেই শিষ্যকে প্রবৃত্তি দিল। [২৫] তাহাতে সে যীশুর বক্ষঃস্থলে ঠেস দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, সে কোন্ ব্যক্তি? [২৬] যীশু উত্তর করিলেন, এই রুটীখণ্ড ডুবাইয়া যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া শিমোনের [পুত্র] ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকে দিলেন। [২৭] খণ্ডটী পাইলে পর শয়তান তাহাতে প্রবেশ করিল; তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা করিবা, তাহা শীঘ্র কর। [২৮] কিন্তু তিনি কি ভাবে এ কথা কহিলেন, তাহা ভোজনোপবিষ্টদের মধ্যে কেহ জানিল না; [২৯] বস্তুতঃ যিহূদার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ২ বোধ করিল, যীশু তাহাকে পর্ব্বের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে, কিম্বা দরিদ্রদিগকে কিছু বিতরণ করিতে বলিলেন। [৩০] ঐ রুটীখণ্ড গ্রহণ করিবামাত্র সেই ব্যক্তি বাহিরে গেল; তখন রাত্রি হইয়াছিল।

[৩১] সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন। [৩২] ঈশ্বর যদি তাঁহাতে মহিমান্বিত হইয়া থাকেন, তবে ঈশ্বরও আপনাতে তাঁহাকে মহিমান্বিত করিবেন, হাঁ, শীঘ্রই করিবেন। [৩৩] বৎসেরা, আর কিঞ্চিৎ কালমাত্র আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমার অন্বেষণ করিবা, কিন্তু আমি যেমন যিহূদিদিগকে কহিয়াছিলাম, তদ্রূপ এখন তোমাদিগকেও কহিতেছি, যে স্থানে আমি যাইতেছি, সে স্থানে তোমরা উপস্থিত হইতে পার না। [৩৪] আমি এক নূতন আজ্ঞা তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর; যেমন [ইহার নিমিত্তে] তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, যেন তোমরাও পরস্পর প্রেম কর। [৩৫] যদি তোমরা আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহা দেখিয়া সকলে জানিতে পাইবে, যে তোমরা আমার শিষ্য আছ।

[৩৬] শিমোন্ পিতর তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন? যীশু উত্তর করিলেন, আমি যে স্থানে যাইতেছি, সেই স্থানে তুমি সম্প্রতি আমার পশ্চাদ্গমন করিতে পার না, কিন্তু পরে আমার পশ্চাদ্গমন করিবা। [৩৭] পিতর প্রত্যুত্তর করিল, হে প্রভো, সম্প্রতি কি জন্যে আপনকার পশ্চাদ্গমন করিতে পারি না? আপনকার নিমিত্তে আমি প্রাণত্যাগ করিব। [৩৮] যীশু উত্তর করিলেন, আমার জন্যে তুমি প্রাণত্যাগ করিবা? সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, যাবৎ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, তাবৎ কুকুড়া ডাকিবে না।

১৪ অধ্যায়।

[১] তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। [২] আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা তোমাদিগকে জানাইতাম। কেননা আমি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। [৩] আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে। [৪] আর আমি যে স্থানে যাইতেছি, তোমরা সে স্থান জান, এবং তাহার পথও জান। [৫] থোমা তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে পথ কিসে জানিব? [৬] যীশু তাহাকে কহিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না। [৭] আমাকে যদি জানিতা, তবে আমার পিতাকেও জানিতা, আর এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ।

[৮] ফিলিপ তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আমাদিগকে পিতার দর্শনপ্রাপ্ত করুন, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। [৯] যীশু উত্তর করিলেন, হে ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি জান না? যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতার দর্শনপ্রাপ্ত করুন, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? [১০] আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না? আমি তোমাদিগকে যে২ কথা কহি, তাহা আপনাহইতে কহি না; আর পিতা যিনি আমাতে বাস করেন, তিনিই সকল কর্ম্ম করেন। [১১] আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর; নতুবা কর্ম্ম প্রযুক্তই প্রত্যয় কর। [১২] সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে২ কর্ম্ম আমি করিতেছি, আমাতে বিশ্বাসকারি লোকও সেই [প্রকার] কর্ম্ম করিবে, হাঁ, তাহাহইতেও মহৎ কর্ম্ম করিবে; যেহেতুক আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; [১৩] আর তোমরা আমার নামে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহা আমি [সিদ্ধ] করিব, যেন পুত্রে পিতা মহিমাপ্রাপ্ত হন। [১৪] যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমিই তাহা [সিদ্ধ] করিব।

[১৫] যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা

সকল পালন কর। [১৬] আর আমি পিতার নিকটে বিনতি করিব, তাহাতে যিনি অনন্ত কাল তোমাদের সহিত থাকিবেন, এমন আর এক শান্তিকর্ত্তাকে পিতা তোমাদিগকে দিবেন, [১৭] ফলতঃ সত্যস্বরূপ আত্মাকে দিবেন; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না এবং জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে জান, যেহেতুক তিনি তোমাদের নিকটে বাস করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। [১৮] আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, পুনর্ব্বার তোমাদের নিকটে আসিব। [১৯] আর অল্প কাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবা; কারণ আমি জীবিত আছি, [তজ্জন্য] তোমরাও জীবিত হইবা। [২০] আর আমি আপন পিতাতে আছি, এবং তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে আছি, ইহা সেই দিনে জানিতে পাইবা। [২১] যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা প্রাপ্ত অথচ তাহা পালনকারী, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে জন আমাকে প্রেম করে, সেই আমার পিতার প্রেমের পাত্র হইবে; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিয়া আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ করিব। [২২] তখন ঈস্করিয়োতীয় ভিন্ন অন্য যিহূদা তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, আপনি জগতের প্রত্যক্ষ না হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ হইবেন কেন? [২৩] যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; তাহাতে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সহিত বাস করিব। [২৪] যে কেহ আমাকে প্রেম না করে, সে আমার বাক্য পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তা পিতার।

[২৫] তোমাদের নিকটে থাকিবার সময়ে আমি এই সকল কথা কহিলাম; [২৬] কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা, অর্থাৎ আমার নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা২ বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন। [২৭] আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেমন দান করে, আমি তেমনি দান করি না; তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন ও ভীরু না হউক। [২৮] আমি যাইয়া [পুনর্ব্বার] তোমাদের কাছে আসিব, আমার উক্ত এই কথা তোমরা শুনিয়াছ; যদি আমাকে প্রেম কর, তবে পিতার নিকটে যাইতেছি, আমার এই বাক্যে তোমাদের আহ্লাদ জন্মিবে; কেননা আমা অপেক্ষা আমার পিতা মহান্। [২৯] আর ইহা যখন ঘটিবে, তখন যেন বিশ্বাস কর, এই নিমিত্তে আমি ঘটনার পূর্ব্বে এখন তোমাদিগকে জানাইলাম। [৩০] তোমাদের সহিত আমার আর বিস্তর আলাপ হইবে না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, তথাপি আমাতে তাহার কিছুই নাই। [৩১] কিন্তু আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতার আজ্ঞামত কর্ম্ম করি, জগৎ যেন ইহা জ্ঞাত হয়; উঠ, আমরা এস্থানহইতে প্রস্থান করি।

১৫ অধ্যায়।

[১] আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পিতা কৃষাণস্বরূপ। [২] আমাতে সংলগ্ন যে সকল শাখাতে ফল হয় না, তাহা তিনি দূর করিয়া ফেলেন; এবং ফলবতী প্রত্যেক শাখাতে যেন আরও অধিক ফল ধরে, এই জন্যে তাহা পরিষ্কার করেন, [৩] আমি তোমাদিগকে যে বাক্য কহিয়াছি, তাহার গুণে এখন পরিষ্কৃত আছ। [৪] আমাতে থাক, আমিও তোমাদিগেতে থাকিব; দ্রাক্ষালতাতে সংলগ্ন না থাকিলে তাহার শাখা যেমন আপনা আপনি ফলবতী হইতে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও ফলবান হইতে পার না। [৫] আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই জন প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না। [৬] মনুষ্য যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে সে শাখার ন্যায় বাহিরে নিক্ষিপ্ত ও শুষ্কীভূত, এবং [লোকে] তাহা কুড়াইয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেয়, ও তাহাকে জ্বলিতে হয়।

[৭] তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার কথা যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে যাহা বাঞ্ছা করিবা তাহা যাচ্ঞা করিও, তাহাতে তাহা প্রাপ্ত হইবা। [৮] ইহাতে আমার পিতা মহিমান্বিত হইলেন, যেন তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও; এবং তোমরা আমার শিষ্য হইবা। [৯] পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছি; তোমরা আমার প্রেমে স্থির থাক। [১০] আমার আজ্ঞা পালন করিলে আমার প্রেমে স্থির থাকিবা; যেমন আমিও পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি, এবং তাঁহার প্রেমে স্থির রহিয়াছি। [১১] তোমাদিগেতে আমার আনন্দ যেন থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম। [১২] আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তেমনি তোমরাও পরস্পর প্রেম কর, ইহা আমার আজ্ঞা। [১৩] বন্ধুদের নিমিত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করণ অপেক্ষা আর বড় প্রেম কাহারো নাই। [১৪] আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। [১৫] আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা দাসের প্রভু যাহা করেন, দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু বলিলাম, কারণ আমি পিতার নিকটে যাহা২ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সকলই

তোমাদিগকে জ্ঞাত করিলাম। [১৬] তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর ইহারই নিমিত্তে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা যাইয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল যেন অক্ষয় হয়, [এবং] তোমরা আমার নাম করিয়া পিতার নিকটে যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, তাহা যেন তিনি তোমাদিগকে দেন।

[১৭] তোমরা যেন পরস্পর প্রেম কর, এই নিমিত্তে আমি তোমাদিগকে এই সকল আজ্ঞা দিলাম। [১৮] জগৎ যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে মনে কর, সে তোমাদের অগ্রে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে। [১৯] তোমরা যদি জগৎসম্বন্ধীয় হইতা, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভাল বাসিত; কিন্তু তোমরা জগৎসম্বন্ধীয় নহ, আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্যহইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্যে জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করে। [২০] আমি তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছি, আমার সেই বাক্য স্মরণে রাখ; "নিজ প্রভুহইতে দাস বড় নয়;" তাহারা যদি আমাকে তাড়না করিয়াছে, তবে তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; যদি আমার বাক্য পালন করিয়াছে, তবে তোমাদের বাক্যও পালন করিবে। [২১] পরন্তু তাহারা আমার নাম প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি এই সকল ব্যবহার করিবে, কারণ তাহারা আমার প্রেরণকর্ত্তাকে জানে না। [২২] আমি তাহাদের নিকটে আসিয়া কথা না কহিলে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই। [২৩] যে জন আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। [২৪] যেরূপ কর্ম্ম আর কেহ কখনো করে নাই, তদ্রূপ কর্ম্ম যদি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহারা আমাকে এবং আমার পিতাকে দেখিয়াও ঘৃণা করিল। [২৫] যাহা হউক, "তাহারা অকারণে "আমাকে ঘৃণা করিল," তাহাদের শাস্ত্রে লিখিত এই বাক্যকে সফল হইতে হইল। [২৬] কিন্তু আমি পিতার নিকটহইতে সেই শান্তিকর্ত্তাকে, অর্থাৎ পিতার নিকটহইতে নির্গমনকারি সত্যস্বরূপ আত্মাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিব; তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। [২৭] এবং তোমরাও সাক্ষী, কারণ প্রথমাবধি আমার সঙ্গে আছ।

১৬ অধ্যায়।

[১] তোমরা যেন বিঘ্ন না পাও, এই জন্যে তোমাদিগকে এই সকল কথা কহিলাম। [২] লোকেরা তোমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবে; হাঁ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে তোমাদিগকে হননকারি প্রত্যেক জন মনেং কহিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে আরাধনার কর্ম্ম করিলাম। [৩] তাহারা যে তোমাদের প্রতি এই সকল করিবে, তাহার কারণ এই, তাহারা না পিতাকে, না আমাকে জানিতে পাইয়াছে। [৪] পরন্তু তোমাদিগকে এই সকল কেন কহিলাম? ইহার সময় যখন উপস্থিত হইবে, তখন আমি যে তোমাদিগকে জানাইয়াছি, ইহা যেন স্মরণ কর। প্রথমাবধি এই কথা তোমাদিগকে কহি নাই, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। [৫] এখন আপন প্রেরণকর্ত্তার নিকটে যাইতেছি, তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাইতেছ? [৬] কিন্তু তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম, তজ্জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। [৭] তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতুক আমি না গেলে সেই শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। [৮] আর তিনি আসিয়া পাপের ও ধার্ম্মিকতার ও বিচারের বিষয়ে জগৎকে দোষের প্রমাণ দিবেন। [৯] তিনি পাপের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না। [১০] এবং ধার্ম্মিকতার বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে আমি আপন পিতার নিকটে যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবা না। [১১] এবং বিচারের বিষয়ে এই প্রমাণ দিবেন, যে এই জগতের অধিপতির বিচার করা গিয়াছে।

[১২] তোমাদিগকে কহিতে আমার আরও অনেকং কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহিতে পার না। [১৩] পরন্তু তিনি অর্থাৎ সত্যস্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন, তখন তিনি পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্য দেখাইবেন; ফলতঃ আপনাহইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা২ শুনিবেন, তাহাই কহিবেন, এবং ভাবি ঘটনাও তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবেন। [১৪] তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। [১৫] পিতার যাহা২ আছে, তাহা সকলই আমার; এ কারণ বলিলাম, যাহা আমার তাহা পাইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

[১৬] আর কিঞ্চিৎ কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইবা না; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে পাইবা, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। [১৭] ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে কএক জন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা না, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে পাইবা, আর আমি পিতার নিকটে যাইতেছি, এই যে কথা উনি বলিতেছেন সে কি? [১৮] তাহারা কহিল, উনি যাহাকে কিঞ্চিৎ কাল বলেন, তাহা কি? উনি যাহা বলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। [১৯] তখন যীশু তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কিঞ্চিৎ কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবা না, কিন্তু তাহার

কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনরায় দেখিতে পাইবা, এই যে কথা কহিলাম, ইহার মীমাংসা কি পরস্পর করিতেছ? ২০ সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবা, কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে; তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবা, কিন্তু তোমাদের দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। ২১ প্রসবকালে নারী দুঃখার্ত্তা হয়, কারণ তাহার সময় উপস্থিত, কিন্তু শিশুকে প্রসব করিলে পর প্রসবদ্বারা জগতে মনুষ্যলাভ হইল, এই আনন্দে তাহার ক্লেশ আর মনে থাকে না। ২২ ভাল, তোমরাও সম্প্রতি দুঃখার্ত্ত হইতেছ কিন্তু আমি তোমাদিগকে পুনরায় দেখিব, তাহাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ তোমাদের হইতে অপহরণ করে না। ২৩ আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞসা করিবা না। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, পিতার নিকটে যদি কিছু যাচ্ঞা কর, তবে তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন। ২৪ ইহার পূর্ব্বে তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবা, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

২৫ আমি উপমাকথাদ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে কহিলাম, কিন্তু যে সময়ে উপমাদ্বারা আর না কহিয়া স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাইব, এমন সময় আসিতেছে। ২৬ সেই দিনে তোমরা আমার নামে যাচ্ঞা করিবা, তাহাতে তোমাদের নিমিত্তে আমি পিতাকে বিনতি করিব, এমন কথা বলি না; ২৭ কারণ তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এবং আমি যে ঈশ্বরের নিকটহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, ইহাও বিশ্বাস করিয়াছ, এই জন্যে পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন। ২৮ আমি পিতার নিকটহইতে নির্গত হইয়া জগতে আসিয়াছি; আর বার জগৎ ত্যাগ করিয়া পিতার নিকটে যাইতেছি। ২৯ তখন তাঁহার শিষ্যেরা বলিল, দেখুন, সম্প্রতি আপনি কোন উপমা না কহিয়া স্পষ্ট কহিতেছেন। ৩০ এখন আমরা জানি, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কাহারো জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করেন না; এই কারণ ইহাও বিশ্বাস করিতেছি, যে আপনি ঈশ্বরের নিকটহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছেন। ৩১ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এখন বিশ্বাস করিতেছ? ৩২ দেখ, যে সময়ে তোমরা সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া আপন২ নিজস্ব [স্থানে] যাইয়া আমাকে একাকী ত্যাগ করিবা এমন সময় আসিতেছে, হাঁ, উপস্থিত হইল; তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন। ৩৩ তোমরা যেন আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

১৭ অধ্যায়।

১ এই সকল কথা কহিলে পর যীশু স্বর্গের দিগে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্র যেন তোমাকে মহিমান্বিত করেন, এই জন্যে তুমি আপন পুত্রকে মহিমান্বিত কর। ২ যেহেতুক তুমি যে সকল তাঁহাকে দান করিয়াছ, তিনি যেন সেই সকলকে অনন্ত জীবন দেন, এই জন্যে তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ। ৩ একমাত্র সত্য ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে এবং তোমার প্রেরিত যীশু খ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়া, ইহাই অনন্ত জীবন। ৪ আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিলাম; তুমি আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছ. তাহা সমাপ্ত করিলাম। ৫ অতএব, হে পিতঃ, জগতের উদ্ভবের পূর্ব্বে তোমার সন্নিধানে আমার যে মহিমা ছিল, সম্প্রতি তুমি সেই মহিমা দিয়া আপনার সন্নিধানে আমাকে মহিমান্বিত কর।

৬ জগতের মধ্যহইতে যে মনুষ্যদিগকে তুমি আমাকে দান করিয়াছ, আমি তোমার নাম তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহারা তোমারই ছিল, এবং তুমি আমাকে তাহাদিগকে দান করিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। ৭ তুমি আমাকে যে কিছু দিয়াছ, সে সকলই যে তোমাহইতে উৎপন্ন, ইহা তাহারা এখন জানিতে পাইয়াছে। ৮ কেননা তুমি আমাকে যে ২ বচন দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিলাম; আর তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিল, এবং আমি যে তোমার নিকটহইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হইল, এবং তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাও বিশ্বাস করিল। ৯ তাহাদেরই নিমিত্তে বিনতি করিতেছি; আমি জগতের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, তাহাদের নিমিত্তে, কেননা তাহারা তোমার। ১০ আর যাহা ২ আমার তাহা সকলই তোমার, এবং যাহা ২ তোমার তাহা আমার; এবং আমি তাহাদিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি। ১১ আমি জগতে আর থাকিব না, কিন্তু তাহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে যাইতেছি। পবিত্র পিতঃ, আমরা যেমন [এক], তদ্রূপ তাহারাও যেন এক হয়, এই জন্যে আমাকে দত্ত তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর। ১২ জগতে তাহাদের সঙ্গে থাকিবার কালে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিতেছিলাম; যে সকল আমাকে দান করিয়াছ, সে সকলকে সাবধানে রাখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশের পাত্র বিনষ্ট হইল, যেন শাস্ত্রের বচন সফল হয়। ১৩ কিন্তু এখন আমি তোমার নিকটে যাইতেছি, আর আমার সম্পূর্ণ আনন্দ যেন তাহাদের অন্তরে থাকে, এই জন্যে জগতে [থা-

কিতে ২] এই সকল কথা কহিতেছি। ১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়াছে, কারণ আমি যেমন জগৎসম্বন্ধীয় নহি, তেমনি তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে। ১৫ তুমি তাহাদিগকে জগৎহইতে স্থানান্তর কর, এমত বিনতি করি না, কিন্তু পাপাত্মাহইতে রক্ষা কর, এই বিনতি করি। ১৬ আমি যেমন জগৎ-সম্বন্ধীয় নহি, তদ্রূপ তাহারাও জগৎসম্বন্ধীয় নহে। ১৭ তোমার সত্যে তাহাদিগকে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। ১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিলাম। ১৯ এবং তাহারাও যেন সত্য পবিত্রীকৃত হয়, তজ্জন্য আমি তাহাদের নিমিত্তে আপনাকে পবিত্র করি।

২০ আর আমি কেবল ইহাদের নিমিত্তে বিনতি করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্যদ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাসী হয়, তাহাদের নিমিত্তেও বিনতি করিতেছি। ২১ তাহারা সকলে যেন এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও আমাদিগেতে যেন এক হয়; তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহাতে যেন জগতের বিশ্বাস জন্মে। ২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, সেই মহিমা আমি তাহাদিগকে দিলাম; আমরা যেমন এক, তাহারাও যেন তেমনি এক হয়; ২৩ আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, এই রূপে তাহারা যেন সিদ্ধ হইয়া একীভূত হয়; [আর] তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তাহাদিগকেও তেমন প্রেম করিয়াছ, ইহা যেন জগৎ জানিতে পায়। ২৪ পিতঃ, আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, এই আমার বাসনা; জগৎপত্তনের পূর্ব্বে আমাকে প্রেম করাতে তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন তাহারা দেখিতে পায়। ২৫ হে ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জ্ঞাত আছি, এবং তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহারাও তাহা জানিতে পাইয়াছে। ২৬ আর আমি তাহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, এবং আরও জানাইব; তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, সেই প্রেম যেন তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমিও যেন তাহাদিগেতে থাকি।

১৮ অধ্যায়।

১ ঐ সমস্ত কথা কহিয়া যীশু আপন শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া বহির্গমন করিয়া কিদ্রোণ নামক জলস্রোত পার হইলেন; সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। ২ কিন্তু [শত্রুহস্তে] তাঁহার সমর্পণকারী যিহূদাও সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু আপন শিষ্যগণের সঙ্গে অনেক বার সেই স্থানে একত্র হইয়াছিলেন। ৩ অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং যাজকদের ও ফরীশিদের নিকটহইতে পদাতিকগণকে সঙ্গে লইয়া ডামস ও প্রদীপ ও অস্ত্রের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ৪ তখন আপনার প্রতি যে সকল ঘটিবে, তাহা জ্ঞাত হওয়াতে যীশু বাহির হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? ৫ তাহারা উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই সে। তাঁহার সমর্পণকারী যিহূদাও তাহাদের সহিত দণ্ডায়মান ছিল। ৬ তখন আমিই সে, তিনি এই কথা কহিবামাত্র তাহারা পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল। ৭ পরে তিনি তাহাদিগকে আর বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। ৮ যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, আমিই সে; আমার অন্বেষণ যদি কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে দেও; ৯ যেন তাঁহার উক্ত এই কথা সফল করা যায়, যথা, "আমাকে যে সকল লোক দান করিয়াছ, তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।" ১০ তখন শিমোন্ পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে সে খাপ খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিল। সেই দাসের নাম মল্ক। ১১ তাহাতে যীশু পিতরকে কহিলেন, ঐ খড়্গ কোষে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন, তাহাতে আমি কি পান করিব না?

১২ তখন সৈন্যদল ও সহস্রপতি ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিয়া বন্ধন করিয়া ১৩ প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল। যে কায়াফা সেই বৎসরের মহাযাজক ছিল, ঐ হানন তাহার শ্বশুর। ১৪ আর উক্ত কায়াফাই যিহূদিগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিল, প্রজা লোকদের নিমিত্তে এক মনুষ্যের মরণ ভাল।

১৫ তখন শিমোন্ পিতর এবং আর এক জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ চলিল; সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত লোক ছিল, এবং যীশুর সহিত মহাযাজকের [বাটীর] প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। ১৬ কিন্তু পিতর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই দ্বিতীয় শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বাররক্ষিকাকে কহিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া গেল। ১৭ সেই দ্বাররক্ষিকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি সেই মনুষ্যের শিষ্যদের এক জন? সে কহিল, আমি নহি। ১৮ [তথায়] দাসগণ ও পদাতিক সকল দণ্ডায়মান ছিল; তাহারা শীত প্রযুক্ত অঙ্গারের অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ লইতেছিল, এবং পিতরও তাহাদের সঙ্গে ছিল, অথচ দণ্ডায়মান থাকিয়া অগ্নির তাপ লইতেছিল।

১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে তাহার শিষ্য-

গণ ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। [২০] যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি স্পষ্টরূপে জগৎসংসারের সাক্ষাতে কথা কহিয়াছি; আমি সর্ব্বদা সমাজগৃহে ও মন্দিরে, যে স্থানে যিহুদি লোকেরা নিত্য২ একত্র হয়, এমন স্থানে শিক্ষা দিয়াছি, গোপনে কিছু কহি নাই। [২১] আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে, তাহাদের কাছে কি কহিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা কর; দেখ, আমি কি২ বলিয়াছি, ইহারা তাহা জানে। [২২] তিনি এই কথা কহিলে নিকটে দণ্ডায়মান এক জন পদাতিক যীশুকে প্রহার করিয়া কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর দিলি? [২৩] যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, তবে সেই মন্দের প্রমাণ দেও; কিন্তু যদি ভাল কহিয়া থাকি, তবে কি জন্যে আমাকে মার?

[২৪] অনন্তর হানন বন্ধনযুক্ত তাঁহাকে কায়াফা মহাযাজকের নিকটে পাঠাইয়া দিল। [২৫] [তখনও] শিমোন্ পিতর দাঁড়াইয়া অগ্নির তাপ লইতেছিল, তাহাতে কএক জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও কি উহার শিষ্যদের এক জন? সে অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি নহি। [২৬] মহাযাজকের এক দাস, অর্থাৎ পিতর যাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি কি উদ্যানে উহার সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই? [২৭] তাহাতে পিতর আর বার অস্বীকার করিল, এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

[২৮] পরে প্রত্যূষে তাহারা যীশুকে কায়াফার বাটীহইতে রাজবাটীতে লইয়া গেল, কিন্তু আপনারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল না, পাছে অশুচি ও নিস্তারপর্ব্বীয় ভোজের অযোগ্য হয়। [২৯] অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে আসিয়া কহিল, এই মনুষ্যের নামে কি অভিযোগ উপস্থিত করিতেছ? [৩০] তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত, তবে আমরা আপনকার হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। [৩১] তাহাতে পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমরাই তাহাকে লইয়া গিয়া আপনাদের ব্যবস্থামতে বিচার কর। তখন যিহুদিগণ উত্তর করিল, কোন মনুষ্যের প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার নাই। [৩২] [ফলতঃ] যীশুকে কি প্রকার মৃত্যু ভোগ করিতে হইবে, তাহা যে বাক্যদ্বারা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই বাক্য যেন সফল হয়, [তজ্জন্য এমত হইল।]

[৩৩] তদনন্তর পীলাত পুনর্ব্বার রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যীশুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি যিহুদি লোকদের রাজা? [৩৪] যীশু উত্তর করিলেন, তুমি ইহা কি আপনহইতে বল? না অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছে? [৩৫] পীলাত প্রত্যুত্তর করিল, আমি কি যিহূদী? তোমারই স্বজাতীয়েরা, বিশেষতঃ প্রধান যাজকেরা আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি কি করিয়াছ? [৩৬] যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ জগৎসম্বন্ধীয় নহে; যদি আমার রাজ্য এ জগৎসম্বন্ধীয় হইত, তবে আমি যেন যিহুদিগণের হস্তে সমর্পিত না হই, তন্নিমিত্ত আমার ভৃত্যগণ প্রাণপণ করিত; কিন্তু এখন আমার রাজ্য এখানকার নয়। [৩৭] তখন পীলাত তাঁহাকে কহিল, তবে তুমি রাজা বট? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি তাহা বলিলা, ফলতঃ আমি রাজা বটি; আমি যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দি, তন্নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ও তন্নিমিত্ত এই জগতে আসিয়াছি; সত্যসম্বন্ধীয় প্রত্যেক জন আমার রবে অবধান করে। [৩৮] পীলাত তাঁহাকে বলিল, সত্য কি? ইহা বলিয়া সে পুনর্ব্বার বাহিরে যিহুদিগণের নিকটে গিয়া কহিল, আমি উহার কোন দোষ পাই না। [৩৯] কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে, যে নিস্তারপর্ব্বসময়ে তোমাদের অনুরোধে এক ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে হয়; অতএব তোমাদের মানস কি? আমি তোমাদের জন্যে কি যিহুদি লোকদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব? [৪০] তখন তাহারা সকলে পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বর করিয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।

১৯ অধ্যায়।

[১] অতএব তখন পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইল। [২] এবং সেনাগণ কন্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিয়া গাত্রে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরাইয়া, [৩] হে যিহুদিদের রাজন্, নমস্কার, ইহা বলিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। [৪] তখন পীলাত পুনর্ব্বার বাহিরে যাইয়া লোকদিগকে কহিল, দেখ, আমি ইহার কোন দোষ পাই না, তাহা তোমাদিগকে জানাইবার নিমিত্তে তোমাদের নিকটে ইহাকে বাহিরে আনিয়া দিলাম। [৫] অতএব যীশু সেই কন্টকের মুকুট ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হইয়া বাহিরে আইলেন; তাহাতে পীলাত কহিল, দেখ, এ সেই মনুষ্য। [৬] তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকগণ চেঁচাইতে লাগিল, উহাকে ক্রুশে দেও, ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আপনারা তাহাকে লইয়া ক্রুশে আরোপণ কর; কেননা আমি তাহার কোন দোষ পাই না। [৭] যিহুদিগণ উত্তর করিল, আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক, যেহেতুক সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া বলিয়াছে।

[৮] এ কথা শুনিয়া পীলাত আরও ভীত হইয়া [৯] পুনর্ব্বার রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাকার লোক? কিন্তু যীশু তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না। [১০] পী-

লাত তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত কি তুমি কথা কহিবা না? তোমাকে মুক্ত করিতে আমার ক্ষমতা আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে আরোপণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে, তাহা কি জান না? ১১ যীশু উত্তর করিলেন, ঊর্দ্ধহইতে দত্ত না হইলে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা হইত না; এই জন্যে যে ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করে, তাহারই পাপ অধিক। ১২ এই হেতুক পীলাত তাঁহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যিহূদিগণ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, যদি উহাকে ছাড়িয়া দেও, তবে তুমি কৈসরের মিত্র নহ; যে কোন জন আপনাকে রাজা করিয়া বলে, সে কৈসরের বিপক্ষ কথা কহে।

১৩ এই সকল কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনাইয়া শিলাস্তরন নামক স্থানে, যাহাকে ইব্রীয় ভাষাতে গব্বথা বলে, সেই স্থানে বিচারাসনে বসিল। ১৪ সেই দিন নিস্তারপর্ব্বের আয়োজনদিন; বেলা প্রায় দুই প্রহর। পরে পীলাত যিহূদিগণকে বলিল, এই দেখ, তোমাদের রাজা। ১৫ ইহাতে তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, দূর কর, দূর কর, উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে আরোপণ করিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ব্যতীত আমাদের অন্য রাজা নাই। ১৬ অতএব সে তখন যীশুকে ক্রুশে আরোপণার্থে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

১৭ পরে তিনি আপন ক্রুশ বহন করিতে ২ কপালের স্থল নামক স্থানে, যাহাকে ইব্রীয় ভাষাতে গল্‌গথা বলে, সেই স্থানে বহির্গমন করিলেন। ১৮ তথায় তাহারা তাঁহাকে, এবং তাঁহার সহিত আর দুই জনকে, অর্থাৎ উভয় পার্শ্বে উহাদিগকে, ও মধ্যস্থানে যীশুকে ক্রুশে আরোপণ করিল। ১৯ আর পীলাত একখান বিজ্ঞাপনপত্র লিখিয়া ক্রুশের উপরি ভাগে লাগাইয়া দিল। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল, "যিহূদিদের রাজা নাসরতীয় যীশু।" ২০ তখন অনেক যিহূদি লোক সেই বিজ্ঞাপনপত্র পাঠ করিল, কারণ যে স্থানে যীশু ক্রুশারোপিত হইলেন, সেই স্থান নগরের নিকটবর্ত্তী, এবং পত্রখানি ইব্রীয়, গ্রীক ও রোমীয় ভাষাতে লিখিত ছিল। ২১ অতএব যিহূদিদের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে কহিল, "যিহূদিদের রাজা," এমন কথা লিখিবেন না, কিন্তু "এ ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদিদের রাজা," এ প্রকার লিখুন। ২২ পীলাত উত্তর করিল, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

২৩ যীশুকে ক্রুশে আরোপণ করিলে পর সেনাগণ তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সৈন্যকে এক ২ অংশ দিল, এবং তাঁহার অঙ্গরক্ষক বস্ত্রও লইল, কিন্তু সেই অঙ্গরক্ষক বস্ত্র সিঙ্গনিরহিত, উপর অবধি সর্ব্বশুদ্ধ বুনা ছিল, ২৪ এই প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর বলিল, ইহা চিরিব না; আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া দেখি, ইহা কাহার হইবে? তাহাতে শাস্ত্রের এই বচন সফল করা গেল, যথা, "তাহারা আপনা-"দের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করিল, "এবং আমার পরিচ্ছদের জন্যে গুলিবাঁট "করিল।" ফলতঃ ঐ সেনাগণ তাহাই করিল।

২৫ পরন্তু যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, ও মাতার ভগিনী ক্লোপার [স্ত্রী] মরিয়ম, এবং মগ্‌দলীনী মরিয়ম্‌, ইহারা দণ্ডায়মানা ছিল। ২৬ তাহাতে যীশু মাতাকে এবং নিকটে দণ্ডায়মান প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া মাতাকে কহিলেন, হে নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র; ২৭ পরে সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার মাতা। তাহাতে তদ্দণ্ডবধি ঐ শিষ্য তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেল।

২৮ তদনন্তর শাস্ত্রের বচন যেন সফল হয়, তজ্জন্য সকলই এখন সমাপ্ত হইল, ইহা জানিয়া যীশু কহিলেন, আমার পিপাসা হইতেছে। ২৯ তাহাতে সেই স্থানে অম্লরসেতে পূর্ণ এক পাত্র থাকাতে লোকেরা এক স্পঞ্জ অম্লরসে পূর্ণ করিয়া এসোব [নলে] লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে রাখিল। ৩০ সেই অম্লরস গ্রহণ করিলে পর যীশু কহিলেন, সমাপ্ত হইল; পরে মস্তক নমন পূর্ব্বক আত্মা সমর্পণ করিলেন।

৩১ সেই দিন আয়োজনদিন, এই প্রযুক্ত পরদিন বিশ্রামবারে সেই তিন দেহ যেন ক্রুশের উপরে না থাকে,—কেননা ঐ বিশ্রামবার বড় দিন ছিল,— এই নিমিত্তে যিহূদিগণ পীলাতের নিকটে বিনতি করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া দেহ স্থানান্তর করা যায়। ৩২ অতএব সেনাগণ আসিয়া যীশুর সঙ্গে ক্রুশারোপিত ঐ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; ৩৩ পরে যীশুর নিকটে আইলে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। ৩৪ কিন্তু এক জন সেনা বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ রক্ত এবং জল নির্গত হইল। ৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে সত্য কহিতেছে, ইহা জানে; তোমরাও যেন বিশ্বাস কর, [তজ্জন্য তাহা কহা গেল]। ৩৬ কারণ শাস্ত্রের বচন যেন সফল করা যায়, তদর্থে এই সকল ঘটিল, [কেননা লেখা আছে,] যথা, "তাঁহার এক অস্থিও ভগ্ন হইবে না।" ৩৭ এবং শাস্ত্রের আর এক স্থানে কহে, "তাহারা "যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি-"পাত করিবে।"

৩৮ তদনন্তর অরিমাথিয়ানিবাসী যে যোষেফ যীশুর শিষ্য ছিল, কিন্তু যিহূদিগণের ভয়ে গুপ্ত রহিয়াছিল, সে পীলাতের নিকটে [গিয়া] যীশুর দেহ লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল;

তাহাতে পীলাত অনুমতি দিলে পর সে আসিয়া তাঁহার দেহ নামাইল। ৩৯ আর যে নীকদীমঃ পূর্ব্বে রাত্রিযোগে যীশুকে দেখিতে গিয়াছিল, সেও আসিয়া গন্ধরসে মিশ্রিত প্রায় পঞ্চাশ সের অগুরু আনিল। ৪০ পরে তাহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদি লোকদের সমাধিকার্য্যের রীত্যনুসারে ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত পটীতে বেষ্টন করিল। ৪১ আর যে স্থানে তিনি ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নূতন কবর ছিল, যাহাতে কাহারো দেহ কখনো রাখা যায় নাই। ৪২ অতএব ঐ দিন যিহূদি লোকদের আয়োজন দিন হওয়াতে তাহারা নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেই কবরমধ্যে যীশুর দেহ শয়ন করাইল।

২০ অধ্যায়।

১ পরে সপ্তাহের প্রথম দিবসে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে মগ্‌দলীনী মরিয়ম্ সেই কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কবরের মুখহইতে প্রস্তরখান সরাণ গিয়াছে। ২ তাহাতে সে দৌড়িয়া শিমোন্ পিতর এবং যীশুর প্রিয় সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিয়া কহিল, লোকে প্রভুকে কবরহইতে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ৩ অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের নিকটে গমন করিল। ৪ উভয়ে দৌড়িলে সেই অন্য শিষ্য দ্রুতগমনে পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইল। ৫ এবং হেঁট হইয়া ভূমিতে পটী সকল দেখিল, কিন্তু প্রবেশ করিল না। ৬ অনন্তর শিমোন্ পিতর পশ্চাৎ আসিয়া কবরে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, ভূমিতে পটী সকল আছে, ৭ কিন্তু যে গামছা তাঁহার মস্তকের উপরে ছিল, তাহা ঐ পটী সকলের সহিত নাই, তাহাহইতে পৃথক্ জড়াইয়া তাহা অন্য এক স্থানে রাখা গিয়াছে। ৮ পরে যে অন্য শিষ্য অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, সেও প্রবেশ করিয়া তদ্রূপ দেখিয়া বিশ্বাস করিল। ৯ যেহেতুক মৃতগনের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থান করিতে হইবে, শাস্ত্রের এই বচন তখনও তাহাদের বোধগম্য হয় নাই।

১০ পরে ঐ দুই শিষ্য স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। কিন্তু মরিয়ম্ রোদন করিতে২ কবরদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; ১১ এবং রোদন করিতে২ হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া ১২ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই জন স্বর্গদূতকে দেখিল; তাঁহাদের এক জন যীশুর দেহের শয়নস্থানের শিয়রে, অন্য জন পায়ের দিগে বসিয়া আছেন। ১৩ তাঁহারা তাহাকে কহেন, ওগো নারি, কি জন্যে রোদন করিতেছ? সে তাঁহাদিগকে বলে, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, তাহা জানি না। ১৪ ইহা বলিয়া সে পশ্চাদ্দিগে মুখ ফিরাইয়া যীশুকে দণ্ডায়মান দেখিল, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা জানিল না। ১৫ যীশু তাহাকে কহেন, ওগো নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? সে তাঁহাকে উদ্যানের রক্ষক জ্ঞান করিয়া কহে, মহাশয় যদি এ স্থানহইতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, তবে কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন; আমি তাঁহাকে স্থানান্তর করি। ১৬ যীশু তাহাকে কহেন, ওগো মরিয়ম্। সে ফিরিয়া ইব্রী ভাষাতে তাঁহাকে কহে, রব্বূনি, অর্থাৎ হে গুরো। ১৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে ধরিও না, কেননা এখনও আমি পিতার নিকটে ঊর্দ্ধগমন করি নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্দ্ধগমন করি। ১৮ [তখন] মগ্‌দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিল, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই২ কথা কহিয়াছেন।

১৯ সেই দিনের অর্থাৎ সপ্তাহের ঐ প্রথম দিবসের সন্ধ্যাসময়ে শিষ্যগন যে স্থানে একত্র ছিল, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদিগণের ভয় প্রযুক্ত রুদ্ধ হইলে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ২০ ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আপন হস্তদ্বয় ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন; তখন প্রভুকে দেখিতে পাওয়াতে শিষ্যেরা আনন্দিত হইল। ২১ অনন্তর যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করি। ২২ ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ফুঁ দিয়া কহিলেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। ২৩ তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবা, তাহাদের মোচন হইবে; যাহাদের [পাপ] রাখিবা, তাহাদের রাখা যাইবে।

২৪ এই রূপে যীশু যখন উপস্থিত হইলেন, তখন দ্বাদশের মধ্যে গণিত থোমা অর্থাৎ দিদুমঃ নামক শিষ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল না। ২৫ অতএব অন্য শিষ্যেরা তাহাকে কহিল, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। সে তাহাদিগকে বলিল, আমি যাবৎ তাঁহার দুই হস্তে প্রেকের চিহ্ন দেখিয়া প্রেকের সেই চিহ্নমধ্যে আপন অঙ্গুলি না দিব, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশমধ্যে আপন হস্ত না দিব, তাবৎ কোন ক্রমে বিশ্বাস করিব না।

২৬ তাহার আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগন পুনরায় [গৃহের] ভিতরে ছিল, এবং থোমাও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহাতে দ্বার সকল রুদ্ধ হইলে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ২৭ পরে থোমাকে কহিলেন, এ দিগে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া আমার হস্ত দেখ, এবং তোমার হস্ত বাড়াইয়া আমার কুক্ষিদেশমধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও। ২৮ থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে আমার প্রভো, হে আমার ঈশ্বর! ২৯ যীশু তাহাকে কহিলেন,

থোমা, আমাকে দেখিতে পাওয়াতে কি বিশ্বাস করিলা? যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল, তাহারাই ধন্য।

৩০ যীশু আপন শিষ্যদের সাক্ষাতে আরো অনেক ২ অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম করিলেন; তাহা এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই। ৩১ কিন্তু যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট, ইহা যেন তোমরা বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও' এই নিমিত্তে এ সকল লেখা গিয়াছে।

২১ অধ্যায়।

১ তৎপরে যীশু তিবিরিয়া সমুদ্রের তীরে পুনর্ব্বার শিষ্যদিগের প্রত্যক্ষ হইলেন; সেই প্রত্যক্ষ হওনের বিবরণ এই। ২ শিমোন্ পিতর ও থোমা, অর্থাৎ দিদুমঃ, এবং গালীলীয় কান্নানিবাসি নথনেল, এবং সিবদিয়ের পুত্রদ্বয়, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর দুই জন, ইহারা একত্র ছিল। ৩ শিমোন পিতর তাহাদিগকে কহিল, আমি মৎস্য ধরিতে যাই। তাহারা বলিল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। [তখন] তাহারা বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ নৌকাখানিতে চড়িল, কিন্তু সেই রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিল না। ৪ পরে প্রভাত হইলে যীশু জলের ধারে দাঁড়াইলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, ইহা শিষ্যেরা জানিল না। ৫ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎস সকল, তোমাদের নিকটে কিছু ব্যঞ্জন আছে? তাহারা উত্তর করিল, কিছুই নাই। ৬ তখন তিনি কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল নিক্ষেপ কর, তাহাতে পাইবা। তাহাতে তাহারা নিক্ষেপ করিলে জালে এত মৎস্য পড়িল, যে তাহারা আর তাহা টানিয়া তুলিতে পারিল না। ৭ অতএব যীশুর প্রিয় শিষ্য পিতরকে কহিল, উনি প্রভু। তাহাতে উনি প্রভু, এই কথা শুনিবামাত্র শিমোন্ পিতর উলঙ্গতা প্রযুক্ত গাত্রে গামছা জড়াইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। ৮ কিন্তু অন্য শিষ্যেরা মৎস্যশুদ্ধ জাল টানিতে২ নৌকা বাহিয়া [কূলে] উপস্থিত হইল; কেননা তাহারা কূলহইতে বিস্তর দূর ছিল না, অনুমান দুই শত হস্ত অন্তর ছিল। ৯ স্থলে নামিবামাত্র দেখিল, সে স্থানে প্রজ্বলিত অঙ্গারের অগ্নি, তাহার উপরে মৎস্য এবং রুটী আছে। ১০ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যে মৎস্য এখন ধরিলা, তাহার কিছু আন। ১১ অতএব শিমোন পিতর চড়িয়া এক শত তিপ্পান্নটা বড় মৎস্যেতে পরিপূর্ণ ঐ জাল স্থলে টানিয়া তুলিল, আর এত মৎস্যেতেও জাল ছিঁড়িল না। ১২ পরে যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আইস, আহার কর। তখন আপনি কে? এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে শিষ্যদিগের কাহারও সাহস হইল না; কেননা তিনি যে প্রভু, ইহা তাহারা জ্ঞাত ছিল। ১৩ পরে যীশু আসিয়া ঐ রুটী লইয়া তাহাদিগকে দিলেন, এবং মৎস্যও দিলেন। ১৪ মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলে পর যীশু তখন তৃতীয় বার আপন শিষ্যদিগের প্রত্যক্ষ হইলেন।

১৫ ভোজন সাঙ্গ হইলে পর যীশু শিমোন পিতরকে কহিলেন, ওহে যোনার [পুত্র] শিমোন, ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক প্রেম কর? সে কহিল, হাঁ, প্রভো; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি কহিলেন, আমার মেষশাবকগণকে চরাও। ১৬ পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাহাকে কহিলেন, ওহে যোনার [পুত্র] শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? সে কহিল, হাঁ, প্রভো; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর। ১৭ পরে তিনি তৃতীয় বার তাহাকে কহিলেন, হে যোনার [পুত্র] শিমোন, তুমি কি আমাকে ভাল বাস? তখন তিনি তৃতীয় বার, তুমি কি আমাকে ভাল বাস? এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে পিতর দুঃখিত হইয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি সকলই জানেন; আমি আপনাকে ভাল বাসি, ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার মেষগণকে চরাও। ১৮ সত্য সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, যৌবনকালে তুমি আপনি আপনার কটি বন্ধন করিতা, এবং যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে বেড়াইতা; কিন্তু বৃদ্ধ হইলে পর হস্ত বিস্তার করিবা, এবং অন্য জন তোমার কটি বন্ধন করিয়া যে স্থানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে। ১৯ ফলতঃ কি প্রকার মরণেতে সে ঈশ্বরের গৌরব করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে তিনি এই কথা কহিলেন। এমন বলিলে পর তিনি তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।

২০ অনন্তর পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাত্রিভোজের সময়ে যে জন যীশুর বুকে হেলান দিয়া, প্রভো, কে আপনাকে সমর্পণ করিবে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যীশুর প্রিয় সেই শিষ্য পশ্চাৎ আসিতেছে। ২১ তাহাকে দেখিয়া পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো, উহার কি ঘটিবে? ২২ যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার আগমন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি যদি ইচ্ছা করি, তাহাতে তোমার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ আইস। ২৩ অতএব সে শিষ্য মরিবে না, ভ্রাতৃগণের মধ্যে এমন জনরব হইল; কিন্তু সে মরিবে না, এমন কথা যীশু কহেন নাই; কেবল আমার আগমন পর্য্যন্ত উহার অবস্থিতি যদি আমি ইচ্ছা করি, তাহাতে তোমার কি? ইহামাত্র কহিয়াছিলেন।

২৪ সেই শিষ্য এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে, এবং এই সকল লিখিয়াছে; আর তাহার সাক্ষ্য যে সত্য, ইহা আমরা জানি। ২৫ এতদ্ভিন্ন যীশু আরও অনেক২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক ২ করিয়া লেখা যায়, তবে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে, বোধ হয় জগতেও তাহা ধরে না। আমেন্।

প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ।

১ অধ্যায়।

১ হে থিয়ফিল, পূর্ব্বপ্রস্তাবে আমি যীশুর প্রারব্ধ সকল ক্রিয়ার ও উপদেশের বৃত্তান্ত সেই দিন পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছি, ২ যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মাদ্বারা আজ্ঞা দিয়া স্বর্গে নীত হইলেন। ৩ আপন দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা তাহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইয়াছিলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দর্শন দিতেন, এবং ঈশ্বররাজ্যের কথা কহিতেন। ৪ বিশেষতঃ তাহাদের সহিত মিলিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা যিরূশালেমহইতে অন্যত্র গমন না করিয়া পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার মুখে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষাতে থাক। ৫ কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিত, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইবা। ৬ অপর তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কি এই কালের মধ্যে পুনর্ব্বার ইস্রায়েলের প্রতি রাজ্য বর্ত্তাইবেন ? ৭ তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, যে সকল কাল কি সময় পিতা নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীনে রাখিয়াছেন, তাহা জানিতে তোমাদের অধিকার নাই। ৮ কিন্তু তোমাদিগেতে পবিত্র আত্মার আবেশ করণ ক্রমে তোমরা প্রভাববিশিষ্ট হইয়া যিরূশালেমে এবং সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবা। ৯ এ কথা কহিয়া তিনি তাহাদের সাক্ষাতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং একটা মেঘ [আসিয়া] তাহাদের দৃষ্টিপথহইতে তাঁহাকে হরণ করিল। ১০ তাহারা আকাশের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে তিনি গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে, দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ১১ হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা কি জন্যে আকাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ? ঐ যে যীশু তোমাদের নিকটহইতে স্বর্গে নীত হইলেন, তাঁহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলা, তদ্রূপে তিনি [পুনর্ব্বার] আগমন করিবেন।

১২ তখন তাহারা জৈতুন নামক পর্ব্বতহইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। সেই পর্ব্বত যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী, বিশ্রামবারের পথমাত্র দূর। ১৩ [নগরে] প্রবেশ করিলে পর তাহারা যেখানে বাস করিত, সেই [গৃহের] উপরের কুঠরীতে গেল। তথায় পিতর ও যাকোব ও যোহন ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আল্‌ফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও উদ্‌যোগী শিমোন এবং যাকোবের [ভ্রাতা] যিহূদা, ১৪ ইহারা এবং কতকগুলিন স্ত্রীলোক, ও যীশুর মাতা মরিয়ম ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, এই সকলে একচিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করণে অধ্যবসায়ী রহিল।

১৫ তৎকালের এক দিন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে অর্থাৎ সমাগত ন্যূনাধিক এক শত বিংশতি জনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহিল, ১৬ হে ভ্রাতৃগণ, যে যিহূদা যীশুকে ধরিতে নিযুক্ত লোকদের পথপ্রদর্শক হইল, তাহার বিষয়ে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখদ্বারা শাস্ত্রে যে কথা অগ্রে কহিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধি হওয়া আবশ্যক ছিল। ১৭ ফলতঃ সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে গণিত, এবং এই পরিচর্য্যার অধিকার প্রাপ্ত ছিল। ১৮ সে অধর্ম্মের বেতনদ্বারা একখান ক্ষেত্র লাভ করিল; এবং অধোমুখে ভূমিতে পতিত হইলে তাহার উদর ফাটিয়া যাওয়াতে নাড়ী ভুঁড়ী সকল নির্গত হইল।— ১৯ আর যিরূশালেম নিবাসি সকল লোক তাহা জানিতে পাইয়াছিল, এ জন্য তাহাদের নিজ ভাষায় ঐ ক্ষেত্র হকলদামা অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র এই নাম পাইয়াছে।—২০ বস্তুতঃ গীতপুস্তকে লিখিত আছে, যথা, "তাহার নিবেশ শূন্য হউক, ও তাহাতে "বাসকারী কেহ না থাকুক;" এবং "অন্য ব্যক্তি "তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক।" ২১ অতএব যোহনের বাপ্তিস্ম অবধি আমাদের নিকটহইতে প্রভু যীশুর ঊর্দ্ধে নীত হওনের দিন পর্য্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের কাছে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেন, ২২ তত দিন যাহারা আমাদের সহচর ছিল, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে আমাদের সহিত তাঁহার পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়, ইহা আবশ্যক। ২৩ তখন যাহার উপাধি যুষ্ট, যাহাকে বার্শবা বলিয়া ডাকে, সেই যোষেফ, এবং মত্তথিয়, এই দুই জনকে দাঁড় করাইয়া তাহারা এই রূপ প্রার্থনা করিল, ২৪ হে মনুষ্যমাত্রের চিত্তজ্ঞ প্রভো, যিহূদা নিজ স্থানে প্রয়াণার্থে এই যে পরিচর্য্যা ও প্রেরিতত্ব ছাড়িয়া গিয়াছে, ২৫ তাহার জন্যে তুমি এ দুইয়ের মধ্যে যাহাকে মনোনীত করিয়াছ, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কর। ২৬ পরে উভয়ের জন্যে গুলিবাঁট করিলে মত্তথিয়ের নামে গুলি উঠিল, তাহাতে সে একাদশ প্রেরিতের সহিত গণিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ অপর পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তা-

হারা সকলে একচিত্তে একত্র ছিল; [২] এমত সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের [শব্দবৎ] একটা শব্দ আসিয়া, যে গৃহে তাহারা উপবিষ্ট ছিল, ঐ গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপিল। [৩] পরে বিভজ্যমান অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাহাদের প্রত্যক্ষ হইয়া এক ২ জনের সংকে বসিল। [৪] তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া, আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ উচ্চারণ দান করিলেন, তদনুসারে অন্য২ ভাষাতে কথা কহিতে লাগিল।

[৫] ঐ সময়ে আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত জাতিহইতে [আগত] শ্রদ্ধাশীল যিহুদি লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতেছিল; [৬] তাহাতে ঐ ধ্বনি হইলে বহুলোক সমাগত হইয়া ব্যাকুল হইল, কারণ তাহারা শিষ্যদের মুখে প্রত্যেকে আপন ২ ভাষার কথা শুনিতে পাইল। [৭] ইহাতে সকলে বিস্ময়াপন্ন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ, ঐ যে লোকেরা কথা কহিতেছে, উহারা সকলে কি গালীলীয় লোক নহে? [৮] তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ ২ জন্মদেশীয় ভাষার কথা শুনিতেছি? [৯] পার্থীয় ও মাদীয় ও এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া ও যিহুদিয়া ও কাপ্পদকিয়া ও পন্ত ও আশিয়া [১০] ও ফরুগিয়া ও পম্ফুলিয়া ও মিসরদেশ নিবাসি, এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীনীর নিকটবর্ত্তি অঞ্চলনিবাসি, এবং প্রবাসকারি রোমীয় লোক, অর্থাৎ যিহুদি লোক ও যিহুদিমতাবলম্বি লোক, [১১] এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ ২ ভাষাতে উহাদের মুখে ঈশ্বরের মহৎ কর্ম্ম সকলের প্রসঙ্গ শুনিতেছি। [১২] এই রূপে তাহারা সকলে বিস্ময়াপন্ন ও সন্দিহান হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ইহার ভাব কি? [১৩] কিন্তু অন্য কোন ২ লোক পরিহাস করিয়া কহিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।

[১৪] তখন পিতর একাদশ জনের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে কহিল, হে যিহুদি লোক, হে যিরূশালেম নিবাসি সকল, তোমরা ইহা জ্ঞাত হও, এবং আমার কথায় কর্ণপাত কর। [১৫] কেননা তোমরা যাহা অনুমান করিতেছ, তাহা নয়; ইহারা মদ্যপানে মত্ত নয়, কেননা এখন বেলা এক প্রহর মাত্র। [১৬] কিন্তু এ সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল্ ভাববাদিদ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা, "[১৭] ঈশ্বর কহিতেছেন, "অন্তিমকালে আমি যাবতীয় মর্ত্ত্যের উপরে আ- "পন আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের "পুত্র কন্যাগণ ভাবোক্তি প্রচার করিবে, এবং "তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, ও তোমা- "দের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। [১৮] হাঁ, তৎকালে "আমি আপনার দাস দাসীদিগেতে আপন আত্মা "সেচন করিব, তাহাতে তাহারা ভাবোক্তি প্রচার "করিবে। [১৯] এবং আমি ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে অদ্ভুত "লক্ষণ ও অধঃস্থিত পৃথিবীতে অভিজ্ঞান অর্থাৎ "রক্ত ও অগ্নি ও সধূম বাষ্প দেখাইব। [২০] প্রভুর "ঐ মহৎ ও প্রসিদ্ধ দিনের আগমনের পূর্ব্বে "সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে। "[২১] আর যে কেহ প্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা "করিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।"

[২২] হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই কথাতে অবধান কর। নাসরতীয় যীশু প্রভাবসিদ্ধ কর্ম্ম ও অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞানদ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বরহইতে [প্রেরিতরূপে] প্রতিপন্ন হইয়াছেন, কেননা তোমরা আপনারা জান, তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়া করিয়াছেন। [২৩] সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্ব জ্ঞানানুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে ধরিয়া অধর্ম্মিদের হস্তদ্বারা [ক্রুশে] গাঁথিয়া বধ করিয়াছ। [২৪] কিন্তু ঈশ্বর মৃত্যুর যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন; যেহেতুক তাঁহাকে বশে রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না। [২৫] কারণ দায়ূদ তাঁহার উদ্দেশে ইহা কহেন, "আমি প্রভুকে "নিত্যই সম্মুখে রাখিতাম; কেননা তিনি আমার "দক্ষিণে অবস্থিত, আমি বিচলিত হইব না। "[২৬] তন্নিমিত্ত আমার হৃদয় আনন্দিত ও আমার "জিহ্বা উল্লাসিত হইল; অধিকন্তু আমার শরীরও "আশাযুক্ত হইয়া বিশ্রাম করিবে। [২৭] যেহেতুক "তুমি আমার প্রাণ পাতালে [ফেলিয়া] ত্যাগ "করিবা না, ও নিজ সাধু ব্যক্তিকে ক্ষয় দেখিতে "দিবা না। [২৮] তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত "করিলা, আপন শ্রীমুখের সহবাসে আমাকে "আনন্দে পূর্ণ করিবা।" [২৯] হে ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি নির্ভয়ে তোমাদিগকে কহিতে পারি, যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সমাধিও পাইয়াছেন, আর তাঁহার কবর অদ্যাপি আমাদের নিকটে বিদ্যমান আছে। [৩০] ভাল, তিনি ভাববাদী ছিলেন, এবং খ্রীষ্টকে শরীরের সম্বন্ধে তাঁহার ঔরস ফলহইতে উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহার সিংহাসনে বসাইবার প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর শপথদ্বারা তাঁহার কাছে করিয়াছেন, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন; [৩১] অতএব ভাবিঘটনা দেখিয়া খ্রীষ্টের পুনরুত্থান বিষয়ে সেই কথা কহিলেন, কেননা তিনিই পাতালে পরিত্যক্ত হন নাই, এবং তাঁহারই শরীর ক্ষয় দেখে নাই। [৩২] আর ঈশ্বর তাঁহাকে অর্থাৎ যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা সকলে সাক্ষী আছি। [৩৩] অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তদ্বারা উচ্চপদান্বিত হইয়া পিতার নিকটে পবিত্র আত্মা বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হওয়াতে, সম্প্রতি তোমরা যাহা দেখিতেছ এবং শুনিতেছ, তাহা সেচন করিলেন। [৩৪] কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নাই, কিন্তু আপনি এই কথা কহেন, যথা, [৩৫] "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি

"যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না "করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস।" ৩৬ অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল ইহা অমোঘ বলিয়া জ্ঞাত হউক, যে ঈশ্বর তাঁহাকে, হাঁ, তোমাদের দ্বারা ক্রুশারোপিত সেই যীশুকে প্রভু ও খ্রীষ্ট করিয়াছেন।

৩৭ এই কথা শুনিয়া তাহারা বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পিতরকে এবং অন্য প্রেরিতদিগকে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? ৩৮ তাহাতে পিতর তাহাদিগকে কহিল, মন ফিরাও, এবং প্রত্যেক জন পাপমোচনের নিমিত্তে যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবা। ৩৯ কেননা ঐ প্রতিজ্ঞা তোমাদের প্রতি ও তোমাদের সন্তানগণের প্রতি, এবং যত দূরস্থ লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু আহ্বান করিবেন, সেই সকলের প্রতি বর্ত্তে। ৪০ এতদ্ভিন্ন আর ২ অনেক কথাতে সে প্রমাণ ও প্রবোধ দিয়া কহিল, এই কালের কুটিল লোকহইতে নিস্তার পাইতে যত্ন কর। ৪১ তখন তাহারা আনন্দ পূর্ব্বক তাহার কথা গ্রাহ্য করিয়া বাপ্তাইজিত হইল, তাহাতে সেই দিবসে প্রায় তিন সহস্র প্রাণিদ্বারা [মণ্ডলীর] বৃদ্ধি হইল।

৪২ আর তাহারা প্রেরিতদের উপদেশে ও সহভাগিত্বে ও রুটী ভাঙ্গনে ও প্রার্থনাতে অধ্যবসায়ী ছিল। ৪৩ আর প্রাণিমাত্র ভয়াবিষ্ট হইত, এবং প্রেরিতগণদ্বারা অনেক ২ অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম সাধিত হইত। ৪৪ এবং বিশ্বাসিগণ সকলে এক সঙ্গে থাকিয়া সকলই সাধারণে রাখিত। ৪৫ আর স্থাবর জঙ্গম সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক জনের প্রয়োজনানুসারে অংশ করিয়া সকলকে দিত। ৪৬ আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে মন্দিরে অধ্যবসায়ী ছিল, এবং ঘরে ২ রুটী ভাঙ্গিতে২ উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতাতে খাদ্যের ভাগী হইত; ৪৭ এবং ঈশ্বরের স্তবগান করিত, ও সমস্ত লোকের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইত। এবং প্রভু দিন ২ পরিত্রাণপাত্রদের দ্বারা মণ্ডলীর বৃদ্ধি করিতেন।

৩ অধ্যায়।

১ এক দিন প্রার্থনা করণের সময়ে অর্থাৎ তৃতীয় প্রহর বেলাতে পিতর ও যোহন এক সঙ্গে মন্দিরে যাইতেছিল; ২ এমত সময়ে লোকেরা জন্মখঞ্জ এক মনুষ্যকে বহন করিয়া আনিতেছিল; মন্দিরে প্রবেশকারি লোকদের কাছে ভিক্ষা চাহিবার নিমিত্তে তাহাকে প্রতিদিন মন্দিরের সুন্দর নামক দ্বারে রাখা যাইত। ৩ সে পিতরকে ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া ভিক্ষা পাইবার জন্যে বিনতি করিতে লাগিল। ৪ তাহাতে যোহনের সহিত পিতর তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ৫ তাহাতে সে কিছু পাইবার আশাতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল। ৬ তখন পিতর বলিল, রূপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে উঠিয়া গতায়াত কর। ৭ পরে সে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির চরণ ও গুল্ফ সবল হওয়াতে সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া গতায়াত করিতে লাগিল, ৮ এবং গতায়াত করিতে ২ লম্ফ দিতে ২ ঈশ্বরের স্তবগান করত তাহাদের সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিল। ৯ আর লোক সকল তাহাকে গতায়াত করিতে ও ঈশ্বরের স্তবগান করিতে দেখিল, ১০ এবং মন্দিরের সুন্দর দ্বারে যে বসিয়া ভিক্ষা করিত সে এই, ইহা বলিয়া তাহাকে চিনিল। অতএব তাহার প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে নিতান্ত চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইল। ১১ এবং ঐ যে খঞ্জ সুস্থ হইল, সে পিতরকে ও যোহনকে ধরিয়া থাকাতে লোক সকল অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাদের নিকটে শলোমনের বারাণ্ডাতে দৌড়িয়া আইল।

১২ তাহা দেখিয়া পিতর উত্তর করিয়া লোকসমূহকে কহিল, হে ইস্রায়েল্ লোকেরা, এই ব্যক্তিতে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ? এ যাহাতে চলিতে পারে, এমত কর্ম্ম আমরা নিজ প্রভাবে কি ভক্তিতে করিলাম, ইহা ভাবিয়া কেন বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছ? ১৩ অব্রাহামের ও ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, আপনার সেবক সেই যীশুকে মহিমাপ্রাপ্ত করিলেন, যাঁহাকে তোমরা [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করিয়া, পীলাত যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার বিচারাজ্ঞা করিল, তখন তাহার সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়াছিলা। ১৪ তোমরা সেই পবিত্র ও ধর্ম্মবান ব্যক্তিকে অস্বীকার করিয়া আপনাদের নিমিত্তে এক জন নরহত্যাকারির দান যাচ্ঞা করিয়াছিলা। ১৫ এবং জীবনের আদিকর্ত্তাকে বধ করিয়াছিলা; কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন, ইহার সাক্ষী আমরা আছি। ১৬ আর এই যে মনুষ্যকে তোমরা দেখিতেছ ও চিনিতেছ, ইহাকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাঁহারই নাম বলবান করিয়াছে; তাঁহারই উৎপাদিত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সর্ব্বাঙ্গব্যাপি সুস্থতা দিয়াছে।

১৭ এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি জানি, তোমাদের অধ্যক্ষেরা ও তোমরা অজ্ঞানবশতঃ সেই কর্ম্ম করিয়াছ। ১৮ কিন্তু ঈশ্বর আপনার অভিষিক্ত ব্যক্তির দুঃখভোগের যে কথা আপনার ভাববাদি সকলের প্রমুখাৎ পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, তাহা এই রূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। ১৯ অতএব তোমরা আপন ২ পাপের মার্জ্জনা পাইবার নিমিত্তে অনুতাপ করিয়া পরাবৃত্ত হও; তাহা করিলে প্রভুর সা-

ক্ষাৎহইতে তাপশান্তির সময় উপস্থিত হইবে, ২০ এবং তোমাদের নিমিত্তে পূর্ব্বাবধি নিরূপিত অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা যীশুকে তিনি পাঠাইয়া দিবেন। ২১ কিন্তু ঈশ্বর যুগের আরম্ভাবধি নিজ পবিত্র ভাববাদিগণের প্রমুখাৎ যে সময়ের কথা কহিয়া আসিতেছেন, সকলের সুধারা পুনঃস্থাপনের সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহার স্বর্গবাসী থাকা আবশ্যক। ২২ মোশি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন, যথা, "তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমা-"দের কারণ তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে "আমার সদৃশ এক ভাববাদিকে উৎপন্ন করিবেন, "তিনি তোমাদিগকে যাহা২ কহিবেন, সেই সকলে "তোমরা অবধান করিবা; ২৩ কিন্তু যে কোন "প্রাণী ঐ ভাববাদির বাক্যে অবধান না করিবে, "সে [আপন] লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন "হইবে।" ২৪ আর শমূয়েল প্রভৃতি কালক্রমিক যত ভাববাদী কথা কহিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে এই কালের কথা কহিয়াছেন। ২৫ তোমরা সেই ভাববাদিগণের সন্তান; আর "তোমার বংশে "পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃকুল আশীর্ব্বাদ পাইবে," অব্রাহাম্‌কে এই কথা কহিয়া ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, সেই নিয়মের [অধিকারী] সন্তানও তোমরা আছ। ২৬ প্রথমে তোমাদেরই কারণ ঈশ্বর আপন সেবক যীশুকে উৎপন্ন করিয়া আপন২ খলতাহইতে প্রত্যেকের পরাবর্ত্তনদ্বারা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ এই রূপে তাহারা লোকদের নিকটে কথা কহিতেছে, এমন সময়ে যাজকেরা ও মন্দিরের সেনাপতি এবং সদ্দূকিবর্গ হঠাৎ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, ২ কেননা লোকদের প্রতি তাহাদের উপদেশ দেওনে এবং মৃতগণের পুনরুত্থান যীশুতে জ্ঞাত করণে তাহারা ব্যথিত ছিল। ৩ এবং তাহাদিগকে ধরিয়া দিন অবসান প্রযুক্ত পরদিবস পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া রাখিল। ৪ তথাপি যে সকল লোক [প্রভুর] বাক্য শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিল; তাহাতে [বিশ্বাসিদের] সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র পুরুষ হইল।

৫ পরদিবসে লোকদের অধ্যক্ষেরা ও প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণ ৬ এবং হানন মহাযাজক ও কায়াফা এবং যোহন ও সিকন্দর ইত্যাদি মহাযাজকীয় গোষ্ঠী সকলে যিরূশালেমে একত্র হইল। ৭ তাহারা ঐ দুই জনকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ক্ষমতাতে বা কি নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ? ৮ তখন পিতর পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে কহিল, হে লোকদের অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ, ৯ এই দুর্ব্বল মনুষ্যের উপকার করণ বিষয়ে যদি অদ্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কিসে সে সুস্থ হইয়াছে, ১০ তবে সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক ও তোমরা সকলে ইহা জ্ঞাত হও, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, অর্থাৎ যিনি তোমাদের দ্বারা ক্রুশারোপিত কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে সুস্থ [শরীরে] দাঁড়াইয়া আছে। ১১ গাঁথকেরা যে তোমরা, তোমাদের দ্বারা নিরাকৃত যে প্রস্তর কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল, সে তিনি। ১২ এবং অন্য কাহারো নিকটে পরিত্রাণ নাই; বস্তুতঃ আকাশমণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত অন্য কোন নামও নাই, যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়।

১৩ তখন পিতরের ও যোহনের সাহস দেখিয়া, এবং তাহারা অবিদ্বান্ সামান্য লোক, ইহা বুঝিয়া [প্রাচীনবর্গ] আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং তাহারা যীশুর সঙ্গী ছিল, বলিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারিল। ১৪ পরন্তু ঐ আরোগ্যপ্রাপ্ত মনুষ্যকে তাহাদের সঙ্গে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোন আপত্তি করিতে পারিল না। ১৫ পরে তাহাদিগকে সভাহইতে বাহিরে যাইতে আজ্ঞা দিয়া পরস্পর এই পরামর্শ করিতে লাগিল, ১৬ সেই মনুষ্যদিগকে কি করিব? কেননা তাহাদের কর্ত্তৃক একটা প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম যে করা গিয়াছে, তাহা যিরূশালেমনিবাসি সকলের প্রত্যক্ষ, এবং আমরা তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। ১৭ কিন্তু প্রজা লোকদের মধ্যে ইহা যেন উত্তরোত্তর ব্যাপিয়া না যায়, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে শক্ত ভর্ৎসনা করিয়া আর কোন মনুষ্যকে এই নামে কিছু বলিতে নিষেধ করিব। ১৮ তদনন্তর তাহারা তাহাদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, [ইহার পর] যীশুর নামে কদাচ কোন কথা উচ্চারণ করিও না, এবং কোন উপদেশও দিও না। ১৯ কিন্তু পিতর ও যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বরের আজ্ঞা অপেক্ষা তোমাদের আজ্ঞা মান্য করা ঈশ্বরের গোচরে বিহিত কি না, তাহা বিবেচনা কর। ২০ আমরা তো যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা যে না বলি, এমত হইতে পারে না। ২১ আর যাহা ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত লোক সকল ঈশ্বরের প্রশংসা করিতেছিল; অতএব লোকভয় বশতঃ তাহাদিগকে দণ্ড দিবার পথ না পাওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিল। ২২ কেননা সেই আরোগ্যদানরূপ অভিজ্ঞান যে ব্যক্তিতে হইয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের অধিক ছিল।

২৩ এই রূপে নিষ্কৃতি পাইয়া তাহারা আপন সঙ্গিদের নিকটে গিয়া, প্রধান যাজকগণ ও প্রাচীনবর্গ তাহাদিগকে যাহা২ কহিয়াছিল, তাহা সকলই জানাইল। ২৪ তাহা শুনিয়া সকলে একচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে এই প্রার্থনা

করিতে লাগিল, হে নাথ, তুমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, ২৫ তোমার সেবক আমাদের পিতা দায়ূদের প্রমুখাৎ তুমি পবিত্র আত্মাদ্বারা এই কথা কহিয়াছ, যথা, "পরজাতীয়েরা কেন কলহ করে? "ও জনবৃন্দগণ কেন অনর্থক চিন্তা করে? ২৬ প্র-"ভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির "বিপরীতে ভূপতিরা দণ্ডায়মান হইল, ও শাসন-"কর্ত্তৃগণ সভাস্থ হইল।" ২৭ কেননা বাস্তবিক তোমার অভিষিক্ত পবিত্র সেবক যীশুর প্রতিকূলে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত এবং পরজাতীয় লোক ও ইস্রায়েলের জনবৃন্দগণ সকলে এই নগরে একত্র হইয়া ২৮ তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণাদ্বারা পূর্ব্বাবধি নিরূপিত কর্ম্ম করিয়াছে। ২৯ অতএব এখন, হে প্রভো, উহাদের ভর্ৎসনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহস পূর্ব্বক তোমার বাক্য কহিতে দেও; ৩০ বিশেষতঃ তোমার পবিত্র সেবক যীশুর নামে আরোগ্যদানার্থে এবং অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শনার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর। ৩১ এই রূপে প্রার্থনা করিলে যে স্থানে তাহারা সভাস্থ ছিল, সেই স্থান কাঁপিতে লাগিল; এবং সকলে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া সাহস পূর্ব্বক ঈশ্বরের বাক্য কহিতে লাগিল।

৩২ আর বিশ্বাসি লোকসমূহ একচিত্ত ও একমনা ছিল; তাহাদের কেহ আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই আপনার নিজস্ব জ্ঞান করিত না, কিন্তু তাহাদের সকলই সাধারণে থাকিত। ৩৩ আর প্রেরিতেরা মহাক্ষমতাতে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিত, এবং তাহাদের সকলের প্রতি মহা অনুগ্রহ বর্ত্তিত। ৩৪ বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কেহই দীনহীন ছিল না; কারণ যাহারা বাটী ভূম্যাদির অধিকারী, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া, যখন যাহা বিক্রীত হইত, তখন তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিত; ৩৫ পরে যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে তদনুসারে দত্ত হইত। ৩৬ এই রূপে কুপ্র উপদ্বীপে জাত যোশি নামক লেবীয় লোক, যাহাকে প্রেরিতেরা বার্নব্বা বলিয়া ডাকিত,—এই নামের তাৎপর্য্য প্রবোধের সন্তান,—সে এক খণ্ড ভূমির অধিকারী হওয়াতে ৩৭ তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল।

৫ অধ্যায়।

১ কিন্তু অননিয় নামে এক জন আপন স্ত্রী সাফীরার সম্মতিতে ভূমি বিক্রয় করিয়া ২ আপন স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের এক অংশ আত্মসাৎ করিয়া কিয়দংশ আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল। ৩ তাহাতে পিতর কহিল, হে অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোমাকে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যাকথা কহিতে এবং ভূমির মূল্যহইতে কিছু আত্মসাৎ করিয়া রাখিতে [প্রবৃত্ত করিয়াছে]? ৪ ঐ ভূমি থাকিতে কি তোমার ছিল না? এবং বিক্রীত হইলে পর তাহার মূল্য কি তোমার নিজ অধিকারে ছিল না? তবে এমত কর্ম্ম আপনার হৃদ্গত কেন করিলা? তুমি মনুষ্যদের কাছে মিথ্যাকথা কহিলা এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কহিলা। ৫ এই বাক্য শুনিবামাত্র অননিয় ভূমিতে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; তাহাতে শ্রোতা সকলের বড় ভয় জন্মিল। ৬ পরে যুববর্গ উঠিয়া তাহার দেহ সুসজ্জ করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া সমাধি দিল।

৭ পরে প্রায় এক প্রহর গত হইলে তাহার স্ত্রীও উপস্থিতা হইল, কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা সে জ্ঞাত ছিল না। ৮ তাহাতে পিতর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বল দেখি, তোমরা সেই ভূমি কি এত টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিলা? সে বলিল, হাঁ, এত টাকাতেই বটে। ৯ তাহাতে পিতর তাহাকে কহিল, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিতে কেন একপরামর্শ হইয়াছ? দেখ, যাহারা তোমার স্বামিকে সমাধি দিয়াছে তাহারা দ্বারে পদার্পণ করিতেছে, এবং তোমাকেও বাহিরে লইয়া যাইবে। ১০ তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল; পরে ঐ যুবগণ ভিতরে আসিয়া তাহাকেও মৃতা দেখিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামির পার্শ্বে সমাধি দিল। ১১ তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই কথা শুনিল, সকলে অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

১২ আর প্রেরিতদের হস্তদ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক ২ অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ প্রদর্শিত হইত; এবং [তাহারা] সকলে একচিত্তে শলোমনের বারাণ্ডাতে একত্র হইত। ১৩ কিন্তু অন্য লোকদের মধ্যে তাহাদের অনুষঙ্গী হইতে কাহারও সাহস হইত না, তথাপি লোকেরা তাহাদিগকে সমাদর করিত। ১৪ আর উত্তরোত্তর অনেক ২ স্ত্রী ও পুরুষ বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর প্রজারূপে গ্রাহ্য হইত। ১৫ অধিক কি? পিতর আইলে ন্যূনকল্পে তাহার ছায়া যেন কাহার ২ গাত্রে লাগে, এই আশয়ে লোকেরা পীড়িতদিগকে বাহিরে আনিয়া ডুলিতে ও খট্টাতে করিয়া চকে ২ রাখিত। ১৬ এবং চতুর্দ্দিক্স্থ নগরহইতেও অনেক লোক রোগিদিগকে এবং অশুচি আত্মাদ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে যিরূশালেমে আনিয়া সমাগত হইত, আর সেই সকলকে সুস্থ করা যাইত।

১৭ পরে মহাযাজক এবং তাহার সকল সহচর অর্থাৎ সদ্দূকি লোকদের দল উঠিয়া ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া ১৮ প্রেরিতদিগকে ধরিয়া সাধারণ কারাগারে বদ্ধ রাখিল। ১৯ কিন্তু রাত্রিযোগে প্রভুর দূত কারাগারের দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, ২০ তোমরা গিয়া

মন্দিরে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে এই জীবনদায়ক বচন সকল কহ। ২১ ইহা শুনিয়া তাহারা রাত্রি-প্রভাত কালে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সহচরগণের সহিত মহাযাজক আসিয়া মহাসভাকে এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে ডাকিয়া একত্র করিয়া কারাগারহইতে তাহাদিগকে আনাইবার নিমিত্তে লোক পাঠাইল। ২২ তাহাতে পদাতিকেরা গমন করিয়া কারাগারে তাহাদিগকে না পাওয়াতে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল, ২৩ আমরা দেখিলাম, কারাগার সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ, এবং দ্বার সকলের বাহিরে রক্ষকেরা দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু দ্বার খুলিলে ভিতরে কাহাকেও পাইলাম না। ২৪ এই কথা শুনিয়া মহাযাজক ও মন্দিরের সেনাপতি এবং প্রধান যাজকেরা, ইহার পরিণাম কি হইবে, ভাবিয়া তাহাদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইল। ২৫ ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিল, দেখ, তোমরা যে মনুষ্যদিগকে কারাগারে রাখিয়াছিলা, তাহারা মন্দিরে দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছে। ২৬ তখন ঐ সেনাপতি পদাতিকগণকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আনিল, [কিন্তু] বলেতে নয়, কেননা তাহা করিলে লোকেরা আমাদিগকে প্রস্তর মারিবে, ইহা ভয় করিল। ২৭ অপর তাহারা তাহাদিগকে আনিয়া মহাসভার মধ্যে দাঁড় করাইলে মহাযাজক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ২৮ এই নামে উপদেশ দিতে আমরা কি দৃঢ়রূপে তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের মস্তকে বর্ত্তাইতে মানস করিতেছ। ২৯ তাহাতে পিতর এবং অন্য প্রেরিতেরা উত্তর করিল, মনুষ্যদের আজ্ঞা পালন অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা উচিত। ৩০ আমাদের পৈতৃক ঈশ্বর সেই যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাকে তোমরা দণ্ডকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া নষ্ট করিয়াছ। ৩১ আর ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনঃপরিবর্ত্তন ও পাপমোচন দান করণার্থে তাঁহাকেই অধিপতি ও ত্রাণকর্ত্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা উচ্চপদান্বিত করিয়াছেন। ৩২ আর এই সকল কথার বিষয়ে আমরা তাঁহার সাক্ষী আছি, এবং ঈশ্বর আপনার আজ্ঞাবহদিগকে যে পবিত্র আত্মা দিয়াছেন তিনিও সাক্ষী আছেন।

৩৩ এ কথা শুনিয়া তাহারা রুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ৩৪ কিন্তু মহাসভাতে উপস্থিত এক জন ফরীশী, অর্থাৎ গমলীয়েল নামা যে ব্যবস্থার অধ্যাপক সকল লোকের নিকটে মান্য ছিল, সে উঠিয়া প্রেরিতদিগকে ক্ষণের নিমিত্তে বাহির করিবার আজ্ঞা দিল, ৩৫ পরে উহাদিগকে বলিল, হে ইস্রায়েল্ লোকেরা, সেই মনুষ্যদের বিষয়ে তোমরা কি করিবা, তাহাতে সাবধান হও। ৩৬ কেননা ইহার পূর্ব্বে থূদা নামে এক জন উপস্থিত হইয়া আপনাকে বড় মানুষ করিয়া বলিয়াছিল, এবং প্রায় চারি শত লোক তাহার পক্ষ হইয়াছিল; পরে সে হত হইল, এবং তাহার আজ্ঞাগ্রাহী যত লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া অপদার্থ হইল। ৩৭ সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা উৎপন্ন হইয়া অনেক প্রজা লোককে আপনার পশ্চাৎ অপক্রান্ত করিল; কিন্তু সেও বিনষ্ট হইল, এবং তাহার আজ্ঞাগ্রাহী যত লোক, সকলে ছিন্নভিন্ন হইল। ৩৮ অতএব এখন তোমাদের প্রতি আমার কথা এই, তোমরা ঐ মনুষ্যদের প্রতি ক্ষান্ত হইয়া তাহাদিগকে বারণ করিও না; কেননা এই মন্ত্রণা কিম্বা এই ব্যাপার যদি মনুষ্যহইতে হইয়া থাকে, তবে লুপ্ত হইয়া পড়িবে; ৩৯ কিন্তু যদি ঈশ্বরহইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগের লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, বরঞ্চ তোমরা ঈশ্বরেরও সহিত যুদ্ধকারী হইয়া পড়িবা, ইহার সম্ভাবনা আছে। ৪০ তখন তাহারা তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিল, এবং প্রেরিতদিগকে ডাকাইয়া প্রহার করাইয়া যীশুর নামে কোন কথা কহিতে নিষেধ করত ছাড়িয়া দিল। ৪১ তাহাতে [তাঁহার] নামের নিমিত্তে অপমানগ্রস্ত হইবার যোগ্যপাত্র গণ্য হওয়াতে আহ্লাদিত হইয়া তাহারা মহাসভার সাক্ষাৎহইতে প্রস্থান করিল। ৪২ পরে প্রতিদিন মন্দিরে এবং ঘরে২ উপদেশ দিতে ও যীশু যে খ্রীষ্ট, ইহা বলিয়া [তাঁহার] সুসমাচার প্রচার করিতে ক্লান্ত হইল না।

৬ অধ্যায়।

১ ঐ সময়ে শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে, দৈবসিক উপকারে আপনাদের বিধবা লোকদের উপেক্ষা হইতেছে, বলিয়া গ্রীক ভাষা ব্যবহারিরা ইব্রীয় লোকদের বিপক্ষে বচসা করিতে লাগিল। ২ তখন দ্বাদশ প্রেরিত শিষ্যসমূহকে একত্র ডাকিয়া কহিল, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য [প্রচার] ত্যাগ করিয়া মেজের পরিচর্য্যা করি, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। ৩ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে সুখ্যাত্যাপন্ন এবং পবিত্র আত্মাতে ও বিজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ সাত জনকে নিশ্চয় কর; তাহাদিগকে আমরা এই কার্য্যের ভার দিব। ৪ কিন্তু আমরা প্রার্থনা করণে ও বাক্যের পরিচর্য্যাতে অধ্যবসায়ী থাকিব।

৫ এই কথায় সমাগত লোকসমূহের প্রীতি হওয়াতে তাহারা বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ স্তিফান নামক এক জনকে, এবং ফিলিপ ও প্রখর ও নীকানর ও তীমোন ও পার্মিনা এবং যিহূদি মতাবলম্বি আন্তিয়খিয়ার নিকলায়, এই সাত জনকে মনোনীত করিয়া প্রেরিতগণের সম্মুখে দাঁড় করাইল, ৬ তাহাতে তাহারা প্রার্থনা করিয়া

তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিল। [৭] অপর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপিয়া গেল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইল; বিশেষতঃ যাজকদের মধ্যেও অনেক লোক বিশ্বাসপূর্ব্বক আজ্ঞাবহ হইল।

[৮] আর স্তিফান অনুগ্রহে ও প্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে নানা প্রকার অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞানরূপ মহৎ কর্ম্ম করিত। [৯] তাহাতে যাহাকে লিবর্ত্তীনদের সমাজ বলে, তাহার কএক জন, এবং কুরীনীয় ও সিকন্দরীয় লোকদের এবং কিলিকিয়া ও আশিয়াদেশীয়দের [সমাজভুক্ত] কতক লোক উঠিয়া স্তিফানের সহিত বাদানুবাদ করিল। [১০] কিন্তু স্তিফান যে বিজ্ঞতাতে এবং আত্মার গুণে কহিত, তাহার প্রতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না। [১১] পরে কএক জনকে প্রস্তুত করিলে তাহারা এই কথা কহিল, আমরা তাহার মুখে মোশির এবং ঈশ্বরের নিন্দাকথা শুনিলাম। [১২] এই রূপে প্রজা লোকদিগের ও প্রাচীনবর্গের ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের উত্তেজনা করিয়া তাহারা তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক ধরিয়া মহাসভাতে লইয়া গেল। [১৩] এবং কতক জন মিথ্যা সাক্ষিকে আনিলে তাহারা কহিল, এই ব্যক্তি এই পবিত্র স্থানের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা কহিতে ক্লান্ত হয় না। [১৪] ফলতঃ ঐ নাসরতীয় যীশু এই স্থান উচ্ছিন্ন করিবে, এবং মোশিদ্বারা আমাদের কাছে সমর্পিত রীতি সকল অন্যথা করিবে, এমন কথা আমরা ইহার মুখে শুনিয়াছি। [১৫] তখন মহাসভাতে উপবিষ্ট সকলে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার মুখ স্বর্গদূতের মুখের তুল্য দেখিল।

৭ অধ্যায়।

[১] পরে মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিল, কেমন? এই কথা কি সত্য? [২] তাহাতে সে কহিল, হে ভ্রাতারা ও পিতারা, শুন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহাম হারণে বসতি করণের পূর্ব্বে যে সময়ে মিসপতামিয়া দেশে ছিলেন; [৩] তৎকালে প্রতাপের ঈশ্বর তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "তুমি স্বদেশ- "হইতে ও আপন জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যহইতে নি- "র্গত হইয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, "সেই দেশে চল।" [৪] তখন তিনি কল্‌দীয়দের দেশ ত্যাগ করিয়া হারণে বসতি করিলেন; অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর ঈশ্বর তাঁহাকে তথাহইতে অন্য স্থানে, অর্থাৎ যে দেশে তোমরা এখন বাস করিতেছ এই দেশে আনিলেন। [৫] কিন্তু তাহার মধ্যে তাঁহাকে কিছুমাত্র অধিকার দিলেন না, এক পদ পরিমিত ভূমিও [দিলেন] না; আর তৎকালে তাঁহার সন্তানও ছিল না, তথাপি অধিকারার্থে তাঁহাকে ও তাঁহার ভাবিবংশকে তাহা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। [৬] ঈশ্বর এই রূপ আরও কহিলেন, "তোমার বংশ পরদেশে প্রবাস "করিবে, এবং তদ্দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে "দাস করিয়া চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের "প্রতি দৌরাত্ম্য করিবে।" [৭] এবং ঈশ্বর এ কথাও কহিলেন, "তাহারা যে জাতির দাস হইবে, আমি "তাহার বিচার করিব; তৎপরে তাহারা বহির্গত "হইয়া এই স্থানে আমার আরাধনা করিবে।" [৮] এবং তিনি তাঁহাকে ত্বক্‌ছেদের নিয়মও দিলেন; আর এই রূপে তিনি ইস্‌হাক্‌কে জন্ম দিলে পর অষ্টম দিবসে তাঁহার ত্বক্‌ছেদ করিলেন; ঐ ইস্‌হাক্‌ যাকোবের প্রতি, এবং যাকোব্‌ [আমাদের] দ্বাদশ পিতৃকুলপতির প্রতি তাহাই করিলেন।

[৯] ঐ পিতৃকুলপতিরা যোষেফের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া মিসরদেশে নীত হওনার্থে তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, [১০] এবং সকল ক্লেশহইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, এবং মিসরদেশের রাজা ফরৌণের সাক্ষাতে অনুগ্রহ ও বিজ্ঞতা প্রদান করিলেন, তাহাতে সে তাঁহাকে মিসরদেশের ও আপন সমস্ত গৃহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিল। [১১] সেই সময়ে সমস্ত মিসর ও কনান দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে বড় দুর্দ্দশা ঘটিল, বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ভক্ষ্যদ্রব্য পাইতে পারিলেন না। [১২] কিন্তু মিসরদেশে শস্য আছে, ইহা শুনিয়া যাকোব্‌ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রথম বার [মিসরে] পাঠাইলেন। [১৩] পরে দ্বিতীয় বার গমনে যোষেফ্‌ আপন ভ্রাতাদের পরিচিত হইলেন, এবং ফরৌণের কাছে যোষেফের জ্ঞাতি ব্যক্ত হইল। [১৪] পরে যোষেফ্‌ [ভ্রাতৃগণকে] পাঠাইয়া আপন পিতা যাকোবকে এবং আপন জ্ঞাতি সকলকে অর্থাৎ পঁচাত্তর জনকে আপনার নিকটে আহ্বান করিলেন। [১৫] তাহাতে যাকোব মিসরে নামিয়া গিয়া আপনি এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সে স্থানে মরিলেন। [১৬] পরে তাঁহাদের দেহ শিখিমে নীত হইয়া, যে কবরস্থান অব্রাহাম রৌপ্যমূল্য দিয়া শিখিমের [পিতা] হমোরের পুত্রদিগের নিকটে ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্থাপিত হইল।

[১৭] পরে ঈশ্বর অব্রাহামের নিকটে শপথ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা ফলিবার সময় সন্নিকট হইলে লোকেরা মিসরে বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুসংখ্যক হইল। [১৮] অবশেষে যোষেফকে জানে নাই, এমন আর এক রাজা উৎপন্ন হইল; [১৯] সে আমাদের জাতির প্রতি ধূর্ত্ততা করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিল, বিশেষতঃ তাহাদের শিশু সকলকে জীবিত থাকিতে না দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করাইত। [২০] সেই সময়ে মোশি জন্মিলেন। তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোহর ছিলেন, এবং তিন মাস পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে পালিত হইলেন। [২১] পরে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইলে ফরৌণের কন্যা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আপনার

পুত্র করিয়া প্রতিপালন করিলেন। ২২ তাহাতে মোশি মিস্রীয়দের যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষিত এবং বাক্যে ও ক্রিয়াতে ক্ষমতাপন্ন হইলেন। ২৩ অপর তাঁহার প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নিজ ভ্রাতৃগণের অর্থাৎ ইস্রায়েলের সন্তানগণের তত্ত্বাবধারণ করণের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়াকাশে উঠিল। ২৪ পরে [তাহাদের] এক জনের প্রতি অন্যায় করা যাইতেছে দেখিয়া তাহার উপকারী হইয়া মিস্রীয় ব্যক্তিকে আঘাত করণদ্বারা ঐ ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিলেন। ২৫ আর তিনি অনুমান করিতেছিলেন, আমার হস্তদ্বারা ঈশ্বর আমার ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার করিতেছেন, ইহা তাহারা বুঝিবে; কিন্তু তাহারা বুঝিল না। ২৬ তাহার পরদিনে তাহাদের পরস্পর মারামারি হইলে তিনি তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মিলন করাইবার চেষ্টা করত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এক জন অন্যের ভ্রাতা, পরস্পর অন্যায় কর কেন? ২৭ তাহাতে প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় করিতেছিল যে ব্যক্তি, সে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল, তোকে শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? ২৮ কল্য যেমন ঐ মিস্রীয় লোককে বধ করিলি, তেমনি কি আমাকেও বধ করিতে চাহিস্? ২৯ এই কথা প্রযুক্ত মোশি পলায়ন করিয়া মিদিয়ন দেশে প্রবাসী হইলেন; এবং সে স্থানে তাঁহার দুই পুত্র জন্মিল। ৩০ পরে চল্লিশ বৎসর সমাপ্ত হইলে সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে প্রভুর দূত একটা [প্রজ্বলিত] ঝোপের অগ্নিশিখাতে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ৩১ মোশি তাহা দেখিয়া অদ্ভুত দর্শন জ্ঞান করিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্তে নিকটে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রতি প্রভুর এই বাণী হইল, ৩২ "আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, ফলতঃ "অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকো- "বের ঈশ্বর।" তাহাতে মোশি ত্রাসযুক্ত হওয়াতে নিরীক্ষণ করিতে সাহস করিলেন না। ৩৩ পরে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার পদহইতে "পাদুকা খুলিয়া ফেল; কেননা তুমি যে স্থানে দাঁ- "ড়াইয়া আছ, সে পবিত্র ভূমি। ৩৪ আমি অব- "লোকন করিয়া মিসরে স্থিত আপন প্রজা লোক- "দের উপদ্রব দেখিলাম, এবং তাহাদের আর্ত্তস্বর "শুনিলাম, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে না- "মিয়া আইলাম; অতএব এখন আইস, আমি "তোমাকে মিসরে পাঠাই।" ৩৫ [হাঁ,] তোকে শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া কে নিযুক্ত করিয়াছে? এই কথা বলিয়া তাহারা যে মোশিকে অস্বীকার করিয়াছিল, ঈশ্বর ঝোপে তাঁহাকে দর্শনদাতা দূতের সহকারে তাঁহাকেই শাসনকর্ত্তা ও মুক্তিদাতা করিয়া পাঠাইলেন। ৩৬ তিনিই মিসরে ও লোহিত সমুদ্রে ও প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নানাবিধ অদ্ভুত লক্ষণ ও অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম সাধন করিয়া তাহাদিগকে বহির্গত করিয়া আনিলেন। ৩৭ সেই মোশি ইস্রায়েলের সন্তানগণকে এই কথা কহিয়াছেন, যথা, "তোমা- "দের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের কারণ তোমাদের ভ্রাতৃ- "গণের মধ্যহইতে আমার সদৃশ এক জন ভাববা- "দিকে উৎপন্ন করিবেন, তাঁহার বাক্যে তোমরা "অবধান করিবা।" ৩৮ আর প্রান্তরে মণ্ডলীর মধ্যে সেই মোশি সীনয় পর্ব্বতে আপনার সহিত আলাপকারি দূতের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে দিবার নিমিত্তে জীবনময় বচনকলাপ পাইয়াছিলেন। ৩৯ তথাপি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার আজ্ঞাবহ হইতে অসম্মত হইল, এবং তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া মনে২ পুনরায় মিসরদেশের দিগে ফিরিয়া ৪০ হারোণকে কহিল, "আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আমাদের "নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মিসরদেশ- "হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল যে "মোশি, তাহার প্রতি কি ঘটিল, তাহা আমরা "জানি না।" ৪১ আর সেই সময়ে তাহারা একটা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া সেই মূর্ত্তির উদ্দেশে বলিদান করিতে ও আপনাদের হস্তকৃত বস্তুতে আমোদ করিতে লাগিল। ৪২ তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাদিগকে আকাশের বাহিনী পূজা করিতে দিলেন; যে রূপ ভাববাদিগণের গ্রন্থে লেখা আছে, যথা, "হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা "প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কি আমার উদ্দেশে "বলিদান ও হোমাদি উৎসর্গ করিয়াছ? ৪৩ বরং "মোলকের তাম্বু ও আপনাদের রিম্ফন্ নামে "দেবতার তারা, এই যে মূর্ত্তি ভজনার্থে নির্ম্মাণ "করিয়াছিলা, তাহা তুলিয়া বহন করিয়াছ। "অতএব আমি তোমাদিগকে নির্ব্বাসার্থে বাবি- "লের ওদিগে গমন করাইব।"

৪৪ আর যিনি মোশিকে তাঁহার দৃষ্ট আদর্শানুসারে এক তাম্বু নির্ম্মাণ করিতে কহিয়াছিলেন, তাঁহার আজ্ঞাতে সেই সাক্ষ্যের তাম্বু প্রান্তরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যবর্ত্তী থাকিল। ৪৫ পরে যিহোশূয়ের সমভিব্যাহারি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে তাহা পাইয়া পরজাতীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করণ কালে তাহা সঙ্গে করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সাক্ষাৎহইতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিরস্ত লোকদের দেশে আনিয়া দায়ূদের সময় পর্য্যন্ত রক্ষা করিল। ৪৬ ঐ দায়ূদ্ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া যাকোবের ঈশ্বরের নিমিত্তে এক আবাসের আবিষ্কার যাচ্ঞা করিলেন; ৪৭ কিন্তু শলোমন তাঁহার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ৪৮ তথাপি যিনি পরাৎপর, তিনি হস্তকৃত [নিবাসে] বাস করেন না। এতদ্বিষয়ে ভাববাদী কহেন, যথা, ৪৯ "প্রভু ক- "হেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন, ও পৃথিবী আমার "পাদপীঠ; তবে তোমরা আমার নিমিত্তে কিরূপ

"গৃহ নির্ম্মাণ করিবা? আমার বিশ্রামার্থক স্থান "বা কোথায়? ৫০ এ সকল বস্তু কি আমার হস্তকৃত "নয়?"

৫১ হে শক্তগ্রীব এবং অচ্ছিন্নত্বক্ হৃদয় ও কর্ণবিশিষ্ট লোক সকল, তোমরা সর্ব্বদা পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করিতেছ; তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন, তোমরাও তেমনি। ৫২ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ ভাববাদিকে তাড়না না করিয়াছে? হাঁ, যাঁহারা ঐ ধর্ম্মবানের ভাবি আগমন জ্ঞাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে তাহারা বধ করিয়াছিল; এবং তোমরা এখন তাঁহারই বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হইয়াছ। ৫৩ আর স্বর্গদূতগণের আদেশক্রমে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা পালন কর নাই।

৫৪ এই কথা শ্রবণে তাহারা হৃদয়ে রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি দন্তকিড়িমিড়ি করিল। ৫৫ কিন্তু সে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ঈশ্বরের প্রতাপ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুকে দেখিতে পাইয়া ৫৬ কহিল, দেখ, আমি স্বর্গ খোলা ও মনুষ্যপুত্রকে ঈশ্বরের দক্ষিণে দণ্ডায়মান দেখিতেছি। ৫৭ তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া আপন ২ কর্ণ রুদ্ধ করিয়া একচিত্তে বেগে তাহাকে আক্রমন করিল। ৫৮ এবং তাহাকে নগরহইতে বাহির করিয়া প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল; এবং সাক্ষিগণ আপন ২ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শৌল নামে এক যুবলোকের চরণের নিকটে রাখিল। ৫৯ এই রূপে তাহারা স্তিফানকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল, ইতিমধ্যে সে উচ্চরবে প্রার্থনা করত কহিল, হে প্রভো যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। ৬০ পরে হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে প্রভো, ইহাদের এই পাপ গণনা করিও না। ইহা বলিয়া সে নিদ্রাগত হইল। আর শৌল তাহার হত্যা করণে অনুমোদন করিতেছিল।

৮ অধ্যায়।

১ সেই দিনে যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড় তাড়না উৎপন্ন হইল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ ব্যতীত অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ২ তথাপি কএক জন শ্রদ্ধাশালি লোক স্তিফানের সমাধি করিয়া তাহার নিমিত্তে মহাবিলাপ করিল। ৩ কিন্তু শৌল ঘরে ২ প্রবেশ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষগণকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে সমর্পণদ্বারা মণ্ডলীর মহা উৎপাত করিতে লাগিল।

৪ তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইল, তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত সুসমাচাররূপ বাক্য প্রচার করিল। ৫ বিশেষতঃ ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া সকলের কাছে খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতে লাগিল। ৬ আর লোকসমূহ একচিত্তে ফিলিপের বাক্যে মনোযোগ করিল, কেননা সে অভিজ্ঞানরূপ যে২ কর্ম্ম করিত, তাহার কথা তাহারা শুনিত, কিম্বা আপনারা তাহা দেখিত; ৭ ফলতঃ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোকহইতে আত্মা সকল উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া নির্গত হইল, এবং অনেক ২ পক্ষাঘাতি ও খঞ্জ লোক সুস্থ হইল; ৮ তাহাতে ঐ নগরে মহানন্দ হইল।

৯ পূর্ব্বাবধি সেই নগরে শিমোন্ নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে আপনাকে কোন মহাপুরুষ বলিয়া মায়াক্রিয়া করিত ও শমরীয় জাতির চমৎকার জন্মাইত; ১০ তাহাতে এ ব্যক্তি ঈশ্বরের মহতী নাম্নী শক্তি, ইহা বলিয়া ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলে তাহাতে মনোযোগ করিত। ১১ তাহারা যে তাহাতে মনোযোগ করিত, তাহার কারণ এই, যে বহুকালাবধি তাহারা [তাহার] মায়াক্রিয়াতে চমৎকারাপন্ন হইয়াছিল। ১২ কিন্তু যখন ঈশ্বরের রাজ্য এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচারকারি ফিলিপের কথাতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল, তখন স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার লোক বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। ১৩ এবং শিমোন আপনিও বিশ্বাস করিল, এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে অধ্যবসায়ী থাকিল; এবং প্রভাবের নানা মহৎ কর্ম্ম ও নানা অভিজ্ঞানের প্রদর্শন দেখিতে পাওয়াতে চমৎকৃত হইল।

১৪ অপর শমরীয় লোকেরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া যিরূশালেমস্থ প্রেরিতগণ পিতরকে ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিল। ১৫ তখন তাহারা গিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিল, যেন তাহারা পবিত্র আত্মাকে পায়। ১৬ কেননা তদবধি তাহারা প্রভু যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিতমাত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারো উপরে পবিত্র আত্মার পতন হয় নাই। ১৭ অনন্তর ঐ প্রেরিতেরা তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা পবিত্র আত্মাকে পাইল। ১৮ এই রূপে প্রেরিতদিগের হস্তার্পণদ্বারা পবিত্র আত্মার বিতরণ হইতেছে, ইহা দেখিয়া সেই শিমোন তাহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, ১৯ আমাকেও এই ক্ষমতা দেও, যেন আমি কোন ব্যক্তির মস্তকে হস্তার্পণ করিলে সে পবিত্র আত্মাকে পায়। ২০ কিন্তু পিতর তাহাকে কহিল, তোমার রূপা তোমার সঙ্গে বিনাশগ্রস্ত হউক, যেহেতুক ঈশ্বরের দান টাকাতে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলা। ২১ এই বাক্যে তোমার অংশ কি অধিকার কিছুই নাই; কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমার হৃদয় সরল নয়। ২২ অতএব তোমার এই দুঃস্বভাবহইতে মন ফিরাও; এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, সাধ্য হইলে যেন তোমার হৃদয়ের এই কল্পনার ক্ষমা পাও; ২৩ কেননা আমি দেখিতেছি, তুমি কটুকাটব্যরূপ পিত্তে ও অধর্ম্মরূপ বন্ধনে পড়িয়া

আছ। [২৪] তখন শিমোন কহিল, তোমাদের উক্ত কোন কথা আমাতে যেন না ফলে, এই নিমিত্তে তোমরাই আমার জন্যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। [২৫] অনন্তর তাহারা সাক্ষ্য দিয়া প্রভুর বাক্য কহিলে পর যিরূশালেমে ফিরিয়া যাইতে ২ শমরীয়-দের অনেক গ্রামে সুসমাচার প্রচার করিল।

[২৬] পরে প্রভুর দূত ফিলিপের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া দক্ষিণ দিগে যিরূশালেমহইতে নিভৃত দিয়া যে পথ ঘসাতে গিয়াছে, সেই পথে গমন কর। [২৭] তাহাতে সে উঠিয়া [তথায়] গমন করিল; অপর দেখ, কূশ-দেশীয় এক জন নপুংসক [তথায় ছিল]; সে কূশীয় লোকদের কান্দাকী রাজ্ঞীর অমাত্য ও তা-হার সমস্ত সম্পত্তির অধ্যক্ষ। সে ভজনা করণার্থে যিরূশালেমে গমন করিয়া তথাহইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল, [২৮] এবং আপন রথে বসিয়া যিশা-য়াহ ভাববাদির গ্রন্থ পাঠ করিতেছিল। [২৯] তাহাতে আত্মা ফিলিপকে কহিলেন, নিকটে গিয়া ঐ রথের সঙ্গ ধর। [৩০] অতএব ফিলিপ দৌড়িয়া নিকটে গিয়া শুনিল, সে যিশায়াহ ভাববাদির গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; অনন্তর সে কহিল, যাহা পাঠ করি-তেছ, তাহা কি বুঝিতে পার? [৩১] তাহাতে সে কহিল, আহা, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে সে ফিলিপকে আপনার কাছে উঠিয়া বসিতে নিবেদন করিল। [৩২] শাস্ত্রের যে প্রকরণ সে পাঠ করিতেছিল, তাহা এই, "তিনি হত হওনের জন্যে মেষের ন্যায় নীত "হইলেন, হাঁ, লোমচ্ছেদকের সম্মুখে নীরব মেষ-"শাবকের ন্যায় তিনি মুখ খুলেন না। [৩৩] তাঁহার "দীনতায় বিচার বিপরীত হইল, এবং তাঁহার "সমকালীন লোকদের বর্ণনা কে করিতে পারে? "যেহেতুক তাঁহার জীবন পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন "হইল।" [৩৪] ইহাতে সেই নপুংসক ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করিল, নিবেদন করি, ভাববাদী কাহার বিষয়ে এই কথা কহেন? আপনার, কিম্বা অন্য কা-হারো বিষয়ে? [৩৫] তাহাতে ফিলিপ আপন মুখ খুলিয়া শাস্ত্রের সেই প্রকরণ অবধি করিয়া যীশু বিষয়ক সুসমাচার তাহাকে জানাইল। [৩৬] এই রূপে পথে যাইতে ২ তাহারা কোন জলাশয়ের নি-কটে উপস্থিত হইল; তাহাতে নপুংসক কহিল, এই দেখ, জল আছে; আমার বাপ্তাইজিত হওনের বাধা কি? [৩৭] ফিলিপ কহিল, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস কর, তবে বাধা নাই। তাহাতে সে উত্তর করিয়া কহিল, যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি। [৩৮] পরে সে রথ স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা করিলে, ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিল, এবং ফিলিপ তাহাকে বাপ্তাইজ করিল। [৩৯] অনন্তর উভয়ে জলের মধ্যহইতে উঠিলে পর প্রভুর আত্মা ফিলিপ-কে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন; তদবধি নপুং-সক আর তাহাকে দেখিতে পাইল না, বস্তুতঃ সে আনন্দ করত আপন পথে চলিয়া গেল। [৪০] কিন্তু ফিলিপ অস্‌দোদ নগরে আবিষ্কৃত হইল, পরে নগরে ২ ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে ২ শেষে কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইল।

৯ অধ্যায়।

[১] প্রভুর শিষ্যদের প্রতি ভর্ৎসনা ও প্রাণনাশ তখনও শৌলের নিশ্বাসপ্রশ্বাস ছিল, তজ্জন্য সে মহাযাজকের নিকটে যাইয়া [২] দম্মেশকস্থ সমাজ সকলের প্রতি পত্র যাচ্ঞা করিল, যেন সেই পথা-বলম্বি স্ত্রী কি পুরুষ যে ২ লোককে পায়, তাহা-দিগকে ধরিয়া বান্ধিয়া যিরূশালেমে আনে। [৩] পরে যাইতে ২ যখন দম্মেশকের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন অকস্মাৎ আকাশহইতে আলো তাহার চারি দিক্ দেদীপ্যমান করিল। [৪] তাহাতে সে ভূমিতে পড়িয়া এক বাণী শুনিতে পাইল, তাহা তাহাকে কহিল, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করি-তেছ? [৫] তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কে? প্রভু কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই যীশু; কন্টকের মুখে পদা-ঘাত করা তোমার দুষ্কর। [৬] তখন সে কম্পবান ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার ইচ্ছা কি? আমি কি করিব? প্রভু কহিলেন, উঠিয়া নগরে প্রবেশ কর, তাহাতে তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে। [৭] আর তাহার সঙ্গি পথিকেরা অবাক্ হইয়া রহিল, কেননা তাহারা ঐ রব শুনিল বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। [৮] পরে শৌল ভূমিহইতে উঠিল, কিন্তু চক্ষু মেলিলে পর কিছুই দেখিতে পাইল না; অতএব তাহারা তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে দম্মেশকে লইয়া গেল। [৯] আর সে তিন দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিহীন থা-কিয়া ভোজন পান করিল না।

[১০] ঐ দম্মেশকে অননিয় নামে এক জন শিষ্য ছিল। প্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে অননিয়। তাহাতে সে উত্তর করিল, হে প্রভো, এই দেখুন, আমি উপস্থিত আছি। [১১] তখন প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া সোজা নামক সড়কে গিয়া যিহূদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে, [১২] এবং অননিয় নামে এক জন আ-সিয়া দৃষ্টি প্রদানার্থে তাহার উপরে হস্তার্পণ করে, এমত দর্শন পাইয়াছে। [১৩] তাহাতে অননিয় উত্তর করিল, হে প্রভো, সেই ব্যক্তি যিরূশালেমে তো-মার পবিত্র লোকদের প্রতি কত হিংসা করিয়াছে, তাহা আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি। [১৪] এবং এই স্থানেও যত লোক তোমার নাম ডাকিয়া প্রা-র্থনা করে, সেই সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা সে প্রধান যাজকদের নিকটে পাইয়াছে। [১৫] কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা পর-

জাতিগণের ও রাজগণের ও ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহন করিবার নিমিত্তে সে আমার মনোনীত পাত্র। ১৬ আর আমার নামের নিমিত্তে তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব। ১৭ অনন্তর অননিয় চলিয়া গিয়া সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কহিল, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু অর্থাৎ যিনি তোমার আগমনকালে পথিমধ্যে তোমাকে দর্শন দিলেন, সেই যীশু আমাকে পাঠাইলেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। ১৮ অনন্তর তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষুহইতে এক প্রকার আঁইষ খসিয়া পড়িল, তাহাতে সে একেবারে দেখিতে পাইল, এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইল; ১৯ পরে আহার করিয়া বল প্রাপ্ত হইল।

২০ অনন্তর শৌল কএক দিন পর্য্যন্ত দম্মেশকস্থ শিষ্যগণের সঙ্গে থাকিয়া অবিলম্বে যাবতীয় সমাজগৃহে যীশুর কথা, অর্থাৎ তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র, এই কথা প্রচার করিতে লাগিল। ২১ তাহাতে শ্রোতা সকল চমৎকৃত হইয়া কহিল, এ কি সেই ব্যক্তি নহে, যে যিরূশালেমে এই নামে প্রার্থনাকারি সকলকে উৎপাটন করিত, এবং এমত লোকদিগকে বন্ধন করিয়া প্রধান যাজকদের নিকটে লইয়া যাইবার নিমিত্তেই এ স্থানে আসিয়াছে? ২২ কিন্তু শৌল উত্তরোত্তর ক্ষমতাপন্ন হইয়া, যীশু যে খ্রীষ্ট ইহার প্রমাণ দিয়া দম্মেশকনিবাসি যিহূদি লোকদিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিল।

২৩ অপর বহু দিন অতিবাহিত হইলে যিহূদি লোকেরা তাহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিল; ২৪ কিন্তু শৌল তাহাদের কুমন্ত্রণা অবগত হইল। আর তাহারা তাহাকে বধ করিবার চেষ্টাতে নগরদ্বার সকলও দিবারাত্রি রক্ষা করিত। ২৫ শেষে শিষ্যগণ তাহাকে লইয়া রাত্রিযোগে একটি ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীর দিয়া নামাইয়া দিল।

২৬ পরে শৌল যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের অনুষঙ্গী হইতে চেষ্টা করিল; আর সকলে তাহাহইতে ভীত ছিল, এবং সে যে শিষ্য, ইহা প্রত্যয় করিত না। ২৭ তখন বার্ণব্বা তাহাকে ধরিয়া প্রেরিতদের নিকটে লইয়া গেল, এবং পথের মধ্যে সে কি রূপে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তিনি যে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, এবং সে দম্মেশকে যীশুর নামে কেমন সাহস পূর্ব্বক কথা কহিয়াছিল, এ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জ্ঞাত করিল। ২৮ তাহাতে শৌল যিরূশালেমে তাহাদের সঙ্গে ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করত ২৯ প্রভু যীশুর নামে সাহস পূর্ব্বক কথা কহিতে লাগিল। বিশেষতঃ গ্রীক ভাষা ব্যবহারি লোকদের সহিত কথোপকথন ও বাদানুবাদ করিত; কিন্তু তাহারা তাহাকে বধ করিতে হস্তক্ষেপ করিল। ৩০ ইহা জানিতে পাইয়া ভ্রাতৃগণ তাহাকে কৈসরিয়াতে লইয়া গিয়া তথাহইতে তার্ষ নগরে পাঠাইয়া দিল।

৩১ তখন যিহূদিয়া ও গালীল ও শমরিয়া দেশের সর্ব্বত্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রভুর ভীতিতে চলিতে২ শান্তি ভোগ করিতেছিল, এবং পবিত্র আত্মার আশ্বাস প্রদানক্রমে বহুসংখ্যক হইতেছিল।

৩২ তখন পিতর সকলের নিকটে ভ্রমণ করাতে লুদ্দা নিবাসি পবিত্র লোকদের নিকটেও উপস্থিত হইল। ৩৩ সেই স্থানে পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আট বৎসরাবধি শয্যাগত ঐনিয় নামে এক মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পিতর তাহাকে কহিল, ৩৪ হে ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন, তুমি উঠিয়া আপনার জন্যে শয্যা পাত। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ উঠিল। ৩৫ তখন লুদ্দা ও শারোণ নিবাসি সকল লোক তাহাকে দেখিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল।

৩৬ আর যাফোতে টাবিথা অর্থাৎ দর্কা [হরিণী] নামে এক শিষ্যা বাস করিত; সে দানাদি সৎক্রিয়াতে পূর্ণা ছিল, ৩৭ কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে তাহার পীড়া হইলে প্রাণ বিয়োগ হইল। তাহাতে লোকেরা তাহাকে ধৌত করিয়া উপরিস্থ কুঠরীতে শয়ন করাইয়া রাখিল। ৩৮ কিন্তু উক্ত লুদ্দা যাফোর নিকটবর্ত্তী, অতএব পিতর লুদ্দাতে আছে, শুনিয়া শিষ্যগণ তাহার কাছে দুই জন মনুষ্যকে পাঠাইয়া বিনতি করিল, আপনি আমাদের এ স্থান পর্য্যন্ত আসিতে শৈথিল্য করিবেন না। ৩৯ তাহাতে পিতর উঠিয়া তাহাদের সহিত চলিল; তথায় উপস্থিত হইয়া সেই উপরিস্থ কুঠরীতে নীত হইলে বিধবা সকল তাহার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইল, এবং ঐ দর্কা যাবৎ তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমানা ছিল, তাবৎ অঙ্গরক্ষক প্রভৃতি যত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, রোদন করিতে২ সেই সকল বস্ত্র দেখাইতে লাগিল। ৪০ কিন্তু পিতর সকলকে বাহির করিয়া হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিল; পরে দেহের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল টাবিথে, উঠ; তাহাতে সে চক্ষু মেলিল, এবং পিতরকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। ৪১ পরে পিতর তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া পবিত্র লোক ও বিধবাদিগকে ডাকিয়া তাহাকে জীবিত দেখাইল। ৪২ এই কথা যাফোর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হওয়াতে অনেক২ লোক প্রভুতে বিশ্বাস করিল। ৪৩ তাহাতে পিতর অনেক দিন যাফোতে থাকিয়া শিমোন নামক এক চামারের বাটীতে বাস করিল।

১০ অধ্যায়।

১ তৎকালে কৈসরিয়াতে ইতালীয় নামক সৈন্যদলভুক্ত এক জন শতপতি ছিল; তাহার নাম কর্ণীলিয়। ২ সে সপরিবারে ভক্ত ও ঈশ্বরহইতে ভীত ছিল, এবং [যিহূদি] লোকদের প্রতি বিস্তর

দান করিত, এবং নিরন্তর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিত। ৩ এক দিন প্রায় তৃতীয় প্রহর বেলার সময়ে সে দর্শন পাইয়া স্পষ্টরূপে দেখিল, যেন ঈশ্বরের এক দূত তাহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে কর্ণীলিয়। ৪ তাহাতে সে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ভীত হইয়া কহিল, হে প্রভো, কি হইল? তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, তোমার প্রার্থনা ও দান সকল স্মরণীয়রূপে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল; ৫ আর এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাও; ৬ সে সমুদ্রতীরস্থ শিমোন নামে এক চামারের বাটীতে প্রবাস করিতেছে। তোমার যাহা২ কর্ত্তব্য, তাহা সে তোমাকে বলিবে। ৭ কর্ণীলিয়ের সহিত আলাপকারি দূত প্রস্থান করিলে পর সে আপন দাসদের মধ্যে দুই জনকে এবং আপনার [সেবাতে] অধ্যবসায়ি সেনাগণের মধ্যে এক জন ভক্ত সেনাকে ডাকিয়া ৮ সকলই বুঝাইয়া দিয়া যাফোতে পাঠাইল।

৯ পরদিবসে তাহারা পথে যাইতে২ উক্ত নগরের নিকটে উপস্থিত হইতেছিল, ইতিমধ্যে পিতর দুই প্রহর বেলার সময়ে প্রার্থনা করিবার নিমিত্তে ছাতের উপরে গেল। ১০ অনন্তর তাহার ক্ষুধা লাগিলে সে আহার করিতে বাঞ্ছা করিল। কিন্তু লোকেরা যাবৎ অন্ন প্রস্তুত করিল, তাবৎ সে অভিভূত হইয়া ১১ দেখিল, স্বর্গ খোলা হইয়াছে, এবং একখান বড় চাদরের মত কোন পাত্র আপনার প্রতি নামিয়া আসিতেছে; তাহা চারি কোণে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নামান যাইতেছে, ১২ আর তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভূচর চতুষ্পদ ও সরীসৃপ জন্তু ও আকাশের পক্ষী আছে। ১৩ পরে তাহার প্রতি এমন বাণী হইল, উঠ, পিতর, বধ করিয়া ভোজন কর। ১৪ কিন্তু পিতর উত্তর করিল, হে প্রভো, এমন না হউক; আমি কখন কোন অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি সামগ্রী ভোজন করি নাই। ১৫ তাহাতে আর বার তাহার প্রতি এই বাণী হইল, ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা অব্যবহার্য্য করিয়া বলিও না। ১৬ এই রূপ তিন বার হইল, পরে অকস্মাৎ ঐ পাত্র পুনর্ব্বার স্বর্গে আকর্ষিত হইয়া গেল।

১৭ পিতর সেই যে দর্শন পাইয়াছিল, তাহার ভাব কি, এ বিষয়ে মনে২ সন্দেহ করিতেছিল, ইতিমধ্যে দেখ, কর্ণীলিয়কর্তৃক প্রেরিত ঐ মনুষ্যেরা শিমোনের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া ১৮ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পিতর নামে বিখ্যাত শিমোন কি এখানে প্রবাস করেন? ১৯ তাহাতে পিতর তখনও সেই দর্শনের অনুচিন্তা করিলে আত্মা তাহাকে কহিলেন, দেখ, কএক জন পুরুষ তোমার অন্বেষণ করিতেছে; ২০ গাত্রোত্থান করিয়া নাম, এবং তাহাদের সহিত গমন কর, সন্দেহ করিও না, কারণ আমিই তাহাদিগকে প্রেরণ করিলাম। ২১ তাহাতে পিতর নামিয়া কর্ণীলিয়ের প্রেরিত সেই লোকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, দেখ, যাহার অন্বেষণ করিতেছ, আমি সেই ব্যক্তি। তোমরা কি নিমিত্তে আইলা? ২২ তাহারা উত্তর করিল, কর্ণীলিয় নামক শতপতি, যিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরের ভয়কারি লোক এবং সমস্ত যিহূদি জাতির নিকটে সুখ্যাত্যাপন্ন, তিনি যেন আপনাকে ডাকাইয়া নিজ গৃহে আনিয়া আপনকার মুখে কথা শুনেন, কোন পবিত্র দূতের নিকটে এমন আদেশ পাইয়াছেন। ২৩ তখন পিতর তাহাদিগকে ভিতরে আসিতে বলিয়া আতিথ্য ব্যবহার করিল, এবং পরদিবসে উঠিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিল; আর যাফোনিবাসি ভ্রাতৃগণের মধ্যে কএক জনও তাহার সঙ্গে গমন করিল।

২৪ তাহার পরদিনে যখন তাহারা কৈসরিয়াতে প্রবেশ করিল, তখন কর্ণীলিয় আপন জ্ঞাতিবর্গ ও আত্মীয় বন্ধু সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া তাহাদের অপেক্ষাতে ছিল। ২৫ পরে পিতরের প্রবেশ করণ কালে কর্ণীলিয় তাহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাহার চরণে পড়িয়া ভজনা করিল। ২৬ কিন্তু পিতর তাহাকে উঠাইয়া কহিল, দাঁড়াও; আমিও মনুষ্য। ২৭ পরে তাহার সহিত আলাপ করিতে২ প্রবেশ করিয়া দেখিল, অনেক লোক সমাগত হইয়াছে। ২৮ তখন সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা জান, অন্যজাতীয় লোকের অনুষঙ্গী কিম্বা নিকটস্থ হওয়া যিহূদি লোকের কত অবিধেয়; কিন্তু কোন মনুষ্যকে অপবিত্র কিম্বা অশুচি জ্ঞান করা অনুচিত, ইহা ঈশ্বর আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ২৯ এই নিমিত্তে আহূত হইলে কোন আপত্তি না করিয়া [এই স্থানে] আইলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্যে আমাকে ডাকাইলা? ৩০ তখন কর্ণীলিয় কহিল, অদ্য চারি দিন হইল, আমি এত বেলা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তৃতীয় প্রহর বেলাতে নিজ গৃহমধ্যে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে, দেখ, তেজোময় বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিলেন, ৩১ হে কর্ণীলিয়, তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগোচর হইল, এবং তোমার দান সকল তাঁহার স্মরণ হইল। ৩২ অতএব যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাও; সে সমুদ্রতীরে শিমোন নামে এক চামারের বাটীতে প্রবাস করিতেছে; সে আসিয়া তোমাকে কথা কহিবে। ৩৩ এই নিমিত্তে আমি তৎক্ষণাৎ আপনকার নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলাম; আপনি আসিয়াছেন, ইহা উত্তম করিয়াছেন। অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত আছি; ঈশ্বর আপনাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিব।

৩৪ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিল, সত্য, আমি

বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না, [৩৫] কিন্তু যাবতীয় জাতির মধ্যে যে জন তাঁহাকে ভয় করত ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়। [৩৬] [তোমরা জান,] তিনি ইস্রায়েলের সন্তানগণের নিকটে এক বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন; তাহা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সন্ধি হওনের সুসমাচার। তিনিই সকলের প্রভু। [৩৭] যোহনকর্ত্তৃক বাপ্তিস্মের ঘোষণা হইলে পর যে কথা গালীল্ অবধি সমুদয় যিহূদিয়াতে ব্যাপিয়া গেল, সে সকল তোমরা জান; [৩৮] ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, বিশেষতঃ তিনি কি রূপে ঈশ্বরকর্ত্তৃক পবিত্র আত্মাতে ও প্রভাবে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্থানে২ ভ্রমণ করত উপকার করিতেন, এবং শয়তানদ্বারা উপদ্রুত সকল লোককে সুস্থ করিতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। [৩৯] আর তিনি যিহূদীয়দের জনপদে ও যিরূশালেমে যাহা২ করিয়াছেন, আমরা সেই সকলের সাক্ষী আছি। লোকেরা তাঁহাকে দণ্ডকাষ্ঠে টাঙ্গাইয়া বধ করিল; [৪০] কিন্তু তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন, এবং প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন। [৪১] সকল লোকের প্রত্যক্ষ এমন নয়, কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত সাক্ষিদের প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ মৃতদের মধ্যহইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে পর তাঁহার সহিত ভোজন পান করিয়াছি যে আমরা, আমাদেরই প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন। [৪২] আর তিনি জীবিত ও মৃত উভয় লোকদের বিচারকর্ত্তৃরূপে ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যক্তি, এই কথা লোকদের নিকটে ঘোষণা করিতে ও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন। [৪৩] তাঁহার পক্ষে ভাববাদিরা সকলে এমত সাক্ষ্য দিতেছেন, যে তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন পায়।

[৪৪] পিতরের এই কথা কহন কালে যত লোক বাক্য শ্রবণ করিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। [৪৫] তখন পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইয়াছে দেখিয়া পিতরের সহিত আগত ঐ বিশ্বাসি ছিন্নত্বক্ লোক সকল বিস্ময়াপন্ন হইল। [৪৬] কেননা তাহাদের কর্ণগোচরেই উহারা নানা ভাষাতে কথা কহিতেছিল, ও ঈশ্বরের মহিমা স্বীকার করিতেছিল। [৪৭] তখন পিতর উত্তর করিল, এই যে লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেহ কি জল বারণ করিয়া ইহাদের বাপ্তিস্ম নিষেধ করিতে পারে? [৪৮] পরে সে প্রভুর নামে তাহাদিগের বাপ্তাইজিত হইবার আজ্ঞা দিল। অনন্তর সে যেন তাহাদের সহিত কিছু দিন থাকে, তাহারা এমত বিনতি করিল।

১১ অধ্যায়।

[১] তখন পরজাতীয় লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, এই সমাচার প্রেরিতেরা এবং যিহূদিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ শুনিতে পাইল। [২] পরে পিতর যিরূশালেমে উঠিয়া আইলে ছিন্নত্বক্ লোকেরা তাহার সহিত বিবাদ করিয়া [৩] কহিল, তুমি অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছ। [৪] তাহাতে পিতর তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া কহিতে লাগিল, [৫] যাফো নগরে আমি এক দিন প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে অভিভূত হইয়া দর্শন পাইয়া বড় চাদরের মত কোন পাত্র নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাহা চারি কোণে [বদ্ধ হইয়া] আকাশহইতে নামান যাইতেছিল, এবং আমার নিকট পর্য্যন্ত আইল। [৬] পরে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া নিরীক্ষণ করত তন্মধ্যে ভূচর চতুষ্পদ [গ্রাম্য] ও বন্য পশু ও সরীসৃপ জন্তু ও আকাশের পক্ষী সকল দেখিতে পাইলাম; [৭] এবং "উঠ, পিতর, বধ করিয়া ভোজন কর," আমার প্রতি এই বাক্যবাদি বাণীও শুনিতে পাইলাম। [৮] তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, এমন না হউক; যেহেতুক অব্যবহার্য্য কিম্বা অশুচি কোন সামগ্রী কখনো আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় নাই। [৯] কিন্তু দ্বিতীয় বার আকাশবাণী হইয়া এমত প্রত্যুত্তর করিল, "ঈশ্বর যাহা শুচি করিয়াছেন, তুমি তাহা অব্যবহার্য্য বলিও না।" [১০] তিন বার এই রূপ হইল, পরে সে সমস্ত পুনর্ব্বার আকাশে আকর্ষিত হইয়া গেল। [১১] আর দেখ, তৎক্ষণাৎ কৈসরিয়াহইতে আমার নিকটে প্রেরিত তিন জন আসিয়া যে বাটীতে আমি ছিলাম, তথায় উপস্থিত হইল। [১২] এবং আত্মা আমাকে নিঃসন্দেহে তাহাদের সহিত যাইতে আজ্ঞা করিলেন। আর এই ছয় জন ভ্রাতাও আমার সহিত গমন করিল। [১৩] পরে আমরা সেই মনুষ্যের গৃহে প্রবেশ করিলে সে আমাদের নিকটে এই নিবেদন করিল, আমি এক দূতের দর্শন পাইয়াছি, তিনি আমার গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আমাকে কহিলেন, যাফোতে লোক পাঠাইয়া পিতর নামে বিখ্যাত শিমোনকে ডাকাও; [১৪] তাহাতে যাহাদ্বারা তোমার ও তোমার সমস্ত পরিবারের পরিত্রাণ হইবে, এমন কথা সে তোমাকে বলিবে। [১৫] পরে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে যেমন আদিতে আমাদের উপরে পবিত্র আত্মার পতন হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের উপরেও হইল। [১৬] তাহাতে "যোহন জলে বাপ্তাইজ "করিত, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত "হইবা," এই যে কথা প্রভু কহিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মরণ হইল। [১৭] অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলে পর যদি আমাদিগকে এবং সেই লোকদিগকে ঈশ্বর সমান বর দান করিলেন, তবে আমি কে, যে ঈশ্বরকে নিবারণ করিতে পারি? [১৮] ইহা শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করত কহিল, তবে ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীবনাবহ মনঃপরিবর্ত্তন দান করিয়াছেন।

[19] ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষ্যে ঘটিত ক্লেশ প্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া ও কুপ্র ও আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া কেবল যিহুদি লোকদের নিকটে [ঈশ্বরের] বাক্য প্রচার করিত। [20] কিন্তু তাহাদের মধ্যে কএক জন কুপ্রীয় ও কুরীনীয় লোক ছিল; আন্তিয়খিয়াতে আইলে ইহারা গ্রীক লোকদের নিকটে প্রভু যীশু বিষয়ক সুসমাচারের কথা কহিতে লাগিল। [21] আর প্রভুর হস্ত তাহাদের সহকারী ছিল, এবং অনেক২ লোক বিশ্বাসী হইয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। [22] পরে তাহাদের কথা যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর কর্ণগোচর হইলে তাহারা আন্তিয়খিয়া পর্য্যন্ত যাইতে বার্ণব্বাকে প্রেরণ করিল। [23] তাহাতে সে তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখিয়া আনন্দ করিল; এবং হৃদয়ের একাগ্রতা পূর্ব্বক প্রভুর আশ্রয়ে স্থির থাকিতে সকলকে আশ্বাস দিল; [24] যেহেতুক সে সাধু লোক এবং পবিত্র আত্মাতে ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময়ে অনেক লোকদ্বারা প্রভুর প্রজাগণের বৃদ্ধি হইল।

[25] পরে বার্ণব্বা শৌলের অন্বেষণ করিতে তার্ষে গমন করিল, এবং তাহাকে পাইয়া আন্তিয়খিয়াতে আনিল। [26] তদুত্তরে তাহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর মণ্ডলীতে একত্র হইত, এবং অনেক লোককে উপদেশ দিত। এবং প্রথমে ঐ আন্তিয়খিয়াতে শিষ্যদের খ্রীষ্টীয়ান এই নাম চলিত হইল।

[27] সেই সময়ে কএক জন ভাববাদী যিরূশালেমহইতে আন্তিয়খিয়াতে আগমন করিল। [28] তাহাদের মধ্যে আগাব নামে এক জন উঠিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র মহাদুর্ভিক্ষ হইবে, ইহা আত্মার আবেশে জানাইল। আর ক্লৌদিয় কৈসরের অধিকারসময়ে তাহাই ঘটিল। [29] তাহাতে শিষ্যেরা প্রতি জন স্ব২ সঙ্গতি অনুসারে [উপকাররূপ] পরিচর্য্যা করণার্থে যিহুদিয়ানিবাসি ভ্রাতৃগণের কাছে কিছু প্রেরণ করিতে স্থির করিল; [30] এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও করিয়া বার্ণব্বার ও শৌলের হস্তদ্বারা প্রাচীনবর্গের নিকটে অর্থ পাঠাইয়া দিল।

১২ অধ্যায়।

[1] তৎকালে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কএক জনের হিংসা করণে হস্তক্ষেপ করিল; [2] বিশেষতঃ যোহনের সহোদর যাকোবকে খড়্গাঘাতে বধ করাইল। [3] এবং ইহাতে যিহুদিদের প্রীতি জন্মিল দেখিয়া সে তদ্রূপ পিতরকেও ধরিল। তৎকালে খাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্বের সময় ছিল। [4] সে তাহাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ করিয়া চারি সেনাচতুষ্টয়ের নিকটে রক্ষার্থে সমর্পণ করিল, কেননা নিস্তারপর্ব্ব গত হইলে প্রজা লোকদের সাক্ষাতে তাহাকে উপস্থিত করিতে তাহার মানস ছিল। [5] এই রূপে পিতর কারাবদ্ধ থাকিল, কিন্তু তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে একাগ্র প্রার্থনা মণ্ডলীদ্বারা হইতেছিল। [6] পরে হেরোদ যে দিনে তাহাকে বাহিরে আনাইবে, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে পিতর দুই জন সেনার মধ্যস্থানে দুই শৃঙ্খলেতে বদ্ধ হইয়া নিদ্রাগত ছিল, এবং বাহিরে দ্বারের নিকটে কএক জন প্রহরী কারাগার রক্ষা করিতেছিল; [7] এমন সময়ে দেখ, প্রভুর দূত উপস্থিত হইলেন, এবং গৃহমধ্যে আলো প্রকাশ পাইল। সেই দূত পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিলেন, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; তাহাতে তাহার হস্তহইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল। [8] পরে সেই দূত তাহাকে কহিলেন, কটি বাঁধিয়া পায়েতে খড়ম দেও। সে তাহা করিলে পর দূত তাহাকে কহিলেন, গাত্রে বস্ত্র দিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। [9] তাহাতে সে বাহির হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল; কিন্তু দূতের সেই কর্ম্ম যে বাস্তবিক, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিল না, বরঞ্চ আমি কোন দর্শন পাইতেছি, এমন বোধ করিল। [10] পরে তাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরিদল পশ্চাৎ ফেলিয়া যে লৌহনির্ম্মিত দ্বার দিয়া নগরে যাওয়া যায়, তন্নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার কবাট তাঁহাদের সম্মুখে আপনি খুলিয়া গেল; তাহাতে তাঁহারা নির্গত হইয়া এক সড়কের শেষ পর্য্যন্ত গমন করিলে পর অকস্মাৎ ঐ দূত পিতরকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। [11] তখন পিতর চেতন পাইয়া কহিল, এখন আমি নিশ্চয় জানিলাম, প্রভু নিজ দূতকে প্রেরণ করিয়া হেরোদের হস্তহইতে এবং যিহুদি লোকদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন।

[12] এমত বুঝিয়া সে মার্ক নামে বিখ্যাত যে যোহন, তাহার মাতা মরিয়মের বাটীর দিগে চলিয়া গেল; সেই স্থানে অনেকে একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছিল। [13] অপর পিতর বহির্দ্বারের কবাটে আঘাত করিলে রোদা নাম্নী এক দাসী শুনিতে আইল। [14] এবং পিতরের স্বর জানিয়া আনন্দ বশতঃ দ্বার খুলিল না, কিন্তু ভিতরে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। [15] তাহারা তাহাকে কহিল, তুমি ক্ষিপ্তা হইয়াছ; কিন্তু সে দৃঢ়রূপে বলিতে লাগিল, না, এমনি হইয়াছে বটে। তখন তাহারা কহিল, তবে তাহার দূত হইবে। [16] ইতিমধ্যে পিতর আঘাত করিতে থাকিল; তখন তাহারা দ্বার খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। [17] তাহাতে সে নীরব হইবার সঙ্কেতার্থে তাহাদের প্রতি হস্ত নাড়িয়া প্রভু কি রূপে তাহাকে কারাগারহইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, তাহার বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল; অনন্তর তোমরা যাকোব প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে এই সমাচার দিবা, ইহা বলিয়া বাহির হইয়া স্থানান্তরে গমন করিল। [18] দিন হইলে পর, পিতর কি হইল, বলিয়া সেনাগণের মধ্যে বড় উদ্বেগ

হইল। [১৯] পরে হেরোদ তাহার অনুসন্ধান করিয়া উদ্দেশ না পাওয়াতে রক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিল; অনন্তর সে যিহূদিয়াহইতে নামিয়া গিয়া কৈসরিয়াতে অবস্থিতি করিল।

[২০] তৎকালে সে সোর ও সীদোন দেশীয় লোকদের প্রতি কুপিত ছিল, কিন্তু তাহারা একচিত্তে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং রাজার শয়নাগারাধ্যক্ষ ব্লাস্তকে আপনাদের সপক্ষ করিয়া সন্ধি যাচ্ঞা করিল, কারণ রাজার দেশহইতে তাহাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী সকল আসিত। [২১] অতএব এক নিরূপিত দিবসে হেরোদ রাজবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের প্রতি বক্তৃতা করিল। [২২] তাহাতে পৌরসমাজ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, এ ঈশ্বরের বাণী, মানুষের নহে। [২৩] তখন হেরোদ ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিল না, এই জন্যে প্রভুর দূত তৎক্ষণাৎ তাহাকে আঘাত করিলেন; তাহাতে সে কীটভক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

[২৪] কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রবল হইল। [২৫] আর বার্ণব্বা ও শৌল কর্ত্তব্য পরিচর্য্যা সম্পন্ন করিলে পর মার্ক নামে বিখ্যাত ঐ যোহনকে সঙ্গে লইয়া যিরূশালেমহইতে প্রত্যাগমন করিল।

১৩ অধ্যায়।

[১] তৎকালে আন্তিয়খিয়াতে স্থিত মণ্ডলীর মধ্যে কএক জন ভাববাদী ও গুরু ছিল, বিশেষতঃ বার্ণব্বা, এবং যাহাকে নিগ্র বলে সেই শিমোন, এবং কুরীণীয় লূকিয়, এবং হেরোদ রাজার সঙ্গে প্রতিপালিত বয়স্য মনহেম, এবং শৌল। [২] তাহারা যে সময়ে প্রভুর সেবানুষ্ঠান ও উপবাস করিতেছিল, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণব্বা ও শৌলকে যে কর্ম্মে আহ্বান করিয়াছি, সেই কর্ম্মের নিমিত্তে এখন তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেও। [৩] তখন তাহারা উপবাস ও প্রার্থনা করণ পূর্ব্বক তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল।

[৪] অনন্তর তাহারা পবিত্র আত্মাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে নামিয়া গিয়া তথাহইতে সমুদ্রপথে কুপ্র [উপদ্বীপে] গমন করিল। [৫] এবং সালামী [নগরে] উপস্থিত হইয়া যিহূদিদের সকল সমাজগৃহে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করিতে লাগিল; আর যোহনও ভৃত্যরূপে তাহাদের সঙ্গে ছিল। [৬] অপর তাহারা সেই সমস্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফঃ [নগরে] উপস্থিত হইলে বর-যীশু নামক এক জন যিহূদি মায়াবির সহিত সাক্ষাৎ হইল; [৭] সেই ভাক্ত ভাববাদী সর্জিয় পৌল নামক দেশাধ্যক্ষের সঙ্গে ছিল; এই বুদ্ধিমান ব্যক্তি বার্ণব্বা ও শৌলকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে চেষ্টা করিল। [৮] কিন্তু ঐ ইলুমা অর্থাৎ মায়াবী—কেননা ইহাই তাহার নামের তাৎপর্য্য —সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাসহইতে বিপরীতমনা করিবার চেষ্টাতে তাহাদের প্রতিরোধ করিতেছিল। [৯] তাহাতে শৌল, যাহাকে পৌলও বলে, সে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, [১০] হে সর্ব্বধর্ম্মদ্বেষিন্ ও যাবতীয় ছলেতে ও কুচাতুরীতে পরিপূর্ণ শয়তানের আত্মজ, তুমি প্রভুর সরল পথ বিপরীত করিতে কি কখন নিবৃত্ত হইবা না? [১১] অতএব এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমাকে ধরিল, এবং তুমি উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত অন্ধ হইয়া সূর্য্যকেও দেখিতে পাইবা না। তখন অকস্মাৎ কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে ইতস্ততো গমন করত হস্ত ধরিবার লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল। [১২] এই ঘটনা দেখিয়া ঐ দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিশ্বাস করিল।

[১৩] তদনন্তর পৌল ও তাহার সঙ্গিগণ পাফঃহইতে প্রস্থান করিয়া সমুদ্রপথে পাম্ফুলিয়ার পর্গা [নগরে] উপস্থিত হইল; তখন যোহন তাহাদিগকে ছাড়িয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেল। [১৪] কিন্তু তাহারা পর্গাহইতে অগ্রসর হইয়া পিষিদিয়া প্রদেশস্থ আন্তিয়খিয়াতে উপস্থিত হইল; এবং বিশ্রামবারে সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া বসিল। [১৫] তাহাতে ব্যবস্থা ও ভাববাদিগ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাজাধ্যক্ষেরা তাহাদের নিকটে কহিয়া পাঠাইল, হে ভ্রাতারা, লোকদের প্রতি তোমাদের কোন প্রবোধকথা যদি থাকে তবে তাহা বল। [১৬] তখন পৌল দাঁড়াইয়া হস্ত নাড়িয়া কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্ লোকেরা, হে ঈশ্বরের ভয়কারিগণ, শ্রবণ কর। [১৭] এই ইস্রায়েল্ লোকদের ঈশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মনোনীত করিয়া লইলেন, এবং মিসরদেশে প্রবাস করণ সময়ে আপন প্রজাদিগকে উন্নত করিলেন, ও ঊর্দ্ধ বাহু সহকারে তথাহইতে বাহির করিয়া আনিলেন। [১৮] তদনন্তর প্রান্তরে প্রায় চল্লিশ বৎসর পরিমিত কাল পর্য্যন্ত শিশুপালকের মত তাহাদিগকে বহন করিলেন। [১৯] পরে কনানদেশস্থ সাত জাতিকে উৎপাটন করিয়া অধিকারার্থে সেই সকল জাতির দেশ তাহাদিগকে দিলেন। [২০] তখন প্রায় চারি শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে তিনি শমূয়েল্ ভাববাদির সময় পর্য্যন্ত বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিলেন। [২১] তদবধি তাহারা এক রাজাকে যাচ্ঞা করিলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বিন্যামীন বংশোদ্ভব কীশের পুত্র শৌলকে দিয়া চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিলেন। [২২] পরে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া তাহাদের রাজা হওনার্থে দায়ূদকে উৎপন্ন করিলেন, যাঁহার পক্ষে তিনি এই সাক্ষ্যও দিলেন, যথা, “আমি আপন মনের মত এক ব্যক্তিকে, অর্থাৎ “যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইলাম, সে আমার “সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।” [২৩] তাঁহারই বংশ-

হইতে ঈশ্বর [আপন] প্রতিজ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা যীশুকে উপস্থিত করিলেন। [২৪] তাঁহার আগমনের অগ্রে যোহন যাবতীয় ইস্রায়েল্ লোকের কাছে মনঃপরিবর্ত্তনার্থক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করিল। [২৫] আর যোহন আপনার নিরূপিত পথে ধাবন সম্পন্ন করিতে২ এই কথা কহিত, তোমরা আমাকে কোন্ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান কর? আমি তিনি নহি, কিন্তু দেখ, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যাঁহার পদের পাদুকার বন্ধন খুলিতেও আমি যোগ্য নহি।

[২৬] হে ভ্রাতৃগণ, হে অব্রাহামের বংশজাত সন্তানগণ, ও তোমরা যত লোক ঈশ্বরের ভয়কারী, তোমাদেরই নিকটে এই পরিত্রাণের কথা প্রেরিত হইল। [২৭] কেননা যিরূশালেম নিবাসিরা এবং তাহাদের অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে না জানাতে, এবং ভাববাদিগণের যে বচন প্রতি বিশ্রামবারে পাঠ হয়, [তাহাও না জানাতে] আপনাদের বিচারাজ্ঞাদ্বারা তাহা সফল করিল, [২৮] এবং প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না পাইলেও পীলাতের নিকটে তাঁহার বধ যাচ্ঞা করিল। [২৯] এবং তাঁহার বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা সফল করিলে পর তাঁহাকে দণ্ডকাষ্ঠহইতে নামাইয়া কবরে শয়ন করাইল; [৩০] কিন্তু ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন। [৩১] আর যে সকল লোক তাঁহার সহিত গালীল্হইতে যিরূশালেমে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত দর্শন দিলেন; এবং তাহারা সম্প্রতি লোকদের কাছে তাঁহার সাক্ষী আছে। [৩২] আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাইতেছি, [৩৩] যে তাহাদের সন্তান যে আমরা, আমাদের পক্ষে ঈশ্বর যীশুকে উত্থাপন করাতে সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিয়াছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, যথা, "তুমি আমার "পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিলাম।" [৩৪] এবং তিনি ক্ষয়স্থানে আর ফিরিয়া যাইবেন না, এই মানসে ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিলেন, এতদ্বিষয়ে ইহা কহিয়াছেন, যথা, "আমি তোমাদিগকে দায়ূদের সাধুতার "অটল ফল দিব।" [৩৫] এই জন্যে অন্য গীতেও কহেন, "তুমি নিজ সাধু ব্যক্তিকে ক্ষয় দেখিতে "দিবা না।" [৩৬] বস্তুতঃ দায়ূদ্ ঈশ্বরের মন্ত্রণানুসারে আপন সমকালীন লোকদের উপকারী হইলে পর নিদ্রাগত হইলেন, এবং নিজ পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে সংগৃহীত হইয়া ক্ষয় দেখিলেন। [৩৭] কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি ক্ষয় দেখেন নাই। [৩৮] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা নিশ্চয় জানিও, এই ব্যক্তিদ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। [৩৯] আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে২ বিষয়ে নির্দ্দোষীকৃত হইতে পারিতা না, প্রত্যেক বিশ্বাসকারি লোক সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতে নির্দ্দোষীকৃত হয়। [৪০] অতএব সাবধান হও; পাছে ভাববাদিগণের গ্রন্থে লিখিত এই বচন তোমাদের প্রতি বর্ত্তে, যথা, [৪১] "হে অবজ্ঞাকারিগণ, দেখ, এবং চমৎ"কার জ্ঞান করিয়া অন্তর্হিত হও; যেহেতুক "তোমাদের বর্ত্তমান সময়ে আমি এক কর্ম্ম "করিব, সেই কর্ম্মের বৃত্তান্ত কেহ তোমাদিগকে "জ্ঞাত করিলেও তোমরা প্রত্যয় করিবা না।"

[৪২] অপর সমাজগৃহহইতে তাহাদের বহির্গমন সময়ে লোক সকল বিনতি করিল, যেন আগামি বিশ্রামবারে সেই কথা আপনাদের প্রতি প্রচারিত হয়। [৪৩] এবং সমাজ ভঙ্গ হইলে অনেক২ যিহূদি লোক ও যিহূদিমতাবলম্বি ভজনশীল লোক পৌল ও বার্ণব্বার পশ্চাৎ গমন করিল; এবং তাহারা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিবিষ্ট থাকিতে তাহাদিগকে প্রবোধন করিল।

[৪৪] পর বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সকল লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে সমাগত হইল। [৪৫] কিন্তু যিহূদি লোকেরা এমত জনতা দেখিয়া ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে আপত্তি ও নিন্দা করিতে২ পৌলের বাক্য সকলের বিপরীত কথা কহিতে লাগিল। [৪৬] তাহাতে পৌল ও বার্ণব্বা সাহস পূর্ব্বক কহিল, প্রথমে তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা যায়, ইহা আবশ্যক ছিল, কিন্তু তাহা নিরস্ত করাতে তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত জীবনের অযোগ্য দেখাইতেছ, এই জন্যে, দেখ, আমরা পরজাতীয় লোকদের নিকটে যাইতেছি। [৪৭] কেননা প্রভু আমাদিগকে এমন আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা, "আমি তোমাকে পরজাতীয়দের জ্যোতিঃ "করিয়া পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিত্রাণস্বরূপ "নিযুক্ত করিলাম।" [৪৮] এমন কথা শুনিয়া পরজাতীয়েরা আহ্লাদিত হইয়া প্রভুর বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিল; এবং যত লোক অনন্ত জীবনে নিরূপিত ছিল, তাহারা বিশ্বাস করিল। [৪৯] আর প্রভুর বাক্য সেই দেশ সমুদয়ে ব্যাপিয়া গেল। [৫০] কিন্তু যিহূদি লোকেরা ভজনশীল শিষ্টা মহিলাদিগকে ও নগরের প্রধানবর্গকে উত্তেজনা করিয়া পৌলের ও বার্ণব্বার প্রতি তাড়না ঘটাইয়া আপনাদের সীমাহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। [৫১] তখন তাহারা তাহাদের প্রতিকূলে আপন২ পদের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া ইকনিয়ে গেল। [৫২] এবং শিষ্যগণ আনন্দেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইল।

১৪ অধ্যায়।

[১] অপর ইকনিয়ে তাহারা দুই জন যিহূদিদের সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া এমন কথা কহিল, যে অনেক২ যিহূদি ও গ্রীক লোক বিশ্বাস করিল। [২] কিন্তু অবিশ্বাসি যিহূদিরা ভ্রাতৃগণের বিপক্ষে পরজাতীয় লোকদের মনকে উস্কাইয়া হিংসার্থী

করিল। [৩] ভাল, তাহারা প্রভুতে সাহসী হইয়া সেই স্থানে অনেক দিন থাকিল, কেননা তিনি আপন অনুগ্রহের বাক্য সপ্রমাণ করত তাহাদের হস্তদ্বারা নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ [প্রদর্শিত] হইতে দিতেন। [৪] তাহাতে নগরের লোকসমূহ দুই দলে বিভক্ত হইল, তাহার এক দল যিহূদি লোকদের, অন্য প্রেরিতদের সপক্ষ হইল। [৫] অনন্তর পরজাতীয়েরা ও যিহূদিরা অধ্যক্ষদের সহকারে তাহাদিগকে অপমান ও প্রস্তরাঘাত করিতে সচেষ্ট হইলে [৬] তাঁহারা তাহা বুঝিয়া পলায়ন করিয়া লুকায়নিয়ার লুস্ত্রা ও দর্বী নগরে এবং তচ্চতুর্দ্দিকস্থ অঞ্চলে গিয়া [৭] তথায় সুসমাচার প্রচার করণে নিযুক্ত থাকিল।

[৮] তৎকালে লুস্ত্রাতে অবশচরণ এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, সে মাতৃগর্ব্ভাবধি খঞ্জ, কখন চলে নাই। [৯] [এক দিন] সেই ব্যক্তি পৌলের উপদেশ শুনিতেছিল, এমন সময়ে পৌল তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সুস্থ হওনার্থে তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া [১০] উচ্চৈঃস্বরে কহিল, চরণে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লম্ফ দিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। [১১] তখন সমাগত লোকেরা পৌলের কৃত সেই কর্ম্ম দেখিয়া লুকায়নীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, দেবতারা মনুষ্যরূপী হইয়া আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। [১২] আর তাহারা বার্নব্বাকে দ্যুপিতর বলিল, এবং পৌল প্রধান বক্তা, এই প্রযুক্ত তাহাকে মর্কুরিয় বলিল। [১৩] এবং নগরের বাহিরে স্থিত দ্যুপিতর [বিগ্রহের] যাজক কতকগুলিন বৃষ ও পুষ্পের মালা দ্বারে আনিয়া লোকসমূহের সহকারে তাহাদিগের উদ্দেশে বলিদান করিতে উদ্যত হইল। [১৪] কিন্তু প্রেরিতেরা অর্থাৎ বার্নব্বা ও পৌল তাহা শুনিবামাত্র আপন ২ বস্ত্র ছিঁড়িয়া লম্ফ পূর্ব্বক বাহির হইয়া লোকারণ্যের মধ্যে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, [১৫] হে মহাশয়েরা, এমন কর্ম্ম কেন করিতেছ? আমরাও তোমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগি মনুষ্য; আর তোমরা যেন এই সকল অলীক বস্তুহইতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা জীবনময় ঈশ্বরের প্রতি পরাবৃত্ত হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতেছি। [১৬] তিনি অতীত পুরুষপরম্পরার কালে যাবতীয় জাতির আপন ২ পথে গমন সহ্য করিলেন, [১৭] তথাপি আপনাকে সাক্ষিবিহীন রাখেন নাই, বরঞ্চ মঙ্গলদাতা হইয়া আকাশহইতে বৃষ্টিকে এবং শস্যাদিজনক ঋতুগণ তোমাদিগকে দিয়া ভক্ষ্যেতে ও আনন্দে তোমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন। [১৮] এই ২ কথাদ্বারা তাহারা আপনাদের উদ্দেশে বলিদান করণহইতে কষ্টে লোকসমূহকে নিবৃত্ত করিল।

[১৯] পরে আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয়হইতে কএক জন যিহূদী তথায় আসিয়া লোকসমূহকে প্রবর্ত্তন করিয়া পৌলকে প্রস্তরাঘাত করিল, এবং মৃত জ্ঞান করাতে নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া [ফেলিল]। [২০] কিন্তু শিষ্যগণ তাহার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইলে সে উঠিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পরদিন বার্নব্বার সহিত দর্বীতে যাত্রা করিল। [২১] সেই নগরে সুসমাচার প্রচার করিয়া অনেক লোককে শিষ্য করিলে পর তাহারা লুস্ত্রা ও ইকনিয় ও আন্তিয়খিয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া [২২] শিষ্যদের মন সুস্থির করিল, এবং তাহারা যেন বিশ্বাসে স্থির থাকে, এমত আশ্বাস দিয়া কহিল, হাঁ, কেননা আমাদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়া [গমন করত] ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। [২৩] আর তাহাদের জন্যে প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত করিয়া, যে প্রভুতে তাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল, প্রার্থনা ও উপবাস করণ পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিল। [২৪] পরে পিষিদিয়া দেশের মধ্য দিয়া গমন পূর্ব্বক পাম্ফুলিয়া দেশে উপস্থিত হইল। [২৫] এবং পর্গাতে [ঈশ্বরের] বাক্য প্রচার করিয়া অত্তালিয়াতে নামিয়া গেল। [২৬] তথাহইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়া, যে নগরে তাহারা আপনাদের সাধিত ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়াছিল, সেই আন্তিয়খিয়াতে গমন করিল। [২৭] তথায় উপস্থিত হইয়া মণ্ডলীকে একত্র করিয়া আপনাদের সঙ্গী ঈশ্বর যে ২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ পরজাতীয়দের নিমিত্তে বিশ্বাসরূপ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল। [২৮] পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত [তথাকার] শিষ্যদের সঙ্গে থাকিল।

১৫ অধ্যায়।

[১] অপর যিহূদিয়াহইতে কএক জন আসিয়া ভ্রাতৃগণকে এই রূপ শিক্ষা দিতে লাগিল, মোশির বিধানানুসারে ত্বক্‌ছেদ স্বীকার না করিলে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না। [২] তাহাতে তাহাদের সহিত পৌলের ও বার্নব্বার অনেক বাগ্যুদ্ধ ও বিবাদ হইলে পর [ভ্রাতৃগণ] সেই বিবাদাস্পদের মীমাংসার্থে পৌল ও বার্নব্বা প্রভৃতি আপনাদের কএক জনকে যিরূশালেমে প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে পাঠাইতে স্থির করিল। [৩] তাহাতে তাহারা মণ্ডলীদ্বারা সসম্মানে প্রস্থাপিত হইয়া ফৈনীকিয়া ও শমরিয়া দেশ দিয়া গমন করিতে ২ পরজাতীয়দের পরাবর্ত্তনের বর্ণনাদ্বারা ভ্রাতা সকলের পরম আহ্লাদ জন্মাইল। [৪] পরে যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলী ও প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ কর্তৃক অনুগৃহীত হইল, এবং তাহাদের সঙ্গী ঈশ্বর যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাহাদিগকে জানাইল। [৫] কিন্তু ফরীশি দলের কএক জন বিশ্বাসি লোক উঠিয়া বলিতে লাগিল, সেই লোকদিগকে ত্বক্‌ছেদ করা এবং মোশির ব্যবস্থা পালনের আজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক।

৬ তাহাতে এই কথার আলোচনার্থে প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ সভাস্থ হইল। ৭ পরে অনেক বাদানুবাদ হইলে পিতর উঠিয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জান, ইহার অনেক দিন পূর্ব্বে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে [আমাকে] মনোনীত করিয়া পরজাতীয়দিগকে আমার মুখে সুসমাচাররূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া বিশ্বাসী হইতে দিয়াছিলেন। ৮ এবং চিত্তজ্ঞ ঈশ্বর আপনি তাহাদের পক্ষে সাক্ষী হইয়া যেমন আমাদিগকে, তেমনি তাহাদিগকেও পবিত্র আত্মা দান করিয়াছিলেন; ৯ এবং আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ইতর বিশেষ না রাখিয়া বিশ্বাসদ্বারা তাহাদের হৃদয় শুচি করিয়াছিলেন। ১০ অতএব সম্প্রতি কেন ঈশ্বরের পরীক্ষা করিয়া শিষ্যগণের গ্রীবাতে সেই যোঁয়ালি দিবা, যাহার ভার সহ্য করিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ও আমরা আপনারা অসমর্থ হইয়াছি? ১১ বরঞ্চ উহাদের ন্যায় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহদ্বারা পরিত্রাণ পাইলাম, এমত বিশ্বাস করিতেছি।

১২ পরে শিষ্যসমূহ নীরব থাকিয়া বার্ণব্বার ও পৌলের কথা, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা ঈশ্বর পরজাতীয়দের মধ্যে যে সকল অভিজ্ঞানরূপ কর্ম্ম ও অদ্ভুত লক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। ১৩ অনন্তর তাহাদের কথা সাঙ্গ হইলে পর যাকোব এই উত্তর করিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা শুন। ১৪ ঈশ্বর আপন নামের জন্যে পরজাতিদের মধ্যহইতে আপনার এক দল প্রজা গ্রহণার্থে প্রথমে কেমন উপায় অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা শিমোন বর্ণনা করিয়াছে। ১৫ আর ভাববাদিগণের বাক্যও তাহার সহিত মিলে, যেরূপ লিখিত আছে, যথা, ১৬ "ইহার পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া দায়ূ-
"দের পতিত কুটীর পুনর্ব্বার গাঁথিব, ও তাহার
"উৎপাটিত স্থান সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিব, ও
"পুনর্ব্বার তাহা উঠাইব। ১৭ তাহাতে অবশিষ্ট
"মনুষ্য সকল, ও যে পরজাতীয়দের উপরে আমার
"নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকলে প্রভুর অনু-
"সন্ধান করিবে; ইহার সাধনকর্ত্তা প্রভু এই কথা
"কহেন।" ১৮ অনাদি কালাবধি ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন। ১৯ অতএব আমার বিচার এই, পরজাতিদের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, তাহাদিগকে আমরা আর ভারগ্রস্ত করিব না, ২০ কেবল দেবমূর্ত্তি ও ব্যভিচার ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণির মাংস এবং রক্ত, এই সকল অশৌচহইতে তাহারা দূরে থাকিবে, ইহা লিখিব। ২১ কেননা প্রতি নগরে অতি দীর্ঘকালাবধি মোশির প্রচারক লোক আছে, বিশেষতঃ প্রতি বিশ্রামবারে কত সমাজগৃহে তাহার গ্রন্থ পাঠ হইতেছে।

২২ তখন প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ সমস্ত মণ্ডলীর সহকারে আপনাদের মধ্যহইতে মনোনীত কোন২ লোককে, অর্থাৎ বার্শবা বিখ্যাত যে যিহূদা, এবং সীল, ভ্রাতৃগণের মধ্যে অগ্রগণ্য এই দুই জনকে পৌল ও বার্ণব্বার সহিত আন্তিয়খিয়াতে প্রেরণ করিতে স্থির করিল, ২৩ এবং তাহাদের হস্তদ্বারা এই কথাসম্বলিত পত্র পাঠাইয়া দিল, যথা, "আন্তিয়খিয়া ও সুরিয়া ও কিলিকিয়া নিবাসি পরজাতীয় ভ্রাতৃগণের নিকটে প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ ও ভ্রাতৃগণের মঙ্গলবাদ পূর্ব্বক নিবেদন। ২৪ বিশেষতঃ আমরা যাহাদিগকে কোন আজ্ঞা দিই নাই, এমত কএক জন আমাদের মধ্যহইতে যাইয়া, তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ স্বীকার ও মোশির ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে, এমন কথাদ্বারা তোমাদের প্রাণ ক্ষুব্ধ করিয়া তোমাদিগকে অস্থির করিয়াছে, এই সমাচার আমরা শুনিলাম। ২৫ তন্নিমিত্ত আমরা একচিত্ত হইয়া আপনাদের কোন২ লোককে মনোনীত করিয়া, ২৬ আমাদের প্রিয় যে বার্ণব্বা ও পৌল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের নিমিত্তে প্রাণ পণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতে স্থির করিলাম। ২৭ অতএব যিহূদা ও সীল এই দুই জনকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম, ইহারাও বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে সেই সকল কথা জ্ঞাত করিবে। ২৮ ফলতঃ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের ইহা বিহিত জ্ঞান হইল, যেন তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দিয়া, ২৯ কেবল দেবমূর্ত্তির প্রসাদ এবং রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণির মাংস ও ব্যভিচারহইতে দূরে থাকা তোমাদের উচিত, এই আবশ্যক কথামাত্র তোমাদিগকে জানাই। অতএব এই সকলহইতে আপনাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিলে তোমরা ভাল করিবা। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

৩০ তদনন্তর তাহারা বিদায় হইয়া আন্তিয়খিয়াতে আসিয়া শিষ্যসমূহকে একত্র করিয়া পত্রখানি সমর্পণ করিল। ৩১ তাহা পাঠ করিয়া শিষ্যেরা সেই প্রবোধকথাতে আনন্দিত হইল। ৩২ আর যিহূদা ও সীল, এই দুই জন আপনারাও ভাববাদী হওয়াতে অনেক কথাদ্বারা ভ্রাতৃগণকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিল। ৩৩ এই প্রকারে সে স্থানে কিছু কাল যাপন করিয়া শেষে তাহারা প্রেরণকর্ত্তাদের কাছে ফিরিয়া যাইবার নিমিত্তে কল্যাণে ভ্রাতৃগণের নিকটহইতে বিসৃষ্ট হইল। ৩৪ কিন্তু সীল সে স্থানে থাকিতে স্থির করিল। ৩৫ এবং পৌল ও বার্ণব্বা আন্তিয়খিয়াতে অবস্থিতি করিয়া অন্য২ অনেক জনের সহিত প্রভুর বাক্য বিষয়ক শিক্ষা দিত ও সুসমাচার প্রচার করিত।

৩৬ কতক দিন পরে পৌল বার্ণব্বাকে কহিল, আইস, আমরা যে সকল নগরে প্রভুর বাক্য প্রচার করিয়াছিলাম, সেই সকল নগরে এখন পুনর্ব্বার যাইয়া, ভ্রাতৃগণ কেমন আছে, ইহা জানিতে তাহাদের তত্ত্বাবধারণ করি। ৩৭ তাহাতে মার্ক নামে বিখ্যাত যোহনকেও সঙ্গে লইতে বার্ণব্বার মানস ছিল; ৩৮ কিন্তু যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়া দেশে তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাদের সহিত কার্য্যেতে গমন করে নাই, এমত লোককে সঙ্গী করা পৌলের অনুচিত বোধ হইল। ৩৯ ইহাতে এমত চণ্ডতা হইল যে

তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইল ; ফলতঃ বার্ণব্বা মার্ককে সঙ্গে লইয়া জলপথে কুপ্র উপদ্বীপে গমন করিল। ⁸⁰ কিন্তু পৌল আপনার জন্যে সীলকে মনোনীত করিয়া ভ্রাতৃগণের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সমর্পিত হইয়া প্রস্থান করিয়া ⁸¹ সুরিয়া ও কিলিকিয়া দেশ দিয়া গমন করিতে ২ মণ্ডলীগণকে স্থির করিল।

১৬ অধ্যায়।

¹ পরে সে দর্ব্বীতে ও লুস্ত্রাতে উপস্থিত হইল। আর দেখ, সে স্থানে তীমথিয় নামে এক শিষ্য ছিল; তাহার মাতা বিশ্বাসকারিণী যিহূদীয়া স্ত্রী, কিন্তু পিতা গ্রীক লোক। ² এবং লুস্ত্রা ও ইকনিয় নিবাসি ভ্রাতৃগণ তাহার পক্ষে প্রমাণ দিত। ³ সে ব্যক্তি যেন আপনার সঙ্গে গমন করে, পৌল এমত বাঞ্ছা করিয়া ঐ সকল স্থানে বাসকারি যিহূদি লোকদের নিমিত্তে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিল; কেননা তাহার পিতা যে গ্রীক লোক, ইহা সকলে জ্ঞাত ছিল।

⁴ পরন্তু তাহারা নগরে ২ ভ্রমণ করিতে ২ যিরূশালেমস্থ প্রেরিতগণের ও প্রাচীনবর্গের বিচারদ্বারা নিরূপিত ঐ শাসন সকল পালনার্থে ভ্রাতৃগণকে সমর্পণ করিল। ⁵ তখন মণ্ডলীগণ বিশ্বাসে দৃঢ় এবং সংখ্যাতে দিনে ২ বর্দ্ধিষ্ণু হইল।

⁶ ফরুগিয়া ও গালাতীয়া দেশ দিয়া গমন করিলে পর আশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করিতে পবিত্র আত্মা কর্তৃক নিবারিত হওয়াতে ⁷ তাহারা মুশিয়া দেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিথুনিয়ায় যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যীশুর আত্মা তাহাদিগকে যাইতে দিলেন না। ⁸ তাহাতে তাহারা মুশিয়া দেশ ছাড়িয়া ত্রোয়াতে নামিয়া গেল। ⁹ পরে রাত্রিকালে পৌল এমন দর্শন পাইল, যেন এক মাকিদনীয় পুরুষ দাঁড়াইয়া বিনতিপূর্ব্বক তাহাকে কহিতেছে, পার হইয়া মাকিদনিয়া দেশে আসিয়া আমাদের উপকার করুন। ¹⁰ সে এ প্রকার দর্শন পাইলে আমরা অবিলম্বে মাকিদনিয়া দেশে যাইতে চেষ্টা করিলাম, কারণ তথাকার লোকদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতে প্রভু আমাদিগকে ডাকিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিলাম।

¹¹ অতএব আমরা ত্রোয়াহইতে জলযাত্রা করিয়া সোজা পথে সামথ্রাকীতে এবং তাহার পরদিনে নিয়াপলিতে উপস্থিত হইলাম। ¹² তথাহইতে ফিলিপীতে গেলাম; ইহা মাকিদনিয়ার ঐ বিভাগের প্রথম নগর অথচ [রোমীয়দের] উপনিবেশ। সেই নগরে আমরা কতক দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলাম। ¹³ আর বিশ্রামবারে নগরের বাহিরে গেলাম, এবং নদীর তীরে যে স্থানে প্রার্থনা করণ ব্যবহার ছিল, তথায় বসিয়া সমাগত স্ত্রীলোকদের কাছে কথা কহিতে লাগিলাম। ¹⁴ তাহাতে ঈশ্বরের ভজনাকারিণী লুদিয়া নামে এক স্ত্রী কথা শুনিতেছিল সে থুয়াতীরা নগরের লোক, এবং কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র বিক্রয় করিত; সে যেন পৌলের বাক্যে মনোযোগ করে, এই নিমিত্তে প্রভু তাহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন। ¹⁵ পরে সে সপরিবারে বাপ্তাইজিতা হইয়া বিনতি পূর্ব্বক কহিল, তোমাদের বিচারে যদি আমি প্রভুতে বিশ্বাসিনী হইলাম, তবে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া বাস কর। এই মতে সে আগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে রাখিল।

¹⁶ এক দিন আমরা ঐ প্রার্থনাস্থানে গমন করিতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল ; তাহার গণনা করাতে তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভ হইত। ¹⁷ সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ ২ চলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিতে লাগিল, এই মনুষ্যেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা আমাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন। ¹⁸ সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এ প্রকার করিত ; তাহাতে পৌল ব্যথিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহিল, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহাহইতে নির্গত হও; তাহাতে সে তদ্দণ্ডেই তাহাহইতে নির্গত হইল। ¹⁹ অতএব তাহাদের লাভের প্রত্যাশা নির্গত হইল, ইহা দেখিয়া তাহার কর্ত্তারা পৌলকে ও সীলকে ধরিয়া বাজারে অধ্যক্ষদের সম্মুখে টানিয়া লইয়া গেল। ²⁰ এবং সেনাপতিদের নিকটে তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া বলিল, এই মনুষ্যেরা আমাদের নগর অতিশয় অস্থির করিতেছে ; ইহারা যিহূদি লোক ; ²¹ আর রোমীয় লোক যে আমরা, আমাদের যেরূপ বিধি গ্রহণ কি পালন করিতে নাই, এমত বিধি প্রচার করিতেছে। ²² তাহাতে জনতাও তাহাদের প্রতিকূলে উঠিল, এবং সেনাপতিরা তাহাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিল । ²³ এবং তাহাদের বিস্তর প্রহার হইলে পর তাহাদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা দিল। ²⁴ এ প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে সে তাহাদিগকে অন্তরস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া তাহাদের পায়ে হাড়ি দিয়া রাখিল।

²⁵ পরে অর্দ্ধরাত্রসময়ে পৌল ও সীল প্রার্থনা করত ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিতেছিল, এবং বন্দি সকল তাহাদের গান শুনিতেছিল। ²⁶ তখন অকস্মাৎ এমন মহাভূমিকম্প হইল, যে কারাগারের ভিত্তিমূল টলটলায়মান হইল ; এবং তৎক্ষণাৎ দ্বার সকল মুক্ত হইল, ও সকলের বন্ধন খুলিয়া গেল। ²⁷ তাহাতে কারারক্ষক নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া কারাগারের দ্বার সকল মুক্ত দেখাতে এবং বন্দি লোকেরা পলায়ন করিয়াছে, ইহা অনুমান করাতে খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া আপনার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ²⁸ কিন্তু পৌল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, ওহে, আপনার হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলে এ স্থানে আছি। ²⁹ তখন সে প্রদীপ আনিতে বলিয়া লম্ফ পূর্ব্বক ভিতরে আসিয়া কম্প-

বান্ হইয়া পৌলের ও সীলের চরণে পড়িল ; ৩০ পরে তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে ? ৩১ তাহারা কহিল, প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবা, তুমি ও তোমার পরিবার। ৩২ পরে তাহারা তাহাকে এবং একসঙ্গে তাহার বাটীতে উপস্থিত সকল লোককে প্রভুর বাক্য কহিতে লাগিল। ৩৩ এবং সেই রাত্রির তদ্দণ্ডেই সে তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল ; এবং আপনি ও তাহার সকল লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল। ৩৪ পরে সে তাহাদিগকে উপরে আপন গৃহমধ্যে আনিয়া আহারীয় দ্রব্য পরিবেষণ করিল ; এবং আপনি ও তাহার পরিবার সকলে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করাতে আহ্লাদিত হইল।

৩৫ পরে দিবস হইলে সেনাপতিরা বেত্রধরদিগকে পাঠাইয়া দিয়া এই আজ্ঞা করিল, ঐ লোকদিগকে ছাড়িয়া দেও। ৩৬ তাহাতে কারারক্ষক পৌলকে এই সংবাদ দিয়া কহিল, সেনাপতিগণ মহাশয়দিগকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন, অতএব আপনারা এখন নির্গত হইয়া কুশলে প্রস্থান করুন। ৩৭ কিন্তু পৌল তাহাদিগকে কহিল, আমরা রোমীয় লোক, তাহারা আমাদের বিচার না করিয়া সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে আমাদিগকে প্রহার করাইয়া কারাগারে ফেলিয়া দিয়াছে ; এই ক্ষণে গোপনে আমাদিগকে বাহির করিতেছে। তাহা হইবে না ; আপনারা আসিয়া আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাউক। ৩৮ তখন বেত্রধরেরা সেনাপতিগণকে এই কথার সংবাদ দিল ; তাহাতে উহারা যে রোমীয় লোক, ইহা শুনিয়া সেনাপতিগণ ভীত হইয়া ৩৯ তাহাদের নিকটে আসিয়া বিনয় পূর্ব্বক বাহিরে লইয়া গিয়া নগরহইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করিল। ৪০ অতএব তাহারা কারাগারহইতে নির্গত হইয়া লুদিয়ার বাটীতে প্রবেশ করিল ; পরে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে তাহারা আম্ফিপলি ও আপল্লোনিয়া দিয়া গমন করিয়া থিষলনীকীতে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে যিহূদি লোকদের সমাজগৃহ ছিল ; ২ অতএব পৌল আপন ব্যবহারানুসারে তথায় তাহাদের কাছে গিয়া তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিয়া ৩ খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থান করা আবশ্যক ছিল, এবং যে যীশুর কথা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, তিনিই খ্রীষ্ট, এই সকল কথা তাহাদের বোধগম্য করত প্রমাণ দিয়া স্পষ্ট করিল। ৪ তাহাতে তাহাদের মধ্যে কএক জন এবং বহুসংখ্যক ভজনশীল গ্রীক লোক ও অনেক প্রধান মহিলা বাক্য গ্রাহ্য করিয়া পৌল ও সীলের পক্ষীকৃত হইল ; ৫ কিন্তু অবিশ্বাসি যিহূদি লোকেরা ঈর্ষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়া বাজারের কএক দুষ্ট লোককে সঙ্গে লইয়া জনতা করিয়া নগরের মধ্যে গোলযোগ করিল, এবং যাসোনের বাটী আক্রমণ করিয়া পৌরসমাজে আনিবার নিমিত্তে তাহাদিগের অন্বেষণ করিল। ৬ কিন্তু তাহাদিগকে না পাওয়াতে যাসোন প্রভৃতি কএক জন ভ্রাতাকে নগরাধ্যক্ষদের সম্মুখে টানিয়া লইয়া গেল, এবং চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, যে মনুষ্যেরা জগৎসংসারকে লণ্ডভণ্ড করিয়াছে, তাহারা এ স্থানেও উপস্থিত হইল ; ৭ এবং এই যাসোন তাহাদিগকে অতিথি করিয়াছে। আর তাহারা সকলে কৈসরের রাজশাসনের বিপরীতাচারী হইয়া বলে, যীশু নামে আর এক ব্যক্তি রাজা আছে। ৮ এই প্রকার কথা শুনাইয়া জনতাকে ও নগরাধ্যক্ষদিগকে উদ্বিগ্ন করিলে ৯ তাহারা যাসোনের ও অন্যদের নিকটে প্রতিভূ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

১০ পরে ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে ও সীলকে রাত্রিযোগে বিরয়াতে পাঠাইয়া দিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহারা যিহূদিদের সমাজগৃহে গমন করিল। ১১ থিষলনীকীর [যিহূদি] লোক অপেক্ষা ইহারা সুশীল ছিল ; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য পূর্ব্বক বাক্য গ্রহণ করিয়া, এমত হয় কি না তাহা জানিবার নিমিত্তে প্রতিদিন শাস্ত্রের আলোচনা করিত। ১২ অতএব তাহাদের মধ্যে অনেকে এবং গ্রীক লোকদের মধ্যেও অনেক শিষ্ট মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাস করিল। ১৩ কিন্তু বিরয়াতেও পৌলকর্ত্তৃক ঈশ্বরের বাক্য প্রচারিত হইল, ইহা জ্ঞাত হইবামাত্র থিষলনীকীর যিহূদীয়েরা আসিয়া সে স্থানেও লোকসমূহকে অস্থির ও ব্যস্ত করিল। ১৪ তখন ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে পৌলকে সমুদ্রপথে যাইবার মত প্রস্থান করাইল ; কিন্তু সীল ও তীমথিয় সে স্থানে রহিল। ১৫ আর পৌলের পথপ্রদর্শকেরা তাহাকে আথীনী পর্য্যন্ত লইয়া গেল ; পরে তোমরা সীলকে ও তীমথিয়কে, যত শীঘ্র পারে, আমার কাছে আসিতে বলিবা, এমন আজ্ঞা পাইয়া প্রত্যাগমন করিল।

১৬ উহাদের অপেক্ষাতে আথীনীতে থাকিবার সময়ে পৌল ঐ নগর প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিলে তাহার অন্তরাত্মা উত্তপ্ত হইল, ১৭ অতএব সে সমাজগৃহে যিহূদি ও ভজনশীল লোকদের সহিত, এবং বাজারে প্রতিদিন যাহাদের২ দেখা হইত, তাহাদের সহিত কথা প্রসঙ্গ করিত। ১৮ তদ্ভিন্ন তাহার সহিত কএক জন ইপিকূরেয় ও স্তোয়িকীয় দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ লোকের সমাঘাত হইল ; তাহাতে কেহ২ কহিল, ঐ বাচাল কি বলিতে চেষ্টা করে ? আর কেহ২ বলিল, উহাকে বিজাতীয় দেবতাদের প্রচারক বোধ হয় ; কারণ সে তাহাদিগকে যীশু ও উত্থিতি বিষয়ক সুসমাচার জানাইত। ১৯ শেষে তাহারা তাহার হস্ত ধরিয়া আরেয়পাগে লইয়া গিয়া

কহিল, এই যে নূতন শিক্ষা আপনি প্রচার করিতেছেন, ইহা কি প্রকার,তাহা আমরা কি জানিতে পারিব? ২০ কেননা আপনি অসম্ভব বিষয়ের কথা আমাদের কর্ণগোচর করিতেছেন; অতএব তাহার ভাবার্থ কি, তাহা আমরা জানিব, এই মানস করিলাম। ২১ আথীনীর সকল লোক ও তথায় প্রবাসি বিদেশিরা কেবল নিতান্ত নূতন কোন কথা প্রচার কি শ্রবণ করিতে২ কালক্ষেপ করিত।

২২ তখন পৌল আরেয়পাগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিতে লাগিল, হে আথীনীয় লোকেরা, আমি দেখিতেছি, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে দেবতাদের অত্যন্ত ভক্ত। ২৩ বিশেষতঃ বেড়াইবার সময়ে তোমাদের পূজ্য বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক যজ্ঞবেদিও দেখিলাম, তাহার উপরে "অবিদিত ঈশ্বরের উদ্দেশে," এই কথা লিখিত ছিল। অতএব তোমরা না জানিয়া যাঁহার ভজনা করিতেছ, তাঁহার কথা আমি তোমাদের নিকটে প্রচার করি। ২৪ জগতের ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু হওয়াতে হস্তকৃত প্রাসাদে বাস করেন না; ২৫ এবং কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্তদ্বারা সেবিত হওনের অপেক্ষা করেন না, কেননা তিনি আপনি সকলকে জীবন ও শ্বাস প্রভৃতি সকলই দিতেছেন। ২৬ আর তিনি এক রক্তহইতে মনুষ্যদের যাবতীয় জাতি উৎপন্ন করিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে বাস করাইয়া তাহাদের নিবাসের নিরূপিত কাল ও সীমা স্থির করিয়াছেন; ২৭ [কি জন্যে?] তাহারা যেন ঈশ্বরের অন্বেষণ করত হাঁতড়িয়া২ কোন মতে তাঁহার উদ্দেশ পায়। তথাপি তিনি আমাদের কাহারো হইতে দূরে আছেন, তাহা নহে; ২৮ বস্তুতঃ তাঁহাতেই আমাদের জীবন ও গতি ও সত্তা হইতেছে; যেমন তোমাদের কএক জন কবিও কহিয়াছে, যথা, "আমরাও তাঁহার বংশ।" ২৯ ভাল, আমরা যদি ঈশ্বরের বংশ হই, তবে ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যদের কৌশল ও চিন্তানুসারে খোদিত স্বর্ণের কি রূপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ৩০ আর ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়া এখন সর্ব্বস্থানের সর্ব্ব মনুষ্যকে মনঃপরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন; ৩১ যেহেতুক তিনি এমন এক দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত এক পুরুষদ্বারা ন্যায়েতে জগৎসংসারের বিচার করিবেন; এবং তাঁহার বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন।

৩২ তখন মৃত লোকদের উত্থানের কথা শুনিয়া কেহ২ উপহাস করিতে লাগিল; আর কেহ২ বলিল, আপনকার কাছে ইহার প্রসঙ্গ আর এক বার শুনিব। ৩৩ এই রূপে পৌল তাহাদের মধ্যহইতে প্রস্থান করিল। ৩৪ তথাপি কোন ২ লোক তাহার অনুষঙ্গী হইয়া বিশ্বাস করিল, তাহাদের মধ্যে আরেয়পাগীয় দিয়নুষিয়, এবং দামারী নামে এক স্ত্রী, ও তাহাদের সঙ্গী আর কএক জন ছিল।

১৮ অধ্যায়।

১ তৎপরে পৌল আথীনীহইতে প্রস্থান করিয়া করিন্থে আইল। ২ ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ক্লৌদিয় যাবতীয় যিহূদি লোককে রোমাহইতে প্রস্থান করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে পন্ত দেশজাত আক্বিলা নামে এক জন যিহূদী প্রিস্কিল্লা নাম্নী ভার্য্যার সহিত ইতালিয়াহইতে তথায় আসিয়াছিল। পৌল সেই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদের নিকটে গেল। ৩ এবং সমব্যবসায়ী হওয়াতে তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়া কর্ম্ম করিত, কেননা তাহারা তাম্বুনির্ম্মাণব্যবসায়ী ছিল। ৪ কিন্তু প্রতি বিশ্রামবারে সে সমাজগৃহে কথা প্রসঙ্গ করিয়া যিহূদি ও গ্রীক লোকদিগকে বিশ্বাসে লওয়াইত।

৫ অপর সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়াহইতে আইলে পর, পৌল বাক্যে নিবিষ্টমনা থাকিয়া যীশু যে খ্রীষ্ট বটেন, ইহার প্রমাণ যিহূদিদিগকে দিত। ৬ কিন্তু তাহারা প্রতিরোধ ও নিন্দা করাতে পৌল বস্ত্র ঝাড়িয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মস্তকে বর্ত্তুক, শুচি [মনে] আমি অদ্যাবধি পরজাতীয়দের নিকটে যাই। ৭ পরে সে তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের ভজনাকারি যুষ্ট নামে এক জনের বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই বাটী সমাজগৃহের পার্শ্বে ছিল। ৮ আর সমাজাধ্যক্ষ ক্রীষ্প সপরিবারে প্রভুতে বিশ্বাস করিল; এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেক লোক শুনিয়া বিশ্বাস করণ পূর্ব্বক বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। ৯ পরন্তু প্রভু রাত্রিকালীন দর্শনেতে পৌলকে কহিলেন, ভয় করিও না, কথা প্রচার কর, নীরব থাকিও না। ১০ কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, হিংসা করণার্থে কেহই তোমাকে আক্রমণ করিবে না; কেননা এ নগরে আমার অনেক প্রজা লোক আছে। ১১ তাহাতে সে তাহাদের মধ্যে প্রায় দেড় বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিল।

১২ তখন গাল্লিয়ো [নামক ব্যক্তি] আখায়ার দেশাধিপতি হইলে যিহূদি লোকেরা একচিত্তে পৌলের বিপক্ষে উঠিয়া তাহাকে বিচারাসনের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিল, ১৩ এই ব্যক্তি শাস্ত্রের বিপরীতে ঈশ্বরের ভজনা করিতে লোকদিগকে কুপ্রবৃত্তি দিতেছে। ১৪ তাহাতে পৌল উত্তর করিতে উদ্যত হইলে গাল্লিয়ো যিহূদিদিগকে কহিল, কোন অপরাধ কিম্বা দুষ্ট চাতুরীর কর্ম্ম যদি হইত, তবে, হে যিহূদি লোকেরা, আমি যথাযুক্তি তোমাদের কথা সহ্য করিতাম। ১৫ কিন্তু কেবল বাক্য কিম্বা নাম কিম্বা তোমাদের মধ্যে গ্রাহ্য শাস্ত্র বিষয়ক বিবাদ যদি হয়, তবে তোমরা আপনারা তাহা বুঝিবা, কেননা সেই সকলের বিচারকর্ত্তা হইতে আমি অস্বীকার করি। ১৬ ইহা বলিয়া সে তাহা-

দিগকে বিচারাসনহইতে তাড়াইয়া দিল। [১৭] তাহাতে গ্রীক লোক সকল সমাজাধ্যক্ষ সোস্থিনিকে ধরিয়া বিচারাসনের সম্মুখে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু গাল্লিয়ো সে সকল বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিল না।

[১৮] অনন্তর পৌল-সে স্থানে আরও অনেক দিন অবস্থিতি করিলে পর ভ্রাতৃগণের নিকটে বিদায় হইয়া সমুদ্রপথে সুরিয়া দেশে প্রস্থান করিল; এবং তাহার সমভিব্যাহারে প্রিস্কিল্লাও আকিলাও গেল; ফলতঃ কোন মানতের নিমিত্তে সে কিংক্রিয়াতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। [১৯] পথের মধ্যে তাহারা ইফিষে উপস্থিত হইলে সে ঐ দুই জনকে সে স্থানে রাখিল; পরন্তু আপনি সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া যিহূদি লোকদের সহিত কথা প্রসঙ্গ করিল। [২০] কিন্তু তাহারা আপনাদের নিকটে আর কিছু দিন থাকিতে বিনয় করিলে সে অস্বীকার পূর্ব্বক কহিল, [২১] যিরূশালেমে এই আগামি পর্ব্ব পালন করা আমার নিতান্ত আবশ্যক; ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি আর এক বার তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। এই রূপে তাহাদের নিকটে বিদায় হইয়া সে জলপথে ইফিষহইতে প্রস্থান করিল। [২২] পরে কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইয়া [যিরূশালেমে] উঠিয়া গিয়া মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ করিয়া তথাহইতে আন্তিয়খিয়াতে নামিয়া গেল।

[২৩] কিছু কাল যাপনানন্তর সে তথাহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ক্রমশঃ গালাতিয়া ও ফরুগিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে২ শিষ্য সকলের মন সুস্থির করিল।

[২৪] ঐ সময়ে সিকন্দরিয়াতে জাত আপল্লো নামক এক জন যিহূদী ইফিষে আইল; সে সুবক্তা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষমতাপন্ন। [২৫] সে প্রভুর পথ বিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং আত্মাতে উত্তপ্ত হওয়াতে যীশু বিষয়ক কথা সূক্ষ্মরূপে কহিয়া উপদেশ দিত, তথাপি কেবল যোহনের বাপ্তিস্ম বুঝিত। [২৬] সেই ব্যক্তি সমাজগৃহে সাহস পূর্ব্বক কহিতে উপক্রম করিল; তাহাতে আকিলা ও প্রিস্কিল্লা তাহার উপদেশ শুনিয়া আপনাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া ঈশ্বরের পথ আরও সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিল। [২৭] পরে সে আখায়াতে যাইতে মানস করিলে ভ্রাতৃগণ তাহাকে গ্রাহ্য করিতে পত্রদ্বারা [তথাকার] শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিল; তাহাতে সে তথায় উপস্থিত হইয়া অনুগ্রহদ্বারা বিশ্বাসকারিদের বিস্তর উপকার করিল; [২৮] ফলতঃ যীশু যে খ্রীষ্ট, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে যিহূদিগণকে বিচারে অপ্রতিভ করিল।

১৯ অধ্যায়।

[১] আপল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিল, সে সময়ে পৌল সমুদ্রহইতে দূরস্থ ঐ সকল অঞ্চল দিয়া আগমন পূর্ব্বক ইফিষে উপস্থিত হইল। তথায় কএক জন শিষ্যের সাক্ষাৎ পাইয়া [২] তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাসী হইলে পর তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পাইয়াছিলা? তাহারা তাহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন,তাহা আমরা শুনিও নাই। [৩] তখন সে তাহাদিগকে কহিল, তবে কিসের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলা? তাহারা কহিল, যোহনের বাপ্তিস্মেতে। [৪] তাহাতে পৌল কহিল, যোহন মনঃপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্মেতে বাপ্তাইজ করিয়া আপনার পশ্চাৎ আগমন করিতে উদ্যত ব্যক্তিতে, অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করণের আদেশ লোকদিগকে দিত। [৫] এই কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইল। [৬] পরে পৌল তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে তাহাদের উপরে পবিত্র আত্মা নামিলেন, তাহাতে তাহারা নানাবিধ ভাষা কহিতে এবং ভাবোক্তি প্রচার করিতে লাগিল। [৭] সেই লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দ্বাদশ জন পুরুষ ছিল।

[৮] পরে সে সমাজগৃহে প্রবেশ করিয়া সাহসী হইয়া প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্যবিষয়ক কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিত ও [লোকদিগকে] বিশ্বাসে লওয়াইত। [৯] কিন্তু কএক জন কঠিনমনা ও অবিশ্বাসী হইয়া লোকসমূহের সাক্ষাতে সেই পথের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া শিষ্যগণকে পৃথক্ করিয়া প্রতিদিন তুরান্ন নামে এক ব্যক্তির বিদ্যালয়ে কথা প্রসঙ্গ করিতে লাগিল। [১০] এই রূপে দুই বৎসর পর্য্যন্ত করিল; তাহাতে আশিয়ানিবাসি যিহূদি ও গ্রীক লোক সকলে প্রভু যীশুর বাক্য শুনিতে পাইল। [১১] আর পৌলের হস্তদ্বারা ঈশ্বর অসামান্য প্রভাবের কর্ম্ম করিতেন, [১২] এমন যে তাহার গাত্রহইতে গাত্রমার্জ্জনী কিম্বা পরিধেয় বস্ত্র পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা তাহাদের হইতে নির্গত হইত।

[১৩] অপর দেশপর্য্যটনকারি কএক জন যিহূদি ভূতুড়িয়া দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু যীশুর নাম জপ করণে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, যথা, যাঁহার কথা পৌল প্রচার করেন, সেই যীশুর দিব্য করিয়া তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি। [১৪] বিশেষতঃ যিহূদি স্কিবা নামে এক জন প্রধান যাজকের সাত পুত্র এই প্রকার কর্ম্ম করিল; [১৫] তাহাতে এক দুষ্ট আত্মা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে? [১৬] ইহা বলিয়া সেই দুষ্ট আত্মাবিষ্ট মনুষ্য লম্ফ দিয়া তাহাদের দুই জনের উপরে পড়িয়া বলেতে তাহাদিগকে পরাজয় করিল; তাহাতে তাহারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া সেই গৃহহইতে পলায়ন করিল। [১৭] এই কথা ইফিষনিবাসি যিহূদি ও গ্রীক যাবতীয় লোকের জ্ঞানগোচর হইলে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল। [১৮] আর যাহারা বিশ্বাসী

হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন ২ ক্রিয়া স্বীকার করিয়া জ্ঞাত করিতে লাগিল; [১৯] এবং যাহারা অনধিকারচর্চ্চার [গণনাদি] ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন ২ গ্রন্থ আনিয়া একত্র করণ পূর্ব্বক সকলের সাক্ষাতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল; তাহার মূল্য গণনা করিলে দেখা গেল, তাহা পঞ্চাশ সহস্র রূপ্যমুদ্রা। [২০] এই রূপে প্রভুর পরাক্রম সহকারে [তাঁহার] বাক্য বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া প্রবল হইল।

[২১] অপর এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে পৌল মাকিদনিয়া ও আখায়া দিয়া গমন করিবার ও [তথাহইতে] যিরূশালেমে যাইবার মনস্থ করিয়া কহিল, তথায় যাত্রা করিলে পর আমাকে রোমা নগরও দেখিতে হইবে। [২২] অতএব যাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিত, এমত দুই জনকে অর্থাৎ তীমথিয় ও ইরাস্তকে মাকিদনিয়াতে প্রেরণ করিয়া সে আপনি আর কিছু কাল আশিয়া দেশে রহিল।

[২৩] পরন্তু তৎসময়ে এই পথের বিষয়ে মহাকলহ উৎপন্ন হইল। [২৪] ফলতঃ দীমীত্রিয় নামে এক স্বর্ণকার ছিল, সে দীয়ানার রূপ্যময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইত, এবং শিল্পকর সকলের যথেষ্ট লাভ জন্মাইত। [২৫] সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে এবং সেই ব্যাপার সম্বন্ধীয় কর্ম্মকারিদিগকে ডাকিয়া কহিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা জান, এই ব্যবসায়দ্বারা আমাদের সম্পত্তি হয়। [২৬] কিন্তু তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, কেবল এই ইফিষে নয় প্রায় সমস্ত আশিয়া দেশে ঐ পৌল লোকসমূহকে প্রবর্ত্তনা করিয়া, হস্তনির্ম্মিত যে ঈশ্বর সে ঈশ্বর নয়, ইহা বলিয়া অনেকের মতান্তর করিয়াছে। [২৭] ইহাতে আমাদের এই বৃত্তির অপযশ হওনের সম্ভাবনা আছে; কেবল তাহা নয়, সমস্ত আশিয়া, বরং জগৎসংসার যে দীয়ানা মহাদেবীর পূজা করে, তাঁহারও মন্দিরের হেয়জ্ঞান ও মহিমার নাশ হইবে, ইহা সম্ভাবনীয়। [২৮] এই কথা শুনিয়া তাহারা রোষে পরিপূর্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী। [২৯] তাহাতে নগর কলহে পরিপূর্ণ হইল; পরে তাহারা মাকিদনীয় গায় ও আরিষ্টার্খ নামে পৌলের দুই জন সহচরকে ধরিয়া লইয়া একচিত্তে রঙ্গভূমিতে বেগে দৌড়িল। [৩০] তখন পৌল পৌরসমাজে যাইবার মানস করিল, কিন্তু শিষ্যগণ তাহাকে যাইতে দিল না। [৩১] আর আশিয়ার অধিপতিদের মধ্যে যে কএক জন পৌলের প্রণয়ী ছিল, তাহারাও তাহার কাছে লোক পাঠাইয়া, রঙ্গভূমিতে যেন মুখ না দেখায়, এমত নিবেদন করিল। [৩২] ইতিমধ্যে নানা লোক নানা প্রকারে চেঁচাইতেছিল, কেননা সভা কলহযুক্ত ছিল, এবং কি জন্যে সমাগত হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ লোক বলিতে পারিল না। [৩৩] তখন যিহূদিরা সিকন্দরকে অগ্রসর করাতে লোকে জনতার মধ্যহইতে তাহাকে বাহির করিল; তাহাতে সিকন্দর হস্ত নাড়িয়া পৌরসমাজের কাছে প্রত্যুত্তর করিতে উদ্যত হইল। [৩৪] কিন্তু সে যিহূদী, ইহা টের পাইলে সকলে একস্বরে প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত, ইফিষীয়দের দীয়ানা মহাদেবী, ইহা বলিয়া চেঁচাইতে থাকিল। [৩৫] শেষে [নগরের] কার্য্যসম্পাদক জনতাকে ক্ষান্ত করিয়া কহিল, হে ইফিষীয় লোক সকল, বল দেখি, ইফিষীয়দের নগরী যে দীয়ানা মহাদেবীর, বিশেষতঃ দ্যুপিতরহইতে পতিত [মূর্ত্তির] গৃহমার্জ্জিকা, ইহা মনুষ্যদের মধ্যে কে না জানে? [৩৬] অতএব ইহা অকাট্য হওয়াতে ক্ষান্ত থাকা, এবং অবিবেচনার কোন কর্ম্ম না করা তোমাদের উচিত। [৩৭] এই যে মনুষ্যদিগকে তোমরা এ স্থানে আনিয়াছ, ইহারা তো পবিত্র বস্তুর অপহারক কিম্বা তোমাদের দেবীর নিন্দক নহে। [৩৮] পরন্তু যদি কাহারো সহিত দীমীত্রিয়ের ও তাহার সঙ্গি শিল্পকরদের কোন বিবাদ থাকে, তবে বিচারের দিন ও দেশাধ্যক্ষগণ আছে, তাহারা বিচারস্থানে উত্তর প্রত্যুত্তর করুক। [৩৯] আর তোমাদের অন্য কোন যাচ্ঞা যদি থাকে, তবে নিয়মিত সভাতে তাহার নিষ্পত্তি হইবে। [৪০] বস্তুতঃ অদ্যকার [ঘটনা] প্রযুক্ত উপপ্লবের দোষী বলিয়া আমাদের নামে অভিযোগ হওনের সম্ভাবনাও আছে; যেহেতুক এই জনসমাগমের বিষয়ে উত্তর দিবার উপায়মাত্র আমাদের নাই। [৪১] ইহা বলিয়া সে সভাকে বিদায় করিল।

২০ অধ্যায়।

[১] সেই কলহ নিবৃত্ত হইলে পর পৌল শিষ্যগণকে ডাকিয়া প্রবোধ দিয়া মঙ্গলবাদ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে যাইবার নিমিত্তে প্রস্থান করিল। [২] পরে সেই অঞ্চল দিয়া গমন করত অনেক কথাদ্বারা শিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া গ্রীস দেশে উপস্থিত হইল। [৩] সেই স্থানে তিন মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া জলপথে সুরিয়া দেশে যাইতে উদ্যত হইলে যিহূদি লোকেরা তাহার বিপক্ষে কুমন্ত্রণা করিল, তাহাতে মাকিদনিয়া দেশ দিয়া ফিরিয়া যাইব, ইহা স্থির হইল। [৪] আর বিরয়া নগরীয় পুর্হের পুত্র সোপাত্র, ও থিষলনীকীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, ও দর্ব্বীনগরীয় গায় ও তীমথিয় এবং আশিয়া দেশীয় তুখিক ও ত্রফিম, ইহারা আশিয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত গেল। [৫] এই সকলে অগ্রসর হইয়া ত্রোয়াতে আমাদের অপেক্ষা করিল। [৬] পরে মাওয়াশূন্য রুটীর পর্ব্বদিন গত হইলে আমরা ফিলীপীহইতে জলপথে প্রস্থান করিয়া পাঁচ দিনে ত্রোয়াতে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে সাত দিন অবস্থিতি করিলাম।

[৭] অনন্তর সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটী ভাঙ্গিতে একত্র হইলে পৌল পরদিনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হওয়াতে শিষ্যদের সহিত কথা প্রসঙ্গ করিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিল।

৮ তখন আমরা যে উপরিস্থ কুঠরীতে সভা করিয়াছিলাম, সে স্থানে অনেক প্রদীপ ছিল। ৯ তাহাতে বাতায়নে উপবিষ্ট উতুখ নামে এক জন যুবা ঘোরতর নিদ্রায় মগ্ন হইল; এবং পৌল অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কথা প্রসঙ্গ করিলে সে নিদ্রাতে আকর্ষিত হওয়াতে ঐ তেতালাহইতে নীচে পড়িল, তাহাতে লোকেরা তাহার মৃত দেহ তুলিল। ১০ কিন্তু পৌল নামিয়া গিয়া তাহার গাত্রে পড়িয়া ক্রোড়ে করিয়া কহিল, তোমরা ব্যাকুল হইও না; কেননা ইহার শরীরে প্রাণ আছে। ১১ পরে সে [পুনর্ব্বার] উপরে গিয়া রুটী ভাঙ্গিয়া ভোজন করিয়া অনেক ক্ষণ অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রস্থান করিল। ১২ আর তাহারা সেই বালককে জীবিত পাইয়া আনিয়া বিলক্ষণ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল।

১৩ অনন্তর আমরা অগ্রসর হইয়া জাহাজে উঠিয়া পৌলকে তুলিয়া লইবার নিমিত্তে আঃস নগরে গেলাম; কারণ সে স্থলপথে যাইতে মনস্থ করাতে ইহা নিরূপণ করিয়াছিল। ১৪ পরে সে ঐ আঃসে আমাদের সঙ্গ ধরিলে আমরা তাহাকে তুলিয়া লইয়া মিতুলীনীতে আইলাম। ১৫ তথাহইতে জাহাজ খুলিয়া পরদিনে খীয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম; দ্বিতীয় দিনে সামঃ উপদ্বীপে উত্তরিলাম, পরে ত্রোগুল্লিয়ে থাকিয়া পরদিনে মিলীত নগরে আইলাম। ১৬ যেহেতুক আশিয়াতে যেন তাহার কাল বিলম্ব না হয়, এই জন্যে পৌল ইফিষ নগর ফেলিয়া যাইতে স্থির করিয়াছিল; কারণ সাধ্য হইলে পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিরূশালেমে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে সে ত্বরা করিতেছিল।

১৭ মিলীতহইতে সে ইফিষে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া আনিল। ১৮ তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে তাহাদিগকে কহিল, আশিয়া দেশে আগমনের প্রথম দিন অবধি আমি তোমাদের সঙ্গে কি রূপে সমস্ত কাল যাপন করিয়াছি, তাহা তোমরা জান। ১৯ আমি সম্পূর্ণ নম্রভাবের সহিত প্রচুর অশ্রুপাত পূর্ব্বক অথচ যিহূদিদের কুমন্ত্রণাহইতে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যে প্রভুর দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি। ২০ এবং কোন হিতকথা গোপন না করিয়া তোমাদিগকে সকলই জানাইতে এবং সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে ও ঘরে ২ শিক্ষা দিতে ত্রুটি করি নাই; ২১ বিশেষতঃ ঈশ্বরের প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করা আবশ্যক, যিহূদি ও গ্রীক লোকদের নিকটে এমত সাক্ষ্য দিয়াছি। ২২ আর দেখ, সম্প্রতি আমি আত্মাতে বদ্ধ হইয়া যিরূশালেমে গমন করিতেছি; সে স্থানে আমার প্রতি কি ২ ঘটিবে, তাহা জানি না। ২৩ পবিত্র আত্মা প্রতি নগরে এই মাত্র প্রমাণ দিতেছেন যে বন্ধন ও ক্লেশ আমার অপেক্ষা করিতেছে। ২৪ কিন্তু আমি সে সকল মানি না, এবং নিজ প্রাণকেও মহামূল্য জ্ঞান করি না, কেবল আনন্দ পূর্ব্বক আমার দৌড় [সমাপ্ত করিতে], এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ক সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্যে প্রভু যীশুহইতে প্রাপ্ত আমার পরিচর্য্যা সিদ্ধ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি। ২৫ আর এখন দেখ, যাহাদের নিকটে আমি ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করিতে ২ ভ্রমণ করিয়াছি, এমন যে তোমরা, তোমরা সকলে আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না, তাহা আমি জানি; ২৬ এই কারণ অদ্য তোমাদিগকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, [তোমাদের] সকলের রক্তহইতে আমি শুচি আছি; ২৭ যেহেতুক তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে ত্রুটি করি নাই। ২৮ অতএব তোমরা আপনাদের বিষয়ে, এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাকিয়া তাঁহার নিজ রক্তদ্বারা ক্রীত ঈশ্বরের মণ্ডলীকে পালন কর। ২৯ আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়া ব্যাঘ্রেরা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পালের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করিবে; ৩০ হাঁ, তোমাদের মধ্যহইতেও কোন ২ লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনাদের পশ্চাদ্গামী করিবার নিমিত্তে বিপরীত কথা কহিবে। ৩১ অতএব জাগ্রৎ থাক; আর আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত রাত দিন প্রত্যেক জনকে অশ্রুপাত পূর্ব্বক চেতনা দিতে ক্লান্ত হই নাই, ইহা স্মরণ কর। ৩২ আর এখন, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নিকটে ও তাঁহার অনুগ্রহের বাক্যের নিকটে তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, কেননা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াংশের অধিকার দিতে তাঁহার শক্তি আছে। ৩৩ আমি কাহারো স্বর্ণ কি রূপ্য কি পরিচ্ছদের প্রতি লোভ করি নাই। ৩৪ তোমরা আপনারা জান, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গিদের নির্ব্বাহার্থে এই হস্তদ্বয় শ্রম করিয়াছে। ৩৫ সকল বিষয়ে আমি তোমাদের দৃষ্টান্ত হইয়াছি; ফলতঃ এই প্রকারে শ্রম করত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য ও প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা আমাদের উচিত, কেননা তিনি আপনি কহিয়াছেন, গ্রহণ অপেক্ষা বরং দান করা ধন্যবাদের বিষয়।

৩৬ এই কথা কহিয়া সে হাঁটু পাতিয়া সকলের সহিত প্রার্থনা করিল। ৩৭ তাহাতে তাহারা সকলে বিস্তর রোদন করত গলা ধরিয়া পৌলকে চুম্বন করিল। ৩৮ এবং আমার মুখ আর দেখিতে পাইবা না, এই যে কথা সে বলিয়াছিল, তন্নিমিত্ত বিশেষরূপে ব্যথিত হইল; পরে জাহাজ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আগবাড়ান গেল।

২১ অধ্যায়।

১ অনন্তর সমনস্তাপে তাহাদের হইতে বিয়োগ হইলে আমরা জাহাজ খুলিয়া সোজা পথ দিয়া

কো উপদ্বীপে আসিয়া পরদিবসে রোদঃ উপদ্বীপে, এবং তথাহইতে পাতারায় উপস্থিত হইলাম। ২ সেই স্থানে ফৈনীকিয়া দেশগামি এক জাহাজ পাইয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। ৩ পরে কুপ্র উপদ্বীপ দেখা দিলে তাহা বামদিগে ফেলিয়া সুরিয়া দেশে গিয়া সোরে লাগান করিলাম; কেননা সে স্থানে জাহাজের বোঝাই ফেলিতে হইল। ৪ এবং তথাকার শিষ্যগণকে অনুসন্ধান করিয়া আমরা সাত দিন তথায় অবস্থিতি করিলাম; ইহারা পবিত্র আত্মাদ্বারা পৌলকে যিরূশালেমে না যাইবার পরামর্শ দিল। ৫ ঐ কএক দিন যাপন করিলে পর যখন আমরা নির্গত হইয়া প্রস্থান করিলাম, তখন তাহারা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে নগরের বাহির পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আগবাড়ান গেল; তথায় সমুদ্রের ধারে আমরা হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিলাম। ৬ পরে পরস্পর মঙ্গলবাদ পূর্ব্বক বিদায় হইয়া আমরা জাহাজে উঠিলান, ও তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

৭ পরে সোরহইতে আমরা জলযাত্রা শেষ করত তলিমায়িতে উপস্থিত হইলাম, এবং তথাকার ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ করিয়া এক দিন তাহাদের সঙ্গে রহিলাম। ৮ পরদিন পৌল ও তাহার সঙ্গি লোক আমরা প্রস্থান পূর্ব্বক কৈসরিয়াতে উপস্থিত হইয়া সপ্ত জনের মধ্যে গণিত যে ফিলিপ সুসমাচারপ্রচারক ছিল, তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে রহিলাম। ৯ সেই ব্যক্তির অনূঢ়া অথচ ভাববাদিনী চারি কন্যা ছিল। ১০ ঐ স্থানে আমরা কতক দিন অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়াহইতে আগাব নামে এক জন ভাববাদী উপস্থিত হইল। ১১ সে আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন লইয়া আপনার হস্ত পাদ বন্ধন পূর্ব্বক কহিল, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যাহার এই কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদি লোকেরা যিরূশালেমে এই প্রকার বন্ধন করিয়া পরজাতীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিবে।

১২ ইহা শুনিয়া তথাকার ভ্রাতৃগণ ও আমরা পৌলকে যিরূশালেমে উঠিয়া না যাইতে বিনতি করিলাম। ১৩ কিন্তু পৌল উত্তর করিল, কি বুঝিয়া ক্রন্দন করত আমার হৃদয় চূর্ণ করিতেছ? আমি তো প্রভু যীশুর নামের নিমিত্তে যিরূশালেমে কেবল বদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছি, তাহা নয়, বরং মরিতেও প্রস্তুত আছি। ১৪ এই রূপে সে আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিলে আমরা ক্ষান্ত হইয়া কহিলাম, প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

১৫ পূর্ব্বোক্ত কতক দিনের শেষে আমরা পাথেয় সামগ্রী লইয়া যিরূশালেমে যাত্রা করিলাম। ১৬ তাহাতে কৈসরিয়াহইতে কএক জন শিষ্য আমাদের সঙ্গে যাইয়া, যাহার বাটীতে আমাদিগকে বাস করিতে হইবে, সেই কুপ্রীয় ম্নাসোন নামক প্রাচীন শিষ্যের কাছে আমাদিগকে লইয়া গেল।

১৭ যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে পর ভ্রাতৃগণ আহ্লাদে আমাদিগকে গ্রহণ করিল। ১৮ পরদিন পৌল আমাদের সহিত যাকোবের বাটীতে প্রবেশ করিল, এবং প্রাচীনবর্গও সকলে তথায় উপস্থিত হইল। ১৯ পরে সে তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ করিয়া ঈশ্বর তাহার পরিচর্য্যাদ্বারা পরজাতিদের মধ্যে যে সকল কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানাইল। ২০ তাহা শুনিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা পূর্ব্বক এই কথা কহিল, ভ্রাতঃ, তুমি দেখিতেছ, যিহূদিদের মধ্যে কত অযুত ২ লোক বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং সকলে ব্যবস্থার পক্ষে উদ্যোগী রহিয়াছে। ২১ পরন্তু তোমার বিষয়ে তাহাদিগকে [যত্নপূর্ব্বক] ইহা বলা গিয়াছে, যে তুমি পরজাতিদের মধ্যে প্রবাসি যাবতীয় যিহূদি লোককে শিশুদের ত্বক্‌ছেদ এবং অন্যান্য রীতি পালন তাহাদের অকর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া মোশিহইতে অপক্রমণ শিক্ষা দিয়া থাক। ২২ অতএব এখন কি করা যায়? শিষ্যসমূহকে অবশ্য একত্র হইতে হইবে, কেননা তুমি আসিয়াছ, ইহা তাহারা শুনিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। ২৩ আমরা তোমাকে এক পরামর্শ দি, তুমি তাহাই কর। ব্রত স্বীকার করিয়াছে, আমাদের এমন চারি জন পুরুষ আছে; ২৪ তুমি তাহাদিগকে লইয়া তাহাদের সহিত আপনাকেও শুচি কর, এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডনার্থ ব্যয় কর। তাহা করিলে তোমার বিষয়ে যে ২ কথা উহাদিগকে বলা গিয়াছে, সে কিছু নয়, কিন্তু তুমিও ব্যবস্থাপালনরূপ পথে চলিতেছ, ইহা সকলে জানিবে। ২৫ পরন্তু পরজাতিদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদের নিকটে আমরা পত্র লিখিয়া ইহা স্থির করিয়াছি, যে সেই প্রকারের কোন বিধি তাহাদের পালন করিতে হইবে না; কেবল দেবমূর্ত্তির প্রসাদ ও রক্ত ও গলা টিপিয়া মারা প্রাণির মাংস এবং ব্যভিচার, এই সকলহইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। ২৬ তখন পৌল ঐ কএক জনকে লইয়া পরদিবসে তাহাদের সহিত শুচি হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিমিত্তে নৈবেদ্যের উৎসর্গ হওন পর্য্যন্ত শৌচকর্ম্মে কত দিন লাগিবে, তাহা জানাইল।

২৭ অনন্তর সেই সপ্ত দিন প্রায় সমাপ্ত হইলে আশিয়া দেশের যিহূদি লোকেরা মন্দিরের মধ্যে তাহার দেখা পাইয়া সমস্ত জনতাকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তাহাকে ধরিয়া চেঁচাইতে লাগিল, ২৮ হে ইস্রায়েল্‌ লোক সকল, সাহায্য কর; এ সেই মানুষ যে আমাদের জাতির ও ব্যবস্থার এবং এই স্থানের বিপরীতে সর্ব্বত্র সকলকে শিক্ষা দিতেছে; আরও সে গ্রীক লোকদিগকে মন্দিরমধ্যে আনিয়া এই পবিত্র স্থান অপবিত্র করিয়াছে। ২৯ বস্তুতঃ তাহারা পূর্ব্বে নগরের মধ্যে ইফিষীয় ত্রফিমকে

পৌলের সঙ্গে দেখিয়াছিল, অতএব পৌল তাহাকে মন্দিরের মধ্যে আনিয়া থাকিবে, ইহা অনুমান করিল। ৩০ তখন সমুদায় নগর অস্থির হওয়াতে লোকেরা দৌড়িয়া জনতা করিয়া পৌলকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে টানিয়া লইল, এবং তৎক্ষনাৎ তাহার দ্বার সকল রুদ্ধ হইল। ৩১ এই রূপে তাহারা তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলে, যিরূশালেমের সর্ব্বত্র উপপ্লব হইতেছে, এই সংবাদ সৈন্যের কর্ত্তা সহস্রপতির কর্ণগোচর হওয়াতে ৩২ সে তৎক্ষনাৎ সৈন্য ও শতপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের নিকটে দৌড়িয়া আইল। তাহাতে লোকেরা সহস্রপতির ও সৈন্যের দেখা পাইয়া পৌলকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইল। ৩৩ তখন ঐ সহস্রপতি নিকটে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং সে কে, ও কি করিয়াছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ৩৪ তাহাতে জনতার মধ্যে চেঁচাইয়া কেহ ২ এক প্রকার, কেহ ২ অন্য প্রকার কথা কহিলে সে কলরব প্রযুক্ত কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারাতে তাহাকে দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। ৩৫ তখন সোপানে উপস্থিত হইলে জনতার উগ্রতা প্রযুক্ত সেনাগণ পৌলকে বহন করিতে লাগিল। ৩৬ যেহেতুক লোক সকল পশ্চাৎ ২ আসিয়া, উহাকে দূর কর, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছিল।

৩৭ দুর্গের অভ্যন্তরে নীত না হইতে পৌল ঐ সহস্রপতিকে কহিল, আপনকার নিকটে কথা কহিতে কি অনুমতি হয়? তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি গ্রীক ভাষা জান? ৩৮ তবে ইহার পূর্ব্বে যে মিস্রীয় লোক উপপ্লব করিয়া ঘাতকদের মধ্যে চারি সহস্র জনকে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে গিয়াছিল, তুমি সেই নও? ৩৯ তখন পৌল কহিল, আমি তার্ষ নগরীয় যিহূদী, কিলিকিয়া দেশের সেই প্রসিদ্ধ নগরের লোক আমি; এখন বিনতি করি, লোকদিগের নিকটে আমাকে কথা কহিতে অনুমতি দিউন। ৪০ অনন্তর সে অনুমতি দিলে পৌল সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া লোকদের প্রতি হস্ত নাড়িলে মহতী নিঃশব্দতা হইল।

২২ অধ্যায়।

১ তখন সে ইব্রীয় ভাষাতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতারা ও পিতারা, এখন তোমাদের কাছে বক্তব্য আমার উত্তরে অবধান কর। ২ তখন সে ইব্রীয় ভাষায় তাহাদের প্রতি কথা কহিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া লোকেরা আরও শান্ত হইল। ৩ পরে সে কহিল, আমি যিহূদি লোক, কিলিকিয়ার তার্ষ নগর আমার জন্মস্থান; কিন্তু এই নগরে গমলীয়েলের চরণে মানুষ হইয়াছি, এবং পৈতৃক শাস্ত্রের সূক্ষ্ম নিয়মানুসারে শিক্ষিত হইয়াছি; এবং তোমরা সকলে অদ্যাপি যেমন আছ, তেমন আমিও ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যোগী ছিলাম। ৪ বিশেষতঃ এই পথাবলম্বিদের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হিংসা করিতাম, ও স্ত্রী পুরুষগণকে বন্ধন পূর্ব্বক কারাগারে সমর্পণ করিতাম। ৫ এ বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত প্রাচীনবর্গ আমার সাক্ষী আছেন, কেননা তাঁহাদের নিকটহইতে আমি ভ্রাতৃগণের প্রতি পত্র লইয়া দম্মেশকে যাহারা ছিল, তাহাদিগকেও দণ্ডপ্রাপ্ত করিবার নিমিত্তে বদ্ধ করিয়া যিরূশালেমে আনিবার অভিপ্রায়ে তথায় যাত্রা করিয়াছিলাম। ৬ কিন্তু যাইতে ২ দম্মেশকের নিকটে উপস্থিত হইলে বেলা দুই প্রহরের সময়ে অকস্মাৎ আকাশহইতে বড় আলো আমার চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইল। ৭ তাহাতে আমি ভূমিতে পড়িয়া এক বাণী শুনিতে পাইলাম, তাহা আমাকে কহিল, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? ৮ তখন আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আপনি কে? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই নাসরতীয় যীশু। ৯ আর আমার সঙ্গিগণ সেই আলো দেখিতে পাইয়া ভীত হইল; কিন্তু আমার সহিত আলাপকারি ব্যক্তির বাণী তাহারা শুনিতে পাইল না। ১০ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রভো, আমার কি কর্ত্তব্য? তাহাতে প্রভু আমাকে কহিলেন, উঠিয়া দম্মেশকে যাও, তোমার কর্ত্তব্য যাহা ২ নিরূপিত আছে, তাহা সকলই সে স্থানে তোমাকে বলা যাইবে। ১১ পরে আমি ঐ আলোর তেজে দৃষ্টিহীন হওয়াতে সঙ্গিগণকর্ত্তৃক ধৃতহস্ত হইয়া দম্মেশকে উপনীত হইলাম। ১২ অনন্তর তন্নগরনিবাসি সকল যিহূদি লোকের কাছে সুখ্যাত্যাপন্ন এবং শাস্ত্রানুসারে ভক্ত অননিয় নামে এক ব্যক্তি ১৩ আমার নিকটে আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল, ভ্রাতঃ শৌল, দৃষ্টি পাও; তাহাতে আমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম। ১৪ পরে সে কহিল, তুমি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞাত হও, এবং সেই ধর্ম্মবানকে দেখিতে ও তাঁহার মুখের বাণী শুনিতে পাও, এই নিমিত্তে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর পূর্ব্বাবধি তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন। ১৫ কারণ যাহা ২ দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, তদ্বিষয়ে তুমি মনুষ্য সকলের নিকটে তাঁহার সাক্ষী হইবা। ১৬ আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে প্রার্থনা করিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ প্রক্ষালন কর। ১৭ তাহার পরে আমি যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছিলাম, ১৮ এমন সময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলে তিনি আমাকে কহিলেন, উৎসাহ করিয়া ত্বরায় যিরূশালেমহইতে বাহির হও, যেহেতুক এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবে না। ১৯ তাহাতে আমি কহিলাম, হে প্রভো, তাহারা তো জানে যে আমি প্রত্যেক সমাজগৃহে তোমাতে বিশ্বাসকারি লোক-

দিগকে কারাবদ্ধ করিয়া প্রহার করিতাম ; ২০ আর যখন তোমার সাক্ষি স্তিফানের রক্তপাত হইল, তখন আমি আপনি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার হত্যাতে অনুমোদন ও হত্যাকারিদের বস্ত্র রক্ষা করিতেছিলাম। ২১ ইহাতে তিনি আমাকে কহিলেন, প্রস্থান কর, কেননা আমি তোমাকে দূরে পরজাতিদের কাছে প্রেরণ করিব।

২২ এই কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, উহাকে ভূমণ্ডলহইতে দূর করিয়া দেও, কেননা ও যে বাঁচিল,ইহা অন্যায়। ২৩ অনন্তর তাহারা চেঁচাইয়া বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া আকাশে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; ২৪ তাহাতে সহস্রপতি পৌলকে দুর্গের ভিতরে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিল, এবং লোকেরা কি দোষ দিয়া তাহার বিরুদ্ধে এমন উচ্চৈঃস্বর করে, ইহা জানিবার নিমিত্তে কোড়া প্রহারদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা করিল। ২৫ পরে যখন তাহারা চর্ম্মকশার জন্যে তাহাকে বাঁধিয়া প্রস্তুত করিল, তখন সে নিকটে দণ্ডায়মান শতপতিকে কহিল, রোমীয় লোককে বিচারাজ্ঞা ব্যতিরেকেও প্রহার করিতে কি তোমাদের অধিকার আছে? ২৬ ইহা শুনিয়া সেই শতপতি সহস্রপতির নিকটে গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া কহিল, সাবধান, আপনি কি করিতেছেন? সেই ব্যক্তি রোমীয় লোক। ২৭ তাহাতে সহস্রপতি নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, তুমি কি রোমীয় লোক? সে কহিল, হাঁ। ২৮ তাহাতে সহস্রপতি উত্তর করিল, সেই পৌরাধিকার আমি বহুধন দিয়া ক্রয় করিয়াছি ; তখন পৌল কহিল, কিন্তু আমি জন্মের দ্বারাই পাইয়াছি। ২৯ এমন হওয়াতে যাহারা প্রহারদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে উদ্যত ছিল, তাহারা শীঘ্র তাহাকে ছাড়িল ; এবং সে যে রোমীয় লোক, তাহা অবগত হইয়া ঐ সহস্রপতি তাহাকে বন্ধ করণ প্রযুক্ত ভীত হইল।

৩০ অনন্তর যিহূদি লোকেরা তাহার প্রতি কি দোষারোপ করিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিবার মানসে সহস্রপতি পরদিনে তাহাকে বন্ধনহইতে মুক্ত করিয়া প্রধান যাজকগণ প্রভৃতি সমস্ত মহাসভাকে একত্র হইতে আজ্ঞা দিয়া পৌলকে নামাইয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত করিল।

২৩ অধ্যায়।

১ অপর পৌল মহাসভার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, অদ্য পর্য্যন্ত আমি সর্ব্ববিষয়ে শুভ সংবেদে ঈশ্বরের প্রজারূপে আচার করিয়া আসিতেছি। ২ ইহাতে অননিয় নামে মহাযাজক তাহার মুখে চপেটাঘাত করিতে নিকটস্থ লোকদিগকে আজ্ঞা দিল। ৩ তখন পৌল তাহাকে কহিল, হে শুক্লীকৃত ভিত্তি, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করিবেন ; তুমি কি ব্যবস্থানুসারে আমার বিচার করিতে বসিয়া ব্যবস্থার বিপরীতে আমাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা দিতেছ? ৪ তাহাতে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা কহিল, তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে কটুবাক্য কহিতেছ? ৫ পৌল উত্তর করিল, হে ভ্রাতৃগণ, উনি যে মহাযাজক, তাহা আমি জানিলাম না ; কেননা লিখিত আছে, "তুমি স্বজাতীয় লোকদের শাসনকর্ত্তাকে দুর্ব্বাক্য কহিও না।" ৬ পরে পৌল তাহাদের একাংশ সদ্দূকী ও একাংশ ফরীশী জানাতে সভার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি ফরীশি এবং ফরীশির সন্তান ; মৃত লোকদের উত্থানাদির প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমার বিচার হইতেছে। ৭ তাহার এই কথা কহনেতে ফরীশি ও সদ্দূকি লোকদের পরস্পর বিরোধ হওয়াতে সভার মধ্যে দুই দল হইয়া উঠিল। ৮ কারণ সদ্দূকিরা বলে, পুনরুত্থান এবং স্বর্গীয় দূত এবং আত্মা এ সকল নাই ; কিন্তু ফরীশিরা সে সকলই স্বীকার করে। ৯ তাহাতে মহাকলরব হইলে ফরীশি পক্ষীয় শাস্ত্রাধ্যাপকেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা এই মনুষ্যের কোন দোষ দেখিতে পাই না ; কি জানি, কোন আত্মা কিম্বা কোন দূত ইহার সহিত আলাপ করিয়াছেন ; আমরা কি ঈশ্বরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব? ১০ এই রূপে ভারি বিরোধ হইলে, পাছে তাহারা পৌলকে খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়ে, এই ভয়ে সহস্রপতি সৈন্যকে তথায় যাইয়া তাহাদের মধ্যহইতে পৌলকে কাড়িয়া দুর্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিল। ১১ পররাত্রিতে প্রভু তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে পৌল, সাহস কর, কেননা আমার বিষয়ে যেমন যিরূশালেমে সাক্ষ্য দিয়াছ, তদ্রূপ রোমাতেও দিতে হইবে।

১২ অপর দিন হইলে কতক যিহূদি লোক একপরামর্শ হইয়া, পৌলকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিবে না, এই দিব্যেতে আপনাদিগকে বদ্ধ করিল। ১৩ চল্লিশ জনের অধিক লোক দিব্যদ্বারা এ প্রকার চক্রান্ত করিল। ১৪ পরে তাহারা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের নিকটে যাইয়া কহিল, আমরা পৌলকে বধ না করিয়া কিছু খাইব না, এই ভয়ঙ্কর দিব্যদ্বারা আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। ১৫ অতএব তোমরা এখন মহাসভার সহকারে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন কর, যেন আরো সূক্ষ্মরূপে তাহার বিচার করিবার আশয়ে সে কল্য তোমাদের কাছে তাহাকে আনিয়া দেয় ; তাহাতে [পৌল] নিকটে উপস্থিত না হইতে আমরা প্রস্তুত হইয়া তাহাকে বধ করিব।

১৬ তখন পৌলের ভাগিনেয় তাহাদের এই ঘাঁটি বসাইবার কথা শুনিয়া দুর্গমধ্যে গমন করিয়া পৌলকে জানাইল। ১৭ তাহাতে পৌল এক জন শতপতিকে ডাকিয়া নিবেদন করিল, সহস্রপতির নিকটে এই যুব মনুষ্যকে লইয়া যাউন ; কারণ তাঁহার সঙ্গে ইহার কিছু কথা আছে। ১৮ তাহাতে

সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া সহস্রপতির নিকটে গিয়া কহিল, বন্দি পৌল আমাকে ডাকিয়া, আপনকার সহিত এই যুব লোকের কিছু কথা আছে বলিয়া আপনকার নিকট ইহাকে আনিতে প্রার্থনা করিল। [১৯] তখন সহস্রপতি তাহার হস্ত ধরিয়া নিরালায় লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি, আমার কাছে তোমার নিবেদন কি? [২০] তাহাতে সে কহিল, যিহূদি লোকেরা আরো সূক্ষ্মরূপে পৌলের বিচার করিবার ছল করিয়া, আপনি যেন কল্য তাহাকে মহাসভার কাছে লইয়া যান, এমত নিবেদন করিবার মন্ত্রণা করিয়াছে। [২১] কিন্তু আপনি তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। কেননা তাহাদের মধ্যে চল্লিশ জনের অধিক লোক তাহাকে বধ না করিয়া ভোজন পান করিবে না, এই ভয়ঙ্কর দিব্যদ্বারা আপনাদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহার জন্যে ঘাঁটি বসাইতেছে, এবং এখনই প্রস্তুত আছে, কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে। [২২] তখন সহস্রপতি ঐ যুবাকে বিদায় করিয়া এই আজ্ঞা দিল, তুমি এই সকল আমাকে যে জ্ঞাত করিয়াছ, তাহা কাহাকেও বলিও না। [২৩] পরে সে দুই জন শতপতিকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিল, কৈসরিয়া পর্য্যন্ত যাইবার নিমিত্তে রাত্রি এক প্রহর সময়ে দুই শত পদাতিক ও সত্তর জন অশ্বারূঢ় সৈন্য এবং দুই শত অনুচর প্রস্তুত কর; [২৪] এবং পৌলকে আরোহণ করাইয়া নির্ব্বিঘ্নে দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের নিকটে পহুঁছাইয়া দিবার নিমিত্তে বাহন সকল যোগাইয়া দিতে বল। [২৫] পরে সে এই রূপ কথা সম্বলিত পত্র লিখিল, [২৬] মহামহিম শ্রীযুক্ত দেশাধ্যক্ষ ফীলিক্সের নিকটে ক্লৌদিয় লুষিয়ের নমস্কার। [২৭] যিহূদি লোকেরা এই মনুষ্যকে ধরিয়া সংহার করিতে উদ্যত হইলে আমি সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া, এ যে রোমীয় লোক তাহা অবগত হইয়া ইহাকে রক্ষা করিলাম। [২৮] পরে ইহার প্রতি তাহারা কি দোষারোপ করিতেছে, তাহা জানিবার মানসে তাহাদের মহাসভাতে ইহাকে আনাইলাম। [২৯] তাহাতে আমি বুঝিলাম, তাহাদের শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন ২ বিবাদ প্রযুক্ত ইহার প্রতি দোষারোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ডের কিম্বা শৃঙ্খলের যোগ্য কোন দোষ প্রযুক্ত ইহার নামে অভিযোগ হয় নাই। [৩০] তথাপি এই মনুষ্যের বিরুদ্ধে যিহূদিরা কুমন্ত্রণা করিবে, এই সমাচার পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ আপনকার নিকটে ইহাকে প্রেরণ করিলাম; এবং ইহার অভিযোগকারিদিগকেও আপনকার নিকটে অভিযোগ করিতে আজ্ঞা দিলাম। আপনকার মঙ্গল হউক।

[৩১] পরে সৈন্যগণ প্রাপ্ত আদেশানুসারে পৌলকে লইয়া ঐ রাত্রিতে আন্তিপাত্রিতে গেল। [৩২] পরদিনে তাহার সঙ্গে যাইতে অশ্বারূঢ়দিগকে রাখিয়া অন্য সকলে দুর্গে ফিরিয়া আইল। [৩৩] পরে অশ্বারূঢ়গণ কৈসরিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া দেশাধ্যক্ষের হস্তে পত্রখানি সমর্পণ করিয়া পৌলকেও তাহার কাছে উপস্থিত করিল। [৩৪] তখন সে পত্র পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ প্রদেশের লোক? অনন্তর সে কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, ইহা জানিয়া কহিল, [৩৫] তোমার অভিযোগকারিগণও আইলে পর তোমার কথা সকল শুনিব। পরে হেরোদের রাজবাটীতে তাহাকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিল।

২৪ অধ্যায়।

[১] তাহার পাঁচ দিন পরে মহাযাজক অননিয় প্রাচীনবর্গকে এবং তর্তুল্ল নামে এক জন বক্তাকে সঙ্গে করিয়া তথায় নামিয়া গেল, এবং পৌলের প্রতিকূলে দেশাধ্যক্ষের নিকটে আবেদন করিল। [২] তাহাতে পৌল আহূত হইলে পর তর্তুল্ল তাহার নামে এই অভিযোগ করিতে লাগিল, যথা, হে মহামহিম ফীলিক্স, আপনকার দ্বারা আমরা মহাশান্তি ভোগ করিতে পাইতেছি, এবং আপনকার পরিণামদর্শিতাদ্বারা এই জাতির সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইতেছে, [৩] ইহা আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি। [৪] কিন্তু কথার বাহুল্যে যেন আপনাকে ক্লেশ না দি, এই জন্যে বিনতি করি, আপনি স্বাভাবিক ক্ষান্তিগুণে আমাদের স্বল্প কথা শ্রবণ করুন। [৫] বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি যে মহামারীস্বরূপ, এবং ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় যিহূদি লোকের মধ্যে কলহজনক, এবং নাসরতীয় দলের অগ্রগণ্য, ইহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি; [৬] আর সে মন্দিরকেও অশুচি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; এই জন্যে আমরা তাহাকে ধরিয়াছিলাম, এবং আপনাদের ব্যবস্থানুসারে তাহার বিচার করিতে মানস ছিল। [৭] কিন্তু লুষিয় সহস্রপতি আসিয়া মহাবলেতে আমাদের হস্ত হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল, [৮] এবং তাহার অভিযোগকারিদিগকে আপনকার সমক্ষে আসিতে আজ্ঞা করিল। আপনি উহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে আমরা এই যে সকল দোষ দিয়া উহার নামে অভিযোগ করিতেছি, তাহার সত্য মিথ্যা অবগত হইতে পারিবেন। [৯] অনন্তর ঐ যিহূদিগণও সায় দিয়া কহিল, এই কথা প্রমাণ।

[১০] পরে দেশাধ্যক্ষ পৌলকে উত্তর করিতে ইঙ্গিত করিলে সে এই উত্তর করিল, আপনি বহুবৎসরাবধি এই জাতির বিচারকর্ত্তা আছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আমার আপনার পক্ষে উত্তর করিতে বিশেষ আশ্বাস জন্মে। [১১] অদ্য কেবল দ্বাদশ দিন হইল, আমি ভজনা করণার্থে যিরূশালেমে উঠিয়া গিয়াছিলাম, ইহা আপনি অবগত হইতে পারিবেন। [১২] আর ইহারা মন্দিরে কি কোন সমাজগৃহে কি নগরের মধ্যে কাহারো সহিত কথা প্রসঙ্গ করিতে, কিম্বা জনতাকে সঙ্কুল করিতে

আমাকে দেখিয়াছে, এমন নহে। [১৩] আর এই ক্ষণে আমার প্রতি যে২ দোষারোপ করিল, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারে না। [১৪] কিন্তু আপনকার নিকটে আমি ইহা স্বীকার করি, ইহারা যাহাকে দল বলে, সেই পথানুসারে আমি পৈতৃক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি; বিশেষতঃ ব্যবস্থাতে ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে যাহা২ লিখিত আছে, সে সকলেতে বিশ্বাস করি। [১৫] এবং ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিয়া, ইহাদের স্বীকৃত অপেক্ষানুসারে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকদের পুনরুত্থান হইবে, এমন অপেক্ষা করিতেছি। [১৬] আর ইহাতেই আমিও ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের নিকটে অব্যাহত সংবেদ রক্ষা করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছি। [১৭] পরন্তু বহু বৎসরান্তে স্বজাতীয় লোকদের নিমিত্তে দান ও নৈবেদ্য দ্রব্য আনিতে আগমন করিয়া [১৮] আমি জনতা কিম্বা কলহ বিনা মন্দিরে আপনাকে শুচি করিয়াছিলাম, এমন সময়ে [ইহারা নয়], কিন্তু আশিয়া দেশের কতক জন যিহূদী আমার দেখা পাইল। [১৯] তাহাদেরই উচিত ছিল, যেন আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, আমার কোন দোষ যদি জানে, তবে অভিযোগ করে। [২০] নতুবা এই উপস্থিত লোকেরাই বলুক, আমি মহাসভার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আমার কি অপরাধ পাওয়া গেল? [২১] না, কেবল এই এক বচন, যে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলাম, যথা, মৃত লোকদের পুনরুত্থান বিষয়ে অদ্য তোমাদের কর্ত্তৃক আমার বিচার হইতেছে।

[২২] তখন ফীলিক্স সেই পথের কথা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হওয়াতে বিচার স্থগিত রাখিয়া কহিল, লুষিয় সহস্রপতি আইলে পর আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিব। [২৩] পরে শতপতিকে এই আজ্ঞা দিল, তুমি ইহাকে বদ্ধ রাখ, কিন্তু ক্লেশ দিও না, এবং ইহার কোন আত্মীয়কে সেবা কিম্বা সাক্ষাৎ করণার্থে আসিতে বারণ করিও না।

[২৪] অল্প দিনের পর ফীলিক্স দ্রুষিল্লা নাম্নী আপন যিহূদীয়া ভার্য্যার সহিত আসিয়া পৌলকে ডাকাইয়া তাহার মুখে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণের বৃত্তান্ত শুনিল। [২৫] তাহাতে পৌল ন্যায়পরতার ও ইন্দ্রিয়দমনের এবং আগামি বিচারের প্রসঙ্গ করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া কহিল, এখন যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি তোমাকে ডাকাইব। [২৬] অধিকন্তু পৌল মুক্তি পাইবার জন্যে তাহাকে কিছু টাকা দিবে, সে এই রূপ প্রত্যাশাও করিত, এই কারণ পুনঃ২ তাহাকে ডাকাইয়া তাহার সহিত আলাপ করিত। [২৭] কিন্তু দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে পর্কিয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে ফীলিক্স যিহূদিদিগকে বাধিত করিতে বাসনা করিয়া পৌলকে বদ্ধ রাখিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

[১] অধ্যক্ষরূপে দেশে উপস্থিত হওনের তিন দিন পরে ফীষ্ট কৈসরিয়াহইতে যিরূশালেমে উঠিয়া গেল। [২] তাহাতে মহাযাজক এবং যিহূদিদের প্রধান লোকেরা তাহার নিকটে পৌলের বিপরীতে আবেদন করিল, [৩] এবং সে যেন লোক পাঠাইয়া পৌলকে যিরূশালেমে আনায়, বিনতি পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে এই অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে লাগিল; ইহাতে তাহারা পথিমধ্যে তাহাকে বধ করিবার উপায় করিতেছিল। [৪] কিন্তু ফীষ্ট উত্তর করিল, পৌল কৈসরিয়াতে রক্ষিত হইতেছে; আমিও অবিলম্বে প্রস্থান করিব। [৫] অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতাপন্ন, তাহারা আমার সহিত সে স্থানে যাইয়া, সেই ব্যক্তির কোন দোষ যদি থাকে, তবে তাহার নামে অভিযোগ করুক। [৬] অপর তাহাদের নিকটে আট কি দশ দিনের অনধিক কাল অবস্থিতি করিয়া সে কৈসরিয়াতে নামিয়া গিয়া পর দিন বিচারাসনে বসিয়া পৌলকে আনিতে আজ্ঞা করিল। [৭] তাহাতে সে উপস্থিত হইলে যিরূশালেমহইতে আগত যিহূদি লোকেরা তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বিপক্ষে অনেক ভারি২ দোষের কথা উত্থাপন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার প্রমাণ দিতে পারিল না। [৮] এবং পৌল আপনার বিষয়ে এই উত্তর করিল, যিহূদিদের ব্যবস্থার প্রতিকূলে কিম্বা মন্দিরের প্রতিকূলে কিম্বা কৈসরের প্রতিকূলে আমি কোন অপরাধ করি নাই। [৯] কিন্তু ফীষ্ট যিহূদিদিগকে বাধিত করিতে বাসনা করাতে পৌলকে কহিল, তুমি কি যিরূশালেমে যাইয়া সেই স্থানে আমার সাক্ষাতে এই বিষয়ে বিচারিত হইতে সম্মত আছ? [১০] তাহাতে পৌল উত্তর করিল, আমি কৈসরের বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি, এই স্থানে আমার বিচার হওয়া উচিত; আমি যিহূদিদের কিছু অন্যায় করি নাই, ইহা আপনিও ভালরূপে জ্ঞাত আছেন। [১১] যদিস্যাৎ আমি অপরাধী বটি, এবং মৃত্যুর যোগ্য কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, তবে মরিতে অস্বীকার করি না; কিন্তু ইহারা আমার নামে যে অভিযোগ করিতেছে, তাহা যদি সকলই মিথ্যা হয়, তবে ইহাদের হস্তে পারিতোষিকরূপে আমাকে সমর্পণ করিতে কাহারো অধিকার নাই; আমি কৈসরের নিকটে আপীল করি। [১২] তখন ফীষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর করিল, তুমি কৈসরের নিকটে আপীল করিলা, কৈসরের কাছে যাইবা।

[১৩] পরে কতক দিন গত হইলে ফীষ্টকে মঙ্গলবাদ করণার্থে আগ্রিপ্প রাজা এবং বর্ণীকী কৈসরিয়াতে উত্তরিল। [১৪] তাহারা অনেক দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে ফীষ্ট ঐ রাজাকে পৌলের কথা জানাইয়া কহিল, ফীলিক্স এক জন বন্দিকে

রাখিয়া গিয়াছেন; [১৫] যিরূশালেমে আমার উপস্থিত হওন সময়ে যিহূদিদের প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গ সেই ব্যক্তির বিষয় আবেদন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যাচ্ঞা করিয়াছিল। [১৬] তাহাতে আমি তাহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছিলাম, যাহার নামে অভিযোগ হয়, সে যাবৎ অভিযোগকারিদের সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দোষ প্রক্ষালনের অবসর না পায়, তাবৎ পারিতোষিকরূপে কোন মনুষ্যকে প্রাণদণ্ডার্থে সমর্পণ করা রোমীয় লোকদের রীতি নহে। [১৭] পরে তাহারা এ স্থানে সঙ্গে আইলে আমি কিছু বিলম্ব না করিয়া পরদিবসে বিচারাসনে বসিয়া সেই ব্যক্তিকে আনিতে আজ্ঞা করিলাম। [১৮] পরে অভিযোগকারিরা তাহার চতুর্দ্দিগে দাঁড়াইয়া, আমি যে প্রকার দোষ অনুমান করিয়াছিলাম, সেই প্রকার কোন দোষ উত্থাপন করিল না, [১৯] কিন্তু তাহার সহিত আপনাদের ধর্ম্ম বিষয়ে এবং যীশু নামে কোন মৃত ব্যক্তির, যাহাকে পৌল জীবিত বলিত, তাহার বিষয়ে তাহাদের নানা বিবাদ ছিল। [২০] তাহাতে আমি এমত কথার মীমাংসা করণে সন্দিগ্ধ হওয়াতে কহিলাম, তুমি কি যিরূশালেমে যাইয়া সেই স্থানে এই বিষয়ে বিচারিত হইতে সম্মত আছ। [২১] তখন পৌল আপীল করিয়া রাজাধিরাজ কর্ত্তৃক বিচার হওনের অপেক্ষাতে রক্ষিত থাকিতে প্রার্থনা করাতে আমি যাবৎ তাহাকে কৈসরের নিকটে পাঠাইয়া দিতে না পারি, তাবৎ রক্ষিত থাকিতে আজ্ঞা দিলাম। [২২] তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিল, সেই মনুষ্যের কথা শুনিতে আমারও মানস ছিল। ফীষ্ট কহিল, কল্য শুনিতে পাইবেন।

[২৩] অতএব পরদিনে আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহাসমারোহ পূর্ব্বক আগমন করিয়া সহস্রপতিগণের ও নগরস্থ প্রধান লোকদের সহিত সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলে ফীষ্টের আজ্ঞাতে পৌল আনীত হইল। [২৪] তখন ফীষ্ট কহিল, হে মহারাজ আগ্রিপ্প, হে আমাদের সহিত উপস্থিত মহাশয়েরা, দেখুন, এ সেই মনুষ্য, যাহার বিষয়ে যিহূদি সমূহলোক যিরূশালেমে এবং এই স্থানে আমার নিকটে আবেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল, উহার আর জীবিত থাকা অনুপযুক্ত; [২৫] কিন্তু এ প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কর্ম্ম করে নাই, ইহা আমি অবগত হওয়াতে, এবং এ আপনি রাজাধিরাজের নিকটে আপীল করাতে তাঁহার নিকটে ইহাকে পাঠাইতে স্থির করিয়াছি। [২৬] কিন্তু অধীশ্বরের নিকটে ইহার বিষয়ে লিখিতে পারি, এমত কিছু নিশ্চয় জানি না; অতএব মহাশয়দের সমক্ষে, বিশেষতঃ, হে মহারাজ আগ্রিপ্প, আপনকার সমক্ষে ইহাকে উপস্থিত করিলাম; বিচার হইলে আমি লিখিবার কিছু সূত্র পাইব, এমন বাঞ্ছা করি। [২৭] কেননা বন্দিকে পাঠাইবার সময়ে তাহার প্রতি আরোপিত দোষ নির্দ্দিষ্ট না করা আমার অসঙ্গত বোধ হয়।

২৬ অধ্যায়।

[১] অনন্তর আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, তোমাকে আপনার পক্ষে উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। তখন পৌল হস্ত বিস্তার করিয়া আপনার পক্ষে এই রূপ উত্তর করিতে লাগিল। [২] হে মহারাজ আগ্রিপ্প, যিহূদি লোকেরা আমার প্রতি যে সকল দোষারোপ করে, তাহার উত্তর অদ্য আপনকার সাক্ষাতে নিবেদন করিতে পাইলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য জ্ঞান করিতেছি; [৩] যেহেতুক যিহূদি লোকদের সমস্ত রীতি ও প্রসঙ্গ বিষয়ে আপনি বিলক্ষণ বিজ্ঞ; অতএব প্রার্থনা করি, সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। [৪] আমার কথা এই, বাল্যকালাবধি যিরূশালেমে স্বজাতীয়দের মধ্যে আমার আদিম আচার ব্যবহার যাবতীয় যিহূদি লোক জানে; [৫] এবং উদ্ভবাবধি আমাকে জ্ঞাত হওয়াতে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে এমত সাক্ষ্য দিতে পারে, যে আমাদের ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাচারি দলের মতানুসারে আমি ফরীশী হইয়া প্রাণধারণ করিতাম। [৬] আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে ঈশ্বর কর্ত্তৃক যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তাহার প্রত্যাশা প্রযুক্ত আমি সম্প্রতি বিচারস্থানে দণ্ডায়মান আছি। [৭] আমাদের দ্বাদশ বংশ রাত দিন একাগ্র মনে আরাধনা করিতে ২ সেই প্রতিজ্ঞার ফল পাইবার প্রত্যাশা করিতেছে; আর, হে মহারাজ, সেই প্রত্যাশার বিষয়ে যিহূদি লোকদের দ্বারা আমার নামে অভিযোগ হইতেছে। [৮] ঈশ্বর মৃতগণকে উত্থাপন করেন, ইহা আপনকাদের বিচারে কেন প্রত্যয়ের অযোগ্য বোধ হয়? [৯] যাহা হউক, আমি নাসরতীয় যীশুর নামের বহুবিধ প্রতিকূলাচরণ করা আমার কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলাম, [১০] এবং যিরূশালেমে তাহাই করিয়াছিলাম; আর প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা পাইয়া অনেক পবিত্র লোককে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলাম, ও তাহাদের প্রাণদণ্ডের সময়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম; [১১] এবং প্রত্যেক সমাজগৃহে বার ২ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া বলেতে ধর্ম্মনিন্দা করাইতাম, এবং তাহাদের প্রতি অতিশয় রাগোন্মত্ত হইয়া বিদেশীয় নগর পর্য্যন্তও তাহাদিগকে তাড়না করিতাম। [১২] এই প্রকারে প্রধান যাজকদের নিকটে ক্ষমতা ও আজ্ঞাপত্র পাইয়া আমি এক বার দম্মেশকে যাইতেছিলাম। [১৩] তখন, হে মহারাজ, মধ্যাহ্নসময়ে আকাশহইতে সূর্য্যতেজ অপেক্ষাও তেজস্বী আলো পথিমধ্যে আমার ও আমার সহযাত্রি লোকদের চতুর্দ্দিগে প্রকাশ পাইতে দেখিলাম। [১৪] তাহাতে আমরা সকলে ভূমিতে পতিত হইলে আমাকে সম্বোধনকারি এক বাণী শুনিলাম, সে ইব্রীয় ভাষাতে কহিল, শৌল, শৌল, কেন আমাকে তাড়না করিতেছ? কণ্টকের মুখে পদাঘাত করা

তোমার দুষ্কর। [১৫] তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, আপনি কে? তাহাতে প্রভু কহিলেন, তুমি যাঁহাকে তাড়না করিতেছ, আমি সেই যীশু। [১৬] কিন্তু উঠিয়া চরণে ভর দেও, কেননা যাহা দেখিলা, এবং যাহার নিমিত্তে আমি তোমাকে পরেও দর্শন দিব, সেই সকল বিষয়ে আমার ভৃত্য ও সাক্ষী বলিয়া নিরূপণ করিবার জন্যে তোমাকে দর্শন দিলাম। [১৭] আর আমি স্বজাতীয় ও পরজাতীয় লোকদের মধ্যহইতে তোমার উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া তাহাদের নিকটে তোমাকে পাঠাইতেছি, [১৮] যেন তোমাদ্বারা তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইলে তাহারা অন্ধকারহইতে আলোর প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্বহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আমাতে বিশ্বাস করণদ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়। [১৯] অতএব হে মহারাজ আগ্রিপ্প, আমি সেই স্বর্গীয় দর্শন অমান্য করিলাম না, [২০] কিন্তু প্রথমে দম্মেশকস্থ, পরে যিরূশালেমস্থ লোকদের নিকটে ও যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে এবং পরজাতিদের মধ্যে, মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ঈশ্বরের প্রতি ফিরিবার ও মনঃপরিবর্ত্তনের যোগ্য কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলাম। [২১] এই কারণ যিহুদি লোকেরা মন্দিরে আমাকে ধরিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। [২২] ভাল, ঈশ্বরহইতে সাহায্য পাইয়া আমি অদ্যাপি সুস্থির থাকিয়া ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলের কাছে সাক্ষ্য দিতেছি, ফলতঃ ভাববাদিগণ এবং মোশি আপনি যে ভাবি ঘটনার কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া অন্য কিছু না কহিয়া ইহা প্রচার করিতেছি, [২৩] যথা, খ্রীষ্ট দুঃখভোগের পাত্র, এবং মৃতদের পুনরুত্থানে প্রথম বলিয়া তিনি স্বজাতীয় ও পরজাতীয় লোকদের কাছে আলোর সংবাদ দেওনে নিযুক্ত।

[২৪] পৌলের এমত উত্তর শ্রবণে ফীষ্ট উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পৌল, তুমি প্রলাপ দেখিতেছ; বহু বিদ্যাভ্যাস তোমাকে হতবুদ্ধি করিতেছে। [২৫] তাহাতে সে কহিল, হে মহামহিম ফীষ্ট, আমি হতবুদ্ধি নহি, কিন্তু সত্যের ও সুবোধের উক্তি প্রচার করিতেছি। [২৬] ফলতঃ এই সকল বিষয়ে রাজা বিজ্ঞ, তজ্জন্য আমি উহাঁর সাক্ষাতে সাহসী হইয়া কথা কহিতেছি; আমি নিশ্চয় জানি, ইহার কিছুই রাজার অগোচর নহে; যেহেতুক এ সকল কোণের মধ্যে করা যায় নাই। [২৭] হে মহারাজ আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদিগণের বাক্যে বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি বিশ্বাস করেন। [২৮] তখন আগ্রিপ্প পৌলকে কহিল, তুমি সংক্ষেপে করিয়া আমাকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে লওয়াইতেছ। [২৯] তাহাতে পৌল কহিল, সংক্ষেপে হউক কি মহাযত্নে হউক, আপনি এবং অন্যান্য যত লোক অদ্য আমার কথা শুনিতেছেন, সকলে যেন এই শৃঙ্খলবন্ধন ছাড়া আমার সদৃশ হন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

[৩০] তদনন্তর রাজা ও দেশাধ্যক্ষ ও বর্ণীকী প্রভৃতি সভাস্থ লোকেরা উঠিয়া [৩১] স্থানান্তরে যাইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিয়া বলিল, সেই ব্যক্তি বন্ধনের কিম্বা প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই অনুষ্ঠান করে না। [৩২] বিশেষতঃ আগ্রিপ্প ফীষ্টকে কহিল, সে যদি কৈসরের নিকটে আপীল না করিত, তবে ইহার পূর্ব্বে নিষ্কৃতি পাইতে পারিত।

২৭ অধ্যায়।

[১] পরে সমুদ্রপথে আমাদের ইতালিয়াতে যাত্রা করণ নিশ্চয় হইলে পৌল এবং অন্য কতক জন বন্দি রাজাধিরাজের সৈন্যদলভুক্ত যূলিয় নামে এক জন শতপতির নিকটে সমর্পিত হইল। [২] পরে আমরা আশিয়া দেশের নানা স্থান দিয়া যাইতে উদ্যত একখান আদ্রামুত্তীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম, এবং মাকিদনিয়ার থিষলনীকী নিবাসি আরিষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে ছিল। [৩] পরদিবসে আমরা সীদোনে লাগান করিলে যূলিয় পৌলের প্রতি সৌজন্য ব্যবহার পূর্ব্বক তাহাকে বন্ধুবান্ধবগণের নিকটে যাইয়া প্রাণ জুড়াইবার অনুমতি দিল। [৪] পরে তথাহইতে জাহাজ খুলিলে সম্মুখ বাতাস হওয়াতে আমরা কুপ্র উপদ্বীপের নিকট দিয়া গেলাম। [৫] অনন্তর কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়ার সম্মুখস্থ সমুদ্র পার হইয়া লুকিয়া দেশান্তঃপাতি মুরাতে উপস্থিত হইলাম। [৬] সেই স্থানে ঐ শতপতি ইতালিয়াতে যাইতে উদ্যত একখান সিকন্দরীয় জাহাজ দেখিয়া আমাদিগকে সেই জাহাজে আরোহণ করাইল।

[৭] পরে বহুদিবস ধীরে২ গমন করিয়া কষ্টে ক্নীদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বাতাস তথায় যাইতে না দেওয়াতে আমরা সল্মোনী নামক অঞ্চলে ক্রীতী উপদ্বীপের নিকটে গেলাম। [৮] পরে কষ্টে তীরের নিকট দিয়া যাইতে২ লাসেয়া নগরের নিকটবর্ত্তি সুন্দর পোতাশ্রয় নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। [৯] এই রূপে অনেক কাল বিলম্ব হওয়াতে এবং [শরৎকালীন] উপবাসপর্ব্ব অতীত হওন প্রযুক্ত জলযাত্রায় শঙ্কা হওয়াতে পৌল তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া কহিল, [১০] হে মহাশয়েরা, আমি দেখিতেছি, এই যাত্রাতে উৎপাত ও অনেক ক্ষতি হইবে, তাহা কেবল বোঝাইয়ের ও জাহাজের এমন নয়, আমাদের প্রাণেরও হইবে। [১১] কিন্তু শতপতি পৌলের বাক্য অপেক্ষা [প্রধান] নাবিকের ও জাহাজের কর্ত্তার কথা অধিক মান্য করিল। [১২] আর ঐ পোতাশ্রয়ে শীতকাল যাপনের সুবিধা না হওয়াতে অধিকাংশ লোক সাধ্য হইলে ফৈনীকে যাইয়া শীতকাল যাপন করিব বলিয়া ঐ স্থানহইতে প্রস্থান করিতে মন্ত্রণা করিল। [উক্ত ফৈনীক] ক্রীতীর এক পোতাশ্রয়, তাহা দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তর-

পশ্চিম দিগে মুখ করে। ১৩ পরে দক্ষিণ বায়ু মন্দ২ বহিতে দেখিয়া, আপনাদের মনস্থ সাধনের পথ পাইলাম, এমন বুঝিয়া তাহারা জাহাজ খুলিয়া ক্রীতীর অতি নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। ১৪ কিন্তু অল্প কাল পরে তাহার [তীরহইতে] উরক্লুদোন্ নামে অতি প্রচণ্ড বায়ু আঘাত করিতে লাগিল। ১৫ তখন জাহাজ সমাক্রান্ত হইয়া বায়ুর প্রতিরোধ করিতে না পারাতে আমরা তাহা ভাসিয়া যাইতে দিলাম। ১৬ পরে ক্লৌদা নামে একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপের নিকট দিয়া ত্বরায় গমন করিয়া বহুকষ্টে ক্ষুদ্র নৌকাখানি আপনাদের বশ করিলাম। ১৭ পরে [নাবিকেরা] তাহা তুলিয়া নানা উপায়দ্বারা জাহাজের পার্শ্ব বাঁধিয়া দৃঢ় করিল; পরে পাছে পথহারা হইয়া সুর্ত্তি [নামক চড়াতে] ঠেকে, এই ভয়ে মাস্তুলাদি নামাইয়া অমনি চলিল। ১৮ পরদিবসে ঝড়ের আত্যন্তিক উৎপাত প্রযুক্ত তাহারা কতক২ বোঝাই সামগ্রী জলে ফেলিয়া দিল। ১৯ এবং তৃতীয় দিবসে আমরা স্বহস্তে জাহাজের সজ্জা ফেলিয়া দিলাম। ২০ অনন্তর বহুদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য কি তারা প্রকাশ না পাওয়াতে এবং নিরন্তর অত্যন্ত ঝড় উৎপাত করাতে আমাদের নিস্তার পাইবার সমস্ত আশা তদবধি নষ্ট হইল।

২১ তখন অনাহারে বড় ক্লেশ হইলে পর পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল, হে মহাশয়েরা, আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া ক্রীতীহইতে জাহাজ না খুলিলে এবং এই উৎপত্তি ও ক্ষতি না পাইলে ভাল হইত। ২২ কিন্তু সম্প্রতি আমার পরামর্শ এই, তোমরা সাহস কর, কেননা তোমাদের এক প্রাণিরও হানি হইবে না, কেবল জাহাজের হানি হইবে। ২৩ কারণ যে ঈশ্বরের লোক আমি, এবং যাঁহার সেবা করি তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ২৪ ভয় করিও না, পৌল, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত হইতে হইবে; এবং দেখ, ঈশ্বর তোমার সকল সহযাত্রিকে তোমাকে দান করিলেন। ২৫ অতএব, হে মহাশয়েরা, সাহস কর, কেননা আমার প্রতি কথিত বাক্যানুসারে ঘটিবে, ঈশ্বরেতে আমার এমন বিশ্বাস আছে। ২৬ কিন্তু কোন উপদ্বীপে আমাদিগকে পড়িতে হইবে।

২৭ এই রূপে আদ্রিয়া সমুদ্রে ইতস্ততঃ চালিত হইতে২ চতুর্দ্দশ রাত্রি উপস্থিত হইলে অর্দ্ধরাত্র সময়ে মাল্লারা কোন স্থলের নিকটে উপনাত হইতেছে, এমত অনুমান করিতে লাগিল। ২৮ অতএব জল পরিমাণ করিয়া বিংশতি বাঁউ জল পাইল; পরে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া পুনর্ব্বার জল পরিমাণ করিয়া পঞ্চদশ বাঁউ পাইল। ২৯ তাহাতে শৈলময় স্থানে আট্কাইবার ভয় প্রযুক্ত তাহারা জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে চারি লঙ্গর ফেলিয়া দিবসের আকাঙ্ক্ষাতে থাকিল। ৩০ কিন্তু মাল্লারা গলুহীর কিঞ্চিৎ অগ্রে লঙ্গর ফেলিবার ছল করিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে নামাইয়া জাহাজহইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে ৩১ পৌল শতপতিকে ও সৈন্যগণকে কহিল, উহারা জাহাজে না থাকিলে তোমাদের নিস্তার হইতে পারিবে না। ৩২ তখন সেনাগণ নৌকাটীর রজ্জু কাটিয়া তাহা জলে পড়িতে দিল। ৩৩ পরে প্রভাত না হইতে পৌল সকল লোককে কিছু আহার করিতে আশ্বাস দিয়া কহিল, অদ্য চৌদ্দ দিন তোমরা অপেক্ষা করত কিছু খাদ্য গ্রহণ না করিয়া অনাহারে কালক্ষেপ করিতেছ। ৩৪ অতএব বিনতি করিয়া বলি, আহার কর, তাহা তোমাদের নিস্তারের উপযোগী হইবে; কেননা তোমাদের কাহারো মস্তকের একটি কেশও নষ্ট হইবে না। ৩৫ ইহা বলিয়া পৌল রুটী লইয়া সকলের সাক্ষাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। ৩৬ তাহাতে সকলে সাহস পাইয়া আপনারাও আহার করিল। ৩৭ সেই জাহাজে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত ছেয়াত্তর প্রাণী ছিলাম। ৩৮ সকলে খাদ্যে তৃপ্ত হইলে পর তাহারা সমস্ত শস্য সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া জাহাজের ভার লাঘব করিল।

৩৯ অনন্তর দিন হইলে তাহারা সেই ডাঙ্গা চিনিতে পারিল না; কিন্তু সমান তীর বিশিষ্ট এক বঙ্ক দেখিতে পাইল; অতএব যদি পারে, তবে সেই তীরের উপরে জাহাজ চালায়, এই পরামর্শ করিয়া ৪০ তাহারা লঙ্গর সকল কাটিয়া সমুদ্রে ত্যাগ করিল; পরে হাইলের বন্ধন খুলিয়া বাতাসের সম্মুখে অগ্রভাগের পাইল তুলিয়া সেই সমান তীরের অভিমুখে চলিতে লাগিল। ৪১ কিন্তু দুই দিগে সমুদ্রাহত কোন স্থানে পড়াতে চড়ার উপরে জাহাজ আট্কাইল, তাহাতে গলহী বাধিয়া যাওয়াতে অটল হইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ প্রবল তরঙ্গের আঘাতে বাড়ে২ খসিয়া গেল। ৪২ তখন পাছে কেহ সাঁতার দিয়া পলায়ন করে, এই আশঙ্কাতে সেনাগন বন্দিদিগকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিল। ৪৩ কিন্তু শতপতি পৌলকে নিস্তার করিবার মানসে তাহাদিগকে সেই পরামর্শহইতে ক্ষান্ত করিয়া এই আজ্ঞা দিল, যাহারা সাঁতার জানে, তাহারা অগ্রে ঝাঁপ দিয়া সাঁতারিয়া ডাঙ্গায় উঠুক। ৪৪ আর অবশিষ্ট সকলে তক্তা কিম্বা জাহাজের যে যাহা পায়, তাহা অবলম্বন করিয়া যাউক। এই রূপে সকলে নিস্তার পাইয়া ডাঙ্গাতে উত্তীর্ণ হইল।

২৮ অধ্যায়।

১ নিস্তার পাইলে ঐ উপদ্বীপের নাম যে মিলিতা ইহা তখন জ্ঞাত হইলাম। ২ আর তথাকার অসভ্য লোকেরা অসাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করিল, বিশেষতঃ উপস্থিত বৃষ্টি ও শীত প্রযুক্ত অগ্নি জ্বা-

লিয়া আমাদের সকলকে অতিথি করিল। ৩তাহাতে পৌল এক বোঝা গাছের পালা কুড়াইয়া ঐ অগ্নির উপরে ফেলিয়া দিলে অগ্নির উত্তাপে একটা কালসর্প নির্গত হইয়া তাহার হস্তে কামড়াইয়া লগ্ন থাকিল। ৪ তখন ঐ অসভ্য লোকেরা তাহার হস্তে সেই জন্তুকে ঝুলান দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তি নরহত্যাকারী, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা সমুদ্রহইতে নিস্তার পাইলেও প্রতিফলদাতা উহাকে বাঁচিতে দিলেন না। ৫ কিন্তু সে হস্ত ঝাড়িয়া জন্তুটাকে অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিছুই হানি পাইল না। ৬ তথাচ বিষজ্বালাতে তাহার শরীর ফুলিবে, নতুবা সে হঠাৎ মরিয়া ভূমিতে পড়িবে, ইহা অনুমান করাতে ঐ লোকেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা দেখিবার অপেক্ষাতে থাকিল; কিন্তু তাহার প্রতি কোন বিষম ঘটনা হইতেছে না, ইহা দেখিলে তাহারা বিচারান্তর করিয়া বলিতে লাগিল, উনি কোন দেবতা।

৭ ঐ স্থানের নিকটে সেই উপদ্বীপের পুব্লিয় নামক প্রধান লোকের ভূম্যাদি ছিল; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তিন দিন পর্য্যন্ত আতিথ্য করিল। ৮ তৎকালে ঐ পুব্লিয়ের পিতা জ্বরাতিসারে পীড়িত হইয়া শয্যাগত থাকাতে পৌল ভিতরে তাহার নিকটে গিয়া প্রার্থনা পূর্ব্বক গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিল। ৯ তাহা হইলে পর অন্য যত রোগি লোক ঐ উপদ্বীপে ছিল, সকলে আসিয়া সুস্থীকৃত হইল। ১০ আর তাহারা বিস্তর সৎকারদ্বারা আমাদিগকে সমাদর করিল, বিশেষতঃ আমাদের প্রস্থান সময়ে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিল।

১১ ঐ উপদ্বীপে একখান সিকন্দরীয় জাহাজ শীতকাল যাপন করিতেছিল; তাহার চিহ্ন দিয়স্কূরী। অতএব তিন মাস গত হইলে পর আমরা সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলাম। ১২ পরে সুরাকূষীতে লাগান করিয়া তিন দিবস থাকিলাম। ১৩ অপর তথাহইতে ঘুরিয়া আসিয়া রীগিয়ে উপস্থিত হইলে এক দিনের পর দক্ষিণ বাতাস [অনুকূল] হওয়াতে পরদিনে পুতিয়লীতে উপস্থিত হইলাম। ১৪ সেই স্থানে কএক জন ভ্রাতাকে পাইয়া সাত দিন তাহাদের নিকটে থাকিতে আশ্বাসিত হইলাম; এই প্রকারে আমরা রোমাতে উপস্থিত হইলাম। ১৫ তথাকার ভ্রাতৃগণও আমাদের সংবাদ পাইয়া অপ্পিয়ফর ও ত্রীষ্টবর্ণী পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যুদ্গমনার্থে আসিয়াছিল; তাহাতে তাহাদিগকে দেখিয়া পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া সাহস পাইল।

১৬ রোমাতে আমাদের উপস্থিত হইবার পরে শতপতি বন্দিদিগকে স্কন্ধাবারাধিপতির নিকটে সমর্পণ করিল; কিন্তু পৌল আপন প্রহরি পদাতিকের সহিত স্বতন্ত্র বাস করিবার অনুমতি পাইল।

১৭ অনন্তর তিন দিনের পর পৌল তথাকার প্রধান২ যিহূদিদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিল; এবং তাহারা সমাগত হইলে সে কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতৃগণ, আমি স্বজাতীয় লোকদের কিম্বা পৈতৃক রীতির বৈপরীত্যে কিছুই করি নাই, তথাপি যিরূশালেমে বন্দিরূপে রোমীয় লোকদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলাম। ১৮ আর তাহারা আমার বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন দোষ না পাওয়াতে আমাকে নিষ্কৃতি করিবার মানস করিয়াছিল। ১৯ কিন্তু যিহূদিরা আপত্তি করাতে কৈসরের নিকটে আমার আপীল করা আবশ্যক হইল; তথাপি স্বজাতীয় লোকদের নামে কোন বিষয়ে অভিযোগ করিব, তাহা নয়। ২০ ভাল, সেই বিবাদ প্রযুক্ত আমি তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবার জন্যে তোমাদিগকে আহ্বান করিলাম। বস্তুতঃ ইস্রায়েলের প্রত্যাশা হেতু আমি এই শৃঙ্খলের ভারে ভারগ্রস্ত আছি। ২১ তখন তাহারা তাহাকে কহিল, আমরা তোমার বিষয়ে যিহূদিয়াহইতে কোন পত্রই পাই নাই; এবং তথাহইতে আগত ভ্রাতৃগণের মধ্যেও কেহ তোমার বিষয়ে মন্দ সংবাদ দেয় নাই, এবং মন্দ কথাও কহে নাই। ২২ কিন্তু তোমার মত কি, তাহা আমরা তোমার মুখে শুনিতে বিহিত জ্ঞান করি; যেহেতুক এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে সর্ব্বত্র তাহার প্রতি আপত্তি করা যাইতেছে। ২৩ পরে তাহারা দিন নিরূপণ করিয়া তাহাকে বলিলে আরও অনেকে উত্তরণীয় গৃহে তাহার কাছে আইল, তাহাতে পৌল প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বররাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর কথায় বিশ্বাস করিতে তাহাদিগকে লওয়াইল। ২৪ তাহাতে কেহ২ তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, আর কেহ২ বিশ্বাস করিল না। ২৫ এই রূপে পরস্পর ভিন্নবাক্যতা হইলে তাহারা বিদায় হইতে লাগিল; তথাপি পৌল [প্রথমে] এই এক কথা কহিল, পবিত্র আত্মা যিশায়াহ ভাববাদির দ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই কথা বিলক্ষণ কহিয়াছেন, ২৬ যথা, "এই লোকদের নিকটে গিয়া বল,
"তোমরা শ্রবণে শুনিবা, কিন্তু বুঝিবা না; এবং
"চক্ষে দেখিবা, কিন্তু দেখিতে পাইবা না; ২৭কে-
"ননা এই লোকদের হৃদয় স্থূল হইয়াছে, ও শু-
"নিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, এবং তাহারা
"চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষুতে
"দেখিয়া কর্ণে শুনিয়া ও হৃদয়ে বুঝিয়া মন
"ফিরাইলে আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।"
২৮ অতএব তোমরা জ্ঞাত হও, ঈশ্বরকৃত এই ত্রাণোপায় পরজাতীয় লোকদের কাছে প্রেরিত হইল,

এবং তাহারাই তাহা মানিবে। [২৯] এই কথা কহিলে পর যিহূদি লোকেরা পরস্পর অনেক বাদানুবাদ করিতে২ চলিয়া গেল।

[৩০] অনন্তর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্য্যন্ত নিজ ভাড়াটিয়া গৃহে থাকিয়া, যত লোক তাহার নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ করিয়া [৩১] বিনা বাধাতে সম্পূর্ণ সাহস পূর্ব্বক ঈশ্বররাজ্যের কথা প্রচার করিত, ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিত।

রোমীয়দের প্রতি পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] ঈশ্বরের প্রিয় যত আহূত পবিত্র লোক রোমাতে আছে, সে সকলকার প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত ও ঈশ্বরের সুসমাচারের নিমিত্তে পৃথক্কৃত পৌল [পত্র লিখিতেছে]। [২] ঈশ্বর পূর্ব্বে আপন ভাববাদিগণদ্বারা পবিত্র শাস্ত্রে সেই সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; [৩] তাহা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক, যিনি শরীরের সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত, [৪] এবং পবিত্রতাস্বরূপ আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থানদ্বারা সপ্রভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। [৫] তাঁহারই দ্বারা আমরা তাঁহার নামের পক্ষে পরজাতীয় সকল লোকের মধ্যে বিশ্বাসরূপ আজ্ঞাবহতা সাধনার্থে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। [৬] তাহাদের মধ্যে তোমরাও যীশু খ্রীষ্টের আহূত লোক। [৭] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

[৮] প্রথমতঃ আমি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা তোমাদের সকলের জন্যে আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে কীর্ত্তিত হইতেছে। [৯] বস্তুতঃ ঈশ্বর আমার সাক্ষী আছেন, ফলতঃ আমি আপন আত্মা দিয়া যাঁহাকে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে সেবা করি, [তিনি জানেন যে] আমার প্রার্থনাকালে আমি কেমন নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ করি, [১০] এবং সর্ব্বদা ইহা যাচ্ঞা করি, এত কালের পরে যেন কোন প্রকারে একদা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তোমাদের নিকটে গমনের সুপথ পাই। [১১] কেননা তোমরা যেন স্থিরীকৃত হও, তজ্জন্য তোমাদিগকে কোন আধ্যাত্মিক বরের ভাগী করিবার ইচ্ছাতে আমি তোমাদিগকে দেখিতে, [১২] অর্থাৎ তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের আন্তরিক বিশ্বাসদ্বারা তোমাদের মধ্যে আপনিও আশ্বাস পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

[১৩] পরন্তু হে ভ্রাতৃগণ, পরজাতীয় অন্য সকল লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও যেন কোন ফল প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য তোমাদের নিকটে যাইতে বার ২ স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়াছি, ইহা তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এমন অভিমত নহে।

[১৪] গ্রীক ও অসভ্যজাতীয়, বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞ লোকদের কাছে আমি ঋণী আছি। [১৫] তদনুসারে আপনার বিষয়ে [বলিতে পারি], আমি রোমানিবাসি তোমাদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করিতে উৎসুক আছি। [১৬] কেননা আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারে লজ্জিত হই না। কারণ অগ্রে যিহূদি, পরে গ্রীক লোকের পক্ষে, বিশ্বাসকারি প্রত্যেক মনুষ্যেরই পক্ষে তাহা পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের প্রভাবস্বরূপ। [১৭] কেননা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের [দেয়] ধার্ম্মিকতা বিশ্বাসহইতে বিশ্বাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতেছে, যেমন লিখিত আছে, যথা, "বিশ্বাসহেতুই ধার্ম্মিক "ব্যক্তি বাঁচিবে।"

[১৮] বস্তুতঃ যাহারা অধার্ম্মিকতাতে সত্য রুদ্ধ করে, এমত মনুষ্যদের যাবতীয় ভক্তিলঙ্ঘনের ও অধার্ম্মিকতার উপরে স্বর্গহইতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হইতেছে। [১৯] কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা ২ জানা যায়, তাহা তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আছে, কেননা ঈশ্বর তাহা তাহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। [২০] ফলতঃ তাঁহার অনাদ্যনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরীয় স্বভাব প্রভৃতি অদৃশ্য গুণ সকল জগতের সৃষ্টিকালাবধি তাঁহার বিবিধ কর্ম্মেতে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে; ইহাতে তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই; [২১] কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব কি ধন্যবাদ করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অলীক হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। [২২] আপনাদিগকে বিজ্ঞ জানাইয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে, [২৩] এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষির ও চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয়ণীয় ঈশ্বরের প্রতাপ পরিবর্ত্ত করিয়াছে।

[২৪] এই কারণ ঈশ্বরও তাহাদিগকে আপন ২ হৃদয়ের অভিলাষ সহকারে এমন অশুচিতায় সমর্পণ করিলেন, যে তাহাদের দেহ সকল আপনাদের দ্বারা অনাদরে দূষিত হইতেছে। [২৫] আর তাহারা মিথ্যামতের সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্ত্ত করিয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়া সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়াছে, যিনি যুগে ২ ধন্য। আমেন।

২৬ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অনাদরযুক্ত মোহের বশে সমর্পণ করিয়াছেন; ফলতঃ তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাভাবিক ভোগ অন্যথা করিয়া স্বভাবের বিপরীত ভোগ করিতেছে। ২৭ এবং পুরুষেরাও তদ্রূপ স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত হইয়া পুরুষ পুরুষেতে কুৎসিত ক্রিয়া সম্পন্ন করত আপনাদিগেতে নিজ ভ্রান্তির সমুচিত প্রতিফল পাইতেছে। ২৮ এবং যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের তত্ত্ববোধে ধারণ করিবার অযোগ্য পাত্র জ্ঞান করিয়াছে, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অযোগ্য মতিতে সমর্পণ করিয়া অনুচিত ক্রিয়া করিতে দিয়াছেন। ২৯ তাহারা যাবতীয় অধার্ম্মিকতা, ব্যভিচার, খলতা, লোভ ও হিংসাতে পূর্ণ, এবং মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ, ছল ও দুর্বৃত্তিভারে ভারী হইয়া, কর্ণেজপ, ৩০ পরীবাদক, ঈশ্বরঘৃণিত, অপমানকারী, অভিমানী, দাম্ভিক, কুকল্পনার উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, ৩১ নির্ব্বোধ, অসন্ধেয়, স্নেহরহিত ক্ষমাহীন ও নির্দ্দয় হইয়াছে। ৩২ আর এতদ্রূপাচারি লোকেরা যে মৃত্যুর যোগ্য, ঈশ্বরের এই শাসন অবগত হইয়াও তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদাচারি সকলের অনুমোদনও করে।

২ অধ্যায়।

১ অতএব, হে বিচারকারি মনুষ্য, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ পরের বিচার করাতে আপনাকে দোষী করিতেছ; কেননা বিচারকারী হইয়াও আপনি সেই মত আচরণ করিতেছ। ২ পরন্তু আমরা জানি, এতদ্রূপ আচরণকারিদের প্রতিকূলে বাস্তবিক ঈশ্বরের বিচারাজ্ঞা বর্ত্তে। ৩ আর হে এতদ্রূপাচারিদের বিচারকারি অথচ আপনি তদ্রূপ কর্ম্মকারি মনুষ্য, তুমি কি এমন বোধ করিতেছ, যে তুমি ঈশ্বরের বিচারাজ্ঞা এড়াইবা? ৪ অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হেয়জ্ঞান করিতেছ? এবং ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে অনুতাপ করিতে লওয়াইতেছে, ইহা কি বুঝ না? ৫ কিন্তু তোমার কাঠিন্য এবং অনুতাপরহিত হৃদয় বিধায় ঈশ্বরের ক্রোধ ও ন্যায়বিচার প্রকাশের দিনে কি আপনার জন্যে ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ? ৬ তিনি তো প্রত্যেক জনকে তাহার কর্ম্মানুরূপ প্রতিফল দিবেন; ৭ বস্তুতঃ সৎক্রিয়ার স্থৈর্য্যানুসারে, যাহারা প্রতাপের ও সমাদরের ও অক্ষয়তার অন্বেষণকারী, তাহাদিগকে তিনি অনন্ত জীবন [দিবেন]; ৮ কিন্তু যাহারা প্রতিযোগিতার বশে সত্য না মানিয়া অধার্ম্মিকতা মানে, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ [ঘটিবে। ৯ তাহাতে] অগ্রে যিহূদি, তৎপরে গ্রীক লোকের, দুষ্কর্ম্ম সাধনকারি মনুষ্যমাত্রের প্রাণ ক্লেশের ও সঙ্কটের পাত্র হইবে; ১০ কিন্তু অগ্রে যিহূদী, তৎপরে গ্রীক লোক, সদাচারী প্রত্যেক মনুষ্যই প্রতাপের ও সমাদরের ও শান্তির অধিকারী হইবে। ১১ কেননা ঈশ্বরের কাছে মুখাপেক্ষা নাই।

১২ বস্তুতঃ [শাস্ত্রীয়] ব্যবস্থা না থাকিতে যে সকল লোক পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা না থাকিবার মত তাহাদের বিনাশই ঘটিবে; আর [শাস্ত্রীয়] ব্যবস্থা থাকিতে যে সকল লোক পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থাদ্বারাই তাহাদের বিচার করা যাইবে। ১৩ ঈশ্বরের নিকটে তো ব্যবস্থার শ্রোতারা ধার্ম্মিক নয়, কিন্তু ব্যবস্থার পালনকারিরাই ধার্ম্মিকীকৃত হইবে। ১৪ কেননা [শাস্ত্রীয়] ব্যবস্থাবিহীন পরজাতীয় লোকেরা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ি আচরণ করে, তখন সেই ব্যবস্থাবিহীনেরা আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়। ১৫ যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য্য আপন ২ হৃদয়ে লিখিত দেখাইতেছে, তাহাদের সংবেদও সাক্ষ্য দিতেছে, এবং তাহাদের নানা বিতর্ক পরস্পর অভিযোগ করিতেছে অথবা প্রত্যুত্তর দিতেছে। ১৬ যে দিনে ঈশ্বর মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকল ধরিয়া যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমার সুসমাচারানুযায়ি বিচার করেন, [সেই দিনে এমত হয়]।

১৭ তুমি কি যিহূদী বলিয়া বিখ্যাত আছ, এবং ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করিতেছ, এবং ঈশ্বরের শ্লাঘা করিতেছ, ১৮ এবং ব্যবস্থাহইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে [তাঁহার] বাসনা জ্ঞাত আছ, এবং যাহা ২ শ্রেয়ঃ তাহা মানিতেছ, ১৯ এবং ব্যবস্থাতে জ্ঞানের ও সত্যের অবয়বদর্শন পাইয়াছ বলিয়া আপনাকে অন্ধদের পথপ্রদর্শক, তিমিরাচ্ছন্ন লোকদের দীপ, ২০ মূর্খদের জ্ঞানদাতা, শিশুদের গুরু জ্ঞান করিয়া মানিতেছ? ২১ তবে [শুন,] পরকে শিক্ষা দিতেছ যে তুমি, তুমি কি আপনাকে শিক্ষা দেও না? চুরীর নিষেধ ঘোষণাকারী তুমি কি চুরী করিতেছ? ২২ ব্যভিচারনিষেধকারী তুমি কি ব্যভিচার করিতেছ? দেবমূর্ত্তির ঘৃণাকারী তুমি কি মন্দিরের সামগ্রী অপহরণ করিতেছ? ২৩ ব্যবস্থার শ্লাঘা করিতেছ যে তুমি, তুমি ব্যবস্থালঙ্ঘনদ্বারা ঈশ্বরের অনাদর করিতেছ। ২৪ বস্তুতঃ যেমন লিখিত আছে, তোমাদের কারণ পরজাতীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিন্দিত হইতেছে।

২৫ শুন, যদি তুমি ব্যবস্থা পালন কর, তবে ত্বক্‌ছেদে [তোমার] উপকার হয় বটে; কিন্তু যদি ব্যবস্থালঙ্ঘনকারী হও, তবে তোমার ত্বক্‌ছেদ অত্বক্‌ছেদ হইয়া পড়িল। ২৬ অতএব অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সকল পালন করে, তবে তাহার অচ্ছিন্ন ত্বক্ কি ছিন্ন ত্বক্ বলিয়া গণিত হইবে না? ২৭ হাঁ, অক্ষর ও ছিন্ন ত্বক্ সত্ত্বে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছ যে তুমি, স্বাভাবিক অচ্ছিন্নত্বক্ লোক ব্যবস্থা পালন করত তোমার বিচার করিবে। ২৮ কেননা প্রত্যক্ষ যে যিহূদী সে যিহূদী নয়, এবং মাংসে কৃত যে প্রত্যক্ষ

ত্বক্‌ছেদ তাহা ত্বক্‌ছেদ নয়। [২৯] কিন্তু গোপনে যে যিহূদী সেই যিহূদী, এবং অক্ষরের গুণে নয়, কিন্তু আত্মার গুণে হৃদয়ের যে ত্বক্‌ছেদ হয় তাহাই ত্বক্‌ছেদ; তাহার প্রশংসা মনুষ্যহইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরহইতে হয়।

৩ অধ্যায়।

[১] তবে যিহূদির বিশেষ লাভ কি? এবং ত্বক্‌ছেদের বা উপকার কি? [২] তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর; প্রথমতঃ এই যে ঈশ্বরের বচনকলাপ তাহাদের নিকটে গচ্ছিত হইয়াছে। [৩] কেমন? কেহ ২ অবিশ্বাসী হইলে তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বাস্যতা লুপ্ত করিবে? [৪] এমন না হউক, বরঞ্চ মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী হউক, তথাপি ঈশ্বর সত্য থাকুন; যেমন লেখা আছে, "তুমি যেন আপন "বাক্যে ধার্ম্মিক ও আপনার বিচারে জয়ী হও।"

[৫] ভাল, আমাদের অধার্ম্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধর্ম্মগুণ প্রতিপন্ন করে, তবে কি বলিব? ক্রোধ সফলকারি ঈশ্বর কি অন্যায়ী? আমি মানুষের মত কহিতেছি। [৬] এমন না হউক। কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন? [৭] কেমন? [মনুষ্য কি বলিবে,] "আমার সত্যলঙ্ঘনে যদি ঈশ্বরের সত্যতা তাঁহার গৌরবের পক্ষে উপচিয়া থাকে, তবে আবার সেই আমি কি জন্যে পাপী বলিয়া বিচারে আনীত হই? [৮] কেন বরং এই প্রকার [বিচার] হয় না, যথা, আইস, আমরা উত্তমের উদ্ভবার্থে মন্দ কর্ম্ম করি?" [বস্তুতঃ] আমরা এই প্রকারে নিন্দিত হইতেছি, এবং কেহ ২ বলে যে আমরা এই প্রকার কথা কহিয়া থাকি। সেই লোকদের দণ্ডাজ্ঞা ন্যায্য।

[৯] তবে কি? আমরা কি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য? কদাচ নহি; আমরা তো পূর্ব্বে যিহূদি ও গ্রীক লোকদিগকে এই দোষ দিয়াছি যে সকলে পাপাধীন। [১০] যেমন লিপি আছে, "ধার্ম্মিক কেহই "নাই, এক জনও নাই; [১১] বিবেচক কেহই "নাই, ঈশ্বরের অন্বেষনকারী কেহই নাই। [১২] সক- "লে বিপথগামী ও একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; "সদাচরণ করে এমত কেহই নাই, এক জনও নাই। "[১৩] তাহাদের গলার নলী অনাবৃত কবরস্বরূপ; "তাহারা জিহ্বাতে ছলনাকারী হইয়াছে; তাহা- "দের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসর্পের বিষ থাকে; "[১৪] তাহাদের মুখ অভিশাপে ও কটুকাটব্যে পরি- "পূর্ণ; [১৫] তাহাদের চরণ রক্তপাত করিতে দ্রুত- "গামী; [১৬] তাহাদের সকল মার্গে ধ্বংস ও দৌর্ভাগ্য "হয়, [১৭] এবং তাহারা শান্তির পথ জানে না। "[১৮] ঈশ্বর বিষয়ক ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।"

[১৯] ভাল, আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা ২ কহে তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; সুতরাং প্রত্যেক মুখ বন্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞার অধীন হয়। [২০] যেহেতুক তাঁহার সমক্ষে ব্যবস্থানুরূপ ক্রিয়া হেতু কোন মর্ত্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না, কেননা ব্যবস্থাদ্বারা পাপের পরিচয় হয়।

[২১] কিন্তু ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণদ্বারা যাহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যায়, ঈশ্বরের [দেয়] এমত ধার্ম্মিকতা এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। [২২] সেই ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরের [দান], যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা [প্রাপ্য]; তাহা বিশ্বাসকারি সকলের প্রতি ও সকলের উপরে বর্ত্তে। বস্তুতঃ [তাহাদের মধ্যে] প্রভেদ নাই। [২৩] কারণ সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের প্রতাপবিহীন আছে; [২৪] কিন্তু বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে খ্রীষ্ট যীশুতে [প্রাপ্য] মুক্তিদ্বারা ধার্ম্মিকীকৃত হয়। [২৫] কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার রক্তে বিশ্বাসদ্বারা পাপাবরককরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; [২৬] [কি নিমিত্তে?] এই বর্ত্তমান সময়ে নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার আশয়ে ঈশ্বরের ধৈর্য্যবশতঃ পূর্ব্বকালীন নানা পাপকর্ম্মের উপেক্ষা করণ প্রযুক্ত নিজ ধর্ম্মস্বভাব দেখাইবার নিমিত্তে, [হাঁ,] তিনি যেন যীশুতে বিশ্বাসকারি মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করণেও ধার্ম্মিক থাকেন।

[২৭] অতএব শ্লাঘা কোথায়? তাহা দূরীকৃত হইল। কি রূপ ব্যবস্থাদ্বারা? কি ক্রিয়ার ব্যবস্থাদ্বারা? না, কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থাদ্বারা। [২৮] কেননা আমাদের বিচার এই যে ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া ব্যতিরেকে বিশ্বাসেতে মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়। [২৯] ঈশ্বর কি কেবল যিহূদি লোকদের ঈশ্বর আছেন, পরজাতীয় লোকদেরও কি নহেন? হাঁ, পরজাতীয়দেরও বটে; [৩০] যেহেতুক ঈশ্বর একই, আর তিনি ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাসহেতু, এবং অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাসদ্বারা ধার্ম্মিক করিবেন।

[৩১] তবে বিশ্বাসদ্বারা আমরা কি ব্যবস্থার লোপ করিতেছি? এমন না হউক; বরঞ্চ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি।

৪ অধ্যায়।

[১] ইহাতে কি বলিব? শরীরের সম্বন্ধে আমাদের আদিপিতা অব্রাহাম্ কি আবিষ্কার করিয়াছেন? [২] শুন, অব্রাহাম্ যদি ক্রিয়া হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হইয়া থাকেন, তবে শ্লাঘার বিষয় তাঁহার আছে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নাই। [৩] কেননা শাস্ত্রে কি বলে? "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং "তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গনিত "হইল।" [৪] কর্ম্মকারির বেতন তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয় নয়, ঋণই বলিয়া গনিত হয়। [৫] কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মকারী না হইয়া হীনভক্তিকে ধার্ম্মিককারির উপরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে তাহার বিশ্বাসই ধার্ম্মিকতা বলিয়া গনিত হয়। [৬] এই প্রকারে ঈশ্বর যে মনুষ্যের পক্ষে ক্রিয়াব্যতিরিক্ত ধার্ম্মিকতা গণনা করেন, তাহার ধন্যবাদ

দায়ূদও প্রচার করেন, ৭ যথা, "যাহাদের অধর্ম্ম "মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহারা "ধন্য। ৮ প্রভু যাহার পাপ গণনা না করেন, সেই "মনুষ্য ধন্য।"

৯ বল দেখি, এই ধন্যবাদ কি [কেবল] ছিন্নত্বক্ লোকেতে বর্ত্তে? কিম্বা অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেতেও বর্ত্তে? শুন, আমরা বলি, অব্রাহামের পক্ষে বিশ্বাস ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইয়াছিল। ১০ ভাল, সেই বিশ্বাস তাঁহার ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, কোন্ অবস্থাতে গণিত হইয়াছিল? ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে নয়, কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে। ১১ আর অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে বিশ্বাসদ্বারা যে ধার্ম্মিকতা হয়, তিনি তাহার মুদ্রাঙ্ক বলিয়া ঐ ত্বক্ছেদরূপ চিহ্ন পাইয়াছিলেন। তাহাতে অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে থাকিয়া যাহারা [এমন] বিশ্বাস করে যে তাহাদের পক্ষেও ধার্ম্মিকতা গণিত হয়, সেই সকল লোকের পিতা তিনি হইলেন; ১২ এবং ছিন্নত্বক্ লোকদেরও পিতা হইলেন, অর্থাৎ যাহারা শুদ্ধ ছিন্নত্বক্দের মধ্যে জাত নহে, কিন্তু আমাদের পিতা অব্রাহামের অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে যে বিশ্বাস ছিল, তাহার পদচিহ্ন দিয়া যাহারা গমনও করে, তাহাদের [পিতা তিনি হইলেন]। ১৩ কেননা দায়াদরূপে জগতের অধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের প্রতি কি তাঁহার বংশের প্রতি ব্যবস্থাদ্বারা করা গিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু বিশ্বাসরূপ ধার্ম্মিকতাদ্বারা। ১৪ কেননা ব্যবস্থাবলম্বি লোকেরা যদি দায়াধিকারী হয়, তবে বিশ্বাস নিরর্থক হইল, এবং ঐ প্রতিজ্ঞা লুপ্ত হইল। ১৫ ব্যবস্থা তো ক্রোধ উৎপাদন করে; কেননা যে স্থানে ব্যবস্থা নাই, সেই স্থানে ব্যবস্থালঙ্ঘনও নাই। ১৬ আর বিশ্বাসহেতু [দায়াধিকার] হয়, ইহার অভিপ্রায় কি? তাহা যেন অনুগ্রহের ফল হয়, [সুতরাং] সেই প্রতিজ্ঞা যেন সমস্ত বংশের পক্ষে, অর্থাৎ কেবল ব্যবস্থাবলম্বি বংশের পক্ষে নয়, কিন্তু অব্রাহামের বিশ্বাসাবলম্বি বংশের পক্ষেও অটল থাকে; ১৭ কেননা মৃতদের জীবনদাতা এবং বিদ্যমান বস্তুর ন্যায় অবিদ্যমান বস্তু সকলের আহ্বানকারি যে ঈশ্বরেতে অব্রাহাম বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে তিনি আমাদের সকলকার পিতা আছেন, যেমন লিখিত আছে, যথা, "আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করিয়া "নিযুক্ত করিলাম।"

১৮ "এই রূপ তোমার বংশ হইবে" এই বচনানুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হইবেন বলিয়া আশার বিরহে আশা করিয়া বিশ্বাস করিলেন। ১৯ এবং দুর্ব্বলবিশ্বাসী না হইয়া আপন দেহের শতেক বৎসর বয়স প্রযুক্ত মৃতবৎ অবস্থা এবং সারার জঠরের জরা মানিলেন না। ২০ এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন তাহা নয়; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইয়া ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিলেন। ২১ এবং তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সফল করণে সমর্থও আছেন, ইহা নিশ্চয় জ্ঞান করিলেন। ২২ আর এই কারণ তাঁহার পক্ষে সেই বিশ্বাস ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল। ২৩ তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল তাঁহার কারণ লিখিত হইয়াছে এমন নয়, আমাদেরও কারণ। ২৪ কেননা আমাদের প্রভু যীশুকে যিনি মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে। ২৫ [যীশু] তো আমাদের অপরাধের নিমিত্তে সমর্পিত, এবং আমাদের ধার্ম্মিকতালাভের নিমিত্তে উত্থাপিত হইয়াছেন।

৫ অধ্যায়।

১ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের শান্তিলাভ হইয়াছে। ২ এবং তাঁহারই দ্বারা বিশ্বাসে করিয়া এই অনুগ্রহরূপ আশ্রয়ে প্রবেশ করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এবং ঈশ্বরীয় প্রতাপের আশাতে শ্লাঘা করিতেছি। ৩ কেবল তাহা নয়, কিন্তু ক্লেশের শ্লাঘাও করিতেছি; কারণ আমরা জানি, ক্লেশ স্থৈর্য্যকে, ৪ এবং স্থৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে, এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে সম্পন্ন করে, ৫ আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম সেচন করা গিয়াছে। ৬ কেননা ইতিপূর্ব্বে যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে হীনভক্তিদের নিমিত্তে প্রাণ দিলেন। ৭ বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্তে প্রায় কেহ প্রাণ দিতে উদ্যত হয় না, কেবল মঙ্গলদাতার নিমিত্তে কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলে দিতে পারে। ৮ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি নিজ প্রেম [স্পষ্টরূপে] দেখাইতেছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন আমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিলেন। ৯ সুতরাং সম্প্রতি খ্রীষ্টের রক্তে ধার্ম্মিকীকৃত হওয়াতে আমরা কত অধিক [অবাধে] তাঁহাদ্বারা ক্রোধহইতে পরিত্রাণ পাইব। ১০ কেননা যখন শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের পুত্রের মরণদ্বারা যদি ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হওয়াতে কত অধিক [অবাধে] তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব। ১১ কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও করিতেছি, কেননা [যীশুর] দ্বারা এখন আমাদের সম্মিলনলাভ হইয়াছে।

১২ অতএব যেমন এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর এই প্রকারে মৃত্যু যাবতীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্যাপিল, এবং তাহার অধীনে সকলে পাপ করিল। — ১৩ কেননা ব্যবস্থা [না থাকা] পর্য্যন্ত জগতে

পাপ ছিল; পরন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না। [১৪] কিন্তু যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের অনুকৃতিতে পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব পাইয়াছিল। আর আদম সেই ভাবি [ব্যক্তির] প্রতিরূপ। [১৫] কিন্তু অপরাধ যাদৃশ, বরদানও তাদৃশ, তাহা নয়। কেননা এক জনের অপরাধে যদি অনেকে মরিয়াছে, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বরদান আর এক মনুষ্যের অর্থাৎ যীশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহে করিয়া অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল। [১৬] এবং এক জনের পাপ করাতে যেমন [ফল হইল], এই দান তেমন নয়; কেননা বিচার এক [অপরাধ]হইতে দণ্ডাজ্ঞা করণে, কিন্তু বরদান অনেক অপরাধহইতে ধার্ম্মিকতা নিশ্চয় করণে [সিদ্ধার্থ হয়]। [১৭] কারণ একের অপরাধে করিয়া যদি ঐ এক জনদ্বারা মৃত্যু রাজত্ব পাইল, তবে যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকত্বাদানের উপচয় পায়, তাহারা এক ব্যক্তিদ্বারা, [হাঁ,] যীশু খ্রীষ্টদ্বারা, কত অধিক [অবাধে] জীবনে রাজত্ব পাইবে।— [১৮] ভাল, তবে যেমন এক অপরাধদ্বারা মনুষ্য সকলের জন্যে দণ্ডাজ্ঞার পাত্র হইবার পথ, তেমনি এক ধার্ম্মিকতা নিশ্চয় করণদ্বারা মনুষ্য সকলের জন্যে জীবনসমন্বিত ধার্ম্মিকতালাভের পথ হয়। [১৯] কারণ যেমন ঐ এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতাদ্বারা ঐ অনেকে পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তেমনি আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতাদ্বারা সেই অনেকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। [২০] অধিকন্তু অপরাধের বাহুল্য যেন হয়, এই নিমিত্তে ব্যবস্থা উপাগত হইল; কিন্তু যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল। [২১] [ইহার ফল এই,] যেমন মৃত্যুতে পাপ রাজত্ব পাইয়াছিল, তেমনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা অনন্ত জীবনের নিমিত্তে অনুগ্রহ যেন ধার্ম্মিকতা সহকারে রাজত্ব পায়।

৬ অধ্যায়।

[১] ইহাতে আমরা কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয়, এই নিমিত্তে কি পাপে থাকিব? [২] এমন না হউক। পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি যে আমরা, আমরা কি প্রকারে আবার পাপজীবী হইব? [৩] অথবা তোমরা কি জান না যে আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? [৪] অতএব আমরা বাপ্তিস্মদ্বারা তাঁহার সহিত মৃত্যুতে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি। [কি নিমিত্তে?] পিতার প্রতাপদ্বারা যেমন খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতাতে চলি। [৫] কেননা যদি আমরা তাঁহার মৃত্যুর অনুকৃতিতে একীভূত হইয়াছি, তবে অবশ্য পুনরুত্থানের অনুকৃতিতেও হইব। [৬] আমরা তো ইহা জানি যে পাপের দাস যেন আর না থাকি, এই জন্যে পাপাধীন দেহের বিনাশার্থে আমাদের পুরাতন পুরুষ তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে। [৭] কেননা যে মরিয়াছে সে পাপহইতে [মুক্ত হইয়া] ধার্ম্মিকীকৃত হইল। [৮] আর আমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি, তাহা হইলে বিশ্বাস করিতেছি, যে তাঁহার সহিত জীবনপ্রাপ্তও হইব। [৯] এবং আমরা জানি, মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত খ্রীষ্ট আর কখন মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্তৃত্ব নাই। [১০] ফলতঃ তিনি যে মৃত্যু ভোগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাপের সম্বন্ধে একেবারে মরিয়াছেন; এবং যে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত আছেন। [১১] তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে পাপের সম্বন্ধে মৃত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর।

[১২] অতএব দৈহিক অভিলাষের আজ্ঞাবহ হওনার্থে তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে পাপকে রাজত্ব পাইতে দিও না। [১৩] এবং আপন ২ অঙ্গকে অধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপেতে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃত্যুর পরে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরেতে, এবং আপন ২ অঙ্গকে ধর্ম্মের অস্ত্র জানিয়া ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। [১৪] পাপ তো তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না, কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন হইয়াছ।

[১৫] ইহাতে কি বলিব? আমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইয়াছি, তজ্জন্য কি পাপ করিব? এমন না হউক। [১৬] তোমরা কি জান না যে আজ্ঞাপালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, তাহার আজ্ঞাধীন দাস আছ; হয় মৃত্যুর নিমিত্তে পাপের দাস, নয় ধর্ম্মের নিমিত্তে আজ্ঞাপালনের দাস। [১৭] কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, যেহেতুক পাপের দাস ছিলা যে তোমরা, তোমরা শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত হইয়াছ, তাহা মানিতে অন্তঃকরণের সহিত আজ্ঞাবহ হইয়াছ। [১৮] কিন্তু পাপহইতে মুক্ত হওয়াতে তোমরা ধর্ম্মের দাস হইয়াছ। [১৯] তোমাদের শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমি মানুষের মত কহিতেছি। শুন, তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন ২ অঙ্গকে দাস করিয়া অশুচিতাতে ও অধর্ম্মেতে সমর্পণ করিয়াছিলা, তেমনি এখন পবিত্রতালাভের নিমিত্তে আপন ২ অঙ্গকে দাস করিয়া ধর্ম্মেতে সমর্পণ কর। [২০] কেননা যখন পাপের দাস ছিলা, তখন ধর্ম্মের উদ্দেশে আত্মবশ ছিলা। [২১] ভাল, সম্প্রতি যাহা লজ্জার বিষয় বোধ হয়, তৎকালে তাহা ছাড়া তোমাদের কি ফল হইত? বস্তুতঃ সে সকলের পরিণাম মৃত্যু। [২২] কিন্তু সম্প্রতি পাপহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হওয়াতে তোমাদের পবিত্রতালাভে উপকারি

ফল হইতেছে, এবং [তাহার] পরিণাম অনন্ত জীবন। ২৩ কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত বর আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

৭ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, ব্যবস্থাভিজ্ঞ লোকদের প্রতি তো আমার কথা হইতেছে, তোমরা কি জান না যে মনুষ্য যত কাল জীবিত আছে, তত কাল [মাত্র] ব্যবস্থা তাহার উপরে কর্তৃত্ব করে? ২ শুন, সধবা স্ত্রী ব্যবস্থাদ্বারা জীবিত স্বামির প্রতি বদ্ধা থাকে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে স্বামির ব্যবস্থাহইতে মুক্তা হয়। ৩ সুতরাং যদি সে স্বামির জীবৎকালে অন্য পুরুষের হয়, তবে ব্যভিচারিণী বলিয়া বিখ্যাতা হইবে; কিন্তু স্বামী মরিলে ঐ ব্যবস্থাহইতে মুক্তা হওয়াতে অন্য স্বামির [ভার্য্যা] হইলেও ব্যভিচারিণী হইবে না। ৪ ভাল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহদ্বারা ব্যবস্থার উদ্দেশে হত হইয়াছ; ইহাতে অন্যের হইয়াছ, হাঁ, ঈশ্বরের নিমিত্তে আমাদের ফলোৎপাদনার্থে মৃতদের মধ্যহইতে উত্থাপিত [পতির হইয়াছ]। ৫ কেননা যখন শরীরের বশে ছিলাম, তখন ব্যবস্থার উৎপাদিত পাপরূপ মোহ সকল আমাদের অঙ্গমধ্যে নিজ২ কার্য্য সাধন করত মৃত্যুর নিমিত্তে ফল উৎপন্ন করিত। ৬ কিন্তু যাহার মধ্যে বদ্ধ ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে মরিয়াছি বলিয়া আমরা সম্প্রতি ব্যবস্থাহইতে মুক্ত হইয়াছি। অতএব আমরা অক্ষরের জরাতে নয়, কিন্তু আত্মার নবীনতাতে [ঈশ্বরের] দাস্যকর্ম্ম করিতেছি।

৭ তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? এমন না হউক; বরঞ্চ পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থাদ্বারা জানিতে পাইয়াছি; কেননা "লোভ করিও না," এই কথা যদি ব্যবস্থা না কহিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না। ৮ কিন্তু পাপ অবসর পাইয়া ঐ আজ্ঞাদ্বারা আমার অন্তরে লোভাদি যাবতীয় অভিলাষ সম্পন্ন করিল; যেহেতুক ব্যবস্থার বিরহে পাপ মৃত থাকে। ৯ আর পূর্ব্বে আমি ব্যবস্থার বিরহে জীবিত ছিলাম, পরে ঐ আজ্ঞা উপস্থিত হইলে পাপ জীবিত হইয়া উঠিল; তাহাতে আমি মরিলাম; ১০ এবং জীবনার্থে [দত্ত] যে আজ্ঞা তাহা আমার মৃত্যুজনক হইয়া উঠিল। ১১ ফলতঃ পাপ অবসর পাইয়া ঐ আজ্ঞাদ্বারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তদ্দ্বারা আমার সংহার করিল। ১২ অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞাও পবিত্র ও ন্যায্য ও উত্তম।

১৩ তবে যাহা উত্তম তাহা কি আমার জন্যে মৃত্যুস্বরূপ হইল? এমন না হউক, বরং পাপ উত্তম বস্তুদ্বারা আমার মৃত্যু সম্পন্ন করণে যেন পাপরূপে দেখায়, এবং আজ্ঞাদ্বারা পাপ অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে, এই জন্যে পাপই [আমার মৃত্যুস্বরূপ হইল]।

১৪ আমরা তো জানি, ব্যবস্থা আধ্যাত্মিক, কিন্তু আমি শরীরের বশবর্ত্তী, আমি পাপের অধীন হওনার্থে বিক্রীত। ১৫ বস্তুতঃ আমি যাহা সম্পন্ন করি, তাহা না জানিয়া করি; কেননা আমার বাঞ্ছিত আচরণ করি না, আমার ঘৃণিত কর্ম্ম করি। ১৬ ভাল, যাহা আমার বাঞ্ছিত নয় তাহা যদি করি, তবে ব্যবস্থা যে উত্তম, ইহা স্বীকার করি। ১৭ কিন্তু সম্প্রতি সেই কর্ম্ম আর আমার সম্পন্ন নহে, তাহা আমাতে বাসকারি পাপেরই সম্পন্ন। ১৮ যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না; আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না। ১৯ কেননা আমি যাহা বাঞ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না; কিন্তু যাহা বাঞ্ছা করি না, সেই মন্দ আচরণ করি। ২০ পরন্তু যাহা আমার বাঞ্ছিত নয়, তাহা যদি করি, তবে তাহা আর আমার সম্পন্ন নহে, কিন্তু আমাতে বাসকারি পাপের সম্পন্ন। ২১ অতএব উত্তম ক্রিয়া বাঞ্ছাকারি আমার মন্দ ক্রিয়া সম্ভবে, এমন ব্যবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি। ২২ বস্তুতঃ আন্তরিক পুরুষবিধায় আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থার অনুমোদন করি। ২৩ কিন্তু আমার অঙ্গমধ্যে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার বিবেকের ব্যবস্থার বিপরীতে যুদ্ধ করে, এবং আমাকে অঙ্গস্থিত পাপব্যবস্থার বন্দি দাস করে। ২৪ হায় ২, দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি, আমাকে এই মৃত্যুর দেহহইতে কে নিস্তার করিবে! ২৫ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। অতএব আমি আপনি বিবেকে করিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম, কিন্তু শরীরের বশতায় করিয়া পাপব্যবস্থার দাস্যকর্ম্ম করিতেছি।

৮ অধ্যায়।

১ অতএব যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, অথচ শরীরের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলে, এখন তাহাদের জন্যে কোনই দণ্ডাজ্ঞা নাই। ২ কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার ব্যবস্থা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থাহইতে মুক্ত করিয়াছে। ৩ যেহেতুক ব্যবস্থা শরীরের দ্বারা দুর্ব্বল হওয়াতে যাহা করিতে অসমর্থ ছিল, ঈশ্বর [তাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ] নিজ পুত্রকে পাপময় শরীরের অনুকৃতিতে এবং পাপের নিমিত্তে প্রেরণ করিয়া শরীরে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন, ৪ যেন আমাদিগেতে ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সিদ্ধ করা যায়; আমরা তো শরীরের বশে না চলিয়া আত্মার বশে চলিতেছি। ৫ কেননা যাহারা শরীরের বশবর্ত্তী তাহারা শরীরের বিষয় ভাবে; কিন্তু যাহারা আত্মার বশবর্ত্তী, তাহারা আত্মার বিষয় ভাবে। ৬ বস্তুতঃ

শরীরের [বশবর্ত্তি] ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তিস্বরূপ। [৭] কেননা শরীরের [বশবর্ত্তি] ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হয় না, এবং হইতে পারেও না। [৮] আর যাহারা শরীরের বশে আছে, তাহারা ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে পারে না। [৯] কিন্তু তোমাদের অন্তরে যদি ঈশ্বরের আত্মা বাস করেন, তবে তোমরা শরীরের বশে নহ, আত্মারই বশে আছ; পরন্তু যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মাকে পায় নাই, সে খ্রীষ্টের নহে। [১০] আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগেতে থাকেন, তবে পাপ প্রযুক্ত দেহ মৃত বটে, কিন্তু ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত আত্মা জীবনস্বরূপ। [১১] আর যিনি মৃতগণের মধ্যহইতে যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্যহইতে খ্রীষ্টের উত্থাপনকর্ত্তা, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারি আপন আত্মা প্রযুক্ত তোমাদের মর্ত্ত্য দেহও জীবিত করিবেন।

[১২] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ঋণী আছি, কিন্তু শরীরের বশে জীবন ভোগার্থে শরীরের কাছে ঋণী নহি। [১৩] যেহেতুক শরীরের বশে জীবন ভোগ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মাতে দেহের লীলা নিহনন করিলে জীবিত হইবা।

[১৪] কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা চালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের পুত্র। [১৫] বস্তুতঃ তোমরা পুনরায় ভয় করণার্থে দাসত্বের আত্মাকে পাইয়াছ, তাহা নয়; কিন্তু যে আত্মার আবেশে আমরা আব্বা, পিতঃ, বলিয়া ডাকি, সেই দত্তকপুত্রতার আত্মাকে পাইয়াছ। [১৬] আর আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি, এ বিষয়ে আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন। [১৭] আর যদি সন্তান হই, তবে দায়াদও হই, হাঁ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ হই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রতাপ ভোগ করিবার নিমিত্তে তাঁহার সঙ্গে দুঃখভোগ করা আমাদের আবশ্যক।

[১৮] বস্তুতঃ আমার বিচার এই, ভাবিকালে যে প্রতাপ আমাদের প্রাপ্য বলিয়া প্রকাশিত হইবে, তাহার কাছে এই বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ সকল তৃণতুল্য। [১৯] কেননা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। [২০] কারণ সৃষ্টি অলীকতার বশীকৃত হইল, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে হইল তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্তে; [২১] এই আশাতে, যে সৃষ্টিও ক্ষয়নীয়তামূলক দাসত্বহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপমূলক মুক্তি পাইবে। [২২] বস্তুতঃ আমরা জানি, এখন পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি [প্রসবকারিণীর ন্যায়] ব্যথিতা হইয়া একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে। [২৩] কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও অন্তরে আর্ত্তস্বর করত দত্তকপুত্রতা, অর্থাৎ আপন২ দেহের মুক্তি, অপেক্ষা করিতেছি। [২৪] কেননা প্রত্যাশাতে আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু যাহা দেখা যায়, তাহার প্রত্যাশা প্রত্যাশাই নয়। কেননা যে যাহা দেখে সে আবার তাহার প্রত্যাশা কেন করিবে? [২৫] কিন্তু যাহা দেখিতে না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি করি, তবে স্থৈর্য্যপূর্ব্বক তাহার অপেক্ষাতে থাকি।

[২৬] আর সেই রূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতার প্রতীকার করেন; ফলতঃ প্রয়োজনমতে কি প্রার্থনা করিতে হয় তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অকথ্য আর্ত্তস্বরদ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। [২৭] আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, ফলতঃ তিনি যে পবিত্র লোকদের পক্ষে ঈশ্বরের অভিমত অনুরোধ করেন।

[২৮] পরন্তু আমরা জানি, ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে, কেননা তাহারা মনস্থানুসারে আহূত লোক। [২৯] কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হওনার্থে পূর্ব্বাবধি নিরূপণও করিয়াছেন; [কি জন্যে?] অনেক ভ্রাতার মধ্যে তিনি যেন প্রথমজাত হন। [৩০] এবং যাহাদিগকে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগকে ধার্ম্মিকও করিলেন। পরন্তু যাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন।

[৩১] এই সকলেতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যদি আমাদের সপক্ষ হন, তবে আমাদের বিপক্ষ কে? [৩২] কেমন? নিজ পুত্রের প্রতি মমতা না করিয়া যিনি আমাদের সকলের নিমিত্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমাদিগকে কি তাঁহার সহিত সমস্তই অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না? [৩৩] ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? কি ঈশ্বর? তিনি তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করেন। [৩৪] কে দোষী করিবে? কি খ্রীষ্ট? তিনি মরিলেন, বরঞ্চ পুনরুত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, এবং আমাদের পক্ষে অনুরোধও করিতেছেন।

[৩৫] খ্রীষ্টের প্রেমহইতে কে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি বস্ত্রহীনতা? কি প্রাণসংশয়? কি খড়্গ? [৩৬] যেমন লেখা আছে, "তোমারই নিমিত্তে আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুমুখে আছি; আমরা বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইলাম।" [৩৭] কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকলেতে নিতান্ত বিজয়ী হই। [৩৮] কেননা আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু কি জীবন, কি স্বর্গদূতগণ, কি আধিপত্য, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যদ্বিষয়, কি বাহিনীগণ, [৩৯] কি ঊর্দ্ধ স্থান কি

গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে [নিহিত] ঈশ্বরের প্রেমহইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

৯ অধ্যায়।

১ আমি খ্রীষ্টের অধীনে সত্য কহিতেছি, মিথ্যা কহি না; ইহাতে আমার সংবেদও পবিত্র আত্মার আবেশে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। ২ ফলতঃ আমার হৃদয়ে ভারি শোক ও নিরন্তর যাতনা হইতেছে। ৩ কেননা যাহারা শরীরের সম্বন্ধে আমার স্বজাতীয়, আমার সই ভ্রাতৃগণের নিমিত্তে আমিই যেন খ্রীষ্টহইতে দূরস্থ শাপাস্পদ হই, এমত প্রার্থনা করিতে পারিতাম। ৪ তাহারা তো ইস্রায়েলীয় লোক, এবং দত্তকপুত্রতা, ও প্রতাপ, ও নানা ধর্ম্মনিয়ম, ও ব্যবস্থাদান, ও আরাধনা, ও প্রতিজ্ঞাসমূহ তাহাদেরই অধিকার। ৫ পিতৃগণও তাহাদের; এবং শরীরসম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্যহইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর [এবং] যুগে ২ ধন্য। আমেন্।

৬ পরন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়া পড়িয়াছে এমন নহে, যেহেতুক ইস্রায়েলহইতে উৎপন্ন সকলে ইস্রায়েল হয় না। ৭ এবং অব্রাহামের বংশ হওয়াতে তাহারা সকলে সন্তান হয় না; কিন্তু "ইস্‌হাকে [তোমার] বংশ তোমার বলিয়া বিখ্যাত "হইবে"। ৮ ইহার তাৎপর্য্য এই, শরীরের সন্তানগণ ঈশ্বরের সন্তান হয় না, কিন্তু প্রতিজ্ঞারই সন্তানগণ বংশ বলিয়া গণিত হয়। ৯ কেননা "এই ঋতু হইলে আমি আসিব, তখন সা"রার পুত্র হইবে," ইহা প্রতিজ্ঞার বাক্য।

১০ কেবল তাহা নয়, কিন্তু আরও [বলি], রিবিকা এক জনদ্বারা, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইস্‌হাকদ্বারা, গর্ভধারণ করিলে পর ১১ যখন [বালকদ্বয়] ভূমিষ্ঠ হয় নাই এবং ভাল মন্দ কিছু করে নাই, তখন কর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারির [ইচ্ছা] হেতু, ঈশ্বরের নির্ব্বাচনানুরূপ মনস্থ যেন স্থির থাকে, ১২ এই নিমিত্তে উহাকে কহা গেল, যথা, "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে;" ১৩ যেমন লিখিত আছে, "আমি যাকোবকে প্রেম "করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি।"

১৪ ইহাতে আমরা কি বলিব? ঈশ্বরেতে কি অন্যায় সম্ভবে? এমন না হউক। ১৫ বস্তুতঃ তিনি মোশিকে কহেন, "আমি যাহাকে দয়া করি, তা"হাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, "তাহার প্রতি করুণা করিব।" ১৬ অতএব ইহা ইচ্ছুক বা ধাবমান ব্যক্তিহইতে হয় না, কিন্তু দয়াকারি ঈশ্বরহইতে হয়। ১৭ কেননা ফরৌণের প্রতি শাস্ত্র বলে, "তোমাতে আমার প্রভাব দেখা"ইব, ও সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত "হইবে বলিয়া তন্নিমিত্তই তোমাকে উত্থাপন "করিলাম।" ১৮ অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই কঠিন করেন।

১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবা, এমন হইলে তিনি আবার দোষ ধরেন কেন? তাঁহার মনোরথের প্রতিরোধ কে করে? ২০ অহো! হে মনুষ্য, ঈশ্বরের প্রতিবাদী তুমি বা কে? নির্ম্মিত বস্তু কি নির্ম্মাতাকে বলিতে পারে, কেন আমার এরূপ রচনা করিলা? ২১ কিম্বা একই মৃৎপিণ্ডহইতে সমাদরের এক পাত্র এবং অনাদরের এক পাত্র, এমন দুই পাত্র রচনা করিতে কি মৃত্তিকার উপরে কুম্ভকারের কর্তৃত্ব নাই?

২২ আর ঈশ্বর [আপন] ক্রোধ দেখাইবার ও আপন সামর্থ্য জানাইবার ইচ্ছাতে যদি বিনাশার্থে পরিপক্ব ক্রোধপাত্রদের প্রতি মহতী সহিষ্ণুতা করিয়া থাকেন, ২৩ এবং যাহাদিগকে প্রতাপের নিমিত্তে পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই দয়াপাত্রদিগেতে আপন প্রতাপরূপ ধন জ্ঞাত করিবার অভিপ্রায়ও [সাধন করেন, তবে কি]? ২৪ হাঁ, তিনি আমাদিগকে তাদৃশ [দয়াপাত্র বলিয়া] কেবল যিহূদিদের মধ্যহইতে নয়, কিন্তু পরজাতিদের মধ্যহইতেও ডাকিয়াছেন। ২৫ যেমন তিনি হোশেয় গ্রন্থেও কহেন, যথা, "যাহারা আমার প্রজা নয় "তাহাদিগকে আমি নিজ প্রজা, এবং অপ্রিয়াকে "প্রিয়া বলিয়া ডাকিব। ২৬ আর, তোমরা আমার "প্রজা নহ, এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে কহা "গিয়াছিল, সেই স্থানে তাহারা জীবনময় ঈশ্ব"রের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" ২৭ আর ইস্রায়েলের বিষয়ে যিশায়াহও এই কথা ঘোষনা করেন, "ইস্রায়েলের সন্তানগণ সমুদ্রের বালির "ন্যায় বহুসংখ্যক হইলেও অবশিষ্টাংশ পরিত্রাণ "পাইবে; ২৮ যেহেতুক তিনি ধর্ম্মেতে নিকাশ "সিদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত করেন, কেননা প্রভু পৃথিবীতে "সংক্ষিপ্ত নিকাশ করিবেন।" ২৯ আর যিশায়াহ পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে "যদি বা"হিনীগণের প্রভু আমাদের জন্যে একটী বীজ "অবশিষ্ট না রাখিতেন, তবে আমরা সদোমের "ন্যায় হইতাম, ও ঘমোরার তুল্য হইতাম।"

৩০ ইহাতে আমরা কি বলিব? যে পরজাতীয় লোকেরা ধার্ম্মিকতার অনুধাবন করিত না, তাহারা ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশ্বাসহইতে লভ্য ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে; ৩১ কিন্তু ইস্রায়েল্ ধার্ম্মিকতার ব্যবস্থার অনুধাবন করিয়াও ধার্ম্মিকতার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পহুঁছে নাই। ৩২ ইহার কারণ কি? বিশ্বাসাবলম্বী না হইয়া ব্যবস্থানুরূপ ক্রিয়াবলম্বির ন্যায় [অনুধাবন করাতে] তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে ব্যাঘাত পাইল, ৩৩ যেমন লেখা আছে, যথা, "দেখ, আমি সিয়োনে ব্যাঘাত"জনক এক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক এক পাষাণ স্থা"পন করিব; এবং যে কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস "করে, সে লজ্জিত হইবে না।"

১০ অধ্যায়।

১ হে ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদয়ের সুমতি এবং ঈশ্বরের কাছে বিনতি ইস্রায়েলের সপক্ষ [ও] পরিত্রাণ নিমিত্তক। ২ কেননা আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্‌যোগ আছে, কিন্তু তাহা তত্ত্বজ্ঞানানুযায়ী নয়। ৩ ফলতঃ ঈশ্বরের [দেয়] ধার্ম্মিকতা না জানাতে এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করাতে তাহারা ঈশ্বরের [দেয়] ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয় নাই; ৪ যেহেতুক প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির ধার্ম্মিকতালাভার্থে খ্রীষ্ট ব্যবস্থার পরিণাম।

৫ বস্তুতঃ মোশি ব্যবস্থাহইতে লভ্য ধার্ম্মিকতার এই বর্ণনা করেন, যথা, "যে মনুষ্য এই সকল "পালন করে, সে ইহাদ্বারা বাঁচিবে।" ৬ কিন্তু বিশ্বাসহইতে লভ্য ধার্ম্মিকতা এমত কথা বলে, যথা, "মনে ২ কহিও না, কে স্বর্গারোহণ করিবে?" —অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নীচে আনিবার জন্যে;—৭ অথবা "কে অগাধলোকে নামিবে?"—অর্থাৎ মৃতদের মধ্যহইতে খ্রীষ্টকে ঊর্দ্ধে আনিবার জন্যে। ৮তবে কি বলে? "সেই কথা তোমার নিকটবর্ত্তী, তো- "মার মুখে ও তোমার হৃদয়ে আছে," অর্থাৎ আমাদের দ্বারা প্রচারিত বিশ্বাসেরই কথা। ৯ ফলতঃ যদি তুমি আপন মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপন করিয়াছেন, ইহা যদি হৃদয়ে বিশ্বাস কর, তবে পরিত্রাণ পাইবা। ১০ যেহেতুক ধার্ম্মিকতালাভার্থে হৃদয়ে বিশ্বাস করিতে হয়, এবং পরিত্রাণলাভার্থে মুখে স্বীকার করিতে হয়। ১১ কেননা শাস্ত্র বলে, "যে কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, "সে লজ্জিত হইবে না।"

১২ বস্তুতঃ যিহূদি লোকে ও গ্রীক লোকে কিছুই প্রভেদ নাই; যেহেতুক সকলের একমাত্র প্রভু আছেন; যত লোক তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। ১৩ ফলতঃ "যে কেহ প্রভুর নাম ডাকিয়া প্রার্থনা করে, সে "পরিত্রাণ পাইবে।"

১৪ তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিবে? এবং যে স্থানে শুনে নাই, সেই স্থানে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? আর ঘোষণাকারী না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? ১৫ এবং প্রেরিত না হইলে কেমন করিয়া ঘোষণা করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা শান্তির সুসমাচার প্রচার "করে [ও] মঙ্গলের শুভসংবাদ দেয়, তাহাদের "চরণ কেমন শোভা পায়!"

১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই; বস্তুতঃ যিশায়াহ কহেন, "হে প্রভো, আমা- "দের বার্ত্তা শুনিয়া কে বিশ্বাস করিল?" ১৭ অতএব বিশ্বাস বার্ত্তাশ্রবণহইতে, এবং বার্ত্তাশ্রবণ ঈশ্বরের বাক্যক্রমে হয়। ১৮ তবে আমি বলি, তাহারা কি শুনিতে পায় নাই? "তাহাদের স্বর "তো সমস্ত পৃথিবীতে ও তাহাদের বাক্য ভূমণ্ড- "লের সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়াছে।" ১৯ আরও বলি, ইস্রায়েল কি ইহা জানিতে পায় নাই? প্রথমে মোশি কহেন, "আমি তোমাদিগকে অগণ্য জাতিতে "ঈর্ষ্যাযুক্ত ও নির্ব্বোধ জাতিতে বিরক্ত করিব।" ২০ আর যিশায়াহ অতি সাহস পূর্ব্বক কহেন, "যাহারা আমার অন্বেষণ করিত না, তাহাদিগকে "আমার উদ্দেশ পাইতে দিলাম; এবং যাহারা "আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিত না, তাহাদিগকে "দর্শন দিলাম।" ২১ পরন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি কহেন, "আমি সমস্ত দিন আজ্ঞালঙ্ঘন ও "আপত্তিকারি প্রজাবৃন্দের প্রতি অঞ্জলি বিস্তার "করিয়া আছি।"

১১ অধ্যায়।

১ এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কি আপন প্রজাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন? এমন না হউক; দেখ, আমিও ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের গোত্রে বিন্যামীনের বংশে জাত লোক। ২ ঈশ্বর আপনার যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে নিরস্ত করেন নাই। কেমন? এলিয়ের ইতিহাসে শাস্ত্র কি বলে, তাহা কি জান না? তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের নিকটে এই রূপ অনুরোধ করেন, যথা, ৩ "হে প্রভো, তা- "হারা তোমার ভাববাদিগণকে বধ করিল, তোমার "যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিল, তাহাতে "একমাত্র আমি অবশিষ্ট রহিলাম; আবার তা- "হারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।" ৪ কিন্তু তাহার প্রতি ঈশ্বরীয় বাণী কি বলে? "বালের সম্মুখে যাহারা হাঁটু পাতে নাই, এমন "সপ্ত সহস্র লোককে আমি আপনার নিমিত্তে "অবশিষ্ট রাখিলাম।" ৫ তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনুগ্রহে কৃত নির্ব্বাচন বিধায় এক অবশিষ্টাংশ হইয়াছে। ৬ আর তাহা যদি অনুগ্রহেতে [হইয়া থাকে], তবে আবার ক্রিয়াহেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই নহে; কিন্তু যদি ক্রিয়াহেতু [হইয়া থাকে],তবে আবার অনুগ্রহ হয় না, নতুবা ক্রিয়া আর ক্রিয়াই নহে।

৭ তবে [নির্য্যাস] কি? ইস্রায়েল্ যাহার চেষ্টা করে তাহা পায় নাই, কিন্তু ঐ নির্ব্বাচনের পাত্রেরা তাহা পাইয়াছে, অন্য সকলে জড়ীভূত হইয়াছে; ৮ যেমন লিখিত আছে, যথা, "ঈশ্বর "তাহাদিগকে মূর্চ্ছাজনক আত্মা, দর্শনে অসমর্থ "চক্ষু ও শ্রবণে অসমর্থ কর্ণ দিয়াছেন; অদ্যাপি "সেই প্রকার আছে।" ৯ এবং দায়ূদ কহেন, যথা, "তাহাদের মেজ তাহাদের জন্যে ফাঁদ ও "বাঁশকল ও বিঘ্ন ও সমুচিত প্রতিফলস্বরূপ "হউক। ১০ তাহারা যেন দেখিতে না পায়, তন্নি-

"মিত্ত তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক; এবং তুমি "তাহাদের পৃষ্ঠদেশ নিত্য কুব্জ কর।"

১১ ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহারা কি অধঃপতনের নিমিত্তে স্খলিত হইয়াছে? এমন না হউক; বরং তাহাদিগকে উদ্‌যোগী করিবার জন্যে তাহাদের পাতকেতে পরজাতীয় লোকদের পরিত্রাণ লাভ হইল। ১২ ভাল, উহাদের পাতকে যদি জগতের ধনাগম হইল, এবং উহাদের হানিতে যদি পরজাতীয়দের ধনাগম হইল, তবে উহাদের পূর্ণতায় আর কত অধিক না হইবে?

১৩ বস্তুতঃ হে পরজাতীয় লোক সকল, তোমাদেরই প্রতি কহিতেছি, পরজাতীয়দের নিমিত্তে নিযুক্ত প্রেরিত আছি বলিয়া আমি নিজ পরিচর্য্যাপদের গৌরব করিতেছি, ১৪ কোন মতে যেন আমার স্বজাতীয়দের উদ্‌যোগ জন্মাইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলিন লোকের পরিত্রাণ করি। ১৫ বস্তুতঃ তাহাদের নিরস্ত হওনে যদি জগতের সম্মিলন হইল, তবে তাহাদের গ্রাহ্য হওনে মৃতদের জীবনলাভ বই আর কি হইবে? ১৬ আর [শস্যের] অগ্রিমাংশ যদি পবিত্র হয়, তবে সূজীর তালও পবিত্র; এবং মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা সকলও পবিত্র।

১৭ আর কতকগুলি শাখা যদি ছিন্ন হইল, এবং তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাহাদের মধ্যে তোমাকে লাগান গেল, ও তুমি জিতবৃক্ষের মূলের ও রসের অংশী হইলা, ১৮ তবে সেই শাখাদের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও না; আর যদ্যপি শ্লাঘা কর, তথাপি তুমি মূলকে ধারণ কর না, কিন্তু মূল তোমাকে ধারণ করিতেছে। ১৯ ইহাতে তুমি বলিবা, আমাকে লাগাইবার জন্যে কতকগুলি শাখা ছিন্ন হইয়াছে। ২০ ভাল, অবিশ্বাসে করিয়া উহারা ছিন্ন হইয়াছে, এবং বিশ্বাসে করিয়া তুমি স্থির আছ। অভিমানী হইও না, বরং ভয় কর। ২১ কেননা ঈশ্বর যদি সেই প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা করেন নাই, তবে কি জানি, তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না। ২২ ইহাতে ঈশ্বরের মধুর এবং তীক্ষ্ণ উভয় ভাব নিরীক্ষণ কর; ফলতঃ পতিতদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ ভাব, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব ফলিতেছে; কিন্তু সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাকা তোমার আবশ্যক, নতুবা তুমিও উচ্ছিন্ন হইবা।

২৩ উহারা যদি অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহাদিগকেও লাগান যাইবে, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাদিগকে আর বার লাগাইতে সমর্থ আছেন। ২৪ বস্তুতঃ তোমাকে প্রকৃত বন্য জিতবৃক্ষহইতে কাটিয়া লইয়া যদি প্রকৃতির বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে লাগান গিয়াছে, তবে প্রকৃত শাখা যে উহারা, উহাদিগকে কি আরও অনায়াসে নিজ জিতবৃক্ষে লাগান যাইবে না?

২৫ বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা যেন আপনাদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া না মান, তন্নিমিত্ত আমার এমন বাঞ্ছা হয় যে তোমরা এই নিগূঢ় বিষয় অজ্ঞাত না থাক; ফলতঃ যাবৎ পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ কতক পরিমাণে ইস্রায়েলের জড়তা ঘটিয়াছে; ২৬ আর এই প্রকারে সমস্ত ইস্রায়েল-পরিত্রাণ পাইবে; যেমন লিখিত আছে, যথা, "সিয়োনহইতে এক "মুক্তিদাতা আসিবেন, তিনি যাকোবহইতে ভক্তি-"লঙ্ঘন সকল দূর করিবেন; ২৭ আর যে সময়ে "আমি তাহাদের পাপ সকল হরণ করিব, সেই "সময়ে তাহাই তাহাদের সহিত আমার কৃত "নিয়ম হইবে।" ২৮ উহারা সুসমাচারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্তে শত্রু, কিন্তু নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পিতৃগণের নিমিত্তে প্রিয় পাত্র। ২৯ কেননা ঈশ্বরের যে বরদান ও আহ্বান, তাহা অনুশোচনরহিত। ৩০ ফলতঃ তোমরা যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অনাজ্ঞাবহ ছিলা, কিন্তু সম্প্রতি উহাদের অনাজ্ঞাবহতাতে দয়া পাইয়াছ, ৩১ তেমনি তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে উহারাও যেন দয়া পায়, তজ্জন্য সম্প্রতি অনাজ্ঞাবহ হইল। ৩২ কেননা ঈশ্বর সকলকে দয়া করণার্থে সকলকে অনাজ্ঞাবহতার হস্তে রুদ্ধ করিয়াছেন।

৩৩ আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য! এবং তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়! ৩৪ কেননা প্রভুর মতি কে জানিয়াছে? এবং তাঁহার মন্ত্রী বা কে হইয়াছে? ৩৫ অথবা কে অগ্রে দানদ্বারা তাঁহার উপকার করিয়াছে, যে তন্নিমিত্ত তাহার প্রত্যুপকার করিতে হয়? ৩৬ যেহেতুক বস্তুমাত্রই তাঁহাহইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে হইয়াছে। যুগে ২ তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।

১২ অধ্যায়।

১ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমি ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার নামে তোমাদিগকে নিবেদন করি, তোমরা আপন ২ দেহকে জীবিত, পবিত্র ও ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসাধ্য আরাধনা। ২ এবং এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মতির নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তর হও; তাহাতে ঈশ্বরের বাসনা [অর্থাৎ] উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ কি, তাহা পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞাত হইবা।

৩ বস্তুতঃ অনুগ্রহজন্য যে বর আমাকে দেওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তি প্রত্যেক জনকে কহি, আপনার বিষয়ে যেমন বোধ করা উপযুক্ত, কেহ আপনাকে তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সুবোধ হইবার চেষ্টাতে আপনার বিষয়ে বোধ করুক।

[৪] কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ আছে, কিন্তু অঙ্গ সকলের একরূপ কার্য্য নয়, [৫] তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টেতে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছি। [৬] এবং আমাদিগকে প্রদত্ত অনুগ্রহবিধায় আমাদের বিশেষ ২ বর লাভ হইয়াছে। সেই বর কি ভাববাণী? তবে আইস, বিশ্বাসের সঙ্গত্যনুরূপে কহি। [৭] অথবা তাহা কি পরিচর্য্যার ভার? তবে আইস, পরিচর্য্যাতে নিবিষ্ট হই; কিম্বা যে শিক্ষা দেয় সে শিক্ষাদানে, [৮] কিম্বা যে প্রবোধন করে সে প্রবোধনে নিবিষ্ট হউক; যে দান করে সে সরল ভাবে দান করুক; যে পালক, সে যত্নপূর্ব্বক পালন করুক; যে দয়া করে সে হৃষ্টচিত্তে দয়া করুক।

[৯] প্রেম অকল্পিত হউক। যাহা মন্দ তাহাহইতে ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে থাক; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও। [১০] ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদর করণে এক জন অন্য জনের অগ্রগামী হও। [১১] যত্নেতে নিরালস্য, আত্মাতে উত্তপ্ত, প্রভুর দাস্যকর্ম্মে নিবিষ্ট, [১২] প্রত্যাশাতে আনন্দিত, ক্লেশে সুস্থির, প্রার্থনাতে অধ্যবসায়ী হও। [১৩] পবিত্র লোকদের অভাবের প্রতীকার কর, অতিথিসেবাতে রত হও। [১৪] যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; শাপ না দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। [১৫] যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর। [১৬] পরস্পর তোমাদের একই ভাব হউক; যাহা উচ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষী হইও না; যাহারা নত তাহাদের সঙ্গসেবনে আকর্ষিত হও; আপনাদিগকে বুদ্ধিমান জ্ঞান করিও না। [১৭] অপকারের শোধ বলিয়া কাহারো প্রত্যপকার করিও না; মনুষ্য সকলের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম তাহাই চিন্তা কর। [১৮] যদি হইতে পারে, তবে তোমাদের সাধ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রের সহিত ঐক্য রাখ। [১৯] হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা বৈরনির্য্যাতন করিও না, কিন্তু ক্রোধের জন্যে পথ ছাড়, যেহেতুক লেখা আছে, "প্রভু "কহিতেছেন, বৈরনির্য্যাতন আমারই কর্ম্ম, আমি "প্রতিফল দিব।" [২০] বরঞ্চ "যদি তোমার শত্রু "ক্ষুধিত হয়, তবে তাহাকে অন্ন ভোজন করাও; "যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে তাহাকে জল পান করাও; "কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তকে জ্বল-"দঙ্গার রাশি করিয়া রাখিবা।" [২১] তুমি দুরাচারে পরাজিত না হইয়া সদাচারে দুরাচারকে পরাজয় কর।

১৩ অধ্যায়।

[১] প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না; এবং যে২ কর্ত্তৃত্ব আছে তাহা ঈশ্বরের নিযুক্ত। [২] অতএব যে জন কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের প্রতিরোধ করে; আর যাহারা প্রতিরোধ করে, তাহারা আপনাদের [সমুচিত] বিচারাজ্ঞা পাইবে। [৩] কেননা শাসনকর্ত্তারা সদাচারের প্রতি ভয়ানক নয়, কিন্তু দুরাচারের প্রতি ভয়ানক; তুমি কি কর্ত্তৃত্বের নিকটে নির্ভয় হইতে বাঞ্ছা কর? তবে সদাচার কর, তাহা করিলে কর্ত্তৃত্বহইতে প্রশংসা পাইবা। [৪] কেননা সদাচারের নিমিত্তে সে তোমার পক্ষে ঈশ্বরের পরিচারক; কিন্তু যদি দুরাচার কর, তবে ভয় কর, কেননা সে অকারণে খড়্গ ধারণ করে না; বস্তুতঃ সে ঈশ্বরের পরিচারক, [এবং] দুরাচারির প্রতি ক্রোধসাধনার্থে বৈরনির্য্যাতনকারী। [৫] অতএব বশীভূত হওয়া আবশ্যক, কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবেদেরও নিমিত্তে। [৬] বস্তুতঃ এই জন্যে তোমাদিগকে রাজকরও দিতে হয়; যেহেতুক তাহারা ঈশ্বরের সেবানুষ্ঠাতা হইয়া ঐ কার্য্যেই অধ্যবসায় করিতেছে। [৭] যাহার যাহা পাওনা তাহাকে তাহা দেও। কর পাইবার অধিকারিকে কর দেও; শুল্ক পাইবার অধিকারিকে শুল্ক দেও; ভয়ের অধিকারিকে ভয় কর; সমাদরের অধিকারিকে সমাদর কর।

[৮] তোমরা কাহারো কিছুই ধারিও না; কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থাকে সিদ্ধরূপে পালন করিয়াছে। [৯] ফলতঃ ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, লোভ করিও না, এই২ আজ্ঞা প্রভৃতি যত আজ্ঞা আছে, সে সকল একই বচনে, অর্থাৎ "প্রতিবাসিকে "আত্মতুল্য প্রেম কর," এই আজ্ঞাতে সংক্ষেপে সংগৃহীত হয়। [১০] প্রেম প্রতিবাসির অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার সিদ্ধি।

[১১] অধিকন্তু তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ; ফলতঃ এখন আমাদের নিদ্রাহইতে জাগিবার সময় হইল; কেননা যে সময়ে আমরা বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের সন্নিকট। [১২] রাত্রির অধিকাংশ গিয়াছে; দিবস আসন্ন হইল, অতএব আইস আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আলোর সজ্জা পরিধান করি। [১৩] [এবং] দিবসের উপযুক্ত শিষ্ট আচরণ করি। রঙ্গরস ও মত্ততা, লম্পটতা ও স্বৈরিতা, বিবাদ ও ঈর্ষ্যা, এ সকল ত্যক্তব্য। [১৪] তোমরা বরঞ্চ প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর, অভিলাষ পোষণার্থে শরীরের নিমিত্তে চিন্তা করিও না।

১৪ অধ্যায়।

[১] যে জন বিশ্বাসে দুর্ব্বল তাহাকে গ্রাহ্য কর, [কিন্তু] তর্কবিতর্কের বিচারার্থে নয়। [২] বস্তুতঃ কোন ব্যক্তির যাবতীয় দ্রব্য খাইতে বিশ্বাস আছে, কিন্তু

যে ব্যক্তি দুর্ব্বল সে শাক খায়। [৩] যে যাহা ভোজন করে, সে তদ্ভোজনে অসম্মত ব্যক্তিকে হেয়জ্ঞান না করুক; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে তদ্ভোক্তার বিচার না করুক, যেহেতুক ঈশ্বর তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছেন। [৪] তুমি কে যে পরের দাসের বিচার কর? নিজ প্রভুর নিকটে সে স্থির থাকে কিম্বা পতিত হয়। বরঞ্চ সে স্থির থাকিবে, কেননা ঈশ্বর তাহাকে স্থির করণে সমর্থ আছেন। [৫] এক জন এক দিবসহইতে অন্য দিবস অধিক মান্য করে; আর এক জন প্রত্যেক দিবস মান্য করে। প্রত্যেক জন আপন২ মতিতে কৃতনিশ্চয় হউক।

[৬] যে জন বিশেষ দিন মানে, সে প্রভুর নিমিত্তে তাহা মানে; এবং যে জন বিশেষ দিন না মানে, সেও প্রভুর নিমিত্তে তাহা মানে না। আর যে যাহা খায়, সে প্রভুর নিমিত্তে তাহা খায়, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে; এবং যে যাহা না খায়, সেও প্রভুর নিমিত্তে তাহা না খাইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। [৭] বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে কেহ যে আপনার নিমিত্তে জীবিত থাকে, কিম্বা কেহ যে আপনার নিমিত্তে মরে, তাহা নয়। [৮] কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুর নিমিত্তে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুর নিমিত্তে মরি; অতএব আমরা জীবিত থাকি কিম্বা মরি, প্রভুরই আছি। [৯] যেহেতুক ইহা লক্ষ্য করিয়া খ্রীষ্ট মৃত ও জীবিত উভয় লোকদের প্রভু হওনার্থে মরিলেন, কবরহইতে উঠিলেন, ও পুনর্জীবিত হইলেন। [১০] কিন্তু তুমি কেন আপন ভ্রাতার বিচার কর? এবং তুমিই বা কেন আপন ভ্রাতাকে হেয়জ্ঞান কর? আমরা সকলে তো ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। [১১] কেননা লিখিত আছে, "প্রভু কহিতেছেন, যদি আমি জীবিত হই, তবে "আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, "এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার "করিবে।" [১২] অতএব আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপনার কথা কহিতে হইবে।

[১৩] এই কারণ, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারো বিচার আর না করি, বরঞ্চ ভ্রাতার ব্যাঘাত কি বিঘ্ন জন্মান অকর্ত্তব্য, এমত বিচার কর। [১৪] আমি জানি, এবং প্রভু যীশুর অধীনে নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত আছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অব্যবহার্য্য নয়; কিন্তু যে যাহা অব্যবহার্য্য জ্ঞান করে, তাহার নিমিত্তে তাহাই অব্যবহার্য্য। [১৫] বস্তুতঃ তোমার ভ্রাতা যদি খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর প্রেমাচরণ কর না। যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, তাহাকে তোমার খাদ্য সামগ্রীদ্বারা নষ্ট করিও না। [১৬] অতএব তোমাদের উৎকৃষ্টতা নিন্দার বিষয় না হউক। [১৭] বস্তুতঃ ঈশ্বররাজ্যের সার ভোজন পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা ও শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। [১৮] কেননা এই সকলেতে যে জন খ্রীষ্টের দাস্যকর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র, এবং মনুষ্যদের কাছেও প্রামাণিক।

[১৯] অতএব আইস, যাহা শান্তি ও পরস্পরের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক, আমরা তাহারই অনুধাবন করি। [২০] খাদ্যের নিমিত্তে ঈশ্বরের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। সকল বস্তু শুচি বটে, তথাপি যে মনুষ্য যাহা ভোজন করিলে বিঘ্ন জন্মে, তাহার নিমিত্তে তাহা মন্দ। [২১] মাংসভক্ষণ কিম্বা মদ্যপান ইত্যাদি যে কিছুতে তোমার ভ্রাতা উছোট খায়, কি বিঘ্ন পায়, কি দুর্ব্বল হয়, এমন কিছুই না করা ভাল। [২২] তোমার বিশ্বাস আছে; [ভাল,] আপনার অন্তরে ঈশ্বরের সমক্ষে তাহা রাখ। যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতেই আপনার দণ্ডাজ্ঞা যে স্থির না করে, সেই ব্যক্তি ধন্য। [২৩] কিন্তু যে কেহ সন্দিগ্ধ হইয়া ভোজন করে, সে বিশ্বাসমূলক কর্ম্ম না করাতে দোষীকৃত হইল; কেননা যাহা২ বিশ্বাসমূলক নহে, তাহা সকলই পাপ।

১৫ অধ্যায়।

[১] পরন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের উচিত যে আপনাদের প্রীতিকর না হইয়া দুর্ব্বলদিগের দুর্ব্বলতারূপ বোঝা বহন করি। [২] আমাদের প্রত্যেক জন প্রতিষ্ঠাসাধনের নিমিত্তে সদ্বিষয়ে প্রতিবাসির প্রীতিকর হউক। [৩] যেহেতুক খ্রীষ্টও আপনার প্রীতিকর ছিলেন না, বরঞ্চ যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে ধিক্কার দেয়, তাহাদের ধিক্কার "আমার উপরে পড়িল।" [৪] আর পূর্ব্বকালে যাহা২ লিখিত হইল, তাহা সকলই আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইল, অর্থাৎ শাস্ত্রমূলক স্থৈর্য্য ও সান্ত্বনাদ্বারা আমাদের প্রত্যাশালাভ যেন হয়। [৫] স্থৈর্য্যের ও সান্ত্বনার আকর যে ঈশ্বর তিনি এমত [বর] দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে এক জন অন্য জনের সহিত ভাবের ঐক্য রাখ, [৬] এবং এক চিত্তে [ও] এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর। [৭] অতএব ঈশ্বরের গৌরবার্থে যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিয়াছেন, তেমনি তোমরাও এক জন অন্য জনকে গ্রাহ্য কর।

[৮] বস্তুতঃ আমার কথা এই; ঈশ্বরের সত্যতার পক্ষে অর্থাৎ পিতৃগণকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থির করণার্থে যীশু খ্রীষ্ট ছিন্নত্বক্‌লোকদের পরিচারক ছিলেন। [৯] পরন্তু পরজাতীয়েরা ঈশ্বরের দয়ার নিমিত্তে তাঁহার গৌরব স্বীকার করুক; যেমন লিখিত আছে, "এই নিমিত্তে আমি পরজাতীয়দের "নিকটে তোমার স্তব স্বীকার করিব, ও তোমার "নামের উদ্দেশে সঙ্গীত করিব।" [১০] আরো [শাস্ত্রে] বলে, যথা, "হে পরজাতীয় সকল, "তোমরা তাঁহার প্রজাদের সহিত হর্ষ কর।" [১১] পুনর্ব্বার যথা, "হে পরজাতীয় সকল, তোমরা

"প্রভুর স্তব গান কর; হে লোক সকল, তাঁহার "সংকীর্ত্তন কর।" [১২] তদ্ভিন্ন যিশায়াহও কহেন, "যিশয়ের মূল থাকিবে, এবং [তাহার এক ব্যক্তি] "পরজাতীয়দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে দণ্ডায়মান "হইবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা তাঁহার "উপরে প্রত্যাশা রাখিবে।" [১৩] অতএব তোমরা যেন পবিত্র আত্মার প্রভাব বশতঃ প্রত্যাশাতে উপচিয়া পড়, এই জন্যে প্রত্যাশার আকর ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাসের সহিত যাবতীয় আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন।

[১৪] হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি আপনি নিশ্চয় জানি, তোমরা আপনারা মঙ্গলভাবে ধনবান, যাবতীয় জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ, পরস্পর চেতনা দেওনেও সমর্থ। [১৫] তথাপি তোমাদিগকে কতক বিষয় স্মরণ করাইব বলিয়া অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমাকে অনুগ্রহমূলক এই বর দেওয়া গিয়াছে, [১৬] যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে যীশু খ্রীষ্টের সেবানুষ্ঠাতা হইয়া, যাহাতে পরজাতীয়েরা পবিত্র আত্মাতে পবিত্রীকৃত নৈবেদ্যরূপে গ্রাহ্য হয়, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের সুসমাচারের পবিত্র পরিচর্য্যা করি।

[১৭] অতএব ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে আমি যীশু খ্রীষ্টের শ্লাঘা করিবার অধিকারী আছি। [১৮] কেননা পরজাতীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমাদ্বারা যাহা সাধন করেন নাই, তদ্বিষয়ে একটী কথাও কহিতে আমার সাহস হয় না। [১৯] বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে, নানা অভিজ্ঞানের ও অদ্ভুত লক্ষণের প্রভাবে আমি [পরিশ্রম করিতেছি]; পবিত্র আত্মার এমন প্রভাবে যে যিরূশালেম অবধি চক্রাকার পথে ইল্লুরিয়া পর্য্যন্ত আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার[রূপ অর্থ] বিতরণ করিয়াছি। [২০] পরন্তু আমার স্পর্দ্ধা এই, খ্রীষ্টের নামের উচ্চারণ যে স্থানে কখন হয় নাই, এমত স্থানে যেন সুসমাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে না গাঁথি; [২১] কিন্তু যেমন লিখিত আছে, "তাঁহার সংবাদ "যাহাদিগকে দেওয়া যায় নাই, তাহারা দেখিতে "পাইবে; এবং যাহারা শুনে নাই, তাহারা "জ্ঞাত হইবে।"

[২২] এই কারণ বশতঃ আমি তোমাদের নিকটে যাইতে অধিকাংশ [কাল] নিবারিত হইতেছিলাম। [২৩] কিন্তু সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে আমার [কর্ম্ম করিবার] স্থান আর নাই, এবং ইস্পানিয়া দেশে যাত্রা করণ কালে তোমাদের নিকটে গমন করিবার আকাঙ্ক্ষা অনেক বৎসরাবধি আমার আছে; [২৪] বস্তুতঃ আমি প্রত্যাশা করি যে তোমাদের নিকট দিয়া যাইয়া তোমাদিগকে দেখিব, এবং প্রথমে তোমাদের সম্ভাষে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইয়া তোমাদের দ্বারা সেই দেশে সযত্নে প্রস্থাপিত হইব। [২৫] কিন্তু সম্প্রতি পবিত্রদিগের পরিচর্য্যা করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি। [২৬] কারণ যিরূশালেমস্থ পবিত্র লোকদের মধ্যে যাহারা দীনহীন, তাহাদের জন্যে সহভাগিতার কিঞ্চিৎ ফলবিভাগ করিতে মাকিদনিয়া ও আখায়া [দেশীয়দের] সুমতি হইল। [২৭] ফলতঃ ইহা তাহাদের সুমতি, এবং তাহারা উহাদের কাছে ঋণীও আছে; কেননা পরজাতীয়েরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যাহাদের সহভাগী হইয়াছে, শারীরিক বিষয়ে তাহাদের সেবানুষ্ঠান করিতে বদ্ধ আছে। [২৮] অতএব সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে অর্থাৎ মুদ্রাঙ্ক দিয়া সেই ফল তাহাদিগকে দিলে পর, আমি তোমাদের নিকট দিয়া ইস্পানিয়া দেশে গমন করিব। [২৯] আর আমি জানি, তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওন কালে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের বরবাহুল্যে পূর্ণ হইয়া উপস্থিত হইব।

[৩০] হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের [নাম] দ্বারা এবং আত্মার প্রেমদ্বারা আমি তোমাদিগকে বিনয় করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার নিমিত্তে প্রার্থনা করণদ্বারা আমার সহিত প্রাণপণ করত ইহা যাচ্ঞা কর, [৩১] যেন আমি যিহূদিয়া দেশস্থ অনাজ্ঞাবহ লোকদের হইতে রক্ষা পাই, এবং যিরূশালেমের উপকারার্থক আমার পরিচর্য্যা যেন পবিত্র লোকদের নিকটে গ্রাহ্য হয়। [৩২] [এই রূপে] ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে আমি যেন তোমাদের নিকটে আহ্লাদে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সঙ্গে প্রাণ জুড়াইতে পারি। [৩৩] শান্তির আকর ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমেন্।

১৬ অধ্যায়।

[১] পরন্তু আমাদের ভগিনী অথচ কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা যে ফৈবী, তাহাকে আমি তোমাদের প্রণয়ে সমর্পণ করিতেছি; [২] তোমরা প্রভুর অধীনে তাহাকে পবিত্র লোকদের যোগ্য মতে গ্রাহ্য করিবা, এবং কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে যে উপকারে তাহার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা করিবা; কেননা সেও অনেকের, বিশেষতঃ আমার প্রতিপালিকা হইয়াছে।

[৩] যে প্রিস্কিল্লা ও আকিলা খ্রীষ্ট যীশুর সম্বন্ধে আমার সহকারী, [৪] এবং আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। কেবল আমি তাহাদের উপকার স্বীকার করি এমন নয়, কিন্তু পরজাতীয় যাবতীয় মণ্ডলীও তাহা করে। [৫] আর তাহাদের গৃহে যে মণ্ডলী আছে, তাহাকেও মঙ্গলবাদ দেও। আমার প্রিয় যে ইপেনিত খ্রীষ্টের উদ্দেশে আশিয়া দেশের অগ্রিমাংশ, তাহাকেও মঙ্গলবাদ দেও। [৬] আমাদের উপকারার্থ বহু পরিশ্রম করিয়াছে যে মরিয়ম, তাহাকে মঙ্গলবাদ দেও। [৭] প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত এবং আমার সজাতীয় ও সহবন্দি যে আন্দ্রনীক ও যূনিয়, তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। [৮] প্রভুর অধীনে আমার

প্রিয় আম্প্লিয়কে মঙ্গলবাদ দেও। ৯ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে আমাদের সহকারি উর্ব্বাণকে এবং আমার প্রিয় স্তাখুকে মঙ্গলবাদ দেও। ১০ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে পরীক্ষাসিদ্ধ আপিল্লিকে মঙ্গলবাদ দেও। যাহারা আরিষ্টবূলের লোক, তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। ১১ আমার সজাতীয় হেরোদিয়োনকে মঙ্গলবাদ দেও; নার্কিসের পরিজনের মধ্যে যাহারা প্রভুর আশ্রিত, তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। ১২ প্রভুর সম্বন্ধে পরিশ্রমকারিনী ত্রুফেনা ও ত্রুফোষাকে মঙ্গলবাদ দেও; প্রভুর সম্বন্ধে অত্যন্ত পরিশ্রমকারিনী যে প্রিয়া পর্ষী, তাহাকে মঙ্গলবাদ দেও। ১৩ প্রভুর সম্বন্ধে মনোনীত রুফকে এবং আমার মাতাস্বরূপ তাহার জননীকে মঙ্গলবাদ দেও। ১৪ অসুঙ্ক্রিত, ফ্লিগোন, হর্ম্মা, পাত্রোবা, হর্ম্মি, এই সকলকে, এবং ইঁহাদের সঙ্গি ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ দেও। ১৫ ফিললগ ও যূলিয়া, নীরিয় ও তাহার ভগিনী, এবং ওলুম্প, ইহাদিগকে, ও ইহাদের সহিত যত পবিত্র লোক আছে, সেই সকলকে মঙ্গলবাদ দেও। ১৬ তোমরা পরস্পর পবিত্র চুম্বন পূর্ব্বক মঙ্গলবাদ কর। খ্রীষ্টের যাবতীয় মণ্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

১৭ হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে চেতনা দিয়া বলি, তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদ্বৈপরীত্যে যাহারা বিচ্ছিন্নতা ও বিঘ্ন জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়া তাহাদের সঙ্গহইতে দূরে থাক। ১৮ কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস নয়, কিন্তু আপন ২ উদরের দাস আছে, এবং মধুর বাক্য ও চারু কথাদ্বারা নির্ব্যাজ লোকদের হৃদয় ভুলায়। ১৯ পরন্তু তোমাদের আজ্ঞাবহতার কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াছে, অতএব তোমাদের জন্যে আমি আনন্দিত আছি; তথাপি আমার বাঞ্ছা এই যে তোমরা উত্তম বিষয়ে বিজ্ঞ হইয়া মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও। ২০ কিন্তু শান্তির আকর ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

২১ আমার সহকারী তীমথিয় এবং আমার সজাতীয় লূকিয় ও যাসোন্ ও সোষিপাত্র তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ২২ এই পত্রলেখক তর্ত্তিয় নামে যে আমি, আমিও প্রভুর অধীনে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছি। ২৩ আমার ও সমস্ত মণ্ডলীর আতিথ্যকারী গায়ঃ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ইরাস্ত নামে এই নগরের ধনাধ্যক্ষ, ও কার্ত্ত নামে এক জন ভ্রাতা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ২৪ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

২৫ অনাদি কালাবধি অকথিত থাকিলে পর যাহা সম্প্রতি অথচ ভাববাদিগনের লিখিত শাস্ত্রদ্বারা ব্যক্ত হইয়া সনাতন ঈশ্বরের আদেশানুসারে মনুষ্যদিগকে বিশ্বাসরূপ আজ্ঞাবহতা স্বীকার করাইবার নিমিত্তে যাবতীয় জাতির নিকটে জ্ঞাত করা গেল, ২৬ সেই নিগূঢ় বিষয় প্রকটনের ফল যে আমার সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের ঘোষণা, তদনুসারে যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করনে সমর্থ হন, ২৭ এমন যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যুগে ২ তাঁহার মহিমা হউক। আমেন্।

করিন্থীয়দের প্রতি প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ করিন্থে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী [অর্থাৎ] খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত যে লোকেরা আছে, সেই আহূত পবিত্রগণকে আপনাদের ও আমাদের যাবতীয় স্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনাকারি সকল লোকের সহিত [আহূত জানিয়া] ২ ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা যীশু খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত পৌল এবং সোস্থিনি নামক ভ্রাতা তাহাদিগকে [পত্র লিখিতেছে]। ৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি তোমাদের জন্যে সতত আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। ৫ কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষতঃ সর্ব্ববিধ বক্তৃতা ও জ্ঞানধনে ধনী হইয়াছ। ৬ তোমাদের মধ্যে তো খ্রীষ্টের সাক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। ৭ অতএব তোমরা কোন বরে বঞ্চিত না হইয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছ। ৮ আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিবসে নির্দ্দোষরূপে উপস্থিত করিবেন। ৯ ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তোমরা তো তাঁহারই দ্বারা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্তে আহূত হইয়াছ।

১০ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে চেতনা দিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা কহ; তোমাদের মধ্যে বিভেদ না হউক, কিন্তু এক মতিতে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও। ১১ কেননা, হে আমার ভ্রাতৃগন, তোমাদের মধ্যে নানা বিবাদ আছে,

এমন সংবাদ আমি ক্লোয়ীর পরিজনদ্বারা পাইয়াছি। [১২] ফলতঃ তোমরা প্রত্যেকে বলিয়া থাক, আমি পৌলের লোক, আমি আপল্লোর, আমি কৈফার, আমি খ্রীষ্টের। [১৩] খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমাদের নিমিত্তে ক্রুশারোপিত হইয়াছে? পৌলের নামে বা কি তোমরা বাপ্তাইজিত হইয়াছ? [১৪] আমি তোমাদের মধ্যে ক্রীষ্প ও গায়ঃ ব্যতীত আর কাহাকেও বাপ্তাইজ করি নাই, এই জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি। [১৫] কেহ যেন না বলে, যে তোমরা আমার নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ। [১৬] অপিচ স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি, নতুবা আর কাহাকেও যে বাপ্তাইজ করিয়াছি, ইহা আমার মনে পড়ে না।

[১৭] বস্তুতঃ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তাইজ করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্তে; তাহাও বাক্‌কৌশলে নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশ বিফল হয়। [১৮] কেননা ক্রুশের কথা বিনাশপাত্রদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণের পাত্র যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের প্রভাবস্বরূপ। [১৯] বস্তুতঃ এমত লিখিতও আছে, "আমি বিজ্ঞদের বিজ্ঞান নষ্ট ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিদের "বুদ্ধি ব্যর্থ করিব"। [২০] এই যুগের বিজ্ঞ লোক কোথায়? শাস্ত্রাধ্যাপক বা কোথায়? বাদানুবাদকারী বা কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের বিজ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই? [২১] ফলতঃ ঈশ্বরের বিজ্ঞানে জগৎ বিজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই, এই জন্যে ঘোষণারূপ মূর্খতাদ্বারা বিশ্বাসকারিদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের হিতসঙ্কল্প হইল। [২২] যেহেতুক যিহূদি লোকেরা অভিজ্ঞান চাহে, এবং গ্রীক লোকেরা বিজ্ঞানের অন্বেষণ করে; [২৩] কিন্তু আমরা ক্রুশারোপিত খ্রীষ্টকে ঘোষণা করি, অর্থাৎ যিহূদিদের কাছে বিঘ্ন, ও পরজাতীয়দের কাছে মূর্খতাকে, [২৪] কিন্তু যিহূদী কি গ্রীক, আহূত সকলেরই কাছে ঈশ্বরের প্রভাব ও ঈশ্বরের বিজ্ঞানস্বরূপ খ্রীষ্টকে [প্রচার করি]। [২৫] কেননা ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে দুর্ব্বলতা তাহা মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক সবল।

[২৬] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের যে আহ্বান হইয়াছে তাহার আলোচনা কর; ফলতঃ সাংসারিক বিষয়ে বিজ্ঞ কিম্বা পরাক্রান্ত কি কুলীন অনেক লোক নাই। [২৭] কিন্তু ঈশ্বর বিজ্ঞদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে জগতিস্থ মূর্খতার পাত্রদিগকে মনোনীত করিলেন; এবং শক্তির পাত্রদিগকে লজ্জা দিবার জন্যে জগতিস্থ দুর্ব্বলতার পাত্রদিগকে মনোনীত করিলেন; [২৮] এবং সত্ত্ববিশিষ্ট সকল বিষয় নিস্তেজ করিবার জন্যে জগতিস্থ নীচ ও হেয় ও সত্ত্ববিহীন বিষয় সকল মনোনীত করিলেন। [২৯] কোন মর্ত্ত্য যাহাতে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শ্লাঘা না করে, [তাহা তিনি করিলেন]। [৩০] পরন্তু তাঁহাহইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি ঈশ্বরহইতে আমাদের জন্যে বিজ্ঞান, এবং ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতালাভ ও মুক্তি হইয়াছেন। [৩১] অতএব, যেমন লেখা আছে, "যে জন শ্লাঘা "করে, সে প্রভুরই শ্লাঘা করুক"।

২ অধ্যায়।

[১] অপিচ, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলাম, তখন বাক্যের কি বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা বিধায় তোমাদিগকে ঈশ্বরের সাক্ষ্য[1] জ্ঞাত করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা নয়। [২] কেনন তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁহাকেই ক্রুশারোপিতরূপে জানিব, ইহা মনে স্থির করিয়াছিলাম। [৩] আর আমি তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা ও ভয় ও মহাকম্পযুক্ত ছিলাম। [৪] এবং তোমাদের বিশ্বাস মানুষিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ না হইয়া যেন ঈশ্বরের প্রভাবনিষ্ঠ হয়, [৫] তজ্জন্য আমার বাক্য ও ঘোষণা মানুষিক বিজ্ঞানের মনোহর বাক্যনিষ্ঠ না হইয়া [ঈশ্বরের] আত্মার ও প্রভাবের প্রদর্শননিষ্ঠ ছিল।

[৬] তথাপি আমরা সিদ্ধ লোকদের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, কিন্তু তাহা এই যুগের বিজ্ঞান কিম্বা এই যুগের নষ্টকল্প অধিপতিদের বিজ্ঞান নয়। [৭] বরঞ্চ আমরা নিগূঢ় বিষয়রূপে ঈশ্বরের সেই সঙ্গোপিত বিজ্ঞানের কথা কহিতেছি, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপার্থে যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন। [৮] এই যুগের অধিপতিদের মধ্যে কেহ তাহা জানে নাই; কেননা যদি জানিত, তবে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে আরোপণ করিত না। [৯] কিন্তু যেমন লেখা আছে, [কাহারো] "চক্ষু যাহা দেখে নাই, এবং কর্ণ "শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা "উঠে নাই, তাহাই ঈশ্বর আপন প্রেমকারিদের "নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।" [১০] কিন্তু ঈশ্বর আপন আত্মাদ্বারা আমাদের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যেহেতুক আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গম্ভীর ভাবকেও অনুসন্ধান করেন। [১১] কেননা মনুষ্যের যে ভাব, তাহা সেই মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা ব্যতীত মনুষ্যদের মধ্যে আর কে জানে? তেমনি ঈশ্বরের যে ভাব, তাহাও ঈশ্বরের আত্মা ব্যতীত আর কেহ জানে না। [১২] কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে না পাইয়া ঈশ্বরহইতে [নির্গত] আত্মাকে পাইয়াছি; [কি জন্যে?] ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা২ দান করিয়াছেন, তাহা যেন জ্ঞাত হই। [১৩] তাহারই কথা আমরা কহিতেছি, এবং মানুষিক বিজ্ঞানের শিক্ষানুরূপ বাক্যদ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্যদ্বারা, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে আধ্যাত্মিক বাক্য প্রয়োগ করত তাহা কহিতেছি। [১৪] কিন্তু প্রাণিসম মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার ভাব গ্রাহ্য করে

না, কেননা তাহার কাছে তাহা মূর্খতা বোধ হয়; এবং সে তাহা জানিতে পারেও না, কারণ তাহা আধ্যাত্মিক বিচারের অপেক্ষা করে। [১৫] কিন্তু যে জন আত্মাবিষ্ট, সে তাবতের বিচার করে; তথাপি তাহার বিচার কাহারো দ্বারা হয় না। [১৬] কেননা "কে প্রভুর মতি জানিয়া তাঁহাকে "উপদেশ দিতে পারে?" পরন্তু খ্রীষ্টের মতি আমাদের আছে।

৩ অধ্যায়।

[১] অপিচ হে ভ্রাতৃগণ, আত্মাবিষ্ট লোকদের ন্যায় তোমাদিগকে সম্ভাষণ করা আমার সাধ্য ছিল না, কিন্তু শরীরের বশতাপন্ন লোকদের ন্যায়, বরঞ্চ খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায়। [২] আমি তোমাদিগকে অন্ন না দিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, কেননা তৎকালে তোমাদের শক্তি হয় নাই, হাঁ, এখনও হয় নাই। [৩] এখনও তোমরা শরীরের বশতাপন্ন আছ, যেহেতুক তোমাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে; অতএব তোমরা কি শরীরের বশতাপন্ন নও, এবং মানুষের অনুবর্ত্তি আচার ব্যবহার কি কর না? [৪] কেননা যখন তোমাদের মধ্যে এক জন বলে, আমি পৌলের লোক, আর এক জন, আমি আপল্লোর, তখন তোমরা কি শরীরের বশতাপন্ন নও?

[৫] শুন, পৌল কে? এবং আপল্লো বা কে? তাহারা তো পরিচারকমাত্র, যাহাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ; আর ইহাতে যাহার যে ফল, তাহাকে প্রভু তাহা দিয়াছেন। [৬] আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচিল, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতেছিলেন। [৭] অতএব রোপক কিছু নয়, সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বর সার। [৮] পরন্তু রোপক ও সেচক উভয়ই এক, এবং যাহার যেরূপ শ্রম, সে তদ্রূপ নিজ বেতন পাইবে। [৯] বস্তুতঃ আমরা ঈশ্বরের সহিত কর্ম্মকারী; তোমরা ঈশ্বরের ক্ষেত্র, ঈশ্বরের গাঁথনিস্বরূপ।

[১০] ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি বিজ্ঞ স্থপতির ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছি; তাহার উপরে অন্যে গাঁথিতেছে; কিন্তু কি রূপে গাঁথে, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক জন সাবধান হউক। [১১] কেননা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না। সেই [ভিত্তিমূল] যাশু খ্রীষ্ট। [১২] ভাল, এই ভিত্তিমূলের উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ন, কাষ্ঠ, খড়, নাড়া দিয়া যদি কেহ গাঁথে, [১৩] তবে প্রত্যেক জনের কর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে। ফলতঃ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই [দিনের] প্রকাশ অগ্নিতেই হয়, তাহাতে প্রত্যেক জনের কর্ম্ম যে কি প্রকার ঐ অগ্নি তাহার পরীক্ষা করিবে। [১৪] যাহার গাঁথনিকর্ম্ম থাকিবে, সেই বেতন পাইবে। [১৫] যাহার কর্ম্ম দগ্ধ হইবে, তাহার ক্ষতি জন্মিবে, তথাচ সে আপনি অগ্নি দিয়া উত্তরণের মত পরিত্রাণ পাইবে।

[১৬] তোমরা ঈশ্বরের প্রাসাদ আছ, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন, ইহা কি জান না? [১৭] যদি কেহ ঈশ্বরের প্রাসাদ নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের প্রাসাদ পবিত্র, এবং তোমরা তাহাই আছ।

[১৮] কেহ আপনাকে না ভুলাউক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে বিজ্ঞ বলিয়া মানে, তবে সে বিজ্ঞ হইবার জন্যে মূর্খ হউক। [১৯] যেহেতুক এই জগতের যে বিজ্ঞতা, তাহা ঈশ্বরের নিকটে মূর্খতা। বস্তুতঃ লেখাও আছে, যথা, "তিনি বিজ্ঞদিগকে তাহাদের ধূর্ত্ত- "তাতে ধরেন"। [২০] পুনশ্চ, "প্রভু বিজ্ঞদের "তর্কবিতর্ক জ্ঞাত আছেন, ফলতঃ তাহা অলীক"।

[২১] অতএব কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক, কেননা সকলই তোমাদের। [২২] পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের; [২৩] এবং তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

৪ অধ্যায়।

[১] তদনুসারে লোকে আমাদিগকে খ্রীষ্টের ভৃত্য ও ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়রূপ ধনের অধ্যক্ষ বলিয়া জ্ঞান করুক। [২] তবে এমন স্থলে লোকে ধনাধ্যক্ষের কি গুণ চাহে? তাহাকে যেন বিশ্বস্ত পাওয়া যায়। [৩] ইহাতে তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচারদিনের [সভা] দ্বারা আমার বিচার যে হয়, তাহা আমি নিতান্ত তৃণ জ্ঞান করি; পরন্তু আমিও আপনার বিচার করি না। [৪] বস্তুতঃ আমি আপনাকে দোষী জানি না, কিন্তু ইহাতে আমি নির্দ্দোষীকৃত নহি। যিনি প্রভু তিনিই আমার বিচারকর্ত্তা। [৫] অতএব তোমরা সময়ের পূর্ব্বে কোন বিচার করিও না; প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; তিনিই অন্ধকারাবৃত গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিময় করিবেন, এবং হৃদয় সকলের মন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিবেন; এবং তৎকালে ঈশ্বর হইতে প্রত্যেক জন [উপযুক্ত] প্রশংসা পাইবে।

[৬] হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাকে ও আপল্লোকে উদাহরণ করিয়া তোমাদের নিমিত্তে এই সকল কথা কহিলাম; ফলতঃ যাহা লিখিত আছে, তাহা অতিক্রম করিতে হয় না, এই শিক্ষা আমাদের উদাহরণদ্বারা পাইয়া তোমরা কেহ যেন এক জনের পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব্ব না কর। [৭] কেননা কে তোমাকে বিশিষ্ট জ্ঞান করে? আর যাহা দানরূপে না পাইয়াছ, তাদৃশ বা কি তোমার আছে? আর যদি বাস্তবিক দান পাইয়া থাক, তবে দান না বলিয়া তাহার শ্লাঘা কেন করিতেছ? [৮] তোমরা নাকি এখন পূর্ণ হইয়াছ? এখন ধনবান্ হই-

য়াছ ? আমাদের অবর্ত্তমানে রাজত্ব পাইয়াছ ? হাঁ, রাজত্ব পাইলে ভাল হইত ; তোমাদের সহিত আমরাও যেন রাজা হইতে পারি। [৯] কারণ আমার বোধ হয়, প্রেরিতগণ যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় অন্ত্য করিয়া দেখাইয়াছেন, কেননা আমরা স্বর্গদূত ও মনুষ্যগণ প্রভৃতি জগতের কৌতুকাস্পদ হইয়াছি। [১০] খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমরা মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান্; আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান্; তোমরা গৌরবান্বিত, কিন্তু আমরা অনাদৃত। [১১] এই ক্ষণকার এই দণ্ড পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ও বস্ত্রহীন রহিয়াছি, এবং মুষ্ট্যাঘাতে আহত হইতেছি, ও বসতিবিহীন আছি ; [১২] এবং স্বহস্তে কর্ম্ম করত পরিশ্রম করিতেছি; কটুবাক্য পাইতে২ আশীর্ব্বাদ, তাড়িত হইতে২ সহিষ্ণুতা, [১৩] নিন্দিত হইতে২ বিনয় করিতেছি। আমরা যেন জগতের অবস্কর হইয়াছি ; অদ্য পর্য্যন্ত সকলের জঞ্জালস্বরূপ আছি।

[১৪] আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিতে এই সকল কথা লিখিতেছি তাহা নয়, কিন্তু আমার প্রিয় বৎস বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিতেছি। [১৫] কেননা খ্রীষ্টের অধীনে যদিস্যাৎ তোমাদের দশ সহস্র শিশুপালক [দাস] থাকে, তথাচ পিতা অনেক নয় ; খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে আমিই সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি। [১৬] অতএব বিনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও। [১৭] এই অভিপ্রায়ে আমি তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইলাম ; সে আমার বৎস এবং প্রভুর অধীনে প্রিয় ও বিশ্বস্ত। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বমণ্ডলীকে যে শিক্ষা দিয়া থাকি, তদনুরূপে সে তোমাদিগকে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় আমার সকল ধারা স্মরণ করাইবে।

[১৮] শুন, আমি তোমাদের নিকটে যাইব না বলিয়া কতক লোক গর্ব্বিত হইয়াছে। [১৯] কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা যদি হয়, তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই গর্ব্বিত লোকদের কথা নয়, বরং সামর্থ্য জানিব। [২০] কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথাতে নয়, কিন্তু সামর্থ্যে। [২১] তোমাদের বাঞ্ছা কি ? আমি কি দণ্ড লইয়া তোমাদের কাছে যাইব ? কিম্বা প্রেমে ও মৃদুভাবে যাইব ?

৫ অধ্যায়।

[১] সচরাচর শুনা যাইতেছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে, হাঁ, পরজাতীয়দের মধ্যেও যাদৃশ নাই তাদৃশ ব্যভিচার আছে, এমন যে তোমাদের মধ্যে এক জন আপন পিতৃভার্য্যাকে রাখে। [২] তথাচ তোমরা কি গর্ব্ব করিতেছ? এবং যে ব্যক্তি এমত কর্ম্ম করিয়াছে, সে যেন তোমাদের মধ্যহইতে দূরীকৃত হয়, এই বাঞ্ছাতে বরঞ্চ শোক কর নাই ? [৩] যাহা হউক, যে ব্যক্তি এই প্রকারে সেই কর্ম্ম করিয়াছে, দেহে অনুপস্থিত হইলেও আত্মাতে উপস্থিত হইয়া আমি তাহার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই বিচার করিয়াছি ; [৪] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রভাবসহকারে [৫] সেই তথাবিধ ব্যক্তিকে শরীরের সংহারার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য, যেন প্রভুর দিনে আত্মা পরিত্রাণ পায়।

[৬] তোমাদের শ্লাঘা করণের হেতু ভাল নয়। অল্প মাওয়া সূজীর সমস্ত তাল মাতায়, ইহা কি জান না ? [৭] তোমরা যেন নূতন সূজীর তালস্বরূপ হও, তজ্জন্য পুরাতন মাওয়া নিঃশেষে দূর করিয়া দেও ; কেননা তোমরা মাওয়াশূন্য ; কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ যে খ্রীষ্ট, তিনি আমাদের নিমিত্তে বলীকৃত হইয়াছেন। [৮] অতএব আইস আমরা পুরাতন মাওয়াদ্বারা নয়, বিশেষতঃ হিংসা ও খলতারূপ মাওয়াদ্বারা নয়, কিন্তু মাওয়াশূন্য অর্থাৎ স্বচ্ছতা ও সত্যতারূপ রুটীতে পর্ব্ব পালন করি।

[৯] ব্যভিচারি লোকদের সমভিব্যাহারী হইও না, এই কথা আমি পত্রখানিতে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম। [১০] ইহাতে যে এই জগতের ব্যভিচারী কি লোভী কি পরস্বাপহারক কি প্রতিমাপূজক লোকদের সঙ্গ নিতান্ত [ত্যক্তব্য, তাহা বলি] নাই, কেননা তাহা হইলে সুতরাং জগতের বাহিরে যাওয়া তোমাদের আবশ্যক হইত। [১১] কিন্তু বাস্তবিক ইহামাত্র লিখিয়াছিলাম যে ভ্রাতৃনামধারী কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী কি মাতাল কি পরস্বাপহারক হয়, তবে তাহার সমভিব্যাহারী হইতে কিম্বা তাদৃশ ব্যক্তির সহিত আহার ব্যবহারও করিতে হয় না। [১২] বস্তুতঃ বহিঃস্থ লোকদেরও বিচার করণে আমার কি কার্য্য ? [মণ্ডলীর] মধ্যবর্ত্তি লোকদের বিচার কি তোমরা কর না ? [১৩] কিন্তু বহিঃস্থ লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। তোমরা আপনাদেরই মধ্যহইতে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে দূর করিয়া দেও।

৬ অধ্যায়।

[১] তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন দুঃসাহসী আছে, যে আর এক জনের সহিত বিবাদ হইলে তাহার বিচার পবিত্র লোকদের কাছে উপস্থিত না করিয়া অধার্ম্মিক লোকদের কাছে উপস্থিত করে ? [২] কেমন ? পবিত্র লোকেরা জগতের বিচার করিবে, ইহা কি জান না ? আর জগতের বিচার যদি তোমাদের সহকারে হয়, তবে তোমরা কি ক্ষুদ্রতম বিচার করিতে অযোগ্য ? [৩] জীবিকার বিষয় থাকুক, দূতগণের বিচার আমরা করিব, ইহা কি জান না ? [৪] অতএব তোমাদের মধ্যে যদি জীবিকার বিষয়ে বিবাদ হয়, তবে মণ্ডলীর মধ্যে যাহারা হেয়, তাহাদিগকেই [বিচারাসনে] বসাও। [৫] আমি

তোমাদের লজ্জার নিমিত্তে এই কথা কহিতেছি। কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন বিজ্ঞ এক জনও নাই যে ভ্রাতার মধ্যে আত্মবিবাদ ভঞ্জনার্থ বিচার করিতে পারে? [৬] কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা [বিচারস্থানে] বিবাদ করে, এবং অবিশ্বাসি লোকদের কাছে তাহা উপস্থিত করে। [৭] তোমরা যে পরস্পর [বিচারস্থানে] বিবাদ কর, ইহাতে তো নিতান্ত তোমাদের হানি হইতেছে। বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চনা স্বীকার কর না কেন? [৮] কিন্তু তোমরাই পরের, হাঁ, ভ্রাতৃগণের অন্যায় করিতেছ ও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতেছ।

[৯] কেমন? অন্যায়কারি লোকেরা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না, ইহা কি জান না? ভ্রান্ত হইও না। যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুংমৈথুনকারী [১০] কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরস্বাপহারক, তাহারা ঈশ্বররাজ্যে অধিকার পাইবে না। [১১] আর তোমরা কেহ২ সেই প্রকার লোক ছিলা; কিন্তু প্রভু যীশুর নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মাতে তোমরা স্নান করিয়া ধৌত হইয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিকীকৃত হইয়াছ।

[১২] সকলই আমার প্রতি অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই হিতজনক নয়; সকলই আমার প্রতি অনিষিদ্ধ, কিন্তু আমি কিছুরই কর্তৃত্বাধীন হইব না। [১৩] ভক্ষ্য উদরের নিমিত্তে, এবং উদর ভক্ষ্যের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন। তথাপি দেহ ব্যভিচারের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্তে, এবং প্রভু দেহের নিমিত্তে। [১৪] আর ঈশ্বর আপন প্রভাবদ্বারা প্রভুকেও উত্থাপন করিয়াছেন, এবং আমাদিগকেও উত্থাপন করিবেন। [১৫] তোমাদের দেহ যে খ্রীষ্টের অঙ্গস্বরূপ, ইহা কি জান না? তবে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? এমন না হউক। [১৬] কেমন? তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে আসক্ত হয়, সে [তাহার সহিত] একশরীর হয়? যেহেতুক তিনি কহেন, "সে দুই জন একাঙ্গ "হইবে"। [১৭] কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে আসক্ত হয়, সে [তাঁহার সহিত] একাত্মা হয়। [১৮] তোমরা ব্যভিচারহইতে পলায়ন কর। মনুষ্য অন্য কোন পাপকর্ম্ম করিলে তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু ব্যভিচারি লোক নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে। [১৯] কেমন? তোমরা কি জান না, ঈশ্বরহইতে প্রাপ্ত যে পবিত্র আত্মা তোমাদের অন্তরে থাকেন, তোমাদের দেহ তাঁহার প্রাসাদ, আর তোমরা আপনাদের আপনি নও, [২০] যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ? অতএব তোমাদের দেহে ও তোমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, কেননা উভয় ঈশ্বরের আছে।

৭ অধ্যায়।

[১] অপিচ তোমরা আমাকে যে২ কথা লিখিয়াছ, [তাহার উত্তর এই]। স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের ভাল; [২] কিন্তু ব্যভিচারের ভয়ে প্রত্যেক পুরুষের নিজ ভার্য্যা হউক, এবং প্রত্যেক নারীর নিজ স্বামী হউক। [৩] আর স্বামী ভার্য্যাকে, এবং তদ্রূপ ভার্য্যা স্বামিকে তাহার প্রাপ্য দিউক। [৪] নিজ দেহের কর্তৃত্ব স্ত্রীর নয়, কিন্তু স্বামির আছে; এবং তদ্রূপ নিজ দেহের কর্তৃত্ব স্বামির নয়, কিন্তু ভার্য্যার আছে। [৫] তোমরা এক জন অন্য জনকে বঞ্চিত করিও না; কেবল উপবাস ও প্রার্থনার নিমিত্তে অবকাশ পাইবার জন্যে উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া কিছু দিন [পৃথক্ থাকিতে পার]; পরে পুনর্ব্বার একত্র হইবা, পাছে শয়তান তোমাদের ইন্দ্রিয়ের অধৈর্য্য প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষাতে ফেলে। [৬] তথাপি আমি আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির মত ইহা কহিতেছি। [৭] আমার বাসনা বটে যে সকল মনুষ্য আমার সদৃশ হয়; কিন্তু এক জন এক প্রকারে, অন্য জন অন্য প্রকারে, প্রত্যেক জন ঈশ্বরহইতে আপন২ বর পাইয়াছে।

[৮] পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদিগের প্রতি আমার নিবেদন এই, তাহারা যদি আমার ন্যায় থাকিতে পারে, তবে তাহাদের জন্যে তাহাই ভাল। [৯] কিন্তু যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক; যেহেতুক [কামানলে] জ্বলন অপেক্ষা বরং বিবাহ করা ভাল। [১০] পুনশ্চ বিবাহিত লোকদের প্রতি আমার আজ্ঞা তাহা নয়, কিন্তু প্রভুর এই আজ্ঞা হইতেছে; ভার্য্যা স্বামিহইতে পৃথক্ না হউক। [১১] যদিস্যাৎ পৃথক্ হইয়া থাকে, তবে সে আর বিবাহ না করুক, কিম্বা স্বামির সহিত সম্মিলিতা হউক। এবং স্বামীও ভার্য্যাকে পরিত্যাগ না করুক।

[১২] পরন্তু অন্য সকলকে প্রভু বলেন না, কিন্তু আমি বলিতেছি, কোন ভ্রাতার ভার্য্যা অবিশ্বাসিনী হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মতা হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক। [১৩] এবং কোন স্ত্রীর স্বামী অবিশ্বাসী হইলেও যদি তাহার সহিত বাস করিতে সম্মত হয়, তবে সে ঐ স্বামিকে পরিত্যাগ না করুক। [১৪] কেননা অবিশ্বাসি স্বামী সেই ভার্য্যাতে পবিত্রীকৃত হইয়াছে, এবং অবিশ্বাসিনী ভার্য্যা সেই স্বামিতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না হইলে তোমাদের সন্তানগণ অশুচি হইত, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা পবিত্র আছে। [১৫] পরন্তু যে অবিশ্বাসী সে যদি পৃথক্ হয়, তবে পৃথক্ হউক; এমত স্থলে ঐ ভ্রাতা কি ভগিনী দাসরূপে বদ্ধ নহে; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে শান্তির অধীনে আহ্বান করিয়াছেন। [১৬] বস্তুতঃ, হে নারি, তুমি নিজ স্বামির পরি-

ত্রাণের হেতু হইবা কি না, এ বিষয়ে কি জান? এবং হে পুরুষ, তুমি বা নিজ পত্নীর পরিত্রাণের হেতু হইবা কি না, এ বিষয়ে কি জান?

[১৭] তথাপি প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনি চলুক। আর এই প্রকার নিয়ম আমি যাবতীয় মণ্ডলীতে করিয়া থাকি। [১৮] কোন ব্যক্তি কি ছিন্নত্বক্ হইয়া আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ থাকুক। কোন ব্যক্তি কি অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থাতে আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক। [১৯] ত্বক্‌ছেদ কিছু নয়, এবং অত্বক্‌ছেদও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই সার। [২০] যে ব্যক্তি যে আহ্বানে আহূত হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক। [২১] তুমি কি দাস হইয়া আহূত হইয়াছ? ভাবিত হইও না; কিন্তু যদি স্বাধীনও হইতে পার, তবে বরং তাহা অবলম্বন কর। [২২] কেননা প্রভুর অধীনে আহূত যে দাস, সে প্রভুর স্বাধীনীকৃত লোক; তদ্রূপ আহূত যে স্বাধীন লোক, সে খ্রীষ্টের দাস। [২৩] তোমরা বিশেষ মূল্যদ্বারা ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্যদের দাস হইও না। [২৪] হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেক জন যাহার অধীনে আহূত হইয়াছে, সেই নিয়মের অধীনে ঈশ্বরের কাছে থাকুক।

[২৫] অপিচ অনূঢ়া যুবতীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বাসপাত্র হইবার জন্যে প্রভুর দয়া প্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত বলিব। [২৬] ফলতঃ আমার বিচার এই, উপস্থিত দুর্গতি প্রযুক্ত ইহা ভাল, অর্থাৎ অমনি থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল। [২৭] তুমি কি ভার্য্যাতে নিবদ্ধ আছ? অবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিও না। অথবা কি ভার্য্যাতে অবদ্ধ আছ? ভার্য্যার চেষ্টা করিও না। [২৮] কিন্তু বিবাহ করিলেও তোমার পাপ হয় না। আর অনূঢ়া যুবতী যদি বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ হয় না। তথাপি তাদৃশ লোকদের শারীরিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে।

[২৯] যাহা হউক, হে ভ্রাতৃগণ, আমার কথা এই, সময় সঙ্কুচিত, অতএব অদ্যাবধি যাহাদের ভার্য্যা আছে, তাহারাও ভার্য্যাহীনের ন্যায় হউক; [৩০] এবং যাহারা রোদন করে, তাহারা অরোদনকারির ন্যায়; এবং যাহারা আনন্দ করে, তাহারা নিরানন্দের ন্যায়; এবং যাহারা ক্রয় করে, তাহারা অনধিকারির ন্যায় হউক। [৩১] আর যাহারা এই সংসারের ব্যবহার করে, তাহারা তাহার অতিব্যবহার না করুক, যেহেতুক এই সংসাররূপ অভিনয় অতীত হইতেছে। [৩২] পরন্তু আমার বাসনা এই যে তোমরা চিন্তারহিত হও। যে জন অবিবাহিত সে প্রভুর বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া প্রভুর প্রীতিকর হইবে, তাহা চিন্তা করে। [৩৩] কিন্তু যে জন বিবাহিত সে সংসারের বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া ভার্য্যার প্রীতিকর হইবে, তাহা চিন্তা করে। [৩৪] তেমনি বিবাহিতা এবং অনূঢ়া স্ত্রীতেও প্রভেদ আছে। অবিবাহিতা যে স্ত্রী সে প্রভুর বিষয়, অর্থাৎ দেহে ও আত্মাতে যেন পবিত্রা হয়, তাহা চিন্তা করে; কিন্তু বিবাহিতা যে স্ত্রী সে সংসারের বিষয়, অর্থাৎ কি করিয়া স্বামির প্রীতিকরী হইবে, তাহা চিন্তা করে। [৩৫] এই সকল কথা আমি তোমাদের হিতার্থে কহিতেছি, অর্থাৎ তোমাদের গলায় রজ্জু দিবার জন্যে নয়, কিন্তু তোমরা যেন শিষ্টাচরণ কর, এবং অপরিক্ষিপ্ত মনে প্রভুতে নিত্য আসক্ত হও।

[৩৬] তথাপি [কন্যার] সৌকুমার্য্য অতীত হইলে, আমি নিজ কন্যার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছি, যদি কাহারো এমত বোধ হয়, এবং এই প্রকার হওয়া যদি আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহা করুক; ইহাতে পাপ নাই, তাহারা বিবাহ করুক। [৩৭] কিন্তু [বিবাহ] অনাবশ্যক হইলে যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, এবং আপনি আপন অভিমতের কর্ত্তা আছে, সে যদি আপন কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে, তবে ভাল করে। [৩৮] অতএব যে জন আপন অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।

[৩৯] যত দিন স্বামী জীবিত আছে, তত দিন ভার্য্যা ব্যবস্থাতে বদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাণ হইলে পর সে স্বাধীনী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুর অধীনে। [৪০] তথাপি অমনি থাকিলে সে আরও ধন্যা, ইহা আমার মত। আর বোধ হয় আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি।

৮ অধ্যায়।

[১] পরন্তু দেবমূর্ত্তির প্রসাদ বিষয়ে আমরা জানি যে আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রেমই প্রতিষ্ঠাসাধন করে। [২] যদি কেহ মনে ২ ভাবে, আমি কিছু জানি, তবে যেরূপ জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও কিছু জানে না। [৩] কিন্তু যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সেই তাঁহার জানা লোক। [৪] ভাল, দেবমূর্ত্তির প্রসাদ ভোজন বিষয়ে আমরা জানি, দেবমূর্ত্তি জগতিস্থ কিছুই নয়, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি। [৫] কেননা যাদৃশ অনেক ঈশ্বর ও অনেক প্রভু আছে, তাদৃশ নামধারি ঈশ্বরগণ যদ্যপি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে থাকে, [৬] তথাপি আমাদের জন্যে এক মাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহাহইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে, ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা আছি; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহাদ্বারা যাবতীয় বস্তু হইয়াছে, এবং যাঁহাদ্বারা আমরা আছি।

[৭] পরন্তু সকলের মধ্যে এমত জ্ঞান নাই; কিন্তু কতক লোক অদ্যাপি দেবমূর্ত্তির সংবেদে দেবমূর্ত্তির প্রসাদ বলিয়া ভোজন করে, এবং তাহা-

দের সংবেদ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত হয়। [৮] যাহা হউক, ভক্ষ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য করায় না; ভোজন করিলে আমাদের বৃদ্ধি হয় না, এবং ভোজন না করিলে আমাদের হানি হয় না। [৯] কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই ক্ষমতা যেন দুর্ব্বলদিগের ব্যাঘাতজনক না হয়। [১০] কেননা জ্ঞানবিশিষ্ট যে তুমি, তোমাকে যদি কেহ দেবমূর্ত্তির আলয়ে ভোজনোপবিষ্ট দেখে, তবে সে দুর্ব্বল লোক হইলে তাহার সংবেদ কি দেবমূর্ত্তির প্রসাদ ভোজন করিতে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে না? [১১] বস্তুতঃ যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই ভ্রাতা দুর্ব্বল বলিয়া তোমার জ্ঞানেতে নষ্ট হইতেছে। [১২] কিন্তু ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে এমত পাপ করিয়া তাহাদের দুর্ব্বল সংবেদ আঘাত করিলে তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর। [১৩] অতএব ভক্ষ্য দ্রব্য যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি অনন্তকালেও কখন মাংস ভোজন করিব না, পাছে নিজ ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই।

৯ অধ্যায়।

[১] আমি কি এক জন প্রেরিত নহি? আমি কি স্বাধীন নহি? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে কি দর্শন করি নাই? তোমরা কি প্রভুর অধীনে আমার কৃত কর্ম্ম নহ? [২] আমি যদিস্যাৎ অন্য লোকদের জন্যে প্রেরিত নহি, তথাপি অবশ্য তোমাদের জন্যে প্রেরিত আছি, কেননা প্রভুর অধীনে তোমরাই আমার প্রেরিতত্বপদের মুদ্রাঙ্ক। [৩] যাহারা বিচারচ্ছলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহাদের প্রতি ইহা আমার উত্তর। [৪] ভোজন পান করণের অধিকার কি আমাদের নাই? [৫] অন্য সকল প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা, ইহাদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া সঙ্গে লইয়া স্থানে ২ যাইবার অধিকার কি আমাদের নাই? [৬] কিম্বা [সাধারণ] শ্রম ত্যাগ করণের অধিকার কি কেবল আমার ও বার্ণব্বার নাই? [৭] কে কখন্ আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে যায়? কে বা দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল না খায়? কে বা পালরক্ষক হইয়া পালের দুগ্ধ না খায়? [৮] ইহাতে আমি কি মনুষ্যের মত কথা কহিতেছি? কিম্বা শাস্ত্রেও কি ইহা বলে না? [৯] বস্তুতঃ মোশির ব্যবস্থাতে লেখা আছে, যথা, "শস্যমর্দ্দনকারি "গোরুর মুখে জালতি বান্ধিও না"। ঈশ্বর কি গোরুদেরই বিষয় চিন্তা করেন? [১০] কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্তে ইহা কহেন। বস্তুতঃ আমাদেরই নিমিত্তে ইহা লিখিত হইয়াছে, ফলতঃ যে চাস করে, প্রত্যাশাতেই চাস করা তাহার কর্ত্তব্য; এবং যে শস্য মাড়ে, তদংশী হইবার আশাতেই শস্য মাড়া তাহার কর্ত্তব্য। [১১] আমরা তোমাদের নিমিত্তে আধ্যাত্মিক [চাস করিয়া] বীজ বপন করিয়া যদি তোমাদের সাংসারিক ফল ভোগ করি, তবে তাহা কি মহৎ বিষয়? [১২] তোমাদের কর্তৃত্বে যদি অন্যদের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি আরো অধিকার থাকিবে না? তথাচ আমরা এই কর্তৃত্বের প্রয়োগ করি নাই, বরঞ্চ খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা যেন না জন্মাই, এই জন্যে সকলই সহ্য করিতেছি। [১৩] তোমরা কি জান না যে পবিত্র বিষয়ের কার্য্যানুষ্ঠান যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায়, এবং যজ্ঞবেদির সেবা যাহারা করে তাহারা যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয়? [১৪] সেই মতে প্রভু সুসমাচারপ্রচারকদের জন্যে এই বিধান করিয়াছেন, যে তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচারহইতে হইবে। [১৫] কিন্তু আমি ইহার কিছুরই প্রয়োগ করি নাই, আর এমত কর্ম্ম যেন আমার উদ্দেশে করা যায়, এই আশয়ে ইহা লিখিলাম তাহাও নয়। কেননা আমার শ্লাঘা করণের হেতু কাহারো দ্বারা ব্যর্থীকৃত হওন অপেক্ষা বরং আমার মরণ ভাল। [১৬] কারণ আমি সুসমাচার প্রচার করিলে তাহা আমার শ্লাঘা করণের হেতু হয় না, যেহেতুক আমার উপরে অবশ্যকর্ত্তব্যের ভার রহিয়াছে; সুসমাচার প্রচার না করিলে আমি সন্তাপের পাত্র। [১৭] বস্তুতঃ ইচ্ছুক হইয়া এই কর্ম্ম করিলে আমার বেতন হয়; কিন্তু অনিচ্ছুক হইলে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে।

[১৮] তবে আমার বেতন কি যে সুসমাচার প্রচার করিতে ২ আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারকে ব্যয়রহিত করি, পাছে সুসমাচারানুযায়ি যে কর্তৃত্ব আমার আছে, তাহার আত্যন্তিক ব্যবহার করি?

[১৯] বস্তুতঃ সকলের অনধীন হইলেও আমি অধিক মনুষ্যকে লাভ করিবার জন্যে সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম। [২০] ফলতঃ যিহূদি লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে যিহূদিদের কাছে যিহূদির ন্যায় হইলাম; আপনি ব্যবস্থার অনধীন হইলেও আমি ব্যবস্থাধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে ব্যবস্থাধীনদিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। [২১] আমি ঈশ্বরীয় ব্যবস্থাবিহীন নহি, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার বশীভূত আছি, তথাপি ব্যবস্থাবিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্যে ব্যবস্থাবিহীনদের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হইলাম। [২২] দুর্ব্বলদিগকে লাভ করিবার জন্যে আমি দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বলের ন্যায় হইলাম; সর্ব্বথা কতকগুলি লোককে পরিত্রানের পাত্র করিবার জন্যে আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ববিধ হইলাম। [২৩] আমি যাহা ২ করি, তাহা সকলই সুসমাচারের জন্যে অর্থাৎ তাহার সহভাগী হইবার জন্যে করি।

[২৪] তোমরা কি জান না যে দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল এক জন জয়ের পণ পায়? তোমরা যাহাতে পণ প্রাপ্ত হও, এমন রূপে দৌড়। [২৫] আর যে কেহ

মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ব্ব বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। ইহাতে উহারা ক্ষয়নীয় মুকুট পাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইতে চেষ্টান্বিত। ২৬ তজ্জন্য আমি দৌড়িতেছি, কিন্তু বিনালক্ষ্যে দৌড়ি না; মুষ্টিতে যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু আকাশকে আঘাতকারির ন্যায় যুদ্ধ করি না। ২৭ বরঞ্চ নিজ দেহ দমন করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্যদের কাছে ঘোষণা করিলে পর আপনি অগ্রাহ্য হই।

১০ অধ্যায়।

১ বস্তুতঃ হে ভ্রাতৃগণ, আমার অভিমত নয়, যে তোমরা ইহা অজ্ঞাত থাক, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে মেঘটার নীচে ছিল, ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল, ২ এবং সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, ৩ এবং সকলে একই আধ্যাত্মিক ভক্ষ্য খাইয়াছিল, ৪ ও সকলে একই আধ্যাত্মিক পেয় পান করিয়াছিল। ফলতঃ তাহারা অনুগামি আধ্যাত্মিক শৈলহইতে [জল পাইয়া] পান করিত, আর সেই শৈল খ্রীষ্ট। ৫ কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেতে ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলতঃ তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইল।

৬ এই সকল বিষয়ে তাহারা আমাদের দৃষ্টান্ত হইল। [কি জন্যে ?] তাহারা যেমন লুব্ধ হইয়াছিল, তেমনি আমরা যেন মন্দ বিষয়ে লুব্ধ না হই। ৭ এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক যেমন প্রতিমাপূজক হইয়াছিল, তোমরা [যেন] তদ্রূপ না হও; যেমন লিখিত আছে, "লোকেরা ভোজন "পান করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে "উঠিল"। ৮ আর যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক ব্যভিচার কর্ম্ম করাতে এক দিনে তেইশ সহস্র জন মারা পড়িল, আমরা যেন তেমন ব্যভিচার কর্ম্ম না করি। ৯ এবং যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক পরীক্ষা করাতে সর্পদের দ্বারা নষ্ট হইল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর পরীক্ষা না করি। ১০ এবং যেমন তাহাদের মধ্যে কতক লোক বচসা করাতে সংহারকদ্বারা নষ্ট হইয়াছিল, তোমরা তেমন বচসা করিও না। ১১ তাহাদের প্রতি এই সকল দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটিয়াছিল, এবং যুগপর্য্যায়ের পরিণাম আমাদের সময়ে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে চেতনা প্রদানার্থে ইহা লিখিত হইল। ১২ অতএব যে কেহ আপনাকে দণ্ডায়মান বলিয়া মানে, সে যেন পতিত না হয়, তজ্জন্য সাবধান হউক। ১৩ মনুষ্যের যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তদ্ব্যতীত অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য, তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, কিন্তু যাহাতে সহ্য করিতে পার, পরীক্ষার সহিত উত্তরণের এমত উপায়ও করিবেন।

১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, দেবমূর্ত্তির পূজাহইতে পলায়ন কর। ১৫ আমি তোমাদিগকে বুদ্ধিমান জানিয়া ইহা কহিতেছি, আপনারা আমার কথা বিবেচনা কর। ১৬ আমরা আশীর্ব্বাদযুক্ত যে পানপাত্র আশীর্ব্বাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? যে রুটী ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়? ১৭ যেহেতুক [তাহা] এক রুটী; অনেকে যে আমরা, আমরা এক শরীর, কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটীর অংশী। ১৮ শারীরিক ইস্রায়েলকে নিরীক্ষণ কর; যাহারা যজ্ঞের [মাংস] ভোজন করে, তাহারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? ১৯ ইহাতে দেবমূর্ত্তির প্রসাদ কিছু আছে, কিম্বা দেবমূর্ত্তি কিছু আছে, তাহা কি আমি বলি? [তাহা নয়,] ২০ কিন্তু পরজাতীয়েরা যাহা২ বলিদান করে, তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়, ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করে; আর তোমরা ভূতদের সহভাগী হও, আমার এমত বাঞ্ছা নয়। ২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র, এই উভয় পাত্রে তোমরা পান করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ, এই উভয় মেজের অংশী হইতে পার না। ২২ কেমন? আমরা কি প্রভুর ঈর্ষ্যা জন্মাই? তাঁহাহইতে কি আমরা বলবান্?

২৩ আমার প্রতি সকলই অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই হিতজনক নয়; আমার প্রতি সকলই অনিষিদ্ধ, কিন্তু সকলই প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক নয়। ২৪ প্রত্যেক জন আপনার [মঙ্গল] চেষ্টা না করিয়া বরং পরের [মঙ্গল] চেষ্টা করুক। ২৫ যে কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়, সংবেদের ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা ভোজন কর; ২৬ যেহেতুক "পৃথিবী "ও তৎপূরক বস্তু প্রভুরই"। ২৭ অবিশ্বাসি লোকদের মধ্যে কেহ তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে যদি তোমরা যাইতে সম্মত হও, তবে সংবেদের ভয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে কোন সামগ্রী পরিবেষণ হয়, তাহাই ভোজন করিও। ২৮ কিন্তু যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, ইহা দেবমূর্ত্তির প্রসাদ, তবে যে জানাইল তাহার জন্যে এবং সংবেদের জন্যে তাহা খাইও না। "পৃথিবী ও "তৎপূরক বস্তু প্রভুরই" বটে। ২৯ যে সংবেদের কথা আমি কহিলাম, তাহা তোমার নয়, কিন্তু পরের সংবেদ। বস্তুতঃ কিসের আশাতে আমার স্বাধীনতা আপনাকে পরের সংবেদদ্বারা বিচারিত হইতে দেয়? ৩০ যদি আমি অনুগ্রহের অধীনে ভোজন করি, তবে যাহার নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার জন্যে আপনাকে নিন্দিত হইতে দিই কেন? ৩১ উপসংহার এই, তোমরা ভোজন কি পান কি আর যাহা কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর। ৩২ যিহুদি কি গ্রীক লোক কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কাহারো ব্যাঘাতক হইও না। ৩৩ সেই প্রকারে আমিও আপনার হিত চেষ্টা না করিয়া

অনেকের পরিত্রাণের নিমিত্তে তাহাদের হিত চেষ্টা করত সকল বিষয়ে সকলের প্রীতিকর হই। [৩৪] আমি যেমন খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরা তেমনি আমার অনুকারী হও।

১১ অধ্যায়।

[১] হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকল বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিতেছ, [২] এবং আমার সমর্পিত বিধি সকল যেমন পাইয়াছ, তেমনি পালন করিতেছ, এই নিমিত্তে তোমাদের প্রশংসা করিতেছি। [৩] তথাপি আমার বাঞ্ছা এই যেন তোমরা জান যে প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, এবং খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। [৪] যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে কিম্বা ভাবোক্তি প্রচার করে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। [৫] কিন্তু যে কোন স্ত্রী অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে কিম্বা ভাবোক্তি প্রচার করে, সে নিজ মস্তকের অপমান করে; কারণ সে মুণ্ডিতার তুল্যা হইয়া পড়ে। [৬] বস্তুতঃ স্ত্রী যদি মস্তক আবৃত না রাখে, তবে ছিন্নকেশীও হউক; কিন্তু ছিন্নকেশী হওয়া কি মস্তক মুণ্ডন করা যদি স্ত্রীর লজ্জাজনক হয়, তবে মস্তক আবৃত রাখুক। [৭] কেননা পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও প্রভাস্বরূপ, তজ্জন্য মস্তক আবৃত রাখিতে বদ্ধ নয়; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের প্রভা। [৮] কারণ স্ত্রীহইতে পুরুষের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু পুরুষহইতে স্ত্রীর। [৯] এবং স্ত্রীর নিমিত্তে তো পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু পুরুষের নিমিত্তে স্ত্রীর। [১০] এই কারণ স্বর্গদূতগণের জন্যে স্ত্রী মস্তকে কর্তৃত্বের লক্ষণ রাখিতে বদ্ধা আছে। [১১] তথাপি প্রভুর সম্বন্ধে পুরুষহইতে স্ত্রীও স্বতন্ত্রা নহে, এবং স্ত্রীহইতে পুরুষও স্বতন্ত্র নহে। [১২] কারণ যেমন পুরুষহইতে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হইয়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বরহইতে। [১৩] আপনারা বিচার কর, অনাবৃত মস্তকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত? [১৪] স্বয়ং প্রকৃতিও কি তোমাদিগকে শিক্ষা দেয় না? ফলতঃ দীর্ঘকেশ হওয়া পুরুষের অনাদরজনক, [১৫] এবং দীর্ঘকেশী হওয়া স্ত্রীর শোভা, যেহেতুক দীর্ঘ কেশ আবরণের বিনিময়ে তাহাকে দেওয়া গিয়াছে। [১৬] ইহাতে যদি বিবাদী হওয়া কাহারো বিহিত বোধ হয়, তবে এই প্রকার ব্যবহার আমাদের নাই, এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীগণেরও নাই।

[১৭] এই আদেশের উপলক্ষ্যে আমি প্রশংসা না করিয়া আর এক কথা কহিব, তাহা এই, তোমরা যখন সমাগত হও, তখন তাহার ভাল ফল না হইয়া মন্দ ফল হয়। [১৮] বিশেষতঃ প্রথমে যখন মণ্ডলীতে সমাগত হও, তখন তোমাদের মধ্যে নানা বিভেদ আছে, ইহা শুনিতে পাইতেছি, এবং কিয়দংশ প্রত্যয়ও করিতেছি। [১৯] কেননা তোমাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষাসিদ্ধ তাহারা যেন ব্যক্ত হয়, তন্নিমিত্ত তোমাদের মধ্যে নানা দলও হওয়া আবশ্যক। [২০] যাহা হউক, তোমরা যখন এক স্থানে সমাগত হও, তখন প্রভুর ভোজ ভোজন করা হয় না; [২১] কেননা ভোজনকালে প্রত্যেক জন কাহারো অপেক্ষা না করিয়া নিজ ২ ভোজ ভোজন করে, তাহাতে এক জন ক্ষুধিত থাকে, আর এক জন বা মত্ত হয়। [২২] কেমন? ভোজন পান করিবার জন্যে কি তোমাদের স্ব ২ বাটী নাই? কিম্বা তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করিতেছ, ও সঙ্গতিহীন লোকদিগকে লজ্জা দিতেছ? ইহাতে তোমাদিগকে কি বলিব? কি প্রশংসা করিব? ইহাতে তো প্রশংসা করিতে পারি না।

[২৩] বস্তুতঃ আমি প্রভুহইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি, এবং তোমাদিগকে প্রদানও করিয়াছি, ফলতঃ [শত্রুহস্তে] সমর্পিত হওনের রাত্রিতে প্রভু যীশু রুটী লইয়া [২৪] ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া কহিলেন, "ইহা লইয়া ভোজন কর, ইহা তোমাদের নিমিত্তে ভগ্ন আমার শরীর, আমার স্মরণার্থে ইহা কর।" [২৫] সেই প্রকারে তিনি ভোজন সাঙ্গ হইলে পানপাত্রও [লইয়া] কহিলেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তে [কৃত] নূতন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করিবা, তত বার আমার স্মরণার্থে ইহা করিও।" [২৬] বস্তুতঃ যত বার তোমরা এই রুটী ভোজন কর, এবং এই পাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তাঁহার মৃত্যু প্রচার করিতেছ। [২৭] অতএব যে কেহ অযোগ্য রূপে প্রভুর এই রুটী ভোজন কিম্বা এই পাত্রে পান করে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে। [২৮] পরন্তু মনুষ্য আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী ভোজন ও সেই পাত্রে পান করুক। [২৯] কেননা যে ব্যক্তি প্রভুর শরীরকে বিশিষ্ট জ্ঞান না করিয়া অযোগ্যরূপে ভোজন পান করে, সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন পান করে। [৩০] এই কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও পীড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে। [৩১] আমরা যদি আপনাদের বিচার আপনারা করি, তবে আমাদের বিচার করা যাইবে না; [৩২] কিন্তু যদিস্যাৎ আমাদের বিচার করা যায়, তবে আমরা যেন জগতের সহিত দণ্ডাজ্ঞার পাত্র না হই, তজ্জন্য প্রভুকর্তৃক শাসিত হইতেছি।

[৩৩] অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা যখন ভোজনার্থে একত্র হও, তখন এক জন অন্য জনের অপেক্ষা কর। [৩৪] যদি কাহারো ক্ষুধা লাগে, তবে সে ঘরে আহার করুক; তোমাদের একত্র হওন যেন বিচারাজ্ঞার হেতু না হয়। অবশিষ্ট সকল কথার বিধান আমি যখন উপস্থিত হইব, তখন করিব।

১২ অধ্যায়।

[১] হে ভ্রাতৃগণ, আধ্যাত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞান থাক, ইহা আমার অভিমত

নয়। ২ তোমরা জান, যখন তোমরা পরজাতীয় লোক ছিলা, তখন অবাক্ প্রতিমাগণের নিকটে যেমন তেমন চালিত হইয়া অপনীত হইতা। ৩ এই জন্যে আমি তোমাদিগকে ইহা জানাইতেছি যে ঈশ্বরের আত্মার আবেশে বাক্যবাদী কেহ যীশুকে শাপাস্পদ বলে না, এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কেহ যীশুকে প্রভু বলিতে পারে না।

৪ [অনুগ্রহজন্য] বর বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু আত্মা এক; ৫ এবং পরিচর্য্যা বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু প্রভু এক; ৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ বিতরণে প্রভেদ আছে, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা। ৭ পরন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্যে আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। ৮ ফলতঃ কাহাকে সেই আত্মাদ্বারা বিজ্ঞানের বাক্য, অন্য কাহাকে বা সেই আত্মানুসারে বিদ্যার বাক্য, ৯ অন্য কাহাকে বা সেই আত্মাতে বিশ্বাস, কাহাকে বা সেই এক আত্মাতে আরোগ্য করণের শক্তিরূপ বর, ১০ কাহাকে বা প্রভাবের ক্রিয়াসাধক গুণ, কাহাকে বা ভাববাণী, কাহাকে বা আত্মাদিগের [লক্ষণ] নির্ণয় করণের শক্তি, আর কাহাকে বা নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, কাহাকে বা নানা ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দান করা যায়। ১১ কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে মানস করেন, তাহাকে তাহা দেন।

১২ কেননা যেমন দেহ এক, কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সেই অনেক অঙ্গের সাকল্যে এক দেহ হয়, তেমনি খ্রীষ্ট। ১৩ ফলতঃ আমরা যিহূদী হই কি গ্রীক হই, দাস হই কি স্বাধীন হই, সকলে এক দেহ হওনার্থে একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলে এক আত্মা পায়িত হইয়াছি। ১৪ কেননা দেহও এক অঙ্গ নয়, কিন্তু অনেক। ১৫ চরণ যদি বলে, আমি হস্ত নহি, তজ্জন্য দেহের অংশ নহি, তবে ইহাতে তাহা যে দেহের অংশ নয়, এমত প্রমাণ হয় না। ১৬ আর কর্ণ যদি বলে, আমি চক্ষু নহি, তজ্জন্য দেহের অংশ নহি, তবে ইহাতে তাহা যে দেহের অংশ নয়, এমত প্রমাণ হয় না। ১৭ সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হয়, তবে শ্রবণ কোথায়? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ হয়, তবে ঘ্রাণ কোথায়? ১৮ কিন্তু এখন ঈশ্বর দেহের মধ্যে আপন ইচ্ছামতে প্রত্যেককে স্ব২ স্থান দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বনাইয়াছেন। ১৯ নতুবা সমস্তই যদি এক অঙ্গমাত্র হইত, তবে দেহ কোথায়? ২০ কিন্তু এখন অনেক অঙ্গেতে একই দেহ হয়। ২১ চক্ষু হস্তকে বলিতে পারে না, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই; আবার মস্তক চরণদ্বয়কে বলিতে পারে না, তোমাদিগেতে আমার প্রয়োজন নাই। ২২ বরঞ্চ দেহের যে২ অঙ্গকে দুর্ব্বলতর বোধ হয়, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয়। ২৩ আর আমরা দেহের যে২ অঙ্গ অন্যাপেক্ষা অনাদরণীয় জ্ঞান করি, তাহা অধিক আদরে ভূষিত করি, এবং আমাদের কুরূপ অঙ্গ সকল অধিক শিষ্টতাজন্য যত্নের বিষয় হয়। ২৪ আমাদের যে২ অঙ্গ সুরূপ, [এমত যত্নে] তাহার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, ঈশ্বর অসম্পূর্ণকে অধিক আদর দিয়া সমুদয় দেহ সংঘটিত করিয়াছেন। ২৫ [কেন?] দেহের মধ্যে যেন বিভেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল ঐক্যভাবে প্রত্যেকে অন্য সকলের হিত চিন্তা করে। ২৬ তাহাতে এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গ দুঃখ পায়, অথবা এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গ আনন্দ করে। ২৭ ভাল, তোমরা খ্রীষ্টের দেহ এবং এক২ জন তাঁহার এক২ অঙ্গস্বরূপ। ২৮ আর মণ্ডলীতে ঈশ্বর প্রথমে প্রেরিতদিগকে, দ্বিতীয়ে ভাববাদিদিগকে, তৃতীয়ে গুরুদিগকে স্থাপন করিয়াছেন, তৎপরে প্রভাবের কর্ম্ম, তৎপরে আরোগ্যসাধক বর, উপকার, নিয়ামক গুণ, নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]। ২৯ সকলে কি প্রেরিত? সকলে কি ভাববাদী? সকলে কি গুরু? সকলে কি প্রভাবের কর্ম্ম করে? ৩০ সকলে কি আরোগ্যসাধক বর পাইয়াছে? সকলে কি পরভাষাবাদী? সকলে কি অর্থ বুঝাইয়া দেয়? ৩১ তোমরা শ্রেষ্ঠ বর সকল পাইতে যত্নবান হও। পরন্তু আমি তোমাদিগকে অনুপম এক পথও দেখাইতেছি।

১৩ অধ্যায়।

১ যদ্যপি আমি মনুষ্যদের ও স্বর্গীয় দূতগণের ভাষাবাদী হই, তথাপি আমার প্রেম না থাকিলে আমি শব্দকারক তৈজস ও নিনাদি ভেরী হইয়া পড়িয়াছি। ২ আর যদ্যপি ভাববাণী প্রাপ্ত ও যাবতীয় নিগূঢ় বিষয়ে ও যাবতীয় জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং পর্ব্বত স্থানান্তর করণে সক্ষম সম্পূর্ণ বিশ্বাসও যদ্যপি আমার হয়, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমি নগণ্য। ৩ আর যদ্যপি [দরিদ্রদিগকে] গ্রাস দিতে সর্ব্বস্ব ব্যয় করি, এবং দগ্ধ হইতে আপন দেহ উৎসর্গ করি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল দর্শে না।

৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু ও মধুর, প্রেম ঈর্ষ্যা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব্বিত হয় না, ৫ অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, আশুক্রোধ করে না, অপকার গণনা করে না, ৬ অধার্ম্মিকতাতে আনন্দিত না হইয়া সত্যের সহিত আনন্দ করে; ৭ সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই স্থৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করে।

৮ প্রেম কখন শুকিয়া যায় না। যদি ভাববাণী থাকে, তবে তাহার লোপ হইবে; যদি পরভাষা থাকে, তবে তাহার নিবৃত্তি হইবে; যদি জ্ঞান

থাকে, তবে তাহারও লোপ হইবে। [৯] কেননা আমাদের জ্ঞান খণ্ডমাত্র, এবং আমাদের ভাবোক্তি খণ্ডমাত্র। [১০] কিন্তু পূর্ণতা উপস্থিত হইলে পর সেই খণ্ড সকল লোপ করা যাইবে। [১১] আমি যখন বালক ছিলাম, তখন বালকের ন্যায় কহিতাম, বালকের ন্যায় চিন্তা করিতাম, বালকের ন্যায় বিচার করিতাম; কিন্তু যদবধি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, তদবধি সেই সকল বালকত্ব ত্যাগ করিয়াছি। [১২] বস্তুতঃ এখন আমরা দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমার জ্ঞান খণ্ডমাত্র, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব। [১৩] কিন্তু এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিন থাকে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

১৪ অধ্যায়।

[১] তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, তথাপি আধ্যাত্মিক বর সকল, বিশেষতঃ ভাবোক্তি প্রচার করণের ক্ষমতা পাইতে উদ্‌যোগী হও। [২] কেননা যে জন পরভাষা কহে, সে মনুষ্যকে না কহিয়া ঈশ্বরকে কহে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, সে আত্মাতে নিগূঢ় বিষয় কহে। [৩] কিন্তু যে জন ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মনুষ্যদিগকে প্রতিষ্ঠা ও প্রবোধ ও সান্ত্বনাজনক কথা কহে। [৪] যে জন পরভাষা কহে, সে আপনার প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক, কিন্তু যে জন ভাবোক্তি প্রচার করে, সে মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক। [৫] যাহা হউক, তোমরা সকলে যেন পরভাষা কহিতে পার, ইহা বাঞ্ছা করিতেছি, কিন্তু যেন ভাবোক্তি প্রচার করিতে পার, ইহা অধিক বাঞ্ছা করিতেছি; কেননা যে ব্যক্তি মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্তে অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, এমত পরভাষাবাদিহইতে ভাবোক্তিপ্রচারক মহান্‌।

[৬] হে ভ্রাতৃগণ, এখন আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রকাশিত বাক্য কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী কিম্বা উপদেশক্রমে কথা না কহিয়া যদি নানা পরভাষা কহি, তবে আমাহইতে তোমাদের কি ফল দর্শিবে? [৭] শুন তো, বাঁশী হউক, কি বীণা হউক, ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তু তাল মান না রাখিয়া যদি বাজে, তবে কিসের বাদ্য কি গান হইতেছে, তাহা কিসে জানা যাইবে? [৮] বস্তুতঃ তূরীর ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইবে? [৯] তেমনি তোমরা যদি জিহ্বাদ্বারা স্পষ্টার্থ কথা না কহ, তবে কি বলা যাইতেছে, তাহা কিসে জানা যাইবে? বরঞ্চ তোমাদের কথা আকাশকে বলার ন্যায় হইবে। [১০] জগতের মধ্যে না জানি কত প্রকার ভাষা শুনা যায়, তাহার মধ্যে অভাষক একটীও নাই। [১১] কিন্তু আমি যদি ভাষাবিশেষের অর্থ না জানি, তবে যে জন কহে, তাহার জ্ঞানে আমি অসভ্য লোক হইব, এবং আমার জ্ঞানে সেই বক্তা অসভ্য লোক হইবে। [১২] অতএব তোমরা আত্মার বিবিধ বর [পাইবার] বিষয়ে উদ্‌যোগী আছ বলিয়া আপনারাও সেই প্রকারে মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠালাভার্থে ইহা চেষ্টা কর যেন প্রচুররূপে তাহা প্রাপ্ত হও। [১৩] এই আশয়ে পরভাষাবাদি লোক ইহা প্রার্থনা করুক, যেন সে অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে। [১৪] কেননা যদি আমি পরভাষাতে প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বিবেক ফলহীন থাকে। [১৫] ভাল, ইহার সার কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বিবেকেও প্রার্থনা করিব; আমি আত্মাতে গান করিব, বিবেকেও গান করিব। [১৬] নতুবা যদি তুমি আত্মাতে আশীর্ব্বাদ কর, তবে সামান্য শ্রোতার মত উপস্থিত ব্যক্তি কেমন করিয়া তোমার ধন্যবাদে আমেন্‌ বলিবে? যেহেতুক তুমি কি বলিতেছ, তাহা সে জানে না। [১৭] তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ করিতেছ বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভ হয় না। [১৮] তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আমি অধিক পরভাষাবাদী, ইহাতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি; [১৯] কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে পরভাষাতে দশ সহস্র কথা অপেক্ষা বরং অন্যদিগকেও শিক্ষা দিবার জন্যে বিবেকদ্বারা পাঁচটী কথা কহিতে ভাল বাসি।

[২০] হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা বিচারে বালক হইও না, বরঞ্চ হিংসাতে শিশুগণের ন্যায় হও, কিন্তু বিচারে সিদ্ধ হও। [২১] শাস্ত্রে লেখা আছে, "প্রভু "কহিতেছেন, আমি পরভাষাবাদিদ্বারা ও বিদে- "শিদের ওষ্ঠদ্বারা এই লোকদের সহিত কথোপ- "কথন করিব, কিন্তু তাহা করিলেও তাহারা "আমার বাক্য মানিবে না।" [২২] অতএব যাহারা বিশ্বাসী হয়, ঐ পরভাষা কহা তাহাদের নিমিত্তে নয়, বরং অবিশ্বাসিদেরই নিমিত্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসিদের নিমিত্তে নয়, বরং যাহারা বিশ্বাসী হয় তাহাদেরই নিমিত্তে। [২৩] শুন, সমস্ত মণ্ডলী একত্র হইলে যদি সকলে পরভাষা কহে, এবং [সেই সময়ে] যদি কতকগুলিন সামান্য কি অবিশ্বাসি লোক প্রবেশ করে, তবে তাহারা কি তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে না? [২৪] কিন্তু সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিলে যদি কোন অবিশ্বাসি কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ করে, তবে সকলের কর্ত্তৃক তাহার দোষের প্রমাণ দেওয়া যায়, সকলের কর্ত্তৃক তাহার বিচার করা যায়, [২৫] তাহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল ব্যক্ত হয়; এবং এই রূপে সে অধোমুখে পড়িয়া, ঈশ্বর নিতান্ত তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, ইহা স্বীকার করত ঈশ্বরের ভজনা করিবে।

[২৬] হে ভ্রাতৃগণ, ইহার সার কি? তোমরা যখন একত্র হও, তখন কাহারো গীত, কাহারো উপদেশ, কাহারো প্রকাশিত বাক্য, কাহারো পরভাষা, কাহারো অর্থ প্রকাশক কথা আছে; সক-

লই প্রতিষ্ঠাসাধনের নিমিত্তে হউক। [২৭] আর যদি কেহ পরভাষা কহে, তবে দুই জন, কিম্বা অত্যধিক হইলে তিন জন পালানুক্রমে বলুক, আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া দিউক। [২৮] কিন্তু অর্থকারী না থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা কহুক। [২৯] আর ভাববাদি দুই কিম্বা তিন জন কথা কহুক, অন্য সকলে তাহার বিচার করুক। [৩০] কিন্তু উপবিষ্ট [লোকদের মধ্যে] অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তির কথা শেষ হউক। [৩১] কেননা সকলেরই শিক্ষা ও প্রবোধপ্রাপ্তির নিমিত্তে এক এক করিয়া তোমরা সকলে ভাবোক্তি প্রচার করিতে পার। [৩২] আর ভাববাদিদের আত্মা ভাববাদিদের বশে আছে। [৩৩] কেননা ঈশ্বর কলহপ্রিয় নহেন, কিন্তু শান্তিপ্রিয়।

[৩৪] যেমন পবিত্র লোকদের যাবতীয় মণ্ডলীতে, তেমনি তোমাদের স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব হইয়া থাকুক, কেননা কথা কহিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না, বরং বশীভূতা থাকা তাহাদের উচিত। ব্যবস্থাও তাহাই বলে। [৩৫] যদি তাহারা বিশেষ কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করে, তবে নিজ ২ স্বামিকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক, যেহেতুক মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের কথা কহা কুৎসিত।

[৩৬] কেমন? ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের হইতে নির্গত হইয়াছে? কিম্বা কেবল তোমাদেরই নিকটে উপস্থিত হইয়াছে? [৩৭] কেহ যদি আপনাকে ভাববাদী কিম্বা আত্মাবিষ্ট বলিয়া মানে, তবে আমি তোমাদের প্রতি যাহা ২ লিখিলাম, সে তাহা প্রভুর আজ্ঞা জানিয়া মান্য করুক। [৩৮] কিন্তু কেহ যদি অজ্ঞান হয়, তবে অজ্ঞান হউক।

[৩৯] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাবোক্তি প্রচার করিবার চেষ্টাতে উদ্‌যোগী হও, তথাপি পরভাষা কহিতে কাহাকে বারণ করিও না। [৪০] পরন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিত রূপে করা যাউক।

১৫ অধ্যায়।

[১] হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে জানাইতেছি; তোমরা তাহাই গ্রাহ্য করিয়াছ, এবং তাহাতে সুস্থিরও আছ। [২] এবং তাহারই দ্বারা, [হাঁ,] যে কথাতে আমি তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহারই অবলম্বী থাকিলে তোমাদের পরিত্রাণের সাধনও হইতেছে; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ। [৩] ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি আপনি যে শিক্ষা পাইয়াছি, তদনুসারে তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছি যে শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের কারণ প্রাণত্যাগ করিলেন, [৪] এবং সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন। [৫] আর তিনি [অগ্রে] কৈফাকে, পরে দ্বাদশ শিষ্যকে দর্শন দিলেন; [৬] তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দর্শন দিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ ২ নিদ্রাগত হইয়াছে। [৭] তদনন্তর তিনি যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতকে দর্শন দিলেন। [৮] সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে আমি, আমাকেও দর্শন দিলেন। [৯] কেননা প্রেরিতগণের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নাম ধারণের অযোগ্য; কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীর তাড়নাকারী ছিলাম। [১০] কিন্তু যে আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই আছি; এবং আমার প্রতি [কৃত] তাঁহার অনুগ্রহ বৃথা হয় নাই। বরঞ্চ অন্য সকল অপেক্ষা আমি অধিক শ্রম করিয়াছি; কিন্তু আমি করিয়াছি তাহা নয়, আমার সঙ্গী যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই করিয়াছে। [১১] অতএব আমি কিম্বা উহারা, যে হউক, আমরা এমত ঘোষণা করি, এবং তোমরা এমত বিশ্বাস করিয়াছ।

[১২] ভাল, খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে এমত ঘোষণা যদি হয়, তবে মৃতগণের পুনরুত্থান নাই, তোমাদের মধ্যে কেহ ২ এমত কথা কেন বলিতেছে? [১৩] মৃতগণের পুনরুত্থান তো যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই। [১৪] আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত নন, তাহা হইলে সুতরাং আমাদের ঘোষণাও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। [১৫] অধিকন্তু আমরা ঈশ্বরের মিথ্যাসাক্ষিরূপে আবিষ্কৃত হই; কারণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিকূল এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু যদিস্যাৎ মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই। [১৬] কেননা মৃত লোকদের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই। [১৭] আর খ্রীষ্টের উত্থাপন যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন ২ পাপে [মগ্ন] রহিয়াছ। [১৮] সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও নষ্ট হইয়াছে। [১৯] শুদ্ধ ঐহিক জীবনে খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশাকারি লোক হইলে আমরা মনুষ্যদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার পাত্র।

[২০] কিন্তু এখন খ্রীষ্ট নিদ্রাগত লোকদের অগ্রিমাংশ হইয়া মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত হইয়াছেন। [২১] কেননা মনুষ্যদ্বারা মৃত্যু হয়, তজ্জন্য মনুষ্যদ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থানও হয়। [২২] ফলতঃ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি খ্রীষ্টেই সকলে জীবিত হইবে। [২৩] কিন্তু প্রত্যেক জন আপন ২ শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে। [২৪] তৎপশ্চাৎ পরিণাম হইবে; তখন তিনি যাবতীয় আধিপত্য ও যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিয়া পিতা

ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন। ২৫ কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে দলিত না করিবেন, তাবৎ খ্রীষ্টকে রাজত্ব করিতে হইবে। ২৬ অন্তিম শত্রু বলিয়া মৃত্যুর লোপ হইবে। ২৭ ভাল, তিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিয়া তাঁহার পদতলে রাখিলেন। কিন্তু সকলই বশীকৃত হইয়াছে, ইহা যখন কহেন, তখন স্পষ্ট বোধ হয়, যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিলেন, তিনি বশীকৃত হন নাই। ২৮ এবং সকলই তাঁহার বশীকৃত হইলে পর যিনি সকলই পুত্রের বশে রাখিয়াছিলেন, পুত্র আপনিও তাঁহার বশীভূত হইবেন, তাহাতে ঈশ্বর সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন।

২৯ বল দেখি, মৃত লোকেরা যদি কোন ক্রমে উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে মৃত লোকদের নিমিত্তে যাহারা বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি করিবে? উহাদের নিমিত্তে তাহারা কেন বাপ্তাইজিতও হয়? ৩০ আর আমরা বা কেন দণ্ডে ২ প্রাণসংশয় স্বীকার করি? ৩১ আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমি দিন ২ মৃত্যুমুখে আছি। ৩২ ইফিষে পশুদের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা যদি মনুষ্যের অভিমতানুসারে করিয়া থাকি, তবে তাহাতে আমার কি ফল দর্শে? মৃত লোকেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে "আইস, আমরা "ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।" ৩৩ ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে। ৩৪ ধার্ম্মিক ভাবে প্রবুদ্ধ হও, পাপ করিও না, কেননা কেহ ২ ঈশ্বরানভিজ্ঞ রহিয়াছে; লজ্জা জন্মাইবার নিমিত্তে তোমাদিগকে ইহা বলিলাম।

৩৫ ইহাতে কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, মৃত লোকেরা কি প্রকারে উত্থাপিত হয়? কি প্রকার দেহ বা পাইয়া আইসে? ৩৬ হে নির্ব্বোধ ব্যক্তি, তুমিই যাহা বপন কর, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না। ৩৭ আর যে দেহ উৎপন্ন হইবে, তুমি তাহা বপন কর না; শুষ্ক বীজমাত্র বপন করিতেছ গোমের হউক, কি অন্য কোন প্রকার বীজ হউক ৩৮ কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই দেন; আর তিনি এক ২ বীজকে স্ব ২ দেহ দেন। ৩৯ সকল মাংস এক প্রকার মাংস নয়; কিন্তু মনুষ্যের মাংস এক প্রকার, ও পশুর মাংস অন্য প্রকার; আবার পক্ষির মাংস এক প্রকার, ও মৎস্যের মাংস অন্য প্রকার। ৪০ এবং স্বর্গীয় ও পার্থিব, দুই প্রকার দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহের এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহের অন্য প্রকার তেজ আছে। ৪১ সূর্য্যের এক প্রকার তেজ, ও চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজ, ও নক্ষত্রগণের অন্য প্রকার তেজ, আবার নক্ষত্রগণের মধ্যেও তেজের তারতম্য আছে। ৪২ মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ।

যাহা বপন করা যায়, তাহা ক্ষয়ের পাত্র; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা অক্ষয়তার পাত্র; ৪৩ যাহা বপন করা যায়, তাহা অনাদরের পাত্র; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা গৌরবের পাত্র; যাহা বপন করা যায়, তাহা দুর্ব্বলতার পাত্র; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা প্রভাবের পাত্র; ৪৪ যাহা বপন করা যায়, তাহা প্রাণির যোগ্য দেহ; যাহা উত্থাপিত হয়, তাহা আত্মার যোগ্য দেহ। প্রাণির যোগ্য দেহ আছে, আত্মার যোগ্য দেহও আছে। ৪৫ এই রূপ লেখাও আছে, [যথা,] "প্রথম মনুষ্য আদম "জীবনময় প্রাণী হইল;" অন্তিম আদম জীবনদায়ক আত্মা। ৪৬ কিন্তু যাহা আত্মার যোগ্য তাহা প্রথম নয়; যাহা প্রাণির যোগ্য তাহাই প্রথম, যাহা আত্মার যোগ্য তাহা পশ্চাৎ। ৪৭ প্রথম মনুষ্য পৃথিবীজাত মৃণ্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গহইতে আগত প্রভু। ৪৮ মৃণ্ময় ব্যক্তিরা ঐ মৃণ্ময়ের সদৃশ, এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা এই স্বর্গীয়ের সদৃশ। ৪৯ আর আমরা যেমন ঐ মৃণ্ময়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি আমাদিগকে এই স্বর্গীয় ব্যক্তির মূর্ত্তিও ধারণ করিতে হয়।

৫০ হে ভ্রাতৃগণ, যাহা হউক, আমি ইহা কহিতেছি, রক্ত মাংস ঈশ্বররাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না; এবং অক্ষয়তাতে ক্ষয়ের অধিকার হয় না। ৫১ দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ় বিষয় কহি, আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব তাহা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; ৫২ এক বিপলের মধ্যে, বরং এক নিমিষের মধ্যে অন্তিম তূরীধ্বনিতে [রূপান্তর হইব]; কেননা তূরী বাজিবে; তাহাতে মৃত লোকেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব। ৫৩ যেহেতুক এই ক্ষয়ের পাত্রকে অক্ষয়তা পরিধান করিতে, এবং এই মৃত্যুর পাত্রকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। ৫৪ আর এই ক্ষয়ের পাত্র যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মৃত্যুর পাত্র যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, যথা, "মৃত্যু "জয়েতে কবলিত হইল। ৫৫ হে মৃত্যো, তোমার "হুল কোথায়? হে পাতাল, তোমার জয় কো- "থায়?" ৫৬ মৃত্যুর হুল পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। ৫৭ কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন। ৫৮ অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির ও নিশ্চল হইয়া প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়। প্রভুর অধীনে তোমাদের পরিশ্রম বৃথা নহে, ইহা জ্ঞাত হও।

১৬ অধ্যায়।

১ আর পবিত্র লোকদের নিমিত্তে যে চাঁদা, তাহার বিষয়ে আমি গালাতিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকলকে যে আজ্ঞা দিয়াছি, তদনুসারে তোমরাও কর। ২ সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেক জন

আপনাদের নিকটে কিছু২ রাখিয়া আপন ২ আয়ানুসারে অর্থ সঞ্চয় কর; আমি যখন উপস্থিত হইব, চাঁদা যেন তখন না হয়। ৩ পরে আমি উপস্থিত হইলে, তোমরা যাহাদিগকে যোগ্য জ্ঞান করিবা, আমি তাহাদিগকে পত্র দিয়া তাহাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান যিরূশালেমে পাঠাইব। ৪ অথবা তাহা যদি আমারও গমনের মত যথেষ্ট হয়, তবে তাহারা আমার সঙ্গে যাইবে।

৫ মাকিদনিয়া দেশ দিয়া আমার গমন সমাপ্ত হইলেই আমি তোমাদের নিকটে যাইব, কেননা আমি মাকিদনিয়া দেশ দিয়া যাইতে উদ্যত আছি। ৬ আর যদি হয়, তবে তোমাদের নিকটে কিছু দিন অবস্থিতি করিব, কি জানি শীতকালও যাপন করিব; পরে গন্তব্য স্থানে গমনার্থে তোমাদের দ্বারা সযত্নে প্রস্থাপিত হইব। ৭ কেননা তোমাদের সহিত এবার পথঘটিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি না; বস্তুতঃ আমার প্রত্যাশা এই যে প্রভু অনুমতি দিলে আমি তোমাদের মধ্যে কিছু কাল অবস্থিতি করিব। ৮ যাহা হউক, পঞ্চাশত্তমী পর্য্যন্ত আমি ইফিষে থাকিব, ৯ যেহেতুক আমার সম্মুখে দ্বার খোলা রহিয়াছে, তাহা বৃহৎ অথচ কার্য্যসাধক; পরন্তু অনেক প্রতিরোধী আছে।

১০ তীমথিয় যদি উপস্থিত হয়, তবে যাহাতে সে তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকে, ইহাতে মনোযোগ করিবা, কেননা যেমন আমি, তেমনি সেও প্রভুর কার্য্যে শ্রম করিতেছে। ১১ অতএব কেহ তাহাকে হেয়জ্ঞান না করুক; পরে সে যেন আমার নিকটে আসিতে পারে, তদর্থে কুশলে তাহাকে প্রস্থাপন করিবা, কারণ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহার অপেক্ষাতে আছি।

১২ আর আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে [তোমরা ইহা জানিবা]; সে যেন ঐ ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাদের কাছে গমন করে, তদর্থে আমি তাহাকে বিস্তর বিনতি করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন যাইতে কোন প্রকারে তাহার বাসনা হইল না; উপযুক্ত সময় পাইলে গমন করিবে।

১৩ তোমরা জাগ্রৎ থাক, বিশ্বাসে সুস্থির থাক; বীরত্ব দেখাও, বলবান হও। ১৪ তোমাদের সকল কর্ম্ম প্রেমেতে হউক।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমার [আর এক] নিবেদন এই, তোমরা জান, স্তিফানের পরিজন আখায়া দেশের অগ্রিমাংশস্বরূপ, এবং তাহারা পবিত্র লোকদের পরিচর্য্যাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছে। ১৬ অতএব তোমরাও এই প্রকার লোকদের এবং যত জন কার্য্যে সাহায্য ও পরিশ্রম করে, সেই সকলের বশবর্ত্তী হও। ১৭ স্তিফানের ও ফর্তূনাতের ও আখায়িকের আগমনে আমি আহ্লাদিত হইলাম, কেননা তোমাদের ত্রুটি তাহারা পূর্ণ করিয়াছে। ১৮ ফলতঃ তাহারা আমার আত্মাকে ও তোমাদের [আত্মাকে] শান্ত করিয়াছে। অতএব তোমরা এই প্রকার লোকদিগকে জানিয়া মান্য করিও।

১৯ আশিয়া দেশস্থ মণ্ডলী সকল তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। আক্কিলা ও প্রিস্কিল্লা ও তাহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলী তোমাদিগকে প্রভুর অধীনে অনেক মঙ্গলবাদ করিতেছে। ২০ ভ্রাতৃগণ সকলে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। তোমরা পবিত্র চুম্বন পূর্ব্বক পরস্পর মঙ্গলবাদ কর।

২১ আমার মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। ২২ কোন ব্যক্তি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভাল না বাসে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণআথা [প্রভু আসিতেছেন]। ২৩ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। ২৪ খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে আমার প্রেম তোমাদের সকলকার সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

করিন্থীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ করিন্থে ঈশ্বরের যে মণ্ডলী আছে এবং সমস্ত আখায়া দেশে যে সকল পবিত্র লোক আছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌল এবং তীমথিয় ভ্রাতা [পত্র লিখিতেছে]। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই করুণাময় পিতা এবং যাবতীয় সান্ত্বনার [আকর] ঈশ্বর। ৪ আর আমরা আপনারা ঈশ্বরদত্ত যে সান্ত্বনাতে শান্ত হই, সেই সান্ত্বনাদ্বারা যেন যাবতীয় ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি, এই জন্যে তিনি আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন। ৫ কেননা খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচিয়া পড়ে। ৬ যাহা হউক, আমরা যদি ক্লেশ পাই, তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়; কেননা আমরা যাদৃশ দুঃখ ভোগ করি, তাদৃশ দুঃখ ভোগ করণে তোমাদের স্থৈর্য্যদ্বারা পরিত্রাণ নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে; ইহাতে তোমাদের বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা আছে। আর আমরা যদি সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, তবে তাহাও

তোমাদের সান্ত্বনার ও পরিত্রাণের নিমিত্তে হয়। ৭ কেননা আমরা জানি,তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী আছ।

৮ বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, আশিয়া দেশে আমাদের প্রতি যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তোমরা যে তাহার কথা অজ্ঞাত থাক, ইহা আমাদের অভিমত নয় ; ফলতঃ তাহার আত্যন্তিক ভারে আমরা শক্তির অতিরিক্ত-রূপে ভারগ্রস্ত, বরং প্রাণরক্ষার বিষয়েও আশা-হীন ছিলাম ; ৯ এবং মনে ২ আপনাদিগের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয় করিয়াছিলাম; [কি জন্যে ?] যেন আপনাদের উপরে নির্ভর না দিয়া মৃতগণের উত্থা-পনকারি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর দি। ১০ তিনিই এমত ভয়ানক মৃত্যুহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং তাঁহাতেই প্রত্যাশা করি, যে ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন। ১১ আর ইহাতে অনেকের দ্বারা আমাদের লব্ধ বরের নিমিত্তে যেন অনেকের মুখ আমাদের জন্যে [ঈশ্বরের] ধন্যবাদ করে, তন্নিমিত্ত তোমরাও প্রার্থ-নাদ্বারা আমাদের সহকারী আছ।

১২ কেননা আমাদের শ্লাঘা [কি ?] আমাদের সংবেদের এই সাক্ষ্য, যে ঈশ্বরদত্ত পবিত্র ও স্বচ্ছ ভাবের বশে আমরা জগতের মধ্যে, এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তোমাদের প্রতি, শরীরায়ত্ত বিজ্ঞতাতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে আচরণ করিয়াছি। ১৩ ইহাতে তোমরা যাহা পাঠ করিয়া থাক কিম্বা জ্ঞাতও আছ, তাহাহইতে ভিন্ন কিছুই তোমাদিগকে লিখিতেছি না ; এবং প্রত্যাশা করি, তোমরা শেষ পর্য্যন্ত [আমাদিগকে] জ্ঞাত থাকিবা। ১৪ বাস্ত-বিক কতক পরিমাণে আমাদিগকে জ্ঞাত হওয়াতে তোমরা [জান], প্রভু যীশুর দিনে আমরা তোমা-দের এবং তদ্রূপ তোমরাও আমাদের শ্লাঘার হেতু।

১৫ আর এই দৃঢ় প্রত্যয় প্রযুক্ত আমার এই মানস ছিল, যে তোমাদিগকে অনুগ্রহের দ্বিতীয় ফল প্রাপ্ত করিবার জন্যে আমি অগ্রে তোমাদের কাছে যাইব, ১৬ এবং তোমাদের নিকট দিয়া মাকিদনিয়া দেশে গমন করিব, পরে মাকিদনিয়া-হইতে আর বার তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়া তোমাদের দ্বারা যিহূদিয়াতে প্রস্থাপিত হইব। ১৭ এমত মানস করণে কি চাঞ্চল্য প্রয়োগ করিয়া-ছিলাম ? অথবা আমি কোন মন্ত্রণা করিলে কি শরীরের বশে এমত মন্ত্রণা করিয়া থাকি, যে আ-মার নিজ ক্ষমতাতে হাঁ হাঁ হয়, কিম্বা না না হয় ? ১৮ বরঞ্চ ঈশ্বর বিশ্বাস্য ; [তিনি জানেন] যে তোমাদের প্রতি আমাদের বাক্য এক বার হাঁ, আর বার না হয় নাই। ১৯ ফলতঃ আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমা-দের নিকটে যাঁহার কথা প্রচারিত হইয়াছে, এমন যে ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্ট যীশু, তিনি এক বার হাঁ, আর বার না হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই হাঁ হই-য়াছে। ২০ যেহেতুক ঈশ্বরের যাবতীয় প্রতিজ্ঞা তাঁহাতেই হাঁ হয়, আবার তাঁহাতেই আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবার্থে আমেন্ হয়। ২১ সেই ঈশ্বর তোমাদিগকে ও আমাদিগকে, উভয়কে খ্রীষ্টে স্থির করিতেছেন এবং অভিষিক্ত করিয়াছেন। ২২ এবং তিনিই আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়া-ছেন, এবং বায়নাস্বরূপ আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে রাখিয়া দিয়াছেন।

২৩ যাহা হউক, আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া আপন প্রাণের দিব্য পূর্ব্বক কহিতেছি, তোমাদের প্রতি মমতা করাতে এখন পর্য্যন্ত করিন্থে উপস্থিত হই নাই। ২৪ তথাপি আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করি না, কিন্তু তোমাদের আনন্দের সহকারী আছি ; যেহেতুক বিশ্বাসে তো-মরা স্থির রহিয়াছ।

২ অধ্যায়।

১ আর আমি পুনর্ব্বার মনোদুঃখ লইয়া তোমাদের নিকটে যাইব না, এই মনস্থ করিয়াছিলাম। ২ কে-ননা আমি যদি তোমাদিগকে দুঃখিত করি, তবে আমারই হর্ষজনক কে ? কেবল সেই আমাদ্বারা দুঃখিত ব্যক্তি। ৩ আর যাহাদের হইতে আমার আনন্দ পাওয়া উপযুক্ত, তাহাদের হইতে যেন আগমনকালে আমার মনোদুঃখ না জন্মে, এই নি-মিত্তে তোমাদিগকে সেই কথা লিখিয়াছিলাম ; কেননা তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার নিশ্চয় বোধ ছিল, যে আমার আনন্দে তোমাদের সকলের আনন্দ হয়। ৪ ফলতঃ অনেক ক্লেশ ও হৃৎকম্প পাইয়া অনেক অশ্রুপাত পূর্ব্বক তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম, তোমরা যেন দুঃখিত হও তন্নিমিত্ত নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার প্রেমের যে আ-ধিক্য আছে তাহা যেন জ্ঞাত হও, ইহার নিমিত্তে।

৫ পরন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি যদি মনোদুঃখ জন্মাইয়াছে, তবে সে আমাকেই নয়, কিন্তু কতক পরিমাণে তোমাদের সকলকে দুঃখিত করিয়াছে ; ফলতঃ আমি ভারি কথা কহিতে চাহি না। ৬ [তো-মাদের] অধিকাংশ লোকদ্বারা সেই তথাবিধ ব্যক্তি যে দণ্ড পাইয়াছে, তাহা তাহার যথেষ্ট। ৭ অতএব বরং তাহাকে ক্ষমা ও সান্ত্বনা করিলে ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখে সেই তথাবিধ ব্যক্তি কবলিত হয়। ৮ এ কারণ বিনতি করি, তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর। ৯ বস্তুতঃ তোমরা সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ আছ কি না, ইহার পরীক্ষা-সিদ্ধ প্রমাণ পাইবার নিমিত্তই তোমাদিগকে লিখি-য়াছিলাম। ১০ যাহার যে দোষ তোমরা ক্ষমা কর, তাহার সেই দোষ আমিও ক্ষমা করি ; কেননা আ-মিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি, তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি, ১১ পাছে আমরা শয়তানকর্তৃক প্রতারিত হই ; কেননা তাহার কল্পনা সকল আমাদের অবিদিত নয়।

১২ পরন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচারের নিমিত্তে ত্রোয়াতে

আইলে পর যদ্যপি আমার সম্মুখে প্রভুসম্বন্ধীয় দ্বার খোলা ছিল, [13] তথাপি আমার ভ্রাতা তীতকে না পাওয়াতে আমার আত্মা কিছু শান্তি মানিল না; কিন্তু আমি তাহাদের হইতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়া দেশে আইলাম।

[14] আর ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া খ্রীষ্টেতে বিজয়যাত্রা করেন, এবং আমাদের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানরূপ গন্ধ সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করেন। [15] যেহেতুক ত্রাণের পাত্র কি বিনাশের পাত্র, উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সৌরভস্বরূপ হইতেছি। [16] একের প্রতি আমরা মরণাবহ মৃত্যুর গন্ধ, অন্যের প্রতি জীবনাবহ জীবনের গন্ধ; আর এমন কর্ম্মের যোগ্য কে? [17] ফলতঃ অধিকাংশের ন্যায় আমরাও যে লাভার্থে ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই, তাহা নয়; কিন্তু যথোচিত স্বচ্ছ ভাবে, যথোচিত ঈশ্বরের আদেশক্রমে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টের অধীনে কহিতেছি।

৩ অধ্যায়।

[1] আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিতেছি? অথবা তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতিপত্রে কি অন্য কাহারো২ ন্যায় আমাদেরও প্রয়োজন আছে? [2] তোমরাই আমাদের পত্র; আর আমাদের হৃদয়ে লিখিত সেই পত্রখানি সকল মনুষ্য জ্ঞাত হইতেছে ও পাঠ করিতেছে; [3] ফলতঃ আমাদের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, খ্রীষ্টের এমত পত্রস্বরূপে তোমরা প্রত্যক্ষ হইতেছ; তাহা কালী দিয়া নয়, কিন্তু জীবনময় ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, এবং প্রস্তরফলকে নয়, কিন্তু মাংসময় হৃৎপত্রে লিখিত হইয়াছে।

[4] আর ঈশ্বরের প্রতি এমত দৃঢ় প্রত্যয় আমরা খ্রীষ্টদ্বারা পাইয়াছি। [5] আমরা কিছু মীমাংসা করিতে যে আপনারা নিজ গুণেতেই যোগ্য আছি, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বরহইতে উৎপন্ন। [6] তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের পরিচারক হইবার যোগ্য করিয়াছেন। আমরা তো অক্ষরের [পরিচারক] নহি, কিন্তু আত্মার [পরিচারক]; যেহেতুক অক্ষর বধ করে, কিন্তু আত্মা জীবন দেন। [7] পরন্তু মৃত্যুর যে পরিচর্য্যাপদ প্রস্তরে খোদিত অক্ষরশ্রেণীতে [নির্দ্দিষ্ট], তাহা যদি এমন তেজোযুক্ত হইল, যে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মোশির মুখের নষ্টকল্প তেজ প্রযুক্ত তাঁহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না, [8] তবে কেন বরং আত্মার পরিচর্য্যাপদ তেজোযুক্ত হইবে না? [9] কেননা দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যাপদ যদি তেজোময় [ছিল], তবে ধার্ম্মিকতার পরিচর্য্যাপদ তেজে কত অধিক উপচিয়া পড়ে! [10] বস্তুতঃ সেই অতিরিক্ত তেজ প্রযুক্ত এ বিষয়ে ঐ তেজোযুক্ত [পদ] নিস্তেজ হইয়াছে। [11] কেননা যাহা নষ্টকল্প তাহা যদি তেজোযুক্ত [ছিল] তবে যাহা চিরস্থায়ী তাহা কত অধিক তেজোময়!

[12] ভাল, আমাদের এই প্রকার প্রত্যাশা থাকাতে আমরা অতি স্পষ্ট কথা ব্যবহার করি। [13] ইহাতে আমরা মোশির সদৃশ নহি; ফলতঃ ইস্রায়েলের সন্তানগণ যেন একদৃষ্টেসেই নষ্টকল্প [তেজের] প্রতি চাহিয়া তাহার পরিণাম না দেখে, তজ্জন্য তিনি আপন মুখে ঘোমটা দিতেন। [14] যাহা হউক, তাহাদের জ্ঞানচক্ষু জড়ীভূত হইয়াছে, কেননা পুরাতন নিয়মের পাঠে ব্যাঘাতক সেই ঘোমটা অদ্য পর্য্যন্ত থাকে, খোলা যায় না,—কেননা তাহা খ্রীষ্টেতেই নষ্ট হয়—; [15] কিন্তু অদ্যাপি যখন মোশির [ব্যবস্থা] পাঠ হয়, তখন তাহাদের হৃদয়ের উপরে ঘোমটা ঝুলান থাকে। [16] কিন্তু [হৃদয়] যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন ঘোমটা অপসারিত হয়। [17] আর প্রভু ঐ আত্মা; পরন্তু প্রভুর আত্মা যে স্থানে সেই স্থানে স্বাধীনতা। [18] আর আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণে নিরীক্ষণ করিতে২ আত্মাস্বরূপ প্রভুহইতে যথোচিত উত্তর২ তেজ প্রাপ্ত হওত সেই মূর্ত্ত্যনুরূপে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

৪ অধ্যায়।

[1] অতএব লব্ধ দয়াক্রমে এই পরিচর্য্যাপদ প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা নিরুৎসাহ হই না, [2] বরং লজ্জাবোধের নিভৃত কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়াছি, ও ধূর্ত্তাচারী না হইয়া ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ না দিয়া সত্য প্রত্যক্ষ করণদ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনুষ্যমাত্রের সংবেদের কাছে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি। [3] ইহাতে যদিস্যাৎ আমাদের সুসমাচার আচ্ছাদিত থাকে, তবে বিনাশপাত্রদেরই কাছে আচ্ছাদিত থাকে। [4] ফলতঃ তাহাদিগেতে [দেখা যায় যে] এই যুগের দেব অবিশ্বাসিদিগের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে, পাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট তাঁহার তেজঃপ্রকাশক সুসমাচাররূপ দীপ্তি তাহাদের প্রতি বিরাজমান হয়। [5] বস্তুতঃ আমরা আপনাদের কথা নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুকে [তোমাদের] প্রভু এবং যীশুর নিমিত্তে আপনাদিগকে তোমাদের দাস বলিয়া প্রচার করিতেছি। [6] কারণ ঈশ্বরই অন্ধকারের মধ্যহইতে দীপ্তিকে আলো করিতে বলিয়াছেন; যীশু খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক জ্ঞানরূপ দীপ্তি বিরাজমান করণার্থে তিনি আমাদের হৃদয়াকাশে আলো করিলেন।

[7] পরন্তু প্রভাবের উৎকর্ষ যেন আমাদের নিজ না হইয়া ঈশ্বরের হয়, তজ্জন্য সেই নিধি মৃণ্ময় ভাণ্ডে করিয়া আমাদিগকে দেওয়া গিয়াছে। [8] আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু সঙ্কটাপন্ন হই না; নিরুপায় হইতেছি, কিন্তু নিরাশ হই না; [9] তাড়িত হইতেছি, কিন্তু অনাথ হই না; নিপাতিত হইতেছি, কিন্তু নষ্ট হই না। [10] আমাদের দেহে যেন যীশুর জীবনও প্রত্যক্ষ হয়,

তজ্জন্য সর্ব্বদা এই দেহে প্রভু যীশুর মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি। [১১] কেননা আমাদের মর্ত্ত্য শরীরে যেন যীশুর জীবনও প্রত্যক্ষ হয়, তন্নিমিত্ত আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর জন্যে সতত মৃত্যুর হস্তে সমর্পিত হইতেছি। [১২] এই রূপে আমাদিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে জীবন নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে।

[১৩] পরন্তু বিশ্বাসজনক সেই আত্মা আমাদের আছেন; তজ্জন্য যেমন লেখা আছে, "আমার "বিশ্বাস ছিল, এই কারণ কথা কহিয়াছিলাম;" তেমনি আমাদেরও বিশ্বাস আছে, এই কারণ কথাও কহিতেছি। [১৪] কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি যীশুর সহকারে আমাদিগকেও উত্থাপন করিয়া তোমাদের সহিত [আপনার সাক্ষাতে] উপস্থিত করিবেন। [১৫] বস্তুতঃ এই সকল তোমাদেরই নিমিত্তে হইতেছে, অর্থাৎ অনুগ্রহ যেন অধিক লোকের ধন্যবাদদ্বারা বহুলীকৃত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে।

[১৬] এই হেতুক আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য পুরুষ যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে, তথাপি আন্তরিক পুরুষ দিন ২ নবীনীকৃত হইতেছে। [১৭] বস্তুতঃ আমাদের আপাততঃ উপস্থিত যে লঘুতর ক্লেশ, তাহা উত্তর ২ অনুপম রূপে আমাদের অনন্তকালস্থায়ি গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে। [১৮] আমরা তো দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা দৃশ্য তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা অদৃশ্য তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

৫ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ আমরা জানি, যদিস্যাৎ আমাদের এই তাম্বুরূপ পার্থিব বাটী ভাঙ্গা যায়, তবে ঈশ্বরদত্ত এক গাঁথনি অর্থাৎ অহস্তনির্ম্মিত অনন্তকালস্থায়ী এক বাটী স্বর্গে আমাদের আছে। [২] আর বাস্তবিক আমরা ইহার মধ্যে আর্ত্তস্বর করত স্বর্গহইতে প্রাপ্য আমাদের বাসাতেও আচ্ছাদিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। [৩] আমরা তো আচ্ছাদনপরিহিত হইব, নগ্ন হইয়া পড়িব না। [৪] আর বাস্তবিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা এই আচ্ছাদন ফেলিতে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু যাহা মর্ত্ত্য তাহা যেন জীবনদ্বারা কবলিত হয়, তজ্জন্য আর এক আচ্ছাদনেও আচ্ছাদিত হইতে বাঞ্ছা করিতেছি। [৫] আর ইহারই নিমিত্তে যিনি আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, এবং তিনি আমাদিগকে আত্মারূপ বায়না দিয়াছেন। [৬] অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহসী আছি, আর যাবৎ এই দেহে নিবাস করিতেছি, তাবৎ প্রভুহইতে দূরে প্রবাস করিতেছি, ইহা জানি। [৭] কেননা আমরা বিশ্বাসপথে চলিতেছি, দৃষ্টিপথে চলি না। [৮] পরন্তু সাহসী আছি, এবং দেহহইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর সহিত সহবাস করা অধিক বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিতেছি।

[৯] আর এই কারণ, সহবাসে হউক কিম্বা প্রবাসে হউক, তাঁহারই প্রীতির পাত্র হইতে স্পর্দ্ধা করিতেছি। [১০] যেহেতুক প্রত্যেক জন দেহ সহকারে উপার্জ্জিত ফল, অর্থাৎ আপনার কৃত ভাল কি মন্দ কর্ম্মের অনুরূপ ফল যেন পায়, তন্নিমিত্ত খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে আমাদের সকলকে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে।

[১১] অতএব প্রভুর ভীতি জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, পরন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইয়া রহিয়াছি; এবং প্রত্যাশা করি যে তোমাদের সংবেদেরও প্রত্যক্ষ রহিয়াছি। [১২] ইহাতে যে পুনরায় তোমাদের কাছে আপনাদের প্রশংসা করিতেছি তাহা নয়, কিন্তু যাহারা হৃদয় ছাড়া কেবল [মনুষ্যদের] সাক্ষাতে শ্লাঘা করে, তাহাদিগকে উত্তর দিবার উপায় যেন তোমাদের থাকে, তজ্জন্য আমাদের পক্ষে শ্লাঘা করণের হেতুরূপ উপায় তোমাদিগকে যোগাইয়া দিতেছি। [১৩] কেননা যদি আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, তবে তাহা ঈশ্বরের জন্যে; এবং যদি সুবুদ্ধি হই, তবে তাহা তোমাদের জন্যে। [১৪] বস্তুতঃ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বদ্ধ রাখিতেছে; [হাঁ,] আমরা এমত বিচার করিয়াছি যে যদি এক জন সকলের নিমিত্তে মরিলেন, তাহা হইলে সুতরাং সকলেই মরিল। [১৫] আর তিনি সকলের নিমিত্তে মরিলেন [কেন]? যাহারা জীবিত আছে, তাহারা যেন আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে যিনি মরিলেন ও উত্থাপিত হইলেন, তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে। [১৬] অতএব অদ্যাবধি আমরা আর কাহাকেও শরীরের সম্বন্ধানুসারে জানি না; আর যদিস্যাৎ খ্রীষ্টকে শরীরের সম্বন্ধানুসারে জানিয়াছি, তথাপি এখন আর জানি না। [১৭] ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টেতে আছে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল; দেখ, সকলই নূতন হইয়া উঠিল। [১৮] আর এই সকলের মূল ঈশ্বর; তিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন; এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যাপদ আমাদিগকে দিয়াছেন। [১৯] কেননা খ্রীষ্টেতে থাকিয়া ঈশ্বর আপনার সহিত জগতের সম্মিলনকারী হইলেন, তাহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করেন না; এবং সেই সম্মিলনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। [২০] অতএব খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমরা রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বর নিবেদন করিতেছেন; আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্তে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। [২১] কেননা

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের নিমিত্তে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরীয় ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই।

৬ অধ্যায়।

[১] পরন্তু তাঁহার সহকারী হইয়া আমরা নিবেদনও করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ করিও না। [২] কেননা তিনি কহেন, "আমি গ্রাহ্য "সময়ে তোমার প্রার্থনার উত্তর দিলাম, ও পরি- "ত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম।" দেখ, এখন পরম গ্রাহ্য সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস। [৩] সেই পরিচর্য্যাপদ যেন কলঙ্কিত না হয়, এই নিমিত্তে আমরা কোন বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না; [৪] কিন্তু ঈশ্বরের পরিচারক আছি বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগকে যোগ্য- পাত্র দেখাইতেছি। বহুবিধ স্থৈর্য্যে, ক্লেশে, দুর্গ- তিতে, সঙ্কটে, [৫] প্রহারে, কারাবাসে, উপপ্লবে, পরিশ্রমে, জাগরণে, উপবাসে, [৬] শুদ্ধতাতে, জ্ঞানে, চিরসহিষ্ণুতাতে, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মাতে, অক- পট প্রেমে, [৭] সত্যের কথাতে, ঈশ্বরের প্রভাবে, দক্ষিণ ও বাম হস্তের ধর্ম্মযুদ্ধাস্ত্রে, [৮] সমাদর ও অনাদররূপ পরীক্ষাতে, অখ্যাতি ও সুখ্যাতিরূপ পরীক্ষাতে। আমরা ভ্রামকের ন্যায়, কিন্তু সত্য- বাদী; [৯] অপরিচিতের ন্যায়, কিন্তু সুপরিচিত; ম্রিয়মাণের ন্যায়, কিন্তু দেখ, জীবিত আছি; শাসিতের ন্যায়, কিন্তু অবধ্য; [১০] দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বদা আনন্দিত; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু অনেকের ধনদাতা; অকিঞ্চনের ন্যায়, কিন্তু সর্ব্বাধিকারী আছি।

[১১] হে করিন্থীয় লোকেরা, তোমাদের প্রতি আ- মাদের মুখ বিস্তীর্ণ, আমাদের হৃৎপদ্ম বিকসিত আছে। [১২] তোমরা আমাদিগেতে সঙ্কুচিত নহ; আপন ২ অন্তরে সঙ্কুচিত আছ। [১৩] আমি তোমা- দিগকে বৎস জানিয়া কহিতেছি, অনুরূপ প্রতিদান করিতে তোমরাও বিকসিত হও।

[১৪] তোমরা অবিশ্বাসিদের সহিত বিযোড় যুগ্য হইও না, কেননা ধর্ম্মে অধর্ম্মে পরস্পর কি সম্পর্ক? অন্ধকারের সহিত আলোর বা কি সহভাগিতা? [১৫] এবং বলীয়ালের সহিত খ্রীষ্টের কি সম্মতি? অবিশ্বাসির সহিত বা বিশ্বাসি লোকের কি অংশ? [১৬] এবং দেবমূর্ত্তিদের সহিত ঈশ্বরের প্রাসাদের বা কি সহায়তা আছে? কেননা তোমরা জীবনময় ঈশ্বরের প্রাসাদ আছ; যেমন ঈশ্বরও কহিয়াছেন, যথা, "আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব ও "গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর "হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" [১৭] অত- এব প্রভু কহিতেছেন, তোমরা তাহাদের মধ্যহইতে নির্গত হইয়া পৃথক্ হও, এবং অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, [১৮] ও তোমাদের পিতা হইব,ও তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা, ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু কহেন।

৭ অধ্যায়।

[১] অতএব, হে প্রিয়বর্গ, এই ২ প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে আইস, আমরা শরীরের ও আত্মার যাবতীয় মালিন্যহইতে আপনাদিগকে শুচি করিয়া ঈশ্বরের ভীতিতে পবিত্রতা সাধন করি।

[২] তোমরা আমাদিগকে গ্রাহ্য কর; আমরা কা- হারো অন্যায় করি নাই, কাহাকেও নষ্ট করি নাই, কাহাকেও ঠকাই নাই। [৩] আমি [তোমা- দিগকে] দোষী করিবার জন্যে এই কথা কহিতেছি তাহা নয়; কেননা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা আমাদের এমন হৃদয়স্থ যে মরণে ও জীবনে আমা- দের সঙ্গী থাকিবা। [৪] তোমাদের কাছে আমার বড় সাহস; তোমাদের পক্ষে আমি অনেক শ্লাঘা করিয়া থাকি; আমাদের যাবতীয় ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ আছি, আনন্দে নিতান্ত উপচিয়া পড়িতেছি।

[৫] বস্তুতঃ যখন আমরা মাকিদনিয়া দেশে উপ- স্থিত হইলাম, তখনও আমাদের শরীর ক্ষণমাত্র শান্তি পাইল না; সর্ব্বদিগে ক্লেশ, বাহিরে বিরোধ, অন্তরে ভয় ছিল। [৬] কিন্তু অবনত সকলের সান্ত্বনা- কারী ঈশ্বর তীতের আগমনে আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। [৭] শুদ্ধ তাহার আগমনেই নয়, বরঞ্চ তোমাদের হইতে জাত তাহার সান্ত্বনাতেও [তাহা করিলেন], বিশেষতঃ সে তোমাদের অনুরাগ, তোমা- দের বিলাপ, আমার পক্ষে তোমাদের উদ্‌যোগ বিষয়ক এমত সংবাদ দিল, যে তাহাতে বরং আমার আনন্দও জন্মিল। [৮] কেননা যদ্যপি আমি আ- পন পত্রদ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়াছি ও তৎপ্রযুক্ত অনুতাপ করিতে উদ্যত ছিলাম, তথাপি অনুতাপ করি না। ফলতঃ আমি দেখিতে পাই- তেছি, যে ঐ পত্র তোমাদের মনোদুঃখ জন্মাই- য়াছে, হাঁ, ক্ষণেক কাল পর্য্যন্ত মনোদুঃখ জন্মা- ইয়াছে। [৯] এখন আমি আনন্দ করিতেছি; তোমাদের মনোদুঃখ হইয়াছে তজ্জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের মনোদুঃখ যে মনঃপরিবর্ত্তনজনক হই- য়াছে, তজ্জন্য আনন্দ করিতেছি; ফলতঃ আমাদের দ্বারা কোন প্রকারে যাহাতে তোমাদের ক্ষতি না হয়, ঈশ্বরের অভিমত এমন মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে। [১০] যেহেতুক ঈশ্বরের অভিমত যে মনো- দুঃখ তাহা অনুশোচনরহিত পরিত্রাণজনক মনঃ- পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে; কিন্তু সাংসারিক মনো- দুঃখ মৃত্যু সম্পন্ন করে। [১১] বস্তুতঃ দেখ, ঈশ্বরের অভিমত যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে কি না সম্পন্ন করিয়াছে? কত যত্ন, কেমন দোষপ্রক্ষালন, কেমন বৈরক্তি, কেমন ভয়, কেমন অনুরাগ, কেমন উদ্‌যোগ, কেমন প্রতীকার! সর্ব্ব প্রকারে তোমরা আপনাদিগকে

ঐ ব্যাপারে অলিপ্ত দেখাইয়াছ। [১২] অতএব আমি তোমাদের প্রতি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অপকারকের জন্যে কিম্বা অপকৃতের জন্যে লিখিয়াছিলাম, এমন নয় ; কিন্তু আমাদের পক্ষে তোমাদের যে যত্ন আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্যে। [১৩] সেই কারণ আমরা সান্ত্বনা পাইলাম। আর আমাদের সেই সান্ত্বনা ভিন্ন তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ পাইলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাহার আত্মা শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। [১৪] কেননা তীতের কাছে আমি কখন ২ তোমাদের জন্যে যে শ্লাঘা করিয়াছিলাম, তাহাতে লজ্জিত হই নাই ; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সকলই সত্যভাবে কহিয়াছি, তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত সেই শ্লাঘাও সত্য হইল। [১৫] আর তোমরা সকলে কেমন আজ্ঞাবহ ছিলা, বিশেষতঃ কেমন সভয় ও সকম্প হইয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ করিতে ২ তোমাদের প্রতি তাহার স্নেহ অধিক প্রবল হইতেছে। [১৬] সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগেতে আমার আশ্বাস হইয়াছে, ইহাতে আনন্দ করিতেছি।

৮ অধ্যায়।

[১] পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ মণ্ডলীগণেতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে ফলবিতরণ হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। [২] ফলতঃ ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও তাহাদের আনন্দের উপচয় এবং অগাধ দীনতা ঔদার্য্যরূপ ধন উৎপাদনে উপচিয়া পড়িয়াছে। [৩] কেননা আমি ইহার সাক্ষী আছি যে তাহারা সাধ্য পর্য্যন্ত, বরং সাধ্যের অতিরিক্ত পরিমাণে আপনারা প্রবৃত্ত হইয়া, [৪] বিস্তর অনুরোধ পূর্ব্বক আমাদের কাছে অনুগ্রহ এবং সহভাগিতার ফল বলিয়া পবিত্র লোকদের উপকার করণের [অনুমতি] যাচ্ঞা করত [৫] [কেবল] আমাদের আশামত কর্ম্ম করিল, তাহাও নয়, বরং প্রথমে আপনাদিগকেই প্রভুর ও আমাদের উদ্দেশে প্রদান করিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাসহকারে [তাহা করিল]; [৬] তজ্জন্য আমরা তীতকে অনুনয় করিলাম, যেন সে পূর্ব্বে যেমন আরম্ভ করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মধ্যে সেই অনুগ্রহের কর্ম্মও সাধন করে। [৭] যাহা হউক, বিশ্বাস ও বক্তৃতা ও জ্ঞান ও যাবতীয় যত্ন ও আমাদের অন্তরে প্রেমোৎপাদন ইত্যাদি সকল গুণে তোমরা যেমন উপচিয়া পড়িতেছ, তেমনি এই অনুগ্রহের কর্ম্মেও উপচিয়া পড়িতে চেষ্টা কর। [৮] আমি আজ্ঞারূপে ইহা কহিতেছি তাহা নয়, কিন্তু [কষ্টিপ্রস্তরস্বরূপ] পরের যত্নদ্বারা তোমাদেরও প্রেমের যথার্থতা পরীক্ষা করিতেছি। [৯] কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ ; ফলতঃ তাঁহার দরিদ্রতাদ্বারা যেন তোমরা ধনবান হও, তজ্জন্য তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্তে দরিদ্র হইলেন। [১০] আর ইহাতে আমি তোমাদিগকে আপনার বিচার জানাইতেছি ; ফলতঃ তোমাদের জন্যে ইহা ভাল, যেহেতুক গত বৎসরে আরম্ভ করাতে তোমরা কেবল কার্য্যে নয়, বাঞ্ছা করণেও প্রথম ছিলা। [১১] অতএব এখন সেই কার্য্যও সাধন কর ; বাঞ্ছা করণে যেমন ঔৎসুক্য, তদ্রূপ সাধনও যেন সঙ্গত্যনুযায়ী হয়। [১২] কেননা যাহার যাহা আছে, তদনুসারে প্রত্যক্ষ হইলে তাহার ঔৎসুক্য গ্রাহ্য হয় ; যাহা নাই তদনুসারে যে গ্রাহ্য হয় এমত নহে। [১৩] কেননা অন্যদের শান্তি ও তোমাদের ক্লেশ যেন হয়, তজ্জন্য নয় ; [১৪] বরঞ্চ সমতার নিয়মানুসারে এই বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের উপচয়ে উহাদের অভাব পূর্ণ হউক ; যেন আবার উহাদের উপচয়ে তোমাদের অভাব পূর্ণ হয়, এই রূপে যেন সমতা জন্মে ; [১৫] যেমন লেখা আছে, "যে অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার "অতিরিক্ত হইল না ; এবং যে অল্প সংগ্রহ "করিয়াছিল, তাহার অভাব হইল না।"

[১৬] ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে তীতের হৃদয়ে এই যত্ন প্রদানকারি ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। [১৭] সে আমাদের অনুনয় গ্রাহ্য করিল, কিন্তু আপনি আরও যত্নবান্ ছিল, তজ্জন্য স্বেচ্ছাতে তোমাদের নিকটে যাত্রা করিল। [১৮] আর তাহার সঙ্গে আমরা আর এক ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, সুসমাচার সম্বন্ধীয় তাহার প্রশংসা যাবতীয় মণ্ডলীতে ব্যাপিয়াছে ; [১৯] কেবল তাহা নয়, কিন্তু প্রভুরই গৌরব ও আমাদের ঔৎসুক্য বর্দ্ধনার্থে সে আমাদের সম্পাদনীয় এই অনুগ্রহজন্য কর্ম্মের কালে আমাদের সহচর হইবার জন্যে মণ্ডলীগণকর্ত্তৃক নিযুক্তও হইয়াছে। [২০] কেননা আমাদের দ্বারা সম্পাদনীয় এই মহাদানের বিষয়ে কেহ যাহাতে আমাদের প্রতি দোষ না দেয়, তাহার চেষ্টা করিতেছি। [২১] কারণ কেবল প্রভুর সমক্ষে নয়, মনুষ্যদের সমক্ষেও সদাচারী হওয়া আমাদের চিন্তা। [২২] এবং উহাদের সহিত আমাদের আর এক ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, তাহাকেও আমরা অনেক বার অনেক বিষয়ে যত্নবান্ দেখিয়াছি, এবং তোমাদের প্রতি তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হেতুক এবার আরও যত্নবান্ দেখিতেছি। [২৩] তীতের কথা যদি বলিতে হয়, তবে সে আমার সহভাগী এবং তোমাদের উপলক্ষ্যে আমার সহকারী। এবং আমাদের ভ্রাতৃগণের কথা এই, তাহারা মণ্ডলীগণের প্রেরিত এবং খ্রীষ্টের প্রভাস্বরূপ। [২৪] অতএব তোমাদের প্রেম, এবং তোমাদের জন্যে আমাদের শ্লাঘার প্রমাণ তাহাদিগকে দেখাইলে মণ্ডলীগণের সাক্ষাতে [দেখাইবা]।

৯ অধ্যায়।

[১] বাস্তবিক পবিত্র লোকদের উপকার বিষয়ে তোমাদের নিকটে আমার লেখা অনাবশ্যক ; [২] কারণ আমি তোমাদের ঔৎসুক্য জানি, এবং তোমাদের

পক্ষে তাহার শ্লাঘা করত মাকিদনীয়দিগকে ইহা বলিয়া থাকি যে গত বৎসরাবধি আখায়া প্রস্তুত আছে; আর তোমাদের মধ্যে উৎপন্ন যে উদ্‌যোগ, তাহাই অধিকাংশ লোককে যত্নবান্ করিয়াছে। ৩ তথাপি তোমাদের পক্ষে আমাদের শ্লাঘা করণের হেতু যেন এই বিষয়ে ব্যর্থ না হয়, তজ্জন্য আমার ঐ বাক্যানুসারে তোমাদের প্রস্তুত হওনার্থে সেই ভ্রাতাদিগকে পাঠাইলাম। ৪ নতুবা কি জানি, মাকিদনীয় কোন ২ লোক আমার সহিত আসিয়া যদি তোমাদিগকে প্রস্তুত না দেখে, তবে ঐ শ্লাঘাজনক নিশ্চয় জ্ঞানহইতে আমাদের লজ্জা জন্মিবে; তোমাদেরই লজ্জা যে জন্মিবে, তাহা বলিতে চাহি না। ৫ অতএব পূর্ব্বাবধি অঙ্গীকৃত তোমাদের সেই আশীর্ব্বাদিস্বরূপ দান যাহাতে লোভের মত নয়, কিন্তু আশীর্ব্বাদির মত প্রস্তুত থাকে, এই প্রকারে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্যে সেই ভ্রাতৃগণকে অগ্রে তোমাদের নিকটে গমন করিতে অনুনয় করা আমার আবশ্যক বোধ হইল।

৬ পরন্তু ইহা [বলিতেছি], যে জন ক্ষুদ্র ভাবে বীজ বপন করে, সে ক্ষুদ্র পরিমাণে শস্য কাটিবে; এবং যে জন আশীর্ব্বাদির মত বীজ বপন করে, সে আশীর্ব্বাদির মত শস্যও কাটিবে। ৭ প্রত্যেক জন আপন ২ হৃদয়ের নিরূপণক্রমে দান করুক, মনোদুঃখ পূর্ব্বক কিম্বা আবশ্যকতা প্রযুক্ত না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভাল বাসেন। ৮ আর তোমাদিগকে যাবতীয় অনুগ্রহের উপচয় দিতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন; তোমাদের জন্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সকলই কুলাইলে যেন তোমরা যাবতীয় সৎকর্ম্মের নিমিত্তে উপচিয়া পড়। ৯ যেমন লেখা আছে, "সে ধন বিতরণ করিল, দরিদ্রদিগকে দান করিল, তাহার ধার্ম্মিকতা নিত্যস্থায়ী।" ১০ পরন্তু যিনি বপনকারিকে বীজ ও আহারার্থ অন্ন যোগাইয়া দেন, তিনি তোমাদের বীজ যোগাইয়া প্রচুর করিবেন, এবং তোমাদের ধার্ম্মিকতারূপ চাসের ফল বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; ১১ এই রূপে তোমরা যাবতীয় ঔদার্য্যের নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ধনবান হইলে তাহা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষে ধন্যবাদ সম্পন্ন করে। ১২ কেননা এই সেবানুষ্ঠানরূপ উপকার পবিত্র লোকদের অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদদ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে। ১৩ [ফলতঃ] এই উপকাররূপ পরীক্ষাদ্বারা [তোমরা] খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত বিশ্বাসানুরূপ আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত, এবং উহাদের ও অন্য সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ ঔদার্য্য, ১৪ এবং তোমাদের নিমিত্তে উহাদের প্রার্থনা করণে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিতেছ, আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ হেতু উহারা তোমাদের আকাঙ্ক্ষী হইতেছে। ১৫ ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

১০ অধ্যায়।

১ পরন্তু আমিই পৌল খ্রীষ্টের মৃদুতা ও ক্ষান্তিগুণদ্বারা তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি। আমি [নাকি] সাক্ষাতে তোমাদের মধ্যে নত, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের প্রতি সাহসী? ২ ভাল, আমি বিনতি করিতেছি, কাহারো ২ বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে যে সাহস প্রয়োগ করা [আবশ্যক] জ্ঞান করি, যেন আমার উপস্থিত হওন কালে সেই সাহস প্রয়োগ করিতে না হয়। তাহারা আমাদিগকে শরীরের বশে আচরণকারী বলিয়া জ্ঞান করে। ৩ আমরা শরীরে চলিতেছি বটে, কিন্তু শরীরের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না। ৪ ফলতঃ আমাদের যুদ্ধাস্ত্র শারীরিক নহে, কিন্তু দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে তাহা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবল। ৫ আমরা বিতর্কশ্রেণীকে, হাঁ, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিকূলে উত্থাপিত যাবতীয় উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং যাবতীয় মতিকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি। ৬ এবং তোমাদের আজ্ঞাবহতা সম্পূর্ণ হইলে পর যাবতীয় অবহেলার সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত আছি।

৭ যাহা সাক্ষাতে আছে, তাহা নিরীক্ষণ কর; কেহ যদি আপনাকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া নিজ প্রমাণে বিশ্বাস করে, তবে সে পুনর্ব্বার আপনাহইতে বিচার করিয়া বুঝুক, যেমন সে, তেমনি আমরাও খ্রীষ্টের লোক। ৮ বাস্তবিক আমাদের কর্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক শ্লাঘা করিলেও আমি লজ্জা পাইব না; প্রভু তোমাদের উৎপাটনের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাসাধনের নিমিত্তে আমাদিগকে সেই কর্তৃত্ব দিয়াছেন। ৯ আমি পত্র সকলদ্বারা যেন তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছি, [তোমাদের] এমন বোধ না হউক। ১০ লোকে বলে, তাহার পত্র সকল ভারী ও সতেজ বটে, কিন্তু দৈহিক প্রত্যক্ষতা তেজোরহিত এবং বাক্য হেয়। ১১ এমন লোক ইহা বুঝুক, যে আমরা অনুপস্থিত কালে পত্রদ্বারা কথনে যাদৃশ আছি, উপস্থিত কালে কার্য্যেও তাদৃশ আছি। ১২ কেননা যাহারা আপনারা আপনাদের প্রশংসা করে, তাহাদের মধ্যে কোন ২ লোকের সহিত আপনাদিগকে গণনা করিতে কি তুলনা দিতে আমরা সাহস করি না; আপনাদের পরিমাণদণ্ডে আপনাদিগকে পরিমাণ, এবং আপনাদের সহিত আপনাদের তুলনা করাতে উহারা তো জ্ঞানির কর্ম্ম করে না। ১৩ কিন্তু আমরা পরিমাণ না মানিয়া শ্লাঘা করিব তাহা নয়; বরঞ্চ ঈশ্বর যদ্দ্বারা আমাদের অংশের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও গমনবিধায়ক করিয়াছেন, সেই মানরজ্জুর পরিমাণানুসারে [শ্লাঘা করিব]। ১৪ ফলতঃ আমরা যে তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত গমনের অনধিকারি লোকের ন্যায় সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনাদিগকে বড় করি, তাহা

নয়; কেননা খ্রীষ্টের সুসমাচার লইয়া আমরা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও উপস্থিত হইয়াছি। [১৫] আমরা পরিমাণ না মানিয়া যে পরের পরিশ্রমের শ্লাঘা করি তাহা নয়; কিন্তু প্রত্যাশা করি যে তোমাদের বিশ্বাস বর্দ্ধমান হইলে আমাদের মানরজ্জু অনুসারে তোমাদের মধ্যে প্রচুররূপে বিস্তারিত হইব; [১৬] তাহাতে তোমাদের ওদিগে স্থিত অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করিতে পাইব। তথাপি পরের মানরজ্জুর মধ্যে যাহা প্রস্তুত ছিল, তাহার উপলক্ষ্যে শ্লাঘা করিব না। [১৭] পরন্তু যে শ্লাঘা করে, সে প্রভুরই শ্লাঘা করুক। [১৮] কেননা আপনার প্রশংসা যে করে, সে পরীক্ষাসিদ্ধ নয়; কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, সেই পরীক্ষাসিদ্ধ।

১১ অধ্যায়।

[১] আমার যৎকিঞ্চিৎ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি তোমরা যেন সহিষ্ণুতা কর, এই আমার বাসনা; অবশ্যই আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করিতে হইবে। [২] বস্তুতঃ ঈশ্বরীয় স্পর্দ্ধাতে আমি তোমাদের জন্যে স্পর্দ্ধালু হইতেছি, যেহেতুক তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই পাত্র খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে বাগ্‌দান করিয়াছি। [৩] কিন্তু ঐ সর্প আপন ধূর্ত্ততাতে যেমন হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, পাছে তেমনি তোমাদের মতি খ্রীষ্টের প্রতি সরলতাহইতে ভ্রষ্ট হয়, এমত শঙ্কা করিতেছি। [৪] শুন, আমরা যাহার কথা ঘোষণা করি নাই, আগন্তুক লোক যদি এমত অন্য যীশুর কথা ঘোষণা করে, কিম্বা তোমরা যাহাকে পাও নাই এমত অন্যবিধ আত্মাকে, কিম্বা যাহা গ্রাহ্য কর নাই এমত অন্যবিধ সুসমাচার যদি পাও, তবে তোমাদের সহিষ্ণুতা করা ভাল! [৫] বস্তুতঃ আমার বিচার এই যে সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রেরিতগণহইতে আমি কিছুই ন্যূন হই নাই। [৬] পরন্তু যদিস্যাৎ আমি বক্তৃতাতে অপটু, তথাপি জ্ঞানে অপটু নহি; যাহা হউক, তোমাদের কাছে আমরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ হইয়াছি। [৭] অথবা তোমাদের উন্নতির নিমিত্তে আপনাকে নত করত আমি কি ইহাতে পাপ করিয়াছি, যে বিনা বেতনে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি? [৮] তোমাদের পরিচর্য্যা করণার্থে আমি অন্য২ মণ্ডলীকে হীনধন করিয়া বেতন গ্রহণ করিয়াছি; [৯] এবং যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন আমার অকুলান হইলেও [তোমাদের] কাহারো ভারস্বরূপ হই নাই। কেননা মাকিদনিয়াহইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার অকুলান দূর করিল। হাঁ, আমি যাহাতে কোন বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না হই, আপনাকে এমত রক্ষা করিয়াছি, এবং করিব। [১০] খ্রীষ্টের সত্য যদি আমাতে থাকে, তবে আখায়ার সকল অঞ্চলে আমার সম্মুখে এই শ্লাঘা রুদ্ধগতি হইবে না। [১১] কেন? আমি কি তোমাদিগকে প্রেম করি না? ঈশ্বর তাহা জানেন। [১২] পরন্তু যাহা করিতেছি তাহা আরও করিব; যাহারা অবসর পাইতে বাঞ্ছা করে, তাহাদের অবসর [পাইবার উপায়] খণ্ডন করিতে যত্ন করিব; তাহারা যে বিষয়ের শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদেরই সমান হইয়া পড়ে। [১৩] কেননা তাদৃশ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, সকপট কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। [১৪] আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে। [১৫] সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে ধর্ম্মপরিচারকদের বেশধারী হয়, ইহা মহৎ বিষয় নয়; কিন্তু তাহাদের ক্রিয়ানুযায়ি পরিণাম হইবে।

[১৬] আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, তোমরা কেহ আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিও না; অথবা যদিস্যাৎ কর, তবে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রাহ্য করিয়া আমাকেও যৎকিঞ্চিৎ শ্লাঘা করিতে দেও। [১৭] এই যে কথা কহিতেছি, ইহা প্রভুর অভিমতানুসারে কহি না, কিন্তু এক প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার বশে এই শ্লাঘাজনক নিশ্চয় জ্ঞানেতে কহিতেছি। [১৮] অনেকে আপনাদের শরীরায়ত্ত ভাবে শ্লাঘা করিতেছে, অতএব আমিও শ্লাঘা করিব। [১৯] তোমরা তো [নিজে] বুদ্ধিমান, তজ্জন্য নির্ব্বোধ লোকদের প্রতি প্রণয়ভাবে সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। [২০] ফলতঃ কেহ যদি তোমাদিগকে দাস করে, যদি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলে, যদি তোমাদিগকে জালবদ্ধ করে, যদি দর্প করে, যদি তোমাদের গালে চপেটাঘাত করে, তবে তোমরা সহিষ্ণুতা করিয়া থাক। [২১] আমি যেন অনাদর স্বীকার পূর্ব্বক কহিতেছি, আমরা এক প্রকার দুর্ব্বল ছিলাম; কিন্তু যে বিষয়ে অন্য কেহ সাহস করে, সেই বিষয়ে আমিও সাহস করি; ইহা নির্ব্বুদ্ধিতার বশে কহিলাম। [২২] উহারা কি ইব্রী লোক? আমিও তাহা। উহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাহা। উহারা কি অব্রাহামের বংশ? আমিও তাহা। [২৩] উহারা কি খ্রীষ্টের পরিচারক? হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতেছি, আমি অধিক; আমি পরিশ্রমে প্রচুরতর রূপে, প্রহারে অতিমাত্র, কারাবন্ধনে প্রচুরতর রূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক বার [পরীক্ষিত হইয়াছি]। [২৪] পাঁচ বার যিহুদিদের হইতে ঊনচল্লিশ প্রহার পাইয়াছি, [২৫] তিন বার বেত্রাঘাত, এক বার প্রস্তরাঘাত, তিন বার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি; অগাধ জলে এক দিবারাত্রি ক্ষেপ করিয়াছি। [২৬] অনেক বার যাত্রাতে, নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতীয়দের হিংসাসঙ্কটে, পরজাতীয়দের হিংসাসঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত ভ্রাতৃগণের সঙ্গসঙ্কটে, [২৭] পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনেক বার নিদ্রাভাবে, ক্ষুধাতে ও তৃষ্ণাতে, অনেক বার উপবাসে, শীতে ও উলঙ্গতাতে [পরীক্ষিত হইয়াছি]। [২৮] নৈমিত্তিক বিষয়ের কথা থাকুক, আমার প্রাত্যহিক আকুলতা, সমস্ত মণ্ডলীগণের চিন্তা [ভারি পরীক্ষাস্বরূপ]

[29] কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না হই? কে বিঘ্ন পাইলে আমি সন্তপ্ত না হই? [30] যদি শ্লাঘা করিতে হয়, তবে আমার নানা দুর্ব্বলতার বিষয়ে শ্লাঘা করিব। [31] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর, যিনি যুগে ২ ধন্য, তিনি জানেন, যে আমি মিথ্যা কথা কহি না। [32] দম্মেশকে আরিতা রাজার [নিযুক্ত] অধ্যক্ষ আমাকে ধরিবার চেষ্টাতে সৈন্য-দ্বারা দম্মেশকীয়দের নগর রক্ষা করাইতেছিল; [33] তৎকালে আমি একটী ঝুড়ির মধ্যে প্রাচীরস্থ বাতায়ন দিয়া অবরোহিত হইয়া তাহার হস্তহইতে এড়াইয়াছিলাম।

১২ অধ্যায়।

[1] শ্লাঘা করাই হিতজনক নয়; বস্তুতঃ নানা দর্শন ও প্রভুর প্রকাশিত নানা বাক্যের কথা কহিতে হইবে। [2] আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এমন এক মনুষ্যকে জানি যে ইহার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছিল, সশরীরে কি নিঃশরীরে [নীত হইয়াছিল], তাহা জানি না, ঈশ্বর জানেন। [3] আর সেই তথাবিধ মনুষ্যের বিষয়ে আমি জানি, সে পরমদেশে নীত হইয়া অনির্ব্বচনীয় ও মনুষ্যের অকথ্য বচন শুনিতে পাইয়াছিল। [4] সশরীরে কি নিঃশরীরে [তথায় নীত হইয়াছিল], তাহা আমি জানি না, ঈশ্বর জানেন। [5] সেই তথাবিধ ব্যক্তির জন্যে শ্লাঘা করিব; কিন্তু আপনার জন্যে শ্লাঘা করিব না, কেবল আমার নানা দুর্ব্বলতার [শ্লাঘা করিব]। [6] বাস্তবিক শ্লাঘা করিতে বাসনা করিলে নির্ব্বোধ হইব না, কারণ সত্যই কহিব। তথাপি ক্ষান্ত রহিলাম, নতুবা [কি জানি,] লোকে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিম্বা আমার বাক্য শুনিয়া আমাকে যাদৃশ জ্ঞান করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিবে।

[7] আর ঐ প্রকাশিত বাক্যের অনুপমতাতে আমি যেন অধিক দর্প না করি, তজ্জন্য শরীরে একটা কণ্টক আমাকে দত্ত হইল; দর্প নিবারণার্থে আমাকে যে মুষ্ট্যাঘাতে প্রহার করিবে, তাহা শয়তানের এমন এক দূত। [8] তাহার জন্যে আমি প্রভুর কাছে তিন বার নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন সে আমাকে ছাড়িয়া যায়। [9] আর তিনি আমাকে কহিয়াছেন, আমার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়; কেননা দুর্ব্বলতাতে আমার প্রভাব সিদ্ধি পায়। অতএব খ্রীষ্টের প্রভাব যেন আমার উপরে অবস্থিতি করে, তন্নিমিত্ত বরং অতি হৃষ্টমনে নিজ দুর্ব্বলতার শ্লাঘা করিব। [10] এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্তে দুর্ব্বলতা, অপমান, দুর্গতি, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন দুর্ব্বল আছি, তখন বলবান আছি।

[11] শ্লাঘা করত নির্ব্বোধ হইলাম; তোমরাই তাহা আবশ্যক করিয়াছ; বস্তুতঃ আমার প্রশংসা করা তোমাদের উচিত ছিল; কারণ নগণ্য হইলেও আমি সেই অতিমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রেরিতগণহইতে কিছুই ন্যূন হই নাই। [12] তোমাদের মধ্যে তো সর্ব্ববিধ ধৈর্য্য, নানা অভিজ্ঞান, অদ্ভুত লক্ষণ ও প্রভাবের কর্ম্মদ্বারা প্রেরিতের অভিজ্ঞান প্রদর্শন সম্পন্ন হইয়াছে। [13] বল দেখি, অন্য সকল মণ্ডলী অপেক্ষা তোমাদের অপকর্ষ কি? আমি আপনি তোমাদের ভারস্বরূপ হই নাই, এইমাত্র; আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর।

[14] দেখ, এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে যাইতে প্রস্তুত আছি, এবারও ভারস্বরূপ হইব না; কেননা তোমাদের দ্রব্যের চেষ্টা নয়, তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি; কারণ পিতামাতার জন্যে ধন সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্যে পিতামাতার [কর্ত্তব্য]। [15] আর আমি তোমাদিগকে অধিক প্রেম করিলে যদ্যপি অল্পতর প্রেম পাই, তথাপি অতি হৃষ্টমনে তোমাদের জীবাত্মার নিমিত্তে ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব।

[16] হউক, আমি তোমাদিগকে ভারগ্রস্ত করি নাই; কিন্তু ধূর্ত্ত হওয়াতে ছলে ধরিয়াছি। [এ কেমন কথা?] [17] আমি তোমাদের কাছে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের কাহারো দ্বারা কি তোমাদিগকে ঠকাইয়াছি? [18] আমি তীতকে অনুনয় করিয়াছিলাম, এবং তাহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম। ভাল, তীত কি তোমাদিগকে ঠকাইয়াছে? আমরা উভয়ে কি এক আত্মাতে ও এক পদচিহ্ন দিয়া গমন করি নাই?

[19] দীর্ঘকালাবধি তোমরা বোধ করিতেছ, যে তোমাদের নিকটে দোষ প্রক্ষালনের কথা কহিতেছি। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টের অধীনে কহিতেছি; আর, হে প্রিয়বর্গ, তোমাদের প্রতিষ্ঠালাভের নিমিত্তে সকলই কহিতেছি। [20] কেননা আমার ভয় লাগে, কি জানি, উপস্থিত হইলে আমি তোমাদিগকে যাদৃশ দেখিতে ভাল বাসি, তাদৃশ দেখিব না, এবং তোমরা আমাকে যাদৃশ দেখিতে ভাল না বাস, তাদৃশ দেখিবা; ফলতঃ [তোমাদের মধ্যে] বিবাদ, ঈর্ষ্যা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরীবাদ, কাণভাঙ্গান, দর্প, কলহ হইবে; [21] এবং আমি পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে নত করিবেন; এবং যাহারা পূর্ব্বে পাপ করিয়াছিল, তথাপি আপনাদের কৃত অশুচি ক্রিয়া ও ব্যভিচার ও স্বৈরিতা বিষয়ে অনুতাপ করে নাই, এমত অনেক লোকের জন্যে আমাকে শোক করিতে হইবে।

১৩ অধ্যায়।

[1] এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে যাইতেছি। "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা "যাবতীয় কথা নিষ্পন্ন হইবে।" [2] দ্বিতীয় বার উপস্থিত হওনানন্তর এখন অনুপস্থিত আছি বলিয়া আমি পূর্ব্বকৃত পাপে লিপ্ত লোকদিগকে ও অন্য

সকলকে অগ্রে কহিয়াছি এবং কহিতেছি, পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে আমি ক্ষমা করিব না। [৩] তোমরা নাকি আমাতে বাক্যবাদি খ্রীষ্টের পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ চেষ্টা করিতেছ? তোমাদের প্রতি তো তিনি দুর্ব্বল নহেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে বলবান আছেন। [৪] কেননা দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইলেও তিনি ঈশ্বরের প্রভাব প্রযুক্ত জীবিত আছেন। আর তাঁহার অধীনে আমরাও দুর্ব্বল আছি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব প্রযুক্ত তাঁহার সহিত তোমাদের কাছে জীবিত হইব। [৫] আপনাদেরই পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না? প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। শুন, তোমরা কি আপনাদের এমত তত্ত্ব জান না, যে যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে আছেন? না থাকিলে তোমরা অপ্রামাণিক লোক। [৬] কিন্তু আমরা অপ্রামাণিক নহি, ইহা জানিবা, আমার এমত প্রত্যাশা হইতেছে। [৭] পরন্তু তোমরা যেন কোন দুষ্ক্রিয়া না কর, ইহা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। [কেন?] আমরা যেন প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হই, তজ্জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন সৎকর্ম্ম কর; তাহা হইলে আমরা অপ্রামাণিকের ন্যায় হই, [ইহাও ভাল]। [৮] যেহেতুক সত্যের বিপক্ষ কোন ক্ষমতা আমাদের নাই, কেবল সত্যের সপক্ষ [ক্ষমতা আছে]। [৯] বস্তুতঃ তোমরা যখন বলবান আছ, তখন আমরা দুর্ব্বল হইলেও আনন্দ করি; আর তাহাই অর্থাৎ তোমাদের পরিপক্কতা প্রার্থনা করিতেছি। [১০] সেই কারণ আমি অনুপস্থিত হইয়াও প্রভুর দত্ত কর্তৃত্বক্রমে এই সকল কথা লিখিলাম, উপস্থিত হইলে যেন তীক্ষ্ণ ভাব প্রয়োগ করিতে না হয়; কেননা তিনি উৎপাটনের নিমিত্তে নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাসাধনের নিমিত্তে আমাকে সেই কর্তৃত্ব দিয়াছেন।

[১১] অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পরিপক্ক হও, প্রবোধ মান, একমনা হও, শান্ত হও; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির [আকর] ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। [১২] পবিত্র চুম্বনদ্বারা পরস্পর মঙ্গলবাদ কর। [১৩] পবিত্র লোক সকল তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

[১৪] প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, এবং ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহিত হউক। আমেন্।

গালাতীয়দের প্রতি পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যদ্বারাও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা এবং মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপনকারি পিতা ঈশ্বরদ্বারা [ক্ষমতাপ্রাপ্ত] প্রেরিত আমি পৌল [২] এবং আমার সহবর্ত্তি সকল ভ্রাতা গালাতীয়া দেশস্থ মণ্ডলীগণের প্রতি [পত্র লিখিতেছি]। [৩] পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। [৪] আমাদের পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এই উপস্থিত মন্দ যুগহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে [যীশু] আমাদের পাপের কারণ আপনাকে প্রদান করিলেন। [৫] যুগপর্য্যায়ের যুগে২ ঈশ্বরের মহিমা হউক। আমেন্।

[৬] খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা যে এত শীঘ্র তাঁহাহইতে [পরাঙ্মুখ হইয়া] অন্যবিধ সুসমাচারের প্রতি ফিরিতে সম্মত হইতেছ, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। [৭] তাহা তো অন্য সুসমাচার নয়, কিন্তু যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিপরীত করিতে বাসনা করে, এমন কতক লোক আছে, এইমাত্র। [৮] যাহা হউক, তোমাদের নিকটে আমরা যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে,—আমরাই করি, কিম্বা কোন স্বর্গীয় দূত করুক,—তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। [৯] আমরা পূর্ব্বে যেরূপ কহিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আর বার কহিতেছি; তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তদ্ভিন্ন অন্য সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। [১০] বল দেখি, এখন আমি কাহাকে [প্রণয়ী হইতে] লওয়াইতছি, মনুষ্যদিগকে কিম্বা ঈশ্বরকে? অথবা আমি কি মনুষ্যদের প্রীতিকর হইতে চেষ্টা করিতেছি? যদি এখনও মনুষ্যদের প্রীতিকর হইতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।

[১১] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে ইহা জ্ঞাত করিতেছি, যে তাহা মনুষ্যের মতানুযায়ী নয়। [১২] কেননা আমিও কোন মনুষ্যের কাছে তাহা গ্রহণ করি নাই, এবং শিক্ষিতও হই নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্যদ্বারা [তাহা পাইয়াছি]। [১৩] তোমরা তো যিহূদি ধর্ম্মের অধীন আমার পূর্ব্বকার আচার ব্যবহার শুনিয়াছ; ফলতঃ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করি-

তাম ও উৎপাটন করিতাম; [১৪] এবং পরম্পরাগত পৈতৃক ব্যবহার পালনে অধিক উদ্‌যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোকাপেক্ষা যিহূদি ধর্ম্মে উত্তর ২ ব্যুৎপন্ন হইতেছিলাম। [১৫]কিন্তু যিনি আমাকে মাতৃগর্ভাবধি পৃথক্ করিয়া আপন অনুগ্রহদ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, [১৬] তিনি যখন আপন পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করণের হিতসঙ্কল্প করিলেন, যেন আমি পরজাতীয়দের মধ্যে তাঁহার সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষণমাত্র রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না, [১৭] এবং যিরূশালেমে আমার পূর্ব্বে নিযুক্ত প্রেরিতগণের কাছে যাত্রা করিলাম না, কিন্তু আরব দেশে যাত্রা করিলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আইলাম। [১৮] অনন্তর তিন বৎসর গত হইলে পিতরের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার নিমিত্তে যিরূশালেমে উঠিয়া গিয়া পঞ্চদশ দিন তাহার কাছে রহিলাম। [১৯] কিন্তু প্রেরিতগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও দেখিলাম না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা যাকোবকে দেখিলাম। [২০] এই যে সকল কথা তোমাদিগকে লিখিতেছি, দেখ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে [কহিতেছি,] তাহা মিথ্যা নয়। [২১] তৎপরে আমি সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম। [২২] কিন্তু যিহূদিয়া দেশস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত মণ্ডলীদিগের চাক্ষুষ পরিচিত ছিলাম না। [২৩] পূর্ব্বে আমাদিগকে তাড়নাকারি সেই ব্যক্তি তখন যে বিশ্বাস উৎপাটন করিত, সম্প্রতি তদ্বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছে, এমত জনশ্রুতিমাত্র তাহারা পাইত, [২৪] এবং আমার উপলক্ষ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করিত।

২ অধ্যায়।

[১] তৎপরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি তীতকেও সঙ্গে লইয়া বার্ণব্বার সহিত পুনরায় যিরূশালেমে উঠিয়া গেলাম; [২] সেই বারে প্রকাশিত বাক্য বিধায় গমন করিলাম, এবং যে সুসমাচার পরজাতিদের মধ্যে প্রচার করিয়া থাকি, তাহা তথাকার লোকদের কাছে, বিশেষতঃ যাহারা মান্য, বিজনে তাহাদের কাছে ব্যাখ্যা [করত], আমি কি বৃথা দৌড়িতেছি বা দৌড়িয়াছি? [ইহার মীমাংসা] করিলাম। [৩] তাহাতে আমার সহচর ঐ যে তীত গ্রীক লোক ছিল, তাহাকেও ত্বক্‌ছেদ স্বীকার করিতে বাধ্য করা গেল না। [৪] ইহার কারণ গুপ্তরূপে প্রবিষ্ট কএক জন ভাক্ত ভ্রাতার [চেষ্টা]; খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে তাহারা চরের ন্যায় আসিয়াছিল; আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিতে তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। [৫] অতএব সুসমাচাররূপ সত্যে তোমাদের অধিকার যেন স্থির থাকে, তজ্জন্য আমরা এক দণ্ডমাত্রও অধীনতা স্বীকারদ্বারা তাহাদের বশবর্ত্তী হইলাম না। [৬] আর যাহারা বিশিষ্ট বলিয়া মান্য, তাহারা কবে কি প্রকার লোক ছিল, ইহাতে আমার কিছু আইসে যায় না, যেহেতুক ঈশ্বর মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না; বস্তুতঃ ঐ মান্য ব্যক্তিরা যে আমার কিছুই বৃদ্ধি করিয়া দিল, তাহা দূরে থাকুক; [৭] বরং ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে আমাকে সুসমাচারের ভার দত্ত হইয়াছে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছিল; [৮] যেহেতুক ছিন্নত্বক্ লোকদের কাছে প্রেরিতত্বকর্ম্মের নিমিত্তে যিনি পিতরে কার্য্যসাধক, তিনি পরজাতিদের নিমিত্তে আমাতেও কার্য্যসাধক হইয়াছিলেন। [৯] অতএব আমাকে প্রদত্ত সেই অনুগ্রহ জ্ঞাত হওয়াতে স্তম্ভরূপে মান্য ঐ যাকোব ও কৈফা ও যোহন আমাকে ও বার্ণব্বাকে সহভাগিতাসূচক দক্ষিণ হস্ত দিয়া [কহিল], তোমরা পরজাতিদের কাছে [যাও], আমরা ছিন্নত্বক্ লোকদের কাছে [যাই]; [১০] কেবল দরিদ্রদিগকে স্মরণ করিতে হইবে; আর তাহাই করিতে আমিও যত্নবান্ ছিলাম।

[১১] কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়াতে আইল, তখন আমি তাহারই সাক্ষাতে তাহার প্রতিরোধ করিলাম, কারণ সে দোষী হইয়াছিল। [১২] ফলতঃ যাকোবের নিকটহইতে কএক জনের আগমনের পূর্ব্বে সে পরজাতীয়দের সহিত আহার ব্যবহার করিত, কিন্তু উহারা আইলে পর সে ছিন্নত্বক্ লোকদের ভয়ে আপনি হটিয়া যাইতে ও আপনাকে পৃথক্ রাখিতে লাগিল। [১৩] এবং তাহার সহিত অন্য সকল যিহূদীও কাপট্য করিল; এমন যে বার্ণব্বাও তাহাদের কাপট্যরূপ টানে আকর্ষিত হইল। [১৪] কিন্তু তাহারা সুসমাচাররূপ সত্যানুযায়ি সরল মার্গে চলে না, ইহা দেখিয়া আমি সকলের সাক্ষাতে কৈফাকে কহিলাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদিদের ব্যবহারানুসারে নয়, কিন্তু পরজাতীয়দের ব্যবহারানুসারে আচরণ কর, তবে কেন পরজাতীয়দিগকে যিহূদিদের ব্যবহার গ্রাহ্য করিতে বাধ্য করিতেছ? [১৫] আমরা জন্মদ্বারা যিহূদী, আমরা পরজাতীয় পাপি লোক নহি; [১৬] তথাপি ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়, ইহা জানাতে আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হই; কারণ ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াহেতু কোন মর্ত্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না। [১৭] কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে ধার্ম্মিকীকৃত হইবার চেষ্টা করাতে আপনারাও যদি পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছি, তবে তৎপ্রযুক্ত খ্রীষ্ট কি পাপের পরিচারক? এমন না হউক। [১৮] আমি তো যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি,তাহাই যদি পুনর্ব্বার গাঁথি, তবে আপনাকে আজ্ঞালঙ্ঘনকারী বলিয়া দেখাই। [১৯] ভাল, ব্যবস্থারই দ্বারা আমি ব্যবস্থার উদ্দেশে মরিয়াছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হই। [২০] খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশারোপিত হই-

য়াছি, তথাপি জীবিত আছি; সে আর আমি নয়, খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন। ফলতঃ এখন শরীরে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করণে যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিয়া আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। ২১ আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করি না; যেহেতুক ব্যবস্থাদ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট নিষ্প্রয়োজনে মরিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ হে অবোধ গালাতীয়েরা, ক্রুশারোপিত যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে পূর্ব্বে তোমাদের চক্ষুর্গোচরে লিখিত হইয়াছিলেন; কে তোমাদিগকে [এমন] মুগ্ধ করিল যে সত্যের বশবর্ত্তী আর হও না? ২ কেবল এই কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা আত্মাকে কিসে পাইয়াছ? ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াহেতু? কিম্বা বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ হেতু? ৩ তোমরা কি এমন নির্ব্বোধ? আত্মাতে আরম্ভ করিয়া এখন কি শরীরে সিদ্ধ হইতেছ? ৪ বৃথাই কি এত দুঃখ পাইয়াছ? [কেমন?] তাহা কি বৃথা হইল বটে?

৫ বল দেখি, যিনি তোমাদিগকে আত্মা যোগাইয়া দেন ও তোমাদের মধ্যে প্রভাবের ক্রিয়া সাধন করেন, তিনি কিসে তাহা করেন? কি ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া হেতু? কিম্বা বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ হেতু? ৬ [অর্থাৎ] যেমন "অব্রাহাম ঈশ্বরে "বিশ্বাস করাতে তাঁহার পক্ষে তাহাই ধার্ম্মিকতা "বলিয়া গণিত হইল।" ৭ অতএব তোমরা জানিতে পার, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই অব্রাহামের সন্তান। ৮ আর ঈশ্বর পরজাতীয়দিগকে বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিক করেন, ইহা শাস্ত্র অগ্রে দেখিয়া অব্রাহামকে তখন সুসমাচার জানাইয়াছিল, যথা, "তোমাতেই যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত "হইবে।" ৯ ইহাতে জানা যায়, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বিশ্বাসকারি অব্রাহামের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতেছে। ১০ ফলতঃ যাহারা ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, যেহেতুক লেখা আছে, "যে কেহ ব্যব- "স্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিতে তা- "হাতে আস্থা না করে, সে শাপগ্রস্ত।" ১১ পরন্তু ব্যবস্থাতে কাহাকেও ঈশ্বরের কাছে ধার্ম্মিক করা যায় না, ইহা সুস্পষ্ট, কারণ "বিশ্বাসহেতুই "ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে।" ১২ কিন্তু ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক নয়, বরং "যে মনুষ্য [তাহার] সকল "কথা পালন করে, সেই তাহাতে বাঁচিবে।" ১৩ খ্রীষ্টই নিষ্ক্রয় দিয়া ব্যবস্থার শাপহইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ফলতঃ আমাদের নিমিত্তে শাপাস্পদ হইয়াছেন; কেননা লেখা আছে, "যে "কেহ বৃক্ষে টাঙ্গান সে শাপগ্রস্ত।" ১৪ [ইহার আশয় এই,] যেন অব্রাহামের আশীর্ব্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতীয় লোকদের প্রতি বর্ত্তে, [এবং] আমরা যেন বিশ্বাসদ্বারা প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমি মনুষ্যের মত কহিতেছি। হউক; কিন্তু মনুষ্যের নিয়মপত্র স্থিরীকৃত হইলে পর কেহ তাহা অগ্রাহ্য করে না, কিম্বা তাহাতে নূতন আদেশ যোগ করে না। ১৬ ভাল, অব্রাহাম ও তাহার বংশের প্রতি সকল প্রতিজ্ঞা উক্ত ছিল। ইহাতে অনেকের কথা [বলিবার] ন্যায় "এবং "বংশসমূহের প্রতি" না বলিয়া, এক জনের কথা [বলিবার] ন্যায় বলা গেল, যথা, "এবং তো- "মার বংশের প্রতি"। সেই বংশ খ্রীষ্ট। ১৭ এখন আমি বলি, ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বে খ্রীষ্টের উদ্দেশে স্থিরীকৃত যে নিয়ম, তাহার পর চারি শত ত্রিশ বৎসর গতে উৎপন্ন যে ব্যবস্থা, তাহা প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ করিবার জন্যে সেই নিয়ম উঠাইয়া দেয় না। ১৮ বস্তুতঃ দায়াধিকার যদি ব্যবস্থামূলক হয়, তবে তাহা আবার প্রতিজ্ঞামূলক হইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাদ্বারাতেই [বিনামূল্যে] অব্রাহামকে তাহা দান করিয়াছেন।

১৯ তবে ব্যবস্থা কি? [তাহা বলি;] ঐ যে বংশের পক্ষে প্রতিজ্ঞা করা গিয়াছে, তাঁহার আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত আজ্ঞালঙ্ঘনের কারণ ব্যবস্থা পরে স্থাপিত হইল; আর তাহা দূতগণ সহকারে এক জন মধ্যস্থের হস্তে আদেশরূপে সমর্পিত হইল। ২০ একের মধ্যস্থ তো হয় না, পরন্তু ঈশ্বর এক আছেন। ২১ তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকলাপের প্রতিকূল? এমন না হউক। ফলতঃ যদি জীবনদানে সমর্থ বলিয়া ব্যবস্থা দত্ত হইত, তবে ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থামূলক হইত। ২২ কিন্তু প্রতিজ্ঞার ফল যেন যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ হেতু বিশ্বাসকারিদিগকে দেওয়া যায়, তজ্জন্য শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ করিল। ২৩ বিশ্বাসের আগমনের পূর্ব্বে আমরা তো প্রকাশনীয় বিশ্বাসের অপেক্ষাতে ব্যবস্থার অধীনে রুদ্ধ থাকিয়া রক্ষিত হইতেছিলাম। ২৪ এই প্রকারে বিশ্বাসহেতু আমাদের ধার্ম্মিকতালাভার্থে খ্রীষ্টের অপেক্ষাতে ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে শিশুরক্ষক দাস হইয়া উঠিল। ২৫ কিন্তু যদবধি বিশ্বাস আইল, তদবধি আমরা আর শিশুরক্ষকের অধীন নহি। ২৬ কেননা তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসদ্বারা ঈশ্বরের পুত্র আছ। ২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। ২৮ যিহূদী কি গ্রীক, এবং দাস কি স্বাধীন, এবং স্ত্রী ও পুরুষ আর নাই, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলে এক [মনুষ্য]। ২৯ এবং তোমরা যদি খ্রীষ্টের [লোক], তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ ও প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী আছ।

৪ অধ্যায়।

১ পরন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী যত কাল বালক

থাকে, তত কাল সর্ব্বস্বের স্বামী হইলেও তাহাতে ও দাসেতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; [২] পিতার নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সে পালকদের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। [৩] তেমনি আমরাও যখন বালক ছিলাম, তখন জগতের অক্ষরমালার অধীন দাস ছিলাম। [৪] কিন্তু কালের পরিমাণ সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকটহইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত [অথচ] ব্যবস্থার অধীনে জাত [হইয়া আইলেন]; [৫] তিনি যেন নিষ্ক্রয় দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, আমরা যেন দত্তকপুত্রতা পাই, [তজ্জন্য] আইলেন। [৬] পরন্তু তোমরা ঈশ্বরের পুত্র আছ, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকটহইতে তোমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; তিনি "আব্বা, পিতঃ" বলিয়া ডাকেন। [৭] অতএব তুমি আর দাস নহ, পুত্র হইয়াছ; এবং পুত্র হওয়াতে ঈশ্বরদ্বারা দায়াধিকারী হইয়াছ।

[৮] যাহা হউক, ঐ সময়ে তোমরা ঈশ্বরকে না জানিয়া, যাহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বর নহে, তাহাদের দাস ছিলা; [৯] কিন্তু এখন ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছ, বরং ঈশ্বরকর্তৃক পরিচিত হইয়াছ; তবে কেন পুনর্ব্বার ঐ দুর্ব্বল অকিঞ্চন অক্ষরমালার প্রতি ফিরিতেছ, যাহার নূতন দাসত্ব আর বার বাসনা করিতেছ? [১০] তোমরা বিশেষ২ দিন ও মাস ও ঋতু ও বৎসর পালন করিতেছ; [১১] তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় লাগে; না জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি।

[১২] তোমরা আমার সদৃশ হও, কেননা আমিও তোমাদের সদৃশ [হইয়াছি]। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি। তোমরা কিছুতে আমার অপকার কর নাই। [১৩] আর তোমরা জান, প্রথম বার আমি শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তোমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম। [১৪] তাহাতে তোমাদের পরীক্ষাস্বরূপ আমার শারীরিক অবস্থা [দেখিয়াও] তোমরা হেয়জ্ঞান কর নাই, ঘৃণাবোধও কর নাই, বরঞ্চ ঈশ্বরের এক দূতের ন্যায়, [কিম্বা] খ্রীষ্ট যীশুর ন্যায় আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছিলা। [১৫] ভাল, তোমরা আপনাদিগকে কেমন ধন্য জ্ঞান করিতেছিলা? কেননা আমি তোমাদের পক্ষে এমত সাক্ষ্য দিতেছি যে তোমাদের সাধ্য থাকিলে তোমরা আপন ২ চক্ষু উৎপাটন করিয়া আমাকে দিতা। [১৬] তবে তোমাদের কাছে সত্য কহাতে কি তোমাদের শত্রু হইয়াছি? [১৭] উহারা যে সযত্নে তোমাদের সেবা করিতেছে, তাহা ভালরূপে করে না; কিন্তু তোমরা যেন সযত্নে তাহাদেরই সেবা কর, তজ্জন্য তোমাদিগকে রহিত রাখিতে তাহাদের বাসনা। [১৮] পরন্তু কেবল তোমাদের নিকটে আমার অবস্থিতিকালে নহে, কিন্তু সতত উত্তম বিষয়ে সযত্নে সেবিত হওয়া ভাল।

[১৯] হে আমার বৎসেরা, যাবৎ তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান না হন, তাবৎ আমি পুনরায় যন্ত্রণাপূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রসব করিতেছি। [২০] আমার বাসনা এই, যে এক্ষণে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্য স্বরে কথা কহি; কেননা তোমাদের বিষয়ে ব্যাকুল হইলাম।

[২১] বল দেখি, ব্যবস্থার অধীন হইতে বাঞ্ছা করিতেছ যে তোমরা, তোমরা কি ব্যবস্থায় অবধান কর না? [২২] ফলতঃ লেখা আছে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, এক দাসীর গর্ত্তজাত, অন্য জন স্বাধীনকুলীনার গর্ত্তজাত। [২৩] কিন্তু ঐ দাসীপুত্র শারীরিক ধারানুসারে, স্বাধীনকুলীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল। [২৪] ইহার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার, ফলতঃ ঐ দুই স্ত্রী দুই ধর্ম্মনিয়ম। তাহার মধ্যে এক নিয়ম সীনয় পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন ও দাসত্বার্থে প্রসব করে; সে হাগার। [২৫] যেহেতুক হাগার আরব দেশস্থ সীনয় পর্ব্বত; আর সে এখনকার যিরূশালেম নগরীর সমানার্থক, কেননা সে নিজ সন্তানগণের সহিত দাসত্বে আছে। [২৬] কিন্তু ঊর্দ্ধলোকস্থ যিরূশালেম স্বাধীনা, আর সে আমাদের সকলকার জননী। [২৭] কেননা লেখা আছে,
"হে নিঃসন্তান বন্ধ্যে, আনন্দ কর; হে অপ্রসূতে,
"উচ্চৈঃস্বরে আহ্লাদ ও হর্ষনাদ কর; কেননা
"সধবার সন্তান অপেক্ষা বরং অনাথার সন্তান
"অনেক।" [২৮] পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, ইস্‌হাকের ন্যায় আমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান। [২৯] কিন্তু শারীরিক ধারানুসারে জাত [ব্যক্তি] যেমন তৎকালে আত্মানুসারে জাতকে তাড়না করিত, তদ্রূপ এখনও হইতেছে। [৩০] যাহা হউক, শাস্ত্রে কি বলে?
"ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে বাহির করিয়া
"দেও; কেননা ঐ দাসীপুত্র কোন ক্রমে স্বাধীন-
"কুলীনার পুত্রের সহিত দায়াধিকারী হইবে না।"
[৩১] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা দাসীর সন্তান নহি, আমরা স্বাধীনার সন্তান।

৫ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট স্বাধীনতার নিমিত্তই আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন; অতএব তোমরা [তাহাতে] স্থির থাক, দাসত্বরূপ যোঁয়ালিতে আর বার বদ্ধ হইও না।

[২] দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ছিন্নত্বক্ হও, তবে খ্রীষ্টহইতে তোমাদের কিছুই ফল দর্শিবে না। [৩] যে কোন মনুষ্য ত্বক্‌ছেদ স্বীকার করে, তাহাকে আমি পুনরায় এই সাক্ষ্য দিতেছি, তাহাকে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে হয়। [৪] তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থাতে ধার্ম্মিকীকৃত হইতে যত্ন করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্টহইতে ভ্রষ্ট; তোমরা অনুগ্রহচ্যুত হইয়াছ। [৫] আমরা তো আত্মার গুণে বিশ্বাসহইতে ধার্ম্মিকতালাভের আশার প্রতীক্ষা করিতেছি। [৬] কারণ খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে ত্বক্‌ছেদ কি

অত্বক্‌ছেদ, উভয়ের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রেমদ্বারা স্বকার্য্যসাধক বিশ্বাসই ক্ষমতাপন্ন।

[৭] তোমরা সুন্দর রূপে দৌড়িতেছিলা; কে তোমাদিগকে বাধা দিল যে সত্যের বশবর্ত্তী আর হও না? [৮] এই প্রবর্ত্তনা তোমাদের আহ্বানকারি-হইতে হয় নাই। [৯] অল্প মাওয়া সূজীর সমস্ত তাল মাতায়। [১০] তোমাদের বিষয়ে প্রভুর অধীনে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে, যে [ইহাহইতে] তোমাদের অন্য ভাব হইবে না। কিন্তু যে জন তোমাদিগকে অস্থির করে, সে যে হউক, বিচারসিদ্ধ দণ্ড ভোগ করিবে। [১১] হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি এখনও ত্বক্‌ছেদের ঘোষণা করি, তবে আর তাড়না ভোগ করি কেন? তাহা হইলে সুতরাং ক্রুশজন্য বিঘ্ন লুপ্ত হইয়াছে। [১২] যাহারা তোমাদিগকে লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা আপনাদিগকে কেন ছিন্নাঙ্গও করে না?

[১৩] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার আশয়ে আহূত হইয়াছ; কিন্তু সাবধান, সেই স্বাধীনতাকে শরীরায়ত্ত ভাবের দ্বার করিও না, বরং প্রেমদ্বারা এক জন অন্যের দাস হও। [১৪] যেহেতুক "আপন প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য "প্রেম কর," এই এক বচনে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে। [১৫] কিন্তু যদি তোমরা পরস্পর দংশা-দংশি ও গেলাগিলি কর, তবে সাবধান, পাছে পরস্পরের গ্রাসে গ্রাসিত হও।

[১৬] আমি ইহা বলি, তোমরা আত্মার বশে আচরণ কর, তাহা হইলে শারীরিক অভিলাষ কোন ক্রমে পূর্ণ করিবা না। [১৭] কেননা শারীরিক অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং আত্মার অভিলাষ শরীরের প্রতিকূল। বস্তুতঃ এই উভয়ে পরস্পর প্রতিরোধ করত তোমাদিগকে বাঞ্ছামত কর্ম্ম করিতে দেয় না। [১৮] কিন্তু যদি আত্মাদ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ। [১৯] পরন্তু শরীরায়ত্ত ভাবের ক্রিয়া সকল ব্যক্ত আছে; তাহা ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা; [২০] প্রতিমাপূজা, কুহক; বিবিধ শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষ্যা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, [২১] মাৎসর্য্য, নরহত্যা, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য ২ দোষ। এই সকলের বিষয়ে যেমন আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তেমনি [পুনরায়] অগ্রে কহিতেছি, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। [২২] কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, [২৩] মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই ২ প্রকার গুণের প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই। [২৪] আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর লোক, তাহারা মোহ ও অভিলাষ শুদ্ধ শরীরায়ত্ত ভাবকে ক্রুশে আরোপণ করিয়াছে। [২৫] যদি আত্মার গুণে আমরা জীবিত আছি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে আচরণও করি; [২৬] [এবং] অনর্থক দর্প না করিয়া পরস্পর অধিক্ষেপ ও মাৎসর্য্য পরিহার করি।

৬ অধ্যায়।

[১] হে ভ্রাতৃগণ, যদিস্যাৎ কেহ কোন অপরাধ করিতে ধরা পড়ে, তবে আত্মাবিষ্ট যে তোমরা, তোমরা মৃদুশীল আত্মাতে সেই তথাবিধ মনুষ্যকে স্বস্থ কর; এবং তুমিও পাছে পরীক্ষাতে পড়, তজ্জন্য আপনাকে দেখ। [২] তোমরা পরস্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এই মতে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে পালন কর। [৩] কেননা যে ব্যক্তি নগণ্য, তথাপি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, সে আপন বুদ্ধির ভ্রান্তি আপনি জন্মায়। [৪] কিন্তু প্রত্যেক জন নিজ কর্ম্মেরই পরীক্ষা করুক, তাহা হইলে সে পরের কাছে নয়, কেবল আপনার কাছে শ্লাঘা করণের হেতু পাইবে; [৫] ফলতঃ প্রত্যেক জন আপনার নিজ বোঝা বহন করিবে।

[৬] পরন্তু যে জন [ঈশ্বরের] বাক্য শিক্ষিত হয়, সে শিক্ষককে যাবতীয় উত্তম দ্রব্যের সহভাগী করুক। [৭] তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা বুনে তাহাই কাটিবে। [৮] ফলতঃ আপন শরীরের উদ্দেশে যে জন বুনে, সে শরীরহইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মাহইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে। [৯] আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে ২ নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে স্বসময়ে তাহার ফল পাইব। [১০] এ জন্য আইস, আমরা উপযুক্ত সময় থাকিতে সকলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাস-বাটীর অন্তরঙ্গ তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম করি।

[১১] দেখ, আমি কত বড় অক্ষর করিয়া স্বহস্তে তোমাদিগকে লিখিলাম। [১২] যে সকল লোক শারীরিক বিষয়ে সুরূপ হইতে ভাল বাসে, তাহারাই তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে; ইহার অভিপ্রায় এইমাত্র, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত তাহাদের তাড়না না ঘটে। [১৩] কেননা যাহারা ত্বক্‌ছেদ স্বীকার করে, তাহারা আপনারাও ব্যবস্থা পালন করে না; কিন্তু তোমাদের শরীরের শ্লাঘা করিবার আশয়ে তাহাদের বাসনা এই যে তোমরা ত্বক্‌ছেদ স্বীকার কর। [১৪] কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের শ্লাঘা করা আমার না হউক; তাহারই দ্বারা আমার জন্যে জগৎ এবং জগতের জন্যে আমি ক্রুশারোপিত। [১৫] বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক্‌ছেদ কি অত্বক্‌ছেদ উভয়ই কিছু নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। [১৬] আর যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে চলে, তাহাদিগের উপরে এবং ঈশ্বরের [অধিকার] ইস্রায়েলের উপরে শান্তি ও দয়া বর্ত্তুক। [১৭] অদ্যাবধি কেহ আমাকে ব্যামোহ না দিউক, যেহেতুক আমি প্রভু যীশুর অঙ্ক আপন দেহে বহন করিয়া বেড়াই।

[১৮] হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ইফিষীয়দের প্রতি পত্র।

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা যীশু খ্রীষ্টের [নিযুক্ত] প্রেরিত পৌল ইফিষে স্থিত পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসি লোকদের প্রতি [পত্র লিখিতেছে]। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনিই আমাদিগকে যাবতীয় আধ্যাত্মিক বর দিয়া খ্রীষ্টেতে স্বর্গস্থ বর প্রাপ্ত করিয়াছেন। ৪ ফলতঃ আমরা যেন তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এই জন্যে তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টেতে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন; ৫ এবং আপন অনুগ্রহরূপ প্রতাপের প্রশংসার্থে নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প বিধায় আমাদিগকে আপনার নিকটে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা দত্তকপুত্রতালাভের জন্যে পূর্ব্বাবধি নিরূপণ করিয়াছেন। ৬ ঐ অনুগ্রহেতে তিনি আমাদিগকে সেই প্রেমের পাত্রে অনুগ্রহপ্রাপ্ত করিয়াছেন, ৭ যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি। ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহধনের ফল, ৮ যাহা তিনি যাবতীয় বিজ্ঞানে ও বিবেকে আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়িতে দিয়াছেন। ৯ কেননা স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকলই খ্রীষ্টেতে সঙ্গ্রহ করণের যে হিতসঙ্কল্প তিনি সময়সম্পূরণের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আপনার অন্তরে স্থির করিয়াছেন, ১০ তদনুসারে আপন ইচ্ছার নিগূঢ় বিষয় আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন। ১১ এবং যিনি আপন ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সকলই সাধন করেন, তাঁহার মনস্থ বিধায় পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়া আমরা ঐ খ্রীষ্টেতে অধিকারপ্রাপ্তও হইয়াছি। ১২ [ইহার আশয় এই,] পূর্ব্বাবধি খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশাকারী লোক আছি বলিয়া আমাদের হইতে যেন তাঁহার প্রতাপের প্রশংসা জন্মে। ১৩ তাঁহাতেই [করিয়া] তোমরাও সত্যস্বরূপ বাক্য, অর্থাৎ তোমাদের পরিত্রাণ বিষয়ক সুসমাচার শুনিতে পাইয়া তাঁহাতেই বিশ্বাসও করিয়া প্রতিজ্ঞার [ফলস্বরূপ] পবিত্র আত্মাদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। ১৪ সেই আত্মা আমাদের দায়াধিকারের বায়না; ক্রীত নিজস্বের মুক্তির অপেক্ষাতে তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার্থে [তোমরা মুদ্রাঙ্কিত]।

১৫ এই কারণ প্রভু যীশুতে যে বিশ্বাস এবং যাবতীয় পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের মধ্যে আছে, তাহার কথা শুনিয়া ১৬ আমিও তোমাদের নিমিত্তে [ঈশ্বরের] ধন্যবাদ করিতে ক্লান্ত না হইয়া প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ করত [এই নিবেদন করিতেছি], ১৭ যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর এবং প্রতাপের [অধিকারি] পিতা, তিনি আপনার পরিচয়ে জ্ঞানজনক ও প্রকাশিত বাক্যবোধক আত্মা তোমাদিগকে দিউন; ১৮ এবং তোমাদের চিত্তচক্ষু প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার আহ্বানজন্য প্রত্যাশা কি, ও পবিত্র লোকদের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপরূপ ধন কি, ১৯ এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রভাবের অনুপম মহত্ত্ব কি, এই সকল তোমাদিগকে জানিতে দিউন; [বস্তুতঃ ঐ বিশ্বাস] তাঁহার শক্তিরূপ পরাক্রমের স্বকার্য্যসাধক সেই গুণানুরূপ, যাহা তিনি খ্রীষ্টে কার্য্যসাধক করিয়াছেন; ২০ তিনি মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহাকে উত্থাপিত এবং স্বর্গে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট করিয়া ২১ যাবতীয় আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব ও বাহিনী ও প্রভুত্ব প্রভৃতি যত নাম বর্ত্তমান ও ভাবি উভয় যুগে উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপর্য্যুপরি [উচ্চপদান্বিত] করিলেন। ২২ এবং সমস্তই তাঁহার চরণতলে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন; ২৩ আবার মণ্ডলী তাঁহার দেহ [অথচ] সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপূরকের পূর্ণতাস্বরূপ।

২ অধ্যায়।

১ আর তোমরা আপন ২ অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলা, ২ এবং পূর্ব্বে পাপপথে চলিয়া এই জগদায়ুর অনুসারী [অর্থাৎ] অনাজ্ঞাবহতার সন্তানগণের মধ্যে সম্প্রতি স্বকার্য্যসাধক আত্মারূপ বায়ুবিশিষ্ট আকাশের কর্ত্তৃত্বাধিপতির বশবর্ত্তী ছিলা। ৩ বাস্তবিক ঐ লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে শরীরের ও মনস্কল্পনার ইচ্ছা পূর্ণ করত আপন ২ শারীরিক অভিলাষানুসারে আচরণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম। ৪ কিন্তু দয়াধনে ধনবান্ ঈশ্বর যে মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, ৫ তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। ৬ এবং খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়া তাঁহার সহিত আমাদিগকে উত্থাপন করিলেন, ও স্বর্গে উপবিষ্ট করিলেন। ৭ [ইহার আশয় এই,] খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁহার যে মধুর ভাব বর্ত্তে, তাহাদ্বারা যেন তিনি আগামি যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহধন প্রকাশ করেন। ৮ কেননা অনুগ্রহেতেই

বিশ্বাসদ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান আছে; [৯] তাহা কর্ম্মের ফল নয়; কেহ যেন শ্লাঘা না করে। [১০] কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, সৎক্রিয়ার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু, কেননা ঈশ্বর তাহা আমাদের গন্তব্য পথ করিয়া পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

[১১] অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে তোমরা—অর্থাৎ মাংসের সম্বন্ধে পরজাতীয় লোক যাহারা, এবং মাংসে হস্তকৃত [ত্বক্‌ছেদহইতে] ছিন্নত্বক্ নাম প্রাপ্ত জাতির মধ্যে যাহাদিগকে অচ্ছিন্নত্বক্ বলা যায়, [১২] তোমরাই [ইহা স্মরণ কর] যে তৎকালে খ্রীষ্টহইতে ভিন্ন, ইস্রায়েলের পৌরাধিকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত সকল নিয়মের অসম্পর্কীয় হওয়াতে তোমরা আশাহীন ও ঈশ্বরহীন হইয়া জগতের মধ্যে ছিলা। [১৩] কিন্তু সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুতে [আছ বলিয়া] পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী হইলেও তোমরা খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ। [১৪] কেননা তিনিই আমাদের সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তি যে ভিত্তি [আমাদিগকে] পৃথক্ করিয়া রাখিত, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। [১৫] এবং বৈরিতাকে নিজ শরীরব্যয়ে, আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে বিধি সকলের লোপে লুপ্ত করিয়াছেন; [কি নিমিত্তে?] সন্ধি করত উভয়কে আপনাতে একই নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিবার নিমিত্তে, [১৬] এবং আপনার ক্রুশে বৈরিতাকে বধ করণ পূর্ব্বক সেই ক্রুশদ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের মিলন করিবার নিমিত্তে। [১৭] হাঁ, তিনি আসিয়া দূরবর্ত্তী যে তোমরা ও নিকটবর্ত্তী যে অন্যেরা, উভয়কে সন্ধির সুসমাচার জানাইয়াছেন। [১৮] কেননা তাঁহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মাতে পিতার নিকটে প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।

[১৯] অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্র লোকদের সহপৌর এবং ঈশ্বরের বাটীর অন্তরঙ্গ আছ। [২০] আর প্রেরিত ও ভাববাদিগণ যে ভিত্তিমূলস্বরূপ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। আর তাহার প্রধান কোনস্থ প্রস্তর যীশু খ্রীষ্ট। [২১] তাঁহাতেই গাঁথনির সাকল্য সুসংলগ্ন হওত প্রভুতে পবিত্র প্রাসাদ হইবার জন্যে বৃদ্ধি পাইতেছে; [২২] তাঁহাতেই তোমরাও একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওত আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইতেছ।

৩ অধ্যায়।

[১] এই জন্যে আমি পৌল তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয় লোকদের নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি [আছি]। [২] ঈশ্বরের অনুগ্রহরূপ যে ধন তোমাদের উদ্দেশে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার কার্য্যনির্ব্বাহের কথা তোমরা তো শুনিয়াছ। [৩] ফলতঃ প্রকাশিত বাক্যদ্বারা [তাঁহার] নিগূঢ় বিষয় আমাকে জ্ঞাত করা গিয়াছে। [৪] তদনুসারে আমি পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম, তোমরা পাঠ করত তাহা লইয়া খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নিগূঢ় বিষয়ে আমার পারদর্শিতা বুঝিতে পারিবা। [৫] বিগত পুরুষপরম্পরাসমূহে সেই নিগূঢ় বিষয় মনুষ্যসন্তানদিগকে [এই রূপে] জ্ঞাত করা যায় নাই, কিন্তু সম্প্রতি আত্মাতে করিয়া তাঁহার পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদিগণের নিকটে এই রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। [৬] ফলতঃ সুসমাচারদ্বারা পরজাতীয়েরা খ্রীষ্ট যীশুতে সহদায়াদ ও একদেহস্থ ও প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী হয়। [৭] আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে বর তাঁহার প্রভাবের স্বকার্য্যসাধক গুণে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি সেই সুসমাচারের পরিচারক হইয়াছি। [৮] যাবতীয় পবিত্র লোকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম যে আমি, আমাকে অনুগ্রহমূলক এই বর দত্ত হইয়াছে, যেন পরজাতিদের মধ্যে আমি খ্রীষ্টরূপ অননুসন্ধেয় ধনের সুসমাচার প্রচার করি; [৯] এবং যিনি যীশু খ্রীষ্টদ্বারা সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যুগপর্য্যায়ের আরম্ভাবধি সেই ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত ঐ নিগূঢ় বিষয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ কি, তাহার [জ্ঞানরূপ] আলো যেন সকলকে দিই; [১০] এই মতে যেন সম্প্রতি মণ্ডলীদ্বারা স্বর্গস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুরূপী প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়। [১১] আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের আরম্ভাবধি তাঁহার কৃত মনস্থের সহিত ইহা মিলে। [১২] সেই যীশুতে আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস [করণ]দ্বারা অভয়দান, এবং দৃঢ় প্রত্যয় পূর্ব্বক প্রবেশ করণের ক্ষমতা পাইয়াছি।

[১৩] অতএব আমার যাচ্ঞা এই, তোমাদের নিমিত্তে আমার যে সকল ক্লেশ হইতেছে, তাহাতে যেন নিরুৎসাহ না হই, যেহেতুক তাহা তোমাদের গৌরব। [১৪] এই জন্যে স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পিতৃকুল যাঁহাহইতে নাম পাইয়াছে, [১৫] এমন যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা, তাঁহার কাছে আমি জানু পাতিয়া তোমাদের নিমিত্তে তাঁহার প্রতাপধনানুযায়ি এই বর প্রার্থনা করিতেছি, [১৬] যেন তাঁহার আত্মাদ্বারা আন্তরিক পুরুষের সম্বন্ধে তোমরা প্রভাবে সবলীকৃত হও, [১৭] বিশ্বাসদ্বারা যেন খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন, [এই প্রকারে] তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত থাকিয়া সম্পূর্ণ বলপ্রাপ্ত হও; [১৮] যাবতীয় পবিত্র লোকের সহিত যেন প্রশস্ততার ও দীর্ঘতার ও গভীরতার ও উচ্চতার অনুভব পাও, [১৯] এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জ্ঞাত হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতালাভার্থে পূর্ণ হও।

[২০] পরন্তু আমাদিগেতে স্বকার্য্যসাধক প্রভাবানুসারে যিনি সকলাপেক্ষা অধিক [অথচ] আমাদের যাচ্ঞার ও বুদ্ধির নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন, [২১] মণ্ডলীর মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে

যুগপর্য্যায়ের অনন্তকালের সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন্।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব প্রভুর অধীন বন্দি আমি অনুনয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্য আচরণ কর। ২ অর্থাৎ যাবতীয় নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, [বিশেষতঃ] সহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমেতে পরস্পর ক্ষমাশীল, ৩ ও শান্তিরূপ বন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। ৪ দেহ এক, এবং আত্মা এক; আর সেই রূপে তোমরা একই প্রত্যাশাযুক্ত আহ্বানেও আহূত হইয়াছ। ৫ প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, ৬ সকলের পিতা ঈশ্বর এক, তিনি সকলকার উপরে, সকলেতে ব্যাপ্ত, ও সকলের অন্তরে আছেন। ৭ কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণানুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহের অংশ দত্ত হইয়াছে। ৮ এই হেতুক [ঈশ্বর] কহেন, "তিনি ঊর্দ্ধে আরোহণ "করিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিয়া মনুষ্যদিগকে "নানা বর প্রদান করিলেন।" ৯ ভাল, তিনি আরোহণ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? না, এই যে তিনি অগ্রে পৃথিবীর নীচতর স্থানে অবতীর্ণও হইয়াছিলেন। ১০ যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই সকলের পূর্ণকারী হইবার জন্যে স্বর্গ সকলের উপর্য্যুপরি আরোহণও করিলেন। ১১ আর তিনিই দান করিয়া কএক জনকে প্রেরিত, ও কএক জনকে ভাববাদী, ও কএক জনকে সুসমাচারের প্রচারক, ও কএক জনকে পালরক্ষক ও গুরু করিয়াছেন। ১২ ফলতঃ আমরা সকলে যাবৎ ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্যে মিলিয়া সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা অর্থাৎ খ্রীষ্টের পূর্ণতার [যোগ্য] বয়সের পরিমাণ না পাই, ১৩ তাবৎ পরিচর্য্যাকর্ম্ম সাধনার্থে ও খ্রীষ্টের দেহ প্রতিষ্ঠিত করণার্থে পবিত্র লোকদিগকে পরিপক্ক করিবার [এই উপায় তিনি করিয়াছেন। ১৪ কি নিমিত্তে?] আমরা যেন আর বালক না থাকি, এবং মনুষ্যদের ঠকামিতে ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক ভ্রান্তির কুসঙ্কল্পসাধনক্রমে তরঙ্গাহত এবং যাবতীয় শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ চালিত না হই; ১৫ কিন্তু প্রেমেতে সত্যের অবলম্বী হইয়া সর্ব্বাঙ্গে খ্রীষ্টের উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই; ১৬ কারণ তিনিই মস্তকস্বরূপ, এবং তাঁহাহইতে সমস্ত দেহ ক্রমশঃ সংলগ্ন ও সংসক্ত হইয়া আপন ২ পরিমাণানুসারে এক ২ ভাগের স্বকার্য্যকারি গুণে পোষণোপায়ের যাবতীয় সংস্পর্শদ্বারা প্রেমে দেহের প্রতিষ্ঠা সাধনার্থে আপনার বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

১৭ অতএব আমি ইহা কহিতেছি, ও প্রভুর অধীনে এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা আর পরজাতীয় অন্য সকল লোকের ন্যায় আচরণ করিও না, কেননা তাহারা আপন ২ বিবেকের অলীকতাতে আচরণ করে; ১৮ এবং অন্ধচিত্ত হইয়া আন্তরিক অজ্ঞানতা ও হৃদয়ের জড়তা প্রযুক্ত ঈশ্বরদত্ত জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে। ১৯ বিশেষতঃ তাহারা অসাড় হইয়া সলোভে যাবতীয় অশুচি ক্রিয়া করণার্থে আপনাদিগকে স্বৈরিতাতে সমর্পণ করিয়াছে। ২০ কিন্তু তোমরা এমন অবস্থাতে না [থাকিয়া] খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষা পাইয়াছ; ২১ তাঁহার বাক্য তো শুনিয়াছ, এবং তাঁহার আশ্রিত হওয়াতে যীশুতে যে সত্য আছে তদনুসারে শিক্ষিত হইয়াছ; ২২ ফলতঃ পূর্ব্বকালীন আচরণ লইয়া তোমরা প্রতারণার অভিলাষ বিধায় যে পুরাতন পুরুষ নষ্ট হয়, তাহাকে [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ত্যাগ করিতে, ২৩ পরন্তু আপন ২ বিবেকের ভাবে [ক্রমশঃ] নবীনীকৃত হইতে, ২৪ এবং সত্যজনিত ধার্ম্মিকতাতে ও সাধুতাতে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট যে নূতন পুরুষ, তাহাকে পরিধান করিতে [শিখিয়াছ]।

২৫ অতএব তোমরা মিথ্যাকথা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসির সহিত সত্য আলাপ কর, কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বরূপ। ২৬ ক্রুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য অস্ত না হইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক। ২৭ আর শয়তানকে স্থান দিও না। ২৮ চোর আর চুরী না করুক, কিন্তু দীনহীনকে কিছু দান করিতে সক্ষম হইবার নিমিত্তে নিজ হস্তদ্বারা সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক। ২৯ তোমাদের মুখহইতে কোন প্রকার কদালাপ নির্গত না হউক, কিন্তু শ্রোতৃগণকে অনুগ্রহ প্রদানার্থে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সদালাপ হউক। ৩০ আর ঈশ্বরের যে পবিত্র আত্মাতে তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষাতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ, তাঁহাকে দুঃখিত করিও না। ৩১ যাবতীয় কটুকাটব্য ও রাগ ও ক্রোধ ও কলহ ও নিন্দা ও যাবতীয় হিংসেচ্ছা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হউক। ৩২ তোমরা বরং পরস্পর মধুরস্বভাব ও আশুকরুণাময় হও, এবং খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি পরস্পর ক্ষমা কর।

৫ অধ্যায়।

১ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। ২ এবং খ্রীষ্টের ন্যায় প্রেমাচরণ কর, কেননা খ্রীষ্টও আমাদিগকে প্রেম করিয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে সৌরভের আঘ্রাণার্থক উপহার ও যজ্ঞরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

৩ কিন্তু বেশ্যাগমন প্রভৃতি যাবতীয় অশুদ্ধতার কিম্বা লোভের নামও তোমাদের মধ্যে শুনা না যাউক, কেননা এমত [চেষ্টা] পবিত্র লোকদের উপযুক্ত। ৪ এবং কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ

কিম্বা বক্রোক্তি ইত্যাদি অনুচিত কথা না হউক, বরং ধন্যবাদ হউক। [৫] কেননা তোমরা নিশ্চয় জান, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী কিম্বা প্রতিমা-পূজকবিশেষ যে লোভী, এমত কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। [৬] অনর্থক বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে ভুলাইতে কাহাকেও দিও না; কেননা এই ২ দোষ প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। [৭] অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না। [৮] পূর্ব্বে তো তোমরা অন্ধকারময় ছিলা, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোকময় আছ। আলোর সন্তানদের ন্যায় আচরণ কর। [৯] কেননা যাবতীয় মঙ্গলভাবে ও ধার্ম্মিকতাতে ও সত্যে আলোর ফল হয়। [১০] প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরীক্ষা কর। [১১] এবং অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্মের সহভাগী হইও না, বরং তাহার দোষ দেখাইয়া দেও। [১২] কেননা উহারা গোপনে এমন কর্ম্ম করে যে তাহা জিহ্বাগ্রে আনাও কুৎসিত। [১৩] কিন্তু আলোতে দৃষ্টদোষ হইলে সকলই প্রত্যক্ষ করা যায়; বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা সকলই আলোকময়। [১৪] এই জন্যে উক্ত আছে, "হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, "জাগ্রৎ হও, এবং মৃতগণের মধ্যহইতে উঠ, "তাহাতে খ্রীষ্ট তোমার রাত্রি প্রভাত করিবেন।"

[১৫] অতএব সাবধান হও, সূক্ষ্ম আলোচনা পূর্ব্বক চল; অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া বিজ্ঞের ন্যায় চল। [১৬] সুসময় [দেখিলেই] আপনাদের জন্যে ক্রয় কর, কেননা এই কাল মন্দ। [১৭] অতএব নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান হও। [১৮] আর মদ্যপানে মত্ত হইও না, কেননা তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও। [১৯] বিশেষতঃ গীত ও স্তোত্র ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন ২ হৃদয়ে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর; [২০] সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্তে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; [২১] খ্রীষ্টের ভীতিতে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

[২২] ভার্য্যা সকল যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ ২ স্বামির বশীভূতা হউক। [২৩] কেননা খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীর মস্তক, তেমনি স্বামীও ভার্য্যার মস্তকস্বরূপ; উনি দেহের ত্রাণকর্ত্তাও বটেন। [২৪] তথাপি মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভূতা, তেমনি ভার্য্যা সকল সর্ব্ববিষয়ে আপন ২ স্বামির বশীভূতা হউক। [২৫] হে স্বামিরা, খ্রীষ্টের ন্যায় তোমরা আপন ২ ভার্য্যাকে প্রেম কর; কেননা খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিয়া তাহার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। [২৬] [কি জন্যে?] তিনি যেন সবাক্য জলস্নানদ্বারা তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন, [২৭] এই রূপে জড়ুল ত্রিবলী প্রভৃতি রহিতা অথচ পবিত্রা ও অনিন্দনীয়া মণ্ডলীকে শোভাযুক্ত অবস্থাতে আপনার কাছে আপনি যেন উপস্থিত করেন। [২৮] তেমনি স্বামী সকলের আপন ২ ভার্য্যাকে আপন ২ দেহ বলিয়া প্রেম করা উচিত। আপন ভার্য্যাকে যে প্রেম করে, সে আপনাকেই প্রেম করে। [২৯] কেহ তো কখন নিজ শরীরের প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং [সকলে] তাহার ভরণ ও লালন পালন করে; খ্রীষ্টও মণ্ডলীর প্রতি তাহাই করিতেছেন; [৩০] কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ এবং তাঁহার মাংস ও অস্থিসম্ভূত। [৩১] এই জন্যে "মনুষ্য পিতা "মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত "হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।" [৩২] এই নিগূঢ় বিষয় মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম। [৩৩] তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন ২ ভার্য্যাকে তদ্রূপ আত্মবৎ প্রেম কর; পরন্তু ভার্য্যার উচিত যেন স্বামিহইতে ভীতা হয়।

৬ অধ্যায়।

[১] হে সন্তানগণ, তোমরা প্রভুর অধীনে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য। [২] "আপন "পিতামাতাকে মান্য কর," ইহা তো প্রতিজ্ঞাযুক্ত আদিম আজ্ঞা। [৩] ফলতঃ তাহা করিলে "তোমার "কল্যাণ এবং পৃথিবীতে দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।" [৪] আর হে পিতারা, তোমরা আপন ২ সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, কিন্তু প্রভুর শাসনে ও চেতনা-প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ কর।

[৫] হে দাসগণ, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের, তেমনি আপন আপন সাংসারিক প্রভুদিগের আজ্ঞা হৃদয়ের সরলতাতে ভয় ও কম্প পূর্ব্বক গ্রাহ্য কর। [৬] মনুষ্যের প্রীতিকরের ন্যায় চাক্ষুষ সেবা না করিয়া, বরং আপনাদিগকে খ্রীষ্টের দাস জানিয়া, মনের সহিত ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ কর। [৭] এবং মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, বরং প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া প্রণয়ভাবে দাস্যকর্ম্ম কর। [৮] এবং দাস কি স্বাধীন, যে হউক, কোন সৎকর্ম্ম করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভুহইতে তাহার ফল পাইবে, ইহা জ্ঞাত হও। [৯] আর হে প্রভুগণ, তোমরা ভর্ৎসনা ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর; এবং যিনি কাহারো মুখাপেক্ষা করেন না, তোমাদের ও তাহাদের সেই প্রভু স্বর্গে আছেন, ইহা জ্ঞাত হও।

[১০] শেষকথা এই; হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বলবান হও। [১১] শয়তানের নানাবিধ কুসঙ্কল্পের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইবার জন্যে ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা পরিধান কর। [১২] কেননা রক্তমাংসের সহিত মল্লযুদ্ধ আমাদের হইতেছে না, কিন্তু আধিপত্যের সহিত, কর্ত্তৃত্বের সহিত, এই অন্ধকারের জগন্নাথদের সহিত, অলৌকিক পাপাত্মাগণের সহিত [মল্লযুদ্ধ হইতেছে]। [১৩] অতএব তোমরা যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে ও

সকলই সম্পন্ন করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পার, তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের [রচিত] সর্ব্বাঙ্গরক্ষক সজ্জা গ্রহন করিয়া পরিধান কর। [১৪] ফলতঃ সত্যরূপ কটিবন্ধনীতে বদ্ধকটি হইয়া ধার্ম্মিকতারূপ বুকপাটা পরিয়া, [১৫] এবং শান্তির সুসমাচারের [নিমিত্তে] সুসজ্জতারূপ পাদুকা চরণে দিয়া দণ্ডায়মান থাক; [১৬] এবং যদ্দ্বারা পাপাত্মার যাবতীয় অগ্নিবাণ নির্ব্বাণ করা তোমাদের সাধ্য হইবে, সকলের উপরে সেই বিশ্বাসরূপ ঢাল ধারণ কর; [১৭] এবং ত্রাণোপায়রূপ শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহন কর। [১৮] যাবতীয় প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে [তাহা করত] সর্ব্বসময়ে আত্মার অধীনে প্রার্থনা কর, এবং ইহারই নিমিত্তে জাগ্রৎ থাকিয়া যাবতীয় পবিত্র লোকের জন্যে সম্পূর্ণ অধ্যবসায়ে ও বিনতিতে [প্রবৃত্ত থাক]। [১৯] আমার জন্যেও বিনতি কর, সাহসপূর্ব্বক সুসমাচাররূপ নিগূঢ় বিষয় জ্ঞাত করণার্থে মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা যেন আমাকে দেওয়া যায়। [২০] ফলতঃ সুসমাচারের নিমিত্তে আমি শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি, অতএব যেমন কহা আমার উচিত, তেমনি যেন তাহাতে সাহস দেখাইতে পারি।

[২১] আর আমার কুশলাদির সমস্ত কথা যেন তোমরাও জানিতে পার, তন্নিমিত্ত প্রভুর অধীনে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরিচারক যে তুখিক, সে তোমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবে। [২২] তোমরা যেন আমাদের সমস্ত সংবাদ অবগত হও, এবং সে যেন তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস দেয়, তজ্জন্যই আমি তাহাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করিলাম।

[২৩] পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে শান্তি এবং বিশ্বাসের সহিত প্রেম ভ্রাতৃগণের প্রতি বর্ত্তুক। [২৪] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যাহারা অক্ষয় প্রেম করে, অনুগ্রহ সেই সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত যে সকল পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছে, তাহাদের প্রতি এবং অধ্যক্ষদের ও পরিচারকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস পৌল ও তীমথিয় [পত্র লিখিতেছে]। [২] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

[৩] তোমাদের সমস্ত স্মরণ লইয়া আমি সর্ব্বদা আমার যাবতীয় বিনতিতে [৪] তোমাদের সকলের জন্যে আনন্দ সহকারে বিনতি করত আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি। [৫] কারণ প্রথম দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত সুসমাচারে তোমাদের সহভাগিতা আছে। [৬] ইহাতেই আমার এমত দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুর দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করিবেন। [৭] আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই ভাব রাখা ন্যায্য; কেননা আমার বদ্ধ হওনে এবং সুসমাচারের পক্ষে উত্তর ও প্রমান দেওনে আমি তোমাদের সকলকে আমার [লব্ধ] অনুগ্রহের সহভাগী জানিয়া তোমাদিগকে হৃদয়মধ্যে রাখি। [৮] বস্তুতঃ খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহেতে আমি তোমাদের সকলকার কেমন আকাঙ্ক্ষী, তদ্বিষয়ে ঈশ্বর আমার সাক্ষী আছেন। [৯] আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যাহা ২ শ্রেয়ঃ তাহা মানিবার নিমিত্তে তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও যাবতীয় সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর ২ উপচিয়া পড়ে; [১০] খ্রীষ্টের দিনের অপেক্ষাতে যেন তোমরা স্বচ্ছ ও অব্যাহত থাক, [১১] যীশু খ্রীষ্টদ্বারা প্রাপ্য ধর্ম্মফলে যেন পূর্ণ হও, [এই রূপে] ঈশ্বরের মহিমা ও স্তুতি যেন হয়।

[১২] পরন্তু, হে ভ্রাতৃগন, আমার মানস এই যে তোমরা জান, আমার গতিক্রমে সুসমাচারের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইয়াছে; [১৩] বিশেষতঃ [রক্ষকসৈন্যদের] সমস্ত স্কন্ধাবারে এবং অন্যান্য সকলের নিকটে আমার বন্ধন খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে; [১৪] এবং অধিকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধনক্রমে প্রভুতে দৃঢ় প্রত্যয়ী হইয়া নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক সাহসী হইয়াছে। [১৫] সত্য, কেহ ২ মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্তও, আর কেহ২ সুমতিপ্রযুক্তও খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতেছে। [১৬] ইহারা প্রেমেতে, অর্থাৎ আমাকে সুসমাচারের পক্ষে উত্তর দেওনে নিযুক্ত জানিয়া [তাহা করিতেছে]। [১৭] কিন্তু উহারা বিশুদ্ধ ভাবে না করিয়া, আমার বন্ধনদশা ক্লেশযুক্ত করণের আশাতে প্রতিযোগিতা বশতঃ খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতেছে। [১৮] ইহাতে কি বলিব? একই কথা নিশ্চয়, কাপট্যে কি সত্যভাবে, যে কোন প্রকারে হউক, খ্রীষ্টের কথা প্রচারিত হইতেছে; ইহাতেই আমি আনন্দ করিতেছি, হাঁ, ভবিষ্যতেও আনন্দ করিব। [১৯] কে-

না। আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার পোষণদ্বারা আমার পরিত্রাণে ইহার পরিণাম হইবে। ২০ তাহাতে আমার আকাংক্ষা ও প্রত্যাশা সিদ্ধ হইবে, ফলতঃ আমি কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না, কিন্তু সম্পূর্ণ সাহস সহকারে, যেমন সর্ব্বদা তেমনি এখনও, জীবনদ্বারা হউক কি মরণদ্বারা হউক, আমার দেহে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হইবেন। ২১ কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। ২২ কিন্তু সশরীরে যে জীবন তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফলোৎপাদক হয়, তবে কোন্‌টা মনোনীত করিব, তাহা বলিতে পারি না। ২৩ দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; ফলতঃ আমার বাসনা এই যে প্রয়াণ করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি; কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ। ২৪ কিন্তু শরীরে অবস্থিত থাকা তোমাদের জন্যে অধিক আবশ্যক। ২৫ আর এমন দৃঢ় প্রত্যয় করাতে আমি জানি যে থাকিব, হাঁ, বিশ্বাসে তোমাদের বৃদ্ধি ও আনন্দের নিমিত্তে তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকিব, ২৬ ফলতঃ তোমাদের কাছে আমার পুনরাগমনদ্বারা আমাতে তোমাদের শ্লাঘা করণের হেতু যেন খ্রীষ্টের অধীনে উপচিয়া পড়ে।

২৭ কিন্তু সাবধান, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে [তাঁহার প্রজাদের মত] আচরণ কর; আমি আসিয়া তোমাদিগকে দেখিলে কিম্বা অনুপস্থিত থাকিলে তোমাদের বিষয়ে যেন ইহা শুনিতে পাই, যে তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক মনেতে সুসমাচার সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতেছ, ২৮ এবং কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্তৃক ত্রাসিত হইতে অস্বীকার করিতেছ; কেননা তাহা উহাদের জন্যে বিনাশের, কিন্তু তোমাদের জন্যে পরিত্রাণের প্রমাণ, হাঁ, ঈশ্বরদত্ত [পরিত্রাণের প্রমাণ]। ২৯ যেহেতুক তোমাদিগকে খ্রীষ্টের নিমিত্তে বররূপে কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্তে দুঃখভোগও দেওয়া গিয়াছে; ৩০ ফলতঃ আমার যাদৃশ প্রাণপণ দেখিয়াছ এবং এখন জনশ্রুতিদ্বারা অবগত হইতেছ, তাদৃশ প্রাণপণ তোমাদেরও হইতেছে।

২ অধ্যায়।

১ অতএব খ্রীষ্টেতে যদি কোন আশ্বাস, যদি প্রেমজন্য কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা মিলে, ২ তবে তোমরা আমার আনন্দ সম্পূর্ণ কর, অর্থাৎ একই বিষয় ভাবিয়া এক প্রেমের প্রেমী, একমনা, একভাব হও। ৩ প্রতিযোগিতার কিম্বা অনর্থক দর্পের বশে কিছুই [করিও] না, কিন্তু নম্রভাবে প্রত্যেকে আপনাহইতে অন্যকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান কর; ৪ এবং প্রত্যেকে আপনার মঙ্গল নয়, কিন্তু পরের মঙ্গলও লক্ষ্য কর। ৫ খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব [দেখ], তাহা তোমাদের মধ্যেও দেখাও। ৬ ঈশ্বররূপী থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সমান হওয়া লুট পাইবার উপায় জ্ঞান করিলেন না, ৭ কিন্তু আপনাকে শূন্য করত দাসের রূপ ধারণ করিলেন; মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জাত ৮ এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রতিপন্ন হইয়া আপনাকে অবনত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত, হাঁ, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। ৯ এই কারণ ঈশ্বরই তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিত করিলেন, এবং যাবতীয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাম তাঁহাকে দান করিলেন। ১০ [কি নিমিত্তে?] যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালনিবাসিদের যাবতীয় জানু যেন পাতিত হয়, ১১ এবং যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, যাবতীয় জিহ্বা ইহা স্বীকার করে, এই রূপে পিতা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন।

১২ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, তোমরা সতত যে আজ্ঞাবহতা দেখাইয়া আসিতেছ, তদনুসারে আমার সাক্ষাতে যেমন, কেবল তেমনি নয়, বরং এখন আরও অধিক [যত্ন করত] আমার অসাক্ষাতে সভয়ে ও সকম্পে আপন ২ পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। ১৩ কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্তে তোমাদের অন্তরে বাঞ্ছা করণ ও কার্য্যসাধন উভয়ের সাধনকারী। ১৪ তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কর্ম্ম [করত এমত চেষ্টা] কর, ১৫ যেন অনিন্দনীয় ও অমায়িক হইয়া এই কালের কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও;— তোমরা তো তাহাদের মধ্যে জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ, ১৬ ও জীবনদায়ক বাক্য [বিতরণার্থে হস্ত] প্রসারণ করিতেছ; ইহাতে খ্রীষ্টের দিনের অপেক্ষাতে আমার শ্লাঘা করণের হেতু হইতেছ, কেননা আমি বৃথা দৌড়ি নাই, এবং বৃথা পরিশ্রম করি নাই।

১৭ কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসরূপ যজ্ঞে ও সেবানুষ্ঠানে যদিস্যাৎ আমাকে নৈবেদ্যরূপে সেচিত হইতে হয়, তথাপি আনন্দিত আছি, ও তোমাদের সকলকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। ১৮ সেই প্রকারে তোমরাও আনন্দিত হও ও আমাকে ধন্য জ্ঞান কর।

১৯ পরন্তু আমিও যেন তোমাদের অবস্থা অবগত হইয়া সুমনা হই, তজ্জন্য তীমথিয়কে তোমাদের নিকটে ত্বরায় পাঠাইব, প্রভু যীশুতে এমত প্রত্যাশা করিতেছি। ২০ বস্তুতঃ যথার্থরূপে যে তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করিবে, সমান ভাববিশিষ্ট এমত কেহই আমার কাছে নাই। ২১ কেননা সকলে খ্রীষ্ট যীশুর বিষয় চেষ্টা না করিয়া আপন ২ বিষয় চেষ্টা করে। ২২ কিন্তু তোমরা উহার এই পরীক্ষাসিদ্ধ গুণ জ্ঞাত আছ, যে পিতার সহিত পুত্র যেমন, আমার সহিত সে তেমনি সুসমাচারের নিমিত্তে দাস্যকর্ম্ম করিয়াছে। ২৩ ভাল, আমার গতি কি হয়, তাহা দেখিবামাত্র তাহাকেই তোমাদের নিকটে পাঠাইব, এমত প্রত্যাশা করিতেছি। ২৪ এবং প্রভুতে আমার এমত দৃঢ়

প্রত্যয় আছে, যে আমি আপনিও ত্বরায় উপস্থিত হইব।

[২৫] পরন্তু আমার ভ্রাতা ও সহকর্ম্মা ও সহসেনা, অথচ তোমাদের প্রেরিত ও আমার প্রয়োজনীয় উপকারে সেবানুষ্ঠাতা যে ইপাফ্রদীত, তাহাকে [এখন] তোমাদের নিকটে প্রেরণ করা আমার আবশ্যক বোধ হইল। [২৬] কেননা সে তোমাদের সকলের দর্শনাকাংক্ষী, এবং তোমরা তাহার পীড়ার সংবাদ পাইয়াছ শুনিয়া সে উৎকণ্ঠিত ছিল। [২৭] আর বাস্তবিক সে পীড়াতে মৃতকল্প হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি দয়া করিলেন, আর কেবল তাহার প্রতি নয়, আমার প্রতিও দয়া করিলেন, মনোদুঃখের উপরে মনোদুঃখ যেন আমার না হয়। [২৮] ভাল, তোমরা তাহাকে দেখিয়া যেন পুনর্ব্বার আনন্দ কর, এবং আমার মনোদুঃখেরও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তজ্জন্য অধিক যত্নে তাহাকে পাঠাইলাম। [২৯] অতএব তোমরা প্রভুর অধীনে সম্পূর্ণ আনন্দ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিও, এবং তথাবিধ লোকদিগকে আদরণীয় জ্ঞান করিও। [৩০] কেননা খ্রীষ্টের কার্য্যের নিমিত্তে সে মৃতকল্প হইয়াছিল, ফলতঃ আমার সেবানুষ্ঠানে তোমাদের ত্রুটি পূরণার্থে প্রাণপণ করিয়াছিল।

৩ অধ্যায়।

[১] শেষকথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে আনন্দ কর। একই কথা তোমাদিগকে পুনঃ ২ লেখা আমার আয়াস বোধ হয় না, আর তাহা তোমাদের ভ্রান্তিনিবারক। [২] ঐ কুক্কুরদিগকে দেখ, ঐ দুষ্ট কর্ম্মকারিদিগকে দেখ, ঐ ছিন্নমূল লোকদিগকে দেখ। [৩] আমরাই তো ছিন্নত্বক্ লোক, কেননা আমরা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুর শ্লাঘা করি, শরীরে প্রত্যয় করি না। [৪] তথাপি আমি শরীরেও দৃঢ়প্রত্যয়ী হইবার যোগ্য পাত্র। অন্য যে কেহ শরীরে দৃঢ় প্রত্যয় করিতে পারে এমন বুঝে, [তাহার কাছে] আমি অধিক করিতে পারি। [৫] আমি অষ্টম দিনে ত্বক্‌ছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েলজাতীয়, বিন্যামীনবংশীয়, ইব্রিকুলজাত ইব্রায়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী, [৬] উদ্‌যোগে মণ্ডলীর তাড়নাকারী, ব্যবস্থামূলক ধার্ম্মিকতাতে অনিন্দনীয়রূপে প্রতিপন্ন। [৭] কিন্তু যাহা ২ আমার লাভ ছিল, সে সমস্তই খ্রীষ্টের নিমিত্তে ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। [৮] অধিকন্তু আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত আমি সকলই নিতান্ত ক্ষতি জ্ঞান করিতেছি, এবং তাঁহার নিমিত্তে সমস্তেরই হানি সহ করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ জ্ঞান করিতেছি। [৯] [কি জন্যে?] যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, ও তাঁহারই মধ্যে আবিষ্কৃত হই, সুতরাং ব্যবস্থাহইতে প্রাপ্য আমার কোন ধার্ম্মিকতাতে ধার্ম্মিক না হইয়া, খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা যে ধার্ম্মিকতা হয়, হাঁ, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বরহইতে পাওয়া যায়, তাহাতেই যেন ধার্ম্মিক হই। [১০] [সেই বিশ্বাসানুসারে] খ্রীষ্টকে এবং তাঁহার পুনরুত্থানের প্রভাব ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানিতে হয় [বলিয়া] আমি তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হইতেছি; [১১] কোন মতে যেন মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরুত্থানের ভাগী হই।

[১২] আমি যে এখন [লক্ষিত পণ] পাইয়াছি, কিম্বা এখন সিদ্ধকর্ম্মা হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্তে খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টাতে ধাবমান হইতেছি। [১৩] হে ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমত বিচার করি না। কিন্তু একটী [কথা বলিতে পারি], পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল আর স্মরণ না করিয়া অগ্রস্থিত বিষয়ের চেষ্টাতে একতান হইয়া [১৪] লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে ২ আমি খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে ঈশ্বরের ঊর্দ্ধলোকীয় আহ্বানের পণ পাইতে যত্ন করিতেছি। [১৫] অতএব আইস, আমরা যত লোক সিদ্ধ আছি, সকলে ইহা ভাবি; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের অন্যবিধ ভাব থাকে, তবে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি তাহাও প্রকাশ করিবেন। [১৬] যাহা হউক, আইস, আমরা যে পথে এ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছি, তাহাতেই একচিত্ত হইয়া এক বিধিতে অগ্রসর হই।

[১৭] হে ভ্রাতৃগণ, তোমরাও আমার অনুকারী হও, এবং তোমাদের আদর্শস্বরূপ যে আমরা, আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ কর। [১৮] কেননা অনেকে [অন্য প্রকারে] চলিতেছে; তাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বারবার কহিয়াছি, এবং এখন রোদনও করত কহিতেছি, তাহারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু। [১৯] তাহাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের ঈশ্বর, এবং নিজ লজ্জাই তাহাদের শ্রী; তাহারা পার্থিব বিষয় ভাবে। [২০] আমরা যাহার পৌর সেই পুরী তো স্বর্গে আছে; আর তথাহইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। [২১] তিনি যে কার্য্যসাধক শক্তিতে সকলই আপনার বশীভূত করণে সমর্থ, তাহার গুণে আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন।

৪ অধ্যায়।

[১] অতএব, হে আমার প্রেম ও আকাংক্ষার পাত্র ভ্রাতৃগণ, হে আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপেরা, হে প্রিয়েরা, তোমরা এই প্রকারে প্রভুতে স্থির থাক।

[২] আমি ইবদিয়াকে অনুনয় করত, ও সুন্তুখীকে অনুনয় করত প্রভুতে একচিত্তা হইতে বলিতেছি। [৩] অধিকন্তু, হে যথার্থ সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয় করিতেছি, তুমি সেই ভগিনীদ্বয়ের সাহায্য কর, কেননা তাহারা সুসমাচারের সম্বন্ধে আমার সহিত প্রাণপণ করিয়াছিল; হাঁ, ক্লীমন্ত

প্রভৃতি যাহাদের নাম জীবনপুস্তকে লেখা আছে, আমার সেই সহকারিগণের সহিত [তাহা করিয়াছিল]।

[৪] তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলি, আনন্দ কর। [৫] তোমাদের ক্ষান্ত স্বভাব মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক। প্রভু নিকটবর্ত্তী। [৬] কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ পূর্ব্বক প্রার্থনা ও বিনতিদ্বারা তোমাদের যাচ্ঞা ঈশ্বরকে জ্ঞাত করা যাউক। [৭] তাহাতে যাবতীয় বুদ্ধিহইতে উৎকৃষ্ট যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মতি খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।

[৮] অবশেষে কহি, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা ২ সত্য, যাহা ২ আদরণীয়, যাহা ২ ন্যায্য, যাহা ২ বিশুদ্ধ, যাহা ২ প্রিয়, যাহা ২ সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্গুণ ও যে কোন যশ হউক, তাহার আলোচনা কর। [৯] তোমরা যাহা ২ শিখিয়া গ্রহণ করিয়াছ, এবং আমার কাছে শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, তাহা অনুষ্ঠান কর; তাহাতে শান্তির [আকর] ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন।

[১০] পরন্তু আমার উপকারার্থ চিন্তা করিতে তোমরা এত কালের পর নবীন তেজ পাইয়াছ, ইহাতে আমি প্রভুর অধীনে বড় আহ্লাদিত হইলাম। আর তোমরা তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলা, কিন্তু শুভ সময় পাইতা না। [১১] এই কথা আমি দৈন্য বিধায় কহি না, কেননা যে অবস্থাতে আছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। [১২] আমি অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও জানি। সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বতোভাবে আমি তৃপ্ত কি ক্ষুধিত হইতে, এবং উপচয় কি দৈন্যদশা ভোগ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। [১৩] আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টের অধীনে সকলই আমার সাধ্য। [১৪] তথাপি তোমরা ক্লেশে আমার সহভাগিতা [স্বীকার] করিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছ। [১৫] আর, হে ফিলিপীয় লোকেরা, তোমরাও [তাহা] জান; কেননা সুসমাচারের আদিকালে, যখন আমি মাকিদনিয়াহইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, তখন [অন্য] কোন মণ্ডলী দেনা পাওনার হিসাবে আমার সহভাগী হয় নাই, কেবল তোমরা হইয়াছিলা। [১৬] বাস্তবিক থিষলনীকীতেও তোমরা এক বার, বরং দুই বার আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়াছিলা। [১৭] আমি দান [পাইতে] চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে, কিন্তু তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক ফল [দেখিতে] চেষ্টা করিতেছি। [১৮] তথাপি আমার সকলই কুলায়, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে; তোমাদের হইতে সৌরভের আঘ্রাণস্বরূপ এবং ঈশ্বরের গ্রাহ্য ও প্রীতিজনক যজ্ঞস্বরূপ যে উপহার আমি ইপাফ্রদীতের দ্বারা পাইয়াছি, তাহাতে সম্পূর্ণ হইয়াছি। [১৯] পরন্তু আমার ঈশ্বর আপন ধনাঢ্যতানুসারে প্রতাপ দিয়া খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করিবেন। [২০] আর যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ আমাদের পিতা ঈশ্বরের মহিমা হউক। আমেন্।

[২১] তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত প্রত্যেক পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ দেও। আমার সঙ্গি ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। [২২] সকল পবিত্র লোক, বিশেষতঃ যাহারা কৈসরের বাটীর লোক, তাহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

[২৩] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

কলসীয়দের প্রতি পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] কলসীতে যে সকল পবিত্র লোক ও খ্রীষ্টাশ্রিত বিশ্বাসি ভ্রাতা আছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা খ্রীষ্ট যীশুর [নিযুক্ত] প্রেরিত পৌল, এবং তীমথিয় ভ্রাতা [পত্র লিখিতেছে]। [২] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

[৩] আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি; [৪] কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে যে বিশ্বাস এবং যাবতীয় পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের আছে, তাহার সংবাদ শুনিয়াছি; [৫] ইহাতে [জানি,] তোমাদের নিমিত্তে স্বর্গে আশাধন নিহিত রহিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত তোমরা সুসমাচাররূপ সত্যের কথাতে অগ্রে শুনিয়াছ; [৬] সেই সুসমাচার সমস্ত জগতে যেমন, তোমাদের কাছে তেমনি উপস্থিত হইয়াছে; এবং যে দিনে তোমরা তাহা শুনিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ সত্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলা, সেই দিনাবধি তোমাদের মধ্যেও তদ্রূপ ফলবান ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। [৭] তোমরা আমাদের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে তাহা সেই রূপে শিখিয়াছ; তোমাদের নিমিত্তে সে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক; [৮] এবং আত্মার গুণে তোমাদের যে প্রেম আছে, তাহাও সে আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছে।

[৯] এই কারণ আমরাও সেই সংবাদ শুনিবার দিবসাবধি তোমাদের নিমিত্তে অবিরত প্রার্থনা করত ইহা যাচ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা তাঁহার ইচ্ছা বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, [সুতরাং]

আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিজ্ঞানে ও পারদর্শিতাতে [১০] প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিজনক আচরণ কর; যেন যাবতীয় সৎকর্ম্মে ফলবান্ ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, [১১] সম্পূর্ণ স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা করণার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রমানুসারে যাবতীয় শক্তিতে শক্তিমান্ হও, এবং আনন্দের সহিত পিতার ধন্যবাদ কর। [১২] তিনিই আমাদিগকে আলোর মধ্যে [আনিয়া] পবিত্র লোকদের অধিকারের অংশী হইবার যোগ্য করিয়াছেন। [১৩] তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যস্থ প্রজা করিয়াছেন। [১৪] সেই পুত্রেতে আমরা তাঁহার রক্তদ্বারা মুক্তি অর্থাৎ পাপের মোচন প্রাপ্ত হইয়াছি। [১৫] পুত্রই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, যাবতীয় সৃষ্টির প্রথমজাত। [১৬] কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে; [১৭] এবং তিনি সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। [১৮] আর তিনিই মণ্ডলীরূপ দেহের মস্তক; তিনি আদি, মৃতগণের মধ্যহইতে প্রথমজাত, সর্ব্ববিষয়ে তিনি যেন অগ্রগণ্য হন। [১৯] কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতে বাস করে, [২০] এবং তাঁহার দ্বারা আপনি ক্রুশে [পাতিত] তাঁহার রক্তদ্বারা সন্ধি করিয়া যেন আপনার পক্ষে স্বর্গ মর্ত্ত্যস্থিত সকলই তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সম্মিলিত করেন। [২১] আর দুষ্ক্রিয়াতে [মগ্ন] চিত্তে পূর্ব্বে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলা যে তোমরা, [২২] তোমাদিগকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে স্থাপন করিবার জন্যে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যুদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করিলেন। [২৩] কিন্তু ইহাতে আবশ্যক যে তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল থাক, এবং আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত যে সুসমাচার শুনিয়াছ, ও আমি পৌল যাহার পরিচারক হইয়াছি, সেই সুসমাচারজাত প্রত্যাশাহইতে বিচলিত না হও।

[২৪] এখন তোমাদের নিমিত্তে আমার যে সকল দুঃখভোগ হয়, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং আমার শরীরে খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ, তাহা তাঁহার দেহস্বরূপ মণ্ডলীর নিমিত্তে পূর্ণ করিতেছি; [২৫] কেননা আমি মণ্ডলীর পরিচারক হইয়াছি, বিশেষতঃ ঈশ্বরদত্ত [বররূপে] এই ধনাধ্যক্ষের কার্য্য পাইয়াছি, যেন তোমাদের মধ্যে আমি ঈশ্বরের বাক্য [রূপ অর্থ] বিতরণ করি; [২৬] তাহা সেই নিগূঢ় বিষয় যাহা যুগপর্য্যায়াবধি ও পুরুষপরম্পরাবধি গুপ্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পবিত্র লোকদের প্রত্যক্ষীকৃত হইল; [২৭] কারণ পরজাতিদের মধ্যে সেই নিগূঢ় বিষয়রূপ প্রতাপধন কি, তাহা ঐ পবিত্র লোকদিগকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল। উক্ত ধন তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট; তিনিই প্রতাপের আশা; [২৮] তাঁহারই সংবাদ আমরা দিতেছি, এবং যাবতীয় বিজ্ঞতাতে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি; ফলতঃ প্রত্যেক মনুষ্যকে যীশু খ্রীষ্টেতে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করিতে আমাদের অভিপ্রায়। [২৯] আর তাঁহার যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপ্রভাবে নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুযায়ি প্রাণপণ করত আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।

২ অধ্যায়।

[১] ইহাতে আমার বাসনা এই, তোমরা ও লায়দিকেয়াস্থ লোক প্রভৃতি যে সকল [ভ্রাতা] আমার শারীরিক মুখ দেখে নাই, তাহাদের নিমিত্তে আমার কি পর্য্যন্ত প্রাণপণ হইতেছে, তাহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও। [২] [সেই প্রাণপণের উদ্দেশ্য এই,] যেন তাহারা হৃদয়ে আশ্বাস পায়, এবং প্রেমেতে সংসক্ত হইয়া পারদর্শিতার কৃতনিশ্চয়তারূপ যাবতীয় ধনে ধনী এবং ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়ের অর্থাৎ খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। [৩] তাঁহার মধ্যে বিজ্ঞানের ও বিদ্যার যাবতীয় নিধি নিভৃত রহিয়াছে। [৪] কেহ যেন প্রলোভক কথাতে তোমাদিগকে মুগ্ধ না করে, এই নিমিত্তে ইহা কহিলাম। [৫] কেননা শরীরে অনুপস্থিত হইলেও আমি আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে২ আছি, এবং আনন্দ পূর্ব্বক তোমাদের সুরীতি ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় গাঁথনি নিরীক্ষণ করিতেছি। [৬] অতএব খ্রীষ্টকে অর্থাৎপ্রভু যীশুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই [থাকিয়া] আচরণ কর; [৭] আর তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া লব্ধ শিক্ষানুযায়ি বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে তাহাতে উপচিয়া পড়।

[৮] সাবধান, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণাদ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া নির্ব্বাসিত না করে। তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষা ও জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়। [৯] কেননা ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিক রূপে তাঁহাতে বাস করে, [১০] এবং তোমরা তাঁহাতে সম্পূর্ণ আছ। তিনি যাবতীয় আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক। [১১] এবং তাঁহাতেই তোমরা ছিন্নত্বক্ও হইয়াছ, অর্থাৎ শরীরায়ত্ত ভাবরূপ পাপদেহ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করণে খ্রীষ্টের [কৃত] ত্বক্ছেদেই অহস্তকৃত ত্বক্ছেদ পাইয়াছ। [১২] ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতেই মৃতগণের মধ্যহইতে তাঁহার উত্থাপনকারি ঈশ্বরের কার্য্যসাধক শক্তিজাত বিশ্বাস

দ্বারা তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ। [১৩] এবং [ঈশ্বর] তোমাদিগকে, হাঁ, অপরাধে ও শরীরায়ত্ত ভাবরূপ অত্বক্‌ছেদাবস্থাতে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধরূপ ঋণ ক্ষমা করিয়াছেন; [১৪] আমাদের প্রতিকূল যে বিধিকলাপ সম্বলিত হস্তলিপি আমাদের বিপক্ষ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লট্‌কাইয়া রহিত করিয়াছেন। [১৫] এবং আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকল [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ফেলিয়া নিন্দাস্পদ করিয়া তাঁহাতেই স্পষ্টরূপে পরাজিত শত্রুবৎ দেখাইয়াছেন।

[১৬] অতএব ভোজনপানে, কিম্বা উৎসব কি অমাবস্যা কি বিশ্রামবার ইত্যাদি বিষয়ে কেহ তোমাদের বিচারকর্ত্তা না হউক। [১৭] এ সকল তো ভাবি বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। [১৮] নম্রতাতে ও স্বর্গদূতগণের পূজাতে স্বেচ্ছাচারি যে ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে বিহার করত আপন শরীরায়ত্ত বিবেকের গর্ব্বে বৃথা গর্ব্বিত হয়, [১৯] কিন্তু সংস্পর্শ ও বন্ধন সকলদ্বারা পোষিত ও সংসক্ত সমস্ত দেহ যাঁহাহইতে ঈশ্বরীয় বৃদ্ধি পাইয়া বাড়িতেছে, সেই মস্তক অবলম্বন না করে, এমত কোন ব্যক্তিদ্বারা আপনাদিগকে [অযোগ্য বলিয়া] জয়মুকুটে বঞ্চিত হইতে দিও না। [২০] তোমরা যদি জগতের অক্ষরমালা ছাড়িতে খ্রীষ্টের সহিত মৃত হইয়াছ, তবে কেন জগজ্জীবি লোকদের ন্যায় আপনাদিগকে এই ২ বিধানে সম্মত দেখাইতেছ, যথা, [২১] ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? [২২] সেই সকল বস্তু তো ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তেই হইয়াছে। উক্ত বিধান মনুষ্যদের আজ্ঞার ও শিক্ষার অনুরূপ। [২৩] ইষ্টভজনশীলতা ও নম্রতা ও দেহের প্রতি নির্দ্দয়তাক্রমে তাহা বিজ্ঞান নামে কীর্ত্তিত বটে, তথাপি কিছুর মধ্যে গণ্য নয়; তাহা শরীরায়ত্ত ভাবের তৃপ্তিকর।

৩ অধ্যায়।

[১] অতএব তোমরা যদি খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তবে ঈশ্বরের দক্ষিণে যে স্থানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই ঊর্দ্ধ্ব স্থানের বিষয় চেষ্টা কর। [২] ঊর্দ্ধ্বস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয় ভাবিও না। [৩] কেননা তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরেতে গুপ্ত রহিয়াছে। [৪] তোমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত তোমরাও সপ্রতাপে প্রত্যক্ষ হইবা।

[৫] অতএব তোমরা পৃথিবীস্থ আপন ২ অঙ্গ সকল, অর্থাৎ বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, কুঅভিলাষ, এবং প্রতিমাপূজাবিশেষ যে লোভ, এই সকল মৃত্যুসাৎ কর। [৬] কেননা এই সকলের কারণ অনাজ্ঞাবহতার সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ উপস্থিত হয়। [৭] পূর্ব্বে যখন তোমরা এই সকলেতে জীবিত ছিলা, তখন তোমরাও এই সকলেতে চলিতা। [৮] কিন্তু সম্প্রতি তোমরাও এই সকল [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ত্যাগ কর; ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা, ও মুখনিঃসৃত কুৎসিত আলাপ [ত্যাগ কর]। [৯] এক জন অন্য জনকে মিথ্যা কথা কহিও না। কেননা তোমরা তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ পুরাতন পুরুষকে [জীর্ণ বস্ত্রবৎ] ত্যাগ করিয়াছ, [১০] এবং যে নূতন পুরুষ আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্ত্যনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে নূতনীকৃত হইতেছে, তাহাকে পরিধান করিয়াছ। [১১] ইহাতে গ্রীক কি যিহূদী, ছিন্নত্বক্‌ কি অচ্ছিন্নত্বক্‌, অসভ্য লোক, স্কুথীয়, দাস, স্বাধীন, ইহার কিছু নাই, কিন্তু খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা।

[১২] অতএব তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত পবিত্র ও প্রিয় লোকদের উপযুক্ত মতে করুণাময় স্নেহ, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃদুতা, সহিষ্ণুতা পরিধান কর। [১৩] পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি কাহাকে দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর। [১৪] এবং এই সকলের উপরে প্রেম [বাঁধ]; কেননা তাহা সিদ্ধির বন্ধনী। [১৫] এবং খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; তোমরা তো তাহারই নিমিত্তে এক দেহে আহূত হইয়াছ। আর কৃতজ্ঞ হও।

[১৬] খ্রীষ্টের বাক্য বাহুল্যরূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা যাবতীয় বিজ্ঞতাতে পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান করত গীত, স্তোত্র ও আধ্যাত্মিক সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা অনুগ্রহের অধীনে আপন ২ হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর। [১৭] এবং বাক্যেতে কি ক্রিয়াতে যে কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, [এবং] তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

[১৮] হে নারীগণ, প্রভুর অধীনে যেমন উপযুক্ত, তদ্রূপ তোমরা আপন ২ স্বামির বশতাপন্না হও। [১৯] হে স্বামিগণ, তোমরা আপন ২ ভার্য্যাকে প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটু ব্যবহার করিও না। [২০] হে সন্তানগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা প্রভুর অধীনে তাহাই প্রীতিজনক। [২১] হে পিতারা, তোমরা আপন ২ সন্তানদিগকে ত্যাক্ত করিও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। [২২] হে দাসগণ, তোমরা সর্ব্ববিষয়ে সাংসারিক প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ সেবাদ্বারা মনুষ্যের প্রীতিকরের মত নয়, কিন্তু হৃদয়ের সরলতাতে প্রভুকে ভয় করত [কার্য্য কর]। [২৩] যে কিছু কর না কেন মনুষ্যের উদ্দেশে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত পরিশ্রম কর; [২৪] কেননা প্রভুহইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবা, ইহা জ্ঞাত আছ; প্রভু খ্রীষ্টের নিমিত্তে দাসত্ব স্বীকার কর। [২৫] বস্তুতঃ যে অন্যায়

করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের প্রতিফল পাইবে; ইহাতে মুখাপেক্ষা নাই।

৪ অধ্যায়।

১ হে প্রভুগণ, স্বর্গে তোমাদেরও এক প্রভু আছেন, ইহা জানিয়া দাসগণের প্রতি ন্যায় ব্যবহার ও সাম্য স্বীকার কর।

২ তোমরা প্রার্থনাতে অধ্যবসায়ী হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে তাহাতে জাগ্রৎ থাক। ৩ এবং এককালে আমাদের জন্যেও ইহা প্রার্থনা কর, যেন খ্রীষ্টের নিগূঢ় বিষয় জ্ঞাত করণার্থে ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে বাগ্দ্বার খুলিয়া দেন; ৪ কেননা আমি যেন উপযুক্ত কথা বলিয়া তাহা ব্যক্ত করি, তজ্জন্য তাহার নিমিত্তে বদ্ধও আছি। ৫ তোমরা বহিঃস্থ লোকদের প্রতি বিজ্ঞতা পূর্ব্বক আচরণ কর, ও সুসময় [দেখিলেই] আপনাদের জন্যে ক্রয় কর। ৬ তোমাদের আলাপ সর্ব্বদা অনুগ্রহের অধীন ও লবণেতে আস্বাদযুক্ত হউক, বিশেষতঃ কাহাকে কেমন উত্তর দিতে হয়, এমত জ্ঞান তোমাদের হউক।

৭ প্রভুর অধীনে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরিচারক ও সহদাস যে তুখিকঃ, সে তোমাদিগকে আমার সমস্ত বিষয় জানাইবে। ৮ আমরা কেমন আছি, তোমরা যেন তাহা জানিতে পার, এবং সে যেন তোমাদের হৃদয়কে আশ্বাস দেয়, তজ্জন্য আমি তোমাদের কাছে তাহাকে পাঠাইলাম। ৯ এবং তোমাদের [স্বদেশীয়] ওনীষিমঃ নামক এক বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভ্রাতাকেও পাঠাইলাম; ইহারা এখানকার সমস্ত সমাচার তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবে।

১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণব্বার কুটুম্ব মার্ক, ও যুষ্ট নামে বিখ্যাত যীশু, ইহারা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। মার্কের বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; সে যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে গ্রহণ করিও। ১১ ছিন্নত্বক্ লোকদের মধ্যে কেবল এই কএক জন ঈশ্বর-রাজ্যের পক্ষে [আমার প্রণয়ি] সহকারী; ইহারা আমার শান্তিজনক হইয়াছে। ১২ খ্রীষ্টের দাস যে তোমাদের [স্বদেশীয়] ইপাফ্রা, সে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে; তোমরা যেন ঈশ্বরের সমস্ত বাসনাতে সিদ্ধ ও কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থির থাক, তন্নিমিত্ত সে সতত প্রার্থনাতে তোমাদের পক্ষে প্রাণপণ করিতেছে। ১৩ ইহাতে তোমাদের এবং লায়দিকেয়াস্থ ও হিয়রাপলিস্থ [ভ্রাতৃগণের] নিমিত্তে তাহার বড় আয়াস হইতেছে, এতদ্বিষয়ে আমি তাহার সাক্ষী আছি। ১৪ আর লূক নামে প্রিয় চিকিৎসক, এবং দীমাঃ, ইহারাও তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ১৫ তোমরা লায়দিকেয়া নিবাসি ভ্রাতৃগণকে ও নুম্ফাকে ও তাহার গৃহস্থিত মণ্ডলীকে মঙ্গলবাদ দেও। ১৬ এবং তোমাদের নিকটে এই পত্র পাঠ হইলে পর যাহাতে লায়দিকেয়াস্থ মণ্ডলীতেও তাহা পাঠ করা যায়, এমত চেষ্টা করিবা; এবং লায়দিকেয়াহইতে যে পত্র [পাইবা], তাহা তোমরাও পাঠ করিবা। ১৭ এবং আর্খিপ্পকে বলিও, তুমি প্রভুর অধীনে যে পরিচারকত্বপদ পাইয়াছ, তাহাতে সাবধান থাক, যেন তাহা সম্পন্ন কর।

১৮ এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। তোমরা আমার বন্ধন স্মরণ কর। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত যে থিষলনীকীয় লোকদের মণ্ডলী, তাহার প্রতি পৌল ও সীল ও তীমথিয় [পত্র লিখিতেছে]। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

২ আমরা তোমাদের সকলের নিমিত্তে সতত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, বিশেষতঃ প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি, ৩ এবং আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিরন্তর তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য ও প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রত্যাশার স্থৈর্য্য স্মরণ করিয়া থাকি। ৪ বস্তুতঃ, হে ঈশ্বরের প্রেমপাত্র ভ্রাতৃগণ, আমরা জানি, তোমরা মনোনীত লোক; ৫ কেননা আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কেবল বাক্য সম্বলিত না হইয়া শক্তি ও পবিত্র আত্মা ও বড় কৃতনিশ্চয়তাযুক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; আমরা তোমাদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের নিমিত্তে কি প্রকার লোক ছিলাম, তাহা তোমরা তো জ্ঞাত আছ। ৬ এবং তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার দত্ত আনন্দেতে বাক্যটী গ্রাহ্য করিয়া আমাদের এবং প্রভুরও এমত অনুকারী হইয়াছ, ৭ যে মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশের যাবতীয় বিশ্বাসি লোকের আদর্শ হইয়াছ। ৮ বস্তুতঃ তোমাদের হইতে প্রভুর বাক্য প্রণাদিত হইয়াছে; ঈশ্বরে তোমাদের বিশ্বাস করণের বার্ত্তা কেবল মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশে নয়, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে; তজ্জন্য আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ৯ কারণ তাহারা আপ-

নারা আমাদের বিষয়ক বার্ত্তা প্রচার করত, তোমাদের নিকটে আমাদের কীদৃশ প্রবেশ হইয়াছিল, এবং তোমরা কি প্রকারে দেবতাদের মূর্ত্তিহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া জীবনময় সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে, [১০] এবং স্বর্গহইতে তাঁহার পুত্রের আগমন, অর্থাৎ তাঁহাকর্ত্তৃক মৃতগনের মধ্যহইতে উত্থাপিত যে যীশু আগামি ক্রোধহইতে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, [এই সকলের বর্ণনা করিতেছে]।

২ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনারা জান, তোমাদের নিকটে আমাদের প্রবেশ বৃথা হয় নাই। [২] বরং তোমরা জান, ফিলিপীতে দুঃখভোগ ও অপমান সহ্য করণানন্তর আমরা আপন ঈশ্বরে সাহসী হইয়া বড় প্রাণপন পূর্ব্বক তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা কহিয়াছিলাম। [৩] কেননা আমাদের উপদেশ ভ্রান্তি কিম্বা অশুচিতামূলক কিম্বা ছলযুক্ত নহে। [৪] কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদের পরীক্ষা করন পূর্ব্বক আমাদের নিকটে সুসমাচার গচ্ছিত করিয়াছেন, তেমনি কহিতেছি; আমরা মনুষ্যদের প্রীতিকর না হইয়া আমাদের হৃদয়পরীক্ষাকারি ঈশ্বরের প্রীতিকর হইয়া [কহিতেছি]। [৫] তোমরা তো জান, আমরা কখন চাটুকথনে কিম্বা লোভজন্য ছলেতে লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী। [৬] এবং তোমাদের কি অন্যদের, কোন মনুষ্যের নিকটে প্রশংসা পাইতে চেষ্টা করি নাই। সত্য, খ্রীষ্টের প্রেরিত হওয়াতে আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারিতাম; [৭] কিন্তু তোমাদের মধ্যে বৎসল হইয়া, যে স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদিগের লালন পালন করে, [৮] তাহার ন্যায় আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, আপন ২ প্রানও তোমাদিগকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতুক তোমরা আমাদের প্রিয় পাত্র ছিলা। [৯] বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের স্মরণে আছে; তোমাদের কাহারো ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য আমরা দিবারাত্রি কার্য্য করিয়া তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম। [১০] আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের কাছে কেমন সাধু ও যাথার্থিক ও নির্দ্দোষাচারী ছিলাম, তাহার সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও আছেন। [১১] তোমরা তো জান, পিতা যেমন আপন সন্তানদিগকে, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে আশ্বাস দিতাম ও সান্ত্বনা করিতাম, [১২] এবং নিজ রাজ্যের ও প্রতাপের নিমিত্তে তোমাদিগকে আহ্বানকারি ঈশ্বরের উপযুক্ত মতে চলিতে দৃঢ় আজ্ঞা দিতাম।

[১৩] এই কারণ আমরাও নিরন্তর ইহার জন্যে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, যে আমাদের মুখে ঈশ্বরের বার্ত্তারূপ বাক্য শুনিতে পাইয়া তোমরা মনুষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য জানিয়া তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলা। তাহা ঈশ্বরের বাক্য বটে, এবং বিশ্বাসকারি তোমাদের মধ্যে নিজ কার্য্য সাধনও করিতেছে। [১৪] কেননা, হে ভ্রাতৃগন, যিহূদিয়া দেশে ঈশ্বরের যে ২ মণ্ডলী খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তোমরা তাহাদের অনুকারী হইয়াছ; ফলতঃ উহারা যিহূদি লোকহইতে যে প্রকার দুঃখ পাইয়াছে, তোমরাও আপনাদের স্বজাতীয় লোকহইতে সেই প্রকার দুঃখ পাইয়াছ। [১৫] যিনি প্রভু, ঐ যিহূদিরা সেই যীশুকে ও স্বজাতীয় ভাববাদিগণকে বধ করিয়াছে, এবং আমাদিগকেও তাড়াইয়া দিয়াছে, এবং ঈশ্বরের অপ্রীতিকর ও সকল মনুষ্যের বিপক্ষ হইয়াছে; [১৬] বিশেষতঃ পরিত্রাণার্থে পরজাতীয়দের সহিত আলাপ করিতে আমাদিগকে বারন করিতেছে; এই রূপে সতত আপন পাপের পরিমাণ পূর্ণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের নিকটে অন্তক ক্রোধ উপস্থিত হইল।

[১৭] পরন্তু, হে ভ্রাতৃগন, ক্ষণকাল মাত্র হৃদয়ে নয়, কেবল মুখে তোমাদের হইতে বিরহিত হইলে পর আমরা দৃঢ় আকাংক্ষা বশতঃ তোমাদের মুখদর্শন পাইবার নিমিত্তে আরও যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলাম। [১৮] তজ্জন্য আমরা, বিশেষতঃ আমি পৌল, দুই এক বার তোমাদের কাছে যাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা জন্মাইল। [১৯] কেননা আমাদের প্রত্যাশা কি? আনন্দ বা কি? শ্লাঘার যোগ্য মুকুট বা কি? আমাদের প্রভু যীশুর আগমনকালে কি তাঁহার সাক্ষাতে তোমরাও তাহা নহ? [২০] অবশ্য, তোমরা আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।

৩ অধ্যায়।

[১] অতএব, আর সহিতে না পারাতে আমরা আথীনীতে একাকী অবশিষ্ট থাকিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, [২] এবং আমাদের ভ্রাতা ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের সহকারী যে তীমথিয় তাহাকে প্রেরণ করিয়া তোমাদিগকে সুস্থির করিতে এবং তোমাদের বিশ্বাসের জন্যে আশ্বাস দিতে [আদেশ করিয়াছিলাম], [৩] পাছে এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল হয়। তোমরা তো আপনারা জান, আমরা ক্লেশে নিযুক্ত লোক; [৪] আর বাস্তবিক আমাদের ক্লেশ যে ঘটিবে, ইহা আমরা অগ্রে, যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে বলিতাম; আর তাহাই ঘটিয়াছে, এবং তোমরা তাহা জ্ঞাত আছ। [৫] তজ্জন্যই আমি আর সহিতে না পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্তে [তাহাকে] পাঠাইয়াছিলাম, কেননা পাছে পরীক্ষক তোমাদের পরীক্ষা করিলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইয়া পড়ে, [এমত আশঙ্কা হইয়াছিল]। [৬] কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের নিকটহইতে আমাদের

কাছে আসিয়া তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের [বার্ত্তা], এবং আমরা যেমন তোমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী, তোমরাও তেমনি সতত আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রণয় পূর্ব্বক আমাদিগকে স্মরণ করিতেছ, এই শুভ সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছে। ৭ হে ভ্রাতৃগণ, ইহাতে তোমাদের বিষয়ে আমরা যাবতীয় দুর্গতির ও ক্লেশের মধ্যে তোমাদের বিশ্বাসদ্বারা আশ্বাস পাইলাম। ৮ কেননা এখন যদি তোমরা প্রভুতে স্থির রহিয়াছ, তবে আমরা বাঁচিলাম। ৯ বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে আনন্দ করি, সেই সমস্ত আনন্দের প্রতিদানস্বরূপ তোমাদের জন্যে ঈশ্বরকে কীদৃশ ধন্যবাদ দিতে পারি? ১০ আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখিতে পাই, এবং তোমাদের বিশ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করিতে পারি, এই জন্যে রাত দিন প্রচুর পরিমাণে প্রার্থনা করিতেছি। ১১ আমাদের পিতা ঈশ্বর আপনি এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করুন।

১২ পরন্তু তোমাদের প্রতি আমরা যেমন হইয়াছি, প্রভু তোমাদিগকেও তেমনি পরস্পর ও সকলের প্রতি প্রেমে বর্দ্ধিষ্ণু করুন ও উপচিয়া পড়িতে দিউন; ১৩ এই রূপে তোমাদের হৃদয় সুস্থির, এবং যে দিনে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার সমস্ত পবিত্র লোকের সহিত আগমন করিবেন, সেই দিনে আমাদের পিতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে পবিত্রতাতে অনিন্দনীয় করুন।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে আমরা প্রভু যীশুর অধীনে বিনয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে চেতনা দিয়া কহিতেছি, কেমন আচরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রীতিকর হইতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ও যেরূপ আচরণ করিতেছ, তদনুরূপ [ফলে] অধিক উপচিয়া পড়। ২ কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা তোমাদিগকে কি ২ আদেশ দিয়াছি, তাহা জ্ঞাত আছ। ৩ ফলতঃ ঈশ্বরের বাসনা কি? না, তোমাদের পবিত্রতালাভ, অর্থাৎ তোমরা যেন ব্যভিচারকর্ম্মহইতে দূরে থাক, ৪ তোমাদের প্রত্যেক জন যেন পবিত্রতাবর্দ্ধনের ও সমাদরের অধীনে নিজ ২ ভাণ্ড লাভ করিতে জানে; ৫ ঈশ্বরানভিজ্ঞ পরজাতীয় লোকদের ন্যায় কামমোহের বশবর্ত্তী না হয়; ৬ কেহ যেন অত্যাচার করিয়া ব্যাপারে আপন ভ্রাতাকে না ঠকায়। কেননা আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে সাক্ষ্য দিয়া যে প্রকার কহিয়াছি, তদনুসারে প্রভু এই সকলের প্রতিফলদাতা। ৭ ঈশ্বর আমাদিগকে তো অশুচিতার আশয়ে আহ্বান করেন নাই, কিন্তু পবিত্রতাবর্দ্ধনের অধীনে। ৮ অতএব যে ব্যক্তি [এই ২ কথা] অগ্রাহ্য করে, সে মনুষ্যকে অগ্রাহ্য করে তাহা নয়, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে যিনি নিজ পবিত্র আত্মাকেই তোমাদের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন।

৯ ভ্রাতৃপ্রেম বিষয়ে তোমাদের প্রতি কিছু লেখা অনাবশ্যক, কারণ তোমরা আপনারা পরস্পর প্রেম করিতে ঈশ্বরের শিক্ষিত লোক। ১০ এবং বাস্তবিক সমস্ত মাকিদনিয়া নিবাসি যাবতীয় ভ্রাতৃগণের প্রতি তাহা করিতেছ; তথাপি তোমাদিগকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, হে ভ্রাতৃগণ, আরো অধিক উপচিয়া পড়। ১১ এবং বহিঃস্থ লোকদের প্রতি তোমরা যেন শিষ্টাচারী হও, এবং কাহারো [উপকারে] তোমাদের প্রয়োজন না হয়, ১২ তজ্জন্য আমাদের প্রদত্ত আদেশানুসারে শান্ত ও আপন ২ বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে ও স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে স্পর্দ্ধা কর।

১৩ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে নিদ্রাণ লোকদের বিষয় অজ্ঞাত থাক, ইহা আমাদের অভিমত নয়, পাছে প্রত্যাশাবিহীন অপরদিগের ন্যায় দুঃখার্ত্ত হও। ১৪ বস্তুতঃ যীশু মরিয়া পুনরায় উঠিলেন ইহা যদি আমরা বিশ্বাস করি,তবে [জানি], ঈশ্বর যীশুদ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও তদ্রূপ তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন। ১৫ কেননা আমরা প্রভুর বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে ইহা কহিতেছি, যে আমরা যত জীবিত লোক প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ জয়ধ্বনি, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চরব ও ঈশ্বরীয় তূরীবাদ্য পুরঃসর প্রভু আপনি স্বর্গহইতে নামিয়া আসিবেন, তাহাতে অগ্রে খ্রীষ্টাশ্রিত মৃত লোকেরা উঠিবে। ১৭ পরে আমরা যত জীবিত লোক অবশিষ্ট থাকিব, সকলে প্রভুর প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্তে এককালে তাহাদের সহিত মেঘরথে আকাশে নীত হইব; এবং এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব। ১৮ অতএব তোমরা এই সকল কথা লইয়া এক জন অন্য জনকে প্রবোধ দেও।

৫ অধ্যায়।

১ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ ২ কালের কি সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক।২ কারণ আপনারা বিলক্ষণরূপে জান, রাত্রিকালে যেমন চোর তেমনি প্রভুর দিন আইসে। ৩ ফলতঃ লোকেরা যখন বলে, শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা, তখন তাহাদের কাছে গর্ব্ভবতীর প্রসববেদনার ন্যায় আকস্মিক সংহার উপস্থিত হয়, তাহারা কোন ক্রমে এড়াইতে পারে না। ৪ কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নহ, অতএব তোমাদের নিকটে সেই দিবস কেন চোরের ন্যায় হঠাৎ উপস্থিত হইবে? ৫ তোমরা তো সকলে আলোর সন্তান ও দিবসের সন্তান; আমরা রাত্রির কিম্বা অন্ধকারের লোক নহি। ৬ অতএব আইস, আমরা অপরদিগের ন্যায় না ঘুমাই, বরং জাগিয়া প্রবুদ্ধ থাকি। ৭ কারণ

যাহারা ঘুমায়, তাহারা রাত্রিতেই ঘুমায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়। ৮ কিন্তু আমরা দিবসের সন্তান; অতএব আইস, আমরা বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা পরিয়া পরিত্রাণের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিয়া প্রবুদ্ধ থাকি। ৯ কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের পাত্র হওনার্থে নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা পরিত্রাণলাভার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১০ ফলতঃ জাগ্রৎ থাকিলে কিম্বা নিদ্রা গেলে আমরা যেন খ্রীষ্টের সঙ্গেই জীবিত থাকি, এই জন্যে তিনি আমাদের নিমিত্তে মরিলেন। ১১ অতএব তোমরা যেমন করিয়া থাক, তেমনি পরস্পর আপনাদিগকে প্রবোধ দেও, এবং এক জন অন্য জনের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক হও।

১২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কাছে আমাদের আর এক নিবেদন এই; যাহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করে ও প্রভুর অধীনে তোমাদের পালন করে ও তোমাদিগকে চেতনা দেয়, তাহাদিগকে মান্য কর, ১৩ এবং তাহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রেমের যোগ্য জ্ঞান কর। আপনাদের মধ্যে ঐক্য রাখ। ১৪ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা অনুনয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে কহিতেছি, অনিয়মিতাচারিদিগকে চেতনা দেও, ক্ষীণসাহসদিগকে সান্ত্বনা কর, দুর্ব্বলদিগের সাহায্য কর, সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। ১৫ সাবধান, অপকারের শোধ বলিয়া কেহ কাহারো প্রত্যপকার না করুক, কিন্তু পরস্পর এবং সকলের প্রতি সর্ব্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর। ১৬ সতত আনন্দ কর। ১৭ নিরন্তর প্রার্থনা কর। ১৮ সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহা তোমাদের উদ্দেশে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ১৯ আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না। ২০ ভাববাণী হেয়জ্ঞান করিও না। ২১ কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ। ২২ সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয়হইতে দূরে থাক।

২৩ আর শান্তির [আকর] ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা ও প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন সময়ে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক। ২৪ তোমাদের আহ্বানকারী বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা করিবেন।

২৫ হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ২৬ পবিত্র চুম্বনেতে ভ্রাতা সকলকে মঙ্গলবাদ দেও। ২৭ আমি তোমাদিগকে প্রভুর দিব্য দিয়া এই আজ্ঞা করিতেছি, যাবতীয় পবিত্র ভ্রাতার কাছে এই পত্র পাঠ করা যাউক।

২৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

থিষলনীকীয়দের প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

১ অধ্যায়।

১ আমাদের পিতা ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত যে থিষলনীকীয় লোকদের মণ্ডলী, তাহার প্রতি পৌল ও সীল ও তীমথিয় [পত্র লিখিতেছে]। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিমিত্তে সতত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বদ্ধ আছি; তাহা উপযুক্ত বটে, কেননা তোমাদের বিশ্বাস অত্যন্ত বাড়িতেছে, এবং একে২ সকলের পরস্পর তোমাদের প্রেম বহুলীকৃত হইতেছে। ৪ তাহাতে যাবতীয় তাড়না ও ক্লেশ সহ্য করণে তোমাদের স্থৈর্য্য ও বিশ্বাস প্রযুক্ত আমরা আপনারা ঈশ্বরের মণ্ডলীগণের মধ্যে তোমাদের শ্লাঘা করিতেছি। ৫ আর তাহা ঈশ্বরের ন্যায্য বিচারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কেননা তোমরা যাহারই নিমিত্তে দুঃখভোগ করিতেছ, সেই ঈশ্বররাজ্যের যোগ্য পাত্র আছ, ইহা তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ৬ ঈশ্বরের কাছে ইহা তো ন্যায্য, যে স্বর্গহইতে আপনার পরাক্রমসাধক দূতগণের সহিত প্রভু যীশুর প্রকাশপ্রাপ্তিতে তিনি প্রতিফলরূপে তোমাদের ক্লেশদাতা সকলকে ক্লেশ দিবেন, ৭ এবং ক্লেশের পাত্র যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিরাম দিবেন। ৮ তৎকালে ঈশ্বরানভিজ্ঞ লোকদিগকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ সকলকে তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে সমুচিত দণ্ড দিবেন; ৯ তাহাতে প্রভুর শ্রীমুখহইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপহইতে দূরে [থাকিয়া] তাহারা অনন্তকালস্থায়ি সংহাররূপ দণ্ড ভোগ করিবে। ১০ আর তখন তিনি আপন পবিত্র লোকসমূহে গৌরবান্বিত হইতে, এবং তোমাদের কাছে আমাদের প্রমাণ যাদৃশ বিশ্বাসপূর্ব্বক গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশ বিশ্বাসকারী সকলেতে সেই দিনে বিস্ময়যুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইতে আগমন করিবেন। ১১ এই জন্যে আমরা তোমাদের নিমিত্তে সর্ব্বদা এই প্রার্থনাও করিতেছি; আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই আহ্বানের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করুন; এবং মঙ্গলভাবের যাবতীয় সুমতি ও বিশ্বা-

সের কর্ম্ম সপ্রভাবে সম্পূর্ণ করিয়া দিউন; ১২ এই রূপে আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহানুসারে তোমাদিগেতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের [গৌরব], এবং তাঁহাতে তোমাদের গৌরবলাভ হউক।

২ অধ্যায়।

১ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁহার সমীপে আমাদের সংগৃহীত হওন বিষয়ে তোমাদিগকে এই বিনতি করিতেছি; ২ প্রভুর দিন উপস্থিত হইল বলিয়া তোমরা কোন আত্মার দ্বারা কিম্বা আমাদের নামে কল্পিত বাক্য কি পত্রদ্বারা হঠাৎ চঞ্চলমতি কি উদ্বিগ্ন হইও না। ৩ কোন প্রকারে তোমাদিগকে ভুলাইতে কাহাকেও দিও না; কেননা অগ্রে ধর্ম্মহইতে অপক্রমের প্রাদুর্ভাব হইবে, এবং বিনাশের পাত্র সেই পাপ-পুরুষ প্রকাশ পাইবে। ৪ সে প্রতিরোধী হইয়া যাবতীয় ঈশ্বরনামধারিহইতে ও পূজ্য পাত্রহইতে আপনাকে উচ্চ মানিয়া ঈশ্বরের প্রাসাদে বসিয়া ঈশ্বর আছি বলিয়া আপনাকে দেখাইবে। ৫ আমি পূর্ব্বে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তাহাই কহিতাম, ইহা কি তোমাদের স্মরণ হয় না? ৬ আর স্বসময়ে তাহার প্রকাশপ্রাপ্তির নিমিত্তে এখন যাহা [তাহাকে] নিবারণ করিতেছে, তাহা তোমরা জান। ৭ বস্তুতঃ অধর্ম্মের নিগূঢ় বিষয় এই কালেও নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে; অদ্যাপি যে নিবারণ করিতেছে, কেবল তাহার দূরীভূত হইবার অপেক্ষাতে [গুপ্ত রহিয়াছে]। ৮ সে দূরীকৃত হইলে ঐ অধর্ম্মী প্রকাশ পাইবে, কিন্তু প্রভু যীশু আপন মুখের পবনদ্বারা তাহাকে সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের আবির্ভাবদ্বারা তাহাকে লোপ করিবেন। ৯ শয়তানের কার্য্যসাধনক্রমে সেই ব্যক্তির আগমন বিনাশপাত্রদের জন্যে মিথ্যামতের যাবতীয় প্রভাব ও নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণযুক্ত এবং অধার্ম্মিকতার যাবতীয় প্রতারণাযুক্ত; ১০ কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে সত্যের অনুরাগ গ্রাহ্য করে নাই। ১১ আর সেই জন্যে ঈশ্বর ঐ মিথ্যামতে তাহাদের বিশ্বাস হইবার নিমিত্তে তাহাদের প্রতি ভ্রান্তির কার্য্যসাধক শক্তি প্রেরণ করেন। ১২ ইহার অভিপ্রায় এই, যাহারা সত্যে বিশ্বাস না করিয়া অধার্ম্মিকতাতে প্রীত হয়, সেই সকলের বিচার করা যাইবে।

১৩ কিন্তু, হে প্রভুর প্রেমপাত্র ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদের নিমিত্তে সতত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বদ্ধ আছি; কেননা ঈশ্বর আদিহইতে তোমাদিগকে আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে পরিত্রাণের জন্যে মনোনীত করিয়াছেন, ১৪ এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপলাভার্থে আমাদের সুসমাচারদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

১৫ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য কিম্বা পত্রদ্বারা যে ২ শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধারণ কর। ১৬ আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া অনন্তকালস্থায়ি সান্ত্বনা এবং অনুগ্রহমূলক উত্তম প্রত্যাশা দিয়াছেন, ১৭ তিনি আপনি তোমাদের হৃদয়কে প্রবোধ দিউন, এবং যাবতীয় সদ্বাক্যে ও সৎকর্ম্মে সুস্থির করুন।

৩ অধ্যায়।

১ শেষকথা এই; হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; ফলতঃ যেমন তোমাদের মধ্যে, তেমনি প্রভুর বাক্য যেন দ্রুতগতি ও গৌরবান্বিত হয়, ২ এবং আমরা যেন অশিষ্ট ও মন্দ মনুষ্যদের হইতে উদ্ধার পাই; কেননা সকলের বিশ্বাস নাই। ৩ কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত; তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির করিয়া মন্দহইতে রক্ষা করিবেন। ৪ পরন্তু আমাদের সমস্ত আদেশ তোমরা পালন করিতেছ এবং করিবা, প্রভুর অধীনে তোমাদিগেতে এমত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছি। ৫ প্রভু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেম ও খ্রীষ্টের স্থৈর্য্যরূপ পথ অবলম্বন করাউন।

৬ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা আমাদের হইতে প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে না চলিয়া অনিয়মিতরূপে চলে, তাহার সঙ্গ ছাড়। ৭ বস্তুতঃ কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা আপনারা জান; কেননা তোমাদের মধ্যে আমরা অনিয়মিতাচারী ছিলাম না, ৮ এবং বিনামূল্যে কাহারো অন্ন ভোজন করিতাম না, বরঞ্চ তোমাদের কাহারো ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য পরিশ্রম ও আয়াস সহকারে রাত দিন কার্য্য করিতাম। ৯ ইহাতে আমাদের অধিকার নাই, এমত নহে; কিন্তু তোমরা যেন আমাদের অনুকারী হও, এই জন্যে তোমাদের নিকটে আপনাদিগকে আদর্শ করিয়া দেখাইতে সচেষ্ট ছিলাম। ১০ বস্তুতঃ তোমাদের কাছে যখন ছিলাম, তখনও এই আদেশ দিতাম, যে যদি কেহ কার্য্য করিতে অসম্মত হয়, তবে সে আহারও না করুক। ১১ ভাল, আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ ২ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে, [অর্থাৎ] কোন কার্য্য না করিয়া অনধিকারচর্চ্চা করিতেছে। ১২ অতএব এই প্রকার লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ দিতেছি এবং অনুনয় পূর্ব্বক কহিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য্য করত আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক। ১৩ আর, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সৎকর্ম্ম করিতে নিরুৎসাহ হইও না। ১৪ কিন্তু যদি কেহ এই পত্রদ্বারা কথিত আমাদের বাক্য না মানে, তবে সে যেন লজ্জিত হয়, তজ্জন্য তাহাকে চিনিয়া রাখ, তাহার সমভিব্যাহারী

হইও না। [১৫] তথাপি তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিও না, কিন্তু ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে চেতনা দেও। [১৬] আর শান্তির প্রভু আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গী হউন।

[১৭] এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। প্রত্যেক পত্রে ইহাই অভিজ্ঞান। আমার হাতের লেখা এই প্রকার। [১৮] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র।

১ অধ্যায়।

[১] আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রত্যাশাভূমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞানুসারে খ্রীষ্ট যীশুর [নিযুক্ত] প্রেরিত পৌল [২] বিশ্বাসসম্বন্ধীয় আপনার যথার্থ পুত্র তীমথিয়ের প্রতি [পত্র লিখিতেছে]। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুহইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি [তোমার প্রতি বর্ত্তুক]।

[৩] মাকিদনিয়াতে যাত্রা করণ কালে আমি তোমাকে যেমন আদেশ দিয়াছিলাম, তেমনি [পুনরায় কহিতেছি]; তুমি ইফিষে থাকিয়া কতক লোককে এমত আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা ইতরশিক্ষা না দেয়, [৪] এবং গল্পে ও অসীম বংশাবলিতে মনোযোগ না করে; কেননা সে সকল বরং বিতণ্ডা যোগায়, কিন্তু ঈশ্বরীয় ধনাধ্যক্ষের যে কার্য্য বিশ্বাসের অধীন, তাহাতে [উপকারী হয় না]।

[৫] পরন্তু শুচি হৃদয় ও শুভ সংবেদ ও অকম্পিত বিশ্বাসমূলক যে প্রেম, তাহাই ধর্ম্মাজ্ঞার পরিণাম; [৬] কিন্তু কতক লোক এই সকলের পথহইতে ভ্রষ্ট হইয়া অলীক বাচালতারূপ বিপথে গিয়াছে। [৭] এবং যাহা বলে ও যাহার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা কহে, তাহা না বুঝিয়াও ব্যবস্থার অধ্যাপক হইতে প্রয়াস করিতেছে।

[৮] পরন্তু আমরা জানি, ব্যবস্থা উত্তম বটে, কিন্তু ব্যবস্থানুসারে তাহার ব্যবহার করিতে হয়; [৯] বিশেষতঃ ইহা জানা উচিত, যে ধার্ম্মিকের নিমিত্তে ব্যবস্থা স্থাপিত নয়, কিন্তু অধর্ম্মী ও অবাধ্য, হীনভক্তি ও পাপী, অসাধু ও ধর্ম্মাবমানক লোক, পিতৃমারক, মাতৃমারক, নরঘাতক, [১০] ব্যভিচারী, পুঙ্গামী, মনুষ্যবিক্রেতা, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাশপথকারী, কিম্বা অন্য কোন মতে নিরাময় শিক্ষার বিপরীতাচারী সকলের নিমিত্তে [ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।] [১১] পরমধন্য ঈশ্বরের তেজঃপ্রকাশক যে সুসমাচার আমার নিকটে গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সেই শিক্ষার আদর্শ।

[১২] ইহাতে যিনি আমাকে সামর্থ্য দিয়াছেন, আমাদের সেই প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহ স্বীকার করিতেছি, কেননা তিনি আমাকে বিশ্বসনীয় জ্ঞান করিয়া পরিচারকত্বপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। [১৩] পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মনিন্দক ও তাড়নাকর্ত্তা ও অপমানকারী ছিলাম, কিন্তু না বুঝিয়া অবিশ্বাসের অধীনে সেই সকল কর্ম্ম করিতাম, এই কারণ দয়া পাইয়াছি। [১৪] এবং আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে অতিশয় প্রচুররূপে ফলবান হইয়াছে। [১৫] এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়, যথা, খ্রীষ্ট যীশু পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য, [১৬] কিন্তু দয়া পাইয়াছি, কারণ যে সকল লোক অনন্ত জীবনের নিমিত্তে তাঁহার উপরে বিশ্বাস করিবে, তাহাদের আদর্শ আমি যেন হই, তজ্জন্য খ্রীষ্ট যীশু এই অগ্রগণ্য আমাতে সমস্ত চিরসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে [স্থির করিয়াছিলেন]। [১৭] যুগপর্য্যায়ের অক্ষয় অদৃশ্য রাজা যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক। আমেন।

[১৮] বৎস তীমথিয়, তোমা বিষয়ক পূর্ব্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তোমার নিকটে এই ধর্ম্মাজ্ঞা সমর্পণ করিলাম; তুমি ঐ ভাববাণী [রূপ সজ্জা] পরিয়া সেই উত্তম যুদ্ধের যোদ্ধা হও। [১৯] এবং বিশ্বাস ও শুভ সংবেদ রক্ষা কর; কেননা শুভ সংবেদ নিরস্ত করাতে কাহারো ২ বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন হইয়াছে। [২০] তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও সিকন্দর আছে; কিন্তু ইহারা যেন ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শাস্তিদ্বারা শিক্ষা পায়, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

২ অধ্যায়।

[১] ভাল, আমার সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য আদেশ এই, পুনঃ২ বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা যাউক। যাবতীয় মনুষ্যের নিমিত্তে তাহা করিতে হয়; [২] [বিশেষতঃ] রাজাদের এবং উচ্চপদান্বিত সকলের নিমিত্তে; [কেন?] আমরা যেন সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও ধীরতাতে নিরুদ্বেগ ও শান্ত জীবন যাপন করিতে পারি। [৩] তাহাই তো আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সমক্ষে উত্তম ও গ্রাহ্য। [৪] কেননা

তাঁহার বাঞ্ছা এই, যেন যাবতীয় মনুষ্য পরিত্রাণ ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। [৫] কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন, [এবং] ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু। [৬] তিনি সকলের নিমিত্তে মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য স্ব২ সময়ে [দাতব্য]। [৭] এবং আমি তাহার এক জন ঘোষণাকারী ও প্রেরিত বলিয়া নিযুক্ত; আমার এই কথা মিথ্যা নয়, খ্রীষ্টের অধীনে সত্য কহিতেছি; বিশ্বাসের ও সত্যের সম্বন্ধে আমি পরজাতীয়দের গুরু।

[৮] অতএব আমার আজ্ঞা এই, যাবতীয় স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বিতর্কে সাধু হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক; [৯] সেই প্রকারে নারীগণও লজ্জা ও বিনীতিপূর্ব্বক পরিপাটী বেশে [উপস্থিতা হউক]। তাহারা কেশবেশ ও স্বর্ণমুক্তাদির অভরণ কিম্বা বহুমূল্য পরিচ্ছদদ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত না করিয়া [১০] ঈশ্বরভক্তিস্বীকৃতা স্ত্রীদিগের যোগ্য সৎক্রিয়ারূপ ভূষণে ভূষিতা হউক। [১১] স্ত্রী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্ব্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক। [১২] আমি উপদেশ দিবার কিম্বা স্বামির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দি না; কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে আজ্ঞা করি। [১৩] যেহেতুক প্রথমে আদমকে পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা গিয়াছিল। [১৪] এবং আদম প্রবঞ্চিত হইল না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে [পতিতা] হইল। [১৫] তথাপি সন্তান প্রসব [রূপ পরীক্ষা] দিয়া পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু বিনীতিযুক্ত বিশ্বাসে ও প্রেমে ও পবিত্রতাতে তাহাদের স্থির থাকা আবশ্যক।

৩ অধ্যায়।

[১] যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাংক্ষী হয়, তবে সে উত্তম কর্ম্ম বাঞ্ছা করে, এই কথা বিশ্বসনীয়। [২] অতএব ইহা আবশ্যক, যে অধ্যক্ষ অনিন্দনীয়, কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, প্রবুদ্ধ, বিনীত, পরিপাটী, অতিথিসেবক, এবং শিক্ষাদানে নিপুণ হয়; [৩] এবং মদ্যপানে আসক্ত কিম্বা প্রহারক কিম্বা কুৎসিত লাভে ব্যাপৃত না হইয়া, ক্ষান্ত, নির্ব্বিরোধ ও নির্লোভ হয়, [৪] আপন পরিবারের পালন উত্তমরূপে করে, এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে নিজ সন্তানগণকে বশে রাখে। [৫] কিন্তু নিজ পরিবারের পালন করিতে যে না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিবে? [৬] সে নূতন শিষ্য না হউক, পাছে গর্ব্বান্ধ হইয়া শয়তানের বিচারে পতিত হয়। [৭] পরন্তু বহিঃস্থ লোকদের কাছেও উত্তম প্রমাণ বিশিষ্ট হওয়া তাহার আবশ্যক, পাছে ধিক্কারে ও শয়তানের জালে পতিত হয়।

[৮] তদ্রূপ পরিচারকদেরও আবশ্যক যে তাহারা ধীর ও দ্বিধাবাক্যরহিত হয়, এবং বহুমদ্যপানে আসক্ত কিম্বা কুৎসিত লাভে ব্যাপৃত না হয়, [৯] এবং শুচি সংবেদে বিশ্বাসের নিগূঢ় বিষয় ধারণ করে। [১০] আর অগ্রে ইহাদেরও পরীক্ষা করা যাউক, পরে অনিন্দনীয় হইলে তাহারা পরিচারকের কর্ম্ম করুক। [১১] এবং [পরিচারিকা] স্ত্রী সকলেরও তদ্রূপ ধীরা, অনপবাদিকা, প্রবুদ্ধা এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্তা হওয়া আবশ্যক। [১২] পরিচারকেরা কেবল এক ২ স্ত্রীর স্বামী হইয়া আপন ২ সন্তান প্রভৃতি পরিবারকে উত্তমরূপে পালন করুক। [১৩] কেননা যাহারা উত্তমরূপে পরিচারকের কর্ম্ম করে, তাহারা আপনাদের জন্যে ভদ্র পদ এবং খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে বড় সাহস লাভ করে।

[১৪] আমি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, এমন আশা পূর্ব্বক তোমাকে ইহা লিখিলাম; [১৫] পরন্তু [আমার বাঞ্ছা এই,] যদিস্যাৎ আমার বিলম্ব হয়, তবে ঈশ্বরের গৃহমধ্যে কি প্রকার আচার ব্যবহার করিতে হয়, তুমি যেন তাহা জ্ঞাত হও; কেননা ঐ গৃহ জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, এবং সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তিমূল। [১৬] আর ভক্তির নিগূঢ় বিষয়ের মহত্ত্ব সর্ব্বসম্মত, তাহা [এই], ঈশ্বর মাংসে প্রত্যক্ষীভূত, আত্মাতে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন, [দর্শনে] দূতগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট, পরজাতিগণের মধ্যে প্রচারিত, জগতে বিশ্বাসদ্বারা গৃহীত, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

৪ অধ্যায়।

[১] পরন্তু আত্মা স্পষ্টরূপে কহিতেছেন, উত্তরকালে কতক লোক বিশ্বাসহইতে অপক্রান্ত হইয়া ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষাতে মন দিবে। [২] যাহাদের নিজ সংবেদ দাগী হইয়াছে, এমত মিথ্যাবাদিদের কাপট্যে [ইহা ঘটিবে]। [৩] তাহারা বিবাহ করা নিষেধ করে, এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভক্ষিত হওনার্থে যাহা বিশ্বাসি ও সত্যজ্ঞাতা লোকদের নিমিত্তে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, এমত বিবিধ খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করে। [৪] ঈশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয় বস্তু তো ভাল; ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, [৫] যেহেতুক ঈশ্বরের বাক্য এবং অনুরোধদ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হয়।

[৬] এই সকল কথা ভ্রাতৃগণের হৃদয়ঙ্গম করিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবা, এবং যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুশীলন করিয়া আসিতেছ, তাহার উক্তিতে [ক্রমশঃ] পোষিত হইবা। [৭] কিন্তু ধর্ম্মবিরূপক যে গল্প সকল জরাতুর স্ত্রীলোকের যোগ্য, তাহা পরিহার করিয়া ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস কর। [৮] কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয়ে ফলদায়ক হয়; কিন্তু ভক্তি সর্ব্ববিষয়ে ফলদায়িকা, কারণ সে [জীবনের, হাঁ,] ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের প্রতিজ্ঞা সমন্বিত।

৯ এই কথা বিশ্বসনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহনীয়। ১০ বস্তুতঃ ইহারই নিমিত্তে আমরা পরিশ্রম করিতেছি ও ধিক্কার সহ্য করিতেছি; কেননা যিনি যাবতীয় মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসিবর্গের ত্রানকর্ত্তা, আমরা সেই জীবনময় ঈশ্বরেতে প্রত্যাশাকারি লোক।

১১ তুমি এই সকল বিষয় আজ্ঞা কর ও শিক্ষা দেও। ১২ কাহাকেও তোমার অল্প বয়স তুচ্ছবোধ করিতে দিও না; কিন্তু বাক্যে, আচার ব্যবহারে, প্রেমে, সদাত্মতাতে, বিশ্বাসে, ও শুদ্ধতাতে বিশ্বাসিগণের আদর্শ হও।

১৩ আমি যাবৎ উপস্থিত না হই, তাবৎ তুমি পাঠ করণে এবং প্রবোধ ও শিক্ষা দেওনে মনোনিবেশ কর। ১৪ প্রাচীনবর্গের হস্তার্পন সহকারে অনুগ্রহমূলক যে বর ভাববাণীদ্বারা তোমাকে দত্ত হইয়াছে, তোমার অন্তরস্থ সেই বর অবহেলা করিও না। ১৫ এই সকল বিষয় চিন্তা কর, এই সকলেতে স্থিতি কর, এই রূপে তোমার বুৎপত্তি সকলের প্রত্যক্ষ হউক। ১৬ আপনার বিষয়ে ও শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এই সকলেতে আস্থা কর; কেননা তাহা করিলে আপনাকে ও শ্রোতৃগণকে পরিত্রাণের পাত্র করিবা।

৫ অধ্যায়।

১ তুমি প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাহাকে পিতার ন্যায়, যুবদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, ২ প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায়, যুবতিদিগকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে ভগিনীর ন্যায় জানিয়া অনুনয় কর।

৩ যাহারা প্রকৃত বিধবা, সেই বিধবাদিগকে সমাদর কর। ৪ কিন্তু যদি কোন বিধবার পুত্র কি পৌত্র থাকে, তবে ইহারা প্রথমতঃ নিজ কুলের ভক্ত হইয়া পিতামাতার প্রত্যুপকার করিতে শিক্ষা করুক; যেহেতুক তাহাই উত্তম ও ঈশ্বরের সমক্ষে গ্রাহ্য। ৫ পরন্তু যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখিয়া রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনা করণে নিবিষ্টা থাকে। ৬ কিন্তু যে বিধবা বিলাসিনী, সে জীবদ্দশাতেই মৃতা। ৭ আর তাহারা যেন অনিন্দনীয় হয়, তন্নিমিত্ত এই সমস্ত আদেশ দেও। ৮ পরন্তু কেহ যদি আপনার সম্পর্কীয়, বিশেষতঃ নিজ বাটীর অন্তরঙ্গ লোকদের জন্যে চিন্তা না করে, তাহা হইলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে, এবং অবিশ্বাসিহইতে অধম হইয়াছে।

৯ বিধবাবর্গের মধ্যে এমত বিধবাকে গণনা করা যাউক, যাহার ন্যূনকল্পে ষষ্টি বৎসর বয়স হইয়াছে, ও একমাত্র স্বামী ছিল, ১০ এবং যাহার পক্ষে নানা সৎকর্ম্মের প্রমান পাওয়া যায়, অর্থাৎ বালকদের লালন পালন, অতিথিসেবন, পবিত্র লোকদের পাদপ্রক্ষালন, ক্লিষ্টদিগের উপকার, [ইত্যাদি] যাবতীয় সৎকর্ম্মের অনুশীলন যদি সে করিয়া থাকে, [তবে গণ্যা হইবে]। ১১ কিন্তু যুবতি বিধবাদিগকে গ্রাহ্য করিও না, কেননা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সুখভোগাসক্তা হইলে তাহারা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে চাহে; ১২ তাহাতে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে দোষিণী হয়। ১৩ তদ্ভিন্ন তাহারা বাটীতে ২ গমন কালে আলস্য শিখে, কেবল আলস্য তাহাও নয়; বরং বাচালতা ও অনধিকারচর্চ্চা পূর্ব্বক অনুচিত কথা কহিতেও শিখে। ১৪ অতএব আমার আজ্ঞা এই, যুবতি [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান উৎপন্ন করুক, গৃহিনীর কর্ম্ম করুক, [এই রূপে] বিপক্ষকে কটুবাক্যের কোন সূত্র না দিউক। ১৫ কেননা ইতিপূর্ব্বেও কতক বিধবা শয়তানের পশ্চাৎ যাইতে বিপথগামিনী হইয়াছে। ১৬ আর বিশ্বাসী কিম্বা বিশ্বাসিনী যে কোন ব্যক্তির [ঘরের মধ্যে] বিধবা লোক থাকে, সে তাহাদের উপকার করুক; মণ্ডলী সেই ভারে ভারগ্রস্ত না হউক, কিন্তু প্রকৃত বিধবাগণের প্রয়োজনীয় উপকার করুক।

১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে পালকের কর্ম্ম করে, বিশেষতঃ যাহারা [প্রভুর] বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করে, তাহারা দ্বিগুন সমাদরের যোগ্য গণিত হউক। ১৮ যেহেতুক শাস্ত্রে বলে, "তুমি "শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখে জালতি বাঁধিও না;" আরও, যথা, "কার্য্যকারি লোক আপন বেতনের যোগ্য।" ১৯ দুই তিন জন সাক্ষী ব্যতিরেকে কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করিও না। ২০ যাহারা পাপাচারী তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে দোষী করিয়া অনুযোগ কর; তাহা হইলে অন্য সকলেও ভয় পাইবে।

২১ আমি ঈশ্বরের ও প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর ও মনোনীত দূতগণের সাক্ষাতে তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি, তুমি আশুবিচার না করিয়া এই সকল বিধি পালন কর; পক্ষপাত বশতঃ কিছুই করিও না। ২২ কাহারো [মস্তকে] হস্তার্পণ করিতে ত্বরা করিও না, এবং পরপাপের ভাগী হইও না। আপনাকেই শুদ্ধ করিয়া রক্ষা কর।

২৩ তোমার উদরের কারণ ও বার ২ অসুখ প্রযুক্ত আর কেবল জল পান না করিয়া কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করিও।

২৪ কোন ২ লোকের পাপ সুস্পষ্ট, এবং বিচারের পথে তাহাদের অগ্রগামী; আর কোন ২ লোকের পাপ তাহাদের পশ্চাদ্গামী। ২৫ সৎকর্ম্মও তদ্রূপ সুস্পষ্ট; আর যাহা ২ অন্যবিধ তাহাও গুপ্ত রাখিতে পারা যায় না।

৬ অধ্যায়।

১ যে সকল লোক যোঁয়ালির অধীন দাস আছে, তাহারা আপন ২ স্বামিদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, পাছে ঈশ্বরের নাম এবং শিক্ষা নিন্দিত হয়। ২ এবং যাহাদের বিশ্বাসি স্বামী আছে, তাহারা তাহাদিগকে ভ্রাতা প্রযুক্ত তুচ্ছজ্ঞান না

করুক, কিন্তু সদ্ব্যবহারের ফলভোগিদিগকে বিশ্বাসী ও প্রিয় জানিয়া অধিক যত্নে দাস্যকর্ম্ম করুক। এ প্রকার শিক্ষা দেও ও অনুনয় কর।

৩ যে ব্যক্তি ইতর শিক্ষা দিয়া নিরাময় বাক্য অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না করে, ৪ সে গর্ব্বান্ধ, কিছুই জানে না, কিন্তু বিতণ্ডা ও বাগ্‌যুদ্ধরূপ রোগে রোগগ্রস্ত হইয়াছে। সেই বিতণ্ডাদির ফল মাৎসর্য্য, বিরোধ, নিন্দা, কুশঙ্কা, ৫ এবং নষ্টবিবেক ও হীনসত্য লোকদের চিরবিসংবাদ। এ প্রকার লোকেরা ভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান করে। তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাও। ৬ সন্তোষের সহিত ভক্তি মহালাভের উপায় বটে। ৭ কেননা এ জগতে আমরা কিছুই সঙ্গে আনি নাই; সুতরাং এ স্থানহইতে কিছু সঙ্গে লইয়া যাইতেও পারি না। ৮ যাহা হউক, আইস, গ্রাসাচ্ছাদন চলিলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। ৯ কিন্তু যাহারা ধনী হইতে মানস করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং মূঢ় ও হানিকর অভিলাষসমূহে পতিত হয়, যাহা মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে। ১০ কেননা ধনলোভ যাবতীয় মন্দের মূল; তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাসহইতে অপভ্রান্ত হইয়া অনেক যাতনারূপ কণ্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে।

১১ কিন্তু হে ঈশ্বরের লোক, তুমি এই সকলহইতে পলায়ন করিয়া ধার্ম্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, স্থৈর্য্য, মৃদু ভাব, এই সকলের অনুধাবন কর। ১২ বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; অনন্ত জীবন অবলম্বন কর; তাহারই নিমিত্তে তুমি আহূত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষির সাক্ষাতে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ। ১৩ সকলের জীবনদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের সমক্ষে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞারূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিতেছি, ১৪ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিধানকে নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ। ১৫ যিনি স্বসময়ে সেই আবির্ভাব ব্যক্ত করিবেন, তিনি পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারিদের রাজা ও প্রভুত্বকারিদের প্রভু, ১৬ অমরতার একমাত্র আকর, অগম্য দীপ্তিনিবাসী; মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখন তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, পাইতে পারেও না; তাঁহার সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ি পরাক্রম হউক। আমেন্।

১৭ যাহারা ইহলোকে ধনবান্, তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা উচ্চমনা না হয়, এবং ধনের অধ্রুবতাকে আপনাদের আশাভূমি না করে, কিন্তু যিনি আমাদের ভোগার্থে ধনবানের ন্যায় সকলই যোগাইয়া দেন, সেই জীবনময় ঈশ্বরেতে [প্রত্যাশা রাখে], ১৮ পরের উপকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হয়, মুক্তহস্ত ও দানশীল হয়, ১৯ এই রূপে যেন প্রকৃত জীবনাবলম্বী হইবার আশয়ে আপনাদের নিমিত্তে ভাবিকালের জন্যে উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি প্রস্তুত করে।

২০ হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা কর। ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বরহইতে এবং কল্পিত বিদ্যার বিরোধোক্তিহইতে পরাঙ্মুখ হও। ২১ কেননা সেই বিদ্যা অঙ্গীকার করাতে কতক লোক বিশ্বাসের পথহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। অনুগ্রহ তোমার সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

তীমথিয়ের প্রতি দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত জীবনের প্রতিজ্ঞাসম্বন্ধীয় [কার্য্যে] ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা খ্রীষ্ট যীশুর [নিযুক্ত] প্রেরিত পৌল আপন প্রিয় বৎস তীমথিয়কে [পত্র লিখিতেছে]। ২ পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুহইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি [তোমার প্রতি বর্ত্তুক]।

৩ আমি শুচি সংবেদে পূর্ব্বপুরুষাবধি যে ঈশ্বরের আরাধনা করি, তাঁহার অনুগ্রহ স্বীকার পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি রাত দিন নিজ প্রার্থনাতে অনবরত তোমাকে স্মরণ করিতেছি। ৪ এবং তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবার ইচ্ছাতে তোমাকে দেখিবার আকাংক্ষী আছি। ৫ এবং পুনরায় তোমার সেই অকল্পিত বিশ্বাসের অনুভব পাইতেছি, যাহা অগ্রে তোমার মাতামহী লোয়ীর ও তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে বাস করিত, এবং নিশ্চয় বোধ করি তোমার অন্তরেও বাস করিতেছে।

৬ এই হেতুক আমার হস্তার্পণদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রদত্ত যে বর তোমাতে আছে, তাহা উজ্জ্বল করিতে তোমাকে স্মরণ করাইতেছি। ৭ কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মাকে না দিয়া প্রভাবের ও প্রেমের ও সুবুদ্ধিপ্রদানের [আত্মাকে দিয়াছেন]।

৮ অতএব আমাদের প্রভুর [দত্ত] সাক্ষ্যের বিষয়ে, এবং তাঁহার বন্দি যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্ত্যনুসারে [আমার] সহিত সুসমাচারনিমিত্তক ক্লেশভোগ স্বী-

কার কর। [৯] তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের ক্রিয়া লইয়া এমন নয়, কিন্তু আপনার নিজ মনস্থ ও অনুগ্রহ লইয়া তাহা করিয়াছেন। সেই অনুগ্রহ অনাদিকালের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে দত্ত ছিল, [১০] এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর আবির্ভাবদ্বারা প্রত্যক্ষ হইল। কেননা তিনি মৃত্যুকে নিস্তেজ করিয়াছেন, এবং সুসমাচারদ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। [১১] আর আমি সেই সুসমাচারের ঘোষক ও প্রেরিত ও পরজাতীয়দের গুরু বলিয়া নিযুক্ত হইয়াছি। [১২] এই কারণ এত দুঃখভোগও করিতেছি, তথাপি লজ্জিত হই না, কেননা কাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা জানি, এবং আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিনের জন্যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ, ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি।

[১৩] তুমি আমার মুখে যাহা২ শুনিয়াছ, তাহা নিরাময় বাক্যের আদর্শ জানিয়া খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর। [১৪] তোমার কাছে যে উত্তম নিধি গচ্ছিত আছে, তাহা আমাদের অন্তরে বাসকারি পবিত্র আত্মাদ্বারা রক্ষা কর।

[১৫] তুমি জান, আশিয়াদেশে যাহারা আছে, তাহারা সকলে আমাতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনিও আছে। [১৬] প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে দয়া প্রদান করুন, কেননা সে বার২ আমার প্রাণ জুড়াইয়াছে, এবং আমার শৃঙ্খলে লজ্জিত হয় নাই; [১৭] বরং রোমাতে উপস্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমাকে পাইয়াছিল। [১৮] সে যাহাতে ঐ দিনে প্রভুর নিকটে দয়া পায়, প্রভু এমত অনুগ্রহ করুন। আর ইফিষে সে কত পরিচর্য্যা করিয়াছিল, তাহা তুমি বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছ।

২ অধ্যায়।

[১] অতএব, হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত অনুগ্রহে বলবান হও। [২] এবং অনেক সাক্ষি সহকারে যে২ বাক্য আমার মুখে শুনিয়াছ, তাহা এমত বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্যদিগকেও শিক্ষা দিতে নিপুণ হইবে।

[৩] তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত [আমার সহিত] ক্লেশভোগ স্বীকার কর। [৪] যোদ্ধার কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি আপনাকে সাংসারিক ব্যাপাররূপ পাশে বদ্ধ হইতে দেয় না, কিন্তু যে তাহাকে যোদ্ধা করিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারই প্রীতিকর হইতে চেষ্টা করে। [৫] পরন্তু কোন ব্যক্তি যদ্যপি মল্লযুদ্ধ করে, তথাপি বিধিমত যুদ্ধ না করিলে মুকুটে বিভূষিত হয় না। [৬] যে কৃষাণ পরিশ্রম করে, প্রথমে সে ফলের ভাগী হয়, ইহা উপযুক্ত। [৭] আমি যাহা বলি, তাহা বুঝ; বস্তুতঃ প্রভু সর্ব্ববিষয়ে তোমাকে পারদর্শিতা দিবেন।

[৮] আমার [প্রচারিত] সুসমাচারানুসারে দায়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্টকে মৃতগণের মধ্যহইতে উত্থাপিত জানিয়া স্মরণ কর। [৯] তাহা প্রচার করণে আমি দুষ্কর্ম্মির ন্যায় বন্ধনদশা পর্য্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছি; যাহা হউক, ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয় নাই। [১০] এই কারণ আমি মনোনীত লোকদের নিমিত্তে, অর্থাৎ তাহারাও যেন খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত পরিত্রাণ ও তৎসহিত অনন্তকালস্থায়ি প্রতাপ পায়, তজ্জন্য স্থির মনে সকলই সহ্য করি। [১১] এই কথা বিশ্বসনীয়; বস্তুতঃ যদি আমরা তাঁহার সহিত মৃত আছি, তবে তাঁহার সহিত জীবিতও হইব; [১২] যদি স্থির থাকি, তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও পাইব; যদি [তাঁহাকে] অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার করিবেন। [১৩] আমরা যদ্যপি অবিশ্বস্ত হই, তথাপি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কেননা তিনি আপনার স্বভাব অস্বীকার করিতে পারেন না।

[১৪] তুমি এই সকল কথা স্মরণ করাও, এবং প্রভুর সাক্ষাতে তাহাদিগকে বাগ্‌যুদ্ধ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ কর, কেননা তাহাতে কোন ফল না দর্শিয়া শ্রোতৃগণের নিপাত হয়। [১৫] তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক এবং লজ্জা পাইবার বিষয়ে নিঃশঙ্ক ও সত্যরূপ বাক্য বিভাগ করণে নিপুণ কর্ম্মকারী দেখাইতে যত্ন কর। [১৬] কিন্তু ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বরহইতে পৃথক্ হও; কেননা [তৎপ্রিয় লোকেরা] ভক্তিলঙ্ঘনে অধিক ব্যুৎপন্ন হইবে, [১৭] এবং তাহাদের উক্তি গলিত ক্ষতের ন্যায় উত্তরোত্তর ক্ষয় করিবে। হুমিনায় ও ফিলীত সেই প্রকার লোক; [১৮] ইহারা সত্যের পথহইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে, বলিয়া কতক লোকের বিশ্বাস উন্মূলন করিতেছে।

[১৯] তথাপি ঈশ্বরস্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়াছে, এবং তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, যথা, “প্রভু আপন লোকদিগকে জানেন,” এবং “যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতাহইতে অপক্রমণ করুক।” [২০] পরন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রূপার পাত্র থাকে, তাহা নয়; কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে; তাহার মধ্যে কতক বা সমাদরের, কতক বা অনাদরের পাত্র। [২১] ভাল, যদি কেহ আপনাকে শুচি করিয়া ঐ সকলহইতে পৃথক্ থাকে, তবে সে সমাদরের পাত্র, অর্থাৎ পবিত্রীকৃত, এবং স্বামির কার্য্যে উপযোগি ও যাবতীয় সৎক্রিয়ার নিমিত্তে প্রস্তুত পাত্র হইবে।

[২২] পরন্তু তুমি যৌবনাবস্থার অভিলাষহইতে পলায়ন করিয়া ধার্ম্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম, এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের সহিত ঐক্য, এই সকলের অনুধাবন কর। [২৩] কিন্তু মূঢ় ও অশিষ্ট বিতণ্ডা সকল অস্বী-

কার কর; তাহা যুদ্ধ জন্মায়, ইহা জানিবা। [২৪] আর যুদ্ধ করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত হয় না; কিন্তু সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ, অপকারের প্রতি সহনশীল হওয়া, [২৫] এবং মৃদু ভাবে বিরোধিগণকে শাসন করা তাহার উচিত; কেননা কি জানি, ঈশ্বর সত্যের তত্ত্বজ্ঞানার্থে তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তনরূপ বর দিবেন, [২৬] তাহা হইলে শয়তানের ইচ্ছা সাধনার্থে তাহার জালে ধৃত সেই লোকেরা প্রবুদ্ধ হইয়া তাহার ফাঁদহইতে উদ্ধার পাইবে।

৩ অধ্যায়।

[১] কিন্তু অন্তিম কালে দুঃসহ সময় উপস্থিত হইবে, ইহা জ্ঞাত হও। [২] ফলতঃ মনুষ্যেরা আত্মপ্রেমী, ধনলোভী, দাম্ভিক, অভিমানী, ধর্ম্মনিন্দক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, কৃতঘ্ন, অসাধু, [৩] স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, ভদ্রদ্বেষী, [৪] বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় অপেক্ষা বরং সুখপ্রিয়, [৫] ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকৃত হইবে; তুমি এমত লোকহইতে পরাঙ্মুখ হও। [৬] কেননা এমত কোন ২ লোক ছলপূর্ব্বক [পরের] বাটীতে ঢুকিয়া পাপে ভারাক্রান্তা ও নানাবিধ অভিলাষে চালিতা যে অবলারা [৭] সতত শিক্ষা করে, তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইতে কখন সমর্থা হয় না, তাহাদিগকে বন্দিতুল্যা করে। [৮] পরন্তু যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ নষ্টবিবেক ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে অপ্রামাণিক এই লোকেরাও সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে। [৯] কিন্তু অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ উহাদের মূঢ়তার ন্যায় ইহাদেরও মূঢ়তা সকলের কাছে ব্যক্ত হইবে।

[১০] পরন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, একাগ্রতা, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, প্রেম, স্থৈর্য্য, [১১] তাড়না, ও দুঃখভোগের অনুশীলন করিয়াছ, বিশেষতঃ আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে, লুস্ত্রায় আমার প্রতি যে প্রকার ঘটনা হইয়াছিল, এবং যে প্রকার তাড়না সহ্য করিয়াছি, [তাহা জান]; কিন্তু সেই সমস্তহইতে প্রভু আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। [১২] হাঁ, যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে ভক্তরূপে জীবন ধারণ করিতে স্থির করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে। [১৩] পরন্তু দুষ্ট ও মোহক লোকেরা পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া উত্তরোত্তর মন্দ হইয়া যাইবে।

[১৪] কিন্তু তুমি যাহা শিখিয়াছ ও যাহার প্রমাণ জ্ঞাত হইয়াছ, তাহাতেই স্থির থাক; কেননা কাহাদের কাছে শিখিয়াছ তাহা জান। [১৫] এবং [ইহাও জান যে] শিশুকালাবধি সেই পবিত্র শাস্ত্রসংঘ জ্ঞাত আছ, যাহা খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসদ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্তে বিজ্ঞ করিতে পারে। [১৬] [তাহার] যাবতীয় শাস্ত্র ঈশ্বরনিশ্বসিত, এবং শিক্ষার, অনুযোগের, পতিতোত্থাপনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্তে উপকারী, [১৭] ফলতঃ তাহাতে ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক ও যাবতীয় সৎকর্ম্মের জন্যে সুসজ্জীভূত হয়।

৪ অধ্যায়।

[১] আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং জীবিত ও মৃত লোকদের ভাবি বিচারকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে এবং তাঁহার আবির্ভাব ও রাজ্যপ্রাপ্তির দিব্য করিয়া তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি। [২] তুমি [প্রভুর] বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে উৎসাহ কর, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান পূর্ব্বক অনুযোগ কর, ভর্ৎসনা কর, চেতনা দেও। [৩] কেননা এমত সময় আসিবে, যে সময়ে লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কাণচুলকানিবিশিষ্ট হইয়া আপনাদের জন্যে আপন ২ অভিলাষানুসারে রাশি ২ গুরু করিবে, [৪] এবং সত্যহইতে কাণ ফিরাইয়া গল্পের চেষ্টাতে বিপথগামী হইবে। [৫] কিন্তু তুমি সর্ব্ববিষয়ে প্রবুদ্ধ থাক, দুঃখভোগ স্বীকার কর, সুসমাচারপ্রচারকের কার্য্য কর; তোমার পরিচর্য্যাকর্ম্ম সম্পন্ন কর।

[৬] কেননা সম্প্রতি আমার প্রাণ পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় ঢালা যাইতেছে, এবং আমার প্রয়াণের সময় আসন্ন হইয়াছে। [৭] আমি সেই উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। [৮] অদ্যাবধি আমার নিমিত্তে ধার্ম্মিকতারূপ মুকুট নিহিত আছে; ধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা প্রভু ঐ দিনে আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁহার আবির্ভাব ভাল বাসিয়াছে, সেই সকলকে দিবেন।

[৯] তুমি ত্বরায় আমার কাছে আসিতে যত্ন কর; [১০] কেননা দীমা এই বর্ত্তমান যুগ ভাল বাসাতে আমাকে ত্যাগ করিয়া থিষলনীকীতে গিয়াছে। ক্রীস্কেন্ত গালাতিয়াতে, তীত দাল্মাতিয়াতে গমন করিয়াছে। [১১] লূক একামাত্র আমার সঙ্গে আছে। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া আইস, কেননা সে পরিচর্য্যাতে আমার বড় উপযোগী। [১২] তুখিককে আমি ইফিষে পাঠাইয়াছি। [১৩] ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে শালখানি রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা এবং পুস্তক সকল, বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক সকল সঙ্গে করিয়া আইস। [১৪] সিকন্দর কাংস্যকার আমার বিস্তর অপকার করিয়াছে; প্রভু তাহার কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল তাহাকে দিবেন। [১৫] তুমিও সেই ব্যক্তিহইতে সাবধান থাক, কেননা সে আমাদের বাক্যের অত্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছিল।

[১৬] আমার প্রথম বার উত্তর দেওন সময়ে কেহ আমার সঙ্গে উপস্থিত হইল না; সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের প্রতি গণিত

না হউক। ১৭ কিন্তু প্রভু আমার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং আমাদ্বারা যেন [সুসমাচারের] ঘোষণা সম্পন্ন হয়, এবং পরজাতীয় সকল লোক তাহা শুনিতে পায়, তজ্জন্য আমাকে বলবান করিলেন, তাহাতে আমি সিংহের মুখহইতে উদ্ধার পাইলাম। ১৮ এবং প্রভু আমাকে যাবতীয় অপকারহইতে উদ্ধার করিয়া আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

১৯ তুমি প্রিষ্কিল্লাকে ও আক্কিলাকে এবং অনীষিফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ দেও। ২০ ইরাস্ত করিন্থে রহিয়াছে, এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি তাহাকে মিলীতে রাখিয়া আসিয়াছি। ২১ তুমি হেমন্তকালের পূর্ব্বে আসিতে যত্ন কর। উবূল এবং পূদেন্ত এবং লীন ও ক্লৌদিয়া প্রভৃতি সকল ভ্রাতা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ২২ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমার আত্মার সঙ্গী হউন। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। আমেন।

তীতের প্রতি পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের বিশ্বাস ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় [কার্য্যে] ঈশ্বরের দাস ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পৌল সাধারণ বিশ্বাসের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ বৎস তীতের প্রতি [পত্র লিখিতেছে]। ২ ভক্তিসম্বন্ধীয় [উক্ত সত্য] সেই অনন্ত জীবনের আশাজনক, যাহা মিথ্যাকথনে অসমর্থ ঈশ্বর অনাদিকালের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ৩ এবং স্ব ২ সময়ে আপন বাক্য ঘোষণাতে প্রত্যক্ষ করিলেন; আর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ঘোষণার ভার আমার নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। ৪ পিতা ঈশ্বরহইতে এবং আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুহইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি [তোমার প্রতি বর্ত্তুক]।

৫ আমি তোমাকে এই আশয়ে ক্রীতী [উপদ্বীপে] রাখিয়া আসিয়াছি, যেন আমার আদেশানুসারে তুমি অসম্পূর্ণ কার্য্য সকল সম্পূর্ণ কর, এবং প্রত্যেক নগরে প্রাচীনবর্গকে নিযুক্ত কর। ৬ যে ব্যক্তি অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, এবং যাহার সন্তানগণ নষ্টামি দোষে অপবাদিত কিম্বা অবাধ্য না হইয়া বিশ্বাসী আছে, [সে ঐ পদের যোগ্য]। ৭ কেননা অধ্যক্ষের আবশ্যক যে সে ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হয়; এবং স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভে ব্যাপৃত না হইয়া, ৮ অতিথিসেবক, ভদ্রপ্রেমী, বিনীত, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হয়, ৯ এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য অবলম্বন করে, এই প্রকারে যেন সে নিরাময় শিক্ষাতে প্রবোধ দিতে এবং আপত্তিকারিদের দোষ ব্যক্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়।

১০ কারণ অলীক বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক অনেক অবাধ্য লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বক্‌ছেদিদের মধ্যে আছে; ১১ আর তাহাদের মুখ বন্ধ করা আবশ্যক। তাহারা কুৎসিত লাভের আশয়ে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কখন ২ সমস্ত গৃহ উন্মূলন করে। ১২ তাহাদের এক জন স্বদেশীয় ভাববাদী কহিয়াছে, যথা, "ক্রীতীয় লোকেরা নিত্য মিথ্যাবাদী, হিংস্রক জন্তু, অলস উদরস্বরূপ।" ১৩ এই সাক্ষ্য সত্য; তজ্জন্য তুমি তাহাদিগকে উগ্ররূপে অনুযোগ কর; তাহারা যেন বিশ্বাসে নিরাময় হয়, ১৪ [এবং] যিহূদীয় গল্পে ও সত্যহইতে পরাঙ্মুখ মনুষ্যদের আজ্ঞাতে মনোযোগ না করে। ১৫ শুচিগণের জন্যে সকলই শুচি; কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসিদের জন্যে কিছুই শুচি নয়, বরং তাহাদের বিবেক ও সংবেদ উভয় কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৬ ঈশ্বরকে জানি, ইহা তাহারা বাক্যেতে স্বীকার করে, কিন্তু কর্ম্মেতে অস্বীকার করে; [বস্তুতঃ] তাহারা গর্হিত ও অনাজ্ঞাবহ এবং যাবতীয় সৎক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য।

২ অধ্যায়।

১ কিন্তু তুমি নিরাময় শিক্ষার উপযুক্ত কথা কহ। ২ বৃদ্ধদিগকে [বল], যেন তাহারা প্রবুদ্ধ, ধীর, বিনীত, এবং বিশ্বাসে, প্রেমে, স্থৈর্য্যে নিরাময় হয়। ৩ তদ্‌রূপ বৃদ্ধা স্ত্রীদিগকে [বল], যেন তাহারা পবিত্র লোকদের যোগ্য আকার প্রকার দেখায়, অপবাদিকা কি বহুমদ্যের দাসী না হইয়া সুশিক্ষাদায়িনী হয়; ৪ যেন যুবতীদিগকে পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া, ৫ বিনীতা, সতী, গৃহসেবিনী, সুশীলা, ও স্বামিবশীভূতা করণার্থে সুবোধ প্রদান করে, পাছে ঈশ্বরের বাক্য নিন্দিত হয়।

৬ তদ্‌রূপ তুমি যুবদিগকে বিনীত হইতে অনুনয় কর। ৭ এবং আপনি সর্ব্ববিষয়ে সৎক্রিয়ার আদর্শ হইয়া শিক্ষাতে অবিকার্য্যতা, ধীরতা, অক্ষয়তা, ৮ এবং অদূষ্য নিরাময় বাক্য প্রদর্শন কর; তাহাতে বিপক্ষ আমাদের অখ্যাতি করিবার সূত্র না পাওয়াতে লজ্জিত হইবে।

৯ দাসগণকে [বল], যেন তাহারা আপন ২ স্বা-

মির বশীভূত ও সর্ব্ববিষয়ে প্রীতির যোগ্য হয়, আপত্তি না করে, [10] কিছুই আত্মসাৎ না করে, কিন্তু যাবতীয় উত্তম বিশ্বস্ততা দেখায়; এই প্রকারে যেন সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা ভূষিত করে।

[11] কেননা যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের পরিত্রাণাবহ অনুগ্রহ আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আমাদিগকে এই নীতিশিক্ষা দিতেছে, [12] যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বীকার করিয়া বিনীত ও ন্যায়পরায়ন ও ভক্ত ভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন যাপন করি, [13] এবং পরমানন্দের আশাসিদ্ধি ও আমাদের মহান্ ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের আবির্ভাব অপেক্ষা করি। [14] তিনি আমাদিগকে যাবতীয় অধর্ম্মহইতে মুক্ত করণার্থে এবং সংক্রিয়াতে উদ্‌যোগি আপনার নিজস্ব প্রজাবৃন্দরূপে শুচি করণার্থে আমাদের নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।

[15] তুমি এই সকল কথা কহিয়া আজ্ঞা দিবার সম্পূর্ণ [ক্ষমতা] সহকারে চেতনা দেও, ও দোষের অনুযোগ কর; কাহাকেও তোমাকে তুচ্ছ করিতে দিও না।

৩ অধ্যায়।

[1] তুমি তাহাদিগকে ইহা স্মরণ করাও, যেন তাহারা আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের বশীভূত, [গুরু লোকদের] আজ্ঞাবহ ও যাবতীয় সংক্রিয়াতে প্রস্তুত হয়, [2] কাহার নিন্দা না করে, নির্ব্বিরোধ ও ক্ষান্তশীল হইয়া যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়।

[3] কেননা পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ, অনাজ্ঞাবহ, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্য্যে কালক্ষেপক, ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম। [4] কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম আবির্ভূত হইল, [5] তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন, [6] বস্তুতঃ আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমাদের উপরে বাহুল্যরূপে সেই আত্মাকে ঢালিয়া দিলেন। [7] [ইহার অভিপ্রায় এই,] যেন তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা ধার্ম্মিকীকৃত হইয়া প্রত্যাশানুসারে অনন্ত জীবনরূপ দায়াংশের অধিকারী হই।

[8] এই কথা বিশ্বসনীয়; এবং এই ২ বিষয়ে তুমি দৃঢ়নিশ্চয়ের কথা কহ, ইহা আমার আজ্ঞা। [কেন ?] ঈশ্বরে বিশ্বাসকারি লোকেরা যেন সংক্রিয়ার প্রতিপালক হইতে চিন্তা করে; এই ২ বিষয় মনুষ্যদের পক্ষে উত্তম ও ফলদায়ক। [9] কিন্তু তুমি মূঢ়তার সকল বিতণ্ডা ও বংশাবলি ও বিবাদ এবং ব্যবস্থাবিষয়ক বাগ্‌যুদ্ধহইতে দূরে থাক; কেননা তাহা নিষ্ফল ও অলীক। [10] দলভেদি মনুষ্যকে দুই এক বার চেতনা দিলে পর পরিহার কর; [11] এমন ব্যক্তি যে বিকারপ্রাপ্ত লোক এবং আপনার প্রমাণে দোষীকৃত পাপী, ইহা জানিবা।

[12] আমি তোমার নিকটে আর্ত্তিমাকে কিম্বা তুখিককে প্রেরণ করিলে তুমি নীকপলিতে আমার কাছে আসিতে যত্নবান হইও; কেননা সেই স্থানে শীতকাল যাপন করিতে স্থির করিয়াছি। [13] পরন্তু ব্যবস্থাবেত্তা সীনার এবং আপল্লোর যাহাতে কোন বিষয়ের অভাব না হয়, এমত যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রস্থাপন করিও। [14] আর আমাদের লোকেরাও যেন ফলহীন হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উপকারার্থে সৎক্রিয়ার প্রতিপালক হইতে অভ্যাস করুক। [15] আমার সঙ্গিরা সকলে তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। যাহারা বিশ্বাসের অধীনে আমাদিগকে ভাল বাসে, তাহাদিগকে মঙ্গলবাদ দেও। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

ফিলীমনের প্রতি পত্র।

---

[1] খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি লোক পৌল এবং তীমথিয় ভ্রাতা আমাদের প্রেমের পাত্র ও সহকারি ফিলীমনকে, [2] ও প্রিয়া আপ্পিয়াকে ও আমাদের সহসেনা আর্খিপ্পকে এবং তোমার গৃহস্থিত মণ্ডলীকে [পত্র লিখিতেছে]। [3] আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

[4] আমি আপন প্রার্থনাকালে তোমার নাম উল্লেখ করত সর্ব্বদা আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, [5] কেননা প্রভু যীশুর প্রতি ও সকল পবিত্র লোকের উদ্দেশে তোমার যে প্রেম ও বিশ্বস্ততা আছে, তাহার কথা শুনিতে পাইতেছি। [6] ফলতঃ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান যাবতীয় উত্তম বিষয় খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি [অর্শে], এমত তত্ত্বজ্ঞানে যেন বিশ্বাসে তোমার সহভাগিতা স্বকার্য্যসাধক হয়, [ইহা বাঞ্ছা করিতেছি]।

৭ বস্তুতঃ, হে ভ্রাতঃ, তোমার প্রেমে আমি অনেক আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইয়াছি, কারণ তোমাদ্বারা পবিত্র লোকদের প্রাণ জুড়ান গিয়াছে। ৮ অতএব যাহা [তোমার] উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে তোমাকে আজ্ঞা দিতে যদ্যপি খ্রীষ্টের অধীনে আমার বড় সাহস থাকে, ৯ তথাপি আমি প্রেম প্রযুক্ত বরং বিনতি করিতেছি। এই প্রকারের লোক, অর্থাৎ বৃদ্ধ এবং সম্প্রতি খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি আমি পৌল নিজ বৎসের পক্ষে, ১০ [অর্থাৎ] এই বন্ধনদশাতে যাহাকে জন্ম দিয়াছি, সেই ওনীষিমের পক্ষে তোমাকে বিনতি করিতেছি। ১১ সে পূর্ব্বে তোমার অনুপযোগী ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তোমার ও আমার, উভয়ের বড় উপযোগী হইয়া উঠিল। ১২ তাহাকেই আমি তোমার কাছে ফিরিয়া পাঠাইলাম; তুমি তাহাকে আমার প্রাণ জানিয়া গ্রহণ করিবা। ১৩ সুসমাচারঘটিত আমার বন্ধনদশাতে তোমার পরিবর্ত্তে সে যেন আমার পরিচর্য্যা করে, এই জন্যে আমিই আপনার নিকটে তাহাকে রাখিবার মানস করিতাম। ১৪ কিন্তু তোমার সৌজন্য যেন বলের ফলস্বরূপ না হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ী হয়, এই নিমিত্তে তোমার সম্মতি বিনা কিছু করিতে ইচ্ছা করিলাম না। ১৫ বস্তুতঃ কি জানি, সে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে যে পৃথক্ হইয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় এই, যেন তুমি তাহাকে অনন্তকালীন [জানিয়া] ১৬ পুনরায় দাসের ন্যায়, তাহা নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির, হাঁ, প্রিয় ভ্রাতার ন্যায় রাখিতে পার; [সে তো] আমারও অতি প্রিয়, এবং শরীরের ও প্রভুর, উভয়ের সম্বন্ধে তোমার কত অধিক প্রিয়। ১৭ অতএব যদি আমাকে সহভাগী জান, তবে আমার তুল্য বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিও। ১৮ আর যদি সে তোমার কোন অন্যায় করিয়া থাকে, কিম্বা কিছু ধারে, তবে তাহা আমার বলিয়া গণনা কর। ১৯ আমি পৌল স্বহস্তে ইহা লিখিলাম; আমি পরিশোধ করিব; কেননা তুমি যে আমার কাছে ঋণবৎ আপনাকেও ধার, ইহা কহিতে আমার ইচ্ছা নাই। ২০ হাঁ, ভ্রাতঃ, প্রভুর অধীনে তোমাহইতে আমার লাভ হউক; তুমি খ্রীষ্টের অধীনে আমার প্রাণ জুড়াও।

২১ তোমার আজ্ঞাবহতাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তোমাকে লিখিলাম; এবং যাহা বলিলাম তদপেক্ষা অধিকও তুমি করিবা, ইহা জানি। ২২ পরন্তু এককালে আমার জন্যে বাসাও প্রস্তুত করিয়া রাখ, কেননা প্রত্যাশা করিতেছি, যে তোমাদের প্রার্থনার ফলরূপে তোমাদিগকে দত্ত হইব।

২৩ খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে আমার সহবন্দি যে ইপাফ্রা, ২৪ এবং আমার সহকারিগণ যে মার্ক, অরিষ্টার্খ, দীমা ও লূক, ইহারা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। ২৫ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহিত হউক। আমেন।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র।

১ অধ্যায়।

১ পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণদ্বারা পিতৃলোকদিগকে কথা কহিলে পর ২ ঈশ্বর এই অন্তিম কালে পুত্রদ্বারা আমাদিগকে কথা কহিলেন। তিনি তাঁহাকেই সর্ব্বাধিকারি দায়াদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন। ৩ তাঁহার প্রতাপের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রা, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যেতে বিশ্বের ধারণকর্ত্তা সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। ৪ [স্বর্গীয়] দূতগণ অপেক্ষা তিনি যত উৎকৃষ্ট নামের অধিকারী, তত শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ৫ ফলতঃ "তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে "জন্ম দিলাম," আর, "আমি তাঁহার পিতা হইব, "ও তিনি আমার পুত্র হইবেন," এমন কথা ঈশ্বর ঐ দূতগণের মধ্যে কাহাকে কবে কহিয়াছেন? ৬ আর প্রথমজাতকে জগদ্রাজ্যে পুনরানয়ন কালে তিনি কহেন, "ঈশ্বরের সকল দূত ইহাঁকে ভজনা "করুক।" ৭ অধিকন্তু দূতগণের উদ্দেশে তিনি কহেন, যথা, "তিনি আপন দূতগণকে বায়ুস্বরূপ, "ও আপন সেবানুষ্ঠাতাদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ "করেন।" ৮ কিন্তু পুত্রের উদ্দেশে [তিনি কহেন], "হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন যুগানুক্রমের অনন্ত"কাল স্থায়ী, এবং তোমার রাজদণ্ড সারল্যের "দণ্ড। ৯ তুমি ধর্ম্মকে প্রেম করিয়াছ এবং অধর্ম্মকে "ঘৃণা করিয়াছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, "তোমার মিত্রগণ অপেক্ষা তোমাকে অধিক আমো"দরূপ তৈলে অভিষিক্ত করিয়াছেন।" ১০ আরো যথা, "হে প্রভো, তুমি আদিতে পৃথিবীর মূল স্থা"পন করিয়াছ, এবং গগনমণ্ডল তোমার হস্তের "রচনা। ১১ উভয়ই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; "সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, " ১২ এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় জড়াইলে তাহার "পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি সেই আছ, এবং "তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না।" ১৩ আর

তিনি দূতগণের মধ্যে কাহাকে কবে ইহা কহিলেন, যথা, "আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার "পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে "বৈস"? ১৪ যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, ঐ দূতগণ সকলে তাহাদের কারণ পরিচর্য্যার্থে প্রেরিত সেবানুষ্ঠাতা আত্মা কি নন?

২ অধ্যায়।

১ অতএব অধিক যত্ন করিয়া আমাদিগকে শ্রুত বাক্যে মন লাগাইতে হয়, পাছে কোন ক্রমে [ঘাটছাড়া হইয়া] বহিয়া যাই। ২ কেননা স্বর্গদূতগণদ্বারা কথিত বাক্য যদি দৃঢ় হইল, এবং কোন প্রকারে তাহার লঙ্ঘন কিঅনাদর হইলে যদি ন্যায়সিদ্ধ প্রতিফল দত্ত হইল, ৩ তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে নিস্তার পাইব? ইহা তো প্রথমে প্রভুদ্বারা কথিত, ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গদ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল, ৪ অধিকন্তু নানা অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ প্রভাবের কর্ম্ম ও পবিত্র আত্মার নিজ বাসনাতে বিভক্ত দান, এই সকলদ্বারা ঈশ্বরকর্ত্তৃকও সপ্রমাণীকৃত হইল।

৫ বস্তুতঃ যে ভাবি জগদ্রাজ্যের কথা আমরা কহিতেছি, তাহা তিনি দূতগণের অধীন করেন নাই। ৬ বরং কোন স্থানে কেহ প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, যথা, "মর্ত্ত্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? "মনুষ্যসন্তান বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধারণ কর? "৭ তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পমাত্র ন্যূন "করিয়াছ, প্রতাপ ও আদরণীয়তারূপ মুকুটে তা-"হাকে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত "বস্তু সকলের কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দিয়াছ; ৮ সকলই "তাহার পদতলে রাখিয়া তাহার অধীন করিয়াছ।" বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু অদ্যাপি আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখি না। ৯ তথাপি দূতগণ অপেক্ষা যিনি অল্প [কাল] ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি; তিনি মৃত্যুভোগের কারণ প্রতাপ ও আদরণীয়তারূপ মুকুটে বিভূষিত, বিশেষতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্তে মৃত্যুর আস্বাদনে নিযুক্ত।

১০ কেননা যাঁহার কারণ ও যাঁহার দ্বারা সকলই [হইয়াছে], তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়নকালে যে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্ত্তাকে দুঃখভোগদ্বারা সিদ্ধ করেন, ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল। ১১ কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলে একহইতে [উৎপন্ন]; এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত নহেন। ১২ ফলতঃ তিনি কহেন, "আমি আপন ভ্রাতৃগণের "কাছে তোমার নাম প্রচার করিব, মণ্ডলীর মধ্যে "তোমার স্তোত্র গান করিব।" ১৩ পুনশ্চ, যথা, "আমি তাঁহারই শরণাপন্ন থাকিব;" আর বার, "এই দেখ, আমি এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমাকে দত্ত "সন্তানগণ।" ১৪ ভাল, সেই সন্তানগণ রক্তমাংসের ভাগী, তজ্জন্য তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; [কি নিমিত্তে?] মৃত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে মৃত্যুদ্বারা হীনশক্তি করণার্থে, ১৫ এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়েতে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে নিষ্কৃতি করণার্থে। ১৬ কারণ তিনি তো দূতগণের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। ১৭ অতএব প্রজা লোকদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে তিনি যেন দয়ালু এবং ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে বিশ্বস্ত মহাযাজকও হন, এই জন্যে সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের সদৃশ হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। ১৮ কেননা আপনি পরীক্ষিত হইয়া দুঃখভোগ করাতে তিনি পরীক্ষিতগণের সাহায্য করণে সমর্থ হন।

৩ অধ্যায়।

১ অতএব, হে স্বর্গীয় আহ্বানের ভাগি পবিত্র ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজক খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখ। ২ [দেখ,] মোশি যেমন [ঈশ্বরের] "সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বা-"সের পাত্র" ছিলেন, তদ্রূপ ইনিও আপন নিয়োগকর্ত্তার বিশ্বাসপাত্র। ৩ বস্তুতঃ গৃহের সংস্থাপক যে পরিমাণে গৃহ অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়, সেই পরিমাণে ইনি মোশি অপেক্ষা অধিক গৌরবের যোগ্যপাত্র হইয়াছেন। ৪ কেননা প্রত্যেক গৃহ কাহারো দ্বারা সংস্থাপিত হয়; পরন্তু যিনি সকলই সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর। ৫ আর মোশি বক্তব্য কথার প্রমাণার্থে সেবক হইয়া তাঁহার সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন; ৬ কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁহার গৃহের অধ্যক্ষ পুত্র হইয়া [বিশ্বাসের পাত্র আছেন]; আর তাঁহার গৃহ আমরাই আছি কিন্তু ইহার জন্যে আমাদের প্রত্যাশাজাত সাহস ও শ্লাঘার হেতু শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করা আবশ্যক।

৭ অতএব, পবিত্র আত্মার বাক্যানুসারে, "অদ্য "যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, ৮ তবে যেমন "ঐ বিদ্রোহের স্থানে [ও] প্রান্তরের মধ্যে ঐ পরী-"ক্ষার দিবসে, তেমনি আপন২ হৃদয় কঠিন করিও "না। ৯ তথায় তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমার "বিষয়ে বিচার করিয়া আমার পরীক্ষা লইল, এবং "চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার কর্ম্ম দেখিল; "১০ তজ্জন্য আমি এই জাতির প্রতি বিরক্ত হইয়া "কহিলাম, ইহারা সর্ব্বদা ভ্রান্তচিত্ত; পরন্তু তাহারা "আমার পথ জ্ঞাত হইল না। ১১ অতএব আমি "ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহারা আমার "বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করিতে পাইবে না।" ১২ হে ভ্রাতৃগণ, সাবধান, জীবনময় ঈশ্বরহইতে

অপক্রমণে [প্রবৃত্ত] অবিশ্বাসের দুষ্ট হৃদয় যেন তোমাদের কাহারো মধ্যে পাওয়া না যায়। [১৩] বরঞ্চ তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পাপের প্রতারণাতে কঠিনীভূত না হয়, এই নিমিত্তে অদ্য নামে বিখ্যাত সময় যাবৎ থাকে, তাবৎ দিন২ পরস্পর চেতনা দেও। [১৪] কেননা আমরা খ্রীষ্টের ভাগী হইয়াছি, কিন্তু ইহার জন্যে আমাদের প্রারব্ধ নিশ্চয়জ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া রাখা আবশ্যক। [১৫] উক্ত আছে, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার "রব শ্রবণ কর, তবে বিদ্রোহের স্থানে যেমন, তেমনি "আপন ২ হৃদয় কঠিন করিও না।" [১৬] ইহাতে বল দেখি, কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল? মোশিদ্বারা মিসরহইতে আনীত সমস্ত লোক কি নয়? [১৭] কাহাদের প্রতি বা তিনি চল্লিশ বৎসর বিরক্ত ছিলেন? কি সেই পাপকারিদের প্রতি নয়, যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত হইল? [১৮] আর "ইহারা আমার বিশ্রামস্থানেপ্রবেশ করিতে পাইবে "না," এই যে শপথ তিনি করিয়াছিলেন, ইহাই বা কাহাদের বিরুদ্ধে? অনাজ্ঞাবহ লোকদের বিরুদ্ধেই কি নয়? [১৯] ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ করিতে পাইল না।

৪ অধ্যায়।

১ অতএব আমাদের সভয় থাকা উচিত, পাছে তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইবার প্রতিজ্ঞা বাকী থাকিলেও তোমাদের কাহারো তাহাহইতে বঞ্চিত হওয়া সম্ভবে। [২] কেননা আমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহাদের নিকটেও হইয়াছিল, তথাপি সেই শ্রুত বার্ত্তার বাক্যে উহাদের কোন ফল দর্শিল না, কারণ শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। [৩] শুন, বিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে পাই। ফলতঃ তিনি কহিলেন, "আমি ক্রোধে এই শপথ করিলাম, "ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে পা- "ইবে না।" তাঁহার কর্ম্ম তো জগতের পত্তনাবধি সমাপ্ত ছিল। [৪] কেননা এক স্থানে তিনি সপ্তম দিনের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, যথা, "এবং সপ্তম "দিনে ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম্মহইতে বিশ্রাম "করিলেন।" [৫] পুনশ্চ এই স্থানে তিনি কহেন, "ইহারা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে "পাইবে না।"

[৬] ভাল, তন্মধ্যে কোন ২ লোকের প্রবেশ করণ বাকী রহিয়াছে, পরন্তু যাহাদের নিকটে সুসমাচার অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা অনাজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পায় নাই। [৭] এই জন্যে তিনি পুনরায় এক দিন নিরূপণ করিয়া কহেন, "অদ্য,"—অর্থাৎ এত কালের পর দায়ূদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতে কহেন, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার "রব শ্রবণ কর, তবে আপন ২ হৃদয় কঠিন করিও "না।" [৮] বস্তুতঃ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতেন, তবে [ঈশ্বর] তৎপরে অন্য দিনের কথা কহিতেন না। [৯] সুতরাং ঈশ্বরের প্রজা লোকদের নিমিত্তে বিশ্রামবারের ভোগ বাকী রহিয়াছে। [১০] ফলতঃ যে জন তাঁহার বিশ্রামস্থানে প্রবিষ্ট হইল, সে ঈশ্বরের ন্যায় আপনার সমস্ত কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিতে পাইল। [১১] অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করিতে যত্ন করি; কেহ যেন অনাজ্ঞাবহতার সেই দৃষ্টান্তানুসারে পতিত না হয়।

[১২] কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবনযুক্ত ও স্বকার্য্যসাধক, ও যাবতীয় দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার বিচারক; [১৩] এবং তাঁহার দৃষ্টিহইতে কোন সৃষ্ট বস্তু তিরোহিত নয়; কিন্তু যাঁহার কাছে আমাদিগকে আপন ২ কথা কহিতে হয়, তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে।

[১৪] ভাল, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এমন মহান্ ব্যক্তি, হাঁ, ঈশ্বরের পুত্র যীশু আমাদের মহাযাজক আছেন, ইহা জানিয়া আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি। [১৫] কেননা আমরা যে মহাযাজককে পাইয়াছি, তিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে অসমর্থ নন, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায়, [অথচ] বিনা পাপে, পরীক্ষিত হইয়াছেন। [১৬] অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্ব্বক অনুগ্রহসিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হই, তাহাতে সময়োপযুক্ত উপকারার্থে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও অনুগ্রহ মিলিবে।

৫ অধ্যায়।

১ বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্যদের মধ্যহইতে গৃহীত হইয়া মনুষ্যদের পক্ষে ঈশ্বরোদ্দেশ্য কার্য্যে, অর্থাৎ পাপনিমিত্তক উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করণে নিযুক্ত হয়। [২] ইহাতে সে অজ্ঞান ও ভ্রান্ত সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করণে সমর্থ, কারণ সে আপনি দুর্ব্বলতাতে বেষ্টিত লোক; [৩] এবং সেই দুর্ব্বলতাহেতু যেমন প্রজাগণের জন্যে, তেমনি আপনার জন্যেও পাপনিমিত্তক নৈবেদ্য উৎসর্গ করা তাহার আবশ্যক।

[৪] আর কেহ আপনার জন্যে সেই সমাদর আপনি লয় না, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহা পায়; হারোণও সেই প্রকারে [তাহা পাইয়াছিলেন]। [৫] তদ্রূপ খ্রীষ্টও মহাযাজক হওনার্থে আপনি আপনাকে গৌরবান্বিত করিলেন না, কিন্তু [ঈশ্বর,] যিনি তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আমার "পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিলাম।" [৬] তদ্রূপ অন্য গীতেও তিনি কহেন, "তুমি

"মল্কীষেদকের রীত্যনুযায়ি অনন্তকালীন যাজক।" [৭] [বস্তুতঃ] স্বশরীরে প্রবাসকালে [খ্রীষ্ট] মৃত্যু-হইতে রক্ষা করণে সমর্থ [পিতার] কাছে তীব্র আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত পূর্ব্বক বিনতি ও সাধ্যসাধনা উৎসর্গ করিলেন, এবং তাহার উত্তর অর্থাৎ ভীতিহইতে উদ্ধার পাইলেন; [৮] [এই প্রকারে] যদ্যপি পুত্র ছিলেন, তথাপি দুঃখভোগদ্বারা আজ্ঞা-বহন অভ্যাস করিলেন; [৯] এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবর্ত্তি সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণস্বরূপ হইলেন; [১০] [তজ্জন্য] ঈশ্বরকর্তৃক মল্কীষেদকের রীত্যনুযায়ি মহাযাজক বলিয়া অভিবাদিত হইলেন।

[১১] উক্ত মহাযাজকের বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহার অর্থ ব্যক্ত করা দুষ্কর, কারণ তোমরা শ্রবণে মন্দমতি হইয়াছ। [১২] বস্তুতঃ যে কালের মধ্যে গুরু হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, এত কাল গত হইলেও আর বার কেহ যে তোমাদিগকে ঈশ্বরীয় বচনকলাপের আদিম কথারূপ অক্ষরমালা শিক্ষা করায়, ইহা আবশ্যক হইল; এবং কঠিন দ্রব্য ভিন্ন [কেবল] দুগ্ধে যাহাদের প্রয়োজন এমত লোক তোমরা হইয়াছ। [১৩] যে কেহ দুগ্ধপোষ্য, সে তো ধর্ম্মবাক্যে অনভ্যস্ত, কারণ সে শিশু। [১৪] কিন্তু কঠিন দ্রব্য সিদ্ধবয়স্কদেরই খাদ্য, কেননা তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসদ্বিষয়ের বিচারণে পটু হইয়াছে।

৬ অধ্যায়।

[১] অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্টবিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া, [অর্থাৎ] মৃতবৎ ক্রিয়াহইতে মনঃ-পরিবর্ত্তন, ও ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস, [২] নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা, এবং মৃতগণের পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক বিচার, পুনর্ব্বার এই সকলের [কথারূপ] ভিত্তিমূল স্থাপন না করিয়া সিদ্ধির চেষ্টাতে সযত্নে অগ্রসর হই। [৩] ঈশ্বরের অনুমতি হইলে তাহাই করিব।

[৪] বস্তুতঃ যাহারা এক বার দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের রসাস্বাদন করিয়াছে, ও পবিত্র আত্মার ভাগী হইয়াছে, [৫] এবং ঈশ্বরের মঙ্গল-বাক্যের ও ভাবিযুগের নানা প্রভাবের রসাস্বাদন করিয়াছে, [৬] তাহারা যদি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, তবে মনঃপরিবর্ত্তনার্থে আর বার তাহাদিগকে নূতন করিতে পারা যায় না; এমন ব্যক্তিরা আপনাদের জন্যে ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে টাঙ্গাইয়া দেয় ও প্রকাশ্য নিন্দাস্পদ করে।

[৭] কারণ ভূমি আপনার উপরে পুনঃ২ পতিত বৃষ্টি পান করিলে পর যদি চাসের ফলাধিকারিদের জন্যে উপযুক্ত ওষধি উৎপন্ন করে, তবে তাহা ঈশ্বরদত্ত আশীর্ব্বাদের ভাগী হয়; [৮] কিন্তু শ্যাকুলাদি কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন করিলে তাহা অকর্ম্মণ্য ও শাপের সমাপবর্ত্তী; দহনই তাহার পরিণাম।

[৯] পরন্তু, হে প্রিয়েরা, যদ্যপি আমরা এমত কথা কহি, তথাপি তোমাদের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল এবং পরিত্রাণাবহ, তোমাদের বিষয়ে এমত দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের আছে। [১০] কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের পরিশ্রম এবং পবিত্র লোকদের যে পরিচর্য্যা তোমাদের কর্তৃক হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম তিনি বিস্মৃত হইবেন না। [১১] কিন্তু আমাদের মনোবাঞ্ছা এই, যেন তোমাদের প্রত্যেক জন শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাশার দৃঢ়নিশ্চয়তার চেষ্টাতে সেই যত্ন দেখায়, [১২] [এই রূপে] তোমরা যেন মন্দমতি না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও চিরসহিষ্ণুতাদ্বারা প্রতিজ্ঞাকলাপরূপ দায়াংশের অধিকারী হয়, তাহাদের অনুকারী যেন হও। [১৩] কেননা ঈশ্বর যখন অব্রাহামের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করিতে না পারাতে আপনার নামে শপথ করিয়া কহিলেন, [১৪] "আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্ব্বাদ "করিব, এবং তোমার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব।" [১৫] আর এই রূপে তিনি চিরসহিষ্ণুতা করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। [১৬] ফলতঃ মনুষ্যেরা তো মহত্তর ব্যক্তির নাম লইয়া শপথ করে; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের যাবতীয় আপত্তির অন্তক। [১৭] এই জন্যে প্রতিজ্ঞারূপ দায়াংশের অধিকারিদিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরো অতিরিক্তরূপে দেখাইবার মানসে ঈশ্বর শপথের প্রয়োগদ্বারা মধ্যস্থালী করিলেন। [১৮] [কি নিমিত্তে?] যে ব্যাপারে মিথ্যাকথা কহা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমত অপরিবর্ত্তনীয় দুই ব্যাপারদ্বারা যেন সম্মুখস্থ প্রত্যাশা অবলম্বন করণে শরণার্থি পলাতক আমরা দৃঢ় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই। [১৯] আমাদের লব্ধ সেই প্রত্যাশা আত্মার অমোঘ ও দৃঢ় লঙ্গরস্বরূপ হইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে গিয়াছে। [২০] ফলতঃ সেই স্থানে অগ্রগামী হইয়া যীশু আমাদের নিমিত্তে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং মল্কীষেদকের রীত্যনুযায়ি অনন্তকালীন মহাযাজক হইয়াছেন।

৭ অধ্যায়।

[১] সেই যে মল্কীষেদক্ শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, এবং রাজাদিগের সংহার-হইতে প্রত্যাগমনকারি অব্রাহামের প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, [২] এবং যাঁহাকে অব্রাহাম সমস্তের দশমাংশ দিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহার নামের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে তিনি ধর্ম্মরাজ, পরে শালেমের রাজা অর্থাৎ শান্তিরাজও হন; [৩] তাঁহার পিতা কি মাতা কি পূর্ব্বপুরুষাবলি, কি আয়ুর আদি কি জীবনের অন্ত নাই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই যাজকথাকেন।

৪ বিবেচনা করিয়া দেখ, [আমাদের] পিতৃকুল-পতি অব্রাহাম উত্তম ২ লুটদ্রব্য লইয়া যাঁহাকে দশমাংশ দান করিয়াছিলেন, তিনি কেমন মহান্! ৫ আর লেবির সন্তানদের মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্যবস্থানুসারে প্রজাবৃন্দের অর্থাৎ নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে, হাঁ, অব্রাহামের কটিহইতে উৎপন্ন লোকদের কাছে দশমাংশ গ্রহণ করিবার বিধি পাইয়াছে। ৬ কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি তাহাদের বংশজাত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহেন, তিনি অব্রাহামহইতে দশমাংশ লইয়াছিলেন, এবং প্রতিজ্ঞাসমূহের সেই অধিকারিকেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ৭ ক্ষুদ্রতর পাত্র গুরুতর পাত্রকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, এই কথা তো যাবতীয় আপত্তির বহির্ভূত। ৮ আর এই স্থলে যাহারা দশমাংশ গ্রহন করে, তাহারা মৃত্যুর অধীন মনুষ্য; কিন্তু ঐ স্থলে যিনি [তাহা গ্রহন করিয়াছিলেন], তিনি জীবনবিশিষ্ট, এমত সাক্ষ্য পাইতেছেন। ৯ অপিচ ইহাও বলিলে বলা যাইতে পারে, যে দশমাংশগ্রাহী লেবি আপনি অব্রাহামদ্বারা দশমাংশ দিয়াছেন, ১০ কারন যৎকালে মল্কীষেদক তাঁহার পিতার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, তৎকালে লেবি [অজাত অবস্থাতে] পিতার কটিতে ছিলেন।

১১ ভাল, যে যাজকত্বের অধীনে আমাদের জাতি ব্যবস্থা পাইয়াছিল, সেই লেবীয় যাজকত্বদ্বারা যদি সিদ্ধি সম্ভব হইত, তবে আবার মল্কীষেদকের রীত্যনুসারে অন্যবিধ এক যাজকের উৎপন্ন হইবার, এবং তিনি হারোণের রীত্যনুযায়ী নন, ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ১২ কেননা যাজকত্ব পরিবর্ত্তিত হইলে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। ১৩ ঐ সকল কথা যাঁহার উদ্দেশে কহা যায়, তিনি তো অন্যবিধ বংশভুক্ত; সেই বংশের মধ্যে যজ্ঞবেদির সেবাধিকারী কেহই ছিল না। ১৪ ফলতঃ আমাদের প্রভু যিহুদাহইতে উদিত হইয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট; কিন্তু সেই বংশের উদ্দেশে মোশি যাজকদিগের বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র কহেন নাই। ১৫ হাঁ, আরও অধিক স্পষ্ট প্রমাণ এই, মল্কীষেদকের সাদৃশ্যানুযায়ি অন্যবিধ এক যাজক উৎপন্ন হন, ১৬ তিনি শারীরিক বিধির নিয়মানুসারে না হইয়া অলোপ্য জীবনের শক্ত্যনুসারে [যাজক] হইয়াছেন। ১৭ কেননা তিনি এই সাক্ষ্য পাইতেছেন, যথা, "তুমি মল্কীষেদকের "রীত্যনুযায়ি অনন্তকালীন যাজক।"

১৮ বস্তুতঃ একে পূর্ব্বকার বিধির দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত লোপ হইতেছে, ১৯ কেননা ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করে নাই; তাহাতে আবার এমত শ্রেষ্ঠ এক প্রত্যাশার আনয়ন হইতেছে, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হই।

২০ পরন্তু [যীশুর যাজকত্ব প্রাপ্তি] বিনা শপথে হয় নাই। ২১ উহারা তো বিনা শপথে যাজক হইয়া আসিতেছে; ২১ কিন্তু ইনি শপথ সহকারে তাঁহারই দ্বারা [নিযুক্ত হইলেন], যিনি তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভু এই শপথ করিলেন, ও তাহা "অন্যথা করিবেন না, তুমি মল্কীষেদকের রীত্যনুযায়ি অনন্তকালীন যাজক।" ২২ অতএব যীশু এই মহৎ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর নিয়মের প্রতিভূ হইয়াছেন।

২৩ আর উহারা অনেক যাজক হইয়া উঠিয়াছে, কারণ মৃত্যু তাহাদিগকে চিরকাল থাকিতে দিত না। ২৪ কিন্তু ইনি অনন্তকালস্থায়ী, তজ্জন্য অপরিবর্ত্তনীয় যাজকত্বের অধিকারী; ২৫ সুতরাং যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্তে অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

২৬ বস্তুতঃ আমাদের জন্যে এতাদৃশ মহাযাজক উপযুক্তও ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণহইতে পৃথক্কৃত, এবং স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চীভূত। ২৭ ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে নিজ পাপের, পরে প্রজা লোকদের পাপের নিমিত্তে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর আবশ্যক হয় না, কারণ আপনাকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই কর্ম্ম একেবারে সাধন করিয়াছেন। ২৮ কেননা ব্যবস্থা যে মহাযাজকদিগকে নিযুক্ত করে, তাহারা দুর্ব্বলতাসমন্বিত মনুষ্য; কিন্তু ব্যবস্থার পশ্চাৎকালীন ঐ শপথের বাক্য যাঁহাকে [নিযুক্ত করে] তিনি অনন্তকালার্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুত্র।

৮ অধ্যায়।

১ এই সমস্ত কথার মধ্যে সারকথা এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে মহিমাসিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়া পবিত্র স্থানের, ২ এবং যে তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবানুষ্ঠাতা আছেন। ৩ ফলতঃ প্রত্যেক মহাযাজক উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করণে নিযুক্ত হয়, অতএব ইহাঁরও অবশ্য কিছু উৎসর্জ্জনীয় [আছে]। ৪ বস্তুতঃ ইনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে যাজকই হইতেন না; কারণ যাহারা ব্যবস্থানুসারে উপহারাদি উৎসর্গ করে এমত যাজকেরা আছে। ৫ কিন্তু তাহাদের আরাধনার স্থান স্বর্গীয় স্থানের দৃষ্টান্ত ও ছায়ামাত্র, কেননা মোশি যখন তাম্বুর নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে উদ্যত ছিলেন, তখন এই প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, যথা, "[ঈশ্বর] কহেন, "সাবধান, পর্ব্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান "গেল, সেই রূপ সকলি কর।" ৬ কিন্তু সম্প্রতি ইনি যেমন শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকলাপে স্থাপিত বহুগুণে শ্রেষ্ঠ নিয়মেরই মধ্যস্থ হইয়াছেন, তেমনি বহুগুণে উৎকৃষ্টতর সেবানুষ্ঠাতার পদ পাইয়াছেন।

৭ বস্তুতঃ ঐ পূর্ব্বকার নিয়ম যদি নির্দ্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা করা যাইত

না। [৮] কিন্তু তিনি দোষ দিয়া লোকদিগকে বলেন "প্রভু কহেন, দেখ, যে সময়ে আমি ইস্রায়েল্ "কুলের পক্ষে ও যিহূদা কুলের পক্ষে এক নূতন "নিয়ম সম্পন্ন করিব, এমত সময় আসিতেছে। "[৯] মিসরদেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে "উদ্ধার করণার্থে যে দিনে আমি তাহাদের পাণি- "গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত নিয়ম স্থির করি- "লাম, সেই দিনের নিয়মানুসারে নয়; কেননা "প্রভু কহেন, তাহারা আমার নিয়মে স্থির রহিল "না, তাহাতে আমিও তাহাদের প্রতি অবহেলা "করিলাম। [১০] কিন্তু প্রভু কহেন, সেই কালের "পর আমি ইস্রায়েল কুলের সহিত এই নিয়ম "স্থির করিব; আমি তাহাদের চিত্তে আমার "ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃৎপত্রে তাহা লিখিব, "এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা "আমার প্রজা হইবে। [১১] এবং তুমি প্রভুকে "জ্ঞাত হও, এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে "আপন ২ সহপৌরকে ও আপন ২ ভ্রাতাকে আর "শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও "মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে। [১২] কে- "ননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, "এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম্ম সকল আর "কখন স্মরণে আনিব না।" [১৩] [এই নিয়মটী] নূতন কহাতে তিনি প্রথমটী পুরাতন করিয়াছেন; পরন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণপ্রায়, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।

৯ অধ্যায়।

[১] ভাল, ঐ প্রথম নিয়মানুসারেও আরাধনার নানা ধর্ম্মবিধি এবং লৌকিক একটা ধর্ম্মধাম ছিল। [২] ফলতঃ যে তাম্বু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অগ্রগৃহে দীপবৃক্ষ ও মেজ ও [দর্শনীয়] রুটীর শ্রেণী ছিল; ইহার নাম পবিত্র স্থান। [৩] অপর দ্বিতীয় তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে অতি পবিত্র স্থান এই নামে বিখ্যাত গৃহ ছিল; [৪] তাহা সুবর্ণময় ধূপদানী ও সর্ব্বদিগে স্বর্ণমণ্ডিত নিয়মসিন্দুক বিশিষ্ট; ঐ সিন্দুকে মান্নাসম্বলিত স্বর্ণময় ঘট, ও হারোণের মঞ্জরিত যষ্টি, ও নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, [৫] এবং তাহার উপরে যাহারা পাপাবরণে ছায়া করিত, প্রতাপের সেই দুই করূব্ ছিল; এই সকলের সবিশেষ কথা কহা এখন নিষ্প্রয়োজন।

[৬] উক্ত সকল বস্তু এই রূপে প্রস্তুত হওয়াতে যাজকগণ আরাধনার কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে ঐ অগ্রগৃহে নিত্য প্রবেশ করে; [৭] কিন্তু দ্বিতীয় গৃহে সম্বৎসরের মধ্যে এক বার মহাযাজক একাকী প্রবেশ করে; সেও আপনার নিমিত্তে ও প্রজা লোকদের অজ্ঞানকৃত পাপের নিমিত্তে উৎসর্জ্জনীয় রক্ত না লইয়া তথায় প্রবেশ করে না। [৮] ইহাতে পবিত্র আত্মা যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই, সেই অগ্রগৃহ যাবৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ [অতি] পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই। [৯] সেই গৃহ এই উপস্থিত সময় নিমিত্তক দৃষ্টান্ত, কেন না তৎসম্বন্ধীয় যে ২ উপহারের ও যজ্ঞের উৎসর্গ হয় তাহা আরাধনাকারিকে সংবেদগোচর সিদ্ধি দিতে পারে না; [১০] সে সমস্ত কেবল খাদ্য ও পেয় ও বিবিধ বাপ্তিস্ম সমন্বিত এবং সংশোধনের সময় পর্য্যন্ত পালনীয় শারীরিক ধর্ম্মবিধিমাত্র।

[১১] পরন্তু খ্রীষ্ট ভাবি মঙ্গলের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া অহস্তকৃত অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয় সেই মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু দিয়া [গমন করিয়া] [১২] ছাগের ও গোবৎসের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে একেবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়া অনন্তকালস্থায়ি মুক্তি আবিষ্কৃত করিলেন। [১৩] বস্তুতঃ ছাগদিগের ও বৃষদিগের রক্ত এবং গাভীভস্মযুক্ত জলপ্রোক্ষণ যদি অশুচি লোকদিগকে শারীরিক শুচিত্বার্থে পবিত্র করে, [১৪] তবে যিনি অনন্তজীবি আত্মাদ্বারা নির্দ্দোষ [বলিরূপে] আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত জীবনময় ঈশ্বরের আরাধনার্থে তোমাদের সংবেদকে মৃতবৎ ক্রিয়াহইতে কত অধিক গুণে শুচি করিবে!

[১৫] আর এই কারণ তিনি নূতন নিয়মেরই মধ্যস্থ আছেন; [কি নিমিত্তে?] পূর্ব্বকার নিয়ম লঙ্ঘনজন্য অপরাধ সকলের মোচনার্থ মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া আহূত লোকেরা যেন অনন্তকালস্থায়ি দায়াধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়। [১৬] কেননা যে স্থলে নিয়মপত্র হয়, সেই স্থলে নিয়মকারির মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক। [১৭] বস্তুতঃ মৃত দেহেতেই নিয়মপত্র স্থির হয়, যেহেতুক নিয়মকারী জীবিত থাকিতে তাহা কখন বলবৎ হয় না।

[১৮] সেই কারণ ঐ পূর্ব্বকার নিয়মের সংস্কারও রক্ত ব্যতিরেকে হয় নাই। [১৯] ফলতঃ ব্যবস্থানুসারে প্রজাসমূহের কাছে সকল আজ্ঞার প্রস্তাব সাঙ্গ হইলে পর মোশি জল ও সিন্দূরবর্ণ মেষলোম ও এসোবের সহিত গোবৎসদের ও ছাগদের রক্ত লইয়া পুস্তকখানিতে ও সমস্ত প্রজাবৃন্দের গাত্রে প্রোক্ষণ করিয়া কহিলেন, [২০] "ঈশ্বর তোমাদের "উদ্দেশে যে নিয়মের আদেশ করিলেন, এ সেই "নিয়মের রক্ত।" [২১] অধিকন্তু তিনি তাম্বুতে ও সেবানুষ্ঠানের সমস্ত সামগ্রীতেও তদ্রূপ রক্ত প্রোক্ষণ করিলেন। [২২] আর ব্যবস্থানুসারে প্রায় সকলই রক্তে শুচীকৃত হয়, এবং বিনা রক্তসেচনে পাপমোচন হয় না।

[২৩] ভাল, যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত, তাহার ঐ সকল উপায়দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়, তাহার ইহাহইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞদ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক। [২৪] কেননা প্রকৃতের প্রতিরূপমাত্র যে হস্তকৃত পবিত্র স্থান, খ্রীষ্ট তাহাতে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু সম্প্রতি আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে

প্রকৃত স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন। [২৫] আর মহাযাজক যেমন বৎসর ২ পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে, তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে পুনঃ ২ আপনাকে উৎসর্গ করিতে গিয়াছেন, তাহাও নয়; [২৬] কেননা তাহা হইলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার তাঁহাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। কিন্তু আত্মযজ্ঞদ্বারা পাপনাশার্থে তিনি এখন যুগপর্য্যায়ের পরিণামে এক বার প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। [২৭] আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্তে এক বার মরণ, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, [২৮] তেমনি খ্রীষ্টও এক বার, অনেকের পাপভার বহনার্থে উৎসৃষ্ট হইয়াছেন; এবং দ্বিতীয় বার পরিত্রাণের নিমিত্তে আপনা অপেক্ষাকারিদিগকে বিনা পাপে দর্শন দিবেন।

১০ অধ্যায়।

[১] বস্তুতঃ ব্যবস্থা ভাবি মঙ্গলের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা প্রকৃত মূর্ত্তিবিশিষ্ট নহে; সুতরাং নিত্য ২ উৎসৃজ্যমান একবিধ বার্ষিক যজ্ঞদ্বারা তাহা অভ্যাগমনকারি লোকদিগকে কখন সিদ্ধ করিতে পারে না। [২] যদি পারিত, তবে ঐ যজ্ঞ কি শেষ হইত না? কেননা আরাধনাকারিরা এক বার শুচীকৃত হইলে তাহাদের কোন পাপসংবেদ আর থাকিত না। [৩] কিন্তু ঐ যজ্ঞে বৎসর ২ পুনর্ব্বার পাপ স্মরণ করা হয়। [৪] বস্তুতঃ বৃষের কি ছাগের রক্ত পাপ হরণে অসমর্থ।

[৫] এই কারণ [খ্রীষ্ট] জগতে প্রবেশ করণ সময়ে কহেন, "তুমি বলিদান ও নৈবেদ্য বাঞ্ছা না করিয়া "আমার জন্যে দেহ রচনা করিয়াছ; [৬] হোমে "ও পাপনিমিত্তক বলিদানে তুমি প্রীত হও নাই "[৭] তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি উপস্থিত "হইলাম; গ্রন্থখানিতে আমার কথা লিখিত "আছে; হে ঈশ্বর,তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে "[উপস্থিত হইলাম]।" [৮] ইহাতে তিনি অগ্রে ব্যবস্থানুসারে উৎসৃজ্যমান ঐ সকল বস্তুর বিষয়ে কহেন, "বলিদান ও নৈবেদ্য ও হোম ও পাপনিমিত্তক যজ্ঞ তুমি বাঞ্ছা কর নাই, এবং তাহাতে প্রীতও হও নাই;" [৯] তৎপরে তিনি কহেন, "হে ঈশ্বর, দেখ, তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে আমি উপস্থিত হইলাম।" এই দ্বিতীয় কথা স্থির করণার্থে তিনি প্রথমটী লোপ করেন। [১০] সেই বাসনাক্রমে আমরা একেবারে যীশু খ্রীষ্টের দেহরূপ নৈবেদ্যের উৎসর্গদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি।

[১১] আর প্রত্যেক মহাযাজক দিন ২ উপাসনানুষ্ঠান করিতে এবং পাপহরণে নিতান্ত অসমর্থ একবিধ যজ্ঞ পুনঃ২ উৎসর্গ করিতে দণ্ডায়মান হয়; [১২] কিন্তু ইনি পাপনিমিত্তক একই যজ্ঞ উৎসর্গ করিয়া নিত্যকালার্থে ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়া, [১৩] তদবধি যাবৎ তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার পাদপীঠ না হয়, তাবৎ কাল অপেক্ষা করিতেছেন। [১৪] কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্যদ্বারা নিত্যকালার্থে সিদ্ধ করিয়াছেন। [১৫] ইহাতে পবিত্র আত্মাও আমাদিগকে সাক্ষ্য দিতেছেন, ফলতঃ, "সেই কালের "পর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির "করিব," অগ্রে ইহা বলিয়া [১৬] "প্রভু কহেন, আমি "তাহাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহা- "দের চিত্তে তাহা লিখিব, [১৭] এবং তাহাদের পাপ "ও অধর্ম্ম সকল আর কখন স্মরণে আনিব না।" [১৮] ভাল, যে স্থলে এই সকলের মোচন হয়, সেই স্থলে পাপনিমিত্তক নৈবেদ্য আর হয় না।

[১৯] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্যে স্বশরীররূপ তিরস্করিণী দিয়া জীবনময় নূতন এক পথের সংস্কার করিয়াছেন; [২০] আমরা সেই পথে যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস বিশিষ্ট হইয়াছি; [২১] এবং ঈশ্বরের গৃহের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; [২২] [ইহা জানিয়া] আইস, আমরা সত্যময় হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তাতে [ঈশ্বরসমীপে] উপস্থিত হই; আমরা তো অশুভ সংবেদাপহারক প্রোক্ষণে প্রোক্ষিত হৃদয় পাইয়াছি; পরন্তু শুচি জলে স্নাত দেহ [বিশিষ্ট] হইয়াছি বলিয়া [২৩] আইস, আমরা প্রত্যাশার স্বীকার অটল করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্ত; [২৪] এবং প্রেমে ও সৎক্রিয়াতে [সকলের] যত্ন সতেজ করিবার নিমিত্তে [আইস,] আমরা পরস্পর মনোযোগ করি; [২৫] ও কাহারো২ যেমন অভ্যাস হইয়াছে, তেমনি নিজ সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি, বরঞ্চ সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, পরস্পর চেতনা দিতে তত অধিক যত্নবান হই।

[২৬] বস্তুতঃ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করি, তবে পাপনিমিত্তক আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না; [২৭] কেবল বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চণ্ডতা থাকে। [২৮] যে ব্যক্তি মোশির ব্যবস্থা অমান্য করে, তাহাকে দুই তিন সাক্ষির প্রমাণে বিনা করুণাতে হত হইতে হয়। [২৯] ইহাতে বুঝ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করে, এবং নিয়মের যে রক্তদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, এবং অনুগ্রহের [আকর] আত্মার অপমান করে, সে কত গুণে অধিক ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য না হইবে! [৩০] কেননা "প্রভু কহেন, বৈরনির্য্যাতন আমারই "কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব;" পুনশ্চ, "প্রভু "আপন প্রজা লোকদের বিচার করিবেন," এই কথা যিনি কহিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা জানি। [৩১] জীবনময় ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।

[৩২] তোমরা বরং পূর্ব্বকার সেই সময় স্মরণ কর, যখন তোমরা দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখভোগরূপ

ভারি সংগ্রাম সহ্য করিয়াছিলা, [৩৩] অর্থাৎ একে ধিক্কারে ও ক্লেশে কৌতুকাস্পদ হইতা, তাহাতে আবার তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন লোকদের সহভাগী ছিলা। [৩৪] কেননা তোমরা বন্দিগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলা, এবং তোমাদের আরো উত্তম নিত্যস্থায়ি নিজ সম্পত্তি স্বর্গে আছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আনন্দ পূর্ব্বক আপন ২ সম্পত্তির লুট স্বীকার করিয়াছিলা। [৩৫] অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, তাহা তো মহাপুরস্কারযুক্ত। [৩৬] কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞার ফলপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। [৩৭] কারণ "যিনি আসিবেন, তিনি আর অত্যল্প কাল "গত হইলে আসিবেন, বিলম্ব করিবেন না। [৩৮] বি-"শ্বাস হেতুই আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাঁচিবে, কিন্তু "যদি পরাঙ্মুখ হয়, তবে আমার মন তাহাতে "প্রীত হইবে না।" [৩৯] পরন্তু আমরা বিনাশজনক পরাঙ্মুখতার লোক নহি, বরং জীবাত্মার রক্ষালাভজনক বিশ্বাসের লোক আছি।

১১ অধ্যায়।

[১] বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি। [২] বস্তুতঃ তাহার অধীনে প্রাচীন লোকেরা সাক্ষ্যবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। [৩] বিশ্বাসের গুণে আমরা ইহা বুঝি, যে যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তুহইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই। [৪] বিশ্বাসের গুণে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎসর্গ করিলেন, এবং তাহাদ্বারা তিনি যে ধার্ম্মিক এমত সাক্ষ্যবিশিষ্ট হইলেন; ফলতঃ ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন; এবং তদ্দ্বারা তিনি মৃত হইলেও অদ্যাপি কথা কহিতেছেন। [৫] বিশ্বাসের গুণে হনোক্ মৃত্যু না দেখিবার আশয়ে লোকান্তরে নীত হইলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি লোকান্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন, এমত সাক্ষ্য পাইয়াছেন। [৬] কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারো সাধ্য নয়; কারন ঈশ্বর যে আছেন, এবং আপনার অন্বেষণকারিগণের পুরস্কারদাতা হন, ইহা বিশ্বাস করা তাঁহার নিকটে গমনকারি লোকের আবশ্যক। [৭] বিশ্বাসের গুণে নোহ অদৃশ্য ভাবি বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইয়া ভীতি পূর্ব্বক আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মান করিলেন, এবং তদ্দ্বারা জগৎকে দোষী করিয়া আপনি বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতার অধিকারী হইলেন।

[৮] বিশ্বাসের গুণে অব্রাহাম যখন আহূত হইলেন, তখন অধিকারার্থে প্রাপ্তব্য স্থানে গমনের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছি, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন। [৯] বিশ্বাসের গুণে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইয়া সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারি ইস্‌হাক ও যাকোবের সহিত তাম্বুতে বাস করিতেন; [১০] যেহেতুক ঈশ্বর যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা, সেই ভিত্তিমূলবিশিষ্ট নগরের অপেক্ষা তিনি করিতেছিলেন। [১১] বিশ্বাসের গুণে স্বয়ং সারাও বিপরীত বয়ঃক্রমেই বংশ উৎপাদনের শক্তি পাইলেন, কেননা তিনি প্রতিজ্ঞাকারিকে বিশ্বাস্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। [১২] এই জন্যে এক ব্যক্তিহইতে, হাঁ, মৃতকল্প ব্যক্তিহইতে গগনস্থ তারাগণের ন্যায় বহুসংখ্যক এবং সমুদ্রতীরস্থ অপরিমেয় বালুকার ন্যায় [গণনাতীত] লোক উৎপন্ন হইল।

[১৩] বিশ্বাসানুরূপে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা সকলে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাঁহারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূরে তাহা দেখিতে পাইয়া প্রত্যয় পূর্ব্বক তাহার বন্দনা করিয়াছিলেন, এবং আপনারা পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। [১৪] যাঁহারা এমত কথা স্বীকার করেন, তাঁহারা তো যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহা ব্যক্ত করেন। [১৫] আর তাঁহারা যথাহইতে নির্গত, সেই দেশের কথা যদি কহিতেন, তবে ফিরিয়া যাইবার সময় অবশ্য পাইতেন। [১৬] কিন্তু এখন তাঁহারা তদপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই জন্যে ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইতে লজ্জিত নহেন; বস্তুতঃ তিনি তাঁহাদের নিমিত্তে এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।

[১৭] বিশ্বাসের গুণে অব্রাহাম্ পরীক্ষিত হইলে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; হাঁ, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন, [১৮] বিশেষতঃ "ইস্‌হাকে তোমার বংশ তোমার বলিয়া বিখ্যাত "হইবে," এই কথা যাঁহার প্রতি উক্ত হইয়াছিল, তিনি আপনার একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত ছিলেন। [১৯] কারণ ঈশ্বর মৃতগণের মধ্যহইতেও [মনুষ্যকে] উত্থাপন করিতে সমর্থ, ইহা তিনি মনে ২ স্থির করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পনবৎ ত্যাগ করণেই তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। [২০] বিশ্বাসের গুণে ইস্‌হাক্ ভাবি বিষয়ের উদ্দেশেই যাকোবকে ও এষৌকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। [২১] বিশ্বাসের গুণে যাকোব মরণকালে যোষেফের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক ২ জনকে [বিশেষ ২] আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আপন যষ্টির অগ্রভাগে [নির্ভর করিয়া] ভজনা করিলেন। [২২] বিশ্বাসের গুণে যোষেফ অন্তিমকালে [মিসরহইতে] ইস্রায়েলের সন্তানগণের নির্গমনের কথা উল্লেখ করিলেন, এবং আপন অস্থি সকলের বিষয়ে আদেশ দিলেন।

[২৩] বিশ্বাসের গুণে নবজাত মোশি তিন মাস পর্য্যন্ত পিতামাতা কর্তৃক গোপনে রক্ষিত হইলেন, কেননা তাঁহারা শিশুটির সৌন্দর্য্য দেখিলেন, এবং রাজার আজ্ঞাতে ভীত ছিলেন না। [২৪] বিশ্বাসের

গুণে মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ফরৌণের দৌহিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইতে অস্বীকার করিলেন। [২৫] কারণ তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজা লোকদের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন; [২৬] এবং মিসরের সমস্ত নিধি অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করিলেন, কেননা তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। [২৭] বিশ্বাসের গুণে তিনি রাজার রাগে ভীত না হইয়া মিসরদেশ ত্যাগ করিলেন, কারণ যিনি অদৃশ্য তাঁহাকে দর্শনকারির ন্যায় আশ্বাসযুক্ত ছিলেন। [২৮] বিশ্বাসের গুণে তিনি নিস্তারপর্ব্ব পালন ও রক্তলেপন করিলেন, পাছে প্রথমজাতদের সংহারকর্ত্তা লোকদিগকে স্পর্শ করেন। [২৯] বিশ্বাসের গুণে তাহারা শুষ্ক ভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল, কিন্তু মিস্রীয় লোকেরা তাহার পরীক্ষা লওয়াতে কবলিত হইল। [৩০] বিশ্বাসের গুণে যিরীহোর প্রাচীর সাত দিন প্রদক্ষিণ করণের পরে তাহা পড়িয়া গেল। [৩১] বিশ্বাসের গুণে রাহব নাম্নী বেশ্যা চরগণকে প্রণয়ভাবে অতিথি করাতে অনাজ্ঞাবহ লোকদের সহিত বিনষ্টা হইল না।

[৩২] অধিক কথার প্রয়োজন কি? গিদিয়োন, বারক, শিম্‌শোন ও যিপ্তহ, দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত কহিলে সময়ের অকুলান হইবে। [৩৩] বিশ্বাসদ্বারা ইহাঁরা নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধর্ম্ম প্রচলিত করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন, [৩৪] অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করিলেন, খড়্গের ধার এড়াইলেন, দুর্ব্বলতাহইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্যজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী ভগ্ন করিলেন। [৩৫] নারীগণ আপন ২ মৃত লোককে পুনরুত্থানদ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; অন্যেরা শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হইবার নিমিত্তে মুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া যন্ত্রণাযন্ত্র সহকারে প্রহারেতে হত হইলেন। [৩৬] এবং অন্যেরা বিদ্রূপ ও কশাঘাত এবং বন্ধন ও কারাগারও সহ্য করিলেন; [৩৭] তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে হত, করাতদ্বারা বিদীর্ণ, [নানা মতে] পরীক্ষিত, খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইলেন; দীনহীন, ক্লিষ্ট, উপদ্রুত হইয়া মেষের ও ছাগের চর্ম্ম পরিয়া বেড়াইতেন। [৩৮] এই জগৎ যাঁহাদের যোগ্য ছিল না, তাঁহারা নির্জন স্থানে ও পর্ব্বতে ও গুহাতে ও পৃথিবীর গহ্বরে ভ্রমণ করিতেন। [৩৯] আর ইহাঁরা সকলে বিশ্বাসদ্বারা [উত্তম] সাক্ষ্য বিশিষ্ট ছিলেন, [কিন্তু] প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই। [৪০] কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্তে কোন শ্রেষ্ঠ গতি পূর্ব্বাবধি লক্ষ্য করাতে তাঁহাদিগকে আমাদের বিরহে সিদ্ধি পাইতে দেন নাই।

১২ অধ্যায়।

[১] অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস, আমরাও যাবতীয় বোঝা ও স্বভাবতঃ বাধাজনক পাপকে ফেলিয়া স্থৈর্য্য পূর্ব্বক আপনাদের সম্মুখস্থ ধাবনমার্গে ধাবমান হই; [২] এবং বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্তে অপমান তুচ্ছ বোধ পূর্ব্বক ক্রুশটা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। [৩] হাঁ, যিনি আপনার প্রতিকূল পাপিগণের এমত বিসংবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আলোচনা কর, পাছে প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হও।

[৪] তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে ২ অদ্যাবধি রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই; [৫] তথাপি যে সান্ত্বনার বাণী পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তাহা [কি] ভুলিয়াছ? যথা, "হে আমার পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, "এবং তাঁহাহইতে অনুযোগ পাইতে ক্লান্ত হইও "না। [৬] কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তা-"হাকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং যে প্রত্যেক "পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন।" [৭] যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে ঈশ্বর যেমন পুত্রদের প্রতি, তেমনি তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পিতা যাহাকে শাস্তি না দেন, এমন পুত্র কোথায়? [৮] কিন্তু সকলে যে শাস্তির ভাগী হইয়াছে, তোমরা যদি তাহার অভাগী থাক, তবে সুতরাং তোমরা জারজ আছ, পুত্র নহ।

[৯] পরন্তু আমাদের শারীরিক জনকেরা আমাদের শাস্তিদাতা ছিল, এবং আমরা তাহাদিগকে সমাদর করিতাম; [এমত যদি হয়,] তবে যিনি আত্মা সকলের পিতা, আমরা কি অনেক গুণে অধিক [সম্পূর্ণরূপে] তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন অবলম্বন করিব না? [১০] উহারা তো অল্প দিনের নিমিত্তে আপন ২ মত্যনুসারে শাস্তি দিত, কিন্তু ইনি হিতের নিমিত্তে, অর্থাৎ আমরা যেন তাঁহার পবিত্রতার ভাগী হই, [তন্নিমিত্ত শাস্তি দিতেছেন]। [১১] পরন্তু যাবতীয় শাস্তি আপাততঃ আনন্দের বিষয় বোধ হয় না, কিন্তু মনোদুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দ্বারা অভ্যাসপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহা পশ্চাৎ শান্তিযুক্ত ধর্ম্মফল প্রদান করে। [১২] অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও দুর্ব্বল হাঁটু সবল কর; [১৩] এবং খঞ্জ যেন বিপথগামী না হইয়া বরং সুস্থ হয়, তন্নিমিত্ত আপন ২ চরণে সরল পাদসঞ্চার কর।

[১৪] সকলের সহিত ঐক্য, এবং যদ্বিহীনে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতালাভের অনুধাবন কর। [১৫] আর সাবধান হইয়া দেখ, পাছে কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহবিহীন হইয়া, পাছে তিক্ততাজনক কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া, বাধা জন্মাইলে অধিকাংশ লোক তদ্দ্বারা দূষিত হয়; [১৬] পাছে কেহ ব্যভিচারী হয়, কিম্বা ধর্ম্মাবমানক হইয়া সেই এষৌর সদৃশ হয়, যে এক গ্রাসের নিমিত্তে আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল। [১৭] তোমরা তো জান, তৎপরেও যখন সে আশীর্ব্বাদের

অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন অগ্রাহ্য হইল, বস্তুতঃ সজল নয়নে চেষ্টা করিলেও মনঃপরিবর্ত্তনের উপায় পাইল না।

[১৮] তোমরা তো সেই স্পৃশ্য ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বত ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ও অন্ধকার ও ঝড় [১৯] ও তূরীর ধ্বনি ও বাক্যের শব্দ, এই সকলের নিকটে উপস্থিত হও নাই। ঐ শব্দ যাহারা শুনিতে পাইল, তাহারা ইহা প্রার্থনা করিয়াছিল, যেন আপনাদের প্রতি আর সম্ভাষণ না হয়। [২০] কারণ "যদি কোন পশু পর্ব্বতকে স্পর্শ করে, তবে "সেও প্রস্তরাঘাতে হত কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধ "হইবে," এই আজ্ঞা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না; [২১] এবং সেই দর্শন এমত ভয়ঙ্কর, যে মোশি কহিলেন, "আমি নিতান্ত ভীত ও কম্পিত আছি।" [২২] কিন্তু তোমরা সিয়োন পর্ব্বত, ও জীবনময় ঈশ্বরের পুরী স্বর্গীয় যিরূশালেম, এবং অযুত ২ দূত, উৎসবসভা, [২৩] ও স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের মণ্ডলী, ও সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ, [২৪] ও নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং হেবলহইতে উত্তম বাক্যবাদি প্রোক্ষণের রক্ত, এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ।

[২৫] সাবধান, বাক্যবাদির কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতেছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে ঐ লোকেরা যদি না বাঁচিল, তবে যিনি স্বর্গহইতে কহিতেছেন, তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইলে আমরা বাঁচিব না, ইহা কত গুণে অধিক নিশ্চয়।

[২৬] তৎকালে তাঁহার রব পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিয়াছিল; কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যথা, "আমি আর এক বার পৃথিবীকে "কম্পান্বিত করিব, কেবল তাহা নয়, গগণমণ্ডল- "কেও কম্পান্বিত করিব।" [২৭] ইহাতে "আর এক বার," এই শব্দে সেই কম্পবান সকল বিষয়ের দূরীকরণ নির্দ্দিষ্ট হয়; কেননা অকম্পমান বিষয় সকল যেন স্থায়ী হয়,তজ্জন্য উহা নির্ম্মিত ছিল। [২৮] অতএব অকম্পিত রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়াতে, আইস আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা সমাদর ও ভীতি সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি। [২৯] কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারি অগ্নিস্বরূপ।

১৩ অধ্যায়।

[১] ভ্রাতৃপ্রেম থাকুক। [২] তোমরা অতিথিসেবা বিস্মৃত হইও না, কেননা তদ্দ্বারা কেহ২ না জানিয়া দূতদেরও আতিথ্য করিয়াছে। [৩] বন্দিগণকে স্মরণ করত আপনাদিগকে তাহাদের সহবন্দি জান; দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে স্মরণ করত আপনাদিগকেও দেহবাসী জ্ঞান কর। [৪] বিবাহ সর্ব্বতোভাবে আদরণীয় ও তাহার শয্যা বিমল [হউক]; কিন্তু বেশ্যাগামিদের ও ব্যভিচারিদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। [৫] তোমাদের আচার ব্যবহার লোভরহিত হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; যেহেতুক তিনিই কহিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে "তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে "ত্যাগ করিব না।" [৬] অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, "প্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় "করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?"

[৭] যাহারা তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য কহিয়া গিয়াছে, তোমাদের সেই নায়কদিগকে স্মরণ কর, এবং তাহাদের আচরণের শেষগতি আলোচনা করত তাহাদের বিশ্বাসের অনুকারী হও। [৮] যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য ও যুগে২ সেই আছেন। [৯] তোমরা বহুরূপ অথচ বিজাতীয় শিক্ষাদ্বারা বিপথে চালিত হইও না। কেননা অনুগ্রহদ্বারা হৃদয়ের স্থিরীকৃত হওয়া ভাল; খাদ্য বিশেষ অবলম্বন করা ভাল নহে; তদাচারি লোকদের কোন ফল দর্শে নাই।

[১০] আমাদের এক যজ্ঞবেদি আছে, তাহার সামগ্রী খাইবার ক্ষমতা তাম্বুর আরাধনাকারিদের নাই। [১১] ফলতঃ যে২ প্রাণির রক্ত পাপনিমিত্তক নৈবেদ্যরূপে মহাযাজকদ্বারা পবিত্র স্থানের ভিতরে বহন করা যায়, সেই সকলের দেহ শিবিরের বাহিরে দগ্ধ করা যায়। [১২] এই কারণ যীশুও নিজ রক্তদ্বারা প্রজা লোকদিগকে পবিত্র করণার্থে পুরদ্বারের বাহিরে [মৃত্যু] ভোগ করিলেন। [১৩] অতএব আইস আমরা তাঁহার দুর্নাম বহন করত শিবিরের বাহিরে তাঁহার নিকটে গমন করি। [১৪] এখানে তো আমাদের চিরস্থায়ি নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই ভাবি নগরের অন্বেষণ করিতেছি। [১৫] অতএব আইস আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিত্য২ স্তবরূপ যজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহার নামের মাহাত্ম্যস্বীকারকারি ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি। [১৬] আর উপকার ও সহভাগিতার কার্য্য বিস্মৃত হইও না, কেননা সেই প্রকার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন।

[১৭] তোমরা আপন নায়কদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কেননা যাহারা হিসাব দিবে, এমন লোকদের মত তাহারা তোমাদের জীবাত্মার নিমিত্তে প্রহরিকর্ম্ম করিতেছে; অতএব তাহারা যেন আনন্দ পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করে, আর্ত্তস্বর পূর্ব্বক না করে, এমত যত্ন কর; কেননা তাহাদের আর্ত্তস্বর তোমাদের মঙ্গলজনক হইবে না।

[১৮] আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, কেননা আমরা শুভ সংবেদ বিশিষ্ট, সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি, ইহা নিশ্চয় জানি। [১৯] পরন্তু আমি যেন আরো শীঘ্র তোমাদিগকে পুনর্দত্ত হই, তজ্জন্য অধিক বিনতি পূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিলাম।

[২০] শান্তির [আকর] যে ঈশ্বর অনন্তকালস্থায়ি নিয়মের রক্তধারি সেই মহান্ পালরক্ষককে, হাঁ,

আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতগণের মধ্যহইতে পুনরানয়ন করিয়াছেন, [২১] তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমাদিগকে যাবতীয় সৎক্রিয়াতে পরিপক্ক করুন; এবং তোমাদের অন্তরে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আপনার প্রীতিজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। যুগপর্য্যায়ের যুগে২ তাঁহার মহিমা হউক। আমেন্।

[২২] হে ভ্রাতৃগণ, নিবেদন করি, তোমরা এই প্রবোধকথা সহ্য কর; আমি তো সঙ্ক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিলাম। [২৩] তীমথিয় ভ্রাতা নিষ্কৃতি পাইল, ইহা জ্ঞাত হইবা। সে যদি কিঞ্চিৎ ত্বরায় আইসে, তবে আমি তাহার সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে দেখিব। [২৪] তোমরা আপনাদের সকল নায়ককে ও সকল পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ দেও। ইতালিয়াহইতে [আগত] লোকেরা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। [২৫] অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক। আমেন্।

যাকোবের পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোব বিদেশে ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশকে মঙ্গলবাদ করিতেছে।

[২] হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি যখন নানাবিধ পরীক্ষা ঘটে, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান কর; [৩] বিশেষতঃ ইহা জ্ঞান, যে তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা স্থৈর্য্য সম্পন্ন করে। [৪] সেই স্থৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ হও, কিছুরই অভাব তোমাদের না হয়।

[৫] আর যদি তোমাদের কাহারো বিজ্ঞতার অভাব হয়, তবে যিনি অকাতরে ও বিনা তিরস্কারে সকলকে দান করিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের কাছে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে। [৬] কিন্তু সে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃসন্দেহে যাচ্ঞা করুক: কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুচালিত বিলোড়িত সমুদ্রতরঙ্গের সদৃশ। [৭] বস্তুতঃ সেই মনুষ্য যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক। [৮] [সে] দ্বিমনা লোক, আপনার সকল গতিতে অশান্ত।

[৯] আর অবনত ভ্রাতা আপন উন্নতির শ্লাঘা করুক; [১০] কিন্তু ধনবান্ লোক আপন অবনতির [শ্লাঘা করুক], কেননা সে তৃণপুষ্পের ন্যায় বিগত হইবে। [১১] ফলতঃ সূর্য্য সতাপে উঠিবামাত্র তৃণ শুষ্ক করে, তাহাতে তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে, এবং তাহার রূপের কান্তি নষ্ট হয়। তেমনি ধনবান্ও আপনার সকল গতিতে ম্লান হইবে।

[১২] যে ব্যক্তি পরীক্ষা সহ্য করে, সেই ধন্য; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, কেননা প্রভু আপন প্রেমকারিগণকে তাহা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। [১৩] ঈশ্বরহইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে, পরীক্ষার সময়ে এমন কথা কেহ যেন না বলে; কেননা কুভাবজনক পরীক্ষা ঈশ্বরের হয় না, এবং কাহারো [তদ্রূপ] পরীক্ষা তিনি করেন না। [১৪] কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনাদ্বারা আকর্ষিত ও প্রলোভিত হওত পরীক্ষিত হয়। [১৫] পরে কামনা সগর্ভা হইয়া দুকৃতিকে প্রসব করে, এবং দুষ্কৃতি পরিণতা হইয়া মৃত্যুকে প্রসব করে।

[১৬] হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। [১৭] যাবতীয় উত্তম দান এবং যাবতীয় সিদ্ধ বর ঊর্দ্ধহইতে নামিয়া আইসে, অর্থাৎ অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজন্য ছায়া যাঁহাতে সম্ভবে না, জ্যোতির্গণের সেই পিতাহইতে তাহা আইসে। [১৮] তিনি নিজ মানসক্রমেই সত্যস্বরূপ বাক্যদ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন; আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের অগ্রিমাংশস্বরূপ হই, [এই তাঁহার অভিপ্রায়]।

[১৯] হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা জ্ঞাত আছ। তোমাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে ত্বরিত ও কথনে ধীর হউক, ক্রোধেও ধীর হউক, [২০] যেহেতুক মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরীয় ধর্ম্ম সম্পন্ন করে না। [২১] অতএব তোমরা যাবতীয় অশুচিতা এবং হিংসারূপ বাড়তি ভার ফেলিয়া দিয়া, যে রোপিত বাক্য তোমাদের জীবাত্মার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ, তাহাই মৃদুভাবে গ্রহণ কর। [২২] কিন্তু সেই বাক্যের কর্ম্মকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইতে শ্রোতামাত্র হইও না। [২৩] কেননা যে কেহ বাক্যের কর্ম্মকারী না হইয়া শ্রোতামাত্র থাকে, সে দর্পণে আপনার স্বাভাবিক মুখ নিরীক্ষণকারি মনুষ্যের সদৃশ; [২৪] ফলতঃ সে আপনাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র চলিয়া যায়, কীদৃশ ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হয়। [২৫] কিন্তু যে কেহ হেঁট হইয়া স্বাধীনতাস্বরূপ ঐ সিদ্ধ ব্যবস্থাতে দৃষ্টিপাত করিতে নিবিষ্ট থাকে, অথচ বিস্মৃতিযুক্ত শ্রোতা না হইয়া কর্ম্মকারী হয়, সেই আপন কার্য্যানুষ্ঠানে ধন্য হইবে।

[২৬] যে ব্যক্তি আপন জিহ্বাকে বল্গাদ্বারা বশে না রাখে, অথচ নিজ হৃদয় ভুলাইয়া তোমাদের মধ্যে আপনাকে ভজনশীল বলিয়া মানে, তাহার

ভজনশীলতা অলীক। [২৭] ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীন ও বিধবা লোকদের তত্ত্বাবধারণ করা, এবং সংসারহইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা, ইহাই পিতা ঈশ্বরের কাছে শুচি ও বিমল ভজনশীলতা।

২ অধ্যায়।

[১] হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের প্রতাপান্বিত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিশ্বাস মুখাপেক্ষার অধীনে ধারণ করিও না। [২] কেননা তোমাদের সমাজগৃহে স্বর্ণময় অঙ্গুরীয়েতে ও শুভ্র বস্ত্রে ভূষিত কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিলে, এবং মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্রও আইলে, [৩] যদি তোমরা ঐ শুভ্রবস্ত্রান্বিত লোকের মুখ চাহিয়া বল, আপনি এই স্থানে স্বচ্ছন্দে বৈসুন, কিন্তু সেই দরিদ্রকে যদি বল, তুমি ঐ স্থানে দাঁড়াও, কিম্বা আমার এই পাদপীঠের তলে বৈস, [৪] তাহা হইলে তোমরা কি সন্দিগ্ধমনা লোক এবং মন্দ বিতর্কে [লিপ্ত] বিচারকর্ত্তা হও নাই।

[৫] হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিশ্বাসে ধনবান্ এবং আপন প্রেমকারিদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী করিতে কি মনোনীত করেন নাই? [৬] কিন্তু তোমরা ঐ দরিদ্রের অনাদর করিয়াছ। ধনবানেরাই কি তোমাদের প্রতি উপদ্রব করে না? এবং তাহারাই কি তোমাদিগকে টানিয়া বিচারস্থানে লইয়া যায় না? [৭] যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না?

[৮] যাহা হউক, "তুমি আপন প্রতিবাসিকে "আত্মতুল্য প্রেম কর," এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা সাধন কর, তবে ভাল করিতেছ। [৯] নতুবা যদি মুখাপেক্ষা কর, তবে পাপাচরণ করিতেছ, এবং ব্যবস্থাদ্বারা আজ্ঞালঙ্ঘী বলিয়া দোষীকৃত হইতেছ। [১০] বস্তুতঃ কেহ যদি সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিয়া একই [আজ্ঞাতে] স্খলিত হইয়া থাকে, তবে সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে। [১১] যেহেতুক "ব্যভিচার করিও না," এই কথা যিনি কহিয়াছেন, "নরহত্যা করিও না," ইহাও তিনিই কহিয়াছেন; অতএব তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নরহত্যা কর, তাহা হইলে ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারী হইয়াছ।

[১২] স্বাধীনতাস্বরূপ ব্যবস্থাদ্বারা যাহাদের বিচার হইবে, তোমরা আপনাদিগকে এমত লোক জানিয়া কথা কহ ও কর্ম্ম কর। [১৩] কেননা যে ব্যক্তি দয়া করে নাই, বিচার তাহার প্রতি নির্দ্দয়; দয়াই বিচারজয়ী হইয়া শ্লাঘা করে।

[১৪] হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার বিশ্বাস আছে, ইহা যে বলে, তাহার যদি কর্ম্ম না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শিবে? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ? [১৫] [শুন], কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বিবস্ত্র ও দৈবসিক খাদ্যবিহীন হইলে [১৬] যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণগাত্র ও তৃপ্ত হও, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দেও, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে? [১৭] বিশ্বাসও তদ্রূপ; কর্ম্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া সে মৃত। [১৮] যাহা হউক, লোকে বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, এবং আমার কর্ম্ম আছে। তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম্মহইতে বিশ্বাস দেখাইব। [১৯] একই ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি বিশ্বাস করিতেছ; ভাল করিতেছ। ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে, এবং ত্রাসে রোমাঞ্চিত হয়।

[২০] কিন্তু হে নিঃসারচিত্ত মনুষ্য, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস যে অকর্ম্মন্য, ইহা জানিতে কি বাঞ্ছা কর? [২১] আমাদের পিতা অব্রাহাম্ কর্ম্মহেতু, [অর্থাৎ] যজ্ঞবেদির উপরে আপন পুত্র ইস্হাক্‌কে উৎসর্গ করণ হেতু কি ধার্ম্মিকীকৃত হইলেন না? [২২] তুমি দেখিতেছ, বিশ্বাস তাঁহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল, এবং কর্ম্মহেতু তাঁহার বিশ্বাস সিদ্ধ হইল; [২৩] তাহাতে এই শাস্ত্রীয় বচন সফল হইল, যথা, "অব্রাহাম ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা "তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল," এবং তিনি ঈশ্বরের মিত্র, এই নাম পাইলেন। [২৪] অতএব তোমরা দেখিতেছ, কর্ম্মহেতু মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়, শুদ্ধ বিশ্বাসহেতু নয়। [২৫] আবার রাহব নাম্নী বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম্মহেতু, [অর্থাৎ] দূতগণকে অতিথি করণ ও অন্য পথ দিয়া বাহিরে প্রেরণ হেতু ধার্ম্মিকীকৃতা হইল না? [২৬] বস্তুতঃ যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

৩ অধ্যায়।

[১] হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে গুরু হইও না; কেননা তোমরা জান, অন্যাপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে। [২] কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে স্খলিত হই; যে কেহ বাক্যেতে স্খলিত না হয়, সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বল্গাদ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ। [৩] [দেখ,] অশ্বগণ যেন আমাদের আজ্ঞা মানে, তজ্জন্য তাহাদের মুখে বল্গা দিলে আমরা তাহাদের সমস্ত শরীর ফিরাই। [৪] আর দেখ, জাহাজ সকল অতি প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি তাহাও অতি ক্ষুদ্র হাইলদ্বারা কর্ণধারের প্রবৃত্তির অভীষ্ট স্থানে ফিরাণ যায়। [৫] তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বনকে প্রজ্বলিত করে! [৬] জিহ্বাও অগ্নি, জগৎ অধর্ম্মময়। আমাদের অঙ্গমধ্যে জিহ্বাই আপনাকে তাদৃশ প্রতিপন্ন করে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও সৃষ্টিরূপ চক্রকে প্রজ্বলিত

করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বলিয়া উঠে। ৭ বস্তুতঃ পশুর ও পক্ষির, সরীসৃপ ও সমুদ্রচর জন্তুর যাবতীয় স্বভাবকে মানবস্বভাবদ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা গিয়াছে; ৮ কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে মনুষ্যদের মধ্যে কাহারো সাধ্য নাই; তাহা অশান্ত পাপ, মৃত্যুজনক গরলে পরিপূর্ণ। ৯ তাহাতেই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার তাহাতেই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে শাপ দিই। ১০ একই মুখহইতে ধন্যবাদ ও শাপ নির্গত হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, ইহার এমন হওয়া অনুচিত। ১১ কোন উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল নিঃসৃত করে? ১২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুম্বুরবৃক্ষে জিতফল, কিম্বা দ্রাক্ষালতাতে ডুম্বুরফল কি ধরিতে পারে? তদ্রূপ লবণাম্বুও মিষ্ট জল যোগাইতে পারে না।

১৩ তোমাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও ধীমান্ কে? তাহার ক্রিয়া যে বিজ্ঞতাসিদ্ধ মৃদুতার ফল, ইহা সে সদাচরণে দেখাইয়া দিউক। ১৪ কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষ্যা ও প্রতিযোগিতা থাকে, তবে সত্যের বিপরীতে শ্লাঘা করিও না ও মিথ্যা কহিও না। ১৫ সেই বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধহইতে নামিয়া আইসে না; বরং তাহা পার্থিব, প্রাণির যোগ্য, ভৌতিক। ১৬ কেননা যে স্থানে ঈর্ষ্যা ও প্রতিযোগিতা, সেই স্থানে অশান্তি ও যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম থাকে। ১৭ কিন্তু যে বিজ্ঞতা ঊর্দ্ধহইতে [আইসে], তাহা প্রথমে শুচি, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, অনায়াসে অনুনীত, দয়া প্রভৃতি উত্তম ফলেতে পরিপূর্ণ, অসন্দিগ্ধ ও নিষ্কপট। ১৮ আর শান্ত্যাচারি লোকদের দ্বারা শান্তিতে ধর্ম্মফলের বীজ বপন করা যায়।

৪ অধ্যায়।

১ তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কাহাহইতে উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ২ সুখাভিলাষের রণস্থল, তাহাহইতে কি নয়? ২ তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু [বাঞ্ছিত] লাভ হয় না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষ্যা করিতেছ, কিন্তু কৃতার্থ হইতে পার না; তোমরা সংগ্রাম ও যুদ্ধ করিয়া থাক। তোমাদের [বাঞ্ছিত] লাভ হয় না; কারণ যাচ্ঞা কর না। ৩ যাচ্ঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে অর্থাৎ আপন ২ সুখাভিলাষে ব্যয় করণের নিমিত্তে যাচ্ঞা করিতেছ।

৪ হে ব্যভিচারিগণ ও ব্যভিচারিণীগণ, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের শত্রুতা, ইহা কি জান না? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে মানস করে, সে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ৫ কিম্বা তোমাদের জ্ঞানে শাস্ত্রের বচন কি ফলহীন? যে আত্মা আমাদের অন্তরে বসতি করিয়াছেন, তিনি কি মাৎসর্য্যের নিমিত্তে স্নেহ করেন? ৬ বরং তিনি অনুগ্রহ করত মহত্তর বর প্রদান করেন; এই কারণ বলেন, "ঈশ্বর অভিমানিদের বিপক্ষ হন, কিন্তু নতদিগকে "বর প্রদান করেন।" ৭ অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; পরন্তু শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। ৮ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত শুচি কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর। ৯ মনস্তাপিত ও শোকার্ত্ত হও, ও রোদন কর, তোমাদের হাস্য শোকে, ও আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক। ১০ প্রভুর সাক্ষাতে আপনাদিগকে নত কর, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন।

১১ হে ভ্রাতৃগণ, পরস্পর পরীবাদ করিও না; যে ব্যক্তি ভ্রাতার পরীবাদ করে কিম্বা ভ্রাতার বিচার করে, সে ব্যবস্থার পরীবাদ করে ও ব্যবস্থার বিচার করে। আর তুমি যদি ব্যবস্থার বিচার কর, তবে ব্যবস্থাপালনকারী না হইয়া বিচারকর্ত্তা হইয়াছ। ১২ একমাত্র ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি পরিত্রাণ করণে ও বিনষ্ট করণে সমর্থ। কিন্তু তুমি কে, যে প্রতিবাসির বিচার কর?

১৩ এখন দেখ দেখি, কেহ ২ বলে, অদ্য কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইয়া এক বৎসর ক্ষেপ করত বাণিজ্য করিব ও লাভ করিব। ১৪ তোমরা তো কল্যকার তত্ত্ব জান না, যেহেতুক তোমাদের জীবন কি প্রকার? বস্তুতঃ তোমরা বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়। ১৫ উহার পরিবর্ত্তে বরং ইহা বল, যথা, "যদি "প্রভুর ইচ্ছা হয়, তবে আমরা জীবিত থাকিব, "এবং এ কর্ম্ম কিম্বা ও কর্ম্ম করিব।" ১৬ কিন্তু এখন তোমরা আপন ২ দম্ভকথার শ্লাঘা করিতেছ; এই প্রকারের যাবতীয় শ্লাঘা মন্দ। ১৭ বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে, তথাপি না করে, তাহার পাপ হয়।

৫ অধ্যায়।

১ এখন দেখ দেখি, হে ধনবানেরা, তোমাদের যে সকল দৌর্ভাগ্য আসিতেছে, তৎপ্রযুক্ত হাহাকার পূর্ব্বক রোদন কর। ২ তোমাদের ধন বিগলিত ও বস্ত্র সকল কীটকুট্টিত, ৩ তোমাদের সুবর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে; অধিকন্তু তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নির ন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে; তোমরা অন্তিমকালে ধনসঞ্চয় করিয়াছ। ৪ দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রস্থ শস্য কাটিয়াছে, তাহারা যে বেতনহইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই তোমাদের কাছে থাকিয়া ডাকিতেছে, এবং সেই কৃষকদের আর্ত্তনাদ বাহিনাগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৫ তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও বিলাস করিয়াছ, এবং

হত্যার দিনে আপন ২ হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ। ৬ তোমরা ধার্ম্মিক লোককে দোষী করিয়া বধ করিয়াছ; সে তোমাদের প্রতিরোধ করে না।

৭ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত সহিষ্ণু থাক। দেখ, কৃষক লোক ভূমির বহুমূল্য ফল অপেক্ষা করে, এবং যাবৎ অগ্রিম ও অন্তিম [বৃষ্টি] লাভ না হয়, তাবৎ তাহার বিষয়ে সহিষ্ণু থাকে। ৮ তোমরাও সহিষ্ণু থাক; আপন ২ হৃদয় সুস্থির কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট।

৯ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা এক জন অন্য জনের বিপরীতে আর্ত্তস্বর করিও না, পাছে তোমাদের বিচার করা যায়; দেখ, বিচারকর্ত্তা দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান আছেন। ১০ হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে ভাববাদিরা প্রভুর নামে কহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দুঃখভোগের ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলিয়া মান। ১১ দেখ, যাহারা স্থির রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের স্থৈর্য্যের কথা শুনিয়াছ; প্রভুর [সম্পন্ন] পরিণামও দেখ, ফলতঃ প্রভু প্রচুর স্নেহবিশিষ্ট ও করুণাময়।

১২ পরন্তু হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার অগ্রগণ্য নিবেদন এই, তোমরা দিব্য করিও না; স্বর্গের কি পৃথিবীর কি অন্য কিছুরই দিব্য করিও না। তোমাদের হাঁ হাঁ হউক, এবং তোমাদের না না হউক, পাছে বিচারে পতিত হও।

১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা করুক। কেহ কি প্রফুল্লমনা আছে? সে গীত গাউক। ১৪ তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত আছে? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুক। ১৫ তাহাতে বিশ্বাসজাত প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উত্থাপন করিবেন; এবং সে যদি কোন পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন পাইবে। ১৬তোমরা যেন সুস্থ হও, তজ্জন্য এক জন অন্য জনের কাছে আপন ২ অপরাধ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ধার্ম্মিক ব্যক্তির সতেজ বিনতি মহাশক্তিবিশিষ্ট। ১৭ এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন; ভাল, তিনি অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ় প্রার্থনা করিলে তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না। ১৮ পরে তিনি আর বার প্রার্থনা করিলে আকাশ জল বিতরণ করিল, এবং ভূমি নিজ ফল উৎপন্ন করিল।

১৯ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সত্যহইতে ভ্রান্ত হইলে যদি কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে, ২০ তবে সে ইহা জ্ঞাত হউক, যে ব্যক্তি কোন পাপিকে তাহার পথভ্রান্তিহইতে ফিরাইয়া আনে, সে এক জীবাত্মাকে মৃত্যুহইতে নিস্তার করিবে এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।

পিতরের প্রথম পত্র।

১ অধ্যায়।

১ পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে আত্মার পবিত্রতাপ্রদানে আজ্ঞাগ্রহণার্থে ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণার্থে মনোনীত যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসি লোকেরা পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, আশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে আছে, ২ তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত পিতর [পত্র লিখিতেছে]। অনুগ্রহ ও শান্তি বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য; তিনি নিজ প্রচুর দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্যহইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা জীবনময় প্রত্যাশার নিমিত্তে, ৪ [হাঁ,] অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াংশলাভের নিমিত্তে আমাদিগকে পুনর্জ্জন্ম দিয়াছেন। [সেই দায়াংশ] স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে সঞ্চিত রহিয়াছে; ৫ এবং ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও. অন্তিমকালে প্রকাশনীয় পরিত্রাণের নিমিত্তে বিশ্বাসদ্বারা রক্ষিত হইতেছ।

৬ ইহাতে তোমরা উল্লাস করিতেছ, তথাপি আবশ্যক মতে এখন ক্ষণেক কাল নানাবিধ পরীক্ষাতে দুঃখার্ত্ত হইতেছ। ৭ [কি জন্যে?] নশ্বর হইলেও যাহা অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হয়, এমত সুবর্ণ অপেক্ষাও মহামূল্য বলিয়া তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিকালে প্রশংসা ও প্রতাপ ও সমাদরজনক হইয়া প্রতিপন্ন হয়। ৮ তোমরা তাঁহাকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ,এবং এখন তাঁহার মুখপানে না তাকাইয়াও তাঁহাতে বিশ্বাস করত অনির্ব্বচনীয় অথচ প্রতাপযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, ৯ এবং বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ।

১০ তোমাদের জন্যে [নিরূপিত] অনুগ্রহ বিষয়ক ভাবোক্তি যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, সেই ভাববাদিগণ ঐ পরিত্রান বিষয়ক আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ১১ বিশেষতঃ তাঁহাদের অন্তর্ব্বাসী খ্রীষ্টের আত্মা কোন্ ও কীদৃক্ সময়ের উদ্দেশে অগ্রে সাক্ষ্য দিয়া খ্রীষ্টের জন্যে [নিরূ-

পিত] বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তি প্রতাপ ব্যক্ত করেন, তাঁহারা ইহার অনুসন্ধান করিতেন। [১২] তাহাতে তাঁহাদের প্রতি ইহা প্রকাশিত হইল, যে তাঁহারা আপনাদের জন্যে নয়, কিন্তু আমাদেরই জন্যে ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন ; এবং সম্প্রতি স্বর্গহইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার সহকারে সুসমাচার প্রচারকারি লোকদের দ্বারা তাহাই তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে, আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

[১৩] অতএব তোমরা আপন ২ চিত্ত বদ্ধকটি করিয়া প্রবুদ্ধ হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশপ্রাপ্তিতে [প্রদর্শনীয়] যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইতেছে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। [১৪] আজ্ঞাগ্রাহি সন্তানদের যেমন উপযুক্ত, তেমনি তোমরা পূর্ব্বকার অজ্ঞানাবস্থার অভিলাষের অনুরূপ না হইয়া, [১৫] তোমাদের আহ্বানকারি পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও ; [১৬] কেননা লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হইবা, কারণ আমি পবিত্র।"

[১৭] আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষাতে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানুযায়ি বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে আপন ২ প্রবাসকাল যাপন কর। [১৮] তোমরা তো জান, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগনের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহারহইতে তোমরা স্বর্ণরূপ্যাদি ক্ষয়নীয় বস্তুদ্বারা মুক্ত হও নাই, [১৯] কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তদ্বারা [মুক্ত হইয়াছ]। [২০] তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কালের পরিনামে তোমাদের নিমিত্তে প্রত্যক্ষ হইলেন। [২১] ফলতঃ তাঁহারই দ্বারা তোমরা মৃতগণহইতে তাঁহার উত্থাপনকর্ত্তা ও গৌরবদাতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাসকারি লোক ; এই রূপে তোমাদের যে বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরেতে প্রত্যাশাও হয়।

[২২] তোমরা সত্যের আজ্ঞাগ্রহণে অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্তে আপন ২ মনকে আত্মাদ্বারা বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া শুচি অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্র প্রেম কর। [২৩] যেহেতুক তোমরা ক্ষয়নীয় বীর্য্যহইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্যহইতে ঈশ্বরের জীবনময় ও চিরস্থায়ি বাক্যদ্বারা পুনর্জ্জাত হইয়াছ। [২৪] কেননা "মর্ত্ত্যমাত্র তৃণের সদৃশ, ও "তাহার সমস্ত তেজ তৃণপুষ্পের সদৃশ ; তৃণ শুষ্ক "হইয়া যায়, এবং তাহার পুষ্প ঝরিয়া পড়ে ; "[২৫] কিন্তু প্রভুর বাক্য অনন্ত কাল থাকে।" আর এ সেই বাক্য যাহা সুসমাচারদ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছে।

২ অধ্যায়।

[১] অতএব তোমরা যাবতীয় হিংসা ও যাবতীয় ছল ও কাপট্য ও মাৎসর্য্য ও যাবতীয় পরীবাদ ত্যাগ করিয়া [২] নবজাত শিশুদের ন্যায় চিত্তপোষক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণার্থে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। [৩] প্রভু যে মধুরস্বভাব, এমন রসাস্বাদ তোমরা তো পাইয়াছ।

[৪] তোমরা তাঁহারই নিকটে, [হাঁ,] মনুষ্যকর্ত্তৃক নিরাকৃত, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য যে জীবনময় প্রস্তর, [৫] তাহার নিকটে আসিয়া আপনারাও জীবিত প্রস্তর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে২ আধ্যাত্মিক গৃহ হইয়া উঠিতেছ, এবং যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আধ্যাত্মিক যজ্ঞ উৎসর্গ করণে নিযুক্ত পবিত্র যাজকবর্গ হইতেছ। [৬] তজ্জন্য শাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায়, যথা, "দেখ, আমি "সিয়োনে প্রধান কোণের এক মনোনীত মহামূল্য "প্রস্তর স্থাপন করি ; তাহার উপরে যে বিশ্বাস "করে, সে লজ্জিত হইবে না।"

[৭] অতএব বিশ্বাসী যে তোমরা, ঐ মহামূল্যতা তোমাদের জন্যে হয় ; কিন্তু অনাজ্ঞাবহ লোকদের জন্যে, "গাঁথকেরা যে প্রস্তর অগ্রাহ্য করিয়াছে, "তাহা কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া [৮] ব্যাঘাতক "প্রস্তর ও বিঘ্নজনক পাষাণ হইয়া উঠিল।" বাক্যের অনাজ্ঞাবহ হওয়াতে তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তাহাতেই নিযুক্ত ছিল। [৯] কিন্তু তোমরা মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, নিজস্ব প্রজাবৃন্দ ; সুতরাং যিনি তোমাদিগকে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার গুনকীর্ত্তনে নিযুক্ত আছ। [১০] পূর্ব্বে তোমরা প্রজা ছিলা না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ ; দয়াপ্রাপ্ত ছিল না, কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।

[১১] হে প্রিয়েরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা প্রবাসী ও বিদেশী, অতএব জীবাত্মার প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক অভিলাষ সকলহইতে নিবৃত্ত হও। [১২] এবং পরজাতীয়দের মধ্যে আপন ২ আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রক্ষা কর ; তাহা হইলে তাহারা যৎপ্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রিয়া নিরীক্ষণ করিলে তৎপ্রযুক্ত তত্ত্বাবধারণের দিনে ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।

[১৩] অতএব তোমরা প্রভুর নিমিত্তে মানবসৃষ্ট যাবতীয় নিয়মের বশীভূত হও ; রাজাকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, [১৪] এবং দেশাধ্যক্ষ সকলকে দুরাচারিদের দুষ্টতাশোধনার্থে ও সদাচারিদের প্রশংসার্থে উহাঁর প্রেরিত জ্ঞান করিয়া [মান]। [১৫] কেননা এই রূপে তোমরা যেন সদাচরন করিতে২ নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতারূপ মুখে জালতি বাঁধ, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। [১৬] আপনাদিগকে স্বাধীন জান ; কিন্তু স্বাধীনতাকে দুষ্টতার আবরণ না করিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জান। [১৭] সকলকে সমাদর কর, ভ্রাতৃবর্গকে প্রেম কর, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সমাদর কর।

১৮ হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ ভীতিপূর্ব্বক আপন ২ স্বামিগণের বশীভূত হও; কেবল সজ্জন ও ক্ষান্ত স্বামিদের নয়, কিন্তু কুটিল স্বামিদেরও বশীভূত হও। ১৯ কেননা মনুষ্য যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্য সংবেদ প্রযুক্ত অন্যায় ভোগ করিয়া দুঃখ সহ্য করে, তবে তাহাই সাধুবাদের বিষয়। ২০ বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটাঘাত পাইলে যদি তোমরা স্থির থাক, তবে তাহা কি প্রকার সুখ্যাতি? কিন্তু সদাচরণ করিয়া দুঃখ সহ্য করিতে হইলে যদি স্থির থাক, তবে তাহাই তো ঈশ্বরের কাছে সাধুবাদের বিষয়। ২১ বস্তুতঃ তোমরা ইহারই নিমিত্তে আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রীষ্টও তোমাদের নিমিত্তে দুঃখ ভোগ করিয়া তোমাদের জন্যে এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের অনুগমন কর। ২২ ফলতঃ তিনি পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে ছল পাওয়া যায় নাই। ২৩ কটুবাক্য পূর্ব্বক তিরস্কৃত হইলে তিনি কটুবাক্যদ্বারা উত্তর করিতেন না; দুঃখভোগের কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যথার্থ বিচারকর্ত্তার উপরে ভার রাখিতেন। ২৪ আর আমরা যেন পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তজ্জন্য তিনি নিজ দেহে আমাদের পাপ সকল বহন করত আপনি দণ্ডকাষ্ঠে উঠিলেন; তাঁহারই ক্ষতদ্বারা তোমাদের আরোগ্য হইয়াছে। ২৫ কেননা তোমরা মেষের ন্যায় ভ্রমণকারী ছিলা, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের জীবাত্মার অধ্যক্ষ পালরক্ষকের প্রতি পরাবৃত্ত হইয়াছ।

৩ অধ্যায়।

১ তদ্রূপ, হে ভার্য্যা সকল, তোমরা আপন ২ স্বামির বশীভূতা হও; তাহা হইলে, কি জানি, তাহারা কেহ কেহ যদ্যপি [ঈশ্বরের] বাক্য অমান্য করে, ২ তথাপি তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে নিরীক্ষন করিলে বাক্য বিহনে আপন ২ স্ত্রীর আচার ব্যবহারদ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা হইবে। ৩ আর কেশবেশ ও স্বর্ণাভরণ কিম্বা বিবিধ বস্ত্র পরিধানরূপ বাহ্য ভূষণ, তাহা নয়, ৪ কিন্তু মৃদু ও শান্ত ভাবরূপ অক্ষয় শোভাবিশিষ্ট যে হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, সেই তোমাদের ভূষণ হউক, কেননা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাহাই বহুমূল্য। ৫ বস্তুতঃ পূর্ব্বকালের যে পবিত্র স্ত্রীগণ ঈশ্বরেতে প্রত্যাশা রাখিতেন, তাঁহারাও সেই প্রকারে আপনাদিগকে ভূষিত করত আপন ২ স্বামির বশতা স্বীকার করিতেন। ৬ ইহার উদাহরণ সারা; তিনি অব্রাহামকে প্রভু বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা মানিতেন; তোমরা তাঁহারই সন্তান হইয়াছ, [বলিয়া] সদাচারিণী হও, কোন ক্ষোভে উদ্বিগ্না হইও না।

৭ তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, স্ত্রীলোক পুরুষাপেক্ষা দুর্ব্বল ভাণ্ড বলিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের সহিত সহবাস কর, বিশেষতঃ তাহাদিগকে আপনাদের সহিত এক জীবনরূপ বরের অধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর, পাছে তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ হয়।

৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে একমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃপ্রেমকারী, স্নেহবান ও নম্রমনা হও। ৯ অপকারের শোধ বলিয়া অপকার, কিম্বা কটুবাক্যের শোধ বলিয়া কটুবাক্য ব্যবহার করিও না; বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ কর, কেননা আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত হইয়াছ, ইহা জান।

১০ বস্তুতঃ "যে ব্যক্তি জীবন ভাল বাসিতে ও
"মঙ্গলের দিন দেখিতে বাঞ্ছা করে, সে হিংসা-
"হইতে আপন জিহ্বাকে, ও ছলনার বাক্যহইতে
"আপন ওষ্ঠাধরকে নিবৃত্ত করুক। ১১ যাহা মন্দ
"তাহাহইতে দূরে যাউক, যাহা ভাল তাহা
"করুক, শান্তি চেষ্টা করিয়া তাহার অনুধাবন
"করুক। ১২ কেননা ধার্ম্মিকগণের প্রতি প্রভুর
"দৃষ্টি, ও তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার কর্ণপাত
"হয়; কিন্তু প্রভুর মুখভঙ্গি দুরাচারিদের প্রতি-
"কূল।" ১৩ আর যদি তোমরা উত্তমের পক্ষে উদ্যোগী হও, তবে কে তোমাদের হিংসা করিবে? ১৪ যাহা হউক, ধর্ম্মের নিমিত্তে দুঃখভোগ করিতে হইলেও তোমরা ধন্য। কিন্তু "তোমরা উহাদের
"ভয়েতে ভীত হইও না, এবং উদ্বিগ্ন হইও না,
"১৫ বরং হৃদয়মধ্যে প্রভুকে" [অর্থাৎ] খ্রীষ্টকে,
"পবিত্র করিয়া মান।" যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জানিতে চাহে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হও; কিন্তু মৃদুতা ও ভীতি পূর্ব্বক [উত্তর দেও]; ১৬ এবং শুভ সংবেদ রক্ষা কর; কেননা তাহা হইলে, যাহারা তোমাদের খ্রীষ্টাধীন সদাচরণের দুর্নাম করে, তাহারা দুষ্কর্ম্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করণ বিষয়ে লজ্জাপন্ন হইবে। ১৭ বস্তুতঃ দুরাচারী হইয়া দুঃখভোগ করণাপেক্ষা বরং সদাচারী হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করা শ্রেয়ঃ।

১৮ যেহেতুক খ্রীষ্টও এক বার পাপ প্রযুক্ত দুঃখভোগ করিলেন, ফলতঃ ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগকে আনিবার জন্যে অধার্ম্মিকদের নিমিত্তে ধার্ম্মিক [খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিয়া] শরীরের সম্বন্ধে হত হইয়া আত্মার সম্বন্ধে পুনর্জীবিত হইলেন। ১৯ এবং আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদিগের কাছে ঘোষণা করিলেন, ২০ যাহারা পূর্ব্বকালে অর্থাৎ নোহের সময়ে জাহাজের নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত, যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতেছিল, তখন অনাজ্ঞাবহ ছিল। স্বল্প অর্থাৎ আট প্রাণী উক্ত জাহাজের শরণ লইয়া জল দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ২১ এবং সম্প্রতি তাহাই, [হাঁ, উহার] প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম — অর্থাৎ শরীরের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে শুভ সংবেদের আবেদন — যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণে উত্তীর্ণ

করে। [২২] তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন; কেননা তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এবং দূতগণ ও কর্ত্তৃগণ ও বাহিনীগণ তাঁহার বশীকৃত হইয়াছে।

৪ অধ্যায়।

[১] খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্তে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ করিয়াছেন, বলিয়া তোমরাও যুদ্ধাস্ত্ররূপে এই বিবেচনা গ্রহণ কর, যে শরীরব্যয়ে দুঃখভোগ যাহার হইয়াছে, সে পাপহইতে বিরত হইয়াছে; [২] অতএব আর মনুষ্যদের অভিলাষানুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে শরীরবাসের অবশিষ্ট কাল যাপন করা তাহার কর্ত্তব্য। [৩] কেননা স্বৈরিতা, সুখাভিলাষ, মদ্যপানাভ্যাস, রঙ্গরস, পানার্থক সভা ও ঘৃণার্হ প্রতিমাপূজারূপ পথে চলিয়া পরজাতীয় লোকদের ইচ্ছা সম্পন্ন করণে আমাদের আয়ুর যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট। [৪] ইহাতে তোমরা উহাদের সঙ্গে একই নষ্টামিরূপ পঙ্কের দিগে দৌড়িয়া যাইতেছ না, [দেখিয়া] তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করত ধর্ম্মনিন্দা করে। [৫] কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করিতে উদ্যত, তাঁহার কাছে তাহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে। [৬] বস্তুতঃ এই অভিপ্রায়ে মৃত লোকদের কাছেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, যেন তাহারা মনুষ্যদের অভিমতানুসারে শরীরে বিচারসিদ্ধ ফল পায়, কিন্তু ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আত্মাতে জীবিত থাকে।

[৭] পরন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট; অতএব বিনীত হও, এবং প্রার্থনার জন্যে প্রবুদ্ধ থাক। [৮] সর্ব্বাপেক্ষা [প্রয়োজনীয় জানিয়া] পরস্পর একাগ্র প্রেম কর; কেননা প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে। [৯] বিনা বচসাতে পরস্পর আতিথেয় হও। [১০] তোমরা প্রত্যেক জন অনুগ্রহমূলক যে২ বর পাইয়াছ, তাহাতে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর। [১১] যে কথা কহে, সে ঈশ্বরের বচনকলাপের মত কহুক; যে পরিচর্য্যা করে, সে ঈশ্বরদত্ত সামর্থ্যানুসারে পরিচর্য্যা করুক; এই প্রকারে যেন সর্ব্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টদ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। যুগপর্য্যায়ের যুগে২ তাঁহারই মহিমা ও পরাক্রম হউক। আমেন।

[১২] হে প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে তোমাদের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না, [১৩] বরং যে পরিমাণে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, তাহাতে তাঁহার প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তিতেও উল্লাস পূর্ব্বক আনন্দ করিতে পারিবা।

[১৪] যদি খ্রীষ্টের নামের জন্যে তোমাদের ধিক্কার হয়, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের ও প্রভাবের আত্মা, হাঁ, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন; তিনি উহাদের কাছে নিন্দিত, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রতাপান্বিত। [১৫] শুন, তোমাদের মধ্যে কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি পরাধিকারচর্চ্চক বলিয়া দুঃখভোগের পাত্র না হয়। [১৬] কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া [দুঃখভোগের পাত্র হয়], তবে সে এই নামে লজ্জিত না হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা করুক।

[১৭] কেননা ঈশ্বরের গৃহে বিচারের ফলারম্ভ হইবার সময় হইল; পরন্তু যদি তাহা প্রথমে আমাদিগেতে ফলে, তবে যাহারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অনাজ্ঞাবহ, তাহাদের পরিণাম কি হইবে? [১৮] এবং ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ যদি কষ্টে হয়, তবে হীনভক্তি ও পাপী কোথায় মুখ দেখাইবে? [১৯] অতএব যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তাহারাও তাঁহাকে বিশ্বসনীয় সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সদাচরণ করিতে২ আপন২ জীবাত্মাকে তাঁহার হস্তে গচ্ছিত করিয়া রাখুক।

৫ অধ্যায়।

[১] তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছে, [তাহাদের] সহপ্রাচীন, এবং খ্রীষ্টের বিবিধ দুঃখভোগের সাক্ষী, এবং প্রকাশনীয় ভাবি প্রতাপের সহভাগী আমি অনুনয় পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিতেছি; [২] তোমাদের কাছে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; আবশ্যকতাক্রমে নয়, কিন্তু স্বচ্ছন্দে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু ঔৎসুক্য পূর্ব্বক অধ্যক্ষের কর্ম্ম কর; [৩] এবং আপনাদিগকে [ঈশ্বরের] অধিকারের কঠিন কর্ত্তা না দেখাইয়া পালের আদর্শ হও। [৪] তাহাতে প্রধান পালরক্ষক প্রত্যক্ষ হইলে তোমরা প্রতাপরূপ অম্লান মুকুট পাইবা।

[৫] তদ্রূপ, হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; বরং সকলে পরস্পর বশীভূত হইয়া নম্রতারূপ বস্ত্র দৃঢ় করিয়া বাঁধ, কেননা "ঈশ্বর অভিমানিদের বিপক্ষ হন, কিন্তু নতদিগকে "বর প্রদান করেন।" [৬] অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, তাহাতে তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করিবেন। [৭] আপনাদের যাবতীয় ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেল; কেননা তোমাদের জন্যে তিনি চিন্তিত আছেন।

[৮] তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগ্রৎ থাক; যেহেতুক তোমাদের বিপক্ষ শয়তান গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতে২ কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিতেছে। [৯] [অতএব] তোমরা অটলবিশ্বাসী হইয়া তাহার প্রতিরোধ কর; এবং জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেতেও সেই প্রকারের নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন হইতেছে, ইহা জ্ঞাত হও।

[১০] যাবতীয় অনুগ্রহের [আকর] যে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষণিক দুঃখভোগের পরে খ্রীষ্ট যীশুর

অধীনে আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি তোমাদিগকে পরিপক্ক, সুস্থির, সবল ও নিশ্চল করিবেন। [১১] যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ তাঁহারই মহিমা ও পরাক্রম হউক। আমেন্।

[১২] আমি সীলকে তোমাদের বিশ্বাস্য ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া তাহার দ্বারা সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিয়া প্রবোধ দিলাম, এবং ইহা ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, এমত সাক্ষ্যও দিলাম; তোমরা ইহার আশ্রয়ে স্থির থাক।

[১৩] [তোমাদের] সহিত মনোনীতা বাবিলস্থা [মণ্ডলী] এবং আমার পুত্র মার্ক তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। [১৪] তোমরা প্রেমচুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর। যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত তোমাদের সকলকার শান্তি হউক। আমেন্।

পিতরের দ্বিতীয় পত্র।

---

১ অধ্যায়।

[১] আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মগুণে যাহারা আমাদের সহিত অমূল্য বিশ্বাসের সমানাংশী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত শিমোন পিতর [পত্র লিখিতেছে]। [২] ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অনুগ্রহ ও শান্তি বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

[৩] যিনি নিজ গৌরবে ও উৎসাহশীলতাতে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবনের ও ভক্তির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছে। [৪] এবং ঐ গৌরবে ও উৎসাহশীলতাতে তিনি আমাদিগকে মহত্তম অথচ মহামূল্য নানা প্রতিজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দ্বারা তোমরা সংসারব্যাপি অভিলাষমূলক ক্ষয় এড়াইয়া ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হও। [৫] অতএব ইহারই জন্যে তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ করত আপনাদের বিশ্বাসে উৎসাহশীলতা, ও উৎসাহশীলতায় জ্ঞান, [৬] ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তাতে স্থৈর্য্য, ও স্থৈর্য্যে ভক্তি, [৭] ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও।

[৮] কেননা এই সমস্ত যদি তোমাদিগেতে বিদ্যমান থাকে ও বহুলীকৃত হয়, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানলাভে তোমাদিগকে অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে না। [৯] বস্তুতঃ এই সমস্ত যাহার নাই, সে অন্ধ, অদূরদর্শী, [এবং] আপন পূর্ব্বপাপসমূহের মার্জ্জনা বিস্মৃত। [১০] অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপন ২ আহূততা ও মনোনীততা দৃঢ় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা তাহা করিলে কখন স্খলিত হইবা না। [১১] বস্তুতঃ এই রূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করণের উপায় বাহুল্যরূপে তোমাদিগকে যোগান যাইবে।

[১২] এই কারণ আমি তোমাদিগকে এই সকল সর্ব্বদা স্মরণ করাইতে ত্রুটি করিব না। তোমরা তাহা জ্ঞান বটে, এবং বর্ত্তমান সত্যে সুস্থিরও আছ; [১৩] তথাপি আমি যাবৎ এই তাম্বুতে থাকি, তাবৎ তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া প্রবুদ্ধ করা বিহিত জ্ঞান করি। [১৪] কারণ আমি জানি, আমার এই তাম্বু ত্যাগ করণ আকস্মিক হইবে, কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাকে তাহা জ্ঞাত করিয়াছেন। [১৫] অধিকন্তু তোমরা যাহাতে আমার প্রয়াণের পরে সর্ব্বতঃ এই সকল স্মরণ করিতে পার, এমন যত্নও করিব।

[১৬] কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমন তোমাদিগকে জ্ঞাত করণে আমরা বিজ্ঞানকল্পিত গল্পের অনুগামী হই নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমার দর্শনপ্রাপ্ত সাক্ষী ছিলাম। [১৭] ফলতঃ, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত," মহিমাযুক্ত প্রতাপকর্ত্তৃক তাঁহার প্রতি উপনীত এই বাণীদ্বারা তিনি পিতা ঈশ্বরহইতে সমাদর ও গৌরব পাইয়াছিলেন। [১৮] আর স্বর্গহইতে উপনীত সেই বাণী আমরা শুনিয়াছি, কেননা তাঁহার সঙ্গে পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম।

[১৯] পরন্তু ভাববাদিগণোক্ত বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে আছে; তোমরা দিনের আরম্ভ পর্য্যন্ত, এবং তোমাদের হৃদয়াকাশে প্রভাতীয় তারার উদয় পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে প্রজ্বলিত প্রদীপের সদৃশ সেই বচন যে মান্য করিতেছ, তাহা ভাল করিতেছ। [২০] সর্ব্বাগ্রে ইহা জ্ঞাত হও, যে শাস্ত্রীয় কোন ভাববাণী [বক্তার] নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; [২১] কারণ ভাববাণী কখন মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া [তাহা] বলিয়াছেন।

২ অধ্যায়।

[১] তথাপি প্রজাবৃন্দের মধ্যে বার ২ ভাক্ত ভাব

বাদীও উৎপন্ন হইল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত হইয়া গোপনে বিনাশরূপ বিধর্ম্ম প্রচলিত করিবে, এবং যিনি তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই স্বামিকে অস্বীকার করিবে, এই রূপে আপনাদের আকস্মিক বিনাশ ঘটাইবে। ২ আর অনেকে তাহাদের স্বৈরাচারের অনুগামী হইয়া ভ্রান্ত হইবে; তাহাদের কারণ সত্যরূপ পথ নিন্দিত হইবে। ৩ লোভের বশে তাহারা কল্পিত বাক্যদ্বারা তোমাদের হইতে অর্থলাভ করিবে; কিন্তু তাহাদের বিচারাজ্ঞা দীর্ঘকালাবধি অতন্দ্রিত, এবং তাহাদের বিনাশ ঢুলিয়া পড়ে না।

৪ বস্তুতঃ ঈশ্বর পাপে পতিত স্বর্গদূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নরকে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্যে অন্ধকাররূপ কারাকূপে সমর্পণ করিয়াছেন; ৫ এবং পুরাতন জগৎকে ক্ষমা করেন নাই, বরং ধর্ম্মপ্রচারক নোহকে অষ্টম বলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু হীনভক্তি লোকশুদ্ধ জগতের উপরে সর্ব্বাপ্লাবি বন্যা আনাইয়াছিলেন। ৬ পুনশ্চ সদোম ও ঘমোরা [প্রভৃতি] নগর ভস্ম করিয়া উৎপাটনরূপ দণ্ড দিয়া ভক্তিবিরুদ্ধাচারি ভাবি লোকদের দৃষ্টান্ত করিয়াছেন; ৭ কিন্তু ঐ ধর্ম্মহীনদের স্বৈরাচারে ক্লিষ্ট যে ধার্ম্মিক লোট, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৮ কেননা দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাতক্রমে তাহাদের মধ্যে বাসকারি ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের অধর্ম্মক্রিয়া প্রযুক্ত দিন ২ নিজ ধার্ম্মিক মনকে ত্যাক্ত করিতেন। ৯ সুতরাং প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষাহইতে উদ্ধার করিতে জানেন; এবং অধার্ম্মিকদিগকে, ১০ বিশেষতঃ যাহারা শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া অশুচি ভোগের অভিলাষে চলে, ও প্রভুত্বের অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দণ্ড দিতে ২ বিচারদিনের জন্যে রক্ষা করিতে জানেন। তাহারা দুঃসাহসি স্বেচ্ছাচারি লোক; কটুবাক্য পূর্ব্বক প্রতাপাধিকারিদের নিন্দা করিতে ভয় করে না। ১১ বস্তুতঃ যে স্বর্গদূতগণ বলেতে ও পরাক্রমে মহত্তর, তাঁহারাও সেই প্রতাপাধিকারিদের প্রতিকূলে কটুবাক্যযুক্ত নিষ্পত্তি প্রভুর কাছে ব্যক্ত করেন না। ১২ কিন্তু ধৃত হইবার ও ক্ষয় পাইবার নিমিত্তে জাত যে ইন্দ্রিয়ায়ত্ত বিবেকরহিত পশু সকল, তাহাদের ন্যায় ঐ লোকেরা যাহা না বুঝে, কটুবাক্য পূর্ব্বক তাহার নিন্দা করত আপনাদের ক্ষয়ে ক্ষয়ই পাইয়া ১৩ অধার্ম্মিকতার বেতন পাইবে। তাহারা [এক] দিনের উদরতৃপ্তিকে সুখ জ্ঞান করে; তাহারা কলঙ্ক ও মলস্বরূপ, তাহারা আপন ২ প্রতারণার ফলে সুখভোগ করত ভোজন পানে তোমাদের সঙ্গী হয়। ১৪ তাহাদের চক্ষু পুংশ্চলীতে পরিপূর্ণ এবং পাপেতে অবিরত; তাহারা চঞ্চলমতিদিগকে লোভ দেখায়; তাহাদের হৃদয় লোভে অভ্যস্ত; তাহারা শাপের সন্তান। ১৫ তাহারা সোজা পথ ত্যাগ করিয়া বিপথগামী, [হাঁ,] বিয়োরের [পুত্র] যে বিলিয়ম্ তাহার পথাবলম্বী হইয়াছে। সেও অধার্ম্মিকতার বেতন ভাল বাসিত, ১৬ কিন্তু নিজ অপরাধের জন্যে অনুযোগ পাইল; ফলতঃ [তাহার] অবাক্ বাহন মানবভাষাতে বাক্য উচ্চারণ করত সেই ভাববাদির নির্ব্বোধতা নিবারণ করিল।

১৭ ঐ লোকেরা নির্জ্জল উনুই, ঝড়েতে চালিত মেঘস্বরূপ; তাহাদের জন্যে অনন্তকালস্থায়ি ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৮ বস্তুতঃ তাহারা অলীক গর্ব্বের কথা কহিয়া ভ্রমাচারিদের হইতে কষ্টসৃষ্টে পলায়নকারিদিগকে শারীরিক সুখাভিলাষযুক্ত স্বৈরিতাদ্বারা লোভ দেখায়। ১৯ এবং তাহাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস আছে; কেননা যে যদ্দ্বারা পরাভূত, সে তাহার দাসীভূত।

২০ বস্তুতঃ ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে সংসারের অশুচি ব্যাপার এড়াইলে পর যদি তাহারা পুনরায় তাহাতে পাশবদ্ধ হইয়া পরাভূত হয়, তবে তাহাদের প্রথম দশা অপেক্ষা অন্তিম দশা আরো মন্দ হইয়া পড়ে। ২১ কেননা জ্ঞান পাইয়া আপনাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞাহইতে পরাঙ্মুখ হওন অপেক্ষা বরং ধর্ম্মপথ অজ্ঞাত থাকা তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ ছিল। ২২ কিন্তু তাহাদিগেতে এই সত্য প্রবাদ ফলিয়াছে, যথা, "কুক্কুর আপন বমির প্রতি ও ধৌত শূকর "কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিতে আর বার ফিরে।"

৩ অধ্যায়।

১ হে প্রিয়েরা, এই দ্বিতীয় বার আমি তোমাদের কাছে পত্র লিখিতেছি। উভয় পত্রে তোমাদের স্বচ্ছ চিত্তকে স্মরণ করাইয়া প্রবুদ্ধ করিতেছি, ২ ফলতঃ তোমরা পবিত্র ভাববাদিগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল এবং তোমাদের প্রেরিতগণের [হাঁ,] ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর আজ্ঞা যেন স্মরণ কর, [এমত চেষ্টা করিতেছি]। ৩ প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও, যে অন্তিম কালে উপহাসে আসক্ত উপহাসকেরা উপস্থিত হইবে; তাহারা আপন ২ অভিলাষানুসারে চলিবে, ৪ এবং বলিবে, তাহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়? কেননা যদবধি পিতৃলোকেরা নিদ্রাণ হইয়াছে, তদবধি, [হাঁ,] সৃষ্টির আরম্ভাবধি, সকলই সেই অবস্থাতে রহিয়াছে।

৫ বস্তুতঃ সেই লোকেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ইহা অজ্ঞাত আছে, যে গগনমণ্ডল এবং জলহইতে ও জলদ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত ভূমণ্ডল ঈশ্বরের বাক্যের গুণে প্রাক্কালে ছিল; ৬ তাহাতে তাৎকালিক জগৎ জলাপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। ৭ আবার সেই বাক্যের গুণে এই বর্ত্তমান কালের গগনমণ্ডল ও ভূমণ্ডল হীনভক্তি মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশ হওনের দিন পর্য্যন্ত অগ্নির নিমিত্তে রক্ষিত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে।

৮ পরন্তু, হে প্রিয়েরা, তোমরা এই এক কথা অজ্ঞাত হইও না, যে প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর এক দিনের সমান। ৯ কতক লোক যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী নহেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; [কেননা] কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমত মানস তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনঃপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, [এই তাঁহার ইচ্ছা]। ১০ কিন্তু রাত্রিকালীন চোরের ন্যায় প্রভুর দিন আসিবে; তখন গগনমণ্ডল হুহু শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় রচনা পুড়িয়া যাইবে।

১১ এই রূপে যদি এই সমস্ত বিলীয়মান হয়, তবে পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে২ কি প্রকার লোক হওয়া তোমাদের উচিত! ১২ সেই দিনের হেতু গগনমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল দগ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবে। ১৩ কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা ধর্ম্মের নিবাস নূতন গগনমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষাতে আছি।

১৪ অতএব, হে প্রিয়েরা, এই সকলের অপেক্ষা করত তোমরা যেন তাঁহার কাছে নিষ্কলঙ্ক ও দোষরহিত হইয়া শান্তিতে আবিষ্কৃত হও, তজ্জন্য যত্ন কর। ১৫ আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে পরিত্রাণের উপায় জ্ঞান কর। আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও ঈশ্বরদত্ত আপনার বিজ্ঞানানুসারে তোমাদিগকে এমত কথা লিখিয়াছেন। ১৬ এবং আপনার সকল পত্রেও এতদ্বিষয়ের প্রসঙ্গ করত এই প্রকার [কথা কহেন]; তাহার মধ্যে অনেক কথা দুরূহ হওয়াতে অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা আপনাদেরই বিনাশার্থে যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রের, তেমনি তাহারও বিরূপ অর্থ করে।

১৭ অতএব, হে প্রিয়েরা, তোমরা এ সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্ম্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতাহইতে ভ্রষ্ট হও। ১৮ বরঞ্চ আমাদের প্রভু ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও। এখন ও অনন্তকালীন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা হউক। আমেন।

যোহনের প্রথম পত্র।

---

১ অধ্যায়।

১ আদি অবধি যাহা ছিল, আমরা যাহা শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়াছি, জীবনস্বরূপ বাক্যের বিষয়ে [তাহা কহিতেছি]। ২ ফলতঃ সেই জীবনস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং আমরা [তাঁহাকে] দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের প্রত্যক্ষ হইলেন, সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি। ৩ আমাদের সহিত যেন তোমাদেরও সহভাগিতা হয়, তজ্জন্য আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহারই সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি। আর আমাদের যে সহভাগিতা আছে, তাহা তো পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত সহভাগিতা। ৪ আর তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এ কারণ তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি।

৫ আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। ৬ তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, ইহা বলিয়া যদি আমরা অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যাকথা কহি, সত্যের অনুষ্ঠান করি না। ৭ কিন্তু তিনি যেমন আলোতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপহইতে আমাদিগকে শুচি করে।

৮ আমাদের পাপ নাই, ইহা যদি বলি, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই। ৯ যদি আপন২ পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতাহইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন। ১০ আমরা পাপ করি নাই, ইহা যদি বলি, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই।

২ অধ্যায়।

১ হে আমার বৎসেরা, তোমরা যেন পাপ না কর, তজ্জন্য তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি। এবং যদিস্যাৎ কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক শান্তিকর্ত্তা, [হাঁ,] ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট আছেন। ২ এবং তিনিই আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত; কেবল আমাদের নয়, সমস্ত জগতেরও [পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্ত]।

৩ আর আমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন দ্বারাতেই জানিতে পারি। ৪ আমি তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি, ইহা বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার অন্তরে সত্য নাই। ৫ কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহারই অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম সত্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছে; এই লক্ষনদ্বারা আমরা যে তাঁহাতে আছি, ইহা জানিতে পারি। ৬ আমি তাঁহাতে থাকি, এই কথা যে বলে, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ আচরণ করিতেন, সেও তদ্রূপ আচরন করে।

৭ হে প্রিয়েরা, আমি তোমাদিগকে নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি, এমত নহে; বরং আদি অবধি যাহা পাইয়াছ, এমত পুরাতন আজ্ঞা লিখিতেছি; তোমরা আদি অবধি যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহা এই পুরাতন আজ্ঞা। ৮ আবার আমি তোমাদিগকে নূতন আজ্ঞা লিখিতেছি, এই কথা তাঁহাতে ও তোমাদিগেতে, উভয়েতে সত্য বটে; যেহেতুক অন্ধকার ঘুচিয়া যাইতেছে, এবং সম্প্রতি প্রকৃত জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে।

৯ আমি আলোতে আছি, ইহা বলিয়া যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অদ্যাপি অন্ধকারে রহিয়াছে। ১০ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে আলোতে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্ন নাই। ১১ কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে এবং অন্ধকারে চলে, এবং কোথায় যায় তাহা জানে না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়াছে।

১২ হে বৎসগন, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপের মোচন হইয়াছে। ১৩ হে পিতৃগণ, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি অবধি আছেন, তোমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছ। হে যুবগণ, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ। হে শিশুগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জ্ঞাত হইয়াছ। ১৪ হে পিতৃগন, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ যিনি আদি অবধি আছেন, তোমরা তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছ। হে যুবগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান্, এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে, এবং তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করিয়াছ।

১৫ তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতিস্থ বিষয় সকলও প্রেম করিও না; কোন ব্যক্তি যদি জগৎকে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম তাহার অন্তরে নাই। ১৬ কেননা জগতে যে কিছু আছে, [অর্থাৎ] শরীরের অভিলাষ, ও চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দম্ভ, এ সকল পিতার সম্বন্ধীয় নয়, কিন্তু জগৎসম্বন্ধীয়। ১৭ এবং জগৎ ও তাহার অভিলাষ বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকালস্থায়ী।

১৮ হে শিশুগন, অন্তিম কাল উপস্থিত, পরন্তু খ্রীষ্টারি আসিতেছে, এই যে কথা তোমরা শুনিয়াছ, তদনুসারে এখনই অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে; ইহাতে আমরা জানি, অন্তিম কাল উপস্থিত। ১৯ তাহারা আমাদের হইতে নির্গত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের সম্বন্ধীয় ছিল না; কেননা যদি আমাদের সম্বন্ধীয় হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত; কিন্তু তাহারা যেন প্রত্যক্ষ হয়, [তজ্জন্য গিয়াছে]; বস্তুতঃ সকলে আমাদের সম্বন্ধীয় নয়।

২০ পরন্তু সেই পবিত্রতমহইতে তোমরা অভিষেকাম্বু পাইয়াছ, তাহাতে সকলই জান। ২১ তোমরা সত্য জান না, বলিয়া আমি তোমাদিগকে লিখিলাম, তাহা নয়; বরং সত্য জান, এবং কোন মিথ্যাকথা সত্যসম্বন্ধীয় নয় বলিয়া [লিখিলাম]। ২২ যীশু যে খ্রীষ্ট, ইহা যে অস্বীকার করে সে বৈ আর কে ঐ মিথ্যাবাদী? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি, সে তো পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। ২৩ যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার করে, পিতাও তাহার হন নাই; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, পিতাও তাহার আছেন। ২৪ তোমরা আদি অবধি যাহা শুনিয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে থাকুক; আদি অবধি যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে থাকিবা। ২৫ আর ইহা তাঁহারই অঙ্গীকার; তিনি আমাদের কাছে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা অনন্ত জীবন।

২৬ যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করে, তাহাদের বিষয়ে এই সকল তোমাদিগকে লিখিলাম। ২৭ তোমরাই তাঁহাহইতে যে অভিষেকাম্বু পাইয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে থাকে, অতএব কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেকাম্বু সর্ব্ববিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং মিথ্যা বিনা কেবল সত্য আছে; অতএব তাহা তোমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহাতে থাক।

২৮ আর এখন, হে বৎসেরা, তাঁহাতেই থাক, তাহা হইলে তিনি যখন প্রত্যক্ষ হইবেন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হইব, তাঁহার আগমনকালে তাঁহাহইতে [দূরীকৃত ও] লজ্জিত হইব না। ২৯ তিনি ধার্ম্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহাহইতে জাত, ইহাও জানিতে পার।

৩ অধ্যায়।

১ দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই; আর আমরা তাহা আছি; এই জন্যে জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই। ২ হে প্রিয়েরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান আছি; পরন্তু কি হইব, তাহা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। প্রত্যক্ষ হইলে পর আমরা তাঁ-

হার সদৃশ হইব, ইহা জানি, কারণ তিনি যাদৃশ আছেন, তাঁহাকে তাদৃশ দর্শন করিব। [৩] এবং তাঁহার উপরে এই আশা যে কাহারো আছে, সে আপনাকে তাঁহার ন্যায় শুদ্ধ করে, কেননা তিনি শুদ্ধ।

[৪] যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থাখণ্ডনই করে, আর পাপই ব্যবস্থাখণ্ডন। [৫] এবং তোমরা জান, আমাদের পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্তে তিনি প্রত্যক্ষ হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই। [৬] যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপ করে না; যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই।

[৭] হে বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, কেননা তিনি ধার্ম্মিক। [৮] যে ব্যক্তি পাপাচরণ করে, সে শয়তান সম্বন্ধীয়, কেননা শয়তান আদি অবধি পাপ করিতেছে। শয়তানের কর্ম্ম সকল লোপ করিবার নিমিত্তই ঈশ্বরের পুত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

[৯] যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ ঈশ্বরহইতে তাহার জন্ম হইয়াছে। [১০] ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং শয়তানের সন্তানগণ ব্যক্ত হয়। যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, সে ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় নয়; এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, [সেও নয়]। [১১] কেননা তোমরা আদি অবধি যে বার্ত্তা শুনিয়াছ, তাহা এই যে আমাদের পরস্পর প্রেম করা কর্ত্তব্য। [১২] সেই পাপাত্মার সম্বন্ধীয় হওয়াতে যে কয়িন্ আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল, তাহার সদৃশ হওয়া আমাদের অনুচিত। আর সে কেন উহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ এই যে তাহার ক্রিয়া মন্দ, কিন্তু ভ্রাতার ক্রিয়া ধর্ম্মময় ছিল।

[১৩] হে আমার ভ্রাতৃগণ, জগৎ যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। [১৪] আমরা মৃত্যুহইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি, ইহা জানি, কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করিতেছি। যে কেহ আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে মৃত্যুমধ্যে থাকে। [১৫] যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অন্তরে বাসকারী বলিয়া অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের নাই।

[১৬] আমাদের নিমিত্তে তিনি আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ইহাতে আমরা প্রেমের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্তে আপন ২ প্রাণ ত্যাগ করিতে বদ্ধ আছি। [১৭] পরন্তু যাহার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে যদি তাহার প্রতি আপন করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে থাকে? [১৮] হে আমার বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যেতে কিম্বা জিহ্বাতে প্রেম না করিয়া কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি। [১৯] ইহাতে আমরা যে সত্যসম্বন্ধীয়, তাহা জানিয়া তাঁহার সাক্ষাতে আপন ২ হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করিব। [২০] কেননা আমাদের হৃদয় যে কোন বিষয়ে আমাদিগকে দোষী করুক, আমাদের হৃদয়াপেক্ষা ঈশ্বর মহান্, এবং সকলই জানেন। [২১] হে প্রিয়েরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়; [২২] এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহাই তাঁহার নিকটে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ২ প্রীতিজনক তাহা করি। [২৩] আর তাঁহার আজ্ঞা এই যে তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করা, এবং তাঁহার দত্ত আজ্ঞানুসারে পরস্পর প্রেম করা আমাদের কর্ত্তব্য। [২৪] আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, এবং সেই ব্যক্তিতে তিনিও থাকেন; আর তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, ইহা আমরা তাঁহার দত্ত আত্মাদ্বারা জানিতে পারি।

৪ অধ্যায়।

[১] হে প্রিয়েরা, তোমরা যাবতীয় আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় [কি না], ইহা জানিবার জন্যে আত্মাদিগের পরীক্ষা কর; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী উৎপন্ন হইয়া জগতে আসিয়াছে। [২] তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে ইহাতে জানিতে পার; যীশু খ্রীষ্ট মাংসদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যে প্রত্যেক আত্মা স্বীকার করে, সে ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। [৩] আর যে প্রত্যেক আত্মা মাংসদেহে অবতীর্ণ খ্রীষ্ট যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টারির আত্মা; তাহা যে আসিতেছে, ইহা তোমরা শুনিয়াছ, এবং বাস্তবিক তাহা এখন জগতে উপস্থিত আছে।

[৪] হে বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয়, এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তি ব্যক্তি অপেক্ষা মহান্। [৫] উহারা জগৎসম্বন্ধীয়, এই কারণ জগৎসম্বন্ধীয় কথা কহে, এবং জগৎ তাহাদের কথা মানে। [৬] আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয়; ঈশ্বরকে যে জানে সে আমাদের কথা মানে; যে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নয়, সে আমাদের কথা মানে না। ইহাতেই আমরা সত্যস্বরূপ আত্মাকে ও ভ্রান্তিস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারি।

[৭] হে প্রিয়েরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বরসম্বন্ধীয়; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে জানে। [৮] যে ব্যক্তি প্রেম না করে,

সে ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই, কারণ ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। [৯] আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম ইহাতে প্রত্যক্ষ হইল, যে তাঁহার পুত্রদ্বারা আমাদের জীবনলাভার্থে ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। [১০] ইহাতেই প্রেম আছে। আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আমাদের পাপনিমিত্তক প্রায়শ্চিত্তরূপে আপন পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন।

[১১] হে প্রিয়েরা, আমাদের প্রতি যদি ঈশ্বর এমত প্রেম করিয়াছেন, তবে আমরাও পরস্পর প্রেম করিতে বদ্ধ আছি। [১২] ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই। যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকেন, এবং তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হইয়া আমাদিগেতে আছে। [১৩] আমরা যে তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি যে আমাদিগেতে থাকেন, তাহা এই প্রমাণদ্বারা জানিতে পারি, যে তিনি আপন আত্মার অংশ আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

[১৪] এবং পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্ত্তা [করিয়া] পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি ও ইহার সাক্ষ্য দিতেছি। [১৫] যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ইহা যে কেহ স্বীকার করে, ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে ঈশ্বরেতে থাকে। [১৬] পরন্তু আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; আর যে প্রেমেতে থাকে, সে ঈশ্বরেতে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকেন।

[১৭] আমাদের সঙ্গি প্রেম ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে, যে বিচারদিনে আমাদের সাহস লাভ হয়; কেননা তিনি যাদৃশ আছেন, আমরাও এই জগতে তাদৃশ আছি। [১৮] প্রেমেতে ভয় নাই, বরঞ্চ সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া ফেলে; কেননা ভয় যন্ত্রণাযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমেতে সিদ্ধ নয়। [১৯] আমরা তাঁহাকে প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন।

[২০] আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি, ইহা যে বলে, সে যদি আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কেননা যাহাকে দেখিয়াছে আপনার সেই ভ্রাতাকে যে ব্যক্তি প্রেম না করে, সে যাঁহাকে দেখে নাই সেই ঈশ্বরকে কেমন করিয়া প্রেম করিতে পারে? [২১] আর ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহইতে পাইয়াছি।

৫ অধ্যায়।

[১] যীশু যে খ্রীষ্ট, ইহা যে কেহ বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরহইতে জাত; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তাঁহাহইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে। [২] ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, তখন ঈশ্বরের সন্তানগণকে প্রেম করি। [৩] কেননা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহা এই যে আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়। [৪] কারণ যে কিছু ঈশ্বরহইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে; এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা আমাদের বিশ্বাস। [৫] কে জগজ্জয়ী? কেবল সেই যে বিশ্বাস করে, যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

[৬] তিনিই জল ও রক্ত দিয়া আগত ব্যক্তি, [অর্থাৎ] যীশু খ্রীষ্ট। তিনি কেবল জলসম্বলিত নন, কিন্তু জল ও রক্ত উভয় সম্বলিত; এবং আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সত্যস্বরূপ। [৭] বস্তুতঃ [স্বর্গে থাকিয়া তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, পিতা ও বাক্য ও পবিত্র আত্মা; আর সেই তিনে এক। [৮] এবং পৃথিবীতে থাকিয়া] তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং তিনের সাক্ষ্য একই। [৯] আমরা যদি মনুষ্যদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর; ফলতঃ ইহা ঈশ্বরেরই সাক্ষ্য যে তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

[১০] যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে; ঈশ্বরেতে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে; যেহেতুক ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সে বিশ্বাস করে নাই। [১১] আর সাক্ষ্যটী এই যে ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রেতে আছে। [১২] যে ব্যক্তি পুত্রকে পাইয়াছে, তাহার জীবনলাভ হইয়াছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে পায় নাই, তাহার জীবনলাভ হয় নাই।

[১৩] ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ যে তোমরা, আমি তোমাদিগকে ইহা লিখিলাম, [কেন?] ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ যে তোমরা, তোমাদের অনন্ত জীবনলাভ হইয়াছে, ইহা যেন জ্ঞাত হও। [১৪] এবং তাঁহার উদ্দেশে আমাদের এই সাহসলাভ হইয়াছে যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন বর যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। [১৫] এবং তিনি আমাদের যাবতীয় যাচ্ঞা শুনেন, ইহা যদি জানি, তবে তাঁহার নিকটে আমাদের যাচিত বর সকল প্রাপ্ত হইলাম, ইহা জানি।

[১৬] যদি কেহ আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে দেখে, যাহা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা করিবে, এবং উহাকে [অর্থাৎ] যাহার পাপকর্ম্ম মৃত্যুজনক নয়, এমন লোককে জীবন দিবে। মৃত্যুজনক পাপও আছে, তাহার বিষয়ে তাহাকে বিনতি করিতে হয়, ইহা বলি না। [১৭] যাবতীয় অধার্ম্মিকতা পাপ; পরন্তু যাহা মৃত্যুজনক নয়, এমন পাপ আছে।

[১৮] আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বরহইতে জাত,

সে পাপ করে না, কিন্তু ঈশ্বরহইতে জাত ব্যক্তি আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না। [১৯] আমরা জানি, আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয়; পরন্তু সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার [ক্রোড়ে] শুইয়া রহিয়াছে। [২০] আরও জানি, ঈশ্বরের পুত্র আসিয়াছেন, এবং যদ্দ্বারা আমরা সেই সত্যময়কে জানিতে পারি, এমন চিত্ত আমাদিগকে দিয়াছেন; এবং আমরা সেই সত্যময়ে [থাকিয়া] তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টেতে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন।

[২১] হে বৎসেরা, তোমরা দেবমূর্ত্তিগণহইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর। আমেন্।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র।

---

[১] হে মনোনীতে কর্ত্রি, সেই প্রাচীন লোক আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে [পত্র লিখিতেছি]। আমি সত্যের অধীনে তোমাদিগকে প্রেম করি; কেবল আমি নয়, বরং যত লোক সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, সকলেই সত্য প্রযুক্ত প্রেম করে। [২] সেই সত্য আমাদিগেতে বাস করিতেছে, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকিবে। [৩] পিতা ঈশ্বরহইতে, এবং সেই পিতার পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি সত্যের ও প্রেমের গুণে তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।

[৪] আমরা পিতাহইতে যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসারে যাহারা সত্যের অধীনে চলিতেছে, তোমার সন্তানগণের মধ্যে এমত কেহ২ আছে, ইহার অনুভব পাওয়াতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। [৫] আর এখন, হে কর্ত্রি, আমি তোমাকে নূতন আজ্ঞা লিখিবার মত নয়, কিন্তু আদি অবধি আমরা যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসারে তোমার কাছে এই বিনতি করিতেছি, যেন আমরা পরস্পর প্রেম করি। [৬] এবং প্রেম এই যে আমরা তাঁহার সকল আজ্ঞানুসারে চলি। আর তোমরা আদি অবধি যাহা শুনিয়াছ, তদনুসারে [স্মরণ কর,] আজ্ঞাটী এই, যে তোমরা উহাতে চল।

[৭] বস্তুতঃ অনেক প্রবঞ্চক উৎপন্ন হইয়া জগতে আসিয়াছে; যীশু খ্রীষ্ট মাংসদেহে অবতীর্ণ হন, ইহা তাহারা স্বীকার করে না; এই লোক সেই প্রবঞ্চক ও খ্রীষ্টারি। [৮] আপনাদের বিষয়ে সাবধান হও; যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহা যেন না হারাও, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ বেতন পাও। [৯] যে কেহ খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকিয়া [তাহা] পশ্চাৎ ফেলে, ঈশ্বর তাহার হন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টের শিক্ষাতে যে থাকে, পিতা ও পুত্র উভয়ে তাহার আছেন। [১০] যদি কেহ সেই শিক্ষা না লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে বাটীতে গ্রাহ্য করিও না, এবং মঙ্গল হউক, ইহা তাহাকে বলিও না। [১১] কেননা মঙ্গল হউক, ইহা যে বলে, সে তাহার দুষ্কর্ম্ম সকলের সহভাগী হয়।

[১২] তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল; কাগজ ও কালী সহকারে [তাহা বলা] আমার মানস হইল না; কিন্তু প্রত্যাশা করি যে তোমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি তোমাদের কাছে গিয়া মুখামুখি হইয়া কথাবার্ত্তা কহিব। [১৩] তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তানগণ তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। আমেন।

যোহনের তৃতীয় পত্র।

---

[১] সেই প্রাচীন লোক আমি যে প্রিয় গায়কে সত্যের অধীনে প্রেম করি, তাহার প্রতি [পত্র লিখিতেছি]। [২] হে প্রিয়, তোমার আত্মা যেমন কুশলপ্রাপ্ত, তেমনি সর্ব্ববিষয়ে তোমার কুশল ও স্বাস্থ্য হউক, এই আমার প্রার্থনা। [৩] বস্তুতঃ ভ্রাতৃগণ আসিয়া তোমার [অন্তরস্থ] সত্যের বিষয়ে [অর্থাৎ] তুমি সত্যের অধীনে যেমন চলিতেছ, তেমন তাহার সাক্ষ্য দেওয়াতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। [৪] আমার সন্তানগণ সত্যের অধীনে চলে, এই সংবাদ শ্রবণে যে আনন্দ জন্মে, তদপেক্ষা মহৎ আনন্দ আমার নাই।

[৫] হে প্রিয়, সেই ভ্রাতৃগণের, হাঁ, বিদেশি [লোকদের] প্রতি তুমি যাহা২ করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসি ব্যক্তির যোগ্য কর্ম্ম। [৬] তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে; যদি তুমি ঈশ্বরের যোগ্যরূপে তাহাদিগকে প্রস্থাপন কর, তবে উত্তম কর্ম্ম করিবা। [৭] কারণ [প্রভুর] নামের পক্ষে তাহারা গমন করিয়াছে, পরজাতী-

য়দের কাছে কিছু গ্রহণ করে না। ৮ অতএব সত্যের সহকারী হওনার্থে আমরা সেই প্রকার লোকদিগকে গ্রাহ্য করিতে বদ্ধ আছি।

৯ আমি মণ্ডলীকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্যাভিলাষি দিয়ত্রিফি আমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। ১০ এই জন্যে যখন আসিব, তখন তাহার সমস্ত ক্রিয়া [তাহাকে] স্মরণ করাইব, কেননা সে দুর্ব্বাক্যদ্বারা আমাদের গ্লানি করে; এবং তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনিও ভ্রাতৃগণকে গ্রাহ্য করে না, এবং যাহারা গ্রাহ্য করিতে মানস করে, তাহাদিগকেও বারণ করে ও মণ্ডলীহইতে বাহির করে।

১১ হে প্রিয়, তুমি দুষ্কর্ম্মের অনুকারী না হইয়া সৎকর্ম্মের অনুকারী হও। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করে সে ঈশ্বরসম্বন্ধীয়; কিন্তু যে দুষ্কর্ম্ম করে, সে ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই। ১২ দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলের কর্তৃক, হাঁ, স্বয়ং সত্য কর্তৃকও সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছে; এবং আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি; আর তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।

১৩ তোমাকে লিখিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু কালী ও লেখনীদ্বারা লিখিতে ইচ্ছা হয় না। ১৪ বরঞ্চ প্রত্যাশা করি যে অবিলম্বে তোমাকে দেখিব, তাহা হইলে আমরা মুখামুখি হইয়া কথাবার্ত্তা কহিব। তোমার শান্তি হউক। বন্ধুগণ তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। তুমিও প্রত্যেকের নাম লইয়া বন্ধুদিগকে মঙ্গলবাদ দেও।

যিহূদার পত্র।

---

১ পিতা ঈশ্বরেতে যাহারা প্রেমের পাত্র ও যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্তে রক্ষিত, সেই আহূত লোকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের দাস ও যাকোবের ভ্রাতা যিহূদা [পত্র লিখিতেছে]। ২ দয়া ও শান্তি ও প্রেম প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।

৩ হে প্রিয়েরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত যত্নবান হওয়াতে আমি বুঝিলাম, [লিখিতে গেলে] পবিত্র লোকদের কাছে এক বার সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিবার আদেশ তোমাদিগকে দেওয়া আবশ্যক। ৪ যেহেতুক এই দণ্ডাজ্ঞার পাত্ররূপে পূর্ব্বে লিখিত কএক জন গোপনে [আমাদের মধ্যে] প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই ভক্তিহীনেরা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বৈরিতাতে বিকৃত করে, এবং একমাত্র স্বামিকে ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।

৫ পরন্তু তোমরা এক বার সকলই জ্ঞাত ছিলা বলিয়া তোমাদিগকে স্মরণ করাইব, এই আমার মানস; ফলতঃ প্রভু [অগ্রে] মিসরদেশহইতে আপন প্রজাদিগকে নিস্তার করিয়া পশ্চাৎ অবিশ্বাসিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৬ এবং যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ৭ সেই প্রকারে সদোম ও ঘমোরা ও তন্নিকটস্থ নগর সকল উহাদের ন্যায় নিতান্ত বেশ্যাগামী এবং বিজাতীয় মাংসের চেষ্টাতে বিপথগামী হইয়াছিল, বলিয়া অনন্ত অনলের দণ্ড ভোগ করত দৃষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ রহিয়াছে। ৮ এমন হইলেও এই লোকেরাও তদ্বৎ স্বপ্নাচারী হইয়া একে শরীর অশুচি করে, তাহাতে আবার প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে, এবং প্রতাপাধিকারিদের উদ্দেশে কটুবাক্য কহে। ৯ পরন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল্ যখন মোশির দেহের বিষয়ে শয়তানের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন কটুবাক্যযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস না করিয়া ইহামাত্র কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন। ১০ কিন্তু ইহারা যাহা ২ না বুঝে, কটুবাক্যপূর্ব্বক তাহার নিন্দা করে; এবং বিবেকরহিত পশুদের ন্যায় যাহা ২ ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাত হয়, তাহাতে আপনাদের ক্ষয় জন্মায়। ১১ তাহারা সন্তাপের পাত্র, কারণ তাহারা কয়িনের পথের পথিক, এবং বেতনের লোভে বিলিয়মের ভ্রান্তিরূপ স্রোতে আকৃষ্ট, এবং কোরহের বিসংবাদে বিনষ্ট হইয়াছে।

১২ তাহারাই তোমাদের প্রেমভোজের ব্যাঘাতক [হইয়া] নির্ভয়ে তোমাদের সঙ্গে ভোজন করত আপনাদিগকেই পোষে। তাহারা বায়ুচালিত জলহীন মেঘ, হেমন্তকালের ফলহীন, হাঁ, দুই বার মৃত ও উন্মূলিত বৃক্ষ, ১৩ নিজ লজ্জারূপ ফেণা উৎক্ষেপকারি প্রচণ্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ, এবং যাহাদের নিমিত্তে অনন্তকালস্থায়ি ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত আছে, এমত ভ্রমণকারি তারাস্বরূপ।

১৪ পরন্তু আদম্ অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক্, তিনি এই লোকদেরও উদ্দেশে এই ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, যথা, "দেখ, প্রভু আপন অযুত ২ পবিত্র লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সকলের বিচার সফল করিতে উপস্থিত; ১৫ আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে, এবং ভক্তিহীন পাপিগণ

তাঁহার বিপরীতে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তিনি তাহাদিগকে ভৎসনা করিতে উদ্যত।" [১৬] তাহারা বচসাকারী, স্বভাগ্যনিন্দক, আপন ২ অভিলাষের অনুগামী; তাহাদের মুখ মহাদর্পের কথা বলে, এবং তাহারা লাভার্থে মনুষ্যদের মুখ চাহিয়া থাকে।

[১৭] কিন্তু হে প্রিয়েরা, তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগনকর্তৃক পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল স্মরণ কর; [১৮] ফলতঃ তাঁহারা তোমাদিগকে কহিতেন, অন্তিমকালে উপহাসক লোকেরা উপস্থিত হইবে, তাহারা আপন ২ ভক্তিবিরুদ্ধ অভিলাষানুযায়ি আচরণ করিবে। [১৯] উহারাই আপনাদিগকে পৃথক্ করে, উহারা প্রানিসম [এবং] আত্মাবিহীন।

[২০] কিন্তু হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করত [এবং] পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করত [২১] ঈশ্বরের প্রেমেতে আপনাদিগকে রক্ষা কর, এবং অনন্ত জীবনার্থে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার অপেক্ষাতে থাক। [২২] এবং কতক লোকের, [অর্থাৎ] যাহারা আপনাদিগকে বিশিষ্ট বলিয়া মানে, তাহাদের দোষ ব্যক্ত কর; [২৩] আর কতক লোককে অগ্নিহইতে টানিয়া লইয়া নিস্তার কর; আর কতক লোকের প্রতি সভয়ে দয়া কর; মাংসের সংশ্লেষে কলঙ্কিত বস্ত্রও ঘৃণা কর।

[২৪] পরন্তু যিনি তোমাদিগকে অব্যাহত রক্ষা করনে এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষরূপে সানন্দে উপস্থিত করনে সমর্থ, এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যিনি আমাদের ত্রানকর্ত্তা, [২৫] সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।

যোহনের প্রতি প্রকাশিত বাক্য।

---

১ অধ্যায়।

[১] যীশু খ্রীষ্টের এই যে প্রকাশিত বাক্য, ইহা ঈশ্বর তাঁহার নিকটে সমর্পন করাতে শীঘ্র যাহা ২ ভবিতব্য, আপন দাসদিগকে তাহা দেখাইতে মানস করিলেন, এবং তিনি নিজ দূতদ্বারা প্রেরন করিয়া আপন দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন। [২] সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের বিষয়ে, [অর্থাৎ] যে ২ দর্শন পাইয়াছে, তাহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। [৩] এই ভাববানীর উক্তিসমূহের যে পাঠক ও যে শ্রোতারা ইহাতে লিখিত কথা পালন করে, তাহারা ধন্য, কেননা সময় সন্নিকট।

[৪] আশিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর প্রতি যোহন [পত্র লিখিতেছে]। যিনি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁহাহইতে, এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তি সপ্ত আত্মাহইতে, [৫] এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী ও মৃতগনের মধ্যে প্রথমজাত ও ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের কর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টহইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজ রক্তে আমাদের পাপহইতে ধৌত করিয়াছেন, [৬] এবং আমাদিগকে রাজা ও আপন পিতা ঈশ্বরের যাজক করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ হউক। আমেন্।

[৭] দেখ, তিনি মেঘমণ্ডল সহকারে আসিতেছেন, তাহাতে যাবতীয় চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে; এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় বংশ তাঁহার জন্যে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিবে। হাঁ, আমেন্। [৮] বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রভু কহিতেছেন, আমি আল্ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত।

[৯] তোমাদের ভ্রাতা এবং যীশু খ্রীষ্টের ক্লেশভোগে ও রাজ্যে ও স্থৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী আমি যোহন ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রযুক্ত পাট্ম নামক উপদ্বীপে ছিলাম। [১০] আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইয়া আমার পশ্চাৎ কাহারো তূরীধ্বনিবৎ মহারব শুনিলাম; [১১] তিনি কহিলেন, আমি আল্ফা এবং ওমিগা, প্রথম ও শেষ; এখন তুমি যে দর্শন পাইবা, তাহা পত্রিকাতে লিখিয়া আশিয়া দেশস্থ সপ্ত মণ্ডলীর নিকটে, [অর্থাৎ] ইফিষে ও স্মূর্ণাতে ও পর্গামে ও থুয়াতীরাতে ও সার্দ্দিতে ও ফিলাদিল্ফিয়াতে ও লায়দিকেয়াতে প্রেরনকরিও। [১২] তাহাতে আমার প্রতি যাহার বানী হইতেছিল, তাঁহার দর্শনার্থে আমি মুখ ফিরাইলাম; মুখ ফিরাইলে পর সপ্ত সুবর্ন দীপবৃক্ষ দেখিলাম। [১৩] সেই সপ্ত দীপবৃক্ষের মধ্যে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ এক ব্যক্তিকে দেখিলাম; তাঁহার পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ন পটুকা বদ্ধ; [১৪] এবং তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ন মেষলোমের ন্যায় হিমবৎ শুক্লবর্ন, এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, [১৫] এবং তাঁহার চরন অগ্নিকুণ্ডে উজ্জ্বলীকৃত সুপিত্তলের সদৃশ, এবং তাঁহার রব বহুজলের রবস্বরূপ;

১৬ এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে, এবং তাঁহার মুখহইতে তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিজ তেজে বিরাজমান সূর্য্যের তুল্য। ১৭ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি মৃতবৎ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলাম; কিন্তু তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ হস্ত দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ; ১৮ আমি জীবনময়, তথাপি মৃত হইলাম, কিন্তু দেখ, যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ জীবিত আছি; আমেন্। এবং মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে। ১৯ অতএব তুমি যাহা ২ দেখিলা, এবং যাহা ২ আছে, ও ইহার পরে যাহা ২ হইবে, সে সমস্তই লিখ; ২০ আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা দেখিলা তাহার নিগূঢ় বিষয়, এবং যে সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ দেখিলা, তাহার কথা [লিখ]; সেই সপ্ত তারা সপ্ত মণ্ডলীর দূতস্বরূপ, এবং তোমার দৃষ্ট সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ সপ্ত মণ্ডলীস্বরূপ।

২ অধ্যায়।

১ তুমি ইফিষস্থ মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা ধারণ করেন, এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি এই রূপ কহেন; ২ আমি তোমার ক্রিয়া ও পরিশ্রম ও স্থৈর্য্য জানি; হাঁ, [আমি জানি,] তুমি দুষ্টদিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং আপনাদিগকে প্রেরিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদিগকে পরীক্ষাদ্বারা মিথ্যাবাদী নিশ্চয় করিয়াছ; ৩ এবং স্থৈর্য্যবিশিষ্ট আছ, এবং আমার নামের নিমিত্তে সহিষ্ণুতা করিয়া ক্লান্ত হও নাই। ৪ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার একটী কথা আছে, তুমি আপন প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ। ৫ অতএব কোথাহইতে পতিত হইয়াছ, তাহা স্মরণ কর, এবং মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রথম কর্ম্ম কর; নতুবা যদি মনঃপরিবর্ত্তন না কর, তবে আমি ত্বরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থানহইতে দূর করিব। ৬ কিন্তু একটী গুণ তোমার আছে; আমি যে নীকলায়তীয় লোকদের কর্ম্ম ঘৃণা করি, তুমিও তাহা ঘৃণা করিতেছ। ৭ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক; যে জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের আরামস্থ জীবনবৃক্ষের ফল ভোগ করিতে দিব।

৮ আর স্মূর্ণাতে স্থিত মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত হইয়া পুনর্জীবিত হইলেন, তিনি এই রূপ কহেন; ৯ তোমার ক্রিয়া ও ক্লেশভোগ ও দীনতা আমি জানি, তথাপি তুমি ধনবান আছ; এবং আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও যাহারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ আছে, তাহাদের ধর্ম্মনিন্দাও আমি জানি। ১০ যে ২ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে কিছুই ভয় করিও না। দেখ, তোমাদের পরীক্ষার্থে শয়তান তোমাদের কাহাকে ২ কারাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে; তাহাতে দশ দিন পর্য্যন্ত তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে। তুমি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবনমুকুট দিব। ১১ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক। যে জয় করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যুদ্বারা হিংসিত হইবে না।

১২ আর পর্গামস্থ মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি তীক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গটী ধারণ করেন, তিনি এই রূপ কহেন; ১৩ তোমার ক্রিয়া, এবং যেখানে শয়তানের সিংহাসন, সেখানে তোমার বসতি আছে, তাহা আমি জানি। এবং তুমি আমার নাম অবলম্বন করিতেছ, আমার বিশ্বাস অস্বীকার কর নাই; তোমাদের নিকটে, হাঁ, শয়তানের ঐ বাসস্থানে, যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী আন্তিপা হত হইয়াছিল, তৎকালেও [বিশ্বাস অস্বীকার কর নাই]। ১৪ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কএকটী কথা আছে, ফলতঃ তুমি সেই স্থানে বিলিয়মের শিক্ষাবলম্বি লোকদিগকে রাখিতেছ। সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলের সন্তানদের সম্মুখে বিঘ্ন দিতে, [অর্থাৎ] দেবমূর্ত্তির প্রসাদ ভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করাইতে বালাক [রাজাকে] শিক্ষা দিয়াছিল; ১৫ তদ্রূপ তুমিও নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বি লোকদিগকে রাখিতেছ; তাহাই আমার ঘৃণিত। ১৬ অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি ত্বরায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার মুখনির্গত খড়্গদ্বারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। ১৭ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক; যে জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত মান্না খাইতে দিব; এবং একটী শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, তাহার উপরে নূতন এক নাম লেখা আছে, গ্রহণকর্ত্তা ব্যতিরেকে আর কেহ সেই নাম জানে না।

১৮ আর থুয়াতীরাতে স্থিত মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, ও চরণ সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই রূপ কহেন; ১৯ তোমার ক্রিয়া ও প্রেম ও বিশ্বাস ও পরিচর্য্যা ও স্থৈর্য্য, এবং তোমার প্রথম কর্ম্মাপেক্ষা প্রচুরতর শেষকর্ম্ম সকল আমি জানি। ২০ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার একটী কথা আছে; ঈষেবল নাম্নী যে নারী আপনাকে ভাববাদিনী বলে, তুমি তাহাকে সহ্য করিতেছ, এবং সে আমার দাসগণকে ভুলাইয়া বেশ্যাগমন ও দেবমূর্ত্তির প্রসাদ ভক্ষণ করিতে শিক্ষা দিতেছে। ২১ আমি তাহাকে মন ফিরাইবার জন্যে অবকাশ দিয়াছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যভিচারহইতে মন ফিরাইতে অসম্মতা। ২২ দেখ, আমি তাহাকে শয্যাগত করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত

ব্যভিচার কর্ম্ম করে, তাহারা যদি আপন ক্রিয়াহইতে মন না ফিরায়, তবে তাহাদিগকেও মহাক্লেশে মগ্ন করিব, ২৩ এবং মৃত্যুদ্বারা তাহার সন্তানগণকে নিহনন করিব। তাহাতে যাবতীয় মণ্ডলী জানিতে পারিবে, আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, এবং তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন ২ কর্ম্মানুযায়ি ফল দিব। ২৪ কিন্তু থুয়াতীরাতে অবশিষ্ট তোমাদের যে সকল লোক সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, হাঁ, কেহ ২ যাহাকে গম্ভীরার্থ বলে শয়তানের সেই গম্ভীরার্থ সকল যাহারা জ্ঞাত হয় নাই, তাহাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের উপরে আমি অন্য কোন ভার অর্পণ করিব না। ২৫ কেবল যাহা তোমাদের আছে, তাহা আমার আগমন পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া ধারণ কর। ২৬ পরন্তু যে ব্যক্তি জয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমার ক্রিয়া পালন করিবে, তাহাকে আমি আপনি পিতাহইতে যেরূপ পাইয়াছি, তদ্রূপ পরজাতিদের উপরে কর্তৃত্ব দিব; ২৭ তাহাতে সে লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে চরাইলে তাহারা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চূর্ণ হইবে। ২৮ এবং প্রভাতীয় তারা তাহাকে দিব। ২৯ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক।

৩ অধ্যায়।

১ আর সার্দ্দিতে স্থিত মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা এবং সপ্ত তারা ধারণ করেন, তিনি এই রূপ কহেন; আমি তোমার ক্রিয়া জানি; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত আছ। ২ জাগ্রৎ হও, এবং অবশিষ্ট যে ২ অঙ্গ মৃতকল্প হইল, তাহা সুস্থির কর; কেননা আমি তোমার ক্রিয়া আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দেখি নাই। ৩ অতএব তুমি কেমন [শিক্ষা] পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও। শুন, যদি জাগ্রৎ না হও, তবে আমি চোরের ন্যায় তোমার নিকটে উপস্থিত হইব; এবং কোন্ দণ্ডে তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, তাহা তুমি জানিতে পারিবা না। ৪ তথাপি সার্দ্দিতে তোমার এমত অল্প লোক আছে, যাহারা আপন ২ বস্ত্র মলিন করে নাই, তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে আমার সহিত গমনাগমন করিবে; কেননা তাহারা যোগ্য পাত্র। ৫ যে জয় করে, সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি জীবনপুস্তকহইতে তাহার নাম লুপ্ত করিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। ৬ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক।

৭ আর ফিলাদিল্ফিয়াতে স্থিত মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ। যিনি পবিত্র ও সত্যময় এবং দায়ূদের চাবি বিশিষ্ট, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না, ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না, তিনি এই রূপ কহেন; ৮ আমি তোমার ক্রিয়া জানি; দেখ, আমি তোমার সম্মুখে খোলা এক দ্বার দিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারো সাধ্য নাই; কেননা তোমার অল্প সামর্থ্য আছে, তথাপি তুমি আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার নাম অস্বীকার কর নাই। ৯ দেখ, শয়তানের সমাজের যে লোকেরা আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও যিহূদী নহে, কেবল মিথ্যাবাদী আছে, দেখ, এমত কোন ২ লোককে আমি তোমার চরণে উপস্থিত করিয়া প্রণিপাত করাইব; তাহাতে আমি যে তোমাকে প্রেম করি, তাহা তাহারা জানিতে পারিবে। ১০ তুমি আমার স্থৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে রক্ষা করিব, হাঁ, পৃথিবীনিবাসিদের পরীক্ষার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিতে উদ্যত পরীক্ষাকালহইতে রক্ষা করিব। ১১ দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ় করিয়া রাখ; কাহাকেও তোমার মুকুট অপহরণ করিতে দিও না। ১২ যে জয় করে, তাহাকে আমি আপন ঈশ্বরের প্রাসাদস্থ স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখন নির্গমন করিবে না, এবং আমি তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং স্বর্গহইতে, হাঁ, আমার ঈশ্বরের নিকটহইতে আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব। ১৩ যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক।

১৪ আর লায়দিকেয়াতে স্থিত মণ্ডলীর দূতকে এই কথা লেখ, যিনি আমেন্, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই রূপ কহেন; ১৫ আমি তোমার ক্রিয়া জানি; তুমি না শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত। ১৬ তুমি না তপ্ত, না শীতল, কেবল ঈষত্তপ্ত আছ, তজ্জন্য আমি নিজ মুখহইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত আছি। ১৭ কারণ তুমি কহিতেছ, আমি ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু তুমিই যে দুর্ভাগ্য ও কৃপাপাত্র ও দরিদ্র ও অন্ধ ও উলঙ্গ, ইহা জান না। ১৮ আমি তোমাকে এক পরামর্শ দি; তুমি ধনবান হইবার জন্যে অগ্নিদ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, এবং তোমার উলঙ্গতার লজ্জার প্রত্যক্ষতা নিবারণার্থে বস্ত্রান্বিত হইবার জন্যে শুক্ল বস্ত্র, এবং দৃষ্টি পাইবার জন্যে চক্ষুতে লেপনীয় অঞ্জন, এই সকল আমার কাছে ক্রয় কর। ১৯ আমি যত লোককে ভাল বাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাস্তি দিই; অতএব উদ্যোগী হইয়া মন ফিরাও। ২০ দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত

ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে। [২১] আমি আপনি যেমন জয়ী হইয়া আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছি, তদ্রূপ যে ব্যক্তি জয় করে, তাহাকে আমার সহিত আপনার সিংহাসনে বসিতে দিব। [২২] যাহার কর্ণ আছে, সে মণ্ডলীগণের প্রতি আত্মার কথিত বাক্য শুনুক।

৪ অধ্যায়।

[১] তৎপশ্চাৎ আমি নিরীক্ষন করত দেখিলাম, স্বর্গে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে, এবং আমার সহিত আলাপকারি [ব্যক্তির] যে তূরীবাদ্যতুল্য রব পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সে কহিল, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে যাহা ২ ভবিতব্য, তাহা আমি তোমাকে দেখাই। [২] তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ আত্মাবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, স্বর্গমধ্যে এক সিংহাসন স্থাপিত আছে, তাহার উপরে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন। [৩] সেই সিংহাসনাসীন ব্যক্তির প্রতীতি সূর্য্যকান্তের ও সার্দ্দীয় মণির সদৃশ; ঐ সিংহাসন মরকত মণির আভাবিশিষ্ট মেঘধনুকে বেষ্টিত। [৪] এবং সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে চতুর্ব্বিংশতি সিংহাসন আছে, সেই সকল সিংহাসনে চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক উপবিষ্ট আছেন; তাঁহারা শুক্ল বস্ত্র পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তক সুবর্ণ মুকুটে ভূষিত। [৫] ঐ সিংহাসনহইতে বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘগর্জ্জন নির্গত হইতেছে; এবং সিংহাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। [৬] এবং সিংহাসনের সম্মুখে স্ফটিকবৎ কাচময় এক [প্রকার] সমুদ্র আছে, এবং সিংহাসনের মধ্যে অথচ আসনের চতুর্দ্দিগে চারি প্রাণী আছেন; তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ বহু চক্ষু বিশিষ্ট। [৭] প্রথম প্রাণী সিংহসদৃশ, ও দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎসসদৃশ, ও তৃতীয় প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান উৎক্রোশ পক্ষির সদৃশ। [৮] সেই চারি প্রাণির প্রত্যেকের ছয় ২ পক্ষ আছে, এবং তাঁহারা পরিতঃ ও অভ্যন্তরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ, এবং দিবারাত্রি অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রভু ঈশ্বর। [৯] এই রূপে যখন সেই প্রাণিবর্গ ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট অনন্তজীবির প্রতাপ ও সমাদর ও ধন্যবাদ প্রকীর্ত্তন করেন, [১০] তখন ঐ চব্বিশ প্রাচীন লোক সিংহাসনাসীন ব্যক্তির সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া সেই অনন্তজীবির ভজনা করত আপন ২ মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করণ পূর্ব্বক এই কথা কহেন, [১১] হে আমাদের প্রভো ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছার নিমিত্তে তাহা স্থিতি প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।

৫ অধ্যায়।

[১] অনন্তর আমি ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে এক পত্রিকা দেখিলাম; তাহা ভিতরে ও বাহিরে লিখিত ও সপ্ত মুদ্রাতে অঙ্কিত। [২] পরে এক শক্তিমান্ দূতকে দেখিলাম, তিনি মহারবে এই কথা ঘোষণা করিলেন, ঐ পত্রিকা বিস্তার করিতে ও তাহার মুদ্রা সকল খুলিতে কে যোগ্য আছে? [৩] কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে কি ভূতলে কি ভূতলের নীচে ঐ পত্রিকা খুলিতে ও তাহা দেখিতে কাহারো সাধ্য হইল না। [৪] অতএব সেই পত্রিকা খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য পাত্রের অভাব প্রযুক্ত আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম। [৫] তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন, রোদন করিও না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ ও দায়ূদের মূলস্বরূপ, তিনি সেই পত্রিকা ও তাহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্তে জয়ী হইয়াছেন। [৬] পরে আমি দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণির ও প্রাচীনবর্গের মধ্যে হততুল্য এক মেষশাবক দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু আছে; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। [৭] পরে তিনি আসিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তহইতে ঐ পত্রিকা গ্রহণ করিলেন। [৮] পত্রিকাখানি গ্রহণ সময়ে ঐ চারি প্রাণী ও চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক মেষশাবকের সাক্ষাতে [উবুড় হইয়া] পড়িলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বাটি ছিল; সেই ধূপ পবিত্র লোকদের প্রার্থনাস্বরূপ। [৯] আর তাঁহারা এক নূতন গীত গান করেন, যথা, "ঐ পত্রিকা গ্রহণ করিতে ও তাহার মুদ্রা খুলিতে তুমি যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্তদ্বারা যাবতীয় বংশ ও ভাষা ও রাজ্য ও জাতি হইতে ঈশ্বরের নিমিত্তে [প্রজাবৃন্দ] ক্রয় করিয়াছ; [১০] এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে তাহাদিগকে রাজা ও যাজক করিয়াছ; তাহাতে তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করে।" [১১] তদনন্তর আমি দেখিতেং ঐ সিংহাসনের ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চতুর্দ্দিগে অনেক স্বর্গদূতের রব শুনিলাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। [১২] তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, প্রাণে হত যে মেষশাবক, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও প্রজ্ঞা ও ও শক্তি ও সমাদর ও প্রতাপ ও ধন্যবাদ, এ সকল গ্রহণ করিতে যোগ্য। [১৩] অনন্তর স্বর্গে ও ভূতলে ও ভূতলের নীচে ও সমুদ্রের পৃষ্ঠে, হাঁ, এই সকলের মধ্যে যে কিছু আছে, তাবতেরই এই বাণী শুনিলাম, সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমাদর ও প্রতাপ ও কর্তৃত্ব যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ বর্ত্তুক। [১৪] আর

ঐ চারি প্রাণী কহিলেন, আমেন্। এবং ঐ চব্বিশ প্রাচীন লোক প্রণিপাত করিয়া অনন্তজীবি ব্যক্তির ভজনা করিলেন।

৬ অধ্যায়।

১ অনন্তর আমার দৃষ্টিগোচরে ঐ মেষশাবক সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলে আমি ঐ চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণির মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, আইস, দেখ। ২ পরে দৃষ্টি করিতে২ এক অশ্বকে দেখিলাম, সে শুক্লবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তি ধনুর্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল; এবং তিনি বিজয়ী হইয়া [অনুক্ষণ] জয় করিতে প্রস্থান করিলেন।

৩ অপর তিনি দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি দ্বিতীয় প্রাণির এই বাণী শুনিলাম, আইস, দেখ। ৪ পরে আর এক অশ্ব নির্গত হইল, সে লোহিতবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তিকে পৃথিবীহইতে শান্তি অপহরণ করিবার এবং মনুষ্যদিগকে পরস্পর বধ করাইবার ক্ষমতা দত্ত হইল, এবং এক বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল।

৫ পরে তিনি তৃতীয় মুদ্রা খুলিলে আমি তৃতীয় প্রাণির এই বাণী শুনিলাম, আইস, দেখ। পরে দৃষ্টি করিতে২ এক অশ্বকে দেখিলাম, সে কৃষ্ণবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির হস্তে এক তুলাদণ্ড আছে। ৬ পরে আমি চারি প্রাণির মধ্যহইতে নির্গত এই বাণী শুনিলাম, এক সের গোমের মূল্য এক সিকি, এবং তিন সের যবের মূল্য এক সিকি, এবং তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

৭ পরে তিনি চতুর্থ মুদ্রা খুলিলে আমি চতুর্থ প্রাণির এই বাণী শুনিলাম, আইস, দেখ। ৮ পরে দৃষ্টি করিতে২ এক অশ্বকে দেখিলাম, সে পাণ্ডুবর্ণ, এবং তদারূঢ় ব্যক্তির নাম মৃত্যু, এবং পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে; এবং খড়্গ ও দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ও বনপশুদ্বারা বধ করণার্থে তাহাকে পৃথিবীর চতুর্থাংশের কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল।

৯ পরে তিনি পঞ্চম মুদ্রা খুলিলে আমি দেখিলাম, ঈশ্বরের বাক্য এবং তাহাদের প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রযুক্ত যাহারা হত হইয়াছিল, সেই সকলের জীবাত্মা বেদির নীচে আছে। ১০ তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে পবিত্র সত্যময় নাথ, বিচার করিতে এবং পৃথিবীনিবাসিদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কত কাল বিলম্ব করিবা? ১১ তখন তাহাদের প্রত্যেককে শুক্ল পরিচ্ছদ দত্ত হইল, এবং এই উত্তর তাহাদিগকে দেওয়া গেল, আর কিঞ্চিৎ কাল বিরাম কর; তোমাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় হত হইতে হইবে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ হউক।

১২ পরে তিনি ষষ্ঠ মুদ্রা খুলিলে, আমি দেখিলাম, মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য [উষ্ট্রের] লোমজাত চটের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণ চন্দ্র রক্তবর্ণ হইল; ১৩ এবং গগনমণ্ডলস্থ তারা সকল প্রবল বায়ুতে চালিত ডুমুরবৃক্ষহইতে পতিত অপক্ব ফলের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল। ১৪ এবং গগনমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান গ্রন্থের ন্যায় অন্তর্হিত হইল, এবং পর্ব্বত ও দ্বীপ সকল স্থানান্তরে চালিত হইল। ১৫ এবং পৃথিবীস্থ রাজারা ও মহল্লোক ও সহস্রপতিগণ ও ধনিগণ ও বিক্রমিবর্গ এবং দাস ও স্বাধীন লোক সকল গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুক্কায়িত করিয়া কহিতে লাগিল, ১৬ হে পর্ব্বত ও শৈল সকল, আমাদের উপরে পড়িয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিহইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধহইতে আমাদিগকে সংগোপন কর; ১৭ কেননা তাঁহার ক্রোধের মহাদিন উপস্থিত হইল; কে তাহাতে তিষ্ঠিতে পারে?

৭ অধ্যায়।

১ তৎপরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারি স্বর্গদূত দাঁড়াইয়া আছেন; এবং পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে যেন বায়ু না বহে, এই নিমিত্তে পৃথিবীর চারি বায়ু রুদ্ধ করিতেছেন। ২ এবং জীবনময় ঈশ্বরের মুদ্রাধারি আর এক দূতকে সূর্য্যোদয়স্থানহইতে উঠিয়া আসিতে দেখিলাম; তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া পৃথিবীর ও সমুদ্রের হিংসা করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐ চারি দূতকে কহিলেন, ৩ আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে যাবৎ আমরা কপালে মুদ্রাঙ্কিত না করি, তাবৎ তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষদিগের হিংসা করিও না। ৪ পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিলাম। ইস্রায়েলের সন্তানদের বংশসমূহের মধ্যে এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র মুদ্রাঙ্কিত লোক ছিল। ৫ ফলতঃ যিহূদা বংশের দ্বাদশ সহস্র, রুবেন্ বংশের দ্বাদশ সহস্র, গাদ বংশের দ্বাদশ সহস্র; ৬ আশের বংশের দ্বাদশ সহস্র, নপ্তালি বংশের দ্বাদশ সহস্র, মনঃশি বংশের দ্বাদশ সহস্র; ৭ শিমিয়োন বংশের দ্বাদশ সহস্র, লেবি বংশের দ্বাদশ সহস্র, ইষাখর বংশের দ্বাদশ সহস্র; ৮ সবূলূন বংশের দ্বাদশ সহস্র, যোষেফ্ বংশের দ্বাদশ সহস্র, [এবং] বিন্যামীন বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত ছিল।

৯ তদনন্তর দৃষ্টিপাত করিতে২ আমি যাবতীয় জাতির ও বংশের ও রাজ্যের ও ভাষার মহালোকারণ্য দেখিলাম, তাহার গণনা করণে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত ও খর্জ্জুরপত্রহস্ত হইয়া সিংহাসনের ও মেষশাবকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে; ১০ এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, পরিত্রাণ আমাদের সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ও মেষশাবকের [দান]। ১১ পরন্তু সকল দূত ঐ সিংহাসনের ও প্রাচীনবর্গের ও চারি প্রাণির চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে অধোবদনে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা

করিয়া কহিলেন, [১২] আমেন্। ধন্যবাদ ও প্রতাপ ও প্রজ্ঞা ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরাক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক। আমেন্।

[১৩] পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুক্ল পরিচ্ছদান্বিত এই লোকেরা কে, ও কোথাহইতে আগত? [১৪] তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, হে আমার প্রভো, তাহা আপনি জানেন। তখন তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই মহাক্লেশহইতে আগমনকারি লোক, অথচ মেষশাবকের রক্তে আপন ২ পরিচ্ছদ ধৌত করিয়া শুক্লবর্ণ করিয়াছে। [১৫] এই জন্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্রি তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার আরাধনা করে, এবং সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি ইহাদের উপরে [আপন] তাম্বু বিস্তার করিবেন; [১৬] ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না, এবং তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না; এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র প্রভৃতি কোন উত্তাপ আর লাগিবে না; [১৭] কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক তাহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবনপ্রবাহি জলের উনুইর নিকটে গমন করাইবেন, এবং ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন।

৮ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর তিনি সপ্তম মুদ্রা খুলিলে স্বর্গে দেড় দণ্ড পর্য্যন্ত নিঃশব্দতা হইল। [২] পরে আমি দেখিলাম, ঈশ্বরের সম্মুখে যে সপ্ত দূত দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহাদিগকে সপ্ত তূরী দত্ত হইল। [৩] পরে আর এক দূত আসিয়া স্বর্ণধূনাচী লইয়া বেদির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির উপরে সকল পবিত্র লোকের প্রার্থনাতে যোগ করণার্থে তাঁহাকে প্রচুর ধূনা দত্ত হইল। [৪] তাহাতে পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্তহইতে ধূনার ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। [৫] পরে ঐ দূত সেই ধূনাচী লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও রব ও ভূমিকম্প হইল।

[৬] পরে সপ্ত তূরীধারি সপ্ত দূত তূরীধ্বনি করিতে প্রস্তুত হইলেন। [৭] প্রথম দূত তূরীধ্বনি করিলে রক্তমিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া স্থলের উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে স্থলের তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইল, ও বৃক্ষ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ দগ্ধ হইল।

[৮] অনন্তর দ্বিতীয় দূত তূরীধ্বনি করিলে যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত এক মহাপর্ব্বত সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। [৯] তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয়াংশ রক্ত হইয়া গেল, ও সমুদ্রমধ্যস্থ তৃতীয়াংশ জলচর প্রাণী মরিয়া গেল, ও জাহাজ সমুদয়ের তৃতীয়াংশ নষ্ট হইল।

[১০] পরে তৃতীয় দূত তূরীধ্বনি করিলে দীপের ন্যায় প্রজ্বলিত এক বৃহৎ তারা আকাশহইতে খসিয়া নদ নদীর তৃতীয়াংশের ও জলপ্রবাহ সকলের উপরে পড়িল। [১১] সেই তারার নাম নাগ্দানা, তাহাতে তৃতীয়াংশ জল নাগ্দানার [রসে পরিণত] হইল, এবং জলের তিক্ততা প্রযুক্ত অনেক ২ মনুষ্য মরিল।

[১২] অপর চতুর্থ দূত তূরীধ্বনি করিলে সূর্য্যের তৃতীয়াংশ ও চন্দ্রের তৃতীয়াংশ ও নক্ষত্রগণের তৃতীয়াংশ আহত হওয়াতে প্রত্যেকের তৃতীয়াংশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ আলোরহিত হইল, এবং রাত্রিরও তদ্রূপ হইল। [১৩] তখন আমি দেখিতে ২ আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান এক উৎক্রোশপক্ষির উচ্চৈঃস্বরে উদীরিত এই বাণী শুনিলাম, অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরীধ্বনি করিবেন, তাঁহাদের তূরীধ্বনিতে পৃথিবীনিবাসিদের সন্তাপ ও সন্তাপ ও সন্তাপ হইবে।

৯ অধ্যায়।

[১] অনন্তর পঞ্চম দূত তূরীধ্বনি করিলে আমি স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পতিত এক তারাকে দেখিলাম; তাহাকে অগাধলোকের কূপের চাবি দত্ত হইল। [২] তাহাতে সে অগাধলোকের কূপ খুলিলে ঐ কূপহইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল; কূপহইতে উদ্গত সেই ধূমেতে সূর্য্য ও আকাশ তিমিরাবৃত হইল। [৩] পরে ঐ ধূমহইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল, তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল। [৪] এবং তাহাদিগকে কহা গেল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের কি বৃক্ষাদির হিংসা না করিয়া যাহাদের কপালে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই, কেবল সেই মনুষ্যদের হিংসা কর। [৫] সেই মনুষ্যদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনাতুল্য যাতনা হয়। [৬] তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন মতে তাহার উদ্দেশ পাইবে না; তাহারা মরিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে, কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে। [৭] ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকের মুকুট সুবর্ণের ন্যায়, ও তাহাদের মুখ মনুষ্যমুখের ন্যায়; [৮] ও তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়, ও তাহাদের দন্ত সিংহদন্তের ন্যায়; [৯] ও তাহাদের বুকপাটা লৌহবুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের পক্ষের শব্দ রণে ধাবমান অশ্বযুক্ত বহুরথের শব্দতুল্য; [১০] ও বৃশ্চিকের ন্যায় তাহাদের লাঙ্গূল ও হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্যদিগকে হিংসা করিতে তাহাদের ক্ষমতা ঐ লাঙ্গূলে রহিয়াছে। [১১] ঐ পঙ্গপালের রাজা অগাধলোকের কূপের দূত, তাহার নাম ইব্রী ভাষাতে

আবদ্দোন্, ও গ্রীক ভাষাতে আপল্লুয়োন্ [বিনাশক]। ১২ এই প্রথম সন্তাপ গত হইল; দেখ, ইহার পশ্চাৎ আর দুই সন্তাপ আসিতেছে।

১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরীধ্বনি করিলে আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির চারি চূড়াহইতে এক বাণী শুনিতে পাইলাম; ১৪ সে ঐ ষষ্ঠ তূরীধারি দূতকে কহিল, ফরাৎ নামে মহানদীর সমীপে যে চারি দূত বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর। ১৫ তখন মনুষ্যজাতির তৃতীয়াংশ বধ করণার্থে যে চারি দূত সেই দণ্ড ও দিন ও মাস ও বৎসরের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তাহারা মুক্ত হইল। ১৬ ঐ অশ্বারূঢ় সৈন্যের সংখ্যা দুই সহস্র লক্ষ ছিল; আমি সেই সংখ্যার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। ১৭ আর দর্শনের সময়ে আমি সেই অশ্বগণের ও তদারূঢ় ব্যক্তিদের এইরূপ দর্শন পাইলাম, তাহাদের বুকপাটা অগ্নি ও নীলবর্ণ ও গন্ধকময়, এবং অশ্বগণের মস্তক সিংহমস্তকের ন্যায়, ও তাহাদের মুখহইতে অগ্নি ও ধূম ও গন্ধক নির্গত হয়। ১৮ ঐ তিন উৎপাতদ্বারা, [অর্থাৎ] তাহাদের মুখহইতে নির্গত অগ্নি ও ধূম ও গন্ধকদ্বারা তৃতীয়াংশ মনুষ্য হত হইল। ১৯ কেননা সেই অশ্বদের শক্তি মুখে ও লাঙ্গূলে আছে; কারণ তাহাদের লাঙ্গূল সর্পের তুল্য এবং মস্তকবিশিষ্ট; তদ্দ্বারা তাহারা হিংসা করে। ২০ এই সকল উৎপাতে যাহারা হত হইল না, সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন ২ হস্তকৃত কর্ম্মহইতে মন ফিরাইল না, [অর্থাৎ] ভূতগণের ভজনাহইতে, এবং দর্শনে ও শ্রবণে ও গমনে অসমর্থ স্বর্ণ রূপ্য পিত্তল প্রস্তর কাষ্ঠময় দেবমূর্ত্তিদের ভজনাহইতে নিবৃত্ত হইল না; ২১ এবং নরহত্যা ও কুহক ও ব্যভিচার ও চৌর্য্য ইত্যাদি আপনাদের ক্রিয়াহইতেও মন ফিরাইল না।

১০ অধ্যায়।

১ অপর আমি আর এক শক্তিমান্ দূতকে স্বর্গহইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, ও মস্তকের ভূষণ মেঘধনুক, ও মুখ সূর্য্যতুল্য, ও চরণ অগ্নিস্তম্ভতুল্য, ২ এবং তাঁহার হস্তে বিস্তৃত এক ক্ষুদ্র পত্রিকা ছিল। অনন্তর তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া ৩ সিংহগর্জ্জনের ন্যায় হুঙ্কারশব্দ করিলেন, এবং তিনি শব্দ করিলে সপ্ত স্তনিত আপন ২ রব শুনাইল। ৪ সেই সপ্ত স্তনিত কথা কহিলে আমি তাহা লিখিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু স্বর্গহইতে আমার প্রতি এই বাণী শুনিলাম, ঐ সপ্ত স্তনিত যাহা কহিল, তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না। ৫ পরে সমুদ্রের ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান যে দূতকে আমি দেখিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গের প্রতি আপন দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ৬ স্বর্গ ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্তজীবির নাম উচ্চারণ করিয়া এই শপথ করিলেন, আর বিলম্ব হইবে না; ৭ কিন্তু সপ্তম দূতের ধ্বনি করণ সময়ে, অর্থাৎ যে সময়ে তিনি তূরীধ্বনি করিতে উদ্যত হইবেন, সেই সময়ে ঈশ্বরের নিগূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার দাস ভাববাদিগণকে দত্ত মঙ্গলবার্ত্তানুসারে সমাপ্ত হইবে। ৮ অপর [আমি শুনিলাম], পূর্ব্বশ্রুত আকাশবাণী আমার সহিত আর বার আলাপ করিয়া কহিল, তুমি গিয়া সমুদ্রের ও স্থলের উপরে দণ্ডায়মান ঐ দূতের হস্তহইতে সেই বিস্তৃত ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি লও। ৯ তখন আমি সেই দূতের নিকটে গিয়া কহিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি আমাকে দিউন। তাহাতে তিনি কহিলেন, লও, খাইয়া ফেল; ইহা তোমার উদরে তিক্তরস হইবে, কিন্তু মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিবে। ১০ তখন আমি দূতের হস্তহইতে সেই ক্ষুদ্র পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক খাইয়া ফেলিলাম; তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল, কিন্তু খাইয়া ফেলিলে পর উদর তিক্ত বোধ হইল। ১১ পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন, নানা দেশের ও জাতির ও ভাষার বিষয়ে এবং অনেক রাজার বিষয়ে তোমাকে আর বার ভাবোক্তি প্রচার করিতে হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ পরে যষ্টির ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত হইলে আমি এই আজ্ঞা পাইলাম, তুমি উঠিয়া ঈশ্বরীয় প্রাসাদের ও যজ্ঞবেদির ও তন্মধ্যস্থ ভজনাকারিদের পরিমাণ কর। ২ কিন্তু প্রাসাদের বহিঃস্থিত প্রাঙ্গণ বাদ দেও, তাহা পরিমাণ করিও না, কারণ তাহা পরজাতিদিগকে দত্ত হইয়াছে; বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র নগরকে পদতলে দলিত করিবে। ৩ আর আমি আপন দুই সাক্ষিকে [ক্ষমতা] দিব, তাহাতে এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া ভাবোক্তি প্রচার করিবেন। ৪ তাঁহারা ভূমণ্ডলাধিপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান দুই জিতবৃক্ষ ও দুই দীপাধারস্বরূপ। ৫ পরন্তু যদি কেহ তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে উদ্যত হয়, তবে তাঁহাদের মুখহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাঁহাদের শত্রুগণকে গ্রাস করিবে; হাঁ, যদি কেহ তাঁহাদের হিংসা করিতে উদ্যত হয়, তবে সেই রূপে তাহাকে হত হইতে হয়। ৬ [আর] তাঁহাদের ভাববাণী কথনের তাবৎ দিনে যেন বৃষ্টি না হয়, এই জন্যে আকাশ রুদ্ধ করিতে তাঁহাদের ক্ষমতা আছে; এবং জলের কর্ত্তৃত্ব, [অর্থাৎ] তাহা রক্ত করণের, হাঁ, ইচ্ছামতে বার ২ পৃথিবীকে যাবতীয় উৎপাতে আঘাত করণের [ক্ষমতা] তাঁহাদের আছে। ৭ তাঁহাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত হইলে অগাধলোকহইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করণ পূর্ব্বক জয় করিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিবে। ৮ তাহাতে সদোম ও মিসর এই আধ্যাত্মিক নামবিশিষ্ট যে নগরে তাঁহাদের

প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন, সেই মহানগরের চকে তাঁহাদের শব পড়িয়া থাকিবে। ৯ এবং নানা দেশের ও বংশের ও ভাষার ও জাতির [অনেক] লোক সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত সেই শব নিরীক্ষণ করিবে, তাঁহাদের শব কবরে রাখিবার অনুমতি দিবে না। ১০ আর এই দুই ভাববাদী পৃথিবীনিবাসিদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, এই জন্যে পৃথিবীনিবাসিরা তাঁহাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়া সুখভোগে মগ্ন হইবে, ও পরস্পর উপঢৌকন প্রেরণ করিবে। ১১ [পরে আমি দেখিলাম.] সেই সাড়ে তিন দিন গত হইলে তাঁহাদের শরীরে ঈশ্বরহইতে জীবাত্মা প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহারা চরণে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং যাহারা তাঁহাদিগকে দেখিল, তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। ১২ পরে তাঁহারা আপনাদের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে এই আকাশবাণী শুনিলেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস; তখন তাঁহারা মেঘরথে স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের শত্রুগণ তাঁহাদের প্রতি অবলোকন করিল। ১৩ সেই দণ্ডে মহাভূমিকম্প হইলে নগরের দশমাংশ পতিত হইল; সেই ভূমিকম্পেতে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত হইয়া স্বর্গীয় ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিল। ১৪ এই দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল; দেখ, তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্র আসিতেছে।

১৫ পরে সপ্তম দূত তূরীধ্বনি করিলে স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে অনেকের এই রূপ বাণী হইল, জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ রাজত্ব করিবেন। ১৬ পরে ঈশ্বরের সম্মুখে আপন ২ সিংহাসনে উপবিষ্ট চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ১৭ হে সর্ব্বশক্তিমন্ ঈশ্বর প্রভো, তুমি বর্ত্তমান ও ভূত ও ভবিষ্যৎ, তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া রাজত্বপ্রাপ্ত হইলা। ১৮ আর পরজাতি সকল ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধের প্রাদুর্ভাব ও মৃত লোকদের বিচার করণের সময়, হাঁ, তোমার দাস ভাববাদিগণকে ও পবিত্র লোকদিগকে ও তোমার নামে ভয়কারি ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলকে পুরস্কার দেওনের এবং পৃথিবীনাশকদিগের নাশ করণের সময় উপস্থিত হইল।

১৯ পরে স্বর্গে ঈশ্বরের প্রাসাদের দ্বার মুক্ত হওয়াতে তাঁহার প্রাসাদের মধ্যে [স্থিত] তাঁহার নিয়মসিন্দুক দৃশ্য হইল, এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘগর্জ্জন ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি হইল।

১২ অধ্যায়।

১ তদনন্তর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ অভিজ্ঞান দেখা গেল; এক স্ত্রী ছিল; সূর্য্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পাদপাঠ, ও দ্বাদশ তারার মুকুট তাহার শিরোভূষণ। ২ সে গর্ব্ভবতী হইয়া প্রসববেদনাতে ব্যথিতা হওয়াতে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। ৩ তদ্ভিন্ন স্বর্গমধ্যে আর এক অভিজ্ঞান দেখা গেল; ফলতঃ দেখ, এক প্রকাণ্ড নাগ; সে লোহিতবর্ণ, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ, এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত কিরীট ছিল। ৪ এবং তাহার লাঙ্গূল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল; সেই নাগ প্রসব হইতে উদ্যত ঐ স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসব হইবামাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে প্রস্তুত ছিল। ৫ পরে ঐ স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করিল; তিনি লৌহদণ্ডদ্বারা যাবতীয় জাতি চরাইবার অধিকারী। তাহার সন্তানটী তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত হইলেন। ৬ কিন্তু ঐ স্ত্রী নির্জন প্রান্তরে পলায়ন করিল; তথায় এক সহস্র দুই শত ষষ্টি দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা হওনার্থে ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রস্তুত তাহার এক আশ্রম আছে।

৭ অধিকন্তু স্বর্গে সংগ্রাম হইল; মীখায়েল্ ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, ৮ কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ৯ ফলতঃ ঐ মহানাগ, [হাঁ,] দিয়াবলঃ [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] নামে বিখ্যাত যে পুরাতন সর্প সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়, সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। ১০ তখন আমি স্বর্গে উচ্চৈঃস্বরে এই বাণী শুনিলাম, এক্ষণে ত্রাণ ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকার হইল; কেননা আমাদের ভ্রাতৃগণের যে অভিযোগকারী দিবারাত্রি আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের নামে অভিযোগ করিত, সে নিপাতিত হইল। ১১ পরন্তু মেষশাবকের রক্ত এবং আপন ২ সাক্ষ্যরূপ বাক্যের গুণে তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; হাঁ, মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন ২ প্রাণ প্রিয় জ্ঞান করে নাই। ১২ অতএব, হে স্বর্গ ও তন্নিবাসিগণ, আনন্দ কর; হে পৃথিবী ও সমুদ্র নিবাসিগণ, তোমাদের সন্তাপ হইবে; কেননা শয়তান অতিশয় রাগাপন্ন হইয়া তোমাদের নিকটে নামিল; এবং তাহার কাল সংক্ষিপ্ত, ইহা সে জানে।

১৩ পরে ঐ নাগ আপনাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া ঐ পুত্রপ্রসূতা স্ত্রীর প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। ১৪ কিন্তু নির্জন প্রান্তরে নিজ আশ্রমে উড়িয়া যাইবার জন্যে সেই স্ত্রীকে বৃহৎ উৎক্রোশ পক্ষির [ন্যায়] দুই পক্ষ দত্ত হইল; সেই স্থানে ঐ নাগের দৃষ্টিহইতে দূরে এক কাল ও [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতিপালন হয়। ১৫ পরে সে নাগ ঐ স্ত্রীকে জলস্রোতে ভাসাইবার নিমিত্তে আপন মুখহইতে নদীবৎ জলধারা তাহার

পশ্চাৎ নিক্ষেপ করিল। [১৬] কিন্তু পৃথিবী সেই স্ত্রীর সহকারিণী হইয়া আপন মুখ খুলিয়া নাগের মুখ হইতে উদ্গীরিত নদী কবল করিল। [১৭] তাহাতে স্ত্রীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার বংশের অবশিষ্ট লোকদের, [অর্থাৎ] যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে গেল।

১৩ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর সে সমুদ্রস্থ বালুকার উপরে দণ্ডায়মান হইল। তাহাতে আমি দেখিলাম, সমুদ্রের মধ্যহইতে এক পশু উঠিল; তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং দশ শৃঙ্গে দশ কিরীট, এবং মস্তকগুলিতে লিখিত ধর্ম্মনিন্দাসূচক কতিপয় নাম ছিল। [২] সেই যে পশুকে আমি দেখিলাম, সে চিতা ব্যাঘ্রের সদৃশ, কিন্তু তাহার চরণ ভল্লূকের ন্যায় এবং মুখ সিংহমুখের ন্যায়; পরে সেই নাগ আপনার পরাক্রম ও সিংহাসন ও মহৎ কর্তৃত্ব তাহাকে সমর্পণ করিল। [৩] পরে [দেখিলাম], তাহার ঐ সকল মস্তকের মধ্যে এক মস্তক যেন প্রাণান্তক আঘাতে ছিন্ন হইল, তথাপি তাহার সেই প্রাণান্তক ক্ষতের প্রতীকার করা গেল; পরে সমুদয় জগৎ সেই পশুর পশ্চাৎ [চাহিয়া] চমৎকার জ্ঞান করিল। [৪] এবং নাগ পশুকে কর্তৃত্ব দিয়াছিল, তজ্জন্য সকলে তাহার ভজনা করিল, এবং পশুরও ভজনা করিল, এবং কহিল, এই পশুর তুল্য কে? এবং ইহার সহিত কে সংগ্রাম করিতে পারে? [৫] আর দর্পের ও ধর্ম্মনিন্দার বাক্যবাদি বক্ত্র তাহাকে দত্ত হইল, এবং বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও দেওয়া গেল। [৬] তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার তাম্বু ও স্বর্গবাসি সকলকে নিন্দা করিতে লাগিল। [৭] এবং পবিত্র লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিবার [ক্ষমতা] তাহাকে দত্ত হইল; এবং যাবতীয় বংশের ও দেশের ও ভাষার ও জাতির কর্তৃত্ব তাহাকে দত্ত হইল। [৮] তাহাতে জগৎপত্তনের সময়াবধি যাহাদের নাম হত মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত নাই, পৃথিবীনিবাসি সেই সকল লোক তাহার ভজনা করিবে। [৯] যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক। [১০] যে ব্যক্তি বন্দিত্বের পাত্র, সে বন্দিত্বে যাইবে; এবং যে ব্যক্তি খড়্গের পাত্র, তাহাকে খড়্গাঘাতে হত হইতে হইবে। ইহাতে পবিত্র লোকদের স্থৈর্য্য ও বিশ্বাস আছে।

[১১] তদনন্তর আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে স্থলহইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় [illegible]বিশিষ্ট ছিল, অথচ নাগের ন্যায় কথা [illegible]ত। [১২] সে ঐ প্রথম পশুর সাক্ষাতে তাহার সমস্ত কর্তৃত্ব করে, এবং যে প্রথম পশুর প্রাণান্তক আঘাতের প্রতীকার হইয়াছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসিদিগকে তাহার ভজনা করায়। [১৩] এবং মহৎ অভিজ্ঞান প্রদর্শন করে, হাঁ, মনুষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গহইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। [১৪] এই রূপে সেই পশুর সাক্ষাতে যে অভিজ্ঞান সকল প্রদর্শনের ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীনিবাসিদের ভ্রান্তি জন্মায়। বিশেষতঃ খড়্গাঘাতে আহত যে পশু বাঁচিয়াছিল, তাহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পৃথিবীনিবাসিদিগকে আজ্ঞা দিল। [১৫] এবং ঐ পশুর সেই প্রতিমূর্ত্তি যেন কথা কহিতে পারে, ও যত লোক সেই পশুর প্রতিমূর্ত্তির ভজনা না করিবে তাহাদিগকে বধ করিতে পারে, এই নিমিত্তে পশুর প্রতিমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। [১৬] তাহাতে সে ক্ষুদ্র ও মহান্, এবং ধনী ও দরিদ্র, এবং স্বাধীন ও দাস, সকলকেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা কপালে ছাব ধারণ করায়। [১৭] এবং ঐ পশুর ছাব কিম্বা নাম কিম্বা নামের সঙ্খ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করণের অধিকার বন্ধ করে। [১৮] ইহাতে বিজ্ঞান দেখা যায়; যে বুদ্ধিমান্, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কেননা তাহা মনুষ্যের সঙ্খ্যা, এবং সেই সঙ্খ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

১৪ অধ্যায়।

[১] পরে আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, ঐ মেষশাবক সিয়োন্ পর্ব্বতের উপরে দণ্ডায়মান আছেন, এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক আছে, তাহাদের কপালে তাঁহার নাম ও তাঁহার পিতার নাম লিখিত আছে। [২] অনন্তর স্বর্গহইতে বহু জলের কল্লোল ও গভীর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ধ্বনি শুনিলাম। আমার শ্রুত সেই ধ্বনিতে [বোধ হইল] যেন বীণাবাদকসমূহ আপন ২ বীণা বাজাইতেছে; [৩] আর তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও চারি প্রাণির ও প্রাচীনবর্গের সম্মুখে এক নূতন গীত গান করে, কিন্তু পৃথিবীহইতে ক্রীত ঐ এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ সেই গীত শিখিতে পারিল না। [৪] তাহারাই কামিনীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ তাহারা অমৈথুন; যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সে স্থানে তাহারা তাঁহার অনুগামী হয়; তাহারাই ঈশ্বরের ও মেষশাবকের উদ্দেশ্য অগ্রিমাংশরূপে মনুষ্যদের মধ্যহইতে ক্রীত হইয়াছে। [৫] আর তাহাদের মুখে কোন ছলের কথা পাওয়া যায় নাই; কেননা তাহারা নির্দ্দোষ, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে অবস্থিত।

[৬] তদনন্তর আমি আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান অন্য এক দূতকে দেখিলাম, তিনি পৃথিবীনিবাসিদিগকে, হাঁ, যাবতীয় জাতি ও বংশ ও ভাষা ও রাজ্যকে সুবার্ত্তা জানাইতে অনন্তকালীন সুস-

মাচার পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলেন, ৭ ঈশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার মহিমা স্বীকার কর, কেননা তাঁহার বিচারসময় উপস্থিত; অতএব তোমরা স্বর্গের ও পৃথিবীর ও সমুদ্রের ও জলপ্রবাহ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভজনা কর। ৮ তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিয়া কহিলেন, পতিতা, পতিতা মহতী বাবিল, কারণ সে যাবতীয় জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়াজন্য রোষরূপ মদিরা পান করাইত। ৯ তৎপশ্চাৎ তৃতীয় এক দূত আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, কিম্বা নিজ কপালে কি হস্তে তাহার ছাব ধারণ করে, ১০ তবে ঈশ্বরের কোপধারি পানপাত্রে যে অমিশ্রিত রোষমদিরা ঢালা গিয়াছে, তাহা সেই ব্যক্তিও পান করিবে, এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। ১১ তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ উঠে; যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, এবং যাহারা তাহার নামের ছাব ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনো বিশ্রাম পায় না। ১২ এ বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালনকারি পবিত্র লোকদের স্থৈর্য্য দেখা যায়। ১৩ পরে স্বর্গহইতে আমার প্রতি উক্ত এই বাণী শুনিলাম, তুমি লেখ, যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা এখন অবধি ধন্য; হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহাদিগকে আপন ২ শ্রমহইতে বিশ্রাম পাইতে হয়, এবং তাহাদের ক্রিয়া সকল তাহাদের অনুগামী হয়।

১৪ অনন্তর আমি নিরীক্ষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ এক মেঘ দেখিলাম, সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও হস্তে তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল। ১৫ পরে প্রাসাদহইতে আর এক দূত নির্গত হইয়া ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমার কাস্ত্যা লাগাইয়া শস্য ছেদন কর; শস্যচ্ছেদনের সময় হইল; কেননা পৃথিবীর শস্য পাকিয়াছে। ১৬ তাহাতে সেই মেঘারূঢ় ব্যক্তি আপন কাস্ত্যা পৃথিবীতে লাগাইলে পৃথিবীর শস্যচ্ছেদন হইল। ১৭ তদনন্তর স্বর্গস্থ প্রাসাদহইতে আর এক দূত বহির্গত হইলেন; তাঁহারও হস্তে তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল। ১৮ অপর যজ্ঞবেদিহইতে অগ্নির কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট আর এক দূত নির্গত হইলেন, তিনি ঐ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যাধারি ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ সকল ছেদন কর, কেননা তাহার ফল পাকিয়াছে। ১৯ তাহাতে ঐ দূত পৃথিবীতে কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ ছেদন করিয়া ঈশ্বরের রোষাধার মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। ২০ পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলিলে কুণ্ডহইতে নির্গত রক্ত অশ্বদের বল্গা পর্য্যন্ত উঠিয়া এক শত ক্রোশ ব্যাপ্ত হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ পরে আমি স্বর্গে আর এক অভিজ্ঞান দেখিলাম, তাহা মহৎ ও অদ্ভুত; ফলতঃ সপ্ত অন্তিম উৎপাতের কর্ত্তা সপ্ত দূতকে দেখিলাম; সেই উৎপাতে ঈশ্বরের রোষ সিদ্ধ হয়। ২ এবং অগ্নিমিশ্রিত সমুদ্রের কাচময় আকৃতি দেখিলাম; এবং যাহারা পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তি ও ছাব ও নামের সঙ্খ্যাজন্য যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরদত্ত বীণা ধরিয়া ঐ কাচময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া ৩ ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গাইয়া কহে, হে সর্ব্বশক্তিমন্ ঈশ্বর প্রভো, তোমার ক্রিয়া সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য; হে জাতিগণের রাজন্, তোমার সকল মার্গ ন্যায্য ও যথার্থ। ৪ হে প্রভো, তোমাহইতে কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের গৌরব কে না স্বীকার করিবে? কেননা একমাত্র তুমি সাধু, এবং যাবতীয় জাতি আসিয়া তোমার সাক্ষাতে ভজনা করিবে, কারণ তোমার ধর্ম্মবিচারাজ্ঞা প্রত্যক্ষ হইল।

৫ তদনন্তর আমি দেখিলাম, স্বর্গস্থ প্রাসাদ অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ তাম্বু উদ্ঘাটিত হইল; ৬ তাহাতে সেই প্রাসাদহইতে ঐ সপ্ত উৎপাতের কর্ত্তা সপ্ত দূত বহির্গমন করিলেন, তাঁহারা শুচি শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিত, এবং তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপটুকা বদ্ধ। ৭ পরে চারি প্রাণির মধ্যে এক প্রাণী ঐ সপ্ত দূতকে অনন্তজীবি ঈশ্বরের রোষে পরিপূর্ণ সপ্ত সুবর্ণ বাটি দিলেন। ৮ তাহাতে ঈশ্বরের প্রতাপ ও পরাক্রমজাত ধূমে প্রাসাদটী পরিপূর্ণ হইল; এবং ঐ সপ্ত দূতের সপ্ত উৎপাত যাবৎ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ কেহ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারিল না।

১৬ অধ্যায়।

১ পরে আমি প্রাসাদহইতে ঐ সপ্ত দূতের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে উক্ত এই বাণী শুনিলাম, তোমরা যাইয়া ঈশ্বরের রোষের ঐ সপ্ত বাটি পৃথিবীতে ঢালিয়া দেও।

২ পরে প্রথম [দূত] গিয়া স্থলের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে পশুর ছাব বিশিষ্ট ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনাকারি মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ব্রণ জন্মিল।

৩ পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তসদৃশ হইল, এবং সমুদ্রচর যাবতীয় জীবিত প্রাণী মরিল।

৪ অপর তৃতীয় দূত নদনদী ও জলপ্রবাহ সকলেতে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত হইয়া গেল। ৫ তখন আমি জলাধিপতি দূতের এই বাণী শুনিলাম, হে বর্ত্তমান ও ভূতকালীন সাধু প্রভো, তুমি ন্যায়পরায়ণ, তজ্জন্য এমত বিচারাজ্ঞা করিলা। ৬ কেননা যাহারা পবিত্র লোকদের ও ভাববাদিগণের রক্তপাত করিত, তাহাদিগকে তুমি

পানার্থে রক্ত দিলা, তাহারা [ইহার] যোগ্য বটে। ৭ অনন্তর আমি যজ্ঞবেদির নিকটহইতে এই বাণী শুনিলাম, সত্য, হে সর্ব্বশক্তিমন্ ঈশ্বর প্রভো, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল যথার্থ ও ন্যায্য।

৮ পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে অগ্নিদ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। ৯ তখন মনুষ্যেরা আত্যন্তিক উত্তাপে তাপিত হইল, এবং এই সকল উৎপাতের কর্ত্তৃত্ব বিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহার নামের নিন্দা করিল, তাঁহার গৌরব স্বীকার করিতে মন ফিরাইল না।

১০ অপর পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত আপন ২ জিহ্বা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ১১ এবং আপনাদের বেদনা ও ব্রণ প্রযুক্ত স্বর্গের ঈশ্বরকে নিন্দা করিল, আপন ২ ক্রিয়াহইতে মন ফিরাইল না।

১২ পরে ষষ্ঠ দূত ফরাৎ নামে মহানদে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে সূর্য্যোদয়স্থানহইতে আগামি নৃপতিবর্গের পথ প্রস্তুত করণার্থে ঐ নদের জল শুষ্ক হইয়া গেল। ১৩ পরে আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও ভাক্ত ভাববাদির মুখহইতে ভেকের ন্যায় তিন অশুচি আত্মা [নির্গত] হইল। ১৪ তাহারা ভূতদের আত্মা এবং অভিজ্ঞান প্রদর্শনে সমর্থ; তাহারা জগৎ সমুদয়ের ভূপতিদের নিকটে গিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে। ১৫ দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; যে ব্যক্তি জাগ্রৎ থাকে, এবং পাছে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইলে তাহার অপমান দৃশ্য হয়, ইহা ভাবিয়া আপন বস্ত্র রক্ষা করে, সেই ধন্য। ১৬ পরে তাহারা ইব্রী ভাষাতে হর্ম্মগিদ্দো নাম বিশিষ্ট স্থানে তাহাদিগকে একত্র করিল।

১৭ অনন্তর সপ্তম দূত আকাশের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে স্বর্গস্থ প্রাসাদ ও সিংহাসনহইতে এই মহাবাণী নির্গত হইল, "হইয়াছে।" ১৮ এবং বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘগর্জ্জন হইল, এবং পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তিকালাবধি যাদৃশ কখনো হয় নাই, তাদৃশ ঘোরতর মহাভূমিকম্প হইল। ১৯ তাহাতে মহানগরী তিন ভাগে বিভিন্ন হইল, এবং পরজাতিদের নগর সকল পতিত হইল, এবং ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাতে পূর্ণ পানপাত্র মহতী বাবিলকে দিবার নিমিত্তে ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাহাকে স্মরণ করা গেল। ২০ এবং প্রত্যেক উপদ্বীপ পলায়ন করিল, ও পর্ব্বতগণ আর পাওয়া গেল না। ২১ এবং মনুষ্যদের উপরে আকাশহইতে এক ২ মণ পরিমিত শিলার বৃষ্টি হইল; এই শিলাবৃষ্টিরূপ উৎপাত প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিতে লাগিল; কারণ সেই উৎপাত অতিশয় ভারী।

১৭ অধ্যায়।

১ পরে ঐ সপ্ত বাটি যাঁহাদের হস্তে ছিল, সেই সপ্ত দূতের মধ্যে এক জন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন, আইস, আমি ঐ বহু জলের উপরে উপবিষ্টা মহাবেশ্যার দণ্ড, ২ [অর্থাৎ] যাহার সহিত পৃথিবীর রাজগণ ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং পৃথিবীনিবাসিরা যাহার বেশ্যাক্রিয়ারূপ মদিরাতে মত্ত হইয়াছে, সেই বেশ্যার বিচারসিদ্ধ দণ্ড তোমাকে দেখাই। ৩ পরে সেই দূত আত্মাতে আবিষ্ট আমাকে প্রান্তরমধ্যে লইয়া গেলেন; তাহাতে আমি সিন্দূরবর্ণ পশুতে উপবিষ্টা এক নারীকে দেখিলাম। সেই পশু ধর্ম্মনিন্দাসূচক নামে পরিপূর্ণ, এবং সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গবিশিষ্ট। ৪ এবং সেই নারী কৃষ্ণলোহিত ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদিতে মণ্ডিতা, এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক পানপাত্র আছে, তাহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ারূপ মালিন্যে পরিপূর্ণ। ৫ এবং তাহার কপালে এই নাম লিখিত আছে, "নিগূঢ়; মহতী বাবিল, পৃথিবীস্থ বেশ্যাগণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী।" ৬ আর আমি দেখিলাম, পবিত্র লোকদের রক্তে ও যীশুর সাক্ষিগণের রক্তে সেই নারী মত্তা ছিল; তাহার দর্শনে আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। ৭ তাহাতে সেই দূত আমাকে কহিলেন, তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলা কেন? আমি ঐ নারীর ও তাহার বাহনের, [অর্থাৎ] সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুর নিগূঢ় তত্ব তোমাকে জানাই। ৮ তুমি যে পশুকে দেখিলা সে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি নাই; তাহাকে অগাধলোকহইতে উঠিতে হইবে, এবং সে বিনাশ পাইবে; তাহাতে জগৎপত্তনের সময়াবধি জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত নাই, সেই পৃথিবীনিবাসি সকলে ভূত এবং অবর্ত্তমান এবং ভাবিকালে বর্ত্তমান ঐ পশুকে দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে। ৯ ইহাতে বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি দেখা যায়। ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পর্ব্বতস্বরূপ, তাহাদের উপরে ঐ নারী বসিয়া আছে; ১০ এবং তাহা সপ্ত রাজস্বরূপও আছে; তাহাদের পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, এবং এক জন বর্ত্তমান আছে; আর এক জন অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই; উপস্থিত হইলে তাহাকে অল্প কাল থাকিতে হইবে। ১১ এবং যে পশু ছিল, কিন্তু এখন নাই, সে অষ্টম; সে সপ্ত [রাজার শ্রেণীতে] এক জন, এবং সে বিনাশ পাইবে। ১২ এবং তোমার দৃষ্ট সেই দশ শৃঙ্গ দশ রাজস্বরূপ; তাহারা অদ্যাপি রাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু এক ঘণ্টার নিমিত্তে সেই পশুর সহিত রাজকর্ত্তৃত্ব পাইবে। ১৩ তাহারা একপরামর্শ হইয়া আপনাদের পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব সেই পশুকে দিবে। ১৪ তাহারা মেষশাবকের সহিত সংগ্রাম করিবে, তাহাতে মেষশাবক তাহাদিগকে জয় করি-

বেন; যেহেতুক তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা, এবং তাঁহার সহচরেরা আহূতা ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত। ১৫ তিনি আমাকে আরও কহিলেন, তুমি যে বহু জল দেখিলা, [অর্থাৎ] ঐ বেশ্যা যাহাতে উপবিষ্টা আছে, সেই জল প্রজা ও লোকারণ্য ও জাতিসমূহ ও নানাভাষাবাদি লোক [জানিবা]। ১৬ আর তোমার দৃষ্ট ঐ দশ শৃঙ্গ এবং পশু সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করিবে, এবং তাহাকে অনাথা ও নগ্না করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে, এবং তাহাকে অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিবে। ১৭ কেননা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সকল সিদ্ধ না হইবে, তাবৎ কাল তাঁহারই মানস পূর্ণ করিতে, এবং একপরামর্শ হইয়া আপন২ রাজ্য সেই পশুকে দিতে ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি দিলেন। ১৮ আর তুমি যে নারীকে দেখিলা, সে পৃথিবীর রাজগনের উপরে রাজত্বপ্রাপ্তা মহানগরী জানিবা।

১৮ অধ্যায়।

১ তৎপরে আমি স্বর্গহইতে আর এক দূতকে নামিতে দেখিলাম; তিনি মহাক্ষমতাপন্ন, এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিমতী হইল। ২ পরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, পতিতা, পতিতা মহতী বাবিল; সে ভূতগনের বাসা, এবং যাবতীয় অশুচি আত্মার কারা, ও যাবতীয় অশুচি ঘৃণার্হ পক্ষির পিঞ্জর হইল। ৩ কেননা যাবতীয় জাতি তাহার বেশ্যাক্রিয়াজন্য রোষরূপ মদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর রাজগন তাহার সহিত ব্যভিচারকর্ম্ম করিয়াছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার ধনাড়ম্বরের প্রভাবে ধনবান হইয়াছে। ৪ অনন্তর আমি স্বর্গহইতে এই রূপ আর এক বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ, উহাহইতে বাহিরে আইস, পাছে উহার সকল পাপের অংশী এবং উহার সকল দণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হও। ৫ কেননা উহার পাপ গগনে সংলগ্ন হইয়াছে, এবং ঈশ্বর উহার অপরাধ স্মরন করিয়াছেন। ৬ সে তোমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিত, তোমরাও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর; তাহার ক্রিয়ানুযায়ি দ্বিগুন প্রতিফল [তাহাকে] দেও; সে পরের জন্যে যে পাত্রে পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্যে দ্বিগুন পরিমাণে পেয় প্রস্তুত কর। ৭ সে যত আত্মশ্লাঘা ও ধনাড়ম্বর করিত, তাহাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দেও; কেননা সে মনে২ কহিতেছে, আমি রাজ্ঞীবৎ সিংহাসনোপবিষ্টা আছি, বিধবা নহি, শোকের [দিন কখন] দেখিব না। ৮ অতএব একই দিনে তাহার দণ্ড সকল, [হাঁ,] মৃত্যু ও শোক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এবং সে অগ্নিতে দগ্ধা হইবে; কারণ তাহার বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর প্রভু শক্তিমান। ৯ তাহাতে পৃথিবীর যে সকল রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার ধনাড়ম্বর করিত, তাহারা তাহার দাহের ধূম দেখিয়া রোদন ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিবে। ১০ এবং তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া এই কথা কহিবে, হায়২ মহানগরি বাবিল! হে পরাক্রান্তে নগরি, একই দণ্ডে তোমার বিচার হইল! ১১ এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার নিমিত্তে রোদন ও বিলাপ করিতেছে; যেহেতুক তাহাদের বাণিজ্যের সামগ্রী কেহ আর ক্রয় করে না। ১২ ফলতঃ স্বর্ণ ও রূপ্য ও মণি ও মুক্তা ও ক্ষৌম বস্ত্র ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বস্ত্র ও পট্টবস্ত্র ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র ও চন্দনাদি কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তের যাবতীয় পাত্র, ও বহুমূল্য কাষ্ঠের ও পিত্তলের ও লৌহের ও মর্ম্মরের যাবতীয় পাত্র, ১৩ এবং দারুচিনি ও এলাচি ও ধূপ ও সুগন্ধি লেপদ্রব্য ও কুন্দুরু ও মদিরা ও তৈল ও উত্তম সূজী ও গোম ও পশুধন ও মেষ ও অশ্ব ও রথ ও দাস ও মনুষ্যদের প্রাণ, এই সকল দ্রব্য [কেহ আর ক্রয় করে না]। ১৪ এবং তোমার মনোভিলষিত ফল পাড়নের সময় গিয়াছে, এবং তোমার যাবতীয় শোভা ও ভূষা তোমার নিকটহইতে উচ্ছিন্ন হইয়াছে; লোকে তাহা আর কখনো পাইবে না। ১৫ ঐ সকলের ব্যাপারি যে লোকেরা তাহার ধনে ধনবান হইয়াছিল, তাহারা তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে২ কহিবে, ১৬ হায়! হায়! হে মহানগরি, তুমি ক্ষৌম ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা ও সুবর্ণ মণি মুক্তাদিতে মণ্ডিতা ছিলা, ১৭ কিন্তু এক দণ্ডের মধ্যে সেই মহাসম্পত্তি ধ্বংস হইল। এবং জাহাজস্থ কর্ণধার ও জলপথে স্থানবিশেষে গমনকারি প্রত্যেক ব্যক্তি ও মাল্লা লোক, হাঁ, সমুদ্রব্যবসায়িরা সকলে দূরে দাঁড়াইয়া ১৮ তাহার দাহের ধূম দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সেই মহানগরীর তুল্য আর কে? ১৯ ইহা বলিয়া তাহারা মস্তকে মৃত্তিকা দিয়া রোদন ও বিলাপ করত উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হায়! হায়! যে মহানগরীর ঐশ্বর্য্যদ্বারা সমুদ্রগামি জাহাজের কর্ত্তা সকল ধনবান হইত, এক দণ্ডের মধ্যে তাহার ধ্বংস হইয়া গেল। ২০ হে স্বর্গ, ও হে পবিত্রগণ ও প্রেরিতগণ ও ভাববাদিগন, তোমরা তাহার বিষয়ে আনন্দ কর; কেননা ঈশ্বর বিচার করিয়া তোমাদের প্রতি তাহার কৃত অন্যায়ের প্রতীকার করিয়াছেন।

২১ অনন্তর এক শক্তিমান্ দূত বৃহৎ এক পাট যাঁতার তুল্য একখান প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায় মহানগরী বাবিল মহাবলেতে নিপাতিতা হইবে, আর কখনো তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। ২২ তোমার মধ্যে বীণাবাদকদের ও গায়কদের ও বংশীবাদকদের ও তূরীবাদকদের ধ্বনি আর কখনো শুনা যাইবে না; এবং তোমার মধ্যে কোন প্রকার শিল্পকারি লোক আর কখনো পাওয়া যাইবে না; এবং তোমার মধ্যে যাঁতার শব্দ আর কখনো শুনা যাইবে না; ২৩ এবং তোমার মধ্যে প্রদীপের শিখা আর কখনো জ্বলিবে

না, এবং তোমার মধ্যে বর কন্যার রব আর কখনো শুনা যাইবে না; যেহেতুক তোমার বনিকেরা পৃথিবীর মহল্লোক ছিল, এবং তোমার মায়াতে যাবতীয় জাতি ভ্রান্ত হইত। [২৪] আর পৃথিবীতে ভাববাদিগণ ও পবিত্রগণ প্রভৃতি যত লোকের বধ হইয়াছে, সকলের রক্ত এই নগরের মধ্যে পাওয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

[১] তৎপরে আমি যেন স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যের এই মহারব শুনিলাম, যথা, হাল্লিলূয়া, পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম আমাদের প্রভু ঈশ্বরের। [২] কেননা তাঁহার সকল বিচারাজ্ঞা যথার্থ ও ন্যায্য; ফলতঃ যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়াদ্বারা পৃথিবীর ক্ষয় করিত, তিনি তাহার বিচার করিয়া তাহার হস্তহইতে আপন দাসগণের রক্তপাতের শোধ লইয়াছেন। [৩] এবং তাহারা আর বার কহিল, হাল্লিলূয়া। আর যুগপর্য্যায়ের যুগে ২ তাহার ধূম উঠিতেছে। [৪] পরে সেই চতুর্ব্বিংশতি প্রাচীন লোক ও চারি প্রাণী প্রণিপাত করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিলেন, আমেন; হাল্লিলূয়া।

[৫] তাহার পরে সেই সিংহাসনহইতে এই বাণী নির্গত হইল, হে ঈশ্বরের দাসগণ, হে তাঁহার ভয়কারিগণ, তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান কর। [৬] পরে আমি বৃহৎ লোকারণ্যের রব ও বহুজলের কল্লোলধ্বনি ও ঘোর মেঘগর্জ্জনের শব্দের ন্যায় এই বাণী শুনিলাম, হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। [৭] আইস, আমরা আনন্দ ও উল্লাস করি, এবং তাঁহার মহিমা স্বীকার করি; কারণ মেষশাবকের বিবাহোৎসব উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার বাগ্‌দত্তা আপনাকে সুসজ্জিতা করিল। [৮] এবং পরিধানার্থ শুচি ও শুভ্র ক্ষৌমবস্ত্র তাহাকে দত্ত হইল; ফলতঃ সেই ক্ষৌমবস্ত্র পবিত্রগণের ধার্ম্মিকতাস্বরূপ। [৯] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি লেখ মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত লোকেরা ধন্য; আবার আমাকে কহিলেন, এ সকল ঈশ্বরের যথার্থ বাক্য। [১০] তখন আমি তাঁহাকে ভজনা করিতে তাঁহার চরণে পড়িলে তিনি আমাকে কহিলেন, সাবধান, এমন কর্ম্ম করিও না; আমি তোমার সহদাস, এবং যীশুর সাক্ষ্যবিশিষ্ট তোমার ভ্রাতৃগণেরও [সহদাস]; ঈশ্বরকে ভজনা কর। কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য তাহাই ভাববাণীর আত্মা।

[১১] অনন্তর আমি স্বর্গদ্বার মুক্ত দেখিলাম, তাহাতে শ্বেতবর্ণ এক অশ্ব প্রত্যক্ষ হইল, তদারূঢ় ব্যক্তির নাম বিশ্বাস্য ও সত্যময়, এবং তিনি ন্যায়েতে বিচার ও যুদ্ধকারী। [১২] তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখাবৎ, এবং মস্তক অনেক কিরীটে ভূষিত; এবং তাঁহার এক লিখিত নাম আছে, তাহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। [১৩] এবং রক্তরঞ্জিত বস্ত্র তাঁহার পরিচ্ছদ; এবং তিনি ঈশ্বরের বাক্য, এই নামে বিখ্যাত আছেন। [১৪] এবং স্বর্গীয় সৈন্যসামন্ত শুক্ল শুচি ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্বদিগেতে আরূঢ় হইয়া তাঁহার অনুগমন করে। [১৫] এবং জাতিগণকে আঘাত করণার্থ এক তীক্ষ্ণ খড়্গ তাঁহার মুখহইতে নির্গত হয়, আর তিনি লৌহদণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে চরাইবেন; এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাকুণ্ডে [সঞ্চিত দ্রাক্ষা] দলন করেন। [১৬] এবং তাঁহার পরিচ্ছদে অথচ ঊরুদেশে "রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু," এই নাম লিখিত আছে।

[১৭] অনন্তর আমি সূর্য্যমধ্যে দণ্ডায়মান এক দূতকে দেখিলাম; তিনি উচ্চৈঃশব্দ করিয়া আকাশের মধ্যপথে উড্ডীয়মান যাবতীয় পক্ষিকে কহিলেন, আইস, ঈশ্বরের [প্রস্তুত] মহাভোজে সভাস্থ হইয়া [১৮] রাজগণের মাংস ও সহস্রপতিবর্গের মাংস ও শক্তিমান্ লোকদের মাংস এবং অশ্বগণের ও তদারূঢ়গণের মাংস এবং স্বাধীন ও দাস এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ কর। [১৯] পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বারূঢ় ব্যক্তির ও তাঁহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করণার্থে সেই পশু ও পৃথিবীর রাজগণ ও তাহাদের সৈন্যসামন্ত একত্র হইল। [২০] তাহাতে সেই পশু ধরা পড়িল, এবং তাহার সঙ্গী যে ভাক্ত ভাববাদী তাহার সাক্ষাতে অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়া পশুর ছাবধারি ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনাকারি লোকদিগকে ভুলাইত, সেও ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে জীবিত থাকিয়াই প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল। [২১] এবং অবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারূঢ় ব্যক্তির মুখহইতে নির্গত খড়্গদ্বারা হত হইল; এবং তাহাদের মাংসেতে পক্ষী সকল তৃপ্ত হইল।

২০ অধ্যায়।

[১] পরে আমি স্বর্গহইতে এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে অগাধলোকের চাবি এবং বড় এক শৃঙ্খল ছিল। [২] তিনি ঐ নাগকে, অর্থাৎ দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] নামে বিখ্যাত পুরাতন সর্পকে ধরিয়া সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিতে [৩] অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; তাহাতে ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিদিগকে আর ভ্রান্ত করিতে পারে না; তৎপরে অল্প কালের নিমিত্তে তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।

[৪] পরে আমি কএক সিংহাসন দেখিলাম; তদুপরি যাঁহারা বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার করণের ভার দত্ত হইল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্তে যাহারা কুঠারাঘাতে হত হইয়াছিল, ও যাহারা সেই পশুকে ও তাহার

প্রতিমূর্ত্তিকে ভজনা করে নাই, এবং আপন২ কপালে ও হস্তে তাহার ছাব ধারণ করে নাই, তাহাদের আত্মাদিগকেও দেখিলাম; তাহারা জীবিত হইয়া বর্ষসহস্র পর্য্যন্ত খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব প্রাপ্ত হইল। [৫] কিন্তু সেই বর্ষসহস্র যাবৎ সম্পূর্ণ না হয়, তাবৎ অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না; ইহা প্রথম পুনরুত্থান। [৬] যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে।

[৭] সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারাহইতে মুক্ত করা যাইবে। [৮] তাহাতে সে পৃথিবীর চতুষ্প্রান্তে স্থিত জাতিগণকে, অর্থাৎ গোগ ও মাগোগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করণার্থে বহির্গত হইবে। তাহাদের সঙ্খ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। [৯] [আমি দেখিলাম,] তাহারা পৃথিবীর প্রস্থ দিয়া আসিয়া পবিত্র লোকদের শিবির এবং প্রিয় নগর ঘেরিল; তখন ঈশ্বরের নিকটহইতে অর্থাৎ স্বর্গহইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল। [১০] এবং তাহাদের ভ্রান্তিজনক শয়তান গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; সেই স্থানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদী আছে; আর তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে২ দিবারাত্রি যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

[১১] অপর আমি এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও তদুপবিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখহইতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পলায়ন করিল; তাহাদের নিমিত্তে আর স্থান পাওয়া গেল না। [১২] অনন্তর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ [যাবতীয়] মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; পরে কএকখান গ্রন্থ খোলা গেল, এবং জীবনপুস্তক নামে অন্য এক গ্রন্থ খোলা গেল, এবং মৃত লোকেরা গ্রন্থগণে লিখিত প্রমাণে আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। [১৩] এবং সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে প্রত্যর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তি মৃতগণকে প্রত্যর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেক জন আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইল। [১৪] পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ দ্বিতীয় মৃত্যু। [১৫] এবং জীবনপুস্তকে যে কাহারো নাম লিখিত ছিল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।

২১ অধ্যায়।

[১] পরে আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশমণ্ডল ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছিল; পরন্তু সমুদ্র আর নাই। [২] অনন্তর আমি যোহন ঈশ্বরের নিকটহইতে পুণ্যনগরী নূতন যিরূশালেমকে স্বর্গহইতে নামিতে দেখিলাম; সে বরের নিমিত্তে বিভূষিতা কন্যার ন্যায় সজ্জীভূতা ছিল। [৩] পরে আমি সিংহাসনহইতে এই গভীর বাণী শুনিলাম, ঐ দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; হাঁ, তাহাদের সঙ্গি ঈশ্বর আপনি তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। [৪] এবং তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন, এবং মৃত্যু আর হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও ব্যথা আর হইবে না; কেননা প্রথম বিষয় সকল গত হইল। [৫] পরে সিংহাসনোপবিষ্ট [প্রভু] কহিলেন, এই দেখ, আমি সকলই নূতন করিলাম। পরে তিনি কহিলেন, লিখ, কেননা এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও যথার্থ। [৬] পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হইয়াছে; আমি আল্ফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত; পিপাসিত লোককে আমি বিনামূল্যে জীবনপ্রবাহের জল দিব। [৭] যে জয় করিবে, সে এই সকলের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে। [৮] কিন্তু যাহারা ভীরু ও অবিশ্বাসী ও ঘৃণার্হ ও নরঘাতক ও বেশ্যাগামী ও মায়াবী ও প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং যাবতীয় মিথ্যাবাদির অংশ প্রজ্বলিত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে অধিকার; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।

[৯] অনন্তর সপ্ত অন্তিম উৎপাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটিধারি সপ্ত দূতের মধ্যে এক দূত আমার নিকটে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন, আইস, আমি তোমাকে সেই কন্যাকে, [অর্থাৎ] মেষশাবকের ভার্য্যাকে দেখাই। [১০] পরে তিনি আত্মাবিষ্ট আমাকে এক উচ্চ মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া ঈশ্বরের নিকটহইতে [অর্থাৎ] স্বর্গহইতে অবতরমাণা পুণ্যনগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন। [১১] তাহা ঈশ্বরের প্রতাপ বিশিষ্ট, এবং তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির [অর্থাৎ] স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্তমণির তুল্য। [১২] এবং তাহার উচ্চ ও বৃহৎ প্রাচীর ও দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; সেই দ্বাদশ দ্বারে দ্বাদশ দূত থাকেন, এবং কএকটী নাম তাহাতে লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েলের সন্তানদের দ্বাদশ বংশের নাম। [১৩] তাহার তিন দ্বার পূর্ব্বদিগে, ও তিন দ্বার উত্তরদিগে, ও তিন দ্বার দক্ষিণদিগে ও তিন দ্বার পশ্চিমদিগে আছে। [১৪] এবং নগরের প্রাচীর দ্বাদশ ভিত্তিমূলবিশিষ্ট, তাহাতে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম লিখিত আছে। [১৫] আর যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ নগর ও তাহার দ্বার ও প্রাচীর পরিমাণ করণার্থে একটা সুবর্ণ নল ছিল। [১৬] ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহার দীর্ঘতা ও প্রস্থতা সমান। অনন্তর তিনি সেই নলদ্বারা নগরের পরিমাণ করিলে দ্বাদশ সহস্র তীর পরিমাণ হইল, তাহার দীর্ঘতা ও প্রস্থতা ও উচ্চতা এক সমান।

[১৭] পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে মনুষ্যের অর্থাৎ ঐ দূতের পরিমাণানুসারে এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল। [১৮] প্রাচীরের নির্ম্মিতি সূর্য্যকান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত সুবর্ণময়। [১৯] এবং নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সর্ব্ববিধ মূল্যবান্ মণিতে ভূষিত; তাহার প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্রমণির, চতুর্থ মরকতের, [২০] পঞ্চম বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয় মণির, সপ্তম স্বর্ণমণির, অষ্টম গোমেদকের, নবম পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের, একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটাহেলার আছে। [২১] এবং এক২ দ্বার এক২ মুক্তাতে, এই রূপে দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশ মুক্তাতে নির্ম্মিত; এবং নগরের চক স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়। [২২] তাহার মধ্যে আমি কোন প্রাসাদ দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার প্রাসাদ আছেন। [২৩] আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে চন্দ্র সূর্য্যের কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহাকে আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার দীপস্বরূপ আছেন। [২৪] এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন২ প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য আনিবে। [২৫] ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনো বদ্ধ হইবে না, কেননা সে স্থানে রাত্রি হইবে না। [২৬] এবং জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে আনীত হইবে। [২৭] পরন্তু অপবিত্র কি ঘৃণ্যকৃৎ কি মিথ্যাকৃৎ কিছুই কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না; মেষশাবকের জীবনপুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, কেবল তাহারাই প্রবেশ করিবে।

২২ অধ্যায়।

[১] তদনন্তর তিনি ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসনহইতে নির্গত স্ফটিকবৎ প্রভাযুক্ত অমৃত জলের নদী আমাকে দেখাইলেন। [২] নগরস্থ চকের মধ্যে অথচ নদীর দুই পার্শ্বে জীবনবৃক্ষ আছে; তাহার দ্বাদশ [বার] ফল হয়, এক২ মাসে আপন২ ফল উৎপন্ন করে,এবং তাহার পত্র জাতিগণের আরোগ্যদানার্থক। [৩] এবং কোন শাপ আর হইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে, এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে; [৪] ও তাঁহার মুখদর্শন পাইবে, এবং তাহাদের কপালে তাঁহার নাম থাকিবে। [৫] সে স্থানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপে কিম্বা সূর্য্যের আলোতে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদের উপরে আলো করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে২ রাজত্ব করিবে।

[৬] অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন, এই সকল বচন বিশ্বসনীয় ও যথার্থ; এবং শীঘ্র যাহা২ ভবিতব্য, তাহা আপন দাসদিগকে জ্ঞাত করণার্থে ভাববাদিগণের আত্মা সকলের ঈশ্বর প্রভু আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। [৭] আর দেখ, আমি ত্বরায় আসিতেছি; যে ব্যক্তি এই পুস্তকে [লিখিত] ভাববাণীর বচন সকল পালন করে, সে ধন্য।

[৮] আমি যোহন এই সমস্ত দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম; ইহা দেখিলে শুনিলে পর, যে দূত আমাকে এই সমস্ত দেখাইয়াছিলেন, আমি ভজনা করণার্থে তাঁহার পদতলে পড়িলাম। [৯] কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, সাবধান, এমত কর্ম্ম করিও না; আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার ভ্রাতা ভাববাদিগণের এবং এই পুস্তকে লিখিত বচন পালনকারিগণের সহদাস; ঈশ্বরের ভজনা কর। [১০] পুনশ্চ আমাকে কহিলেন, তুমি এই পুস্তকে [লিখিত] ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় সন্নিকট। [১১] যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্র হউক।

[১২] দেখ, আমি ত্বরায় আসিতেছি; এবং যাহার যেমন ক্রিয়া তাহাকে তেমন ফল দিতে আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী। [১৩] আমি আল্ফা এবং ওমিগা, প্রথম ও শেষ, আদি এবং অন্ত। [১৪] যাহারা আপন২ পরিচ্ছদ ধৌত করে, এই রূপে জীবনবৃক্ষের অধিকারী হইবার, ও দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার যোগ্য হয়, তাহারা ধন্য। [১৫] কুক্কুরগণ ও মায়াবি ও বেশ্যাগামি ও নরহত্যাকারি ও প্রতিমাপূজক লোকেরা এবং মিথ্যাকথা প্রেমকারি ও রচনাকারি প্রত্যেক ব্যক্তি বাহিরে থাকিবে। [১৬] মণ্ডলীগণের মধ্যে তোমাদিগকে এই সকল সাক্ষ্য দেওনার্থে আমি যীশু আপন দূতকে প্রেরণ করিলাম; আমি দায়ূদের মূল ও বংশ, আমি উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র। [১৭] আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইস; এবং যে শ্রবণ করে সেও বলুক, আইস; এবং সে পিপাসিত সে আইসুক; যে বাঞ্ছা করে, সে বিনামূল্যে অমৃত জল গ্রহণ করুক।

[১৮] যাহারা এই পুস্তকে [লিখিত] ভাববাণীর বচন সকল শ্রবণ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে আমি সাক্ষ্য দিয়া কহিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর তাহার সহিত এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল যোগ করিবেন। [১৯] আর যদি কেহ এই ভাববাণীর পুস্তকান্তর্গত সকল বচনহইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর জীবনবৃক্ষহইতে ও পুণ্যনগরহইতে [অর্থাৎ] এই গ্রন্থে লিখিত [মঙ্গল]হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন। [২০] যিনি এই কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি ত্বরায় আসিতেছি। আমেন; হাঁ, প্রভো যীশু, আইসুন।

[২১] আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ পবিত্র লোক সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন্।

ধর্ম্মপুস্তকের উত্তরভাগ সমাপ্ত।